1473(15)

বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতীয় বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ; বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

পঞ্চদশ ভাগ।

ম্রিশ্—যীশুখৃষ্ট

১৪ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেসে

এ, বসু এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১১

বিশ্বকোষ

পঞ্চদশ ভাগ।

মিশমী

মিশ্ ধ্বনি, কোপ। ধ্বনি-অর্থে অক০ কোপার্থে সক০ ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সেট্। লট্ মেশতি, লুঙ্ অমেশীৎ।

মিশমী, আসামপ্রদেশের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী একটী পার্ব্বত্য প্রদেশ। তিব্বতের প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার পর্ব্বতমালা মিশমীশৈল এবং অধিবাসী মিশমী নামে খ্যাত।

মিশমী, আসামের মিশমী শৈলবাসী আদিম জাতিবিশেষ। অক্ষা০ ২৭°২০´ হইতে ২৮°৪০´উঃ এবং দ্রাঘি০ ৯৬° হইতে ৯৭°৩০´পূঃ মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত স্থানে ইহাদের বাস। এখান হইতে ক্রমে দলবদ্ধ হইয়া ইহারা দক্ষিণাভিমুখে ইরাবতী নদীর নেমলাজ শাখার তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছে। তথা হইতে ইহারা ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দফাভূম পর্ব্বতে, উত্তরে তিব্বতের পার্ব্বতীয় জঙ্গলে এবং পশ্চিমে দিহিঙ্গ নদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

জাতিতত্ত্বানুসন্ধিৎসু কর্ণেল ডালটন্ অনুমান করেন যে, এই মিশমীগণ পশ্চিম-চীনের যুনানপ্রদেশবাসী অসভ্য মিয়ান্-ৎজে জাতির একটী শাখা হইবে। উভয় জাতিরই মধ্যে বর্ণ ও আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে।

ইহারা খর্ব্বাকার, দৃঢ়কায়, মুখশ্রী ও গাত্রবর্ণ সুন্দর। অনেকটা মোঙ্গলীয় ধরণের। ইহারা সাহসী ও বলবীর্য্যশালী। তরবার, বড়সা ও শিরস্ত্রাণ ইহাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। রমণীগণ রূপা ও স্ফটিকের অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া অঙ্গশোভা করে।

ইহারা একস্থানে থাকিয়া চাস বাস করে না। ইচ্ছামত নোমাদদিগের ন্যায় একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইয়া থাকে। বাণিজ্যে ইহাদের বিশেষ লক্ষ্য আছে। ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর এবং দু-নদীর পশ্চিমবাসী মিশমীগণ ইংরাজ-সীমান্তে আসিয়া পার্ব্বতীয় পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে এবং আবশ্যক মত অন্যান্য দ্রব্যাদিও ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। তিব্বত প্রভৃতি দেশেও গমন করিয়া ইহারা বাণিজ্যকার্য্য পরিচালন করিয়া থাকে।

ইংরাজ-সীমান্তবর্ত্তী মিশমীদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিশেষ সদ্ভাব আছে। ইহারা নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়। ইংরাজ-পরিব্রাজকগণ মিশমী পর্ব্বত পরিদর্শনে আসিয়া ইহাদের সৌজন্য ও সম্বর্দ্ধনায় আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন উইলকক্স, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ গ্রিফিথস্ ও ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল্ ই, এ রোলাট এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী মিসনরী মুসেঁা ক্রক্ জনৈক খামতিসর্দ্দার সমভিব্যাহারে সঙ্গিয়া হইয়া তিব্বত সীমা পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, কেবলমাত্র এই শেষোক্ত ধর্ম্মযাজক প্রত্যাবর্ত্তনকালে কইসা নামক জনৈক স্বাধীন মিশমী সর্দ্দার কর্ত্তৃক নিহত হন। এই ঘটনায় উত্তেজিত হইয়া গবমেণ্ট মিশমী-সর্দ্দারকে দণ্ডবিধানার্থ একদল সেনা প্রেরণ করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মিশমী সর্দ্দারকে সপরিবারে ধরিয়া আনা হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ৩ জন ইংরাজ-পুরুষ মিশমীরাজ্য পরিদর্শনে আগমন করেন। তাহারা তিব্বত সীমান্তের রীমা নগর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এই যাত্রায় তাহারা মিশমীদিগের ভদ্র ব্যবহারে পরম আহ্লাদিত হন।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণবাসী মিশমীদিগের সহিত একত্র খামতি ও সিংহপোজাতির বাস দেখা যায়। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর-কূল হইতে দিগারু নদী পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে এক মাত্র মিশমীদিগেরই উপনিবেশ আছে। ডাঃ গ্রিফিথ্সের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সর্দ্দার গোল্লম গম এবং ক্রোষার গৃহ বাঁশের মাচার উপর বংশ-দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। উহা প্রায় ১৩০ ফিট্ লম্বা এবং দ্বাদশটী কুঠারীযুক্ত। স্ত্রীপুত্র পরিবারে উহাতে প্রায় ১০০ লোকের সমাবেশ হইত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি,ইহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া পর্ব্বত-জাত ভেষজাদি, মৃগনাভি প্রভৃতি বিক্রয় করে। গো মহিষাদি পালিত পশু রক্ষা করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। সময় সময় ইহারা আসামে আসিয়া মিথুন, গোরু প্রভৃতি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

ইহারা শিকারপ্রিয় এবং মাংসভোজী, ইহাদের মধ্যে কএকটী বিভিন্ন থাক আছে, তন্মধ্যে চুলকাটা বা চলিকাটাই প্রধান। ইহাদের প্রকৃত নাম মিধি, কিন্তু মাথার চুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটে বলিয়া আসামীগণ ইহাদিগকে 'চুলকাটা' নামে অভিহিত করে। সদিয়া হইতে হিমালয়ে তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে ইহাদের বাস আছে। পূর্ব্বে ইহারা ভয়ানক অত্যাচারী ছিল। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলে আসিয়া ইহারা স্ত্রীলোক ও বালক হরণ করিয়া লইয়া যাইত। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজরাজের ও আবরজাতির ভয়ে ইহারা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। দিগারু মিশমীগণ অপেক্ষাকৃত বিনয়ী। ইহাদের সরল ও সদয় ব্যবহারে লোকে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা ব্রহ্মকুণ্ডতীর্থে পাণ্ডাগিরি করে এবং সময় সময় যাত্রীদিগকে লইয়া যায়।

উপরোক্ত থাক ব্যতীত ইহাদের মধ্যে আরও কএকটী শ্রেণী আছে। ইংরাজ-সীমান্তে সমতলক্ষেত্রবাসী মিশমীরা তাইন্ নামে, ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণবাসিগণ মরো নামে এবং পূর্ব্বাঞ্চলবাসীরা মেজু্হা নামে পরিচিত।

মিশর, (মিসর) (Egypt) আফ্রিকার উত্তরপূর্ব্বাংশে অব-স্থিত দেশবিশেষ। ইহার উত্তরসীমা ভূমধ্যসাগর, পূর্ব্বসীমা পালেস্তিন, আরব ও লোহিতসমুদ্র, দক্ষিণে নিউবিয়া এবং পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি। অক্ষা° ২৪°৩´ হইতে ৩১°৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘিমা° ৩০° হইতে ৩৪°৪০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

নামের উৎপত্তি।

মিশর শব্দ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রচলিত আছে। উইলসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করেন—ভারতীয় 'মিশ্র' উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ অতি প্রাচীন কালে আফ্রিকার উপকূলে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তদনুসারে 'মিশ্র' শব্দের অপভ্রংশে 'মিশর' হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, সংস্কৃত 'মিশ্র' (to mix) ধাতু হইতে মিশর শব্দের উৎপত্তি। অতি প্রাচীন কালে ফিনিক, সিরিয়, আসিরীয়, বাবিলনীয়, কালডিয়, মিদিক, পার্থিয় ও ভারতীয় প্রভৃতি নানাদেশীয় বণিক্গণ ভূমধ্য-সাগরে বাণিজ্য করিতেন। মিশরে বাণিজ্যব্যপদেশে নানাজাতীয় লোকের মিশ্রণ হইতে মিশর (অর্থাৎ মিশ্রদেশ) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এবিষয়ে কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক—ইজিপ্টের ভাষায় 'মিশর' শব্দের ব্যুৎপত্তি কিরূপ। এন্সাইক্লোপিডিয়া-ব্রিটেনিকা নামক গ্রন্থে বৃটীশ-মিউজিয়মের ঐতিহাসিক পণ্ডিত রেজিনাল্ড ষ্টুয়ার্ট পুল (Reginald Stuart Poole) মিঃ পিক্টের (M. Picte) মতানুসরণপূর্ব্বক লিখিয়াছেন, সেমিতিক ভাষার ধাত্বর্থে 'ইজিপ্ত' শব্দের কোন সন্তোষজনক ব্যুৎপত্তি নাই। ইহা সংস্কৃত 'গুপ্' (রক্ষণে) (to guard) ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইজিপ্ট=আগুপ্ত (Guarded about, ie. fortified) অর্থাৎ সুরক্ষিত দেশ। হিব্রু ও আরবী ভাষায় মিশর শব্দের ব্যুৎপত্তিতেও এই অর্থ পাওয়া যায়। 'মিশর' শব্দ হিব্রু ভাষায় মজর (Mazr) এবং আরবী ভাষায় মিস্র (Misr) শব্দও অনেক সময়ে সুরক্ষিত (fortified) অর্থে ব্যবহৃত হয়। বোধ হয়, হিব্রু 'মেজ্র্, আরবীতে 'মিসর', পরে ভারতে 'মিশর' রূপে পরিণত হইয়াছে। আসিরীয় ভাষায় উহা মুস্র (Musr) এবং পারসীতে 'মুদ্রায়া' (Mudraya), গ্রীক ভাষায় ইজিপ্ট (Aiguptos) বা আগুপ্ত ভাবেই প্রচলিত আছে। হোমরের কাব্যে আগুপ্তের প্রচুর উল্লেখ আছে। হিব্রুতে 'মজর' ও মিজ্রেম (Mizraim) এই দুই আকার দৃষ্ট হয়। নিম্ন মিশরের পরিবর্তে 'মিজরেম্' শব্দ ব্যবহৃত হইত। হিব্রুতে 'মজর' শব্দ কোন কোন সময়ে সামান্তদেশ অর্থে ব্যবহৃত হইত।

যাহাহউক, পণ্ডিতগণ সংস্কৃত-অর্থানুযায়ী গ্রীক ভাষার 'আগুপ্ত' শব্দই এক্ষণ ব্যবহার করিতেছেন। তাহারা বলেন যে,আদি রাজা মেনা (মনু) রাজ্য স্থাপন করিয়া দুর্গাদি নির্ম্মাণ দ্বারা উহা সুরক্ষিত করিয়াছিলেন, সেই জন্যই ইজিপ্ত, আগুপ্ত বা হিব্রু মজর ও পরবর্ত্তী মিশর একার্থবোধক।

মিশরের দ্বিতীয় অর্থ—কৃষ্ণদেশ, কতকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ এই অর্থবোধক অনেক প্রমাণ আছে। মিশরের পবিত্র চিত্রলিপি বা

হাইরোগ্লিফিক (Hieroglyphics) ভাষায় ইজিপ্তের নাম কেম বা কেমি (kem), ইহার অর্থ কৃষ্ণদেশ। ইজিপ্টের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ঐ নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কোপ্ট (Copt) ভাষাতেও ইজিপ্টের অর্থ কৃষ্ণদেশ। ইজিপ্টের পুরাতত্বজ্ঞ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার ব্রাগস্ (Dr Brugsch) বলেন 'কেম' শব্দ ও বাইবেলের 'হাম' (Ham) শব্দ একার্থবোধক। কারণ 'ক' স্থানভেদে 'হ' রূপে পরিণত হয়। ঐ দুই শব্দই কৃষ্ণদেশ ও উত্তপ্ত দেশ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে, গ্রীক আগুপ্ত (Aiguptos) শব্দ গৃধ্র অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইজিপ্টে গৃধ্র দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছে। এই গৃধ্রপক্ষিঘটিত কোনপৌরাণিক আখ্যান পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এক্ষণে তাহা লুপ্ত হইয়াছে।

ধাত্বর্থের এই সন্দিগ্ধ অনুমান পরিত্যাগ করিয়া গ্রীক ও লাটিন ভাষায় বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, ইজিপ্ট—এসিয়ার অংশবিশেষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালের ভৌগোলিক সংস্থান অনুসারে নীল নদ এসিয়া ও আফ্রিকা উভয় দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত।

রাজ্যের বিভাগ।

ভারতবর্ষের ন্যায় অতি প্রাচীন কাল হইতে মিশরের দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। উত্তরবিভাগ ও দক্ষিণবিভাগ বা উচ্চ ও নিম্নবিভাগ। প্রাচীনকালে মিশরের ৪৪টী বিভাগ বা প্রদেশ (Nomes) ছিল। উত্তর-মিশরে ২২ এবং দক্ষিণমিশরে ২২। সমস্ত বিভাগের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেক বিভাগের এক একজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদিগকে 'হা' (ha) বলিত। প্রত্যেক বিভাগে স্বায়ত্তশাসন বা মিউনিসিপাল-শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক বিভাগেই ধর্ম্মাধিকরণ থাকিত এবং তদুপযোগী বিচারক ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ শাসনব্যবস্থা করিতেন। ভিন্ন রাজার রাজত্বকালে বিভাগ সকলের পরিবর্ত্তন হইত। ভূমি মাপিয়া রাজস্বের বন্দোবস্ত করা হইত। প্রত্যেক বিভাগের সীমানির্দ্দেশক চিহ্ন ছিল।

সেথস্ বা সিসস্ত্রিস্ (Sethos or Sisostris)এর রাজত্বকালে ৩৬টী বিভাগ হয়। ভূগোলবিৎ টলেমির সময়ে ৪৭ বিভাগ ছিল। এই সময়ে উচ্চ, নিম্ন ও মধ্য ভেদে ৩টী প্রধান বিভাগ দৃষ্ট হয়।

৪০০ খৃঃ অব্দে আরবদিগের রাজত্বকালেও ইহার ৩টী বিভাগ থাকে। মসর এল্ বহরি বা নিম্নমিশর, ফৈউম্‌এল্ বাস্তামি বা মধ্য মিশর, এস্ সৈদ বা উচ্চ মিশর।

বর্ত্তমান কালে ইজিপ্টের বিভাগ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। নিম্ন মিশরে ৭টী বিভাগ—

বিভাগ।	প্রধান নগর।
১। গোহের্ রিহ্	দেমেনহুর
২। এল্-গিজে	এল্-গিজে
৩। কাল্যুবুয়ে	কাল্যুব্
৪। সরকিয়ে	জগাজিব
৫। মেনুফিয়ে	শের্ বিন্
৬। ঘরবিয়ে	তান্তা
৭। দখ্ লিয়ে	মনসুরা।

২। মধ্যমিশর ২টি প্রদেশে বিভক্ত।

বিভাগ	প্রধান নগর
১। বেনি সুবেফ, ফৈউম্ ...	বেনি সুবেফ।
এল্ মিন্তে, বেনি মজর ...	এল্ মিন্তে।

৩। উচ্চ মিসর ৪টী প্রদেশ বিভক্ত।

বিভাগ	প্রধান নগর
২। আস্যুত	আস্যুত।
২। গির্জ্জি	সুহাগ্।
৩। কিনে, কুসের ...	কিনে।
৪। ইস্নে	ইস্নে।

ভূতত্ব।

ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মিশরের উচ্চ ও নিম্নবিভাগ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে,—কোন বিষয়ে ইহাদের সাদৃশ্য নাই। সেই জন্য দুইটী বিভাগকে দুইটী বিভিন্ন দেশ বলিয়া মনে হয়, ভূস্তর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন কি পশু, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী রাজ্যেও সম্পূর্ণ ভিন্নতা লক্ষিত হইয়াছে। নিম্নমিশরের ভূমি সমতল, কিন্তু উচ্চ বিভাগের ভূমি সর্ব্বত্রই বালুকাময় শিলাখণ্ডে এবং নদীসন্নিহিত প্রদেশগুলি গ্রানাইট প্রস্তরে পরিপূর্ণ। প্রাচীন কালে এই সমস্ত প্রস্তর হইতে পিরামিড নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নীলনদ মিশরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহার ভূমিকে অত্যন্ত উর্ব্বরা করিয়াছে। মিশরে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। প্রতি বৎসর নীলনদের জল প্লাবিত হইয়া দুই কুলস্থ ভূমি জলমগ্ন হয়। এইজন্য মিশরের নাম নদীমাতৃক দেশ। প্রাচীন মিসরবাসিগণ নীলনদের পবিত্রতা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মিশরের পশ্চিমে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মরুভূমি, মধ্যস্থলে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী ও মনুষ্যকীর্ত্তির বৃহত্তম নিদর্শন বিদ্যমান থাকিয়া দর্শকের মনে অদ্ভুত ভাবের উদ্রেক করিয়া থাকে। নিম্নমিশর বা 'ব' দ্বীপাংশের ভূমি নানা শস্যসম্পদে

অলঙ্কৃতা। চতুর্দ্দিকে বিবিধ স্মৃতিস্তম্ভ অতীত কীর্ত্তির অক্ষয় মহিমার স্মৃতি উদ্রিক্ত করে। মিসরে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মনুষ্য কীর্ত্তি সমভাবেই কালস্রোতে প্রতিবিম্বিতা করিয়াছে। মিসরের সর্ব্বত্রই শৈলশ্রেণী বিরাজিত। ঐ সমস্ত শৈলমালা মনুষ্যশিল্পের প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনসমূহ অঙ্গে বহন করিতেছে। পৃথিবীর কোন দেশেই অতীত কীর্ত্তির এত চিহ্ন বিদ্যমান নাই। থাব্‌স্ নগরীর ধ্বংসাবশেষ আজিও ৫।৬ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

জলবায়ু সাধারণতঃ উষ্ণপ্রধান দেশের অনুরূপ। বায়ু অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং শুষ্ক। বায়ুতে জলীয়বাষ্পের সম্পূর্ণ অভাব। এই জন্য মিশরে বৃষ্টি, ঝটিকা, বজ্রপাত প্রভৃতি হয় না। সমুদ্রকূলের সন্নিহিত স্থানে কেবল বৃষ্টি হয়। উত্তর দিক্ হইতে বায়ুপ্রবাহ বহিয়া থাকে। শীত ঋতুই বৎসরের মধ্যে অতি মনোরম। বসন্তকালের অবসানে 'সাইমুন' ও 'সিরকো প্রভৃতি মরুভূমিপ্রবাহিত বিষাক্ত বায়ু বহে। এই বায়ুর সংস্পর্শে প্রাণীমাত্রই মুহূর্ত্ত মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

প্রাণিরাজ্যে মিশরের বৈচিত্র নানাবিধ। নীলনদে প্রচুর পরিমাণে সিন্ধুঘোটক দৃষ্ট হয়। বহু সহস্র বৎসর হইতেই এই প্রাণী মিশরের অধিবাসী। আদি রাজা মেনা সিন্ধুঘোটক শিকার করিতে যাইয়া নিহত হন। এক্ষণে নীলনদের দক্ষিণাংশ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে ঐ প্রাণী দৃষ্ট হয় না। মিশরেই সর্ব্বাপেক্ষা অহিনকুলের প্রাদুর্ভাব। নীলনদের কুম্ভীর পৃথিবীবিখ্যাত। গৃহপালিত সর্ব্বপ্রকার পশুপক্ষী ব্যতীত হায়েনা, শৃগাল ও শৃঙ্গবিশিষ্ট সর্প এখানকার অদ্ভুত জন্তু। পঙ্গপাল প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বিবিধ প্রকারের অদ্ভুত পতঙ্গ এই দেশে পাওয়া যায়।

মিশরে ধাতুদ্রব্যের খনি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ৭০০০ বৎসর পূর্ব্বে মেনার রাজত্ব কালে প্রস্তরাস্ত্র ব্যবহৃত হইত। কিন্তু উহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, তাহা দ্বারা অস্ত্রচিকিৎসা ও ক্ষৌরকার্য্য পর্য্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত নির্ব্বাহিত হয়। খনিজদ্রব্যের মধ্যে মর্ম্মর প্রস্তর, গন্ধক, সোরা, লবণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকাদি প্রধান।

ধান্য, ভুট্টা, বাজরা, তুলা, যব, গম, পলাণ্ডু, শশা, কাঁকুড়, ইক্ষু, অহিফেন, তামাক, পাট এবং নীল প্রভৃতি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। বৃষ্টি না হইলেও—অসংখ্য খালের জল কৃষিকার্য্যের সহায়তা করে। মিশরের ফলোদ্যান সকল পৃথিবীর মধ্যে প্রসিদ্ধ। কমলা প্রভৃতি নানা প্রকার লেবু, অঞ্জির, খর্জ্জুর, বাদাম ও কদলী প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তালবৃক্ষ নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। মিশরে অরণ্য নাই বলিলেই হয়। এই স্থানে 'পেপাইরাস্' নামক বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে ৭০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরে ইহার বকলে কাগজ (Paper) প্রস্তুত হইয়াছিল। মিশরীয় ভাষার প্রায় সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথি ইহার বকলে লিখিত।

খেদিবের অধীনে একটী মন্ত্রীসভা কর্ত্তৃক মিশরের শাসনপ্রণালী নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহাতে ৪ জন সৈন্যসংক্রান্ত ও ৪ জন বিচারসংক্রান্ত মন্ত্রী থাকেন।

খেদিবগণের রাজত্ব কালে মিশরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। পাশ্চাত্য আদর্শে সর্ব্বস্থানেই বিদ্যালয় প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে। সুয়েজখাল খননের পর হইতে মিশরের বাণিজ্যশ্রী প্রতিদিন বাড়িতেছে এবং পাশ্চাত্য-সভ্যতা নানা বিষয়ে অধিবাসিগণের চিত্ত হরণ করিতেছে।

পুরাতত্ত্ব।

মিশরের পৌরাণিকযুগের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ঐতিহাসিকগণ শৈলগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিপাঠে অবগত হইয়াছেন যে, দেবগণ সত্যযুগে মিশরে ২৪৬০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে মিশরের ত্রেতা ও দ্বাপরে দেববংশসম্ভূত রাজগণ ৬০০০ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে খৃষ্টের ৫০০৪ (বা ৭০০৪) বৎসর পূর্ব্বে মনুষ্যজাতির আদি নরপতি মেনা নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ৭০০০ বৎসরের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। সুতরাং মিশরের অতীত বৃত্তান্ত দুর্ভেদ্য তমসাচ্ছন্ন নহে। ইংরাজগণ প্রথমে মিশরের প্রাচীনত্বে সন্দিহান হইয়াছিলেন। কারণ ইংরাজধর্ম্মযাজক আসার (Usher) গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, খৃষ্টের ৪০০৪ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি এবং ২৩৪৮ খৃঃ পূঃ জলপ্লাবন বা প্রলয় হইয়াছিল। তদানীন্তন লোকে আসারের গণনা অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু যখন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পর্ব্বতোৎকীর্ণ পবিত্র চিত্রলিপির (Hieroglyphics) যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াও আসিরীয়, গ্রীক, হিব্রু, লাটিন ও আরবী ভাষার পুরাবৃত্ত সকল পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, মিশরের পুরাতত্ত্বে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ বিদ্যমান নাই। তৎপরে মিশরের পুরাতনী কীর্ত্তি সকল এক বাক্যে তাঁহাদের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করিতে লাগিল।

যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থকার মিশরের ইতিহাস লিখিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম লিখিত হইল।

হেলিওপোলিসের পুরোহিত সিবেনিটাস্ (Sebenytus) নগরবাসী প্রাচীনতম ঐতিহাসিক মনেথো (Manetho) সর্ব্বপ্রথমে রাজাজ্ঞানুসারে মিশরের ইতিহাস রচনা করেন।

উহা পাঠ করিয়া জানা যায় মেনার রাজত্ব-কাল (খৃঃ পূঃ ৫০০৪) হইতে দ্বিতীয় দরায়ুসের রাজত্ব (খৃঃ পূঃ ৩০০) পর্য্যন্ত ৩০টী রাজবংশ মিশরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে ৩০০ খৃঃঅব্দে জুলিয়াস্ আফ্রিকেনাস্ (Julius Africanus) মিশরের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করেন। এই সময় হইতে ৮০০ খৃঃ অঃ মধ্যে ইউসিবিয়াস্ (Eusebius) ও জর্জ সিন্‌সেলাস্ (George, the Syncellus) মিশরের ইতিহাস রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত হিরোদোতস্, দিওদোরস্ (Diodorus), জোসেফাস্ (Josephus) প্রভৃতি বহু লেখকগণ প্রাচীন মিশরের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। বাইবেলের সৃষ্টিপ্রকরণে মিশরের বহু উল্লেখ আছে। হোমরের কাব্য মিশরের বর্ণনায় পূর্ণ। কোরাণেও মিশরের উজ্জ্বল বিবরণ আছে। ঐ সমস্ত গ্রন্থের প্রমাণ-ব্যতিরেকেও মিশরের প্রাচীন সভ্যতার অক্ষুণ্ণ নিদর্শন স্বরূপ প্রকাণ্ড পাষাণস্তূপ (Pyramid) ও পবিত্র চিত্রলিপি বা প্রস্তরখোদিত দেবাক্ষরনিবদ্ধ বর্ণনা সুস্পষ্ট ভাবে মিশরের ইতিহাস প্রকটিত করিতেছে।

বর্ত্তমান কালে জর্ম্মণী, ফ্রান্স, ইটালী ও ইংলণ্ডের শত শত প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী অক্লান্ত পরিশ্রমে মিশরের প্রাচীন-কীর্ত্তি বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহারা ভূগর্ভপ্রোথিত শিলালিপি সকল উদ্ধৃত করিয়া বিবিধতত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন। বুক্ (*Bööckh*), লেপ্‌সিয়স্ (Lepsius) প্রভৃতি বহু মনস্বী জীবন-ব্যাপী পরিশ্রমে মিসরের অতীততত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছেন।

সত্য বা দৈবযুগ।

মিশরের পুরাণসমূহে এইরূপ লিখিত আছে যে, সূর্য্য-প্রমুখ দেবগণ (Ptah বা Vulcan, Rax বা Helios or Sun, Sos or Shu, Saturn (শনি) or Seb, Osiris or Heshar, Typhon or Seti, and Horus or Hor) সমুদ্রবেষ্টিত নীলনদধৌত মিশরদেশের রমণীয় দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বহুকাল রাজত্ব করেন। দেবগণের যে নাম লিখিত হইল, তাহার সকলগুলিই সূর্য্যের নামান্তর বা একার্থবোধক; কেবল শনি সূর্য্যপুত্র। সুতরাং সূর্য্যপ্রমুখ দেবগণ এবং তাঁহাদের বংশাবলী সর্ব্বপ্রথমে মিশরে রাজত্ব করেন।

তৎপরে ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে দেবকল্প মনেস্ (Manes) প্রমুখ ভূপতিগণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রাজগণের অধিকাংশ নাম সূর্য্যের একার্থবোধক। ইহাতে বোধ হয়, সূর্য্যবংশ বহুকাল মিশরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এরাস্মাস উইলসন্ (Erusmas Wilson) তৎপ্রণীত মিশরের পুরাতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে, এই দেশের হর্সেয়ু (Horseau) রাজার রাজত্বকালে উৎকীর্ণ একখণ্ড শিলালিপি এবং ছাগচর্ম্মে লিখিত একখানি পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে। লিখন-প্রণালী পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উক্ত প্রস্তর-লিপি মেনার রাজত্বের বহুপূর্ব্বে পৌরাণিক যুগে লিখিত।

কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে, মিশরে ১০০০০ বৎসর ব্যাপিয়া পৌরাণিক যুগ বিদ্যমান ছিল। তৎপরে খৃষ্টের জন্মের ৫৭০২ বৎসর পূর্ব্বে (কোন কোন মতে ৫০০৪ ও ৪০০০) মিশরের আদিম নরপতি মেনা (Mena) (ইনি কি মনু?) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এ স্থলে বাইবেলের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়া আমরা মেনার বংশাবলী (মনুবংশ) আলোচনা করিব। বাইবেলে সৃষ্টি-তত্ত্বে ১০ম অধ্যায়ে (Genesis, Chap. X.) উল্লিখিত আছে, হামের (Ham) চতুর্থ পুত্র (Mizrama) মিজ্‌রাম হইতে ঈজিপ্টের নাম মিজ্‌রাম হইয়াছে। হামের চারিপুত্র, কুশ (Cush), মিজ্‌রাম (Mizram), ফুত (Phut) এবং কানান (Canaan) ইহার মধ্যে মিজ্‌রাম মিশররাজ্য সংস্থাপিত করেন। মিজ্‌রামের ৭ পুত্রের মধ্যে ৪ জন মিশরে আধিপত্য করিয়াছিলেন। এই চারিজনের নাম ১ লুদ (Lud), ২ অনম্ (Anam), পাথ্‌রাস্ (Pathrus) ও ৪ নপ্তু (Napthu)।

লুদ্ ও রুত (Rut) অভিন্ন। অনম্‌বংশধরগণ হেলিওপোলিস্ (Heliopolis) বা সৌর নগর স্থাপন করিয়া সূর্য্যপূজা প্রবর্ত্তিত করেন। এই বংশাবলী পরে গোসেন (Goshen) ভূমি অধিকারপূর্ব্বক মিশরের নিম্নভূমিতে আধিপত্য স্থাপন ও সিরীয়া দেশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। সূর্য্যকন্যা পাস্ত (Pasht) বা (Bast) তাঁহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

পাথরাস্ বা পাপমিমগণ উত্তরবিভাগে বাস করিত। হেলিও বা সূর্য্যনগরবাসিগণ পরে মেম্ফাইট্ (Memphite) নামে প্রসিদ্ধ হয়। পূর্ব্বকালে আরবের অধিবাসিগণ নিম্ন মিশরের দেবতা সেটের (Set বা Typhon) পূজা করিত এবং পশ্চিম-এসিয়ায় এই সূর্য্যপূজা সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন মিশরীয় জাতিগণের প্রবাদসমূহ কিয়ৎ পরিমাণে বাইবেলোক্ত বর্ণনার সদৃশ। অসুরগণ পাপপ্রচারে কৃতসংকল্প হইলে, সূর্য্যদেব (Hor-em-kha) যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাস্ত করেন। অসুরগণ পরাজিত হইয়া কুশস্থলে অর্থাৎ দক্ষিণ-আফ্রিকায় (ইহাই কি কুশদ্বীপ?) পলায়ন করিল। পরে কালস্রোতে নিগ্রো নামে পরিচিত হইল। অসুরগণের মধ্যে অনেকে আফ্রিকার উত্তরে ভূমধ্যস্থ সাগরতীরে ও শ্বেতদ্বীপে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তামাহু (Tamahu—তমোহা?) ইঁহাদিগের অগ্রণী ছিলেন।

আমন্ বা আমু (Amu)-বংশধরগণ এসিয়াখণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক পালেষ্টিন্, সিরিয়া, এসিয়া-মাইনর, কালদীয়া এবং আরব প্রভৃতি দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল। ৪র্থ জাতি শাশু কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাস না করিয়া বেদুইন-রূপে পরিণত হইল। ইহারা প্রধানতঃ আরবে থাকিত। মিশরের জাতিতত্ত্বে এই চারিটী প্রধান শাখা।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী বাইবেলের বাক্য ও প্রচলিত প্রবাদপরম্পরা উপেক্ষা করিয়া সুসংস্কৃত বিজ্ঞানানুমোদিত প্রমাণের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, ককেশীয় জাতীয় মানবগণ সুদূরবর্ত্তী প্রাচীনকালে এসিয়া হইতে মিশরে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল।

নিগ্রো জাতি বা ইস্রেলাইট ও আরবজাতি হইতে ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঔপনিবেশিকগণ প্রথমে ভূমধ্য সাগরের উপকূল প্রদেশে নানা স্থানে বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে লিবু (Libu) জাতি পরবর্ত্তী কালে লাইবিয়াস্ নামে পরিচিত হয়। আফ্রিকার প্রাচীন নাম লাইবিয়া। প্রাচীন মিশরের পৌরাণিক প্রবাদ এইরূপ যে, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণ পূর্ব্বদিগ্ হইতে মিশরে আসিয়াছিলেন। ইহাদের আদিনিবাস তানেতার (Taneter) বা দেবভূমি।

আদিরাজ মেনার রাজত্বকালে সভ্যতার বিকাশ দেখিয়া মনে হয়, কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে, মিশরে মনুষ্য বসতি হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য।

যাহাহউক দ্বাপর যুগের অবসানে মেনা সুশিক্ষিত ও পরাক্রমশালী সেনাদলের সাহায্যে ৫০০৪ খৃঃপূঃ (মতান্তরে ৭০০৪ খৃষ্টাব্দে) মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি সমাজে বিলাস-বাসনার সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে পাপের বীজ বপন করিলেন। মিশরের ইতিহাসে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জনসমাজের এইরূপ চিত্র অঙ্কিত আছে,—

মেনাই সরলতাময় মানবজীবনে পাপের প্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে মনুষ্যজাতি প্রকৃতির শিশুর ন্যায় প্রান্তরে, কান্তারে, পর্ব্বত কন্দরে, ও অটবীর অভ্যন্তরে বাস করিত। তাহারা অযত্নসম্ভূত বনজাত ফলমূল ভক্ষণ করিয়া আরণ্য জন্তুর ন্যায় স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। সেই দিগম্বর মানবদল সরলতার প্রতিকৃতি ছিল।

নির্ঝর ও নদীর জল যাহাদের পানীয়, বনফল যাহাদের খাদ্য, দিক্ যাহাদের অম্বর, সূর্য্যচন্দ্র যাহাদের দীপালোক, নীলাম্বর যাহাদিগের চন্দ্রাতপ,—বৃক্ষলতা পশু পক্ষী যাহাদের সহচর, আর বিশাল বিশ্বমন্দির যাহাদের বাসগৃহ, তাহাদের মধ্যে কি লইয়া জাতিবিরোধ ঘটিতে পারে?

ক্রমে এই মানবদল সভ্যতার আর এক উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিল। তরুলতাচ্ছাদিত কুঞ্জকুটীর ও পর্ব্বতের নিভৃত কন্দর ছাড়িয়া তাহারা পশুচর্ম্মে শিবির নির্ম্মাণ করিয়া বসুন্ধরা বক্ষে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন তাহাদের নির্দ্দিষ্ট গৃহ নাই। প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় বিশাল রাজ্য তাহাদের আবাস-স্থল।

কিন্তু প্রকৃতি তাহাদের প্রতিকূলতাচরণ করিতে লাগিলেন। নৈদাঘ সূর্য্যের তীক্ষ্ণ কিরণে ও বর্ষার অবিরাম বারিধারায় তাহারা স্ত্রীপুত্র লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে এক মানবীর মহাপুরুষ তাহাদের অনন্ত বাসগৃহ সান্ত করিয়া দিলেন। বিশালত্ব ছাড়িয়া ক্ষুদ্রত্বের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিলেন। ভ্রমণকারিগণ স্বেচ্ছা ভ্রমণ পরিত্যাগ করিয়া নূতন মানবসমাজের সৃষ্টিপূর্ব্বক কুটীর নির্ম্মাণ করিল। ইনিই মেনা (মনু) বা ফারো-বংশের (Pharoah) প্রতিষ্ঠাতা। 'ফারো' শব্দের অর্থ গৃহ অর্থাৎ যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে গৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং মনুষ্যকে গৃহে বাস করিতে শিক্ষা দেন, তাঁহারাই ফারোআ বা ফারো।

মেনা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য লাইবিয়ান্দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন এবং সুরক্ষিত মেমফিস্ নগর সংস্থাপন করিলেন। পরে উচ্ছৃঙ্খল মানবজাতিকে সামাজিক নিয়মে বদ্ধ করিবার জন্য নিয়মের বন্ধন সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ আইন প্রণয়ন করিলেন। ইহাই মিশরের মেনা বা মনুসংহিতা। এইরূপে কৃত্রিম সমাজের সৃষ্টি করিয়া তিনি নানাপ্রকার কৃত্রিম দ্রব্যে মনুষ্যের মন আসক্ত করিয়া দিলেন। নূতন নূতন বিলাস ও অভাবের সৃষ্টি করিলেন। প্তাহ্ (Ptah) মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সূর্য্যপূজা প্রচলন করিলেন। এতদ্ব্যতীত মেনা রাজ্যে সর্ব্বপ্রকার সুশৃঙ্খলা ও সুখসমৃদ্ধির সৃষ্টি করেন। ৬২ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি সিন্ধুঘোটকের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, যে নীলনদে স্নান সময়ে তাঁহাকে কুম্ভীরে গ্রাস করে।

তাঁহার মৃত্যুর পরে তদ্বংশীয় ৯ জন নৃপতি ৩৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মেনার পুত্র তেতা (Teta) বা আথোথিস্ (Athothis) মেম্‌ফিস্ নগরে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ইহার পূর্ব্বে থিনিস্ (Thinis) নগরে মেনার রাজধানী ছিল, একারণ মেনার-বংশকে থিনাইট্ (Thinite) রাজবংশ কহে। ইনি শারীরবিজ্ঞান (Anatomy) সম্বন্ধে এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। খৃষ্টের জন্মের ৫ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরে শারীরবিজ্ঞানের সম্যক্ অনুশীলন দেখিয়া

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়াছেন। অথোথিস্ এক প্রকার কেশবর্দ্ধন তৈলের আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্রচিকিৎসায় অদ্ভুত নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

থিনাইটবংশীয় ৪র্থ রাজা উএনেফেসের (Uenephes) রাজত্বকালে মিশরে মহাদুর্ভিক্ষ ঘটে ও অনেক লোক মরে। তাঁহার সময়ে কোচোম (Kochome) নগরে সর্ব্ব প্রথম পিরামিড নির্ম্মিত হয়। এই সময়ে স্ত্রীলোকের রাজ্যাধিকার আইন সঙ্গত বলিয়া বিধিবদ্ধ হয়। প্রথম বংশের রাজত্বকালে মিশরে সভ্যতার সমস্ত অঙ্গই যথাসম্ভব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় কায়োর রাজত্ব কালে সাহিত্যবিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হয়। চতুর্থ কায়ো উএনেফেসের রাজত্বকালে সক্কারায় প্রথম পিরামিড নির্ম্মিত হয়। পঞ্চম কায়োর রাজত্বকালে দর্শনশাস্ত্রের উন্নতি হয় এবং দেবদেবী পূজাপদ্ধতি শ্রাদ্ধতত্ত্বাদি বিষয়ক ব্যবস্থাশাস্ত্র সঙ্কলিত হয়। আত্মার বিনাশ নাই—এই মত তৎকালে প্রচলিত হইয়াছিল।

তৃতীয় বংশ হইতে চতুর্থ বংশের শেষ পর্য্যন্ত সময়েই মিশরের বৃহৎ বৃহৎ পিরামিড সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই জন্য এই কালকে পিরামিড-যুগ বলা যায়। তৃতীয় বংশের ২য় রাজা চিকিৎসাবিজ্ঞানে এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে তদানীন্তন লোকেরা তাঁহাকে Esculapius বা ধন্বন্তরী বলিয়া মনে করিত। এই সময়ে বড় বড় অর্ণবপোত নির্ম্মিত হইয়া বাণিজ্যের জন্য নানা দূরদেশে প্রেরিত হয়। শিল্পবিদ্যা, বাস্তশিল্প, ও স্থাপত্য অত্যন্ত উন্নতি লাভ করে। সর্ব্ব বিষয়ে সাম্রাজ্যের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বৈভব বৃদ্ধি হয়।

এই যুগে মিশরে সতরঞ্চখেলা প্রচলিত ছিল। চতুর্থ বংশের নৃপতি খুফুর রাজত্বকালে সর্ব্বোচ্চ পিরামিড নির্ম্মিত হয়। এই সময়ে ৬৪ অধ্যায়ে বিভক্ত একখানি ধর্ম্মপুস্তক সঙ্কলিত হয়। এইরূপে প্রথম হইতে দশম বংশের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ২০০০ বৎসরে মিশর সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়াছিল। তৎপরে কিছুকাল মিশর সাম্রাজ্য কোন উন্নতি লাভ করে নাই। পরে ভিন্নবংশীয় রাজগণ সিংহাসনে আরোহণ করিলে মিশর পুনর্ব্বার উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে।

তৃতীয় অমেনহাতের রাজত্বকালে বর্ত্তমান আলেকজান্দ্রিয়া নগরের নিকটে মরিস্ হ্রদ (Maris Lake) খনিত হয়। ঐ হ্রদ নীল নদের সহিত পয়ঃপ্রণালীর দ্বারা সংযুক্ত ছিল। উহার ন্যায় বৃহদায়তন কৃত্রিম জলাশয় পৃথিবীর কুত্রাপি ছিল না। অমেনহাত উক্ত হ্রদের এক আশ্চর্য্য গোলকধাঁধা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা মিশরের অতীত কীর্ত্তির অন্যতম উজ্জ্বল নিদর্শন। উহা ৩০০০ প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এস্থলে প্রাচীন মিশর সাম্রাজ্যের ভূপতিগণের বিশেষ বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব। সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে, মিশরীয় সম্রাট্‌গণ বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ফিনিকীয়া, বাবিলন, আসিরীয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও পরাক্রান্ত প্রাচীন সাম্রাজ্য সকলও তাঁহাদের করতলস্থ হইয়াছিল। পরে আসিরীয় বংশ কিছুকাল মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করে। এই সময় হইতে বিদেশীয় জাতির সংস্রবে মিশরীয় রাজগণের রীতিনীতি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।

মিশরের রাজবংশ ৫০০০ বৎসর স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিবার পরে খৃঃপূঃ ৩৪০ অব্দে পারস্যরাজ দরায়ুস্ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়।

রাজবংশের তালিকা।

১ম বংশ। রাজধানী থিনিস। রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ৫৭০৪ হইতে ৫৪৫১)—২৫৩ বৎসর।

- ১ মেনা (Mena)
- ২ তেতা বা অথোথিস্ (Teta or Atothis)
- ৩ আতেথ (Ateth)
- ৪ আতা (Ata)
- ৫ হেসেপ্তি (Hesepti)
- ৬ মেরিবা (Meriba)
- ৭ সেমেম্প্‌সেস্ (Semempses)
- ৮ কুইবে (Quebeh), মেনাবংশে ৮ জন রাজত্ব করেন।

থিনিসে তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল।

২য় বংশ। রাজধানী—থিনিস্। রাজ্যকাল (খৃঃপূঃ ৫৪৫১—৫১৪৯) ৩০২ বৎসর।

- ৯ বেতৌ (Betau।
- ১০ ককৌ (Kakau)
- ১১ বেন্নেতার (Benneter)
- ১২ উঅৎনেস্ (Uatnes)
- ১৩ সেন্তা (Senta)।

৩য় বংশ। রাজধানী মেম্‌ফিস্। রাজ্যকাল (খৃঃঅঃ ৫১০৮—৪৯২৫)—২১৪ বৎসর।

- ১৪ ত্যতি (Tati)
- ১৫ নেব্‌কা (Nebka)
- ১৬ সেরসা (Serea)
- ১৭ তেতা (Teta)
- ১৮ সেতেস্ (Setes)

১৯ নেফেরকারা (Neferkara)

২০ সেনেফেরু (Seneferu)।

৪র্থ বংশে ৫ জন রাজা। রাজধানী মেম্‌ফিস্‌। রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ৪৯৩৫—৪৬৫১) ২৮৪ বৎসর।

২১ খুফু (Khufu)

২২ তেতেফ্রা (Tetefra)

২৩ মেনকৌরা (Menkaura)

২৪ খাফ্‌রা (Khafra)

২৫ আসেস্‌কাফ্‌ (Aseskaf)

৫ম বংশে ১০ জন রাজা। রাজধানী মেম্‌ফিস্‌। রাজ্যকাল (খৃঃপূঃ ৪৬৬০—৪৪০৩) ২৪৮ বৎসর।

২৬ উসেরকাফ (Userkaf)

২৭ সেহুরা (Sehura)

২৮ কাকা (Kaka)

২৯ নেফেরকারা (Neferkara)

৩০ উসেরেন্‌রা (Userenra)

৩১ মেনকৌহর (Menkauhar)

৩২ তেৎকারা (Tetkara)

৩৩ উনাস্‌ (Unas)

৩৪ আহতেস্‌ (Ahtes)

৩৫ আকৌহর (Akauhor)।

৬ষ্ঠ বংশে ৭ জন রাজা। রাজধানী এলিফ্যাণ্টোনিস্‌(বা হস্তিনা) রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ৪৪০৩-৪২০০) ২০৩ বৎসর।

৩৪ তেতা (Teta)

৩৫ উসেরকারাতী (Userkarati)।

৩৫ মেরিরা পেপি (Merira Pepi)

৩৭ মেরেন্‌রা মেন্তুহোতেপ (Merenra Mentuhatep)

৩৮ নেফেরকারা (Neferkara)

৩৯ মেরেন্‌রা তেতেমসাফ্‌ (Merenra Tetemsaf)

৪০ নেফেরকারা (Neterkara)

৭ম ও ৮ম বংশে ১৬ জন রাজা। রাজধানী মেম্‌ফিস্‌। রাজ্যকাল (খৃঃ ৪২০০—৩৫০০)-৭০০ বৎসর।

৪১ মেনকাকারা (Menkakara)

৪২ নেফেরকারা (Neferkara)

৪৩ নেফেরকারা নেবি (Neferkara Nebi)

৪৪ তেতকারা সেমা (Tetkara Shema)

৪৫ নেফেরকারা খেন্তুবে (Neferkara khentube)

৪৬ মেরেনহর (Merenhor)

৪৭ সেনেফের্কা (Seneferka)

৪৮ এনকারা (Enkara)

৪৯ নেফেরকারা তরেল (Neferkara Tarel)

৫০ নেফেরকাহর (Neferkahar)

৫১ নেফেরকারা পেপিসেনেব (Neferkara pepiseneb)

৫২ সেনেফের্কা অন্নু (Seneferka Annu)

৫৩ কৌরা (kaura)

৫৪ নেফেরকৌরা (Neferkaura)

৫৫ নেফেরকৌহর (Neferkauhor)

৫৬ নেফেরকারা (Neferkara)

৯ম রাজধানী—হেরাক্লিওপোলিস্‌ (Heraclio-polis)।

এই বংশের রাজাদিগের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু স্মৃতিস্তম্ভের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, এই বংশ ২৪২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল।

১০ম, ১১শ ও ১২শ রাজবংশের রাজধানী হেরাক্লিওপোলিস্‌ ও থীবস্‌। রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ৩৩৫৮—৩০৬৪)—২৯৪ বৎসর।

৫৭ আন্তেফ (Antef)

৫৮ মেন্তু হোতেপ (Mentu hotep)

৫৯ নেব খেরা (Neb khera)

৬০ শঙ্খকরা (Sankhkara)

৬১ (১ম) অমেনহাত (Amen hat I)

৬২ (১ম) উসেরতেসেম্‌ (User Tesem)

৬৩ (২য়) অমেন হাত (Amenhat II)

৬৪ (২য়) উসেরতেসেম্‌ (Usertesem II)

৬৫ (৩য়) উসেরতেসেম্‌ (Usertesem III)

৬৬ (৩য়) অমেনহাত (Amenhat III)

৬৭ (৪র্থ) অমেনহাত (Amenhat IV)

৬৮ রাণী সেবেক নেফ্‌রুরা (Sebeknefrura)

১৩শ ও ১৪শ রাজবংশ—রাজধানী থীবস্‌। রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ২৮৫১ হইতে ২৬২৪) ৬৫৭ বৎসর। এই বংশের কেবল দুইজন রাজার নাম পাওয়া যায়।

৬৯ সেবেক হোতেপ (Sebek hotep)

৭০ স্মেঙ্খকরা (Smenkhkara)

১৪শ রাজবংশ, রাজধানী—ক্সাইস্‌ (Xois)। এই বংশে ৭৬ জন রাজা ৪৮৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহাদের নাম সমস্ত প্রদত্ত হয় নাই। ১৫শ, ১৬শ, ও ১৭শ বংশে (খৃঃ পূঃ ২২২৪—১৭০৩) একত্র ৫২১ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৫শ রাজবংশের রাজধানী তানিস্‌ ও মেম্‌ফিস্‌।

৭১ সলাতিস্‌ (Salatis)

১৫৮ বিওন (Beon)
১৫৯ অপখ্নস্ (Apakhnas)
১৬০ আপোফিস (Apophis)
১৬১ জোনিয়াস্ (Jonius)
১৬২ আসিস্ (Assis)।

এই বংশীয় রাজগণ হিক্সস্ (Hyksos or Sepherd King) বা মেষপালক রাজা বলিয়া কথিত হন।

১৬শ বংশে—১০ জন রাজা রাজত্ব করেন, তন্মধ্যে ১১৩শ নুত্‌বি (Nutbi) প্রসিদ্ধ ছিলেন।

১৭শ বংশে—৩ জন রাজা রাজত্ব করেন।

১৭৪ সেতাপেথি (Setaapethi)
১৭৫ সেতনেত্‌বি (Set netbi)
১৭৬ অপেপি (Apepi)

ইহার পরে ৩ জন স্বদেশপ্রেমিক সামন্ত থীব্‌সে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

১৭৭ সেকেনেন্‌রা তা (Sekenenra Taa)
১৭৮ ... ...
১৭৯ ... ...

১৮শ রাজবংশ—রাজধানী থীবস্। রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ১৭০৩—১৪৬২)—২৪১ বৎসর।

১৭০ (১ম) আহমেষ (Ahmes I)
১৭১ (১ম) অমেনে হোতেপ (Amene hotep I)
১৭২ (১ম) টথমেষ (Tothmes I)
১৭৩ হাতাসু (Hatasu)
১৭৪ (২য়) টথমেষ (Tothmes II)
১৭৫ (৩য়) টথমেষ (Tothmes III)
১৭৬ (২য়) অমেনে হোতেপ (Amene hotep II)
১৭৭ (৪র্থ) টথমেষ (Tothmes IV)
১৭৮ (৩য়) অমেনে হোতেপ (Amenehotep III)
১৭৯ (৪র্থ) অমেনে হোতেপ (Amenehotep IV)
১৮০ সা নেখ্‌ত (Saa nekht)
১৮১ তুতাখা মেন্ (Tutankha men)
১৮২ আই (Ai)
১৮৩ হোরেম হেব (Horem heb)।

১৯শ রাজবংশ।—রাজধানী থীব্‌স। রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ১৪৬২—১২৮৮)—১৭৪ বৎসর।

১৮৪ (১ম) রামেসেস্ (Rameses I)
১৮৫ (১ম) সেতি (Seti)
১৮৬ (২য়) রামেসেস্ (Rameses II)
১৮৭ (১ম) মেরেনপ্তা (Merenptah I)
১৮৮ (২য়) সেতি (Seti II)
১৮৯ (২য়) মেরেনপ্তা (Merenptah II)
১৯০ অমেন মেসেস্ (Amen meses)
১৯১ সিপ্তা (Siptah)
১৯২ সেত নেখ্‌ত (Set nekht)

২০শ রাজবংশ—রাজধানী থীবস্। রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ১২৮৮—১১১০)—১৭৮ বৎসর। এই বংশে ১৩ জন রামেসেস রাজত্ব করেন। (Rameses III to Rameses XIII)

২১শ রাজবংশে—পুরোহিত-রাজগণ। রাজধানী—থীব্‌স ও তানিস্। রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ১১১০—৯৮০)—১৩০ বৎসর।

২০৩ হেরহর (Herher)
২০৪ ১ম পিনোতেম্ (Pinotem I)
২০৫ ২য় পিনোতেম (Pinotem II)
২০৬ প্রথম পিসেব খাঁন (Piseb khan I)
২০৭ দ্বিতীয় পিসেব খান (Pisebkhan II)

২২শ রাজবংশ—রাজধানী বুবাস্থেস্ (Bubasthes)। রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ৯৮০—৮১০)।

সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসর অপ্রতিহত রাজত্বের পরে এই সময়ে মিশর বৈদেশিক রাজগণের অধিকারভুক্ত হয়।

প্রায় ২২০ জন স্বদেশীয় স্বাধীন-নৃপতি ৪০০০ বৎসর মিশরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে খৃঃ পূঃ ৯৮০ অব্দে আসিরীয় রাজগণ প্রবল হইয়া মিশর অধিকার করেন।

প্রথম আসিরীয় রাজবংশ।

প্রথম শেষেঙ্ক (শশাঙ্ক ?) (Seshenka I)
প্রথম উষার্কেন (উষার্ক ?) (Usarken)
প্রথম তকেলাথ (Takelath I)
দ্বিতীয় উষার্কেন (Usarken II)
দ্বিতীয় শেষেঙ্ক (Seshenka II)
দ্বিতীয় তকেলাথ (Takelath II)
তৃতীয় শেষেঙ্ক (Seshenk III)
পিমাই (Pimai)
চতুর্থ শেষেঙ্ক (Seshenk IV)

২৩ রাজবংশ—রাজধানী তানিস্। রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ৮১০—৭২১)—৮৯ বৎসর।

পেতুবাস্ত (Petubast)
উষার্কেন (Usarken)
সেমোথ (Psemouth))

২৪শ রাজবংশ—রাজধানী সেস্ ও মেম্‌ফিস্। রাজ্যকাল খৃঃ পূঃ (৭২৯—৭১৫)।

বক্কোরিস (Bochhoris)

২৫শ রাজবংশ—ইথিওপীয় রাজগণ। রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ৭১৫—৬৬৫)—৫০ বৎসর।

এই সময় খৃঃ পূঃ ৭১৫ অব্দে ইথিওপীয় জাতি প্রবল হইয়া মিশর আক্রমণ করে। এই জাতীয় রাজগণের নাম—

পিয়খি (Piakhi)

নুৎ মেরামেন্ (Nutmeramen)

তীর্থ (Tirthah)

রুতামেন (Rutamen)।

২৬শ রাজবংশ—রাজধানী সৈস্। রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ৬৬৫—৫২৭)—১৩৮ বৎসর।

১ম সেমেথেক (Psemethek I)

নেকৌ (Nekau)

২য় সেমেথেক (Psemethek II)

আপ্রিস্ বা হোফরা (Apris or Hophra)

অমসেস্ (Amases)

৩য় সেমেথেক্ (Psemethek III)। এই সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত পারস্যরাজগণ মিশর অধিকার করেন।

২৭শ রাজবংশ—প্রথম পারস্য রাজবংশ। রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ৫২৭—৪০৬)—১২১ বৎসর।

কাম্বসেস (Cambyses)

১ম দরায়ুস্ (Darius I)

১ম জরক্‌সেস্ (Xerxes I)

আর্ত্ত জরক্‌সেস্ (Artaxerxes)

২য় জরক্‌সেস্ (Xerxes II)

শক্‌দীয়ানাস্ (Sogdianus)

২য় দরায়ুস্ (Darius II)

২৮শ রাজবংশ—রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ৪০৬—৩৯৯) ৭ বৎসর।

অমর্ত্তায়াস্ (Amyrtæus)।

২৯শ রাজবংশ—রাজধানী মেণ্ডিস। রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ৩৯৯—৩৭৮)—২১ বৎসর।

নেফারাইটিস্ (Nepherites)

আকোরিস্ (Achoris)

সিমৌত (Psemaut)

নৈফোরোত (Naifaaurot)

৩০শ রাজবংশ—সেবেন্নিটস্ (Selennytos) রাজ্যকাল (খৃঃ পূঃ ৩৭৮—৩৪০)—৩৮ বৎসর।

নেক্‌থোরেব (Nekthorheb)

টেথের বা তিয়স্ (Tether or Teos)

নেক্‌থানেব (Nekthaneb)।

৩১শ রাজবংশ—দ্বিতীয় পারস্য আক্রমণ। খৃঃ পূঃ ৩৪০ অব্দ।

৩য় আর্ত্ত জরক্‌সেস্ (Artaxerxes III)

আর্সাসেস্ (Arsaces)

৩য় দরায়ুস্ (Darius III)।

ইহার পরে মিশর যথাক্রমে গ্রীক ও রোমকসম্রাট্‌গণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। পারস্যের ২য় রাজবংশ গ্রীকবীর দিগ্বিজয়ী আলেক্‌সান্দার কর্ত্তৃক পরাজিত হয় (খৃঃ পূঃ ৩৩৩ অব্দ)। আলেক্‌সান্দার মিশর গ্রীকশাসনাধীন করিয়া বিজয়কাহিনী চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ভূমধ্যসাগরতীরে আলেক্‌সান্দ্রিয়া নগরী নির্ম্মাণ করেন। ১০ বৎসর রাজত্ব করিবার পরে খৃঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে টলেমি মিশরের রাজা হন। ইহার পরে ১০ জন গ্রীক রাজা ৩০০ বৎসর মিশর শাসন করেন। পরে খৃঃ পূঃ ৫১ অব্দে টলেমি আলটিসের (ইনিই শেষ টলেমী) ভগিনী ক্লিওপেট্রা মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ভুবনমোহিনী সুন্দরী ছিলেন এবং স্বীয় সহোদর টলেমী দিওনিসিয়াস্‌কে বিবাহ করেন এবং উভয়ে দম্পতীভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। পরে উভয়ের মনোমালিন্য ঘটায় ক্লিওপেট্রা সিজরের সাহায্যে ভ্রাতৃ-ভর্ত্তা দিওনিসিয়াস্‌কে যুদ্ধে নিহত করিয়া মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এই সময়ে মিশর রোমকসম্রাট্‌গণের শাসনাধীন হয়। রোমকসম্রাটগণ ৭০০ বৎসর মিশরে একাধিপত্য করেন।

পরে ৬৪০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের উত্তরাধিকারী ২য় খলিফা ওমার রোমকসম্রাট্‌গণের হস্ত হইতে মিশর অধিকার করেন। ইনিই আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বিশাল পুস্তকালয়ে অগ্নিপ্রদান করিয়া ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। ইহাঁকে গজনীর সুলতান মামুদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ ইনিই মিশরের প্রাচীনকীর্ত্তিস্তম্ভের অধিকাংশই ভূমিসাৎ করেন। ইনি ৩৬০০০ সুন্দর নগর ও নানা শিল্পনৈপুণ্যালঙ্কৃত ৪০০০ প্রাচীন ধর্ম্মমন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন।

ওমারের বংশ পাঁচ শত বৎসরের অধিক কাল মিশরে রাজত্ব করেন।

পরে ১১৭১ খৃঃ কুর্দ্দিস্‌বংশীয় যুসুফ সালাদিন ওমারবংশের শেষ রাজা নুর্‌-উদ্দীনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তৎপরে মামেলুকবংশীয় রাজগণ ১২৫০ খৃঃ অঃ মিশর ও আফ্রিকার অধিকাংশ অধিকার করিয়া মিশরের সিংহাসন গ্রহণ করেন। এই বংশ ৩০০ বৎসর রাজত্ব করেন। পরে তুরুকসম্রাট্ সেলিম মিশর অধিকার করেন। এই সময়ে প্রায় ১০০ বৎসর মিশরে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়। পরে তুরুক সম্রাটের সেনাপতি হোসেন আলি ১৭৪৬ খৃঃ প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদিগকে পরাজিত করিয়া মিশরে তুরুক-শাসন প্রবর্ত্তিত করেন। তৎপরে নেপোলিওন বোনাপার্টির অধিনায়কতায় ফরাসী জাতি ১৭৯৮ খৃঃ অঃ মিশর অধিকার করিলেন।

১৮০২ খৃঃ অঃ ইংরাজগণ ফরাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া মিশর অধিকার করেন। এই সময়ে মহম্মদ আলী ইংরাজদিগের পক্ষে থাকিয়া ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহম্মদ আলী প্রথমে মুদীখানায় দেওয়ানী করিয়া দিনপাত করিতেন। পরে সৈন্যদলে চাকরী গ্রহণ করিয়া অল্পদিনের মধ্যে প্রসিদ্ধ সেনানী হইয়া উঠেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দের যুদ্ধে মহম্মদ আলী ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্রমে রাজ্যলাভের বাসনা তাঁহার মনে বলবতী হইয়া উঠে। তিনি স্বীয় পরাক্রম-প্রভাবে শীঘ্রই সর্ব্ব সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠেন। পরে মামেলুকবংশীয় ভূতপূর্ব্ব রাজবংশের সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহাদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিতে চাহেন। তাঁহার বাহুবলে মামেলুকবংশীয়গণ ১৮০৩ খৃঃ অব্দে মিশরের সুলতান এবং মহম্মদ সুলতান কর্ত্তৃক ১৮০৩ খৃঃ অব্দে কাইরোর পাশা বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পর বৎসরে কার্য্যদক্ষতাগুণে তিনি আলেক্জান্দ্রিয়ার শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করেন।

ক্রমে ক্রমে তিনি উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়া সিংহাসনের প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং ১৮১১ খৃঃঅব্দে ৪৭০ জন মামেলুকবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে স্বীয় ভবনে নিমন্ত্রিত করিয়া ঘোর নৃশংসরূপে তাঁহাদিগকে বধ করিলেন। তৎপরে অবশিষ্ট ১২০০ প্রধান ব্যক্তিকে নির্দ্দয়রূপে নিহত করিয়া মিশরের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে রাজ্য বিস্তার করিলেন।

যৎকালে গ্রীকগণ তুরুকের অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য তুরুকসম্রাটের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিল—সেই সময়ে মহম্মদ আলী তুরুকসম্রাটের পক্ষ হইয়া গ্রীকদিগের বিরুদ্ধে ১৬৩ খানি রণতরী প্রেরণ করেন। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুসিয়া গ্রীকদিগের সহায়তা করিয়া উক্ত রণতরীসমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলেন।

মহম্মদের রাজ্যলিপ্সা প্রবল হওয়ার তিনি তুরুকাধিকৃত সিরিয়া রাজ্য আক্রমণ করেন। তৎপরে তুরুক-সম্রাট্ ও মহম্মদ য়ুরোপীয় ৫ জন পরাক্রান্ত নৃপতির আনুকূল্য প্রার্থনা করেন।

অবশেষে মহম্মদ আলী য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জের নিকট পরাভূত হইয়া শান্তভাবে মিশরে রাজত্ব করিতে থাকেন। য়ুরোপীয় ৫টী পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের নৃপতিবৃন্দ তাঁহাকে মিশরের স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। মহম্মদ ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে স্বীয় পুত্র ইব্রাহিম পাশাকে রাজ্য ভার দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ইব্রাহিম শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তৎপুত্র ও মহম্মদের পৌত্র আব্বাস পাশা মিশরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

মহম্মদ ১৮৪৯ খৃঃঅব্দে ৮০ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মিশরের ইতিহাস মহম্মদ আলীর সহিত দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ। তাঁহার শাসনকাল হইতেই বর্ত্তমান মিশরের সর্ব্ব প্রকার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। মহম্মদ য়ুরোপীয় প্রণালীতে রাজ্যে সকল প্রকার শাসনশৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার বংশধরগণ সকলেই তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া রাজ্য চালাইতেছেন। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প সকল বিষয়েই মিশর আবার উন্নতি লাভ করিতেছে।

১৮৫৪ খৃঃ আব্বাস পাশার মৃত্যুর পর মহম্মদ আলীর ৪র্থ পুত্র সৈয়দপাশা মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতার ন্যায় রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সুয়েজ-খাল কাটিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইস্মাইল পাশা মিশরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সুশৃঙ্খল-শাসনেই মিশরে উন্নতির নূতন যুগ আবির্ভূত হইয়াছে। রাজ্যের সমস্ত বিভাগই তিনি শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্কারে মার্জ্জিত করিয়াছেন ও তাঁহার বিচক্ষণতায় শাসনপ্রণালীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তিনি ১৮৭৬ খৃঃ য়ুরোপীয় বিচারপ্রণালীর অনুকরণে বিচারালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছে। ১৮৭৭ খৃঃ ইস্মাইল ইংরাজদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া দাস ব্যবসায় রহিত করিবার জন্য আন্তরিক যত্ন করিয়াছেন। মূলতঃ ইহার রাজত্বকালে মিশর সাম্রাজ্য সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে।

ব্যবহারশাস্ত্র ও শাসনপ্রণালী।

মি চাবাস (M. Ohabas) মিশরের প্রাচীন বিচার বর্ণনা করিয়াছেন। ফারোগণের (Pharo..h) শাসনকালে

মিশরে রাজতন্ত্রশাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল। ২য় বংশের রাজত্বকালে স্ত্রীলোক রাজত্ব করিতে পারিবে—এই আইন বিধিবদ্ধ হয়। তদবধি পরবর্ত্তিকালে অনেক রমণী সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এই আইনে সুফল প্রসব না করায় ১৯শবংশের রাজত্বকালে স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকারিতা অনিষ্টজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সময়ে রাজবংশে শেম্‌নাইট (Shemnite)-দিগের প্রভাব দৃষ্ট হয়। রাজগণ যথেচ্ছাচারী ছিলেন না। স্বায়ত্তশাসন সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক নগরে মিউনিসিপাল বিভাগাদি ছিল। রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে বিচারালয় ও রাজকর্ম্মচারিগণ বিচারব্যবস্থা ও শান্তিরক্ষা করিতেন। কোন কোন স্থলে জুরিপ্রথার আভাস পাওয়া যায়। পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান না করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইত না। সামাজিক সম্মানে পুরোহিতগণই উচ্চাসন প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা অরণ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্ম ও দর্শন আলোচনা করিতেন।

আসিরীয় ও বাবিলনীয়গণের শাসনপ্রণালীর সহিত মিশরীয় শাসনপ্রণালীর ঐক্য দৃষ্ট হয়। আবার আইন সম্বন্ধে বিষমপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভগুলিতে উৎকীর্ণ লিপিরাজিপাঠে জানা যায় যে, রাজগণ পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হইতেন। কিন্তু ১৮শ ও ২০শ বংশের রাজত্বকালে রাজবংশের উত্তরাধিকারিতা সম্বন্ধে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত বংশের রাজত্বকালে রাজারাই সর্ব্বময়কর্ত্তা। প্রকৃতিপুঞ্জের শুভাশুভ তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। রাজা প্রজাবর্গের নিকট পরম দেবতা এবং দেববংশসম্ভূত বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র-শাসন হইতেই মিশরের অধঃপতন ঘটে।

রাজার নির্ব্বাচিত বিচারকগণ বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কোন সন্দেহজনক অপরাধ প্রমাণিত না হইলে বিচারকগণ গুপ্তচর দ্বারা অনুসন্ধান লইতেন। কোন কোন স্থলে সমিতি (Commission) গঠিত হইত। সাক্ষিগণের জবানবন্দী যথারীতি লিখিত হইত। তজ্জন্য লেখকগণ বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে যাইতেন। আইনে বিজ্ঞব্যক্তিগণ পুরুষানুক্রমে বিচারক হইতেন। অন্য শ্রেণীর লোকে বিচারক হইতে পারিত না। বিচারের ফলাফল লিপিবদ্ধ হইয়া তালিকাভুক্ত থাকিত। বিচারপ্রণালী ও দণ্ডাজ্ঞা লিখিত হইয়া রাজার নিকট প্রেরিত হইত। অপরাধীকে শপথ গ্রহণ করাইয়া দোষের বিবরণ জিজ্ঞাসা করা হইত। শাস্তি তত গুরুতর ছিল না। উত্তেজনার কারণ ব্যতীত নরহত্যা করিলে ঘাতুকের প্রাণদণ্ড হইত। চৌর্য্য ও ব্যভিচারের কঠোর শাস্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্যভিচারপরায়ণ ব্যক্তিকে নির্ব্বাসিত করা হইত। কেবল চুরি করিলে অপরাধীর প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। ঋণ ঘটিত কোন আইনের কথা বিধিবদ্ধ নাই। ভূমিসংক্রান্ত প্রজাস্বত্ববিষয়ক কোন আইন অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। দেবোত্তর সম্পত্তি সকল চিরস্থায়ীরূপে নিষ্কর ছিল। থিব্‌সের ধর্ম্মাধিকরণে প্রধান বিচারক ব্যতীত আর ৯জন ধর্ম্মাধিকারী বা বিচারক ছিলেন।

সেনাদল।

প্রাচীন মিশরের যুদ্ধব্যাপার সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় লোক দ্বারা সেনাদল গঠিত হইত। যোদ্ধৃগণের একটী নির্দ্দিষ্ট জাতি ছিল। প্রায় তাহাদিগের কতক আচরণ ক্ষত্রিয়দিগের মত ছিল। সৈন্যদিগকে জায়গীর দেওয়া হইত। সৈন্যের দুইটী বিভাগ ছিল। রথারোহী ও পদাতিক। রথ সকল দুইটী অশ্বদ্বারা চালিত হইত। সারথী রথ চালাইত এবং যোদ্ধা রথারূঢ় থাকিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পদাতিকগণ নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইত। তন্মধ্যে ধনুর্ব্বাণ, তরবারি, বর্শা, ফিঙা, শূল ও পরশু প্রভৃতি প্রধান। মৃগয়ায় সূক্ষ্মাগ্র আগ্নেয় শিলাখণ্ড ব্যবহৃত হইত। সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নানারূপ ব্যূহাকারে সজ্জিত হইত।

রীতিনীতি।

উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ও প্রাচীন পত্রে (hieratic papyri) প্রাচীন মিশরবাসিগণের গার্হস্থ্য জীবন স্পষ্টরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। যে শিক্ষায় পৌরুষ মহিমার যথার্থ বিকাশ হইত, বিদ্যালয়ে সেইরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হইত। যাঁহারা পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন, তাঁহারা রাজ্যে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেন। বাল্যকালে ত্বক্‌ছেদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইত না। স্ত্রীজাতির প্রাধান্য ছিল। তাঁহারা যাজক ও পুরোহিতের আসনে সমাসীন হইতে পারিতেন এবং পুরুষের ন্যায় সমানাধিকারে জীবনের অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। পুরুষেরা এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতেন এবং স্ত্রীই একমাত্র গৃহকর্ত্রী ছিলেন। সে সময়েও উপপতি ও উপপত্নীর ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

৭০০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান সভ্যসমাজের ন্যায় মিশরে স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল। জাতিভেদও কতকাংশে ছিল। হিরোদোতাস্, দিওদোরাস্ ও ষ্ট্রেবোর মতে মিশরে জাতিভেদ প্রচলিত ছিল। গুণ ও কর্ম্মবিভাগ অনুসারে ৭ বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল।

পরে উহা ৫ বর্ণে পরিণত হয়। পুরোহিত, যোদ্ধৃবর্গ, কৃষক, শিল্পী ও পশুপালক বা ভৃত্য। ভারতীয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের অনুকরণে সম্ভবতঃ উহা সৃষ্ট হইয়াছিল। এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের বিবাহ হইত না। পুত্রগণ পিতৃব্যবসায় অবলম্বন করিতেন। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেন ও বিচারকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।

রাজাদিগের সহধর্ম্মিণী ব্যতীত অন্যান্য বিলাসপত্নীও থাকিত। পরিবারস্থ সকল ব্যক্তিই একান্নবর্ত্তী ছিল। জীবিকার্জ্জনের জন্য ব্যবসায় ও কর্ম্ম জাতিভেদে পুরুষানুক্রমে নির্দ্দিষ্ট ছিল। অভিজাত-সম্প্রদায় সাধারণ্যে প্রাধান্য বিস্তার করিতেন। কিন্তু দরিদ্রগণও অত্যাচার ও অবিচারের জন্য স্বয়ং রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া আবেদন করিতে পারিত। বৈদেশিক ব্যক্তিগণের প্রতি ইহাদিগের বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। শিল্পব্যবসায়িগণ উচ্চ বর্ণের মর্য্যাদা পাইতেন না। এমন কি ভাস্কর ও চিত্রকরগণ অতি হীন বর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। ভদ্রগণ শ্রমসাধ্য কার্য্যমাত্রই ঘৃণা করিতেন। পুরোহিত সম্প্রদায় বর্ণগুরু ছিলেন। তাঁহারা যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন।

রাজকার্য্য কর্ম্মচারিগণ উচ্চ বর্ণ হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। ভৃত্যগণ শ্রমজীবিগণ অপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা পাইতেন। যুদ্ধে ধৃত বন্দিগণ ক্রীতদাসরূপে ব্যবহৃত হইত।

শৈলময় স্মৃতিস্তম্ভের গাত্রে মিশরীয় গৃহস্থ-জীবন উজ্জ্বল চিত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। ধনাঢ্যগণ প্রায়শঃ বিলাসসাগরে মগ্ন থাকিতেন। কিন্তু তাঁহারা ভোজনোৎসব অতি সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। গৃহস্থ ও গৃহিণী একাসনে বসিতেন,সমস্ত নিমন্ত্রিতবর্গও সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়া ভোজনোৎসবে যোগদান করিতেন। দম্পতীগণের জন্য একত্র বদ্ধ দুইখানি 'চেয়ার' ও অনূঢ় ব্যক্তিগণের জন্য এক এক খানি আসন থাকিত। সম্ভ্রান্তগণ চেয়ারে বসিতেন। সাধারণে গৃহতলে বিস্তৃত আসনে উপবেশন করিত। এরূপস্থলে স্ত্রীলোকেরা স্বতন্ত্র স্থানে উপবিষ্ট হইতেন। প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ও অভ্যাগত উপস্থিত হইবামাত্র গৃহস্বামীর ভৃত্যগণ তাঁহার কণ্ঠে ফুলের মালা পরাইয়া দিত এবং সুরভিমিশ্রিত একটী পদ্মফুল তাঁহার মস্তকে কিম্বা হস্তে অর্পণ করিত। তৎপরে চতুর্দ্দিকে 'চেয়ার' বেষ্টিত মেজ বা টেবলের উপর নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য সজ্জিত হইত। ফল, মিষ্টান্ন, পিষ্টক, মাংস, মদ্য, মৎস্য ও অন্যান্য বিবিধ খাদ্য স্তূপীকৃত ভাবে সজ্জিত থাকিত। মদ্যপূর্ণ পানপাত্র প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে রক্ষা হইত। ভোজনের পূর্ব্বে কলালাপ-কুশল কলাবৎমণ্ডলী ও লাস্যলীলানিপুণা যৌবনশালিনী রূপবতী নর্ত্তকীগণ সঙ্গীত ও নৃত্যে অভ্যাগতবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত।

নৃত্যগীত আমোদের একটী সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন কোন স্থলে জিম্‌ন্যাষ্টিক বা নানাপ্রকার ব্যায়ামক্রীড়া প্রদর্শিত হইত। ধনশালিগণ অনেক সময়ে শ্যামল পাদপালঙ্কৃত পল্লীগ্রামের উদ্যানাবাসের প্রমোদ প্রকোষ্ঠে প্রাকৃতিক দৃশ্যের চমৎকারিত্ব উপভোগ করিতেন। কখনও বা পশুপাল, অথবা কৃষিকার্য্যোৎপন্ন শস্যনিচয় ও শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বাণিজ্যব্যপদেশে সমুদ্রযাত্রা করিতেন। কখনও স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে নৌকাযোগে সিন্ধুঘোটকশিকারে জলযাত্রা করিতেন। কখনও জলচরপক্ষিকুল নিধনের জন্য ধনুর্ব্বাণ অথবা 'সাতনল' লইয়া দলবদ্ধ হইয়া মৃগয়ায় যাইতেন। কখনও পুষ্করিণীর সোপানবদ্ধ জলাবতরণিকায় বসিয়া মৎস্যশিকার করিতেন। কখনও বা শিক্ষিত কুকুর সঙ্গে লইয়া অরণ্যে হরিণশিশু ধরিয়া বেড়াইতেন।

ধনশালী ব্যক্তি মাত্রেরই দুই ঘোড়ার জুড়িগাড়ী ছিল। তাঁহারা স্বয়ংই রথ চালনা করিতেন।

ধর্ম্ম-তত্ত্ব।

পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী গত ৫০ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মিশরের পুরাতত্ত্ব আলোচনাপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে, মিশরের ধর্ম্মতত্ত্ব আর্য্য ঋষির বৈদিক ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র। প্রাচীন মিশরবাসিগণ সর্ব্বশক্তিমান্ এক বিরাট্ বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রলিপি পাঠে জানা যায়, উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব মিশরবাসিগণের চিত্তে অঙ্কিত ছিল।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষে গার্গী ও নচিকেতা, জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য যে রহস্যময় গূঢ় প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে প্রশ্ন চিন্তাশীল মানবচিত্তের সাধারণ ধর্ম্ম, যে প্রশ্নের উত্তরপ্রদানে ধর্ম্মরাজ যমকেও আশঙ্কিত হইতে হইয়াছিল, যে প্রশ্ন মিথিলা কিম্বা মিশর, বদরিকাশ্রম কিম্বা বারাণসী, বোগদাদ্ কিম্বা বার্লিন, নবদ্বীপ কিম্বা নিউইয়র্ক, লণ্ডন কিম্বা লিপসিগ্, পারি কিম্বা পাটলীপুত্র সকল স্থানে সর্ব্বকালে মনুষ্যের মনে বিস্ময়বিজড়িত মহারহস্যের সৃষ্টি করে, প্রাচীন মিশরের পুরোহিতগণও সেই নিত্য নূতন ও বহু পুরাতন প্রশ্নের সমস্যাপূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহারা কোলাহলময় নগরের দূরবর্ত্তী স্থানে পর্ব্বতকন্দর কিম্বা অরণ্যকুঞ্জের শান্তিময় নিভৃত অঙ্কে উপবেশন করিয়া বৈদিক ঋষির সুরে বলিয়াছিলেন,

"দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক আস্তে
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা"

এই পরিদৃশ্যমান জগতের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন—সেই বিরাট্ পুরুষই স্বর্গমর্ত্ত্যের বিধাতা। তিনি স্বয়ম্ভূ—স্বয়ম্প্রকাশ এবং সর্ব্বভূতে অবস্থিত। সেই অনাদি বিধাতার ইচ্ছায় সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ঘটিতেছে। তিনিই মিশরীয় শাস্ত্রের আপ্ত (Ptah), গ্রীস ও রোমের ভল্‌কান্ (Vulcan) বা আর্য্য ঋষির ব্রহ্মা। তিনিই সহস্রাংশুসমপ্রভ হেমময় অণ্ড সৃষ্টি করেন (Creator of the cosmic egg) এই ডিম্বেই বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই ব্রহ্মডিম্ব হইতে সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতি সৃষ্ট। সূর্য্যই বিধাতার বিরাট্ প্রতিনিধি। অন্যান্য দেবগণ সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর মাত্র।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, মিশরীয় ধর্ম্ম প্রথমে বৈদিকভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। পরে নিগ্রো জাতির সংস্রবে বহুদেবদেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। দেবগণের বিভাগ প্রধানতঃ ৩ কিম্বা ৯। সূর্য্যের ১২টী সমাজ (দ্বাদশাদিত্য), পরে অসংখ্য দেবদেবী কল্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক মন্দিরে দেবগণ স্বামী, স্ত্রী ও পুত্র বা কন্যা এই ত্রিমূর্ত্তিতে গঠিত। কোন দেবতাই একাকী অবস্থান করেন না। মিশরের প্রতিনগরেই এক একটা দেবসমাজ ছিল। প্রত্যেক নগরই কোনও দেবতার নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল। যেমন, অনুহর (Anhur) থিনিসের, ওসিরিস্ (Osiris) আবিডসের (Abydos) এবং আপ্ত (Ptah) মেম্ফিস্ নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন। আপ্ত বা ভল্‌কানের সাঙ্গনীদ্বয় পস্ত (Pasht) ও বস্ত (Basht) এই তিনজন লইয়া মেম্ফিস্ নগরের দেবসমাজ কল্পিত হইয়াছিল। 'রা'র (Ra) অনুহর পুত্র। শু (Suu) ও তেফ্‌নেট্ (Tefnet) ইহাঁরা অনুহরের ভ্রাতা ছিলেন।

রা (Ra) গ্রীকদিগের সোল (Sol) বা জুপিতর (Jupiter=দ্যৌস্পিতর্)। দেবসমাজের দুইটী বিভাগ প্রসিদ্ধ। মেম্ফাইটসমাজ ও থেবান্ সমাজ। ১ম সমাজে ৮ জন দেবতা, আপ্ত (Ptah), রা (Ra), Shu (শু), সেব (Seb), ওসিরিস্ (Osiris), সেট্ বা টাইফন (Set or Typhon) এবং হোরাস্ (Horus) ইহার মধ্যে অধিকাংশই সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপমাত্র। দ্বিতীয় সমাজে অমেন (Amen), মেন্থু (Menthu), আমু (Atmu), শু (Shu), সেব্ (Seb), ওসিরিস্ (Osiris), সেট (Set), হোরাস্ (Horus) এবং সেবেক (Sebek)। কোন কোন দেবতা মনুষ্যাকৃতি, যেমন—আপ্ত, ওসিরিস, আইসিস্। কোন কোন দেবতার শরীর মনুষ্যের ন্যায়, কিন্তু মুখ পশুর মত।

'রা' বা সূর্য্য মনুষ্যাকৃতি তাঁহার মস্তকে একটী শ্বেত পক্ষী (Hawk) পক্ষ বিস্তার করিয়া আছে। অর্থাৎ গরুড়াগ্রজ অরুণ সূর্য্যের সারথিরূপে রথ পরিচালন করিতেছে। তাঁহার মস্তকে সূর্য্য মণ্ডলের পরিধি অবস্থিত রহিয়াছে।

ওসিরিস (ইনি গ্রীস্ ও রোমে বাকাস=Bachus বা সুরাদেবরূপে গণ্য হইয়াছিলেন) জুপিতরের পুত্র ছিলেন। কিন্তু পিতা অপেক্ষা পুত্রের পূজা অধিকতর প্রচলিত হইয়াছিল। রার পুত্র ওসিরিস্ ও কন্যা আইসিস্। তাই ভগিনীতে বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং আইসিস্ ওসিরিসের ভগিনী ও স্ত্রী। ইহাঁরা মিসরবাসিগণের প্রধান দেবদেবী। মনুষ্যের হিতসাধন করিবার জন্য ইহাঁরা অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া সত্যযুগে মিশরের রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে সভ্যতার প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন এবং মনুষ্যদিগকে কৃষি ও বাণিজ্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি মনুষ্যজাতির উন্নতিকামনায় স্বীয় পত্নী ও ভগিনী আইসিসের হস্তে মিশরের শাসনভার অর্পণ করিয়া য়ুরোপ ও এসিয়ার সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং প্রত্যেকস্থলেই ঈশ্বরের পূজাপদ্ধতি প্রচলন করেন। তিনিই জগতে সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মবিদ্যার গূঢ় রহস্য প্রচার করিয়াছিলেন। আইসিস্ স্বর্গে জুপিতরের (Ra) প্রণয়িনী ছিলেন। পরে প্রণয়কলহবশতঃ প্রণয়ীর শাপে তিনি গাভীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অবশেষে নারী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া মিশরে ওসিরিসের ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহাকে বিবাহ করেন। ইনিই সাইপ্রাসের ভিনাস্ (Venus), আথেন্সে মিনার্ভা (Minerva), ফ্রিজিয়দেশে (Phrygians) সাইবিল (Cybele), ইলিউসিয়া (Eleusia) দেশে সিরিস্ (Ceres), সিসিলিতে প্রসার্পাইন (Proserpine), ক্রীতদ্বীপে ডায়ানা (Diana) এবং রোমে বেলোনা (Belona) রূপে পূজিত হইয়াছিলেন। ইনি বিদ্যাবুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী ও শিল্পবিজ্ঞানের জননী। ইনি ইন্দ্রজালের ও যাদু বিদ্যার প্রসূতি। ইহাঁরা ভাইভগিনী বা স্বামী-স্ত্রীতে পৃথিবীর কল্যাণ কামনায় মনুষ্যদিগকে জ্ঞানরাজ্যের পথ প্রদর্শন করেন।

কিন্তু ওসিরিস ও তাঁহার ভ্রাতা (কোন মতে পুত্র) টাইফন বা সেটের মধ্যে চিরশত্রুতা ছিল। ওসিরিস্ [illegible]

দেশান্তরে সভ্যতার জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন, তখন টাইফন কৌশলে তাঁহার প্রাণসংহারপূর্ব্বক শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া একটী পেটিকায় আবদ্ধ করেন। আইসিস্ সমুদ্র-গর্ভ হইতে উক্ত পেটিকা উত্তোলনপূর্ব্বক মৃতপতির কর্ত্তিত শরীর সংযুক্ত করেন এবং সঞ্জীবনী বিদ্যাবলে তাহাতে জীবন সঞ্চার করেন। পতিশোকে আইসিস্ যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন—তাহাতে নীলনদের উৎপত্তি হয়। নীলনদ আজিও মিশরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আইসিসের দুঃখে দ্রবীভূত হইয়া কল কল তানে ছল ছল নয়নে হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে। ওসিরিস পরে পাতালে যাইয়া প্রেতাত্মাদিগের বিচারক (যমরাজ) হন এবং পত্নী আইসিস্ পাতালে যাইয়া পতির সহিত সম্মিলিত হন।

শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, সূর্য্য অস্তাচলে যাইয়া ওসিরিসের অঙ্কে বিশ্রাম লাভ করেন। মিশরের ভাষায় এইরূপ বর্ণনা আছে যে, কাহারও মৃত্যু হইলে, তিনি ওসিরিসের অঙ্কে ঘুমাইয়া পড়িবেন। যমের দণ্ডের ন্যায় তাঁহার হস্তে ন্যায়-দণ্ড বিরাজিত এবং তাঁহার মস্তকে উষ্ট্র পক্ষীর পালক-বেষ্টিত একটী মুকুট আছে।

আইসিসের গাভীরূপের চিহ্ন স্বরূপ আসনের গাত্রে একটা গোশৃঙ্গ আছে। তাঁহার শিরোদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মুকুট, দক্ষিণ হস্তে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা (Crux Ansatas), বাম হস্তে বঙ্কলনির্ম্মিত (বঙ্কলেই পুস্তক লেখা হইত) একখানি ঐন্দ্রজালিক দণ্ড। অর্থাৎ বিদ্যার ভুবনমোহিনী শক্তি ঐন্দ্রজালিকদণ্ড ও সঞ্জীবনীবিদ্যারূপে চিত্রিত হইয়াছে।

ইহাঁদের পুত্র হোরাস্ (Horus), ইনিই গ্রীস্ দেশের আপোলো (Apollo)। টাইফনের ভয়ে আইসিস্ স্বীয় পুত্র হোরাস্‌কে গোপনে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। হোরাস্ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া পিতৃহন্তাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। টাইফন্ অন্ধকারের দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। হোরাস্ কিছুকাল পরে পিতৃহন্তাকে নিহত করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ তুলিলেন। পরে সমগ্র মিশর দেশ পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব্বত্র শিল্পবিজ্ঞানের অনুশীলন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

ওসিরিস্, আইসিস্ ও হোরাস্ এই ত্রিমূর্ত্তিই মিশরের সার্ব্বভৌমিক পূজা পাইয়াছিলেন। কারণ মনুষ্য-হিতব্রতেই তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

প্তা (Ptah) তৎপত্নী পস্ত বা সেখেত (Pasht or Sekhet) এবং তাঁহাদের পুত্রগণ নেফেরতুম্ (Nefertum) ইমুহোতেপ (Imhotep) বা আমেনরা (Amenra) প্রভৃতিতে ত্রিমূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। ইনি ফিনিকিয়ায় পাটেকোস্ (Pataikos) নামে প্রসিদ্ধ। প্তার দুই প্রকার মূর্ত্তি দেখা যায়, প্রথম মনুষ্যমূর্ত্তি, তাঁহার মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট, হস্তে সঞ্জীবনী বিদ্যা এবং বিশ্বপ্রসবিতা বা সবিতারূপে ভবিষ্যৎ সৃষ্টির মূলসূত্রজ্ঞাপক চিহ্ন। অন্য হস্তে কেশ-মণ্ডিত রাজদণ্ড ও কণ্ঠে গলাবন্ধ। তাঁহার বক্রপদ-(কুশ্‌পা)। দ্বিতীয়তঃ তিনি খর্ব্বাকৃতি ও বিশিরস্ক, তাঁহার মস্তকে সঞ্জীবনী বিদ্যা। অন্ধকার ও পাপের মূর্ত্তিরূপী একটী কুম্ভীরকে পদে দলন করিয়া (অর্থাৎ সূর্য্যালোকে অন্ধকার বিনাশপূর্ব্বক) জগতে আলোকরাশি বিস্তীর্ণ করিয়াছেন এবং হস্তে পাপমূর্ত্তি দুইটা ভীষণ সর্পের গলদেশ নিপীড়িত করিয়া তিনি দণ্ডায়মান আছেন। ইনিই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-কর্ত্তা ও বিশ্বের নির্ম্মাতা।



সেখেত

তাঁহার পত্নী পস্ত বা সেখেত (Sekhet) সিংহবদনা, ইনি আপ্ত-পত্নী বা সূর্য্যের মরীচি অর্থাৎ সূর্য্য-কিরণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইহাঁর মুখ সিংহের ন্যায়। ইহাঁর মস্তকে সূর্য্য-মণ্ডলের গোলাকার পরিধিরূপ মুকুট। ইনি জগতে তাপ বিকীরণ করেন।

ইহাঁদের পুত্র নেফরেতুম্ বা ইম্‌-হোতেপ, (গ্রীসদেশে ইমিউথেশ Imiuthes বা Esculapius নামে পরিচিত) ইনি থিব্‌স নগরে আমেন-রা রূপে পূজিত হইয়াছিলেন। কোন মতে তিনি ভিন্ন দেবতা। নিম্নে ইহাঁর প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।



আমেন-রা (সূর্য্যপুত্র)

ইহাঁর মস্তকে সূর্য্যমণ্ডলের চিহ্ন এবং একটী পদ্মফুল। ইনি মু (Mu = mother or matter) বা জড় প্রকৃতি, নিট বা নট (Nit or nat = Shuttle the Minerva) এবং খোন্‌সু (Khonsu = Force or Hercules) সহিত মিলিত হইয়া—এক দেবসঙ্ঘ সংগঠন করিয়াছেন।

যখন ওসিরিস দেহত্যাগ করেন, তখন অনুপ বা অনুবিস্ সুগন্ধ ভৈষজ্য-সংযোগে সেই দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

আমেন রার জননীর নাম মুত (Mut)। আমেন রা জননীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে কা-মুত্‌ফ (Ka-

mutf or husband of his mother) মাতৃপতি কহে। কোন কোন স্থলে তাঁহার মস্তক মেষের ন্যায়। ছাগজাতি ভিন্ন এরূপ বীভৎস রীতি কখনই সম্ভবে না। আধ্যাত্মিক অর্থ আমরা বলিতে অক্ষম। ইঁহাদের পুত্রের নাম খুনস্‌ (Khuns)—ইঁহার মস্তকে চন্দ্রকলা বিরাজিত। তাঁহার অলকাবলী কাকপক্ষের ন্যায় (জুল্পী) দুই পার্শ্বে লম্বিত। কখন তিনি শ্যেনশিরস্ক। দেবতাদিগের প্রথম শ্রেণীতে ইঁহার স্থান নাই। ইনি ভৈষজ্যবিদ্যায় অতি নিপুণ ছিলেন। কিন্তু ইঁহার মুখ শৃগালের ন্যায়। ইনি ওসিরিসের পুত্র বলিয়া বর্ণিত। নিম্নে প্রতিকৃতি দেওয়া হইল।

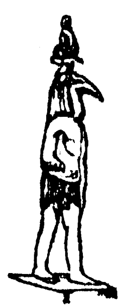
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে ইঁহার পূজা হয়। কারণ ইনি মৃতদেহের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ইঁহার প্রদত্ত ঔষধে বা সুগন্ধিদ্রব্যে (Embalming) মৃতদেহ নষ্ট হয় না।



অনুপ্‌ বা অনুবিস্‌।

থথ—কোন কোন স্থানে তাউত (Tauat) নামে কথিত। ইনি চন্দ্রসম্ভব দেবতা, এমনকি সূর্য্যসম্ভব অপেক্ষা ইঁহার পদবী কিছু নিম্ন। ইঁহার মুখ গরুড়ের ন্যায় (Ibis-headed) এবং মস্তকে পূর্ণ চন্দ্রকলা বিরাজিত, ইনি বিদ্যার অধিষ্ঠাতা ও কালের নিয়ামক (তিথিকারক)। টাইফনের সহিত যখন হোরাসের যুদ্ধ হয়, তখন ইনি হোরাসের সাহায্য করিয়াছিলেন—(অর্থাৎ সুবুদ্ধি দিয়াছিলেন)। যখন পাতালে ওসিরিসের নিকট প্রেতাত্মার বিচার হয়, তখন ইনি সেই সমস্ত লিপিবদ্ধ করেন। ইনি এইরূপেই ফিনিসিয়ায় পূজিত হইতেন।

সূর্য্যকন্যা মা'ত (Mat) সত্যের দেবী। ইঁহার শিরোদেশে শুভ্রবর্ণের পালকরাজি। অনেকাংশে তিনি শু (shu) নামক



থথ (Thoth)

আলোক-দেবতার ন্যায়। কোন কোন মতে ইনি থথের পত্নী, যখন থথ মরণান্তে প্রেতাত্মার দোষগুণ লিপিবদ্ধ করেন, তখন ইনি সত্য সাক্ষী দিয়া থাকেন।

রা বা জুপিতর সর্ব্বদা অপাপ (Apap) নামক ভীষণাকৃতি সর্পের সহিত যুদ্ধ করেন। এই অন্ধকাররূপী সর্প অবিশ্রান্ত পলায়ন করিতেছে। 'রা' ও তৎপশ্চাতে অনন্তকাল হইতে ছুটিতেছেন। এই বিরোধের অন্ত নাই।

মনুষ্যের সদসৎ যত বৃত্তি আছে—তাহার প্রত্যেকটার এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন।

দিবসের ভিন্ন সময়ে সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পিত আছে। প্রভাত সূর্য্যের নাম মেন্তু (Mentu), অস্তগামী সূর্য্যের নাম আমু (Atmu)। হেলিওপোলিস নগরে মেন্তু ও আমুর পূজা হইত। উভয়ে আকাশ ও পাতালের দেবতা বলিয়া যথাক্রমে উল্লিখিত হন।

শু (Shu) সূর্য্যকিরণ বা শক্তিরূপী। ইনি স্বর্গের দেবীগণকে রক্ষা করেন। ইনি সত্য স্বরূপ। সত্যের প্রতিনিধিরূপে ইঁহাকে কীর্ত্তন করা হয়। তেফনেট (Tefnet) ইঁহার স্ত্রী। ইনিও সিংহবদনা ও শক্তিরূপিণী। ইঁহারা উভয়ে আলোক বা সত্য এবং শক্তির প্রতিনিধি। শক্তি সিংহবদনা।

সেব্‌ (Seb) ওসিরিস্‌ পরিবারের দেবতা। নুৎ (Nut) ইঁহার পত্নী। ইঁহারা দেবগণের জনকজননী বলিয়া পরিকল্পিত। সেব=পৃথিবীর প্রতিনিধি। নুৎ=স্বর্গের প্রতিনিধি।

দেবসমাজের মধ্যে ওসিরিস্‌ ও টাইফনের বিরোধকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অত্যন্ত কৌতুকাবহ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একজন সুনীতির প্রতিনিধি, মনুষ্যের হিতসাধনে বদ্ধপরিকর, অপর জন দুর্নীতির প্রতিনিধি, সেট্‌ বা সয়তানের বিগ্রহ, মনুষ্যের অধঃপতনে সতত ব্যস্ত। উভয়েই সহোদর। আদিত্য ও দৈত্যরূপে অহরহ বিবাদপরায়ণ। অবশেষে ওসিরিসের জয়লাভ হইল। অধর্ম্মের পরাজয় বিধাতার নিয়ম। আইসিসের নেফ্‌থিস্‌ (Nefhthys) নাম্নী এক সহোদরা ছিল। তাহার সহিত টাইফন বা সয়তানের বিবাহ হয়। দুই ভাই দুই ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু যখন ওসিরিস্‌ মনুষ্যের হিতসাধন করিতে গিয়া টাইফনের হস্তে নিহত হইলেন, তখন নেফ্‌থিস্‌ সহোদরার বৈধব্যে অজস্র ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। পরিশেষে হোরাস্‌ বিদ্যাদেব থথের সাহায্যে সয়তানকে নিহত করেন। ইহার দুইটী আধ্যাত্মিক অর্থ দেখা যায়। সূর্য্যরূপ সিংহ অহরহ ধ্বান্তরূপ কুম্ভীর ও সর্পের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু জয় পরাজয় বুঝিবার সময় নাই। আলোক অন্ধকারের চিরবিরোধ সত্ত্বেও উভয়েই সমভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। কাহার পরাজয় কে বলিবে?

২য়তঃ মনুষ্যের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবৃত্তির সহিত চিরকাল যুদ্ধ করিতেছে। বিবেকের সহিত অবিদ্যার বিরোধের শেষ নাই, মনুষ্য অবিদ্যার বিনাশসাধনপূর্ব্বক অক্ষয় অমরতালাভে অগ্রসর, কিন্তু ভোগাত্মিকা অবিদ্যার বিনাশ আছে কি? সংসারপ্রবাহের বিরাম নাই। জয় পরাজয় কে নির্ণয়

করিবে ? যে সমস্ত পশু মিশরে দেবরূপে পূজা পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৩টী প্রধান। প্রথমতঃ বৃষ আপিস (Apis)। ইনি কি বৃষরূপী ধর্ম ? ২য়তঃ বৃষ মেবিস্ (Mnevis)। ৩য়তঃ মেণ্ডেসিয়ান ছাগ (Mendsian Goat)। ওসিরিসের পূজার সহিত বৃষ ও ছাগপূজা হইত।

নীলনদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হাপি (Hapi) নামে পূজিত হইতেন। কখন কখন বৃষ ও নীলনদকে ওসিরিসের অবতার বলা হইত। কারণ ধর্মের প্রতিনিধিরূপে তিনি নরহিতব্রত উদ্যাপন করিয়াছিলেন। কৃষির প্রধান অবলম্বন বৃষরূপী ধর্ম, এবং জননীর ন্যায় হিতকারিণী নীলনদী, ভিন্ন, তাঁহার পরোপচিকির্ষু ধর্মজীবনের দৃষ্টান্ত অন্যত্র সম্ভব নহে। বৃষরূপী আপিস্ স্থানভেদে সারাপিস্ (Sarapis) নামে পূজিত হইতেন। প্রস্তরমণ্ডিত সমাধিক্ষেত্রে আপিস্ বৃষের শবাধার ও কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে।

ওসিরিস্ সমাজের আর একজন প্রধান দেবী হটহর (Hathar) ইহাঁকে অনেকে দ্বিতীয় আইসিস্ কহেন। ওসিরিস্ নররূপে মনুষ্যের যেরূপ হিত সাধন করিয়াছিলেন, ইনি নারীরূপে তদনুরূপ মনুষ্যহিতব্রত সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে মিশরের সর্ব্বত্রই ইহাঁর পূজা হইয়াছিল।

সেবেক্ (Sebek) কুম্ভীরবদন, ইনি টাইফনের অনুরূপ। মিশরে ইহার পূজাও বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল।

সুবেন (Suben) দক্ষিণ মিশরের একটী দেবী। কখনও ইনি লুসিনা (Lucina) এবং ইলেথিয়া (Eilethyia) নামে কথিত হন। ইনি দক্ষিণ মিশরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও জননীরূপিণী। গৃধ্রপক্ষী ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ইহাঁর পূজায় নরবলি হইত। উত্তর-মিশরের অধিষ্ঠাত্রী উআতি (Uati) অনেকাংশে সুবেনের অনুরূপ। উরিয়াস্ (Uræas) সর্প ইহাঁর সাঙ্কেতিক নাম।

ওনুরিস্ বা অন্‌হের (Onuris or Anher) থিনিস্ নগরের প্রাচীন দেবতা।

ইমহোতেপ (Imhotep) আথ্ ও সেবকের পুত্র এবং মেম্‌ফিস্ নগরের ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম। ইনি থথের ন্যায় বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাতা।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মিশরের দেবগণ বা দেবীগণ কেহই একাকী অবস্থান করেন না। মন্দিরের মধ্যে সপরিবারে বাস করেন।

উপরোক্ত দেবগণের স্থানাস্থানে মন্দির ছিল। মন্দিরে সুশিক্ষিত পুরোহিতগণ বাস করিতেন। দর্শন ও ধর্ম্মালোচনার জন্য মন্দিরের নিকটবর্ত্তী স্থলে মঠ ও চতুষ্পাঠি প্রভৃতি থাকিত। পুরোহিতগণ সেই স্থানে অধ্যাপনা করিতেন। দেশ বিদেশ হইতে ছাত্রগণ মঠে আসিয়া বাস করিত।

গৃহস্থগণ গৃহে গৃহদেবতার পূজা করিতেন। নগরাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা অতি সমারোহের সহিত নির্ব্বাহিত হইত। রাজগণ এই উৎসবে যোগ দিতেন। সমাধিক্ষেত্রে পূজা প্রভৃতি প্রকাণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইত। প্রধানতঃ সকল স্থলেই প্রেতপুরাধিষ্ঠাতা ওসিরিসের পূজা হইত। পূজায় পশুবলি ও উদ্ভিজ্জাদির বলিও প্রদত্ত হইত। দেবতাদিগকে প্রকাণ্ডভাবে মদ্য উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইত। ধূপ ধূনার গন্ধে মন্দিরাভ্যন্তর আমোদিত হইত। মনেথো (Manetho) বলেন যে, মিশরে বহুকাল পর্য্যন্ত নরবলি প্রচলিত ছিল। পরে ১৮শ বংশের ১ম রাজা অমোসিস্ ঐ বীভৎসপ্রথা রহিত করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে মোমের পুত্তলিকা-বলিপ্রদানের ব্যবস্থা হয়। প্রতি বৎসরের নীলনদের পূজায় একটী কুমারী নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইত। অদ্যাপি উক্ত প্রথার ভগ্নাবশেষরূপে মধুখ পুত্তলী প্রতিবর্ষে নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। জলাশয়-প্রতিষ্ঠা-কালেও ঐরূপ বলি প্রদত্ত হয়।

প্রাচীন মিশরবাসিগণ বিশ্বাস করিতেন যে মনুষ্য স্বকৃত কর্ম্ম-ফল ভোগ করিবার জন্য জন্ম পরিগ্রহ করে। আত্মার বিনাশ নাই। কর্ম্মফলের ক্ষয় না হইলে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাঁহারা সংসারে পুণ্যের অনুষ্ঠান করে, তাঁহারা ওসিরিসের বিচারে স্বর্গসুখের অধিকারী হয়। আর যাহারা পাপাচরণ করে, তাহারা অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। ওসিরিসের নিকট কাহারও নিস্তার নাই। সকলকেই কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে। কিন্তু মিশরীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে মুক্তির কোন মার্গই আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহারা আরও বলেন যে, যে যেমন পুণ্য ও যেমন কামনা করে, সে সেইরূপ ফলপ্রাপ্ত হয়। পুণ্যের ক্রমানুসারে কেহ চন্দ্রলোকে, কেহ বা সূর্য্যলোকে যাইয়া থাকে। দেবগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পকরথে মর্ত্ত্যে যাতায়াত করেন। এই পুষ্পকরথ এক প্রকার নৌকার ন্যায়, বোধ হয় ব্যোমযান হইবে।

কালক্রমে বিবিধ কুসংস্কার ও পুরোহিতগণের লোভপরায়ণতানিবন্ধন নানা প্রকার কাল্পনিক প্রথার সৃষ্টি হয়। পুরোহিতগণ শেষে বিধান দিলেন যে, যিনি প্রস্তরময় শবাধারে মৃতদেহ সমাহিত করিতে পারিবেন— স্বর্গে তাঁহার জন্য সুরম্যসৌধ নির্ম্মিত হইবে এবং মৃতদেহের উপর কএকটী মন্ত্রপাঠ করিলে আত্মা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গের সোপানে আরোহণ করিবে। সময়ে সময়ে পুরোহিতগণ মৃতদেহে

কবচাদি প্রয়োগ করিতেন। কারণ তাহা হইলে যমদূত নিকটে আসিতে পারিবেনা। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নৃপতিগণ কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সমাধিক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৯শ ও ২০শ বংশীয় রাজগণের সমাধিক্ষেত্র যেরূপ বাস্তুশিল্প ও নির্ম্মাণনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বিস্ময়জনক।

এই প্রকার চিরস্থায়ী সমাধিমন্দির নির্ম্মাণপ্রথায় মিশরবাসিগণের দুই প্রকার ধর্ম্ম বিশ্বাস দৃষ্ট হয়,—আত্মার অমরতা ও মৃতদেহের পুনরুত্থান (Resurrection of the flesh)। সমাধিমন্দিরের গাত্রে মানবাত্মার চিত্র অঙ্কিত আছে। উহার মুখ মনুষ্যের মত ও শরীর শ্যেনপক্ষীর ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট। মৃত্যুকালে আত্মা ঐ বেশে উড়িয়া ওসিরিসের নিকট যাইয়া থাকে। মিশরের ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, মানবাত্মা বহুকাল নরক কিংবা স্বর্গে পরিভ্রমণ করিয়া যখন পূর্ব্ব শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন সংরক্ষিত মৃতদেহে (Embalmed Mummy) নূতন জীবনের সঞ্চার হইবে এবং মনুষ্য অনন্ত জীবন লাভ করিবে। সে চিরস্থায়ী সম্পদের তুলনায় ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যজীবন অতি অকিঞ্চিৎকর, তাই নরপতিগণ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ঐহিক আবাস অপেক্ষা পারত্রিক দৃঢ় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতেন। শরীর নষ্ট হইলে আত্মার বিশ্রাম-স্থান চিরতরে নষ্ট হইবে। আত্মা নিরবলম্ব ও নিরাশ্রয় হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। সেই জন্য তাঁহারা প্রস্তরপ্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে শবাধারে সুরক্ষিত মমী স্থাপন করিতেন। প্রতিবৎসরে মৃত ব্যক্তির মৃত্যাহে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দিয়া শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতেন। এক একটী সমাধি-মন্দিরে এক এক জন পুরোহিত থাকিতেন। শবদেহে মোম, এক প্রকার কৈবদ্য ও আস্ফাল্ট প্রভৃতি লেপন করিয়া সুরক্ষিত করা হইত। শবের নাড়ীভুঁড়ি ভিন্ন পাত্রে রক্ষিত হইত। তাহা চারিজন দানবীয় মুখের ন্যায়। উক্ত দানবগণ উহা সযত্নে রক্ষা করিত। পরবর্ত্তীকালে সমাধিপ্রকোষ্ঠে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য ও উপহার-বস্তু অর্পিত হইত। বহুমূল্য হীরক এবং নানা অলঙ্কারে শবদেহ ভূষিত হইত।

এই প্রথা উত্তরকালে এরূপ প্রবল হইয়াছিল যে, দরিদ্র ব্যক্তিগণ পিতামাতার শবাধারাদি ও স্মৃতিস্তম্ভ প্রস্তুতকরণার্থ সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

ধর্ম্মশাস্ত্রের সংস্কারাবলীর মধ্যে অন্ত্যেষ্টি-সংস্কারই সর্ব্বপ্রধান ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তির আজীবন পরিশ্রম ঐ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইত। শাস্ত্রানুমোদিত অন্য কোন সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় না। কোন শৈলস্তম্ভে বা চিত্রলিপিতে বিবাহ সংস্কারের একেবারেই উল্লেখ নাই। বিবাহ বিষয়ে কোন নিয়ম ছিল না। সাধারণতঃ ভ্রাতা ভগিনীতে বিবাহ হইত। খুড়া ভ্রাতুষ্পুত্রীতেও পতিপত্নী ভাব হইত। ফলতঃ বিবাহব্যাপারে জাতিগোত্র সম্পর্ক কিছুই বাধিত না। উভয়ের সম্মতি হইলেই স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিতে পারিত। সর্ব্ব বিষয়ে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ছিল। বিবাহের এরূপ অদ্ভুত প্রথা পৃথিবীর কোন সভ্যদেশে আছে কি না জানি না।

ভদ্রমহিলাগণ নিঃসঙ্কোচে পুরুষোচিত ক্রীড়া-কৌতুকে যোগ দিতেন এবং মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ করিতে পারিতেন। অথচ তাঁহারা গৃহস্থালীর কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগকে গোরুর-গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে হইতে। তাঁহারা অতিশয় আলস্যপরায়ণা ও বিলাসিনী ছিলেন। শ্রমজীবিগণ স্ত্রীপুরুষে সমভাবে পরিশ্রম করিত। পুরাকালের মিশরবাসিগণ এইরূপ অব্যাহত আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতেন।

ভাষা ও সাহিত্য।

মিশরীয় ভাষা সম্বন্ধে ভাষাবিজ্ঞান এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা সেমিতিক শাখায় অন্তর্গত। কিন্তু বর্ত্তমানকালে ভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে মতদ্বৈধ প্রকাশ করিয়াছেন। মিশরের প্রত্নতত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ডাক্তর ব্রাগস (Dr Brugsch) সাহেবের সহিত বলিতেছেন যে, আফ্রিকার ভাষার সহিত মিশরের ভাষার কোন সাদৃশ্য নাই। নিগ্রোজাতির সংস্রবে ভাষা কিছু রূপান্তরিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু মিশরী ভাষা সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমএশিয়ার মৌলিক ভাষা—"The Egyptian (Language) has no analogy to the African languages........The problem will be solved by the discovery of by the unknown element in the Egyptian, in the Akkadian or some other primitive language of Western Asia which can not be called Semitic in the recognized sense of the term........one curious inovation in the fashion under the Rameses family of introducing Semitic words instead of Egyptian ones. From the manner in which these words are spelt it is evident that the Egyptians at that time had no idea of Semitic element...There is a striking affinity of the Egyptian to the Indo-Germanic Languages" অর্থাৎ র‍্যামেসেস্-বংশের রাজত্বকালে মিশরীয় ভাষায় সেমিতিক ভাষার অনুকরণে অনেক শব্দ

গৃহীত হইয়াছিল বটে। কিন্তু উক্ত শব্দগুলির অন্যান্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে দেখা যায় যে, রামেসেস্‌বংশের পূর্ব্বে মিশরে সেমিটিক ভাষার কোন অস্তিত্ব ছিল না। মিশরী ভাষা ইন্দো-জর্ম্মণ ভাষার অন্যতম শাখা। পরবর্ত্তীকালে মিশরের কোপ্ট ভাষায় বহুল পরিমাণে গ্রীকভাষার শব্দ পরিগৃহীত হইয়াছিল। চিত্রলিপিদ্বারা মূলভাষার যথার্থতত্ত্ব অবধারণ করা অতি কঠিন।

যদিও মিশরের প্রাচীনতম সাহিত্যের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা এতাদৃশ সুসভ্য জাতির বিশাল ভাষা-সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ মাত্র।

বৈদেশিক জাতির পুনঃ পুনঃ অত্যাচারে মিশরী ভাষার কীর্ত্তিনিচয় পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। আসিরীয়গণ অনেক পুস্তক লইয়া যায়, তন্মধ্যে ম্যাজিক বা ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ ছিল। পারসিকগণ বহু গ্রন্থ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তদানীন্তন কালে মিশর সভ্য জগতের উচ্চতম আদর্শ ছিল। পরবর্ত্তী জাতিগণ যখন প্রবল হইতে ছিল, তাহারা একে একে মিশরের জ্ঞানভাণ্ডারের রত্নরাশি অপহরণ করিয়া স্ব স্ব দেশে শিক্ষাসভ্যতার আলোক বিতরণ করিতে লাগিল।

তৎপরে দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জান্দার যখন মিশর আক্রমণ করেন এবং মিশরের সভ্যতা ও বিদ্যার উৎকর্ষ দেখিয়া তদ্দেশে আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগর সংস্থাপন করিলেন, তখন তিনি স্বভাব-সিদ্ধ বিদ্যানুরাগিতাগুণে মিশরী ভাষায় মহামূল্য গ্রন্থনিচয় সংগ্রহ করিয়া আলেক্‌জান্দ্রিয়ার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে সং-রক্ষিত করিয়াছিলেন। তৎপরে বিদ্যোৎসাহী টলেমিগণের রাজত্বকালে উক্ত গ্রন্থাগারে বহু সহস্র গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া-ছিল। তন্মধ্যে জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, ইন্দ্রজাল, দর্শন, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, সঙ্গীত প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রের গ্রন্থরাজি বিদ্যমান ছিল। খলিফা ওমার সেই ৭ লক্ষ পুস্তক ভস্মসাৎ করিয়া বিদ্বজ্জগতের যে মহানিষ্ট সাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। প্রাগুক্ত কারণে মিশরী ভাষার অমূল্য সাহিত্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন প্রত্নতত্ত্বমুগ্ধ জর্ম্মাণ ও ফরাসী পণ্ডিতগণ অক্লান্ত পরি-শ্রমে ভূগর্ভ ও পর্ব্বতগাত্র হইতে চিত্রলিপির যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, গত অর্দ্ধ শতাব্দীর গবেষণায় তৎসম্বন্ধে অনেক কথা জানা গিয়াছে। পণ্ডিতগণ মধুলোলুপ মধুকরের ন্যায় নানাস্থান হইতে বহুসহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী হস্তলিপি, ছাগচর্ম্মে লিখিত বিবরণী, শিলোৎকীর্ণ চিত্রলিপি, স্তম্ভলিপি প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, মিশরবাসি-গণের বিপুল জাতীয় সাহিত্য ছিল।

একখানি ধর্ম্মগ্রন্থে (Ritual) অনেক মন্ত্র-তন্ত্রের কথা জানিতে পারা যায়। ঐ পুস্তকে দেহান্তে আত্মার গতি সম্বন্ধে অনেক গূঢ় রহস্য আছে, অদ্যাপি তাহা সম্যক্‌ বুঝিতে পারা যায় নাই। ডাঃ লেপ্‌সিয়স্‌ (Dr Lepsius) উক্ত পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন এবং মি ডিঃ রুজে ও ডাঃ বার্চ্চ (M. De Rouge & Dr Birch) তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। আর একখানি পুস্তক নিম্ন গোলার্দ্ধের ইতি-হাস (History of the Lower Hemisphere) এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক গ্রন্থ এখনও সমাধিক্ষেত্রের প্রস্তরময় প্রকোষ্ঠে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ধর্ম্মগ্রন্থ অপেক্ষা নীতিশাস্ত্রের পুস্তকাবলীর চমৎকারিতা অধিক। দুই শ্রেণীর পুরাবৃত্ত পাওয়া যাইতেছে। রাজকর্ম্মচারিগণের লিখিত ও সাধারণ শিক্ষিত লোকের সঙ্কলিত। রাজকীয় লেখকগণের ইতিহাস কেবল রাজকুলপ্রশস্তি ও স্তুতিবাদে পূর্ণ। উপন্যাসাবলীতে যথেষ্ট রচনানৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। রাজারা আত্মজীবনবৃত্তান্ত লিখি-তেন। উহার মধ্যে কএকখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

একখানি গল্পগ্রন্থের নাম "সেটনোর গল্প" (Tale of Setnau) এই পুস্তকে বিবিধ কৌতুকাবহ কাহিনী আছে। তাহা অতি সরস ও মধুর। এখনও গ্রন্থরাশি আবিষ্কার হইতেছে। পিরামিডের সুদৃঢ় প্রকোষ্ঠে ও সমাধিক্ষেত্রের অভ্যন্তরে অতীত কীর্ত্তির বিবিধ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে মিশরের বহু অতীত রত্নের উদ্ধার হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

বিজ্ঞান ও শিল্প।

প্রাচীনতমকালে মিশরে শিল্পবিজ্ঞানের উৎকর্ষ দেখিলে বিস্ময়বিমূঢ় হইতে হয় এবং এই সহস্র সহস্র বৎসরে পৃথিবীর সভ্যতাপ্রবাহ যে অধিক অগ্রসর হইয়াছে, তাহা মনে হয় না।

সর্ব্বাগ্রে তদানীন্তন কালগণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, মিশরীয়গণ জ্যোতিষে অনেক অগ্রসর হইয়া-ছিল। তাহারা সূর্য্য ও চন্দ্রকে কালের বিধানকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিত ("যে দ্বে কালং বিধত্তঃ" কালিদাস)। ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মিশরের সভ্যতার প্রাথমিক সোপান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যখন দ্বাপরযুগান্তে সূর্য্যপুত্র মেনা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মিশরে মানবরাজ্যের সূত্রপাত করিলেন, মিশর তখনও সভ্যতাসৌধের উচ্চতম প্রদেশে সমাসীন, তাঁহাকে সভ্যতার অবান্তর স্তরমালা অতিক্রম করিয়া সেখানে উঠিতে হয় নাই।

মিশরীগণ ৩৬৫ দিনে বৎসর কল্পনা করিত। বৎসর ১২ মাসে বিভক্ত ছিল, এই ১২ মাসের নাম—১ থথ (Thoth,

২ ফাওফি (Phaophi), ৩ আথীর (Athyr), ৪ চোইক (Choik), ৫ তাইবি (Tybi), ৬ (Mechir), ৭ ফামেনথ (Phamenoth), ৮ ফারমুথি (Pharmuthi), ৯ পাচোন (Pachon), ১০ পয়নি (Pyni), ১১ এপিপোই (Epipoi) ও ১২ মেসোরি। ৪ মাসে এক একটী ঋতু করিত হইয়া সমস্ত বৎসর ৩ ঋতুতে বিভক্ত ছিল। ঋতু শা (Sha) বা বর্ষাকাল, পের (Per) বা শীতকাল এবং সেমা (Shema or Summer) বা গ্রীষ্মকাল। সূর্য্য আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করিলে (Heliocal rising of the Sothis) অর্থাৎ বর্ষার প্রারম্ভ হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ হইত। নীলনদের প্রথম প্লাবন বৎসরের শুভ সূচনা করিত। পরবর্তী কালে সৌর ও চান্দ্র উভয় বৎসর প্রচলিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, বাসন্তিক ক্রান্তিপাতে বৎসরের গণনা হইত।

৩০ দিনে মাস গণনা হইত। দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টায় বিভক্ত ছিল। দ্বিপ্রহর রাত্রির পরে দিন গণনা আরম্ভ হইত। প্রস্তরখোদিত জ্যোতিষিক সারণীতে আর্দ্ধরাত্রিক স্ফুট গণিত থাকিত।

প্রাচীন মিশরে জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতির যে সম্যক্ পরিচালনা হইয়াছিল, তাহা পিরামিডনির্ম্মাণপ্রণালী আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়। আদফু (Adfoo) মন্দিরে যে জ্যামিতিক কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে জ্যামিতির জনক ইউক্লিড যে, মিশরের অধিবাসী তাহা বুঝিতে পারা যায়। পূর্ত্তকার্য্যও যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছিল। নীল নদের প্লাবন হইতে ভূমি রক্ষা করিবার জন্ত ও ভূমির সীমা নির্দ্ধারণার্থ ত্রিকোণমিতি অনুসারে ভূমি মাপ হইত। কি কৌশলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড উচ্চ স্থানে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিয়া বর্ত্তমান এঞ্জিনিয়ারগণ বিস্মিত হইয়া থাকেন। আবার মিশরে লৌহাদি ধাতুর অস্ত্র আদৌ প্রচলিত ছিল না। তাহা সত্ত্বেও মিশরীগণ দেবমূর্ত্তিনির্ম্মাণে ও বাস্তশিল্পে কিরূপে গরীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিল, তাহা ভাবিলে বর্ত্তমান সুসভ্য জাতিও প্রহেলিকা মনে করিবেন।

রসায়ন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের সম্পূর্ণ উন্নতি হইয়াছিল। ভৈষজ্যমিশ্রণে মৃতদেহ অবিকৃত ভাবে বহুদিন বিদ্যমান থাকিত। অস্ত্রচিকিৎসার নৈপুণ্য প্রাচীন কাল হইতেই সাধারণের বিদিত ছিল। কি কৌশলে মিশরবাসিগণ পিত্তলাস্ত্র ইস্পাত অপেক্ষা দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম করিত, তাহা আজিও অজ্ঞাত।

পাত্রশিল্পের (Pottery) অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট কাচের নানাপ্রকার দ্রব্য নির্ম্মিত হইত। পোর্সিলেন (Porcelain) পাত্রের বহুল ব্যবহার ছিল। অদ্যাপি পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ নানাপ্রকার পাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কাচনির্ম্মিত, বোতল, জপমালা, নানাবিধ নল প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। পয়ঃপ্রণালী সকল কাচনির্ম্মিত হইত। স্নানাগারে স্নানার্থ জল কাচনল দ্বারা প্রবাহিত হইত। স্ফটিকেরও প্রচুর ব্যবহার ছিল।

যন্ত্রশিল্পেরও অনেক উন্নতি হইয়াছিল। প্রাচীনতম কালে শিল্পিগণ ভস্ত্রার ব্যবহার অবগত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ যন্ত্রের আকার পর্ব্বতে ও পিরামিডে খোদিত আছে, তাহার নাম ও ব্যবহার বর্ত্তমান কালে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তুলাদণ্ড, করপত্র, চাপযন্ত্র প্রভৃতি শত শত যন্ত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়।

যন্ত্র সকলের মধ্যে প্রায় সহস্রাধিক প্রকার বাদ্যযন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে সকলগুলির নাম ও ব্যবহার জানা যায় না। ইহাতে বোধ হয় সঙ্গীতশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হইয়াছিল। সুষীর বাদ্য ও তারযন্ত্র যে কত ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। নৃত্যকলা পূর্ণ বিকসিত হইয়াছিল। তন্ত্রী যন্ত্রের মধ্যে সপ্তস্বরা (Heptachord), পঞ্চস্বরা, ত্রিতন্ত্রী, একতারা, বীণা, মুরজ, বেহালা, এস্রাজ, সেতার, তানপুরা তম্বুরু (Tambourines) প্রভৃতি ১০০ প্রকার যন্ত্র ছিল। সুষীর বাদ্যের মধ্যে বেণু, বংশী (Flute) প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার বাদ্য যন্ত্র ছিল। ঢক্কা, পটহ, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ, পণব, আনব, গোমুখ, মন্দিরা, ভেরী প্রভৃতি সহস্র প্রকার যন্ত্র শিলাস্তম্ভে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। কতকগুলি বৃহদাকারের বাদ্যযন্ত্রের চিত্র আছে। তাহাতে কিরূপ অদ্ভুত বাদ্য ধ্বনি হইত, তাহা নিরূপণ করা যায় না। যুদ্ধকালে সহস্র সহস্র জয়ঢক্কা উচ্চ নিনাদে গগনতল বিদীর্ণ করিত। উৎসবালয়ে নৃত্যনিপুণা বিদুষী নর্ত্তকীবৃন্দের লাস্যলীলা নানা ঐক্যতানিক যন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। রমণীগণ সাধারণতঃ গীতবাদ্যে বিশেষ পারদর্শিনী হইতেন। গায়কগণ বীণাহস্তে নাচিয়া গান করিত। নর্ত্তকীগণ সূক্ষ্ম দুকূলে যৎকিঞ্চিৎ লজ্জাবরণ করিয়া অঙ্গচালনার বিবিধ ভঙ্গী প্রদর্শন করিতেন।

বস্ত্রশিল্পেও মিশর তদানীন্তন পাশ্চাত্য জগতে অগ্রণী ছিলেন। ধনশালী বিলাসীগণ অতি সূক্ষ্মবস্ত্রে অঙ্গাচ্ছাদন করিতেন। নর্ত্তকীগণ প্রায় অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় নানা রঙ্গ প্রদর্শন করিত। বস্ত্র অপেক্ষা অলঙ্কারের আধিক্য প্রচলিত ছিল। রাজমহিষীরা সচরাচর নানা অলঙ্কার ধারণ করিতেন। তাঁহাদের কণ্ঠে স্বর্ণকুঠার রাজলক্ষ্মীর চিহ্ন স্বরূপ বিরাজিত ছিল। নানাপ্রকার কণ্ঠহার, চিক্, বালা, বাজু, অঙ্গুরীয়, মাকড়ি, নথ, নূপুর, মেখলা ও স্বর্ণময় দর্পণ প্রভৃতি

নানাবিধ অলঙ্কার প্রচলিত ছিল। রাণীগণের শবাধারে শত শত প্রকার অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। অলঙ্কারে মিনা-শিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ দৃষ্টে সহজেই বোধ হয় যে মিশরে মিনা-শিল্প কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল। শবাধারে রক্ষিত রাজ্ঞী আ-হোতেপের (মমি-সংরক্ষিত শবে) কারুকার্য্য-খচিত নানা স্বর্ণালঙ্কার পাওয়া গিয়াছে।

সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক শিল্প (Fine Arts) মিশরে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। মিশরীয় সভ্যতা ও শিল্পবিজ্ঞান গ্রীকগণের সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। গ্রীকগণের দেবগণও মিশরীয় দেবসমাজের সদৃশ ও সামান্য রূপান্তরমাত্র। চিত্র শিল্পেও মিশরবাসিগণের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সর্ব্বোপরি মিশরের মূর্ত্তি ও বাস্তুশিল্প জগতে অদ্বিতীয়। যাহাদিগের স্থাপত্যের অদ্ভুতকীর্ত্তি পৃথিবীর আশ্চর্য্য পদার্থের অন্যতম—তাহাদের সেই অদ্বিতীয় বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু বলা সর্ব্বথা বিধেয়।

বেনীহাসন নগরে আমেনীর (Ameni) সমাধি-মন্দিরের কারুকার্য্যখচিত স্তম্ভাবলী নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ বলিয়াছেন যে, গ্রীকশিল্প মিশরীয় শিল্পের অনুকৃতি মাত্র। পণ্ডিতগণ উহাকে 'প্রোটোডোরিক' নামে আখ্যাত করেন। স্তম্ভ সকল অষ্টকোণী। স্তম্ভের শীর্ষদেশ নানা পুষ্পপল্লবে অলঙ্কৃত। গৃহপ্রাচীর চিত্রলিপি ও চিত্রপটে সুশোভিত।

উক্ত সমাধিমন্দির শিল্পনৈপুণ্যের অদ্ভুত নিদর্শন। বর্ত্তমান কালেও উহা সভ্যজাতির বিস্ময়োৎপাদন করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ ও সৌধমালা সহস্র সহস্রবর্ষ কালতরঙ্গের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আজিও মিশরের বিলুপ্ত বৈভবের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

মিশরের স্থাপত্যশিল্পের প্রাচীন কীর্ত্তিনিচয়কে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—পিরামিড, ওবেলিস্ক বা শৈলস্তম্ভ, মমী বা শবাধারস্থ সংরক্ষিত শব, এবং মন্দির ও অট্টালিকা প্রভৃতি। মিশরের পিরামিড পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম। মনুষ্যকীর্ত্তির এত বড় নিদর্শন আর পৃথিবীতে নাই। অক্ষাংশ ২৯° হইতে ৩০° পর্য্যন্ত এই সমস্ত পিরামিড দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রায় ৭০টী পিরামিড এখনও বিদ্যমান আছে। হাউয়ার্ড ভাইস্ (Howard Vyse) নামক একজন পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া পিরামিড সম্বন্ধে নানা রহস্যের মীমাংসা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করিতেন যে গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এই সমস্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু ভাইস্ সাহেব নানাস্থান খননপূর্ব্বক প্রমাণ করিয়াছেন যে, উহা সমাধিমন্দির ব্যতীত আর কিছুই নহে। পিরামিডের ভিত্তি সকল চতুষ্কোণ এবং ভুজগুলি ত্রিকোণাকার। ৩টি পিরামিড সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। খুফুর পিরামিড সর্ব্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। ইহার বর্ত্তমান উচ্চতা ৪৫০ ফিট এবং ভিত্তি ৭৩৬ ফিট, পূর্ব্বে ইহা আরও ৩০ ফিট উচ্চ ছিল। ১০০০০০ শিল্পী ৫০ বৎসর পরিশ্রম করিয়া উক্ত পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত খিফ্রে ও মঙ্করের পিরামিডও প্রসিদ্ধ। পিরামিড গুলির অভ্যন্তর নিরেট। কেবল রাজবংশের মমী রাখিবার জন্য দুই চারিটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রকোষ্ঠগুলি সুদৃশ্য রক্তবর্ণের মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত ও নানা কারুকার্য্যসম্পন্ন।

মিশরের যে সমস্ত ওবেলিস্ক বা স্মৃতিস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে হেলিওপোলিস্ নগরস্থ উসার্ত্তেসেনের স্তম্ভই প্রাচীনতম। ইহা খৃষ্টীয় জলপ্লাবনের বহুকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্তম্ভভিত্তি হইতে শীর্ষদেশ পর্য্যন্ত নানা চিত্রলিপিতে অলঙ্কৃত। ইহার উচ্চতা ৬৭ ফিট। কোন কোন স্তম্ভ ১০৫ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। এতদ্ব্যতীত কর্ণাক নগরের স্তম্ভ, ক্লিওপেট্রার সূচী (Cleopetra's needle) এবং পম্পীর স্তম্ভ (Pompey's pillar) সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ঐ সকল স্তম্ভাবলী নানা কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত ও চিত্রলিপি দ্বারা উৎকীর্ণ। উহা পাঠ করিয়া তদানীন্তন ইতিহাসের অনেক কথা অবগত হওয়া যায়। লাক্সর নগরের স্তম্ভও সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন সহস্র সহস্র স্মৃতিস্তম্ভ বিদ্যমান থাকিয়া মিশরের প্রাচীন শিল্পমহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। এস্থলে তৎসমুদায়ের সম্পূর্ণ বর্ণনা অসম্ভব।

মিশরের স্ফিঙ্কস্ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রকারের ভীষণাকার বিশালবপু দানবের প্রতিমূর্ত্তি পৃথিবীর কোন অংশে নাই। এই দানবের বিরাট্‌মূর্ত্তি মিশরীয় শিল্পের অদ্ভুত নিদর্শন। শিল্পিগণ ২০০ হাত উচ্চ একটী পাহাড় কাটিয়া প্রকাণ্ড দানব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ইহা কতকাংশে নরসিংহমূর্ত্তির অনুরূপ। ইহার ভ্রূকুটী ভীষণ বদন মনুষ্যের মত, নিম্নভাগ সিংহের অনুরূপ মিশরের ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা বাহুবল ও বিদ্যাবলের অপূর্ব্ব মিশ্রণ। মনুষ্য-মস্তক বুদ্ধিজ্ঞাপক এবং পশুরাজ সিংহের শরীর বীরত্ববোধক। স্ফিঙ্কসমূর্ত্তি প্রথমে কায়োর প্রতিনিধি ও মিশরের রক্ষাকারী দেবরূপে বর্ণিত হইয়াছিল। মিশরের হোরেমখু (Horemkhu) গ্রীসে হর্মচিস্ (Harmachis) রূপে গৃহীত হইয়া-

ছিল। স্ফিংক্স উভয় মূর্ত্তিরই অনুরূপ প্রতিনিধি। স্ফিংক্সের ভীষণাকৃতি শত শত বৎসর অতিক্রম করিয়া আজিও অতীতকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহার শরীর ১৫০ ফিট উচ্চ। চিবুক হইতে ললাটদেশ ৩০ ফিট বিস্তৃত। পদদ্বয়ের ব্যবধান ৫০ ফিট। দুইপদের মধ্যস্থলে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ভীষণ মূর্ত্তি যে বিরাট্ ভাবের উদ্বোধন করে, তাহাতে মিশরে শিল্পনৈপুণ্যের চরমোৎকর্ষ লক্ষিত হয়। ক্ষুদ্র মূর্ত্তিশিল্পে সন্তুষ্ট না হইয়া শিল্পিগণ প্রকাণ্ড পাহাড় কাটিয়া মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা শিল্পোৎকর্ষ আর কি হইতে পারে?

গ্রীক ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ফিংক্স অনেক রূপান্তরিত হইয়াছিল। তাহার বদন রমণীর মত, লাঙ্গুল সর্পসদৃশ, শরীর কুকুরের ন্যায় এবং থাবা সিংহের মত। এই মূর্ত্তির ন্যায় থাফ্রার প্রতিমূর্ত্তিও অত্যন্ত বৃহৎ ইহাও একটী গণ্ডশৈলের গাত্রে খোদিত হইয়াছে।

রামেসস্ বংশীয়গণ যে অত্যাশ্চর্য্য সৌধমালা ও সমাধিমন্দির শ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—তাহা রামেসিয়াম্ (Rameseum) নামে বিখ্যাত। এই মন্দিরের বিস্তৃতি ২২৫ ফিট। ইহার অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ মিশরের সহস্র সহস্র প্রাচীন কীর্ত্তির স্মৃতিস্তম্ভ আবিষ্কার করিতেছেন। বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য বৈজ্ঞানিকগণও ৭০০০ বৎসর পূর্ব্বকার মিশরের শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতেছেন। মিশরের শিল্পবিজ্ঞানই ফিনিসীয় ও গ্রীক জাতিকে শিল্পবিজ্ঞানের জ্ঞান প্রদান করিয়াছিল।

অনেক অতীতকীর্ত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কাম্বাইসেস আক্রমণে মিশরের অনেক মন্দির চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। তৎপরে খলিফা ওমার ৩৬০০০ অট্টালিকা ও ৪০০০ মন্দির ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন এবং দেবদেবী সকল আরবে লইয়া যান।

এই সমস্ত বিপ্লবনিচয় সহ্যকরিয়া আজিও শৈলোৎকীর্ণ চিত্রলিপি মিশরের অতুল মহিমার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

মিশরের পুরাতত্ত্ব, ধর্ম্মশাস্ত্র ও দেবতত্ত্ব এবং রীতিনীতি পর্য্যালোচনা করিলে মিশরের অধিবাসিগণকে আর্য্যজাতির অন্যতর শাখা বলিয়া মনে হয়। প্রতীচ্য মনীষিগণ এক বাক্যে সেই কথারই অনুমোদন করিতেছেন। যে সমস্ত ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভারতের বৈদিক যুগকে ২০০০ খৃঃ পূঃ বলিতেও সঙ্কুচিত হইয়া মানিকা কুঞ্চিত করেন, এবং তাঁহাদের প্রসাদভোজী যে সমস্ত তথা কথিত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ—ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসকে খৃষ্টের পরবর্ত্তী বলিয়া অদ্ভুতসদ্ভূত স্বকপোলকল্পিত স্বপ্নকল্পনার সৃষ্টি করেন, তাঁহারা ৭০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরে বৈদিক যুগের প্রভাব দেখিলে বিস্মিত হইবেন। প্রাচীন মিশরের সহিত প্রাচীন ভারতের অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পুরাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে পুনঃ পুনঃ ইহাই বলিতে ইচ্ছা হয় যে, মিশর ভারতের উপনিবেশমাত্র। মিশরীয়গণ বৈদিক ধর্ম্মনীতির বীজ লইয়া মিশরে রোপণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সভ্যতাবৃক্ষ বিজাতীয় ভূমিতে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। উভয় দেশের সভ্যতা সমালোচনার তুলাদণ্ডে সংস্থাপন করিলে দেখা যায় যে মিশরের সভ্যতা বাহ্যবিজ্ঞানের বিপুল বৈভবে পূর্ণ হইলেও তথাকার সমাজপদ্ধতি সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বতন্ত্রতাই সেখানকার সাংসারিক সুখের নিদান মাত্র ছিল। ধর্ম্মনীতির দৃঢ়নিগড় মিশরবাসীকে কোন কালে বন্ধন করিতে পারে নাই। তাঁহাদের দেবতারা মানববৎসরূপে মনুষ্যকে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষা দেন ও সুখোপার্জ্জনের পথপ্রদর্শন করেন, কিন্তু আত্মবিসর্জ্জনের মহামন্ত্র শিক্ষা দেন নাই। সেখানে সাম্য, স্বাধীনতা ও সাধারণ স্বত্বাধিকার লইয়া বহু বিতণ্ডার পরে নির্ণীত হইয়াছিল যে, সহস্রাংশুসমপ্রভ হৈমাণ্ডপ্রসূত নরনারীর মধ্যে কোন বৈষম্য নাই। মিশরবাসী স্ত্রীজাতিকে সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া মনে করিতেন। ভ্রাতাভগিনীর পতিপত্নীত্ব সেখানকার সমাজবন্ধন ও যৌন সম্বন্ধের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহারা কেবল ভোগের ধর্ম্ম জানিতেন, ত্যাগ জানিতেন না, অর্জ্জন করিতেন, কিন্তু বর্জ্জন করিতেন না। সেখানে মনু কিম্বা যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় মানবের মঙ্গলময় বিগ্রহ ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাদাতা ছিলেন না। সেখানে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়াছিল, কিন্তু সাধুদিগের পরিত্রাণে, কিম্বা দুষ্কৃতদিগের বিনাশের নিমিত্ত, অথবা ধর্ম্মসংস্থাপনের বিধাতৃ-শক্তি অবনীতে অবতীর্ণ হন নাই। তাই মিশরের সভ্যতা-প্রবাহ কালভেদে পরিমার্জ্জিত পবিত্র প্রণালীতে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। তাই সেই সভ্যতালঙ্কৃত পরাক্রান্ত প্রাচীনতম মিশর জাতি অবনীর পৃষ্ঠ হইতে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে—তাহাদের কোন সজীব নিদর্শন আর এ জগতে নাই।

তাঁহাদিগের পিরামিড কিম্বা মম্মী (প্রভৃতি কীর্ত্তিস্তম্ভাবলী) অথবা শিল্পোদ্যানের প্রফুল্ল কুসুমনিচয় আজিও সদ্যগোলাপের কমনীয় সৌন্দর্য্যে যুরোপীয় চিত্রশালিকা উজ্জ্বল করিয়া আছে, কিন্তু কপিল কিংবা কণাদ, ব্যাস কিংবা বাল্মীকি, পাণিনি কিম্বা পতঞ্জলি, জৈমিনি কিম্বা যাজ্ঞবল্ক্য,

শাক্যমুনি কিম্বা শঙ্করের ন্যায় মনীষীর মহনীয় মানস-মহিমা যুগযুগান্তর ধরিয়া দেশ দেশান্তরে মনুষ্যের চিত্ত রাশিকে আত্মোৎকর্ষের উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ করাইতে সমর্থ হয় নাই। তাই বলিতেছি, মিশরের প্রাচীন সভ্যতা বাহ্য বৈভবের বিরাট্ আড়ম্বরে পূর্ণ, অথচ চিন্তামণির উজ্জ্বলালোক অন্ধকারময় ভবিষ্যতের রাজ্যে কিরণ প্রদান করিতে পারে নাই। পরবর্ত্তী কালে মিশরের পুরোহিতগণ রাজন্যবর্গের বিলাস লালসায় ধর্মচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক সস্ত্রীক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন—তাঁহারা রাজ-প্রাসাদে অথবা পিরামিড-সন্নিহিত রক্তবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরের প্রমোদ প্রকোষ্ঠে ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করিতেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ সংসারের যাবতীয় প্রলোভন পদ দলিত করিয়া, ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া নৈমিষারণ্য কিম্বা বদরিকাশ্রমের শান্তিময় নিভৃত ক্রোড়ে বসিয়া, শাস্ত্রসমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক মনুষ্যের জন্য অমৃত উত্তোলন করিতেন। তাঁহাদের সেই অপার্থিব সুধাসমুদ্রে তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানবপ্রাণ চিরদিনই অমৃত পান করিতে পারিবে।

মনুপ্রমুখ ভারতীয় মনীষিগণ বিবাহ-বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়া কালোপযোগী কল্যাণকর নিয়মসমূহ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। দেশ, কাল ও পাত্রভেদে লোকে মনুর অনুশাসন পালন করিয়াছিল। কিন্তু মিশরের কোন সংস্কারক লৌকিকযুগে স্ত্রীজাতির পবিত্রতা-রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। মিশরের দৈব ও লৌকিক যুগে রীতিনীতি এক পথে পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের ব্যবস্থা লৌকিক যুগে কালোপযোগী নূতন প্রণালীতে প্রচলিত হইয়াছিল। সেইজন্য হিন্দু জাতি শত সহস্র বৈদেশিক সংঘর্ষের নিদারুণ প্রহারে জর্জ্জরিত হইলেও অদ্যাপি স্বীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতাতরুর যে শাখা মিশরে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

জাতীয় ও সামাজিক পবিত্রতার অভাবই মিশরবাসীর অধঃপতনের কারণ হইয়াছিল। আলেকজান্দার মিশর ও ভারত উভয়দেশই আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাৎকালিক বৃত্তান্ত পাঠ করিলে মিশরবাসী অপেক্ষা ভারতবাসীকে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।

যেখানে ভারতে ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্রতা সেই স্থলে মিশরে উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপস্রোত। স্ত্রীজাতিই জাতীয় পবিত্রতা রক্ষার মুখ্যপাত্র। স্ত্রীচরিত্রে ব্যভিচার স্পর্শ করিলে অচিরেই সমাজতরু উন্মূলিত হইয়া থাকে।

মিশরের সভ্যতা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সে সভ্যতা অন্তঃসারশূন্য। আর্য্যেরা যখন প্রাচীনতম মিশরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন স্বর্গ ও নরকের চিত্র-মাত্র তাঁহাদের বিদিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা স্বর্গারোহণের জন্য কোনরূপই সোপানমার্গ নির্দ্দেশ করেন নাই। যাগযজ্ঞ বা ধ্যান ধারণার অনুষ্ঠানে সাধারণকে ধর্ম্মপথের পথিক করেন নাই। মুক্তির জন্য কোন পথ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহারা আত্মার অমরতা স্বীকার করিতেন, কিন্তু শরীরের নশ্বরতা মানিতেন না। সকল দেশেই অসভ্যদিগের মধ্যে সমাধিপ্রথা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোধ হয় উপনিবিষ্ট আর্য্যগণ সংসর্গদোষে অসভ্যদিগের সমাধিপ্রথা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব পুরুষগণের আত্মার অমরতার কথা বিস্মৃত হন নাই। তাঁহারা কোন কালেই শরীরের সহিত জীবাত্মার পৃথগ্‌ভাব হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। পুরোহিতগণ মন্ত্র তন্ত্রের স্তুতিপূর্ব্বক প্রেতাত্মাকে পরিশুদ্ধ করিয়া স্বর্গে পাঠাইয়া দিতেন। পরবর্ত্তী কালে য়ুরোপীয় ধর্ম্মযাজকদিগের ন্যায় স্বর্গ নরকের চাবি তাঁহারা একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। সমাধি সময়ে তাঁহাদিগের উপযুক্ত দক্ষিণা ব্যতীত স্বর্গে যাইবার আর কোন পথই ছিল না। শেষে মিশরে সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাই মনুষ্য-জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য হইয়া উঠে। ধনাঢ্য ও নির্ধন সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া মৃতদেহরক্ষার ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য কোন পন্থাই অবলম্বন করিতেন না। রাজগণ পিরামিড-নির্ম্মাণে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেন, করভারে প্রজাগণকে পীড়িত করিতেন। এইরূপে দরিদ্রগণও যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া পরকালের লোভনীয় রাজ্যের সোপান নির্ম্মাণ করিত। ভারতীয় আর্য্যগণ পুনর্জ্জন্ম মানিতেন। কিন্তু জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত নশ্বর দেহের স্থায়িত্বের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতেন না।

মিশরের ধর্ম্মশাস্ত্রে পৃথিবীর সৃষ্টিবিষয়ক কোন নূতন তত্ত্ব পাওয়া যায় না। তাহাতে জলপ্লাবনের কোন উল্লেখ নাই। ধর্ম্মতত্ত্বের মূলসূত্র ও দার্শনিক ভিত্তি উভয় জাতিরই অভিন্ন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালের পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্ত স্রোত উভয় জাতিরই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মিশরীয়গণ পার্থিব ও ভারতীয়গণ অপার্থিব সুখের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিষয়েই উভয় জাতিরই কীর্ত্তিস্তম্ভ রহিয়াছে। কিন্তু চিন্তার সঙ্কীর্ণতাবশতঃ মিশরী জাতি পৃথিবীতে প্রাধান্য করিতে পারেন নাই। সেই জন্য গিরিগাত্র যাহাদের লেখপত্র, শৈল-শলাকা যাহাদের লেখনী, এবং প্রকৃতির বিশালোদ্যানস্থ পদার্থপুঞ্জের আকৃতি যাহাদের চিত্রিতাক্ষর, ৩০০০ সহস্র বাহাদের বর্ণমালা, তাহাদের সেই আশ্চর্য্য পুষ্পপল্লবময়ী চিত্র-

লিপির অন্তরালে কোন গভীর ভাবরাজি না থাকিবে কেন? তাহাতেও শিল্পবিজ্ঞান উন্নতির উচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু সংসারকে যাঁহারা কারাগৃহ মনে করিতেন, কাঞ্চনকে কাচ জ্ঞান করিতেন, সকল প্রকার ভোগসুখকে পদদলিত করিতেন, স্বর্গের অনন্ত সম্পদও যাঁহারা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, নিঃশ্রেয়স যাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাঁহারা স্বীয় মহিমা প্রখ্যাপন করিবার জন্য হিমাচল কিম্বা বিন্ধ্য-শিখরে বিরাট্‌বিগ্রহ খোদিত করিবেন কিসের জন্য? তাঁহারা মনুষ্যের মানসরাজ্যে যে বিশাল স্তম্ভনিচয় নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কালের করলেখা নাই। মুসলমানগণ সহস্র বৎসর লুণ্ঠন করিয়া অম্বরচুম্বিত শিল্পনৈপুণ্যালঙ্কৃত মন্দিরমালা বিধ্বস্ত করিয়াছেন, কিন্তু আর্য্য ঋষির কীর্ত্তিস্তম্ভে করাঘাত পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই।

মিশরের দেবদেবীগণ এখন চিত্রশালায় বা চিড়িয়াখানায় কৌতূহলের বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের উপাসক-মণ্ডলী একেবারেই নির্ব্বংশ। কে আর ফুলবিল্বদলে তাঁহাদের পূজা করিবে?

যে সুসভ্য পরাক্রান্ত প্রাচীনতম জাতি অযুত বৎসর রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিল, কৃত্রিম শিল্পনৈপুণ্যে প্রকৃতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল, কোন্ পাপে তাহারা একেবারে স্বতন্ত্রতা হারাইয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইল? কোন্ পাপেই বা আসিরিয়, বাবিলনীয়, মিদিয়, পার্থিয় ও পারসিক প্রভৃতি প্রাচীন জাতি পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তিরোহিত হইয়া গেল! কেন গেল? কে ইহার উত্তর করিবে? মুষ্টিমেয় হিন্দু সন্তান আজিও জীবিত রহিয়া কি কারণে জাতীয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারিয়াছে, কে তাহা নির্ণয় করিবে? তারতই কি আর্য্যশাস্ত্রের মূলকাণ্ড! তাই বহু শতাব্দব্যাপী নিদারুণ নির্য্যাতন ও ভীষণ বিপ্লবের অনন্ত ঝটিকার মধ্যে আজিও প্রাচীনতম হিন্দুশাস্ত্র সনাতন ও পুরাতন ক্ষুরমার্গে সদর্পভাবে পাদচারণা করিতেছে!

এখন কেহ কেহ বিশ্বাস করিতেছেন যে, মিশরের পুরা-তত্ত্বের সহিত বৈদিক যুগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আমরা এস্থলে তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ। বৈদিক তত্ত্বজ্ঞ কোন মনস্বী গবেষণা বলে সে তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

মিশান (দেশজ) একত্রকরণ, মিশ্রিতকরণ।

মিশাল (দেশজ) একত্রীকৃত, মিশ্রিত।

মিশি (স্ত্রী) ১ মধুরিকা, চলিত মৌরী। ২ শতপুষ্পা। চলিত শুলুফা। ৩ জটামাংসী। ৪ মেথিকা। ৫ কাসকেশ, মহাফর্ত। এক রকম কেশে। ইহার গুণ—মধুর, শীত, পিত্তদাহ ও ক্ষয়নাশক।

মিশী (স্ত্রী) মিশি-কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীষ্। ১ জটামাংসী। (শব্দরত্না০) ২ মধুরিকা। (অমরটীকায় ভরত)

মিশ্‌র, (মিশির, মিশ্র,) উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের গোরখপুর, আজিমগড় ও বারাণসীবাসী কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। ইহারা আপনাদিগকে ভূঁইহার এবং ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত বলিয়া স্বীকার করে। ঠাকুর, মিশ্‌র ও তেওয়ারী ইহাদের বংশোপাধি।

কনোজিয়া ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও মিশ্র উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের মধ্যে শাণ্ডিল্য, কাত্যায়ন ও বিশ্বামিত্র-গোত্র প্রচলিত আছে। ইহাদের এই মিশ্র উপাধি দৃষ্টে জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ ইহারা দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীর সহিত বিবাহাদিসংস্রবে আবদ্ধ হইয়া একটী ভিন্ন বর্ণে পরিণত হইয়াছে, অথবা মিশর্ দেশ হইতে এতদ্দেশে আসিয়া থাকিবেন।

মিশ্র (স্র) যোজন, অদা০। চুরা০ উভয়প০ সক০ সেট্। লট্ মিশ্র(স্র)য়তি-তে। লুঙ্ অমিমিশ্র(স্র)ত্-ত।

"মিশ্রয়তি মিশ্রাপয়তি ঘৃতেনান্নং লোকঃ।" (দুর্গাদাস)

মিশ্র (ক্লী) মিশ্র-বাহুলকাৎ রক্। ১ চাণক্যমূলক। (রাজনি০) ২ মিশ্রিত।

"কেচিদাহুঃ কচিদ্দেশে যাবন্ন দিননাড়িকাঃ।
তাবদেব স্তনধ্যায়ো ন তন্মিশ্রে দিনান্তরে॥" (তিথিতত্ত্ব)

(পুং) ৩ চতুর্ব্বিধ গজজাতির অন্তর্গত জাতিবিশেষ। যথা—
'ভদ্রো মন্দো মৃগো মিশ্রশ্চতস্রো গজজাতয়ঃ।' (হেম)

৪ শ্রেষ্ঠ। 'মিশ্র' শব্দ উত্তরপদে থাকিলেই শ্রেষ্ঠার্থ বুঝায়। যথা—"অত খলু ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রায়ামার্য্যমিশ্রান্ বিজ্ঞাপয়ামি।" (উত্তররামচ০ ১ অঃ) ৫ সন্নিপাত। (ক্লী) ৬ রক্ত। (বৈদ্যকনি০) (ত্রি) ৭ সংযুক্ত। যথা—
'করম্বঃ কবরো মিশ্রঃ সম্পৃক্তঃ খচিতঃ সমাঃ।' (হেম)

৮ উগ্রাদি সপ্তগণের অন্তর্গত নক্ষত্রগণ। এই গণ কৃত্তিকা ও বিশাখানক্ষত্র দ্বারা হইয়া থাকে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মিশ্রক (ক্লী) মিশ্র-কন্। ১ ঔষর লবণ। (রাজনি০) ২ বনদ। ৩ মূলক। (বৈদ্যকনি০) ৪ বজ্রক্ষার।

"মূলকং মিশ্রকং চেতি বিবিধং বজ্রমুচ্যতে।" (ভাবপ্র০)

৫ দেবোদ্যান। (ত্রি) ৬ মিশ্রণকর্ত্তা। (মনু ১১।৫০) ৫ তীর্থভেদ।
"ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ! মিশ্রকং লোকবিশ্রুতং।"
তত্র তীর্থানি রাজেন্দ্র! মিশ্রিতানি মহাত্মনা॥" (মহাভা০ ৩।৮৩।৮২)

মিশ্রক, কংকবন স্যুক্তকভকায়। ১ কুসুম্ভারকিলীকা ও

শব্দালোকপ্রণেতা। ২ পাণিনীয়োণাদি-সূত্রোদ্ঘাটন-রচয়িতা। ৩ ছুটা নামে মুগ্ধবোধটীকাপ্রণেতা। ৪ কাত্যায়নপ্রোক্তসূত্র-ভাষ্যকৃৎ। অগ্নিহোত্রিন্ ইঁহার উপাধি ছিল।

মিশ্রকস্নেহ (পুং) গুল্মাদি-রোগে প্রযোজ্য ঔষধভেদ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—তেউড়ী, ত্রিফলা, দন্তিমূল, ও দশমূল প্রত্যেকে ১ পল, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, ঘৃত ২ সের, এরণ্ডতৈল ২ সের, দুগ্ধ ৪ সের। এই সকল দ্বারা যথাবিধানে উক্ত ঔষধ তৈয়ারি করিয়া গুল্মাদি রোগে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে।* (চরক চিকি° ৫ অঃ)

মিশ্রকাবণ (ক্লী) মিশ্রকানাং বনং। অকারস্তাকার (বনগির্য্যোঃ-সংজ্ঞায়াং কোটরকিংশুলকাদীনাং। পা ৬।৩.১১৭) ততো ণত্বং (বনং পুরগামিমিশ্রকাসিধ্রকাশারিকাকোটরাগ্রেভ্যঃ। পা৮।৪।৪) ইন্দ্রের উদ্যান।'নন্দনং কন্দসারং স্যান্মিশ্রকাবণমিত্যপি।'(ত্রিকা°)

মিশ্রজ (পুং) মিশ্রাৎ ভিন্নজাতীয়য়োঃ সম্মেলনাৎ জাত ইতি জন-ড। খেসর। (রাজনি°)

মিশ্রকেশী (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ। (মহা° ১।১২৩।৫৮) মিশ্রকেশী মেনকার সখী। কালিদাস তাঁহার শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্কে বিরহবিধুর দুষ্মন্তের অবস্থা দেখাইবার জন্য অদৃশ্যভাবে ইহার অবস্থান অঙ্কন করিয়াছেন।

মিশ্রকেশব (পুং) জনৈক প্রাচীন কবি। [কেশবমিশ্র দেখ]

মিশ্রচতুর্ভুজ (পুং) জনৈক গ্রন্থকার।

মিশ্রজ (ত্রি) মিশ্রাৎ জায়তে জন-ড। ১ দুই বিভিন্ন বর্ণ হইতে জাত। ২ খচ্চর (অশ্বতর)।

মিশ্রজাতি (ত্রি) বর্ণসঙ্কর। পিতা ও মাতার বর্ণবিভেদ হইলে পুত্রের মিশ্রজাতি হইয়া থাকে।

মিশ্রণ (ক্লী) মিশ্র-ল্যুট্। ১ সংযোজন। ২ একত্রীকরণ। "তদেতৈর্বাখিশ্রণমপি গুরুতরদুরিতোদয়ায়।" (প্রবোধচ°)

মিশ্রণীয় (ত্রি) মিশ্রণযোগ্য।

মিশ্রতা (স্ত্রী) মিশ্রের ভাব।

মিশ্রদিনকর, শিশুপালবধের টীকাকার।

মিশ্রধান্য (ক্লী) মিশ্রিত ধান্য। (ত্রি) ২ নানাপ্রকার ধান্য মিশাইয়া প্রস্তুত।

মিশ্রপুষ্পা (স্ত্রী) মিশ্রাণি পরস্পরসংশ্লিষ্টানি পুষ্পাণি যস্যাঃ। মেথিকা। (রাজনি°)

মিশ্রবর্ণ (ক্লী) মিশ্রঃ মিলিতঃ বর্ণোঽস্য। ১ কৃষ্ণাগুরু। (রাজনি°) (ত্রি) ২ নানাবর্ণসমন্বিত।

মিশ্রবর্ণফলা (স্ত্রী) মিশ্রবর্ণং ফলমস্যাঃ। বার্ত্তাকী।

মিশ্রব্যবহার (পুং) লীলাবত্যুক্ত গণনাবিশেষ।

মিশ্রশব্দ (পুং) মিশ্রঃ মিলিতঃ অশ্বরাসভয়োরিব শব্দো যস্য। খেসর। (রাজনি°)

মিশ্রিত (ত্রি) মিশ্রঃ শ্রেষ্ঠত্বমস্য সংজাতমিতি মিশ্র-ইতচ্ অথবা মিশ্র-ক্ত। ১ মিলিত, যুক্ত। ২ গৌরবিত। ৩ সম্মিলিত।

মিশ্রিতা (স্ত্রী) মিশ্রিত-টাপ্। মন্দাদি সপ্ত প্রকার সংক্রান্তির অন্তর্গত সংক্রান্তিভেদ। ইহা কৃত্তিকা ও বিশাখা নক্ষত্রকালীন সংক্রম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

"মন্দা ধ্রুবেষু বিজ্ঞেয়া মৃদৌ মন্দাকিনী তথা।
ক্ষিপ্রে ধ্বাঙ্ক্ষাং বিজানীয়াদুগ্রে ঘোরা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
চরৈর্মহোদরী জ্ঞেয়া ক্রূরৈস্তৈক্ষ্ণে রাক্ষসী।
মিশ্রিতা চৈব বিজ্ঞেয়া মিশ্রিতর্ক্ষে সংক্রমে॥" (তিথিতত্ত্ব)

মিশ্রিন্ (ত্রি) ১ মিশ্রকারী। (পুং) ২ নাগভেদ।

মিশ্রীকরণ (ক্লী) একত্র করণ।

মিশ্রীতুত্থ (ক্লী) খর্পর। চলিত খাপরা। (বৈদ্যকনি°)

মিশ্রাভাব (পুং) বিমিশ্রাবস্থা। মিলিত হওন।

মিশ্রীভূত (ত্রি) অমিশ্রো মিশ্রঃ সম্পন্ন ইতি মিশ্র-অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ। একত্রীভূত।

"মিশ্রীভূতা বিরেজুস্তে নভশ্চরমরীচয়ঃ॥"
(যোগবাশিষ্ঠ বৈরাগ্য°)

মিশ্রেয়া (স্ত্রী) মধুরিকা। চলিত মৌরী।

'মিশ্রেয়া সুরসা পেয়া তৃষাহা কফবন্ধনা।' (শব্দচ°)

২ শাকবিশেষ। ৩ শতপুষ্পা। চলিত শলুফা। পর্য্যায়—তালপর্ণী, তালপর্ণী, মিষি, শালেয়া, শীতশিবা, শালীনা, বনজা, অবাক্‌পুষ্পী, মধুরিকা, ছত্রা, সংহিত-পুষ্পিকা, সুপুষ্পা, সুরসা, বন্যা। ইহার গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, কটু, প্রবল-কফহর, বাতপিত্তোত্থ দোষ ও প্লীহাদিনাশক। ইহার পর্য্যায় ও গুণ, ভাবপ্রকাশে সবিস্তার উল্লিখিত হইয়াছে।

মিশ্রোদন (ক্লী) খেচরিকা। চলিত খিচুড়ী।

মিষ, সেবন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মেষতি লুঙ্ অমেষীৎ।

মিষ, পরাভিভবেচ্ছা। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মিষতি, লিট্ মিমেষ। লুঙ্ মিষতি। লিট্ মিমেষ। লুঙ্ অমেষীৎ।

মিষ (ক্লী) ছল, কপটতা।

---

* "ত্রিবৃতাং ত্রিফলাং দন্তীং দশমূলং পলোন্মিতম্।
জলে চতুর্গুণে পক্ত্বা চতুর্ভাগস্থিতং রসম্।
সর্পিরেরণ্ডজং তৈলং ক্ষীরঞ্চৈকত্র সাধয়েৎ।
স সিদ্ধো মিশ্রকস্নেহঃ স ক্ষৌদ্রঃ কফগুল্মনুৎ।
কফবাতবিবন্ধেষু কুষ্ঠীহেমসুেষু চ।
প্রযোজ্যো মিশ্রকস্নেহঃ যোনিশূলেষু চাধিকম্।" (চরক চি° ৫ অঃ)

"স্ত্রিয়াস্থু বালাস্থু ব্রতকথাস্থু চ দ্বিপত্রিতং পল্লবিতঞ্চ বিত্রতম্।
স্বরার্জ্জিতং রাগমহীরুহাঙ্কুরং মিষেণ চঞ্চচ্চরণদ্বয়স্য চ॥"

(নৈষধ ১।১১৮)

২ ঈর্ষা। ৩ দর্শন। (ক্লী) ৪ সেচন। ৫ স্পর্দ্ধা। "ইতি ধ্যায়ন্ মিষং কৃত্বা তদৈবাস্ফুটয়া গিরা।" (কথাসরিৎ০ ৬৪।১২৫)

মিসি (স্ত্রী) জটামাংসী। মধুরিকা। পর্য্যায়—অবাক্‌পুষ্পী, ছত্রা, মঙ্গল্যা, মধুরা। (বৈদ্যক-রত্নম০) ৩ শতপুষ্পা। (অমরটীকা ভরত) ৪ অজমোদা, চলিত রাঁধুনী। ৫ উশীরী।

মিসিকা (স্ত্রী) মিষি-কন্ টাপ্। ১ জটামাংসী। (শব্দরত্না) ২ মধুরিকা। ৩ শতাহ্বা।

মিষ্ট (ত্রি) মধুররস। "নূতনসর্ষপশাকং নবোদনং পিচ্ছিলানি চ দধীনি। অল্পব্যয়েন সুন্দরি! গ্রাম্যো জনো মিষ্টমশ্নাতি।" (ছন্দোম০) ২ মধুররসযুক্ত। ৩ সিক্ত। ৪ স্পর্দ্ধিত।

মিষ্টকর্তৃ (ত্রি) খাদ্যাদির উত্তমরূপে পাককারী।

মিষ্টনিম্ব (পুং) নিম্ববৃক্ষভেদ।

মিষ্টনিম্বু (স্ত্রী) ১ মধুরজম্বীর। ২ মধুনিম্বুক, মিঠা নেবু। ইহার গুণ—স্বাদু, গুরু, বায়ুপিত্তহর, বিষরোগ ও বিষনাশক, কফঘ্ন, রক্তকর, শোষ, অরুচি, তৃষ্ণা ও ছর্দ্দিনাশক এবং বলকর ও বৃংহণ। (ভাবপ্র০)

মিষ্টপাক (পুং) মিষ্টেন পাকো যত্র। ১ মিষ্টান্ন। শর্করারস-পক্ব ফলাদি। চলিত মোরব্বা। মোরব্বা অনেক প্রকার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটীর কথা বলা যাইতেছে। যথা—কাঁচা আম দুই দুই খণ্ড করিয়া উহার গাত্রে শলাকা দ্বারা ছিদ্র করিতে হয়। পরে উহা চূণমিশ্রিত জলে চারি দণ্ড পর্য্যন্ত রাখিয়া শেষে জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়। ইহার পর জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া নির্জ্জল আম্রখণ্ডগুলি চিনির রসে ফেলিয়া আবার উহাকে তাপ দিতে হয়। তাপ দিতে দিতে রস যখন গাঢ় হইয়া উঠিবে, তখন অর্দ্ধদণ্ড কাল তাপ দিলে উক্ত মোরব্বা প্রস্তুত হইবে।

(পাকরাজেশ্বর)

মিষ্টপাচক (ত্রি) সুমিষ্টরূপে রন্ধনকারী।

মিষ্টপাট (পুং) বৃক্ষভেদ। (Corchorus olitorius বা Jew's mallow)

মিষ্টভাষিন্ (ত্রি) সুমধুর কথনশীল।

মিষ্টরস (ক্লী) স্বাদু পানীয়দ্রব্য।

মিষ্টান্ন (ক্লী) মিষ্টমন্নং। মধুর দ্রব্য।

"মিষ্টান্নপানলাভায় সততং প্রভবাভিতঃ।

দেবপূজাপরো নিত্যং ন ক্লেশো জায়তে ধ্রুবম্॥" (অগ্নিপু০)

মিস্, গমন। দিবাদি পরস্মৈ০। অট্ মিস্যতি।

মিসনরী, ধর্ম্মপ্রচার-ব্যপদেশে বিভিন্ন দেশে প্রচারক যাজক-প্রেরণ। এই প্রচারকগণ স্ব স্ব ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিয়া তত্তদ্দেশ-বাসীর হৃদয় আকর্ষণপূর্ব্বক আপনাপন ধর্ম্মে তাহাদিগকে দীক্ষিত করিতেন। মিসনরী প্রেরণের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃতগ্রন্থে মিসনরি 'পরিব্রাজক' শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে।

খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্বে শাক্য-বুদ্ধের তিরোধানের পর হইতেই আমরা ভারতীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারবাসনা উদ্দীপিত দেখিতে পাই। তৎকালে বৌদ্ধসম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের আশায় চীন, তিব্বত, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কোচীনচীন, যব ও সুদূর জাপানে পরিব্রাজক প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বেট্টি, পার্থিয়া, বক্ট্রিয়া, খোতন, কাবুল (গান্ধার), বুখারা প্রভৃতি দেশেও প্রচারবাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট্ অশোকের রাজ্যকালে ভারতের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। চীন-সম্রাট্ মিন্-তি ৬৫ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধপরিব্রাজক কাশ্যপকে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। বুদ্ধভদ্রও চীনদেশে থাকিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএন্ সিয়াংএর ধর্ম্মগ্রন্থসংগ্রহার্থ ভারতাগমন তাহারই ফলে ঘটিয়াছিল। [বৌদ্ধ শব্দ দেখ।]

বৌদ্ধপ্রাধান্যের অবসান হইলে শঙ্করাচার্য্য, কুমারিলভট্ট, মাধবাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, বল্লভাচার্য্য, কবীর, নামদেব, রামদাস, দাদূ, কৃষ্ণ ও তুকারাম প্রভৃতির যত্নে হিন্দুধর্ম্মে শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিস্তার হইয়াছিল। ১৯শ শতাব্দে রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির যত্নে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার সংঘটিত হয়। খৃষ্টধর্ম্ম ও ইসলাম ধর্ম্ম খৃষ্টান্ মিসনরি ও মুসলমানদিগের যত্নে প্রচারিত হইয়াছিল।

[খ্রীষ্টান, মুসলমান ও ব্রাহ্মশব্দ দেখ।]

মিসর (ক্লী) দেশভেদ। ইজিপ্ত। [মিশর দেখ।]

মিসরী (আরবী) মিশর দেশজাত। তদ্দেশবাসী লোক।

মিসরু (পুং) দেশভেদ।

মিসরুমিশ্র, পদার্থচন্দ্রিকা ও বিবাদচন্দ্র নামক স্মার্ত্তগ্রন্থ-প্রণেতা। ইনি রাজা চন্দ্রসিংহের পত্নী লছিমা (লক্ষ্মী) দেবীর আদেশে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উক্ত গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন

মিসি (স্ত্রী) মস্যতি পরিণমতীতি মিস্ ইন্। বাহুলকাদত ইকারঃ। পক্ষে স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মধুরিকা। "মিসির্মধুরিকা মতা।" (গরুড়পু০ ২০৮ অ০) জটামাংসী। ৩ শতপুষ্পা।

"শতপুষ্পা শতাহ্বা চ মধুরা কারবী মিসিঃ।
অতিলম্বী সিতচ্ছত্রা সংহিতচ্ছত্রিকাপি চ॥
ছত্রা শালেয়শালিক্যৌ মিশ্রেয়া মধুরা মিষিঃ॥" (ভাবপ্র০ পূর্ব্বখ০)
৪ উশীরী। (রাজনি০) ৫ অজমোদা। (মেদিনী)

মিসি, (আরবী) দন্তমঞ্জনোপযোগী চূর্ণবিশেষ। ইহা দ্বারা দাঁত মাজিলে দন্তমূল দৃঢ় হয় এবং দন্তে এক প্রকার কাল রং জমিয়া যায়। সধবা হিন্দু ও মুসলমান রমণীগণ ইহার বিশেষ পক্ষপাতী। এই চূর্ণের প্রস্তুত-প্রণালী,—মাজুফল, তুঁতে, ইস্পাতচূর্ণ ও গঁদ একত্র চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। ইহার বর্ণ অনেকটা লৌহ-মরিচার ন্যায়।

ইহা সাদা ও কাল দুই প্রকার। সফেদমিসি প্রস্তুত করিতে সফেদ সুর্মা এবং দারুচিনি চূর্ণ করিয়া মিশাইতে হয়। ইহা দন্তরোগে বিশেষ উপকারী। কালমিসি বা সিসিসিয়া মাজানিদের অনিদ মিলাইয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন হীরাকসী (persulphate of iron) নামক মিসি চর্ম্মাদি কৃষ্ণবর্ণ করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে হীরাকস, চৈপালহক্কা, চুনের গুড়া, নীল তুঁতিয়া, লৌহচূর্ণ, কুঠ, একত্র সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইতে হয় সাদা-কসী নামক মিসিতে অপরিষ্কৃত হীরাকস (Sulphate of iron) ও তুঁতে (sulphate copper) মিশাইতে হয়।

মিসিল (দেশজ) চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত বস্তুর একত্রীকরণ। ইহার প্রতিযোগী শব্দ 'সিজিল'। যেমন সিজিল মিছিল করা।

মিসিল, (মিশ্‌ল) শিখধর্ম্মসঙ্ঘ। নানক-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-মার্গানুচারী শিখসম্প্রদায় পরবর্ত্তিকালে রণলালসায় উন্মত্ত হইয়া একটী বিভিন্ন দলপতির অধীনে থাকিয়া এক একটী বিভিন্ন দল বা মিসিলরূপে গঠিত হয়।

গুরু নানকের পর যথাক্রমে অঙ্গদ, অমরদাস, রামদাস, অর্জ্জুন, হরগোবিন্দ, হররায়, হরেকৃষ্ণ, তেগবাহাদুর ও গোবিন্দসিংহ প্রভৃতি গুরুপদে অভিষিক্ত হন। ইহাঁরা যে কেবল ধর্ম্ম ও নীতি পালন লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে, সময়ে সময়ে তাহারা যুদ্ধবিগ্রহাদিতেও লিপ্ত হইতেন। গুরু-গোবিন্দসিংহ বান্দা নামক জনৈক বৈরাগীকে সহায় গ্রহণ করান। এই ব্যক্তির অধীনে শিখসম্প্রদায়ের রাজনৈতিক শৃঙ্খল সমধিক দৃঢ় হইয়াছিল। বান্দা দস্যুবৃত্তি দ্বারা যে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহারই লোভে পড়িয়া এবং উৎসাহিত হইয়া, তৎপরবর্ত্তী শিখ-অধিনেতৃগণ স্ব স্ব দলের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন এবং এক একটী মিশ্‌ল বা দলের সর্দার বংশ কালে সামন্তরাজরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। যখন সুখেরচকিয়া সর্দার পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের অভ্যুদয় হয়, তখন প্রায় সমস্ত শিখ মিশ্‌লই তাঁহার অধীন হইয়াছিল। এই শিখ-সম্প্রদায়ের একতায় একদিন ইংরাজরাজও কম্পান্বিতকলেবর হইয়াছিলেন। নিম্নে বিভিন্ন মিশ্‌লের নাম প্রদত্ত হইল,—

অধিষ্ঠাতা		মিশ্‌ল
১ হুজ্জাসিংহ	... ...	ভঙ্গী।
২ খোশালসিংহ	... ...	রামগড়িয়া।
৩ জয়সিংহ	... ...	কানুহিয়া।
৪ হীরাসিংহ	... ...	নাকই।
৫ নন্দসিংহ	... ...	অহলুবালিয়া।
৬ গোলাব ছত্রী	... ...	ডল্লীবালিয়া।
৭ সঙ্গৎ ও মোহরসিংহ	..	নিশানবালা।
৮ করোরিমল	... ...	করোরাসিংহী।
৯ কর্ম্ম ও গুরুসিংহ	... ...	সাহিদ ও নিহঙ্গ।
১০ ফুল	... ...	ফুলকিয়া।
১১		সুকের চকিয়া।

মিস্‌রী, (মিছ্‌রী), স্বনামপ্রসিদ্ধ দানাদার শর্করাখণ্ড। ইক্ষুনিষ্পেষিত নির্য্যাস অগ্ন্যুত্তাপে জাল দিয়া ঘন হইলে যে দানাযুক্ত সারাংশ উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদের দেশে গুড় নামে পরিচিত। গুড়ের সুমিষ্ট তরলাংশ বাদ দিয়া সারাংশ ঝাঁজির ঝুড়িতে রাখিয়া ধৌত করিলে চিনি উৎপন্ন হয়। অপরিষ্কৃত অল্পদাম চিনি বাঙ্গালাদেশে 'লাল্‌ভা দোলো' নামে এবং পরিষ্কৃত খাদ্যাদির উপযুক্ত চিনি 'ধোপ চিনি' বা 'পাক চিনি' নামে বিক্রীত হইয়া থাকে। উপরোক্ত দোলোচিনি পুনর্ব্বার জাল দিলেও গাদ তুলিয়া লইলে দোবরা (Twice Refined Sugar) দানাযুক্ত পরিষ্কৃত চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ দোবরা চিনি পুনরায় জল দিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইলে রস ক্রমে গাঢ় হইয়া আইসে। পরে তাহা শীতল স্থানে রাখিয়া ঠাণ্ডা হইলে বড় বড় দানা (Crystallized Sugar) বাঁধিয়া যায়। উহাই আমাদের দেশে মিছ্‌রী নামে খ্যাত। [চিনি শব্দ দেখ]

পূর্ব্বে আমাদের দেশে বর্ত্তমান দানাদার মিছরী প্রস্তুত হইত কি না বলা বাহুল্য। তবে যে মিছরির রূপান্তরে দোবরা ও খণ্ড (Loaf-Sugar) প্রস্তুত হইত, রোলা প্রভৃতি শর্করাজাত মিষ্ট দ্রব্যেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বহুপ্রাচীন কাল হইতে আমরা আমাদের দেশে খণ্ড খাদ্যেরই বহুল প্রচার দেখিয়া আসিতেছি। বহুপূর্ব্ব-কালে ইজিপ্ত বা মিশর দেশে দানাদার একপ্রকার শ্বেত শর্করা প্রস্তুত হইত। যখন মিশরের সহিত ভারত ও আরবের বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তখন মিশরজাত এই দানাবিশিষ্ট চিনি আরবীয় অথবা ভারতীয় প্রাচীন বণিক্‌সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ভারতে আনীত হইয়াছিল। মিশরে জাত এই অর্থে উক্ত চিনি মিসরী, মিস্রী, মিশ্রী বা মিছ্‌রি আখ্যায় অভিহিত হইতে থাকে। রোম হল, মিশরদেশ হইতে ঐরূপ চিনি আমদানী

হওয়ার পর, ভারতীয় চিনির কারবারের অনেক অবনতি ঘটিয়াছিল অথবা বৈদেশিক দ্রব্য ভারতবাসী কর্ত্তৃক বিশেষ আগ্রহে গৃহীত হয়। তদবধি আমরা আমাদের সেই পুরাতন খণ্ডদ্রব্যের আস্বাদ ও নাম ভুলিয়া মিশরী বা মিছ্‌রি নামক দ্রব্যেরই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইহার নাম মিসরী, খণ্ড; বাঙ্গালায় মিশ্রী, মিছ্‌রি; পঞ্জাবে—চিনী বা ভুরা, মিশ্রী; তামিল—কর্কণ্ডু, তেলগু—মলকণ্ড, কর্ণাটী—কলকণ্ড, মলয়ালম্—কুলকণ্ট্, সিংহলী—শকরী, সংস্কৃত—খণ্ড, সিতোপলা শর্করা, মৎস্যাণ্ডী। আরবী—নবাত, খন্দ্, পারসী—কাণ্ডে-সফিদ্, কন্দে-সুপেদ; ইংরাজীতে Sugar Candy।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সমল চিনি জলযোগে অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিলে উহা ফুটিয়া গাদ (Scum) বা ময়লা বাহির হয়। দুগ্ধ বা ডিম্ব দিয়া ঐ গাদ কাটাইয়া লইলে, চিনির রস গাঢ় হইবার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার ও শ্বেতবর্ণের হইয়া থাকে। পরে ঐ গাঢ় বা ঘন রস (Syrup) কুঁদো নামক মৃতপাত্রে অথবা লৌহ ছাঁচে ঢালিয়া শীতল স্থানে রাখিলে স্থানীয় শৈত্যভাববশতঃ রস ক্রমশঃ জমিয়া দানা বাধিয়া যায় এবং বরফের ন্যায় পাত্রের অনুরূপ আকার ধারণ করে। মিছ্‌রী ঢালার পর যে মলিন রস পাত্র বিশেষে থাকে, তাহাকে মিছ্‌রীর সোঁথ বলে। পাত্রাকৃতিবিশিষ্ট শর্করাখণ্ডই বর্ত্তমান কালে 'মিছ্‌রীর কুঁদো' নামে খ্যাত।

বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানবিদ্ য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ চিনির কারবারে লাভবান্ হইয়া ভারতে ইক্ষু চাসের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহারা ভারতীয়দিগের মৃৎকটাহের (খুলি) পরিবর্ত্তে বিভিন্ন প্রকার লৌহকটাহের সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার মধ্যে (ক) Pans heated by fire (খ) Pans heated by steam, (গ) film evaporation (ঘ) Vacuum pans, (ঙ) bath evaporators (চ) Fryo's Concretor প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অনুমান ৪০ বৎসর পূর্ব্বে নেলার সাহেব (Mr Knellar) গাঢ় সোঁথের মধ্যে মধ্যে শীতল বায়ু প্রয়োগ করিয়া চিনির দানা বাঁধিতে প্রয়াস পান। তাঁহার প্রবর্ত্তিত পন্থার অনুসরণ করিয়া Chevallier ও ১৮৮ খৃষ্টাব্দে Alvers Reynoso দানা বাঁধিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বৈদ্যকে সিতোপলা বা মৎস্যণ্ডিকার গুণ লিখিত আছে। ইহা ছর্দ্দিহারক ও পিত্তনাশক। সদ্য প্রস্তুত মিছ্‌রীর সরবত দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে উপকারী। উদরাধ্মান হইলে মিছ্‌রির সরবতের সহিত নেবুর রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। রাত্রিকালে গরম দুগ্ধের সহিত মিছ্‌রী মিশাইয়া খাইলে ছর্দ্দির উপশম হয় এবং কোষ্ঠবদ্ধতা নাশ করে। মিছ্‌রি ও গোলমরিচ একত্র সিদ্ধ করিয়া পান করিলে ছর্দ্দি নাশ হয়। সূর্য্যোত্তাপক্লিষ্ট পথিকের পক্ষে মিছ্‌রীর সরবত সর্ব্বসন্তাপহারী ও ক্লেশাপনোদক। ইহা খণ্ড খণ্ড করিয়া পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে শ্লেষ্মা নাশপূর্ব্বক দেহের কান্তি ও পুষ্টি বিধান করে।

মিহ্ সেচন। ভ্বাদিং পরস্মৈং সকং অনিট্। লট্ মেহতি, লুঙ্ অমিক্ষৎ। লিট্ মিমেহ। লৃট্ মেক্ষ্যতি। লুট্ মেঢ়া।

মিহ (ত্রি) মেহনশীল, বৃষ্টিবর্ষক মেঘ। "মিহং বসান উপ হীমদুদ্রোৎ।" (ঋক্ ২১৩০।৩)'মিহং বৃষ্টেঃ সেক্তারং মেঘম্।' (সায়ণ)

মিহনৎ (আরবী) পরিশ্রম।

মিহনতী (আরবী) ১ পরিশ্রমের মজুরী। ২ পরিশ্রমকারী।

মিহি (হিন্দী) সরু, সূক্ষ্ম।

মিহিকা (স্ত্রী) মেহতি সেহতীতি মিহ-সংজ্ঞায়াং কন্, ততষ্টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। ১ নীহার।

"বিশতি যুবতিত্যাগে রাত্রীমুচং মিহিকারুচম্।" (নৈষধ ১৯.৩৫)

২ কর্পূর। (রাজনি°)

মিহির (পুং) মেহয়তি সেচয়তি মেঘজলেন ভূমিমিতি মিহ-কিরচ্ (ইষমদিমুদিখিদিচ্ছিদিভিদিমন্দিচন্দিতিমিমিহীতি। উণ্ ১।৫২) ১ সূর্য্য। "তব তিমিরাসবপানমদাৎ ভবতি বিলোহিতবিগ্রহাৎ

মিহির বিভাসি যতঃ সুতরাং ত্রিভুবনভাবনভানিকরৈঃ॥"

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১০৭।৭)

২ অর্কবৃক্ষ। ৩ তাম্র। ৪ বৃদ্ধ। ৫ মেঘ। ৬ বায়ু। ৭ চন্দ্র। ৮ ভূপতি। ৯ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে একটী। ইঁহার প্রকৃত নাম বরাহমিহির হইলেও শুধু মিহির নামেও ইনি পরিচিত হইয়াছিলেন। [বরাহমিহির দেখ।]

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং

রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥" (নবরত্ন)

মিহিরকুল (পুং) সূর্য্যবংশ।

মিহিরকুল, শকনদের শাকলপ্রদেশাধিপ প্রসিদ্ধ হূণনরপতি তোরমাণের পুত্র। তোরমাণের মৃত্যুর পর তিনি পিতৃরাজ্য লাভ করেন। গুপ্ত সম্রাটগণের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া তিনি পশ্চিম ও মধ্যভারতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। অবশেষে প্রায় ৫৩০ খৃষ্টাব্দে মালবাধিপ যশোধর্ম্মার পরাক্রমে করুর রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া তিনি কাশ্মীরে চলিয়া আসেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াংএর বর্ণনায় জানা যায়, মিহিরকুল অতিশয় বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া মগধপতি বালাদিত্য

এই ব্রাহ্মণদিগকে পরাজয় করেন, পরে তাঁহার মাতার অনুরোধে রণক্ষেত্রে মিহিরকুলকে ছাড়িয়া দেন। হর্ব-বু-তৈ-যুয়ঙ্গ চীনটীকায় লিখিত আছে যে এই মিহিরকুলের অত্যাচারে ২০শ বৌদ্ধ স্থবির আর্য্যসিংহ নিহত হন। রাজ-তরঙ্গিণীতে ম্লেচ্ছ আক্রমণকালে মিহিরকুলের কাশ্মীর-শাসন-কাল বিবৃত আছে। কহ্লণের মতে তিনি সিংহল জয় করেন। কিন্তু সুক-সনুং-তথারিখে লিখিত আছে যে তিনি (সিংহল নয়) সিন্ধুজয় করেন। তিনি মালব অঞ্চলে ৭০ বর্ষের অধিককাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। দিল্লী জেলায় তিনি মেহরৌলি বা মিহিরপুরী নামে নগরী ও মিহিরেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

[ভারতবর্ষ, শক, হূণ প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

মিহিরদত্ত, কাশ্মীর-মহারাণী প্রকাশদেবীর গুরু। (রাজত০৪।৮০)

মিহিরপুর (স্ত্রী) মিহিরকুল-প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম মিহিরৌলি।

মিহিররত্তি (স্ত্রী) ভগদত্তরাজের পুত্র।

মিহিরাণ (পুং) মিহিরেণাপ্যায়তে অনুমত ইতি মিহির-অণ-খচ্। শিব। (ত্রিকা০)

মিহিরেশ্বর (পুং) মিহিরকুল-প্রতিষ্ঠিত শিব।

মিহিলারোপ্য (স্ত্রী) দক্ষিণাপথে অবস্থিত নগরভেদ।

মিহীন্ (পারসী) মিহি, সরু, সূক্ষ্ম।

মী, বধ। দিবা০ আত্মনে০ সক০ সেট্। লট্ মীয়তে। লুঙ্ অমেষ্ট।

মী, গতি, মতি। চুরাদি০ উভয়০ পক্ষে ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ অনিট্। লট মায়য়তি-তে, পক্ষে মিয়তি, লুঙ্ অমীময়ৎ-ত। পক্ষে অমৈষীৎ।

মী, বধ। ক্র্যাদি০ উভয়প০ সক০ সেট্। লট্ মীনাতি, মীনীতে। লুঙ্ অমাসীৎ, অমাস্ত।

মীঠকামরঙ্গ। (দেশজ) মিষ্ট কর্ম্মরঙ্গ।

মীঠনেবু (দেশজ) মিঠা নেবু।

মীঠশাক (দেশজ) শাকবিশেষ।

মীড়ম্ (স্ত্রী) ১ বিবাদ, দ্বন্দ্ব। (অব্য) ২ অতি মৃদু বা ক্ষীণস্বরে।

মীঢ় (ত্রি) মিহ-ক্ত। ১ মূত্রিত। ২ মূত্রের ন্যায় জলীয়।

মীঢ়্ব (ত্রি) দয়ার্দ্র। (পুং) ইন্দ্রপুত্র।

মীঢ়্ষ্টম (পুং) মীঢ়ুস্ তমপ্। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শিব।
"তদা সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রুত্বা মীঢ়ুষ্টমোদিতম্।
পরিতুষ্টাত্মভিস্তাত সাধু-সাধিত্যথাব্রুবন্॥" (ভাগ০ ৪।৭।৮)
'মীঢ়ুষ্টমঃ শিবঃ তেনোক্তম্' (স্বামী). ২ সূর্য্য। ৩ চৌর।

মীঢ়ুস্ (পুং) মিহ-সেচনার্থে ছন্দসি ক্বসুঃ (দাশ্বান্ সাহ্বান্ মীঢ়াংশ্চ। পা ৬।১।১২) ইতো দ্বিত্বাভাবং অনিট্ত্বং উপধাদীর্ঘত্বং ঢত্বঞ্চ নিপাত্যতে। শিব। "ততো মীঢ়াংসমামন্ত্র্য শুনাসীরাঃ সহর্ষিভিঃ।" (ভাগবত ৪।৭।৭) "মীঢ়্বাংসং শিবং" (স্বামী)
২ বর্ষিতা, বর্ষক। "যথা নো মীঢ়্বান্ স্তবতে" (ঋক্ ২।২৩।১)
'মীঢ়্বান্ সেক্তা স্তবতের্বর্ষিতা।' (সায়ণ)

মীন (পুং) মীয়তে ইতি মীঞ্ হিংসায়াং (ফেনমীনৌ। উণ্ ৩।৩) ইতি নক্ নিপাতিতশ্চ। ১ মৎস্য। (অমর) ২ মেষাদি দ্বাদশরাশির অন্তর্গত অন্তিম রাশি। সপাদরাশিদ্বয়ে অর্থাৎ সওয়া দুই নক্ষত্রে এক এক রাশি হয়। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের শেষ পাদে এবং উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্রে এই রাশি। এই রাশির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীমৎস্যদেব। ইহার পর্য্যায় ও সংজ্ঞা—অন্ত্যভ, কীট, জলজ, সৌম্য, অন্দম, মুগ্ধ, সম, দ্বাদ্বক, অন্ত্য, উত্তরদিঙ্নাথ, গুরুক্ষেত্র, দিনান্ধক। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) এই রাশি শীর্ষপৃষ্ঠোদয়, চরণরহিত, কফপ্রকৃতি, জলচারী, নিঃশব্দ, পিঙ্গলবর্ণ, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত স্ত্রীসঙ্গ, বহুসন্তান, ব্রাহ্মণবর্ণ এবং স্বধাম। এই রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে অতি ক্রোধী, শীঘ্রগতি, অশুচি এবং বহুবিবাহকারী হয়।

কোষ্ঠীপ্রদীপের মতে ইহা জলরাশি, ইহাতে জন্ম হইলে সলিলোৎপন্ন, মৌক্তিকাদি সুখভোক্তা, মৈথুনপ্রসক্ত, সমানরুচিবিশিষ্ট, স্বল্পকায়, শত্রুগণের পরাভবকর্ত্তা, স্ত্রীজিত, লাবণ্যযুক্ত, অতিশয় ধনলোভী এবং পণ্ডিত হয়। (কোষ্ঠীপ্র০)

৩ লগ্নভেদ, মেষাদি দ্বাদশ লগ্নের শেষ লগ্ন। অয়নাংশ-শোধিত কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের লগ্নমান ৩।৪৭।৪৯।৮। এই লগ্নে জন্ম হইলে জাতক কার্য্যদক্ষ, অল্পভোজী, অল্পস্ত্রীসঙ্গ, সুবর্ণাদি রত্নযুক্ত, চঞ্চল, নানাবাগ্বিন্যাসে অতি ধূর্ত্ত, প্রিয়জন-হিতকারী, তেজস্বী, বলবান্, বিদ্বান্, ধনবান্, ছেদনকর্ম্মনিরত, চর্ম্মরোগী, বিকৃতমুখ, পানাভিলাষী, পরাক্রমী, মেধাবী, শুচি, শাস্ত্রবিহিত আচাররত, বিনীত, অঙ্গনাকাম্য, সঙ্গীতানুরক্ত, কল্যাণবৃত্তিযুক্ত, কীর্ত্তিশালী, বিশ্বাসী, অসহনীয়, বিনাশশালা বহুকুটুম্বযুক্ত, সৌভাগ্যশালী, ধীর, ভ্রাতৃযুক্ত, সর্পদংশন, অগ্নিদাহ, মরুপতন ও বিষপ্রবেশ ইত্যাদি দ্বারা পীড়িতাঙ্গ, স্থূলোষ্ঠ, ক্ষুদ্রচক্ষুঃ, উচ্চনাসিক, কফবাতপ্রকৃতি, মহাত্মা, বহুচেষ্টাযুক্ত, কাব্যজ্ঞানসম্পন্ন, স্বজন ও স্ত্রীপূজিত, ধার্ম্মিক, পিত্তরোগী, নীচাচার ও শোকশান্তার্য্যাযুক্ত, ক্রূর ও দারুণ শত্রুযুক্ত হইয়া থাকে। এই লগ্নজাত ব্যক্তির মূত্রকৃচ্ছ্রাদি-রোগ, গুহ্যরোগ, মারণাদি বিভৌষধপ্রয়োগ, উপবাস ও মার্গদোষ প্রভৃতি মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

মীন লগ্নের অংশানুসারে এইরূপ ফল জানিতে হইবে।

যদি ঐ লগ্নে রবি প্রভৃতি কোন গ্রহ থাকে, তাহা হইলে তাহাদের স্থিতিজনিত বিভিন্নরূপ ফল হইয়া থাকে।

এই মীন রাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহের স্থিতি জন্য নিম্নরূপ ফল বর্ণিত হইয়াছে।

মীনে রবি থাকিলে বহুস্ত্রিয়ুক্ত, শোক ও সন্তাপে প্রীতিলাভকর, প্রাজ্ঞ, বহুগুণসম্পন্ন, ধন ও কীর্ত্তি দ্বারা হ্রাসবৃদ্ধিশীল, যশস্বী, মুক্তাদি দ্বারা ধনবান্, সুন্দর, মিথ্যাবাদী, তেজস্বী, গুহ্যরোগার্ত্ত ও অনেক সহোদরযুক্ত হয়।

যদি চন্দ্রাদি গ্রহ ঐ রাশি অবলোকন করে, তাহা হইলে বিভিন্ন ফল হইয়া থাকে। যথা—মীনরাশিস্থিত রবি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বদা বাক্য, বিভব, বুদ্ধি ও পুত্রযুক্ত, ভূপাল সদৃশ, শোকহীন ও সুন্দর শরীরযুক্ত হয়। মীনস্থ রবি মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সংগ্রামে লব্ধযশস্বী, স্পষ্টভাষী, ধৈর্য্যশীল, সুখী ও তীক্ষ্ণ হয়। মীনস্থ রবি বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মধুরভাষী, লিপিবেত্তা, কাব্যকলাবিৎ, গোষ্ঠীপাল ও ধাতুজ্ঞ হয়। বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজভবনবিচরণকারী বা নৃপতি, হস্তী, অশ্ব, ও ধনযুক্ত এবং বিদ্বান্ হইয়া থাকে। শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুগন্ধি মাল্যাদির সহিত সর্ব্বদা দিব্যস্ত্রীভোগরত ও শান্ত হয়। শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অশুচি, পরান্নাকাঙ্ক্ষী, নীচাদ্বয়রত, চতুষ্পদক্রীড়নশীল ও অতিশয় চপল হইয়া থাকে।

মীন রাশিতে চন্দ্র থাকিলে শিল্পকুশল, অভিচারবেত্তা, শাস্ত্রবেত্তা, বিবেচক, কমনীয় দেহ, কৃতজ্ঞ, ধার্ম্মিক, বহুস্ত্রীবিশিষ্ট, সুমিষ্টভাষী, ভূপসেবী, ঈষৎ কোপনস্বভাব, মহাত্মা, সুখী, সম্পত্তিযুক্ত, প্রীতিক, প্রীতাবাপন্ন, পানাসক্ত ও দানশীল হয়।

মীন রাশিস্থিত চন্দ্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় কামুক, সুখী, দীপ্তিশীল, সেনাপতি, ধনী, ও স্বরূপভার্য্য হয়। মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পরাভূত, অসুখী, কুলটাপুত্র, অতিশয় পাপরত ও শূর হয়। বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, পুরুষশ্রেষ্ঠ, ভূপতি, অতীব সুখী এবং যুবতীসমাবৃত হইয়া থাকে। বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কোমল কান্তিবিশিষ্ট, গুণগ্রামবিভূষিত, মণ্ডলাধ্যক্ষ, অমাত্যযুক্ত ও প্রাজ্ঞিক হইয়া থাকে। শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুশীল, নৃত্যগীতাদিকুশল এবং স্ত্রীদিগের অতি প্রিয়পাত্র হয়। শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জননীর অহিতকর, বিকলদেহ, কামাতুর, নীচ ও বিরূপ-স্ত্রীযুক্ত হয়।

যদি রাশি ও রাশিপতি এবং চন্দ্র বলবান্ থাকে, তাহা হইলে এই সকল রাশিফল ঘটিয়া থাকে, কিন্তু শুক্র নীচ ও উচ্চাদিভেদে কথিত ফলের তারতম্য ঘটে।

মীন রাশিতে মঙ্গল থাকিলে রোগার্ত্ত, কুৎসিত অপত্যযুক্ত, প্রবাসশীল, আত্মবন্ধু কর্ত্তৃক তিরস্কৃত, মায়া বা বঞ্চনাপ্রযুক্ত স্বত্বসর্ব্বস্ব, বিবাদী, কুটিল, বারংবার শোকাতুর, গুরু ও দ্বিজের অবজ্ঞাকারী, সর্ব্বদা অসাধু বৃত্তিসম্পন্ন, ইঙ্গিতবেত্তা, জ্ঞানবান্ এবং স্তুতিপ্রিয় হইয়া থাকে। মীনস্থ মঙ্গল রবি-কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বজন-নমস্ত, সুন্দর এবং দুর্গম স্থানেও গৃহবাসীর ন্যায় অবস্থানকারী এবং ক্রূর-স্বভাব হয়। চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে বিকলদেহ, কলহকারী, বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত এবং রাজার বিরুদ্ধকার্য্যকারী হয়। বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মেধাবী, শিল্পজ্ঞ এবং পণ্ডিত হয়। বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সুভার্য্য, সুখী, শত্রুগণের অজেয়, ধনী ও ব্যায়ামশীল হইয়া থাকে। শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, স্ত্রীদিগের প্রিয়, উদারপ্রকৃতি, বিষয়পরায়ণ এবং সৌভাগ্যসম্পন্ন হয়। শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কুৎসিতদেহ, উদারস্বভাব, বৃদ্ধপ্রিয়, মূর্খ, অসুখী, ধনহীন এবং পরোপকাররত হয়।

মীন রাশিতে বুধ থাকিলে আচার ও শৌচনিরত, সেবতারত, সত্ত্বভিবিহীন, দরিদ্র, পরিহাসরত, পরধনে ধনবান্ এবং বিখ্যাত হইয়া থাকে।

মীনে বুধ থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শূর, প্রমেহপীড়িত, অগ্নিপীড়িত এবং শান্তস্বভাব হয়। চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে লেখকবৃত্তি, সুকুমারদেহ, বিশ্বাসী, মাননীয় এবং সুখী হয়। মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে লিপিকর্ম্মকারী, ধনহীন, রাজভৃত্য এবং বনবাসীদিগের নেতা হইয়া থাকে। বৃহস্পতি দেখিলে মেধাবী, শাস্ত্রজ্ঞ, রাজমন্ত্রী, ধনরক্ষক এবং লিপিকর্ম্মকর হয়। শুক্র দেখিলে কন্যা ও কুমারবর্গের লেখকাচার্য্য, ধনী, রূপবান্ এবং সৌখ্যযুক্ত হইয়া থাকে। শনি দেখিলে দুর্গ বা অরণ্যবাসী, বহুভোজী, দুষ্টভাবসম্পন্ন, অতিশয় মলিনদেহ এবং সৎকার্য্যহীন হইয়া থাকে।

মীন রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে বেদ ও অর্থশাস্ত্রবেত্তা, সাধু ও সুহৃদগণের পূজ্য, নৃপতিনেতা, ধনী, সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, দর্পিত, স্থিরোত্তমবিশিষ্ট এবং বিখ্যাত হয়। মীনরাশিস্থিত গুরু রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে রাজবিরোধী, সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত এবং ধন ও আত্মবন্ধুবিহীন হয়। চন্দ্র দেখিলে স্ত্রীদিগের প্রিয়, মান, ধন এবং ঐশ্বর্য্যসঞ্চিত হইয়া থাকে। মঙ্গল দেখিলে সংগ্রামে বিক্ষতশরীরসম্পন্ন, ক্রূর, পরপীড়ক এবং স্ত্রীপুত্রাদিবিহীন হয়। বুধ দেখিলে রাজমন্ত্রী বা নৃপতি, সুত, ধন ও সৌভাগ্যযুক্ত, সকল লোকের আনন্দকর এবং অতিশয় রূপবান্ হয়। শুক্র দেখিলে সুখী, ধনবান্, পণ্ডিত, দোষযুক্ত,

উত্তম ভাগ্যবান্ এবং শ্রীযুক্ত হয়। শনি দেখিলে অতিশয় মলিনদেহ, ভীরু, দীন, দুঃখশোক-রহিত এবং ইষ্টবিহীন হইয়া থাকে।

মীনরাশি শুক্রের তুঙ্গস্থান, এই স্থানে শুক্র সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। এই রাশিতে শুক্র থাকিলে অতিগুণবান্, প্রভূত ধনী, শত্রুকুলবিজয়ী, লোকবিখ্যাত, শ্রেষ্ঠ, রাজপ্রিয়, দাতা, সজ্জনপ্রতিপালনকারী, চতুর্ব্বেদবেত্তা, বংশধর এবং জ্ঞানবান্ হইয়া থাকে। মীনস্থ শুক্র রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় ক্রূর, অত্যন্ত শূর, পণ্ডিত, ধন ও সর্ব্বাবিশিষ্ট, অতিপ্রিয় এবং বিদেশগমনরত হয়। চন্দ্র দেখিলে বিখ্যাত, রাজপুরুষ, অতিশয় ভোগী, লুব্ধ এবং বলহীন হয়। মঙ্গল দেখিলে শ্রেষ্ঠ, সুখী, শ্রেষ্ঠ এবং গোধনযুক্ত হয়। বুধ দেখিলে আভরণ, ভূষণ, অন্ন, পান ও বিচিত্রবসনাদিযুক্ত এবং অর্থশালী হইয়া থাকে। বৃহস্পতি দেখিলে হস্তী, অশ্ব এবং গোধনাদিযুক্ত, বহুসন্ততি, ও সুখী হয়। শনি দেখিলে প্রভূত ধনশালী, রোগান্বিত এবং শূর হয়। মীনে শনি থাকিলে যজ্ঞপ্রিয়, শিল্পবিদ্যা-বিশারদ, শান্তস্বভাব, ধনবান্, বিনয়ী, রত্নপরীক্ষক, ও ধর্ম্ম-ব্যবহাররত হয়।

মীন-রাশিস্থিত শনি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পরদাররত, ধনী ও বিখ্যাত হয়। চন্দ্র দেখিলে মাতৃহীন, সচ্চরিত্র এবং ধনী হয়। মঙ্গল দেখিলে বাতব্যাধিরোগযুক্ত; লোকশ্রেষ্ঠ, প্রবাসশীল এবং নিশ্চিন্তস্বভাব, বুধ দেখিলে ভূপালের ন্যায় সুখী, অধ্যাপক, মাননীয়, ধনী এবং উত্তম ভাগ্যযুক্ত, বৃহস্পতি দেখিলে রাজা বা রাজসদৃশ, মন্ত্রী অথবা সেনানায়ক এবং সর্ব্বাপদবিহীন; শনি দেখিলে বনপ্রিয়, সুশীল ও সর্ব্ব সম্পদ্‌যুক্ত হইয়া থাকে। রাহুগ্রহ যে গ্রহের সহিত থাকেন, তদনুসারে ফল প্রদান করেন। বিশেষতঃ রাহু মীনে শুভফল-প্রদ হন না। ইহাতে প্রায় অশুভ ফলই ঘটিয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক ও কোষ্ঠীপ্র০)

৪ দশাবতারের মধ্যে প্রথমাবতার, মৎস্যাবতার।

"শেতে স চিত্তশয়নে মম মীন কূর্ম্ম-
কোলোহভবৎ নৃহরিবামনজামদগ্ন্যঃ।
যোহভূদ্বভূব ভরতাগ্রজকৃষ্ণবুদ্ধঃ
কল্কী সতাঞ্চ ভবিতা প্রহারিব্যতেহরীন্॥" (মুগ্ধবোধব্যা০)

তন্ত্রমতে মীনই ধূমাবতী।

"কৃষ্ণরূপা কালিকা স্যাদ্রামরূপা চ তারিণী।
বগলা কূর্ম্মমূর্ত্তিঃ স্যান্মীনো ধূমাবতী ভবেৎ॥" (মুণ্ডমালাতন্ত্র)

মীনক (স্ত্রী) মৎস্যাকার বিশেষ। (উণাদি)

মীনকাক (পুং) জল-কুক্কুর। (বৈদ্যকনি০)

মীনকেতন (পুং) মীনঃ কেতনমস্য। ১ কন্দর্প। ২ মহাভারতবর্ণিত জনৈক রাজা। (সভা০ ৩১।৪৮) ৩ জনৈক পাণ্ড্যরাজ।
[পাণ্ড্যরাজবংশ দেখ।]

মীনগন্ধা (স্ত্রী) মৎস্যগন্ধা, সত্যবতী।

মীনগোধিকা (স্ত্রী) মীনগোধিকানামাধারোঽস্য। জলাশয়।
'পদ্মলং দীর্ঘিকা বাপী ধরিকা মীনগোধিকা।' (ত্রিকা০)

মীনঘাতিন্ (পুং) মীনং হন্তীতি হন-ণিনি। বক। (রাজনি০)
(ত্রি) ২ মৎস্যঘাতক।

মীননগর, পঞ্জাব প্রদেশস্থ একটী প্রাচীন জনপদ ও তাহার রাজধানী। সিন্ধুনদের বগোর শাখার তীরে অবস্থিত ছিল। পার্থিব-রাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। এই নগরের কোন বর্ত্তমান নিদর্শন না পাওয়া গেলেও বিভিন্ন দেশীয় সুপ্রাচীন ইতিহাসসমূহে ইহার সমৃদ্ধির বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়।

খলিফা অল্-মনসুরের সেনাপতি ওমার কর্ত্তৃক সিন্ধু বিজয়ের পর এই নগর মনসুরা নামে খ্যাত হইয়াছিল। প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্ কানিংহাম উলুঘবেগ ও আবুরিহান্ (অল্‌বিরুণী) প্রভৃতির মতানুসরণ করিয়া ২৬°৪০′ উত্তর অক্ষাংশে ইহার স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে পেরিপ্লাস-বর্ণিত মহ্ আরেজার রাজধানী সন্নি-নগর (সিইস্তান) এবং আলেক-জান্দারের শত্রু সাম্বসের রাজধানী (শাম্বনগর) মীননগরের অস্তিত্বসূচক। পেরিপ্লাস্, অল্‌বিরুণী, আরিয়ান্, টলেমী, এড্রিসী, ভিএনভিলে, দি লা রোকেট্ প্রভৃতি ইহার প্রাচীনত্বের প্রমাণ দিয়াছেন।

মীননাথ ১ স্বরদীপিকা-প্রণেতা। ২ প্রসিদ্ধ যোগী, গোরক্ষ-নাথের গুরু। [মৎস্যেন্দ্র নাথ দেখ।]

মীননেত্রা (স্ত্রী) মীনস্য নেত্রাকারা গ্রন্থিরস্যাঃ। গণ্ডদূর্ব্বা।

মীনপিত্ত (স্ত্রী) কটুকী। (বৈদ্যকনি০)

মীনর (পুং) মীনা ভক্ষ্যত্বেন সন্ত্যস্য। মীন অশ্মাদিত্বাৎ র, (বুঞ্ছণ্-কঠজিলেতি। পা ৪।২।৮০) হারক, চলিত হাঙ্গর।

মীনরঙ্ক (পুং) মীনরঙ্ক-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মৎস্যাশন পক্ষী। চলিত মাছরাঙ্গা। ২ জলকাক। (বৈদ্যকনি০)
কোন কোন পুস্তকে ইহার পাঠান্তর—মৎস্যরঙ্ক।

মীনরথ (পুং) জনকবংশীয় অনেনার পুত্র রাজভেদ।

মীনরাজ (পুং) ১ মৎস্যরাজ। ২ জাতকপ্রণেতা একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্। ইনি যবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ।

মীনবৎ (ত্রি) মৎস্যময়, বহু মৎস্যযুক্ত।

মীনা (স্ত্রী) ঊষাকন্যা। ইনি কশ্যপের ভার্য্যা হইয়াছিলেন।
"ঊষায়াস্ত প্রবক্ষ্যামি সর্গং পঞ্চ সুতাস্তুতঃ।

মীনা মেনা তথা ধুত্তা অনুরক্তা তথৈব চ।
পরিবৃত্তা চ বিজ্ঞেয়া তাসোক্ত পুত্র প্রজাঃ" (অগ্নিপু০)

মীনা, রাজপুতনাবাসী যুদ্ধপ্রিয় জাতিবিশেষ। ইতিহাসে ইহারা, মেও, মেবাতী, মীন, মীনা-মেও প্রভৃতি নামে পরিচিত। প্রাচীন মেবাত (মীনবতী) জনপদে বাসহেতু ইহারা এরূপ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে জয়পুর রাজ্যে আজমীঢ় হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত সমগ্র রাজপুতনা প্রদেশে ইহাদের বাস দেখা যায়। শেখাবতীর পূর্ব্বস্থ পার্ব্বত্য ভূভাগেই ইহাদের প্রধান আড্ডা। এখানে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিয়া ইহারা আপনাপন দস্যু ও চৌর্য্যবৃত্তি সম্পন্ন করে। এই খানে প্রায় ২৫ মাইল পরিধিযুক্ত যে স্থানে ইহারা অবস্থান করে, তাহা ৯টী বিভিন্ন রাজার শাসনাধীন। জয়পুররাজের অধিকৃত শেখাবতী রাজ্য ও ঝালরাপাটনের কতকাংশ, কত্রিয়রাজের অধিকৃত ফুলপুতি নামক স্থান, উহা বর্ত্তমান ইংরাজ গবর্মেণ্টের শাসনাধীন। এতদ্ভিন্ন দত্রি হইতে ঝিন্দ, নুরনোল হইতে পাতিয়ালা, কাস্থি হইতে নাভা এবং আলবার, লোহরু, বিকানের ও গুরগাঁও জেলার শাহজহানপুরে মীনাজাতির উপনিবেশ আছে। মিরাসি নামক ভাটকবিগণ ইহাদের বিবাহসভায় যে বংশমহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহা হইতে জানা যায় যে, সম্রাট্ অকবর শাহের বিখ্যাত রাজনৈতিক টোডরমল্লের সহিত মীনা-সর্দ্দার বাদরাওর সদ্ভাব স্থাপিত ছিল। উভয়ের এই বন্ধুত্বের বিনিময়স্বরূপ টোডরমল্ল স্বীয় পুত্র দরিয়া খাঁ মেওর সহিত বাদারাওর কন্যা শশিবদনীর বিবাহ দেন। বরযাত্রগণ বাদরাওর বাটীতে আসিয়া মীনাদিগের সহিত একত্র মৎস্যমাংসাহার করিতে অস্বীকৃত হইলে উভয় পক্ষে বিবাদের সূত্রপাত হয়। তদনুসারে বিবাহের পর মেওগণ রাজধানী অজানগড়ে (অজনগড়) ফিরিয়া আইসেন। রাজবধূ শশিবদনী পিত্রালয়েই রহিলেন।

শশিবদনী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পতিকে পত্র লিখেন। তদনুসারে তিনি স্বীয় পত্নীকে লইতে শ্বশুরালয়ে উপনীত হন। বাদরাও জামাতাকে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এবারও শ্বশুর-জামাতার মদ্যপান করিতে করিতে উত্তেজনাবশে বিবাদ আরম্ভ হয়। দরিয়া খাঁ ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্বীয় শ্বশুরের দাঁত ভাঙ্গিয়া দেন। সর্দ্দারের এই অবমাননায় উত্তেজিত হইয়া মীনাগণ দরিয়া খাঁর প্রাণবিনাশে উদ্যত হয়। তদ্দর্শনে শশিবদনীর ভ্রাতা স্বীয় ভগিনীপতিকে অন্তঃপুর মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। রাত্রিকালে দরিয়া খাঁ স্বীয় সহধর্ম্মিণী শশিবদনীকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করেন। মীনাগণ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াও তাঁহাদিগকে ধরিতে পারে নাই।

অজানগড়ে এখনও এই বংশগীতিকা মিরাসিদিগের দ্বারা প্রতি বিবাহেই গীত হইয়া থাকে। এই উপাখ্যানের মূলে কোন সত্য নিহিত না থাকিলেও আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, মেও ও মীনা জাতি মধ্যে প্রচলিত বিবাহ-সম্বন্ধ এই বিবাদের পর হইতেই রহিত হইয়া যায় এবং এতদুভয় জাতির পূর্ব্ববিবাহসম্পর্ক আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে, মীনা ও মেও জাতি পূর্ব্বে এক শাখাসম্ভূত ছিল। পরে সামাজিক উন্নতি ও অবনতিনিবন্ধন তাহারা একণে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জাতিতত্ত্ববিদ্গণ ইহাদিগকে প্লিনি-বর্ণিত সিন্ধুনদ হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানবাসী Megallæ জাতি বলিয়া স্থির করেন।

মীনা ও মেওদিগের মধ্যে কোন জাতীয় সম্পর্ক বিদ্যমান আছে কিনা তদ্বিষয়ে আলোচনা না করিয়া একণে উভয় জাতির মধ্যে কিরূপ সামাজিক রীতি নীতি প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

মেওগণ আপনাদিগকে রাজপুত-বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের মধ্যে ১৩টী পাল বা থাক এবং ৫২টী গোত্র দেখা যায়। ডাঃ কানিংহামের মতে ঐ থাকগুলি এই ;—
৫ যাদোন—ছিরকিলাট, দলাত, দেমরোত, নাই ও পাণ্ডেলোত ;
৫ তোমর—বলোত, ধারবাড়, কলেসা, লুন্দাবত ও রত্তাবত ;
১ কচ্ছবহা—দিঙ্গল, ১ বড়গুজর—সিঙ্গল, অর্দ্ধ-মিশ্র—পলাকড়া।

আদমসুমারির বিবরণীপাঠে জানা যায় যে, বর্ত্তমানে হিন্দুমেওদিগের মধ্যে ৯৭টী এবং মুসলমানদিগের মধ্যে ৪৭টী বিভিন্ন শাখা আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে একণে বড়গুজর, হর, জনবার, বান্‌হপুরিয়া, রঘুবংশী, চন্দেলা, চাহমান, গহিলোত, যাদোন্, কচ্ছবহ, রাবত, তোমর ও রাঠৌরিয়া প্রভৃতি রাজপুত জাতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভাট, দকোত, গদারিয়া, যোগী, গুজর, গুয়াল, ভলাহা, কবরিয়া, কোরি, নাই ও রজেজ প্রভৃতিও আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

পরিহারশাখাভুক্ত মীনাগণ হরবতীর অন্তর্গত খেরার নামক স্থানে বাস করে। ইহারা পরিহাররাজ মাহরসিংহের পুত্র সোমের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রবাদ, কুমার সোম মীনা-রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশে পরিহার মীনাজাতির উৎপত্তি।

মীনাগণই রাজপুতনার মেবার ও মারবাড় রাজ্যের প্রথম অধিবাসী। রাজপুতগণ এখানে আসিয়া ইহাদিগকে

তাড়াইয়া দেশ অধিকার করে। মারবাড়-প্রদেশবাসী দুর্দ্ধর্ষ এবং বারবদর মীনাগণ বুন্দী, মেবার, জয়পুর ও আজমীড়ের সীমান্তমধ্যবর্ত্তী স্থানে এবং জয়পুরী মীনাগণ আলবার, জয়পুর ও সীমান্তবর্ত্তী ইংরাজাধিকৃত জেলাসমূহের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়া থাকে। শিরোহীবাসী মীনাগণের অবস্থা ভাল নহে।

চিতামীনাগণ মৈরবাড়ার পার্ব্বত্য জঙ্গলে বাস করে। এই শ্রেণী হইতে মৈর বা মের নামক একটী শাখাজাতি উদ্ভূত হইয়াছে। এই মৈর শাখা মেরবাড়, মৈরাত বা মৈরোত নামে প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত মেরুপর্ব্বতের নাম হইতে ইহারা মৈর নাম গ্রহণ করিয়াছে। যেহেতু মৈরাতগণ কমলমের হইতে আজমীঢ় পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আরাবল্লী শ্রেণীর পার্ব্বত্য-প্রদেশে অবস্থান করিতেছে, মৈর জাতির বাসভূমি বলিয়া ঐ স্থানও মৈরবাড় নামে খ্যাত হইয়াছে।

চিতামীনাগণ দিল্লীর শেষ চাহমান-সম্রাটের জনৈক পৌত্র হইতে আপনাদের উৎপত্তি কল্পনা করে। প্রবাদ এই যে, উক্ত চাহমানরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র লাক্কার অনিল ও অনুপ নামে দুই পুত্র ছিল। ঐ পুত্রদ্বয় তাঁহার রক্ষিতা কোন মীনারমণীর গর্ভজাত বলিয়া প্রকাশ পাওয়ায় তাহারা মনঃকষ্টপ্রপীড়িত হইয়া রাজ্যবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক আজমীঢ়ে আসিয়া মাতুলবংশের সহিত মিলিত হন।

অনিল জনৈক মীনাসর্দ্দারের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহাদের চিতা (বা চিত্র) নামে এক পুত্র হয়। ঐ পুত্র সমগ্র মৈরবাড়া প্রদেশের মীনাশক্তিপুঞ্জ করতলগত করিয়া ক্রমে একজন প্রধান সর্দ্দার মধ্যে পরিগণিত হন। আজমীঢ়ের উত্তর সীমান্তবাসী চিতার বংশধরগণ ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত বংশের ১৬শ পুরুষ অধস্তন দুধা দাউদ খাঁ কর্ত্তৃক আজমীঢ়ের হাকিম নিযুক্ত হন। অথুন-নগরে তাঁহার প্রাসাদ ছিল। এইজন্য উক্ত বংশীয় মৈরাত সর্দ্দারগণ কালে 'অথুনের খান্' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অথুন, চঙ্গ, ঝক্ ও রাজোসি নামক নগর-চতুষ্টয় মৈরজাতির অধিকৃত ছিল।

অনুপও ভ্রাতার ন্যায় এক মীনারমণীকে বিবাহ করে। ইঁহাদের বুরাড় নামে এক পুত্র হয়। বুরাড়, জৈরবাড়া ও মন্দির নামক স্থানে বুরাড়ের বংশধরগণ বাস করিতেছে।

আলবার রাজ্যের মেবাতি বা মেওগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী। কিন্তু দস্যুবৃত্তিতেও ইহারা পূর্ব্বাপর প্রসিদ্ধ। মুসলমান প্রাধান্য-সময়ে ইহারা লুণ্ঠন এবং অত্যাচার ও উপদ্রব দ্বারা সাধারণের ভয়ের কারণ হইয়াছিল। পরে তক্তাবর ও বন্নি (বন্নি) সিংহের অধিকার কালে ইহারা বিশেষরূপে সুশাসিত হয়। তাঁহারা ইহাদের অধিকৃত গ্রামসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বিভক্ত করিয়া শাসনশৃঙ্খলা স্থাপনের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইহারা আলবার রাজ্যের কতকগুলি স্থান লুণ্ঠনপূর্ব্বক জ্বালাইয়া দেয়। ইংরাজাধিকৃত ফিরোজপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানেও ইহারা অত্যাচার ও উপদ্রব করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ইংরাজসেনা যাইয়া ইহাদিগকে ধৃত করে এবং কতকগুলিকে ফাঁসি কাঠে ঝুলাইয়া দেয়।

বর্ত্তমান সময়ে মুসলমানদিগের সংস্রবে আসিয়া ইহারা অনেকেই মুসলমানী নামের অনুকরণ করিয়াছে। হোলি, জন্মাষ্টমী, দশহরা ও দেবালী প্রভৃতি হিন্দু উৎসবের সহিত ইহারা মহরম, ইদ, সবিবরাত প্রভৃতি মুসলমান উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অমাবস্যার দিন ইহারা কোন কার্য্য করে না। কেবল মাত্র ভৈরবজী বা হনুমানের পূজা করিয়া থাকে। মুসলমান মেওর মধ্যে অধিকাংশই 'কলমা' পাঠ করিতে জানে না।

হিন্দু মেওগণ বিবাহকালে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে। ব্রাহ্মণেই লগ্নপত্র (পীলিচিট্‌টি) লিখিয়া দেয়। বিবাহের পণ দুই শত টাকা। মুসলমানদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণে লগ্নপত্র লিখিয়া দিবার নিয়ম আছে, কিন্তু বিবাহকালে কাজী আসিয়া মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক কার্য্য সমাধা করে। ত্বক্‌চ্ছেদকর্ম্মে গ্রামস্থ নাপিত ও ফকির উপস্থিত থাকে। ইহারা আপনাপন পাল মধ্যে বিবাহ করে না। মাতৃগোত্রেও বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু চারি পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করিবার রীতি আছে।

ইহাদের হস্তে তিলক গ্রহণ করিবার পর জয়পুরের মহা-রাজের অভিষেককার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারা জয়পুরের অন্তঃপুরে প্রহরীর কার্য্য করে। মৈরবাড়ের পরিহার-মীনা-দিগের সহিত জয়পুরবাসী মীনাজাতির কোন সংস্রব নাই।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু মীনাগণ মেও ও মীনা নামে এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িক মীনাগণ মেবাতি নামে সাধারণে পরি-চিত। যুক্তপ্রদেশবাসী মীনাদিগের মধ্যে কিংবদন্তী আছে যে, রাজা যশোবন্তের দুই পুত্র মৃগয়ায় গমন করিয়া বন মধ্য হইতে দুইটী গাভী ধরিয়া আনে, কিন্তু তাহাদের বৎস দুইটীকে বন মধ্যেই ছাড়িয়া দেয়। পিতা বৎসরহিতা গাভীর কষ্টে মনঃপীড়িত হইয়া পুত্রদ্বয়কে নির্ব্বাসিত করেন। তন্মধ্যে একজন যামুনদেশে (গঙ্গাযমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে) যাইয়া দস্যুবৃত্তি দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। এই পুত্র ধনার্জ্জন-পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া পরিশেষে পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হয়। পথে ঘাটে দস্যুবৃত্তি করিয়া ভ্রমণ করায় হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাহার

প্রথা অনেক কমিয়া যায়। তাঁহার বংশধর মেবাতিগণ সেই জাতীয় প্রথা হারাইতে বাধ্য হন। কেহ কেহ বলেন, মাঠে গরু চরাইত বলিয়া ইহারা মেও নামে পরিচিত হইয়াছিল। আবার অন্য একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর, বিশুদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায় 'আমীনা মেও' (বিশুদ্ধ মেও) নামে খ্যাত হয়, পরে তাহা হইতে 'মীনা' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

মুসলমান মেবাতিগণ বলে যে, তাহারা যাদোন ও মেবাতবাসী অন্যান্য রাজপুতশাখাসম্ভূত। আলাউদ্দীন্ ঘোরী কর্তৃক তাহারা ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে 'ধরিচা' প্রথায় বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সকলই সাধারণ মুসলমানের মত।

হিন্দু মীনাগণ দাহ করে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ান্তে তাহারা বহু ব্যয়ে একটী ভোজ দিয়া থাকে। এই ভোজে প্রভূত পরিমাণে চিনি খরচ হয় বলিয়া উহার নাম 'শর্করানা'।

এই মীনা জাতির বীরত্বকাহিনী রাজপুত-ইতিহাসের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট। চাঁদ কবির বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, আজমীঢ়ের সুবিখ্যাত নরপতি বিশলদেব ইহাদিগকে পরাভূত করিয়া বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে মীনাসর্দারগণ জয়পুর মহারাজের অধিকৃত অধিকাংশ প্রদেশে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিত। এখনও নগরদ্বার, দুর্গ ও কোষাগারের রক্ষীরূপে নিযুক্ত থাকিয়া মীনাগণ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে।

রোহিল্লা আফগানদিগের ন্যায় ইহাদের শৌর্য্য ও বীর্য্য ভারতেতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের ন্যায় সাহসী জাতি ভারতের আর অন্য স্থানে দৃষ্ট হয় না। রাজপুতনায় কোলিদিগের সহিত ইহাদের বিবাহাদি সংস্রব দেখা যায়। ক্রমে নানাজাতীয় পলাতক ইহাদের সহিত মিশ্রিত হওয়ায়, ইহারা একটী সঙ্করজাতিরূপে পরিণত হইয়াছে।

ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সময়ে ইহারা রাজপুতগণ কর্তৃক উত্তর-দোয়াব হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। মুসলমানরাজত্বের প্রারম্ভে ইহাদের উপদ্রব প্রবল হইয়া উঠে। জিয়াউদ্দীন্ বরণি দিল্লী নগর-সন্নিধানে ইহাদের উপদ্রবের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গিয়াস-উদ্দীন্ বুলবন্ ইহাদিগকে বশে আনয়ন করেন। মুবারক শাহ ১৪২৫ খৃষ্টাব্দে ভীষণ যুদ্ধের পর মীনাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। উহার ৩ বৎসর পরে ইহারা পুনরায় বিদ্রোহী হয়। ১৪৩২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে ইহারা পরাজিত হইয়া শান্তভাব ধারণ করে। বাবর শাহের আক্রমণকালে মেবাতি সর্দার হসন খাঁ বিদ্রোহীদিগের নেতা ছিলেন। ফিরিস্তা পাঠে জানা যায় যে, নাসীরউদ্দীন্ মাহ্মুদের উজীর ইমামউদ্দীন্ ১২৫৯ এবং ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে মেবাতি দস্যুদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইহারা গুজর জাতির সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বালিত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল।

ইংরাজাধিকারেও ইহাদের দস্যুবৃত্তির উপশম হয় নাই। অকুতোভয়ে এবং অসীম সাহসে ভর করিয়া ইহারা ইংরাজ গবর্মেণ্টের ডাক-লুণ্ঠন, গ্রামদাহন ও রাজস্বাপহরণ প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইত। সামন্তরাজগণ এবং গবর্মেণ্টের ঠগী ও ডাঁকাতি বিভাগ বহুদিন চেষ্টা করিয়াও ইহাদিগকে দমন করিতে পারে নাই। অবশেষে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ইম্‌পসেবেণ্ড খেরাড় পুলিসের সাহায্যে ইহাদিগকে দমন করেন। পাছে মীনাগণ গ্রামের বাহির হইয়া দস্যুবৃত্তিতে যোগদান করে, এই ভয়ে তিনি প্রথমেই গৃহের বাহির হইবার পথ বন্ধ করিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসরণ করিয়া পরিশেষে কর্ণেল হার্বি উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন।

মীনাক্ষ (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। (ত্রি) ২ মৎস্যের ন্যায় নেত্রযুক্ত।

মীনাক্ষী (স্ত্রী) মীনস্যাক্ষিণীব অক্ষিণী অস্যাঃ। ১ মৎস্যাক্ষী। ২ গণ্ডদূর্ব্বা। (রাজনি॰) ৩ কুবেরের কন্যা। ৪ ব্রাহ্মীশাক। (রাজনি॰) ৫ শর্করা। (বৈদ্যকনি॰)

মীনাক্ষী, মদুরার একজন রাণী। রাজা বিজয়রঙ্গ চোক্কনাথ নায়কের (১৭০৪-১৭৩১ খৃঃ অঃ) মহিষী। ত্রিচীনপল্লী জেলায় সমরপুর ও শ্রীরঙ্গ নগরে ইঁহার কীর্ত্তির নিদর্শন আছে।

মীনাকার (পারসী) মিনাকার, যাহারা মিনা প্রস্তুত করে। [মিনা দেখ।]

মীনাণ্ডাতিন্ [মীনাণ্ড দেখ।]

মীনাণ্ড (ক্লী) ১ মৎস্যাণ্ড, মাছের ডিম। (Fish-spawn, milt)

মীনাণ্ডী (স্ত্রী) শর্করাভেদ। (রাজনি॰) [শর্করা দেখ।]

মীনাঘ্রাণ (পুং) ১ মদ্গুরাজ। ২ খঞ্জরীট পক্ষী।

মীনাবুকাজ (পারসী) শিল্পবিশেষ। [মিনা দেখ।]

মীনালয় (পুং) মীনানামালয়ঃ। সমুদ্র।

মীনাবাই, মধ্যভারতের ধাররাজ্যের জনৈক রাণী। রাজা ২য় আনন্দরাওর মহিষী। স্বামীর মৃত্যুর পর, ইনি স্বীয় বিচক্ষণ বুদ্ধি ও শৌর্য্য বলে সিন্দে ও হোলকর-রাজের আক্রমণ হইতে ধার-রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজের মালব-জয়ের পর ইঁহাকে বিদেশী রাজার বিশেষ কোন উপদ্রব

সহ্য করিতে হয় নাই। রাজা রামচন্দ্র পঁবারকে তিনি দত্তক গ্রহণ করেন। এই বালকের শাসন কালেও ইনি অভিভাবকস্বরূপ রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

মীম, ১ শব্দ। ২ গতি। ভ্বাদি পরস্মৈ সেট্, শব্দার্থে অক০, গত্যর্থে সক০। লট্ মীমতি, লঙ্ অমীমিৎ। এই ধাতু ঋদিৎ, চঙ্ পরে হ্রস্ব হইবে না।

মীমাংসক (পুং) মীমাংসামধীতে বেদ ইতি মীমাংসা বুন্ (ক্রমাদিভ্যো বুন্। পা ৪।২।৬১) ১ মীমাংসাশাস্ত্রবেত্তা। পর্য্যায়—সিদ্ধান্তী, মীমাংসাশাস্ত্রাধ্যেতা।

"ছায়ারাত্রমসঞ্চাপি সম্বন্ধাদ্‌গুরুকর্ম্মণোঃ।
দ্রব্যদ্বয়ং কেচিদিচ্ছন্তি মীমাংসকমতাশ্রয়াঃ।"
(বৈদ্যকরাজবল্লভধৃত বাদার্থদর্পণ)

২ পূর্ব্বমীমাংসা-সূত্রকার জৈমিনি। ৩ বৃত্তিকর্ত্তা কুমারিল ভট্ট। ৪ ভাষ্যকার শবরস্বামী। ৫ প্রভাকর, ইনি কুমারিল ভট্টের ছাত্র এবং 'গুরু' নামে অভিহিত। ইঁহার মত 'গুরুমত' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য প্রভাকরের ছাত্রদিগকে প্রাভাকর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ৬ উত্তরমীমাংসার ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য। ইনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। ৭ রামানুজ, ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ৮ মধ্বাচার্য্য, ইনি দ্বৈতবাদী। যথা—

"মীমাংসকো বহুবাদৈঃ কঠিনামপি কুর্ব্বন্নসৌ জিহ্বাম্॥"
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।১।৩)

মীমাংসন (ক্লী) মীমাংসাকরণ। নির্ণয়করণ।

মীমাংসা (স্ত্রী) মান-বিচারে (মান্‌বধদান্‌শান্‌ভ্যো দীর্ঘশ্চাভ্যাসস্য। পা ৩।১।৬) ইতি সন্, অ, টাপ্, অভ্যাসস্যেকারস্য দীর্ঘশ্চ। ১ বিচারপূর্ব্বক তত্ত্বনির্ণয়। পর্য্যায়—বিচারণা। ২ ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা। ইহার মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসা জৈমিনিকৃত, এবং উত্তরমীমাংসা বাদরায়ণপ্রণীত। উত্তরমীমাংসা বেদান্ত নামেই খ্যাত। জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসাই মীমাংসাদর্শন নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল পূর্ব্বকাণ্ড, কর্ম্মমীমাংসা, কর্ম্মকাণ্ড, যজ্ঞবিদ্যা, অধ্বরমীমাংসা, ধর্ম্মমীমাংসা, এই সকলও নামে অভিহিত। কেহ কেহ ইহাকে দ্বাদশলক্ষণী নামেও পরিচিত করিয়াছেন।

নামকরণ।

বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদি এই দর্শন দ্বারা মীমাংসিত হইয়াছে; এই জন্য ইহার নাম মীমাংসাদর্শন। প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, ধর্ম্মনিরূপণের উদ্দেশ্যে জৈমিনির এই দর্শনের আরম্ভ; এইজন্য এই দর্শনের নাম ধর্ম্মমীমাংসা।

বেদ ত্রিকাণ্ড—কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। তন্মধ্যে যাহা কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদভাগে অভিহিত, তাহা এই দর্শনে বিচারিত হইয়াছে; এই জন্য এই দর্শনের নাম পূর্ব্বকাণ্ড, পূর্ব্বমীমাংসা ও কর্ম্মমীমাংসা।

কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদে যাগ, দান ও হোম প্রভৃতি নানাপ্রকার কর্ম্মের উল্লেখ থাকিলেও যাগের প্রাধান্য ও তৎসম্বন্ধীয় বিচার এই দর্শনে যথোচিত আলোচিত হইয়াছে; এই কারণে এই দর্শন যজ্ঞবিদ্যা বা অধ্বরবিদ্যা নামে আখ্যাত।

এই দর্শনে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে; এই জন্য ইহাকে দ্বাদশ-লক্ষণীও কহে।

বেদের মন্ত্রভাগের মীমাংসা করা এই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কেবল যেখানে কোন বিধিনিষেধ পাওয়া যায় না, কেবল সেই স্থলেই মন্ত্রের অর্থ লইয়া মীমাংসা করিবার বিধান আছে। প্রধানতঃ কর্ম্মকাণ্ডাত্মক ব্রাহ্মণভাগের মীমাংসা করিবার জন্যই এই মীমাংসা-শাস্ত্রের সৃষ্টি।

[উপসংহারে ইতিহাস দ্রষ্টব্য।]

প্রতিপাদ্য বিষয়।

জৈমিনি-কৃত দর্শনে প্রায় সকল স্থলেই ধর্ম্মতত্ত্বের বিচার আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, একমাত্র ধর্ম্মমীমাংসাই এই দর্শনের উদ্দেশ্য ও প্রতিপাদ্য।

"ধর্ম্মাখ্যং বিষয়ং বক্তুং মীমাংসায়াঃ প্রয়োজনম্।"

ধর্ম্মের লক্ষণ ও প্রমাণাদি নিরূপণ করাই মীমাংসাদর্শনের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রায় সকল দর্শনেই যে বিষয় প্রতিপাদিত হইবে, প্রথমে তাহাই নিরূপিত হয়। বেদান্তদর্শনে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই প্রথম সূত্র। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, ব্রহ্মনিরূপণই বেদান্তের প্রধান উদ্দেশ্য। এই জন্য অন্য কোন কথায় আরম্ভ না করিয়া সূত্রকার, 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই কথাই বলিয়াছেন। সাংখ্যদর্শনে "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" এই প্রথম সূত্র। ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম পরমপুরুষার্থ। দুঃখ, দুঃখোৎপত্তি এবং দুঃখনিবৃত্তি প্রভৃতিই সাংখ্যদর্শনে প্রতিপাদিত হইয়াছে। দুঃখনিবৃত্তির উপায় নিরূপণই সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য; এইজন্য ঐ দর্শনে প্রথমে দুঃখ-শব্দের উল্লেখ আছে। তদ্রূপ মীমাংসাদর্শনের ধর্ম্মনিরূপণই প্রধান উদ্দেশ্য। এই জন্য 'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' এই সূত্র প্রথমেই সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে যে মীমাংসাদর্শন প্রচলিত তাহা দ্বাদশাধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, ধর্ম্মের লক্ষণ, ধর্ম্মের প্রমাণ, ও বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ, কেন ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়? এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে ধর্ম্ম-কর্ম্মের অর্থাৎ যাগ-যজ্ঞাদির প্রভেদ বা নানাত্ব নির্দ্দেশ; তৃতীয়াধ্যায়ে যাগ-যজ্ঞাদির অঙ্গ-প্রধান-ভাবনানির্ণয়, অর্থাৎ কোন যাগের কি অঙ্গ তাহার নিরূপণ এবং কোন অংশ প্রধান ও কোন অংশ অপ্রধান তাহার অবধারণ; চতুর্থ অধ্যায়ে যাগকারীর গুণ এবং যে যাগে যে ইতিকর্ত্তব্যতা (রীতি) সম্পন্ন করিতে হয়, তাহার বিষয়-নির্ণয়; পঞ্চম অধ্যায়ে যজ্ঞাদি কর্ম্মের ক্রমনির্ণয়; ষষ্ঠে অধিকারি-নির্ব্বাচন; সপ্তম অধ্যায়ে সামান্ততঃ অতিদেশ-বাক্যের বিবেচনা; অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষাতিদেশ-বাক্যের মীমাংসা। (অমুক কর্ম্ম অমুক কর্ম্মের স্তায় করিতে হইবে, এইরূপ বাক্যকে অতিদেশ কহে)। নবম অধ্যায়ে উহবিচার, (উহ শব্দের এইরূপ অর্থ করা যায়, "অপূর্ব্বোৎ-প্রেক্ষণমূহঃ" মন্ত্রাদিতে অপ্রাপ্ত এরূপ পদার্থের উৎপ্রেক্ষা বা উল্লেখ উহ শব্দের বাচ্য।) এই উহ কিরূপ স্থলে করিতে হয়, কিরূপ স্থলে করিতে হয় না, তাহা নির্ণয় করা উহ-বিচারের আবশ্যকতা। যে স্থলে লিখিত দ্রব্য পাওয়া যায় না, প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়, তাদৃশ স্থলেও অতিদেশ-বিধানে কার্য্যকরণকালে উহ-বিচারের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতে হয়, যেরূপ মধু অভাবে গুড় দিবার ব্যবস্থা, কিন্তু যে স্থলে মধুর অভাবে গুড় দিয়া কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তথায় 'মধুবাতা ঋতায়তে' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িতে হইবে কি না? কারণ মধু থাকিলে ঐ মন্ত্র নিশ্চয় পাঠ্য, কিন্তু যখন মধু নাই, তখন ঐ মন্ত্র পাঠের আবশ্যকতা আছে কি না? এইরূপ প্রাতিনিধি স্থলেও ঐ মন্ত্র অবিকল পাঠ্য উহ-বিচারের ইহাই সিদ্ধান্ত।

দশম অধ্যায়ে বাধনির্ণয়। বাধ শব্দের অর্থ নিবৃত্তি। কোথায় কোন মন্ত্রের ও কোন দ্রব্যের নিবৃত্তি অর্থাৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা অবধারণ করা বাধ-বিচারের উদ্দেশ্য।

একাদশ অধ্যায়ে তন্ত্রতা। ইহার লক্ষণ —"অনেকমুদ্দিশ্য সকৃৎপ্রবৃত্তিস্তন্ত্রতা" বহুকর্ম্মের উদ্দেশে অঙ্গীভূত এককর্ম্ম-করণ তন্ত্রসিদ্ধ অর্থাৎ যে স্থলে এক কর্ত্তার অনেক কর্ম্ম করিতে হইবে, সেই স্থলে এককর্ম্মের অনুষ্ঠানে অন্য কর্ম্মের ফল সিদ্ধ হইবে। এইরূপ নির্ণয় করা তন্ত্রতাবিচারের উদ্দেশ্য। যেমন স্নান প্রত্যেক ক্রিয়ার অঙ্গ বটে, শাস্ত্রে যে কোন ক্রিয়ার বিধান আছে, তাহা স্নানের পরই করিতে হয়। কিন্তু কর্ত্তা যদি একদিনে পাঁচটী কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে একবার মাত্র স্নান করিতে হইবে। বার বার স্নান করিতে হইবে না, সেই একই স্নানে অন্য স্নানের ফল পাওয়া যাইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রসঙ্গনির্ণয়। ইহার অর্থ এইরূপ "অন্যোদ্দেশেনান্যসিদ্ধিঃ প্রসঙ্গঃ" এক কার্য্যের উদ্দেশে অন্য কার্য্য সিদ্ধির নাম প্রসঙ্গ। একের উদ্দেশে কোন কিছু করিলে যদি অনিবার্য্যরূপে অন্য কোন ফল সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহা প্রসঙ্গসিদ্ধ বলিয়া গণ্য। যেরূপ আম্রের জন্য বৃক্ষরোপণ, কিন্তু ছায়া প্রসঙ্গতঃ আপনিই হয়। কোন এক প্রধান যাগের নিমিত্ত পুরোডাশ অর্থাৎ পিষ্টকবিশেষ প্রস্তুত হইলে আর তাহা অন্য যাগের নিমিত্ত করিতে হইবে না। অঙ্গযাগের পুরোডাশ প্রসঙ্গসিদ্ধ।

উক্ত দ্বাদশ অধ্যায় ব্যতীত আরও চারি অধ্যায় পাওয়া গিয়াছে, এই চারি অধ্যায়ের নাম সঙ্কর্ষকাণ্ড। ভাষ্যকার শবরস্বামী অথবা বার্ত্তিককার কুমারিল এই শেষোক্ত চারি অধ্যায়ের কোন উল্লেখ করেন নাই, এ জন্য শাঙ্কর-মতাব-লম্বীরাও এই শেষ চারি অধ্যায়কে মীমাংসাসূত্রের মধ্যে গণ্য করেন না, কিন্তু রামানুজসম্প্রদায় এই চারি অধ্যায়ের মৌলি-কতা স্বীকার করেন। [উপসংহারে মীমাংসার ইতিহাসে আলোচনা দ্রষ্টব্য।]

এই দর্শনের আবশ্যকতা।

মহামুনি জৈমিনি নিজ দর্শনে প্রধানতঃ এই সকল বিষয়ের বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গ-ক্রমে অপরাপর বহুতর বিষয়েরও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনে যে কিছু বিষয় পর্য্যালোচিত হইয়াছে, তাহা সকলই বৈদিক।

বেদে যাগ, দান এবং হোমাদির বিষয় নানাস্থানে অসম্বদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছে, উহা দেখিয়া যাগাদি নির্ব্বাহ করা অতিশয় কঠিন এবং পদে পদে ভুল হইবার সম্ভাবনা। মহামুনি জৈমিনি মীমাংসাদর্শন প্রণয়ন করিয়া যাজ্ঞিকদিগের ক্লেশ ও সন্দেহ দূর করিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনের পর হইতেই কর্ম্মকাণ্ডের পদ্ধতি ও শিক্ষা সুগম হইয়াছে।

বেদ।

মহামুনি জৈমিনি বেদকে প্রথমে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয় ভাগই বেদ নামে প্রসিদ্ধ। পরে আবার এই উভয় বিভাগের আবার অবান্তর বিভাগ হইয়াছে, যথা,—ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "তচ্চোদকেষু মন্ত্রাখ্যা" "শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ" যাহা প্রয়োগকালে অর্থাৎ অনুষ্ঠানকালে উপযুক্ত অনুষ্ঠেয় অর্থের বোধ জন্মায়, তাহাকে মন্ত্র এবং অবশিষ্ট বাক্যসমষ্টিকে ব্রাহ্মণ কহে।

আবার কাহারও কাহারও মতে অভিহিত লক্ষণ প্রামিক। "প্রয়োগসমবেতার্থস্মারকা মন্ত্রাঃ" কিন্তু যাহা যাহা মন্ত্র বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ, তাহা তাহাই মন্ত্র। সূত্রস্থানীয় ব্রাহ্মণ তাহার ব্যাখ্যাস্বরূপ। আচার্য্য শবরস্বামী তাঁহার ভাষ্যের অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণভাগকে মন্ত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানমিতি ব্রাহ্মণম্।"

বেদ ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও অবান্তর বিভাগ আছে, ঐ সকল বিভাগ ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা, নারাশংসী ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ঘটনাপ্রকাশক বেদাংশ ইতিহাস, পূর্ব্বাবস্থা-প্রকাশক বেদাংশ পুরাণ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ক বেদভাগ কল্প, প্রশংসা ও গানযোগ্য সন্দর্ভ গাথা, এবং মনুষ্য-বৃত্তান্তবোধক সন্দর্ভ নারাশংসী। বেদের ঋগাদি যে তিন ভাগ হইয়াছে, তাহার লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"তেষামৃক্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা" "গীতিষু সামাখ্যা" "শেষে যজুঃশব্দঃ" মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়বিধ বেদবাক্যের মধ্যে যে সকল বাক্য অর্থানুসারে পাদবদ্ধ, সেই সকল বাক্য ঋক্, যে সকল বাক্য গীত হয়, অর্থাৎ গান করা যায়, তাহা সাম, অবশিষ্ট যজুঃ। ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ত্রিবিভাগ প্রথমোক্ত বিভাগদ্বয়ের অন্তর্নিবিষ্ট।

সমগ্র বেদ হইতে আমরা যে অর্থ বুঝিয়া থাকি, তাহাই বুঝাইবার জন্য পূর্ব্ব-মীমাংসার সৃষ্টি; বলিতে কি, পূর্ব্বমীমাংসার সাহায্য ভিন্ন বেদের প্রতিপাদ্য অর্থ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তাহা বলিয়া এমন কেহ মনে না করেন যে পূর্ব্ব-মীমাংসা একখানি বেদের টীকা অথবা ভাষ্য। বাস্তবিক মীমাংসাদর্শনের একটী সূত্রেও বৈদিক পদের ব্যাখ্যা নাই; অথচ এই পূর্ব্বমীমাংসার সাহায্য ভিন্ন বেদার্থ বুঝিবার উপায় নাই।

অনাদিকাল হইতে প্রচলিত কতকগুলি উপদেশবাক্য প্রমাণরূপে এদেশে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, ঐ সকল উপ-দেশ হইতে আমরা যাহা কর্ত্তব্য বুঝিয়া থাকি, তাহাই মনুষ্যের প্রকৃত কর্ত্তব্য। সেই সকল বাক্যই "বেদ" নামে প্রসিদ্ধ। এই বেদই নিঃশ্রেয়স লাভের একমাত্র উপায়।

বেদের অর্থ কি? তাহার উত্তরে পূর্ব্বমীমাংসকগণ বলেন, কর্ম্মই বেদের অর্থ, যে কর্ম্ম দ্বারা কোন প্রকার লৌকিক প্রয়োজন সাধিত হয় না, কোনরূপ লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিবার আমাদের শক্তি নাই। সেই কর্ম্ম প্রতিপাদনই বেদের মুখ্য প্রয়োজন।

জৈমিনি সমুদয় বেদবিভাগের উক্তরূপ লক্ষণ ও উদাহরণ দেখাইয়া সমুদায়ের মধ্যে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয় এই চারি প্রধান বিভাগ স্থির করিয়াছেন। পরে তদ্দ্বারা ধর্ম্মের ও ধর্ম্মজনক যাগ, দান ও হোমাদি কর্ম্মের স্বরূপ ও অনুষ্ঠান-প্রণালী নিরূপণ করিয়াছেন। মীমাংসকগণ বলেন, যে বৈদিক বাক্যের যাগ, দান বা হোমরূপ অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তি নাই, তাহার প্রামাণ্যই নাই অর্থাৎ তাহাকে বেদ বলা যাইতে পারে না। ইহাই জৈমিনির কর্ম্মবাদ

অবয়ব।

ষড়্দর্শনের মধ্যে মীমাংসাদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার ১৬ অধ্যায়, তন্মধ্যে ইহার প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়-সংখ্যার মধ্যে আবার পাদসংখ্যা ধরিলে অষ্টচত্বারিংশৎ। সূত্রসংখ্যা কিঞ্চিদূন সহস্র এবং অধিকরণসংখ্যাও (অধিকরণ শব্দের অর্থ বিচার) সহস্র। মীমাংসা-শাস্ত্রের প্রত্যেক অধিকরণ পঞ্চাবয়ব, অর্থাৎ পাঁচ অবয়বে সমাপ্ত।

"বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্।
নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥" (ভট্ট)

বিষয় অর্থাৎ বিচার্য্য বাক্য, বিশয় বা সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ সংশয় অনুসারে কোন এক পক্ষের সমর্থন; উত্তর অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষের দোষ-প্রদর্শন; নির্ণয়—দোষ দূরীকরণপূর্ব্বক স্বপক্ষস্থাপন। নির্ণয়ের অপর নাম সিদ্ধান্ত।

উক্ত পঞ্চ অবয়বের তাৎপর্য্য এইরূপ, প্রথমে বিষয় বা বিচার্য্য বাক্যের উল্লেখ, পরে তদ্বাক্যের অর্থে সংশয়, তৎ-পরে পূর্ব্বপক্ষ, অতঃপর পূর্ব্বপক্ষের প্রতিবাদ, অবশেষে প্রমাণবিন্যাসপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-স্থাপন। পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইলেই প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এই প্রণালী অনুসরণ পূর্ব্বক বিচারকে মীমাংসা-শাস্ত্রে অধিকরণ কহে।

ন্যায়াদি শাস্ত্রের বিচার পঞ্চাঙ্গ, মীমাংসা-শাস্ত্রের বিচারও পঞ্চাঙ্গ। তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে, মীমাংসায় বেদবাক্যের বিচার, এবং ন্যায়শাস্ত্রে দৃশ্য পদার্থের ও জায়মান জ্ঞানের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে।

অন্যান্য দর্শনের ন্যায় মীমাংসাদর্শনও সূত্রগ্রথিত। প্রত্যেক সূত্রই পঞ্চাঙ্গ-বিচারানুসারে বিন্যস্ত হইয়াছে।

মীমাংসাদর্শনের আরম্ভ সূত্রে ধর্ম্মবিচারের প্রয়োজনীয়তা ও দ্বিতীয় সূত্রাবধি পাদশেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের লক্ষণ কিরূপ? ধর্ম্ম কোন্ প্রমাণের প্রমেয় এই সকল বিষয় বিচারিত এবং মীমাংসিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদের প্রারম্ভাবধি শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের সাধন, ফল ও ধর্ম্মমূল বেদের প্রামাণ্য স্থিরীকৃত হইয়াছে।

আলোচ্য বিষয়।

এই দর্শনের প্রধান আলোচ্য "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" প্রথম সূত্র, ইহার অর্থ এইরূপ অনন্তর এই ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' বা বিচার দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব জানা অবশ্যকর্ত্তব্য।

একমাত্র বেদবোধ্য অর্থই ধর্ম্ম এবং বেদই ধর্ম্মের প্রমাণ, অতএব ব্রহ্মচারী বেদ-অধ্যয়নের পরও গুরুকুলে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মজিজ্ঞাসা করিবেন। এস্থলে জিজ্ঞাসা শব্দের অর্থ বিচারপূর্ব্বক জ্ঞানগোচর করা। এই সূত্রও অধিকরণ অনুসারে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ অধিকরণানুসারে ইহার অর্থ স্থির করা আবশ্যক।

অধিকরণ।

বিষয়—'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' 'বেদমধীত্য স্নায়াৎ' বেদ অধ্যয়ন করিবে, বেদ-অধ্যয়নের পর স্নান অর্থাৎ সমাবর্ত্তন করিতে হয় (বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপন করিয়া গার্হস্থ্য গ্রহণের পূর্ব্বে যে বিধিবোধিত কর্ম্ম করেন, তাহাকে সমাবর্ত্তন কহে)। এই বিধিবাক্য বিচারের যোগ্য বলিয়া বিষয়।

সংশয়—বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেই কি সমাবর্ত্তন করিতে হইবে? কি কিছুকাল ধর্ম্মনির্ণয়ার্থ গুরুগৃহে বাস আবশ্যক?

পূর্ব্বপক্ষ—বেদাধ্যয়নের পরই সমাবর্ত্তন, এই বিধির বলে সমাবর্ত্তন অধ্যয়নের পরই কর্ত্তব্য।

উত্তর—'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' এই বিধি কেবল অক্ষরার্থ গ্রহণ করিতে উপদেশ দেয় নাই। তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতেই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বিচার ব্যতীত তাৎপর্য্যজ্ঞান লাভ হয় না। অতএব অক্ষরার্থ গ্রহণরূপ অধ্যয়নে স্থিরতর ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয় না, ধর্ম্মজ্ঞান স্থিরতর না হইলেও অধ্যয়নের সাফল্য লাভ হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, সামান্য অধ্যয়নের পরই যে সমাবর্ত্তন করিতে হইবে, সেরূপ বিধি নহে।

সিদ্ধান্ত—উক্ত কারণে অধ্যয়ন-সমাপনের পরেও কিছুকাল ধর্ম্মজিজ্ঞাসার্থ গুরুগৃহে বাস করা অবশ্য বিধেয়।

মীমাংসক আচার্য্যেরা যে প্রকারে সূত্রগুলিকে অধিকরণে পর্য্যবসিত করিয়াছেন, তাহা আংশিকরূপে প্রদর্শিত হইল। এই দর্শনে সর্ব্বত্রই ঐ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। 'অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' এই সূত্রস্থিত ধর্ম্ম শব্দ অধর্ম্ম শব্দের উপলক্ষক, অর্থাৎ ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মও জিজ্ঞাস্য, ধর্ম্ম যেমন অর্জ্জনের জন্য জিজ্ঞাস্য,তেমনি অধর্ম্ম ও বর্জ্জনের জন্য জিজ্ঞাস্য। ফল কথা, ধর্ম্মলক্ষণ স্থির হইলে তদ্বৈপরীত্যে অধর্ম্মলক্ষণ আপনাপনি স্থির হয়। তদুদ্দেশ্যে আর পৃথক্ বিচারের আবশ্যকতা নাই।

ধর্ম্ম।

জৈমিনি ধর্ম্মের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" চোদনা অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বাক্য, ইহার অন্য নাম বিধি ও নিয়োগ। লক্ষণ—ইহার অর্থ জ্ঞাপক বা বোধক। অর্থ শব্দের অর্থ অনিষ্টবিপরীত, অর্থাৎ শ্রেয়স্কর। যাহার জ্ঞাপক বা বোধক বিধিবাক্য, যাহা অনর্থ-বিপরীত, অর্থাৎ শ্রেয়স্কর বা ইষ্ট, তাহাই ধর্ম্ম। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, বিধিবোধিত ভবিষ্যৎ শ্রেয়স্কর ক্রিয়াকলাপ যাগ, দান ও হোমাদি ধর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহার প্রমাণ চোদনা বা বৈদিক বিধিবাক্য। ক্রিয়ার প্রভাবে আত্মায় সমুৎপন্ন ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কারণস্বরূপ গুণবিশেষ বা সংস্কারবিশেষই ধর্ম্মনামে অভিহিত হয়। এই ধর্ম্ম শাস্ত্রান্তরে পুণ্য বা শুভাদৃষ্ট নামে কথিত হইয়াছে। এই সূত্রও অধিকরণ অনুসারে মীমাংসিত হইয়াছে।

বিষয়—ধর্ম্ম।

সংশয়—ধর্ম্মে প্রমাণ আছে, কি নাই? থাকিলে তাহা কি প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের গোচর? কি কেবল বিধিবাক্যের গোচর? ইহাতে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্য আছে, কি নাই?

পূর্ব্বপক্ষ—বিধিবাক্য প্রমাণ নহে। বাক্যমাত্রই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, সমর্পিত পদার্থের অনুবাদক। অতএব তাহা পৃথক্ প্রমাণ নহে। সুতরাং বলিতে হয়, ধর্ম্মে প্রমাণ নাই।

অথবা ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ ও অনুমান বা অন্যতর প্রমাণের প্রমেয়। অথবা ধর্ম্ম যোগীদিগের প্রত্যক্ষ, আমাদের অনুমেয় ও চোদনাগম্য।

কোনও এক দৃষ্ট কারণ না থাকিলে, জগৎ এত বিচিত্র বা তারতম্যবিশিষ্ট হইত না। জগতের বিচিত্রতা অন্য কোন প্রকারে উৎপন্ন না হওয়ায়, ধর্ম্মই একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্ম কেবল চোদনাগম্য নহে, অর্থাপত্তি সহকৃত চোদনাগম্য। ধর্ম্মপ্রমাণ-সম্বন্ধে এই চারিটী পক্ষ স্থাপিত হইতে পারে।

উত্তর—বিধিশব্দশ্রবণে যে জ্ঞান জন্মে, সে জ্ঞানের বিরুদ্ধে প্রমাণান্তর না থাকায় শাব্দজ্ঞান অসন্দিগ্ধ প্রমাণ। অতএব শব্দ বিদ্যমানে ধর্ম্মে প্রমাণ নাই বলা, নিতান্ত অসঙ্গত। পুরুষের দোষে পৌরুষেয় বাক্য অপ্রমাণ হয় হউক, অপৌরুষেয় বেদবাক্যে ঐ আশঙ্কা না থাকায় ধর্ম্মবিষয়ে তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও আদিপ্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিদ্যমান পদার্থের উপলম্ভক অর্থাৎ বোধক, ভবিষ্যৎ পদার্থের উপলম্ভক নহে। ধর্ম্মও বিদ্যমান পদার্থ নহে,

তাহা ভবিষ্যৎ, কেন না তাহা জন্মাইতে হয়। সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা স্থির হইতে পারে না। যোগীদিগের যোগজ জ্ঞানও ভাবনাপ্রসূত, তাহা পূর্ব্বানুভূত বা পূর্ব্বচিন্তিত পদার্থের স্মৃতিবিশেষ। কি প্রকারে তাহা অননুভূত অচিন্তিত উৎপত্স্যমান ধর্ম্মে প্রমিতি উৎপাদন করিবে?

সিদ্ধান্ত—উপরোক্ত কারণে স্থির করা গেল যে, একমাত্র চোদনাই (অর্থাৎ বৈদিক বিধিবাক্যই) ধর্ম্মের প্রমাণ।

মীমাংসাশাস্ত্রীয় অধিকরণের অর্থাৎ বিধিবাক্যের বিচার-প্রণালীর দুইটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। সকল সূত্রেই এইরূপ অধিকরণ অনুসারে অর্থ স্থির করিতে হয়।

চোদনাই ধর্ম্মের প্রমাণ এবং চোদনাগম্য অর্থই ধর্ম্ম। এই দুই প্রতিজ্ঞা স্বীকৃত হওয়ায় 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ' এইরূপ সূত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই ধর্ম্ম প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় করা আবশ্যক। কোন্ ধর্ম্ম কোন্ প্রমাণের প্রমেয়, তাহা প্রথমে বিচার করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ধর্ম্ম প্রত্যক্ষজ্ঞানের গোচর কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে প্রথমে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা স্থির করা বিধেয়। ইন্দ্রিয়গণ বিদ্যমান পদার্থে সংযুক্ত হয়। তন্নিবন্ধন আত্মায় ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বস্তুর জ্ঞান জন্মে, এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কহে। এতাদৃশ প্রত্যক্ষ বিদ্যমানের উপলম্ভক (বোধক) ও অবিদ্যমানের অবোধক বলিয়া ধর্ম্মে অনিমিত্ত অর্থাৎ প্রমাণ নহে। যে ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে না, তাহা উৎপাদ্য, সুতরাং তাহাতে প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষমূলক অনুমানাদিরও অনধিকার অর্থাৎ প্রত্যক্ষমূলক অনুমানাদি প্রমাণ দ্বারাও তাহা স্থির করা যায় না।

শব্দবাদ।

অর্থের সহিত শব্দের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ বোধ্যবোধকভাব, তাহা নিত্য। ইহা কৃত্রিম বা সাঙ্কেতিক নহে, কিন্তু স্বাভাবিক, স্বাভাবিক বলিয়া নিত্য। সেই জন্য ঔপদেশিক জ্ঞান অর্থাৎ শ্রবণজনিত জ্ঞান অব্যতিরেক, অর্থাৎ অবাধিত ও অব্যভিচারী সত্য। শব্দ অজ্ঞাতবিষয়ক অব্যভিচারী জ্ঞান জন্মায় বলিয়া তাহা স্থায়ী প্রমাণ। তাহার প্রামাণ্যও অন্য-নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ।

যাহার বা যাদৃশের সহিত নিরুপাধিক সম্বন্ধ জানা থাকে, স্থানান্তরে যে তাহার বা তাদৃশের দর্শনে তৎসম্বদ্ধ অদৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান অনুমিতি। প্রতিদিন পাকশালায় অগ্নির সহিত উদ্গমশালী ধূমের সাহিত্যদৃষ্টে ধূমকারণ অগ্নি ধূমের সহবাসী এই অব্যভিচরিত জ্ঞান সঞ্চিত হওয়ায় স্থানান্তরে অর্থাৎ পর্ব্বতাদিতে তদ্বিধ ধূমদর্শনের পর ধূমোদ্গম প্রদেশে ধূমকারণ অগ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে। এইরূপ অনুমিতিও ধর্ম্মে অপ্রমাণ, অর্থাৎ এই অনুমানপ্রমাণ দ্বারাও উহা নির্ণয় করা যায় না।

জৈমিনি স্থির করিয়াছেন,—শব্দ ও অর্থ উভয়ে নিত্য এবং তদুভয়ের বোধক-বোধ্য সম্বন্ধও নিত্য অর্থাৎ স্বাভাবিক। জৈমিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ইহার ৬টী আপত্তি করিয়া পরে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন—

কোন কোন দর্শনকার (গৌতম ও কণাদ) হয় ত বলিবেন, শব্দ এক প্রকার উচ্চারণক্রিয়া, তাহা ক্ষণস্থায়ী ও প্রযত্নবিশেষে নিষ্পাদ্য। শব্দ যে ক্রিয়মাণ, তাহা প্রত্যক্ষ, যথা উচ্চারণের পূর্ব্বে শব্দ থাকে না, পরে উপলব্ধ হয়। অতএব ক্রিয়মাণ ও ক্ষণস্থায়ি-শব্দের সহিত অক্রিয়মাণ স্থায়ি-অর্থের নিত্যসম্বন্ধ অনুপপন্ন।

শব্দ থাকে না, মুহূর্ত্তকালও থাকে না। তাহাতেই জানা যায়, শব্দ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হইয়া দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি লাভ করে, এবং তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হয়।

লোকেও বলে, 'শব্দ কর' 'শব্দ করিও না'। শব্দ কর, শব্দ করিও না, এইরূপ প্রয়োগ প্রথমাবধি প্রচলিত থাকায় স্থির হয়—শব্দ মনুষ্যকৃত, নিত্যাবস্থিত নহে।

একই শব্দ একই সময়ে এদিকে, ওদিকে, ও সেদিকে নানাস্থানে ও নানাদেশে মনুষ্য কর্ত্তৃক উচ্চারিত ও শ্রুত হইতে দেখা যায়। শব্দ এক ও নিত্য হইলে ঐরূপ যোগপদ্য হইতে পারে না। ব্যাকরণ প্রক্রিয়াতেও দেখা যায়, শব্দের প্রকৃতিবিকৃতি ভাব আছে, 'ই' শব্দ প্রকৃতি, 'য' শব্দ তাহার বিকৃতি অর্থাৎ ব্যাকরণে 'ই' স্থলে 'য' হওয়ার বিধান আছে। নিত্যপদার্থমাত্রই অধিকারী। শব্দ নিত্য হইলে ঐরূপ বিকারোপদেশ হইত না।

শব্দের বৃদ্ধি ও হ্রাস দেখা যায়। উচ্চারণকর্ত্তা বহু হইলে অর্থাৎ এক সময়ে অনেকে উচ্চারণ করিলে শব্দ বাড়ে, অল্প হইলে কমে, যাহার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, তাহা নিত্য নহে।

শব্দ নিত্যতার সম্বন্ধে জৈমিনি এই ৬টী আপত্তি উত্থাপন করিয়া পরে আবার নিম্নোক্ত প্রকারে নিরসন করিয়াছেন,—শব্দ উচ্চারণের পূর্ব্বে উপলব্ধ হয় না, পরে উপলব্ধ হয়'। এইমাত্র দেখিয়া শব্দের কৃতকত্ব অবধারণ ন্যায্য নহে। ঐ দর্শন অকৃতক অর্থাৎ নিত্যপক্ষেও লাভ হইতে পারে। নিত্যাবস্থিত নিরাকার শব্দও উচ্চারণের পূর্ব্বে অনববুদ্ধ থাকে। অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণের পূর্ব্বে অব্যক্ত থাকে, উচ্চারণপ্রযত্নে তাহা ব্যক্ত হয়, অতএব উচ্চারণ-ক্রিয়ার অনন্তর শব্দের উপলব্ধি হইতে দেখা যায় সত্য, পরন্তু তাহা শব্দের কৃতকত্ব-

সাধক পুষ্কল হেতু হইতে পারে না। অধিকন্তু অম্মদীয় অকৃতকত্ব পক্ষের সাধক হইতে পারে।

অপর আপত্তি শব্দ থাকে না, উচ্চারণের পরই বিনষ্ট হয়, এ আপত্তিও অকিঞ্চিৎকর। শব্দ বিনষ্ট হয় না, যেমন তেমনি থাকে, অদর্শন অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর হয়, এমন অনেক বস্তু আছে, যাহা থাকে অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর। 'শব্দ কর, শব্দ করিও না' এই লৌকিক প্রয়োগ ধ্বনিপর, শব্দপর নহে। লোকে স্থিত শব্দের প্রকাশক ধ্বনিবিশেষকেই করিতে বলে, শব্দকে করিতে বলে না।

যেমন এক নিত্যাবস্থিত সূর্য্যকে একদা বহুদেশে ও বহুলোকে দেখে, তেমনি এক নিত্যাবস্থিত বর্ণ শব্দকেও এক সময়ে বহুদেশে ও বহুলোকে শ্রবণগোচর করে।

ব্যাকরণ শাস্ত্রেই 'ই' বর্ণের স্থানে 'য' বর্ণের বিধান আছে সত্য, কিন্তু উক্ত উভয় বর্ণে প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব নাই। এ দুই বর্ণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেহ কাহার প্রকৃতি নহে, কেহ কাহার বিকৃতিও নহে।

অপর আপত্তি—শব্দ বাড়ে, সে আপত্তিও অতিতুচ্ছ। শব্দ বাড়ে না, উচ্চারণকর্ত্তাদের গলধ্বনিই বাড়ে, বহুগলধ্বনি একীভূত হইলে তাহা মহান্ হয়, শব্দ যেমন তেমনি থাকে।

জৈমিনি এইরূপ আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়া শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শব্দ নিত্য; কারণ, উচ্চারণ মাত্রেই পরার্থ। লোক সকল স্ববিজ্ঞাত শব্দার্থ অন্যের জ্ঞানে আরূঢ় করিবার অভিপ্রায়েই তদ্বাচক উচ্চারণনামা ধ্বনি উৎপাদন করিয়া থাকে। যদি শব্দ পূর্ব্ব হইতেই থাকে, তাহা হইলে অন্যের বোধগম্য করিবার জন্য তদ্বাচক ধ্বনি করিতে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে। অন্যথা সে প্রবৃত্তি হইতেই পারে না।

গো শব্দ উচ্চারণ করিলে তন্মুহূর্ত্তে নিখিল গোপিণ্ডের জ্ঞান জন্মে, শব্দের নিত্যাবস্থান ব্যতীত এরূপ যৌগপদ্য প্রতীতি হইতে পারে না। লোকে এমন কথা বলে না যে, আটটা গো শব্দ উৎপাদন কর। এই সার্ব্বজনীন অনাদিসিদ্ধ ব্যবহার শব্দের একত্ব ও নিত্যত্ব বুঝাইতে সমর্থ।

উৎপন্ন দ্রব্যমাত্রেরই উপাদান কারণ থাকে। কিন্তু শব্দ উৎপাদনের উপাদান দুর্লভ। অতএব অপেক্ষা অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশের যোগ্য হেতু না থাকায় শব্দ অনুৎপন্ন ও অপ্রধ্বংসস্বভাব। সুতরাং শব্দ অনাদিনিধন, নিত্য, নিত্যাবস্থিত, নিরাকার।

কোন কোন আচার্য্য মনে করেন, শব্দ বায়ুকারণক অর্থাৎ বায়ুতেই শব্দ জন্মে, বায়ুই শব্দের উপাদান। এই সকল আচার্য্য, শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে বলিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা নহে। শব্দ বায়ুকারণক নহে। ধ্বনিই বায়ুকারণক। বায়ু ঘাতপ্রতিঘাতাদিজনিত সংযোগবিভাগাদির বশে ধ্বনিগুণের গুণী হইয়া চতুর্দ্দিকে তরঙ্গাকারে গমন করে, অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়ে। অনন্তর তাহা কর্ণসংযোগে ক্রমে জ্ঞানগম্য হয়। অতএব শব্দধ্বান ব্যঞ্জ বলিয়া ধ্বনি হইতে পৃথক্। সে জন্যও শব্দ বায়ুকারণক নহে। অধিক কি, বায়ু যখন শব্দের উৎপত্তি-বিনাশের কারণ হইল না, তখন অন্য পদার্থের কারণতা অবশ্যই সুদূর-পরাহত।

ইহাতে শ্রুতিও বলিয়াছেন, শব্দ নিত্য। এই দর্শনের ব্যাখ্যাকারগণ আরও বলিয়াছেন যে, শাব্দজ্ঞানের মূল শব্দ, তাহা পুরুষের অধীন। পুরুষের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও ইন্দ্রিয়াপাটব এই চারটী দোষ থাকা সম্ভব, সুতরাং পুরুষকল্পিত শব্দ অপ্রমাণ হইলেও অপৌরুষেয় বেদ-শব্দে এ সকল দোষ না থাকায় তাহার প্রামাণ্য অক্ষত ও স্বতঃসিদ্ধ। শব্দ ও শব্দার্থ কস্মিন্ কালেও কৃত্রিম (পুরুষকৃত) নহে। তদুভয়ের সম্বন্ধও পুরুষকৃত সঙ্কেতমূলক নহে। অথচ কোনও প্রকারে বৈদিক-চোদনায় পুরুষ-সম্পর্কের অনুপ্রবেশ দেখান যায় না। পুনর্ব্বার শব্দের জন্যতা পক্ষ উত্থাপন ও তাহার নিরাস এবং পদপদার্থের, বাক্যের ও বাক্যার্থের বোধ্যবোধক সম্বন্ধের মনুষ্যকৃত সঙ্কেতমূলকতা পক্ষ উত্থাপন ও তাহার নিরাস করিতে দেখা যায়। পরে জৈমিনি বাদ্যয়বেদে কাঠক, কালাপক, পৈপ্পলাদক প্রভৃতি সংজ্ঞা-শব্দের দৃষ্টে ঋষিপ্রণীত আশঙ্কা করিয়া সেই সেই প্রয়োগের কৃতিমূলকতা পরিহার করিয়া প্রবচনমূলকতা ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। (কঠেন কৃতং কাঠকং, এরূপ নহে,—কঠেন প্রোক্তং কঠেন আচরিতং, এইরূপ, কঠের আচরিত বলিয়া কঠ আখ্যা। কঠ ঋষি তাহা করেন নাই, প্রচারমাত্র করিয়াছিলেন।) এই শব্দবাদবলে জৈমিনি বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বেদের কর্ত্তা যোগ্যানুপলব্ধি প্রমাণবাধিত, অর্থাৎ তাহার রচয়িতা পুরুষ থাকা সর্ব্বথা অপ্রমাণ।

অন্যান্য দর্শনের ন্যায় এই দর্শনে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের ও তৎপ্রমেয় বহু পদার্থের বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল অতিসংক্ষিপ্ত। তাহাতে কেবল বেদবাক্যের বিচারই অধিক বিস্তৃত এবং বৈদিক বিধিবাক্য অভ্রান্ত, স্বতঃপ্রমাণ ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সামর্থ্য বা অপূর্ব।

ধর্ম আছে, ইহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। এই ধর্ম যাগ, দান ও হোমাদি আকারে প্রথিত। যাগ, দান ও হোমাদি বিশেষ ব্যাপারে বিশেষ ফল জন্মায়; সুতরাং যাগ, দান ও হোমাদিই ধর্ম। যাগ, দান ও হোমাদি যে অনুষ্ঠাতার আত্মায় সামর্থ্যবিশেষ জন্মায়, সেই সামর্থ্য বিশেষ যাগ-দানাদির ব্যাপার। এই ব্যাপারবিশেষ দ্বারা অনুষ্ঠাতা ভবিষ্যতে স্বর্গাদি উপভোগের পাত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

এই সামর্থ্য মীমাংসাদর্শনে 'অপূর্ব' নামে অভিহিত হইয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রে ইহা অদৃষ্ট, পুণ্য ও ধর্ম নামে কথিত। এই মতেও যাগ, দান ও হোমাদি নামক ক্রিয়াকলাপ ধর্ম। ইহা দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার মিশ্রবিশেষ। সুতরাং ধর্মের প্রথম রূপ প্রত্যক্ষ, কিন্তু তাহার অপূর্ব নামক ব্যাপার বা শক্তি অনুমেয়।

অন্যের বিবেচনায় যাগ দান হোমাদি ক্রিয়ার বলে সমুৎপন্ন অপূর্ব নামধেয় সামর্থ্যই স্বর্গাদি ফলের জনক। সেই কারণে অপূর্ব সামর্থ্যই ধর্ম। তবে যে লোকে ও শাস্ত্রে যাগাদি ক্রিয়াকে ধর্ম বলে, তাহা উপচার ক্রমেই বলিয়া থাকে। আয়ুর্বর্দ্ধক ঘৃতকে আয়ু বলাও যদ্রূপ, ধর্মজনক ক্রিয়াকে ধর্ম বলাও তদ্রূপ। এই মতে ধর্ম লৌকিক প্রত্যক্ষাদির অবিষয় হইলেও যোগ-প্রত্যক্ষের বিষয়। যোগীরা যোগজ সন্নিকর্ষের বলে ধর্মাধর্ম জানিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন, ক্রিয়াজনিত অপূর্ব শক্তিই ধর্ম। একথা সত্য বটে, কিন্তু তাহা আর্ষ জ্ঞানের গোচর। এই স্থলে মীমাংসকগণ বলেন, ধর্মাধর্ম কায়িক, বাচিক ও মানসিক। ক্রিয়ার উৎপাদ্য এবং তাহাই ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখের বীজ। ধর্মের সেই সেই ফল জন্মান্তরভাবী, অর্থাৎ সেই ফলভোগ অপর জন্মে হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহা লৌকিক প্রত্যক্ষাদির অবিষয়। কিন্তু ইহা বৈদিক চোদনাগম্য।

প্রামাণ্যবাদ।

জ্ঞানজনন-সামর্থ্য থাকায় বাক্যই প্রমাণ। ইহা স্বতন্ত্র ও স্বতঃপ্রমাণ। অযথার্থ বাক্যও বুদ্ধি জন্মায় সত্য, কিন্তু কারণদোষ ও বাধকজ্ঞান থাকায় সে বুদ্ধির প্রামাণ্য অস্বীকার্য্য হইলেও অপৌরুষেয়তা নিবন্ধন উক্ত দোষদ্বয় না থাকায় বেদবাক্যের প্রমাণ অক্ষত।

এই স্থলে দেখিতে হইবে যে, মানবের প্রামাণ্য জ্ঞান কি প্রকারে জন্মে। ইহা প্রমাণ, উহা অপ্রমাণ, এই জ্ঞান কি জ্ঞানের স্বভাবে আপনাআপনি জন্মে? অথবা কারণের গুণদোষ-দৃষ্টে অথবা অর্থক্রিয়াজ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থের কার্য্যকারিতা দৃষ্টে উৎপন্ন হয়? বা জ্ঞানের স্বভাবে প্রথমতঃ প্রামাণ্য-জ্ঞান জন্মে, পরে জ্ঞেয়ের অযথাভাব ও কারণের দোষ জ্ঞানগম্য হইয়া তাহার অপবাদ করে? দেখাও যায়—যে স্থলে জ্ঞেয়ের অযথাত্ব, বাধক জ্ঞানের অনুদয় ও কারণ দোষের অনবধারণ, সেই স্থলেই প্রামাণ্য বোধের স্থায়িত্ব দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে কোন কোন মীমাংসকের সিদ্ধান্ত এইরূপ,—কারণের কার্য্যশক্তি স্বাভাবিক; সেই জন্য জ্ঞানও আপন স্বভাবে ও সামর্থ্যে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য এই দুইয়ের অবধারণ করে। ইহাতে অন্যের সিদ্ধান্ত এইরূপ,—জ্ঞান পদার্থ এককালে আপনার অবগাহ্য বস্তুর তথাত্ব ও অতথাত্ব বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। কেননা তথাত্ব ও অতথাত্ব এই দুই ভাব পরস্পরবিরোধী বলিয়া এক সময়ে ও এক জ্ঞানে উক্ত উভয় জ্ঞান অবস্থান করিতে পারে না। কাজেই মানিতে হয় যে, কারণের গুণদোষের জ্ঞান দ্বারাই প্রামাণ্যাদির অবধারণ হইয়া থাকে। ইহাতে কোন কোন মীমাংসক বলেন, যাবৎ না কারণের গুণদোষ জানা যায়, তাবৎ যদি তৎপ্রভব বাক্যাদি প্রমাণ কি অপ্রমাণ, তাহা স্থির হয় না, তাহা হইলে জ্ঞানকে নিঃস্বভাব বা নিঃশক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা তাঁহাদের স্বীকার্য্য নহে। সেই জন্য মান্য করা উচিত যে, প্রথমে অপ্রামাণ্য পরে সংবাদ জ্ঞানাদি দ্বারা তাহার অপনোদন ও প্রামাণ্য জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, জ্ঞান জন্মিবামাত্রই যে জ্ঞেয়ের তথাত্ব অবধারণ করায়, তাহা করায় না। যখন কারণের গুণ ও অর্থের তথাত্ব প্রতীত হয়, তখনই প্রমাণজনিত জ্ঞানে প্রামাণ্যের উদয় হয়। এই অব্যভিচরিত দৃষ্ট নিয়ম অনুসারে বেদবাক্যের প্রামাণ্য রক্ষা দুর্ঘট হয়।

ভাবিয়া দেখ, শাব্দজ্ঞানের কারণ শব্দ, তাহার গুণ আপ্তপ্রণীতত্ব। যাবৎ 'ইহা আপ্ত বাক্য' ইত্যাকার জ্ঞান না হইবে, তাবৎ তদ্বাক্যে প্রামাণ্যাবধারণ হইবে না। বিশেষতঃ যাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় বলেন, তাঁহাদের মতে বেদে আপ্তপ্রণীতত্ব গুণের অভাব আছে। আরও কথা আছে যে, বেদে 'বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত' 'শৃণোত গ্রাবাণঃ' বনস্পতি সকল যজ্ঞ করিয়াছিল, হে প্রস্তর সকল! তোমরা শ্রবণ কর, ইত্যাদিরূপ অনেক অসম্বদ্ধ বাক্য আছে। এই সকল দেখিলে কে না বুঝিবে বেদ অনাপ্তপ্রণীত। ইহা অনাপ্তপ্রণীত, সুতরাং অপ্রমাণ। মীমাংসকগণ এই আপত্তি-খণ্ডনস্থলে বলিয়াছেন;—

"পরাপেক্ষং প্রমাণত্বং নাত্মানং লভতে ক্বচিৎ।
মূলোচ্ছেদকরং পক্ষং কো হি নামাধ্যবস্যতি ॥"

পরাপেক্ষ প্রামাণ্য আত্মলাভে অসমর্থ। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মূলনাশক পক্ষ অঙ্গীকার করিতে পারে? ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—যদি সমুদায় জ্ঞানই স্বক্ষমতায় স্বাবগাহ্য বিষয়ের তথাত্ব অবধারণ না করিত, এবং জ্ঞানান্তরের সাহায্যে স্বাবগাহ্য বিষয়ের তথাত্ব নিশ্চয় করিত, তাহা হইলে মনুষ্য সহস্র জন্মেও কোন এক বস্তুর তথাত্ব অবধারণ করিতে পারিত না। সুতরাং প্রামাণ্য ব্যবহার থাকিত না, লোপ পাইত। ভাবিয়া দেখ, কারণগুণজ্ঞানও জ্ঞান, সেজন্য তাহাকেও স্ববিষয়ের তথাত্ব অবধারণার্থ জ্ঞানান্তরের সাহায্য লইতে হইবে। আবার সে জ্ঞানকেও অন্য জ্ঞানের সাহায্য লইতে হইবে। এইরূপ সাহায্যগ্রহণপ্রবাহ অবশ্যই মূলে ক্ষতি-কর অর্থাৎ প্রামাণ্যব্যবহারের উচ্ছেদক। কিন্তু অর্থক্রিয়াজ্ঞান পরাপেক্ষ নহে, তাহা স্বতঃপ্রমাণ। সে জ্ঞান নিজ সামর্থ্যেই নিজ বিষয়ের তথাত্ব অবধারণ করে, এ কথাও অব্যভিচারী নহে। স্বপ্নাবস্থায় জলাহরণনামক অর্থক্রিয়া থাকে না, অথচ তাহার জ্ঞান হয়। স্বপ্নে জল আনিতেছি, এরূপ জ্ঞান হয় অথচ তাহা মিথ্যা। সুতরাং বাদীর সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে মীমাংসকের সিদ্ধান্ত এইরূপ;—জ্ঞান মাত্রই স্বতঃ-প্রমাণ। 'বস্তুপক্ষপাতো হি ধিয়াং স্বভাবঃ।' বস্তু-যাথার্থ্যের দিকেই জ্ঞানের গতি। জ্ঞানই প্রমাণ, এবং তাহার প্রামাণ্যও স্বতোগ্রাহ্য। প্রণিধান সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে পরিষ্কার দেখা যায় যে, প্রামাণ্য-জ্ঞানই প্রথম। ভ্রমস্থলেও প্রথমে প্রামাণ্য, পরে তাহার অপবাদ হইয়া থাকে। সেই সেই স্থলে প্রথমোৎপন্ন প্রামাণ্য জ্ঞানকে পরে পদার্থান্তরপ্রা জ্ঞান ও কারণ দোষ জ্ঞানের দ্বারা অপসারিত হইতে দেখা যায়। যে স্থলে অপবাদ হয় না, সে স্থলে অবিবাদে প্রথমোৎপন্ন প্রামাণ্য স্থায়ী হয়।

লৌকিক শব্দে অনাপ্তপুরুষের সম্পর্ক থাকে, সেই কারণে তাহা অপ্রামাণ্য দোষে দুষিত। বেদ শব্দ সেইরূপ নহে। ইহাতে পুরুষ-দোষের অনুপ্রবেশ না থাকায় বেদ শব্দে অপ্রামাণ্যের আশঙ্কা সুদূরপরাহত।

প্রমাণ।

এমন কোন প্রবল প্রমাণ নাই, যাহা বেদবোধ্য অর্থের অপবাদ করিতে অর্থাৎ মিথ্যাত্ব বুঝাইতে সমর্থ। 'অশ্বমেধ যাগে স্বর্গ হয়' এই এক বেদার্থ। এই অর্থের বিরুদ্ধে অর্থাৎ স্বর্গ হইবে না, এতদর্থে কি প্রত্যক্ষ কি অনুমান কোনও প্রমাণ উপস্থিত নাই। এইস্থলে কেহ কেহ বলেন, শব্দ পৃথক্ প্রমাণ নহে। শব্দ কেবল বক্তার অন্তরভিপ্রায়ের অনুবাদক। 'বাক্য শ্রবণের পর শ্রোতার অন্তরে বক্তার অন্তঃস্থ জ্ঞান অনুমিত হয়। যে সকল জ্ঞানের আকার বক্তার অন্তরে অঙ্কিত থাকে, সে সকল জ্ঞান বক্তার প্রত্যক্ষাদির অনতিরিক্ত। বক্তা যাহা দেখে, বা শুনে, তাহাই বুঝাইবার বা ব্যক্ত করিবার আশায় শব্দবিশেষ উচ্চারণ করে, শ্রোতা তাহা কর্ণগোচর করিয়া অনুমানে বুঝিয়া লয়। সুতরাং বাক্য বক্তার প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের অনুবাদ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন,—তাহা নহে, শব্দও প্রমাণ, প্রত্যক্ষাদির ন্যায় স্বতঃপ্রমাণ। মানুষ বাক্য বলে, এ কথার অর্থ কি? তাৎপর্য্য এই—যথাবস্থিত শব্দ কণ্ঠধ্বনিতে সাজায় বা আরোহণ করায়, উৎপাদন করে না। বর্ণ অনাদিনিধন, পদ অনাদিনিধন, পদার্থ অনাদিনিধন, বোধ্যবোধক সম্বন্ধও অনাদিনিধন। বেদ অপৌরুষেয়, অতএব অনাপ্ত বাক্য অর্থাৎ লোকবাক্য অপ্রমাণ হইলেও বেদবাক্যের প্রামাণ্য উপরোক্ত যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

কারণদোষ ও বাধকজ্ঞানবর্জ্জিত অগৃহীতগ্রাহী জ্ঞানই প্রমাণ, অথবা অজ্ঞাত জ্ঞাপক অবাধিত বা অবিসংবাদী বিজ্ঞানই প্রমাণ। এ লক্ষণ শাব্দ জ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছে।

"শাব্দং শব্দবিজ্ঞানাৎ অসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বিজ্ঞানং" জ্ঞাতার্থ শব্দ শ্রবণের পর পদার্থবোধ দ্বারা যে বাক্যার্থবিজ্ঞান জন্মে, সেই বাক্যার্থবিজ্ঞান অবিসম্বাদী বা অবাধিত, অসন্নিকৃষ্ট ও অজ্ঞাত বিষয়ে অব্যভিচারী; সুতরাং প্রমাণ। এই শব্দবিজ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণ প্রমাণ নামে প্রসিদ্ধ।

এই প্রমাণ দুই ভাগে বিভক্ত—পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয়। আপ্তবাক্য পৌরুষেয় এবং বেদবাক্য অপৌরুষেয়। যাহা শব্দ, তাহা দোষগ্রস্ত নহে—দোষ বক্তার। বক্তার দোষেই শব্দে দোষসংঘটন বা আরোপ হয়। সেই জন্য আপ্ত-প্রণীত বাক্য বিসংবাদিনী বুদ্ধি উৎপাদন করে, কিন্তু আপ্ত-প্রণীত বাক্য অথবা অনাদি অপৌরুষেয় বাক্য সংবাদিনী হয়, কোন সময়েও তাহা অবিসংবাদিনী বুদ্ধি বা মিথ্যা জ্ঞান জন্মায় না। না জন্মাইবার কারণ, তাহা হয় আপ্তপ্রণীত—না হয় অপৌরুষেয়।

অপৌরুষেয় আবার দুই প্রকার,—এক সিদ্ধার্থ, অপর বিধায়ক। যাহা সিদ্ধবস্তুবিষয়ক বিজ্ঞান জন্মায়, তাহা সিদ্ধার্থ, যেমন—এ তোমার পুত্র, ইত্যাদি বাক্য। যে বাক্য কিছু করিতে বলে, তাহা বিধায়ক, যেমন, "স্বর্গকামো যজেত" স্বর্গ কামনা করিয়া যাগ করিবে ইত্যাদি বাক্য। বিধায়ক বাক্য আবার প্রকারান্তরে দ্বিবিধ—উপদেশ ও অতিদেশ। 'ইহা অমুক প্রকারে করিবে' এইরূপ বাক্য উপদেশ

এবং অমুক কার্য্যের মত অমুক কার্য্য করিতে হয়, এইরূপ বাক্য অতিদেশ।

শব্দপ্রমাণবাদী মীমাংসকের অপর এক গূঢ় অভিসন্ধি দৃষ্ট হয়। তাহারই প্রভাবে মীমাংসক শব্দকে স্বতঃপ্রমাণ বলিতে ভীত হন না। ইহাদিগের অভিসন্ধি এই যে, কাল, দিক্, আত্মা, পরমাণু প্রভৃতি যেমন অনাদিনিধন, নিরবয়ব দ্রব্য, সেইরূপ শব্দও অনাদিনিধন নিরবয়ব দ্রব্য। শব্দ অন্যান্য দর্শনে আকাশের গুণ ও উৎপন্ন প্রধ্বংসী, কিন্তু মীমাংসাদর্শন-মতে অনাদি ও অবিনাশী।

স্ফোটবাদ।

মানবগণ সঙ্কেতাত্মকবাক্য নামক ধ্বনি বিশেষ (মাত্র কণ্ঠধ্বনি) উদ্ভাবন দ্বারা সে সকলের আকার অন্যের জ্ঞানে আহিত করে, অন্য কিছু করে না। যাহা শুনা যায়, অর্থাৎ যাহা কর্ণগোচর হয়, তাহা শব্দ নহে। তাহা যথাবস্থিত সেই সেই শব্দের ব্যঞ্জক কণ্ঠধ্বনি। সঙ্কেতময় কণ্ঠধ্বনির দ্বারা নিত্য নিরাকার শব্দের ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন অক্ষররূপ সাঙ্কেতিক রেখা দ্বারা আকাররহিত ধ্বন্যাত্মক শব্দের জ্ঞান ও ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, তেমনি ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বারাও আকাররহিত, অদৃষ্টচর, নিত্যাবস্থিত শব্দের জ্ঞান ও ব্যবহার সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্রম, ছেদ, ভঙ্গ ও মৃদুমধুর বা কর্কশ সমস্তই ধ্বনিস্থিত বা ধ্বনির গুণ, শব্দস্থ গুণ বা শব্দের ধর্ম্ম নহে। ধ্বনির গুণ শব্দে আরোপিত হয়, তাই লোকে বলে,—এ শব্দটা কর্কশ ও মধুর। মীমাংসক-মতে ধ্বনিশব্দ নিত্য নহে, বর্ণশব্দ নিত্য। বর্ণ, পদ, বাক্য সমস্তই নিত্য ও নিরবয়ব। এই নিত্য নিরবয়ব বর্ণ, পদ ও বাক্য স্ফোট নামে অভিহিত হয়।

ধ্বন্যারূঢ় বর্ণ, পদ ও বাক্য শ্রবণের পর শ্রোতার অন্তরে যে অর্থপ্রত্যায়ক জ্ঞানময় বর্ণ পদ ও বাক্য উদিত হয়, সেই অমূর্ত্ত পদার্থই স্ফোট। তাহা নিরাকার বর্ণের, পদের ও বাক্যের প্রতিচ্ছায়া। অথবা সেই স্ফোটই অনাদিনিধন ও তাহাও বর্ণ, পদ ও বাক্যনামের নামী। এইরূপ শব্দরহস্য-সংসাধনের জন্য মীমাংসকগণ নানা প্রকার যুক্তি ও তর্ক প্রদর্শন করিয়াছেন।

মীমাংসকমতে শব্দ যে কেবল নিত্য, তাহা নহে। শব্দ শব্দার্থের ও বাক্য বাক্যার্থের বোধ্যবোধক সম্বন্ধও নিত্য, তাহা সাঙ্কেতিক নহে, কিন্তু স্বাভাবিক। পদপদার্থের বোধ্য-বোধক সম্বন্ধ যে স্বাভাবিক,—কৃত্রিম বা সঙ্কেতমূলক নহে, তাহা নিম্নোক্ত প্রকার যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শব্দ ও অর্থ পরস্পর নিঃসম্পর্ক নহে। সম্পর্ক বা সম্বন্ধ থাকিলেও তাহা প্রসিদ্ধ সংযোগ সমবায়াদি নহে এবং উহাদের মধ্যে কোনরূপ কার্য্য-কারণ-ভাবও দৃষ্ট হয় না। সেই কারণে ইহার সিদ্ধান্ত এইরূপ,—শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ—তাহা সংজ্ঞাসংজ্ঞী, নামনামী বা বোধকবোধ্য এই তিনের অন্যতম। শব্দ নাম—অর্থ তাহার নামী। শব্দ সংজ্ঞা—অর্থ তাহার সংজ্ঞী। শব্দ বোধক—অর্থ তাহার বোধ্য। অভিহিত সম্বন্ধ থাকায় প্রমাণ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শব্দ প্রচারের অব্যবহিত পরেই অর্থের প্রতীতি হওয়া সর্ব্বানুভবসিদ্ধ অথচ প্রোক্ত সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও অনাদি প্রবাহপরম্পরাগত। উহা কেহ প্রস্তুত করে নাই, অথবা সঙ্কেতস্থাপনা দ্বারা প্রচারও করে নাই। যাঁহারা বলেন, শব্দ বক্তার হৃদ্গত অভিপ্রায়ের অনুমাপক হয়, তাহা হইলে রোগ বিশেষাবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায় উচ্চারিত অর্থাভিপ্রায়শূন্য শব্দের অর্থ প্রতীতি হয় কেন? অর্থানভিজ্ঞের বাক্যই বা বুঝা যায় কেন? প্রত্যুত্তরে অক্ষম হইলেও স্বীকার করা উচিত যে, শব্দ যথাবস্থিত অর্থেরই প্রত্যায়ক, অভিপ্রায়বিশেষের অনুমাপক নহে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, তবে প্রথম শ্রবণে বুঝা যায় না কেন? অর্থপ্রতীতি না হয় কেন? ইহার প্রকৃত প্রত্যুত্তর এই যে, সহকারী কারণের অভাব। সহকারী কারণ সংজ্ঞাজ্ঞান, তাহার অভাব অর্থাৎ তাহা না থাকা। চক্ষুঃ যেরূপ আলোকের সাহায্য ব্যতীত অর্থ দর্শন করে না এবং করায় না, তেমনি শব্দও সংজ্ঞা সংবিজ্ঞান না থাকিলে শ্রোতার চিত্তে স্বার্থ-প্রত্যয় জন্মায় না। যে অন্যের নিকট হইতে অর্থের সংজ্ঞা বা নাম জ্ঞাত হইয়াছে, শব্দ সেই ব্যক্তির অন্তরেই স্বার্থপ্রমিতি উৎপাদন করিবে।

বাদী এই স্থলে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন,—শব্দার্থের সম্বন্ধ পৌরুষেয়, অর্থাৎ পুরুষকৃত সঙ্কেতমূলক, ইহা প্রকারান্তরে ব্যবস্থাপিত ও স্বীকৃত হইল। কেননা প্রথমে তাহা অভিজ্ঞের নিকট জানিয়া লইতে হয়। যাহা অন্যে বলিয়া দেয় ও অন্যে শিক্ষা করে, কি প্রকারে তাহা পৌরুষেয় ভিন্ন অপৌরুষেয় হইতে পারে? এই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিপক্ষে এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইতে পারে যে, সে সম্বন্ধ প্রস্তুত করিয়া দেয় না, যথাবস্থিত সম্বন্ধ বলিয়া দেয়। প্রস্তুত করিয়া দিলে অথবা গোশব্দ উচ্চারণান্তর অশ্ব দেখাইয়া দিলে অভিজ্ঞ লোক তাহা গ্রহণ করে না—করিতেও দেয় না, বরং তাহা নিষেধ করে। যাহাকে অভিজ্ঞ বলা হইল, তিনিও শৈশবে অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং তিনিও অন্য অভিজ্ঞের নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন। এইরূপে পরম্পরা ক্রমে অনুসন্ধান করিলে স্থিররূপে জানিতে পারা যায় যে, শব্দের অর্থের

ও তদুত্তরের অনাদিত্ব সম্বন্ধ আপনা হইতেই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

যদি এমন হয় যে, আদি সৃষ্টিকালে ভগবান্ স্বয়ম্ভু অগ্রে স্থাবর জঙ্গম, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও শব্দকাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সেই সকলের ব্যবহারার্থ শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছিলেন, পরে সে সকল বুঝাইবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কেত শব্দ সম্বর্জিত করিয়া অর্থাৎ বেদ প্রস্তুত করিয়া মরীচ্যাদি পুত্রগণকে প্রদান করিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা তদধস্তনদিগকে, তাঁহারা আবার তদধস্তনদিগকে, তাঁহারা আবার তদধস্তনদিগকে, এইরূপে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এইরূপে কতক সঙ্গতি হইতে পারে বটে; কিন্তু এই সিদ্ধান্তে প্রমাণাভাব। এমন কোনও প্রমাণ নাই, যাহা দ্বারা ঐরূপ জ্ঞান সংবাদী হইতে পারে। ইহাতে আর একটু দোষ হয় যে, সাঙ্কেতিক শব্দার্থঘটিত শাস্ত্রের প্রামাণ্য রক্ষা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। পরবর্ত্তী সাঙ্কেতিক শব্দার্থ-ঘটিত শাস্ত্র কি প্রকারে পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে পারিবে; সুতরাং কিছুই ছিল না, অথচ হইল, এ বিষয়ে প্রমাণাভাব।

আদি সৃষ্টিতে ও মহাপ্রলয়ে প্রমাণ না থাকায় প্রজাপতি কর্ত্তৃক পদপদার্থের সম্বন্ধ-করণ অপ্রমাণ। শব্দও অসংখ্য, অর্থও অসংখ্য, এক এক করিয়া সে সকলের সম্বন্ধকরণ এক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। যদি কোনও শব্দ অর্থের সহিত নৈসর্গিকরূপে সম্বদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহা অশক্য-করণ কি না, ভাবিয়া দেখা উচিত। সম্বন্ধকরণ করিতে গেলেই সে সময়ে কোন না কোন বাক্যের আবশ্যক হয়, যদি সে বাক্যের অর্থ বুঝাইবার সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কে তাহা নির্ব্বাহ করিতে পারে? বালুকার তৈলজনন সামর্থ্য থাকে না বলিয়াই শিল্পী বালুকা হইতে তৈল নিষ্কাশন করিতে পারে না। গোশব্দের গলকম্বলাদিমান্ জীব বুঝাইবার সামর্থ্য না থাকিলে কোনও ব্যক্তি গোশব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহা বুঝাইতে পারিত না। উক্ত নিদর্শন দৃষ্টে স্থির করা উচিত যে, বক্তা পদপদার্থের যথাবস্থিত শব্দ সম্বন্ধ ব্যক্ত করে মাত্র,—উৎপাদন করে না। কহিবার উপায়ও নাই, বরং বলিবার উপায় আছে। বালকেরা যে সকল বৃদ্ধের নিকট হইতে অবস্থিত পদপদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান অর্জ্জন করে, সে সকল বৃদ্ধেরাও শৈশবে বৃদ্ধান্তরের নিকট ক্রমে ক্রমে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। পর্য্যালোচনায় এই প্রকার শব্দরহস্ত প্রতিভাত হওয়ায় স্থির হয় যে, শব্দার্থের সম্বন্ধও অপৌরুষেয়, অর্থাৎ তাহা অনাদি ও স্বাভাবিক।

প্রদর্শিত বিচার দ্বারা স্থির করা যায় যে, লৌকিক বাক্য-সকল তাহাদের বুদ্ধির দোষে বাধিতার্থে প্রকাশ করিলেও অপৌরুষেয় বলিয়া বেদ শব্দে পূর্ব্বোক্ত দোষের কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। বেদসন্দর্ভ নির্দ্দোষ ও স্বতঃপ্রমাণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞাতজ্ঞাপক অবিসংবাদী বিজ্ঞানই প্রমাণ। যে লক্ষণ বিধি অংশে বিদ্যমান আছে, অন্যান্য অংশে নাই, তাহা না থাকায় কেবল বিধি ভাগকেই অর্থাৎ বৈদিক চোদনাকেই ধর্ম্মপ্রমিতির কারণ বলা হইয়াছে।

বেদের বিভাগ।

এরূপও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে বেদের মধ্যে এমন কতকগুলি বাক্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ সকল বাক্য দ্বারা আমরা কোন প্রকার উপদেশ পাই না। যেমন "সোঽরোদীৎ যদরোদীৎ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্" অর্থাৎ 'তিনি রোদন করিয়া-ছিলেন, যে কারণ তিনি রোদন করিয়াছিলেন, সেই কারণই তাঁহার রুদ্র এই নাম হইল'। এই প্রকার বাক্য আমরা বেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাই। এরূপ বাক্য দ্বারা কোনরূপ কর্ত্তব্যকর্ম্মের স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে না, সুতরাং বলিতে হয় যে ঐ সকল বাক্য বেদের অন্তর্ভুক্ত নহে, অথচ চিরকাল পণ্ডিতগণ ঐ সকল বাক্যও বেদের মধ্যে ধরিয়া লইতেছেন। এই প্রকার আশঙ্কা নিরসন করিতে যাইয়া জৈমিনি বলিয়াছেন যে, সত্য বটে বেদ বলিলেই ধর্ম্ম বুঝায়। কিন্তু সকল বেদবাক্যেই যে সাক্ষাৎ ভাবে কর্ত্তব্যকর্ম্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করে, তাহা নহে, কতকগুলি সাক্ষাৎ যাগ, দান বা হোমরূপ কর্ম্মের স্বরূপ-প্রকাশক, আর কতকগুলি যাগ, দান বা হোমরূপ কর্ম্মের অপেক্ষিত পদার্থগুলিকে সাক্ষাৎ বুঝাইয়া পরোক্ষভাবে সেই পদার্থনিচয়ের সহিত সংসৃষ্ট যাগ, দান বা হোমরূপ কর্ম্মের প্রকাশক। যাগ করিতে হইলে ঘৃত চাই, হোমকুণ্ড চাই, দেবতা চাই, অধিকারী চাই, সময় চাই, এতগুলি পদার্থ না বুঝিলে যাগ, হোম বা দান প্রভৃতি বৈদিক কার্য্য বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই। যাগ ক্রিয়া হইলেও ঘৃত, অগ্নি, হোমকুণ্ড, দেবতা বা অধিকারী প্রভৃতিত আর কার্য্য বা ক্রিয়া নহে, ঐ সকলই দ্রব্য। এ সকল দ্রব্য না বুঝিলে কোন যাগেরই স্বরূপনির্ণয় হইতে পারে না। তাই বেদের কতকগুলি বাক্য সাক্ষাৎভাবে কোন ক্রিয়ার স্বরূপ বোধ না করাইয়া বাক্যান্তর দ্বারা বোধিত ক্রিয়ার সহিত নিয়ত-সম্বদ্ধ দ্রব্য বা দেবতা অথবা সেই ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পক্ষে উপযোগী কোন বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে বোধ করাইয়া দেয়। ফলতঃ পরোক্ষভাবে কোন না কোন ক্রিয়ার স্বরূপ প্রতি-পাদন করিয়া তাহার অনুষ্ঠানের পক্ষে সুবিধা করিয়া দেয়। এই প্রকার ভাবে বাক্যগুলি বাছিয়া লইতে গেলে বেদ-বাক্যের বিভিন্নার্থই প্রতিপাদিত হইয়া উঠে।

তাই ঋষি জৈমিনি স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যকে আবার চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয়। পূর্ব্বে যাহাকে বৈদিক চোদনা বলা হইয়াছে, তাহারই অপর নাম বিধি।

বিধি।

জৈমিনি সূত্রের ব্যাখ্যাতৃগণ বিধির অর্থ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥"

বেদের যে অংশ দ্বারা কোন প্রয়োজনসিদ্ধির অনুকূল উপায় কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, ঐ উপায় তাদৃশ প্রয়োজনের সাধন, অথচ তাহা আমরা অন্য কোন লৌকিক প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারি না, জৈমিনির মতে সেই অংশই বিধি। যেমন "স্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ স্বর্গলাভের ইচ্ছা থাকিলে যাগ করিবে। এখানে "স্বর্গকামো যজেত" এই বাক্যের মধ্যে 'যজেত' এই অংশকে বিধি বলা যায়। কারণ 'যাগ করিবে' এই প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্দেশ কেবল 'যজেত' এই অংশ দ্বারাই হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ অংশই বিধি। বিধি ৩ প্রকার—উৎপত্তিবিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি।

১। উৎপত্তি বিধি।—যে কর্ত্তব্যকর্ম্মের স্বরূপ পূর্ব্বে অন্য কোনরূপ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত হয় নাই, সেই প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া প্রথমে আমরা যে বাক্যের দ্বারা অবগত হইয়া থাকি, সেই বিধি বাক্যকেই উৎপত্তি বিধি বলা যায়। যেমন,—"অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ," অর্থাৎ "অগ্নিহোত্র নামক হোম করিবে।"

এই অগ্নিহোত্র নামক হোম এক প্রকার ক্রিয়া। এই ক্রিয়াকে কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে হইলে আমরা "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" এই বাক্য ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রমাণ পাই না, সুতরাং এই বিধিবাক্যটীকে উৎপত্তি বিধি বলা যাইতে পারে।

২। নিয়মবিধি।—লৌকিক প্রমাণের সাহায্যে আমরা যাহা বুঝি, তাহাই বুঝাইবার জন্য বেদে যে সকল বিধিবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই নিয়মবিধি বলা যায়। যেমন "ব্রীহিন্ অবহন্তি" অর্থাৎ ব্রীহি (অর্থাৎ ধান্য) গুলিকে অবঘাত করিবে।

চাল, ঘী ও দুধ মিশাইয়া পাক করিলে চরু প্রস্তুত হয়; দর্শপূর্ণমাসনামক যাগে দেবতার জন্য এই প্রকার চরু করিতে হয়, সেই চরুর জন্য চাউল চাই। সেই চাউল কেমন এই প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে "ব্রীহীন্ অবহন্তি" এই বিধি বাক্যটী হইয়াছে। এই ব্রীহির অবঘাত করিলে কি ফললাভ হইবে? তণ্ডুল-নিষ্পত্তিই (অর্থাৎ চাউল নির্ম্মাণ করা) ইহার ফল। অবঘাত দ্বারা বা কাড়াইয়া ধান্যের তুষগুলি ছাঁটিয়া চাল বাহির করিতে হয়, ইহা আমরা বেদের উপদেশ না পাইলেও বুঝিয়া থাকি। তবে বেদে এই প্রকার উপদেশ করা হইল কেন, যে ব্রীহিগুলির অবঘাত করিবে? ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলিয়া থাকেন যে, যদি অবঘাত না করিয়া অর্থাৎ না কাড়াইয়া নখের দ্বারা ছাঁটা প্রভৃতি অন্য কোন উপায় দ্বারা আমরা যজ্ঞকালে ধান্যের তুষগুলি ছাড়াইয়া চাউল বাহির করিয়া চরু প্রস্তুত করি, তাহা হইলে এই প্রকার চরু দ্বারা, যাগের ফল যে শুভাদৃষ্ট তাহা সিদ্ধ হইবে না, এই কারণে বেদের উপদেশ হইতেছে যে, ব্রীহিগুলির অবঘাত করিয়াই তণ্ডুল বাহির করিয়া লইবে।

যদি কোন একটী কার্য্যের দুইটী বা তিনটী উপায় বিদ্যমান থাকে, অথচ এমন হয় যে, ঐ দুইটী বা তিনটীর মধ্যে যে কোন একটী উপায় দ্বারাই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, অন্য উপায়ের আর অপেক্ষা করিতে হয় না, এরূপস্থলে কোন একটী উপায় দ্বারা ঐ কার্য্যটী সাধিত হইয়া গেলে অপর একটী বা দুইটী উপায়ের অপ্রাপ্তি সম্ভাবনা হইয়া থাকে, অর্থাৎ কার্য্য করিবার জন্য অন্যটীর গ্রহণ না করাও যাইতে পারে, এই প্রকারে অপ্রাপ্তি-সম্ভাবনাকে মীমাংসকগণ পাক্ষিক-অপ্রাপ্তি বলিয়া থাকেন। এই পাক্ষিক অপ্রাপ্তিকে নিরাকরণ করিবার জন্য শাস্ত্রে যে বিধি দৃষ্ট হয়, তাহাকে নিয়মবিধি বলা যায়। এই নিয়ম অনুসারে "ব্রীহীন্ অবহন্তি" এইটী নিয়মবিধি হইল। কারণ, ধান্যের ভিতরে যে তণ্ডুল আছে, তাহা বাহির করিবার জন্য তুষ গুলিকে ছাড়ান চাই। সেই তুষ ছাড়ানরূপ কার্য্যটী যেমন কাঁড়াইলে হয়, সেই প্রকার নখের দ্বারা খুঁটিলেও হয়। যদি কেহ নখের দ্বারা খুঁটিয়া তুষ ছাড়াইয়া ফেলে, তাহা হইলে অবঘাতের আর আবশ্যকতা কি? সুতরাং তাহার অপ্রাপ্তি সম্ভাবনা আছে। এই অপ্রাপ্তি সম্ভাবনাকে পরিহার করিবার জন্যই শাস্ত্র বলিতেছে যে, ব্রীহির অবঘাত করিবে, সুতরাং এই বিধিটী নিয়মবিধি হইল।

তবে বলিতে পার যে, তণ্ডুল-নিষ্পত্তি কার্য্য নখের দ্বারা তুষ ছাঁটিয়া ফেলিলেও হয়, তবে বিশেষ করিয়া অবঘাতের নিয়ম করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন যে, এই নিয়মবিধির একটী অদৃষ্ট ফলও আছে। অবঘাতের দ্বারা তণ্ডুলনিষ্পত্তিরূপ দৃষ্ট ফলও যেমন সিদ্ধ হয়, সেইরূপ অবঘাতের দ্বারা তণ্ডুল নিষ্পন্ন হইলেও ঐ তণ্ডুলের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হইলে যজ্ঞের সম্পূর্ণতা হয় অর্থাৎ তাহার অনুষ্ঠানের দ্বারা যে অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহা অবিকলই হয়।

৩। পরিসংখ্যা বিধি।—যদি কোন কার্য্যের সাধক অনেকগুলি উপায় বিদ্যমান থাকে অথচ ঐ সকল উপায়ের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ না করিয়া যদি সকল গুলিরই গ্রহণ সম্ভাবনা থাকে, সেই স্থলে ইতর উপায়ের গ্রহণকে নিরাকরণ করিবার জন্ত যদি কোন একটী উপায়ের গ্রহণ করিবার বিধি পরিলক্ষিত হয়, তবে সেই বিধিটীকে পরিসংখ্যা-বিধি বলা যায়। যেমন, "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ।" অর্থাৎ "যাহাদের পায়ে পাঁচটী করিয়া নখ আছে, সেই পশুগণকে পঞ্চনখ কহে। সেই সেই পঞ্চনখ পশুগণের মধ্যে খরগোশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পশুকে ভক্ষণ করিবে।" এই যে পাঁচ প্রকার পঞ্চনখ ভক্ষণের বিধি, ইহাকেই পরিসংখ্যা বিধি বলে, কেন বলে ?

মীমাংসকগণ বলেন যে, আমরা যে বস্ত অন্ত কোন প্রমাণ দ্বারা বুঝি না, বা বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই, সেই বস্তকেই যদি বেদ বুঝাইতে পারে, তাহা হইলেই ত বেদকে সার্থক বলা যায়। বেদ বিধি দ্বারা যদি এমন কোন পদার্থ প্রতিপাদিত হয়, যাহা আমরা বেদবিধি ছাড়া অন্ত কোন প্রমাণ দ্বারাও বুঝিতে পারি, তাহা হইলে সে পদার্থ কখনই বেদের প্রতিপাদ্য অর্থ হইতে পারে না। যে স্থলে বেদের এই প্রকার অনর্থকতার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে, সেই স্থলেই বাধ্য হইয়া মীমাংসকগণ বেদের অর্থ ঘুরাইয়া করেন। এখানেও সেই নিয়মানুসারে আমাদিগকে বেদ বা বেদমূলক স্মৃতির অর্থ ঘুরাইয়া না করিলে চলিতেছে না ; কারণ, যে মাংস খায়, সে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্ত ইচ্ছা হইলে সকল প্রকার পঞ্চনখ পশুই ভক্ষণ করিতে পারে অথবা করিয়াও থাকে, ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মাংসাশী মনুষ্যের পক্ষে "শশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পঞ্চনখ পশু ভক্ষণ করিতে হইবে" এই প্রকার শাস্ত্রীয় বিধান না থাকিলেও সে ব্যক্তি অন্ত প্রমাণের সাহায্যে পঞ্চনখ পশুর ভক্ষণকে নিজের বুভুক্ষা-নিবৃত্তির উপায় স্থির করিয়া লইতে পারে এবং স্থির করিয়া বিনা বাধায় ভক্ষণও করিতে পারে। এরূপ স্থলে শাস্ত্র কেন বলিতেছে যে "তুমি পঞ্চনখ পশুগণের মধ্যে ঐ শশ প্রভৃতি পাঁচটী পঞ্চনখ ভক্ষণ করিও।" শাস্ত্র না থাকিলে কি মাংসাশী জীব ঐ শশ প্রভৃতি পঞ্চনখ খাইত না ?" ইহাত সম্ভবপর নহে, তবে কেন শাস্ত্র এই প্রকার বিধান দিতেছেন ? এই প্রকার শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য সম্ভাবনা দূর করিবার জন্ত মীমাংসকগণ কল্পনা করিয়া থাকেন যে, এইরূপ স্থলে শাস্ত্রের অর্থ এরূপ নহে অর্থাৎ শাস্ত্র আমাদিগকে পাঁচ প্রকার পঞ্চনখ ভক্ষণের বিধান দিতেছেন, ইহা ঠিক্ নহে। এই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, শশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার পঞ্চনখ ব্যতিরেকে অন্ত বিড়াল বানর প্রভৃতি পঞ্চনখ ভক্ষণ করিবে না অর্থাৎ অন্ত পঞ্চনখ ভক্ষণ করিলে পরকালে বিশেষ অনিষ্ট হইবে, এইরূপ যদি শাস্ত্রের অর্থ করা যায়, তাহা হইলে আর পূর্ব্বোক্তরূপে শাস্ত্রের অপ্রামাণ্যের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা" এই শাস্ত্রের প্রামাণ্যও অবাধিত রহিল। এই কারণে মীমাংসকগণ এই প্রকার বিধিবাক্য গুলিকে পরিসংখ্যাবিধি বলিয়া থাকেন।

ভট্ট বলেন,—বিধিলিঙ্, লোট্ ও তব্যাদি-প্রত্যয়ের অর্থ বিধি এবং তাহার অন্ত নাম ভাবনা। সুতরাং শাব্দী ভাবনা ও বিধি সমান কথা। প্রভাকরের মতে—বিধিপ্রত্যয় মাত্রই নিয়োগবাচী। সুতরাং নিয়োগেরই অন্য নাম বিধি। যিনি যে প্রকার কথায় বিধিলক্ষণ বর্ণন করুন না কেন, সর্ব্বত্রই অপ্রাপ্তার্থ-বিষয়ক প্রবর্ত্তনের ভাব পরিদৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্রই বিধির আকার 'কুর্য্যাৎ' 'ক্রিয়েত' 'কর্ত্তব্য' যজেত' ইত্যাদি।

'স্বর্গকামো যজেত' এই একটী বিধি। এই বিধি অর্থী, বিদ্বান্ ও সমর্থ-শ্রোতৃপুরুষকে যাগকরণক ও স্বর্গফলক ভাবনায় প্রবৃত্তি জন্মায়, অথবা স্বর্গজনক যাগ-অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করে। যিনি স্বর্গার্থী অথচ অধিকারী, তিনি যাগ করিবেন এবং আপনাতে স্বর্গজনক অপূর্ব্ব অর্থাৎ পুণ্যবিশেষ জন্মাইবেন। লক্ষণের নিষ্কর্ষ এই যে, যে বাক্য-কামনাযুক্ত পুরুষকে কাম্যফললাভের উপায় বলিয়া দিয়া, তাহাতে তাহার আনুষ্ঠানিক প্রবৃত্তি জন্মায়, সেই বাক্যই বিধি।

বাক্য বা পদ ধাতু ও প্রত্যয় উভয় যোগে নিষ্পন্ন। বাক্যের বা পদের একদেশে যে 'লিঙাদি' প্রত্যয় যোজিত থাকে, সেই 'লিঙাদি' প্রত্যয়ের মুখ্য অর্থ ভাবনা অথবা নিয়োগ। ভাবনা শব্দের অর্থ উৎপাদনা অর্থাৎ কিছু উৎপাদন করিতে প্রবৃত্তি জন্মায়। এই ভাবনা শাব্দী ও আর্থী ভেদে দ্বিবিধ। 'যজেত' এই বাক্যের একদেশে যে লিঙ্ প্রত্যয় আছে, তাহার অর্থ ভাবনা, তাৎপর্য্য এই—'ভাবয়েৎ' অর্থাৎ জন্মাইবেক। এই ভাবনা আর্থী অর্থাৎ প্রত্যয়ার্থলভ্য। কি, কি দিয়া, কি প্রকারে ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষা বা প্রশ্ন উত্থিত হইলে, তৎপূরণার্থ 'স্বর্গং, যাগেন, অগ্ন্যাধানাদিভিঃ' এই সকলের যোগে একটি সমন্বিত বিধিই সম্পন্ন হয় ?

মীমাংসকদিগের মতে—আর্থী ভাবনা 'কিং, কেন, কথং' এই তিন অংশে পূর্ণ হয়। যাহা আকাঙ্ক্ষার পূরণ করে, তাহা আকাঙ্ক্ষোত্থাপ্য। আকাঙ্ক্ষোত্থাপ্যবিধি মুখ্যবিধি নহে। উক্তবিধ আর্থী ভাবনায় ভাব্য স্বর্গ, করণযাগ এবং প্রকরণ-পঠিত সমুদয় বাক্য-সমর্থ যাগের ইতি-কর্ত্তব্যতা-

বোধক। 'কিং, কেন, কথং' এই ত্রিবিধ আকাঙ্ক্ষার সামর্থ্যে বাক্যান্তর আক্ষেপিত হইলে যে একটী সমন্বিত বিধিবাক্য বা মহাবিধি সংগঠিত হয়, তাহার আকার এইরূপ হইয়া থাকে,

"ভাবয়েৎ, কিং ? স্বর্গং। কেন ? যাগেন। কথং ? অগ্ন্যাধানাদিভিরুপকারং কৃত্বা যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ।"

অগ্ন্যাধানাদি ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যাগ ও যাগের দ্বারা স্বর্গ (স্বর্গসাধক পুণ্য) উৎপাদন করিবেক।

লিঙ্‌যুক্ত লৌকিক বাক্য শ্রবণ করিলেও প্রতীতি হয় যে, এই ব্যক্তি আমাকে এতদ্বাক্যে অমুক বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছে এবং আমি অমুক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, ইহাই ইহার অভিপ্রেত। বক্তার অভিপ্রায় তদুক্ত বিধিবাক্যস্থ লিঙাদি-প্রত্যয়ের বোধ্য। সুতরাং তাহা বক্তৃগামী। অপৌরুষেয় বেদবাক্যে তাহা শব্দগামী। অর্থাৎ লিঙাদি শব্দই তাহা শ্রোতাকে বুঝাইয়া দেয়। যেহেতু শব্দগামী, সেই জন্যই তাহা শাব্দী ভাবনা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 'স্বাস্থ্যকামী প্রাতর্ভ্রমণ করিবেক' এই একটি লৌকিক বিধিবাক্য। এই বাক্য শুনিলে দুই প্রকার বোধ জন্মে। এক প্রাতর্ভ্রমণ স্বাস্থ্য লাভের উপায়, তাহা আমার কর্ত্তব্য এবং অপর যিনি বলিতেছেন, তাঁহার অভিপ্রায় আমি প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া সুস্থ হই। বাক্যটী বৈদিক হইলে বলিতে পারা যাইত যে, প্রথমবোধ আর্থী ও দ্বিতীয় বোধ শাব্দী।

কথিত প্রকার লক্ষণাক্রান্ত বিধির অন্য প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিভাগ চারি প্রকার—উৎপত্তি, বিনিয়োগ, অধিকার ও প্রয়োগ। যাহা কেবলমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্মের বোধক, তাহা উৎপত্তিবিধি। যেমন 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি।' অগ্নিহোত্র-বাক্য কেবল অগ্নিহোত্র নামক কর্ম্মের বিধান করিতেছে, অন্য কোন ফলাদির বিষয় কিছুই বলিতেছে না। যাহা অঙ্গ-কর্ম্মের বিধায়ক, তাহা বিনিয়োগ বিধি। যেমন 'ব্রীহিভির্যজেত' 'দধ্না জুহোতি'। ব্রীহিহোম ও দধিহোম অগ্নিহোত্র-যাগের অঙ্গ। যাহা ফলস্বাম্যবোধক তাহা অধিকার-বিধি। যেমন "স্বর্গকামো যজেত" এই বিধি দ্বারা জানা যায় যে, যাগকারী স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। যাহা এই তিন বিধির সম্মিলন, তাহা প্রয়োগবিধি। ইহাতে কোন মীমাংসক বলেন,—প্রয়োগ বিধি কল্প এবং কাহারও মতে শ্রৌত। যে ক্রমে বা যে পদ্ধতিতে সাঙ্গপ্রধান যাগাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে, সে ক্রম বা সে পদ্ধতি প্রয়োগবিধি দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়।

অঙ্গ ও প্রধান।

যাহা পরার্থ তাহা অঙ্গ, যাহা পরার্থ নহে, তাহা প্রধান। অঙ্গমাত্রেই প্রধান কর্ম্মের উপকারক, অর্থাৎ মূলকর্ম্মের সহায় বা স্বরূপসম্পাদক এবং প্রধান মাত্রই স্বয়ং ফল-জনক। যেরূপ কালীপূজা একটী প্রধান ক্রিয়া, কিন্তু স্নান, আচমন ও ন্যাসাদি তাহার অঙ্গক্রিয়া। এই অঙ্গও দ্বিবিধ, সিদ্ধ-রূপ ও ক্রিয়ারূপ। দ্রব্য ও সংখ্যা প্রভৃতি সিদ্ধরূপ,—অবশিষ্ট ক্রিয়ারূপ। ক্রিয়ারূপ অঙ্গ আবার দ্বিবিধ,—সন্নিপত্যোপকারক এবং আরাদুপকারক।

সিদ্ধরূপ অঙ্গের অর্থাৎ দ্রব্যাদির উদ্দেশে যে ক্রিয়ার বিধান, সে ক্রিয়া সন্নিপত্যোপকারক। 'ব্রীহীন্ অবহন্তি' 'সোমং অভিষুণোতি' ইত্যাদি বাক্যে ব্রীহি ও সোমদ্রব্যে অবঘাত ও অভিষব-ক্রিয়ার বিধান আছে। যে স্থলে দ্রব্যাদির উদ্দেশ দৃষ্ট হয় না, অথচ ক্রিয়ার বিধান আছে, সে স্থলে সে অঙ্গ আরাদুপকারক। পূর্ব্বোক্ত সন্নিপত্যোপকারক কর্ম্মগুলি প্রধান কর্ম্মের উপকারক এবং প্রধান কর্ম্ম তাহার উপকার্য্য। এই উপকার্য্য উপকারকতার সাক্ষাৎসম্বন্ধ,—প্রকারান্তরসম্বন্ধ নহে। শেষোক্ত আরাদুপকারক কর্ম্মের সহিত প্রধান কর্ম্মের উপকার্য্য ও উপকারক ভাব যাহা আছে, তাহা প্রকরণ অনুসারে উন্নেয়।

অর্থবাদ।

কোন বিহিত কর্ম্ম বা কোন নিষিদ্ধাচরণের যথাক্রমে প্রশংসা বা নিন্দা করিয়া বিধি বা নিষেধস্বরূপ বেদভাগের প্রামাণ্য ব্যবস্থাপন করাই বেদের যে অংশের উদ্দেশ্য, সেই অংশকেই মীমাংসকগণ (বৈদিক) অর্থবাদ বলিয়া থাকেন। এই অর্থবাদ বাক্য গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদভেদে ত্রিবিধ।

"বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ॥"

যাহা প্রমাণবিরুদ্ধ অর্থের অভিধায়ক, তাহা গুণবাদ। যেমন 'আদিত্যো যূপঃ' এই বাক্যের যূপই আদিত্য, এই প্রকার অর্থ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ঐ উক্তি কোন এক গুণসাদৃশ্য-অনুসারিণী। আদিত্য যেরূপ দিন উৎপাদন করিয়া যাগ নির্ব্বাহ করেন, সেইরূপ যূপও পশুবন্ধনাশ্রয় দ্বারা যাগনির্ব্বাহ করে।

যাহা প্রমাণসিদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে, তাহা অনুবাদ। যেমন 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা, বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবং ভূতিং গময়তি'। ইত্যাদি বাক্য। বায়ু ক্ষিপ্রগামী দেবতা, এই অর্থ প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ, অতএব বায়ুকে তদুচিত ভাগ দিয়া পরিতুষ্ট করিলে তিনি ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়া "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতি-কামঃ" এই বিধি বাক্যের পোষকতা করিতে হয়।

যাহা প্রত্যক্ষপ্রমাণবিরুদ্ধ নহে, অথচ অপ্রাপ্ত বা অজ্ঞাত অর্থের বোধ জন্মায়, তাহা ভূতার্থবাদ। যেমন "ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ" ইত্যাদি বাক্য। ইহা ভারত রামায়ণাদি-প্রসিদ্ধ বৃত্তান্তঘটিত। উহা প্রমাণবিরুদ্ধও নহে, প্রমাণান্তর-প্রাপ্তও নহে। সেই জন্য উহা ভূতার্থবাদ।

অর্থবাদমাত্রই বিধিশক্তির উত্তেজক ও বিধির সহিত এক হইয়া বিধির অনুকূল অর্থের প্রকাশক হয়। মীমাংসকগণ বলেন, অর্থবাদ বাক্যের যথাশ্রুত আক্ষরিক অর্থ অগ্রাহ্য। গুণবাদ ও অনুবাদ এই দুই অর্থবাদের যথাশ্রুত আক্ষরিক অর্থের প্রামাণ্য-স্বীকার আদৌ নাই। কেবল ভূতার্থবাদের প্রামাণ্য অঙ্গীকৃত হইতে দেখা যায়।

অর্থবাদবাক্যে যে ফলের উল্লেখ থাকে, সে সকল প্রলোভন মাত্র। আবার অনেক স্থলে নিন্দাশ্রুতিও দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল কেবল ভয়-প্রদর্শন মাত্র। অর্থবাদের ফলবিষয়ে মীমাংসকদিগের এইরূপ একটী উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—

"পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকম্।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু॥"

যেমন আরোগ্যকামী পিতা প্রলোভন দেখাইয়া শিশুপুত্রের তিক্তভোজনের প্রবৃত্তি উত্তেজিত করেন, তেমনি কুশলকামী শাস্ত্রও ফলের লোভ দেখাইয়া মনুষ্যদিগের সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষণ এবং অসৎ প্রবৃত্তির নিবারণ করিতে চেষ্টা পান। বালক মোদকের লোভে তিক্ত পান করে সত্য, কিন্তু পিতা তাহাকে মোদক দেন না, সেইরূপ শাস্ত্রও শাস্ত্রোপদিষ্ট অর্থের অনুষ্ঠাতাকে প্রোক্ত ফলপ্রদান করেন না। পিতার ইচ্ছা—পুত্র অরোগী হউক, শাস্ত্রের ইচ্ছা মানব সকল ঐহিক ও পারত্রিক কুশল লাভ করুক। পিতার প্ররোচনায় পুত্র তিক্তভোজন করিলে আরোগ্য ব্যতীত অন্য কিছু পায় না, অর্থাৎ মোদক পায় না। সেইরূপ শাস্ত্রের প্ররোচনায় শাস্ত্রোপদিষ্ট পথে অবস্থান করিলে জীব সকল ঐহিক ও পারত্রিক কুশল ব্যতীত অন্য ফল পায় না।

মন্ত্র।

"প্রয়োগসমবেতার্থস্মারকা মন্ত্রাঃ" অর্থাৎ অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় দ্রব্য দেবতাদির স্মারক এবং তদর্থের প্রকাশক গুলিই বেদের মন্ত্র। যজ্ঞ করিবার সময় হোতা যখন কোন দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিতে কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করে, সেই সময় ঐ দ্রব্য বা দেবতাকে স্মরণ করিয়া লইবার জন্য বেদের যে অংশ তৎকালে উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহার সেই সেই অংশকেই 'মন্ত্র' বলা যায়। যথা—"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমং" (ঋক ১।১।১) এই অংশ পাঠ করিলে অগ্নি দেবতার স্মরণ হয়, সুতরাং উহাকে অগ্নিদেবতার মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এইরূপ অপর মন্ত্রের লক্ষণ। এই মন্ত্র ঋক্, যজুঃ ও সামভেদে ত্রিবিধ। অনুষ্ঠানকালে মন্ত্রের আবৃত্তিতে দ্রব্য ও দেবতাদির আহ্বান ক্রম বিশেষের স্মরণ হয়, তদ্দ্বারা অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন হয়। মন্ত্রের প্রামাণ্য ও প্রয়োগ বিধির সহিত ঐক্য করিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে, স্বাতন্ত্র্যে হয় না।

নামধেয়।

"উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ" "বিশ্বজিতা যজেত স্বর্গকামঃ" "গোমেধেন যজেত" ইত্যাদি বাক্যে যে উদ্ভিদ, বিশ্বজিৎ, গোমেধ প্রভৃতি শব্দ আছে, সে সকল নামধেয়, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ যাগের নাম। ঐ সকল অংশে অর্থাৎ বাক্যে বিধি লক্ষণ না থাকায় বিধি নহে, স্তুতি ও নিন্দা না থাকায় অর্থবাদ নহে, মন্ত্রচিহ্ন না থাকায় মন্ত্রও নহে। সুতরাং কেবল মাত্র নাম। ঐ সকল নামভাগ বিধি-অংশে অবস্থিত যাগাদির সহিত অভেদে অন্বয় প্রাপ্ত হয়।

যাগের ন্যায় বৈদিক হোম ও দান এই ত্রিবিধ কর্ম্মই নামধেয়। এইরূপে মীমাংসা দর্শনে শব্দ, শব্দপ্রামাণ্য, বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধেয় প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

অন্যান্য দর্শনের ন্যায় এই দর্শনেও শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, জীব, ঈশ্বর, ব্রহ্ম, সৃষ্টির মূল পদার্থ, স্বর্গ, নরক, মোক্ষ, সুখ, দুঃখ, প্রমাণ ও প্রমেয় এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় প্রভৃতি বিচারিত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ও অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

শরীর, ইন্দ্রিয় ও মন।

মীমাংসক মতে, শরীর পাঞ্চভৌতিক। ইন্দ্রিয়গণও ভৌতিক, কিন্তু সে সকলের ভৌতিকত্ব প্রায় ন্যায়-দর্শনের তুল্য। ন্যায়দর্শনের ন্যায় এই দর্শনে ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষুঃ, ও ত্বক্ এই চারি ইন্দ্রিয় যথাক্রমে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুভূতের বিকৃতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। কেবল শ্রোত্র এই দর্শনে দিগাত্মক। দিক্‌ই কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন হইয়া শব্দ জ্ঞানের কারণ হইয়াছে। "দিশঃ শ্রোত্রং" এই বেদ বাক্য তাহার প্রমাণ। মীমাংসকেরা বলেন, মনও ভৌতিক; কিন্তু তাহা পৃথিব্যাদির অন্যতম, অর্থাৎ তাহা পৃথিবী-প্রকৃতিকই হউক বা বায়ুপ্রকৃতিকই হউক, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, ফল কথায় তাহা নশ্বর।

জীব।

এই দর্শনের মতে জীব নানা, মীমাংসকগণ বেদান্তের ন্যায় এক-জীব-বাদী নহেন। জীব আত্মারই অবস্থাবিশেষ।

বেদান্তপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মাদ্বৈত মীমাংসাদর্শনের অনভিমত। এই দর্শনের মতে অদ্বয় ব্রহ্মবোধক ও নিত্যেশ্বরবোধক শ্রুতিসকল কেবল অর্থবাদমাত্র। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে এই দর্শনের মত প্রায় সাংখ্যদর্শনের ন্যায়। মীমাংসকগণ দ্বৈতবাদী ও নিত্যজগদ্বাদী।

মীমাংসাদর্শনে বৈশেষিক দর্শনের ন্যায় সপ্ত পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সপ্ত পদার্থ। ইহার মধ্যে একটু বিশেষ এই যে, বৈশেষিক দর্শনে নববিধ দ্রব্য পদার্থ, যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, দেহ ও মনঃ এই নয়টী। কিন্তু মীমাংসকগণ প্রধানতঃ দশ দ্রব্যবাদী, আবার কোন কোন মীমাংসক একাদশ দ্রব্যবাদী। দশ দ্রব্যবাদীর মতে তম অর্থাৎ অন্ধকারও দ্রব্য পদার্থ। একাদশবাদীর মতে শব্দ এক অতিরিক্ত নিত্য দ্রব্য। যাহা ধ্বনি দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাই শব্দ। ধ্বনি তাহার ব্যঞ্জক। শব্দব্যঞ্জক ধ্বনি বুদ্ধি-গম্য, অর্থাৎ বুঝা যায়। ধ্বনি গুণ হইলেও তাহার ব্যঙ্গ্য শব্দপদার্থ গুণ নহে, তাহা দ্রব্য। এতন্মতে শব্দ নিত্য, বোধ্যবোধকসম্বন্ধও নিত্য। কেবল মাত্র রচনায় অর্থাৎ ব্যক্ত করণে পুরুষের কর্তৃত্ব। বৈদিক সন্দর্ভ অলৌকিক অর্থাৎ অপৌরুষেয়, সুতরাং তাহার অনুবাদ বা উচ্চারণ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে পুরুষের কর্তৃত্ব নাই।

শরীর ভৌতিক, আত্মা তদতিরিক্ত। এই দর্শনের মতে আত্মা নানা এবং প্রতি শরীরে ভিন্ন, অজর, অমর ও জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট। আত্মা সুখদুঃখভোক্তা এবং মানস অহং-প্রত্যয়ের অধিগম্য। আত্মা বিভু। আত্মার জ্ঞানশক্ত্যাদি শরীরেই স্ফূর্তি পায়, শরীরের বাহিরে স্ফূর্তি পায় না। জ্ঞান আত্মার অন্যতম শক্তি বা গুণ। মোক্ষকালে আত্মার ইন্দ্রিয়া-তীত আগমাপায়িনী বুদ্ধি ও সুখাদি নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং স্বরূপগত জ্ঞানশক্তি ও সুখ আবিষ্কৃত হয়।

এই মতে স্বর্গসুখবিশেষ। নরক দুঃখবিশেষ। তাহা শরীরস্থানভেদে ভোগ্য। স্বর্গ সুখের এবং নরকভোগের উপভোগ-ভোগ্যস্থানও আছে এবং শরীরও আছে।

যাহা অনতিশয় আনন্দস্বরূপ এবং দুঃখবিবর্জ্জিত তাহাই স্বর্গ। অথবা যাহা কখনও দুঃখসংযুক্ত হয় না এবং অভিলাষো-পনীত অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই উপস্থিত হয়, তাহাই স্বর্গ। এই স্বর্গই জীবের প্রার্থনীয়। যাগাদি কর্ম্মদ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

বৈশেষিক দর্শনের ন্যায় এই দর্শনের মতে, সুখদুঃখাদি সমস্ত বিশেষ গুণের উচ্ছেদে মোক্ষ। ভোগায়তন শরীর, ভোগসাধন ও ভোগ্যবিষয় এ সকলই প্রপঞ্চান্তর্গত; সুতরাং ত্রিধাবিভক্ত প্রপঞ্চ উক্ত তিন প্রকারে পুরুষকে বন্ধন করে, অর্থাৎ ভোগ করায়। ভোগশব্দের অর্থ—সুখদুঃখ-সাক্ষাৎকার। জীব আপনাকে ঐ তিনের সম্বন্ধ বর্জ্জিত করিতে পারিলেই মোক্ষ পায়। সংসারদশায় আত্মার নিজানন্দ অভিভূত বা আচ্ছন্ন থাকে, মোক্ষকালে তাহা স্ফূর্তি পায়। মোক্ষ হইলে শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না, কেবল মন থাকে। অন্যান্য দার্শনিকদিগের মতে মনও থাকে না। তাঁহাদের মতে মন ইন্দ্রিয়; সুতরাং উহা প্রাকৃতিক। প্রাকৃতিক কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিলে মুক্তি হইবে না। প্রকৃতি বা মায়ার বন্ধনে জীব বদ্ধ। যদি তাহার সহিত সম্বন্ধই রহিল, তাহা হইলে মুক্তি হইল কিরূপে? সুতরাং প্রাকৃতিক কোন বন্ধন থাকিতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। মীমাংসকদিগের মতে মন থাকাতেই মুক্ত-জীব অনন্তকালের জন্য অপরিচ্ছিন্ন সুখের স্বাদগ্রাহী হয়।

চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, আনন্দ অর্থাৎ সুখ, নিত্যত্ব ও বিভুত্ব অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিত্ব, এই সকল আত্মার নিজ ধর্ম্ম। যখন জীবের মোক্ষ হয়, তখন তাহার এই সকল বিদ্যমান থাকে, উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় না।

মোক্ষের প্রণালী—কাম্য ও নিষিদ্ধ শারীর ও মানস ক্রিয়া বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র নিষ্কাম নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে রত থাকিতে পারিলে অথবা আত্মতত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকিতে পারিলে পুনর্জ্জন্মের কারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি রহিত হইয়া থাকে। সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মও দগ্ধ বীজের ন্যায় নিঃশক্তি হইয়া যায়। যতকাল দেহ থাকে, ততকাল যে ভোগ হয়, সেই ভোগে প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সুখদুঃখের ও শরীরোৎপত্তির কারণীভূত প্রারব্ধ সঞ্চিত ও আগামী ধর্ম্মাধর্ম্মের অভাবে ভবিষ্যতে সুখ দুঃখ ও শরীর উৎপন্ন হয় না। তাহা না হইলেই মোক্ষ। মুক্ত তখন অশরীর হইয়া কেবলমাত্র সূক্ষ্ম মন লইয়া অন-বরত আত্ম সুখাস্বাদে পরিতৃপ্ত থাকে।

শাস্ত্রে যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যজ্ঞাঙ্গ ও মোক্ষাঙ্গ এই উভয় প্রকার। যজ্ঞাদি কালের আত্মজ্ঞান যজ্ঞফলের পোষণ করে—ফলের আধিক্য জন্মায় এবং সার্ব্বভৌমিক আত্মজ্ঞান মোক্ষফলের কারণভাবপ্রাপ্ত হয়।

কর্ম্মের ফল অদৃষ্ট। অদৃষ্ট শুভাশুভভেদে দ্বিবিধ। বিহিত কর্ম্মের ফল শুভাদৃষ্ট, নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল অশুভাদৃষ্ট। ইহাকে পুণ্য ও পাপ বলা যায়। শুভাদৃষ্ট আবার দুই প্রকার, এক অভ্যুদয়ের হেতু, অপর নিঃশ্রেয়সের উপায়। সকাম কর্ম্মে অভ্যুদয় লাভ হয় এবং নিষ্কাম কর্ম্মে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ

মোক্ষ লাভ হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম যে অদৃষ্ট উৎপাদন করে, কর্ম্মী তাহারই সামর্থ্যে নিঃশ্রেয়স লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। যাহা নিঃশ্রেয়সজনক নহে, তাহা অভ্যুদয়ের অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক উন্নতির জনক।

এই দর্শনের মতে সুখ ও দুঃখ অত্যন্ত পৃথক্। সুখের অভাব দুঃখ বা দুঃখের অভাব সুখ, তাহা নহে। সুখ ও দুঃখ সংসারাবস্থায় বৈষয়িক, আভ্যাসিক, মানোরথিক এবং আভিমানিক এই চারি প্রকার বিভাগে ভোগ হইতে দেখা যায়। আত্মসুখ ঐ সকল সুখের অতিরিক্ত। দুঃখগুণ আত্মার স্বাভাবিক নহে, তাহা আরোপিত বা কল্পিত। প্রকৃত পক্ষে উহা বুদ্ধির গুণ।

মীমাংসাদর্শনে ৬টী প্রমাণ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সুতরাং ইঁহারা ষট্‌প্রমাণবাদী। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং যোগ্যানুপলব্ধি এই ৬ প্রমাণ।

মীমাংসকগণ সর্ব্বধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় স্বীকার করেন না। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একেবারেই ছিল না, পরে হইল, এইরূপ অভিনব সৃষ্টি তাঁহারা কখনই অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, 'ন কদাচিদনীদৃশম্' অর্থাৎ এখন যে জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, ইহার আত্যন্তিক ও সর্ব্বথা অন্যথাভাব কোনও কালে ছিল না। সর্ব্বধ্বংসরূপ মহাপ্রলয় যুক্তিবিরুদ্ধ, সুতরাং মিথ্যা। শাস্ত্রে যে প্রলয় শব্দ অভিহিত হইয়াছে, তাহাতে খণ্ডপ্রলয়কেই বুঝিতে হইবে। মহাপ্রলয় বাক্য মীমাংসকের অর্থবাদ মাত্র।

মীমাংসকগণ বলেন, পুরাণাদি শাস্ত্রে যে শরীরধারী ইন্দ্রাদি দেবগণের বর্ণনা আছে, সে সকল অর্থবাদ। অর্থাৎ বর্ণিত প্রকার আকারধারী দেবতা প্রকৃত পক্ষে নাই। যে দেবতার যে মন্ত্র বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই দেবতা সেই মন্ত্র স্বরূপ, মন্ত্রাতিরিক্ত দেবতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।

বরং তদ্বিরোধী বহুতর প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফল মীমাংসাদর্শনে দেবতাবিষয়ে যে মত, তাহা অতিশয় দুরূহ ও জটিল,সুস্পষ্টরূপে ইহার বিষয় প্রতিপন্ন করা অতিশয় কঠিন। মীমাংসকেরা বলেন, যদি মন্ত্র ভিন্ন একজন শরীরী দেবতা থাকেন এবং সেই সেই দেবতারই পূজা করা যায়, এবং তিনিই যদি ঘট ও প্রতিমাদিতে অধিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে ঘট প্রতিমাদি তাঁহার ভারসহনে অশক্ত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইত। অতএব দেবতাকে মন্ত্রাত্মক বলিলে আর কোনরূপ দোষ ঘটে না। (সর্ব্বদর্শনসং মীমাংসাদ০)

শঙ্করাচার্য্য বেদান্তব্যাখ্যায় মীমাংসকের এই মত খণ্ডন করিয়া দেবতার শরীরত্বের সপ্রমাণ করিয়াছেন।[বেদান্ত দেখ।]

মীমাংসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কোন্ সময়ে মীমাংসাশাস্ত্রের সূত্রপাত হইল, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। প্রাচীন উপনিষৎসমূহে সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তের উল্লেখ থাকিলেও মীমাংসা, ন্যায় অথবা বৈশেষিকের উল্লেখ নাই। উপনিষদে বাদরায়ণ, জৈমিনি, পতঞ্জলি বা কণাদের নামও নাই। প্রাচীন উপনিষৎসমূহে যেখানে যেখানে "মীমাংসা" শব্দ পাওয়া যায়, সেখানেই তাহার তত্ত্বনির্ণয় অর্থ, তাহা কোন শাস্ত্রবিশেষের প্রতিপাদক নহে। এতদ্দ্বারা মনে হয় যে, উপনিষদের সময়ে জৈমিনির মীমাংসাদর্শন, বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র, ন্যায় বা বৈশেষিক দর্শন প্রচারিত হয় নাই। প্রথমে কর্ম্মকাণ্ডাত্মক মীমাংসা ছিল, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে তাহার উল্লেখ আছে। সে মীমাংসা সবিস্তার বা সুপ্রণালীবদ্ধ ছিল কি না, বলা যায় না।

* হিন্দুশাস্ত্রকার সকলেই স্বীকার করেন যে,জৈমিনি মীমাংসাসূত্রের কর্ত্তা। তিনিই প্রথম মীমাংসাশাস্ত্র প্রচার করেন, তজ্জন্য তাহা পূর্ব্বমীমাংসা এবং বাদরায়ণ তাঁহার পরে বেদান্ত সূত্রে যে জ্ঞানতত্ত্বের মীমাংসা করেন, তাহাই উত্তরমীমাংসা বা পরবর্ত্তী মীমাংসা নামে খ্যাত হইয়াছে। কিন্তু এখনকার প্রচলিত জৈমিনির মীমাংসাসূত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, মহর্ষি জৈমিনি আপন সূত্রে আত্রেয়, বাদরায়ণ, বাদরি, লাবুকায়ন, ঐতিশায়ন প্রভৃতির মীমাংসা-মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, অর্থাৎ জৈমিনির মীমাংসাগ্রন্থ সূত্রাকারে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেও মীমাংসাসম্বন্ধে আত্রেয় প্রভৃতির মত প্রচলিত ছিল। জৈমিনি যেমন বাদরায়ণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, বাদরায়ণও সেইরূপ উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তসূত্রে জৈমিনির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং প্রচলিত পূর্ব্বমীমাংসা বা জৈমিনিসূত্রকে আদিমীমাংসাগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এ ছাড়া পূর্ব্ব ও উত্তর উভয় মীমাংসাসূত্রেই জৈমিনি ও বাদরায়ণের নামোল্লেখ থাকায় কাহাকেও অগ্রপশ্চাৎ বলিতে পারা যায় না।

যৎকালে নানা সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডানুরাগী বিভিন্ন লোকের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান লইয়া মতভেদ চলিতেছিল, যখন কর্ম্মকাণ্ডের দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল, প্রত্যেক যজ্ঞের প্রত্যেক খুটিনাটীতে কি করিতে হইবে, সকলের জানা আবশ্যক হইল, মূলপ্রণালী বিস্মৃত হইয়া যখন একই যাগ ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে করিতেছিল, যখন প্রত্যেক অনুষ্ঠানে বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, সেই সময়েই মীমাংসাশাস্ত্রের আবশ্যকতা ঘটিয়াছিল। একটা মীমাংসা চাহি, কিন্তু কিরূপে মীমাংসা

হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্ত আত্রেয়, বাদরায়ণ, ঐতিশায়ন প্রভৃতি নানা মুনি স্ব স্ব মত প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মীমাংসা হইল না। অবশেষে মহর্ষি জৈমিনি সকলের মত সমালোচনা করিয়া বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বুঝাইয়া দিবার জন্ত "জৈমিনিসূত্র" প্রচার করিলেন। খ্রীষ্টান-ধর্ম্মযাজকগণ বাইবেলের তত্ত্বার্থ বুঝাইবার জন্ত যেরূপ Hermeneutic তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, জৈমিনি সে ভাবে মীমাংসাশাস্ত্র প্রচার করেন নাই। ধর্ম্মযাজকগণ বাইবেলের যত প্রকার পাঠ স্বীকার করিয়াছেন, তাহার সমন্বয়ের দিকে Hermeneuticগণের লক্ষ্য, তাঁহারা বাইবেলের শব্দকে প্রধান ধর্ম্মশক্তি বলিয়া ততটা নির্ভর করেন নাই, কিন্তু বেদের শব্দবাদই জৈমিনির প্রধান লক্ষ্য। তাহার মতে বেদের প্রত্যেক শব্দই অপৌরুষেয় আপ্ত বাক্য, এই শব্দবাদ বুঝিলেই বৈদিক ধর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়। তাই শব্দবাদ বা বেদের অপৌরুষেয়তা প্রতিপাদনপূর্ব্বক বেদের ব্রাহ্মণভাগে যে সকল যাগ-যজ্ঞাদি আছে, সেই সমস্ত কি উপায়ে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তদুপলক্ষে কোন্ কোন্ স্থলে কি ভাবে মন্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইবে, তাহারই সম্যক্ বিচার করিয়া জৈমিনি মীমাংসাশাস্ত্র স্থাপন করিয়াছেন।

হিন্দুশাস্ত্রমতে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইলে অগ্রে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড আবশ্যক, সেই জন্য জৈমিনির কর্ম্মকাণ্ডাত্মক দর্শন পূর্ব্বমীমাংসা বা কর্ম্মমীমাংসা নামে খ্যাত এবং জীবনের উত্তরাংশে বা শেষজীবনে আলোচ্য বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড বুঝাইবার জন্য যে দর্শন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র নামে পরিচিত।

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের অভ্যুদয়কালে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সেই সময়ে মীমাংসাশাস্ত্রের চর্চ্চাও এক প্রকার উঠিয়া যায়, সুতরাং মীমাংসার দার্শনিক তত্ত্ব বিরলপ্রচার হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হইলে বৈদিক কার্য্যানুষ্ঠানের সহিত মীমাংসাশাস্ত্রের প্রচার একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে।

মীমাংসাসূত্র বুঝাইবার জন্য যে সকল মহাত্মা লেখনী ধারণ করেন, তন্মধ্যে আমরা ভগবান্ উপবর্ষের নাম সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্ত হই। শবরস্বামী ও তৎপরবর্ত্তী বার্ত্তিক ও টীকাকারগণ ঐ উপবর্ষকে 'বৃত্তিকার' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, এক্ষণে আর উপবর্ষের বৃত্তি পাওয়া যায় না। এক্ষণে যে সকল ভাষ্য বা টীকা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে শবরস্বামীর ভাষ্যই সর্ব্বপ্রাচীন। তিনি বিশদভাবে মীমাংসা শাস্ত্র বুঝাইবার প্রথম চেষ্টা করেন। [শবরস্বামী শব্দ দ্রষ্টব্য।]

শবরস্বামী যে ভাষ্য প্রণয়ন করেন, তাহাই দার্শনিকভাবে বুঝাইবার জন্ত কুমারিল ভট্ট মীমাংসাবার্ত্তিক প্রচার করেন। কুমারিল শাবরভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের উপর যে বার্ত্তিক প্রচার করেন, তাহারই নাম শ্লোকবার্ত্তিক, ১ম অধ্যায়ের ২য় পাদ হইতে ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদ পর্য্যন্ত যে বার্ত্তিক করেন, তাহাই প্রসিদ্ধ তন্ত্রবার্ত্তিক। ৪র্থ অধ্যায়ের ১ম পাদ হইতে ১২শ অধ্যায় পর্য্যন্ত কুমারিল যে বার্ত্তিক করেন, তাহাই "টুপ্‌টীকা" নামে প্রসিদ্ধ। মীমাংসাশাস্ত্রকে অনেকেই দর্শন (Philoshophy) বলিতে কুণ্ঠিত, কিন্তু বলিতে কি, মহামতি কুমারিল ভট্টই শ্লোকবার্ত্তিকে মীমাংসার দার্শনিকতা স্থাপন করিয়াছেন। শ্লোকবার্ত্তিককে একখানি উৎকৃষ্ট দর্শনগ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও আপত্তি হইবে না। [কুমারিল ভট্ট শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

কুমারিলের শ্লোকবার্ত্তিক রচিত হইবার পূর্ব্বেও শ্লোকে রচিত 'সংগ্রহ' নামে এক মীমাংসা গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, মীমাংসাদর্শনের টীকাকারগণ এই সংগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে তাহা আর পাওয়া যায় না।

কুমারিলের পর প্রসিদ্ধ মীমাংসক প্রভাকরকে পাই। মাধবাচার্য্য নানা স্থানে তাঁহাকে 'গুরু' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি 'বৃহতী' নামক গ্রন্থে সবিস্তার মীমাংসাশাস্ত্র আলোচনা করেন। তিনি অনেক স্থানে কুমারিলের বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ও ভট্টকুমারিলের মতের বিশেষত্ব এই যে, কুমারিলের মতে বেদাধ্যয়ন বিধেয়, প্রভাকরের মতে অধ্যাপনা বিধেয়।

তৎপরে পার্থসারথিমিশ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কুমারিলের মত বুঝাইবার জন্ত শাস্ত্রদীপিকা ও ন্যায়রত্নমালা প্রচার করেন। তিনি অনেক স্থানে প্রভাকরের মতকে দূষিয়াছেন। পার্থসারথিমিশ্রের অনুবর্ত্তী বিখ্যাত কর্ণাটক ব্রাহ্মণ সোমনাথের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি 'ময়ূখমালা' নামে শাস্ত্রদীপিকার একখানি উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

প্রভাকরের পর যে সকল মীমাংসক আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে মাধবাচার্য্যের নাম প্রথম করা যাইতে পারে। শাবরভাষ্য ও কুমারিলের মীমাংসাবার্ত্তিকে মীমাংসার যে জটিল অংশ আছে, সেই জটিল অংশ বাদ দিয়া সাধারণের সুবিধার জন্য মাধবাচার্য্য "জৈমিনীয় ন্যায়মালা-বিস্তর" প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখানিতে মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য সকল বিষয়ই একরূপ মোটামোটি আলোচিত হইয়াছে।

পার্থসারথির পর আমরা মীমাংসাবার্ত্তিকের প্রসিদ্ধ

টীকাকার খণ্ডদেবের নাম পাই। তিনি স্বরচিত মীমাংসা-কৌস্তুভে সবিস্তার মীমাংসাশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মাধবাচার্য্য ও পার্থসারথির মতও মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন জৈমিনির মীমাংসাদর্শনের বহু টীকা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রাঘবানন্দের ন্যায়াবলীদীধিতি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে প্রত্যেক মীমাংসাসূত্রের প্রত্যেক শব্দের ব্যাখ্যা ও প্রত্যেক সূত্রার্থ বিশদভাবে বুঝান হইয়াছে।

মুসলমান-অভ্যুদয়ের পর মীমাংসার বহু প্রকরণ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সূত্রভাষ্যের পরিচয় দিবার জন্য সেগুলি রচিত হয় নাই, তাহাতে স্মৃতিতে লাগাইবার জন্য কতিপয় সূত্র মাত্র ধরা হইয়াছে। এই প্রকরণ গ্রন্থই বর্ত্তমান স্মার্ত্তদিগের অবলম্বন।

নিম্নে বর্ণানুক্রমে মীমাংসকদিগের নাম ও তত্তদ্রচিত গ্রন্থের নাম উদ্ধৃত হইল—

গ্রন্থকার	গ্রন্থেরনাম
অনন্তদেব	কলসার্ব্বাধখণ্ডন, বলাবল-ক্ষেপপরিহার
অনন্তদেব (আপদেবপুত্র)	দেবস্বরূপবিচার
অনন্তমিশ্র	ন্যায়প্রদীপ
অনন্তাচার্য্য	বেদার্থচন্দ্র বা প্রতিভা-বিলাস
অপ্পয়দীক্ষিত (খৃ: ১৬শ শতাব্দী (রঙ্গরাজাধ্বরীন্দ্রের পুত্র	উপক্রমপরাক্রম, নয়ময়ূখমালিকা, বিধিরসায়ন, অধিকরণমালা।
আপদেব (অনন্তদেবের পুত্র)	অধিকরণচন্দ্রিকা, মীমাংসান্যায়প্রকাশিকা, বাদকৌতূহল, আপদেবীয়।
ইন্দ্রপতি	মীমাংসারসপল্বল
করবিন্দ স্বামী	মীমাংসাসূত্রভাষ্য
কবীন্দ্রাচার্য্য	মীমাংসাসর্ব্বস্ব
কুমারিলভট্ট	শ্লোকবার্ত্তিক, তন্ত্রবার্ত্তিক, টুপ্‌টীকা
কৃষ্ণদেব	তন্ত্রচূড়ামণি
কৃষ্ণনাথ	ভাবকল্পলতাটীকা
খণ্ডদেব	মীমাংসাকৌস্তুভ, আখ্যাতার্থনিরূপণ
গোপালভট্ট	মীমাংসাতত্ত্বচন্দ্রিকা, মীমাংসাবিধিভূষণ
গোবিন্দভট্ট	মীমাংসাসঙ্কলকৌমুদী, অধিকরণমালা
গোবিন্দ মহামহোপাধ্যায়	অধিকরণমালা
চন্দ্রশেখর	ধর্ম্মবিবেক
জিল্লুক (কাশ্মীরকবি মঙ্খের সমসাময়িক)	
জীবদেব (আপদেবের পুত্র)	ভাট্টভাস্কর
জৈমিনি	মীমাংসাসূত্র
তিরুমলাচার্য্য	সহস্রকিরণী
ত্রৈলোক্য মীমাংসক (কাশ্মীরকবি মঙ্খের সমকালীন)	
দামোদর	মীমাংসানয়বিবেকালঙ্কার
দেবনাথঠকুর	অধিকরণকৌমুদী, অধিকরণসার
নারায়ণভট্ট	ভাট্টভাষাপ্রকাশিকা
পার্থসারথিমিশ্র	মীমাংসাবার্ত্তিকটীকা, মীমাংসান্যায়রত্নাকর, মীমাংসাবাদার্থ
প্রভাকর গুরু	বৃহতী (মীমাংসাসূত্রভাষ্য)
প্রভাকরভট্ট	মীমাংসানয়বিবেক
ভট্ট	মোক্ষবাদমীমাংসা
ভবনাথমিশ্র	মীমাংসানয়বিবেক (মীমাংসাসূত্রটীকা)
ভাস্কর রায়	মন্ত্রার্থলক্ষণবিচার
ভাস্করাচার্য্য	লঘুভাস্করীয়
মণ্ডনমিশ্র	ভাবনাবিবেক
মাধবাচার্য্য	জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তার
মুদ্গলভট্ট	ভাবনাসংগ্রহ, ভাবকল্পলতা
মুরারিমিশ্র	অঙ্গত্বনিরুক্তি
যদুপতি	যজ্ঞভাচার্য্যকৃত মীমাংসাভাষ্যটীকা
রঘুবীর	মীমাংসাকুতূহল
রঙ্গরাজাধ্বরীন্দ্র	মীমাংসাপরিভাষা
রাঘবানন্দসরস্বতী	ন্যায়াবলীদীধিতি, মীমাংসাস্তবক
রাজচূড়ামণি	তন্ত্রশিখামণি
রামকৃষ্ণ	মীমাংসাপ্রকাশিকা, অধিকরণকৌমুদী, ন্যায়দর্পণ
রামচন্দ্রভট্ট	বিধিবাদ, অধিকরণমালা
রামেশ্বর শাস্ত্রী (সুব্রহ্মণ্যপুত্র)	বিহারবাপী
রুদ্রভট্টাচার্য্য	জৈমিনিসূত্রসংক্ষেপ
লৌগাক্ষিভাস্কর (মুদ্গলপুত্র)	অর্থসংগ্রহ
বরদমূর্ত্তি	বাজপেয়াদি সংশয়নির্ণয়
বরদরাজ	মীমাংসানয়বিবেকদীপিকা
বল্লভাচার্য্য	মীমাংসাসূত্রভাষ্য
বাচস্পতিমিশ্র	ন্যায়কণিকা (বিধিবিবেকটীকা)
বাসুদেব দীক্ষিত	মীমাংসাকুতূহলবৃত্তি, পয়োগ্রহসমর্থনপ্রকার
বিশ্বকর্ম্মন্	মীমাংসাসার
বিশ্বেশ্বরভট্ট	মীমাংসাকুসুমাঞ্জলি
বেঙ্কটাচার্য্য	মীমাংসামকরন্দ
বেঙ্কটাধ্বরিন্	বিধিত্রয়পরিত্রাণ
বেদান্তনারায়ণ	অধিকরণচিন্তামণি
বৈদ্যনাথ (রামচন্দ্রপুত্র)	ন্যায়বিন্দু (জৈমিনিসূত্রটীকা), ন্যায়মালিকা
শঙ্কর (নারায়ণভট্টপুত্র)	বিধিরসায়নদূষণ, মীমাংসাবালপ্রকাশ
শঙ্কর	মীমাংসানয়বিবেকশঙ্কাদীপিকা
শঙ্করবিন্দুভট্ট	চিন্ত্যসংগ্রহবাদ
শঙ্করগুরু	মীমাংসার্থপ্রদীপ
শবরস্বামী	মীমাংসাসূত্রভাষ্য (শাবরভাষ্য)
শালিকনাথ	মীমাংসাভাষ্যটীকা, প্রকরণপঞ্চিকানয়রত্ন
শিরোমণি ভট্টাচার্য্য	বাজপেয়রহস্য
শ্রীনিবাসাচার্য্য	জিজ্ঞাসাদর্পণ
সত্যানন্দতীর্থ যতি	বেদপ্রকাশ
হলায়ুধ	মীমাংসাশাস্ত্রসর্ব্বস্ব

এতদ্ভিন্ন অজ্ঞাতনাম-গ্রন্থকার-রচিত এই সকল মীমাংসাগ্রন্থ প্রচলিত আছে যথা—

অধিকরণরত্নমালা, কর্ম্মভেদবিচার, গুণগুণ্যানেকশক্তিবাদ, গুণবিধি, গুরুমতসংক্ষেপ, তৎক্রতুন্যায়বাদ, তত্ত্বদীপনী, তন্ত্রচন্দ্রিকা, ন্যায়তত্ত্ব, ন্যায়ভূষণ, ন্যায়মার্ত্তণ্ড, ন্যায়মালাবার্ত্তিসংগ্রহ, ন্যায়রত্ন (মীমাংসাসূত্রটীকা) ন্যায়সংগ্রহ, পুরুষকারমীমাংসা, পূর্ব্বমীমাংসাকারিকা, প্রাভস্তাবলাস, প্রয়োগবিধি, ফলবতী (মীমাংসাসূত্রটীকা), ভাট্টশব্দপরিচ্ছেদ, ভাট্টশব্দেন্দুশেখর, ভাট্টসংগ্রহ, ভাট্টোৎপাটন, ভাবনাবিচার, মীমাংসাকৌমুদী, মীমাংসাজীবরক্ষা, মীমাংসাধিকরণন্যায়বিচারোপন্যাস, মীমাংসাধিকরণমালাটীকা, মীমাংসানয়বিবেকার্থমালিকা, মীমাংসান্যায়পরিমলোল্লাস, মীমাংসাপরিভাষা, মীমাংসাপদার্থনির্ণয়, বিধিরত্নমালা, বিধিসুধাকর।

মীমাংসিত (ত্রি) বিচারপূর্ব্বক স্থিরীকৃত।

মীমাংস্য (ত্রি) মীমাংসার যোগ্য।

মীর (পুং) মিমন্তি প্রক্ষিপন্তি নদ্যো জলান্যত্রেতি মিঞ্-ক্রন্ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চীতি। উণ্ ২।২৫) ততো দীর্ঘশ্চ। ১ সমুদ্র। ২ পর্ব্বতের একদেশ। ৩ সীমা। ৪ পানীয়।

মীর (পারসী) ১ প্রধান। ২ শ্রেষ্ঠ।

মীর আজিজ্ বক্সী, জনৈক মুসলমান সেনাপতি। ইনি লাহোরের মহারাজ্ঞীর শাসনকর্ত্তা অদিনাবেগ খাঁর সৈনাপত্য গ্রহণপূর্ব্বক অশ্বারোহী সেনাদল সঙ্গে লইয়া দুর্দ্ধর্ষ শিখজাতির বিরুদ্ধে অভিযান করেন। মাঁঝা নামক স্থানে শিখদল পরাজিত হইয়া বনভূমি আশ্রয় করে। কিন্তু এখানেও তাহারা আজিজের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে নাই। আজিজ্ বনভূমি বেষ্টনপূর্ব্বক লুক্কায়িত শিখদিগকে বন্যপশুর ন্যায় নিহত করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র রামগড়িয়া মিশিলের সর্দ্দার নোধাসিংহ ও তাঁহার অধিনায়কগণ, যশঃসিংহ, মল্লসিংহ, ও তারাসিংহ নামক তাঁহার ভ্রাতৃত্রয় এবং কাঙড়াবাসী জয়সিংহ, কানাইয়া ও অমরসিংহ নামক সর্দ্দারগণ এই হত্যাকাণ্ডের ভীষণ তাড়ন হইতে রক্ষা পান। অতঃপর তাঁহারা রামরাওনীর মৃন্ময়-দুর্গে আসিয়া আশ্রয় লয়েন। মীর আজিজ্ রামরাওনী অবরোধপূর্ব্বক শিখ-দলনে প্রয়াস পান; কিন্তু শিখসৈন্যের উপর্য্যুপরি নৈশ আক্রমণে তাঁহার মনোরথ ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

মীর আদিল খাঁ ফরুখী, খান্দেশের ফরুখী-রাজবংশের তৃতীয় রাজা। ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে পিতা মালিক নাশির খাঁর মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বরাজ্য হইতে দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুদিগকে তাড়াইয়া দেন। ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বুর্হানপুরনগরে গুপ্তশত্রু কর্ত্তৃক ইনি নিহত হইয়াছিলেন। তালনেরস্থ তাঁহার পিতার সমাধিমন্দিরের পার্শ্বে তাঁহার কবর হয়।

মীর আলম্, হায়দরাবাদের নিজামের প্রধান মন্ত্রী। ইঁহার প্রকৃত নাম মীর আবুল কাসিম। ইনি প্রায় ৩০ বৎসর কাল দাক্ষিণাত্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন।

মীর আলী, জনৈক বিখ্যাত মুসলমান দার্শনিক। তাঁহার বিদ্যায় প্রীত হইয়া পারস্যের ৭ম রাজা শাহ আব্বাস স্বীয় প্রিয়তমা ভগিনীকে তাঁহার করে সমর্পণ করেন। তাঁহার দার্শনিক অভিমত প্রতীচ্য জগতে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রসিদ্ধ ছাত্র সদ্রো-লিখিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া য়ুরোপীয়গণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে আরিষ্টটলের অপেক্ষা উচ্চাসন পাইবার যোগ্য।

মীর কাসিম, বঙ্গের শেষ সুবাদার ও নবাব। তাঁহার প্রকৃত নাম কাসিম আলী খাঁ, মীর তাঁহার বংশোপাধি। সেনাপতি মীর জাফরের জামাতা সম্পর্কে তিনি বাঙ্গালার নবাব-সরকারে মর্য্যাদাসূচক কর্ম্মে নিযুক্ত হন। সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতনের পর মীরজাফর বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন। অতঃপর মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, ইংরাজ কোম্পানী তাঁহার সুদক্ষ ও সাহসী জামাতাকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করেন। কাসিম আলী এই সময়ে নবাব নাসির উল্-মুলক্ ইমতিয়াজ্ উদ্দৌলা মীর কাসিম আলী খাঁ নসরৎ জঙ্গ নাম গ্রহণপূর্ব্বক বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করেন।

মুতাক্ষরীন্ পাঠে জানা যায় যে, পলাশী-রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া পত্নীপুত্র সমভিব্যাহারে পলায়নপর সিরাজউদ্দৌলা রাজমহলের পথে আসিয়া এক ফকীরের আশ্রমে উপস্থিত হন, সেই সময়ে তাঁহারই অনুসন্ধানার্থ প্রেরিত মীর কাসিমের দলবল তথায় উপনীত ছিল। সংবাদ পাইবামাত্রই সদলে নদী পার হইয়া মীর কাসিম সিরাজকে সপরিবারে বন্দী করিলেন। হতভাগ্য নবাব কাঁদিতে কাঁদিতে মীর কাসিমের পদপ্রান্তে পড়িয়া প্রাণভিক্ষা চাহিলেন, কিন্তু তাঁহারই দাসানুদাস সেই সময়ে তাঁহার এই বিনীত প্রার্থনায় কর্ণপাত করে নাই। মুজঃফরনামায় কিন্তু রাজমহলের পরিবর্ত্তে সিরাজের মালদহযাত্রার কথা লিখিত আছে।

মীর কাসিম সর্ব্বাগ্রেই সিরাজের প্রিয়তমা পত্নী লুৎফ উন্নিসা বেগমসাহেবাকে হস্তগত করিয়া ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার হীরক-মুক্তাদিখচিত বহুমূল্য অলঙ্কার ও জহরত-পূর্ণ পেটিকা লুণ্ঠন করিলেন। দেখাদেখি, মীরজাফর খাঁর ভ্রাতা মীরদাউদ্ ও অন্যান্য সকলে সিরাজ ও অপরাপর রমণীগণের ধনরত্ন-লুণ্ঠনে যোগ দিলেন। মীর কাসিম যে সকল জহরতের পেটিকা হস্তগত করেন, তাহার প্রত্যেকটীর মূল্য লক্ষ টাকার কম নহে। উত্তরকালে ইহাই মীর কাসিমের অর্থবলের প্রধান উপায় হইয়াছিল।

সিরাজকে ধৃত করায় ইংরাজ-মহলে মীর কাসিমের প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল। এই নবীন যুবকের বাক্‌পটুতা, সাহসিকতা ও বিচক্ষণতা লক্ষ্য করিয়া ইংরাজগণ ক্রমে তাঁহারই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। অর্থদানে অক্ষম এবং শাসনকার্য্যে অপারগ দেখিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ মীরজাফরকে সুবাদারী মসনদ হইতে সরাইবার ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিলেন। এই সময়ে ক্লাইব স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, সুতরাং সেই শুভাবসরে হলওয়েলকেই কোম্পানীর অধ্যক্ষের আসন গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অর্থগৃধ্নু হলওয়েল এই সুযোগে অর্থ

সঙ্করের চেষ্টায় রাজসিংহাসন উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের সুবিস্তার পন্থা উদ্ভাবন করিতেছিলেন।

ঐ সময়ে মীর কাসিম এক দল নবাবীসৈন্য লইয়া মেদিনীপুরাভিমুখে শিউভাটের অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয় সেনাদলের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। পথিমধ্যে মীর কাসিমের সহিত হলওয়েলের সাক্ষাৎ হয়। সেখানে সেয়ানে কোলাকুলী হইল। পরস্পর পরস্পরের মনোভাব অবগত হইলেন। উচ্চাভিলাষী, সুদক্ষ ও সুচতুর মীর কাসিম আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কৃত দেখিয়া তাঁহার পরামর্শে অভিমত প্রকাশ করিলেন। হলওয়েলও প্রথমে অর্থসমাগমের সুবিধা হইবে ভাবিয়া, কাসিম আলীকে পাটনার নবাবীপদে অধিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইলেন, এবং স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি ইংরাজসেনাপতি ও নবাব মীর জাফরকে এতৎসম্বন্ধে পত্র লিখিলেন।

নবাব এ সময়ে জামাতার প্রতি অননুকূল না হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার এই প্রকার পদোন্নতিতে বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না; সুতরাং তিনি সত্বর তাঁহার মতপোষক কোন সদুত্তরই প্রেরণ করিলেন না। সুতরাং মীর জাফরকে হলওয়েলের বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দোষোদ্ঘাটনেরও বিলম্ব হইল না। কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা না দেওয়া, শাহজাদা শাহ আলমের সহিত গোপনে সন্ধি, ঢাকার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড, ওলন্দাজগণকে লইয়া দুরভিসন্ধি প্রভৃতি দোষোল্লেখ করিয়া মীর জাফরকে পদচ্যুত করিয়া বঙ্গসিংহাসন উচ্চমূল্যে বিক্রয় করাই তাঁহার স্থিরসঙ্কল্প হইল। তদনুসারে তিনি পাটনার অধ্যক্ষ আমিয়ট ও সেনাপতি কেলড্‌কে ঐ মর্ম্মে পত্র লিখিলেন; কিন্তু সেনাপতির সহিত একমত না হওয়ায় তিনি বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইলেন।

পূর্ব্বাবধি অর্থাভাবহেতু রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে মীরণের মৃত্যু হইল। বৃদ্ধ নবাব পুত্রশোকে কাতর হইলেন। চতুর্দ্দিক্ বিপজ্জালে জড়ীভূত দেখিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রাজস্বসংগ্রহে বিশেষ গোলযোগ ঘটিল। বেতন অভাবে সেনাদল পূর্ব্বাবধিই অসন্তুষ্ট ছিল। মীরণের মৃত্যুসংবাদে তাহারা বেতনের জন্য ভয়ানক হাঙ্গামা বাধাইয়া মুর্শিদাবাদ-প্রাসাদ অবরোধ করিল। নবাব এ বিপদে জামাতার শরণ লইতে বাধ্য হইলেন। মীর জাফরের জামাতৃ-শরণ হইতে মুর্শিদাবাদ নবাবসরকারে মীর কাসিমের প্রভুত্ব অপ্রতিহত হইল, অক্ষুণ্ণ কর্তৃত্ব-লাভেও মীর কাসিম তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

কাসিম আলীর এক্ষণে রাজ্যাকাঙ্ক্ষা বলবতী হইতেছিল। তিনি অর্থবলে ইংরাজ সচিববর্গকে হস্তগত করিয়া কুটিল কৌশলে বৃদ্ধশ্বশুরকে সরাইতে মনস্থ করিলেন। সংকল্পসিদ্ধির জন্য কলিকাতায় উপস্থিতি প্রয়োজন হইল। তিনি তন্থার হিসাব-নিকাশ ও সামরিক পরামর্শের অছিলায় ২০ এ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক হলওয়েলের সাক্ষাতে স্বীয় মনোগত প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন।

ইংরাজ-দরবারে মীর কাসিম জয়ী হইলেন। তিনি গবর্ণর প্রভৃতি ইংরাজ-সদস্যদিগকে উপঢৌকনে পরিতুষ্ট করিয়া বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার নায়েব-নবাবী প্রাপ্ত হইলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ২৭এ সেপ্টেম্বর ভান্সিটার্ট, হলওয়েল ও কেলড-স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্র লিখিত হয়। তদনুসারে ২রা অক্টোবর গবর্ণর ভান্সিটার্ট ও সেনাপতি কেলড মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। ১৬ই তারিখে নবাবের সহিত পরামর্শ হইল। ইংরাজ-গবর্ণর মীর কাসিমের হস্তে রাজকার্য্যের সুশৃঙ্খলা-বিধানের ভার অর্পণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। এতদিনে মীর জাফর ইংরাজের চক্রান্ত অবগত হইলেন।

মীর জাফর সেদিনের মত বিদায় হইলে, তথায় কাসিম আলী খাঁ আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি নিজের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করিয়া গবর্ণর ভান্সিটার্টকে বিচলিত করিয়া ফেলিলেন এবং ইংরাজ-কোম্পানী তাঁহার সহিত সন্ধির নিয়ম না পালন করিলে, অচিরেই তিনি শাহ আলমের সহিত যোগদান করিবেন, এইরূপ ভয়ও দেখাইলেন।

তৎপর দিনেও নবাব মীরজাফর কোন সংবাদ প্রেরণ করিলেন না দেখিয়া, ইংরাজ-সেনাদল রজনীযোগে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া রাজপ্রাসাদ ও কিল্লা অবরোধ করিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মীর কাসিমের পতাকা ও রণঢক্কা আসিয়া দেখা দিল। সুপ্তোত্থিত মীর জাফর সেনাপতি কেলড্‌কে সিংহদ্বারে উপনীত দেখিয়া বিনা ওজর-আপত্তিতে স্বীয় জামাতার নামে রাজকীয় শীলমোহর প্রেরণ করিলেন এবং রাজকার্য্যভার পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এতদিনে মীর জাফরের কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

নবাব নাসির উল্ মুলক ইম্তিয়াজ্ উদ্দৌলা মীর মহম্মদ কাসিম আলি খাঁ মসনদ্ জঙ্গ বাঙ্গালার মসনদে অধিরূঢ় হইয়াই রাজকোষের অর্থাভাব উপলব্ধি করিলেন। ইংরাজপক্ষের পূর্ব্ব ঋণ ও স্বীকৃত-অর্থ এবং সেনাদলের বাকী বেতন পরিশোধ করিবার পূর্ব্বে অঙ্গীকারপালনার্থ তিনি রাজকোষের নগদ অর্থ এবং স্বর্ণরৌপ্যাদি তৈজসপাত্র দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিলেন। অতঃপর জগৎশেঠের সাহায্যে এবং স্বীয় পূর্ব্বসঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে কিয়দংশ

লইয়া, ইংরাজ-সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ পূর্ব্ব বাকী ১০ লক্ষের মধ্যে ৯॥০ লক্ষ এবং পাটনায় স্থাপিত নবাবী সৈন্যের নিমিত্ত ৫ লক্ষ টাকা সিংহাসনলাভের ১২ দিনের মধ্যেই প্রদান করিয়াছিলেন।

নবীন নবাব ধীমান্, সাহসিক এবং কার্য্যদক্ষ হইলেও সন্দিগ্ধচিত্ত, কোপনস্বভাব ও কঠোরহৃদয় ছিলেন। প্রকাশ্যতঃ তিনি প্রজা-সাধারণের হিতকামনা ও ন্যায়বিচারের স্পৃহা প্রদর্শন করিলেও, অর্থসঞ্চয় উদ্দেশে তিনি উৎপীড়নের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিয়াও তাঁহাকে ইংরাজ-কৌন্সিলের সদস্যবর্গের গোপনীয় এবং কোম্পানীর প্রকাশ্য প্রাপ্য টাকার সংস্থান করিতে হয়।

এই সকল অর্থ সংকুলান সম্পর্কে তিনি প্রথমে রাজকীয় প্রত্যেক বিভাগের ব্যয়সংক্ষেপ করিলেন। বিলাস-ব্যাপারের বাজে খরচ উঠাইয়া দিলেন। অবশেষে জায়গীর বিভাগের কর্ম্মচারী কিনুরাম ও মণিলালকে হিসাব-নিকাশের দায়ে ফেলিয়া তাঁহাদের সমুদায় সম্পত্তি হস্তগত করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নবাব-সরকারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারিগণের নিকট হইতে উৎপীড়নপূর্ব্বক অর্থদোহন করিয়াছিলেন।

মীর কাসিম বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, যে উপায়েই হউক ইংরাজের প্রাপ্য-অর্থ সংগ্রহ করা চাই। এইরূপে পূর্ব্বতন নবাবগণের দাসদাসীবর্গের নিকট হইতেও অর্থশোষণ করিয়া এবং জমিদারবর্গের নিকট প্রাপ্য নজর প্রভৃতিতে যথাসম্ভব অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক তিনি অর্থপিপাসু ইংরাজগণের তৃপ্তিবিধানার্থে সত্বরে মুর্শিদাবাদস্থ সেনাদলের বেতন পরিশোধ করিলেন। ঐ সময়ে কর্ণেল কেলড্-প্রার্থিত পাটনাসৈন্যের অর্থাভাব বিদূরিত করিতে তিনি অন্যতম রাজস্বসচিব নবৎরায়কে ৩ লক্ষ টাকা সহ বেহারে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি কোম্পানীর দেয় অর্থের মধ্যে ৬।৭ লক্ষ টাকা কাসিমবাজারের অধ্যক্ষ ব্যাট্সনের নিকট পাঠাইয়া দেন। ঐ টাকা হইতে ২॥০ লক্ষ টাকা মান্দ্রাজের ফরাসীযুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রেরিত হইয়াছিল।

বর্দ্ধমানের রাজস্বসংগ্রহের ভার ইংরাজের হস্তে অর্পিত হওয়ায়, রাজা তিলকচাঁদ বিরক্ত হন। তিনি স্বয়ং সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন। ঐ সময়ে দক্ষিণ ও পশ্চিমের অর্দ্ধস্বাধীন নৃপতিবর্গ ও জমিদারগণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের অভিলাষী হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিউভাটের অধীনস্থ মহারাষ্ট্রীয় দলের উপদ্রবে মেদিনীপুরের কএকজন সামন্ত প্রকাশ্যভাবে স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছিল। শাহজাদার বঙ্গাক্রমণ-প্রয়াস এবং মহারাজ নন্দকুমারের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা সেই বিপ্লবান্বিত বঙ্গে অশান্তির ছায়াপাত করিয়া দিয়াছিল!

মীর জাফরের অকস্মাৎ পদচ্যুতি, মীর কাসিমের রাজ্য-গ্রহণ ও বিদেশী ইংরাজের বর্ত্তমান ব্যবহার দর্শনে দেশের তাৎকালিক মুখপাত্রগণ বিশেষরূপে অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হইতে ছিলেন। নূতন নবাব মীরকাসিম বীরভূমির জমিদার আসদ্ জমান খাঁর নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ না হওয়ায় নবাব বিশেষ রুষ্ট হন। সামান্য একজন জমিদারের এরূপ উপেক্ষা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নিজ সৈন্য এবং কাসিমবাজারস্থ ইংরাজসেনানী মেজর ইয়র্কের পরিচালিত সেনাদল লইয়া বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আসদ্ জমানও স্বীয় সংগৃহীত সেনাদল লইয়া কড়েয়ার নিকটে এক দুর্গম স্থানে গড়খাত করিয়া নবাব ও ইংরাজ সেনাদলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল, যুদ্ধে আসদ্ জমান্ পরাজিত হইলে সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

অতঃপর উক্ত বর্ষে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে খড়্গপুরের রাজা নবাবের বিদ্রোহাচরণ করেন। উপর্য্যুপরি ৩ বার যুদ্ধের পর রাজসৈন্য পরাভূত হইয়া রাজবাটীর পরিখা মধ্যে আশ্রয় লয়। ইংরাজসেনাদল অগ্নিসংযোগে রাজবাটী ও গ্রাম ভস্মীভূত করিয়া প্রস্থান করে।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ফরাসীসেনানী মুসোঁ-লা-পরিচালিত সেনাদল সহযোগে শাহ আলম্ বঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হন। বেহারের ৩ ক্রোশ পশ্চিমে মোহিনী নদীতীরবর্ত্তী সোয়ান্ নামক ক্ষুদ্র পল্লিতে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। ইংরাজসেনানী কার্ণাকের অদ্ভুত কৌশলে মুসোঁ লা বন্দী হইলেন। ইংরাজগণ বাদশাহের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া সিতাবরায়কে পাটনায় পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অবশেষে ২রা ফেব্রুয়ারী উভয় পক্ষে পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। হতভাগ্য শাহ-আলম্ এবার পরাজিত হইয়া অতি দীনভাবে সন্ধির প্রত্যাশায় ইংরাজশিবিরে পদার্পণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই যুদ্ধে মীরকাসিমের সেনানী রাজা রাজবল্লভ ও রাজা রামনারায়ণ বিশেষ বীরত্ব সহকারে বঙ্গীয়সেনা পরিচালন করিয়াছিলেন।

এদিকে বীরভূমির শাসনভার মহম্মদ তকীখাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত করিয়া নবাব মীরকাসিম অবিলম্বে পাটনায় উপনীত হইলেন। বাদশাহ শাহ আলম ও কার্ণাকের সাক্ষাৎকালে গোলযোগ ঘটিতে পারে বুঝিয়া তিনি বিশেষ সন্দিহান হইয়াছিলেন। পাটনায় আসিয়াই তিনি নজর ও উপ-

চৌকন-দানে বাদশাহকে তুষ্ট করিয়া "আলিজা" উপাধি সহ বঙ্গবেহার উড়িষ্যার সুবেদারী লাভ করিলেন।

করমণ্ডল উপকূলে ফরাসীযুদ্ধ শেষ করিয়া কর্ণেল কূট এই সময়ে কলিকাতায় ইংরাজসেনানায়ক হইয়া আগমন করেন। কার্ণাকের সহিত নবাব মীরকাসিমের ঐক্য হইয়াছে না দেখিয়া কৌন্সিলের সদস্যগণ তাঁহাকে ২২ এপ্রিল ১৭৬১খৃঃ পাটনায় পাঠাইলেন। এই সময় হইতে কাসিমের সহিত কূট ও কার্ণাকের মনোমালিন্য বিবাদে পরিণত হয়। রাজা রামনারায়ণের নিকট বেহার প্রদেশের হিসাব নিকাশ প্রসঙ্গে বিবাদ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠে।

এদিকে শাহ আলম্ বেহার হইতে প্রস্থান করিলে নবাব পাটনাদুর্গে গমনপূর্ব্বক বাদশাহের নামে খুতবা ও মুদ্রা প্রচার করিবেন বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন, কিন্তু দুর্গদ্বারে ইংরাজের রক্ষীদল সন্নিবেশিত থাকায়, তিনি অপমানবোধে দুর্গপ্রবেশ করিলেন না। নবাব স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় আমন্ত্রিত জমিদারবর্গ এবং অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণ অপমানিত হইলেন দেখিয়া কূটের ক্রোধ-সঞ্চার হইল। তিনি নানা প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া একদল সশস্ত্র অনুচর লইয়া নবাব-শিবিরে উপনীত হইলেন। ইংরাজ সেনাপতির এই দুর্ব্যবহারের কথা নবাব গবর্ণর ভান্সিটার্টকে লিখিয়া জানাইলেন।

ভান্সিটার্টের আদেশে কূট ও কার্ণাক কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইলেন। নবাবের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। ইংরাজদল পাটনা হইতে অপসৃত হইলেই রাজা রামনারায়ণের উপর হিসাব নিকাশের জন্য উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। পরিষ্কাররূপে হিসাব চুকি না হওয়ায় মীরকাসিম তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। বহু নির্য্যাতন, এমন কি তাঁহার বাসগৃহ পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হইল। রাজপ্রাসাদ হইতে সর্ব্বসমেত ৭ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাহির করা হইয়াছিল। রাজার বন্ধুবর্গকেও অশেষবিধ যন্ত্রণা দিয়া তাঁহার গচ্ছিত সম্পত্তি বলিয়া নবাব আরও ৭ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। যাঁহারা কোনরূপে রামনারায়ণের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপরেও অত্যাচার চলিয়াছিল। জায়গীরদার রাজা সুন্দরসিংহ তাঁহার বন্ধু বলিয়া কারারুদ্ধ হন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেওয়ান ও কোষাধ্যক্ষ গদাবিষ্ণুও সেই পথের পথিক হইলেন। রামনারায়ণের ভ্রাতা ধীরাজনারায়ণ এবং চয়াধ্যক্ষ রাজা মুরলীধর বিশেষ লাঞ্ছিত হইয়া বন্দিবেশে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পাটনার কোতোয়াল মহম্মদইশাখ্ ও প্রধান মুচ্ছিদ্দি নন্দলালের নিকট উৎপীড়নের পর যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইল। সরকারী বা রামনারায়ণের গুপ্তধন বলিয়া নবাব মীরকাসিম পাটনার যাবতীয় আঢ্য নাগরিকের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই।

রামনারায়ণকে পাটনায় বন্দী রাখিয়া নবাব মীরকাসিম সিতাবরায়কে নির্য্যাতন করিবার সঙ্কল্প করেন। সিতাবরায় ইংরাজপক্ষের মধ্যস্থতায় মুক্তিলাভ করিয়া অযোধ্যারাজ্যে পলাইয়া রক্ষা পান।

বেহারে বিরুদ্ধ দলের ধ্বংসসাধন ও রাজকোষ পূর্ণ করিয়া মীরকাসিম জমিদারবর্গকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। য়ুরোপীয় রীতিতে পরিচালিত গুর্গন্ খাঁর অধীনস্থ সিপাহী, গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী সেনাদল জমিদার দলনার্থ বহির্গত হইলে সকলেই আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। কামগার খাঁ পর্ব্বতাশ্রয় করিলেন, বুনিয়াদসিংহ ও টিকারীরাজ ফতেসিংহ বন্দী হইলেন এবং ভোজপুরের পালোয়ানসিংহ ও অন্যান্য দুর্দ্ধর্ষ জমিদারগণ সুজাউদ্দৌলার রাজ্যে আশ্রয় লইলেন। উৎখাত জমিদারবর্গের উক্ত সম্পত্তি মুসলমান সামন্তগণ ভাগবণ্টন করিয়া লইয়াছিলেন।

এই সময়ে সীতারাম নামক রাজস্ববিভাগের জনৈক মুতঃসুদ্দী নূতন নবাবের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দেওয়ান সীতারাম ক্রমে রাজা সীতারাম নামে খ্যাত হন। সর্ব্বকার্য্যেই তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। অবশেষে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে তিনি নিহত হন। এই সঙ্গে আরও চারিজন উচ্চ শ্রেণীর নবাব-কর্ম্মচারী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ইংরাজ গবর্ণর নবাবের হৃদয়বন্ধু, সুতরাং একথা লইয়া কোন গোলযোগ ঘটিল না।

অতঃপর নবাব মীরকাসিম বঙ্গবেহারের জমিদারী বন্দোবস্ত ও সৈন্যসংস্কারে মনোনিবেশ করেন। দিনাজপুর-রাজ রামনাথের মৃত্যুর পর, মীরকাসিম ক্রোকসাজোয়াল পাঠাইয়া রাজস্বের দাবী করিলেন। রাজপুত্র কৃষ্ণনাথ ও বৈদ্যনাথের নজর প্রভৃতি হস্তগত করিয়া অবশেষে তিনি ৫৭৬৩২৫৲ টাকা অধিক কর বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। রাজশাহীর ভাগ্যেও ৮ লক্ষের বেশী কর বৃদ্ধি হইল। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দশাও ইহাপেক্ষা অধিক সুখের হইল না। নূতন বন্দোবস্তে তাঁহার জমিদারীর জায়গীরও পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজস্ব ১২৮৭৫৮৲ টাকা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

এইরূপে বঙ্গবেহারের রাজকর প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া নবাব মীরকাসিম খাঁ কোদণ্ডপ্রতাপে প্রায় তিন বর্ষকাল রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন। রাজকার্য্যে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা থাকিলেও অপরিণামদর্শিতার ও অযথা অত্যাচারের

নিতান্ত অভাব ছিল না। তাঁহার রাজত্ব একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ অত্যাচার মাত্র, ইহাকে কোন ক্রমেই রাজ্যশাসন বলা যায় না।

নবাব মীরকাসিম ইংরাজ-সদস্যগণের পরস্পরের মনোমালিন্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কৌন্সিলে ভান্সিটার্টের পক্ষ দুর্ব্বল দেখিয়া তিনি ইংরাজ হইতে দূরে বাস করিবার বাসনায় মুঙ্গের-দুর্গ সংস্কারপূর্ব্বক তথায় রাজপাট স্থাপন করিলেন। ক্রমে ইংরাজের অধীনতা-শৃঙ্খল উন্মোচনের বলবতী আশা তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিয়াছিল। তিনি ধীরে ধীরে ইংরাজের অগোচরে বলসঞ্চয়ে ব্যস্ত হইলেন। মুঙ্গেরে থাকিয়া সেনাদলের সংস্কার এবং জমিদারী ব্যবস্থার পঙ্কোদ্ধার করিয়া তিনি শেষ জীবনে যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই বিপুল সঙ্কল্পসিদ্ধির উদ্দেশে তৎসমুদায় বিফলে ব্যয়িত হইয়াছিল।

পাটনার অধ্যক্ষ এলিস্ উদ্ধত-স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি ভান্সিটার্টের বিরোধী, সুতরাং নবাবের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বনে তৎপর ছিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শুল্কগ্রাহী নবাব-কর্ম্মচারী মনসারাম কৌন্সিলের সদস্য হে সাহেবের চালানী অহিফেন ছাড়িয়া না দেওয়ায় এবং খোজা গ্রেগরীর কর্ম্মচারী খোজা আন্টুন্ কর্ত্তৃক ইংরাজের সোরা গৃহীত হওয়ায় পুনরায় এলিসের বিরক্তি ও ক্রোধের সঞ্চার হয়। তিনি ইংরাজের অবমাননাজ্ঞানে এই ঘটনায় নবাবকে অপদস্থ করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু গবর্ণর ভান্সিটার্টের প্রাণপণ চেষ্টায় উভয় পক্ষই সাম্যভাব ধারণ করেন।

উক্ত ঘটনার অব্যবহিত পরেই দুইজন পদচ্যুত ইংরাজ-সেনাকে মুঙ্গের-দুর্গে আশ্রয় দেওয়া হয়, অধ্যক্ষ এলিস্ ইহার কারণ অনুসন্ধানার্থ সিপাহী সেনাদল প্রেরণ করেন। এই সময়ে এলিসের ঔদ্ধত্যে উত্ত্যক্ত হইয়া নবাব ক্রমশঃই সাবধান হইতে লাগিলেন। এদিকে ইংরাজ-কৌন্সিল তাঁহার পদচ্যুতিরই পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা অন্যায়রূপে ২০ লক্ষ টাকার দাবী করিয়া বসিলেন। নবাবও এরূপ দাবীতে ইংরাজের প্রতি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। অতঃপর ইংরাজ-রাজের শুল্কবিহীন বাণিজ্যে স্বীয় রাজস্বের হানি হইতে দেখিয়া নবাব ইংরাজ-গভর্ণরকে জানাইলেন। বাণিজ্যদ্রব্যের মাশুল সম্বন্ধে বহু তর্কবিতর্কের পর, পরিশেষে কেবল লবণের জন্য শতকরা ২।০ টাকা মাশুল স্থিরীকৃত হইল। ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলেও লবণ, তামাকু প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু কোম্পানীর পক্ষে বিশেষ গোলযোগ উত্থাপিত হওয়ায় নবাব তাহা রহিত করিয়া দেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নেপাল আক্রমণ-মানসে নবাব বিশেষ উৎসাহে অগ্রসর হইলেন। মকবানপুরের নিকট নেপালী হিন্দু-বীরগণের সহিত আর্ম্মাণী গুর্গনখাঁর ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। দুইটী খণ্ড যুদ্ধে গোরখালেরা পরাভূত হইলেও বাঙ্গালার নবাব এই কষ্টসাধ্য পার্ব্বতীয় যুদ্ধব্যাপারে সম্পূর্ণরূপ জয়াশা বিসর্জ্জন দিয়া স্বীয় সৈন্যদলকে বাঙ্গালায় ফিরিতে আদেশ দিলেন। নবাব-সৈন্য সমতল প্রদেশে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত নেপালীরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে ও ক্ষতিসাধনে বিরত হয় নাই।

উপরোক্ত যুদ্ধে এবং ইংরাজ-কোম্পানীর বাণিজ্য-বিপত্তিতে নবাব মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছিলেন। উক্ত বর্ষে ৩০এ মার্চ্চ তারিখের ইংরাজ-দরবারে পুনরায় মীর কাসিমের কার্য্যাবলী আলোচিত হয়। দরবারের অভিমতে আমিয়ট ও হে সাহেব দূতরূপে নবাবের নিকট প্রেরিত হন। তৎকালে পাটনার নগর-প্রাচীরের একটী ক্ষুদ্র দ্বার লইয়া এলিসের সহিত নবাব-কর্ম্মচারিগণের বিবাদ উপস্থিত হয়। ক্রমেই পরস্পরের মনোবিবাদ ঘনীভূত হইল। ভবিষ্যতের জন্য উভয় পক্ষেই যুদ্ধের আয়োজন চলিতে লাগিল।

নবাব মীরকাসিম যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া গুর্গন খাঁর পরামর্শে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় মহাতাপরায় ও রাজা স্বরূপচাঁদকে হস্তগত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে তাঁহার আদেশ মতে বীরভূমের ফৌজদার মহম্মদ তকী খাঁ শেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া মুঙ্গেরে চলিলেন। এখানে তাঁহারা একরূপ নজরবন্দী রহিলেন। তৎপূর্ব্বে রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতিকেও মুঙ্গেরে আনয়ন করা হইয়াছিল। শুনা যায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও এই সময় মুঙ্গেরে বন্দিভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।

এদিকে আমিয়ট ও হে মুঙ্গেরে উপনীত হইয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নবাবের সৌজন্যে তাঁহাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু ২৫এ তারিখে কলিকাতা হইতে প্রেরিত ইংরাজ-সৈন্যের ব্যবহারার্থ অস্ত্রপূর্ণ কএকখানি রণতরী মুঙ্গেরের নিকট উপস্থিত হইলে, নবাব তাহা যুদ্ধ সজ্জায় প্রকৃত অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া আটক রাখিতে আদেশ দেন। এই সূত্রে উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধিবার সূত্রপাত হইল। এ সময়ে আর সন্ধি ও মিলনের আশা রহিল না।

পাটনা হইতে মীর মহদী খাঁ সংবাদ প্রেরণ করিলেন,—এলিস্ পাটনা অধিকারের আয়োজন করিতেছেন। ২৪এ জুন আমিয়টের মুঙ্গেরত্যাগের সংবাদ ও সঙ্গে সঙ্গে একদল নবাবী সৈন্যের মুঙ্গের হইতে পাটনা অভিমুখে আগমন শুনিয়া এলিস্ ঐ রাত্রিতেই পাটনা আক্রমণ করিলেন। অপ্রস্তুত নবাবী সৈন্য সহসা আক্রমণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

মীর মহদী খাঁ বাহাদুর সদলে মুঙ্গের অভিমুখে পলায়ন করিলেন, কিন্তু সেনানী আলসিংহ ও মহম্মদ আমীন চেহেল-সাতুন্ বা দরবার-প্রাসাদে সৈন্যসহ আত্মরক্ষার প্রয়াস পাইলেন। ইংরাজ-সৈন্য প্রভাতে ৩প্রহর কাল পর্য্যন্ত নগর লুণ্ঠন করিয়াছিল। এদিকে মীর নাসির-প্রেরিত আর্মাণী-সেনানী মার্কারের অধীনস্থ সেনাদল পাটনায় আসিয়া পৌঁছিল। দুর্গাদি শত্রুদিগের হস্তগত হয় নাই দেখিয়া, মার্কার পাটনা-উদ্ধারে অগ্রসর হইলেন। লুণ্ঠনলোলুপ ইংরাজ-সেনাদলের মধ্যে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছিল, সুতরাং নবাব-সেনানী মীর নাসির সহজেই পূর্ব্বদ্বারস্থ শত্রুদলকে পরাভূত করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। মার্কার ইংরাজ-কুঠী অবরোধ করিলে, তথাকার ইংরাজসৈন্য ২৯এ জুন নিশাযোগে গঙ্গাপার হইয়া ছাপ্‌রা অভিমুখে পলায়ন করে। এদিকে ১লা জুলাই মাঝী নামক স্থানে নবাবের ফরাসী সেনাপতি সমরুর সহিত ইংরাজের একটী সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেনানী কার্ষ্টেয়ার্স প্রভৃতি যুদ্ধে নিহত হওয়ায় ইংরাজপক্ষ নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। অনেক ইংরাজ বন্দিবেশে মুঙ্গেরে আনীত হয়।

অতঃপর সমরানল সম্পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষের উদ্যোগ ব্যাপারে উভয় দলই যন্ত্রবৎ চালিত হইতে লাগিল। ৬ই জুলাই, ইংরাজ দরবারে মীরজাফরকে পুনরায় বাঙ্গালার মসনদে বসাইবার জন্য সন্ধিপত্রের খসড়া প্রস্তুত হইল।

দ্বিতীয় সন্ধিবন্ধনে ইংরাজ-বণিকের মনোরথ পূর্ণ করিয়া নবাব মীরজাফর খাঁ (১৭ই জুলাই ১৭৬৩ খৃঃ) সদলে কলিকাতা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অগ্রদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক ইংরাজের সহিত মিলিত হইলেন। তৎপূর্ব্বে কাসিমবাজার অধিকারের পর মীরকাসিমের সেনানীগণ সদলে অগ্রসর হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিম পারে এবং মহম্মদ তকী খাঁর সেনাদল পূর্ব্বতীরে সমবেত হইয়াছিল। এই সময়ে মুর্শিদাবাদের ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদের অবিমৃশ্যকারিতায় যুদ্ধপ্রারম্ভেই মীরকাসিমের অধঃপতনের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল। যদি তিনি মহম্মদ তকীর পরামর্শ মত কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার শাসনদণ্ড হস্তান্তরিত হইত কি না, বলা যায় না।

মহম্মদ তকী খাঁ পলাশীর দক্ষিণভাগে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। অজয়ের দক্ষিণতীরে পরাজিত মুসলমান সেনাদল ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া তকীর শিবিরে সমবেত হইলে, তিনি অগ্রগামী ইংরাজ সেনাদলের গতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া অমিততেজে অগ্রসর হইলেন। ১৯এ জুলাই যুদ্ধারম্ভ হইল। বিপক্ষের গুলির আঘাতে তাঁহার মস্তক বিদীর্ণ হইল। তিনি সহযোগী সেনাপতিগণের কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইল। যুদ্ধের শেষাবস্থায় অপরাপর সেনাদল যোগ দিলেও যুদ্ধের যবনিকা অন্যরূপে পতিত হইত, সন্দেহ নাই।

এদিকে ইংরাজ-দরবারের নিয়োগে মীরজাফর পুনরায় বাঙ্গালায় সুবেদারী পদে অভিষিক্ত হইলেন। ২৩এ জুলাই নবাব মীরজাফর দ্বিতীয় বার ইংরাজ বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। পুনরায় সিংহাসনে অধিষ্ঠানের পর,* তিনি আলীবর্দ্দী খাঁর প্রাসাদেই স্বীয় বাসভবন মনোনীত করিয়া লইলেন।

তকী খাঁর মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হইয়া মীরকাসিম ভগ্নোদ্যম হইলেন না। তিনি মার্কার, সমরু, হায়বৎউল্লা, মীরনাসির, আসদউল্লা প্রভৃতি সেনানায়কদিগকে স্ব স্ব অধীনস্থ সেনাদল লইয়া সূতীর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমবেত হইতে আদেশ দিলেন। পূর্ণিয়ার ফৌজদারও সদলে সেই দিকে আসিয়া যোগ দিলেন। ২রা আগষ্ট ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে, মীরকাসিমের বিপুল-বাহিনী ইংরাজদলের নয়নপথে পতিত হইল।

সূতীর সুরক্ষিত গড়খাতের মধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া গিরিয়ার সম্মুখে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে নবাব-সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। ইংরাজ-সৈন্য বাঁশলুই নদী উত্তীর্ণ হইয়া আসিলে, বাঁশলুই ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তিস্থানে বিপক্ষের বিনাশসাধন নবাব মীরকাসিমের উদ্দেশ্য ছিল। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর ইংরাজের জয় হইল। ইংরাজ-সেনাদল মুসলমান অশ্বারোহীর প্রবল তাড়নে বাঁশলুই নদীর অগাধ জলে নিমগ্ন হইয়াছিল। অনেকে শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। নানা বিষয়ে ইংরাজগণ এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, যুদ্ধ-জয়ের ফলে সঙ্গে বিপক্ষদলের ১৭টী কামান ও ভাগীরথী-বক্ষস্থিত দেড় শত শস্যপূর্ণ নৌকা লাভ করিয়াছিলেন। সৈন্য-ক্ষয়েও ইংরাজগণ ভগ্নোৎসাহ হন নাই। মীরজাফরের নূতন সেনাদল মৃতসৈন্যদিগের স্থান পূর্ণ করায় বিশেষ অভাব ঘটে নাই। প্রকৃত পক্ষে গিরিয়ার প্রসিদ্ধ রণক্ষেত্র হইতেই ভারতে ইংরাজের সৌভাগ্যরবি চিরসমুজ্জ্বল রহিল।

গিরিয়ার রণজয়ে গর্ব্বিত হইয়া ইংরাজ ও মীরজাফরের সেনাদল উধুয়া-নালার সুদৃঢ় দুর্গের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

মহম্মদ তকীর পরাভবে এবং গিরিয়ার রণক্ষেত্রে পরাজয়ে মর্ম্মাহত হইয়া মীরকাসিম স্বীয় প্রিয়তমা বেগম, দাসদাসী ও মূল্যবান্ সম্পত্তি সকল মীর সুলেমান্ ও রাজা নবৎ

রায়ের তত্ত্বাবধানে রোহিতাশ্ব গড়ে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তদনন্তর তিনি স্বয়ং উধুয়ানালায় সৈন্যপরিদর্শনে যাত্রা করিবেন সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কঠোর হৃদয়ের প্ররোচনায় অচিরে মুঙ্গেরে একটী মর্ম্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইল। তাঁহার আদেশে অবিলম্বে রাজা রামনারায়ণ, পুত্রগণসহ রাজবল্লভ, ধনকুবের জগৎশেঠ-ভ্রাতৃদ্বয়, সপুত্র বৃদ্ধ রায়রায়াঁ উমেদরাম ও ফতেসিংহ, বুনিয়াদ সিংহ প্রভৃতি বেহারের হিন্দু বন্দী জমিদারগণ নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন।

অতঃপর মীরকাসিম সদলে ভাগলপুর-চম্পানগরে যাত্রা করেন। এখান হইতে উধুয়ানালা রক্ষার্থ তিনি সেনা-প্রেরণের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এদিকে ৫ঠা আগষ্ট গিরিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ-সেনানী আডম্‌স্ ও মীরজাফর খাঁ ১২ই তারিখে উধুয়া নালার অদূরে পাকী-পুর নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইংরাজসৈন্য নদীভাগ দিয়া দুর্গ আক্রমণ করিল, ভীষণ গোলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল; কিন্তু দুর্গ-প্রাচীরের কোনও ক্ষতি হইল না।

মীরজাফর অর্থ দ্বারা মার্কার ও আরাটুন্ নামক মীর জামাতার আর্ম্মাণী সেনানীদ্বয়কে বশীভূত করিলেন। তাহাদেরই ষড়্‌যন্ত্রে নিশাযোগে ইংরাজ-সৈন্য আসিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করে। বাহিরে ও ভিতরে ইংরাজ-সৈন্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সুপ্তোত্থিত মুসলমানেরা শত্রুহস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; যাহারা পশ্চাদ্ভাগের দুর্গদ্বার এবং সেতু অতিক্রম করিয়া পলায়নের চেষ্টা পাইয়াছিল, তাহারাও চক্রী সমরু ও মার্কারের সেনার গোলাবৃষ্টিতে নিহত হইল। এইরূপে সদলের সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিয়া আরাটুন ও মার্কার আপনাদের অধিকৃত দুর্গদ্বার ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল।

উধুয়ানালায় পরাজয়ের পর, মীরকাসিম মুঙ্গেরের দিকে পলাইয়া যান। তথা হইতে ইংরাজ-বন্দীদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি সদলে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করেন। এদিকে ইংরাজ-সেনাপতি কামান ও যুদ্ধোপকরণ সঙ্গে লইয়া ৭ই সেপ্টেম্বর রাজমহলে উপনীত হইলেন। কারণ পূর্ব্বেই মীরকাসিম তেলিয়াগড়ীতে একটী যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছিলেন। এখান হইতে তাঁহারা মুঙ্গেরের দিকে যাত্রা করিলেন। কিল্লাদার আরাব্ আলীর বিশ্বাসঘাতকতায় (৯ই অক্টোবর ১৭৬৩ খৃঃ) মুঙ্গের-দুর্গও শত্রুর হস্তগত হইল।

এদিকে পাটনা-প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই ষড়্‌যন্ত্রকারী নবাব-সৈন্য বেতনপ্রার্থনার ছলে গুর্গন্ খাঁর শিবিরে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিহত করিল। এইরূপে শত্রুপক্ষের কুমন্ত্রণা-জালে স্বকর্ম্মই জড়ীভূত দেখিয়া মীরকাসিম সকল আশাভরসাই বিসর্জ্জন দিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার ইংরাজবিদ্বেষ তীব্রতর হইয়া উঠিল। তাহার ফলে পাটনায় ইংরাজ-বন্দিগণের এক লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হয়। দুরাচার সমরু এই পাশব কার্য্যের ভার গ্রহণ করে। ৫ই অক্টোবর প্রাতে এলিস্, হে, লুসিংটন প্রভৃতি ৪৮ জনকে নিহত করা হয়। পিশাচের হস্ত হইতে দুর্ব্বল অবলাগণও রক্ষা পায় নাই। এলিসের সুকুমার শিশু পুত্রও নিহত হইয়াছিল। এইরূপে ১১ই তারিখে চেহেল্‌সাতুন্ প্রাসাদে অবস্থিত কয়জন ইংরাজের জীবলীলার অবসান হইল। কিঞ্চিদধিক ৫০ জন কর্ম্মচারী ও শতাধিক সৈনিক এইরূপে নিহত হইয়াছিল।

এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া মেজর আডম্‌স্ ও মীরজাফর সদলে পাটনা যাত্রা করিলেন। মীর কাসিম তৎপূর্ব্বেই পাটনা-দুর্গ রক্ষার জন্য একদল সেনা নিয়োজিত করিয়া পলায়নপর হইয়াছিলেন। তিনি রোহিতাস্ দুর্গ হইতে পরিবারবর্গ ও ধনরত্ন লইয়া অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় লইবেন ভাবিয়া, আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া কর্ম্মনাশা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। উজীর সুজা উদ্দৌলা প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

মীরকাসিমের উপচার উপহারে প্রীত হইয়া এবং ম্যাডকের সুশিক্ষিত সেনাদলের সাহায্য লাভ করিয়া তিনি উৎসাহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর হইবার উচ্চাশা ও সুখস্বপ্ন কার্য্যে পরিণত হইবার শুভাবসর সন্নিকট বিবেচনা করিয়া তিনি মীর কাসিমের সহযোগে ইংরাজ-বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা কর্ম্মনাশা অতিক্রম করিয়া কাশীরাজের সৈন্য সমভিব্যাহারে পাটনা-দুর্গের সম্মুখে আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। ৩রা মে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে সুজা উদ্দৌলার আদেশে যুদ্ধারম্ভ হইল। যুদ্ধে কতকগুলি ইংরাজ-সৈন্য বন্দী হইলেও নবাবপক্ষ জয়লাভ করিতে পারিল না। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আহতদেহ সুজা মীর কাসিমকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত স্বীয় সৈন্য-বাহিনী লইয়া শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। এই যুদ্ধে মীর কাসিমের বুদ্ধি-বিপর্য্যয়েই পরাজয় ঘটিয়াছিল।

অতঃপর সুজাউদ্দৌলা পুন্‌পুন্ নদীতীরে শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। বর্ষাকাল সমাগত দেখিয়া তিনি সদলে বক্সারে সৈন্যসমাবেশের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এখানে বাদশাহের প্রাপ্য বাকী ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি মীরকাসিমের উপর পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। এদিকে সমরু বেতনের দাবী করিয়া মীরকাসিমের শিবির বেষ্টন করিয়া বসিল। নিজের

রৌপ্যমুদ্রা নিঃশেষিত হওয়ায় তিনি পরিবারবর্গের গুপ্তভাণ্ডার হইতে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া বেতন পরিশোধ করিলেন। এ সময়ে দু-একজন অনুচর তাঁহার পচ্ছিত অর্থ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। কোষাধ্যক্ষ মীর সুলেমান্ সুজার আশ্রয় লইয়াছিলেন। অতঃপর সমরু নবাবকে অর্থদানে অক্ষম জানিয়া সেনাদলকে অবসর দিলেন, কিন্তু শক্তিহীন নবাবের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া অস্ত্রাদি প্রত্যর্পণ করিলেন না। ধীরে ধীরে সমরুর সেনাদল উজীরের অধীনে নিয়োজিত হইল। স্বর্ণমুদ্রার গুপ্তভাণ্ডারের গন্ধ পাইয়া সুজা একদিন মীরকাসিমের শিবির বেষ্টন করিলেন। মহিলাগণের ও অনুচরবর্গের সঞ্চিত ধনরত্ন সুজার নিপীড়নে সংগৃহীত হইল। বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখিয়া মীরকাসিম তৎপূর্ব্বে বিশ্বস্ত অনুচর মহম্মদ ইশাখ প্রভৃতির হস্তে বহু ধনরত্ন স্থাপন করিয়া রোহিলখণ্ডে পাঠাইয়া ছিলেন। এইরূপে তাঁহার ধনরত্ন হস্তান্তরিত হইলে তাঁহাকে অর্থদানে অশক্ত জানিয়া উজীর সুজাউদ্দৌলা বক্সার যুদ্ধের পূর্ব্বদিন তাঁহাকে একটী ভগ্নপদ হস্তিনীপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া শিবির হইতে বিদায় দেন। প্রকৃতিপক্ষে এইখানেই তাঁহার নবাবীজীবনের উপসংহার হয়।

মীরকাসিম মন্দমন্দগমনে আলাহাবাদে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথিমধ্যে উজীরের বক্সারে পরাজয়-সংবাদের সঙ্গে তিনি শুনিলেন, মন্ত্রী বেণীবাহাদুর তাঁহাকে ইংরাজ হস্তে ধরিয়া দিবার প্রস্তাব করিতেছেন। ইহাতে নিজ জীবন শঙ্কটাপন্ন জানিয়া তিনি অবিলম্বে আলাহাবাদে উত্তীর্ণ হইলেন। প্রধান রোহিলাসামন্ত ও তাৎকালিক বাদশাহী সেনাপতি নজব্ উদ্দৌলার অনুগ্রহে তিনি কিছুদিন বরেলীনগরে বাস করেন। তাঁহার সন্দিগ্ধচরিত্র তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল হইল। বৃথা সন্দেহে ও উৎপীড়নে অনেক বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। শেষে নিজ কুটিল ষড়্‌যন্ত্রের অপবাদে তিনি রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া গোয়ালিয়রের সমীপবর্ত্তী গোহুদের রাণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাণাও তাঁহার ব্যবহার দর্শনে বিরক্ত হইয়া স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

এখান হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি কিছুদিন রাজপুতনায় পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে দিল্লীরাজধানীতে উপনীত হন। বাদশাহ শাহআলমের নিকট সাতলক্ষ মুদ্রা-প্রদানপূর্ব্বক মন্ত্রী আবদুল আহেদ্‌খাঁর পদপ্রার্থী হইলেন। সেই হেতু আবদুল আহেদের প্রার্থনাক্রমে তাঁহার রাজ্যত্যাগের জন্য বাদশাহী আদেশ প্রচারিত হইল। অতঃপর দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবর্ত্তী একটী সামান্য স্থানে দারিদ্র্যের চরমক্লেশ ভোগ করিয়া মীরকাসিম জীবলীলা সম্বরণ করেন। মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে, দেহান্তে তাঁহার একমাত্র শাল বিক্রয় করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল।

মীরজাফরখাঁ, বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ মুসলমান-সেনাপতি ও নবাব। ইংরাজ-কোম্পানীর অনুগ্রহে তিনি দুইবার বাঙ্গালার সুবাদারী মসনদে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর অধীনে সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হন। উড়িষ্যায় মুর্শিদকুলীর বিদ্রোহ-দমনকালে তাঁহার বীরত্বপ্রতিভা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। মুর্শিদকুলীর জামাতা বখরখাঁর যুদ্ধে আলীবর্দ্দীর সৈন্য পরাজিত-প্রায় হইলে সেনাপতি মীরজাফরখাঁ সদলে পলায়নপর সৈন্যগণের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন। তাঁহার ভীষণ আক্রমণে মীর্জ্জা বখরের সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। মীরজাফর এইদিন অসীম সাহস ও শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যশোগৌরব সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল।

মীরজাফরখাঁ সৈয়দ হজরৎআলীর বংশসম্ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি বাঙ্গালায় আসিয়া আলীবর্দ্দী খাঁর বৈমাত্রেয় ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। নবাব স্বীয় ভগিনীপতি মীর মহম্মদ জাফরখাঁকে ক্রমশঃ সৈন্যপরিসংখ্যার দেওয়ান ও মীরবক্সী (প্রধান সেনাপতি) পদে নিযুক্ত করেন। যুদ্ধকার্য্যে তাঁহার অসীম সাহস ও তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। মীরজাফরখাঁর বৃদ্ধবয়সের জীবনী আলোচনা করিয়া অনেকে ভ্রান্তবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনুমান করিয়া থাকেন যে, তিনি যুদ্ধকার্য্যে অভিজ্ঞ ছিলেন না। মুতাক্ষরীণ পাঠে জানা যায় যে, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে মীরজাফরখাঁ স্বীয় বীরজীবনের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

উড়িষ্যায় রাজা জানকীরামের পুত্র দুর্লভরামের শাসনকালে, মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার রঘুজী উৎকলে পদার্পণপূর্ব্বক রাজা দুর্লভরামকে বন্দী করেন। নবাব এই সংবাদে মীরজাফরখাঁকে সামরিক বিভাগের দেওয়ানী সহ উড়িষ্যার নায়েবী এবং মেদিনীপুর ও হিজলী অঞ্চলের ফৌজদারী অর্পণ করিয়া সসৈন্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মীরজাফরখাঁ বহুদিন উচ্চপদে সমাসীন থাকিয়া ক্রমশঃ বিলাসী হইতেছিলেন। সুতরাং মেদিনীপুরের নিকটে সামান্য একদল মহারাষ্ট্র-সেনাকে পরাভূত করিয়া কর্ম্মনাশাতীরে শিবিরসন্নিবেশ ব্যতীত তাঁহার অদৃষ্টে আর জয়লক্ষ্মী-অর্জ্জনের সুবিধা ঘটে নাই। এখানে রঘুজীর পুত্র জানোজী সদলে অগ্রসর হইতেছেন, শুনিয়া তিনি বর্দ্ধমানের দিকে পলাইয়া আসিলেন। তাঁহার এই পলায়ন-

সংবাদ পাইয়া আলীবর্দ্দী খাঁ আতাউল্লা নামক জনৈক সেনানীকে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। উভয়ের মিলিত সৈন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করে। জয়লাভে স্পর্দ্ধিত হইয়া আতাউল্লা রাজ্যভোগের সুখস্বপ্ন দেখিতে ছিলেন। এখন মীরজাফরখাঁকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া লব্ধভোগের পরামর্শ আঁটিতে বসিলেন। এই সময় হইতে মীরজাফরের মনে বাঙ্গালার সিংহাসন-লাভাকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়।

বন্ধুবর্গের প্ররোচনায় মীরজাফর এই কল্পনা হইতে নিবৃত্ত হন। অতঃপর আলীবর্দ্দী সসৈন্যে আসিয়া তাঁহাকে বর্গীদিগকে বাধা দিতে অক্ষম দেখিয়া যথেষ্ট তিরস্কার করেন। তাহাতে সেনাপতি অভিমানে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হন। ভগিনীপতির মানভঞ্জনের জন্য স্বয়ং নবাব তাঁহার শিবিরে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু নির্ব্বোধ মীরজাফর নবাবকে সম্ভাষণার্থ অগ্রসর হইলেন না দেখিয়া, নবাব কিয়দ্দূর আসিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর মীরজাফরকে তাঁহার দেওয়ান সুজনসিংহের দ্বারা হিসাব নিকাশের আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু মীরজাফর তাহাতে অসম্মত হইলে সুজনসিংহকে বলপূর্ব্বক নবাবের নিকট আনা হইয়াছিল। [আলীবর্দ্দীখাঁ দেখ।]

নবাব সুজনসিংহকেই হিজলীর ফৌজদারী পদ প্রদান করিলেন, অপর এক ব্যক্তিকে সামরিক বিভাগের দেওয়ান করা হইল। মীরজাফরের অধীনস্থ সেনাদলকে অন্যান্য সেনাবিভাগে কার্য্য দিবার আদেশ হইল। এইরূপে সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন হইলে, তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি অভিমান ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নোয়াজিস্ মহম্মদের শরণ লইলেন।

অতঃপর পাটনায় আফগান-বিদ্রোহে মর্ম্মাহত হইয়া নবাব মীরজাফরের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলেন। তাঁহাকে পূর্ব্বপদে পুনরভিষিক্ত করিয়া নবাব তাঁহার অধীনে পাঁচ ছয় হাজার লোক দিলেন এবং আতাউল্লাখাঁ ও নোয়াজিস্ মহম্মদের সহিত একযোগে নগররক্ষা ও মহারাষ্ট্রীয়গণকে বাধাপ্রদানের ভার দিয়া সসৈন্যে বেহার যাত্রা করিলেন। ইহার পর নবাব আলীবর্দ্দীর মৃত্যুকাল এবং তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকাল পর্য্যন্ত মীরজাফর বাঙ্গালার প্রধান সেনাপতিপদে অভিষিক্ত ছিলেন।

সিরাজের শাসন-উচ্ছৃঙ্খলা, অত্যাচার, মাতামহের পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের প্রতি অবমাননা এবং রাজ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা মীরজাফরের পূর্ব্বকল্পিত রাজ্যলাভলালসা ও মীরণের হিংসাদ্বেষাদি ক্রমে সিরাজের বিরুদ্ধে একটী ষড়যন্ত্রের সূচনা করে। মীরজাফর এই চক্রান্তের নেতা ছিলেন। হীনচেতা মীরজাফরের সহায়তা না পাইলে, কখনই ইংরাজকোম্পানী বাঙ্গালায় আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন না।

সিরাজ ও ইংরাজের বিরোধকালীন খণ্ডযুদ্ধসমূহে মীরজাফর ব্যাপৃত থাকিলেও, শেষে তিনি একবারে সিরাজের পক্ষশূন্য হইয়াছিলেন। সিরাজ কর্ত্তৃক মোহনলালকে প্রধান মন্ত্রিত্বপদ প্রদান ইহার মুখ্যতম কারণ।

[সিরাজউদ্দৌলা দেখ।]

মোহনলালের কর্ত্তৃত্বই সিরাজের কাল হইল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, রাজা দুর্লভরাম, মীরজাফর, ঘেসিটীবেগম প্রভৃতি সকলেই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। খোজা পিত্রু নামক এক আর্ম্মাণী বণিক্ মীরজাফরখাঁর মনোভাব জানাইবার আশায় ওয়াট্‌স্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়পক্ষে সন্ধিবন্ধন হইল। ইংরাজকোম্পানী প্রাপ্য টাকা লইয়া মীরজাফরের সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩এ জুন পলাশীরণক্ষেত্রে বঙ্গের অদৃষ্টাকাশ পরিবর্ত্তিত হইল। যুদ্ধে মীরমদন ও মোহনলাল নিহত হইলেন। পলাশীরণক্ষেত্রে ইংরাজসেনানী ক্লাইবের হস্তে নবাবের পরাভব একমাত্র মীরজাফরের শঠতায় সংঘটিত হইয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। [ক্লাইব দেখ।]

যুবক নবাব সিরাজকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া মীরজাফর নবাবী মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। সুজার বিলাসিতা, আলীবর্দ্দীর বাদশাহী পেস্‌কস্ ও বর্গীর হাঙ্গামায় রাজকোষ শূন্য হইয়া আসিতেছিল। সিরাজউদ্দৌলাও বৃহৎ সৈন্যদলের ব্যয়ভার বহন করিয়া ধনাগার প্রায় শূন্য করিয়াছিলেন। প্রভূত অর্থপ্রাপ্তি ঘটিবে ভাবিয়াই মীরজাফর ইংরাজ ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদিগকে প্রকাশ্যে ও গোপনে যথেষ্ট পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, ইংরাজপক্ষও সেইরূপ ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইলেন। শেষে কিস্তিবন্দীর ব্যবস্থা হইল। কোম্পানীর কলিকাতাস্থ কর্ম্মচারিগণ এই উপলক্ষে মীরজাফরের নিকট হইতে যে অর্থদোহন করিয়াছিলেন, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের কমন্সসভার বিবরণীতে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে :—

গবর্ণর ড্রেক	…	২ লক্ষ	৮০	হাজার
কর্ণেল ক্লাইব	…	২০ ”	৮০	”
ওয়াট্‌স	…	১০ ”	৪০	”
মেজর কিল্‌পাট্রিক	…	৫ ”	৪০	”
ম্যানিংহাম	…	২ ”	৪০	”

বিচার	...	৩ লক্ষ	হাজার
৬ জন কৌন্সিলের সভ্য		৬ "	"
ওয়াট্‌স	...	৫ "	"
ক্লাফটন্	...	২ "	"
লুসিংটন	...	" ৫০	"

সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত বা বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত টাকারই ইহাতে উল্লেখ আছে। তদ্ভিন্ন ষড়যন্ত্রের নেতৃদল অজ্ঞরূপে কে কত পাইয়াছেন, তাহার কোন হিসাব রক্ষিত হয় নাই। পলাশী-বিজয়ের পঞ্চদশ বর্ষ পরে, পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় ইংরাজ কর্মচারিগণের এই অর্থগ্রহণ-ব্যাপার সমালোচিত হইলে ক্লাইব আত্মপক্ষসমর্থনকালে বলিয়াছিলেন, "মীর-জাফরের নিকট এরূপ অর্থগ্রহণ আমি অন্যায় মনে করি না; ইহাতে প্রভুকোম্পানীরও কোন ক্ষতি নাই।"

নবাব মীরজাফর আলীবর্দীর্খার অনুসরণ করিয়া মহব্বৎজঙ্গ উপাধি গ্রহণ করিলেন। এখন তাঁহার পূর্ণনাম "সুজা উল্‌মুল্‌ক হিসাম উদ্দৌলা মীরজাফর আলীখাঁ মহব্বতজঙ্গ" হইল। তাঁহার পুত্র মীরণ শাহমৎজঙ্গ এবং ভ্রাতা কাজেমখাঁ হায়বৎজঙ্গ উপাধি ধারণ করিলেন।

মসনদে উপবিষ্ট হইয়াই মীরজাফর বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যায় রাজকর্মচারীদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে বহাল থাকিবার পরওয়ানা পাঠাইয়া দিলেন। ১৫ই জুলাই ইংরাজকোম্পানীর বাণিজ্য পথ প্রশস্ত করিবার জন্য স্বতন্ত্র আদেশ প্রচারিত হইল এবং তৎপরে কলিকাতার টাকশালে শিকামুদ্রা মুদ্রিত করিবার ও সন্ধির লিখিত বিষয়াধিকার সম্বন্ধে পরওয়ানাও জারি হইল। ২৭এ জুলাই ইংরাজদলপতি ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন প্রভৃতি অনেকে নবাবী খেলাত পাইয়াছিলেন।

অর্থকৃচ্ছ্রতা মীরজফরের কাল হইল। অঙ্গীকৃত পারিতোষিক লাভে বঞ্চিত হইয়া সহযোগী চক্রান্তকারিগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও অনুচরবর্গ আশানুরূপ অর্থলাভ করিতে না পারায় এবং সেনাদল বাকী বেতনের জন্য ক্রমশঃই বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে ছিল। মীরজাফর রাজদ্রোহের আশঙ্কায় বিষম বিপদে পড়িলেন।

মীরজাফর ও দুর্লভরাম পরস্পরে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মীরজাফরের সিংহাসনপ্রাপ্তির পরে বিশেষ কোন লাভ নাই দেখিয়া দুর্লভ মন্ত্রণাজাল বিস্তার করেন। ইহাতে নবাবের সন্দেহ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল; ক্রমে তিনি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তজ্জন্য তিনি বেহারের রাজা রামনারায়ণ এবং মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজা রামসিংহকে স্ববশে আনিবার সঙ্কল্প করিলেন। পূর্ণিয়ায় মোহনলালের পুত্র কারারুদ্ধ হইল। সন্দেহান্দোলিত মীরজাফর দুর্লভরামকেই সকল কর্ম্মের মূল স্থির করিলেন, মন্ত্রিবরের সর্ব্বনাশ সাধন তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল। রাজা দুর্লভরামও নবাবের ভাবগতিক বুঝিয়া স্বীয় সৈন্য সমবেত করিলেন। ইংরাজ কর্মচারী ওয়াট্‌সের মধ্যস্থতায় উভয়ের মৌখিক পুনর্মিলন সাধিত হইল।

মীরণ সিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মীর্জ্জা মহদীকে সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী জানিয়া গুপ্তভাবে নিহত করেন। মীরজাফর গুণধর পুত্রের সহিত এই বালকের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। কারণ তৎপূর্ব্বে ঢাকায় নবাব সরফরাজখাঁর দ্বিতীয় পুত্র আমানীখাঁকে সিংহাসনে বসাইবার উদ্যোগ হইয়াছিল। তথাকার নায়েব নবাব ইংরাজ কুঠীর লোকজনের সাহায্যে এই রাষ্ট্রবিপ্লব দমন করেন।

১৭ই নবেম্বর নবাব রাজমহল অভিমুখে যাত্রা করেন। ক্লাইবও তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হন। নবাব-সৈন্যের আগমনে বিদ্রোহিদল শান্তভাব ধারণ করিল। এখানে থাকিয়াই তিনি খাদেম হোসেনখাঁকে পূর্ণিয়ার ফৌজদার নিযুক্ত করেন। খাদেম এখানকার বিদ্রোহ দমন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অত্যাচারে পূর্ণিয়াবাসী বিশেষ উত্যক্ত হইয়াছিল।

বিদ্রোহ প্রশমিত দেখিয়া ক্লাইব ইংরাজকোম্পানীর প্রাপ্য টাকা চাহিয়া বসিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি নবাবের সহিত পাটনা যাইতে পারিবেন না, একথাও জানাইলেন। এই সময়ে দেওয়ান রাজা দুর্লভরামকে আবশ্যক হইল। ক্লাইবের অভয়পত্রে দুর্লভরাম সদলে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইংরাজের প্রাপ্য ২৩ লক্ষ টাকার মধ্যে অর্দ্ধেক রাজকোষ হইতে এবং বক্রী বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগরাধিপ এবং হুগলীর ফৌজদার আমীর বেগের রাজকরের উপর বরাত দেওয়া হইল। এই সময়ে পরবর্ত্তী কিস্তির ১৯ লক্ষ টাকার জন্যও ঐরূপ তখনকার ব্যবস্থা এবং কলিকাতার দক্ষিণে কোম্পানীর জমিদারীর জন্যও ফর্ম্মাণ প্রদত্ত হইয়াছিল।

নবাবের অভিপ্রায় ছিল যে, রাজা রামনারায়ণকে বেহার হইতে তাড়াইবেন, কিন্তু দুর্লভরাম ও ক্লাইবের পরামর্শে তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। ইত্যবসরে মহারাষ্ট্র-দলপতি ২৪ লক্ষ টাকা চৌথ দাবী করিয়া লোক পাঠাইলেন। এই গোলমালে নবাবের সহিত রামনারায়ণের মিলন হইল। পাটনায় মীরজাফরখাঁর দরবার বসিল, মীরণ নামে মাত্র পাটনার নবাব হইলেন। রামনারায়ণ

ডেপুটী নবাবীপদে স্থায়ী রহিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে ৭ লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই মীরজাফর বাদশাহী সুবেদারী সনন্দ প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে ক্লাইবও ৬ হাজারী মন্‌সবদার ও ওমরাহ হইয়াছিলেন।

এক্ষণে রাজা নন্দকুমার নবাব মীরজাফরখাঁর বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়াছেন। তখন রাজস্ববিভাগে দক্ষতার জন্য তিনি দেওয়ান দুর্লভরামের সহকারী বা খালসার পেস্কার। তাঁহার পরামর্শে নবাব ও মীরণ দুর্লভরামকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দুর্লভরামের সর্ব্বনাশ-সাধনে নবাব মীরজাফরের এইরূপ উদ্যোগ দেখিয়া ক্লাইব তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। নবাব সদলে রওনা হইবার দুই দিন পরে ৮ই জুলাই মীরণের আদেশে সেনাদল দুর্লভরামের বাসভবন অবরোধ করিল। ক্রাফটনের চেষ্টায় সেনাদল নিবৃত্ত হইল এবং ক্লাইবের অনুরোধে নবাবের ষড়যন্ত্রজাল হইতে উন্মুক্ত হইয়া রাজা দুর্লভরাম সপরিবারে কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

নবাব দিন দিন অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন। ইংরাজপক্ষের ঋণপরিশোধার্থ তাঁহার রাজ্যের উৎকৃষ্ট অংশ সমূহ আবদ্ধ হইয়াছিল। জায়গীর বিভাগের নিম্নতন কর্ম্মচারী চুনীলাল ও মণিলাল তাঁহার পারিবারিক ও বিলাস-ব্যয় বহন করিয়া অপর সমস্তই আত্মসাৎ করিত। এদিকে সেনাদলের বাকী বেতন পরিশোধের জন্য ইংরাজ কোম্পানীর নিকট দুইলক্ষ ধার করিয়াও সৈন্যদলে অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবারিত হইল না। ক্রমে সেনাবিভাগে অশান্তির সূচনা হইতে লাগিল। বিদ্রোহিদল ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফরের প্রাণসংহারের কল্পনা করিল। মহরমের সময়ে চক্রান্তকারিগণ গুপ্ত মন্ত্রণা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। খাজাহাদী খাঁ ধৃত হইয়া মীরণের আদেশে নিহত হয়।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌পুত্র শাহ আলম্ বঙ্গাক্রমণে অগ্রসর হন। রাজা রামনারায়ণ শাহজাদার পক্ষে যোগদান করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া মীরজাফর সসৈন্যে রাজমহলে উপনীত হইলেন। ক্লাইবের বুদ্ধিকৌশলে এই উপদ্রবের শান্তি হইয়াছে শুনিয়া, তিনি বর্ত্তমান উপকারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কলিকাতা জমিদারী ক্লাইবকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। উত্তরকালে এই জমিদারী লইয়া ক্লাইবের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যেই বিবাদ ঘটিয়াছিল।

উক্ত বর্ষের আগষ্ট মাসে ওলন্দাজসৈন্য ও রণতরী ভাগীরথীমুখে আসিয়া দেখা দেয়। নবাবের আদেশানুসারে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গবর্ণর তাহা অন্যত্র পাঠাইতে বাধ্য হন। অক্টোবরের প্রারম্ভে নবাব কলিকাতায় আগমন করেন। এই সময় ক্লাইব স্বদেশে যাত্রা করিলেন। এই অবসরে ওলন্দাজ রণতরী পুনরায় ভাগীরথীমুখে দেখা দিল। মীরজাফরকে এবার বিপক্ষপক্ষের অনুকূল দেখিয়া ক্লাইব ওলন্দাজদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। যুদ্ধে ওলন্দাজগণ পরাজিত এবং তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব ইংরাজের হস্তগত হইল। ওলন্দাজগণ ৫ই ডিসেম্বর অঙ্গীকারপত্র সহ ত্রুটি স্বীকার করিয়া যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ দশলক্ষ টাকা দিয়া পরিত্রাণ পান। অতঃপর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ক্লাইব স্বদেশে যাত্রা করেন।

ক্লাইবের স্বদেশযাত্রার অব্যবহিত পরেই শাহজাদা দ্বিতীয় বার বঙ্গাক্রমণে প্রয়াস পান। নবাবী সৈন্যের সহিত নবীন বাদশাহী দলের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হয়। যুদ্ধে মীরণ আহত হইলে বাদশাহী সেনাদল রণক্ষেত্রের ৫ ক্রোশ দূরে যাইয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। এখান হইতে তাহারা মীরজাফরকে বন্দী করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ আক্রমণে অগ্রসর হন। সৌভাগ্যের বিষয় তৎকালে নবাব মীরজাফর বর্দ্ধমান অঞ্চলে মহারাষ্ট্রীয় দলের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মীরণ ও ইংরাজের সেনাদল ফিরিয়া আসিয়া নবাবের সহিত যোগ দিলে শাহ আলম্ পুনরায় পাটনা অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পাটনা অধিকার করিলেন। এই সময়ে পূর্ণিয়া হইতে খাদেম্‌হোসেন খাঁ বাদশাহের সহিত যোগদান করিবার অভিপ্রায়ে আগমন করেন। কাপ্তেন নক্স ও সিতাব রায় খাদেমের সৈন্যগণকে পরাস্ত করিলে তিনি পলাইতে বাধ্য হন। কেলড ও মীরণ তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করেন। ঐ সময়ে ঘোরতর বর্ষা আরম্ভ হয়। চারিদিন ক্রমাগত যাত্রা করিবার পর, ২রা জুলাই বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যু হয়।

প্রিয়পুত্র মীরণের মৃত্যুতে নবাব মীরজাফর শোকে আকুল হইলেন। একে অর্থকৃচ্ছ্রতা, তদুপরে ইংরাজের প্রতিপত্তি, প্রভুত্ব ও অযথা অর্থশোষণ, তাঁহাকে একবারে রাজ্যশাসনাকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য করিয়াছিল। তাহার উপর এই দুর্ব্বিষহ পুত্রশোক তাঁহাকে একবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিল।

ক্লাইবের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর হলওয়েল কলিকাতার অধ্যক্ষ হন। তিনি অন্ধকূপহত্যার ন্যায়, মীরজাফরের অকর্ম্মণ্যাদি দোষ নানা বর্ণে চিত্রিত করিয়া ইংরাজ সদস্যগণের নিকট উপস্থিত করেন। হলওয়েলের স্বহস্তে রচিত মীরজাফরের দোষাবলীর বিস্তৃত কাহিনী প্রস্তুত হইবার সময় মীরণের মৃত্যু হয়। এই সময়ে কিরূপ ষড়যন্ত্রজালে বিজড়িত

হইয়া মীরজাফরখাঁ বঙ্গসিংহাসন হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন, তাহা মীরকাসিমের চরিত্রে সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়াছে। [মীরকাসিমখাঁ দেখ।]

গিরিয়া ও উধুয়ানালার যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই মীরকাসিমের ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহভাব লক্ষ্য করিয়া ইংরাজগণ পুনর্ব্বার বঙ্গসিংহাসনে মীরজাফর খাঁকে বসাইতে অভিলাষী হইলেন। কএকটী সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ইংরাজকোম্পানী মীরজাফর খাঁর সহিত ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। বক্সারের যুদ্ধের পর, মীরকাসিম সকল আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া দীনভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ৯ই অক্টোবর মেজর মন্‌রো বক্সার অভিমুখে যাত্রা করেন। যুদ্ধের পূর্ব্বদিনে মীরকাসিম পলায়ন করিলে, মীরজাফর খাঁ পুনরায় বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করেন। বর্ত্তমান শাসনে তাঁহার অর্থসংগ্রহেরও অণুমাত্র ক্রটি হয় নাই। মন্ত্রী মহারাজ নন্দকুমার এই উদ্দেশ্যে স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজ পক্ষের বিশেষ অনুরোধে বৃদ্ধ মহারাজ দুর্ল্লভরাম নিজামত বিভাগের দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। সমগ্র ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করা মীরজাফর বা নন্দকুমারের অভিপ্রায় ছিল না, সুতরাং দেওয়ানখানা, জায়গীর বিভাগ, পাটনা অঞ্চলের হিসাব, হজুরনবিসী, ধনাগার প্রভৃতি নিজামত দেওয়ানী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নন্দকুমার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই সময় মহম্মদ রেজা খাঁ বাকী হিসাব নিকাশের দায়ে মুর্শিদাবাদে বন্দী হন।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বরে গবর্ণর ভান্সিটার্টের স্বদেশযাত্রায় এবং ক্লাইবের প্রত্যাগমন আশায় উল্লসিত মীরজাফর নানা যন্ত্রণার অবসান হইবে ভাবিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। কিন্তু এখানেও প্রাপ্য টাকার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ হয়। অর্থাভাবে বিপন্ন বৃদ্ধ মীরজাফর অল্পদিন পরেই ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিলেন। এখন তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছে। শুনা যায়, অন্তিম সময়ে হিতাকাঙ্ক্ষী মহারাজ নন্দকুমারের অনুরোধে তিনি মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ পীঠাধিদেবতা কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিয়াছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে, মীরজাফরের ভবলীলা শেষ হয়।

মীরজুম্লা, একজন প্রসিদ্ধ মোগল-সেনাপতি। ইনি পারস্যের রাজধানী ইস্পাহান নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া তিনি পারসিক বণিকগণের সহিত ভারতবর্ষে ভাগ্যপরীক্ষার জন্য আগমন করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি গোলকুণ্ডার হীরকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন। পরে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তৈলঙ্গের সুলতান আবদুল্লা কুতব শাহের সামরিক বিভাগে এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। ক্রমে স্বীয় বুদ্ধি ও বীর্য্যবলে প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। কুতব শাহের অধীনে থাকিয়া তিনি কর্ণাটের অন্তর্গত বালাঘাট প্রদেশ এবং গঞ্জীকোটা ও সুধুতের দুর্ভেদ্য দুর্গ আক্রমণ করেন। এই প্রদেশে স্বর্ণ ও হীরকের অনেক খনি ছিল। মীরজুম্লা ঐ সমস্ত খনিলব্ধ ধন এত সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সাধারণে ধনকুবের বলিত। অতুল অর্থের অধিপতি হওয়ায় মীরজুম্লার মনে রাজ্যলিপ্সা বলবতী হইয়া উঠিল। তজ্জন্য তিনি ৫০০০ সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া নিজেই তাহাদিগের ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন। এই ঘটনায় তিনি সুলতানের চক্ষুঃশূল হইলেন।

কর্ণাটে যুদ্ধযাত্রাকালে তিনি স্বীয় পুত্র মীর মহম্মদ আমীনকে সুলতানের সভায় প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া যান। তরুণবয়স্ক আমীন পিতার ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া রাজসভায় নানা অভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং একদিন সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া সুলতানের পার্শ্ববর্ত্তী মসনদে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। ইহাতে সভাসদগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে সুলতানের সভায় আসিতে নিষেধ করেন।

মীরজুম্লা এই সংবাদ পাইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, শত্রুগণ তাঁহার অধঃপতনের সূচনা করিতেছে। সুতরাং গোলকুণ্ডায় প্রত্যাগমন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে বিবেচনা করিয়া অরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হইলেন। অরঙ্গজেব তৎকালে শাহজহানের সেনাদলের অধিপতি হইয়া দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিতেছিলেন। অরঙ্গজেব মীরজুম্লাকে দিল্লী লইয়া গিয়া সম্রাট্ শাহজহানের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। শাহজহান ১৬৫৫ খৃঃ অব্দে গোলকুণ্ডার সুলতানের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন এবং পুত্রসহ মীরজুম্লাকে পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন।

কিন্তু দূত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কুতব মীর জুম্লার পূর্ব্বাভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎপুত্র আমীনকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। দূত-প্রেরণে কোন ফল হইল না দেখিয়া, অরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য একদল সৈন্য লইয়া তৈলঙ্গ আক্রমণ করিলেন। কুতব শাহ তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। অরঙ্গজেব সুলতানের রাজ্য ছিন্নভিন্ন করিয়া হায়দরাবাদ নগর লুটিয়া লইলেন। তখন সুলতান নিরুপায় হইয়া মীরজুম্লাকে

সমস্ত সম্পত্তিসহ তাঁহার পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং অরঙ্গজেবকে ১ কোটি টাকা এবং রাজকুমার মহম্মদের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া সন্ধিভিক্ষা করিলেন।

১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে মীরজুম্লা পুত্র ও সম্পত্তি সহ অরঙ্গজেবের সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমে অরঙ্গজেবের সহিত মীরজুম্লার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। দিল্লীর রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মীরজুম্লা সম্রাট্ শাহজহানকে একখণ্ড বৃহৎ হীরক, ১৬টী হস্তী, এবং অন্যান্য বহুমূল্য উপঢৌকন প্রভৃতিতে ১৫লক্ষ টাকার দ্রব্য উপহার প্রদান করিলেন। এই উপঢৌকনের পরিবর্ত্তে তিনি সম্রাটের নিকট হইতে "মুয়াজিম খাঁ" উপাধি এবং ৬০০০ অশ্বারোহীর অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত দেওয়ান উপাধি এবং ৫ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি লাভ করিলেন। পরে উজীর সারাউল্লার মৃত্যু হইলে, শাহজহান মীরজুম্লার কার্য্যদক্ষতাদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে উজীরের পদ প্রদান করিলেন। রাজকুমার দারা এ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু অরঙ্গজেবের সহায়তায় মীর জুম্লার কোন ক্ষতি হয় নাই।

যখন দিল্লী সিংহাসন লইয়া অরঙ্গজেবের ভ্রাতাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন মীরজুম্লা অরঙ্গজেবের পক্ষে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব মীরজুম্লার যুদ্ধতৎপরতা দেখিয়া তাঁহাকেই প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় ভ্রাতা সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করেন। মীরজুম্লা সুজার অনুসরণ করিয়া ঢাকা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে তাঁহার বাসভবন নির্ম্মিত হয় এবং ইহাই পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী হইয়াছিল।

রাজমহলে অবস্থিতিকালে মীরজুম্লা ইংরাজদিগের সোরা বোঝাই বাণিজ্যপোত সকল অবরোধ করিয়া পাটনার বাণিজ্যের অনেক ক্ষতি করিয়াছিলেন। ইংরাজগণ দুর্বুদ্ধিক্রমে ১৬৬০ খৃঃ অব্দে মীরজুম্লার একখানি রণতরী আক্রমণ করেন। তাহাতে মীরজুম্লা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত করিবার ভয় দেখাইয়াছিলেন। যাহা হউক সুচতুর ইংরাজেরা সে যাত্রা ক্ষমা-প্রার্থনাপূর্ব্বক সন্ধি করিয়া রক্ষা পাইলেন। মীরজুম্লার আদেশানুসারে হুগলীর ফৌজদার বার্ষিক ৩০০০ টাকা কর লইয়া ইংরাজদিগকে বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিলেন।

যৎকালে অরঙ্গজেব সিংহাসন লাভ করিবার জন্য গৃহযুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন সুযোগ পাইয়া বাঙ্গালার ভূম্যধিকারিগণ দিল্লীতে করপ্রদান রহিত করিয়া নিজ নিজ রাজ্যবৃদ্ধি করিবার অবসর খুঁজিতে ছিলেন। কোচবিহারের রাজা ভীমনারায়ণ তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তিনি মোগল-সাম্রাজ্যের নানাস্থান আক্রমণপূর্ব্বক শেষে কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন। আসামের পরাক্রান্ত রাজা জয়ধ্বজসিংহ এই সময়ে বঙ্গদেশের অনেক স্থান লুণ্ঠন করিয়া ঢাকা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েন এবং বহুসংখ্যক অধিবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া যান।

এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য মীরজুম্লা ঢাকায় রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক একটী সেনাদল সংগঠন করিতে ব্যাপৃত রহিলেন। বহু সংখ্যক রণতরী, কামান ও অন্যান্য অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া কোচবিহার আক্রমণ করিবার জন্য ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সম্রাটের আজ্ঞা পাইয়া তিনি জলপথে ব্রহ্মপুত্রনদ পার হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। নদীর উত্তরতীরে দুর্ভেদ্য জঙ্গল থাকায়, তাঁহাকে জঙ্গল কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল।

ভীমনারায়ণপূর্ব্ব হইতেই আক্রমণের সংবাদ পাইয়া আত্মরক্ষার্থ উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যে সমস্ত পথ অবরোধ করিয়াছিলেন, মীরজুম্লা সেদিকে আদৌ গেলেন না। যে দিক্ নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছন্ন, মীরজুম্লা সেই দিকের অরণ্য কাটিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য তিনি স্বহস্তে কুঠার ধারণপূর্ব্বক বন কাটিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে মোগল-সৈন্যগণও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তৎকার্য্যে যোগদান করিল। এই প্রকারে অতর্কিতভাবে অকস্মাৎ মীরজুম্লা কোচবিহারে উপস্থিত হইলে ভীমনারায়ণ অনন্যোপায় হইয়া অরণ্যাচ্ছাদিত পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করেন। মীরজুম্লা কোচবিহার জয় ও লুণ্ঠনপূর্ব্বক উহার নাম "আলমগীর নগর" রাখিলেন এবং সৈয়দ মহম্মদ সদককে উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন এবং নগরের সমস্ত মন্দির ও দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া সেই সেইস্থানে মস্জিদ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিলেন।

যাহা হউক, মীরজুম্লা কোচবিহারের অধিবাসিগণের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। রাজা ভীমনারায়ণের সমস্ত সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছিল। কোচবিহারে তথাকার অধিষ্ঠাতা নারায়ণ দেবের এক প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। মীরজুম্লা ধর্ম্মান্ধ হইয়া নিজে কুঠার হস্তে নারায়ণদেবের বিরাট্ বিগ্রহ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন এবং সমস্ত মুসলমানদিগকে মন্দিরের ছাদে উঠিয়া কোরাণ পড়িতে বলিলেন। এতদ্ব্যতীত মীরজুম্লা অধিবাসিগণের কোন অশান্তি উৎপাদন করেন নাই। সেইজন্য যে ব্যক্তি মুসলমানের ভয়ে রাজ্যপরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিল।

ভীমনারায়ণ অরণ্যাবৃত পর্ব্বতের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিলেন। তাঁহার পুত্র বিষ্ণুনারায়ণের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। বিষ্ণুনারায়ণ মীরজুম্লার নিকট আসিয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন এবং মীরজুম্লাকে কহিলেন যে, যদি তিনি তাঁহাকে কোচবিহারের রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তাহা হইলে তিনি পিতাকে ধরিয়া দিবেন।

এই প্রকারে ধর্ম্মদ্রোহী ও পিতৃদ্রোহী বিষ্ণুনারায়ণ মুসলমান-সেনাপতি ইস্‌ফান্দিয়ার বেগের অধীনে এক বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া পিতাকে ধরিবার জন্য অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। পিতা উপযুক্ত পুত্রের ব্যবহারাদি জানিতে পারিয়া ভোটান প্রদেশের এক উত্তুঙ্গ শৈলদুর্গে আশ্রয় লইলেন। অধিত্যকা প্রদেশ হইতে উক্ত দুর্গে যাইবার পথে লৌহশৃঙ্খল-নির্ম্মিত একটী সেতু ছিল। ঐ সেতু এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, দুর্গস্থ ব্যক্তিগণ অনায়াসে উক্ত সোপান বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত। পুত্র মুসলমান-সেনাদলের সাহায্য পাইয়াও পিতাকে ধরিতে পারিল না। তখন অগত্যা জননী ভগিনী প্রভৃতি পরিজনবর্গকে বন্দী ও তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়া নিরস্ত হইল। প্রধান মন্ত্রীও ধৃত হইলেন। অরণ্যের মধ্যে ২৫০টী বড় বড় কামান ছিল, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রচুর দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গুণধর পুত্র ঢাকায় ফিরিয়া আসিল।

মীরজুম্লা কোচবিহার রাজ্যের দশ লক্ষ টাকা কর নির্দ্ধারিত করিয়া এবং ইস্‌ফান্দিয়ার বেগের অধীনে ১৪০০ অশ্বারোহী ও ২০০০ গোলন্দাজ সৈন্য রাখিয়া আসাম জয় করিতে যাত্রা করিলেন। তিনি ঢাকা হইতে যে সমস্ত রণতরী লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা নানা প্রকার যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া আসাম অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৬৬২ খৃঃ, রাঙ্গামাটীর নিকট ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু প্রতিকূল স্রোতোনিবন্ধন সৈন্যগণ রণতরীসমূহের গুণ টানিয়া চলিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াও তাহারা দৈনিক এক ক্রোশের অধিক পথ অগ্রসর হইতে পারিল না। এমন কি আসামীগণ অরণ্য মধ্যে অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া তাহাদিগকে গুলির আঘাতে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল। সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক হইলেও মীরজুম্লার অক্লান্ত উদ্যমের দৃষ্টান্তে তাহারা উৎসাহিত হইল।

এই প্রকারে কয়েকদিন অবিশ্রান্ত চলিয়া মীরজুম্লা সেমাইল বা হাজো নামক দুর্গের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে একটী উচ্চ শৈলের শিখরদেশে এই দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। দুর্গের পরিখারূপ ব্রহ্মপুত্রে বহুসংখ্যক রণতরী ছিল। পার্ব্বত্য দুর্গে ২০০০০ সৈন্য সর্ব্বদা দুর্গরক্ষা করিত। মীরজুম্লা রণতরীস্থ সৈন্যদিগকে নৌসেনা আক্রমণ করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। কামানের গোলায় আসামীয় রণতরীসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তদ্দর্শনে দুর্গস্থ সৈন্য সকল রজনীযোগে পলায়ন করিল।

মীরজুম্লা অনায়াসে দুর্গ অধিকার করিয়া আতা-উল্লা নামক একজন সেনানীর অধীনে তথায় একদল সৈন্য রাখিয়া আসামের মধ্যে অগ্রসর হইলেন এবং রাজধানী ঘোড়াঘাট আক্রমণ করিলেন। মোগলসৈন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়ায় মীরজুম্লা তাহাদিগকে ঘোড়াঘাট ও মাতিয়াপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন।

মীরজুম্লা ভাবিয়াছিলেন যে, যখন রাজা জয়দেবসিংহ পলায়ন করিয়াছেন ও অধিকাংশ অধিবাসীই তাঁহার বশীভূত হইয়াছে, তখন অন্য কোন উপদ্রবের আশঙ্কা নাই। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মীরজুম্লা স্বীয় বিজয়সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া অরঙ্গজেবের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন এবং অবিলম্বে নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়া সমৃদ্ধিশালী চীন-সাম্রাজ্যও আক্রমণ করিবেন, এরূপ কথাও জানাইয়া পাঠাইলেন।

অরঙ্গজেব মীরজুম্লার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং অচিরেই যে তাঁহার বিজয়বৈজয়ন্তী চীনে ও জঙ্গিস্ খাঁর তাতার-রাজ্যে উড্ডীয়মান হইবে, ইহা ভাবিয়া উল্লসিত হইলেন। তিনি মীরজুম্লাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া চীনযাত্রার জন্য স্বহস্তে পত্র লিখিলেন ও তাঁহার পুত্র আমীনকে গৌরবসূচক উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলেন।

অকস্মাৎ ঘটনাচক্রের গতি ফিরিয়া গেল। বর্ষার আবির্ভাবে আসামের নদ ও নদীনালা প্লাবিত হইয়া তীরভূমি সকল অতিক্রম করিল। সমস্ত আসাম প্রদেশ জলমগ্ন হইল। মোগল সৈন্যগণ ও অশ্বগণের খাদ্যাদি নিঃশেষিত হইল। আসামরাজ জয়দেবসিংহ তদ্দর্শনে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। মোগলগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইল। জলবায়ুর আর্দ্রতা প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রাকৃতিক উৎপাতে মোগল সৈন্যমধ্যে মড়ক দেখা দিল। এই সুযোগে আসামীগণও আক্রমণ করিয়া মোগলসৈন্য সংহার করিতে লাগিল। মীরজুম্লা সম্মুখে কি পশ্চাতে কোন দিকেই অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

কএক মাস পরে বর্ষা কাল অপগত হইল। মীরজুম্লা পুনর্ব্বার আসামরাজকে আক্রমণ করিলেন। রাজা সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু মীরজুম্লা বৈরনির্য্যাতন-মানসে তাঁহার রাজ্যধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু মীরজুম্লার সৈন্য

সকল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি স্বীয় সেনাপতি দিলাবর খাঁর পরামর্শে রাজার সহিত সন্ধি করিলেন। আসামরাজ সন্ধির সর্ত্তানুসারে মীরজুম্লাকে ২০০০০ তোলা অর্থাৎ ৬ মণ ১০সের সোণা, এবং ৩১৫ মণ রৌপ্য, ৪০টী হস্তী ও দুইটী লাবণ্যবতী ললনা উপহার দিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, তন্মধ্যে একটী রাজার কন্যা ছিল।

মীরজুম্লা যখন আসাম আক্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রতিনিধি ইস্‌ফান্দিয়ার বেগের অত্যাচারে কোচবিহারে নানা উপদ্রব চলিতেছিল। সেখানকার অধিবাসীরা দলবদ্ধ হইয়া ভূতপূর্ব রাজা ভীমনারায়ণকে আহ্বান করিয়াছিল। ভীমনারায়ণ প্রজাপুঞ্জের সহানুভূতিতে প্রোৎসাহিত হইয়া ইস্‌ফান্দিয়ার খাঁকে রাজ্যত্যাগ করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। মোগলপ্রতিনিধি ভীত হইয়া গৌহাটীতে যাইয়া মীরজুম্লার আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মীরজুম্লা বাঙ্গালা-যাত্রা করিলেন। তাঁহার সুবৃহৎ সৈন্যদল একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। শতকরা ১০ জন সৈন্য জীবিত ছিল, অবশিষ্ট সকলেই আসাম-প্রদেশে নিহত হইয়াছিল।

১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মীরজুম্লা গৌহাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণকে ইস্‌ফান্দিয়ার সহিত কোচবিহার অধিকার করিতে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং ঢাকা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে খিজিরপুর নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিক এল্‌ফিনষ্টোন বলেন যে, ১৬৬৩ খৃঃ ৬ই জানুয়ারী তিনি ঢাকা-নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি লেখকেরা বলেন,তিনি কোচবিহারের অন্তর্গত খিজিরপুরে ১৬৬৩ খৃঃ ৩১এ মার্চ্চ মানবলীলা সম্বরণ করেন।

অরঙ্গজেব মীরজুম্লার মৃত্যুসংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র আমীনকে পিতৃপদ প্রদান করিলেন। মীরজুম্লা অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। নিজ বুদ্ধিবলে ও উদ্যমসহকারে তিনি উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যুতে য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মীরজুম্লা, জনৈক মোগল-সেনাপতি। পারস্য-রাজ্যের শাহরিস্তান-নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার প্রকৃত নাম মীর মহম্মদ আমীন্। মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতে আগমন করেন। সম্রাট্ শাহজহান ইঁহাকে পাঁচহাজারী সেনানায়কের পদ ও মীরজুম্লা উপাধি প্রদান করেন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

মীরজুম্লা, সম্রাট্ ফরখসিয়রের জনৈক প্রিয়পাত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম আবদুল্লা। সম্রাটের অনুগ্রহে ইনি বেহার-প্রদেশের সুবাদারী লাভ করেন। সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ইনি 'সদর উস্ সদুর' পদ প্রাপ্ত হন। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মীরণ, বঙ্গেশ্বর মীরজাফর আলীখাঁর পুত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম মীর সাদিক্। ইনি বড়ই নিষ্ঠুর ও দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন। পিতা মীরজাফরের সিংহাসন অবিচলিত রাখিবার জন্য, বালক মীর্জামহদী ও আলীবর্দ্দী-বেগম প্রভৃতি রাজ্যের উত্তরাধিকারী ও রাজকুলললনাগণের প্রাণসংহার করিয়া, ইনি যে পাশবচরিত্র ও অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পিতার চরিত্রেও দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে। ইনিই বঙ্গের বালক নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রাণনাশের প্রধান উদ্যোগী বলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে অক্ষয় নাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

পিতার উদ্যোগে তিনি পাটনার নবাবীপদ ও শাহমৎজঙ্গ উপাধি লাভ করেন। পাটনা-যুদ্ধের সময়, ইঁহার বীরত্বেরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই দুর্ভাগ্য নবাবপুত্র সেই সময়ে স্বীয় তাম্বুতে বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে, যে ঢাকার নায়েব নবাব জসরৎ খাঁ মীরণের আদেশ মত বখর খাঁ নামক জনৈক দুর্ব্বৃত্তের হস্তে আলিবর্দ্দী-দুহিতা ঘোসবী ও আমীনা বেগমদ্বয়কে সমর্পণ করেন। দুর্ব্বৃত্তগণ বেগমদ্বয়কে নৌকায় তুলিয়া জলমগ্ন করে। বেগমগণ ঐ সময়ে 'বজ্রাঘাতে মীরণের পাপের শাস্তি হউক' বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিল। মৃত্যুর পর, মীরণের মৃতদেহ প্রথমে হস্তিপৃষ্ঠে ও পরে নৌকাযোগে পাটনা হইতে রাজমহলে আনিয়া সমাহিত করা হইয়াছিল।

মীরণ আদিলখাঁ ফরুখী, খান্দেশের জনৈক রাজা। পিতা মীরণ মুবারিক খাঁর মৃত্যুর পর, তিনি ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে খান্দেশরাজ্য এবং বুর্হানপুর-রাজধানী সৌধমালায় পরিবৃত হইয়া সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। সুনিপুণ শিল্পিগণকে নিযুক্ত করিয়া সংস্কার দ্বারা তিনি আশীর ও মলয়গড়-দুর্গ দুর্ভেদ্য করিয়াছিলেন। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে বুর্হানপুরের দৌলৎময়দান প্রাসাদের সন্নিকটে তাঁহার আদেশ মত তাঁহার মৃতদেহের সমাধি হইয়াছিল। তিনি মীরণখানি নামেও পরিচিত ছিলেন।

মীরণ মুবারিক খাঁ ফরুখী ১ম, খান্দেশাধিপতি মীরণ আদিল খাঁ ফরুখীর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে

তিনি খান্দেশ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। ২৭ বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করিবার পর ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মীরণ মুবারিক খাঁ ফরুখী (২য়), খান্দেশের জনৈক মুসলমান নরপতি। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতা মীরণ মহম্মদ খাঁর রাজ্যশাসনের পর তিনি খান্দেশ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মীরণ মহম্মদ খাঁ ফরুখী (১ম), খান্দেশের জনৈক রাজা। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে পিতা আদিল খাঁর মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরাধিপতি বাহাদুর শাহের বিয়োগের পর তিনি মাতা ও ওমরাহগণের সহযোগে স্বীয় মাতুল বাহাদুর শাহের গুর্জ্জর ও মালবরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। মাণ্ডুনগরে মীরণ মহম্মদশাহ নামগ্রহণপূর্ব্বক গুর্জ্জর রাজ্যের অধিপতি হইলেন বটে, কিন্তু অধিক দিন আর তাঁহাকে এ সুখ উপভোগ করিতে হয় নাই। উক্ত বর্ষেই রাজ্যাধিকারের ২ মাস পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার ভ্রাতা ২য় মুবারক খাঁ খান্দেশের এবং বাহাদুর শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মাহ্মুদশাহ গুর্জ্জর-সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। বুর্হানপুরনগরে পিতার সমাধি-পার্শ্বে তাঁহাকে কবরস্থ করা হইয়াছিল।

মীরণ মহম্মদ খাঁ ফরুখী (২য়), খান্দেশের একজন রাজা। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে মুবারক খাঁর (২য়) রাজ্যাবসানে ইনি সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

মীরণ শাহ (মীর্জ্জা), বিখ্যাত মোগলবীর আমীর তৈমুর-শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর একমাত্র তিনিই জীবিত ছিলেন। ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইরাক, আজর বেয়ান্, দয়ারবের্ ও সিরিয়া প্রদেশ শাসন করিয়া ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে করো যুসুফের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

মীরণ হুসেন নিজাম শাহ, নিজামশাহী-বংশের জনৈক রাজা। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে পিতা মুর্ত্তজা নিজামশাহের গুপ্তহত্যার পর, তিনি দাক্ষিণাত্যের আহ্মদনগর-সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার হঠকারিতা ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি রাজ্য মধ্যে অত্যাচার ও অনাচারের স্রোত চালিয়া দিয়াছিল। দশমাস কাল রাজত্বের পর, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিহত করা হয়।

মীর তোজক (পারসী) সেনানায়কবিশেষ। যুদ্ধযাত্রাকালে সেনাদলের শ্রেণীবদ্ধ গতিরক্ষা ও শান্তিরক্ষা এবং সেনাবর্গের অনুপস্থিতি প্রভৃতি প্রধান সেনাপতিকে জ্ঞাপন করাই তাহার কার্য্য।

মীর দরদ্, জনৈক মুসলমান কবি। বিখ্যাত শেখ সাধু খাজা নাসিরের পুত্র। সাধু নাসিরের অধ্যয়ন-কৌশলে দরদ্ অচিরে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার মাধুর্য্যপূর্ণ উচ্চ-অঙ্গের কবিতামালা পাঠকালে, তাঁহাকে কল্পনাদেবীর ঔরস-পুত্র বলিয়াই মনে হইত। বাস্তবিকপক্ষে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ কবি একজনও ছিল না। তাঁহার প্রকৃত নাম খাজা মহম্মদ মীর। স্বীয় কবিত্বশক্তির পরিচয়স্বরূপ তিনি মীর দরদ্ আখ্যালাভ করিয়াছিলেন।

দিল্লী নগর তাঁহার জন্মস্থান। এখানে পাঠাভ্যাস সমাপন করিয়া তিনি সেনাবিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করেন। পরে পিতার অনুমত্যনুসারে কঠোরতর সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সাধুজীবন অবলম্বনে বাধ্য হন। মোগলসম্রাট্গণের ক্ষীণশক্তিপ্রযুক্ত দিল্লীর শাসনদণ্ড হস্তান্তরিত হইলে দিল্লীবাসী নগরত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। জয়োন্মত্ত বিজয়ী-সেনাদলের অত্যাচার এবং সাময়িক অর্থকৃচ্ছ্রতা-নিবন্ধন দুঃখনিপীড়িত অবস্থায় অদৃষ্টকে মূল জানিয়া তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া যান নাই।

তিনি সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সংগীতবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পটুতা ছিল। প্রতি মাসে তাঁহার গৃহে সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্গণের একটী বৈঠক বসিত। অনেকে তাঁহার সুধাকণ্ঠনিঃসৃত গীতলহরী শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন।

তিনি শাহগুলসান ওরফে শেখ সাদুল্লার শিষ্য ছিলেন। তাঁহার রচিত আলিনাল-ই-দরদ্, আলা-সরদ্, দরদ্-দিল্, ইল্-উল্ কিতাব এবং পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় লিখিত দুইখানি দিবান্-গ্রন্থ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সুফী মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন জন্য তিনি বিসাল-বারিদাৎ নামে একখানি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মীরপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশে শিকারপুর জেলাস্থ রোহ্রি মহকুমার একটী তালুক। অক্ষা০ ২৭° ১৯´ হইতে ২৮° ৪´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৬৯° ১৩´ হইতে ৭০° ১১´ পূঃ।

২ উক্ত তালুকে মুক্তিয়ারপুর নামক স্থানের প্রধান নগর। রোহ্রি হইতে ৫৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে। এখানে ধর্ম্মাধিকরণ ও কোষাগার আছে। শস্য ও ঘৃতের ব্যবসায় জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। এই নগর ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে মীর মুস্ত খাঁ তালপুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সিন্ধু ও পঞ্জাব রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে।

৩ উত্তর সিন্ধুর সীমান্তপ্রদেশস্থ একটী নগর। শস্য ও জরীর জুতার ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থান।

মীরপুরখাস, মীরপুর তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা০ ২৫° ৩১´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৬৯° ৩´ পূঃ। হায়দ্রাবাদ হইতে

অমরকোটে যাইবার মধ্য পথে অবস্থিত। ১৮০৬ খৃঃ অঃ মীর আলি মুরাদ তালপুর এই নগর নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানে শস্ত ও তুলার বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

মীরপুর বাত্তোরো, সিন্ধুপ্রদেশে করাচি জেলার একটী তালুক ও নগর। অক্ষা° ২৪°-৪৪´, দ্রাঘি° ৬৮°১৭´। এখানে বাজার ও ধর্ম্মশালা আছে। এখানে শস্ত, বস্ত্র ও ঘৃত প্রভৃতির দ্রব্যের বাণিজ্য চলে।

মীরমদন, সিরাজের জনৈক সেনানী। ইনি পলাশীর রণক্ষেত্রে ইংরাজের গুলির আঘাতে নিহত হন (১৭৫৭ খৃঃ অব্দে)।

মীর মন্নু, পঞ্জাবের মুসলমান শাসনকর্ত্তা। উজীর কমর্ উদ্দীন্ খাঁর পুত্র। তাঁহার অমিতপরাক্রমে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে দুরানী-সর্দ্দার আবদালী পরাজিত হইয়া আটক উত্তরণপূর্ব্বক পলায়ন করেন। বালকের বীরত্বে প্রীত হইয়া সম্রাট্ মহম্মদ-শাহ তাঁহাকে লাহোর ও মুলতানের শাসনকর্ত্তৃপদ ও মুইন্-উল্-মুল্ক উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে মহম্মদ শাহের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আহ্মদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইনি মন্নুর প্রতি ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার রাজ্য-হরণে অগ্রসর হইলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে সম্রাট্-সৈন্য পরাজিত হয়। তাঁহার বীরত্ব-প্রতিভায় সমগ্র শিখ জাতি অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অতঃপর তিনি আহ্মদশাহ আবদালীকে প্রতিশ্রুত করদানে বিরত হইলে ১৭৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে দুরানী-সর্দ্দার পুনর্ব্বার পঞ্জাব আক্রমণ করেন। মন্নু আত্মসমর্পণ করিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

মীর মসুম, জনৈক মোগলসেনাপতি ও বিখ্যাত কবি। সম্রাট্ অকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইনি একহাজারী সেনানায়কের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কঠোর জীবন বহন করিয়াও তাঁহার প্রাণে কাব্যের কোমল উৎস ছুটিয়াছিল। তিনি 'মাদন-উল্অখ্বার' নামক মস্নবী, ১ খানি দিবান্ ও তারিখ-ই-সিন্ধ নামে একখানি সিন্ধুদেশের ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করেন। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে বিখর নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মীরমীরাস্নত (পুং) অসালতিপ্রকাশ নামক অভিধান-প্রণেতা।

মীররাজী, দিল্লীবাসী জনৈক বিখ্যাত কবি। ইনি একটী গজল গাইয়া জনৈক শাহাজাদার নিকট হইতে লক্ষ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

মীর বক্সী (পারসী) বেতনবিভাগের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীভেদ (Chief Pay-master.)

মীর বহুরী (পারসী) নদীপারাবারের জন্ত আদায়ী কর।

মীর বুজরুগ্, দুরউল্-মারফৎ নামক সুফী ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণেতা।

মীর সৈয়দ জমারাক্, পারস্যবাসী জনৈক তন্তুবায়-সন্তান। মীর কবিত্ব-প্রতিভায় প্রতিভান্বিত হইয়া তিনি ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। সম্রাট্ অকবরশাহ তাঁহার কবিত্বের বিশেষ সমাদর করিতেন। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি রুবাঈ নামক কবিতা লিখিতেন বলিয়া সাধারণে তাঁহাকে মীর-রুবাঈ বলিয়া ডাকিত।

মীর হাজী, দিল্লীবাসী জনৈক দুর্বৃত্ত মুসলমান সর্দ্দার। বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহের সময় এই ব্যক্তি কাপ্তেন ডগ্লস্ প্রভৃতি কএকজন ইংরাজপুঙ্গবকে নিহত করে। বিদ্রোহা-বসানে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৯এ ডিসেম্বর দিল্লীনগরীর লাহোরদ্বারে তাহার ফাঁসি হইয়াছিল।

মীরাবাই, কৃষ্ণপ্রেমপরায়ণা জনৈক রাজমহিষী। চিতোরের রাণা কুম্ভের পত্নী। (আবির্ভাব কাল ১৪২০ খৃষ্টাব্দ) মার-বার প্রদেশের অন্তর্গত মেরতাগ্রামের রতিয়া রাণা নামে একজন রাঠোর-সামন্তের কন্যা। শৈশবেই মীরার অন্তঃ-করণে অসাধারণ ভক্তির বিকাশ লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি অসামান্যা রূপবতী ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শক-মাত্রকেই ইন্দ্রজালের ন্যায় মুগ্ধ করিত। কোকিলশাবক যেমন স্বাভাবিক সংস্কারবলে মধুর কূজনে দিগ্দিগন্তে সঙ্গীতধারা বর্ষণ করে, মীরাও সেইরূপ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ভক্তির প্রেরণায় শৈশবেই কলকণ্ঠের সঙ্গীতে সকলকেই বিমুগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যের সহিত সুললিত কণ্ঠধ্বনি মিলিত হইয়া অবনীতে অমরাবতীর ছায়া প্রদর্শন করিতে লাগিল।

মীরা বাল্যকাল হইতেই নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার সমবয়স্কা ক্রীড়াসঙ্গিনীগণ যখন মনোহারিণী খেলনা লইয়া ছুটাছুটী করিত, তিনি তখন নির্জ্জনে লোকলোচনের অগোচরে হরিগুণগানে বিভোর থাকিতেন। যখন সঙ্গিনীগণ তাঁহার সহিত একত্র ক্রীড়া করিত, তখন তাহারাও মীরার সুমধুর হরিসঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইত। মীরা পুষ্পমালা বড় ভাল বাসিতেন। যখন কুসুমদামালঙ্কৃতা চন্দনচর্চ্চিতা মীরা ভক্তির মোহনমন্ত্রে হরিগুণ গান করিতেন, তখন সকলেই তাঁহাকে দেববালা বলিয়া অভিবাদন করিত। অলৌকিক রূপ-গুণের সম্মিলনে মীরার মণিকাঞ্চনসংযোগ হইয়াছিল।

ক্রমে ক্রমে মীরার সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীতখ্যাতি দেশ দেশা-ন্তরে প্রচারিত হইয়া পড়িল। দূরদেশ হইতে ভক্তগণ কিন্নর-কণ্ঠী মীরার স্বরলহরী শুনিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া মেরতায়

আসিতে লাগিল। মীরার পিতা একজন সম্পত্তিসম্পন্ন সামন্ত ছিলেন। তিনি যথোচিত অভ্যর্থনাদি দ্বারা অভ্যাগত ব্যক্তিগণের আতিথ্যসংকার করিতেন।

রাণা মোকলদেবের পুত্র চিতোরের যুবরাজ কুম্ভকর্ণের কর্ণে মীরার অলৌকিক কাহিনী প্রবেশ করিয়া তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত করিল। একবার মীরার ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য দেখিয়া ও কলকণ্ঠের মধুরকাকলী শ্রবণ করিয়া দর্শন ও শ্রবণ পরিতৃপ্ত করিবেন—এই বাসনা তাঁহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু চিতোরাধিপতি একজন সামন্তের গৃহে এক বালিকার সঙ্গীতশ্রবণে যাইবেন, ইহা একেবারেই অসম্ভব। মাড়বারে তাঁহার মাতুলালয় ছিল। কুম্ভ মাতুলালয়ে যাইবার ভাণ করিয়া ছদ্মবেশে মীরার পিত্রালয়ে চলিলেন। পথিমধ্যে একজন সঙ্গী পাইয়া তাঁহার সহিত মীরার গৃহে উপনীত হইলেন। দেখিলেন,—চতুর্দ্দিকে কৌতূহলাক্রান্ত লোকসমাগম, মধ্যস্থলে কুসুমালঙ্কৃতা চন্দন-চর্চ্চিতা মীরা হরিগুণ গান করিতেছেন। কুম্ভ স্বয়ং সুকবি ও সহৃদয় ছিলেন। মীরার কলকণ্ঠধ্বনি শুনিয়া তিনি চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

সঙ্গীত শেষ হইলে সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল। কুম্ভকর্ণ কোথায় যাইবেন এবং কি করিবেন, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। মীরার পিতা কুম্ভের রাজোচিত আকার প্রকার দেখিয়া সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাকে সেইস্থানে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাণা তাঁহাকে কহিলেন,—"মহাশয়! আপনার দুহিতার দিব্যসঙ্গীতসুধা পান করিয়া আমার মনোমধুকর উদ্ভ্রান্ত হইয়াছে। কিছুতেই শ্রবণলালসার পরিতৃপ্তি হইতেছে না।" মীরার পিতা তাহাকে ২।৩ দিন সেইস্থানে অপেক্ষা করিয়া সঙ্গীতশ্রবণের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং মীরাকে কুম্ভের পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু রাণার অতৃপ্ত দর্শনলালসা নিবৃত্ত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল।

পরিশেষে রাজকার্য্য স্মরণ করিয়া কুম্ভ প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং মীরার নিকট বিদায়গ্রহণকালে তাঁহার অঙ্গুলি হইতে হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া প্রদান করিলেন এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া কহিলেন,—

"মীরা, এ স্বর্গসুখ ত্যাগ করিয়া আমার চিতোরে যাইতে অণুমাত্র ইচ্ছা নাই। তুমি স্পষ্ট করিয়া বল, চিতোরের রাজমহিষী হইতে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?" — মীরা এই কথা শুনিয়া কুম্ভের পদতলে পতিত হইলেন এবং ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া বলিলেন,—"আমরা না জানিয়া চিতোরের রাণার প্রতি যে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করি নাই, তজ্জন্য আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

মীরার পিতাও অজ্ঞাতসারে কুম্ভরাণার পরিচয় শুনিতে পাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন এবং অচিরেই মীরাকে কুম্ভরাণার করে সম্প্রদান করিলেন। স্বচ্ছন্দবিহারিণী বিহঙ্গিনী রাজপ্রাসাদের প্রমোদ-প্রকোষ্ঠে বন্দিনী হইল।

মীরা ভোগবিলাসের অনন্ত ঐশ্বর্য্যে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। কারণ শ্বশুরালয়ের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে মীরা মুক্তপ্রাণের উদার সঙ্গীতধারা বর্ষণ করিতে পারিলেন না। তিনি কঠিন রোগাভিভূত হইয়া পড়িলেন। রাণা মীরার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মীরা কহিলেন—'মহারাজ, আমার চিত্ত সংসারের কোন বস্তুতে মুগ্ধ হইতে চাহে না। পিতামাতা আত্মীয় স্বজন, ভোগবিলাস, বস্ত্রালঙ্কার, কিছুতেই আমার চিত্তের নির্বৃতি হয় না। কেবল যতক্ষণ আপনার পদতলে বসিয়া থাকি, ততক্ষণ কথঞ্চিৎ সুখানুভব করি।'

রাণা কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মীরাকে কবিতা রচনা করাইতে অভ্যাস করাইলেন—ভাবিলেন, কাব্যের মোহিনী শক্তিতে মীরা আকৃষ্ট হইবে। মীরা প্রতিভাবলে অল্পকাল মধ্যে সুন্দর কবিতা রচনা করিতে শিখিলেন। রাণার অপেক্ষা তাঁহার কবিতা অধিকতর প্রসাদগুণশালিনী হইতে লাগিল। তাঁহার উপাস্যদেব "রণছোড়" নামক বালগোপাল। তাঁহার সকল কবিতাই সেই ভক্তবৎসল শ্রীবৎসলাঞ্ছন নন্দনন্দনের প্রেমকাহিনীতেই পর্য্যবসিত।

এই সময় তিনি যে কৃষ্ণপ্রেমময় ভক্তিরসাত্মক রচনার অবতারণা করেন, তাহা "রাগগোবিন্দ" নামে রাজপুত বৈষ্ণবসমাজে সুপরিচিত। এতদ্ভিন্ন তিনি জয়দেব-কৃত প্রসিদ্ধ গীতগোবিন্দেরও একখানি টীকা রচনা করেন।

স্তব স্তুতিগীতি-কবিতায় মীরার বিমর্ষ অপনীত হইল না। কুম্ভ পুনর্ব্বার মীরাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মীরা কহিলেন—

"মহারাণা, আমার ইচ্ছা,—আমি স্বাধীনভাবে মুক্তকণ্ঠে দিবানিশি কৃষ্ণপ্রেমকীর্ত্তন করি। সংসারে সকল লোকের জন্যই আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়।"

রাণা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "চিতোরেশ্বরীর মুখে এ কথা শোভা পায় না।" মীরা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নীরব হইলেন। কিন্তু মীরার প্রফুল্লতা দিন দিন নষ্ট হইতে লাগিল।

রাণা কুম্ভ পরে মীরার ইচ্ছানুসারে রাজপুরীর অভ্যন্তরে

রণছোড়জীউর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, তন্মধ্যে বাল-গোপালমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। মীরার আদেশ মতে সকলেই বৈষ্ণববেশে মন্দির প্রাঙ্গণে যাইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিল। মীরাও প্রফুল্লচিত্তে তাঁহাদের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে রাণাকুম্ভের চিত্তে অশান্তি বাড়িয়া উঠিল। চিতোরের রাজমহিষী অসঙ্কুচিতভাবে সাধারণের সমক্ষে সঙ্গীত করিবেন, ইহা তাঁহার অসহ্য হইয়া পড়িল। সময়ে সময়ে তিনি মীরার চরিত্রে সন্দিহান হইতে লাগিলেন, দারুণ দুশ্চিন্তায় মর্ম্মাহত হইলেন। অবশেষে পুনরায় বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

এদিকে মীরা মুক্তপ্রাণে হরিসঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া রাণার নিকট প্রায়ই আসিতেন না। মলয়ানিলসেবীর তাল-বৃন্তব্যজনে কি প্রবৃত্তি হয়?

কুম্ভ একবার মীরাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মীরা, তুমি দিবারাত্রই কি হরিসঙ্কীর্ত্তন কর। স্বামিসেবা কি তোমার কর্ত্তব্য নয়। আমি পুনরায় বিবাহ করিলে তোমার তাহাতে আপত্তি আছে কি না?"

মীরা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"মহারাণা, আপনি বিবাহ করিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব। কারণ আমি আপনার যথোচিত চরণসেবা করিতে পারিতেছি না। আপনি আর একটী দাসী আনয়ন করুন।"

ইহা শুনিয়া কুম্ভ মীরার চরিত্রে বিশেষ সন্দিহান হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাত্রিযোগে চিতোরের রাজকুল-দেবতা তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, "মীরা কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী পরম সতী, ভক্তির সজীব-নির্ঝরিণী।"

নিদ্রোত্থিত হইয়া রাণা স্বীয় অমূলক সন্দেহের জন্য অনুতাপ করিয়া মীরার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

মীরা গোবিন্দজীউএর মন্দিরে অহোরাত্র কৃষ্ণপ্রেমের মধুর সঙ্কীর্ত্তনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সাংসারিক ভোগ-বাসনার প্রলোভনে মীরার চিত্ত আকৃষ্ট হইবার নহে জানিয়া রাণা কুম্ভ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ঝালবার-রাজকুমারীর সহিত মন্দর-রাজকুমারের বিবাহ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কুম্ভ ইঙ্গিতে ঝালবার-রাজের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিবাহ-রজনীতে ঝালবার-রাজকুমারীকে হরণ করিয়া আনিলেন। কিন্তু সে কন্যা মন্দররাজের প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়াছিল। সুতরাং কুম্ভ দাম্পত্য-প্রণয়ের সুখ জীবনে অনুভব করিতে পারিলেন না। বলপূর্ব্বক প্রণয়লাভ করা যায় না।

গোবিন্দজীউএর মন্দিরে অহোরাত্র বৈষ্ণবগণ অবাধে প্রবেশ করিয়া মীরার প্রেমোন্মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। দূরবর্ত্তী দেশ দেশান্তর হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকও ছদ্ম-বেশে মীরার অনিন্দ্যসুন্দর রূপলাবণ্য দর্শন করিতে ও স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রবণ করিতে আসিতে লাগিল। মীরা অভ্যাগত সমস্ত লোককেই স্বহস্তে পাদ্যার্ঘ দান করিয়া অতিথি সৎকার করিতেন এবং সকলকে স্বহস্তে প্রসাদ ভোজন করাইয়া সায়াহ্নে নিজে প্রসাদ লইতেন।

এক দিন মন্দর-রাজকুমার নবীন বৈষ্ণবের বেশে গোবিন্দ-জীউএর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত বৈষ্ণবগণ-গোবিন্দজীউর প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন, কিন্তু নবীন বৈষ্ণব কিছুই ভক্ষণ করিলেন না। মীরা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায়, তিনি কহিলেন "মহারাণি! আপনার সহিত আমার নির্জ্জনে কোন কথা আছে। তাহা শুনিলে আমি ভোজন করিতে পারি।" অতিথিবৎসলা মীরা অগত্যা সম্মত হইলেন। নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে মন্দর রাজকুমার মীরাকে কহিলেন—"আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন—আমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, তবে আমি আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারি।" মীরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সম্মত হইলেন। তখন মন্দর-রাজকুমার আত্ম-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে, তিনি ঝালবার-রাজ-কুমারীকে একবার জন্মের মত দেখিতে চান—তাঁহারা উভয়ে উভয়ের প্রেমাসক্ত।

মীরা কহিলেন,—'চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরিবর্গ পরিভ্রমণ করিতেছে, কি প্রকারে আপনি রাজান্তঃপুরে ঝালবার-কুমারীকে দেখিতে পাইবেন!' মন্দরকুমার কহিলেন,—'মহারাণি! মরিতে ভয় করি না, একবার আমার ঈপ্সিত প্রণয়িনীকে জন্মের মত দেখিয়া নয় মরিব!'

পরোপকারচিকীর্ষু মীরা ঝালবনের মধ্যস্থ একটী গুপ্তদ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন। মন্দরকুমার ঝালবার-রাজ-কুমারীর শয়নগৃহের সমীপস্থ হইলে, বাতায়নপথ হইতে রাণা-কুম্ভ বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "মন্দর-রাজকুমার! ঝালবনে প্রবেশ করিলেও ঝালবার-কুমারীর সাক্ষাৎ পাইবে না।"

মন্দর-রাজকুমার মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। ক্রোধপ্রজ্বলিত রাণা মীরাকেই পথপ্রদর্শিকা মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ মীরার নিকট গমন করিয়া কহিলেন—"মীরা! ঝাল-বনের গুপ্তদ্বার কে খুলিয়া দিল?"

মীরা মুক্তকণ্ঠে কহিলেন "মহারাজ আমিই দ্বার মুক্ত করিয়াছি। বলপূর্ব্বক কি প্রেমলাভ করা যায়। পরাসক্তচিত্তা রমণী অবরুদ্ধ করিয়া আপনার কি লাভ হইবে?' এতাদৃশ

নির্ভীক ও সগর্ব্ব উত্তরে চিতোরেশ্বর স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন, "মীরা অন্তঃপুরের গুপ্তদ্বার খুলিলে কি শাস্তি পাইতে হয় জান!"

মীরা অম্লানবদনে উত্তর করিলেন, "মহারাণা অপরাধের জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি, মার্জ্জনা করুন। দাসী শাস্তিগ্রহণে কাতর নহে। কিন্তু শিশোদীয়কুলের অকলঙ্ক যশোরাশি যে কলঙ্ককলুষিত হইবে, ইহা আমি প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারিব না।"

রাণা রোষকষায়িত লোচনে কহিলেন—"মীরা তুমি বড়ই প্রশ্রয় পাইয়াছ। তুমি চিতোরের রাজমহিষী হইয়া স্বৈরিণীর ন্যায় আক্রমণ করিতেছ। তোমার মনস্তুষ্টির জন্ত আমি রাজান্তঃপুরে গোবিন্দজীউর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি, তুমি লজ্জাশীলতা বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বসাধারণের সহিত মিশিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে চাহিলে—তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছি। অতঃপর তুমি আমার শত্রু মন্দর-রাজকুমারের সহিত রজনীর অন্ধকারে অঙ্গ ঢালিয়া চিতোরেশ্বরের অঙ্কাশ্রিতা মহিলাকে বহিষ্করণ করিবার চেষ্টা করিলে—কি ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়াছ! তোমার কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়তা থাকে, মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন কর। কুলস্ত্রী-বহিষ্করণে তোমার চেষ্টা কেন? আর আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না। তুমি চিতোর পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে চলিয়া যাও। দেবতার ভাণ করিয়া কলঙ্কের প্রশ্রয় দিতে আমার চিত্ত একেবারেই অশক্ত। তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখ হইতে প্রস্থান কর। কি জানি যদি মমতার দুর্ব্বলতায় বা সৌন্দর্য্যের মোহে আবার তোমাকে ক্ষমা করিয়া কালসর্পিণীকে গৃহে আশ্রয় দিতে হয়।"

মীরা অবনতমস্তকে প্রসন্নবদনে তথা হইতে বিদায় হইলেন। নিশীথে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে রাজভবন পরিত্যাগ করিলেন। চিতোরবাসিগণ এই সংবাদ নিবুদ্ধিতার জন্ত রাণাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। মীরার প্রস্থানে রাজভবনে গোবিন্দ-মন্দিরের আনন্দস্রোত রুদ্ধ হইল। কৃষ্ণভক্তগণের কোলাহলাকুল কলনিনাদ করতালধ্বনিত মৃদঙ্গমুখরিত যে অনাবিল আনন্দধারা বর্ষণ করিয়া রাজভবনের সজীবতা ঘোষণ করিত, তাহা একেবারেই বন্ধ হওয়ায় রাজপুরী নিরানন্দময় হইয়া উঠিল।

মীরা চিতোর ছাড়িয়া রাজপুতানার যে প্রদেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই তাঁহার কলকণ্ঠের স্বর্গীয় সঙ্গীতে আনন্দ-তরঙ্গিণীর প্রবাহ বহিতে লাগিল। শত সহস্র নরনারী তাঁহার অরূপম দিব্য লাবণ্যদর্শনে ও সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে শাপভ্রষ্টা দেবাঙ্গনার ন্যায় মনে করিতে লাগিল।

রাণাকুম্ভ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং রাজভবনের বিষণ্ণভাব ও নিরানন্দ সহ্য করিতে না পারিয়া মীরাকে আনয়নের জন্য ব্রাহ্মণ-পুরোহিতকে পত্র সহ প্রেরণ করিলেন। অভিমানশূন্যা বৈষ্ণবী মীরা ব্রাহ্মণগণের নিকট কহিলেন,—আমি মহারাণার দাসী, তিনি অনুমতি করিলে পুনর্ব্বার তাঁহার চরণসমীপে উপস্থিত হইতে পারি।

মীরা চিতোরের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইলে, বাদ্যোদ্যম-সহকারে রাণা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনিলেন। অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া রাণা মীরার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মীরা পতিপদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন,—স্বামিন্ আমি আপনার পদাশ্রিতা দাসী, অপরাধিনী করিবেন না, আমার সকল অপরাধ আপনি মার্জ্জনা করুন।

কুম্ভরাণা কহিলেন—মীরা তুমি অদ্য হইতে গোবিন্দজীউর মন্দিরে ও চিতোরের প্রকাশ্য রাজপথে সর্ব্বসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া হরি সঙ্কীর্ত্তন করিবে। দেখি, তাহাতে যদি চিত্তে শান্তি ধারা বর্ষিত হয়।

মীরা পূর্ব্বে গোবিন্দজীউর মন্দিরে যখন সঙ্গীত করিতেন, তথায় সর্ব্বসাধারণে প্রবেশ করিতে পারিত না। বৈষ্ণবগণ কেবল যাতায়াত করিতেন। এক্ষণে চিতোরের রাজপথে প্রকাশ্যভাবে সঙ্কীর্ত্তন হইবে শুনিয়া, নানা দেশ হইতে সহৃদয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ মীরার অলৌকিক সঙ্গীতসুধা পান করিবার জন্য সমবেত হইতে লাগিলেন। চিতোরের রাজপথে হরি-সঙ্কীর্ত্তনের নিত্যোৎসবে অবিরাম জনস্রোত বহিতে লাগিল। সর্ব্বজাতীয় লোকেই মীরার সঙ্কীর্ত্তনসুধাপানপ্রয়াসী হইয়া পিপাসুপ্রাণে অবস্থান করিতে লাগিল। লোকে আহার-নিদ্রা শোকদুঃখ প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া মীরার ঐন্দ্রজালিক সঙ্গীতের মোহমন্ত্রে আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিল। এইরূপে শৌর্য্যগর্ব্বালঙ্কৃতা চিতোরভূমি ভক্তির সঞ্জীবনী নির্ঝরিণীর বারিসম্পাতে অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল।

ইতিহাসানভিজ্ঞ জীবনীলেখকগণ নানা অবাস্তব ঘটনায় মীরার জীবনী অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। তাঁহারা ভ্রান্তিপ্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া লিখিয়াছেন যে, দিল্লীসম্রাট্ অকবর সঙ্গীতাচার্য্য তানসেনকে সঙ্গে লইয়া মীরার সঙ্গীত শুনিতে আসিয়াছিলেন। রাণা তাহা জানিতে পারিয়া দুশ্চরিত্রা বোধে মীরাকে তরবারি আঘাতে শিরশ্ছেদ করিতে গিয়াছিলেন এবং বিষপ্রয়োগাদি দ্বারা অনেক নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৫৪২ খৃঃ অব্দে অকবরের জন্ম হয়। সুতরাং ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি

কি প্রকারে মীরার সঙ্গীত শুনিতে আগমন করিয়া ৭ লক্ষ টাকার মুক্তার মালা গোবিন্দজীউএর কণ্ঠে দিবেন—তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। কথিত আছে, অকবর পূর্ব্বজন্মে মুকুন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহারও মীরার সমকালে বিদ্যমান থাকা অসম্ভব।

ভক্তমালগ্রন্থেও মীরার পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, বাদশাহ অকবর মীরার শ্রীমুখনিঃসৃত অপূর্ব্ব সঙ্গীতসুধা-পান করিবার জন্য তানসেনের সঙ্গে বৈষ্ণবের বেশে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বর্ণনার মূলে কোন সত্য নাই, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, কোন উদাসীনবেশী মহারাজ মীরার সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া বহুমূল্য মুক্তামালা মীরার কণ্ঠে দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মীরা তাহাতে সম্পূর্ণ অসম্মত হওয়ায় উদাসীন গোবিন্দজীউর কণ্ঠে উক্ত মালা অর্পণ করেন। ক্রমে উক্ত ঘটনা অতিরঞ্জিত হইয়া রাণার কর্ণে প্রবেশ করিল। কুম্ভ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মুক্তার মালা দেখিতে আসিলেন। জহুরীগণ কহিল, উহার মূল্য ১০ লক্ষ টাকা, দিল্লীর সম্রাট্ ভিন্ন ওরূপ মুক্তাহার আর কাহারও নাই।

সকলেই বলিল,—উদাসীনবেশী পুরুষ স্বহস্তে মীরার কণ্ঠে মুক্তামালা পরাইয়া দিতে গিয়াছিলেন। সন্দিগ্ধচিত্ত রাণা ভাবিলেন যে, শুধু সঙ্গীত শুনিয়া কেহ দশ লক্ষ টাকা দান করিতে পারে না। মীরার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া প্রলোভনে বশীভূত করিবার জন্য এই মুক্তামালা উপহার দিয়াছে। হয় ত মীরা সতীত্ববিক্রয় করিয়াছে। ক্রমে সন্দেহপিশাচ তাঁহার বুদ্ধিশক্তি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নির্বুদ্ধিতাপ্রযুক্ত ইহা তিনি বিবেচনা করিলেন না, যে রমণী চিতোরের চিরস্মরণীয় স্বর্ণসিংহাসন, মণিমাণিক্যযুক্ত রত্নভূষণ, ভোগবিলাসের সজীব প্রস্রবণ রাজভবন পদদলনপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী, সেই কি না একগাছি মুক্তার মালার লোভে অপার্থিব সম্পদ্ সতীত্বরত্ন বিক্রয় করিবে!

সন্দেহরূপী পিশাচের আবেশে রাণা অহর্নিশ বিষম-বৃশ্চিক-দংশন ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজপথে বৈষ্ণবগণ করতাল ধ্বনিত করিয়া মীরার সঙ্গীত গান করিতে লাগিল। "মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা" ভণিতা শুনিয়া রাণা ভাবিলেন, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে স্ত্রৈণতার ব্যঙ্গ করিতেছে। মীরার নামে মীরার স্মৃতিতে তাঁহার প্রতিমুহূর্ত্তে বৃশ্চিকদংশনজ্বালা উপস্থিত হইতে লাগিল। মীরাকে কি শাস্তি দিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, মীরাকে চিতোর হইতে নির্ব্বাসিত করিলে সর্ব্বসাধারণে মীরার অনুসরণ করিবে। মূঢ় কুম্ভ মনে করিলেন, তিনি যেমন পত্নী-ভাবে মীরার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ, সকল লোকেই মীরার সৌন্দর্য্যে সেই ভাবে মুগ্ধ। এই অমূলক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মীরার প্রাণনাশ করিবার সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন। কারণ তাহা হইলে মীরার সহিত মীরার স্মৃতি ও মীরার ভণিতাযুক্ত প্রীতিগীতি বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু তিনি বুঝিলেন না যে, ভক্তিমতী মীরার পবিত্রকাহিনী ও সঙ্গীতধ্বনি চিরদিনই পৃথ্বীবাসী মনুষ্যের অন্তঃকরণে মধুধারা বর্ষণ করিবে।

বিকৃতচিত্ত রাণা জানিতেন যে, মীরাকে তিনি যে আজ্ঞাই করিবেন, মীরা তাহা অম্লান বদনে পালন করিবেন। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া মীরাকে গোপনে পত্র লিখিলেন—"মীরা! তোমার জন্য আমি দিবানিশি অশান্তিরূপ বৃশ্চিক-দংশন সহ্য করিতেছি। তুমি রাত্রিতে নদীগর্ভে মগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

মীরা পত্র পাইয়া পত্রবাহককে রাণার সহিত একবার দেখা করাইয়া দিতে প্রার্থনা করিলেন। পত্রবাহক কহিল,—রাণার সে আদেশ নাই। মীরা আর কোন বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না। গভীর নিশীথে যখন রাজভবনের সকলেই সুষুপ্ত, মীরা তখন ভক্তিভরে গোবিন্দজীউকে প্রণাম করিয়া অলক্ষিতভাবে রাজভবন ত্যাগ করিলেন। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া পতিব্রতা মীরা তরঙ্গসঙ্কুলা নদীগর্ভে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পতিত হইলেন। সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মীরা স্বপ্ন দেখিলেন,—এক দিব্যকান্তি বালক তাঁহাকে ক্রোড়ে করিবার জন্য বাহু বিস্তার করিয়াছে। সেই নবীননীরদশ্যাম, নীলেন্দীবরলোচন, শিখিপুচ্ছসমনীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজ, বনমালা-বিভূষিত গোপালরূপী কৃষ্ণ তাঁহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া কহিতেছেন—"মীরা! তুমি পতির আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ। এক্ষণে গাত্রোত্থান কর। ত্রিতাপতাপিত সংসার-দুঃখে দগ্ধ নরনারীকে ভক্তির সঞ্জীবনী গাথা শুনাইয়া কর্ত্তব্য পালন কর। কর্ত্তব্য কর্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই। উঠ! আমার আজ্ঞা পালন কর।"

সংজ্ঞালাভ করিয়া মীরা দেখিলেন,—তিনি সৈকতশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। মীরা আর চিতোরে প্রত্যাগমন করিলেন না। হরিগুণ গান করিতে করিতে বৃন্দাবনধামে যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবনচন্দ্র বালকবেশে মীরার পথ প্রদর্শন করিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণার খাদ্যজল যোগাইতে যোগাইতে চলিলেন। এইরূপে তিনি বালকবৃন্দের সহিত সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বৃন্দাবন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে মীরার হরিনাম গানে উন্মত্ত হইয়া সুকুমারহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার

বৃন্দাবনের সঙ্গী হইল। এইরূপে দেশ-বিদেশে কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতে লাগিল। শোকতাপক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সেই সঞ্জীবনী শান্তি-সরিতের শান্তিজল পান করিয়া তাপিত-চিত্ত শীতল করিতে লাগিল।

যেমন ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাবে বসুন্ধরার বিশালবক্ষে অপূর্বকান্তি ও দিব্য শোভা বিকশিত হইয়া উঠে, মীরার আগমনে বৃন্দাবন সেইরূপে প্রেমতরঙ্গে উদ্বেল হইল। নির্জীব বৃন্দাবন যেন কৃষ্ণপ্রেমের নবোন্মেষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। বৃন্দাবনবাসিগণ দেবীজ্ঞানে মীরার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্রে কলনিনাদিনী কালিন্দীরূপিণী ভক্তির মূর্ত্তিমতী নির্ঝরিণী অবলোকন করিয়া মীরার ভক্তিরসাপ্লুত চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অজস্রধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। যেন বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র কৃষ্ণলীলার পূর্ব্বস্মৃতি মূর্ত্তিমতী হইয়া আকুল করিয়া তুলিল। তিনি দেখিলেন,—যৌবনোদ্ভিন্নদেহা বিচিত্রবস্ত্রালঙ্কারভূষিতা গোপনারীগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া সুনীল কালিন্দীজলকোলসমুৎসুক মুক্তামালালঙ্কৃতবক্ষাঃ হেমাঙ্গদতুলাকোটিকিরীটোজ্জ্বলবিগ্রহ গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ কদম্বপাদপমধ্যস্থ হেমমণ্ডপিকাসীন হইয়া সপ্রেমাপাঙ্গবীক্ষণে রুচিরৌষ্ঠপুটস্থ বংশীমধুরনিঃস্বনে গোপালিকাগণের মনো-মোহন করিতেছেন—সেই বেণুবাদ্য-মহোল্লাস স্মরণ করিয়া মীরা ভক্তির আবেশে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগি-লেন। তাঁহার প্রেমাশ্রুপতনের নিবৃত্তি হইল না। এই-রূপে বৃন্দাবনে পরমানন্দে মীরা কৃষ্ণপ্রেম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কথিত আছে, ভগবদ্ভক্ত রূপগোস্বামী এই সময়ে বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেন। তিনি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং স্ত্রীলোকের মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করিতেন না। মীরাবাই পরমভক্ত রূপগোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। কিন্তু গোস্বামী তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন না। তখন মীরা তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে,—"গোস্বামী ঠাকুর! আজিও স্ত্রীপুরুষের ভেদ বুঝিতে পারেন নাই! ভগবানের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনধামে কেবল একজন পুরুষেরই আবির্ভাব সম্ভব। তিনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এতদ্ব্যতীত সকলেই কৃষ্ণগত-প্রাণা গোপিনা। যদি রূপগোস্বামী আপনাকে পুরুষ বলিয়া অভিমান করেন, তবে ভগবানের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে তাঁহার অবস্থিতি করা উচিত নহে। কারণ অবিলম্বেই তিনি অন্ত কোন গোপী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইবেন।"

রূপগোস্বামী ভক্তশ্রেষ্ঠা মীরাবাইর পত্রের মর্ম্ম বুঝিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং উভয়ে শাস্ত্রালোচনায় পরমসুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ভক্তপ্রাণা মীরার সুললিত পদাবলী ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। এতদিনে রাণা কুম্ভ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। এক্ষণে বুঝিলেন—মীরা শুধু চিতো-রের রাণী নহেন, তিনি মানবজাতির হৃদয়রাজ্যের অদ্বিতীয় সম্রাজ্ঞী; তাঁহার সম্মানের নিকট রাজসম্মান অতিতুচ্ছ।

রাণা গোপনে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। কিছুদিন পরে মীরা রাণাকে চিনিতে পারিয়া পতিপদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। রাণা মীরার নিকট কাতরকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখন উভয়ে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া আনন্দে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন।

রাণা মীরাকে চিতোরে আনয়ন করিলেন। কিন্তু মীরা বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেন। ইহার পর মীরা বৃন্দাবন হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেম কীর্ত্তন করেন। দ্বারকায় কৃষ্ণ-প্রতিমা দর্শনকালে মীরা প্রেমাশ্রুতে প্রতিমার পাদপদ্ম ধৌত করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে, মীরার ভক্তিতে প্রতিমা বিভক্ত হইল; মীরা সেই প্রতিমা মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। মতান্তরে মীরা চিতোরের রণছোড়ের সহিত ঐরূপভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত মীরার জীবনী সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। এস্থলে তৎসমুদয়ের উল্লেখ অসম্ভব। তাঁহার রচিত বিবিধগীতি সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। সমস্ত গীতগুলি ভক্তিরসাশ্রিত। প্রায় প্রতি গানের শেষেই "মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।"

ক্রমশঃ মীরার ইষ্টদেবের জন্য প্রেমোন্মাদ বর্দ্ধিত হইল। রাণা তাঁহার হৃদয়বেগ নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। মীরা মুক্তপ্রাণে স্বাধীন বিহঙ্গমের ন্যায় বৃন্দাবন হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত সমুদয় তীর্থে কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। প্রথমেই চিতোর-রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া হরিনাম গান করিতে করিতে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে কিরূপ মহাভাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেক লীলাস্থানে গিয়া হরিনাম গান করিতেন, অনেক সময় প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার অসাধারণ প্রেমভক্তি দর্শন করিয়া কতশত গৃহী বৈরাগী তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। দ্বার-কায় আসিয়া তিনি প্রেমাশ্রু দিয়া ইষ্টদেবের চরণ অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। প্রথমে রাণা মীরার উপর অত্যন্ত বিরক্ত

হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং রাজধানীতে মীরাকে আনাইয়া তাঁহার শান্তিসুখ বিধানের জন্য বহু কৃষ্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। মীরা প্রত্যহ প্রত্যেক মন্দিরে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন ও গড়াগড়ি দিতেন। ভগবান্ ভক্তার এইরূপ অহৈতুকী ভক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। শুনা যায়, তিনি সময় সময় মীরার নয়নপথে আবির্ভূত হইতেন। ভগবান্ রণছোড় মীরার ভক্তিগাথায় মুগ্ধ হইয়া একদিন আলিঙ্গন করিবার জন্ম হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া বলেন, 'আয় মীরা আয়।' মীরা প্রেমপুলকে নিমগ্ন হইয়া দেবপদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। মীরার চরিতাখ্যায়কগণ বলেন যে, সেই দিনই মীরা চিরদিনের জন্ম ভগবানের কোলে অন্তর্হিত হইলেন। এখনও চিতোরে রণছোড়জীউর সঙ্গে মীরাবাইর পূজা হইয়া থাকে। তাঁহার ভক্তগণ মীরাবাই-সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত। এই সম্প্রদায় বল্লভচারারই একটা শাখা বলিয়া এখন পরিচিত।

মীরাবাই, উপাসক সম্প্রদায়ভেদ। [মীরাবাইর জীবনী দেখ।]

মীরি (পারসী) সর্দ্দারের কার্য্য।

মীর্ (আরবী) ১ মুসলমান ওম্‌রাহদিগের উপাধি। ২ সর্দ্দার। ৩ শ্রেষ্ঠ, প্রধান।

মীর্‌সিকার্ (পারসী) শিকরা পাখী।

মীর্জা (পারসী) নায়কপুত্র।

মীর্জ্জা আলীবেগ, বদাক্সানের অধিবাসী এবং সম্রাট্ অকবরের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইনি ৪০০০ সৈন্মের অধিনায়কতা প্রাপ্ত হন।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর যে সময়ে আজমীরে প্রসিদ্ধ সাধু মৈনউদ্দীন্ চিস্তির মস্‌জিদ পরিদর্শন করিতে যাত্রা করেন, আলীবেগ তখন তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। আলীবেগ তাঁহার ভূতপূর্ব্ব বন্ধু শাহবাজ খাঁ কম্বুর সমাধিদর্শনে বন্ধুর বিয়োগবেদনায় আত্মহারা হইয়া সমাধিস্তম্ভ আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার গুণগ্রাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে থাকেন এবং তদবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। (১৬১৬ খৃঃ অঃ ১২ই মার্চ্চ)

মীর্জা ইসা ও মীর্জা ইনায়ত উল্লা, সম্রাট্ শাহ আলমের রাজত্বকালে ইঁহারা টাটা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। উভয়ের সমাধিস্থান সমুজ্জ্বল পীতবর্ণের মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত। তাহাতে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। তত্রত্য শিলালিপি-পাঠে জানা যায় যে, তাহারা ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

মীর্জা খাঁ, আজিম শাহের সভাস্থ একজন কবি। তিনি "তুহ্‌ফৎ-উল্-হিন্দ"-নামক হিন্দুসঙ্গীতের এক অপূর্ব্ব পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে হিন্দু-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সাহায্যে 'রাগার্ণব' ও 'রাগদর্পণ' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন।

মীর্জ্জা নাসির, নবাব সুজা উদ্দৌলার মাতামহ। তিনি সম্রাট্ বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে হিন্দুস্থানে আগমন করেন এবং সম্রাট কর্ত্তৃক ১৭০৮ খৃঃ অব্দে পাটনার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মীর্জা নাসির, মাজন্দরাণবাসী একজন কবি। ইনি অন্ধ ছিলেন। সম্রাট্ শাহ আলমের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন। জুল্‌ফিকার খাঁর অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

মীর্জ্জাপুর, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট সাহেবের শাসনাধীন বেনারস-বিভাগের একটী স্বনামপ্রসিদ্ধ জেলা। অক্ষা০ ২৩°৫১´ ০´´ হইতে ২৫°৩১´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮২°৯´১৪´´ হইতে ৮৩°৩৬´পূঃ বিস্তৃত। ইহার উত্তরে জৌনপুর ও কাশী, পূর্ব্বে বঙ্গদেশের শাহাবাদ ও লোহারডাগা, দক্ষিণে সরগুজা সামন্তরাজ্য, পশ্চিমে আলাহাবাদ এবং রেবা মহারাজের অধিকৃত রাজ্য। ইহার প্রধান নগর মীর্জ্জাপুর।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে মীর্জ্জাপুরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জেলা এবং বিবিধ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে পূর্ণ। উত্তর-দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য ১০২ মাইল এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তার ৫২ মাইল। বিন্ধ্যপর্ব্বতশ্রেণী ও কৈমুর শৈলমালা এই জেলাকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিভাগ করিয়াছে। বিন্ধ্যশ্রেণীর উত্তরাংশে গঙ্গানদীর তীরবর্ত্তী ভূভাগ পললময় মৃত্তিকায় পূর্ণ। এই প্রদেশের ভূমি সমতল। দক্ষিণ প্রদেশ ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের মালভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানে ক্রমনিম্ন ও ক্রমোচ্চ নানা প্রকারের উপত্যকা দৃষ্ট হয়। বিন্ধ্যাচল ও চনারের সন্নিকটস্থ ভূমি কতকাংশে সমতল।

গঙ্গানদীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী ভূভাগ হইতে শোণ-নদীর নিকটবর্ত্তী মালভূমি ৭০ মাইল বিস্তৃত। এই স্থান সমতল ক্ষেত্র হইতে ৩০০ হইতে ৮০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ। এই ভূভাগের মধ্যস্থলে কর্ম্মনাশা নদী উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রথমে অতি ক্ষীণভাবে প্রবাহিত হইয়া কর্ম্মনাশা নদী কেরামঙ্গোর নামক পরগণায় গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই স্থান বারাণসীর হিন্দুনৃপতিগণের পুরষানুক্রমিক মৃগয়াকানন। ইহা নৌগড় তালুক নামেও অভিহিত। এই প্রদেশে শ্যামলপাদপালঙ্কৃত নানাবিধ রমণীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালা সৌন্দর্য্যের অতুল চিত্র প্রদর্শন করে। এই অরণ্যময় পার্ব্বত্য প্রদেশে বহুসংখ্যক

শৈলসরিৎ কলকলনাদে প্রবাহিত। উক্ত তালুকের প্রায় সমস্ত ভূভাগই জঙ্গলাকীর্ণ। এখানকার নদীর মধ্যে কর্ম্মনাশা ও চন্দ্রপ্রভাই প্রধান। কর্ম্মনাশানদী উচ্চস্থান হইতে নানা জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়া পরে সমতল-ভূমিতে প্রবাহিত হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলির মধ্যে দেবধারী ও ছানপাথর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও রমণীয়। চন্দ্রপ্রভা নদীর কেবল একটী প্রপাত উল্লেখযোগ্য, উহার নাম পুর্ব্বধারী। ইহার উচ্চতা ৪০০ ফিট্।

এই বিভাগের পরে শোণ-নদীর সমীপস্থ ভূভাগই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিসঙ্কট এই স্থানে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কিবাই-ঘাট অতি রমণীয়। ইহার দক্ষিণে সিঙ্গৌলিউপত্যকার অনেক পাথুরিয়াকয়লার স্তর দৃষ্ট হয়।

বন্য জন্তুর মধ্যে বাঘ, চিতাবাঘ, ও ভল্লুক বহুপরিমাণে দৃষ্ট হয়। সাম্বর, হায়েনা, নেকড়েবাঘ, বন্য বরাহ, চিত্রমৃগ, নীলগাই এবং কৃষ্ণসার প্রভৃতি নানা প্রকার জন্তু পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শিকারী অথবা জলচর পক্ষী এতদ্দেশে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না।

কৃষি ও উৎপন্ন দ্রব্য।

গঙ্গানদীর সন্নিহিত প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য স্থানে কৃষিকার্য্য হয় না। সমস্ত প্রদেশের প্রায় অদ্ধাংশ ভূমির কোন গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব নাই। ইহাকে ছুধি পরগণা কহে। এই পরগণায় বারাণসী, সিঙ্গ্রৌলি এবং কান্তিৎ এই কয়জন রাজার রাজ্যাংশ আছে। গঙ্গার নিকটস্থ ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। তথায় ধান্য, গম, যব প্রভৃতি নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হয়। বসন্তে রবিশস্য ও শরতে খরীফশস্য সংগ্রহের কাল। সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে যব জন্মে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, কিন্তু বসন্তকালে প্রায়ই অনাবৃষ্টিনিবন্ধন জলসেচনাদি দ্বারা কৃষিকার্য্য করিতে হয়। প্রায় উৎপন্ন দ্রব্যের একতৃতীয়াংশ খরীফ, তদ্ব্যতীত বাজরা ও জোয়ার অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অনেকস্থলে অহিফেনের চাষ হইয়া থাকে। গড়বালের নিকট প্রচুরপরিমাণে পাণ জন্মে।

কলিকাতা ও বোম্বাই ভিন্ন মীর্জাপুরের ন্যায় বাণিজ্যপ্রধান স্থান আর দ্বিতীয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে শস্য ও তুলার ব্যবসায়ে এই স্থান ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য ছিল। কিন্তু বম্বে-জব্বলপুর-রেল লাইন খুলিলে পর এই স্থানের বাণিজ্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। তথাপি এখনও এই প্রদেশ একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। এই স্থান হইতে নানাপ্রকার শিল্পনির্ম্মিত দ্রব্য, লাক্ষা ও কার্পেট নানাস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। এই জেলার উত্তরাংশে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলওয়ে এবং গঙ্গা নদী থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড ও দাক্ষিণাত্য-রাজপথের অনেকাংশ এই জেলার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। নানা কারণে মীর্জাপুর জেলায় অনেকবার দারুণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় বহু সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে অনেক স্থানের জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া চাষের ব্যবস্থা হইতেছে, কিন্তু এখনও দুই-তৃতীয়াংশ পরিমিত স্থান অরণ্যাকীর্ণ। গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্তী মহলের রাজস্বকে পত্তিদারী বলে। বারাণসী-রাজের অধীনস্থ পত্তনীদারদিগকে মজুরীদার কহে। জমিদারের নিম্নেই ইহাঁদের স্থান। ইহাঁরা কৃষকগণের নিকট হইতে রাজস্বসংগ্রহ করিয়া থাকেন। এখানকার কৃষকগণের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। কিন্তু তাহারা বড় অলসপ্রকৃতি। বৃষ্টি না হইলে জলসেচনাদি দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতির চেষ্টা করে না। তজ্জন্য দক্ষিণ প্রদেশস্থ কৃষকেরা দুর্ভিক্ষসময়ে বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়ে।

ইতিহাস।

মীর্জাপুর-জেলা কাশী-প্রদেশের অংশ বলিয়া ইহার প্রাচীন ইতিহাস কাশীরাজ্যের ইতিহাসের সহিত সংমিশ্রিত। মীর্জাপুর শব্দ কোনও মীর্জার নাম হইতেই গৃহীত। সুতরাং নিজ মীর্জাপুরের বিবরণ মুসলমান-অধিকারের পরবর্ত্তিকালে সংঘটিত। মীর্জাপুরের প্রাচীন বিবরণ চনার বা চরণাদ্রিগড় সম্বন্ধে কিয়দংশ লিখিত আছে। [চনার দেখ]

প্রাচীন কালে মীর্জাপুর হিন্দু-রাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। বিজয়গড় ও চরণাদ্রিগড় প্রভৃতি গড়ের বিবরণে এবং বিন্ধ্যপর্ব্বত-সন্নিহিত প্রদেশে প্রাচীনকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ সমূহে এই স্থানের পুরাতত্ত্বের যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

গঙ্গানদী-বিধৌত বিন্ধ্যাচলের অধিত্যকায় দুর্ভেদ্য চরণাদ্রিগড় বিশেষ বিখ্যাত। কথিত আছে, দ্বাপরযুগে কোন দেবতা হিমালয় হইতে কুমারিকা-অন্তরীপে যাইবার সময় পথিমধ্যে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিন্ধ্যাচলের প্রান্তভাগে পদার্পণ করিয়াছিলেন—সেই চরণচিহ্ন হইতেই চনার বা চুনারের নামকরণ হইয়াছে।

উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভর্তৃহরি রাজ্যভোগ বিসর্জ্জন করিয়া বহু দিন পর্য্যন্ত বিন্ধ্যাচলে যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার মন্দির বিদ্যমান থাকিয়া ঐ স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। ভর্তৃনাথের মন্দির প্রস্তরময় খিলানের উপর অবস্থিত। ইহার শিল্পনৈপুণ্যও অতীব রমণীয়।

তৎপরে পৃথ্বীরাজ জাহ্নবী সলিল-প্রক্ষালিত বিন্ধ্যাচলের রমণীয় ও প্রশান্ত ভাবসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ঐ প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। ইহার অচিরকাল পরে খৈরউদ্দীন্ সবক্তগীন মীর্জাপুর অধিকার করিয়া মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তন করেন। কিছুকাল পরে মীর্জাপুর পুনর্ব্বার স্বামিরাজ নামক জনৈক হিন্দু নরপতি কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। চরণাদ্রিগড়ের তোরণদ্বারে এক স্থানে ১৩৩০ সংবৎ বা ১২৭৩ খৃঃ অঃ উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি ঐ ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

তৎপরে মহম্মদ শাহের মালিক সাহাব্ উদ্দীন নামক এক জন রোহিলা-সেনাপতি এখানে সম্পূর্ণরূপে মুসলমানশাসন স্থাপন করেন।

এই বংশের এক শাসনকর্ত্তার বিধবাপত্নীকে বিবাহ করিয়া শের খাঁ বা শের শাহ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে এই স্থান অধিকার করিয়া লন। ১৫১৬ খৃঃ হুমায়ুন রুমীখাঁর সাহায্যে এই স্থান ৬ মাস অবরোধ করিয়া পরে অধিকার করেন। শের শাহ চনারগড়ে আশ্রয় লইয়া পরে উক্ত স্থান পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিলেন।

১৫৭৫ খৃঃ অঃ মোগলেরা পুনর্ব্বার চনারগড় অধিকার করিয়া মীর্জাপুরে মোগলশাসন বদ্ধমূল করে। ১৭৫০ খৃঃ অব্দে কাশীরাজ বলরাম মীর্জাপুর অধিকার করেন।

ইংরাজ-সেনাপতি মেজর মনরো বক্সার-যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই চনারদুর্গ অবরোধ করেন। ১৭৭২ খৃঃ অঃ চনারদুর্গ ইংরাজ-শাসনভুক্ত হয়।

১৭৮১ খৃঃ অঃ ওয়ারেণ হেষ্টিংস কাশীরাজ চেতসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করায় তিনি লতিফপুরে মেজর পপহামের সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া গোয়ালিয়রে পলায়ন করেন। তৎপরে ইংরেজদিগের অনুগ্রহে মহীপ-নারায়ণসিংহ কাশী ও মীর্জাপুর প্রদেশের রাজা হন। ১৮৫৭ খৃঃ অঃ মীর্জাপুরে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। প্রথমে মীর্জাপুরের এক কোষাধ্যক্ষ সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা প্রদর্শন করে। পরে ১লা জুন বারাণসীতে ও ৫ই জুন জৌন-পুরে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। কর্ণেল পট ৪৭শ সংখ্যক পদাতিক সৈন্যদল লইয়া বিদ্রোহদমনে গমন করেন। ৮ই জুন শিখগণ আলাহাবাদে সমবেত হইল। পর দিন বিদ্রোহী সিপাহীগণের আক্রমণ-আশঙ্কায় মিঃ টুকার ব্যতীত সমস্ত ইংরাজ-সৈন্য চনারদুর্গে আশ্রয় লইল। ১০ই জুন সেনাপতি মিঃ টুকার বিদ্রোহিগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিলেন। ১১ই জুন তারিখে একদল মান্দ্রাজী ইংরাজসৈন্য মীর্জাপুরে উপস্থিত হয় এবং জলদস্যুগণের গৌর নামক একটী প্রধান আড্ডা ধ্বংস করে। ভদোহি পরগণায় ঠাকুর সর্দ্দার আদবস্ত সিংহ বিদ্রোহী হন। পরে ধৃত হইয়া ইংরাজ-বিচারে ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ হারান।

ঠাকুরগণ প্রতিশোধ লইবার প্রয়াসে তথাকার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে ও অন্য দুই জন নীলকরকে পালিগ্রামের কুঠীতে নিহত করেন। ২৬শে জুন বান্দা ও ফতেপুরের সিপাহীগণ এবং ১১ই আগষ্ট তারিখে দানাপুরের বিদ্রোহী সিপাহীগণ মীর্জাপুরে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইংরাজসৈন্যের নিকট পরাভূত হইয়া তাহারা মীর্জাপুর ছাড়িয়া পলায়ন করে। বিদ্রোহী জমিদার কুমার সিংহ ৮ই তারিখে মীর্জাপুরে উপস্থিত হন এবং ১৬ই তারিখে নাগর নামক স্থানে ৫০শ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া মীর্জা-পুরে উপস্থিত হয়। ১৮৫৮ খৃঃ অঃ জানুয়ারী মাসে সেনাপতি টুকার বিজয়গড় নামক স্থানে বিদ্রোহিগণকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। বিদ্রোহিগণ শোণ নদীর অপর পারে পলায়ন করে। তদবধি মীর্জাপুরে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

মীর্জাপুরে সর্ব্বত্রই নানা প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। মীর্জাপুরের অনতিদূরে দুর্গাকুণ্ড নামক একটী প্রস্রবণ আছে। ইহার উত্তরাংশে কামাক্ষী দেবীর মন্দির অবস্থিত। পর্ব্বতগাত্রে নানাপ্রকার খোদিত মূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া স্থানের প্রাচীনতা জ্ঞাপন করিতেছে। এখানকার সিংহ, অশ্ব ও হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি গুলি অতীব মনোরম।

মন্দিরগুলির অন্য পার্শ্বে গুপ্ত-নরপতিগণের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিতে পূর্ণ। লিপিরাজির অনেকাংশে চন্দ্র ও সমুদ্র নাম অঙ্কিত আছে। তদ্দৃষ্টে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, উহা চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের লিপি। প্রতিবৎসর দুর্গা-পূজার পরে এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে যে সকল পর্য্যটক এই দুর্গামন্দির দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামমালা এখনও পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। এই সমস্ত লিপির অধিকাংশই গুপ্তবংশের পূর্ব্ব-বর্ত্তী প্রাচীন কালে লিখিত।

মীর্জাপুর-তহসীলের মধ্যে বরিয়াঘাট নামক স্থানে হিন্দুর প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যাচল তীর্থ অবস্থিত। এই স্থানে বিন্ধ্যেশ্বরী বা বিন্ধ্যবাসিনীর প্রাচীন মন্দির। প্রাচীন বিবরণানুসারে জানা যায় যে, বিন্ধ্যাচল বিলুপ্ত পম্পাপুরের রাজধানী ছিল। প্রবাদ আছে যে, এই স্থানে ১৫০টী দুর্গামন্দির ছিল। অরঙ্গজেবের সময় তৎসমস্ত বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম, ফার্গু-সন ও কুয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, এখানে প্রাচীন কালে বিস্তীর্ণ রাজধানী ছিল। কিন্তু সেই পম্পাপুর রাজ্যের

ইতিবৃত্ত গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। বিন্ধ্যাচলের অনতিদূরে রামেশ্বরনাথের বর্ত্তমান মন্দির। ইহার সন্নিধ্যে অনেক প্রস্তরমূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে এক দেবী-মূর্ত্তি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। ইহা যৌবনালঙ্কৃতা পূর্ণাঙ্গী ও অবাপিতস্তনা কোন জননীর প্রতিমূর্ত্তি। তিনি ক্রোড়-দেশে শিশু পুত্র ধারণ করিয়া সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন। মুখাবয়ব বিকৃত হইয়াছে। হিন্দুবিদ্বেষী বৌদ্ধগণ তাঁহার বদনমণ্ডল বিকৃত করিয়া তীর্থঙ্কর বা বুদ্ধের বদন গড়িতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ হস্তখানি কনুই এর নিম্ন হইতে ভগ্ন হইয়াছে। বামহস্তের সুকুমার শিশুমূর্ত্তিদর্শনে বোধ হয়, অহিংসা-পরায়ণ বৌদ্ধগণের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইয়াছিল—তাই হিন্দুর প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্নটুকু এখনও বিদ্যমান থাকিয়া বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী স্থাপত্যশিল্পের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

প্রতিমূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে অদ্যাপি পল্লবকুসুমালঙ্কৃত একটী শ্যামল পাদপ বিদ্যমান আছে। সিংহাসনের পাদপীঠের নিম্নে একটী সিংহমূর্ত্তি। প্রতিমূর্ত্তির বামে ও দক্ষিণে ৭টী সখীমূর্ত্তি—দুইটী শূন্যে উড্ডীয়মান অবস্থায় খোদিত, অপর ৫টী উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান। স্থানীয় লোকে ইহাকে সঙ্কটা দেবী বলেন। কানিংহাম বলেন, ইহা ষষ্ঠীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি। ডাঃ ফুরারও বলেন যে, ইহা সম্ভবতঃ মহাবীরনাথের জননী ত্রিশলার প্রতিমূর্ত্তি হইবে।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকস্থানে বহু প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। আধেশ্বর-পর্ব্বতে একটী দুর্ভেদ্য দুর্গের নিদর্শন আছে। তাহার চতুষ্পার্শ্বে কএকটী গভীর গহ্বর বিদ্যমান। সেখানকার কোলগণ তাহাতে অবতরণ করিতে সাহস পায় না। কথিত আছে, বিজয়পুরের একজন রাজা একটী গহ্বরে মই দিয়া নামিয়াছিলেন, সেই গহ্বরে পার্ব্বতীর এক প্রতিমূর্ত্তি আছে। আধেশ্বরের পার্ব্বত্য-দুর্গ কালঞ্জর ও অজয়গড়ের দুর্গের ন্যায় দুরারোহ ও সুরক্ষিত। অদ্ধা নদী ইহার অদূরে প্রবাহিত। ঐ নদীর নামানুসারে দুর্গের ও পর্ব্বতের নামকরণ হইয়াছে। অথবা এখানকার অদ্ধেশ্বর শিবমূর্ত্তির নামে এই দুর্গের নামকরণ হইয়া থাকিবে।

বেলান ও শোণসঙ্গমে বালন্দ-রাজগণের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ঐ রাজধানী কাশীর সমতুল্য ছিল। পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষের এক স্থলে বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মিত। খোদিত পারসী লিপি পাঠে জানা যায় যে, রাজা মদন-শাহের ভ্রাতা রাজা বাধা সিংহ ১৮১৬ খৃঃ অঃ উক্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বলবন্ত সিংহের সময়ে এই দুর্গের ও বিজয়গড়-দুর্গের সংস্কার হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, বালন্দ রাজগণের নিযুক্ত অসুরগণ (সম্ভবতঃ ভরজাতি) বিজয়-গড় দুর্গ নির্ম্মাণ করে।

ইহার কিছু দক্ষিণে বেলখারাগ্রামের প্রান্তর মধ্যে একটী স্মৃতিস্তম্ভ আছে, তাহার শীর্ষদেশে এক গণেশমূর্ত্তি ও তন্নিম্নে উৎকীর্ণ দুইখানি শিলালিপি। উক্ত শিলালিপিদ্বয়ের মধ্য-ভাগে পক্ষী ও অশ্বের প্রতিকৃতি। উপরিভাগের লিপিখানি ১১৯৬ খৃঃ অঃ কনোজরাজ লক্ষ্মণ দেবের সময়ে উৎকীর্ণ। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, রাঠোরবংশীয় কনোজরাজ জয়চন্দ্র মুসলমানগণের নিকট পরাজিত হইবার ৩ বৎসর পরে উক্ত লিপি উৎকীর্ণ হয়। তৎকালে মুসলমানগণ কনোজের প্রকৃত স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে নাই।

ঐই স্থানের কয়েক ক্রোশ পূর্ব্বে অনেকগুলি চতুষ্কোণ স্মৃতিস্তম্ভ আছে। তাহাতে তদানীন্তন সামাজিক পদ্ধতির কতক আভাস পাওয়া যায়। অনেক স্তম্ভে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর হাত ধরিয়া, আবার কোন স্থানে কেবল স্ত্রীলোকই বীণা বাজাইয়া নানা ভঙ্গীতে নাচিতেছে। অপর কোন স্থলে যজ্ঞকালের পশু-হনন প্রতিকৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। কতকগুলি স্তম্ভে বরাহ ও নরসিংহ-অবতারের অনেক ঘটনা-বলী চিত্রিত হইয়াছে। কোথাও গোপাঙ্গনাগণ দধি মন্থন করিতেছে। অনেকগুলি স্তম্ভে হনুমানের বিরাটবিগ্রহ অঙ্কিত আছে। কোন স্থানে মহিষারূঢ়া মহিষমর্দ্দিনীর ভগ্ন প্রতি-মূর্ত্তি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, ঐ সমস্ত শিল্পকীর্ত্তি শবরগণের রাজত্বকালে সংঘটিত হইয়াছিল।

অষ্টভুজ-নামক স্থানে অষ্টভুজা দেবী ও পার্ব্বতীর বহু-সংখ্যক প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এই স্থানে সীতাকুণ্ড নামে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ। মীর্জাপুর জেলায় এইরূপ অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন বহু স্থানে পড়িয়া আছে।

২ উক্ত জেলার পশ্চিমে একটী তহসীল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২৫° ৯´ ৪৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৩৮´ ২০´ পূঃ। গঙ্গার দক্ষিণ-তীরে অবস্থিত। হিন্দুস্থানের মধ্যে এই নগর বাণিজ্যপ্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু নানাস্থানের সহিত রেল পথের সংযোগ হওয়ায় ইহার প্রাধান্য নষ্ট হইয়াছে। গঙ্গাতীর হইতে সুন্দর মন্দির, মসজিদ, সৌধমালা ও জলাবতরণিকা দর্শকের চিত্ত-হরণ করে। এখানে অনেক সম্ভ্রান্তশালা বণিকের বাস আছে। য়ুরোপীয় খৃষ্টান পাদ্রীগণের গীর্জা ও নানাপ্রকার বিদ্যালয় আছে। পূর্ব্বে এখানে সেনানিবাস ছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের পর আর এখানে সেনা রাখা হয় না।

এখানে গালাগালার (Shellac) কারবারে ৮০০০ লোকের

অধিক জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এখানে পিত্তল-নির্ম্মিত দ্রব্য, পাথরের বাসন ও খেলনা, কার্পেট, নানাবিধ শস্য, চিনি, বস্ত্র, ধাতু, ফল, মসলা, তামাক, লবণ, তুলা ও ঘৃতের ব্যবসায় প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল-কোম্পানীর একটী ষ্টেসন আছে।

মীর্জা মহম্মদ, পারস্যের একজন সুপ্রসিদ্ধ বীণাবাদক। সঙ্গীতনৈপুণ্যে তিনি 'বুলবুল' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক জন পারস্যবাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সার্ উইলিয়ম জোন্সের নিকট মীর্জ্জা মহম্মদের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, মীর্জ্জা যৎকালে সিরাজ নগরে শ্রোতৃবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া বীণাতন্ত্রী সঞ্চালন করিতেন, তৎকালে কলকণ্ঠ বুলবুলগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইত ও আত্মহারা হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিত।

মীর্জ্জা মোহর নাসির, ইনি পারস্যরাজ করিম খাঁর রাজত্বকালের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। তিনি একখানি মসনবী রচনা করেন। যে সমস্ত পারসী কবি বসন্তকালের কমনীয় সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই মীর্জ্জা মোহরকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

মীল, নিমেষ। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ অক॰ সেট্। ঋদিৎ চঙি বা হ্রস্বঃ। লট্ মীলতি। লুঙ্ অমীমিলৎ, অমিমীলৎ।

মীল (ক্লী) মালতীতি মাল-ক। বন।

মীলক (পুং) রোহিত মৎস্য। (বৈদ্যকনি॰)

মীলন (ক্লী) ১ নেত্রমুদ্রণ, পক্ষ দ্বারা আবরণ। ২ সঙ্কোচন।

মীলিত (ত্রি) মীল-ক্ত। অপ্রফুল্ল। পর্য্যায়—নিদ্রাণ, সঙ্কুচিত, মুদ্রিত। (হেম) ২ অলঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"মীলিতং বস্তুনো গুপ্তিঃ কেনচিত্ তুল্যলক্ষণা।"

(সাহিত্যদ॰ ১০।১১৫)

মীব, স্থূলীভবন। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ অক॰ সেট্। লট্ মীবতি। লুঙ্ অমীবিৎ।

মীবগ (পুং) বৌদ্ধমতে অতুর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মীবর (ত্রি) মীনাতি হিনস্তীতি মীঞ-ষ্বরচ্ (ছিত্বরচ্ছত্বর-ধীবরপীবরমীবরেতি। উণ্ ৩।১) নিপাতিতশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত মা ধাতুর উত্তর ষ্বরচ্ প্রত্যয় করিয়া পদে নিপাতনে মীবর সিদ্ধ করিয়াছেন। ১ হিংস্র। মীবত ইতি মা-ষ্বরচ্ নিপাতিতশ্চ। ২ সেনানী। ৩ পূজ্য।

(সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

মীবা, মীনাতি হিনস্তীতি মী-বন্, নিপাতাতে চ। (শেবায়হ্ব-জিহ্বাগ্রীবাপ্বামীবাঃ। উণ্ ১।১৫৪) ১ উদরকৃমি। ২ বায়ু। ৩ শীকর ৪ সার।

মীশান (পুং) মহারথবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি॰)

মু (পুং) মোচয়তি জীবান্ মুচ্-বাহুলকাৎ ডু টিলোপশ্চ। ১ মহেশ। ২ বন্ধন।

মুই (দেশজ) আমি।

মুইজ্ উদ্দীন্, বাদশাহ জাহান্দার শাহের পূর্ব্বনাম।

[জাহান্দার শাহ দেখ।]

মুইজ্ উদ্দীন্, সুলতান গিয়াস উদ্দীন্ বুলবনের পৌত্র কৈকোবাদের নামান্তর। [কৈকোবাদ দেখ]

মুইজ্ উদ্দীন্ মহম্মদ ঘোরী, সাহাবউদ্দীন মহম্মদ শাহের নামান্তর। [মহম্মদ ঘোরী দেখ]

মুইজ্ উদ্দীন্ বহরম, অত্যন্ত সাহসী উদ্যমশীল ও যুদ্ধপ্রিয় দিল্লীর সম্রাট্। তাঁহার ন্যায় আড়ম্বরশূন্য সম্রাট্ দিল্লীর সিংহাসনে কখনও আরোহণ করেন নাই। অপর সম্রাট্গণের ন্যায় তিনি রাজোচিত উজ্জ্বল বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইতেন না। যখন রিজিয়া বেগম কারারুদ্ধ হন, সেই সময়ে তিনি ১২৪০ খৃঃ অঃ কিছু কালের জন্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

মুইজ্ লি-দীন্ আল্লা অবি তামিম্ মাদ, বর্ব্বররাজ্যের চতুর্থ খলিফা এবং মিসররাজ্যের ফতিমাবংশীয় প্রথম রাজা। পিতা ইস্মাইল অল্ মনসুরের মৃত্যুর পর, ইনি ৯৫২ খৃষ্টাব্দে বর্ব্বররাজ-সিংহাসনে উপবেশন করেন। ইনি স্বীয় ভুজবলে ইজিপ্তরাজ্য জয় করিয়া তথাকার কৈরবান নামক স্থানে ৯৭০ খৃষ্টাব্দে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার সুশাসনে সমগ্র মিসররাজ্য সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অল্-কাহিরা (প্রাগু কায়রো) নগরী ভারত প্রভৃতি দেশান্তরীয় পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ হইয়া নগরের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিল। ৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ২৪ বৎসর রাজত্বের পর মুইজ্ লি পরলোক গমন করেন। মিসরের ফতিমাবংশীয় রাজন্যবর্গের রাজত্বকালে (৯৫২-১১৫৮ খৃঃ অঃ) মিসরে বৈদেশিক বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল।

মুইন্উদ্দীন্, গঞ্জ-সআদৎ নামক গ্রন্থরচয়িতা। ইনি স্বীয় গ্রন্থখান সম্রাট্ আলমগীর বাদশাহকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

মুইন্উদ্দীন্ ইস্ফরারী (মৌলানা), তারিখ মুবারক শাহা নামক ইতিহাসপ্রণেতা।

মুইন্উদ্দীন্ খাঁ, দিল্লীর রাজপুররক্ষী মন্ত্রিপ্রবর অবিতাখাঁর পুত্র। ইংরাজরাজের সাহায্য করায় ইনি ৫ হাজার টাকা মাসহারা পান। ইতিহাসে ইনি জানবু খাঁ নামেও পরিচিত।

মুইন্ উদ্দীন্ চিস্তি (খাজা), প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু। ১১৪২ খৃষ্টাব্দে সিস্তানে তাঁহার জন্ম হয়। যখন দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ শাহাব্-উদ্দীন্ ঘোরী (মুইজ উদ্দীন্ মহম্মদ সাম) কর্ত্তৃক ১১৯২

খৃষ্টাব্দে বন্দী হন, ঐ সময় মুসলমান সাধু চিস্তি আজমীরে পদার্পণ করেন। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে ৯৭ বৎসর বয়সে আজমীর-নগরে তাঁহার ভবলীলা শেষ হয়। তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণের জন্ত আজমীর-নগরে যে সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শনগুলি এখনও ভাস্করবিদ্যার গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

মুইন্‌উদ্দীন্ জবিনি (মৌলানা), জবিনবাসী জনৈক মুসলমান কবি (খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দ)। ইনি প্রসিদ্ধ পারসিক কবি সাদীর অনুকরণে 'নিগারিস্তান্' নামে গদ্য-পদ্য-সম্বলিত একখানি নীতিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন।

মুইন্ উদ্দীন্ মহম্মদ, জনৈক হিরাতবাসী মুসলমান ঐতিহাসিক। তিনি তারিখ্-মুসাবী নামে ইজিপ্তবাসী য়িহুদীদিগের একখানি ইতিবৃত্ত প্রণয়ন করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি 'রৌজৎ উল্-জনাৎ' নামে হিরাত নগরের সমৃদ্ধি বর্ণন করিয়া একখানা গ্রন্থ ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে সমাপন করিয়া সুলতান হুসেন আবুল গাজা বাহাদুরের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে 'মিআরাজ উল্-নবুয়াৎ' নামক তাঁহার অবতারাভিব্যক্তি গ্রন্থ এবং তৎপরে রৌজৎ উল্-বাএজিন্ সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

মুইন্-উল্ মুল্ক রস্তম হিন্দ্, লাহোরের জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা। সরহিন্দের যুদ্ধে আহ্মদ শাহ আবদালীকে পরাভূত করিয়া তিনি মোগলসম্রাট্ আহ্মদশাহের নিকট হইতে শাসনকর্তৃপদ লাভ করেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অপর নাম মীরমন্নু।

[মীরমন্নু দেখ।]

মুংসল (ক্লী) নগরভেদ।

মুকন্দক (পুং) পলাণ্ডু। কাহারও কাহারও মতে ইহার পাঠান্তর মুকুন্দক। এই মতে 'জবনানাং মুদং হর্ষং প্রাপ্নোতি কন্দতি আহ্বয়তীতি কদি আহ্বানে রোদনে চ' এই অর্থে পকৃ প্রত্যয় করিয়া পৃষোদরাদি সূত্রে মুকন্দক পদ সাধিত হইয়াছে। (অমরটীকা ভরত)

২ ষষ্টিক ব্রীহিবিশেষ। ৩ কুধক্তভেদ। (ভাবপ্র০)

মুকদ্দম, (পারসী) গ্রাম্য-মণ্ডল বা চাঁই। সাধারণ প্রজার নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া রাজকর্ম্মচারীর হস্তে সমর্পণ করাই ইহাদের কার্য্য। মুসলমান রাজসরকারে ইহারা মুকদ্দম (মুখ্য প্রজা) বলিয়া অভিহিত হইতেন।

মুকদ্দমা (আরবী) ১ প্রথমাংশ। ২ অভিযোগ, নালিশ।

মুকদ্দমী, (পারসী) মুকদ্দমের কার্য্যকারী প্রধান প্রজাকে প্রদত্ত রাজবৃত্তিবিশেষ। যে সকল গ্রাম কোন ভূস্বামীর জমিদারীভুক্ত নহে এবং স্বতন্ত্রভাবে রাজকর দিয়া থাকে, সেই সকল গ্রামে মণ্ডলেরা খাজনা আদায় করিয়া খালসায় জমা দিয়া থাকে। এই আদায়-কার্য্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ তাহারা নবাব-সরকার হইতে কিঞ্চিৎ মেহনৎ-আনা পাইয়া থাকে।

মুকররিদার, (পারসী) মুকররী জমাভোগী প্রজা।

মুকররী, (পারসী) নির্দ্দিষ্ট খাজনায় পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিবার অভিপ্রায়ে গৃহীত ভূমির জমাবিশেষ। ইহা অনেকাংশে ইস্তিমরারী ও কায়েমী জোত-জমার অনুরূপ।

মুকল (পুং) আরগ্বধ। (বৈদ্যকনি০)

মুকামা (মোকামা), পাটনা-জেলার অন্তর্গত একটী নগর। গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ২৪´ ২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৫৫´ ২৬´´ পূঃ। এখানে ই, আই, আর কোম্পানীর রেল-ষ্টেসন আছে।

হাবড়া হইতে এই স্থান ২৮৩ মাইল দূরে কর্ড লাইনে অবস্থিত। ১৮৮৩ খৃঃ অঃ এই ষ্টেশন ত্রিহুত রেলওয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

মুকাবলা (আরবী) পরস্পরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা।

মুকাবিল্ (আরবী) রুজু রুজু। সমভাব।

মুকীম, দ্রব্যাদির মূল্যাদিনির্ণায়ক। যিনি ক্রেতা রাজা বা ধনী ব্যক্তিদিগের পক্ষ হইয়া জহরতাদির প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিয়া দেন।

মুকু (পুং) মুচ-বাহুলকাৎ কুঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মুক্তি। 'মুকুর্মুক্তৌ মহেশে মুঃ কুঃ পৃথিব্যামশোভনে।'

মুকুট (ক্লী) মঙ্কতে মণ্ডয়তীতি মকি-উটন্ নলোপশ্চ। স্বনামপ্রসিদ্ধ শিরোভূষণ। পর্য্যায়—কিরীট, মৌলি, কোটীর, উষ্ণীষ, মকুট, মৌলীক, শেখর, অবতংস, বতংস, উত্তংস, উষ্ণীষক, কোটীরক।

"রজাংসি মুকুটাগ্রেষামুত্থিতানি ব্যধর্ষয়ন্॥" (মহাভা° ১।৩০।৩৮)

স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ মাতৃগণাবিশেষ।

৩ দেশভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৫০)

মুকুটরায় দিল্লীর বাদশাহের সম্মানিত নবদ্বীপবাসী একজন ব্রাহ্মণ। ইনি 'ক্রোড়িয়ান্' নামে পরিচিত।

মুকুটিন্ (ত্রি) মুকুটমস্ত্যাস্তীতি মুকুট-ইনি। মুকুটধারী, যাহার মাথায় মুকুট রহিয়াছে।

মুকুটী (স্ত্রী) অঙ্গুলিমোটন। (শব্দরত্না°)

মুকুটেকার্ষাপণ (ক্লী) রাজার মুকুটনির্ম্মাণার্থ গৃহীত রাজকরবিশেষ।

মুকুটেশ্বর (পুং) ১ রাজপুত্রভেদ। ২ শিবলিঙ্গবিশেষ।

মুকুটেশ্বরা, মাকোট (মুকুট)-দেশস্থ দাক্ষায়ণী মূর্ত্তিভেদ।

মুকুটেশ্বরীতীর্থ (স্ত্রী) মুকুটেশ্বরী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন তীর্থভেদ।

মুকুট্ট (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত° সভাপর্ব্ব)

মুকুণ্টী (স্ত্রী) যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ।

মুকুন্তি, তৈলঙ্গের অন্ধ্রবংশীয় জনৈক রাজা।

মুকুন্দ (পুং) বিষ্ণু। বিষ্ণু নির্ব্বাণমুক্তি দান করেন বলিয়া তাঁহাকে মুকুন্দ বলা যায়। অথবা তিনি ভক্তিরসময় প্রেমবচন ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন, তাই তাঁহার নাম মুকুন্দ।

"মুকুমব্যয়মাস্তঞ্চ নির্ব্বাণমোক্ষবাচকম্।
তদ্দদাতি চ যো দেবো মুকুন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥
মুকুং ভক্তিরসপ্রেমবচনং বেদসম্মতম্।
যস্তদ্দদাতি বিপ্রেভ্যো মুকুন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"
(ব্রহ্মবৈ°পু° জন্মখ° ১১০ অ:)

২ নিধিবিশেষ।

"যত্র পদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকরকচ্ছপৌ।
মুকুন্দো নন্দকশ্চৈব নীলঃ শঙ্খোঽষ্টমোনিধিঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৬৮। ৫)

[এই নিধির গুণাদি নিধি শব্দে দ্রষ্টব্য] ৩ রত্নভেদ। ৪ কুন্দুরি, চলিত কুন্দুরুখোটী। ইহার পর্য্যায়—
"কুন্দুরুস্তু মুকুন্দঃ স্যাৎ সুগন্ধঃ কুন্দ ইত্যপি।" (ভাবপ্র°)
৫ পারদ। ৬ শ্বেতকরবী। ৭ উপোদিকা। ৮ গান্ডারবৃক্ষ, চলিত গাম্ভার গাছ।

মুকুন্দ, কএকজন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ১ কাশীমাহাত্ম্য-সংগ্রহরচয়িতা। ২ কেনোপনিষট্টিপ্পন, গরুড়োপনিষট্টিপ্পন, চূলিকোপনিষট্টিপ্পন ও ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যা নামক চারখানি গ্রন্থপ্রণেতা। ৩ পুরশ্চরণকৌমুদী ও শিবপূজারচনাকর্ত্তা। ৪ প্রশ্নমনোরমাটীকারচয়িতা। ৫ মারনায়িকা শঙ্করমন্দারসৌরভ-টীকাপ্রণেতা। ৬ রাগানুগা-বিবৃত্তিরচয়িতা।

মুকুন্দক (পুং) ১ পলাণ্ডু। কেহ কেহ সুকুন্দক স্থানে মুকুন্দক পাঠ কল্পনা করেন।

"বিশোষী তত্র ভূয়িষ্ঠং বরকঃ সমুকুন্দকঃ॥" (সুশ্রুত ১৪৭)

২ যষ্টিকব্রীহি।

"যষ্টিকঃ শতপুষ্পশ্চ প্রমোদকমুকুন্দকৌ।
মহাযষ্টিক ইত্যাদ্যাঃ যষ্টিকাঃ সমুদাহৃতাঃ॥" (ভাবপ্র°)

৩ তৈরভুক্তের অন্তর্গত স্থানভেদ।

মুকুন্দ কবি, সুজ্ঞানবিংশতি-রচয়িতা।

মুকুন্দ গোবিন্দ, ব্রহ্মামৃতবর্ষিণীপ্রণেতা রামানন্দের গুরু।

মুকুন্দ দত্ত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী জনৈক বিখ্যাত বৈষ্ণব। চট্টগ্রামের চক্রশালা নামক পল্লীতে মুকুন্দদত্তের বাড়ী ছিল; কিন্তু তিনি বাল্যাবধিই নবদ্বীপবাসী। নবদ্বীপে থাকিয়া তাঁহাকে অধ্যয়নকার্য্য সমাধা করিতে হয়। শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গেই তিনি বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। চরিতামৃতে লিখিত আছে—

"শ্রীমুকুন্দ দত্ত-শাখা প্রভুর সহাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য গোসাঞী॥"

এই পদের দ্বারা জানা যাইতেছে যে মুকুন্দ একজন উৎকৃষ্ট গায়কও ছিলেন। বৈষ্ণববন্দনায়ও লিখিত আছে—

"বন্দিব অবধৈনাথ শ্রীমুকুন্দ দত্ত।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যার গানের মহত্ব॥"

চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি অতি ধনবান্ জমীদার, সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট বেশভূষা পরিধান করিয়া থাকিতেন। একদা মুকুন্দদত্তের গান শুনিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হন। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। মুকুন্দের সঙ্গীতশক্তি এতদূর ছিল যে, তাঁহার গানে শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং নৃত্য করিতেন। সেই সময়ে মুকুন্দ পার্ষদগণের মধ্যে 'কৃষ্ণের গায়ক' নামে পরিচিত ছিলেন।

মুকুন্দ কখন কখন অধ্যাত্মচর্চ্চা করিতেন; কিন্তু এইরূপ প্রধান ভক্তের পক্ষে অধ্যাত্মচর্চ্চা ভাল দেখায় না বলিয়া, স্বয়ং প্রভু একদা তাহার প্রতি প্রণয়রোষ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে 'ব্রজের মধুকণ্ঠ' বলিয়া থাকেন।

মুকুন্দ দত্ত, জনৈক বিখ্যাত বৈষ্ণব। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি একজন সুচিকিৎসক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নবাব হুসেন খাঁ হিন্দু-কর্ম্মচারিগণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এই মুকুন্দ দত্তকে রাজচিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করেন।

একদিন নবাব বায়ুসেবনার্থ উচ্চ টঙ্গীর উপর উপবেশন করিয়াছেন; ভৃত্য মস্তকপার্শ্বে ময়ূরপুচ্ছের ব্যজনী আড় ভাবে ধরিয়া ধীরে ধীরে ব্যজন করিতেছে, চিকিৎসকও তথায় উপস্থিত আছেন। ময়ূরপুচ্ছের গুচ্ছ যেন নবাব-শিরে সংলগ্ন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইতেছে, এই দৃশ্যে চিকিৎসকের মনে এক মহান্ ভাবের উদয় হইল, তাঁহার মনে পড়িল—

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাং।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যংস্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥"

স্মরণমাত্র ভাবভরে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া নিম্নে পড়িয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে মূর্চ্ছা দূর হইলে নবাব জিজ্ঞাসা

করিলেন,—তোমার হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ার কারণ কি? বৈত্ত উত্তর করিলেন, শাহান্ শাহ! এ আমার একটী রোগ।

এই ভাবুকবরের নাম মুকুন্দদত্ত। শ্রীখণ্ডবাসী নারায়ণ দত্তের মুকুন্দ ও নরহরি নামে দুই পুত্র ছিল। নরহরি শব্দ দেখ।]

নরহরি নবদ্বীপে থাকিতেন এবং শ্রীমহাপ্রভুর কাছে ভ্রাতার বৈষয়িক বন্ধন মোচন জন্ত প্রার্থনা করিতেন। মুকুন্দ একবার ভ্রাতাকে দেখিতে নবদ্বীপে আসিলেন, আর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্তিনদীতে ডুবিয়া গেলেন। তিনিও সেই হইতেই ভক্তগণের সহিত মিলিয়া নবদ্বীপেই রহিলেন। এই মুকুন্দের পুত্রই প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন। [রঘুনন্দন দেখ।]

মুকুন্দ দাস, ১ গোত্তমীয় স্বারস্বত্রের টীকাকর্ত্তা। ২ ভাবার্থদীপিকা নাম্নী ভগবদ্গীতাটীকারচয়িতা।

মুকুন্দ দাক্ষিত দ্বিবেদিন্, জনৈক বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত। ইঁহার পুত্র যুবরাজ ঋগ্বেদভাষ্য প্রণয়ন করেন।

মুকুন্দদেব (পুং) উড়িষ্যার গজপতিবংশীয় শেষ নরপতি। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় ইঁহাকে পরাজিত করিয়া পুরীর পবিত্র জগন্নাথমন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। গঙ্গাসরস্বতীসঙ্গমোত্তরস্থ ত্রিবেণীর স্নানঘাট ইঁহার নির্ম্মিত বলিয়া প্রকাশ। [উৎকল দেখ।]

মুকুন্দদ্বার, রাজপুতনার অন্তর্গত কোটাপ্রদেশের একটী নগর ও গিরিপথ। অক্ষা° ২৪° ৮৮´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪´ ৫০´´ পূঃ। চম্বল এবং কালীসিন্ধুর সঙ্গমে অবস্থিত। কোটার রাজা মহারাও মাধব সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দসিংহের নামানুসারে উক্ত স্থান মুকুন্দদ্বার নামে অভিহিত হইয়াছে। মুকুন্দসিংহ অনেক দ্বার ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মুকুন্দ পরিব্রাজক, বিজ্ঞান-নৌকাপ্রণেতা।

মুকুন্দপুর, ত্রিহুতজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর।

মুকুন্দপ্রিয় (পুং) ১ জনৈক ধর্ম্মাচার্য্য। ২ কাশীখণ্ডটীকাকৃৎ রামানন্দের পিতা।

মুকুন্দ ভট্ট, ১ জগন্নাথবিজয়রচয়িতা। ২ নলোদয়টীকাপ্রণেতা। ৩ পদচন্দ্রিকা প্রণয়নকর্ত্তা।

মুকুন্দ ভট্ট গাড়্‌গিল, জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। অনন্ত ভট্টের পুত্র এবং মনোহর বীরেশ্বরের ছাত্র। ইনি ঈশ্বরবাদ এবং তর্কসংগ্রহচন্দ্রিকা নামে অন্নম্ভট্টকৃত তর্কসংগ্রহের টীকা ও তর্কামৃততরঙ্গিণী নামে জগদীশকৃত তর্কামৃতের টীকা রচনা করেন।

মুকুন্দ ভট্টাচার্য্য, পদ্যাবলীধৃত জনৈক কবি।

মুকুন্দরাজ, একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক। পণ্ডিতবর রামনাথের শিষ্য। ইনি অদ্বৈতজ্ঞানসর্ব্বস্ব, অষ্টাবক্রগীতাভাষ্য, আত্মবোধপঞ্চীকরণ, পরমামৃত, বিবেকসারসিন্ধু, বিবেকসিন্ধু বা বেদান্তার্থবিবেচনমহাভাষ্য নামক কয়খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মুকুন্দ মুনি নামেও ইনি পরিচিত।

মুকুন্দরাম, আনন্দকলিকারচয়িতা।

মুকুন্দরামচক্রবর্ত্তী, বাঙ্গালা ভাষায় চণ্ডিকাব্যপ্রণেতা। ইনি কবিকঙ্কণ উপাধিতে সাধারণে পরিচিত। [কবিকঙ্কণ দেখ]

কবিকঙ্কণ শব্দে মুকুন্দরামের আত্মপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। দামুন্তায় তাঁহার ৭ পুরুষের বাস ছিল। ঐ সময়ে অধার্ম্মিক রাজা হুসেন কুলি খাঁ বঙ্গের শাসনভার বহন করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনুগ্রহে এবং প্রজার পাপের ফলে মামুদ সরিফ্ ডিহীদার হইয়াছিলেন। ডিহীদারের অত্যাচারে উৎকণ্ঠিত হইয়া এবং স্বীয় প্রভু গোপীনাথ নন্দী খাজনার দাবীতে সরকার কর্তৃক বন্দী হইলেন দেখিয়া তিনি গম্ভার খাঁর পরামর্শানুসারে চণ্ডীগড়ের শ্রীমন্তখাঁর সাহায্যে স্ত্রী, শিশুপুত্র ও ভ্রাতা রামানন্দকে সঙ্গে লইয়া আরড়ায় আসিয়া বাস করেন।

দামুন্তায় তিনি প্রথমে শিবকীর্ত্তন নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। দামুন্তা হইতে পলাইয়া আসিবার পথে চণ্ডী দেবীর আদেশে তিনি পুস্তকরচনায় প্রবৃত্ত হন। আরড়ায় উক্ত চণ্ডীকাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। গ্রন্থের শেষে কবি লিখিয়াছেন, "শাকে রসরসবেদশশাঙ্কগণিতা" অর্থাৎ ১৪৬৬ শকে চণ্ডীগীতি সমাপ্ত হয়। ঐ সময়ে কবির পুত্রবধূ, জামাতা ও পৌত্রের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় যে তিনি খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের পূর্ব্বভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কণের পিতা হৃদয়মিশ্র 'গুণরাজ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। কবির পরিচয় অনুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র (নিধিরাম) ও কনিষ্ঠ রামানন্দ হইতেছেন। ভ্রমক্রমে কবিকঙ্কণ শব্দে কবির দুই পুত্র ও দুই কন্যার নাম অসম্বদ্ধ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, তাঁহার মাতার নাম দৈবকী, পুত্রদ্বয়ের নাম শিবরাম ও পঞ্চানন, পুত্রবধূর নাম 'চিত্রলেখা', কন্যার নাম 'যশোদা' ও জামাতার নাম 'মহেশ'। এখনও কবিকঙ্কণের বংশধরগণ বর্দ্ধমানে রায়না থানার অধীন ছোটবৈনান গ্রামে বাস করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন দামুন্তা, বীরসিংহ ও হুগলীর অন্তর্গত রাধাবল্লভপুরেও তদ্বংশীয়গণের বাস আছে।

কবিকঙ্কণ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। লহনা ও খুল্লনার বিবাদ উপলক্ষে—

"একজন সহিলে কন্দল হয় দূর।
বিশেষিয়া জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।"

কবির এই কুটিল ইঙ্গিতে অনুমান হয়, যেন তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল। কবি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় সহ মাণিকদত্ত নামক এক অধ্যাপকের নিকট সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কিংবদন্তী আছে,—পাথরকুচানিবাসী গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক গায়ক ব্রাহ্মণভূমির রাজসভায় সর্ব্বপ্রথম তাঁহার চণ্ডীকাব্য গান করেন।

দামুন্যার কবির হস্তলিখিত পুঁথিখানি এখনও রক্ষিত আছে। তাহাতে কবির বংশপরিচয়, সমসাময়িক সজ্জনগণের প্রসঙ্গ ও দামুন্যার মাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়াছে। আবশ্যক বোধে কবিকল্পিত দামুন্যাতীর্থের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পাদটীকায় প্রদত্ত হইল *।

মুকুন্দরাম রায় (রাজা), বাঙ্গালার জনৈক বিখ্যাত হিন্দু শাসনকর্ত্তা। বারভূঁয়ার মধ্যে একজন। ফতেহাবাদ ও ভূষণা তাঁহার জমিদারী ছিল। ইনি এ দেশীয় কায়স্থ ছিলেন। ফরিদপুরের গঙ্গার অপর তীরবর্ত্তী 'চর-মুকুন্দিয়া' নামক স্থান আজিও তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। আকবরনামা ও পাদশাহনামায় তাঁহার বীরত্বের যথেষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। আবুল-ফজলের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, ফতেহাবাদ সরকারের আফগান ও হিন্দু জমিদারগণের এবং পশ্চিমজমিদারগণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে মুনাইম্ খান্‌খানান্ আকবর শাহের সেনাবাহিনী লইয়া বঙ্গ ও উড়িষ্যা আক্রমণে অগ্রসর হন। তাঁহার আদিষ্ট মুরাদ খাঁর অধীনস্থ সেনাদল পূর্ব্ববঙ্গের দুর্দ্ধর্ষ জমিদারবর্গকে বশে আনিবার জন্য গমন করে। ভূষণারাজ মুকুন্দরায়ের সহিত তাঁহার ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। হিন্দুরাজ মুসলমান আততায়ী হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য কৌশলে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সপুত্রে নিহত করেন।

তাঁহার পুত্র শক্রজিৎ মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীর বাদশাহের বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তাকে বিশেষরূপে উত্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকা-নবাবসরকারে আদৌ রাজকীয় পেস্‌কস্ প্রেরণ অথবা রাজসম্মান প্রদর্শন করিতেন না। অস্ত্রবলে তিনি উক্ত বাদশাহকে বিশেষ কষ্ট দিয়াছিলেন। পরিশেষে শাহজহান বাদশাহের রাজত্বকালে তিনি কোচবিহার ও কোচহাজোর রাজার সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া মোগলসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধাচারী হইলে, মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হন। পরে বন্দিভাবে ঢাকায় নীত হইয়া ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে নিহত হইয়াছিলেন। তিনি শক্রজিৎপুর নগর স্থাপন করেন। ঐ অঞ্চলে মাহ্মুদপুরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা সীতারাম রায়ও বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক কায়স্থজাতির গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। [সীতারাম দেখ।]

মুকুন্দলাল, বারাণসীবাসী জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। কৌলগজমর্দ্দন, গণেশার্চ্চনচন্দ্রিকা, গোপালরহস্য, গোতমীয়তন্ত্রটীকা, তন্ত্রসার, তীর্থমঞ্জরী, ত্রিকূটারহস্যটীকা, প্রণবার্চ্চনচন্দ্রিকা, প্রায়শ্চিত্তকুতূহল, প্রায়শ্চিত্তচন্দ্রিকা, ভৈরবীরহস্য, মার্ত্তণ্ডার্চ্চনচন্দ্রিকা, বিজ্ঞানেশ্বর কৃত মিতাক্ষরার প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় টীকা, বামকেশ্বরতন্ত্রটীকা, শক্তিসঙ্গমটীকা, শ্রাদ্ধমঞ্জরী, ষট্‌কর্ম্মদীপিকা, সময়প্রকাশ, স্মৃতিসার, স্মৃত্যর্থসার প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ।

মুকুন্দবন, শ্যামার্চ্চনচন্দ্রিকাপ্রণেতা আনন্দবনের গুরু। ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সাধু ছিলেন। ২ মহিমতরঙ্গটীকা-রচয়িতা।

মুকুন্দশর্ম্মণ, ১ তন্ত্রদীপিকা নাম্নী তন্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা। ২ অমরকোষের লিঙ্গানুশাসনটীকা-রচয়িতা।

মুকুন্দসেন, জনৈক হিন্দু রাজা। ইনি মুকুন্দবিজয়প্রণেতা পণ্ডিত প্রবর পরমের প্রতিপালক ছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম রুদ্রসেন এবং প্রপিতামহ চন্দ্রসেন।

---

* "কূলে শীলে নিরবদ্য, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, দামুন্যায় সজ্জনের স্থান।
অতিশয় গুণ বাড়া, সুধনা দক্ষিণপাড়া, সুপণ্ডিত সুকবি সমান॥
ধন্য ধন্য কলিকালে, রত্নাম্বু নদের কূলে, অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য নাম, দামুন্যা করিলা ধাম, তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥
বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব, দেউলা দিলা বৃষদত্ত, কতকাল তথায় বিহার।
কে বুঝে তোমার মায়া, সুরকুল তেয়াগিয়া, বরদানে করিলা সঞ্চার।
গঙ্গাসম সুনির্ম্মল, তোমার চরণ জল, পান কৈনু শিশুকাল হৈতে।
সেই ত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশু কালে, রচিলাম তোমার সঙ্গীতে॥
হরিনন্দী ভাগ্যবান্, শিবে দিল ভূমি দান, মাধব ওঝা * *
দামুন্যার লোক যত, শিবের চরণে রত, সেই পুরী হরের ধরণী॥
কি কব কুলের আর, যশোমন্ত অধিকার, কল্পতরু নাগ উমাপতি।
অশেষ পুণ্যকন্দ, নাগঋষি সর্ব্বানন্দ, সেই পুরি সজ্জন বসতি॥
কাটাদিয়া বন্দ্যঘাটী, বেদান্ত নিগম পাটী, ঈশান পণ্ডিত মহাশয়।
ধন্য ধন্য পুরোবাসী, বন্দ্য সে বাঙ্গালপাশী, লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয়॥
কাণ্ডারী কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার, শব্দকোষ কাব্যের নিদান।
কয়ড়ী কুলের রাজা, সুকৃতি তপন ওঝা, তস্য সুত উমাপতি নাম॥
তনয় মাধব শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, তার নাম তনয় সোদর।
উদ্ধরণ পুরন্দর, নিত্যানন্দ সুরেশ্বর, বাসুদেব মহেশ সাগর॥
সর্ব্বেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, একভাবে পূজিল শঙ্কর।
বিশেষ পুণ্যের ধাম, সুধন্য হৃদয় নাম, কবিচন্দ্র তার বংশধর॥
অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, নানাশাস্ত্রে নিশ্চয় বিধান্।
শিবরাম বংশধর, কৃপাকর মহেশ্বর, স্বল্পপুত্র পৌত্র ক্রমবান॥"

(চণ্ডীকাব্য)

২ কনোজের অনৈক হিন্দু নরপতি।

মুকুন্দ (পুং) মোচয়তি বিষয়াভয়ানুরাগমিতি অন্তর্ভূতণ্যর্থ-মুচ্-কঃ। ন্যঙ্কাদিত্বাৎ কুত্বম্। তং উন্দত্যার্দ্রীকরোতীতি উন্দ-উন্। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কুন্দুরু। (অমরটী° ভরত°)

মুকুম্ (অব্য°) ১ নির্ব্বাণ। ২ ভক্তিমদ। ৩ প্রেম। [মুকুন্দ দেখ।]

মুকুর (পুং) মকন্(মকুরদর্দুরৌ। উণ্ ১।৪১) ইত্যত্র বাহুলকাদকারস্থানে উকার নিপাতনাৎ উরচ্। ১ দর্পণ, চলিত আয়না।

"ঢুক করে গুরুমেকমরোষবৎ বহিরিতো মুকুরঞ্চ ঢুকস্য মে।" (নৈষধ ৪।৫৯) ২ বকুলবৃক্ষ। ৩ কুলালদণ্ড। (মেদিনী) ৪ মল্লিকাপুষ্পবৃক্ষ। (বিশ্ব) ৫ কুলবৃক্ষ। ৬ কোরক। (হেম)

মুকুরিত (ত্রি) মুকুরঃ অস্য সঞ্জাতঃ, (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩১) ইতি ইতচ্। সঞ্জাত-মুকুর, মুকুলিত।

মুকুল (পুং ক্লী) মুকতি কলিকাত্বং, মুচ্ উলক্। ১ ঈষদ্ বিকশিত-কলিকা, পর্য্যায়—কুড্মল, মকুল, পোটকোরক। (শব্দরত্না°) ২ শরীর। ৩ আত্মা। ৪ রাজপুরুষবিশেষ। (রাজতর° ৯।৩১) ৫ ছন্দোভেদ।

মুকুল, (মোকলদেব) মিবারের অনৈক রাণা। রাণা লাক্ষার ঔরসে মারবার রাজদুহিতার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়। লাক্ষার জ্যেষ্ঠপুত্র চণ্ড স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসরণ করিয়া রাজসিংহাসন প্রাপ্তি বাসনা বিসর্জন দিয়াছিলেন। চণ্ডের প্রার্থনানুসারে রাণার গয়াতীর্থ উদ্ধারের জন্য অভিযানের পূর্ব্বে অভিষেকপূর্ব্বক মুকুলজীকে চিতোরের রাজসিংহাসনে বসান হয়। ঐ সময়ে মুকুলজীর বয়স পঞ্চবর্ষ মাত্র। এই অপ্রাপ্তব্যবহার কালে ও পিতার অবর্ত্তমানে কনিষ্ঠের উপকারার্থ চণ্ড বিশেষ সুদক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। মুকুলের বিধবা জননী স্বীয় প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হইতেছে দেখিয়া ব্যথিতা হইলেন। ক্রমেই অসূয়াপরতন্ত্র হইয়া চণ্ডের কার্য্যাবলীতে দোষারোপ করিতে লাগিলেন। বিমাতার লাঞ্ছনায় ঘৃণিত হৃদয়ে তিনি চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক মাণ্ডু রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে চণ্ডের চিতোর ত্যাগের পর, মারবার হইতে মুকুল-জননীর আত্মীয় কুটুম্বগণ মিবারে আসিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিল। রাণা রণমল্ল রাজশিশুকে লইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। মিবার রাজকুলের প্রভুত্ব একবারে হ্রাস হইয়া গেল। শিশোদীয় ও রাঠোর কুলের প্রচণ্ড বৈরতা ও প্রাতিযোগিতা আরম্ভ হইল।

রাণা মুকুলের তিন পুত্র ও এক কন্যা হয়। মাদেরিয়ার পার্ব্বত্য প্রজাবর্গের বিদ্রোহদমনকালে তিনি স্বীয় পিতৃব্যদ্বয় কর্ত্তৃক বিনাকারণে নিহত হন। চিতোর নগরের পশ্চিম গিরি শ্রেণীর মধ্যভাগস্থ চতুর্ভুজা দেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির তাঁহার যত্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মুকুলভট্ট, অভিধাবৃত্তিমাতৃকাপ্রণেতা। কল্লটের পুত্র। রত্নকণ্ঠ ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

মুকুলাগ্র (ক্লী) পুষ্পমুকুলের ন্যায় মুখাগ্রবিশিষ্ট শরীরব্যবচ্ছেদক অস্ত্রবিশেষ।

মুকুলিত (ত্রি) মুকুল-তারকাদিত্বাৎ ইতচ্। কলিকাসম্পন্ন, মুকুলযুক্ত, অর্দ্ধমুদিত ঈষদ্‌বিকশিত।

"দরমুকুলিতনয়নসরোজম্" (গীতগো° ২।১৭)

মুকুলিন্ (ত্রি) মুকুল-অস্ত্যর্থে ইনি। মুকুলযুক্ত, মুকুল-বিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

মুকুলীভাব (পুং) অমুকুলো মুকুলো ভবতি ভূ-ঘঞ্। অবি-কাশের বিকাশভাব, পূর্ব্বে যে মুকুল ছিল না, পরে তাহার বিদ্যমানতা।

মুকুষ্ঠ (পুং) বনমুদ্গ, চলিত মুগানী। (রাজব°)

মুকুষ্ঠক (পুং) মকুং স্তকতি প্রতিহন্তি স্তক-অচ্, পৃষোদরা-দিত্বাৎ সাধুঃ। বনমুদ্গ, চলিত মুগানী। (Phaseolus lobatus) পর্য্যায়—ময়ষ্টক, মুকুষ্ঠ, ময়ষ্ঠ, মপষ্টক, মুদ্গষ্টক মকুষ্টক, মযুষ্টক। গুণ—শীতল, গ্রাহক, কফ ও পিত্তজ্বরনাশক। (রাজব°) ইহার যূষ জ্বররোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে বলাধান হয়।

"মুদ্গান্ মসূরাংশ্চনকাণ কুলত্থান্ সমুকুষ্টকান্।
আহারকালে যূষার্থে জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ॥" (বৈদ্যকচক্রপাণি°)

মুকুলক (পুং) মুচ্-বাহুলকাদুলচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ কুত্বং, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। দন্তিবৃক্ষ।

মুকেরিয়ান, পঞ্জাবের হুসিয়ারপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৩১°৫৬´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৮´৫০´´ পূঃ। এইস্থান বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। এইস্থানে স্থানীয় বিভিন্ন প্রকার শস্য ও কার্পাসবস্ত্রের বহুল কারবার আছে। তথাকার সর্দ্দার বুড়াসিংহের প্রতিষ্ঠিত সুদার্ঘ পান্থনিবাস ও দীর্ঘিকা উল্লেখযোগ্য।

মুক্ত (ত্রি) মুচ্-ক্ত। ১ প্রাপ্তমোক্ষ, যিনি মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি ত্রিবিধ দুঃখ হইতে আত্যন্তিকরূপে নিবৃত্তিলাভ করিয়াছেন, যাঁহার মায়িক বন্ধন পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়াছে, তিনিই মুক্ত। জীব মায়াবন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া, পরে এই মায়ার বন্ধনচ্ছেদ করায় তিনি মুক্ত হন, মুক্তিপ্রাপ্ত [মুক্তি দেখ] ২ মোচিত। (মেদিনী) ৩ মণ্ডিত। (শব্দরত্না°)

৪ নৃপবিশেষ। (রাজতর° ৭। ১৬৩৫) ৫ ঋষিবিশেষ। এই ঋষি সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

"অগ্নিধ্রশ্চাগ্নিবাহশ্চ শুচির্মুক্তোঽথ মাধবঃ।
শুক্রোঽজিতশ্চ সপ্তৈতে তদা সপ্তর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১০০। ৩১)

মুক্তক (স্ত্রী) মুচ্যতে স্মেতি মুচ্-ক্ত, সংজ্ঞায়াং কন্। ১ ক্ষেপণীয়াস্ত্রভেদ। ২ কাব্যবিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"বৃত্তগন্ধোজ্ঝিতং গদ্যং মুক্তকং বৃত্তগন্ধি চ।" (সাহিত্যদ°৬।৩২৯)

মুক্তকচ্ছ (ত্রি) ১ কাছাখোলা। ২ বৌদ্ধভেদ।

মুক্তকঞ্চুক (পুং) মুক্তঃ কঞ্চুকো যেন। অচিরত্যক্তত্বক্ সর্প, যে সর্প অল্পদিন খোলস ছাড়িয়াছে। পর্য্যায়—নির্ম্মুক্ত। (ত্রি) ২ উন্মুক্তকঞ্চুক।

মুক্তকণ্ঠ (ত্রি) মুক্তঃ কণ্ঠো যেন। গলা ছাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরকারী, আস্তে আস্তে না বলিয়া উচ্চরবকারী।

মুক্তকেশ (ত্রি) মুক্তঃ কেশো যেন। ত্যক্তকেশ, মুক্তকেশ, আলুলায়িতকেশ।

"সাক্ষং তপোযোগময়ং মুক্তকেশং গতাম্বরম্।
দৈবগুপ্তং ন ববুধে বাসুদেবপ্রবিষ্টধীঃ॥" (ভাগবত ৩।৩৩।২৯)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ মুক্তকেশী, কালী। এই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্‌ও হয়, ইহাতে 'মুক্তকেশা' এইরূপ হইতে দেখা যায়। (পুং) ৩ মুক্তকেশ।

মুক্তচক্ষুস (পুং) মুক্তং সর্ব্বতঃ ক্ষিপ্তং চক্ষুর্যেন। ১ সিংহ। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ মুক্তনেত্র, যাহার চোখ খোলা।

মুক্তচেতস্ (ত্রি) মোক্ষপ্রাপ্তাত্মন্। যাহার পরমাত্মা ভববন্ধনা হইতে মুক্ত হইয়াছে।

মুক্তঝড়ি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। Phyllanthus Emblica.)

মুক্ততা (স্ত্রী) মুক্তস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। মুক্তত্ব, মুক্তের ভাব বা ধর্ম্ম, মুক্তের কার্য্য।

মুক্তদ্বার (ত্রি) মুক্তং দ্বারং যত্র। যে স্থলে দোর খোলা।

মুক্তনিদ্র (ত্রি) জাগ্রৎ।

মুক্তনির্ম্মোক (ত্রি) মুক্তো নির্ম্মোকো যেন। মুক্তকঞ্চুক, যে সর্প আশু খোলস ত্যাগ করিয়াছে।

মুক্তপাদেবত (পুং) বৈপথর্জ্জুরীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

মুক্তপুরুষ (পুং) মুক্তঃ পুরুষঃ কর্ম্মধা°। যিনি মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহার অজ্ঞানান্ধকার দূর হইয়াছে।

মুক্তফুৎকার (ত্রি) শব্দকারী।

মুক্তবন্ধন (ত্রি) শৃঙ্খলমুক্ত।

মুক্তবন্ধনা (স্ত্রী) ১ মল্লিকা বৃক্ষ, বার্ষিকী মল্লিকাভেদ।

মুক্তবর্ত্মন্, (স্ত্রী) ১ মুক্তিমার্গ ২ বক্রপ ও প্রশস্ত পথ।

মুক্তবুদ্ধি (ত্রি) যাহার বুদ্ধিবৃত্তি অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্ত হইয়াছে। মুক্তচেতাঃ।

মুক্তমণ্ডূককণ্ঠ (ত্রি) ভেকের ন্যায় অহরহ চিৎকারকারী।

মুক্তমাতৃ (স্ত্রী) শুক্তি, ঝিনুক। (বৈদ্যকনি°)

মুক্তমূর্দ্ধজ (ত্রি) মুক্তো মূর্দ্ধজো যেন। মুক্তকেশ, ত্যক্তকেশ। আলুলায়িত কেশ। স্ত্রিয়াং টাপ্।
"দিগ্বাসসো যাতুধানাঃ শূলিনো মুক্তমূর্দ্ধজাঃ।"(ভাগব°১০।১৮)

মুক্তরসা (স্ত্রী) মুক্তো রসো যস্যাঃ। ১ রাস্না (রত্নমালা) (ত্রি) ২ ত্যক্তরস।

মুক্তরোষ (ত্রি) ত্যক্ত ক্রোধ, কোপহীন।

মুক্তলজ্জ (ত্রি) লজ্জা ত্যাগকারী। লজ্জাহীন, নির্লজ্জ।

মুক্তবসন (ত্রি) মুক্তং বসনং যেন। মুক্তাম্বর, মুক্তবস্ত্র। যিনি বসন পরিত্যাগ করিয়াছেন, (পুং) জৈন সন্ন্যাসিভেদ।

মুক্তবেণী (স্ত্রী) ১ বিমুক্ত কেশপাশ। দ্রৌপদী কৌরব সভায় লাঞ্ছিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যত দিন না তাঁহার কৃতাপমানের প্রতিশোধ লওয়া হইবে, ততদিন তিনি মুক্তকেশী বা মুক্তবেণী হইয়া থাকিবেন। ভীম দুঃশাসনের রক্তপান ও দুর্য্যোধনের ঊরুভঙ্গ করিয়া সেই মুক্ত বেণী বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন। ২ গঙ্গাসরস্বতী সঙ্গমস্থান, ত্রিবেণী তীর্থ। আলাহাবাদের গঙ্গাযমুনা-সরস্বতী-সঙ্গম "মুক্তবেণী" এবং ত্রিবেণী সঙ্গমও "মুক্তবেণী" নামে কথিত।

মুক্তব্যাপার (ত্রি) ১ কার্য্য পরিত্যাগকারী। ২ সংসারে নির্লিপ্ত।

মুক্তশৃঙ্গ (পুং) রোহীতক মৎস্য। (বৈদ্যকনি°)

মুক্তসংশয় (ত্রি) মুক্তঃ সংশয়ো যেন। যাহার সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে, ত্যক্তসংশয়।

মুক্তসঙ্গ (ত্রি) মুক্তঃ সঙ্গো যেন। ১ বিষয়াসক্তিরহিত, বিষয়সঙ্গত্যাগী, যিনি বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন।
(পুং) ২ পরিব্রাজক।

মুক্তসর, পঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৯৪৭ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর এবং মুক্তসর তহসীলের বিচার সদর। অক্ষা° ৩০° ২৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩১´ ১৫´´ পূঃ। এই নগর জেলার অন্যান্য নগর অপেক্ষা বৃহৎ। এখানে জেলার পশ্চিম বিভাগের যাবতীয় বাণিজ্য ব্যাপার পরিচালিত হইয়া থাকে।

বাণিজ্যসমৃদ্ধি ভিন্ন এখানকার শিখ-পর্ব্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭০৫-০৬ খৃষ্টাব্দে মোগলবাহিনীর সহিত শিখগুরু হরগোবিন্দের যুদ্ধ স্মরণ করিয়া শিখসম্প্রদায় এখানে প্রতিবর্ষ পৌষমাসে তিন দিনব্যাপী একটী মহামেলার অনুষ্ঠান

করে। মেলাযাত্রীদিগের স্নানের জন্য এখানে একটী সুবিস্তৃত দীর্ঘিকা আছে। মহারাজ রণজিৎসিংহ উহা আরম্ভ করিয়া যান এবং পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা ও ফরিদকোটের শিখ-সর্দ্দারগণ পুরুষাণুক্রমে অর্থ-সাহায্য-দানে উহা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

মহামেলায় সমাগত দরিদ্র যাত্রীদিগের ভোজনার্থ এখানে গবর্মেণ্টের সাহায্যে পরিচালিত একটী লঙ্গরখানা (অতিথি-শালা) আছে। মুক্তসর হইতে কোটকপুর পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হইবার পর এখানকার সমৃদ্ধি আরও বৃদ্ধি হইয়াছে।

মুক্তসার (পুং) কদলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

মুক্তস্বামিন্ (পুং) কাশ্মীররাজ-প্রতিষ্ঠিত মোক্ষদাতৃ-দেব-মূর্ত্তিভেদ। (রাজতর০ ৪।১৮৮)

মুক্তহস্ত (ত্রি) মুক্তো হস্তো যেন। দানশীল, বদান্য। যিনি দান বা ব্যয়ের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত, তাঁহাকে মুক্তহস্ত কহে।

মুক্তা (স্ত্রী) মোচ্যতে নিঃসার্য্যতে হস্তি বা মুচ্-ক্ত, টাপ্। ১ রাস্না। (রত্নমালা) ২ রত্নবিশেষ (Pearl)। হিন্দী—মোতি। পর্য্যায়—মৌক্তিক, সৌম্যা, শৌক্তিকেয়, তার, তারা, তৌক্তিক, তৌত্তিক, অম্ভঃসার, শীতল, নীরজ, নক্ষত্র, ইন্দুরত্ন, লক্ষ্মী, মুক্তাফল, বিন্দুফল, মুক্তিকা, শৌক্তেয়ক, শুক্তিমণি, শশিপ্রভ, স্বচ্ছহিম, হিমবল, সুধাংশুভ, সুধাংশুরত্ন, শৌক্তিক, শুক্তিবীজ, হারী, কুবল। (জটাধর০) ইহার গুণ—সারক, শীতল, কষায়, স্বাদু, লেখন, চক্ষুর হিতকর। ইহা ধারণ করিলে পাপ ও অলক্ষ্মী বিদূরিত হয়। (রাজবল্লভ) ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

"মৌক্তিকং শৌক্তিকং মুক্তা তথা মুক্তাফলঞ্চ তৎ।
শুক্তিঃ শঙ্খো গজক্রোড়ঃ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ॥
বেণুরেতে সমাখ্যাতাস্তজ্জ্ঞৈর্মৌক্তিকযোনয়ঃ।
মৌক্তিকং শীতলং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং বলপুষ্টিদম্॥" (ভাবপ্র০)

পর্য্যায়,—মৌক্তিক, শৌক্তিক, মুক্তা এবং মুক্তাফল। শুক্তি, শঙ্খ, গজক্রোড়, সর্প, মৎস্য, ভেক ও বেণু এই সকল মুক্তাযোনি, অর্থাৎ এই সকল হইতে মুক্তার উৎপত্তি হয়। বৈদ্যক মতে মুক্তার গুণ—শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, বলকর এবং শরীরের পুষ্টিসম্পাদক। ভাবপ্রকাশ-মতে শুক্তি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সপ্ত পদার্থ হইতে মুক্তা জন্মে।

"মাতঙ্গোরগমীনপোত্রিশিরসস্ত্বক্সারশঙ্খাম্বুভৃৎ।
শুক্তীনামুদরাচ্চ মৌক্তিকমণিঃ স্পষ্টং ভবত্যষ্টধা॥" (যুক্তিকল্পতরু)

হস্তী, সর্প মৎস্য, শূকর, ত্বক্সার (বাঁশ), শঙ্খ এবং শুক্তি এই সকলের উদর হইতে অষ্টবিধ মুক্তার উৎপত্তি হয়।

বৃহৎসংহিতার মতে—

"দ্বিপভুজগশুক্তিশঙ্খাভ্রবেণুতিমিশূকরপ্রসূতানি।
মুক্তাফলানি তেষাং বহু সাধু চ শুক্তিজং ভবতি॥" (বৃহৎস০ ৭১।১)

হস্তী, সর্প, শুক্তি, শঙ্খ, অভ্র, বেণু, তিমিমৎস্য এবং শূকর এই সকল হইতেই মুক্তার উৎপত্তি হয়। এই সকল মুক্তার মধ্যে শুক্তিজাত মুক্তাই প্রশস্ত। শুক্রনীতির বচনানুসারে মৎস্য, সর্প, শূকর শঙ্খ, বাঁশ, মেঘ এবং শুক্তি এই সকল মুক্তার আকর, অর্থাৎ এই সকল হইতেই মুক্তা জন্মে। উক্ত মুক্তা সমূহের মধ্যে শুক্তি-(ঝিনুক) জাত মুক্তাই প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়, অন্যান্য মুক্তা দুর্লভ।

"মৎস্যাহিশঙ্খবারাহবেণুজীমূতশুক্তিতঃ।
জায়তে মৌক্তিকং তেষু ভূরি শুক্ত্যুদ্ভবং স্মৃতম্॥" (শুক্রনীতি)

গরুড়পুরাণের মতে দ্বিপেন্দ্র, জীমূত, শূকর, শঙ্খ, মৎস্য, অহি, শুক্তি এবং বংশ এই সকল মুক্তার উৎপত্তিস্থান।

"দ্বিপেন্দ্রজীমূতবরাহশঙ্খমৎস্যাহিশুক্ত্যুদ্ভববেণুজানি।
মুক্তাফলানি প্রথিতানি লোকে তেষাঞ্চ শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি॥"
(গরুড়পুরাণ ৬৯ অধ্যায়)

অগ্নিপুরাণ বলেন—শুক্তি, শঙ্খ, নাগদন্ত, কুম্ভ, শূকর, মৎস্য, বংশ এবং মেঘ এই সকল হইতে মুক্তা জন্মে। এই মুক্তা সমূহ পর পর শ্রেষ্ঠ।

"সৌগন্ধিকোত্থাঃ কাষায়া মুক্তাফলাস্তু শুক্তিজাঃ।
বিমলাস্তেভ্য উৎকৃষ্টা যে চ শঙ্খোদ্ভবা মুনেঃ॥
নাগদন্তা ভবাশ্চাগ্র্যাঃ কুম্ভশূকরমৎস্যজাঃ।
বেণুনাগভবাঃ শ্রেষ্ঠা মৌক্তিকং মেঘজং বরম্॥" (অগ্নিপু০ ২৪৬অ)

হস্তী, সর্প, শূকর ও মৎস্যের মস্তকে মুক্তা জন্মে, বংশ, ঝিনুক ও শঙ্খের উদরেও মুক্তার উৎপত্তি হয়।

"গজাহিকোলমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ।
ত্বক্সারশুক্তিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তাফলোদ্ভবঃ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

মুক্তা নবরত্নের মধ্যে একটী প্রধান রত্ন।

"মুক্তামাণিক্যবৈদূর্য্যগোমেদান্ বজ্রবিদ্রুমৌ।
পুষ্পরাগং মরকতং নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ॥" (তন্ত্রসার)

মুক্তা বহুমূল্য রত্ন, ইহার ছায়া, বর্ণ ও বিশেষ বিশেষ গুণ পরীক্ষাদির বিষয়। এ সম্বন্ধে অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, শুক্রনীতি, বৃহৎসংহিতা এবং যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষরূপ বর্ণিত হইয়াছে। জ্যোতিষশাস্ত্রেও ইহার বিস্তর প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ধারণে বিশেষ ফল হইয়া থাকে। চন্দ্র বা বৃহস্পতি গ্রহ যাঁহার বিরূপ তিনি মুক্তা ধারণ করিলে শুভ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যিনি রত্নধারণের উপযোগী, তিনিই ধারণ করিবেন, নচেৎ অযথা রত্নধারণে অশুভ হইয়া

থাকে। গ্রহাদিগের প্রীতির জন্ম মূল, ধাতু এবং সর্ব্বশেষে রত্নধারণের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃহৎসংহিতায় লিখিত হইয়াছে। সিংহলক, পারলৌকিক, সৌরাষ্ট্রক, তাম্রপর্ণী, পারসব, কৌবের, পাণ্ড্যবাটক এবং হৈম এই সকল দেশের হস্তী প্রভৃতি হইতে মুক্তা জন্মে।

এই সকল মুক্তার মধ্যে বিবিধাকৃতি, স্নিগ্ধ ও হংসের ন্যায় আভাযুক্ত স্থূল-মুক্তা সকল সিংহল-দেশজাত।

তাম্রপর্ণি-দেশজাত মুক্তা ঈষৎ তাম্রবর্ণ বা কৃষ্ণাভহীন শুক্লবর্ণ; শ্বেতবর্ণ, বা পীতবর্ণ শর্করা-সমন্বিত (কর্কশ) ও বিষম মুক্তা পারলৌকিক নামে প্রসিদ্ধ। অতি স্থূলও নহে, এবং অল্পাকারও নহে, অথচ নবনীসদৃশ প্রভাযুক্ত মুক্তা সৌরাষ্ট্রদেশজাত, এই জন্ম ইহা সৌরাষ্ট্র নামে খ্যাত। জ্যোতিষ্মান্, শুভ্রবর্ণ, গুরু এবং মহদ্গুণাবিশিষ্ট মুক্তা পারসব; লঘু, মথিত-দধিসদৃশ প্রভাযুক্ত, বৃহৎ এবং বিসদৃশাকৃতি মুক্তা হৈম নামে খ্যাত; কৃষ্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ, বিষম, লঘু এবং তেজস্ক মুক্তা কৌবের নামে প্রসিদ্ধ। পাণ্ড্য দেশজাত মুক্তা নিম্বফল, ত্রিপুট ও ধান্যকচূর্ণ সদৃশ হইয়া থাকে।

বৈষ্ণব অথবা বিষ্ণুদৈবত মুক্তা অতসী পুষ্পের ন্যায় শ্যামবর্ণ, ঐন্দ্র মুক্তা শশাঙ্ক সদৃশ, বারুণ মুক্তা হরিতালের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং যমদৈবত মুক্তা অসিতবর্ণ হইয়া থাকে। বায়ুদৈবত মুক্তা দাড়িমগুলিকা, গুঞ্জা ও তাম্রের ন্যায় পরিণত বর্ণ এবং আগ্নেয়মুক্তা নির্ধূম অনল ও কমলের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

রবি ও সোমবারে পুষ্যা ও শ্রবণানক্ষত্রে ঐরাবতজাতীয় হস্তিগণের জন্ম হয় এবং যে সকল ভদ্রহস্তী উত্তরায়ণ কালে চন্দ্রসূর্য্যের গ্রহণসময়ে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগের দন্তকোষে এবং কুম্ভে অধিক পরিমাণে বড় বড় মুক্তা জন্মে। এই মুক্তা নানা সংস্থানসম্পন্ন এবং প্রভাবিশিষ্ট। এই সকল হস্তী বিক্রয় বা বেধ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ইহারা অত্যন্ত প্রভাযুক্ত এবং পরম পবিত্র। এইরূপ হস্তী ধৃত হইলে রাজগণের সুত, বিজয় এবং আরোগ্যকর হয়।

বরাহের দন্তমূলে চন্দ্রকান্তিসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট ও বহু গুণযুক্ত বারাহমুক্তা এবং তিমি মৎস্য হইতে মৎস্যের চক্ষুর ন্যায় দ্যুতিমান্ বহুগুণযুক্ত, পবিত্র ও বৃহৎ মুক্তা হয়, ইহাকে তিমিজ মুক্তা কহে। মেঘ হইতেও মুক্তা হয়, সপ্তম বায়ুস্কন্ধ হইতে ভ্রষ্ট ও তড়িৎসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট বর্ষোপলবৎ যে মুক্তা, তাহাকে মেঘজ মুক্তা কহে। এই মুক্তা দেবগণ হরণ করিয়া থাকেন, সুতরাং পৃথিবীতে এই মুক্তা দুর্লভ।

তক্ষক এবং বাসুকি-বংশসম্ভূত কামগামী যে সকল পন্নগ আছে, তাহাদিগের ফণার অগ্রভাগে নীলদ্যুতিসম্পন্ন স্নিগ্ধ মুক্তা সকল উৎপন্ন হয়, যে মুক্তা প্রশস্ত অবনীদেশে রজতপাত্রে রাখিয়া দিলে অকস্মাৎ বৃষ্টি হয়, তাহাকেই নাগজমুক্ত মুক্তা জানিতে হইবে। নাগজ-মুক্তা ধৃত ও নিরূপিতমূল্য হইলে নৃপতিগণের বিষ ও অলক্ষ্মী অপহরণ এবং শত্রুগণকে ক্ষয় করিয়া থাকে। ইহাতে যশ বিকাশিত এবং সকল কার্য্যে বিজয় লাভ হয়।

বেণুজাত মুক্তা কর্পূরস্ফটিকসদৃশ দীপ্তিময়, চিপিটকাকার ও বিষম হয়; শঙ্খজাত মুক্তা চন্দ্রসদৃশ দীপ্তিমান্, বৃত্তাকার (গোল) ও মনোহর

শঙ্খ, তিমি, বেণু, হস্তী, বরাহ, সর্প ও অভ্র হইতে জাত মুক্তা সকল বেধনীয় অর্থাৎ ছিদ্র করিবার উপযুক্ত। কিন্তু এই সকল মুক্তা অপরিমিত গুণশালী বলিয়া ইহার কোন মূল্য নির্দিষ্ট হয় নাই। এই মুক্তা সকল রাজগণের সুত, অর্থ, সৌভাগ্য এবং যশঃসম্পাদক, রোগশোকাপহারক এবং ঈপ্সিত কামপ্রদ।

রাজগণ মুক্তার মালা গ্রথিত করিয়া কণ্ঠে ধারণ করেন। অষ্টাধিক সহস্রসংখ্যক লতাযুক্ত চতুর্হস্ত পরিমিত মুক্তামালা ইন্দ্রচ্ছন্দ নামে আখ্যাত হয়। ইহা দেবগণের ভূষণ। ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ হইলে তাহাকে বিজয়চ্ছন্দ কহে। অষ্টাধিক শতসংখ্যক লতাযুক্ত বা একাশীতিসংখ্যক লতাযুক্তহইলে দেবচ্ছন্দ হয়। চতুঃষষ্টিসংখ্যক লতাযুক্ত হইলে অর্দ্ধহার এবং চতুঃপঞ্চাশৎ সংখ্যক হইলে রশ্মিকলাপ, দ্বাত্রিংশৎলতাযুক্ত হারগুচ্ছ, বিংশতি লতাযুক্ত অর্দ্ধগুচ্ছ ও ষোড়শ লতাবিশিষ্ট হার মানবক। দ্বাদশ লতাযুক্ত অর্দ্ধমানবক, অষ্টসংখ্যক লতাযুক্ত হার মন্দিরসংজ্ঞক, পঞ্চলতাবিশিষ্ট হইলে হারসংজ্ঞক এবং সপ্তাবিংশতি মুক্তাগ্রথিত হস্তপ্রমাণ হইলে তাহাকে নক্ষত্রমালা কহে। মুক্তার মালা অন্তর মণিসংযুক্ত হইলে মণিসোপান নামে,সুবর্ণগুলিকা ও চঞ্চলমধ্যমণিযুক্ত হইলে তাহা চাটুকার, যথেষ্ট মুক্তাযুক্ত হস্তপ্রমাণ ও বিশেষরূপ মধ্যমণিবিহীন হইলে একাবলী এবং উহার মধ্যে মণিসংযুক্ত হইলে যষ্টি নামে আখ্যাত হয়। (বৃহৎসংহিতা ৮১ অধ্যায়)

গজমুক্তার বিষয় চাণক্য লিখিয়াছেন, 'মৌক্তিকং ন গজে গজে' অর্থাৎ সকল হস্তীতে মুক্তা জন্মে না। কিরূপ হস্তীর মস্তকে মুক্তা জন্মে, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"মতঙ্গজা যে তু বিশুদ্ধবংশ্যাস্তেষাং মৌক্তিকানাং প্রভবাঃ প্রদিষ্টাঃ।
উৎপদ্যতে মৌক্তিকং তেষু বৃত্তং আপীতবর্ণং প্রভয়া বিহীনম্ ॥
যস্যো গজপরীক্ষায়াং গজজাতিশ্চতুর্বিধা।
মৌক্তিকং তেষু জাতং হি চতুর্বিধমুদীর্যতে ॥

ব্রাহ্মণং পীতশুক্লন্ত ক্ষত্রিয়ং পীতরক্তকম্।
পীতশ্যামন্ত বৈশ্যং স্যাৎ শূদ্রং স্যাৎ পীতনীলকম্॥
কাম্বোজকুম্ভসম্ভূতং ধাত্রীফলনিভং গুরু।
অতিশিকরসচ্ছায়ং মৌক্তিকং মন্দদীধিতিঃ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

যে সকল হস্তী বিশুদ্ধ-বংশোৎপন্ন, তাহাদের মস্তকেই মুক্তা জন্মিয়া থাকে। এই হস্তীগণের মধ্যে কোন কোন হস্তীতে সুগোল, ঈষৎ পীতবর্ণ এবং ছায়াবিহীন মুক্তা জন্মে। হস্তিজাতির মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে জাত্যহস্তী চারিপ্রকার, এই চারিপ্রকার জাত্যহস্তী-তেই মুক্তা জন্মিয়া থাকে। সুতরাং তদুৎপন্ন মুক্তাও চারিশ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই চারিপ্রকার মুক্তার লক্ষণ এইরূপ, ব্রাহ্মণজাতীয় মুক্তা পীত শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় জাতীয় মুক্তার বর্ণ পীতরক্ত, বৈশ্য-জাতীয় মুক্তার বর্ণ পীতশ্যাম এবং শূদ্রজাতীয় মুক্তা পীত নীলবর্ণ।

কম্বোজদেশে হস্তিকুম্ভে যে মুক্তা জন্মে, তাহার আকৃতি ঠিক গোল নহে, আমলকী ফলের ন্যায়, ওজনে কিঞ্চিৎ ভারী, শিকরন, ছায়া ও কান্তি অতি অল্প। অগ্নিপুরাণ মতে গজমুক্তা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

"নাগদন্তভবাশ্চাগ্র্যাঃ" হস্তীর দন্তকোষ-সমুৎপন্ন মুক্তাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মুক্তা।

ফণিমুক্তা—সর্পজাত মুক্তা। যে সকল সর্পের মস্তকে প্রস্তর হয়, তাহারা আপনার বিষবেগে পরিতৃপ্ত থাকে। যে সকল সর্প বাসুকি বা তক্ষকের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে সমর্থ, তাহাদের ফণার প্রান্তদেশে স্নিগ্ধ ও নীলবর্ণ মুক্তা জন্মে। এই মুক্তা দেখিতে অতি সুন্দর, সুবৃত্ত, নীলাভ এবং অত্যন্ত দীপ্তিমান্। বহুপুণ্য এইরূপ মুক্তালাভ ঘটিয়া থাকে।

এই ফণিজ মুক্তা প্রমাণে শৃগালকোল (শেয়াকুল ফল), আমলকী, গুঞ্জা এবং বদরফল তুল্য হইয়া থাকে। এই চারি-প্রকার মুক্তাও ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি সর্প হইতে জন্মে।

মীনজমুক্তা—মৎস্যবিশেষের মুখপ্রদেশে এক প্রকার পাথর জন্মে, তাহাই শাস্ত্রে মৎস্যমুক্তা নামে অভিহিত। পাঠীন মৎস্য হইতে যে মুক্তা পাওয়া যায়, তাহা পাঠীন মৎ-স্যের পৃষ্ঠের বর্ণতুল্য, সুগোল, লঘু এবং নাতি স্থূল। যে সকল বারিচর মৎস্য হইতে মীনমুক্তা জন্মিয়া থাকে, সে সকল মৎস্য সমুদ্রের মধ্যপ্রদেশে বাস করে। মৎস্য-দিগের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য থাকায় মুক্তা বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনের দুই দুই বা তিন তিন ক্রমে মৎস্য সকল সপ্ত প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়, সুতরাং মুক্তারও সপ্তপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে।

বাতাধিক্যবশতঃ লঘু ও অরুণাভ মুক্তা, পিত্তপ্রধান হেতু মৃদু ও ঈষৎ পীতবর্ণ, এবং কফবাহুল্যে শুক্ল ও শ্বেতাভ হইয়া থাকে। বাতপিত্ত উভয়ের প্রাবল্যে কোমল এবং লঘু হয়। বাতশ্লেষ্ম উভয়ের প্রাবল্যে কিছু স্থূলাকার এবং পিত্তশ্লেষ্ম-জাত হইলে স্বচ্ছতার আধিক্য হয়। এক একটী বা দুই দুইটী প্রকৃতির যে সকল লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইল, ইহার সকল চিহ্ন যাহাতে কিছু কিছু পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহা সান্নিপাতিকজ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এই সকলের মধ্যে সান্নিপাতিক এবং একজ মুক্তাই প্রশস্ত ও শুভদায়ক।*

বরাহমুক্তা—পূর্ব্বে বলিয়াছি, বরাহ হইতে এক প্রকার মুক্তা জন্মে। কোন্ জাতীয় বরাহ হইতে মুক্তা জন্মে, তাহার লক্ষণ কিরূপ, তদ্বিষয় শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। সর্পের ফণায়, মৎস্যের মস্তকে, হস্তীর দন্তকোষে যেরূপ মুক্তা জন্মে, তদ্রূপ বরাহের দন্তকোষেও মুক্তা জন্মিয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের ন্যায় বরাহেরও চারিবর্ণ আছে, সুতরাং বরাহজাত মুক্তাও ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বিভক্ত। শুভ্রবর্ণ বরাহমুক্তা ব্রাহ্মণজাতীয়, রক্তবর্ণ মুক্তা ক্ষত্রিয়জাতীয়, এই মুক্তার স্পর্শ অতি কর্কশ। শুক্ল-পীতবর্ণ মুক্তা বৈশ্যজাতীয়, এই মুক্তার গঠন কুলফলের ন্যায়। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ মুক্তা শূদ্রজাতীয়, এই মুক্তার স্পর্শও কর্কশ, কুলফলের ন্যায় গঠন এবং নবোদ্গত বরাহ-দন্ততুল্য বর্ণবিশিষ্ট। বরাহমুক্তা অতি দুর্লভ ও অতিপ্রশস্ত।

বেণুজ মুক্তা—বংশের মধ্যে যে মুক্তা জন্মে, তাহাকে বেণুজ মুক্তা কহে। বংশের মধ্যে যেরূপ বংশলোচন হয়, তদ্রূপ বংশবিশেষে মুক্তাও জন্মিয়া থাকে। বংশজ মুক্তা চন্দ্রের ন্যায় অথবা কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কঙ্কোলফলের ন্যায় গঠন এবং স্নিগ্ধ। বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্য না থাকিলে এই মুক্তা-লাভ হয় না। পঞ্চভূতের গুণাধিক্য হেতু বংশ সকল পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, সুতরাং তজ্জাত মুক্তাও পাঁচ প্রকার। পৃথিবী ভূতপ্রাবল্যে বেণুজ মুক্তা ওজনে গুরু, তেজঃ-প্রাবল্যে লঘু, বায়ুর আধিক্যে মৃদু ও স্থূল, আকাশের

---

* "বাতপিত্তকফব্যস্তসন্নিপাতপ্রভেদতঃ।
সপ্তপ্রকৃতয়ো মীনে সপ্তধা তেন কীর্ত্তিতম্।
লঘ্বরুণাভং বাতাৎ আপীতং মৃদু পিত্ততঃ।
গুরুং শুক্লকোমলং বাতপিত্তাৎ স্থূলং [illegible]।
বাতশ্লেষ্মকফং স্থূলং পিত্তশ্লেষ্মভবং স্বচ্ছম্॥
সর্ব্ব[illegible] সান্নিপাতিকমুত্তমং॥" (গরুড়পু০)

আধিক্যে কোমল ও লঘু এবং জলের আধিক্য অত্যন্ত শুভ্র ও স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল মুক্তা ধারণ করিলে কোন প্রকার ব্যাধি হয় না।

শঙ্খজমুক্তা—শঙ্খগর্ভে জন্মে বলিয়া ইহার নাম শঙ্খজ মুক্তা হইয়াছে। এই মুক্তার বর্ণ শঙ্খের অভ্যন্তরভাগের স্থায়, এবং উহার পরিমাণ বড় কুলের মত। যে সকল শঙ্খ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খের বংশে জন্মিয়াছে, তাহাদের গর্ভে যে মুক্তা জন্মে, তাহা কপোত পক্ষীর ডিম্বের স্থায় বড় এবং তাহা বর্ষোপল বা করকার স্থায় দীপ্তিবিশিষ্ট।

অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টী নক্ষত্রে মুক্তাকর শঙ্খ সকল জন্মে, সুতরাং প্রত্যেক নক্ষত্রোৎপন্ন শঙ্খ হইতে নক্ষত্রের সংখ্যানুসারে মুক্তা সকলেরও ২৭ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। শুক্ল, অশুক্ল, পীত, রক্ত, নীল, লোহিত, পিঙ্গল, কর্ব্বুর ও পাটল এই রূপ বর্ণ এবং মহৎ, মধ্য, লঘু প্রভৃতি পরিমাণ দ্বারা ২৭ প্রকার ভেদ হইয়া থাকে। এই শঙ্খজাত মুক্তা গুণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

জীমূতমুক্তা—জীমূত শব্দে মেঘ, এই মেঘ হইতে মুক্তা জন্মে বলিয়া উহার নাম জীমূতমুক্তা হইয়াছে। মেঘ হইতে মুক্তা জন্মে এ বিষয়ে রত্নজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। মেঘে যেরূপ বর্ষোপল অর্থাৎ করকা শিলা জন্মে, তদ্রূপ মুক্তাও জন্মিয়া থাকে। বর্ষোপল যেরূপ মেঘ হইতে পতিত হয়, সেইরূপ সপ্তম বায়ুস্কন্ধ হইতে করকাতুল্য মুক্তাও পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই মুক্তা পৃথিবীতে আসে না, আকাশ হইতে অমানব পুরুষেরা তাহা হরণ করিয়া লয়। এই মেঘজ মুক্তা করকার স্থায় এবং ইহার প্রভা বিদ্যুত্তুল্য। জলবিন্দুর পরিপাক-বিশেষ দ্বারা মেঘেও মুক্তা হয়। কিন্তু ইহা মনুষ্য-দুর্লভ। এই মুক্তা কুক্কুটাণ্ডের স্থায় গোল এবং ওজনে ভারী ও সূর্য্যকিরণসদৃশ দীপ্তিশালী। এই মুক্তা মনুষ্যের ভোগ্য নহে।

"নাস্ত্যেতি মেঘপ্রভবং ধরিত্রীং বিয়দ্গতং তদ্বিবুধা হরন্তি।
অর্চ্চিপ্রমাণাক্রান্তদিগ্বিভাগমাদিত্যবদ্দুঃখবিভাব্যবিম্বম্।
তেজস্তিরস্কৃত্য হুতাশনেন্দু-নক্ষত্রতারাগ্রহসম্ভবঞ্চ।
দিবা যথা দীপ্তিকরং তথৈব তমোহবগাঢ়াস্বপি তন্নিশাসু॥
বিচিত্ররত্নদ্যুতিচারুতোয়চতুঃসমুদ্রা ভবনাভিরামা।
মূল্যং ন বা স্যাদিতি নিশ্চয়ো মে কৃৎস্না মহী তস্য সুবর্ণপূর্ণা॥
হীনোঽপি যস্তল্লভতে কথঞ্চিৎ বিপাকযোগাৎ মহতঃ শুভস্য।
সপত্নহীনঃ পৃথিবীং সমগ্রাং ভুনক্তি তত্তিষ্ঠতি যাবদেব॥"
ইত্যাদি। (গরুড়পু°)

মেঘজাত মুক্তা পৃথিবীতে পতিত হয় না, দেবতারা তাহা হরণ করিয়া থাকেন। এই মুক্তা তেজঃ ও প্রভায় সমস্ত দিক্ উদ্ভাসিত করে এবং তাহা আদিত্যের স্থায় দুর্নিরীক্ষ্য। ইহা অগ্নি চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাগণের তেজকেও অভিভূত করে এবং দিবা ও গাঢ়ান্ধকার রজনী উভয় সময়েই সমানরূপে প্রকাশ পায়। ইহার মূল্য নিরূপণ করা একরূপ অসম্ভব।

যদি কোন ব্যক্তি বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে এই মুক্তা প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিঃশত্রু হইয়া এই সমগ্র পৃথিবী ভোগ করেন। এই মুক্তা যে কেবল রাজগণের শুভকারক, তাহা নহে। ইহা যে স্থলে থাকে, তাহার চতুর্দ্দিকে শতযোজন পরিমিত স্থানের অশুভ বিদূরিত হয়।

মেঘ সকল জল, জ্যোতি ও বায়ু এই তিনের সমষ্টিজাত। সুতরাং তজ্জাত মুক্তাও তিন প্রকার। জলাধিক মেঘজাত মুক্তা অত্যন্ত স্বচ্ছ, কোমল ও অতিশয় কান্তিযুক্ত হয়। জ্যোতির ভাগ অধিক থাকিলে সুগোল, সুকান্তি, সূর্য্যকিরণের ন্যায় দীপ্তিশালী, সুতরাং দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া থাকে, বায়ুর ভাগ অধিক থাকিলে সুকান্তি, সুকোমল ও সুগোল হয়। কিন্তু এই মুক্তা সর্ব্বাপেক্ষা লঘু হইয়া থাকে।

দর্দ্দুর মুক্তা।—দর্দ্দুর ভেক, ভেকের মস্তকেও মুক্তা জন্মে। এই মুক্তা নাগমুক্তার সদৃশ আদরণীয় এবং গুণাদিও তত্তুল্য।

"ভেকাদিষ্বপি জায়ন্তে মণয়ো যে কচিৎ কচিৎ।
ভোজঙ্গমমণেস্তুল্যাস্তে বিজ্ঞেয়া বুধোত্তমৈঃ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

শুক্তিমুদ্রা—শুক্তি অর্থে ঝিনুক, তাহার অভ্যন্তরে যে মুক্তা জন্মে, তাহাকে শুক্তিজ-মুক্তা কহে। এই মুক্তাই সর্ব্বত্র সুলভ। 'তেষাস্তু শুক্ত্যুদ্ভবমেব ভূরি' যত প্রকার মুক্তা আছে, তন্মধ্যে শুক্তিজ মুক্তা প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়, অন্যান্য মুক্তা দুর্লভ।

কেহ কেহ বলেন, সমুদ্রেই শুক্তামুক্তি জন্মে, এইজন্য একমাত্র সমুদ্রই শুক্তামুক্তির আকর। কেবল সমুদ্রেই মুক্তা জন্মিবে, অন্যত্র জন্মিবে না, এরূপ কোন নিয়ম নাই। কোন কোন জলাশয়ে শুক্তিমুক্তা জন্মিতে দেখা যায়। তবে সমুদ্রে অধিক পরিমাণে হয় বলিয়া ইহাকে মুক্তার আকর কহে।

শুক্তিজ মুক্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"যস্মিন্ প্রদেশেঽম্বুনিধৌ পপাত সুচারুমুক্তামণিরত্নবীজম্।
তস্মিন্ পয়স্তোয়ধরাবকীর্ণং শুক্তৌ স্থিতং মৌক্তিকতামবাপ॥
স্বাত্যাং স্থিতে রবৌ মেঘৈর্যে মুক্তা জলবিন্দবঃ।
শীর্ণাঃ শুক্তিষু জায়ন্তে তে মুক্তা নির্ম্মলত্বিষঃ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

বর্ষণবিশেষের জলধারাই মুক্তোৎপত্তির কারণ। মেঘমুক্ত মুক্তবীজ স্বরূপ জল, যে দেশে বা যে সমুদ্রে পতিত হয়, তথাকার

শুক্তিমধ্যে উক্ত জল স্থিতি লাভ করিয়া মুক্তা জন্মায়। রবি স্বাতীনক্ষত্রস্থিতিকালে মেঘ হইতে যে মুক্তাবীজরূপ জল নির্ম্মুক্ত হয়, তাহা শুক্তিগত হইয়া মুক্তাফলে পরিণত হয়। উক্ত মুক্তার দীপ্তি অতি নির্ম্মল।

বৃহৎসংহিতায় সিংহল, পারলৌকিক সৌরাষ্ট্র, তাম্রপর্ণী, পারসব, কৌবের, পাণ্ড্য, বাটধান ও হৈম এই ৮টী স্থান মুক্তার উৎপত্তি ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে। এই ৮টী প্রদেশে মুক্তা জন্মে বলিয়া মুক্তাও ৮ প্রকার*। ইহাদের লক্ষণ বিভিন্ন।

পারলৌকিকদেশীয় (Paralia) মুক্তা কৃষ্ণ, শ্বেত, পীত-বর্ণবিশিষ্ট ও কাঁকর চিহ্নযুক্ত হয়। সিংহলদেশীয় মুক্তা স্থূল, মধ্য, সূক্ষ্ম ও বিন্দু পরিমাণ, সকল প্রকারই হয়। এই সকল প্রকার মুক্তার ছায়া বা কান্তি মধুর ও স্নিগ্ধ। পারলৌকিক-দেশীয় মুক্তা নিবিড় অর্থাৎ অতি কঠিন এবং ওজনে ভারী হয়। কৃষ্ণ, শ্বেত ও পীত এই তিন বর্ণেরই মুক্তা এই স্থানে জন্মে। এই সকল মুক্তায় কাঁকরের দাগ থাকে এবং ইহা বিষম অর্থাৎ উত্তমরূপ গোল হয় না।

সৌরাষ্ট্রদেশীয় মুক্তা স্থূল, সুগোল, সুজয়, সুনির্ম্মল, শুভ্রবর্ণ ও ঘন হয়। তাম্রপর্ণীদেশজাত মুক্তা তাম্রাভ এবং পারশব দেশজাত মুক্তার ন্যায়। বিরাটদেশীয় মুক্তার বর্ণ শুভ্র এবং উহা রুক্ষ অর্থাৎ লাবণ্যহীন।

রুক্মিণী নামক একজাতীয় শুক্তি আছে, তাহাতে প্রায় শুক্তি জন্মে না, যদি জন্মে তাহা হইলে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"রুক্মিণ্যাখ্যা তু যা শুক্তিস্তৎপ্রসূতিঃ সুদুর্লভা।
তত্র জাতং সিতং স্বচ্ছং জাতীফলসমং ভবেৎ॥
ছায়াবহুলং রম্যং নির্দ্দোষং যদি লভ্যতে।
অমূল্যং তাদ্বানাদ্দিষ্টং রত্নলক্ষণকোবিদৈঃ।
দুর্লভং নৃপযোগ্যং স্যাদল্পভাগ্যৈর্ন লভ্যতে॥" (গরুড়পু॰)

রুক্মিণী নামক শুক্তিতে যে মুক্তা জন্মে, তাহা দুর্লভ। এই মুক্তা চন্দ্রাকরণ তুল্য শুভ্রবর্ণ, স্বচ্ছ এবং প্রমাণে ও আকারে জাতীফল (জায়ফল) তুল্য হয়। ইহার কান্তি অতি উত্তম, দেখিতে বড় সুন্দর। বহুভাগ্যফলে এইরূপ মুক্তালাভ হয়। মনুজ্ঞ পণ্ডিতগণ মুক্তার ন্যায় শুক্তিকেও ব্রাহ্মণাদি চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন শুক্তয়োঽপি চতুর্বিধাঃ।
তাসু সর্ব্বাসু জাতং হি মৌক্তিকং তাচ্চতুর্ব্বিধম্॥
ব্রাহ্মণস্তু সিতঃ স্বচ্ছো গুরুঃ শুক্লঃ প্রভান্বিতঃ।
আরক্তঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্থূলস্তথারুণপ্রভান্বিতঃ॥
বৈশ্যস্ত্বাপীতবর্ণোঽপি স্নিগ্ধঃ শ্বেতঃ প্রভান্বিতঃ।
শূদ্রঃ শুক্লবপুঃ সূক্ষ্মস্তথা স্থূলোঽসিতদ্যুতিঃ॥" (গরুড়পু॰)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রভেদে শুক্তি চারি প্রকার, সুতরাং তজ্জাত মুক্তাও ব্রাহ্মণাদিভেদে চতুর্ব্বিধ। যে সকল মুক্তা শ্বেত, নির্ম্মল, ভারী এবং শুক্লপ্রভাযুক্ত, তাহা ব্রাহ্মণ জাতীয়। যে সকল মুক্তা ঈষদ্ রক্তবর্ণ, স্থূল, ও অরুণপ্রভা-বিশিষ্ট তাহা ক্ষত্রিয়, যে সকল মুক্তা ঈষৎ পীতবর্ণ, স্নিগ্ধ ও শুভ্রপ্রভান্বিত তাহা বৈশ্যজাতীয়, এবং যাহা স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ তাহা শূদ্রজাতীয়।

উল্লিখিত বিভিন্নরূপ মুক্তাসমূহের মধ্যে সকলেরই এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

শাস্ত্রে এইরূপে মুক্তা সকলের জাতি ও দেবতা নির্ণয় করিয়া তাহার দোষগুণের উল্লেখ করিয়াছেন।

মুক্তার সাধারণতঃ দোষ ও গুণ—মৎস্যপুরাণে মুক্তার ৮টী গুণ এবং দশটী দোষের উল্লেখ আছে।† দশটী দোষের মধ্যে প্রধান দোষ ৪টী এবং মধ্যম দোষ ৬টী। ১ সুতার, ২ সুবৃত্ত, ৩ স্বচ্ছ, ৪ নির্ম্মল ৫ ঘন, ৬ স্নিগ্ধ, ৭ সচ্ছায় এবং ৮ অস্ফুটিত এই ৮টী মুক্তার গুণ। গগনমণ্ডলস্থিত তারকারাজির ন্যায়

* সিংহলক-পারলৌকিক-সৌরাষ্ট্রকতাম্রপর্ণ-পারশবাঃ।
কৌবেরপাণ্ড্যবাটকহৈমা ইত্যাকরা হ্যষ্টৌ॥ (বৃ॰ সং ৮১।২)
গ্রন্থান্তরে—সৈংহলিকপারলৌকিক-সৌরাষ্ট্রিকতাম্রপর্ণপারসবাঃ।
কৌবেরপাণ্ড্যবিরাটমুক্তা ইত্যাকরাস্ত্বষ্টৌ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে পাণ্ড্যবাটক একটী দেশ অথবা পাণ্ড্য ও বাটধান বুঝায়, কিন্তু শেষোক্ত শ্লোকে পাণ্ড্য ও বিরাট দেশ বুঝাইতেছে।

† "সুতারঞ্চ সুবৃত্তঞ্চ স্বচ্ছঞ্চ নির্ম্মলন্তথা।
ঘনং স্নিগ্ধঞ্চ সচ্ছায়ং তথা স্ফুটিতমেব চ।
অষ্টৌ গুণাঃ সমাখ্যাতা মৌক্তিকানামশেষতঃ॥
তদ্‌যথা—
তারকাদ্যুতিসঙ্কাশং সুতারমিতি গদ্যতে।
সর্ব্বতো বর্ত্তুলং যচ্চ সুবৃত্তং তদ্বিগদ্যতে॥
স্বচ্ছং দোষবিনির্ম্মুক্তং নির্ম্মলং মলবর্জ্জিতম্।
গুরুত্বং তুলনে যস্য তদ্‌ঘনং মৌক্তিকং বরম্॥
স্নেহেনৈব বিলিপ্তং যত্তৎ স্নিগ্ধমিতি গদ্যতে।
ছায়াসমন্বিতং যচ্চ সচ্ছায়ং তন্নিগদ্যতে॥
ব্রণরেখাবিহীনং যত্তৎ স্যাদস্ফুটিতং শুভম্।
আভিরূপ্যং কোমলং কান্তং মনোজ্ঞং স্ফুরদীব চ॥
প্রবক্তী চ সত্ত্বানি তস্মহারপ্লসংজ্ঞিতম্।
শ্বেতকাচসমাকারং শুভ্রাংশুশতযোজিতম্।
শশিরাজপ্রতিচ্ছায়ং মৌক্তিকং দেবভূষণম্॥" (মৎস্যপু॰)

দ্যুতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে সুতার কহে। এই সুতারগুণ বিশিষ্ট মুক্তা অতি দুর্লভ। যাহা সকল দিকে সমান সুগোল, তাহা সুবৃত্ত, যে মুক্তা দশ প্রকার দোষশূন্য, তাহা স্বচ্ছ। মুক্তা মলরহিত হইলে নির্ম্মল, যাহা ওজনে ভারী তাহা ঘন, এই ঘনগুণবিশিষ্ট মুক্তা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে মুক্তা স্নেহ অর্থাৎ ঘৃততৈলাদি প্রক্ষিপ্তের ন্যায় দেখায়, তাহাকে স্নিগ্ধ কহে। যে মুক্তায় কোন না কোন ছায়া (কান্তি) বর্ত্তমান থাকে, তাহা সচ্ছায়, যে মুক্তায় ব্রণ অর্থাৎ কোন প্রকার ছিদ্রাকার চিহ্ন বা কোন প্রকার রেখা নাই, সেই চিহ্নহীন মুক্তা অস্ফুটিত নামে খ্যাত। এইরূপ মুক্তা অতিশয় মূল্যবান্ এবং দুষ্প্রাপ্য।

অগ্নিপুরাণে রত্নপরীক্ষাস্থলে মুক্তার প্রধান চারিটী গুণ উল্লিখিত হইয়াছে,—বৃত্তত্ব, শুক্লতা, স্বচ্ছ ও মহত্ব। এই চারি প্রকার গুণ দ্বারাই মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে।

ইহা ভিন্ন মুক্তার আরও কয়েকটী মহদ্‌গুণ আছে, সেই সকল গুণ থাকিলে মুক্তা মহারত্ন নামে কথিত হয়। গুণ যথা।—স্রাবিন্দু-দীপ্তিবিশিষ্ট, কোমল-লাবণ্যযুক্ত, কান্তি-কমনীয়, ইচ্ছোদ্রেককারি-গুণবিশিষ্ট, অর্থ দেখিলেই লইতে ইচ্ছা হয় এবং মনোহর, যদি এই সকল গুণ এবং দীপ্তি থাকে, অর্থাৎ আলোক বহির্গত হওয়ার ন্যায় অথবা তেজ গলিয়া পড়ার ন্যায় দেখায়, তাহা হইলে এই মুক্তা মহারত্ন বলিয়া অভিহিত হয়। যে সকল মুক্তা স্বচ্ছ ও সুশুভ্র কাচের সদৃশ ও চন্দ্ররশ্মিযুক্ত প্রভাযুক্ত হয়, সে মুক্তা দেবভূষণ অর্থাৎ দুর্লভ।

শুক্রনীতিতে লিখিত আছে—

"কৃষ্ণং সিতং পীতবর্ণং দ্বিচতুঃসপ্তপঞ্চকম্।
ত্রিপঞ্চসপ্তাবরণমুত্তরোত্তমমুত্তমম্॥
কৃষ্ণং সিতং ক্রমাৎ রক্তং পীতঞ্চ জরঠং বিদুঃ।
কনিষ্ঠং মধ্যমং শ্রেষ্ঠং ক্রমাৎ শুক্ত্যুদ্ভবং বিদুঃ॥" (শুক্রনীতি)

কৃষ্ণবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, পীতবর্ণ এবং ২, ৪, ৭ কুঁচ ও ৩, ৫ এবং ৭ আবরণ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকার অপেক্ষা পর পর প্রকারের মুক্তা উত্তম। কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ শুক্তিমুক্তা যথাক্রমে কনিষ্ঠ অর্থাৎ হীন, মধ্যম ও শ্রেষ্ঠ। ইহার মধ্যে পীত মুক্তা জরঠ শব্দে অভিহিত হয়। যে মুক্তা দেখিতে নক্ষত্রের ন্যায় অত্যন্ত পরিশুদ্ধ, স্নিগ্ধ, স্থূল, নির্ম্মল, ব্রণরহিত এবং যাহা তুলাযন্ত্রে স্থাপন করিলে অধিকতর ভারী হয়, তাহা বহুমূল্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মুক্তার দশটী দোষ আছে, তাহার মধ্যে ৪টী মহাদোষ ও ৬টি মধ্যম। যথা—শুক্তি লগ্ন, মৎস্যাক্ষ, জঠর বা জরঠ ও অতিরিক্ত এই চারিটী মহাদোষ। এবং ত্রিবৃত্ত, চিপীট, ত্র্যস্র, কৃশ, কৃশপার্শ্ব ও অবৃত্ত এই ৬টী মধ্যম দোষ। এই সকল দোষের লক্ষণ—

"চত্বারঃ স্যুর্মহাদোষাঃ মধ্যমাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এবং দশ সমাখ্যাতাস্তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্॥
শুক্তিলগ্নঞ্চ মৎস্যাক্ষং জঠরঞ্চাতিরিক্তকম্।
ত্রিবৃত্তঞ্চ চিপীটঞ্চ ত্র্যস্রং কৃশকমেব চ।
কৃশপার্শ্বমবৃত্তঞ্চ মৌক্তিকং দোষবদ্ভবেৎ॥" (যুক্তি কল্পতরু)

১। শুক্তিলগ্নদোষ—যে মুক্তার কোন এক প্রদেশে বা কোনএক অংশে ভগ্ন শুক্তিখণ্ড সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহাকে শুক্তিলগ্ন কহে। এই মুক্তা ধারণ করিলে কুষ্ঠরোগ হয়।

২। মৎস্যাক্ষদোষ—কোন কোন মুক্তায় মৎস্যের চক্ষুর ন্যায় এক প্রকার চিহ্ন বা আভা দেখা যায়, সেই দৃশ্যের নাম মৎস্যাক্ষ। এই দোষদুষ্ট মুক্তাধারণে পুত্রনাশ হইয়া থাকে।

৩। জরঠ বা জঠর দোষ—যে মুক্তার দীপ্তি বা ছায়া নাই, তাহাকে জরঠ কহে। এই মুক্তাধারণে মৃত্যু হইয়া থাকে।

৪। অতিরক্তদোষ—যে মুক্তা প্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ, তাহাকে অতিরক্ত কহে। এই মুক্তা ধারণে দারিদ্র্য জন্মে। এই চারিটী মুক্তার প্রধান দোষ।

৫। ত্রিবৃত্তদোষ—যে মুক্তায় উপর্য্যুপরি বলি অর্থাৎ স্তরের ন্যায় রেখা দেখা যায়, তাহার নাম ত্রিবৃত্ত। ত্রিবৃত্ত মুক্তাধারণে সৌভাগ্যক্ষয় হইয়া থাকে।

৬। চিপীটদোষ—যাহা অবৃত্ত অর্থাৎ সুগোল নহে, তাহা চিপীট, ইহাকে চলিত চ্যাপ্টা বলা যায়। এই মুক্তা যশোহানিকর।

৭। ত্র্যস্রদোষ—দীর্ঘাকার মুক্তা কৃশ নামে অভিহিত। এই মুক্তাধারণে বুদ্ধিনাশ হয়।

৯। কৃশপার্শ্বদোষ—যে মুক্তায় একপ্রদেশ বা অংশ ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় অথবা বক্র বা বন্ধুর, তাহাকে কৃশপার্শ্ব কহে। এইরূপ মুক্তা নিন্দিত।

১০। অবৃত্তদোষ—পীড়কাযুক্ত মুক্তা অবৃত্তনামে খ্যাত। এই মুক্তাধারণে সকল সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। শেষোক্ত ৬টী মধ্যম দোষ।

ইহা ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তার অনেক দোষ আছে। এই সকল দোষদুষ্ট মুক্তা ধারণ করিবে না, কিন্তু ঐ সকল নিন্দিত মুক্তা ঔষধার্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বর্ণ-স্ফুরণের নাম ছায়া। শাস্ত্রে মুক্তার চারিপ্রকার ছায়া নির্দ্দিষ্ট আছে—পীত, মধুর, শুভ্র ও নীল। পীত-ছায়াযুক্তা মুক্তা লক্ষ্মীপ্রদা, মধুরা বুদ্ধিদায়িনী, শুক্লা যশোবর্দ্ধকী এবং নীলা সৌভাগ্যদাত্রী।*

*"চতুর্দ্ধা মৌক্তিকে ছায়া পীতা চ মধুরা সিতা।
নীলা চৈব সমাখ্যাতা রত্নতত্ত্বপরীক্ষকৈঃ॥

মুক্তাবেধপ্রণালী।—মুক্তা অতিশয় কঠিন, সুতরাং ইহাকে বেধ করা সহজ নহে। প্রথমে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা ইহা কোমল হইলে, পরে বিদ্ধ করা যাইতে পারে। কোমল করিবার প্রণালী এইরূপ,—শুক্তিগর্ভ হইতে মুক্তা আহরণ করিয়া অন্য এক শূন্যগর্ভ শুক্তির মধ্যে পুটিত করিয়া 'দার' নামক দ্রব্যের দ্বারা ভাণ্ডরচনা করিয়া তন্মধ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। যে পরিমাণ পাক করিলে কিঞ্চিৎ ফুটিয়া উঠে, সেই পরিমাণ পাক হইলে ঐ সকল মুক্তা ভাণ্ড হইতে বাহির করিতে হইবে। পরে একমাসকাল ধান্যরাশি মধ্যে স্থাপন করিবে, একমাস পরে সেই সকল মুক্তা অন্নযুক্ত অন্নভাণ্ডে জামির লেবুর রসসংযোগে পাক করিবে। অতঃপর মদনবৃক্ষমূলের দ্বারা সূক্ষ্ম ও মৃদু কুটী প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। এইরূপ করিলে মুক্তাকে ইচ্ছানুরূপ বেধ করা যাইতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় কেবল শুক্তিমুক্তা বিদ্ধ করা যায় না।

মুক্তাশোধনবিধি।—মুক্তা যখন শুক্তিগর্ভে থাকে, তখন তাহার ঔজ্জ্বল্য বা সুকান্তি থাকে না, প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা মালিন্য দূর হইলে পরে ইহার কান্তি সমধিক উজ্জ্বল হয়। মুক্তা সকল মৃত্তিকালিপ্ত মৎস্যপুটযন্ত্রের মধ্যে রাখিয়া উশীরমূলযুক্ত দুগ্ধে পাক করিবে। তৎপরে উষ্ণজল প্রক্ষেপ, পরে সুধা অর্থাৎ চূর্ণ দ্রব্যে পাক, তদনন্তর কেবল জলে পাক করিবে। এইরূপ প্রণালীতে পাক করার পর ঐ মুক্তা নির্মল, শুভ্র ও সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা মার্জন করিতে হইবে। এইরূপ মুক্তা সকল নির্মল ও উত্তম কান্তিযুক্ত হয়।

মুক্তার কৃত্রিমতাপরীক্ষা।—মুক্তা মহামূল্য রত্ন, মুক্তা দেখিলে ইহা কৃত্রিম বা অকৃত্রিম ইহা পরীক্ষা করা আবশ্যক। পরীক্ষার বিষয় গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

যদি কোন মুক্তা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহা হইলে জলে ও উষ্ণ সলবণ স্নেহে অর্থাৎ লবণাক্ত তৈল বা ঘৃত প্রভৃতির মধ্যে একরাত্র রাখিয়া দেখিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন মুক্তা শুষ্কবস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া ধান্য দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, যদি মুক্তা বিবর্ণ না হয়, তাহা হইলে সেই মুক্তা অকৃত্রিম।

"যস্মিন্ কৃত্রিমসন্দেহঃ কচিদ্ভবতি মৌক্তিকে।
উষ্ণে সলবণে স্নেহে নিশাং তদ্বাসয়েজ্জলে॥
ব্রীহিভির্মর্দ্দনীয়ং বা শুষ্কবস্ত্রোপবেষ্টিতম্।
যত্তু না যাতি বৈবর্ণ্যং বিজ্ঞেয়ং তদকৃত্রিমম্॥" (গরুড়পু০)

পীতা লক্ষ্মীপ্রদা ছায়া মধুরা বুদ্ধিবর্দ্ধিনী।
শুক্লা যশস্করী ছায়া নীলা সৌভাগ্যদায়িনী॥" (যুক্তিকল্পতরু)

যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে, কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হইলে লবণ ও ক্ষারসংযুক্ত গোমূত্রভাণ্ডে ফেলিয়া রাখিবে, বা অগ্নি দ্বারা তাপ দিবে। পরে ঐ মুক্তা শুষ্কবস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া পশ্চাৎ তাহা হস্ততলে রাখিয়া ধান্যের সহিত মর্দন করিবে। যদি কৃত্রিম হয়, তাহা হইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে, নচেৎ উহার কান্তি আরও সমুজ্জ্বল পাইবে।

শুক্রনীতিতে লিখিত আছে—লবণ ও ক্ষারচূর্ণযুক্ত পাত্রে অথবা ছাগমূত্র বা গোমূত্রপূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া রাখিবে। পরে তাহা উঠাইয়া শালী ধান্যের তুষে মর্দন করিবে। ইহাতে যদি বিকৃতি প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে অকৃত্রিম বলিতে হইবে। সিংহলদেশবাসীরা কৃত্রিম মুক্তা প্রস্তুত করিয়া থাকে, এই জন্য উহা বিশেষ যত্ন করিয়া পরীক্ষা করিবে। লবণাক্ত তৈল বা ঘৃতকে উষ্ণ করিয়া তন্মধ্যে মুক্তা রাখিয়া দিতে হইবে। পরে ঐ মুক্তা জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাত্রিবাসিত করিবে। অনন্তর তাহাকে ধান্যের সহিত একত্র মর্দিত করিলে, যদি বিবর্ণ না হয়, তাহা হইলে অকৃত্রিম বলিয়া জানিবে।

"কুর্ব্বন্তি কৃত্রিমং তদ্বৎ সিংহলদ্বীপবাসিনঃ।
তৎসন্দেহবিনাশার্থং মৌক্তিকং সুপরীক্ষয়েৎ॥
উষ্ণে সলবণস্নেহে জলে নিঃশুষিতং হি তৎ।
ব্রীহিভির্মর্দ্দিতঃ নায়াৎ বৈবর্ণ্যং তদকৃত্রিমম্॥"(শুক্রনী০)

মুক্তার মূল্য নিরূপণ।—বৃহৎসংহিতা, গরুড়পুরাণ এবং যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতিতে ইহার মূল্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে।

মুক্তার ভার, তেজ, কান্তি প্রভৃতি গুণনিচয় অনুসারে মূল্যাবধারণ করা হইয়া থাকে। চারিমাষক পরিমিত অর্থাৎ ২০ রতি ওজনের মুক্তা যদি সতেজ, সুতার ও সুবৃত্ত এবং পূর্ব্বোক্ত গুণনিচয়ে সুশোভিত হয়, তবে তাহার মূল্য শতগুণিত ত্রিপঞ্চাশৎ কার্ষাপণ (৫৩০০ কাহণ)।

শুক্তিজাত বিশুদ্ধ মুক্তামণি যদি শাণ অর্থাৎ ৪ মাষা পরিমিত হয়, তাহা হইলে, তাহার একটীর মূল্য তিনশত পাঁচ সহস্র কপর্দ্দক। পূর্ব্ব প্রকার মুক্তা যদি ওজনে অর্দ্ধমাষা ন্যূন হয়, তবে তাহার মূল্য চারি সহস্র কপর্দ্দক হইবে। যে মুক্তা গুরুত্বে তিন মাষা পরিমাণ, তাহার মূল্য দুই সহস্র কার্ষাপণ।

পুরাকালে কড়ির বিনিময়ে মুক্তা প্রভৃতি ক্রীত ও বিক্রীত হইত। যখন স্বর্ণ, রৌপ্য, কি তাম্রাদি মুদ্রার বিনিময় আরম্ভ হইয়াছিল, তখনও উল্লিখিত কার্ষাপণের নিয়ম ব্যতিক্রান্ত হইত না।

বৃহৎসংহিতায় ক্ষুদ্র মুক্তার মূল্য সম্বন্ধে কোন নির্দ্ধারিত ও স্পষ্ট নিয়ম লিখিত না হইলেও মাষক হইতে শাণ পরিমাণ পর্য্যন্ত মূল্যে মুক্তবিক্রয়ের সুব্যবস্থা দেখা যায়। ২০ রতিতে এক শাণ পরিমাণ হয়। শাণ পরিমাণের পর ওজনে যত মাষা অধিক হইবে, অনাবৃষ্টিহত অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশেও তাহার প্রত্যেক অধিক মাষার মূল্যের দ্বিগুণ স্থির করিতে হইবে। ৪ কৃষ্ণল অর্থাৎ ৪ গুঞ্জাপরিমিত হইলে ৩৫৯০ কাহণ. সার্দ্ধত্রিগুঞ্জা হইলে সপ্তভিরূপক হয়। তিন রতি প্রমাণ একটী গুণযুক্ত মুক্তার মূল্য ৫০ রূপক, আর অর্দ্ধহীন তিন অর্থাৎ ২½ গুঞ্জাপরিমিত একটী গুণান্বিত মুক্তার মূল্য ৩৫ রূপক। এক পলের ১০ ভাগের এক ভাগের নাম ধরণ। এই ধরণ যদি ১৩শ ভাগান্বিত হয়, তবে তৎপরিমিত একটী সুন্দর মুক্তার মূল্য ৩২৫ রূপক। ইত্যাদি ক্রমে ওজনের ন্যূনাধিক্য-রূপে মূল্যের ন্যূনাধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশেষে বলা হইয়াছে যে, উত্তম গুণযুক্ত মুক্তার পরিমাণক্রমে কথিত প্রকারে মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিবে। কিন্তু তাহার অন্তরাল অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী পরিমাণগুলিকে উক্ত নিয়মের ভাগহারক্রমে মূল্য স্থির করিতে হইবে। গুণের হীনতা অনুসারে মূল্যেরও অল্পতা হইবে। কৃষ্ণ, শ্বেত, পীত, তাম্র ও বিষম মুক্তার মূল্য উত্তম মুক্তার মূল্য হইতে তিনভাগের একভাগ হীন হইবে। অপূর্ণ অল্পবিষম ও পীড়কাযুক্ত হইলে ৬ ভাগের এক-ভাগ কম হইবে।

মুক্তার যে সকল মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা যে সে মুক্তার জন্য নহে। উল্লিখিত গুণসম্পন্ন মুক্তাই নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রীত হইবে। যে মুক্তা চন্দ্রাংশু অর্থাৎ জ্যোৎস্নার ন্যায় মধুর শুভ্রবর্ণ অথচ আকৃতি ঈষৎ বিম্বফলের ন্যায়, অর্থাৎ সুগোল নহে, তাদৃশ মুক্তার মূল্য নির্দ্দিষ্ট মূল্যের সপ্তমভাগের একভাগ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুক্তার আকারগত বৈলক্ষণ্য অনেক প্রকার হইয়া থাকে। মুক্তার গঠন যতই সুন্দর হউক, কিন্তু সুবৃত্ত অর্থাৎ সুগোল মুক্তারই মূল্য অধিক। গোলাকৃতির তারতম্যানুসারে বিষম-গঠনের মুক্তার মূল্য নির্ণয় করিতে হয়।

গুণযুক্ত ও অযুক্ত মুক্তা অপেক্ষা পীতকজাতীয় মুক্তার অল্পমূল্য হইয়া থাকে। আর বিষম ও ধ্বস্তজাতীয় মুক্তার মূল্য প্রকৃতাবস্থ মুক্তা অপেক্ষা ছয় ভাগের এক ভাগ। যে মুক্তা স্ফোটযুক্ত, বা অৰ্দ্ধরূপ এবং যে মুক্তার পঙ্কচূর্ণ অর্থাৎ চূর্ণবিন্দু-নিচয়ের ন্যায় দৃষ্ট হয়, যে মুক্তা সারহিত, যাহার আকার কর্করার ন্যায়, যাহার একদেশমাত্র প্রভাযুক্ত, যাহাতে সূক্ষ্ম শুক্তিখণ্ড আলিপ্ত আছে, যাহার বর্ণ চাতকপক্ষীর বর্ণের অথবা কাংস্য বর্ণের সদৃশ, যাহা মীননেত্রের ন্যায়, যাহা গ্রন্থিযুক্ত অথবা অন্য কোন দোষে দূষিত, সে মুক্তার মূল্য প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা একচতুর্থাংশহীন।

গোমেদ ব্যতীত সকল রত্নেরই ওজন অনুসারে মূল্য কল্পনা করা হইয়া থাকে। মুক্তা ভিন্ন অন্যান্য রত্ন সম্বন্ধে বিংশতি ক্ষুমায় একরতি, কিন্তু মুক্তার বেলা ৪ কৃষ্ণল অর্থাৎ ৪ কুঁচে রতি ধরা হয়। ইহার ২৪ গুণ ওজনকে রত্নটঙ্ক কহে। ৪ রত্নটঙ্কে এক তোলা হয়। রত্নবিদ্‌গণের মতে ৫ গুঞ্জায় এক মাষা এবং চারি মাষায় এক শাণ হয়। মুক্তার ওজন সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ পরিভাষা দৃষ্ট হয়।

এক শাণ ওজনের উত্তম শুক্তির মুক্তার মূল্য ১৩০৫ পণ, এবং অর্দ্ধমাষা ন্যূন হইলে ৪০০ পণ। আড়াই মাষা হইলে ১৩০০ পণ এবং দুই মাষা হইলে ৭০০ হইয়া থাকে। দেড় মাষা ওজন মুক্তার মূল্য ৩২৫ পণ. ৬ মাষা পরিমিত তাদৃশ মুক্তার মূল্য উল্লিখিত মূল্য অপেক্ষা ১২০ অধিক। (যুক্তিকল্পতরু-বৃ০)

মুক্তার মূল্যসম্বন্ধে এইরূপ বিস্তর লিখিত আছে, কিন্তু এই মূল্য বর্ত্তমান সময়ের মূল্যের সহিত কিছু মাত্র মিল নাই। সুতরাং সমস্ত বিষয় লিখিত হইল না। পূর্ব্বে কিরূপ মূল্যে বিক্রয় হইত, তাহার স্বরূপমাত্র প্রকাশিত হইল।

বৈদ্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে, মুক্তা দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিবার বিধি আছে। সেই স্থলে মুক্তা শোধন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। শোধনপ্রণালী—

মুক্তা কুলথকলায়-কাথে সিক্ত করিয়া তিন দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়। ইহা ভিন্ন জয়ন্তী পাতার স্বরসে মুক্তা এক প্রহর কাল দোলাযন্ত্রে স্বেদ দিলে বিশুদ্ধ হয়।

ভস্মপ্রণালী—মুক্তা চূর্ণ করিয়া কাঁজির সহিত পাক করিলে অথবা মুক্তা উষ্ণ করিয়া ঘৃতকুমারী বা ক্ষুদ্র নটের রসে নিক্ষেপ করিলে মুক্তাভস্ম হয়। (রসেন্দ্র-সার-স০)

জ্যোতিঃশাস্ত্রে লিখিত আছে, মুক্তা মহামূল্য রত্ন, ইহা ধারণে আধিব্যাধি দূর হয়। সুতরাং উত্তম দিন দেখিয়া ইহা ধারণ করা আবশ্যক।

"রেবত্যশ্বিধনিষ্ঠাসু হস্তাদিষু চ পঞ্চসু।
শস্তবিক্রমমুক্তানাং পরিধানং প্রশস্যতে॥" (সময়প্রদীপ)

রেবতী, অশ্বিনী, ধনিষ্ঠা এবং হস্তাদি পাঁচটী নক্ষত্র উত্তম-বার রিক্তাদিভিন্ন তিথি এবং চন্দ্র-তারাদি বিশুদ্ধ দিনে মুক্তা ধারণ করিবে। বিশুদ্ধ দিনে এবং গ্রহাদি অনুকূল থাকিলেই মুক্তা ধারণ মঙ্গলজনক হয়। নচেৎ অশুভ ঘটিয়া থাকে।

মুক্তার উৎপত্তি।

উপরে মুক্তারত্নের উৎপত্তিসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা

করা গিয়াছে। বিভিন্নপ্রকার মুক্তার মধ্যে শুক্তিমুক্তাই বর্ত্তমান সময় প্রশস্ত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। আকৃতি ও বর্ণনির্ব্বিশেষে শুক্তিজাত মুক্তারও বিভিন্ন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং ইহাতে উহার মূল্যেরও বিশেষ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সাধারণে বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, কেবল ঝিনুক হইতেই মুক্তা জন্মে; কিন্তু শামুক ও জোংড়ায়ও মুক্তা জন্মিতে দেখা যায়। [শুক্তি ও শম্বুক শব্দ দেখ]

ঝিনুক ও শামুক ইহারা খোলাবিশিষ্ট জলজন্তু। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম আভিকুইলা (Avicula) বা মিলগ্রিনা মার্গারিটিফেরা (or Melegrina Marganti-fera)। ঝিনুক, কাঁকড়া, কচ্ছপ প্রভৃতি জলজন্তুর খোলার প্রধান উপাদান চূণ। কারণ উহা পোড়াইলে চূণ পাওয়া যায়। ঝিনুক প্রভৃতির অভ্যন্তর ভাগে এক প্রকার উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ মসৃণ পদার্থ আছে। উহাই রূপান্তরিত হইয়া মুক্তায় পরিণত হয়। ঐ পদার্থকে 'নৈকার' (Nacre or Mother of Pearl) বা মুক্তামাতা কহে। সমস্ত ঝিনুকে, শামুকে ও জোংড়ায় ঐ পদার্থ অল্লাধিক পরিমাণে আছে। ঐ শ্বেতবর্ণ রস ঘনীভূত হইয়া বিন্দুর ন্যায় গোল-আকারে পরিণত হয় এবং ক্রমে তাহা হইতে মুক্তার উৎপত্তি হয়। যে মুক্তা, বিলাসী মনুষ্যের প্রসিদ্ধ রত্ন, তাহা ঝিনুকের এক প্রকার রোগবিশেষ মাত্র। নানা কারণে ঝিনুকের উদরে প্রদাহ উপস্থিত হয়। ঝিনুকেরা প্রথমতঃ তাহা জলে ধুইয়া প্রদাহ নিবারণ করিতে চেষ্টা করে। যখন তাহা দূর করিতে না পারে, তখন তাহার শরীরের পূর্ব্বোক্ত উজ্জ্বল রৌপ্যসদৃশ শুভ্র রস দ্বারা প্রদাহস্থানস্থিত পদার্থকে আচ্ছাদন করিতে চেষ্টা করে। এই রস ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইয়া গোলাকার ধারণ করে এবং কিছুকাল পরে মুক্তায় পরিণত হয়। কি কারণে ঝিনুকের উদরে প্রদাহ উপস্থিত হয়, এ বিষয়ে নানা-মত প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন যে, ঝিনুকের কোমল মাংসে সামান্য আঘাত লাগিলে প্রদাহ উপস্থিত হয়। এ বিষয়ের যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। অনেক মুক্তা-ব্যবসায়ী কৌশলে ঝিনুকের উদরে প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া মুক্তা প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রথমতঃ তাহারা জল হইতে ঝিনুক তুলিয়া একটী বড় পুষ্করিণীর মধ্যে ছাড়িয়া দেয়। পরে পুনরায় সেই ঝিনুক তুলিয়া তাহার উদরের মধ্যে বালুকা-কণা প্রবিষ্ট করিয়া জলে ছাড়িয়া দেয়। ঐ বালুকাকণার চতুর্দ্দিকে 'নেকার' সঞ্চিত হইয়া ক্রমে ক্রমে মুক্তা জন্মায়।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত লিনিয়স্ সুইডেন দেশে এই কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন—তজ্জন্য তিনি তদ্দেশস্থ গবর্ণর জেনারলের নিকট ১০০০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। চীনদেশে অনেক লোকে পুষ্করিণীর মধ্যে ঝিনুক পুষিয়া মুক্তার চাষ করে। ইউনিয়া হাইকিয়া নামক একপ্রকার ঝিনুকে এই মুক্তা জন্মে। জল হইতে ঝিনুক তুলিয়া তাহার মধ্যে সীসকনির্ম্মিত ছিটাগুলি প্রবেশ করাইয়া লোকে পুনরায় সেই ঝিনুক জলে নিক্ষেপ করে। সেই ছিটা গুলির চতুর্দ্দিকে 'নেকার' সঞ্চিত হইয়া ক্রমে মুক্তায় পরিণত হয়। অনেক সময়ে কোন কোন সুচতুর লোক বুদ্ধদেবের অতি ক্ষুদ্র প্রতি-মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ঝিনুকের উদরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। যথাকালে প্রতিমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে 'নেকারের' পর্দ্দা পড়িয়া মুক্তা-মণ্ডিত বুদ্ধদেবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তখন সেই সুচতুর ব্যক্তি, শুক্তির অভ্যন্তরে নারায়ণ বৌদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া-ছেন বলিয়া ঘোষণা করে। দেশদেশান্তর হইতে লোক আসিয়া অবতারের পূজা দেয়। এই প্রকারে সেই লোকের যথেষ্ট অর্থাগম হইয়া থাকে। পরে তিনি বহুমূল্যে কোন রাজার নিকট উক্ত প্রতিমূর্ত্তি বিক্রয় করিয়া থাকেন। এই সমস্ত মুক্তাও আসল মুক্তা, কেবল উহার প্রস্তুত প্রণালী কৃত্রিম।

উদ্যমশীল পাশ্চাত্যগণ রসায়নশাস্ত্রের সহায়তায় কৃত্রিম উপায়ে হীরকাদি বহুমূল্য প্রস্তর প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সমুদ্রজাত আসল আভিকুইলার মুক্তা উৎ-পাদন করিতে তাঁহারা বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিংহল দ্বীপের যে অংশে মুক্তা উত্তোলিত হয়, সেই স্থানে আরিপু নামক একটী গ্রাম আছে। সেই স্থানে 'ডেনম্যান' নামক একজন সাহেব পুষ্করিণী খনন করিয়া মুক্তার চাষ করিয়াছিলেন। তিনি পুষ্করিণীটী সমুদ্রের লবণাক্ত জলে পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে ১২০০০ ঝিনুকশাবক ছাড়িয়া দেন, কিন্তু উহার মধ্যে অনেক গুলি মরিয়া যায়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অনেক স্থানে সমুদ্রের নিকটে এইরূপে ঝিনু-কের চাষ এবং তদ্দ্বারা অনেক লোকে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

সুতরাং এক্ষণে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, কোন বাহ্যবস্তু ঝিনুকের ভিতর প্রবেশ করিলে ঝিনুকের যে প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহাতেই মুক্তার উৎপত্তি হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে প্রমাণও যথেষ্ট আছে। পারস্য উপসাগরে একবার দুইটী ঝিনুক ধৃত হইয়াছিল। তাহার একটীর উদরে একটী মৎস্য ও অন্যটীর উদরে একটী কাঁকড়া ছিল। ঝিনুকদ্বয় স্বকীয় শরীরনিঃসৃত 'নেকার' মৎস্য ও কাঁকড়াকে আবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং মৎস্য ও কাঁকড়ার কিয়দংশ

মুক্তার আকার ধারণ করিয়াছিল, এমন সময়ে তাহারা ধৃত হয়, নতুবা সমস্ত অংশ মুক্তাময় মৎস্ত ও কাঁকড়ায় পরিণত হইত। কেহ কেহ বলেন, বাহ্যবস্তুর প্রবেশ ব্যতীত ঝিনুকের উদরে স্বভাবতঃও এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

মুক্তা-স্থান।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ ও পারস্ত উপসাগরের মুক্তাই পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল। ইংলণ্ডীয় কবি মিল্টনের ভাষায় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও মুক্তা পাওয়া যাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলে, সুলুদ্বীপবর্ত্তী সাগরে, মধ্য আমেরিকার উপকূলবিভাগে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে মুক্তা-শুক্তি ধৃত হইয়া থাকে। সিংহলের দক্ষিণে তুতকুড়ি বন্দর বর্ত্তমান সময়ে মুক্তা-ঝিণুকের প্রধান স্থান। আমেরিকার কালিফর্ণিয়া ও পানামা উপসাগরে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যায়। ১৮৮২ খৃঃ, কালিফার্ণিয়া উপসাগরে ৭৫ ক্যারেট বা ১৫০ রতি পরিমাণ একটী মুক্তা পাওয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বকালে আমেরিকায় বড় বড় মুক্তা পাওয়া যাইত। দ্বিতীয় ফিলিপ ১৫৭৯ খৃঃ মার্গারিটা দ্বীপ হইতে ২৫০ ক্যারেট বা ৫০০ রতি ওজনে একটী মুক্তা পাইয়াছিলেন। এক্ষণে অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলে উৎকৃষ্ট মুক্তা পাওয়া যাইতেছে।

নদীজাত শুক্তিতে অনেক স্থলে মুক্তা পাওয়া যায়। আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেট, স্কটলণ্ড, ওয়েল্স, আয়র্লণ্ড, সাক্সনী, বোহেমিয়া, বাভেরিয়া, লাপল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি রাজ্যের নদীসমূহে মুক্তা পাওয়া যায়। চীনদেশের নানাস্থানের নদীতেও মুক্তা জন্মে।

বঙ্গদেশের যে সমস্ত নদীতে মুক্তা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ইছামতী নদীই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ১৯০০ খৃঃ বনগ্রামের ধীবরগণ বনগ্রাম ও নাকফুল গ্রামের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে একটী বৃহৎ মুক্তা পাইয়াছিল, উহার ওজন ১২৫ ক্যারেট বা ২৫০ রতি হইবে। অনভিজ্ঞ ধীবরগণ উহা অতি কম মূল্যেই বিক্রয় করিয়াছিল। ঐ মুক্তাটীর বর্ণ লোহিতাভ। ইছামতী নদীর মুক্তাগুলির অধিকাংশই ঈষৎ লোহিত বর্ণযুক্ত এবং দেখিতে অতি সুন্দর। তিন চারি বৎসর স্থানীয় ধীবরগণ ইছামতীর মুক্তা উত্তোলন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল এবং কার্ত্তিক মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত চারিমাস কাল মুক্তা উত্তোলন করিত। নাকফুল গ্রামের সন্নিহিত ইছামতী হইতে পুঁটখালি পর্য্যন্ত স্থানে মুক্তার প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু গত বৎসর গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক মুক্তা উত্তোলন কার্য্য রহিত হইয়াছে। কুম্ভীর-সঙ্কুলা ইছামতী যে মুক্তাসম্পদে এরূপ অভিগম্যা হইবে, তাহা পূর্ব্বে কেহই জানিতেন না, ধীবরগণই এই রহস্তের আবিষ্কার করে।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানের নদী ও পুষ্করিণীতে ক্ষুদ্রাকারের মুক্তা অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। মুক্তা পোড়াইলে ঝিনুকপোড়া চূণের মত চূণ পাওয়া যায়। ঐ চূণের উত্তেজনা-শক্তি অত্যন্ত বলবতী। বাঙ্গালাদেশের বিলাসপরায়ণ নবাবগণ মুক্তাভস্মের চূণে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেন। পাশ্চাত্য বিলাসিগণ অনেক সময়ে মুক্তামালা চূর্ণ করিয়া মদিরা সংযোগে পান করিয়াছেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

শুক্তি-উত্তোলন-প্রণালী।

সমুদ্রগর্ভ হইতে মুক্তা উত্তোলন করিবার জন্ত নানা দেশীয় বণিকগণ স্ব স্ব অধীনে ডুবুরী রাখে। এই মুক্তোত্তোলন-ব্যবসাকে য়ুরোপীয় ভাষায় (Pearl-fishing) বলে। কিরূপে শুক্তিসমূহ সাগরগর্ভ হইতে উত্তোলিত হয় এবং কিরূপেই বা তন্মধ্যস্থ মুক্তারাশি বাহির করিয়া সভ্য ও সৌখীন্ জগতের বিলাস-সামগ্রীরূপে দেশবিদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল,—

ভারতবর্ষের সন্নিকটে একমাত্র সিংহলদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী সাগরভাগে মুক্তা-শুক্তি পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এসিয়াখণ্ডের পারস্যোপসাগরে, লোহিতসাগরে, সুলু ও পাপুয়াদ্বীপের সমীপস্থ সমুদ্রজলে, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী সাগরভাগে এবং আমেরিকা মহাদেশের আট্লাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে—বিশেষতঃ কালিফার্ণিয়া, নিউজারসী ও পানামা উপসাগরতীরে প্রভূত পরিমাণে মুক্তাজননী শুক্তি উত্তোলিত হইয়া থাকে। আনুমানিক প্রায় ৩ লক্ষ মণ শুক্তি প্রতিবর্ষে ধৃত হইতেছে। উহার দশাংশের প্রায় একাংশ শুক্তিতে মুক্তা জন্মিতে দেখা যায়, অপর গুলিতে মুক্তা থাকে না।

সিংহলদ্বীপের যে যে স্থলে মুক্তা ধরা হয়, তথায় বৎসরের দশ মাস কোন লোকজন থাকে না। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বৈদেশিক বণিকগণ ঐ সকল স্থানে সমবেত হইয়া তথায় একটী বহুজনপূর্ণ বন্দর করিয়া তুলে।

মুক্তার বাণিজ্য সর্ব্বতোভাবে গবর্মেণ্টের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ইহাতে লাভের অংশ বেশী দেখিয়া গবর্মেণ্ট বাহাদুর বিশেষ সুশৃঙ্খলতার সহিত উক্ত কার্য্যসম্পাদন জন্ত বহু কর্ম্মচারী ও তরণীরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ কর্ম্মচারীবর্গ চিরদিনই ঐ স্থানে অবস্থান করে, কিন্তু যাহারা ইহার বাণিজ্যের জন্ত প্রতি বৎসর এখানে আইসে, তাহাদিগকে বাঁশের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে হয়।

যেদিন প্রথম মুক্তা ধরিতে যায়, তাহার পূর্ব্বদিনে নাবিকের মহাসমারোহের সহিত দেবাদি অর্চনাপূর্ব্বক একটী মহামহোৎসব সম্পন্ন করে। ঐ ব্যাপারটী নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হইলে তাহাদের আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না, কিন্তু কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিলে ডুবুরীদিগের মনে নানারূপ আশঙ্কার উদ্রেক হইয়া থাকে।

দাক্ষিণ ভারতের তুতকুড়ি বন্দরই মুক্তা ধরিবার প্রধান স্থান। মুক্তা উত্তোলন করিতে হইলে ডুবুরিগণকে নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিতে হয়। তন্মধ্যে হাঙ্গরের উপদ্রব ও জেলিমৎস্যের প্রাচুর্য্য বিশেষ অনিষ্টকর। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য জলজ জীবের অবস্থান হেতু নানা বিপদ্ ঘটিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সমুদ্রের মুক্তা গবর্মেণ্টের সম্পত্তি। ইচ্ছামত লোকে সমুদ্র হইতে মুক্তা তুলিতে পারে না। বৎসরে কেবল দুই মাস মাত্র মুক্তা উত্তোলিত হইয়া থাকে। কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে গবর্মেণ্ট এই সংবাদ ঘোষণা করেন। সেই সময়ে তুতকুড়ির সমুদ্রোপকূলে অল্পদিনের জন্য একটা নগর সংস্থাপিত হইয়া উঠে। গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারী, পুলিশ, ডাক্তার, মাঝি, ঠিকাদার, মুক্তাক্রেতা, মুদি প্রভৃতি নানাবিধ লোক এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। যে দিন মুক্তা উত্তোলন আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্ব্ব হইতে মাঝি মাল্লা ও ডুবুরিগণ প্রস্তুত হইতে থাকে। কার্য্যারম্ভের প্রারম্ভে হাঙ্গরদেবের পূজা দিতে হয়। হাঙ্গরদেবের পূজারি একজন খৃষ্টান। ইহারা পুরুষানুক্রমে হাঙ্গরপূজা করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

যে দিন মুক্তা তোলার কার্য্য আরম্ভ হইবে, সেই দিন প্রত্যূষে গবর্মেণ্ট তোপধ্বনি করেন। তোপধ্বনি হইবামাত্র সমুদ্রের উপকূলে বিষম কোলাহল উপস্থিত হয়। তৎপরে নৌকাগুলি সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে। উপকূল হইতে ৩ ক্রোশ দূরে মুক্তা উত্তোলিত হয়। যে স্থানে ডুবুরিগণ সমুদ্রে নামিবে, পূর্ব্ব হইতে 'বয়া' দ্বারা সে স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখে। সে সীমার বাহিরে ঝিনুক তুলিবার অনুমতি নাই। যাহাতে কেহ এই নিয়ম লঙ্ঘন না করে, তজ্জন্য গবর্মেণ্টের একখানি জাহাজ সেখানে নোঙ্গর করিয়া থাকে। যে নৌকা ৩ বা ৪ শত মণ বোঝাই লইতে পারে, সচরাচর সেইরূপ নৌকা মুক্তা-উত্তোলনে ব্যবহৃত হয়। এক এক খানিতে ১৩ জন মাঝি ও ১০ জন ডুবুরি থাকে। একবারে ৫ জন জলে ডুব দেয়, অপর ৫ জন বিশ্রাম করিতে থাকে। কখন কখন দুইজন ডুবুরি এক সঙ্গে কার্য্য করে। ডুবুরিগণের নিমিত্ত এক এক গাছি রজ্জু থাকে। রজ্জুর প্রান্তে ১৫।১৬ সের ওজনের একটী পাথর এবং বাঁধা তাহার অপর পার্শ্বে দুইটা ঝুড়ি কিম্বা থলি বাঁধা থাকে।

বিলাতী ডুবুরিগণের বেশভূষা স্বতন্ত্র, তাহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস নির্গমনের জন্য নল থাকে। দেশীয় ডুবুরিগণ যেরূপ পাথর সংলগ্ন ঝুড়ির উপর ভর দিয়া সহজে জলমগ্ন হয়, বিলাতী ডুবুরী (Diver)গণ তদ্রূপ সহজ উপায়ে জলগর্ভে অবতীর্ণ হইতে পারে না। তাহাদের জন্য (Diving bell) নামক যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। দেশীয় ডুবুরিগণের তাহার কিছুই নাই। সামান্য কৌপিন মাত্র তাহার অবলম্বন। ডুবুরি বাম হাতে দিয়া দড়ি দুই গাছি ধারণ করে। পরে পাথরের উপর এক পা রাখিয়া দীর্ঘ শ্বাস টানিয়া লইয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি দ্বারা আপনার নাসারন্ধ্র বন্ধ করে। নাসিকা বন্ধ করিবার নিমিত্ত কোন কোন ডুবুরির ধাতু-নির্ম্মিত একটা যন্ত্র থাকে। সেই যন্ত্র সূতায় বাঁধিয়া গলায় ঝুলাইয়া রাখে। রজ্জুর একাংশ ধরিয়া একজন লোক নৌকার উপর বসিয়া থাকে, রজ্জু নাড়িয়া ডুবুরি সঙ্কেত করিবামাত্র সে দড়ি ছাড়িতে থাকে। দড়ি ধরিয়া পাথরের উপর পা রাখিয়া ডুবুরি সমুদ্রের মধ্যে মগ্ন হয়। এই স্থানের জল বেশী গভীর নহে। ৪০ হইতে ৬০ হস্তের অধিক গভীর জলে ঝিনুক থাকে না।

নৌকার উপরে যে দড়ি ধরিয়া বসিয়া থাকে, সে দড়ি ঢিলা হইলে বুঝিতে পারে যে, ডুবুরি সমুদ্রতলে পৌঁছিয়াছে। সমুদ্রগর্ভে উপস্থিত হইয়া ডুবুরি পাথর ছাড়িয়া সমুদ্রতলে দণ্ডায়মান হয়। তখন নৌকার লোক দড়ি টানিয়া পাথরখানা তুলিয়া লয়। তাহার পর ডুবুরি সমুদ্রতলে বসিয়া চারিদিকে হাতড়াইয়া ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ঝুড়ি ও থলি পূর্ণ করিতে থাকে। বেশভূষায় সজ্জিত ও শ্বাস-প্রশ্বাস নলের সহিত সংযুক্ত ডুবুরি সমুদ্রজলে অধিকক্ষণ থাকিয়া কার্য্য করিতে পারে বটে, কিন্তু তুতকুড়ির ডুবুরিগণের সেরূপ সাজসজ্জা নাই বলিয়া তাহারা ২ মিনিটের অধিক জলের নীচে থাকিতে পারে না। যে ডুবুরি অধিক ঝিনুক তুলিতে পারে, সে বেশী টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে; সময়ে সময়ে সমুদ্রতলে ডুবুরিগণের মধ্যে ঝিনুক লইয়া কলহ উপস্থিত হয়। তাহাতে কেহ কেহ প্রাণত্যাগ করে। ঝিনুক তুলিয়া দড়ি টানিয়া সঙ্কেত করিলে নৌকার লোকে তাহাকে তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লয়। তখন প্রথম দল বিশ্রাম করিতে থাকে ও দ্বিতীয় দল জলে নামে। এইরূপে পালাক্রমে জলে নামিয়া থাকে। একজন ডুবুরি সমস্ত দিনে ৭।৮ বারের অধিক জলে নামিতে পারে না। দুই

প্রহরের সময় কিছুক্ষণের জন্ত কার্য্য স্থগিত থাকে। তৎপরে অপরাহ্ণ ৪ টার সময় ডুবুরিরা আবার জলে নামিতে থাকে। সমস্ত দিনে একজন ডুবুরি ২০০০ ঝিনুকের অধিক তুলিতে পারে না। কিন্তু বিলাতী ডুবুরিরা সাজসজ্জা পরিয়া, সমুদ্রতলে থাকিয়া প্রত্যেকে ১৮০০০ হাজার ঝিনুক তুলিতে পারে। কিন্তু তাহাতে অনেক খরচ বলিয়া তুতিকুড়ির দেশীয় ডুবুরিগণ দ্বারাই এই কার্য্য সমাধা করা হয়।

অপরাহ্ণে কার্য্য বন্ধ হইলে নৌকাসকল তীরে প্রত্যাগত হয়। তখন ডুবুরিগণ নিজ নিজ সংগৃহীত ঝিনুক লইয়া "কোট্টু" অর্থাৎ ঝিনুক রাখিবার নির্দ্দিষ্ট সুরক্ষিত স্থানে গমন করে। কোট্টুতে যাইয়া ডুবুরিগণ ঝিনুক গণিয়া তিন ভাগে বিভক্ত করে। গবর্মেণ্ট দুই ভাগ এবং ডুবুরী এক ভাগ পায়। ডুবুরী তৎক্ষণাৎ নিজের অংশ সমুদ্রতীরে বিক্রয় করিয়া ফেলে। গবর্মেণ্টের ঝিনুক স্তূপীকৃত হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক এক হাজার নীলামে বিক্রীত হইয়া থাকে। ডুবুরিগণের প্রাপ্ত ঝিনুকের মধ্যে কখনও ১৲ টাকায় ৪০টী ঝিনুক, আবার কখনও একটী ঝিনুক চারি আনা মূল্যে বিক্রীত হয়।

যাহারা অল্পসংখ্যক ঝিনুক ক্রয় করে, তাহারা তখনই ছুরিকা দ্বারা ঝিনুক খুলিয়া তাহার ভিতর মুক্তা অন্বেষণ করে। তাহার পর সে ঝিনুক ফেলিয়া দেয়। যাহারা অধিক ঝিনুক ক্রয় করে, তাহাদের কেহ কেহ আস্ত ঝিনুক তৎক্ষণাৎ রেলপথে দূরদেশে প্রেরণ করে এবং অপর কেহ কেহ ধৌত করিবার জন্ত কোট্টুতে লইয়া যায়। টাট্‌কা ঝিনুক ছুরি দিয়া খুলিলে ছোট ছোট অনেক মুক্তা তৎকালে দেখিতে পাওয়া যায় না। কোট্টুর ভিতরে মহাজনেরা ঝিনুক পচাইতে থাকে। ঝিনুক পচিলে তাহার উপর কোটি কোটি নীলবর্ণের মাছি পড়িয়া ঝিনুকের মাংস ভক্ষণ করিতে থাকে। সে পূতিগন্ধ লিখিয়া জানান অসম্ভব। সেই দুর্গন্ধে অনেক সময়ে ওলাউঠার আবির্ভাব হয়। ওলাউঠার বৎসরে মুক্তা-তোলা একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। হাঙ্গরের উপদ্রবে কোন কোন বৎসর মুক্তা উত্তোলন বন্ধ থাকে। ১৮৯০ খৃঃ হাঙ্গর-দেবতার ভালরূপ পূজা না হওয়ায় হাঙ্গরের অত্যন্ত উপদ্রব হইয়াছিল। পরে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মন্ত্রপাঠ করিয়া হাঙ্গর তাড়াইয়া দেয়। ইংরাজেরা জলের ভিতর ডিনামাইটের শব্দ করিয়া হাঙ্গর তাড়াইয়া থাকেন। এই শব্দ জলের মধ্যে ৩ ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করে। সেতুবন্ধের নিকটে একদিকে তুতিকুঁড়ি এবং অপর দিকে সিংহলে মুক্তা উত্তোলিত হইয়া থাকে। সিংহলে আরবেরা মুক্তাতোলা-কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

ঝিনুক উত্তমরূপে পচিলে খোলা পৃথক্ করিয়া ভিতরের পচা-মাংস উত্তমরূপে ধৌত করিতে হয়। তখন তাহার ভিতরের মুক্তা বাহির হইয়া পড়ে। শেষে ছোট বড় মুক্তা বাছাই করিবার জন্ত একসঙ্গে পিত্তলনির্ম্মিত দশ প্রকার চালনী ব্যবহৃত হয়। চালনীগুলির পরিমাণ একরূপ। কিন্তু প্রথম খানিতে ২০টী ছিদ্র থাকে। ইহা দ্বারা বড় বড় মুক্তা বাছাই হয়। ছোট মুক্তা ছিদ্র দিয়া নীচে পড়িয়া যায়। দ্বিতীয় চালনীর ৩০টী ছিদ্র। এইরূপে ৫০ হইতে ১০০০ ছিদ্রসমন্বিত চালনীর ব্যবহার হইয়া থাকে। শেষোক্ত চালনীর ছিদ্র সরিষার ন্তায়। ২০টী ছিদ্রযুক্ত চালনীতে যে মুক্তা লাগিয়া থাকে, তাহা বহুমূল্য ও তাহার নাম "আনি"। ৮০০ হইতে ২০০০ ছিদ্রযুক্ত চালনীতে যে সমস্ত মুক্তা বাছাই হয়, তাহাদের নাম "টুল"। বাছাই হইলে বড় মুক্তায় ছিদ্র করিতে হয়। ছোট ছোট গর্ত্ত-সম্বলিত একখানি তক্তা লইয়া সেই ছিদ্রে এক একটী মুক্তা রাখিতে হয়। তৎপরে সেই মুক্তাবিশিষ্ট তক্তা জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। জলে ভিজিয়া তক্তা ফুলিয়া উঠে। তখন মুক্তাগুলি তাহাতে দৃঢ়রূপে আঁটিয়া যায়। এই সময় তুরপুণের ন্তায় যন্ত্রে তাহাতে ছিদ্র করিয়া সূতা দ্বারা গাঁথিতে হয়। সরিষার ন্তায় মুক্তাগুলি চীনদেশে রপ্তানি হয় এবং ঔষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেড়মাস দুই মাস পরেই সমুদ্রকূল পুনর্ব্বার জনশূন্ত হইয়া যায়। প্রতি বৎসর তিন হইতে ছয় লক্ষ টাকার মুক্তা উত্তোলিত হইয়া থাকে।

হোপ নামক একজন সাহেবের নিকট একটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মুক্তা আছে। তাহার বেড় দুই ইঞ্চি এবং ওজন ৯০০ রতি অর্থাৎ প্রায় আধপোয়া। রোমদেশে এক ব্যক্তির আট লক্ষ টাকার এক ছড়া মুক্তার মালা ছিল। এতদ্ভিন্ন মিথ্রোডিটসের প্রতিমূর্ত্তি ও দিল্লীর মোতি-মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

মিসরের সম্রাজ্ঞী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ক্লিওপেট্রা দেড় লক্ষ টাকার একটী মুক্তা চূর্ণ করিয়া সেবন করিয়াছিলেন। এলিজাবেথের রাজত্বকালে সর টমাস্ গ্রেসম সাহেব তাঁহার জননীর আড়াই লক্ষ টাকার একছড়া মুক্তার মালা স্পেনদেশীয় রাজদূতের সম্মুখে মদিরাপাত্রে মিশ্রিত করিয়া পান করিয়াছিলেন। গ্রেসম সাহেব স্পেনরাজ্ঞীর প্রেমে বিশেষ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন।

মুক্তাকণ (পুং) রাজা অবন্তিবর্ম্মার প্রতিপালিত জনৈক কবি। (রাজতর॰ ৫।৩৪)

মুক্তাকলাপ (পুং) মুক্তানাং কলাপঃ সমূহোঽত্র। মুক্তাহার, মুক্তার মালা।

"কণ্ঠস্য তস্যাঃ স্তনবন্ধুরস্য মুক্তাকলাপস্য চ নিস্তলস্য।
অন্যোন্যশোভাজননাদ্বভূব সাধারণো ভূষণভূষ্যভাবঃ ॥"
(কুমারসম্ভব ১।৪২)

মুক্তাকার (ত্রি) মুক্তার ন্যায় আকারবিশিষ্ট।

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন ভূসম্পত্তি। এখানকার জমীদারবংশ দয়াদাক্ষিণ্যে বিশেষ বিখ্যাত। রাজা কৃষ্ণাচার্য্য এই রাজবংশের আদিপুরুষ।

মুক্তাগার (ক্লী) মুক্তায়া আগারমিব, মুক্তোৎপাদনাধার-ত্বাদস্য তথাত্বং। শুক্তি। (শব্দচ০) মৌক্তিকগৃহ।

মুক্তাগিরি, গাবিলগড়ের নিকটস্থ একটী পর্ব্বতশৈল। ইহা একটী হিন্দুতীর্থ মধ্যে পরিগণিত।

মুক্তাগুণ (পুং) মুক্তাহার, মুক্তার মালা।

মুক্তাজাল (ক্লী) মুক্তার অলঙ্কারবিশেষ।

মুক্তাত্মন্ (ত্রি) মুক্তঃ আত্মা যস্য। মুক্তপুরুষ, যিনি মায়িক বন্ধন ছেদ করিয়া মুক্ত হইয়াছেন। যিনি সাংসারিক বা জাগতিক সুখ-দুঃখে বিমোহিত হন না, যাঁহার মুক্তি হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ মুক্তি দেখ]

মুক্তাদামন্ (পুং) মুক্তার মালা। (ভাগবত ১।১০।১৭)

মুক্তাপীড় (পুং) ১ কাশ্মীরের রাজভেদ। (রাজতর০ ৪।৪২) ২ জনৈক প্রাচীন কবি। [কাশ্মীর দেখ।]

মুক্তাপুর (পুং) হিমালয়-পর্ব্বতের স্থানভেদ।

মুক্তাপুষ্প (পুং) মুক্তা ইব পুষ্পাণ্যস্য। কুন্দবৃক্ষ, কুন্দ ফুলের গাছ। (রাজনি০)

মুক্তাপ্রসূ (স্ত্রী) মুক্তাং প্রকর্ষেণ সূতে জনয়তীতি প্র-সূ-ক্বিপ্। শুক্তি, ঝিনুক। (রাজনি০)

মুক্তাপ্রালম্ব (পুং) মুক্তানাং প্রালম্বঃ হারভেদঃ। মুক্তাহার-ভেদ। (হেম)

মুক্তাফল (ক্লী) মুক্তাফলমিব। ১ কর্পূর। মুক্তেব ফলমিব। ২ মৌক্তিক, মুক্তা।

"মুক্তাফলায় করিণং হরিণং পলায়
সিংহং নিহন্তি ভুজবিক্রমসূচনায়।" (মুগ্ধবোধটীকা দুর্গাদাস)
[মুক্তা শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

৩ লবলীফল। ৪ বোপদেবকৃত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থভেদ।

"মুক্তাফলেন গ্রন্থেন সদ্ভাগবতশুক্তিনা।
ভক্তিস্বাত্যম্বুনা মুগ্ধ-মার্কণ্ডেয়াদিশুক্তিয়া ॥
বিবদ্ধনেনশিষ্যোণ ভিষক্‌কেশবসূনুনা।
হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ ॥"
(মুক্তাফলগ্রন্থ)

৫ শবররাজভেদ। (কথাসরিৎসা০ ৫৫।২৩০)

মুক্তাফলকেতু (পুং) বিদ্যাধররাজভেদ।

মুক্তাফলজাল (ক্লী) মুক্তাবিনির্ম্মিত জালের ন্যায় অলঙ্কারভেদ।

মুক্তাফলধ্বজ, প্রাচীন রাজভেদ।

মুক্তাফললতা (স্ত্রী) মুক্তাফলেন লতেব। মুক্তাহার, মুক্তার মালা। (মার্কণ্ডেয়পু০ ২৩।১০২)

মুক্তামণি (পুং) মুক্তা মণিরিব। মুক্তারত্ন, মুক্তা।

মুক্তাময় (ত্রি) ১ মুক্তাবিনির্ম্মিত। ২ মুক্তাযুক্ত।

মুক্তামাতৃ (স্ত্রী) মুক্তানাং মাতা, আকরত্বাৎ। শুক্তি, ঝিনুক।

মুক্তামান, বারকামধ্বজী রাঠোরবংশের প্রতিষ্ঠাতা জনৈক রাজা। ইনি ভানু তুরাধকে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন।

মুক্তামুক্ত (ত্রি) মুক্তশ্চ অমুক্তশ্চেতি বিশেষণয়োর্দ্বন্দ্বং। ক্ষিপ্তাক্ষিপ্ত। (হলায়ুধ)

মুক্তাম্বর (ত্রি) মুক্তং অম্বরং যেন। মুক্তবসন, জৈন-সন্ন্যাসিভেদ, দিগম্বর।

মুক্তারত্ন (ক্লী) মুক্তা এব রত্নং। মুক্তামণি, মুক্তা।

মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জনৈক পরিহাস-রসিক সভাসদ। বীরনগরে ইঁহার বাটী। রাজা ইঁহাকে বৈবাহিক বলিয়া ডাকিতেন।

মুক্তালতা (স্ত্রী) মুক্তাভির্লতেব। মুক্তাহার।

মুক্তাবলী (স্ত্রী) মুক্তানাং আবল্যত্র। ১ মুক্তাহার, মুক্তার মালা। মুক্তানামাবলী। ২ মৌক্তিকশ্রেণী। ৩ তালবিশেষ।

"খত্রয়ং সবিরামান্তং নৌ পুনঃ খত্রয়ং তথা।
প্লুতোগঃ খযুগং পশ্চ যত্র মুক্তাবলী তু সা ॥"(সঙ্গীতদামোদর)

মুক্তাশুক্তি (স্ত্রী) মুক্তা-জনয়িত্রী শুক্তি, মুক্তার ঝিনুক, যে শুক্তিতে মুক্তা জন্মে।

মুক্তাসন (ক্লী) ১ পরিত্যক্তাসন। ২ যোগপ্রক্রিয়ার আসন-ভেদ, সিদ্ধাসন। (সুতসং)

মুক্তাসেন (পুং) বিদ্যাধর-রাজভেদ।

মুক্তাস্ফোট (পুং) মুক্তানাং স্ফোটঃ বিকাশোঽত্র। শুক্তি,ঝিনুক।

মুক্তাস্ফোটা (স্ত্রী) মুক্তাস্ফোট-টাপ্। শুক্তি। (রাজনি০)

মুক্তাস্রজ্ (স্ত্রী) মুক্তায়াঃ স্রক্ মুক্তার মালা। (হেম)

মুক্তাহার (পুং) মুক্তঃ আহারো যেন। ত্যক্তাহার, যিনি আহার ত্যাগ করিয়াছেন।

মুক্তি (স্ত্রী) মুচ্-ভাবে ক্তিন্। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। পর্য্যায়,—মোক্ষ, কৈবল্য, নির্ব্বাণ, শ্রেয়স্, শ্রেয়স, অমৃত, অপবর্গ, অপুনর্ভব, স্থির, অক্ষর। (অমর)

শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার মুক্ততার নাম মুক্তি। সাংখ্য ও নৈয়ায়িকদিগের মতে আত্যন্তিক দুঃখ-

নিবৃত্তিই মুক্তি। বৈদান্তিকদিগের মতে 'নিত্যসুখাবাপ্তি' নিত্যসুখপ্রাপ্তির নাম মুক্তি। যে সুখের আর ধ্বংস হয় না, তাহার নাম নিত্যসুখ।

"মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত! বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষ-সত্যং পীযূষবদ্ভজ॥" (অষ্টাবক্রসং ১।২)

মুক্তিকামী ব্যক্তি বিষয় অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটীকে বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষমা, সরলতা, দয়া, তুষ্টি ও সত্য এই সকল অমৃতের ন্যায় ভজনা করিবেন।

মুক্তি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ।

"সার্ষ্টিসারূপ্যসালোক্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" (ভাগবত)

দর্শনশাস্ত্রে মুক্তি সম্বন্ধে বিশেষরূপ পর্য্যালোচিত হইয়াছে। অতিসংক্ষেপে তাহার বিষয় এইস্থলে আলোচনা করা যাইতেছে। "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।" (সাংখ্যসূ০ ১।১।)

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদবঘাতকে হেতৌ।
দৃষ্টে সাপার্থাচেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ॥
দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ॥"
(সাংখ্যকারিকা ১-২)

ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তির নাম মুক্তি। মহাত্মা কপিল মানবদিগকে ত্রিতাপে পীড়িত দেখিয়া তাহার নিবারণের উপায়স্বরূপ সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়া, প্রথমে দুঃখ, দুঃখনিবৃত্তি, দুঃখোৎপত্তির হেতু ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

প্রথমে বিচার করিয়া দেখা উচিত, দুঃখ কি? তাহা আছে কি না? এবং তাহার নিবৃত্তি হয় কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, দুঃখ সর্ব্বদাই সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণে চেতনা-শক্তির প্রতিকূল অনুভবে উপস্থিত হইয়া থাকে। দুঃখ আছে, এবিষয়ে কাহারও মত-বিরোধ নাই। দুঃখের নিবৃত্তি হয় কি না, এ বিষয়েও কাহারও মতভেদ দেখা যায় না। শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, মনুষ্য দুঃখ কি তাহা জানে এবং কিসে তাহার নিবৃত্তি হয়, তাহাও জানে, কিন্তু তাহার আত্যন্তিক-নিবৃত্তির উপায় জানে না। সে উপায় লৌকিক জ্ঞানের অলভ্য বা সহজ জ্ঞানে উপলব্ধি হয় না।

ধাতুবৈষম্যনিবন্ধন শারীরিক দুঃখ হয়, কিন্তু এই শারীরদুঃখনিবৃত্তির উপায় শত শত বৈদ্যকগ্রন্থে নিরূপিত হইয়াছে। বিষয়-বিশেষের অদর্শন বা অপ্রাপ্তি জন্য মানস দুঃখ উপস্থিত হয়, তন্নিবারণের উপায় মনোজ্ঞ স্ত্রী, পান, ভোজন, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি লৌকিক পদার্থও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। নীতিশাস্ত্রে কুশলতা থাকিলে ও নিরুপদ্রব স্থলে বাস করিলে, আধিদৈবিকাদি দুঃখ আক্রমণ করিতে পারে না। এ সমস্ত কথা সত্য, কিন্তু ঐ সকল উপায় ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক-দুঃখনিবৃত্তির উপায় নহে। ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় সাধারণ জ্ঞানের অগোচর।

দুঃখ কি জিনিস, কাহার দুঃখ, তাহা কেন হয়, তাহার আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় কি না? অর্থাৎ তাহা আর কখন হইবে না, এরূপ হয় কি না? যদি হয়, তাহা কি উপায়ে হইয়া থাকে, এই সকল অংশ সাধারণ বোধের অগম্য। দুঃখনিবৃত্তির যে সকল উপায় সাধারণের বিদিত আছে, সে সকল দ্বারা দুঃখনিবৃত্তির নিশ্চয়তা নাই। কখন হয়, কখনও বা হয় না, হইলেও তাহা পুনর্ব্বার আইসে। সেই জন্যই বলা হইয়াছে, লৌকিক উপায়ে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না। শাস্ত্রীয় উপায়ে দুঃখনিবৃত্তি হওয়ার নিশ্চয়তা আছে এবং সেই নিবৃত্তিই আত্যন্তিক নিবৃত্তি।

সাংখ্যদর্শনের মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি বা মোক্ষ, অপর নাম স্বরূপপ্রতিষ্ঠা। ইহাই পরম-পুরুষার্থশব্দের অভিধেয় বা বাচ্য। মনুষ্য যে কিছু প্রার্থনা করে, সমস্তই দুঃখনিবারণের জন্য; সেই কারণে দুঃখনিবৃত্তি ও দুঃখনিবৃত্তির উপায় উভয়ই প্রার্থনীয়। কিন্তু লৌকিক উপায়ে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না, যাহা হয়, তাহা ক্ষণিক। সেই জন্য তাহা পুরুষার্থ হইলেও পরম পুরুষার্থ নহে।

মহর্ষি কপিলের অভিপ্রায় এই যে, মানুষ সকল নিরন্তর দুঃখ পাইতেছে, অথচ তাহার স্বরূপ ও অবস্থানস্থান জানিতেছে না, তাহারা তাহা প্রকৃত পরিজ্ঞাত নহে।

জৈমিনি প্রভৃতি মীমাংসকদিগের মত এই যে, মনুষ্যমাত্রেরই 'সুখই হউক—দুঃখ যেন অণুমাত্র না হয়।' এইরূপ ইচ্ছা, এবং এই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই মনুষ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ কোনও এক সময়ে ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি না, ইহা বিচার করিয়া দেখিলে 'নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যাত করা যায় না। জৈমিনি বলিয়াছেন—

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্॥"
(সাংখ্যতত্ত্বকৌ০)

নিরবচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগই স্বর্গ এবং তাহাই মনুষ্যের সুখতৃষ্ণার বিশ্রামভূমি। তাহাই পরমপুরুষার্থ এবং তাহাই

মুক্তি বা অমৃত। তদতিরিক্ত অন্য কোন অমরত্ব বা মোক্ষ নাই। এই অমরত্ব বা মোক্ষ যজ্ঞ-বিদ্যা দ্বারা লব্ধ হয়। বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদির দ্বারা ঐ অলৌকিক সুখ লাভ করা যায়।

মীমাংসকদিগের এই মত কপিলের অনুমোদিত নহে। তিনি বেদ মানেন এবং বেদোক্ত যাগাদি দ্বারা স্বর্গ হয়, তাহাও স্বীকার করেন। কিন্তু কথিত প্রকারের ফল স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,—কর্ম্মসাধ্য স্বর্গসুখও ঐহিক সুখের ন্যায় দুঃখমিশ্র ও নশ্বর। কারণ যাগমাত্র হিংসাসাধ্য, পশুঘাত ও বীজবিনাশ ব্যতীত কোনও যাগ নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং হিংসাঘটিত কার্য্যকলাপ কিরূপে নিরবচ্ছিন্ন সুখ উৎপাদন করিবে। ক্রিয়াকাণ্ড কখনই তাদৃশ সুখের জনক নহে। একমাত্র হিংসাদি দোষরহিত বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানই তাদৃশ সুখের—সর্ব্বদুঃখবিধ্বংসের বা মুক্তির উপায়।

লোক-লভ্য উপায়বিশেষ দ্বারা দুঃখবিশেষের কিছুকাল অস্তিত্ব থাকিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক, তাহার পরেই সম্পূর্ণ দুঃখোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে। যে উপায় দ্বারা দুঃখমূলের শান্তি হয়, সে শান্তি অনন্তকালের জন্য ব্যবস্থিত। দুঃখের মূলকারণ বিধ্বস্ত হইলে দুঃখ হইবে কেন? যে উপায়ে দুঃখমূল নষ্ট হয়, সে উপায় লোক মধ্যে নাই এবং যজ্ঞবিদ্যার মধ্যেও নাই। কারণ সে উপায় তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মশাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই এবং তাহা আপনা-আপনিও হয় না।

তত্ত্বজ্ঞানের আকার, আমি—মহৎ অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি নহি, ঐ সকলের কোনটাই আমি নহি এবং ঐ সকল আমার নহে। আমি ঐ সকল হইতে ভিন্ন চিৎস্বরূপ। কেবল ও এক-রস, ইত্যাকার জ্ঞানের নাম তত্ত্বজ্ঞান। এই জ্ঞান দৃঢ় ও সাক্ষাৎকৃত হওয়া আবশ্যক। সাংখ্যশাস্ত্রে ইহা তত্ত্বজ্ঞান, সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয় ও বিবেকখ্যাতি নামে প্রসিদ্ধ। এই প্রত্যয় উৎপাদনের নিমিত্ত আত্মা ও জগৎ এই বস্তুদ্বয়ের যথা-স্বরূপ অন্বেষণ করিতে হয়। আত্মা ও প্রকৃতি জগদ্ভাবাপন্না, এতদুভয়ের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বুদ্ধ্যারোহ করার নাম তত্ত্বাভ্যাস। শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তত্ত্বাভ্যাস করিতে পারিলে উক্ত প্রত্যয় জন্মিয়া থাকে, তখন মুক্তি হয়।

মুক্তিসম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, আত্মাতে যে সুখ দুঃখ ও মোহাদি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহা তিরোহিত হইলেই আত্মার মুক্তি হয়।

মহর্ষি কপিল বার বার বলিয়াছেন,—"তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ" যে কোন প্রকারে হউক প্রাকৃতিক সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরমপুরুষার্থ। ফল কথা এই যে, জড়সম্বন্ধরহিত অর্থাৎ কেবল হওয়াই মুক্তি।

মুক্তি হইলে আত্মা কিরূপ অবস্থিত থাকে, তাহা বচনাতীত। বদ্ধ অবস্থায় জীব তাহা সহজে বুঝিতে পারে না। নরলোকে তাহার কোন সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত নাই। সামান্য একটা দৃষ্টান্ত আছে, তদ্দ্বারা মুক্ত অবস্থাটী সামান্যাকারে অনুভবগম্য করা যাইতে পারে।

দৃষ্টান্তটী সুষুপ্তি অর্থাৎ নিঃস্বপ্ননিদ্রা। জীব যেরূপ সুষুপ্তি-কালে প্রাকৃতিক সুখ-দুঃখ হইতে মুক্ত হয়—কেবলীভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি মুক্তিকালেও হয়। প্রভেদ এই যে, সুষুপ্তিকালে তমসাচ্ছন্ন থাকিতে হয়, মুক্তি হইলে সে আবরণ থাকে না। সুষুপ্তির বিরাম আছে, ভঙ্গ আছে; মুক্তির বিরাম বা ভঙ্গ কিছুই নাই। সুষুপ্তির পর উত্থান, উত্থান হইলে আবার সুখ দুঃখের উৎপত্তি। কিন্তু মুক্তি হইলে তাহা আর হয় না অর্থাৎ সে পূর্ব্বাবস্থা আর আইসে না। মুক্তির সহিত সুষুপ্তির এই মাত্র প্রভেদ। এই প্রভেদ না থাকিলে সুষুপ্তি মুক্তির সম্যক্ দৃষ্টান্ত হইতে পারিত। কপিল বলিয়াছেন,—"সুষুপ্তি-সমাধ্যোর্ব্রহ্মরূপতা" জীব সুপ্তি ও সমাধিকালে ব্রহ্মরূপে অবস্থিত থাকে। সুতরাং বুঝা গেল, সুখদুঃখবর্জ্জিত হওয়াই সাংখ্যের মুক্তি। তাহা দেহ থাকিলে হয় না, দেহপাতের পর নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দেহ থাকা অবস্থায় বন্ধনের মূলোচ্ছেদ হয় বটে, কিন্তু তাহার আভাস বা সূক্ষ্ম-সংস্কার থাকে। সে সংস্কার দেহপাতের পর বিলুপ্ত হইয়া যায়। অসঙ্গ চিৎ-স্বরূপ আত্মা তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হন, অর্থাৎ, তখন আর তাহাতে কোনও প্রাকৃতিক ভাব প্রতিবিম্বিত হয় না। সেই কারণে সেই অবস্থা কেবল—অর্থাৎ একরূপ বলিয়া গুণাতীত।

সর্ব্বদুঃখবিমোচনাত্মক কৈবল্য, মুক্তির পর্য্যায় বা অন্য নাম। এই কৈবল্য বেদান্তের মুক্তি এবং বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ। অন্যান্য মতের মুক্তিও এইরূপ। কিন্তু বেদান্ত-মতে মুক্তিতে আনন্দসংযোগ থাকার উল্লেখ আছে। আত্মার স্বরূপ আনন্দঘন; সুতরাং মুক্ত হইলে আত্মা নির্ব্বিকার ও আনন্দঘন হন।

সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ মুক্তাত্মার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত বৈদান্তিক মতের মুক্তির প্রায় মিল আছে। তিনি বলিয়াছেন—

"তেন নিবৃত্তপ্রসবমর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্।
প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবদবস্থিতঃ স্বচ্ছঃ॥"

(সাংখ্যকারিকা)

অর্থ এই যে, বিবেক-জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, তাহার প্রভাবে প্রকৃতির প্রসবশক্তি নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ যে আত্মার প্রকৃতি-দর্শন হয়, প্রকৃতি আর সে আত্মার নিকট ধর্মাধর্ম, ঐশ্বর্য্যা-নৈশ্বর্য্য এবং জ্ঞানাজ্ঞান প্রসব করেন না। সুতরাং আত্মা তখন রজঃ কি তমঃ অন্য কোন গুণে অভিভূত হন না, কেবল বা একক হন, দর্শক পুরুষের ন্যায় উদাসীন থাকেন, অর্থাৎ এই মুক্ত আত্মা তখন বন্ধ্যাপ্রকৃতিকে দেখিতে থাকেন, কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হন না। ইহাই মুক্তাবস্থা।

এই মুক্তি বহু সাধন-সাধ্য। মানুষ এই ভাবের মুক্তি পাইতে পারে কি না? ইহার উত্তরে সমস্ত দর্শনকারই একবাক্যে বলিয়াছেন, সাধনাবলে এইরূপ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। (সাংখ্যদর্শন)

নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্ব অপরোক্ষনামক জ্ঞানের গোচর হইলে, তত্ত্বভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিঃশ্রেয়স্ লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা পরম নিঃশ্রেয়স্, যাহার নাম মুক্তি, বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বলিয়া গণ্য, তাহা কেবলমাত্র আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারেই লাভ হয়, অন্য উপায়ে বা পদার্থান্তরের তত্ত্বজ্ঞানে হয় না। ইহা ক্রমপরম্পরায় লাভ হইয়া থাকে। কারণ এই যে, জ্ঞান অজ্ঞানের বা মিথ্যা-জ্ঞানেরই বিরোধী অর্থাৎ নাশক। পদার্থান্তরের নাশক নহে। সেই কারণে স্বীকার করিতে হয় যে, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান বিনাশপূর্ব্বক ক্রমপরম্পরায় আত্যন্তিক দুঃখধ্বংসাত্মক মোক্ষ উৎপাদন করে। গৌতম মুক্তির লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরা-পায়াদপবর্গঃ" (গৌতমসূ° ১আ°)

দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ এবং মিথ্যাজ্ঞানের উত্তরোত্তর বিনাশ হইলে, যখন একেবারে তাহার মূলোচ্ছেদ হয়, তখন অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি হইয়া থাকে। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট করে। মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলে দোষ বিনষ্ট হয়, দোষের অভাবে প্রবৃত্তির অভাব এবং প্রবৃত্তির অভাবে জন্মের অবরোধ, জন্মের অবরোধ হইলেই অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ।

গৌতম বলেন, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনটীর কোনটীই আত্মা নহে, আত্মা ঐ তিনের অতিরিক্ত। মন যে ঐ সকল অনাত্মপদার্থে আত্মভাব আরোপ করে, তাহাই তাহাদের মিথ্যাজ্ঞান। আত্মবিষয়ক যে আত্মজ্ঞান, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান, এবং অনাত্মায় যে আত্মজ্ঞান, তাহা মিথ্যাজ্ঞান।

ইহা শরীরাদির অনুকূল, ইহা শরীরাদির প্রতিকূল, এই জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া যে সেই সেই বিষয়ে সমাসক্ত ও বিদ্বিষ্ট হয়, তাহাদের সেই আসক্তি ও বিদ্বেষ দোষনামে অভিহিত। ফলতঃ কোনও কিছু আত্মার বাস্তব প্রতিকূল বা বাস্তব অনুকূল নহে। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানই দোষের জনক এবং এই মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে দোষেরও বিনাশ হয়। দোষ—রাগ, দ্বেষ, মোহ এই তিনভাগে বিভক্ত। ত্রিধাবিভক্ত দোষই সমুদয় প্রবৃত্তির মূল বা কারণ। প্রবৃত্তি বৈধাবৈধভেদে দুই প্রকার, তাহা আবার কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে তিন প্রকার। জীবমাত্রই দোষ-প্রেরিত হইয়াই ত্রিবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ মোহের প্রেরণায়, কিম্বা দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া শরীর দ্বারা হিংসা ও চৌর্য্য প্রভৃতি ও বাক্য দ্বারা মিথ্যা-বচনাদি অবৈধ কার্য্য এবং মন দ্বারা দয়া-দাক্ষিণ্যাদি ও ইন্দ্রিয়বশীকরণাদি বৈধকার্য্যও করে। প্রথমোক্ত নিষিদ্ধ-প্রবৃত্তি অধর্ম্মের এবং তৎপরোক্ত বৈধপ্রবৃত্তি ধর্ম্মের উৎপাদক। এই দ্বিবিধ প্রবৃত্তি শরীরে বাহ্য এবং মনে মানসিক ক্রিয়ায় পরিতুষ্ট বা চরিতার্থ হইলে তাহা হইতে আত্মার বাসনাময় ধর্ম্মাধর্ম্মনামক বা পুণ্যপাপনামক সংস্কারবিশেষ উৎপন্ন হয়। পরে তাহারই বলে জন্ম হয়। জন্ম অর্থাৎ শরীরোৎপত্তি হইলে দুঃখ অনিবার্য্য, এবম্প্রকার কারণকার্য্যক্রমে চক্রভ্রমির ন্যায় প্রবৃত্ত মিথ্যা-জ্ঞানাদির প্রবাহ-পরম্পরা সংসার নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যদি কোন পুরুষ পুণ্যপুঞ্জের সামর্থ্যে বুঝিতে পারে,—এ সমস্তই দুঃখায়তন ও দুঃখানুষক্ত, তাহা হইলে সেই পুরুষই এ সকলের হেয়ত্ব অনুভব করিয়া রাগবিহীন হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অনন্তর দুঃখমূল বা সংসারমূল মিথ্যাজ্ঞানাদির উচ্ছেদার্থ অগ্রসর হন। পরে প্রমাণরূপিণী বিদ্যা দ্বারা প্রমেয় রহস্য জ্ঞাত হন। এই তত্ত্বজ্ঞান প্রমেয়-বিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট করে, মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, রাগদ্বেষাদি দোষ না থাকিলেই প্রবৃত্তির অবরোধ হয়। জন্মের অবরোধে বা উচ্ছেদে অপবর্গ, অর্থাৎ আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। দুঃখ জড়িত থাকার নাম বন্ধন এবং বিমুক্ত হওয়াই মোক্ষ। তখন আর কোনরূপ দুঃখ সম্বন্ধ থাকে না। সুতরাং সেই অবস্থাকে মুক্তাবস্থা কহে। (ন্যায়দর্শন) গদাধর ভট্টাচার্য্য মুক্তিবাদনামক গ্রন্থে মুক্তিসম্বন্ধে নানা প্রকার যুক্তি ও তর্ক বিন্যাস করিয়া আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি, ইহাই স্থির করিয়াছেন।

মুক্তিকা (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ, মুক্তিকোপনিষদ্। এই উপনিষদে মুক্তির বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, এইজন্য ইহার নাম 'মুক্তিকোপনিষদ্'।

মুক্তিক্ষেত্র (ক্লী) মুক্তিপ্রদং ক্ষেত্রম্। মুক্তিপ্রদ স্থান, কাশী। কাশীকে মুক্তিক্ষেত্র কহে, জীবের কাশীতে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয়, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, এইজন্য ঐ স্থানের নাম মুক্তি-ক্ষেত্র। [কাশী দেখ।]

২ বরণাদ্রি ও সুখিনী নদীর সন্নিকটে এবং কাবেরী নদীর দক্ষিণে অবস্থিত একটী প্রাচীন তীর্থ। ইহার অপর নাম বকুলারণ্য।

মুক্তিতীর্থ, যোগিনীতন্ত্রোক্ত তীর্থভেদ।

মুক্তিপতি (পুং) মুক্তিদাতা।

মুক্তিপুর (ক্লী) দ্বীপভেদ।

মুক্তিমণ্ডপ (পুং) মুক্তিদায়কঃ মণ্ডপঃ যদ্বা মুক্তের্মণ্ডপঃ। বিশ্বেশ্বরের দক্ষিণপার্শ্বস্থিত মণ্ডপ।

"নিমেষমাত্রং স্থিতচিত্তবৃত্তাস্তিষ্ঠন্তি যে দক্ষিণমণ্ডপেঽত্র।
অনন্তভাবা অপি গাঢ়মানসা ন তে পুনর্গর্ভদশামুপাসতে॥"
(কাশীখণ্ড)

২ পুরীর জগন্নাথমন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বস্থিত মণ্ডপ।

মুক্তিমতী (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

মুক্তিমুক্ত (পুং) মুক্ত্যা মোচনেন মুক্তঃ। শিহ্লক, শিলা-রস। (রত্নমালা)

মুক্তিবাদ, (পুং) মুক্তিবিষয়ক বিচার। [মুক্তি দেখ।]

মুক্তিসাধন (ক্লী) মোক্ষলাভার্থ ঈশ্বরানুচিন্তনরূপ সাধনা-বিশেষ।

মুক্তিসেন (পুং) রাজভেদ।

মুক্তেশ্বর (ক্লী) ১ শিবলিঙ্গভেদ। ২ উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী বিখ্যাত মন্দির। ইহার শিল্পকার্য্য পরশুরামের ও ভুবনেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ। ৩ সহ্যাদ্রিবর্ণিত দেবমূর্ত্তিভেদ।

মুখ (ক্লী) খনতি বিদারয়তি অন্নাদিকমনেন খন্যতে বিধাত্রা সুখমনেনেতি খন্ (ডিৎখনেমুট্ চোদাত্তঃ। উণ্ ৫।২০) ইতি করণে অচ্, স চ ডিৎ মুডাগমশ্চ। শরীরাবয়ববিশেষ, মুখবিবর।

"প্রজ্ঞাস্তৎ বক্তঃ খ্যাতং তস্মাদাহুর্মুখং বুধাঃ।" (অমরটীকা)

মুখবিবরোপলক্ষিত সমুদয়ই মুখপদবাচ্য। গর্ভস্থ ভ্রূণের পঞ্চম মাসে মুখ জন্মে। (সুখবোধ) পর্য্যায়—বক্ত্র, আনন, আস্য, বদন, তুণ্ড, লপন।

"ওষ্ঠৌ চ দন্তমূলানি দন্তা জিহ্বা চ তালু চ।
গলো গলাদিসকলং সপ্তাঙ্গং মুখমুচ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

ওষ্ঠদ্বয়, দন্তমূল, দন্ত, জিহ্বা, তালু এবং গলদেশ এই ৭টীকে মুখ কহে। গলদেশের উপরিভাগ হইতে তালু পর্য্যন্ত মুখপদের অভিধেয়। স্ত্রী এবং বালকদিগের মুখ সর্ব্বদা বিশুদ্ধ।

"মক্ষিকা সন্ততা ধারা মার্জ্জারা ব্রহ্মবিন্দবঃ।
স্ত্রীমুখং বালকমুখং ন দুষ্টং মনুরব্রবীৎ॥" (কর্ম্মলো°)

২ নিঃসরণ, গৃহের নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশনবর্ত্ম, গৃহের দ্বার, যাহা দ্বারা গৃহে প্রবেশ ও বাহির হওয়া যায়। (স্বামী) হট্টমণ্ডপাদির প্রবেশ ও নির্গমপথ। (কোকট) গৃহাঙ্গনাদির নিঃসরণপথ। (রমানাথ) ৩ প্রারম্ভ।

"অথেপ্সিতং ভর্ত্তুরুপস্থিতোদয়ং
সখীজনোদ্বীক্ষণকৌমুদীমুখং।" (রঘু ৩।১)

'কৌমুদ্যাঃ মুখং প্রারম্ভং' (মল্লিনাথ)

৪ উপায়, সন্ধিবিশেষ।

"মুখং বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।
অঙ্গানি দ্বাদশৈতস্য বীজারম্ভসমন্বয়াৎ॥" (দশরূপক ১।২৩)

৫ নাটকাদির শব্দ। (মেদিনী) ৬ আদ্য।

"অচক্ষুর্বিষয়ং প্রায়াৎ যথার্কঃ ক্ষণদামুখে।"(রামা°২।৪৩।৭)

৭ প্রধান।

"রাজা মুখং মনুষ্যাণাং নদীনাং সাগরো মুখম্।
নক্ষত্রাণাং মুখং চন্দ্র আদিত্যস্তেজসাং মুখম্॥"
(ভারত ২।৩৮।২৭)

৮ শব্দ। ৯ নাটক। ১০ বেদ। (শব্দরত্না°) ১১ দ্বার।

"লিপের্যথাবদ্‌গ্রহণেন বাঙ্ময়ং
নদীমুখেনেব সমুদ্রমাবিশৎ॥" (রঘু ৩।২৮)

'নদ্যা মুখং দ্বারং' (মল্লিনাথ)

১২ অগ্রভাগ।

"তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরীম্।
ব্রহ্মদ্বারমুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ॥"
(হঠযোগ-প্রদীপিকা ৩। ৫) ১৩ জীরক। ১৪ পাক্ষচক্ষু। (বৈদ্যকনি°) (পুং) ১৫ ডহু, চালতা ডেলো। (শব্দচন্দ্রিকা)

মুখকটু (দেশজ) রূঢ়বাক্যপ্রয়োগ, বিরক্তির সহিত বলা, যথা—তিনি মুখ কটু করিয়া বলিলেন।

মুখক্ষুর (পুং) দন্ত। দন্তে খুরের ন্যায় ধার আছে।

মুখগন্ধক (পুং) মুখে গন্ধঃ অস্মাৎ কপ্। পলাণ্ডু, পেঁয়াজ, ইহা খাইলে মুখে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয়, এইজন্য ইহার নাম মুখগন্ধক।

মুখঘণ্টা (স্ত্রী) মুখে ঘণ্টেব, শব্দসাদৃশ্যাৎ। হুলহুলীধ্বনি, স্ত্রীলোকেরা মাঙ্গলিক কার্য্যে যে উলুধ্বনি দেয়। (ত্রিকা°)

মুখচন্দ্র (পুং) চন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল মুখশ্রী।

মুখচপল (ত্রি) মুখেন চপলঃ। মুখর।

মুখচপলত্ব (ক্লী) মুখচপলস্য ভাবঃ ত্ব। মুখচপলতা, অতিশয় চাপল্য, অত্যধিক বাচালতা।

"প্রায়েণ গোচরো ব্যবহার্য্যোঽস্তত্তৎকলানি বক্ষ্যামি।
নানাবৃত্তৈস্তস্মে মুখচপলাস্বং কমস্বার্য্যাঃ॥ (বৃ° সং ১০৪।২)

মুখচপলা (স্ত্রী) আর্য্যাচ্ছন্দোবিশেষ। চপলা, মুখচপলা ও জঘনচপলাভেদে আর্য্যা বহুবিধ। তন্মধ্যে মুখচপলার লক্ষণ প্রথমপাদে ১২ মাত্রা, দ্বিতীয়পাদে ১৮ মাত্রা, তৃতীয়পাদে ১২ মাত্রা এবং চতুর্থপাদে ১৫ মাত্রা হইবে।

"আদ্যং দলং সমস্তং ভজেত লক্ষ্ম চপলাগতং যস্যাঃ।
শেষঃ পূর্ব্বজলক্ষ্মা মুখচপলা সোদিতা মুনিনা॥" (ছন্দোম°)

উদাহরণ—

"নন্দসুত! বক্তকম্বং দৃঢ়ং ন তে প্রেম গচ্ছ তত্রৈব।
যত্র ভবতি তে রাগঃ কাপি জগাদেতি মুখচপলা॥"(ছন্দোম°)

মুখচপেটিকা (স্ত্রী) ১ গালে চড়। ২ কর্ণবিবরে রক্ষিত এক প্রকার বস্ত্রাকার বাক্স।

মুখচীরী (স্ত্রী) মুখস্য চিরং বস্ত্রবিশেষ ইব মুখচীর-স্বার্থে ঙীষ্। ১ জিহ্বা। (শব্দমালা) ২ পলাণ্ডু। (শব্দার্থচি°)

মুখচোর (দেশজ) লাজুক, যাহারা ভদ্রলোকের সমক্ষে পরিষ্কাররূপে কথা কহিতে পারে না।

মুখছোর (দেশজ) লজ্জিত, ব্রীড়ান্বিত।

মুখজ (পুং) মুখাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ব্রাহ্মণ, 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ' (শ্রুতি) ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হন, এই জন্য ব্রাহ্মণ মুখজ। (ত্রি) ২ মুখজাতমাত্র।

মুখজাহ (স্ত্রী) মুখস্য মূলং (তস্য পাকমূলে পীল্বাদিকর্ণাদিভ্যঃ কুণজাহচৌ। পা ৫।২।২৪) ইতি মুখ-জাহচ্। মুখমূল।

মুখতস্ (অব্য°) মুখ-তস্। মুখে, মুখ হইতে।

মুখ্‌তার (আরবী) মোক্তার।

মুখ্‌তারনামা (পারসী) মোক্তারের উপর কার্য্যভার অর্পণ করিবার ক্ষমতাপত্র। ইহার অনুবলে মোক্তার ক্ষমতাপত্রদাতার প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। (A power of attorney)

মুখতারী (আরবী) মোক্তারের কার্য্য।

মুখতীয় (ত্রি) মুখস্য ইতি মুখ-তসিল্। মুখ তস্ ততঃ (মুখপার্শ্বশব্দাভ্যাং তসন্তাভ্যামীয়প্রত্যয়ো বক্তব্যঃ পা ৪।৩।৬০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঈয়, (মুখপার্শ্বতসোর্লোপশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ইত্যত্র কাশিকোক্তেশ্চ টিলোপঃ। মুখসম্বন্ধী।

মুখদঘ্ন (ত্রি) মুখ-প্রমাণার্থে দঘ্নচ্। মুখপরিমাণ। আপাদমুখ।

মুখদূষণ (পুং) মুখং দূষ্যতে অনেনেতি দুষ—ণিচ্ করণে ল্যুট্। পলাণ্ডু। (রাজনি°)

মুখদূষিকা (স্ত্রী) মুখং দূষয়তি বিবর্ণং করোতীতি দুষ্-ণিচ্-ণ্বুল্, টাপ্ অত ইত্বঞ্চ। মুখজাত ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। চলিত ব্রণসকোড়া। ইহার লক্ষণ—

"শাল্মলীকণ্টকপ্রখ্যাঃ কফমারুতপিত্তজাঃ।
জায়ন্তে পীড়কা যূনাং জ্ঞেয়াস্তা মুখদূষিকাঃ॥" (ভাবপ্র°)

কফ, বায়ু ও রক্তের প্রকোপপ্রযুক্ত যুবাদিগের মুখে শাল্মলীকণ্টকের ন্যায় মূলে স্থূল ও অগ্রভাগে সূক্ষ্ম পীড়কা সকল উৎপন্ন হয়, এই পীড়কা হইলে মুখের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয় বলিয়া ইহার নাম মুখদূষিকা।

প্রায় সকল যুবকদিগেরই এই রোগ হয়। এই রোগ হইলে নিম্নোক্তরূপে চিকিৎসা করা আবশ্যক। লোধ, ধনিয়া ও বচ এই তিন দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে, পরে উহা মুখে প্রলেপ দিলে মুখদূষিকা নষ্ট হয়. যতক্ষণ প্রলেপ না শুকাইবে, ততক্ষণই উহা রাখিতে হইবে। কারণ ঐ প্রলেপ যদি শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে নানারূপ অপকার করে। গোরোচনা ও মরিচ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হয়। শ্বেতসর্ষপ, বচ, লোধ, ও সৈন্ধব ঐ সকল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে মুখদূষিকা নষ্ট হয়। তীক্ষ্ণ শিমুলের কাঁটা একমাত্র দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখদূষিকা নষ্ট হয় এবং পদ্মের ন্যায় মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়।

মুখপ্রলেপের নিয়ম;—অবস্থাভেদে প্রলেপের প্রধান মাত্রা অর্দ্ধাঙ্গুল, মধ্যমাত্রা এক অঙ্গুলীর তিন ভাগের একভাগ এবং হীনমাত্রা এক অঙ্গুলীর অর্দ্ধাংশ মোটা করিয়া দিবে। ঐ ঔষধ শুষ্ক না হওয়া পর্য্যন্ত রাখিবে, কিন্তু উহা শুষ্ক হইয়া আসিলেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ ঐ প্রলেপ যদি মুখে শুষ্ক হয়, তাহা হইলে ত্বক্-বিবর্ণাদি দোষ জন্মে। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

মুখদৌর্গন্ধ্য, পিত্তাধিক্যহেতু মুখবিবর হইতে নির্গত এক প্রকার দুর্গন্ধ। হেলঞ্চ প্রভৃতি তিক্তাস্বাদ দ্রব্যসেবনই উহা প্রশমনের প্রশস্ত উপায়।

মুখধাবন (ক্লী) মুখস্য ধাবনং ধাব-ল্যুট্। আস্য-প্রক্ষালন. চলিত মুখধোয়া, প্রাতঃকালে মুখধাবন অবশ্যকর্ত্তব্য।

"পটোলনিম্বজম্ব্বাম্র-মালতীবনপল্লবৈঃ।
পঞ্চপল্লবজঃ শ্রেষ্ঠঃ কষায়ো মুখধাবনে॥" (ভাবপ্র°)

মুখধৌতা (স্ত্রী) মুখং ধৌতং মার্জ্জিতমনেনেতি, ধাব-কর্ম্মণি ক্ত, স্ত্রিয়াং টাপ্। ব্রাহ্মণযষ্টিকা, ভার্গী, চলিত বামুনহাটী।

মুখনিবাসিনী (স্ত্রী) মুখে নিবসতি যা সা নি-বস্-ণিনি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্, বাগীশ্বর্য্যাদত্তাত্তথাত্বম্। সরস্বতী।

মুখানরীক্ষক (পুং) মুখং নিরীক্ষতে ইতি নির্-ঈক্ষ-ণ্বুল্ উদ্যোগং বিহায়াশুমুখাপেক্ষিত্বেনাবস্থানাদস্য তথাত্বং। অলস।

মুখপট (পুং) ১ মুখচ্ছবি। ২ ঘোমটা, মুখাচ্ছাদক বস্ত্র।

মুখপাক (পুং) ১ অশ্বের মুখরোগভেদ। (জয়দত্ত)

২ মুখরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"করোতি বদনস্যান্তর্ব্রণান্ সর্ব্বসরোঽনিলঃ।

সঞ্চারিণোঽরুণান্ রূক্ষান্ ওষ্ঠৌ তাম্রৌ চলত্বচৌ॥

জিহ্বা শীতা সহা গুর্ব্বী স্ফুটিতা কণ্টকাচিতা।

বিবৃণোতি চ কৃচ্ছ্রেণ মুখপাকো মুখস্য চ॥"(বাভট উ॰ ২১অ॰)

বায়ু কুপিত হইয়া মুখের মধ্যে ব্রণ সকল উৎপাদন করে। এই ব্রণ রক্তবর্ণ ও রূক্ষ হয় এবং ওষ্ঠদ্বয় রক্তবর্ণ, জিহ্বা কণ্টকাচিত এবং ভার বোধ হইয়া থাকে। এই ব্রণ হইলে মুখ প্রসারণে অতিকষ্ট হয়। [মুখরোগ দেখ]

মুখপাত (দেশজ) বস্ত্রাদির সম্মুখভাগ। কার্য্যের প্রারম্ভ।

মুখপিণ্ড (পুং) ১ মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টির পূর্ব্বে যে পিণ্ড দেওয়া হয়। ২ গালভরা খাদ্য।

মুখপূরণ (ক্লী) মুখং পূর্য্যতেঽনেনেতি পূর-করণে ল্যুট্। গণ্ডূষ। (চক্রদত্ত)

মুখপ্রক্ষালন (ক্লী) মুখস্য প্রক্ষালনং। মুখধাবন, শীতল জলে মুখ ধোওয়া।

মুখপ্রসেক (পুং) শ্লেষ্মজন্য মুখরোগ। (ভাবপ্র॰)

মুখপ্রসাদ (পুং) দীপ্তিমান মুখমণ্ডল।

মুখপ্রিয় (পুং) মুখস্য প্রিয়ঃ। ১ নারঙ্গ। (ত্রি) ২ বক্ত্ররোচক, যাহা খাইতে সুমিষ্ট। "মুখপ্রিয়ঃ স্থিরমদো বিজ্ঞেয়োঽনিলনাশকঃ।" (সুশ্রুত সূত্রস্থা॰ ৪৫ অ॰)

মুখপ্রেক্ষ (ত্রি) পরের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইবার জন্য মুখ চাহিয়া থাকা।

মুখবন্ধ (পুং) প্রস্তাবনা, অনুক্রমণিকা, কোন গ্রন্থ বা গল্প রচনার প্রারম্ভে প্রস্তুত বিষয়ের পূর্ব্বে গ্রন্থকার যে মতামত প্রকাশ করেন, তাহাকে মুখবন্ধ কহে।

মুখবন্ধন (ক্লী) ১ ছিদ্ররোধ। ২ কথান্তর দ্বারা কথা বন্ধ করান।

মুখবাসন (দেশজ) মুখের দুর্গন্ধ নাশার্থ গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

মুখব্যাদান (ক্লী) মুখস্য ব্যাদানং। মুখপ্রসারণ করা। চলিত হা করা।

মুখভূষণ (ক্লী) মুখং ভূষয়তি রক্তিমালঙ্করোতীতি ভূষ-ণিচ্-ল্যু। তাম্বূল।

মুখভেদ (পুং) শস্ত্রাদির দ্বারা মুখবিকৃতীকরণ।

মুখমণ্ডনক (পুং) মুখং মণ্ডয়তি ভূষয়তীতি মণ্ডি-ল্যু-স্বার্থে কন্। তিলকবৃক্ষ। (রাজনি॰) (ত্রি) ২ আস্যভূষক, মুখমণ্ডন।

মুখমণ্ডল (ক্লী) মুখাবয়ব।

মুখমণ্ডিকা (স্ত্রী) ১ মুখরোগভেদ। ২ উক্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

মুখমাধুর্য্য (ক্লী) মুখস্য মাধুর্য্যম্। শ্লেষ্মজ মুখরোগভেদ; চলিত মুখমিষ্টি হওয়া। (ভাবপ্র॰)

মুখমার্জ্জন (ক্লী) মুখধৌতকরণ।

মুখমণ্ডিতিকা (স্ত্রী) বালরোগভেদ। [বালরোগ দেখ]

মুখমোদ (পুং) মুখস্য মোদঃ হর্ষঃ অস্মাৎ। শোভাঞ্জন।

মুখম্পচ (পুং) ভিক্ষুক।

মুখযন্ত্রণ (ক্লী) মুখং অশ্বাদীনাং যন্ত্র্যতে সঙ্কোচ্যতে যেনেতি যন্ত্রি সঙ্কোচনে করণে ল্যুট্। কবিকা। চলিত লাগাম্।

'কবী খলীনং কবিকা কবিয়ং মুখযন্ত্রণম্॥' (হেম)

মুখর (ত্রি) মুখং অস্যাস্তীতি মুখ (ঊষসুষিমুষ্কমধো রঃ। পা ৫।২।১০৭) ইত্যত্র রপ্রকরণে 'খমুখকুঞ্জেভ্য উপসংখ্যানং' ইতি কাশিকোক্ত্যা র। ১ অপ্রিয়বাদী, পর্য্যায়—দুর্মুখ, অবদ্ধমুখ। (অমর)

"একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া" (উদ্ভট)

২ শব্দায়মান।

"ত্বাং সূচয়িষ্যন্তি তু মাল্যসমুদ্ভবোঽয়ং

গন্ধশ্চ ভীরু মুখরাণি চ নূপুরাণি।" (মৃচ্ছকটিক)

৩ অগ্রযায়ী, প্রধান।

"ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলং।

যদি কার্য্যে বিপত্তিঃ স্যাৎ মুখরস্তত্র হন্যতে॥"(হিতোপদেশ)

(পুং) ৪ কাক। ৫ শঙ্খ। (রাজনি॰)

মুখরোগ (পুং) মুখস্য রোগঃ। ৬-তৎ, মুখের পীড়া। ইহার লক্ষণ ও চিকিৎসার বিষয় বৈদ্যকশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে, গলদেশের উপরিভাগ হইতে তালুদেশ পর্য্যন্ত মুখপদ-বাচ্য।

"ওষ্ঠৌ চ দন্তমূলানি দন্তা জিহ্বা চ তালু চ।

গলো মুখাদিসকলং সপ্তাঙ্গং মুখমুচ্যতে॥" (ভাবপ্রকাশ)

ওষ্ঠদ্বয়, দন্তমূল, দন্ত, জিহ্বা, তালু ও গল এই সপ্তাঙ্গকে মুখ বলা যায়। এই সকল স্থলে যে রোগ হয়, তাহাকে মুখরোগ কহে। মুখরোগ সর্ব্বসমেত ৬৭ প্রকার, তন্মধ্যে ওষ্ঠে ৮ প্রকার, দন্তমূলে ১৬ প্রকার, দন্তে ৮ প্রকার, জিহ্বাতে ৫ প্রকার, তালুতে ৯ প্রকার, কণ্ঠে ১৮ প্রকার এবং সর্ব্ব মুখ ব্যাপিয়া ৩ প্রকার। ইহার লক্ষণ—

আনূপমাংস, দুগ্ধ, দধি এবং মাষকলায়াদি সেবন দ্বারা কফপ্রধান দোষত্রয় কুপিত হইয়া মুখমধ্যে পূর্ব্বোক্ত নানা-প্রকার রোগ উৎপাদন করে।

ওষ্ঠরোগের নিদান ও সংখ্যা—ওষ্ঠরোগ ৮ প্রকার;—

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, রক্তজ, মাংসজ, মেদজ এবং অভিঘাতজ।

বাতিক ওষ্ঠরোগের লক্ষণ—বাতজন্য ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, রুক্ষ, স্তব্ধ ও বাতবেদনাবিশিষ্ট হয় এবং ওষ্ঠ ও ত্বক্ কিঞ্চিৎ বিদীর্ণ হইয়া থাকে। পৈত্তিক-লক্ষণ—পিত্তজন্য ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠের উপরি দাহ, পাক এবং বেদনাযুক্ত পীতবর্ণ পীড়কা জন্মে। শ্লেষ্মজ লক্ষণ—ইহাতে ওষ্ঠের উপরিভাগে শরীরের সমান বর্ণ, বেদনাবিহীন, অথচ কণ্ডুযুক্ত পীড়কা উৎপন্ন হয় এবং ওষ্ঠ পিচ্ছিল, শীতল ও গুরু হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ লক্ষণ—ত্রিদোষের প্রকোপে ওষ্ঠের উপরি-ভাগে কখন কৃষ্ণবর্ণ, কখন বা শ্বেতবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়।

রক্তজ লক্ষণ—রক্তজন্য ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠের উপরি খর্জ্জুর ফলের বর্ণবিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হয় এবং উহা হইতে রক্ত-স্রাব ও ওষ্ঠদ্বয় রক্তিমাকার হইয়া থাকে।

মাংসজ লক্ষণ—মাংসজন্য ওষ্ঠরোগে মাংসপিণ্ডের ন্যায় পীড়কা সকল গুরু, স্থূল ও উন্নত হয় এবং তাহাতে কীট জন্মিয়া থাকে।

মেদোজ লক্ষণ—ইহাতে ঘৃতমণ্ডের ন্যায় স্থূল কণ্ডূ উৎপন্ন হয় এবং উহা হইতে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছস্রাব বহু পরি-মাণে হইতে থাকে।

অভিঘাতজ লক্ষণ—অভিঘাতজন্য ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠ বিদীর্ণ, বেদনাবিশিষ্ট, রক্তাভ এবং অতিশয় কণ্ডূযুক্ত হইয়া থাকে। এই ৮ প্রকার ওষ্ঠরোগেরই যথাবিধি চিকিৎসা করা আবশ্যক।

চিকিৎসা—উক্ত সকল প্রকার রোগই রক্তাধিক্যবশতঃ হইয়া থাকে। গল, দন্তমূল ও দন্তচ্ছদগত রোগ প্রধানতঃ রক্তাধিক্য হেতু জন্মে, সুতরাং এই সকল রোগে দুষ্ট রক্তের স্রাব করান আবশ্যক। রক্তস্রাব করাইয়া পরে তৈল, ঘৃত, বসা ও মজ্জা এই চারি প্রকার স্নেহ মোমের সহিত মিলিত করিয়া মর্দ্দন করিতে হইবে, পরে নাড়ীস্বেদ প্রদান করিলে বাতজন্য মুখরোগ নষ্ট হয়।

শিরাবেধ, বমন, বিরেচন, তিক্তঘৃতপান, মাংসভোজন, শীতলপ্রলেপ এবং পরিষেক দ্বারা পৈত্তিক ওষ্ঠরোগের চিকিৎসা করিতে হয়। কফজ ওষ্ঠরোগে রক্ত মোক্ষণ করিয়া শিরো-বিরেচন, ধূম, স্বেদ এবং কবল প্রয়োগ করিতে হইবে। মেদোজ ওষ্ঠরোগে ক্ষতস্থান ভিন্ন করিয়া মেদোহরণ করিতে হইবে, পরে উহা বিশুদ্ধ করিয়া স্বেদপ্রয়োগ ও অগ্নিকর্ম্ম করা আবশ্যক। তদনন্তর প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা এবং মধুদ্বারা প্রতিসারণ করা বিধেয়। চূর্ণ, কল্ক বা অবলেহ দ্বারা দন্ত, জিহ্বা ও মুখ ধীরে ধীরে অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করাকে প্রতি-সারণ কহে।

দন্তবেষ্টরোগ—দন্তবেষ্টরোগ ১৬ প্রকার, যথা—শীতাদ, দন্তপুপ্পুট, দন্তবেষ্ট, শৈশির, মহাশৈশির, পরিদর, উপকুশ, বৈদর্ভ, খলিবর্দ্ধন, অধিমাংস, পাঁচ প্রকার দন্তনাড়ী এবং দন্ত-বিদ্রধি। [এই সকল রোগের নিদানাদি তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জিহ্বাগত রোগের নিদান ও সংখ্যা—জিহ্বারোগ পাঁচ প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, অলাস ও উপজিহ্বিকা।

বাতজ জিহ্বারোগ—বাতদূষিত জিহ্বা কিঞ্চিৎ বিদীর্ণ রসজ্ঞানশূন্য এবং মরুভূমি-সমুদ্ভব বৃক্ষের ন্যায় কণ্টকাচিত হয়। পিত্তজ লক্ষণ—জিহ্বা পিত্ত কর্ত্তৃক দূষিত হইলে দাহযুক্ত হয় এবং উহার উপরিভাগ দীর্ঘ ও কণ্টকাকৃতি হইয়া থাকে। কফজলক্ষণ—জিহ্বা কফ কর্ত্তৃক দূষিত হইলে, গুরু ও স্থূল হয় এবং উহার উপরি শিমুলকাটার আকৃতি-বিশিষ্ট মাংসাঙ্কুর হইয়া থাকে।

অলাসলক্ষণ—দূষিত কফ ও রক্ত হইতে জিহ্বাতলে অত্যন্ত শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অলাস নামক জিহ্বারোগ কহে। এই রোগ বর্দ্ধিত হইলে জিহ্বা স্তম্ভিত হয় এবং পাকে। স্তব্ধতা বায়ুর কার্য্য, পাক পিত্তের কার্য্য, সুতরাং জিহ্বা স্তম্ভিত ও পাকযুক্ত হইলে বায়ু ও পিত্ত ভিন্ন হইতে পারে না, অতএব এই রোগ ত্রিদোষজ দুঃসাধ্য।

উপজিহ্বিকালক্ষণ—উপজিহ্বিকরোগে দূষিত কফ ও রক্ত হইতে জিহ্বার অধোভাগে জিহ্বার অগ্রভাগের ন্যায় শোথ হয় এবং লালাস্রাব ও কফ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ইহার চিকিৎসা—জিহ্বাগতরোগে রক্তমোক্ষণ হিতকর এবং শুলফ, পিপুল, নিম্ব ও কটুকী এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে কবল করিলে জিহ্বারোগ প্রশ-মিত হয়। বাতজ ওষ্ঠরোগোক্ত চিকিৎসার ন্যায় বাতজ জিহ্বারোগের চিকিৎসা করিতে হয়। পিত্তজ জিহ্বারোগে কর্কশ পত্র দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া দূষিত রক্ত নিঃসারণ এবং কাকোল্যাদিগণকৃত প্রতিসারণ, গণ্ডূষ, নস্য ও মধুর দ্রব্য প্রয়োগ করিতে হয়। কফজ জিহ্বারোগে মণ্ডলাদি অস্ত্র দ্বারা নির্লেখন করিয়া রক্ত মোক্ষণ এবং পরে মধুযুক্ত পিপ্পল্যাদি-গণচূর্ণ অঙ্গুলি দ্বারা ঘর্ষণ করা কর্ত্তব্য।

উপজিহ্বিকারোগে কর্কশ পত্র দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া যবক্ষার দ্বারা প্রতিসারণ করা আবশ্যক; শিরোবিরেচন, গণ্ডূষ ও ধূমপ্রয়োগ দ্বারাও উপজিহ্বিকা রোগ প্রশমিত হয়। ত্রিকটু, যবক্ষার, হরীতকী ও চিতা এই সকল চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিয়া ঘর্ষণ করিলে কিংবা ঐ সকল দ্রব্যের কল্ক চতুর্গুণ জল দ্বারা তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে এই রোগে আশু উপকার হয়।

তালুরোগ—তালুরোগ ৯ প্রকার যথা,—গলশুণ্ডী, তুণ্ডিকেরী, অব্রুষ, কচ্ছপ, তালুর্ব্বুদ, মাংসসংঘাত, তালুপুপ্পুট, তালুশোষ এবং তালুপাক।

গলশুণ্ডির লক্ষণ—দূষিত কফ ও রক্ত হইতে তালুমূলে দীর্ঘাকার অথচ বাতপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় অত্যন্ত শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে গলশুণ্ডী কহে। এই রোগে পিপাসা, কাস ও শ্বাস উপস্থিত হইয়া থাকে। তুণ্ডিকেরীলক্ষণ—দূষিত কফ ও রক্ত হইতে তালুমূলে সূচিবিদ্ধবদ্‌বেদনা ও পাকযুক্ত বন কার্পাসের ফলের ন্যায় স্থূলতর শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে তুণ্ডিকেরী কহে। অব্রুষলক্ষণ—কুপিত রক্ত হইতে তালুমূলে জ্বর ও অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট রক্তবর্ণ স্তব্ধ শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে অব্রুষ কহে। কচ্ছপলক্ষণ—কুপিত কফ কর্ত্তৃক তালুমূলে বেদনাবিহীন অথচ চিরোত্থিত এবং কচ্ছপের আকৃতিবিশিষ্ট শোথ হইলে তাহা কচ্ছপনামে অভিহিত হয়। তালুর্ব্বুদলক্ষণ—তালুমূলে পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় এবং পূর্ব্বোক্ত রক্তার্ব্বুদের লক্ষণবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে তালুর্ব্বুদ কহে। মাংসসংঘাতলক্ষণ—দূষিত কফ কর্ত্তৃক তালুমূলে বেদনাবিহীন মাংসোচ্ছ্রয় হইলে তাহাকে মাংসসংঘাত কহে। তালুপুপ্পুটলক্ষণ—মেদোযুক্ত কফ কর্ত্তৃক তালুমূলে বেদনাবিহীন স্থায়ী অথচ কোলপ্রমাণ শোথ হইলে তাহাকে তালুপুপ্পুট কহে।

তালুশোষের লক্ষণ—দূষিত বায়ু কর্ত্তৃক তালুতে অত্যন্ত শোষ ও বিদীর্ণবদ্‌বেদনা এবং রোগীর অতিশয় শ্বাস উপস্থিত হইলে তাহাকে তালুশোষ কহে। তালুপাকলক্ষণ—দূষিত বায়ু কর্ত্তৃক তালুতে অত্যন্ত পাক উপস্থিত হইলে তাহাকে তালুপাক কহে।

ইহার চিকিৎসা—কুড়, মরিচ, বচ, সৈন্ধব, পিপুল, আকনাদি ও কৈবর্ত্তমুস্তক এই সকল চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিলে গলশুণ্ডী নষ্ট হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা সন্দংশন নামক অস্ত্র (সাঁড়াশী অস্ত্র) গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা আকর্ষণ করিয়া মণ্ডলাগ্র অস্ত্র দ্বারা জিহ্বার উপরিস্থিত গলশুণ্ডী ছেদন করিবে। অধিক ছিন্ন হইলে রোগীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা এবং অসম্যক্ ছিন্ন হইলে শোথ, লালাস্রাব এবং ভ্রম হইয়া থাকে। অতএব সুচিকিৎসক বিশেষ সাবধানতার সহিত ছেদন করিবেন। পরে পিপ্পলী, আতইচ, কুড়, বচ, মরিচ, সৈন্ধব ও শুণ্ঠী চূর্ণে মধু মিশ্রিত করিয়া প্রতিসারণ করিতে হয়। বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কটুকী ও নিম্ব এই সকলের কাথ করিয়া কবল করিলে তুণ্ডিকেরী, অব্রুষ, কচ্ছপ, মাংসসংঘাত ও তালুপুপ্পুট নষ্ট হয়। শাস্ত্রক্রিয়ান্তে ও অবস্থাবিশেষে এই ক্রিয়া কর্ত্তব্য। তালুপাক রোগে পিত্তনাশক ক্রিয়া করিলে উপকার হয়। তালুশোষে স্নেহ স্বেদ এবং বায়ুনাশক ক্রিয়া করিতে হয়।

গলরোগ—গলরোগ অষ্টাদশ প্রকার। যথা—পাঁচপ্রকার রোহিণী, কণ্ঠশালূক, অধিজিহ্ব, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, বৃন্দ, শতঘ্নী, শিলায়ু, গলবিদ্রধি, গলৌঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান এবং বিদারী।

পাঁচপ্রকার রোহিণীর লক্ষণ—দূষিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত গলদেশস্থিত মাংসকে দূষিত করিয়া কণ্ঠরোধকারী মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করিলে তাহাকে রোহিণী কহে। এই রোগ জীবননাশক।

বাতজলক্ষণ—বাতজন্য রোহিণীরোগে জিহ্বার চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত বেদনাবিশিষ্ট কণ্ঠরোধকারক মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং রোগী স্তম্ভ প্রভৃতি বাতজনিত উপদ্রবসমূহে পীড়িত হইয়া থাকে। পিত্তজলক্ষণ—পিত্তজন্য রোগে মাংসাঙ্কুর শীঘ্র উদ্গত হয়; অতিশয় দাহ ও পাকযুক্ত হইয়া উঠে এবং ইহাতে রোগীর প্রবলবেগে জ্বর হয়। শ্লেষ্মজলক্ষণ—কফজন্য রোহিণীরোগে মাংসাঙ্কুর গুরু, স্থির ও অল্পপাকবিশিষ্ট হয় এবং কণ্ঠস্রোত রুদ্ধ হইয়া থাকে। সন্নিপাতজলক্ষণ—ত্রৈদোষিক রোহিণীরোগে উপরি উক্ত তিনটী দোষের সমস্ত লক্ষণ হয় এবং মাংসাঙ্কুর গম্ভীরপাকী হইয়া থাকে, এই রোগ অসাধ্য, সুচিকিৎসা হইলে কিছুদিন যাপ্য হইয়া থাকে।

রক্তজলক্ষণ—রক্তজন্য রোহিণীরোগে জিহ্বামূল স্ফোটক দ্বারা পরিপূর্ণ এবং পিত্তজ রোহিণীর ন্যায় লক্ষণ হইয়া থাকে। এই রোগ সাধ্য।

ত্রিদোষজাত রোহিণীরোগ রোগীর জীবন সদ্যঃ নষ্ট করে, কফজ রোহিণীরোগ ৫ দিনে এবং বাতজ রোহিণী ৭ দিনের মধ্যে রোগীর জীবন নাশ করিয়া থাকে।

কণ্ঠশালূকলক্ষণ—কুপিত কফ কর্ত্তৃক গলমধ্যে বদরাস্থির ন্যায় কণ্টকবৎ বা শূকবৎবেদনাজনক খর ও স্থির গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে তাহাকে কণ্ঠশালূক কহে। এই রোগ শস্ত্রক্রিয়া সাধ্য।

অধিজিহ্বিক—রক্তমিশ্রিত কফ কর্ত্তৃক জিহ্বার উপরি জিহ্বাগ্রের ন্যায় শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অধিজিহ্বক কহে। পাকিলে এই রোগ অসাধ্য হয়।

বলয়—কফ কর্ত্তৃক বিস্তৃত, উন্নত এবং অন্নবহা নাড়ী-অবরোধকারী শোথ গলদেশে উৎপন্ন হইলে তাহাকে বলয় কহে। এই রোগও অসাধ্য। বলাস—যে রোগে কুপিত বায়ু ও

কফ কর্ত্তৃক গলদেশে বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং রোগীর হৃদয়ে ছেদনবৎ বেদনা ও শ্বাস উপস্থিত হয়, তাহাকে বলাস রোগ কহে। এই রোগ অসাধ্য। একবৃন্দ—দূষিত কফ ও রক্ত কর্ত্তৃক গলদেশের অভ্যন্তরে উন্নত দাহ ও কণ্ডুযুক্ত অপাকী, গুরু, কঠিন, অথচ বর্ত্তুলাকার শোথ উৎপন্ন হইলে তাহাকে একবৃন্দ কহে।

শতঘ্নী—যে রোগে ত্রিদোষের প্রকোপহেতু গলমধ্যে বর্ত্তি-সদৃশ কঠিন, কণ্ঠরোধকারী ও বাতজাদি ভেদে নানাপ্রকার বেদনাযুক্ত অথচ মাংসাঙ্কুর দ্বারা শোথ উৎপন্ন হয়, ঐ শোথ কণ্টকাবৃত, শতঘ্নী নামক শিলাবর্ত্তের ন্যায় হয়, এইজন্ত ইহাকে শতঘ্নী কহে। এই রোগ জীবননাশক।

শিলায়ু—যে রোগে দূষিত কফ ও রক্ত হইতে গলমধ্যে আমলকীর আঁঠির ন্যায় স্থির ও অল্প বেদনাযুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং ভক্ষিত দ্রব্য সর্ব্বদা গলদেশ সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে শিলায়ু কহে। এই রোগ শস্ত্রক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত হয়।

গলবিদ্রধি—যে যে রোগে ত্রিদোষের প্রকোপহেতু সমস্ত গলা ব্যাপিয়া বিবিধ বেদনা ও শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। এই রোগে ত্রৈদোষিক বিদ্রধির লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

গলৌঘ—যে রোগে রক্তসংসৃষ্ট কফ কর্ত্তৃক গলদেশে কণ্ঠরোধকারী ও শ্বাস-প্রশ্বাসের বাধাজনক মহাশোথ উৎপন্ন হয় এবং রোগীর অত্যন্ত জ্বর হইয়া থাকে, তাহাকে গলৌঘ কহে।

স্বরঘ্ন—যে রোগে বায়ুর প্রকোপহেতু রোগী অন্ধকার-প্রবিষ্টের ন্যায় বোধ এবং সর্ব্বদা শ্বাস ত্যাগ করে, কণ্ঠশুষ্ক ও স্বরভঙ্গ হয়, আহারীয় বস্তু গলাধঃকরণ করিতে অসমর্থ হয় এবং বায়ুবহা স্রোতঃসমূহ কফ কর্ত্তৃক দূষিত বোধ হয়, তাহাকে স্বরঘ্ন রোগ কহে।

মাংসতান—যে রোগে ত্রিদোষের প্রকোপহেতু গলদেশে বিস্তৃত লম্বমান ও অত্যন্ত কষ্টদায়ক শোথ উৎপন্ন হইয়া ক্রমে কণ্ঠরোধ করে, তাহাকে মাংসতান কহে। এই রোগ জীবন-নাশক।

বিদারী—যে রোগে পিত্তের প্রকোপহেতু গলদেশে ও মুখে তাম্রবর্ণ এবং দাহ ও সূচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং দুর্গন্ধযুক্ত পচামাংস খসিয়া পড়িতে থাকে, তাহাকে বিদারী রোগ কহে। রোগী যে পার্শ্বে অধিককাল শয়ন করে, সেই পার্শ্বে এই রোগ হয়।

ইহার চিকিৎসা।—সাধ্যরোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডূষধারণ এবং নস্ত হিতকারক। বাতজন্ত রোহিণী-রোগে রক্তমোক্ষণপূর্ব্বক ত্রিলবণচূর্ণ, চিনি ও মধু মিলিত করিয়া ঘর্ষণ এবং দ্রাক্ষা ও পরুষ ফলের কাথ দ্বারা কবল করিবে। কফজ রোহিণীরোগে গৃহধূম, শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচচূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে।

শ্বেত-অপরাজিতা, বিড়ঙ্গ, দন্তী ও সৈন্ধব দ্বারা তৈল পাক করিয়া নস্ত এবং কবল করিলে কফজ রোহিণীরোগ প্রশমিত হয়। পিত্তজ রোহিণীরোগে পিত্তরোগোক্ত চিকিৎসা করা আবশ্যক। কণ্ঠশালুকরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া তুণ্ডিকেরী রোগের ন্যায় চিকিৎসা এবং স্নিগ্ধ যবান্ন অল্প পরিমাণে একবার ভোজন করাইবে। অধিজিহ্বক রোগে উপজিহ্বিক রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়। একবৃন্দ রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া বিরেচনাদি দ্বারা কায়-শোধন করা আবশ্যক। বৃন্দরোগে একবৃন্দরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়। শিলায়ুরোগ শস্ত্রক্রিয়া দ্বারা প্রশমিত হয়। গলবিদ্রধি রোগ মর্ম্মস্থান গত না হইলে, অথচ সুপক্ক হইলে শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে।

কণ্ঠগতরোগে রক্তমোক্ষণ এবং উগ্র নস্তাদি দ্বারা চিকিৎসা বিধেয়। দারুহরিদ্রাত্বক্, নিমছাল, রসাঞ্জন ও ইন্দ্রযব ইহাদের কাথে বা হরীতকীর কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কণ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। কট্‌কী, আতইচ, দেব-দারু, আকনাদি, মস্তক ও ইন্দ্রযব গোমূত্র দ্বারা ইহাদের কাথ করিয়া পান করিলে কণ্ঠরোগ নষ্ট হয়। দ্রাক্ষা, কট্‌কী, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রাত্বক্, ত্রিফলা, মুতা, আকনাদি, রসাঞ্জন, দূর্ব্বা ও চই এই সকল চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিয়া মধু সহ-যোগে প্রয়োগ করিলে গলরোগে অত্যন্ত উপকার হয়। এই তিনটী যোগ যথাক্রমে বাত, পিত্ত ও কফনাশক। যবক্ষার, চই, আকনাদি, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা, এবং পিপ্পলী, এই সকল দ্রব্য মধুসহযোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার গলরোগ নষ্ট হয়।

সমস্ত মুখরোগ—সমস্ত মুখগত রোগ বাতজ, পিত্তজ ও কফজভেদে তিন প্রকার। ইহাকে সর্ব্বসররোগ কহে। বাতজন্য সমস্ত মুখরোগে জিহ্বাদি সপ্তাবয়ব ব্যাপিয়া সূচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হয়। এই রোগ পিত্ত-জন্ত হইলে রক্ত বা পীতবর্ণ এবং দাহযুক্ত অল্প স্ফোটক উৎপন্ন হয়। ইহা কফজন্ত হইলে শরীরে সমান বর্ণ-বিশিষ্ট কণ্ডু এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হয়।

ইহার চিকিৎসা—এই রোগ বাতজ হইলে বাতঘ্নচূর্ণ ও

সৈন্ধব দ্বারা প্রতিসারণ এবং বাতঘ্ন ঔষধ দ্বারা তৈল পাক করিয়া কবল ও নস্ত প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। পিত্তজন্ত সমস্ত মুখরোগে বিরেচনাদি দ্বারা কায়শোধন এবং সর্ব্ব প্রকার পিত্তনাশক ক্রিয়া ও মধুর এবং শীতল দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। কফজ হইলে কফঘ্ন প্রতিসারণ, গণ্ডূষ, ধূম ও সংশোধন ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করিলে এই রোগ নিরাকৃত হয়। মুখপাকরোগে শিরাবেধ ও শিরোবিরেচন এবং মধু, গোমূত্র, ঘৃত বা দুগ্ধ দ্বারা শীতল কবল হিতকর। জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, দুরালভা, দারুহরিদ্রা এবং ত্রিফলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া শীতল গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখপাক নষ্ট হয়। প্রতিদিন অনেক পরিমাণে জাতীফলের পাতা চর্ব্বণ করিলে মুখপাক প্রশমিত হয়। কৃষ্ণজীরা, কুড় ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য একত্র মুখে রাখিয়া চর্ব্বণ করিলে মুখপাক, মুখগত ব্রণ, ক্লেদ ও দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

পটোল, নিম্ব, জাম, আম্র ও মালতীর নূতন পত্র দ্বারা কাথ করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া মুখ প্রক্ষালন করিলে মুখপাক নষ্ট হয়। দারুহরিদ্রার স্বরস, অগ্নির উত্তাপে ঘনীভূত করিয়া ইহাতে মধু প্রক্ষেপ দিবে, পরে ইহা প্রয়োগ করিলে মুখরোগ, রক্তদোষ ও নাড়ীব্রণ নষ্ট হয়।

ছাতিম, বেণার মূল, পটোল, মুথা, হরীতকী, কট্‌কী, যষ্টিমধু, শোনা এবং রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে মুখপাকরোগ নষ্ট হয়। তিল ও নীলোৎপল-চূর্ণ এবং ঘৃত, চিনি ও দুগ্ধ ইহার সহিত অধিক পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখপাক নষ্ট হয়। ছোলঙ্গলেবুর বকল একবার ভক্ষণ করিলে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। হরিদ্রা, নিম্বপত্র, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্যের কল্ক ও চতুর্গুণ জল দ্বারা পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে মুখপাক নষ্ট হয়। তৈল /৪ সের, কল্কার্থ যষ্টিমধু অর্দ্ধপোয়া এবং নীলোৎপল তিন সের চোদ্দছটাক, দুগ্ধ /৮ সের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া নস্ত গ্রহণ করিলে মুখস্রাব নষ্ট হয় এবং গাত্রে মর্দ্দন করিলে ক্রমে দোষসংঘাত, শুক্রব্রণ ও অঙ্গবিঘট্টন নষ্ট হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ)

সুশ্রুতে মুখরোগের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—ওষ্ঠ, দন্তবেষ্ট, দন্ত, জিহ্বা, তালু ও কণ্ঠ প্রভৃতি মুখমধ্যস্থ অবয়বে যে সকল পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে মুখরোগ কহে। জলাভূমিজাত জীবের মাংস, মৎস্য, ক্ষীর ও দধি প্রভৃতি দ্রব্য অতিরিক্ত ভোজন করিলে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া মুখরোগ উৎপাদন করে, অধিকাংশ মুখরোগেই অন্যান্য দোষ অপেক্ষা কফের প্রাধান্য অধিক।

ওষ্ঠগত মুখরোগ, প্রকারভেদ ও লক্ষণ।—ওষ্ঠগত মুখরোগের মধ্যে বাতজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, শ্যাববর্ণ, রুক্ষ, জড়বৎ, সূচীবেধের ন্যায় বেদনাযুক্ত ও ফাটা ফাটা হয়। পিত্তজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় পীতবর্ণ এবং বেদনা, দাহ ও পাকযুক্ত পীড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত হয়। কফজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় শীতল, শ্বেতাভ, গুরু, পিচ্ছিল, কণ্ডুযুক্ত, বেদনাশূন্য এবং ত্বক্‌সমবর্ণ পীড়কা ব্যাপ্ত হয়। ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় অবস্থাবিশেষে কখন পীত, কখন বা শ্বেতবর্ণ হয় এবং নানাবিধ পীড়কা-ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। রক্তকোপজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় পক্ব খর্জ্জূরফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পীড়কাব্যাপ্ত এবং রক্তস্রাবযুক্ত হয়। মাংসদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু, স্থূল ও মাংস-পিণ্ডের ন্যায় উন্নত হয় এবং ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়ে কৃমি জন্মিয়া ক্রমে তাহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় ভার, কণ্ডুযুক্ত ও ঘৃতের উপরিস্থিত স্বচ্ছভাগের ন্যায় বর্ণযুক্ত হয়, আর ইহা হইতে সর্ব্বদা নির্ম্মল স্রাব নির্গত হইতে থাকে। কোনরূপ আঘাতাদি দ্বারা ওষ্ঠরোগ উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ তাহাতে ফাটিয়া যাওয়ার ন্যায় বা কুঠারাঘাতের ন্যায় বেদনা হয়, পরে যে দোষ কুপিত হয়, সেই দোষের লক্ষণও তাহাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দন্তগত মুখরোগ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—দন্তবেষ্ট অর্থাৎ দাঁতের মাড়িতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে শীতাদ নামক রোগে অকস্মাৎ দন্তবেষ্ট হইতে রক্তস্রাব হয় এবং দন্তমাংস সকল ক্রমশঃ পচিয়া দুর্গন্ধ, ক্লেদযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল হইয়া খসিয়া পড়ে। কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। দুইটী বা তিনটী দাঁতের গোড়ায় অত্যন্ত শোথ হইলে, তাহাকে দন্তপুপ্পুটক রোগ কহে। ইহা কফ ও রক্তজন্য হইয়া থাকে। যে পীড়ায় দন্ত সকল নড়ে ও দন্তমূল হইতে পূয়-রক্ত নির্গত হয়, তাহাকে দন্তবেষ্ট রোগ কহে। রক্ত দূষিত হইলে এই পীড়া উৎপন্ন হয়। কফ ও রক্তের দোষজন্য দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণাদায়ক শোথ উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে, এইরূপ লক্ষণ হইলে তাহাকে শৌষির কহে। যে রোগে দন্ত সকল নড়িয়া যায় এবং তালু, দন্ত, ওষ্ঠ, ক্লেদযুক্ত হয়, তাহাকে মহাশৌষির কহে। এই রোগ ত্রিদোষজ এবং মারাত্মক।

দন্তমাংস গলিত এবং তাহা হইতে রক্তস্রাব হইলে তাহাকে পরিদর কহে। ইহা রক্তপিত্ত ও কফদোষ হইতে জন্মে। দন্তবেষ্ট রোগে দাহ ও পাক থাকিলে এবং তজ্জন্য দন্ত সকল পড়িয়া গেলে, তাহাকে উপকুশ কহে। ইহা রক্তপিত্তজনিত পীড়া। দন্তবেষ্টে কোনরূপ আঘাত লাগিলে যদি তজ্জন্য

প্রবল শোথ হয় ও দন্ত সকল পড়িয়া যায়, তবে তাহার নাম বৈদর্ভ। এই রোগ অভিঘাতজ। বায়ুর প্রকোপবশতঃ হনু-কুহরে প্রবল যাতনার সহিত যে এক একটী অধিক দন্ত উদ্গত হয়, তাহাকে খলীবর্দ্ধন কহে, উদ্গত হওয়ার পর, আর ইহাতে কোন যন্ত্রণা থাকে না, অধিক বয়সে ইহা উঠিয়া থাকে। চলিত কথায় ইহাকে 'আক্কেল দাঁত' কহে। কুপিত বায়ু দন্ত আশ্রয় করিয়া ক্রমে সেই দন্ত বিষম ও বিকটরূপে পরিণত করিলে অর্থাৎ দাঁতের গঠনাদি কুৎসিত ও বিকৃত হইলে তাহাকে করাল রোগ কহে। ইহা অসাধ্য ব্যাধি। হনু-কোটরস্থ শেষের দন্তমূলে অতি যন্ত্রণাদায়ক প্রবল শোথ হইয়া তাহা হইতে লালা নির্গত হইলে তাহাকে অধিমাংস কহে, ইহা কফজ পীড়া। এই সকল পীড়া ব্যতীত দন্তবেষ্টে নানাপ্রকার নাড়ীব্রণ (নালীঘা) উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দন্তগত রোগসমূহের মধ্যে দালন নামক দন্তরোগে দন্ত সকল বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ার ন্যায় যাতনা হয়, ইহা বাতজ রোগ। কৃমিদন্তকরোগে দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র এবং দন্তমূলে অতিশয় বেদনাদায়ক শোথ হয়, তাহা হইতে লালাস্রাব ও অকস্মাৎ বেদনার আধিক্য প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইতে থাকে। ইহাও বাতপ্রকোপজ ব্যাধি। ভঞ্জনক রোগে দন্তভগ্ন ও মুখের বক্রতা হয়, ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি। দন্তহর্ষ-রোগে দন্তসমূহ শীত, উষ্ণ, বায়ু ও অম্ল-স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, অর্থাৎ ঐ সকল স্পর্শে দাঁত শির্ শির্ করিতে থাকে। ইহা বাতপিত্তজ পীড়া। দন্তমাংস দূষিত হইয়া মুখের ভিতরদিকে ও বাহিরদিকে দাহ ও বেদনাযুক্ত যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে দন্তবিদ্রধি কহে। এই রোগে মলোৎপত্তি ও স্রাব হইয়া থাকে। বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে পূযরক্ত নিঃসৃত হয়। বায়ু ও পিত্ত দ্বারা দন্তগত মল শোষিত হইয়া কাঁকরের ন্যায় খরস্পর্শ হইলে তাহাকে দন্তশর্করা কহে। ঐ দন্তশর্করা ফাটিয়া গেলে তাহার সহিত দন্তেরও কিয়দংশ ফাটিয়া যায়। তখন তাহাকে কপালিকা কহে। এই পীড়ায় ক্রমশঃ দন্ত সকল পড়িয়া যায়। দুষ্ট রক্ত ও পিত্ত দ্বারা কোন দন্ত দগ্ধবৎ বা শ্যাববর্ণ হইলে, তাহাকে শ্যাব-দন্তক কহে।

জিহ্বাগত মুখরোগ, তাহার লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—জিহ্বা-গত রোগসমূহের মধ্যে বায়ুজনিত জিহ্বা স্ফুটিত, রসাস্বাদনে অসমর্থ এবং কাঁটা কাঁটা হয়। পৈত্তিক জিহ্বারোগে রক্তবর্ণ, দাহজনক ও দীর্ঘাকার কণ্টকসমূহ দ্বারা জিহ্বা আকীর্ণ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ জিহ্বারোগে জিহ্বা গুরু এবং শিমুল কাঁটার ন্যায় মাংসাঙ্কুরবিশিষ্ট হয়। জিহ্বাতলে দূষিত কফ ও রক্তজ দারুণ শোথ হইলে তাহাকে অলাস কহে। এই রোগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে জিহ্বামূল পাকিয়া উঠে এবং জিহ্বা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। ঐরূপ দূষিত কফ ও রক্ত হইতে যে শোথ জিহ্বাতলে উৎপন্ন হইয়া জিহ্বাকে উন্নত করিয়া রাখে এবং তাহাতে শোথ, দাহ, কণ্ডু ও লালাস্রাব হইতে থাকে, তাহাকে উপজিহ্বা কহে।

তালুগত মুখরোগ, তাহার লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—তালুগত রোগসমূহ মধ্যে দুষ্ট কফ ও দুষ্ট রক্ত দ্বারা তালুমূলে যে শোথ উৎপন্ন হয় এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়, তাহাকে গলশুণ্ডী কহে। এই রোগের সহিত তৃষ্ণা ও কাসের উপদ্রব থাকে। কফ ও রক্ত কুপিত হইয়া তালুমূলে বন-কাপাসের ফলের আকৃতিবিশিষ্ট এবং দাহ ও সূচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে তুণ্ডিকেরী কহে। ইহা পাকিয়া থাকে। দুষ্ট রক্ত-জন্য রক্তবর্ণ, অনতিস্থূল এবং জ্বর ও তীব্র বেদনাযুক্ত যে শোথ তালুদেশে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অধ্রুষ। শ্লেষ্মপ্রকোপ জন্য তালুদেশে অল্পবেদনাযুক্ত এবং কচ্ছপের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট শোথ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া দীর্ঘকালে বর্দ্ধিত হয়, ইহাকে কচ্ছপরোগ কহে। রক্তপ্রকোপজন্য তালু মধ্যে মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইলে তাহাকে রক্তার্ব্বুদ কহে। কফদুষ্টি-জন্য তালুদেশে মাংসবৃদ্ধি হইলে তাহাকে মাংসসংঘাত কহে। ইহাতে কোনরূপ বেদনা থাকে না। দুষ্ট কফ ও মেদকর্তৃক তালুদেশে কুলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও বেদনাশূন্য শোথ হইলে তাহাকে তালুপুপ্পুট কহে। যে তালুরোগে তালুদেশ বারংবার শুষ্ক হইতে থাকে, বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ার ন্যায় যাতনা অনুভূত হয় এবং রোগীর শ্বাস উপস্থিত হয়, তাহাকে তালুশোষ কহে। বায়ুর প্রকোপজন্য এই রোগ উৎপন্ন হয়। পিত্তের অধিক প্রকোপজন্য তালুদেশ পাকিয়া উঠিলে তাহাকে তালুপাক কহে।

কণ্ঠগত মুখরোগ, তাহার লক্ষণ ও প্রকারভেদ।—বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষের প্রকোপ জন্য কণ্ঠমধ্যে নানাপ্রকার রোগ জন্মে, তাহার অধিকাংশ শস্ত্রসাধ্য এবং অসাধ্য। যে কণ্ঠ-রোগে কুপিত দোষ কর্তৃক মাংস ও রক্ত দূষিত হইয়া জিহ্বার চতুর্দ্দিকে মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাকে রোহিণী কহে। ঐ সকল মাংসাঙ্কুর অধিক বর্দ্ধিত হইলে ক্রমশঃ কণ্ঠরোধ হইয়া রোগীর প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। জিহ্বার মূলদেশে ও উপরিভাগে জিহ্বার অগ্রভাগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অধিজিহ্ব কহে। পাকিয়া উঠিলে এই রোগ চিকিৎসায় অসাধ্য।

সর্ব্বসর মুখরোগ।—মুখের সমুদায় অংশে যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সর্ব্বসর মুখরোগ কহে। বায়ুর আধিক্যে সমুদয় মুখমধ্যে সূচীবেধের ন্যায় বেদনাযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক হয়। পিত্তাধিক্যে ঐ সকল স্ফোটক পীতবর্ণ বা রক্তবর্ণ হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ থাকে। শ্লেষ্মাধিক্যে স্ফোটক-সমূহে অল্প বেদনা ও চুলকানি থাকে এবং তাহার বর্ণ গাত্রের সমান হয়।

ওষ্ঠগত মুখরোগ-চিকিৎসা।

বাতজ ওষ্ঠরোগে তৈল বা ঘৃতের সহিত মোম মিশ্রিত করিবে। লোবান, ধুনা, গুগ্গুলু, দেবদারু ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ধীরে ধীরে ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে। মোম ও গুড়ের সহিত ধুনা, তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া প্রলেপ দিলে ওষ্ঠে সূচীবেধবৎ বেদনা, কার্কশ্য, ব্যথা ও পূয়রক্তস্রাব নিবারিত হয়। পিত্তজ ওষ্ঠরোগে তিক্তদ্রব্য পান, ভোজন, এবং শীতলদ্রব্যের প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। পিত্তবিদ্রধির ন্যায় ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। কফজ ওষ্ঠরোগে ত্রিকটু, সাচীক্ষার ও যবক্ষার এই তিন দ্রব্যের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে। মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে অগ্নিতাপ উপকারক। প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা ও লোধ ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে ঘর্ষণ করিবে। ওষ্ঠক্ষত নিবারণজন্য ধুনা, গিরিমাটি, ধনে, তৈল, ঘৃত, সৈন্ধব ও মোম একত্র পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে যে দোষের অধিক প্রকোপ লক্ষিত হইবে, প্রথমে তাহারই চিকিৎসা করিয়া পরে অন্যান্য দোষের চিকিৎসা করা বিধেয়। পাকিলে ব্রণরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়।

দন্তগত মুখরোগচিকিৎসা।

দন্তরোগসমূহের মধ্যে শীতাদরোগে শুঁট, সর্ষপ ও ত্রিফলা, ইহাদের কাথদ্বারা কবল করিবে। হীরাকস্, লোধ, পিপুল, মনছাল, প্রিয়ঙ্গু ও তেজোবল ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে শীতাদ রোগের মাংসপচন নিবারিত হয়। কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুথা, বরাহক্রান্তা, আকনাদি, চৈ ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণদ্বারা দন্তঘর্ষণ করিলে, রক্তস্রাব, কণ্ডু ও বেদনা নিবারিত হয়। দন্তপুপ্পুট রোগের প্রথমাবস্থায় রক্তমোক্ষণ এবং মধুমিশ্রিত পঞ্চলবণ ও যবক্ষার-চূর্ণের ঘর্ষণ উপকারক। চলদন্তরোগে বট ও অশ্বত্থ প্রভৃতি ক্ষীরি-বৃক্ষের কাথে অথবা নীল ঝাঁটীর কাথের কবল করিবে এবং বকুলফল চর্ব্বণ করিলেও উপকার হয়। দন্ততোদ ও দন্তহর্ষরোগে তৈলাদি বায়ুনাশক দ্রব্যের কবল করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বকুলছালের কাথের কবল এবং পিপুলচূর্ণ, ঘৃত ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল প্রশমিত হয়। দন্তবেষ্টরোগে রক্তমোক্ষণ, বট অশ্বত্থাদি বৃক্ষের কাথে ঘৃত, মধু, ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া তাহার কবল গ্রহণ এবং লোধ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও লাক্ষা ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া অল্পে অল্পে ঘর্ষণ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। শৈশিররোগে রক্তমোক্ষণ, বটাদি কাথের গণ্ডূষধারণ এবং লোধ, মুতা ও রসাঞ্জন ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিতে হইবে। শীতাদ রোগের ন্যায় উপকুশ ও পরিদর রোগের চিকিৎসা করিতে হয়। উপকুশরোগে পিপুল, শ্বেতসর্ষপ, শুঁঠ ও হিজল-ফল, এই সকল দ্রব্য উষ্ণজলে মর্দ্দন করিয়া তাহার কবল করিবে। দন্তবৈদর্ভ, অধিদন্ত, অধিমাংস ও শুষিররোগ শস্ত্রসাধ্য। দন্তনালী রোগে যে দন্তে নালী হয়, সেই দন্তটী উৎপাটন করিতে হয়। কিন্তু উপর পাটীর দন্ত হইলে তাহা উৎপাটন করা উচিত নহে। জাতীপত্র, মদনফল, কটুকী ও বৈচিমূল ইহাদের কাথ মুখে ধারণ করিলে এবং লোধ, খদির, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধুপ্রভৃতি দ্রব্য সকলের সহিত তৈল পাক করিয়া দিলে দন্তনালী প্রশমিত হয়। দন্তশর্করারোগে দন্ত-মূলের কোন হানি না হয়, এইরূপ ভাবে তাহা ছেদন করিয়া সেই স্থানে মধুমিশ্রিত লাক্ষাচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে, কপালিকারোগে দন্তহর্ষের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হয়। কৃমিদন্তকরোগে হিঙ্গু গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। বৃহতী, কুকুর্শিমা, এরণ্ডমূল ও কণ্টকারির কাথের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিবে। দ্রোণপুষ্পের রস, সমুদ্রফেন, মধু ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে দাঁতের পোকা নষ্ট হয়। মনসাগাছের শিকড় চর্ব্বণ করিয়া দন্তে রাখিলে দাঁতের পোকা পড়িয়া যায়। দন্তরোগাশনিচূর্ণ ও দশনসংস্কারচূর্ণ প্রভৃতি দন্তসংশোধক ঔষধ যাবতীয় দন্ত-রোগে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

জিহ্বাগত মুখরোগচিকিৎসা।

বাতজ জিহ্বারোগে বাতজ ওষ্ঠরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। পৈত্তিক জিহ্বারোগে ডুমুর প্রভৃতির কর্কশ পত্রাদি-দ্বারা জিহ্বাঘর্ষণ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে শতমূলী, শুলঞ্চ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মুগানি, মাষাণি, অশ্বগন্ধা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়া, বেড়েলা, পীতবেড়েলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে, এবং উহাদের কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার কবল করিবে। শ্লৈষ্মিক জিহ্বারোগেও ঐরূপ কর্কশপত্র-

ঘর্ষণাদিদ্বারা রক্তমোক্ষণ করা আবশ্যক। তৎপরে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁট, মরিচ, গজপিপ্পলী, রেণুকা, বড়এলাচি, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়ানিম, হিঙ্গু, বামনহাটী, মূর্ব্বামূল, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও সৈন্ধব লবণের কবলধারণ করিবে। মানভস্ম, সৈন্ধবলবণ ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ এবং জামির লেবুপ্রভৃতি অম্লদ্রব্যের কেশর কিঞ্চিত সিদ্ধের আটায় মিশ্রিত করিয়া চর্ব্বণ করিলে জিহ্বার জড়তা নষ্ট হয়। উপজিহ্বরোগ কর্কশপত্রাদিদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে যবক্ষারচূর্ণ অথবা ত্রিকটু, হরীতকী ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে। এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল ব্যবহার করিলেও উপজিহ্বরোগ প্রশমিত হয়।

তালুগত মুখরোগচিকিৎসা।

প্রায় সমুদয় তালুরোগই শস্ত্রচিকিৎসাসাধ্য। কেবল গলশুণ্ডীরোগে শেফালিকামূল চর্ব্বণ করিলে অথবা বচ, আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কটুকী, নিমছাল, ইহাদের কাথের কবল করিলে প্রশমিত হইয়া থাকে।

কণ্ঠগত মুখরোগচিকিৎসা।

বাতজ রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া তাহাতে লবণ ঘর্ষণ এবং ঈষদুষ্ণ তৈলের কবলধারণ হিতকর। পৈত্তিক রোহিণীরোগে রক্তচন্দন, চিনি ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিবে এবং দ্রাক্ষা ও ফলসারকাথের কবলও হিতকর। শ্লৈষ্মিক রোহিণীরোগে ঝুল ও কটুকী চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে এবং অপরাজিতা, বিড়ঙ্গ, দন্তী ও সৈন্ধব ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য ও কবল করিবে। রক্তজ রোহিণীতে পৈত্তিক রোহিণীর ন্যায় চিকিৎসা করা আবশ্যক। শুঁঠ, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ্ণ দ্রব্য এবং লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে অধিজিহ্বরোগের শান্তি হয়। কালকচূর্ণ, পীতকচূর্ণ, ক্ষারগুটিকা ও যবক্ষারাদিগুটীপ্রভৃতি ঔষধ ব্যবহারে যাবতীয় কণ্ঠরোগেরই শান্তি হয়।

সর্ব্বসরমুখরোগচিকিৎসা।

সর্ব্বসরমুখরোগে পটোলপত্র, নিম্বপত্র, জম্বুপত্র, আম্রপত্র এবং মালতীপত্রের কাথদ্বারা কবল করিবে। জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, দুরালভা, দারুহরিদ্রা, ও ত্রিফলা ইহাদের কাথ শীতল হইলে তাহার সহিত মধুমিশ্রিত করিয়া কবল করিবে; পিপুল, জীরা, কুড় ও ইন্দ্রযব ইহাদের চূর্ণ মুখে ধারণ করিলে মুখপাক, মুখের ব্রণ, ক্লেদ ও দুর্গন্ধ প্রশমিত হয়। সপ্তচ্ছদাদি ও পটোলাদির কাথ, খদিরবটিকা ও বৃহৎ খদিরবটিকাপ্রভৃতি ঔষধ এবং বকুলাদ্যপ্রভৃতি তৈল সকল প্রকার মুখরোগেই প্রয়োগ করা বিধেয়।

পথ্যাপথ্য—রোগবিশেষে দোষবিশেষের আধিক্য বিবেচনা করিয়া সেই সেই দোষনাশক পথ্য ব্যবহার করিতে হইবে। সাধারণতঃ কফনাশক দ্রব্যমাত্রই মুখরোগে বিশেষ উপকারক। মুখরোগমাত্রেই অম্লদ্রব্য, মৎস্য, জলাভূমিজাতজীবের মাংস, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাষকলাই ও কঠিন দ্রব্যভোজন, অধোমুখে শয়ন, দিবানিদ্রা এবং দন্তকাষ্ঠদ্বারা মুখধাবন অহিতকর। (সুশ্রুত মুখরোগচি৹)

চরক ও চক্রদত্তপ্রভৃতি বৈদ্যকগ্রন্থে মুখরোগাধিকারে ইহার চিকিৎসা সম্বন্ধে নানাপ্রকার ঔষধ মুষ্টিযোগাদির ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে সে সকল লিখিত হইল না।

মুখলাঙ্গল (পুং) মুখং লাঙ্গলমিব ভুবিদারকমস্য। শূকর।

মুখলেপ (পুং) মুখরোগভেদ, মুখ চট্ চট্ করা। মুখালপ্ততা।

মুখবৎ (ত্রি) ১ মুখের মত। ২ মুখশালী।

মুখবন্ধ (পুং) মুখস্য প্রারব্ধবিষয়স্য বন্ধঃ সংগ্রহঃ। অনুক্রমণিকা, ভূমিকা, গ্রন্থারম্ভে বক্তব্য বিষয়, গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকার গ্রন্থ সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করেন।

মুখবন্ধন (ক্লী) মুখং প্রারব্ধবিষয়ঃ তস্য বন্ধনং সংগ্রহোঽত্র। গ্রন্থারম্ভে তাহার স্থূল বক্তব্য কথন, অনুক্রমণিকা, ভূমিকা।

মুখবল্লভ (পুং) মুখস্য বল্লভঃ প্রীতিকরঃ। ১ দাড়িমবৃক্ষ। (ত্রি) ২ মুখপ্রিয়।

মুখবাচিকা (স্ত্রী) মুখং বাচয়তি শোধয়তীতি বচ-ণিচ্-ণ্বুল্ স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্বং। অম্বষ্ঠা। (রাজনি৹)

মুখবাদ্য (ক্লী) মুখেন বাদ্যং। বক্রনালবাদ্য, চলিত বাঁক। মুখস্য মুখেন চ বাদ্যং। ২ শিবপূজান্তে 'বম্ বম্' শব্দ করিয়া গালবাদ্য। শিবপূজায় মুখবাদ্য করিতে হয়। মাতৃকামন্ত্রের সহিত সনৃত্য মুখবাদ্য দুর্লভ, পূজাবসানে এইরূপ মুখবাদ্য করিলে অশেষ পুণ্য হয়। পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ বিন্দুর সহিত অনুলোম বিলোমে উচ্চারণ করিয়া মুখবাদ্য করিলে শিবত্বপ্রাপ্তি হয়। এইরূপ মুখবাদ্যের শব্দে অসুর ও রাক্ষসাদি দূরে পলায়ন করে। *

* "লিঙ্গং নির্ম্মায় বিধিবৎ বিধিবৎ পূজয়েচ্চ তম্।
বড়ক্ষরং জপিত্বা বৈ মুখবাদ্যং শুচিস্মিতে।" (লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র ১৫প৹)
অপিচ—
"মুখবাদ্যং সনৃত্যং হি কৃত্বা তু পরমেশ্বরি।
মাতৃকামন্ত্রসহিতং মুখবাদ্যং সুদুর্লভম্।
অকারাদিক্ষকারান্তমনুলোমবিলোমতঃ।
উচ্চার্য্য পরমেশানি মুখবাদ্যং শুচিস্মিতে।

মুখবাস (পুং) মুখস্য বাসঃ সৌরভ্যমস্মাৎ। ১ গন্ধতৃণ। (রাজনি॰) ২ তরম্বুজলতা। (রত্নমালা)

মুখবাসন (পুং) মুখং বাসয়তীতি বস-ণিচ্-ল্যু। মুখের সদ্গন্ধকারক দ্রব্য, কর্পূরাদি, যাহা মুখে দিলে মুখ সদ্গন্ধে পরিপূর্ণ হয়। পর্য্যায়—আমোদী। (অমর) বহুবিধ সুগন্ধ দ্রব্য একত্র করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়।

'কস্তূরিকায়ামামোদঃ কর্পূরে মুখবাসনঃ।
বকুলে স্যাৎ পরিমলস্তম্পকে সুরভিস্তথা।
গন্ধো বিবৃষ্টিরন্যোক্তে শুলিবৃত্তৌ ত্রিলিঙ্গকাঃ॥' (শব্দার্ণব)

মুখবিপুলা (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্তভেদ। ইহা আর্য্যাচ্ছন্দের এক প্রকারভেদ। ইহাকে কেবল বিপুলাও কহে। এই বৃত্তের প্রথম পাদে ১৮ মাত্রা, দ্বিতীয় পাদে ১২ মাত্রা, তৃতীয় পাদে ১৪ মাত্রা ও চতুর্থ পাদে ১০ মাত্রা। ইহার লক্ষণ—

"সংলঙ্ঘ্য গণত্রয়মাদিমং শকলয়োর্দ্বয়োর্ভবতি পাদঃ।
যস্যাস্তাং পিঙ্গলনাগো বিপুলামিতি সমাখ্যাতি॥" (ছন্দোম॰)

মুখবিলুণ্ঠিকা (স্ত্রী) মুখেন বিলুণ্ঠয়তীতি লুণ্ঠ-ণিচ্-ণ্বুল্ স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্বং। ছাগী। (শব্দরত্না॰)

মুখব্যাদান (পুং) হাঁ করা।

মুখবিষ্ঠা (স্ত্রী) মুখে বিষ্ঠা মলমস্যাঃ। তৈলপায়িকা, চলিত তেলাপোকা, ইহাদের মুখে মল থাকে বলিয়া ইহারা ঐ নামে প্রসিদ্ধ।

'বল্গুলিকা মুখবিষ্ঠা পয়োষ্ণী তৈলপায়িকা।' (হেম)

মুখবৈদল (পুং) কীটভেদ। এই কীট বায়বপ্রকৃতি। এই কীটদংশনে বায়ুজন্য পীড়া হয়। (সুশ্রুত কল্পস্থা॰ ৮ অ॰)

মুখব্যঙ্গ (পুং) গণ্ডগত ক্ষুদ্র রোগ, চলিত মেছেতা, মুখে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল দাগ হয়, ইহার লক্ষণ—

"ক্রোধায়াসপ্রকুপিতো বায়ুঃ পিত্তেন সংযুতঃ।
মুখমাগত্য সহসা মণ্ডলং প্রসৃজত্যতঃ।
নীরুজং তনুকং শ্যাবং মুখব্যঙ্গং তমাদিশেৎ॥" (ভাবপ্র॰)

ক্রোধ ও পরিশ্রমদ্বারা কুপিত বায়ু পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া মুখদেশকে আশ্রয় করে এবং তজ্জন্য বেদনাবিহীন অথচ কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা হয়, তাহাকে মুখব্যঙ্গ কহে। ইহা হইলে মুখের শোভা নষ্ট হয়। এই রোগে কোন প্রকার যন্ত্রণা হয় না।

ইহার চিকিৎসা।—শিরাবেধ, প্রলেপ এবং অভ্যঙ্গদ্বারা এই রোগের উপকার হয়। বটের কুঁড়ি ও মসুর একত্র পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। এতদ্ভিন্ন মধুর সহিত মঞ্জিষ্ঠা একত্র পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ, বা শশকের রক্ত লেপন করিলে মুখব্যঙ্গ প্রশমিত হয়। বরুণবৃক্ষের ছাল, ছাগমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ, জাতীফল পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ, আকন্দের আটা ও হরিদ্রা একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বহুদিনের মুখব্যঙ্গও নষ্ট হয়। দুগ্ধদ্বারা মসুর পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে মুখব্যঙ্গ নষ্ট হয় এবং পদ্মের ন্যায় মুখকান্তি হইয়া থাকে। বটের কচিপাতা, মালতীফুল, রক্তচন্দন, কুড়, কালীয়ক (কালীয়াকড়া) ও লোধ এই সকল দ্রব্যের প্রলেপও বিশেষ হিতকর। ইহা ভিন্ন কুঙ্কুমাদি তৈল মুখে মাখিলে মুখব্যঙ্গাদি রোগ নিবারিত হয় এবং চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মুখকান্তি হইয়া থাকে। (ভাবপ্র॰ ক্ষুদ্ররোগাধি॰)

মুখশফ (পুং) মুখং শফং ক্ষুর ইব তীক্ষ্ণমস্য। দুর্ম্মুখ। কটুভাষী। (শব্দমালা)

মুখশুদ্ধি (স্ত্রী) মুখস্য শুদ্ধিঃ। বক্ত্রশোধন, মুখপ্রক্ষালন, দন্তধাবন। পূর্ব্বরাত্রির নিদ্রাদি জন্য প্রাতঃকালে মুখ অশুচি থাকে। প্রাতে দন্তধাবন ও মুখপ্রক্ষালনাদিদ্বারা মুখশুদ্ধি করিতে হয়। শাস্ত্রে মধ্যে মধ্যে দন্তধাবন নিষিদ্ধ হইয়াছে। নিষিদ্ধ দিনে দন্তধাবন না করিয়া দ্বাদশগণ্ডূষ জলে মুখ ধুইয়া ফেলিলে মুখশুদ্ধি হয়।

"অভাবে দন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধদিনে তথা।
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্ম্মুখশুদ্ধির্বিধীয়তে॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

মুখ, দন্তমল এবং জিহ্বামল প্রভৃতি যে উপায়ে বিশোধিত হয়, তাহাকে মুখশুদ্ধি কহে। সাধারণতঃ ভোজনের পর আচমন করিয়া হরীতকী, পান, গুবাক প্রভৃতি যাহা চর্ব্বণ করা যায়, তাহাই মুখশুদ্ধি নামে অভিহিত হয়।

মুখশোধন (পুং) মুখং শোধয়ত্যনেন শুধ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। মুখশোধক দ্রব্যমাত্র, কটুরস, যে দ্রব্যদ্বারা মুখ বিশুদ্ধ হয়, তাহাকে মুখশোধন কহে। (স্ত্রী) মুখস্য শোধনং। গুড়ত্বক্, চারুচিনি। (রাজনি॰)

মুখশোধিন্ (পুং) মুখং শোধয়তীতি শুধ-ণিচ্-ণিনি। ১ জম্বীর। (রাজনি॰) ২ মুখশোধক দ্রব্যমাত্র।

সখিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য শকারং মাতৃকাং প্রিয়ে।
অনুলোমবিলোমেন সর্ব্বেণ চ বরাননে॥
অনেনৈব বিধানেন মুখবাদ্যং করোতি যঃ।
স সিদ্ধঃ সগণঃ সোঽপি স শিবো নাত্র সংশয়ঃ॥
মৃত্যুঞ্জয়োঽহং দেবেশি মুখবাদ্যপ্রসাদতঃ।
যস্মিন্ কালে মহেশানি অসুরো বলবান্ ভবেৎ।
তস্মিন্ কালে মহেশানি মুখবাদ্যং করোম্যহম্।
তৎ শ্রুত্বা শরবেশানি অসুরা রাক্ষসাশ্চ যে।
পলায়ন্তে মহেশানি তৎ শ্রুত্বা শরবেশ্বরি॥" (নিরুত্তরতন্ত্র ৮পটল)

মুখশোষ (পুং) মুখস্য শোষঃ। শুষ্কতা, মুখ শুকাইয়া যাওয়া। (মাধবনি০)

মুখশ্রী (স্ত্রী) মুখস্য শ্রীঃ। মুখের শোভা, কান্তি। (ভাগ০ ৭।৯।১১)

মুখষ্ঠীব (ত্রি) মুখং ষ্ঠীবতি নিরস্যতি বিকৃতং করোতীতি ভাবঃ, ষ্ঠীব ইগুপধত্বাৎ ক পৃষোদরাদিত্বাৎ বস্য লত্বং। দুর্মুখ, কটুভাষী। (শব্দমালা)

মুখস্ (দেশজ) কৃত্রিম মুখ।

মুখসম্ভব (পুং) মুখাৎ সম্ভব উৎপত্তিরস্য। ব্রাহ্মণ, 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ' (শ্রুতি) ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিল, এইজন্য ব্রাহ্মণকে মুখসম্ভব বলে।

মুখসিঞ্চনমন্ত্র (পুং) পীতবিষব্যক্তির মুখসিঞ্চনার্থ জলের মন্ত্রপূতকরণ মন্ত্র, চলিত জলপড়া। যদি কেহ বিষ খায়, তাহা হইলে এই মন্ত্রে জল পড়িয়া দিলে ও ঐ পড়া-জল পান করিলে বিষপ্রকোপ প্রশমিত হয়।

মন্ত্র যথ—"ওঁ হর হর নীলকণ্ঠ অমৃতং প্লাবয় প্লাবয় হুঙ্কারেণ বিষং গ্রস গ্রস ক্লীঙ্কারেণ হর হর হৌঙ্কারেণ অমৃতং প্লাবয় প্লাবয় হর হর নাস্তি বিষং উচ্ছিরে" (অগ্নিসং ৩।৫৬ অ০)

মুখসুখ (ক্লী) মুখের সুখ, তৃপ্তি, সুস্বাদ। (ত্রি) মুখের সুখজনক মাত্র।

মুখসুর (ক্লী) মুখস্য সুরা ইতি (বিভাষাসেনাসুরাচ্ছায়াশালানিশানাং। পা ২।৪।২৫) ইতি ষষ্ঠী সমাসে সুরাশব্দস্য হ্রস্বত্বং। ১ তালসুরা, চলিত তাড়ী। (ত্রিকা০) ২ অধরামৃত।

মুখসূচী (স্ত্রী) আম্রাতক বৃক্ষ, চলিত আমড়াগাছ।

মুখসেঁকট বেঁকট (দেশজ) মুখ বিকৃত করা।

মুখস্থ (ত্রি) মুখে তিষ্ঠতি স্থা-ক। মুখস্থিত। (দেশজ) ২ স্মরণ করিয়া রাখা, যথা পাঠ মুখস্থ করা।

মুখস্রাব (পুং) ক্ত-ভাবে ষঞ্। মুখাৎ স্রাবঃ পতনমস্য। লালা, চলিত থুথু। ২ বালরোগভেদ। বালকগণ কফদূষিত স্তন্য পান করিলে তাহাদের অতিশয় লালাস্রাব হয়। (মাধবনি০)

মুখাকার (পুং) মুখ সদৃশ।

মুখাগ্নি (পুং) মুখং মুখ্যোঽগ্নিঃ। দাবাগ্নি, দাবানল।

'হেমকেলির্ম্মোঙ্গাখ মুখাকুঃ স্তাজাবানলঃ।
মুখোল্কা ভূতসঞ্চারী মুখাগ্নির্জবসম্ভবঃ॥' (শব্দমালা)

২ শবমুখে দত্ত বহ্নি, মুখানল, মৃতব্যক্তিকে চিতায় তুলিয়া পরে মুখানল করিতে হয়। প্রথমে মুখাগ্নি করিয়া পরে আগুন ধরাইয়া দিতে হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে—মুখে অগ্নি প্রদান না করিয়া শিরঃস্থানে অগ্নি দিবে।

"দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ সর্ব্বে গৃহীত্বা তু হুতাশনম্।
গৃহীত্বা পাণিনা চৈব মন্ত্রমেতদুদীরয়েৎ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

প্রথমে অগ্নিগ্রহণ করিয়া শব প্রদক্ষিণ করিবে, পরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া শবের শিরঃস্থানে আগুন দিবে।

মন্ত্র যথা—

"কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্॥
ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু॥"(শুদ্ধিত০)

মুখে অগ্নি না দিয়া শিরঃস্থানে অগ্নি দিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। শির ও মুখের একাংশ,এই জন্য শিরঃস্থানে অগ্নি দিলে তাহাকে মুখানল বলায় দোষ হয় না। [প্রেতকৃত্য দেখ]

"এবমুক্ত্বা ততঃ শীঘ্রং কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
জ্বলমানং তথা বহ্নিং শিরঃস্থানে প্রদাপয়েৎ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যেষু সংস্থানমেবং ভবতি পুত্রিকে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

মুখাগ্র (ক্লী) ১ ওষ্ঠাদি। ২ দ্রব্য বিশেষের অগ্র বা প্রান্তভাগ।

মুখানিল (পুং) মুখস্য অনিলঃ। মুখমারুত, মুখবায়ু।

মুখাপেক্ষক (ত্রি) সাহায্যলাভার্থ অপরের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। অনুগ্রহলাভেচ্ছু।

মুখাপেক্ষা (ক্লী) অন্যের সাহায্যপ্রাপ্তির আশা।

মুখামুখি (দেশজ) ১ পরস্পর বকড়া, মুখোমুখি, বাক্‌যুদ্ধ। ২ পরস্পরের দিকে মুখ দিয়া বসিয়া থাকা।

মুখামৃত (ক্লী) ১ মুখনিঃসৃত অমৃত বা সৌন্দর্য্য, মুখশ্রী। ২ সন্তানাদির মুখস্রাবিত-লালা। সাধারণতঃ এই শব্দ তোষামোদস্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—আমি তোমার মুখামৃত (সৌন্দর্য্যসুধা) পান করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

মুখাময় (পুং) মুখস্য আময়ঃ ৬তৎ। মুখরোগ। (রাজনি০)

মুখার্চ্চিস (ক্লী) মুখে দত্তং অর্চ্চিঃ। মুখাগ্নি।

মুখার্জ্জক (পুং) অর্জ্জক বৃক্ষ, ক্ষুদ্র তুলসী গাছ। (রাজনি০)

মুখাল (দেশজ) ১ মুখোস। ২ মুখ চাওয়া। ৩ মুখাগ্রবিশিষ্ট, বাঁচিবার উপযুক্ত। যেমন গাছগুলি বেশ মুখাল হইয়াছে।

মুখালিফ (আরবী) বিপরীত। পরস্পর বিভিন্ন।

মুখালু (পুং) স্বনামখ্যাত কন্দশাকবিশেষ, চলিত মিষ্ট আলু, গুণ—মিষ্ট, শীতল, পিত্তঘ্ন, রুচিকর, বায়ুবর্দ্ধক, দাহ, শোষ ও তৃষ্ণানাশক। (রাজনি০)

মুখাস (দেশজ) দুরন্ত পশ্বাদির দংষ্ট্রাঘাত হইতে আত্মরক্ষার্থ প্রদত্ত আবরণী বিশেষ। মুখোষ।

মুখাসব (পুং) লালা। মুখমদ, মুখমধু।

মুখাস্ত্র (পুং) মুখং অস্ত্রমিব যস্য। কর্কট, চলিত কাঁকড়া।

মুখাস্রাব (পুং) মুখের ক্ষরিত লালা প্রভৃতি।

মুখুটী (দেশজ) ভরদ্বাজ গোত্রীয় রাঢ়ীশ্রেণীর যে ব্রাহ্মণ

মুখুটীগ্রাম লাভ করেন, তাঁহারই বংশধরেরা মুখুটী আখ্যা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের বংশধরগণ মুখোপাধ্যায় উপাধিতে অভিহিত।

মুখুলী (স্ত্রী) বৌদ্ধ দেবতাভেদ।

মুখোদ্ভব (ত্রি) মুখজাত, মুখোৎপন্ন। (ঋক্‌প্রাতি° ৬।২)

মুখোৎকীর্ণ (পুং) কাশ্মীরপতি কুমারসেনের সচিব। (রাজতরঙ্গিণী ৩।৩৮৪)

মুখোল্কা (স্ত্রী) মুখং উল্কেব যস্যাঃ। দাবানল। (শব্দমা°)

মুখ্য (পুং) মুখমিব মুখ্যঃ, বিকারসঙ্ঘেত্যাদিনা ইবার্থে য। ১ প্রথম কল্প। যজ্ঞাদি স্থলে শাস্ত্রোক্ত প্রধান কল্পের নাম মুখ্য। 'যাগাদিষু শাস্ত্রোক্তপ্রথমঃ কল্পো মুখ্যঃ স্যাৎ' (অমরটীকা ভরত ২।৩।৪০)

(ত্রি) ২ শ্রেষ্ঠ, প্রধান। পর্য্যায়—

'প্রধানমুত্তমং রম্যং শ্রেষ্ঠং মুখ্যমনুত্তমম্।
বরং বরেণ্যং প্রমুখং পরার্দ্ধং প্রবরস্তথা ॥' (বৈদ্যকরত্নমা°)

মুখ্যচান্দ্র (পুং) মুখ্যশ্চান্দ্রঃ। চন্দ্র সম্বন্ধীয় প্রধান মাসই মুখ্যচান্দ্র, চান্দ্রমাস দুই প্রকার, মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র।

মুখ্যতস্ (অব্য) মুখ্য-তসিল্। শ্রেষ্ঠরূপে, প্রাধান্যক্রমে।

মুখ্যতা (স্ত্রী) মুখ্য ভাবে তল্ টাপ্। শ্রেষ্ঠতা, প্রাধান্য, মুখ্যত্ব।

"সদাপরিষদুক্তেষু সর্ব্বাগ্রেষু চ তাবুভৌ।
অচিরান্মুখ্যতাং প্রাপ্তৌ সর্ব্বলোকে ধনুষ্মতাম্ ॥" (হরিবংশ)

মুখ্যনৃপ (পুং) মুখ্যঃ শ্রেষ্ঠ নৃপঃ। শ্রেষ্ঠ রাজা।

মুখ্যমান্ত্রন্ (পুং) প্রধান মন্ত্রী (Prime-minister)

মুখ্যসর্গ (পুং) মুখ্যানাং সর্গ ইতি। স্থাবর-সৃষ্টি।

"মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্তু মুখ্যা বৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ ॥" (বরাহপু°)

মুখ্যশস্ (অব্য°) প্রধানতঃ। সর্ব্বাগ্রতঃ।

মুখ্যার্থ (পুং) মুখ্যোঽর্থঃ। শ্রেষ্ঠার্থ, প্রধান অর্থ। (ত্রি) ২ শ্রেষ্ঠার্থযুক্ত।

মুগ (দেশজ) মুদগ, কলায়ভেদ। [মুদ্গ দেখ।]

মুগদস (ক্লী) স্থানভেদ।

মুগদেমু (ক্লী) নগরভেদ।

মুগস্থান (ক্লী) জনপদভেদ।

মুগানি (দেশজ) মুদ্গপর্ণী।

মুগুর (দেশজ) মুদ্গর।

মুগূহ (পুং) দাত্যূহপক্ষী। (ভূরিপ্র°) ২ হরিণ বিশেষ।

মুগ্‌দই মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলায় পেঁজাগড় শৈলমালায় একটী প্রস্রবণ ও গিরিগহ্বর। পর্ব্বতের উপরিস্থ একটী সমতল চত্বরে বর্ষা ঋতুতে জলরাশি সঞ্চিত হইয়া ধীর-প্রবাহে নিম্নাভিমুখে অবতীর্ণ হইয়াছে। গহ্বরের মধ্যে নানাদেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। পেন্ধারি দস্যুদিগের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত এই গ্রামের অধিবাসিগণ পর্ব্বতোপরিস্থ সমতল ভূভাগে আশ্রয় লইত। এখানে একটী মেলা হয়।

মুগ্ধ (ত্রি) মুহ-কর্ত্তরি-ক্ত। ১ মূঢ়। ২ সুন্দর, মনোহর।

"দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।"
(মেঘদূত ১৪)

৩ মোহিত। ৪ নূতন।

মুগ্ধতা (স্ত্রী) মুগ্ধ-তল্-টাপ্। ১ মুগ্ধত্ব, মূঢ়তা। ২ সৌন্দর্য্য। ৩ বিমোহিতের ভাব।

মুগ্ধদৃশ্ (স্ত্রী) সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট। বিশাল দৃষ্টি।

মুগ্ধধী (ত্রি) সরল বুদ্ধি।

মুগ্ধবুদ্ধি (ত্রি) বাহ্যদৃশ্যে মোহিত হইয়া যাহার বুদ্ধিশক্তি অজ্ঞানোপপন্ন হইয়াছে। নির্ব্বুদ্ধি।

মুগ্ধবোধ (ক্লী) মুগ্ধঃ সুন্দরঃ বোধঃ জ্ঞানং পদপদার্থানাং ভবত্যস্মাৎ, যদ্বা মুগ্ধান্ মূঢ়ান্ অল্পবুদ্ধীন্ জনান্ বোধয়তীতি বুধ-অণ্। বোপদেবকৃত ব্যাকরণবিশেষ। এই ব্যাকরণ অধ্যয়নে উত্তমরূপ পদপদার্থজ্ঞান জন্মে. অথবা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিও উত্তম জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হয়, এইজন্ত ইহার নাম 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাকরণকার সকলেই পাণিনির অনুসরণ করিয়া ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু বোপদেব কতকগুলি সংজ্ঞা করিয়া নূতন ধরণে সংক্ষেপে এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ইহাতে যে সকল সংজ্ঞা ও সূত্র আছে, তাহা দুরুচ্চার্য্য ও গূঢ়ার্থযুক্ত। এইজন্য এই ব্যাকরণ সাধারণের দুর্ব্বোধ্য। বিশেষ বুদ্ধিমত্তা না থাকিলে এই ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করা অতিশয় দুরূহ।

"মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া ॥" (মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ)

এই ব্যাকরণ গ্রন্থ সহজবোধ্য করিবার জন্ত মুগ্ধবোধপরিশিষ্ট, মুগ্ধবোধপ্রদীপ, মুগ্ধবোধসম্বোধনী, মুগ্ধবোধবোধিনী প্রভৃতি টীকা রচিত হইয়াছে।

মুগ্ধভাব (পুং) সরলতা। বুদ্ধিহীনত্ব।

মুগ্ধবৎ (ক্লী) মুগ্ধের ন্যায় জড়। মোহিত।

মুগ্ধা (স্ত্রী) মুগ্ধ-টাপ্। নায়িকাভেদ, এই নায়িকা স্বীয়া ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধা। ইহার মধ্যে আবার স্বীয়া ত্রিবিধা, মুগ্ধা, মধ্যমা এবং প্রগল্‌ভা, এই ত্রিবিধ নায়িকা জ্ঞাতযৌবনা ও অজ্ঞাতযৌবনা ভেদে দুই প্রকার। ইহা আবার নবোঢ়া এবং বিশ্রব্ধনবোঢ়া ভেদে দ্বিবিধা। সলজ্জভাব ও পরাধীনরতি হইলে নবোঢ়া এবং সঞ্জাতপ্রণয়াকে বিশ্রব্ধনবোঢ়া কহে।

ইহার চেষ্টা এবং ক্রিয়া মনোহারিণী, কোপে মৃদুতা এবং নববিভূষণে অত্যন্ত ইচ্ছা। *

মুগ্‌রান (দেশজ) মুদ্গর দ্বারা নিষ্পিষ্ট করণ।

মুঘীস্ উদ্দীন্ (সুলতান) দিল্লীর দাসবংশীয় রাজা বলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রকৃত নাম মালিক ছাজু। ইনি রাজদ্রোহী হইয়া সুলতান মুঘীস্ উদ্দীন্ নাম গ্রহণ করেন।

মুঙ্গ, কাশ্মীররাজভেদ। (রাজতর° ৭।৫৯০)

মুঙ্গ (মোজ) পঞ্জাব-প্রদেশের গুজরাত জেলার ফালিয়ান্ তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ৩২° ৩৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° :৩´ পূঃ। এই স্থানের সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত ইষ্টক-স্তূপ হইতে উপকরণাদি লইয়া বর্ত্তমান গৃহগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ স্তূপের মধ্যে ভারতীয় যবন (গ্রীক) ও শকরাজগণের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রভৃত পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। অনেক মুদ্রায় সাঙ্কেতিক নিক্ নাম অঙ্কিত থাকায়, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ কানিংহাম ইহাকে মহাত্মা আলেক্‌জান্দারের প্রতিষ্ঠিত নিকিয়া (Nikia) নগরী বলিয়া অনুমান করেন। মাকিদনবীর যে রণক্ষেত্রে পুরুরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন, স্বীয় বিজয়কীর্ত্তি-ঘোষণার্থ সিকন্দর তথায় নিকিয়া নগরী স্থাপন করিয়া যান।

স্থানীয় প্রবাদ, ঐ স্তূপটী মোগ নামক জনৈক রাজার রাজধানী ছিল। ডাঃ কানিংহাম বলেন, প্রাপ্ত মুদ্রাসমূহের মধ্যে যে মোয়া (Moa) বা মোনাস (Monas) রাজার নাম পাওয়া যায়, তাহাই রূপান্তরিত হওয়ায় মোগরাজ নামে উক্ত হইয়াছে।

মুঙ্গট, কাশ্মীররাজসেনাপতিভেদ। (রাজতর° ৮।১০৯২)

মুঙ্গপাকম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১৭°৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ০´৩০″ পূঃ। এখানে স্থানীয় পণ্যদ্রব্যের বিস্তৃত কারবার আছে।

মুঙ্গরাম, হরিবংশ, মন্মথচরিত্র ও সম্যক্‌কৌমুদীপ্রণেতা।

মুঙ্গরোড়, কীকটদেশের অন্তর্ভুক্ত একটী প্রাচীন জনস্থান।

মুঙ্গা, সহ্যাদ্রিবর্ণিত দেবতাভেদ। (সহ্যা° ৩৩।১৬৬)

মুঙ্গের, বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গের একটী জেলা। অক্ষা° ২৪°২২´ হইতে ২৫°৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°৪০´ হইতে ৮৬°৫৫´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৩৯২১ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে ভাগলপুর ও দরভাঙ্গা, পূর্ব্বে ভাগলপুর, দক্ষিণে সাঁওতাল পরগণা ও হাজারিবাগ এবং পশ্চিমে পাটনা, গয়া ও দরভাঙ্গা জেলা। মুঙ্গের নগরে জেলার বিচারসদর প্রতিষ্ঠিত।

পুণ্যসলিলা গঙ্গানদী এই জেলাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পরস্পর বিভিন্ন। উত্তরাংশে বুড়ীগণ্ডক ও তিলজুগা নামক গঙ্গার শাখানদীদ্বয় প্রবাহিত। প্রবল বর্ষার সময় নদীতে বন্যা আসিয়া উভয় কূলের প্রায় ২ শত বর্গমাইল স্থান পরিপ্লাবিত করে। নদীজলের বালিতে ঐ সকল জলাভূমিতে পোড় ও দূব্বা নামক এক প্রকার তৃণ জন্মে। ঐ তৃণ স্থানীয় ঘৃতব্যবসায়ীদিগের প্রতিপালিত মহিষদলের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহিষদুগ্ধ হইতে ব্যবসায়িগণ যে উৎকৃষ্ট ঘৃত প্রস্তুত করে, তাহা কলিকাতায় 'মুঙ্গেরে মট্‌কীর ঘী' নামে বিশেষ আদরে গৃহীত হয়। এই জলাভূমি ব্যতীত অপর সকল স্থানই প্রায় সমতল এবং উর্ব্বরা। এখানে প্রচুর পরিমাণে গম ও ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

* মুগ্ধা—

"আজন্মতঃ কিল কামদেব-ধরণীপালেন কালে শুভে
বদ্ধঃ বাল্যবিধিং বিধাস্যতি তনৌ তারুণ্যমেণীদৃশঃ।
দৃষ্ট্যা খঞ্জনচাতুরী মুখরুচা সোধাকরী মাধুরী
বাচা কিঞ্চ সুধা-সমুদ্রলহরী লাবণ্যমামন্ত্র্যতে।

অজ্ঞাতযৌবনা—

নীরাজীরমুপগতা শ্রবণয়োঃ সীমন্তিনী নেত্রয়োঃ
শ্রোত্রে লগ্নমিদং কিমুৎপলমিতি জ্ঞাতুং করং ন্যস্যতি।
শৈবালাঙ্কুরশঙ্কয়া শশিমুখী রোমাবলীং প্রোঞ্ছতি
শ্রান্তাস্মীতি মুহুঃ সখীমবিদিতশ্রোণীভরা পৃচ্ছতি।

জ্ঞাতযৌবনা—

স্মরস্তু: শম্বুরম্ভোজলোচনে ত্বৎপয়োধরঃ।
নখেন কস্য ধন্যস্য চন্দ্রচূড়ো ভবিষ্যতি॥

নবোঢ়া—

হস্তে ধৃতাপি শয়নে বিনিবেশিতাপি
ক্রোড়ে কৃতাপি যততে বহিরেব গন্তুম্।
জানীমহে নববধূরথ তস্য বশ্যা
যঃ পারদং স্থিরয়িতুং ক্ষমতে করেণ॥

দ্বিতীয়া—

বলান্নীতা পার্শ্বং মুখমনুমুখং নৈব কুরুতে
ধুনানা মূর্দ্ধানং ক্ষিপতি বদনং চুম্বনবিধৌ।
হৃদি ন্যস্তং হস্তং ক্ষিপতি গমনারোপিতমনাঃ
নবোঢ়া বোঢ়ারং রময়তি চ সন্তাপয়তি চ॥

বিস্রব্ধ-নবোঢ়া—

দরমুকুলিতনেত্রপালিনীবী
নিয়মিতবাহুকৃতোরুযুগ্মবন্ধম্।
করকলিতকুচস্থলং নবোঢ়া
স্বপিতি সমীপমুপেত্য কস্য বধূঃ॥" (রসমঞ্জরী)

গঙ্গার দক্ষিণবিভাগ অপেক্ষাকৃত শুষ্ক, জলাভাববশতঃ উর্ব্বরতায় অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। স্থানটী খণ্ড খণ্ড গণ্ড-শৈলমালায় পরিপূর্ণ। খরকপুর শৈলশ্রেণীর অববাহিকা-দেশে কিউল ও মাননদী প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

এই জেলার নদীমালার মধ্যে গঙ্গা, ছোটগণ্ডক, তিলজুগা ও কিউল নদীতে বৎসরের সকল সময়েই নৌকাযোগে গমনাগমন করা যায়। এতদ্ভিন্ন খরগড়িয়া, বাঘমতী ও চান্দা প্রভৃতি খালে বাণিজ্যতরী লইয়া যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে। এই কারণে স্থানীয় বাণিজ্যেরও দিন দিন উন্নতি সাধিত হইতেছে। এখানকার গঙ্গানদীর গতি ও তদঙ্কে পলিসঞ্চিত দ্বীপমালা লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এখানে খরপ্রবাহা গঙ্গার গতি নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানকালে গঙ্গানদী মুঙ্গেরদুর্গ ও বিন্দাদিয়ারা নামক স্থানের সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত।

পার্ব্বত্য ভূভাগে নানা বর্ণের প্রস্তর, লৌহ, সীসক, অভ্র, আলুমিনা, সিলিকা প্রভৃতি পাওয়া যায়। বক্তবিভাগে শাল, সাকনা, আবলুস, বীজশাল, শীতশাল, আম্র, মহুয়া, পিপুল, পাকুড়, পাব, তেতুঁল, কদম্ব প্রভৃতি বৃহদাকার বৃক্ষসমূহ দেখা যায়।

বন্যবৃক্ষের মধ্যে মহুয়াই পার্ব্বত্য অসভ্য-জাতির প্রধান উপকারী। উহার ফুল তাহারা খাদ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহার করে। গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে ঐ ফুল হইতে মদ্য প্রস্তুত হয়। দেশীয় লোক মহুয়ার বীজ হইতে এক প্রকার তৈল বাহির করে, উহা মিষ্টান্ন প্রস্তুতকালেও ভেজাল দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বন্যবৃক্ষ হইতে ধুনা, গুগ্‌গুলু, লাক্ষা গঁদ, ও হরীতকী প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্য প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়।

সমগ্র মুঙ্গের জেলার কোন বিশিষ্ট ইতিহাস নাই। বহুপ্রাচীন কালে এই স্থান প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্রহ্মখণ্ড নামক সংস্কৃত ভূগোলগ্রন্থে কীকটরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মুদ্গরোক নামক নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্গগিরি হইতেই সংক্ষেপে বর্ত্তমান মুঙ্গের নগর ও তাহা হইতে জেলার নামকরণ হইয়া থাকিবে।

পৌরাণিক এবং ভারতীয় ইতিবৃত্তযুগের আখ্যান বিস্মৃতির অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে নিহিত থাকায়, আমরা মুসলমানাধিকার হইতেই এখানকার প্রাচীন ইতিহাসের সূচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-ই-বখ্‌-তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়কাল হইতে খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের শেষার্দ্ধে বঙ্গেশ্বর মীর কাসিমের সহিত ইংরাজযুদ্ধ পর্য্যন্ত মুঙ্গেরদুর্গ ও রাজধানীতে মুসলমান-শাসনকর্ত্তৃগণের প্রভাবই লক্ষিত হইয়া থাকে। আইন্-ই-অকবরী ও রাজা টোডরমল্লের সঙ্কলিত ভারতের জরীপবিষয়ক গ্রন্থে মুঙ্গের সরকারে ৩১টী মহালের কথা লিখিত আছে। ঐ ৩১টী বিভাগের ১০৯৬২৫৯৮১ দাম রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং সম্রাটের আবশ্যক মতে উক্ত সরকারের শাসনকর্ত্তা ২১৫০ অশ্বারোহী ও ৫০ হাজার পদাতিক সেনা প্রেরণ করিতে বাধ্য ছিলেন। তৎকালে গঙ্গার দক্ষিণবিভাগস্থ সরকারাংশে কতকগুলি দেশীয় সামন্ত রাজা অর্দ্ধস্বাধীনভাবে স্ব স্ব রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, মোগল-রাজসরকারে কখনই সুশৃঙ্খলভাবে রাজা টোডরমল্লের নিরূপিত রাজস্ব সংগৃহীত হইত না।

ঐ সকল দেশীয় সামন্তগণের মধ্যে খরকপুরের রাজবংশ উল্লেখযোগ্য। খরকপুরের রাজা বিশেষ পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি ২৪ পরগণার রাজত্ব করিতেন। একজন ভাগ্যবান্ রাজপুত সর্দ্দার এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা খেতৌরীবংশীয় আদিম রাজাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সম্রাট্‌বংশীয় একটী কন্যা বিবাহ করিয়া রাজ্যের স্থায়িত্ব সুদৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংরাজ-রাজত্বকাল হইতেই এই রাজবংশের অধঃপতন আরম্ভ হয়। এই সময়ে ইংরাজ-সরকারে রাজস্ব বাকী পড়িতে থাকে এবং তজ্জন্য সম্পত্তির অনেকাংশ বিক্রীত হইয়া যায়। তন্মধ্যে দরভাঙ্গার মহারাজ অধিকাংশই ক্রয় করিয়াছেন তিনিই এক্ষণে পূর্ব্বতন রাজবংশের প্রতিনিধিকে কিছু কিছু বার্ষিক বৃত্তি দিয়া থাকেন। অন্যান্য প্রাচীন রাজবংশের মধ্যে ফরকিয়া রাজবংশ একটী। একজন রাজপুত-সর্দ্দার এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই হুমায়ুনের রাজত্বকালে দোষাদ নামক অত্যাচারী ও দুর্ব্বৃত্ত জাতিকে পরাজিত করিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ১৫৯৪ খৃঃ অঃ তিনি একটী জমিদারী উপহার প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশাবলী আজিও সেই স্থানে রাজত্ব করিতেছেন। কিন্তু পূর্ব্বতন রাজ্যের অধিকাংশ এক্ষণে নানাভাগে বিভক্ত হইয়াছে। গিধোরের মহারাজ স্যর জয়মঙ্গল সিংহ, কে, সি, এস, আই আদিম রাজা হইতে অধস্তন ২৩শ পুরুষ। তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টের প্রতি বিশেষ রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপুত্র মহারাজ শিবপ্রসাদ সিংহ নামজাদা ছিলেন।

ইংরাজাধিকারের প্রথমে মুঙ্গেরের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ভাগলপুর-জেলার সহিত সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। নবাব মীরকাসিমের মুঙ্গেরবাসকালে ইংরাজের সহিত নবাবদলের যে বিরোধ ঘটে, তাহা মীরকাসিম শব্দে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। [মীরকাসিম দেখ।]

প্রথমে এই জেলা ভাগলপুরের অধীন ছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এখানে একজন স্বতন্ত্র ডেপুটী কালেক্টর ও জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত করা হয়। উহার কিছু পরে, জেলার পরিরক্ষক উক্ত কর্ম্মচারীকে প্রধান মাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঐ সময় হইতে মুঙ্গেরের রাজস্ব ও বিচারবিভাগ ভাগলপুর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইয়া পড়ে, কিন্তু এখনও জেলার দেওয়ানী ও ফৌজদারী প্রধান প্রধান মকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য ভাগলপুরের জজকে দুই মাস অন্তর আসিয়া এখানকার বিচারবিভাগের কার্য্য পরিদর্শন করিতে হয়।

মুঙ্গের নগর ব্যতীত এখানকার জামালপুর, শেখপুর, বড়হিয়া, বড়বিঘা, কুথা ও মথুরাপুর প্রভৃতি নগরে স্থানীয় বাণিজ্যের সমধিক সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। জামালপুরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেল-কোম্পানীর লোহার কারখানা আছে। এরূপ বিস্তৃত কারখানা ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না।

মুঙ্গেরের পীর-পাহাড় প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য-পরিপূর্ণ। শৈলোপরিস্থ সৌধমালা স্থানীয় স্বাস্থ্যাবাসরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এখানকার সীতাকুণ্ড নামক উষ্ণপ্রস্রবণ একটী হিন্দুতীর্থ বলিয়া পরিগণিত।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৫৫৯ বর্গমাইল। মুঙ্গের, জামালপুর, সূর্য্যবাড়, খরকপুর ও গোগ্‌ড়ী থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৩ মুঙ্গের জেলার প্রধান নগর, গঙ্গানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°২২′৩২″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°৩০′২১″ পূঃ। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, অতি প্রাচীন কালে মুদ্গল ঋষি এই স্থানে তপস্যা করিতেন। তদনুসারে এই স্থানের নাম মুদ্গলপুরী, মুদ্গলগিরি বা মুদ্গলাশ্রম বলিয়া অভিহিত। হরিবংশে জানা যায় যে, গাধিসুত বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের মধ্যে মুদ্গল নামে এক রাজা এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার নামানুসারে উহার নাম মুদ্গলপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ডাঃ বুকানন হামিল্টন বলেন যে, ৮শত বৎসরের প্রাচীন একখানি শিলালিপিতে 'মুদ্গগিরি' শব্দ খোদিত আছে। মুদ্গল শব্দ হইতে মুদ্গর শব্দ হইতে পারে। কারণ বিহারবাসিগণ 'ল' স্থানে 'র' উচ্চারণ করে। ইহাতে বুঝা যায়, মুদ্গগিরি বা মুদ্গলগিরির অপভ্রংশে মুঙ্গের হওয়া অসম্ভব নহে।

কানিংহাম সাহেব বলেন যে, পালরাজগণের খোদিত লিপিতেও "মুদ্গগিরি"র উল্লেখ দেখা যায়। অথবা এই স্থানে পূর্ব্বে 'মন্' বা 'মুণ্ড' নামক অনার্য্য জাতি বাস করিত, সেই সূত্রে এই স্থানের নাম মুঙ্গের হইয়াছে।

মুঙ্গের নগরটী দুইভাগে বিভক্ত। একাংশে দুর্গ, অপরাংশে নগর। বিচারালয়, পুলিশ, ডাকঘর ও গবর্মেণ্ট-সংক্রান্ত সমস্ত সরকারী কার্য্যালয় দুর্গমধ্যে অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ, বিভিন্নশ্রেণীর ইংরাজ ও দেশীয় ব্যবসায়িগণ, উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী, উকীল ও ভূম্যধিকারিগণ দুর্গমধ্যে বাস করিয়া থাকেন। দুর্গটী দেখিতে অতিসুন্দর এবং নানা উপায়ে সুরক্ষিত। কথিত আছে এই দুর্গে পূর্ব্বকালে কর্ণরাজ বাস করিতেন। দুর্গদর্শনে উহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকে না। দুর্গটী একটী পার্ব্বত্য ভূমির উপর অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫ হাজার ফিট্, প্রস্থে সাড়েতিন হাজার ফিট্। প্রাচীরটী প্রায় ১৫ হাত উচ্চ। একদিকে পুণ্যসলিলা জাহ্নবী দুর্গটীকে বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন। অপরদিকে সুগভীর পরিখা বিদ্যমান আছে। দুর্গদ্বারে কতকগুলি লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধমূর্ত্তি বিরাজমান। তদ্দর্শনে অতীতকীর্ত্তির অস্পষ্ট নিদর্শন দর্শকের মনে জাগিয়া উঠে।

দুর্গের চারিটী দ্বার। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। ইহার নাম লোহিততোরণ। এইস্থান হইতে দুর্গের দৃশ্য অতি মনোরম। দক্ষিণদিকে একটী সুদৃশ্য রাজপথ প্রসারিত হইয়াছে। তাহার উভয়পার্শ্বে দুইটী বৃহদাকার দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা-মূল হইতে ক্রমোচ্চ শৈলমালা উত্থিত হইয়াছে।

ভাগলপুরের নিকট 'করণগড়' নামক স্থানে কর্ণরাজের রাজধানী ছিল। প্রবাদ, তিনি প্রত্যহ রজনীযোগে এই স্থানে পূজা করিতে আসিতেন। একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে এক কটাহ ঘৃত স্থাপন করিয়া তিনি পূজায় বসিতেন। পূজান্তে উত্তপ্ত ঘৃত মধ্যে লাফাইয়া পড়িতেন। তাঁহার শরীর ঘৃত মধ্যে ভাজা হইলে দেবীর ডাকিনীগণ সেই মাংস ভক্ষণ করিত। আহারান্তে ডাকিনীগণ একখণ্ড অস্থিতে অমৃত-কুণ্ডের জলসেচন করিয়া রাজাকে জীবিত করিত। তদনন্তর চণ্ডিকা দেবী তাঁহাকে বর দিতে চাহিতেন। কর্ণ দেবীর আজ্ঞাক্রমে এক কটাহ স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরকাদি রত্ন প্রার্থনা করিতেন। প্রকাণ্ড কটাহে এক শত মণ স্বর্ণ রত্ন ধরিত।

দাতাকর্ণ প্রত্যহ প্রভাতে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে উক্ত স্বর্ণ রত্ন দান করিতেন।

কি প্রকারে রাজা কর্ণ প্রত্যহ একশত মণ স্বর্ণ দান করেন, ইহা জানিবার জন্ত বিক্রম নৃপতি ছদ্মবেশে কর্ণরাজের ভৃত্য-পদ গ্রহণ করিলেন। কর্ণ তাঁহাকে পুষ্পচয়ন ও পুজোপচার আহরণ করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। অল্পকাল মধ্যে বিক্রম কর্ণের পুজা-রহস্ত অবগত হইলেন। একদিন রাত্রিতে ছদ্মবেশী বিক্রম কর্ণের আগমনের পূর্ব্বে চণ্ডিকা-মন্দিরে সমাগত হইয়া পূজা সম্পন্ন করিয়া ঘৃতপূর্ণ প্রজ্বলিত কটাহে প্রাণত্যাগ করিলেন। ডাকিনীগণ তাঁহার শরীর চক্ষণান্তে অমৃতকুণ্ডের জলসেচনে পুনরায় তাঁহাকে জীবিত করিল। চণ্ডিকা দেবী বর দিতে উদ্যত হইলেন। প্রভু-বৎসল বিক্রম প্রার্থনা করিলেন, অদ্য হইতেই যেন কর্ণরাজ এই স্থানে আগমন করিলেই প্রার্থিত ধনরত্ন প্রাপ্ত হন। তজ্জন্ত যেন তাঁহাকে প্রাণত্যাগের কষ্টভোগ করিতে না হয়।

দেবী "তথাস্ত" বলিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। তখন বিক্রম কটাহখানি উল্টাইয়া রাখিয়া কর্ণ আসিবার পূর্ব্বেই সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অদ্যাপি চণ্ডিকাদেবীর মন্দিরের ছাদ কটাহাকার দেখা যায়। প্রবাদ, সেই কটাহখানি অদ্যাপি ছাদের উপর রহিয়াছে। যাত্রিগণ ঐ কটাহের আংটা নাড়িয়া শব্দ করিয়া থাকে। কথিত আছে, মন্দির মধ্যে কেহ একাকী থাকিলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই মন্দিরের সান্নিধ্যে ৩৪টী শিবমূর্ত্তি, অন্নপূর্ণা ও পার্ব্বতী মূর্ত্তি অবস্থিত। উক্ত শিবের মধ্যে একটীর নাম কালভৈরব।

বামদিকের পর্ব্বতশিখর 'করণচোরা' বা কর্ণচত্বর নামে অভিহিত হয়। এইস্থানে দান-বীর কর্ণরাজ সায়াহ্নে উপ-বেশন করিতেন এবং এইস্থানে বসিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে একশত মণ স্বর্ণ-রত্নাদি দীন-দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। কর্ণচত্বরের উপরিভাগে একটী প্রাচীন অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এখানে মুঙ্গেরের সিভিল জজ বাস করি-তেন। তৎপরে মুর্শিদাবাদনিবাসী রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর নামক জনৈক ভূম্যধিকারী ঐ বাটী ক্রয় করেন। সাধারণের এই সংস্কার যে, ঐ বাটীতে বাস করিলে অধি-বাসীর অকালমৃত্যু হয়। রায় অন্নদাপ্রসাদের অকাল-মৃত্যুতে উক্ত সংস্কার লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।

অপর পর্ব্বতটীর উপরে শাহ-সাহেবের প্রাসাদ নামক একটী সুরম্য অট্টালিকা আছে। এক্ষণে স্থানীয় কালেক্টরগণ এই অট্টালিকায় বাস করিয়া থাকে। ইহার পশ্চাদ্ভাগে সম্রাট্ শাহজহানের পুত্র সুলতান সুজার সুরম্য রাজপ্রাসাদ ছিল। ইহা এক্ষণে জেল বা কারাগার ও ব্যবসায়িগণের বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই প্রাসাদ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত একটী সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ বিদ্যমান ছিল। সেইস্থান অদ্যাপি 'বৌলী' বা অবগাহনের ঘাট নামে প্রসিদ্ধ আছে। সুড়ঙ্গপথ প্রস্তরগ্রথিত সোপানে শোভিত ছিল।

শাহসুজার অন্তঃপুরচারিণী অসূর্য্যম্পশ্যরূপা ললনাগণ এই সুড়ঙ্গপথে গঙ্গাস্নানে যাতায়াত করিতেন। ইহা কর্ণ-রাজার নির্ম্মিত সুড়ঙ্গ বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। হিন্দু-মহিলাগণ এই পথে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেন। সুড়ঙ্গপথের মধ্যে বায়ু ও আলোকপ্রবেশের সুবিধার জন্ত অনাবৃতমুখ শূন্যগর্ভ দীর্ঘাকার স্তম্ভাবলী নির্ম্মিত হইয়াছিল। অদ্যাপি উহাদের দুইটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার সন্নিকটে সুপ্রসিদ্ধ কষ্টহারিণীর ঘাট। এইস্থানে ভাগীরথী উত্তর-বাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছেন।

দুর্গের বাহিরে মুঙ্গের সহরের দৃশ্য অত্যন্ত রমণীয়। সাধারণ অধিবাসীরা এই অংশে বাস করিয়া থাকে। সহরের যাবতীয় হাটবাজার, দোকান প্রভৃতি এই অংশে অবস্থিত।

শাহসুজার বৌলীর নিকট "কষ্টহারিণী"র ঘাট। প্রবাদ আছে, এই ঘাটে বসিয়া মুদ্গল ঋষি তপস্যা করিতেন। তাঁহার তপস্তার এইরূপ নিয়ম ছিল যে, তিনি একপক্ষ নিরম্বু উপবাস করিতেন এবং অপর পক্ষ তণ্ডুলকণা সংগ্রহ করিয়া আহার করিতেন। মুদ্গল ঋষির এইরূপ কঠোর তপস্তায় নারায়ণ অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং পক্ষান্তে যখন ঋষি তণ্ডুলকণা সিদ্ধ করিয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তথায় অতিথি হইলেন। ঋষি অতিথি-সমাগমে প্রফুল্ল হইয়া ভোজ্য-দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ দিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। ছদ্মবেশী নারায়ণ তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া অপরার্দ্ধ প্রার্থনা করিলেন। তচ্ছ্রবণে ঋষি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিলেন। অতিথি প্রস্থান করিলে, ঋষি হৃষ্টচিত্তে পুনরায় তপস্তায় রত হইলেন। এইরূপে দুই পক্ষ অতিবাহিত করিয়া তৃতীয় পক্ষে ঋষি পুনরায় তণ্ডুলকণা সংগ্রহ করিয়া আহারের উদ্যোগ করিলেন। ছদ্মবেশী নারায়ণ পূর্ব্বের মত সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য প্রার্থনা করিলেন। ঋষি সন্তুষ্টচিত্তে সমস্ত অর্পণ করিয়া পুনরায় তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ছদ্মবেশী নারায়ণ স্বীয় পরিচয় দিয়া ঋষিকে বর দিতে চাহিলেন ঋষি কহিলেন, "আমার কোন স্পৃহণীয় বস্তুই দেখিতেছি

না। যেহেতু পার্থিবভোগে আমার অভিলাষ নাই। এক পরমব্রহ্মে অভিলাষ ছিল, কিন্তু আপনার সাক্ষাৎলাভে তাহাও পূর্ণ হইয়াছে। কেবল একবার আপনার শঙ্খচক্র-গদাপদ্মভূষিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে চাহি।" নারায়ণ স্বীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঋষিকে পুনর্ব্বার বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন পরোপকারী মুদ্গল কহিলেন, অদ্য এই স্থানে আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যেমন আমার কষ্ট দূর হইল, সেইরূপ আপনি এই বর প্রদান করুন যে, এই ঘাটে যে কেহ স্নান করিবে, তাহার সমস্ত কষ্ট বিদূরিত হইবে এবং দেহান্তে বৈকুণ্ঠে যাইবে। নারায়ণ তথাস্ত বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি এই ঘাট "কষ্টহারিণীর ঘাট" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

মুঙ্গেরের নগরপ্রান্তে গঙ্গাতীরের একটী মন্দিরে চণ্ডিকা-দেবীমূর্ত্তি বিদ্যমান আছেন। এই স্থানের নাম চণ্ডীস্থান। দেবীর নাম বিক্রমচণ্ডী। চণ্ডিকাদেবী সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গেরদুর্গের সান্নিধ্যে একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, পাটলীপুত্র-রাজ দেবপাল এই স্থানে নৌ-সেতুতে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। পালরাজবংশের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, দেবপাল ধর্ম্মপালের পর খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন।

[পালরাজবংশ দেখ।]

মুসলমান-অধিকারকালে মুঙ্গের প্রধান নগর বলিয়া পরিগণিত হয়। তৎপূর্ব্বে পালরাজগণ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৩৩০ খৃঃ অব্দে মুঙ্গের বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত হয়। তৎপূর্ব্বে উহা বিহারের অধীন ছিল। গৌড়ের হুসেন শাহের পুত্র রাজকুমার দানিয়াল ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গের-দুর্গের সংস্কার করেন এবং শাহনা নামক একজন বিখ্যাত মুসলমান পীরের দরগার উপরে একটী সুন্দর খিলান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। খিলানে খোদিতলিপি অদ্যাপি অবিকৃতভাবে পাঠ করা যায়। মুঙ্গের-দুর্গের পশ্চিম-দ্বার দিয়া বেলুন রাজার পল্লীতে প্রবেশকালে বামদিকে উক্ত দরগা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

দরগা একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত। অনেক সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া ঐ স্থানে উঠিতে হয়। উহাকে সাধারণে পীর-পাহাড় কহে। দরগা-রক্ষক 'খাদিম'গণ বলেন যে, কুমার দানিয়াল দরগা-সংস্কারের পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখেন যে, একটী সমাধি মধ্য হইতে মৃগনাভির গন্ধ বহির্গত হইতেছে। প্রাতঃ-কালে তিনি অনুসন্ধান করিয়া উক্ত সমাধি আবিষ্কার করেন। এবং ঐটী কোন মহাপুরুষের সমাধি মনে করিয়া সেই অজ্ঞাত-নামা পুরুষকে 'শাহনাফ'শব্দে অভিহিত করেন। পারস্যভাষায় 'নাফ' শব্দে কস্তূরীপূর্ণ বীজকোষ বুঝায়। যৎকালে অকবর শাহ ১৫৯০ খৃঃ অঃ বঙ্গীয় পাঠান-সামন্তগণকে পরাজিত করিয়া মোগলশাসন বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তৎকালে মুঙ্গের বহুদিন টোডরমল্লের বাসস্থান হইয়াছিল।

টোডরমল্ল দ্বিতীয়বার মুঙ্গেরদুর্গ সংস্কার করেন। পরে ১৬৫৭ খৃঃঅঃ, শাহজহানের ৪র্থ পুত্র সুলতান সুজা পিতৃসিংহা-সন অধিকার-কামনায় অরঙ্গজেবের সহিত বিরোধ উপস্থিত করেন। মুঙ্গেরই তাঁহার সমস্ত উদ্যমের কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল।

আইন-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, টোডরমল্লের রাজস্ব-তালিকায় মুঙ্গের সরকার ৩১টী পরগণায় বিভক্ত ছিল। তখন এই প্রদেশের রাজস্ব ২৭৪০৬৪৯ অকবরী মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই প্রদেশে ২১৫০ অশ্বারোহী ও ৫০০০০ পদাতিক সংগৃহীত হইতে পারিত। রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা জয় করিয়া কিছুকাল এই নগরে বাস করিয়াছিলেন। জাহা-ঙ্গীরের শাসনকালে কাসিম খাঁ নামক এক ব্যক্তির হস্তে মুঙ্গেরের শাসনভার অর্পিত ছিল। এই স্থানে পরে অরঙ্গজেব-তনয়া জেব-উন্নিসার শিক্ষক করিমুল্লা মহম্মদ বাস করেন। সাহিত্যসংসারে তিনি আসরফনামে পরিচিত ছিলেন।

বাঙ্গালার শেষ নবাব কাসিম আলি খাঁ মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করিয়া ইংরাজরাজ্য উচ্ছেদের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি ইস্পাহাননিবাসী গ্রেগরী নামক এক ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া সুশিক্ষিত সৈন্যদল গঠন ও বন্দুকের কারখানা স্থাপিত করেন। সেই সেনানীই ইতিহাসে গুর্গন খাঁ নামে খ্যাত। দুই বৎসরের মধ্যে মীর কাসিম ৫০০০০অশ্বারোহী এবং ২৫০০০ পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করেন। সুদক্ষ গুর্গনের অধিনায়কতায় সৈন্যগণ য়ুরোপীয় যুদ্ধপ্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া উঠিল। মীরকাসিম ঘোর নৃশংসরূপে যে স্থানে পাটনার শাসনকর্ত্তা রামনারায়ণ ও বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণর রায়-দুর্লভকে গলদেশে কলসী বাঁধিয়া গঙ্গার জলে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন, দুর্গসন্নিহিত সেই স্থান আজিও লোকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়া থাকে, এবং যে স্থানে রাজবল্লভ "হা রাম" বলিতে বলিতে গঙ্গায় পড়িয়াছিলেন,সেই স্থানে আজিও সেই শোকাবহ ঘটনায় হৃদয়বিদারী প্রতিধ্বনি অতীতের দুঃখস্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত মীর কাসিম বহুসংখ্যক লোককে এই স্থানে জলে ডুবাইয়া হত্যা করেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালার ধনকুবের সুবিখ্যাত জগৎশেঠের ভ্রাতৃদ্বয়ের হত্যাই লোমহর্ষণ। রায়রায়াঁ রাজা উমেদসিংহ,বুনিয়াদ সিংহ,

ফতেসিংহ প্রভৃতি ব্যক্তি ও বহুসংখ্যক ইংরাজকেও মীরকাসিম গঙ্গায় ডুবাইয়া বিনাশ করেন।

ইংরাজাধিকারের প্রথম হইতেই মুঙ্গের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৮১২ খৃঃ অঃ হইতে এই নগর জেলার বিচার সদররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড ও রামকুণ্ড নামক উষ্ণপ্রস্রবণদ্বয় হিন্দুর তীর্থ। [সীতাকুণ্ড শব্দ দেখ]

মুঙ্গেরে কামান বন্দুকের কারখানায় এক্ষণে নানাপ্রকার দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত হস্তিদন্তে কারুকার্য্য সমন্বিত সুন্দর আবলুস্ কাষ্ঠের বাক্স, ডালের ছড়ি, কাঠের কলমদানি, খেলানা, কৌটা, আলমারী, বেণামূলের পাখা ও ফুলের সাজিপ্রভৃতি দ্রব্য এই স্থানে প্রসিদ্ধ। মুঙ্গেরের লৌহশিল্প এক সময়ে ভারতবিখ্যাত ছিল, তজ্জন্য ইহার নাম ছিল ভারতীয় "বর্ম্মিংহাম"। মুঙ্গেরে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর শিবলিঙ্গ বিক্রীত হয়।

মুঙ্গেলি, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলায় অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৬১৩ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি নগর ও তহসীলের বিচার-সদর। অক্ষা° ২২°৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৪৪´ পূঃ। ইহার তিন দিকে আগর নদী বেষ্টিত থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। চামড়া ও লবণের ব্যবসার জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

মুচ্, ১ কল্কন। ২ দম্ভ। ৩ শাঠ্য। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। ইদিং। লট্ মুঞ্চতে, মুঞ্চতে, অনিদিং মোচতে। (দুর্গাদাস)

মুচ্, ১মোক্ষ। ২বন্ধনরাহিত্যভাব। তুদাদি° উভ° সক° বন্ধনরহিতীভাবার্থে অক° অনিট্। লট্ মুঞ্চতি, মুঞ্চতে। লোট্ মুঞ্চতু-তাং। লিঙ্-মুঞ্চেং-ত। লঙ অমুঞ্চং-ত। লুঙ্ অমুচৎ, অমুক্ত। লিট্ মুমোচ, মুমোচিথ, মুমুচে লোঙ্ মুচ্যৎ, মুক্ষীষ্ট। লৃট্ মোক্ষ্যতি-মোক্ষ্যতে। কর্ম্মবাচ্যে মুচ্যতে, লুঙ্ অমোচি। ণিচ্ লুঙ্ অমূমুচৎ। সন্ মুমুক্ষতি। যঙ্ মোমুচ্যতে। আ+মুচ—পরিধান। বি+মুচ—ত্যাগ। চুরা পরস্মৈ সক সেট মোচয়তি।

মুচক (পুং) লাক্ষা (বৈদ্যকনি°)

মুচকি (দেশজ) মোচকান, ঈষদ্ হাস্য।

মুচকিহাসি (দেশজ) ঈষদ্ হাস্য, মৃদু-মধুর হাস্য।

মুচকুন্দ (পুং) স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ। [মুচুকুন্দ দেখ।]

মুচঙ্গ (পারসী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্র দন্ত দ্বারা কামড়াইয়া বাজাইতে হয়।

মুচি (পুং) রাজচক্রবর্ত্তিভেদ।

মুচি (দেশজ) বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ, চলিত চর্ম্মকার, চামার।

মুচি, বঙ্গদেশবাসী জাতিবিশেষ। চর্ম্মকার-শ্রেণীর একটী বিভাগ। ইহারা চর্ম্ম পরিষ্কার করে এবং চর্ম্মের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অনেকে বলেন, চামারগণ মুচি অপেক্ষাহীন জাতি। মুচিরা সাধারণতঃ অস্পৃশ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত। স্থানবিশেষে মুচিরা মৃতগোমাংস ভক্ষণ করে না; কিন্তু চামারেরা গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। মুচিরা জুতা ও নানা প্রকার চামড়ার দ্রব্য প্রস্তুত করে। উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে মুচিরা মৃত গোরুর চামড়া খুলিয়া লয় না। কিন্তু বঙ্গদেশের মুচিরা স্থলবিশেষে মৃত গোরুর চামড়া খুলিয়া লয়, আবার চামড়ার ব্যবসায়াদিও করিয়া থাকে।

মুচিদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ আছে। প্রজাপতির এক পুত্র দেবতাদিগের যজ্ঞার্থ গো-মাংস ও ঘৃত-সংগ্রহ করিয়া দিতেন। তৎকালে যজ্ঞে নিহত গোরুকে পুনর্জীবিত করা হইত। তজ্জন্য যজ্ঞীয় গো-মাংসের কিয়দংশ উক্ত প্রজাপতিপুত্রকে ভক্ষণ করিতে হইত। একদিন ঘটনাক্রমে প্রজাপতিপুত্র নিহত গোরুকে পুনর্জীবিত করিতে পারিলেন না। কারণ তাঁহার গর্ভবতী স্ত্রী যজ্ঞীয় মাংসের কতকাংশ লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। মৃতগোরু পুনর্জীবিত করিতে না পারায় প্রজাপতিপুত্র অত্যন্ত ভীত হইয়া অন্যান্য প্রজাপতিগণকে ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তাঁহারা গণনা করিয়া স্ত্রী কর্ত্তৃক মাংস-চুরিই এই ঘটনার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তখন সকলে সেই মাংসাপহারিকা স্ত্রীকে সমাজচ্যুত করিলেন। সেই স্ত্রীর গর্ভস্থ পুত্রই প্রথম মুচি। তদবধি মনুষ্যগণ যজ্ঞার্থে নিহত পশুকে পুনর্জীবিত করিতে অক্ষম হইয়া গো-হত্যা পরিত্যাগ করিলেন।

অপর প্রবাদ—কোন সময়ে ব্রহ্মা নৃত্য করিতেছিলেন। তৎকালে তাঁহার শরীরনিঃসৃত ঘর্ম্মজল হইতে মুচি-বংশের আদিপুরুষ মুচিরামের জন্ম হয়। মুচিরাম ঘটনা-ক্রমে দুর্ব্বাসা মুনির ক্রোধভাজন হইয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা মুচিরামের অধঃপতন সাধন করিবার জন্য একটী রূপবতী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যাকে মুচিরামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই কন্যা মুচিরামের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, মুচিরাম তাঁহাকে 'জননী' বলিয়া সম্বোধন করিল। কিন্তু দুর্ব্বাসা ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে সেই বিধবাকে গর্ভবতী করিয়া দিলেন। তখন সাধারণে মুচিরামের 'জননী' সম্বোধনের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া মুচিরামকে গর্ভকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিল। সুতরাং মুচিরাম সেই বিধবার সহিত জাতিচ্যুত হইল। পরে যথাকালে বিধবার গর্ভে বড়রাম

ও ছোটরাম নামক দুই যমজ সন্তান জন্মিল। এই দুই পুত্র হইতেই মুচি জাতির দুইটী প্রধান বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম বড়ভাগিয়া, দ্বিতীয় ছোটভাগিয়া। ছোটভাগিয়াগণ চামড়ার ব্যবসায় এবং বাদ্যক্রিয়া করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বড়ভাগিয়াগণ কৃষিকার্য্য করে। ইহাদের মধ্যে আবার উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ী দুইটী বিভাগ আছে এবং পরস্পরের একসঙ্গে ভোজন বা বিবাহপ্রথা প্রচলিত নাই। চাষা কোরুর ও চাষা কোনাই নামে ইহাদের আবার শাখাবিভাগ আছে। ইহারা কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বেতুয়া মুচিগণ বেতের ঝুড়ি বুনিয়া থাকে এবং কৃষিকার্য্য করে। কোরা অথবা ঝুগী মুচিগণ এক প্রকার মোটা কাপড় বুনিয়া থাকে। টিকাকর কোনাই মুচিরা কয়লার গুঁড়া হইতে টিকা প্রস্তুত করে।

বৈতাল, কোরুড়, মালভূমিয়া, সরক্যারী এবং শখী মুচিগণ জুতা প্রস্তুত ও মেরামত করে।

মুচিদিগের মধ্যে কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্য গোত্র আছে, কিন্তু গোত্র সম্বন্ধে বিবাহ বিষয়ে কোন কঠিন নিয়ম নাই।

ইহাদের বিবাহ-প্রথা অনেকাংশে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের ন্যায়। নিষিদ্ধ স্থলে প্রায় বিবাহ হয় না। এক ব্যক্তির সহিত দুই ভগিনীর বিবাহ হইতে পারে। কিন্তু যদি কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ জ্যেষ্ঠা কন্যার পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে শ্যালিকাবিবাহ ঘটে না। ইহাদের মধ্যে বাল্য ও যৌবন উভয় বিবাহ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে বাল্য-বিবাহেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ঢাকা জেলায় কন্যার পিতা বরের নিকট হইতে ৫০।৬০ টাকা পণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য জেলায় কন্যার পণ অধিক নহে। পাবনা জেলায় কন্যার পণ ৫৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত। বিবাহের আচারাদি হিন্দুবিবাহের সংক্ষিপ্ত অনুকরণমাত্র। কন্যাকে একখানি লাল কাপড় পরাইয়া দেওয়া হয়। তখন বর আসিয়া কন্যার সিঁথিতে সিন্দুর লেপিয়া দেয়। পরে উভয়ের হাত বাঁধিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধানের খৈ পোড়াইয়া হোম করা হয়।

ডাঃ ওয়াইজ লিখিয়াছেন, পূর্ব্বে মুচিদিগের বিবাহপ্রথা অতি জঘন্য ছিল। বিবাহক্ষেত্রে ব্যভিচার ও মদের তরঙ্গ বহিত। কিন্তু এখন মুচিরা সর্ব্ববিষয়ে অনেকটা উন্নতিলাভ করিয়াছে। বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। যে যতগুলি স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করিতে পারে, সে ততগুলি বিবাহ করিয়া থাকে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। এ বিষয়ে গ্রামের মোড়ল কিংবা পঞ্চায়তের অনুমতি লইতে হয়। স্বামীর দোষ থাকিলে স্ত্রী পঞ্চায়তের কাছে 'আপীল' করিতে পারে। স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীকে পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া পুনর্ব্বার নিকা করিতে পারে। বিধবারাও ইচ্ছানুসারে নিকা করিয়া থাকে। বিধবাবিবাহে বর ও বিধবাকে পরস্পর তুলসীমালা বদল করিতে হয়। এ সময় পাণ তামাকের খরচা স্বরূপ ১৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে মুচিরা বিধবাবিবাহে অনুরাগ প্রদর্শন করে না এবং বিধবাবিবাহের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। বোধ হয়, কালে ঐ প্রথা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। মুচিরা বলিতেছে যে, বিধবাবিবাহ ও বেশ্যাবৃত্তিতে কোন পার্থক্য নাই। কুমারী-বিবাহই শাস্ত্রসম্মত বলিয়া ইহারা বুঝিতে পারিয়াছে। নিকা করা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান সমাজে ঘৃণিত হইয়া থাকে এবং বিবাহের পূর্ব্বে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অনেক টাকা খরচ করিতে হয়। ইহাদের মতে, বালবিধবাগণ পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে। বাউরী ও বাগ্দীদিগের ন্যায় মুচিরা উচ্চজাতির লোকদিগকে স্ব-সমাজে স্থান দিয়া থাকে। নবাগত ব্যক্তিকে মুচি-সমাজে প্রবেশ করিতে হইলে সমাজস্থ লোকদিগকে একটী ভোজ দিতে হয়। কিন্তু এরূপ ঘটনা প্রায় দেখা যায় না। তবে যদি কেহ কোন মুচিরমণীর প্রণয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে স্বজাতি ও সমাজ ত্যাগ করিয়া মুচিকুল অবলম্বন করিতে হয়।

মুচিদিগের অধিকাংশই শৈব। বেতুয়া মুচিগণের মধ্যে বহু লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম স্বীকার করে। ইহারা নীচ-শ্রেণীর শূদ্রদিগের ন্যায় সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য করিয়া থাকে। বেতুয়ারা কালীমন্দিরে পূজার দ্রব্য উৎসর্গ করিয়া দিতে পারে। ইহারা হিন্দুদিগের পর্ব্বদিবসে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে এবং ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিয়া থাকে। বসন্তপীড়া সংক্রামক হইলে ইহারা শীতলা দেবীর নিকট শূকরবলি দেয়। বলিদানের পূর্ব্বে শূকরের সর্ব্বাঙ্গে সিন্দুর মাখিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। পরে তাহাকে ধরিয়া বলি দেওয়া হয়। ওলাউঠার সময়ে ইহারা চামার, ধোবা ও দোষাদদিগের ন্যায় জক্ষা দেবীর পূজা করে। তৎকালে মুচিরমণীরা কলা, খেজুর ও বেণার মালা গাঁথিয়া দুই দিন পর্য্যন্ত গলায় পরে। মুচিরা ইহাদের আদিপুরুষ মুচিরাম দাস ও রুইদাসের পূজা করিয়া থাকে।

মুচিদিগের পূজাক্রিয়া ব্রাহ্মণপুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেই পুরোহিত মুচির ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। কথিত আছে যে, বল্লালসেন বড়ভাগিয়া মুচিদিগকে পূজার জন্য এক

জন ব্রাহ্মণ দিয়াছিলেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য পাইবার প্রত্যাশায় অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করায় বল্লালসেন কহিলেন, কল্য প্রাতঃকালে যে জাতি প্রথমে আসিবে, আমি তাহার পৌরোহিত্যে আপনাকে নিয়োগ করিব। পরদিন প্রত্যূষে রাজবাড়ীর নাগরাবাদক আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ প্রথমেই তাহাকে দর্শন করিলেন; তদবধি সেই ব্রাহ্মণের বংশ পুরুষানুক্রমে মুচির ব্রাহ্মণ হইয়া আসিতেছেন। ইহারা বর্ণব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ, কোন জলাচরণীয় জাতি ইহাদের হাতে জল খায় না। ছোট ভাগিয়াগণেরও স্ব স্ব পুরোহিত আছে। মুচিরা মৃতদেহ দগ্ধ করে এবং এক মাস অশৌচান্তে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে, যাহারা উদ্বন্ধনাদিতে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাদের শ্রাদ্ধ হয় না। কেবল প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ছোটভাগিয়া মুচিরা চণ্ডালদিগের ন্যায় একাদশ দিবসে মৃতাশৌচান্তে শ্রাদ্ধ করে।

কোন কোন স্থলে মুচিরা চামারগণ অপেক্ষা কিছু উচ্চস্তরে অবস্থিত। কোন স্থলে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কেহই মুচিদিগের দাসত্ব স্বীকার করে না, এমন কি ধোবারা মুচিদিগের কাপড় কাচে না। মুচিরা তাহাদের সমাজস্থ আরজসন্তানদিগকে চাকর ও ধোবার কার্য্যে নিযুক্ত করে। মুচিদিগের নাপিতও উহাদের স্বজাতি। ছোট ভাগিয়া মুচিরা ও চামারেরা গোমাংস, শূকরমাংস এবং মুরগী প্রভৃতি খায়। বড়ভাগিয়া, বেতুয়া ও চাষা কোলাই মুচিরা গোমাংস ও শূকর মাংস খায় না। কিন্তু মুরগী খায়। ইহারা গাঁজা ও মদ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে। কেবল ডোমেরা মুচিদিগের জল পান করে এবং এক হুকায় তামাক খায়।

মুচিরা চামড়া পরিষ্কার ও জুতা, জিন, পোর্টমেন্টো প্রভৃতি প্রস্তুত করে। এ ছাড়া ঝুড়ি, চুপড়ি, মেজ, চাঁচ ও দরমা প্রভৃতি বুনিয়া থাকে। মৃত গবাদি পশু ভাগাড়ে ফেলিয়া দিলে ইহারা তাহার চামড়া খুলিয়া লয়। তৎপরে সেই চামড়া প্রস্তুত করিয়া সহরের মুচিদিগের নিকট বিক্রয় করে। অনেক সময়ে ইহারা চামড়ার লোভে বিষ খাওয়াইয়া পল্লীগ্রামের অনেক গরু মারিয়া ফেলে। কোন কোন মুচি ঘাসের সহিত কিংবা কলাপাতায় বিষ মিশাইয়া গোচারণমাঠে ফেলিয়া রাখে। তাহা খাইলে গরুকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পড়িতে হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে মুচিরা শেঁখো বিষ মহুয়াপাতায় মাখাইয়া শালবনের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। তাহা খাইয়া শীঘ্র গবাদি মরিয়া যায়। তখন মুচিরা তাহার চামড়া খুলিয়া লয়।

মুচিরা মানুষের মৃতদেহ স্পর্শ করে না, কিন্তু তাহারা মৃত পশুর চামড়া অনায়াসেই খুলিয়া লয়। দুর্গাপূজার সময় মহিষবলি হইলে মুচিরা পরম সমাদরে তাহা গ্রহণ করে।

মুচিদিগের মধ্যে অনেকে ঢাক, ঢোল, তবলা প্রভৃতি প্রস্তুত করে এবং তাহা বাজাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বিবাহ প্রভৃতি হিন্দুর সমস্ত উৎসবেই মুচিরা বাদ্য করিয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে ইহারা ইংরাজি বাজনার সরঞ্জাম লইয়া 'ব্যাণ্ড' বাজাইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান জেলায় মুচির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখন মুচিরা নানা প্রকার ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্যদ্বারা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে।

মুচির (ত্রি) মুঞ্চতি ধনাদিকং দদাতি মুচ্ (ইষিমদিখিদিছিদিভিদিমন্দীতি। উণ্ ১।৫২) ইতি কিরচ্। ১ দাতা। (পুং) ২ ধর্ম্ম। ৩ বায়ু। ৪ দেবতা। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি°)

মুচিলিঙ্গ (পুং) ১ মুচকুন্দবৃক্ষ। ২ তিলকবৃক্ষ। ৩ রাজাদনবৃক্ষ। ৪ নাগভেদ। ৫ চক্রবর্ত্তিভেদ।

মুচিলিঙ্গপর্ব্বত (পুং) পর্ব্বতভেদ।

মুচুকুন্দ (পুং) মুচ্-বাহুলকাৎ কু, মুচুঃ কুন্দ ইবেতি, রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ। Pterospermum suberifolium মুচকুন্দ ফুলের গাছ, হিন্দী—মেচকন্দ, তেলগু—লোলগু, উৎকল—বইলে, তামিল—চড্ডী। পর্য্যায়—ছত্রবৃক্ষ, চিত্রক, প্রতিবিষ্ণুক, বহুপুত্র, সুদল, হরিবল্লভ, সুপুষ্প, অর্ঘ্যার্হ, লক্ষণক, রক্তপ্রস্রব। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কফবাতনাশক, কণ্ঠস্বরবর্দ্ধক, ত্বগ্‌দোষ এবং শোফনাশক, জীর্ণজ্বর,শিরঃপীড়া,পিত্ত, অস্র ও বিষনাশক।(ভাবপ্র°) ২ মান্ধাতৃরাজপুত্র। (ভাগবত ৭।১০।৪)

মুচুটী (স্ত্রী) ১ অঙ্গুলি-মোটন, চলিত আঙ্গুল মট্‌কান।

'মুচুটী যুকুটি চৈব ভবেদঙ্গুলিমোটনে।' (শব্দরত্না°)

২ মুষ্টি, চলিত মুঠা। (হেম)

মুচ্‌ড়ন (দেশজ) ঈষদ্ ভাঙ্গন, অল্প ভগ্ন হওন।

মুচ্‌লেকা (দেশজ) রাজদ্বারে কতকগুলি নিয়মের বাধ্য হওয়া। অপরাধী ব্যক্তি পুনরায় কোন অপরাধ না করে, এইজন্য কতকগুলি নিয়মে বাধ্য রাখা। অপরাধী মুচলেকা দিয়া আবার অপরাধ করিলে, যে সকল নিয়মে সে বাধ্য থাকে, বিচারক তাহার প্রতি তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন। যদি একজনের দশহাজার টাকার মুচলেকা হয়, আর সেই ব্যক্তি পুনরায় কোন অপরাধ করে, তবে তাহার নিকট হইতে রাজা দশ হাজার টাকা আদায় করিবেন (Recognizance, a bond, a written agreement)। সাধারণতঃ শান্তিরক্ষার জন্য মুচলেকা গৃহীত হয়।

মুচ্ছুদ্দি (দেশজ) আরবী মুৎসদ্দি শব্দের অপভ্রংশ, কার্য্যা-

লয়ের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। অফিসের প্রধান কর্মচারীকে মুচ্ছুদ্দি কহে। ২ লেখক।

মুজ্, ১ মৃজা, মার্জ্জন। ২ ধ্বনি। চুরাদি॰ পরস্মৈ॰ মার্জ্জনার্থে সক॰ ধ্বন্যর্থে অক॰ সেট্। ইদিৎ লট্ মুঞ্জয়তি, অনিদিৎ মোজয়তি। লুঙ্ অমুমুঞ্জৎ, অমুমুজৎ। পক্ষে ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সেট্। লট্ মোজতি। লুঙ্ অমোজীৎ।

মুজঃফর খাঁ, আজমীর প্রদেশের অনৈক মুসলমান নবাব। ইনি সম্রাট্ ফরখশিয়রের রাজত্বকালে স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা আমীর উল্-ওমরা খাঁ দৌরান্ আবদুস্ সমদ খাঁর চেষ্টায় উক্ত প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। মহারাষ্ট্র-সর্দার মলহর রাও হোলকর অম্বরাধিপ মহারাজ সবাই জয়সিংহের জয়পুর-রাজধানী আক্রমণ করিলে, ইনি মোগলবাহিনী লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। মোগল-সম্রাট্ মহম্মদ শাহের সহিত নাদির শাহের যুদ্ধে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ইনি রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করেন।

মুজঃফর খাঁ, আগ্রার অনৈক শাসনকর্ত্তা। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর-কর্তৃক ১৬২১ খৃষ্টাব্দে ইনি উক্ত পদে অভিষিক্ত হন। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ইনি আগ্রা-নগরে কালী মসজিদ নির্ম্মাণ করান। উক্ত মসজিদ এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে।

মুজঃফর খাঁ তিব্বতী, সম্রাট্ অকবর শাহের অধীনস্থ বাঙ্গালার অনৈক শাসনকর্ত্তা। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি শাসনভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার অধিকারকালে বাবখান্ কাকৃশাল রাজ-বিদ্রোহী হইয়া গৌড়নগর অধিকারপূর্ব্বক ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁড়ায় মুজঃফর খাঁকে নিহত করেন।

মুজঃফরগড়, পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা॰ ২৯° ১´ হইতে ৩০° ৪৬´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭০° ৩৩´ হইতে ৭১° ৪৯´ পূঃ। ক্ষেত্রফল ৩১৩৯ বর্গ-মাইল। মুজঃফরগড় মুলতান বিভাগের পশ্চিম সীমা। ইহার উত্তরে দেরাইস্মাইল খাঁ ও ঝঙ্গ জেলা, পূর্ব্বদক্ষিণ চিনাব বা চন্দ্রভাগানদী, পশ্চিমে সিন্ধুনদ। এই জেলা ৩টী তহসীলে বিভক্ত, উত্তরে সোনাবল, দক্ষিণে আলিপুর এবং মধ্যভাগে মুজঃফরগড়।

ইহার আকার প্রায় ত্রিভুজের মত। সিন্ধুনদের নানা শাখা প্রশাখা এই স্থানের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিকে অত্যন্ত শস্যশালিনী করিয়া থাকে। জেলার অনেক স্থান বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হইয়া যায়, তজ্জন্য এই জেলা শস্যসম্পদে পঞ্জাবের মধ্যে প্রধান। বর্ষাকালে গ্রামসমূহ জলপ্লাবিত হইলে দরিদ্র কৃষকগণ কাঠের মাচা করিয়া বাস করে। সিন্ধুনদের সহিত চন্দ্রভাগার সঙ্গমস্থান অতি রমণীয়। এখানে সিন্ধু-নদের বিস্তার শীতকালে একক্রোশ, অন্য সময়ে তদপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। শীতকালে কাবুল প্রভৃতি নানা স্থানের গবাদি পশু এই অঞ্চলে আসিয়া থাকে। পঞ্চনদ-সলিল-বিধৌত হওয়ায় ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব হৃদয়গ্রাহী। এই সমস্ত নদী ব্যতীত কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য স্থানীয় রাজারা পূর্ব্বে এখানে বহুসংখ্যক খাল কাটাইয়া গিয়াছেন।

এখানে ১৮টী বনবিভাগ আছে। তাহাদের পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ বিঘা হইবে। নানা প্রকার উদ্ভিজ্জে ও বৃক্ষে এই জেলার অধিকাংশ স্থান আচ্ছন্ন। এখানে প্রচুর পরিমাণে খেজুরের চাস হইয়া থাকে। খেজুর এখানকার লোকের একটী প্রধান খাদ্য। খেজুরের চাস হইতে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর লাভ হইয়া থাকে। এখানে বহু শিশুগাছ জন্মে। রাজপথের উভয় পার্শ্বে শিশুগাছ শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপিত হয়। এতদ্ভিন্ন ঝাউ, কল্ম, শিরীষ, ঝাল, করিতা, অশ্বত্থ প্রভৃতি বহু-সংখ্যক বৃক্ষ এই প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। উদ্যানতরুর মধ্যে দাড়িম্ব, আম, আতা, কমলালেবু এবং আঙ্গুর বিশেষ-রূপে উল্লেখযোগ্য। এদেশে খনিজ পদার্থ অতি বিরল।

আরণ্য জন্তুর মধ্যে ব্যাঘ্র ও শূকর প্রধানতঃ সর্ব্বস্থানেই দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন নেকড়াবাঘ, সজারু, খরগোস, শৃগাল, খেঁকশিয়াল, ও ক্ষুদ্র হরিণাদিও বহু সংখ্যক দেখা যায়। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে গোরু, মহিষ, ছাগ, ভেড়া, উষ্ট্র ও অশ্ব এবং পক্ষীর মধ্যে হাঁস, বালি হাঁস, কোয়েল, তিত্তির ও বিবিধ জলচর পক্ষীই প্রধান। নানাপ্রকার সুস্বাদু মৎস্য সর্ব্বত্রই সুলভ।

এই জেলার কোন স্বতন্ত্র ইতিবৃত্ত নাই। মুলতানের ভাগ্যের সহিত ইহার ভাগ্য অভিন্নভাবে মিশ্রিত। অকবরের শাসনকালে এই জেলা মুলতান-সরকারের অন্তর্গত ছিল। যখন দুরাণীবংশীয় শাসনকর্তৃগণ মোগলরাজ্যের অধঃপতন সময়ে নূতন সাম্রাজ্য-গঠনের অবসর অনুসন্ধান করিতেছিল, তৎকালে এই স্থান দুরাণীবংশের প্রধান স্থান হইয়াছিল। আফগানবংশীয় মুলতানের গবর্ণর মুজঃফর খাঁ, এখানকার শেষ শাসনকর্ত্তা, তিনি স্বীয় নামানুসারে ইহার নামকরণ করেন। তদবধি এই স্থান মুজঃফরগড় নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মুজঃফর খাঁ এই নগরের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎকালে এই জেলার অধিকাংশ বহাবলপুরের নবাবের রাজ্যভুক্ত ছিল। শিখ ও আফগান-শাসনকর্তৃগণের পরস্পর যুদ্ধকালে সেখানকার কৃষকগণ মুসলমানপক্ষ আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে রণজিৎসিংহের সৈন্যদল মুজঃফরগড় আক্রমণ করিয়া

অধিকার করে। তদবধি এই জেলা শিখদিগের শাসনাধীন হয়। শিখসর্দার দেওয়ান সাবমল এবং তৎপুত্র মূলরাজ শাসনকার্য্যের অনেক সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে বহাবলপুরের নবাবেরা রণজিৎসিংহের নিকট হইতে ঐ প্রদেশের কিয়দংশ খাট্টা করিয়া লয়। কিন্তু তাহারা বহুদিন পর্য্যন্ত কোন খাজনা না দেওয়ায় রণজিৎসিংহ ভেন্টুরা (Ventura) নামক সেনাপতিকে উক্ত প্রদেশ জয় করিতে প্রেরণ করেন। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মুজঃফরপুরে শিখশাসন অব্যাহত ছিল। তৎপরে মুলতানের বিদ্রোহসময়ে এই স্থান (১৮৪৯ খৃঃ) ইংরাজদিগের রাজ্যভুক্ত হয়।

ইংরাজ-অধিকারকালে প্রথমতঃ খাজর মুজঃফরগড়ের প্রধান নগর বলিয়া পরিগণিত হয়। পরে কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি জলপ্লাবিত হওয়ায় সদর ষ্টেশন এই স্থান হইতে মুজঃফরগড়ে উঠিয়া যায়। ভূমির উর্ব্বরতাগুণে এই স্থান শীঘ্রই বাণিজ্যাদি সম্পদে ভূষিত হইয়া উক্ত প্রদেশের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছে।

চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক নদী ও খাল থাকায় এইস্থান কৃষিকার্য্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। সাড়ে ছয় লক্ষ বিঘা জমি খালের জলে আবাদ হয়। তদ্ভিন্ন প্রায় ৪ লক্ষ বিঘা ভূমি গোচারণের মাঠরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত বহু লক্ষ বিঘা ভূমি এখনও পতিত রহিয়াছে। বৃষ্টির জলে কৃষিকার্য্যের কোন সাহায্য হয় না। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে পয়ঃপ্রণালীর সুন্দর ব্যবস্থা না থাকায় অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে।

যব ও গম এখানকার প্রধান শস্য, শরৎকালে বাজরা ও খারিফ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। উত্তরপ্রদেশে নীল, তুলা ও ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। এখানে শ্রমজীবির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইহারা খোরাসান প্রদেশ হইতে এখানে আসে।

এ স্থানে বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। খোরাসনের পোবিন্দা বণিক্‌গণ প্রধানতঃ বাণিজ্যকার্য্য করে। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে গম, ইক্ষু, তুলা ও ঘৃত প্রধান। আমদানী দ্রব্যাদির মধ্যে লৌহ, চুণ, লবণ ও বিবিধ বিলাতী দ্রব্যই অধিক। খয়েরপুরই প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। গোযানের সংখ্যা এখানে অতি কম। উষ্ট্র দ্বারা প্রধানতঃ ভারবহন কার্য্য সম্পন্ন হয়। সর্ব্বস্থানেই নস্য, মোটা কাপড়, খেজুর ও মাদুর প্রভৃতির ব্যবসায় আছে।

মুজঃফরগড় জেলায় খাজর, খয়েরপুর, আলিপুর, সহর সুলতান, শীতপুর, জাতোই, কোটআদু ও দেরাদিনপনা এই কয়টী নগর প্রসিদ্ধ। এই সকল স্থানে মিউনিসিপালিটী বা স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত আছে।

অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান, তদ্ব্যতীত হিন্দু, শিখ, জৈন ও খৃষ্টান প্রভৃতি জাতীয় লোক ও বেলুচিরাও অনেকে এখানে বাস করিয়া থাকে।

এখানকার শাসনবিভাগে একজন ডেপুটী কমিশনার এবং তাঁহার অধীনে একজন সহকারী ও অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার আছেন। এতদ্ভিন্ন প্রতি জেলায় সবজজ্ ও মুন্সেফ আছেন। ৯ জন সিভিল জজ এবং ১১ জন মাজিষ্ট্রেট প্রধানতঃ বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। শিক্ষাবিষয়ে এ স্থান নিতান্ত পশ্চাৎপদ। এই জেলার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। ৫টী গবর্ণমেণ্ট-দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে।

২ মুজঃফরগড় জেলার মধ্য তহসীল বা উপবিভাগ। অক্ষা° ২৯°৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°২০´ পূঃ। চন্দ্রভাগা ও সিন্ধুনদের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৯২৫ বর্গ মাইল। ২৭০ বর্গমাইল পরিমিত জমিতে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। ধান, যব, গম, বাজরা ও ইক্ষু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ৬টী দেওয়ানী এবং ৫টী ফৌজদারী আদালত আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ৩০° ৪´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ১৪´ পূঃ। ১৭৯৪ খৃঃ অঃ মুজঃফর খাঁ এই স্থানে সদর করেন। তদবধি এইস্থান তাঁহার নামে পরিচিত হইতেছে। মুজঃফর খাঁ এই নগর প্রাচীর-বেষ্টিত ও ইহাতে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুর্গপ্রাচীর প্রায় ২০ হাত উচ্চ। দুর্গের চতুর্দ্দিকে ১৬টী বুরুজ আছে। দুর্গটী ইষ্টকনির্ম্মিত। উত্তরাংশে রাজকর্ম্মচারিগণ বাস করিয়া থাকেন।

এখানে কূপ হইতেই প্রধানতঃ পানীয় জল সংগৃহীত হয়। ১৮১৮ খৃঃ অঃ উক্ত দুর্গ রণজিৎ সিংহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। নগরের মধ্যে ডাকবাঙ্গালা, ডাকঘর, গির্জ্জা, দাতব্যচিকিৎসালয়প্রভৃতি আছে।

মুজঃফর জঙ্গ, ফরুখাবাদের জনৈক মুসলমান নবাব। ১৭৭১ খৃঃ ইহাঁর পিতা আহ্মদ খাঁ বঙ্গশের মৃত্যুর পর, ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি মুজঃফর হুসেন খাঁ ও দিলের হিম্মৎ খাঁ নামেও পরিচিত ছিলেন। পিতৃসিংহাসন-লাভের সময় সম্রাট্ শাহ আলম্ কর্ত্তৃক ইনি উক্ত উপাধি লাভ করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের হস্তে স্বীয় রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক ইনি ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা মাসিক বৃত্তি লইয়া জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন। ইহাঁর মৃত্যুর পর, ইহাঁর পৌত্র তফজল হুসেন খাঁ মসনদে আরোহণ করেন।

মুজঃফর জঙ্গ, হায়দরাবাদের সুবিখ্যাত সুবাদার নিজাম-উল্-মুল্‌কের দৌহিত্র। ইহার প্রকৃত নাম হিদাএৎ মুহীন্ উদ্দীন্। নিজাম উল্‌মুল্‌কের মৃত্যুর পর, মুজঃফর ঘোষণা

করেন যে, তাঁহার পূজ্যপাদ মাতামহ মৃত্যুকালে দানপত্র দ্বারা তাঁহাকেই রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এদিকে তাঁহার মাতুল নাসিরজঙ্গ আপনাকে পিতৃ-সিংহাসনের একমাত্র অধিকারী জানিয়া রাজ্যাধিকারপূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া তিনি যথাসময়ে সেনাদলের বেতন পরিশোধ করিতে সমর্থ হওয়ায়, তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল তৎপক্ষ পরিত্যাগ করে নাই। মুজঃফর জঙ্গ মাতুলের সেনাধিক্য এবং স্বকীয় সেনাদলের স্বল্পতা দেখিয়া প্রথমে ইষ্টসাধনে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন; পরিশেষে স্বীয় উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার শুভ পরিণতি সম্পাদনার্থ বলসঞ্চয়ে মনোনিবেশ করেন। অবশেষে তিনি আর্কট (অরুকড়ু) অভিমুখে অগ্রসর হইয়া ফরাসীদিগের সাহায্যে তথাকার নবাব আন্‌বার উদ্দীন্ খাঁকে ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আর্কট-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের সুবাদার বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হন, কিন্তু তাঁহাকে এই রাজ্যসুখ অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। কএক মাস রাজত্বের পর তিনি স্বীয় মাতুল নাসিরজঙ্গের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তদবধি ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গুপ্তশত্রুকর্ত্তৃক নাসিরজঙ্গের নিধন পর্য্যন্ত তাঁহাকে কারাবাসে কালযাপন করিতে হয়। তৎপরে পুনরায় তিনি ফরাসী-সাহায্যে সুবাদারী মস্‌নদে আরোহণ করেন। ইহার অনতিকাল পরেই তিনি ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে স্বীয় জনৈক বিশ্বস্ত অনুচরকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বৃদ্ধনিজামের তৃতীয়পুত্র সলাবৎ জঙ্গ মসনদে আরোহণ করেন। [ডু'প্লে ও হায়দরাবাদ দেখ।]

মুজঃফর নগর, যুক্তপ্রদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা০ ২৯°-১১´-৩০´´ হইতে ২৯°-৪৫´-১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৭°-৩´-৪৫´´ হইতে ৭৮°-১০´-৪৫´´ পূঃ। ক্ষেত্রফল ১৬৫৬ বর্গমাইল। ইহা মিরাট বিভাগের অন্তর্গত। এই জেলার উত্তরে শাহারণপুর, পূর্ব্বে গঙ্গানদী ও বিজনোর জেলা, দক্ষিণে মিরাটজেলা, এবং পশ্চিমে যমুনা নদী। প্রধান নগর মুজঃফর-নগর।

এই জেলা গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াবের উত্তরাংশে অবস্থিত। ভূমি প্রায় সমতলময়। মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত উচ্চ। হিন্দন ও কালী নদী ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছে। যে ভাগ দিয়া গঙ্গানদী প্রবাহিত হইয়াছে, সেই নিম্ন ভূমির নাম 'খাদর'। এই প্রদেশের জলাভূমিতে কোনরূপ কৃষিকার্য্যের সুবিধা নাই। কিন্তু উচ্চ ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি অত্যন্ত অধিক।

হিন্দন ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী বিভাগে যমুনা নদীর খাল থাকায় কৃষিকার্য্যের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে। যমুনার তীরবর্ত্তী ভূভাগ 'ঢাক' গাছের জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন।

প্রবাদ এইরূপ যে, মুজঃফর নগর পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের রাজ্য ছিল এবং মিরাটের নিকটই হস্তিনাপুর নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তৎপরে ইহা চৌহানবংশীয় দিল্লীর সম্রাট্ পৃথ্বীরাজের রাজ্যান্তর্গত ছিল। তৎকালে ব্রাহ্মণ ও রাজপুত্রগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে এইস্থানে মুসলমান শাসন বদ্ধমূল হয়।

দিল্লীসম্রাটের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তৃগণ এইস্থান শাসন করিতেন। তখন জাঠগণ এই স্থানের প্রধান অধিবাসী ছিল। অদ্যাপি জাঠগণ এখানে বিশেষ ক্ষমতাশালী বলিয়া গণ্য। পরবর্ত্তিকালে গুর্জ্জরগণ এইস্থানে আসিয়া বাস করে। মুসলমান-শাসনের প্রারম্ভ হইতে শেখ, সৈয়দ ও পাঠান উপাধিধারী ব্যক্তিগণ এইস্থানে বাস করিতেছে।

১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুর এইস্থানে আসিয়া নৃশংসরূপে বহুসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণ সংহার করেন। অকবরের রাজত্বকালে এই জেলা শাহারণপুর সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে বাঢ়ার সৈয়দবংশ এখানে প্রবল হইয়া উঠে। দিল্লীতে সৈয়দবংশের রাজত্বকালে ১৩৫০ খৃঃ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা এখানে প্রাধান্য স্থাপন করেন।

১৪১৪ খৃঃ অঃ সুলতান খিজ্‌র খাঁ সৈয়দ সলিমকে শাহারণপুরের শাসনভার প্রদান করেন। তদবধি তদীয় বংশধরগণ উত্তরোত্তর ক্ষমতালাভ করিতে থাকে।

২ মুজঃফরনগর জেলার উত্তর-পশ্চিম বিভাগের তহসীল বা উপবিভাগ। ইহা ৫টী পরগণায় বিভক্ত। ভূ-পরিমাণ ৪৪৭ বর্গমাইল। এখানে ১৩টী দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত আছে। ইহার মধ্য দিয়া গঙ্গা ও সিন্ধুনদ প্রবাহিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন এখানে বহুসংখ্যক খাল রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ৫টী পুলিশ-থানা আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষা০ ২৯° ২৮´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৭° ৪৪´ পূঃ। মিরাট হইতে লাণ্ডরে সৈন্ত গমন করিবার পথে অবস্থিত। দিল্লী, পঞ্জাব ও সিন্ধুরেলওয়ের একটী ষ্টেসন। শাহজহানের রাজত্বকালে মুজঃফর খাঁ খানখানানের এক পুত্র ১৬৩৩ খৃঃ অব্দে এই নগর সংস্থাপন করেন। পূর্ব্বে এস্থান অতি অস্বাস্থ্যকর ছিল, এক্ষণে অনেকটা ভাল হইয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসা ভিন্ন অন্য ব্যবসায়ের বিশেষ প্রাচুর্য্য নাই।

মুজঃফরপুর, বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন

পাটনা-বিভাগের একটী জেলা। পূর্ব্বকার ত্রিহুত জেলা ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে দরভাঙ্গা ও মুজঃফরপুর এই দুই জেলায় বিভক্ত হইয়াছে। অক্ষা০ ২৫° ৩০´ হইতে ২৬° ৫২´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৪° ৫৪´ ৩০´´ হইতে ৮৫° ৫৭´ ৩০´´ পূঃ। ইহার উত্তরে নেপাল, পূর্ব্বে দরভাঙ্গা, দক্ষিণে গঙ্গানদী, পশ্চিমে চম্পারণ এবং গণ্ডকনদ। ইহা উত্তরদক্ষিণে ৯৫ মাইল এবং পূর্ব্বপশ্চিমে ৪৮ মাইল বিস্তৃত। ক্ষেত্রফল ৩০০৩ বর্গমাইল।

এই জেলা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগ বুড়ী-গণ্ডক নদের দক্ষিণতীরে হাজিপুর উপবিভাগ। এই বিভাগে অহিফেন, নীল ও তামাক প্রচুর পরিমাণে জন্মে। মধ্যভাগ বুড়ীগণ্ডক ও বাঘমতী নদীর মধ্যবর্ত্তী। এইভাগের ভূমি পঙ্কলময়। এই ভাগের প্রায় বার আনা ভূমিতে ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। উত্তরভাগ নেপাল ও বাঘমতী নদীর মধ্যবর্ত্তী। এই স্থানেরও এগার আনা ভূমিতে ধান্য এবং অবশিষ্ট অংশে অন্যান্য শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অনেক বড় বড় নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গঙ্গা, বাঘমতী, বুড়ীগণ্ডক, লখন্দাই ও বাইর প্রধান। এই সকল নদী থাকায় কৃষি ও বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে।

এই জেলায় ১৬টী প্রধান নগর আছে। তন্মধ্যে হাজিপুর, লালগঞ্জ, সীতামাড়ী, মাণিকচক, বসন্তপুর প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য। এখানকার কৃষকদিগের অবস্থা তত ভাল নহে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে সোরা, নীল, তামাক ও অহিফেন প্রধান।

ত্রিহুত রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া গিয়াছে। মুজঃফরপুর হইতে সীতামাড়ী ও হাজিপুর পর্য্যন্ত অন্য রেলপথ আছে। মুজঃফরপুর, লালগঞ্জ, হাজিপুর, সীতামাড়ী ও মোহনগর এই কএক স্থানে মিউনিসিপালিটী ও দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে। এখানে বর্ষায় ১৭ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ১২৪৮ বর্গমাইল। ইহাতে ২টী পুলিশ থানা আছে।

৩ জেলার প্রধান নগর। গণ্ডকনদের দক্ষিণতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৭´ ২৩´´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২৬´ ৫২´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ২৫৬০ একর। নগরটী অত্যন্ত সুদৃশ্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে কালেক্টরের বাসস্থান, আদালত, জেল এবং গবর্ণমেণ্ট-দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে। বিজ্ঞান ও ধর্ম্মসমাজের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ও আছে। প্রত্যহ বাজার হইয়া থাকে। এখানে গণ্ডকনদ দিয়া বহু পণ্য আমদানী ও রপ্তানী হয়। আদালত-গৃহের সন্নিকটে গণ্ডকনদের পূর্ব্বখাত একটী সুন্দর হ্রদে পরিণত হইয়াছে। তীরভূমির চতুর্দ্দিকে একটী সুদৃঢ় বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮৭১ খৃঃ অঃ জলপ্লাবনে নগরের অনেক অনিষ্ট হইয়াছিল। নগরের মধ্যভাগে রাম ও সীতার দুইটী প্রকাণ্ড মন্দির আছে। এতদ্ভিন্ন অনেক শিবমন্দিরও আছে।

মুজঃফর শাহ (১ম), গুজরাতের প্রথম মুসলমান রাজা, প্রকৃত নাম জাফর খাঁ ইঁহার পিতা বাজী-উল্-মুল্ক টাঁকো (ত্যাগী) শ্রেণীর ক্ষত্রিয় ছিলেন। যখন হিন্দু ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল সাধারণ। সাধারণের ভ্রাতা সাধু দিল্লীশ্বর সুলতান মহম্মদ বিন্ তোগলকের ভ্রাতা সুলতান আবুল মুজঃফর ফিরোজশাহকে স্বীয় ভগিনী সমর্পণ করেন। তৎপরবর্ত্তী সম্রাট্গণের আনুকূল্যে এই বংশের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

১৩৪২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীনগরে মুজঃফরের জন্ম হয়। দিল্লীরাজসরকারের সামান্য কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা-বলে বংশগৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গুর্জ্জরাধিপ ফর্‌হ্‌ৎ-উল্-মুল্ক রাজদ্রোহী হইলে মুজঃফর খাঁ তাঁহাকে রণক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত করেন। তাঁহার কৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ দিল্লীশ্বর সুলতান ২য় মহম্মদ শাহ তোগলক তাঁহাকে ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে গুজরাতের শাসনকর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

ইহার পাঁচ বর্ষ পরে ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ মুজঃফর শাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে গুজরাতের স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা এবং স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করেন। ইতিহাসে তাহা 'মুজঃফরশাহী' মুদ্রা নামে পরিচিত।

তিনি প্রায় ২০ বৎসর রাজত্বের পর, ৭১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পৌত্র এবং তাতার খাঁর পুত্র আহ্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশীয় রাজগণের নাম যথা—

গুর্জ্জর-রাজবংশ।

১ মুজঃফর শাহ ১ম	৮ সিকেন্দর শাহ,
২ আহ্মদ শাহ	৯ মাহ্মূদ শাহ ২য়,
৩ মহম্মদ শাহ করিম	১০ বাহাদুর শাহ
৪ কুতব শাহ	১১ মীরণ মহম্মদ শাহ ফরুখি।
৫ দাউদ শাহ	১২ মাহ্মূদ ৩য়
৬ মাহ্মূদ শাহ ১ম বিগাড়া	১৩ আহ্মদ শাহ ২য়
৭ মুজঃফর শাহ ২য়	১৪ মুজঃফর শাহ ৩য়।

শেষ নরপতি মুজঃফর-শাহকে (৩য়) পরাজিত করিয়া মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহ গুজরাত প্রদেশ স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

মুজঃফর শাহ (২য়), গুজরাতের জনৈক রাজা। পিতা সুলতান মাহ্মূদ শাহ বিগাড়ার মৃত্যু হইলে,৪১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি গুর্জ্জর-সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫ বৎসর নির্ব্বিরোধে রাজত্ব করিবার পর, ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। সর্কীচে তাঁহার সমাধিমন্দির আছে।

মুজঃফর শাহ (৩য়), গুজরাতের শেষ নরপতি। ইহাঁর প্রকৃত নাম নাথু। ইনি ৩য় মাহ্মূদ শাহের পুত্র বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত, কিন্তু ইহাঁর জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে ২য় আহ্মদের মৃত্যু হইলে মন্ত্রিপ্রধান ইতিমাদ খাঁ ইহাঁকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজার সহিত মন্ত্রিবরের মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে, ইতিমাদ আত্মপক্ষসমর্থনার্থ সম্রাট্ অকবর-শাহকে রাজ্যাধিকারলোভে প্রলোভিত করিয়া গুর্জ্জর-প্রদেশে আহ্বান করিলে, অকবর শাহ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া গুজরাত-রাজধানী আক্রমণ করিলেন (১৫৭২ খৃঃ অঃ)। তদবধি গুর্জ্জররাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

মুজঃফর শাহ মোগল-সম্রাটের করে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক পিতৃসিংহাসন পরিত্যাগ করিলে সসম্মানে আগ্রায় আনীত ও কারারুদ্ধ হন। এখান হইতে তিনি পুনরায় গুজরাতে পলায়ন করিয়া সেনাদল সংগ্রহপূর্ব্বক তথাকার মোগল-প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন্ খাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেন। এইরূপে নয় বৎসর কারাবাসের পর তিনি পুনরায় গুর্জ্জর-সিংহাসনে আরূঢ় হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অতঃপর দুই বৎসর কাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবার পর, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে অকবর শাহ পুনরায় গুর্জ্জররাজ্য অধিকার-মানসে বৈরাম খাঁর পুত্র খান্খানান্মীর্জ্জা খাঁকে প্রেরণ করেন। একটা খণ্ড-যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মুজঃফর-শাহ জুনাগড় অভিমুখে পলাইয়া যান, কিন্তু খান্ আজম তাঁহার পদানুসরণ করিয়াছে জানিয়া মোগলহস্তে বন্দী হওয়ায় অবমাননার ভয়ে, পথি মধ্যেই তিনি ক্ষুর দ্বারা গলদেশ ছেদন করেন।

মুজঃফর শাহ পুরবী, বাঙ্গালার জনৈক শাসনকর্ত্তা। ইনি একজন হাব্সী ক্রীতদাস, আদিনাম সিদ্দি বদর। স্বীয় প্রভু মাহ্মূদ শাহকে গুপ্তভাবে নিহত করিয়া ইনি বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৯৫ খৃঃ অঃ)। তিন বৎসর রাজ্যশাসনের পর ইনি ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে স্বীয় মন্ত্রী সৈয়দ সরিফের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। সৈয়দ সরিফ উক্ত বর্ষে ২য় আলাউদ্দীন্ নামধারণপূর্ব্বক বাঙ্গালার মসনদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

মুজাএম (পারসী) আপত্তিদান।

মুজাকা (আরবী) ১ অর্থকৃচ্ছ্র। ২ দারিদ্র্য। ৩ দুরবস্থা।

মুজাহিদ খাঁ, নাগোরের জনৈক শাসনকর্ত্তা। ইনি ভ্রাতা ফিরোজ খাঁর মৃত্যুর পর, ভ্রাতুষ্পুত্র শামস্ খাঁকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া নাগোর-সিংহাসন অধিকার করেন। শামস্ খাঁ রাণাকুম্ভের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মুজাহিদ আপনাকে আত্মরক্ষায় অসমর্থ জানিয়া সুলতান মাহ্মূদ খিলিজির সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সূত্রে নাগোর-দুর্গ লইয়া উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে।

মুজাহিদ খাঁ, সুলতান মাহ্মূদ বিগাড়ার জনৈক কর্ম্মচারী। মালিক লাদন খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। অতিশয় স্থূলদেহবশতঃ তিনি 'বালীম' আখ্যা লাভ করেন। উক্ত রাজার আদেশানুসারে তিনি আদিল খাঁর সহকারী নিযুক্ত হন। গুর্জ্জরাধিপতি সুলতান বাহাদুর শাহ তাঁহার কার্য্যকারিতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার হস্তে জুনাগড়ের শাসনভার অর্পণ করেন। অতঃপর তিনি সুলতানের সহিত আহ্মদনগর-অভিযানে গমন করিয়াছিলেন। এখান হইতে তিনি ঔসা নগর এবং পরে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরের বিজয়বাহিনী লইয়া রণস্তম্ভ-গড় অধিকারে গমন করেন।

সুলতান ৩য় মাহ্মূদশাহের রাজত্বকালে ডাহ্রের যুদ্ধে তিনি স্বীয় ভ্রাতা মুজাহিদ্ উল-মুল্কের সহযোগে সেনাদলের দক্ষিণভাগ পরিচালনা করিয়াছিলেন। সুলতান মাহ্মূদ উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্র ছিলেন, তজ্জন্য প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী-দিগের পরামর্শ উপেক্ষা করায় ১৫৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে সেনাধ্যক্ষ আমীর-উল্-ওমরা আলম্খাঁ কর্ত্তৃক নজরবন্দী হন। ঐ সময়ে মুজাহিদ্ তাঁহার রক্ষাভার গ্রহণ করেন। তজ্জন্য আলম্ খাঁর ভ্রাতা মুজাহিদউল্মুল্ক তাঁহাকে বিদ্রূপ করায়, তাঁহার উজীর তাতার-উল্-মুলক বিদ্বেষী হইয়া সুজার বিরুদ্ধে সুলতানের সহিত পরামর্শ করেন। তদনুসারে তাতার-উল্ মুলক স্বীয় প্রভুর সেনাবাহিনী সঙ্গে লইয়া সুলতানের উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক আলম্ খাঁর আবাস লুণ্ঠন করিলেন। মুজাহিদ সুলতানের নিকট হইতে সুরাটের অন্তর্গত হাজারখানি গ্রাম জায়গীর স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন।

মুজাহিম (আরবী) বাধাদান। খাতক ব্যতীত অপর ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক দিলে, সেই ব্যক্তি ধর্ম্মাধিকরণে যে আপত্তির কারণ প্রদর্শন করে, তাহাই মুজাহিম্।

মুঞ্চক (পুং) মুচ্-ণ্বুল্। মুষ্ককবৃক্ষ। (রাজনি৹) ২ বৃষণ।

মুঞ্চন (ক্লী) ১ মোচন। পরিত্যাগকরণ। ২ মলত্যাগ।

মুঞ্জ (পুং) মুঞ্জতে মৃজ্যতেহনেন মুঞ্জ-করণে অচ্। তৃণ-

বিশেষ। (Saccharum munga) চলিত মুঞ্জ, তেলগু—মুঞ্জ-গড্ডি; অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। পর্য্যায়—মৌঞ্জীতৃণাখ্য, ব্রাহ্মণ্য, তেজনাহ্বয়, বাণীরক, মুঞ্জনক, শীরী, দর্ভাহ্বয়, দূরমূল, দৃঢ়তৃণ, দৃঢ়মূল, বহুপ্রজ, রঞ্জন, শরুভঙ্গ। ভদ্রমুঞ্জ ও মুঞ্জভেদে ইহা দ্বিবিধ। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, কফপিত্তজ রোগনাশক, গ্রহরক্ষা, এবং দীক্ষাকার্য্যে পবিত্র। (রাজনি॰) ২ শরতৃণ। দ্বিজাতিদিগের উপনয়নকালে মুঞ্জমেখলা পরিধাপন করিতে হয়। পরে ইহা যজ্ঞের সহিত হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইয়া থাকে। ৩ সামশ্রাবস-গোত্রসম্ভূত অনৈক ব্যক্তি। (বড়্বিংশব্রা॰ ৪।১) ৪ মহাভারতোক্ত অনৈক ব্রাহ্মণ। (ভারত বনপর্ব্ব) ৫ ধারারাজ্যের অনৈক রাজা ও কবি। (বাক্‌পতি দেখ।) ৬ চম্পারাজপুত্রভেদ।

মুঞ্জ, যুক্ত (উঃ পঃ) প্রদেশের এতাবা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে অনুমান হয়, যে এখানে পূর্ব্বে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। অক্ষা॰ ২৬° ৫৩′ ৪৫″ উঃ, দ্রাঘি॰ ৭৯° ১২′১″ পূঃ। এতাবা হইতে ৭ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এইস্থানে রাজপুতদিগের সুরক্ষিত একটী দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহ্মুদ এইস্থান অধিকার করিয়া এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। স্থানীয় প্রবাদ, এই স্থানে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। মুঞ্জরাজ ও তাঁহার দুই পুত্র যুধিষ্ঠিরের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-প্রান্তরের বিশাল প্রবেশদ্বার এবং দুইটী বুরুজের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। অনেক স্থানে প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত কূপ বিরাজিত। একটী প্রকাণ্ড ইষ্টক-স্তূপ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। স্থানীয় লোকে ঐ ইষ্টক-রাশি খনন করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। মহাভারতে সম্ভবতঃ এই মুঞ্জ গ্রামের উল্লেখ হইয়া থাকিবেক।

মুঞ্জক (পুং) অশ্বের কৃমিজন্য চক্ষুরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—কৃমি দ্বারা নেত্রপটল মধ্যে এই রোগ হয়, একটী হইলে মুঞ্জক এবং বহু হইলে মুঞ্জজালক কহে। প্রথম তৈলবর্ণের আভাযুক্ত, দ্বিতীয় স্ফটিকপ্রভ এবং তৃতীয় রক্তাভ ও চতুর্থ তৈলসদৃশ। ইহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় সাধ্য, তৃতীয় কষ্টসাধ্য এবং চতুর্থ অসাধ্য *।

মুঞ্জকেতু (পুং) রাজভেদ। (ভারত সভাপ॰)

মুঞ্জকেশ (ত্রি) ১ মুঞ্জের ন্যায় কেশযুক্ত। (পুং) ২ শিব। ৩ বিষ্ণু। ৪ রাজভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব) ৫ আচার্য্যভেদ। ৬ বিজিতাসুর-শিষ্যভেদ।

মুঞ্জকেশবৎ (ত্রি) মুঞ্জকেশ-মতুপ্ মস্য ব। বিষ্ণু। কৃষ্ণ।

মুঞ্জকেশিন্ (পুং) মুঞ্জা ইব কেশাঃ সন্ত্যস্য ইনি। বিষ্ণু।

মুঞ্জগ্রাম (পুং) প্রাচীন গ্রামভেদ। (মহাভারত ২।৩১।১৪)

মুঞ্জজাল (ক্লী) অশ্বের কৃমিজন্য চক্ষুরোগভেদ। [মুঞ্জক দেখ]

মুঞ্জনেজন (ত্রি) ১ মুঞ্জতৃণদ্বারা শোধিত, তৃণরহিত।
মুঞ্জতৃণেন শোধিতঃ 'অপগত তৃণঃ' (ঋক্ ১০।১৬৬।১৮ সায়ণ)

মুঞ্জদ্রয় (ত্রি) মুঞ্জরসপানকারী। মুঞ্জা নামক তৃণরসপায়ী।

মুঞ্জপৃষ্ঠ (পুং) হিমালয়পর্ব্বতস্থ প্রাচীন জনপদভেদ।(ভারত১২প॰)

মুঞ্জময় (ত্রি) মুঞ্জা-ঘাসসমন্বিত বা নির্ম্মিত।

মুঞ্জমেখলা, (স্ত্রী) মুঞ্জনির্ম্মিতা মেখলা, মুঞ্জতৃণনির্ম্মিত মেখলা। উপনয়নকালে দ্বিজাতিগণ ইহা ধারণ করেন।

মুঞ্জমেখলিন্ (ত্রি) ১ বিষ্ণু। ২ শিব।

মুঞ্জমণি (পুং) পুষ্পরাগমণি। (ভাবপ্র॰)

মুঞ্জর (ক্লী) মুঞ্জাতে মুঞ্জ-বাহুলকাৎ অরন্। পদ্মের কিঞ্জল্ক।

মুঞ্জরা (দেশজ) মঞ্জরী শালুক। (শব্দমালা)

মুঞ্জবাসস্ (পুং) শিব।

মুঞ্জবট (ক্লী) প্রাচীন তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

মুঞ্জবৎ (ত্রি) মুঞ্জ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। ১ মুঞ্জবিশিষ্ট, মুঞ্জযুক্ত। (পুং) ২ সোমলতাভেদ। (সুশ্রুত সূত্র॰ ৪৫অ॰) ৩ কৈলাস-পর্ব্বতের নিকটস্থ পর্ব্বতভেদ। (ভারত)

মুঞ্জাত (পুং) তৃণবিশেষ। (সুশ্রুত)

মুঞ্জাতক (পুং) মুঞ্জং অততি তৎসাদৃশ্যং প্রাপ্নোতীতি অত-অচ্, ততঃ স্বার্থে কন্। পুষ্পশাকবিশেষ। স্বনামপ্রসিদ্ধ উত্তরাপথের কন্দবিশেষ, ছোট ছোট মুঞ্জতৃণ। ইহার গুণ—স্বাদু, বৃষ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক। (রাজব॰) বৈদ্যক শাস্ত্রে লিখিত আছে, এই দ্রব্যের পরিবর্ত্তে তালমজ্জা দিলে চলিবে।

মুঞ্জাতকফল (ক্লী) মুঞ্জাতকবীজ।

মুঞ্জাদিত্য (পুং) অনৈক কবি।

মুঞ্জাদ্রি (পুং) পর্ব্বতভেদ। (বৃহৎসং ১৪।৩১)

মুঞ্জাল (পুং) অনৈক প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিৎ।
(সিদ্ধান্তশিরো ৬।১৮)

মুঞ্জাবট (ক্লী) ভারতোক্ত তীর্থভেদ। (মহাভা॰ ১২ পর্ব্ব)

মুট্, ১ মর্দ্দন। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ মুণ্টতি। লোট্ মুণ্টতু। লঙ্ অমুণ্টৎ। লুঙ্ অমুণ্টীৎ। মুট্—মর্দ্দন, ভ্বাদি॰ পরস্মৈসক॰॰ সেট্। লট

---

* "একেন মুঞ্জমাখ্যাতং বহুভির্মুঞ্জজালকম্।
কৃমিভিঃ পটলাস্তঃস্থৈর্বিনাশ্যেত্তজ্জায়তে।
প্রথমং তৈলবর্ণাভং দ্বিতীয়ং স্ফটিকপ্রভম্।
রক্তাভঞ্চ তৃতীয়ঞ্চ চতুর্থং তৈলমুচ্যতে।
প্রথমং পটলং সাধ্যং দ্বিতীয়ঞ্চ তথা ভবেৎ।
তৃতীয়ং কৃচ্ছ্রসাধ্যং স্যাৎ চতুর্থং নৈব সিধ্যতি।" (জয়দত্ত)

মোটাত। লিট্ মুমোট। লুঙ্ অমোটীৎ। মুট্—আক্ষেপ। প্রমর্দ্দন। তুদাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ মুটতি। লোট্ মুটতু। লুট্ মোটিতা। লুঙ্ অমোটীৎ। মুট—চূর্ণীকরণ। চুরাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ মোটয়তি। লোট্ মোটয়তু। লুঙ্ অমুমুটৎ। বহু মোমুট্যতে। যঙলুক্ মোমুটীতি।

মুটম (দেশজ) মুষ্টি, মুষ্টি শব্দের অপভ্রংশ।

মুটম হাত (দেশজ) কনুই হইতে আরম্ভ করিয়া মুষ্টি পর্য্যন্ত হস্তকে মুটম-হাত কহে।

মুটরী (দেশজ) ছোট পুটলী, গাঁটরী।

মুটী (দেশজ) মুষ্টি, মুষ্টি শব্দের অপভ্রংশ।

মুটীয়া (দেশজ) ভারবাহক, যাহারা মোট বহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।

মুটুম হাত (দেশজ) মুষ্টিপরিমাণ হস্ত।

মুটে (দেশজ) ভারবাহক, মোটবাহী।

মুটো (দেশজ) মুষ্টি। অঙ্গুলি-কুঞ্চন। হস্তাগ্রের সঙ্কোচন।

মুঠ, ১ পলায়ন। ২ পালন। ভ্বাদি॰ আত্মনে॰ অক॰ পালনার্থে সক॰ সেট্। লট্ মুণ্ঠতে। লুঙ্ অমুণ্ঠিষ্ট। এই ধাতু ইদিৎ।

মুঠ (দেশজ) ১ মুষ্টি। ২ অস্ত্রাদির বাট্, যথা—মুঠ শক্ত করিয়া না ধরিলে কাটা যায় না।

মুঠা (দেশজ) ১ মুষ্টি, কুঞ্চিত করতল। ২ খড়্গাদির বাঁট্।

মুঠী (দেশজ) মুষ্টি।

মুড়, ১ ছেদ। ২ মর্দ্দন। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ মুণ্ডতি। লোট্ মুণ্ডতু লুঙ্ অমুণ্ডীৎ। মুড—মগ্ন। ভ্বাদি॰ আত্মনে॰ সক॰ সেট্। লট্ মুণ্ডতে। লুঙ্ অমুণ্ডিষ্ট।

মুড় (দেশজ) মোড় বা মোচড় দেওয়া। ১ ভাঁজ। ২ শিরোভাগ। ৩ সীমান্ত। ৪ হ্রস্ব, শাখাপল্লবরহিত বৃক্ষাদি।

মুড়কী (দেশজ) গুড় বা চিনির সহিত পাক করা খই। ইহা খাইতে স্বাদু। গুণ—লঘুপাক ও রেচক। জয়নগর প্রভৃতি অঞ্চলে মুড়কীর উৎকৃষ্ট মোয়া প্রস্তুত হয়।

মুড়ন (দেশজ) কেশচ্ছেদন। ২ বৃক্ষাদির শাখাচ্ছেদন।

মুড়বিদরী, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী বিধ্বস্ত নগর। অক্ষা॰ ১৩° ৪´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৫° ২´ ৩০´´ পূঃ। প্রাচীনকালে এখানে জৈন-প্রাধান্ত ছিল। অদ্যাপি রাজপথের ভগ্নাবশেষ এবং তৃণ-শৈবাল-সমাচ্ছন্ন ভগ্ন অট্টালিকা-দৃষ্টে মনে হয় যে, প্রাচীনকালে এই স্থান বহু-জনাকীর্ণ নগর ছিল। এখনও ১৮টী জৈনশৈল (পাগোডা) বিরাজমান থাকিয়া অতীতকীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। ঐ সমস্ত শৈল-মন্দিরগাত্রে বহু-সংখ্যক উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে। তদ্দর্শনে প্রাচীন জৈনশিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়। জৈনদিগের দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে এই সমস্ত মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

উপরোক্ত দেবমন্দির ব্যতীত গুরু শঙ্করতীর্থের পঞ্চস্তম্ভময় দেবচত্বর ও পুরোহিতদিগের সমাধি দেখিবার জিনিস।

মুড়া (দেশজ) ১ খণ্ড। টুকরা। ২ মোড়ন বা আচ্ছাদন। কার্য্য। ৩ আসল বা মূল, যেমন মুড়া মাখম।

মুড়ান (দেশজ) কেশাদিচ্ছেদ করান। যথা—মাথা মুড়ান, গাছ মুড়ান।

মুড়ানি (দেশজ) মস্তকমুণ্ডন কার্য্য। কোন এক ব্যক্তিকে কৃতাপরাধের জন্য মাথা মুড়ান।

মুড়ামাখম (দেশজ) জলশূন্য মাখম, উত্তম মাখম।

মুড়ি (দেশজ) ভৃষ্ট-তণ্ডুলভেদ, মুড়ি প্রস্তুত করিতে হইলে ধান্য উত্তমরূপ সিদ্ধ করিয়া শুকাইবে, পরে উহার তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ লবণাক্ত জল মাখিয়া কাটখোলায় বা বালিখোলায় ভাজিলে মুড়ি প্রস্তুত হয়। অন্য জাতির মুড়ি ব্রাহ্মণের খাওয়া উচিত নয়। সকল ধান্যে মুড়ি হয় না। ইহা খাইতে স্বাদু ও লঘুপাক। ঝুনা নারিকেলের সহিত মুড়ি খাইলে অম্লরোগের উপকার হয়। মুড়ি খাইয়াই বা তাহার অব্যবহিত পরে জল খাওয়া উচিত নহে। ২ মস্তক, যথা পাঁঠার মুড়ি। ৩ মুণ্ডন করা। ৪ আচ্ছাদন করা, ঢাকা দেওয়া।

মুণ, প্রতিজ্ঞান। তুদাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ মুণতি। লুঙ্ অমোণীৎ। লুট্ মোণিতা।

মুণ্ড (পুং) মুণ্ডনং মুণ্ডঃ কেশাপনয়নং মুড়ি খণ্ডনে ভাবে ঘঞ্, ততঃ অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ বলিরাজের সৈনিক দৈত্যবিশেষ। (হরিবংশ ভবিষ্যপ॰ ২৩।২৫)

২ শুম্ভ সেনাপতি দৈত্যভেদ। চণ্ড ও মুণ্ড নামে শুম্ভের দুইজন সেনাপতি ছিল। ইহারা দুইজনে প্রায় একত্র যুদ্ধযাত্রা করিত। যখন ভগবতী দুর্গার সহিত যুদ্ধ হয়, তখন ধূম্রলোচনবধের পর শুম্ভের আজ্ঞায়, দেবী ভগবতীর সহিত ইহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং অচির কালমধ্যেই দেবীর হস্তে নিহত হয়। চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করায় দেবী ভগবতী চামুণ্ডা নামে খ্যাত। (চণ্ডী) ৩ রাহুগ্রহ। (মেদিনী)

মুণ্ডঃ মুণ্ডনং জীবিকাত্বেনাস্ত্যস্য অচ্। ৪ নাপিত, মুণ্ডন করা ইহাদের জীবিকা, এইজন্য ইহাদের নাম মুণ্ড।

মুণ্ডনং ক্ষুরাবচ্ছেদে মুণ্ডনমস্ত্যস্য অচ্। ৫ স্থাণুবৃক্ষ, মুড়গাছ। ৬ (পুং স্ত্রী) মূর্দ্ধা, মস্তক। (মেদিনী) (ত্রি) ৭ মুণ্ডিত।

"চরন্ ভৈক্ষং মুনির্মুণ্ডশ্চরিষ্যামি মহীমিমাম্।"(ভারত১।১১৯।৮)
(স্ত্রী) ৮ মুণ্ডলোহ। ৯ বোল। (রাজনি°)
মুণ্ড্যন্তে উপ্যন্তে কেশা অস্মাৎ মুণ্ড-অচ্। ৯ শিরঃ।
"অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং যাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্॥"
(মোহমুদ্গর ১৫) ১০ উপনিষদ্‌বিশেষ।

মুণ্ডক (ক্লী) মুণ্ডমেবেতি মুণ্ড-স্বার্থে কন্। ১ মস্তক। ২ উপনিষদ্‌বিশেষ, মুণ্ডকোপনিষৎ। (পুং) মুণ্ডয়তীতি মুড়ি-ণ্বুল্। ২ নাপিত। (হেম)

মুণ্ডকিট্ট (পুং ক্লী) মুণ্ডলোহভেদ, মণ্ডুরলোহ। (রসেন্দ্রসারসং)

মুণ্ডগ্রাম, নেপালের অন্তর্গত গ্রামভেদ।

মুণ্ডচণক (পুং) মুণ্ডো মুণ্ডিত ইব চণকঃ। কলায়। (রাজনি°) ২ বৃহচ্চণক, বড় ছোলা। (পর্য্যায়মু°)

মুণ্ডধান্য (ক্লী) ধান্যবিশেষ। (সুশ্রুত) [মুণ্ডশালি দেখ]

মুণ্ডন (ক্লী) মুণ্ড-ল্যুট্। কেশচ্ছেদন, চুলকাটা, পর্য্যায়—ভদ্রকরণ, বপন, পরিবাপন, ক্ষৌর। (হেম)
"ভ্রাতুরস্ত হিতং বাক্যং শৃণু ধর্ম্মজ্ঞ সত্তম।
দণ্ড এব হি রাজেন্দ্র! ক্ষত্রধর্ম্মো ন মুণ্ডনম্॥"(ভার°১২।২৩।৪৬)
প্রয়াগে মস্তক মুণ্ডন করিয়া পরে তাহার মৃত্যু হইলে মুক্তি হয়।
"প্রয়াগে মুণ্ডনং চৈব পরং নির্ব্বাণকারণম্।" (পদ্মপু° ২।৭।১৪)
প্রবাদ আছে যে "প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা, মরগে পাপী যেথা সেথা"

মুণ্ডনক (পুং) ১ শালিধান্যভেদ, মুণ্ডশালি। ২ শ্বেতবটবৃক্ষ। (রাজনি°)

মুণ্ডনিকা (স্ত্রী) শূক রহিত স্থূলশালিধান্য, মুণ্ডশালি, চলিত বোরো ধান। (রাজনি°)

মুণ্ডপৃষ্ঠ (ক্লী) জনপদভেদ।

মুণ্ডফল (পুং) মুণ্ডবৎ ফলমস্য। নারিকেল বৃক্ষ।
'তথা মুণ্ডফলশ্চাপি বিশ্বামিত্রপ্রিয়োঽপি চ॥' (শব্দরত্না°)

মুণ্ডমণ্ডলী (পুং) মুণ্ডিত মস্তকসমূহ। (মাথাগুণিত) অশিক্ষিত সেনাবৃন্দ।

মুণ্ডমালা (স্ত্রী) মুণ্ডানাং মালা। মস্তকের মালা। কালীর গলদেশে বিলম্বিত মুণ্ডমালা সুশোভিত আছে। ২ তন্ত্রভেদ। ৩ বীরভূমি ও কাঁদির নিকটে প্রবাহিত নদীভেদ।

মুণ্ডমালিনী (স্ত্রী) মুণ্ডমালাস্ত্যস্যেতি ইনি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দুর্গা, কালী। গলদেশে মুণ্ডমালা আছে বলিয়া উহার নাম মুণ্ডমালিনী হইয়াছে।

মুণ্ডলানা, পঞ্জাবপ্রদেশে রোহতক জেলায় গোহান তহসীলের একটী গণ্ডগ্রাম। গোহান হইতে পাণিপথ যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে পোষ্ট আফিস ও স্কুল আছে। হিন্দু, মুসলমান ও জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী এখানে বাস করে।

মুণ্ডলোহ (ক্লী) লোহবিশেষ, লৌহকিট্ট, মণ্ডুর লোহ। এই লোহ মৃদু, কিট্ট ও কঠোরভেদে ত্রিবিধ। (রাজনি°)

মুণ্ডবেদাঙ্গ (পুং) নাগাসুরভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

মুণ্ডশালি (পুং) মুণ্ডো মুণ্ডিত ইব শালিঃ। শালিধান্যভেদ, পর্য্যায়—মুণ্ডনক, নিঃশূক, অশূকক। ইহার গুণ—ত্রিদোষনাশক, মধুরাম্ল, বলপ্রদ, রুচিকারক, দীপন, পথ্য, মুখজাড্য ও রুজাপহ। (রাজনি°)

মুণ্ডা (স্ত্রী) মুণ্ড স্ত্রিয়াং টাপ্। মুণ্ডীরিকা, মহাশ্রাবণিকা, বড় থুলকুড়ী। (রাজনি°) ২ মুণ্ডিতা স্ত্রী। (ভরত)

মুণ্ডা, জাতিবিশেষ। ছোটনাগপুর অঞ্চলের দ্রাবিড়ীয় অসভ্যজাতি। ইহারা সাঁওতালদিগের হো বা কোলজাতির ন্যায়। মুণ্ড শব্দের অর্থ গ্রামের মণ্ডল। সাঁওতালগণ ইহার অনুরূপ মাঝি শব্দ ব্যবহার করে।

মানবজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মুণ্ডাদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে,—ওটবোরাম এবং শিংবোঙ্গা নামক স্বয়ম্ভু এবং জগতের আদি পুরুষ প্রথমে একটী বালক ও বালিকা সৃষ্টি করিয়া সন্ততিবৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে এক নির্জ্জন গিরিগুহায় স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া ভ্রাতৃবাৎসল্যের পবিত্র সৌহার্দ্দে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সৃষ্টি বিস্তার হইল না দেখিয়া স্বয়ম্ভু ধান্যজাত সুরার সৃষ্টি করিলেন। তাহা পান করিয়া তাঁহাদের প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পরে ক্রমে তাঁহাদের ১২টী পুত্রকন্যা জন্মিল। ভ্রাতা ভগিনীতে এক এক দম্পতীর সৃষ্টি হইল। তখন সৃষ্টিকর্ত্তা শিংবোঙ্গা তাহাদের সম্মুখে নানারূপ খাদ্য সজ্জিত করিয়া রাখিলেন এবং প্রত্যেককে ঈপ্সিত খাদ্য বাছিয়া লইতে বলিলেন। তদনুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় দম্পতী গো ও মহিষের মাংস পছন্দ করিল এবং তাহা হইতে হো, কোল ও ভূমিজজাতির উৎপত্তি হইল। পরবর্ত্তী দম্পতী উদ্ভিজ্জ খাদ্য মনোনীত করিলেন—তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের জনয়িতা হইলেন। তৎপরে অন্য দম্পতী ছাগল ও মৎস্য পছন্দ করিল—তাঁহাদের পুত্রগণ শূদ্রগণের জন্মদাতা হইল। একটী দম্পতী ঝিনুক শামুকের মাংস পছন্দ করিয়া ভূঁইয়া জাতির উৎপত্তি করিল। দুইটী দম্পতী শূকর লইল, তদনুসারে তাঁহাদের বংশধরগণ সাঁওতাল হইল। অবশিষ্ট দম্পতী কিছুই পাইলেন না। তখন প্রথম ও দ্বিতীয় দম্পতীরা তাঁহাদের অতিরিক্ত অংশ হইতে তাহাদিগকে কিছু দিলেন।

ইহারা খাসিয়াগণের জনক হইল। ইহারা পরিশ্রম করে না, কেবল শিকার করিয়া জীবন যাপন করে।

মুণ্ডাগণ প্রধানতঃ ১৩টী শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে খরিয়া মুণ্ডা, মহিলি মুণ্ডা ওরাঁও মুণ্ডা, ভূমিহার মুণ্ডা ও মান্‌কি মুণ্ডারাই প্রধান। মহিলি মুণ্ডাদিগের নিকট শূকর পবিত্র বলিয়া পূজিত, এইজন্ত তাহাদের পক্ষে শূকরের মাংস নিষিদ্ধ খাদ্য। কিন্তু ইহারা এত মাংসলোলুপ যে, কেবল শূকরের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া অন্তান্ত অঙ্গের মাংস ভক্ষণ করিয়া সেই নিয়ম পালন করে।

মুণ্ডারা পিতৃকুলে বিবাহ করিতে পারে না। মাতৃকুলে ইহাদের কোন নিষেধ নাই। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে যৌবনবিবাহ প্রচলিত। তাহারা বিবাহের পূর্ব্বেই স্বামিস্ত্রী-ভাবে থাকিতে পারে; পরে বিবাহ হয়। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মুণ্ডাদিগের পিতামাতাই পুত্র-কন্তার বিবাহ সংঘটন করিয়া থাকে। কন্তার পণ ৪৲ হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত। সিন্দূর-দানই বিবাহের প্রধান সংস্কার। বর কন্তার কপালে এবং কন্তা বরের কপালে সিন্দূর দিয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে ইহারা কন্তাকে মহুয়া গাছের সহিত এবং বরকে আম্র গাছের সহিত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিত। কিন্তু এক্ষণে ইহারা সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে গন্ধর্ব্ববিবাহও প্রচলিত; এই প্রথার নাম "বুকো এরা"। কিন্তু যে কন্যা এইরূপে নিজে পতিনির্ব্বাচন-পূর্ব্বক বিবাহ করে, তাহাদের পুত্রগণ যথানিয়মে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় পাইতে পারে। ছোট নাগপুর প্রদেশে কএক বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একটী ঘটনা হইয়াছিল। বিধবাগণ সাগাই প্রথা বা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে বামহস্তে সিন্দূর দান হইয়া থাকে।

স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের ইচ্ছা হইলে বিবাহচ্ছেদ হইতে পারে। পরিত্যক্তা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রী উপপতি গ্রহণ করিলে, উপপতি উহার স্বামীর বিবাহের পণ দিতে বাধ্য হয়।

মুণ্ডাদিগের ধর্ম্মে শিংবোঙ্গা সূর্য্যস্বরূপ। ইনি সৃষ্টিকার্য্যের ভার ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপর নির্ভর করেন। শিংবোঙ্গা নিজে কিছুই করেন না। কিন্তু বিপদের সময়ে মুণ্ডারা মোরগ-বলি দিয়া শিংবোঙ্গার পূজা করে। শিংবোঙ্গার পরে 'বুরুবঙ্গা' ও 'মরঙ্গ-বুরু' বা পাটদর্ম্মাই প্রধান দেবতা। ইহাঁরা পর্ব্বত-বাসী দেবতা। ছোট নাগপুরের উচ্চ পর্ব্বতে ইহাদের বাস-স্থান। ছোটনাগপুরের নিকটে লোধমগ্রামে 'মরাবুরু' বা 'মরঙ্গবুরু'র একটী প্রসিদ্ধ স্থান আছে। এখানে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সকল জাতীয় লোকে ঐ দেবতার পূজায় সমবেত হয়। একটী পর্ব্বতের উপরে কেবল বলিদান হইয়া থাকে। পশুবলি দেওয়া হইলে খণ্ডিত-মস্তক দেবতার সম্মুখে পড়িয়া থাকে। পরে পাহন বা গ্রাম্য পুরোহিত উক্ত মুণ্ড গ্রহণ করে। মরঙ্গবুরুকে সকলে বরুণ বা জলদেবতা বলিয়া পূজা করে। অনাবৃষ্টির সময় প্রধানতঃ ইহার পূজা হইয়া থাকে। ইহাঁর পূজায় মহিষবলি প্রদত্ত হয়।

ইকিরবঙ্গা কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, গর্হাএরা নদী ও প্রস্রবণাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, নাগ বা 'নাগএরা' স্বচ্ছন্দবিহারী অপদেবতাগণের নামান্তর মাত্র। ইহাঁরা ক্ষেত্রাদিতে বাস করিয়া থাকেন। এই সমস্ত দেব-দেবী নানা পীড়ার কর্ত্তা, সুতরাং তাঁহাদিগকে পূজা প্রদান না করিলে তাঁহারা নানা আধিব্যাধির সৃষ্টি করেন। ইকির-বঙ্গের পূজার্থ শ্বেত ছাগল বা কৃষ্ণবর্ণের মোরগ এবং নাগ-দেবতাকে ডিম্ব প্রদত্ত হয়। দেশওয়ালী বা কারাসণা ইহাদের বাস্তুদেবতা। ইহাঁর স্ত্রীর নাম 'জাহির বুড়ী' বা 'সরুলসর্ণা'। সর্ণা শব্দের অর্থ কুঞ্জবন। প্রত্যেক গ্রামের বিভিন্ন দেবতা আছেন। তাঁহারা গ্রামস্থ অধিবাসীদিগের ভাল মন্দ বিধান করেন। কৃষকগণ সময়ে সময়ে ইহাঁদের পূজা করিয়া থাকে। এই পুরুষের পূজায় মহিষবলি প্রদত্ত হয় এবং স্ত্রী পূজায় মোরগ-বলি হয়। গুমি নামে মুণ্ডাদিগের আর এক দেবতা আছেন। ইহাঁর পূজায় গো ও শূকরবলি প্রদত্ত হয়। শিংবোঙ্গা বা সূর্য্যের স্ত্রী চন্দর (বা চন্দ ওমল) বা চনলা বা চন্দ্রা, স্ত্রীলোকের দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। তিনি নক্ষত্র-দিগের প্রসূতি। প্রবাদ এইরূপ যে, শিংবোঙ্গার পত্নী চন্দ্রা পুরুষান্তরে আসক্তা হইয়াছিলেন। এই জন্ত শিংবোঙ্গা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি স্ত্রীর প্রতি সদয় হইয়া কেবল একদিন তাঁহাকে ষোল কলায় বা পূর্ণসৌন্দর্য্যে বিভূষিত করেন। ইহার পূজায় ছাগবলি প্রদত্ত হয়।

হাপরোম পিতৃগণের প্রতিনিধি। মুণ্ডারা প্রত্যহ ভোজনের পূর্ব্বে 'হাপরোম'কে কিছু কিছু খাদ্য প্রদান করে এবং সময়ে সময়ে মোরগবলি দিয়া ইহারা পূজা করিয়া থাকে। ইনি বংশধরগণের মঙ্গল কামনা করেন।

মুণ্ডাদিগের মধ্যে নানাপ্রকার উৎসব প্রচলিত আছে।

১ম 'সরহুল' বা 'সর্জ্জুম বাবা' বা বসন্তোৎসব; ইহা সাঁওতাল ও হোদিগের বাহবঙ্গা পূজার স্থায়। চৈত্র মাসে শালতরু সকল কুসুমিত হইলে, গ্রামবাসিগণ আনন্দ সহকারে

মোরগবাল এবং শাল ফুলের মালা লইয়া 'সর্জ্জুম বাঙ্গা'র পূজা করিয়া বসন্ত উৎসব সম্পন্ন করে।

২য়, বর্ষার মাসে যখন আকাশে নূতন মেঘ দেখা দেয়, তখন মুণ্ডাগণ আনন্দে কদলেতা বা বাতৌলি উৎসব সম্পন্ন করে। প্রত্যেক কৃষক এক একটী মোরগ বলি দেয় এবং ঐ মোরগের একখানি শাখা লইয়া একটী বাঁশের কাটলে গুঁজিয়া ক্ষেত্রে গোবরগাদায় পুতিয়া রাখে। এই উৎসব না করিলে ধান পাকে না, সেই জন্ত মুণ্ডাগণ যত্নের সহিত এই উৎসব করে।

৩য়, আশ্বিন মাসে যখন ধান পাকিয়া উঠে, তখন ইহারা ননা বা জোমনমা উৎসব করে। এই সময়ে শিংবোঙ্গার উদ্দেশ্যে একটী শ্বেতমোরগ বলি দেওয়া হয়, এবং প্রথম উৎপন্ন ধান্য শিংবোঙ্গাকে উৎসর্গ করা হয়।

৪র্থ, মাঘমাসে 'খরিয়া' পূজা বা 'কলমসিংহ' উৎসব হইয়া থাকে। হোরা ইহাকে দেশওয়ালী বঙ্গা বা 'মাঘ পরব' কহে। এই উৎসব শীতকালে শস্যসঞ্চয়ের সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৫টী মোরগ বলি ও বিবিধ পুষ্পফল দ্বারা গ্রামদেবতার পূজা হয়। সিংহভূমের হোগণ এই উৎসবের সময়ে মদ্যপান ও প্রকাশ্যভাবে নানাপ্রকার ব্যভিচার করে।

ইহাদের মৃত-ব্যক্তির সংকার সম্পূর্ণরূপে হো জাতির অনুরূপ।

মুণ্ডাদিগের মধ্যে উত্তরাধিকার ও দায়ভাগ কিয়দংশে হিন্দুদিগের ন্যায়। * পুত্রদিগের মধ্যে সম্পত্তি সমানভাগে বিভক্ত হয়। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র সাবালক না হইলে সম্পত্তির ভাগী হইতে পারে না। সাঁওতালদিগের ন্যায় ইহাদের কন্যাগণ কোন অংশ পায় না। তবে ভ্রাতৃগণকে ভগিনীদিগের ভরণ-পোষণ করিতে হয়। এক ভগিনীস্থলে বিবাহের পণ ভ্রাতারা ভাগ করিয়া লয়। কন্যার পণ স্থলবিশেষে ৩টী গোরু মাত্র।

পূর্ব্বকালে ছোটনাগপুরের মধ্যভাগ 'পর্হা' মুণ্ডা বা কৃষকগণের বাসস্থান ছিল। প্রত্যেক বিভাগের সর্দ্দারকে ইহারা রাজা বলিত। ৫ হইতে ২৫টী গ্রাম লইয়া এক একটী বিভাগ হইত। ১৮৩৯ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত খুকরা বিভাগের রাজা প্রবল প্রতাপে আধিপত্য করিত। কিন্তু এক্ষণে উহাদিগের যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে। নৃত্যোৎসবের সময় যে ব্যক্তি নিশান বহন করে, তাহার সম্মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই মর্য্যাদা লইয়া সময়ে সময়ে নানা যুদ্ধবিগ্রহ হইয়া থাকে। পর্হা মুণ্ডাদিগের মধ্যে 'রাজা' 'দেওয়ান' 'ঠাকুর' ও 'ছোট-লাল' প্রভৃতি নানাপ্রকার উপাধি দৃষ্ট হয়। অনেক সময়ে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া শিকার করিতে যায়।

ইহাদিগের সামাজিক বিভাগের মধ্যে এই কএকটী শ্রেণী আছে,—মুণ্ডা, মাহতো, পাহন, ভাণ্ডারী, গোয়াইত, গোয়ালা, লোহার, জেলিয়া, কুমার ও নাপিত।

মুণ্ডা শ্রেণী ভূঁইহারদিগের সর্দ্দারস্বরূপ। ইহারা ভূঁইহারদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া ভূস্বামীকে প্রদান করে। তজ্জন্ত মুণ্ডারা অল্প খাজনা দিয়া ভূমিতে চাস করিতে পারে, অথবা সামান্য জায়গীর পায়।

মাহতোদিগের কার্য্য পাটোয়ারীদিগের ন্যায়। ইহারা গ্রামের হিসাবরক্ষক ও ভূমি প্রভৃতির ব্যবস্থাপক। প্রজাদিগকে জমি বিলি করিয়া, পরে ইহারা খাজনা আদায় করে, এবং তাহা ভূস্বামীকে অর্পণ করিয়া থাকে। কার্য্যের পারিশ্রমিক স্বরূপ ইহারা ভূস্বামীর নিকট হইতে নিষ্কর-ভূমি বা জায়গীর পায়। কিন্তু ইহাদিগের কার্য্য পুরুষানুক্রমিক নহে। ভূস্বামী ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে পদচ্যুত করিতেপারেন।

পাহনগণ গ্রাম্য দেবতাদিগের পুরোহিত। ভূঁইহারবংশীয় লোক ভিন্ন অন্ত কেহ পাহন হইতে পারে না। সকল সময়ে পুত্র পিতার কার্য্য পায় না। পৌরোহিত্যের জন্ত ইহারা নিষ্কর ভূমি লাভ করে, উহার নাম পাহন।

ভাণ্ডারিগণ জমিদারের কর্ম্মচারী, ইহারা অনেকাংশে পিয়াদার ন্যায়। ইহারা পারিশ্রমিক স্বরূপ নিষ্করভূমি বা ধান্ত, অথবা নগদ ৪।৫ টাকা পাইয়া থাকে।

গোয়াইতগণ চৌকিদারের কার্য্য করে এবং জমিদারের হুকুম প্রজাদিগের নিকট শুনাইয়া থাকে। ইহারা পরিশ্রমের জন্ত প্রজাদিগের নিকট হইতে ৩ কড়ি বা আটি ধান পায়।

আহীর বা গোয়ালারা গ্রামের সমস্ত গোপালন করে। গোরু হারাইলে ইহাদিগকে ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। প্রত্যেক গোরু-রক্ষার জন্ত ইহারা এক কাঠা করিয়া এবং শস্য-সংগ্রহের সময়ে ৩ আটি করিয়া ধান পায়। দুগ্ধবতী গাভী-রক্ষার জন্য অর্দ্ধেক দুগ্ধ পাইয়া থাকে। জমিদারকে করস্বরূপ ইহারা ঘৃত ও দুগ্ধ প্রদান করে।

লোহার বা কামারগণ প্রতি লাঙ্গলের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান ও তিনআনা পয়সা পায়।

মুণ্ডাখ্যা (স্ত্রী) মুণ্ডোকাখ্যা যস্যাঃ। মহাশ্রাবণিকা। (রাজনি॰)

মুণ্ডায়স (ক্লী) মুণ্ডক তৎ অয়শ্চেতি মুণ্ড-অয়স্ (অনোশ্মায়ঃ সরসাং জাতিসংজ্ঞয়োঃ পা। ৫।৪।৯৪) ইতি টচ্। লৌহ।

মুণ্ডার (ক্লী) নগরভেদ। এখানে সূর্য্যের উপাসনা প্রচলিত ছিল।

মুণ্ডালগ্রাম, আসাম-প্রদেশের একটী গ্রাম। রাজা কান্তিচন্দ্রের দ্বারা স্থাপিত।

মুণ্ডাসন (স্ত্রী) যোগপ্রক্রিয়োক্ত আসনবিশেষ।

মুণ্ডাবর, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অনমলয় শৈলবাসী আদিম অসভ্য জাতিবিশেষ। ইহারা লোকালয়ে মুখ দেখাইতে ভালবাসে না। নিরন্তর পর্ব্বতের বনান্তরাল প্রদেশে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইয়া লুক্কায়িতভাবে বাস করে। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসগৃহ নাই। বৃক্ষপত্র দ্বারা আচ্ছাদনা নির্ম্মাণপূর্ব্বক, তন্মধ্যে এক বৎসর মাত্র বাস করে, পরে আপনাপন গবাদিসহ স্থানান্তরে চলিয়া যায়।

মুণ্ডাহীর, (মুণ্ডাহার) উত্তর-পশ্চিম-ভারতবাসী জাতিবিশেষ।

মুণ্ডালি, যশোর জেলার চাঁচড়ার অদূরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। মুড়ালি নামে খ্যাত।

মুণ্ডিত (ক্লী) মুণ্ড্যতে খণ্ড্যতে ইতি মুণ্ডি-খণ্ডনে কর্ম্মণি ক্ত। লৌহ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বাপিতমুণ্ড, যাহার মস্তক মুণ্ডন করা হইয়াছে।

মুণ্ডিতিকা (স্ত্রী) মুণ্ডিত স্বার্থে কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্ব। বৃক্ষবিশেষ, চলিত মুণ্ডিরী, বড় থুলকুড়ী। পর্য্যায়—অলম্বুষা, শ্রাবণী, পলঙ্কষা, কদম্বপুষ্পা, শ্রবণা, ভূতঘ্নী, কুণ্ডলা, অরুণা। (রত্নমালা) ইহার গুণ—পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, মধুর, লঘু, মেধ্য, শ্রমদ, অরুচি, অপস্মার ও গ্রাহাদিরোগনাশক।

মুণ্ডিন্ (পুং) মুণ্ডয়তি কেশান্ বপতি ইতি মুণ্ড-ণিনি। ১ নাপিত। ২ যোগাচার্য্যবিশেষ।

"মহাকালশ্চ শূলী চ দণ্ডী মুণ্ডী স এব চ। ......
অষ্টাবিংশতিসংখ্যাতা যোগাচার্য্যা যুগক্রমাৎ॥"
(শিবপু° বায়ু° ১০।৫)

৩ সম্পাদিত-কেশচ্ছেদন, মুণ্ডিত, যাহার কেশ মুণ্ডন করা হইয়াছে।

"দিনেঽষ্টমে তু বিপ্রেণ দীক্ষিতোঽহং যথাবিধি।
দণ্ডী মুণ্ডী কুশী চীরী ঘৃতাক্তো মেখলীকৃতঃ॥"
(ভারত ১৩।১৪।৩৭৪)

মুণ্ডিনী (স্ত্রী) কস্তূরী মৃগ (রাজনি°)

মুণ্ডিভ (পুং) বাজসনেয়সংহিতার ২৫।৯ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। (শতপথব্রা° ১৩।৩।৫।৪)

মুণ্ডিয়া, সিওনীবাসী স্বর্ণাহরণকারী পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ।

মুণ্ডী (স্ত্রী) মুণ্ডিতিকা, চলিত মুণ্ডরী (পর্য্যায়মুক্ত°।)

মুণ্ডীরিকা (স্ত্রী) মুণ্ডি বাহুলকাৎ ঈরচ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্, স্বার্থে কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। (কেহণঃ পা। ৭।৪।১৩) ইতি পূর্ব্বস্ব হ্রস্বঃ। মুণ্ডিতিকা, মুণ্ডীরী। (জটাধর)

মুণ্ডীরকামুকারক (পুং) মুচুকুন্দ বৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

মুণ্ডেশ্বর তীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ, মণ্ডিমুণ্ডীশ্বর তীর্থ।

মুত্ (স্ত্রী) বৃদ্ধৌষধি। (রাজনি°)

মুত্ (দেশজ) মূত্র।

মুত (দেশজ) ১ তৃণভেদ। (Cyperus rotundus) ইহার কন্দ মুথা নামে খ্যাত, উদররোগে বিশেষ উপকারক। ২ কলায় শুটির প্রকারভেদ। Phaseolus aconitifolius)

মুৎকল (পুং) রাজতরঙ্গিণ্যুক্ত সামন্তভেদ।(রাজত°৮।২১৮)

মুৎকলিন (পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবিস্তর)

মুত্‌ফরেক (আরবী) বিক্ষিপ্ত। ইতস্ততঃ ভ্রষ্ট। বিভাজিত।

মুত্‌বেল (দেশজ) গুল্মভেদ। (Tamnium Zambuo)

মুৎসুদ্দি (আরবী) আয়ব্যয়াদির হিসাবরক্ষক (Accountant)

মুতালিক (আরবী) সংশ্লিষ্ট। সংযুক্ত। যেমন মালেক মুতালিক অর্থাৎ অংশীদার।

মুত্যা (স্ত্রী) মুক্তা মত্র। (শব্দার্থচ°)

মুথশিল, ফলিত-জ্যোতিষোক্ত তৃতীয় যোগভেদ।

মুথা (দেশজ) মুস্তক। (Cyperus rotandus)

মুদ্ (স্ত্রী) মোদনমিতি মুদ্-ভাবে ক্বিপ্। হর্ষ।

"উবাচ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচো যযৌ তদীয়ামবলম্ব্য চাঙ্গুলিম্
অভূচ্চ নম্রঃ প্রণিপাতশিক্ষয়া পিতুর্মুদং তেন ততান সোঽর্ভকঃ॥"
(রঘুবংশ ৩।২৫)

মুদ, হর্ষ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ মোদতে। লিট্ মুমুদে। লুঙ্ মোদিতা। লৃট্ মোদিষ্যতে। লুঙ্ অমোদিষ্ট, অমোদিষাতাং, অমোদিষত। সন্ মুমোদিষতে, মুমুদিষতে যঙ্ মোমুদ্যতে। যঙ্ লুক্ মোমোত্তি। ণিচ্ মোদয়তি, লুঙ্ অমূমুদৎ।

মুদ, সংসর্গ। চুরাদি° সক° সেট্। লট্ মোদয়তি। লুঙ্ অমূমুদৎ। অনু+মুদ=অনুমোদন। প্র+মুদ=প্রমোদ।

মুদকডোর, মহিসুর রাজ্যের তলকাড়ের নিকট কাবেরী-নদীতীরবর্ত্তী একটী পর্ব্বত। এখানে প্রতিবৎসর মাঘমাসে মল্লিকার্জ্জুন দেবতার উদ্দেশে মহা সমারোহে ১৫ দিন ধরিয়া মেলা হইয়া থাকে। মেলায় দশহাজারের অধিক লোক সমবেত হয়।

মুদকর (পুং) ১ জনপদভেদ। ২ তজ্জনপদবাসী।

মুদা (স্ত্রী) মুদ্-যঞর্থে কঃ ততষ্টাপ্। হর্ষ। (শব্দরত্না°)

"তং মন্ত্রং ক্রিয়মাণং তু মন্ত্রিভিস্তেন ভূভৃতা।
তৎপার্শ্ববর্ত্তিনী কন্যা শুশ্রাবাথ মুদাবতী॥" (মার্কপু°১১৬।৩০)

মুদাবৎ (ত্রি) মুদা হর্ষঃ বিদ্যতে হস্ত অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। হর্ষযুক্ত, হৃষ্ট, আনন্দিত।

মুদাবসু (পুং) প্রজাপতির এক পুত্র। (পুরাণ)

মুদিত (ত্রি) মুদ্-ক্ত, যদ্বা মুদা অস্য জাতা ইতচ্। আনন্দিত।
"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

২ আলিঙ্গনবিশেষ। কামশাস্ত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—নায়িকা নায়কের বামপার্শ্বে শয়ন করিয়া বামপাদ তাহার উরুদ্বয় মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক উভয়ের একত্র যে অবস্থান, তাহাকে মুদিত কহে।

মুদিতা (স্ত্রী) মোদতে ইতি মুদ্-সর্ব্বধাতুভ্য ইন্, সংজ্ঞাপূর্ব্বক-বিধেরনিত্যত্বাদ্‌গুণাভাবঃ, মুদিঃ তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। মুদা, হর্ষ, আনন্দ।
"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনং" (পাতঞ্জলদ০ ১।৩৩)

মুদিবেড়ু, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর কড়প জেলার মদনপল্লী তালুকের একটী নগর। অক্ষা০ ১৪°১৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮° ৪৪´ ১০´´ পূঃ।

মুদির (পুং) মোদয়ে অনেন প্রজা ইতি মুদ-(ইষিমদিমুদীতি। উণ্‌ ১।৫২) ইতি কিরচ্। ১ মেঘ।
"প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিতমেদুরমুদিরসুবেশম্" (গীতগো০২।৩)
২ কামুক। (মেদিনী) ৩ ভেক।

মুদী (স্ত্রী) চন্দ্র-কিরণ, কৌমুদী।

মুদী (পারসী) চাউল, ডাউল, তৈল, লবণ, ঘৃতাদি দ্রব্যবিক্রেতা দোকানদার।

মুদীখানা (পারসী) দোকানবিশেষ, যে দোকানে চাউল, ডাউল, তৈল,লবণ ঘৃত প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রীত হয়, তাহাকে মুদীখানা কহে।

মুদ্‌কি, পঞ্জাবে ফিরোজপুর জেলার একটি নগর। অক্ষা° ৩০° ৪৭ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৪° ৫৫´ ১৫´´ পূঃ। ফিরোজপুর হইতে কর্ণালে যাইবার পথে অবস্থিত। এইস্থানে শতদ্রুনদী হইতে ১০ ক্রোশ দূরে ১৮৩৫ খৃঃ ১৮ই ডিসেম্বর সুপ্রসিদ্ধ প্রথম-শিখ-যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইংরাজ ও শিখ-সৈন্যে তুমুল-যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের বহু সংখ্যক সৈন্য নিহত হয়। শিখেরা অসাধারণ যুদ্ধনৈপুণ্য ও বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। পরিশেষে শিখেরা পরাজিত এবং তাহাদের ১৭টী কামান শত্রুহস্তে পতিত হয়। ইংরাজ-সৈন্যদিগের মধ্যে যাহারা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগের স্মরণার্থে কএকটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে সরাই ও একটী সুন্দর প্রস্তর-বেষ্টিত পুষ্করিণী আছে। [শিখযুদ্ধ দেখ]

মুদ্গ (পুং) মোদতে অনেন ইতি মুদ্-(মুদিগ্রোর্গ গৌ। উণ্‌ ১।১২৭) ইতি গক্। ১ পক্ষিবিশেষ। পর্য্যায়—জলবায়স। (হেম) ২ শমী ধান্যভেদ, চলিত মুগ (Phaseolus Mungo) হিন্দী—হারিমুং, মহারাষ্ট্র—মুগ, কলিঙ্গ—হেসরেক, তৈলঙ্গ—পেসলু, পঞ্জাব—মুঙ্গি। ইহা একপ্রকার শমীধান্য-বিশেষ।
"ব্রীহয়ঃ শালয়ো মুদ্গাস্তিলা মাষাস্তথা যবাঃ।" (মনু ৯।৩৯)

ইহার পর্য্যায়—সূপশ্রেষ্ঠ, বর্ণার্হ, রসোত্তম, ভুক্তিপ্রদ, হয়ানন্দ, সুফল, বাজিভোজন।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

শ্যামবর্ণ, হরিদ্বর্ণ, পীতবর্ণ, শুক্লবর্ণ ও রক্তবর্ণভেদে মুগ অনেক প্রকার। এই সকল মুগ পূর্ব্বানুক্রমে লঘু, অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ মুগ হইতে শ্যামবর্ণ মুগ লঘু, পীতবর্ণ মুগ হইতে হরিদ্বর্ণ মুগ লঘু ইত্যাদি। সুশ্রুত মতে, সকল প্রকার মুগের মধ্যে হরিদ্বর্ণ মুগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অধিক গুণকর। চরকাদিও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহা সোণামুগ নামে খ্যাত। গুণ—রুক্ষ, লঘু, ধারক, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, শীতবীর্য্য, ঈষৎ বায়ুবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং জ্বরাপহারক। বনমুগও এইরূপ গুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্র০) অত্রিসংহিতা মতে—শীতল, কষায়, মধুর, লঘু, পিত্তনাশক, রক্তশোধক, অতিশয় রমণীয়।
"প্রধানা হরিতাস্তত্র বন্যমুদ্গাস্তু মুদ্গবৎ।
কৃষ্ণমুদ্গা মহামুদ্গা গৌরা হরিতপীতকাঃ॥
শ্বেতা রক্তাশ্চ নির্দ্দিষ্টা লঘবঃ পূর্ব্বপূর্ব্ববৎ॥" (রাজব০)

মুদ্গগিরি (পুং) [মুঙ্গের দেখ।]

মুদ্গদলা (স্ত্রী) মুদ্গপর্ণী, চলিত মুগানী।

মুদ্গপর্ণী (স্ত্রী) মুদ্গস্যেব পর্ণান্যস্যাঃ মুদ্গপর্ণ জাতৌ ঙীষ্। (Phaseolus Trilodus or P. Acouitifolius) বনমুদ্গ, চলিত মুগানী, পর্য্যায়—কাকমুদ্গা, সহা, ক্ষুদ্রসহা, শিম্বী, মার্জ্জারগন্ধিকা, বনজা, রিঙ্গিণী, হ্রস্বা, সূর্পপর্ণী, কুরঙ্গিকা, কোশলা, বনোদ্ভবা, বনমুদ্গা, আরণ্যমুদ্গা, বন্যা। গুণ—শীতল, কাস, বাতরক্ত, ক্ষয়, পিত্তদাহ-জ্বরনাশক, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবৃদ্ধিকারক। (রাজনি০)

ভাবপ্রকাশ মতে—তিক্ত, স্বাদু, শুক্রবর্দ্ধক, কফ, শোথ-নাশক, লঘু, গ্রহণী, অর্শ ও অতীসাররোগে হিতকর। মার্জ্জারগন্ধাও ইহার একটী পর্য্যায়। (ভাবপ্র০)

মুদ্গভুজ্ (পুং) মুদ্গাং ভুঙ্‌ক্তে ইতি ইতি ভুজ্-ক্বিপ্। ঘোটক। (জটাধর)

মুদ্গভোজিন্ (পুং) মুদ্গং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ্-ণিনি। অশ্ব। (রাজনি০)

মুদ্গমোদক (পুং) মুদ্গেন সাধিতো মোদকঃ। মোদক-বিশেষ, পক্কান্নভেদ, চলিত মুগের লাড়ু, বা মতিচুর। ইহার

প্রস্তুত প্রণালী, ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে,—মুদ্গকৃত ধূমসী, (মুগ জলে ভিজাইয়া উহার তুষ নিষ্কাশিতকরত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া যন্ত্রে পেষণ করিলে তাহাকে ধূমসী কহে) নির্ম্মল জলে গুলিয়া লইতে হইবে, পরে কড়ায় করিয়া ঘৃত চাপাইয়া ঐ ঘৃতের উপরিভাগে একখান ঝাঁঝরী ধরিয়া উহাতে দ্রবীভূত ধূমসী দিতে হইবে, পরে ঝাঁঝরীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া বিন্দু বিন্দু আকারে যে ধূমসী ঘৃতে পড়িবে, উহা উত্তমরূপে ভাজা হইলে তুলিয়া লইবে, পরে ঐ ভর্জ্জিত পদার্থ চিনির রসের সহিত মিশাইয়া হস্ত দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবে, ইহাকে মতিচুর বা মুদ্গমোদক কহে। ইহার গুণ—লঘু, ধারক, ত্রিদোষনাশক, মধুররস, শীতবীর্য্য, রুচিজনক, চক্ষুর হিতকর, জ্বরঘ্ন, বলজনক এবং তৃপ্তিকর। (ভাবপ্রকাশ)

মুদ্গর (স্ত্রী) মুদং আনন্দং গিরতি বিকিরতীতি গৃ অচ্। ১ মল্লিকাভেদ। (পুং) ২ কর্ম্মার বৃক্ষ, পর্য্যায়—গন্ধসার, সপ্তপত্র, অতিগন্ধ, গন্ধরাজ, বটপ্রিয়, জনেষ্ট, মৃগেষ্ট। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, সুরভি, সৌখ্যদায়ক, মধুপানন্দকারক, কামবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, (রাজনি°)

৩ লোষ্ট্রাদিভেদ, অস্ত্রবিশেষ, চলিত মুগুর, পর্য্যায়—দ্রুঘণ, দ্রুঘন, ঘন, প্রঘণ। (জটাধর)

"গদাপট্টিশধারিণ্যা শূলমুদ্গরহস্তয়া।
প্রস্থিতো সহধর্ম্মিণ্যা মহত্যা দৈত্যসেনয়া॥"

(ভারত ১।২১১।৩)

৩ মৎস্যবিশেষ, মাগুর মাছ। (রাজনি°)

মুদ্গরক (পুং) মুদ্গরমিবেতি প্রতিকৃতৌ কন্। কর্ম্মার, চলিত কামরাঙ্গা গাছ।

মুদ্গরপর্ণক (পুং) নাগভেদ।

মুদ্গরপিণ্ডক (পুং) নাগভেদ।

মুদ্গল (ক্লী) মুদ্গং লাতীতি লা-ক। ১ রোহিষতৃণ। (পুং) ২ হয্যশ্ব-রাজপুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪।১৯ অ°) ৩ গোত্রকারক মুনিবিশেষ। ইহার পত্নীর নাম ইন্দ্রসেনা। ৪ উপনিষদ্ভেদ।

মুদ্গল, নিজাম-রাজ্যের একটী নগর ও দুর্গ। অক্ষা° ১৬° ৽´ ৩৪´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৩৯´৪৭´´ পূঃ। দুর্গের উত্তরাংশে সমতল ভূমিতে নগর এবং দক্ষিণাংশে পর্ব্বতের উপরে দুর্গ সংস্থাপিত। এই দুর্গে ১২৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে যাদববংশীয় এক শাসনকর্ত্তার বাসস্থান ছিল। তৎপরে ইহা ওরঙ্গলের রাজার অধিকারভুক্ত ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমান-করকবলিত হয়। যৎকালে দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ তোগলকের অধীনস্থ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তৃগণ বিদ্রোহী হইয়া কুলবর্গে বাহ্মনী-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়ে মুদ্গল নূতন রাজ্যের প্রধান প্রান্তদুর্গ ছিল। বাহ্মনীবংশের রাজত্বকালে উক্ত দুর্গের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে উক্ত দুর্গ বিজাপুর-রাজগণের অধিকৃত হয়। তৎপরে বিজাপুররাজত্বের অবসানে অরঙ্গজেব উক্ত দুর্গ অধিকার করেন।

গোয়ানগরী হইতে পূর্ব্বে সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার নামক এক খৃষ্টান-যাজক মুদ্গলে একটী রোমান ক্যাথলিক উপনিবেশ স্থাপন করেন। বিজাপুর-রাজগণ খৃষ্টানদিগকে উক্ত স্থান নিষ্কর দান করেন। তদবধি উক্ত উপনিবেশ সেই স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মুদ্গলানী (স্ত্রী) সেনানীবিশেষ।

"রথীরভূন্মুদ্গলানী গাবিষ্টৌ" (ঋক্ ১০।১০২।২)

'মুদ্গলস্য সেনানীরূপা মুদ্গলানী' (সায়ণ)

মুদ্গবটক (পুং) মুদ্গেন কৃতঃ বটকঃ। মুদ্গকৃত বটক, চলিত মুগের বড়া, প্রস্তুতপ্রণালী—মুগের ডাইল ভিজাইয়া পরে উহাকে উত্তমরূপে পেষণ করিতে হইবে। অনন্তর ঐ পিষ্টমুদ্গ তৈল দ্বারা মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া শুষ্ক হইলে নামাইতে হইবে। ইহার গুণ—হিতকর, রুচিকারক, লঘু এবং মুগের ডাইলের ন্যায় গুণকারক। (ভাবপ্র°)

মুদ্গবৎ (ত্রি) মুদ্গবিশিষ্ট।

মুদ্গষ্ট (পুং) বনমুদ্গ, চলিত মুগানী। (শব্দরত্না°)

মুদ্গষ্টক (পুং) মুদ্গষ্ট স্বার্থে কন্। বনমুদ্গ। (অমর)

মুদ্গাদ্রবট (পু) মুদ্গেনাদ্রঃ বটঃ। বটকবিশেষ, চলিত আদাবড়া। প্রস্তুতপ্রণালী—মুগের ডাইল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বড়া প্রস্তুত করিবে, পরে উহা তৈলে ভাজিয়া লইয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিবে, অনন্তর ঐ চূর্ণের সহিত হিঙ্গু, আদা, ছোট এলাচি, মরিচ ও জীরাভাজা এবং লেবুর রস ও জোয়ান মিশ্রিত করিবে। পরে পুনরায় মুগের ডাইল পেষণ করিয়া একটী হাঁড়ীর উপর অন্য একটী পাকপাত্র রাখিয়া তদুপরি সিদ্ধ করিবে। পরে উহাকে আবার পিণ্ডাকৃতি করিয়া পূর্ব্বোক্ত হিঙ্গু প্রভৃতি মিলিত পদার্থে মিশাইয়া লইয়া তৈলে ভাজিতে হইবে। পরে উহা কথিতা নামক দ্রব্যে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে। (একটী পাকপাত্রে ঘৃত বা তৈল দিয়া হরিদ্রা ও হিঙ্গু ভাজিয়া লইবে। পরে অবলেহনযুক্ত তক্র উহাতে নিঃক্ষেপ করিয়া মরিচ সহযোগে পাক করিলে তাহাকে কথিতা কহে।)

এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত করিলে উহাকে মুদ্গাদ্রবটক কহে। ইহার গুণ রুচিকারক, লঘু, বলকর, অগ্নিপ্রদীপক, তৃপ্তিজনক, পথ্য ও ত্রিদোষনাশক। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখণ্ড)

মুদ্দ (পারসী মুর্দা শব্দজ) শব, মড়া।

মুদ্দঈ (আরবী) বাদী, বিচারার্থী।

মুদ্দৎ (আরবী) চিরকাল, বহুপ্রাচীন।

মুদ্দদ্মাস্ (পারস্ত) রাজকার সনন্দানুসারে ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত বন্দোবস্তানুসারে প্রদত্ত জমি হস্তান্তরিত (Transfer) করা যাইত না। কিন্তু ১৭৭৩ খৃঃ বিহারের বিচারালয়ে কোন মোকদ্দমায় জমি হস্তান্তরিত হইয়াছিল। তদবধি উক্ত বন্দোবস্তের জমি বন্ধকাদি দিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তি ও পরে বিহারের নবাব মহম্মদ রেজা খাঁ ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে উক্ত বন্দোবস্তের কতক জমি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে আর কখন এরূপ ঘটনা ঘটে নাই।

মুদ্দতী (আরবী) অল্পকালস্থায়ী।

মুদ্দা (আরবী) ইচ্ছা, অভিপ্রায়।

মুদ্দেবিহাল, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর বিজাপুর জেলার একটী মহকুমা। ক্ষেত্রফল ৫৭৪ বর্গমাইল। এই মহকুমায় ১টী নগর ও ১৪৮ খানি গ্রাম আছে। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে এখানকার অধিবাসি-সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। ইহার উত্তরাংশ অত্যন্ত উর্ব্বরা। প্রতিগ্রামে অনেক সুন্দর সুন্দর কূপ দৃষ্ট হয়। এখানে নানাপ্রকার শস্ত উৎপন্ন হয়। একটী দেওয়ানী এবং ২টী ফৌজদারী আদালত আছে।

২ উক্ত মহকুমার প্রধান নগর। অক্ষা০ ১৬° ২০´ ২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬° ১০´ ২০´´। এখানে সবজজের আদালত ও ঔষধালয় আছে।

মুদ্রে (স্ত্রী) মুদ্রা।

মুদ্রণ (ক্লী) মুদ্রিত করণ। ২ নিয়মন। ৩ মুদ্রাঙ্কণ। ৪ অক্ষর নিবদ্ধকরণ (Typography)।

মুদ্রণা (স্ত্রী) মুদ্রিতকরণ, মুদ্রাঙ্কণ। ২ নিয়মন। ৩ অঙ্গুলি-মুদ্রা, হস্তাঙ্গুরি।

মুদ্রা (স্ত্রী) মোদন্তেঽনয়েতি মুদ্-রক্ (স্ফায়িতঞ্চ্যাদি। উণ্ ২।১৩) ততষ্টাপ্। ১ প্রত্যয়কারিণী, চলিত নামের মোহর। ২ অঙ্গুলি-মুদ্রা, চলিত ছাপের আঙ্টী। "অথৈনাং মুদ্রা-মঙ্গুল্যাং নিবেশয়ন্তী ময়া প্রত্যাভিহিতা।" (শকুন্তলা ৬ অঙ্ক)

৩ স্বর্ণরৌপ্যাদি-মুদ্রিকা। চলিত টাকা মোহর ইত্যাদি। ৪ চিহ্ন।

"হিরণ্যকেশঃ পদ্মাক্ষঃ পদ্মমুদ্রাপদাম্বুজঃ।" (ভাগ০ ৩।২৪।১৭)

৫ পঞ্চ প্রকার লিপির অন্তর্গত লিপিবিশেষ।

"মুদ্রালিপিঃ শিল্পলিপির্লিপির্লেখনীসম্ভবা।
গুণ্ডিকাঘুণসম্ভূতা লিপয়ঃ পঞ্চধা স্মৃতাঃ॥" (বারাহীতন্ত্র)

বিপ্রগণ যাহা লেখনী দ্বারা লিখেন বা মুদ্রা দ্বারা যাহা অঙ্কিত করেন এবং শিল্পিগণ যাহা নির্ম্মাণ করে, তাহা সর্ব্বদা পাঠ ও ধারণ করিতে হয়।

"লেখন্যা লিখিতং বিপ্রৈর্মুদ্রাভিরঙ্কিতঞ্চ যৎ।
শিল্পাদিনির্ম্মিতং যচ্চ পাঠ্যং ধার্য্যঞ্চ সর্ব্বদা॥" (মুণ্ডমালাতন্ত্র)

৬ পঞ্চ-মকারের অন্তর্গত ভৃষ্ট দ্রব্যভেদ। তন্ত্র মতে ভৃষ্ট পৃথুক, তণ্ডুল, গোধূম ও চণক প্রভৃতি মুদ্রা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই মুদ্রা মুক্তিপ্রদানে সমর্থ।

"পৃথুকাস্তণ্ডুলা ভৃষ্টা গোধূমচণকাদয়ঃ।
তস্য নাম ভবেদ্দেবি! মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী॥"
(নির্ব্বাণতন্ত্র ১১ পটল)

উক্ত মুদ্রা নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বয়ে শোধন করিয়া লইতে হয়। তন্ত্রান্তরে শোধনের মন্ত্র দুইটী এই—

"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্।
ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপ্রণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥"

৭ শরীরে ধারণীয় ভগবানের আয়ুধাদি চিহ্ন, চলিত ছাপ। ভগবান্ হরির প্রীতির নিমিত্ত উক্ত নারায়ণী মুদ্রা বা চিহ্ন সকল ধারণ করিতে হয়। মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি চিহ্ন, এবং চক্রাদি আয়ুধ চিহ্ন ধারণ করিয়া হরির অর্চ্চনা করা বিধেয়।

মুদ্রা বা চিহ্নধারণের নিত্যতা।

হরির অর্চ্চনা করিবার পূর্ব্বে উভয় বাহুমূলে শঙ্খ ও চক্র-চিহ্ন ধারণ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা সে পূজা কোন ফলজনক হয় না।

"অঙ্কিতঃ শঙ্খচক্রাভ্যামুভয়োর্বাহুমূলয়োঃ।
সমর্চ্চয়েদ্ধরিং নিত্যং নান্যথা পূজনং ভবেৎ॥" (স্মৃতি)

গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—শুচি ব্যক্তিগণেরই সর্ব্বকর্ম্মে অধিকার আছে। কিন্তু সেই শুচিত্ব হরির আয়ুধাদি চিহ্ন ধারণ ব্যতীত ঘটে না। *

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে, শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন হরির প্রিয়তম। এই সকল চিহ্নে যাহার অঙ্গ ভূষিত না হয়, সে ব্যক্তি সর্ব্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নরকগামী হয়†।

শুদ্ধ পুরাণাদি শাস্ত্রে নহে, স্মৃতি প্রভৃতিতেও বিষ্ণুর অর্চ্চনায় শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণের বিধি আছে। যথা—

---

* "সর্ব্বকর্ম্মাধিকারশ্চ শুচীনামেব চোদিতঃ।
শুচিত্বঞ্চ বিজানীয়াদ্দ্বীয়ায়ুধধারণাৎ।" (গরুড়পু০)

† "শঙ্খচক্রাদিভিশ্চিহ্নৈর্বিপ্রঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ।
রহিতঃ সর্ব্বধর্ম্মেভ্যঃ প্রচ্যুতো নরকং ব্রজেৎ॥" (পদ্মপু০ উত্তরখ০)

"ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা।
স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদি স্থিতং পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্ ॥"

(যজুর্ব্বেদ কঠশাখা)

"এভির্বয়মুরুক্রমস্য চিহ্নৈরঙ্কিতা লোকে শুভগা ভবেম।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতা ইত্যাদি"

(অথর্ব্ববেদ)

মুদ্রাধারণমাহাত্ম্য।

পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে মুদ্রাধারণের বহু মাহাত্ম্যকথা উল্লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস এইস্থানে প্রদত্ত হইল। স্কন্দপুরাণের সনৎকুমার ও মার্কণ্ডেয়-সংবাদে লিখিত আছে ;—যে বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি শঙ্খচক্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত হন, তাঁহার বিষ্ণুলোকে বাস হয় এবং কোন আধিব্যাধি তাঁহাকে স্পর্শ করে না। যাঁহার দেহ নারায়ণের আয়ুধচিহ্নে ভূষিত, সে ব্যক্তি কোটিপাপ করিলেও যম তাহার কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না। এইরূপ শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি চিহ্নধারণেও অনন্তফলপ্রাপ্তির কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—এই কলিকালে যে মানব আমার পুরী হইতে মৃত্তিকা লইয়া তদ্দ্বারা নিজ অঙ্গে মদীয় মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার-চিহ্ন অঙ্কিত করে, আমি তাহার দেহে অবস্থান করি, তাহাতে এবং আমাতে কোন প্রভেদ থাকে না। তাহার যাহা কিছু পাপ থাকে, সে সকল পুণ্যরূপে পরিণত হয়।

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মৎস্য ও কূর্ম্মপ্রভৃতি চিহ্ন অঙ্গে অঙ্কিত থাকিলে দিন দিন পুণ্যের বৃদ্ধি হয় এবং শতজন্মার্জ্জিত পাপও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"শঙ্খঞ্চ পদ্মঞ্চ গদাং রথাঙ্গং মৎস্যঞ্চ কূর্ম্মং রচিতং স্বদেহে।
করোতি নিত্যং সুকৃতস্য বৃদ্ধিং পাপক্ষয়ং জন্মশতার্জ্জিতস্য ॥"

(স্কন্দপুরাণ)

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা ও নারদসংবাদে লিখিত আছে,—ভক্ত-মানব শঙ্খচিহ্নধারণে লক্ষ্মী সরস্বতী, দুর্গা ও সাবিত্রী ; পদ্মচিহ্ন-ধারণে গঙ্গা, গয়া, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ ও পুষ্করাদি ; গদাচিহ্ন-ধারণে গঙ্গাসাগরসঙ্গম এবং গদার নিম্নে চক্রচিহ্নধারণে কৃষ্ণ সহ সচরাচর-ত্রৈলোক্য, ত্রিবিধ অগ্নি, সমস্ত দেবতা এবং বিষ্ণুর পাদপদ্ম নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া থাকে।

উক্ত মুদ্রা সকল ধারণ করিয়া দৈব, পৈত্র্য, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মাদি করিলে সে সকল অক্ষয় হয় এবং অষ্টাক্ষরাঙ্কিত ধাতুময়ী মুদ্রা করে ধারণ করিলে গ্রহ, নক্ষত্র ও রাশি-প্রভৃতি কোন পীড়া জন্মাইতে পারে না।

"কৃষ্ণমুদ্রাপ্রযুক্তস্য দৈবং পিত্র্যং করোতি যঃ।
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রত্যহক্ষাক্ষয়ং ভবেৎ ॥
পীড়য়ন্তি ন তস্যৈব গ্রহা ঋক্ষাণি রাশয়ঃ।
অষ্টাক্ষরাঙ্কিতা মুদ্রা যস্য ধাতুময়ী করে ॥" (স্কন্দপু॰)

এতদ্ভিন্ন স্কন্দ ও বরাহপুরাণ প্রভৃতিতে কৃষ্ণমুদ্রা বা চিহ্ন ধারণের বহু বিস্তৃত মাহাত্ম্য-কথা বর্ণিত হইয়াছে।

মুদ্রাধারণবিধি।

গৌতমীয়-তন্ত্রে লিখিত আছে, ললাটে গদা, মস্তকে চাপ ও শর, হৃদয় মধ্যে নন্দক, ভুজদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্রচিহ্ন ধারণ করিবে। দক্ষিণ বাহুতে চক্র, বাম ও দক্ষিণ বাহুতে শঙ্খ, বামে গদা, তন্নিম্নে পুনরায় চক্র, শঙ্খের উপর পদ্ম, পুনরায় দক্ষিণে পদ্ম, বক্ষে খড়্গ এবং মস্তকে চাপ ও শর ধারণ করা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ দক্ষিণভুজে সুদর্শন, মৎস্য ও পদ্ম এবং বামভুজে শঙ্খ, কূর্ম্ম ও গদা এই সকল মুদ্রা ধারণ করিবেন। এতদ্ভিন্ন সম্প্রদায়ভেদে আচার অনু-সারে নিজের অভিপ্রায় মত আপন ইষ্টদেবতার শঙ্খচক্রাদি মুদ্রা, ভক্ত বৈষ্ণব ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গেই ধারণ করিতে পারেন। কেহ কেহ কেবল শঙ্খ ও চক্র এই মুদ্রাদ্বয়ই ধারণ করিয়া থাকেন। *

কেবল শঙ্খচিহ্ন ধারণ করা নিষিদ্ধ। সুতরাং বৈষ্ণব ব্যক্তি চক্র-মিশ্রিত শঙ্খচিহ্ন ধারণ করিবেন। উক্ত চক্রাদি মুদ্রা কেবল গোপীচন্দন দ্বারাই প্রত্যহ নিজ অঙ্গে অঙ্কিত করিতে হয়। শয়নাদি সময়ে এ সকল চিহ্ন তপ্ত করিয়া লইবে।

"কেবলং নোদ্বহেচ্ছঙ্খমাদৌ চাম্বুরুবিগ্রহম্।
অতশ্চক্রবিমিশ্রং তং বিভৃয়াদ্বৈষ্ণবঃ সদা ॥
শ্রীগোপীচন্দনেনৈব চক্রাদীনি বুধোঽন্বহম্।
ধারয়েচ্ছয়নাদৌ তু তপ্তানি কিল তানি হি ॥" (ব্রহ্মবৈ পু॰)

হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে, দ্বাদশাক্ষর ষট্‌কোণ ও বলয়ত্রয়যুক্ত চক্র, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ এবং লোকপ্রসিদ্ধ গদাপদ্মাদি চিহ্ন ধারণীয়।

* "ললাটে চ গদা কার্য্যা মূর্দ্ধ্নি চাপঃ শরস্তথা।
নন্দকঞ্চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খচক্রং ভুজদ্বয়ে।
চক্রঞ্চ দক্ষিণে বাহৌ শঙ্খং বামেঽপি দক্ষিণে।
গদাং বামে গদাধস্তাৎ পুনশ্চক্রঞ্চ ধারয়েৎ ॥
শঙ্খোপরি তথা পদ্মং পুনঃ পদ্মঞ্চ দক্ষিণে।
খড়্গং বক্ষসি চাপঞ্চ শরং শিরসি ধারয়েৎ ॥
দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনম্।
মৎস্যং পদ্মকাপরেঽথ শঙ্খং কূর্ম্মং গদাং তথা ॥
সাম্প্রদায়িকশিষ্টাচারাচারাজ্ঞ যথারুচি।
শঙ্খচক্রাদিচিহ্নানি সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু ধারয়েৎ ॥
তত্রা নিবেশ্যৈকস্ত ধারয়েন্নামপাণি চ।
চক্রশঙ্খৌ চ বাহ্বোস্তে সন্নিধাবেব বৈষ্ণবঃ ॥" (গৌতমীয়)

বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণব ও বেদপারগ ব্রাহ্মণ সকলেই গোপীচন্দন দ্বারা সতিল-মুদ্রা ধারণ করিবেন।

"বৈষ্ণবৈর্বিষ্ণুভক্তৈশ্চ ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।

সন্ধার্য্যা সতিলা মুদ্রা গোপীচন্দনসংযুতা ॥" (নারদপঞ্চরাত্র)

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, চন্দনাদি দ্বারা কৃষ্ণনামাক্ষর গাত্রে অঙ্কিত করিলে বিষ্ণুলোকে গতি হয় এবং ব্রাহ্মণ যদি অগ্নিতপ্ত চক্রচিহ্ন দুই বাহুমূলে অঙ্কিত করিয়া নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, তাহা হইলে তিনি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হন।

"কৃষ্ণনামাক্ষরৈর্গাত্রমঙ্কয়েচ্চন্দনাদিনা।

স লোকপাবনো ভূত্বা বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥

অগ্নিতপ্তেন চক্রেণ ব্রাহ্মণো বাহুমূলয়োঃ।

অঙ্কয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং সংসারান্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥" (পদ্মপু০)

হারীতের মতে বসন-ভাজনপ্রভৃতি সমস্তই কৃষ্ণনামে অঙ্কিত করা কর্ত্তব্য।

"তন্নাম্না চাঙ্কিতং সর্ব্বং বসনং ভাজনাদিকম্ ॥" (হারীতস্মৃতি)

৮ দেবতাবিশেষের প্রীতিজনক অঙ্গুল্যাদি-রচনা। মুদ্রা-পদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে তন্ত্রসারের মুদ্রাপ্রকরণে লিখিত আছে,—মুদ্রাসকল দেবতাদিগের আমোদবর্দ্ধন করিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ নিবারণ করে, এই জন্য তন্ত্রজ্ঞ মুনিগণ 'মুদ্রা' এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"মোদনাৎ সর্ব্বদেবানাং দ্রাবণাৎ পাপসন্ততেঃ।

তস্মান্মুদ্রেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥" (তন্ত্রসা-মু-প্র)

সকল তন্ত্রেই মুদ্রা-বন্ধন সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত ও ব্যক্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু গুরুগম্য না হইলে কেবল পুস্তকের সাহায্যে সেই সকল মুদ্রাবন্ধন করা প্রকৃতরূপে ঘটিয়া উঠে না। মুদ্রা-রচনা বিষয়ে গুরুজনের উপদেশ লওয়া আবশ্যক। মুদ্রাবন্ধনপুরঃসর অর্চ্চনাদি করিলে দেবতা প্রীত হইয়া অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। সুতরাং ভক্ত-সাধক-পূজকদিগের পক্ষে মুদ্রা-রচনা জানা এবং পূজাকালীন মুদ্রা বিশেষ প্রদর্শন করা নিতান্তই আবশ্যক। মুদ্রা কোন্ কোন্ সময়ে প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে তন্ত্রে লিখিত আছে ;—

"অর্চ্চনে জপকালে চ ধ্যানে কাম্যে চ কর্ম্মণি।

স্নানে চাবাহনে শঙ্খে প্রতিষ্ঠায়াঞ্চ রক্ষণে ॥

নৈবেদ্যে চ তথান্যত্র তত্তৎকল্পপ্রকাশিতে।

স্থানে মুদ্রাঃ প্রদ্রষ্টব্যাঃ স্বস্বলক্ষণলক্ষিতাঃ ॥"

অর্থাৎ অর্চ্চনা, জপকাল, ধ্যান, কাম্যকর্ম্ম, স্নান, আবাহন, শঙ্খস্থাপন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, রক্ষণ, নৈবেদ্য এবং অন্যান্য কল্পোক্ত কার্য্য এই সকল স্থলেই স্বীয় স্বীয় লক্ষণযুক্ত মুদ্রাসমূহ প্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মুদ্রাসমষ্টির মধ্যে আবাহনী প্রভৃতি নয়টী মুদ্রা আছে, উক্ত নয়টী মুদ্রা এবং ষড়ঙ্গমুদ্রা সর্ব্বসাধারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত পঞ্চদশটী মুদ্রা সর্ব্বত্রই আবশ্যক।

"আবাহনাদিকা মুদ্রা নব সাধারণা মতাঃ।

তথা ষড়ঙ্গমুদ্রাশ্চ সর্ব্বমন্ত্রেষু যোজয়েৎ ॥" (তন্ত্রসা০)

এক্ষণে কোন্ কোন্ মুদ্রা কোন্ কোন্ দেবতার অর্চ্চনাদিতে প্রীতিকর ও কোন্ কোন্ বিষয়ে আবশ্যক এবং কি প্রকারে মুদ্রা রচনা করিতে হয়, তাহা পরে বলা যাইতেছে।

দেবতাদিভেদে মুদ্রাভেদ।

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বেণু, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, জ্ঞান, বিল্ব, গরুড়, নারসিংহ, বারাহ, হয়গ্রীব, ধনুঃ, বাণ, পরশু, জগন্মোহন এবং কাম এই একোনবিংশতি মুদ্রা বিষ্ণুর সন্তোষকর। লিঙ্গ, যোনি, ত্রিশূল, মালা, বর, অভয়, মৃগ, খট্বাঙ্গ, কপাল, ও ডমরু এই দশটী মুদ্রা শিবের সন্তোষজনক। সূর্য্যের একমাত্র পদ্মমুদ্রা এবং গণেশের পূজায় দন্ত, পাশ, অঙ্কুশ, বিঘ্ন, পরশু, লড্ডুক ও বীজপুর এই সপ্ত মুদ্রা প্রশস্ত ; পাশ, অঙ্কুশ, বর, অভয়, খড়্গ, চর্ম্ম, ধনুঃ, শর ও মুষল এই নব মুদ্রা দুর্গার পূজায় প্রশস্ত। বিশেষ এই সকল মুদ্রা শক্তি-দেবতার অতিপ্রিয়। লক্ষ্মীর পূজায় লক্ষ্মীমুদ্রা এবং সরস্বতীর পূজায় অক্ষমালা, বীণা, ব্যাখ্যা ও পুস্তকমুদ্রা আবশ্যক। অগ্নির অর্চ্চনায় সপ্তজিহ্বা মুদ্রা প্রশস্ত।

মৎস্য, কূর্ম্ম, লেলিহান, মুণ্ড ও মহাযোনি এই কয়েকটী মুদ্রা সর্ব্বসমৃদ্ধিপ্রদ। ইহার মধ্যে শক্তি দেবতার অর্চ্চনে মহাযোনি, শ্যামা দেবতার অর্চ্চনায় মুণ্ড এবং সর্ব্ব সাধারণ বিষয়ে মৎস্য, কূর্ম্ম ও লেলিহান প্রশস্ত। তারা বিষ্ণুর অর্চ্চনায় যোনি, ভূতিনী, বীজ, দৈত্যধূমিনী, ও লেলিহান এই পঞ্চ মুদ্রা প্রসিদ্ধ। ত্রিপুরাসুন্দরীর অর্চ্চনায় ক্ষোভিনী, দ্রাবিণী, আকর্ষণী, বশ্যা, উন্মাদিনী, মহাঙ্কুশা, খেচরী, বীজ, যোনি, ও ত্রিখণ্ড এই দশ মুদ্রার প্রয়োজন। অভিষেক কার্য্যে কুম্ভ-মুদ্রা, আসনে পদ্ম-মুদ্রা, বিঘ্নপ্রশমনকার্য্যে কালকর্ণী, এবং জল-শোধনে গালিনী-মুদ্রা বিধেয় ; গোপালপূজায় বেণুমুদ্রা, নৃসিংহের নারসিংহী-মুদ্রা, বরাহদেবের বারাহী, হয়গ্রীবের হায়গ্রীব, রামের ধনু ও বাণ মুদ্রা এবং পরশুরামের পূজায় সম্মোহন মুদ্রা আবশ্যক। আবাহনে বাসুদেব, রক্ষাবিষয়ে কুম্ভ এবং প্রার্থনাকালে সর্ব্বত্র প্রার্থনামুদ্রা প্রয়োগ করিতে হয়। (তন্ত্রসার)

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার মুদ্রার উল্লেখ আছে, সে সকল মুদ্রা লক্ষণসহ ক্রমে বিবৃত হইবে। এক্ষণে উল্লিখিত মুদ্রাসমূহের রচনা-প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে।

মুদ্রার লক্ষণ বা তদ্রচনার প্রণালী।

পূর্ব্বে যে আবাহন্যাদি নয়টী সাধারণ মুদ্রার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার নাম,—আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সংবোধনী, সকলীকৃতি বা সকলীকরণ, সম্মুখীকরণী, অবগুণ্ঠন, ধেনু ও মহামুদ্রা। এই নয়টী মুদ্রা দেবতার আবাহন-বিষয়ে প্রয়োগ করিতে হয়।

উভয় হস্তে অঞ্জলি যোজনা করিয়া উভয় হস্তের-অনামিকার মূল পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় আবদ্ধ করিলে আবাহনী মুদ্রা হয়। এইরূপে উক্ত আবাহনী মুদ্রাকৃত উভয় হস্তাঞ্জলি অধোমুখ করিলেই স্থাপনী; উভয় হস্তে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিলে সন্নিধাপনী; উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়া অধোমুখে মুষ্টি বন্ধন করিলে সম্বোধনী; সম্বোধনী মুদ্রাকৃত মুষ্টিদ্বয় উত্তান করিলে সম্মুখীকরণী; দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গ-ন্যাসকে সকলীকরণ; বামহস্তে মুষ্টি বন্ধনপূর্ব্বক তর্জ্জনীকে দীর্ঘভাবে প্রসারিত করিয়া অধোমুখে ভ্রামিত করিলে অবগুণ্ঠন; উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকলকে পরস্পরের সন্ধিমধ্যগত করিয়া এক হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত অপর হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ যোগ ও ঐরূপে তর্জ্জনীর অগ্রভাগের সহিত মধ্যমার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে ধেনুমুদ্রা হয়। এই মুদ্রা দ্বারা পূজাকালে পূজার নৈবেদ্যাদি উপকরণের অমৃতীকরণ করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়কে পরস্পর গ্রোথিত করিয়া অপরাপর অঙ্গুলি সকল প্রসারিত করিলে মহামুদ্রা হয়। এই মুদ্রা দ্রব্যশুদ্ধিকরণ ও দেবতার আবাহনে প্রযুজ্য। ষড়ঙ্গমুদ্রা ষড়ঙ্গ-ন্যাস, তাহা সকলেরই বিদিত।

দক্ষিণহস্তের মুষ্টি দ্বারা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিয়া ঐ মুষ্টি উত্তান-ভাবে রাখিবে, পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিয়া বামহস্তের অন্যান্য অঙ্গুলি সকল প্রসারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাতে মিলিত রাখিলে শঙ্খমুদ্রা হয়। হস্তদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুষ্ঠা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় প্রসারিত ও বক্রভাবে উভয় অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিলে চক্র, উভয় হস্ত পরস্পর সম্মুখে রাখিয়া অন্যান্য অঙ্গুলি সকল গ্রোথিত এবং মধ্যমাদ্বয় ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রসারিত করিলে গদা, উভয় হস্ত সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুলি সকল সরলভাবে গ্রোথিত করত অঙ্গুষ্ঠদ্বয় হস্ততলে মিলিত করিয়া রাখিলে পদ্ম; বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠা ওষ্ঠে সংযুক্ত করিয়া বাম-কনিষ্ঠা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাতে সংলগ্ন করিবে, পরে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাকে প্রসারিত রাখিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয়কে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচিত করত পরিচালিত করিলে বেণু; উভয় হস্তের পৃষ্ঠদেশ বিপর্য্যস্তভাবে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকাকে আবদ্ধ রাখিয়া পরে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী বামহস্তের কনিষ্ঠামূলে এবং বামহস্তের তর্জ্জনী দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠামূলে সংস্থাপিত করিলে শ্রীবৎস; দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে দক্ষিণ অনামিকার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন, বামহস্তের কনিষ্ঠাদ্বারা দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী আবদ্ধ, বাম হস্তের অনামিকা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলে সংলগ্ন এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা সরলভাবে সংযোজিত করিয়া অপর চারি অঙ্গুলি পরস্পর অগ্রভাগে সংযুক্ত করিলে কৌস্তভ এবং উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী পৃথক্ পৃথক্ সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা কণ্ঠ হইতে পাদ-পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া তৎপরে করদ্বয় মালাবৎ করিলেই বনমালা-মুদ্রা হইবে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া হৃদয়ে ন্যাসপূর্ব্বক বামহস্ত পদ্মবৎ বিস্তৃত করতঃ বাম-জানুর উপর স্থাপন করিলে জ্ঞানমুদ্রা হয়। এই মুদ্রা রাম-চন্দ্রের অতিপ্রিয়। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠাকে আবদ্ধ করিয়া ঐ দক্ষিণ হস্তের অন্যান্য সমুদায় অঙ্গুলিদ্বারা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠাকে পীড়িত এবং অন্যান্য অঙ্গুলি সকলকে আবদ্ধ করিয়া কামবীজ উচ্চারণপূর্ব্বক হস্তদ্বয় হৃদয়ে স্থাপন করিলে বিল্বমুদ্রা এবং এক হস্তের পৃষ্ঠদেশে অন্যহস্ত বিপরীতমুখে স্থাপন করিয়া কনিষ্ঠা সহ কনিষ্ঠা, তর্জ্জনী সহ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠা সহ অঙ্গুষ্ঠা গ্রথিত করিয়া মধ্যমা ও অনামিকাদ্বয়ের ন্যায় পরিচালিত করিলে গরুড়মুদ্রা হয়। এই সকল মুদ্রা বিষ্ণুর সন্তোষকর।

নারসিংহী মুদ্রা—জানুমধ্যে করদ্বয় স্থাপনান্তর চিবুক ও ওষ্ঠ সমভাবে রক্ষা করিয়া হস্তদ্বয় ভূমিতে সংলগ্ন, কম্পিতকরণ এবং পরে মুখ বিবৃত ও জিহ্বা অন্তর্গত করিয়া বারম্বার তাহার পরিচালন করিবে। প্রকারান্তর—উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠাদ্বারা উভয় কনিষ্ঠাকে আক্রমণ করিয়া সমুদায় অঙ্গুলিকে অধোমুখে স্থাপন করিলে নারসিংহী হইবে।

বারাহী-মুদ্রা—দেবতার উপরিভাগে বামহস্ত উত্তান-ভাবে সংস্থাপন করিয়া অধোভাগে নামিতকরণ। প্রকারান্তর—দক্ষিণহস্ত ঊর্দ্ধমুখে এবং বামহস্ত অধোমুখে স্থাপন করিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্তকরণ।

হয়গ্রীব-মুদ্রা—বামহস্ততলে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি সকল অধোমুখে স্থাপিত করিয়া দক্ষিণহস্তের মধ্যমা উন্নমনপূর্ব্বক অধোমুখে আকুঞ্চিতকরণ। ধনুর্মুদ্রা—বামহস্তের অগ্রভাগ তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা সংযোজিত করিয়া সেই হস্তের অঙ্গুলি-দ্বারা অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে পীড়্যমানস্বর বামস্কন্ধে স্পর্শ করার নাম ধনুঃ। জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে,—হস্তে ধনুঃ থাকিলে

যেরূপ হয়, বামহস্তকে সেইরূপ করিলেও ধনুঃ বা চাপমুদ্রা হয়।

বাণমুদ্রা—দক্ষিণহস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনীকে দীর্ঘভাবে প্রসারিতকরণ। এই মুদ্রা রিপুগণের বিনাশক।

পরশু-মুদ্রা—করতলে করতল সন্নিবেশিত করিয়া স্ব স্ব অঙ্গুলি সকল যত দূর ব্যবধান করিতে পারা যায়, ততদূর ব্যবহিত করিয়া মিলিত ও প্রসারিতকরণ। ত্রৈলোক্যমোহিনী-মুদ্রা—উভয় হস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উর্দ্ধে প্রসারিতকরণ। কামমুদ্রা—হস্তদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রসারণ এবং তর্জ্জনীদ্বয় মধ্যমার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মধ্যমাতে সংযোজিত করা। এই মুদ্রা সর্ব্বদেবতারই প্রিয়।

লিঙ্গমুদ্রা—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠকে উন্নত করিয়া বাম-অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বন্ধন এবং পরে বামহস্তের অঙ্গুলি সকলকে দক্ষিণ হস্তের সমুদায় অঙ্গুলি দ্বারা আবদ্ধকরণ। যোনি-মুদ্রা—উভয় হস্তের কনিষ্ঠাদ্বয় পরস্পর সম্বদ্ধ করিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীদ্বারা বাম অনামিকা ও বাম তর্জ্জনীদ্বারা দক্ষিণ অনামিকাবন্ধন, পরে অনামিকাদ্বয়ের অগ্রভাগে সংশ্লিষ্ট করিয়া মধ্যমাদ্বয় প্রসারণ এবং সেই মধ্যমাদ্বয়ের মূলে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সংলগ্নকরণ। ত্রিশূলমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কনিষ্ঠাকে বন্ধন করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিত্রয় প্রসারিতকরণ। অক্ষমালা-মুদ্রা—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা তর্জ্জনীকে গ্রথিত করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিত্রয় প্রসারিতকরণ। বরমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি সকল প্রসারিত করিয়া হস্ত অধোমুখে স্থাপিত করণ। অভয়মুদ্রা—বামহস্তের অঙ্গুলি সকল প্রসারিত করিয়া অধোমুখীকরণ।

মৃগমুদ্রা—অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ মিলিত করিয়া মধ্যমার অগ্রে সংযোজন এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলি সকল উন্নমিত করণ। খট্বাঙ্গমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলি উর্দ্ধমুখে প্রসারিত করিয়া পরস্পর মিলনকরণ। কাপালিকীমুদ্রা—বামহস্ত পাত্রবৎ করিয়া বামাঙ্গে বিন্যস্ত করতঃ উত্তানভাবে স্থাপন। ডমরু-মুদ্রা—দক্ষিণ হস্তে শিথিলভাবে মুষ্টিবন্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলি কিঞ্চিৎ উন্নমনপূর্ব্বক কর্ণপ্রদেশে পরিচালিতকরণ। উল্লিখিত মুদ্রা সকল শিবের সন্তোষবর্দ্ধক।

দন্তমুদ্রা—দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সেই মুষ্টি উত্তানানন্তর মধ্যমার সরলভাবে উর্দ্ধমুখে প্রসারণ। পাশমুদ্রা—বামমুষ্টির তর্জ্জনী দক্ষিণমুষ্টির তর্জ্জনীতে সংযুক্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্ব স্ব তর্জ্জনীর অগ্রভাগে সংযোজন। অঙ্কুশমুদ্রা—মধ্যমাঙ্গুলি সরলভাবে প্রসারিত করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কোচনপূর্ব্বক তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্বে সংযোজন। বিঘ্নমুদ্রা—তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ এই সমুদায় অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধন করিয়া মধ্যমাঙ্গুলির অধোমুখে দীর্ঘাকারে প্রসারণ। পরশুমুদ্রা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। লড্ডুক ও বীজপুরমুদ্রা প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া তাহাদের লক্ষণ উক্ত হইল না। উল্লিখিত মুদ্রা সকল গণেশপূজায় প্রযোজ্য।

পাশ, অঙ্কুশ, বর, অভয়, ধনু, ও বাণমুদ্রা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। এক্ষণে শক্তিবিষয়ক অন্যান্য মুদ্রা সকল বলা যাইতেছে। খড়্গমুদ্রা—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা ঐ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা আবদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট তর্জ্জনী ও মধ্যমা সংশ্লিষ্ট করত প্রসারণ। চর্ম্মমুদ্রা—বামহস্ত বক্রীভূত করিয়া প্রসারণ এবং অঙ্গুলি সকল কিঞ্চিৎ আকুঞ্চন। মুষলমুদ্রা—উভয় হস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া বামমুষ্টির উপরি দক্ষিণমুষ্টির সংস্থাপন। দুর্গামুদ্রা—উভয় হস্তে মুষ্টি-বন্ধনপূর্ব্বক বামমুষ্টির উপরি দক্ষিণমুষ্টি স্থাপন করিয়া মস্তকোপরি রক্ষণ। চক্র-মুদ্রা—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মুদ্রা-বন্ধনপূর্ব্বক মধ্যমাদ্বয় প্রসারণ এবং পরে ঐ মধ্যমাদ্বয় কনিষ্ঠাতে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের অগ্রভাগে নিক্ষেপণ। এই মুদ্রা লক্ষ্মীর প্রীতিকর এবং ইহা সাধকের সর্ব্বসম্পৎপ্রদ। বীণামুদ্রা-বীণাবাদন সময়ে হস্তদ্বয় যেরূপ করিতে হয়, সেইরূপে হস্তভঙ্গী করিয়া মস্তক সঞ্চালিতকরণ। এই মুদ্রা সরস্বতীর প্রিয়। পুস্তকমুদ্রা—বামহস্তে মুষ্টি বন্ধন করিয়া আপন অভিমুখে সংরক্ষণ। ব্যাখ্যান-মুদ্রা—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পরস্পর মিলিত করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলি সকল উত্তানভাবে মিলিত করিয়া প্রসারণ। এই মুদ্রা শ্রীরাম ও সরস্বতীর অতিপ্রিয়। সপ্তজিহ্বাখ্যমুদ্রা—করদ্বয়ের মণিবন্ধ মিলিত করিয়া অঙ্গুলি-সকল প্রসারণ এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় কনিষ্ঠাদ্বয়ে সংযোজন। এই মুদ্রা অগ্নির অতিপ্রিয়। গালিনীমুদ্রা—দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা বাম-হস্তের অঙ্গুষ্ঠাতে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠাতে সংযোজিত করিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই সকল অঙ্গুলি সরলভাবে মিলিতকরণ। এই মুদ্রা শঙ্খ-স্থাপনকালে শঙ্খের উপর চালিত করিতে হয়। কুম্ভমুদ্রা—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ আবদ্ধ করিয়া উভয় হস্ত এক মুষ্টিতে বন্ধন। এই মুষ্টির মধ্যে অবকাশ রাখিতে হয়। এই মুদ্রার প্রকারান্তর—উভয় হস্তে মুষ্টিবন্ধনপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উর্দ্ধ-মুখে তর্জ্জনীর অগ্রভাগে সংযুক্ত করিলেও কুম্ভমুদ্রা হইয়া থাকে। উক্ত মুদ্রা সর্ব্বপ্রকার রক্ষাবিধায়ক। প্রার্থনামুদ্রা—উভয় হস্ত সম্মুখে রাখিয়া অঙ্গুলি সকল পরস্পর মিলনানন্তর হৃদয়ে সংলগ্নকরণ। অঞ্জলিমুদ্রা—হস্তে অঞ্জলিরচন। এই মুদ্রাকে কেহ কেহ বাসুদেবাখ্য মুদ্রাও বলিয়া থাকেন। কালকর্ণীমুদ্রা—উভয় হস্তে মুষ্টি-বন্ধন করিয়া সম্মুখে স্থাপন-

পূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ঊর্দ্ধীকৃত করণানন্তর সেই মুদ্রাদ্বয় সংলগ্নকরণ। বিস্ময়মুদ্রা—দক্ষিণহস্তে দৃঢ়রূপে মুদ্রাবন্ধন করিয়া ঐ হস্তের তর্জ্জনী নাসিকাগ্রে স্থাপন। নাদমুদ্রা—দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধীকৃত করিয়া মুদ্রাবন্ধন। বিন্দুমুদ্রা—দক্ষিণহস্তে মুদ্রাবন্ধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী পরস্পর সংযোজন। সংহারমুদ্রা—বামহস্ত অধোমুখে এবং দক্ষিণহস্ত ঊর্দ্ধমুখে রাখিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকল পরস্পর গ্রথিতকরত হস্ত পরিবর্ত্তিতকরণ। এই মুদ্রা বিসর্জ্জনকার্য্যে প্রযোজ্য। মৎস্যমুদ্রা—দক্ষিণহস্ত অধোমুখে রাখিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে বামপাণিতল সংস্থাপনপূর্ব্বক উভয় অঙ্গুষ্ঠ পরিচালিতকরণ। কূর্ম্মমুদ্রা—বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীতে বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ যোজিত করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নতভাবে রক্ষণ এবং বামহস্তের অনামিকা ও মধ্যমা দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশে সংযোজন, পরে বাম হস্তের পিতৃতীর্থে অর্থাৎ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্যভাগে দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অধোমুখে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নমন। ইহা দেবতার ধ্যানকার্য্যে প্রযোজ্য। মুণ্ডমুদ্রা—বামহস্তে মুদ্রাবন্ধনপূর্ব্বক উহার অভ্যন্তরে বামাঙ্গুষ্ঠ প্রবেশন, পরে দক্ষিণহস্তের মধ্যমাকে অবলম্বন করিয়া তর্জ্জনী প্রভৃতি অঙ্গুলি সকল পরস্পর মিলনানন্তর বামমুদ্রাতে সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণভাগে প্রদর্শন।

যোনি, ভূতিনী ও বীজমুদ্রা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এক্ষণে তারাদেবতার অন্যান্য মুদ্রা বলা যাইতেছে। দৈত্যধূমিনীমুদ্রা—করদ্বয় স্পষ্টরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া উভয় কনিষ্ঠা দ্বারা উভয় মধ্যমাকে আকর্ষণ ও পরে অনামাদ্বয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে অধোমুখে স্থাপনপূর্ব্বক পরস্পর নিবিড়ভাবে বন্ধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠাগ্রে অনামিকাসংযোজন। এই মুদ্রাবন্ধনে সাধক ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন। লেলিহানমুদ্রা—মুখ বিকৃত করিয়া অধোমুখে জিহ্বাপরিচালন এবং উভয় হস্তের মুদ্রা উভয় পার্শ্বে স্থাপন। এই মুদ্রা তারাদেবীর আরাধনায় প্রশস্ত। 'এঁ হ্রীঁ ঐঁ স্ত্রীঁ হুঁ' এই পঞ্চ বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক তারাদেবীর পঞ্চ মুদ্রা-বন্ধন করিতে হয়।

অপর লেলিহানমুদ্রা—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সমভাবে অধোমুখ করিয়া অনামিকায় বৃদ্ধাঙ্গুলি নিক্ষেপণ এবং কনিষ্ঠাকে সরলভাবে রক্ষণ। এই মুদ্রা জীবন্যাসে প্রযোজ্য। মহাযোনিমুদ্রা—দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীর সহিত বামহস্তের তর্জ্জনী, এইরূপে মধ্যমার সহিত মধ্যমা, অনামিকার সহিত অনামিকা ও কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা যোগ করিয়া কনিষ্ঠাদ্বয়ের মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়সংযোজন।

এতদ্ভিন্ন বামকেশ্বরতন্ত্রে যে সকল মুদ্রা ও তাহার লক্ষণাদি উল্লিখিত হইয়াছে, উহাও এই স্থানে প্রদত্ত হইল। এই সকল মুদ্রা-রচনায় ত্রিপুরাদেবীর সান্নিধ্য হইয়া থাকে।

ত্রিখণ্ডমুদ্রা—হস্তদ্বয় পরিবর্ত্তিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে সরল ও সমভাবে স্থাপন এবং তর্জ্জনীদ্বয়কে অনামিকাদ্বয়ের মধ্যগত করিয়া কুটিলভাবে রক্ষণ; তৎপরে কনিষ্ঠাদ্বয়কে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন। এই মুদ্রা ত্রিপুরাদেবীর ধ্যানকার্য্যে প্রযোজ্য। সংক্ষোভকারিণী মুদ্রা—উভয় হস্তের মধ্যমাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া উভয় হস্তের কনিষ্ঠাদ্বয়কে উভয় হস্তের মধ্যমাদ্বয় দ্বারা আবদ্ধকরণ এবং তর্জ্জনীদ্বয়কে দণ্ডাকার করিয়া মধ্যমাদ্বয়ের উপরিভাগে অনামিকাদ্বয়স্থাপন। সর্ব্বদ্রাবিণী-মুদ্রা—পূর্ব্বোক্ত মুদ্রার মধ্যমাকে সরলভাবে স্থাপন। আকর্ষণী-মুদ্রা—মধ্যমা ও তর্জ্জনীকে অঙ্কুশাকার করিয়া কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে সমভাবে রক্ষণ এবং পরে মধ্যমাতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার উপরিভাগে কনিষ্ঠা যোজিতকরণ। এই মুদ্রায় ত্রৈলোক্য আকর্ষণ করা যায়। সর্ব্ববশঙ্করী-মুদ্রা—হস্তদ্বয় পুটিত করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় অঙ্কুশাকারকরণ এবং মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলিত্রয় বিপরীতভাবে অর্থাৎ বামহস্তের মধ্যমাদি অঙ্গুলিত্রয় দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনীর অধোভাগে এবং দক্ষিণহস্তের মধ্যমাদি অঙ্গুলিত্রয় বামহস্তের তর্জ্জনীর অধোভাগে সংযুক্তকরত অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ পরস্পর সংলগ্ন করিয়া অঙ্গুলি সকল নিবিড়করণ। উন্মাদিনী মুদ্রা—করদ্বয় সম্মুখে স্থাপিত করিয়া কনিষ্ঠাদ্বয়কে মধ্যমার অগ্রভাগে সংযোজন এবং অনামিকাদ্বয়কে সরলভাবে রাখিয়া তাহার উপরিভাগে তর্জ্জনীদ্বয় স্থাপন ও তৎপরে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দণ্ডাকার করিয়া মধ্যমার নখপ্রদেশে স্থাপন। এই মুদ্রায় সকল নারী আকর্ষিত হয়। মহাঙ্কুশমুদ্রা—উক্ত উন্মাদিনী মুদ্রার অনামিকাদ্বয় অঙ্কুশাকৃতি করিয়া অধোভাগে স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে তর্জ্জনীদ্বয়ের অঙ্কুশাকৃতি করিয়া নিয়োজন। এই মুদ্রা সর্ব্বার্থসাধিকা। খেচরীমুদ্রা—বামহস্ত দক্ষিণে এবং দক্ষিণহস্ত বামদিকে স্থাপন করিয়া হস্তদ্বয় পরিবর্ত্তিতকরণ, পরে বামহস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকায় সংযুক্ত করিয়া উভয় তর্জ্জনীদ্বারা উভয় মধ্যমার ঊর্দ্ধভাগ আক্রমণ ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সরলভাবে স্থাপন। বীজমুদ্রা—হস্তদ্বয় পরিবর্ত্তিত করিয়া স্পষ্টভাবে রক্ষণ এবং তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয় এককালে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া অধোভাগস্থিত কনিষ্ঠাদ্বয় মধ্যমায় যোজন ও অনামিকাদ্বয়কে কুটিলভাবে সেই মধ্যমায় সংযোজন। এই মুদ্রা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা। যোনি-

মুদ্রা—মধ্যমাদ্বয় কুটিলাকৃতি করিয়া তর্জ্জনীর উপরিভাগে স্থাপন এবং কনিষ্ঠাদ্বয়কে অনামিকার মধ্যগত করিয়া সমুদয়-অঙ্গুলি সংযোজনপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহাদিগের পীড়ন।

সৌভাগ্যদায়িনী মুদ্রা—বামহস্তে মুদ্রাবন্ধন করিয়া তর্জ্জনী সরলভাবে কর্ণপ্রদেশে ভ্রামণ। এই মুদ্রা পূজাকালে প্রদর্শন করিলে সর্ব্বসৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। রিপুজিহ্বাগ্রহা-মুদ্রা—মুদ্রাবন্ধন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে অঙ্গুষ্ঠ প্রবেশন ও সেই মুদ্রাতে তর্জ্জনী আবদ্ধকরণ। ভূতিনী মুদ্রা—যোনি-মুদ্রা বন্ধনপূর্ব্বক মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয় কুটিল করিয়া ঐ মধ্যমা-দ্বয়ের উপরিভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সন্নিবেশিতকরণ। তর্জ্জনীমুদ্রা,—বামহস্তে মুদ্রাবন্ধন করিয়া মধ্যমা এবং তর্জ্জনী প্রসারিত-করণ। এই মুদ্রা বজ্রপাণি কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে।

তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রাপ্রকরণ কথিত হইল। এক্ষণে দেখা যাউক, অন্যত্র মুদ্রা সম্বন্ধে কিরূপ লিখিত আছে।

ঘেরণ্ডসংহিতার তৃতীয় উপদেশে পঞ্চবিংশতিটী সিদ্ধি-দায়িনী মুদ্রা, তাহার লক্ষণ ও তৎসমুদায়ের ফলবিবরণ উল্লি-খিত হইয়াছে। উক্ত মুদ্রা সকল যোগাভ্যাসরত ব্যক্তিগণের পক্ষে নিতান্ত শুভকর। যোগপরায়ণ সাধু-পুরুষেরা এই মুদ্রা কয়েকটী যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বপ্রকার আধি-ব্যাধির হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া সুদুর্লভ সিদ্ধির সমৃদ্ধ-সৌধশিখরে সমারূঢ় হইতে পারেন। নিম্নে সেই সকল মুদ্রা ও তাহার লক্ষণাদির বিবয় প্রদত্ত হইল।

মুদ্রা সকলের নাম,—মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান, জলন্ধর, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, বিপরীতকরী, যোনি, বজ্রোণী, শক্তিচালনী, তাড়াগী, মাণ্ডবী, শাম্ভবী; পঞ্চ-ধারণা, অর্থাৎ পার্থিবী, আম্ভসী, আগ্নেয়ী, বায়বী, আকাশী, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী, ও ভুজঙ্গিনী।

"মহামুদ্রা নভোমুদ্রা উড্ডীয়ানং জলন্ধরম্।
মূলবন্ধং মহাবন্ধং মহাবেধশ্চ খেচরী॥
বিপরীতকরী যোনির্ব্বজ্রোণী শক্তিচালনী।
তাড়াগী মাণ্ডবী মুদ্রা শাম্ভবী পঞ্চধারণাঃ॥
অশ্বিনী পাশিনী কাকী মাতঙ্গী চ ভুজঙ্গিনী।
পঞ্চবিংশতিমুদ্রাণি সিদ্ধিদানীহ যোগিনাম্॥"(ঘেরণ্ডস° ৩ উ)

উক্ত মুদ্রাসমূহের লক্ষণ ও ফলনিচয় বলা যাইতেছে।

প্রথমে মহামুদ্রা—প্রগাঢ় যত্নের সহিত বামগুল্ফদ্বারা পায়ুমূল নিপীড়িত করিয়া পরে দক্ষিণপদ প্রসারণপূর্ব্বক করদ্বারা পদা-ঙ্গুলি ধারণ এবং কণ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল নিরী-ক্ষণ। এই মুদ্রার অভ্যাসে যোগিপুরুষ ক্ষয়কাস, গুদাবর্ত্ত, প্লীহা, অজীর্ণ, জ্বর, এমন কি সর্ব্ববিধ ব্যাধি হইতে মুক্ত হন।

নভোমুদ্রা—যোগিপুরুষ যে যে স্থানেই থাকুন, সকল সময় উর্দ্ধজিহ্ব হইয়া স্থিরভাবে প্রতিনিয়ত পবন ধারণ করিবেন। ইহাকে নভোমুদ্রা বলে। ইহা যোগিগণের রোগনাশে সমর্থ।

উড্ডীয়ানবন্ধ—উদরের পশ্চিম ও নাভির ঊর্দ্ধ উত্তান কর-ণানন্তর বৃহদ্ বিহঙ্গমের ন্যায় অবিশ্রান্ত উড্ডীয়ানকরণ। এই মুদ্রার অভ্যাসে মৃত্যুকে জয় করা যায় এবং সর্ব্বমুদ্রা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাদ্বারা সহজেই মুক্তিলাভ ঘটে।

জলন্ধরবন্ধ—কণ্ঠ সঙ্কোচনপূর্ব্বক ক্রমে চিবুকদেশ হৃদয়ে মিলিতকরণ। এই মুদ্রারও যোগী মৃত্যুঞ্জয়ী এবং ছয় মাস পর্য্যন্ত যথাযথ অভ্যাসে সিদ্ধ হইয়া থাকেন।

মূলবন্ধ—বামপাদের পার্ষ্ণিদ্বারা যোনিদেশ আকুঞ্চন করিয়া পরে যত্নপূর্ব্বক নাভিগ্রন্থি মেরুদণ্ডে সংপীড়িতকরণ ও দক্ষিণগুল্ফে মেঢ্রদেশ দৃঢ়রূপে বন্ধন। এই মুদ্রার অভ্যাসে জরার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। যিনি সংসার-সাগর পার হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি কোন নির্জ্জনস্থানে থাকিয়া অতি গোপনে এই মুদ্রা অভ্যাস করিবেন এই মুদ্রার অভ্যাস-কালে বায়ুসিদ্ধি হয়, সুতরাং যত্নপূর্ব্বক মৌনী হইয়া নিরলস-ভাবে ইহার সাধনাবিধি সমাহিত করিবে।

মহাবন্ধ—দক্ষিণপদদ্বারা বামপদের গুল্ফে সযত্নে সংপীড়িত করিয়া বামপাদের গুল্ফে পায়ুমূলনিরোধন এবং পরে ধীরে ধীরে পার্ষ্ণিদেশ চালন ও ধীরে ধীরে যোনিদেশ আকুঞ্চন। ইহার প্রসাদে জরামরণ-জয় ও সর্ব্ববাঞ্ছিত লাভ হয়।

মহাবেধ—পুরুষ ব্যতীত নারীগণের রূপ-যৌবন-লাবণ্য যেরূপ বৃথা, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ ও মহাবেধ বিনাও যোগিপুরুষের সমস্ত চেষ্টা তদ্রূপ বিফল। পূর্ব্বোক্ত মহাবন্ধ করিয়া উড্ডয়নকুম্ভক আচরণ করিলেই এই মুদ্রা সম্পন্ন হয়। ইহা যোগিগণের সিদ্ধিদায়ক। যে যোগী প্রত্যহ মহাবেধমুদ্রা সহ পূর্ব্বোক্ত মহাবন্ধ ও মূলবন্ধের অভ্যাস করেন, তিনি জরামৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হন। ইহা যত্নসহকারে গোপনে অভ্যসনীয়।

খেচরী—জিহ্বার অধঃস্থিত নাড়ীচ্ছেদ করিয়া সর্ব্বদা রসনা চালিত করিবে এবং উহা নবনীতদ্বারা দোহন করিয়া লৌহযন্ত্রের সাহায্যে আকর্ষণ করিবে। প্রত্যহ এইরূপ অভ্যাস করিলেই জিহ্বা দীর্ঘ হইবে। জিহ্বা দীর্ঘ হইয়া উঠিলে ক্রমে তাহা তালুমধ্যে প্রবেশ করাইবে। যখন জিহ্বা বিপরীতভাবে গমন করিয়া কপালকুহরে প্রবিষ্ট হইবে, তখন ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া অবস্থান করিতে হয়। এই মুদ্রার অভ্যাসে মূর্চ্ছা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, রোগ, জরা, মৃত্যু, অবসাদ কিছুই থাকে না। অগ্নি, বায়ু ও জল ইহার কিছুতেই দেহের অনিষ্ট ঘটে না, সর্পে দংশন করিতে

পারে না। অধিকন্তু দেহে এক অপূর্ব্ব লাবণ্য হয়, উত্তম সমাধি-অভ্যাস ঘটে। কপাল ও বজ্রের সংযোগে রসনা এক অপূর্ব্ব রসাস্বাদন করে। রসনার রস প্রথমতঃ লবণ, ক্ষার, পরে তিক্ত, কষায় এবং তৎপরে নবনীত, ঘৃত, ক্ষীর, দধি, তক্র, মধু, দ্রাক্ষারস ও অমৃতবৎ হইয়া থাকে।

বিপরীতকরণী—সূর্য্য নাভিমূলে এবং চন্দ্রমা তালুমূলে অবস্থান করেন। সূর্য্য ঐ স্থানে থাকিয়া অমৃত গ্রাস করায় মানবেরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব সূর্য্যকে অধঃ হইতে ঊর্দ্ধে এবং চন্দ্রকে ঊর্দ্ধ হইতে অধোদিকে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে হস্তদ্বয় সমাহিত করিয়া নিজ শিরোদেশ ভূমিতলে স্থাপনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধপাদ হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে হয়। ইহার নাম বিপরীতকরীমুদ্রা। ইহা সর্ব্বতন্ত্রেই গোপিত হইয়াছে। প্রত্যহ ইহার অভ্যাস করিলে যোগিপুরুষ জরা-মৃত্যুনাশ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন এবং প্রলয়কালেও তাঁহার কোনরূপ অবসাদ ঘটে না।

যোনি—সিদ্ধাসন অবলম্বন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা প্রভৃতি দ্বারা কর্ণ, চক্ষু, নাসা ও মুখ আচ্ছাদিত করিয়া কাকীমুদ্রার প্রাণ আকর্ষণপূর্ব্বক অপানে যোজনা করিতে হয়। ক্রমে ষট্চক্র ধ্যান করিয়া পরে 'হুঁ হংস' এই মন্ত্রে নিদ্রিতা ভুজঙ্গিনীর চেতনা-সম্পাদনান্তে জীবসহ শক্তিকে সমুত্থাপিত করিয়া স্বয়ং শক্তিময় হইয়া পরমশিবের সহিত সম্মিলিত করাইবে। পরে শিবশক্তির সংযোগে নানারূপ আনন্দচিন্তা ও স্বয়ং 'অহং ব্রহ্ম' এইরূপ ভাবনা করিবে। এই মুদ্রা অতি গোপনীয়। ইহা দেবগণেরও দুর্লভ। যোনিমুদ্রার অভ্যাসে ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, সুরাপান ও গুরুতল্পগমনজন্ত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। অধিক কি, সর্ব্ববিধ উৎকট পাপ ও উপপাপ সমস্তই ইহার প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে সর্ব্বপ্রযত্নে এই মুদ্রা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

বজ্রিণী—করতলদ্বয় দ্বারা ভূমিতল অবলম্বন করিয়া পরে পাদদ্বয় ঊর্দ্ধে এবং মস্তক শূন্যভরে রাখিতে হয়। শীঘ্র শক্তির উপচয় ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবার জন্ত মুনিগণ এই মুদ্রাভ্যাস করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহার অভ্যাসে যোগিগণের সর্ব্ববিধ হিতসিদ্ধি, এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত করায়ত্ত হইয়া থাকে। এই বজ্রিণী-মুদ্রা বিন্দুসিদ্ধির প্রধান উপায়। ইহাদ্বারা বহুযত্নে একবার বিন্দুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে, ভূতলে আর কোন বিষয়ই অসিদ্ধ থাকে না। অতিবহু ভোগবৈভবে লিপ্ত থাকিয়াও যদি এই মুদ্রার আচরণ করা যায়, তবে নিঃসন্দেহে সর্ব্বসিদ্ধিই হস্তগত হইয়া থাকে।

শক্তিচালনী—আত্মশক্তি পরমদেবতা কুণ্ডলী ভুজঙ্গিনীমূলাধারে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। যতক্ষণ ইনি দেহ মধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় থাকেন, ততক্ষণ জীব পশুর ন্যায় থাকে, সহস্র যোগেও তাহার তখন জ্ঞানের উদয় হয় না। সহসা কবাট উদ্ঘাটনের ন্যায় কুণ্ডলিনীর প্রবোধনদ্বারা ব্রহ্মদ্বার উদ্ঘাটন করিতে হয়। এই ব্যাপারে শক্তিচালনী-মুদ্রার প্রয়োজন। সকলের অজ্ঞাতসারে কোন একটী গোপনীয়গৃহে অনগ্ন অবস্থায় থাকিয়া একখানি বস্ত্রখণ্ডদ্বারা নাভিদেশ সংবেষ্টিত করিতে হয়। উক্ত বস্ত্রখণ্ড বিতস্তি প্রমাণ দীর্ঘ, চতুরঙ্গুল বিস্তার এবং মৃদুল, ধবল ও সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। ইহার পর কটিসূত্র-বেষ্টন ও ভস্ম দ্বারা গাত্র লিপ্ত করিয়া সিদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক নাসাদ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া সবলে অপানে যোজনা করিতে হয়। যতক্ষণে সুষুম্নার গিয়া বায়ু প্রকাশ পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বক্ষ্যমাণ অশ্বিনী মুদ্রা দ্বারা ধীরে ধীরে গুহ্যদেশ আকুঞ্চন করা আবশ্যক। ইহার পর বায়ুরোধপূর্ব্বক কুম্ভক এবং কুম্ভকের ফলেই তখন সেই ভুজঙ্গিনী রুদ্ধশ্বাস হইয়া ঊর্দ্ধপথ অবলম্বন করে; ইহারই নাম শক্তিচালনী। এই শক্তিচালনী ব্যতীত যোনিমুদ্রা সিদ্ধ হয় না। সুতরাং অগ্রে শক্তিচালনী এবং পশ্চাৎ যোনিমুদ্রা অভ্যাস করা প্রয়োজন। এই মুদ্রা যোগিপুরুষের প্রত্যহই অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ইহা অভ্যস্ত হইলে তাঁহারা জরা-মরণ প্রভৃতি জয় করিয়া অনায়াসে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। তাড়াগী—উদর পশ্চিমোত্তান করিয়া তড়াগাকৃতিকরণ। ইহা দ্বারাও যোগীর জরামৃত্যু বিদূরিত হইয়া থাকে।

মাণ্ডূকী—মুখ বুজিয়া জিহ্বা পরিচালন এবং ধীরে ধীরে সহস্রারনিঃসৃতঅমৃত গ্রহণ। এই মুদ্রার অভ্যাসে স্থিরযৌবন লাভ হয় এবং বলীপলিত ও কেশপক্কতাপ্রভৃতি কোন দৈহিক-বিকৃতি সংঘটিত হয় না।

শাম্ভবী—নেত্রাঞ্জন সমালোকনপূর্ব্বক আত্মারামকে নিরীক্ষণ। এই মুদ্রা কুলবধূর ন্যায় গোপ্যা। যিনি এই মুদ্রা জানেন, তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবময় হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী ধারণামুদ্রা যথা—পার্থিবী, আম্ভসী আগ্নেয়ী, বায়বী ও আকাশী। পার্থিবী—হরিতাল-রচিত ভৌম লকারান্বিত চতুষ্কোণতত্ত্বপদার্থকে ব্রহ্মা সহ হৃদয়ে স্থির করিয়া, তাহাতে পঞ্চঘটিকা পর্য্যন্ত প্রাণসকল বিলয়নপূর্ব্বক ধারণা করিতে হয়। এই স্তম্ভকরী অধোধারণার বলে ক্ষিতিজয় হইয়া থাকে। প্রতিদিনই এই পার্থিবী-ধারণা-মুদ্রার যথাযথ অভ্যাসে মৃত্যুকে জয় করিয়া সিদ্ধি লাভ করা যায়।

আম্ভসী—শঙ্খ, ইন্দু ও কুন্দের ন্যায় ধবল পীযূষময় বকার-

বীজ সহ সর্ব্বদা বিষ্ণু-অধিষ্ঠিত শুভ্র জলতত্ত্বে পঞ্চঘটিকা পর্য্যন্ত প্রাণসকল বিনয়নপূর্ব্বক ধারণা করিবে। এই আম্ভসী-ধারণাবলে দুঃসহ তাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। ইহার প্রভাবে যোগী ব্যক্তির ঘোর গভীর জলেও মৃত্যু ঘটে না। ইহা অতি গোপনীয়, প্রকাশ করিলে সিদ্ধিহানি ঘটে।

আগ্নেয়ী—যে ইন্দ্রগোপসদৃশ ত্রিকোণান্বিত তেজোময় প্রদীপ-তত্ত্ব রুদ্রসহ নাভিদেশে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাতে পঞ্চঘটিকা পর্য্যন্ত প্রাণ সকল বিনয়নপূর্ব্বক ধারণা করিবে। এই আগ্নেয়ী ধারণাবলে ভীষণ কালভয় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যথাযথরূপে অভ্যস্ত হইলে ইহার প্রসাদে সাধক প্রজ্বলিত বহ্নিমধ্যে পতিত হইয়াও জীবনরক্ষায় সমর্থ হয়।

বায়বী—যে ভিন্নাঞ্জননিভ অথচ ধূম্রাভ যকারসহ ঈশ্বরাধিষ্ঠিত সত্ত্বময় তত্ত্ব আছে, তাহাতে পঞ্চঘটিকা পর্য্যন্ত প্রাণসকল ধারণা করিবে, এই বায়বী ধারণাবলে যোগী নভোগমনে সমর্থ হয়। যথাযথরূপে আয়ত্ত হইলে যোগীর জরা-মৃত্যু-নাশ এবং নভোগতি সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভক্তিহীন, শঠ ও কপট ব্যক্তির নিকট ইহা অপ্রকাশ্য।

আকাশী—হকার-বীজে অন্বিত সদাশিবকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত ও সুনির্ম্মল সাগরবারিসদৃশ যে পরম ব্যোমতত্ত্ব সমুদ্ভাসিত, তাহাতে পঞ্চ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রাণসকল বিনয়নপূর্ব্বক ধারণা করিবে। এই ধারণাবলে মোক্ষদ্বারের কবাট উদ্ঘাটিত করিতে পারা যায়। ইহার অভ্যাসে যোগজ্ঞ যোগিপুরুষের মৃত্যুজয় হয় এবং প্রলয়কালেও তাঁহার দেহের অবসাদ ঘটে না।

অশ্বিনী মুদ্রা—গুহ্যদ্বার পুনঃ পুনঃ আকুঞ্চন ও প্রসারণ। ইহার অভ্যাসে গুহ্যরোগ-নাশ ও অকালমরণ নিবৃত্তি হয়।

পাশিনী—কণ্ঠপৃষ্ঠে পাদ নিক্ষেপপূর্ব্বক পাশের ন্যায় দৃঢ়রূপে বন্ধন। ইহার অভ্যাসে শক্তি উপচিত হয়, সুতরাং সিদ্ধিকামী যোগী সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা আয়ত্ত করিবেন।

কাকী—কাক-চঞ্চুপুটের ন্যায় মুখের সাহায্যে ধীরে ধীরে বায়ুপান। এই মুদ্রার যথাযথ অভ্যাসে কাকের ন্যায় নীরোগ দেহ লাভ হয়, কোন রোগই তাহাকে আক্রমণ করে না।

মাতঙ্গিনী—আকণ্ঠজলে অবস্থান করিয়া নাসারন্ধ্রদ্বারা জল আহরণপূর্ব্বক পরে মুখ হইতে নিঃসারণ এবং পুনরায় মুখদ্বারা জল আহরণ করিয়া পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র হইতে নিঃসারণ। এইরূপে বার বার আহরণ ও নিঃসারণ করার নাম মাতঙ্গিনী মুদ্রা। ইহা অভ্যস্ত হইলে জরা-মৃত্যু বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই মুদ্রা কোন এক নির্জ্জন প্রদেশে থাকিয়া একাগ্রমনে সমাধা করিতে হয়। যোগিপুরুষ ইহাতে প্রকৃতরূপে অভ্যস্ত হইলে মাতঙ্গের ন্যায় শক্তিশালী হন এবং তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহার অন্তরে এক অপার অনির্ব্বচনীয় সুখ আসিয়া উপস্থিত হয়।

ভুজঙ্গিনী—মুখবিবর কিঞ্চিৎ সুপ্রসারিত করিয়া গল দ্বারা অনিলপান। ইহার নাম ভুজঙ্গিনীমুদ্রা। ইহার অভ্যাসে উদরস্থ অজীর্ণাদি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

উক্ত মুদ্রাসমষ্টির যথাযথ-অভ্যাস হইলে সাধকের সকল সিদ্ধিই করায়ত্ত হইয়া থাকে। রোগ, শোক, বাধা, বিঘ্ন দৈন্য, দুঃখ ও অকালমরণ প্রভৃতি কোন প্রকার উপদ্রবই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি স্বচ্ছন্দে প্রফুল্লমনে আপন সুসাধনার পরিপক্কফলে অবিনশ্বর প্রগাঢ় সুখময় পরমাত্মার পরমপদে বিলীন হইয়া থাকেন।

মুদ্রাকর (পুং) রাজমুদ্রা যাহার তত্ত্বাধীনে থাকে (Lord of the Privy coan seal)। ২ যে মুদ্রা প্রস্তুত করে। ৩ যে ছাপে। (Printer, Pressman)

মুদ্রাক্ষর (ক্লী) মুদ্রণোপযোগী অক্ষর (Type)

মুদ্রাঙ্ক (ত্রি) মুদ্রাচিহ্ন।

মুদ্রাঙ্কণ (ক্লী) মুদ্রিতকরণ, ছাপান।

মুদ্রাঙ্কিত (ত্রি) মুদ্রা-চিহ্নিত, ছাপা করা, মোহর করা।

"দৈত্যারিঃ কমলাকপোলমকরীমুদ্রাঙ্কিতোরঃস্থলঃ
শেতেঽব্ধাবিতরেষু জন্তুষু পুনঃ কা নাম শান্তেঃ কথা।"
(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ১অ°)

মুদ্রাতত্ত্ব বা মুদ্রাবিজ্ঞান, (Numismatics) মুদ্রাসংক্রান্ত যাবতীয় প্রত্নতত্ত্বের নাম মুদ্রাতত্ত্ব। রাজকীয় চিহ্নাঙ্কিত নির্দ্দিষ্ট ভারবিশিষ্ট ধাতুখণ্ডের নাম মুদ্রা। প্রত্যেক দেশের মুদ্রায় তদ্দেশের রাজচিহ্ন ও জাতীয় ধর্ম্মচিহ্ন, দেশাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা প্রসিদ্ধ নগরাদির প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ থাকে এবং প্রচলিত বর্ণমালা বা সাঙ্কেতিক লিপিমালায় রাজবংশ ও মুদ্রাকালের পরিচয় থাকে। সেই সমস্ত পাঠ করিয়া অতীত কালের অনেক তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তল, কাংস্য প্রভৃতি নানা ধাতুতে মুদ্রা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আরবদেশে কাচের মুদ্রাও প্রচলিত আছে। আবার ২।৩ মিশ্র ধাতুতেও মুদ্রার উপাদান প্রস্তুত হয়।

য়ুরোপীয় বা পাশ্চাত্য মুদ্রা।

পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ প্রাচীনকালের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মুদ্রাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া চিত্রশালিকা পূর্ণ করিয়াছেন। সেই মুদ্রাশালায় সহস্র সহস্র প্রকারের মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা মুদ্রাতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে সহস্রাধিক পুস্তক রচিত হইয়াছে। সে সমুদায় পাঠ করিলে প্রাচীনকালের ইতিহাস জানিতে পারা যায়।

মুদ্রাখণ্ড, তাম্রশাসন ও শিলালিপির স্তায়, ধাতুময়-অক্ষর-মালা ও শিল্পনৈপুণ্য দ্বারা বিভিন্ন ভাষার অতীত কীর্ত্তিকলাপের এবং বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মুদ্রা অতীতের চিত্র ও ভাস্করবিদ্যার উজ্জ্বল নিদর্শন। বাহ্লিক (Bactria) সাম্রাজ্যের মুদ্রা দ্বারা তদ্দেশীয় ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন বহুপৃষ্ঠা আলোকিত হইয়াছে। অনেক নরপতি ও সেনাপতি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রার স্তায় পদকাদিতেও (Medals) প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের জীবনী প্রকটিত হইয়াছে।

মুদ্রাশালার সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলে পুরাকালীন সম্রাট্‌গণের চরিত্রও দর্শকের মনে চিত্রিত হইয়া থাকে। তথায় দিগ্বিজয়ী আলেকসান্দরের জিগীষা ও অদম্যবিক্রম, মিত্রদাতের দুর্দ্ধর্ষতা, আণ্টোনিয়াসের প্রশান্ততা, নিরোর নিষ্ঠুরতা এবং কারাকেল্লার পাশবিকভাব সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

ঐতিহাসিক রহস্তপূর্ণ বহুসহস্র তালপত্র, ভূর্জ্জপত্র এবং পেপাইরসের পুঁথি কীট কিংবা কালের উদরে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর সে সমুদয় উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মুদ্রাঙ্কিত রাজার নাম অথবা রাজধানীর সুষমা বহুশতাব্দী বসুন্ধরার কুক্ষিগত থাকিয়াও এক্ষণে অক্ষয় অক্ষরে অতীত-তত্ত্ব ঘোষণা করিতেছে। কৃতান্তের করালগ্রাসে পতিত মুদ্রার উদ্ধার হইয়াছে, তাহার তীব্র জীর্ণশক্তি মুদ্রাঙ্কণ বিলোপ করিতে পারে নাই।

মুদ্রাদ্বারা অতীতের শিল্পোৎকর্ষ ও চিত্রনৈপুণ্য এবং প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতি জানিতে পারা যায়। খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী হইতে আলেক্‌সান্দরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত গ্রীক মুদ্রাগুলিতে কেবল দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিই অঙ্কিত দেখা যায়। তদ্দ্বারা গ্রীক-ধর্ম্মশাস্ত্রের বহু রহস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রীক-সভ্যতার সেই প্রাথমিক যুগে ধর্ম্মপ্রবণ লোক-সম্প্রদায় রাজা ও রাণী কিংবা সৌধমালিনী রাজধানী অপেক্ষা জাতীয় দেবতার পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রাতলে প্রতিষ্ঠাপিত করিতেন। তখন ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা সামাজিকতা কিম্বা জাতীয়তার প্রাধান্ত সর্ব্বাংশে পরিলক্ষিত হয়। মুদ্রাঙ্কিত দেবদেবী-প্রতিমূর্ত্তি-নির্ম্মাণে যেরূপ শিল্পনৈপুণ্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে অনুমিত হয় যে, খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে গ্রীসে শিল্পনৈপুণ্য উন্নতির উচ্চসীমায় অধিরোহণ করিয়াছিল।

ইতালীদেশীয় প্রাচীন মুদ্রায় বিবিধ ভৌগোলিকতত্ত্ব জানিতে পারা যায়। প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের নগরাদি যে স্থানে যে ভাবে বিদ্যমান ছিল,—তাহা অবিকৃতভাবে আশ্চর্য্য-শিল্পনৈপুণ্য সহকারে মুদ্রাতলে অঙ্কিত হইয়াছে। সেই সমস্ত প্রাচীন মুদ্রায় শস্তশ্যামলা ভূমি, কান্তারকুন্তলা বসুধা, ফেনায়মান সমুদ্র, অম্বরচুম্বি-শৈলমালা, সৌধালঙ্কৃতা নগরী, জনাকীর্ণ-রাজধানী, পুষ্পস্তবকিত পাদপ প্রভৃতি অঙ্কিত থাকায় ইতালীর বিবিধ প্রত্নতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। এই সমস্ত মুদ্রাঙ্কণে ভাস্করবিদ্যার অদ্ভুতনৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়।

মুদ্রাতত্ত্বপ্রণেতা রেজিনাল্ ও ষ্টুয়ার্টের মতে, খৃঃ ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রতীচ্য ভূখণ্ডে মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু আমরা উক্ত মতের প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারিলাম না। যে মিশরীয় সভ্যতার বীজে গ্রীসের সভ্যতা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়াছিল,—সেই প্রাচীন মিশরে খৃঃ পূঃ ৪০০০ অব্দে মুদ্রার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে বাবিলন, ফিনিসিয়া ও মিদিয়া প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যকার্য্য ও পণ্যবিনিময়ে মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল।

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকার (৯ম সংস্করণ) লেখক বলেন, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সমস্ত সভ্য-জগতে ধাতুমুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই ধাতুমুদ্রার ব্যবহার আছে।

মুদ্রাতত্ত্ব-পাঠে নানা প্রাচীন শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্বিষয়ে গ্রীকমুদ্রা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছে। রোমক-সম্রাট্ অগস্তাসের সময় হইতে কমোদাসের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত মুদ্রাগুলিতে গ্রীক-শিল্পের প্রভাব লক্ষিত হয়। আণ্টোনিয়াস-পায়াসের ও জষ্টিনাসের স্বর্ণমুদ্রা সকলের শিল্পোৎকর্ষ অবলোকন করিলে বিস্ময়বিমূঢ় হইতে হয়। মুদ্রাতত্ত্ব ও প্রাচীন মূর্ত্তিশিল্প ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্বদ্ধ। বাস্তুশিল্পেরও আশ্চর্য্য নিদর্শন মুদ্রাতত্ত্বে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মুদ্রাপৃষ্ঠে সমস্ত সুরম্য হর্ম্ম্যের প্রতিকৃতি দেখা যায়, তদ্দ্বারা তদানীন্তন বৈহারিক শিল্পের উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়। রোমক-সাম্রাজ্যের মুদ্রাগুলিতে আবার চিত্রশিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। আণ্টোনাইনের রাজত্বকালের মুদ্রায় চিত্রশিল্পের আধিক্য দৃষ্ট হয়।

মুদ্রাদ্বারা সমসাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। কবি, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক সকলেই মুদ্রাতত্ত্ব দ্বারা জ্ঞান-ভাণ্ডারের অনেক রত্ন সঙ্কলন করিতে পারেন। যখন মধ্যযুগের অবসানে পঞ্চদশ শতাব্দীতে য়ুরোপের সাহিত্যাকাশ বিদ্যা-রবির উজ্জ্বল কিরণে আলোকিত হইয়া নবযুগের অবতারণা করিয়াছিল,—তখন মুদ্রাতত্ত্ব তদ্বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিল। সেই প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থাদির সংস্করণে মুদ্রার প্রতিকৃতি রক্ষিত হইয়াছে।

মুদ্রাতত্ত্বশাস্ত্র প্রাচীনকালের নহে। ইহা আধুনিক বিজ্ঞান। পূর্ব্বকালে মুদ্রাসংগ্রহের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কোন কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট মুদ্রার সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত হয় ত ২।৪টী বিভিন্ন মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পিত্রার্কই (Petrarch) প্রতীচ্য ভূখণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে নানা-প্রকার মুদ্রাসংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুদ্রাতত্ত্ব সমসাময়িক ইতিহাস অপেক্ষা বিভিন্নযুগের পৃথক্ পৃথক্ শিল্পের পরবর্ত্তী আদর্শ প্রকাশ করিতেছে। কোন্ শিল্প পরবর্ত্তী বা অগ্রবর্ত্তী, তাহা মুদ্রাঙ্কণ হইতে অনায়াসে নিরূপিত হইতেছে। কোন কোন শিল্পাদর্শ পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মুদ্রাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহা পুনরুদ্ধারপূর্ব্বক পুরাতন আদর্শ প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

বর্ত্তমানকালের মুদ্রায় কোনরূপ শিল্পনৈপুণ্য নাই এ বিষয়ে প্রাচীন মুদ্রাই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা নানারূপ ঐতিহাসিকতত্ত্বে পূর্ণ।

মুদ্রাশালায় সাধারণতঃ মুদ্রাগুলির নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে। গ্রীক, রোমক, মধ্যযুগীয়, আধুনিক এবং প্রাচ্যমুদ্রা। এই সকল আবার নানা অবান্তর শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। গ্রীসদেশীয় মুদ্রাগুলি প্রথমতঃ দেশের বিভাগ অনুসারে সজ্জিত হইয়া, পরে ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু রোমক মুদ্রাগুলির ভৌগোলিক-সংস্থানমতে সাজাইবার সুবিধা না থাকায় কেবল কালানুক্রমিক ভাবে সজ্জিত হইয়াছে। মধ্যযুগ ও অধুনাতন প্রতীচ্য মুদ্রাগুলি গ্রীকরীতিতে সজ্জিত হইয়াছে। প্রাচ্যমুদ্রাও গ্রীক আদর্শে বিভক্ত হইয়াছে। কোন কোন মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আবার ধাতুর শ্রেণীবিভাগ অনুসারে মুদ্রা সাজাইয়া থাকেন।

গ্রীক মুদ্রাবিভাগে প্রথম শ্রেণীর মুদ্রাগুলি রোমকাধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তিযুগের। ঐ সমস্ত মুদ্রায় কোন রাজা কিংবা রাণীর প্রতিমূর্ত্তি নাই। পূর্ব্ব হইতে উত্তরোত্তর পশ্চিম-প্রদেশীয় মুদ্রাগুলি বামদিকে সজ্জিত আছে। রাজার মূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা অপেক্ষা এই সমস্ত গ্রীকমুদ্রার অধিকতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। এই মুদ্রার মধ্যে সাধারণতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র-নির্ম্মিত মুদ্রাই দৃষ্ট হয়। তৎপরে রোমক-সাম্রাজ্যের মুদ্রা। রোমে সাধারণতন্ত্রমুদ্রার সংখ্যাই অধিক। নাগরিক ও প্রাদেশিক উভয়বিধ মুদ্রাগুলি সাধারণ তন্ত্রের চিহ্নাঙ্কিত।

য়ুরোপের অন্যান্য দেশের প্রাচীন ও আধুনিক মুদ্রাগুলি ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিভাগানুসারে সজ্জিত। কেবল বাইজাণ্টাইন্ প্রদেশের মুদ্রাগুলি স্বতন্ত্র প্রণালীতে বিভক্ত। মধ্যযুগের মুদ্রাতত্ত্বে বাইজাণ্টাইনের মুদ্রাই সর্ব্বত্র আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল। মধ্যযুগের মুদ্রার মধ্যে রাজচিহ্নিত মুদ্রাই অধিকতর প্রয়োজনীয়। রাজকীয় পদকগুলি মুদ্রার পার্শ্বে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচ্যমুদ্রার মধ্যে য়িহুদী, ফিনিকীয় ও কার্থেজীয় মুদ্রা সকল গ্রীক আদর্শে বিভক্ত। তৎপরে প্রাচীন-পারস্য, আরব, আধুনিকপারস্য, ভারতীয় ও চীনদেশীয় মুদ্রার পরম্পর শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। তৎপরে নানারূপ কৃত্রিম বিভাগও কল্পিত হইয়া থাকে।

গ্রীক-শিল্পের ছায়া লইয়া যে সমস্ত মুদ্রা অঙ্কিত হইয়াছিল, বা রোমক-আধিপত্যকালে ভিন্ন দেশে যে সমস্ত মুদ্রার প্রচলন হয়, তৎসমস্ত ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে। রোমক-সম্রাটগণের মুদ্রা ও সাধারণ-তন্ত্রের মুদ্রা, অথবা অষ্ট্রোগথ ও বাইজাণ্টাইন এবং মধ্যযুগ ও আধুনিক মুদ্রার ক্রমবিভাগ দেখা যায়। রাজা ও শাসন-পরিবর্ত্তনে মুদ্রাঙ্কণেও যে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা বাইজেণ্টাইনের তাম্রমুদ্রা দ্বারা সুস্পষ্ট অনুমিত হইয়া থাকে। রোমক-সাম্রাজ্যের অবনতির ইতিহাস উজ্জ্বল বর্ণে ঐ সমস্ত মুদ্রাপটে খোদিত দেখা যায়।

এক সহস্র বৎসর পরিমিত কালে গ্রীকমুদ্রা সকল মুদ্রা-প্রকোষ্ঠে সংরক্ষিত হইয়াছে। কেবল লণ্ডন-নগরের প্রাচীন ও আধুনিক মুদ্রা দ্বারা দুই সহস্র বৎসরের ইতিহাস নির্ণীত হইয়াছে। রোমক-সম্রাট দিওফিশিয়ানের অধিকার-কালে লণ্ডনের প্রথম মুদ্রা, তৎপরে কারসিয়াস্ এবং আলেক্টসের শাসনকালের মুদ্রা। তৎপরে সাক্সন্ জাতির মুদ্রা। তাহার পরে আল্‌ফ্রেডের মুদ্রা। এইরূপে পরবর্ত্তিকালের মুদ্রা সকল ঐতিহাসিক পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে সজ্জিত।

এতদ্ব্যতীত ধাতুর গুণাগুণ, মান, আপেক্ষিক-গুরুত্ব-প্রভৃতিও মুদ্রা-তত্ত্বশাস্ত্রের অন্তর্গত। খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী হইতে ২৬৮ খৃঃ অব্দে গালিএনাসের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গ্রীক-মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। ঐ সমস্ত মুদ্রা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—পৌরাণিকগ্রীক, লৌকিকগ্রীক এবং রোমক-সাম্রাজ্যাধীন গ্রীকমুদ্রা। প্রথম শ্রেণীর মুদ্রার অধিকাংশই রৌপ্য ও ইলেক্ট্রন (Electrum) নির্ম্মিত। এ যুগে স্বর্ণমুদ্রার সংখ্যা অতি অল্প। মুদ্রাগুলি গোলাকার ক্ষুদ্র ধাতুখণ্ড-নির্ম্মিত। একদিকে শাসন-সংক্রান্ত খোদিত লিপি এবং অন্যদিকে বৃত্ত কিম্বা চতুর্ভুজের ন্যায় একটি নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদ্রাগুলি স্বর্ণ, ইলেক্ট্রন, রৌপ্য এবং পিত্তল-নির্ম্মিত। এইগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পভারবিশিষ্ট এবং উপরিভাগ ঈষৎ কমঠাকার ও নিম্নভাগ তদনুসারে কটাহাকার। তৃতীয় শ্রেণীর

মুদ্রার অধিকাংশই পিত্তলনির্ম্মিত। এই সমস্ত মুদ্রায় রোমক-সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত।

এই সমস্ত গ্রীকমুদ্রার পরিমাণও পরস্পর বিভিন্ন। ডাক্তার ব্রাণ্ডিস্ বহু গবেষণা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, গ্রীকদিগের মুদ্রাসংক্রান্ত ওজন ও পরিমাণ বাবিলনীয়দিগের অনুকরণ মাত্র। কোন কোন বিভাগে মিশরীয়দিগের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ভারী মুদ্রাগুলি আসিরীয়দিগের অনুকরণ। এই মুদ্রার অর্দ্ধপরিমিত মুদ্রাগুলি বাবিলনীয়দিগের অনুকরণ। বাবিলনীয় নিনেভ নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নিমরুডের যে সমস্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাই পরবর্ত্তীকালের গ্রীকমুদ্রার আদর্শ।

বাবিলনীয় ভারী মুদ্রাগুলি বাণিজ্যপ্রধান ফিনিকীয় জাতি হইতে সমুদ্রপথে গ্রীসে প্রবেশ করিয়াছিল এবং অন্যান্য মুদ্রাগুলি স্থলপথে লিদীয় (Lydia) দেশ হইতে গ্রীসে প্রচলিত হইয়াছিল। গ্রীকগণ সামান্য রূপান্তর করিয়াই ঐ সমস্ত মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিল। বাবিলনের মুদ্রা মীনার একের ষষ্টি অংশ মাত্র। কিন্তু গ্রীসের মুদ্রা মীনার একের পঞ্চাশৎ অংশ। গ্রীসের মুদ্রাগুলি প্রতিমূর্ত্তির বিভিন্নতা অনুসারে ৯ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে,—

১, জাতীয় দেবতা অথবা দেশাধিষ্ঠাত্রী এবং নগরাধিষ্ঠাত্রীর প্রতিমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা। কোন মুদ্রায় কেবল মস্তকমাত্র অঙ্কিত, আবার কোন মুদ্রায় আপাদমস্তক চিত্রিত। যেমন আথেন্সের মুদ্রায় পল্লাসের (Pallas) এবং বিওসিয়ার ও থিবের মুদ্রায় হেরাক্লিসের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

২, উক্ত দেবদেবীর বাহনস্বরূপ যে সমস্ত পদার্থ বা প্রাণী পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত, উহা তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি। যেমন আথেন্সের মুদ্রায় পেচক (লক্ষ্মীর বাহন), ইজাইনার মুদ্রায় কচ্ছপ, সাইরিনের অলিভ-বৃক্ষপত্র, হেরাক্লিসের হরাইপ্রা (অস্ত্র) ও বলকানের ইমার্ণিয়া (অস্ত্র)। উপরোক্ত মুদ্রাবিবরণ হইতে তদানীন্তন গ্রীক্-সমাজের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানা যাইতেছে। সেই প্রাথমিক সমাজে ভক্তিপ্রবণ মনুষ্যহৃদয় মানবীয় স্বাধীনতা অপেক্ষা দৈবসম্পদের প্রতি নির্ভরপরায়ণ ছিল। জাতীয় একতার মূলমন্ত্ররূপ উপাস্য দেবতা মুদ্রাতলে অঙ্কিত হইয়া সমাজবন্ধন সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তখন দৈবনির্ভর মনুষ্যজাতি যুক্তির শস্ত্রপ্রহারে এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অমরাবতীর শোভাসম্পদ্ মন্দাকিনী, স্বর্ণকমলিনী ও নন্দনকাননের পারিজাত-স্তবক কাল্পনিক পদার্থ বলিয়া অবধারণ করিত না। মনুষ্যের ঐশ্বর্য্যসম্পদ্, শক্তিসামর্থ্য সকলই দেবপ্রসাদলব্ধ, এই পরিদৃশ্যমান বিশাল বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিশ্বেশ্বরের লীলালহরী, এই সব মনে করিয়া বিমুগ্ধ হইত এবং মনুষ্যের মহিমা অস্বীকারপূর্ব্বক দেবদেবীর মহিমাই কীর্ত্তন করিত। ক্রমে ক্রমে মনুষ্যজাতির অভিমান বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখনও দেবত্বের চমৎকারিতা লুপ্ত হয় নাই,—তাই তদানীন্তন লোকে প্রতিভাশালী মনস্বী মহাপুরুষকে দেববিশেষের অবতার বলিয়া অসংখ্য দেবদেবীর সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই যুগের মুদ্রা পূর্ব্ববর্ণিত দুইশ্রেণী হইতে কিছু বিভিন্ন।

৩, এই যুগের মুদ্রায় নদীদেবতা গেলা (Gela), হ্রদ-দেবতা কামারিণা (Camarina) এবং সাইরাকিউসের নির্ঝর-দেবতা আরিথুসার (Arikhusa) প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

৪, তৎপরবর্ত্তী মুদ্রায় নৃসিংহাবতারের ন্যায় অর্দ্ধনরাকৃতি মাকিদনের গর্গন (Gorgon) এবং মিনোটর বা নসাসের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত।

৫, ইহার পরবর্ত্তী মুদ্রায় নানারূপ কল্পিত জন্তুর প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। তন্মধ্যে করিন্থের পেগাসাস্ (Pegasus), পান্তিকেপিয়ামের গ্রিফিন (Griffin) ও সাইকনের চাইমিরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৬, প্রসিদ্ধ বীরগণের মূর্ত্তি ও কার্য্যবিবরণ। তন্মধ্যে ইথাকার ইউলেসিস্ ও পাটির আজাক্স, টরাণ্টামের টরাস্।

৭, বীরগণের সংশ্লিষ্ট অস্ত্র পদার্থাদি। তন্মধ্যে ইটোলিয়ায় কালিদোনীয় শূকরের চিবুকাস্থি এবং বিবিধ অস্ত্র।

৮, সুপ্রসিদ্ধ নগরাদি এবং কাল্পত গন্ধর্ব্ব-নগরাদির চিত্র। যেমন নসাসের (Cnossus) গোলোকধাঁধা।

৯, সাধারণ জাতীয় উৎসব অথবা ধর্ম্মোৎসবের প্রতিকৃতি "ওলিম্পিক গেম" বা সাইরাকিউজের ব্যায়ামক্রীড়া।

মুদ্রার সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয়দিকে দুই প্রকার চিত্র থাকে। তন্মধ্যে কামারিনের সুন্দর রৌপ্যমুদ্রার সম্মুখে নদীদেবতা হিপারিস (Hepparis) ও পশ্চাতে হ্রদাধিষ্ঠাত্রী হংসবাহিনী দেবী। সাইকনের মুদ্রার সম্মুখে চাইমিরা (Chimaera) এবং অপরাংশে কপোতমূর্ত্তি। কোন কোন স্থলে সম্মুখ ভাগে দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। যেমন আথেন্সের মুদ্রায় সম্মুখে পল্লাস (Pallas) এবং পশ্চাতে তাঁহার বাহন পেচকমূর্ত্তি একটী অলিভশাখায় অঙ্কিত।

মাকিদনের অন্তর্গত কালকিদীয়দিগের মুদ্রায় কদম্বমূলোপবিষ্ট বীণাবাদনপরায়ণ (Apollo on his lyre) আপলো বা শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি।

ইরাইথ্রির মুদ্রায় হেরাক্লিসের মস্তক এবং অপরাংশে

তাঁহার অন্নাদি। হটোলিয়ার মুদ্রার একদিকে আটলাণ্টার (Atlanta) মূর্ত্তি এবং অপরাংশে কালিদোনীয় বরাহমূর্ত্তি, অথবা তাহার চিবুকাস্থি এবং শুণ্ডাগ্রভাগ। নসাসের মুদ্রার একদিকে মিনোটর, অপরদিকে গোলকধাঁধার আদর্শ।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজধানীসমূহের মুদ্রায় ডল্‌ফিন বা তিমি-মৎস্য অঙ্কিত আছে।

দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রাগুলি রাজা কিম্বা রাজসম্পর্কীয় ছত্র, চামর বা ধ্বজদণ্ড অঙ্কিত আছে। গ্রীসীয় সভ্যতার প্রাথমিক মুদ্রায় দেবমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য মূর্ত্তি অঙ্কিত করা এক-রূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত। কেবল আলেক-সান্দরের সময় হইতেই মনুষ্যের প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রায় অঙ্কিত হইতে লাগিল। আমনের মৃত্যুর পরে তিনি দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। এইজন্য মুদ্রায় তাঁহার মূর্ত্তিও অঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু আলেকসান্দরের মৃত্যুর পরে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রায় কেন অঙ্কিত হইতে লাগিল, ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবই এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া মুদ্রাতত্ত্বজ্ঞেরা নির্ণয় করিয়াছেন। ভারতীয় মুদ্রার অনুকরণে গ্রীকগণ দেবতার স্থলে মনুষ্যকে আসন দিতে লাগিলেন। আলেক্‌সান্দর ভারতবর্ষের শিক্ষা, সভ্যতা ও শৌর্য্য বীর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ভারতে আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত হিন্দুর নিকট সিংহাসনস্থ নরপতি নররূপে মহতী দেবতা। তিনি ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্‌পালের প্রতিনিধি। এইজন্য হিন্দুরাজ্যে মুদ্রাখণ্ডে নরদেবতা নরপতির মূর্ত্তিই অঙ্কিত। স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমির অবয়সম্ভূত রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রায় ছত্রদণ্ড-চামরাচিহ্নিত ভূপতির মূর্ত্তি দেখিয়া আলেকসান্দর স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া গ্রীকমুদ্রায় স্বীয় মূর্ত্তি মুদ্রিত করাইয়া-ছিলেন। সুতরাং প্রাচ্য আদর্শ প্রতীচ্য ভূখণ্ডে সংক্রামিত হইল। সংসারের লোকপ্রবাহ গতানুগতিক হইলেও প্রথম পরিবর্ত্তন লোকের নিকট রুচিকর হয় নাই। ক্রমে ক্রমে সেই প্রথা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, এমন কি, শেষে মিশর এবং সিরীয়ার রাজগণ দেবতার উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক মুদ্রায় প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে মুদ্রাতলে রাজা ও রাণীর মূর্ত্তিই অঙ্কিত হইয়া থাকে।

ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবও আলেকসান্দরের রাজত্ব-কালে সমস্ত গ্রীসদেশে বিস্তৃত হইল। ইহার পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রার আদর্শ থাকিত। আলেক্‌-সান্দর ভারতের মুদ্রাপ্রণালী গ্রীসে প্রচলিত করিলেন। ভারতে যিনি রাজচক্রবর্ত্তী, সম্রাটের আসনে উপবিষ্ট, তাঁহার শাসনাধীন সমস্ত প্রদেশে তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রাই প্রচলিত হইত। আলেকসান্দর স্বদেশেও সেই প্রকার অনুকরণ করি-লেন। তৎপরে প্রাদেশিক স্বতন্ত্রতা লুপ্ত হইয়াছিল। তখন আথেন্স ও থিব, সাইরাকিউজ্‌ ও বিপাশিয়া সর্ব্বত্রই আলেক্‌-সান্দরের নামাঙ্কিত মুদ্রার ব্যবহার হইতে লাগিল। স্থল-বিশেষে মুদ্রার একাংশে জাতীয় দেবতা এবং অপরাংশে রাজার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল।

ইহার পরে গ্রীস্ রোমের অধীন হইল এবং রোমের পিত্তলমুদ্রা রোমক-সাম্রাজ্যের শাসনাধীন প্রদেশসমূহে প্রচলিত হইল। এই রোমক মুদ্রাতত্ত্ব কিছু জটিল। এখানে বীরপূজার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বড় বড় বীর, কবি, দার্শনিক, চিত্রকর প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের প্রতিমূর্ত্তিও মুদ্রায় অঙ্কিত হইতে লাগিল। মুদ্রায় প্রতিমূর্ত্তি-প্রচার রাজ-সম্মানের এবং কীর্ত্তিকলাপের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। এই কালের মুদ্রায় আবার অনেক কাল্পনিক ব্যক্তিবর্গের মূর্ত্তি প্রভৃতিও অঙ্কিত দেখা যায়।

ইহার মধ্যে স্মার্ণার হোমার (সুপ্রসিদ্ধ কবি), হেলি-কার্ণাসের হিরোদোতাস, করিন্থের লেইস (Lais) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন মুদ্রায় (পেচকবাহিনী) পাল্লাস্ (লক্ষ্মী দেবী) বংশীধ্বনি করিতে করিতে সলিলময় মুকুরে মুখ দেখিতেছেন এবং অদূরে ঈষদন্তরালে মারসিয়াস্ (Marsyas) একটী পর্ব্বতপ্রান্ত হইতে মুগ্ধবিলোলনেত্রে তাঁহাকে দেখিতেছেন।

মিশরের অন্তর্গত আলেক্‌সান্দ্রিয়া নগরীর মুদ্রায় আশা-দেবীর (Hope) প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে এক এক খানি নূতন দর্পণে মুখ দেখিতেছেন।

পরবর্ত্তিকালে যখন গ্রীসের শিল্পবিদ্যা উন্নতির উচ্চসীমায় উঠিয়াছিল, তখন নানা কারুকার্য্যখচিত সুরম্য অট্টালিকা-পূর্ণ সুন্দর নগরের প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রাখণ্ডে স্থানলাভ করিয়াছিল।

যৎকালে রোমের সাম্রাজ্যপরিধি দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তখন রোমের উপনিবেশসমূহ লাটিন অক্ষর-যুক্ত মুদ্রা ব্যবহার করিতে লাগিল। বহু বিস্তীর্ণ বিশাল রোমসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই রোমের আদর্শ পরিগৃহীত হইল। স্পেনে ইমেরিটা বা মেরিডা হইতে আসিয়ার নিনেভ-নগরী পর্য্যন্ত রোমকমুদ্রার ব্যবহার হইয়াছিল।

মুদ্রোৎকীর্ণ-লিপিমালা।

গ্রীকমুদ্রার লিপিমালার প্রধানতঃ যে রাজসরকার কর্ত্তৃক উহা প্রচারিত, তাঁহাদের নামই দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন 'আথেন্সবাসিগণের' বা 'সাইরাকিউজ বাসিদিগের'

এইরূপ লিপমালাই অধিকাংশ মুদ্রায় উৎকীর্ণ। কোন কোন মুদ্রালিপির অর্থ—"আথেন্সবাসীর আথেনিয়া"—"সাইরাকিউজের এরিথুসা"।

মুদ্রাশিল্প।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, গ্রীকমুদ্রা গ্রীকশিল্পের ব্যাকরণ স্বরূপ। ইহাদের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক উপযোগিতা কেবল গ্রীস্ দেশেই নিবদ্ধ বটে। কিন্তু শিল্পনৈপুণ্যে এগুলি সমস্ত পৃথিবীর সাধারণ সম্পত্তি। এই মুদ্রাশিল্প তাৎকালিক শিল্পের ক্ষুদ্রতম গণ্ডীসীমা অতিক্রম করিয়া শিল্পশাস্ত্রের একটা বিশালরাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তদানীন্তন শিল্পনৈপুণ্যালঙ্কৃত বিশাল কীর্ত্তিস্তম্ভনিচয় ভূমিসাৎ হইয়া রেণুকায় মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু ক্ষুদ্রতম ধাতুখণ্ডে উৎকীর্ণ তাহাদের ক্ষুদ্রানুকৃতি আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া বাস্তব চিত্রের সত্য সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রীসের নানাস্থানে যে সমস্ত শিল্পকুসুম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অম্লান সৌন্দর্য্যে এখনও দর্শকের মনোহরণ করিতেছে।

মুদ্রাশিল্প ভাস্করবিদ্যা ও চিত্রশিল্পের মধ্যবর্ত্তী সোপানমাত্র, ইহাকে 'রিলিফ' (Relief) শিল্প কহে। মধ্যযুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেবল ভাস্করতার প্রাধান্য এবং তৎপরে চিত্রপ্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভাস্করবিদ্যা আকৃতি (Character) এবং চিত্রবিদ্যা ভাব (Expression) প্রকাশ করে। আকার একটী বিশেষণে ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু ভাব হৃদয়ের অনুভূতি ব্যতীত হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যে সমস্ত ভাস্কর মূর্ত্তিশিল্পেও হৃদয়-বৃত্তির বিকাশ দেখাইতে সমর্থ, তাঁহারাই অদ্বিতীয় শিল্পী। গ্রীকমুদ্রায় এই শিল্পের চরমোৎকর্ষ দেখা যায়। যাঁহারা পৃথিবীর বৈহারিক শিল্পের ইতিহাস জানিতে উৎসুক, তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে গ্রীকমুদ্রার ইতিবৃত্ত পাঠ করা উচিত। কারণ পৃথিবীর সমস্ত আদর্শই তাহাতে চিত্রিত আছে।

গ্রীকমুদ্রাশিল্প প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে মধ্য, উত্তর এবং দক্ষিণগ্রীস। উত্তর-গ্রীসের মধ্যে আবার থ্রেস্ ও মাকিদনীয়া, দক্ষিণ গ্রীসের মধ্যে পিলোপনিসাস্, ক্রীট ও সাইরিন প্রভৃতি। দ্বিতীয়ভাগে আইওনিয়ার বিভাগ; ইহা উত্তর-গ্রীসের অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মাইসিয়া, ইওলিয়া এবং দক্ষিণে রোডস্ ও কেরিয়া। এতদ্ভিন্ন তৃতীয়ভাগে এসিয়া-মাইনর, পারস্য, ফিনিসিয়া এবং সাইপ্রাস্ প্রভৃতির মুদ্রা বিশেষ প্রসিদ্ধ। পশ্চিম প্রদেশের মধ্যে ইতালী ও সিসিলির মুদ্রাই প্রধান।

মুদ্রাশিল্পের প্রথমযুগ আলেকসান্দরের রাজত্বকাল ও পারসিকগণের পরাভবের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ ৩৩২ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত। এই সময়ের পরে যখন ভারতবর্ষের অনুকরণে সার্ব্বভৌমিক মুদ্রাশিল্প গ্রীসে প্রচলিত হইল, তখন স্থানীয় শিল্পের স্বতন্ত্রতা ও বৈচিত্র্য লুপ্ত হইয়া একাকার হইয়া গেল। আলেকসান্দরের অব্যবহিত পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত স্থানীয় গ্রীকশিল্প পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল, এমন সময়ে ভারতীয় আদর্শ তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিল।

পূর্ব্বোক্ত গ্রীক-মুদ্রাশিল্পের পর্য্যালোচনা দ্বারা ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, প্রসিদ্ধ চিত্রকর কিম্বা ভাস্করগণের আদর্শ প্রথমে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইত না। মুদ্রাশিল্পের প্রচলনে ক্রমে ক্রমে লোকে তাহার অনুকরণ করিত। আরিষ্টটলের মতে সর্ব্বপ্রথম প্রসিদ্ধ গ্রীক চিত্রকর পলিগনোটস্ কেবল আকৃতিমুদ্রণে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তৎপরে পলিক্লিটাস্ শিল্পাদর্শে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত চিত্রকরদ্বয় তাঁহাদের সমকালে কেবল মুদ্রাশিল্পে এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, ভুবনবিখ্যাত চিত্রকর ফিডিয়াস্ কিংবা মাইরন তত শীঘ্র খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই।

মধ্যগ্রীসের শিল্পাদর্শে আটিকাই প্রধান কেন্দ্র। এই আদর্শই ক্রমে মাকিদনীয়, আম্ফিপোলিস্ ও কালসাইডিসে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সমস্ত শিল্পাদর্শ নির্ম্মাণনৈপুণ্যে ফিডিয়াসের অতুলকীর্ত্তির সমকক্ষ। পলিক্লিটাস্ আর্টিকার শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্ত্তিকালে প্রাক্সিটেলিস্ ও স্কোপাস্ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই যুগের মুদ্রাশিল্প অলঙ্কারভূয়িষ্ঠ এবং বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ। কিন্তু ফিডিয়াসের সময়ের মুদ্রাশিল্প সর্ব্বাংশে প্রকৃতির অনুগত। নিসর্গের এ প্রকার অবিকল অনুকৃতি পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই। এমন কি, জীবজন্তু প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি সজীব প্রাণীর শরীরের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন।

প্রাক্সিটেলিস্ ও স্কোপাসের সময়ে ভাস্করবিদ্যা অপেক্ষা চিত্রশিল্পের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। এই সময়ে চিত্রকলা শারীর-সৌন্দর্য্যের আকৃতিসৌষ্ঠব পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের বৃত্তিনিচয়ের অসংখ্য বৈচিত্র্য-প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। তদানীন্তন মুদ্রাগুলি ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই মুদ্রাশিল্পের উচ্চতম বিকাশ সিসিলির এবং সাইরাকিউজের মুদ্রাঙ্কিত পার্সিফোনের মস্তক দেখিয়া অনুমান করা যায়। লোক্রিয়ান্ এবং মেসেনিয়াগণ পরবর্ত্তিকালে ইহার অনুকরণ করিয়াছিল।

আইওনিয়ার শিল্পবিদ্যালয়ে পারস্যশিল্পের প্রভাব লক্ষিত হয়। পরে প্রাক্সিটেলিসের অনুকরণে আইওনিয়া উৎকর্ষ

লাভ করিয়াছিল। আইওনিয়া ও হেল্লাসের (Hellas) মুদ্রাঙ্কিত পার্সিফোন-মূর্ত্তি অবলোকন করিলে চিত্তবৃত্তিবিকাশে আইও-নিয়ার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হয়। হেল্লাসের মুদ্রার পার্সি-ফোন কুমারীজনোচিত প্রসন্নগম্ভীর স্ফুটনোন্মুখ অনতি-বিকশিত যৌবনলাবণ্যের ঈষচ্ছটায় দর্শকের চিত্তে অপূর্ব্ব বিস্ময়ের উৎপাদন করে, কিন্তু আইওনিয়ান মুদ্রাঙ্কিত পার্সি-ফোন বিষাদগম্ভীরপ্রচ্ছন্ন মর্ম্মবেদনায় নৈশ নিস্তব্ধতা-সুলভ শান্তমূর্ত্তির ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডলে অন্ধকারমাখা জ্যোৎস্নাবিলসিত চিত্তের বিষাদান্ধকার অমল লাবণ্য পরিম্লান করিতেছে,—অবেণীসম্বদ্ধ চিকুরজাল চূর্ণকুন্তলে মিশিয়া তাঁহার প্রফুল্ল মুখারবিন্দকে শৈবালানুবিদ্ধ সরসিজের উপমাস্থল করিয়াছে। আইওনিয়ার এই চিত্রনৈপুণ্য দর্শকের চিত্তের অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। ফলতঃ গ্রীকশিল্পের হ্রাসহাস গ্রীকমুদ্রার বিবিধ বৈচিত্র্যের অন্তর্নিবিষ্ট।

হেল্লসের ভাস্করগণ পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়, কিন্তু এসিয়া-মাইনরের চিত্রকরগণ ভাস্কর ও চিত্র উভয় চিত্রকলাকে যেন পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিয়া জগতে চিত্রবিদ্যার অলৌকিক নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। এসিয়ামাইনর মুদ্রাশিল্পে শিল্প-বিদ্যার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছে। এই স্থান জিউক্‌সিস্ (Zeuxis) পারহাসিয়াম এবং এপেলিস প্রভৃতি ভুবন-বিখ্যাত চিত্রকরগণের জন্মভূমি। আইওনিয়ার শিল্পিগণ শারীর-বিদ্যা (Anatomy)-শাস্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়া চিত্রকলায় তাহার অপূর্ব্ব সমাবেশ করিয়াছেন। এই চিত্র-শিল্পিকরগণ যে সমস্ত বিখ্যাত আদর্শ দ্বারা মানবীয় চিত্র-বিদ্যার অপরূপ বিকাশ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি তাহা যথোপযুক্ত ভাবে সমালোচনা করিবার শক্তি মানবজাতি লাভ করিতে পারে নাই। এই সমস্ত শিল্পিগণ মনোবিজ্ঞান (Psychology) ও শারীর-বিজ্ঞানের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তাহা চিন্তা করিলে মানুষীশক্তিকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ করিতে হয়। ইহাঁরা মনোবৃত্তির সামান্য পরিবর্ত্তন মর্ম্মরপ্রস্তরে এবং ধাতুময়ী মুদ্রার এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বক্তা এবং কবির বাঙ্-নৈপুণ্য শতকণ্ঠে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। স্নেহের সহিত প্রেমের পার্থক্য, লজ্জার সহিত বিনয়ের তার-তম্য, ঔদ্ধত্যের সহিত অহঙ্কারের বিভেদ এবং ক্রোধের সহিত অসূয়ার বিশ্লেষণ তাঁহারা তুলিকাস্পর্শে প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছেন। সিজিকাস্ (Cyzicus) নগরীর ষ্টেটা-মুদ্রা ভাস্কর ও চিত্রকলার অদ্ভুত নিদর্শন, জগতে তাহার উপমা নাই। মূর্ত্তিশিল্পে আইওনিয়া অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্য গ্রীক শিল্পশালার আদর্শে ইতালী ও সিসিলির মুদ্রাশিল্প বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্যালয়ের আদর্শ-গুলি কেবল কমনীয় সৌন্দর্য্যের বিশ্লেষণে অধিক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সাইরাকিউসের পার্সিফোন কেবল বিলাস-বিহ্বলা সুন্দরী বালিকা মাত্র। তাঁহার বিলোললোচন কোন মানসিক ভাবের প্রকাশক নহে। তবে তাঁহার মুগ্ধ-দৃষ্টি সৌন্দর্য্যকলায় চিত্রকরের নৈপুণ্য খ্যাপন করে, কিন্তু তাহাতে ভাবের গভীরতা নাই। কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে এই স্থানের মুদ্রাশিল্প অদ্বিতীয়। অনেকাংশে ইতালীর মুদ্রাশিল্প মধ্য-গ্রীসের অনুরূপ। সিসিলির মুদ্রাসৌন্দর্য্য তদ্দেশের বিশাল বৈভবের পরিচয় প্রদান করে। সিসিলির এই ঐশ্বর্য্য-সম্পদই তাহার পরাধীনতার প্রধান কারণ। এই হেতু কার্থেজীয়দিগের আক্রমণে সিসিলি অচিরেই স্বাধীনতারত্ন হারাইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ দিওনিসিয়াস্‌ও সিসিলির মুদ্রাসৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া সিসিলি আক্রমণ করিয়া অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে রেজিয়াম্ নগরের পিথা-গোরাস্ শিল্প-বিদ্যায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সাইরাকিউজ্ ও সিজিয়াসের মুদ্রাই পাশ্চাত্য শিল্পবিভাগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছে।

গ্রীক-মুদ্রাশিল্পের নিম্নেই ক্রীট দ্বীপের মুদ্রাশিল্প প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। এই স্থানে হেল্লাসের প্রভাবই বিস্তৃত হইয়া-ছিল। ক্রীটবাসিগণ কেবল অন্যের অনুকরণ করিয়াই মুদ্রা-ঙ্কিত করিতেন। কিন্তু প্রাকৃতিক পদার্থচিত্রণে এই স্থানের মুদ্রাশিল্প বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ইহারা মুদ্রাখণ্ডে দেবদেবীর চিত্রসহ পুষ্পপল্লবাকীর্ণ পাদপের অবতারণা করিয়াছে। ইহাদের শিল্পে কৃত্রিমতা অতি অল্প পরিমাণেই দৃষ্ট হয়। অনেক বিষয়ে ক্রীটের মুদ্রাশিল্প মৌলিকতা রক্ষা করিয়াছে।

গ্রীকগণ কি প্রকার ছাঁচে মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন, তাহা ডাক্তার বার্গন বহু গবেষণা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে ঐ ছাঁচ ৩॥ ইঞ্চি উচ্চ তাম্র কিংবা কাংস্য-নির্ম্মিত। উপরের দিকে ও নিম্নদিকে সমান মুখবিশিষ্ট মধ্যস্থল ডম্বরুর ন্যায় কিছু ক্রমসূক্ষ্ম।  নিম্নভাগ হইতে ২ ইঞ্চি উপরে উহার ব্যাস ৩ ইঞ্চি। ইহার উপরি-ভাগে সিরিয়ার সলোকীয় (Seleucid)-রাজগণের মুদ্রার পশ্চাদংশ ঢালাই হইত, অপরাংশে ওম্ফালসের (Omphalos) উপবিষ্ট আপলোর মূর্ত্তি ঢালাই হইত। উভয়াংশ এককালে কিরূপে ছাঁচে ঢালাই হইত, তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। রোমের মুদ্রাও উক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত হইত। প্রসিদ্ধ মুদ্রা-

তত্ত্বজ্ঞ এখেলের (Ekhel) মুদ্রার শ্রেণীকরণ পর্য্যালোচনা করিলে বহু রহস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। তিনি স্পেন হইতে বিভাগ আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপরে গল বা ফ্রান্স, তৎপরে বৃটেন। এই সমস্ত মুদ্রা গ্রীকপ্রণালীর অপকৃষ্ট অনুকরণ মাত্র। মাকিদনের ২য় ফিলিপের মুদ্রার অধিকতর পরিমাণে অনুকৃত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী কালে রোম-সাম্রাজ্যের রৌপ্যমুদ্রা ঐ সমস্ত প্রদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। তৎপরে স্পেনের তাম্রমুদ্রা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। যৎকালে আইওনিয়া ও ফোসিয়ার সামুদ্র বাণিজ্য চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল, তৎকালে হিস্পানিয়াবাসিগণ তদানীন্তন গ্রীক-আদর্শে মুদ্রা প্রস্তুত করিত। পরে রোম ও কার্থেজের মুদ্রাশিল্প পর্ত্তুগালে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে স্পেনীয় মুদ্রায় পিউনিক প্রভাব লক্ষিত হয়। তৎপরে বারকিদ্ রাজগণের (Bercide) আজ্ঞানুসারে খৃঃ পূঃ ২৩৪ হইতে খৃঃ পূঃ ২১০ পর্য্যন্ত স্পেনে কার্থেজীয় মুদ্রার প্রচলন হয়। তৎপরে স্পেনের মুদ্রায় ফিনিকীয়দিগের প্রভাব পরে দৃষ্ট হয়। তাৎকালিক মুদ্রার ওজন ফিনিকিয়ার অনুরূপ, কিন্তু আকার কার্থেজীয় মুদ্রানুযায়ী। প্রত্নতত্ত্ববিৎ সিনর জোবেল (Senor Zobel) বলেন, এই সমস্ত মুদ্রা স্পেনেই প্রথমে প্রস্তুত হয়, পরে অন্যত্র ইহার অনুকরণ হইয়াছে। কিন্তু মুলার (Muller) বলেন, ইহারা ফিনিকিয়া ও কার্থেজের অনুকরণ করিয়াছে। খৃঃ পূঃ ২০৬ অব্দ হইতে লাটিন অক্ষরশোভিত রোমক-মুদ্রা স্পেনে প্রচলিত হইতে থাকে। এই সমস্ত মুদ্রায় যে জাতি কর্ত্তৃক মুদ্রা নির্ম্মিত হইত, তাহার নাম অঙ্কিত আছে। পরবর্ত্তী কালের স্পেনীয় মুদ্রায় হলকর্ষণোদ্যত বলদদ্বয় অঙ্কিত দেখা যায়। কোন মুদ্রায় রাজকীয় অট্টালিকা অঙ্কিত। কোন কোন স্থলে দেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য মুদ্রার একাংশে খোদিত। যেমন মৎস্য বা শস্যশীর্ষ, দ্রাক্ষালতাগুচ্ছ প্রভৃতি।

গলের স্বর্ণমুদ্রাগুলি গ্রীক-প্রণালীতে প্রস্তুত। কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা সকল স্থানীয় মুদ্রাশিল্পে অঙ্কিত। অনেক স্থলে স্পেনের প্রভাব লক্ষিত হয়।

মাসেলিয়ার মুদ্রাতত্ত্বে অনেক রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাসেলিয়া বা বর্ত্তমান মাসেলিস্ ৬০০ খৃঃ পূঃ ফিনিকীয়দিগের প্রধান বাণিজ্যবন্দর ছিল। এম্বোরিয়া নামক ইহার একটী উপনিবেশ ছিল। এই দুই স্থানে মাসেলিয়ার বহুমুদ্রা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কতকগুলি কোনি ও 'ওবল' (Obol) মুদ্রার ন্যায়। মাকিদনাধিপতি ফিলিপের রাজত্বকালের মাসেলিয়ার মুদ্রাগুলি অতীব সুন্দর ও নানা কারুকার্য্যযুক্ত। ঐ সমস্ত মুদ্রার সম্মুখভাগ অলিভ-পত্রাবৃত আর্টিমিসের মস্তক। কোন মুদ্রার অলিভ-শাখালঙ্কৃতা ইফিসাস্ দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। পশ্চাদংশে এসিয়াদেশের সিংহের প্রতিকৃতি।

গলবাসী বর্ব্বরগণ গ্রীস্ ও রোমের স্বর্ণ রৌপ্য লুণ্ঠন করিয়া নানাপ্রকার স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই সমস্ত মুদ্রা গ্রীক-প্রণালীর অপকৃষ্ট অনুকরণ মাত্র। তন্মধ্যে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রায় দুর্ভাগ্য ভার্সিঞ্জিটোরিক্সের (Vercingitorix) প্রতিমূর্ত্তি, সেইগুলি দ্বারা অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। কোন কোন রৌপ্য-মুদ্রায় হেলভেটিয়ার রাজা অরজিটোরিক্সের মূর্ত্তি (Orgitorix) অঙ্কিত দেখা যায়। মুদ্রার অপরাংশে সুইজর্লণ্ডের ভল্লুকের মূর্ত্তি। এস্থানে পিত্তলমুদ্রা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। লায়ন (Lyon) নগরের যজ্ঞবেদিকা (Altar) অনেক মুদ্রা-পৃষ্ঠে খোদিত হইয়াছিল। নিমৌসাসের (Nimausus) মুদ্রায় মিশরজয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ের মুদ্রায় বিজয়-লক্ষ্মীর পার্শ্বে কুম্ভীর ও তালবৃক্ষ অঙ্কিত। কোন কোন মুদ্রায় হরিণের পশ্চাদ্ভাগের চরণদ্বয় অঙ্কিত।

প্রাচীন বৃটনের মুদ্রা গলের অনুকরণমাত্র। প্রথমেই ফিনিকীয় বণিক্‌গণ কর্ত্তৃক গ্রীকমুদ্রা বৃটনে প্রচলিত হয়। মুদ্রাতত্ত্বজ্ঞ ইভান্স্ (Evans) বলেন যে, ২০০ খৃঃ পূঃ হইতে ১৫০ খৃঃ পূঃ সময়ের মধ্যে বৃটনে প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে কেণ্ট প্রদেশে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, পরে রোমকদিগের সহিত যুদ্ধকালে উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশে তাহা প্রচলিত হইয়াছিল। পরে ইয়র্ক,লিঙ্কলন,নরফোক প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হয়। কেম্ব্রিজ, হান্টিংডন, বেডফোর্ড, বাকিংহাম, অক্সফোর্ড, গ্লষ্টার এবং সমারসেট প্রভৃতি বিভাগে অনেক পরে মুদ্রা প্রচলিত হয়। বৃটনের প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা মাকিদন-পতি ফিলিপের মুদ্রার ন্যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৃটনে প্রথমে অক্ষরালঙ্কৃত মুদ্রার প্রচার হয়। তৎপরে রৌপ্য, পিত্তল এবং টিনের মুদ্রা প্রচলিত হয়। বৃটনের নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে বিলন (Billon) নামক এক মিশ্র ধাতুনির্ম্মিত প্রাচীন মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা গলদেশের মুদ্রার অনুকরণে প্রস্তুত। অক্ষরযুক্ত কোন মুদ্রায় ভিরুলেমিয়াম্ নগরের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন বৃটনাধিপতি কমিয়সের (Commius) নাম মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। আন্‌ক্যাইরা (Ancyra) অক্ষরে উৎকীর্ণ ডুব্‌নোভেল্লানাসের (Dubno-vellanaus) উল্লেখ আছে। কিউনোবেলিনাসের (Cuno-bellinus) নাম ও অনেক মুদ্রায় সেক্সপিয়ার-বর্ণিত সিম্বেলীন (Cymbelin) এবং তাঁহার ভ্রাতা ইপাটিকাস্

(Epaticus) এবং তাঁহাদের পিতা টাসিওভানাসের (Tasciovanus) নাম কোন কোন মুদ্রায় পাওয়া যায়। টাসিওভনাস্ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভিরুলেনিয়ামে তাঁহার রাজধানী ছিল। ইপাটিকাসের মুদ্রা অধিক পাওয়া যায় না। কিন্তু কিউনোবেলিনাস সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কল্‌চেষ্টার (Colchester) তাঁহার রাজধানী ছিল। ইঁহার সময়ের মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। স্বর্ণমুদ্রাগুলিতে বৃটনীয় শিল্পের আদর্শ, কিন্তু রৌপ্য ও পিত্তলমুদ্রায় উন্নত রোমক-শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন অঙ্কিত দেখা যায়। ৪৩ খৃঃ, কিউনোবেলিনাসের মৃত্যু হইলে স্বতন্ত্র বৃটনমুদ্রা প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহার পুত্রগণ আডমিনিয়াস্, টগোডুমনাস্, এবং বিখ্যাত কারাক্টাসাস্ (Caractasus) কিছুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বকালের কোন মুদ্রা পাওয়া যায় না। রাজ্ঞী আইসেনীর (Iceni) মুদ্রা ৫০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। মুদ্রাতত্ত্বজ্ঞ ইভান্‌স্ সাহেব তাহার বিস্তর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইহার পরে প্রাচীন ইতালীয় মুদ্রা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে জুলিয়াস্ সিজরের শাসনকাল পর্য্যন্ত ৫০০ বৎসর কাল প্রাচীন ইতালীয় মুদ্রার আদর্শ দৃষ্ট হয়। রোমক-সাম্রাজ্যের পূর্ব্বকালীন মুদ্রাই অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। ইতালীয় মুদ্রাগুলি দুইশ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম মুদ্রা ইতালীয় দ্বিতীয় শ্রেণী গ্রীকমুদ্রার আকারবিশিষ্ট। কিন্তু বিভিন্ন আদর্শের অনেক মুদ্রা স্থানবিশেষে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রকৃত ইতালীয় মুদ্রা স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তলনির্ম্মিত। তন্মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা অত্যন্ত বিরলপ্রচার। রৌপ্যমুদ্রাই সর্ব্বত্র প্রচলিত। অধিকাংশ ইতালীয় মুদ্রা গ্রীক-আদর্শে প্রস্তুত, আবার কতকগুলি পৌরাণিক চিত্র অনেক মুদ্রায় অঙ্কিত দেখা যায়। উৎকীর্ণ লিপির ভাষা লাটিন্, অস্কান্ এবং এট্রস্কান্। ইতালীর মধ্যে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ইট্রুরিয়ার নানা দেশীয় মুদ্রা পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, তৎকালে এইস্থান বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল। খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে ইট্রুরিয়া বাণিজ্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিল। ইতালীয় মুদ্রায় বহুদিন পর্য্যন্ত 'ইস্‌গ্রোভের' (æs grove) চিহ্ন দেখা যায়। প্রথমতঃ ইহা রোমক-পাউণ্ড বা লাইব্রার অনুরূপ ছিল। রোমের মুদ্রায় ওজন ১০ আউন্স পর্য্যন্ত ছিল। প্রকৃত ইতালীয় মুদ্রা উত্তর ও মধ্য-ইতালীতে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ক্যাম্পিনীয়া, কালেব্রিয়া, লুকানিয়া ও ক্রটিয়াই প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগরে গ্রীক-মুদ্রাই অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে।

ইতালীয় মুদ্রার মধ্যে ইট্রুরিয়ার পপুলোনিয়া নামক নগরের মুদ্রাই বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক। পিরহাসের যুদ্ধের পরবর্ত্তী মুদ্রায় বৃত্তীয় প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। লাটিয়ামের মুদ্রাও অতীব সুন্দর। সামনিয়াম্ প্রদেশের মুদ্রা বহুকাল পর্য্যন্ত জাতীয় আদর্শে প্রস্তুত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৯০ অব্দে সামাজিক মার্সিক যুদ্ধে বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা সাধারণতন্ত্রের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া নূতন মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত মুদ্রার এক পার্শ্বে ইতালিয়ার মূর্ত্তি, অপরাংশে বিভিন্ন যোদ্ধৃবর্গ যথার্থ যূপকাষ্ঠবদ্ধ শূকর ও বৃষের সম্মুখে শপথ করিতেছেন—পার্শ্বে রোমের জাতীয় একতার কেন্দ্র একটী বৃক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

গ্রীক-শাসনাধীন ইতালীর কয়েকটী প্রদেশ মুদ্রাশিল্পের চমৎকারিতার জন্য বিশেষ বিখ্যাত। কিউমিয়া ও নিওপলিসের মুদ্রা দ্বারা তাৎকালিক অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

ইতালীবাসী গ্রীকগণ মুদ্রাশিল্পে বিশেষ উন্নতি করিয়াছিল। নিওপোলিসে বহু রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। উহার একাংশে 'সাইরেন' পার্থিনোপ (Siren Parthenope) এবং কোন কোন স্থলে ইতালীয় গ্রীকগণের প্রিয় দেবতা হীরা ও পল্লাস (Hera & Pallas) অপরাংশে মনুষ্যশিরস্ক বৃষমূর্ত্তি। কাম্পেনিয়ার মুদ্রাগুলিতেও এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। তদানীন্তন পিত্তল-মুদ্রাগুলি আজিও সুন্দরভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কালেব্রিয়ার গ্রীকমুদ্রা শিল্পসৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। সমৃদ্ধশালী টরেণ্টমের মুদ্রাগৌরব পৃথিবীতে অদ্বিতীয়, সেরূপ মনোমোহন শিল্পনৈপুণ্যের পূর্ণ চিত্র পৃথিবীর কোন স্থানে আছে কি না, বলা যায় না। সাইরাকিউজ ব্যতীত ইহার উপমাস্থল জগতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। টরেণ্টামের স্বর্ণমুদ্রা অবলোকন করিলে নয়নের দৃষ্টিসাফল্য জন্মিয়া থাকে। তাহার উৎকীর্ণ লিপিমালা যেন মরকত-পংক্তির ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে। কোন কোন স্বর্ণমুদ্রার অক্ষরমালা যথার্থ মণিমালায় অলঙ্কৃত—তাহাতে মণিকারের অপ্রতিম কারু-নৈপুণ্যকে শতকণ্ঠে ধন্যবাদ দিতে হয়। বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্পাদনেও মণিকারগণ অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মুদ্রাতলে অলৌকিক লাবণ্যশালিনী দেবাঙ্গনাগণ দিব্য সৌন্দর্য্যে মনুষ্যের বৈহারিক শিল্পের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। অপরাংশে নানা পৌরাণিক চিত্রের প্রতিরূপ। কোন স্থলে 'পোসিডোন' (Poseidon)-তনয় টেরাস উদ্ধার ডোল্‌ফিন-পৃষ্ঠে দৃঢ় হইয়া রজ্জুরশ্মি সংযত করিতেছেন। কোন স্থলে

তিমি (Dolphin) আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে ঘুরিতেছেন। কোন স্থলে আসনোপবিষ্ট পিতা পোসিদনের ক্রোড়ে যাইবার জন্য বাহু বিস্তার করিয়াছেন। রৌপ্যখণ্ডের প্রধানতঃ তিমিপৃষ্ঠে আরূঢ় তরাসমূর্ত্তি। কোনস্থলে এক নবীন যুবক টেকো (Spindle) হাতে ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কএকটী মুদ্রায় অশ্বারূঢ় ব্যক্তি নানাবৈচিত্র্যে চিত্রিত আছে, তদ্দর্শনে নির্ম্মাতাকে শতকণ্ঠে ধন্যবাদ করিতে হয়। অশ্বারোহী ব্যক্তিগণের বিবিধ গতিভঙ্গী দর্শনে সহজে অনুমিত হয় যে, টরেণ্টের অধিবাসিগণ অশ্বারোহণে বিশেষ পটু ছিল এবং প্রকাশ্য ক্রীড়াক্ষেত্রে তাহারা সর্ব্বত্রই জয় লাভ করিত।

লুকানিয়ার মুদ্রায় একাংশে হিরাক্লিস্ এবং অপরাংশে পল্লাসের মস্তক। কোন কোন স্থলে নেমিয়ান (Nemean) সিংহের সহিত যুদ্ধব্যাপার চিত্রিত হইয়াছে। এই সকলের শিল্পে মণিকারগণের অপ্রতিম নৈপুণ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

মেটাপণ্টাম নগরের মুদ্রায় নানারূপ প্রাকৃতিক পদার্থের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোনটায় গোধূমের শীর্ষ অবিকল অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহার উপরিভাগে শস্যশীর্ষ অঙ্কিত থাকিত, পরে যখন টরেণ্টের অনুকরণে ইহার সম্মুখভাগে নানা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত হইতে লাগিল, তৎকালে শস্যশীর্ষ সকল পশ্চাদ্‌ভাগে অঙ্কিত হইয়াছিল। দেবদেবীর মধ্যে পার্সিফোন, কঙ্কর্ডিয়া (Concordia), হাইজিয়া (Hygia) এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার সুরম্য কাল্পনিক চিত্রও অঙ্কিত দেখা যায়।

প্রাচীন সাইবারিস নগরী বিলাসবৈভবের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এই নগরের নানাপ্রকার বিচিত্র কারুকার্য্যযুক্ত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৫১০ খৃঃ পূর্ব্বে উক্ত নগরী ক্রোটন কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়। তৎপরে ঐ স্থান আথেন্সবাসিগণের উপনিবেশ স্বরূপ হইয়াছিল। ৪৪১ খৃঃ পূঃ উহার নাম "থুরিয়াম" হয়। ঐ দেশের পেরিক্লিসের রাজত্বকালে অত্যাশ্চর্য মোহর সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেকটীর উপরিভাগে পল্লাসের মস্তক অঙ্কিত। কিন্তু তাহা শিল্প সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাংশে মধ্য-গ্রীসের অনুরূপ। পল্লাসের শিরোভূষণ মুকুটের নির্ম্মাণনৈপুণ্য দর্শন করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। মুকুটের শিরোভাগে সাগর-পিশাচ সিল্লার (Scylla) মূর্ত্তি চিত্রিত। চিত্রনৈপুণ্য পর্য্যালোচনা করিলে উহা ফিডিয়াসের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয়। পশ্চাদ্ভাগে একটী বলপ্রক্রীড়াপরায়ণ বৃষের মূর্ত্তি। এই সঙ্গে ? এইরূপ সাঙ্কেতিক বর্ণে চিত্রকরের নাম লিখিত।

ফোসিয়ার উপনিবেশ ভেলিয়া-নগরীতে বিবিধ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। যখন (৫৪৪ খৃঃ পূঃ) পরাক্রান্ত পারসিক জাতি ভেলিয়া অবরোধ করে, তৎকালে এখানকার অধিবাসিগণ বৈদেশিক পরাধীনতা অস্বীকার করিয়া হিস্পানিয়া প্রভৃতি দেশে পলায়ন করিয়াছিল। ভেলিয়া-নগর হইতে যে সমস্ত প্রাচীন টাকা ও মোহর পাওয়া যায়, তাহাতে এসিরাখণ্ডের প্রভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহার একদিকে একটী সিংহ করালবদন ব্যাদানপূর্ব্বক মৃগশিশু গ্রাসে উদ্যত, অন্যদিকে পল্লাসের মূর্ত্তি। সিংহাঙ্কিত মোহর প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে—এসিরাখণ্ডের মুদ্রাঙ্কনকরণে নির্ম্মিত। ভেলিয়ার মোহরে যে সিংহমূর্ত্তি অঙ্কিত, তাহাতে ভয়ঙ্কর ভাব অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আইওনিয়ার শিল্পিগণের হস্তে সিংহের বিক্রম সৌন্দর্য্যে পরিণত হইয়াছে। ইতালীয় মধ্যে ক্রটাইগণ সর্ব্বপ্রথমে গ্রীকমুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহাদের মোহরের একাংশে পোসিদন মূর্ত্তি, অপরাংশে সিন্ধুঘোটকোপবিষ্ট আম্ফিট্রাইটের (Amphitrite) মূর্ত্তি। রৌপ্যমুদ্রায় পোসিদন ও আম্ফিট্রাইটের মস্তক উভয়দিকে খোদিত। কলোনিয়ার (Caulonia) মুদ্রায় নানা বিচিত্র পৌরাণিক চিত্র এবং অপরাংশে হরিণের প্রতিমূর্ত্তি। এ সমুদায় দ্বারা গ্রীক-ধর্ম্মশাস্ত্রের বহু রহস্য বিদিত হওয়া গিয়াছে। ইহাতে হরিণ-শিশুর বিলোলনয়ন ও চকিতভাব অবলোকন করিলে শিল্পের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রোটনের (Croton) মুদ্রাগুলিতে ত্রিশূলাঙ্কিত রাজদণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি এবং সম্মুখভাগে জিয়াসের (Zeus) বাহন ঈগলপক্ষী। কোন কোনটীর একাংশে সুন্দরমূর্ত্তি হিরাক্লিস দিব্যাসনে সমাসীন, অপরাংশে ত্রিপদাসনে (Tribod) পাইথন (Pythun) উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ত্রিপদের নিম্ন হইতে শরবদ্ধলক্ষ্য আপলো (Apollo) অলক্ষিতে পাইথনের প্রতি তীরক্ষেপে উদ্যত। এই চিত্রনৈপুণ্য অবলোকন করিলে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইতে হয়। কোনটির আবার পার্থিননের থিসিয়াসের (Theseus) অনুরূপ মূর্ত্তি, অন্যদিকে লাসিনিয়া হীরার প্রতিমূর্ত্তি। লোক্রি নগরের পুরাতন মোহর ও টাকায় যে পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত আছে, অদ্যাপি তাহার কোন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার পশ্চাদ্‌ভাগে আইরিন্ অপূর্ব্ব বিলাসভঙ্গীতে আসীন এবং সম্মুখভাগে রোমা সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন এবং পিষ্টিস তাঁহার শিরোভাগে মুকুট পরাইয়া দিতেছেন। এই বিষয়ের ঐতিহাসিক নিদর্শন এখনও অজ্ঞাত। পান্দোসিয়া নগরের টাকায় ও মোহরে নগরাধিষ্ঠাত্রী অপ্সরা পাণ্ডিসার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি এবং অপরাংশে ক্রাথিস্ নদীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি।

কোনটিতে লাসিনিয়া হীরার ও অপরাংশে পানের প্রতিমূর্ত্তি। রেজিয়াম্ নগরের মোহরাদি সামিয়ান আদর্শে নির্ম্মিত। দুর্দ্ধর্ষ শাসনকর্ত্তা আনাক্জিলাস খৃঃ পূঃ ৪৯৪—৪৭৬ অব্দ পর্য্যন্ত রেজিয়ামে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ সকল মোহরে সেই স্মৃতিসমূহ সংরক্ষিত থাকিয়া অতীত ঐতিহাসিক তত্ত্বের পরিচয় দিতেছে। আনাক্জিলাসের মোহরাদিতে অলিম্পিক বিজয়কাহিনী চিত্রিত আছে। উহার এক পার্শ্বে জয়চিহ্ন-জ্ঞাপক গর্দ্দভশকট, অন্যদিকে ধাবমান শশকের মূর্ত্তি। শশক পান-দেবতার বাহন বলিয়া পরিগণিত। টেরিনার রৌপ্যমুদ্রা ইতালীয় সমস্ত মুদ্রাপেক্ষা সৌন্দর্য্যে ও শিল্পোৎকর্ষে অতুলনীয়। ইহার একদিকে এক দিব্য লাবণ্যবতী অপ্সরা মূর্ত্তি, অপরাংশে সেই লাবণ্যবতী রমণী পক্ষশালিনী পরীর ন্যায় চিত্রিত। নানা মুদ্রায় তাঁহার বিবিধ গতি ও বিলাসভঙ্গী অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে মুদ্রাশিল্পের চরমোৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। কোন স্থলে আথেন্স নগরীর বিজয়লক্ষ্মীর অনুরূপ মূর্ত্তি। ইহার শিল্পসৌন্দর্য্য বিস্ময়জনক। বিজয়লক্ষ্মীর চতুর্দ্দিকে ফলভরাবনতা অলিভশাখা অকৃত্রিমভাবে চিত্রিত।

সিসিলিদ্বীপের মোহরাদি গ্রীক আদর্শে নির্ম্মিত। পূর্ব্বে হেলেনিক ও কার্থেজীয় ঔপনিবেশিকদল সিসিলি দ্বীপে দীর্ঘকাল সমৃদ্ধি সহকারে বাস করিয়াছিল। উভয় উপনিবেশেই গ্রীকমুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। পিউনিক মোহরাদি ফিনিকীয়ের অনুকরণে নির্ম্মিত, কিন্তু ওজনে ইজাইনা দেশের তুল্য। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে রোমকাক্রমণ পর্য্যন্ত সিসিলির মুদ্রা পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ২১২ পর হইতে আর বহু দিনের মুদ্রা পাওয়া যায় না। বোধ হয় প্রসিদ্ধ কার্থেজীয় আক্রমণে এই শিল্পের বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছিল। এই সময়ের মোহরাদি শিল্পনৈপুণ্যে সাইরাকিউসের তুল্য।

সিসিলির স্বর্ণ ও পিত্তল মুদ্রা শিল্পোৎকর্ষে অনুপম। অক্ষরমালা উৎকীর্ণ করিতে মাণকারের শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। সিসিলিবাসি-রাজগণ অলিম্পিক ক্ষেত্রে যে জয়লাভ করিয়াছিল, অনেক মুদ্রায় তাহার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন দৃষ্ট হয়। বিজয়চিহ্ন জ্ঞাপনার্থ মুদ্রাতলে চতুরশ্বযুক্ত শকট, অশ্বরথ প্রভৃতি গতিশীল অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে। অশ্বরথের যে সমস্ত বিভিন্ন গতিবৈচিত্র্য অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে চিত্রকরের অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। লক্ষ্যস্থলের নির্দ্দিষ্ট সীমায় পৌছিবার পূর্ব্বে অতিশয় দ্রুতগতিনিবন্ধন অশ্বাদির যেরূপ পরিবর্ত্তন হয়, সে সমস্তই স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত হইয়াছে। পিণ্ডারের (Pindar) অলিম্পিক কবিতাবলী (Olympic Odes) পাঠ করিলে সিসিলির বিজয়কাহিনী সর্ব্বথা প্রমাণীকৃত হইয়া থাকে। পিণ্ডারের বর্ণনায় জানা যায় যে, সিসিলীয়গণ ওলিম্পিক ক্ষেত্রে ঘোড়দৌড় ও অশ্বরথচালনে ছয়বার জয়লাভ করিয়াছিল। আরিষ্টটলের বর্ণনায় ঐ ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন হেতু নাই। তদানীন্তন সিসিলিবাসিগণ বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারে নাই। কারণ অনেকস্থলে সারথির পরিবর্ত্তে স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হোমরের ইলিয়ড-কাব্যের নায়কনায়িকার অধিকাংশই মুদ্রাতলে চিত্রিত। কোন কোন মুদ্রায় সারথির প্রতিমূর্ত্তি আছে। অন্তরীক্ষে নাইস্ (Nice) দেবী বিজেতার কণ্ঠে জয়মাল্য দ্বারা বিভূষিত করিতেছেন। কতকগুলিতে প্রকৃতিপূজার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়, সে সমুদায়ে বনদেবী এবং জলদেবীগণ আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। কোন স্থলে আসুরীয় (Assyrian) আদর্শে মনুষ্যশিরস্ক বৃষের মূর্ত্তি। কোনস্থলে ফিনিকীয় আদর্শে নবোদ্গত শৃঙ্গ গোবৎস অঙ্কিত, কোথায়ও কুক্কুরমূর্ত্তি চিত্রিত। অপরাংশে অনুপম সৌন্দর্য্যশালিনী অপ্সরাবৃন্দ। দেবমূর্ত্তির মধ্যে পল্লাস ও পাসিকোনের মূর্ত্তি অঙ্কনে অপ্রতিম শিল্পকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে।

সাইরাকিউসের মুদ্রাই গ্রীকশিল্পের চরমোৎকর্ষ। বৈহারিক শিল্পের এতাদৃশ উজ্জ্বল উদাহরণ কোন দেশের এরূপ শিল্পে নয়নগোচর হয় না। এসিয়া-মাইনরবাসী শিল্পীবৃন্দের গাম্ভীর্য্য ও ক্রীত-দ্বীপের মাধুর্য্য, সাইরাকিউসের মুদ্রাশিল্পে একীভূত হইয়া অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ করিয়াছে। সেই সকল মোহরাদি নীরব ভাষায় অতীত ইতিহাসের বিচিত্র ঘটনা বিবৃত করিতেছে। স্বাধীনতাজননী বাণিজ্যবৈভবশালিনী শিক্ষা সভ্যতা ও বিলাসের কেন্দ্রস্বরূপা সমৃদ্ধিসম্পন্না সাইরাকিউস্ নগরীর উত্থান ও পতন মুদ্রাশিল্পে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। অধিবাসিগণ স্বদেশ-বাৎসল্যের সাধুব্রতে প্রণোদিত হইয়া কিরূপে কার্থেজ ও আথেন্সের অত্যাচার হইতে জন্মভূমি রক্ষা করিয়াছিল, মোহরে তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। করিন্থের আর্কিয়াস্ (Archius) ৭৩৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সাইরাকিউস্ নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এইস্থানে প্রাচীন প্রণালী অবলম্বনে সর্ব্বপ্রথমে রৌপ্যমুদ্রা প্রস্তুত হয়। ঐ গুলিতে হেলেনিক বিজয়কাহিনী বিবৃত রহিয়াছে। গেলা নগরীর অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা গেলোন (Gelon) ৪৮৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ওলিম্পিক অশ্বরথচালনায় জয়লাভ করেন। ঐ

সময়ে কার্থেজীয়গণ এবং জরক্সিসের সৈন্যদল সিসিলি অধিকার এবং প্রতীচ্য সালমিস-হিমেরা (Himera) যুদ্ধে ৪৮০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সিসিলবাসীকে পরাভূত করে। সাইরাকিউসের মুদ্রায় এই সমস্ত ঘটনা উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

অনেকস্থলে মুদ্রাতলে অশ্বরথ-চালনার বিবিধ গতিবৈচিত্র্য অঙ্কিত। জয়লক্ষ্মী নাইস্‌দেবী অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পমালা বিজেতার শিরোদেশে অর্পণ করিতেছেন। যুদ্ধের পরবর্ত্তী মুদ্রাগুলিতে অশ্বরথের নিম্নে এক সিংহমূর্ত্তি বিরাজিত। শেষোক্ত মুদ্রাগুলিতে গেলোনের পত্নী দিমারিতের (Demarete) কাহিনী বর্ণিত রহিয়াছে। গেলোন কার্থজীয়দিগকে পরাজিত করিলে তাহারা নিরুপায় হইয়া গেলোনমহিষী দিমারিতের শরণাপন্ন হইয়াছিল। দয়াশীলা দিমারিত কার্থেজীয়দিগের মুক্তির জন্য গেলোনের ক্ষমা লাভ করিয়াছিলেন। এই স্মরণীয় ঘটনার পুরস্কার স্বরূপ কার্থেজীয়গণ দিমারিতকে এক শত সুন্দর সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিল। তাহার অনুকরণে রাণী দিমারিত স্বদেশে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত করেন। ঐ রাজ্ঞীর নামানুসারে ঐ সমস্ত মুদ্রা 'দিমারিতা' নামে প্রচলিত। এই মুদ্রার একাংশে অলিভ-পল্লবালঙ্কৃতা নাইস্ বা পল্লাস্ মূর্ত্তি এবং অপরাংশে সিংহ ও চতুরশ্বযুক্ত শকট। হিমেরার যুদ্ধ ও গিলোনের মৃত্যুকাল-অনুসারে সহজেই অনুমিত হয় যে, ঐ সমস্ত মুদ্রা ৪৭৮ খৃঃ পূর্ব্বে নির্ম্মিত। এই কালের মোহর ও টাকায় মিশরীয় শিল্পের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়।

গিলোনের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা হিরোণ (Hieron) যে সমস্ত মুদ্রা প্রচলিত করেন, তাঁহাতে এক বৃহদাকার রাক্ষস-মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। রাক্ষস যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অবসন্নভাবে পতিত আছে। তদ্দৃষ্টে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, হিরোণ ৪৭৪ খৃঃ পূঃ কুমির (Cumee) এট্রুস্কানদিগকে পরাজিত করিয়া সমস্ত সামুদ্র বাণিজ্যের একাধিপত্য লাভ করেন এবং সাগরতীরবর্ত্তী জাতিদিগের উপর প্রাধান্য স্থাপন করেন,—মুদ্রায় তাহার চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। গিলোন ওলিম্পিকক্ষেত্রে চার অশ্ব যোজিত শকটচালনায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। হিরোণও পাইথিয়ান ক্রীড়ায় ঘোড়দৌড়ে চারিটী অশ্ব লাভ করেন। মুদ্রাদৃষ্টে সে সমস্ত সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। হিরোণের সময় হইতে প্রাচীন প্রণালীর মুদ্রা-প্রচার লোপ হয়।

এখন হইতে মোহরাদির একাংশে নবযৌবনোদ্ভিন্নদেহা লাবণ্যময়ী ললনামূর্ত্তি, অপরাংশে দ্রুতবেগসম্পন্ন ধাবমান অশ্বের চিত্র। গিলোনবংশের শেষ রাজা সিবুলাসের রাজত্বকালে ৪৫৩ খৃঃ পূঃ রাজতন্ত্রশাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত হয়। গিলোন ও হিরোণের রাজত্বকালে সাইরাকিউস্ সর্ব্ববিষয়েই উন্নতির উচ্চ সীমায় অধিরোহণ করিয়াছিল। সাধারণতন্ত্রের প্রথমাবস্থায় যে সকল মোহরাদি প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার উপরে আলুলায়িতকুন্তলা দিব্যলাবণ্যসম্পন্না যৌবনসুলভবিভ্রমশালিনী রমণী মূর্ত্তি। এই সময়ে স্বর্ণ ও পিত্তল উভয় মুদ্রায় বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। দিইওনিসিয়াসের (Dionysius) (খৃঃ পূঃ ৪০৬—৩৪৫) অত্যাচার সময়ে এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিবর্গের শাসনকালে সাইরাকিউসের নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় একবার সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া অবনতির সোপানে পড়িয়া গিয়াছিল। প্রভূতঐশ্বর্য্যশালী দিওনিসিয়াসের অক্ষয় ধনভাণ্ডারের স্বর্ণরাশিতে আশ্চর্য্য শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার একাংশে পাসিফোন এবং এরিথুনার মস্তকদ্বয় এবং অপরাংশে বিজয়লব্ধ অশ্বরথ। দিওনিসিয়াসের ও তদ্বংশীয়গণের অত্যাচারে তাঁহাদের রাজত্বকাল অচিরে অবসান হইল এবং খৃঃ পূঃ ৩৪৪ অব্দে সাইরাকিউস্‌বাসিগণ করিন্থবাসী টাইমোলিনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

টাইমোলিনের পরহিতৈষণা এবং বিজয়বিবরণ তদানীন্তন মোহরে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই কালের মোহরাদি করিন্থের অনুরূপ, তাহাতে পল্লাস এবং পেগাসাস্ মূর্ত্তি চিত্রিত। পুনর্ব্বার সাইরাকিউসের দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী এগাথক্লিস্ (Agathocles) ৩১৭-২৮৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সাধারণতন্ত্র-শাসনপ্রণালীর উচ্ছেদসাধন করেন। তাঁহার সময়ে মোহরাদিও আবার পরিবর্ত্তিত হয়। মোহরাদিতে তাঁহার নামাক্ষর খোদিত আছে। তাঁহার পরবর্ত্তী হিকেতাস (২৮৭-২৭৩ খৃঃপূঃ) এবং এপিরাসের রাজা পিরহাসের (২৭৮-২৭৬ খৃঃ পূঃ) রাজত্বকালেও অনেক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। আলেক্‌সান্দরের ভারত হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমনে মোহরাদিতে প্রাচ্যপ্রভাব বিস্তৃত হইল। জাতীয় দেবতার পরিবর্ত্তে পিরহাস মোহরে ও টাকায় স্বীয় মূর্ত্তি খোদিত করিলেন। প্রাচ্য প্রথানুচিকীর্ষু পিরহাস্ একাংশে স্বীয় মূর্ত্তি ও অপরাংশে তাঁহার মহিষী ফিলিস্তিসের অনুপমলাবণ্যশালিনী প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করিলেন।

সিসিলির অন্যান্য মোহরাদির মধ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী সিসিলিয়ার ইন্দুবিনিন্দি-মুখমণ্ডল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার কবরী মার্টল-পল্লবালঙ্কৃত এবং করে সুন্দর বীণাযন্ত্র। কোন কোনটীতে এটনা অথবা কেটানার প্রতিমূর্ত্তি। অপরাংশে আগ্নেয়-পর্ব্বতাধিষ্ঠাতা দেব সাইলেনাস্ ও বজ্রপাণি জিয়াসের মূর্ত্তি। এগ্রিজেন্টাম্ নগরের মুদ্রা কার্থেজীয়দিগের অধিকার

পর্য্যন্ত প্রাচীন প্রথায় নির্ম্মিত। এই সমুদায়ে ঈগল পক্ষী ও শুক্তি অঙ্কিত। কোন কোনটীতে ঈগল পক্ষী চঞ্চু বিস্তৃত করিয়া একটী শশককে গ্রাস করিতে উদ্যত। অপরাংশে বিজয়শকটের চিত্র। আর আর কতকগুলিতে স্বদেশীয় নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আগ্রাগাসের মূর্ত্তি। অপরাংশে ঈগলপক্ষী। পিণ্ডার, ভর্জ্জিল, ত্রেমিয়াস্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবি ও গ্রন্থকারগণের বর্ণনায় উক্ত বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

কামারিণা নগরের মুদ্রা শিল্পসৌন্দর্য্যের জন্ত বিশেষ বিখ্যাত। পিণ্ডারের ওলিম্পিক কবিতাবলীর ৫ম কবিতায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সমস্ত মোহরাদির একাংশে বর্ম্মের উপরে বিন্যস্ত মুকুটভূষণ, অপরাংশে দুইটী পদত্রাণ এবং তাহার মধ্যস্থলে ক্ষুদ্রাকার হস্ততলের প্রতিকৃতি। কোনটীতে সিংহচর্ম্মাবৃত হিরাক্লিসের এবং অপরাংশে বিজয়ী অশ্বারোহীর প্রতিমূর্ত্তি। অধিকাংশ মুদ্রায় জলদেবতার মূর্ত্তি। জলদেবতাকে বিশৃঙ্গবিশিষ্ট একটী সুন্দর যুবকের স্তায় অঙ্কিত করা হইয়াছে। তাঁহার আর্দ্রকেশরাশি হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রবাহিণী হিপারিস্ স্বাভাবিক শোভায় চিত্রিত হইয়াছে। মুদ্রায় অপরাংশে বিস্তৃতপক্ষ কলহংসপৃষ্ঠে কামারিণা দেবী তরঙ্গসঙ্কুলা হিপারিস্ উত্তীর্ণ হইতেছেন। কামারিণা অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া বাহুবিস্তারপূর্ব্বক পাইলের ন্তায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। মন্থরগমনে হংস নদীতরঙ্গ অতিক্রম করিতেছে, ইহা শিল্পসুষমায় অতুলনীয়। গেলা নগরীর মুদ্রায় মনুষ্যশিরস্ক সশৃঙ্গ বৃষমূর্ত্তি, অপরাংশে আপলো এবং বিজয়শকটের প্রতিকৃতি। কোন কোন মুদ্রায় নরশিরস্ক বৃষের চতুর্দ্দিকে ৩টী মৎস্তমূর্ত্তি। অপরাংশে অশ্বশকট Biga মধ্যে পুষ্পমাল্যহস্তে নাইসদেবী সবিভ্রমে দণ্ডায়মানা। হিমেরার মুদ্রাগুলি খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। উহার একাংশে মোরগ এবং অপরাংশে একটী সুন্দরী অপ্সরামূর্ত্তি, তাঁহার এক দিকে প্রস্রবণ, পার্শ্বে শিশু সাইলেনাস এবং অপরদিকে সিংহমুখবিনির্গত নির্ঝরস্রোত। কোন মুদ্রায় একাংশে আপলো ও অপরাংশে বিজয়শকটের নিম্নে সিংহের প্রতিকৃতি।

পানর্ম্মাস্ নগরের মুদ্রাগুলি অতীব চমৎকার। ইহাতে কতকাংশে মিশরীয় প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেজেষ্টা নগরীর মুদ্রায় একাংশে নগরাধিষ্ঠাত্রী সেজেষ্টা এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে একটী শিকারী কুক্কুরের মূর্ত্তি। কোন মুদ্রায় পাসিকোন সারথির বেশে অঙ্কিত, পশ্চাদ্ভাগে দুইটী কুক্কুরের সহিত এক শিকারীর চিত্র।

কার্থেজীয়গণ প্রধানতঃ আফ্রিকা, সিসিলি এবং স্পেন এই তিন স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিল। কার্থেজীয় মুদ্রায় একাংশে তালবৃক্ষ এবং অপরাংশে অশ্বমুণ্ড। মিশরীয় ও গ্রীক-মুদ্রাশিল্পের সংমিশ্রণ নিবন্ধন অনেক মুদ্রায় পার্সিকোন ও তাল একত্র অঙ্কিত। সিসিলির পাণ্টিকেপিয়াম্ নগরের মুদ্রায় একাংশে পান (Pan) দেবতায় মস্তক এবং অপরাংশে ঈগল পক্ষীর মস্তকযুক্ত সিংহের আকৃতি।

মিসিয়ানগরের মুদ্রায় একাংশে নরমুণ্ড, অপরাংশে মৎস্তভক্ষণোদ্যত ঈগল পক্ষী। থ্রেস্ নগরে খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর বহুসংখ্যক মুদ্রা পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত মোহরে পারসিক-মুদ্রাশিল্পের প্রভাব দৃষ্ট হয়। থ্রেসের অধিকাংশ মোহর মাকিদনের অনুরূপ। ফিনিকীয় শিল্পের অনুকরণ অনেকস্থলে পরিলক্ষিত হয়। অনেক মোহর ও টাকায় হার্ম্মিসের (Hermes) বিরাটবদন এবং অপরাংশে ঈগলের মুখবিশিষ্ট সিংহমূর্ত্তি। কিন্তু প্রায় সকলগুলির পশ্চাতে এক একটী ছাগশিশু অঙ্কিত দেখা যায়।' বাইজণ্টিয়ামের মুদ্রায় ডলফিন মৎস্তের উপরে বৃষমূর্ত্তি। অন্যদিকে চতুষ্কোণ সুন্দর শিল্পচাতুর্য্যযুক্ত সরোবর। কোনটীতে ফিনিকীয় অনুকরণে অশ্বমুণ্ড ও অপরাংশে দ্রাক্ষাক্ষেত্র। কোনটীতে আইভি-লতালঙ্কৃত শ্মশ্রুহীন দিওনিসিয়াসের মূর্ত্তি। পটানাস্ ও পেরিস্থাস্ নগরের মুদ্রায় গঠনসৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এই শ্রেণীর মধ্যে আন্তোনিয়াস্ পায়াস, সেভারাস্ ও কারাকেল্লা প্রভৃতি রোমক-সম্রাট্গণের কীর্ত্তিকলাপ স্পষ্টভাবে চিত্রিত। প্রথম সিউথিসের রাজত্বকালে খৃঃ পূঃ ৪২৪ অব্দে যে সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে বিবিধ উৎকীর্ণ লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলিতে এসিয়াখণ্ডের সৈবিলী (Cybele) পূজার নিদর্শন পাওয়া যায়। শিল্পনৈপুণ্যে এই মুদ্রাগুলি শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। পারসিক শিল্পের অনুকরণে একটী কেণ্টর (Centaur) অর্থাৎ অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধঅশ্বপৃষ্ঠে একটী লাবণ্যময়ী ললনা। পরবর্ত্তী ফিনিকীয় ভাবযুক্ত মুদ্রায় দিওনিসিয়ার মস্তক দৃষ্ট হয়। দিওনিসিয়াসের কুঞ্চিত কেশরাশির তরঙ্গায়িত শোভা নিরীক্ষণ করিলে বিমোহিত হইতে হয়। অপরাংশে পাতিতজানু জ্যারোপিতধনু তীরক্ষেপোদ্যত হিরাক্লিসের মূর্ত্তি। ইহাদের সমস্ত মুদ্রায় নির্ম্মাণকাল ৩৮৯-২৮৬ খৃঃ পূঃ। শিল্পনৈপুণ্য ও সৌন্দর্য্যে এই গুলি অদ্বিতীয়। এই সময়ের স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পিত্তল এই তিন প্রকার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

মাকিদন-প্রদেশের প্রাচীন নাগরিক ও পরবর্ত্তিকালের রাজকীয় মুদ্রাগুলি ঐতিহাসিক রহস্তপূর্ণ। এই সমস্ত মুদ্রা

খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্ম্মিত। প্রথম টাকা রৌপ্য ও পিত্তলের, পরে খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে মোহরের প্রচলন হয়। কতকাংশে এই গুলি খেুসের অনুরূপ। টাকাগুলিতে ফিনিকিয়া ও বাবিলনের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয়। আলেক্‌সান্দরের রাজত্বকালের সুরম্য মোহর অবলোকন করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। দ্বিতীয় ফিলিপ সর্ব্ব প্রথমে মোহরের প্রচার করেন। ১৫৮-১৬৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের টাকা ও মোহরে এইস্থানে রোমকাধিপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। একাম্বাস্ নগরের মুদ্রাগুলি ফিনিকীয়-আদর্শে নির্ম্মিত এবং শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত। সম্মুখভাগে বৃষ-আক্রমণোদ্যত এক ভয়ঙ্কর সিংহ। চিত্রকরের নৈপুণ্য সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। ইনাইয়া নগরীয় মোহর ও টাকায় বীর ইনিয়াসের (Æneas) মস্তক অঙ্কিত; ইনিয়াস্ ট্রয়নগরী হইতে আন্‌কাইসকে (Anchise) বহন করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে ক্রিউসা (Creusa) আস্কানিয়াসকে (Ascanius) স্কন্ধে বহন করিয়া আসিতেছেন। ৫০০ খৃঃ পূঃ অব্দে এইগুলি নির্ম্মিত। ইহাদের শিল্পনৈপুণ্য অদ্ভুত। বার্লিন মিউজিয়মে এই মুদ্রা রক্ষিত আছে। আম্ফিপালিস্ নগরের মুদ্রায় ফিনিকীয় প্রভাব দৃষ্ট হয়। একাংশে আপলোর প্রতিমূর্ত্তি ও অপরাংশে ভীষণাকৃতি নারীমূর্ত্তি। বৃটীশ মিউসিয়মে এই সমস্ত মুদ্রা রক্ষিত হইয়াছে। কোন কোনটীতে চতুষ্কোণ ক্ষেত্র মধ্যে একটী জলন্ত মশালের চিত্র। এই সকলে ফিডিয়াসের বর্ণ তুলিকাঙ্কিত বলিয়া অবধারণ করিতে পারা যায়।

"কালকিদীয় লিগ্" (Chalcidian League) কর্ত্তৃক ৩৮০ খৃঃ পূঃ ওলিন্থাস নগরের টঙ্কশালায় যে টাকা ও মোহর প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে ফিনিকীয় শিল্পের অনুকরণ দৃষ্ট হয়। সম্মুখভাগে আপলোর শান্তমূর্ত্তি পশ্চাদ্‌ভাগে তাঁহার বংশী। লিট নগরের মুদ্রাগুলি অতীব হৃদয়াকর্ষক। সম্মুখে উপদেবতা সাটির (Satyr) এক যুবতীর সহিত উপবিষ্ট, অপরাংশে জ্যামিতিক কৌশলসম্পন্ন এক গোলোকধাঁধা। কোনটীতে গর্দ্দভ-পৃষ্ঠোপবিষ্ট মদ্যপাত্রহস্তে সাইলেনাসের মূর্ত্তি অঙ্কিত। অপরাংশে সুপক্ব দ্রাক্ষাশোভিত ক্ষেত্র। নিওপোলিসের মুদ্রায় একাংশে গর্গণের (Gorgon) মস্তক এবং এক আনুষ্ঠিক ক্ষেত্র; অপরাংশে অলিভপল্লবালঙ্কৃত নাইস্ দেবীর সুরম্যমূর্ত্তি। আরিষ্টটলের জন্মভূমি অর্থাগোরিয়া নগরীয় মোহর ও টাকা দেখিতে মনোহর। ফিলিপের টাকা ও মোহরে সিংহচর্ম্মাবৃত হিরাক্লিসের মূর্ত্তি এবং অন্যদিকে একটী ত্রিপদাসন। পিড্রনের মুদ্রায় গর্দ্দভমূর্ত্তি অঙ্কিত।

ইহার পরবর্ত্তিকালে রাজমূর্ত্তিযুক্ত টাকা ও মোহর নির্ম্মিত হয়। প্রথমকার রাজকীয় মুদ্রায় অশ্বারোহী বীরের মূর্ত্তি এবং অপরাংশে হলকর্ষণোদ্যত কৃষকের চিত্র। ইউমিনগরের গ্রীক-রাজের মোহরে একদিকে একটী গোলকট এবং অপরাংশে ত্রিকোণাকার (triquetra) চিহ্ন।

মাকিদনের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি খৃঃ পূঃ ৪৯৮ অব্দে নির্ম্মিত এবং জরক্সিসের সমসাময়িক। এই গুলি ফিনিকীয় আদর্শে গঠিত। ইহার একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে এক বীরের মূর্ত্তি। আলেক্‌সান্দরের সময়ে মুদ্রাশিল্পের অত্যধিক উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকালেই মুদ্রাশিল্পের চরমোৎকর্ষ। প্রসিদ্ধ কবি হোরেস (Horace) ফিলিপের মোহরের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার একদিকে জিয়াসের এবং অপরাংশে তালপত্র ও অশ্বারূঢ় বীরমূর্ত্তি আলেক্‌সান্দরের প্রথম সময়ে মুদ্রাগুলির একাংশে পল্লাস ও অপরাংশে জয়মাল্যধারিণী নাইস্ দেবী। আলেক্‌সান্দর ভারতীয় রীতির অনুকরণে মুদ্রায় স্বীয় মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বহুকাল পর্য্যন্ত সেইগুলি আদর্শমুদ্রা বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছিল। এসিয়ার গ্রীক-রাজগণের মধ্যে সলুকাস্, লিসিমেকাস্ এবং অন্তিগোনাস স্ব স্ব নামে আলেক্‌সান্দরের মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। যখন ১৯০ খৃঃ পূঃ রোমকেরা মাগনিসিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিল, তদবধি আলেক্‌সান্দরের মুদ্রা বিরলপ্রচার হইয়া পড়িল। থ্রেস্ প্রদেশের রাজা লিসিমেকাস্ আলেক্‌সান্দরের মুখমণ্ডল মুদ্রায় অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে জিয়াস্ আমনের পুত্ররূপে চিহ্নিত করিবার জন্য শিরোদেশে দুইটী মেষশৃঙ্গ চিত্রিত করিয়াছিলেন। পৃষ্ঠদেশে পল্লাসদেবী কুমারী নাইস্‌কে অঙ্কে ধারণ করিয়া আছেন। প্রথম দেমিত্রিয়াসের মোহরাদি অতি সুন্দর এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বের আকরস্বরূপ। ইহার সম্মুখভাগে বৃষশৃঙ্গভূষিত দেমিত্রিয়াসের মস্তক এবং অপরাংশে পোসিদন কিংবা নাইস্ অথবা পক্ষশালিনী লাবণ্যময়ী অপ্সরার ন্যায় কীর্ত্তিদেবীর উজ্জ্বল চিত্র। কোন কোনটীতে রমণীর ময়ূরপঙ্খী। তাহার এক প্রান্তে কীর্ত্তিদেবী বংশীধ্বনি করিতেছেন, অপর প্রান্তে ত্রিশূলধারিণী পোসিদন তরণী চালনা করিতেছেন। এই অপূর্ব্ব শিল্পসৌন্দর্য্যময়ী চিত্রাবলীকে পণ্ডিতগণ দেমিত্রিয়াস কর্ত্তৃক নৌযুদ্ধে পরাজিত তলেমির স্মৃতিসমৃদ্ধীয় বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ৫ম ফিলিপের মুদ্রায় একাংশে প্যাসিয়াসের (Perseus) মস্তক, অপরাংশে জিয়াসের বজ্রের উপরে ঈগলপক্ষীর প্রতিকৃতি।

উত্তর-গ্রীসের কয়েকটী নগরের স্বর্ণ ও রজতখণ্ড কিছু

বিষয়াবহ। প্রাথমিক অবস্থার অশ্ব ও অশ্বারোহী ব্যক্তির বিবিধ প্রতিভঙ্গী; এই সমস্ত মুদ্রা ১৯৬ খৃঃ পূঃ সময়ের। অনেকগুলির একাংশে ওকতরুর পল্লবালঙ্কৃত জিয়াসের প্রতিমূর্ত্তি। অপরাংশে পেলাসীবাসিগণের পল্লাসরূপা ইতোনিয়া (Eonia) দেবীর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি। গর্দ্দি নগরের মোহরাদিতে এক অনবগুণ্ঠী যুবতীমূর্ত্তি। দেমিয়া নগরের মুদ্রায় দেমিত্রিয়াস্ পলিওক্রাতের (Demetrius Poliocrete) প্রিয়তমা মহিষীর উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, তাঁহার দক্ষিণে নবীনযুবক হিরাক্লিসের ভুবনমোহিনী-মূর্ত্তি। ইহার শিল্প সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অপূর্ব্ব নিদর্শনস্বরূপ। লেরিসা নগরীর মুদ্রায় নির্ঝরাধিষ্ঠাত্রী দেবী লেরিসার অব্যাজসুন্দর সুগঠিত শরীর। কোন কোনটীতে এরিথুসার অলৌকিক লাবণ্যময়ী অঙ্গলতিকা।

ইল্লিরিয়ার মোহরগুলি শিল্পসৌন্দর্য্যে প্রথম শ্রেণীর না হইলেও তাহাতে অনেক অতীত-রহস্তের বিষয় নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার একাংশে নববসন্তের আগমনসূচক কুসুমিত তরুবল্লীর অভিনব সৌন্দর্য্যচিত্র এবং অপরাংশে দুগ্ধপানোন্মত্ত গোবৎস গাভীর পার্শ্বে অপ্রতিম শিল্পনৈপুণ্যে খোদিত। অন্যান্য কতকগুলির একাংশে বংশীবাদনপরায়ণ আপলোর চতুর্দ্দিকে তিনটী নৃত্যপরা বিম্বাধরা অপ্সরামূর্ত্তি, অপরাংশে প্রজ্বলিত বর্ত্তিকাধারিণী দেবাঙ্গনা।

এপিরাসের মুদ্রাগুলি সৌন্দর্য্যচিত্রে এবং ঐতিহাসিকতত্ত্বের নিদর্শন। এম্বেসিয়ানগরীর রজতখণ্ডের শিল্পসৌন্দর্য্য মনোমোহন। তাহার একাংশে কোন অবগুণ্ঠনবতী গুর্ব্বিণীতার সলজ্জবধূমূর্ত্তি, অপরাংশে এক ওবেলিস্ক বা স্মৃতিস্তম্ভ। এই সমস্ত মুদ্রা ২৪০ খৃঃ পূঃ অব্দে নির্ম্মিত। অনেক মুদ্রার একাংশে দিদোনিয়ান্ জিয়াস্ এবং ডিওনির (Dione) প্রতিমূর্ত্তি। এপিরাসের মোহরাদি আলেকসান্দরের সময়ে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। পিরহাসের (Pyrrhus) মুদ্রা শিল্পসৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। ইহাতে বিবিধ পুষ্পস্তবকের বিচিত্রবিন্যাস।

কোন মুদ্রায় মুকুটালঙ্কৃত আকিলিসের (Achilles) বীরত্বব্যঞ্জক প্রতিমূর্ত্তি, অপরাংশে সিন্ধুঘোটকোপরি বর্ম্মধারিণী থেটিসের (Thetis) মূর্ত্তি। পিরহাসের সময়ে বহুল পরিমাণে তাম্রখণ্ড প্রচলিত হয়। ঐ সমস্ত অনুপম শিল্পনৈপুণ্যে বিভূষিত। উহাতে পিরহাসের জননী ফথিয়ার (Phthia) বাৎসল্যপূর্ণ মাতৃমূর্ত্তি।

কর্কাইরা (Corcyra) দ্বীপের মুদ্রা খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গঠিত। ঐ সমুদায়ের কতকের একাংশে দুগ্ধদানা পয়স্বিনী গাভী, অপরাংশে পুষ্পমালার বিচিত্র সমাবেশ। অন্যান্য গুলির একাংশে সমুদ্রসম্ভবা বিজয়লক্ষ্মীর অপূর্ব্বকান্তি এবং অপরাংশে স্বাধীনতা ও কীর্ত্তিদেবীর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি। এখানকার মুদ্রায় যেরূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়, অন্য কোন স্থানের মুদ্রায় সেরূপ নাই। নগরাধিষ্ঠাত্রী, কর্কাইরা দেবী, কোমাস (Comus), সাইপ্রিস্ (Cypris), জয়লক্ষ্মী, যৌবন, পল্লাস, দেশাধিষ্ঠাত্রী, অগ্নিদেব প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্রমূর্ত্তি অপূর্ব্বকৌশলে মুদ্রাতলে অঙ্কিত দেখা যায়।

ইতোলিয়ার স্বর্ণমুদ্রা ২৮০ খৃঃ পূর্ব্বের; ইহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণীত হয়। স্বর্ণমুদ্রার সিংহচর্ম্মাবৃত হিরাক্লিস, অপরাংশে গলপ্রদেশের বর্ম্মে ইতোলিয়া দেবী বিলাসভঙ্গীতে সমাসীনা। অন্যান্য মুদ্রাতলে মৃগয়াব্যাপারের উজ্জ্বল চিত্র। রৌপ্যখণ্ডের একাংশে আটলাণ্টার (Atlanta) মূর্ত্তি এবং অপরাংশে কালিদনার বরাহের আকৃতি, তৎপার্শ্বে তাহার বধ্যাস্ত্র ভল্লাগ্রভাগ অবিকল অঙ্কিত।

ফোকিস্ (Phocis) নগরের মুদ্রাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, উহাতে খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর তারিখ অঙ্কিত। উহার একাংশে বৃষমুণ্ড এবং অপরাংশে সুন্দরী যুবতীমূর্ত্তি। পরবর্ত্তী মুদ্রায় ছাগ, মেষ, ও গাভী প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর প্রতিমূর্ত্তি। অনেক গুলির অপরাংশে এক কদাকার কাক্রমূর্ত্তি—ইহার কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। আম্পিক্‌তিওনিক সমিতির মুদ্রাগুলি অতীব সুন্দর। ইহার একাংশে আপলোর মন্দির এবং অপরাংশে একটী গূঢ় রহস্যপূর্ণ মন্ত্র। প্লুতার্ক এ সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড প্রস্তাব রচনা করিয়াছেন।

বিওসিয়ার মুদ্রা অতীব রহস্যপূর্ণ। উহা খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। মুদ্রার একাংশে হিরাক্লিস, অপরাংশে শস্য ও চক্রচিহ্ন। অন্যান্য মুদ্রায় জিয়াস্ ও পোসিদনের প্রতিমূর্ত্তি। এই সমস্ত মুদ্রার উৎকীর্ণ লিপির সাহায্যে হেড (Head) সাহেব এক প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখিয়াছেন।

আটিকার (Attica) মুদ্রা সোলনের সময়ে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে, এবং বাণিজ্যব্যপদেশে বহুদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহা খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী। প্রথম গুলিতে একটী ফলশালিনী অলিভশাখা। পারসিক যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী মুদ্রাগুলিতে অলিভপল্লবালঙ্কৃতা আথেনার দিব্য মূর্ত্তি। অপরাংশে বিস্ফারিতপক্ষ পেচক এবং উদীয়মান সপ্তমীচন্দ্রের উজ্জ্বল চিত্র।

আথেন্সের মোহরাদি বাণিজ্যব্যপদেশে দূরদেশে প্রচলিত হইয়াছিল। মুদ্রাতত্ত্ববিৎ রেজিনাল্ড ষ্টুয়াটপুল বলেন, যে, সুদূরবর্ত্তী ভারতের পঞ্জাবে এবং আরবের নানা স্থানে আথে-

গ্রীক আদর্শের অবিকল অনুকরণে নির্ম্মিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

পরবর্ত্তিকালে ফিদিয়াসের আথেনা মূর্ত্তির অনুকরণে মুদ্রাতলে মণিমুক্তাবিভূষিত মুকুটালঙ্কৃতা সুষমাশালিনী আথেনা ও অপরাংশে অলিভশাখায় উপবিষ্ট পেচক মূর্ত্তি। মিথ্রদেতিসের মুদ্রায় বিবিধ ঐতিহাসিক রহস্যের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। এই সময়ের মুদ্রায় বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী মিনার্ভা বাণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিভাসিত, অপরাংশে পার্থিননের (Parthenon) অপূর্ব্ব স্থাপত্য-কীর্ত্তি।

অনেকে বলেন যে, ইজাইনা দেশের মুদ্রাই গ্রীক আদর্শের প্রাথমিক নিদর্শন। এইস্থান হইতে সমস্ত গ্রীকমুদ্রার উৎপত্তি হইয়াছে। কথিত আছে যে, আর্গসের অধিপতি ফিদন খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রাপ্রচার করেন। ইহার পূর্ব্বে প্রতীচ্য য়ুরোপে এরূপ মুদ্রাখণ্ড ছিল না। ইহার পূর্ব্বে পণ্যাবানময়ের এক অপূর্ব্ব প্রথা ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৬টা রৌপ্যশলাকায় এক ওবল গণনা করিয়া তদ্দ্বারা ক্রয় বিক্রয় নিষ্পন্ন হইত। ইজাইনার পূর্ব্ববর্ত্তী মুদ্রা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই প্রাচীনতম মুদ্রায় এক বৃহৎকায় কূর্ম্মমূর্ত্তি অঙ্কিত।

একাইয়া নগরীর মুদ্রায় অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ধার হইয়াছে। এই সমস্ত মুদ্রা ৩৭০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের। তদানীন্তন দশটী বিভিন্ন নগরের দশ প্রকার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সকল মুদ্রার একাংশে দণ্ডায়মান জিয়াস এবং উপবিষ্ট দেমিতারের মূর্ত্তি। অপরাংশে প্রত্যেক নগরের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

করিন্থের মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মুদ্রার একাংশে পেগাসাস্ (Pegasus) এবং তন্নিম্নে ϙ এই চিহ্ন দেখা যায়। উহা করিন্থ নামের আদ্যক্ষর 'কপ্পা' (Kappa) বা ক। পরবর্ত্তিকালের মুদ্রায় এথেনার মূর্ত্তি। স্বর্ণমুদ্রাগুলিতে ভুবনমোহিনী আফ্রদিতি (Aphrodite) বা রতিমূর্ত্তি। কিমেরা নগরের মুদ্রায় অলিভকুঞ্জমধ্যে উড্ডীয়মান কপোতমূর্ত্তি।

এলিসনগরের বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত মুদ্রায় জিয়াস্, হীরা ও নাইস্ দেবীর পূজাপদ্ধতির অবিকল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ওলিম্পিয়া ক্ষেত্রের চিত্র এবং অন্যান্য নানা দেবদেবীর চিত্রও এই দেশের মুদ্রাতলে আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্যে অঙ্কিত। অপরাংশে জিয়াসের বজ্র এবং উড্ডীয়মান ঈগলমূর্ত্তি। এই সমস্ত মুদ্রা খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর। কোন মুদ্রায় ঈগলপক্ষী সর্প ধারণ করিয়া অলিভশাখায় উপবিষ্ট এবং অপরাংশে ধাবমান শশক। কোন মুদ্রায় পুষ্পমালা-সুশোভিতা নাইসদেবীর হাস্যময়ী মূর্ত্তি। ৪২১ খৃঃ পূঃ এলিস স্পার্টানগরের সহিত সম্মিলিত হইয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিল। এই সময়ের মুদ্রার একাংশে ধ্যাননিমীলিত জিয়াসের প্রশান্ত মূর্ত্তি এবং অপরাংশে বিলাসচঞ্চল নাইসের যৌবনসুলভ অপূর্ব্ব বিভ্রম। এই সমস্ত চিত্র শিল্পনৈপুণ্যে অদ্বিতীয়। এলিসের সহিত যখন আর্গাইভ-সমিতির সম্মিলন হয়, সেই ৪০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মুদ্রাগুলিতে হীরার অনিন্দ্যসুন্দর মুখকমল দর্শন করিলে আর্গসের পলিকিটাস্‌কে (Polychitus) মনে পড়ে। যখন এই সম্মিলন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তদানীন্তন মুদ্রায় প্রাচীন আদর্শের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বজ্রের জ্বালাময়ী মূর্ত্তি এবং নাইসের বিলাসবিভ্রম মুদ্রাতলে অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কোন মুদ্রায় ঈগলপক্ষী এক ভীষণ সর্পের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। তাহার নিম্নে ত্রিকোণাকার (▲) চিহ্ন, তদ্দৃষ্টে মুদ্রাতত্ত্ববিৎ গার্ডনার (Gardner) বলেন যে, উহা সাইকনগরের সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর ডেডালসের অপূর্ব্ব কারুনৈপুণ্য। পরবর্ত্তিকালের মুদ্রাতলে ফিদিয়াসের জিয়াস্‌চিত্রের অবিকল অনুকরণ পরিদৃষ্ট হয়।

ইথাকা-নগরীর মুদ্রার উপরিভাগে ইউলেসিসের মস্তক। মেসিনের মুদ্রায় পার্সিফোনের মূর্ত্তি। পরবর্ত্তিকালের মুদ্রায় ব্যবহার-শাস্ত্রপ্রণেতা লাইকার্গাসের চিত্র এবং নিম্নে তাঁহার নাম ও জন্মতারিখ খোদিত হইয়াছে। আর্গসের মুদ্রায় নেকড়ে বাঘের প্রতিকৃতি। অন্যদিকে হীরার চিত্র এবং ইংরাজি অক্ষর A, কোন মুদ্রায় দিওমিদস (Diomedes) বামহস্তে পতাকাযুক্ত চরকা (Palladium) এবং দক্ষিণহস্তে তরবারি ধারণ করিয়া অলক্ষিত পদসঞ্চারে অগ্রসর হইতেছেন।

আর্কেডিয়া নগরের মুদ্রা অত্যন্ত প্রাচীন। ইহাতে প্রকৃতিপূজার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর মুদ্রার একাংশে আসনোপবিষ্ট জিয়াসের হস্ত হইতে উড্ডয়নোদ্যত ঈগলপক্ষী এবং অপরাংশে সুন্দর রমণীমুখ। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মুদ্রায় বিবিধ অলঙ্কারখচিতা অবগুণ্ঠনবতী হীরার প্রতিকৃতি। অপরাংশে হীরিয় নগরের নাম। রৌপ্যমুদ্রাগুলিতে ভল্লুক ও অপরাংশে আর্কস্‌জননী কালিষ্টোরচিত্র। এপিমিনন্দাসের সমকালীন মুদ্রার একাংশে পার্সিফোনের দিব্য চিত্র এবং অপরাংশে শিশু আর্কসকে বক্ষে ধারণপূর্ব্বক তামিসদেবী। পার্সিফোনের কুঞ্চিত কেশরাজির সুষমা অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের দৃষ্টান্তস্থল। রৌপ্যমুদ্রার একাংশে হিরাক্লিস্ এবং অপরাংশে এক উড্ডীয়মান গৃধ্রের চিত্র। আর্ত্তমিস্ নগরের মন্দিরে ইহার অনুরূপ

বৃষচিত্র উৎকীর্ণ আছে। এই স্থানের পিত্তলমুদ্রার এক ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যখন হিরাক্লিস স্পার্টার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য সিফিয়াসের (Cepheus) সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন আথেনাদেবী সেফিয়াসের কন্যা এবং তাঁহার পুরোহিতপত্নী ষ্টিরোপকে মেডুসার কেশপূর্ণ একটী কৌটা অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই কৌটার ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে ষ্টিরোপ আর্গাইভ্‌গণকে ভয়প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যৎকালে মাকিদন ও আকিয়ান জাতি প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে হেল্লাসে প্রাধান্যলাভে ব্যাপৃত ছিলেন, তদানীন্তন ক্রীতদ্বীপের মুদ্রাগুলিতে বহুরহস্যের মীমাংসা হয়। এই সমস্ত মুদ্রা খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর এবং ইহাতে গ্রীকশিল্পের ছায়া সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। দেবদেবীর মধ্যে জিয়াস, হীরা, পোসিদন হিরাক্লিস, ত্রিটোমার্টিস্ এবং মাইনস নগরের অপ্সরাগণের চারুচিত্রাবলী। কোন মুদ্রায় মিনোটর (Minotaur) এবং গোলোকধাঁধার চিত্র আছে। অনেক মুদ্রায় ইউরোপা দেবীর উজ্জ্বল চিত্র। সিসিলির ন্যায় এখানে প্রকৃতিপূজার নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

রোমকাধিকারকালে রোমক-সম্রাট্‌গণের চিত্র ও নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত মুদ্রার ভাষা লাটিন। মুদ্রার একাংশে Stephanos…ধারিণী লাবণ্যবতী রমণীমূর্ত্তি। অপরাংশে বর্ম্ম ও তরবারি-সজ্জিত এক যোদ্ধৃচিত্র। রৌপ্যমুদ্রায় জরক্সিসের আক্রমণ-বৃত্তান্ত। এই সমস্ত মুদ্রায় বৃষশিরস্ক মিনোটর জানু পাতিয়া এক হস্তে স্বর্গ্য ও অপর হস্তে এক সুন্দরী রমণী (অরিয়ন্নী) ধারণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। বার্লিন-মিউজিয়ামে এই কালের বহুসংখ্যক মুদ্রা সংরক্ষিত হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলি সৌন্দর্য্যে এবং শিল্পনৈপুণ্যে দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। কোন মুদ্রায় Stephanos…. ধারিণী হীরার চিত্র। সিডননগরীর মুদ্রায় ধনুর্দ্ধারিণী রমণীমূর্ত্তি। তিনি নগরাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পূজিত। অনেক মুদ্রায় ইউরোপার মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি বৃষভারূঢ়া এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে এক সিংহবাহিনী মূর্ত্তি।

প্লিনির বর্ণনা দ্বারা এই সমস্ত ঘটনার সামঞ্জস্য করিতে পারা যায়। কোন মুদ্রায় একটী পবিত্র বৃক্ষশাখায় স্রিয়মাণভাবে ইউরোপা উপবিষ্টা। প্লিনি বলেন যে, এই চিরহরিদ্‌ বৃক্ষের কখন পত্রস্খলন হয় না। অপরাংশে মক্ষিকাদংশনে ক্ষিপ্তপ্রায় বৃষচিত্র। এই সমস্ত মুদ্রার শিল্পনৈপুণ্য অদ্ভুত প্রতিভার পরিচায়ক। ইহার অনুরূপ শিল্পসৌন্দর্য্য পৃথিবীর আর কোন স্থানেই দৃষ্ট হয় না।

কোন মুদ্রায় ফলশালী খর্জ্জুর বৃক্ষ। ইতানাসের মুদ্রায় সমুদ্র-দেবতা গ্লকাস্ (Glaucus) এবং অপরাংশে দুইটী জলরাক্ষস। অনেক মুদ্রায় হিরাক্লিস্ যষ্টিপ্রহারে হাইড্রাকে (Hydra) হনন করিতেছেন, এবং অপরাংশে এক বপ্রক্রীড়াপরায়ণ বৃষমূর্ত্তি। কোন মুদ্রায় জিয়াস্ বিষণ্ণমনে বৃক্ষস্কন্ধে আরূঢ় এবং তাঁহার পদতলে একটী মোরগের প্রতিকৃতি। টেলাসের মুদ্রায় সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর ডেডালাসের পিত্তলময়ী মনুষ্যমূর্ত্তি। উহার অপরাংশে পক্ষশালী এক উলঙ্গ যুবক দুই হস্তে উপলখণ্ড ক্ষেপণ করিতে উদ্যত। ইহাতে এক ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার হইয়াছে। আপলোনিয়াস্ রোডিয়াসের বর্ণনাপাঠে জানা যায় যে, যখন আর্গস্‌বাসিগণ ক্রীতদ্বীপ আক্রমণ করিবার জন্য রণতরী সকল উপকূলে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন স্বদেশপ্রেমিক টেলাস প্রস্তরনিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। তৎপরে মিদিয়ার বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি বিনষ্ট হন।

প্রিসাসের মুদ্রায় একাংশে গর্গনের মস্তক এবং অপরাংশে এক তীরন্দাজ তীর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত। কোন মুদ্রায় বেণীনিবদ্ধকবরী বিলোলনয়না সুন্দরীর সস্মেরকটাক্ষবিক্ষেপ। অপরাংশে পার্সিফোন এক ভয়ঙ্কর সর্পের মস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া খর্জ্জুরবৃক্ষতলে শুষ্কমনে বসিয়া আছেন। কোন মুদ্রার পশ্চাদ্দিকে এক বিচিত্র শিল্পচিত্র—দিওনিসিয়াস্ ধাবমান তরক্ষুর পৃষ্ঠে সমাসীন। অপরাংশে হার্মিস্ পাদুকা-পরিহিতার ন্যায় পদবিক্ষেপ করিতেছেন। কোন কোন স্থলে আসনোপবিষ্ট দিওনিসিয়াস-শান্ত এবং প্রফুল্ল মূর্ত্তি।

হস্তাবয়া নগরে প্রাচীনতম গ্রীক-আদর্শের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রার একাংশে অপ্সরামূর্ত্তি, অপরাংশে বপ্রক্রীড়ানিরত বৃষমূর্ত্তি। করিন্থাসের মুদ্রায় একদিকে পয়স্বিনী গাভী বৎসকে দুগ্ধ প্রদান করিতেছে এবং অপরাংশে মোরগমূর্ত্তির নিম্নে পারসিক যুদ্ধের স্মৃতিজ্ঞাপক চিহ্ন। প্রতীচ্য উপনিবেশসমূহের শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ কালসিস্ নগরীর মুদ্রায় বিস্ময়কর শিল্পনৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। ইহার একাংশে চক্রের চিহ্ন এবং অপরাংশে রমণীমূর্ত্তি, তাহার পার্শ্বদেশে ঈগলপক্ষী চঞ্চুদ্বয় বিস্তীর্ণ করিয়া এক অজগর সর্প গ্রাস করিতেছে। কোন মুদ্রায় বংশীবাদনোদ্যতা রমণীমূর্ত্তি তরণীপৃষ্ঠে হাল ধরিয়া বসিয়া আছেন।

সাইক্লাডিস্ ও স্পোরেডিস্ নগরীর মুদ্রায় এক সুন্দর

দর্পণের চিত্র। কোন মুদ্রায় মদ্যপাত্র (amphora) এবং দ্রাক্ষাগুচ্ছ, ও কতকগুলি দ্বন্দের মৎস্যমূর্ত্তি। কোন মুদ্রায় ছাগ ও মৎস্য একত্র চিত্রিত। অবশিষ্ট মুদ্রাগুলিতে পোসিডন এবং আমনের প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

এসিয়া-খণ্ড।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, এসিয়ার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে এসিয়া-মাইনরে মুদ্রা নির্ম্মিত হয়। ইহা কতদূর সত্য, অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। এই স্থানের মোহরাদি ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম—স্থানীয় প্রাচীনতম স্বর্ণমুদ্রা এবং ইলেক্ট্রাম্ (Electrum), ২য়—লিদিয়ান্; ৩য়—গ্রীক-আদর্শযুক্ত, ৪র্থ—পারসিক আদর্শযুক্ত। সুপ্রসিদ্ধ সিজিকাস্ নগরের টঙ্কশালায় প্রথমে মুদ্রা প্রস্তুত হয়।

ঐ সময়ের মোহরাদিতে বিশেষ শিল্পসৌন্দর্য্য নাই। ইহার পরবর্ত্তিকালের মুদ্রাগুলি গ্রীক-মুদ্রার অবিকল অনুকরণ—আলেক্‌সান্দরের সময়ে এই স্থানের মুদ্রাশিল্প জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। পরে যখন খৃঃ পূঃ ১৯০ অব্দে মাগনেসিয়ার যুদ্ধে সর্ব্বত্রই রোমের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইল, তখন রোমকমুদ্রাই সর্ব্বস্থানে প্রচলিত হয়। এই সময়ে মুদ্রায় গ্রীক-ধর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

এ কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এসিয়া-মাইনরের লিদিয়া নগরের ইলেক্ট্রাম্ মুদ্রা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। উহা খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে গঠিত। ইজাইনার রৌপ্যমুদ্রা প্রাচীনতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

ইলেক্ট্রাম্ মিশ্রধাতু সোণার সহিত ৪র্থ ভাগ রৌপ্যমিশ্রিত। এই ধাতুই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী। ইহার মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা ১৩ গুণ অধিক। লিদিয়ার কোন রাজা ৭০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে যে মুদ্রা প্রচার করেন, তাহার মুদ্রাঙ্কণদর্শনে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়, এই মুদ্রা বাবিলনীয় রৌপ্যমুদ্রার অনুরূপ। ইহার একাংশে একটী চতুষ্কোণ ক্ষেত্র এবং অপরাংশে তিনটী রেখা মাত্র। মুদ্রাতত্ত্বজ্ঞ হেড সাহেব বলেন যে, উহা ফিনিকীয় মুদ্রার অনুরূপ। লিদিয়ারাজ ক্রিসস্ (Crœsus) বাবিলনীয় মুদ্রাপেক্ষা অল্প ওজনের মুদ্রা প্রস্তুত করেন, কিন্তু রৌপ্যমুদ্রা বাবিলনীয় মুদ্রার সহিত অভিন্ন ছিল। পশ্চিম-উপকূলবর্ত্তী গ্রীকনগরবাসিগণ এই মুদ্রার অনুকরণে সর্ব্বত্রই মুদ্রা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। কিছুকাল পরে পারসিক অভ্যুদয়ে লিদিয়া-মুদ্রার স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয়।

এসিয়া-মাইনরের [illegible]রাস্ প্রদেশের পিত্তলমুদ্রা অত্যন্ত দীর্ঘাকার এবং গুরুভারবিশিষ্ট। ইহার একাংশে পার্সিয়াস এবং অপরাংশে মেডুসার মূর্ত্তি। পরে বস্ফোরাস্ প্রদেশের রাজা মহারুকস মিথ্রিডেটিসের স্বর্ণমুদ্রার নূতন প্রচার করেন। ইহাতে সামান্য শিল্পচাতুর্য্য দৃষ্ট হয়। ত্রিপোলি-নগরের মুদ্রায়, ত্রিভিয়াদেশের মুকুটালঙ্কৃত এক নবীন যুবকের রৌপ্যমূর্ত্তি। কোন মুদ্রায় চন্দ্রের চিহ্ন অঙ্কিত দেখা যায়। পিত্তলমুদ্রার উপরে হোমরের মূর্ত্তি। এই সময়ে মুদ্রাশিল্প ক্রমোন্নতির সোপানে উঠিতেছে। এই সময়ের মুদ্রার একাংশে সিনোপিনিবাসীর মুখমণ্ডল এবং অপরাংশে মৎস্য-শিকারোদ্যত ঈগলমূর্ত্তি। হিরাক্লিয়া নগরের রৌপ্যমুদ্রাগুলি অতীব সুন্দর। ইহাতে সিংহচর্ম্মাবৃত হিরাক্লিসের প্রতিমূর্ত্তি।

এসিয়াখণ্ডে যখন গ্রীক-আদর্শ অনুকৃত হইতে লাগিল, তখন সর্ব্বপ্রথম মাইসিয়ানগরে মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। সিজিকাস্‌নগরের মুদ্রার বহু রহস্যের মীমাংসা হইয়া থাকে। ৪৭৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে সিজিকাস্ নগরে মোহরের ব্যবহার দেখা যায়। ইহা বাবিলনের মোহরের ন্যায়। এই মোহরগুলি অত্যন্ত ভারী। ইহাতে নানা প্রকার জীবজন্তুর মস্তক অঙ্কিত। কোন মুদ্রায় পার্সিফোন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া অঞ্চলপ্রান্ত সংযত করিতেছেন। অপরাংশে সিংহের শিরে এক মৎস্য বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত

লাম্পাকাস্ নগরের মুদ্রায় আগুল্‌ফলম্বিতকেশা এক সুন্দরীর প্রতিমূর্ত্তি। পার্গামাস্ নগরের মুদ্রা অত্যন্ত প্রাচীন নহে। অধিকাংশ মুদ্রায় আথেনার মূর্ত্তি এবং নানারূপ উৎকীর্ণ লিপি। স্মার্ণা, সার্দিস, ইফিসাস্ প্রভৃতি এসিয়ার অন্যান্য নগরের মুদ্রায় পার্গামাসের অনুকরণ দৃষ্ট হয়।

ট্রয়নগরের মুদ্রায় ট্রোজান-যুদ্ধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আবিদস্ নগরের মুদ্রাতলে নাইস্‌দেবীর সম্মুখে একটী মেষ বলি হইতেছে। অন্যদিকে ঈগলমূর্ত্তি। কোন মুদ্রায় ধনুঃশরহস্ত আপলোমূর্ত্তি এবং নানারূপ গ্রীকলিপি। পিত্তলমুদ্রায় ট্রয়নগরের ইতিহাস জানিতে পারা যায়। কোন মুদ্রায় অশ্বরথোপবিষ্ট হেক্টর পেট্রোক্লিসের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। অপরাংশে ব্যাঘ্রশাবক অথবা যমজ ভ্রাতা। কোন মুদ্রায় পলায়নোদ্যত ইলিয়সের মূর্ত্তি এবং অন্য মুদ্রায় জিয়াস্ ও হীয়ার যুগল মূর্ত্তি। কোন মুদ্রাতলে পাশাপাশি দুইখানি কুঠার।

ইওনিস্ ও লেস্‌বসের মুদ্রায় বেণুবাদনপরায়ণ আপলোর মূর্ত্তি। ইহা ৪০০ খৃঃ পূর্ব্বে নির্ম্মিত। তৎপরবর্ত্তী কালের কোনটীতে অনেক স্বদেশবৎসল সাধুপুরুষের প্রতিমূর্ত্তি। কোন মুদ্রায় একাংশে থিওফেনিস্ দেব এবং অপরাংশে তাঁহার পত্নী দেবী আর্কিমিদেসের মূর্ত্তি।

আইওনিয়ার মুদ্রা শিল্পনৈপুণ্যে অত্যুৎকৃষ্ট; কোনটীর একপার্শ্বে শিকারোদ্যত ভয়ঙ্কর সিংহমূর্ত্তি, অন্যপার্শ্বে পক্ষবিশিষ্ট শূকরীমূর্ত্তি। আলেক্‌সান্দরের পূর্ব্ববর্ত্তী মুদ্রাগুলিতে আশ্চর্য্য শিল্পোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। একাংশে আপলোর দিব্যকান্তি এবং অপরাংশে মৃণালভক্ষণোদ্যত মরালমূর্ত্তি। এসিয়ার অদ্বিতীয় এবং একমাত্র খ্যাতনামা ভাস্কর থিওদোতাসের (Theodotus) নাম মুদ্রাতলে খোদিত আছে।*

ইফিসাস্ নগরের মুদ্রায় কোন শিল্পোৎকর্ষ না থাকিলেও অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বের রহস্যোদ্ভেদ হইয়া থাকে। প্রধানতঃ গুঞ্জনপটু মধুকরশ্রেণী এই সমস্ত মুদ্রায় অঙ্কিত। ৩৯৪ খৃঃ পূর্ব্বের মুদ্রায় পারস্তশিল্পের অনুকরণ দেখা যায়। যখন কোনন (Conon) এবং ফার্ণাবেগাস্ (Pharnabugus) লাসিদোমোনিয়ার রণতরীসমূহ পরাজিত করিয়া এসিয়াস্থ গ্রীক-নগরগুলিকে স্পার্টার অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। তৎকালে রোড্‌স ও সামস্-নগরবাসিগণ নূতন মুদ্রায় হিরাক্লিসের শিশুমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিল, শিশু হিরাক্লিস্ দুইটী প্রকাণ্ড সর্পের কণ্ঠধারণ করিয়া পীড়ন করিতেছেন। কোন কোনটায় খর্জ্জুর বৃক্ষতলে এক মৃগশিশু। ৩০১ খৃঃ পূঃ এইস্থানে আটিকার মুদ্রাশিল্প প্রাধান্য লাভ করে। এই সময়ে পিত্তলখণ্ডের প্রচলন আরম্ভ হয় এবং গ্রীকদেবী আর্টমিসের চিত্র মুদ্রাতলে অঙ্কিত হইতে থাকে। অপরাংশে খর্জ্জুরবৃক্ষতলে মৃগশিশু অত্যাশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। লিসিমেকাস্ ইফিসাসের টঙ্কশালা হইতে মুদ্রা প্রস্তুত করেন এবং স্বীয় পত্নী আর্সিনোর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে একটী নগর সংস্থাপিত হয়। এই সমস্ত মুদ্রায় অপূর্ব্ব শিল্পসৌন্দর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তৎপরে তলেমীবংশের রাজত্বকালে সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় বার্নিসের সময় সুন্দর মুদ্রা প্রচলিত হয়। ১৩০ খৃঃ পূঃ হইতে ইফিসাস্ এসিয়াখণ্ডস্থ রোম-সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ৮৪ খৃঃ পূঃ বিষম বিপ্লবের সময়ে এই স্থানের অধিবাসী মিথ্রদতিসের পক্ষ অবলম্বন করে। সল্লার (Sulla) প্রচলিত সুবর্ণমুদ্রা দ্বারা এই ঘটনা প্রমাণিত হইয়া থাকে। মুদ্রাতত্ত্বজ্ঞ মমসেন (Mumsen) সাহেব মিথ্রদাতসের মুদ্রাদ্বারা তদানীন্তন ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই সময়ের পরবর্ত্তী রোমক-মুদ্রার সাধারণ নাম 'চিষ্টোফরি'(Chistophori)। পরে যখন রোমে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল, তখন হইতে এই মুদ্রা বিরলপ্রচার হইতে লাগিল এবং রাজকীয় মুদ্রা সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইল। এই সময়ের স্থাপত্যশিল্পে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মুদ্রাতলে অঙ্কিত আর্টমিসের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের শিল্পোৎকর্ষ অবলোকন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রিয়ণ পর্ব্বতের শিখরদেশে জিয়াস্ উপবিষ্ট হইয়া বৃষ্টি করিতেছেন। আর্টমিসের মন্দির অনুপম অপ্রতিম শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়স্থল। আবার মন্দিরের নিম্নে নদীদেবতা কেষ্টার (Cayster)। ইরিথ্রিয়া নগরের মুদ্রায় একটী আরোহী অশ্ব হইতে অবতরণোন্মুখ, অন্যদিকে একটী পুষ্পস্তবক। ইহা পারসিক আদর্শের অনুরূপ। মাগনেসিয়া-নগরের মুদ্রায় থেমিষ্টক্লিসের নাম পাওয়া যায়।

মিলিটনসের মুদ্রায় সিংহের প্রতিরূপ। মাইকেলের যুদ্ধের পরবর্ত্তী মোহরাদিতে তারকাচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোনটায় আপলোর সুন্দর মূর্ত্তি, অপরাংশে একটী সিংহ অনিমেষনেত্রে নক্ষত্রের দিকে তাকাইয়া আছে।

স্মার্ণা নগরীর প্রাচীন মুদ্রায় শৈবেলীর অনিন্দ্যসুন্দর দিব্য লাবণ্যময়ী ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি এবং অপরাংশে এক সিংহরূপ। কোন কোনটায় শৈবেলীর (Cybele) সিংহবাহিনী ছবি। হিন্দুর মনে সিংহবাহিনীর শক্তিমূর্ত্তির উজ্জ্বল নিদর্শন জানাইয়া দেয়। পরবর্ত্তিকালের মুদ্রায় মিথ্রদতিস্ ও বেস্‌পাসিয়াসের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানা যায়।

কিওস নগরের মোহরাদিতে তরঙ্গায়িতকুন্তলা স্ফিংস্ মূর্ত্তি এবং অপরাংশে দ্রাক্ষাগুচ্ছ। এই সমস্ত মুদ্রা ৪৯০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী।

সামস্-নগরের রৌপ্যমুদ্রা ৪৯৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই টাকার একদিকে উন্নতককুদ তুষারশুভ্র বৃষভমূর্ত্তি, এবং অপরাংশে সিংহমূর্ত্তি। কোন কোনটীতে শূলধারিণী হীরাদেবী অঙ্কিত। ৪৩৯ খৃঃ পূঃ এই স্থানে আথেন্সবাসিগণের অধিকৃত হয় এবং তদবধি গ্রীক-আদর্শে টাকা প্রস্তুত হইতে থাকে। এই সমস্ত মুদ্রায় সর্পদমনকারী হিরাক্লিস্ মূর্ত্তি এবং অপরাংশে অলিভপল্লবগুচ্ছ। পরবর্ত্তী মোহরাদি পৌরাণিক চিত্রে পরিপূর্ণ কোনটায় এসিয়াখণ্ডের 'সামিয়ান' (Samian) হীরামূর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই হিন্দু-দেবদেবীর অনুরূপ।

কোন কোনটায় পিথাগোরাসের অপূর্ব্ব প্রতিভাপূর্ণ মুখমণ্ডল। তাঁহার সম্মুখে ভূমণ্ডলের চিত্র (Globe)। পিথাগোরাস্ ঐন্দ্রজালিক যষ্টি দ্বারা ভূমণ্ডলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতেছেন। কেরিয়া-নগরে ৪৮০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মুদ্রা পাওয়া যায়। উহার একাংশে আফ্রোদিতি এবং অপরাংশে সিংহবাহিনী-মূর্ত্তি। কোন রাজকীয় মুদ্রায় হিরোক্লিসের মুখমণ্ডল অঙ্কিত। কতকগুলিতে আপলোর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় মুখমণ্ডল এবং অপরাংশে মৎস্যপৃষ্ঠারূঢ় এক নবীন যুবকের প্রতিকৃতি, কক্ষ-

কাংশে ইহা টরেন্টাম্ নগরের মুদ্রার অনুরূপ অনেকগুলিতে আজির (fig) ফলের গুচ্ছ। মিণ্ডাস্-নগরের মোহরাদিতে মিশরীয় শিল্পের প্রভাব দৃষ্ট হয়। আইসিসের মুকুটালঙ্কার ইহাতে অঙ্কিত। কেরিয়ার নরপতিগণ অতুল ঐশ্বর্য্যের জন্ত বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের মোহরাদি দ্বারা তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কেরিয়ার রাজগণের মধ্যে মসোলাস্, হাইড্রিয়াস্, পিক্সোদেরাস্ প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মসোলাসের বিধবা পত্নী আর্টিমিসিয়া রাজ্যশাসনে ভূয়সী কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মোহর শিল্পসৌন্দর্য্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কেরিয়ার মধ্যে কালিয়ার মুদ্রা ৪০০ খৃঃ পূঃ সময়ের। ইহার একাংশে কর্কটমূর্ত্তি এবং অপরাংশে পারসিক আদর্শবিশিষ্ট একটী মুকুট। কোন কোনটীতে হিরাক্লিসের রূপ। তৎপরে আলেক্‌সান্দরের মুদ্রাকাল। পরবর্ত্তিকালের মোহরাদিতে জেনোক্রনের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। মেজিষ্টা-নগরের টাকায় একাংশে 'হেলিও' (Helio) বা সূর্য্য এবং অপরাংশে একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল। রোড্‌স্ (Rhodes) দ্বীপের মোহরাদিতে অনেক তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। এই নগর ৪৮০ খৃঃ পূঃ সংস্থাপিত। এই স্থানের মোহরে পক্ষশালী শূকর ও অপরাংশে সিংহমূর্ত্তি, ওজন ফিনিকীয় মুদ্রার অনুরূপ। ইহার অধিকাংশে হেলিও মূর্ত্তি—ইহা শিল্পসৌন্দর্য্যের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। হেলিওর কুঞ্চিত কেশরাশির শোভা এবং স্ফুটনোন্মুখ গোলাপের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য মুদ্রাশিল্পের আশ্চর্য্য কীর্ত্তিস্তম্ভ। এই স্থানের রাজকীয় মুদ্রাগুলিতে নার্ভা হইতে মার্কাস্ অরেলিয়াস্ পর্য্যন্ত রোমক-সম্রাট্‌গণের নাম পাওয়া যায়। এই সময়ে পিত্তলের পয়সার যথেষ্ট প্রচলন হয়। লিসিয়া (Lycia) নগরের মোহরাদিতে এসিয়ার পৌরাণিক চিত্রের সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমুদায়ের অক্ষর, শিল্প ও চিত্রাদির সন্তোষকর ব্যাখ্যা অদ্যাবধি কেহ করিতে পারেন নাই। প্রাচীনতম মুদ্রার অক্ষরসহ এসিয়া-মাইনরের প্রাচীন লিপির সাদৃশ্য বিদ্যমান। ইহার আকার গ্রীক-অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, উহার প্রকৃত তত্ত্ব এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইহাতে নানাপ্রকার অসুর ও রাক্ষসমূর্ত্তি। তদ্ভিন্ন বহুবিধ জীবজন্তুর চিত্রও অঙ্কিত রহিয়াছে। মুদ্রাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন: যে, উহা ৫৮০ খৃঃ পূর্ব্ববর্ত্তী এবং আসুরীয় (Assyria) দেশের আদর্শ। উহার কতকগুলিতে সৌরজগতের চিত্রাবলী স্বরূপ এককেন্দ্রিক বৃত্তমালা দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটীতে বরাহমূর্ত্তি অঙ্কিত, বরাহ যেন দংষ্ট্রা দ্বারা প্রলয়পয়োধি হইতে ধরণী উদ্ধার করিতেছেন। পরবর্ত্তী মুদ্রায় আলেক্‌সান্দরের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রবিয়াসের রৌপ্যখণ্ডে বেণুবাদনপরায়ণ আপলো মূর্ত্তি। রাজকীয় মুদ্রায় অগষ্টাস্ এবং তৃতীয় গর্ডিয়ানের নাম দৃষ্ট হয়।

মাইরানগরের মুদ্রায় এক বিদ্যাঙ্গনা বৃক্ষশাখায় সমাসীনা। দুইজন সূত্রধর বিমুখ কুঠার লইয়া সেই বৃক্ষ ছেদন করিতেছে। কুঠারাঘাতে বৃক্ষ হইতে দুইজন নারী নির্গত হইয়া যেন কর্ত্তনকারিদ্বয়কে অঙ্গভঙ্গীতে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। এই চিত্রশিল্প সৌন্দর্য্যে অনুপম।

পম্ফিলিয়ার মুদ্রায় এসিয়ার শিল্পবৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী ইহার আরম্ভকাল। ইহার একাংশে এক এক বীরের প্রতিমূর্ত্তি এবং অপরাংশে (বলির যজ্ঞে ত্রিপাদভূমিপ্রার্থী বামনাবতারের ন্যায়) ত্রিপদচিহ্ন। পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরা বলেন, ইহা সূর্য্যের সাঙ্কেতিক নিদর্শন।

পার্গানগরের সম্রাজ্ঞীর চিত্রমুদ্রা অতি সুকৌশলে অঙ্কিত হইয়াছে। উহা ৪৮০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে নির্ম্মিত। ইহাতে দাড়িম্বদানা, মৎস্য এবং মনুষ্যচক্ষুঃ অঙ্কিত দেখা যায়। ইহার অর্থ অদ্যাপি অজ্ঞাত। কোন কোনটীতে আথেনা এবং নাইস্‌দেবীর মূর্ত্তি পরস্পর উত্তরদিকে চিত্রিত। ইহা গলেসিয়ার রাজা আমেন্তিসের মুদ্রার সদৃশ।

পিসিদিয়ার মুদ্রা সাধারণতঃ রাজচিহ্নাঙ্কিত। সিদিসিয়া নগরের মুদ্রা বিবিধ রহস্যের আকরস্বরূপ। এখানে খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন মুদ্রায় শিল্পসৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। ইহার একাংশে ছাগমূর্ত্তি অপরাংশে মুদ্রার ছাপমাত্র। কোনটীতে অশ্বারোহীর ধাবনপ্রৈপুণ্য। কোন মুদ্রায় দিব্যলাবণ্য-পরিশোভিতা অনবদ্যা আফ্রোদিতির দেহলতিকা। আফ্রোদিতি পদ্মাসনে সমাসীনা, অন্তরীক্ষে এরস্ (Eros) আসিয়া তাঁহার শিরোদেশে পুষ্পমালা অর্পণ করিতেছেন, একাংশে ডিওনিসিয়াস প্রেমবিহ্বল ভাবে অপাঙ্গ দ্বারা তাঁহাকে দেখিতেছেন। ইহার চিত্রশিল্প অতুলনীয়। অনেক গুলিতে এথেনার প্রতিমূর্ত্তি এবং অপরাংশে দ্রাক্ষাগুচ্ছ। তৎপরবর্ত্তী মুদ্রা আলেক্‌সান্দরের চিহ্নযুক্ত। কোনটীতে সিংহের মূর্ত্তি সমানভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

মুদ্রাতত্ত্বজ্ঞপণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সাইপ্রাস্ দ্বীপের প্রাচীন মুদ্রায় গ্রীক-আদর্শের কোন অনুকৃতি দৃষ্ট হয় না। ফিনিকীয় ও মিশরীয় প্রভাব ইহাতে সর্ব্বতোভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। অক্ষরগুলি এসিয়ামাইনরের ভাষান্তর্গত গ্রীক অক্ষর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং নূতন প্রণালীতে উৎকীর্ণ।

এই সমস্ত মুদ্রায় বৃষ, ঈগল (ঠিক গরুড়ের ন্যায়), মেষ, সিংহ, হরিণ, হরিণাক্রমণকারী সিংহ, স্ফিঙ্কস্ প্রভৃতি নানা প্রাণীর প্রতিকৃতি খোদিত হইয়াছে। দেবদেবীর মধ্যে আফ্রোদিতি, হিরাক্লিস, আথেনা, হার্মিস, জিয়াস্ এবং আমন প্রধানতঃ অঙ্কিত। কোনটীতে বৃষভারূঢ়া দেবী (ভবানী ?), কোনটীতে বা মেষবাহিনী অষ্টার্ট বা ফিনিকীয় আফ্রোদিতি। আলেক্‌সান্দারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল মুদ্রাই নরপতি-বিশেষের চিহ্নাঙ্কিত। মুদ্রাতলে অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়। ইভাগোরাস্, নিকোক্লিস্, নিকাগোরাস্ প্রভৃতি ১০ জন নরপতির রাজ্যকাল অনায়াসে নির্ণয় করা যায়। প্রথম তলেমীর ভ্রাতা মেনেলাস্ এই বংশীয় শেষ রাজা। ইহার রাজত্বকালে স্বর্ণমুদ্রার একাংশে সিংহমূর্ত্তি। কোন মুদ্রায় অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষণ প্রস্তরময় লিঙ্গমূর্ত্তি (শিবলিঙ্গের অনুরূপ)।

লিদিয়ার প্রাচীন মুদ্রায় অনেক নরপতির লুপ্ত কীর্ত্তি-কলাপ দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রিজিয়ার মুদ্রা অনেকাংশে লিদিয়ার মুদ্রার অনুরূপ। মুদ্রাতলে ফ্রিজিয়া রাজগণের বংশ-প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রদেব বা লুনাসের প্রতিমূর্ত্তি। অনেক স্থলে মিনসের (Minos) চিত্রও দেখা যায়। ফ্রিজিয়ার মুদ্রা জলপ্লাবনের উজ্জ্বল নিদর্শন 'নোহের আর্কের' নিম্নে (NΩE) এইরূপ নানাপ্রকার উৎকীর্ণ লিপি।

গলেসিয়া নগরের মুদ্রায় সম্রাট্ ত্রোজানের নামাঙ্কিত পিত্তলমুদ্রা প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। কাপাদোকিয়া নগরের মুদ্রায় গ্রীক শিল্পের বিন্দুমাত্র ছায়াপাত নাই। মুদ্রাতলে এক পর্ব্বতের চিত্র, তদুপরি দিব্যকান্তিময়ী পর্ব্বত-নন্দিনীর প্রতিমূর্ত্তি। অনেকে বলেন, ইহা 'আর্গিয়াস্' পর্ব্বতের চিত্র। পরবর্ত্তিকালে পারস্ত-বংশোদ্ভূত পরাক্রান্ত সম্রাট্ ৪র্থ এরিয়া-রেথিসের মুদ্রা পাওয়া যায়। ইহা ২৮০ খৃঃ পূঃ সমকালীন। কাপাদোকিয়া-নরপতি অরোফানিসের মুদ্রাসৌন্দর্য্য চিত্রে অনুপম। পরবর্ত্তিকালের মুদ্রায় আর্মেণীয় রাজাদিগের নাম পাওয়া যায়।

সিরিয়াদেশের প্রাচীনতম মুদ্রা পিত্তলনির্ম্মিত। এই দেশে তলেমী বংশের সমকালীন বহু মুদ্রা পাওয়া যায়। অনেক মুদ্রা মিশরীয় মুদ্রার অবিকল অনুরূপ। এই সমস্ত মুদ্রা দ্বারা খৃঃ পূঃ ৪র্থ হইতে ১ম শতাব্দী পর্য্যন্ত সিরিয়ার ইতিহাস জানিতে পারা গিয়াছে। মুদ্রার ওজন ফিনিকীয়। প্রথম সলুকাস্ আলেক্‌সান্দরের মূর্ত্তিযুক্ত স্বর্ণমুদ্রা এই দেশে প্রচলিত করেন। ইহার কিছুকাল পরে সিরিয়ার মুদ্রাশিল্পে প্রাচ্যরীতির অনুকরণ হইতে থাকে। এই যুগের মুদ্রায় শৃঙ্গযুক্ত বৃষের মস্তক এবং অপরাংশে শৃঙ্গযুক্ত অশ্বমুণ্ড। কোনটীতে সিংহচর্ম্মাবৃত বৃষশৃঙ্গ-শোভিত আলেক্‌সান্দরের মূর্ত্তি। ফলতঃ বৃষ ও সিংহ দেবতার বাহন বলিয়া একালে সর্ব্বত্র পূজনীয়ভাবে পরিগৃহীত হইত। কোন মুদ্রায় জিয়া-সের মস্তক এবং অপরাংশে বৃষশৃঙ্গযুক্ত চতুরশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া আথেনাদেবী যুদ্ধ করিতেছেন। কোন মুদ্রায় তিনি দুইটী হস্তি-সংযোজিত রথে আরোহণ করিয়া অসুর সংহারে উদ্যতা। এই সমস্ত মুদ্রায় সলুকাস্ এবং তৎপুত্র অন্তিওকাসের নাম পাওয়া যায়। কোন কোনটায় হিরাক্লিস ও আপলো। তৎপরে ২য় সলুকাস্, ২য় অন্তি-ওকাস্ এবং ৩য় সলুকাস্ ও ৩য় অন্তিওকাসের মুদ্রায় অনেক তত্ত্বের মীমাংসা হইয়া থাকে। ৩য় অন্তিওকা-সের বীরত্বব্যঞ্জক বদনমণ্ডল রাজোচিত ঔদার্য্য ও গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। ইহাঁর মোহর তলেমীর মোহর অপেক্ষা কোন কোন অংশে উৎকৃষ্ট। এই মোহরের পশ্চাদ্ভাগে বংশীবাদননিরত আপলো অথবা কোন মদকল-গজেন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি। সোলন ও আকিয়াসের অনেক তাম্রমুদ্রা পাওয়া যায়। ৪র্থ অন্তিওকাসের মুদ্রায়—তাঁহার দারুণ দুর্দ্দান্ততা ও অত্যাচার-কাহিনী অস্ফুট ভাষায় পরিব্যক্ত। এই কালীন বহুসংখ্যক পিত্তল খণ্ডে জিয়াসের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম দেমিত্রিয়াসের রাজত্বকালের মুদ্রায় শিল্পের নূতন আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ের রৌপ্যখণ্ডে টঙ্কশালার নাম প্রচলনের তারিখ আছে। কোন কোনটি দেমিত্রিয়াস্ ও তাঁহার মহিষী লেওদিস্ পাশাপাশি (হরগৌরী মূর্ত্তির ন্যায়) অঙ্কিত। বৃটীশ মিউজিয়ামে ইহা সংরক্ষিত আছে। এই সময়ের কোন কোনটায় বাবিলনের এক বিদ্রোহী রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তৎপরে ফিনিকীয় আদর্শে নির্ম্মিত দ্বিতীয় দেমিত্রিয়াস্ (দেবমিত্র) ও ৬ষ্ঠ অন্তিওকাসের মুদ্রা অনেক পাওয়া যায়। ইহা শিল্পসৌন্দর্য্যে দর্শকের চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। ইহাতে গ্রীকশিল্পের অনুকরণ নাই—তথাপি এই প্রাচ্য শিল্পের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও কলানৈপুণ্য অবলোকন করিলে শিল্পীকে শত কণ্ঠে ধন্যবাদ করিতে হয়। শিল্পী মুদ্রাতলে স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী মুদ্রাতলে অত্যাচারী নরপতি ট্রাইফনের যে মনোমোহন আনুমানিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা শিল্প সৌন্দর্য্যের অনুপম আদর্শ। রাজার মুকুটশীর্ষে ছাগশৃঙ্গ বিরাজিত, নিম্নে নর-পতির নাম ও তাঁহার 'অটোক্রেটর' উপাধি সন্নিবেশিত

আছে। এই সময়ের অনেক মুদ্রায় একটী নোঙর এবং স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরক। ৯ম দেমিট্রিয়াসের মুদ্রা দ্বারা এসিয়াখণ্ডের ইতিহাসের অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন পত্র আলোকিত হইয়াছে। যৎকালে দেমিত্রিয়াস্ পার্থিব নরপতি কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া কারাগৃহের অন্ধকারপ্রকোষ্ঠে কালযাপন করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার রাজ্যস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ মুদ্রাতলে তাঁহার দীর্ঘশ্মশ্রুল মুখমণ্ডল অঙ্কিত করিতেছিল—এই মুদ্রায় শোকসূচক চিহ্নের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার কারামুক্তি হইবার পর প্রকৃতিপুঞ্জ মহোল্লাসে তাঁহার ক্ষুরখণ্ডিত শ্মশ্রুহীন মুখমণ্ডল মুদ্রাতলে অঙ্কিত করিয়াছিল। তাঁহার বিধবা পত্নী ক্লিওপেট্রা বহুদিন পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার মুখাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া যায়। মুদ্রাঙ্কিত তাঁহার মুখমণ্ডলে অবলাজনসুলভ লালিত্যের অভাব দৃষ্ট হয়, ইতিহাস তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে ভাল কথা বলে না। শিল্পীর শারীরবিজ্ঞানের সহিত মানসচিত্রের সামঞ্জস্য দেখিলে শতকণ্ঠে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে হয়। ইহাঁর পুত্র ৮ম অন্তিওকাস্ সুন্দর মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী মুদ্রায় আর্ম্মেনীয় সম্রাট্ টাইগ্রেনিসের হীরকখচিত মুকুট শিল্পসৌন্দর্য্যের পরিচায়ক। মুদ্রার অপরাংশে অরন্তি (Orotne) অন্তিওকের পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছেন। ইহা দ্বারা ইতিহাসের বহুতত্ত্ব নির্ণীত হয়।

সিরিয়াদেশের অন্যান্য নগরের মধ্যে সিরহাস্ ও হিয়াপোলিস্ নগরের মুদ্রাই উৎকৃষ্ট। এই সমস্ত মুদ্রাতলে নানারূপ উৎকীর্ণ লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি গ্রীকশিল্পের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সিরিয়ার প্রাচীন মুদ্রায় প্রাচ্যশিল্পের সম্পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয়। কোনটীতে দিব্যলাবণ্যপরিশোভিতা কিরাতবেশা ভবানীর ন্যায় এক অনুপম-সৌন্দর্য্যশালিনী সিংহবাহিনী শূলধারিণী রমণীমূর্ত্তি। কোনটীতে দুইটী সিংহযোজিত-রথ-মধ্যস্থ সিংহাসনে সমাসীনা দেবীমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে সৈবলী (Cybele) দেবীর অনুরূপ।

অন্তিওক ও অরন্তিস্ নগরের মুদ্রাও সম্পূর্ণরূপে প্রাচ্যশিল্পের আদর্শে নির্ম্মিত। ইহা দ্বারা অনেক ঐতিহাসিকতত্ত্ব জানিতে পারা যায়। পরবর্ত্তিকালের মুদ্রায় গ্রীক ও লাটিনলিপি দেখিতে পাওয়া যায় এবং মুদ্রোৎকীর্ণ লিপি দ্বারা [illegible] অব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ফসেলিয়ান্, সিজারিয়াস্ ও আন্তিয়াস্ অব্দই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোন মুদ্রায় কারাকেল্লার মুখমণ্ডল, কোন মুদ্রায় অন্তিওক উপবিষ্ট এবং তাঁহার পদতল হইতে অরন্তিস্ নদী প্রবাহিত (বিষ্ণুপদীর ন্যায়) হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যশিল্পী ইউটিডাইডস্ এই শিল্পকীর্ত্তির নির্ম্মাতা। অন্যান্য মুদ্রায় স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলমধ্যবর্ত্তী স্বর্গীয়াস্ত্র বজ্র এবং ঈগলমূর্ত্তি (বোধ হয় যেন গরুড়ের অঙ্কে জুপিতর কর্ত্তৃক বজ্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে)। একাংশে দীর্ঘজটাশীর্ষ তালতরু সগর্ব্বে জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর ন্যায় দণ্ডায়মান। হাড্রিয়ানের সমকালীন মুদ্রয়ে ঈগল পক্ষী বৃষের পদ লইয়া উড়িয়া যাইতেছে। ইহার সম্বন্ধে এইরূপ জানিতে পারা যায় যে, কোন রাজা গোমেধযজ্ঞসমাপ্তিকালে গোবধ করিয়া পূর্ণাহুতি দিবেন, এমন সময়ে ইন্দ্র বা জিয়াস্-বাহন ঈগল নিহত বৃষের একখানি 'পা' লইয়া উড়িয়া গেল। যিনি যজ্ঞাধিপতি এবং যথাংশভাজিগণের অগ্রণী, তাঁহার বাহন গোমাংস লইয়া গেল, ইহা যজ্ঞের শুভ লক্ষণ মনে করিয়া নরপতি মুদ্রাতলে এই স্মৃতি সংরক্ষিত করিয়াছিলেন। জিয়াস্ কেসিয়াসের মন্দিরমধ্যস্থ (শিবলিঙ্গের অবিকল অনুরূপ) একটী প্রস্তরময় লিঙ্গদেবতা মুদ্রাতলে অঙ্কিত। সেই যজ্ঞক্ষেত্র ও লিঙ্গমন্দির তৎকালে তীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজকীয় মুদ্রায় সিরিয়ার বহুসংখ্যক নরপতির নাম পাওয়া যায়। সাল্‌পিসিয়াস, উরেনিয়াস্ ও আন্টোনাইস্ প্রভৃতি রোমক সম্রাট্‌গণেরও চিহ্ন মুদ্রাতলে অঙ্কিত। ভেলেরিয়া এবং দিওক্লিসিয়ানের নামও মুদ্রায় খোদিত আছে।

অপামিয়া নগরে সলেউকিয় নৃপতিগণের (সিলিউকাস্-বংশীয়) নামাঙ্কিত মুদ্রায় হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এমেসানগরের মুদ্রার একাংশে মন্দিরমধ্যবর্ত্তী প্রস্তরময়ী (শিব) লিঙ্গমূর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত নানা গূঢ়ার্থক আধ্যাত্মিক চিহ্নের পরিচয় পাওয়া যায়। কতকটা তান্ত্রিক যন্ত্র ও বীজাঙ্কুরাদির অনুরূপ। এসিয়ামাইনরের প্রাচীন লিপি শোভিত,—ইহাতে গ্রীক-সাদৃশ্যের লেশমাত্র নাই। সিবিয়া ও ফিনিকিয়া আদর্শে নির্ম্মিত হীরকখচিত মুকুটভূষিত এক অবগুণ্ঠনবতী লাবণ্যময়ী ললনামূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এ স্থানের অধিকাংশ মোহরাদিতে মন্দিরমধ্যস্থ প্রস্তরময় লিঙ্গের প্রতিকৃতি এবং এক প্রকার ত্রিপত্র (সর্ব্বাংশে বিল্বপত্রের অনুরূপ) লিঙ্গ সমীপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। হেলিওপোলিস্ নগরের মোহরাদির দুই পার্শ্বে দুইটী প্রকাণ্ড মন্দির, একটী মন্দিরে শস্যশীর্ষালঙ্কৃত এক দেবীমূর্ত্তি অপরাংশে আক্রোপলিসের প্রস্তরসোপান্ এবং মন্দির মধ্যে নানারূপ পূজার উপকরণ দেখা যায়।

সিরার মধ্যে ফিনিকিয়ার মুদ্রাই সর্ব্বাপেক্ষা বহুসংখ্যক এবং বিবিধ বৈচিত্র্যবিশিষ্ট। ফিনিকবণিক্‌গণ জলধি-সঙ্গিনী

লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করিবার জন্য সাগরে সাগরে বাণিজ্যতরণী প্রেরণ করিয়াছিল। কমলা চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে বহুদিন ভজনা করিয়াছিলেন—শেষে তাঁহার চঞ্চলা নামের সার্থকতা দেখাইয়াছিলেন।

ফিনিকমুদ্রায় তদ্দেশীয় ঐশ্বর্য্যশালিতার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানকার প্রাচীন মুদ্রায় কোন তারিখ দেওয়া নাই। এজন্য প্রাচীনতম মুদ্রার সময়ে নিশ্চিত কি না, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। ফিনিক-মুদ্রায় কোন বৈদেশিক শিল্পের অনুকরণ নাই, বরং ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার শত সহস্র অনুকরণ হইয়াছে। প্রাচীনতম গ্রীকমুদ্রাশিল্প স্বতন্ত্র হইলেও ওজনে বা ভাবে ফিনিক-আদর্শবিশিষ্ট। ইহাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ফিনিক-মুদ্রায় পাশ্চাত্য মুদ্রাশিল্পের অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রাথমিক যুগের মুদ্রাতলে রণতরীর চিত্র এবং অপরাংশে মৎস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইহাই ফিনিক-সভ্যতার প্রথম সোপান। তখনও ফিনিকগণ বাণিজ্যলক্ষ্মীর পূজা করিতে শিক্ষা করে নাই—তখন তাহারা জয়লক্ষ্মীর উপাসক—বাহুবলের প্রাধান্যলাভে অগ্রণী। পরবর্ত্তী মুদ্রায় রণতরীর পরিবর্ত্তে ময়ূরপঙ্খী চিত্রিত হইল—তখন জাতীয় হৃদয়ে ধনলিপ্সা ও বিলাস-বৈভব-প্রদর্শনের ইচ্ছা বলবতী হইতেছে, সভ্যতার অঙ্গস্ফুরণ হইতেছে—এই সময়ের ফিনিক-মুদ্রায় অনেক বৈদেশিক অনুকরণ দৃষ্ট হয়, অদ্যাপি তাহার সুমীমাংসা হয় নাই।

ফিনিক মোহরাদির দ্বিতীয় যুগে পারসিক ও গ্রীকআদর্শ প্রবেশ করিয়াছে। এই সময়ের মোহরাদিতে পারস্যরাজের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। অপরাংশে মৎস্যদেবতা 'দৈগন' (Dagon)। ফিনিকলিপি-মুদ্রায় উৎকীর্ণশিল্প সম্পূর্ণ প্রাচ্যভাবাপন্ন। ফিনিকলিপিমালায় ৩ প্রকার অক্ষর দৃষ্ট হয়—কোন্‌গুলি কোন্‌-যুগের তাহা সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিতে হয়। দ্বিতীয় যুগের মুদ্রা ৪০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের। উহার একাংশে সশস্ত্র সৈন্য-পরিবৃত উচ্ছ্রিতধ্বজ রণতরি, অপরাংশে একটী দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্যদুর্গের প্রতিকৃতি, দুইটী ভীমাকার সিংহ সিংহদ্বার রক্ষা করিতেছে। পরবর্ত্তিকালের মোহরাদিতে কোন রাজা কর্ত্তৃক নিহন্যমান সিংহমূর্ত্তি। কোনটীর একাংশে সুসজ্জিত রণতরি, অপরাংশে যুদ্ধবেশে সজ্জিত রথারোহী নৃপতি। পরবর্ত্তী মুদ্রার একাংশে তিমি মৎস্য এবং অপরাংশে সিন্ধু-ঘোটকোপরি উপবিষ্ট ধনুর্দ্ধারী এক নৃপতিমূর্ত্তি। কোন মুদ্রায় পেচকের প্রতিকৃতি অঙ্কিত। পেচক মিশরীয় জাতীয় পতাকায় মুদ্রিত থাকিত। ৪০০ খৃঃ পূঃ মুদ্রার একাংশে 'কাস্তে' এবং অপরাংশে 'কুলা' অঙ্কিত। কৃষিজীবনের অস্ত্র অঙ্কিত থাকায়, পণ্ডিতগণ তদানীন্তন কৃষিপ্রাধান্য অনুমান করিয়াছেন। এই যুগে মিশরীয় শিল্পের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় যুগের ফিনিক মোহরাদির ওজন পারসিক-আদর্শের অনুরূপ। এই সময়ের মুদ্রায় 'মেলকার্থ' নামক এক রাজার নাম এবং অপরাংশে রণতরীর চিত্র দৃষ্ট হয়। ইহার পরবর্ত্তী সমস্ত মোহরে তারিখ অঙ্কিত আছে। টঙ্কশালা ও রাজার নামও এই সময়ের (খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর) মোহরে আছে। তৎপরবর্ত্তী মুদ্রাযুগে সলেউকীয় ও তলেমীবংশীয় 'আলেক্‌সান্দার'মুদ্রার বিপুল অনুকরণ হইয়াছিল। পোসিদনের অভিনব মূর্ত্তি মুদ্রাতলে অঙ্কিত দেখা যায়। ইহা গ্রীক পোসিদনের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। ইহাতে বোধ হয়, পোসিদন ফিনিকগণের আদিম দেবতা। এতদ্ভিন্ন বেরিতিস (Berytys) দেবীর চিত্র ও তাঁহার মুদ্রা ইহার অপরাংশে দৃষ্ট হয়। এই সময়ের মোহরে ফিনিকীয় অষ্টকাবেরী (Cabire) দেবী (অষ্টনায়িকা) গণের চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। ব্যব্লস্‌ (Byblus) রাজার সময়ে ৪০০ খৃঃ পূঃ মুদ্রায় গ্রীক ও ফিনিক উভয় শিল্প সম্মিলিত হয়। এই সময়ে মুদ্রাতলে উৎকীর্ণ মন্দিরগুলির শিখর কোণাকার (Conical) মন্দিরমধ্যবর্ত্তিনী সিরিয়াদেশের এক দেবীমূর্ত্তি। তাঁহার এক হস্তে সুধাভাণ্ড ও অপর হস্তে পদ্মকলিকা (সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূতা লক্ষ্মীর ন্যায়?) অন্য দেবীমূর্ত্তির হস্তে 'পেপাইরাসের' পুঁথি (সম্ভবতঃ সপত্নী লক্ষ্মী-সরস্বতীমূর্ত্তি?) মন্দির মিশরীয় স্থাপত্যশিল্প-নিম্মিত। দেবীমূর্ত্তির নিকট একটী সুন্দর বিহঙ্গমমূর্ত্তি। তৎপরে খৃঃ পূঃ ১৯৮ হইতে ১৫৩ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত সম্রাজ্ঞী বাণিসের রাজত্বকালে নানা প্রকার স্বর্ণ ও তাম্রমুদ্রার প্রচলন দেখা যায়।

সিডননগরের মুদ্রা আলেক্‌সান্দরের সমসাময়িক এবং তাহার পরবর্ত্তী। মোহরাদিতে ২য় তলেমী, ২য় আসিনো ৩য় তলেমী, ৪র্থ তলেমী, ৪র্থ অন্তিওকাস্‌ এবং সলোকীয় রাজগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্ণমুদ্রায় নগরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মস্তক এবং নৌকার কর্ণপ্রান্তে এক ঈগল পক্ষীর মূর্ত্তি—তাহার অদূরে তালবৃক্ষের প্রতিকৃতি। পিত্তল মুদ্রায় বৃষভারূঢ়া ইউরোপা দেবী। নিম্নে ফিনিকলিপি উৎকীর্ণ। অন্যত্র তলে একখানি চক্রের উপরিভাগে নির্ম্মিত একটী মন্দির। কোনটীতে অষ্টাটি এবং আফ্রোদিতির প্রতিমূর্ত্তি। এই সমস্ত মুদ্রায় যেরূপ পূজাপ্রথা অঙ্কিত দেখা যায়, তাহা অনেকাংশে হিন্দু-দেবদেবীপূজার অনুরূপ। এই সমস্ত প্রাচীন মুদ্রা জুলিয়াস্‌ সিজারের রাজত্বকালে বিরলপ্রচার হইয়া যায়।

এই সকল মোহরাদির যথার্থ রহস্য আজিও অন্ধকারের গর্ভে নিহিত। টায়র (Tyre) নগরের মুদ্রা সিডনের স্তায় কৌতূকাবহ। টায়র স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্ব্বে সলোকীয়রাজগণ এই স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রাথমিক মুদ্রায় হিরাক্লিসের মূর্ত্তি এবং অপরাংশে তরণীর কর্ণধাররূপে ঈগল পক্ষী উপবিষ্ট। পরবর্ত্তী মুদ্রায় এক কুণ্ডলীকৃত অজগর সর্প খর্জ্জুর বৃক্ষতলে একটী ডিম্ব বেষ্টন করিয়া ফণা উত্তোলনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক্ বিলোকন করিতেছে। ফিনিকদেশে তৎকালে খর্জ্জুর বৃক্ষের পূজা হইত। তৎপরবর্ত্তী মুদ্রায় বৃক্ষতলে হরিণশিশু এবং একটী স্ফুটনোন্মুখ-পুষ্পের উপর গুঞ্জনপটু মধুকরের চিত্র। কোনটীতে নাইস্ দেবী তালবৃন্তসঞ্চালনে নৈদাঘতাপ দূর করিতেছেন।

পালেস্তিন।

পালেস্তিনের গালিলি-প্রদেশে তলেমীবংশের রাজত্বকালের মুদ্রা দৃষ্ট হয়। কোন কোনটীতে প্রাচীন সম্রাট্দিগের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। গদারানগরে সম্রাটের নামাঙ্কিত এক প্রকার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সামারিয়ানগরে সিজরের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; ইহার একাংশে গেরিজিন-পর্ব্বতের চিত্র, পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে উন্নতচূড় অনেকগুলি মন্দির বিরাজিত। ৭ম অস্তিওকাসের যে মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহাতে উদ্ভিন্নমান পঙ্কজকোরকধারিণী এক ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি। রোমক-সম্রাট্গণের মুদ্রায় ১০ম পল্টনের (Tenth Legion) চিত্র অঙ্কিত। অপরাংশে শূকর-শিশুর প্রতিমূর্ত্তি। কোনটীতে অলেভিস্ তলেমীর অলৌকিক লাবণ্যবতী কন্যা ক্লিওপেট্রা এবং তাঁহার ভ্রাতৃভর্ত্তার চিত্র যুগপৎ অঙ্কিত।

য়িহুদী।

৭ম অস্তিওকাসের রাজত্বকালে য়িহুদিগণ স্বতন্ত্রভাবে মোহরাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এই সমস্ত মুদ্রার নাম 'সেকেল' (Shekel), ইহা ফিনিক-আদর্শে চিত্রিত। প্রত্যেক মুদ্রায় ইসরাইলের সেকেল ও তাহার তারিখ এইরূপ লিখিত আছে। অপরাংশে জেরুসলেম নগরের নাম উৎকীর্ণ। অন্যান্যগুলিতে স্ফুটনোন্মুখ কমলকলিকা। জুদা এরিষ্টোবুলাসের মুদ্রায় হিব্রু ও গ্রীক উভয় ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি দৃষ্ট হয়। জোনাথন ও অন্তিগোনাসের সময়ের অনেক মুদ্রা পাওয়া যায়। তৎপরবর্ত্তী কালের মহানুভব হিরোড ও ২য় হিরোড এগৃপারে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইস্রেল অধিপতি সাইমনের রৌপ্যমুদ্রা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার একাংশে একটী সিংহদ্বার অঙ্কিত আছে।

আরব, আসিরিয়া, বাবিলন।

আরবদেশে মেসোপোটামিয়া ও ওডেসা নগরে রোমক-সম্রাট্গণের মুদ্রা পাওয়া যায়। তৎকালে এই সমস্ত দেশ রোমক-রাজ্যের উপনিবেশ স্বরূপ ছিল। আসুরীয়-রাজ্যে নিসিবিথ্ ও রেসেনানগরে রোমকমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। নিনেভ নগরে এই রাজ্যের প্রাচীনতম মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু সেগুলির যথার্থতত্ত্ব এখনও অনাবিষ্কৃত। তাহাতে গ্রীক-শিল্পের কোন অনুকরণ নাই। শিল্পের আদর্শে নানারূপ দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখা যায়। কোনটীর একাংশে কুণ্ডলিত ফণীর ফণামণ্ডলে এক কমনীয়কান্তি বালকের আকৃতি। অপরাংশে একটী মন্দিরে দেবপূজার নিদর্শন। সংকরের ঘটের মত দেবীপ্রতিমা সমক্ষে এক জলপাত্র অঙ্কিত। বাবিলোনিয়ায় সোলন ওতিমাকাসের সমকালীন অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

মিশর।

এসিয়া ও য়ুরোপের তুলনায় আফ্রিকার মুদ্রাসংখ্যা অতি অল্প। মিশরীয় মুদ্রাগুলি ভৌগোলিক নামানুসারে সজ্জিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, পুরাকালে মিশরীয় সভ্যতার প্রাথমিক সোপানে খৃঃ পূঃ ৫০০০ অব্দে মিশরে প্রস্তরমুদ্রার প্রচলন ছিল। কিন্তু অদ্যাপি তৎসম্পর্কীয় কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাচীন মিশরের আবিষ্কারকগণ কর্ত্তৃক সমাধিস্থান ও পিরামিডের গুপ্ত প্রকোষ্ঠে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ইলেক্ট্রাম্ ও পিত্তল-নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়কের ন্যায় বহুসংখ্যক 'রিং' আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ বলিতেছেন যে, ঐ গুলিই মিশরীয় সভ্যতার আদিম যুগের মুদ্রা। পারসিক-আক্রমণের পর হইতে মিশরে পারসিক মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। ১ম দরায়ুসের রাজত্বকালে মিশরে আর্য্যানদেশ (Aryandes) বা আর্য্যদেশ নামক স্থানে সর্ব্বপ্রথমে ছাঁচে ঢালা মুদ্রা প্রচলিত হয়। এই কালের পেপাইরি বা হস্তলিখিত পুঁথি পাঠ করিলে, নবপ্রচলিত মুদ্রার কথা জানিতে পারা যায়। তৎপূর্ব্বে ঐরূপ কোন মোহরাদি দৃষ্ট হয় না। এই নবপ্রচলিত মুদ্রা ফিনিক-শিল্পাদর্শে নির্ম্মিত। তৎপরে আলেক্‌সান্দারের রাজত্বকালে গ্রীক শিল্পের নূতন আদর্শে মোহর নির্ম্মিত হইতে থাকে। প্রথম তলেমীর রাজত্বকালে নূতন প্রণালীতে মুদ্রাশিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত মিশরে উক্ত মুদ্রা অব্যাহত ভাবে প্রচলিত ছিল।

মিশরীয় মুদ্রায় যে পারসিক-সম্রাট্দিগের প্রতিকৃতি অঙ্কিত, তাহার শিল্পসৌন্দর্য্য সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। সাইপ্রাসে ফিনিক

এবং অন্যান্য বিদেশীয় টঙ্কশালার মুদ্রাও এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছিল। যৎকালে সলোকীয় নরপতিগণ এসিয়াখণ্ডে মুদ্রাশিল্পের চরমোৎকর্ষ লাভ করিতেছিলেন, তৎকালে তলেমাবংশীয় মিশরের নৃপতিগণের মুদ্রাশিল্প মিশরীয় চিত্রশিল্পের অনুকরণে ব্যাপৃত বলিয়া মনে হয়। মোহরের একাংশে ১ম তলেমীর মস্তক এবং অপরাংশে তাঁহার মহিষীর প্রতিমূর্ত্তি। দ্বিতীয় আর্সিনো, ৪র্থ তলেমী এবং ১ম ক্লিওপেট্রার মুদ্রায় রাজদম্পতীর চিত্র এবং অপরপার্শ্বে অভিষেকনিযুক্ত পুরোহিত-চিহ্ন দেখা যায়। কোন কোন মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগে ঈগলপক্ষী ও বজ্রমূর্ত্তি। অনেকগুলিতে হস্তিচর্ম্মাবৃত বৃষশৃঙ্গমণ্ডিত আলেক্‌সান্দরের মূর্ত্তি। কোন মুদ্রায় পেচকবাহিনী পল্লাসের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। মিশর-সম্রাট্ ২য় তলেমী ফিনিকিয়া পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। তদানীন্তন মিশরীয় মুদ্রা ফিনিকিয়াদেশে পাওয়া যায় ফিলাডেলফাসের রাজত্বকালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিত্তল-মুদ্রা প্রচলিত হয়। উহার ওজন ১৪০০ হইতে ১৫০০ গ্রেণ অর্থাৎ প্রায় ৮ ভরি।

৩য় তলেমী এবং তাঁহার যুদ্ধবিশারদা মহিষী ২য় বার্ণিস সুন্দর সুন্দর মোহর প্রচলিত করিয়াছিলেন। পতির মৃত্যুর পর, সম্রাজ্ঞী ২য় বার্ণিস বহুদিন প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মুদ্রাতলে বার্ণিসের যে লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য্যশালিনী মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা শিল্পীর অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যসূচক। ১ম ক্লিওপেট্রা তাম্রমুদ্রা প্রচলিত করিয়া তাহাতে স্বীয় প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিলেন,—ইহাও মুদ্রাশিল্পের সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অনুপম দৃষ্টান্ত। ইহার পরে ফিলোমেটরদিগের মোহরাদি বহুকাল পর্য্যন্ত মিশরে প্রচলিত হইয়াছিল। তৎপরে মিশরমহিষী সুপ্রসিদ্ধ ৭ম ক্লিওপেট্রা—যাঁহার লাবণ্যরজ্জুতে বিপুল-পরাক্রম বীরপুরুষ জুলিয়াস্ পিঞ্জরবদ্ধ হইয়াছিলেন, বীরত্ব-গর্ব্বিত আণ্টোনি যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য রোমকসাম্রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং যাঁহার বিরহবেদনায় উন্মত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, অদ্বিতীয় চিত্রশিল্পী গিডো যাঁহার ভুবনমোহিনী প্রতিমা অঙ্কিত করিয়া জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন, সৌন্দর্য্যের সেই সুবর্ণ প্রতিমা-রূপিণী মুদ্রাতলে বিলাসবিভ্রমে স্বীয় চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মুদ্রাতলে ক্লিওপেট্রার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা বিভ্রমবিলাসই অধিকতর অঙ্কিত হইয়াছে, ইহাতে জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনীর প্রশান্ত সৌন্দর্য্যের ন্যায় কমনীয় ভাব নাই, এই বিলাসবিভ্রমমণ্ডিতা ক্লিওপেট্রা-মূর্ত্তি মরীচিকার ন্যায় দর্শকের নয়ন ঝলসিয়া দেয়।

তৎপরে মিশরে রোমকাধিকার। এই সময়ে মিশরে মুদ্রাশিল্পের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে আলেক্‌সান্দ্রিয়ানগরীর মুদ্রা-শিল্প সৌন্দর্য্যে, বৈচিত্র্যে এবং পুরাতত্ত্বের রহস্যোদ্‌ঘাটনে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত মুদ্রা শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইলে দেখা যায় যে, সম্রাট্ অগষ্টাসের সময়ে ইহার আরম্ভ এবং আটিলিয়াস্ ডোনেসিয়াস্ ডোনেসিয়ানাসের সময়ে ইহার অবসান হয়। এই সময়ে দিওক্লিসিয়ান্ আবার গ্রীক-আদর্শ মিশরে প্রচলিত করেন। যে সমস্ত মুদ্রায় মিশরীয় ও গ্রীকশিল্পের সম্মিলন দেখা যায়, তৎসমুদায়ে মিশরের পৌরাণিক চিত্রই বহুল পরিমাণে অঙ্কিত। কোনটীতে মিশরের সূর্য্যমন্দির উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত।

তৎপরবর্ত্তিকালে ট্রোজান, হাড্রিয়ান্ এবং অন্তোনিয়াস্ পায়াস্ প্রভৃতি রোমসম্রাট্‌গণের বহুসংখ্যক মুদ্রা মিশরে পাওয়া যায়। অন্তোনিয়াসের রাজত্বকালে ১৩৮ খৃষ্টাব্দে মিশরীয় মুদ্রায় জ্যোতিশ্চক্রের এক অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। উহা সথিয়াক্ সম্বৎসরের (Sothiac Cycle) ১৪৬০ বৎসরে খোদিত হয়। এতদ্দ্বারা মিশরীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতির নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহার পরবর্ত্তিমুদ্রায় নগরের নামাদি ও তারিখ সমস্ত চিত্রিত আছে। অনেক মুদ্রায় মিশরীয় পূজাপদ্ধতির চিত্রাদি অঙ্কিত আছে। পলুসিয়ান্ নগরের মুদ্রা চিত্রশিল্পে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আফ্রিকার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা সাইরেনেকা প্রদেশের মুদ্রা দ্বারা ইতিহাসের অনেক তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে। ৬৪০ খৃঃ পূর্ব্বেও এখানে বহুসংখ্যক গ্রীকমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। বট্টাস (Battus)-বংশের রাজত্বকাল হইতে অগষ্টাসের সময় পর্য্যন্ত ৭ শত বৎসরের নানা প্রকার মুদ্রা এস্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাইরিন্ ও বার্কা নগরে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ মুদ্রা পাওয়া যায়। ইহাতে প্রধানতঃ জিয়াসের মূর্ত্তি এবং অপরাংশে 'সিলফিয়া' বৃক্ষের প্রবালপল্লবমালা। এখানে ৪৫০ খৃঃ পূঃ রৌপ্যমুদ্রা প্রথম প্রচারিত হয়। ফিনিকিয়া ও সামিয়া-আদর্শের মুদ্রাও এখানে পাওয়া যায়। জিয়াসের কতকগুলি মুখমণ্ডল শ্মশ্রুল, কতকগুলি শ্মশ্রুহীন। শিল্পসৌন্দর্য্য সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়। দুই একটী প্রাচীনতম মুদ্রা খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর। অনেকে বলেন যে, উহার প্রাচীনতা লিদিয়া ও ইজাইনার মুদ্রাশিল্প অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী। সাইরিনের রাজবংশ ৪৫০ খৃঃপূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ের স্বর্ণমুদ্রায় ওলিম্পিয়ার শিল্পানুকরণ দেখা যায়। বার্কার মুদ্রায় কিনিক-আদর্শের পূর্ণচ্ছায়া লক্ষিত হয়। ইহার অপরাংশে সিলফিয়া বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পেচক মূর্ত্তি একটী

টিকটিকি ও একটী খরগোষ (Jerboa) কোন কোনটীতে পিউনিক লিপিতে উৎকীর্ণ নানা সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখা যায়। সেগুলির গূঢ় রহস্য আজিও অনাবিষ্কৃত। জিওগিটানা প্রদেশের মধ্যে কার্থেজের মুদ্রাশিল্পে নানারূপ চমৎকারিতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ বলেন, ফিনিকশিল্প হইতে কার্থেজের মুদ্রাশিল্প অঙ্কুরিত। কেহ বলেন, গ্রীকশিল্পে ইহার উৎপত্তি; এ বিষয়ের আজিও কোন সুমীমাংসা হয় নাই। খৃঃ পূঃ ৪০০ অব্দ হইতে কার্থেজের অধঃপতন। ১৪৬ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত কার্থেজে মুদ্রাশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি দেখা গিয়াছিল। কার্থেজীয়গণ সিসিলি দ্বীপে যেরূপ মুদ্রা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, স্বদেশেও তাহার অনুরূপ মুদ্রা প্রস্তুত করে। পারসিক শিল্পাদর্শে নির্ম্মিত মুদ্রাও কার্থেজের নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন মুদ্রায় অশ্ব ও অশ্বিনীকুমারের বিবিধ চিত্র। কোন মুদ্রায় দুইটী যমজ ভ্রাতা অশ্বস্তন্য পান করিতেছে। অন্যান্যগুলিতে পার্সিফোনের শিরোমূর্ত্তি এবং অপরাংশে ফলশালী খর্জ্জুর বৃক্ষ। কোনগুলিতে অসামান্য রূপলাবণ্যবতী এক রমণীর মুকুটালঙ্কৃত মস্তক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার শিল্পসৌন্দর্য্য দৃষ্টান্তস্থানীয়। কোনটিতে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি, কোনটিতে ত্রিশূলধারিণী নাইস্‌দেবী অসুরসংহারে রণরঙ্গিণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

তৎপরবর্ত্তিকালে রোমকপুরাণের চিত্রাদি কার্থেজের পিত্তলমুদ্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন মোহরে উটিকা (Utica) দেবীর চিত্র দেখা যায়। নিউ মিদিয়ার মোহরে পিউনিক লিপির নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১ম জিউবার রাজত্বকালে যে সমস্ত মোহরাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিবিধ পুরাতত্ত্বের আকর ২য় বোগাদ এবং ২য় জিউবার মোহরাদি পিউনিক লিপি ও গ্রীকশিল্পের সম্মিলন। মার্ক-আণ্টনিও ও মিশররাণী ক্লিওপেট্রার কন্যা ৮ম ক্লিওপেট্রার সহিত ২য় জিউবার বিবাহ হইয়াছিল। নিউ মিদিয়ার মোহরাদিতে মিশররাজবংশের শেষ বংশধর ক্লিওপেট্রার শান্তমূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, যে তাবী অধঃপতনের বিষাদকালিমায় তাঁহার বদনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন।

রোমকমুদ্রা।

রোমের মুদ্রা দুইভাগে বিভক্ত, সাধারণতন্ত্র ও রাজতন্ত্র। প্রাচীনকাল হইতে অগষ্টাসের "সংশোধন-আইনের" সময় খৃঃ পূঃ ১৬ অব্দ পর্য্যন্ত প্রথম যুগ এবং এই সময় হইতে ৪১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যুগ। সাধারণতন্ত্রের মুদ্রাশিল্প ঠিক কোন্ সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল, প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ আজিও সে সমস্যা পূরণ করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। তবে প্রাচীনতম রোমকমুদ্রায় রোমের পৌরাণিক কাহিনীর অনেক মূল সূত্র পাওয়া যায়।

রোমের প্রাচীনতম মোহরাদি পিত্তল-নির্ম্মিত, তাহাতে কোন চিত্র বা লিপি উৎকীর্ণ নাই, গোলাকার ও চতুষ্কোণ পিত্তলখণ্ড মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। তৎপরবর্ত্তিকালে সেই পিত্তলখণ্ড নানারূপ 'ছাপ' অঙ্কিত হইতে লাগিল। মুদ্রাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে,—এই প্রথম ছাপযুক্ত পিত্তলখণ্ড সার্বিয়াস্ ডালিয়ালের নির্ম্মিত। প্রাথমিক ছাপযুক্ত মুদ্রায় মেষ, বৃষ, কর্কট, শূকর প্রভৃতি জীবজন্তুর চিত্র দেখা যায়। অনেকে বলেন, ঐ সমস্ত মেষবৃষাদি চিত্রযুক্ত পিত্তলমুদ্রা খৃঃপূঃ ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। এই সময়ে চতুষ্কোণ পিত্তলখণ্ড গোলাকারে পরিণত হয়। তৎপরবর্ত্তী যুগে পিরহাসের সময়ে হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইতে থাকে। মুদ্রাতত্ত্বজ্ঞ মমসেন্ বলেন যে, লেকস্‌জুলিয়া পাপিরিয়া খৃঃ পূঃ ৪৩০ অব্দে নূতন মোহরাদি প্রচলন করেন। কিন্তু ইহাঁর রাজত্বকালে তাহা এতই অল্প ছিল যে, প্রজাবর্গ রাজস্ব প্রদানকালে ছাগল, গরু, ভেড়া এবং শস্যাদি দ্বারা দেয় পরিশোধ করিত। ক্রয়বিক্রয়ে ও পণ্যবিনিময়েও এই প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। যাহা হউক, প্রাচীন রোমক-মোহরাদি সর্ব্বতোভাবে গ্রীকমুদ্রার অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার পিত্তলখণ্ডে জুপিতারের বদন অঙ্কিত। ২৭০ খৃঃ পূঃ সময়ে রোমে প্রথম রৌপ্যখণ্ড প্রচলিত হয়। ২২৮ খৃঃ পূঃ "ভিক্টোরিয়াটাস্" নামক নূতন টাকা চলে। সাল্লার সময়েই রোমে সর্ব্বপ্রথমে মোহরের প্রচলন হয়। ৪৯ খৃঃ পূঃ জুলিয়াস্ সিজর নূতন মোহরাদি চালাইতে আরম্ভ করেন। এই সকল মুদ্রায় "Q"এর মত সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে। এই গুলিতে জেনাস্ বাইফ্রনস্ (Jonus Bifrons),জুপিতর, পল্লাস, হরকুলেশ, মার্কারী এবং রোমাধিষ্ঠাত্রী রোমদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। ঐ শ্রেণীর মধ্যে যে সকল মুদ্রাশালায় সজ্জিত হইয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

১—রোমাধিষ্ঠাত্রী দেবী রোমা, জুপিতার, পেত্তিস্নিয়া, জুনিয়া দেবী এবং নেপ্‌চুনের মস্তক।

২—পবিত্র প্রাকৃতিক পদার্থসমূহ, পবিত্র জীবজন্তু প্রভৃতি।

৩—প্রতিষ্ঠিত নগরাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রভৃতি। যেমন হিস্পানিয়ার কেরিয়া, রোমের জুলিয়া ও আলেকসান্দ্রিয়ার এমিলিয়া এই সমস্ত দেবীর ভুবন-মোহিনী মূর্ত্তি মুদ্রাশিল্পের চরমোৎকর্ষ সপ্রমাণ করিয়া থাকে।

৪—কল্পিত পৌরাণিক চিত্র প্রভৃতি যেমন হস্তিনিয়া বা পাবর, পার্থর, হোনস্, ভির্তাস্ এবং মুসিয়া প্রভৃতি।

৫—কল্পিত দানবাদি যেমন সিল্লা (Scylla)

৬—স্বর্গগত পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিমূর্ত্তি, যেমন—নুমা বা কালপুর্ণিয়া, আন্কাস্ মার্সিয়াস্।

৭—পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী, যেমন—মার্কাস্ লেপিদাসের প্রতিমূর্ত্তি কিংবা তলেমী এপিফেনাস্কে মুকুট পরাইতে উদ্যতা এমিলিয়া দেবী।

৮—নানাপ্রকার ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিচিত্র।

৯—সম্রাট্ অথবা সেনাপতির প্রতিমূর্ত্তি।

রোমক-মুদ্রা দ্বারা রোমের যথার্থ ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারা যায়। রোমকগণ সর্ব্বাংশে গ্রীকশিল্পের অনুকরণ করিয়াছিল, কিন্তু কোন অংশেই গ্রীকশিল্প অপেক্ষা উৎকর্ষলাভে সমর্থ হয় নাই। রোমক-মোহরাদিতে দেবদেবীর চিত্র অপেক্ষা ঐতিহাসিক ঘটনাই অধিক পরিমাণে চিত্রিত। অনেকগুলিতে রাজোচিত প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ রোম কোন কালেই মুদ্রাশিল্পে গ্রীসের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। মার্কাস্ অরেলিয়াসের মোহরাদিতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানা যায়। রোম-সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীদিগের সুন্দর প্রতিমূর্ত্তিও অঙ্কিত আছে। সম্রাট্গণের মস্তকে রাজছত্র বা রাজমুকুট, রাণীদিগের মুখ অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত—কেবল যাঁহারা যৌবনসীমায় পদার্পণ করেন নাই, তাঁহাদিগের আলুলায়িত কুন্তল সম্পূর্ণরূপে অঙ্কিত। এতদ্ভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সম্পূর্ণ চিত্র জানিতে হইলে, রোমকমুদ্রায় তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীকশিল্পের অনুকরণে রোমকশিল্পের ইতিহাসে সময়ে সময়ে যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, রোমের মুদ্রাই তাহার অপূর্ব্ব নিদর্শন। রোমকগণের দেবদেবীগণ গ্রীক-দেবদেবীর অবিকল অনুকরণ মাত্র, শিল্পও গ্রীকশিল্পের ছায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। খৃঃ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে এসিয়াখণ্ডেও মুদ্রাশিল্পের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল, রোমে তাহার শতাংশের একাংশও হয় নাই। কিন্তু সম্রাট্ অগষ্টাসের রাজত্বকালে রোমে শিক্ষা সভ্যতায় নবযুগের আবির্ভাব হয়। 'অগষ্টান্' যুগকে রোমের ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলিয়া অভিহিত করা যায়। এ যুগের সাহিত্য যেমন পৃথিবীতে অবিনশ্বর নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে, এ যুগের মুদ্রাশিল্পও সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

রোমক-মোহর ও টাকায় অঙ্কিত লিভিয়া, আন্তিনিয়া ও প্রবীণা এগ্রিপিনার চিত্র শিল্পসৌন্দর্য্যের অনুপম দৃষ্টান্ত, এরূপ নৈসর্গিক হাবভাবপূর্ণ, সুন্দর চিত্র কোন স্থলেই দৃষ্ট হয় না। রোমকসম্রাট্ নৃশংস নীরোর চিত্র দেখিলে তাঁহার বদনমণ্ডল আন্তরিক ভাবের পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাচ্য মুদ্রা।

মুদ্রাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রাচ্যশ্রেণীতে নিম্নলিখিত প্রদেশসমূহকে স্থান দিয়াছেন,—প্রাচীন পারস্য-সাম্রাজ্য, আরব, আধুনিক পারস্য, আফগানস্থান, ভারতসাম্রাজ্য, চীনসাম্রাজ্য এবং জাপান প্রভৃতি দেশ। প্রাচীন প্রাচ্য মোহরাদির মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে পারদ বা পার্থিয় (Parthian) এবং পারস্যমুদ্রার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতীয় মোহরাদিও গ্রীক, সংস্কৃত, আরব, পারস্য প্রভৃতি ভাষার নানারূপ লিপিতে পরিপূর্ণ। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন পারসিক-মুদ্রাশিল্পের উন্নতি দেখা যায়। ১ম দরায়ুস্ বা হয়স্তাস্পেস্র সময়ে সর্ব্বপ্রথমে পারসিকমুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়। এই সময়ে পারসিকগণ বাণিজ্যে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে লিদিয়াপতি ধনকুবের ক্রিসসের মোহরই পারস্যে প্রচলিত ছিল। কোন কোন স্থলে ফিনিকিয়া-মুদ্রাশিল্পের প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাজকীয় মোহরগুলির নাম 'দারিক' (Daric) এবং টাকাগুলির নাম "সিগ্লি" (Sigli,)। মোহরাদির একদিকে ধনুর্দ্ধারী পারস্য-সম্রাটের মূর্ত্তি এবং অপরাংশে নেমিয়ান সিংহের প্রতিকৃতি। কোন স্থলে হীরাক্লিস্ সিংহের সহিত বিক্রম প্রকাশ করিতেছেন। ফর্ণাবগাসের প্রতিমূর্ত্তি-অঙ্কিত মুদ্রাগুলি অত্যন্ত সুন্দর। আলেক্সান্দর পারস্যদেশ জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করিতে পারেন নাই। পার্থিয়-সাম্রাজ্য প্রথমতঃ পারস্যের অধীন ছিল, পরে ২৪৯ খৃঃ পূঃ অব্দে পার্থিয়গণ বিদ্রোহী হইয়া পারস্যের দাসত্ব-নিগড় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বিশাল স্বাধীন সাম্রাজ্যস্থাপনের সূত্রপাত করে। পার্থিয়সাম্রাজ্য পরবর্ত্তী কালে রোমের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পার্থিয়-মুদ্রায় গ্রীকশিল্পের ছায়া দৃষ্ট হয়। একাংশে রাজার মস্তক, অপরাংশে স্বদেশের স্বাধীনতা-সংস্থাপক আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন অর্সকেস্ ধনুর্হস্তে দণ্ডায়মান, তাহার নিম্নে নানারূপ উৎকীর্ণ লিপি। অর্সকেস্বংশীয় ১১শ রাজার প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রাতলে অঙ্কিত দেখা যায়। কোন কোনটীতে সলোকীয় (Seleucid) নরপতিগণের শিল্পানুকরণ দৃষ্ট হয়। পার্থিয় মোহর ও টাকায় উৎকীর্ণ লিপির ন্যায় দীর্ঘ অক্ষরমালা পার্থিয় সাম্রাজ্যের ১৪শ নরপতি ফ্রওতেস্ এবং তাঁহার জননী সম্রাজ্ঞী মুসার প্রতিমূর্ত্তি শিল্পসুষমার আশ্চর্য্য নিদর্শন। পারস্য প্রদেশে শাসন (Sassanian)-বংশের নরপতিগণ পরাক্রান্ত

হইয়া ২২৬ খৃঃ অব্দে পার্থিব-সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন করেন। অর্দেশির বা অর্তক্ষত্র ইহাঁদিগের অগ্রনায়ক ছিলেন। এই বংশীয় সম্রাট্‌গণ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। তাহার একাংশে মুকুটালঙ্কৃত রাজমস্তক এবং অপরাংশে প্রজ্বলিত অগ্নিবেদিকা। অগ্নিবেদীর সম্মুখভাগে প্রশান্তমূর্ত্তি পুরোহিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট, বদ্ধাঞ্জলি নরপতি স্তবে নিমীলিত-নয়ন। এই বংশ চারিশত বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করেন এবং নানাপ্রকার মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন।

অর্তক্ষত্রের (Artaxerxes) সময়ে জরথুস্ত্রমতের বিশেষ প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। সে সময়ের উৎকীর্ণ লিপি পহ্লবীভাষায়। ইহার পরেই আরবী মুদ্রা। সার্দ্ধ-দ্বাদশ শত বৎসর অব্যাহতভাবে মিশর হইতে চীনদেশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই মুদ্রার প্রচার হইয়াছিল। শাসনীয়দিগের আরব-মুদ্রা অনেকাংশে পহ্লবীলিপিভূষিত মুদ্রার অনুরূপ।

মুসলমানগণের প্রথম মুদ্রা ৪০ খৃষ্টাব্দে বসোরা নগরে প্রচারিত হয়। খলিফা আলিই সর্ব্বপ্রথমে শাসনায় মোহরাদির পরিবর্ত্তে স্বীয় মুদ্রা প্রচলিত করেন। ৭৬ খৃষ্টাব্দে আবদুল মালিকের টঙ্কশালা সংস্থাপিত হয়। তাঁহাদের স্বর্ণমুদ্রা বা মোহরের নাম 'দীনার', ইহা গ্রীক মোহরাদির অবিকল অনুরূপ মাত্র। রৌপ্যখণ্ডের নাম দিরহাম (দ্রম্ম), তাম্রমুদ্রার নাম "ফেল"। এই গুলিতে যে সমস্ত লিপিমালা দেখা যায়, তাহার অর্থ—"আলি ঈশ্বরের অবতার বা বন্ধু"। মুরাদের মুদ্রাতলে সহস্র সহস্র ধর্ম্মোপদেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত উপদেশ অনেকাংশে দিল্লীর পাঠান-সম্রাট্‌গণের মুদ্রা-লিপির ন্যায়। তৎপরে স্পেনদেশের ওমায়দ্, আফ্রিকার ফতেমা এবং বোগ্দাদের আব্বাসবংশীয় মুসলমান সম্রাট্-গণের দানার, দীরহাম বা দ্রম্ম ও ফেল পাওয়া যায়। ফতেমা-বংশের দীনার ও দ্রম্ম কয়েকটীতে এককেন্দ্রিকবৃত্ত দৃষ্ট হয়।

এই সমস্ত মুদ্রার পরে তাহিরী, সফরী, সামানী, জিয়ারী ও ওহিদগণের দীনারাদি পাওয়া যায়। তৎপরে গজনবী ও সল্‌জুক বংশীয় মুসলমান সম্রাট্‌গণের মোহরাদি প্রচলিত হয়।

তৈমুরলঙ্গ তাম্র, পিত্তল ও রৌপ্যমুদ্রার প্রচার করেন। আহ্মদশাহ দুরাণীর সমকালীন বহুসংখ্যক আফগানমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

চীনদেশ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, চীনদেশে প্রাচীনতম মৌলিক মুদ্রা পাওয়া যায়, উহা চতু-ষ্কোণ, ভারতীয় পুরাণ বা কার্ষাপণের মত। উহাতে গ্রীক-শিল্পের আদৌ অনুকরণ নাই। তথাপি মুদ্রাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ চীনের প্রাচীন মুদ্রা খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করেন না। চীনে সর্ব্বপ্রথমে পিত্তলমুদ্রা প্রচলিত ছিল। চীনদেশের প্রাচীন মুদ্রার আকার কিছু কৌতুক-জনক। কোনটী ছুরিকার ন্যায়, কোনটী গোলাকার; কিন্তু তাহার মাঝখানে আবার একটা চতুষ্কোণ ছিদ্র। লোকে ঐ ছিদ্রে রজ্জু প্রবেশ করাইয়া গাঁথিয়া রাখিত। এই গুলির নাম 'কশ', কশের উপরে রাজার উপাধি ও প্রত্যেক স্থলেই তাহার মূল্য চীনভাষায় অঙ্কিত আছে। চীনদেশের মুদ্রাদ্বারা তথাকার ইতিহাসের বিবিধ রহস্য অবগত হওয়া যায়। আবার তথাকার পদকে নানারূপ মন্ত্রতন্ত্র বীজাক্ষর প্রভৃতি লিখিত আছে। কোরিয়া, আনাম ও যবদ্বীপের মুদ্রা সর্ব্বাংশেই চীনের অনুকরণ মাত্র। জাপানের মুদ্রাও চীনের আদর্শ লইয়া গঠিত। জাপানের তাম্রমুদ্রা চীনের অবিকল অনুকরণ। তাহাতে আবার কালি কিংবা বিবিধ বর্ণে লিখিত লিপিমালা পাওয়া যায়। এই দেশের 'কোবাং' নামক মুদ্রা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। ইহার ওজন সাড়ে বার-সের। আবার কতকগুলি চতুষ্কোণাকার, তাহাতে ঐন্দ্রজালি-কের নাম ও যষ্টি অঙ্কিত আছে। চীনদেশের মুদ্রাতত্ত্ব সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, খৃষ্টের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে তথায় মুদ্রার ব্যবহার ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গ্রীকমুদ্রাই পৃথিবীর আদিমুদ্রা এই ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চীনমুদ্রাকে গ্রীকমুদ্রার সমসাময়িক বলিয়াছেন।

ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব।

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতবর্ষে তাম্র, রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত। ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন যে, ক্রয়-বিক্রয়াদি লোক-ব্যবহারের জন্যই মুদ্রার সৃষ্টি *। কিরূপে মুদ্রার মূল্য নির্দ্ধারিত হইত, সে সম্বন্ধে মনুসংহিতায় এই রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

৮ ত্রসরেণু = ১ লিক্ষা।	১৬ মাস = ১ সুবর্ণ।
৩ লিক্ষা = ১ রাজসর্ষপ।	৪ সুবর্ণ = ১ পল।
৩ রাজসর্ষপ = ১ গৌরসর্ষপ।	১০ পল = ১ ধরণ।
৬ গৌরসর্ষপ = ১ যব।	২ কৃষ্ণল = ১ রৌপ্যমাস।
৩ যব = ১ কৃষ্ণল।	১৬ রৌপ্যমাস = { ১ রাজত, ধরণ বা পুরাণ
৫ কৃষ্ণল = ১ মাস।	১০ ধরণ = ১ রাজত শতমান।
	৪ সুবর্ণ = ১ নিষ্ক।

* "লোকসংব্যবহারার্থং যাঃ সংজ্ঞাঃ প্রথিতা ভুবি।
তাম্ররূপ্যসুবর্ণানাং তাঃ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥" (মনু ৮।১৩১)

মনুর মতে, রৌপ্য 'পুরাণ' বা ধরণেরই অপর নাম কার্ষাপণ। পলের চতুর্থভাগের এক ভাগ কর্ষ। তাহার কর্ষের নামই পণ।

মনুস্মৃতির উক্ত প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে তাম্র পণ বা পুরাণ, রৌপ্যমাষ, রৌপ্য 'পুরাণ', 'ধরণ' বা কার্ষাপণ, রৌপ্য শতমান এবং সুবর্ণ ও স্বর্ণপল বা নিষ্ক প্রচলিত ছিল। কোন্‌টীর পরিমাণ ও মূল্য কত, তাহাও মনুস্মৃতিতে পূর্ব্বোক্তরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ভারতের আদিমুদ্রা।

কোন্ সময়ে ভারতে প্রথম মুদ্রাপ্রচলন আরম্ভ হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, অতি পূর্ব্বকালে ফিনিক (Phœnician) বণিক্ হইতেই ভারতে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হয়। তৎপূর্ব্বে ভারতে তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা ছিল না। ফিনিক বণিকেরা টার্সিসের রূপার পাত দিয়া ওফির (সিন্ধুসৌবীর) হইতে স্বর্ণধূলি লইয়া যাইত। ভারতে প্রথমে স্বর্ণমুদ্রার স্থানে ঐরূপ স্বর্ণধূলির থলি (কোষ) ব্যবহৃত হইত। সেই স্বর্ণধূলি পাইয়া টায়রের বণিক্‌গণ ধনকুবের ও বণিক্‌রাজ বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছিল।

বাবিলনের সহিত যে সেই পুরাকালে ভারতের সংস্রব ছিল, তাহা বৌদ্ধদিগের বাবেরু-জাতকে * বর্ণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য মত কতকাংশে স্বীকার করিলেও পূর্ব্বকালে যে ভারতে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল না, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে স্বর্ণমুদ্রা বা মোহরের পরিচয় পাওয়া যায়,—"হিরণ্যং সুবর্ণং শতমানং" (১২।৭।৩)। মনুর উদ্ধৃত মান হইতে জানিতে পারি, সুবর্ণ-শতমানের অপর নাম নিষ্ক। ঋক্‌সংহিতায় আমরা 'নিষ্ক' নামক সুবর্ণমুদ্রার উল্লেখ পাই—

"অর্হনবিভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হনিষ্কং যজতং বিশ্বরূপং"। ঋক্‌সংহিতায় আছে যে, কক্ষিবান্ ঋষি রাজা ভাবযব্যের নিকট ১০০ অশ্ব ও ১০০ বৎসসহ ১০০ নিষ্ক উপহার পাইয়াছিলেন। "শতং রাজ্ঞো নাধমানস্য নিষ্কাংচ্ছতমশ্বান্" (ঋক্ ১।১২৬।২)

বর্ত্তমান অনুসন্ধানের ফলে কতকটা স্থির হইয়াছে যে, ফিনিক বণিক্‌দিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বৈদিক সভ্যতা। এরূপ স্থলে ফিনিক্‌দিগের বহুপূর্ব্বে ভারতে নিষ্ক নামক স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পাণিনিও সেই নিষ্ক নামক স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদিক-যুগে আর্য্যসন্তানগণ নিষ্কের মালা গলায় পরিতেন, বেদে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সেই মুদ্রার আকার কিরূপ ছিল, তাহা আর এখন জানিবার উপায় নাই। ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রাসমূহে রাজমুখ অঙ্কিত থাকিত, সেই মুদ্রার আদর্শেই আলেকসান্দরের মুদ্রা গ্রীসে প্রচলিত হইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে তাম্র ও রৌপ্যের 'পুরাণ' বা 'কার্ষাপণ' আবিষ্কৃত হইয়াছে। [মুদ্রার চিত্রতালিকার ১ নং দ্রষ্টব্য] বুদ্ধগয়ার মহাবোধিমন্দিরে ও ভরহুতস্তূপে ঐরূপ দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে প্রচলিত মুদ্রার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এই 'পুরাণ' মুদ্রাগুলিতে এক বা অধিক ছেনীর দাগ দেখা যায়, তজ্জন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মুদ্রার ছেনীকাটা (Punchmarked) মুদ্রা নাম দিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম্ বলেন যে, পঞ্জাবে গ্রীক-অধিকার প্রবর্ত্তিত হইলে, ভারতের কার্ষাপণ 'পুরাণ' অর্থাৎ পুরাতন নাম ধারণ করিল।* কিন্তু গ্রীক-আগমনের পূর্ব্ব হইতেই যে 'পুরাণ' নাম প্রচলিত ছিল, তাহা মন্বাদির বচন হইতে জানা যায়।† সচরাচর রৌপ্য কার্ষাপণ বা পুরাণের পরিমাণ ৩২রতি বা ৫৭·৬ গ্রেণ; তবে স্থলবিশেষে ইতরবিশেষও দৃষ্ট হয়। কানিংহামের মতে, কর্ষফল অর্থাৎ আমলক হইতে কার্ষাপণ নাম হইয়াছে। এক একটা আমলক ১৪০ গ্রেণ পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়, তাহাই তাম্রকার্ষাপণের পরিমাণ।‡ মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ র‍্যাপ্‌সনের মতে, এক একটী সুবর্ণ পুরাণের পরিমাণ ৮০রতি=১৪৬,৪ গ্রেণ বা ৯,৪৮ গ্রাম এক একটী রৌপ্য-পুরাণের পরিমাণ ৩২ রতি=৫৮,৫৬ গ্রেণ বা ৩,৭৯ গ্রাম (grammes) এবং এক একটী তাম্র-পুরাণের পরিমাণ ৮০ রতি নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও ভারতের নানাস্থানে নানারকম তাম্রপুরাণ পাওয়া গিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দে গ্রীক-প্রভাবে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে এই মুদ্রার অনেকটা রূপান্তর হইলেও ভারতের অপরাপর স্থানে সেই পূর্ব্বরূপই রক্ষিত হইয়াছিল।§

পুরাণ-মুদ্রা কতকটা চতুরস্র ও কতকটা বাদামী। রৌপ্য-০

---

* প্রাচীন বাবিলন নরপতিদের শিলালিপিতে বাবিরুস ও ভারতীয় প্রাচীন বৌদ্ধজাতকে 'বাবেরু' নামে খ্যাত।

(Babylonian and Oriental Record, III. p. 7.)

* Cunningham's Coins of Ancient India, p. 47.

† "যে কৃষলে সমধৃতে বিজ্ঞেয়ো রৌপ্যমাষকঃ।
তে ষোড়শ স্যাদ্ধরণং পুরাণশ্চৈব রাজতম্।" (মনু ৮।১৩৬)

‡ Cunningham's Coins of Ancient India, p. 45.

§ Rapson's Indian Coins, p. 2-3.

পুরাণগুলি রূপার পাতছাঁটা, তাম্র-পুরাণগুলি তামার বাট কাটা। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এখন যে ঢেপুয়া দেখা যায়, তাহা প্রাচীন পুরাণ মুদ্রার অনুকরণে গঠিত।

যদিও এখন আর স্বর্ণপুরাণের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু ভারতবর্ষে যে ইহা এক সময়ে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, পেরিপ্লাসের বর্ণনা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পেরিপ্লাস্ লিখিয়াছেন যে, ভারতের পূর্ব্ব-উপকূলে 'কাল্তিস্' (Kaltis) নামে এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত ছিল। পাশ্চাত্য বণিকেরা তাহা লইয়া তৎপরিবর্ত্তে রোমকস্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা দিয়া বিশেষ লাভবান্ হইত। মলয়ালম্ ভাষায় 'কলুত্তি' সিংহলে 'করও' ও দাক্ষিণাত্যের 'কলঞ্জ' গ্রীক ও রোমক-বণিক্‌দিগের নিকট "কাল্তিস্' আখ্যা লাভ করিয়াছে।* এক একটী কলঞ্জবীজের পরিমাণ কম বেশ ৫০ গ্রেণ। দাক্ষিণাত্যে এখনও যে হুণ নামক স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত আছে, তাহারও গড়পড়তা ওজন ৫২ গ্রেণ। এই পরিমাণদৃষ্টে প্রত্নতত্ত্ববিৎ কনিংহাম্ সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, গ্রীক-বর্ণিত কালতিস্ মুদ্রাই প্রাচীন স্বর্ণপুরাণ এবং এক্ষণে তাহাই হুণ নামে খ্যাত।†

তাম্রপুরাণ এখন দাক্ষিণাত্যে 'শালাক' নামে পরিচিত। এইরূপ অর্দ্ধকার্ষাপণ 'কোণ' ও কার্ষাপণের চতুর্থাংশ 'পাদিক'বা টঙ্ক নামে খ্যাত। প্রাচীন পুরাণের সহিত কোণ ও পাদিক মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোম্বাইর গুহালিপিতে 'পাদিক' সুবর্ণের শতভাগের এক ভাগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রৌপ্য-টঙ্ক বা পাদিকের পরিমাণ ৮ রতি = ১৪·৪ গ্রেণ, কোণের পরিমাণ ১৬ রতি = ২৮·৮ গ্রেণ, তাম্র-কার্ষাপণের $\frac{১}{৮}$ অর্দ্ধ কাকিনী ৫ বরাটক পরিমাণ ১০ রতি = ১৮ গ্রেণ, $\frac{১}{৪}$ কাকিনী পরিমাণ ২০ রতি = ৩৬ গ্রেণ, $\frac{১}{২}$ অর্দ্ধপণ পরিমাণ ৪০ রতি = ৭২ গ্রেণ। কাকিনীর অপর নাম বোড্রি, এখনকার চলিত ভাষায় বুড়ি। বর্ত্তমান কালে বুড়ির পরিবর্ত্তে 'পয়সা' প্রচলিত। এই বোড্রি স্কচ্ ভাষায় bodle ও গ্রীকভাষায় oboli। যে ভারতবাসী সুদূর যবদ্বীপে গিয়া বহুকালে আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই জাতি যে অতি পূর্ব্বকালে পাশ্চাত্য জগতে গিয়া মুদ্রা প্রচলন না করিয়া আসিতে পারেন, এমন নহে। যাহা হউক, পাশ্চাত্যপ্রভাবমূলক বলিয়া এখন অনেকের মনে ধারণা, ভারতবাসীই যে তাহার মূল, হয় ত পরে তাহা প্রামাণিত হইতে পারে। এখনও ব্রহ্মদেশ ও ভারতীয় অন্তু-দ্বীপসমূহে যে 'তিকল' মুদ্রা প্রচলিত, অনেকের বিশ্বাস, তাহাই এদেশ হইতে গ্রীক ও বাবিলনে গিয়া 'সেকেল' নাম ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমানকালে স্বর্ণমুদ্রা 'মোহর', রৌপ্যমুদ্রা 'তঙ্কা' বা 'টাকা' এবং তাম্রমুদ্রা 'পয়সা' নামে পরিচিত।

প্রাপ্তিস্থান ও চিহ্ন হইতেও পুরাণের আবার নানারূপ ভেদ দৃষ্ট হয়, যথা—

১ বৎস (কোশাম্বী হইতে আবিষ্কৃত। এক সময়ে কোশাম্বী বৎসরাজগণের রাজধানী ছিল।) চিহ্ন—গোবৎস।

২ উদুম্বর (পঞ্জাবের উত্তরাংশে উদুম্বর জনপদ ছিল, তথাকার লোকেরাও উদুম্বর নামে খ্যাত ছিল। ইহার চিহ্ন—উডুম্বর বা যজ্ঞডুম্বর।

৩ পুষ্কর—(আজমীঢ়ের নিকটবর্ত্তী পুষ্করাবতী) ইহার চিহ্ন—মৎস্য বা মৎস্যহীন চতুরস্র সরোবর।

অহিচ্ছত্র—(হিন্দু ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রোক্ত অহিক্ষেত্র বা অহিচ্ছত্রপুর।) ইহার চিহ্ন—অহির ছত্র।

৫ যৌধেয়—(সিন্ধুপ্রদেশবাসী যৌধেয়গণের প্রচলিত) ইহাতে সশস্ত্র মূর্ত্তি আছে।

৬ পদ্ম—(নলরাজের রাজধানী পদ্মাবতী, বর্ত্তমান নাম নরবার হইতে সম্ভবতঃ প্রচলিত)।

৭ পঞ্চালী—(পঞ্চালদেশে প্রচলিত; রমণীমূর্ত্তি, তাহার শিরোদেশ হইতে পঞ্চরশ্মি যেন বাহির হইতেছে।)

৮ পাটলী—(মৌর্য্যরাজধানী পাটলিপুত্র হইতে প্রচলিত পাটলপুষ্প)।

এতদ্ভিন্ন ময়ূর, খর্জ্জুর, স্বস্তিক, তক্ষশির প্রভৃতি নানা-চিত্রের প্রাচীন মুদ্রাও পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন জব্বলপুরের অন্তর্গত তেবার (প্রাচীন ত্রিপুরী বা চেদি) এবং সাগর-জেলাস্থ এরণ হইতে ব্রাহ্মী লিপিযুক্ত খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত ভারতের প্রাচীনতম মুদ্রা, ইহাতে বৈদেশিক প্রভাব বা সংস্রব নাই। মথুরা অঞ্চল হইতে "উপাতিক্যা" নামাঙ্কিত ব্রাহ্মী লিপিযুক্ত অতি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার লিপিবিজ্ঞান দেখিলে আলেকসান্দরের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশীয় মুদ্রা বলিয়া মনে হইবে। [১ নং চিত্র] এ অঞ্চল হইতে ব্রাহ্মী লিপিযুক্ত বলভূতির মোহর পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত মুদ্রার ন্যায় অতি প্রাচীন না হইলেও, তাহা মথুরায় শকযবনপ্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী। বুলন্দসহর (প্রাচীন নাম বরণ) হইতে ব্রাহ্মী

* W. Elliot's Coins of South India, p. 53.

† তামিল—পোন্, কাণাড়ী—হোণ, পারসী—হুণ।

অক্ষরে 'গোমিত্রস বারণায়া' নামাঙ্কিত অতি প্রাচীন হিন্দু-মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। শকাধিকারের বহুপূর্ব্বে মথুরায় গোমিত্র নামে যে হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন, ঐ মুদ্রা তাঁহারই। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বুহলর উক্ত মুদ্রালিপি অতীব প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কৌশাম্বী বা বৎসপত্তন (যমুনাতীরস্থ বর্ত্তমান কোসাম্) হইতেও ব্রাহ্মী অক্ষরে 'কাড়স' নামাঙ্কিত ও গোবৎসচিত্রিত কার্ষাপণ পাওয়া গিয়াছে, আমরা ঐ মুদ্রাগুলিকে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করি। [২নং চিত্র] কেহ কেহ ঐ সকলকে কোনন্দ মুদ্রা বলিয়াও জানেন।

ভারতে প্রাচীন বিদেশী মুদ্রা।

পারসিক মুদ্রা।—অখমাণবংশের রাজত্বকালে (৫০০-৩৩১ খৃঃ পূঃ) পারসিক মুদ্রা পঞ্জাবে প্রচলিত হয়। এমন কি, ভারতে প্রস্তুত খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দের বহু অখমাণ স্বর্ণমুদ্রা (Gold double stater) পাওয়া গিয়াছে। [৩নং চিত্র দেখ] এই সময়ে যে সকল সিগ্লই (Sigloi) রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে দেশীয় কার্ষাপণের আদর্শ লক্ষিত হয়।

এদেশীয় গঠিত পারসিক মুদ্রাসমূহে (সিগ্লস্=৮৬·৪৫ গ্রেণ বা ৫·৬০১ গ্রাম) পারসিক মানই গৃহীত হইয়াছিল। পরে এদেশীয় গ্রীক-রাজগণের মুদ্রাতেও ঐ মান অবলম্বিত হয়।

আথেনীয় মুদ্রা।—বাণিজ্যসূত্রে আথেন্সের পেচক মুদ্রা ভারতে আসিত। প্রায় ৩২২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আথেনীয় টঙ্কশালা বন্ধ হইলে, উত্তর-ভারতে ঐ মুদ্রার অনুকরণ চলিতে থাকে। পেচকের পরিবর্ত্তে কোথাও শ্যেনপক্ষীর চিত্রও থাকিত। আলেক্‌সান্দরের আক্রমণকালে (৩২৬ খৃঃপূঃ) আসক্নী (Ascesines) বা শতদ্রু-প্রবাহিত জনপদে সোফিতেস্ (Sophytes) রাজত্ব করিতেন, তাঁহার মুদ্রাও ঐরূপ। [৪নং দেখ।]

'আলেক্‌সান্দ্রয়' (Alexandroy) নামাঙ্কিত মাকিদন বীর আলেক্‌সান্দরের চতুরস্র রৌপ্যমুদ্রা ভারতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

যবন-মুদ্রা।—অশোক প্রিয়দর্শীর সহিত গ্রীক-যবনের সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহা অশোকানুশাসন ও জুনাগড়ের রুদ্রদামের লিপিতে ব্যক্ত হইয়াছে। এই সম্বন্ধের ফলে সলোকস্ (Seleucus) ও সোফিতেসের মুদ্রায় হস্তিচিত্র গৃহীত হইয়াছে।

বাহ্লিক-প্রভাব—খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয় দেশী মুদ্রার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ২১৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ২য় আন্তিওকের সময়ে দিওদোতস্ বিদ্রোহী হইয়া বাহ্লিকে (Bactria) আধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহার মুদ্রা হইতেই উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুদ্রার মান ও রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। [৫নং দেখ।]

পার্থিব বা পারদপ্রভাব।—বাহ্লিকে (Bactria) পারদ ও শকসম্বন্ধ প্রযুক্ত ভারতীয় মোহরাদিতে পার্থিবপ্রভাব লক্ষিত হয়। খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর শকরাজ মৌএস (Maues) ও খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর শকপতি বোনোনেসের (Vonones) মোহরাদি অধিক সম্ভব পার্থিব (Parthian) হস্তপ্রসূত।

রোমক প্রভাব।—শককুষন রাজগণের মুদ্রায় রোমকমান দৃষ্ট হয়। এমন কি, কুজুল কদ্‌ফেশের (Kozola Kadafes) মুদ্রায় রোমকপতি অগষ্টাসের মুখ অঙ্কিত হইয়াছে।

শাসনপ্রভাব।—৩০০ হইতে ৪৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাবুলের কুষনরাজ ও পারস্যের শাসন (Sassanian) রাজবংশের সম্বন্ধ ঘটে, সেই সূত্রে কাবুলে শাসনমুদ্রা প্রচারিত হয়। তৎপরে ভারতে হূণ আধিপত্য বিস্তৃত হইলে তাহাদের দ্বারাও শাসন-মোহরাদি ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

ভারতীয় যবন (গ্রীক) রাজগণের মুদ্রা।

খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দে বাহ্লিকের যবনরাজগণ কাবুল ও উত্তর-ভারত আক্রমণ করেন। খৃঃ পূঃ ২০৬ অব্দে আন্তিওক নিষধ পর্ব্বত পার হইয়া গান্ধাররাজ্যে উপনীত হন। তিনি কাবুলপতি অশোক-সুভগসেনের (Saphagasenus) সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই সূত্রে গ্রীক ও ভারতীয় মুদ্রার একত্র সমাবেশ আরম্ভ হয়। তৎপরে ইউথিদেমাস্ (Euthedemus) ও তৎপুত্র দিমিত্রায় (Demetrius) ভারত আক্রমণপূর্ব্বক প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহাদের মুদ্রায় গ্রীক পরিমাণ থাকিলেও তাহা ভারতীয় চতুরস্র মুদ্রাকৃতি। এই মুদ্রার সম্মুখভাগে খরোষ্ঠী অক্ষরে গ্রীক নাম রক্ষিত হইয়াছে। তৎপরে ভারত জয় করিয়া ইউক্রেটিডেস্ ১৮৭ সলোকাব্দে (Seleucid)=১৬৫ বিক্রম-সংবতে যে মুদ্রা প্রচলন করেন, তাহার অঙ্কের বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। এই রাজার সমসাময়িক পন্তলেওন ও অগথোক্লেসের মুদ্রা কাবুল ও পশ্চিম-পঞ্জাবে পাওয়া গিয়াছে। এই উভয় গ্রীক-নরপতির মুদ্রায় ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। [৬নং দেখ] অগথোক্লেসের কোন কোন তাম্রমুদ্রার উভয়দিকেই খরোষ্ঠী লিপি দৃষ্ট হয়। অন্তিমকাসের (Antimachus) মুদ্রায় নৌযুদ্ধজয়ের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

হেলিওক্লেস্ (১৬০-১২০ খৃঃ পূঃ) এর পর গ্রীকাধিপত্য বাহ্লিক হইতে নিষধ (Paropanisus) পর্ব্বতের দক্ষিণে স্থানান্তরিত হয়। তাঁহার রাজ্যকাল পর্য্যন্ত গ্রীকরাজগণ বাহ্লিক ও পঞ্চনদ উভয় স্থানেই রাজত্ব করিতেন এবং তাহাদের মুদ্রায় বাহ্লিক ও ভারত উভয় স্থানের দ্বিভাষাযুক্ত লিপি গৃহীত হইয়াছে। তাহাদের মুদ্রায় আট্টিক মান (অর্থাৎ

১ ড্রাম=৬৭.৫ গ্রেণ) আছে, কিন্তু হেলিওক্লেস্ ও তৎপরবর্ত্তী অপোলোদোতাস্ ১ম ও অন্তিঅল্‌কিদাস্ (Antialcidas) প্রভৃতি পরবর্ত্তী যবনরাজগণ পারসিক মানই ব্যবহার করিয়াছেন।

শকরাজগণের মুদ্রা।

যে সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে গ্রীক-শাসন অব্যাহত ছিল, তৎকালে উত্তর-ভারতে শক ও হিন্দু-শাসনও চলিতেছিল। বাহ্লিকে যবন-শাসনকালেই চীন হইতে শকজাতি বাহির হইয়া শকস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহাদের আদিপরিচয় সুস্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। শকরাজগণের যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মাকিদনীয়, সলৌকীয়, বাহ্লিক ও পারদ-মুদ্রার অনুরূপ দৃষ্ট হয়। দুই একটীতে তুর্কিস্থানের সুপ্রাচীন অরমীয় (Aramaean) লিপির নিদর্শন রহিয়াছে। [৭নং দেখ]

শকাধিপ মোঅ বা মোগ হইতেই এই জাতীয় মুদ্রার পরিপুষ্টি হইয়াছিল। মোগ, বোনোনেস (Vonones) ও স্পলগদমের মোহরে পারদ (Parthian)-সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। [৮নং চিত্রে মোগ ও ৯নং চিত্রে বোনোনেসে দ্রষ্টব্য।]

মথুরার শক-ক্ষত্রপগণের কোন কোন মুদ্রায় গ্রীকানুকরণ দেখা যায়। যেমন রঞ্জুবুলের মোহরে ও টাকায় গ্রীকরাজ ষ্ট্রাটোর (Strato) মুদ্রানুকৃতি। [১০নং চিত্র দেখ।] আবার রঞ্জুবুলের কোন কোন মুদ্রায় ব্রাহ্মী লিপিও দেখা যায়। মথুরার অপরাপর ক্ষত্রপগণ মুদ্রায় শুঙ্গ ও মথুরার হিন্দুরাজ-মুদ্রারও সাদৃশ্য আছে। আবার মিঅউসের (Miaus) মুদ্রায় হিরকোদেসের (Hyrcodes) মুদ্রার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য থাকায়, অনেকে মনে করেন, যে সকল কুষন মুদ্রা বাহ্লিকে প্রস্তুত হইয়াছে, মিঅউসের মুদ্রাও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। সপলিজেসের (Sapalaizes) মুদ্রাও ঐ শ্রেণির;—ইহাতে নরৈয়া দেবীর মুখ আছে, কনিষ্ক, হুষ্ক ও বাসুদেব এই শককুষন রাজত্রয়ের মুদ্রাতেও ঐরূপ দেবীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। কাসগরের নিকটও কতকগুলি শকমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় খরোষ্ঠী ও চীনলিপি বিদ্যমান থাকায় অনেকে মনে করেন যে, ভারতীয় শক্তি এখানে পর্য্যন্ত সঞ্চালিত হইয়াছিল।

কুষনবংশে যে সকল রাজা পঞ্জাবে আধিপত্য বিস্তার করেন, তন্মধ্যে কুজুলকদস (Kujula Kadphises) একজন প্রধান। তিনি গ্রীকপতি এরমৈয়সের (Hermaeus) রাজ্য সম্পূর্ণগ্রাস করিয়া বসিয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহাদের মুদ্রার একদিকে গ্রীকলিপিতে এরমৈয়সের নাম ও অপরদিকে খরোষ্ঠী অক্ষরে 'কুজুল-কদস' নাম পাওয়া যায় [১১নং চিত্র দেখ] প্রায় ১০ খৃষ্টাব্দে কুজুল কদস্ কালগ্রাসে পতিত হন, তাঁহার বংশধর পঞ্জাব হইতে যমুনা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদ জয় করিয়াছিলেন। পুরাবিৎ কনিংহাম্ মনে করেন, তিনিই "কুজলকর কদ্‌ফিসেস্" নামে ও "দেবপুত্র" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তৎপরে আমরা হিম-কদ্‌ফিসেসের মুদ্রা পাই। ইহার উত্তরাধিকারিগণের চেষ্টায় যে সকল স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হয়, সেই সকল মুদ্রা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে গুপ্তরাজগণের সময় পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। সেই সময়ের কুষনদিগের বড় বড় স্বর্ণমুদ্রায় রোমক-সুবর্ণের ভাঁজ ছিল। হিম-কদ্‌ফিসেসের মোহরে গ্রীক ও খরোষ্ঠীলিপি থাকিলেও, তাঁহার পরবর্ত্তী তিন জন কুষনরাজের মুদ্রায় কেবল গ্রীকলিপি দেখা যায়।

তৎপরে আমরা প্রবল পরাক্রান্ত শককুষনরাজ কনিষ্ক ও হুবিষ্কের মুদ্রা দেখিতে পাই। এই দুই নৃপতির মুদ্রায় সাম্য ধর্ম্মনীতির চিত্র রহিয়াছে। বৈদিক, আবস্তিক, বৌদ্ধ, শাক ও গ্রীক দেবদেবীর মূর্ত্তি উভয়ের মুদ্রায় অঙ্কিত হইয়াছে। তৎপরে বাসুদেবের মুদ্রা। শকাধিপ বাসুদেবের মুদ্রা গ্রীকলিপিযুক্ত হইলেও তাঁহার প্রথম গুলিতে শিব ও নন্দিমূর্ত্তি [১২নং চিত্র] এবং পরবর্ত্তী গুলিতে উপবিষ্টা দেবী-মূর্ত্তি অঙ্কিত [১৩নং চিত্র]। ইঁহার পর গ্রীকলিপির পরিবর্ত্তে অস্পষ্ট নাগরীলিপি ব্যবহৃত হয়। ভারতে হূণাধিকার পর্য্যন্ত ঐরূপ মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

শকক্ষত্রপগণের মুদ্রা।

যে সময়ে শক-মহারাজ মোগ-আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার অধীনে লিঅক-কুসুলকের পুত্র পতিক ক্ষত্রপ ছিলেন; তক্ষশিলা হইতে তাঁহার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎপাঠে জানা যায় যে, তিনি ছহরাত ও চুক্ষ-সম্প্রদায়ের ক্ষত্রপ ছিলেন। সেই ছহরাত বা ক্ষহরাত-বংশে মহাক্ষত্রপ নহপান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমস্ত মহারাষ্ট্র ও সুরাষ্ট্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সুরাষ্ট্র হইতে যে সকল শাকমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে নহপানের প্রথম [১৪নং চিত্র]। ইনি আন্ধ্‌রাজকর্ত্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। ইঁহারই সময়ে রাজপুতানায় শকাধিপ চষ্টনের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ক্রমে ইনি মালব ও সুরাষ্ট্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতেই 'শকাব্দ' প্রচলিত হয়। [১৫নং চিত্র] তিনি মুদ্রাপ্রচার ও সুবিশাল রাজ্য বিস্তার করিলেও তৎপুত্র জয়দাম পিতৃগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। জয়দামের পুত্র রুদ্রদাম নিজ ভুজবলে বিশাল রাজ্য অধিকার করিয়া 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি অর্জন

করেন। তাঁহার ও তদ্বংশধরগণের মোহরাদিকে 'মহ মহা-ক্ষত্রপস' লিপিবদ্ধ আছে। [১৬নং রূপদাম দেখ।]

শকশাসন (Scytho-Sassanian) মুদ্রা।

নিষধ (Paropanisus) পর্ব্বতের উত্তরে অক্ষু-প্রবাহিত জনপদসমূহে এবং কাবুল-উপত্যকায় শকশাসনীয় মোহরাদি পাওয়া গিয়াছে। পারস্যের শাসনরাজ ২য় হোরমজ্দ (৩০১-৩১০ খৃঃ অঃ) কাবুলের কুষন-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, সেই সূত্রে এরূপ উভয় জাতির মিলনসূচক মুদ্রা প্রচলিত হয়। শাসনাধীন অক্ষু (Oxus) জনপদ হূণদিগের অধিকার (৪৫০ খৃঃ অঃ) ভুক্ত হইলেও এরূপ মিশ্রমুদ্রা বাহির হইয়াছিল। [১৭নং চিত্র] এই সময়ের অপরাপর মোহরাদিতে শাসন-নরপতির শিরোভূষণ এবং ভ্রষ্ট গ্রীকলিপিতে নাম ও উপাধি অঙ্কিত হইয়াছে।

কিদার-কুষনমুদ্রা।

চীন-ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, মহা যুএতি (Yueti) দলপতি কি-তো-লো হূণহস্তে নিগৃহীত ও নিষধপর্ব্বত পার হইয়া গান্ধারে আসিয়া কাবুল ও পঞ্জাবে (৪২৫ খৃঃ অঃ) আধিপত্য বিস্তার করেন। সেই কি-তো-লোই কুষনমুদ্রোক্ত 'কিদার' বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিদার-বংশের মোহরাদি চিত্রল ও গিল্‌গটের উত্তরে, সিন্ধুনদের পশ্চিমে এবং কাশ্মীরের পূর্ব্বে বিস্তৃত হইয়াছিল। কিদারবংশের প্রভাব কাশ্মীরের মুদ্রায় উপলক্ষিত হয়। হূণদিগের অভ্যুদয়ে কিদার-বংশ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। হূণাধিপ মিহিরকুলের পর কিদারবংশ আবার মস্তকোত্তোলন করেন। তৎপরে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই বংশ গান্ধারে আধিপত্য করিয়াছিলেন। তৎপরে কিদাররাজ্য ব্রাহ্মণবংশের অধীন হয়। কিদাররাজ-গণের মোহরাদির একদিকে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'কিদার' নাম ও অপর পার্শ্বে তত্তৎ রাজার নাম অঙ্কিত আছে।

[১৮নং চিত্র দেখ]

হূণমুদ্রা।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে ভারতে হূণজাতির বাস থাকিলেও শ্বেত-হূণ বা হারহূণগণ এ দেশে অনেক পরে আগমন করেন। শ্বেত হূণেরা অক্ষু-জনপদবাসী তাতার-বংশসম্ভূত। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে এই জাতি প্রবল হইয়া পারস্যের শাসনরাজগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। ২য় বহ্‌রেগোরের রাজত্ব-কালে (৪৩৮-৪৫৭ খৃঃ অব্দে) শাসনগণ শ্বেতহূণের হস্তে পরা-জিত হন, সেই সঙ্গে ভারত-সীমান্তস্থ শাসনাধিকার শ্বেতহূণের করতলগত হইল। যে হূণ অধিনায়ক কিদার-কুষনদিগের হস্ত হইতে গান্ধাররাজ্য গ্রহণ করিয়া শাকলে রাজধানী স্থাপন করেন, তাঁহার নাম হূণমুদ্রানুসারে "রাজা লখন উদয়াদিত্য", চীনগ্রন্থে তিনি "লএ-লিহ" নামে প্রসিদ্ধ।

হূণমুদ্রায় কোন বিশেষত্ব নাই; শাসন, কুষন অথবা গুপ্ত-মুদ্রার অনুকরণে গঠিত। তাহা হইতে কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ জনপদে তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। শ্বেতহূণদিগের সর্ব্ব-প্রাচীনগুলি পাতলা শাসনমুদ্রার অনুকরণ; তাহার একদিকে "শাহি জাবুলঃ" নামে হূণনায়কের নাম ও মুখ এবং অপরদিকে শাসনীয় অগ্নিবেদী। [১৯নং দেখ]

লখন উদয়াদিত্যের পুত্র তোরমাণ রাজপুতানা ও মালব পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। মারবার-অঞ্চল হইতে তাঁহার বহুসংখ্যক মোহরাদি পাওয়া গিয়াছে। তোরমাণ পূর্ব্ব-মালবে গুপ্তাধিকার পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়াছিলেন, মালব হইতে তাঁহার রূপার আধুলি (hemidrachm) পাওয়া যায়। এই মুদ্রা বুধগুপ্তের মোহরাদির অনুকরণে নির্ম্মিত, তোরমাণের নাম ও মুখটী কেবল উল্‌টাভাবে বসান। [২০নং চিত্র দেখ] তোর-মাণের পুত্র মিহিরকুলের রজতখণ্ডে শাসনীয় গড়ন থাকিলেও পিতাপুত্রের তাম্রখণ্ডে শাসনীয় ও গুপ্ত উভয় মুদ্রার গঠন রক্ষিত হইয়াছে। [২১ চিত্রে মিহিরকুলের মুদ্রা দেখ]

উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, রাজপুতনা ও মালবের নানাস্থান হইতে নানাবিধ হূণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সমুদায়ের কোনটীতে নাম আছে, কোনটীর নাম উঠিয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রা ৫৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও কোন্ হূণ-বংশ দ্বারা ঐ সমুদায় প্রচলিত হইয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, তোরমাণ, মিহিরকুল প্রভৃতি পরাক্রান্ত হূণরাজগণের আধিপত্য-কালে ভারতের নানা স্থানে তাঁহাদের অধীন হূণ-সামন্তগণ শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন, অনির্দ্দিষ্ট হূণ মুদ্রা-গুলি তাঁহাদের দ্বারাই প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে কতকগুলি মিশ্র মুদ্রা বাহির হইয়াছে, তাহার গঠন শাসনীয়; অথচ তাহা শাসনীয়-পহ্লবী, ভারতীয়, পূর্ব্বনাগরী ও অজ্ঞাত * এক প্রকার লিপিযুক্ত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম ঐ সকল মুদ্রাকে শ্বেতহূণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।+ কিন্তু রাপ্‌সন প্রভৃতি মুদ্রাবিদ্‌গণ সেরূপ মনে করেন না। তাঁহারা ঐগুলিকে শাসন (Sassanian) রাজ-বংশের বলিতে অভিলাষী। এরূপ মুদ্রার একটী প্রাচীন

* এই অজ্ঞাতলিপিকে কেহ কেহ শকশাসনীয় মুদ্রায় ব্যবহৃত গ্রীকলিপির পরিবর্ত্তিতরূপ বলিয়া অনুমান করেন। (Rapson's Indian Coins, p. 30.)

+ Numismatic Chronicle, 1894, P. 269, 289.

নাগরী লিপিতে শ্রীবাসুদেব নাম, অপরাংশ পারসীক-পহলবী ভাষায় লিখিত; তাহার গঠন পারস্যাধিপ ২য় খুসরু পার্‌বীজের মুদ্রার অনুরূপ। এই সকল বাসুদেব-মুদ্রার পহলবী অংশে তিনি 'বহমন্' (ব্রাহ্মণবাসী), 'মুলতান্', 'তকান্', 'জবুলিস্থান্' ও 'সপাদলকান্' আখ্যায় ভূষিত। এ সকল অভিধা হইতে তাঁহাকে সিন্ধুরাজধানী ব্রাহ্মণাবাদ, মুলতান, তক্ষশিলা, জাবুলিস্থান (গান্ধার) ও সপাদলক্ষ বা শিবালিকের অধিপতি বলিয়া মনে হয়। মুদ্রালিপির আকৃতি অনুসারে বাসুদেবকে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর নৃপতি বলিয়া ধরা যায়। বাসুদেবের মুদ্রার অনুরূপ কতকগুলি মুদ্রায় 'শাহিতিগিন্' নাম আছে, এইরূপ মুদ্রার পশ্চাদ্ভাগে মুলতানের প্রসিদ্ধ সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এতদ্ভিন্ন কোনটীতে প্রাচীন নাগরাক্ষরে "হিতিবি চ ঐরান্ চ পরমেশ্বর" অর্থাৎ হিন্দুস্থান ও ইরাণের অধীশ্বর এবং পারসীক পহলবী লিপিতে "তকান্ খোরাসান্ মল্‌কা" অর্থাৎ তক্ক বা পঞ্জাব ও খোরাসানের অধিপতি। এরূপ ভারতবাসী প্রাচীন পারসিক রাজগণের আরও কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু সেই সকল মুদ্রা কোন্ স্থানের বা কোন্ সময়ের, তাহা নিঃসন্দেহরূপে এখনও জানা যায় নাই।

দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রাচীন মুদ্রা।

গুপ্তমিত্র।

পুরাণে গুপ্তমিত্র-রাজগণের নাম পাওয়া যায়। অযোধ্যা ও পঞ্চাল (রোহিলখণ্ড) হইতে এই বংশীয় রাজগণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অযোধ্যা হইতে মিত্রগণের প্রাচীনতম মুদ্রা (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দে) বাহির হওয়ায়, এই প্রদেশ হইতেই মিত্রবংশের অভ্যুদয় মনে করিতে পারি। ইহাদের অধিকাংশ ঢালাই মুদ্রাই ব্রাহ্মী লিপিযুক্ত। [২০ক চিত্র] ইহাদের চৌকোণা মুদ্রাও দৃষ্ট হয়।

ভারতের নানাস্থানে যে বিভিন্ন ভাষিযুক্ত কার্ষাপণ বা পুরাণ প্রচলিত ছিল, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দে ভারতে যবনাধিকার বিস্তৃত হইলেও ভারতীয় স্বাধীন নৃপতিবৃন্দ বহুদিন প্রাচীন মুদ্রাই চালাইয়া গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সকল প্রাচীন নিদর্শন অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও যে সামান্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

অশ্বক।

তক্ষশিলা (বর্ত্তমান শাহ্‌ঢেরী) নিকট হইতে বহু অশ্বক বা অশ্বক মুদ্রা বাহির হইয়াছে, ঐ সকল মুদ্রার প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে 'বটশ্বক' নাম অঙ্কিত আছে। মুদ্রালিপিদৃষ্টে ঐ সমস্তের গঠন খৃঃ পূঃ ২য় কি ৩য় শতাব্দীর বলিয়া বোধ হয়। এই সকলের অনুকরণে যবনরাজ পন্তলেওন ও অগথোক্লেসের (১৯০ খৃ পূঃ) মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছে।

আর্জ্জুনায়ন।

এক সময়ে পঞ্জাবের উত্তরপশ্চিমাংশে আর্জ্জুনায়নগণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে এই আর্জ্জুনায়নবংশের প্রসঙ্গ আছে। খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে প্রচলিত ঐ বংশের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মুদ্রা অনেকটা মথুরার শকক্ষত্রপসদৃশ।

ঔদুম্বর।

পঞ্জাবের পাঠানকোট জেলা পূর্ব্বকালে 'ঔদুম্বর' নামে খ্যাত ছিল। এই স্থান হইতে প্রাচীন ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষরে অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, এই সমস্ত ঔদুম্বর নামে অভিহিত। এই মুদ্রার অনুকরণে গ্রীকরাজ অপলো-দোতাসের মুদ্রা গঠিত হইয়াছে।

কেদার।

হিমালয় প্রদেশে কেদারভূমি (বর্ত্তমান আলমোড়ার) নিকট ব্রাহ্মী অক্ষরে 'শিবদত্ত,' 'শিবপালিত' প্রভৃতির মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সমুদয়ের একদিকে চৈত্য-রেলিং ও অপরাংশে মৃগচিহ্ন আছে। খৃঃ পূঃ ৩য় হইতে ১ম শতাব্দী মধ্যে এই সকল মুদ্রা প্রচলিত হয়।

যৌধেয়।

পঞ্জাবের বর্ত্তমান ভাবালপুরের জোহিয়গণ 'যৌধেয়' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহাদের প্রাচীনতম মুদ্রার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তদ্ব্যতীত ষড়ানন কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তিযুক্ত খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর মুদ্রাও এখান হইতে পাওয়া গিয়াছে।

অপরান্ত।

মথুরার হিন্দু ও শাসনীয় নৃপতিগণের মুদ্রানুরূপ 'মহা রাজস অপলাতস' নামাঙ্কিত অপরান্তদিগের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

আন্ধ্র, অন্ধ্রভৃত্য বা সাতবাহন।

পুরাণে আন্ধ্রগণ মগধাধিপরূপে বর্ণিত হইলেও সাময়িক লিপি হইতে মগধশাসনের কোন প্রমাণ নাই। এমন কি, মগধরাজ্য হইতে তাঁহাদের মুদ্রাও পাওয়া যায় নাই। দক্ষিণাপথে আন্ধ্ররাজগণ আধিপত্য করিতেন। ধান্যকটক (বর্ত্তমান ধরণীকোট বা অমরাবতী) নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। দক্ষিণাপথের নানাস্থান হইতে তাঁহাদের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ মুদ্রার প্রাপ্তি-স্থান দক্ষিণপূর্ব্ব ভারত—অমরাবতীর নিকটবর্ত্তী। কেবল

আন্ধ্রগণের ধন্থ ও বাণমুদ্রার প্রাপ্তিস্থান পশ্চিমভারত। কেহ কেহ মনে করেন যে, ধান্যকটকেই আন্ধ্রসম্রাটের রাজধানী ছিল, কিন্তু সাম্রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিমাংশ শাসন করিবার জন্য আরঙ্গাবাদ জেলায় গোদাবরীতীরস্থ প্রতিষ্ঠান বা পৈঠননগরে তাঁহার প্রতিনিধি অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেইজন্য পশ্চিম-ভারত হইতে যে সকল আন্ধ্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে রাজপ্রতিনিধির নামও দৃষ্ট হয়। যেমন গোতমীপুত্র ও বাসিষ্ঠীপুত্রের মুদ্রায় 'বিলিবায়কুরস' এবং মাঢরীপুত্রের মুদ্রায় 'সেবলকুরস' বা 'শিবালকুরস' নাম রহিয়াছে। [২১ নং চিত্র] আন্ধ্রমুদ্রায় বিশেষত্ব চৈত্য-চিহ্ন। উজ্জয়িনী হইতে আবিষ্কৃত অধিকাংশ মুদ্রায় এই চৈত্যচিহ্ন থাকায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, শকাধিকারের পূর্ব্বে মালবে আন্ধ্রাধিকার ছিল এবং শকাধিপ চষ্টন ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সকলেই আন্ধ্র হইতেই চৈত্যচিহ্ন গ্রহণ করেন। আন্ধ্রদিগের কতকগুলি মুদ্রায় চিহ্ন আবার পল্লবমুদ্রার অনুরূপ। এই সকল মুদ্রায় সমুদ্রযাত্রী জাহাজের চিত্র দৃষ্ট হয়।

আন্ধ্রমুদ্রাগুলি অধিকাংশই সীসক বা তাম্রমিশ্র ধাতুবিশেষে নির্ম্মিত, উহা উত্তর-ভারতীয় গড়নের সহিত যথেষ্ট বিভিন্ন। এই গুলির ওজনেরও একটা কোন প্রণালী ঠিক করা যায় না। সুপারের বৌদ্ধস্তূপ হইতে আন্ধ্রদিগের কতকগুলি রৌপ্যখণ্ড পাওয়া গিয়াছে; তাহার গড়ন, বর্ণবিন্যাস ও ওজন সুরাষ্ট্র ও মালবের ক্ষত্রপ-মুদ্রাসদৃশ। [২২ নং দেখ] যে সকলে 'রঞো গোতমীপুতস বিলিবায়কুরস' নাম আছে, সেই গুলি নহপানবিজেতা গোতমীপুত্র সাতকর্ণি কি যজ্ঞশ্রী [২য়] সাতকর্ণির, তাহা এখনও নিঃসন্দেহে স্থিরীকৃত হয় নাই। কতকগুলিতে আবার "মাঢরীপুত" ও "বাসিষ্ঠীপুত শ্রী বদসত" নাম দৃষ্ট হয়, এই গুলি ঠিক কোন্ আন্ধ্ররাজের, তৎসম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভাণ্ডারকর 'মাঢরীপুত'কে একজন আভীর বলিয়া মনে করেন।

কালিঙ্গ।

পুরী ও গঞ্জাম্ হইতে বহু মুদ্রা বাহির হইয়াছে, ঐ সকলে কোনরূপ লিপি না থাকিলেও, শককুষন মুদ্রা সদৃশ। একত খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

আভীর।

শকাধিপত্যকালে কোঙ্কণ ও সহ্যাদ্রি অঞ্চলে আভীরবংশ রাজত্ব করিতেন। পুরাণে ও নাসিকের শিলালিপিতে ঐ রাজবংশের উল্লেখ আছে। তাঁহারা অনেক সময়ে শকাধিপগণের সামন্তরূপে, কখন বা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। অনেকে অনুমান করেন, শকপতি মহাক্ষত্রপ বিজয়সেন (১১১ খৃঃ অঃ) ও রামজয়শ্রীর (১৭৬ খৃঃ অঃ) শাসন-অধ্যকালে আভীরেরা তাঁহাদের অধীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। আভীরপতি (?) ঈশ্বরদত্ত মহাক্ষত্রপ-রাজ্য অধিকার করিয়া মহাক্ষত্রপ বিজয়সেন ও ক্ষত্রপ বীরদামের অনুকরণে নিজ মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস যে, এই আভীররাজ হইতেই ত্রৈকূটক বা চেদিসংবৎ প্রচলিত হয়। আভীরেরাও আন্ধ্ররাজগণের ন্যায় মুদ্রায় মাতৃ-কুল-পুরোহিতের গোত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নন্দবংশ।

নন্দমুদ্রার গড়ন ও অঙ্কন সর্ব্বাংশে আন্ধ্রদিগের মত, এজন্য এই নন্দরাজ-মুদ্রাগুলি আন্ধ্রদিগের সমকালীন বলিয়া মনে হয়। ইহাঁদের মুদ্রায় বোধিদ্রুম, ত্রিরত্ন ও স্তূপ অঙ্কিত থাকায় ইহাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায়। এই বংশীয় মূলনন্দ ও বদন নন্দের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

[২৩ নং মূলনন্দের মোহর দেখ]

গুপ্ত।

শ্রীগুপ্ত এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও তৎপৌত্র ১ম চন্দ্রগুপ্ত হইতেই গৌরবরবি প্রকাশিত হয়। এই চন্দ্রগুপ্তই প্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক (৩১৯ খৃঃ অঃ) 'গুপ্তসংবৎ' এবং নিজ নামাঙ্কিত মোহরাদি প্রচার করেন। [২৪ নং চিত্র দেখ] তিনি পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় 'লিচ্ছবয়ঃ' ও 'কুমারদেবী'র নাম অঙ্কিত থাকায় কুমারদেবী লিচ্ছবি-কুলসম্ভূতা এবং লিচ্ছবি হইতে চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পাটলিপুত্র গ্রহণ অনুমিত হয়। তৎপুত্র সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ উপলক্ষে সমস্ত ভারত জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার অশ্বমেধ চিহ্নাঙ্কিত মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সমস্ত উত্তরভারতের তিনি একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তাঁহার উত্তর পুরুষ বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী ২য় চন্দ্রগুপ্তের সময় (প্রায় ৪১০ খৃঃ অঃ) সুরাষ্ট্র ও মালবের ক্ষত্রপাধিকার পর্য্যন্ত গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। [গুপ্তরাজবংশ শব্দ দেখ।]

গুপ্তসম্রাটের প্রবর্ত্তিত নানাপ্রকার স্বর্ণ ও তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। প্রথমে গুপ্তসম্রাট্‌গণ মথুরার কুষনরাজগণের মুদ্রানুকরণে স্ব স্ব মুদ্রা প্রচার আরম্ভ করেন, অবশেষে তাঁহাদের মুদ্রা স্বাধীনভাবে ভারতীয় শিল্পের চরমোৎকর্ষ লাভ করে। ক্ষত্রপাধিকার লাভ করিয়া সুরাষ্ট্র ও মালবঅঞ্চলে গুপ্ত সম্রাট্‌গণ যে রজতমুদ্রা প্রচার করেন, তাহাতে পূর্ব্বতন ক্ষত্রপমুদ্রার অনুকরণ লক্ষিত হয়, তবে ক্ষত্রপমুদ্রার 'চৈত্য' স্থানে গুপ্তমুদ্রায় 'ময়ূর' চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

গুপ্ত-সম্রাট্‌গণের স্বর্ণমুদ্রার প্রথম প্রথম কুষনরাজগণ-পরিগৃহীত রোমক মানই গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের যত্নে হিন্দুধর্ম্মাভ্যুদয়ের সহিত ভারতীয় প্রাচীন সুবর্ণমান (= ১৪৬·৪ গ্রেণ) প্রচলিত হয়। এইরূপে তাঁহাদের সময়ে উক্ত উভয়বিধ মুদ্রাই প্রচলন দেখা যায়। শিলালিপিতে প্রথমরূপ মুদ্রা 'দীনার' এবং শেষোক্ত প্রকার মুদ্রা 'সুবর্ণ' নামে বর্ণিত। আবার বলভী অঞ্চলে গুপ্তসম্রাট্‌গণ যে সকল তাম্রমুদ্রা প্রচার করেন, তাহাতে ময়ূরের পরিবর্ত্তে 'ত্রিশূল' চিহ্ন হইয়াছে। তাঁহাদের তাম্রমুদ্রার কোনরূপ পূর্ব্বানুকৃতির নিদর্শন পাওয়া যায় না, মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ তাম্রমুদ্রাগুলিকে গুপ্ত-সম্রাট্‌গণের স্বাধীন উদ্ভাবন ও নিজকীর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

[২৫নং চিত্র দেখ]

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে সেনাপতি ভটার্ক প্রবল হইয়া বলভীর গুপ্তাধিকার করায়ত্ত করেন। এদিকে মালবের উত্তর ও পূর্ব্বাংশে গুপ্তসম্রাট্‌বংশীয় ভিন্ন ভিন্ন শাখা শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। এই সময়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সামন্তরাজগণও স্বাধীন হইবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। উত্তর-ভারতে তখনও গুপ্তপ্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। ভিতরী গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত সুবৃহৎ মুদ্রালিপি হইতে জানা যায় যে 'মহেন্দ্র' উপাধি-ধারী ১ম কুমারগুপ্ত হইতে তিনজন রাজকুমারের নাম পাওয়া যায়। প্রথমের নাম লইয়া গোল আছে, কেহ তাঁহাকে স্কন্দগুপ্তের নামান্তর স্থিরগুপ্ত, আবার কেহ তাঁহাকে স্কন্দগুপ্তের ভ্রাতা পুরগুপ্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই নৃপতির মুদ্রায় 'প্রকাশাদিত্য' নাম আছে। তাঁহার পুত্র নরসিংহগুপ্ত, মুদ্রায় তিনি 'নর-বালাদিত্য' নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহাকেই কেহ কেহ মিহিরকুলবিজয়ী 'বালাদিত্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তৎপরে ২য় কুমারগুপ্তের নাম পাওয়া যায়, তিনি নিজ মুদ্রায় "কুমারগুপ্ত ক্রমাদিত্য" নামে আখ্যাত। অনেকের মতে এই ২য় কুমার গুপ্তের সঙ্গে গুপ্ত-সম্রাট্‌গণের বংশধারা শেষ হয়। কিন্তু বিষ্ণুগুপ্ত চন্দ্রাদিত্যের কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, এই মুদ্রার সহিত নর-বালাদিত্য ও ২য় কুমারগুপ্ত ক্রমাদিত্যের মোহরের অধিক সৌসাদৃশ্য থাকায়, তাঁহাকে শেষোক্ত রাজগণের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে হয়। এই বংশীয় শেষ রাজার নাম 'শশাঙ্ক', (৬০০ খৃঃ অঃ) তিনি কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত। তাঁহার উভয় নামেই মুদ্রা পাওয়া যায়। [২৬নং চিত্র দেখ।]

পূর্ব্ব-মালবে সম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের বংশধরগণই রাজ্য শাসন করিতেন। এখন হইতে তদ্বংশীয় বুধগুপ্তের রূপার আধুলি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন জয়গুপ্ত, হরিগুপ্ত ও রবিগুপ্ত-নামাঙ্কিত কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বলভী।

সেনাপতি ভটার্ক হইতেই বলভী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। এই বংশের রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পশ্চিম-ভারতে প্রচলিত গুপ্তমুদ্রার অনুকরণ। ইহার প্রত্যেকটীর এক-দিকে ত্রিশূলচিহ্ন ও অপর দিকে অস্পষ্ট অক্ষরে "ভট্টারকস্য" উপাধি-সম্বলিত নৃপতির নাম আছে। [২৭ নং দেখ।]

নাগ।

পুরাণ হইতে জানা যায়, যে সময় গুপ্তগণ মগধ হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে নব নাগ (নলের রাজধানী নরবরে প্রাচীন পদ্মাবতী নগরীতে) রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় ৬জন নাগরাজের মুদ্রা বাহির হইয়াছে। এই নাগবংশীয় গণপতি নাগকে সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত যুদ্ধে পরাজয় করেন। [২৭ নং দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে এখন হইতে রাজপুতমুদ্রা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে মলয়বর্ম্মদেবের নামাঙ্কিত মুদ্রায় বিক্রম-সংবৎ দেওয়া আছে।

মৌখরি।

যৎকালে পূর্ব্বমগধে পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণ রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে পশ্চিম-মগধে মৌখরি-বংশ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারা মালবের গুপ্তগণের অনুকরণে মুদ্রা প্রচার করেন। ঈশান বর্ম্মা ও শর্ব্ববর্ম্মার নামাঙ্কিত রজতখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। [২৮নং চিত্র]

পল্লব।

আন্ধ্রদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতে করমণ্ডল উপকূলে পল্লববংশ প্রবল হইয়াছিল। এই পল্লববংশ কুরুম্বর নামেও খ্যাত ছিল। ইঁহাদের দুই প্রকার মুদ্রা পাওয়া যায়, কতকগুলি আন্ধ্রমুদ্রার অনুরূপ, এই গুলিতে পোতচিহ্ন থাকায় পল্লবেরা যে সমুদ্র-বাণিজ্যপ্রিয় ছিল, তাহারই নিদর্শন রহিয়াছে। অপর কতকগুলি স্বর্ণ ও রজতখণ্ডে পল্লবদিগের জাতীয় চিহ্ন কেশরিমূর্ত্তি এবং কর্ণাটী বা সংস্কৃত ভাষায় লিপি দৃষ্ট হয়। [২৯ নং চিত্র] শেষোক্ত মুদ্রাগুলি পরে প্রচলিত হইয়াছিল।

পাণ্ড্য।

দাক্ষিণাত্যের সুদূর দক্ষিণাংশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে ৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাণ্ড্যবংশ রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মোহরাদির গড়ন অনেকটা আন্ধ্র ও পল্লবদিগের মত। ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন পুরাণ-মুদ্রার পরই হস্তিচিত্রযুক্ত এই সকল মুদ্রার

প্রচলন হইতে থাকে। ৩০০ হইতে ৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালের অনেক পাণ্ড্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইতে প্রকৃত রাজ্যকাল বা রাজাদিগের ক্রম নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

চোল।

দাক্ষিণাত্যে চোলরাজগণের সমৃদ্ধিকালে চোলমুদ্রা প্রচলিত হয়। ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—

১ম—রাজরাজ চোলের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই মুদ্রার মধ্যে চোলরাজচিহ্ন ব্যাঘ্র, তাহার পার্শ্বে পাণ্ড্য ও চেরচিহ্ন মৎস্য ও ধনু দৃষ্ট হয়। এই চিহ্ন দৃষ্টে মনে করা যায় যে, ঐ সকল মুদ্রাপ্রবর্ত্তক রাজগণ পাণ্ড্য ও চেররাজগণের উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। মুদ্রার নাগরী অক্ষরে চোলরাজগণের নামও আছে, কিন্তু চোলরাজগণের যে বংশমালা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ঐ সকল নাম নাই। [৩২ নং চিত্র]

২য় শ্রেণী—প্রায় ১০২২ খৃষ্টাব্দে রাজরাজের অভ্যুদয় হইতে আরম্ভ ও সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীর সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি ও পশ্চাদ্ভাগে উপবিষ্ট রাজমূর্ত্তি রহিয়াছে। [৩৩ নং] এইরূপ মোহরাদি দাক্ষিণাত্যে যথেষ্ট প্রচলিত হইয়াছিল। সিংহলে চোলাধিকার বিস্তৃত হইলে তথায়ও এই শ্রেণীর মুদ্রা প্রচলিত হয়। কান্দিরাজ যতদিন স্বাধীন ছিলেন, ততদিন সিংহলে এইরূপ মুদ্রাই প্রচলিত ছিল।

কলচুরি।

প্রতীচ্য চালুক্যগণের মুদ্রা অধিকারভুক্ত উত্তরপ্রদেশ ও কল্যাণপুরে প্রচলিত হয়। এখন কেবল কলচুরিবংশীয় ২য় রাজা সোমেশ্বরের (১১৬৭—১১৭৫ খৃঃ অঃ) মুদ্রা বাহির হইয়াছে।

গঙ্গ বা কোঙ্গু।

মহিসুরের পশ্চিমাংশ নন্দিদুর্গ হইতে সালেম পর্য্যন্ত এক সময় গঙ্গ বা কোঙ্গু দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখান হইতে যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে চেরচিহ্ন ধনুঃ ও গজমূর্ত্তি অঙ্কিত। এরূপ মুদ্রা ১০৯০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এ দেশে প্রচলিত ছিল, তদনুকরণে কাশ্মীরাধিপ হর্ষদেব নিজ মুদ্রা গঠন করেন, রাজতরঙ্গিণীতে এ কথা স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে—

"দাক্ষিণাত্যাভবদ্‌ভঙ্গিঃ প্রিয়া তস্য বিলাসিনঃ।
কর্ণাটানুগুণষ্টঙ্কস্ততেন প্রবর্ত্তিতঃ॥" (৭।৯২৭)

চালুক্য-মুদ্রা।

চালুক্যরাজ ২য় পুলিকেশি হইতেই চালুক্য-মুদ্রার প্রচার আরম্ভ। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চালুক্যবংশ দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়েন। যাঁহারা পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা প্রতীচ্য ও যাঁহারা কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী পল্লবরাজ্য অধিকার করিয়া শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রাচ্য চালুক্য নামে ইতিহাসে পরিচিত। উভয় শাখার স্বর্ণমুদ্রায় বরাহচিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই সকল মুদ্রার প্রত্যেকটী বিভিন্ন ছেনীতে ভারতীয় প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতীচ্য চালুক্যগণের স্বর্ণমুদ্রাগুলি স্থূল ও অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পেয়ালার মত। [৩০ নং চিত্র দেখ।] কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, চালুক্যেরা কদম্বরাজগণের পদ্মটঙ্কের অনুকরণে এই মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছেন।

আরাকানের নিকটবর্ত্তী চেদুবাদ্বীপ হইতে চালুক্যচন্দ্র শক্তিবর্ম্মার (১০০০-১০১২ খৃঃ অঃ) এবং ২য় রাজরাজ (১০২১-১০৬২ খৃঃ অঃ) নৃপতির নামাঙ্কিত ও বরাহচিহ্নযুক্ত কতকগুলি মুদ্রা বাহির হইয়াছে, এ গুলি প্রাচ্য চালুক্য মুদ্রা বলিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন।

কদম্ব।

দাক্ষিণাত্যের উত্তরপশ্চিম ও মহিশূরের উত্তরাংশ হইতে কতকগুলি কাদম্বরাজগণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহার গড়ন প্রতীচ্য চালুক্য মুদ্রা সদৃশ। এই গুলির মধ্যস্থলে পদ্মচিহ্ন থাকায় ইহা 'পদ্মটঙ্ক' নামে খ্যাত। পদ্মটঙ্কের প্রচারকাল কেহ কেহ খৃষ্টীয় ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দী বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ঐ সকল মুদ্রার সংস্কৃতলিপি দেখিলে তত প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। [৩১ নং চিত্র]

রঘুবংশী (৮৫০—৯০০ খৃঃ অঃ।)

কান্যকুব্জ হইতে রঘুবংশীয় ভূপতিগণের মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে কতকগুলিতে 'হ' অক্ষর থাকায় তাহা হর্ষদেবের বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই মুদ্রার অনুকরণে কনোজপতি ভোজদেবের (৮৫০-৯০০ খৃঃ অঃ) "শ্রীমদাদিবরাহ" ক্রম গঠিত হইয়াছে। [৩৩নং চিত্র]

তোমর (৯১৮—১১২৮ খৃঃ অঃ।)

প্রথমে তোমরবংশ কনোজ ও দিল্লী উভয় স্থানেই আধিপত্য করিতেন। এই বংশীয় সল্লক্ষণপাল, অজয়পাল ও কুমারপালদেবের মুদ্রা দিল্লী ও কনোজ উভয় স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১০৫০ খৃষ্টাব্দে রাঠোরপতি চন্দ্রদেব কনোজ অধিকার করিলে, তোমরপতি অনঙ্গপাল দিল্লীতে গিয়া রাজ্য করিতে থাকেন। দিল্লী হইতে অনঙ্গপাল ও মহীপালের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তোমরদিগের মোহর আবার অনেকটা ডাহলের কলচুরি মুদ্রার সদৃশ এবং খাদগুক্ত (billon) মুদ্রাগুলি অনেকটা কাবুলের ব্রাহ্মণশাহি-রাজগণের মুদ্রার মত।

রাঠোর (গাহড়বাল ১০৫০—১১২৮ খৃঃ অঃ।)

কনোজবিজেতা রাঠোরপতি চন্দ্রদেবের কোন মুদ্রা না পাওয়া গেলেও তৎপুত্র মদনপাল, তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র ও তৎপুত্র কনোজের শেষ রাজা জয়চন্দ্র বা অজয়চন্দ্রের মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছে। [৩৪ নং চিত্রে জয়চন্দ্রের দেখ] এই সকল মুদ্রা তোমরমুদ্রার অনুকরণে গঠিত।

চন্দ্রাত্রের বা চন্দেল (১০৬৩—১২৮৫ খৃঃ অঃ)

উত্তরে যমুনা, দক্ষিণে কিয়ান, পূর্ব্বে বিন্ধ্য ও দশান নদী-মধ্যবর্ত্তী জনপদে (জেজাহুতি বা মহোব নামক স্থানে) চন্দ্রাত্রেয়গণ খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর প্রথম হইতেই রাজত্ব করিতেন। প্রথমে তাঁহারা কলচুরি রাজগণের অধীনতা স্বীকার করিতেন। এই বংশীয় মহারাজ কীর্ত্তিবর্ম্মা চেদিপতি কর্ণদেবকে পরাজয় করিয়া কলচুরিগণের অধীনতাপাশ ছেদন করেন। চন্দ্রাত্রেয়বংশে কীর্ত্তিবর্ম্মাই সর্ব্বপ্রথম নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। তাঁহার অধস্তন ৯ম পুরুষ বীরবর্ম্মা পর্য্যন্ত নিজ নামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রা কলচুরির অনুকরণ।

চাহমান বা চৌহান।

আজমীঢ়ের চৌহানবংশ তোমরদিগের নিকট হইতে দিল্লী অধিকার করেন। পরে জেজাহুতিও তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। এই বংশীয় শেষ দুই নৃপতি সোমেশ্বর ও পৃথ্বীরাজের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের মুদ্রাচিহ্ন বৃষ ও অশ্বারোহী। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে এই পৃথ্বীরাজের হস্ত হইতে দিল্লী যবনকবলিত হয়। দিল্লীর প্রথম মুসলমান নৃপতিগণের মুদ্রাও পূর্ব্বোক্ত হিন্দুমুদ্রার অনুকরণ। ত্রিগর্ত্ত বা কাঙ্ড়ার রাজপুত রাজগণও ১৩৩০ হইতে ১৬১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেই চাহমান-ভঙ্গিতেই স্ব স্ব হিন্দুমুদ্রা চালাইয়া গিয়াছেন।

পাল।

মগধে পাল-রাজবংশের প্রভাব বিস্তার সহ নানা মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কেবল বিগ্রহপালের টাকা বাহির হইয়াছে;—এই মুদ্রা শাসনীয় মোহরের অনুকরণ। ইহার উপর "শ্রীবিগ্রহ" নাম খোদিত। অনেকের বিশ্বাস, মারভোনির শিলাফলকে "বিগ্রহপালদ্রম্ম" নামক যে মুদ্রার উল্লেখ আছে, তাহাই উক্ত মগধপতি বিগ্রহপালের রজতখণ্ড।

উপরোক্ত বিভিন্ন রাজবংশের মুদ্রা ব্যতীত কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি সীমান্ত প্রদেশ হইতেও দেশীয় রাজগণের নানা মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

কাশ্মীর।

কাশ্মীরে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তবে ঐতিহাসিক যুগ হইতে যে সকল মুদ্রা এখন চলিতেছে, তন্মধ্যে কনিষ্করাজের মুদ্রার ভঙ্গিই বহুকাল প্রচলিত ছিল, এইরূপ মুদ্রার একদিকে দণ্ডায়মান নৃপতি, ও অপর দিকে সমাসীনা এক দেবী মূর্ত্তি।

রাজতরঙ্গিণী হইতে জানা যায়, কনিষ্ক কাশ্মীরেও রাজত্ব করিয়াছিলেন। যতদিন কাশ্মীরে হিন্দু রাজত্ব ছিল, ততদিন কনিষ্ক মুদ্রার রূপই রক্ষিত হইয়াছিল। বরাবর গড়ন একরূপ থাকিলেও কাশ্মীরের নাগবংশীয় কায়স্থরাজগণের সময় হইতে এই মুদ্রাশিল্পের অবনতির সূত্রপাত ঘটে। ঐরূপ চিত্রাঙ্কিত স্বর্ণ ও তাম্রের দীনার পাওয়া যায়। স্বর্ণ দীনারের বেশী ভাগ রৌপ্যমিশ্রিত। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, কাশ্মীরপতি জয়াদিত্য এক তামার খনি বাহির করেন এবং এক কম একশত কোটি দীনার প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাকবি ভট্ট উদ্ভট প্রত্যহ তাঁহার নিকট লক্ষ দীনার পুরস্কার পাইতেন।* কিদার কুষনের পর কাশ্মীরে হূণাধিকার বিস্তৃত হইলেও নাগবংশীয় কায়স্থরাজগণের মুদ্রায় কিদার-প্রভাবই লক্ষিত হয়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কাশ্মীরপতি হর্ষদেব (১০৯০ খৃঃ অঃ) দাক্ষিণাত্যের কোঙ্গু মুদ্রার অনুকরণে নিজ মুদ্রা চালাইয়া ছিলেন।

নেপাল।

নেপাল হইতে যৌধেয়-মুদ্রার আদর্শে গঠিত অতি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এ গুলি কুষনের অনুকরণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু গড়ন বিচার করিয়া দেখিলে কুষনসংস্রবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বোধ হইবে। তাহারই অনুকরণে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে লিচ্ছবি মুদ্রা প্রচলিত হয়। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দ পর্য্যন্ত ঐরূপ মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কোনটায় গুপ্তাক্ষরে 'মানাঙ্ক' ও কোনটায় 'গুণাঙ্ক' নাম হইতে মনে হয় যে মানদেব-বর্ম্মার নাম সংক্ষেপে "মানাঙ্ক" ও গুণকামদেবের নাম সংক্ষেপে 'গুণাঙ্ক' খোদিত হইয়াছিল। [লিচ্ছবিরাজবংশ দেখ।] ঐ সকল মুদ্রার সমকালে নেপালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "পশুপতি" ও বৈশ্রবণের নামও কোন কোন মুদ্রায় দৃষ্ট হয়।

গধিয়া পয়সা।

মেবার, মারবার, দক্ষিণ পশ্চিম রাজপুতনা, মালব ও গুজরাত হইতে, কতকগুলি স্থূল প্রাচীন রৌপ্যখণ্ড পাওয়া যায়, তাহা 'গধিয়া পয়সা' নামে খ্যাত। এই পয়সা গুলি

* এই পুরস্কার তাম্রদীনারে বলিয়াই মনে হয়।

শাসনীয় মুদ্রার অনুকরণ হইলেও ইহাতে শিল্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হয়।

ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রাশিল্প।

ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রাগুলি শিল্পনৈপুণ্যে ও সৌন্দর্য্যে গ্রীসের সমকক্ষ না হইলেও ভারতীয় মুদ্রাশিল্পিগণ সেই অতি প্রাচীন কালে যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা গৌরবের সহিত উল্লেখযোগ্য। কি পৌরাণিক, কি ঐতিহাসিক, ও কি সামাজিক আচার-ব্যবহার-মূলক দৃশ্য ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রাখণ্ডে অতি দক্ষতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে, বর্ত্তমানকালে প্রচলিত ভারতীয় অথবা বিদেশীয় কোন মুদ্রায় তাহার নিদর্শন নাই। ঔদুম্বর-রাজগণের দ্বিসহস্রাধিক বর্ষের পুরাতন মুদ্রায় ধৌপিচর্ম্মাম্বর ও তাণ্ডবনৃত্যকারী শিবের যে বিভিন্ন রূপ সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অনুপম। দ্বিসহস্রাধিক বর্ষের সুপ্রাচীন যৌধেয়গণের মুদ্রায় ষড়াননের মূর্তিচিত্রণে ভারতীয় শিল্পী অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ সময়ের ত্রিশূলাঙ্কিত মুদ্রায় যেরূপ রাজমুখ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা অতি সুস্পষ্ট ও অতি সুন্দর, সেই মুখমণ্ডলে যেন জীবন্ত আদর্শ প্রকটিত! গুপ্ত সম্রাট্‌গণের কোন কোন মুদ্রায় শিল্পনৈপুণ্য গ্রীকমুদ্রার সমকক্ষ। সমুদ্রগুপ্তের "অশ্বমেধ মুদ্রায়" অশ্বমেধের অশ্বচিত্র! সেই চিত্র হইতে জানা যায় যে গুপ্তসম্রাট্ অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধরাজগণের মুদ্রায় চৈত্য, বোধিদ্রুম, ত্রিরত্ন ও ধর্ম্মচক্র দেখিতে পাইবে। জৈন রাজমুদ্রায় স্বস্তিক, হস্তী, বৃষভ প্রভৃতি মূর্ত্তি অতি নৈপুণ্য সহ অঙ্কিত হইয়াছে। হিন্দু রাজগণের মুদ্রায় নন্দী, সিংহ, গাভী, গোবৎস, শ্বেতহস্তী, বিষ্ণুচক্র, ধাবমান অশ্ব, এতদ্ভিন্ন নানা দেবদেবী ও রাজমূর্ত্তি চিত্রিত। মুসলমান-সংস্রব হইতে ভারতে মুদ্রাশিল্পের অধঃপতন ঘটে। দিল্লীসাম্রাজ্য মহম্মদঘোরীর করকবলিত হইলে দিল্লীর প্রথম মুসলমান নৃপতিগণও চাহমান মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা চালাইয়া প্রজাগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইস্‌লাম্ ধর্ম্মশাস্ত্রে চিত্রকার্য্য নিষিদ্ধ হওয়ায় মুসলমান নৃপতিগণ ক্রমে মুদ্রার চিত্রাবলি উঠাইয়া দেন, তাহা হইতেই ভারতীয় মুদ্রাশিল্পের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটিয়াছে।

মধ্যযুগ এবং বর্ত্তমান য়ুরোপখণ্ড।

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ কেরী (C. F. Keary) বিভিন্ন যুগের মুদ্রাসমূহের এইরূপ কালনির্ণয় করিয়াছেন। প্রথম যুগ—রোম-সাম্রাজ্যের পতন (৪৭৬ খৃঃ অঃ) হইতে জর্ম্মণ সম্রাট্ শার্লিমেনের (Charlemagne) রাজত্বকাল ৭৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় যুগ— শার্লিমেনের সময় হইতে কার্লোভিঙ্গিয়ান্ (Carlovingian) মুদ্রা য়ুরোপের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে। এই মুদ্রা সোয়াবিয়ান (Swabian) বংশের রাজত্বকাল ১২৬৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

তৃতীয় যুগ—বা উদীয়মান নবযুগের মুদ্রা (Renaissance), এই যুগে ১২৫২ খৃঃ অঃ ফ্লোরেন্সনগরে ফ্লোরিণ মুদ্রার প্রচলন হইতে পৌরাণিক (Classical) সাহিত্যের অভ্যুত্থান ১৪৫০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত।

৪র্থ যুগ—পৌরাণিক নবযুগ ১৪৫০ হইতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

৫ম—বর্ত্তমানকাল।

প্রথম যুগে বাইজন্তিয়াম্-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়কালে আনাষ্টাসেসিয়াসের সময় প্রথমযুগের মুদ্রার আরম্ভ। অসভ্য বর্ব্বরগণ কর্ত্তৃক রোম-সাম্রাজ্যের অধঃপতন সাধিত হইলে, সেই অসভ্যসম্প্রদায় রোমক-মুদ্রার অনুকরণে শত শত নূতন মুদ্রা প্রচলিত করে। এই সময়ে পিত্তলখণ্ডেরই অধিকতর প্রচলন দেখা যায়। ইতালীয় অষ্ট্রোগথগণ, আফ্রিকায় ভেণ্ডালগণ, স্পেনের ভিসিগথগণ, গলের ফ্রাঙ্কগণ ও লম্বার্ডীয়গণ এই সময়ে নানারূপ টঙ্ক নির্ম্মাণ করিয়াছিল,—ইহারা সাধারণতঃ মোহর ব্যবহার করিত।

দ্বিতীয় যুগে মোহরের ব্যবহার কমিয়া যায় এবং রৌপ্যখণ্ডের প্রচলন আরম্ভ হয়। এই যুগে খৃষ্টান সম্রাট্‌গণের মূর্ত্তি ও ক্রুশের চিহ্ন এবং গির্জ্জার প্রতিকৃতি টাকায় অঙ্কিত। কোন কোন স্থানে গথিকশিল্পের আশ্চর্য্য নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

নবযুগের সর্ব্বপ্রধান অগ্রনায়ক ও প্রবর্ত্তক সম্রাট্ ফ্রেডারিক। তিনি নিজ মোহরে আপুলিয়ার নর্ম্মান-ডিউকগণের অনুকরণ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের মুদ্রা ফ্রান্সে অত্যন্ত উন্নতি লাভ করে। তৎপরে ফ্লন্দনাভীয়া, কাষ্টাইল, ইংলণ্ড ও আরবগণের মুদ্রা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। এই সময়ে স্পেন প্রভৃতি দেশে মুসলমানগণের অভ্যুদয়, তজ্জন্য য়ুরোপীয় মুদ্রাশিল্পে আরবী মুদ্রার অনুকরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ফ্লোরিন্ মুদ্রার একাংশে 'ব্যাপ্টিষ্ট' জন (John the Baptist) এবং অপরাংশে একটী কুসুমকুসুম। ইহার ওজন ৫৪ গ্রেণ। শিল্পসৌন্দর্য্যে ফ্লোরিন্ মুদ্রা বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। ফ্লোরেন্স নগরের বাণিজ্য-বিভূতিনিবন্ধন য়ুরোপখণ্ডে শীঘ্রই সর্ব্বত্র ইহার অনুকরণ হইয়া পড়িল। ১২৮০ খৃঃ অঃ ভিনিসনগরে ফ্লোরিণের অনুরূপ মুদ্রা প্রস্তুত হইল। ইহার একাংশে দণ্ডায়মান যীশুখৃষ্ট এবং অপরাংশে সেণ্ট-মার্কের (St Mark) নিকট হইতে ডোজের (Doge) পতাকা

(Goufalou) গ্রহণ। এই টাকা 'ডুকাট্' নামে চলিত ছিল। তৎকালের জেনোয়ানগরের মোহরও এই সময়ে প্রসিদ্ধ হইল। এই সময়ে মিশরের মামেলুক সুলতানগণ ইতালীয় মুদ্রার অনুকরণে মোহর প্রচার করিয়াছিল।

১৫শ শতাব্দে যখন য়ুরোপের সাহিত্যাকাশ নবোদিত পৌরাণিক ভাবের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তখন বর্ত্তমান মুদ্রাশিল্পের উৎপত্তি। জর্ম্মণীতে ১৫১৫ খৃঃ অঃ 'ডলার' নামক রৌপ্যখণ্ডের প্রচলন হইল। ইহাই তৎকালে য়ুরোপের প্রধান ও সর্ব্বত্র-প্রচলিত টাকা বলিয়া গণ্য ছিল। ইহার পর হইতেই বর্ত্তমান মুদ্রাশিল্পের যৎপরোনাস্তি অধঃপতন ঘটিল। জর্ম্মণমুদ্রার সঙ্গে সঙ্গেই 'শিলিং' নামক রৌপ্যখণ্ড প্রচলিত হয়। তদবধি ২০ শিলিংএ এক পাউণ্ডের গণনা চলিতেছে।

যাহা হউক,১৪৫০ হইতে ১৫০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত মুদ্রাশিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইতালীয় ও জর্ম্মণশিল্পিগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। এই সমস্ত শিল্পিগণ প্রাচীন গ্রীকশিল্পের অনুকরণে মুদ্রাতলে প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীর উজ্জ্বল চিত্র অদ্ভুত নৈপুণ্যসহকারে অঙ্কিত করিতেছিলেন। র‍্যাফেলের অনুকারকগণই মুদ্রাশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল। ১৬শ শতাব্দীর শিল্পভূষিত বহুসংখ্যক মুদ্রা ও পদক পাওয়া গিয়াছে—এ গুলি শিল্পনৈপুণ্যে অনুপম। তৎকালে ফ্রান্সদেশেও এই শিল্প উন্নতি লাভ করিতেছিল। তন্মধ্যে অদ্বিতীয় ফরাসী শিল্পী দুপ্রে ও ওয়ারিণের (Dupre & Warin) নাম উল্লেখযোগ্য।

পর্ত্তুগালের মুদ্রায় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অতুল ঐশ্বর্য্য এবং স্পেনের মুদ্রায় অদ্বিতীয় বাণিজ্যসমৃদ্ধি ও রাজোচিত আড়ম্বরের পূর্ণপরিচয় পাওয়া যায়। বার্সিলোনা নগরীর মুদ্রায় অনেক নরপতির নাম আছে। ফ্রান্সে বিবিধ প্রকার টাকা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি বাইজন্তিয়াম্ মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত। ১৩শ শতাব্দীতে ফ্রান্সে মোহরের ব্যবহার প্রথম প্রচলিত হয়। ৬ষ্ঠ ফিলিপের রাজত্বকালের মোহর ও টাকা অত্যন্ত সুন্দর।

১৪শ লুইএর মুদ্রায় অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বের মীমাংসা হইতেছে। নেপোলিওনের সময়েও এই শিল্প সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তখনকার মোহর ও টাকার শিল্পনৈপুণ্য প্রাচীন গ্রীকমুদ্রার অনুরূপ।

ইংলণ্ডের মুদ্রা।

বৃটন হইতে রোমকগণের আসিবার কালে ৪৫০ খৃঃ অঃ হইতে ৮ম শতাব্দীর স্যাক্সনবংশীয় রাজগণের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত এখানে দুই প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ১ম প্রকার রোমক-তাম্রখণ্ডের অনুকরণে নির্ম্মিত; ২য় প্রকার স্কেট্টা (Scetta) নামক প্রাচীন রৌপ্যখণ্ড। প্রকৃত প্রস্তাবে হেপ্টার্কীর সময়ে ইংলণ্ডে মুদ্রার প্রথম প্রচার হয়। মার্সিয়া, কেণ্ট, ইষ্ট আংগ্লিস্ ও নর্দ্দাম্ব্রিয়া প্রভৃতি স্থানের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সকলের মধ্যে মার্সিয়ারাজ অফার মুদ্রাই (Offa) কেবল সুন্দর ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের উপযোগী। এগুলিকে রৌপ্য 'পেনি' বলা যাইতে পারে। ইহার পরবর্ত্তিকালে ইয়র্ক ও কেণ্টারবরীর প্রধান পাত্রীপুঙ্গবের টাকা পাওয়া যায়। নর্ম্মাণগণের রাজত্বকালে এবং প্লাণ্টাজেনেটবংশের সময়েও এই শিল্প একই রীতিতে প্রচলিত হইয়াছিল। তৃতীয় এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজী স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হইল। উহার পরিমাণ ৬ শিলিং ও ৮ পেন্সমাত্র ছিল। এই সময় হইতে টিউডরবংশের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত মুদ্রাশিল্পের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। তৃতীয় এডওয়ার্ডের মুদ্রায় অর্ণবপোতে আরূঢ় তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত। মুদ্রাবিদ্গণ বলেন যে, উহা ১৩৪০ খৃঃ অঃ লুইস যুদ্ধের বিজয়চিহ্নমাত্র। ৮ম হেন্‌রীর রাজত্বকালে এই শিল্পের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ডের প্রচুর প্রচলন হয়। এই সময়ে ইংরাজী 'সভারিন্' প্রচলিত হয়।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে গথিকশিল্পের আদর্শ পরিত্যক্ত এবং তৎপরিবর্ত্তে বর্ত্তমান নূতন আদর্শ গৃহীত হয়। এই সময়ে রীতিমত টঙ্কশালার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথম চার্লসের মুদ্রায় গৃহযুদ্ধের (Civil war) বিবিধ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে রাজকোষ স্বর্ণহীন হওয়ায় ১০ ও ২০ শিলিং রৌপ্যখণ্ডের প্রচলন হয় এবং 'ক্রাউন' মুদ্রার আকার ছোট হইয়া যায়। এই সময়ের অক্‌সফোর্ডনগরে প্রস্তুত এক মুদ্রা বিশেষ কৌতুককর। উহার একাংশে অশ্বারূঢ় প্রথম চার্লসের মূর্ত্তি, অপরাংশে অক্‌সফোর্ডের ঘোষণাপত্র। ক্রম্‌ওয়েলের সময়ে কতকগুলি মুদ্রার বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। ইহার তলদেশে তৃতীয় উইলিয়ামের বীরত্বব্যঞ্জক প্রতিমূর্ত্তি। রাজ্ঞী আনীর (Anne) রাজত্বকালে ডিন্ সুইফ্টের (Dean Swift) পরামর্শানুসারে মুদ্রায় ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র সকল সন্নিবেশিত হয়। তাহা হইতে প্রসিদ্ধ তাম্র ফার্দিংএর উৎপত্তি। ইহার পরে জর্জ্জগণের রাজত্বকালে অনেক মুদ্রার উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। এই সময়ে বিখ্যাত ইংরাজ-শিল্পী Pistrucci মুদ্রাশিল্পের আমূল সংশোধনপূর্ব্বক বিশেষ উন্নতি দেখাইয়া গিয়াছেন।

ইংরাজি পদকগুলিতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনা ভিন্ন শিল্পের

কোন বৈচিত্র দৃষ্ট হয় না। টিউডরবংশের পদকগুলি অতীব সুন্দর। Trezzo এবং হলণ্ডবাসী Stephenএর খোদিত প্রতিমূর্ত্তি নিপুণতার উজ্জ্বল নিদর্শন। কোন পদকে বট্‌-রাজ্ঞী মেরীর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি। ষ্টুয়ার্টবংশের রাজত্বকালেও পদকশিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। অদ্বিতীয় শিল্পী Briot Rawlin এই সময়ে সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। তদবধি মুদ্রা ও পদকশিল্পের কোন নূতনত্ব ইংরাজিমুদ্রায় দৃষ্ট হয় না।

স্কটলণ্ডের মুদ্রা সাধারণতঃ ইংরাজী-মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত। কেবল কোন কোন স্থলে শিল্পের অপকর্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে স্কটলণ্ডের গড়নে কিছু উন্নতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাজ্ঞী মেরীর মুদ্রায় তাঁহার সৌন্দর্য্যশালিনী প্রতিমূর্ত্তিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আয়র্লণ্ডের মুদ্রায় কোন বিশেষত্ব নাই। প্রাচীন ডেনগণের মুদ্রাই কেবল ঐতিহাসিকের আলোচ্য। ২য় জেমসের মুদ্রায় কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে।

বেলজিয়াম ও হলণ্ডের গড়নে কোন নূতনত্ব নাই। উহা কেবল ফ্রান্স ও জর্ম্মণীর অনুকরণ। কেবল প্রোটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত পদকগুলি কতকটা শিল্পোৎকর্ষের পরিচায়ক। ১৬শ ও ১৭ শতাব্দীর অসংখ্য পদক পাওয়া গিয়াছে। তদ্দ্বারা তাৎকালিক ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে পড়িতে পারা যায়। লিডেন নগরীর অবরোধ ও সেন্নাচেরিবের (Sennacherib's) সৈন্যধ্বংস প্রভৃতি ঘটনা পদকপৃষ্ঠে অবিকল অঙ্কিত হইয়াছে।

উইলিয়াম্ দি সাইলেণ্টের গুপ্তহত্যা এবং আর্ম্মাডার পরাজয়ও মুদ্রা ও পদকে অঙ্কিত। ওলন্দাজ সাধারণতন্ত্রের ইতিহাস ইহাতে উজ্জ্বলবর্ণে প্রতিবিম্বিত।

সুইজলণ্ডের মুদ্রায় অনেক বিচিত্র ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ফ্রাঙ্কিস মোহরের পরে সার্লমেনের রৌপ্যখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ১০ম হইতে ১৩শ শতাব্দ পর্য্যন্ত ব্রাবিয়ান্ মুদ্রাই বেশী পরিলক্ষিত হয়। ২য় ফ্রেডারিকের রাজত্বকালে সুইজর্লণ্ডের মুদ্রাশিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ১৪শ শতাব্দীতে সুইসগণ প্রবল হইয়া মুদ্রা প্রচার করে। তৎপরে ফরাসী-আক্রমণকালে সুইজর্লণ্ডের মুদ্রায় স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। জেনেভা এবং লুসানি নগরের মুদ্রায় বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য দৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমান ইতালী ও সিসিলি।

প্রাচীন মুদ্রার পরেই অষ্ট্রোগথ ও লম্বার্ডীয়গণ এখানে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিল। পরে মুসলমানহস্তে এই শিল্পের অবনতি ও পরিবর্ত্তন ঘটে। তৎপরে ফ্লোরেন্সের মুদ্রাশিল্প উল্লেখযোগ্য। ইহার পরে জেনোয়া ও ভিনিসের মুদ্রাই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। ইতালীর পদক সকল মুদ্রাশিল্পের সুন্দর উদাহরণ। মিলাননগরের মুদ্রাও সৌন্দর্য্যের দৃষ্টান্তস্থানীয়।

গিওবনি দোণ্ডালোর (Giovanni Dondalo) মুদ্রাশিল্পের উৎকৃষ্ট আদর্শ।

রোমনগরের মধ্যযুগের মুদ্রা বৈচিত্র্যহীন, কিন্তু ইহা দ্বারা নানা ঐতিহাসিক সমস্যার পূরণ হইয়াছে। ৭ম ক্লেমেন্টের সময় হইতে পোপের প্রাধান্য মুদ্রাতলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

ইতালীর পদকসমূহ শিল্পনৈপুণ্যের সুন্দর নিদর্শন। এইগুলি অনেকাংশে প্রাচীন শিল্পের অনুকরণ। মার্টি ও ডি পাস্তি, এস্লেলো, বলদু, গিরাণ্ডিও, জেণ্টাইল্ বেলিনি, পাবেলো, ফ্রান্সেস্কো, ফ্রঙ্কিয়া প্রভৃতি শিল্পিগণের নাম ও কীর্ত্তি পদকে অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত খোদিত হইয়াছে। পদকতলে অঙ্কিত পিসানোর পৌরাণিক চিত্রমালা ও নীতিগর্ভ-চিত্রাবলী শিল্পাদর্শে উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য।

পাস্তি পদকপৃষ্ঠে সিগস্মণ্ডের মহিষী আইসোটার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর। বেলিনি-পদকে কনষ্টাণ্টিনোপলের বিজেতা দ্বিতীয় মহম্মদের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পরবর্ত্তিকালে মুদ্রাশিল্পী কাভিনো তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিভা মন্দপ্রভ করিয়াছিলেন। পোপগণের মুদ্রা হইতে পরবর্ত্তী রোমকশিল্পের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

জর্ম্মণী।

জর্ম্মণীর মুদ্রার ধারাবাহিক শ্রেণীনির্ণয় করা অতি কঠিন। ইহা ইতালীর মুদ্রার অনুকরণ মাত্র। ১ম ফ্রেডারিক ও ২য় ফ্রেডারিকের মুদ্রা সমস্ত য়ুরোপখণ্ড প্রচারিত হইয়াছিল। ১ম মাক্সিমিলিয়ানের রাজত্বকালে এই শিল্পের অনেক উন্নতি ঘটিয়াছিল। এই সময়ে মুদ্রায় অশ্বারোহী সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

তৎপরে বাভেরিয়ারাজ প্রথম লুই-প্রচলিত ডলার জর্ম্মণীর সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়। ইহার পরে ব্রাণ্ডেনবর্গ ও ব্রান্সউইক মুদ্রা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে। ১০ম শতাব্দীতে ৪র্থ ওথোর (Otho) রাজত্বকাল পর্য্যন্ত মেরোভিঞ্জিয়ান ও কার্লোভিঞ্জিয়ান সম্রাট্‌গণের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। পাত্রিগণ ক্লনোর সময় ৯৫০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে হাম্বুর্গের মোহর

বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। জর্ম্মণ পদকসমূহ শিল্পোৎকর্ষে ইতালীয় পদকের নিম্নেই স্থান পাইবার যোগ্য। জর্ম্মণ পদকনির্ম্মাতৃগণ চিত্রকর কিংবা ভাস্কর ছিলেন না। তাঁহারা সাধারণ স্বর্ণকারের ব্যবসায় করিতেন। জর্ম্মণীয় আলবার্ট ডুরার অদ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন,—তাঁহার পদকশিল্প সকল শিল্পীরই অনুকরণীয়। পিতৃভক্ত ডুরার পদকে পিতা মাতার যে অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা শিল্পনৈপুণ্যের অদ্বিতীয় উদাহরণ। তদঙ্কিত মূর্ত্তির মধ্যে পদকতলে লুথার, এরাসমাস, ৫ম চার্লাস্, মাক্সিমিলিয়ান এবং বর্গণ্ডীর সম্রাজ্ঞী রূপবতী মেরীর প্রতিমূর্ত্তি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন।

স্কন্দনাভীয়দেশে রাজকীয় অন্য কোন নাগরিক মোহরাদি পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের ডেনিস্ বিজয় হইতেই এই সকলের প্রভাবকাল আরম্ভ। নরওয়ে রাজ্যে হেরল্ড হেড্রডার পেনি পাওয়া যায়। তিনি ষ্টাম্‌ফোর্ড-ব্রিজের যুদ্ধে নিহত হন, তাহা এই মুদ্রালোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তৎপরে সুবিখ্যাত ডেনিস্ সম্রাট্ কানিউটের (Canute) মুদ্রা পাওয়া যায়। ইহা তৎকালে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও অধিকাংশ প্রচলিত ছিল। তৎপরে হার্ডিকানিউট ও মাগনাসের সময়ে বাইজন্তিয়ামে মুদ্রাশিল্পের অনুকরণ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে কোন শিল্পোৎকর্ষ নাই। ১৪শ শতাব্দীতে সুইডেনে মেকলেনবর্গের আলবার্ট মুদ্রাশিল্পের বিশেষ উন্নতি করেন। গাষ্টাভাস্ আডলফসের মুদ্রা দ্বারা বহু ঐতিহাসিক তত্ত্বের মীমাংসা হয়। সুইডেনের ১২শ চার্লসের সমকালীন মুদ্রায় অনেক রোমক পৌরাণিক দেবদেবীর চিত্র দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত চার্লসের বহুশত তাম্রানুশাসন ও তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রুষিয়া, পোলণ্ড ও হঙ্গেরী।

১৫শ শতাব্দীর পূর্ব্বে রুষিয়ায় মুদ্রা আদৌ দৃষ্ট হয় না। ইহার প্রাথমিক মুদ্রায় বাইজন্তিয়ামের শিল্প-প্রভাব দৃষ্ট হয়। পিটার দি গ্রেটের সময়ে মোহর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নিকোলাস প্লাতিনাম ধাতু বা শ্বেতকাঞ্চনের মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। পোলণ্ডের মুদ্রা ১১শ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়। তৎপরে ১৫শ শতাব্দীতে পোলণ্ডরাজ উলাডিসলাস্ জাগেলো ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। ডান্‌জিক নগরের মুদ্রায় অনেক সুন্দর শিল্পচিত্র পরিদৃষ্ট হয়। ১১শ শতাব্দীতে ১ম ষ্টিফেনের রাজত্বকালে হঙ্গেরীর মুদ্রা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পরে ১৪শ শতাব্দীতে আঞ্জুর চার্লস রবার্ট 'ফ্লোরিণ' ও ডুকাট্ প্রচলিত করেন। তৎপরে জন হুনিয়াদির রাজকীয় মুদ্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অষ্ট্রিয়ার রাজবংশীয় হাঙ্গেরিও-মুদ্রায় অনেক সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে এখানে বহু মোহর প্রচলিত হইয়াছিল। ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে ট্রান্‌সেল ভিনিয়ার মুদ্রায় বিপুল ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধের সময়ে তুর্কসাম্রাজ্যের নানা প্রকার বিচিত্র মুদ্রা পাওয়া যায়। পোপ ৪র্থ ইনোসেণ্টের মুদ্রায় মুসলমানশিল্পের প্রভাব দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত মুদ্রায় শিল্পোৎকর্ষ না থাকিলেও অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বের মীমাংসা হইতে পারে।

আমেরিকা।

আমেরিকার মুদ্রাতত্ত্বে প্রাচীনতা নাই। এক্ষণে য়ুরোপীয় উপনিবেশিকগণ তদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য নানাপ্রকার মুদ্রা প্রচলন করিয়াছেন। ডলার এখানকার প্রধান মুদ্রা। বার্মুডা এবং মেসাচুসেট্‌স নগরে দেবদারুবৃক্ষাঙ্কিত মুদ্রাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাতে শিল্পের সৌন্দর্য্য অতি অল্প।

ভারতে মুসলমান-আমল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, ভারতে মুসলমানগণের অধিকার হইতেই ভারতীয় মুদ্রাশিল্পের অবনতি ঘটে। মহম্মদ ঘোরী হইতে শামসুদ্দীন্ আল্‌তমাস্ পর্য্যন্ত মুসলমান-মুদ্রায় অনেকটা হিন্দু-আদর্শ রক্ষিত হইয়াছিল। প্রাচীন মুদ্রাশিল্পের বিগতস্মৃতি সুলতান আল্‌তমাসের অশ্বারোহী, মুদ্রায় যেন একবার উজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়। শহাবুদ্দীন্ মহম্মদ ঘোরী হইতে গয়াস্‌উদ্দীন পর্য্যন্ত ৯ জন মুসলমান-নৃপতির মোহরাদিতে তুগ্রা বা পারসী লিপির সহিত ভারতবাসীর মনোরঞ্জন বা সুবিধার জন্য নাগরাক্ষরেও নামাঙ্কিত হইয়াছে। এমন কি, স্ব স্ব মুদ্রায় কুতব উদ্দীন্ "ভূপালঃ," ফিরোজশাহ "বভূব ভূমিপতিঃ," মৈজউদ্দীন্ ও আলাউদ্দীন্ "নৃপঃ" বা "নৃপতি", নাসিরউদ্দীন্ "পৃথ্বীন্দ্র" এবং গয়াস্‌উদ্দীন্ "শ্রীহম্মীর" উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন।

তৎপরে মূর্ত্তি-অঙ্কনাদি এক প্রকার উঠিয়া গেলেও লিপি-বিন্যাসের অপূর্ব্ব পারিপাট্য ও নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়। পরবর্ত্তী মুসলমান-রাজগণের মোহরাদিতে অধিকাংশ স্থলেই প্রত্যেক রাজার নাম, সন ও কোরাণ হইতে উপদেশমূলক বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, দিল্লীশ্বর মহম্মদ বিন্-তুগলকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে পূর্ব্ব মুদ্রামানই বরাবর চলিয়া আসিয়াছিল। এই সময়ে ভারতে নানা ওজনের নানা প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহাতে সাধারণের,

বিশেষতঃ ব্যবসায়ীদের পক্ষে অসুবিধা ভাবিয়া তিনি নিম্নলিখিতরূপে মুদ্রামান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন :—

১ কাণি = ১ জীতল
২ " = দোকাণি বা সুলতানী
৬ " = ষষ্‌কাণি, $\frac{৩}{৪}$ হস্তকাণি
৮ " = হস্তকাণি
১২ " = দুবাজ্‌দহ্‌ কাণি
১৬ " = বান্‌জদহ্‌ কাণি
৬৪ " = ১ তঙ্কা (চাঁদি রূপার) = ১৭৫ গ্রেণ

এতদ্ভিন্ন ১ কাণির বদলে ৪টী তামার 'ফল' (ফেল্‌), এইরূপে দোকাণির মূল্য ৮ ও হস্তকাণির ৩২টী তামার ফল নির্দ্দিষ্ট হয়। সুতরাং ২৫৬ তামার ফলের পরিবর্ত্তে একটা রৌপ্যটঙ্ক পাওয়া যাইত। এ ছাড়া তিনি ২৫ কাণি মূল্যের 'নিশ্‌ফি' বা সিকি এবং ৫০ কাণি মূল্যের আধুলিও চালাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ের মোহর 'আসরফী' নামে খ্যাত ছিল। এই আসরফীর অনুকরণে রাজপুতনার হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক 'আশাবরী' মুদ্রা প্রচলিত হয়।

ভারতের নানাস্থান হইতে উক্তরূপ বহুপ্রকার মুসলমান-মুদ্রা পাওয়া গেলেও তাহাতে শিল্পনৈপুণ্যের কোন বিশেষত্ব নাই। চিতোরের কুম্ভরাণা গুজরাত ও মালবের মুসলমাননরপতিগণকে পরাস্ত করিয়া আবার প্রাচীন হিন্দু-আদর্শে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার তাম্রখণ্ডের একদিকে স্বস্তিক-চিহ্নসম্বলিত "কুম্ভক" নাম ও অপরদিকে একলিঙ্গের মন্দির চিত্র সহ 'একলিঙ্গ' নাম খোদিত আছে। রাণাসঙ্গের মুদ্রায় ত্রিশূল ও স্বস্তিকচিহ্ন অঙ্কিত।

বিজয়নগরে হিন্দুরাজগণের অভ্যুদয় সহ প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের মুদ্রার আবার বহুপ্রচলন ঘটে। কৃষ্ণানদীর উত্তরাংশে সর্ব্বত্র মুসলমানী তঙ্কা প্রভৃতি প্রচলিত থাকিলেও কৃষ্ণার দক্ষিণাংশে রামরাজগণের 'টঙ্ক' প্রভৃতিই প্রচলিত ছিল। দাক্ষিণাত্য-মুদ্রামান এইরূপ :—

২ গুঞ্জা = ১ দুগল (= $\frac{১}{২}$ পণম্‌ বা ফণম্‌)
২ দুগল = ১চবল (= ১পণম্‌)
২ চবল = ১ধারণ
২ ধারণ = ১হোণ (= ১ প্রতাপ, মাদ বা অর্দ্ধ পাগোডা)
২ হোণ = ১বরাহ (= ১হূণ বা পাগোডা)

সম্রাট্‌ অকবরের সময় মুসলমানী মুদ্রাশিল্পের কতকটা উন্নতি দৃষ্ট হয়। তিনি আপন আপন অধিকারভুক্ত সকল প্রধান সহরে (সর্ব্বশুদ্ধ) ৪২টী টঙ্কশালা স্থাপন করিয়া নানাপ্রকার স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রখণ্ড প্রচার করিয়াছিলেন। নিম্নে আকবরী-মুদ্রার তালিকা ও তাহার মূল্য প্রদত্ত হইল।

আকবরী মোহর।

নাম	পরিমাণ তোলা	মাস	রতি	মূল্য।
১। শাহান্‌শা	১০১	৯	৭	= ১০০ লালজলালী মোহর = ১০০০ রূপিয়া বা ৪০০০০ দাম।
২। ছোটশাহান্‌শা	৯১	৮	০	= ১০০ গোল মোহর = ৯০০ রূপিয়া।
৩। রহস				= শাহান্‌শার অর্দ্ধ।
৪। আত্‌মা				= শাহান্‌শার একচতুর্থাংশ।
৫। বিন্‌সৎ				= শাহান্‌শার একপঞ্চমাংশ।
৬। চাহারগোষা	৩	০	৫।০	= ৩০ রূপিয়া।
৭। চুগুল	২	৯	০	= ৩ গোলমোহর = ২৭ রূপিয়া।
৮। ইলাহী	১	২	৪৸০	= ১২ রূপিয়া।
৯। অফ্‌তাবি		১২	১৸০	= রূপিয়া। চৌকা লাল-জলালী।
১০। লাল-জলালী (সাবেক) ...	১	০	১৸০	= রূপিয়া = ৪০০ দাম।
১১। আদল গুট্‌কি		১১	০	= ৪ রূপিয়া। (চলিত গোলমোহর)।

আকবরী টাকা—

১। রূপী (গোল) = ১১মা° ৪র°
২। জলালা (চৌকা) = ১১মা°৪র°
} এই রূপীর অর্দ্ধ 'দরব', তাহার অর্দ্ধেক 'চরণ', রূপীর $\frac{১}{৫}$, 'পণ্ডু' $\frac{১}{৮}$, 'অষ্ট' $\frac{১}{১০}$, 'দশা' $\frac{১}{২০}$, 'কলা' এবং $\frac{১}{২}$ 'সুকি'। পুরাণ অকবরশাহী গোল রূপীর মূল্য ৩৯ দাম নির্দ্দিষ্ট ছিল।

আকবরী পয়সা।

দাম (পয়সা)=১ তোলা ৮ মাস ৭ রত্তি=৩২৩·৫৬২৫ গ্রেণ তাম্রখণ্ড। দামের অর্দ্ধেক 'আধেলা', তদর্দ্ধ 'পাউলা' এবং তদর্দ্ধ 'দাম্‌ড়ি'। যতদিন মোগল-সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন আকবরী মুদ্রামানই চলিয়াছিল।

মোগল-প্রভাব হ্রাস ও মহারাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইলে, শিবাজী ও তাঁহার বংশধরগণ আবার হিন্দুমুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন; এই সময়ে নেপাল, কাশ্মীর, মেবার, আসাম ও কোচবিহারেও হিন্দুরাজগণ স্ব স্ব নামে মুদ্রাঙ্কণ করিতেছিলেন। বাঙ্গালার প্রতাপাদিত্য কিছুদিনের জন্য স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা চালাইয়াছিলেন। মেবার ব্যতীত কাশ্মীর ও রাজপুতনার অন্যান্য স্থানের মুদ্রায় মুসলমান-প্রভাব লক্ষিত হয়। ইংরাজ-শাসন হইতে ভারতীয় মুদ্রা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রাজপুতনার ও পঞ্জাবের মুদ্রায় মুসলমান-প্রভাব এবং মহিসুর ও ত্রিবাঙ্কোড় প্রভৃতি রাজগণের মুদ্রায় প্রাচীন দাক্ষিণাত্য-মুদ্রার কতক নিদর্শন থাকিলেও এখন ভারতীয় সকল মুদ্রাই বৃটীশ-প্রভাবের সাক্ষ্যদান করিতেছে। তবে নেপালে এখনও হিন্দুমুদ্রা চলিতেছে।

বর্ত্তমান বৃটীশ-রাজত্বে মোহর, গিনি, অর্দ্ধগিনি ও সিকি-মোহর (স্বর্ণখণ্ড); টাকা, আধুলি, সিকি ও দুয়ানি (রৌপ্যখণ্ড) এবং ডবল পয়সা, পয়সা, আধ্‌লা, পাই ও সিকি পয়সা (তাম্রখণ্ড) প্রচলিত। বৃটীশ-প্রভাবে আবার ভারতীয় মুদ্রাশিল্পের উন্নতি দেখা যাইতেছে।

মুদ্রাবল (ক্লী) বৌদ্ধমতে অত্যুর্দ্ধসংখ্যাভেদ।

মুদ্রামার্গ (পুং) ব্রহ্মরন্ধ্র, মস্তকের যেস্থান দিয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

মুদ্রাযন্ত্র, কাষ্ঠাদি কঠিন পদার্থোপরি অঙ্কিত চিত্র বা লিপিমালার প্রতিলিপি-গ্রহণোপযোগী যন্ত্রবিশেষ। প্রথমে কালি বা অন্য রঙ্‌, খোদিত মূললিপিতে লাগাইয়া চাপ দিলে সেই প্রতিকৃতির উদ্ধারসাধন হয় বলিয়া, ইংরাজী-ভাষায় উহাকে Press বা চাপযন্ত্র বলে। বর্ত্তমান সময়ে বিদ্যোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনতম গ্রন্থাদিসংগ্রহের এবং প্রচারোৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ লিপিমালার প্রতিকৃতি-সংগঠনে যত্নপর হন।

পূর্ব্বে হস্তলিখিত পুথির সাহায্য ভিন্ন বিদ্যালাভের অথবা বিভিন্ন গ্রন্থপাঠের বিশেষ সুবিধা ছিল না। বিদ্যার গৌরব-প্রভাব ও আদর সাধারণে প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, হস্তলিখিত পুস্তকসংগ্রহের অভাব সর্ব্বত্র অনুভূত হইয়াছিল। একখানি গ্রন্থ লিখিয়া লইয়া অভ্যাস করিতে হইলে যে সময় লাগিত, লিখিত পুথির পাঠ সমাপন করিতে তদপেক্ষা অনেক কম সময় ব্যয়িত হইত। শুনা যায়, ভারতবর্ষের নালন্দার বিদ্যামন্দিরে লিপিগ্রথিত পুস্তকের বহুলপ্রচারার্থ বৌদ্ধযতিগণ মঠমধ্যে একটী সুবৃহৎ মস্যাধার প্রস্তুত করেন। উহার চতুর্দ্দিকে 'সাইফন' আকারে সহস্র ছিদ্র ছিল। উপর হইতে কালি ঢালিয়া একজন তারস্বরে পুথিপাঠ করিত এবং দোয়াতের সহস্র-ছিদ্রমুখে সহস্র ছাত্র বসিয়া এককালে সহস্র গ্রন্থ সঙ্কলন করিত। [লিপি দেখ।]

বিদ্যোৎসাহিগণ সময়ের মহার্ঘ্যতা অনুভব করিয়া স্বহস্তে লিখিত পুথি পাঠের পরিবর্ত্তে যাহাতে এককালে অনেকগুলি পুথিলিপির প্রতিকৃতি উঠাইতে পারেন, তদ্বিষয়ের উন্নতিসাধনে বিশেষ চিন্তাপর হন। ক্রমে তাঁহাদের যত্ন ও অধ্যবসায়ে কাষ্ঠ বা পোড়া মৃৎফলকে পুথির ভাষার বর্ণমালা-সমূহ সমাবিষ্ট করিয়া তদুপরে কালি প্রভৃতি লাগাইয়া আবশ্যক মত কাগজের অথবা ভূর্জ্জপত্রের উপর কথিত পুথির নকল উঠাইয়া লইবার ব্যবস্থা হয়। তাহাতেও ভ্রমসংশোধনের অসুবিধা অনুভব করিয়া পরবর্ত্তী উন্নতচিত্ত বিদ্বমণ্ডলী উক্ত প্রথার উৎকর্ষ-সম্পাদনে যত্নপর হন। এইরূপে ক্রমবিকাশের ধারা অনুসারে ক্রমে মৃত্তিকা, তাম্র, লৌহ, পিত্তল ও সীসক প্রভৃতি ধাতুতে বর্ণমালার অক্ষরগুলি পৃথক্ পৃথক্ ঢালাই করিয়া অথবা ছেনীতে কাটিয়া লিপিগ্রহন-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা সাধিত হইয়াছে।

এক্ষণে পরস্পর-বিভিন্ন ঢালাই ধাতব অক্ষরগুলি (Cast-metal movable types) একত্র সংযোজনা করিয়া কাগজাদিতে অভিলষিত লিপির প্রতিফলিত পাঠ উদ্ধার করিবার জন্য যে প্রথা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে মুদ্রাঙ্কণ-শিল্প (Art of printing) পদবাচ্য। যে স্থানে মুদ্রণকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি রক্ষিত এবং ঢালাই অক্ষর হইতে লিখিত ভাষার প্রতিলিপি সংগৃহীত হয়, সেই যন্ত্রাগারকেই মুদ্রাযন্ত্র (Printing press) বলা হইয়া থাকে। চলিত কথায় উহা 'ছাপাখানা' নামে অভিহিত।

পূর্ব্বে কাষ্ঠ বা প্রস্তরফলকে লিপিসমূহ উচ্চমুখ (in relief) অথবা নিম্নগর্ভ (Deep cut) খোদাই করিয়া চাপ দ্বারা তাহার প্রতিলিপি গৃহীত হইত। এমন কি, দেবতা বা বৃক্ষবিশেষের চিত্র কাষ্ঠখণ্ডে (Wood blocks) অঙ্কিত করিয়া কাগজাদির উপর প্রতিকৃতি উঠান হইত। উপরোক্ত খোদিত চিত্র (Xylography বা wood engraving), অথবা প্রস্তরোপরি অঙ্কিত লিপির প্রতিলিপি (Lithography) প্রধানতঃ চাপ দ্বারা কাগজাদিতে প্রতিফলিত করা হইত; উহা

বর্ত্তমান ঢালাই অক্ষরের অভিলষিত বিন্যাস হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্র বা মুদ্রণশিল্প (Typography) বলিলেই সাধারণতঃ অক্ষরমালার সমাবেশকেই (Writing by types) বুঝিতে হইবে।

যদিও কাষ্ঠফলকচিত্র এবং প্রস্তরপ্রতিলিপি-মুদ্রণ, উদ্ভাবিত আক্ষরিক গ্রথন-লিপির প্রতিকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ উদ্যমশীল গ্রন্থপ্রাপ্ত বিদ্যোৎসাহীদিগের আগ্রহের বিকাশ-কল্পে ক্রমে ক্রমে চিত্রবিদ্যার সাহায্যে বহুগ্রন্থের লাভাকাঙ্ক্ষা হইতেই এক একটা বর্ণাক্ষরসমাবেশ দ্বারা পুস্তকাদি সঙ্কলনের ব্যবস্থা প্রকল্পিত হইয়াছিল এবং তাহা হইতেই বিদ্যোন্নতির সাহচর্য্যার্থ পুথি প্রভৃতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের সহজলভ্য করিবার অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া তৎসহকারী উপাদানসমূহের সংগঠন হইয়াছে।

দ্রব্যবিশেষের চিত্র (figures), দৃশ্য বা জীবাদির প্রতিকৃতি (pictures), বর্ণমালা (letters), শব্দ (words), শ্রেণীবদ্ধ অর্থ-দ্যোতক শব্দ পরম্পরা, অথবা ভাষা ও ভাবজ্ঞাপক সম্পূর্ণ এক পৃষ্ঠা (page) কোন বিশিষ্ট আকারে এবং বিভিন্নবর্ণে চাপদ্বারা অন্য কোন বস্তুবিশেষের উপর তত্তদ্ বস্তুর যথাযথ প্রতিলিপি উঠানকেই মুদ্রাঙ্কণ বলা যায়। এখানে কাষ্ঠফলক-খোদিত চিত্র বা লিপিকেও মুদ্রাঙ্কণ বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের মধ্যভাগে প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপখণ্ডে অক্ষরমুদ্রণ প্রচলন আরব্ধ হয়; কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্বেও যে বিভিন্ন উপায়ে অক্ষরমুদ্রণপ্রথা উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ উইলিয়ম দি কঙ্করার ও তৎসমসাময়িক রাজন্য-গণের প্রদত্ত সনন্দাদির (Chartars) মোহরাঙ্কণে দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে কাষ্ঠ বা ধাতুখণ্ডে রাজার নাম খোদাই করিয়া কাগজে ছাপ দেওয়া হইত। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ নামাঙ্কন বা আবশ্যকীয় লেখন উচ্চ নীচভাবে দক্ষিণমুখে খোদাই হইত এবং তাহার প্রতি-লিপি সোজাভাবে কাগজে বা চর্ম্মপত্রে প্রকাশ পাইত। ১২শ শতাব্দের কতকগুলি পুথিতেও ঐরূপ মোহরাঙ্কণ (Impression by means of stamps or dies) দৃষ্ট হয়। তৎকালে পুনঃ পুনঃ আঘাত ব্যতীত ঐরূপ চিত্রাঙ্কণের বিশেষ সুবিধা প্রাচীনেরা অবগত ছিলেন না। কিন্তু একণে তাম্রাদিফলক (Plate) বা কাষ্ঠখণ্ড (block) হইতে পুনঃ পুনঃ চিত্রমুদ্রণের সুবিধার্থ Copper-plate printing, Automatic Numbering ও Embossing Machine প্রভৃতি নানাযন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। মোহরের বার বার পরিবর্ত্তন ও ছাপ এবং পত্রাঙ্কের পর পর সংখ্যাপরিবর্ত্তন-প্রণালী চিত্রলিপিমুদ্রণের (Block-printing) অন্তর্ভুক্ত হইলেও, ইহা আক্ষরিক মুদ্রাশিল্পের (Typography) সাহচর্য্য লাভ করিয়াছে। যে হেতু এতদুভয় প্রথাতেই এক হরফকে বা চিত্রকে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রহণ করা যায়।

সুপ্রাচীন সভ্যজগতের কোথায় সর্ব্বপ্রথমে লিপিচিত্র এবং মুদ্রাঙ্কণ দ্বারা তৎপ্রতিলিপিগ্রহণপ্রথা উদ্ভূত হইয়া-ছিল, মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসে তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিপি-বদ্ধ নাই। প্রাচীন ভারত, মিসর, বাবিলোনীয়, কাল্দির, সিরিয়া, চীন প্রভৃতি সুসভ্য রাজ্যসমূহে শিলালিপি (Inscription), মৃৎফলকলিপি (Terracotta tablets) ও সাঙ্কেতমুদ্রা (Hieroglyphics) প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে তৎসমুদায়ের প্রতিলিপি উদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছিল কি না, তাহা অনুমানসাপেক্ষ। তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে, সুপ্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণ এবং বাবিলন ও কাল্দিয়াবাসিগণ যে খণ্ডতক্ষে (block) উচ্চ ও নিম্নগর্ভ অক্ষরসমূহের চিত্রাঙ্কণ-বিদ্যা অবগত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহারা কেবলমাত্র তাম্র বা প্রস্তরফলকে প্রশস্তি, দান-পত্র প্রভৃতি উৎকীর্ণ করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা খোদিত উক্তরূপ ফলকের প্রতিলিপি উদ্ধার করিতে জানিতেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না, প্রকৃতপক্ষে এ সমুদায় মুদ্রাঙ্কণ-বিদ্যার সাপেক্ষ থাকিয়াও উন্নতিবিধায়ক হয় নাই। কারণ শিলালিপিসমূহে অঙ্কিত অক্ষরাবলী স্বভাবতঃই বামমুখী লিখিত রহিয়াছে, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহারোপ-যোগী অক্ষরমালা স্বভাবতঃই দক্ষিণমুখী করিয়া লিখিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রতিলিপিগ্রহণার্থ দক্ষিণমুখী অক্ষরবিন্যাস এবং তাহার উচ্চ বা নিম্নগর্ভ অঙ্কন যতদিন সুসভ্য জগতে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ততদিন হইতেই মুদ্রাযন্ত্রের উৎপত্তির আভাস কল্পনা করা যায়। শিলা-ফলকোপরি খোদিত আক্ষরিক লিপির উৎপত্তি ও পরিপুষ্টির পৌর্ব্বাপর্য্য ইতি-হাস যথাস্থানে বিবৃত হইবে। [লিপিতত্ত্ব দেখ।]

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সুধীমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, কাষ্ঠখণ্ডের উপর আবশ্যকীয় চিত্রাদি অথবা দক্ষিণাভিমুখী (উল্টা) লিপি খোদাই করিয়া এবং তাহার বিকাশ সহকারে নিয়ত পরিবর্ত্তনীয় অক্ষরাবলী বিন্যাস দ্বারা তাহার প্রতিলিপি গ্রহণ-প্রথা জগতে সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র চীন ও জাপানবাসীই অবগত হইয়াছিল। সুসভ্য য়ুরোপ-বাসী তৎকালে তাহার আভাসমাত্র গ্রহণ করিতে শিক্ষা করেন নাই।

১৭৫ খৃষ্টাব্দের সমকালে চীনবাসিগণ স্বদেশীয় সুপ্রাচীন শাস্ত্র ও কাব্য-নাটকাদি হইতে পাঠোদ্ধারপূর্ব্বক প্রস্তর বা কাষ্ঠফলকে তাহা অঙ্কিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে গাঁথিয়া রাখিত এবং চাপ দ্বারা তাহার প্রতিলিপিও গ্রহণ করিত। অদ্যাপিও চীনদেশে সেই সমস্ত ফলকলিপির প্রতিলিপি বিদ্যমান আছে। এই সকল নিদর্শন ঐতিহাসিকতত্ত্বের অস্ফুট প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দের প্রারম্ভ হইতেই চীনদেশে ফলকলিপির মুদ্রণপ্রথা আরব্ধ হইয়াছিল। এ সময়ে 'সুয়' রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা স্বদেশবাসীর বিদ্যোন্নতিকামনায় লুপ্তপ্রায় প্রাচীন কাব্যনাটকাদির উদ্ধারমানসে বহুল অর্থব্যয়ে কাষ্ঠফলকে কএকখানি প্রাচীন গ্রন্থ খোদাই করিয়া ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাই এক্ষণে কাষ্ঠফলকলিপির প্রধান ও প্রথম আদর্শ। ইহার পরবর্ত্তিকালে এরূপ প্রথায় চীনরাজ্যে আর কোনও পুস্তকমুদ্রণ হইয়াছিল কি না, তাহার কোন প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। অতঃপর খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দের প্রারম্ভে আমরা চীনরাজ্যে কাষ্ঠফলকখোদিত গ্রন্থলিপির মুদ্রণ-পরিপুষ্টি ও বহুল প্রচার দেখিতে পাই।

বৌদ্ধপ্রধান জাপান দ্বীপে খৃষ্টীয় ৭৬৪-৭৭০ অব্দে ফলকলিপিমুদ্রণের (Block-printing) প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। উহার পূর্ব্বে জাপানরাজ্যে মুদ্রাঙ্কণবিদ্যার উন্নতির চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সম্ভবতঃ চীনবাসীর নিকট হইতে জাপানবাসিগণ ফলকলিপি-মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

উপরোক্ত বর্ষে জাপান-সাম্রাজ্ঞী 'সিয়উ-তোকু' স্বীয় বিপন্মুক্তিকামনায় দেবোদ্দেশে বিশিষ্ট পূজা দিবার মানসিক (অঙ্গীকার) করেন। তিনি স্বীয় মানস-ব্রতের উদ্‌যাপনার্থ পূজাকার্য্যের জন্য খেলানার আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডে ১০ লক্ষ বৌদ্ধ-পাগোদা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র 'বিমলনির্ব্বাসসূত্র' হইতে একটী ধারণী উদ্ধারপূর্ব্বক কাষ্ঠফলকে খোদাই করিয়া ১৮″ ইঞ্চ লম্বা এবং ৩২″ চওড়া কাগজখণ্ডে মুদ্রাঙ্কিত করেন। এই সময়ে একবারে ১০ লক্ষ ধারণী মুদ্রিত হইয়াছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই মুদ্রাযন্ত্রের আবশ্যকতা সাধারণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

মহারাজ্ঞী সিয়উ-তোকু ঐ ধারণীগুলির এক একখানি কাটাইয়া প্রত্যেক পাগোদার চূড়ার নিরস্থিত স্থান মধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক তথাকার বৌদ্ধমন্দির ও সঙ্ঘারামসমূহে প্রেরণ করিয়া যথাবিহিত মানসিক পূজার উপসংহার করেন।

৯৮৭ খৃষ্টাব্দের তথাকার একখানি পত্রিকায় বৌদ্ধ-পুরোহিত কর্ত্তৃক চীন হইতে আনীত একখানি মুদ্রিত (সুরি-হোঙ্ক্) বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। চীনদেশে মুদ্রিত হইলেও জাপানবাসিগণ তৎকালে যে পুস্তকমুদ্রণের বিষয় অবগত ছিলেন, তাহা পত্রিকোক্ত 'সুরিহোঙ্ক্' কথায় আভাসেই অনুমিত হয়।

কিংবদন্তী আছে যে, চীনবাসিগণ খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের মধ্যভাগে নিয়ত পরিবর্ত্তনযোগ্য পরস্পর-বিচ্ছিন্ন মৃদক্ষর (Movable types of clay) উদ্ভাবন করিয়া পুস্তকমুদ্রণের বিশেষ সুবিধা সম্পাদন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানকালে তাহারই আদর্শে সুসভ্য য়ুরোপবাসীর যত্নে সীসক ধাতু-বিনির্ম্মিত পরস্পর-বিশ্লিষ্ট অক্ষরপুঞ্জ প্রস্তুত হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের উৎকর্ষতা ও উপকারিতা সাধারণে ঘোষিত হইতেছে।

সর্ব্বজন-পরিচিত বৃটীশ-মিউজিয়ম নামক ইংলণ্ডের সুবৃহৎ পুস্তকাগারে সংরক্ষিত মুদ্রিত পুস্তকসমূহের মধ্যে ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া-প্রদেশে মুদ্রিত একখানি গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায়। উহাই খণ্ডাক্ষরে (Movable types) মুদ্রিত গ্রন্থের প্রাচীনতম প্রকৃত নিদর্শন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতঃপর কোরিয়াবাসিগণ ১৫শ শতাব্দের প্রারম্ভে মৃদক্ষরের পরিবর্ত্তে তাম্রমুদ্রা-(তামার হরফ) ব্যবহার প্রচলন করেন। উক্ত শতাব্দে মুদ্রিত গ্রন্থাবলী আলোচনা করিলে কোরিয়াবাসীকে নিঃসন্দেহে তাম্রাক্ষরের উদ্ভাবয়িতা বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কারণ তৎকালে তাঁহারা কেবল তাম্রাক্ষর দ্বারাই পুস্তকমুদ্রণকার্য্য সমাধা করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ মুদ্রাঙ্কণবিদ্যার আবিষ্কর্ত্তা চীনবাসিগণ কাষ্ঠ হইতে মৃত্তিকা ও তৎপরে তাম্রাক্ষরে রূপান্তরিত করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের অঙ্গসৌষ্টব পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া থাকিবেন, অনেকেই এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

চীন বা জাপানবাসীর এই সমুন্নত উপাদান হইতে উন্নতিকামী য়ুরোপসমাজ মুদ্রাযন্ত্রের উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণের ধারণা। Britannica নামক বৃহদভিধানকার এ কথার সার্থকতা স্বীকার করেন না। তিনি লিখিয়াছেন,—'From such evidence as we have it would seem that Europe is not indebted to the Chinese or Japanese for the art of Blockprinting, nor for that of printing with movable types.' কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য সুধীগণ অবনতমস্তকে পক্ষপাতিত্বশূন্য হইয়া মুক্তকণ্ঠে মুদ্রণে চীনের মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়া

গিয়াছেন*। তাঁহারা বলেন, চীনের সহিত য়ুরোপবাসীর অপ্রামাণ্য সংস্রব বিদ্যমান থাকা সম্ভবপর হইলেও, ১৩শ শতাব্দের শেষভাগে ভ্রমণকারী মার্কো পোলোর (Marco-Polo) চীন-পর্য্যটনবৃত্তান্ত হইতে য়ুরোপের প্রকৃত প্রাচ্যসম্বন্ধের আভাস পাওয়া যায়। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বজনগণের নিকট তাঁহার প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট মোহরাঙ্কণে মুদ্রিত চীনদেশীয় নোট-মুদ্রার (Paper-money by stamping it with a seal covered with cinnabar) উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উহা তথাকার মুদ্রণপ্রণালীর অঙ্গবিশেষ বলিয়া তিনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মার্কো-পোলোর এই মুদ্রণ শিল্পের বিবরণ প্রকটিত হইবার শতাধিক বর্ষ পরে য়ুরোপখণ্ডে এই অনায়াসসাধ্য অতি সামান্য মুদ্রাশিল্পের প্রকার বিশেষের আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রথমে য়ুরোপে বিভিন্ন চিত্রযুক্ত খেলার তাস (Playing card) ও খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থের ভজনাংশ এক একখানি পত্রাকারে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতে পৌরাণিক চিত্রাবলী সহ বাইবেলের উপাখ্যানাংশ মুদ্রিত হইয়া নবমুকুলিত মুদ্রাঙ্কণবিদ্যার সৌষ্ঠব সম্পাদনের সমধিক চেষ্টা সমগ্র য়ুরোপ-সমাজে অনুভূত হইয়াছিল।

পূর্ব্বকালে ইতালী, ফ্রান্স, জর্ম্মণী প্রভৃতি সুসভ্য দেশে বিদ্যালয় (University) ও ধর্ম্মসঙ্ঘ (Ecclesiastical establishments) সমূহের জ্ঞাননৈতিক সংগঠন অসম্পূর্ণ থাকায় লিপিকর, চিত্রকর, গ্রন্থরক্ষক, পুস্তকবিক্রেতা এবং ভেলম ও পার্চমেণ্ট নামক চর্ম্মপত্রনির্ম্মাতার একান্ত অভাব ঘটিয়াছিল। ক্রমে ব্যবহার ও ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পাঠ্য পুস্তকাদির রচনাপ্রসঙ্গে গ্রন্থাদির সর্ব্বাঙ্গীণ পারিপাট্য সম্পাদনার্থ সাধারণের প্রয়াস ও আগ্রহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তদনুসারে সুলেখক (Caligraphers) ও চিত্রকর (Illuminator) সমূহের আবশ্যকতা অনুভূত হইল। তৎকালে সুলিখিত ও সুচিত্রিত ভেলমের পুথি, ধনবানের একটী বিলাস-সামগ্রী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের পূর্ব্ব হইতেই য়ুরোপে হস্তলিখিত পুথির ক্রয়-বিক্রয় বহুল প্রচার ছিল। ১৪শ শতাব্দের শেষার্দ্ধে স্কুলপাঠ্য ও ভজনাসংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তক, নথিপত্র, রাজকীয় সনন্দ, ছাড়পত্র প্রভৃতি এবং সাধু-পুরুষদিগের প্রতিকৃতি ও খেলার তাসের ছবি প্রভৃতি বিভিন্ন চিত্রফলকে লিখিয়া অথবা তুলি দ্বারা যথাযথ বর্ণে চিত্রিত করিয়া সাধারণের নিকট বিক্রয় করা হইত।

যখন এইরূপ সুচারু চিত্রিত লেখনাবলী সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি লাভ করিয়া য়ুরোপীয় জনসমাজে বিশেষ সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল, যখন লিপি-চিত্রণবিদ্যা উন্নতির চরমসীমায় পদার্পণ করিয়াছিল, সেই সময়ে সাধারণের আগ্রহে য়ুরোপখণ্ডে ধীরে ধীরে কাগজ, ভেলম নামক পরিষ্কৃত চর্ম্ম, কার্পাস ও রেশমবস্ত্রসমূহে কাষ্ঠফলক-খোদিত চিত্রাবলীর মুদ্রণপ্রথার (Xylography) অঙ্কুর উন্মুক্ত হয়।

এক বিষয়ের উৎকর্ষতাসাধনপরায়ণ জন-সাধারণের যত্নে অপর একটী নবীন পন্থার অভ্যুদয় যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা স্বতঃসিদ্ধ ও সাধারণে গ্রাহ্য। পুথির লিপি-সৌকার্য্যসাধন এবং তন্নিমিত্ত তাহার চিত্রাঙ্কণের পারিপাট্য উপলব্ধি করিয়া য়ুরোপীয় বিদ্বৎসমাজ ফলক-মুদ্রণের আবশ্যকতা অনুভব করেন। এইরূপে হস্তলেখের সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতে গিয়া ক্রমে য়ুরোপে চিত্রমুদ্রণকৌশল জাগিয়া উঠে এবং তাহারই বিকাশস্বরূপ Block-printing-প্রথায় চিত্রাঙ্কণের সুব্যবস্থা স্থাপিত হয়।

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে জর্ম্মণ-রাজ্যে ভেলম্ ও কার্পাস-বস্ত্রাদিতে প্রথমে চিত্রমুদ্রণ আরব্ধ হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৪শ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধে কাগজের ঐরূপ চিত্রাঙ্কণবিদ্যার প্রভূত ব্যবহার দেখা গিয়াছে। ১৫শ শতাব্দের প্রারম্ভে কাগজে ফলকমুদ্রাঙ্কিত চিত্রসম্বলিত খৃষ্টীয় বাইবেল ধর্ম্মশাস্ত্রের বহুল প্রচার হইয়াছিল। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণী, ফ্লাণ্ডার্স ও হলণ্ডরাজ্যবাসী জনসাধারণ ফলকমুদ্রণের প্রকৃষ্টতত্ত্ব-সমূহ অবগত হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত যেরূপ প্রকরণের ফলক-মুদ্রণের সুব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল ;—

বর্ত্তমান কাষ্ঠচিত্রের (Wood-engraving) খোদাই প্রথার অনুরূপে পূর্ব্বেও কাষ্ঠফলকে পৌরাণিক অথবা দেবচরিত্র ব্যক্তিবর্গের চিত্রসমূহ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের পাঠ্য অংশ-সমূহ উন্নত ভাবে (in relief) খোদিত করিয়া লওয়া হইত। প্রথমে জলবৎ তরল রঙ-(অভর—চিত্রবিদ্যায় distemper নামক পদার্থ) বিশেষের দ্বারা তাহার উপরিভাগ

* "Even in Europe, however, although the mode of writing was alphabetic, it was the Chinese mode of printing that was first practised. Some have even supposed that the knowledge of the art was originally obtained from the Chinese,"

Eng. Cyclopedia, Art & Sc. Vol. III. p. 746.

সিক করিয়া কোমলতা প্রাপ্ত হইলে তদুপরে একখণ্ড ভিজা কাগজ বিছাইয়া দিত। তৎপরে চাপ দিবার নিমিত্ত 'ফ্রোটন্' (Frotton) নামক যন্ত্রবিশেষের (ইংরাজী dabber বা burnisher নামক যন্ত্রের অনুরূপ) দ্বারা সেই আর্দ্র কাগজখণ্ডের পৃষ্ঠদেশ যত্ন সহকারে ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করা হইত। যতক্ষণ না কাগজের পৃষ্ঠে খোদিত ফলকের চিত্র প্রতিফলিত হয়, ততক্ষণ চাপ-সংযোগ করিতে হইত। এই ধরণে তৎকালে কাগজের এক পৃষ্ঠায় ছাপ (Anopisthographic) ভিন্ন দ্বিতীয় পৃষ্ঠা মুদ্রণের উপায় ছিল না। ফলকমুদ্রিত এইরূপ দুইখানি স্বতন্ত্র পৃষ্ঠার যে দিকে কোন ছাপ থাকিত না, সেই দিকে আটা লাগাইয়া পরস্পরে সংযোজিত করিলে ফলক-মুদ্রিত পুস্তকের (Block-books) এক একটী পৃষ্ঠা গঠিত হইত। পরে ঐরূপে সমস্ত পত্রাঙ্কগুলিকে একত্র গ্রথিত করা হইলে, মুদ্রিত পত্রাঙ্কগুলি পুস্তকাকার ধারণ করিত। ব্রুসেল্‌সের রাজকীয় পুস্তকালয়ের *The Legend of St Servatius,* হামবর্গ-গ্রন্থাগারের *Das Zeitglöcklein* এবং আল্‌থর্প ও গোথার পুস্তকাগারের *Das geistlich und welltich Rom* নামক ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে মুদ্রিত পুস্তক উহার ভিন্নরূপ নিদর্শন। বাস্তবিক পক্ষে তৎকালে পুস্তকমুদ্রণার্থ খোদিত কাষ্ঠফলক (Wood-blocks) এবং কাগজোপরি চাপ-প্রদান ও ঘর্ষণ জন্য রবার (Rubber) ভিন্ন অন্য কোন যন্ত্রের আবশ্যক হইত না।

পূর্ব্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল, প্রাচীনকালে খেলার তাসগুলির চিত্রসমূহ কাষ্ঠফলকে অঙ্কিত করিয়া মুদ্রণ করা হইত; কিন্তু এক্ষণে বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল প্রাচীন খেলার তাস সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই হস্ত দ্বারা তুলিযোগে চিত্রাঙ্কিত। যে সমস্ত মুদ্রিত তাস পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রায়ই পঞ্চদশ শতাব্দের প্রারম্ভে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। উপরে সঙ্ঘারাম (Monasteries) সমূহে ঐরূপ চিত্রমুদ্রণের যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ নর্ডলিঙ্গেন নগরের ফ্রান্সিস্‌কান্ মনাষ্টারির মৃত্যু-তালিকায় ১৫শ শতাব্দের প্রারম্ভের "VII. Id. Augusti,obiit Frater h. Luger, layeus, optimus incisor lignorum" খোদিত ফলকের এইরূপ একটী প্রতিলিপি উদ্ধৃত আছে।

উল্‌মের তালিকায় (Registers of Ulm) ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে উল্‌রিক্ নামা জনৈক ব্যক্তি; ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রিক্ পিটার অব্ ইয়োলন্‌ডিঙ্গেন, জোবার্গ ও অন্য একজন হেন্‌রিক্; ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে উল্‌রিক্ ও লিন্‌হার্ট; ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাযাস্ টোফেল (নিকোলাস্ খৃষ্টোফার) ও জোহান্; ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে উইল্‌হেলম্ এবং ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে উল্‌রিক ও মিষ্টার প্রভৃতি কএক জন সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন খোদকের (Formschneider) নামোল্লেখ আছে। এতদ্ভিন্ন নর্ডলিঙ্গেনের লাইসেন্স-আদায়ের তালিকায় ১৪২৮-১৪৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উইল্‌হেলম্ কেগেলার, ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তাহার বিধবা পত্নী এবং ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে তাহার ভ্রাতা উইল্‌হেলম্ পর্য্যায়ক্রমে একই *'Brieftnecker'* কার্য্যে ব্রতী ছিলেন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

যখন মধ্য য়ুরোপে খোদাইকরদিগের সাহায্যে চিত্রাঙ্কণের বহুল প্রচার হইয়াছিল, তখন তৎসমুদয় চিত্র মুদ্রণের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া সাধারণে মুদ্রাযন্ত্রস্থাপনের অভাব বিদূরিত করিতে প্রয়াস পায়। ক্রমে সেই সময় হইতেই স্থানে স্থানে মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে ফ্লাণ্ডার্স রাজ্যের আণ্টোয়ার্প নগরে Jan de Printere নামে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। ১৪৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় মুদ্রাকরগণ (Printers and wood-engravers) স্ব স্ব কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে ব্রুসেল্‌স্ নগরের সেণ্ট জন ভ্রাতৃসম্প্রদায়ের (the Fraternity of St John the Evangelist) মধ্যেও প্রতিমূর্ত্তি-খোদকের (Printers and beeldemakers) অভাব ছিল না।

উপরোক্ত খোদক বা মুদ্রাকরসমূহ প্রায়ই ধর্ম্মশাস্ত্রলিপি মুদ্রণকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া মনাষ্টারি-সমূহের তালিকায় তাহাদের নাম গ্রথিত রহিয়াছে। ঐ সময়ে যাহারা খেলার তাস মুদ্রণ করিতেন, তাহারা স্বতন্ত্র ভাবেই আপনাপন বাণিজ্য কার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন।

খোদকের ফলক-চিত্রণ সমাপ্ত হইলে যাহারা কেবল চাপ দ্বারা উহার প্রতিলিপি উদ্ধার করিতেন তাহারা মুদ্রাকর (Printers) নামেই অভিহিত হইতেন। ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে মেন্‌জ নগরে Henne Cruse নামক একজন বিখ্যাত মুদ্রাকর ছিল। ১৪৪৯ খৃঃ অঃ ন্যুরেম্বর্গ নগরে Hans নামক একজন খোদাই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তৎপুত্র Junghans ১৪৭০ হইতে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরে Hans von Pfedersheim এবং ষ্ট্রাস্‌বর্গ নগরে Peter Schott মুদ্রাঙ্কণকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই মুদ্রাকরগণ পূর্ব্বে 'Librorum prothocaragmatici' (১৪৬৮); 'impressores librorum', ও 'exsculptor librorum' (১৪৭১); 'chalcographus' (১৪৭৫); 'magister artis

impressoriæ', 'boeckprinter' এবং ১৬শ শতাব্দে 'chalcotypus ও chalcographus' নামে পরিচিত ছিলেন।

উপরে লিখিত হইয়াছে যে, মধ্য-য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রাঙ্কণ-বিদ্যার বিকাশ হয়। জর্ম্মণরাজ্যই ফলকচিত্রাঙ্কণ ও তন্মুদ্রণবিষয়ে ১৫শ শতাব্দে য়ুরোপের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। লিজ নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ Jean de Hinsberg, bishop of Liege (১৪১৯-৫৫) এবং বেথানী (Bethany)-মঠবিহারিণী কৌমারব্রতচারিণী তদীয় ভগিনীর 'unum instrumentum ad imprimendas scripturas et ymagines' এবং 'novem printe lignee ad imprimendas ymagines cum quatuordecim aliis lapideis printis.' লিপি হইতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, তৎকালে মুদ্রাকরের নিকট হইতে মুদ্রিত পুস্তক ক্রয় করিবার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠখোদকের নিকট হইতে সাধারণ লোকে প্রস্তরে বা কাষ্ঠফলকে অঙ্কিত লিপিগুলিই ক্রয় করিত।

বর্ত্তমান অনুসন্ধানে যে সকল সুপ্রাচীন খোদিত ফলকচিত্র (Wood-cut) পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে খোদিত সেণ্ট খৃষ্টোফারের প্রতিমূর্ত্তিই সর্ব্বপ্রাচীন। আল্‌থর্প নগরস্থ লর্ড স্পেন্সারের পুস্তকালয়ে উহা রক্ষিত আছে। ভিয়েনা নগরের রাজকীয় গ্রন্থাগারে বাইবেলের ১৪ পঙক্তি মূললিপি-সম্বলিত সেণ্ট সিবাষ্টিয়ানের আত্মোৎসর্গাভিনয়সূচক একখানি ফলকচিত্র রক্ষিত আছে, উহা ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে খোদিত হইয়াছিল। ব্লাক-ফরেষ্টের অন্তর্গত সেণ্ট ব্লেস্ (St Blaise)-সঙ্ঘারামে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ঐ ফলক পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তথায় ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত St Nicolas de Tolentinoর একখানি চিত্রফলক দৃষ্ট হয়। ব্রুসেলস্ নগরে কুমারী মেরীর একখানি খোদিত ফলক আছে। উহাতে MCCCCXVIII অঙ্ক খোদিত থাকিলেও ভ্রমাত্মক বিবেচনায় তাহা সাধারণে গৃহীত হয় না। এক্ষণে উহা প্রকৃত তারিখ ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। উইগেল-সংগ্রহে (Collectio Weigeliana vol. i) বাইবেলের উপাখ্যানমূলক প্রায় ১৫৪ খানি চিত্র-ফলকের বিবরণ লিখিত আছে। এতদ্ভিন্ন এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা নামক বৃহদভিধানে ফলক মুদ্রাঙ্কিত প্রাচীন পুস্তকসমূহের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে জর্ম্মণদেশে ২০ খানি ও নেদারলণ্ডের ১০ খানি ধর্ম্মসংক্রান্ত গ্রন্থ।*

পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, জর্ম্মণদেশবাসী গুটেনবর্গ নামক জনৈক ব্যক্তি মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি মুদ্রাক্ষর ও মুদ্রাযন্ত্রের প্রকৃত উদ্ভাবয়িতা কি না, '*Gutenberg: Was he the Inventor Of Printing?*' শীর্ষক প্রবন্ধে J. H. Hessels তদ্বিষয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য অবধারণ করিয়া গিয়াছেন।

পোপ ৫ম নিকোলাস সাইপ্রাস্ রাজ্যের অনুকূলে যে মুক্তিপত্র (Letters of indulgence) প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই দুইটী সংস্করণ ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে মেন্‌জ-নগরে প্রথম মুদ্রিত হয়। উহা গুটেনবর্গের কল্পিত অক্ষর-লিপি হইতে মুদ্রিত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। ইহার পরবর্ত্তী কএকখানি মুক্তিপত্র জোহান ফুষ্টের সহযোগে পিটার স্কোএফার দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছিল।

গুটেনবর্গ যে প্রথমে মুদ্রাকর-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তদ্বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ যে প্রাচীন নথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ;—জোহান্ গুটেন্‌বর্গ ও জোহান্ ফুষ্ট প্রথমে একযোগে মুদ্রণ-ব্যবসায়ে ব্রতী হন। গুটেনবর্গ স্বীয় অংশীদার ফুষ্টের নিকট হইতে ব্যবসায় উন্নতির নিমিত্ত ১৪৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে ৮০০ এবং ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে ৮০০ মোটে ১৬০০ গিল্‌ডার মুদ্রা ধার করিয়াছিলেন। ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই নবেম্বর ফুষ্ট সুদ সমেত উক্ত টাকা আদায় পাইবার জন্য ২০২৬ গিলডার মুদ্রার দাবীতে গুটেনবর্গের নামে নালিস উপস্থিত করেন। উক্ত নথিপত্রে ফুষ্ট যৌথ-কারবারের (Our common work) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ গৃহীত অর্থ পুস্তকমুদ্রণার্থ যন্ত্র-নির্ম্মাণকল্পে, কারিকরদিগের বেতনে, গৃহের ভাড়ায় এবং ভেলম, কাগজ ও কালি প্রভৃতি ক্রয়ার্থ ব্যয়িত হইয়াছে, বলিয়া গুটেনবর্গ জবাব দাখিল করিলে, জজ-বাহাদুরও উহা উভয়ের লাভের ব্যবসা (the work to the profit of both) বলিয়া স্বীকার করেন। উক্ত নথির ৪২ লাইনে 'the work of the books,' কথা লিখিত থাকায়, উভয়ের যোগে পুস্তকাদিমুদ্রণের বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। গুটেনবর্গের সহিত কারবারে মনোমালিন্য ঘটিলে পিটর স্কোএফার ও ফুষ্ট একযোগে পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কণকার্য্যে ব্রতী হন। ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট মেন্‌জ নগরে তাঁহাদের সামাঙ্কিত পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

উক্ত মকদ্দমার নথিপ্রমাণে গুটেনবর্গকে কোন প্রকারেই মুদ্রাকর বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। ফুষ্টের সহিত বিবাদের মীমাংসা হইলে পর, গুটেনবর্গ মকদ্দমার নিষ্পত্তি অনুসারে স্বীয় উত্তমর্ণের নিকট বন্ধকীকৃত যন্ত্রাদি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি মেন্‌জ নগরের জনৈক

* Encyclopedia Britannica, (9th ed) Vol. xxiii. p. 683-684.

রাজপুরুষ (Syndic) ডাঃ হোমরির নিকট অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় মুদ্রাযন্ত্র-সংগঠনে প্রবৃত্ত হন। জোহান গুটেনবর্গকে কৃতজ্ঞ ও সরলান্তঃকরণ জানিয়া মেন্‌জের আর্কবিশপ ২য় আডোল্‌ফ ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে স্বীয় প্রিয়তম অনুচর (*dhiener und hoffgesind*) রূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার ভরণপোষণ নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক পরিধেয় বস্ত্রাদি ও খাদ্যদ্রব্যাদি (20 'malter' of corn and 2 'fuder' of wine) দিতে স্বীকৃত হন। তদনুসারে গুটেনবর্গ মেন্‌জ্‌ পরিত্যাগপূর্ব্বক এল্টভিল (Eltville) নগরে আর্কবিশপের প্রাসাদে যাইয়া বাস করেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষের সহবাসে আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিয়া তিনি মুদ্রাঙ্কণরূপ নীচ-ব্যবসায় ছাড়িয়া দেন এবং সম্ভবতঃ স্বকৃত *Catholican* মুদ্রাক্ষরগুলি এল্টভিলবাসী Henry Bechtermuncze নামক জনৈক ব্যক্তিকে সমর্পণ করেন। কারণ গুটেনবর্গের Catholican মুদ্রাক্ষরে ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ১৪৬১ খৃষ্টাব্দের একখানি মুক্তিপত্র Henry ও Nichola Bechtermuncze এবং Wigandas Spyes de Orthenberg দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হওয়ার প্রমাণ আছে। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে মেন্‌জ নগরে গুটেনবর্গের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর আর্কবিশপ আডোল্‌ফ মুদ্রাকার্য্যের উপযোগী যাবতীয় যন্ত্রাদি যাহা গুটেনবর্গ রাখিয়া যান, তাহা Dr Homeryকে ফিরাইয়া দেন। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারীর Dr. Homeryর প্রাপ্তিস্বীকারপত্রে প্রকাশ যে, তিনি গুটেনবর্গের মুদ্রাযন্ত্রের উপকরণাদি পাইয়াছেন। উহা তাঁহার অর্থে গঠিত বলিয়া তাহারই প্রাপ্য ধন।*

উপরোক্ত বিভিন্ন মতামত আলোচনা করিলে গুটেনবর্গকে নিঃসন্দেহে মুদ্রাক্ষর-প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নিকট হইতে অথবা তদনুকরণে অপরাপর মুদ্রাকরগণ পরে মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করে। জগতের ক্রমবিকাশপদ্ধতির নিয়মানুসারে পরবর্ত্তী শিল্পীদিগের হস্তে মুদ্রণবিদ্যার সমধিক উন্নতি সাধিত হয় এবং ধীরে ধীরে তাহা যুরোপের নানা দেশে বিস্তারিত হইয়া পড়ে।

কিরূপে কাষ্ঠফলকাঙ্কিত লিপিমালার ব্যয়বাহুল্য ও অনুপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া য়ুরোপবাসী বিযুক্ত বর্ণমালাবিভাগ দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল, এবং কিরূপেই বা ফলক মধ্যে পরস্পর-গ্রথিত অক্ষরের পরিবর্ত্তে এক একটী পরস্পর-বিচ্ছিন্নবাস্তব অক্ষরের উৎপত্তি ও পরিণতি সাধিত হইয়াছিল; নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

ফলকমুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থ (Block-books)-সমূহ প্রথমে বামমুখেই খোদাই করা হইয়াছিল (the types were at first designated more by negative than positive expressions)। ইহা প্রভূত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-সাপেক্ষ হইলেও পঠনকালে বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। এতদ্ভিন্ন এক একখানি ফলকে গ্রন্থের এক একটী পৃষ্ঠা অঙ্কিত করায় ব্যয়বাহুল্যও পরিলক্ষিত হইত। এরূপ কায়িক শ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াও একখানি পুস্তকের পুনঃ পুনঃ মুদ্রণ ও সংস্করণভেদে গ্রন্থের আকার পরিবর্ত্তনের একান্ত অসদ্ভাব ঘটিয়াছিল। সুতরাং এতাদৃশ ব্যয় ও পরিশ্রম নষ্ট করিয়া কেহই মুদ্রিত পুস্তক প্রচারে সাহসী হয় নাই। গুটেনবর্গ, ষ্ট, ফোএফার প্রভৃতি শিল্পিগণ খৃষ্টান্‌-সম্প্রদায়ের মঙ্গলকামনায় একমাত্র বাইবেল গ্রন্থই মুদ্রণ করিয়া গিয়াছেন। এই জাতীয় অভাব দূরীকরণার্থ উন্নতিকামী মুদ্রাকর-সম্প্রদায় ধীরে ধীরে মুদ্রাযন্ত্রের সংস্কার সাধনে অগ্রসর হন।

গুটেনবর্গের বৃদ্ধবয়সে অর্থাৎ ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে মুদ্রাক্ষরসমূহ 'Caragma' 'Caracter বা character'; ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে 'archetype note' 'Sculptoria archetyporum ars'; 'Chalcotypa ars'; formea; artificiosoisime imprimendorum librorum forme,' প্রভৃতি নামে প্রচলিত ছিল। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে ফোএফারের প্রকাশিত Grammatica নামক গ্রন্থে ঢালাই অক্ষরের (Sum fusus libellus) উল্লেখ আছে। ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে Bernardus Cenninus ও তৎপুত্রের 'Virgil' গ্রন্থমুদ্রণবিবরণীতে প্রকাশ "expressis ante calibe caracteribus et deinde fusis literis" অর্থাৎ প্রথমে অক্ষরগুলি ইস্পাতে খোদাই করিয়া পরে ঢালা হইয়াছিল। ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে নুরেম্বর্গবাসী ফ্রেডরিক ক্রেউস্নার Diogenesএর গ্রন্থমুদ্রণকালে অক্ষর খোদাই (Sculpsit) করাইয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তিবর্ষে উল্‌মবাসী Johan Zeiner পুস্তকমুদ্রণকার্য্যে উৎকৃষ্ট ধাতব মুদ্রাক্ষর (Stagneis caracteribus) এবং Joh. Ph. de Lignamine ধাতুময় অক্ষরের (metallice formis) ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ফিরুয়ার জেনসন্‌ খোদাই ও

*Dr. Homery acknowledges to have received from the said archbishop "several forms, letters, instruments, implements and other things belonging to the work of printing, which Johan Gutenberg had left after his death and which had belonged and still did belong to him." Encyc. Britt. (9th ed.) Vol. xxiii, p. 686.

ঢালাই (Sculptis ac Conflatis) অক্ষর দ্বারা পুস্তক মুদ্রণ করেন।

উপরে লিখিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে কাষ্ঠফলকে হরফ খোদাই করিয়া পুস্তকাদির মুদ্রণকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। এই প্রথা বহু ব্যয়সাধ্য এবং ভ্রমসংশোধন অথবা পুনঃ পুনঃ মুদ্রণবিষয়ে অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া লোকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অক্ষরাবলী নির্ম্মাণে যত্নবান্ হয়। গুটেনবর্গ, ফুষ্ট ও স্কোএফার প্রভৃতি মুদ্রাকরগণ ফলকমুদ্রার সাহায্যে পুস্তক মুদ্রণ করিতেন। ১৪৫৭ খৃষ্টাব্দে ফুষ্ট ও স্কোএফারের যত্নে যে 'The Mainz psalter' মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা ফলকাক্ষর (block-printing) হইতে ক্রমে কাষ্ঠ-অক্ষরে (wooden-types) মুদ্রাঙ্কিত হয়। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে উহার যে সংস্করণ মুদ্রণকালে প্রথম সংস্করণের অনুরূপ ছাঁদের কাষ্ঠাক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছিল। জুনিয়াসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ওলন্দাজদিগের 'Speculum' গ্রন্থও উক্তরূপ অক্ষরে মুদ্রিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ অক্ষরগুলি পরস্পর পৃথক্ ছিল কি না, তাহার কোন প্রকৃত উপাখ্যান পাওয়া যায় না। ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে Theod Bifliander এর লেখনীতে প্রকাশ যে, প্রথমে ফলকোপরি পুস্তকের সমগ্র পৃষ্ঠা মুদ্রাকরণযোগ্য বর্ণমালায় খোদাই করা হইত। উহা ব্যয়সাপেক্ষ এবং বহুশ্রমসাধ্য দেখিয়া মুদ্রাকরগণ পরিবর্ত্তনশীল কাঠের হরফ উদ্ভাবন করেন। হরফগুলি পরস্পরে সংযোজিত রাখিবার জন্য তাহাদের গাত্রমধ্যে সমরেখায় এক একটী ছিদ্র করা হইত এবং মুদ্রণকালে আবশ্যকায় অক্ষরগুলি তাহার আকারে সাজাইয়া ছিদ্র মধ্যে সূত্র পরাইয়া পরস্পরে সংযোজিত করিয়া রাখিত। বিব্লিএণ্ডার স্বয়ং এরূপ অক্ষর দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন উল্লেখ করিয়া যান নাই। বরং তৎপরবর্ত্তিকালে Dan Specklin (১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়) ষ্ট্রাস্বর্গ নগরে স্বচক্ষে ঐরূপ মুদ্রাক্ষর দেখিয়াছিলেন। তিনি Mentelin নামক জনৈক মুদ্রাকরকে ঐ হরফের আবিষ্কারক বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে Angelo Roccha ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে ভিনিস নগরে সছিদ্র সূত্রগ্রথিত অক্ষরমালা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে Paulus Pater মেন্‌য্ নগরীস্থ ফুষ্টের কারখানা হইতে প্রাপ্ত বক্স-উডে খোদিত খণ্ডিত সূত্রগ্রথিত অক্ষরমালার নিদর্শন পাইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বহু প্রাচীনকালে চীনদেশে মুদ্রাযন্ত্রের সৌকর্য্যার্থ ফলকমুদ্রার পরিবর্ত্তে প্রথমে মৃদক্ষর ও তৎপরে তাম্রাক্ষর প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ অক্ষরগুলি তৎকালে পোড়া মাটি বা ঢালাই তামার চৌ-পলে আঁকিয়া উপর খোদাই করা হইয়াছিল। য়ুরোপের ষ্ট্রাসবর্গ ও মেন্‌য্-নগরে ফলকাক্ষর ও খণ্ডাক্ষরের মধ্যবর্ত্তিসময়ে Sculpto-fusi অক্ষরমালার উদ্ভব হয়। এই হরফগুলিতে ছাঁদ বসাইবার আগে, প্রথমে হরফের যথাযোগ্য আকারে এক একটী চৌপলবাতি (Shanks) ঢালাই করিয়া পরে তাহার একমুখে হরফের ছাঁদ খুঁদিয়া তোলা হইত। ১৪৭৫ খৃষ্টাব্দে Sensenschmid লিখিয়াছেন যে, *Codex Justinianus* ও Lombardus কৃত *'In Psalterium'* গ্রন্থ ঐরূপে খোদিত ধাতবাক্ষরে (insculptus) মুদ্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ অক্ষর-যষ্টি ঢালাই এবং তদুপরে হরফের ছাঁদ খোদাই বিশেষ কষ্টপ্রদ বিবেচনা করিয়া মুদ্রাকরগণ অক্ষরের ছাঁদ তুলিবার ছেনী (punch) প্রস্তুত করণে অগ্রসর হন। Sculpere, exsculpere insculpere প্রভৃতি কথার আভাসে বুঝা যায় যে, সেই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ছেনী কাটিয়া ঢালাই হরফ প্রস্তুত-প্রথার সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে যন্ত্রের দ্বারা হরফ ঢালাই করিবার উপায় উদ্ভাবিত না হইলেও উক্ত প্রথা মুদ্রাশিল্পের উন্নতির প্রকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া গণ্য করা যায়। আমরা স্কোএফারের মুদ্রিত *Grammatica Vetus Rhythmica* গ্রন্থেও অক্ষর ঢালাএর (Casting of the types) প্রকারান্তর প্রমাণ পাইয়াছি।

বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রাকরগণ যে ইস্পাত-দণ্ডের মুখে অক্ষরের ছাঁদ খুদিয়া লয়, তাহাই ছেনী পদবাচ্য। ঐ ছেনী দ্বারা একটী তামার পাতে আঘাত করিলে, তাম্রগর্ভে যে উল্টা ছাঁদ অঙ্কিত হয়, উহাকে বাঙ্গালায় হরফের তামা এবং ইংরাজীতে matrix বলে। যে যন্ত্রের মধ্য দিয়া গলিত সীসকাদি ধাতু ঢালিয়া ছাঁদ সমেত চৌপল গাত্রবিশিষ্ট হরফ গঠিত হয়, তাহা ছাঁচ বা মৌউল (Mould) নামে পরিচিত।

ফলতঃ য়ুরোপে ছেনীর হরফ প্রস্তুত হইবার পর, অক্ষর ঢালাই করিবার উপায়-উদ্ভাবনের অন্তরায় ঘটে নাই। তাহারা ক্রমে punch হইতে matrix ও পরে mould প্রস্তুত করিয়া লইলেন। প্রথমে তথায় বালুকাগর্ভ ছাঁচে অক্ষর ঢালাই (types cast in sand) হইত। ইহাতে প্রত্যেক অক্ষরগুলি সমান খাড়াই (hight to paper) হইত না। কারণ তৎকালে লোকে হরফের ছাঁদ (forme face) উত্তমরূপে এবং উপযুক্ত প্রকারে বাঁধিয়া রাখিবার উপায় শিক্ষা করে নাই। গলিত ধাতু ঢালিবার ছাঁচ দৃঢ়রূপে নিয়মে বাঁধিয়া রাখিলে কখনই হরফগুলির খাড়াই সম্বন্ধে এরূপ বিষমতা ঘটিত না, অথবা ঢালিবার সময় বা তৎপরে ছিদ্র করিবার কালে অক্ষরগুলিকে

যথাস্থানে সূত্র বা তার দ্বারা সন্নিবদ্ধ করিতেও এরূপ বৈষম্য লক্ষিত হইত না। সূত্রগ্রথণ দ্বারা অক্ষরসমাবেশ ভ্রমসংশোধনের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইয়াছিল। সূত্রবন্ধন না খুলিলে হরফ উঠাইয়া লইবার বিশেষ সুবিধা হয় না দেখিয়া, তাঁহারা ফর্ম্মা (forme) মধ্যে এক একটী অক্ষর সমাবেশ দ্বারা লিপির বর্ণমালা বিকাশে যত্নপর হন। পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে অক্ষর সমাবেশ করিলে, হরফের উচ্চতা ও নিম্নতানিবন্ধন ছাপাকালে কাগজে কেবল উচ্চ অক্ষরগুলিরই কালির দাগ ফুটিত।

এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত কাদার ছাঁচ (claymoulds) প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু মৃত্তিকার ছাঁচে দুই চারিবার ঢালাই হইবার পর উক্ত ছাঁচ নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, অক্ষরের ছাঁদগুলি ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িত। সুতরাং পুস্তকের একপৃষ্ঠার হরফ প্রস্তুত করিতে এককালে অনেকগুলি ছাঁচের আবশ্যক হইত। ইহাতে কার্য্যের বিলম্ব ঘটিলেও সমগ্র পুস্তকের পত্রাঙ্কের মধ্যে মধ্যে ছাঁচের পরিবর্ত্তন ও বৈপরীত্য হেতু বর্ণমালারও বিভিন্নতা লক্ষিত হইতে লাগিল। একই পুস্তকে বিভিন্ন ছাঁদের হরফ সমাবেশ সাধারণের নয়ন আকর্ষণ করে নাই।

এই প্রথায় প্রথমে ছাঁচ প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়, পরে উহার অভ্যন্তরভাগ উপযুক্তরূপে পরিষ্কার করিয়া তন্মধ্যে গলিত ধাতু ঢালাই করা হইত। পরে হরফ বাহিরকরণ, ছাঁদ সাফ করা ও এক পৃষ্ঠা পরিমিত হরফ ছিদ্র করিতে যে সময় লাগিত, তাহাতে একজন উৎকৃষ্ট কাষ্ঠখোদক (Xylographer) অনায়াসে এক পৃষ্ঠা খোদাই করিতে পারিত। কিন্তু এরূপ প্রথায় একজন খোদকের পরিবর্ত্তে বহুলোক নিযুক্ত করা যাইত। Bernard সাহেব লিখিয়াছেন, এরূপ প্রথায়ও এক জন কর্ম্মঠ কারিগর প্রত্যহ হাজার হরফ ঢালাই করিতে পারিত, কেবলমাত্র ঢালাইএর পর প্রত্যেক হরফটীকে ঘসিয়া চৌপল (Squaring after casting) করিতে হইত, কিন্তু হরফের ছাঁদ পরিষ্কার করিয়া লইবার আবশ্যকতা দেখা যাইত না।

অতঃপর এই পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তন ও অক্ষরমালার ছাঁদের পরিচ্ছন্নতা সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই হরফ ঢালাইএর আর একটী নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। শতাব্দ পূর্ব্বে উহা (Polytype) নামে প্রচারিত ছিল। বর্ত্তমানকালে (Stereotype) প্রথায় যেরূপ পত্রাঙ্ক অক্ষিত মুদ্রাক্ষরের সমাবেশ হইয়া থাকে, এই পলিটাইপ-প্রণালীতেও ঢালাই করিয়া তদ্রূপ অক্ষরবিন্যাস করা যাইত। Trithemius এর বর্ণনাকে স্বীয় যুক্তিভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া Lambinet লিখিয়াছেন যে, কোন মুদ্রাকর Abecedarium-গ্রন্থের পৃষ্ঠার সংগ্রথন, (compose) কালে প্রথমে সীসক ধাতব পাতের উপর একটী সমগ্র ছাঁচ (Matriplate) খোদাই করিয়া তদুপরে গলিত ধাতু ঢালিয়া দিত এবং পরে একটী নম্রাকার চাপযন্ত্র সেই গলিত ধাতুর উপর গড়াইয়া চাপ দিতে থাকিত। এইরূপ উল্টা ছাঁচ মধ্যে ধাতু প্রবেশ করিয়া পরিষ্কার সোজা উচ্চ ছাঁদ যুক্ত (revere and in relief) একটী টীন বা সীসক হরফের পাত বাহির হইয়া পড়িত। ইহাতে মুদ্রাকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল, যেহেতু তাহাতে ইচ্ছামত পৃষ্ঠা ঢালা যাইতে পারিত। পরে ঐ পাতগুলি অক্ষরের উচ্চতানুসারে কাষ্ঠখণ্ডে (Fixed on wooden shanks type high) আঁটিয়া ছাপা চলিত। ইহাতে ভ্রমসংশোধনেরও বিশেষ সুবিধা ছিল। সীসক বা টীন ধাতু অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা নরম থাকায়, সহজেই ছুরিকা বা তদ্বৎ তীক্ষ্ণধার যন্ত্রবিশেষের দ্বারা কাটিয়া তুলিতে পারা যাইত।

লিওন্সের নিকটবর্ত্তী সাওনি (Saoni) নদীর খাত হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৫শ শতাব্দের যে প্রাচীন মুদ্রাক্ষর পাওয়া গিয়াছে ও তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য নিদর্শন হইতে অনুমান হয় যে, যুরোপে প্রথমে গথিক (Gathic), বাষ্টার্ড ইতালীয় বা রোমান্ (Bastard Italian or Roman) ও বার্গাণ্ডীয় (Burgundian) অক্ষরমালা সম্ভূত হয়। তৎপরে নব্য বা মধ্যযুগে Italic, Greek, Hebrew, Arabic, Syriac, Armenian, Etheopic, Samaritan, Slavonic, Russian, Etuscan. Runic, Gothic, Scadinavian, Anglo-Saxon, Irish প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রাক্ষরের পরিপুষ্টি হইয়াছিল।

কিরূপে এবং কোন সময়ে এই সকল দেশসমূহের অক্ষরমালা পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান পরিষ্কৃত ছাঁদে রূপান্তরিত হয়, তাহার আনুপূর্ব্বিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ য়ুরোপপ্রসিদ্ধ বৃটানিকা-অভিধানে Typography শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

এই সকল অক্ষরমালার প্রকৃত উন্নতিসাধনের সঙ্গে সঙ্গেই য়ুরোপে সঙ্গীতবিদ্যার উৎকর্ষসাধক ষড়জাদি সুর সংজ্ঞা এবং তাহার স্থিতিপরিমাপক সাঙ্কেতিক চিহ্নসমূহ আবিষ্কৃত হয়। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টমিনিষ্টারে De Wordeদ্বারা মুদ্রিত Higden কৃত Polychronicon গ্রন্থে সঙ্গীত-সাঙ্কেত-মুদ্রার ব্যবহার দেখা যায়। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে মার্বেকের ভজনা ও স্তোত্রমালা গদের আকারে (noted) পরিবর্ত্তনশীল অক্ষরমালায় দ্বারা গ্রাফটন্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষ ভাগ হইতে সঙ্গীতের পদসমূহ হরফে মুদ্রিত (music prin-

ting from type) করিবার প্রথা রহিত হইয়া যায়। তৎপরে ধাতব পাতে খোদাই করিয়া অথবা প্রস্তরে লিখিয়া Lithographic বা Copper-plate printing প্রথার অনুরূপে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য প্রচলিত হইয়া থাকে।

জাতীয় উন্নতি-সাধনের জন্ত বর্ত্তমান সভ্যযুগে অন্ধ ও বধির বালকবালিকাদিগের জন্ত Deaf and Dumb School প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় বিশেষের শক্তি-প্রভাব বঞ্চিত হওয়ায়, উহারা সাধারণ প্রথায় শিক্ষালাভ করিতে অক্ষম। এইরূপ বাক্‌শক্তিহীন ও অন্ধ বালকগণের শিক্ষাদানকল্পে ফরাসী দেশবাসী Valentin Hauy পারিস্ নগরে অন্ধাশ্রম স্থাপন করেন। তাহাদের বর্ণমালার পরিচয় ও শিক্ষাসম্বন্ধে সুবিধাজনক একটী নূতন প্রথা উদ্ভাবন করিয়া বর্ণমালা-মুদ্রণে (Printing for the blind) যত্নবান্ হন। তিনি প্রথমে পদার্থ বিশেষ দ্বারা এক প্রকার কাগজ (a prepared paper) প্রস্তুত করিয়া লন। পরে একখণ্ড কাগজে বর্ণমালাগুলি বড় বড় হেলান অক্ষরে (large Script character) লিখিয়া স্বপ্রস্তুত কাগজখণ্ডে তাহার প্রতিলিপি উদ্ধার করিবার জন্ত চাপ দ্বারা 'মস্র' করিতে থাকেন। ক্রমে ঐ কাগজে দাগ ফুটিয়া, উহার এক পৃষ্ঠায় উন্নত অক্ষরগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তখন অন্ধ ছাত্রবৃন্দ অনায়াসেই তাহার উপর হাতবুলাইয়া বর্ণমালা অভ্যাস করিতে সমর্থ হয়। Hauyর ছাত্রগণ এই প্রথার অনুসরণ করিয়া যে কেবল পাঠ সমাপন করিতে অভ্যাস করিয়াছিল তাহা নহে, তাহারা অভ্যাস-বলে আপনাদের উপযোগী অক্ষরপ্রস্তুতবিদ্যাও শিক্ষা করিয়াছিল। ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তাহারা আপনাদের পরিশ্রম ফল ও মুদ্রাযন্ত্রের নিদর্শন স্বরূপ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে অন্ধোপযোগী ঐরূপ উচ্চ বর্ণমালায় আপনাদের বিদ্যালয়ের কার্য্য-বিবরণী মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লিভারপুলে অন্ধবিদ্যালয় স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু তথায় উচ্চ হরফে (raised character) পুস্তক মুদ্রিত করা হয় নাই। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এডিন্‌বরা অন্ধাশ্রমের অধ্যক্ষ গল সাহেব কোণাকার অক্ষরে (angular types) সেণ্টজনের অভিব্যক্তি মুদ্রিত করেন। অতঃপর গ্লাসগো অন্ধাশ্রমের ধনরক্ষক আলষ্টন্ সাহেব রোমক অক্ষরমালার কেবল কাপিটাল্ (Capitals) গুলি প্রচলন করিয়া যান। তদনন্তর বিখ্যাত হরফ-ঢালাইকর (Type-founder Dr Fry) উক্ত প্রথার সংস্কার সাধন করিয়া ছোট হরফগুলি (Lower case letters) সুকৌশলে প্রবর্ত্তন করিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এডিন্‌বরায় 'সোসাইটী অব্ আর্টস্' হইতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষরবিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা-পারিপাট্য সংঘটিত হয়। সাময়িক ইতিহাসসমূহে তাহার জাজল্যমান প্রমাণ রহিয়াছে। ভাব ভাষায় ব্যক্ত হইলে, সময় সময় ভাববিকাশকর্ত্তার বিরামের আবশ্যক হয়, এইজন্য অক্ষরাবলী ঢালাইপ্রথা উদ্ভাবিত হইবার অব্যবহিত পরেই বিচ্ছেদাদির সুব্যবস্থা হইয়াছিল। ক্রমে কমা, সেমিকোলন, কোলন, ফুলষ্টপ্, এডমিরেশন, ইণ্টারোগেসন, পারাগ্রাফ্ প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহারের আবশ্যকতা উপলব্ধি হয়। এতদ্ব্যতীত শব্দ বা পদের গোড়ায় ব্যবহারের জন্য Initials, বা ornaments ও flowers প্রভৃতি চিত্রময় সুন্দর সুন্দর হরফ প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৪৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐ সকল চিত্রাক্ষরের বহুল প্রচলন দেখা যায়।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে সভ্য-জগতে শিক্ষাবিস্তারের সাহচর্য্যহেতু মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। য়ুরোপের রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মুদ্রাযন্ত্রের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠাপ্রভাবে পুস্তকের বহুলপ্রচার হইয়াছিল। উক্ত শতাব্দে পর্ত্তুগীজদল বাণিজ্যের উদ্দেশে ভারতভূমে পদার্পণ করে। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের মধ্যভাগে গোয়া নগরস্থ জেসুইট-(Jesuits) সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথমে মুদ্রাঙ্কণকৌশল ভারতবাসীর গোচরীভূত করেন কিন্তু তৎকালে তাঁহারা কেবলমাত্র রোমক অক্ষরেই মুদ্রাকার্য্য পরিচালিত করিয়াছিলেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ফাদার এষ্টেভাও (ষ্টিভেননামা জনৈক ইংরাজ) কোঙ্কণী ব্যাকরণ ও পুরাণ রোমক অক্ষরে অতি নিপুণতার সহিত রূপান্তরিত করিয়া বিশেষ যশোভাজন হইয়া গিয়াছেন। উহার বর্ণমালাগুলি পর্ত্তুগীজ-বর্ণমালার উচ্চারণানুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এখনও কোঙ্কণদেশীয় রোমক কাথলিকগণ আদরের সহিত ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে জেসুইটদল গোয়ানগরের সেণ্টপল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তাহাদের নিবাসভূমি রাকোলগ্রামে দুইটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া আপনাদের ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের সুবিধার্থ পুস্তকমুদ্রণে ব্রতী হন। তাঁহারা প্রায় শতাব্দ কাল ধরিয়া দক্ষিণভারতে বহুশত গ্রন্থ মুদ্রণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত শতাব্দের শেষভাগে গোয়ানগরস্থ মিসনরী-সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম্মমন্দিরের প্রধানতম কার্য্যভারসমূহ দেশীয় খৃষ্টানদিগের হস্তে ন্যস্ত করায় Church officeএর নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটে। সেই অবনতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন জেসুইট দলের পরিশ্রমফলে মুদ্রিত গ্রন্থাদিও বিলয় প্রাপ্ত হয়।

অনভিজ্ঞ দেশীয় খৃষ্টানদিগের হস্তে পড়িয়া ভারতীয় সাহিত্যের বিশেষ অনাদর ঘটে। উন্নতহৃদয় প্রাচীন মিশনরি দল বহুযত্ন ও শ্রমসহকারে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে যে পুস্তকাদি মুদ্রণ করিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তিকালে তাহার কতকাংশ খৃষ্টান্-সাধুদিগের (monks) দ্বারা অপ্রয়োজনীয় পত্র-(Waste paper) রূপে এবং অপরাংশ কাষ্ঠমঞ্চে অনাদৃতভাবে পতিত থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু কোচীনরাজ্যের অন্তর্গত খৃষ্টান্প্রধান অম্বলকড্ নগরে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের প্রাচীন ইতিবৃত্তের কতকাংশ ১৮শ শতাব্দ পর্য্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। এখানে জেসুইটদল ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরেই সেণ্ট টমাসের নামে একটী বিদ্যালয় ও গির্জ্জা স্থাপন করে। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে গোয়ার আর্কবিশপ Alexius Maneglo সভাপতি হইয়া উদয়মপুরে যে ধর্ম্মসভা আহূত করেন, তাহার বিবরণীতে এই স্থানের খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

তৎকালে পর্ত্তুগীজ জেসুইটগণ এখানে বিশেষ দক্ষতার সহিত সংস্কৃত, তামিল, মলয়ালম্ ও সিরিয়-ভাষায় শিক্ষা দিতেন এবং তত্তদ্দেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকাদিরও বিশেষ আলোচনা করিতেন। তাঁহাদের বহু পরিশ্রমফলে যে সমস্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল, নাম ভিন্ন তাহার অপর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। F. de Souza ও Fr Paulinusএর লিখিত বিবরণীতে তাহার প্রকাশ আছে। শেষোক্ত পলিনাস্ সাহেব লিখিয়াছেন,—'Anno 1679, in oppido Ambalacatta in lignum incisi alli characterm Tamulici per Ignatium Aichamoni indigenam Malabarensem, iisque in lucem prodiit opus inscriptum. Vocabulario Tamulio com a significaco Portugueza composto pello P. Antem de Proenca da Comp. de Jesu, Miss de Madure.' এতদ্বারা অনুমান হয় যে, তৎকালে তামিল ও মলবারী ভাষায় মুদ্রণকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

কোচীননগরে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে জোয়ানিস্ গন্সাল্ভিস্ নামা জনৈক পর্ত্তুগীজ প্রথমে মলবারী (তামিল বা মলয়ালম্) অক্ষর খোদাই করেন। কোচীন ও ত্রিবাঙ্কোড়-জয়কালে টিপু সুলতানের সেনাদল অম্বলকড্ নগর ভস্মসাৎ করে। ঐ সময়ে রাজাজ্ঞায় হিন্দু বা খৃষ্টান্ কেহই বিধর্ম্মী মুসলমানের খর তরবারি হইতে রক্ষা পায় নাই। পাষাণহৃদয় মুসলমানগণ প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলি দগ্ধীভূত করিয়া ভারতের বিশেষ সর্ব্বনাশ করে। শুনা যায়, ঐ সময়ে অনেক ব্রাহ্মণসন্তান আপনাপন মূল্যবান্ গ্রন্থ ও ধনসম্পত্তি লইয়া জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক বঙ্গভূমি আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট যাহা কিছু ছিল, তাহাই মুসলমান-কবল হইতে রক্ষা পায় এবং অবশিষ্টাংশ অগ্নিশিখায় ভস্মে পরিণত হইয়া কালগর্ভে বিলীন হইয়া যায়।

অতঃপর ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে অম্বর্টোভাম্ নগরে তামিল হরফ প্রস্তুত হয়। Ziegenbalg বলেন, ঐ হরফের ছাঁদগুলি এতই অপরিষ্কার হইয়াছিল যে, তামিলবাসিগণ উহা আদৌ পাঠ করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ট্রাঙ্কুইবার-মিসনীকে সাহায্যার্থ হলী (Halle) নগরবাসী তামিল-মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করিয়া পাঠান। হলীবাসী মুদ্রাকরগণ তামিল বর্ণমালায় সুপরিচিত না হইলেও বিশেষ নিপুণতার সহিত অক্ষরগুলি প্রস্তুত করিয়া বাইবেলগ্রন্থের New Testamentএর Apostle's creed ভাগ মুদ্রিত করিয়া পাঠান এবং হলীবাসী সজ্জনবান্ধব ব্যক্তিবর্গ ট্রাঙ্কুইবর-মিসনের উন্নতিকামনায় হরফ সহ একটী মুদ্রাযন্ত্র (Printing Press) পাঠাইয়া সমগ্র নিউ টেষ্টামেণ্ট মুদ্রিত করিতে প্রার্থনা করেন। তদনুসারে ট্রাঙ্কুইবার নগরে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তামিল অক্ষরে নিউ টেষ্টামেণ্টের মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হয়। হলীনগরের অক্ষরগুলি মুদ্রাক্ষর-মালার 'ইংলিস্' ছাঁদে গঠিত হইয়াছিল। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে হলীনগরে মুদ্রিত Arndt's 'True Christianity' গ্রন্থে উক্ত হরফের নিদর্শন আছে। পরে ভারতবর্ষে অক্ষর ঢালাইবার সুব্যবস্থা হয় এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরসমূহের প্রচলন হইতে থাকে।

ভারতের ন্যায় সিংহলদ্বীপেও মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ-গবর্মেণ্ট পুঁদিচেরিস্থ ভেপারী মিসনরীদিগকে মুদ্রাযন্ত্রস্থাপনে অনুমতি দান করেন। আমেরিকান্ মিসনপ্রেসের তত্ত্বাবধায়ক মিঃ পি আর হাণ্ট বিশেষ পরিশ্রম সহকারে তামিল-বর্ণমালার পরিণতি সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি আমেরিকা হইতে 'ব্রিভিয়ার' ছাঁদের তামিল অক্ষর ভারতে আনয়ন করেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারত-প্রতিনিধি সর-চার্লস্ মেটকাফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার-নিষেধ-প্রথা অপহৃত হইলে দেশীয় লোকে মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজনগরে দেশীয় লোক দ্বারা পরিচালিত ১০টী মুদ্রাযন্ত্র ছিল। তৎকালে সাধারণে কাষ্ঠনির্ম্মিত মুদ্রাযন্ত্র (Wooden Printing Press) ব্যবহার করিত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজস্থ দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রে চারিটীতে লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইতে দেখা গিয়াছিল। তৎকালে Hot-Press প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মান্দ্রাজের

দেশের মুদ্রাযন্ত্রের ছাপা দেখিয়া য়ুরোপীয়গণ একবাক্যে সুখ্যাতি করিয়াছেন।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী সহরের মুদ্রাযন্ত্রে সর্ব্বপ্রথমে একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। ইহাই বাঙ্গালা পুস্তকের সর্ব্বপ্রথম প্রচার। নাথনিএল ব্রসি হালহেড্ (Nathaniel Brasse Halhed) বহুপরিশ্রমে ঐ বাঙ্গালা ব্যাকরণ সঙ্কলন এবং বঙ্গীয় সেনাদলের অধ্যক্ষ সুযোগ্য ও সুপরিচিত সংস্কৃতাধ্যাপক লেফটনান্ট সি উইল্‌কিন্স (পরে সর চার্লস্ উইলকিন্স) স্বহস্তে উহার অক্ষরমালা প্রস্তুত করেন। মহামতি উইল্‌কিন্স তৎপরে এই অক্ষর-খোদাইবিদ্যা (Type-cutting) পঞ্চানন নামক জনৈক কর্ম্মকারকে শিক্ষা দেন। এই ব্যক্তি ভাগীরথীতীরবর্ত্তী শ্রীরামপুরনগরস্থ বাপ্তিষ্ট মিসনরী-সম্প্রদায়কে একসাট বাঙ্গালা হরফ (First fount of Bengali types) প্রস্তুত করিয়া দেন। পঞ্চানন কর্ম্মকার স্বকৃত প্রত্যেক অক্ষরের ১।০ পাঁচ সিকা দাম লইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই অক্ষরগুলি কাঠে খোদাই হইয়াছিল।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্রে বাঙ্গালা ভাষায় দ্বিতীয় গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ঐ সময়ে উক্ত প্রেসে আর এক সেট (Set) নূতন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অক্ষরে মিঃ ফষ্টার কৃত 'লর্ড কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের রাজবিধির (Regulations of 1793) বাঙ্গালা অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিসনরী দল দেবনাগরী অক্ষর প্রস্তুত করান। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তাঁহারা দিগ্দর্শন নামে একখানি মাসিকপত্র বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। উহার প্রথম সংখ্যায় আমেরিকা-আবিষ্কার, ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ, ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, মিঃ স্যাড্‌লিয়ারের ডব্‌লিন্ হইতে হোলিহেড পর্য্যন্ত আকাশভ্রমণ, নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও স্থানীয় বিবরণসমূহ প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। অতঃপর প্রাচ্য ভাষায় সর্ব্বপ্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সমাচারদর্পণ' উক্ত বর্ষের ৩১এ মে তারিখে বঙ্গবাসী জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হয়। মিসনরি-প্রধান জন ক্লার্ক মার্সম্যান ইহার সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কলিকাতানগরে জনৈক স্বদেশী 'তিমিরনাশক' নামে আর একখানি মাসিকপত্রিকা প্রচার করেন। হিন্দুধর্ম্মের নীতি সাধারণের আস্থা রক্ষা করাই ঐ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে সমাচারদর্পণের প্রকাশ রহিত হয়। ভারত-প্রতিনিধি মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস স্বহস্তে পত্র লিখিয়া পত্রিকাসম্পাদকের অভিনন্দন করিয়াছিলেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি ২০শ শতাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বোম্বাই সহরের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ ভারতের মধ্যে মুদ্রাঙ্কণ-ব্যবসায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এখানকার উন্নতিকাম মুদ্রাকর ও প্রকাশকদিগের যত্নে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ অতি উৎকৃষ্ট ভাবে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরী অথবা বহু জনপূর্ণ মান্দ্রাজ বা বারাণসী ধামে এরূপ আদরের সহিত সংস্কৃত-গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে দেখা যায় না।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আগ্রানগর হইতে প্রকাশিত একখানি সংবাদপত্র পাঠে জানা যায় যে, ভারতবর্ষ সিংহল ও ব্রহ্মদেশে যে ২৪টী বিভিন্ন মিসনরীসম্প্রদায় ছিল, তাহাদের তত্ত্বাবধানে ৩৪১০টী মুদ্রাযন্ত্র পরিচালিত হইত এবং তাঁহারা প্রায় ৩১টী বিভিন্ন ভাষায় পুস্তকাবলী মুদ্রাঙ্কিত করিয়া তত্তদ্দেশবাসীর শিক্ষাবিধানে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। এসিয়াখণ্ডের সমুন্নত জাপান-দ্বীপের রাজধানী টোকিও এবং নাগাসাকি নগরে মুদ্রাযন্ত্রের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সাধারণতঃ 'হীরাকণা' 'কাটাকণা' ও চীন অক্ষরে জাপানী বর্ণমালা গঠিত। ইহারা এক্ষণে ইংরাজী হরফের অনুকরণে সকল প্রকার ছাঁদেই আপনাদের অক্ষর ঢালিয়া লইয়াছে।

ইংরাজীর অনুরূপে দেবনাগরী প্রভৃতি অক্ষরের যেরূপ বিভিন্ন আকার হরফ হইয়াছে, বাঙ্গালা অক্ষরেরও প্রায় তদনুরূপ বিভিন্ন আকারের হরফ বর্ত্তমানকালে ঢালাই হইতেছে। বঙ্গাক্ষরের জন্য আমরা প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামপুরবাসী পঞ্চানন কর্ম্মকারের নিকট ঋণী। যেহেতু তিনিই প্রথমে মুখপাত্র হইয়া উইল্‌কিন্স সাহেবের যত্নসাধ্য বঙ্গাক্ষরের প্রতিলিপি উদ্ধারার্থ কাষ্ঠফলক খোদাই করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুরে কাগজের কল ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া "ফ্রেণ্ড-অব্-ইণ্ডিয়া" ও "সমাচার-দর্পণ" প্রকাশকালে ডাঃ মার্সম্যান মনোহর কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তির দ্বারা প্রথমে গাছের ছালে অক্ষর কাটাইয়া পরীক্ষা করেন। পরে তাঁহার অভিমতে ইস্পাতে ডাইস্ প্রস্তুত ও সীসক-হরফ ঢালাই আরম্ভ হয়। মনোহরের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র উৎকৃষ্ট ছাঁদের ডাইস্ প্রস্তুত করিয়া বাঙ্গালা পঞ্জিকা, পুস্তক ও ছবি ছাপিতে আরম্ভ করেন। ঐ বংশের অন্যতম কারিগর অধরচন্দ্র কর্ম্মকারের কার্য্যালয়ের (typefoundry) ঢালাই বর্জাইস্, স্মলপাইকা, পাইকা ও ইংলিস্ ছাঁদের হরফগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। বিভিন্ন মুদ্রাকরগণ উক্ত ছাঁদ-সমূহের "Electro matrix" প্রস্তুত করিয়া কার্য্য চালাইতেছেন। এতদ্ভিন্ন কালিদাস

কর্ম্মকার বাঙ্গালা অক্ষরের লঙ-প্রিমার, ব্রিভিয়ার ও গ্রেট এণ্টিক এবং ইংরাজী, উর্দ্দু, হিব্রু প্রভৃতি ছাঁদের সকল প্রকার অক্ষর এবং তারকনাথ সিংহ ইংরাজী Sanserif ছাঁদে বাঙ্গালা ডবলগ্রেট ঢালাই করিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালায় নিম্নলিখিত ছাঁদের হরফ ঢালাই হইতেছে। বড় হইতে ক্রমনিম্ন-আকার হরফগুলির নাম প্রদত্ত হইল;—ডবল গ্রেট, টু-লাইন পাইকা, গ্রেট, গ্রেট-এণ্টিক্, ইংলিস্, পাইকা, স্মলপাইকা, লঙ্প্রিমার, বর্জাইস্ ও ব্রিভিয়ার, দেবনাগরী বর্ণমালায়ও ঐরূপ ছাঁদের হরফ আছে। কেবল গ্রেট এণ্টিক ও ব্রিভিয়ার নাই।

মুদ্রাঙ্কণপ্রথা।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিসাধনের জন্য মুদ্রাযন্ত্রের উৎপত্তি। প্রথমে চীনবাসী, তৎপরে জর্ম্মণ-প্রমুখ য়ুরোপবাসী এবং তদনন্তর আমেরিকা ও ভারত প্রভৃতি দেশবাসী আপনাপন স্বদেশীয় ভাষায় লিখিত পুস্তকাদির প্রচারমানসে ছাপা দ্বারা প্রতিলিপি উদ্ধার করিবার জন্য মুদ্রাঙ্কণ-প্রথার সাহায্য গ্রহণ করেন। তৎকালে কাষ্ঠাদি-খোদিত ফলক হইতে কি প্রকারে প্রতিলিপি উদ্ধার করা হইত,তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। যতদূর জানা যায়, তাহাতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, প্রথমে খোদিত ফলকের উপর কালি দিয়া, তাহার উপর ভিজা কাগজ লাগাইয়া, তদুপরে কোমল কম্বল অথবা বনাতের ন্যায় নরম পশমি বস্ত্র বিছাইয়া, নলাকার গোলদণ্ডের দ্বারা ধীরে ধীরে চাপ প্রয়োগ করা হইত। এই প্রথায় প্রতিলিপি-উদ্ধার সময়সাপেক্ষ বিবেচনা করিয়া মুদ্রাকরগণ সহজ উপায়ে দ্রুত মুদ্রাঙ্কণের জন্য নূতন যন্ত্র আবিষ্কারের কল্পনা করেন। তদনুসারে কাষ্ঠের মুদ্রাযন্ত্র (Wooden printing press) আবিষ্কৃত হয়। ইহা অনেকটা বর্ত্তমান লৌহ-মুদ্রাযন্ত্রের অনুরূপ।

লৌহনির্ম্মিত মুদ্রাযন্ত্রের ফ্রেমের (গাছদ্বয়ের) মধ্যভাগে সমান্তরালভাবে বিলম্বিত দুইখানি সিঁড় (two parallel ribs) আছে। ঐ সিঁড়ির উপরে লোহার একখানি মসৃণ চৌকা মেজ থাকে। উহা চর্ম্মরজ্জু দ্বারা এরূপভাবে এক চক্রনেমির সহিত সংলগ্ন থাকে যে, উহার হাতল ঘুরাইলেই লৌহ মেজখানি আগু পিছু সরিয়া যায়। দেশীয় মুদ্রাকরগণ উহাকে ইষ্টোন্ (Stone) বলে। ইংরাজীতে উহাকে "bed of the press" বলা হয়। ঐ মেজের বক্ষে ফর্ম্মা আঁটিয়া ছাপিবার সময়, চক্রনেমির হাতল ঘুরাইয়া মেজকে ঠিক মুদ্রাযন্ত্রের মধ্যস্থলে লইয়া যাওয়া যায়। উহার উপরিভাগে ফর্ম্মায় চাপ দিবার জন্য আর একখানি চতুরস্র সমতল লৌহ-ফলক থাকে। প্রেসের বক্ষে যন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত অঙ্গ একটী হাতোল ধরিয়া টানিলে, উপরের ঐ সমতল লৌহপিণ্ডখানি যন্ত্রতাড়িত বেগে আসিয়া ফর্ম্মার উপর পতিত হয়, উহাতে কাগজের পীঠে ছাপ উঠে। ইংরাজীতে এই চাপক লৌহখণ্ডখানি Platen ও বাঙ্গালায় চপ্ নামে পরিচিত। এই চপ্ শব্দ বাঙ্গালা চাপশব্দজ বা ইংরাজী Chop শব্দেরও অপভ্রংশ হইতে পারে।

উপরি উক্ত ইষ্টোনের পশ্চাৎ কোণদ্বয়ে কাপড় অথবা পার্চমেণ্ট মোড়াই একখানি লৌহফ্রেম (tympan) সংলগ্ন থাকে। উহাতে আলপিন গুঁজিয়া কাগজ লাগান হয়। ফ্রেমের মধ্যস্থলে দুইটী কাঁটা থাকে, উহা ফর্ম্মার দুই পৃষ্ঠা ছাপিবার সময় মিল রাখিবার জন্য আবশ্যক হয়। ঐ ফ্রেমের উপরি কোণদ্বয়ে অপেক্ষাকৃত লঘু আর একটী কাগজ মোড়াই লৌহফ্রেম লাগান থাকে। কোন ফর্ম্মা ছাপিবার উপযুক্ত হইলে, প্রথমে tympanএর উপরিস্থ ফ্রেমখানি ছাপিয়া অক্ষরাংশগুলি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। উহা দ্বারা মুদ্রিত কাগজের উপর ফর্ম্মার অক্ষরাংশ ব্যতীত অপর কোন অংশের কালির দাগ লাগে না। উহা 'ফ্রেসকাট' (frisket) নামে ব্যবহৃত। ফ্রেসকাট্ থাকায় কাগজখানি স্বস্থানভ্রষ্টও হইতে পারে না।

পূর্ব্বকথিত কাষ্ঠনির্ম্মিত মুদ্রাযন্ত্রের মেজের বক্ষখানি কাষ্ঠফলকের উপর লোহার পাত আঁটিয়া গঠিত হয়। উহার চপ্খানি মসৃণ মর্ম্মর প্রস্তরেই প্রায় নির্ম্মিত হইত।

এই কাষ্ঠযন্ত্রের পর লৌহযন্ত্র নির্ম্মিত হয়। পুরাতন প্রেসের মধ্যে Columbian press (চিলেপ্রেস) শিল্পকৌশলে অনেকাংশে হীন। তৎপরে Imperial press এবং তদনন্তর অপেক্ষাকৃত নৈপুণ্যযুক্ত Albion press আবিষ্কৃত হয়। মুদ্রাযন্ত্রকার Hopkinson & Cope আলবিয়ন প্রেসের চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। এই মুদ্রাযন্ত্রগুলি মুদ্রাকরদিগের হস্ত দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। হস্তচালিত (hand-press) মুদ্রাযন্ত্র সরল ও স্বল্পপরিশ্রমসাধ্য হইলেও ইহাতে অধিক পরিমাণে কাগজ ছাপাইবার সুবিধা নাই। একজন লোক সমস্ত দিনে আন্দাজ ২৫০০ কাগজ ছাপিতে পারে। এই অভাব ও অসুবিধা দূর করিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রের দ্রুতচালনা-কল্পে বাষ্প অথবা কোন বিশিষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। এইরূপ মুদ্রাযন্ত্রবিশেষ বর্ত্তমান সময়ে Machine * নামে খ্যাত। মেসিন অভিধেয় মুদ্রাযন্ত্রের মধ্যে Wharfedale

* A press is a machine but the latter term is applied by printers to an automatic press. In America all printing machines hand or power are known as presses.

printing machine, Cylinder printing machine, Rotary printing machine, Treadle platen printing machine প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উহা ষ্টীম-সাহায্যে অথবা ট্রেড্‌ল্ সাহায্যে লোক দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এই সকল মুদ্রাযন্ত্রে কাগজ লাগাইবার (feeding) এবং উঠাইয়া (taking off) লইবার জন্য স্বতন্ত্র লোকের আবশ্যক হয় না। এক্ষণে যন্ত্রসংলগ্ন "Flyer" নামক অংশ বিশেষের দ্বারা ঐ কার্য্য সমাহিত হইতেছে।

উপরোক্ত বর্ণমালামুদ্রণ (typographic printing) ব্যতীত ষ্টিরিওটাইপ, ইলেক্ট্রোটাইপ, উড্ এন্‌গ্রেভিং, প্রসেস্ ব্লক, ফটো-ইলেক্ট্রো, এচিং, হাফ্‌টোন্ প্রভৃতি যাবতীয় ধাতব ফলক চিত্র এই সকল যন্ত্রসাহায্যে মুদ্রিত করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন তাম্রফলক (copper-plate) ও ইস্পাতফলকাঙ্কিত (Steel-plate engravings) চিত্রসমূহ মুদ্রণের জন্য বেলনাকার চোঙদ্বয়যুক্ত যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা আমাদের দেশের 'আখ্‌মাড়া' কলের মত। প্লেটখানি কাগজসহ দুইটী চোঙের মধ্যে দিয়া হাতল ধরিয়া ঘুরাইলে, চিত্রখানি ফলকসহ অপরদিকে বাহির হইয়া পড়ে।

লিথোগ্রাফিক্ প্রেসে প্রস্তরে অঙ্কিত চিত্রসমূহ উদ্ধার হইয়া থাকে। ইহা Autography বা lithography on paper নামে প্রচলিত। এই প্রথার প্রকারভেদে Photo-lithography, Albert-type, Collotype, Heliotype, Lichtdruk প্রভৃতি মুদ্রিত হইয়া থাকে। জিঙ্কোগ্রাফি (Zincography) লিথোগ্রাফিক প্রথার ভিন্নরূপ মাত্র। উহাতে প্রস্তরের পরিবর্ত্তে রঙ্গ ধাতুরই ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু উহা সাধারণ মুদ্রাযন্ত্রের (letterpress printing) মুদ্রণোপযোগী রঙ্গফলক চিত্র (Zincograph process-block) হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। খোদিতকাষ্ঠফলকের ন্যায় এই শেষোক্ত প্রথায় ছাঁদগুলি উচ্চমুখে থাকে। কিরূপে উপরোক্ত প্রণালীসমূহের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা তত্তদ্ব্যবসায়াবলম্বীদিগের জানা কর্ত্তব্য। বাহুল্য বোধে তত্তদ্বিশিষ্ট শিল্প-বিদ্যাসমূহের বিষয় এখানে আলোচিত হইল না। [শিল্পবিদ্যা দেখ।]

য়ুরোপে মুদ্রাকার্য্যপরিচালনের জন্য নানাবিধ যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। কেবল প্রিণ্টিং প্রেস বা মেসিন বলিয়াই নহে, মুদ্রাযন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গস্বরূপ বলিয়া য়ুরোপীয় মুদ্রাকরগণ গেলীপ্রুফ প্রেস, সিলিণ্ডারযুক্ত কালির শিল, কালি দিবার জন্য রোলার ষোল্ড, রোলার ফ্রেম, প্রেস-স্প্রিং, প্রেস-পাথিং, হরফ সংগ্রহের জন্য কম্পোজিং ষ্টিক্, ফর্ম্মা আটিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার চেজ্, লেড্ ও রুলকাটার, হরফ পরিষ্কারার্থ ব্রাস্, ম্রাপ্ মত কাগজ কাটিবার জন্য পেপার কাটিং মেসিন্, কার্ড-কাটিং ও স্কোরিং মেসিন্, কর্ণার কাটিং মেসিন্, পাঞ্চিং ও আইলেটিং মেসিন্, ওয়ার ষ্টিচিং ও বাইণ্ডিং মেসিন্, অটোমেটিক্ নম্বারিং মেসিন্, ভিজিটিংকার্ড ও এন্‌ভেলাপ ইম্প্রিণ্টিং প্রেস্, রুলিং মেসিন্, রুলিং পেন মেকিং মেসিন, সিউরিং প্রেস্, গোল্‌ড্‌ব্লকিং প্রেস, স্ক্রু-প্রেস, এম্বসিং প্রেস্, কপি-প্রেস এবং ষ্টিরিওটাইপিং এপারেটাস্ ও সার্কুলার স (করাত) প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। এই করাতখানি ষ্টিরিওটাইপ, ইলেক্ট্রোটাইপ, হফ্‌টোন্ প্রভৃতি ধাতুফলক আবশ্যকানুরূপ কর্ত্তনের বিশেষ উপযোগী।

শিক্‌দার কোম্পানী য়ুরোপীয়ের অনুকরণে নির্ম্মিত বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র ঢালাই করিয়া একটী দেশীয় অভাব দূর করিয়াছেন।

উপরে হরফ প্রস্তুত ও ঢালাইর যথাসংক্ষেপ ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে মিশ্র ধাতুতে বর্ণমালার অক্ষরসমূহ ঢালাই হয়, তাহাতে সীসক, এণ্টিমনি, টিন্ ও তাম্র মিশ্রিত থাকে। ইংলণ্ডের প্রকৃষ্ট কারখানা (ফিগিন্স প্রভৃতি) সমূহের হরফে ৫৫ ভাগ সীসা, ২২ ভাগ এণ্টিমনি ও টিন আছে। বেস্‌লির (Besley's) প্যাটেণ্ট-টাইপ ধাতুতে সীসা, এণ্টিমনি, টিন্, নিকেল, তাম্র ও বিস্‌মাথ পাওয়া যায়। বিভিন্ন কারখানায় ঐ সকল মিশ্র ধাতুর অল্লাধিক্য ব্যবহৃত হইতেছে।

সমগ্র হরফের চতুষ্কোণ দেহযষ্টি Shank বা body। উপরের ছাঁদ Face, তলা feet, সম্মুখে খাঁজ চিহ্ন Nick, নিকের দিক্ belly, উহার বিপরীত পৃষ্ঠ back, গাত্রপার্শ্ব side, দেহলগ্ন stem, মাত্রা serif, ইতালিক্ হরফের কুণ্ডলী kern, দেহাগ্র পর্য্যন্ত beard, সমতল স্কন্ধ shoulder, ছাঁদ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত ঢালদেশ level, লেভেলের অভ্যন্তর ভাগ যাহাতে হরফের ছাঁদ থাকে counter, ছাঁদের গর্ত্ত হইতে তলা পর্য্যন্ত gauze; তলদেশের খাত groove নামে খ্যাত।

ইংরাজী হরফগুলি প্রায়ই এক পরিমাণ মত প্রস্তুত হইয়া থাকে। হরফের খাড়াই অর্থাৎ ছাঁদ হইতে তলা পর্য্যন্ত পরিমাণ ইংরাজীতে height to paper বলিয়া পরিচিত, উহা প্রধানতঃ $\frac{১১}{১২}$ ইঞ্চি হইয়া থাকে। আমেরিকার অক্ষরগুলি $\frac{৯২১}{১০০০}$ ইঞ্চি লোম্ ও কোয়াড্রেট্‌গুলি ১ ইঞ্চের তিনভাগ পরিমিত প্রস্তুত হয়।

হরফ ঢালাই করিবার সময় ১ ফুটকে ১২ ভাগ অর্থাৎ ১ইঞ্চকে ৬টী সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া, ছাঁদ শূন্য এক একটী চতুষ্কোণ হরফাংশ, যাহা হরফ সাজাইবার কালে ফাঁক দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা মুদ্রাকরগণ কর্ত্তৃক পাইকা এম্ (em) রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এক বর্গ ইঞ্চি স্থানে ঐরূপ কতকগুলি এমের সমাবেশ হইতে পারে, সেইরূপ পরিমাণেই ইংরাজী হরফসমূহ য়ুরোপ ও ভারতে ঢালাই হইতেছে। নিম্নে হরফের পরিমাণ-তালিকা উদ্ধৃত হইল ;—

হরফের নাম		পরিমাণ
ক্যাননন ...		...
টুলাইন ডবল-পাইকা	=	৪ লাইন স্মলপাইকা।
" গ্রেট প্রিমার	=	" বর্জ্জাইস্।
" ইংলিশ	=	" এমারেল্ড।
" পাইকা	=	" ননপেরিল।
ডবলপাইকা	=	২ লাইন স্মলপাইকা।
প্যারাগণ	=	" লঙপ্রিমার।
গ্রেটপ্রিমার	=	" বর্জ্জাইস্।
টুলাইন ব্রিভিয়ার	=	" ব্রিভিয়ার।
ইংলিস্	=	" এমারেল্ড।
স্মলপাইকা	=	" রুবি।
লঙপ্রিমার	=	" পার্‌ল্।
বর্জ্জাইস্	=	" ডায়মণ্ড।
ব্রিভিয়ার	=	" জেম।
মিনিয়ন	=	" ব্রিলিয়াণ্ট।
এমারেল্ড ...		...
ননপেরিল	=	" সেমিননপেরিল
রুবি ...		...
পার্‌ল ...		...
ডায়মণ্ড ...		...

জেম, ব্রিলিয়াণ্ট, সেমি-ননপেরিল (মিনিকিন্ বা ইক্সলসার)

উক্ত তালিকা ভিন্ন বৃহদাকার যে সকল ইংরাজী হরফ ঢালাই হয়, তাহা পাইকার গুণকেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। যেমন ৮লাইন পাইকা, ১০ লাইন পাইকা ইত্যাদি। আমেরিকার হরফগুলি পয়েণ্ট (Point system) প্রথায় এবং ফ্রান্স প্রভৃতি য়ুরোপের অন্যান্যদেশে ডিডো পয়েণ্ট (Didot-point system) অনুসারে হরফ ঢালাই হইতেছে। স্পেস্ ও কোয়াড্রেটগুলি ঐরূপ পরিমাণেই ঢালাই হয়। স্পেস প্রধানতঃ চারি প্রকার। থিক্ স্পেস্ তিনটীতে, মিডল্ স্পেস্ চারিটীতে, থিন্ স্পেস্ পাঁচটীতে এবং হেয়ার স্পেস্ ৭ হইতে ১০টীতে পাইকা এক 'এম' হয়। একটী থিক্ স্পেসের উপর অর্দ্ধ এম পরিমিত স্পেস এন্ (en) কোয়াড্রেট্ এবং তৎপরবর্ত্তী ১, ২, ৩, ৪, এম কোয়াড্রেট্গুলি ১, ২, ৩, ৪এম নামেই প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন Jobworks-এর সুবিধার জন্য hollow, angle ও circular কোয়াড্রেট সমূহ প্রস্তুত হইয়াছে। ইংরাজী m ও n অক্ষর হইতে em ও en কোয়াড্রেটের গঠন কল্পিত হইয়াছে বলিয়া সাধারণের ধারণা ; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা ঠিক নহে। ইংরাজ-কম্পোজিটরগণ উপহাসচ্ছলে em-কে muttons এবং en-কে 'nuts' বলিয়া থাকে। কোয়াড্রেট্ অপেক্ষা বৃহদাকার সীসকপিণ্ড যাহা অক্ষরমালার মধ্যে ফাঁক দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাকে কোটেসন (quotation) বলে। এগুলি হরফের খাড়াই হইতে একের ষষ্ঠাংশ খর্ব্ব হইয়া থাকে।

ইংরাজীতে অক্ষরের ছাঁদ অসংখ্য থাকায় এখানে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল না। Caslon, Figgins, Miller & Richards, Reed & Sons, Shanks (Patent type Co), Steppenson, Blake & Co প্রভৃতি মুদ্রাকরের ক্যাটালগে তৎসমুদায়ের নাম ও চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

ইংরাজীর অনুকরণে বাঙ্গালার হরফ ঢালাই হইতেছে। বাঙ্গালা হরফসমূহে যুক্তাক্ষরের আধিক্য থাকায়, কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মত তৎসমুদায়ের সংগঠন হয় নাই। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন কারখানার ধাতুর তারতম্যানুসারে এবং মাত্রিক-বর্ণের দোষেও অক্ষরের গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। বর্ত্তমান প্রচলিত বঙ্গমুদ্রাক্ষরের নাম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন ইংরাজীর অনুকরণে সকল প্রকার চিহ্ন (* † ‡ প্রভৃতি), সুপিরিয়র অক্ষর, ইন্ফিরিয়র অক্ষর, ড্যাস্, ব্রেস্, ব্রাসরুল, ডটরুল, ওয়েভরুল, লিডার, কম্বিনেসন-রুল, বেভেল্ড-রুল, কলামরুল, পার্ফোরেটিং-রুল প্রচলিত প্রস্তুত হইয়াছে। বড় বড় হরফসমূহ কাষ্ঠে খোদাই হইতেছে। Multi-color ও shaded letters প্রভৃতি অক্ষরসমূহও প্রস্তুত হইয়া মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতির পরাকাষ্ঠা জ্ঞাপন করিতেছে।

বর্ণমালা অনুসারে হরফ রাখিবার জন্য ব্যবস্থামত ঘর প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইংরাজীতে উহাকে case বলে। ইংরাজী হরফ রক্ষার জন্য প্রধানতঃ ৫ প্রকার কেস ব্যবহৃত হয়,—

১ সাধারণ—আপার ও লোয়ার কেস্।

২ ডবল কেস—একটী লোয়ার ও আপারের অর্দ্ধাংশ।

৩ ট্রেবল কেস—একটী আপার কেস্ ও তদর্দ্ধ।

৪ হাফ্ কেস—আপার কেসের অর্দ্ধাংশ।

৫ সাল্পেরিল—ঘরবিহীন কেস, উহা সাধারণতঃ লেড্ ও কাঠের হরফ রাখিতে ব্যবহৃত হয়।

কেস সাজাইবার প্রণালী।

ইংরাজী কেশ।

lb	[illegible]	@	%	″	′	°	*	†	‡	§	‖	¶	☞
/	£ or Rs	àá	èé	ìí	òó	ùú	⅛	½	¼	⅛	⅜	⅝	⅞
¼-em —	1-em —	2-em	3-em	…	brace ⏟	^ ⏟	?	!	ffi	ffl	&	æ	œ
X	Y	Z	Æ	Œ	U	J	X	Y	Z	Æ	Œ	U	J
A	B	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G
H	I	K	L	M	N	O	H	I	K	L	M	N	O
P	Q	R	S	T	V	W	P	Q	R	S	T	V	W

আপার

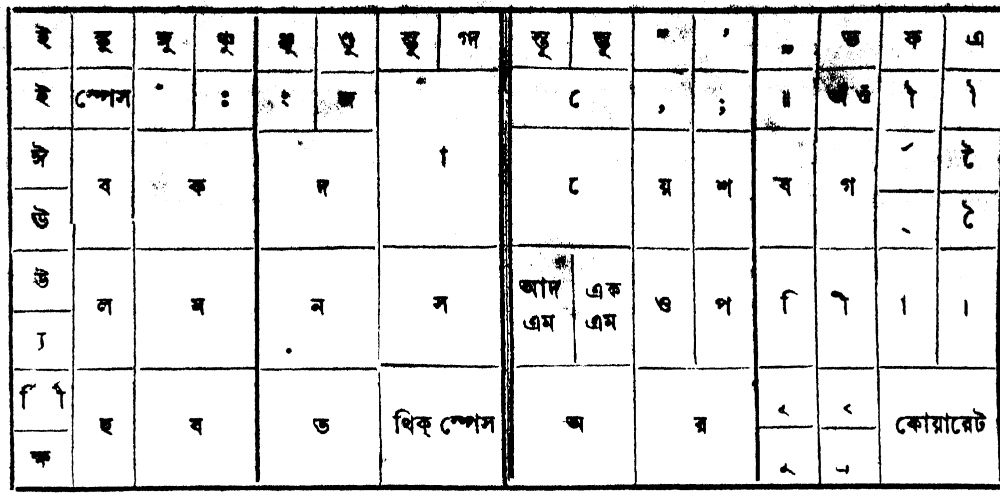
fl	[	(	’	j	k		thin & middle spaces	1	2	3	4	5	6
ff / fi	b	c	d		e	i	s	f	g			7 / 9	8 / 0
hair space / q	l	m	n		h	o	y	p	,	w		en quadrat	em quadrat
x / z	v	u	t		thick space	a	r	; / .	: / -			large quadrats	

লোয়ার

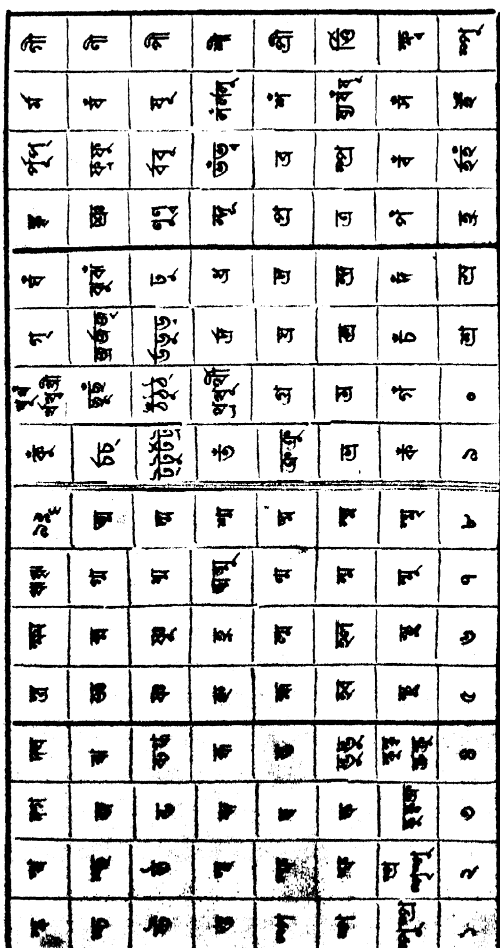
বাঙ্গালা কেশ।

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	শ্রী ৺	কু	খু	গু	ঘু	চু	ছু	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	জু	ডু	[illegible]	ধু	[illegible]	পু	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	বব	ধব	[illegible]	বু	ভু	মু	যু	রু	লু	শৃ	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	শু	ষু	[illegible]	হু	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	পৃ	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	কৃ	গৃ	[illegible]	[illegible]	দৃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
()	[]	*	† ‡	[illegible]	!	?	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
খ	ঘ	ঙ	চ	ছ	ঝ	এ	—	থ	থ	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ণ

আপার

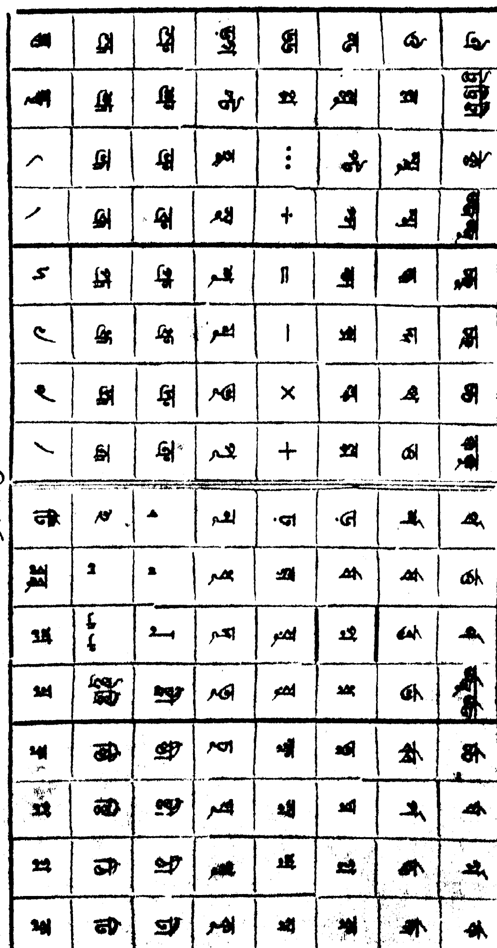


লোয়ার



বামপার্শ্ব

দক্ষিণপার্শ্ব



উপরি উক্ত কেসসমূহ এক একটী frame বা stand এর উপর সাজান থাকে। উহার প্রতিঘরে যে প্রকারে হরফসমূহ বিন্যস্ত থাকে, তাহা চিত্রে প্রদর্শিত হইল। ঐ সকল ঘর হইতে একটী একটী করিয়া হরফ তুলিয়া ভাষার লিপি সংগ্রহন করাকে কম্পোজ (compose) করা বলে। যাহারা হরফ সন্নিবেশকার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা কম্পোজিটার (Compositor) নামে অভিহিত। কম্পোজিটারগণ হরফগুলিকে পুস্তকের অথবা কোন Job কার্য্যের আকারানুরূপ এবং কাগজের পরিমাণ মত সজ্জিত করিয়া যে কাষ্ঠফলকে রক্ষা করে, তাহার নাম গেলী (galley)। কাষ্ঠ ব্যতীত জিঙ্কপ্লেট দ্বারাও গেলী প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রুফপ্রেসে প্রুফ তুলিবার সুবিধার্থে এরূপ গেলীর বহুল প্রচলন হইয়াছে। গেলী রাখিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র rack আবশ্যক।

গেলীতে যে compose matter থাকে, তাহা হইতে প্রুফ (proof) তুলিয়া বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিতে হয়। উহা গেলী প্রুফ করেকশান বা First-reading বলিয়া কথিত। তৎপরে fair বা second reading, তদনন্তর ২য় প্রুফের করেকসন মিলাইবার জন্য revise proof। এইবার গ্রন্থকারের নিকট পাঠাইবার উপযুক্ত করিয়া clean proof দেওয়া হয়। ঐ প্রুফ দেখা হইলে, করেকসনের পর পুনরায় স্লিপ্ রিভাইজ, অনন্তর making up এর পর page proof, তৎপরে প্রেসে আঁটিয়া (locking up) ফর্ম্মা প্রুফ; তদনন্তর গ্রন্থকারের অনুমতিগ্রহণার্থ clean form proof, অবশেষে ছাপিবার পূর্ব্বে press revise final দেখা হয়।

প্রেসে ফর্ম্মা আঁটিবার সময় পুস্তকের পত্রাঙ্ক হিসাবে পেজগুলিকে impose করিতে হয় অর্থাৎ এরূপভাবে সাজাইতে হয় যে, কাগজের পৃষ্ঠা ছাপাইবার কালে পুস্তকের পত্রাঙ্কগুলি যথারীতি পর পর পড়ে। ৪,৮,১২,১৬,১৮,৩২,৬৪ পেজী ফর্ম্মা ইম্পোজ করিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ফর্ম্মা সাজাইতে হয়। তৎপরে কাগজের 'পোর্ট' রাখিয়া চেসের মধ্যে ফর্ম্মাটীকে সাইড্ ও ফুটষ্টিক দ্বারা কোয়াইন্ (Quoin) যোগে আবদ্ধ করিতে হয়। জোরে আঁটিবার জন্য একটী কাঠের হাতুড়ি ও ছুটিং (Shooting Sticks) স্টিক্স্ আছে। ফর্ম্মা আঁটা হইলে, হরফের মাথা সমান করিতে প্লেনার (Planer) আবশ্যক। এই সময়ে প্রুফ্ করেকশনের পর ছাপারম্ভ। ছাপা শেষ হইলে সেই matter লইয়া পুনরায় যে ঘরের যে অক্ষর তাহা সেই সেই ঘরে ফেলিতে হয়। উহাকে distribute বা হরফ ফেলা বলে। হরফ ফেলিবার জন্য অধুনা Distributing machine প্রস্তুত হইয়াছে।

হরফ-ডিষ্ট্রিবিউটের জন্য যেমন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্রূপ যন্ত্রদ্বারা হরফকম্পোজেরও সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। Fraser's keyed distributing & composing machine, The "Thorne" type setting and distributing machine, Hattersley, Kastenbein, ও Empire, নামক যন্ত্র এ বিষয়ে বিশেষ উপযোগিতা সম্পাদন করিয়াছে। 'থরণ'নামক যন্ত্রে একঘণ্টায় ২০ হাজার হরফ সংগ্রহন করা যায়। ইহাতে অক্ষরগুলি চাবি দ্বারা পরিচালিত হয়। বর্ত্তমান 'টাইপ-রাইটার' যন্ত্রের অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ঐ যন্ত্র সমূহ প্রস্তুত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন লিনোটাইপ (The Linotype machine) প্রথায় অক্ষরবিন্যাস দ্বারা মুদ্রাকার্য্য পরিচালিত হওয়ায় কম্পোজিটরের অভাব বিদূরিত হইয়াছে। এই যন্ত্রেও টাইপ-রাইটারের ন্যায় চাবি সাজান আছে, উহার এক একটীতে ইংরাজী বর্ণমালা (Alphabets) চিত্রিত। আবশ্যক মতে ঐ হরফের চাবিগুলি টিপিলে হরফের ছাঁদ গুলি (matrix) যথাস্থানে যন্ত্রচালিত হইয়া সংস্থস্ত হয়। এইরূপে ছাঁদগুলি সরিয়া ছাঁচের (mould) কাছে আসিলে ভিন্ন পাত্রস্থিত গলিত ধাতু (Molten metal) নল মুখে চালিত হইয়া ছাঁদে পতিত হয়। ঐ সময়ে প্লাঞ্জার (plunger) নামক যন্ত্রাংশ সেই অক্ষরগ্রথিত ধাতুপিণ্ডকে মউলের উপর সন্নিবেশিত করে। এখানে পরস্পরে সংযোজিত হইয়া গলিত ধাতু কঠিনতা প্রাপ্ত হয়, পরে হরফের আকারে উচ্চ ধাতুখণ্ড (type-high slug) বা 'লিনোটাইপ' প্রস্তুত হইয়া যন্ত্রযোগেই গেলীতে চালিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের মউলকে যথারীতি সন্নিবেশিত করিলে ফাঁকযুক্ত (leaded) বা একত্র গ্রথিত অক্ষরশ্রেণী (Solid matter) কম্পোজ করা যাইতে পারে।

য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক মুদ্রাকরগণ মুদ্রাযন্ত্রের যে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্পাদন করিয়াছেন, বাঙ্গালা বা অপর কোন দেশীয় ভাষায় এরূপ হয় নাই। ইংরাজী বা অপর য়ুরোপীয় ভাষার বর্ণমালার সকলসমেত ২৬টী অক্ষর দৃষ্ট হয়। যুক্তাক্ষর, ১, ২ প্রভৃতি অঙ্ক, , ; প্রভৃতি চিহ্ন এবং আপার ও লোয়ার কেসের ক্যাপ, স্মল ক্যাপ্ ও বড়ী টাইপ লইয়া সকলসমেত ১৫১টী ঘর আবশ্যক; সুতরাং টাইপ-রাইটারের ন্যায় অল্পসংখ্যক চাবি সাজাইতে ও তাহার পরিচালনা করিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ হয় না। বাঙ্গালা,সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার যুক্তাক্ষরের বাহুল্য বাঙ্গালা কেসে ৪৫৫ ঘরের আবশ্যক হইয়াছে; এই হেতু বাঙ্গালায় চাবি-সংযোজনা একান্ত অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা ভাষায় আমর ও মুদ্রাকরবিদ্যায় না থাকায় ঐরূপ মহদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে কেহই

মনোযোগী নহেন। সাধারণে বলিয়া থাকেন, ইংরাজরাজের রাজ্যে সূর্য্যদেব কখনও অস্তগমন করেন না। এরূপ সুদূর বিস্তৃত ইংরাজরাজত্বে ইংরাজী-ভাষার যে বিস্তার ও পুস্তক-মুদ্রণার্থ মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতি সাধিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, ইংরাজী হরফগুলি ইঞ্চ পরিমাণানুসারে গঠিত হইয়া থাকে। অক্ষরদ্বারা ভাষা বিন্যাস করিতে হইলে, কতকগুলি অক্ষরের অধিক ও কতকগুলির বিরল ব্যবহার দেখা যায়। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট একটা হরফের তালিকাকে উহাকে ইংরাজীতে Bill of type বলে। ৩০০০ m যুক্ত এক সাট (fount) হরফ লইতে হইলে অপরাপর অক্ষর ও স্পেস্ কত পরিমাণে আবশ্যক হয়, নিম্নে তাহার একটা তালিকা দেওয়া হইল—

লোয়ার কেস		ফিগার		ক্যাপিটাল		স্মলক্যাপস্	
m	৩০০০	,	৪৫০০	A	৭০০	A	৪৫০
a	৯০০০	;	৮০০	B	৪৫০	B	২৭০
b	২০০০	:	৬০০	C	৫০০	C	৩১০
c	৪০০০	.	৩০০০	D	৫২০	D	৩৫০
d	৫০০০	-	১০০০	E	৭৫০	E	৪১০
e	১৪০০০	?	৩০০	F	৪৫০	F	৩০০
f	৩০০০	!	২০০	G	৪৭০	G	২৭০
g	২০০০	'	৮০০	H	৪৫০	H	৩০০
h	৬০০০	(	৪০০	I	৯০০	I	৪৫০
i	৯০০০	[	১০০	J	৩০০	J	২০০
j	৫০০	*	২৫০	K	৩০০	K	২০০
k	৮০০	†	১০০	L	৫৫০	L	৩০০
l	৫০০০	‡	১০০	M	৬৫০	M	৩০০
n	৮০০০	§	১০০	N	৫৫০	N	৩৫০
o	৮০০০	‖	১০০	O	৫৫০	O	৩৫০
p	২৪০০	¶	৭০	P	৫০০	P	২৭০
q	৬০০	1	৭০০	Q	২০০	Q	১২০
r	৭০০০	2	৬০০	R	৫০০	R	১৩০
s	৮০০০	3	৬০০	S	৬০০	S	৩৫০
t	১০০০০	4	৫০০	T	৮০০	T	৪২০
u	৪৫০০	5	৫০০	U	৩৫০	U	২২০
v	১২০০	6	৫০০	V	৩৭০	V	২০০
w	২৭০০	7	৫০০	W	৫৫০	W	২৭০
x	৫০০	8	৫০০	X	২০০	X	১২০
y	২৫০০	9	৫০০	Y	৩৫০	Y	২০০
z	৩০০	0	৭০০	Z	১৫০	Z	১২০
&	৩০০	£	২০০	Æ	১০০	Æ	[illegible]০
ff	৪০০	é	২০০	Œ	১০০	Œ	৬০
fi	৫০০	â	২০০	⅛	১৫০	স্পেস	
fl	৩০০	à	১০০	⅜	১৫০	থিক	২০০০০
ffi	২০০	ö	১০০	⅝	১৫০	মিডল	৮০০০
ffl	৩০০	অনান্য		⅓, ⅔, ¼, ¾,		থিন্	৮০০০
æ	২০০	একসেন্ট	১০০	⅙, ⅚, ⅞,		হেয়ার	৩০০০
œ	১০০	প্রত্যেক		প্রত্যেক ৫০টী		em quad	৩০০০
—	৫০০	℔ @ £ ℔		⁀ en	২০	en quad	৬০০০
——	১৫০	প্রত্যেক	৫০	⁀ সর্ব্ব প্রকার			
———	১০০	☞	৩০	প্রত্যেকটী	২৫		
————	৮০						
......	১০০						
.....	১০০						

বড় কোনাকেই সাটের সমান।
ইটালিক রোমান্ অক্ষরের সমান।

কোন কোন কারখানায় (Foundry) উপরোক্ত নির্দ্দিষ্ট সাটের (Fount) পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। তাহারা a=৮৫০০, e=১২০০০ প্রভৃতি অক্ষরাদি 1, 2, অঙ্কগুলি অধিক পরিমাণে দিয়া থাকেন। ইহাতে Job কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হইলেও পুস্তকমুদ্রণযোগ্য হরফ সঙ্কুলানের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। এই কারণে সর্ব্ববিষয়ে সুবিধাজনক ঐরূপ একটী সাট সঙ্কলন করা হইয়াছে।

ঐ সাট পাইকার পরিমাণে ৭৫০ পাউণ্ড (lbs), গ্রেট্-প্রিমার ৪৮০ পাউণ্ড, বর্জ্জাইস্ ৪০০, ব্রিভিয়ার ৩৩০, মিনিয়ন ২৮০ ও ননপেরিল ২২০ পাউণ্ড ওজনের হইয়া থাকে। ইংরাজী বর্ণমালার আবশ্যকানুযায়ী পরিমাণ গণনা করিয়া ঐ সাটের হরফ সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে। ইংলণ্ডের হাউস-অব্ কমন্সের একটা বিস্তৃত বক্তৃতা অবলম্বন করিয়া সাধু ইংরাজী ভাষায় যে যে হরফ যত পরিমাণে প্রয়োজন হইয়াছিল, প্রাচীন মুদ্রাকরগণ বহু পরিশ্রমফলে তাহার একটা তালিকা সংগ্রহ করিয়া হরফের সাট-নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু সকল বিষয়ে ঐ সাটের হরফগুলি সমান ভাবে নিয়োজিত হয় না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, ইংলণ্ডের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Charles Dickens এর পুস্তকগুলি কম্পোজ করিলে ব্যঞ্জন বর্ণগুলি (consonants) ব্যবহারের পূর্ব্বেই স্বরবর্ণগুলি (Vowels) নিঃশেষিত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে রাজনীতিবিশারদ Lord Macaulay র গাম্ভীর্য্যময়ী ভাষায় (statelier style) স্বরবর্ণের অক্ষরগুলি শূন্য হইবার অগ্রেই ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষরগুলি কম্পোজে লাগিয়া থাকে। এতদ্বারা যদিও অক্ষরমালার প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্টরূপে নিরূপিত করা যায় না সত্য, তথাপি মোটামুটী রকমে যে সংগ্রহ করিলে সাধারণ মুদ্রাঙ্কণকার্য্যের সুবিধা হইতে পারে, তাহারই একটী আভাসমাত্র উক্ত সাটের তালিকায় প্রদত্ত হইয়াছে।

ইংরাজী অক্ষরমালার নির্দ্দিষ্ট উক্ত তালিকার q j u অক্ষর, লাটিন এবং ফরাসী ভাষার ব্যবহার হিসাবে কম লাগে, h অক্ষর অনেক বেশী ও w অনাবশ্যকীয় বলিয়া অনুমিত হয়।

কখন কখন হরফের সংখ্যা ওজন হিসাবেই নির্ণীত হইয়া থাকে। ঢালাইকরগণ সাট নির্দ্দেশের জন্য এইরূপ একটী নূতন প্রথা (Schemes) অবলম্বন করিয়াছেন। ১২৫ পাউণ্ড পরিমাণে রোমান্ অক্ষরের একটী সাটে ১০ পাউণ্ড ওজনের ইটালিক হরফ, E, M, C, ৮ ঔন্স; T ৯ ঔন্স; ৫৮ পাউণ্ড; a, h, n, o, t প্রত্যেক ৫ পাউণ্ড; এইরূপ ক্রমান্বয়ে আসিয়া z ৩ ঔন্স পর্য্যন্ত লইলে সাট পূর্ণ হয়।

মুদ্রণার্থ একখানি পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হইলে, উহার মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা জন্য কত পরিমাণ হরফ আবশ্যক, তাহা জানিবার জন্য প্রথমে পাণ্ডুলিপির কতকাংশ কম্পোজ করিয়া গ্রন্থের একটী পেজ সংগঠন করিয়া লওয়া উচিত। পরে ঐ পাণ্ডুলিপির কত খানিতে পেজ হইল, তাহার সংখ্যা দিয়া মূল লিপির পত্রাঙ্কের সংখ্যা ভাগ দিলে, আন্দাজ মত পেজ সংখ্যা পাওয়া যায়। পেজ মত প্রত্যেক পেজ ঠিক করিয়া তাহার বর্গইঞ্চ পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া সেই বর্গইঞ্চের সংখ্যাকে ৪ দিয়া ভাগ দিলে যে সংখ্যা ভাগফল থাকে, তাহাই হরফের মোটামুটী পাউণ্ড ওজন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ঐরূপে কোন একটী বড় সাটে মোটের উপর শতকরা ৩০ হইতে ৪০ এবং ছোট সাটগুলিতে শতকরা ৫০ ভাগ হরফ ধরিয়া দিলে আর বিশেষ ন্যূনাধিক্য থাকে না। ইংরাজী হরফগুলি প্রধানতঃ ৮″×৪″ ইঞ্চ পেজের আকারে মোড়াই হইয়া বিক্রীত হয়। উহার প্রত্যেকটী ওজনে ৮ পাউণ্ড।

ঐরূপ ফ্যান্সি টাইপের তালিকা (bills of fancy types) প্রস্তুত করিতে হইলে, লোয়ার কেস্ ও ক্যাপিটালের সংখ্যানুসারে একটী সাট সংগঠন করিতে হয়। অর্থাৎ ৩৬টী A ও ৭০টী a লইয়া যে সাট প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাতে ৯০ e, ৭০ i, ৩২ m, ১০ ?, ৪২ E, ৩৬ I, ২০ M, ৪ Z, ৫০টী কমা; ১ হইতে ০ পর্যন্ত প্রত্যেক ১৬টী, অন্যান্য ফিগার প্রত্যেক ১২টী। এইরূপ একটী সাটের ওজন প্রধানতঃ হরফের আকারের উপর নির্ভর করে। একটী ১৫ A, ৪৫ a পাইকা কণ্ডেন্সড্ লাটিন ৩ পাউণ্ড এবং ১৫ A, ৩০ a পাইকা ওয়াইড্ লাটিন্ ৭ পাউণ্ড পর্য্যন্ত ওজনের হইয়া থাকে।

কাঠের ফ্যান্সি হরফগুলিও ঐরূপ প্রথায় ডজন হিসাবে সাট সংগঠনের ব্যবস্থা লাভ করিয়াছে। একটী ১৩ ডজন ক্যাপিটাল ও লোয়ার কেস সাটে নিম্নলিখিত পরিমাণ হরফ থাকিলেই যথেষ্ট হয়।

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
৩	২	২	২	৪	২	২	২	৩	২	২	৩	২	৩	৩	২	১	৩	৩

T	U	V	W	X	Y	Z	&
৩	২	২	২	১	২	১	২

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
৪	৩	৩	৩	৫	১	৩	৩	৪	১	২	৪	৩	৪	৪	৩	১	৪	৪	৪	৩	২	২	২	৩	১

fl	fi	ffi	ffl	Æ	Œ	!	?	.	:	;	'	-	,
১	১	১	২	১	১	৩	৪	৪	২	৪	৩	২	৩

ঐরূপ ডজন সাটের অঙ্ক সংখ্যা—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯০
৬	৬	৬	৩	৬	৩	৩	৫	২৫

হইবে।

বাঙ্গালা অক্ষরমালাসমূহের ঐরূপ কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ করিবার উপায় নাই। একটী বাঙ্গালা সাট সম্পূর্ণরূপে সংগঠন করিতে প্রায় ১০ সের হইতে ২ মণ পর্য্যন্ত ওজনের অক্ষর আবশ্যক হইয়া থাকে। বাঙ্গালা Job বা পেজের ফুট নোট প্রভৃতির জন্য অল্পপরিমাণ হরফ ব্যবহার করিলেও চলে, কিন্তু একটী কম্পার জন্য ব্রিভিয়ার, বর্জ্জাইস, লঙ্প্রিমার, স্মলপাইকা, পাইকা বা ইংলিশ ছাদের অক্ষর ১ হইতে ২ মণ পর্য্যন্ত আবশ্যক হয়। এইরূপ পরিমাণের অনুসরণ করিয়া পুস্তকমুদ্রণের জন্য হরফের বডি অনুযায়ী হরফ ক্রয় করিতে হয়, অর্থাৎ ৭ ফর্ম্মা Matter উঠিতে পারে এরূপ একটী সাট লইতে হইলে, স্মলপাইকা ৭×১।০ ম = ৮৸০ মণ হরফ লইতে হয়, পরে লেখকের ভাষাগ্রন্থনকালে যে যে হরফের অভাব হয়, একটী স্বতন্ত্র তালিকা করিয়া সেই অভাব দূর করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালার হরফগুলি সাধারণতঃ সাটের পরিমাণানুরূপ কোণাকার মোড়কে মুড়িয়া ওজন হয়।

স্মলপাইকা বডির ২/ মণ একটী বাঙ্গালা হরফের সাটে ক খ প্রভৃতি মুদ্রাক্ষর যে পরিমাণে আবশ্যক হইতে পারে, কেসের ঘরগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। ক, দ, ন, ম, স, অ, ত, র, য় প্রভৃতি প্রায় /১ সের হইতে /১। পোয়া পর্য্যন্ত আবশ্যক হয়; া আন্দাজ /১॥০ সের; ব, ল, হ, ি, ী, ষ, য, প, ও প্রভৃতি প্রায় /॥ সের, আপার এবং দক্ষিণ ও বামপার্শ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরগুলির যুক্তাক্ষর ৫ বা ৬টা করিয়া, অথবা প্রায় অর্দ্ধ হইতে সিকি কাচ্চা পরিমাণ লইলেও হইতে পারে। মুদ্রাকরগণ স্ব স্ব নির্ব্বাচিত এইরূপ একটী সাটের তালিকা অনুসারেই অক্ষর সরবরাহ করিয়া থাকেন। দুই মণ একটী সাটের হিসাবে তাহারা প্রথমতঃ ১॥ বা ১৸০ মণ দেন। পরে স্বতন্ত্র ফর্দ্দে বাকী সংপূরণ করা হইয়া থাকে। অঙ্কসের পরিমাণ সীসার ক = প্রায় ২৮০, ম = ৩৬০, র্দ্ধ = ২১০, ল্প = ১৯৫, ক্ষা = ১৭৫ ,, ,, ,প্রত্যেকটি = ১৫০ এবং া = ৫৬০ গুলি হয়।

পেজ গাঁথিবার সময় দুইটা হরফের লাইন পরস্পর তফাৎ রাখিবার জন্য সীসকের যে পাত ব্যবহার করা হয় তাহা 'lead' নামে খ্যাত। লেড্গুলি হরফের অপেক্ষা খর্ব্বাকার হইলেও, উভয়ের এক বর্গ-ইঞ্চ পরিমাণের ওজন প্রায় সমতুল্য, অর্থাৎ ৪ ঔন্স। কারণ লেডে সকসমেত ২০ ভাগ এণ্টিমনি ও ৮০ ভাগ সীসক ধাতু থাকে এবং হরফ ধাতুতে ইহাপেক্ষা গুরুভারযুক্ত অন্যান্য মিশ্রধাতুরও সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

১ পাউণ্ড পরিমাণে সীসক ধাতু ঢালিয়া লেডের পাত প্রস্তুত

করিলে সরলরেখার এম (linear ems) অনুসারে উহাতে ৫০০ এম পরিমিত একখানি 'ফোর-টু-পাইকা' লেড ঢালা যাইতে পারে। ঐরূপে সিক্স-টু পাইকা ৮০০ এম এবং এইট্ টু-পাইকা ১০৬৪ এম প্রস্তুত হয়। 4-to পাইকা অর্থে এক পাইকা এম পরিমাণে চারিখানি, 6-to পাইকায় ৬ খানি ও 8-to পাইকায় ৮ খানি হইতে পারে এইরূপ পাতলা পাত বুঝা যায়।

পূর্ব্বকথিত হরফের পরিমাণের হারে ৪ বর্গইঞ্চে ১ পাউণ্ড ধরিয়া লইলে বুঝা যায় যে, ঐ পরিমাণ ওজনে ৫১৬ 4-to পাইকা এম লাইন আছে; কিন্তু লেড ধাতুর পরিবর্ত্তন হেতু উহা হইতে সময় বিশেষে ৫২০ এম পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়া থাকে।

একখানি পুস্তকের পেজ ঠিক করিতে হইলে কি পরিমাণ লেড্ ক্রয় করা আবশ্যক, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। যে মাপের লেড্ আবশ্যক, ১ পাউণ্ড ধাতুতে তাহার যত পরিমাণ হয়, সেই সংখ্যাকে পেজের প্রস্থের এম সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল থাকিবে, তাহা দিয়া পুস্তকের সমগ্র লেড্ কে পুনরায় ভাগ কর। সেই ভাগফলে আরও শতকরা ৫ অংশ অধিক ধরিয়া লইলে আবশ্যকমত লেডের অভাব পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত—২০০ পেজ রএল অক্টেভো, স্মলপাইকা ৪৫ লাইন লম্বা ও ২৫ এম চওড়া; এরূপ পুস্তকের হরফগুলির মধ্যে 4-to পাইকা লেড্ বিস্তার করিতে কত লেড আবশ্যক হইবে?

$১০৬৪ + ২৫ = ৪২\frac{১}{২}$, ৪২ লাইনের মধ্যে (ইংরাজীতে ১ খানি এবং বাঙ্গালায় ২ খানি হিঃ) ১ খানি করিয়া ৪৪খানি লেড্ প্রতিপৃষ্ঠায় লাগে, সুতরাং সমগ্র পুস্তকে $৪৪ \times ২০০ = ৮৮০০ + ৪২\frac{১}{২} = ২০৭ + ৫$ p. c. ($১০\frac{৭}{২০}$) = ২১৮ পাউণ্ড। বাঙ্গালায় প্রায় উহার দ্বিগুণ।

এইরূপে ১ পাউণ্ড পরিমিত সীসক ধাতুতে ২×৪ এম মাইজের ২২টী, ৩×৪ এমের ১৪টী এবং ৪×৪ এমের ১২টী 'কোটেসন' ঢালা হইয়া থাকে। ১ পাউণ্ডে ১৩৬ পাইকা এম-লাইন ক্লাম্প (clump) প্রস্তুত হয়। 4-to পাইকা অপেক্ষা মোটা রকম লেড্ কে ক্লাম্প বলে। অনেক সময়ে বিলফরম্, প্লাকার্ড প্রভৃতিতে ফাঁক দিবার জন্য ধাতব ক্লাম্পের পরিবর্ত্তে কাষ্ঠনির্ম্মিত রিগ্ লেট (Reglets) ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে রিগ্ লেট দিয়া পুস্তকের ফর্ম্মায় পেজ কম্পোজ ও ছাপা হইত। কারণ ধাতব লেড অপেক্ষা কাষ্ঠ-রিগ্ লেটের মূল্য কম। সময় সময় হরফের সমোচ্চ রিগলেট প্রস্তুত করিয়া কাগজে ব্লাক-বর্ডার প্রভৃতি ছাপা হইতে দেখা যায়। টুলাইন-গ্রেট-প্রিমার আকারের অপেক্ষা বৃহৎ রিগলেটগুলি ফার্ণিচার (Furniture) বলিয়া পরিচিত। উহা প্রধানতঃ ফর্ম্মার দুইটী পেজের margin রাখিবার জন্য যে 'গোট' বা ফাঁক রাখা যায়, তজ্জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে কাষ্ঠ ফার্ণিচারের পরিবর্ত্তে metal বা French furniture লাগাইয়া কার্য্য পরিচালনা করা হয়।

কাষ্ঠের ফার্ণিচারগুলি প্রায়ই পাইকা এমের পরিমাণে চাঁচিয়া প্রস্তুত করা হয়। প্রধানতঃ পুস্তকের ব্যবহারের জন্য যে সকল কাষ্ঠফার্ণিচার ব্যবহৃত হয়, ইংরাজীতে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে—

৮ এম	পাইকা	প্রস্থ	ডবলব্রড্
৭	"	"	ব্রড্ ও ন্যারো।
৬	"	"	ডবল ন্যারো।
৫	"	"	স্পেশাল।
৪	"	"	ব্রড।
৩	"	"	ন্যারো।

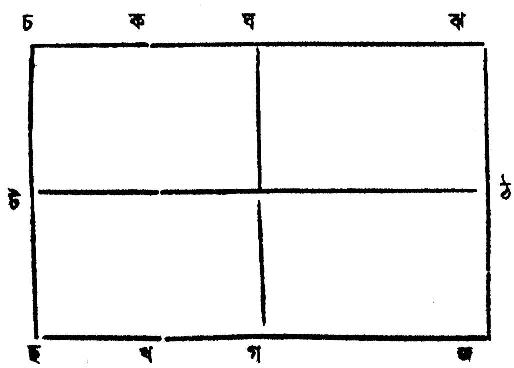
ননপেরিল, লঙ্ প্রিমার, পাইকা, গ্রেটপ্রিমার, ডবল পাইকা ও টুলাইন-ইংলিস্ প্রভৃতি রিগ্ লেটও পাওয়া যায়। গেলী, ফর্ম্মা, কেস্ প্রভৃতি নিরাপদস্থানে রাখিবার জন্য যেরূপ স্বতন্ত্র র‍্যাক (Rack) আছে, লেড্, ব্রাসরুল, রিগলেট প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্যও তদ্রূপ র‍্যাক (Rack) থাকা আবশ্যক। টুকরা লেড্ বা রুল রাখিবার জন্য Case প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ঐ খণ্ডিত টুক্‌রাগুলি নষ্ট হইলে উহাতে মুদ্রাকরের বিশেষ ক্ষতি বা অনিষ্টের সম্ভাবনা।

উপরে মুদ্রাযন্ত্রের আবশ্যকীয় উপাদান বলিয়া কতকগুলি বিষয় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ষ্টিক্ (Stick) প্রধানতঃ ৩ প্রকার;—১ সাধারণ কম্পোজিং ষ্টিক্, ২ বুডসাইড ষ্টিক্ ও ৩ নিউজ্ ষ্টিক্। প্রথমটী পিত্তল বা লৌহনির্ম্মিত। উহা পুস্তকের পেজ সাইজের এম পরিমাণ মত স্ক্রু সরাইয়া ঠিক করিয়া লওয়া যায়। দ্বিতীয় বুড্ বা পোষ্টার ষ্টিক। উহা গেলীর মত কঠিন কাষ্ঠে নির্ম্মিত, কেবল মেজার বাড়াইবার অথবা কমাইবার জন্য উহাতে স্ক্রু-যুক্ত একটী ধাতব Side আছে। উহা বড় বড় হরফ সাজাইতে ব্যবহৃত হয়। তৃতীয় নিউজ ষ্টিক—একমাত্র খবরের কাগজের কলাম কম্পোজের জন্য অথবা কোনরূপ এক মাপের প্রচলিত পুস্তকের হরফ সংগ্রহনেই নিয়োজিত হয়। উহা প্রধানতঃ মেহগিকাষ্ঠে মাইজ মত কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

ইংরাজীতে সচরাচর Solid matter কম্পোজ হয় বলিয়া টিকে অক্ষরসমাবেশের জন্য একখানি সেটিং বা কম্পোজিং রুল আবশ্যক হয়। উহা একখানি পিত্তলের রুল আবশ্যকীয় এম পরিমাণ মত lead-high কাটিয়া type-high অংশে কোণা বাড়াইয়া প্রস্তুত করা হয়।

কলাম্ বা স্লিপগেলী কম্পোজ ম্যাটার রাখিতে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। কার্য্যের সুবিধার জন্য উহা প্রায়ই জিঙ্ক ধাতুতে নির্ম্মিত। Job বা Page গেলী কাঠেরই প্রচলিত। উহা ডিমাই, ক্রাউন, ফুলস্ক্যাপ, ক্রাউন-ফোলিও, ডিমাই-কোয়ার্টো ও ডিমাই-অক্টেভোভেদে বিভিন্ন মাপের হইয়া থাকে।

চেজ্‌গুলি লোহার একখানি চৌকা ফ্রেম। উহার দণ্ড ১ ইঞ্চ প্রস্থ ও $\frac{৫}{৮}$ ইঞ্চ খাড়াই অনুসারে নির্ম্মিত। পুস্তকের ফর্ম্মার চেজ্‌গুলি চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। ৪, ৮, ১৬, ৩২ পেজী ফর্ম্মার চেজের মাঝখানে ভাগ করিয়া লইবার জন্য লোহার খাঁজ কাটা আছে। ১২ বা ২৪ পেজীর খাঁজ মাঝখান হইতে কিছু উপরে। ঐ খাঁজে একটী লোহার দণ্ড লাগাইলে চেজের বিখণ্ড বুঝা যায়।

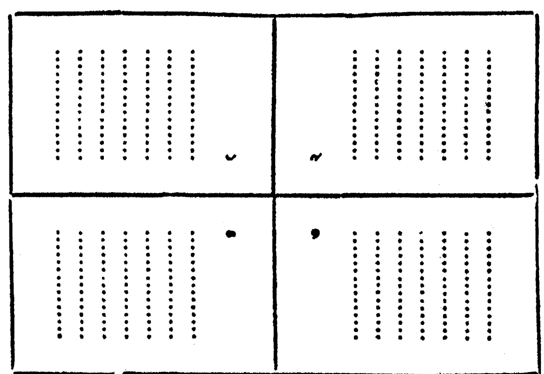


চ, ছ, জ, ঝ, একখানি চেজ্। ট, ঠ, উহার বিভাগ (long cross)। গ ঘ খাঁজের লৌহদণ্ড (short cross) উহার উপর লাগাইলে ৪, ৮ প্রভৃতি পেজী ফর্ম্মা ছাপা যাইতে পারে। গ, ঘ দণ্ড; ক, খ খাঁজে আনিয়া দিলে ১২, ২৪ পেজী ফর্ম্মা সাজাইবার (impose) সুবিধা হয়। কোয়ার্টো, অক্টেভো বা ফোলিও ও কার্ড ছাপিবার জন্য স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেজ আছে।

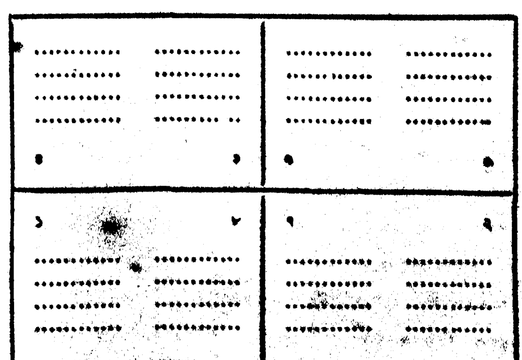
বুক-ওয়ার্কের জন্য ফুলস্ক্যাপ, ক্রাউন্, ডিমাই, রয়াল, সুপার রয়াল, ডবল-ফুলস্ক্যাপ, ডবল ক্রাউন, ডবল-ডিমাই, ডবল-রয়েল, কোয়াড-ক্রাউন প্রভৃতি সাইজের চেজ আছে। Job-chases বা জবচেজ্‌গুলি রয়েল ফোলিও, ডিমাই-ফোলিও, ক্রাউন-ফোলিও, ফুলস্কাপ ফোলিও, রয়েল-কোয়ার্টো, ডিমাই কোয়ার্টো, ক্রাউন কোয়ার্টো, ফুলস্কাপ কোয়ার্টো, ফুলস্কাপ অক্টেভো ও কার্ড নামে খ্যাত। নিউজ্ বা ফোল্ডিং চেজ খবরের কাগজের অনেকগুলি পেজ একত্র ছাপাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার আকার বৃহৎ। একখানি ইম্পোজিং ষ্টোনে সমগ্র চেজ কুলায় না বলিয়া উহার চারিখণ্ড স্বতন্ত্র আঁটিয়া পরে একত্র সংযুক্ত করিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

টিকে কম্পোজ ও যথারীতি কারেক্‌সনের পর যখন গেলী Matter গুলি ফর্ম্মা বাঁধিবার (making-up) উপযুক্ত হয়, তখন পুস্তকের পত্রের আকারানুরূপ একটা রিগলেটে গেজ (Gauze) প্রস্তুত করিয়া পেজ-হেডিং দিয়া গেজমত পেজগুলি স্বতন্ত্ররূপে দড়ি দিয়া বাঁধিবে। উহা লক্‌আপ্ (locking-up) করিবার সময় ইম্পোজিং-ষ্টোন্ অথবা প্রেসবেডে ফেলিয়া পত্রাঙ্কগুলি পর পর বিন্যস্ত করিয়া সাজাইতে হয়। উহাকে Making-upএর পর impose করা বলে।

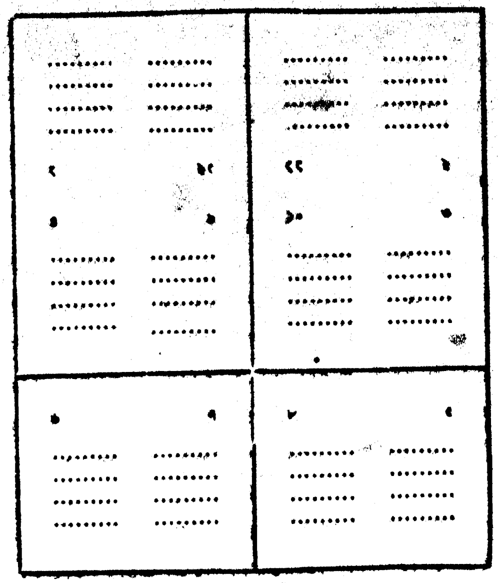
চারিপেজী।



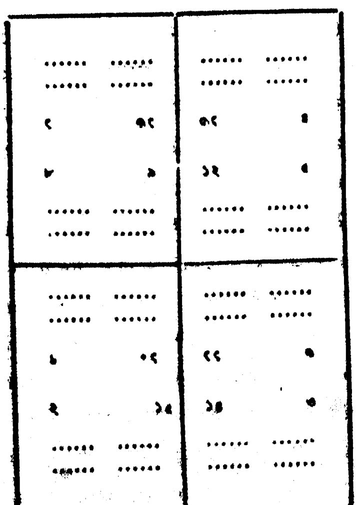
আটপেজী।



বারপেজী।



ষোলপেজী।



ইম্পোজের পর চেসের মধ্যে কাণিচার দ্বারা পেজগুলি এরূপ দৃঢ়তার সহিত আঁটিবে, যেন কম্পার কোন পেজের হরফ না নড়ে বা খসিয়া পড়ে। তাহা হইলে ছাপা উত্তম হওয়া সম্ভব। তাহা না হইলে চেস উঠাইবার ও কালি দিবার সময় হরফ উঠিয়া পড়িতে পারে। কাগজ পাল্টা ছাপিবার সময় পত্রাঙ্কগুলির মিল দেখিয়া ছাপা আরম্ভ করা কর্তব্য।

মুদ্রাযন্ত্রের মধ্যে job-work একটী প্রকৃষ্ট আলোচ্য বিষয়। অক্ষরমালা, আল্পনা-লিপিকার, বুক প্রভৃতি চিত্রসমূহ সুচারুরূপে বিন্যাসপ্রকারে প্রদর্শন করাকেই জব ওয়ার্কের Artistic-display বা শিল্পনৈপুণ্য বলে। পোষ্টার বা প্ল্যাকার্ড, হ্যাণ্ডবিল, প্রস্পেক্টাস, সার্কুলার, প্রোগ্রাম, মেমরাণ্ডাম-হেডিং, বিল ও ইনভয়েস-হেডিং, লেটার ও নোট হেডিং, কার্ড, ভিজিটিং কার্ড, ইনভিটেশন কার্ড, ওয়েডিং বা ফিউনারেল কার্ড, মেনুকার্ড এবং বল-প্রোগ্রাম প্রভৃতি সুন্দররূপে অক্ষরবিন্যাসনৈপুণ্য দ্বারা সাজান যাইতে পারে।

বাঙ্গালাভাষার উন্নতিকামী য়ুরোপীয় সম্প্রদায় কিরূপ অলৌকিক অধ্যবসায় সহকারে দেশীয় বিদ্যাশিক্ষার বিস্তৃতিকল্পে উৎসাহান্বিত হইয়াছিলেন, মুদ্রাযন্ত্রের ইতিবৃত্তে বাঙ্গালা হরফ খোদাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতবাসী ভদ্র-সাধারণ পাশ্চাত্যবিদ্যার সংস্পর্শমাত্রকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং সমাজের মঙ্গলনিষ্টকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সুতরাং ইংরাজকোম্পানী প্রথম হইতেই শিক্ষাবিস্তারবিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে পারেন নাই। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের ভারতশাসন-সময়ে ইংলণ্ডের 'হাউস্-অব্ কমন্সে' মিঃ উইলবারফোর্স ভারতীয় প্রজাবৃন্দের শিক্ষোন্নতিকামনায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। তদনুসারে উদারমতি য়ুরোপীয় মিসনরি এবং শিক্ষিত বিদ্বন্মণ্ডলীর যত্নে ভারতে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতিকল্পে নানাস্থানে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজরাজের যুদ্ধসময়ে লর্ড ওয়েলেস্‌লি কর্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর তিনিই পুনরায় য়ুরোপীয় সিবিলিয়ানগণের দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় 'ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ' স্থাপন করেন।

লর্ড ময়রা (মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্), শ্রীরামপুরের মিশনরিদিগকে দেশীয় ভাষাশিক্ষার প্রশ্রয়দাতা দেখিয়া, স্বয়ং তথায় গমনপূর্ব্বক (২৭শে নবেম্বর ১৮১৫ খৃঃ অঃ) তাঁহাদের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। মিসনরিদিগের যত্নে দেশীয় নানা ভাষায় বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্ট ভাগ অনুবাদিত হইতে দেখিয়া উদারহৃদয় হেষ্টিংস্ এতই মুগ্ধপ্রাণ হইয়াছিলেন যে, তৎপত্নী প্রতিষ্ঠিত বারাকপুরস্থ বিদ্যালয়, কলিকাতার হিন্দুকলেজ (১৮১৬) এবং কেরি, মার্সমান প্রভৃতি মিসনরি-সংস্থাপিত শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানের বিদ্যালয়গুলি তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করে। এইরূপে ভারত-প্রতিনিধি লর্ড হেষ্টিংসকে বিদ্যাশিক্ষাবিস্তারে প্রবৃত্ত দেখিয়া, তৎপত্নী মার্সিয়নেস্-অব-হেষ্টিংস্, মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেলী এবং ডাঃ কেরি প্রভৃতির উদ্যোগে দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের পুস্তকাভাব নিবৃত্তি করিবার জন্য ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে

"Calcutta School Book Society" নামে একটী সমিতি সংগঠন করেন। লেডী হেষ্টিংস তাঁহার বারাকপুর-বিদ্যালয়ের পাঠার্থীদিগের জন্ত স্বয়ং পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছিলেন। সঙ্কলিত পুস্তকসমূহের বঙ্গানুবাদ কলিকাতা রাজধানীর একটী মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া সুলভমূল্যে বাজারে বিক্রীত হইয়াছিল। মহামতি লর্ড হেষ্টিংস্ ঐ সভার প্রতিষ্ঠাকালীন বক্তৃতায় স্বয়ং বলিয়াছিলেন,—"It is humane, it is generous, to protect the feeble, it is meritorious to redress the injured, but it is a god-like bounty to bestow expansion of intellect, to infuse the Promethean spark into the statue and waken it into man." তিনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের অপহৃত-স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিয়া স্বীয় বক্তৃতার সারবত্তা ভারতবাসী জনসাধারণের সমক্ষে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ভারতবাসী তাঁহার নিকট তজ্জন্ত বিশেষ কৃতজ্ঞ। তাঁহার উৎসাহে এবং মিসনরিসম্প্রদায়ের উদ্যোগে উক্ত বর্ষে 'সমাচারদর্পণ' নামক সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচারিত হয়।

ক্রমান্বয়ে চারিবৎসর ধরিয়া দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রসমূহের যথেচ্ছাচারিতা (licentiousness of the Indian press) লক্ষ্য করিয়া কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি মিঃ কানিংকে জানাইলেন, যে, ভারতপ্রতিনিধি হেষ্টিংসের অনুমোদিত সম্পাদকীয় নিয়মাবলী (a code of the instruction for the guidance of editors) অতিক্রম করিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ নিয়ম-লঙ্ঘনাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাহাদের এই অত্যাচারদমনের জন্ত পার্লিমেণ্টের আদেশানুরূপ একটী অতিরিক্ত শক্তির (additional powers) প্রয়োজন হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, পার্লিয়ামেণ্টের অভিমত লইবার পূর্ব্বেই কোর্টের প্রার্থনা কার্য্যে পরিণত হইয়া যায়।

লর্ড হেষ্টিংস্ স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর মিঃ এডাম্স্ কিছুদিনের জন্ত ভারত-প্রতিনিধির পদ গ্রহণ করেন। হেষ্টিংসের শাসনকালে কলিকাতার মাসিকপত্রের অগ্রণী মিঃ জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম সম্পাদিত Calcutta Journal নামক পত্রিকায় রাজনীতির প্রতিপক্ষে অনেকগুলি রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ভারত-প্রতিনিধি এডাম্স্ উক্ত সম্পাদককে দুইবার বিশেষরূপে শাসিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পত্রিকাখানির বিলোপ-কামনা করেন নাই। ইংরাজ-শাসনাধীন বাকিংহাম ভারত হইতে বিতাড়িত হন, কিন্তু পত্রিকাখানি অনেক ভারতবাসী য়ুরোপীয়ের হস্তে ন্যস্ত থাকায় গবর্মেণ্ট বাহাদুর তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন নাই। ঐ সময়ে ঐরূপ ধরণে ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ দ্বারা পরিচালিত 'John Bull' নামে আর একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

পরে এইরূপ রাজবিদ্বেষী পত্রিকারও বিলোপবাঞ্ছা করিয়া মহামতি এডাম্স্ মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় নূতনবিধি (New Press Law) প্রবর্ত্তন করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরণের উদ্যোগ করেন। লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াই ঐ আইন সম্বন্ধে মনোযোগী হন এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা জার্ণালের সম্পাদক মিঃ আর্ণটকে নূতন আইনানুসারে অভিযুক্ত করিয়া ভারত হইতে নির্ব্বাসিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই লণ্ডননগরে প্রকাশিত একখানি পুস্তিকার (Pamphlet) মূলাংশ ঐ জর্ণালে পুনর্মুদ্রণ দোষাবহ বিবেচনা করিয়া, তিনি ঐ পত্রিকা-প্রচার নিষেধ করেন এবং স্বত্বাধিকারীকে জেরবার করিয়া ফেলেন। ইহাতেও তুষ্ট না হইয়া কোর্ট অব্ ডিরেক্টরগণ অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, 'রাজকর্ম্মে নিযুক্ত সাধারণ ভদ্রব্যক্তি (civil), সৈনিকবৃত্তিধারী (military) চিকিৎসাব্যবসায়ী (medical) অথবা ধর্ম্মাধ্যক্ষ (ecclesiastical) মাত্রেই কোন সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক বা তাহার অংশীদার হইতে পারিবেন না। কেহ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে তাঁহাকে ৭ মাসের মধ্যে কর্ম্মচ্যুত ও ভারত হইতে বিতাড়িত করা হইবে।' এরূপ কঠিন দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইলে, শ্রীরামপুরের মিসনারিসম্প্রদায় রাজদ্রোহসূচক কোন প্রবন্ধই সমাচারদর্পণে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহাদের এই নির্লিপ্ত-ভাব দেখিয়া লর্ড আমহার্ষ্ট উক্ত পত্রিকা-প্রকাশ রহিত করিতে পারেন নাই। তিনি বাঙ্গালার রাজকীয় কার্য্যালয়-(Public office) সমূহে ১০০ কপি উক্ত পত্রিকা পাঠাইবার আদেশ দেন। তথাকার কর্ম্মচারিবর্গ পত্রিকার রাজদ্রোহাদির বিষয় লক্ষ্য করিতেন।

অতঃপর ভারত-প্রতিনিধি লর্ড আমহার্ষ্ট সামান্ত চাঁদায় উক্ত পত্রিকার পারসী ভাষায় মুদ্রাঙ্কণ-সম্পাদন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রহিত করিয়া মনে মনে বিশেষ দুঃখিত ছিলেন।

কোম্পানীর ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ টাকা, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, পুস্তক মুদ্রণ ও বিদ্যালয়াদির সাহায্যকল্পে ব্যয়িত হইয়াছিল। অতঃপর প্রতিনিধি সর চার্লস্ মেট্‌কাফ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া দেশীয় লোকের নিকট পূজনীয় হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা

প্রকাশার্থ দেশীয় লোকেরা কলিকাতায় 'মেট্‌কাফ হল' নামক পুস্তকালয় স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা যাহা ইচ্ছা লিখিতে পারিতেন না এবং গবর্মেণ্টের নিয়োজিত কর্ম্মচারী পরীক্ষা করিয়া না দিলে কোন প্রস্তাবই প্রকাশিত হইতে পাইত না।

২য় ও ৩য় আফগানযুদ্ধের পর লর্ড লিটন পুনরায় দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লোপ করিয়া নূতন আইন (Press Act বা Gagging Act) বিধিবদ্ধ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য কাবুলে শৃঙ্খলা-স্থাপনপূর্ব্বক প্রত্যাগত হইলে, লর্ড রিপন কর্ত্তৃক বাঙ্গালা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রদত্ত হয়। বিলুপ্ত স্বাধীনতার পুনঃপ্রাপ্তিতে দেশীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়েন। ইহার পর মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরণ সম্বন্ধে আর কোনও নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে কন্সেণ্ট-বিল ও মণিপুরযুদ্ধসংক্রান্ত ঘটনাপরম্পরা আলোচনা করিয়া দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ ভারত-গবর্মেণ্টের প্রতি দোষারোপ করায়, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া Sedition Act নামক নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত হয়; তদবধি বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের ভাষা ও ভাববিকাশের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে।

মুদ্রালিপি (পুং) মুদ্রয়া লিপিঃ। পঞ্চধা লিপির অন্তর্গত লিপিবিশেষ, চলিত ছাপার অক্ষর।

"মুদ্রালিপিঃ শিল্পলিপির্লিপির্লেখনিসম্ভবা।
গুণ্ডিকাঘুণসম্ভূতা লিপয়ঃ পঞ্চধা স্মৃতাঃ।
এতাভির্লিপিভির্ব্যাপ্তা ধরিত্রী শুভদা হয়॥" (বারাহীতন্ত্র)

মুদ্রালিপি, শিল্পলিপি, লেখনিলিপি, গুণ্ডিকালিপি ও ঘুণলিপি এই পাঁচ প্রকার লিপি। তন্মধ্যে মুদ্রালিপি পাঠ্য এবং ধার্য্য, অর্থাৎ ইহা পাঠ এবং ধারণ করা যায়, তাহাতে কোন দোষ হয় না।

"লেখন্যা লিখিতং বিপ্রৈর্মুদ্রাভিরঙ্কিতঞ্চ যৎ।
শিল্পাদিনির্ম্মিতং যচ্চ পাঠ্যং ধার্য্যঞ্চ সর্ব্বদা॥" (মুণ্ডমালাতন্ত্র)

মুদ্রিকা (স্ত্রী) মুদ্রা-স্বার্থে কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্। পূর্ব্বাকারস্য হ্রস্বঃ, অত ইত্বঞ্চ। স্বর্ণ-রৌপ্যাদি-নির্ম্মিত মুদ্রা। চলিত মোহর, টাকা।

"সৌবর্ণীং রাজতীং তাম্রীমায়সীং বা সুশোভিতাম্।
সলিলেন সকৃদ্ধৌতাং প্রক্ষিপেৎ তত্র মুদ্রিকাম্॥" (মিতাক্ষরা)

মুদ্রিণী (স্ত্রী) লাক্ষা, মুদ্রণী। (রাজনি°)

মুদ্রিত (ত্রি) মুদ্রা মুদ্রণমস্য জাতেতি মুদ্রা-ইতচ্। অপ্রফুল, মোদা। পর্য্যায়—সঙ্কুচিত, নিদ্রাণ, মীলিত। (হেম) ২ মুদ্রাঙ্কিত। ৩ পরিত্যক্ত।

"মুদ্রিতাস্তজনসংকথনঃ সন্
মারদং বলিরিপুঃ সমবাদীৎ।" (নৈষধ ৫।১২)

'মুদ্রিতং পরিত্যক্তং' (টীকা) স্ত্রিয়াং টাপ্।

মুধা (অব্য°) মুহ্যতীতি মুহ-বাহুলকাৎ কা, পৃষোদরাদিত্বাৎ হস্য ধ। পর্য্যায়—ব্যর্থক, বৃথা, নিস্ফল, নিরর্থক।

"মুধাজ্ঞানং মুধাবৃত্তং মুধাসেবা মুধাশ্রমঃ।
এবং যো মুক্তধর্ম্মঃ স্যাৎ সোঽমুত্রাত্যন্তমশ্নুতে॥"
(মহাভারত ১৪।৩৭।৪)

মুধোল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহারাষ্ট্র-প্রদেশের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ১৬°৬′৫০″ হইতে ১৬° ২৬′ ৪৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৪′ ২১″ হইতে ৭৫° ৩১′ ৫৬″ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩৭২ বর্গমাইল।

সমগ্র রাজ্যভাগ প্রায় সমতল। স্থানে স্থানে নিম্নোচ্চ পার্ব্বতীয় ভূভাগ ও গণ্ডশৈলমালা দৃষ্টিগোচর হয়। সমতল ক্ষেত্রের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ এবং উর্ব্বর। পার্ব্বতীয় ভূভাগে লোহিতবর্ণ প্রস্তরময় বালুকণায় পূর্ণ। এই স্থান 'মাল' নামে খ্যাত। এখানে শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় না।

একমাত্র ঘাটপ্রভা নদী এই রাজ্যমধ্য দিয়া প্রবাহিত। বর্ষাঋতুতে নদী জলপূর্ণ হইলে স্থানীয় গ্রামসমূহে চাসবাস আরম্ভ হয়। অন্য সময়ে সকল স্থানেই বিস্তীর্ণ মরুসদৃশ বোধ হইয়া থাকে। স্থানবিশেষে কৃষকগণ কূপ বা তড়াগ হইতে জল উত্তোলন করিয়া ক্ষেত্রাদি সরবরাহ করে। চৈত্র বৈশাখে এখানে দারুণ গ্রীষ্ম হয়।

এখানকার সর্দ্দারগণ 'ঘোরপড়ে' উপাধিতে ভূষিত হইলেও, মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষ হইতে আপনাদের বংশলতা কল্পনা করিয়া আপনাদিগকে ভোঁস্‌লে-বংশসম্ভূত ও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত করেন। প্রবাদ, এই বংশের অনেক আদি পুরুষ "ঘোরপড়" (বহুরূপী ?) নামক সরীসৃপের গাত্রে সূত্রবন্ধন করিয়া একটী দুর্ভেদ্যদুর্গ জয় করিয়াছিলেন বলিয়া তদ্বংশের 'ঘোরপড়ে' উপাধি হইয়াছে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ইহারা বিজাপুর রাজসরকারে কার্য্য করিয়া সৌভাগ্যলক্ষ্মী অর্জন করেন। উক্ত রাজবংশের প্রদত্ত ভূসম্পত্তি একণে এখানকার সামন্তগণ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। শিবাজীর অভ্যুদয়ে ঈর্ষান্বিত হইয়া ইহারা মহারাষ্ট্রশক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রপ্রভাবে দাক্ষিণাত্যের মুসলমানশক্তির অবসান হইলে উপায়ান্তর না দেখিয়া, ইহারা পেশ্‌বাদিগের অধীনতা

স্বীকারপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রশক্তিসংবর্দ্ধনে অগ্রসর হন। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে ইংরাজরাজকে বার্ষিক ২৭৭০ টাকা কর দিবার অঙ্গীকার করিয়া ইঁহারা করদ হইয়াছিলেন। রাজা বেঙ্কটরাও বলবন্তরাও ঘোরপড়ে (১৮৮১-২ খৃঃ) ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক প্রথম শ্রেণীর সর্দাররূপে গৃহীত হন। রাজকীয় সমস্ত ক্ষমতা ইঁহার উপর ন্যস্ত। ফাঁসির হুকুম দিতে ইঁহাকে ইংরাজের পলিটিকাল এজেন্টের অনুমতি লইতে হয় না। ইঁহার সৈন্য-সংখ্যা ৪৫০। দত্তকপুত্রগ্রহণ ও জ্যেষ্ঠ-পুত্রের সিংহাসনাধিকারপ্রথা এই রাজবংশে প্রচলিত আছে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৬°১৯'৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১৯'২০" পূঃ। মিউনিসিপালিটীর তত্ত্বাবধানে থাকায় নগরভাগ বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মুনষ্টোন, মূল্যবান্ প্রস্তরবিশেষ চন্দ্রকান্ত (Moonstone) মিশ্রশ্রেণীর (Cat's eye বা opal) কখন কখন মুনষ্টোন বলিয়া বিক্রীত হয়। সিংহলদ্বীপজাত এই প্রস্তরগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

মুনাইম্ (মুনিম্), নুর্-উল্-হক্ নামক জনৈক মুসলমান কবি। বেরেলী নগরে ইনি কাজী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার রচিত পারসী কবিতাগুলি মুসলমান মাত্রেরই আদরের জিনিস। ইনি কবিতায় কোরাণের অনুবাদ করেন। এতদ্ভিন্ন আরবী ও পারসী ভাষায় কশিদা, মসনবী ও পারসী দিবান্ রচনা করিয়া যান। ইনি সর্ব্বসমেত প্রায় ৩ লক্ষ শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীনগরে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

মুনাইম্ খাঁ, মোগল-সম্রাট্ বাহাদুর শাহের জনৈক অমাত্য। সুলতান বেগ বার্লাসের পুত্র। সম্রাটের অনুগ্রহে তিনি কাবুলের প্রতিনিধি-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ বাহাদুর শাহ দিল্লীসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই তাঁহাকে স্বীয় উজীর পদ ও "খান্-খানান্" উপাধি দান করেন। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি "ইল্‌হামাত মুনাইমী" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মুনাইম খাঁ (খান্‌খানান্), মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের প্রধান সচিব ও দ্বিতীয় একজন প্রসিদ্ধ ওমরাহ। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে খান্ খানান্ বৈরাম খাঁর পদচ্যুতির পর, তিনি দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক প্রধান সচিব-পদে সমাসীন হন। খান্-জমানের মৃত্যুর পর তিনি জৌনপুরের শাসনকর্ত্তৃপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে এখানে তিনি গোমতীনদীর এক সেতু নির্ম্মাণ করান। উহা আজিও তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি জ্ঞাপন করিতেছে। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে দায়ুদ খাঁর পরাজয়ের পর, তিনি বাঙ্গালার মোগল-প্রতিনিধি হইয়া আইসেন।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার হইতে সেরশাহের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত গৌড় (লক্ষ্মণাবতী) নগর মুসলমান রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। পরে এই স্থানটী অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া পরবর্ত্তী নবাবগণ খাবাসপুর তাঁড়ায় রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। মুনাইম্ খাঁ বাঙ্গালায় আসিয়া গৌড়নগরের সৌন্দর্য্যদর্শনে বিমোহিত হন। তিনি পরিত্যক্ত রাজধানীর জীর্ণসংস্কার করাইয়া তথায় রাজপ্রাসাদ মনোনীত করিয়া বাস করিতে থাকেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তীব্ররোগে আক্রান্ত হইয়া উক্ত বর্ষে গৌড়নগরে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

মুনাইম শেখ, বঙ্গেশ্বর সুলতান সুজার প্রতিপালিত জনৈক কবি। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আলমগীরের সহিত সুজার যুদ্ধকালে ইনি রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতাসমূহের ভণিতায় 'মুনাইম্' উপাধি আছে।

মুনাজেয়া (আরবী) কলহ, বিবাদ।

মুনাফা (আরবী) লাভ, ব্যবসা বা সম্পত্তি প্রভৃতিতে যে লাভ হয়, তাহাকে মুনাফা কহে।

মুনাম্ (আরবী) চূড়াযুক্ত তক্ত।

মুনাসীব (আরবী) ১ উপযুক্ত। ২ যোগ্য। ৩ সুবিধা। ৪ পসন্দ।

মুনি (পুং) মন্যতে জানাতি যঃ ইতি মন-ইন্ (মনেরুচ্চ। উণ্ ৪।১২২) অত উচ্চ। মৌনব্রতী, পর্য্যায়—বাচংযম, মৌনী, ব্রতী, ঋষি, শাপাস্ত্র, সত্যবাক্।

"ফলেন মূলেন চ বারিভূরুহাং
মুনেরিবেত্থং মম যস্য বৃত্তয়ঃ॥" (নৈষধ ১।১৩৩)

মুনি কে? তাঁহার লক্ষণ কি? তৎসম্বন্ধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—দুঃখে যিনি উদ্বেজিত হন না, সুখে যাঁহার স্পৃহা নাই, অনুরাগ, ভয়, কিংবা ক্রোধ এ সমুদায়ের কিছুই যাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না, এ হেন স্থিতধী-ব্যক্তি মুনি নামে অভিহিত।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥"
(গীতা ২।৫৬)

গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে,—মুনিগণ সকল কামনা পরিহার করিয়া একমাত্র বিষ্ণুর চরণ স্মরণপূর্ব্বক নিয়ত তাঁহারই স্তুতিবিধান করেন। তাঁহারা তর্পণ, হোম, সন্ধ্যা, বন্দন প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া দ্বারাই ধর্ম্মকামার্থ-মোক্ষদ একমাত্র দেবতা ভগবান্ বিষ্ণুকে লাভ করিয়া

থাকেন। তাঁহাদিগের ধর্ম, ব্রত, পূজা, তর্পণ, হোম, সন্ধ্যা, ধ্যান, ধারণা সমস্তই বিষ্ণু,—সমস্তই হরি। হরি ব্যতীত জগতে তাঁহারা আর কিছুই জানেন না, কিছুই দেখেন না এবং কিছুরই চিরাস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে করেন না।

বেদপুরাণাদিতে যে সকল মুনির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতিপয় বিশেষ বিশেষ মুনি সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মার নানা অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মার দক্ষিণকর্ণ হইতে পুলস্ত্য, বামকর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষিণনেত্র হইতে অত্রি, বামনেত্র হইতে ক্রতু, নাসারন্ধ্র হইতে অরণি ও অঙ্গিরা, মুখ হইতে রুচি, বামপার্শ্ব হইতে ভৃগু, দক্ষিণপার্শ্ব হইতে দক্ষ, ছায়া হইতে কর্দ্দম, নাভি হইতে পঞ্চশিখ, বক্ষ হইতে বোঢ়ু, কণ্ঠ হইতে নারদ, স্কন্ধ হইতে মরীচি, গলদেশ হইতে আপস্তম্ব, রসনা হইতে বশিষ্ঠ, অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতা, বামকুক্ষি হইতে হংস এবং দক্ষিণকুক্ষি হইতে যতি মুনি উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা নিজ অঙ্গ হইতে এই সকল পুত্র উৎপাদন করিয়া পরে ইহাঁদিগের হস্তে অন্যান্য প্রজাসৃষ্টির ভার সমর্পণ করেন।*

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে,—ব্রহ্মা যখন গয়াসুরশিরে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তখন যজ্ঞনিষ্পাদনার্থ তাঁহার মানস হইতে কতিপয় মুনিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সকল মানসসৃষ্ট মুনিগণের নাম—অগ্নিশর্ম্মা, অমৃত, শৌনক, জাজলি, বৃদ্ধ, কুথুমি, বেদকৌণ্ডিণ্য, হারীত, কশ্যপ, কৃপ, গর্গ, কৌশিক, বাশিষ্ঠ, ভার্গব, বৃদ্ধপারাশর, কণ্ব, মাণ্ডব্য, শ্রুতিকেবল, শ্বেত, সুতাল, দমন, সুহোত্র, কঙ্ক, লৌগাক্ষি, জৈগীষব্য, দধিপঞ্চমুখ, ঋষভ, কর্ক, কাত্যায়ন, গোভিল, উগ্র, জটামালী, চাটুহাস, দারুণ, আত্রেয়, অঙ্গিরস, ঔপমন্যু, গোকর্ণ, গুহাবাস, শিখণ্ডী, সুপালক, গোতম এবং বেদশিরা।

এতদ্ভিন্ন বেদপুরাণাদিতে আরও বহুসংখ্যক মুনির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে সমস্ত নাম প্রদত্ত হইল না। [তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

* "পুলস্ত্যো দক্ষকর্ণাচ্চ পুলহো বামকর্ণতঃ।
দক্ষনেত্রাত্তথাত্রিশ্চ বামনেত্রাৎ ক্রতুঃ স্বয়ং॥
অরণির্নাসিকারন্ধ্রাৎ অঙ্গিরাশ্চ মুখাদ্রুচিঃ।
ভৃগুশ্চ বামপার্শ্বাচ্চ দক্ষো দক্ষিণপার্শ্বতঃ॥
ছায়ায়াঃ কর্দ্দমো জাতো নাভেঃ পঞ্চশিখস্তথা।
বক্ষসশ্চৈব বোঢ়ুশ্চ কণ্ঠদেশাচ্চ নারদঃ॥
মরীচিঃ স্কন্ধদেশাচ্চ আপস্তম্বস্তথা গলাৎ।
বশিষ্ঠো রসনাদেশাৎ প্রচেতা অধরোষ্ঠতঃ॥
হংসশ্চ বামকুক্ষেশ্চ দক্ষকুক্ষের্যতিঃ স্বয়ং।
সৃষ্টিং বিধাতুং বিধিস্তৎকায়জানাং সুতানপি॥"(ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্মখ° ৮অঃ)

মরীচি, নারদ, কর্দ্দম, অত্রি, দক্ষ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিদিগের নামনিরুক্তি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে বিশিষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে।

কোন কাব্য বা নাটকাদিতে মুনিগণের আশ্রম বর্ণন করিতে হইলে, তথাকার অতিথিসেবা, হরিণবিশ্বাস, হিংস্রজন্তুগণের প্রশান্তভাব, যজ্ঞধূম, মুনিবালক, দ্রুমসেক, বল্কল, ও বৃক্ষ প্রভৃতির বর্ণন করিতে হয়। (কবিকল্পলতা) ২ দমনক বৃক্ষ। ৩ জিন। (মেদিনী) ৪ প্রিয়ালবৃক্ষ। ৫ পলাশ বৃক্ষ। (হেম) ৬ দমনক বৃক্ষ। (রাজনি°) (স্ত্রী) ৭ দক্ষকন্যা। ইনি কশ্যপপত্নীগণের অন্যতমা।

"অদিতির্দিতির্দনুঃ কালা দনায়ুঃ সিংহিকা তথা
ক্রোধা প্রাধা চ বিশ্বা চ বিনতা কপিলা মুনিঃ॥"

(মহাভা° ১।৬৫।১২)

৮ অষ্টবসুর অন্তর্গত আপনামক বসুর পুত্র।

"আপস্য পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমশান্তো মুনিস্তথা॥"

(হরিবং° ভবিষ্য ৩৪°)

৯ ক্রৌঞ্চদ্বীপের দেশবিশেষ। (মৎস্যপু° ১২১।৮৩-৮৫)
১০ দ্যুতিমানের পুত্রগণের অন্যতম। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৩।২২)
১১ কুরুপুত্রভেদ।

"অবিক্ষিতমভিষ্যন্তং তথা চৈত্ররথং মুনিম্॥"

(মহাভা° ১।৯৪।৫৯)

১২ জনৈক আভিধানিক। ক্ষীরস্বামী অমরকোষের টীকায় কাত্যায়নকে এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। ১৩ ভরতের নামান্তর। (সাহিত্যদ°)

মুনিকর্ণ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্য° ২৭।৬০)

মুনিকা (স্ত্রী) ব্রাহ্মী ক্ষুপ। (বৈদ্যকনি°)

মুনিকেশ (ত্রি) মুনির ন্যায় জটাকলাপধারী।

মুনিখর্জ্জুরিকা (স্ত্রী) মুনিপ্রিয়া খর্জ্জুরিকা, ইতি মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। খর্জ্জুরীবিশেষ।

'মুনিখর্জ্জুরিকা স্বাদ্বী রাজেষ্টা মধুরান্বিতা।' (রাজনি°)

মুনিগাথা (স্ত্রী) প্রাচীন মুনিগণপ্রোক্ত বাক্যাবলী। (দিব্যা° ২০।২৪)

মুনিচন্দ্র, ১ বর্দ্ধমানের শিষ্য জনৈক জৈনসূরি। ২ ললিতবিস্তরপঞ্জিকাপ্রণেতা।

মুনিচ্ছদ (পুং) মুনয়ঃ সপ্তসংখ্যকাঃ ছদাঃ পত্রাণ্যস্য। ১ সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিম গাছ। (রাজনি°) ২ মেথিকা। (ভাবপ্র°)

মুনিতরু (পুং) মুনেরগস্ত্যস্য প্রিয়স্তরুঃ, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। বকবৃক্ষ, রক্তবর্ণ বক, অগস্ত্যবকের গাছ। (রত্নমা°)

মুনিদেশ (পুং) দেশভেদ।

মুনিদেব আচার্য্য, সুভাষিতরত্নকোষপ্রণেতা।

মুনিদ্রুম (পুং) মুনেরগস্ত্যস্য প্রিয়ঃ দ্রুমঃ মধ্যপদলোপি-কর্ম্মধা০। ১ শ্যোনাকবৃক্ষ। ২ বকবৃক্ষ।

"মুনিদ্রুমঃ কোরকিতঃ শিতদ্যুতি-
র্বনেঽমুনামন্যত সিংহিকাসুতঃ।" (নৈষধ ১।৯৬)

মুনিধান্য (ক্লী) নীবার ধান্য, চলিত উড়িধান। (রাজনি০)

মুনিনির্ম্মিত (পুং) মুনিনা নির্ম্মিতঃ। ডিণ্ডিশকবৃক্ষ। চলিত ঢেঁড়শগাছ।

'ডিণ্ডিশো রোমশফলো মুনিনির্ম্মিত ইত্যপি।
ডিণ্ডিশো রুচিকৃৎ ভেদী পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ স্মৃতঃ॥' (ভাবপ্র০)

মুনিপত্র (পুং) দমনকবৃক্ষ, চলিত দনা। (বৈদ্যকনি০)

মুনিপরম্পরা (স্ত্রী) মুনীনাং পরম্পরা। মুনিসমূহ।

মুনিপাদপ (পুং) বকবৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তাবলী)

মুনিপিত্তল (ক্লী) মুনীনাং পিত্তলমিব। তাম্র। (ত্রিকা০)

মুনিপুঙ্গব (পুং) মুনিঃ পুঙ্গব ইব। ১ মুনিশ্রেষ্ঠ। ২ কৌমার-ব্যাকরণ-রচয়িতা।

মুনিপুত্র (পুং) মুনীনাং পুত্র ইব মুনিপ্রিয়ত্বাদস্য তথাত্বং। দমনকবৃক্ষ, দনাগাছ। (ভাবপ্র০)

২ ঋষিপুত্র, মুনিতনয়।

মুনিপুত্রক (পুং) খঞ্জন। (ত্রিকা০)

"ত্বং যোগযুক্তো মুনিপুত্রকত্বং অদৃশ্যতামেষি শিখোদ্গমেন।
সংদৃশ্যসে প্রাবৃষি নির্গতায়াং ত্বং খঞ্জনাশ্চর্য্যময়ো নমস্তে॥"

২ মুনিপুত্র স্বার্থে কন্। ২ মুনিপুত্রশব্দার্থ।

মুনিপুষ্প (ক্লী) মুনিদ্রুম ইতি ঠাজাদাবূর্দ্ধং দ্বিতীয়াদচঃ। পা ৫।৩।৮৩) ইত্যত্র 'বিনাপি প্রত্যয়েন পূর্ব্বোত্তরপদয়োর্বিভাষালোপো বক্তব্যঃ' ইতি কাশিকোক্তের্দ্রুম ইত্যস্য লোপে মুনিঃ, তস্য পুষ্পং। বকপুষ্প, বকফুল। কার্ত্তিকমাসে বকপুষ্প দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিলে অশ্বমেধফললাভ হয়।

"বিহায় সর্ব্বপুষ্পাণি মুনিপুষ্পেণ কেশবম্।
কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েৎ ভক্ত্যা বাজিমেধফলং লভেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

(পুং) বকবৃক্ষ। সংজ্ঞায়াং কন্। বকপুষ্পক—বকফুল। ইহা পর্য্যুষিত হয় না। এই ফুল বাসি হইলেও ইহা দ্বারা পূজা করা যায়।

"বিল্বপত্রঞ্চ মাঘ্যঞ্চ তমালামলকীদলম্।
কহ্লারং তুলসীঞ্চৈব পদ্মঞ্চ মুনিপুষ্পকম্।
এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকম্॥"
(একাদশীতত্ত্ব)

মুনিপূগ (পুং) মুনিপ্রিয়ঃ পূগঃ। গুবাকবিশেষ। চলিত রামগুয়া। পর্য্যায়—রাজপূগ, কাচীন, ঘুরেবট। (ত্রিকা০)

মুনিপ্রিয় (পুং) ১ পক্বিরাজধান্য। (রাজনি০) ২ পিণ্ডী-খর্জ্জূরবৃক্ষ। ৩ প্রিয়ালবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০) স্ত্রিয়াং টাপ্। মুনিপ্রিয়া—তিলবাসিনী শালি। (রাজনি০)

মুনিভক্ত (ক্লী) দেবধান্য, নীবারধান্য, উড়িধান। (বৈদ্যকনি০)

মুনিভেষজ (ক্লী) মুনীনাং ভেষজম্। আগস্ত্য, বকপুষ্প। ২ হরীতকী। ৩ লঙ্ঘন। (মেদিনী)

মুনিভোজন (ক্লী) শ্যামাকধান্য, উড়িধান। (বৈদ্যকনি০)

মুনিমরণ, জনপদভেদ।

মুনিয়া (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Fringilla Amandava)

মুনিরত্ন, মুনিসুব্রতচরিত্র ও অমরচরিতরচয়িতা।

মুনিরত্নসূরি, অমস্বামিচরিত্রপ্রণেতা।

মুনিব্ (আরবী) প্রভু, শিক্ষক, প্রতিপালক।

মুনিবন (ক্লী) ১ যে বনে বহু মুনি বাস করেন। ২ মুনি-রক্ষিত বন।

মুনিবর (পুং) ১ পুণ্ডরীক বৃক্ষ। ২ মুনিশ্রেষ্ঠ।

মুনিবল্লভ (পুং) প্রিয়ালবৃক্ষ, চলিত পেয়াশাল। (বৈদ্যকনি০)

মুনিবী (আরবী) মুনিবের কার্য্য, প্রভুত্ব।

মুনিবীর্য্য (পুং) স্বর্গীয় বিশ্বেদেবের অন্তর্গত দেবতাভেদ।

মুনিবৃক্ষ (পুং) অগস্তি বৃক্ষ, বকবৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা০)

মুনিব্রত (ত্রি) মৌনব্রতাবলম্বী।

মুনিশ (ত্রি) মুনিসমূহ।

মুনিশস্ত্র (ক্লী) মুনীনাং শস্ত্রং। শ্বেতদর্ভ। (বৈদ্যকনি০)

মুনিসত্র (ক্লী) ইষ্টিভেদ, যজ্ঞভেদ। (সাংখ্যা০ শ্রৌ০ ১৪।৬।৯)

মুনিসুত (পুং) ১ দমনকবৃক্ষ। ২ মুনিপুত্র।

মুনিসুন্দরসূরি, অধ্যাত্মকল্পদ্রুমপ্রণেতা।

মুনিসুব্রত (পুং) মুনিষু সুব্রতঃ। জৈন তীর্থঙ্করভেদ, বৃত্তার্হদ্ভেদ। (পূর্ণচন্দ্রোদয়পু০ ১১ সর্গ)

মুনিস্থল (ক্লী) জনপদভেদ।

মুনিস্থান (ক্লী) মুনীনাং স্থানং। আশ্রম। (হেম)

মুনিহত (পুং) রাজা পুষ্পমিত্রের উপাধিভেদ।

মুনিহ্রয় (পুং) সমষ্ঠিলক্ষুপ। (রাজনি০)

মুনীন্দ্র (পুং) মুনীনাং মননশীলানাং যোগিনামিন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ। ১ বুদ্ধদেব। ২ ঋষিশ্রেষ্ঠ।

"পতন্তমেব তস্মাচ্চ পাণিভ্যাং স তমগ্রহীৎ।
মুনীন্দ্রঃ প্রকটীভূয় সমাশ্বাস্য জগাদ চ॥"
(কথাসরিৎসা০ ৩২ ৩০৯)

৩ দানবভেদ। (হরিব০ ২৫৫।৫) ৪ পাষণ্ডমুখচপেটিকাপ্রণেতা।

মুনীন্দ্রতা (স্ত্রী) মুনীন্দ্রস্য ভাবঃ তল্—টাপ্। মুনীন্দ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, মুনীন্দ্রত্ব।

মুনীমুখ (স্ত্রী) জলচরভেদ। (রাজতর° ৮।১১৩৫)

মুনীষতী (স্ত্রী) গ্রামভেদ।

মুনীর লাহৌরী(মোল্লা), লাহোরবাসী জনৈক মুসলমান কবি। মুলতানবাসী মোল্লা আবদুল মজিদের পুত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম আবুল-বরকৎ। ইনি প্রথমে 'সখুনসঞ্জ' ও পরে 'মুনীর' উপাধি গ্রহণ করেন। 'ইন্সাএ মুনীর' নামক ইঁহার রচিত একখানি ইন্সা সাধারণের বিশেষ আদরণীয়।

মুনীশ (পুং) মুনেরীশঃ। বাল্মীকি। ২ বুদ্ধদেব। ৩ মুনিশ্রেষ্ঠ।

মুনীশ্বর (পুং) ১ মুনিশ্রেষ্ঠ। ২ বিষ্ণু। ৩ বুদ্ধ।

মুনীশ্বর সার্ব্বভৌম, ১ সিদ্ধান্তসার্ব্বভৌম নামে সিদ্ধান্তশিরোমণির জনৈক টীকাকার। ২ রঙ্গনাথের পুত্র বিশ্বরূপের দীক্ষার পর নাম।

মুস্তজির্ (আরবী) ১ অন্বেষণকারী। ২ প্রতীক্ষাকরণ।

মুন্থ্, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মুন্থতি। লুঙ্ অমুন্থীৎ। এই ধাতু সেট্ হইলেও ক্ত্বা প্রত্যয়ে বিকল্পে ইট্ হয়।

মুন্থহা (স্ত্রী) মুন্থা।

মুন্থা (স্ত্রী) নীলকণ্ঠোক্ত তাজকপ্রসিদ্ধ ইত্থিহাশব্দার্থ। জ্যোতিষে যেরূপ জাতব্যক্তির রাশিচক্রে লগ্নাদি স্থির করিয়া ফল নিরূপণ করিতে হয়, তদ্রূপ নীলকণ্ঠোক্ত তাজকে বর্ষপ্রবেশ করিয়া তাহার লগ্ন ও মুন্থা স্থির করিয়া ফলাফল নির্ণয় করা হইয়া থাকে। মুন্থা লগ্ন হইতেই গণনা করা হয়। বৃহস্পতি যেরূপ প্রতিবৎসর এক এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন করে, তদ্রূপ মুন্থাও এক এক রাশি সরিয়া যায়। ইহা বামদিক্ হইতে গণনা করিতে হয়। যথা এক ব্যক্তির মেষলগ্নে জন্ম হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয় বৎসরে বৃষরাশি মুন্থা হইবে, তৃতীয় বৎসরে মিথুন, চতুর্থে কর্কট ইত্যাদি ক্রমে মুন্থা নিরূপণ করিতে হইবে। মুন্থা স্থির করিয়া পরে তদনুসারে তাহার ফল নিরূপণ করিতে হয়।

মুন্থাফল—যে বর্ষে লগ্নে মুন্থা হয়, সেই বর্ষে শত্রুক্ষয়, মান, পুত্র, অর্থলাভ ও প্রতাপবৃদ্ধি প্রভৃতি শুভফল হইয়া থাকে। ধনভাবে মুন্থা হইলে উৎসাহবৃদ্ধি, যশ, সম্মান, নৃপতির অনুগ্রহে অর্থপ্রাপ্তি, মিষ্টান্নভোজন, বল, পুষ্টি ও সুখ হইয়া থাকে। তৃতীয়ভাবে স্বীয় পরাক্রম দ্বারা বিত্ত ও সুখলাভ প্রভৃতি শুভফল হইবে। চতুর্থভাবে শরীরপীড়া, শত্রুভয়, আত্মীয়গণের সহিত বিবাদ প্রভৃতি অশুভফল। পঞ্চমভাবে সদ্বুদ্ধিলাভ, সৌখ্যলাভ, সৌখ্য ও পুত্রলাভ প্রভৃতি শুভফল। ষষ্ঠভাবে শরীরের কৃশতা, শত্রুবৃদ্ধি, রোগ, চোর, অগ্নি বা রাজভয়, কার্য্য ও অর্থনাশ প্রভৃতি অশুভ। সপ্তমভাবে স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধুনাশ, উৎসাহভঙ্গ, ধন ও ধর্মনাশ প্রভৃতি অশুভ। অষ্টমভাবে শত্রু ও তস্কর হইতে ভয়, বধ ও অর্থনাশ প্রভৃতি নানাবিধ অমঙ্গল। নবমভাবে স্বামিত্বপ্রাপ্তি, অর্থাগম, ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতি শুভফল। দশমভাবে রাজপ্রসাদ, পরোপকার ও সৎকার্য্যসিদ্ধি প্রভৃতি। একাদশভাবে বিলাস, সৌভাগ্য, নীরোগিতা প্রভৃতি শুভফলপ্রাপ্তি এবং দ্বাদশভাবে মুন্থা হইলে অধিক ব্যয়, দুর্জ্জনের সংসর্গ, শরীরপীড়া, স্বীয় বিক্রমহেতু অর্থলাভ, ধর্মার্থহানি ও সজ্জন লোকের সহিত বিবাদ হইয়া থাকে।

বর্ষপ্রবেশকালে যে কোন ভাব পাপগ্রহ কর্তৃক পূর্ণদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হইবে, সেই ভাবে যদি মুন্থা থাকে, তবে সেই ভাবের কথিত শুভফলের নাশ ও অশুভ ফলের বৃদ্ধি হয়। শুভগ্রহ ও স্বামিগ্রহের যোগ এবং দৃষ্টি ও ইত্থশাল যোগ দ্বারা মুন্থার বলাবল জানিতে হইবে। বলবিশিষ্ট মুন্থা যে ভাবগত হইবে, সেই ভাবের শুভফল হইয়া থাকে। ইহার বিপরীতে অর্থাৎ পাপযুক্ত, পাপদৃষ্ট ও পাপমুথ শিলাদিযোগে অশুভ হইয়া থাকে। জন্মলগ্নের চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম বা দ্বাদশস্থ হইয়া বর্ষপ্রবেশকালে সেইরূপ মুন্থা যদি পাপযুক্ত, পাপদৃষ্ট, কিংবা পাপগ্রহের সহিত ইত্থশাল বা ইসরাফাদি যোগ থাকে, তাহা হইলে সেই ভাবের ফল নাশ করিবে, আর শুভগ্রহ বা স্বামিগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শুভফল হইবে। জন্মকালে ও বর্ষপ্রবেশকালে অশুভভাবস্থ মুন্থা যদি জন্মলগ্ন হইতেও বিরুদ্ধস্থানস্থ এবং পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ভাবফলের নাশ হয় এবং উভয় লগ্নের শুভস্থানস্থ হইলে সেই ভাবের শুভফল হইবে। বর্ষপ্রবেশকালে লগ্ন হইতে অশুভভাবস্থ মুন্থা যদি জন্মলগ্ন হইতেও বিরুদ্ধস্থানস্থ হয় এবং পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হয়, তবে সেই ভাবফলের নাশ হয়।

জন্মকালের লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থানস্থ মুন্থা যদি শুভগ্রহযুক্ত হয়, তাহা হইলে পিতৃধনলাভ, আর যদি পাপযুক্ত হয়, তাহা হইলে রাজভয় ও অতিকষ্ট। এইরূপ অন্য ভাবেরও ফল জানিতে হইবে। বর্ষপ্রবেশকালের লগ্ন হইতে যে ভাবে স্বামিগ্রহ বা শুভগ্রহযুক্ত হইবে এই জন্মলগ্ন হইতে যে ভাবগত হইবে, সেই ভাব চিন্তিত ফলের শুভ হইবে, পাপযুক্ত হইলে সেই ফলের নাশ; কিন্তু যদি বর্ষাধিপতি বলবান্ হইয়া শুভফলদায়ক হন, তাহা হইলে মুন্থাজনিত অশুভ ফল হইবে না।

সূর্য্যের গৃহে অর্থাৎ সিংহরাশিতে মুন্থা হইলে অথবা সূর্য্য ও মুন্থা এক গৃহে থাকিলে রাজা, রাজকর্ম্ম, গুণের উৎকর্ষতা ও স্থানলাভ হয় এবং মুন্থাতে সূর্য্যের দৃষ্টি থাকিলেও এইরূপ ফল হইবে। চন্দ্রগৃহে অর্থাৎ কর্কটে মুন্থা হইলে

অথবা চন্দ্রের সহিত মুন্থার যোগ থাকিলে কিংবা মুন্থা চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, নীরোগিতা ও সন্তোষলাভ হয়। উক্ত মুন্থাতে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে নানাপ্রকার কষ্ট হয়। মুন্থা মঙ্গলগৃহস্থিত মঙ্গলযুক্ত বা মঙ্গলদৃষ্ট হইলে পিত্তরোগ, অস্ত্রাঘাত ও রক্তস্রাব হইয়া থাকে। শনিগৃহস্থিত বা শনিদৃষ্ট মুন্থা মঙ্গলযুক্ত হইলেও উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। বুধ বা শুক্রগৃহস্থিত মুন্থাতে বুধ বা শুক্রের দৃষ্টি কিংবা যোগ হইলে ধীর বুদ্ধি দ্বারা লাভ, সুখ, ধর্ম্ম ও যশ হয়। ইহাতে পাপগ্রহের যোগ থাকিলে অতিশয় কষ্ট হয়। মুন্থা বৃহস্পতির গৃহস্থিত, বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে স্ত্রী, পুত্র, সুখ, সুবর্ণ ও বস্ত্রলাভ হয় এবং উক্তরূপ মুন্থার সহিত শুভগ্রহের ইত্থশাল সম্ভব হইলে রাজ্যলাভ হইয়া থাকে। শনিগৃহস্থিত মুন্থা, শনিযুক্ত বা শনিদৃষ্ট হইলে বাতরোগ, মানহানি, অগ্নিভয় ও ধনক্ষয় হইয়া থাকে; কিন্তু উক্ত মুন্থাতে যদি বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে শুভফল হয়। মুন্থা রাহুর মুখস্থিত হইলে ধনলাভ, যশ, সুখ ও ধর্ম্মের উন্নতি এবং উক্তরূপ মুন্থাতে বৃহস্পতি বা শুক্রের দৃষ্টি কিংবা যোগ থাকিলে উচ্চপদ, সুবর্ণ ও বস্ত্রলাভ হয়। যে রাশিতে রাহু থাকে, সেই রাশির যত অংশ রাহুর ভোগ হইবে, তাহা রাহুর মুখ, যত অংশ ভোগ হইয়াছে, তাহা পৃষ্ঠ এবং ভোগ্যরাশির সপ্তমরাশি তাহার পুচ্ছ। এই সকল বিবেচনা করিয়া ফল নিরূপণ করিতে হয়। মুন্থা রাহুর পৃষ্ঠস্থিত হইলে শুভ, পুচ্ছে হইলে শত্রুভয় ও কষ্ট এবং উহাতে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে সুখ হইয়া থাকে।

গ্রহগণ জন্মকালে বলবান্ হইয়া যদি বর্ষপ্রবেশকালে বলবান্ থাকে, তাহা হইলে বর্ষের প্রথমার্দ্ধে শুভ ও শেষার্দ্ধে অশুভ ফল, আর জন্মকালে দুর্ব্বল এবং বর্ষপ্রবেশকালে বলবান্ হইলে প্রথমার্দ্ধে অশুভ এবং শেষার্দ্ধে শুভ হইয়া থাকে। যদি মুন্থাস্বামী বর্ষলগ্ন হইতে চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থিত হইয়া অস্তগত বক্রী বা পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয় ও পাপগৃহ হইতে চতুর্থ বা সপ্তমস্থানাস্থিত হয়, তবে শুভ হয় না, রোগ ও ধনক্ষয় হয়। যদি মুন্থাধিপতি বর্ষলগ্নের অষ্টমাধিপতির সহিত একত্র স্থিত অথবা অষ্টমাধিপতি কর্ত্তৃক ক্রূতদৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভ হয় না। এই দুইটী যোগ যদি সমকালে হয়, তাহা হইলে মৃত্যু এবং একটী যোগ হইলে মৃত্যুতুল্য দুঃখ হইয়া থাকে। মুন্থা ও মুন্থাপতি জন্মকালে শুভযুক্ত ও শুভদৃষ্ট হইয়া বর্ষপ্রবেশকালে অশুভ হইলে বর্ষের প্রথমার্দ্ধে শুভ ও শেষার্দ্ধে কষ্ট, আর জন্মকালে অশুভ এবং বর্ষকালে শুভ হইলে প্রথমার্দ্ধে অশুভ এবং শেষার্দ্ধে শুভ হইয়া থাকে। (নীলকণ্ঠোক্ত তাজক) [বর্ষপ্রবেশ দেখ]

মুন্দরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কচ্ছ সামন্তরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর ও বন্দর। কচ্ছ উপসাগরতীরে ভুজনগর হইতে ১৪॥ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৪৮´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯°৫১´৩০´´ পূঃ। বন্দরাংশ হইতে নগরভাগে মালপত্র লইয়া যাইবার জন্য কোন পাকা রাস্তা নাই। ইহার ১॥ মাইল উত্তরে একটী দুর্গ আছে। দুর্গমধ্যস্থ মস্‌জিদের ধবলচূড়া সমুদ্রবক্ষে বহুদূর হইতে দেখা যায়।

মুন্দী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Sphaeranthus mollis)

মুন্‌শী, মুন্সী (আরবী) লেখক।

মুন্নভট্ট (পুং) জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার।

মুন্নাজান, অযোধ্যার নবাব নাসির উদ্দীন্ হাইদারের পুত্র। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে নাসিরের মৃত্যুর পর, তাঁহার খুল্লতাত নাসির উদ্দৌলা আবু মুজঃফর মুই উদ্দীন্ মহম্মদ আলিশাহ লক্ষ্ণৌর মসনদে আরোহণ করেন। তাঁহার আদেশে মুন্নাজান চুণার দুর্গে অবরুদ্ধ হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বন্দিদশায় তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

মুন্নীবেগম, বাঙ্গালার নবাব মীরজাফর খাঁর জনৈক মহিষী। নজম্ উদ্দৌলার মাতা। মীরজাফর এবং নজম্ উদ্দৌলা ও সৈফ্ উদ্দৌলা নামক তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু হইলে, ইনি ইংরাজ-প্রতিনিধি ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ কর্ত্তৃক উক্ত নবাব বংশধর মুবারক উদ্দৌলার অভিভাবিকা হইয়াছিলেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

মুন্যন্ন (ক্লী) মুনেরন্নং। নীবারাদি।

"মুন্যন্নানি পয়ঃ সোমো মাংসং যচ্চানুপস্কৃতম্।
অক্ষারলবণঞ্চৈব প্রকৃত্যা হবিরুচ্যতে॥" (মনু৩।২৫৭)

মুন্যয়ন (পুং) ইষ্টিভেদ, যজ্ঞভেদ। (সাংখ্যা° শ্রৌ°৩।১১।১০)

মুন্যালয়তীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

মুন্যেরু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী নদী। নিজাম রাজ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া বেজবাড়ার আনিকটের ১০ ক্রোশ উত্তরে কৃষ্ণানদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

মুন্‌সবদার (পারসী) যে ব্যক্তির উপরে 'মুন্‌সব' অর্থাৎ বিচারক এই উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর মনুষ্যের হিতার্থ তাঁহাদের মধ্য হইতেই কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজা মনোনীত করিয়া তাঁহাকে ঐশীশক্তি দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষা করেন। কিন্তু একজন রাজার পক্ষে সমস্ত রাজ্যরক্ষা করা সুকঠিন, এইজন্য রাজা বিভিন্ন পদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করেন। এইজন্য অকবর "মুন্‌সব" পদের সৃষ্টি করেন। প্রথমে দশজনের অধি-

নায়ককে "মুনসব" বলা হইত। পরে ১০০০০ সৈন্যের সেনাপতি 'মুন্সবদার' নামে আখ্যাত হইতেন। কেবল রাজকুমারগণ ৫০০০ সৈন্যের অধিনায়ক হইলে 'মুন্সবদার' নামে অভিহিত হইতেন। অকবরের ৩৬ জন মুন্সবদার ছিল।

মুন্সী কালীনাথ রায়, ২৪ পরগণার অন্তর্গত টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, বঙ্গজ কায়স্থ-কুলসম্ভূত প্রসিদ্ধ রায় রামকান্ত গুহের পুত্র। ইনি প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া টাকী হইতে বারাসত পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন। দানশীলতার জন্য ইঁহার নাম বঙ্গে প্রথিত হইয়াছে।

মুন্সী যশোবন্ত রায়, একখানি পারসী দিবান্-রচয়িতা। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ইনি জীবিত ছিলেন।

মুন্সী মূলচাঁদ, দিল্লীবাসী জনৈক কায়স্থ সন্তান। স্বীয় কবিত্বশক্তির জন্য ইনি মুন্সী উপাধি লাভ করেন। ইনি কবি নাসিরের শিষ্য। উর্দ্দু ভাষায় লিখিত শাহনামার কতকাংশ ইঁহার রচিত। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মুন্সী শ্যামপ্রসাদ, উর্দ্দু ভাষায় গৌড়েতিহাস-প্রণেতা।

মুফস্সল (আরবী) ১ অন্যের অজ্ঞাতে, গোপনে। মফঃস্বল। নগর হইতে দূরবর্ত্তী গ্রামভাগ।

মুফ্ৎ (পারসী) ১ বিনামূল্যে। ২ প্রয়োজন ব্যতিরেকে।

মুফ্তী (পারসী) উকিল, আইন সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতা।

মুবাজা (আরবী) পরস্পর অভিমুখে দণ্ডায়মান।

মুবারক্ (আরবী) সুখী। ঈশ্বরকর্ত্তৃক অনুগৃহীত।

মুবারক আলি খাঁ, বঙ্গবেহার উড়িষ্যার জনৈক সুবাদার, ইনি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করেন

মুবারক উদ্দৌলা, বঙ্গেশ্বর মীরজাফর আলী খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে স্বীয় ভ্রাতা সৈফ উদ্দৌলার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ইংরাজরাজের সহিত তাঁহারও চুক্তি হয় যে, তিনি ১৬ লক্ষ টাকা মাসহারা লইবেন এবং নিজামতের পর্য্যালোচনাভার তাঁহার সহকারীর হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ডাঃ হামিল্টনের মতে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ফরেষ্টারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তিনি মীরজাফরের পৌত্র এবং মীরণের পুত্র বলিয়া লিখিত হইয়াছেন।

মুবারক শাহ, দিল্লীর জনৈক সুলতান। খিজির খাঁর পুত্র। ১৪২১ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর, তিনি দিল্লীসিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল, কাজি আব্দুল সমদ, সাধারণ কজি প্রভৃতি কএকজন গুপ্তচর দ্বারা তিনি মসজিদ মধ্যে ভজনাকালে নিহত হন। অতঃপর উক্ত হননকারীরা তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ শাহকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন।

মুবারক শাহ খিলিজী, দিল্লীর জনৈক মুসলমান সুলতান। প্রকৃত নাম কুতব উদ্দীন্। পিতা আলাউদ্দীন্ খিলিজির মৃত্যুর পর, তিনি ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীসিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যাধিকারকালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সাহাব্ উদ্দীন্ উমার খাঁর সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে উমার খাঁর পৃষ্ঠপোষক আলাউদ্দীনের অন্যতম ক্রীতদাস কাফুর নিহত হন।

সুপ্রসিদ্ধ পারসী কবি আমীর খুস্রু মুবারকশাহের গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন।

১৩১১ খৃষ্টাব্দে মালিক খুস্রু নামক তাঁহার জনৈক বিশ্বস্ত ক্রীতদাস, তাঁহাকে নিহত করিয়া খুস্রু শাহ নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মুবারকের শাসনকাল হইতেই ভারতে খিলিজি-রাজবংশের অবসান ঘটে।

মুবারক শাহ শর্কি, জৌনপুরের জনৈক শর্কিবংশীয় শাসনকর্ত্তা। প্রকৃত নাম মালিক বাসিল (কণফল)। খাজা জহান শর্কি তাঁহাকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৪০১ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে দিল্লী-রাজসরকারে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা প্রবল দেখিয়া মুবারক স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় মন্ত্রিবর্গের পরামর্শানুসারে রাজছত্র শিরে ধারণ এবং স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়া প্রচলন করেন। ১৮ মাস রাজত্বের পর তাঁহার ভবলীলা শেষ হয়। ১৪০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম শাহ রাজপদে অভিষিক্ত হন।

মুবারক শেখ, মুন্বা-উল্-আয়ুন্ নামক কোরাণের টীকাকার। সম্রাট্ অকবর শাহের বিখ্যাত মন্ত্রী আইন-ই-অকবরীকার আবুল ফজল ও শেখ ফৈজীর পিতা। নাগোরে ইঁহার বাস ছিল। ইঁহার পিতা শেখ মুসা তুর্ক জাতীয় ছিলেন। ইনি সাধারণে শেখ মুবারক নামেই পরিচিত। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম এবং ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগরে মৃত্যু ঘটে। তাঁহার শবদেহ আগ্রানগরে আনিয়া গোর দেওয়া হয়।

মুমুক্ষা (স্ত্রী) মুক্তিমিচ্ছা, মুচ-সন্, অ-টাপ্। মুক্তির ইচ্ছা, মুক্তির অভিলাষ।

মুমুক্ষু (পুং) মোক্তুমিচ্ছতীতি মুচ-সন্, ততঃ উ। মুক্তি অভিলাষী, যিনি মুক্তিকামনা করেন।

"এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥" (গীতা ৪।১৫)

মুমুক্ষু নিষিদ্ধ ও কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণ ও মননাদি ভগবদারাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন।

মুমুক্ষুতা (স্ত্রী) মুমুক্ষোর্ভাবঃ তল্ টাপ্। মুমুক্ষুত্ব, মুমুক্ষুর ভাব বা ধর্ম্ম।

মুমুচান (পুং) মুঞ্চতি জলং ইতি মুচ্-(মুচিযুধিভ্যাং সন্বচ্চ। উণ্ ২।৯১) ইতি আনচ্ কিৎ, সন্বচ্চ। ১ মেঘ। ২ মুক্ত।

"দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।" (সন্ধ্যামন্ত্র)

'মুমুচানো মুক্তো ভবতি' (গুণবিষ্ণুটীকা)

মুমূর্ষা (স্ত্রী) মর্ত্তুমিচ্ছা মৃ-সন্, অ-টাপ্। মরণেচ্ছা, মরিবার অভিলাষ।

মুমূর্ষু (ত্রি) মর্ত্তুমিচ্ছুঃ মৃ-সন্ ততঃ উ। আসন্নমৃত্যু। যাহার মৃত্যু সমুপস্থিত তাহাকে মুমূর্ষু কহে।

"ব্যক্তং ত্বং মর্ত্তুকামোঽসি যোঽতিমাত্রং বিকত্থসে।
মুমূর্ষূণাং হি মন্দাত্মন্ নন্থু স্যুর্বিক্লবাগিরঃ ॥"

(ভাগবত ৩।৮।১১)

জীবের মুমূর্ষুকাল উপস্থিত হইলে শালগ্রাম শিলার নিকট তাহাকে লইয়া যাইবে, এবং তথায় তুলসীবৃক্ষ স্থাপন করিয়া তাহাকে ভগবন্নামামৃত শ্রবণ করাইবে, কারণ যেখানে শালগ্রাম শিলা বিরাজিত থাকেন, তথায় ভগবান্ হরি নিত্য বিদ্যমান; তৎসমীপে জীব প্রাণত্যাগ করিলে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে স্থলে শালগ্রাম শিলা থাকেন, তথা হইতে এক ক্রোশের মধ্যে জীব যদি প্রাণত্যাগ করে এবং ঐ স্থান যদি কীকটদেশও হয়, তাহা হইলেও জীবের বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তুলসীকাননে যদি জীবের প্রাণত্যাগ হয়, তাহা হইলে তাহার পাপ বিদূরিত হয় এবং তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মুমূর্ষুকালে জীবের মুখে তুলসীদল ও গঙ্গাজল দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহাতে তাহার পাপরাশি নষ্ট হইয়া সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে।

মুমূর্ষুকাল উপস্থিত হইলে তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া উচিত, কারণ গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করিলে তাহার মোক্ষ হয়। কাশীতে জলে বা স্থলে যে কোনস্থানে প্রাণত্যাগ হয়, তাহাতেই তাহার মুক্তি হইয়া থাকে। সাগরসঙ্গমে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ যে কোন স্থলে মৃত্যু হউক না কেন, মুক্তি নিশ্চয়।* গঙ্গাতীর হইতে ক্রোশযুগ পর্য্যন্ত স্থান গঙ্গাক্ষেত্র বলিয়া কথিত, এই ক্ষেত্র মধ্যে যে কোন স্থলে প্রাণত্যাগ করিলে গঙ্গা-মৃত্যুর ফল হয়।+

[মরণ ও মৃত্যু শব্দ দেখ।]

মুমৃতাজমহল, সম্রাট্ শাহজহানের প্রিয়তমা মহিষী। ইহাঁর প্রকৃত নাম আর্জ্জুমন্দ বানো বেগম। লোকে তাঁহাকে কুদ্‌সিয়া বেগমও বলিত। ইহাঁর পিতা উজীর আসফ খাঁ নূরজাহানের ভ্রাতা ছিলেন। ১৫৯২ খৃঃ অঃ ইহাঁর জন্ম এবং ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহজাহানের সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়। ইহার গর্ভে অনেক সন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে বুর্হানপুরে অবস্থানকালে ইহাঁর কনিষ্ঠা কন্যা দহর আরা ১৬৩১ খৃঃ অঃ ৭ই জুলাই ভূমিষ্ঠ হয়, ইহার কএক ঘণ্টা পরেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। জৈনাবাদের সুরম্য উদ্যানে ইহার দেহ প্রথমে কবরস্থ হইয়াছিল। উহার কএক বৎসর পরে সেই কঙ্কালময় দেহতক আগ্রানগরে আনীত ও প্রোথিত হয়। সম্রাট্ শাহজাহান প্রিয়তমা মহিষীর প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ প্রদর্শনের জন্য তাঁহার সমাধিস্থানের উপর বিচিত্র মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত এক সুরম্য এবং অত্যাশ্চর্য্য স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া স্বীয় প্রীতি ও অনুরক্তির জাজ্বল্যমান নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, ইহাই পৃথিবীর মনুষ্যকীর্ত্তির আশ্চর্য্য স্মৃতি-মন্দির তাজমহল। ইহা নির্ম্মাণ করিতে সাড়ে সাত কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। তাজমহল স্থাপত্য-শিল্পে অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। ১৬৫৪ খৃঃ অঃ ইহার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়। [তাজমহল দেখ।]

---

* "শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
তৎসন্নিধৌ ত্যজেৎ প্রাণান্ যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥

লিঙ্গপুরাণ—
শালগ্রামসমীপে তু ক্রোশমাত্রং সমন্ততঃ।
কীকটেঽপি মৃতো যাতি বৈকুণ্ঠভবনং নরঃ ॥
কীকটো মগধঃ।
তুলসীকাননে জন্তোর্যদিমৃত্যুর্ভবেৎ কচিৎ।
স নির্ভৎস্য যমং পাপী লীলয়ৈব হরিং বিশেৎ ॥
প্রয়াণকালে যস্যাস্যে দীয়তে তুলসীদলম্।
নির্ব্বাণং যাতি পক্ষীন্দ্র পাপকোটিযুতোঽপি সঃ ॥

কূর্ম্মপুরাণম্—
গঙ্গায়াঞ্চ জলে মোক্ষো বারাণস্যাং জলে স্থলে।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥
গঙ্গায়াং ত্যজতঃ প্রাণান্ কথয়ামি বরাননে।
কর্ণে তৎপরমং ব্রহ্ম দদামি মামকং পদম্ ॥

\+ তথা—
তীরাৎ গব্যূতিমাত্রন্তু পরিতঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।
অত্র দানং জপো হোমো গঙ্গায়াং নাত্র সংশয়ঃ ॥
অত্রস্থাস্ত্রিদিবং যান্তি যে মৃতাস্তে ঽপুনর্ভবাঃ।" (তত্ত্বিতত্ত্ব মুমূর্ষুকৃত্য)

মুম্‌তাজ সিকো, সম্রাট্ শাহ জাহানের দ্বিতীয় পুত্র।

মুস্মড়িদেব, জনৈক জৈনসূরি। অল্লাড়সুরির পুত্র। ইনি সংসার-তরণী নামে যোগবাশিষ্ঠের স্থিতিপ্রকরণের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

মুয়াজ্জম্ খাঁ খান্‌খানান্, [মীর জুম্‌লা দেখ।]

মুয়াজ্জম্ খাজা, সম্রাট্ অকবর শাহের মাতুল। হুমায়ুন-পত্নী হামিদা বানো বেগমের ভ্রাতা। ইনি অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ও দুশ্চরিত্র ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার অসচ্চরিত্রের জন্য তাঁহাকে কএকবার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পত্নী ফতিমা বিবিকে বিনা কারণে নিহত করায় সম্রাট্ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন এবং পর বৎসরে সম্রাটের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

মুয়াজ্জম্ মহম্মদ, [বাহাদুর শাহ দেখ।]

মুয়াসী, পশ্চিমবঙ্গবাসী অসভ্য জাতিবিশেষ। কমারুদ্দীন্ উমুর খাঁ ভাটঘোরা আক্রমণকালে এই জাতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

মুর, বেষ্টন। তুদাদি॰ পরস্মৈ॰ সেট্। লট্ মুরতি। লোট্ মুরতু লিট্ মুমোর। লুট্ মোরিতা। লুঙ্ অমোরীৎ।

মুর (ক্লী) মুরাতে ইতি মুর অন্তর্ভাবিতি ভাবে ক। ১ বেষ্টন। (পুং) মুরতি বেষ্টতেঽসৌ মুর-ক। ২ দৈত্যবিশেষ। ভগবান্ বিষ্ণুর হস্তে এই দৈত্য বিনষ্ট হয়। এই জন্য বিষ্ণুর এক নাম মুরারি।

"শম্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বল্বলমেব চ।
অন্যাংশ্চ দন্তবক্রাদীনবধীৎ কাংশ্চ ঘাতয়ৎ ॥" (ভাগ॰ ৩।৩।১১)

মুরগ্ (পারসী) কুক্কুট, কুকড়াপাখী, পুংকুক্কুট।

মুরগণ্ড (পুং) মুরং বেষ্টনামিব গণ্ডতি রজতি অনেন গণ্ড-অচ্। বরণ্ড, চলিত বর্ণক। (জটাধর)

মুর্গী (পারসী) কুক্কুটী, স্ত্রী-কুকড়া।

মুরঙ্গিকা (স্ত্রী) মূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি॰)

মুরঙ্গী (স্ত্রী) ১ কৃষ্ণশিগ্রুবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি॰) ২ রক্তপুষ্প-শোভাঞ্জন বৃক্ষ। (সুশ্রুত সূত্র॰ ৩৯ অ॰)

মুরচা (দেশজ) দুর্গের বপ্র। বুরুজ।

মুরচাবন্দী (দেশজ) পরিখা বা প্রাচীর দ্বারা দুর্গের বপ্র দৃঢ়ীকরণ।

মুরজ (পুং) মুরাৎ সংবেষ্টনাৎ জায়তেঽসৌ মুর-জন-ড। মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ।

মুরজফল (পুং) মুরজবৎ ফলমস্য। পনসবৃক্ষ। (ত্রিকা॰)

মুরজিৎ (পুং) মুরং জয়তি জি-ক্বিপ্, তুক্ চ। শ্রীকৃষ্ণ, মুরারি।

মুরণ্ড (পুং) মুরেণ বেষ্টনেন অস্ত ইব গোলাকৃতিরিব, শকন্ধ্বাদি-ত্বাদকারলোপঃ। ১ লম্পাকদেশ। ২ তদ্দেশস্থ ভূমি। (হেম)

মুরতবা (আরবী) ১ পৈঠা, ধাপ। ২ এক একবার। ৩ নিয়োগ। ৪ পদোন্নতির সম্মান।

মুরত্তব্ (আরবী) সুরক্ষিত। শৃঙ্খলাবদ্ধ। নিয়মপূর্ব্বক সজ্জিত।

মুরদ্বিষ্ (পুং) মুরং দ্বেষ্টি দ্বিষ-ক্বিপ্। কৃষ্ণ, মুরারি।

মুরন্দলা (স্ত্রী) মুরং বেষ্টনং সেতুং দলতি ভিনত্তি, দল-অচ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। নর্ম্মদা নদী। (ত্রিকাঃ)

মুরব্বী (আরবী) ফলাদি খাদ্যের পাকবিশেষ। প্রথমে উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া মিষ্ট দিয়া ফলাদি পাক করিলে মুরব্বা প্রস্তুত হয়। ঐরূপ ফল বহুদিন রাখিলেও নষ্ট হয় না।

মুরব্বী (পারসী) ১ বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি। ২ অভিভাবক, শিক্ষক।

মুরব্বীআনা (আরবী) কর্ত্তাপণা।

মুরমর্দ্দন (পুং) মুরং তন্নামানমসুরং মৃদ্নাতি চূর্ণীকরো-তীতি, মৃদ্-ল্যু। বিষ্ণু, মুরারি।

মুররিপু (পুং) মুরস্য রিপুঃ। মুরারি।

মুরল (পুং) মৎস্যবিশেষ, চলিত মৌরলা মাছ। গুণ—বৃংহণ, বৃষ্য, স্তন্য ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা॰ ৪৬ অ॰)

মুরলা (স্ত্রী) মুরং বেষ্টনং লাতি লা-ক। নর্ম্মদানদী।

"মুরলা মারুতোদ্ধূতমগমৎ কৈতকং রজঃ।" (রঘু ৪।৫৫)
মল্লিনাথ লিখিয়াছেন—কেরলদেশে এই নদী আছে।

মুরলী (স্ত্রী) মুরং অঙ্গুলিবেষ্টনং লাতি প্রাপ্নোতীতি লা-ক্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। স্বনামখ্যাত শুষিরবাদ্য, পর্য্যায়—বংশী, বংশিকা, বংশনালিকা, সানেয়িকা, সানেয়ী, সানিকা, মুরলা-সিকা। এই বাদ্য প্রায় চলিত সানাই বাঁশীর মত। শ্রীকৃষ্ণ এই বংশী বাজাইতেন।

"বাদয়ন্ মুরলীং কৃষ্ণঃ শৃঙ্গং বেণুং তথা পরম্।
কাত্যায়নীং নমস্কৃত্য হরিঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ॥" (রাধাতন্ত্র)

মুরলীগঞ্জ, বাঙ্গালার ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। দাউস্ বা কুশী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে লবণ, চিনি, তুলা, গোরা, লোহ প্রভৃতির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। নদীতীরবর্ত্তী ঘাটসমূহের সৌন্দর্য্য অতীব মনোহর।

মুরলীধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, মুরল্যাঃ ধরঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

"বৈকুণ্ঠদক্ষিণে ভাগে গোলোকং সর্ব্বমোহনম্।
তত্রৈব রাধিকা দেবী দ্বিভুজো মুরলীধরঃ ॥" (তন্ত্রসার)

মুরলীধর, জনৈক কবি। কালিদাস মিশ্রের পৌত্র। কবীন্দ্র-চন্দ্রোদয়ে ইহার নামোল্লেখ আছে।

মুরবৈরিন্ (পুং) মুরস্য বৈরী। মুরারি, কৃষ্ণ।

মুরহন্ (পুং) মুরং হন্তি হন-ক্বিপ্। বিষ্ণু, কৃষ্ণ।

মুরা (স্ত্রী) মুরাতি গোরভেন বেষ্টয়তি মুর ইগুপধত্বাৎ ক টাপ্‌চ। গুর্জ্জরদেশে স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্যবিশেষ। মুরামাংসী। মহারাষ্ট্রে—মুরা, কলিঙ্গে—মুরে। পর্য্যায়—তালপর্ণী, দৈত্যা, গন্ধকুটী, গন্ধিনী, গন্ধকটী, সুরভি, শালপাণিকা। ইহার গুণ—তিক্ত, শীতল, স্বাদু, লঘু, পিত্ত ও বায়ুনাশক, জ্বর, অসৃক্‌, ভূতাদিদোষ এবং কুষ্ঠ ও কাসনাশক। (ভাবপ্র০) ইহার লেপনগুণ—অলক্ষ্মী, রক্ষঃ ও জ্বরনাশক। (রাজব০) ঈষৎপীতবর্ণ মুরাই প্রশস্ত।

"কিঞ্চিৎ পীতা মুরা শস্তা মাংসী পিঙ্গজটাকৃতিঃ।" (বৈদ্যকশব্দসি০)

মুরাদ্‌ (আরবী) অভিপ্রায়। অভিলাষ।

মুরাদ (১ম সুলতান), তুরুক্কের ওসমান-বংশীয় তৃতীয় সম্রাট্‌, মুরাদ খাঁ গাজী ও খুদাবন্দগার রুম্‌ নামে পরিচিত। ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে পিতা অর্খানের মৃত্যুর পর, তিনি তুর্ক-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। স্বীয় পুত্র ও অধীনস্থ কর্ম্মচারিবর্গের প্রতি তিনি নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

তিনি একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। ৩৭টা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি মুসলমান-সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়া যান। ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে সদলে য়ুরোপাভিমুখে অগ্রসর হইয়া এড্রিয়ানোপলে রাজধানী স্থাপন করেন। ইংরাজ-ইতিহাসে তিনি আমুরাথ রুম নামে পরিচিত হইয়াছেন। ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে রণক্ষেত্রে জনৈক সেনার হস্তে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। তিনি (মতান্তরে তাঁহার পিতা) জানীসারী নামক দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান-সেনাদল স্থাপন করিয়া যান।

মুরাদ (২য় সুলতান,) তুরুক্কের জনৈক সম্রাট্‌। পিতা ১ম মহম্মদের মৃত্যুর পর ১৪২২ খৃষ্টাব্দে তুর্ক-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি তুর্কদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে রণক্ষেত্রে কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন। ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পুত্র ২য় মহম্মদকে রাজ্যভার দিয়া তিনি নিভৃত চিন্তায় কালাতিপাত করেন, কিন্তু পুত্রকে শাসনদণ্ডপরিচালনে অসমর্থ দেখিয়া তিনি পুনরায় রাজসিংহাসনে আসীন হইয়া বিখ্যাত যোদ্ধা সিকন্দর বেগকে পরাভূত এবং হাঙ্গেরীয়দিগকে ছিন্ন ভিন্ন করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গিবনের মতে, ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র মহম্মদ কনস্তান্তিনোপল জয় করিয়াছিলেন।

মুরাদ (৩য় সুলতান), জনৈক তুর্ক-সুলতান। পিতা ২য় সলিমের মৃত্যুর পর ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্তিনোপলসিংহাসনে আরোহণ করেন। পারস্যরাজের নিকট হইতে তিনি আর্ম্মেনিয়া, মিডিয়া ও তৌরী নগর এবং হাঙ্গেরীরাজের নিকট হইতে গিয়ানো জয় করিয়াছিলেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি ফতুহাৎ ট্রস্‌-সিয়াম নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

মুরাদ (৪র্থ সুলতান), জনৈক তুর্ক-সম্রাট্‌। ১ম আহ্মদের পুত্র। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার খুল্লতাত মুস্তাফার রাজ্যচ্যুতির পর তিনি কনস্তান্তিনোপলের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বোগদাদ নগর জয় করিয়াছিলেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে অত্যধিক সুরাপানে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মুরাদ বক্স, গুজরাতের জনৈক সুলতান। সম্রাট্‌ শাহ জাহানের কনিষ্ঠ পুত্র। সম্রাট্‌ তাঁহাকে গুজরাত, ঠট্ট ও তিখার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সম্রাট্‌ আলমগীর কর্তৃক তিনি ধৃত ও বন্দিভাবে গোয়ালিয়ারদুর্গে আনীত হন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের আদেশে তিনি দুর্গমধ্যে নিহত হন।

মুরাদ মীর্জ্জা, সম্রাট্‌ অকবর শাহের দ্বিতীয় পুত্র। ফতেপুর সিক্রীতে শেখ সলিম চিস্তির ভবনে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান মুরাদ পিতার আদেশে দাক্ষিণাত্যবিজয়ে গমন করেন। এখানে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

মুরাদনগর, যুক্তপ্রদেশের মিরাট্‌জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মিরাটনগর হইতে ৯ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ৩ শতাব্দ পূর্ব্বে মীর্জ্জা মহম্মদ মুরাদ মোগল এই নগর স্থাপন করেন। প্রতিষ্ঠাতার নির্ম্মিত একটী সুবৃহৎ সরাই ও মসজিদ অদ্যাপি গ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছে।

মুরাদাবাদ, (মোরাদাবাদ), যুক্ত-প্রদেশের রোহিলখণ্ডবিভাগের একটী জেলা। উক্ত প্রদেশ ছোটলাট বাহাদুরের শাসনাধীনে পরিচালিত। ইহার উত্তরে বিজনৌর ও তরাইপ্রদেশ, পূর্ব্বে রামপুর সামন্তরাজ্য, দক্ষিণে বুদাউন জেলা এবং পশ্চিমে গঙ্গানদী। ভূপরিমাণ ২২৮১ বর্গমাইল।

এই জেলার মধ্য দিয়া গঙ্গা, সোত ও রামগঙ্গা নদী প্রবাহিত। নদীতীরবর্ত্তী এবং গ্রামসন্নিহিত স্থানসমূহে চাস বাস হয়। অন্যান্য স্থান প্রায় জঙ্গলময়। রঘুবালা ও চাহারপুরে দুইটী গণ্ডশৈল দৃষ্ট হয়, সোতনদীতে সকল ঋতুতেই জল থাকে। উহার গর্ভ শৈবালমণ্ডিত হওয়ায় নৌকাচালনের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা। এতদ্ভিন্ন বাঁধ ও খেওলাতে নদীর জল দূষিত হওয়ায় স্থানীয় স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে। এখানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাবে কৃষকগণ ক্ষেত্রসমূহ হইতে যথাসময়ে শস্য কর্ত্তন করিতে পারে না।

বহু পূর্ব্বকাল হইতেই রোহিলখণ্ডবিভাগ পঞ্চালের আহীর-রাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। এই জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে এখনও আহীরগণ কএকটী পরগণা ভোগ দখল করিতেছে। বেরেলীর অন্তর্গত অহিচ্ছত্রাপুরী তাহাদের প্রাচীন রাজধানী ছিল। পরে মুরাদাবাদের অন্তর্ভুক্ত সম্বলনগর বাণিজ্য-সমৃদ্ধির সহিত রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়।

চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের প্রারম্ভে কাশীপুর ও অহিচ্ছত্রানগর পরিদর্শন করিয়া যান; কিন্তু তিনি সম্বলরাজধানীর কোনও উল্লেখ করেন নাই। ভারতে মুসলমান-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরেই এইস্থল স্থানীয় শাসনকেন্দ্ররূপে পরিগৃহীত হয়। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে গিয়াস্উদ্দীন বুলবন্ এই জেলা আক্রমণ করেন। অম্রোহা অধিকারপূর্ব্বক তিনি হিন্দু-অধিবাসীদিগের প্রাণবিনাশের আদেশ দেন। কঠার (রোহিলখণ্ড) রাজারায় ককরা, স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্ত্তার প্রাণ বিনাশ করিলে, ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ তোগলক তাঁহাকে আক্রমণ করেন। সম্রাটের আগমনসংবাদে ভীত হইয়া রায় ককরা কুমায়ুন অভিমুখে পলাইয়া যান। অনন্তর সম্রাট্ তাঁহার রাজধানী লুণ্ঠনপূর্ব্বক মালিক খিতাব্ নামক জনৈক মুসলমানের হস্তে তথাকার শাসনভার অর্পণ করিয়া দিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে জোনপুরের বিখ্যাত সুলতান ইব্রাহিম সম্বল-নগর অধিকারপূর্ব্বক তথায় স্বীয় প্রতিনিধি রাখিয়া আইসেন। ইহার চারি বর্ষ পরে দিল্লীশ্বর ফিরোজ তোগলক জৌনপুর-রাজকে পরাভূত করিয়া এইস্থান দিল্লীর শাসনাধীন করেন। ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জৌনপুর-রাজবংশধর সুলতান হুসেন সম্বল-নগরে আপনাদিগের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সিকন্দর লোদী এই জেলা পুনরায় জয় করিয়া দিল্লী-সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। সম্রাট্ সিকন্দর চারি বৎসর কাল সম্বলনগরে বাস করিয়াছিলেন। তদনন্তর এই স্থানের শাসনকার্য্য দিল্লী-সরকারের অধীন সামন্ত সর্দ্দারগণদ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের মধ্যভাগে সম্বলের শাসনকর্ত্তা অহিয়া মরণ সুলতান মহম্মদ আদিলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। তাঁহার এই ঔদ্ধত্য দমনের জন্য দিল্লীশ্বর সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে সম্রাট্-সৈন্য পরাভূত হইয়া পলায়ন করে। পরবর্ত্তী বৎসরে কঠারিয়া সর্দ্দার রাজা মিত্র-সেন সম্বলনগর আক্রমণ করিলে, অহিয়া মরণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কুণ্ডারখি নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অবশেষে মিত্রসেন পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন।

সম্রাট্ হুমায়ুনের শাসনকালে, আলিকুলী খাঁ সম্বলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ঐ সময়ে স্বাধীন কঠারিয়াগণ বিদ্রোহিতাচরণ করিয়া সম্বল আক্রমণ করে। মোগল-শাসনকর্ত্তার হস্তে হিন্দুসেনাদল বিশেষরূপে নির্জ্জিত হইয়াছিল। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে তৈমুরবংশধর কএকজন মীর্জ্জা সম্রাট্ অকবর শাহের বিরোধী হইয়া সম্বলের রাজকর্ম্মচারীদিগকে পরাভূত ও সম্বল-দুর্গে বন্দী করেন। এই সংবাদে উত্তেজিত হইয়া বাদশাহ হুসেন খাঁ নামক জনৈক সেনানীকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন মোগল-সৈন্যের আগমনে তাঁহারা সম্বল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অম্রোহা অভিমুখে পলাইয়া যান। মোগল-সেনাপতি তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলে তাঁহারা গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া আত্মরক্ষা করেন।

সম্রাট্ শাহজাহান রুস্তম খাঁ নামক জনৈক মুসলমানকে কঠার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে অগ্রে স্বীয় নামে এবং কএক বর্ষ পরে তাহা বদলাইয়া মুরাদ শাহের নামে মুরাদাবাদনগর স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্রাট্-পুত্র মুরাদ পরে অরঙ্গজেবের হস্তে নিহত হন।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগলশক্তির অবসাদ ঘটিলে, কঠারিয়াগণ বিদ্রোহী হইয়া কিছুকালের জন্য স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে মুসলমান-শাসনকর্ত্তৃগণ কনোজনগরে রাজপাট পরিবর্ত্তন করেন। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদশাহ এই প্রদেশ পুনরধিকারপূর্ব্বক মুরাদাবাদে মোগল-সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রায় ১১ বৎসরকাল রোহিলাগণ দিল্লীসম্রাট্গণের অধীনতা স্বীকার করিলেও প্রকৃত পক্ষে রোহিলা-সর্দ্দারগণ এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শাসনবিধি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে মুরাদাবাদ অযোধ্যার উজীরের শাসনাধীন হয়। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে উহা ইংরাজাধিকারে আইসে। অনন্তর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ পর্য্যন্ত এস্থলে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই।

উক্ত বর্ষের ১২ই মে তারিখে মিরাটের বিদ্রোহসংবাদ এখানে প্রচারিত হয়। ১৮ই মে মুজঃফর নগরের বিদ্রোহিদল ধৃত হয়। পরদিন প্রাতে ২৯শ সংখ্যক দেশীয় পদাতিকদল বিদ্রোহী হইয়া কারাগার ভাঙ্গিয়া ফেলে। ২১শে তারিখে তাহারা অশ্বারোহী সেনাদলের সহিত মিলিত হইয়া রাম-পুরের বিদ্রোহীদিগকে বিতাড়িত করে। ৩১শে তারিখে রামপুর-অশ্বারোহিদল বুলন্দ সহর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তৎ-পর দিন বেরেলী ও শাহজহানপুরের বিদ্রোহসংবাদ মুরাদা-

বাদের চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইলে, ৩রা জুন, দেশীয় পদাতিদল ইংরাজ-কর্ম্মচারীদিগের উপর গোলা বর্ষণ করে। ইংরাজদল উপায়ান্তর না দেখিয়া মিরাটে প্রস্থান করিয়া নিরাপদ্ হন। উহার দশদিন পরে বেরেলী-ব্রিগেড্ মুরাদাবাদে উপনীত হয়। তাহারা স্থানীয় বিদ্রোহীদিগকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করে। জুন মাসের শেষভাগে রামপুরের নবাব ইংরাজপক্ষ হইতে এই জেলার শান্তিবিধানভার গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদিগের উপর স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই। মজ্জু খাঁ নামক জনৈক বিদ্রোহিনেতা প্রকৃতপক্ষে মুরাদাবাদের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জেনারল জোন্সের অধীনস্থ ব্রিগেড সেনাদল উপনীত হইলে এখানে শান্তি স্থাপিত হয়। তৎপরে ইংরাজ-রাজের বিচারাধীনে এই স্থানের সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

মুরাদাবাদ নগর এখানকার বিচার-সদর। এতদ্ভিন্ন অমরোহা, চন্দৌসী, সম্বল, সরাইতরীণ, হসনপুর, বছরাওন, মউনগর, সির্সা, ঠাকুরদ্বার, ধানওয়ারা, অফজলপুর, মোগলপুর ও নরোলীনগর প্রভৃতিতে স্থানীয় বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি দেখা যায়।

গঙ্গা ও রামগঙ্গা নদীতে বন্যা আসিয়া সময় সময় শস্যাদি নষ্ট করে। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর এ পর্য্যন্ত এখানে ৫ বার মাত্র দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। জলাভাবরূপ প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ইহার মূল কারণ নহে। ঐ সময়ে মহারাষ্ট্র-সেনাদল এখানে আসিয়া উপদ্রব করায় শস্যাদির বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। তারপর পেণ্ডারি দস্যু সর্দ্দার আমীর খাঁর অত্যাচারেও এ স্থানের দুরবস্থা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অনন্তর ১৮২৫ এবং ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়। সিপাহীবিদ্রোহে দেশ উৎসন্নপ্রায় হইলে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে চতুর্থবার দুর্ভিক্ষদেবী আবার আসিয়া দেখা দেন। ঐ সময়ে মুরাদাবাদের অধিবাসীদিগকে আমের আঁটি খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে হইয়াছিল।

অতঃপর পুনরায় ১৮৬৮-৬৯ এবং ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে এখানে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয়। গবর্মেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অন্নকষ্টপ্রপীড়িত অধিবাসিবর্গের উদরপূরণে সমর্থ হন নাই। এই সময়ে অর্থ ও আহার্য্যের অভাবে রাজপুতনা প্রভৃতি দূরদেশবাসী লোকসমূহ এখানে আসিয়া উপনীত হওয়ায় এখানকার দুর্ভিক্ষ আরও ভীষণাকার ধারণ করে।

এখানে আউধ-রোহিলখণ্ড রেলপথ বিস্তৃত থাকায় এবং চন্দৌসী, বিলারি, কুণ্ডারখি, খরকপুর, মুরাদাবাদ, ভড়োলী, মোগলপুর, মুস্তাফাপুর ও কাণ্ঠ প্রভৃতি নগরে ষ্টেসন থাকায় রেলপথে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মিরাট, বেরেলী, অনুপসহর ও নইনিতাল প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের সুপ্রশস্ত রাস্তা আছে। চন্দৌসী হইতে আলীগড় পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। ২ উক্ত জেলার উত্তরপূর্ব্ব তহসীল। ভূপরিমাণ ৩১৩ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার-সদর; রামগঙ্গা-নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৮°৪৯´৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮°৪৯´৩০´´ পূঃ। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহ-জহানের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা রুস্তম খাঁ কর্ত্তৃক যুবরাজ মুরাদ বক্সের নামে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। রামগঙ্গাতীরে রুস্তম খাঁ একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ভিন্ন ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত জুমামস্‌জিদ ও শাসনকর্ত্তা আজমৎউল্লা খাঁর সমাধি-মন্দির এখানকার দেখিবার জিনিস।

মুরারই, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। অক্ষা০ ২৪°২৭´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৭°৫৪ পূঃ। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর একটী ষ্টেসন আছে। রেলপথ দিয়া এখানকার আমন-ধান প্রভৃত পরিমাণে কলিকাতায় আনীত হইয়া থাকে।

মুরারি (পুং) মুরস্য অরিঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

"মুরঃ ক্লেশে চ সন্তাপে কর্ম্মভোগে চ কর্ম্মিণাম্।
দৈত্যভেদেঽপ্যরিস্তেষাং মুরারিস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ শ্রীকৃষ্ণজন্মখ০ ১১০ অ০)

মুর শব্দের অর্থ ক্লেশ, সন্তাপ, কর্ম্মীদিগের কর্ম্মভোগ ও দৈত্যভেদ। ভগবান্ বিষ্ণু এই সকলের বিনাশকর্ত্তা, এইজন্য ইহার নাম মুরারি। এই মুরারির নাম স্মরণ করিলে জীবের ক্লেশ ও সন্তাপ প্রভৃতি অচিরে বিনষ্ট হয়। বামনপুরাণে ৫৩—৫৮ অধ্যায়ে ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক মুরনামক দৈত্যের বিনাশপ্রসঙ্গ আছে।

২ অনর্ঘরাঘব নামক গ্রন্থকর্ত্তা, এই নাটকে গ্রন্থকর্ত্তার এইরূপ পরিচয় আছে,—

"অস্তি মৌদ্গল্যগোত্রসম্ভূতস্য মহাকবের্ভট্টশ্রীবর্দ্ধমানাত্মজস্য তন্তুমতীনন্দননন্দনস্য মুরারিনামধেয়স্য কবেঃ কৃতিরনর্ঘরাঘবং নাম নাটকং তৎপ্রযুঞ্জানাঃ সামাজিকানুপাস্মহে"

(অনর্ঘরাঘব)

মুরারি মৌদ্গল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পিতা ভট্টশ্রী বর্দ্ধমান এবং মাতার নাম তন্তুমতী।

মুরারি গুপ্ত, চৈতন্য মহাপ্রভুর জনৈক শিষ্য। ইনি বৈদ্য-বংশীয় এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একদেশবাসী। চৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে যে, মুরারির বাড়ী শ্রীহট্টে ছিল।

মুরারি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য নবদ্বীপে গমন করেন ও কালে তথাকার অধিবাসী হইয়া পড়েন। মুরারি ও নিমাই পণ্ডিত বাল্যকালে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে একত্রই অধ্যয়ন করিতেন। মুরারি, নিমাই হইতে অনেক বড় ছিলেন এবং একটোলে হইলেও তিনি অনেক উপরে পড়িতেন। কিন্তু বয়সে ছোট হইলেও নিমাই মুরারির সহিত ঠাট্টা তামাসা করিতে অণুমাত্র সঙ্কোচ করিতেন না, আরো ব্যাকরণের ফাঁকি প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে উত্যক্ত করিতেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে মুরারি ও নিমাই সম্বন্ধে অনেক গল্প লিখিত আছে, ইচ্ছা করিলে পাঠক চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন।

ঠাকুর নরহরি যেমন সর্ব্বপ্রথম গৌরলীলার পদ রচনা করিয়া যশস্বী হন, মুরারি তদ্রূপ সর্ব্বপ্রথম গৌরলীলার আদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ঐ গ্রন্থের নাম "চৈতন্যচরিত।" ইহা সংস্কৃত ভাষায় ১৪৩৫ শকে রচিত হয়।

"চতুর্দ্দশশতাব্দান্তে পঞ্চত্রিংশতিবাসরে।

আষাঢ়ে সিতসপ্তম্যাং গ্রন্থোহয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥" (চৈতন্যচ°)

শ্রীচৈতন্যদেবের ২৮ বৎসর বয়সের সময় মুরারি এই গ্রন্থখানি রচনা করেন; তিনি বাল্যাবধি মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া তৎকৃত যে সকল ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এ গ্রন্থে তাহারই অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে। অতএব ঐতিহাসিকাংশে এ গ্রন্থের মূল্য অধিক।

লোচনদাসঠাকুরের চৈতন্যমঙ্গল প্রধানতঃ এই গ্রন্থ অবলম্বনেই লিখিত হয়। তিনি স্বীয় গ্রন্থে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। মুরারি গুপ্ত কেবল সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি বাঙ্গালা ভাষায় গৌর ও কৃষ্ণলীলা-বলম্বনে কএকটী সুন্দর পদ রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের এই প্রাচীন কবির সেই মধুমাখা পদগুলি পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে পাওয়া যায়।

মুরারিভট্ট (পুং) ১ সারসংগ্রহপ্রণেতা। ২ তর্কভাষাটীকা রচয়িতা। ইনি গঙ্গাধরের পুত্র এবং তর্কভাষাপ্রকাশিকা-প্রণেতা কৌণ্ডিন্যের গুরু ছিলেন।

মুরারিমিশ্র (পুং) ১ শঙ্করাচার্য্যের জনৈক প্রতিদ্বন্দ্বী। মাধবকৃত সংক্ষেপ-শঙ্করজয়-গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ আছে। ২ বর্দ্ধমানকৃত ন্যায়কুসুমাঞ্জলির জনৈক টীকাকার। ৩ অঙ্গত্বনিরুক্তি নামক মীমাংসাগ্রন্থরচয়িতা। ৪ ইষ্টিকালনির্ণয়, পক্ষনির্ণয়, পারস্করগৃহ্যসূত্রমন্ত্রভাষ্য, প্রায়শ্চিত্তমনোহর এবং শুভকর্ম্মনির্ণয়প্রণেতা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি তিনি রাজা ত্রিবিক্রমনারায়ণের সভায় থাকিয়া রচনা করেন।

মুরারি শ্রীপতি সার্ব্বভৌম, পদমঞ্জরী নামক সংস্কৃত অভিধান-প্রণেতা।

মুরাসাপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের প্রতাপগড়-জেলার অন্তর্গত একটী নগর। রায়বেরেলী হইতে মাণিকপুরে যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে স্থানীয় উৎপন্ন শস্যাদি বিক্রয়ের জন্য একটী বিস্তৃত হাট আছে। প্রতিবৎসর দশহরা উৎসবের সময় এখানে একটী মেলা হয়, ঐ মেলায় বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। কার্পাস বস্ত্রের ছিট প্রস্তুত ও বিক্রয়ের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত।

মুরাসা রকম্, লক্ষ্ণৌবাসী জনৈক মুসলমান কবি। প্রকৃত নাম মীর মহম্মদ আতা হুসেন খাঁ। মীর মহম্মদ বাকরের পুত্র। তিনি নবাব মনসুর আলী খাঁ সফদর জঙ্গের আশ্রয়ে থাকিয়া জরাইৎ-অলরেজী তারিখ-কাশমী, ইন্সাএ-তহ্সিন্ ও নৌতর্জ্-মুরাসা এবং ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে নবাব আসফ্-উদ্দৌলার রাজত্বের প্রারম্ভে উর্দ্দু ভাষায় চাহার-দরবেশ রচনা করেন।

মুরিয়ারি, বিহারের মাল্লা বা জেলিয়াজাতির শ্রেণীবিশেষ। কেহ কেহ ইহাদিগকে কেওট জাতি বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহাদের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ কালিদাস দক্ষিণ দেশ হইতে বিহারে আসিয়াছিলেন।

ইহাদের মধ্যে বাল্য ও যৌবন উভয় প্রকার বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ শিশুকালে কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। বহুবিবাহ অবস্থানুসারে প্রচলিত। যে যত সংখ্যক স্ত্রীর ভরণপোষণ করিতে সমর্থ, সে তত সংখ্যক বিবাহ করিতে পারে। সাগাই মতে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। মৃত স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা থাকিলে তাহাকেই বিবাহ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে বিবাহচ্ছেদ বা তালাক দিবার দৃষ্টান্ত নাই।

ধর্ম্মবিষয়ে ইহারা অত্যন্ত সাবধান। মৈথিল ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সমাজের নিন্দাভাজন হইতে হয় না। ছোট দেবতার মধ্যে বন্দী, পরমেশ্বরী ও পাঁচপীরই প্রধান। যে স্থানে ঠাকুরপূজা হয়, সে ঘরকে ইহারা গোঁসাইঘর কহে। সেইস্থান গোময়লিপ্ত করিয়া, ফল, পাণ ও মিষ্টান্নাদি দিয়া ইহারা দেবতার পূজা দিয়া থাকে।

মুরিয়ারিরা প্রায় কুর্ম্মিদিগের মত। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের জল ও মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করেন। খাদ্যাদি হিন্দুদিগের ন্যায়।

কেবল যাহাদিগের মাঝি-মাল্লাগিরি উপজীবিকা,তাহারা মদ্যপান করে। ভাগলপুরের মুরিয়ারিগণ আপনাদিগকে 'মুন্নাব' কহে এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ক্রমে ক্রমে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। আরা জেলায় ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। মুঙ্গের, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, মালদহ ও সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে ইহারা বাস করে।

মুরীদ্ (আরবী) ১ ছাত্র। ২ শিষ্য। ৩ ইচ্ছুক।

মুরু (পুং) ১ দেশভেদ। ২ লৌহবিশেষ। ৩ গুল্মভেদ।

মুরুঙ্গী (স্ত্রী) মুরঙ্গী, কৃষ্ণশিগ্রুবৃক্ষ। (সুশ্রুত)

মুরুণ্ড (পুং) ১ রাজভেদ। ২ পুরাণোক্ত জাতিবিশেষ। ৩ লম্পকদেশ।

মুরুগুক (পুং) উদ্যানের অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ।

মুরুস্তানদেশ (পুং) দেশভেদ। সম্ভবতঃ মূলতান।

মুরুদেশ (পুং) দেশবিশেষ। সম্ভবতঃ মরুদেশ।

মুর্গা (পারসী) পুষ্পবিশেষ। মোরগ ফুল। (Celosia cristata)

মুর্গী (দেশজ) কুক্কুট।

মুর্গোদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৫°৫৩´৩৫´´ উ: এবং দ্রাঘি° ৭৪°৫৮´ ১০´´ পূ:। এখানকার কার্পাসবস্ত্রের বাণিজ্যই প্রধান। প্রতি বৎসর এখানে একটী মেলা হয়।

মুর্চ্ছ্ [মূর্চ্ছ দেখ]

মুর্ত্তাজাপুর, বেরার-রাজ্যের অমরাবতী জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৬১০ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২০°৪৪´৫´´ এবং দ্রাঘি° ৭৭°২৫´ পূ:। এখানে তুলা বিক্রয়ের একটী হাট আছে। এস্থান হইতে রেলপথে মালপত্র বোম্বাই সহরে প্রেরিত হয়।

মুর্দ্দা (পারসী) শবদেহ। মড়া।

মুর্দ্দাফরাস্, বাঙ্গালার ডোমজাতির শাখাবিশেষ। ইহারা শ্মশানে শবদাহের কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের কার্য্য গঙ্গাপুত্রদিগের মত। কিন্তু গঙ্গাপুত্রগণের মুর্দ্দাফরাস অপেক্ষা কিছু বেশী মান।

মুর্শ্মি, অসভ্য-জাতিবিশেষ। ইহাদিগকে তমং-ভুটিয়া কহে। ইহারা মোঙ্গলীয় জাতি হইতে উৎপন্ন। অতি প্রাচীনকালে ইহারা নেপালে আসিয়া বাস করিয়াছে। আকার প্রকার পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইহাদিগকে তিব্বতীয় জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। হিমালয়প্রদেশীয় সকলজাতির ন্যায় ইহাদিগের মধ্যে অনেক 'থর' বা গোত্র আছে। সগোত্রে বিবাহ হয় না। বিবাহ সম্বন্ধে "মমেরা চচেরা" অর্থাৎ পিতৃপক্ষে সাত পুরুষ বাদ দিবার নিয়ম সকলেই পালন করে। মাতৃগোত্র সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই। ইহারা মাতৃগোত্রের আত্মীয়কে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে পোষ্যপুত্রের ন্যায় পোষ্যভ্রাতৃ-গ্রহণের নিয়ম আছে। যে কোন ব্যক্তিকে ইহারা ভ্রাতা করিতে পারে। প্রথমতঃ যাহাকে ভ্রাতৃরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাকে সংবাদ পাঠাইতে হয়। পরে সম্মতিক্রমে পরস্পর উপহার বিনিময় করে। পরে পুরোহিত উপস্থিত হইয়া পোষ্য-ভ্রাতাকে গোত্রান্তরিত করেন। যে যাহার ভাই হইবে, তাহাকে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক একটী টাকা বদল করিতে হয় এবং বিবাহপ্রথার ন্যায় পরস্পর কপালে দধির তিলক প্রদান করে। এই কার্য্যে পুরোহিতকে এক টাকা দক্ষিণা দিতে হয়। সর্ব্বশেষে আত্মীয়গণকে ভোজন করান হইয়া থাকে। এইরূপ সংস্কারপূর্ব্বক যাহাকে ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করা হয়, সে তখন সগোত্রের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে এবং কেহ তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে পারে না। পোষ্য-ভ্রাতা, তাহার ভ্রাতৃপত্নীর সহিত কথা কহিতে পারে না এবং সাত পুরুষ গত না হইলে তাহাদের মধ্যে কন্যা আদান প্রদান হয় না। যদি কেহ নিষিদ্ধ গোত্রের কন্যা বিবাহ করে, সে তৎক্ষণাৎ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত ও জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। নেপালে ইহা হইতে আরও কঠিন শাস্তির প্রথা আছে। বিবাহকারীকে ধরিয়া দাসরূপে ভিন্ন জাতির নিকট বিক্রয় করে অথবা তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া লয়। মুর্শ্মিগণ ভোটিয়া, লেপচা, নিমুস, খামুস, যক্ষ, মঙ্গর, গুরুং এবং সানোয়ারদিগের সহিত 'মিথ' (মিতালী) বা ভ্রাতৃত্ব সংস্থাপন করিতে পারে।

ইহাদিগের মধ্যে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত। বিবাহের পূর্ব্বে পুরুষ ও স্ত্রী একত্র সহবাস করিলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু ইহাতে যদি কোন কুমারী গর্ভবতী হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে গর্ভোৎপাদকের নাম প্রকাশ করিতে হয়। পরে গর্ভোৎপাদক নগদ ৫০।৬০ টাকা পণ এবং অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া সেই গর্ভবতীকে বিবাহ করে। কন্যার বাড়ীতে রাত্রিতে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। লামাগণ পুরোহিতের কার্য্য করেন এবং বরকন্যার কপালে ধান্য ও দধির তিলক দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। তৎকালে বর-কন্যার সিঁথিতে সিন্দুর লেপিয়া দিবার প্রথাও আছে। তখন লামা পুরোহিত উভয়ের কপালে কপালে সংযোগ করাইয়া দেন। ইহাই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। বহুবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও অবস্থানুসারে লোকে প্রায়ই এ কার্য্য করে না। বিধবাদিগের রীতিমত বিবাহ হয় না। তবে রক্ষিতা-

ভাবে তাহাদিগকে রাখা চলিতে পারে। ইহাদের পুত্রগণ বিবাহিতা স্ত্রীর পুত্রের ন্যায় উত্তরাধিকারিরূপে গণ্য হইয়া থাকে। ব্যভিচারিণী ও অপ্রিয়ভাষিণী হইলে সকলেই স্ত্রীত্যাগ করিতে পারে। পতিপরিত্যক্তা স্ত্রীগণকে কেহ আর বিবাহ করিতে পারে না, বিধবাদিগের ন্যায় উপপত্নীরূপে রাখিতে পারে।

পুত্রগণ সমানভাগে সম্পত্তি পাইয়া থাকে। পুত্র না থাকিলে কন্যাগণ সম্পত্তির অংশ পাইতে পারে। পতিপুত্রহীনা বিধবাকে সকলেরই ভরণপোষণ করিতে হয়।

ধর্ম্মসম্বন্ধে ইহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের মিশ্রণে ইহাদের ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ইহাদের লামা-ধর্ম্মে হিন্দুপ্রভাব লক্ষিত হইতেছে। পতাকা সকলের উপরে 'ওম্' লেখা থাকে। লামাগণ সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যে পৌরোহিত্য করেন। পূর্ব্বকালের লুপ্তপ্রায় দেবদেবীর মধ্যে দুই একটীর নাম দৃষ্ট হয়। প্রস্তরময় দেবতা থজবলয়ো অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন। এই প্রতিমার নূতন কাপড় জড়াইয়া ও তাহার উপর চাউল ছড়াইয়া পূজা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসে ছাগল ও মোরগ কাটিয়া তাহার রক্ত ঐ প্রতিমার উপরে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ঠিক এইরূপে পূর্ব্বজ দেবতা বা বনাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা হইয়া থাকে। ইনি বৃক্ষে বাস করেন। ইহাদের বিশ্বাস, যে ঐ দেবতার পূজা না করে, তাহার জ্বর ও বাতব্যাধি হইয়া থাকে। দুর্গাপূজার সময়ে মধ্যমপাণ্ডব ভীমের পূজা হয়। এই পূজায় মহিষ, ছাগ, মোরগ ও হাঁস প্রভৃতি বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। অন্য দেবতার মধ্যে 'সেরকিয়ো', 'গিরং' 'চাঙ্গেসি' প্রধান। এতদ্ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্যদেবতা আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা করা দুরূহ। ব্রাহ্মণগণও অদ্যাপি তাহাদের সংখ্যা করিতে পারেন নাই।

ইহাদের মধ্যে ধনিগণ মৃতদেহ দাহ করে এবং একখণ্ড অস্থি কোন নিভৃত গুহায় প্রোথিত করিয়া রাখে। সাধারণ লোকের গোর দেওয়া হয়। কবরের মধ্যে শবের মাথা উত্তরদিকে রাখিয়া মুখে আগুন দেয়। পরে কবরের চতুর্দ্দিকে একটী পাথরের প্রাচীর গাঁথিয়া দেয়। তদুপরি একটী পতাকা উড়িতে থাকে। সাত দিন মাত্র ইহাদের মৃতাশৌচকাল। অশৌচকালে ইহারা লবণ পরিত্যাগ করে। অষ্টম দিবসে মাংস, চাউল, ডিম্ব, কলা এবং মিষ্টান্নাদি লইয়া গোরের নিকট শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করে। পরে স্বজাতীয় ব্যক্তিদিগকে ভোজন করান হয়। সমাহিত শবের একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্র ঘরে আনিয়া রাখে। ছয়মাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ মৃতব্যক্তির পুত্রকে উক্ত ছিন্নবস্ত্রে প্রেতের জন্য খাদ্যাদি উৎসর্গ করিয়া দিতে হয়। ছয়মাস অন্তে লামা আসিয়া সপিণ্ডীকরণ সম্পন্ন করেন।

মুর্শিরা প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অনেকে পুলিশের কার্য্য করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ গোর্খা সৈন্যদলে কার্য্য করে। নেপালে ইহারা যোদ্ধৃজাতির মধ্যে গণ্য হয় না। ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে জঙ্গ বাহাদুর মুর্শিদিগকে লইয়া কিরান্তি সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিঙ্গের চা-বাগানে অনেকে কার্য্য করিয়া থাকে। খাদ্য সম্বন্ধে ইহাদের কোন বিচার নাই। গোরু, শূকর, মোরগ, ভেক প্রভৃতি প্রায় সকল জন্তুর মাংস ইহারা ভক্ষণ করে। ইহারা মদ খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে। হিমালয়প্রদেশে নিম্ন শ্রেণি হইতে ইহাদের সামাজিকমর্য্যাদা অনেক উচ্চ। নেপালী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ইহাদের হাতে জল ও মিষ্টান্ন খাইতে পারে। ইহারা দোভিয়া, লেপ্‌চা, লিম্বু প্রভৃতি সকল জাতীয় লোকের সহিত আহার করিয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে ইহারা কোন কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতেছে।

মুর্ভিণী (স্ত্রী) অলারধানিকা। (শব্দচ°)

মুর্মুর (পুং) তুষাগ্নি। "স্ময়হুতাশনমুর্মুরচূর্ণতাং দধুরিবাম্রবনস্য রজঃকণাঃ।" (শিশুপালবধ ৬।৬) ২ মন্মথ। ৩ সূর্য্যাশ্ব। (মেদিনী) স্ত্রিয়াং টাপ্। মুর্মুরা নদীভেদ।

"ভারতী সুপ্রয়োগা চ কাবেরী মুর্মুরা তথা।"

(ভারত ৩।২২১।১৫)

মুর্ব্ব, নহ, বন্ধন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। নিষ্ঠায়ামনিট্। ক্ত এবং ক্তবতু প্রত্যয়কে নিষ্ঠা কহে। লট্ মূর্ব্বতি। লোট্ মূর্ব্বতু। লিট্ মুমূর্ব্ব। লঙ্ অমূর্ব্বীৎ। লুট্ মুর্ব্বিতা।

মুর্ব্বারা, ১ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত দক্ষিণ জব্বলপুরের একটী তহসীল। ২ উক্ত তহসীলের প্রধান সদর ও জব্বলপুর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৩°৫১´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০°২৬´ পূঃ। জব্বলপুর সহর হইতে ৫৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বে মীর্জাপুরে যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে কৃষি মাল, লাক্ষা, চর্ম্ম, ঘৃত, লৌহ, চুণ, লবণ, চিনি, তামাক, গরম মসলা ও কাটা কাপড়ের যথেষ্ট ব্যবসা আছে। এখানকার জনসংখ্যাও ৯ হাজারের অধিক হইবে। এখানে গবর্মেণ্ট স্কুল, ডাকঘর, মিউনিসিপালিটি ও কাট্‌না নদী পার হইবার দুইটী বৃহৎ সেতু আছে।

মুর্শিদ্ কুলীখাঁ, বাঙ্গালার অনেক সুবাদার। ইনি একজন

দাক্ষিণাত্যবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান। হাজি মুফিয়া নামক একজন পারস্যদেশীয় মুসলমান-বণিক্ ইহাঁকে ক্রয় করিয়া ইস্পাহান নগরে লইয়া যায়। উক্ত বণিক্ ইহাঁর ত্বক্‌ছেদনপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মহম্মদ হাদি নামে অভিহিত করে। ব্রাহ্মণবালকের প্রতিভা দেখিয়া বণিক্ তাঁহাকে দাসকার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া স্বীয় পুত্রাদির সহিত বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিল। কিন্তু অল্পদিন পরে বণিকের মৃত্যু হওয়ায় বণিকের পুত্রবর্গ হাদির ক্রীতদাসত্ব মোচনপূর্ব্বক স্বদেশ প্রত্যাগমনে অনুমতি প্রদান করিল। হাদি নিরাশ্রয় হইয়া জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ নিমিত্ত সমাজে স্থান পাইলেন না। পরে তিনি বেরার প্রদেশের দেওয়ান ও রাজস্বসংগ্রাহক আবদুল্লার অধীনে রাজস্ববিভাগে একটী সামান্য কর্ম্ম পাইলেন। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তিনি অচিরেই এরূপ কার্য্যদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিলেন যে, সম্রাট্ অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে তাঁহার প্রস্তুত রাজস্ব-হিসাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের দেওয়ানের পদ শূন্য হওয়ায় সম্রাট্ তাঁহাকে 'কারতলবখাঁ' উপাধি এবং মনসব অর্থাৎ সেনানায়ক করিয়া উক্ত দেওয়ানীপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

মহম্মদ হাদি দেওয়ানী পদ পাইয়া অসাধারণ কার্য্যদক্ষতা দেখাইলে সম্রাট্ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং জিয়া উদ্দীনখাঁর পদচ্যুতির পরে তাঁহাকে 'মুর্শিদ কুলীখাঁ' উপাধি প্রদানপূর্ব্বক বাঙ্গালার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন (খৃঃ অঃ ১৭০২)।

মুর্শিদকুলী উক্ত দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ঢাকানগরে আগমনপূর্ব্বক শস্যশালিনী বঙ্গভূমির ঐশ্বর্য্যদর্শনে চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু তৎকালে বাঙ্গালার রাজস্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত বিপ্লব ও বেবন্দোবস্ত দেখিয়া তাহার নূতন ব্যবস্থা করিয়া অচিরকাল মধ্যে এক কোটি টাকা কর ধার্য্য করিলেন। ইহাঁর দেওয়ানিপদ লাভের পূর্ব্বে বাঙ্গালার অধিকাংশ ভূমি সৈন্যরক্ষার্থ জায়গীর স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালার রাজস্বে তথাকার নাজিমের অধীনস্থ সমস্ত সৈন্যগণের ব্যয় সঙ্কুলান হইত না। মুর্শিদকুলীখাঁ সম্রাটের আদেশ লইয়া বঙ্গদেশের জায়গীরপ্রথা রহিত করিলেন। এইরূপে বঙ্গের রাজস্ব-সংস্কার করিয়া নূতন বন্দোবস্তের হিসাবপত্র সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলে তিনি তাহা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সময় হইতে প্রত্যেক সুবায় একজন নাজিম (সুবাদার) এবং একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইতেন। নাজিমের কার্য্য কতকটা বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেটএর ন্যায় ছিল। তিনি সৈন্যপরিচালন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা, শাসন ও ফৌজদারী বিচার করিতেন। দেওয়ানের কার্য্য কতকাংশে বর্ত্তমান কালেক্টরের ন্যায় ছিল। তিনি সরকারী রাজস্ব আদায় ও বন্দোবস্ত এবং আয়ব্যয়-পরিদর্শন করিতেন। কোন কোন স্থলে দেওয়ানকে নাজিমের পরামর্শ লইতে হইত।

মুর্শিদ কুলীখাঁ দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই অরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উশান বাঙ্গালার নাজিম ছিলেন।

আজিম উশান্ প্রতিদ্বন্দ্বী মুর্শিদকুলীখাঁর কার্য্যকুশলতায় ও রাজানুগ্রহলাভে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহার দেওয়ানী কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি দেখিয়া নাজিমের ঈর্ষা বলবতী হইতে লাগিল। তিনি বাদশাহের ভয়ে বাহিরে সদ্ভাব দেখাইয়া কৌশলে দেওয়ানকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বঙ্গদেশবাসিগণ দুর্বৃত্ত জায়গীরদারগণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া দেওয়ানের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল।

আজিম্ উশান মুর্শিদকুলীকে গুপ্তহত্যা করিবার জন্য গুপ্ত-ঘাতকের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আবদুল ওয়াহেদ নামক একজন অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধিপতি বেতন প্রার্থনার ছল করিয়া দেওয়ানকে বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। একদিন মুর্শিদ কুলীখাঁ প্রাতঃকালে সশস্ত্র প্রহরিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া নাজিমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। দেওয়ান নাজিমের ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু অবগত ছিলেন, এজন্য সর্ব্বদা সশস্ত্র ও বিশ্বস্ত অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। দেওয়ান পথিমধ্যে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, আবদুল ওয়াহেদ সসৈন্যে পথিমধ্যে তাঁহার পথ অবরোধ করিল এবং প্রাপ্য বেতন প্রার্থনা করিয়া তুমুল কোলাহল উত্থাপন করিল। দেওয়ানও তদ্দর্শনে ব্যাঘ্রের ন্যায় নির্ভীক হৃদয়ে পাল্‌কীর মধ্য হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া পড়িলেন এবং তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া অনুচরবর্গকে পথ পরিষ্কার করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আবদুল ওয়াহেদ দেওয়ানের নির্ভীকতা ও বীরত্বে ভীত হইলেন এবং দেওয়ানের সঙ্গে সঙ্গেই নাজিমের নিকট যাত্রা করিলেন। ইনিই যে এই ষড়্‌যন্ত্রের মূল, ইহা বুঝিতে দেওয়ানের আর বাকী রহিল না। দেওয়ান নাজিমের দরবারগৃহে উপস্থিত হইয়া যথোচিত সম্মানাদি প্রদর্শন না করিয়া মুষ্টিমুষ্টিতে তরবারি ধারণপূর্ব্বক সদর্পে বলিলেন,—"আমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি যে, আপনিই এ ষড়্‌যন্ত্রের মূল, যদি আমার প্রাণনাশ

করাই আপনার সঙ্কল্প হয়—অবধারণ করুন, প্রকাশ্যভাবে পরীক্ষা করুন। যদি আমার জীবন আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে তাহার বিনিময়ে আপনার জীবনও গৃহীত হইবে।"

আজিম উশান্ মুর্শিদকুলীখাঁর এ প্রকার বীরোচিত ব্যবহারে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। পাছে অরঙ্গজেব এ সমস্ত ঘটনা জানিতে পারেন, তজ্জন্য নানা উপায়ে দেওয়ানের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা করিলেন এবং আবদুল ওহাইদ্‌কে শাস্তি দিবার ভয় দেখাইলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ তৎক্ষণাৎ দেওয়ানখানায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সরকারী কর্ম্মচারিগণকে বিদ্রোহী-সৈন্যের এই ঘটনা সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। তৎপরে তাহাদের বাকী বেতনের ব্যবস্থা করিয়া সৈন্যশ্রেণী হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলেন এবং এই সমস্ত ঘটনার সরকারী কাগজপত্র সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিলেন। অতঃপর ঢাকায় থাকা নিরাপদ নহে মনে করিয়া দেওয়ানখানার কর্ম্মচারিবৃন্দ এবং জমিদার কানুনগো প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া চুণাখালি পরগণায় মুকসুদাবাদ নামক স্থানে রাজধানী করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কারণ ঐ স্থান বঙ্গের কেন্দ্রস্বরূপ।

মুর্শিদকুলী খাঁ এই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আর আজিম উশানের অনুমতির অপেক্ষা করিলেন না। দেওয়ানখানা এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্ম্মচারিগণকে অবিলম্বে মুকসুদাবাদে উঠাইয়া আনিলেন।

অরঙ্গজেব এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি এই সমস্ত ঘটনার সংবাদ অবগত হইয়া ক্রুদ্ধ ভাবে আজিম্ উশানকে পত্র লিখেন এবং তাঁহাকে বিহারে আসিয়া অবস্থান করিতে বলিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ মুকসুদাবাদে আগমনের এক বৎসর পরে হিসাব নিকাশের সমস্ত কাগজ প্রস্তুত করিয়া এবং জায়গীরের উপসত্ব হইতে উদ্বৃত্ত টাকাসহ প্রচুর রাজকর লইয়া, দাক্ষিণাত্যে বাদসাহের শিবিরে গমন করিলেন। বাঙ্গালা হইতে বাদসাহের নিকট কোন কালে এত অর্থ প্রেরিত হয় নাই। সম্রাটেরও তখন বিশেষ অর্থাভাব। সুতরাং তিনি মুর্শিদ্‌কুলীর কার্য্যকুশলতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে উৎকৃষ্ট খেলাৎ, বাদশাহী পতাকা, জয়ঢাক, সম্মানসূচক পরিচ্ছদ এবং সেনানায়ক পদ দিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান ও ডেপুটী নাজিম পদে নিযুক্ত করিলেন। সেই সঙ্গে মুর্শিদ "মুতিমুল উল্ মুলুক আলা উদ্দৌলা জাফর খাঁ নাসিরী নাসিরজঙ্গ" উপাধি পাইলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়াই মুকসুদাবাদকে নিজের নামানুসারে "মুর্শিদাবাদ" আখ্যা প্রদান এবং টাকশালা স্থাপনপূর্ব্বক মুদ্রা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বে মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল, মুর্শিদকুলী এক্ষণে উহাকে বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করিলেন এবং স্বীয় জামাতা সুজাউদ্দীন খাঁকে উড়িষ্যার নায়েব দেওয়ান করিয়া পাঠাইলেন। এখন তিনি বিশ্বাসী হিন্দু আমিলগণের দ্বারা প্রত্যেক চাক্‌লা ও মৌজার রাজস্ব বন্দোবস্তের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। নিজেও রাজ্যের অধিকাংশ স্থান পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। অনেক হিন্দু জমিদারকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং কাহাকে কিছু কিছু বৃত্তি দিয়া জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিলেন।

তিনি ভূপতি রায় ও কিশোর রায় নামক দুইজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণকে কোষাধ্যক্ষ এবং মুন্সীর (Private Secretary) পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশে মুসলমান প্রভাব বদ্ধমূল করেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার রাজ্যশাসনকালে এদেশে জমিদারগণের পনর আনা হিন্দু ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু জমিদারগণকে তিনি নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিয়া রাজস্ব আদায় করিতেন।

এই সময়ে ১৭০৭ খৃঃ অরঙ্গজেবের মৃত্যু হওয়ায় দিল্লীর সিংহাসন লইয়া বিশেষ বিপ্লব উপস্থিত হইল। সম্রাটের মধ্যমপুত্র আজিম শাহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। আজিম উশান্ এই সংবাদ পাইয়া স্বীয় পুত্র ফরুখশিয়রকে বাঙ্গালায় প্রতিনিধি রাখিয়া পিতার জন্য সিংহাসনলাভের মানসে দিল্লী যাত্রা করেন। তাঁহার পিতা মুয়াজিম মহম্মদ শাহ আলমই অরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। যুদ্ধে আজিম শাহ পরাজিত হন এবং শাহ আলম "বাহাদুর শাহ" নামে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭০৭ খৃঃ পিতার অনুমতিক্রমে আজিম উশান দিল্লীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সুতরাং এদিকে মুর্শিদ কুলী বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র মুসলমানপ্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন।

তথাপি তিনি বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের জমিদারদিগের কিছুই করিতে পারিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে আসাদ উল্লা নামক একজন ধর্ম্মপরায়ণ পাঠান সর্দ্দার ঝাড়খণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি আয়ের অর্দ্ধেক টাকা দীন দরিদ্রের দুঃখমোচন, সুপাত্রের আহার প্রদান, বিপন্নের উদ্ধার, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্‌দিগকে উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি নানা প্রকার সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। মুর্শিদকুলী খাঁ ইঁহাকে অধীন করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণুপুরের বীর জমিদার দুর্জ্জন সিংহ ঝাড়খণ্ডের সমীপস্থ আরণ্য প্রদেশে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, মুর্শিদ্ কুলী অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে দমন করিতে পারেন নাই।

ত্রিপুরা, কোচবিহার, এবং আসামের হিন্দু নরপতিগণ তখনও স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। কুলী খাঁ তাঁহাদের নিকট হইতে করস্বরূপ বার্ষিক কিছু কিছু উপঢৌকন গ্রহণপূর্ব্বক নিরস্ত ছিলেন। তাঁহারাও নবাবকে হস্তী, গজদন্ত, মৃগনাভি প্রভৃতি বিবিধ বহু মূল্য দ্রব্য উপহার দিয়া বিনিময়ে খেলাৎ লাভ করিতেন এবং নবাবের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন।

কথিত আছে যে কুলী খাঁ যৎকালে বাদশাহ সকাশে হিসাবনিকাশ প্রদান করেন, তৎকালে প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণ তাঁহাতে নামস্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন। তজ্জন্য নবাব তাঁহাকে তখন মৌখিক মিত্রতা দেখাইয়া পরে অনাহারে তাঁহার প্রাণসংহার করেন। এই ঘটনার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নবাব দর্পনারায়ণের পুত্রকে উক্ত পদ প্রদান করেন। [রাজশাহী দেখ]

মুর্শিদ্কুলী যখন দেওয়ান ছিলেন, তখন হুগলীর ফৌজদার স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেন, কিন্তু কুলী খাঁ বাঙ্গালার দেওয়ান ও নাজিম উভয় পদ লাভ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের আদেশ মতে ওয়ালী বেগ নামক এক ব্যক্তিকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। পূর্ব্ব ফৌজদার মুজিয়া উদ্দীন্ জৈন্ উদ্দীন্ ফরাসী ও ওলন্দাজগণের সহায়তায় নবাবের সৈন্যের সহিত চন্দননগরের নিকটে যুদ্ধ করেন। নবাবের হিন্দু সেনাপতি দলীপ বা দিলীপৎ সিংহ একটী ফরাসী কামানের গোলায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

জৈন্ উদ্দীন্ অনুচরবর্গ ও পেস্কার কিঙ্করসেনের সহিত দিল্লী যাত্রা করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইলে কিঙ্করসেন মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিয়া (চেহেল-সেতুন বা চল্লিশটী স্তম্ভযুক্ত নবাবের দরবারে) নির্ভয়ে মুর্শিদ্ কুলীকে বামহস্তে সেলাম করেন। নবাব ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, "যে দক্ষিণহস্তে বাদশাহকে সেলাম করিয়াছেন, সেই হস্তে কিরূপে নবাবকে সেলাম করিবেন।" যাহাহউক নবাব তখন কোন শাস্তি দেন নাই। তৎপরে তহবিল নষ্ট করার অভিযোগ কল্পনা করিয়া কিঙ্করসেনের পায়জামার মধ্যে বিড়াল পুরিয়া দেন এবং লবণমিশ্রিত মহিষের দুগ্ধ পান করান, তজ্জন্য উদরাময়ে কিঙ্করসেনের মৃত্যু হয়।

রাজস্ব দিতে দেরী হইলে নবাব হিন্দু জমিদারগণকে অত্যন্ত কঠোরভাবে শাস্তি দিতেন। তাহাদিগকে পাল্কী বা চৌপালায় চড়িতে দিতেন না। উৎসবাদিতে বাদ্যি বাজনা হইতে পারিত না। কিন্তু তাঁহার রাজকর্ম্মচারীরা অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন।

রাজশাহীর জমিদার উদয়নারায়ণ নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। পরে কোন ঘটনায় উদয়নারায়ণ আত্মহত্যা করিলে তাঁহার জমিদারী রামজীবনকে প্রদত্ত হয়।

নবাব বৈশাখ মাসের প্রথমে এক একটী পুণ্যাহ করিয়া ত্রিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব এবং বিবিধ উপহার দিল্লীতে প্রেরণ করিতেন।

ভূষণার জমিদার সীতারাম রায় তত্রত্য মুসলমান ফৌজদার আবু তোরাপকে নিহত করায় নবাব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বক্স আলি খাঁর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক সীতারামের জমিদারী লুণ্ঠন করিতে এবং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিতে আদেশ দেন। ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন, সীতারাম ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত ও শূলে আরোপিত হন, এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্র দাসরূপে বিক্রীত হয়। সে সময়ে দিল্লীতে সিংহাসন লইয়া নানা গোলযোগের পরে আজিম উশানের জ্যেষ্ঠপুত্র ফরুখসিয়র ১৭১৩ খৃঃ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং কুলী খাঁকে বাঙ্গালার দেওয়ান ও নাজিমের পদে উন্নীত করেন। নবাবও যথাসময়ে উপযুক্ত উপহার ও বার্ষিক রাজস্ব পাঠাইয়া বাদশাহের প্রিয়পাত্র হন।

ইহার পূর্ব্বে ইংরেজ কোম্পানী অরঙ্গজেবের নিকট হইতে বিনা শুল্কে বা অল্প শুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি লইয়া নানাস্থানে কুঠী নির্ম্মাণপূর্ব্বক ব্যবসায়ের বৃদ্ধি করিতেছিলেন। কিন্তু মুর্শিদ্ কুলী দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ইংরাজদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন এবং নিয়মিত শুল্ক প্রদানপূর্ব্বক বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন। ইংরাজেরা বেগতিক দেখিয়া দিল্লীতে দূত প্রেরণ করেন। ইংরাজ দূতগণ কৌশলে সৈয়দ আবদুল্লা ও সৈয়দ হোসেন আলি খাঁ নামক সম্রাটের উজীরদ্বয়কে হস্তগত করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সম্রাট্ ফরুখসিয়রের সহিত রাজপুতরাজ অজিতসিংহের কন্যার বিবাহের প্রস্তাব হইতেছিল। কিন্তু সম্রাট্ পীড়িত থাকায় বিবাহ স্থগিত হইবার উপক্রম হইতেছিল, এমন সময়ে ইংরেজ ডাক্তার হামিল্টন সাহেব সম্রাটের পীড়াশান্তি করিয়া আপনাদের অভিলাষ সিদ্ধ করেন। পূর্ব্বে ইহাঁরা আজিম উশানের নিকট হইতে কলিকাতা, সুতালুটী ও গোবিন্দপুর এই তিন খানি গ্রাম কিনিবার অনুমতি পান, একণে তদ্ব্যতীত সম্রাটের সনদে

৩৯ খানি নৌকা ক্রয় করিতে হুকুম পাইলেন। এই সময় হইতে কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হইল।

১৭১৮ খৃঃ কুলী খাঁ বিহার প্রদেশেরও দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। ১৭১৯ খৃঃ ফরখসিয়র নিহত হইলে মহম্মদ শাহ সম্রাট্ হন। তিনিও মুর্শিদ কুলী খাঁকে পূর্ব্বপদে বহাল রাখেন।

নবাব দস্যুদিগের দমনের নিমিত্ত নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতাপে বাঘে ও বক্রীতে এক ঘাটে জল খাইত, এরূপ প্রবাদ রহিয়াছে।

নবাব নিজের শেষাবস্থা বুঝিতে পারিয়া সমাধি-নির্ম্মাণে আদেশ দেন। মোরাদ ফরাস নামক এক ব্যক্তির উপর ভার অর্পিত হয়। মোরাদ চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত স্থানের হিন্দুমন্দির ভূমিসাৎ করিয়া সেই সমস্ত উপাদানে ৬ মাসের মধ্যে মস্‌জিদ ও সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন। হিন্দুগণ মন্দিরের পরিবর্ত্তে অট্টালিকার নূতন উপাদান দিলেও মোরাদ তাহা গ্রহণ করেন নাই। এইরূপে মুর্শিদ কুলী হিন্দুদিগের প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়াছিলেন।

নিজ দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া মুর্শিদকুলী ১৭২৫ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মুর্শিদ কুলী খাঁকে আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী মুসলমানগণ তাঁহাকে পীরের ন্যায় পূজা করিতেন। যথার্থতঃ তিনি রোমক-সম্রাট্ ব্রুটাসের ন্যায় যেরূপ বিচারপ্রথা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টান্তস্থানীয়। তাঁহার পুত্র কোন বিবাহিতা রমণীর ধর্ম্মনাশ করায় একমাত্র পুত্র হইলেও নবাব তাহার শিরশ্ছেদন করেন। এইরূপ ন্যায়পরতায় তিনি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছেন।

এমামুদ্দীন্ নামক হুগলীর একজন কোতোয়াল এক মোগলের কন্যাকে বলাৎকার করায়, হুগলীর ফৌজদার তাহার সুবিচার করেন নাই। মোগল নবাবের নিকট তাহার নালিশ করে, নবাব কোরাণের বিধান অনুসারে অপরাধীকে প্রস্তরনিক্ষেপ করিয়া বধ করিতে আদেশ দেন, এবং তাঁহার আদেশ তখনই প্রতিপালিত হয়।

তিনি সপ্তাহে দুইদিন বিচারালয়ে বসিতেন এবং খুনী মোকদ্দমাগুলি নিজে বিচার করিতেন। যাহাতে পক্ষপাত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি দানে হাতেম এবং বিচারে নসের খাঁর ন্যায় ছিলেন। ধর্ম্মকার্য্যে তিনি মুক্তহস্তে ব্যয় করিতেন। মহম্মদের জন্মোৎসবে শত সহস্র ব্যক্তিকে ভোজন করাইতেন। স্বহস্তে কোরাণ লিখিয়া মক্কা, মদিনা, বোগ্‌দাদ প্রভৃতি তীর্থস্থানে প্রেরণ করিতেন।

তিনি নিজে বিদ্বান্ ছিলেন এবং বিদ্বান্ ব্যক্তির আদর করিতেন। বিলাসিতাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। নসেফবানু নামী একমাত্র বিবাহিতা পত্নীতেই তিনি চিরদিন অনুরক্ত ছিলেন। তদানীন্তন মুসলমান-সমাজে স্ত্রীতে নিরত থাকার অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কিছুই ছিল না।

দেশের উন্নতিকামনায় খাদ্যাদি রপ্তানী হইতে দিতেন না। কেহ বাজার-দর বৃদ্ধি করিলে তাহাকে গর্দ্দভে চড়াইয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইতেন। তৎকালে এক টাকায় ৪।৫ মণ চাউল ছিল। লোকে মাসিক ২।৩ টাকা আয়ে প্রত্যহ পোলাও খাইতে পারিত। সাধারণতঃ লোকের সুখস্বচ্ছন্দতা অনেক বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। চোর ও দস্যুভয় ছিল না। কেবল হিন্দু জমিদারগণ রাজস্বের জন্য কঠোরভাবে উৎপীড়িত হইতেন।

গণিতে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। নিজে সমস্ত হিসাব পরিদর্শন করিতেন। তিনি কিছুতেই ইংরাজদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিতেন না।

মুর্শিদ কুলী খাঁর দোষ ছিল না এমন নহে। মনুষ্যচরিত্রে দোষ থাকিবার কথা। তবে সাধারণ নবাবগণ যেরূপ চরিত্রবান্ ছিলেন, তিনি তদপেক্ষা সহস্রগুণে উচ্চতম প্রকৃতির লোক। যিনি ব্যভিচারের জন্য একমাত্র পুত্রের শিরশ্ছেদ করিতে পারেন ইতিহাস ব্রুটাসের ন্যায় তাঁহাকে চিরদিন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবে। মুসলমানধর্ম্মের গোঁড়ামী তাঁহার ছিল। ব্রাহ্মণের ছেলে মুসলমান হইলে সে দোষ ঘটিয়া থাকে। তবে তদানীন্তন মুসলমান-সমাজে তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিজীবী কার্য্যকুশল ন্যায়পরায়ণ, সুদক্ষ এবং সংযতচরিত্র শাসনকর্ত্তার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। এই সমস্ত কারণে তিনি মৃত্যুর পরে পীরের ন্যায় পূজিত হইয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদ, (প্রাচীন নাম মকসুদাবাদ বা মুকসুসাবাদ) বঙ্গের ছোটলাটের অধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৩°৪৩´ ১৫´´ হইতে ২৪° ৫২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪৩´ হইতে ৮৮° ৪৭´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর ও দক্ষিণপূর্ব্ব সীমারূপে গঙ্গার মূলস্রোত ও পদ্মা প্রবাহিত হইতেছে, দক্ষিণসীমায় বীরভূম জেলা এবং পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা।

মধ্যস্থলে ভাগীরথী প্রবাহিত হইয়া এই জেলাকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে,—পশ্চিমাংশ রাঢ় ও পূর্ব্বাংশ বাগ্‌ড়ী নামে খ্যাত। স্তরে ও কৃষিতে এই দুই খণ্ডের ভূভাগ সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাঢ়ের জমি শক্ত আঁটাল মাটি ও কঙ্করে ভরা, এরূপ জমি ছোটনাগপুর হইতে বীরভূম জেলা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই জমি সাধারণতঃ উচ্চ ও অল্প অঁকবাঁক, মধ্যে মধ্যে বড় বড় বিল ও নদীবাহী স্রোত ভিতরে ভিতরে গিয়াছে।

কোথাও কাদার ঢিপি ভাগীরথীকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রাঢ়-জমি দেখিতে অনেকটা কটা বা লাল, চুণ ও লৌহক্ষার (Oxide of iron) মিশ্রিত। নদীসমূহে হঠাৎ বন্যা হয়, কিন্তু তাহাতে সমস্ত ভূভাগ বেশীক্ষণ জলময় থাকে না। এজন্য গাঙ্গের ব-দ্বীপের জমির ন্যায় এখানকার জমি তত উর্ব্বরা নয়। এখানে কেবল আমন ধানই হয়।

বাগ্‌ড়ী অংশের জমি পূর্ব্ববঙ্গের মত, চারিদিকে গঙ্গা, ভাগীরথী ও জলঙ্গী দ্বারা বেষ্টিত। ইহার মধ্যে মধ্যে আবার গঙ্গার শাখা উপশাখা গিয়াছে। এখানকার জমি প্রধানতঃ নাবাল। প্রতিবর্ষেই বন্যার জলে ডুবিয়া যায়। তজ্জন্য অধিবাসিগণ যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এ জমি সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। এখানে আশু ও আমন উভয় প্রকার ধান্যই জন্মিয়া থাকে।

বহরমপুরে বিচার সদর বটে, কিন্তু বঙ্গের নবাবী রাজধানী মুর্শিদাবাদ সহরেই এখনও বহু লোকের বাস। এই জেলার গঙ্গাতীরেই প্রধান প্রধান হাট,তন্মধ্যে ভগবান্‌গোলা বা অলাতলি ও ধুলিয়ানই সর্ব্বপ্রধান। গঙ্গার শাখা ভাগীরথী, ভৈরব, শিয়ালমারি ও জলঙ্গী এই জেলায় প্রবাহিত ও এই সকল নদীর তীরেও অনেক ছোট ছোট হাট আছে। সুতী থানার নিকট হইতে ভাগীরথী নানা শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া অধিকাংশ প্রাচীন ও আধুনিক সহরের পার্শ্ব দিয়া চলিয়াছে। বৎসরের মধ্যে ছয়মাস কাল ইহার মধ্য দিয়া প্রভূত নৌবাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্ব বা বামকূলে জঙ্গীপুর, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, কাসিমবাজার ও বহরমপুর সহর এবং দক্ষিণ ধারে বদ্রীহাট ও রাঙ্গামাটী (কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষ)। পশ্চিম হইতে শিলা আসিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে। পাগ্‌লা, বাঁস্‌লোই, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী ও কুইয়া নানা স্থানে জল ঢালিয়া অবশেষে ভাগীরথীতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই জেলায় প্রথম ২৫ মাইল ছাড়া আর সমস্ত বামকূলেই উচ্চ বাঁধ দেওয়া হইয়াছে।

রাঢ় অঞ্চলই খনিজ দ্রব্যের আকর। স্থানে স্থানে লৌহ ও ঘুটিম্ পাওয়া যায়। পশ্চিমাংশে প্রচুর কাঁকর রহিয়াছে, তাহাতে রাস্তা মেরামত হয়। এখানকার জঙ্গলে রেশমগুটী, মৌচাক, নানাপ্রকার ভৈষজ্য লতা ও মূল এবং লাক্ষা পাওয়া যায়। সাঁওতাল ও ধাঙ্গড়েরাই শাল ও কুসুম গাছে লাক্ষা-কীট পালন করিয়া থাকে।

জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে ময়ূরাক্ষী ও দ্বারকা নদীর সঙ্গমে ১৬ বর্গমাইল বিস্তৃত 'হেজাল' নামে নিম্নভূমি আছে। বর্ষাকালে এই স্থান জলে ডুবিয়া যায়, তখন আউস ও বোরো ধান হইয়া থাকে। জল শুকাইয়া গেলে গোয়ালারা ঐস্থানে গোরু চরাইয়া থাকে। জেলার মধ্যে বন্য পশু বড় দেখা যায় না। রাঢ় অঞ্চলে কএক প্রকার হরিণ দৃষ্ট হয়।

এই জেলায় প্রায় সাড়ে বার লক্ষ লোকের বাস। তন্মধ্যে কৈবর্ত্তের সংখ্যাই লক্ষাধিক হইবে। সদ্‌গোপ ও গোয়ালার সংখ্যাও কিঞ্চিদধিক ৩৬ হাজার; ব্রাহ্মণের সংখ্যা তাহার কিছু কম। বিশ হইতে ত্রিশ হাজারের মধ্যে বাগ্‌দী, চামার ও তাঁতি; দশ হইতে পনর হাজারের মধ্যে কায়স্থ, বণিয়া, রাজপুত, কোচ, নাপিত, শুঁড়ি, তেলি, কুমার, মাল, বড়ই, কামার, চণ্ডাল এবং পাঁচ হইতে নয় হাজারের মধ্যে কলু, হাড়ি, ডোম, মোদক, ধোপা, মাল্লা ও জুগী হইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ মধ্যে এখানে বৈষ্ণবের সংখ্যাই অধিক।

মুর্শিদাবাদে মুসলমান-রাজধানী হইলেও এখানে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। এমন কি, মুর্শিদাবাদ সহরে ও সহরের উপকণ্ঠেও হিন্দুর সংখ্যাই অধিক হইবে, জেলার উত্তরপূর্ব্বে ও দক্ষিণপূর্ব্বে কৃষিপ্রধান স্থানেই মুসলমানের বাস অধিক দেখা যায়। এখানে শতকরা প্রায় ৫২ জন হিন্দু ও ৪৮ জন মুসলমান। জৈন ও খৃষ্টানের সংখ্যা ৫.৬ শত হইবে। আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জেই প্রধানতঃ জৈন-বণিকগণের বাস।

মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, কান্দি বা জেমোকান্দি, জঙ্গীপুর ও বেলডাঙ্গা এই কয়টী জেলার প্রধান সহর। বাণিজ্য-প্রধান স্থানের মধ্যে ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, ভগবান্‌গোলা, ধুলিয়ান, মুরারই ও নলহাটী উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন দ্রষ্টব্য ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে রাঙ্গামাটী, বদ্রীহাট বা গয়সাবাদ, সৈয়দাবাদ, কালকাপুর, কাসিমবাজার ও গাড়িয়ার রণক্ষেত্র।

এই জেলায় কৃষিজাত মধ্যে ধান্যই প্রধান। পশ্চিমাংশে আমন ও পূর্ব্বাংশে আউসের চাষই অধিক। পূর্ব্বাংশে শীতকালে যব, গোম, নানাপ্রকার কলায় ও সর্ষপাদি উৎপন্ন হয়। এখানে পাট বেশী হয় না। নীল ও রেশম উৎপাদনের ব্যবস্থাও পূর্ব্ববৎ নাই। কূপ বা খাল নাই। সরোবর বা কোন স্রোতের জল ক্ষেতে আনিয়া কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

এখানকার জমির খাজনা পার্শ্ববর্ত্তী জেলা অপেক্ষা কম। আউসের জমি ৮০ হইতে ৩৲ টাকায় এবং আমনের জমি ৮০ হইতে ১২৲ টাকায় এক এক একর বিলি হইয়া থাকে। 'রামণা' বা 'হরিণচারণ' জমি নবাবী আমল হইতে নিষ্কর। উঠবন্দী বা ফসলিজমিরও খাজনা নির্দ্দিষ্ট নাই, ফসল জন্মিলে

তদনুসারে খাজনা ধার্য্য হইয়া থাকে। কেবল ভাগীরথীর উত্তর পার্শ্বের কোন কোন চরে ও হেজাল ভূভাগেই এইরূপ প্রথা আছে। এ ছাড়া "ভোগজোত" নামে এক প্রকার জোত আছে, এই জোতের খাজনার পরিবর্ত্তে উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধাংশ ভূস্বামীকে দেওয়া হইয়া থাকে।

এই জেলার বাণিজ্যসমৃদ্ধি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। নবাবী আমলে বাণিজ্যের জন্য মুর্শিদাবাদ জেলাই প্রধান ছিল। সর্ব্বপ্রধান বণিকগণ এখানেই বাস করিতেন। এখন সেই গতস্মৃতির নিদর্শন মাত্র রহিয়াছে। রেশম-প্রস্তুত মুর্শিদাবাদের একটী প্রধান ব্যবসা। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইলেও গবর্মেণ্টের চেষ্টায় জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে রেশম-গুটি উৎপাদনের নানা চেষ্টা হইতেছে। এজন্য বহরমপুরে একজন কৃষিতত্ত্বজ্ঞ রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। তাঁহার কার্য্যালয়ে মুর্শিদাবাদের নানা শ্রেণীর গুটির নমুনা দৃষ্ট হয়।

মুর্শিদাবাদের তসর ও গরদের কাপড় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, এখনও নানা পল্লীতে বোনা হইয়া থাকে, তবে এখানকার তন্তুবায়দিগের অবস্থা ভাল নয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের নীলকর-হাঙ্গামার পর হইতে এখানকার নীলের চাষের সম্পূর্ণ অবনতি ঘটিয়াছে। মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুর সহরে হস্তিদন্তনির্ম্মিত বহুবিধ দ্রব্য এবং সোণা ও রূপার জরির কাজ হইয়া থাকে। এই জেলার খাগড়ার কাঁসার বাসন সর্ব্বত্র আদৃত।

নদী ও রেলপথে বাণিজ্যের সুবিধা থাকায় এখানে জৈন-ধনকুবেরগণ বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে এখানে জলপথেই বেশী বাণিজ্য হইত, ভাগীরথী মধ্যে মধ্যে মজিয়া যাওয়ায় এখন বড়ই অসুবিধা ঘটিয়াছে।

নলহাটী হইতে আজিমগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলপথ, তদ্ভিন্ন যাতায়াতের সুবিধার জন্য এই জেলার মধ্য দিয়া ১৫টী পাকা রাস্তা গিয়াছে। নদীয়া হইতে ভগবান্‌গোলা যাইবার রাস্তা দৈর্ঘ্যে ৪৪ মাইল হইবে।

এই জেলা হইতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। শান্তিরক্ষার জন্য প্রায় ৫ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। ডাকাইতীর জন্য এই জেলার বড়ই বদনাম ছিল, পূর্ব্বে পল্লিবাসিগণ ডাকাতের ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিত। সেই জন্যই এত বেশী শান্তিরক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে।

এই জেলা ৪টী মহকুমা, ২৩টী থানা ও ৬৮টী পরগণায় বিভক্ত।

মুর্শিদাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর, কান্দি, জঙ্গীপুর ও বেলডাঙ্গায় মিউনিসিপালিটী আছে। এই জেলার জলবায়ু নিম্নবঙ্গেরই মত, কেবল গ্রীষ্মকালে মধ্যভারত হইতে উত্তপ্ত বায়ু আসিয়া এখানকার অধিবাসিগণকে নিপীড়িত করে। এখানকার বার্ষিক গড়পড়তা তাপ ৭৮.৬° (ফারেন্‌হিট)। বৈশাখমাসে সময়ে সময়ে ১০৫.২° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে। পৌষ মাসে ৪৬.২° পর্য্যন্ত নামে। বার্ষিক গড়পড়তা বৃষ্টিপাত ৫৬° ইঞ্চ। মুর্শিদাবাদ-সহর ও সহরের উপকণ্ঠ অনেকটা স্বাস্থ্য-জনক হইলেও ভাগীরথীর নানা স্থানে বাঁধ থাকায় ও জল নির্গমের সুবিধা না থাকায় বর্ষাগমে নানা গ্রামে ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠা দেখা দেয়। প্লীহা এখানকার গ্রামবাসীর প্রায় অঙ্গভূষণ। কোরণ্ড ও গোদ অনেকের দেখা যায়। গত শতাব্দে ম্যালেরিয়া-প্রকোপে কাসিমবাজার ও নিকটবর্ত্তী বহু গ্রাম উৎসন্ন গিয়াছে।

এই জেলায় ৫টী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। বহরমপুরে সাবেক গোরাবারিকের মধ্যে গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে পাগলাগারদ হইয়াছে।

পুরাতত্ত্ব।

এখন মুর্শিদাবাদ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, কিন্তু ১৮শ শতাব্দে ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থানই একটী বিস্তীর্ণ নগররূপে পরিশোভিত ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরেই রাজধানী স্থাপন করেন, কিন্তু ক্রমে তাহার উভয় তীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মুর্শিদকুলী সমস্ত বঙ্গরাজ্যকে যে ত্রয়োদশ চাকলায় বিভক্ত করিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদ তাহারই একটী। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলাও ভাগীরথীর উভয় তীর অতিক্রম করিয়া বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ভাগীরথীর গতিপরিবর্ত্তনে পূর্ব্বাংশের প্রাচীন কীর্ত্তি অধিকাংশ বিলুপ্ত, কিন্তু পশ্চিমাংশে এখনও অনেক পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন রহিয়াছে।

আজিমগঞ্জের রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে গয়সাবাদ নামক গ্রাম অবস্থিত। এই স্থান হইতে সুপ্রসিদ্ধ অশোকের লাট আবিষ্কৃত হইয়াছে। পালরাজগণ এখানে এক সময়ে রাজত্ব করিতেন। এই গ্রামের সন্নিহিত সমুদয় স্থান এক সময়ে মহীপাল নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, গয়সাবাদের ৩ ক্রোশ দূরে এখনও "মহীপাল" নামে একটী গ্রাম রহিয়াছে। মহীপাল ও গয়সাবাদে বহু প্রস্তর ও ইষ্টকরাশি পড়িয়া রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে গৌড়ের সুলতান গয়াসুদ্দীন্ মহীপালনগরের পুরাকীর্ত্তি ভাঙ্গিয়া তাহারই মাল মসলায় গয়সাবাদ পুনর্নির্ম্মাণ করেন। গয়সাবাদ এক সময়ে এতদূর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, এখানে ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ৭টী হাট স্থাপিত হয়, যথা—সরাইহাট, গোপালহাট, হঁকাহাট, ভাদুড়ীহাট, দত্তরহাট, বাগানহাট

ও ধুঁইহাট। এখন আর সে হাট নাই, তাহার স্থানে ৭টী ছোট ছোট গ্রাম হইয়াছে। গয়সাবাদে একটী দরগা আছে, সাধারণে তাহাকে সুলতান্ গয়াস্ উদ্দীনের সমাধি বলিয়া থাকে। এই দরগার অভ্যন্তর হইতে কাপ্তেন লেয়াড সাহেব একখণ্ড খোদিত প্রস্তর লইয়া কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে পাঠাইয়া দেন, তাহাতে সুপ্রাচীন পালিলিপি খোদিত ছিল। দরগা ব্যতীত নসীপুররাজপ্রতিষ্ঠিত একটী আধুনিক দেবমন্দিরও আছে।

মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ ও বহরমপুর হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে রাঙ্গামাটী নামে এক প্রাচীন পল্লী রহিয়াছে। এক সময়ে এই স্থান গৌড়ের অন্তররাজধানী কর্ণসুবর্ণ এবং দক্ষিণরাঢ়ী ও বারেন্দ্র কায়স্থদিগের একটী সমাজ বলিয়া গণ্য ছিল। ভাগীরথী সেই প্রাচীন রাজধানীকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এখনও রাঙ্গামাটীর নিম্নে প্রাচীন প্রবাহ বিল বা বাঁওড়রূপে পরিণত। চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং কর্ণসুবর্ণ-রাজধানীতে আসিয়া 'লো-তো-বী-চী' বা রক্তমৃত্তি নামক সঙ্ঘারাম দর্শন করিয়াছিলেন। এখনও এখানে ভাগীরথীতরঙ্গবিধৌত রক্তবর্ণাভ সমুচ্চ ভূভাগ রক্তমৃত্তি বা রাঙ্গামাটী নামের সার্থকতাসম্পাদন করিতেছে। রাঙ্গামাটীর অধিকাংশ নদীগর্ভশায়ী হইলেও এখনও নানা স্থানে প্রাচীন ইষ্টক ও প্রস্তররাশি এবং প্রস্তরনির্ম্মিত ভগ্ন দেবদেবী মূর্ত্তি পূর্ব্ব সমৃদ্ধির ক্ষীণস্মৃতি প্রকাশ করিতেছে। এখনও নদীগর্ভ হইতে প্রাচীন বিধ্বস্ত গৃহাদির নিদর্শন ও গুপ্তরাজগণের সময়কার বহুতর মুদ্রা মধ্যে মধ্যে অধিবাসিগণের নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। [কর্ণসুবর্ণের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় কর্ণসুবর্ণ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

মহীপাল গ্রামের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রাম আজিমগঞ্জ নলহাটী ষ্টেট রেলওয়ের বাড়ালা ষ্টেসন হইতে সার্দ্ধ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। বাড়ালা ষ্টেসন হইতে গয়সাবাদ পর্য্যন্ত ৪ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া মহীপাল নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তিরুমলয়ের গিরিলিপি হইতে জানা যায় যে রাজেন্দ্র চোলের দিগ্বিজয়কালে উত্তররাঢ়ে মহীপাল রাজত্ব করিতেন। [গৌড় দেখ] এই মহীপালের প্রতিষ্ঠিত নগরই এখন মহীপাল গ্রামরূপে পরিণত হইয়াছে। এখনও এই গ্রামে মহীপালদেবের প্রাসাদের এবং অন্যান্য অট্টালিকা ও বহু মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহীপাল গ্রামের সার্দ্ধ তিন ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে "সাগরদীঘি" নামে এক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা রহিয়াছে। স্থানীয় লোকেরা এই সরোবর রাজা মহীপালের কীর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই দীর্ঘিকার দৈর্ঘ্য প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ, এত বড় পুষ্করিণী এ অঞ্চলে আর দেখা যায় না।*

এই মুর্শিদাবাদ জেলাই উত্তররাঢ় বলিয়া প্রসিদ্ধ। আদিশূরের রাজত্বকালে উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে যে ৫ জন কায়স্থ আসিয়া এই উত্তররাঢ়ে বাস করেন, তাঁহারাই বর্ত্তমান উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের আদিপুরুষ। এই উত্তররাঢ়ের মধ্যে সিংহেশ্বর, যজান, বহড়ান, সেহ ও বিরামপুর এই পঞ্চ গ্রামে উক্ত পঞ্চ জন আসিয়া বাস করেন, সেই হেতু উক্ত পঞ্চ গ্রামই উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের আদিসমাজ বলিয়া গণ্য। শূর, পাল ও সেনবংশের প্রভাব খর্ব্ব হইলে এখানকার উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণ প্রবল হইয়া অর্দ্ধস্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত ফতেসিংহ পরগণা তাঁহাদের লীলাক্ষেত্র। যখন বাদশাহ অকবর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া মানসিংহ বঙ্গজয়ে আগমন করেন, তখনও এখানে উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণ রাজত্ব করিতেছিলেন; তাঁহারা পাঠানদিগের সহিত মানসিংহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগলসেনানীর এক প্রধান কর্ম্মচারী সবিতারায়ের চেষ্টায় ফতেসিংহের কায়স্থ, শূর ও হাড়িরাজ্য বিধ্বস্ত হয়। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের পূর্ব্বকীর্ত্তি মুর্শিদাবাদের নানাস্থানে বিস্তৃত রহিয়াছে, তন্মধ্যে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ঘোষবংশের আদিপুরুষ সোমেশ্বর ঘোষ-প্রতিষ্ঠিত যজানের সর্ব্বমঙ্গলা ও সোমেশ্বর নামক শিবমন্দির এবং পাঁচথুপি গ্রামে উত্তররাঢ়ীয় নরপতিরাজগণের কীর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।

মুর্শিদাবাদ সহর হইতে ১৷৹ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে কাসিমবাজারের চূণাখালি নামক প্রাচীন গ্রাম; পাঠান রাজত্বকালে এই গ্রামটী বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। টোডরমল যখন রাজস্ব আদায়ের সুবিধাকল্পে পরগণা বিভাগ করেন, তখন এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ "চূণাখালি পরগণা নামে

---

* সাগরদীঘির খননকাল সম্বন্ধে একটী শ্লোক প্রচলিত আছে,—

"শাকে সপ্তদশাব্দকে স্থিতে সাগরদীর্ঘিকা।
পালবংশকৃতং খাতং ব্রহ্মহত্যামুক্তিহেতুনা॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাকারীর মুক্তিহেতু ১৭ শকাব্দে পালবংশ দ্বারা এই সাগরদীর্ঘিকা খাত হইয়াছিল। কেহ কেহ উক্ত শ্লোকার্থ কষ্টকল্পনা করিয়া ৭১০ অব্দ মনে করেন। তাঁহার যুক্তি এই যে 'অব্দ' অর্থে বেদ=৪, এবং সপ্তদশের অর্থ ৭১। কিন্তু এ অর্থ কাহারও অনুমোদিত নহে। অব্দ অর্থ ৪ ধরিলে 'অঙ্কস্য বামাগতি' নিয়মানুসারে ৪১৭ হয়। কিন্তু ৪১৭ শকেও কোন পালরাজের অস্তিত্ব ছিল না। এরূপ স্থলে, উক্ত শ্লোকটির মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না, উহা কোন ইতিহাসানভিজ্ঞ লোকের মনঃকল্পিত আধুনিক রচনা।

প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই চুণাখালি গ্রামে মসনদ আউলিয়ার সমাধি-মন্দির আছে, সেই কবরের নিকটস্থ একখানি প্রস্তরে আবুল মুজঃফর ফিরোজ সুলতানের (১৪৯০ খৃঃ) নাম দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এখানকার কাগজ প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার জঙ্গীপুর মহকুমার মধ্যে সাগরদীঘী-রেলওয়ে ষ্টেসনের ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে চাঁদপাড়া গ্রাম অবস্থিত। হোসেন বাদশাহ হইবার বহুপূর্ব্বে এই চাঁদপাড়ায় সুবুদ্ধি রায়ের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। পরে তিনি গৌড়ের সুলতান হইয়া তাঁহার পূর্ব্বপ্রভু সুবুদ্ধি রায়কে এই চাঁদপাড়া গ্রাম নিষ্কর দান করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সুবুদ্ধি রায় নিষ্কর লইতে অস্বীকার পাইলে গৌড়েশ্বর এক আনা কর ধার্য্য করিয়া চাঁদপাড়া দান করেন, তদবধি ইহার 'এক আনা চাঁদপাড়া' নাম হইয়াছে।

উক্ত চাঁদপাড়ার তিন ক্রোশ পশ্চিমে একটী প্রকাণ্ড দীঘী আছে, তাহা 'সেখের দীঘী' নামে পরিচিত। দীঘীর পশ্চিমপাড়ের প্রস্তরফলক হইতে জানা যায়, ৯২১ হিজরী রবিয়স্সানি মাসে হোসেন শাহের রাজত্বকালে ঐ দীঘী খনন করা হয়। সাগরদীঘী ও মহেশাল দীঘীর পর এত বড় দীঘী জেলার মধ্যে আর কোথাও নাই। দীঘী যেমন বড়, ইহার চারিপার্শ্বে সুদৃশ্য বৃক্ষশ্রেণী শোভিত থাকায় তেমনি মনোরম। দীঘীর নামে নিকটস্থ গ্রামও "সেখের দীঘী" নামে খ্যাত।

জঙ্গীপুর হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে "জীয়ৎকুঁড়ি" গ্রাম। এখানে একটী অতিপ্রাচীন নরা কুণ্ড বা পুকুর আছে, তাহার জীয়ৎকুঁড়ি বা জীবৎকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। তাহা হইতে এই স্থানেরও নামকরণ হইয়াছে। কুণ্ডটী আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও এক সময়ে অতিগভীর ছিল। ইহার চারিদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহাদির ভগ্নাবশেষ ও দেবদেবীর ভগ্ন-মূর্ত্তি ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। ইষ্টক ও মূর্ত্তি দেখিলে এই স্থান অতি প্রাচীন বলিয়াই মনে হইবে। সাবেক মুদ্রা ও অস্ত্রাদি এখান হইতে পাওয়া গিয়াছে। কুণ্ডের গর্ভে অর্দ্ধ-প্রোথিত দেবামূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহাই কুণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কিছু দিন পূর্ব্বে এই কুণ্ডের কিছু দূরে এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর দেখা যাইত তাহাই সুড়ঙ্গের মুখ বলিয়া সাধারণের ধারণা।

জীয়ৎকুঁড়ির দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে মহেশাল গ্রাম। এখানেও এক প্রকাণ্ড দীঘী আছে, সেই দীঘীর পাড়ে হোসেন শাহের একজন সভাসদ্ মঙ্গলসেনের বাড়ী ছিল, এখন তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই ভগ্নাবশেষ হইতে হোসেন শাহের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মঙ্গলসেন মহেশালের চৌধুরিবংশের আদিপুরুষ। অনেকে মনে করেন, ঐ মঙ্গলসেনের নাম হইতে মঙ্গলপুর পরগণার নামকরণ হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদের বৈষ্ণব-সমাজে শ্রীনিবাসাচার্য্যের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। কান্দীবিভাগের অন্তর্গত কাঞ্চনগড়িয়া, ভগবান্-গোলার নিকটস্থ তেলিয়া-বুধুরি এবং গয়াসের নিকটস্থ যোয়া-কুলী গ্রামে শ্রীনিবাসাচার্য্য হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকবি গোবিন্দদাস ও রামচন্দ্র কবিরাজ তেলিয়া-বুধুরিতে বাস করিতেন। বহরমপুরের পরপারে ভাগীরথীর পশ্চিমে বুঁধুইপাড়া গ্রাম। এখানকার রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজনবল্লভের সহিত শ্রীনিবাসকন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর বিবাহ হয়। পরে আচার্য্যের কনিষ্ঠপুত্র গোবিন্দের ২য় ও ৩য় পুত্র রাধামাধব ও সুবলচন্দ্র ঠাকুরও আসিয়া বাস করেন।

ফতেসিংহ পরগণার পার্শ্বেই সেরপুর পরগণা। সেরপুরের আতাই নগরে একটা দৃঢ় দুর্গ ছিল। এই সেরপুরের আতাই নামক স্থানে রাজা মানসিংহ সদলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানে মোগল-পাঠানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর মানসিংহের অনুগৃহীত-রাজা সবিতা রায়ের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হন। সবিতা রায় ফতেসিংহ পরগণা লাভ করেন। বর্ত্তমান জেমুয়াকান্দির রাজবংশ উক্ত সবিতা-রায়ের বংশধর। সবিতার বংশধরগণের কীর্ত্তি ফতেসিংহ পরগণার নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ মতিঝিলের পূর্ব্বতীরে কুমারপুর বা কৌয়ারপাড়া গ্রাম। এই স্থান বৈষ্ণবদিগের অতি প্রিয়। জীব গোস্বামীর প্রিয়শিষ্যা হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী বৃন্দাবন হইতে কুমারপুরে আসিয়া রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নির্ম্মিত পুরাতন মন্দির এখন ভগ্ন, এখন নবনির্ম্মিত একটী মন্দিরে বিগ্রহ স্থাপিত।

বঙ্গে য়ুরোপীয় বণিকগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের নানাস্থানে কুঠী নির্ম্মাণের চেষ্টা হয়। ওলন্দাজেরাই প্রথমে কাসিমবাজারের পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী কালিকাপুরে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। এখন কালিকাপুরে ওলন্দাজসমাধিক্ষেত্র ভিন্ন আর কোন ওলন্দাজচিহ্ন নাই।

ওলন্দাজদিগের পর ইংরাজেরা কাসিমবাজারে আসিয়া কুঠী স্থাপন করেন। কলিকাতার বাণিজ্যসমৃদ্ধি বিস্তারের পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দে কাসিমবাজার বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া গণ্য ছিল। রেশম, তূলা, নানাপ্রকার রেশমী ও তসর বস্ত্র, মসলিন ও হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত নানা দ্রব্যের ব্যবসার জন্য কাসিমবাজারের নাম এসিয়া ও

য়ুরোপের সকল প্রধান বন্দরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত কাসিমবাজার অতি স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে কাসিমবাজারের ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কাসিমবাজারের নিম্নে ভাগীরথীর প্রবাহ রুদ্ধ হওয়ায় ব্যবসা ও স্বাস্থ্য বিলুপ্ত হয়। অল্পদিন মধ্যেই ইহার চারিদিক্ জঙ্গলময় ও বন্য শ্বাপদের আবাসস্থান হইয়া পড়ে। এক সময়ে ঘনসন্নিবিষ্ট অট্টালিকার জন্য কাসিমবাজারের রাজপথে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারিত না, এখন চারিদিক্ জঙ্গলময় ও ম্যালেরিয়ার আশ্রয় হইয়াছে। কাসিমবাজারের রাজবংশের ও রাজা আশুতোষনাথ রায়ের বাস না থাকিলে বোধ হয় কাসিমবাজারের নাম পর্য্যন্ত লোপ হইত। এখানকার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ইংরাজ-রেসিডেন্সীর ভগ্নাবশেষ, তৎসংলগ্ন সমাধিস্থান, দুই একটী প্রাচীন শিবমন্দির ও জৈনদিগের নেমিনাথের মন্দির পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সনন্দ লাভ করিয়া আর্ম্মাণী বণিক্গণ সৈয়দাবাদে আসিয়া কুঠী নির্ম্মাণ করেন। য়ুরোপীয় বণিক্গণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহারা কেহ বিচলিত হন নাই। পলাশীযুদ্ধের পরবৎসরে আর্ম্মাণীরা এক বৃহৎ গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করেন, অদ্যাপিও সৈয়দাবাদে সেই গীর্জ্জা বিদ্যমান্ রহিয়াছে। আর্ম্মাণীদের পর ফরাসী-বণিক্গণও সৈয়দাবাদে আসিয়া কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বহরমপুর হইতে লালবাগ পর্য্যন্ত রাজপথ-নির্ম্মাণকালে সেই কুঠী ভূমিসাৎ করা হয়। সেই স্থান এখন ফরাসডাঙ্গা নামে খ্যাত।

ইতিহাস।

মুর্শিদাবাদ জেলা বহুপূর্ব্ব কাল হইতেই শূর ও পালবংশের লীলাভূমি হইলেও এবং এই জেলার নানা স্থানে নানা জাতীয় রাজার অভ্যুদয় ও পতন সাধিত হইলেও, খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার ধারাবাহিক ইতিহাস আরম্ভ। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ্ কুলী খাঁ মুকসুদাবাদে আসিয়া বর্ত্তমান নিজামত-কেল্লার পূর্ব্বদিকে কুলুড়িয়া নামক স্থানে দেওয়ানখানা ও মহলসরা প্রস্তুত করিয়া নৈপুণ্যসহকারে দেওয়ানী চালাইয়াছিলেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। আজিম ওশানের সাহায্যে বাহাদুর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াই পুত্রের প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া আজিম ওশানকে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবেদার করিলেন, কিন্তু আজিমকে অনেক সময় পিতার নিকট উপস্থিত থাকিতে হয় বলিয়া তিনি ফরুখ্সিয়রকে বাঙ্গালার প্রতিনিধি রাখিয়া দিলেন।

* এই সময় মুর্শিদকুলী সম্রাট্ বাহাদুর শাহের অনুমতি লইয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী এবং বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিমপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেওয়ানী ও নিজামত সংক্রান্ত সকল কার্য্য স্বাধীনভাবে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। [মুর্শিদ্ কুলী খাঁ দেখ]

১৭০৯ খৃষ্টাব্দে ফরুখসিয়র ও মুর্শিদ কুলীকে কার্য্যোপলক্ষে দিল্লী যাইতে হয় এবং তাঁহাদের স্থানে সেরবলন্দ খাঁ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। এই সেরবলন্দ খাঁকে ৪৫ হাজার টাকা দিয়া ইংরাজ কোম্পানী বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় অবাধ বাণিজ্যের হুকুম পাইয়াছিলেন। ঐ বর্ষে নবেম্বর মাসে সের বলন্দ অবসর লয়েন। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে আজিম ওশানের প্রতিনিধিরূপে মুর্শিদকুলী আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে সম্রাট্ বাহাদুর শাহ প্রাণত্যাগ করেন। এই মৃত্যুর পরই তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদে আজিম ওশান্ নিহত হন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৈজ উদ্দীন্ "জাহান্দার শাহ" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে উপবেশন করেন। দিল্লীর গোলযোগের সংবাদ মুর্শিদাবাদে বড় কেহ জানিত না। মুর্শিদ কুলী এখানে আজিম্ ওশানের মৃত্যুসংবাদ চাপা দিয়া বরং তাঁহারই নামে মুদ্রাঙ্কণের আয়োজন করিতেছিলেন। অবশেষে জাহান্দারকেই সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন।

এদিকে ফরুখসিয়র আজিম ওশানের প্রতিনিধিস্বরূপ এক বর্ষ ঢাকায় থাকিয়া বাহাদুর শাহের অভিষেকের পর মুর্শিদাবাদে আগমনপূর্ব্বক কিছুদিন লালবাগের প্রাসাদে বাস করেন। পরে রাজমহল হইয়া পাটনায় গিয়া রহিলেন। বাহাদুর শাহ ও আজিম ওশানের মৃত্যুর পর তিনি পাটনায় আপনাকে "বাদশাহ" বলিয়া প্রচার করেন এবং বাদশাহী লাভের সাহায্য করিবার জন্য মুর্শিদকুলীকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মুর্শিদকুলী উত্তরে জানাইলেন যে, যখন তিনি জাহান্দারকে "বাদশাহ" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবেন না। তাহাতে ফরুখ্সিয়র কুলীখাঁর উপর অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ও মাথা আনিবার জন্য সৈয়দ হোসেন আলীকে পাঠাইলেন। এই সময়ে ফরুখ্সিয়র ইংরাজ ও ওলন্দাজদিগের নিকট ৪।৫ লক্ষ টাকা দাবী করেন। ইংরাজেরা নবাব-কর্ম্মচারীকে ঘুষ দিয়া সে যাত্রা নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।

ফরুখসিয়রের প্রেরিত সৈন্যগণ পুনঃ পুনঃ মুর্শিদকুলীর নিকট পরাজিত ও শেষে তাঁহার প্রধান কর্মচারী আফ্রিসিয়াব খাঁর ভ্রাতা রসীদ খাঁ নিহত হইল। এদিকে দিল্লীতে গোলযোগের সংবাদ পাইয়া তিনি আগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের অপরিসীম চেষ্টায় ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ফরুখসিয়র দিল্লীর সিংহাসনে বসিলেন। মুর্শিদকুলীও চিরপ্রথামত বাদশাহকে উপযুক্ত নজর ও উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করিলেন। ফরুখসিয়র পূর্ব্ব হইতে কুলীখাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিলেও তাঁহাকে বিশ্বস্ত ও কার্য্যদক্ষ কর্মচারী বলিয়া জানিতেন। তাঁহার বর্ত্তমান ব্যবহারে পূর্ব্ববিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া এবার তাঁহাকেই বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবেদারী ও পূর্ব্ববৎ দেওয়ানী প্রদান করিলেন।

মুর্শিদকুলীর সুবেদারী কালে বাঙ্গালার যথেষ্ট সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছিল, সে কথা লিখিত হইয়াছে। [মুর্শিদ কুলী খাঁ দেখ] স্বীয় পুত্রের প্রাণদণ্ড করিবার পর কুলী খাঁ দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর প্রতিই স্নেহাকৃষ্ট হইলেন। এমন কি, ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জামাতা সরফরাজের পিতা সুজা উদ্দীনের জন্য চেষ্টা না করিয়া সরফরাজকে মুর্শিদাবাদের নাজিম করিবার জন্য দিল্লীদরবারে বিশেষ আয়োজন করেন; কিন্তু সুজা উদ্দীন্ দরবারের কর্মচারিগণকে বাধ্য করিয়া ফেলায় কুলী খাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে কুলী খাঁর মৃত্যু হইলে সুজাই বাঙ্গালার সুবাদার হইলেন এবং পুত্রের সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া সরফরাজকে বাঙ্গালার দেওয়ানীপদে স্থায়ী রাখিলেন। তিনি বাঙ্গালার শাসনকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহের জন্য একটী মন্ত্রিসভা স্থাপন করেন। হাজী আহম্মদ ও আলীবর্দী খাঁ এই দুই ভাই এবং রায় আলম চাঁদ ও জগৎ শেঠ ফতেচাঁদ এই চারিজনকে লইয়া সভা গঠিত হইল। এই চারিজনের মধ্যে রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়বুদ্ধিতে আলমচাঁদই শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এই কারণ সুজা খাঁর অনুরোধে বাদশাহ তাঁহাকে "রায়রায়াঁ" উপাধি দিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বঙ্গদেশের কোন কর্মচারী এই উপাধি পান নাই। নবাব-বংশীয়েরা ক্রমে দেওয়ানের কাজ ছাড়িয়া দিলে, দেওয়ানী ও রাজস্ববিষয়ে রায়রায়াঁই প্রধান হইয়া উঠিলেন। আলম্ চাঁদই প্রথমে নায়েব দেওয়ান হইতে প্রধান দেওয়ান হইয়াছিলেন।

মুর্শিদকুলীখাঁর সময়ে যে সকল জমিদার বন্দী হইয়াছিলেন, সুজা তাঁহাদের মধ্যে নিরপরাধীদিগকে মুক্তিদান করেন, তাহাতে জমিদারবর্গ সুজার উপর যারপরনাই সন্তুষ্ট ছিলেন।

কুলী খাঁর সময়ে খালসার রাজস্ব ১০৯৬০১০৮৲ ও জায়গীরের ৩৩২১৪১১৲ টাকা, মোট সকল প্রকার আবওয়াব ধরিয়া ১৪৫৪১০৫৩৲ টাকা মাত্র আয় নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু সুজা খাঁ প্রজাগণের সুবিধানুসারে কতকটা রাজস্ব কমাইয়া দিলেও নানা আব্ওয়াবে তাঁহার সময় আয় বৃদ্ধি হইয়া ১৬৪১৮৫৬০১ টাকা হইয়াছিল সুজা খাঁ আবওয়াব বৃদ্ধি করিলেও তাঁহার সদ্ব্যবহারে জমিদার ও প্রজাসাধারণ কেহই অসন্তুষ্ট হন নাই।

সুজা প্রথমে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবাদারী পাইয়াছিলেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ফকর্ উদ্দৌলা বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অযথাব্যবহারে দিল্লীর রাজপুরুষগণ সকলেই বিরক্ত হইয়াছিলেন। পরে খাঁ দৌরাণের অভিপ্রায়ে সুজা উদ্দীন্ বেহারেরও শাসনভার লাভ করিলেন। এই সুজা খাঁর অনুগ্রহেই আলীবর্দ্দী বেহারের নায়েব নাজিম ও বাদশাহের নিকট হইতে "মহবৎ জঙ্গ বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। বাস্তবিক সুজার স্নেহেই হাজী আহম্মদের বংশধরগণের সৌভাগ্যসূর্য্য সমুদিত হয়।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মার্চমাসে স্বীয় পুত্র সরফরাজ খাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। [সুজা উদ্দীন্ দেখ।]

সুজা উদ্দীনের জীবদ্দশাতেই অনেকে সরফরাজের শত্রু হইয়াছিল। কেবল সুজার উদারতায় ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া কেহ তাঁহার পুত্রের অনিষ্ট চেষ্টা করিত না। সুজার মৃত্যুর পর সরফরাজের সঙ্কীর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া শত্রুগণ মাথা তুলিয়া উঠেন। তাঁহার বিলাসিতা বৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহার পিতৃমন্ত্রী আলম্ চাঁদ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন, তাহাতে বরং সরফরাজ বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধ আলম্চাঁদকে যথেষ্ট অপমানিত করিয়াছিলেন। আলম্চাঁদ নিতান্ত অসন্তুষ্ট ও মর্মাহত হইয়া তাঁহার শত্রুপক্ষ অবলম্বন করেন। নবাবের এইরূপ আচরণে মর্মপীড়িত হইয়া জগৎশেঠও শত্রু হইয়া উঠিলেন। পিতৃবন্ধু হাজি আহম্মদকে পিতার আদেশ সত্ত্বেও তিনি তেমন শ্রদ্ধা করিতেন না, ইত্যাদি কারণে প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ তাঁহাকে শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আলীবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদ্-লাভের আশায় সরফরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। হাজী আহম্মদ আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করেন, গিরিয়ার নিকট উভয় দলে সম্মুখীন হইলেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে গিরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আলীবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদের মসনদে বসিলেন। [সরফরাজ খাঁ দেখ।]

সিংহাসন অধিকার করিয়া নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদ

কুলীর সময় হইতে সঞ্চিত অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন। মুতাখরীণকার গোলাম্ হোসেনের মতে, এই সময় নবাব বাদশাহ মহম্মদ শাহের নিকট প্রায় কোটী টাকা পেস্‌কাস্ পাঠাইয়া ছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে সাতহাজারী মনসবদার ও "সুজাউল্ মুল্‌ক হেসাম্ উদ্দৌলা" উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। নবাব আলীবর্দ্দী আপনার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান জানকীরামকে রাজোপাধি দিয়া প্রধান দেওয়ান ও নায়েব দেওয়ান্ চিন্ময় রায়কে 'রায়রায়াঁ' উপাধিসহ খালসার দেওয়ান করিলেন। তাঁহার ভগিনীপতি মীরজাফর ক্রমে তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া মীর বক্‌সী বা প্রধান সেনাপতি হইলেন।
[মীরজাফর দেখ]

আলীবর্দ্দী ক্রমে স্বপদ সুদৃঢ় করিয়া প্রথমে সুজা উদ্দীনের জামাতা ও কটকের শাসনকর্ত্তা মুর্শিদ কুলী খাঁর নিপাতসাধন করেন। তৎপরে ভাস্করপণ্ডিতপ্রমুখ মহারাষ্ট্রবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এ সময় তিনি সসৈন্যে নানা রণক্ষেত্রে থাকিয়া যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দান করিলেও অবশেষে তিনি বঙ্গবাসীর ধনমান রক্ষা করিবার জন্য মহারাষ্ট্রনায়ক বালাজীরাওকে চৌথপ্রদানে শান্ত করেন। তাঁহার নবাবীকালে যে মহারাষ্ট্রপীড়ন ঘটে, তাহাই ইতিহাসে "বর্গীর হাঙ্গামা" নামে খ্যাত। [বর্গীর হাঙ্গামা ও আলীবর্দ্দী খাঁ দেখ]

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব শোথ ও উদরীরোগে অন্তিম শয্যায় শয়ন করেন, এই সময়ে তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলাই তাঁহার রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। অবশেষে বৃদ্ধ নবাব ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তিনিই শেষে স্বাধীন-নবাবরূপে বঙ্গের মসনদে আরোহণ করেন। আলীবর্দ্দীর সময় হিন্দু ও মুসলমান উভয় দলই নিরপেক্ষ ও সমভাবে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ পদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা জানকীরামের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় আলীবর্দ্দীর নিকট খেলাত পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজা দুর্লভরাম সেনাবিভাগের প্রধান দেওয়ান, রাজা রামনারায়ণ পাটনার নায়েব নাজিম, রায়রায়াঁ চিন্ময় রায়ের মৃত্যুর পর যথাক্রমে বীরদত্ত, উমেদরায় ও আলমচাঁদের পুত্র রাজা কীর্ত্তিচাঁদ রাজস্ববিভাগের দেওয়ান হইয়াছিলেন,—এমন কি উচ্চ পদস্থ হিন্দুকর্ম্মচারিমাত্রেই মনসবদার (সেনানায়ক) পদ লাভ করিয়াছিলেন। আলীবর্দ্দীর এইরূপ হিন্দুপ্রীতিহেতুই হিন্দুমুসলমান সেনানীগণ অবিচলিত উৎসাহে ১০ বর্ষকাল নবাবের জয়পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান ছিলেন। সেজন্য বহিঃশত্রু আসিয়া কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

যে গুণে আলীবর্দ্দী সাধারণের প্রীতিভাজন ও রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সিরাজের সেই গুণের অভাবপ্রযুক্তই প্রভাব বজায় রহিল না। তাঁহার অল্পবয়সোচিত অসঙ্গত আচরণে অধিকাংশ সেনাপতি ও প্রধান প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারী তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। তন্নিবন্ধনই তাঁহার যথেষ্ট সহায় সম্পত্তি থাকিলেও রাজলক্ষ্মী অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাকে বিমুখ হইলেন। পলাসীক্ষেত্রে তাঁহার ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সহিত শ্বেতদ্বীপের শ্বেতকায়গণের সৌভাগ্যলক্ষ্মী সমুদিত হইল। [সিরাজ্ উদ্দৌলা ও কোম্পানী শব্দে সবিস্তার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মীরজাফরের নামমাত্র নবাবীর পর মীর কাসিম কিছুকাল পূর্ব্ব গৌরব উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে তাঁহার রাজ্যনাশ ও শেষে সন্ন্যাস অবলম্বন ঘটিয়াছিল।
[মীরজাফর ও মীর কাসিম দেখ।]

মীরকাসিমের পর কিছুদিন বৃদ্ধ মীরজাফর ইংরাজের ক্রীড়াপুত্তলরূপে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নজম্ উদ্দৌলা পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার সহিতও ইংরাজদিগের নূতন সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজ কোম্পানী রাজ্যের শাসনভার এক প্রকার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

আরও স্থির হইল যে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বড়লাটের পরামর্শ লইয়া তিনি একজন নায়েব নিযুক্ত করিতে বাধ্য এবং তাহাদের অনুমতি ব্যতীত সেই নায়েবকেও স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন না।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার উজীর সুজা উদ্দৌলা ইংরাজহস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে ও কোম্পানীর সম্পূর্ণ বশ্যতাস্বীকার করিলে তাঁহার অধিকারভুক্ত আলাহাবাদ ও কোরা ব্যতীত আর সমস্তই ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ইংরাজ কোম্পানী ঐ দুইটী স্থান দিল্লীর বাদশাহকে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে বাদশাহী ফরমাণ অনুসারে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিলেন। এই সময়ে যাহাতে নবাব রীতিমত ২৬ লক্ষ টাকা পেসকাস্ পাঠাইতে থাকেন, ইংরাজেরা তাহারও প্রতিভূ থাকিলেন এবং প্রতিবর্ষে নিজামতের খরচনির্ব্বাহের জন্য ৫৩৮৬১৩১৲ সিক্কা টাকা দিতেও সম্মত হইলেন।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ৮ই মে, নজম্ উদ্দৌলা কালগ্রাসে পতিত হন এবং তাঁহার ষোড়শবর্ষীয় ভ্রাতা সৈফ্ উদ্দৌলা নবাব হইলেন। তাঁহার সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের এক সন্ধি হয় এবং তাঁহার বৃত্তি কমাইয়া ৪১৮৬১৩১৲ টাকা বরাদ্দ হইল।

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সৈফ্ উদ্দৌলা ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তাঁহার ভ্রাতা মুবারক উদ্দৌলা নবাব হইলেন, তাঁহার সহিতও গবর্মেণ্ট এক সন্ধি করিয়া তাঁহার ৩১৮১৯৯১ টাকা মাত্র বৃত্তি করিয়া দিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত ইহাই শেষ সন্ধি। ইহার পর নাম মাত্র "সুবাদার" নাম থাকিলেও সকল ক্ষমতাই বৃটীশ গবর্মেণ্ট গ্রাস করিলেন। তৎপরে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট নিজামতের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বেশী টাকা প্রয়োজন নাই মনে করিয়া শেষে ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়া দিলেন। এখনও ঐ টাকাই নির্দ্দিষ্ট আছে।

মুবারক উদ্দৌলার পর যথাক্রমে দিলাবার জঙ্গ, সৈয়দ জৈনুউল্ আহ্দিন খাঁ (আলী জা), সৈয়দ আহমদ আলী খাঁ (বালা জা) মুবারক আলী খাঁ (হুমায়ুন জা) এবং তৎপুত্র মন্সুর আলী খাঁ মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম হইলেন। শেষোক্ত নবাব নাজিমের সময় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নিজামতে নানা বিশৃঙ্খলতা ঘটে, তাহাতে নবাবের বহু ঋণ হয়। বৃটীশ গবর্মেণ্ট নবাব নাজিমের বহুমূল্য হীরা জহরতাদি তৎপূর্ব্বেই নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন; এখন নবাব নাজিম সেই সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাহার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে গবর্মেণ্ট এক কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশন বিচার করিয়া সাব্যস্ত করেন যে, নবাব নাজিমের কোন প্রকার ঋণ করিবার অধিকার নাই।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর মন্সুর আলী খাঁ নবাব নাজিমের পদ পরিত্যাগ করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারী, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সৈয়দ হুসেন আলী খাঁ বাহাদুর বৃটীশ গবর্মেণ্টের নিকট সনন্দ দ্বারা নবাব বাহাদুর হইলেন। ইঁহার বর্ত্তমান উপাধি "ইহ্তিষম্-উল্-মুল্‌ক্ রইস্ উদ্দৌলা, আমীর-উল্-উম্‌রা, নবাব-সর্ সৈয়দ-হসেন আলী খাঁ বাহাদুর মহব্বৎ জঙ্গ G. C. I. E."

মুর্শিদাবাদের নিজামত প্রাসাদে নবাব নাজিমের বাস। তিনি বৃটীশ গবর্মেণ্টের নিকট সম্মানার্থ ১৯ তোপ পাইয়া থাকেন।

মুর্শিদাবাদ সহর (মুক্সুদাবাদ), বঙ্গের পূর্ব্বতন রাজধানী। বর্ত্তমান সময়ে এই নগর ইংরাজাধিকৃত; এখানে পূর্ব্বতন সুবাদার নবাবগণের বিলুপ্ত প্রভাবের নিদর্শন অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। ঐ মুসলমান নবাবগণ এক সময়ে এই নগরে থাকিয়া সমগ্র বাঙ্গালার শাসনবিধি পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর মুর্শিদকুলীখাঁ ঢাকা নগরী পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী মুকসুদাবাদ-পল্লীতে রাজধানী সংস্থাপনপূর্ব্বক রাজপাট পরিবর্ত্তন করেন। পলাশী-বিপর্য্যয়ে নবাবী শাসনশক্তির অবসান ঘটে এবং ধীরে ধীরে ইংরাজ কোম্পানীর প্রভুত্ব প্রসারিত হয়। গিড়িয়া যুদ্ধের পর সুবাদারদিগের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ চিরদিনের মত অপহৃত হইয়াছিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী-লাভের পর, একমাত্র নিজামতের অধিকারী থাকিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন। [ক্লাইব, মীরকাসিম প্রভৃতি দেখ।]

নামকরণ।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্বে অর্থাৎ মুর্শিদ কুলী যখন বঙ্গে আগমন করেন নাই, তৎপূর্ব্ব হইতে মুখ্সুদাবাদ বা মুক্সুদাবাদ একটা ক্ষুদ্রনগর বলিয়া গণ্য ছিল। কোন্ সময়ে এই ক্ষুদ্র নগরের উৎপত্তি ও নামকরণ হয়, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। এখানে একটা প্রবাদ আছে যে, সুলতান হোসেন শাহের সময়ে মুখসূদন দাস নামে এক নানকপন্থী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি সুলতানের রোগশান্তি করায় হোসেন শাহ তাঁহাকে এই স্থান লাখরাজ দিয়া যান, সেই সন্ন্যাসীর নামানুসারে এই নগরের মুখসুদাবাদ নাম হয়। রিয়াজ-উস্-সলাতীনের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, মুখ্সুদ্ খাঁ নামক কোন বণিকের নাম হইতে মুক্সুদাবাদ হইয়াছে। আকবর শাহের সময়ে এক মুক্সুদ্ খাঁর উল্লেখ আছে। তিনি বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সায়েদ খাঁর ভ্রাতা। বঙ্গের নানা স্থানে তিনি রাজকীয় কার্য্য করিয়াছেন। এই মুক্সুদ্ খাঁ ও রিয়াজোক্ত মুকসুদ্ খাঁ এক ব্যক্তি কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে টিফেন্থেলারের মতে বাদশাহ আকবরের সময়েই এই নগর স্থাপিত হয়।

আবার খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে রচিত দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে "মৌরসুধাবাদ" নাম দৃষ্ট হয়, এখানকার কিরীটেশ্বরীর প্রসঙ্গও উক্ত গ্রন্থে বিবৃত আছে।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ্ কুলী খাঁ মুখ্সুদাবাদে উঠিয়া আসিয়া দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাহারই পরবর্ষে তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মুকসুদাবাদ নাম বদলাইয়া নিজ নামানুসারে "মুর্শিদাবাদ" নাম রাখিলেন।

[মুর্শিদ্ কুলী খাঁ দেখ।]

ভাগীরথীনদীর বামকূলে (অক্ষা: ২৪° ১১´ ৫´´ উ: এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১৮´ ৫০´´ পূ:) সৌধমালায় বিভূষিত এই নগরীর সৌন্দর্য্য নয়নমনোরম। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজপাট স্থানান্তরিত হওয়ায় মুর্শিদাবাদ-রাজধানীর সমৃদ্ধির হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে রাজকার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে গমনহেতু জনসংখ্যাও কমিতে থাকে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার লোকের বাস ছিল, তাহা-

মান সময়ে এখানে ৩৫ হাজার মাত্র লোকের বসবাস। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদনগর ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বেই ৫ মাইল লম্বা ও প্রায় ২॥০ মাইল প্রস্থ বিস্তৃত ছিল। উপকণ্ঠ লইয়া তৎকালীন নগরভাগের পরিধির পরিমাণ প্রায় ৩০ মাইল লিখিত আছে।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের বাঙ্গালার ইতিবৃত্ত লইয়াই এই নগরের প্রাধান্য সূচিত হইয়া থাকে। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদ কুলীখাঁ এখানে রাজপাট স্থাপন করিয়া স্বীয় নামে নগরের নামকরণ করেন; তদবধি বর্ত্তমান ২০শ শতাব্দের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্তও এই নগরে বাঙ্গালার নবাববংশের রাজপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-প্রতিনিধি লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার ফৌজদারী শাসনবিভাগ কলিকাতায় স্থাপিত হওয়ায় এই রাজধানীর ঐতিহাসিক প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার বিদ্রোহী আফগানদল ৫ হাজার মোগলসৈন্যকে পরাভব করিয়া এই নগর লুণ্ঠন করে। অতঃপর মুর্শিদকুলী ইহার নাম পরিবর্ত্তন করেন। প্রবাদ এইরূপ, যুবরাজ আজিম উশ্-সান্ গুপ্তভাবে তাঁহার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিলে, তিনি ঢাকা রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক এইস্থানে পলাইয়া আইসেন। তাঁহার যত্নে মুকসুদাবাদ নগরী সৌধশ্রেণিবিভূষিত মুর্শিদাবাদে পর্য্যবসিত হয়। এই প্রবাদের মূলে ঐতিহাসিক সত্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম থাকা সম্ভবপর না হইলেও একথায় স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, তৎকালে মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুদলের উপদ্রব হ্রাস হওয়ায় ঢাকানগরে রাজপাট স্থাপনপূর্ব্বক রাজ্যসীমারক্ষা রাজতন্ত্রের বিশেষ উপযোগী বলিয়া গৃহীত হয় নাই। নবাব মুর্শিদকুলী বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশের শাসনবিষয় সুবিধাজনক হইবে এবং কাশিমবাজার, হুগলী প্রভৃতি পুরাতন প্রসিদ্ধ নদীতীরবর্ত্তী নগর ও গ্রামসমূহের সহিত অবাধ বাণিজ্যস্রোত প্রবাহিত হইতে পারিবে, বিবেচনা করিয়াই সম্ভবতঃ এই নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া থাকিবেন।

এই নগরে পুরাতন নবাবী সমৃদ্ধির সমগ্র কীর্ত্তি গৌরব লক্ষ্য না হইলেও উহার অংশাংশ পরিমাণ যাহা বর্ত্তমানকালে সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে নবাব-বাসস্থান নিজামত প্রাসাদ, নিজামৎকেল্লা, আইনা-মহাল, জেনানা, নিজামৎ-কলেজ ও ইমামবাড়া প্রভৃতি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জেনারল মাকলিওডএর তত্ত্বাবধানে পুরাতন প্রাসাদের সংস্কার আরম্ভ হয়। জীর্ণসংস্কারকল্পে ১০ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার নির্ম্মিত ইমামবাড়া মস্‌জিদ্ মহরমের অগ্নিক্রীড়া-প্রদর্শনকালে ভস্মীভূত হইলে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুনঃসংস্কৃত হয়। ইহা হুগলীর প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া নামক অট্টালিকা হইতে অনেকাংশে বৃহৎ। নবাব সিরাজ ইহাতে যে সকল ধনরত্ন ও সাজ সরঞ্জাম সন্নিবেশিত করিয়া যান, নবাব মীরকাশিম তাহার অধিকাংশই বিক্রয় করিয়া ফেলেন। মহরমের সময় নানাস্থান হইতে এখানে লোক-সমাগম হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ভাদ্রমাসে খাজা খিজিরের উৎসবেও এখানে মহাসমারোহ হয়। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে রমণীগণ প্রদীপসং একএকখানি বাঁশ বা কলার পেটো নির্ম্মিত নৌকা লইয়া ভাগীরথীতীরে ভাসাইতে বাহির হয়। স্বয়ং নবাব এই সময়ে নদীতীরে ভ্রমণে আসিয়া থাকেন। এই প্রথা হিন্দুর পৌষসংক্রান্তির 'সোদো ভাসান' ব্রতের ন্যায়।

এতদ্ভিন্ন মুবারক মঞ্জিলের মণিবেগম মস্‌জিদ, মনসুরগঞ্জের মতিঝিল প্রাসাদ, ভাগীরথীতীরবর্ত্তী খোস্ বাগের সমাধিমঞ্চ সাধারণের দর্শনযোগ্য। মতিঝিলে প্রথমে নোয়াজিস্ মহম্মদ আবাসভবন নির্ম্মাণ করান। তৎপরে প্রভূত অর্থব্যয়ে গৌড়নগরস্থ পাঠানকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ লইয়া আলীবর্দ্দীদৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলা মতিঝিল প্রাসাদ ও মনসুরগঞ্জ নগর স্থাপন করেন। এই মতিঝিল প্রাসাদ হইতেই তিনি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এইখানেই কর্ণেল ক্লাইব মীরজাফরকে সুবাদারী মসনদে আরোহণ করান। এখানে বসিয়াই বঙ্গের দেওয়ান লর্ড ক্লাইব ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানীর কর আদায়ের প্রথম পুণ্যাহ করিয়াছিলেন। এখানে ইংরাজ-পুঙ্গব ওয়ারেন হেষ্টিংস ও সরজন শোর (লর্ড টেইনমাউথ) ১৭৭১-৭৩ খৃষ্টাব্দে বাস করিয়া গিয়াছেন।

মুল, রোপণ। চুরাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। ২ জন্ম। জন্মার্থে ভ্বাদি০ উভয়পদী অক০ সেট্। লট্ মোলয়তি। লোট্ মোলয়তু। লিট্ মোলয়ঞ্চকার। লুঙ্ অমুমূলৎ।

মুল্‌কি, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণকানাড়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। মঙ্গলুর হইতে ৯॥০ ক্রোশ উত্তরে সমুদ্রের খাড়িমুখে অবস্থিত। অক্ষা০ ১৩° ৫´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৪° ৪৯´ ৩৫´´ পূঃ। খাড়ির অদূরে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত কতকগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখা যায়, উহা মুল্‌কি বা 'প্রিমিয়া রক' নামে পরিচিত। পঙ্কতসমাকীর্ণ খাড়িমুখের গভীরতার ন্যূনতা হেতু পণ্যপ্রবাহী অর্ণবপোতসমূহ তথায় স্বচ্ছন্দে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। স্থানীয় নৌকা-

যোগেই এখানকার বাণিজ্যকার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে। বংশ-ব্যবসায় জন্ত এইস্থান সমধিক প্রসিদ্ধ।

মুলগুণ্ড, (মুলগুণ্ড) বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৫° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৬´ পূঃ। এইস্থান তাসগাঁও সামন্তরাজের অধীন ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এখানকার সর্দ্দারবংশের উত্তরাধিকারী না থাকায় ইহা ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

মুলজিনাপুর, গুজরাত-প্রদেশের মহিকাস্থা পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। বড়োদাপতি গাইকোবাড়কে ইনি কর দিয়া থাকেন।

মুলা (দেশজ) মূলক।

মুলাকাৎ (আরবী) ১ দেখা সাক্ষাৎ। ২ সম্মিলন।

মুলাগুল, আসাম-প্রদেশের শ্রীহট্টজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। খাসি পর্ব্বতের পাদদেশে লুবা নদীতীরে অবস্থিত। জয়ন্তী-পর্ব্বতবাসী বণিক্‌সম্প্রদায় এখানকার হাটে আসিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় হস্তিশিকারকার্য্যের প্রধান আড্ডা বলিয়া এখানে থানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে। হস্তিশিকারার্থ রক্ষিত জঙ্গল-মহালও মুলাগুল নামে খ্যাত।

মুলিলাডেরি, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় প্রদেশে হালার বিভাগের অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। এখানকার অধিকারিগণ ইংরাজরাজকে বার্ষিক ১৭২ টাকা এবং জুনাগড়ের নবাবকে ১২৮০ টাকা কর দিয়া থাকেন।

মুলী, গুজরাতের ঝালাবর-প্রান্তস্থিত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২২° ৩১´ ৪৫´´ হইতে ২২° ৪৮´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ২৫´ হইতে ৭১° ৩৮´ ১৫´´ পূঃ মধ্য। ভূ-পরিমাণ ১৩৩ বর্গমাইল।

এই স্থান স্বভাবতঃই সমতল। মধ্যে মধ্যে গণ্ডশৈলমালা উন্নত মস্তকে বনরাজি-বিভূষিত হইয়া শ্যামল শস্যক্ষেত্রের একাগ্রতা ভঙ্গ করিয়াছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে তূলা উৎপন্ন হয়। নিকটবর্ত্তী ধোলেরা বন্দরেই দেশজাতদ্রব্যসমূহ বিক্রয়ার্থ রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানকার স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে। আবহাওয়া রুক্ষ এবং গ্রীষ্মময়।

এখানকার সামন্তগণ পরমারবংশীয় রাজপুত, সকলেই ঠাকুর উপাধিতে ভূষিত। এক্ষণে উক্ত ঠাকুরাত-সম্পত্তি বিভিন্ন অংশীদারের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সর্দ্দার সর্ত্তন সিংহজি (১৮৮২—৮৫) পরমার বংশের উজ্জ্বল রত্ন। ইনি বিদ্যাদি নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত। ইনি স্বয়ং বিচারকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। ইংরাজরাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ৯৩৫ টাকা কর দিতে হয়। সৈন্যসংখ্যা ২২৫ জন।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। ভোগাবা নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৩৮´ ৩১´´ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩০´ পূঃ। এখানে নারায়ণস্বামি-সম্প্রদায়ের একটী মন্দির আছে। অশ্বপৃষ্ঠাসনের ব্যবসায় জন্ত এই স্থান প্রসিদ্ধ।

মুলুক (আরবী) রাজ্য, দেশ।

মুলুক্‌গীর্ (পারসী) রাজ্যধর, রাজ্যের অভিভাবক।

মুলুক্‌গীরী (পারসী) মুলকগীরের কার্য্য, রাজ্যশাসন।

মুল্‌তবি (আরবী) ১ কিছুদিনের জন্ত স্থগিদ (Postponed)। ২ বিলম্ব করা।

মুশটী (স্ত্রী) মুশ-কটন্-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সিতকঙ্কু, শ্বেতকঙ্গুধান। (হেম)

মুশক্কৎ (আরবী) ১ পরিশ্রম। ২ কষ্টকর বেদনা।

মুশ(ষ)লিকা (স্ত্রী) মুষ (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১।১০৮) ইতি কলশ্চিৎ স্যাৎ, টাপ্। ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্, অকারস্যেত্বং। ১ তালমূলী নামক কন্দশাক (Curculigo orchiodes) হিন্দী—মুষ্‌লী, কালী মুষ্‌লী সিয়া; তৈলঙ্গ—নিলতলি, গড্ডোগা, নেলতাড়ি। সংস্কৃত পর্য্যায়—পলী, মুষলা, তালপত্রিকা, গোধাপদী, হেমপুষ্পী, ভূতালী, দীর্ঘকন্দিকা, মুষলী, তালিকা, তালমূলিকা, অর্শোঘ্নী। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, বৃষ্য, পুষ্টি ও বলপ্রদ, পিচ্ছিল, কফদ, পিত্ত, দাহ ও শ্রমনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে গুণ—মধুর, বৃষ্য, উষ্ণবীর্য্য, বৃংহণ, গুরু তিক্ত, রসায়ন এবং গুদরোগনাশক। ২ গৃহস্থিত সরীসৃপবিশেষ।

মুশ্‌কিল (আরবী) কষ্টকর। বিপজ্জনক। বেদনাদায়ক।

মুশ্‌কী (পারসী) ১ কৃষ্ণবর্ণভেদ। ২ পশ্বাদির পাথাবন্ধন।

মুষ্ বধ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মোষতি। লুঙ্ অমোষীৎ। মুষ—লুণ্ঠন, চৌর্য্য। ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মুষ্ণাতি, মুষ্ণীত। লোট্ মুষ্ণাতু, লোট্-হি মুষাণ লিঙ্ মুষ্ণীয়াৎ। লঙ্ অমুষ্ণাৎ। লিট্ মুমোষ, মুমুষতুঃ। লুট্ মোষিতা। লৃট্ মোষিষ্যতি। লুঙ্ অমোষীৎ। অমুষৎ। সন্ মুমুষিষতি। যঙ্ মোমুষ্যতে। যঙ্‌লুক্ মোমোষ্টি। ণিচ্ মোষয়তি, লুঙ্ অমূমুষৎ।

মুষক (পুং) মূষিক। (বৈদ্যকনি°)

মুষল (পুং ক্লী) মোষতি মুষ্যতেঽনেন বেতি মুষ্ (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১।১০৮) ইতি কলশ্চিৎ স্যাৎ। অয়োহগ্র।

"সুনন্দং নাম মুষলং দত্তা বহ্নির্হিতঃ পুরা।
তস্যাহাত্র স দুষ্টাত্মা তেন হন্তি রণে রিপূন্॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১৩।৪২)

২ বিশ্বামিত্রপুত্র। (ভারত ১৩।৪।৫২)

এই সূত্রে জ্ঞাতব্য 'ন'ও বৃদ্ধি হয়। মুশ্ শব্দে মুশলঃ (উণ্ ১।১০৮ উজ্জলদত্ত) মতে 'স'ও হয়।

মুষলী (স্ত্রী) মুষাতে ইতি মুষ্-কল্ল-ঙীষ্। ১ তালমূলিকা। ২ গৃহগোধিকা। (শব্দরত্না০)

মুষল্য (ত্রি) মুষলমর্হতীতি মুষল-(দণ্ডাদিভ্যো যঃ। পা ৫।১।৬৬) মুষলবধ্য (অমরটীকা ভরত)

মুষা (স্ত্রী) মুষ্-ক-টাপ্। মুষা, চলিত মুচী। (অমরটীকা রায়মুকুট)

মুষি (ত্রি) চুরি।

মুষিত (ত্রি) মুষ্-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ চোরিত দ্রব্য। পর্য্যায়— (অমর) ২ বঞ্চিত।

"নাহং বেদ ব্যবসিতং পিত্রোর্ব্বঃ কুলনন্দন।
গান্ধার্য্যা বা মহাবাহো মুষিতোঽস্মি মহাত্মভিঃ॥"
(ভাগবত ১।১৩।৩৩)

'মুষিতোঽস্মি বঞ্চিতোঽস্মি,' (স্বামী)

মুষিতক (ক্লী) ১ নীচভাবে চুরি। ২ চোরাইমাল।

মুষীবন্ (পুং) তস্কর। "পরিপন্থিনং মুষীবানং হুরশ্চিতং" (ঋক্ ১।৪২।৩) 'মুষীবাণং তস্করমপরং মুষী বেতি তস্করস্য নাম, মুষ্ণাতেঃ, মোষণং মুষি: ঔণাদিকোভাবে কি; মুষিং বনতি সম্ভজতে, ইতি মুষী বা, বনবলম্ভজতৌ, অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি নিচ্, পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং' (সায়ণ)

মুষ্ক (পুং) মুষ্ণাতি বীর্য্যমিতি, মুষ-(সৃবৃভূ-শুষিমুষিভ্যঃ কক্। উণ্ ৩।৪১) ইতি কক্। অণ্ডকোষ।
"তুন্নাদ্যুতমমুষ্কং হি মুষ্কয়োরবরেঽনিলঃ।"(বাভট নিদানস্থা০)
২ মোক্ষক বৃক্ষ, ঘণ্টাপারুল গাছ।
৩ সংঘাত। (মেদিনী) ৪ তস্কর। ৫ মাংসল। (হেম)

মুষ্কক (পুং) মুষ্কসংজ্ঞায়াং কন্। বৃক্ষবিশেষ, ঘণ্টাপারুলগাছ। (Schrebera swietenioides) হিন্দী—মোখা, মহারাষ্ট্র—মোখে, কলিঙ্গ—মোখমলাই, তৈলঙ্গ—মোকপুচেট্টু, মুক্কুনডুচেট্টু। সংস্কৃত পর্য্যায়—গোলীঢ়, ঝাটল, ঘণ্টাপাকলি, মোক্ষ, মোক্ষক, মুষ্ক, মোচক, মুষ্কক, গৌলিক, মেহন, ক্ষারবৃক্ষ, পাটলী, বিষাপহ, জটাল, বনবাসী, সুতীক্ষ্ণক, গোলিহ, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, ঘণ্টা, ঘণ্টাক, ঝাট। ইহা পলাশবৎ পত্রকবৃক্ষ। এই বৃক্ষ শ্বেত কৃষ্ণভেদে দ্বিবিধ। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, গ্রাহী, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, বিষ, মেহ, অশ্ম, কণ্ড, বস্তিরোগ, কৃমি ও গুল্মনাশক। (ভাবপ্র০) রাজনির্ঘণ্ট-মতে—ভেদক, পাচক প্লীহা ও উদররোগনাশক।

মুষ্ককাদিবর্গ (পুং) মুষ্কক আদি করিয়া দ্রব্যগণ। মুষ্কক, স্নুক্, বরা, দ্বীপী, পলাশ, ধব ও শিংশপা এই সকল দ্রব্যগণ। ইহার গুণ—গুল্ম, মেহ, অশ্মরী, পাণ্ডু, মেদ, অর্শ ও কফ শুক্রনাশক। (বাভট সূত্রস্থা০ ১৫ অঃ)

মুষ্ককচ্ছ (স্ত্রী) অণ্ড ফোলা।

মুষ্কভার (ত্রি) প্রবৃদ্ধমুষ্ক।
"প্রমুষ্কভারঃ শ্রব ইচ্ছমানো" (ঋক্ ১০।১০২।৪)
'মুষ্কভারঃ প্রবৃদ্ধমুষ্কঃ' (সায়ণ)

মুষ্কর (পুং) প্রশস্তঃ মুষ্কোঽস্যাস্তীতি মুষ্ক (উষমুষিমুষ্কমধো রঃ। পা ৫।২।১০৭) ইতি র। প্রলম্বাণ্ড, মহাণ্ডকোষ, মনুষ্য-কুকুণ্ড।
"যেভ্যো বিকরোতি মুষ্করো ভবতোষ বৈ।
প্রজননমিতা যন্ মুষ্কর স্যামুষ্করো ভবতি তং ন সং॥"
(শতপথ ব্রা০ ৩।৭।১।৮)

মুষ্কবৎ (ত্রি) ১ মুষ্কযুক্ত। ২ মুষ্ক সদৃশ।

মুষ্কশূন্য (পুং) মুষ্কেণ শূন্য। অণ্ডরহিত, যাহার অণ্ডকোষ নাই। চলিত খোজা। রাজাদিগের অন্তঃপুররক্ষক। পর্য্যায়— অন্তপাল, স্ত্রী-স্বভাব, মহল্লিক। (শব্দমালা)।

মুষ্কাবর্হ (পুং) মুষ্কং আবৃহতি উন্মূলয়তীতি আ-বৃহ কর্ম্মণ্যণ্। যদ্বা আবর্হণং আবর্হঃ ভাবে ঘঞ্, মুষ্কস্যাবর্হঃ মুষ্কাবর্হঃ। কোষোন্মূলক, যে গবাদি পশুকে খোজা করিয়া দেয়। (অথর্ব০৩।৯।২)

মুষ্ট (ত্রি) মুষ-ক্ত। মর্দিত।

মুষ্টামুষ্টি (অব্য০) মুষ্টামুষ্টি, কিলাকিলি, পরস্পর মুষ্টিপ্রহার দ্বারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া।

মুষ্টি (পুং স্ত্রী) মুষ্-ক্তিচ্। পল পরিমাণ, চারি তোলা, বৈদ্যক মতে ৮ তোলা।
"স্যাৎ কর্ষাভ্যামর্দ্ধপলং শুক্তিরষ্টমিকা তথা।
শুক্তিভ্যাঞ্চ পলং জ্ঞেয়ং মুষ্টিরাম্রং চতুর্থিকা॥"
(শার্ঙ্গধরসংহিতা ১ অঃ)

২ বদ্ধপাণি, চলিত মুঠা। পর্য্যায়—সম্পিণ্ডিতাঙ্গুলিপাণি, মুস্ত, মুচুটী। (হেম) সেক, চলিত কথায় মুট্।
"পরিবৈবরাম্বৈস্তৈঃ সন্নিকর্ষে চ মুষ্টিভিঃ।
নিঘ্নতাং সমরেহন্যোন্যং শব্দো দিবমিবাস্পৃশৎ॥"(ভার০১।১৯।২১)

৩ কুঞ্চপ্রমাণ, পরিমাণবিশেষ, ইহাকে চলিত কথায় ছটাক বলা যাইতে পারে।
"অষ্টমুষ্টির্ভবেৎ কুঞ্চিঃ কুঞ্চয়োঽষ্টৌ চ পুষ্কলং।"(প্রায়শ্চিত্ত০)
মুষ-ক্তিন্। ৪ মোষণ, চুরি। ৫ প্রহার বিশেষ, কিল।
"চিচ্ছেদাপততস্তস্য মুষ্টিমুষং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবত্তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্॥"(মার্ক০পু০৯০।১৯)

যদি কোন ব্যক্তি পথি মধ্যে যাইতে যাইতে ক্ষুধাতুর হয় এবং তাহার নিকট খাদ্যদ্রব্য না থাকে, তাহা হইলে মুষ্টি পরিমাণ তিল, মুদ্গ ও যবাদি দ্রব্য স্বামীর অনিচ্ছাতে গ্রহণ করিলে

তাহাতে চৌর্য্যজনিত পাতক হইবে না। অত্যন্ত ক্ষুধাতুর না হইয়া যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে পাতক হইবে।

"তিলমুদ্গযবাদীনাং মুষ্টির্গ্রাহ্যা পথিস্থিতৈঃ।
ক্ষুধার্ত্তৈর্নান্যথা বিপ্র বিধিবিজ্ঞিরিতি স্থিতিঃ॥"

(কূর্ম্মপু॰ উপবি॰ ১৫ অ॰)

মুষ-স্তেয়ে অধিকরণে ক্তিন্। ৬ শস্যগোপনকাল, দুর্ভিক্ষ, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে শস্যের বিষয় গোপন করিতে হয়।
"কচ্চিদ্বলস্য মুষ্টিঞ্চ পররাষ্ট্রে পরন্তপ।
অবিহায় মহারাজ! নিহংসি সমরে রিপূন্॥" (ভারত ২।৫।৭৫)

'মুষ্টিঃ শস্যানাং গোপনকালঃ দুর্ভিক্ষমিতি যাবৎ' (নীলকণ্ঠ)

৭ ঋদ্ধিনামক ঔষধ। ৮ ঘণ্টাপাকলি বৃক্ষ। (রত্নমালা)

মুষ্টিক (পুং) মুষ্ণাতি পরবীর্য্যমিতি মুষ-ক্তিচ্, সংজ্ঞায়াং কন্। কংসরাজের মল্লবিশেষ, চানুর, মুষ্টিক প্রভৃতি কংসের প্রধান মল্ল ছিল। বলরাম ইহাকে বধ করেন।

মুষ্টিঃ প্রয়োজনমস্য মুষ্টি-কন্। ২ স্বর্ণকার। (হেম) ৩ বলিদানযোগ্যোপকরণবিশেষ। (কুমারতন্ত্র)

মুষ্টিকস্বস্তিক (পুং) নৃত্যকালে মুষ্টির অবস্থানভেদ।

মুষ্টিকান্তক (পুং) মুষ্টিকস্য অন্তকঃ। বলদেব। (শব্দরত্না॰)

মুষ্টিদেশ (পুং) মুটা। ধনুর মধ্যদেশ, যেখানে মুঠা করিয়া ধরিতে হয়।

মুষ্টিদ্যূত (স্ত্রী) মুষ্ট্যা দ্যূতং ক্রীড়িতং। দ্যূতক্রীড়াবিশেষ। চলিত পুরমুট্ খেলা। পর্য্যায়—কুলক। (শব্দমালা)

মুষ্টিন্ধয় (পুং) মুষ্টিং ধয়তি পিবতি ধেট (নাড়ীমুষ্ট্যোশ্চ। পা ৩।২।৩০) ইতি খশ্, (অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুম্। পা ৬।৩।৬৭) ইতি মুম্। বালক। (ত্রিকা॰) ২ মুষ্টিবন্ধনক্রিয়া, সংগ্রাহ।

মুষ্টিমুখ (ত্রি) মুঠার মত।

মুষ্টিমেয় (ত্রি) মুষ্ট্যা মেয়ঃ। মুষ্টি দ্বারা পরিমেয়, অল্পসংখ্যক, অল্পপরিমাণ। চলিত মুঠো মাপা।

মুষ্টিযুদ্ধ (ক্লী) মুষ্টি দ্বারা যুদ্ধ, ঘুষাঘুষি।

মুষ্টিযোগ (দেশজ) শরীর-রক্ষা, বলসমাধান ও রোগনিরসনের জন্য হঠযোগোক্ত যোগ-প্রক্রিয়া বিশেষ। যে সকল ব্যাধি আয়ুর্ব্বেদ-প্রশস্ত ঔষধাদিতে সহজে আরোগ্য হয় না, সামান্য মুষ্টিযোগ অবলম্বনে তাহার তৎক্ষণাৎ উপশম হইতে পারে। যেমন অন্নাহারের পূর্ব্বে দক্ষিণভাগে কাত হইয়া শুইয়া বাম-নাসিকা দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া পরিচালিত করিয়া উঠিয়া বসিবে এবং প্রাণায়ামের ন্যায় বামনাসিকা তুলা অথবা হস্ত দ্বারা আবদ্ধ করিবে। এইরূপে ক্রমে দক্ষিণ নাসায় শ্বাস বহিলে আহারে বসিতে হয়। ইহাতে উর্দ্ধগ শ্লেষ্মা ও অম্লরোগ প্রশমিত হয়।

বাতজ স্বরভঙ্গে তৈল ও লবণ, পৈত্তিকে ঘৃত ও মধু এবং কফজে ক্ষার, কটুদ্রব্য ও মধু একত্র করিয়া কবল অথবা মুখার্দ্ধ পূরণপূর্ব্বক চর্ব্বণ করিলে গল, তালু, জিহ্বা ও দন্তমূলাশ্রিত শ্লেষ্মা বিদূরিত ও মুখ পরিষ্কৃত হয়।

মুষ্টিহত্যা (স্ত্রী) ১ মুষ্টিপ্রহার দ্বারা হত্যা। ২ হাতাহাতি। ৩ মুষ্টিপ্রহার। (ঋক ১।৮।২)

মুষ্টিহন্ (ত্রি) হাতাহাতী যুদ্ধকারী।

মুষ্টিমুষ্টি (অব্য॰) মুষ্টিভির্মুষ্টিভিঃ প্রহৃত্য যদ্যুদ্ধং বৃত্তং তৎ। মুষ্টামুষ্টি, কিলাকিলি, পরস্পরে কিল দ্বারা যে যুদ্ধ হয়। ঘুষাঘুষি।

মুষ্ঠক (পুং) মুষ-বাহুলকাৎ কথন্, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। রাজসর্ষপ। (রত্নমালা)

মুস, ছেদন, খণ্ডন। দিবাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্ লট্ মুস্যতি। লোট্ মুস্যতু। লিট্ মুমোস। লুঙ্ অমোসীৎ, অমুসৎ।

মুসটী (স্ত্রী) মুশটী, সিতকঙ্গু। ইহা এক প্রকার ধান্য। (হেম)

মুসব্বর (আরবী) গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

মুসম্মৎ (হিন্দী, আরবী, পারসী) সম্ভ্রান্ত রমণীগণের মান্যসূচক সম্ভাষণ, ইংরাজী lady শব্দের অনুরূপ।

মুসল (পুং ক্লী) মুস্যতি খণ্ডয়তীতি মুস্ (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১।১০৮) কলঃ, চিৎ স্যাৎ। তণ্ডুলাদি কণ্ডনার্থ স্বনামখ্যাত নির্ম্মিত লৌহাগ্রযন্ত্র, অয়োগ্রকাষ্ঠখণ্ড, চলিত ঢেঁকির মোনা, একখণ্ড কাষ্ঠযন্ত্রের অগ্রভাগে একটী লোহার বেড় তাহাতে পরাইয়া দিলে তাহাকে মুসল কহে। ২ আয়ুধবিশেষ, মুদ্গর।

"মুসলস্ত্বক্লিনীষাভ্যাং করৈঃ পাদৈর্বিবর্জ্জিতঃ।
মূলে চাস্তেহতি সম্বদ্ধঃ পাতনং পোথনং দ্বয়ম্॥"

(বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ)

মুসল (মোসল), এসিয়াখণ্ডের তুরুষ্করাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন সমৃদ্ধ নগর; তাইগ্রীস নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। অক্ষা॰ ৩৮°৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৪৩° ৫´ পূঃ। নদীতীরে অবস্থানহেতু সময় সময় বন্যার জলে নগর ডুবিয়া যায়। ইহার ঠিক অপর পারে অর্থাৎ নদীর বামকূলে জগতের প্রাচীনতম রাজধানী নিনিভে নগরীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। নিনিভের ন্যায় এই নগরীও প্রাচীরবেষ্টিত। [নিনিভে দেখ]

এই নগর হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণে নদীগর্ভে বিখ্যাত জিক্‌র্ উল্-আবাজ বা নিমরুদ-বাঁধ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা তাইগ্রীস নদীর এককূল হইতে অপর কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার ৭ মাইল দক্ষিণেও জিক্‌র্ ইসমাইল নামক বাঁধ ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ তাইগ্রীস নদীর স্রোতোবেগ প্রতিরোধ করিবার জন্য বাঁধদ্বয় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় মস্‌লিন বস্ত্রের প্রচার অভাব হইতেই বুঝা যায়। মেনোকনের বৃত্তান্তে এই স্থান Mes Plym নামে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া অথবা সুয়েজ-যোজক দিয়া ভারতে গমনাগমনের পথ আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন য়ুরোপীয় বণিক্‌সম্প্রদায় ভারতীয় পণ্যদ্রব্য আহরণের চেষ্টায় পদব্রজে আসিয়া মুসলনগরে অবস্থান করিতেন; পরে তথা হইতে ভারতবর্ষে আসিতেন। বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতীয় বণিক্‌গণ যে তুরুষ্করাজ্যে পদার্পণ করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। য়ুরোপীয় বণিক্‌দল সমুদ্রপথে আসিতে আরম্ভ করিলে, এখনকার বাণিজ্য-সমৃদ্ধির অবসান ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যাও কমিয়া যায়। নগরোপকণ্ঠস্থিত নেব্বি-ফুনুস গ্রামের একটী সুবৃহৎ স্তূপ মধ্যে ভগ্নাবস্থায় পতিত একটী মসজিদ দৃষ্ট হয়। সাধারণের বিশ্বাস, উহাই প্যাগম্বর জোনার সমাধিমন্দির। এখানে অনেকগুলি প্রস্রবণ আছে।

মুসলক (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ। ২ সরীসৃপ বিশেষ।

মুসলমান (মুশলমান) আরবদেশবাসী ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী জাতিবিশেষ। মহম্মদীয় ধর্ম্ম মতে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক যাহারা তন্মতানুসরণ করিয়াছিল, আরবদেশীয় সেই ধর্ম্ম-সম্প্রদায় মহম্মদীয় বা মুসলমান-সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। ইস্‌লামধর্ম্মানুচর সাধুপ্রকৃতি মহম্মদীয় অনুচরগণ সম্মানসূচক মুস্‌লীম্ (মোসলিম্ Moslem) অর্থাৎ মুক্তপুরুষ বলিয়া কথিত হইতেন। আরবী ভাষায় মুস্‌লিম্ শব্দের বহুবচনে 'মুস্‌লিমিন্' পদ সিদ্ধ হয়। এই হেতু মহম্মদীয় সম্প্রদায় স্বসমাজের ধর্ম্মগৌরবজ্ঞাপক "মুস্‌লিমিন্" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই মুস্‌লিমিন্ শব্দ হইতে ক্রমে অপভ্রংশে "মুসলমান" শব্দের উৎপত্তি হয়। মুসলমান-রমণীগণও প্রধানতঃ মুসলমানী নামে খ্যাত এবং তাহাদের চিরন্তন ধর্ম্ম ইস্‌লাম* অভিধাযুক্ত।

দেশভেদে উক্ত মুসলমান জাতি বিভিন্ন নামে আখ্যাত। য়ুরোপে মূর, আরবী, মুসলমান, মোসলেম ও তুর্ক। উত্তর আফ্রিকায় প্রথমে 'মগ্রাবি' নামে এবং ১৯শ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতে অপেক্ষাকৃত কোমলতর ভাষায় মুর নামে পরিচিত হয়। আবিসিনিয়া ও নিউবিয়ায় মুসলমানগণ—হাব্‌সী, পারস্যবাসী—পারসী; ভারতীয় মুসলমান-সম্প্রদায় হাব্‌সি, খাণ্ডা, নেড়ে, পাঠান (আফগান), মোগল, তাতার, পারসী, আরবী ও তুর্ক; তামিল—তুর্ককারা, চুলিয়া; তেলগু—তুর্ক-বতু, জোনকী; ব্রহ্মে—প-থি; চীন—হোই হোই, কোএ পাহে। এতদ্ভিন্ন সুমাত্রা, সিংহল, যব, বলি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে মুসলমান জাতির সমাগম হওয়ায় তত্তদ্দেশে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। যেরূপ আরবের পশ্চিম দেশাভিমুখে অগ্রগামী স্পেন ও উত্তর আফ্রিকাবিজয়ী মুসলমানগণ "মূর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তদ্রূপ পূর্ব্বাঞ্চলবাসী সার্কিয়া মুসলমান সম্প্রদায় "সারাসিন্" নামে পূর্ব্ব আফ্রিকা ও এসিয়া খণ্ডে প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল। সাহারামরু পর্য্যটনকারী প্রাচীন আরবদল খৃষ্টানসম্প্রদায় কর্ত্তৃক "সারাসেন" (সাহারা অদেন) নামে কথিত হয়।

মধ্যযুগে যে সকল মুসলমান য়ুরোপের ফ্রান্স রাজ্য জয় করিয়া সিসিলি দ্বীপে বাস করিয়াছিল, তাহারাই খৃষ্টান্ গ্রন্থে "সারাসেন্" নামে উক্ত হইয়াছে। এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে য়ুরোপীয় গ্রন্থকারদিগের বিভিন্নমত দৃষ্ট হয়। Du Cange বলেন, আব্রাহামপত্নী সারার নাম হইতে সারাসেনা নামকরণ হইয়া থাকিবে। Hottingerএর মতে আরবী 'সারাকা' শব্দের লুণ্ঠন বা অপহরণ অর্থ হইতে 'সারাকিন্', Forsterএর মতে সাহারা (মরু) হইতে, এবং Stephanus Byzantinusএর মতে আরবের সরক জনপদবাসী বলিয়া উহারা সারাকানী বা সারাসেনী নামে পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু সার্কিন্ (পূর্ব্বদিক্‌বাসী) শব্দের অপভ্রংশে সারাসেনী শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকিবে। কারণ প্লিনির গ্রন্থে খৃষ্ট জন্মের প্রথম শতাব্দে তাইগ্রীস্ ও য়ুফ্রেটিসের মধ্যবর্ত্তী জনপদবাসী বেদোইন্ আরবগণ, যাহারা এসিয়াখণ্ডস্থিত রোমরাজ্য ও পার্থিয় রাজ্যের মধ্যস্থলে স্বতন্ত্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহারাই) সারাসেনী শব্দে উক্ত হইয়াছেন। পরে যে সকল আরব জাতি মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ডে ইস্‌লাম সাম্রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল, তাহারাই "সারাসেনী" নামে ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে।

ইস্‌লাম অভ্যুদয়ের সেতু শত শতাব্দ মধ্যে সারাসেনীগণ দক্ষিণ য়ুরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় যে প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল,

---

* মুসলমান ও ইস্‌লাম্ শব্দে আরবীয় "সলম্" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উহার অর্থ,—আপদ্‌মুক্ত মুক্ত অথবা মুক্তিদানকারী। যে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভবধামযাত্রা নির্বিঘ্নে অতিবাহিত এবং পারলৌকিক মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, মহম্মদ সেই প্রসিদ্ধ পবিত্র ধর্ম্মমতকে ইস্‌লাম্ বলিয়া আখ্যাত করেন। সলাম, তস্‌লীম, সলামৎ ও মুস্‌লীম্ শব্দ উক্ত ধাতুর প্রত্যয়াদি নিষ্পন্ন রূপ মাত্র। মুস্‌লীম শব্দের বহুবচনের রূপান্তরেও মুসলমান পদ সাধিত হইয়া থাকে। ভারতীয় মুসলমানগণ সাধারণতঃ মুস্‌লীম্ অর্থাৎ আদি মুসলমান এবং নও-মুস্‌লীম্ (নব মুক্ত) অর্থাৎ স্বধর্ম্মত্যাগী ইস্‌লাম-ধর্ম্মানুরাগিভেদে দ্বিবিধ। ইহারা কখন কখনও আপনাদিগকে মহম্মদী বা মোমিন্ নামে পরিচিত করে। ইহাদিগের আচরিত ধর্ম্ম 'দীন-ই-ইস্‌লাম' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আজিও কায়রো-নগরস্থ হকিম ও অমরৌ মসজিদ, আল-হামব্রার বিখ্যাত রাজপ্রাসাদ প্রভৃতিতে যে স্থাপত্যশিল্প-চাতুর্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা য়ুরোপীয় চিত্রেতিহাসে সারাসেনী-স্থাপত্য (Saracenic style বা architecture) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় স্থপতি রবার্টস্, লিউইস্, মর্ফি, জোন্স প্রভৃতি এই স্থাপত্যের অনুকরণে সিডেনহামের "ক্রিষ্টাল পালেস" নামক অট্টালিকার শিল্প-চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কনষ্টান্তিনোপল নগরে "সারাসেনী" স্থাপত্যের অভাব নাই।

কিরূপে মহম্মদের প্রভাবে আরবদেশে ইস্লাম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় এবং কি রূপেই বা এই মহম্মদীয়সম্প্রদায় আপনাদের অসি-সহায়ে দক্ষিণ-য়ুরোপ, উত্তর-আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ এসিয়াখণ্ডে একটী নূতন জাতি ও সাম্রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল এবং কি প্রণালীতেই বা তাহারা নূতন ইস্লাম-মতের অনুষ্ঠেয় কার্য্যাবলী পরিচালন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

উৎপত্তি।

৫৭১ খৃষ্টাব্দে আরবের মক্কানগরে মহম্মদের জন্ম হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষালাভ হয়। ঐ সময়ে আরবে পৌত্তলিক সেবিয় ও মগী এবং খৃষ্টানদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। বিভিন্ন মতাবলম্বীর মত-বৈপরীত্যে দেশ মধ্যে এক অভাবনীয় অনিষ্টপাত ও ধর্ম্ম-বিপ্লবের আশঙ্কা করিয়া তিনি দুর্দ্দশাপন্ন আরববাসিগণের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিবার নিমিত্ত নূতন পন্থা আবিষ্কারে অগ্রসর হন। ৪০ বর্ষ বয়ঃ-ক্রম কালে তিনি স্বীয় মত ব্যক্তি-সাধারণের নিকট প্রচার করিতে থাকেন এবং আপনাকে ঈশ্বর-প্রেরিত প্যাগম্বর বলিয়া পরিচিত করেন।

মক্কাবাসী পৌত্তলিক দল বিশেষতঃ কোরাইস্ জাতি এই নূতন ধর্ম্ম পুরাতন প্রথার ঘোর বিরোধী জানিয়া মহম্মদের বিনাশসাধনে অগ্রসর হন। বিপক্ষদল এই নব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে মহম্মদ আপন পক্ষকে হীনবল জানিয়া মক্কা ছাড়িয়া ১৩ দিন পথ পর্য্যটনের পর যাত্রেব নগরে উপনীত হন। এই যাত্রেব নগর পরে মদিনা নামে খ্যাত হয়।

৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই মহম্মদ মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনাৎ-অল্-নবিতে আসিয়া উপনীত হন, ঐ পলায়নের দিন হইতেই ইস্লামধর্ম্মের অজরভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। খলিফা ওমার ঐ দিনকে মুসলমান অভ্যুদয়ের প্রথম হিজিরাব্দ বলিয়া গণনা করেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত ঐ হিজিরা লইয়া মুসলমান জাতির চান্দ্রবৎসর গণিত হইয়া আসিতেছে।

মদিনায় আসিয়া মহম্মদ স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীর উপদেষ্টা পুরোহিত এবং দলপতি বা রাজা হইয়াছিলেন। এখানে স্বীয় পার্ষদ ও অনুচরদিগের সহায়ে তিনি যেরূপ ইস্লামধর্ম্মের পুষ্টি ও বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে আরববাসীর মুক্তিপথপ্রদর্শক মহাত্মা মহম্মদ ৬৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে জগতে শান্তিধর্ম্মস্থাপন করিয়া গতাসু হন। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় প্রিয়তমা পত্নী আয়েসার বাহুদেশে মাথা রাখিয়া শান্তিপূর্ণহৃদয়ে আকাশপানে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে "স্বর্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী" উদ্দেশ্যে প্রাণের অভাব জ্ঞাপন করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মহম্মদ অন্তিম স্বর্গের চিরানন্দ লাভের প্রত্যাশায় উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। [মহম্মদ দেখ]

মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন দিন অর্থাৎ মহম্মদীয় হিজিরাব্দের প্রতিষ্ঠা হইতে মহম্মদের মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে মুসলমান ধর্ম্ম এবং মুসলমান জাতি এসিয়া মহাদেশে এরূপ দৃঢ়মূল হইয়া গিয়াছিল যে, বিগত দ্বাদশ শতাব্দে রাজধর্ম্ম ও জাতিগত বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলেও কেহ সেই দৃঢ়ভিত্তি সঞ্চালিত করিতে সমর্থ নাই। এখনও সেই ইস্লামধর্ম্ম ১৪ কোটী মানবহৃদয়ে আপন শক্তিময় অনুশাসনপ্রভাব অপ্রতিহত ভাবে পরিচালিত করিতেছে।

মহম্মদের অনুচরবর্গ মদিনায় আসার পর, মহম্মদীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জুবীরের পুত্র আবদুল্লা প্রথম মুসলমান-তনয়রূপে আরবদেশে অবতীর্ণ হন। ক্রমে মুসলমান জাতি মহম্মদীয় শক্তিপ্রভাবে তরবারি ও কোরাণ হস্তে 'দীন্ দীন্' রবে এসিয়া ও য়ুরোপের দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী ভূভাগসমূহ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল।

ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, ইস্লাম্-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরবে একমাত্র সূর্য্যো-পাসক মগী এবং পৌত্তলিক ও খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল। বিভিন্ন মতাবলম্বীর একত্র সমাবেশে মতবিরোধ-হেতু পরস্পরে বিবাদের সম্ভাবনা হইয়া থাকে, সুতরাং মগ-প্রধান পারস্যের সহিত বাইজাণ্টাইন্ সাম্রাজ্যদ্বয়ের আত্ম-শ্লাঘাপর রাজমণ্ডলীর বিরোধে সহজেই রাষ্ট্রবিপ্লব সমুৎ-পাদিত হইয়াছিল। করভারে প্রজাপীড়ন এবং বিরোধি-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মনোমালিন্যহেতু রাজশক্তির ক্রমশঃই অবসাদ ঘটে। এইরূপে বিখ্যাত পারস্য-সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে হীন-বল হইয়া পড়ে। [পারস্য দেখ।]

সুপ্রাচীন জরথুস্ত্রের (Zoroaster) মতানুসারী পারসিক-গণ আর একতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে না পারায়, নবাভ্যুত্থিত

মহম্মদীয় শক্তির সমক্ষে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। অচির-পরিবর্দ্ধিত আরবজাতির রাজ্যজয়াকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই পার্শ্ববর্ত্তী হীনপ্রভ সাম্রাজ্য দ্বয় আরবীয় মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়াছিল। এই সময়ে আরব-বাসী মহম্মদীয় সম্প্রদায়ের তরবারিভয়ে যাহারা স্বচ্ছন্দমনে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, কালে সেই মুসলমানই স্বধর্ম্মী বিবেচনায় মুসলমান-সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছিল। য়িহুদী ও খৃষ্টানগণ সম্মান বিসর্জ্জন ও করদানে অব্যাহতি পায়। বিধর্ম্মী কাফেরগণ মুসলমানের তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে প্রাণবিসর্জ্জন করে।

পরিবৃদ্ধি।

এই সময়ে মুসলমানজাতির অধিনায়করূপে এবং মুসলমান-সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে ইসলাম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদই আসনগ্রহণ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিস্বরূপে পরবর্ত্তী খলিফাগণ মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজশক্তি ধর্ম্মপ্রণোদিত হওয়ায় জাতীয় একতা দ্বারা তাঁহাদের শাসনদণ্ড অক্ষুণ্ণভাবে দেশ হইতে দেশান্তরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

এই খলিফাবংশের প্রথম শতাব্দের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, মুসলমান-সম্প্রদায় শৃঙ্খলাবদ্ধ বিজয়াভিযান-দ্বারা মুসলমান-সাম্রাজ্যকে সমৃদ্ধিভূষায় অলঙ্কৃত করিয়াছিল। আবুবকরের শাসনকালে বীরবর খালেদ সমগ্র সিরিয়া ও মিসোপোটেমিয়া রাজ্য এবং ওমারের সেনানী প্রধান অমরু-বিন্ আস্ সমগ্র মিশর রাজ্যকে আরব-সাম্রাজ্যভুক্ত করে। তৎপরে তিনি ১৪ মাস অবরোধের পর আলেক্জান্দ্রিয়া ও মেম্ফিস জয় ও ফোস্তাৎ-(প্রাচীন কায়ারো) নগরস্থাপন করেন।

মিশরবিজয়ের অব্যবহিত পরেই, মুসলমান-সেনাদল ভূমধ্যসাগরতীরবর্ত্তী সাইরেণিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্ররাজ্যগুলি অধিকার করে। এই সময়ে আফ্রিকার বর্ব্বরদলের সহিত আরবীয় মরুপুত্রগণের সদ্ভাব সংস্থাপিত হওয়ায় মুসলমান-সম্প্রদায়ের শক্তি আরও সুদৃঢ় হইয়াছিল।

সৈয়দ বিন আবি বকুর ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে কাডেসিয়া যুদ্ধে, ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে জলুলা রণক্ষেত্রে এবং ৬৪২ খৃষ্টাব্দে হোলবন ও নেহবন্দ রণপ্রাঙ্গণে উপর্য্যুপরি পারসিকবাহিনীকে পরাভূত করার পর, পারস্য-সিংহাসন মুসলমানাধীশ্বরের অধিকৃত হয়। ওসমানের রাজত্বকালে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে সাইপ্রাস দ্বীপ লুণ্ঠিত হইয়াছিল। অতঃপর আবদুল্লা বিন-ওমার খোরাসান অধিকারপূর্ব্বক বাল্হিক রাজ্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া মুসলমান-সাম্রাজ্যের পত্তন করেন।

আলীবেন আবি তালেবের রাজ্যকালে গৃহবিবাদে রাষ্ট্র-বিপ্লব সমুপস্থিত হয়। তিনি ঐ রাজদ্রোহিতা নিবারণের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আবদুর-রহমন-বিন্ মোলজাম নামক জনৈক উন্মত্ত বিদ্রোহীর হস্তে নিহত হন। তাঁহার রাজত্ব হইতেই মহম্মদ সম্পর্কীয় খলিফাবংশের শাসন লোপ হয়, অতঃপর ওমৈয়দগণ খলিফাসিংহাসনের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

এই ওমৈয়দ্-বংশের প্রথম খলিফা মোয়াভিয়া য়ুফ্রেটিস-তীরবর্ত্তী কিউযগ্ নগরী হইতে দামাস্কাস্ নগরে মুসলমান-সাম্রাজ্যের রাজধানী. পত্তন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মুসলমান-সেনানী ওক্বা-বিন-নফির যত্নে ৬৭৫ খৃষ্টাব্দে কৈরবান নগর স্থাপিত হয়। অতঃপর ওক্বা টাঞ্জিয়ার হইয়া আট্লাণ্টিক মহাসাগরোপকূল পর্য্যন্ত মুসলিম-প্রভাব বিস্তার করেন। এখান হইতে সমুদ্র অতিক্রমপূর্ব্বক স্পেনরাজ্য গমনোদ্যোগ সময়ে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, সুতরাং চালকের অভাবে মুসলমানশক্তি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে এবং এই সুদূর পশ্চিম-আফ্রিকা-ভূভাগে মুসলমান-বিধ্বস্ত রাজ্য-সমূহ পুনরায় স্বাধীনতা অবলম্বন করে।

অতঃপর পুনরায় ৬৮৮ খৃষ্টাব্দে জিব্রল্টার-প্রণালী পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা আরব জাতির করায়ত্ত হয়। খলিফা ১ম বালিদের রাজ্যকালে (৭০৫-৭১৫ খৃঃ) আরব-সাম্রাজ্য-সীমা বিস্তৃতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ঐ সময়ে স্পেন-রাজ রডারিক্ কিউটার শাসনকর্ত্তা জুলিয়ানাসের কন্যাকে বিশেষরূপে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করায়, জুলিয়ানাস্ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার বিরুদ্ধাচারী হন। তিনি আফ্রিকার তৎকালে প্রতিনিধি মুসা-বিন্ নৌশিরকে স্পেনপতি রডারিকের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে আহ্বান করেন। তদনুসারে আরব-সেনাপতি তারিখ বিন্ জিয়াদ সমুদ্র উত্তরণপূর্ব্বক স্পেনরাজ্যে পদার্পণ করেন। তাঁহারই নামানুসারে ঐ স্থান 'জেবেল্-তারিখ' (তারিখ পর্ব্বত) আখ্যা লাভ করে, পরে অপভ্রংশে ঐ অন্তরীপ ক্রমে জিব্রল্টার (Gibralter) নামে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে।

তারিখ বিন্ জিয়াদ স্পেনরাজ্যে অবতীর্ণ হইয়াই ৭১১ খৃষ্টাব্দের ১৯ এ জুলাই জেরেজ ডি লা ফ্রণ্টেরায় যুদ্ধে রডারিককে পরাভূত করিয়া রাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন। অনন্তর অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি আন্দালুসিয়া, গ্রাণাডা ও মার্সিয়া প্রভৃতি স্থানে মহম্মদীয় শক্তির প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এদিকে পূর্ব্বাঞ্চলে খোরাসানপতি কোতিবা বিন্ মুসলিম্ মবরাল-নহর, বোখারা, তুর্কীস্থান ও খ্বারিজম্

রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক ইস্লাম-সাম্রাজ্য পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ইহারই রাজ্যকালে মহম্মদ বিন্ কাশিম অস্-তকেফি ৭১২ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করেন। তদনন্তর তিনি গুর্জ্জরজয় করিয়া চিতোর-আক্রমণে অভিযান করেন এবং তথায় বাপ্প রাওর হস্তে পরাজিত হন।

৭১৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-সাম্রাজ্যের আয়তন যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। ঐ সময়ে মুস্লেম বীরগণ এসিয়া ও য়ুরোপখণ্ডের সমগ্র সভ্যজাতির বাসভূমিতেই আধিপত্যবিস্তারে ও ইস্লামধর্ম্ম প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন। উক্ত মহাদেশদ্বয়ের মধ্যভাগে সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে মুসলমান-জাতির বিজয়কেতন প্রভাসিত হইয়াছিল। পশ্চিমে আট্লাণ্টিক মহাসাগর, উত্তরে পিরিনিজ্ পর্ব্বতমালা, দক্ষিণে সাহারা মরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র উত্তর-আফ্রিকার রাজ্য সমূহ (ইজিপ্ত ও আবিসিনিয়া রাজ্য) এবং পূর্ব্বাঞ্চলে অর্থাৎ এসিয়াখণ্ডে সমগ্র সিনাইটিক্ প্রায়োদ্বীপ (আরব), পালেস্তিন, সিরিয়া, আর্ম্মেনিয়ার কতকাংশ, এসিয়া মাইনর, মেসোপোটেমিয়া, পারস্য, কাবুল ও সিন্ধুনদের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী প্রদেশসমূহ মুসলমান-সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তত্তদ্দেশবাসিগণ ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদীয় সম্প্রদায়ের পরিপুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে মুস্লেম সম্প্রদায় ভারতবিজয়ে যত্নবান্ হন। অনন্তর তাঁহারা ভারতীয় জাতিকেও এই মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মে সম্যক্ দীক্ষিত করিয়া ইস্লামশক্তি বৃদ্ধি করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই সুবিস্তৃত মুসলমান-সাম্রাজ্যে পরবর্ত্তী ১১শ শতাব্দে আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, ইহার কলেবর অনেকাংশে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল; কিন্তু বহুকাল মুসলমান-শাসনাধীনে পরিচালিত এই সাম্রাজ্যের মধ্যে একমাত্র স্পেনরাজ্য ব্যতীত অন্য কোন ভূভাগই ইস্লামধর্ম্মের ছায়া অপসৃত করিতে পারে নাই।

সুলিমানের রাজত্বকালে (৭১৫-৭১৭ খৃঃ অঃ) এসিয়ামাইনরও কনষ্টাণ্টিনোপল এবং ওমার বিন্ আব্দ্ অল্ আজিজের শাসনসময়ে (৭১৭-৭২০ খৃঃ অঃ) লোর্জন্ ও তাবিরিয়ান রাজ্য মুসলমান-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ওমারের বংশধর ২য় য়েজিদ (৭২০-৭২৪ খৃঃ অঃ) এবং পরবর্ত্তী খলিফাগণের শাসনশক্তির দৌর্ব্বল্যহেতু ও হেসামের বলবতী রাজ্যলাভাকাঙ্ক্ষায় মুসলমানরাজ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। বিশৃঙ্খল-শাসনে উত্ত্যক্ত প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া খলিফা-পদাকাঙ্ক্ষী নূতন নেতাদিগকে মুসলমান-সমাজের নেতৃত্বপ্রদানের অবসর দেয়। ৭২৪ হইতে ৭৪৩ খৃষ্টাব্দে খলিফা হেসামের রাজ্যকালে মুসলমানদিগের বিজয়বাহ প্রথমে পরাভূত হয়। ৭৩২ খৃষ্টাব্দে পইটিয়র যুদ্ধে মুসলমান-সেনানী আবদুর রহমন বিন্ আবদুল্লা চার্লস্ মার্টেলের নিকট পরাজিত হইলেন। ঐ যুদ্ধের পর, য়ুরোপ মহাদেশে আরববাসীর অক্ষুণ্ণ প্রতাপ খর্ব্ব হইয়া যায়। লাঙ্গোএডকের উদে নদীতীর পর্য্যন্ত মুসলমান-রাজ্যসীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে।

অতঃপর ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে যখন আব্বাস-বংশ ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানসমাজের নেতৃত্ব লাভ করে, তখন ওমৈয়দ-বংশধরগণ অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিল। ঐ বংশের একমাত্র রাজা আবদুর রহমন্-বিন্ মোয়াবিয়া স্পেনরাজ্যে পলাইয়া আত্মরক্ষা করে এবং তথাকার কর্ডোভা নগরে ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ওমৈয়দ্ রাজপাট স্থাপনপূর্ব্বক খলিফা পদ গ্রহণ করেন।

আব্বাস্-বংশের অধিকারকালে বোগদাদ নগরে রাজপাট পরিবর্ত্তিত হয়। তাঁহাদের যত্নে আরও কয়েকটী রাজ্য মুসলমান-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ভূমধ্যসাগরস্থিত ক্রীট্, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া ও সিসিলি দ্বীপও আফ্রিকার মুসলমান-শাসনকর্ত্তার অধীন হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাবংশসমূহ স্ব স্ব বীর্য্যপ্রভাবে সভ্যজগতে রাজ্যপ্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে যেরূপ সুযশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এই আব্বাস্ বংশও শিল্পবিদ্যা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া বিদ্বন্মণ্ডলী ও সভ্যসাধারণের নিকট তদ্রূপ প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। মন্সুর, হারুণ অল্ রসীদ্ ও মামুন্ প্রভৃতি খলিফাগণ সাহিত্য-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহাদের রাজ্যকালও মুসলমান-শক্তিসমৃদ্ধির উজ্জ্বল নিদর্শন।

মানসিক ঐকান্তিক চিত্তবৃত্তির উন্নতিসাধনে আসক্তি হেতু আব্বাসবংশীয় রাজগণ ক্রমশঃ নির্জ্জনতাপ্রিয় ও বিলাসী হইয়া পড়েন। সুতরাং রাজকার্য্যে অবশ্যম্ভাবী অমনোযোগ অবলোকন করিয়া মুসলমান-প্রতিনিধিবর্গ গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে এই রাজদ্রোহিতা ঘনীভূত হইতে থাকে। বোগদাদের রাজশক্তি তৎকালে বাহ্যতঃ অক্ষুণ্ণ থাকিলেও বাস্তবিকপক্ষে হীনবল হইতে ছিল। ঐ বিদ্রোহবহ্নি সাম্রাজ্যের এক সুদূর প্রান্তে প্রথমে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আবদুর রহমনের স্পেনরাজ্যে স্বতন্ত্র স্বাধীন ওমৈয়দ রাজ্যস্থাপন উহার প্রারম্ভ। ঐ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া অপরাপর স্থানের মুসলমান প্রতিনিধিগণ (Prefects) স্বাধীন হইবার প্রয়াস পাইলেন।

বিলাসুরক্ত ও বিলাসী আব্বাসবংশীয় খলিফাগণ এই

রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় আপনাদের অবস্থান বিপজ্জনক বিবেচনা করিয়া সিংহাসন ও আত্মরক্ষার্থ বেতনভোগী তুর্কপ্রহরী নিযুক্ত করেন এবং প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গের (আমীর-উল্-ওমরাহ) প্রতি নিয়মাতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদেরই হস্তে রাজ্যপরিচালনভার সমর্পণ করিয়াছিলেন।

রাজ্যশাসনহেতু এতাদৃশ ব্যবস্থার নির্দেশ, সেলজুক তুর্কবংশের উপর্য্যুপরি আক্রমণ এবং রাজসরকারে তুর্কদিগের প্রাধান্যবিস্তারহেতু খলিফাগণ নামমাত্র মুসলমান-সমাজের নেতৃরূপে সম্মানিত ছিলেন। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে হুলাকু কর্তৃক বোগদাদ আক্রমণ ও অধিকার হইতেই আব্বাসবংশের অবসান হয়।

ওমৈয়দবংশীয় খলিফা মোয়াবিয়ার দামাস্কাস্-নগরে রাজধানী স্থাপন এবং পরবর্ত্তী আব্বাস্বংশের বোগদাদ নগরে প্রতিপত্তি কাল পর্য্যন্ত মুসলমান জাতির অভ্যুদয়-ক্ষেত্র আরবরাজ্য সমগ্র মুসলমান-সাম্রাজ্যের একটী নগণ্য প্রদেশরূপে পরিগণিত হইতে থাকে এবং অবিলম্বে উহা বিভিন্ন সামন্তরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল বিভাগের মধ্যে একমাত্র য়েমেন প্রদেশ মহম্মদের জন্ম হইতে ১৫শ শতাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। প্রতিবৎসর এখানকার পবিত্র নগরে তীর্থযাত্রীর সমাগম ব্যতীত, বেদোইন সর্দ্দারগণের পরস্পর বিরোধ এবং নেজদ্ প্রদেশে বহাবি রাজবংশের অভ্যুত্থান ও অবসান ভিন্ন আরবী মুসলমানরাজ্যে আর কোন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

সিরিয়া, পারস্য, মৌরিটানিয়া ও স্পেনরাজ্য জয়ের পর আরবজাতির বাণিজ্যোন্নতি সাধিত হয়। একমাত্র ইসলাম-ধর্ম্ম এবং এক আরবীভাষার প্রচলন থাকায় পর্য্যটক-বণিকবৃন্দের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হওয়ায় এই বিস্তীর্ণ মুসলমান-সাম্রাজ্য মধ্যে একটী বাণিজ্য-সাম্রাজ্য স্থাপনেরও বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল। বোগদাদ-রাজবংশের বিলাসিতা এবং আব্বাস-বংশীয় খলিফাগণের সুখসমৃদ্ধি ও বিলাসবাসনা পরিপূরণের নিমিত্ত মুসলমান-বণিক্দিগকে ভারতীয় সৌখীন দ্রব্যের জন্য হাঁটাপথে ভারতে আসিয়া বাণিজ্য করিতে হইত। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দের প্রারম্ভে আরবগণ ভারতের নানাস্থানে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে, তখন হইতেই বহুসংখ্যক ভারতীয় রাজন্য হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় ছাড়িয়া ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। অতঃপর আরবগণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, সুমাত্রা, যব, সিলেবিস প্রভৃতি দ্বীপরাজ্যে, এমন কি, সুদূর চীনসাম্রাজ্যেও বাণিজ্য-ব্যপদেশে মুসলমানপ্রভাব বিস্তৃত করে।

পদব্রজে গমনকারী আরবীয় বণিক্সম্প্রদায় এইরূপ স্থলপথে তাতাররাজ্য ও সাইবিরিয়ার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া অবাধে বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনা করিত। আফ্রিকাখণ্ডে তাহারা নাইগার পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। এখানে খৃষ্টীয় ১০ শতাব্দ হইতে মুসলমানদিগের প্রভাবে ঘানা, বঙ্গরা, তোক্রুর, কুকু, সেন্নায়ার, দর্ফুর, বুর্ণু, টিম্বাবটু ও গেগী প্রভৃতি কএকটি সামন্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে বাবেল্মান্দেব প্রণালী হইতে জাঞ্জিবর পর্য্যন্ত সমুদ্রতটে তাহাদিগের যত্নে মক্দাশুয়া, মেলিন্দে, সোফলা, কেলু ও মোজাম্বিক বন্দর স্থাপিত হয়। এখান হইতে তাঁহারা মাদাগাস্কারবাসী জনগণের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য নির্ব্বাহ করিতেন। লুসিটানিয়াবাসী বাণিজ্যপ্রিয় বণিক্-সম্প্রদায় জলপথে পণ্যদ্রব্য লইয়া খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে সুদূর আমেরিকাখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হন। সাধারণের বিশ্বাস, এই আরবসম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা মহাদেশের আবিষ্কর্ত্তা।

বসুন্ধরার ভোগবিলাসভূমি হিন্দুসেবিত ভারতাধিকারই মুসলমান সম্প্রদায়ের সাম্রাজ্যবিস্তারের সর্ব্বশেষ নিদর্শন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের শেষ ও ৮ম শতাব্দের প্রারম্ভ হইতেই ভারতবর্ষে মুসলমান-সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান হইয়াছিল। খলিফাগণের ভোগলালসা পরিতৃপ্তির জন্য মুসলমান বণিক্গণ ভারতের সহিত সংস্রব স্থাপন করেন। মীর কাসিমের সিন্ধু আক্রমণ হইতে ভারতে মুসলমান সমাগম ও ইস্লাম-ধর্ম্মের বিস্তার হয়। তৎপরে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে গজনি-পতি সুলতান মাহ্মুদের কৃপায় ভারতে মুস্লিম্ শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত মুসলমানপুঙ্গব সপ্তদশবার ভারত আক্রমণ করিয়া বহু অর্থ লুণ্ঠনপূর্ব্বক স্বদেশে পলায়ন করেন। বিখ্যাত সোমনাথমন্দির ও তথাকার দেবমূর্ত্তি তাঁহার দ্বারা ধূলিলুণ্ঠিত হইয়াছিল। মাহ্মুদ পারস্য হইতে ভারতের উত্তরপশ্চিম পঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় দুই শতাব্দ পরে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকারপূর্ব্বক ভারতের সর্ব্ব-প্রাচীন রাজধানীতে মুসলমান শাসন বিস্তার করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত দিল্লীনগর মুসলমান বাদসাহগণের রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। এখানে পাঠান প্রাদুর্ভাবের অবসানে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে মোগল-বংশের অভ্যুদয় দেখা যায়। মোগলসম্রাট্ বাবরশাহ ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লীসিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার পৌত্র সম্রাট্ অকবর শাহের এবং প্রপৌত্রের পৌত্র অরঙ্গজেবের সময়ে ভারতে মুসলমানপ্রভাব পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

ভারতবাসী ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমানগণ বিভিন্ন জাতি হইতে সমুদ্ভূত। তন্মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন শাখাভুক্ত আরব-জাতির সন্তান, কতক পারস্যবাসী ইরাণীয় জাতি হইতে সমুদ্ভূত, আর কতকগুলি শক, তাতার, মোগল, তুর্ক, বলুচ, আফগান, অগ্নিকুলরাজপুত, জাট এবং আর্য্যোপনিবেশের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারত-সমাগত মোঙ্গলীয় শাখাজাতি হইতে, ইসলামরূপ ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর, ভারতীয় বিভিন্ন মুসলমান-সম্প্রদায় পরিপুষ্ট হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তভূমে মোঙ্গলীয় সম্প্রদায় মোগল, আফগানগণ, পাঠান এবং বিশুদ্ধ আরবী মুসলমানগণ শেখ নামে পরিচিত।

উপরোক্ত মুসলমান-সন্তানগণ মামুদ, চেঙ্গিস্ খাঁ, তৈমুর, বাবর, নাদিরশাহ, আহ্মদশাহ ও অন্যান্য ভারত আক্রমণকারী অথবা তাঁহাদের শিবিরসঙ্গী হইয়া ভারতে আগমনপূর্ব্বক ক্রমশঃ দিল্লী, হাইদরাবাদ, আর্কট, লক্ষ্ণৌ, রোহিলখণ্ড প্রভৃতি দেশীয় মুসলমান রাজাধীনে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। ভারতাধীশ্বর ইংরাজরাজের দেশীয় সেনাবিভাগেও ঐরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ সৈনিক-কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

ভারতের পশ্চিম সীমান্তে, পঞ্জাব প্রদেশে ও সিন্ধুনদের উভয় তীরবর্ত্তী রাজ্যসমূহে প্রধানতঃ মোগল, তুর্ক, আফগান ও বলুচবংশীয় মুসলমানের বাস দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন তথায় রাজপুত, জাট ও হিন্দু-সম্প্রদায় হইতে ইস্‌লাম-দীক্ষিত নূতন মুসলমান-সমাজের বসবাস হইয়াছে। পঞ্জাবেও রেচনা দোয়াব ও সিন্ধুসাগর অন্তর্ব্বেদীতে মুলতানী, ভট্টি, খুরল ও অবন্ প্রভৃতি যে সকল মুসলমান-সম্প্রদায়ের বাস আছে, তাহারা গ্রীকবংশ-সম্ভূত। বহাবলপুরের দাউদ-পুত্রগণ, শাহপুর জেলার তুবানা, গুর্গাওজেলার মেবাতীগণ এবং গুজরজাতীয় মুসলমান ধর্ম্মদীক্ষিতগণ উত্তর ভারতের নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। উক্ত দাউদ্ পুত্রগণ বোগদাদের অল্‌আব্বাসবংশীয় খলিফাগণ (৭৪৯-১২৫৮ খৃঃ অঃ) হইতে আপনাদিগের বংশগতা কল্পনা করিয়া থাকেন দাউদ নামক জনৈক ব্যক্তি হইতে এই বংশের যশ প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া তদ্বংশধরগণ দাউদপুত্র নামে পরিচিত। অনেকে অনুমান করেন যে, তাহারা বলুচ জাতীয়। বহু দিন সিন্ধুপ্রদেশে বাসহেতু তাহাদের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহারা বহাবলপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাচীন লুঙ্গ ও জোহিয়া জাতিকে পরাভূত করিয়া শতদ্রু-তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ অধিকার করে। তাহাদের যত্নে কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে সিন্ধুপ্রদেশে অনেক খাল কাটা হইয়াছিল। কোরেসি, কিন্দানি, গোরি সেবাজী প্রভৃতি উপাধি থাকায় ইহাদিগকে আরববাসী বলিয়া অনুমিত হয়।

যুক্ত-প্রদেশের রোহিলখণ্ড বিভাগের রোহিলা-আফগান; মীরাটে কোকো; ভূপাল, মন্দশোর ও জোরার আফগান; অযোধ্যায় সৈয়দ, হাইদরাবাদ (সিন্ধু) বলুচ ; হাইদরাবাদ (দক্ষিণ) সৈয়দ। ভারতের আফগানগণ প্রায়ই স্বদেশীয় বংশোপাধি বা জাতীয় সংজ্ঞা বহন করিয়া থাকে, যেমন—যুসুফজৈ, বরাকজৈ, মেহ্‌মন্ প্রভৃতি।

দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক রাজ্যে যে বালাজাবংশ রাষ্ট্রবিপ্লবের বিশৃঙ্খলতার মধ্যে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা খলিফা ওমারের (৬৪৪ খৃষ্টাব্দে) বংশ হইতে আপনাদের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহারা প্রথমে সমরকন্দে ও পরে কর্ণাটরাজ্যে আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ও হাইদরাবাদের সৈয়দবংশের প্রতিষ্ঠাতা নিজাম দক্ষিণ-ভারতীয় মুসলমান-রাজশক্তির শ্রেষ্ঠতম। এই বংশ বিদেশ হইতে ভারতে সমাগত হইলেও মুসলমান প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নানা জাতীয় লোকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। আরব, নিগ্রো, হাবসী, উত্তরভারতীয় হিন্দু, কণাড়ী, তৈলঙ্গী, মরাঠা, গোণ্ড ও কোল প্রভৃতি সভ্য ও অসভ্য জাতি হইতে সেনানির্ব্বাচন করিয়া নিজাম দাক্ষিণাত্যে স্বীয় শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণে মোপলা, লব্বাই ও নওআইতি নামে তিন শ্রেণীর মুসলমান দৃষ্ট হয়। উহারা আরবী পিতার ঔরসে দেশীয় রমণীর গর্ভে উৎপত্তি-লাভ করিয়াছে। যখন ভারতের সহিত আরববাসী মুসলমানগণের বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখন হইতে মুসলমান-বণিক্ ও নাবিকগণ পশ্চিম-ভারতোপকূলে আসিয়া নিকৃষ্ট শ্রেণীর ভারতরমণীর সহবাসে পুত্রোৎপাদন করিয়াছে। ঐ সকল সঙ্কর পুত্র মপলা (মাপিল্লা), লব্বাই, জোনকী, জোনকের প্রভৃতি নামে পরিচিত। ইহারা মুসলমান জাতিভুক্ত হইলেও, মাতৃকুলসম্পৃক্ত হিন্দু ক্রিয়াকর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। মা-পিল্লাই (মার পুত্র) অর্থে মাপিল্লা, মপলা বা মোপলা। মলবার প্রদেশে ইহাদের বাস অধিক। লব্বাই আরবীয় লবেক (অনুগ্রহপ্রার্থনা) শব্দ হইতে উৎপন্ন। ইহারা আরবী বণিক্ বা নাবিকের ঔরসে ভারতীয় মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। নওআইতি অর্থাৎ নবাগত, প্রায় ৩ শত বর্ষ হইল তাহারা কার্য্যব্যপদেশে কোঙ্কণপ্রদেশে আসিয়াছে।

যে, বিজেতা মুসলমানগণ, সেই পুরাতন বিজিত ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের ক্রিয়াকলাপ ও জাতিভেদাদিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন; পক্ষান্তরে হিন্দুগণও মহম্মদ ও প্যাগম্বরগণের প্রশংসাবাদ করিতে অভ্যাস করেন। এই সংস্রবের ফলে হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণের পূজা, পাঁচপীরের পূজা, ওলাইবিবির পূজা, পীরের সিন্নি প্রভৃতি প্রচলিত হয়। ইহা অপেক্ষা আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভারতবাসী সুন্নি (Sonnites) ও শিয়া (Schiites) নামক মতবিরোধী মুসলমান-সম্প্রদায়দ্বয়, ভারত-প্রায়োদ্বীপে প্রবেশলাভের পর, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পরস্পর সদ্ভাবসূত্রে মিলিত হইয়াছিলেন। বিজিত দেশে ধনাগমের সুযোগ অন্বেষণ করিবার অভিপ্রায়েই হউক, অথবা শান্তিপ্রিয় হিন্দুগণের একতাদর্শনেই হউক, মুসলমানগণ দেবাধিষ্ঠিত ভারতভূমে স্বভাবতঃই শান্তভাব ধারণ করিয়াছিলেন। মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর পরস্পরের প্রতি এইরূপ আস্থা প্রদর্শন করিয়া, স্বয়ং একটী নূতন ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা পান। ঐ ধর্ম্মকে তিনি 'ইলাহী' (স্বর্গীয়) নামে ঘোষিত করেন। তাঁহার ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—"এক পরমেশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় দেবতা নাই। অকবর তাঁহার খালিফা (প্রতিনিধি)।" এই সংস্কৃত ধর্ম্মমতস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য মুসলমান, হিন্দু, পারসিক, য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগকে একচ্ছত্রাধীন করা। সম্রাট্ অকবরের এই ধর্ম্মাভিব্যক্তি অনেকাংশে পারসিকদিগের সুফী ও হিন্দুদিগের বৈদান্তিক মতের অনুরূপ*।

* "Nay, such was the harmony which prevailed between the adherants of the two creeds, that we find Brahmanical practices and many of the prejudices of caste adopted by the conquerors at a very early period, while on the other hand, the Hindus learned to speak with respect of Mohamed and the prophets of Islam. And what is perhaps still more remarkable, the Mohammedan sectaries, the *Sonnites* and the *Schiites*, laid aside wonted animosities when they entered the Peninsula. The change which thus gradually took place in the religious feelings of all parties, encouraged the emperor, Akbar, to make an attempt at the establishment of a new religion, * * * *. The object of this religious reformer was to unite into one body Mohammedans, Hindus, Zoroastrians, Jews and Christians. The creed of Akbar, indeed, bears considerable resemblance to that of the Persian *Sufis* or to that of the Hindus of the *Vedanti* School."

The Faiths of the World, Vol. VII, p. 469.

ভারতে মুসলমান-সমাবেশ হওয়ার পর, কিরূপে হিন্দুগণ ধীরে ধীরে ইসলামধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, মুসলমান সাধু পীরগণের পূজা এবং হিন্দু-ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্ত্তকগণের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা তাহার সবিশেষ অনুধাবন করিতে পারি। মুসলমান-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মতীর্থসমূহের মধ্যে মক্কার হাজ সর্ব্বপ্রধান; এতদ্ভিন্ন জিয়ারাত বা ক্ষুদ্র পীর ও প্যাগম্বরাদির সমাধিমন্দির বিদ্যমান থাকায় স্থান ক্রমে তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই সকল সাধুচেতা পীরগণের অমানুষিক ক্ষমতাদর্শনে হিন্দুদিগেরও মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। অদ্যাপিও ভারতীয় হিন্দুগণ মুসলমান তীর্থক্ষেত্রাদি সন্দর্শনার্থ গমন করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, মুসলমানদিগের পবিত্র তীর্থ মক্কায় হিন্দুদিগের প্রবেশের উপায় নাই। মক্কার প্রবেশকালে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত কেহই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস, এইখানে মক্কেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন।

[মক্কা শব্দ দেখ।]

কিউবার নিকটবর্ত্তী নজফের মসিদ-ই আলী, কার্ব্বালার ইমাম হুসেনের মসজিদ্, খোরাসনের ইমাম রেজার মসজিদ্ এবং অন্যান্য ইমামজাদা ও মহাপুরুষগণের সমাধিক্ষেত্র মসজিদ্ পরিশোভিত হইয়া সাধারণ মুসলমানমাত্রেরই পবিত্র তীর্থ ও পূজার সামগ্রী হইয়া পড়িতেছে। এতদ্ভিন্ন এসিয়ার অন্যান্য স্থানে ও ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্ম্মবীরগণের কবর আছে। ঐ সকল মহাপুরুষ অমানুষিক ক্রিয়া প্রদর্শন দ্বারা সর্ব্বসাধারণে পূজিত হইয়াছেন। মুসলমান সংস্রবে আসিয়া হিন্দুগণও ঐশী শক্তিসম্পন্ন ঐ সকল মহাত্মাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। এমন কি, সেই সেই দেবচরিত্র মুসলমান পীরগণের আস্তানায় আসিয়া মানসিক পূজা দিতেও হিন্দুগণ কুণ্ঠিত হইতেন না।

বোগদাদ নগরের নিকটবর্ত্তী জাল নগরের শেখ আবদুল কাদেরের (ঘোষ-উল্-আজম্ ৪৭১ হিজরা) মসজিদ্; মুলতানের অদূরবর্ত্তী সুলতান সক্বরের সমাধিমন্দির। লাহোরের অন্তঃপাতী দীপালদালের শাহ সামস্ উদ্দীনের সমাধিমন্দির, সাধারণের পূজার্হ। লাহোরের উক্ত সাধুর অনেক হিন্দু শিষ্য ছিল। প্রবাদ, তাহার কোন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু অনুচর একদা তাঁহার নিকট গঙ্গাস্নানের অভিপ্রায় জানাইলে, মুসলমান সাধু তাহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে আদেশ করেন। চক্ষু বুজিয়া শিষ্য দেখিলেন, আত্মীয়গণে সমাবৃত হইয়া গঙ্গা যেন সৈকতে অবস্থান করিতেছেন। পবিত্র জাহ্নবীজলস্পর্শে ও অবগাহনাত্তে প্রফুল্লিত হইয়া তিনি যেমন চক্ষু উন্মীলন করি-

লেন, অমনি আপনাকে সেই গুরুবরের পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। সামস্ উদ্দীনের এইরূপ অলৌকিক কার্য্যাবলী দর্শন করিয়া হিন্দুসম্প্রদায় তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন। এখনও হিন্দুগণ তাঁহার সমাধি-মন্দিররক্ষায় নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা মুসলমানদিগকে এই পদমর্য্যাদা প্রদানে একান্ত অনিচ্ছুক।

দিল্লীনগরের কুতবসাহিব্ বা কুতব উদ্দীন্ মস্‌জিদ, মুলতানের শেখ বহা উদ্দীন্ জকারিয়ার সমাধিমন্দির ও ফরিদ্ উদ্দীনের মস্‌জিদ, পাণিপথের শেখ শরিফ্ বু আলী কালন্দরের এবং বুদাউনের শাহ নিজাম উদ্দীন্ আউলিয়ার সমাধিমন্দির প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমানগণের নিকট সাধুগণের বিচরণ-ক্ষেত্র বলিয়া তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা এবং মধ্য ও দক্ষিণভারতের বহুসংখ্যক পীরের আস্তানায় হিন্দু-সম্প্রদায়েরও গতিবিধি দেখা যায়। [পীর দেখ]

ঐ সকল মুসলমান সাধুগণের সমাধিতীর্থ ব্যতীত হিন্দু-সম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্ত্তকদিগের দ্বারাও হিন্দু-মুসলমানের সংশ্রব সাধিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে গুরু নানক কর্ত্তৃক শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। উহাতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পদ্ধতিগুলি একত্র সমাবেশ করিয়া উক্ত উভয় সম্প্রদায়কে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। শিখ-ধর্ম্মাবলম্বিগণ হিন্দু মুসলমানে বিশেষ কোন প্রভেদ রাখেন নাই। [শিখ দেখ।]

সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বকালে হিন্দু-মুসলমান-সম্মিলিত শিখধর্ম্ম সমধিক উন্নতি লাভ করে; কিন্তু তৎপুত্র জাহাঙ্গীরের ইস্‌লামধর্ম্মে বিশেষ আস্থা থাকায় শিখসম্প্রদায় কঠোর তাড়নে নিগৃহীত হইয়াছিলেন, সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মহম্মদীয় সম্প্রদায়ের সহিত শিখদিগের ঘোর বিরোধ চলিয়া আসিতেছে

মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের প্রবর্ত্তিত ইলাহী ধর্ম্ম এবং হিন্দু সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক নানকের শিখধর্ম্ম যে কেবল ইস্‌লাম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংশ্রব ও সংমিশ্রণের সহায় হইয়াছিল, তাহা নহে। কোরাণের নীতিপদ্ধতির বিরুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠানে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহারা হিন্দু মহাপুরুষ-দিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতে এবং তাঁহাদের উদ্দেশে উৎসবাদি পালন করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। এইরূপে মহম্মদীয় সেবকমণ্ডলীর নিন্দনীয় হইলেও ভারতে মুসলমান-সমাজে ধীরে ধীরে সাধুপূজারূপ পৌত্তলিকাচার প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

নানকের পূর্ব্বে মহাত্মা কবীর একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তন করিয়া হিন্দু ও মুসলমানকে একতাসূত্রে গ্রথনপূর্ব্বক উভয় সম্প্রদায়ের সম্মানভাজন হইয়াছেন। এই ধর্ম্মসম্প্রদায় কবীরপন্থী নামে খ্যাত।

লাহোরের অন্তর্গত ধ্যানপুরনিবাসী বাবালাল নামক জনৈক হিন্দু দরবেশ বাবালালী নামে নূতন সম্প্রদায় স্থাপন করেন। শাহজহানপুত্র দারা শিকোর সহিত তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা ও বাদানুবাদ হইয়াছিল। চন্দ্রভান শাহজহানী নামক পারসী গ্রন্থে তাঁহার ধর্ম্মমত বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।

সম্রাট্ আলমগীরের রাজ্যকালে শাহদোলা নামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। ইনি স্বীয় অদ্ভুত শক্তিবলে হিন্দু ও মুসলমানদিগের চিত্তহরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। উক্ত উভয় সম্প্রদায় হইতে লব্ধ সম্পত্তি দ্বারা ইনি ছোট গুজরাত নগর সৌধমালায় বিভূষিত করিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হাতেমতাই যদি তাঁহার সমসাময়িক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বদান্যতায় হাতেমের যশোরশ্মি নিষ্প্রভ হইয়া যাইত।

এতদ্ভিন্ন এলাহাবাদের সৈয়দ শাহ জুহুর, বক্সারের শেখ মহম্মদ আলী হাজী জিলানি প্রভৃতি অদ্ভুতকর্ম্মা মহাত্মগণও হিন্দুর চিত্তআকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখানে আবদুল-কাদের, (গিলানি পীর-ই-পীরান্ ও পীর-ই-দস্তগীর) এবং বদী উদ্দীন্ প্রভৃতি সিরিয়াবাসী মহাপুরুষগণের নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন বঙ্গের অনেকানেক স্থলেও প্রসিদ্ধ পীরগণের সমাধিমন্দির দেখা যায়, তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগেরহাটে খান্ জাহান আলি ফকীরের সমাধিমন্দির সাধারণ হিন্দুদিগের পূজার্হ। এইখানে কএকটী প্রকাণ্ড দীর্ঘী আছে। প্রবাদ এই ফকীরের তপঃপ্রভাবেই উক্ত কীর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় মুসলমানদিগের সামাজিক ক্রিয়া।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মুসলমান-সম্প্রদায়ের বাহুবলে আটলাণ্টিক মহাসাগর-প্রান্ত হইতে প্রশান্ত মহাসাগারস্থ দ্বীপমালা পর্য্যন্ত মুসলমান সাম্রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে তত্তদ্দেশবাসিগণ পবিত্র কোরাণগ্রন্থ ও তন্নিরূপিত ক্রিয়া-পদ্ধতিগুলি ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বীর একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাচার-সমূহের পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যায়; কিন্তু তদ্ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির আচার-ব্যবহারাদি, সামাজিক জীবন, জাতির বিভিন্নতানুসারে এবং দেশভেদে যে বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মুসলমানদিগের

পবিত্রগ্রন্থ কোরাণের পদ্ধতিসমূহে যে সকল নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান বিধিবদ্ধ হইয়াছে, 'দেশভেদে আচারভেদ' এই ব্যবহারবাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া বিভিন্ন জনপদবাসী মুসলমানগণ সেই পবিত্র সত্যমার্গ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বিকল্পে ও অনুকল্পে মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি আচারের সহিত স্ব স্ব দেশপ্রচলিত কতকগুলি নিত্যাদ্বৈর কর্ম্মকাণ্ডের প্রবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। মূলধর্ম্মের ব্যতিক্রমে যেরূপ স্থানবিশেষে পৌত্তলিক উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্রূপ দেশান্তরেও স্ব স্ব সামাজিক ও নৈতিক আচারাদির অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে।

ভারতীয় মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতকর্ম্মাদি সামাজিক পদ্ধতি অনেকাংশে হিন্দুপ্রথার অনুকরণেই প্রবর্ত্তিত। তাহা মহম্মদীয় পদ্ধতি অনুসারে নিষ্পাদিত হইলেও তাহাতে হিন্দুর চিরন্তন প্রচলিত কর্ম্মকাণ্ডের ওতপ্রোত সমাবেশ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রায় সহস্র বর্ষকাল হিন্দুর বাসভূমি ভারতভূমে অবস্থান করিয়া মুসলমান-সম্প্রদায় স্বভাবসিদ্ধ অনুকরণপ্রিয়তার গুণে হিন্দু-আচারের পক্ষপাতী হইয়া কোরাণনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াপদ্ধতির অনুষ্ঠের অঙ্গবিশেষের সমাধান করিয়া লইয়াছেন।

বালিকা বয়স্থা হইলে, তাহার পুষ্পোৎসব ও গর্ভাধানক্রিয়া সমাধান-কালে হিন্দুগণ শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার সম্যক্ পদানুবর্ত্তন করিলে ও তৎপ্রসঙ্গে অজনোচিত গীত বাদ্যাদি সংযোজনা করিয়া পবিত্র ব্যাপারে বীভৎসতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। অনুকরণপ্রিয় ভারতীয় মুসলমান-সমাজেও ঐ প্রচলিত পদ্ধতি সর্ব্বাংশে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত এবং সম্রান্তবংশীয় মুসলমানদিগের মধ্যে ঐরূপ নৃত্যোল্লাস দেখা যায় না। তাঁহারা অতি গোপনেই উক্ত উৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

গর্ভিণী রমণীর সপ্তম মাসের শেষ দিনে 'সাতবাস' এবং নবম মাসের প্রথমে 'সাধক-কভিহা' উৎসবের বিধি আছে। উহা হিন্দুর কাচা ও পাকা সাধভক্ষণের ন্যায়। ঐ দিন মাল্যগন্ধানুলেপন দ্বারা ও নববস্ত্রপরাইয়া গর্ভিণীর অঙ্গশোভা পরিবর্দ্ধন করা হয়। সাতমাসের পর ৯ম মাসের আরম্ভ পর্য্যন্ত অন্তর্বত্নীকে নববস্ত্র পরিধান করিতে নাই। উক্ত উভয়দিনেই আত্মীয়-কুটুম্বগণ নিমন্ত্রিত হইয়া গর্ভিণীর সহিত একত্র আহার করেন।

সূতিকাগৃহে প্রবেশ ও সন্তানপ্রসবের পর প্রসূতিকে নাড়ী শুকাইবার জন্য হিন্দুর অনুকরণে পাচনাদির প্রয়োগ করা হয়। নাড়ীচ্ছেদের পর, ধাত্রী জাতবালককে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া, পুরুষ-মহলে লইয়া যায়। ঐ সময়ে খতিব উচ্চৈঃস্বরে বালকের দক্ষিণকর্ণে আজান্ ও বামকর্ণে তক্‌বির পাঠ করিয়া থাকেন। জন্মদিনে অথবা পর সপ্তাহের ঐ দিবসে বালকের নামকরণ হয়। প্রাচীনতঃ জন্মকালের গ্রহ ও নক্ষত্র নামের আদি অথবা শেষ অক্ষর ধরিয়া জাতবালকের নাম নিরূপিত হইয়া থাকে। কখন কখন বংশগত পিতৃপিতামহ, সাধুপুরুষ, কোরাণের কোন এক পৃষ্ঠার আদ্যক্ষর, অথবা কতকগুলি পত্রে বিভিন্ন নাম লিখিয়া তন্মধ্য হইতে একটী লইয়া সেই ক্রমেই বালকের নাম রাখা হয়। এতদ্ভিন্ন বার অনুসারে নির্দ্দিষ্ট নামের তালিকা হইতেও বালকের নাম নির্ণীত হইয়া থাকে। তৃতীয় দিবসে পটি ও ষষ্ঠদিন ছটি উৎসব, ষষ্ঠদিনে প্রসূতি স্নানান্তে নূতন বস্ত্র পরিধান করে। কখন কখন ৭ম বা ৯ম দিনে ছটি সমাহিত হয়। ঐ দিন ষষ্ঠী মাতা আসিয়া বালকের অদৃষ্ট লিখিয়া যেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

মুসলমান-সুন্না অনুসারে ৪০ দিবসে গর্ভিণীর অশৌচান্ত হয়। ঐ উৎসব 'চিল্লা' নামে খ্যাত। ঐ দিন রমণীরা কোরাণস্পর্শে পবিত্র হইয়া মস্‌জিদে প্রবেশপূর্ব্বক ভজনাদি করিতে পায়। অশৌচাবস্থায় ভজনাদির অধিকার নাই। ঐ দিন অথবা পরে, ভগবানের উদ্দেশে ছাগবলি দেওয়া হয়। উহাকে 'উকীকা" বলে। মণ্ডা, চপাটী বা রুটীর সহিত ঐ মাংস পাচিত করিয়া দেবপ্রসাদরূপে সকলসাধারণে বিলান হইয়া থাকে।

উক্ত দিবসে অথবা উহার অব্যবহিত পরেই বালকের মস্তক মুণ্ডন করা হয়। ইহার প্রক্রিয়া অনেকাংশে হিন্দুর চূড়াকরণপদ্ধতির অনুরূপ। মানসিক থাকিলে মাথায় ঝুঁটী (টিকি) রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

চত্বারিংশ দিবসে সূতিকাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর, দিবাভাগে যথারীতি অনুষ্ঠান সহ চিল্লা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সায়ংকালে বালককে দোলায় শোয়াইয়া রমণীগণ নৃত্যগীতে যামিনী যাপন করেন, উহাকে 'গহ্‌বারা' বলে। কখন কখন ৪০ দিনের পূর্ব্বেও এই উৎসব হইতে দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন চতুর্থমাসে 'নাক্ত বন্ধন', সপ্তমে 'ছুতরু' (অন্নপ্রাশন), দন্তোদগমে 'দাঁতনিকাল্লা,' 'মুঠিবন্ধন' ও 'কান্‌ছিড়ানা' (কর্ণবেধ) প্রভৃতি সংস্কার কার্য্যেও আত্মীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়। স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ এলাচি পাঠাইয়া এবং পুরুষেরা পত্র লিখিয়া নিমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিতগণ আত্মীয় গৃহে যাইতে স্বীকৃত হইলে, এলাচবাহিকা তাহার গলায়, উদরে ও পৃষ্ঠে চন্দনলেপন করিয়া দেয়। পরে তাঁহার

মুখে মিছ্‌রী ও এলাচি এবং হাতে এক গোছ পাণ দিয়া চলিয়া আসে। যদি কোন রমণী বাধ্য হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার গাত্রে চন্দন ও হস্তে পাণের বাড়া মাত্র দিয়া দাসী চলিয়া আইসে। পরে আগমনেচ্ছুদিগের গৃহে পাল্কী পাঠাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

উপরোক্ত সংস্কারকার্য্যে প্রত্যেক নিমন্ত্রিতকেই যৌতুক স্বরূপ কিছু উপহার আনিতে হয়। অলঙ্কার, বস্ত্র, অঙ্গরাখা, ফুল, গন্ধদ্রব্য, মিষ্টান্ন, পাণ, সুপারী প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার উপহারই ব্যবস্থানুসারে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

বালক এক বর্ষের হইলে 'সাল-গিরা' বা 'বরসগ্রহ' উৎসব হয়। উহা আমাদিগের জন্মোৎসবের ন্যায় বৎসরের জন্মতিথি দিবসে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৪ বৎসর ৪ মাস ৪ দিনের হইলে বালকের 'বিস্‌মিল্লা' পাঠোৎসব আচরিত হয়। নিমন্ত্রিতগণ সন্ধ্যার পূর্ব্বে সমাগত হইলে, গুরু আসিয়া একখানি চন্দন দ্বারা 'বিস্‌মিল্লা হির্‌ রহমন্‌ নির্‌ রহিম' লিখিয়া বালককে ঐ পাত্র চাটিয়া লইতে আদেশ করেন। ইহা হিন্দুদিগের 'হাতেখড়ি' বা বিদ্যারম্ভন উৎসবের উপক্রমণিকা মাত্র। অতঃপর বালকদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইয়া থাকে। সাত হইতে চৌদ্দ বর্ষের মধ্যে বালকের 'খত্‌না' বা 'সুন্নৎ' (ত্বক্‌চ্ছেদকার্য্য) সমাহিত হয়।

বালক ও বালিকাদিগের কোরাণ-শিক্ষা পরিসমাপ্ত হইলে বালকের কোরাণ অভ্যাস জ্ঞাপনার্থ 'হাদিয়া' উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উহা কতকাংশে আমাদের গুরুদক্ষিণাদানের রূপান্তর মাত্র। ঐ সময়ে শুভদিন নির্ব্বাচনপূর্ব্বক কুটুম্বগুলিকে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রিত পুরুষ ও রমণীগণ সন্ধ্যাকালে সমাগত হইলে, বালক স্বীয় শিক্ষকের নিকটে বসিয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সমক্ষে সুমধুর স্বরে কোরাণ আবৃত্তি করিতে থাকে। পাঠসমাপনান্তে সেই বালক স্বীয় গুরুকে প্রণামপূর্ব্বক পিতৃপ্রদত্ত অর্থ ও বস্ত্রাদি দক্ষিণা দিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কোরাণ গ্রন্থের ৩০টী পারা (পরিচ্ছেদের) এক একটীর পাঠ সমাধা হইলেও 'হাদিয়া' দিবার ব্যবস্থা আছে। কখন কখন কোরাণের সিকি অংশ, অর্দ্ধাংশ, তৃতীয়াংশ ও সম্পূর্ণ পাঠের পর ৪ বার মাত্র হদিয়া উৎসব সমাহিত হইতে দেখা গিয়াছে।

দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে বালিকার প্রথম ঋতু উপস্থিত হইলে, তাহাকে 'বালিগা হোনা, পহলা শির মৈলা হোনা, বুড্ডৈাসেন্‌ মিল্‌না,' 'নাপাক্‌ হোনা,' হয়জ আনা'ও'বর নমাজি আনা' বলা হইয়া থাকে। সেই ঋতুমতী কোন পবিত্র কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে পায় না। ঐ দিন ৭ বা ৯ জন বিবাহিতা রমণী আসিয়া তাহার গাত্রে অভ্যঙ্গাদি মর্দ্দন করিয়া একটী নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে লইয়া যায়। এখানে ঐ বালিকাকে ৭ দিন আবদ্ধ থাকিতে হয়। ৭ দিনের পর পঞ্চপল্লবজলে স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া সে গৃহকর্ম্মে যোগদান করিতে পারে।

বালকেরও দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ বর্ষের মধ্যে যে কোন সময়ে স্বপ্নদোষ (Pollutio nocturna) উপস্থিত হয়, সেই সময় হইতেই তাহাকে প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। ঐ সময় হইতেই তাহার দীক্ষা, নমাজ, উপবাস, ভিক্ষাদান ও তীর্থযাত্রাদিতে অধিকার জন্মে। অতঃপর তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে সে অবহেলা করিলে দণ্ডার্হ হইয়া থাকে।

যে রাত্রিতে স্বপ্নদোষনিবন্ধন দেহ অপবিত্র হয়, তৎপরদিন স্নান ব্যতিরেকে সে কখনই পাত্রে ভোজন, ভজনা, কোরাণস্পর্শ অথবা মস্‌জিদে প্রবেশ করিতে পারে না।

দীক্ষাগ্রহণের পর, প্রত্যেক মুসলমানকে ৫টী ঈশ্বরাদেশ পালন করিতে হয়,—১ কল্‌মা পড়না, ২ নমাজকরনা, ৩ রোজা রাখনা, ৪ জেকাৎ দেনা ও ৫ মক্কে কা হাজ কো জানা। ঐ পাঁচটী অনুজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে তাহাকে গোঁড়া ধর্ম্মবিশ্বাসী মুসলমান বলা যায় না।

'লা-ইলাহা ইল্‌-লাল্‌-লাহো মহম্মদ-উর্‌-রসুলুল্লাহ্‌' অর্থাৎ এক প্রকৃত ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই এবং প্যাগম্বর মহম্মদ তাঁহার দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছেন। ইহাই কল্‌মার প্রারম্ভ, তৎপরে পাঁচ ওক্ত নমাজ করিতে হয়। ১ ফজর কি নমাজ্‌ (প্রাতঃকালীন ভজনা), ২ জহর কি নমাজ (মধ্যন্দিন স্তোত্র), অস্‌র কি নমাজ (বৈকালিক স্তোত্র), মাঘ্রিব্‌ কি নমাজ্‌ (সায়ং সন্ধ্যা) এবং এশা কি নমাজ্‌ (শয্যাগমনকালীন ভজনা)। উপরোক্ত ফর্‌জ্‌ ভিন্ন আরও কতকগুলি সুন্নাৎ ও নাফিল্‌ আছে। ইস্‌লাম-ধর্ম্মভক্ত মাত্রেই ১ নমাজ ই ইস্‌রাক (প্রাতে ৭৷৷০ ঘটিকায় ভজনা), ২ নমাজ-ই-চাস্ত (৯ ঘটিকার আরাধনা,) ৩ নমাজ-ই-তাহাজ্জুদ অর্থাৎ মধ্যরাত্রি হইতে উষার মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ের ভজনা এবং ৪ নমাজ-ই তরাবি (প্রত্যহ প্রাতে ৮ ঘটিকায় সময়) এই নাফিল্‌গুলি পালন করিয়া থাকেন।

মুস্‌লমান বর্ষের ৯ম (রোমজান্‌) মাসে প্রত্যেক ইস্‌লাম্‌ ধর্ম্মাবলম্বীরই রোজা রাখা কর্ত্তব্য। ঐ উপবাসকালে পানভোজন, স্ত্রীসংসর্গ, তাম্বূলচর্ব্বণ, তাম্রকূটসেবন বা নস্তগ্রহণ নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি অবহেলা করিয়া এই বিধির অবমাননা করেন, তাঁহার পাপক্ষালনের জন্য তাঁহাকে প্রত্যহ এক একটী গোলামকে মুক্তিদান ও ৬০জন ভিক্ষুককে ভোজন করাইতে হয়। ইহাতে অশক্ত হইলে তাহাকে অন্য সময়ে

প্রত্যেক উপবাস-ভঙ্গের জন্য ৬০ দিন এবং ভঙ্গদিনের দণ্ড-স্বরূপ আর একদিন উপবাস করিতে হয়।

রোজার সময় তাঁহারা রজনীর ৪র্থ যামে প্রাতর্ভোজন সমাধা করিয়া থাকেন। উহাকে 'সহর্‌গাহী' বলে। অতঃপর সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনপূর্ব্বক আহারাদি করিতে হয়। দশম মাসের প্রথমদিনে 'রোমজান কি ঈদ' নামক উৎসব হয়। ঐ দিন ভজনা ও ভোজের বিপুল আয়োজন হইয়া থাকে।

ভিক্ষাদান ও মক্কায় হাজযাত্রা মুসলমান-সমাজের একটী অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রত্যেক মুসলমানকেই তাঁহার অধিকৃত সম্পত্তি হইতে ধন, গবাদি পশু, শস্য, ফল ও পণ্যদ্রব্যাংশ দান করিতে হয় অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যেক ৪০টী বস্তু হইতে তিনি প্রতিবর্ষে একটা দান করিতে বাধ্য। মক্কায় আসিয়া কাবা-দর্শনের পূর্ব্বে প্রত্যেককে যেরূপ শুদ্ধাচার অবলম্বন করিতে হয়, তাহা কানুন-ই-ইস্‌লাম গ্রন্থে বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে। ঐ সময়ে যদি কোন তীর্থযাত্রী পবিত্র এহ্‌রাম্ বস্ত্র পরিধানান্তে স্ত্রী-চুম্বনাদি দুষ্কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তাহা হইলে তাহার তীর্থযাত্রাফল ব্যর্থ হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের সপ্তবার প্রদক্ষিণের ন্যায় ইহাদিগকেও ৭ বার কাবা প্রদক্ষিণ করিতে হয়। তৎপরে কদম-ই-ইব্রাহিম এবং শফা ও মুর্‌বা পর্ব্বত প্রভৃতি পরিক্রমণ করিয়া মীনা-বাজার, মদিনা প্রভৃতি স্থানের তীর্থক্ষেত্রসমূহে ভজনাদি সমাপন করিতে হয়।

এ দেশীয় মুসলমানদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। প্রধানতঃ ১৮ বর্ষের যুবার সহিত ১৩ বা ১৪ বর্ষ বয়স্কা যুবতীর বিবাহ হইয়া থাকে। কখন কখন উভয় পক্ষের বাগ্‌দান দ্বারা বিবাহবন্ধন দৃঢ় করা হয়।

বিবাহ।

বিবাহের সময় ঘটকীরা (মুসাত্তা বা মুদাবত্তীয়া) উভয়পক্ষে যাতায়াত করিয়া সম্বন্ধ স্থির করে। বর ও কন্যার পিতামাতা উভয় পক্ষের আভিজাত্য, বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া, ধর্ম্ম ও বংশগত আচার ব্যবহার অবগত হইয়া বিবাহে মত দিলে, মোল্লাগণ ঠিকুজি দেখিয়া ফলাফল নির্ণয় করেন। বিবাহের কথাবার্ত্তা শেষ হইলে বরপক্ষ হইতে 'খারে পানবাটনা, শকরানা, মাঙ্গনি, পুরিয়াঁ, ধয়লিজ খুন্দ্‌লানা ও নিমক চুসি' প্রভৃতি কর্ম্মাঙ্গ সম্পন্ন করিতে হয়।

বরপক্ষ হইতে কন্যাগৃহে মাঙ্গান (উপঢৌকন) পাঠাইবার পর, কন্যাকর্ত্তা পুরি প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বরগৃহে পাঠাইয়া দেন। ঐ সময় যদি কএক মাসের জন্য বিবাহ স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে 'ধয়লিজ্ খুন্দ্‌লানা' উৎসব আরব্ধ হয়। ঐ সময় বর এবং বর ও কন্যাপক্ষীয় কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক ভোজ দিতে হয়। ভাবি-জামাতা সাসকে (শাশুড়ী) সেলাম করিলে রুমাল, অঙ্গুরী ও অর্থ যৌতুক পায়; কিন্তু বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহাভ্যন্তরে কন্যার নিকট গমন অথবা তাহার উপভোগ্য খাদ্য দ্রব্যের অংশ গ্রহণ করিতে পারে না।

নিমকচুসি সমাধা হইলে পর, বর কন্যাগৃহে আসিয়া মিষ্টান্ন ব্যতীত লবণাক্ত ব্যঞ্জনাদিও ভক্ষণ করিতে পারে। এই সময় হইতে বর কন্যাকে এবং কন্যা বরকে অভিমত দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতে থাকে। মহর্‌রম, আখ্‌রি চাহারসুম্বা, রোমজান, ঈদ্ ই কুর্ব্বানি প্রভৃতি ভোজোৎসবে এইরূপ উপঢৌকন পাঠাইবার নিয়ম প্রচলিত আছে।

বরের গাত্রহরিদ্রা দিবার এক বা দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে কন্যার কোলে পাণ সুপারি রাখিয়া গৃহকামিনীগণ কন্যার গাত্রে চোর (গোপনে দেওয়া) হলদী মাখাইয়া থাকে। অতঃপর বরের গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেলে, সেই দিন সন্ধ্যাকালে অথবা তৎপর দিন কন্যার কপালে সাও হলদী দেওয়া হয়। সোহাগিনীরা (এয়োগণ) প্রত্যেকেই কন্যার গাত্রে হরিদ্রা লেপন করে। বরগৃহ হইতে বিশেষ জাঁক জমকের সহিত হরিদ্রা ও মেহেন্দী (মেদিপাতা বাটা) কন্যাগৃহে পাঠান হয়। এই দিন হইতে জিলবা পর্য্যন্ত প্রত্যহই কপালে হরিদ্রাস্পর্শ করান হইয়া থাকে। গাত্রহরিদ্রার পর আয়ুর্ব্বৃদ্ধের ভোজ হয়। অতঃপর দেশাচার-সমাপনের পর নির্দ্দিষ্ট দিনে বর কন্যাগৃহে উপনীত হইলে কাজী আসিয়া নিকা* (বিবাহ) কার্য্য সম্পন্ন করেন। কখন কখন কাজির নিয়োজিত ব্যক্তি দ্বারাও বরকে কোরাণের মন্ত্রপাঠ করান হয়।

জিলবা বা সাদী বিবাহের দিনে হিন্দুর ন্যায় ইহাদেরও শেষ গাত্রহরিদ্রা হইয়া থাকে। বিবাহ সমাপ্ত হইলে বর কন্যাকে স্বগৃহে আনয়ন করে। উহার পর বুয়া বা চৌঠি দিনে উভয়ের হস্তস্থিত কঙ্কণ উন্মোচিত হয়। উহা আমাদের দেশের সূত্রগ্রন্থ উন্মোচনের ন্যায়। পার্থক্যের মধ্যে এই যে হিন্দুর বিবাহবন্ধন-সূত্র হরিদ্রারঞ্জিত ও দূর্ব্বাদলগ্রথিত, কিন্তু মুসলমানের কঙ্কণসূত্র লালবর্ণের সূত্রগুচ্ছ, মুক্তা, পুষ্প ও পয়সা দ্বারা আবদ্ধ। এই সূত্র স্বগৃহে না খুলিয়া বরকে কন্যাগৃহে

* নিকা শব্দে প্রকৃত বিবাহই বুঝায়। এ দেশে বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ নিকা এবং প্রথম বিবাহ সাদী শব্দে অভিহিত। সাদী শব্দের অর্থ আমোদোল্লাস, আরবী ভাষায় নিকাই বিবাহার্থবোধক।

আসিয়া খুলিতে হয়। অতঃপর হাতবস্তন, পক্ক জুমাগী, কলস-কা-মাঠ উঠানা প্রভৃতি দেশাচার অনুষ্ঠিত হয়।

মহম্মদের আদেশ, কোরাণ ও ইস্লামী শাস্ত্র অনুসারে চারিটীর অধিক বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু কেহ কেহ এই নিয়ম অতিক্রম করিয়া বহুসংখ্যক দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন। নবাব টিপু সুলতান ৯ শত রমণীর পাণিপীড়ন করিয়াছিলেন।

মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থে নিম্নলিখিত ১৪টী নিকট আত্মীয়ের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে—১ মাতা, ২ জন্মমাতা, ৩ বেটী, ৪ রুবিবাবেটী, ৫ ভগিনী, ৬ ফুফি (পিসী), ৭ খালা (মাসী ৮ ভাইঝি, ৯ ভাগিনেয়ী, ১০ দাইদুধ-পিলাই বা দুগ্ধদাত্রীধাত্রী, ১১ দুধবহিন্, ১২ শাস্ (শাশুড়ী), ১৩ বধূ এবং ১৪ শালী। পত্নী মরিলে শালিকে বিবাহে দোষ স্পর্শে না। ইহাদের মধ্যে খুল্লতাতকন্যাকে বিবাহ করিলে বিশেষ গৌরব আছে। এই সম্বন্ধ-নির্ণয়ের সার্থকতা জ্ঞাপন করিয়া এইরূপ একটী প্রবাদবাক্য প্রচলিত হইয়া আসিতেছে,—'চাচা আপন চাচী পর, চাচীর মেয়ে বিয়ে কর।"

ইহাদের মধ্যেও বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গ হইয়া থাকে। 'তালাক্ কি বিয়ান্' 'তালাক্ ই রুজাই' এবং 'তালাক্ ই মুতালাক্কা'এই ত্রিবিধ প্রথায় পত্নীর সহিত সম্বন্ধচ্ছেদ হইতে পারে। সম্বন্ধচ্ছেদের সময় বিবাহকালে প্রাপ্ত যৌতুকাংশের অর্দ্ধেক ফিরাইয়া দিতে হয়। সম্পূর্ণ প্রত্যর্পণ করাই প্রশংসনীয়। তালাক্ দিবার পর পুনরায় ঐ পত্নীকে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে। 'তালাক্ ই মুতালাক্কা' অনুসারে পত্নীত্যাগ করিলে তাহার সহিত পুনঃ সহবাস নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি ঐ রমণী অন্য পুরুষকে বিবাহ করিয়া তাহাকে ত্যাগ করে ও পুনরায় পূর্ব্বস্বামীর প্রেমপ্রার্থী হয়, তাহা হইলে তিনি আপনার পরিত্যক্ত পত্নীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারেন।

বিবাহব্যাপারে মুসলমানদিগকে যে বিপুল দেশাচারের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাতে অধিক সময় আবশ্যক। নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্রগণ অর্থাভাবে ঐ সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারে না। রাজপুত্র ও ওমরাহদিগের বিবাহে গাত্রহরিদ্রাপ্রসঙ্গে প্রায় ৬মাস কাল অতিবাহিত হয়। ঐ সময়ে প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের সহিত ভোজ ও নৃত্যগীতাদি উৎসব আচরিত হইয়া থাকে এবং পক্ষ বা একমাস কাল পর্য্যন্ত অন্যান্য দেশাচারগুলির অনুষ্ঠান দ্বারা বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রায় ১ বর্ষ কাল অতিবাহিত হইয়া থাকে।

সম্ভ্রান্ত ভদ্রমণ্ডলী ও মধ্যবিত্ত সমাজে বিবাহ সমাধা হইতে প্রায় ১১ দিন লাগে। প্রথম ৩ দিন হরিদ্রাদান, ৪র্থ মেহেন্দী প্রেরণ, ৫মে কন্যাগৃহ হইতে তদনুরূপ দ্রব্যের প্রতিপ্রেরণ, ৬ষ্ঠে কন্যার পাও মিনাৎ, ৭মে রুমের, ৮মে কলস-কা-মাঠ, তৈল গড়াই, বিবিয়ান্ ও বুড়ি, ৯মে জাহেজ, ১০মে ঝোল ফোয়ণা এবং ১১শে নিকা ও জিলবা। ইহার দুই বা চারি দিন পরে কঙ্কণখোলনা, হাতবর্ত্তন এবং সাধারণতঃ পাঁচদিন পরে জুমাগী অনুষ্ঠিত হয়। যদি সময়াভাব হয়, তাহা হইলে এক দিনেই প্রতি ঘণ্টায় এক একটী কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বিশ্বাস।

ইহারা ভূত প্রেতাদিতে বিশ্বাস করে। ভূতাবেশ এবং দুষ্ট গ্রহের কোপদৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত তাহারা কবচ, তাবিজ্, ও মন্ত্রাদি প্রয়োগ করিয়া থাকে।

[ভৌতিক তত্ত্ব দেখ]

বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজ।

বাঙ্গালায় শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান নামক শ্রেণীচতুষ্টয় বিদ্যমান দেখা যায়। উহারা সম্ভবতঃ উত্তর ভারত হইতে ক্রমশঃ বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিতেছে। পাশ্চাত্য মুসলমান-সমাজে আরবগণ শেখ এবং আলীর বংশধরগণ সৈয়দ নামে পরিচিত; কিন্তু বাঙ্গালার প্রকৃত আদিম অধিবাসির মধ্যে যে সকল ভারতসন্তান ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যেও শেখ উপাধি গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালার এই মুসলমানসম্প্রদায় বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুসমাজ হইতে গঠিত।

এখানকার মুসলমানদিগের মধ্যে দুইটী সামাজিক বিভাগ আছে,—উচ্চ শ্রেণীসম্ভূত ও সঙ্গতিসম্পন্ন এবং দীনহীন ও দরিদ্র ভেদে এই স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইয়া থাকে। বৈদেশিক খাঁটি মুসলমান এবং উচ্চবংশীয় হিন্দুধর্ম্মত্যাগী লইয়া আস্রাফ্ বা সরিফ্ সমাজ এবং নিম্নশ্রেণীর বিভিন্ন হিন্দুসম্প্রদায় হইতে আজলাফ্ সমাজ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই শেষোক্ত সমাজ 'কামীনা ইতর' বা 'রেজাল' নামে খ্যাত। এই সমাজের মধ্যে বেহারবাসী নাও-মুস্লীম, উত্তর বঙ্গের নস্যা এবং পূর্ব্ব বঙ্গের শেখদিগকে গণ্য করা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন জোলাহা (তাঁতি), ধুনিয়া (ধুনুরী), কলুহ, কাঁজ্রা (শব্জী বিক্রয়ী), হজাম্ (নাপিত) ও দর্জ্জী প্রভৃতি নিকৃষ্ট ব্যবসাবলম্বিগণ আজ্লাফ্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এক কথায়, হিন্দু সমাজে দ্বিজ ও শূদ্রে যেরূপ প্রভেদ, মুসলমান-সমাজে আস্রাফ্ ও আজলাফ্ শ্রেণীতে তদ্রূপ পার্থক্য লক্ষিত হয়। সৈয়দগণ পুরোহিতসম্প্রদায় এবং মোগল পাঠানগণ হিন্দুর ক্ষত্রিয়বর্ণের তুল্য।

উপরি উক্ত দুইটী সমাজ ব্যতীত, আর্জাল নামে আর একটী তৃতীয় শ্রেণীবিভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে। হালালখোর,

লালবেগী, আব্দাল ও বেদিয়া প্রভৃতি সব নিকৃষ্ট জাতি এই সমাজের অন্তর্গত। ইহারা কোন মুসলমানসম্প্রদায়েই মিশিতে পারে না, এমন কি, মস্‌জিদ্ ও সমাধিক্ষেত্রে যাইতেও ইহাদিগের নিষেধ আছে। ইহারা হিন্দু হাড়ি, মেথর প্রভৃতির ন্যায় হেয় এবং অস্পর্শীয়।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও সামাজিক বিধিনিষেধাদি লঙ্ঘনে দণ্ড দিবার জন্য শাসকসমিতি (পঞ্চায়ত) আছে। জোলাহা, কাঁজ্‌রা, কলু, দাই, দর্‌জী, ধুনিয়া প্রভৃতি আজ্‌লাফ্‌দিগের মধ্যে স্থানবিশেষে এই পঞ্চায়তপ্রথা বিভিন্ন নামে অবধারিত হইয়াছে। এই সমাজ-শাসকসম্প্রদায় বেহারে পঞ্চায়ত, ঢাকায় মাতব্বর, যশোরে প্রধান এবং মুর্শিদাবাদ ও ২৪ পরগণায় মণ্ডল নামে খ্যাত। প্রত্যেক স্থলে দুই হইতে পাঁচ জন সদস্য লইয়া এই সমিতি গঠিত হয়। স্থানবিশেষে এই শাসকসভা ব্যতীত একটা সাধারণ পঞ্চায়ত নির্দ্দিষ্ট আছে। উচ্চ শ্রেণীর সকল মুসলমানই এই সাধারণ পঞ্চায়ত-সভার আদেশ পালন করিতে বাধ্য। ঢাকা নগরের প্রত্যেক পল্লীতে নির্ব্বাচিত সর্দ্দারদিগের পরিচালিত এক একটী সমিতি আছে। সামাজিক কোন গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, সহরের সমগ্র সমিতির সর্দ্দারগণ একত্র হইয়া সাধারণ পঞ্চায়ত আহূত করে। আস্‌রাফশ্রেণী ব্যতীত সকলেই এই সভার মতগ্রহণে বাধ্য।

উক্ত পঞ্চায়ত-সভার সদস্য প্রধানতঃ স্ব স্ব সমাজের ধনবান্ ব্যক্তি হইতেই নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই নির্ব্বাচনের সময় নূতন সভ্যকে ভোজ দিয়া ভোটসংগ্রহ করিতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর কন্যাবিবাহ, ব্যভিচার, অখাদ্যভক্ষণ, বিনা-কারণে পত্নীত্যাগ, অন্যের পত্নী বা কন্যাহরণ, স্বজাতির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ বা মিথ্যা কুৎসা-রটনা প্রভৃতি কার্য্যের দণ্ড-বিধানার্থ পঞ্চায়ত সভার বৈঠক হয়। হুকা, জল, নাপিত ও ধোবা বন্ধ এবং তাহার কন্যা গ্রহণ অথবা তাহার গৃহে গমন নিষেধাদি শাসনবিধি দ্বারা পঞ্চায়তগণ সমাজ শাসন করিয়া থাকে। সমাজ মধ্যে পঞ্চায়তের প্রভুত্ব থাকায় সাধারণে স্বমতে কার্য্য করিতে অক্ষম। বিবাহ, বাণিজ্য এবং সামাজিক বিষয়ের বৈলক্ষণ্য নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার অনুজ্ঞাদানই পঞ্চায়তের কার্য্য। কোন ধুনিয়া যদি ধুনিয়া-রমণীর পাণিগ্রহণ না করিয়া অপর (নীচ বা উচ্চ) শ্রেণীর রমণীপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বতোভাবে সমাজে লাঞ্ছিত ও দণ্ডনীয় হয়; কিন্তু যদি সে ঐ রমণীর পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করে, তাহা হইলে সমাজের কোন আপত্তি থাকে না।

আস্‌রাফ্‌ ও কৃষিজীবী শেখ মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ পঞ্চায়তের প্রভাব নাই। কুসংস্কার বশেই হউক অথবা সাধারণের জ্ঞানবিচারেই হউক, অপরাধী সমাজ কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় হইয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে সকলেই স্ব স্ব প্রধান।

বিদেশাগত মুসলমান বংশধরদিগের কুলগরিমা আছে। তাহারা আপনাপন বংশাবলী ও বিবাহাদি ক্রিয়া কুলজীর মত লিখিয়া রাখে। নিম্নশ্রেণীর গৃহে কন্যার বিবাহ দিলে মানের লাঘব হইবে জানিয়া তাহারা কখনই স্বঘর পরিত্যাগ করে না। পাঠানের পক্ষে পাঠানের এবং সৈয়দের সৈয়দ গৃহেই আদান প্রদান করা নিয়ম। আস্‌রাফ্‌-সমাজভুক্ত পাত্র বা পাত্রী বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইলেও বিবাহ হইতে দেখা যায়। সৈয়দবংশের সহিত প্রকৃত বৈদেশিক শেখদিগের বিবাহ প্রচলিত আছে। সৈয়দগণ শেখদিগকে কন্যা সম্প্রদান করেন না, বরং তাহাদের নিকট হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন।

আস্‌রাফ্‌ ও আজ্‌লাফ সমাজের চিরন্তন পার্থক্য লক্ষিত হইলেও স্থানবিশেষে উভয় সমাজের মধ্যে আদানপ্রদানক্রিয়া প্রচলিত আছে। আস্‌রাফ্‌গণ নিম্ন ঘরে কন্যা দেয় না, কিন্তু আজ্‌লাফের কন্যা বিবাহ করিতে পারে, তাহাতে কেবল কুলে দোষ পড়ে। যদি ঐ ব্যক্তি স্বঘরে কার্য্য করিয়া পরে নিম্ন শ্রেণীর কন্যা বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহাদের বংশমর্য্যাদার লাঘব হয় না। এই বিবাহের জাতসন্তানেরা মাতৃকুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা স্বকুলবিবাহিতার পুত্রগণের ন্যায় তুল্যপদ প্রাপ্ত হয় না।

ধনহীন আস্‌রাফ্‌গণ স্বঘরে কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া ধনবান্ আজ্‌লাফ ঘরে আপনাদের কুলমান সমর্পণ করিতেছে। পক্ষান্তরে টাকার জোরে আস্‌রাফদিগকে হস্তগত করিয়া আজ্‌লাফ ধনীগণ তাহাদের মধ্যে বন্ধুতাস্থাপনপূর্ব্বক কন্যা-গ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমে আস্‌রাফ্‌দিগের সহিত কার্য্য করিয়া ধনাঢ্য আজ্‌লাফগণ উচ্চশ্রেণীর আস্‌রাফ-সমাজে মিলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং জোলাহা নাম হইতে ক্রমে শেখ ও সৈয়দ বলিয়া গণ্য হইতেছে।

বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতির কুলক্রিয়ার দ্বারা যেমন বংশগৌরব বর্দ্ধনের চেষ্টা দেখা যায়, সেইরূপ বংশগৌরব সংস্থাপনের চেষ্টা মুসলমান সমাজেও অনুকৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সামাজিক আভিজাত্যও ইহাদের মধ্যে বলবৎ দেখা যায়। হিন্দুসমাজের ন্যায় ইহাদের মধ্যে জাতিবিচার প্রচলিত আছে। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণ কখনও নিম্নশ্রেণীর স্পৃষ্ট অন্নাদি গ্রহণ অথবা তাহাদের সহিত একপঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আহার করেন না।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে মুসলমান জাতির যে সকল থাক প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল। এই সকল বংশের অবলম্বিত কার্য্যাবলীই তাহাদের বংশমর্য্যাদা ও সামাজিক পদ সূচনা করিতেছে।

১ আব্দাল বা ডোক্লাগণ হিন্দু হাড়ির সমশ্রেণী বলিয়া বিবেচিত। ঝাড়ুদার, ধাত্রী, বাজকর প্রভৃতির নিকৃষ্ট কার্য্য দ্বারা ইহারা জীবিকার্জ্জন করে। মুসলমান-সমাজে ইহারা বেদিয়াদিগের অন্যতম শাখা বলিয়া গৃহীত। ইহারা মস্জিদে প্রবেশ করিতে পায়, কিন্তু ভজনাকালে যোগদান করিতে পারে না।

২ আফগান—আফগানস্থানবাসী পাঠানশ্রেণী, ইহারা বৈদেশিক হইলেও বাঙ্গালায় ঔপনিবেশিক।

৩ আজাত, আজ্লাফ, নস্তা ও নাও-মুস্লিম্—ইহারা স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসম্প্রদায় হইতে গঠিত। দক্ষিণবঙ্গের পোদ ও চণ্ডালগণ ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের পর আজ্লাফ্, উত্তর বঙ্গের রাজবংশী ও মেচজাতীয়গণ নস্তা এবং বেহারের নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ নাও-মুস্লিম্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

৪ আখন্দজী বা খুন্দকার—মুসলমান অধ্যাপক। ৫ আতস্বাজ—অগ্নিক্রীড়ার দ্রব্য প্রস্তুতকারী। ৬ বাকালী ও বাখো—শঙ্খবিক্রেতা এবং বড়ি ও খরাড়ি—ছুতার। ৭ বেদিয়া ও নাট—চর্ম্মকারদিগের অনুরূপ। ৮ বেহারা ও বেলদার—চণ্ডালজ, ভূমিখনন ও পাল্কী বহনাদি কার্য্যকারী।

৯ বেসাতী ও ভগবানী। ১০ ভাঁড় ও পাবারিয়া। ১১ ভাট। ১২ ভাঠিয়ারা। ১৩ ভাতিয়া। ১৪ চাক্লাই, চৌদালী, দাতিয়া, দোহারিয়া, মাহিফরোস, মাহিমাল, নিকারী ও পাঝরা। ১৫ চয়া। ১৬ চাট্কি—গালার চুড়ী-ব্যবসায়ী। ১৭ ছাত্না—থলে প্রস্তুতকারী। ১৮ চৌধুরী ও ছিপিগার। ১৯ চিক্ ও কসাই। ২০ চুড়িহার ও লাহেড়ী। ২১ দফাদার ও নলিয়া। ২২ দফালি ও নাগরচি। ২৩ দাই ও মেহানা। ২৪ দরজী। ২৫ ধাবা। ২৬ ধোবী (ধোবা)। ২৭ ধুনিয়া। ২৮ ফকীর। ২৯ গদ্দী বা ঘোষী (গোয়ালা)। ৩০ হজ্জাম (নাপিত)। ৩১ হিজ্ড়া—পুত্রাদি জন্মিলে নৃত্যগীতকারী, (পাবারিয়া শ্রেণীর অনুরূপ)। ৩২ জোলাহা। ৩৩ কাগজী (কাগজ-প্রস্তুতকারী)। ৩৪ কলাল (মদ্য-বিক্রেতা—ইহারা রাক্ষী নামেও খ্যাত, সম্ভবতঃ আরবী শব্দের অপভ্রংশ)। ৩৫ কালন্দর ও মদারিয়া (ফকীরশ্রেণী-ভেদ) ৩৬ কান্। ৩৭ কস্বি (পেশাকার—বেশ্যা, মালজাদী ও তবাইফ্। ইহা জাতীয় থাক না হইলেও সাম্প্রদায়িক পেশা মধ্যে গণ্য হইয়া স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে)। ৩৮ কাজী—মুসলমান অধিকারে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যকারী কাজী উপাধিধারীদিগের বংশ এবং খান্—সম্ভ্রান্তবংশীয় হিন্দুধর্ম্মী ও পাঠানদিগের বিভাগগত উপাধি। ময়মনসিংহ জেলায় ধর্ম্ম-ত্যাগী উচ্চশ্রেণীর হিন্দু (মুসলমান) দিগের মধ্যে মজুমদার, ঠাকুর, বিশ্বাস, চৌধুরী, রাজ প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়। ঐ রাজউপাধিধারী মুসলমানগণ হিন্দু-রাজবংশ হইতে আপনা-দের উৎপত্তি স্বীকার করে।

৩৯ খোজা—ইহারা খ্বাজা (বণিক্) শ্রেণী হইতে বিভিন্ন; খোজা অর্থ অণ্ডবিহীন। পঞ্জাব প্রদেশের সুন্নী সাম্প্রদায়িক আগা খাঁর অনুচর সম্প্রদায় এই নামে পরিচিত। ৪০ কলু—তৈলকারী। ৪১ কাঁজরা (ইহারা শবজী-ফরোস্ নামেও খ্যাত)। ৪২ মালী। ৪৩ মাল্লা (মাঝি, নৌকাবাহী)। ৪৪ মল্লিক (আলা উদ্দীন্ ঘোরীর সেনাপতি সৈয়দ ইব্রাহিম বেহারে বিদ্রোহদমনার্থ সদলে অগ্রসর হন। বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি প্রত্যেক গ্রামে স্বীয় সেনাসমাবেশ করেন। ঐ সেনাদল হিন্দুরমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া তথায় বাসস্থাপন করে। বেহারযুদ্ধজয়ে ইব্রাহিম মল্লিক উপাধি পান। ক্রমে সেই উপাধি তাঁহার ও তাঁহার সেনাদলের উপর আরোপিত হয়। বেহার নগরে ইব্রাহিমের কবর আছে।

৪৫ মাল্তা—ভিক্ষুক ও কৃষক। ৪৬ মণিপুরী। ৪৭ মসালচী—দীপবাহী (ইহারা দাহ্মীঞা-সম্প্রদায়ভুক্ত)।

৪৮ মীর—(আমীর শব্দের অপভ্রংশ)। ৪৯ মীরধা ও মীর্জ্জা। ৫০ মিরীয়াসিন্ বা ডোম মিরীয়াসিন—বাজকর। ৫১ মীঞা। ৫২ মোগল। ৫৩ মুচি। ৫৪ মুকেরী। ৫৫ নাএক, নালবন্দ, নান্বাই ও পানেরী। ৫৬ পাঠান। ৫৭ পাট্-বার, রঙ্রেজ, সাবনগার, সর্দ্দার ও শিকলগার। ৫৮ পীরালী (যশোর ও খুলনা জেলাবাসী—ইহারা পূর্ব্বতন হিন্দু সংস্কার ও দেশাচারসমূহ পালন করিয়া থাকে)। ৫৯ সৈয়দ। ৬০ সাধুনী (বাঙ্গালী ও মগ জাতির সহযোগে উৎপন্ন)। ৬১ শেখ (পূর্ণিয়া জেলার শেখদিগের মধ্যে বাঙ্গালী, কলা-ইয়া, হাবলিয়ার ও খোট্টানামে চারিটী স্বতন্ত্র থাক আছে। বাঙ্গালী শেখেরা বাঙ্গালা ও হিন্দী মিশ্রিত ভাষায় কথা কয়। ইহারা কোচ ও রাজবংশী হইতে উৎপন্ন। এখনও অনেককে বিষহরির পূজা করিতে দেখা যায়। হিন্দুর মত স্বকুলে বিবাহ করে না বলিয়া কলাইয়া নামের উৎপত্তি। হাবিলী পরগণায় বাস করে বলিয়া হাবলীয়ার এবং কুশী-নদীর পশ্চিমতীরবাসী বলিয়া খোট্টা নামে অভিহিত)। ৬২ সোণার, তিকুলিহার, ঠাবাই। ৬৩ ঠাকুরাই এবং ৬৪ তুঁতিয়া।

উপরোক্ত মুসলমান-সমাজের আভিজাত্যানুসারে বঙ্গবাসী মুসলমানসম্প্রদায় নিম্নলিখিত ক্রমনিম্ন আসন প্রাপ্ত হইয়াছে।

(ক) আস্‌রাফ বা উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণ—

১ সৈয়দ, ২ শেখ, ৩ পাঠান, ৪ মোগল, ৫ মল্লিক এবং ৬ মীর্জ্জা। কোন কোন জেলায় পাঠান ও মোগল আজ্‌লাফ সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য।

(খ) আজ্‌লাফ বা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান—

১ শেখ (কৃষিজীবী), পীরালী ও ঠাকুরাই।

২ দর্জ্জী, জোলাহা, ফকির ও রঙ্গ্রেজ।

৩ বড়ী, ভাটিয়ারা, চিক, চুড়িহার, দাই, ধাবা, ধুনিয়া, গদ্দী, কলাল, কসাই, কুলু, কাঁজরা, লাহেড়ী, মাহি-ফরোস, মাল্লা, নলিয়া ও নিকারী।

৪ আব্‌দাল, ভাখো, বেদিয়া, ভাট, চম্বা, দফালি, ধোবী, হাজাম, মুচি, নাগরচি, নাট, পানবাড়িয়া, মাদারিয়া, তুঁতিয়া।

(গ) আর্জ্জাল বা অস্পর্শীয় মুসলমান—

ভাঁড়, হালালখোর, হিজড়া, কসবি, লালবেগী, মঙ্গ্‌তা, মেহ্‌তর।

বঙ্গে মুসলমানাধিকার।

১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের সেনবংশীয় মহারাজ লক্ষ্মণ সেনকে পরাভূত করিয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজির পুত্র মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার বাঙ্গালা জয় করেন। তদবধি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানীর বঙ্গের দেওয়ানী-লাভ পর্য্যন্ত সমগ্রবঙ্গে মুসলমানের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। এখানকার মুসলমান নবাবদিগের যত্নে এবং তাঁহাদের কার্য্যবিশেষের অনুরোধে বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানসমাজ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে অথবা মুসলমান জাতির উপভোগ্য বাণিজ্যসম্ভার লইয়া বিভিন্ন দেশ হইতে সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি শ্রেণী এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। মুসলমান সাধু এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারীগণও বহু নিষ্করভূমি ছাড় পাইয়া বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করেন। গিয়াস্ উদ্দীন্ (১২১৪—২৭ খৃঃ অঃ), নাসির উদ্দীন্ (১৪২৬—৫৭ খৃঃ অঃ) এবং হুসেন শাহ (১৪৯৮—১৫২১ খৃঃ অঃ) বাঙ্গালায় মুসলমান সাধু ও ওমরাহদিগের অবস্থানজন্য বহুশত গ্রাম ও ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

১৩৩৮ হইতে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় স্বাধীন মুসলমান-রাজবংশের অধিকারকালে উত্তরভারতের মুসলমান সম্রাট্‌গণের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত বহুসংখ্যক মুসলমান বাঙ্গালায় আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। ঘোরীরাজবংশের অবসানে এবং অত্যাচারনিপুণ মহম্মদ তোগলকের শাসনসময়ে বাঙ্গালায় মুসলমান জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষিত হয়। মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের ইলাহী ধর্ম্মবিস্তারপ্রসঙ্গে অনেকগুলি ধর্ম্মপ্রচারক বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজকে পুষ্ট করেন। কতকগুলি বঙ্গের ধনধান্য ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়াও বঙ্গে আগমন করেন। এখানকার বর্ত্তমান মুসলমান-সম্প্রদায় ঐ সকল বিদেশসমাগত বিভিন্নশ্রেণীর মুসলমানবংশসম্ভূত। এতদ্ভিন্ন এখানে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত (হিন্দু) সমাজের বিস্তার হওয়ায় বাঙ্গালার বিভাগবিশেষে মুসলমানেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

রাঢ়দেশের গৌড়নগরে (লক্ষ্মণাবতী) মুসলমান-রাজপাট স্থাপন হইবার পর, কিরূপে উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গে মুসলমানগণ বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, বাঙ্গালার মুসলমান রাজ ও নবাববংশের ইতিহাসপাঠে তাহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। গৌড়, পাণ্ডুয়া, রাজমহল, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, নোয়াখালি, বগুড়া, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কোচবিহার, রঙ্গপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ধীরে ধীরে যেরূপে মুসলমান-সমাজের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল।

ডাঃ ওয়াইজ্, বুকানন হ্যামিল্টন, ব্রায়ন্ হজ্‌সন্ প্রভৃতি জাতিতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের যত্নে উত্তরবঙ্গের মুসলমানসমাজের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, কোচজাতি হিন্দুসমাজে হেয় বলিয়া বিবেচিত হইতে অনিচ্ছুক হইয়া তখনকার মুসলমানসমাজের আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। সমাজে উন্নত অবস্থানের আকাঙ্ক্ষাই তাহাদের ইস্‌লাম-ধর্ম্মান্তর গ্রহণের বলবৎ কারণ। রঙ্গপুরে বৈদেশিক মুসলমান-সমাজের প্রতিপত্তি না থাকিলেও, এখানকার মুসলমানগণকে আদিম অধিবাসীর বংশধর বলিয়াই মনে হয়। এই মুসলমানগণ ভিন্নস্থানের মুসলমানের সংস্পর্শেই হউক, অথবা মুসলমান সেনাদল কর্ত্তৃক বলপ্রয়োগেই হউক, ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া থাকিবে।

খৃষ্টীয় ১৩শ হইতে ১৪শ শতাব্দের মধ্যে ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান সেনাবৃন্দের যত্নে পূর্ব্ববঙ্গে ইস্‌লামধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাহারা তরবারি দ্বারা প্রাণহননভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে, এমন কি, পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী নিবিড় বনরাজি ভেদ করিয়া শ্রীহট্ট জেলার গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মুসলমান-ধর্ম্মের বিজয়কেতন উড্ডীন করিয়াছিল। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে আদম সাহেব্, শাহ জলাল, মুজম্মদ্ ও কারফর্ম্মা সাহেব প্রভৃতি ধর্ম্মবীর ও সেনানীর নাম শুনা যায়।

১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমান-রাজবংশের শাসনাধীন হইয়াছিল। ঐ রাজগণ প্রায় দেড় শতাব্দকাল সোণারগাঁও

(সুবর্ণগ্রাম) নগরে থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। সোণারগাঁওএর বাণিজ্যসমৃদ্ধির বিষয় ইতিহাসপাঠক মাত্রেরই অবিদিত নাই। [সুবর্ণগ্রাম দেখ।]

আক্রমণ-পর বিভিন্ন বীরজাতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলেও, ভারতীয় মুসলমান-সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমান্তস্থিত এই মহানগরে বহু মুসলমান সাধুর সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহাদের ভগ্নপ্রায় সমাধিস্তম্ভাদি অত্যাপিও সেই প্রাচীন জনপদের স্থাননির্ণয় করিয়া দিতেছে। এই নগরে পূর্ব্ববঙ্গের খন্দকারবংশের এবং জালাল উদ্দীনের দীক্ষাগুরু প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে সাড়ে পাঁচ শতাব্দ মুসলমান আধিপত্যের মধ্যে আমরা একমাত্র জলাল উদ্দীনকেই (১৪১৪—১৪৩০ খৃঃ অঃ) হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী ও প্রকৃত বিরুদ্ধাচারী দেখিতে পাই। তিনি ইসলাম-ধর্ম্মবিস্তারের জন্য সশস্ত্রে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। কোরাণ অবলম্বন অথবা মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত তৎকালে হিন্দুর অবলম্বনীয় আর দ্বিতীয় উপায় ছিল না। তাঁহার ১৭ বর্ষ রাজ্যকাল মধ্যে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত যত অধিক লোকের সমাবেশ হইয়াছিল, পরবর্ত্তী শতাব্দত্রয়ে তাহার অর্দ্ধাংশও মহম্মদীয় সম্প্রদায়ের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল কি না সন্দেহ। ঐ সময়ে অনেক হিন্দু কামরূপরাজ্যে এবং কাছাড়ের বনবিভাগে পলায়নপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন।

উত্তর-ভারত হইতে বাঙ্গালায় মুসলমানসমাগমের ও উপনিবেশ-স্থাপনের বিশেষ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্রাট্ অকবর শাহের শাসনকালে বঙ্গরাজ্য অস্বাস্থ্যকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মোগল আক্রমণকারিদল এখানে আসিতে হইলেই নির্ব্বাসনসম জ্ঞান করিতেন। তাৎকালিক রাজ-প্রতিনিধি এবং ওমরাহ প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ এখানে অর্থসঞ্চয় করিয়া দিল্লী ও আগ্রানগরে বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। তাঁহাদের অধীনস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী ও সেনাদলের কেহ কেহ দেশীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া এখানে বাস করিতে থাকেন। এইরূপে ধীরে ধীরে বাঙ্গালার স্থানে স্থানে বিভিন্ন সময়ে মুসলমান-সেনা-সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠান হয়। সুতরাং প্রত্যেক রাজধানী ও সেনানিবাসের সন্নিকটেই সময়ে সময়ে এক একটী ধর্ম্ম-বিস্তারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

দিল্লী-দরবারের আদেশে রাজকীয় কার্য্য-পরিচালন ব্যপদেশে বঙ্গে আগমন ব্যতীত, য়ুরোপীয় বণিক্‌সম্প্রদায়েরও বহু পূর্ব্বে আরবীয় আর একটী বণিক্‌সম্প্রদায় সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গসীমান্তে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। কোন্ সময়ে এবং কিরূপে এই মুসলমান বণিক্‌সম্প্রদায় বঙ্গোপসাগরকূলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের প্রারম্ভে বার্বোসা যখন বঙ্গ-পরিদর্শনে আসেন তৎকালে উপকূলবিভাগে বৈদেশিক আরব, পারস্ত, হাব্‌সী ও ভারতীয় বণিক্‌সম্প্রদায়ের বাস দেখিয়াছিলেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, 'বঙ্গেশ্বর এবং স্থানীয় মুসলমান শাসন কর্ত্তৃগণের অনুগ্রহলাভের প্রত্যাশায় প্রতিদিন দেশীয় হিন্দু অধিবাসিবৃন্দ মুর হইতেছে।' সিজার ফ্রেডিক ও ভিন্সেণ্ট লে ব্লাঙ্ক ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় অবস্থানকালে সন্দীপে মুর জাতির বাস দেখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে আরবীয় বণিকসমিতি আপনাপন বাণিজ্য প্রসঙ্গে চট্টগ্রামে ইস্‌লামধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন মুসলমানশাসনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রীতদাস-প্রথা সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়। বাঙ্গালায় অত্যাচার, অনাচার ও শাসনবিশৃঙ্খলতার সময় অনেকানেক দরিদ্র হিন্দুসন্তান কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় মুসলমানের দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। আরাকানী (মগ) ও আসামী দস্যুদলের উপর্য্যুপরি আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক এবং রাজবিপ্লবে বঙ্গদেশ উৎসাদিত হইলে, অন্নকষ্টপ্রপীড়িত হিন্দুগণ আপনাপন পুত্রকন্যাদিগকে ধনবান্ মুসলমানগণের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। ইহারা আপনাপন প্রতিপালকের যত্নে মুসলমানবংশে বিবাহিত হইয়া ইসলামসম্প্রদায়ের পুষ্টিসাধন করিয়াছে।

বলপূর্ব্বক মুসলমানসমাজে আনয়ন সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। বার্ণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত আছে, হত্যাকারী ও ব্যভিচারী হিন্দুগণও মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে অব্যাহতি পাইতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মত্যাগী স্বধর্ম্ম বিদ্বেষী নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বাকিদায়ে বিব্রত হিন্দু জমিদারদিগকে সপরিবারে ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে জাতি ও সমাজচ্যুত অনেক হিন্দু মুসলমানধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিল। তৎকালে মুসলমানদিগের এরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল যে, প্রত্যেক মুসলমানকেই গৃহের সম্মুখে একটী বদনা ঝুলাইয়া রাখিতে হইত। একদা এক মৌলবী ঐরূপ বদনা না থাকায় হিন্দুপ্রধানগ্রামে তাহার শিষ্যের বাসভবন নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রোধান্ধচিত্তে নবাবকে তদ্বিবর জ্ঞাপন করেন। ধর্ম্মযাজকের অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য নবাব সেনাদল প্রেরণ করিয়া সমগ্র হিন্দু-অধিবাসীকে বলপূর্ব্বক ইস্‌লামধর্ম্মে আনয়ন

করিয়াছিলেন। ফকীর, মৌলবী প্রভৃতির অবমাননায় হিন্দুর দুর্গতি তৎকালের ইতিহাসে নিত্য ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পূর্ব্ব বঙ্গের জলাল উদ্দীন্, শ্রীহট্টের শাহ জলাল, আরাম বাগের মহম্মদ ইস্মাইল শাহ গাজী এবং যশোরের দক্ষিণাংশের শাসনকর্ত্তা খান্ জাহান্ আলীর দেওয়ান পীর আলী (প্রকৃত নাম মহম্মদ তাহির) প্রভৃতি দ্বারা বল বা কৌশলপূর্ব্বক হিন্দুদিগকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়কালে মুসলমান কাজীদিগের অত্যাচার ও প্রভাবের কথা বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণবপ্রবর ব্রাহ্মণ হরিদাসের মুসলমান খ্যাতি ও বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রহণপ্রসঙ্গ অনেকেই বিদিত আছেন।

মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের বিহার আক্রমণ এবং ওদন্তপুরীতে সমবেত বৌদ্ধযাজকমণ্ডলীর হত্যাসাধনের পর, সাধারণ লোকে ধর্ম্মযাজক ও উপদেষ্টার অভাবে হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মের আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়।* বরিশাল ও খুলনা জেলায় অনেক সম্ভ্রান্ত বংশ এইরূপে মুসলমান হইয়াছে।

বেহারে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ হইতে যাহারা ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহারা শেখ বলিয়া গণ্য। ইহাদের সহিত বৈদেশিক শেখদিগের আদান-প্রদান চলে। বাঙ্গল, রাজপুত বা ময়মনসিংহ জেলার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ পাঠান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসম্প্রদায় নাও-মুস্লিম্ বলিয়া সমাজে আচরিত হইলেও কালক্রমে তাহারা মুসলমান সমাজে অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই শেখ বলিয়া পরিচিত হইবে।

নিম্নশ্রেণীতে এখনও কালী শেখ, ব্রজ শেখ, গোপাল মণ্ডল প্রভৃতি মিশ্র নামের ব্যবহার আছে। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, যে সকল হিন্দু ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও তাহার নিগূঢ় তত্ত্বের পক্ষপাতী হয় নাই, অথবা আদৌ কোরাণশাস্ত্রের ব্যাখ্যা অবগত হয় নাই। তাহাদের নামের মধ্যে কোনরূপ বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই, কেবল সম্মানসূচক শেখ উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র। কালে সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া যখন তাহারা ইস্লামধর্ম্মে প্রকৃত আস্থাবান্ হয়, তখন তাহারা রজনী হইতে রিয়াজ উদ্দীন্ হইতে পারে। মুসলমান-সমাজের এই ক্রমবিকাশসম্বন্ধে এইরূপ একটী প্রবাদ আছে,—

"আগে থাকে উল্লা তুল্লা শেষে হয় উদ্দীন্।
তলের মামুদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন্॥"

বৈদেশিক মুসলমানগণের যত্নে দেশীয় হিন্দুগণের ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষা দ্বারাই যে বাঙ্গালায় মুসলমান-সমাজের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল, তাহা নহে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-বিধবাগণ সমাজের কঠোর তাড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া, মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক পতিব্রতা হইবার প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কোন কোন হিন্দুবিধবা মুসলমানের সহিত অবৈধপ্রণয়ে আসক্ত হইয়া জাতিচ্যুত হওয়ায় অবশেষে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। অনেকানেক হিন্দুও মুসলমানীর প্রণয়ে আসক্ত হইয়া নিজ ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মুসলমান আধিপত্যে ফকীর ও মৌলবীদিগের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকায় তাহাদের প্রতিষ্ঠিত পীর এবং সাধুপুরুষদিগের আস্তানায় আসিয়া সম্মান-প্রদর্শন করিতে বাধ্য হওয়ায় হিন্দুগণ ক্রমশঃ মুসলমানগণের সংস্পর্শে অনুরক্ত হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল।

শিয়া ও সুন্নী ব্যতীত এখানে হানফি, শাফাই, মালিকি ও হম্বলি নামে আরও চারিটী নূতন ধর্ম্মমত বিস্তৃত দেখা যায়। ঐ চারিটী সম্প্রদায়ে বিশেষ প্রভেদ নাই। বাঙ্গালায় হানফি মতাবলম্বী মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অহ্‌লি হাদী ও কতকগুলি খৈর-মুকল্লিদ।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে আরবে ওহাবি নামে এক নূতন সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়। ইহারা কুসংস্কারাবদ্ধ নহে। ইস্লামধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্যই এই মতের অভ্যুত্থান হয়। ইহারা ইমাম্, সুলতান, এমন কি মহম্মদের আদেশও পালন করিতে ইচ্ছুক নহেন। নেজদ্-নগরবাসী মহম্মদ ওহাব এই মতের প্রবর্ত্তক। কাফেরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মমতসংস্থাপনই এই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য। রায় বেরেলীনিবাসী সৈয়দ আহ্মদ শাহ ভারতে এই মত প্রচার করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি শিখ-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ্ ঘোষণা করেন। উক্ত সৈয়দ মহম্মদ এবং তাঁহার শিষ্য মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইল পাটনা-নগরে থাকিয়া বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে ওহাবিমতস্থাপনে যত্নবান্ হন।

উক্ত সৈয়দ মহম্মদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে পূর্ব্ববঙ্গে হাজি সরিয়ৎ উল্লা নামক জনৈক জোলা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মক্কা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বদেশে ওহাবিমত প্রচার করিতে থাকে। ক্রমে ফরিদপুর ও ঢাকা জেলায় তাঁহার শিষ্যের দল বৃদ্ধি পায়। ইহার পুত্র দাদু মীঞা পিতৃপদে অভিষিক্ত হইয়া ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, নোয়াখালি, পাবনা প্রভৃতি স্থানের যাবতীয় কৃষি ও নিম্নশ্রেণী ব্যবসায়ীকে স্বমতে আনয়ন করে। এই ব্যক্তি দুর্গোৎসবের জন্য জমিদারের পৃথক্ কর আদায় বন্ধ করিবার জন্য লাঠিয়াল ও দস্যুদল লইয়া বিস্তর

* J. A. S. B 1879 pt 1. p. 140.

হাঙ্গামা করিয়াছিল। অবশেষে ইংরাজশাসনে ইহার দণ্ড হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দাহুমীঞার মৃত্যু ঘটে।

হিন্দু-দেশাচারসমূহের পালন, হিন্দু উৎসবে যোগদান, হুসেন ও হাসেনের উদ্দেশে তাজিয়া-নির্ম্মাণ, পীর ও প্যাগম্বরদিগের উদ্দেশে ভজনা এবং শুক্রবারে উপাসনা প্রভৃতি নিষেধ করিয়া হাজি সরিয়াৎ স্বীয় মত প্রবর্ত্তন করেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই এই মুসলমানসম্প্রদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পাটনার ওহাবী-মতের অনুসরণ করিয়া জৌনপুরবাসী মৌলানা করামৎ আলী পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচারকদিগের মতবিস্তারে যত্নশীল হন। পরে তিনি হাদী-মত উপেক্ষা করিয়া হানিফি-সম্প্রদায়ের প্রতিপোষক হইয়াছিলেন। তিনি দাহুমীঞার অদৃষ্ট লক্ষ্য করিয়া ইংরাজাধীন ভারতকে আর "দারুলহার্ব" বলিয়া ঘোষণা করিলেন না। তিনি হিন্দুদিগের কুসংস্কারসমূহ পালন করিতে এবং শবিবরাৎ দিনে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে "শিরনি" দান ও তাজিয়া-নির্ম্মাণ নিষেধ করিয়া যান। শুক্রবারে উপাসনা এবং পীরগণের সমাধিস্থানে উপহারদান প্রভৃতি কএকটী পুরাতন ব্যবস্থা পুনরায় তাঁহার দ্বারা ওহাবী-সমাজে প্রচলিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে করামৎ আলীর মৃত্যুর পর, তৎপুত্র হাফিজ আহ্মদ বিশেষ দক্ষতার সহিত পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে ওহাবী মত প্রচার করেন। এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য প্রচারকের মধ্যে হুগলী জেলার ফুরফুরা গ্রামবাসী শাহ আবুবকর এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় বনৌধিয়া গ্রামের হজ্রতের নাম উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত দুইটী অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায় ফরাজী, নমাজহাফিজ্, হিদায়তী, সারা প্রভৃতি নামে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানসমাজে পরিচিত। ইহারা পূর্ব্বমতানুবর্ত্তী মুসলমানসম্প্রদায়কে সাবিকি, বেরাবি, বেদৈয়তী বা বেসারা বলিয়া থাকে। দাহুমীঞার সম্প্রদায়ই প্রকৃত ফরাজী বলিয়া উক্ত। ইহাদের মধ্যে মহম্মদী, তাহল-ই হাদী বা রফিয়াদ্দীন্ ও লা-মজ্হাবী প্রভৃতি বিভাগ আছে। পক্ষান্তরে করামৎ আলীর শিষ্য ও উত্তরাধিকারিগণ তায়েয়ুনী নামে খ্যাত।

দাহুমীঞার মৃত্যুর পর, করামৎ আলী-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নশ্রেণী কৃষিজীবী জনসাধারণের মধ্যে গৃহীত হয়। দাহুমীঞার পুত্র সৈজ্উদ্দীন্ খাঁ বাহাদুর ফরিদপুরবাসী কৃষক ও জোলাহাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেও করামৎ আলীর শিষ্যসম্প্রদায়ে, পূর্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গ পরিপূর্ণ হইয়াছে। উক্ত সম্প্রদায়দ্বয়ের মতানৈক্যহেতু সময় সময় মহরম পর্ব্ব উপলক্ষে উভয়পক্ষে ঘোরতর দাঙ্গাহাঙ্গামা উপস্থিত হইয়া থাকে।

এই ওহাবী-সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গবাসী নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুভাবাপন্ন ছিল। তাহারা দুর্গাপূজা ও বিভিন্ন হিন্দু-উৎসবে যোগদান করিত। কলেরা বসন্ত প্রভৃতি পীড়ার প্রকোপসময়ে শীতলা ও রক্ষাকালীর পূজা এবং সময়ান্তরে ধর্ম্মরাজ, মনসা ও বিষহরির পূজা তাহারা অবিচলিতচিত্তে সম্পন্ন করিত। অন্যান্য সামাজিক ব্যবহারেও মুসলমানদিগের মধ্যে হিন্দু-দেশাচার প্রচলিত ছিল। বিবাহাদি শুভকর্ম্মে লগ্ননির্ণয়, বিবাহকালে সীমন্তে সিন্দুরদান, বৈদ্যনাথ তীর্থে গঙ্গোদকপ্রদান, গ্রাম্যদেবতার পূজা এবং জন্মকালে ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতি দেশাচারও তাহাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

হিন্দুর ন্যায় কুসংস্কারাবদ্ধ হইলেও বঙ্গীয় মুসলমান-সম্প্রদায় মোল্লা অথবা পীরদিগের কথিত ধর্ম্মতত্ত্বকথা প্রতিপালন করিতে ভুলে না। আবদুল্কাদের জিলানী, অবু ইস্হাক্ শামী (চিস্তিবাসী), মহিউদ্দীন্ নক্স্বন্দ ও আবদুল কাদের সোহারবর্দ্দি নামক পীরচতুষ্টয় মুসলমানমাত্রেরই পূজার্হ। ওহাবী-সম্প্রদায় ব্যতীত সকলশ্রেণীর মুসলমানই পীরগণের সম্মান করিয়া থাকে। মুসলমান সাধারণের বিশ্বাস, পবিত্র পীরগণ দেহান্তরিত হইলেও, তাঁহাদের প্রেতাত্মা মক্কা বা মদিনায় থাকিয়া প্রাত্যহিক ভজনা সমাপন করেন। তাঁহারা সূক্ষ্মশরীরে জগতে থাকিয়াই জীবগণের মঙ্গলকামনা করিয়া থাকেন। এই হেতু তাঁহাদের সমাধিক্ষেত্র তীর্থস্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে। সাধারণ লোককে পীরের নিকট পুত্রসন্তানাদি কামনা করিয়া পূজাও দিতে দেখা যায়। শিক্ষিত মুসলমানসমাজে এই বিশ্বাস অনেকাংশে হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতীয় পীর বা মুসলমান মহাপুরুষগণের মধ্যে হজরৎ মুইন্ উদ্দীন্ চিস্তি সর্ব্বপ্রধান। ১১৪০ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ্যে ইঁহার জন্ম হয়। ভারতে আসিয়া ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে আজমীর নগরে অবস্থানকালে ইনি পরলোকগমন করেন। ভারতের সুদূর প্রান্তবাসী হিন্দু ও মুসলমান-সাধারণ এই মুসলমানতীর্থ সন্দর্শনে আগমন করিয়া থাকেন। স্বয়ং টিকারীরাজ রণবাহাদুর সিংহ প্রতিবৎসর এখানে আসিয়া উপহারাদি প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালার নানাস্থানে আরও অনেকানেক পীরের আস্তানা বা দরগা আছে। তন্মধ্যে কএকটীর মাত্র নাম উল্লেখ করা গেল; এই সকল পীরগণের সম্বন্ধে নানা অমানুষিক গল্প রচিত হইয়াছে।

১ মাচগুলি সাইহ্—২৪ পরগণায় গঙ্গাসাগর-সঙ্গম তীর্থের নিকট।

২ খান্ জহান্ আলী—বাগেরহাট উপবিভাগের গ্রাম-বিজয়পুরে।

৩ শাহ্ সুলতান—বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক প্রাচীন নগরে। হিন্দুরাজ পরশুরামের নিকট স্থান ভিক্ষা করিয়া পরে সেই সূত্রে ইনি রাজাকে রাজ্যচ্যুত করেন। রাজকন্যা শীলাদেবী ফকীরের হাত হইতে বিবাহদায়ে অব্যাহতি পাইবার আশায় করতোয়া-জলে নিমজ্জিত হন। এখানকার শীলাদেবীর ঘাট একটী তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে। ফকীরের দরগায় প্রতিবৎসর মেলা হয়।

৪ পীর বদর—চট্টগ্রামের মাল্লাদিগের কুলদেবতা। হিন্দু, মুসলমান ও ফিরিঙ্গী মাল্লারা একত্র এই পীরের পূজা দেয়। মুসলমানগণ চট্টগ্রামবাসী দেরউদ্দীন্ নামক জনৈক মুসলমানকেই পীরবদর বলিয়া অভিহিত করে। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সমাধি হয়। পর্ত্তুগীজগণ বলিয়া থাকে, একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বদর নামে পরিচিত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, ইনিই খ্বাজা খিজির। চট্টগ্রামী ভাষায় বদর শব্দের অর্থ অনুগ্রহ-প্রার্থনা। চট্টগ্রাম ও বঙ্গের অন্যান্য স্থানের মাঝিরা বোঝাই নৌকা চালাইবার পূর্ব্বে নিম্নোক্ত ছড়কা পাঠ করে।

> "আমরা আছি পোলাপান।
> গাজী আছে নিকাবান॥
> শিরে গঙ্গা দরিয়া, পাঁচ পীর
> বদর বদর বদর॥"

৫ শাহ আজম যেসু দরাজ—ত্রিপুরার অন্তর্গত খরমপুরে। এখানে তাহার সমাধিস্থান আছে। তিনি শ্রীহট্টস্থ শাহ জলালের পক্ষ হইয়া শ্রীহট্টরাজ গৌর-গোবিন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। রণক্ষেত্রে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

৬ খ্বাজা মীর্জা হালিম্—চম্পারণের মেহসি গ্রামে। এখানে প্রতিবৎসর একটী মেলা হয়।

৭ পাতুকী সেন (সাইন্)—বক্তিহারী বিচারাদালতের সম্মুখে। পাতুকী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

৮ মখ্দুম শরিফ্ উদ্দীন্—বিহার।

৯ মখ্দুম্ শাহ আবু ফত্তে—হাজীপুর।

১০ অস্গর আলী শাহ—মুজঃফরপুর।

উপরোক্ত পীর ব্যতীত মুসলমানসমাজে আরও কতকগুলি পৌরাণিক মহাপুরুষের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্যাগম্বর খ্বাজা খিজির (ইনি মহম্মদের জন্মের সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া আরববাসীর ধারণা।), বরাইচের গাজী মিঞা, সুন্দরবনের জিন্দাগাজী, হিমালয়তটস্থ গাজী মাদার, সত্যপীর বা সত্য নারায়ণ, অমরোহার শেখ সাধু, গয়া-ধামের সুলতান শাহি, পাঁচ পীর (মুসলমানগণ গাজী মিঞা পীরবদর, জিন্দাগাজী, শেখ ফরিদ, খ্বাজাখিজির এবং শেখ সাধু প্রভৃতির মধ্যে ৫ জনকে ধরিয়া পাঁচ পীর কল্পনা করিয়া থাকে প্রকৃতপক্ষে বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষমূলেই পাঁচটা ছোট ছোট মৃত্তিকার গম্বুজ তুলিয়াই পূজা করা হয়। উহা হিন্দুদিগের 'পঞ্চ-বট' ক্ষেত্রসদৃশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষিত মুসলমান-সম্প্রদায় ইহাকে 'পঞ্জতনী পাক' বলিয়া কল্পনা করেন। শিয়া-সাম্প্রদায়িকের মতে মহম্মদ, আলী, ফাতেমা, হাসেন ও হুসেন এই পাঁচ জন এবং সুন্নীদিগের মতে মহম্মদ ও তাঁহার চার-ইয়ার অর্থাৎ তাঁহার পরবর্ত্তী প্রথম চারি জন খলিফা লইয়া 'পঞ্জতনী পাক' বা পাঁচ পীর কল্পিত হইয়াছে।'

মুসলমান-সাহিত্য।

বিগত ১৩শ শতাব্দ মধ্যে মুসলমানজাতি যেরূপে পরিবর্দ্ধিত ও ধীরে ধীরে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, জাতীয়তার অভ্যুদয় সহকারে, মুসলমানসাহিত্য ও বিজ্ঞানের সেইরূপ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই পর্য্যবসান ঘটিয়াছিল। এক কথায় বীর-চেতা মহম্মদীয়গণ ইস্লামধর্ম্মের বিস্তৃতি ও প্রচারকল্পে এবং রাজ্যবিজয়-বাসনায় উদ্দৃপ্ত হইয়া সাহিত্যালোচনায় জলাঞ্জলি দিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রথম খলিফাগণই ধর্ম্মবিস্তারে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী খলিফাদিগের শাসনকালে, যখন মুসলমান-সাম্রাজ্য য়ুরোপপ্রান্ত হইতে এসিয়াপ্রান্ত পর্য্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, যখন রাজ্যজয়-পিপাসা একরূপ তিরোহিত হইয়াছিল—যখন খলিফাগণ বিষয়বাসনায় পরিতৃপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে সৌভাগ্যসুখ উপভোগ করিতেছিলেন, তখনই তাঁহাদের হৃদয়ে মাধুরীময়ী কাব্যস্পৃহা জাগিয়া উঠে। তাহাদের এই বলবতী আকাঙ্ক্ষা একটী দৃঢ়ভিত্তি প্রোথিত করিতে না করিতেই মুসলমান-জাতির ভোগবিলাসের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়।

খলিফাশ্রেষ্ঠ অল্ মনসুর, হারূণ অল্ রসীদ এবং অল্ মামুন্ সবিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহদ্বারা মুসলমান-সাহিত্যের যে উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী পার্থিব সুখলালসা-প্রিয় মুসলমানরাজগণ সেরূপ জ্ঞানোন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিতে সমর্থ হন নাই।

সিরিয়া, প্যালেস্তিন্, আরব, পারস্ত, আর্ম্মেনিয়া, মঙ্গোলিয়া

মিদিয়া বা আজরবৈজান, বাবিলন আসিরিয়া, সিন্ধু, সিজিস্থান, খোরাসান, তাবিরিস্থান, জুর্জ্জন, কাবুলিস্থান, জাবুলিস্থান, মবরুন্নহর, বুখারিয়া, ইজিপ্ত, মৌরিটানিয়া, ইরাক্, মিসোপোটেমিয়া, এবং ইথিওপিয়া হইতে জিব্রল্টার পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা, জর্জ্জিয়া, সার্কেসিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্য খলিফা হারুণ অলরসীদের শাসনাধীন ছিল। তৎকালে এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য মধ্যে মুসলমানজাতি ও ইস্লাম-ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইলেও তত্তদ্দেশবাসিগণ স্বদেশীয় ভাষা ভুলিতে পারেন নাই, অথবা স্বদেশীয় ভাষা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজেতা আরবীয়ের ভাষায় গ্রন্থরচনা করিতে অভ্যাস করেন নাই। এতদ্ভিন্ন মহম্মদবংশীয় খলিফাগণের মক্কায় অবস্থানের পরেই, ওম্মৈয়দ ও আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের যথাক্রমে দামাস্কাস্ ও বোগদাদ নগরে রাজপাট পরিবর্ত্তনহেতু খলিফাগণের উৎসাহ-প্রাপ্ত না হওয়ায় আরবভাষা দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। যে সময়ে তাঁহারা জ্ঞানচর্চ্চা ও সাহিত্যোন্নতির নিমিত্ত রাজপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, সে সময়ে আরবজাতির জাতীয় জীবন নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল।

আরবে কোরাণশাস্ত্র রচনা হইবার পর, বেদান্ত, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি বিষয়ের উৎকর্ষতাজ্ঞাপক অন্য কোন গ্রন্থ সঙ্কলনের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মহম্মদের প্রত্যভিব্যক্তিতে যেরূপ স্বর্গীয় অপ্সরোগণের লালিত্যময়ী রূপমাধুরীর বিকাশ আছে, পরবর্ত্তী ভোগলালসাপ্রিয় মহম্মদীয়গণ সেইরূপে সুন্দরী সুন্দরী পরী ও যুবতীগণের অবতারণা করিয়া আরব ও পারস্যদেশীয় উপাখ্যানমালায় আদিরসের বিভাগ বিস্তার করিয়া গিয়াছেন।

জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে মুসলমানগণ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই, এমত নহে। তাহারা গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান, রাশিচক্রনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক্ পারদর্শী ছিলেন। খলিফা অল্ মামুনের রাজত্বকালে আবু আবদল্লা মহম্মদ বিন্ মুসা আরবীয় ভাষায় আল্জিব্রা (Algebra) নামক বীজগণিত হিন্দুশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থ প্রণয়নকালে তিনি যে হিন্দুদিগের সুপ্রাচীন বীজগণিত, লীলাবতী প্রভৃতি হইতে সাহায্যলাভ করেন নাই, এরূপ বলা যায় না। সুবিজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত কুলব্রুক্, ডাওকান্টস্, কাসিরি প্রভৃতি একবাক্যে তাহা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন।

পারস্যের শাহ নৃপতিগণ কবিত্বের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে বহুগুণগ্রামসম্পন্ন মহাকবি-শিরোমণি জন্মগ্রহণ করিয়া পারস্যভাষা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। পারস্যরাজ্যে মুসলমান-দার্শনিকেরও যে একান্ত অসদ্ভাব ঘটিয়াছিল, এরূপ বলা যায় না। ফার্দ্দুসীর ন্যায় কবিও পারস্যে অনাদৃত হইয়া অন্নকষ্টে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

ভারতে মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের রাজ্যকালে এবং তাঁহারই অনুগ্রহে আবুল ফজল, ফৈজী প্রভৃতি অনেকানেক মুসলমান পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ এবং মহাভারতাদি উপাখ্যান পারসীভাষায় অনুবাদ করিয়া লইয়াছিলেন। শুনা যায়, এই সুচতুর বাদশাহের আদেশে তৎকালে 'অল্লোপনিষৎ' নামে কোরাণের আরবী ভাষা বিমিশ্রিত সংস্কৃত গ্রন্থ অথর্ব্ববেদের উপনিষদাংশ বলিয়া প্রচারিত হয়। অকবর শাহ ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী নবাবদিগের দ্বারা বিভিন্ন ভাষা হইতেও মুসলমান-সাহিত্যের কলেবরপুষ্টি হইয়াছিল। অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গীতবিদ্যাও মুসলমান রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছিল।

যদি আরবজাতির অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরেই, মুসলমান-সাম্রাজ্যের বিলয়সাধন না ঘটিত, তাহা হইলে আরবীয় ভাষার উন্নতি ও গ্রন্থসমূহের বিকাশ সম্ভবপর ছিল কি না, কে বলিতে পারে। মহম্মদীয় ধর্ম্মজগৎ হইতে আরবীয়-প্রভাব অপসৃত হইলে, স্থানীয় অধিনায়কবর্গ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া স্থানে স্থানে স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি বিভিন্ন দেশীয় গ্রন্থ সমুদায় মুসলমান-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিতেছে।

মুসলমানধর্ম্ম, মহম্মদের অভিব্যক্ত ইস্লাম-ধর্ম্ম। ইহাকে একেশ্বরধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। মহম্মদ আরবরাজ্যে যে পবিত্র মুস্লিম্-ধর্ম্মমত প্রচার করেন এবং মহম্মদীয় সমাজে যে মত নিত্য এবং সারসত্য বলিয়া গৃহীত হয়, কোরাণ গ্রন্থে সেই মত সুব্যক্ত আছে। মহম্মদ স্বয়ং ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত দূতের নিকট প্রত্যহ যে এক এক অধ্যায়ের উপদেশ পাইতেন, তাহাই তিনি উক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ঈশ্বর দূত প্রতিপাদিত কোরাণ ব্যতীত সোন্না বা প্যাগম্বরগণ কর্ত্তৃক কথিত উপাখ্যানাংশ, ইস্লাম-ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞগণের বাক্যে একমত হওন ও কিয়াস্ বা জ্ঞানবিস্তার দ্বারা ধর্ম্মপালনই ধর্ম্মাঙ্গ। এতদ্ভিন্ন এই ধর্ম্মের "ইমান্ ও দীন্" নামে প্রধান দুই অঙ্গ আছে। মতপ্রকাশকের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনই "ইমান্" এবং নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সহিত তদ্ধর্ম্মের নিরূপিত আচারাদি প্রতিপালনের নাম "দীন্"। ১ দেবারাধনা ও দেহশুচি, ২ ভিক্ষাদান, ৩ উৎসবাদি উপবাস এবং মক্কাযাত্রা এই চারিটী আচারাঙ্গ। এবং ১ ঈশ্বরবাক্য, ২ স্বর্গীয় দূতগণের অভিব্যক্তি, ৩ কোরাণ শাস্ত্র, ৪ প্যাগম্বরগণের উপদেশ

সমূহেও চরম-বিচার দিনে জীবসমূহের পুনরভ্যুত্থান প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞানই জ্ঞানকর্ম্মাঙ্গ।

এই ধর্ম্মের মর্ম্ম এই যে, পরমেশ্বর একমাত্র, অদ্বিতীয়, নিত্য, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী ও পরম কারুণিক; কেবল তাঁহারই উপাসনাদি শ্রেয়ঃসাধন এবং সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাঁহার মহিমা প্রতিনিয়ত দেবদূতেরা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেছে। এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর বিশ্বসংসারই তাঁহার প্রভুত্ব ও নিয়ন্তৃত্বের একমাত্র নিদর্শন-স্থল। তিনিই জগতের কর্ত্তা, তিনিই জগতের পাতা, তিনিই জগতের শাস্তা, তিনিই জগতের ভাগ্যাভাগ্যের নিয়ন্তা। তাঁহারই শক্তি ও আদেশে মানবাদি প্রাণী সকল জন্মজরামরণাদি প্রাপ্ত হইতেছে। এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বীজমন্ত্র "লা-ইলাহা-ইল্লিল্-ল্লা মহম্মদ রসুলুল্লাহ্" অর্থাৎ এক ব্যতীত ঈশ্বর দ্বিতীয় নাই এবং মহম্মদ তাঁহারই প্রেরিত। এই বাক্যে বিশ্বাস না করিলে কেহই মুসলমান হইতে পারে না।

ঐ ইস্‌লাম-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তয়িতার বাক্যপরম্পরা বিচারপূর্ব্বক অনুধাবন করিলে বাস্তবিকই তাঁহাকে একেশ্বরবাদী বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মীমাংসিত ধর্ম্মমতে বেদান্ত-মতের আভাস থাকিলেও, তাহাতে অনেকগুলি দেশাচার সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের অবতারণা থাকায়, তাহা ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। এক সময়ে, মুসলমানজাতির ভুজবলে যে ইস্‌লাম-ধর্ম্ম য়ুরোপের আট্‌লান্টিক-প্রান্ত হইতে এসিয়ার প্রশান্ত-প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ধর্ম্মমত।

বর্ত্তমান সভ্যজগতে যতগুলি ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মুসলমানধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। প্রাচীন হিন্দু-ধর্ম্মের কাল নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। বৌদ্ধধর্ম্মের বয়ঃক্রম আড়াই হাজার বৎসর। খৃষ্টধর্ম্ম দুই সহস্র বৎসরে পদার্পণ করিতেছে, কিন্তু অপ্রাচীন মুসলমানধর্ম্ম কেবল দেড় হাজার বৎসর অতীত হইতে না হইতেই, প্রাচীন সহযোগিগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ হইয়াছে। মহম্মদ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া এই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। ধর্ম্মের প্রকৃতি জানিতে হইলে প্রবর্ত্তকের কার্য্যকলাপ এবং শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি জানিতে হয়।

মহম্মদ খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক পলের ন্যায় সর্ব্বত্রই বলিয়াছেন যে, তিনি কোন নূতন ধর্ম্মের অবতারণা করিতেছেন না—ইহা প্রচলিত পুরাতন সনাতন ধর্ম্ম এবং পূর্ব্বপুরুষগণ এই পবিত্র ধর্ম্মপথের অনুসরণ করিয়াছেন। ইব্রাহিম এই প্যাগম্বরগণ ও যীশুও এই ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

আরবদেশের তাৎকালিক অবস্থা মহম্মদের ধর্ম্মপ্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। কারণ আরব তৎকালে নানা-প্রকার পৌত্তলিক-মতের কেন্দ্রস্থল ছিল। অথচ তাহাদের কোনগুলিই বিশেষ প্রভাব-সম্পন্ন ছিল না। কেবল তীর্থস্থানে সমবেত হইয়া প্রকাণ্ড ভোজন ব্যতীত ধর্ম্মের আর কোন অঙ্গস্ফূর্ত্তি পরিলক্ষিত হইত না। মক্কাই এই সমস্ত তীর্থের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিল। তদানীন্তন মক্কার 'কাবা' বা মন্দিরে ৬০০ দেবমূর্ত্তি ছিল। তন্মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের একটী প্রসিদ্ধ লিঙ্গই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, ঐ লিঙ্গ স্বর্গ হইতে পতিত হয়। তাৎকালিক আরবেরা সর্ব্ব-শক্তিমান্ বিধাতাকে "আল্লা" নামে অভিহিত করিত।

সেকালের ধর্ম্মহীনতা অবলোকন করিয়া মহম্মদের মনে একেশ্বরবাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন জাগিয়া উঠে। তিনি বাণিজ্য-ব্যপদেশে সিরিয়ায় যাইয়া য়িহুদী ও খৃষ্টানগণের সহিত পরিচিত হইলেন এবং মোজেস্ ও যীশু খৃষ্টের মহিমা ও কীর্ত্তি-কলাপ জানিয়া আসিলেন। তদানীন্তন খৃষ্টানগণের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মহম্মদ তখন একেশ্বর-বাদের নিগূঢ় তত্ত্ব জনসমাজে প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিলেন। মহম্মদের মতে এই ইসলামধর্ম্মই মনুষ্যের পারলৌকিক উন্নতি ও জীবন্মুক্তির প্রকৃত মূলমন্ত্র। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রতি একাগ্রচিত্তে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করাই মুসলমানধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ঐকান্তিকী ভক্তিকে প্যাগম্বরগণ 'ইমান্' কহেন। জন-সাধারণ এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে দুইটী বিভাগ কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। ১ একেশ্বরবাদ, এবং ২ মহম্মদ ঈশ্বরপ্রেরিত বা তাঁহার অবতার। এই বিশ্বাসই মুসলমানধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। "লা ইলাহা ইল্লিল্লা"—এই কল্‌মাহ্ (শব্দ) মুসলমান-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। এক সময়ে সংগ্রামক্ষেত্র অথবা মস্‌জিদের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই এই বাণী প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। হিস্পানিয়া হইতে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত মুসলমানধর্ম্মের ভেরী উপরোক্ত গুরুগম্ভীর নিনাদে ধ্বনিত হইয়াছিল।

খৃষ্টান্ লেখকগণ বলেন যে, মহম্মদ খৃষ্টধর্ম্মের অনুকরণে নিজধর্ম্মমত সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে সাম্প্র-দায়িকতার অভাব প্রায় দৃষ্ট হয় না।

প্রাচ্যভাষাবিৎ পণ্ডিত মণিয়র উইলিয়ামস্ বলেন যে, কেবল মহম্মদই ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়া-ছিলেন। কারণ অন্য কোন ধর্ম্মের প্যাগম্বরগণ ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনে প্রয়াস পান নাই। মহম্মদের সমকালে আরবে পৌত্তলিকতা প্রচলিত ছিল। তদ্দর্শনে মহম্মদ মনে মনে

স্থির করিলেন যে,খৃষ্টধর্ম্ম, য়িহুদীগণের ধর্ম্ম এবং পৌত্তলিকতার স্থলে এক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিবেন। মহম্মদ স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহাই মনুষ্যজাতির মূলধর্ম্ম এবং সর্ব্বপ্রথমে ইব্রাহিমের প্রতি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর এই ধর্ম্মের প্রত্যাদেশ করিয়াছিলেন। মহম্মদ বলেন, খৃষ্টধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্মে ঈশ্বরের অংশীদার আছে,—কিন্তু তাঁহার মতে ঈশ্বরের ত্রিত্ব-কল্পনা একান্ত অসম্ভব।

মহম্মদের মতে মানবাত্মা নিত্য। মরণের পর মনুষ্যমাত্রেই স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। পাপীরা, নাস্তিকেরা ও পৌত্তলিকেরা অন্তকালে অন্ধতমসাবৃত এবং প্রজ্বলিত হুতাশনপূর্ণ নরককুণ্ডে পতিত হইবে। ধর্ম্মশীলগণ অনন্তকাল স্বর্গসুখভোগ এবং পাপাত্মারা অবিচ্ছিন্ন নরকযন্ত্রণা সহ্য করিবে। এই ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্প্রদায়কে প্রতিদিন ৫ বার করিয়া মক্কার মস্‌জিদে উপাসনা করিতে হইবে। উহাই তাঁহার প্রধান ও মুখ্য কর্ম্ম। উপাসনা দ্বারা মানব ঈশ্বরসন্নিধানের অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিতে পারে। উপবাসে তাঁহার প্রাসাদদ্বারপ্রাপ্তি এবং সহস্থ ব্যক্তিদিগের প্রতি দয়া ও বদান্যতাপ্রকাশ করাই তাঁহার সামীপ্যলাভের কারণ বলিয়া কোরাণে বর্ণিত আছে।

দেহশুদ্ধি ও পুনঃ পুনঃ ভগবানের আরাধনা সাধারণের প্রতি বিহিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রতি শুক্রবারে মস্‌জিদে যাইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে ভজনা করা উচিত। একেশ্বরবাদমূলক ইস্‌লামধর্ম্মের জন্মভূমিরূপ মক্কানগরে অন্ততঃ জীবনের মধ্যে একবারও প্রত্যেক ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বীরই যাওয়া কর্ত্তব্য। ব্যক্তিমাত্রই ন্যূন সংখ্যায় চারিটী বিবাহ করিতে পারে। কোরাণে জ্ঞানকৃত বধ, লাম্পট্য, পরাপবাদ, মিথ্যা সাক্ষ্যদান ও অসত্য প্রমাণ করাই নিরতিশয় পাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কুসীদগ্রহণ, দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান ও শূকরমাংস ভোজনও নিতান্ত নিষিদ্ধ কর্ম্ম।

মহম্মদীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, পৃথিবীর শেষ দিনে পরমেশ্বর এক মহাসভা আহূত করিয়া সমস্ত মনুষ্যকে সমাধি হইতে পুনরুত্থান এবং সকলের দোষগুণবিচারপূর্ব্বক যথাবিহিত পুরস্কার ও দণ্ড বিধান করিবেন। ঐ দিবসই চরম বিচারের দিন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, শব সমাহিত হইলে, সে 'পরমেশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় ও মহম্মদকে তৎপ্রেরিত দূত' বলিয়া মানিত কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই পরমাত্মা তাহার সমীপে দেবদূতকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, যদি ঐ সমাহিত ব্যক্তি ঐ কথা স্বীকার করে, তাহা হইলে সে স্বর্গীয় সুখস্বচ্ছন্দ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়। ইহা ঐ মৃত মনুষ্যের প্রথম বিচার দিন। কিন্তু যদি সে উক্ত বাক্যের অন্যথা প্রতিপাদন করে, তাহা হইলে প্রথম বিচার দিবস হইতে আপনার চরম-বিচার দিন পর্য্যন্ত সে মহানরকযন্ত্রণা সহ্য করিতে থাকে। মুসলমানেরা বলেন, মরণকালে মৃত্যুদূত (যম) আসিয়া মুমূর্ষুর দেহযষ্টি হইতে আত্মা পৃথক্ করিয়া লইয়া যান, কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তৃগণের আত্মা সশরীরে স্বর্গে সংস্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত জীবাত্মাসমূহ ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্মানুসারেই যাতনার তারতম্য উপলব্ধি করিতে থাকে।

কোন্ দিন কোন্ সময়ে সমাধি হইতে জীবাত্মার উত্থান হইবে, তাহা কোথাও প্রকাশ নাই। মহম্মদ স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীর অবগতির নিমিত্ত জানান যে, আমি পুনরুত্থানবিষয়ে দেবদূত জিব্রাইলের নিকট প্রশ্ন করিয়াও কোন সদুত্তর লাভ করি নাই। জিব্রাইল এ তত্ত্বের কোন প্রকৃত উত্তর দিতে পারেন নাই। মুসলমানেরা বলিয়া থাকেন যে, সেই চরম বিচারের প্রাক্কালে পশ্চিমদিকে সূর্য্যোদয়, ধূমাচ্ছন্ন পৃথিবী, মনুষ্যবাক্যভাষী পশুপক্ষী প্রভৃতি অনেকানেক অশুভ চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবে। এ সম্বন্ধে মহম্মদ স্বয়ং বলিয়াছেন,—পুনরুত্থান দিবসে এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত পৃথিবী পরমেশ্বরের একমুষ্টি মৃত্তিকায় রূপান্তরিত হইবে এবং স্বর্গ বর্ত্তুলাকারে পরিণত হইয়া তাঁহার দক্ষিণকরে বিরাজ করিবে। সেই সময়ে দেবদুন্দুভি ধ্বনিত হইলে, ভূর্লোক ও স্বর্লোকস্থ যাবতীয় ব্যক্তিই এককালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। অনন্তর দুন্দুভি পুনরায় শব্দিত হইলে সকলেই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক জগৎপাতা পরমেশ্বরকে সন্দর্শন করিবে। কোরাণে লিখিত আছে, পরমেশ্বর স্বয়ং তাহাদের বিচার করিবেন এবং যে শরীরের যে আত্মা সে তাঁহার দ্বারা তদনুরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। আস্তিকেরা স্বর্গসুখ ভোগ করিবেন।

কোরাণে অনেক প্রকার নরক বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও ৭ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ধর্ম্মকর্ম্মহীন মুসলিমগণ, দ্বিতীয়ে খৃষ্টানগণ, তৃতীয়ে য়িহুদীগণ, চতুর্থে সাবিয়ান্, পঞ্চমে মগীগণ, ষষ্ঠে পৌত্তলিক ও সপ্তমে দ্বৈধচিত্ত ধর্ম্মদ্বেষিগণ অবস্থান করে *। শিষ্যদিগকে ভয়প্রদর্শনার্থ মহম্মদও পাপভেদে নরকভেদের অবতারণা করিয়াছেন। ঐ সকলের মধ্যে পাদুকাবিহীন পাদ অগ্নিতে সংস্থাপন করাই সর্ব্বাপেক্ষা অল্পদণ্ড বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। উত্তপ্ত তৈলপূর্ণ কটাহে প্রক্ষিপ্ত ও ভর্জ্জিত

* জাহান্নম্, লাজা, হাতামা, সইর, শাকার, জাহিম, হাবিয়া এই সাতটী নরক।

হওয়া নাস্তিকদিগের প্রতি বিহিত দণ্ড। প্রথমে নাস্তিক থাকিয়া পশ্চাতে যদি মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাকেও প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। অনন্তর সে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

উক্ত স্বর্গ ও নরক নামক সুখদুঃখালয়ের মধ্যস্থলে আরাফ নামে এক লোক আছে। যাহাদের পাপপুণ্য সমান, তাহারাই ঐ লোকে যাইয়া অবস্থিতি করিবে। নরকের উপরিভাগ দিয়া 'পুল্সেরৎ' নামক এক সেতু আছে, তাহা কেশসদৃশ সূক্ষ্ম এবং ক্ষুরধারাপেক্ষাও তীক্ষ্ণ। সকল মনুষ্যকেই সেই সেতুর উপর দিয়া গমন করিতে হয়। যাহারা ধার্ম্মিক ও সৎ, তাঁহারা অবলীলাক্রমে চকিতের ন্যায় উক্ত সেতু উত্তীর্ণ হইতে পারেন, কিন্তু পাপিষ্ঠ ও অসৎ ব্যক্তি মাত্রেই ঐ সেতুর পরপারে যাইবার উদ্যম করিবামাত্রই নিম্নস্থ অতলস্পর্শ মহাঘোর নরকে পতিত হয়।

ইব্লিস্ সয়তানের প্রতিনিধি, তিনি বিধাতার পূজা বা আদমের সম্মান রক্ষা করেন নাই। তজ্জন্য তিনি আল্লার আদেশে নিরন্তর অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। পুনরুত্থানের দিন পর্য্যন্ত তাঁহার এইরূপ দুর্দ্দশা থাকিবে। কেহ কেহ বলেন যে, মনুষ্যদিগকে দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্তি দিবার জন্য বিধাতা তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন, পুনরুত্থানের দিনে তাঁহার বিচার হইবে। তিনিই মনুষ্যের চিত্তে দুর্ম্মতি প্রদান করেন। তিনিই পাপাচারিণী স্বর্গীয় দূতীগণের মধ্যে প্রধান। তাঁহার অধীনে ১৯ জন দূত আছে। তাহারা পাপাত্মাদিগের শাস্তি দিয়া থাকে।

মুসলমানধর্ম্মে বর্ণিত স্বর্গের চিত্র বড়ই মনোরম। তথায় শীতলসলিলশালিনী সুরতরঙ্গিণী কলনাদে প্রবাহিত হইতেছে এবং অলৌকিক লাবণ্যবতী চিরযুবতী দেববালাগণ দলে দলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহাদের বিজলীবিনিন্দিত-রূপছটায় নয়ন ঝলসিয়া যায়। তাঁহারা দেহান্ত সময়ে পুণ্যাত্মগণের আত্মাকে স্বর্গে লইয়া যান এবং নকীর ও মুন্কির নামক দুইজন দেবাঙ্গনা প্রেতাত্মার বিচার করিয়া থাকেন। বিচারদিনে স্বর্গীয় দূতীগণ সিংহাসন বহন করিয়া থাকে। জিব্রাইলই স্বর্গীয় দূতদিগের অগ্রনায়ক ও পুণ্যের মূলপ্রকৃতিস্বরূপ। তিনি মেরী ও মহম্মদের সমক্ষে মনুষ্যের বেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মহম্মদীয় স্বর্গ সপ্ততল ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম সুখধাম *। তথায় মহম্মদের বাসস্থান। ইহার মধ্যদেশে মহম্মদবাপী নামক এক প্রস্রবণ আছে। মহম্মদীয়েরা বলেন যে, ঐ বাপীর এক চামচ জল পান করিলে জন্মের মত এককালে পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। স্বর্গীয় ভূমি কেবলমাত্র কস্তুরী কুঙ্কুমাদি সুগন্ধদ্রব্যে পূর্ণ, মুক্তা ও হেকিকবং মণি তথাকার প্রস্তর। প্রাসাদের ভিত্তি সুবর্ণ ও রজতবিনির্ম্মিত। বৃক্ষ সকলের স্কন্ধদেশ স্বর্ণময়। তন্মধ্যে প্রধান বৃক্ষের নাম 'তুবা', অর্থাৎ সুখতরু। সম্ভবতঃ হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত কল্পতরুর বর্ণনা শ্রবণ করিয়াই তাহার আদর্শস্বরূপ এই সুখতরু কল্পিত হইয়া থাকিবে। ঐ তরু মহম্মদের প্রাসাদে অবস্থিত। দাড়িম্ব, খর্জ্জুর, আঙ্গুর প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ফলভারে উক্ত বৃক্ষের শাখাসমূহ অবনত হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিরই বাসস্থল শোভিত করিয়া বিস্তৃত আছে। ঐ বৃক্ষের মূল হইতে অনন্ত ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে দুগ্ধ, মদ্য, মধু প্রভৃতি সুপেয় দ্রব্যের হ্রদ সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই সকলের স্রোতে মহম্মদের বাপী পরিপূরিত হইয়া থাকে। মরকত হীরকাদি মণি দ্বারা সেই হ্রদসমূহের সোপানাবলি নির্ম্মিত হইয়াছে।

উপরোক্ত স্বর্গীয় শোভাসমূহ অপ্সরাদিগের রূপসৌন্দর্য্যের অনুরূপেই গঠিত হইয়াছে। মহম্মদীয় ধর্ম্মবিশ্বাসিগণ সেই সকল অপ্সরোগণের সহিত সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। মহম্মদ জনসাধারণকে স্বীয় ধর্ম্মমত গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত শিষ্যদিগকে নিম্নলিখিত প্ররোচনাবাক্যে প্রলুব্ধ করিয়াছেন;—"যে ব্যক্তি এই ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিবে, সে অন্তে স্বর্গে গিয়া দুগ্ধফেননিভ শয্যাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। এখানে সে নানাজাতীয় অলৌকিক সুস্বাদু ফলাহার এবং অপ্সরোগণের সহিত বিষয়সুখসম্ভোগে সমর্থ হয়।" কোরাণে লিখিত আছে যে, "অতি নিকৃষ্টগুণসম্পন্ন ধর্ম্মবিশ্বাসীও ৭২ জন স্বর্গীয় অপ্সরাকে ভোগবিলাসের জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত তাহাদের মর্ত্ত্যলোকের বিবাহিতা পত্নীগণও তথায় উপস্থিত থাকেন। তিনি বাসার্থ এক মণিময় আবাস ও ভক্ষণার্থ মনুষ্যদুর্লভ সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার অবস্থানুসারেই তাঁহার পরিচ্ছদ ও গৃহা-

* মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে ৯টী স্বর্গের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে প্রথম ৭টী বিহিত, ৮টী কুর্শী বা স্ফাটিক স্বর্গ এবং ৯ম উর্শ বা ভগবানের অবস্থান স্থান। ৭টী বিহিত যথা—১ দারউল্ জলাল্ (মুক্তা-নির্ম্মিত)। ২ দারউস্ সলাম্ (চুণী-নির্ম্মিত)। ৩ জন্নাৎ-উল্-মাবা (রূপদস্তা-নির্ম্মিত)। ৪ জন্নাৎ-উল্-খাল্দ্ (পীতপ্রবাল খচিত)। ৫ জন্নাৎ-উল্-নাইম (হীরক-নির্ম্মিত)। ৬ জন্নাৎ-উল্-ফর্দ্দুস (স্বর্ণনির্ম্মিত)। ৭ দার-উল্-করার (কস্তুরী নির্ম্মিত)। এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ জন্নাৎ-উল্-আদান্কে (ইডন্ উদ্যান) পার্থিব স্বর্গ বলিয়া প্রকাশ করেন।

লঙ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়াও সেই ব্যক্তি এই সকল দ্রব্যাদিশেষের রসাস্বাদন নিমিত্ত অপরিমিত ক্ষমতাশীল, ও অনন্তকালব্যাপিনী যৌবনদশা প্রাপ্ত হন। তথায় কামনা করিবামাত্র, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ হইয়া থাকে।

মহম্মদের স্বর্গ তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে। ইহার অধিকাংশই য়িহুদী, পারসী, হিন্দু ও খৃষ্টান্‌দিগের মত হইতে তাঁহার দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে।

মহম্মদ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য স্বর্গের যে মনোমোহন চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। হিন্দুর কল্পনাগঠিত অপ্সরোগণ-মণ্ডিত নন্দনকাননের প্রলোভন-দৃশ্য তাহার নিকট অনেক সময় হীনপ্রভ। মহম্মদ নরকের চিত্রে যেরূপ বিভীষিকা এবং স্বর্গের সৌন্দর্য্যে যেরূপ বিলাসবাসনার সমাবেশ করিয়াছেন, তাহাতে যুক্তিহীন অশিক্ষিত চিত্তে একটা মোহময় প্রলোভন জাগাইয়া তোলে।

যাঁহারা বিশেষরূপে কোরাণ পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, মহম্মদ সমস্ত ধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মহম্মদ য়িহুদী ও খৃষ্টানদিগকে "এল্ কিতাব" অর্থাৎ ধর্ম্মগ্রন্থের অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ কোরাণের মতে যেখানে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তিত হয়, সেই স্থান পবিত্র। প্রত্যেক মুসলমানেরই সেইস্থান রক্ষা করা উচিত। মহম্মদ গির্জা প্রভৃতিও রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

পৃথিবীস্থ ধর্ম্মসমাজের ইতিবৃত্তলেখক জি, ডব্লিউ, লিট্‌নার বলেন যে, মুসলমান-ধর্ম্মে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা খৃষ্টধর্ম্মের রমণীগণ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। কেবল হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা-সঙ্কলনে মুসলমানধর্ম্মের অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী দৃষ্ট হয় না।

মুসলমান-ধর্ম্মশাস্ত্রে দেবদূতগণ পবিত্রাত্মা, সূক্ষ্ম ও অগ্নিময় দেহ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের পিতামাতা নাই। সকলেই জগৎপাতার ইচ্ছাক্রমে সৃষ্ট এবং তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মরক্ষার্থ বিভিন্ন পদে নিয়োজিত। তাঁহারা ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়া অতুল স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতেছেন। কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ হেলিয়া, কেহ শুইয়া, কেহ বা অধঃশির অবস্থায় থাকিয়া নরজন্মের পাপক্ষালনের নিমিত্ত নিরন্তর ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করিতেছেন। কেহ যমপুরে চিত্রগুপ্তের ন্যায় লিপিকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, কেহ মনুষ্যজাতির পালনভার বহন করিতেছেন এবং কেহ বা অনন্তকাল ধরিয়া ভগবৎ-সিংহাসনরক্ষায় নিযুক্ত আছেন। দুইজন ক্রমাগত মানবজাতির পাপপুণ্য লক্ষ্য রাখিয়া যাইতেছেন। ঐ সকলের মধ্যে জিব্রাইল ধর্ম্ম-সংস্থাপনে, মাইকেল ভগবানের বিরোধী সয়তান-দমনে, ইস্রাএল (আজ্রাএল) যমদূতরূপে এবং ইস্রাফিল পুনরুত্থানদিনের ভেরীনিনাদকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ইব্লিস্ ভগবৎ-বিদ্বেষী, আদমের সম্মান-রক্ষা না করায় স্বর্গচ্যুত হইয়াছে।

এই দেবদূত ও নরজাতির মধ্যে মুসলমানগণ জিন্ (উপদেবতা) নামে অপর এক স্বর্গবাসী উপদেবের উল্লেখ করেন। ইহারা দেবদূতগণের ন্যায় অগ্নিময় দেহ হইলেও অপেক্ষাকৃত স্থূলদেহী বলিয়া উক্ত। ইহারা অমর হইতে পারে নাই। মনুষ্যজাতির সর্ব্বপ্রথম আদমের সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহারা ধরাধামে বিচরণ করিয়া গিয়াছে।

মুসলমানশাস্ত্রান্তরে প্রকাশ, আদম হইতে মহম্মদ পর্য্যন্ত ৮ লক্ষ প্যাগম্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। ইঁহারা সকলেই পরস্পর প্রধান এবং নর-জগতের পাপ হইতে বিমুক্ত। বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ মানবজাতির হিতকল্পে সময়ে সময়ে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের যে অভিব্যক্তি ধরাবাসী জনগণের নিকট স্ব-প্রেরিত আদর্শ-পুরুষ দ্বারা প্রকটিত করিয়াছিলেন, মহম্মদীয় মতে তাহার সংখ্যা ১০৪টী। তন্মধ্যে ১০টী আদম, ৫০টী সেথ, ৩০টী ইনক্ বা ইদ্রিস, ১০টী ইব্রাহিম, ১টী মুসা (Moses), ১টী দাউদ (David), ১টী যীশু (গস্পেল) ও ১টী মহম্মদের (কোরাণ) নিকট অভিব্যক্ত এবং পরে তদ্দ্বারা প্রকাশিত হয়।

সাম্প্রদায়িক বিভাগ।

প্রবাদ আছে যে, মহম্মদ জীবিতাবস্থায় ভবিষ্যদ্ গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার ধর্ম্মের ৭৩টী বিভাগ হইবে এবং এক শ্রেণীর মতাবলম্বিগণই যথার্থ মতের অনুসরণ করিবে। অপরাপর শ্রেণীর ব্যক্তিগণ কেবল তাহার অনুকরণ করিবে মাত্র।

বর্ত্তমান কালে ইস্লামধর্ম্মের প্রধানতঃ ৩টী বিভাগ দৃষ্ট হয়,—সুন্নি, শিয়া ও ওহাবী। সুন্নিগণ বলেন যে, তাঁহারাই মহম্মদের প্রকৃত উপাসক। ইঁহারা আবুবকর, ওমার এবং ওস্মানকে প্যাগম্বর স্বীকার করেন। তাঁহাদের প্রথম দুই জন মহম্মদের শ্বশুর ও শেষোক্ত ব্যক্তি জামাতা ছিলেন। সুন্নিদিগের আবার ৪টী উপবিভাগ আছে।

শিয়াগণ বলেন যে, প্যাগম্বরদিগকে মহম্মদের জামাতা আলীর নিকট অবশ্য অবশ্য উপস্থিত হইতে হইবে। আলী মহম্মদের কন্যা ফতিমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিয়াগণ প্রথমতঃ প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন নাই। মহম্মদের মৃত্যুর

৩৫০ বর্ষ পরে তাঁহারা প্রবল হইয়া উঠেন। তাঁহারা মহম্মদের ১২ জন প্যাগম্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। ঐ দ্বাদশজন ইমাম্ বা ধর্ম্মসংস্কারক নামে খ্যাত। আলী তাঁহাদিগের প্রথম প্যাগম্বর এবং আবুকাসিম বা মেহধি সর্ব্বশেষ প্যাগম্বর। মেহধি মহম্মদের তিরোধানের ২৫৮ বৎসর পরে এক অজ্ঞাত ঐন্দ্রজালিক উপায়ে তিরোহিত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর প্রলয়ের পূর্ব্বে পুনর্ব্বার তিনি প্রাদুর্ভূত হইবেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ৩২টী উপবিভাগ আছে। কেহ কেহ আলীকে মহম্মদ অপেক্ষা উচ্চাসন দিয়া থাকেন। কোন সম্প্রদায় আবার আলীকেই ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন অংশে শিয়াগণ সুন্নিগণের অপেক্ষা ধর্ম্মবিষয়ে অধিকতর কঠোর ব্রত অবলম্বন করেন।

ওহাবীগণের উৎপত্তি অতি আধুনিক। সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব হয়। মুসলমানধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করাই ইহাঁদিগের উদ্দেশ্য। ইহাঁরা ধর্ম্মান্ধতাবশতঃ উন্মত্তপ্রায় হইয়া অনেক সময়ে কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

তুরুক, মিশর, আরব এবং ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে অধিকাংশই সুন্নিমতাবলম্বী। ভারতবর্ষে ওহাবীগণ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে অনেক প্রবাদ ও কুসংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতীয় মুসলমানগণ প্রধানতঃ ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত,—১ সৈয়দ, (কথিত আছে যে, ইহাঁরা প্যাগম্বর মহম্মদের বংশে উদ্ভূত), ২, মোগল, ৩ পাঠান, ৪ শেখ।

ভারতীয় এই চারি শ্রেণীর মুসলমান-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে মুসলমান-সমাজে এইরূপ কিংবদন্তী আছে;—

পূর্ব্বে ইস্‌লাম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ মুস্তাফা এবং তাঁহার অনুচরগণ শেখ নামেই অভিহিত হইতেন। একদিন স্বয়ং মহম্মদ জামাতা আলী, কন্যা ফতিমা ও দৌহিত্র হসেন ও হাসনকে সঙ্গে লইয়া পাঁচজনে একত্র উপবিষ্ট আছেন; এমন সময়ে স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল তাঁহাদের সমক্ষে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের মস্তকোপরি আবা (ছত্র) প্রসারণপূর্ব্বক মহম্মদকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ফতিমাদি চতুষ্টয়ের বংশধরগণ সৈয়দ (রাজা) নামে খ্যাত হইবেন। এ সম্বন্ধে আরও একটী প্রবাদ আছে যে, মহম্মদ স্বীয় কন্যা বিবি ফতিমা তুজ জহারাকে আলীর হস্তে সমর্পণ করিবার সময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, ফতিমার গর্ভে আলীর ঔরসে উৎপন্ন সন্তানসন্ততিগণ যেন সৈয়দ নামে পরিচিত হয়।

উপরোক্ত প্রবাদ মূলে যাহাই থাকুক না কেন, আমরা ইতিহাসে ফতিমার পুত্র হসেন হইতে সৈয়দ হসেনী ও হাসন হইতে সৈয়দ হাসনী এবং আলীর অপরপত্নীর গর্ভজাত সন্তান হইতে সৈয়দ আলাবী বংশের উদ্ভব দেখিতে পাই।

মহম্মদ স্বয়ং শেখ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই শেখশ্রেণী তিন ভাগে বিভক্ত। মহম্মদের অনুচরবৃন্দ এবং বংশধরগণ শেখ কোরেশী, আবুবকর সাদিকের বংশধরগণ শেখ সাদিকী এবং ওমারের বংশধরগণ শেখ ফরুকী নামে খ্যাত। শেখ শব্দে সর্দ্দার বা দলপতি বুঝায়।

প্যাগম্বর ইস্‌হাক্ (Isaac) স্বীয় পুত্র ইসুকে আশীর্ব্বাদকালে বলিয়াছিলেন, 'তোমার বংশ রাজবংশ হইবে।' তদবধি তাঁহার বংশ একটী স্বতন্ত্র "গোল" বা সমাজে পরিণত হয়। এই গোল বা থাক ক্রমে অপভ্রংশে 'মোগল' নামে খ্যাত হইয়াছে। ঘটনাক্রমে বালবাগ নামে জনৈক মোগল কোন দুর্জ্জয় শত্রুকে পরাজিত করায় প্যাগম্বর তাঁহাকে সম্মানসূচক বেগ (অধিপতি) শব্দে আহ্বান করেন। তদবধি এই বংশ 'বেগ' উপাধিতে ভূষিত। মোজলীরবাসী হইতে কেহ কেহ মোগলশ্রেণীর নামোৎপত্তিও স্বীকার করেন।

মোগলশ্রেণীর মধ্যে পারস্যবাসী ইরাণীগণ শিয়া এবং তুরুকবাসী তুরাণীগণ সুন্নীমতাবলম্বী। শিয়াদিগের মধ্যে আবার তুশিয়া, মব্‌হবী, ইরাণী ও তিন্-ইয়ারী নামে এবং সুন্নীদিগের মধ্যে সুন্নৎ জুম্মা-উৎ, তসাযুন্ ও চার ইয়ারী প্রভৃতি বিভাগ দৃষ্ট হয়। মতবৈধহেতু উক্ত সম্প্রদায়দ্বয় পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। শিয়াগণ সুন্নীদিগকে খারিজী বা বিদ্বেষবাদী এবং সুন্নীগণ শিয়াদিগকে রফ্‌জী (নিন্দুক) বলিয়া অভিহিত করেন। [বিস্তৃত বিবরণ শিয়া ও সুন্নীশব্দে দ্রষ্টব্য।]

পাঠানগণ প্যাগম্বর য়াকুবের (Jacob) বংশধর। সায়েরগ্রন্থে ইহাদের উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—মহম্মদ মুস্তাফা কোন যুদ্ধে তাঁহার দশজন সেনাপতিকে প্রেরণ করেন, রণক্ষেত্রে তাঁহারা নিহত হইলে, তিনি স্বীয় অনুচরগণকে একজন নেতা মনোনীত করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে তাহারা মহম্মদের বংশীয় খালিদ্ বিন্ বালিদের বংশধর জনৈক ব্যক্তিকে আপনাদিগের সর্দ্দার মনোনীত করিয়া রণজয় করেন। পরে প্যাগম্বর তাহাদিগকে ফত্তাহন্ (রণজয়কারী) উপাধিতে সম্মানিত করেন। কালক্রমে ফত্তান্ শব্দ হইতে তাহারা 'পাঠান' নামে পরিচিত হইয়াছে। মতান্তরে মহম্মদ বালিদের পুত্র খালিদ্‌কে যুদ্ধজয়ের পুরস্কার স্বরূপ 'খান্' উপাধি দান করেন। তদবধি পাঠানদিগের মধ্যে সম্মানসূচক 'খান্' উপাধি প্রচলিত হইয়াছে। উৎপত্তি অনুসারে পাঠানদিগের মধ্যেও বিভিন্ন থাকের সৃষ্টি হইয়াছে,—যেমন যুসুফ হইতে যুসুফজৈ, লুদী হইতে লোদী ইত্যাদি।

উপরোক্ত চারি শ্রেণী ব্যতীত ভারতবর্ষে 'নওয়া আয়তে' (নবাগত) নামে আরও একটী পঞ্চম শ্রেণীর অবস্থান দৃষ্ট হয়। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী আছে। মদিনাবাসী কতকগুলি লোক মহম্মদের শবদেহ স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্ম সমাধিমন্দিরের ভিত্তিতল খনন করেন। মন্দিররক্ষাকারী প্রহরিদল এই সংবাদ অবগত হইয়া সেই দুর্বৃত্তদিগকে প্রহারপূর্ব্বক নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। ক্রমে তাহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নির্জ্জিত হইয়া জন্মভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তাহারাই ভারতে আসিয়া নবাগত দলের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, 'খলিফা হারুণ-অল্-রসিদ যে কোরেশদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধর হইতে এই বংশের উৎপত্তি।' টিপুসুলতান নয়টী স্বামিযুক্ত রমণীর গর্ভজাত সন্তান হইতে এই 'নওয়া আয়তে' থাকের উৎপত্তি কল্পনা করেন। ইহারা বিদ্যাবত্তায়, শাস্ত্র ও বিজ্ঞানালোচনায় এবং বাণিজ্য-বিষয়ে মুসলমানসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজসরকারে এই সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়। হাইদার আলী ও টিপুসুলতানের অনেক সভাসদ্ এই থাক-সমুদ্ভূত। হিন্দুর নিকটে যেমন ব্রাহ্মণ, ইহারাও সেইরূপ মুসলমানসমাজে সম্মানিত।

সুন্নীসম্প্রদায়ভুক্ত পাঠানদিগের মধ্যে ঘর-মহম্মদী নামে আর একটী স্বতন্ত্র থাক আছে। হিন্দুস্থান ব্যতীত কাবুল, কান্দাহার, পারস্য বা আরবের কোথাও এই থাকের মুসলমান দৃষ্ট হয় না। ফিরিস্তার মতে, ৯০০ হিজিরায় এই থাকের উৎপত্তি হয়। ইহাদের সহিত অপরাপর মুসলমানসমাজের বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। কেবলমাত্র শবদেহ সমাধি, নমাজকালে হস্তোত্তোলন প্রভৃতি কএকটী বিষয়ে অন্যান্য সমাজের সহিত ইঁহাদের পার্থক্য আছে।

ভারতীয় মুসলমানগণ পীর ও প্যাগম্বর অর্থাৎ সাধু সন্ন্যাসীদিগকে বিশেষ সম্মান করেন এবং তাঁহাদিগের বাসভূমি অথবা বিচরণস্থানসমূহ পবিত্র তীর্থবোধে তথায় গমন করিয়া থাকেন। ভারতের যে যে স্থানে ইহাঁদিগের সমাধি বিদ্যমান আছে, সেই সেই স্থান মুসলমানসমাজে পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত।

মুসলমানধর্ম্মের বিস্তার।

মুসলমানধর্ম্ম অত্যল্প কালের মধ্যে পৃথিবীতে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ১২ বৎসরের মধ্যে আরববাসিগণ সকলেই মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে। আরবীয় মুসলমানগণ অবিলম্বে সিরীয়া, পারস্য এবং উত্তর আফ্রিকার অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিল। মহম্মদের মৃত্যুর ২০০ বৎসর পরে প্যাগম্বরগণ সেই ধ্বজের সহায়তায় সাম্রাজ্যসংস্থাপনের সূত্রপাত করেন এবং আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের তীরবর্ত্তী স্পেনদেশ পর্য্যন্ত প্রভাববিস্তার করেন। তথায় সারাসেন বা মূরগণ ৮০০ বৎসর অপ্রতিহত প্রভাবে রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের জাতীয় চিহ্ন অর্দ্ধচন্দ্রধ্বজ পরে রাজদণ্ডে পরিণত হয়। ৮ম শতাব্দী হইতেই মুসলমানগণ দ্রুতপদে সৌভাগ্যের সোপানে আরোহণ করিতে থাকেন। তাঁহাদিগের বাহিনী মধ্যএসিয়া অতিক্রম করিয়া চীনদেশ অধিকার করে এবং আফ্‌গানিস্থান ও হিন্দুকুশ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভারতের সীমান্তে আসিয়া উপনীত হয়। কয়েক শতাব্দের মধ্যেই তাঁহারা পঞ্চনদের পবিত্র ক্ষেত্র হইতে প্রাগ্জ্যোতিষ পর্য্যন্ত বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছিলেন এবং ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। হিন্দুধর্ম্মের সজীবপ্রস্রবণ-ভারতবর্ষে তাঁহাদের ধর্ম্মধ্বজ অপেক্ষা রাজদণ্ডেরই প্রাধান্য উপলক্ষিত হয়। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বিরাট্ বিগ্রহকে চূর্ণ করিতে সহস্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, বামহস্তে কোরাণ ও দক্ষিণ হস্তে অসি ধারণ করিয়া মহম্মদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, লক্ষ লক্ষ দেবমন্দির অগ্নি ও অসি দ্বারা নিশ্চিহ্ন করিয়াছিলেন, হিন্দুর পবিত্র দেবপ্রতিমা চূর্ণীকৃত করিয়াছিলেন, শত সহস্র বালক বালিকা ও বনিতাকে বিনা কারণে বলিদান দিয়াছিলেন, তথাপি হিন্দুধর্ম্মের বিরাট্‌বিগ্রহ তাঁহারা স্পর্শ করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু অকুণ্ঠিতচিত্তে শাণিত অসির মুখে এবং প্রজ্বলিত হুতাশনে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, তথাপি তাঁহারা সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই।

চীনদেশেও মুসলমানধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যূহভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই।

সেলজুকবংশীয় তুরুষ্কগণ এবং অটমানগণ এক সময়ে পাশ্চাত্যখণ্ডে অদ্বিতীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ১৪৫৩ খৃঃ কনস্তান্তিনোপল তাঁহাদিগের করতলগত হয়। এই পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানগৌরব সৌভাগ্যগগনের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছিল এবং অচিরেই ইটালী, হাঙ্গেরী ও জর্ম্মণী তাঁহাদিগের করায়ত্ত হইয়াছিল। ইহার পরে ভারতে ২০০ শত বৎসর মুসলমান-প্রভাব অক্ষুণ্ণ ও অদম্য বলে বলীয়ান্ ছিল। কিন্তু প্রতীচ্য ভূভাগে পঞ্চদশ শতাব্দীর পর্য্যবসান কালে তাঁহাদের প্রভাব মন্দীভূত হইতে থাকে। তাঁহাদের সৌভাগ্যসূর্য্য পশ্চিমাচল আশ্রয় করিতে আরম্ভ

করেন। এই সময়ে সিসিলি তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হয় এবং ১৪৯২ খৃঃ অব্দে স্পেনবাসিগণ প্রবল হইয়া তাঁহাদিগের সহস্র বৎসরের সঞ্চিত শক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। এক সময়ে মুসলমানগণ শিক্ষা, সভ্যতা, শৌর্য্য ও বীর্য্যে পৃথিবীতে পূজার্হ হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন মনপ্রভ হইয়া পূর্ব্বগৌরবের অনুধ্যান করিতেছেন।

মুসলমানধর্ম্মই মুসলমানরাজ্যের মেরুদণ্ড। মুসলমান-ধর্ম্মের ইতিহাসই তাঁহাদিগের জাতীয় জীবনের পূর্ণচ্ছবি।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দ হইতে ১৪শ শতাব্দ মধ্যে মুসলমান-সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। ঐ সময়ে দক্ষিণ-য়ুরোপ, উত্তর-আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ এসিয়া খণ্ডে মহম্মদীয় সম্প্রদায়ের বিজয়পতাকা পতপত শব্দে উড্ডীন হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দ হইতে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মমত-বিপর্য্যয়ে এবং খৃষ্টান্ জগতে কনষ্টাণ্টাইন্ ও সার্লিমেনের প্রাদুর্ভাবে য়ুরোপখণ্ডে অর্দ্ধচন্দ্রের (Crescent) পরিবর্ত্তে ক্রুশ-চিহ্ন (cross) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপে অধঃ-পতিত খৃষ্টধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে য়ুরোপ হইতে ধীরে ধীরে সারাসেনী প্রভাব অপসৃত হয়। উত্তর-আফ্রিকাবাসী মূরগণও অনেকাংশে খৃষ্টভাবাপন্ন হইতে থাকে। সমগ্র য়ুরোপে একমাত্র তুরুস্কের সুলতানই ইস্লামধর্ম্ম এবং চন্দ্র-চিহ্নাঙ্কিত মহম্মদীয় জাতীয়কেতন অদ্যাপি সদর্পে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সমগ্র মুসলমান সাম্রাজ্যের মধ্যে তুরুস্কের (য়ুরোপীয়) সুলতান এবং পারস্যাধিপতি শাহরাজগণ বর্ত্তমান কালে মুসলমান-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তুরুস্কাধিপতি ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ক্রিমযুদ্ধে এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীসযুদ্ধে মহম্মদীয় সৈন্যের বাহুবল ও বীরত্ব দেখাইয়া দিয়াছেন। যে শাহরাজগণ একদিন রাজ্যপ্রয়াসী হইয়া দেশদেশান্তরে জয়ধ্বনি নিনাদিত করিয়াছিলেন, যে নাদির শাহের গৌরব ও বীরত্বকাহিনী আজিও ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগরূক, সেই শাহবংশ আজ রুষরাজের করাল কবলে গ্রস্ত হইয়াছেন। যদিও তাঁহারা স্বাধীন রাজা বলিয়া এখনও সাধারণে পরিচিত, তথাপি রাজনৈতিক সংস্থানরক্ষার হেতু এখন তাঁহারা রুষরাজের মুখাপেক্ষী ও পরামর্শাধীন।

ভারতে মোগলবংশের অবসানে একমাত্র হায়দরাবাদের নিজামবংশই দক্ষিণভারতে প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। ধনবল ধরিয়া তুলনা করিতে গেলে, তুরুস্কের সুলতান ও পারস্যাধিপের নিম্নেই নিজামের স্থান নির্দ্দেশ করা যায়।

তবে পারস্যরাজ এক্ষণে ধর্ম্মমতে বিভক্ত। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে শাহ ইস্মাইল রাজ্যারোহণ করেন। তদবধি শাহগণ শিয়া-সম্প্রদায়ের দলপতি বলিয়া মুসলমানসমাজে সমাদৃত। এই সময় হইতেই পারস্যবাসী ও তুর্কজাতীয় মুসলমানগণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। এই সূত্রে উভয় রাজবংশের মধ্যে দুই শতাব্দ কাল ধরিয়া লোকক্ষয় কর মহাসমর হইয়া গিয়াছে।

যে মুসলমান-শক্তিপুঞ্জ এক সময়ে অদম্য বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই জাতীয়তার দৈন্য ও দৌর্ব্বল্যের জন্য অবসাদপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। অটমান্ সাম্রাজ্যের অবনতি মুসলমান শাসনকর্তৃগণের স্বজাতিবিদ্বেষ হইতেই সংঘটিত হইয়াছিল। স্বকীয় সামন্ত মিশরাধিপের সাহায্যাভাব, গ্রীসের স্বাধীনতাবলম্বন, কূটরাজনীতি দ্বারা রুষ ভল্লুকের ধীরে ধীরে এসিয়া ও য়ুরোপের মুসলমানাধি-কৃত প্রদেশসমূহ গ্রাস, আফ্রিকায় ফরাসীজাতির প্রতিপত্তি-বিস্তার, ভারত ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে ইংরাজের শাসন-সঞ্চার এবং অটমান-সাম্রাজ্যের প্রথম রাজধানী ব্রুসানগরে ও ইস্লামধর্ম্মের শেষ বিলাসভূমি তুর্কপ্রধান এসিয়া মাইনরের নগরসমূহে ধর্ম্মপ্রচার প্রসঙ্গে গ্রীকচার্চ্চ, প্রোটেষ্টাণ্ট ও আমেরিকান্ প্রভৃতি মিশনরি সম্প্রদায়ের সমাবেশ হওয়ায় ধীরে ধীরে ইস্লাম্ ধর্ম্মমূল উৎপাটিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মেরই প্রাধান্য স্থাপিত হইতেছে। কোরাণ-প্রতিপাদিত ইস্লাম্ ধর্ম্মের একেশ্বরবাদ যখন জ্ঞানবান্ মুসলমানের চিত্তে ধর্ম্মের উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার শৈথিল্য সম্পাদন করিয়াছিল, যখন প্রাচীন কবিগণের প্রকৃতিমূলজাত পরা ও অপরা শক্তিরূপ দার্শনিক তত্ত্ব দ্বারা জগতের উৎপত্তি এবং ঈশ্বরত্ব নিষ্পাদিত ও স্বীকৃত হইয়াছিল, তখন হইতেই প্রকৃতপক্ষে ইস্লাম্ধর্ম্মের অবনতির সূত্রপাত হইল। ইংরাজ ও ফরাসী অভ্যুদয় এবং খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার উহার অবান্তর কারণ মাত্র। ঐতিহাসিক ম্যাক্‌ব্রাইড মুসলমান ধর্ম্মজগতের অধঃপতনের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"The Muhammedan system is a palace of antiquated architecture, not in keeping with the neighbouring buildings, undermined and nodding to its fall. It has from the first appealed to the sword, but the sword to which it owed its rapid progress is no longer in the hands of its supporters and while the zeal of its real adherents has cooled, a mystical pantheistic philosophy, fostered by their most admired poets, has long superseded

among the men of letters, the simple unitarianism of the Koran, while Europian knowledge is gradually spreading in the masses of the Moslem population which are under the authority or within reach of the influence of France and England. The Sultan may be said only to exist by their sufferance,."

উন্নতির ও অবনতির কারণ।

সার্দ্ধ-সহস্রাব্দব্যাপী নাতিদীর্ঘ ইস্‌লাম্‌রূপ জাতীয় জীবন কিরূপে ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের অনতিকাল পরেই বিলুপ্ত প্রায় হইয়া আসিল, সেই জাতীয় জীবনের ইতিবৃত্ত লেখকগণ তৎসম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল।

মুসলমানজাতি এবং ইস্‌লামধর্ম্ম এককালে লোপপ্রাপ্ত না হইলেও, প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া উদ্দামশূন্য জাতীয় জীবন বহন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহার মুখ্য কারণ তৎপ্রতিপাদিত সুখাসুধান, ধর্ম্মবিশ্বাসীর অনন্ত স্বর্গসুখভোগ ও স্বর্গীয় বিদ্যাধরী লাভ প্রভৃতি মোহকর প্রলোভন; জগতে ইচ্ছানুরূপ রূপবতী যুবতীর পাণিপীড়ন, মদিরাদি প্রাণোন্মাদক পানীয় পান, প্রভৃতি কতকগুলি অনৈতিক বিষয়ে কোরাণের প্রশ্রয় থাকায় এবং তরবারি দ্বারা কাফের দমনপ্রসঙ্গে ধর্ম্মবিস্তৃতি ও বিনাকারণে বিভিন্ন জাতির প্রতি নির্যাতনকামী হইয়া উল্লসিত আরবীয় জনসাধারণ অতি অল্পকাল মধ্যেই ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে অর্থাগমের সুবিধার আশায় মহম্মদীয়গণ প্রাণনাশের ভয় দেখাইয়া তরবারি ও কোরাণস্পর্শে বিধর্ম্মীদিগকে দীক্ষাদান দ্বারা যে অসার ও ঘৃণিত পন্থা সুবিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাই ভবিষ্যতে মহম্মদীয় সম্প্রদায়ের অধঃপতনের কারণ হইয়াছিল।

মহম্মদ মদিনায় থাকিয়া তাঁহার নবীন মতে যে সকল কঠোর নৈতিক উপদেশ বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পালন করা সুবিধা জনক নহে বিবেচনা করিয়াই মদিনাবাসী তৎকালে তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। পৌত্তলিকগণ একেশ্বরবাদরূপ কঠোর কল্পনা ও তৎকাল-প্রচলিত সামাজিক আচার ব্যবহারের উপর তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। ক্রমে মতদ্বৈধহেতু পরস্পরের মধ্যে ঘোর বিসম্বাদ উপস্থিত হইল।

[মহম্মদ শব্দ দেখ।

মহম্মদ প্রাচীন কুসংস্কার পরিবর্জ্জন করিবার জন্য আরববাসীকে বহুবিবাহনিষেধ, একদারপরিগ্রহ, পূর্ব্বতন সম্পর্কবিরুদ্ধ বিবাহ-প্রথার সংস্কার, পত্নী প্রভৃতি পারিবারিক রমণীগণকে ঐশ্বর্য্যযুক্ত করিয়া উত্তরাধিকারীকে সমর্পণ প্রভৃতি কুপ্রথা রহিত করেন এবং বিষয়ের উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে রমণীদিগকে পুরুষের অর্দ্ধেক গণ্য করিয়া তাহাদিগকে বিষয়ের অংশভাগিনী নির্দ্দেশ করিয়া যান। এইরূপ কতকগুলি সংস্কার তদানীন্তন মহম্মদীয় সম্প্রদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু এতদতিরিক্ত বিরোধী মতগুলিই প্রথম বিবাদের কারণ হইয়াছিল। তায়েফবাসী তকফাইট্‌জাতির সামাজিক শৈথিল্যের প্রশ্রয়প্রার্থনা প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। হোনাইন্ যুদ্ধের পর, তকফাইট্ দূত মদিনায় আসিয়া মদ্যপান, রব্বাদেবীমূর্ত্তিস্থাপন প্রভৃতি ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের বিরোধী কতকগুলি পূর্ব্বতন আচারের অনুষ্ঠান করিবার আকাঙ্ক্ষা জানাইলে মহম্মদ মুক্তকণ্ঠে ঐরূপ অযথাপ্রশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। তৎপরে স্বয়ং মহম্মদই স্বীয় কঠোর নীতিমার্গ অতিক্রম করিয়া মানবের ভোগসুখের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। তিনি স্বয়ং ১৬টী বিধবা ও সধবা বরণ করিয়া মনুষ্যজীবনের কামপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি সাধন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় মধু ও মদ্যের হ্রদের ছায়াবলম্বনে পার্থিব মদিরা পান দ্বারা মহম্মদীয় ধর্ম্মবীরগণ আপনাপন তৃষিত হৃদয়ে শান্তিবারি ঢালিয়া দিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা বিষয়ে প্রশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞ ও অন্তঃসারশূন্য নির্ভীক আরববাসী অর্থলোভে ও নির্য্যাতনপরবশ হইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। ক্রমে তাহাদের ভুজবলে এবং ভিন্ন দেশীয় মহম্মদীয় শিষ্য সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্যে ও জিঘাংসায় পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের অধিবাসিবৃন্দ ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঐরূপে ধীরে ধীরে সুদূর স্পেন হইতে পূর্ব্বে চীন-সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত মুসলমান জাতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ইস্‌লাম ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

উক্ত সুবিস্তৃত মুসলমানসাম্রাজ্যে এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াও, ইস্‌লাম ধর্ম্ম কেন স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই, তাহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। কিন্তু উন্নতির পর অবনতি স্বভাবসিদ্ধ। মহম্মদ ঈশ্বরের একত্ব ও নিরস্তৃত্বে কল্পনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ত্রিত্ব আরোপিত না হওয়ায় হেত্বাভাসের কারণ হইয়াছে। নির্গুণ পুরুষার্থের সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ; সগুণ ঈশ্বরের ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর; এবং খৃষ্টানদিগের Father, the son এবং the Holy ghost এই ত্রিত্বই ঈশ্বরশক্তির পরিচায়ক। মহম্মদের ঈশ্বর অদ্বিতীয়, আত্মময়, মহান্, অনির্ব্বচনীয় এবং

পবিত্র। পরমেশ্বর যদি পবিত্রই হইলেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে তদাকারে গঠিত মনুষ্যদিগকে ক্ষুদ্রতম পাপকার্য্যে লিপ্ত দেখিতে ভাল বাসেন? উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত কিরূপে পাপ ক্ষালন হইতে পারে? পাপমুক্তির হেতু ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ যদি স্বর্গলাভের প্রশস্ত পথনির্দ্দেশক হয় এবং তৎসম্বন্ধে ভগবানের বিচার যদি উপেক্ষারই বিষয় হয়; তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তির অবমাননাই করা হইয়া থাকে। এই মানসিক ঈশ্বর-কল্পনা অবশ্যই ভবগচ্ছাসনপদ্ধতির বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কাজে কাজেই ঐরূপ ভগবানের ক্ষমালাভের প্রত্যাশা থাকেনা এবং তাঁহার শাসক শক্তি অনুধ্যান করিয়াও আমাদের মনে কোন ভয় বা ভক্তির উদ্রেক হয় না। মহম্মদের ধর্ম্ম-প্রকরণে এইরূপ যুক্তির গম্ভীরতা না থাকায় এবং তাহা দৃঢ়মূল না হওয়ায়, স্বর্গীয় চরিত্র এবং দেবসমাজ এরূপ অসংশ্লিষ্ট ভাবে সমাবেশিত হইয়াছে যে, তাহা অজ্ঞের পক্ষে আপাত-মনোরম বোধ হইলেও, দূরদর্শীর তীক্ষ্ণ ও গভীর দৃষ্টিতে তাহা অযৌক্তিক ও পৌর্ব্বাপর্য্য সামঞ্জস্যবিহীন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। জ্ঞানী মুসলমান সম্প্রদায় উক্ত সারহীন মত প্রত্যাখ্যান করিয়া মীমাংসা ও যুক্তির ভিত্তিতে ইস্‌লামধর্ম্মে যে সুবিশাল একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা পারস্যবাসী বিজ্ঞতম মুসলমানের নিকট দার্শনিক যুক্তি-প্রতিষ্ঠিত "সুফী" মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। [সুফী দেখ।]

ধর্ম্ম কর্ম্ম-পদ্ধতি।

উপরে মুসলমান জাতির সামাজিক কুলপদ্ধতির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ঐ সকল সামাজিক ও অনুষ্ঠেয় দেশাচারের সহিত ধর্ম্মার্থ-কর্ত্তব্য কতকগুলি কার্য্যকলাপও বিধিবদ্ধ আছে। জাতীয় ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মুসলমান মাত্রেরই উহা পালন করা বিধেয়। মহম্মদীয়গণ এই কারণে মহম্মদ-প্রবর্ত্তিত দ্বাদশমাসিক কর্ত্তব্য ধর্ম্মাচারসমূহ প্রাণপণে পালন করিতে অভ্যাস করেন। অদ্যাপিও মুসলমানদিগের মধ্যে ঐ সকল পর্ব্ব ও উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মাস	অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম
১ মহরম—	মহরম পর্ব্বের উৎসবাদি ও ভোজ। উহা মাসের প্রথম ১০ দিনে অর্থাৎ অসুরায় আরব্ধ হয়। মতান্তরে এই সময় স্বর্গ ও নরক, তক্‌দীর, হয়াৎ প্রভৃতির প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল। [মহরম দেখ]
২ শফর—	প্রথম ১৩ দিন তয়রা-তয়জি মাসের শেষ বুধবারে আখ্‌রী চাহার সুম্বা কা ইদ্ উৎসব।
৩ রবিয়ল আউয়ল—	১২শ দিনে মহম্মদ মুস্তফার তিরোধান উপলক্ষে পর্ব্বানুষ্ঠান।
৪ রবিউস্ সানি—	পীর-ই-দস্তগিরের (পীরান্-ই-পীর) পূজা পর্ব্ব। মাসের ১১শ দিনে পীরসাহেবের সম্মানার্থ ভোগদান ও ফতিহাদি পাঠ হইয়া থাকে।
৫ জুমাদি-উল্-আউয়ল—	জিন্দ শাহমাদার (সিরীয়াবাসী বদি উদ্দীন্ নামক জনৈক সাধু) ফকীরের উদ্দেশে পর্ব্বানুষ্ঠান। ভারতে এই পর্ব্ব 'দম্-মাদার' নামে খ্যাত। মাদার সাহেব সিরীয়া হইতে কাণপুরের অদূরবর্ত্তী মাখনপুরে আসিয়া বাস করেন। এক্ষণে মুসলমান পল্লীমাত্রেই অলম্ বা স্মৃতিচিহ্নস্থাপন দ্বারা মাদার-কা-আস্তানা রাখা হইয়া থাকে। এই মাসের ১৬শ দিনে অধিবাস এবং ১৭শ দিনে পর্ব্ব ও উৎসব আরম্ভ হয়।
৬ জুমাদি উল্-আখির্—	১১ দিনে কাদের ওয়ালী সাহেবের উর্স্। নাগপত্তনের নিকটবর্ত্তী নাগোর নগরে এই ফকীরের সমাধিতীর্থ বিদ্যমান। দাক্ষিণাত্যের মোপলা, লব্বয়, মলঙ্গ প্রভৃতি সাফী মতাবলম্বী নিকৃষ্ট শ্রেণীর দেশীয় মুসলমান ইহার সম্মানার্থ একটী মহোৎসব করিয়া থাকে।
৭ রজব্—	এই মাসের কোন এক বৃহস্পতিবারে বা শুক্রবারে রজব্-সালরের (সালর মসাউদ গাজীর) কন্দরী এবং সৈয়দ জলাল উদ্দীনের কুঁদো নামক পর্ব্বের অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সাধুদ্বয়ের প্রেতাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য পোলাও-ভোগ ও ফতিহা পাঠ করা হয়। শিয়া সাম্প্রদায়িকেরা মওলা আলীর উদ্দেশে কুঁদো উৎসব সমাপন করে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর দেশবাসী মুসলমানদিগের মধ্যে এ উৎসবের বিধি নাই। এই মাসের ১৫ই কিংবা ১৬ই (মতান্তরে ২৭শে) মহম্মদের মিরাজ বা স্বর্গারোহণ পর্ব্ব আচরিত হইয়া থাকে।
৮ শাবান—	১৪ দিনে শব্-ই-বরাৎ ভোজপর্ব্ব, তৎপূর্ব্ব দিনে উহার আর্ফা।
৯ রমজান—	রোজা। এই মাসে মুসলমানগাত্রকেই, রাত্রি শেষ প্রহর হইতে সন্ধ্যার পর নমাজ পর্য্যন্ত, উপবাসী থাকিতে হয়। ঐ সময় তরাবীহ্ ও আর্-তক্-কাফ বৈঠনা নামক ভজন-পাঠ এবং লৈলৎ-উল্ কদরের শব্ বর্-দাবী, অর্থাৎ রমজান মাসের শেষ রাত্রি-জাগরণ পর্ব্বানুষ্ঠান। ঐ রাত্রে সকলে

১০ শওয়াল— এই মাসের ১ম দিনে ইদ্-উল্-ফিতর্ বা রমজান কি ইদ্ অনুষ্ঠিত হয়।

১১ জিকারেদা বা জেলকদ— বন্দা নবাজ্ বা যেসু দরাজ্ পীরের উদ্দেশে ১৬ই তারিখে চিরাগ্ দান।

১২ জেলহজ্জ— ৯ই তারিখে বকরইদ্ (কুর্বানী) বা ইদ-উল্ জোহা, ইহার আর্ফা ও ভোজপর্ব্ব।

ভারতীয় মুসলমানমাত্রেই দ্বাদশমাসোক্ত পর্ব্বসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ঐ সময়ে উপবাস, পারণ, আরাধনা, দেবোদ্দেশে ভোগ অথবা আলোকদান প্রভৃতি উৎসবেরও আয়োজন হইতে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন স্থানবিশেষে ফকীরদিগের আস্তানা বা চিল্লায় আলোক, সন্দল উর্শ্ ও ফতিহা দিবার বিধি আছে। পীরদিগের প্রতি এইরূপ সম্মানপ্রদর্শনের সময় স্থানবিশেষে এক একটী মেলাও হয়। মহরম মাসের ১৮ই তারিখে গদীর ভোজ আরব্ধ হয়। ঐদিন ভগবান্ মহম্মদের নিকট আলীকেই ইস্লাম-ধর্ম্মজগতের অধিকার দান করিবার অভিমত জ্ঞাপন করেন। মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্ত্তী গদীর-খুম্ নামক স্থানে মহম্মদের ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ হয় বলিয়া, শিয়াগণ ইহাকে গদীর-পর্ব্ব বলিয়া থাকে।

মুসলমানদিগের হিজিরাব্দের দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ চন্দ্রে যাহা কর্ত্তব্য, উপরিউল্লিখিত পর্ব্ব-তালিকায় তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। উহার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ বিস্তৃতবোধে এখানে লিখিত হইল না। নিম্নলিখিত কবিতায় প্রতি চন্দ্রে পর্ব্বানুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া যায়,—

"মহরম ভাহের চাঁদ দশদিনে খানা।
শফর তেজির চাঁদ ত্রিশ দিনে মানা॥
রবি উলআউলে ওয়াফতের চাঁদ বারদিনে বাতি।
রমজানের চাইরচাঁদে করিবেক সাদি॥
শাবনে সোব্রাতের চাঁদ চৌদ্দ দিনে বাতি।
তারপর পনের দিনে করিবেক সাদি॥
রোমজানেতে রোজা ধর সওয়ালেতে ইদ্।
জেলকদেতে কাজ নাই জেলহজ্জে বক্রিদ॥"

মুসলমানদিগের ব্যবহারিক হিজরা সাল মুখ্যচান্দ্রমাসে গণিত হয়, কিন্তু অমাবস্যার পর যে দিন সন্ধ্যার সময় চন্দ্র দর্শন হয়, সেই দিবস মাস সমাপ্ত ধরা যায়। তাহার পর হইতেই পরমাসের গণনা আরম্ভ হয়।

ইহাদের মধ্যে দেবোদ্দেশে নজর-ও-নয়াজ্ অর্থাৎ পোলাও, রুটী, মাংস, মিঠায় এবং উৎকৃষ্ট ফল-মূলাদি উপহার দিবার বিধি আছে। অনেক সময় ভগবানের উদ্দেশে পশুবলি দেওয়া হয়। শিরণি ও ফতিহা পাঠ বিবাহাদি প্রত্যেক শুভকর্ম্মেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে মুসলমান সাধু, ফতিমা, আলী প্রভৃতির উদ্দেশেও পূজা ও ভোগ দেওয়া বিহিত হইয়াছে।

তরিকৎ বা স্বর্গমার্গ-অনুসন্ধানেচ্ছু মুসলমানমাত্রেই প্রথমে মুরীদ (শিষ্য), পরে ফকীর ও তৎপরে ওয়ালী (সাধু-পুরুষ) হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। কোন পুরুষ বা রমণী মুরীদ হইতে ইচ্ছা করিলে, প্রথমে তাহাকে তাহার বংশানুগত ও চিরবিশ্বস্ত পীরের মতবিশ্বাসী কোন সাধুপুরুষের আস্তানায় যাইতে হয়, অথবা তাঁহাকে ও তাঁহার আত্মীয়দিগকে স্বগৃহে আনাইয়া অবস্থানুরূপ ভোজন করাইতে হয়। ভোজনান্তে মুর্শদ 'বজু' সমাপন করিয়া ভাবী মুরীদকে দক্ষিণহস্তে ধরিয়া আনিতে হয় (স্ত্রীলোক হইলে রুমাল বা বস্ত্রের একাংশ স্পর্শ করিতে হয়)। ঐ সময় মুর্শদ মুরীদকে কলমা ও রকাৎ পাঠ করাইয়া তাহার হস্তে একখানি নিজরা বা পীরতালিকা প্রদান-পূর্ব্বক সেই পীরদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আদেশ করেন। তৎপরে উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়া ও সেলাম করিয়া মুরীদ মুর্শদকে বিদায় দিয়া থাকেন। এইরূপে কএকদিন গুরুশিষ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হইলে পর, মুর্শদ মুরীদের কর্ণমূলে ধর্ম্মের গুপ্তরহস্য প্রকাশ করেন।

মুরীদ হইতে ফকীর হয়। ঐ সময় মুরীদকে পুনরায় আর একটী মেলা (ভোজ) দিতে হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর ৪০।৫০ জন ফকীর এবং তাহাদের বন্ধুবান্ধব ও ভিক্ষুকমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হয়। পুষ্প, চন্দন, শিরণি, গাঞ্জা, ভাঙ, গুখা ও গুয়া প্রভৃতি অভ্যাগত ফকীরদিগের অভ্যর্থনার্থ প্রদত্ত হয়।

মুর্শদ আসিয়া প্রথমে দাড়ি, গোঁফ ও ভ্রূযুগ ছাঁটিয়া আব্রু উন্মোচন করেন এবং সেই সঙ্গে কোরাণের মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। তদনন্তর ঐ ফকীরকে স্নান করাইয়া কল্মা-এ-তয়্-অব্, কল্মা-এ-শহাদৎ, কলমা-এ-তম্-জিদ্, কল্মা-এ-তোব্হিদ্ ও কল্মা-এ-রদ্-এ-কুফুব এবং সাধারণ উত্তগ্ফার ও ফকীর-সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট আর ১০টী কল্মা পাঠ করান। তৎপরে তাহাকে ফকীরের উপযুক্ত—কণ্ঠা, শেলী ও তস্বিয়া প্রভৃতি মালা গলে ধারণ, লাঙ্গোট, লুঙ্গী, তসমা, কোমরবন্ধ, ঝিঙ্গুকের ঝালরযুক্ত বস্ত্র পরিধান এবং হস্তে ছড়ি, রুমাল ও কচ্কোল (ভারত-সমুদ্রজাত নারিকেলের মালা) ইত্যাদি বেশ ধারণ করাইয়া মুর্শদ আপনার ঝুঁটা (উচ্ছিষ্ট) সরবৎ খাইতে দেয়।

ফকীরবেশ ধারণ করাইবার কালে একএকটী সাজ ফকী-

য়ের অঙ্গে পরাইতে পরাইতে মুর্শদ কোরাণের মন্ত্রপাঠ করেন। ফকীর সাজিবার পর, পূর্ব্বনাম পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন নামকরণ হয়। এই সময় গুরুর সদুপদেশলাভের পর, পীরদিগকে ভক্তিসহকারে পূজা ও সম্মান করিতে স্বীকার পাইলে তাহার ফকীরী দীক্ষা সমাপিত হয়।

ফকীরদিগের মধ্যেও বে-সারা (বিধিবহির্ভূত) ও বা-সারা (বিধিসিদ্ধ) নামে দুইটী বিভাগ আছে। যাহারা গাঁজা, ভাঙ্গ, আফিম্, সরাব, বোজা (মাদক দ্রব্যবিশেষ), তাড়ি, মদ, নারিয়েলী (নারিকেলোদকজাত মাদকবিশেষ) পান করে এবং মহম্মদের উপদেশ মত উপবাস, দেবারাধনা ও চিত্তবৃত্তির সংযম করিতে অভ্যাস করে না, তাহারাই বে-সারা। আর যাহারা মহম্মদ-প্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে ভজনা ও উপবাসাদি করে, তাহারাই বা-সারা।

এই ফকীরদিগের মধ্যে যাহারা তীর্থযাত্রায় জীবনপাত করিতেছে, তাহারা দরবেশ নামে কথিত। দরবেশশ্রেণীর মধ্যে যাহারা কৃষি, বাণিজ্য ও ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা স্ত্রীপুত্র পালন করে, তাহারা বা-সারা ও সালিক্ নামে খ্যাত। তীর্থযাত্রাদি ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। মজ্জুব্ (সংসার-নির্লিপ্ত) শ্রেণীর দরবেশগণ বিবাহাদি করে না। কৌপীনমাত্র পরিধান করিয়া তাহারা বাজারে বা রাস্তায় পড়িয়া থাকে। এই শ্রেণীর মধ্যে অনেকে বুজরুকি দেখাইয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছেন। তৃতীয় আজাদগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক নিভৃত স্থানে থাকিয়া উপাসনা করেন। ইহারা সর্ব্বাঙ্গ মুণ্ডন করেন। ভিক্ষা দ্বারা যাহা পান, তাহাই আহার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না। তীর্থপর্য্যটন ইঁহাদের মুখ্য কর্ম্ম। শেষোক্ত দুইটী শ্রেণীই গৃহহীন ও বে-সারা বলিয়া উক্ত।

এতদ্ভিন্ন কলন্দর, রসুলশাহী ও ইমামশাহী নামে আরও তিনটী দরবেশশ্রেণী আছে। কলন্দরের মধ্যেও বে-সারা ও বা-সারা নামে স্বতন্ত্র দুইটী থাক দেখা যায়। ইঁহারা নির্জ্জন নগরপ্রান্তে কুড়ে ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিন যাপন করেন। গৃহস্থ যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেয়, তাহাই ইঁহাদের উপজীবিকা। এই শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ বিবাহ করেন, কেহ বা সংসারশূন্য হইয়া ঈশ্বরোপসনায় কালাতিপাত করেন। রসুলশাহীগণ গোঁফ দাড়ী প্রভৃতি মুণ্ডন করেন। ইঁহাদের কৌপীন ও উত্তরীয় বাস ভিন্ন দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। কেহই বিবাহ করেন না। ভিক্ষাই উপজীবিকা। নাসিকাগ্র হইতে কপাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণমৃত্তিকার উর্দ্ধপুণ্ড্র ও মুণ্ডিত-কেশ-শ্মশ্রু গুম্ফ, ফকীরবেশধারীকে দেখিলে ইমামশাহী দরবেশ বলিয়া জানা যায়। ইঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী এবং ভিক্ষাজীবী।

মুশাএক্ পীর মুর্শদগণ জাদী ও খুলকাজী নামক দুই ভাগে বিভক্ত। ইঁহারা বা-সারা এবং গৃহী। মুরীদদিগকে দীক্ষাদানই ইঁহাদের প্রধান কার্য্য ও উপজীবিকা। ইঁহারা রাজপ্রদত্ত ইনাম বা জায়গীরভোগী। কেহ কেহ ধনাঢ্য ওমরাহ বা নবাব-সরকার হইতে মাসিক বৃত্তি ভোগ করিয়া থাকেন।

এই মুশাএক বা মুর্শদগণ কখন কখন পীরের খলিফৎ বা প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পীর যাহাকে খলিফৎ দান করেন, সেই ব্যক্তি সঙ্গতিসম্পন্ন হইলে সাধারণ মুশাএক, ফকীর ও আত্মীয়কুটুম্বদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজ দিতে বাধ্য হন। শিরণী বা পোলাওএর উপর ফাতিহাপাঠের পর, তাহা উপস্থিত জনসাধারণকে বিতরণ করা হয় এবং সাধারণের সমক্ষে সে খলিফাপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকে।

মুশাএকগণ ওয়ালী (মহাপুরুষ) পদলাভে ইচ্ছুক হইলে, কতকগুলি কৃচ্ছ্রসাধ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। তন্মধ্যে জগল, জিক্কির, কশ্বব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল রিয়াজৎ, ওরদ্, দীদ্ ও জিক্কিরের বিষয় সম্যক্ অবগতির নিমিত্ত মুশাএকদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়।

কোন কোন মুশাএক বা দরবেশ পঞ্চেন্দ্রিয়ের অবরোধ করিতে শিক্ষা করেন। এ পঞ্চ ইন্দ্রিয় পঞ্চমৌজী নামে খ্যাত। ১ সর্পমৌজী—কর্ণ, যথাযথ অনুসন্ধান ব্যতীত শ্রবণমাত্রেই ক্রোধসঞ্চার ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির উদ্দীপন; ২ চিলমৌজ—চক্ষু, বস্তুবিশেষের প্রতি দৃষ্টিমাত্রেই লোভ আকর্ষণ ও চিত্তহরণ; ৩ ভ্রমরমৌজী—নাসা, সুগন্ধাঘ্রাণে চিত্তবিকৃতি; ৪ কুকুরমৌজী—জিহ্বা, খাদ্যদ্রব্যে লোভকারী এবং ৫ বৃশ্চিকমৌজী—লিঙ্গ, কামোদ্দীপনকারী, এই পঞ্চেন্দ্রিয় কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ ও মাৎসর্য্য নামক ছয়টী রিপুর প্রবর্ত্তক বলিয়া দরবেশগণ তাহার নিরোধের ব্যবস্থা দিয়াছেন অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিকে দমন রাখিয়া ভক্তি ও জ্ঞানমার্গে বিচরণ করা মানবের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা সাধারণকে ইন্দ্রিয়সংযম করিতে আদেশ করিয়াছেন।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মুসলমানমাত্রকেই সমাধির জন্য ব্যস্ত হইতে হয়। এমন কি, কোন কোন মুসলমান রাজা বা নবাব আপনার সমাধির নিমিত্ত মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবার বহুপূর্ব্বে আপনার অথবা পরিবারবর্গের সমাধির জন্য একটী স্থান নির্ণয় করিয়া রাখেন। কখন কখন ঐ স্থান শোভাময়ী অট্টালিকাশ্রেণী ও সুরম্য উদ্যান দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে। ঐ অট্টালিকাগুলি আকারভেদে সমাধি-মন্দির, মসজিদ, মুসোলেউম বা দরগা প্রভৃতি নামে পরিচিত।

মৃত্যুক্রোড়শায়ী প্রত্যেক রোগীকে মৃত্যুর চারি পাঁচ দিন পূর্ব্বে বসিকা বা বসিউৎনামা (মৃত্যুকালীন ইচ্ছাপূর্ব্বক দানপত্র) লিখিয়া উপযুক্ত উত্তরাধিকারী স্থির করিতে হয়। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে একজন কোরাণজ্ঞকে আনিয়া সুরা-এ-যাসিন্ শুনান হয়। ঐ সময়ে কলমা-এ-তয়িব ও কলমা-এ-শহাদৎ পাঠ করা হইয়া থাকে। মৃত্যুশ্বাস উপস্থিত হইলে সরবৎ দিয়া প্রাণবায়ু-বহির্গমনের সুবিধা করা হয়।

মরিয়া গেলে, শবের মুখ বুজাইয়া দেয় এবং পদদ্বয় একত্র করিয়া বাঁধে। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেহ কবরস্থ করা নিয়ম; কিন্তু আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে বিলম্ব থাকিলে 'বাসী-মড়া' হইলেও দোষ হয় না। কবরে পুতিবার পূর্ব্বে শবদেহ স্নান করান হয়। ঐ সময়ে গোসল মুর্দ্দা-শো আসিয়া মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক তন্মধ্যে জল ঢালিয়া শবদেহ পূর্ব্বশিয়রে শোয়াইয়া দেয়। পুরুষ হইলে, নাভিমূল হইতে জানু পর্য্যন্ত এবং রমণী হইলে বক্ষ হইতে পাদতল পর্য্যন্ত শ্বেতবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রাখা হয়। অতঃপর ঈষদুষ্ণ বা শীতল জলে গামোছা দিয়া শবের সর্ব্বাঙ্গ রগড়াইয়া ধুইয়া দেয়। নাসারন্ধ্র ও মুখবিবরে ভিজা কাপড় বুলাইয়া ময়লা পুঁছিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তৎপরে বজু সমাপন করিয়া অর্থাৎ মুখ, হাত, (কনুই পর্য্যন্ত পা ও মাথা ধোয়াইয়া) কর্পূর ও কুলপত্রমিশ্রিত জলে পুনরায় শবের গাত্র ধৌত করা হয়। যতবার জলে ধৌত করা হয়, ততবারই ঐ সময় কলমাএ শহাদৎ—"উশ্-হদ্-দো-অন্না লা-ইল্-লাহা ইল্লাহে ল্লাহা বহ্ দহু লা শরিক্ লহু বো উশ্ হদ্দো অন্না মহম্মদন্ আব্ দহু বো রসুলুহু"—পাঠ করা হয়।

গোসলকার্য্য সমাহিত হইলে, গা মুছাইয়া কফ্ফন্ বা নূতন শ্বেত বস্ত্র পরান হইয়া থাকে। পুরুষের লুঙ্গী বা ইজের, অলফা, পিরান্ বা কুর্ত্তা (ইহা গলদেশ হইতে প্রায় পাদসন্ধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত) এবং লফাফা বা আবরণবস্ত্র এবং রমণী হইলে সিনাবন্ধ বা বক্ষবাস এবং দাম্নী বা শিরোবন্ধনী নামক দুইটী অতিরিক্ত বাস থাকে। অতঃপর মৃতের চক্ষে কাজল, আতুরী ও পয়সা দিয়া সুর্ম্মা লাগান হয় এবং কপাল, নাসিকা, হস্ততালু, পাদতল ও হাটু প্রভৃতি স্থানে কর্পূর স্পর্শ করাইয়া সমাধিস্থানে আনা হয়। আনিবার সময় শববাহিগণ কলমা পাঠ করিতে থাকে।

সমাধিস্থানে যে কবর খোড়া হয়, পুরুষের হইলে তাহা কোমর পর্য্যন্ত এবং রমণীর পক্ষে বক্ষ পর্য্যন্ত। ঐ স্থানের নিমিত্ত মৃত ব্যক্তিকে মূল্য দিতে হয়। শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের খনন পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। সুন্নীগণ উপরোক্ত শিয়া-প্রণালীর ঠিক বিপরীত গর্ত্ত খনন করে, ও স্ত্রীলোকের জন্য গর্ত্তের মধ্যভাগ গভীর খাতযুক্ত করে।

বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীস্থ মুসলমানের মধ্যে সমাধির উপর মাটির ঢিপি তুলিয়া সমাধিস্তম্ভ করা হয়। অপেক্ষাকৃত ধনবান্গণ প্রস্তরখোদিত করিয়া কবরের উপর গ্রথিত করেন। নবাব ও বাদশাহগণ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া সমাধিমন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আগ্রার তাজমহল তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন। সমাধির উপর ইষ্টকাদি দ্বারা স্তম্ভ নির্ম্মাণ বা নামাঙ্কনাদি মুসলমান-শাস্ত্রনিষিদ্ধ, কিন্তু অধুনা কেহই এ নিয়ম পালন করেন না।

মুসলমানমাত্রেরই শবানুগমন কর্ত্তব্য। মিস্কৎ উল্-মস্সবিহ্ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মুসলমান, য়িহুদী অথবা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীই হউক, অশক্ত হইলে অন্ততঃপক্ষে ৪০ পাদ পর্য্যন্ত পদব্রজে শবের অনুগমন করিতে ক্রটী করিবে না। মুসলমান শাস্ত্রে নিম্নলিখিত ৫টী 'ফর্জ কফাইয়া' মুসলমান সাধারণের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—১ নমস্কারের প্রতি-নমস্কার। পীড়িতকে দর্শন ও তাহার মঙ্গলপ্রার্থনা। ৩ পদব্রজে সমাধিস্থান পর্য্যন্ত শবানুগমন। ৪ নিমন্ত্রণগ্রহণ। ৫ হাঁচির পর কেহ 'অল্হম্দ্-ও-লিল্লাহ্' বলিলে তৎক্ষণাৎ 'যর্-হমক্-আল্লাহ্' বলিয়া তাহার প্রত্যুত্তর-দান। আমাদের দেশেও হাঁচির পর 'জীব' এবং প্রত্যুত্তরে 'দয়া সহ' বলিবার প্রথা আছে।

সমাধির পর তৃতীয় দিন তীজ্, জীয়ারাৎ বা ফুল-চড়ান নামে কথিত। ঐ দিন প্রেতাত্মার উদ্দেশে মৃতের আত্মীয়েরা নানারকম ফল, চিড়া, পাণসুপারী প্রভৃতি লইয়া মোল্লার সঙ্গে সমাধিস্থানে যায় এবং প্রেতাত্মার মুক্তিকামনায় এক দুই বা তিনবার কোরাণ পাঠ করায়। কখন বা ৫০ হইতে ১০০ মোল্লা বসিয়া প্রেতাত্মার মঙ্গল কামনা করে। তৎপরে সমাধির উপর রঙ্গ করা কাপড় বিছাইয়া তদুপরে ফুল ছড়াইয়া অথবা ফুলের মালার চাদর ঢাকিয়া দেয়। ইহার পর ফতিহা পাঠ করিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগত হয়। মহম্মদীয় স্মৃতিতে এই ক্রিয়ার কোন বিধান নাই, উহা কেবল ভারতীয় হিন্দুদিগের অনুকরণ দেশাচারমাত্র। এইরূপ ১০ দিনে দশপিণ্ড, ২০ দিনে পিষ্টকপিণ্ড ও ৩০ দিনে ফতিহা ও ভোজ্য দান এবং ৪০শ দিন শ্রাদ্ধাচার অনুষ্ঠিত হয়।

৪০ দিনের কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ ৩৯ তারিখের দিবাভাগে তাহারা ১০ম দিনের ন্যায় পোলাও প্রভৃতি রাঁধিয়া সেই প্রেতাত্মাকে উৎসর্গ করে, পরে ঐ দিন সন্ধ্যা হইতে নানা-ভক্ষ্য ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া একখানি পাত্রে এবং অর্গজা, গুর্দ্দা

কাজল, আবীর, পাণ ও সুপারী, কএকখানি বস্ত্র ও অলঙ্কার অপর একখানি পাত্রে সাজাইয়া প্রেতের তৌ[illegible]স চরিতার্থের জন্ত, তাহার প্রাণবায়ু যে স্থানে বহির্গত হইয়াছে, ঠিক সেই স্থানে পুতিয়া রাখে। পরে সমাধিস্থানের উপরে নালার চন্দ্রাতপ ঝুলাইয়া দেয়। ইহাকে লহদ্-তরণা বলা হয়। মুসলমানগণের বিশ্বাস, ৪০ দিনে প্রেতাত্মা গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। উহার পূর্ব্বদিন ও রাত্রিকালে যদি তাহার উদ্দেশে খাস্তাদি দেওয়া না হয়, তাহা হইলে আর ৪০ দিনে পিণ্ড খাইতে আসে না। এই দিন রাত্রি-জাগরণ করিয়া কোরাণ মৌলুদ্ পাঠ করা হইয়া থাকে। মহম্মদীয় শারায় এরূপ কোন কর্ম্মানুষ্ঠান লিপিবদ্ধ হয় নাই। এ সমস্ত আধুনিক মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্পিত।

কোথাও কোথাও মৃত্যুস্থানে প্রত্যহ মৃতব্যক্তির উদ্দেশে এক আব্-খোরা জল ও রুটী রাখিয়া দেওয়া হয়। পর দিন প্রাতে ঐ জল একটী গাছের গোড়ায় ঢালিয়া গেলাস ও রুটী ফকীরকে বিতরণ করে এবং পুনরায় নূতন বন্দোবস্ত হয়। এইরূপ চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মৃতস্থান, শবধৌতস্থান ও কবরস্থানে প্রতিরাত্রে আলোকদানের বিধি আছে। অবস্থাভেদে ৩ বা ১০ বা ৪০ রাত্রি পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিয়া থাকে। তৎপর দিন আলোক দেওয়া হয়। কেহ কেহ এই অশৌচকালে মসজিদে জলপূর্ণ নূতন পাত্র সহ রুটী প্রভৃতি খাস্ত দ্রব্য পাঠাইয়া থাকে। মসজিদের কোন ব্যক্তি তদুপরি ফতিহাপাঠ করিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করে।

৪০শ দিনে পূর্ব্বকথিত জিয়ারৎ সমাপ্ত হয় এবং ফকীর, হাফিজান্, দরিদ্র ও আত্মীয়দিগকে মহা সমারোহের সহিত ভোজ দেওয়া হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ মাসে প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্ত মাসিক শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ হিসাবে পোলাও প্রভৃতি খাস্তদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ফতিহা-পাঠের পর সকলকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ঐ দিন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিমাত্রেই দীনদুঃখীকে বস্ত্র ও ধন দান করে। সন্ধ্যা হইলে সমাধির উপর 'ফুল কি চাদর' বিছাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। রমণীগণ একমাত্র ৪০ দিনে এবং বাৎসরিক জিয়ারতে সমাধিস্থানে আগমন করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্ত সময়ে তথায় আগমনের নিষেধ আছে। প্রত্যেক শুক্রবারে কবর স্থানে গিয়া প্রেতোদ্দেশে ফতিহাপাঠ প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্ত্তব্য। একণে সাধারণে বৃহস্পতিবারে এই পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

বার্ষিক জিয়ারৎ বা সপিণ্ডীকরণ হইবার পরে, প্রেতাত্মা পিতৃপুরুষদিগের সহিত একত্র গণ্য হয়। তখন একমাত্র শব-এ-বরাৎ বা বকর-ইদ উৎসবে তাঁহাদের নামে একত্র ফতিহাপাঠ করা হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের মধ্যে বাৎসরিক শ্রাদ্ধে ভোজ্যদানেরও বিধান আছে।

ইহাদের মধ্যে প্রকৃত অশৌচকাল ১০ দিন। এই দশদিন অপর কেহই মৃতের গৃহস্থ আত্মীয়ের স্পৃষ্ট ভোজ্যাদি অথবা পানীয় জল পান বা ভোজন করিবে না, কিংবা কোন কর্ম্মোপলক্ষে আপনাদের গৃহেও এই মৃতাশৌচধারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে না। ঐ দশদিন অশৌচধারীদিগকে মাছ বা মাংস খাইতে নাই। ঐ সময়ে আচার (আম্র কুলাদি) ও বাসী খাস্ত ভক্ষণও নিষিদ্ধ। ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুর অনুকরণে এই দেশাচার গ্রহণ করিয়াছেন। কোরাণে ইহার কোন বিধিনিষেধ দৃষ্ট হয় না।

উপরিউক্ত উৎসব ও ক্রিয়াপদ্ধতিসমূহ ব্যতীত, আর্য্যাবর্ত্তবাসী মুসলমানগণ হিন্দুদিগের অনুকরণে নও-রোজ বা নববর্ষারম্ভ পর্ব্ব এবং বসন্ত্ বা বসন্তোৎসব এবং ভাদ্রের ভরা গাঙ্গে নৌকা-বিহার পর্ব্বের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বকালে নও-রোজ পর্ব্ব মহাসমারোহে সমাহিত হইত। ঐ বর্ষারম্ভ দিনে বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ একত্র বেড়াইত। বন্ধুবান্ধবগণের সহিত ভ্রমণ, সদালাপ, পরস্পরে সাক্ষাৎ ও আলিঙ্গন প্রভৃতি দ্বারা আত্মীয়তা বৃদ্ধি করিত। ঐ দিন স্বয়ং বাদশাও সাধারণের সহিত মিশিয়া আমোদ আহ্লাদে লিপ্ত হইতেন। প্রতিগৃহে নৃত্যগীত, আত্মীয় কুটুম্বদিগকে ভোজ, আলোকদান ও উপঢৌকনাদি প্রেরণ এবং জনসাধারণের উল্লাস-কোলাহলে নগর প্রতিধ্বনিত হইয়া সমারোহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিত। রমণী-মহলেও এই আমোদ-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

[নও-রোজ দেখ।]

বসন্তাগমে কোমল কুসুম-কিশলয়-পরিশোভিত-বাসন্তী বনরাজী যখন বসুন্ধরাকে নূতন ভূষণে ভূষিত করিয়া দিত, তখন আর্য্য হিন্দুগণ, নবরাগরঞ্জিত বসুন্ধরার সেই স্ফূর্ত্তি-বিকাশ দেখিয়া আপনারাই বাসন্তী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বসন্তের শুভাগমন সূচনা করিতেন। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে এই বসন্তোৎসব মদনমহোৎসব নামে বর্ণিত হইয়াছে।

[মদনমহোৎসব দেখ।]

বর্ত্তমান সময়ে শ্রীপঞ্চমীর পরদিন এবং উত্তর পশ্চিম-ভারতে হোলীপর্ব্বের দিন এইরূপ বাসন্তী-বাস পরিধানের রীতি আছে। মুসলমান সম্রাট্ ও নবাবগণ তত্তৎকালীন মনোরমাকজেবনের নিমিত্ত ঐ দিনে ঐরূপ বেশভূষা করিতেন। বাসন্তী-বাস পরিধান ব্যতীত ঐ দিন কাহাকেও

অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। এমন কি, এ দিন মুসলমান বাদশাহ ও ওমরাহগণের হস্তাশ্বউষ্ট্র প্রভৃতিকেও বিচিত্ররঞ্জিত বাস দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া নগর মধ্যে পরিভ্রমণ করান হইত। ঐ দিন সম্রাট্গণ একটী দরবার করিতেন এবং সাধারণকে একটী ভোজ দিতেন। এ সময়ে সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ক্রীড়া প্রদর্শিত হইত।

লক্ষ্ণৌনগরে শ্রাবণের বর্ষা শেষে অথবা ভাদ্রের প্রথমে চন্দ্র ধরিয়া প্রথম শুক্রবারে (বাঙ্গালায় বৃহস্পতিবারে) এলিশার (ইলাইজা) নৌকাবিহার পর্ব্বের অনুষ্ঠান হয়। উহা বৃন্দাবনচন্দ্রের নৌকাবিহারপর্ব্বের অনুকরণে কল্পিত। বংশ-নির্ম্মিত একখানি নৌকায় মাটীর প্রদীপ সাজাইয়া দীপালোকে তাহা নদীগর্ভে ভাসান হইয়া থাকে। ইহা রমণী ও বালকদিগের অনুষ্ঠিত দেশাচার এবং বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের সোদোব্রতের অনুকরণ মাত্র।

মুসলমান জাতির সকল প্রকার শুভানুষ্ঠানেই ফতিহা-পাঠের বিধি আছে। ধর্ম্মকর্ম্মে ইহারা দৃঢ়মতি। প্রত্যেক মুসলমানই ধর্ম্মের মুখ্যপথে অগ্রসর হইবার জন্য ভজনা করিয়া থাকেন। সম্প্রদায়ভেদে এই নমাজ-প্রণালীর বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। শিয়া, সুন্নী ও হাজী সম্প্রদায়ের নমাজ মধ্যে যেরূপ পার্থক্য আছে, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করা একরূপ দুরূহ। বিভিন্ন সময়ের নমাজে কেবলমাত্র সময়-নিরূপণাত্মক সামান্য প্রভেদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নিম্নে সাধারণ নমাজের পাঠ উদ্ধৃত হইল :—

নমাজ।

মুসলমানদিগের ভজনাপ্রণালী বা নমাজ অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উপাসনা হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র। আরবীয় কোরাণ-শাস্ত্রে এই উপাসনাপ্রণালী রকৃত্ অর্থাৎ সুন্নৎ, ফরজ্ ও নফিল নামক তিনটী বিশেষ ভাগে বিভক্ত।

মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে একাকী অথবা মস্‌জিদে বহু লোক সমবেত হইয়া উপাসনা করিবার বিধি প্রচলিত আছে। ধর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং ভজনায় আসক্তি জন্মাইবার জন্য প্রত্যেক মস্‌জিদে একজন মোয়াজ্জন্ নিযুক্ত থাকে। ঐ ব্যক্তি ভজনাসময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে মস্‌জিদ মধ্যস্থ মায়্জনা বা মিম্বর প্রভৃতি উচ্চস্থানে কিব্‌লা (মক্কা) অভিমুখে দাঁড়াইয়া আজান দেয়। ঐ সময়ে সে স্বীয় কর্ণবিবরে উভয় হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া হস্তাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কর্ণমূল চাপিয়া রাখে এবং প্রথমে চারিবার "আল্লা-হো-অক্‌বর" ; দুইবার "অশ্-হদ্‌দো-অন্-লা-ইল্‌লাহা ইল্লল্লাহো" ; দুইবার "অশ্-হদ্‌দো অন্-মহম্মদ-উর্ রসুল্ উল্লাহে" পাঠ করে। তৎপর ডানদিকে ফিরিয়া দুইবার "হয়্-অল্-অস্-সল্‌ওয়াৎ" এবং বামদিকে ফিরিয়া দুইবার "হয়্-অল্ ফল্লাহ্"উচ্চারণ করিয়া পুনরায় মক্কাভিমুখ হইয়া দুইবার "অস্ সল্লাতো খোয়্-রুণ্-মিন্ নন্ নোওম্" এবং তৎপরে দুইবার "আল্লা হো অকবর" ও একবার মাত্র "লা ইল্‌লাহা, ইল্লল্লাহো" বলিয়া আজান্ সমাপন করে। অনন্তর সে স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া ভগবানের নিকট আপন প্রার্থনা জানায়। অশুচি, সুরাপায়ী, রমণী ও উন্মাদগ্রস্তের আজান দেওয়া নিষিদ্ধ।

কোরাণশাস্ত্রে যে পাঁচ সময়ের ভজনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যে ফজর্-কি নমাজে চারি রকৃত্ অর্থাৎ দুইটী সুন্নৎ ও দুইটী ফরজ্ ; জহর-কি-নমাজে দ্বাদশ রকৃত্ অর্থাৎ ৪ সুন্নৎ, ৪ ফরজ্, ২ সুন্নৎ ও ২ নফিল্ ; আসর-কি-নমাজে ৮ রকৃত্ অর্থাৎ ৪ সুন্নৎ-ঘায়র্-মোবক্কেদা (প্রায় কেহই ইহা পাঠ করে না) ও ৪ ফরজ (ইহাই সাধারণে পাঠ করে), মগ্রিব্-কি-নমাজে ৭ রকৃত্ অর্থাৎ ৩ ফরজ, ২ সুন্নৎ ও ২ নফিল্ এবং এশা-কি-নমাজে ১৭ রকৃত্ অর্থাৎ ৪ সুন্নৎ-ঘায়র্-মোবক্কেদা (কেহই ইহা পাঠ করে না), সাধারণে ৪ ফরজ, ২ সুন্নৎ, ২ নফিল্, ৩ ওয়াজিব্ উল্ বিতর্ ও ২ তুনফি উল্ বিতর পাঠ করিয়া থাকে।

উপাসক প্রথমে মুখ, হস্ত ও পদ প্রক্ষালন করিয়া মস্‌জিদে অথবা ভজনায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে মুসল্লা বা জাএ-নমাজ অথবা কার্পেটাদি বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া তদুপরে মক্কাভিমুখী হইয়া দাঁড়ায় এবং "হন্নি ওয়াজ্জাহাতো ওয়াব্‌ঝিয়া লিল্লাজি ফত্‌রস্ সমাবাতে অল্ আর্দ্দা হানিফেঁ। ওমা-আনামিনল্ মুশরকি" এই বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে একাগ্রচিত্তে ভগবানের উদ্দেশে ইস্তগ্‌ফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) এবং প্রাতঃকালীন সুন্নৎ-রকৃত্ ও নিয়ৎ (প্রণাম) সমাপন করে।

যদি প্রাতঃকালীন সুন্নৎ ভজনা হয়, তাহা হইলে "ন্‌বেতো অন্ ওগেল্লিয়া লিল্লাহেতো আলা য়েক্-আতেই সলাতিল্ ফজর্ সুন্নতো রসুল্ ইল্লাহে-তা'লা মুতবাজ্জিহান্ এলাজেঃ তিল্ কাবতাশরী ফতেহ্ আল্লা হো অকবর"* এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

* জহর বা মধ্যাহ্নকালীন ভজনা হইলে 'য়েক্‌আতেই সলাতিল্ ফজর্' এইস্থানে 'আর্ব্বা য়েকৃত্ সলাতিল জহর' এবং আসর হইলে জহর স্থানে কেবলমাত্র আসর পরিবর্ত্তন করিবে। মগ্রিব্ (সায়ং উপাসনা) হইলে ঐস্থানে 'সলাসা য়েকাতে সলাতিল্ মগ্রব' পাঠ করিবে।

এই মন্ত্র কেবলমাত্র সুন্নৎ (একক উপাসনাকারী) পক্ষে বিধেয়। ফরজ হইলে উক্ত মন্ত্রে "সুন্নতো রসুল ইল্লা",স্থানে 'ফরজু' আহে তালা' এবং ঐ ফরজ উপাসনাকালে যদি স্বয়ং ইমাম্ উপাসকদের অগ্রণী থাকেন, তাহা হইলে 'ফরজুল্লাহেতালা [illegible] মিয়াজল্ ইমাম্' পাঠ করিবে।

অতঃপর হানিফি-সাম্প্রদায়িকেরা উভয়হস্তের অঙ্গুলী সকল বিস্ফারণপূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কর্ণমূলের পশ্চাদ্ভাগ স্পর্শ করিয়া (শাফীরা স্কন্ধ পর্য্যন্ত হস্তোত্তোলন এবং রমণী হইলে স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া) 'আল্লা হো অকবর' পাঠ করে। তদনন্তর নাভির নিম্নদেশে বাম এবং তদুপরে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া ভূতলে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া থাকে। তৎপরে সিজ্‌দাহ্‌ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক যথাক্রমে সনা, তউজ্‌ ও তস্‌মিয়া পাঠ করে। যথা—

সনা,—'সুভান্ নাথাল্লা হুম্মা বেহাম্‌দেকা বোতবার রকস্‌-মোকা ওতাআল্লা জদ্দোকা ওলা এলাহা আঘয়্‌রোকা।'

তউজ্‌,—'আউস বিল্লাহ্‌ (য়্‌) মিনুনস্‌-সয়্‌তান্‌-নির্‌-রহিম্‌।'

তস্‌মিয়াহ্‌,—'বিস্‌মিল্লা হির্‌-রহমান্‌-নির্‌-রহিম্‌।' ইহার পর 'সুরে ফতেহা বা সুরা-এ-আলহম্‌দ্‌' পাঠ করিতে হয়। তাহা এই—

'অল্‌-হাম্‌দো লিল্লাহে রববুবিল্‌ আ-লেমিন্‌ অর্‌হমার-রহিম্‌-এ-মালিকে ইয়ওঁমিদ্দিন্‌ ঈয়াকা নাবদো ওয়া-ঈয়াকা না স্তাইন্‌ এহেঃদেনাশ্‌ সেরাতল্‌ মুস্তক্‌-ইমা সেরাতল্‌ লজিনা আন্‌ আম্‌তা আলেহিম্‌ ঘায়্‌দিল্‌ মাথ্‌তুবে আলেহিম্‌ ওয়ালদ্‌ দোআল্লিন্‌।"

অনন্তর উপাসনাকারী স্বেচ্ছামত কোরাণের ১ বা ২ পারা পাঠ করেন। ঐ সময়ে সমগ্র কোরাণ পাঠেরও বিধি আছে, কিন্তু বিস্‌মিল্লা উচ্চারণ করিতে নাই। তদনন্তর জানুদ্বয়ে হস্ত-দ্বয় স্থাপন করিয়া সম্মুখে মাথা হেলাইয়া 'রুকু' ভাবে অবস্থান-পূর্ব্বক 'সুভানর্‌ রব্বি উল্‌ আজিম্‌' এবং সরলভাবে দণ্ডায়-মান হইয়া 'সমামা আল্লা হো লায়ামন্‌ হম্মায়্‌দা রবাবনা মুক-অল্‌ হম্‌দ্‌' নামক রুকু-কি-তস্‌বি ৩ হইতে ৫ বার পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া থাকে। ইহার পর পুনরায় সিজ্‌দা হইয়া (হাঁটু গাড়িয়া) প্রণামপূর্ব্বক ৩ হইতে ৫ বার 'সুভানর্‌ রবাবি উল্‌ আল্লা' পাঠ করিয়া মাথা তুলিয়া কিছু ক্ষণের জন্য হাঁটুর উপর ভর দিয়া বসে, পরে পুনরায় সিজ্‌দা হইয়া তস্‌বি পাঠ করিতে থাকে। প্রত্যেক বার উঠিবার বা বসিবার সময় 'আল্লা হো অকবর' পাঠ করিতে হয়।

অতঃপর সিজ্‌দা হইতে 'কিয়াম' হইয়া দাঁড়াইয়া বিস্‌মিল্লা সহকারে কোরাণের এক পারা এবং বিনা বিস্‌মিল্লায় অপর এক পারার পাঠ সাঙ্গ করিয়া, একবার রুকু, পুনর্ব্বার 'কিয়াম' ও তৎপরে পূর্ব্বের মত 'সিজ্‌দা' করে। তদনন্তর উপবিষ্ট থাকিয়া উপাসনার শেষাংশ অর্থাৎ 'আত্তহ্‌য়াৎ ও দরুদ' (ভগ-বানের অনুগ্রহ-প্রার্থনা) সমাপন করিয়া প্রথমে দক্ষিণদিকে ও পরে বামদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে। ঐরূপ দুই দিকে মুখ ফিরাইবার কালে উপাসনাকারী 'আসল্লা মুন্‌ আলয়্‌কুম্‌ রহমৎ উল্লাহে' বলিয়া দুইবার সেলাম করে। ইহার পর উভয় হস্তের কব্‌জী দ্বারা উভয় হস্ত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহা স্কন্ধের সহিত সরল রেখায় প্রসারিত করিয়া থাকে। অনন্তর 'মুনা-জাৎ' প্রার্থনা করিয়া, হস্তদ্বয় সঙ্কোচনপূর্ব্বক মুখ আবৃত করিয়া উপাসনা সমাপন করে। ইহাই দ্বিতীয় রকৃত্‌ উপাসনা।

চারি রকৃত্‌ উপাসনা করিতে হইলে প্রথম দুইটী যথা-রীতি সমাধান করিয়া দ্বিতীয়ে আত্তহ্‌য়াতের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিতে হয়। তৎপরে তস্‌মিয়াহ্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় ও চতুর্থ রকৃতে আত্তহ্‌য়াৎ সমগ্র পাঠপূর্ব্বক উপাসনা সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। এই চারিটী সুন্নৎ-রকৃত্‌ নামে খ্যাত।

তিনটী ফর্‌জ্‌ রকৃতে (অল্‌-হম্‌দ্‌ অধ্যায় ছাড়িয়া) প্রথম দুই রকৃত্‌ উপাসনা শেষ করিয়া আত্তহ্‌য়াৎ ও সেলাম পাঠ পর্য্যন্ত সমাধা করা হইয়া থাকে। চারি ফর্‌জ্‌ রকৃতে প্রায়ই ঐরূপ, কেবলমাত্র উহাতে সর্ব্বাগ্রে তক্‌বীর পাঠ করিবার বিধি আছে। যথা—

আল্লা হো অকবর—৪ বার; অশ্‌-হদো অন্‌-লা ইল্লাহা-ইল্লাহো—২ বার; বো-অশা-হদ্‌-দো-অন্‌ মহম্মদ্‌ উর্‌ রসুল্‌ উল্লাহে (হয়্‌)—২ বার; হয়্‌-আল্‌' অস্‌-সল্‌বাত্‌—২ বার; হয়ল্‌ অল্‌ফল্‌লাহ্‌—২ বার; কদ্‌ কামৎ সল্‌বাত্‌—২ বার; আল্লা হো অকবর—২ বার এবং সর্ব্বশেষে লাহ্‌ ইল্লাহা হাহ্‌ ইলালা এলাহা মহম্মদ-উর-রসুল-উল্লাহ্‌ এক-বার মাত্র উচ্চারণ করিতে হয়।

মুস্‌লিন-বিন্‌-হিজ্জাজ নৈশাপুরী, কাশ্মীরবাসী জনৈক মুসলমান কবি। ইনি আবদুল্লা আবু মুস্‌লিম্‌ ও আবুল হুসেন মুস্‌লিম্‌ বিন্‌-অল্‌ হিজ্জাজ বিন্‌ মুস্‌লিম্‌ অল্‌-কুশৈরী নামে পরিচিত। শাহী মুস্‌লি নামক কোরাণটীকায় ইনি প্রায় ৩ লক্ষ প্রবাদ-বাক্যের মূল উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহার রচিত মস্‌নদ-কবীর নামে আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। জন্ম ৮১৭ এবং মৃত্যু ৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।

মুসল্য (ত্রি) মুসলদ্বারা হননযোগ্য।

মুসা, বাইবেলগ্রন্থ-প্রসিদ্ধ 'ওল্ড টেষ্টামেণ্ট' বিভাগের জনৈক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক। ইনি হিব্রুজাতীয় ছিলেন। য়ুরোপীয় খৃষ্টান-দিগের Moses আরবীয় মুসলমানদিগের মধ্যে মুসা নামে এবং ঈশ্বর-প্রেরিত আদর্শপুরুষ বলিয়া পরিচিত। মুসলমান-গণের বিশ্বাস, মুসা জগদীশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন। এ কারণ মুসলমান-সমাজে ইনি কালম্‌ উল্লা ও হজরৎ মুসা নামে অভিহিত।

মিশরী ভাষায় ইঁহার নাম বরুণপুত্র। ইনি যে পাঁচখানি পুস্তক রচনা করেন, মুসলমানদিগের নিকট তাহা তৌরাইৎ নামে খ্যাত।

মিশরের দার্শনিকতত্ত্বের কেন্দ্রস্থান হেলিওপোলিস্ (কোপ্টিক—রামসেস্=সূর্য্যনগর) নগরে ইনি বিদ্যাশিক্ষা করেন। শিক্ষালাভের পর ইনি মরুদেশে পলাইয়া যান। তৎপরে ইনি ইস্রাইল্‌দিগকে ইজিপ্তের বহির্ভাগে নিরাপদ্ স্থানে লইয়া রক্ষিত করেন। ইঁহার স্মরণার্থ অদ্যাপি আরবে মুসাকুণ্ড এবং আমুন মুসা নামক প্রস্রবণ তীর্থক্ষেত্ররূপে আদৃত হইয়া আসিতেছে।

মুসা খাঁ, মালবের জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা। মাণ্ডু সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় দলবল লইয়া ইনি গুর্জ্জরাধিপ সুলতান মুজঃফরের বিরুদ্ধাচারী হন। যুবরাজ আহ্মদ ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পিতার আদেশে আল্পর্খাঁকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

মুসাফি, ইঁহার প্রকৃত নাম সেখ গোলাম হামদানি। রোহিলখণ্ডের মোরাদাবাদ জিলার অন্তর্গত আম্‌রোহা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। পরে তথা হইতে আগ্রানগরে আসিয়া কিছুদিন বাস করেন। অবশেষে লক্ষ্ণৌনগরে অবস্থানকালে তাঁহার কবিত্বপ্রতিভা প্রভাসিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবনপ্রদীপ নিবিয়া যায়। তিনি ৬খানি দিবান্ এবং দুইখানি কবিজীবনী রচনা করিয়াছিলেন।

মুসাফির, ১ মুসলমান সাধু বা ফকীর। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ এই ফকীরদিগের বাসের সুবিধার জন্য নগরে নগরে যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাহা মুসাফিরখানা নামে খ্যাত। ২ মুখরা রমণী, যাহারা ভাঁড়ের ন্যায় কৌতুক ও বিদ্রূপাদি উপহাস করিয়া বেড়ায়।

মুসাফের (আরবী) পথিক, আরোহী, পরিভ্রামক, ভ্রমণকারী, পরিব্রাজক।

মুসাবদা (আরবী) কোন বিষয় লিখিতে হইলে, পূর্ব্বে অন্য যে কাগজে আদর্শ বা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে মুসাবদা কহে। এই কথা হইতে 'মুসাবিদা' চলিত হইয়াছে। দলিল প্রভৃতি যাহা কিছু প্রস্তুত হয়, পূর্ব্বে মুসাবিদা করিয়া পরে তাহা লিখিত হইয়া থাকে।

মুসারগল্ব, শ্বেতপ্রবালবিশেষ।

মুসা-বিন্-মৈমুন, জনৈক প্রসিদ্ধ মুসলমান-দার্শনিক। পাশ্চাত্য য়ুরোপখণ্ডে তিনি Maimonides নামে পরিচিত। চিকিৎসাবিদ্যায়ও তাঁহার অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল, তজ্জন্য বিদ্বদ্গণ তাঁহাকে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ (Eagle of doctors) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আবেরহো (Averrhoes) নামক বিখ্যাত পণ্ডিতবরের নিকট থাকিয়া তিনি দর্শন ও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ঐ সময়ে তিনি আরবী, হিব্রু, কাল্‌দীয় ও তুর্কভাষা অভ্যাস করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি কায়রো-নগরে আসিয়া দর্শনশিক্ষাবিস্তারের জন্য একটী মঠ স্থাপন করেন। গ্রীস ও আলেকসান্দ্রিয়া প্রভৃতি বহু দূরদেশ হইতে বহুসংখ্যক ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিত। তাঁহার রচিত একখানি সুদীর্ঘ ধর্ম্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থ সাধারণের বিশেষ আদরের জিনিস।

মুসা সোহাগ, হিন্দুধর্ম্মের একটী শাখা-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

মুসাহর, পশ্চিম বঙ্গবাসী আদিম জাতিবিশেষ। গঙ্গা নদীর সৈকতভূমে জঙ্গলময় স্থানে ইহাদের বাস। জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদিগকে বনবাসী দ্রাবিড়ীয় জাতির বংশধর বলিয়া অনুমান করেন। ছোট নাগপুরের ভুঁইয়াদিগের সহিত অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য থাকায়, অনেকে ভুঁইয়া হইতে ইহাদের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। বেহার প্রদেশে ইহারা নিকৃষ্ট দাস্যবৃত্তি ও কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

বিন্ধ্য-কৈমুর অধিত্যকাভূমি, শোণনদের পার্ব্বতীয় অববাহিকা প্রদেশ এবং উত্তর পশ্চিম ও মধ্য ভারতের স্থানে স্থানে এই জাতির বাস দেখা যায়। ইহাদের আকৃতি প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ ইহাদিগকে শবর, চেরু বা ছোট নাগপুরের ভুঁইয়া হইতে সম্ভূত বলিয়া মনে করেন। ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী আছে।

বনভূমি আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া ইহারা সাধারণে বন-মানুষ, বনরাজ, দেওশিয়া, মাসখান্ বা মুশেরা নামে পরিচিত। মীর্জাপুরবাসিগণ বলে যে, পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রত্যেক জাতি হইতে এক এক জন এবং তাহাদের জাতীয় ব্যবসার নিমিত্ত এক একখানি অস্ত্র ও ব্যবহারার্থ একটী অশ্ব প্রদান করেন। এই বংশের আদিপুরুষ স্বীয় দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ অশ্বের পৃষ্ঠে গর্ত্ত খনন করিয়া তথায় পা রাখিয়া অশ্বারোহণ করিতে মানস করে। পরমেশ্বর ইহা দেখিয়া তাহাকে অভিশাপ দেন যে, 'তুই এইরূপে মৃত্তিকা খনন করিয়া ইন্দুর ধরিয়া খাইবি।' তদবধি মুষিক ভক্ষণ তাহাদের জাতীয় বৃত্তি মধ্যে গণ্য হইয়াছে। মুসা বা মুষিক ধরিয়া খায় বলিয়া ইহাদের মুসাহর নাম হইয়াছে এবং প্রথমে তাহারা অশ্বকে নির্ব্বুদ্ধি-বশতঃ নির্য্যাতন করিয়াছিল বলিয়া অশ্ব এই জাতির বর্জ্জনীয় হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে বহত্‌বার, চাঁড়বার, চিকৌরিয়া, ধার, কনোজিয়া, মগহিয়া (মাগধী) বা দেশবার, নাথুরা, পচ্ছমা

সুরনিয়া ও তিহুতিয়া নামে কয়টী থাক আছে। তন্মধ্যে চাড়বার থাকে—ধরমুৎনা; চিক্‌গোরিয়া থাকে—সুখারী, কাজ্বাটী, কোসিলবাড়, মহৎবার, পুংবারী, ফুলবার, ও শোণবাহী; মগহিয়া থাকে—বালকমুনি, দৈতনিয়া, গহলোত, পৈল, রিখ্‌মুনি, ঋষিমুনি ও তিস্‌বাড়িয়া এবং ত্রিহুতিয়া থাকে—বাঁশঘাট, পাহাড়ীনগর, ধনহারিয়া, সরপুরকা-বক্‌বাড়িয়া, কস্‌মেটা, মার্তারিয়া, বৈরার, বলগাছিয়া, বংবাড়ী, ভাহুয়ার, ভাখিয়াসিন্‌, ভুঁইয়ার, চুড়িহার, ধলপতিয়া, দিয়ার, দোয়ুয়ার বা দোমবার, গৌড়িয়া, গেতুয়া, গিতারী, কাশ্যপ, খটবার, মেহারিয়া, মন্দবার, সন্তোয়া, শোণধুয়ার, সুরুয়ার, টিকাইত, ভোগতা, উলোড়িয়া ও উপবাড়িয়া প্রভৃতি গোত্র বা বংশ-বিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহাদের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ প্রচলিত নাই। এমন কি, মাতা বা মাতামহ অথবা পিতামহের বিবাহ-সম্বন্ধীয় গোত্র সম্পর্কেও বিবাহ নিষিদ্ধ। গঙ্গার উত্তর-তীরবাসী মুসাহরদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহই প্রশস্ত, কিন্তু শাহাবাদ জেলায় যুবতী-কন্যার বিবাহ হইতে দেখা যায়। বিবাহকালে ইহাদের কোন মন্ত্র নাই। কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণই ইহাদের পৌরোহিত্য করে না। বিবাহ স্থলে কোন বর্ষীয়ান্‌ ব্যক্তি নিম্নোক্ত ছড়া বলে—

"গঙ্গা কা পানী সমুন্দর কা শাঁক।
বর কন্যা জাগ জাগ আনন্দ॥"

বরের মাথায় চাউল ও জল ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে কন্যার মাতা আসিয়া কন্যাকে কোলে করিলে বর তাহার মাথায় পাঁচ বার সিন্দুর মাখাইয়া দিলে বিবাহ সমাধা হইয়া যায়। বিবাহের সময় ইহারা হিন্দুর অনুকরণে কএকটী দেশাচারেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও, সাগাই প্রথায় বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে। কুটা ছিঁড়িয়া বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ করা হয়।

ইহারা কালী, ঠাকুরাণী মাই, তুলসীবীর, রামবীর, ভরবারবীর, আসনবীর, চড়কবীর ও রিখ্‌মুনির পূজা করিয়া থাকে। বীরগণের পূজায় ইহারা শূকরবলি ও অন্যান্য উপহার দেয়। ব্রাহ্মণের পরামর্শ লইয়া ভকতগণ বীরদিগের পূজা সমাধা করে। বিবাহ, জাতকর্ম্ম, নামকরণ প্রভৃতি বিষয়ে ইহারা ব্রাহ্মণের দ্বারা শুভদিন নির্ণয় করিয়া লয়। ইহারা হিন্দুর অনুকরণেই অন্তেষ্টিক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া থাকে। ১৫ দিন মাত্র অশৌচ ধারণ করে। বাৎসরিক শ্রাদ্ধেরও বিধি আছে। শ্রাদ্ধ-কর্ম্মে তাতিনেরকে পৌরোহিত্য করিতে দেখা যায়।

উত্তর-পশ্চিম-ভারতবাসী মুসাহরগণের মধ্যে ১৩৭টী থাক বা শ্রেণীবিভাগ আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই রাজপুত অথবা অপরাপর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুসমাজ হইতে গৃহীত যেমন আহীর, বাচগোতী, বাঘেল, বাজ, চন্দেল, চৌহান, গয়াল, গয়াবন, কেবাতিয়া, খরুয়িন্দ, খরবার, ক্ষত্রি, লোধ, পলবার, রঘুবংশী, রাচত, বিজয়পুরিয়া, বিন্ধ্যাবাসী, বৃন্দাবনী, বিষ্ণুপুরিয়া, গাজিপুরিয়া, সর্ব্বরিয়া প্রভৃতি।

ইহারা শীতলা, বনস্পতি, দুলাদেব, ভগবৎদেব, হনুমান, ভৈরব এবং ভূতপ্রেতাদির উপাসনা করে। বৈশাখী পর্ব্ব, মাঘের শ্রীপঞ্চমী পর্ব্ব, শুক্ল শ্রাবণপঞ্চমী পর্ব্ব এবং বর্ষান্তে রমণীগণের কাজিরি পর্ব্ব ও হোলী বা ফাগুয়া পর্ব্বোৎসবে ইহারা বিশেষ আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়। উক্ত পর্ব্বসমূহমধ্যে বৈশাখী ও মাঘীপর্ব্বে বিশেষ সমারোহ হয়।

মুসাহরা (আরবী) ১ মাসিকলব্ধ (বেতনাদি), কোন ব্যক্তির নিকট খোরাকী হিসাবে বিনা কারণে মাস মাস যাহা পাওয়া যায়। মাসনির্দ্দিষ্ট বৃত্তি।

মুসাহেব (আরবী) ১ সঙ্গী। ২ তোষামোদকারী। ৩ বিশ্বস্ত অনুচর (Aids-de-Camp)।

মুসেখ (মুশাএক) আরবদেশীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ধর্ম্মমতপ্রবর্ত্তক বা মহাপুরুষগণের সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। জ্ঞানী ব্যক্তি প্রথমে শেখ বা শেখ-উল্‌ইস্‌লাম্‌ এবং পরে মসাখৎ ও মুশেখ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

মুস্‌কি, বেলুচিস্থানের একটী পাশ্চাত্য ভূভাগ। এখানে দুর্গাদি-শোভিত অনেকগুলি নগর দৃষ্ট হয়। মেমাসনি, নৌশিরবাসী ও মেরবারী ব্রাহুইজাতি এখানে প্রাতপত্তি বিস্তার করিয়া আছে।

মুস্ত, সংহতি। চুরাদি॰ উভয়॰ অক॰ সেট্‌। লট্‌ মুস্তয়তি। লুঙ্‌ অমুমুস্তৎ।

মুস্ত (পুং) মুস্তয়তি একত্র সংহতীভবতীতি মুস্ত-ক, একশিফায়ামস্য বহুমূলসম্বর্দ্ধতয়া তথাত্বং। ১ মুস্তক। ২ কন্দবিশেষ। (পর্য্যায়মুক্তাবলী)

মুস্ত্‌ বা মুস্তি (হিন্দী) কামপীড়িতের ভাব। মদমত্ত মাতঙ্গ কামপিপাসা-নিবৃত্তি জন্য যে অধীরভাব প্রকাশ করে। কপোতের কপোতী প্রতি কাম-তাড়নাকেও মুস্তি বলা যায়।

মুস্তক (পুং ক্লী) মুস্ত স্বার্থে কন্‌। তৃণমূলবিশেষ, Cyperus rotundus চলিত মুতা, মুতো। হিন্দী—মুথা, তৈলঙ্গ—তুঙ্গমেস্তি, সকৎতুরুবিক, তামিল—কোয়র। সংস্কৃত পর্য্যায়—কুরুবিন্দ, মেঘ, মুস্তা, মুস্ত, রাজকসেরু, ভেদ্রাখ্য,

গাঙ্গেয়, ভদ্রমুস্তক, অভ্রনামক, শ্রীভদ্রা, ভদ্রক, ভদ্রা। গুণ—তিক্ত, কটু, বায়ুনাশক, গ্রাহক, দীপন। (রাজব০) ভাবপ্রকাশমতে পর্য্যায়—বারিদনামক, কুরুবিল্ব, কোরক-সেরুক, ভদ্রমুস্ত, গুন্দ্রা ও নাগরমুস্তক। গুণ—কটু, শীতল, গ্রাহক, তিক্ত, দীপন, পাচন, কষায়, কফ, পিত্ত, অসৃক্, তৃষ্ণা, জ্বর ও কৃমিনাশক। অনূপদেশে যে মুস্তা জন্মে, তাহাই প্রশস্ত। নাগরমুস্তক সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। ২ স্থাবর বিষভেদ।

"চত্বারি বৎসনাভানি মুস্তকে দ্বে প্রকীর্ত্তিতে।" (সুশ্রুত কল্পস্থা০ ২ অ০)

মুস্তকাদি (পুং) বিষমজ্বরে কষায়ভেদ। (ভৈষজ্যরত্না০)

মুস্তকাদ্য মোদক, অজীর্ণরোগে প্রযোজ্য মোদকৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বন-যমানী, মৌরী, পাণ, গুল্ফা, শতমূলী, ধন্যা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেথী ও জায়ফল, প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণ; মুতা ৪৮ তোলা এবং চিনি উক্ত দ্রব্যসমূহের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১॥০ সের।

ঐ সকল দ্রব্য যথাবিধানে পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা হইতে ১ তোলা। শীতল জলের সহিত সায়ংকালে সেব্য। ইহা সেবনে গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অজীর্ণ, আমদোষ ও বিসূচিকা রোগ নষ্ট করিয়া, বলবীর্য্য ও অগ্নিবৃদ্ধি করে। (ভৈষজ্যর০ গ্রহণ্যধিকার)

মুস্তকিম্ (আরবী) ১ সরল। ২ সৎ। ৩ যথার্থবাদী।

মুস্তগ, মধ্য এসিয়ার চীন-তাতারস্থিত কোন্-লুন্ পর্ব্বত-মালার একাংশের নাম। মুস্তগসঙ্কটের দক্ষিণে অক্ষু ও কোক্শাল নদীর সঙ্গমস্থলে অক্ষুনগর প্রতিষ্ঠিত। অক্ষা০ ৭৮°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৪১°৯´ পূর্ব্ব। পশ্চিম ও পূর্ব্ব-এসিয়ার চীনদেশীয় পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া এই নগরবিশেষ সমৃদ্ধ।

মুস্তগিরি (পুং) পর্ব্বতভেদ।

মুস্তা (স্ত্রী) মুস্ত-টাপ্। মুস্তক। (অমর)

মুস্তাইদ্ খাঁ, সম্রাট্ বাহাদুর শাহের উজীর ইনাএৎ উল্লা খাঁর মুন্সী। প্রকৃত নাম মহম্মদ শাকি। তিনি মাসির-ই-আলম্-গীরী নামে সম্রাট্ আলমগীর বাদশাহের রাজত্বের ইতিহাস বর্ণন করেন। ৪০বর্ষ কাল মোগল-রাজসরকারে থাকিয়া তিনি যে সকল ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই ঐ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। স্বীয় প্রতিপালকের আদেশে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ গ্রন্থ সমাপন করেন।

মুস্তাক, পাটনাবাসী মুসলমান-কবি মহম্মদ কুলীখাঁর নামান্তর, হাসিম্ কুলী খাঁর পুত্র। ইনি মহম্মদ রোশান্ জোসিসের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং পরে নবাব জৈন্ উদ্দীন্ আহ্মদ খাঁ হৈবতজঙ্গের গৃহরক্ষক (দারোগা)-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মুস্তাকি, দিল্লীবাসী জনৈক মুসলমান কবি। ইঁহার প্রকৃত নাম শেখ রিজক্-উল্লা, কিন্তু স্বীয় কাব্যোপাধি মুস্তাকি নামেই তিনি সাধারণে পরিচিত। তিনি সুলতান সেকন্দর বাদ-শাহের রাজত্বকালে বকায়াৎ-মুস্তাকি নামে একখানি ইতি-হাস প্রণয়ন করেন। পারসী ভাষায় রচিত তাঁহার কবিতা-দিতে মুস্তাকি এবং হিন্দী কবিতাগুলিতে 'রাজন্' ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি হিন্দী ভাষায় "জোত নিরঞ্জন" নামে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। জন্ম ১৪৯৫ এবং মৃত্যু ১৫৮১ খৃষ্টাব্দ।

মুস্তাজব খাঁ, গুলিস্তান-ই-রহমৎ নামে তিনি স্বীয় পিতা হাফিজ রহমৎ খাঁর একখানি জীবনেতিবৃত্ত সঙ্কলন করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুস্তাদ (পুং) মুস্তামত্তীতি অদ-অণ্। শূকর। (জটাধর)

মুস্তাদি, ১ বাতপৈত্তিক জ্বরনাশক কষায়ৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—মুতা, ক্ষেতপাপড়া, শুঁদিফুল, চিরতা, বেণার মূল ও রক্তচন্দন মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপার্থ চিনি ৷৷০ তোলা। এই কষায়-পানে বাতপিত্তজ্বর নষ্ট হয়।

২ বিষমজ্বরনাশক ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—মুতা, আমলা, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, ও কণ্টকারী মিলিত ২ তোলা। জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, এই ক্বাথে পিপুলচূর্ণ ২ মাষা ও মধু ২ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর বিদূরিত হয়।

মুস্তাফা, ইস্লাম-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের নামান্তর।

মুস্তাফা খাঁ, ১ দীউ প্রদেশের জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা। ইনি তুর্কজাতীয় ছিলেন। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে দীউ আক্রমণ-কালে পর্ত্তুগীজদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

২ বাঙ্গালার জনৈক মুসলমানবিদ্রোহী। ইনি নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর বিরুদ্ধাচারী হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দলে যোগ-দান করেন।

মুস্তাফা (১ম), জনৈক তুর্ক সুলতান। ইনি ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্তিনোপল-সিংহাসনে অভিষিক্ত হন, কিন্তু স্বীয় চরিত্রদোষে পর বৎসরেই রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমানকে গুপ্তহত্যা করিয়া

সিংহাসনাধিকারপ্রাপ্ত হইলেও, তিনি পুনর্ব্বার স্বীয় কর্ম্মদোষে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে নিজ জানিসারি সেনাদলের হাতে নির্দ্দয়রূপে নিহত হইয়াছিলেন।

মুস্তাফা (২য়), জনৈক তুর্কসম্রাট্। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন। তেমসোয়ার নামক স্থানে ইম্পিরিয়ালিষ্ট সেনাদলকে পরাভূত করিয়া তিনি ভিনিসীয়, পোলীয় ও রুষদিগকে পরাভূত করেন। অতঃপর ভোগোল্লাসে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি আড্রিয়নোপল-নগরে বিলাসভোগে জীবন যাপন করিতে থাকেন। এই সময়ে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করে। উহার ৬য় মাস পরে উন্মাদরোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মুস্তাফা (৩য়), তুর্কসম্রাট্ আহ্মদ তৃতীয়ের পুত্র। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপ্‌ল-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুস্তাফা (৪র্থ), জনৈক তুর্ক-সুলতান। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। উহার পরবর্ষেই তিনি রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন।

মুস্তাফাপুর, ২৪ পরগণা জেলার বসীরহাট উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ নবরত্ন-মন্দির বিদ্যমান আছে।

মুস্তাফা নগর, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী নগর।

মুস্তাফা বিন্ মহম্মদ সৈয়দ, অকসাম আয়াৎ কোরাণ নামক কোরাণশাস্ত্রের পারসী-টীকাপ্রণেতা।

মুস্তাফাবাদ, যুক্তপ্রদেশের মৈনপুরী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে তহসীল-কাছারী এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে।

মুস্তাফাবাদ, পঞ্জাব-প্রদেশের অম্বালা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৩০°১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১৩´ পূঃ। এখানে শিখরাজের একটী দুর্গপ্রাসাদ আছে।

মুস্তাফাবাদ, অযোধ্যা-প্রদেশের ফয়জাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এই স্থান দিয়া আউধ রোহিলখণ্ড রেলপথ বিস্তৃত থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি হইয়াছে। এখানে হিন্দু ও মুসলমানকীর্ত্তির অনেক নিদর্শন আছে।

মুস্তাফাবাদ, যুক্তপ্রদেশের রায়বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এই নগর পূর্ব্বে সৌধমালায় ও সমাধিমন্দিরে বিভূষিত ছিল। ইংরাজ-শাসনের পূর্ব্বে রাজা দর্শন সিংহ এই নগর লুণ্ঠন করায়, তদবধি স্থানীয় সমৃদ্ধির অবসান ঘটিয়াছে, ক্রমেই এই স্থান জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

মুস্তাফা হুসেন, আগ্রাবাসী জনৈক মুসলমান-কবি। দিল্লীর বিতাড়িত রাজকবিশ্রেষ্ঠ বাহাদুর শাহের নিকট ইনি কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র শিক্ষা করেন। স্বরচিত দিবানের প্রত্যেক গজলের ভণিতায় ইনি রাজার কাব্যোপাধি "জাফর" নামই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

মুস্তাভ (স্ত্রী) মুস্তস্যেবাভা যস্য। মুস্তকবিশেষ, নাগরমুথা।

মুস্ত (পুং) মুস্ততি খণ্ডয়ত্যনেন মুস্‌-বাহুলকাৎ তৃক্। মুষ্টি।

মুস্র (স্ত্রী) মুস্‌-রক্। ১ মুসল। ২ নয়নজল।

মুস্‌রিক (আরবী) ধর্ম্মপথপ্রদর্শক। মহম্মদ খৃষ্টানদিগকে এই শব্দে অভিহিত করিয়াছেন; কারণ খৃষ্টানগ্রন্থধর্ম্মপাঠে তাঁহার প্রাণ উন্মাদিত হইয়াছিল।

মুহ্, বৈচিত্ত্য, অবিবেক, মোহ। দিবাদি° পরস্মৈ° অক°সেট্, রুধাদিত্বাদ্বেট্। লট্ মুহ্যতি। লোট্ মুহ্যতু। লিট্ মুমোহ, মুমুহতুঃ। লুট্ মোহিতা, মোগ্ধা, মোঢ়া। লৃট্ মোহিষ্যতি, মোক্ষ্যতি। লুঙ্ অমুহৎ। লঙ্ অমুহ্যৎ। সন্ মুমোহিষতি, মুমুহিষতি, মুমুক্ষতি। যঙ্ মোমুহ্যতে, যঙ্লুক্ মোমোগ্ধি, মোমঢ়ি। ণিচ্ মোহয়তি, লুঙ্ অমুমুহৎ। ক্ত্বা মোহিত্বা, মুহিত্বা, মুগ্ধ্বা, মূঢ়্বা। ক্ত—মুগ্ধ, মূঢ়।

মুহাফিজ খাঁ, আহ্মদাবাদের জনৈক মুসলমান শাসন-কর্ত্তা। ইনি গুর্জ্জরাধিপ মাহ্মুদ বিগাড়ার বিশেষ প্রিয় ছিলেন। আহ্মদাবাদে ইঁহার নির্ম্মিত মসজিদাদি বিদ্যমান আছে।

মুহ্‌কম্ (আরবী) দৃঢ়বদ্ধ।

মুহনা (আরবী) নদীর মোড়, নদী যে স্থান হইতে বক্রভাবে অন্যদিকে গিয়াছে, তাহাকে মুহনা বা মোহনা কহে। ২ দুই নদীর সঙ্গমস্থল। ৩ নদীর সাগরসঙ্গম মুখ।

মুহরী (আরবী) কেরাণী, যাহারা কাগজপত্র লেখে, লেখক। ২ পয়ঃপ্রণালী, নর্দ্দামা। ৩ যে দ্বারপথ দিয়া জল নিষ্কাশিত হয়।

মুহরীআনা (আরবী) ১ লেখকের বৃত্তি বা কার্য্য। ২ লেখন জন্য প্রাপ্য অর্থ।

মুহস্সিল্ (আরবী) ১সংগ্রহকার্য্য। ২করসংগ্রাহক (Collector)

মুহিম্ (আরবী) ১ প্রধান। ২ মহৎ। ৩ আবশ্যকীয়। ৪ যুদ্ধ।

মুহির (পুং) মুহ্যতি জ্ঞানরহিতো ভবত্যনেন লোকঃ মুহ্যতি সভায়ামিতি বা মুহ (হষিমদীতি। উণ্ ১।৫২) ইতি কিরচ্। ১ কাম। ২ মূর্খ। (মেদিনী) ৩ অসভ্য। (উজ্জ্বল)

মুহু (অব্য°) মুহুস্, পুনঃ পুনঃ। "বয়া কপোতু মুহু কা চিদৃষঃ" (ঋক্ ৪।২০।৯) 'মুহু মুহুস্' (সায়ণ)

মুহুক (স্ত্রী), মোহক, মোহকারী। "পুরমুহুকে জনানাং" (ঋক্ ৪।১৬।১৭) 'মুহুকে মোহকে যুদ্ধে' (সায়ণ)

মুহুর্গির্ (ত্রি) সর্ব্বদা গীয়মান। "পার্থিবং মুহুর্গীরেতো বৃষভঃ" (ঋক্ ১।১২৮।৩) 'মুহুর্গীঃ সর্ব্বদা গীয়মানঃ' (সায়ণ)

মুহুর্ভাষা (স্ত্রী) মুহুঃ ভাষা ভাষণম্। ১ পুনঃ পুনঃ কথন। পর্য্যায়—অনুলাপ। (অমর) ২ দ্বিরুক্তি। (Tautology)

মুহুর্ভুজ্ (পুং) অশ্ব।

মুহুর্মুহুস্ (অব্য) বারম্বার। পুনঃ পুনঃ।

মুহুর্বচস্ (ক্লী) মুহুঃ পুনঃ পুনঃ বচস্। পুনঃ পুনঃ কথন।

মুহুশ্চারিন্ (ত্রি) পুনঃ পুনঃ সংঘটনশীল।

মুহুস্ (অব্য) মুহ (মুহেঃ কিচ্চ। উণ্ ২।১২১) ইতি উস্ কিচ্চ। পুনঃ পুনঃ, বারংবার।

"স্বস্বপ্রমাপরোক্ষেণ দৃষ্ট্বা পশ্যন্ স্বজাগরম্।
চিন্তয়েদপ্রমত্তঃ সন্ ভাবানুদিনং মুহুঃ॥" (পঞ্চদশী ৭।১৭২)

মুহুস্কাম (ত্রি) পুনঃ পুনঃ প্রাপ্তেচ্ছু। অহরহ বাসনাশীল।

মুহূর্ত্ত (পুং ক্লী) হূর্চ্ছতীতি (অজিযুধিভ্যঃ ক্ত। উণ্ ৩।৮২) ইত্যত্র বাহুলকাৎ হুর্চ্ছেরপি উজ্জ্বলদত্তঃ, মুড়াগমশ্চ প্রাক্ (রাল্লোপঃ। পা ৬।৪।২১) ইতি সূত্রেণ ছস্য লোপঃ। দ্বাদশ-ক্ষণ-পরিমিত কাল, (অমর) ঘটিকাদ্বয়। (রাজনি৽) সুশ্রুতমতে বিংশতিকলাত্মক কালের নাম মুহূর্ত্ত, একটী লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে অক্ষি-নিমেষ কহে। লঘু অক্ষর যথা ক, 'ক' এই শব্দ উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহার নাম অক্ষিনিমেষ।

পঞ্চদশ অক্ষিনিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে এক কলা, এবং বিংশতি কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং কলার দশ ভাগকেও মুহূর্ত্ত কহে। ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। (সুশ্রুত সূত্রস্থা৽ ৬ অ৽) 'দিনপঞ্চদশভাগৈকভাগ' প্রায় দুই দণ্ড, কিন্তু দিনমান কমবেশী হয়, এই জন্য যখন দিনমান কম, তখন দুই দণ্ডেরও কম মুহূর্ত্ত হইবে। দিবামান অধিক হইলে মুহূর্ত্তও দুই দণ্ডের অধিক হইবে। দিবামান যে কয় দণ্ড হইবে, তাহাকে ১৫ ভাগ করিয়া এক ভাগ মুহূর্ত্ত ধরিয়া লইবে। রাত্রিকালেও এই নিয়মে মুহূর্ত্ত স্থির করা হয়। ৪৮ মিনিটে ১ মুহূর্ত্ত হয়।

"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্নস্ততঃ পরম্॥
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।
রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু॥" (তিথিতত্ত্ব)

(পুং) ২ জ্যোতির্ব্বিদ্। পুংলিঙ্গের বহুবচনে মুহূর্ত্তার সন্ততিগণ বুঝায়।

মুহূর্ত্তক (ত্রি) মুহূর্ত্ত সম্বন্ধযুক্ত। এক মুহূর্ত্ত।

মুহূর্ত্তগণপতি (পুং) সময়-নির্ণায়ক প্রসিদ্ধ জ্যোতিগ্র ন্থ-ভেদ। এই সম্বন্ধে—মুহূর্ত্তচিন্তামণি, মুহূর্ত্তদীপক, মুহূর্ত্তদীপিকা, মুহূর্ত্তমার্ত্তণ্ড, মুহূর্ত্তবল্লভা, এই সকল গ্রন্থ পাওয়া যায়।

মুহূর্ত্তজ (পুং) মুহূর্ত্তাগর্ভজাত পুত্র।

মুহূর্ত্তস্তোম (পুং) একাহভেদ।

মুহূর্ত্তা (স্ত্রী) দক্ষকন্যাভেদ। ইনি ধর্ম্ম বা মনুর পত্নী বলিয়া কথিত। ইহার পুত্রগণ মুহূর্ত্ত নামে খ্যাত।

মুহূর্ত্তেক (দেশজ) এক মুহূর্ত্ত বা অল্পক্ষণ।

মুহের (পুং) মুহ্যতি বিচিত্তীভবতীতি মুহ-(মুহেরাদয়ঃ। উণ্ ১৩২) ইতি এরক্। মূর্খ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃ৽)

মূ, বন্ধ। ভ্বাদি৽ আত্মনে৽ সক৽ সেট্। লট্ মবতে লোট্ মবতাং। লিট্ মুমুবে, মুমুবিষে। লুট্ মবিতা। লৃট মবিষ্যতে। লুঙ্ অমবিষ্ট। ণিচ্ সন্ মিমাবয়িষতি। লুঙ্ অমীমবৎ।

মূ (স্ত্রী) মব্যতে ইতি মব্ ক্বিপ্ (জ্বরত্বরস্রিব্যবিমবামুপধায়াশ্চ। পা ৬।৪।২০) ইতি সাচীবকারস্যোট্ ইত্যাদেশঃ। বন্ধন।

মূক (ত্রি) মব্যতে বধ্যতেঽসৌ মব-(বাহুলকাৎ কক্। উণ্ ৩।৪১) ইতি উপধায়া বকারস্য চৌট্। বাক্যরহিত। চলিত বোবা। পর্য্যায়—অবাক্। (অমর) যাহারা বাক্য পরিস্ফুট-ভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না, তাহাদিগকে মূক বলে। সুশ্রুতে লিখিত আছে—গর্ভাবস্থায় স্ত্রীদিগের যে সকল অভিলাষ হয়, তাহা অবিলম্বে পূরণ করা উচিত, ইহা পূর্ণ না হইলে বায়ু কুপিত হয় এবং তদ্দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ, কুণি, পঙ্গু, মূক এবং মিন্মিন প্রভৃতি হইয়া থাকে।

"গর্ভো বাতপ্রকোপেণ দৌহৃদে চাবমানিতে।
ভবেৎ কুব্জঃ কুণিঃ পঙ্গুর্মূকো মিন্মিন এব চ॥"
(সুশ্রুত শারীরস্থা৽ ২ স৽)

নিদানস্থানে লিখিত আছে যে, কফযুক্ত বায়ু শব্দবাহিনী ধমনী আবৃত করিয়া থাকিলে রোগী অকর্ম্মণ্য, মূক ও মিন্মিন্ হয়। ঐ বায়ু সরল হইলে আবার উহা সারিয়া যায়।

"আবৃত্য বায়ুঃ সকফো ধমনীঃ শব্দবাহিনীঃ।
নরান্ করোত্যক্রিয়বান্ মূকমিন্মিনগদ্গদান্॥"
(সুশ্রুত নিদানস্থা৽ ১অ৽)

যাহারা জন্মবধির, তাহারাই মূক হইয়া থাকে। বোবা হইলেই কালা স্থির করিতে হইবে। কিন্তু যদি কেহ রোগ-বশতঃ বোবা হয়, তাহা হইলে কালা না হইতে পারে।

[বধির শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

(পুং) মব্যতে বধ্যতে জালিকেরিতি কক্। ২ মৎস্য। (ত্রিকা৽) ৩ দৈত্য। (মেদিনী) ৪ দানবভেদ। (ভারত ৩।৩১।৭) ৫ দীন। ৬ তক্ষকপুত্র। (ভারত ১।৫৭।১০)

মূকতা (স্ত্রী) মূকস্য ভাবঃ তল্, টাপ্। মূকত্ব, মূকের ভাব বা ধর্ম্ম, বোবা হইয়া যাওয়া, কথা কহিতে না পারা।

"ততোঽহং হর্ষমাপন্নঃ পুনর্মূকত্বমাগতা।"

(রামায়ণ লঙ্কাকা০ ৯৮।১৬)

মূকলরায় (পুং) মেবারের রাণা মোকল দেব।

মূকাম্বিকা (স্ত্রী) ১ দুর্গার নামান্তর। ২ নগরভেদ।

মূকিমন্ (পুং) মূকস্য ভাবঃ মূক (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি ভাবে ইমনিচ্। মূকত্ব। মূকের ধর্ম্ম।

মূচীপ (পুং) প্রাচীন জাতিবিশেষ। (শাঙ্খ০ শ্রৌ০ ১৫।২৬।৬)

মূজবৎ (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ। (শু০য০ ৩।৬১) ২ তদ্দেশবাসী জাতিভেদ। (অথর্ব্ববেদ ৫।২২।৫)

মূজালদেব (পুং) রাজভেদ।

মূঢ় (ত্রি) মুহ-ক্ত। ১ মূর্খ, বিবেকহীন।

"অন্যোন্যাধ্যাসরূপেণ কূটস্থাভাসয়োর্বপুঃ।

একীভূয় ভবেন্মুখ্যস্তত্র মূঢ়ৈঃ প্রযুজ্যতে॥" (পঞ্চদশী৭।১০)

২ বাল। ৩ তন্দ্রিত। ৪ জড়। (হেম) (ক্লী) ৫ মূর্চ্ছা।

মূঢ়গর্ভ (পুং) গর্ভজ রোগভেদ, গর্ভস্রাবাদি রোগ। ইহার নিদানাদির বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে,—গ্রাম্যধর্ম্ম, যান-বাহনে পথশ্রম, প্রস্খলন, পতন, ধারণ, অভিঘাত, বিপরীতভাবে শয়ন বা উপবেশন, উপবাস, মলমূত্র-বেগের প্রতিঘাত, রুক্ষ, কটু তিক্তভোজন, শাক বা অতিশয় ক্ষার-সেবন, অতিসার, বমন, বিরেচন, দোলন, অজীর্ণ বা গর্ভশাতন (গর্ভস্রাব করান) প্রভৃতি কারণে বৃন্তবন্ধনচ্যুত ফলের ন্যায় গর্ভের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। গর্ভের বন্ধন শিথিল হইলে সমান বায়ু গর্ভাশয় অতিক্রম করিয়া যকৃৎ ও প্লীহার অন্ত্রবিবরে প্রবেশপূর্ব্বক কোষ্ঠদেশ আলোড়িত করিতে থাকে। তাহাতে জঠরদেশ আলোড়িত হওয়া প্রযুক্ত অপান বায়ু নিশ্চেষ্ট হইয়া পার্শ্ব, বস্তি, শীর্ষ, উদর, যোনিদেশে শূল, আনাহ ও ইহাদিগের মধ্যে কোন একটা উপদ্রব জন্মাইয়া গর্ভনষ্ট করে। তরুণগর্ভ শোণিতস্রাবের দ্বারা বিনষ্ট হয়। গর্ভ বর্দ্ধিত হইয়া প্রসবকালে সমস্ত শরীর প্রসবপথে না আসিলে অথবা অপান বায়ু দ্বারা প্রতিহত হইলেও মূঢ়গর্ভ বলা যায়।

এই মূঢ়গর্ভ চারি প্রকার—কীল, প্রতিখুর, বীজক ও পরিঘ। বাহু, মস্তক ও পাদ ঊর্দ্ধদিকে এবং শরীর নিম্নদিকে থাকিয়া কীলের ন্যায় যোনিমুখ রোধ করিয়া থাকিলে কীল কহে। একটী হস্ত, একটী পাদ ও মস্তক নিঃসৃত হইয়া শরীর রুদ্ধ থাকিলে প্রতিখুর কহে। একটী হস্ত ও মস্তক নিঃসৃত হইলে তাহার নাম বীজক, আর ভ্রূণ পরিঘের ন্যায় যোনিমুখ আবৃত করিয়া থাকিলে তাহাকে পরিঘ কহে।

কেহ কেহ এই চারি প্রকার মূঢ়গর্ভ কহিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে, কারণ যখন কুপিত বায়ু কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া সেই গর্ভ অপত্যপথে বিবিধ প্রকারে অবস্থিতি করে, তখন কোন গর্ভের বা দুই সক্থি, কাহারও বা একমাত্র সক্থি ঈষৎ বক্রভাবে বহির্গমনের নিমিত্ত যোনিমুখে অগ্রে আগত হয়। কাহারও সক্থি ও শরীর ঈষৎ বক্র ও নিতম্ব দেশ তির্য্যগ্‌ভাবে থাকিয়া যোনিমুখে অবস্থিতি করে। কাহারও বা বক্ষঃ পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ এই তিনের মধ্যে কোন একটী অঙ্গ অগ্রে অপত্যমুখে আগত হইয়া যোনিমুখ রোধ করিয়া থাকে। কাহারও বা অপত্যপথের পার্শ্বভাগে স্বতন্ত্রভাবে মস্তক থাকে ও একটীমাত্র বাহু বাহিরে দৃষ্ট হয়, কাহারও বা মস্তক অল্প বক্রভাবে অপত্যপথের পার্শ্বভাগে থাকে এবং দুইটী বাহুই দৃষ্ট হয়। কাহার বা সর্ব্বশরীর বক্রভাবে থাকে, ও হস্ত, পদ ও মস্তক এইগুলি অগ্রে দৃষ্ট হয়। কাহারও একটীমাত্র পা অপত্যপথে থাকে এবং অপর পা পায়ুদেশে থাকে। মূঢ়গর্ভরোগে সংক্ষেপতঃ প্রসবকালে এই আট প্রকার অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ইহার মধ্যে শেষোক্ত দুইটী অবস্থা অসাধ্য। অবশিষ্ট সকল অবস্থায় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বৈপরীত্য, আক্ষেপ ও অপত্যপথের সংরোধ অথবা মক্কল নামক রোগ জন্মে এবং ঐ অবস্থায় শ্বাস, কাস বা ভ্রমের দ্বারা পীড়িত হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়।

বায়ুজনক দ্রব্যসেবন, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন প্রভৃতি, অহিতাচারে গর্ভিণীর অপত্যপথে বায়ু কুপিত হইয়া সেই পথের দ্বার রুদ্ধ করে অর্থাৎ তাহাতে বায়ু অন্তরে থাকিয়া গর্ভাশয়ের দ্বার রোধ করে। তদ্দ্বারা গর্ভ পীড়িত হয় ও গর্ভস্থ বালকের শ্বাসরোধ হইয়া গর্ভনাশ হয় এবং হৃদয়দেশে পীড়া জন্মিয়া গর্ভিণীরও প্রাণনাশ হয়। ইহাকে যোনি-সম্বরণ কহে।

বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের আর্ত্তবশোণিত সম্যক্‌রূপে নিঃসৃত না হইলে সেই শোণিত কুক্ষিদেশে সঞ্চিত হইয়া রক্তবিদ্রধি রোগ জন্মায়। পুত্রবতী স্ত্রীর যদি ঐরূপ রোগ জন্মে, তাহাকে 'মক্কল' রোগ কহে। বায়ু কুপিত হইয়া অপত্য-পথ রোধ করিলে শোণিত সম্যক্‌রূপে নির্গত না হইয়া ক্রমশঃ কুক্ষিদেশে সঞ্চিত হইয়া কঠিন হয়, তাহাতে এই রোগ জন্মে। ইহাতে কুক্ষিদেশে অতিশয় শূলবেদনা হয়।

কাল পরিণত হইলে ফল যেরূপ স্বভাবতঃ বৃন্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পতিত হয়, গর্ভও সেইরূপ কালক্রমে নাড়ী-বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে প্রসবের কাল উপস্থিত হয়। কৃমি, বায়ু বা অভিঘাতের দ্বারা ফল যেরূপ অকালে পতিত হয়,

কারণ ঘটিলে গর্ভও সেইরূপ অকালে নিঃসৃত হয়। চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত গর্ভস্রাব হইয়া থাকে। চতুর্থ মাসের পর হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত গর্ভস্থ শিশুর শরীর কিঞ্চিৎ কঠিন হয় বলিয়া পতনদ্বারা গর্ভ নির্গত হয়। যে স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় মস্তক তুলিতে না পারে এবং শীতলাঙ্গী, লজ্জাহীনা, নীলবর্ণা ও উন্নতশিরাবিশিষ্টা হয়, তাহার সেই গর্ভ নষ্ট হয় এবং এইরূপ গর্ভ দ্বারা তাহারও পরে বিনাশ ঘটে। গর্ভের স্পন্দন এবং সমস্ত লক্ষণ না থাকিলে এবং পাণ্ডু ও শ্যামবর্ণ হইলে, উচ্ছ্বাসে দুর্গন্ধ হইলে অর্থাৎ যে শ্বাস টানিয়া লওয়া যায়, তাহাতে দুর্গন্ধ হইলে এবং শূলবেদনা হইলে গর্ভস্থ সন্তানকে গর্ভেই মৃত বলিয়া জানিতে হইবে। জননীর মানসিক বা আগন্তুক উপতাপ, অথবা পীড়া দ্বারাও কুক্ষিদেশে গর্ভ বিনষ্ট হয়।

চিকিৎসা।

মূঢ়গর্ভরূপ শল্য উদ্ধার করা অত্যন্ত কষ্টকর, কারণ ইহাতে যোনি, যকৃৎ, প্লীহা ও অন্ত্র এই সকলের মধ্যস্থিত গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরে কেবলমাত্র স্পর্শদ্বারা কার্য্য করিতে হয়। উৎকর্ষণ, আকর্ষণ, স্থানাপবর্ত্তন, উৎকর্ত্তন, ভেদন, ছেদন, পীড়ন, ঋজুকরণ ও দারণ প্রভৃতি গর্ভসম্বন্ধে বা গর্ভিণী সম্বন্ধে এই সকল কার্য্য একমাত্র হস্তেই সম্পাদন করিতে হয়, সুতরাং ইহা বিশেষ সাবধানতার সহিত করা আবশ্যক।

মূঢ়গর্ভের গতি স্বভাবতঃ ৮ প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। স্বভাবতঃ তিন প্রকারে গর্ভসঙ্গ হয়। গর্ভ নির্গত বা প্রসব না হওয়াকে গর্ভসঙ্গ কহে। মস্তক, স্কন্ধদেশ বা জঘনদেশ অপত্যপথে বিষমভাবে স্থিত হইলেই এই ত্রিবিধ গর্ভসঙ্গ ঘটে। গর্ভে সন্তান জীবিত থাকিলে প্রসব করাইতে যত্ন করিবে। প্রসব করাইতে না পারিলে গর্ভিণীকে মহামুনি চ্যবন প্রণীত মন্ত্র শুনাইবে। মন্ত্র যথা—

"ইহামৃতঞ্চ সোমঞ্চ চিত্রভানুশ্চ ভামিনি।
উচ্চৈঃশ্রবাশ্চ তুরগো মন্দিরে নিবসন্তু তে॥
ইদমমৃতমপাং সমুদ্ধৃতং বৈ তব লঘু গর্ভমিমং প্রমুঞ্চতু স্ত্রী।
তদনলপবনার্কবাসবাস্তে সহলবণাম্বুধরৈর্দিশন্তু শান্তিম্॥
মুক্তাঃ পশো বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ।
মুক্তা সর্ব্বভয়াদ্গর্ভ এহ্যেহি বিরমাভিতঃ॥"

তদনন্তর প্রসব করাইবার জন্য যথোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইলে গর্ভিণীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া উরুদ্বয় কিঞ্চিৎ বক্রভাবে রাখিবে। কটির নিম্নদেশে বস্ত্রাধার রাখিয়া কটিদেশ উন্নত রাখিবে। গর্ভ হইতে মৃত সন্তান টানিয়া নির্গত করিতে হইলে ধামনি ও শাল্মলির রস, গিরিমৃত্তিকা এবং ঘৃত-হস্তে মাখাইয়া অপত্যপথে প্রবিষ্ট করিয়া গর্ভ আহরণ করিবে। গর্ভস্থ মৃত শিশুর উভয় সক্থি বহির্গত হইলে অনুলোমভাবে টানিয়া সমস্ত বাহির করিবে। একমাত্র সক্থি প্রসবপথে উপস্থিত হইলে অপর সক্থি প্রসারিত করাইয়া টানিয়া বাহির করিতে হইবে। যদি কেবলমাত্র নিতম্বদেশ অগ্রে অপত্যপথে আগত হয়, তাহা হইলে নিতম্বদেশ ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ করিয়া সক্থিদ্বয় প্রসারিত করাইয়া বাহির করিবে।

তির্য্যগ্‌ভাবে পরিঘের ন্যায় আগত হইলে অর্থাৎ গর্ভাশয়ের এক পার্শ্বে মস্তক ও অপরপার্শ্বে পাদ থাকায় প্রসবের দ্বারে আগত না হইলে পশ্চাদ্ অর্দ্ধভাগ ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক পূর্ব্বার্দ্ধভাগ (মাথার দিক্) অপত্যপথে ঋজুভাবে আনয়নপূর্ব্বক বাহির করিবে। শিরোদেশ অপত্যপথের পার্শ্বে আবর্ত্তিত করিয়া, স্কন্ধদেশ অপত্যপথে আগত হইলে স্কন্ধদেশ ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক মস্তক অপত্যপথে আনিয়া বাহির করিতে হইবে। অপর দুই প্রকার মূঢ়গর্ভ অসাধ্য, অসাধ্যের স্থলে অর্থাৎ হস্তের দ্বারা বহির্গত করিতে না পারিলে শস্ত্র প্রয়োগ করিবে। গর্ভস্থ শিশু জীবিত থাকিলে কদাচ শস্ত্রের দ্বারা দারণ কার্য্য করিবে না, তাহা হইলে জননী ও সন্তান উভয়ই নষ্ট হয়।

অন্তর্মৃত গর্ভস্থলে গর্ভ বহির্গত করা অসাধ্য। মণ্ডলাগ্র বা অঙ্গুলী নামক শস্ত্র দ্বারা মস্তক বিদীর্ণ করিয়া শঙ্কুদ্বারা অগ্রে কপালখণ্ড সমস্ত আহরণ করিবে। পরে বক্ষঃ বা কক্ষদেশ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিবে। মস্তক ভিন্ন না হইলে অক্ষিকূট বা গণ্ডদেশ ধরিয়া টানিয়া বাহির করিতে হইবে। স্কন্ধদেশের দ্বারা অপত্যপথরোধ করিয়া থাকিলে যে অংশের দ্বারা রোধ করিয়া থাকে, স্কন্ধদেশের সেই অংশে সংলগ্ন বাহু ছেদন করিবে। গর্ভস্থ বালকের উদর বায়ু কর্ত্তৃক পূর্ণ থাকিলে তাহা বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্র সমস্ত অগ্রে নির্গত করিবে। তাহাতে গর্ভস্থ শরীর শিথিল হইয়া পড়িলে অনায়াসেই বাহির করান যায়। জঘনের দ্বারা অপত্যপথ রোধ করিয়া থাকিলে জঘনের অস্থিখণ্ড সমস্ত ছেদন করিয়া বাহির করিবে। গর্ভের যে যে অঙ্গ অপত্যপথ রোধ করিয়া থাকে, সেই সেই অঙ্গ অগ্রে ছেদনপূর্ব্বক গর্ভ সম্যক্‌রূপে বহির্গত করিয়া গর্ভিণীকে রক্ষা করিবে। বায়ুর প্রকোপবশতঃ গর্ভের গতি বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। মহামতি বৈদ্য এ অবস্থায় বিশেষ বিবেচনার সহিত যথানিয়মে চিকিৎসা করিবেন। মৃতগর্ভ মুহূর্ত্ত কালও উপেক্ষা করিবে না, উপেক্ষা করিলে শ্বাসরোধ হইয়া জননীর প্রাণ নাশ ঘটিয়া

থাকে। শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মণ্ডলাগ্র নামক শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিবে। তীক্ষ্ণধার বৃদ্ধিপত্র নামক শস্ত্র ব্যবহার করিলে গর্ভিণীর আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। গর্ভে অপর কোন আপদ্ ঘটিলে পূর্ব্ববৎ গর্ভ পাতন করিবে। অথবা গর্ভিণীর উভয় পার্শ্ব পরিপীড়িত করিয়া হস্তের দ্বারা বহির্গত করিবে। গর্ভপাতন করিতে হইলে অপতাপপ তৈলাক্ত করা কর্ত্তব্য।

এইরূপে গর্ভ বহির্গত করা হইলে প্রসূতির দেহে উষ্ণোদক সেক করিতে হয় এবং পরে যোনিদেশে স্নেহপ্রয়োগ করা আবশ্যক। ইহাতে যোনিশূল নিবৃত্তি হইয়া যোনিদেশ কোমল হয়। অনন্তর দোষনিঃসরণ ও বেদনাশান্তির জন্য পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, শুণ্ঠী, এলাচি, হিঙ্গু, ভার্গী, যমানী, বচ, অতিবিষা, রাস্না ও চই, এহ সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃতসংযোগে সেবন করিবে। এই সকল কল্ক বা কাথ ঘৃত যোগ না করিয়াও সেবন করান যাইতে পারে। পরে শাক বৃক্ষের ত্বক্, হিঙ্গু, অতিবিষা, পাঠা, কটুকী ও গজপিপ্পলী পূর্ব্ববৎ পান করাইবে। তৎপরে ত্রিরাত্র, পঞ্চরাত্র বা সপ্তাহ কাল পুনর্ব্বার স্নেহপান করাইবে। অথবা রাত্রিকালে আসব বা অরিষ্ট সেবন করাইবে। শিরীষবৃক্ষোদক বা অর্জ্জুনবৃক্ষোদক আচমনে ব্যবহার করা উচিত। অপরাপর যে সকল উপদ্রব ঘটে, ঐ সকল উপদ্রব যে দোষ জন্য ঘটিয়া থাকে, চিকিৎসক বিশেষ বিবেচনা করিয়া সেই দোষের চিকিৎসা করিবেন। দেহ উত্তমরূপ সংশোধিত হইলে অল্প পরিমাণ স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করাইবে এবং ক্রোধহীন হইয়া প্রতিদিন স্বেদ ও অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে। বায়ুশান্তিকর ঔষধ সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া দশ দিন কাল সেবন করিতে হইবে। পরে মাংসরসও ঐ প্রণালীতে সেবন করান বিধেয়। অনন্তর এই নিয়মে চারি মাস কাল রাখিয়া উপদ্রবরহিত এবং বল ও বর্ণবিশিষ্ট হইলে চিকিৎসা হইতে ক্ষান্ত হইবে। অথবা এ অবস্থায় যোনিদেশে সন্তর্পণার্থে, অভ্যঙ্গে, বস্তিকার্য্যে ও ভোজনে বায়ুশান্তিকর বলাতৈলপ্রয়োগ বিশেষ হিতকর। বলাতৈল প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল, বলামূল, দশমূলী, যবকোল ও কুলত্থ এই ৪টী প্রত্যেকের কাথ তৈলের অষ্টগুণ ও তৈলের অষ্টগুণ দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া পাক সিদ্ধপ্রায় হইলে মধুরগণ, সৈন্ধব, অগুরু, সর্জ্জরস, সরল কাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন, কুষ্ঠ, এলাচি, পীতকাষ্ঠ, জটামাংসী, শৈলজ, তগরপাদুকা ও পুনর্নবা এই সকলের চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ করিয়া মৃন্ময় কলসে নিহিতপূর্ব্বক মুখ অবরোধ করিয়া রাখিবে। উপযুক্ত মাত্রায় স্ত্রীলোকের সূতিকারোগে এই তৈল বিশেষ উপকারক। ইহাতে আক্ষেপক প্রভৃতি বাতব্যাধি সকল প্রশমিত হয়, ইহাতে ধাতু সমস্ত পুষ্ট ও স্থিরযৌবন হয়। (সুশ্রুত মূঢ়গর্ভচিকিৎসাধি০)

[অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য]

মূঢ়চেতন (ত্রি) ১ নির্ব্বোধ। ২ ব্যাকুল-চিত্ত। ৩ সরল।

মূঢ়চেতস্ (ত্রি) মূঢ়চেতন, নির্ব্বোধ। [মূঢ়চেতন দেখ]

মূঢ়তা (স্ত্রী) মূঢ়স্য ভাবঃ তল্-টাপ্। মূঢ়ত্ব, মূর্খত্ব, মূঢ়ের ভাব বা ধর্ম্ম।

মূঢ়ধী (ত্রি) মূঢ়া ধীর্যস্য। মন্দবুদ্ধি, মূঢ়মতি।

মূঢ়প্রভু (ত্রি) মূঢ়শ্রেষ্ঠ, নেহাত বোকা, বোকার সর্দ্দার।

মূঢ়মতি (স্ত্রী) মূঢ়া মতির্যস্য। মন্দবুদ্ধি, মূর্খ।

মূঢ়রথ (পুং) ঋষিভেদ।

মূঢ়াত্মন্ (ত্রি) ১ নির্ব্বোধ, বোকা। ২ অজ্ঞান, অচেতন। ৩ চঞ্চলচিত্ত।

মূঢ়েশ্বর (পুং) ১ এক বিখ্যাত সাধু। (ত্রি) নেহাত বোকা, মূঢ়প্রভু।

মূত (ত্রি) মব, মু, মূর্চ্ছ বা ক্ত। ১ বদ্ধ। (অমর) ২ ধান্যরক্ষণার্থ তৃণময় আধার বিশেষ। "তান্ দ্বয়োর্মূতকয়োরুপনহ্য বেণুযষ্ট্যাং বা" (শত° ব্রা° ২।৬।২।১৭) 'যত্র তৃণময়ে আবপনে ধান্যং বধ্যতে তন্মূতং মূতমেব মূতকং' (মহীধর)

মূত্ (দেশজ) মূত্র। মূত্রশব্দের অপভ্রংশ।

মূত্র, প্রস্রাব। অদন্ত চুরাদি° উভ° সক° সেট্। মূত্রয়তি-তে। মূত্রাপয়তি। লুঙ্ অমূমূত্রৎ।

মূত্র (ক্লী) মূত্র্যতে ইতি মূত্র-ঘঞ্, লোকাশ্রয়ত্বাৎ ক্লীবত্বং, যদ্বা মুচ্যতে ত্যজ্যতে ইতি মুচ্ (সিবিমুচোষ্টেরূচ্। উণ্ ৪।১৬২) ইতি ষ্ট্রন্ কিদ্ভবতি, টেরূকারাদেশঃ। উপস্থ-নির্গত জল। প্রস্রাব, চলিত মুৎ। পর্য্যায়—মেহন, গুহ্যনিস্যন্দ, স্রবণ। (রাজনি°) [মূত্রবিজ্ঞান দেখ]

"আহারস্য রসঃ সারঃ সারহীনো মলদ্রবঃ।
শিরাভিস্তজ্জলং নীতং বস্তৌ মূত্রত্বমাপ্নুয়াৎ॥"

(শার্ঙ্গধর ৪ অ°)

আমরা যে সকল বস্তু আহার করি, তাহার সারাংশ রস এবং অসার মলরূপে পরিণত হয়। দ্রব বস্তুর সারাংশ রস এবং অসারাংশ শিরাদ্বারা নীত হইয়া বস্তিদেশে মূত্ররূপে পরিণত হয়। বিমূত্র ত্যাগ শরীরিমাত্রেরই ধর্ম্ম, কোন্ সময় কি প্রকারে মূত্রত্যাগ করিতে হয়, শাস্ত্রে তাহার ব্যবস্থা এই প্রকার লিখিত আছে।

সমাহিত হইয়া মলমূত্রত্যাগ করিতে হয় অর্থাৎ ঐ সময় কথা কহিতে নাই এবং এই সময় ষ্ঠীবন ও উচ্ছ্বাস

প্রভৃতি বর্জ্জন করিতে হয়। পরিষ্কৃতস্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা বিধেয়।

"বাচং নিয়ম্য যত্নেন ষ্ঠীবনোচ্ছ্বাসবর্জ্জিতঃ।
কুর্য্যান্মূত্রপুরীষে তু শুচৌ দেশে সমাহিতঃ॥"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

গৃহ হইতে নৈর্ঋত কোণে শরনিক্ষেপ করিলে উহা যে স্থানে পতিত হয়, তাহার পরে মলমূত্রত্যাগ করাই শাস্ত্রবিধি। গৃহাদির সমীপে মলমূত্র ত্যাগ করা বিশেষ নিষিদ্ধ।

"নৈর্ঋত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তস্মিন্নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ব্রাহ্মণের পক্ষে যজ্ঞোপবীত দক্ষিণকর্ণে লম্বমানভাবে রাখিয়া মলমূত্র ত্যাগ করা বিধেয়। দিবাভাগে উত্তরমুখ এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখে মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়। দিবা বা রাত্রিকালে ছায়া, অন্ধকার, প্রাণভয় ও পীড়াদি হইলে যে কোন দিকে প্রস্রাব করা যায়, তাহাতে কোন দোষ হয় না। সহজ শরীরে মলমূত্রত্যাগে দিক্‌নিয়ম অবশ্যপালনীয়।

পথ, ভস্ম, গোব্রজ, অর্থাৎ গাভী সকল যে স্থলে বিচরণ করে, ফালকৃষ্টস্থল, জল, চিতিভূমি, অর্থাৎ যে সকল বৃক্ষমূল দেবতার স্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ, পর্ব্বত, জীর্ণ দেবায়তন, বল্মীক, সসত্ত্বগর্ত্ত, যে গর্ত্তমধ্যে পিপীলিকাদি জীব থাকে, নদীতীর ও পর্ব্বতমস্তক এই সকল স্থানে এবং বায়ু, অগ্নি, বিপ্র, আদিত্য, জল এবং গাভী এই সকল অবলোকন করিয়া তদভিমুখে মলমূত্র ত্যাগকরা বিশেষ নিষিদ্ধ। চলিতে চলিতে এবং দণ্ডায়মান হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে নাই। সোপানৎক হইয়া অর্থাৎ জুতা বা খড়ম পায় দিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। জলপাত্র স্পর্শ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে নাই, মলমূত্র ত্যাগ করিতে যাইয়া একদেশে জলপূর্ণ পাত্র রাখিবে, মলমূত্র ত্যাগ শেষ হইলে পরে উহা গ্রহণ করিয়া শৌচাদি কার্য্য করিবে। মূত্রাদি ত্যাগ করিতে করিতে যদি ঐ পাত্র স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে ঐ পাত্র মদিরাপাত্রতুল্য এবং জল মদিরাসদৃশ হইয়া থাকে। পরে ঐ জলে যদি আচমনাদি করা হয়, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ করা আবশ্যক। সশব্দে মূত্রত্যাগ করিলে নিঃস্ব হয়, অতএব শব্দ করিয়া মূত্রত্যাগ করা বিধেয় নহে। *

মূত্র অপবিত্র, কিন্তু গোমূত্র অপবিত্র নহে। বৈদ্যক শাস্ত্রে মূত্রের গুণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—গো, মহিষ, অজ, মেষ, হস্তী, অশ্ব, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র ইহাদিগের মূত্র তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, তিক্ত, পশ্চাৎ লবণরস, লঘু, শোধনকর, কফ, বাত, কৃমি, মেদ, বিষ, গুল্ম, অর্শ ও উদররোগ, কুষ্ঠ, শোফ, অরুচি ও পাণ্ডুরোগে শান্তিকর, হৃদ্য ও অগ্নিবর্দ্ধক।

গোমূত্র—কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অথচ ক্ষারযুক্ত বলিয়া বায়ুর প্রকোপকারী নহে। লঘু, অগ্নির দীপ্তিকর, পবিত্র, পিত্তবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ প্রভৃতি রোগে এবং বিরেচন, আস্থাপন প্রভৃতি মূত্রসাধ্য কার্য্যে এই গোমূত্রই ব্যবহার্য্য ও প্রশস্ত।

মাহিষমূত্র—অর্শ, উদর, শূল, কুষ্ঠ, মেহ, আনাহ, শোফ, গুল্ম ও পাণ্ডুরোগে হিতকর।

ছাগমূত্র—কাস ও শ্বাসহারী, শোষ, কামলা ও পাণ্ডুরোগনাশক, কটু, তিক্ত ও ঈষদ্ বায়ুর প্রকোপকারক।

মেষমূত্র—কাস, প্লীহা, উদর, শ্বাস ও শোষরোগে উপকারী, মলসংগ্রাহক, লবণ, তিক্ত ও কটুরস, উষ্ণ এবং বাতনাশক।

অশ্বমূত্র—অগ্নিবৃদ্ধিকর, কটু, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ, বাত ও পিত্তবিকারনাশক, কফঘ্ন, কৃমি ও দদ্রুরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

হস্তিমূত্র—তিক্ত ও লবণরস, ভেদক, বাতঘ্ন, পিত্ত-

---

* "দিবা সন্ধ্যাসু কর্ণস্থ ব্রহ্মসূত্র উদঙ্মুখঃ।
দক্ষিণাভিমুখো রাত্রৌ সন্ধ্যয়োশ্চ যথা দিবা॥
কৃত্বা যজ্ঞোপবীতন্তু পৃষ্ঠতঃ কণ্ঠলম্বিতম্।
বিণ্মূত্রে চ গৃহী কুর্য্যাদ্ যদ্বা কর্ণে সমাহিতঃ॥
যদ্যেকবস্ত্রো যজ্ঞোপবীতং কর্ণে কৃত্বা অবগুণ্ঠিত ইতি।
কর্ণে দক্ষিণকর্ণে। শাংখ্যায়নঃ।
ছায়ায়ামন্ধকারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিজঃ।
যথা সুখমুখঃ কুর্য্যাৎ প্রাণাবাধভয়েষু চ॥
ন মূত্রং পথি কুর্ব্বীত ন ভস্মনি ন গোব্রজে।
ন ফালকৃষ্টে ন জলে ন চিত্যাং ন চ পর্ব্বতে॥
ন জীর্ণদেবায়তনে ন বল্মীকে কদাচন।
ন সসত্ত্বেষু গর্ত্তেষু ন গচ্ছন্নাপি সংস্থিতঃ॥
ন নদীতীরমাসাদ্য ন চ পর্ব্বতমস্তকে।
বায়ুগ্নিবিপ্রানাদিত্যমপঃ পশ্যংস্তথৈব গাঃ।
ন কদাচন কুর্ব্বীত বিণ্মূত্রস্য বিসর্জ্জনম্॥
'নচ সোপানৎকো মূত্রপুরীষে কুর্য্যাৎ' (ইত্যাপস্তম্বঃ)
"করগৃহীতপাত্রেণ কৃত্বা মূত্রপুরীষকে।
মূত্রতুল্যন্তু পানীয়ং পীত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥
বারিপাত্রং করে কৃত্বা মূত্রং ত্যজতি যো নরঃ।
সুরাপাত্রসমং পাত্রং তজ্জলং মদিরাসমম্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)
"নিঃস্বাঃ সশব্দমূত্রাঃ স্যুর্নৃপা নিঃশব্দধারয়া।
রোগাঢ্যাঃ সমজঠরা নিঃস্বাঃ স্যুর্বটসন্নিভাঃ॥" (গরুড়পু॰ ৬৩ অ॰)

প্রকোপক এবং তীক্ষ্ণ। এই মূত্র ক্ষারক্রিয়া ও কিলাস (ছুলি) রোগে ব্যবহার্য্য।

গর্দ্দভমূত্র—তীক্ষ্ণ, অগ্নিকর, কৃমি, বাত ও কফের শান্তিকর, গরল, চিত্তবিকার এবং গ্রহণীরোগে বিশেষ উপকারক।

করভমূত্র—শোফ, কুষ্ঠ, উদররোগ, উন্মাদ, বায়ুরোগ, অর্শ ও কৃমিরোগনাশক।

মানুষমূত্র—পূর্ব্বোক্ত সকল গুণবিশিষ্ট এবং বিষনাশক।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা॰ মূত্রবর্গ)

অত্রিসংহিতায় লিখিত আছে, বৈদ্যক শাস্ত্রে যে স্থলে মূত্রপানের ব্যবস্থা আছে, অজা এবং গবীমূত্রই প্রশস্ত এবং তৈলপাকস্থলে মেষ, মহিষ ও অশ্বমূত্রই ব্যবহার্য্য।

"অজাগবীগতং মূত্রং পানে শস্তং ভিষগ্বর।

আবিকং মাহিষঞ্চাশ্বং তৈলপাকে বিধীয়তে॥" (৯অ॰)

মূত্রপরীক্ষাস্থলে লিখিত আছে, বায়ু বৃদ্ধি হইলে মূত্র পাণ্ডুর বর্ণ, পিত্ত বৃদ্ধি হইলে রক্ত ও নীলবর্ণ, কফ বৃদ্ধি হইলে ধবল ও ফেনিল এবং রক্তহেতু প্রস্রাব হইয়া থাকে।

মূত্রপরীক্ষা।

"বাতেন পাণ্ডুরং মূত্রং রক্তং নীলঞ্চ পিত্ততঃ।

রক্তমেব ভবেদ্রক্তাৎ ধবলং ফেনিলং কফাৎ॥" (ভাবপ্র॰)

বাতাদি কুপিত হইয়া মূত্রের দোষ জন্মায়, ইহার লক্ষণাদির বিষয় বৈদ্যকে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রোগসমূহের বা বাতাদি দোষের নিরূপণ বিষয়ে মূত্রপরীক্ষাও বিশেষ উপযোগী। নির্দ্দিষ্ট লক্ষণানুসারে মূত্রের বর্ণ বা অন্যান্য বিষয়ের বিকৃতিবিশেষ দ্বারা দোষভেদ নিশ্চয় করাকে মূত্রপরীক্ষা কহে। রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, মূত্র ত্যাগ করিবার সময় প্রথম মূত্রধারা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্যের মূত্রধারা একটী কাচপাত্রে ধরিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ মূত্রই পরীক্ষার উপযুক্ত। মূত্রপরীক্ষাকালে বারংবার তাহা আলোড়িত করিয়া তাহাতে বিন্দু বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করা আবশ্যক।

প্রকৃতিভেদে মূত্রের বর্ণ—বাতপ্রকৃতি ব্যক্তির স্বাভাবিক মূত্র শ্বেতবর্ণ, পিত্তপ্রকৃতি ও পিত্ত-শ্লেষ্ম-প্রকৃতির মূত্র তৈলের ন্যায়, কফপ্রকৃতির মূত্র আবিল অর্থাৎ ঘোলা, বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতির মূত্র ঘন ও শ্বেতবর্ণ, এবং রক্তবাতপ্রকৃতির মূত্র কুসুম ফুলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। রোগবিশেষের অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে কেবল এইরূপ মূত্রপরীক্ষা দ্বারা কোনরূপ পীড়ার আশঙ্কা করা উচিত নহে।

দূষিত মূত্রের লক্ষণ—বাতদুষ্ট মূত্র স্নিগ্ধ, পাণ্ডুবর্ণ, কিংবা শ্যামবর্ণ, অর্থাৎ কৃষ্ণপীতবর্ণ অথবা অরুণবর্ণ হয়। এই মূত্রে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে সেই তৈলমিশ্রিত মূত্র হইতে বিন্দু বিন্দু মূত্রবিম্ব উপরে উঠিতেঃথাকে। পিত্তদুষ্ট মূত্র রক্তবর্ণ, তাহাতে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতেও বুদ্বুদ উৎপন্ন হয়। শ্লেষ্মদুষ্ট মূত্র ফেনযুক্ত ও আবিল এবং আমপিত্তদূষিত মূত্র শ্বেতসর্ষপতৈল সদৃশ হইয়া থাকে। বাত পিত্ত দ্বারা দূষিত মূত্রে তৈল নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে শ্যামবর্ণ বুদ্বুদ উৎপন্ন হয়। বায়ু ও শ্লেষ্মা এই উভয় দোষ দ্বারা দূষিত মূত্রে তৈল নিক্ষেপ করিলে এ মূত্র তৈলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কাঁজির ন্যায় লক্ষিত হয়। শ্লেষ্মা ও পিত্ত এই উভয় দোষ দ্বারা দূষিত মূত্র পাণ্ডুবর্ণ হয়।

সান্নিপাতিক দোষ অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই দোষ দ্বারা মূত্র দূষিত হইলে তাহা রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। পিত্তপ্রধান সন্নিপাতরোগীর মূত্র ধরিয়া রাখিলে তাহার ঊর্দ্ধভাগ পীতবর্ণ এবং অধোভাগ রক্তবর্ণ বোধ হয়। এইরূপ বাতপ্রধান সন্নিপাতে মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও কফাধিক সন্নিপাতে মধ্যভাগ শুক্লবর্ণ বোধ হইয়া থাকে।

প্রায় সমুদয় রোগেই এইরূপ লক্ষণ বিবেচনা করিয়া রোগের দোষভেদ অনুমান করা আবশ্যক। কএকটী মাত্র রোগে মূত্রলক্ষণের কিঞ্চিৎ বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—জ্বরাদি রোগে রসের আধিক্য থাকিলে মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায়, জীর্ণজ্বরে মূত্র ছাগমূত্রের ন্যায় ও জলোদররোগে মূত্রে ঘৃতকণার ন্যায় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্রাতিসাররোগে মূত্র অধিক পরিমিত হয়, এবং তাহা ধরিয়া রাখিলে তাহার নিম্নভাগ রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। আহার জীর্ণ হইলে মূত্র স্নিগ্ধ এবং তৈলের ন্যায় আভাযুক্ত হয়, সুতরাং অজীর্ণরোগে মূত্র ইহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। ক্ষয়রোগে মূত্র কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং এই রোগে মূত্র শ্বেতবর্ণ হইলে, ঐ ব্যাধি অসাধ্য স্থির করিতে হইবে। প্রমেহরোগে মূত্রের নানাপ্রকার ভিন্নতা হইয়া থাকে।

[মূত্রবিজ্ঞান শব্দে মূত্রপরীক্ষার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মূত্রদোষের লক্ষণ।

বায়ু, পিত্ত, কফ, সন্নিপাত, অভিঘাত, অশ্মরী এবং শর্করা প্রভৃতি কারণে মূত্রদোষ জন্মে। কোষ, মূত্রনালী এবং বস্তি পীড়িত করিয়া কষ্টসহকারে অল্পে অল্পে মূত্রনিঃসরণ হইলে বায়ুজ মূত্রদোষ; হরিদ্রা বা রক্তবর্ণ মূত্রকোষ, মূত্রনালী এবং বস্তিদেশে জ্বালা দিয়া নিঃসরণ হইলে পিত্তজ মূত্রদোষ; কোষ, মূত্রনালী এবং বস্তিদেশেও ভার, রোমহর্ষণ এবং স্নিগ্ধ, শুক্ল ও অল্পক মূত্র নিঃসৃত হইলে শ্লেষ্মজ

মূত্রদোষ বলা যায়। মূত্রবাহী স্রোতঃপথ ক্ষত বা অভিহত হইলে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত মূত্রদোষ জন্মে এবং তাহাতে বাত ও বস্তিরোগের ন্যায় সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। পুরীষের বেগ বিহত হইলে বায়ুবিগুণ এবং তজ্জন্য উদরাধ্মান ও শূলসহকারে মূত্ররোধ হয়। অশ্মরী জন্য এক প্রকার মূত্রদোষ হয়। শর্করা এবং অশ্মরীর উৎপত্তির কারণ একই প্রকার। তবে ভেদ এই যে, শর্করা পিত্ত-কর্ত্তৃক পাক হইয়া বায়ুদ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে খণ্ডিত হয় এবং শ্লেষ্মা কর্ত্তৃক তাহার অবয়ব নির্ম্মিত হয়। শর্করা জন্য মূত্রদোষে হৃৎপীড়া, কম্প, কুক্ষিদেশে শূল এবং অগ্নিমান্দ্য এই সকল উপদ্রব হয়। ইহাতে মূর্চ্ছা ও মূত্রাঘাত জন্মে। মূত্রনালীর মুখস্থিত ক্ষুদ্র শর্করাখণ্ড সকল নির্গত হইবার পর অন্য খণ্ড মূত্রনালীর মুখে না আসা পর্য্যন্ত বেদনা সাম্য থাকে।

মূত্রদোষ চিকিৎসা।

অশ্মরী জন্য মূত্রদোষ দোষানুসারে চিকিৎসা এবং স্নেহাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য। গোক্ষুরী, পাথর কুঁচি, গুগ্গুলু, হবুষা, কণ্টকারী, বেড়েলা, শতমূলা, রাস্না, বরুণ, গিরিকর্ণিকা এবং বিদারি গন্ধাদিগণ সহযোগে ত্রৈবৃত ঘৃত বা তৈলপাক করিয়া পান বা অনুবাসন অথবা উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা বাতজ মূত্রদোষেরও শান্তি হয়। গোক্ষুরীর রসে গুড়, ক্ষীর, এবং শুণ্ঠীযোগে তৈল পাক করিয়াও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পিত্তজ মূত্রদোষে পঞ্চতৃণ, উৎপলাদি, কাকোল্যাদি এবং ন্যগ্রোধাদিগণ সহযোগে ঘৃত পাক করিয়া উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। এই সকল দ্রব্য, ইক্ষুরস, দুগ্ধ ও দ্রাক্ষারস সহযোগে স্নেহ পাক করিয়া ত্রিবিধ কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়। রাস্না, গুগ্গুলু, মুস্তাদিগণ এবং বরুণাদিগণ, এই সকল সহযোগে পাক করা তৈল এবং যবাগূ কফজ মূত্রদোষে হিতকর।

কাকডুমুর, শ্বেতপুনর্নবা, কুশ ও অশ্মভেদ এই সকলের চূর্ণ জলের সহিত অথবা সুরা, ইক্ষুরস ও কুশের জল পান করিলে মূত্রদোষ প্রশমিত হয়। অভিঘাত জন্য মূত্রদোষ হইলে সদ্যোব্রণের চিকিৎসা বিধেয়। এই রোগে বায়ুশান্তিকর ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। স্বেদ, অবগাহ, অভঙ্গ, বস্তি ও চূর্ণক্রিয়া প্রয়োগ দ্বারাও ইহা প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত উ০ ৬০ অ০)

[মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত দেখ।]

মূত্রকর (ত্রি) মূত্রজনক।

মূত্রকৃচ্ছ্র (ক্লী) মূত্রে কৃচ্ছ্রং, মূত্রজন্যকৃচ্ছ্রমিতি বা। রোগবিশেষ, প্রস্রাব করিতে অতি কষ্ট হয়, বলিয়া এই রোগের নাম মূত্রকৃচ্ছ্র। মূত্ররোধরোগ, পর্য্যায় অশ্মরীকৃচ্ছ্র।

"ব্যায়ামতীক্ষ্ণৌষধরুক্ষমদ্যপ্রসঙ্গনৃত্যদ্রুতপৃষ্ঠযানাৎ।
আনূপমৎস্যাধ্যশনাদজীর্ণাৎ স্যুর্মূত্রকৃচ্ছ্রাণি নৃণাং তথাষ্টৌ॥"

ব্যায়াম, তীব্র ঔষধ, সর্ব্বদা রুক্ষ মদ্যসেবন, নৃত্য, দ্রুতগামী অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ, জলপ্লাবিত দেশোদ্ভব মৎস্যভক্ষণ, অধ্যশন এবং অজীর্ণ এই সকল কারণে বাত, পিত্ত, কফ, সন্নিপাত, শল্য, পুরীষ, শুক্র এবং অশ্মরীজ এই ৮ প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ জন্মে।

যখন স্বীয় কারণে বাতাদি দোষ প্রত্যেক কুপিত হইয়া কিংবা দোষত্রয় এক কালে কুপিত হইয়া বস্তিদেশকে আশ্রয় করিয়া মূত্রদ্বারকে পীড়ন করে, তখন অতিকষ্টে মূত্রত্যাগ হয়, এইজন্য এই রোগকে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বলা যায়।

বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্র—এই রোগে বঙ্ক্ষণ, বস্তি ও শিশ্নে অত্যন্ত বেদনা এবং মুহুর্মুহু অল্প অল্প মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র—এই রোগে দাহ ও বেদনার সহিত পীত বা রক্তবর্ণ মূত্র কষ্টে নিঃসৃত হয়।

শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্র—এই রোগে বস্তি ও শিশ্ন গুরু এবং শোথযুক্ত, মূত্র পিচ্ছিল হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্র—এই রোগে বাতাদি দোষের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য।

শল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র—কণ্টকাদি শল্য দ্বারা মূত্রবাহি-স্রোত ক্ষত বা আহত হইলে অত্যন্ত কষ্টকর রোগ হয়, ইহাতে বাতজের ন্যায় অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র—পুরীষ নিরোধ হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হইলে আধ্মান, বাতবেদনা এবং মূত্ররোধ হইয়া থাকে।

শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র—শুক্রদোষ জন্য এই রোগ হইলে শুক্রদোষ কর্ত্তৃক দূষিত ও মূত্রমার্গে ধাবিত হয় এবং কষ্টের সহিত শুক্রমিশ্রিত মূত্র নির্গত হইতে থাকে। তখন রোগী বস্তি ও শিশ্নবেদনায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া থাকে।

অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্র—অশ্মরী হইলে অতিকষ্টে মূত্র নির্গত হয়। ইহা অশ্মরীহেতুক বলিয়া ইহাকে অশ্মরীজ কহে।

সুশ্রুতের মতে শর্করা জন্য মূত্রকৃচ্ছ্র ৯ প্রকার। অশ্মরী ও শর্করার তুল্যতা আছে বলিয়া নবম সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হয় নাই। অশ্মরী এবং শর্করা এই উভয়ের কারণ ও লক্ষণ প্রায় একই প্রকার, যখন অশ্মরী পিত্ত কর্ত্তৃক পাচিত, বায়ু কর্ত্তৃক শোষিত এবং কফসংশ্রবরহিত অথচ চিনির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া মূত্রমার্গ দ্বারা নিঃসৃত হয়, তখন উহাকে শর্করা কহে। ইহাতে হৃদয় ও কুক্ষিদেশে বেদনা, কম্প, অগ্নিমান্দ্য, মূর্চ্ছা, এবং অতিকষ্টে মূত্র নিঃসরণ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে, অভ্যঙ্গ, স্নেহ ও নিরূহবস্তিপ্রয়োগ এবং স্বেদ, প্রলেপ, উত্তরবস্তি, পরিষেক ও শালপানি আদি পঞ্চমূলের কাথ প্রয়োগ করিতে হইবে। গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর, ইহাদিগের কাথ পান করিলেও বেদনাযুক্ত বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ আশু প্রশমিত হয়।

তিলতৈল, বরাহ ও ভল্লুকের বসা এবং গব্য ঘৃত মিলিত ⁄৪ সের, কল্কার্থ রক্তপুনর্নবা, ভেরেণ্ডার মূল, শতমূলী, রক্তচন্দন, শ্বেতপুনর্ণবা, বেড়েলা, পাষাণভেদী ও সৈন্ধব এই সকল মিলিত এক সের। কাথার্থ দশমূল, কুলত্থকলায় ও যব একত্র সাড়ে বার সের, জল ১।৪ সের, শেষ।৬ সের, পরে যথানিয়মে ইহা পাক করিয়া মাত্রানুসারে সেবন করিলে শূলসংযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে শীতল পরিষেক, শীতল জলে অবগাহন, শীতল প্রলেপ, গ্রীষ্মচর্য্যার নিয়ম, বস্তিক্রিয়া এবং দধি প্রভৃতি দুগ্ধবিকার সেবন করিবে। দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুরস ও ঘৃত, এই সকল পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রয়োগ করিবে। কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষু এই সকলের মূল দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত এবং মূত্রাশয় শোধিত হইয়া থাকে। শতমূলী, কাশ, কুশ, কণ্টকারী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শালিধান্যের মূল ও ইক্ষুমূল, ইহাদের কাথ শীতল হইলে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র আশু প্রশমিত হয়।

কাকুড়বীজ, যষ্টিমধু, ও দারুহরিদ্রা এই সকলের চূর্ণ যথা মাত্রায় তণ্ডুলধৌত জলের সহিত পান করিলে অথবা আমলকীর রসের সহিত দারুহরিদ্রাচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ নষ্ট হয়। হরীতকী, গোক্ষুর, শোনালু, পাষাণভেদী এবং দুরালভা ইহার কাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, দাহ, বেদনা ও বিবন্ধসংযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র দূর হয়।

ঘৃত চারিসের, কল্কার্থ শতমূলী, কাশ, কুশ, গোক্ষুর, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুমূল ও আমলকী এই সকল মিলিত এক সের, জল ১৬ সের। এই ঘৃতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কিংবা উক্ত কল্কের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজন্য মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃতও এই রোগে হিতকর।

শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে ক্ষারপ্রয়োগ, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ ঔষধ, অন্ন ও পানীয়, স্বেদ, যবকৃত অন্ন, বমন, নিরূহবস্তি, এবং তক্র প্রভৃতি হিতকর। ছোট এলাচি চূর্ণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, ঐ বটিকা মূত্র, সুরা বা কদলীবৃক্ষের স্বরসের সহিত পান করিলেও শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। তিন্দুকবীজ তক্রের সহিত অথবা প্রবালচূর্ণ তণ্ডুলধৌত জলের সহিত পান করিলে কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র শান্ত হয়। ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, গুগ্‌গুলু ও মধু এই সকল দ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিয়া গোক্ষুরের কাথের সহিত ভক্ষণ করিলেও এই রোগ আশু প্রশমিত হয়।

সমভাবে কুপিত ত্রৈদোষিক মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে উক্ত বাতজাদি দোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রোক্ত ক্রিয়া মিলিত ভাবে করিতে হইবে। কিন্তু প্রথমে বায়ুর প্রশমন করিয়া, তৎপরে কফপিত্তের প্রশমন করা বিধেয়। যদি ত্রিদোষের মধ্যে কফের প্রকোপ অধিক হয়, তবে প্রথমে বমন, পিত্তের প্রকোপ অধিক হইলে প্রথমে বিরেচন এবং বায়ুর প্রকোপ অধিক হইলে অগ্রে বস্তিক্রিয়া করিতে হইবে। বৃহতী, কণ্টকারী, আকনাদি, যষ্টিমধু এবং ইন্দ্রযব ইহার কাথ পান করিলে আমদোষের পাক হয় ও ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হইয়া থাকে। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া ইচ্ছানুরূপ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র আশু প্রশমিত হয়।

অভিঘাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মদ্য বা চিনিসংযুক্ত ঘৃত বা অর্দ্ধাংশ চিনিসংযোগে দুগ্ধ পান করিলে অভিঘাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র নিবৃত্তি হয়। আমলকীর রসে অথবা ইক্ষুরসে মধু মিলিত করিয়া পান করিলে সরক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্রে মধুসংযুক্ত শিলাজতু লেহন করিবে। এলাচি, হিঙ্গু ও ঘৃত মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিলে মূত্রদোষ শোধিত হয়।

পুরীষজন্য মূত্রকৃচ্ছ্রে স্বেদপ্রয়োগ, ফলবর্ত্তি বা বিরেচক দ্রব্য চূর্ণ করিয়া নলিকা দ্বারা গুহ্যে ফুৎকার দিবে। অভ্যঙ্গ এবং বস্তিক্রিয়াও এই রোগে উপকারী। গোক্ষুরের রস যবক্ষার মিলিত করিয়া পান করিলে সত্বরই পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্র দূর হয়।

সপ্তচ্ছদ, সোঁদাল, কেতকীমূল, এলাচ, নিম্ব, করঞ্জ, কুড়চি ও গুলঞ্চ এই সকল সিদ্ধ জল দ্বারা যবাগু পাক করিয়া এই সকল দ্রব্যের কাথ মধুসংযোগে পান করিবে। অথবা কাঁকুড়বীজ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া কাঁজি ও সৈন্ধবলবণসহ ২ তোলা পরিমাণে পান করিবে। গোক্ষুর, সোঁদাল, উলুখড়, কাশ, দুরালভা, পাষাণভেদী ও হরীতকী, ইহাদের কাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলেও দুঃসাধ্য মূত্রকৃচ্ছ্র আশু নিবারিত হয়। কণ্টকারীর স্বরস অর্দ্ধসের, মধু

প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ত্রিদোষ নষ্ট হয়। তিল, ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত কাঁকুড়বীজচূর্ণ পান করিলে এবং সুপেষিত ত্রিফলার কল্ক কিঞ্চিৎ লবণসংযুক্ত করিয়া জলের সহিত পান করিলেও মূত্রকৃচ্ছ্রে উপকার দর্শে। যব, ভেরেণ্ডা, তৃণ-পঞ্চমূলী, পাষাণভেদী, শতাবরী, গুগ্‌গুলু, ও হরীতকী, ইহাদের ক্কাথে গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করিলেও মূত্রকৃচ্ছ্র থাকে না। ইক্ষুগুড় ও আমলকীচূর্ণ, এবং যবক্ষার ও ইক্ষু-চিনি সমভাগে ভক্ষণ করিলে এই রোগে বিশেষ উপকার হয়। ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, অজশৃঙ্গী, গুলঞ্চ ও হরিদ্রা একত্র সেবন করিলেও বায়ুজ ও পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়।

এলাচ, পাষাণভেদী, শিলাজতু, পিপ্পলী, কাঁকুড়বীজ, সৈন্ধব এবং কুঙ্কুম এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া চাউলধোয়া জলের সহিত পান করিলে অসাধ্য মূত্রকৃচ্ছ্ররোগেও ফল পাওয়া যায়। জারিত লৌহ মধুর সহিত সেবন করিলে তিন দিনের মধ্যে মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

পুনর্নবামূল ।২॥০ সের, দশমূল, শতমূলী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল, গোক্ষুর, শালপাণী, গোরক্ষতণ্ডুলা, গুলঞ্চ ও শ্বেত বেড়েলা এই সকল প্রত্যেকে ⁄১০ সের, জল ১৷৷৪ সের, শেষ ।৮ সের। ঘৃত ⁄৮ সের, যষ্টিমধু, শুণ্ঠী, দ্রাক্ষা ও পিপ্পলী এই সকল প্রত্যেকে ⁄।০ পোয়া, যমানী ⁄॥০ সের, পুরাতন গুড় ⁄৩৸০ সের, এরণ্ড তৈল ⁄৪ সের। এই সমস্ত একত্র আলোড়িত করিয়া উহা পাক করিতে হইবে। আহারের পূর্ব্বে এই ঔষধ সেবন বিধেয়। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র আশু প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ এই ঔষধ রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তির পক্ষে সুখসেব্য ও রসায়ন। (ভাবপ্রকাশ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগাধিকার)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারে তৃণপঞ্চমূল, পঞ্চতৃণক্ষীর, ত্রিকণ্টকাদ্য, ধাত্র্যাদি, বৃহদ্ধাত্র্যাদ, অমৃতাদি, শতাবর্য্যাদি, হরীতক্যাদি, তারকেশ্বর, মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক, ত্রিকণ্টকাদ্যঘৃত এবং মূত্রকৃচ্ছ্রহর এই সকল ঔষধের ব্যবস্থা আছে। এই সকল ঔষধসেবনেও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ প্রশমিত হয়। চিকিৎসক রোগের অবস্থা বুঝিয়া এই সকল ঔষধ হইতে উপযুক্ত ঔষধ স্থির করিবেন।

চরক, চক্রদত্ত, হারীত প্রভৃতি গ্রন্থে মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারে এই রোগের নিদান ও ঔষধাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে ঐ সকল লিখিত হইল না।

বালকদিগের মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে বহুকষ্টে প্রস্রাব হয়, কখন কখন একেবারে প্রস্রাব রোধ হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ৪।৫ রতি সোরা জলে মিশাইয়া পান করাইবে। প্রয়োজনমত দিনে দুই তিন বার দেওয়া যাইতে পারে অথবা কলসীর তলার মাটী ও সোরা সমভাগে মাড়িয়া বস্তি দেশের উপরে দিবে। কর্পূরের গুঁড়া মূত্রদ্বারে লাগাইলেও উপকার হয়।

এলোপাথী মতে তলপেটে উষ্ণ জলের স্বেদ, নাইট্রিক ইথর অথবা স্পিরিট অফ জুনিপার বয়স অনুসারে ৩ হইতে ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত জলে মিশাইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর পান করাইলে আশু ফল পাওয়া যায়।

মূত্রকোশ (পুং) মূত্রাশয়, যে স্থলে মূত্র থাকে।

মূত্রক্ষয় (পুং) মূত্রস্য ক্ষয়ঃ। মূত্রাঘাতরোগভেদ।

[মূত্রাঘাতরোগ দেখ]

মূত্রগ্রন্থি (পুং) মূত্রাঘাতরোগভেদ।

মূত্রগ্রহ (পুং) অশ্বের মূত্রসঙ্গরোগ। ইহার লক্ষণ,—

"স্তোকং স্তোকং সফেনঞ্চ কৃচ্ছ্রান্মূত্রং করোতি যঃ।
তস্য বাতসমুত্থন্তু বিদ্যান্মূত্রগ্রহং বুধঃ॥
দাহোচ্ছ্বাসযুতঃ পিত্তান্মূত্ররোগঃ প্রজায়তে।
বাজিনঃ পীতমূত্রস্য অথবা রক্তমূত্রিণঃ।
কফজে মূত্ররোগে তু সান্দ্রমূত্রং সপিচ্ছিলম্॥" (জয়দত্ত৪৭ অ০)

এই রোগে অশ্বাদিগের অতিকষ্টে ফেনিল অল্প অল্প মূত্র নির্গত হয়, ইহা বায়ুজন্য হইয়া থাকে, পিত্তজন্য হইলে দাহ ও উচ্ছ্বাস এবং মূত্র পীত বা রক্তবর্ণ হয়। শ্লেষ্মজ হইলে পিচ্ছিল এবং ঘন প্রস্রাব হইয়া থাকে।

মূত্রজঠর (পুং) মূত্রাঘাত রোগবিশেষ।

মূত্রদশক (ক্লী) মূত্রাণাং দশকম্। দশবিধ মূত্র, দশ প্রকার জীবের মূত্র যথা,—হস্তী, মেষ, উষ্ট্র, গো, অজ, মহিষ, ঘোটক, গর্দ্দভ, মানুষ ও মানুষী এই দশবিধ জীবের মূত্র।

মূত্রদোষ (পুং) মূত্রস্য দোষো যস্মাৎ। ১ প্রমেহরোগ। (রাজনি০) ২ মূত্রাঘাতরোগ। ৩ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ।

মূত্রনিরোধ (পুং) মূত্রস্য নিরোধঃ যত্র মূত্রং নিরুণদ্ধীতি রুধ-অণ্। মূত্রপ্রতিবন্ধক রোগবিশেষ, এই রোগে মূত্ররোধ হয়।

"পিষ্টং বৈ মালতীমূলং গ্রীষ্মকালে সমাহৃতম্।
সাধিতং ছাগদুগ্ধেন পীতং শর্করয়ান্বিতম্।
হরেন্মূত্রনিরোধঞ্চ হরেদ্বৈ পাণ্ডু শর্করাম্॥"(গরুড়পু০১৯১অ০)

গ্রীষ্মকালে মালতীমূল আহরণ করিয়া ঐ শিকড় উত্তমরূপে পেষণপূর্ব্বক ছাগদুগ্ধে পাক করিয়া চিনির সহিত পান করিলে মূত্রনিরোধ, পাণ্ডু ও শর্করা বিনষ্ট হয়।

মূত্রপঞ্চক (ক্লী) মূত্রাণাং পঞ্চকম্। পঞ্চবিধ মূত্র।

"গবামজানাং মেষীনাং মহিষাণাঞ্চ স্ত্রিয়াস্তথা।
মূত্রেণ গর্দ্দভীনাঞ্চ তন্মতং মূত্রপঞ্চকম্॥" (রাজনি০)

গবী, অজা, মেষী, মহিষী এবং গর্দ্দভী ইহাদিগের মূত্রকে মূত্রপঞ্চক কহে।

মূত্রপতন (পুং) মূত্রস্য পতনমস্মাৎ, পুরীষ-নিরোধকরণাদস্য সততমূত্রপতনাৎ তথাত্বং। গন্ধমার্জ্জার, চলিত গন্ধগোকুল। (রাজনি॰) (ক্লী) মূত্রস্য পতনং। ২ মূত্রের পতন, চলিত মুৎপড়া।

মূত্রপুট (ক্লী) মূত্রস্য পুটং। নাভির অধোভাগ, মূত্রাশয়।
'নাভেরধো মূত্রপুটং বস্তি[illegible]শিরোহপিচ।' (হেম)

মূত্রপথ (পুং) মূত্রস্য পন্থা। যোনি। (বৈদ্যকনি॰)

মূত্রপ্রসেক (পুং) মূত্রনালী।

মূত্রফলা (স্ত্রী) মূত্রং মূত্রবর্দ্ধনং ফলং পরিণমনমস্যাঃ। ১ কর্কটী। ২ ত্রপুষী। (রাজনি॰)

মূত্রবীজক (পুং) অসনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি॰)

মূত্ররোধ (পুং) মূত্রস্য রোধঃ। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ। (রাজনি॰)

মূত্রল (ক্লী) মূত্রং লাতি, আদত্তে বর্দ্ধয়তীত্যর্থঃ লা-ক। ১ ত্রপুষ। (শব্দচ॰) (ত্রি) ২ মূত্রবর্দ্ধক।

মূত্রলা (স্ত্রী) মূত্রল-টাপ্। ১ কর্কটী। (ত্রিকা॰) ২ বালুকী।

মূত্রবহনাড়ী (স্ত্রী) মূত্রবহা নাড়ী। যে নাড়ী দ্বারা আমাশয় হইতে বস্তিদেশে মূত্র নীত হয়, তাহাকে মূত্রবহা নাড়ী কহে।

"পকাশয়গতাস্তত্র নাড্যো মূত্রবহাস্তু যাঃ।
তর্পয়ন্তি সদা মূত্রং সরিতঃ সাগরং যথা॥
সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে মুখান্যাসাং সহস্রশঃ।
নাড়ীভিরুপনীতস্য মূত্রস্যামাশয়ান্তরাৎ॥" (সুশ্রুতনি॰ ৩অ॰)

নদী যেরূপ সাগরাভিমুখে জল বহন করে, পকাশয়গত মূত্রবহা নাড়ী সকলও সেইরূপ বস্তি মধ্যে মূত্র বহন করিয়া থাকে, যে সকল নাড়ী আমাশয়ের মধ্য হইতে মূত্র বহন করে, অতিশয় সূক্ষ্মতাহেতু তাহাদিগের মুখ উপলব্ধি হয় না। জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থায় ঐ নাড়ীতে মূত্র নীত হইয়া মূত্রাশয় পরিপূর্ণ হয়।

মূত্রবিজ্ঞান, যে জ্ঞানবলে মূত্রের নানা ভেদ ও দোষাদোষ বিচার করা যায়, তাহাই মূত্রবিজ্ঞান। মহর্ষি জাতূকর্ণ "মূত্রবিজ্ঞান" নামে একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীতে য়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রই জগতে বহুল ব্যবহৃত ও আদৃত হইতেছে। য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ রোগনিদানের জন্য অনেক স্থলে মূত্রপরীক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহারা মূত্রের উপাদানভূত পদার্থ সকল পরীক্ষাপূর্ব্বক শারীরিক ধাতুর স্বচ্ছন্দতা অবধারণ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকগণও রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা মূত্রে কোন্ কোন্ পদার্থের কত অংশ বিদ্যমান আছে, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। এখনকার বৈদ্যগণ সেরূপ ভাবে মূত্রপরীক্ষা করিতে অক্ষম। এই হেতু সাধারণের বিশ্বাস, আয়ুর্ব্বেদের গ্রন্থকারগণ মূত্রপরীক্ষাপ্রণালী বিশেষরূপ অবগত ছিলেন না। তাঁহারা কেবল মূত্রের পরিমাণ, বর্ণ এবং গন্ধের সাহায্যে কিয়ৎ পরিমাণে শারীরিক যন্ত্রের প্রক্রিয়া নির্ণয় করিতেন মাত্র। চরকেও এতদ্ব্যতীত মূত্র পরীক্ষার কোন বিশেষ বিধি পরিলক্ষিত হয় না। তবে পূর্ব্বকালে সুবিজ্ঞ কবিরাজগণ পাত্রস্থিত মূত্রে একবিন্দু তৈল প্রক্ষেপ করিয়া তাহার গতিবিধি পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক রোগীর ভাবী শুভাশুভ বলিতে পারিতেন। [মূত্র দেখ।]

এক্ষণে সেরূপ বহুদর্শী ও বিজ্ঞ বৈদ্য অতি বিরল, সুতরাং মূত্রপরীক্ষা সাধারণতঃ এখন কেবল পাশ্চাত্য মতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্যমতে শিক্ষিত চিকিৎসকগণ মূত্র পরীক্ষা দ্বারা কোন বিশেষ কথা বলিতে পারেন না। কেবল অনুমান দ্বারা কোন কোন রোগের নিদান নির্ণয় করিতে পারেন। যেমন মূত্রে শর্করাধিক্য হইলে বহুমূত্রের উৎপত্তিনির্ণয়। কিন্তু পাশ্চাত্যজাতিদিগের মূত্রপরীক্ষা এই বিংশ শতাব্দীর উন্নতিসময়েও এত অগ্রসর হয় নাই যে, মূত্র-বিশ্লেষণ দ্বারা স্ত্রীপুরুষনির্ণয় অথবা পুত্রোৎপাদিকা শক্তি নির্ণয় করিতে পারে। কিন্তু মহর্ষি জাতূকর্ণের মূত্রবিজ্ঞানে মূত্রপরীক্ষার অধুনা-অজ্ঞাত নানাপ্রণালীর উল্লেখ লক্ষিত হয়।

এক্ষণে য়ুরোপীয় চিকিৎসা-প্রণালীতে যেমন অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া মূত্র পরীক্ষা হয়, পুরাকালেও সেইরূপ হইত। জাতূকর্ণ লিখিয়াছেন—

"মূত্রৈঃ পয়স্তুল্যমিতং বিমিশ্রং
মূলস্য চূর্ণং খলু পুষ্করস্য।
প্রক্ষিপ্য পক্বং মৃদুনাগ্নিনা তৎ
মেদঃ প্রদুষ্টং যদি লোহিতং স্যাৎ॥"

মূত্র ও দুগ্ধ সমপরিমাণে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পুষ্করমূল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। তৎপরে যদি তাহাতে লালবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মেদধাতু দূষিত হইয়াছে, মনে করিবে।

স্ত্রীলোকের গর্ভ হইয়াছে কিনা তাহা মূত্র পরীক্ষা করিয়া ঋষিগণ বলিতে পারিতেন। কিন্তু সমস্ত য়ুরোপখণ্ডে মূত্র পরীক্ষার এত অধিক উৎকর্ষ হয় নাই যে, কেবল মাত্র মূত্রপরীক্ষা দ্বারা গর্ভের উৎপত্তি নির্ণীত হইতে পারে। জাতূকর্ণ বলিয়াছেন—

"মূত্রে নার্য্যাঃ ক্ষিপেৎ শ্বেতশাল্মলীপুষ্পচূর্ণকম্।
তত্রৈব ঘৃতবদ্দ্রব্যং দৃশ্যতে চেৎ পরেঽহনি।
ততো গর্ভং বিজানীয়াৎ স্ত্রিয় ইত্থং বিশেষতঃ॥"

স্ত্রীলোকের মূত্রে শ্বেত-শাল্মলী-পুষ্প-চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়া দিবে। পরদিন ঐ মূত্রে ঘৃতবৎ পদার্থ ভাসিতে দেখা গেলে, সেই রমণী গর্ভবতী হইয়াছে, জানিবে।

মহর্ষি জতুকর্ণের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা বুঝা যায় যে, মূত্র পরীক্ষাপূর্ব্বক তাহা পুরুষ কি স্ত্রীর তাহা অনায়াসে নির্ণীত হইত।

মূত্রৈস্তুল্যমিতে তৈলে মিশ্রয়েৎ মূলজং রসম্।
করকস্য ততো বিম্বাৎ পীতাভং যদি তদ্ভবেৎ।
পুরুষস্যেতি তন্মূত্রং নীলাভং চেদ্ধ্রুবং স্ত্রিয়ঃ॥"

মূত্রের সহিত সমপরিমাণ তৈল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে করকমূলের রস প্রক্ষেপ করিবে। ঐ মূত্র যদি পীতবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা পুরুষের মূত্র এবং নীলবর্ণ দৃষ্ট হইলে তাহা নিশ্চিত নারীর মূত্র।

মূত্রপরীক্ষা দ্বারা স্ত্রীলোকের পুত্রোৎপাদিকা শক্তি ও বন্ধ্যাত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত।

"মূত্রে কদুষ্ণে নারীণাং নিক্ষিপ্যোজ্জ্বলহীরকম্।
দিনত্রয়াবসানে তদ্দৃশ্যতে বেদনির্ম্মলম্।
সন্তানোৎপাদিকা শক্তির্নষ্টা জ্ঞেয়া ততঃ স্ত্রিয়াঃ॥"

স্ত্রীলোকের মূত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহাতে একখণ্ড উজ্জ্বল হীরক নিক্ষেপ করিবে। তিন দিবস পরে যদি ঐ হীরক-খণ্ড মলিন দৃষ্ট হয়, তবে সেই রমণীর সন্তানোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়াছে, জানিবে।

মূত্রপরীক্ষা দ্বারা ঋষিগণ বলিতে পারিতেন, তাহা বালকের কি যুবার কিংবা বৃদ্ধের।

"মূত্রৈঃ সমকোষ্ট্রদুগ্ধে সেবচূর্ণং বিমিশ্রিতে।
প্রক্ষিপ্য যদি তত্রৈব ফেনরেখা ন দৃশ্যতে।
ততো বালস্য জানীয়াদধিকা চেদ্যবীয়সঃ।
অল্পা বৃদ্ধস্য তন্মূত্রং ভবেদিতি সুনিশ্চিতম্॥"

মূত্র ও উষ্ট্রদুগ্ধ সমভাবে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সেব চূর্ণ নিক্ষেপ করিলে যদি ফেনরেখা দৃষ্ট না হয়, তবে তাহা বালকের, অধিক ফেনরেখা দৃষ্ট হইলে তাহা যুবার এবং অল্প ফেনরেখা থাকিলে তাহা বৃদ্ধের মূত্র বলিয়া জানিবে।

এইরূপ মূত্রপরীক্ষা বিষয়ক বহু সংখ্যক শ্লোক জতুকর্ণের পুস্তকে দৃষ্ট হয়। সমস্ত শ্লোকের উদ্ধার অসম্ভব।

কবিবল্লভ রামদাসের জ্যোতিষসারার্ণব পুস্তকে সামুদ্রিক অধ্যায়ে মূত্রপরীক্ষাস্থলে এইরূপ লিখিত আছে যে,—

"ন মূত্রং ফেনিলং যস্য বিষ্ঠা চাপ্সু নিমজ্জতি॥"

অর্থাৎ মূত্রত্যাগ কালে যাহাদের ফেনরেখা দৃষ্ট না হয়, তাহারা অপুত্রক হইবে। এইরূপ মূত্রপরীক্ষা বিষয়ক শত শত শ্লোক আছে। তদ্দ্বারা বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মূত্রবিজ্ঞানের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিতে পারেন।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ মূত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে অতি সংক্ষেপে তাহার কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ হইল :—

জীবগণের লিঙ্গদ্বার দিয়া প্রবাহিত শারীরিক জলীয় মলই মূত্র। আমরা খাদ্যাদির সহিত যে জল পান করিয়া থাকি, তাহার ও খাদ্যদ্রব্যের জলীয়াংশ কতক পরিমাণে ঘর্ম্মরূপে এবং অবশিষ্টাংশ মূত্ররূপে পরিণত হইয়া শরীর মধ্য হইতে লিঙ্গপথে নিঃসৃত হইয়া থাকে। শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন সময় সময় মূত্রের বিকৃতি ঘটে। সুস্থশরীরীর মূত্র জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও তরল, সামান্য রোগে উহা গাঢ় হরিদ্রাযুক্ত লোহিত-বর্ণ এবং মেহাদি দোষদুষ্ট হইলে উহা অস্বচ্ছ ও অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয়। রোগবিশেষে রক্তপ্রস্রাবও হইয়া থাকে।

দ্রব্যরসের বিকৃতিপ্রাপ্ত জলীয়াংশ প্রথমে বৃক্ককে (Kidney) আসিয়া সঞ্চিত হয়, পরে তথা হইতে bladder বা মূত্রাশয়ে চালিত হইলে তলপেট টন্ টন্ করিতে থাকে এবং স্বভাবতঃই মূত্রত্যাগের বাসনা জন্মে। এই মূত্র শরীর-ত্যক্ত দূষিত জলীয় মল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মূত্রপরীক্ষা।

শরীরমধ্যগত অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় মূত্রযন্ত্রেরও প্রদাহ ও বিশেষ বিশেষ পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই সময় মূত্র বিবিধ বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয় ও তাহাতে শর্করাদি নানাপ্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বভাবতঃ মূত্রের সহস্রাংশে ৯৬৭ ভাগ জল, ১৪½ ইউরিয়া, ½ ইউরিক এসিড, ১০ মিউকস্ এবং ৮ ভাগ সলফেট্ ও ফস্ফেট অব্ সোডা; পটাস্, ম্যাগনেসিয়া ও ক্লোরাইড্ অব্-সোডিয়ম্ থাকে। বৃক্কের পীড়ায় ঐ সকল পদার্থের ন্যূনাধিক্য এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক বস্তুও দৃষ্টিগোচর হয়।

রাসায়নিক।

মূত্র পরীক্ষা করিতে হইলে উহার বর্ণ, স্বচ্ছাস্বচ্ছতা, গন্ধ ও নিম্নে কোন অধঃক্ষেপ আছে কি না, তাহাই প্রথমে লক্ষ্য করা আবশ্যক। তৎপরে উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং উহা অম্লাক্ত বা ক্ষারযুক্ত তাহা জ্ঞাত হওয়া উচিত। অম্ল-রসযুক্ত মূত্রে নীলবর্ণের লিটমস্ (blue litmus paper) কাগজ এবং ক্ষারযুক্ত মূত্রে (alkaline urine) লোহিত-

বর্ণের লিট্‌মস্ কাগজ নিমজ্জিত করিলে যথাক্রমে তাহা লাল ও নীলবর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়। ক্ষারযুক্ত মূত্রে টার্ম্মারিক্ পেপার ডুবাইলে পাটলবর্ণ ধারণ করে। এক্ষণে এই পরীক্ষা রহিত হইয়াছে। মূত্রক্ষারে যদি এমোনিয়ার আধিক্য থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত আর্দ্র ও পরিবর্ত্তিত কাগজখণ্ডগুলি শুষ্ক হইবার পর পুনরায় যথাক্রমে লাল ও হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর মূত্রের স্বাভাবিক পদার্থগুলির পরীক্ষা আবশ্যক। অধিক পরিমাণে ইউরেট্‌স্ থাকিলে মূত্র অস্বচ্ছ ও ঘোলা দেখায়, কিন্তু তাপসংলগ্ন করিলে উহা পরিষ্কৃত হয়। ক্লোরাইড্ পরীক্ষার জন্ত প্রথমে মূত্রকে নাইট্রিক এসিড্ (Nitric acid) দ্বারা সামান্ত অম্লাক্ত করিয়া লইবে; পরে তাহাতে নাইট্রেট্ অব্ সিলভার-লোশন মিশাইলে শুভ্র ক্লোরাইড্ অব্ সিলভার অধঃক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরিয়া পরীক্ষার জন্ত ওয়াটার বাথে মূত্র জ্বাল দিয়া ঘন করিবে এবং তাহাতে নাইট্রিক এসিড্ মিশ্রিত করিলে নাইট্রেট্ অব্ ইউরিয়া অধঃক্ষিপ্ত হইবে। অণুবীক্ষণযন্ত্রের দ্বারা উহা পরীক্ষা করিলে চতুষ্কোণাকৃতি বা ষট্‌কোণাকৃতি টালির ন্তায় বোধ হইয়া থাকে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কত পরিমাণে ইউরিয়া বহির্গত হইয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার একটা স্বতন্ত্র যন্ত্র নির্ম্মিত আছে। কষ্টিক সোডা ও ব্রোমিন্ সলিউশন্ (Hypobromite of sodium)মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিলে ক্রমশঃ তাহা হইতে নাইট্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। উহার পরিমাণ-নির্দ্দেশ দ্বারাও ইউ-রিয়ার অংশ নির্ণীত হইতে পারে।

মূত্রে কিয়ৎ পরিমাণে নাইট্রিক্ এসিড্ যোগ করিয়া জ্বাল দিয়া শুষ্ক করিবে। পরে ঐ অবশিষ্টাংশ (residue) শীতল হইলে, তাহার কিয়দংশ এমোনিয়া সংযোগ দ্বারা মিউরেক্সিড্ (Murexide) হইয়া উজ্জ্বল বেগুণী বর্ণে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহার দ্বারা কেবলমাত্র ইউরিক্ এসিডের পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

মূত্রে (uric acid) ইউরিক্ এসিড পরীক্ষা করিতে হইলে মূত্র জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া উহাতে (Hydrochlorid) এসিড যোগ করিবে। কিছুক্ষণ পরে uric acidএর crystals অধঃস্থ হইবে। উহা অণুবীক্ষণ সাহায্যে কিংবা উপরে লিখিত Murexide Test দ্বারা পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

সল্‌ফেট্‌স্ থাকিলে নাইট্রেট্ অব্ ব্যারেটা লোশন-যোগে সল্‌ফেট্ অব্ ব্যারেটা অধঃক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ফস্ফেট্‌স্, এবং এম্‌মোনিস-ম্যাগ্‌নেসিয়াম্ টেষ্ট দ্বারা এমোনিয়া ও ম্যাগনেসিয়াম্ পরীক্ষাকালে শুভ্রবর্ণের অধঃক্ষেপ দৃষ্ট হয়।

মূত্র মধ্যে অস্বাভাবিক পদার্থসমূহ মিশ্রিত হইলে পরীক্ষা দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। ঐ বস্তুসমূহের বিষয় নিম্নে সংক্ষেপভাবে আলোচিত হইল।

অণ্ডলালা (Albumen)—মূত্রে রক্ত, রক্তের সিরম্, কাইল, লিম্ফ, পূয বা শুক্র থাকিলে, উত্তাপ, নাইট্রিক্ এসিড্ সংমিশ্রণ ও পাইক্রিক্ এসিড্ পরীক্ষা দ্বারা এল্‌বুমেনের (অণ্ড-লালা) অস্তিত্ব অবধারণ করা যাইতে পারে।

একটী টেষ্ট-টিউবের তৃতীয়াংশ মূত্রপূর্ণ করিয়া স্পিরিট্ ল্যাম্প দ্বারা উত্তাপ দিলে মূত্রের উপরিভাগে দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র ও গাঢ় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। মূত্রে অধিক ফস্ফেট্‌স্ থাকিলে তাপ দ্বারা উহা অধঃস্থ এবং উক্তরূপ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। নাইট্রিক এসিড্ সংযোগে ফস্ফেট্‌স্ দ্রব হইয়া যায়, কিন্তু এল্‌বুমেন দ্রব হয় না। অধিক এল্‌বুমেন থাকিলে উহা উত্তাপ দ্বারা অত্যন্ত গাঢ় ও শুভ্র হয় মাত্র।

অপর একটী টেষ্ট-টিউবে কিয়ৎ পরিমাণ মূত্র লইয়া, তাহার গাত্র দিয়া ৫ বা ৬ ফোঁটা নাইট্রিক এসিড্ গড়াইয়া দিলে যদি সংযোগস্থান শুভ্রবর্ণে পরিণত হয়, তাহা হইলে উহাতে এল্‌বুমেন অথবা ইউরেট্‌স্ (মূত্রের অম্লজ উপাদান বিশেষ) আছে বুঝিতে হইবে। তাপ দ্বারা উহা দ্রব হইলে ইউরেট্‌স্, নতুবা এল্‌বুমেন। মূত্রে পাইক্রিক্ এসিড্ সংযুক্ত করিলে নাইট্রিক এসিড্ পরীক্ষার ন্তায় অধঃক্ষেপ ঘটে।

পিত্ত (Bile)—মূত্রে পিত্ত থাকিলে Gmelin's test ও Pettenkofer's test নামক পরীক্ষা দ্বারা তাহা অবধারিত হইয়া থাকে। [পিত্ত শব্দ দেখ।]

সিষ্টিন্, লিউসিন্ ও টাইরোসিন্ থাকিলে মূত্রের অধঃস্থ পদার্থ সবুজবর্ণ দেখায়।

শর্করা (Sugar)—মূত্রে চিনির সংস্থান পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত Moor's test, Trommer's test, Fehling's test, Hassal's test, Fermention test, Dr. Johnson's বা Picric acid test ও Bismuth test প্রভৃতি বিভিন্ন পরীক্ষা-প্রথার আবিষ্কার হইয়াছে।

১ মুর্ টেষ্ট—একটী টেষ্ট টিউবে সমভাগে মূত্র ও লাইকার পটাশি সংযোগ করিয়া উত্তাপ দিলে তাহা পাটলবর্ণে পরি-বর্ত্তিত হয়। বর্ণের গাঢ়তার তারতম্যানুসারে মূত্র-শর্করার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

২ ট্রোমার্স্ টেষ্ট—মূত্রে কএক ফোঁটা সল্‌ফেট্-অব্-কপার লোশন (১ ঔন্সে ২ গ্রেণ) যোগ করিয়া তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ লাইকার পটাশি মিশ্রণপূর্ব্বক উত্তাপ দিলে লোহি-তাভ-পাটল সব্ অক্সাইড্ অব্ কপার অধঃস্থ হয়।

৩ ফেলিংস্‌টেষ্ট—পটাশ টার্ট, লাইকার সোডি, সল্‌ফেট্‌ অব্‌ কপার ও পরিস্কৃত জল দ্বারা 'ফেলিংস্ ষ্টাণ্ডার্ড সলিউশন' প্রস্তুত করিয়া, সেই নীলবর্ণ সলিউশনের ২ শত গ্রেণ মাত্রা একটী কাঁচ পাত্রে উত্তপ্ত করিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ নীলবর্ণ না অদৃশ্য হয়, ততক্ষণ ক্রমশঃ তাহাতে মূত্র মাপিয়া ঢালিবে। যত পরিমাণ মূত্র দ্বারা ২০০ গ্রেণ সলিউশনের বর্ণ উপিয়া যায়, সেই পরিমাণ মূত্রে ১ গ্রেণ পরিমাণ শর্করা থাকে। অতএব ২৪ ঘণ্টায় মূত্রে কত পরিমাণ শর্করা পরিত্যক্ত হইতেছে, এতদ্বারা তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। ইহাতে উত্তাপ দিলে লোহিতাভ বা পাটলবর্ণ সব অক্সাইড্‌ অব্‌ কপার অধঃস্থ হয়।

৪ হ্যাজেল্‌স্ টেষ্ট—অনুবীক্ষণ দ্বারা শর্করাযুক্ত মূত্রে টরিউলি নামক এক প্রকার সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জ দৃষ্টিগোচর হয়। মূত্র গাঁজিলে অথবা পচিয়া উঠিলেই টরিউলা কোষ (Torula cells) সমূহ দেখা যায়; কিন্তু স্বাভাবিক বা টাট্‌কা মূত্রে ঐরূপ পদার্থ দৃষ্ট হয় না।

৫ ফার্মেণ্টেসন্‌ টেষ্ট—শর্করাযুক্ত মূত্রে অল্প পরিমাণে জর্ম্মাণ ইষ্ট মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত স্থানে রাখিয়া দিলে, তাহা হইতে কার্ব্বনিক এসিড্‌ গ্যাস্‌ উৎপন্ন হয়।

৬ ডাঃ জনসন্‌ বা পাইক্রিক্‌ এসিড্‌ টেষ্ট—লাইকার পটাশি ও পাইক্রিক্‌ এসিড্‌ একত্র করিয়া মূত্রের সহিত উত্তপ্ত করিলে উহা গাঢ় লালবর্ণের হইয়া যায়।

৭ বিস্‌মথ টেষ্ট—বিস্‌মথ, গ্লিসারিন্‌, সলিউশন অব্‌ সোডিয়ম্‌-হাইড্রাস্‌ ও জল একত্র করিয়া মূত্রের সহিত জ্বাল দিলে কৃষ্ণবর্ণ অধঃক্ষেপ দৃষ্ট হয়।

৮ শর্করাযুক্ত মূত্র, নীল ও কার্ব্বনেট অব্‌ সোডাযোগে জ্বাল দিলে, উহা ক্রমশঃ সবুজ, লাল ও পরিশেষে পীতবর্ণে রূপান্তরিত হয়। ইহাকে Indigo carmine test কহে।

দধ্যম্লয়ন (Acetone)—মূত্রে স্বভাবতঃ সামান্য পরিমাণে এসিটোন্‌ থাকে। বহুমূত্ররোগে অচৈতন্যাবস্থা উপস্থিত হইলে উহা বৃদ্ধি পায়। টিংচার আয়োডিন যোগে উহা লালবর্ণ হয়। ডাঃ লিবার (Dr. Lieber) বলেন যে, পটাশি আইওডাইড্‌ ২০ গ্রেণ ও লাইকার পটাশি ১ ড্রাম একত্র উত্তপ্ত করিয়া এসিটোনযুক্ত মূত্রে মিশাইলে, তৎক্ষণাৎ মূত্র পীতবর্ণ ধারণ করে।

রবার্টের গ্রন্থে উক্ত পরীক্ষাপ্রথা অবলম্বিত হইলেও এসিটোন্‌ পরীক্ষাকালে চিকিৎসক সাধারণে তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। কারণ এসিটোন ব্যতীত অন্যান্য পদার্থেরও উক্ত প্রক্রিয়ায় একরূপ প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হইতে দেখা যায়।

বর্ত্তমান চিকিৎসকগণ Legal's test নামক পরীক্ষা প্রথার অনুসরণ করিয়া এসিটোন্‌ নির্ণয় করিয়া থাকেন। কতক পরিমাণ মূত্রে টাট্‌কা প্রস্তুত ঘনীভূত সোডিয়ম্‌-নাইট্রোপ্রুসিড্‌ সলিউশন (Concentrated solution of sodium nitro-prusside) ২ বা ৩ ফোঁটা এবং লাইকার সোডা কএক বিন্দু সংযোগ করিলে মূত্র প্রথমে লোহিত, ইহার কএক মিনিট পরে, তাহা পুনরায় হরিদ্রাবর্ণে রূপান্তরিত হয়; কিন্তু এইরূপ রূপান্তর সংঘটিত হইবার অপেক্ষা না করিয়া যদি তাহাতে অধিক পরিমাণে এসেটিক্‌ এসিড্‌ ঢালিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে এসিটোন্‌যুক্ত মূত্র সুন্দর সিন্দূরবর্ণ (beautiful crimson red colour) ধারণ করে, পক্ষান্তরে এসিটোন বিযুক্ত মূত্র স্বভাবতঃ হরিদ্রা বর্ণেই রূপান্তরিত হয়।

মূত্রে অন্যান্য পদার্থও থাকিতে পারে। কাইল বা বসা থাকিলে ইথার দ্বারা তাহা দ্রবীভূত হয়। রক্ত, পূয, মিউকস্‌ ও বৃক্ককাংশ (Renal cast) থাকিলে অনুবীক্ষণ সাহায্যে তাহা নির্ণীত হইতে পারে। মিউকস্‌ এপিথেলিয়ম্‌ ও পূয থাকিলে মূত্র ঘোলা হয়। লাইকার পটাশি সংযুক্ত করিলে পূয রজ্জুবৎ হইয়া যায়, কিন্তু মিউকসে তদ্রূপ রূপান্তর ঘটে না। মূত্রে রক্ত থাকিলে তাহা লোহিত বা ধূম্রবর্ণের হইয়া থাকে এবং রাসায়নিক পরীক্ষায় তাহাতে অণ্ডলালা পাওয়া যায়।

আণুবীক্ষণিক।

উপরোক্ত অস্বাভাবিক পদার্থসমূহের পরীক্ষাকালে মূত্র কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে যে বিভিন্ন প্রকার অধঃক্ষেপ সঞ্চিত হয়, অনুবীক্ষণ দ্বারা মনঃসংযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে তাহা হইতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। ঐ অধঃক্ষিপ্ত বস্তুনিচয় এরূপ বিভিন্নাকার ধারণ করিয়া থাকে যে, তাহা দেখিলেই হৃদয় মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়।

১ মূত্রাম্ল (Uric acid) মূত্রের নিম্নে শুরকির গুঁড়ার মত পড়ে। উহা দেখিতে লোহিতাভ বা পাটলবর্ণ; মিউরেক্সিড্‌ টেষ্ট দ্বারা ইউরিক এসিডের পরীক্ষা করা যায়। যন্ত্রসাহায্যে তাহাতে নানা আকারের ভাস্বর দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি চতুষ্কোণ বা লোজেঞ্জের মত এবং অপরাপরগুলি অণ্ডাকার বা পিপার ন্যায়।

২ মূত্রাম্লজ উপাদান (Urates)—অর্থাৎ ইউরেট অব্‌ সোডিয়ম্‌, এমোনিয়ম ও লাইম যাহা মূত্রের অধোভাগে পাওয়া যায়। উহা গুঁড়ার মত এবং পীতাভ, লোহিত, শুভ্র, অথবা পাটলাদি নানা রঙের হইয়া থাকে। উত্তাপ দ্বারা অদৃশ্য হয়

বা গুলিয়া যায়। ইউরেট্ অব্ সোডিয়ম্ ও এমোনিম্ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাস্বরাকার ধারণ করে। ঐ সমস্ত দেখিতে গোলাকার ও অস্বচ্ছরেণুবৎ এবং উহাদের চতুষ্পার্শ্ব সূত্র ও রেখাবৎ শিরা (spine) দ্বারা আবৃত।

৩ অগ্জালেট্-অব্-লাইম (Oxalates)—লোহিতাভ ও অম্লরসবিশিষ্ট পদার্থ। এই অধঃক্ষেপের উপরিভাগ অতি শুভ্রবর্ণ দেখায়, কিন্তু নিম্নাংশে ধূম্রবর্ণ কোমল পদার্থের মত দৃষ্ট হয়। উত্তাপ অথবা লাইকার পটাশি দ্বারা উহা দ্রব হয় না, কিন্তু কোন মিনারেল এসিড্ সংযোগে উহা অদৃশ্য হইয়া যায়। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে উহার কতকগুলি অষ্টকোণবিশিষ্ট (octahedra) বা মন্দিরাকার (Pyramidical) এবং অপরাপর ভাস্বরগুলি ডম্বেলাকৃতি (Dumb-bell) অর্থাৎ মধ্যভাগ চেপ্টা অণ্ডাকারবৎ দেখায়।

৪ ফস্ফেট্স্ (Phosphates)—ক্ষারযুক্ত মূত্র কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখিলে উহার তলদেশে ফস্ফেট্সের অধঃক্ষেপ হয়, তাহাতে মূত্র ঘোলা দেখায়। উত্তাপ দ্বারা উহার ঘোলাবর্ণ আরও বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু এক বিন্দু নাইট্রিক এসিড্ ফেলিয়া দিলে ফস্ফেট্স্ দ্রব হইয়া যায়। এইরূপ মূত্রে প্রধানতঃ দুই প্রকার ভাস্বর দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ফস্ফেট্-অব-লাইম্গুলি (সূচিকা অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যষ্টিসমূহ আড়াআড়ি ভাবে সাজাইলে যেরূপ দেখায়) ষ্টেলার (steller)-ফস্ফেট্স্ নামে এবং ফস্ফেট অব্ এমোনিয়ম ও ম্যাগনেসিয়ম্গুলি ত্রিকোণাকার (Triple phosphates), বলিয়া পরিচিত।

৫ কার্ব্বনেট অব্ লাইমেরও (Carbonate of lime) সময় সময় অধঃক্ষেপ হইয়া থাকে। ইহার ভাস্বরগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

৬ সিষ্টিন্ (Cystine) বা কোষজপদার্থ অধিক থাকিলে মূত্র স্বভাবতঃ তৈলের ন্যায় ঘোলা এবং পীতাভ হরিদ্বর্ণ দেখায়। উহাতে সামান্য অম্লরসও পাওয়া যায়। কষ্টিক্, এমোনিয়া ও মিনারেল এসিড দ্বারা উহা দ্রব হয়। অণুবীক্ষণ দ্বারা এগুলি ছয় ধারবিশিষ্ট টালির (Hexagonal tablets) মত পরীক্ষিত হইয়াছে।

৭ লিউসিন্ (Leucine)—ইহা দেখিতে গাঢ় হরিৎ বা কৃষ্ণবর্ণ তৈলবিন্দুর ন্যায়।

৮ টাইরোসিন্—সূচিকার মত ভাস্বর।

৯ বসা (Fat)—প্যাংক্রিয়াসের (Pancreas) পীড়ায় মূত্রে বসা থাকে। ঐ মূত্র অস্বচ্ছ ও দুগ্ধের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। উহাতে ইথার মিশ্রিত করিলে পরিষ্কার হয়। অণুবীক্ষণ দ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেণু দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১০ মিউকস্ ও এপিথেলিয়ম—মূত্রে সকল সময়েই প্রায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ত্বক্ (Epithelium) ও শ্লৈষ্মিক পদার্থ (mucens) বিদ্যমান থাকে। পূয়ের সহিত অনেক সময় ইহার ভ্রম হয়। অণুবীক্ষণ দ্বারা এপিথেলিয়ম্গুলি অঙ্কুরযুক্ত বৃহৎ কোষের মত দেখা যায়। শল্কবৎ হইলে স্কোএমাস্ (Squamous) এবং লম্বাকৃতি হইলে Columnar বলা হইয়া থাকে। এপিথেলিয়ম্ ও পূয়ের পার্থক্য পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

মূত্রযন্ত্রের পীড়াসমূহ বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে ঐ সকল ব্যাধিতে প্রধানতঃ কি কি ঔষধ ও মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, নিম্নে তাহারই একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল।

সাধারণ ঔষধ।

১ মূত্রকারক ঔষধসমূহ (Diuretics)—স্নিগ্ধ পানীয়-সেবন, ট্যাপ দ্বারা উদরীর জল বহির্গমন, কটিদেশে সর্ষপ-প্রলেপ (Sinapism), শুষ্ক কাপিং সৈন্ধব লবণ ও সোরা মিশ্রিত জলের তলপেটে পটি, তৈল ও জল দ্বারা মালিস্, নাভিকুণ্ডে আরশোলা চাপিয়া রাখা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা মূত্রবৃদ্ধি হয়। ঔষধের মধ্যে এসিটেট্ বা নাইট্রেট্ অব পটাশ, এসিটেট্ বা নাইট্রেট অব এমোনিয়া, আইওডাইড্স্, লিথিয়ার লবণ সকল, জিন নামক মদ্য নাইট্রিক ইথার, ডিজিটেলিস্, ষ্ট্রোফ্যান্থাস্, স্কুইল্, সেনেগা, সাইট্রেট্ অব্ ক্যাফিন্, স্কোপেরিয়ম, স্পার্টিন্ কলচিকম্, বকু, ইউভায়র্সাই, প্যারিরা, টার্পেণ্টাইন্, ব্যালসাম কোপেবা, কিউবেব, বেঞ্জয়িক এসিড ও টিং ক্যান্থারাইডিস্ প্রভৃতি মূত্রকারক বলিয়া পরিগণিত।

২ মূত্রনিবারক ঔষধ (Anti-diuretics)—বেলেডোনা, অহিফেন, কোডিন্ ও আর্গট।

৩ মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লীতে ক্রিয়াকারী ঔষধসমূহ প্যারিরা, বকু, ট্রিটিকম্-রেপেন্স, নানাবিধ ব্যালসাম, বেঞ্জয়িক এসিড্ ও বেঞ্জয়েট অব এমোনিয়া, কোপেবা, তার্পিন্ তৈল, চন্দনের তৈল প্রভৃতি।

৪ মূত্রযন্ত্রে কঙ্কর বা পাথুরী জন্মিলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। যথা—(ক) ইউরিক্ এসিড্ ক্যালকিউলাই দ্রব করিবার জন্য এসিটেট্ বা সাইট্রেট্ অব্ পটাশিয়ম, পাইপারেজিন এবং লিথিয়ার লবণসমূহ; (খ) সফ্কেটিক ক্যালকিউলী হইলে বেঞ্জয়িক ও স্যালিসিলিক এসিড ব্যবহার কর্ত্তব্য।

৫ মূত্রাধারের পীড়ায় ব্যবহার্য্য ঔষধ সকলের মধ্যে

ব্রোমাইড্‌স্, অহিফেন, মর্ফিয়া, হাইওসাইমাস ও বেলেডোনা প্রভৃতি স্নিগ্ধকারক। বিশেষ বিশেষ স্থলে—প্যারিরা, বকু, ইউভাঅর্সাই প্রভৃতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নক্সভমিকা ও ষ্ট্রিক্‌নিয়া বলকারক বলিয়া কথিত। সর্ব্বদা মূত্রত্যাগ হইলে বেলেডোনা বিশেষ ফলপ্রদ।

মূত্রবিকৃতি-জন্য রোগ ও তাহার চিকিৎসা।

ডাঃ চেনীর (Dr. Cheyne) মতে পেয় দ্রব্যসমূহের রসের ⅔ ভাগ মূত্ররূপে নির্গত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু ঘর্ম্মনির্গমনের তারতম্যানুসারে প্রস্রাবের পরিণামেরও অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন চর্ব্ব্য, চোষ্য প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য যাহা আমরা আহার করি, তাহাও পেয় জলীয় পদার্থের কতকাংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়; সুতরাং প্রকৃত পক্ষে কত জল উদরসাৎ করিলে তাহার কত পরিমাণ নির্গত হইবে বা হইতে পারে, এরূপ কোন একটা সিদ্ধান্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে প্রস্রাব অধিক হইল, কি তাহা অবরুদ্ধ হইয়াছে, মনুষ্যমাত্রেই তাহা বুঝিতে সক্ষম।

মূত্র অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে, অথবা তাহার হ্রাস হইলে রোগের লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। যাহাতে প্রস্রাব সরল ও সহজ হয়, মনুষ্যমাত্রেরই তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে মূত্রাঘাত উপস্থিত হয়, এরূপ বিষয়সমূহ যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। নিরন্তর আলস্যময় জীবন-যাপন, অতিকোমল ও উষ্ণ শয্যায় শয়ন, শুষ্ক অথচ উদ্দীপক (যাহা খাইলে পেট গরম রাখে) ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন এবং উত্তেজক ও অবরোধক গুণবিশিষ্ট মদ্যাদি পান মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগীর পক্ষে অহিতকর। যাহাদের মূত্রকৃচ্ছ্র সমুপস্থিত হইয়াছে এবং যাহারা মূত্রকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন পাথরী হইবার আশঙ্কায় সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে মূত্ররোধক দ্রব্যমাত্র এবং যাহাতে মূত্রকৃচ্ছ্রতা উৎপাদন করিতে পারে, এরূপ দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

মূত্র অধিকক্ষণ চাপিয়া রাখিতে নাই। কারণ তাহা হইলে উহা শরীরাভ্যন্তরস্থ জলীয়াংশে পুনঃ সম্মিলিত হইয়া শরীরকে ক্লেদযুক্ত করে। এইরূপে উপর্য্যুপরি মূত্র সঞ্চিত ও তাহার প্রথম জলীয়াংশ ঊর্দ্ধগত (উপিয়া যাওয়া) হওয়ায় মূত্রস্থলীতে মূত্রাংশ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে থাকে এবং তাহা হইতেই পাথুরী প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয়। মূত্রস্থলীতে stone বা gravel সঞ্চিত হইলে পর, মূত্রনির্গমের সময় বিশেষ কষ্ট হয়। যাহারা অলস এবং অকর্ম্মণ্য, তাহাদের কষ্টের সীমা থাকে না। কত শত রোগী এই রোগে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। কাহারও জীবন অতি কষ্টে অতিবাহিত হইতেছে।

কখন কখন লোক লজ্জাহেতু মূত্ররোধ করিতে বাধ্য হওয়ায়, মূত্রসঞ্চয় জন্য মূত্রকোষ অতিরিক্ত বাড়িয়া যায়, তখন ইহার ধারকতাশক্তি শিথিল হইয়া আইসে এবং ক্রমশঃই যেন ঐ স্থান পক্ষাঘাতের ন্যায় অসাড় হইয়া মূত্রবেগ ধারণ ও মূত্র-ত্যাগকার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়ে। এই কারণে মল-মূত্র-ত্যাগ-কালে বেগধারণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। উহাতে স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ হানি হয়। লজ্জাহেতু মূত্রাঘাতরোগের উৎপত্তি রমণীগণের মধ্যে প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। বৃদ্ধাবস্থায় অথবা উপদংশাদি রোগের পর, মূত্রমার্গ শিথিল হইয়া পড়িলে মূত্রাবরোধের ব্যাঘাত ঘটে। নিম্নে মূত্র এবং তৎসম্বন্ধীয় পীড়াদির কারণ সংক্ষেপে লিখিত হইল।

মূত্রে শুক্লাংশ (Albumen) বিদ্যমান থাকিলে এবং দুর্ব্বলতার জন্য শোথ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে সাওশুক্লমূত্র (Albuminuria) রোগ বলে। মূত্রের সহিত রক্ত, অন্নরস (Chyle), লসীকা (lymph) পূয় বা শুক্রের মিশ্রণ; ডিপ্‌থিরিয়া (স্বচ্ছাদন), ওলাউঠা, নিউমোনিয়া (ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ) ও সস্ফোটক জ্বর; মূত্রযন্ত্রের, কিংবা শিরার চাপহেতু বৃক্ক ধমনীর (রিনাল্ ভেনের) রক্তাধিক্য; রক্তের অপরিষ্কৃতি (অর্থাৎ ব্রাইট্‌স্ ডিজিজ্ ও গর্ভাবস্থায় রক্তের মধ্যে নানা অনিষ্টকর পদার্থের সংমিশ্রণ); বহুদিন পর্য্যন্ত সীসক-ঘটিত ঔষধ বা দ্রব্য ব্যবহার অথবা সেঁকো বিষযুক্ত জলজান (Arsenuretted Hydrogen) বাষ্পঘ্রাণ দ্বারা শরীর বিষাক্ত-করণ; শীতাদ (Scurvy), ম্যালেরিয়া জ্বর, রক্তাল্পতা (Anaemia), বহুমূত্ররোগ, উপদংশরোগজন্য শরীর মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন ও রক্তের হীনতা এবং অধিক পরিমাণে এল্‌বুমেন্ (অণ্ডলালা)-যুক্ত দ্রব্যসমূহ আহার প্রভৃতি কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই পীড়াগ্রস্ত রোগী স্বভাবতঃ শীর্ণ হইতে থাকে। মুখ-মণ্ডল ক্রমশঃ পাংশুবর্ণ ও স্ফীত হয়। মূত্রের অম্লতা এবং তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব স্বাভাবিক হইতে ন্যূন, প্রায় ১০১০ হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা এল্‌বুমেন্ (অণ্ডলালা) পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে সার্ব্বাঙ্গিক শোথ উপস্থিত হয়, রোগী শিরোঘূর্ণন ও দুর্ব্বলতা অনুভব করে।

গর্ভাবস্থায় মূত্রে এল্‌বুমেন্ (অণ্ডলালা) থাকা একটী গুরুতর পীড়ার লক্ষণ বলিয়া নির্ণীত ছিল, কোন কোন গুর্ব্বিণীর গর্ভকালের আক্ষেপ বা খেঁচুনি রোগই ইহার মূলকারণ বলিয়া পূর্ব্বতন চিকিৎসকগণ ধারণা করিতেন, কিন্তু এক্ষণে

পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, শতকরা ২০ জনের মূত্রে এলবুমেন বিদ্যমান থাকে এবং উহা কখন কখন খেঁচুনির অব্যবহিত পরেই মূত্রে দৃষ্ট হয়। গর্ভাবস্থায় পক্ষাঘাত, অন্ধতা (Amaurosis), শিরঃপীড়া, ভ্রমি (ঘূর্ণী) রক্তস্রাব, সূতিকাক্ষেত্রজ উন্মত্ততা প্রভৃতি পীড়ার সঙ্গেও মূত্রে অণ্ডলালা পাওয়া যায়। প্রসবের পর সচরাচর মূত্রে আর এলবুমেন্ থাকে না।

গর্ভিণীর মূত্রে এলবুমেন্ থাকিবার দুইটী কারণ আছে। ১ গর্ভাবস্থায় স্বভাবতঃই ভ্রূণের পুষ্টিবর্দ্ধনার্থ এবং ২ বিবৃদ্ধ জরায়ুকর্ত্তৃক ভেইন্ বা শিরাতে রক্তপরিচালনার ব্যাঘাত ঘটিলে রক্তে অধিক পরিমাণে এলবুমেন্ থাকে। এইজন্য গর্ভের ৫ম মাস পর্য্যন্ত প্রায়ই মূত্রে এলবুমেন দেখা যায় না। প্রথম গর্ভবতীরই সচরাচর এই রোগ জন্মে, কারণ তাহাদের উদর সহজে প্রসারিত না হওয়াতে উদরস্থ শিরার উপর অধিক চাপ পড়ে, তাহাতে রক্তপরিচালনারও অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। চিকিৎসকগণ এগুলিকে পূর্ব্ববর্ত্তী (Predisposing) কারণ বলিয়া ধরিয়াছেন, এরূপ না হইলে প্রায় সকল গর্ভবতীরই এই পীড়া দেখা যাইত। এতদ্ভিন্ন হঠাৎ কোন পরিবর্ত্তন, হিমসেবন বা তজ্জনিত হঠাৎ ঘাম শুকাইয়া যাওয়া প্রভৃতি উদ্দীপক কারণেও (Exciting causes) অণ্ডলালা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

গর্ভাবস্থায় এলবুমিনিউরিয়া প্রসবের পর ব্রাইটাখ্য রোগে (Bright's disease) পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর হইতে এলবুমেন্ বাহির হওয়াতে ভ্রূণের পুষ্টিপক্ষে বিশেষ হানি ঘটে। এজন্য প্রায়ই এই রোগাক্রান্ত গর্ভবতীর গর্ভপাত হইতে দেখা যায়।

এই রোগের প্রধান লক্ষণ শোথ। জরায়ুর উপর চাপহেতু পায়ে রস জমিতে পারে। কিন্তু যখন মুখ ও হাত ফুলিয়া পড়ে, তখন মূত্রের এলবুমেন্ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা বিধেয়। এই সময় কখন কখন সর্ব্বশরীর ফুটিয়া উঠে। শিরঃপীড়া, ভ্রমি, দৃষ্টির অভাব, স্বভাবনম্রস্বভাবা রমণীর খিট্‌খিটে প্রকৃতি প্রভৃতি লক্ষণেও রোগের অবস্থা বুঝা যায়।

মূত্রপরীক্ষাকালে যে কেবল মাত্র এলবুমেন্ পাওয়া যায়, তাহা নহে। অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে উহাতে এপিথিলিয়েল্ সেল্, টিউব কাষ্ট্ ও রক্তকণিকা (blood-corpuscle) দৃষ্টিগোচর হয়।

রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া মূত্রকারক ও ঘর্ম্মকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে এবং রোগীকে বলকারক পথ্য দিবে। মূত্রকারক ঔষধের মধ্যে টিং-ডিজিটেলিস্ ৩ বা ৪ ফোঁটা, টিং-ফেরিপারক্লোরাইড্ ১০ হইতে ১৫ ফোটা, এসিটেট্ অব পটাশ্ ১০ হইতে ১৫ গ্রেণ, ১ ঔন্স জলে মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ ৩ বার খাইলে ফলদায়ক হয়। এলবুমেনের পরিমাণ খর্ব্ব করিবার জন্য গালিক্ এসিড্, টিংষ্টিল্, পার্থিবাম্ল; ফট্‌কিরি ও পটাশি আইওডাইড্ ব্যবহার্য্য। শরীর ও পাদ উষ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা ফ্লানেল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

হস্তপদের কৌষিকঝিল্লীতে রক্তের জলীয়াংশ নির্গত (Cellular tissue) হইয়াই শোথ (Œdema) উৎপাদন করে। গর্ভাবস্থায় রক্তের পরিবর্ত্তন এবং বিবৃদ্ধ জরায়ুর চাপদ্বারা রক্তের পরিচালনায় ব্যাঘাতই ইহার কারণ। এই শোথে এপিস্ মেলিফিকা বা মাক্ষিকবিষ অব্যর্থ মহৌষধ। উপরোক্ত মূত্রকারক ঔষধও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ১ ফোটা মাক্ষিক বিষের টিংচার ১ ঔন্স জলে ভাল করিয়া মিশাইয়া তাহার অর্দ্ধড্রাম ১ কাঁচ্চা জলে মিলাইয়া, দিনে ৩ বার সেবন করিলে আশ্চার্য্য গুণ পাওয়া যায়। হোমিওপাথ্‌গণ ইহার বিশেষ পক্ষপাতী।

পূর্ব্বোক্ত ঔষধে পীড়ায় শান্তি না হইয়া যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে অকালপ্রসব করানই বিধি। নতুবা সাংঘাতিক সূতিকাক্ষেত্রজ আক্ষেপ বা বৃক্কে (Kidney) ব্রাইট্‌স রোগ জন্মিতে পারে। গর্ভের ৭ বা ৮ মাসে অকাল প্রসব করাইলে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হইবার বিশেষ কোন আশঙ্কা থাকে না; বরং এরূপ রোগাক্রান্ত প্রসূতির পূর্ণকালে প্রসবে প্রায়ই মৃত-সন্তান প্রসূত হইয়া থাকে।

সুস্থাবস্থায় মূত্রে এলবুমোজ বা পেপ্টোন পাওয়া যায় না, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী অজীর্ণরোগে এবং অস্থিমজ্জোষ (Osteomyelitis), অভ্যন্তরপূয় (Empyema), সপূয়-অন্ত্রাবরণ প্রদাহ (Peritonitis), ক্ষয়কাস (Phthisis), ফুস্‌ফুসপ্রদাহ (Pneumonia), শীতাদ (Scurvy) প্রভৃতি ব্যাধিতে মূত্রে পেপ্টোন্ পাওয়া যায়। এই রোগের এমন কোন বিশেষ লক্ষণ নাই যে, তদ্দ্বারা রোগের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। মূত্র নাড়া দিলে অত্যন্ত ফেনযুক্ত হয় এবং পরীক্ষা দ্বারা উহাতে এলবুমেন পাওয়া যায়।

মূত্রযন্ত্র অথবা উহার বস্তিকোটর (Pelvis) মধ্যে পূয়-সঞ্চার; মূত্রাধার কিংবা মূত্রমার্গের প্রদাহ; প্রদররোগ (Leucorrhœa) ও মূত্রমার্গের নিকটে স্ফোটকের বিকাশ প্রভৃতি কারণে মূত্রে পূয় মিশ্রিত হইয়া সপূয় মূত্র (Pyuria)-রোগের উৎপত্তি হয়। ইহাতে মূত্র ঘোলা ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। লাইকার পটাশি সংযোগে রজ্জুবৎ পূয় এবং উত্তাপ দ্বারা এলবুমেন পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণ যোগে পূয়কণিকা দৃষ্ট হয়।

পূযের তারতম্যানুসারে রোগেরও অল্পাধিক্যে অনুযায়ী লক্ষণসমূহ বিকাশ পায়।

মূত্রযন্ত্রের বস্তিকোটর (Pelvis) হইতে পূয নিঃসৃত হইলেও, মূত্র পূযমিশ্রিত ও অম্লাক্ত এবং শ্লৈষ্মিকঝিল্লীর ত্বকে (Epithelium) পরিপূর্ণ থাকে। কটিদেশে নিরন্তর বেদনা অনুভূত হয়। মূত্রাধার হইতে পূয নির্গত হইলে মূত্র-ত্যাগের পর রজ্জুবৎ পূয এবং মূত্রমার্গে পূয থাকিলে মূত্র-ত্যাগের অগ্রেই পূয বাহির হইয়া পড়ে। প্রদরজনিত মূত্রে পূয থাকিলে ক্যাথিটার নামক নলযন্ত্র দ্বারা মূত্রনির্গমন-কালে তন্মধ্যে পূয দৃষ্ট হয় না। অধিক দিন এই পীড়া স্থায়ী হইলে মূত্রযন্ত্র আক্রান্ত হইতে পারে।

রোগের মূল কারণ নির্দ্দেশ করিয়া প্রথমে চিকিৎসা দ্বারা তাহারই যন্ত্রণা দূর করা কর্ত্তব্য। পরে পূযের উৎপত্তি-নিবারণার্থ, ফট্‌কিরি, গালিক এসিড্, ডিককৃসন, ইউভার্‌সি বা বকু, ব্যালসাম, কোপেবা, তার্পিণ তেল এবং সঙ্কোচক ঔষধ সকল প্রয়োগ করাই বিধি। মূত্রাশয়ের প্রদাহ (Cystitis) হইলে মৃদু কার্ব্বলিক বা জিঙ্ক (দস্তা ধাতু) লোশন দ্বারা পিচকারী এবং সেইস্থানে উষ্ণস্বেদ (Fomentation) ও প্রলেপ (Poultice) দিবে। রোগীর স্বাস্থ্যরক্ষার্থ বলকারক আহার, জলবায়ু-পরিবর্ত্তন, সমুদ্রজলে স্নান, বলকারক ঔষধ সকল (tonics) কড্‌লিভার অয়েল ব্যবস্থা করিবে।

অজীর্ণতানিবন্ধন রক্তমধ্যে অত্যধিক বসাসঞ্চয় এবং মূত্রবাহপ্রণালীর (Ureters) মধ্যস্থিত লসীকা-নাড়ীর স্ফীতি-জন্ত বিদারণ হইতেই অন্নরসাশ্রিত মূত্র (Chylous urine) রোগের উৎপত্তি স্বীকার করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে ডাঃ লিউইস্ ও কানিংহাম বলেন যে, (Filaria sanguinis Hominis) নামক পরাঙ্গপুষ্টকারী সূক্ষ্মকীটসমূহ মূত্রবাহ-প্রণালীর লসীকা নালী মধ্যে প্রবেশ করিয়া একত্র লোষ্ট্রা-কারে অবস্থান করে। উহাদের চাপে উক্ত নালী ভিন্ন হইয়া মূত্রসহ লসীকা ও অন্নরস নির্গমনের সহায়ক হয়। ডাঃ মান্‌সন্ (Dr. Manson) পরীক্ষা দ্বারা ঐ কীটজাতির Diurna, Nocturna ও Perstans নামে তিন প্রকার ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ উহারা যথাক্রমে দিনমানে, রাত্রিকালে এবং দিবারাত্র সকল সময়েই রক্তমধ্যে অবস্থিতি করে। এই তিন প্রকার কীটও বিভিন্নাকারের হইয়া থাকে। স্ত্রী কীট-গুলি ৩৪ ইঞ্চ লম্বা ও কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম, পুংকীটগুলি অ-পক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। উহাদের ডিম্ব ১৮৫০০ হইতে ৮৫০ লম্বা। ডিম্বগুলি অণ্ডাকার হইতে ক্রমশঃ লম্বা হয়। তদ-বস্থাকে উহাদের ভ্রূণ (Embryo) বলা যায়।

উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কীটের অবস্থানানুসারে মূত্রেও দিন-মানাদিক্রমে অন্নরস (Chyle) দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই প্রধাণতঃ এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। বালক বৃদ্ধ যুবা এবং বিশেষতঃ স্ত্রীজাতিই এইরোগে আক্রান্ত হয়।

এই ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে কোন লক্ষণের সূচনা হয় না। সহসাই ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করে। তখন মূত্র লোহিতাভ শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। কখন কখন ফেনযুক্ত এবং পাত্রে রাখিলে উপরিভাগে দুগ্ধের সরের ন্যায় পদার্থ দেখা যায়। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা উহাতে সাণ্ডশুক্র, রক্তাম্ব (Fibrin) ও বসা পাওয়া গিয়াছে। ইথার যোগে উহার কতকাংশ দ্রব হয় মাত্র। অণুবীক্ষণসাহায্যে উহার মধ্যে তৈলবিন্দু, শঙ্খবৎকোষ, পরাঙ্গপুষ্টপ্রাণী ও লোহিতবর্ণ রক্তকণিকা সকল দৃষ্টিগোচর হয়। উত্তাপসংলগ্ন করিলে মূত্র শিথিলভাবে সংযত এবং তাহা হইতে দুগ্ধবৎ গন্ধ বাহির হইতে থাকে। রোগীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না, কেবল মাত্র তাহার দেহ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকে। সে কটিদেশে ও উদরাধঃ-প্রদেশে (Hypogastrium) বেদনা এবং মূত্রমার্গে যন্ত্রণাদি নানা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করে। কখন কখন সংযত কাইল দ্বারাও মূত্রাবরোধ ঘটে।

মূত্রে পূয বা ফস্ফেট থাকিলেও এই রোগের সহিত ভ্রম হইতে পারে। তখন রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা প্রকৃত রোগ নির্ণয় ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। বহুকালব্যাপী, এই ব্যাধি একবার আরোগ্য হইলেও পুনরায় অথবা মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে। কোন কোন স্থলে অকস্মাৎ রোগীর মৃত্যু হয়।

কখন কখন এই রোগ বিনা চিকিৎসায়ও আরোগ্য হইয়া থাকে। ঔষধের মধ্যে গালিক্ এসিড্, পটাশি আইওডা-ইড্, পাইক্রো-নাইটেট্ অব্ পটাশিয়ম্, টিং-ষ্টিল্ এবং মান-গ্রোভ গাছের ছাল ব্যবহার করা যাইতে পারে। লবণাক্ত জলে স্নান ও বলকারক পথ্যের দ্বারাও বিশেষ উপকার দর্শে। সামান্য পরিমাণে মাংসের যুষ দেওয়া যাইতে পারে। শরীর মধ্যে ফিলেরিয়া কীটের প্রবেশ নিবারণার্থ উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান এবং খাদ্য দ্রব্যাদিও ঐ জলদ্বারা পাক করা উচিত।

সরক্ত-মূত্র (Hæmaturia) রোগ নিম্নোক্ত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১ আঘাত, ২ তার্পিণতৈল বা কান্থারিস্ নামক স্পেনদেশীয় মাক্ষিক ঔষধ (Cantharidis) সেবন, অথবা মূত্রপাথর, কর্কটরোগ, এম্বলিজম্, গুটী (tuber-cle), কিংবা প্রবল সাণ্ডশুক্রমূত্র (Acute Bright's disease) কর্ত্তৃক মূত্রযন্ত্রের রক্তাধিক্য বা প্রদাহ ; ৩ মূত্রাধারের রক্তা-

ধিকা বা প্রদাহ, অথবা তাহাতে অর্ব্বুদ (Polypus), শিরা-প্রসারণ (Varicose veins) কিংবা কর্কটরোগ ; ৪ প্রমেহ (Gonorrhœa) বা অন্য কোন কারণ জনিত মূত্রমার্গের প্রদাহ ; ৫ধূম্ররোগ (Purpura), শীতাদ (Scurvy), বসন্ত ও ওলাউঠা প্রভৃতি বিষজ রোগে রক্তের তারল্য ও পরিবর্ত্তন ; ৬ দারুণ মনস্তাপ এবং ৭ গ্রীষ্মপ্রধানদেশে মূত্রযন্ত্রে পরাঙ্গপোষ্টিক কীটের সংস্থানই প্রধানতম কারণ। কখন কখন প্রাতিনিধিক উপসর্গেরও কারণ দৃষ্ট হয়। গ্রীষ্মপ্রধান মরিসস্ দ্বীপে মারকাকারে (Epidemic form) এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

এই রোগ জন্মিলে মূত্র লালবর্ণ দেখায়। সর্ব্বদা বা সময় সময় মূত্রের সহিত রক্ত পড়িতে থাকে। অঙ্গচালনা, অশ্বারোহণ বা দ্রব্যবিশেষের আহারে রোগ বৃদ্ধি পায়। মূত্রযন্ত্র হইতে রক্ত নির্গত হইলে মূত্র ধূম্রবর্ণ এবং অনুবীক্ষণ দ্বারা রক্তের ছাঁচ সকল (Blood-casts) দৃষ্ট হয়। মূত্রযন্ত্রের বস্তিগহ্বর ও মূত্রবাহ-প্রণালী হইতে বহির্গমনকালে লম্বা ও কীটাকৃতি সংযত রক্ত এবং মূত্রাধার হইতে রক্তস্রাব হইলে প্রস্রাবের শেষে শোণিত পতিত হয়। মূত্রমার্গ (Urethra) হইতে হইলে অগ্রেই রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। অনুবীক্ষণ দ্বারা রক্তকণিকা এবং রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা শুক্লাংশ পাওয়া যায়। তৎকালে সেই সেইস্থানে বেদনা এবং রক্তস্রাবের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। কখন কখন সৈনিকেরা এবং গুল্মবায়ু (হিষ্টিরিয়া) রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকেরা কৌশলে মূত্রের সহিত রক্ত মিশ্রিত করে। সেরূপ স্থলে রক্তস্রাবের লক্ষণ সকল রোগনির্ণয়ের সহকারী হয়। এই রোগ প্রায়ই আরোগ্য হইয়া থাকে।

এসিড্ গালিক, সুগার অব্ লেড্, পাইরো-গালিক্ এসিড্, এসিড্ সল্‌ফিউরিক্ ডিলের সহিত টিং ওপিয়াই, হামামেলিস্ প্রভৃতি ঔষধ সেবনীয়। বহির্দ্দেশে আর্গটিন্ ইঞ্জেক্‌সন উপকারী। মূত্রাধারে হইলে শীতল জলের পিচকারী এবং মূত্রমার্গে হইলে একটী সাউণ্ড্ বা ক্যাথিটার যন্ত্র কিছুক্ষণ লাগাইয়া রাখিলে উপকার পাওয়া যায়।

উপরোক্ত লোহিত রক্তকণিকা সকল দ্রব হইয়া মূত্রের সহিত বহির্গত হইলে, তাহাকে হিমাটিনিউরিয়া (Hæmatinuria) বা Hæmoglobinuria বলে। ইহাতে স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ার ব্যতিক্রমহেতু মূত্রযন্ত্রস্থ রক্তনালী সকল স্ফীত হইয়া তন্মধ্যবর্ত্তী রক্তস্রোত মধ্যে অগ্রেই রক্তকণিকা সকল দ্রব হয় এবং তাহাই মূত্রে বিমিশ্রিত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে।

ম্যালেরিয়া ও দূষিত জ্বর (Septic fever), মূত্রযন্ত্রের উপর শীতল বায়ুসঞ্চালন, ধূম্ররোগ ও শীতাদ পীড়াসমূহ, সেঁকো বিষাশ্রিত উদ্‌জন (Arsenuretted Hydrogen) বাষ্প আঘ্রাণ প্রভৃতি কারণে রক্তকণিকা সকল দ্রব হইয়া মূত্রে বিগলিত হইবার সম্ভাবনা। পর্য্যায়ক্রমে এই পীড়া উপস্থিত হইলে, তাহাকে পারক্সিজ্‌মাল্ হিমোগ্লোবিনিউরিয়া বলে। ইহা প্রায় যুবকদিগেরই হইয়া থাকে।

ইহাতে মূত্র ঘোলা, কৃষ্ণবর্ণ অথবা পোর্ট নামক মদ্যের রঙের মত দেখায়। তাহাতে নিম্নে যে অধঃক্ষেপ থাকে, অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষায় সেগুলি, কঙ্করবৎ পদার্থ, এপিথেলিয়ম্ হিমাটিন-ক্রিষ্টাল্‌স্ এবং কৃষ্ণবর্ণ গ্রেণিউলার কাষ্ট বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় অধিক এল্‌বুমেন পাওয়া যায়। স্পেক্ট্রোস্কোপ (Spectroscope) দ্বারা মূত্র মধ্যে অর্দ্ধপক্ক কমলা-নেবুর রঙের মত দুইটী রেখা দৃষ্ট হয়। পর্য্যায়ক্রমে হিমোগ্লোবিনিউরিয়া আরম্ভের পূর্ব্বে দুর্ব্বলতা শীত, কম্প, কটিদেশে বেদনা, পাদদ্বয়ে যন্ত্রণা ও দৃঢ়তা, উদরে শূলবদ্‌বেদনা, নিদ্রাবেশ, জৃম্ভণ, পিপাসা, শিরোবেদনা, মুখশ্রী ম্লান বা ধূম্রবর্ণ, কখন কখন বমন, বিবমিষা ও অণ্ডকোষের সঙ্কোচন প্রভৃতি প্রকাশ পায়। পরে কৃষ্ণবর্ণ মূত্রত্যাগ হইতে আরম্ভ হয়। জ্বর থাকে না, গায়ে তাপও স্বাভাবিক অপেক্ষা কম থাকে। বিরামকালে মূত্র স্বাভাবিক এবং রোগী সুস্থতা বোধ করে। গাত্রচর্ম্ম ক্রমশঃই পীতাভ হইয়া আইসে।

এই রোগে কুইনাইন ও টিং-ষ্টিল্ বিশেষ ফলপ্রদ। অপরাপর ঔষধের মধ্যে আর্সেনিক্ গালিক এসিড্, এসিটেট্ অব্ লেড্, ডিজিটেলিস্, আর্গট ও পটাশি আইওডাইড্ ব্যবস্থেয়। রোগীকে সর্ব্বদা গরমবস্ত্র পরিধান করান উচিত, শৈত্যসংলগ্নে রোগবৃদ্ধির সম্ভাবনা। কখন কখন বিনা চিকিৎসায় এই রোগ আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

মূত্রনিস্রাব না হওয়াতে অচৈতন্য, আক্ষেপ প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে মূত্রক্ষয়বিকার (Uræmia) রোগ জন্মিয়াছে জানা যায়। পূর্ব্বতন চিকিৎসাবিদ্‌গণের মতে মূত্রের যবক্ষার-জানবিশিষ্ট উপাদান (urea) অপস্রাবিত না হইয়া কার্বনেট্ অব্ এমোনিয়ায় পরিবর্ত্তিত হওয়াতে উক্ত পীড়া সমুপস্থিত করে ; কিন্তু আধুনিক চিকিৎসকেরা তাহাদের পক্ষ সমর্থন না করিয়া বলেন যে, ইউরিয়া ও ইউরিক্ এসিড্ প্রভৃতি অনিষ্টকর, পদার্থ মূত্রের দ্বারা অপসারিত না হইলে, রক্তস্রোত মধ্যে উহাদের সঞ্চয়হেতু শোণিত বিষাক্ত ও তরল হইয়া এই ব্যাধি উৎপন্ন করেন। ডাঃ ট্রবি (Dr Traube) বলেন যে, তরল শোণিতের উপর

কোন প্রকারে চাপ পড়িলে মস্তিষ্কে ইডিমা উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা ইউরিমিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ওলাউঠা ও ব্রাইট্‌স্‌ পীড়ার উপসর্গ, উভয় ইউরিটারের অবরুদ্ধতা এবং মূত্রাবরোধহেতু পুনর্ব্বার কিয়দংশে মূত্রের আশোষণ প্রভৃতি কারণেও রোগোৎপত্তি ঘটে। তখন রোগীর মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বেদনা ও সম্মুখের কপালে তাপ বোধ হয়। শিরোঘূর্ণন, নিদ্রাবেশ, শ্রবণ ও দর্শনশক্তির হ্রাস, বমন, উদরাময়, হস্তপদাদির স্পন্দন, কখন কখন মৃগী বা সন্ন্যাস-রোগের ন্যায় আক্ষেপ, নাড়ীর দুর্ব্বলতা, উত্তাপের ন্যূনতা, শ্বাসকৃচ্ছ, প্রশ্বাসে ও ঘর্ম্মে মূত্রের ন্যায় দুর্গন্ধ, প্রলাপ, অচৈতন্য প্রভৃতি লক্ষণ সমুপস্থিত হয়। পীড়ারম্ভে প্রায় শিরোবেদনা ও বমন বর্ত্তমান থাকে। কোন কোন স্থলে আক্ষেপাদি হইতেও দেখা যায়। আক্ষেপ উপস্থিত হইলে মুখমণ্ডল ফিকা ও কনীনিকা প্রসারিত হয়। ইউরিটারের অবরুদ্ধতা নিবন্ধন রোগে নিম্নোক্ত কএকটী লক্ষণের বিকাশ হয়, যথা—মূত্রের অল্পতা ও দেখিতে জলবৎ তরল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্পন্দন, অনিদ্রা, শ্বাসপ্রশ্বাস মৃদু ও কষ্টকর, অত্যন্ত পিপাসা, জিহ্বা ও মুখাভ্যন্তর শুষ্ক, নিদ্রাবেশ ও অস্থিরতা। এইরূপ রোগীর ৯ হইতে ১২ দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়। এই রোগে অচৈতন্য বা আক্ষেপ থাকে না।

সন্ন্যাস বা মৃগী রোগ অথবা অহিফেন ও বেলেডোনা সেবন জন্য বিষময় ভাবের (Poisoning) সহিত এই পীড়ার ভ্রম হইতে পারে, তজ্জন্য চিকিৎসকের বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগনির্ণয় করা আবশ্যক এবং সেই মত তাহার চিকিৎসা-বিধানও কর্ত্তব্য। ইহার চিকিৎসাপ্রণালী :—

কটিদেশে উষ্ণজলস্বেদ, পুল্টিস্‌ বা ড্রাই কাপিং এবং ত্বকের ক্রিয়াবৃদ্ধির জন্য সময় সময় বাষ্প অথবা উষ্ণ জলের বাথ্‌ (bath) দেওয়া উচিত। উদরাময় থাকিলে অগ্রে ধীরে ধীরে তাহারই উপশমের চেষ্টা করিবে, অথচ একবারে মলরোধ করিবে না; কারণ মল দ্বারা কতক পরিমাণেও ঐ বিষাক্ত পদার্থ বিনিঃসৃত হইতে পারে। এরূপ নির্গমনেও রোগোপশমের সম্ভাবনা আছে। দাস্তবদ্ধ করিলে উক্ত বিষ রক্তে আবদ্ধ থাকিয়া রোগারোগ্যের পথে বাধা জন্মায়। অচৈতন্য থাকিলে গ্রীবাদেশে ব্লিষ্টার দেওয়া কর্ত্তব্য মৃগীরোগের ন্যায় আক্ষেপ হইলে ক্লোরোফরম্‌ আঘ্রাণ, ক্লোরাল হাইড্রাস্‌, নাইট্রেট্‌ অব্‌ এমাইল্‌, নাইট্রোগ্লিসারিন্‌, এমোনিয়া, ইথার, ওজোনিক্‌ ইথার, বেঞ্জয়েট্‌ অব সোডা প্রভৃতি প্রযোজ্য। যে পীড়ার উপসর্গ স্বরূপ এই ব্যাধি সমুপস্থিত হয়, তাহার সম্যক্‌ চিকিৎসা বিধান কর্ত্তব্য। কলেরা (বিসূচিকা) রোগে প্রধানতঃ উপসর্গরূপে ইউরিমিয়া দেখা দেয়। তখন প্রস্রাব না হওয়া পর্য্যন্ত মূত্রাধারের (kidueys) উপরিদেশে ব্লিষ্টার প্রভৃতি দিয়া দূষিত শোণিত শোষণ এবং মূত্রকোষ দিয়া তরল মিশ্রমূত্রের নির্গমনের উপায় দেখিবে। এই সময়ে রোগীর শ্বাসকৃচ্ছ ও পিপাসা বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি শক্তির হীনতা ও শিরোঘূর্ণন আসিয়া দেখা দেয়। তখন রোগীর অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া পড়ে। প্রাণের আর কোন আশা থাকে না। বালক বালিকা বা বয়োবৃদ্ধের ৫ বা ৬ বার ভেদ অথবা কলেরার আকারে দাস্ত হইলে আমাদের গৃহকর্ত্রীগণ ইউরিমিয়ার আশঙ্কায় দাস্তের সহিত প্রস্রাব হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ভেদের পর দুর্ব্বল শরীরে যদি মূত্রাঘাত উপস্থিত হয়,তাহা হইলে মূত্রবাহিকা নালীর সঙ্কুচিত পথমধ্য দিয়া মূত্র-প্রবহণের বিশেষ অসুবিধা ঘটে এবং দুই বা তিন দিন এইরূপে মূত্র অবরুদ্ধ হইলে ইউরিমিয়া বিষ শরীর ও রক্ত মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া দেহবল্লীতে একটী বিষধারা ঢালিয়া দেয়। সেই বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া মনুষ্য রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে জীবন বিসর্জ্জন করে।

বহুমূত্ররোগ প্রধানতঃ দুই প্রকার—১ মধুমেহ বা (Diabetes Mellitus) ও ২ তৃষ্ণাতিশয়যুক্ত বহুমূত্র (Diabetes Insipidus)। এই দুইটী রোগ বহুমূত্রের অন্তর্ভুক্ত হইলেও উহাদের প্রকৃতি পরস্পর স্বতন্ত্র। মধুমেহ নামক বহুমূত্ররোগে মূত্রের সহিত শর্করা নির্গত হয় এবং অপরটীতে শর্করা আদৌ থাকে না।

অধিক পরিমাণে ও বারংবার মূত্রত্যাগ হইলে এবং সেই মূত্র পরীক্ষাকালে শর্করার নির্গমন প্রকাশ থাকিলে, বহুমূত্র পীড়া বুঝিতে হইবে। এলোপ্যাথিক মতে এই রোগ গ্লাইকোসুরিয়া (Glycosuria) নামেও পরিচিত।

ডাঃ বার্ণার্ড বলেন যে, ভক্ষিত দ্রব্যের শর্করা ও বস্তুসার (Starch) কিয়দংশ যকৃতের ক্রিয়া দ্বারা গ্লাইকোজেন অর্থাৎ দ্রাক্ষা শর্করাতে রূপান্তরিত হয়। যকৃৎপ্রণালী (Hepatic Duct) ও অধঃ-অবরোহিণী শিরার (inferior vena cava) শোণিত মধ্যে স্বভাবতঃই সহস্রাংশের ১ হইতে ৩ ভাগ দ্রাক্ষা-শর্করা থাকে। সুস্থশরীরে ফুস্ফুসের মধ্যে উহা দগ্ধ হয়, সুতরাং ধমনীরক্তে শর্করা পাওয়া যায় না। যদি আহার দ্বারা শরীর মধ্যে অধিক শর্করা প্রবেশ করে, কিংবা যকৃতের ক্রিয়ার ব্যত্যয়হেতু অতিরিক্ত দ্রাক্ষাশর্করা উৎপন্ন হইয়া ফুস্ফুস মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ না হয়, তাহা হইলে শর্করা রক্তে মিশিয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইতে থাকে।

ডাঃ পেভির মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি বলেন যে, যকৃতে শর্করা জন্মে না, বরং তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে সংগৃহীত হয় বলা যায়। স্বভাবতঃ মূত্রে যে সামান্য শর্করা থাকে, সাধারণ পরীক্ষা দ্বারা তাহা অনুভূত হয় না। এই রোগে অন্ত্রাদি রক্তনালীর অবশতা জন্মে এবং সেই হেতু যকৃদ্ধমনীতে (vena portæ) নিয়মিতরূপে রক্ত পরিবর্জিত হইতে পারে না। যকৃৎ-শিরার রক্তস্রোতে নিয়মাতিরিক্ত অম্লজন-মিশ্রিত রক্ত প্রবাহিত থাকায় তন্মধ্যস্থ ষ্টার্চযুক্ত পদার্থনিচয় শর্করায় পরিণত হইয়া সাধারণ রক্তস্রোতে গমন করে এবং তৎপরে ক্রমেই মূত্রের সহিত বাহির হইতে থাকে। অধিক ষ্টার্চযুক্ত দ্রব্য ভক্ষণ, ক্লোরোফরম আঘ্রাণ, কুঁচিলা (Strychnine) বা উরেয়া দ্বারা শরীর বিষাক্ত হওয়া; শ্বাসকাস ও হুপিংকফ প্রভৃতি ফুস্ফুসের পীড়া; মৃগী, সন্ন্যাসরোগ ও ধনুষ্টঙ্কারাদি স্নায়ুমণ্ডলের ব্যাধি; যকৃৎ ও অন্যান্য যন্ত্রের আঘাত এবং পাললিকের (Pancreas) পীড়া কিংবা তাহার সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রভৃতি কারণে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ডাঃ বার্ণার্ডের সিদ্ধান্তে ৪র্থ কোটর (ventricle) অথবা মৈহিক স্নায়ুসমূহের (Sympathetic nerves) উত্তেজনা হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয়। যাহা হউক, স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্যই যে এই রোগোৎপত্তির মূলকারণ, তদ্বিষয়ে কেহই অন্যমত নহেন।

গাত্রে শৈত্যসংলগ্ন, উত্তপ্তশরীরে শীতলজলপান, অধিক শর্করা বা ষ্টার্চযুক্ত আহার্য্য ভোজন, অতিরিক্ত সুরাপান, মানসিক পরিশ্রম বা বিষয়কার্য্যে অত্যধিক মনোনিবেশ, অত্যন্ত মনঃকষ্ট বা শোক, মেরুদণ্ড বা মস্তকোপরি আঘাত, মৈহিক স্নায়ুর কোনরূপ পরিবর্তন, সস্ফোটক জ্বর ও গেঁটেবাত প্রভৃতি রোগ ইহার উদ্দীপক কারণ। কখন কখন ইহা পুরুষানুক্রমিক হয়। পুরুষদিগের ২৫ হইতে ৬৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। নগরবাসী নিশ্চেষ্ট ও সুখবিলাসরত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষ, সিংহলদ্বীপ এবং ইতালিদেশেই এই রোগের প্রাবল্য লক্ষিত হয়। য়িহুদীদিগের মধ্যে বহুমূত্র রোগীর সংখ্যাই অধিক।

এই রোগে পৃষ্ঠাংশস্থিত মজ্জার উপরের বৃহদংশ (Medulla oblongata) ও পন্সভেরোলাইয়ের নিকটস্থ ধমনী সকল স্ফীত এবং স্নায়ুবিধানে অপকৃষ্টতা ও ক্ষয় দৃষ্ট হয়। কখন কখন মেডুলা-অব্‌লঙ্গাটা, পন্সভেরোলাই ও মৈহিক স্নায়ুর উপর অর্ব্বুদ দেখা দেয়, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করিয়া প্রকৃত রোগ নির্ণয় করা যায় না। সুতরাং ইহাতে রোগনির্দ্দেশক কোন পরিবর্তনই সংঘটিত হয় না। অন্যান্য পরিবর্তনের মধ্যে মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ ও ফুস্ফুসে যক্ষ্মারোগের চিহ্ন বিদ্যমান থাকে। হৃৎপিণ্ড ক্ষুদ্র, পাললিকা বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র, পাকাশয় প্রসারিত এবং উহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী স্থূল হয়। ত্বকে ক্ষত ও চর্ম্মরোগ প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

সাধারণ লক্ষণ ব্যতীত এই রোগে মূত্রযন্ত্র ও পাকযন্ত্র সম্বন্ধীয় কএকটী বিকার দৃষ্ট হয়। সেইগুলি অতি সাবধানে অবধারণ করিয়া প্রবীণ চিকিৎসক রোগনির্ণয় ও তাহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিবেন। নিম্নে পর পর লক্ষণগুলির সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদত্ত হইল:—

রোগীকে দেখিতে অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল, মুখমণ্ডল চিন্তাযুক্ত ও মলিন, চর্ম্মশুষ্ক, পেশীসমূহ শিথিল ও কোমল, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, সময় সময় শীতবোধ, পদদ্বয় স্ফীত ও শোথযুক্ত, পুরুষত্বের হ্রাস, আলস্য, কর্কশ-স্বভাব ও মানসিক শক্তির খর্ব্বতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান থাকে। রক্তে এবং শরীরের অন্যান্য নিস্রাবে শর্করা পাওয়া যায়। উত্তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা ন্যূন। রোগী জ্বরাক্রান্ত হইলে উপযুক্ত উত্তাপের বিকাশ হয় না। দৃষ্টিশক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে ও স্নায়ুশূল জন্মে। কলকাস্থির (patella) প্রতিক্রিয়ার খর্ব্বতা থাকে। ব্যাধি কঠিন হইলে মস্তিষ্ক ও ফুস্ফুসে পীড়া উপস্থিত হয়, পরিশেষে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, উদরাময় নিদ্রাবেশ, আক্ষেপ ও অচৈতন্যাদি গুরুতর লক্ষণ দেখা দেয়।

শরীরের মধ্যে শর্করার পরিমাণ অধিক হইলে, এসিটোন্ (Acetone) নামক পদার্থ জন্মে এবং তজ্জন্য এসিটোনিমিয়া (Acetonoemia) অর্থাৎ অচৈতন্য ও বিকারের লক্ষণসমূহ উপস্থিত হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটায়। অধিক শর্করা কিংবা বসাযুক্ত রক্ত অথবা জমাট বসা মস্তিষ্ক মধ্যে সঞ্চালিত হইলে অচৈতন্য ও আক্ষেপাদি আসিতে পারে। অচৈতন্য ঘটিবার পূর্ব্বে উদরের ঊর্দ্ধদেশে বেদনা, অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধতা, হাঁপযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস, প্রলাপ ও নিজার্কের (Kneejerk) সম্পূর্ণ হ্রাস ঘটে।

মূত্রযন্ত্র হইতে বারংবার অধিক পরিমাণে মূত্র ত্যাগ হইতে থাকে। মূত্র কিঞ্চিৎ উত্তেজক, সুতরাং মূত্রমার্গে জ্বালা ও ক্ষত উৎপন্ন হয়। পুরুষ বা রমণীদিগের বাহ্য জননেন্দ্রিয়োত্তেজনা ও কটিদেশে বেদনা জন্মে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রস্রাব পরিমাণ ২ হইতে ৩ পাইণ্ট্, কিন্তু এই পীড়ায় সাধারণতঃ ঐ সময়ের মধ্যে ৮ হইতে ৩০ পাইণ্ট্ পর্য্যন্ত মূত্র ত্যাগ হইতে দেখা যায়। মূত্র জলবৎ পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয়। উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিম্ন সংখ্যায় ১.১৫ এবং

ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ১'৬০; কিন্তু সাধারণতঃ ১.৩০ হইতে ১'৪০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। উত্তপ্ত স্থানে রাখিলে মূত্র ফেনিল হয়। শর্করার আধিক্যহেতু বস্ত্রে দাগ ধরে। মূত্রোপরি পিপীলিকা বা মক্ষিকা বসিয়া মিষ্টাস্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে।

ইউরিয়া ও ইউরিক এসিডের ভাগ বৃদ্ধি পায়। মূত্রে শতকরা ৮ হইতে ১২ ভাগ শর্করা থাকে। ২৪ ঘণ্টায় ১৫ হইতে ২৫ ঔন্স শর্করা নির্গত হইতে পারে। আহারের পর, বিশেষতঃ মিষ্টান্ন ও ষ্টার্চযুক্ত দ্রব্য-ভোজনের পর মূত্রে শর্করার ভাগ অধিক দৃষ্ট হয়। রোগী জ্বরাক্রান্ত হইলে শর্করা কম হয়, অথবা সময় সময় অদৃশ্য হইয়া যায়। মাংসাহারের পরও শর্করার হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। কখন কখন মূত্রে এলবুমে· ও কাইল থাকে।

শরীরের দুর্ব্বলতা হেতু ক্ষুধামান্দ্য আসিয়া পাকযন্ত্রের বিকার উৎপন্ন করে। উদরোর্দ্ধে (Epigastrium) ভারবোধ, উদরাধ্মান, অম্লোদ্গার, মল-কাঠিন্য অথবা ফেনযুক্ততা এবং সচরাচর কোষ্ঠবদ্ধতা লক্ষিত হয়। পীড়ার শেষাবস্থায় আমাশয় বা উদরাময় উপস্থিত হইতে পারে। লালায় শর্করা পাওয়া যায়, ঐ শর্করা লাকটিক্ এসিডে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় লালা অম্লাক্ত হয়। রোগীর সাধারণতঃ পিপাসাধিক্য থাকে। জিহ্বা শুষ্ক, ফাটা, লালবর্ণ, কখন কখন সরস ও অঙ্কুরযুক্ত হয়। মুখাভ্যন্তর শীতল ও আঠাল, কোন কোন স্থলে প্রবল ক্ষুধা, কিন্তু সচরাচর অগ্নিমান্দ্যই পরিলক্ষিত হয়। প্রথম প্রশ্বাস বায়ুতে মূল্ নামক মদিরার ন্যায় সুমিষ্ট গন্ধ এবং রোগ সংঘাতিক হইলে সির্কা (vinegar) অথবা পচা বিয়ার মদের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে। দন্তমাড়ী কোমল এবং রক্ত-স্রাব যুক্ত হয়।

বহুমূত্ররোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে ক্রমে যক্ষ্মা, স্ফোটক, দগ্ধব্রণ (Carbuncle) বিদগ্ধদৃষ্টি (soft cataract) ও বিচর্চ্চিকা (Psoriasis) প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। প্রধানতঃ এই পীড়ার গতি তত প্রবল নয়, কিন্তু সময় সময় লক্ষণ-সমূহ প্রবল হইতে দেখা যায়। রোগের প্রথমাবস্থায় লক্ষণ-গুলির প্রকোপ হয়, কিন্তু পরে আর ততদূর থাকে না। অধিকাংশ রোগীই ১ হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে কাল-গ্রাসে নিপতিত হয়। শেষাবস্থায় মূত্রের পরিমাণ ও শর্করার ভাগ অল্প হইয়া আইসে; কিন্তু মূত্রে এলবুমেন থাকে। আহারে অনিচ্ছা, অনিবার্য্য বমন, উদরাময় ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরিশেষে দুর্ব্বলতার জন্য অথবা অন্য কোন উপসর্গে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

এই পীড়া কঠিন হইলেও কখন কখন আরোগ্য হইয়া থাকে। নিয়মমত আহার, পরিধান ও ব্যায়াম করিলে রোগী বহুদিন জীবিত থাকিতে পারে। যুবকদিগের পীড়াই কিছু গুরুতর হয়, বার্দ্ধক্যের রোগ ততদূর প্রবল হয় না। রোগী অচৈতন্য হইলে কখন কখন সন্ন্যাসরোগের সহিত ইহার ভ্রম জন্মায়, কিন্তু তখন প্রশ্বাসিত বায়ুর গন্ধ ও মূত্র পরীক্ষা করিলে সহজেই রোগ নির্ণীত হইতে পারে।

আহারের সতর্কতাই এই পীড়ায় বিশেষ চিকিৎসা চিনি, মধু, আলু, মিষ্টফল, অন্ন, সাগু, মটর ও অন্যান্য ষ্টার্চ-ঘটিত দ্রব্য ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। মাংস, মৎস্য, ডিম্ব, ভূষির বিস্কুট, আটা-(gluten)যুক্ত ময়দার রুটী, ঈষদগ্ধ রুটী, মাখন, মথিত দুগ্ধ, দুগ্ধের সর, শসা ও শাকসব্জী ভক্ষণ করা বিধেয়। চিনি-রহিত চা ও কফি ব্যবহার করা যাইতে পারে, চিনির পরিবর্ত্তে সার্কোরিন্ ব্যবহার্য্য। দুগ্ধে শর্করা আছে বলিয়া এই রোগে দুগ্ধসেবন নিষিদ্ধ; কিন্তু অল্প পরিমাণে খাইলে উপকার ভিন্ন অপকার দর্শে না। পশুবিশেষের যকৃৎ বা শুক্তি অনুপকারী। ডাঃ ডন্‌কিন্ বলেন যে, বহুমূত্রগ্রস্ত রোগীকে প্রত্যহ ৬ হইতে ৮ পাইণ্ট মথিতদুগ্ধ (মাটাতোলা দুগ্ধ বা দুগ্ধের জলীয় অংশ) অথবা তরল তক্র পান করাইলে শর্করা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা। অনেক সময় তাহাও বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। সুরার মধ্যে ব্রাণ্ডি, হুয়িস্কি ও তিক্ত এল্ মদ্য অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে, পোর্ট ও শেরি প্রভৃতি দ্রাক্ষাজাত মদ্য খাইতে একেবারেই নিষেধ। সময় সময় রোগীর রুচি পরিবর্ত্তনের জন্য ভক্ষ্যদ্রব্য বদলাইয়া দেওয়া উচিত। নতুবা ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হইতে পারে। পথ্য আহারে অনিচ্ছা জন্মিলে, রোগীকে সামান্য রুটী ও নিষিদ্ধ পথ্যের কোন কোনটী বিবেচনা করিয়া খাইতে দিবে। পিপাসানিবারণার্থ বরফ, এসিড্ ফস্ফরিক্ ডিল্, ক্রীম্ অব্ টার্টার সালউশন, ভিচি বা কার্লস্‌-বাড্ প্রভৃতি ধাতব-জল ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। জলপান নিষেধ করিলে বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা। রোগীকে সর্ব্বদা উষ্ণ বস্ত্রে আবৃত রাখিবে, কদাচ ঠাণ্ডা লাগাইবে না। সামুদ্রিক জলবায়ু এই রোগে বিশেষ উপকারী।

অহিফেন এই রোগের মহৎ ঔষধ। ২৪ ঘণ্টায় মধ্যে আবশ্যক মতে ১ হইতে ১০ গ্রেণ পর্য্যন্ত অহিফেন সেবন এবং ½ হইতে ২ গ্রেণ মাত্রায় কোডেয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। অন্যান্য ঔষধের মধ্যে বাইকার্বনেট্ অব্ সোডা বা পটাশ, পেপ্‌সিন্, আর্সেনিক, পোটাশি ব্রোমাইড্ বা আইওডাইড্, কোনায়ম্, কানাবিস্ ইণ্ডিকা, লাকটিক এসিড্ বা লাকটেট্ অব্ সোডা, কুইনাইন্, আর্গট, ভেলেরিয়ন্, ক্রিয়োজোট্,

পার্ম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশ্, লাইকার ফেরি ডাইএলিসেটস্, পেরক্সাইড্ অব্ হাইড্রোজেন প্রভৃতি প্রযোজ্য। উক্ত ঔষধগুলি স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদক এবং শর্করাদগ্ধকারক বলিয়া কথিত। ব্যাধি প্রাচীন হইলে কড্‌লিভার অয়েল ও টিং-ষ্টিল্ বিশেষ ফলপ্রদ। কোমা হইলে অক্সিজন আঘ্রাণ, আভ্যন্তরিক কার্ব্বলিক বা স্যালিসিক্ এসিড্ ও থাইমল প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

℞ কোডায়া...gr. ss.
ক্রিয়োজোট...m ½
এক্: নক্সভমিকা...gr. ss.
এক্: জেনসিয়ান্...q. s.

লইয়া একটী বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐরূপ তিনটী বটিকা দিবসে তিনবার সেব্য। রোগ পুরাতন হইলে নিম্নলিখিত ঔষধটী দিবসে ২ বা ৩ বার খাইতে দিবে।

কড্‌লিভার অয়েল—১ ড্রাম
টিং-ষ্টিল—১০ ফোটা
একোয়া (জল)—১ ঔন্স মোটে।

ডায়েবিটিজ্ ইন্‌সিপিডস্, পলিইউরিয়া বা পলিডিপ্‌সিয়া (Polyuria—Polydipsia) অন্য আর এক প্রকার বহুমূত্র-রোগ। ইহাতে মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব কম হয় এবং শর্করাংশ থাকে না।

ইহাতে স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াব্যতিক্রমহেতু মূত্রযন্ত্রস্থ ধমনীসমূহের মাংসপেশী অবশ ও স্ফীত হয়। তজ্জন্য অধিক পরিমাণে প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকে। পশ্বাদির ৪র্থ কোটরের (Ventricle) তলদেশ, শরীরাভ্যন্তরস্থ বৃহৎ স্প্লান্‌চিক্ স্নায়ু (Splanchnic), বক্ষের মৈহিক স্নায়ু কিংবা ভেগস্ স্নায়ু সূচিকাবেধ দ্বারা উত্তেজিত করিলে কৃত্রিমরূপে এই ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে।

মেরুদণ্ড বা মস্তকোপরি আঘাত, দারুণ মনস্তাপ, ঠাণ্ডা লাগান, উত্তপ্ত শরীরে শীতলজলপান, অতিরিক্ত পরিশ্রম বা অত্যধিক সুরাপান প্রভৃতি উত্তেজনায় এবং হিষ্টিরিয়া রোগ অথবা পিতৃপিতামহ প্রভৃতি কাহারও এই রোগ থাকিলে সহসা শৈশব বা যৌবনকালে বংশানুক্রমে এই রোগ আসিয়া দেখা দেয়। রোগ উপস্থিত হইলে মস্তিষ্কের মধ্যে অর্ব্বুদ, চতুর্থ কোটরের তলদেশের অপকৃষ্টতা, সোলার প্লেক্‌সাস্, স্প্লান্‌চিক্ স্নায়ু অথবা ফুসফুস পাকাশয়িক স্নায়ুর (Pneumogastric nerves) উপর অর্ব্বুদ এবং অসাড় মূত্রপাত (Enurism) প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এইরূপে বারংবার অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ হইতে দেখিলে বহুমূত্র রোগের বিকাশ জানিয়া প্রতীকার বিধান করা কর্ত্তব্য। তখন মূত্র পরীক্ষা করিলে উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০৮ হইতে ১.০৫ পর্য্যন্ত কম হয়, মূত্রে শর্করা পাওয়া যায় না, কিন্তু ইউরিয়া থাকে। এই অবস্থাকে এজোটুরিয়া (Azoturia) কহে। এ সময়ে রোগী এরূপ পিপাসা বোধ করে যে, সে জলাভাবে স্বীয় মূত্রপান করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। রোগী ক্রমশঃ শীর্ণ ও মলিন হইতে থাকে। চর্ম্ম শুষ্ক ও শিথিল, উদরোর্দ্ধদেশে বেদনা, মলবদ্ধতা ক্ষুধামান্দ্য, মুখাভ্যন্তরে শুষ্কতা, শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং সময় সময় শীতবোধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। পীড়ার শেষাবস্থায় অত্যন্ত শীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা, আহারে অনিচ্ছা, উদরাময় এবং বমনাদি লক্ষণের বিকাশ হইতে দেখা যায়। মধুমেহের সহিত এই রোগের ভ্রম হয় বটে, কিন্তু রাসায়নিক পরীক্ষা ও আপেক্ষিক গুরুত্বের স্বচ্ছতা লক্ষ্য করিলে সহজেই রোগ নির্ণয় করা যাইতে পারে। ইহার গতি সর্ব্বদাই অপ্রবল থাকে, কোন কোন রোগীতে প্রবলরূপে প্রকাশিত হইতেও দেখা যায়। ইহা দুশ্চিকিৎস্য যান্ত্রিক পীড়া, দুর্ব্বলতা, উদরাময় ও শীর্ণতা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে বা উপসর্গ উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

অহিফেন, ভেলেরিয়ান্, লৌহঘটিত ঔষধসমূহ, আর্গট, পটাশি আইওডাইড্, আর্সেনিক্,বেলেডোনা, পটাশি ব্রোমাইড্, এসিড্ নাইট্রিক ডিল্, এপিকাইরিন্ এবং পিলোকার্পিন ইঞ্জেক্‌সন্ প্রভৃতি এই রোগে ব্যবহেয়। মেরুদণ্ড, গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগ বা উপপর্শুকা-প্রদেশে (Hypochondriac region) অবিরত বৈদ্যুতিক স্রোত সংলগ্ন করিবে। বলকারক পথ্য ব্যবহার্য্য। জলপান একবারে বন্ধ করিলে অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

বৃক্ক বা মূত্রযন্ত্রের রক্তাধিক্য (Renal congestion) প্রধানতঃ প্রবল ও অপ্রবলভেদে দ্বিবিধ। প্রবল রক্তাধিক্য-রোগকে কখন কখন বৃক্কশোথ (Catarrhal Nephritis) বলা হইয়া থাকে। সঙ্কোচক জ্বর, শীতলবায়ু সেবন, ক্যান্থারাইডিস্, তার্পিণতৈল, কোপেবা প্রভৃতি ঔষধ সেবন, বহুমূত্রহেতু প্রণালের উত্তেজনা, মূত্রযন্ত্র মধ্যে এবলাই বা কর্কট রোগ, প্রদাহের প্রথমাবস্থা ও হিষ্টিরিয়া রোগজন্য রক্তনালীসমূহের প্রবল প্রসারণই রক্তাধিক্যের প্রবল এবং হৃৎপিণ্ড বা ফুস্‌ফুসের কোন পুরাতন পীড়াহেতু শিরা-সঞ্চালনের ব্যাঘাত, বৃক্কধমনী (Renal vein) ও অধঃ-অবরোহিণীশিরার (inferior vena cava) সঞ্চয়েরউপরিভাগে বিবর্দ্ধিত গর্ভাশয় কিংবা উদরী-রোগের সিরাম (serum) দ্বারা চাপ পড়িলে

বৃক্ককে রক্তসঞ্চিত হইয়া অপ্রবল রক্তাধিক্য রোগের উৎপত্তি করে।

ইহাতে মূত্রাশয় বিবর্দ্ধিত ও আরক্তিম এবং মালফিগিয়েন বডির নিকট আরক্তিমতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালদাগ দৃষ্টিগোচর হয়। মূত্রনালী সকলের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে সামান্য প্রদাহ থাকে। অপ্রবল রক্তাধিক্যে মূত্রযন্ত্র ক্রমশঃ সঙ্কুচিত, দৃঢ় ও বন্ধুর হয়। কখন কখন এম্বলাই দেখা যায়।

মূত্র অল্প, লোহিত ও গাঢ়। তাহাতে এলবুমেন, এপিথেলিয়ম, ফাইব্রিন্-কাষ্ট ও কখন কখন রক্ত থাকে। অধিক পরিমাণে ইউরেট্‌স্ অধঃক্ষিপ্ত হয়। রোগী কটিদেশে বেদনা ও ভার বোধ করে। কোন কোন স্থলে মূত্র দেখিতে জলবৎ তরল এবং আপেক্ষিক গুরুত্বে ন্যূন। এম্বলাই বৃহৎ হইলে কটিদেশে অতিরিক্ত বেদনা জন্মে এবং শীঘ্র এল্‌বিমিনিউরিয়া বা হিমেটিউরিয়া আক্রমণ করে। কটিদেশে আর্দ্র বা শুষ্ক কাপিং*, ফোমেণ্টেসন অথবা পুল্টিশ দেওয়া বিধি। বিরেচক ঔষধ ও উষ্ণ স্নান আবশ্যক। কোন কোন স্থলে স্নিগ্ধকারক পানীয় ব্যবহার্য্য।

পূয়জ-বৃক্ককোষ (Suppurative Nephritis) রোগে মূত্রযন্ত্র বৃহৎ ও আরক্তিম এবং ক্ষুদ্র বা বৃহৎ স্ফোটকযুক্ত হয়। কটিদেশ, অন্ত্র ও অন্ত্রাবরক ঝিল্লি (Peritoneum) অথবা বক্ষঃ-কোটরেও স্ফোটক সকল প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। আঘাত, মূত্রাশ্মরীর উত্তেজনা, মূত্রাধার এবং মূত্রমার্গের উর্দ্ধদিকে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রদাহ-বিস্তৃতি এবং পাইমিয়া (Pyæmia) ও এম্বলিজম্ প্রভৃতিই রোগোৎপত্তির কারণ হয়।

প্রথমে কটিদেশের একপার্শ্বে বেদনা অনুভূত হয়। অঙ্গচালনার দ্বারা ক্রমশঃই তাহা বৃদ্ধি পায় এবং ধীরে ধীরে মূত্রাধার, অণ্ডকোষ ও উরুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অত্যন্ত শীত ও কম্প, বমন, মূত্রের লোহিত্য ও গাঢ়তা, তাহাতে রক্তমিশ্রণ, আতশয় জ্বর, মূত্রক্ষয়বিকার (Uræmia) ও তজ্জন্য বিকারের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। স্ফোটক হইলে বেদনাস্থলে হ্রাসবৃদ্ধি (fluctuation) থাকে। বস্তিগহ্বরে (Pelvis) স্ফোটক হইলে প্রস্রাবে পূয় পাওয়া যায়।

এস্পিরেটার দ্বারা পূয় বহির্গমন, বলকারক ঔষধ এবং পুষ্টিকর পথ্যবিধান দ্বারা চিকিৎসা করাই বিধেয়।

বৃক্কবস্তিকোষ (Pyelitis বা Pyo-Nephrosis) রোগের উৎপত্তির কারণ, মূত্রাশ্মরী, কর্কট ও গুটী (tubercle) রোগ, নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রদাহ-বিস্তৃতি, শৈত্যসংলগ্ন, তার্পিণ বা কান্থারাইডিস্ (মাক্ষিকবিষ) প্রভৃতি সেবন এবং ইউরিটারের চাপ ও অবরুদ্ধতা। ইহা মূত্রযন্ত্রের বস্তিকোটরঝিল্লী প্রদাহ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। প্রবল ও প্রাচীনভেদে ইহা দ্বিবিধ। প্রবল প্রকারে মূত্রযন্ত্রের বস্তিকোটরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আরক্তিম, রক্তস্রাবচিহ্নযুক্ত ও কোমল হয়। উহার ভিতরে নিঃসৃত বহিস্ত্বক-(Epithelial) কোষ পূয়ময় নিউকসে আচ্ছন্ন থাকে। প্রাচীন প্রকারে শ্লৈষ্মিকঝিল্লী পাংশুবর্ণ বা শ্লেটের মত বর্ণ প্রাপ্ত হয়। মধ্যে মধ্যে স্ফীতশিরা দেখা যায়, তাহাতে প্রায়ই পূয় বর্ত্তমান থাকে। অবরুদ্ধতা দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, পূয়সহ এমোনিয়ার লবণ, ইউরিক এসিড্ ও ফস্ফেট্‌স্ সংযুক্ত হয় এবং সেই জন্য মূত্রে দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। ঝিল্লীদাহজ বৃক্ককোষ রোগে মূত্রযন্ত্র কিঞ্চিৎ পরিমাণে বিবর্দ্ধিত হয়, তখন তাহার কোষ (capsule) অনায়াসে ছিন্ন হইতে পারে।

ইহাতে বারংবার মূত্রত্যাগ হয়, সেই সঙ্গে কটিদেশে বেদনা, এবং মূত্রে মিউকস, রক্ত ও ক্রমশঃ পূয়গন্ধার হইতে দেখা যায়। শীতবোধ ও জ্বর হইয়া থাকে। পীড়া পুরাতন হইলে ক্ষয়জ্বর (Hectic fever) আসিয়া দেখা দেয়। দুর্ব্বলতার জন্যই মৃত্যু ঘটে। মূত্রবাহপ্রণালীর মধ্যে কোন মূত্রাশ্ম থাকিলে উহা নির্গমনের পর মূত্রসহ পূয় নির্গত হইতে থাকে। অধিক মূত্র ও পূয় সঞ্চিত হইলে কটিদেশে একটা কোমল অর্ব্বুদ অনুভূত হয়।

শরীরে অত্যন্ত বেদনা থাকিলে আহিফেন ও মর্ফিয়া সেবন করান বিধি। মর্ফিয়া ইঞ্জেকসন্ দিলেও উপকার দর্শে। শীতল পানীয় প্রচুর পরিমাণে সেব্য, লঘুপথ্য বিধেয়।

পেরিনিফ্রাইটিস্ (Perinephritis) রোগে বৃক্ককের চতুষ্পার্শ্বস্থ কৌষিকপ্রণালীতে প্রদাহ জন্মে। আঘাত বা শৈত্যতা সংলগ্নই ইহার কারণ। বেদনা অধিক না হইলেও কটিপ্রদেশ (lumbar region) স্ফীত হয়। সময় সময় ইহাতে স্ফোটক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

প্রবল মূত্রাঘাত ব্যাধি (Acute Bright's disease) মূত্রস্রাবের হ্রাসহেতু উৎপন্ন হয়। ইহাতে সর্ব্বাঙ্গে শোথ, দুর্ব্বলতা ও রক্তাল্পতা (Anæmia) আসিয়া উপস্থিত হয়। সাণ্ডশুক্রমূত্র রোগের পরিপুষ্টি হইতে এই

* ইহা একপ্রকার স্লিপারের মত। মূত্ররোগে বৃক্ককের ক্রিয়া-বৈপরীত্য ঘটিলে, উক্ত কার্য্যের জন্য প্রস্তুত কাচপাত্রবিশেষের মধ্যে স্পিরিট লাগাইয়া অগ্নিসংযোগ করিলে উহার মধ্যস্থ বাষ্প দগ্ধ হইয়া বায়ুশূন্য হয় এবং উহা বহির্বায়ুর চাপে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আটকাইয়া ধরে। ইহা ড্রাই বা শুষ্ক কাপিং এবং বেদনাস্থানে জল ছিটাইয়া ঐ বাটি বসাইলে আর্দ্র কাপিং বলা যায়। ইহাতে আভ্যন্তরিক বিকৃতির অনেকটা উপশম হইয়া থাকে।

রোগের বিকাশ নির্ণয় করিয়া Dr. Richard Bright প্রথমে ইহার আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণে ইহা Bright's Disease নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম Acute Disquamative Nephrtis বা Tubal Nephritis।

শিতকাল, গাত্র-চর্ম্মের অপরিষ্কার, অমিতাচার, নিরন্তর শৈত্যসংলগ্ন স্থানে বাস, ইত্যাদি কারণ; আরক্ত জ্বরের (Scarlet fever) পর হাম, বসন্ত, ঝিল্লীচ্ছাদন (Diphtheria), প্রবল বাতরোগ (acute rheumatism), মোহজ্বর (Typhus fever), ম্যালেরিয়া জ্বর ও বিসূচিকা প্রভৃতি রোগান্তে; উত্তপ্ত শরীরে ঠাণ্ডা লাগাইলে, গর্ভাবস্থায়, অগ্নি দ্বারা শরীর দগ্ধ হইলে, অথবা শরীরের অধিক স্থানে সোরাইসিস্ বা ডার্মেটাইটিস্ চর্ম্মরোগ উৎপন্ন হইলে ত্বকের ক্রিয়াবরোধজনিত দৈহিক অনিষ্টকর পদার্থসমূহ মূত্রযন্ত্র দিয়া নির্গত হয় এবং তজ্জন্য মূত্রযন্ত্রের সূক্ষ্মনালী (tube) গুলির শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে প্রবল প্রদাহ প্রভৃতি রোগোৎপত্তি ঘটে।

প্রদাহহেতু নূতন নূতন কোষের উৎপত্তি হয় এবং তাহার ভগ্ন এপিথেলিয়মের সহিত উক্ত নালীসমূহে সঞ্চিত হইয়া মূত্রাবরোধ ঘটায়। এই প্রকারে মূত্রযন্ত্র ও চর্ম্মের ক্রিয়া অবরুদ্ধ হওয়াতে ইউরিয়া প্রভৃতি অপকৃষ্ট পদার্থ রক্তে মিশ্রিত হইয়া রক্তকে তরল করে। পরে উহা কৌষিক-বিধান ও রক্তাম্বুস্রাবী-(Serous) কোটরে সঞ্চিত হইয়া শোথ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়।

এই রোগে মূত্রযন্ত্রদ্বয় বৃহৎ ও ভারী এবং মসৃণ ও আরক্তিম হয়। কর্ত্তন করিলে ছেদিত অংশ কৃষ্ণাভ লোহিতবর্ণ দেখায়। মধ্যে মধ্যে সামান্য রক্ত-চিহ্ন থাকে। বাহ্যাংশ (cortical) দেখিতে পাটলবর্ণ এবং পিরামিডিকাল অংশ রক্তপূর্ণ থাকে। কোষ (capsule) অনায়াসে ছিন্ন করা যায়। সান্তর-বৃক্ককোষ (Interstitial Nephritis) রোগে মধ্যবর্ত্তী কৌষিক-বিধান শুভ্র, নানাপ্রকার কোষ ও বসাকণিকাযুক্ত দৃষ্ট হয়। অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে বহু সংখ্যক এপিথেলিয়েল কোষ, লোহিত রক্তকণিকা, নিঃসৃত ফাইব্রিন্ ও ইউরিনারি কাষ্ট্ (মূত্রযন্ত্রসম্বন্ধীয় ছাঁচ) দেখিতে পাওয়া যায়। এপিথেলিয়েল কোষসমূহ সংখ্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া টিউবের মধ্যে একত্র অবস্থান করে। কোষ মধ্যে বসা ও প্রোটিন বিন্দু থাকায় তাহা বৃহৎ, অস্বচ্ছ ও মেঘবর্ণের ন্যায় দেখায়। কোষের এই প্রকার বর্দ্ধিতাকার বা স্ফীততাকে 'cloudy swelling' বলে। অপরাপর টিউবের মধ্যে এপিথেলিয়মের চিহ্ন মাত্র থাকে না, কেবল ফাইব্রিনের ছাঁচ থাকে। ঐ ছাঁচ মূত্রদ্বার দিয়া নির্গত হইলে হায়লিন্ কাষ্ট (Hyaline cast) বলে। অন্যান্য উপসর্গের মধ্যে বায়ুনালীর প্রদাহ (bronchitis), ফুস্ফুস্প্রদাহ (Pneumonia) বক্ষোন্তর্বেষ্টৌষ (Pleurisy), হৃদন্তরবেষ্টৌষ (Endocarditis) ও শোথ দেখা যায়। কখন কখন হৃৎপিণ্ডেরও পরিবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

রোগাক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই শীত ও কম্প আরম্ভ হইয়া থাকে। ব্যাধির প্রারম্ভে মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা বোধ হয় এবং বমন ও বিবমিষা থাকে। স্থানবিশেষে শোথ ও মূত্রক্ষয়বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্যাধি বদ্ধমূল হইলে রক্তাম্বুস্রাবী (Serous) কোটরে ও কৌষিক-বিধান মধ্যে রক্তের জলীয়াংশ (serum) সঞ্চিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে শোথ উৎপাদন করে। মুখমণ্ডল রক্তশূন্য, স্ফীত ও ময়দার আটার বর্ণের ন্যায় হয়। গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক এবং সামান্য জ্বরের লক্ষণ থাকে। ৫।৭ ঘণ্টার মধ্যে শোথ সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ ঐ শোথ এরূপ বর্দ্ধিতভাব ধারণ করে যে, রোগীকে চেনা যায় না। রোগ আরোগ্য হইলে উরুদেশে ছিন্ন ছিন্ন শুভ্ররেখা পড়ে। সর্ব্বাঙ্গ শোথের পরিচায়করূপে বক্ষোদক (Hydrothorax), ফুস্ফুস্ ও গ্লটিস্ শোথ (Œdema of lungs & glottis) উৎপন্ন হয়। ঐ সঙ্গে সিরস্‌বিধানও আক্রান্ত হইয়া থাকে। উপসর্গস্বরূপ অন্ত্রাবরণ-প্রদাহ, বক্ষোন্তর্বেষ্টৌষ, হৃদ্বেষ্টৌষ (pericarditis), হৃদন্তরবেষ্টৌষ, বায়ুনালী-প্রদাহ, ফুস্ফুস্-প্রদাহ প্রভৃতি পীড়া আক্রমণ করে। এই সকল উপসর্গে পিপাসা ও জ্বরবৃদ্ধি পায় এবং নাড়ী দ্রুত ও পূর্ণ হইতে দেখা যায়। রোগীর ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য, মলবদ্ধতা ও শিরোবেদনা উপস্থিতি হয়। ক্রমে মূত্রক্ষয়বিকারের লক্ষণ দেখা দেয়।

রোগী সর্ব্বদাই কটিদেশে বেদনা অনুভব করে এবং রাত্রিকালে মুহুর্মুহুঃ মূত্রত্যাগ করে। ঐ মূত্র ধূম্র, পাটল অথবা কৃষ্ণাভ লালবর্ণ হইয়া থাকে। আপেক্ষিক গুরুত্ব ১°২৪ হইতে ১°৩০। রাসায়নিক পরীক্ষায় এল্‌বুমেন পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণ সাহায্যে লোহিত রক্তকণিকা, পরিবর্দ্ধিত বা ভগ্ন এপিথেলিয়েল্ কোষ, ফাইব্রিন্-কণা এবং রক্ত, এপিথেলিয়েল, হায়লিন্ বা গ্রেনিউলার ছাঁচ (Hyaline or Granular cast) প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। অনেক স্থলে এই পীড়াগ্রস্ত রোগীর বামদিকের কোষ (left ventricle) বিবর্দ্ধিত এবং প্রকোষ্ঠাস্থি সম্বন্ধীয় (Radial) ধমনীতে আকুঞ্চন অনুভূত হইয়া থাকে। বৃহদ্ধমনীর (Aorta) উপর বিশেষতঃ দক্ষিণ পঞ্জরের নিকটে আকর্ণন করিলে প্রথম শব্দ অস্পষ্ট বা দ্বিগুণিত এবং দ্বিতীয় শব্দ উচ্চ ও বাজনবৎ বোধ হয়।

এই রোগ শীঘ্র আরোগ্য হয়। কোন কোন স্থলে রোগ পুরাতন হইয়াও দাঁড়ায়। রোগ আরোগ্য হইবার পরেও মূত্রে অনেক দিন পর্য্যন্ত এল্‌বুমেন বিদ্যমান থাকে। যে কারণে এই পীড়া ঘটে, রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ এবং মূত্রের স্বভাব লক্ষ্য করিয়া, অনেক স্থলে তাহা অনায়াসেই নিরাকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু সহসা ইউরিমিয়ার লক্ষণের সহিত সমুপস্থিত হইলে তাহা নির্ণয় করা প্রথমতঃ কঠিন হইয়া পড়ে।

এই পীড়া কঠিন হইলেও বহু সংখ্যক রোগী রোগাক্রান্ত হইয়াও আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। মূত্রে দীর্ঘকাল এল্‌বুমেন থাকা একটী অশুভ লক্ষণ বলিয়া সাধারণে গৃহীত। মূত্র হইতে এল্‌বুমেন্ সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য না হইলে 'রোগ আরোগ্য হইয়াছে' বলা যায় না। রোগের শেষাবস্থায় ইউরিমিয়া, এডিমা অব্ গ্লটিস্ বা লংস্, প্লুরা বা পেরিকার্ডিয়মের মধ্যে সিরম্ সঞ্চয়, ইরিসিপ্লাস্, গ্যাংগ্রিন্ প্রভৃতি উপসর্গ অশুভ।

রোগীকে প্রশস্ত ও উষ্ণ গৃহে সম্পূর্ণ স্থিরভাবে রাখিবে। যেন কিছুতেই তাহার গায় ঠাণ্ডা না লাগে। কোন কোন স্থলে কটিদেশ হইতে রক্তমোক্ষণ পরামর্শসিদ্ধ। দুর্ব্বল রোগীর রক্তমোক্ষণ করিবে না। বারংবার শুষ্ক কাপিং প্রদানেও উপকার দর্শে। প্রথমাবস্থায় লঘু পথ্যই বিধি। নাইট্রোজিনস্ খাদ্য নিষিদ্ধ। প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ও তরল পানীয় ব্যবস্থেয়। উষ্ণ বাষ্পে ভাব্‌না বা স্নান (Vapour bath) ফ্লানেল বস্ত্র-পরিধান প্রভৃতি উপায় দ্বারা গাত্র-চর্ম্মের ক্রিয়াবৃদ্ধি করা চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য। পূর্ণমাত্রায় নাইট্রেট ও এসিটেট্ অব্ পটাশ ও লাইকার-এমন্ এসিটেট্ উপযুক্ত পরিমাণে জলের সহিত কএক বিন্দু টিং হেন্‌বেন্ যোগ করিয়া ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে। কোন কোন চিকিৎসক ভাইনাম এণ্টিমনি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অভ্যন্তরে জেবোরাণ্ডি ও ত্বক্ মধ্যে পিলোকার্পিণ ইঞ্জেক্ট করা যাইতে পারে। উত্তেজক ঔষধ মাত্রেরই ব্যবহার নিষিদ্ধ।

অপ্রবল অবস্থায়, বিশেষতঃ শোথ উৎপন্ন হইলে পটাশ টার্টএসিডা, টিং ডিজিটেলিস, টিং স্কুইল্, সাইট্রাস্ অব কাফিন্ ও ইন্‌ফিউজন্ অব ব্রুমটপস্ প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। দাস্তের জন্য ইলেট্রিয়ম্ ও পাল্‌ভ্ জেলাপ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কটিদেশে শুষ্ক কাপিং, সিনাপিজম্, ফোমেণ্টেসন্, পুল্টিস ও ক্লোরোফরম-লিনিমেণ্ট মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়। টার্পেণ্টাইন্ ষ্টুপ ও লাইকারলিটি দেওয়া অবিধেয়। অহিফেন সেবন নিষিদ্ধ।

প্রবল অবস্থার কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলে কুইনাইন্, টিং-ষ্টিল্, ফেরি এট্ এমন্ সাইট্রাস্ ও সিরাপ ফেরি ফস্ফেটিস কোং ইত্যাদি সেবনীয়। নিদ্রার জন্য ক্লোরাল-হাইড্রাস্ ও হাওসিন্ বিশেষ উপকারী। অনেক সময় কচ্ সাইল্, ট্যানিন্, বেঞ্জয়েট্ অব সোডা এবং নাইট্রোগ্লিসিরিন্ প্রয়োগেও ফল পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের উপকারিতার উপর নির্ভর করিয়া থাকা উচিত নহে। ক্রমশঃ বলকারক পথ্য এবং অল্প পরিমাণে পোর্ট ও শেরি মদ্য সেবনের ব্যবস্থা করা বিধেয়। আরোগ্য হইবার পরেও গরম পশমী বস্ত্রে গাত্রাচ্ছাদন করা কর্ত্তব্য। বায়ুপরিবর্ত্তনেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে উষ্ণ জলে স্নান করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রবল পীড়ার পরিণামফলে, অবিরত বা পুনঃপুনঃ আর্দ্রতা বা শীতলতা ভোগে সহসা ভূবায়ুর উত্তাপ-পরিবর্ত্তন; অমিতাচার ও অতিরিক্ত পরিমাণে উগ্র সুরাপান; শারীর-প্রকৃতির ব্যতিক্রম অথবা রক্তদূষণ, গেঁটেবাত, উপদংশ, টিউবার্কিউলস্ ও স্ক্রফিউলাস্ পীড়াসমূহে; কিংবা সীসক দ্বারা শরীর বিষাক্ত হইলে; বৃক্ককের বস্তিকোটর, অথবা মূত্রাধার বা মূত্রমার্গের প্রাচীন পীড়া জন্মিলে; গর্ভাবস্থা এবং দীর্ঘকালব্যাপী অজীর্ণতা প্রভৃতি রোগ শরীরে পোষিত হইয়াই দীর্ঘকালস্থায়ী ব্রাইটাখ্য ব্যাধির (Chronic Bright's disease) উৎপাদন করে।

মূত্রযন্ত্রের টিউবগুলির প্রদাহ স্থায়ী হইলে তন্মধ্যে এপিথেলিয়েল কোষ পরিবর্দ্ধিত হয়। পরে তাহাই রেণুবৎ পদার্থে পরিণত হইয়া মূত্রযন্ত্রকে বড় করিয়া তুলে। তখন কোষ মধ্যে অধিক পরিমাণে বসা সঞ্চিত হইতে দেখা যায়।

এই প্রাচীন টিউবাল্ নিফ্রাইটিস্ রোগে মূত্রের স্বল্পতা, বর্ণ ঘোলা এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় স্বাভাবিক থাকে। শিরোঘূর্ণন, শিরোবেদনা, ক্ষীণ (অগভীর) শ্বাসপ্রশ্বাস, অজীর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, সর্ব্বদা মূত্রত্যাগ, মুখমণ্ডল স্ফীত ও ময়দার আটার মত ফেঁকাশে বর্ণ, গাত্রত্বক্ শুষ্ক, উদর স্ফীত, বমন, দৃষ্টির ব্যতিক্রম, মূত্রযন্ত্রাধারে বেদনা এবং হস্তপদাদিতে শোথ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। আনুষঙ্গিক পীড়ার মধ্যে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের নানা ব্যাধি এবং সময় সময় সন্ন্যাস (Apoplexy) রোগ আক্রমণ করে। অপ্রবল ব্রাইটাখ্য রোগেও বামকোষের (left ventricle) বৃদ্ধি ও হৃৎপেশীর নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

উপরোক্ত লক্ষণের পর, এই রোগ চারিটী বিভিন্ন অবস্থায় পরিণত হয়; যথা—১ ত্বক্‌পাতজ বৃক্ককোষ (Chronic Desquamative Nephritis) বা শুভ্র ও মসৃণ বৃক্কক (Large, white or smooth kidney);

২ সঙ্কুচিত বৃক্ক (Cirrhotic kidney), ইহা গ্রেনিউলার কিড্নি বা ক্রনিক ইন্টার্ষ্টিসিএল নিফ্রাইটিস্ নামেও খ্যাত; ৩ বসাযুক্ত বৃক্ক (Fatty kidney) এবং বসা-শুক্লাশ্রিত বৃক্ক (Lardaceous বা Albuminoid kidney)।

প্রবল ব্রাইটাখ্যরোগের পরিণতি, ঠাণ্ডা লাগান, বারংবার স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার কিংবা যক্ষ্মারোগের উপসর্গ হইতে শ্বক্‌পাণ্ডর বৃক্কোষ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রায় যুবক ও যুবতীদিগের এই রোগ হইতে দেখা যায়। ইহাতে বৃক্কদ্বয় বৃহৎ, পাংশুবর্ণ, মসৃণ ও কোষচ্ছেদী (যাহার ক্যাপসিউল সহজে ছিন্ন হয়) হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণ দ্বারা উহার টিউবগুলির মধ্যে বহুসংখ্যক এপিথেলিয়ম কোষ দেখা যায়। কোষগুলি স্ফীত, মেঘবর্ণাভ, বসাময়, সময় সময় রেণুবৎ ও তৈলবিন্দুবিশিষ্ট হয়। রোগ প্রাচীন হইলে, টিউবগুলির পরিবর্ত্তনহেতু মূত্রযন্ত্র সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

রোগ জন্মিলে নিম্নোক্ত লক্ষণসমূহ বিকাশ পায়। মূত্র অস্বচ্ছ, ও স্বল্প, অধঃক্ষেপযুক্ত, সময় সময় ধূম্রবর্ণ বা রক্তমিশ্রিত। আপেক্ষিক গুরুত্ব স্বাভাবিক, কখন কখন কিঞ্চিৎ অধিক। ইহাতে অধিক পরিমাণে এলবুমেন্ ও এপিথেলিয়ম্ থাকে। অণুবীক্ষণ দ্বারা এপিথেলিয়েম্ কোষসমূহের বিশেষ পরিবর্ত্তন এবং রেণুময়, বসাযুক্ত ও স্বচ্ছ ছাঁচ সকল লক্ষিত হয়। রোগীর মুখমণ্ডল স্ফীত, রক্তশূন্য ও চাকচিক্যশালী দেখা যায়। শোথ, সিরস্‌বিধানে প্রদাহ এবং ধীরে ধীরে ইউরিমিয়া আসিয়া উদয় হয়। নাসিকা এবং অন্যান্য স্থানের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে মধ্যে মধ্যে রক্তস্রাব হইতে থাকে।

জর্ম্মণদেশীয় চিকিৎসকগণ বিবর্দ্ধিত শুভ্র বৃক্ককের পরিণাম-অবস্থাকেই উহার সঙ্কোচনের মূল কারণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বৃক্ককে কোষিকবিধানের প্রদাহ এবং সেই প্রদাহহেতু কৌষিক-বিধানের চাপ হইতেই পরিশেষে টিউবগুলির সঙ্কোচন কল্পনা করিয়া থাকেন।

গেঁটেবাত, সীসা ধাতু দ্বারা শোণিতের বিষাক্ততা, বহু দিবস সুরাপান, অনাচ্ছাদিত গাত্রে পুনঃ পুনঃ শীতভোগ এবং বার্দ্ধক্যের দুর্ব্বলতাহেতু সহজে আভ্যন্তরিক বৃক্কোষ (Chronic interstitial Nephritis) রোগের উৎপত্তি হইতে পারে।

ইহাতে ক্রমশঃই মূত্রযন্ত্রদ্বয় খর্ব্ব, তদ্দেশ বন্ধুর এবং ক্যাপসিউল অস্বচ্ছ, কঠিন ও দুর্ভেদ্য হয়। কর্ত্তন করিলে উপাস্থি-(cartilage) বিধানের ন্যায় অনুমিত হয় এবং লোহিত বা পাটলাভ-লোহিতবর্ণ দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে সিষ্ট্ (কোষ) থাকে। গ্রন্থিবাতযুক্ত বৃক্কে ইউরেট্স দৃষ্ট হয়। সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনের মধ্যে কতকগুলি টিউব এপিথেলিয়ম দ্বারা বিবৃদ্ধ এবং অপরগুলি সঙ্কুচিত অথবা ভগ্ন এপিথেলিয়মে পরিপূর্ণ। উহার রক্তবাহিপ্রণালীসমূহ প্রায় বিলুপ্ত থাকে।

এই পীড়া প্রথমে শরীর মধ্যে গুপ্তভাবে পুষ্ট হয়। পরে ক্রমশঃই চর্ম্ম শুষ্ক, কর্কশ, মুখমণ্ডল সঙ্কুচিত ও ম্লান হইতে থাকে। অজীর্ণতা, দুর্ব্বলতা এবং ফুস্ফুসের প্রদাহ ও ইউরিমিয়া আসিয়া দেখা দিলে রোগ বদ্ধমূল হইয়াছে জানা যায়। মূত্র পাতলা ও অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। আপেক্ষিক গুরুত্ব স্বাভাবিক হইতেও ন্যূন হয়। পরীক্ষায় অল্প পরিমাণ এলবুমেন পাওয়া যায়। অণুবীক্ষণ দ্বারা স্বচ্ছ ও রেণুবৎ (Hyaline and granular cast) ছাঁচ পতিত দেখা যায়। রোগের শেষাবস্থায় মূত্রের পরিমাণ অল্প এবং মধ্যে মধ্যে শোথ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে হৃৎপিণ্ড বিবর্দ্ধিত হয়।

বসাযুক্ত বৃক্কে (fatty kidney) মূত্রযন্ত্রদ্বয় বৃহৎ পাংশুবর্ণ ও লোহিত চিহ্ন দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, অণুবীক্ষণ দ্বারা কোষ মধ্যে তৈলবিন্দু দেখা যায়। কর্ত্তিত অংশ তৈলাক্ত এবং কাগজ রাখিলে দাগ লাগে। তথারে কিয়দংশ দ্রব হয়। ইহার লক্ষণ এলবুমিনিউরিয়ার অনুরূপ।

অণ্ডলালাশ্রিত বৃক্ক রোগে (Albuminoid kidney) মূত্রযন্ত্রদ্বয় বৃহৎ, শুভ্র ও মসৃণ এবং উহার কোষ কৃষ্ণাভ, শুষ্ক ও বসাযুক্ত হয়। টিউব মধ্যে স্বচ্ছ ছাঁচ দেখা যায়। রোগ পুরাতন হইলে মূত্রযন্ত্র খর্ব্বতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে অধিক পরিমাণে পাতলা ও জলবৎ মূত্র ত্যাগ হয়। তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·১৩ হইতে ১·০৫। কখন কখন সামান্য পরিমাণে অল্প অণ্ডলালা পাওয়া যায়, কখন আদৌ থাকে না। অণুবীক্ষণ দ্বারা ক্ষুদ্র, স্বচ্ছ ও রেণুময় (granular) ছাঁচসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাতে শোথাদি কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয় না।

গর্ভের প্রথম কয়েক মাসে দৈহিক স্নায়ুমণ্ডলীর বিকারহেতু গর্ভিণী মুহুর্মুহুঃ মূত্রত্যাগ করে। ইহা বহুমূত্ররোগ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গর্ভের শেষ কয় মাসে ভ্রূণের অনুলম্ব বা দৈর্ঘ্য এক্সিস্ বা মধ্যদণ্ড বস্তিকোটের আড়ভাবে থাকাতে মূত্রকোষের উপর চাপিয়া পড়ে; সুতরাং উহার ধারণাশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে; তজ্জন্য গর্ভিণী শীঘ্র শীঘ্র প্রস্রাব করিতে বাধ্য হয়।

হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিয়া যদি ভ্রূণের আড়ভাবে থাকা স্থির নিশ্চয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে হস্ত দ্বারা উদরের

উর্দ্ধাধোদিকে লম্বভাবে স্থাপিত করিয়া দিবে এবং যাহাতে সে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাহার প্রতিবন্ধকরূপে উহার বন্ধনী (bandage) লাগাইবে। ইহাতে মুহুর্মুহুঃ মূত্রত্যাগ নিবারিত হইতে পারে।

এইরূপ মূত্রত্যাগকালে কোন কোন প্রসূতির মূত্রে ফস্ফেট্‌স্ নামক পদার্থ-কষ্ক গাদরূপে পাত্রের নিম্নভাগে পতিত হয়, ঐরূপ স্থলে গর্ভিণী স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার বলাধান ও মূত্রসংস্কারের জন্ম বিজ্ঞ চিকিৎসক বলকারক ও লৌহঘটিত ঔষধ এবং যথোপযুক্ত পথ্য ব্যবস্থা করিবেন।

যেরূপ কারণে গর্ভাবস্থায় মুহুর্মুহুঃ মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে, প্রায় তদনুরূপ কারণেই গর্ভিণীদিগের মূত্রাবরোধ (Retention of urine) উপস্থিত হইয়া থাকে। গর্ভের প্রথম ৩।৪ মাসে জরায়ুর পশ্চাদাবর্ত্তনই ইহার প্রধান কারণ, কেননা তদবস্থায় বস্তিকোটর মধ্যে জরায়ু বক্রভাবে চাপিয়া পড়াতে তৎকর্ত্তৃক মূত্রনালী অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। যতবার মূত্র অবরুদ্ধ হইবে, ততবার শলা (catheter) দ্বারা প্রস্রাব করান বিধি। নচেৎ মূত্রকোষ প্রস্রাবপূর্ণ থাকিয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর (mucous membrane) পীড়া উৎপন্ন করে এবং তাহাকে খণ্ডখণ্ড করিয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইতে থাকে। মূত্র বাহির করার পর হস্ত দ্বারা বস্তিকোটর হইতে জরায়ু উত্তোলন করিয়া দিবে। তাহাতে আর ভবিষ্যতে এরূপ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। [মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত দেখ।]

উপরোক্ত কারণে মূত্রবিকৃতি সংঘটন ব্যতীত মূত্রযন্ত্র বা বৃক্ক মধ্যেও কএকটী উপসর্গ উপস্থিত হয়। উহাতেও মূত্র মধ্যে নানা বিকৃত পদার্থের সঞ্চয় হইয়া থাকে। বৃক্ক মূত্রযন্ত্রের গুটী (Tubercle of the kidney) বিগলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক উৎপাদন করে। টিউবার্কল্ দ্বারা ইউরিটার আবদ্ধ হইলে মূত্রযন্ত্রের শোথ (Hydro Nephrosis) উৎপন্ন হয়। কখন কখন অর্ব্বুদ উৎপন্ন হইয়া মূত্রযন্ত্র কর্কট রোগে (Cancer of kidney) আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। আবার কখনও মূত্রযন্ত্র মধ্যে Hydatid cyst, Bilharzia hæmatobia, Strongylus gigans, Pentastoma denticulatum ও Filaria sanguinus hominis প্রভৃতি পরাঙ্গপুষ্ট কীট (parasitic growths) জন্মে। কখন ব মূত্রে পাথর (urinary calculi) উৎপন্ন হইয়া রোগীকে বিশেষ কষ্টদায়ক করিয়া তুলে। মূত্রযন্ত্রের মধ্যে পাথর জন্মিলে রোগীর কটিদেশে যে শূলবৎ বেদনা হয়, তাহা বৃক্কশূল (renal colic) ও মূত্রাশয়প্রদাহ (cystitis) নামে খ্যাত। [বিস্তৃত বিবরণ বৃক্ক শব্দে দেখ।]

মূত্রবিবন্ধঘ্ন (ত্রি) মূত্রবিবন্ধং হন্তি হন্-টক্। মূত্রবিবন্ধরোগনাশক।

মূত্রবিষ (ত্রি) মূত্রযোগে বিষাক্ত।

মূত্রবৃদ্ধি (স্ত্রী) ১ অন্ত্রবৃদ্ধিরোগ। ২ মূত্রের বৃদ্ধি।

মূত্রশুক্র (স্ত্রী) মূত্রাঘাতরোগবিশেষ। [মূত্রাঘাত দেখ।]

মূত্রশূল (পুং) মূত্র জন্য শূল বা বেদনা।

মূত্রশোধনিকা (স্ত্রী) চির্ভটিকা, বনকর্কটীবিশেষ।

মূত্রশৌক্র (স্ত্রী) শ্লেষ্মজ মূত্ররোগ। শ্লেষ্মবিকৃতি হইয়া মূত্রদোষ জন্মিলে, মূত্র শুক্লবর্ণ হয়। [মূত্র ও মূত্রকৃচ্ছ্র দেখ]

মূত্রসংক্ষয় (পুং) মূত্রক্ষয়রোগ।

মূত্রসঙ্গ (পুং) মূত্রাঘাত রোগভেদ, মূত্রোৎসঙ্গ-রোগ।

মূত্রসাদ (পুং) মূত্রাঘাতরোগভেদ। (সুশ্রুত)

মূত্রাঘাত (পুং) মূত্রস্য আঘাতো নিরোধো যেন। প্রস্রাবরোধক রোগবিশেষ। বৈদ্যকমতে,—বাতকুণ্ডলী, বাতষ্ঠীলা, বাতবস্তি, মূত্রাতীত, মূত্রজঠর, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুক্র, উষ্ণবাত এবং দুই প্রকার মূত্রৌকসাদ এই দ্বাদশ প্রকার মূত্রাঘাতরোগ।

বাতকুণ্ডলী—রুক্ষ বা বেগের ব্যাঘাত জন্য বায়ু বিগুণিত হইয়া বস্তিদেশে কুণ্ডলাকারে থাকে। তজ্জন্য মূত্ররোধ হইয়া বস্তিদেশে বেদনা জন্মে, অথবা যাতনাসহকারে অল্প অল্প মূত্র নিঃসৃত হয়। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে বাতকুণ্ডলী কহে।

বাতষ্ঠীলা—মূত্রদ্বার এবং বস্তিদেশে বায়ু আশ্রয় করিলে অষ্ঠীলার ন্যায় কঠিন ও অচলগ্রন্থি জন্মে, এইজন্য ইহাকে বাতষ্ঠীলা কহে।

বাতবস্তি—মূত্রবেগ ধারণ করিলে বস্তিগত বায়ুতে বস্তির মুখ রুদ্ধ হইয়া মূত্ররোধ হয়, পরে বস্তি ও কুক্ষিদেশে পীড়া হয়।

মূত্রাতীত—মূত্রবেগ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইলে অতিকষ্টে অল্পে অল্পে অথবা প্রবাহভাবে পুনঃ পুনঃ নিঃসৃত হয়। ইহাকে মূত্রাতীত কহে।

মূত্রজঠর—মূত্রবেগ বিহত হইলে অর্থাৎ নিঃসরণ কালে বাধা পাইলে অপানবায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া উদর পূর্ণ করে। তজ্জন্য নাভির অধোভাগে আধ্মান ও তীব্র বেদনা জন্মে। ইহার নাম মূত্রজঠর।

মূত্রোৎসঙ্গ—প্রবৃত্তমূত্র বায়ুর বিগুণতা বশতঃ সহসা বস্তিদেশ, মূত্রনাল, বা মণিতে বদ্ধ হইলে যদি বেশী বেগ দেওয়া যায়, তবে মূত্র অল্পে অল্পে বা সরক্তে নিঃসৃত হয়, ইহাতে কখন যাতনা হয়, আবার কখন যাতনা থাকে না। এইরূপ লক্ষণ হইলে তাহাকে মূত্রোৎসঙ্গ কহে।

মূত্রক্ষয়—রুক্ষ ও ক্লান্তদেহ ব্যক্তির বস্তিগত পিত্ত ও বায়ু দ্বারা দাহ ও বেদনাযুক্ত কষ্টসাধ্য মূত্রক্ষয়রোগ জন্মে।

মূত্রগ্রন্থি—বস্তিমুখের অভ্যন্তরে অশ্মরীর লক্ষণবিশিষ্ট বেদনাযুক্ত বৃত্তাকার ক্ষুদ্র গ্রন্থি জন্মিলে এবং তাহা নির্গত না হইয়া মূত্রপথ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে মূত্রগ্রন্থিরোগ বলা যায়। ইহাতে অতিশয় বেদনা হয়।

মূত্রশুক্র—মূত্রবেগ উপস্থিতকালে মৈথুন আচরণ করিলে সহসা রেতোযুক্ত মূত্র নিঃসৃত হয়, অথবা মূত্রনিঃসরণের পূর্ব্বে বা পরে ভস্মোদকের ন্যায় রেতঃ নির্গত হইলে তাহাকে মূত্রশুক্র বলে।

উষ্ণবাত—ব্যায়াম, পথশ্রম ও আতপ দ্বারা পিত্ত কুপিত হইয়া বস্তিদেশে গমনপূর্ব্বক বায়ু দ্বারা আবৃত হয়, তাহাতে বস্তি, মেঢ্র ও মলদ্বারে দাহ জন্মাইয়া হরিদ্রাবর্ণ বা রক্তযুক্ত মূত্র অথবা রক্তমূত্র কষ্টে নিঃসৃত হয়, ইহাতে কখন রক্ত থাকে, আবার কখন রক্ত থাকে না।

মূত্রৌকসাদ—নির্ম্মল পীতবর্ণ মূত্র দাহসহকারে গাঢ়ভাবে নির্গত হয় এবং শুষ্ক হইলে গোরোচনা চূর্ণের ন্যায় হয়। ইহাকে পিত্তজ মূত্রৌকসাদ বলে। পিচ্ছিল, গাঢ় ও শ্বেতবর্ণ মূত্র কষ্টে নির্গত হইলে কফজ মূত্রৌকসাদ কহে।

চিকিৎসা।

কষায়, কল্ক, ঘৃত, ভস্ম, লেহ, পেয়, মধু, আসব, স্বেদ, ও উত্তরবস্তি এই সকল বিধান বিশেষ উপকারক। অশ্মরীনাশক এবং মূত্র জন্য উদাবর্ত্তের যোগ সকলও প্রযোজ্য। এর্ব্বারুবীজের ২ তোলা পরিমাণ কল্ক সৈন্ধব ও ধান্যাম্লসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবৃত্ত হয়। এই রোগে সচললবণ সহ সুরা বা মধুযুক্ত মাংসের চাটনিযোগে গুড়জাত-সুরা পান করা হিতকর। পর্য্যুষিত মধূদক প্রাতঃকালে ২ তোলা কুঙ্কুমের সহিত পান করিলে মূত্রাঘাত রোগ আশু নিরাকৃত হয়। দাড়িমের রস, সৈন্ধব এবং প্রচুর পরিমাণে এলাচ, জীরক ও শুণ্ঠি-সহযোগে সুরাপানও এই রোগে হিতকর।

পৃথকপর্ণ্যাদিবর্গের ও গোক্ষুরের মূল অর্দ্ধপ্রস্থ জল এবং মূলের চতুর্গুণ দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ শেষ থাকিতে শীতল হইলে চিনি ও মধুযোগে পান করিবে। ইহা দ্বারা বায়ু ও পিত্তজন্য মূত্রাঘাতরোগ বিনষ্ট হয়। গর্দ্দভ ও অশ্বের বিষ্ঠা বস্ত্রে উত্তমরূপ নিষ্পীড়ন করিয়া কুড়বপরিমিত রস পান করিলে মূত্ররোগের শান্তি হয়। কুড়বপরিমিত কণ্টকারীর রস অথবা মধুসহযোগে উহার কল্ক ; কুড়বপরিমাণ আমলকীর রস, শীতল তণ্ডুলোদক কিংবা আমলকীর সহ ছোট এলাচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে এই রোগ শীঘ্র আরোগ্য হইতে পারে। তালের নূতন মূল এবং শশার ও কাকুড়ের রস দুগ্ধের সহিত প্রাতে পান করিবে। মধুর দ্রব্য সহযোগে দুগ্ধ পাক করিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিলেও উপকার পাওয়া যায়। বেড়েলা, গোক্ষুরী, ক্রৌঞ্চাস্থি, কুলত্থ কলাই, বংশমূল, দেবদারু, চিতামূল এবং আমলকীবীজ, এই সকলের কল্ক, অশ্মরী ও ত্রিদোষ-শান্তির জন্য সুরাসহযোগে সেবন করিবে।

পাটলাবৃক্ষের ক্ষার সপ্তবার পরিস্রুত করিয়া তৈল সংযোগে পান; নল, ইক্ষু, কুশ, পাথরকেঁচি, সসাবীজ, কাকুড়বীজ, দুগ্ধে পরিস্রুত করিয়া ঘৃতসহযোগে পান, পাটলী, যবশূক, পালিতামাদার, তিল, এই সকল দ্রব্য ক্ষীরোদক সহযোগে, গুড়ত্বক্, এলাচ এবং ত্রিকটুচূর্ণ উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকল প্রকার মূত্রাঘাত নিবৃত্তি হয়। অথবা ঐ সকল চূর্ণ প্রত্যেকে গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে। ইহাও এই রোগে বিশেষ উপকারক।

এই রোগে স্নেহস্বেদ প্রয়োগ করিয়া পরে বিরেচন করিবে। তৎপরে দেহ সংশোধিত হইলে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক। স্ত্রীসংসর্গের আতিশয্যে শোণিত নিঃসৃত হইলে স্ত্রীসংসর্গ ত্যাগ করিবে এবং বৃংহণীয় অর্থাৎ দেহের পুষ্টিকর বিধান অবলম্বন করা আবশ্যক। অর্দ্ধপাত্র মধু, একপাত্র ক্ষার, ঘৃত, আলকুশী বীজ, তিল্বক লোধ, ও পিপ্পলীচূর্ণ একসঙ্গে অর্দ্ধভাগ, দর্ব্বীর দ্বারা মথিত করিয়া রোগী পাণিতলপরিমিত চূর্ণ গ্রহণ করিয়া লেহন করিবে, ইহার অনন্তর পরেই দুগ্ধ সেবন করা আবশ্যক। বেড়েলা, কুলের আটি, যষ্টিমধু, গোক্ষুরী, শতমূলী, মৃণাল, কেশুর, কুলত্থকলাই, মহাশতমূলী, শাল্পানী, পারুল, চাকুলিয়া, পীতবেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড এবং কাকোল্যাদিগণ এই সকল দ্রব্য সমভাগ, চতুর্গুণ দুগ্ধ এবং তুলা পরিমাণ গুড় একত্র পাক করিয়া ৩২ সের পরিমাণ থাকিতে বস্ত্রপূত করিয়া তৎসহযোগে অষ্টসের ঘৃত যথানিয়মে পাক করিতে হইবে। পাক সিদ্ধ হইলে ২ সের পরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া কলসী মধ্যে রাখিবে। এই ঘৃত পরিমিত মাত্রায় সেবন করিলে সকল প্রকার মূত্রাঘাত, মূত্রদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত উঃ)

ভাবপ্রকাশ, চরক, বাভট প্রভৃতি সকল গ্রন্থেই মূত্রাঘাত রোগাধিকারে এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য বোধে তাহা বিবৃত হইল না।

মূত্রাতীত (পুং) মূত্রাঘাতরোগভেদ। (সুশ্রুত)

মূত্রাধিক্য (ক্লী) মূত্রস্য আধিক্যং বাহুল্যং। মেহজন্য মূত্ররোগভেদ। (ভাবপ্র০)

মূত্রাশয় (পুং) মূত্রস্য আশয়ঃ আধারঃ। নাভির অধোদেশ, যে স্থলে মূত্র সঞ্চিত হয়। এই মূত্রাশয় হইতে মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। পর্য্যায় মূত্রপুট, বস্তি। (হেম)
"একসম্বন্ধিনোস্ত্বেতে গুদাস্থিবিবরস্থিতাঃ।
মূত্রাশয়ো মলাধারঃ প্রাণায়তনমুত্তমম্ ॥" (সুশ্রুত নি০ ৩ অ০)

মূত্রাষ্টক (ক্লী) মূত্রাণাং অষ্টকম্। অষ্টবিধ প্রাণীর মূত্র, গো, ছাগ, মেষ, মাহিষ, অশ্ব, গাধা, উষ্ট্র ও হস্তী এই অষ্টবিধ প্রাণীর মূত্র।
"গোঽজাবিমহিষাশ্বানাং খরোষ্ট্রকরিণাং তথা।
মূত্রাষ্টকমিতি খ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু সম্মতম্॥" (পরিভাষাপ্র০ ৩খ০)

মূত্রোসাদ (পুং) মূত্রৌকসাদ নামক মূত্রাঘাতরোগ।

মূত্রোৎসঙ্গ (পুং) মূত্রাঘাত রোগ ভেদ, মূত্রসঙ্গরোগ।

মূত্রিকা (স্ত্রী) সল্লকী বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

মূত্রিত (ত্রি) মূত্রমস্য সঞ্জাতং, মূত্র-ইতচ্, যদ্বা মূত্রয়তি স্ম ইতি মূত্র-ক্ত। কৃতমূত্রোৎসর্গ, পর্য্যায় মীঢ়। (অমর)

মূত্রোষ্ণতা (স্ত্রী) পিত্ত জন্য মূত্ররোগভেদ। (ভাবপ্র০)

মূত্রৌকসাদ (পুং) মূত্রাঘাত রোগভেদ।

মূত্র্য (ত্রি) মূত্র সম্বন্ধীয়।

মূর (ত্রি) মূঢ় জন। "মাতে অমাজুরো যথা মূরাস ইন্দ্র" (ঋক্ ৮।২১।১৫) 'মূরাসঃ মূরাঃ সোমপ্রদানাদিন্দ্রেণ সহ সখ্যং কুর্ম্ম ইত্যেতদজানন্তো মূঢ়া জনা' (সায়ণ) (ত্রি) ২ মারক। (ঋক্ ৩।৪২।৬)

মূরদেব (পুং) মারকক্রীড় রাক্ষস।

মূরুণ্ড (ক্লী) দেশভেদ।

মূর্খ (পুং) মুহ্ (মুহেঃ খো মূর্চ্। উণ্ ৫।২২) ইতি খ, ধাতোঃ মূরাদেশশ্চ। ১ মাষ। (ত্রিকা০) ২ গায়ত্রীরহিত।
"ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ।
যথেষ্টাচরণস্যাহু র্মরণান্তমশৌচকম্॥"
'ক্রিয়াহীনস্য নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়াননুষ্ঠায়িনঃ মূর্খস্য গায়ত্রীরহিতস্য' (শুদ্ধিতত্ত্ব) (ত্রি) ২ অজ্ঞ, পর্য্যায় মূঢ়, যথাজাত, বৈধেয়, বালিশ। (অমর) নবরত্নে লিখিত আছে, মূর্খ কথা দ্বারা বশীভূত থাকে।
"মিত্রং স্বচ্ছতয়া রিপুং নয়বলৈর্লুব্ধং ধনৈরীশ্বরং
কার্য্যেণ দ্বিজমাদরেণ যুবতীং প্রেম্ণা শুভৈর্বান্ধবান্।
অত্যুগ্রং স্তুতিভির্গুরুং প্রণতিভির্মূর্খং কথাভির্বুধং
বিদ্যাভী রসিকং রসেন সকলং শীলেন কুর্য্যাদ্ বশম্॥" (নবরত্ন)
৩ বনমুদ্গ। (ত্রিকা০)

মূর্খতা (স্ত্রী) মূর্খস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। মূর্খত্ব, মূর্খের ভাব বা ধর্ম।
"অদাতা বংশদোষেণ কর্ম্মদোষাদ্দরিদ্রতা।
উন্মাদো মাতৃদোষেণ পিতৃদোষেণ মূর্খতা॥" (চাণক্য)
বংশদোষে কৃপণ, কর্ম্মদোষে দরিদ্র, মাতৃদোষে উন্মাদ এবং পিতৃদোষে মূর্খত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পিতার দোষে পুত্র মূর্খ হয়।
তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে যে, অষ্টমী তিথিতে নারিকেল ভোজন করিলে মূর্খ হয়।
"কলঙ্কী জায়তে বিম্বে তির্য্যগ্‌যোনিশ্চ নিম্বকে।
তালে শরীরনাশঃ স্যান্নারিকেলে চ মূর্খতা॥" (তিথিতত্ত্ব)

মূর্খভ্রাতৃক (পুং) মূর্খো ভ্রাতাস্যেতি, নিত্যং কপ্। মূর্খ ভ্রাতৃযুক্ত, যাহার ভাই মূর্খ।

মূর্খিমন্ (পুং) মূর্খস্য ভাবঃ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি ভাবে ইমনিচ্। মূর্খতা, মূর্খের ভাব বা ধর্ম।

মূর্চ্ছ, ১ মোহ। ২ উচ্ছ্রায়, বৃদ্ধি। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ অক০ সেট্। লট্ মূর্চ্ছতি। লোট্ মূর্চ্ছতু। লিট্ মুমূর্চ্ছ। লুট্ মূর্চ্ছিতা। লৃট্ মূর্চ্ছিষ্যতি। লুঙ্ অমূর্চ্ছীৎ, অমূর্চ্ছিষ্টাং, অমূর্চ্ছিষুঃ। সন্ মুমূর্চ্ছিষতি। ণিচ্ মূর্চ্ছয়তি, লুঙ্ অমুমূর্চ্ছৎ।

মূর্চ্ছৎ (ত্রি) মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত, মূর্চ্ছাগত।

মূর্চ্ছন (ক্লী) ১ সংজ্ঞালোপ। ২ কন্দর্পের বাণবিশেষ।

মূর্চ্ছনা (স্ত্রী) মূর্চ্ছ-যুচ্ টাপ্। গীতাঙ্গ বিশেষ। রাগগতিবিশেষ। গ্রামের সপ্তম ভাগের নাম মূর্চ্ছনা, স্বরসংমূর্চ্ছিত হইয়া রাগত্বপ্রাপ্ত হয়, এই জন্য ইহার নাম মূর্চ্ছনা, ইহা গ্রাম হইতে উৎপন্ন হয়। এই মূর্চ্ছনা ২১ প্রকার; যথা,—ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবীরী, ষণ্ডমধ্যা, ষড়্জ, পঞ্চমা, মৎসরী, মৃদুমধ্যা, শুদ্ধান্তা, কলাবতী, তীব্রা, রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেদরী, সুরা, নাদাবতী ও বিশালা।
মহাদেব কর্ত্তৃক এই সকল মূর্চ্ছনা নামে অভিহিত হইয়াছে—
"স্বরঃ সংমূর্চ্ছিতো যত্র রাগতাং প্রতিপদ্যতে।
মূর্চ্ছনামিতি তামাহুঃ কবয়ো গ্রামসম্ভবাম্॥
ললিতা মধ্যমা চিত্রা রোহিণী চ মতঙ্গজা।
সৌবীরী ষণ্ডমধ্যা চ ষড়্জ মধ্যম-পঞ্চমা॥
মৎসরী মৃদুমধ্যা চ শুদ্ধান্তা চ কলাবতী।
তীব্রা রৌদ্রী তথা ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী খেদরী সুরা॥
নাদাবতী বিশালা চ ত্রিষু গ্রামেষু বিশ্রুতাঃ।
একবিংশতিরিত্যুক্তা মূর্চ্ছনা চন্দ্রমৌলিনা॥

মূর্চ্ছনাং কলয়ন্তো মুরশত্রোর্বংশিকাধ্বনিবিশেষবিতানৈঃ।
মূর্চ্ছনাং বধুরনঙ্গশরৌঘৈরঙ্গনা রতিপতেরিব সেনা ॥"
(সঙ্গীত-দামোদর)

হনুমন্মতে, ষড়্জাদি স্বর হইতে ঋষভাদি স্বরের উত্থান পর্য্যন্ত যেস্থলে স্বর বিরত হয়, তাহাকে মূর্চ্ছনা কহে। ভরত-মতে বাদ্য বা গানের সময়ে যেখানে হস্ত বা গলদেশের কম্পন হয়, তাহার নাম মূর্চ্ছনা।

ষড়্জ গ্রামের মূর্চ্ছনা যথা—ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবীরী, ষণ্ডমধ্যা।

মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা যথা—পঞ্চমা, মৎসরী, মৃদুমধ্যা, শুদ্ধা, অন্তা, কলাবতী, তীব্রা।

গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা যথা—রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেদরী, সুরা, নাদাবতী ও বিশালা। (সঙ্গীতশাস্ত্র)

মূর্চ্ছা (স্ত্রী) মূর্চ্ছ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩৩১০৩) ইতি অ টাপ্। ১ সংমোহ, কশ্মল, মোহ, মূর্চ্ছন। (শব্দরত্না০) ২ মূর্চ্ছনা, রাগগতিবিশেষ।

"ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহশ্চাবরোহণম্।
সা মূর্চ্ছেত্যুচ্যতে গ্রামস্থা এতাঃ সপ্ত সপ্ত চ ॥"
(শিশুপালটীকায় ১।১০ মল্লিনাথ)

ক্রমে ক্রমে সপ্ত স্বরের যে আরোহ ও অবরোহ তাহাকে মূর্চ্ছা কহে, ইহা গ্রামস্থিত এবং প্রত্যেক গ্রামে ৭টী ৭টী মূর্চ্ছা আছে। ৩ রোগভেদ। [মূর্চ্ছারোগ দেখ।]

মূর্চ্ছাক্ষেপ (পুং) মূর্চ্ছার সহিত প্রবল অনিচ্ছাপ্রকাশ।

মূর্চ্ছাগত (ত্রি) মূর্চ্ছাং গতঃ ২ তৎ০। মূর্চ্ছিত, মূর্চ্ছাপন্ন।

মূর্চ্ছারোগ (পুং) রোগবিশেষ, বায়ুরোগ, এই রোগে রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। বৈদ্যকশাস্ত্রে ইহার নিদানাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

বিরুদ্ধ দ্রব্যের পানভোজন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা শরীরে আঘাতপ্রাপ্ত এবং সত্ত্বগুণের অল্পতা প্রভৃতি কারণে বাতাদি উগ্র দোষ সকল মনোধিষ্ঠান স্রোতঃসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছা রোগ উৎপাদন করে। অথবা শিরা, ধমনী প্রভৃতি যে সকল নাড়ী অবলম্বন করিয়া মন ইন্দ্রিয়সমূহে যাতায়াত করে, সেই সমস্ত নাড়ী বাতাদি দোষ দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে তমোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া মূর্চ্ছা-রোগ উপস্থিত করিয়া থাকে। সুখ দুঃখাদির অনুভব শক্তি-বিহীন হইয়া কাষ্ঠাদির ন্যায় অচেতন অবস্থায় ভূতলে পতিত হওয়াই এই রোগের সাধারণ লক্ষণ। মূর্চ্ছা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ে বাধা, জৃম্ভা, গ্লানি ও জ্ঞানের অল্পতা এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

মূর্চ্ছারোগ সাত প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, রক্তজ, মদ্যজ, ও বিষজ। ভিন্ন ভিন্ন মূর্চ্ছার পৃথক্ পৃথক্ দোষের আধিক্য থাকিলেও সমুদয় মূর্চ্ছা রোগেই পিত্তের আধিপত্য থাকে। যেহেতু পিত্ত ও তমোগুণ মূর্চ্ছা-রোগের আরম্ভক।

বাতজ মূর্চ্ছায় রোগী নীল, কৃষ্ণ অথবা অরুণবর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয় এবং অল্পক্ষণ পরেই চৈতন্য লাভ করে। আরও ইহাতে কম্প, অঙ্গমর্দ্দ, হৃদয়ে পীড়, শারীরিক কৃশতা, দেহের বর্ণ শ্যাব বা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে। পিত্তজ মূর্চ্ছায় রোগী রক্ত, পীত ও হরিদ্বর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। মূর্চ্ছাত্যাগ কালে ঘর্ম্ম, পিপাসা, সন্তাপ, চক্ষুঃদ্বয় রক্ত বা পীতবর্ণ, মলভেদ ও দেহ পীতবর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ মূর্চ্ছায় রোগী পরিষ্কার আকাশকে মেঘাবৃত, মেঘাচ্ছন্ন বা অন্ধকারাবৃত দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হয় ও বিলম্বে চেতনা লাভ করে। সংজ্ঞালাভ-কালে আপনার অঙ্গসমূহ আর্দ্র চর্ম্মাচ্ছাদিতের ন্যায় ভারবোধ করে এবং তাহার মুখস্রাব ও বমনবেগ হইতে থাকে। সন্নিপাতজ মূর্চ্ছায় বাতজাদি ত্রিবিধ মূর্চ্ছার লক্ষণসমূহ মিলিত ভাবে প্রকাশিত হয় এবং অপস্মার রোগের ন্যায় প্রবল রোগে পতিত হইয়া দীর্ঘকালে চেতনা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অপস্মারের ন্যায় ফেনবমন, দন্তঘট্টন ও নেত্রবিকৃতি প্রভৃতি ভয়ানক অঙ্গ-বিকৃতিসমূহ ইহাতে প্রকাশিত হয় না। রক্তজ মূর্চ্ছায় অঙ্গ ও দৃষ্টি স্তব্ধীভূত এবং শ্বাসক্রিয়া অস্পষ্ট হয়। মদ্যপান-জনিত মূর্চ্ছায় রোগী জ্ঞানশূন্য ও বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া হস্তপদাদি সঞ্চালন ও প্রলাপ বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হয়। মদ্য জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই মূর্চ্ছা অপনোদন হয় না। বিষজ মূর্চ্ছায় কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা, অন্ধকার-দর্শন ও বিষভক্ষণজনিত অন্যান্য লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়।

মূর্চ্ছা হইবার পূর্ব্বে ভ্রমবোধ হয়, তাহাকে ভ্রমরোগ কহে। ইহার লক্ষণ বায়ু, পিত্ত ও রজোগুণ মিলিত হইয়া ভ্রম-রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে রোগী নিজের শরীর ও সমস্ত পদার্থ ঘূর্ণিত হইতেছে বোধ করে, তজ্জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না এবং দাঁড়াইতে গেলে পড়িয়া যায়।

বাতাদি দোষসমূহ অতিমাত্র কুপিত হইয়া যখন প্রাণা-ধিষ্ঠান হৃদয়কে দূষিত করে, এবং সেই দুর্ব্বল রোগীর মন ও ইন্দ্রিয়-সমূহের কার্য্য বিনষ্ট করিয়া অত্যন্ত মূর্চ্ছিত করে, তখন তাহাকে সন্ন্যাসরোগ কহে। অত্যন্ত মূর্চ্ছার নামই সন্ন্যাস। এই রোগ অতি ভয়ানক। সূচীবেধ, তীক্ষ্ণ অঞ্জন, তীক্ষ্ণ নস্য প্রভৃতি সদ্য সংজ্ঞাকারক উপায় অবলম্বন না

করিলে এই রোগের অপনয়ন হয় না, সুতরাং রোগী অল্পকাল মধ্যে প্রাণত্যাগ করে।

চিকিৎসা।

মূর্চ্ছারোগের আক্রমণ-কালে চক্ষু ও মুখ প্রভৃতি স্থানে শীতল জলের ছিটা দিয়া মূর্চ্ছার অপনোদন করা আবশ্যক। পরে কিছুক্ষণ কোমল শয্যায় শয়ন করাইয়া শীতল তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন করা উচিত। দন্তে দন্তে সংলগ্ন হইয়া থাকিলে তাহা ছাড়াইয়া দিবার উপায় অবলম্বন করিবে। জলের ছিটায় মূর্চ্ছাত্যাগ না হইলে নিশাদলের টুকরা দুইভাগ ও শুষ্ক চূণ দুইভাগ একত্র একটী শিশিতে রাখিয়া তাহার আঘ্রাণ দিতে হইবে। সৈন্ধবলবণ, মরিচ ও পিপুল, সমভাগে জলের সহিত বাটিয়া তাহার নস্ত গ্রহণ করাইবে। শিরীষ-বীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, লশুন, মনছাল ও বচ এই কএকটী দ্রব্য গোমূত্রের সহিত বাটিয়া অথবা সৈন্ধবলবণ, মরিচ ও মনছাল ইহা মধুর সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে মূর্চ্ছা বিদূরিত হয়।

জলসেক, অবগাহন, মণি, মালা, শীতলপ্রদেহ, ব্যজন, শীতল পান, গন্ধ প্রভৃতি শৈত্যক্রিয়া মূর্চ্ছারোগে বিধেয়। চিনি, শিয়াল, ইক্ষুরস, দ্রাক্ষা, মৌল, খর্জ্জুর ও কাশ্মর্য্য ইহাদিগের রস পাক করিয়া পানার্থ প্রয়োগ করিবে। কাকোল্যাদিগণ যোগে পাক করা ঘৃত, মধুরবর্গ সংযোগে দুগ্ধ এবং দাড়িমরসযোগে জাঙ্গল মাংসের রস পাক করিয়া সেবন করাইবে। যব, শালি অন্ন ও মটর মূর্চ্ছারোগে পথ্য। ভুজঙ্গ-পুষ্প, মরিচ, বেণামূল, কুলের মজ্জা, সমভাগে পান করা চলে।

মটর-ভিজান-জলে মৃণাল, মধু ও চিনি যোগে পিপ্পলী ও হরীতকী সেবন করাইবে। মূর্চ্ছাকালে নাসিকা ও মুখ অবরোধ করিবে এবং স্তন পান করাইবে। ইহাতে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন ও বমন করান হিতকর। হরীতকী বা আমলকীর রসে পক্ক ঘৃত পান করাইলে মূর্চ্ছারোগে বিশেষ উপকার হয়। দ্রাক্ষা, চিনি, দাড়িম, বেণামূল ও নীলোৎপল এই সকল একত্র যোগে কাথ গন্ধযুক্ত করিয়া পান করাইবে। পিত্তজ্বরে যে সকল যোগ বিহিত হইয়াছে, সেই সমস্ত যোগই এই রোগে বিশেষ উপকারক। *

দোষের আধিক্য ও তমোগুণের বাহুল্যপ্রযুক্ত মূর্চ্ছিত ব্যক্তি প্রবুদ্ধ না হইলে তাহার সংজ্ঞা বোধ হইয়া থাকে। এই রোগ অতি দুশ্চিকিৎস্য। যেমন অপক্ক মৃত্তিকাখণ্ড জলে পতিত হইলে বিলীন হইবার পূর্ব্বে তাহাকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ মূর্চ্ছিত ব্যক্তি যাহাতে শীঘ্র প্রবুদ্ধ হয়, তাহা করা বিশেষ আবশ্যক। তীক্ষ্ণ অঞ্জন, অভ্যঙ্গ, ধূম, নখের অভ্যন্তরে সূচিকাঘাত, অপূর্ব্ব গীতবাদ্য, আত্মগুপ্তা (আলকুশী) অঙ্গে ঘর্ষণ, এই সকল ক্রিয়া দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতে হয়।

মূর্চ্ছারোগে আনাহ, লালাস্রাব ও শ্বাসের উপদ্রব থাকিলে তাহার আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই, কারণ এইরূপ লক্ষণ হইলে তাহা দুঃসাধ্য। সম্যক্ চেতনা হইলে তীক্ষ্ণ সংশোধন, লঘুপথ্য, শর্করাযোগে ত্রিফলা, চিত্রক, শুণ্ঠী এবং শিলাজতু প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ জীর্ণ ঘৃত বিশেষ উপকারী। এইরূপ একমাস কাল চিকিৎসা করিলে এই রোগ প্রশমিত হইতে পারে। মূর্চ্ছারোগে যে দোষজন্ত জ্বর হয়, সেই দোষোক্ত জ্বরের ঔষধ দিতে হইবে। বিষজন্ত মূর্চ্ছারোগে বিষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (সুশ্রুত মূর্চ্ছারোগচি৽)

ভাবপ্রকাশ, চরক প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিশেষ বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত লিখিত হইল না।

এলোপ্যাথিক মতে, মূর্চ্ছারোগ নানা কারণে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। মূর্চ্ছা (Syncope) হইলে মানবের সংজ্ঞার বিলোপ হয়। যে যে কারণে এই রোগ মনুষ্য-শরীরকে আক্রমণ করে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর কিংবা কোন প্রধান ধমনীর বিদারণ হইলে উদরী রোগে ট্যাপ (ভেদন) দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ রক্তনালীর চাপ দূর করিলে, অকস্মাৎ তাহাদের মধ্যে শোণিত-প্রবাহ বহিতে থাকে এবং তজ্জন্য হৃৎপিণ্ডের কোটর রক্তশূন্য হওয়ায় সংজ্ঞালোপ হয়; এতদ্ভিন্ন হৃদয়স্থ মুকুট-ধমনী (coronary veins) রুদ্ধ থাকিলে, অথবা জ্বরাদি ব্যাধিহেতু হৃৎপিণ্ড মধ্যে অপরিষ্কার রক্ত সঞ্চালিত হইলে, যক্ষ্মা, ও কর্কটরোগ প্রভৃতি কঠিন ব্যাধি এবং হৃৎপিণ্ডের যান্ত্রিক রোগ সকল; অতিশয় শোক, মস্তিষ্কের কঠিন পীড়া, অত্যন্ত দুর্গন্ধ, বিকৃত শব্দ, অত্যধিক ভয়সঞ্চার, বৈহিকস্নায়ু অথবা পাকাশয়ের উপর আঘাত, অধিকক্ষণ উষ্ণ জলে অবস্থান, বজ্রাঘাত, অগ্নি দ্বারা দেহ দাহ, ক্যাথিটার নামক নলপ্রবেশ, উত্তপ্ত শরীরে জল পান বা উপবাসের পর অধিক ভোজন এবং তাম্রকূট, একোনাইট্, এসিড্, হাইড্রোসিয়েনিক্ বা উরেয়া সেবনের পর; হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ, হৃদ্বেষ্টে (Pericardium) জলীয় রক্ত (serum) সঞ্চয়জন্য হৃৎপিণ্ডোপরি চাপ প্রভৃতি উদ্দীপক কারণে মূর্চ্ছা উপস্থিত হইতে দেখা যায়। যুবক ও যুবতী, দুর্ব্বলহৃদয়া স্ত্রীজাতি এবং স্নায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্বাভাবিক শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও রক্তের তারল্যহেতুও রোগসঞ্চার হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছার কারণানুসারে হৃৎপিণ্ডেরও নানারূপ অবস্থায়

পরিবর্ত্তন ঘটে। যদি রক্তস্রাবনিবন্ধন মূর্চ্ছা ও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে হৃৎকোটর সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের পেশীর অবসন্নতা জন্য পীড়া উপস্থিত হইলে, কোটর সকল প্রসারিত এবং তন্মধ্যে তরল ও সংযত রক্ত দৃষ্ট হয়। ফুস্ফুস ও মস্তিষ্ক মধ্যে আদৌ রক্ত থাকে না।

মূর্চ্ছা সহসা অথবা উপরোক্ত কএকটী লক্ষণের পর উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ সময় বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শিরোঘূর্ণন, হস্তপদাদির কম্পন, উদরোর্দ্ধদেশে বেদনা, বিবমিষা বা বমন, মুখমণ্ডল চিন্তাযুক্ত ও পাংশুবর্ণ, গাত্রচর্ম্ম ঘর্ম্মাবৃত, সময় সময় কম্প, ক্ষণিক শীত ও ক্ষণিক গ্রীষ্মানুভব, নাড়ী প্রথমে দ্রুত ও ক্ষীণ, পরে মৃদু ও অনিয়মিত; শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির ব্যতিক্রম (বিশেষতঃ কর্ণ মধ্যে নানারূপ শব্দশ্রবণ ও আলোকদর্শনে কষ্ট); শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত, অনিয়মিত ও শোকজনক; সর্ব্বদা জৃম্ভণ, অস্থিরতা এবং কখন কখন আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণেরও বিকাশ হইতে দেখা যায়। ইহার পরেই রোগী মূর্চ্ছা যায়।

মূর্চ্ছাগত রোগীর বর্ণ প্রায় মৃতদেহের বর্ণের ন্যায় অনুমিত হয়। গাত্রচর্ম্ম শীতল ও ঘর্ম্মাবৃত, কনীনিকা প্রসারিত এবং নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ ও মৃদু হয়। শ্বাস প্রশ্বাস মৃদু ও অনিয়মিত ভাবে বহিতে থাকে। কখন কখন রোগীর অজ্ঞাতসারে মল মূত্র ত্যাগ হইতেও দেখা যায়। এরূপ অবস্থা হইতে রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য হইতেও পারে, অথবা কখন কখন মৃত্যুমুখেও নিপতিত হয়। মূর্চ্ছাকালে হৃৎপিণ্ডোপরি ষ্টেথোস্কোপ নামক যন্ত্র লাগাইয়া আকর্ণন করিলে প্রথম শব্দ অতি মৃদু শুনা যায়।

কোন প্রত্যাবর্ত্তনিক কারণ দ্বারা এই পীড়া উৎপন্ন হইলে অগ্রে তাহা নিবারণ করা বিধেয়। রোগীকে শয়ান রাখিয়া গাত্রবস্ত্রাদি খুলিয়া দিবে এবং মুখমণ্ডলে শীতল জলের ঝাপ্টা মারিলে উপকার দর্শে। মধ্যে মধ্যে এমোনিয়া আঘ্রাণ করাইলেও উপকার পাওয়া যায়। ইহার তীব্র গন্ধ মস্তিষ্কের রুদ্ধ বায়ুকে আলোড়ন করায়, চৈতন্যোৎপাদনের সহায়ক হয়।

এমোনিয়া, মৃগনাভী (musk), ব্রাণ্ডী ও ইথার প্রভৃতি ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) ঔষধ ব্যবহার্য্য। রোগী গলাধঃকরণে অক্ষম হইলে, ষ্টিমুলেণ্ট, এনিমা বা ইথারের হাইপোডার্ম্মিক সিরিঞ্জ (পিচকারী) দ্বারা ইঞ্জেক্ট করাই প্রশস্ত। রোগ কঠিন হইলে, হৃৎপিণ্ডের ভিতর রক্ত থাকিবার জন্য হস্ত ও পদদ্বয় টুর্ণিকেট্ বা এস্মার্কস্ ব্যাণ্ডেজ দ্বারা বন্ধন করা কর্ত্তব্য। হৃৎপিণ্ড স্থানে উত্তাপ, উত্তেজক লিনিমেণ্ট, মাষ্টার্ড প্লাষ্টার ও বৈদ্যুতিক স্রোত সংলগ্ন করিবে। এতদ্ভিন্ন হস্ত ও পদে উষ্ণ জলপূর্ণ বোতলের তাপ দেওয়া উচিত। কোন কোন স্থলে রক্ত-সংক্রমণ (Trans-fusion of blood) বা কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস সঞ্চালন আবশ্যক।

মৃগী বা অপস্মার রোগেও (Epilepsy) মূর্চ্ছা আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহার চিকিৎসা ও লক্ষণাদি যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [অপস্মার দেখ।]

মস্তিষ্কের ক্রিয়াব্যতিক্রমহেতু আক্ষেপাদিযুক্ত যে মূর্চ্ছাগত বায়ুরোগ সমুপস্থিত হয়, ইংরাজিতে তাহাকে Hysteria বলে। এই রোগে প্রধানতঃ যুবতী ও অল্পবয়স্ক পুরুষগণই আক্রান্ত হইয়া থাকে। ১৫ হইতে ২০ বৎসর-বয়স্কা বিধবা, অবিবাহিতা এবং বন্ধ্যা স্ত্রীগণেরই বিশেষতঃ এই রোগ হইতে দেখা যায়। ঋতুকালে উপযুক্ত পরিমাণে রজোনির্গম না হওয়া এবং মানসিক অস্বচ্ছন্দতা-নিবন্ধনই এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। [বিস্তৃত বিবরণ হিষ্টিরিয়া শব্দে দ্রষ্টব্য।]

মূর্চ্ছাল (ত্রি) মূর্চ্ছা অস্ত্যস্যেতি (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি লচ্। মূর্চ্ছিত।

মূর্চ্ছিত (ত্রি) মূর্চ্ছাস্য সঞ্জাতা মূর্চ্ছা, তারকাদিত্বাদিতচ্। মূর্চ্ছাযুক্ত। পর্য্যায়—মূর্ত্ত, মূর্চ্ছাল। (অমর) ২ উচ্ছ্রয়। ৩ মূঢ়। (মেদিনী) ৪ বৃদ্ধ। (অজয়) ৫ ব্যাপ্ত।

"কিং নু খল্বয় গম্ভারো মূর্চ্ছিতো ন নিশাম্যতে।
যথা পুরমযোধ্যায়াং গীতবাদিত্রনিস্বনঃ॥"

(রামায়ণ ২।১১৪।১৯)

মূর্ণ (ত্রি) মুর্ব্ব নহে-ক্ত। বদ্ধ। (রায়মুকুট)

মূর্ত্ত (ত্রি) মূর্চ্ছ-ক্ত (রাল্লোপঃ। পা ৬।৪।২১) ইতি ছলোপঃ (ন ধ্যাখ্যাপৃমূর্চ্ছিমদাম্। পা ৮।২।৫৭) ইতি নিষ্ঠা তকারস্য নত্বাভাবঃ। ১ মূর্চ্ছিত। (অমর) ২ কঠিন, মূর্ত্তিমান্।

নৈয়ায়িকদিগের মতে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন ইহারা মূর্ত্ত পদার্থ। ইহাদিগের গুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরু, স্নেহ ও বেগ।

মূর্ত্তামূর্ত্তের সাধারণ গুণ—সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ।

"রূপং রসঃ স্পর্শগন্ধৌ পরত্বমপরত্বকম্।
দ্রবো গুরুত্বং স্নেহশ্চ বেগো মূর্ত্তগুণা অমী॥
সঙ্খ্যাদিশ্চ বিভাগান্ত উভয়েষাং গুণো মতঃ॥"

(ভাষাপরিচ্ছেদ ৮৫-৮৬)

মূর্ত্ততা (স্ত্রী) মূর্ত্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। মূর্ত্ত পদার্থের ভাব বা ধর্ম্ম।

মুর্ত্তাজা আলীখাঁ, আর্কটের অনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা।

ইনি দোস্ত আলী খাঁর জামাতা ছিলেন। ইঁহার শ্বশুরের মৃত্যুর পর শ্যালক সফ্দর আলী কর্ণাটক মস্নদে আরোহণ করিলে মূর্ত্তাজা গুপ্তচর দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে নিজাম উল্মুলক, রঘুবীর ভোঁসলে, ইংরাজ ও ফরাসীগণ কর্ণাটরাজ্যের অধিকার লইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিলে ইনি রমণীবেশে বেলুরদুর্গে পলাইয়া যান। অতঃপর ষড়যন্ত্র করিয়া ইনি সফ্দরের যুবক-পুত্রকে ইহলোক হইতে স্থানান্তরিত করেন। ফরাসীরাজনৈতিক ডুপ্লে'র অনুগ্রহেই ইনি আর্কট সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইনি বেলুরে গিয়া বাস করেন।

মূর্ত্তাজা নিজাম শাহ (১ম), আহ্মদনগরের জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে পিতা হুসেন নিজাম শাহের মৃত্যুর পর, তিনি সিংহাসনাধিকার প্রাপ্ত হন, কিন্তু ইনি নাবালক থাকায় মাতা খাঞ্জা সুলতানা ৬ বৎসর কাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ২৪ বৎসর রাজত্বের পর উন্মাদরোগগ্রস্ত হইলে, তাঁহার পুত্র মীরাণ হুসেন নিজাম শাহ তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া ধূমপ্রয়োগে নিহত করেন। জমা উল্ হিন্দ্ নামক মুসলমান-ইতিহাসে পুত্রকর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যুর কথা লিখিত আছে। ১৫৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দ মধ্যে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

মূর্ত্তাজা নিজাম শাহ (২য়), আহ্মদ-নগরের নিজাম-শাহী বংশের শেষরাজা। ইনি হাব্সী সেনানী মালিক অম্বরের ক্রীড়াপুত্তলিপ্রায় ছিলেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর নিজাম শাহকে বন্দী করিয়া মালিক অম্বর ইঁহাকে সিংহাসন দান করেন। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে অম্বরের পুত্র ফতে খাঁ কর্ত্তৃক ইনি শমনভবনে প্রেরিত হন।

মূর্ত্তি (স্ত্রী) মূর্চ্ছ-ক্তিন্ (ন ধ্যাখ্যেতি। পা ৮।২।৮৭) ইত্যস্মাৎ তকারস্থ নত্বং। ১ কাঠিন্য। ২ শরীর। ৩ প্রতিমা। (হেম) ৪ স্বরূপ।

"আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
ভ্রাতা মরুৎপতের্ম্মূর্ত্তির্মাতা সাক্ষাৎ ক্ষিতেস্তনুঃ॥
দয়ায়া ভগিনী মূর্ত্তির্দ্ধর্ম্মস্যাত্মাতিথিঃ স্বয়ম্।
অগ্নেরভ্যাগতো মূর্ত্তিঃ সর্ব্বভূতানি চাত্মনঃ॥"

(ভাগবত ৬।৭।২৯-৩০)

এই স্থলে মূর্ত্তি শব্দের অর্থ স্বরূপ বা সদৃশ। আচার্য্য ব্রহ্মার স্বরূপ, পিতা প্রজাপতি স্বরূপ ইত্যাদি।

৫ ব্রহ্মসাবর্ণির পুত্রবিশেষ। (ভাগ° ৮।১৩।২১)

মূর্ত্তিত্ব (ক্লী) মূর্ত্তের্ভাবঃ ত্ব। মূর্ত্তির ভাব বা ধর্ম্ম, শরীরত্ব

মূর্ত্তিধর (পুং) ধরতীতি ধৃ অচ্, মূর্ত্তেঃ ধরঃ। মূর্ত্তিবিশিষ্ট, মূর্ত্তিধারণকারী।

মূর্ত্তিপ (পুং) দেবমূর্ত্তিরক্ষাকারী পুরোহিত, পূজক।

মূর্ত্তিমৎ (ক্লী) মূর্ত্তিঃ কাঠিন্যমস্যাস্তি মূর্ত্তি মতুপ্। ১ শরীর (হেম) ২ মূর্ত্তিবিশিষ্ট, মূর্ত্তিযুক্ত।

"হৃদয়ং স্বয়মায়াতং বৈদেহ্যা ইব মূর্ত্তিমৎ" (রঘু° ১২।৬৪)

৩ কুশপুত্র। (হরিবংশ ২৭।২) স্ত্রিয়াং ঙীপ্ মূর্ত্তিমতী।

"দর্শয়ামাস তং গঙ্গা তদা মূর্ত্তিমতী স্বয়ম্।"

(মহাভারত ৩।১০৮।১৪)

মূর্ত্তিময় (ত্রি) মূর্ত্তি স্বরূপে ময়ট্। মূর্ত্তিস্বরূপ।

মূর্ত্তিলিঙ্গ (ক্লী) প্রাগ্জ্যোতিষ-পুরস্থিত শিবলিঙ্গভেদ।

মূর্দ্ধক (পুং) মূর্দ্ধ্ন্যভিষিক্ত ইতি মূর্দ্ধন্-সংজ্ঞায়াং কন্। ক্ষত্রিয়। (শব্দরত্না°)

মূর্দ্ধকর্ণী (স্ত্রী) ছত্র। (হারাবলী)

মূর্দ্ধকর্পরী (স্ত্রী) জলত্রাণ, চলিত টোকা।

মূর্দ্ধখোল (ক্লী) মূর্দ্ধ্নঃ খোল ইব। ছত্র, জলত্রাণ, চলিত টোকা। (ত্রিকা°)

মূর্দ্ধজ (পুং) মূর্দ্ধ্নি জায়তে জন-ড। ১ কেশ। (জটাধর)

"বহুমূলবিষমকপিলা স্থূলস্ফুটিতাগ্রপরুষহ্রস্বাশ্চ।
আতকুটিলাশ্চাতিঘনাশ্চ মূর্দ্ধজা বিত্তহীনানাম্॥"

(বৃহৎসংহিতা ৬৮।৮২)

(ত্রি) মূর্দ্ধজাত মাত্র। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ বালক, চলিত বালা। (ভাবপ্র°)

মূর্দ্ধজ্যোতিস্ (ক্লী) ব্রহ্মরন্ধ্র।

মূর্দ্ধতস্ (অব্য°) মূর্দ্ধন্ সপ্তম্যর্থে পঞ্চম্যর্থে বা তসিল্। মস্তকে, বা মস্তক হইতে।

মূর্দ্ধতৈলিক (ত্রি) নাসতৈলভেদ, এই তৈল নাস লইলে শ্লেষ্মা বহির্গত হইয়া মস্তক পরিষ্কার হয়।

মূর্দ্ধন্ (পুং) মূর্ব্বতি বধ্নাতি যত্রোত মুর্ব্ব (শ্বন্ উক্ষন্ পূষন্। উণ্ ১।১৫৮) ইতি কনিন্, উকারস্য দীর্ঘঃ, বকারস্য ধকারশ্চ। মস্তক। (অমর)

মূর্দ্ধন্য (ত্রি) মূর্দ্ধন্-যৎ। মস্তক ভব। "ঋটুরষাঃ ট ঠ ড ঢ ণ র ষা মূর্দ্ধন্যাঃ" (মুগ্ধবোধব্যা°) ২ মস্তকস্থিত।

"অর্জ্জুনঃ সহসাজ্ঞায় হরের্হার্দ্দমথাসিনা।
মণিং জহার মূর্দ্ধন্যং দ্বিজস্য সহ মূর্দ্ধজম্॥"

(ভাগবত ১।৭।৫৫)

মূর্দ্ধন্বৎ (ত্রি) ১ গন্ধর্ব্বভেদ। ২ বামদেব্য ঋষি। এই ঋষি ঋগ্বেদের ১০মীমণ্ডলের ৮ম সূক্তদ্রষ্টা।

মূর্দ্ধপাত (পুং) মস্তকবিদারণ।

মূর্দ্ধপিণ্ড (পুং) করিকুম্ভ।

মূর্দ্ধপুষ্প (পুং) মূর্দ্ধ্নি পুষ্পমস্য। শিরীষপুষ্প। (শব্দমালা)

মূর্দ্ধরস (পুং) মূর্দ্ধস্থস্থপরিস্থো রসঃ। ভক্তফেন, ভাতের ফেন। (শব্দচ°)

মূর্দ্ধবেষ্টন (ক্লী) মূর্দ্ধ্নঃ বেষ্টনং। উষ্ণীষ, মাথার পাকড়ী। (হেম)

মূর্দ্ধাভিষেক (পুং) মূর্দ্ধ্নি অভিষেকঃ। মস্তকে অভিষেক-জলসিঞ্চন।

মূর্দ্ধাভিষিক্ত (পুং) ১ ক্ষত্রিয়। ২ রাজা। (অমর)

"রাজ্ঞো মূর্দ্ধাভিষিক্তস্য বধো ব্রহ্মবধাদ্‌গুরুঃ।
তীর্থসংসেবয়া চাংহো জহ্যঙ্গাচ্যুতচেতনঃ॥"
(ভাগবত ৯।১৫।৪১)

২ মিশ্রজাতিবিশেষ। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হয়।

"স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥" (মনু ১০।৬)

'স্ত্রীম্বিতি আনুলোম্যেন অব্যবহিতবর্ণজাতীয়াসু ভার্য্যাসু দ্বিজাতিভিঃ উৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ, যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রায়াং। তান্ মাতৃহীনজাতীয়ত্ব-দোষেণ গর্হিতান্ পিতৃসদৃশান্ ন তু পিতৃসজাতীয়ান্ মন্বাদয় আহুঃ। পিতৃসদৃশগ্রহণাৎ মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টা জ্ঞেয়াঃ এতেষাঞ্চ নামানি মূর্দ্ধাবসিক্তমাহিষ্য-করণাখ্যানি যাজ্ঞবল্ক্যাদিভিরুক্তানি। বৃত্তয়শ্চৈষামুশনসোক্তাঃ, হস্ত্যশ্বরথশিক্ষাস্ত্রধারণং মূর্দ্ধাবসিক্তানাং' (কুল্লুক)

এই জাতির বৃত্তি হস্তী, অশ্ব ও রথশিক্ষা এবং অস্ত্র-ধারণ।

মহাভারত-মতে, পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলে ক্ষত্রিয়-রমণীগণ নিয়োগক্রমে ব্রাহ্মণ ঋষি হইতে সন্তান উৎপাদন করেন, সেই সন্তানই মূর্দ্ধাভিষিক্ত।

মূর্দ্ধেশ্বর, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর উত্তর কাণাড়া জেলার হোণবার উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর ও বন্দর। অক্ষা° ১৪°৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩৬´ পূঃ। এখানকার সমুদ্র-গর্ভে বিস্তৃত একটী পার্ব্বতীয় ভূখণ্ডের উপর একটী প্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গ ও শিবমন্দির বিদ্যমান আছে।

মূর্ব্বা (স্ত্রী) মূর্ব্বতি ইতি মূর্ব-অচ্-টাপ্। (Sansevieria Zeylanica.) লতাবিশেষ। সংস্কৃত পর্য্যায়—দেবী, মধুরসা, মোরটা, তেজনী, স্রবা, মধুলিকা, ধনুঃশ্রেণী, গোকর্ণী, পীলুকর্ণী, স্রুবা, মূর্ব্বী, মধুশ্রেণী, ধুমু, শ্রেণী, সুরঙ্গিকা, দেবশ্রেণী, পৃথক্‌ত্বচা, মধুস্রবা, অতিরসা, পীলু-পর্ণিকা, দিব্যলতা, জলিনী, গোপবল্লী।

বঙ্গে—মুরহরা, মুরগি, গোরাচক্রা, মূর্গা; পশ্চিমে—মারুল, মূর্বা; মহারাষ্ট্রে—ঘোনসফন, নাগফনঃ; তৈলঙ্গে—চাগা, সাগা; তামিল—মারুল, মারুল্‌কলঙ্গ।

ইহা এক প্রকার গুল্ম, ইহাতে ৬টী হইতে ৮টী পর্য্যন্ত ডাঁটা থাকে। ইহার ফুলগুলি ছোট ছোট হরিতাভ শ্বেতবর্ণ, এক এক গোছায় ৫।৬টী ফুল হয়। হিমালয়প্রদেশ ও উত্তরাঞ্চল ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্রই এই গাছ দেখা যায়।

ইহার সরস পাতা হইতে আঁশ বাহির হয়, সেই আঁশ বড়ই মজবুৎ, তাই বহু পূর্ব্বকাল হইতেই তাহা ধনুকের ছিলায় ব্যবহৃত হইতেছে। সেই আঁশে কেবল যে ধনুকের ছিলা হয়, তাহা নহে; তাহা হইতে ক্ষত্রিয়েরা যজ্ঞসূত্র প্রস্তুত করিতেন। ১মণ পাতা হইতে আধ সের শুষ্ক তন্তু বাহির হইতে পারে। অনেক স্থলে ঐ তন্তু হইতে দড়ি ও মাদুর প্রস্তুত হয়। য়ুরোপে এই তাঁত হইতেই গভীর সমুদ্রতল পরিষ্কারকরণোপযোগী সুদৃঢ় জাল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ত্রিচীনপল্লীতে মূর্ব্বার কাগজ প্রস্তুত হয়। এই কাগজ কঠিন ও দীর্ঘকালস্থায়ী; তবে এই কাগজ তৈয়ারীতে বেশী খরচ পড়ায় ব্যবসার পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

মূর্ব্বাতন্তু অতিশয় কোমল, ও রেসমের মত উজ্জ্বল। টাট্‌কা পাতা ডালায় রাখিয়া নানা উপায়ে চাপদ্বারা রস বাহির করিয়া ফেলিলে অবশেষে তাহা হইতে তন্তু প্রকাশ পায়। শাঁস সম্পূর্ণ বাহির হইবার পর ৪।৫ মিনিট কাল জলে রাখিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হয়, অবশেষে তাহা ছায়ায় শুকাইয়া লইলে তন্তু পাওয়া যায়। ৪০ মণ টাট্‌কা পাতায় কোথাও কোথাও ১ মণ তন্তু বাহির হয়।

মূর্ব্বাতন্তুতে ভাল কাপড় হইতে পারে। টাট্‌কা মূর্ব্বামূল আস্বাদে উষ্ণ। দেশীয় বৈদ্যগণ উহা অবলেহে, যক্ষ্মার ও পুরাতন কাসরোগে এক চামচমাত্রায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বীজ ও পত্ররস সর্পদষ্টের মহৌষধ বলিয়া গণ্য। ইহাতে 'ঘোনস' নামক সর্পবিষ নিবারিত হয়, তজ্জন্য মরাঠী ভাষায় মূর্ব্বার একটী নাম "ঘোনসফন"।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—অতিতিক্ত, কষায়, উষ্ণ, হৃদ্রোগ, কফ, বাত, বমি, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে পিত্ত, অস্র, মেহ, ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ও জ্বরনাশক।

মূর্ব্বাময় (ত্রি) মূর্ব্বাস্বরূপে ময়ট্ মূর্ব্বাস্বরূপ। ক্ষত্রিয়-দিগের উপনয়নকালে মূর্ব্বাময়ী মেখলা ধারণ করিতে হয়।

"মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী॥" (মনু ২।৪২)

মূর্ব্বিকা (স্ত্রী) মূর্ব্বা।

মূল, ১ প্রতিষ্ঠা। ২ রোপণ। প্রতিষ্ঠার্থে ভ্বাদি° উভয়° অক° সেট্। লট্ মূলতি-তে। লোট্ মূলতু-তাং। লিট্ মুমূল-লে। লুঙ্ অমূলীৎ, অমূলিষ্ট। রোপণার্থে চুরাদি° উভয়° সক° সেট্ মূলয়তি-তে। মোলয়তি-তে। লুঙ্ অমুমূলৎ-ত। সন্ মুমূলিষতি-তে।

মূল (ক্লী) মবতে বধ্নাতি বৃক্ষাদিকমিতি মূ-(মুগুলক্যাবিভ্যঃ ক্লঃ। উণ্ ৪।১০৮) ইতি ক্ল। শিফা, চলিত শিকড়। পর্য্যায় ব্রধ্ন, অঙ্ঘ্রিনামক, কন্দ, বুধ্ন, জটা। (জটাধর)

"ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ বিবিধং মূলানি চ ফলানি চ।
হৃদ্যানি চৈব মাংসানি পানানি সুরভীণি চ॥" (মনু৩।২২৭

২ আদ্য, প্রথম। ৩ নিকুঞ্জ। ৪ অন্তিক, সমীপ।

"জগাদোচ্চৈঃ প্রবাহীতি মূলং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৮৬।৬)

৫ মূলবিত্ত, মূলধন, কোন ব্যবসাদি কার্য্যে ঘর হইতে যে টাকা দেওয়া হয়, তাহাকে মূলধন কহে।

"অথ মূলমনাহার্য্যং প্রকাশক্রয়শোধিতঃ।
অদণ্ড্যো মুচ্যতে রাজ্ঞা নাষ্টিকো লভতে ধনম্॥"
(মনুসংহিতা ৮।২০২)

৬ নিজ। (অজয়পাল) ৭ চরণ। "ত্রেধা মূলং যাতু ধানস্য বৃশ্চ" (ঋক্ ১০।৮৭।১০) 'মূলং পাদং' (সায়ণ) ৮ টীকার্হ গ্রন্থ। ৯ শূরণ। (শব্দচ°) ১০ পিপ্পলীমূল। ১১ পুষ্কর-মূল। ১২ কুড়বিশেষ। (রাজনি°) ১৩ কারণ, হেতু।

"ধর্ম্মস্য ব্রাহ্মণো মূলমগ্রং রাজন্য উচ্যতে।" (মনু ১১।৮৪)

বিশেষ বিষয়ের মূল অন্বেষণ করিতে নাই।

"নদীনামগ্নিহোত্রাণাং ভারতস্য কুলস্য চ।
মূলান্বেষো ন কর্ত্তব্যো মূলদোষো ন হীয়তে॥"
(গরুড়পু° ১১৬ অ°)

১৩ অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত উনবিংশ নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের নাম মূল বা মূলা। এই নক্ষত্রের অধিপতি নির্ঋতি। ইহার আকার সিংহপুচ্ছসদৃশ এবং শঙ্খমূর্ত্তি ও একাদশতারাময়। এই নক্ষত্র অধোমুখ নক্ষত্র। ইহা বানরজাতি, শতপদচক্রানুসারে এই নক্ষত্রে 'য়ু, ধ, ফ, ঢ,' চারিপদ যথাক্রমে এই চারিটী নাম হয়। এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে বৃদ্ধাবস্থায় দরিদ্র, অতিশয় বিকলদেহ, সমস্ত কলানুরাগী, মাতৃপিতৃহন্তা ও আত্মীয় স্বজনের উপকারী হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীপ্র°) এই নক্ষত্রে মাংস ভক্ষণ করিতে নাই।

"চিত্রাশ্রবণাশ্রবণাসু তৈলং ক্ষৌরং বিশাখাশ্রবণাসু বর্জ্জ্যম্।
মূলে মৃগে ভাদ্রপদাসু মাংসং যোষিন্মঘাকৃত্তিকলোত্তরাসু॥"
(তিথিতত্ত্ব)

১৪ দুর্গরাষ্ট্র।

"স গুপ্তমূলপ্রত্যন্তঃ শুদ্ধপার্ষ্ণিরয়ান্বিতঃ।
ষড়্বিধং বলমাদায় প্রতস্থে দিগ্‌জিগীষয়া॥" (রঘু ৪।২৬)

১৫ দেবতাদিগের আদি মন্ত্র বা বীজ। যথা—'মূলেন পূজয়েৎ'।

মূলক (পুং ক্লী) মূল-সংজ্ঞায়াং কন্। (Raphanus sativus) কন্দবিশেষ, স্বনামখ্যাত মূলশাক, চলিত মূলা। হিন্দী—মূলী; মহারাষ্ট্র, কলিঙ্গ ও তামিল—মূলঙ্গি; তৈলঙ্গ—চেট্টু; আরবী ফুগিল। সংস্কৃত পর্য্যায়—রাজালুক, মহাকন্দ, হস্তিদন্তক, নীলকণ্ঠ, মূলাহ্ব, দীর্ঘমূলক, (কোন কোন স্থলে ইহার পাঠান্তর দীর্ঘপত্রক) মৃৎক্ষার, কন্দমূল, হস্তিদন্ত, সিত, শঙ্খমূল, হরিৎপর্ণ, রুচির, দীর্ঘকন্দক, কুঞ্জরক্ষার, মূল। ইহার গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, দুর্নাম, গুল্ম, হৃদ্রোগ, ও বাতনাশক; রুচিপ্রদ ও গুরু। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ-মতে—মূলা দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার ছোট। ইহার পর্য্যায়—লঘু মূলক, শালাক, কটুক, মিশ্র, বালেয়, মরুসম্ভব, চাণক্যমূলক ও মূলকপোতিকা। অন্য প্রকার—গজদন্ত সদৃশ বৃহৎ; উহা নেপাল প্রদেশে জন্মে। লঘুমূলক—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, লঘু, পাচক, ত্রিদোষনাশক, স্বরপ্রসাদক এবং জ্বর, শ্বাস, নাসারোগ, কণ্ঠরোগ ও চক্ষুরোগ-নাশক। বড়মূলা—রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, গুরু ও ত্রিদোষনাশক, উহা তৈলাদি স্নেহ দ্বারা পাক করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষ নাশ করে। (ভাবপ্র°) ইহার শাকগুণ—পাচন, লঘু, রুচিকর ও উষ্ণ।

মূল হইতে মূলক নাম হইয়াছে। সাধারণতঃ মূলক পাঁচ প্রকার—যথা চাণক্য, গৃঞ্জন, পিণ্ড, বাল, ও গুর্জ্জর।
[ইহাদের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

শাস্ত্রে লিখিত আছে, মাঘ মাসে মূলক ভক্ষণ করিতে নাই, সৌর ও চান্দ্র এই উভয় মাসেই মূলক ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং মাঘ মাসে দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে ইহা দিতে পারিবে না।

"মকরে মূলকঞ্চৈব সিংহে চালাবুকং তথা।
কার্ত্তিকে শূরণঞ্চৈব সদ্যো গোমাংসভক্ষণম্॥"
(কর্মলোচন)

"পিতৃণাং দেবতানাঞ্চ মূলকং নৈব দাপয়েৎ।
নরকমাপ্নোতি ভুঞ্জীত ব্রাহ্মণো যদি॥

ব্রাহ্মণো মূলকং ভুক্ত্বা চরেচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্।
অন্যথা যাতি নরকং কল্পো বিট্‌শূদ্র এব চ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

ভারতের সর্ব্বত্র, এমন কি হিমালয়ের ১৮ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থানেও এই শাক দৃষ্ট হয়। ইহা শীত ঋতুতে জন্মে। কিন্তু শীতপ্রধান স্থানে সকল সময়েই জন্মিতে দেখা যায়।

মূলার উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বেন্থাম, ডি কণ্ডোল প্রভৃতি মনে করেন, যে R. Raphanistrum নামক বন্য গাছ হইতেই মূলার উৎপত্তি। এই বন্য উদ্ভিদ্ সারযুক্ত উর্ব্বর-স্থানে রোপণ করিলে ক্রমে তাহা হইতেই চতুর্থ জন্মে মূলা হইতে দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু সেই উদ্ভিদ্ এ দেশে না থাকায় তাহা হইতে ভারতীয় মূলার উৎপত্তি কল্পনা করা যায় না। বিলাতী মূলা ক্রমপুষ্ট হইলেও ভারতীয় মূলা এখানকার স্বভাবজাত শাক বলিয়া গণ্য। ভারতের উর্ব্বরা ক্ষেত্রে মানুষের পায়ের মত এক একটা লম্বা মূলা হইতেও দেখা গিয়াছে।

মূলার বীজ হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ তৈল বাহির হয়। বীজের তৈল বর্ণহীন, জল হইতে গুরু, ও তাহাতে গন্ধকের ভাগ বেশী। বীজই সাধারণতঃ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। তবে মূলও বীজসদৃশ গুণপ্রদ। ইহা সাধারণতঃ উত্তেজক, মূত্রকারক ও অশ্মরীনাশক। মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ, মূত্রানুবন্ধ ও মূত্রাশয়ে পাথরীতে মূলাশাকের রস বিশেষ ফলদায়ক।

(পুং) মূলে জাতঃ মূল (পূর্ব্বাহ্ণাপরাহ্ণার্দ্রামূলপ্রদোষাবস্করাদ্‌বুন্। পা ৪।৩।২৮) ইতি বুন্। ২ চতুস্ত্রিংশৎ স্থাবরবিষজাত্যন্তর্গত বিষভেদ। (হেম) মূল প্রকার ইতি মূল (স্থূলাদিভ্যঃ প্রকারবচনে কন্। পা ৫।৪।৩) ইতি কন্। ৩ মূলস্বরূপ। "নারী কবচ ইত্যুক্তো নিঃক্ষত্রে মূলকোঽভবৎ।"(ভাগ° ৯।৯।৪৯)

মূলকচ্ছদ (পুং) কৃষ্ণশিগ্রু, চলিত কাল সজিনা।

মূলকপর্ণী (স্ত্রী) মূলকস্য পর্ণমিব সমানস্বাদং পর্ণমস্যাঃ, ঙীষ্। শোভাঞ্জন বৃক্ষ। সাজিনাগাছ। (রত্নমালা)

মূলকপোতা (স্ত্রী) বালমূলক, কচিমূলা।

মূলকপোতিকা (স্ত্রী) অতি বালমূলক, অত্যন্ত কচি মূলা; গুণ—কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য ও লঘুপাক।

"সর্ব্বদোষহরা লঘ্বী কণ্ঠ্যা মূলকপোতিকা।"(সুশ্রুত সূ° ৪৬অ°)

মূলকবীজ (ক্লী) মূলকস্য বীজম্। মূলক শস্য, মূলার বিচ। (ভাবপ্র°)

মূলকমূল (স্ত্রী) মূলকমিব মূলমস্যাঃ। ক্ষীরকঞ্চুকী বৃক্ষ। (রত্নমালা)

মূলকর্ম্মন্ (ক্লী) মূলঞ্চ তৎকর্ম্ম চেতি। ঔষধাদি মূল দ্বারা ত্রাসন, উচ্চাটন, স্তম্ভন ও বশীকরণাদি কর্ম্ম। পর্য্যায়—কার্ম্মণ। (ভরত) ২ ঊনপঞ্চাশৎ উপপাতকের অন্তর্গত উপপাতকবিশেষ।

"সর্ব্বাকরেষ্বধীকারো মহাযন্ত্রপ্রবর্ত্তনম্।
হিংসৌষধীনাং স্ত্র্যাজীবোঽভিচারো মূলকর্ম্ম চ॥" (মনু ১১।৬৪)

৩ প্রধান কর্ম্ম। পূজাদি কার্য্যের মূলকর্ম্ম ও অঙ্গকর্ম্ম থাকে, যে কর্ম্ম না করিলে তৎকার্য্য সিদ্ধই হইবে না, তাহাই মূলকর্ম্ম।

মূলকবিষ (ক্লী) কন্দবিষভেদ। (সুশ্রুত কল্প° ২ অ°)

মূলকশাক (পুং) মূলকপত্র। মূলোশাক।

মূলকার (পুং) মূলং করোতীতি কৃ-কর্ম্মণ্যণ্। ইতি অণ্। মূলকারক, মূলগ্রন্থকর্ত্তা, যিনি মূল গ্রন্থ প্রস্তুত করেন।

মূলকারণ (ক্লী) মূলঞ্চ তৎ কারণঞ্চেতি। প্রধান কারণ, প্রধান হেতু।

মূলকারিকা (স্ত্রী) মূলকারক-স্ত্রিয়াং টাপ্, অকারস্যেত্বং। ১ চণ্ডী। (হারাবলী) ২ মূলগ্রন্থার্থপ্রকাশক পদ্য। ৩ মূলধনের বৃদ্ধিবিশেষ।

মূলকৃচ্ছ্র (ক্লী) মূলেন তদ্রসপানেন কৃচ্ছ্রং। একাদশবিধ পর্ণকৃচ্ছ্র ব্রতের অন্তর্গত ব্রতবিশেষ। যে স্থলে কেবল মূলজ দ্রব্যের রস পান করিয়া এই কষ্টকর ব্রতানুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে মূলকৃচ্ছ্র কহে। এই ব্রতে এক মাস কাল মূলকরস মাত্র পান করিয়া থাকিতে হয়।

"ফলৈর্মাসেন কথিতঃ ফলকৃচ্ছ্রো মনীষিভিঃ।
শ্রীকৃচ্ছ্রঃ শ্রীফলৈঃ প্রোক্তঃ পদ্মাক্ষৈরপরস্তথা॥
মাসেনামলকৈরেবং শ্রীকৃচ্ছ্রমপরং স্মৃতম্।
পত্রৈর্মতঃ পত্রকৃচ্ছ্রঃ পুষ্পৈস্তৎকৃচ্ছ্র উচ্যতে।
মূলকৃচ্ছ্রঃ স্মৃতো মূলৈস্তোয়কৃচ্ছ্রো জলেন তু॥"(মিতাক্ষরা)

মূলকৃৎ (ত্রি) মূলং করোতি কৃ-কিপ্। মূলপ্রস্তুতিকারী।

মূলকেশর (পুং) নিম্বুক, লেবু।

মূলখানক (পুং) বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, ইহারা বৃক্ষাদির মূল খনন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"ব্যাধাঞ্ছাকুনিকান্ গোপান্ কৈবর্ত্তান্ মূলখানকান্।
ব্যালগ্রাহানুঞ্ছবৃত্তীনন্যাংশ্চ বনচারিণঃ॥" (মনু ১২৬০)

মূলগ্রন্থ (পুং) শাক্যমুনিকথিত বাক্য। মূল পুস্তক।

মূলগ্রন্থি (স্ত্রী) বল্লি দূর্ব্বা। (রাজনি°) ২ প্রধান গ্রন্থি।

মূলচ্ছেদ (পুং) মূলস্য ছেদঃ। মূলের ছেদ, মূলনাশ।

মূলজ (ক্লী) মূলাৎ জায়তে জন-ড। ১ আদ্রক। (রাজনি°) (পুং) ২ উৎপলাদি। (ত্রি) ৩ মূলোদ্ভব মাত্র, মূল হইতে যাহা কিছু হয়।

মূলজাতি (স্ত্রী) প্রধান বংশ।

মূলতস্ (অব্য°) মূল পঞ্চমী বা সপ্তম্যর্থে তসিল্। মূল হইতে বা মূলদেশে, মূলে।

মূলতাই, মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৯৬১ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর এবং তন্নামক উপবিভাগের বিচার-সদর। অক্ষা° ২১°৪৬´২৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২৮´৫´´ পূঃ। এখানে দেবমন্দির-পরিশোভিত একটী সুন্দর দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, তাপ্তী নদী ঐ হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

মূলতান, পঞ্জাব প্রদেশের কমিসনরশাসিত একটী বিভাগ। মূলতান, ঝঙ্গ, মণ্টগোমারি ও মজুফার গড় নামক চারিটী জেলা লইয়া এই বিভাগ গঠিত। অক্ষা° ২৯°১´ হইতে ৩০°৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°৬´ হইতে ৭৪°২´ পূঃ মধ্য, ভূপরিমাণ ২০২৯৫ বর্গ মাইল। এই বিভাগের মধ্যে প্রায় সাড়ে চারি হাজার নগর ও গ্রাম আছে।

মূলতান, পঞ্জাব প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। উত্তরে ঝঙ্গ, পূর্ব্বে মণ্টগোমরী, দক্ষিণে বহাবলপুর বা ভাবলপুর রাজ্য ও পশ্চিমে মজঃফরগড় জেলা। ভূপরিমাণ ৫৮৮০ বর্গ মাইল; চন্দ্রভাগা ও শতদ্রুনদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী 'বাড়ি দোয়াব' নামক অন্তর্ব্বেদী ভূভাগ লইয়া এই জেলা গঠিত। মধ্যে মধ্যে ইরাবতী নদী প্রবাহিত হওয়ায় রেকনা দোয়াবের কতকাংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উক্ত নদীত্রয়ের উভয়তীরে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রপূর্ণ সমতলক্ষেত্রসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। তদ্ভিন্ন প্রায় সমুদায় ভূভাগ পার্ব্বতীয় অধিত্যকায় পূর্ণ। মণ্টগোমরী জেলার সন্নিকটে নদীদ্বয়ের মধ্যভাগে বাড় নামক অনুর্ব্বর প্রদেশ, এখানে বিপাশা ও ইরাবতী নদীর পুরাতন খাত দৃষ্ট হয়। যখন মূলতান প্রদেশ এই নদীচতুষ্টয়ের জল দ্বারা পরিপ্লাবিত হইত, তখন এই স্থান শস্যসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ দেখা গিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে অল্ মসুদিনামক মুসলমান ঐতিহাসিকের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, এই মূলতান প্রদেশ ১লক্ষ ২০ হাজার গ্রামে বিভক্ত ছিল। তখন মূলতান রাজ্য জনসাধারণে পূর্ণ এবং শস্যসম্ভারে অতুলনীয় ছিল। বিপাশা নদীর গতি পরিবর্ত্তনহেতু এখানে জলাভাব হওয়ায় স্থানীয় সমৃদ্ধির হ্রাস হইয়াছে। এক্ষণে ঝিল ও খালখনন দ্বারা অনেক স্থানের কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে।

মূলতান নগরের প্রাচীন নাম কশ্যপপুর ও মূলশাম্বপুর। প্রবাদ, আদিত্য ও দৈত্যগণের পিতা মহর্ষি কশ্যপের নামানুসারেই এই নগরের নামকরণ হয়। হিকাটিয়স, হিরোদোতস্, টলেমী প্রভৃতি গ্রীক্ ভৌগোলিকগণ এই স্থানকে কশ্যপপুর বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমীর গ্রন্থে কাশ্মীর হইতে মথুরাপুরী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদ কাস্পিরিয়াই (Kaspeiraei) এবং তাঁহার রাজধানী কাস্পিরিয়া (Kaspeiraea) বলিয়া লিখিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম উহাকেই পঞ্জাবের অন্তর্গত কশ্যপপুর বলিয়া স্বীকার করেন। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে এই কাস্পিরিয়া নগর পঞ্জাবের রাজধানী ও মহাসমৃদ্ধিশালী বলিয়া ইতিহাসে বিবৃত হইয়াছে। উহার প্রায় ৫ শতাব্দ পূর্ব্বে অর্থাৎ মাকিদনবীর আলেকসান্দারের আক্রমণ কালে এই নগরে দুর্দ্ধর্ষ মল্লি জাতির বাসভূমি ছিল। যবনরাজ আলেকসান্দারের বিজয়বাহিনীর নিকট মল্লিরাজগণ পরাভূত হন।

আলেকসান্দার এই নগর অধিকার করিয়া, ফিলিপ নামক তাঁহার জনৈক সেনানীকে এখানকার ক্ষত্রপ (Satrap) নিযুক্ত করিয়া যান। কিন্তু মাঝে গুপ্তরাজবংশের প্রাদুর্ভাবে শীঘ্রই এই যবনরাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহার কিছু পরে বক্ত্রীয় রাজগণের বীরত্বপ্রতিভায় পুনরায় দ্বিতীয় বার মূলতান নগরে যবনশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত রাজগণের প্রচলিত মুদ্রা অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

প্রাচীন আরবদেশীয় ভৌগোলিকগণ মূলতান রাজ্যকে সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনানুসারে এই নগর চচরাজের অধিকৃত বলিয়া প্রকাশ। উক্ত দেশপ্রসিদ্ধ রাজার রাজত্ব সময়ে বিখ্যাত চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং মূলতান পরিদর্শনে আগমন করেন। তিনি এখানে সূর্য্যদেবের এক সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। এবং এই স্থানকে "মূলসাম্বপুর" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণে এইস্থান "মিত্রবন" নামে বর্ণিত হইয়াছে। সাম্ব এখানে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে এইস্থান "সাম্বপুর" নাম ধারণ করে।

[ভোজক ব্রাহ্মণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ডাঃ কানিংহাম্ সূর্য্যোপাসকদিগের এই প্রসিদ্ধ সূর্য্যমন্দির হইতেই এইস্থানের মূলতান নামের উৎপত্তি অনুমান করেন; আবার ডাঃ অপার্ট প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মল্লিজাতির বাসভূমি অর্থাৎ মল্লস্থান হইতে মূলতান শব্দের অনুকৃতি স্বীকার করিয়া থাকেন

মুসলমান জাতির অভ্যুত্থানের কিছু পরেই সিন্ধু রাজ্যের সহিত মূলতান জেলাও মহম্মদ বিন্ কাসিম কর্ত্তৃক খলিফাসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। খলিফাবংশের অবসান হইলে, সিন্ধু প্রদেশে মুসলমানশক্তিরও অবসাদ ঘটে। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দের

শেষভাগে মন্সুরা ও মুলতান নগরে দুইটী স্বাধীন নরপতি বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। চন্দ্রভাগা ও শতদ্রুর সঙ্গমস্থলে আরববাসী আমীরবংশীয় শাসনকর্ত্তারা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। গজনী-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত এই আমীর-বংশ সিন্ধুপ্রদেশে আরবীয় শক্তি অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১০০৫ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি সুলতান মাহ্মুদ মুলতান নগর অবরোধ করেন। তিনি এই নগর ও সিন্ধুরাজ্য জয় করিয়া এখানে মুসলমান-শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন।

অতঃপর কিছুকাল সুম্রা ও ঘোর রাজবংশের শাসনাধীন থাকিয়া মুলতান নগর পুনরায় ১৪৪২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা অবলম্বন করে। তদ্দেশবাসিগণ শেখ যুসুফ নামক জনৈক মুসলমানকে আপনাদিগের শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিয়াছিলেন। উত্তর ভারতে মোগলসম্রাটগণের প্রভাব বিস্তৃত হইলে, মুলতানও মোগল রাজদণ্ডের শাসনাধীন হইয়াছিল এবং মোগলসাম্রাজ্য বিধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত এই নগর একটী সুবার রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। ১৭৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদিরশাহের ভারতাক্রমণের পর, সদোজৈ আফগানবংশীয় জাহিদ্ খাঁ মহম্মদশাহ কর্ত্তৃক এখানকার নবাবপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার বংশধরগণ মহারাষ্ট্র ও আফগানগণের অহরহ আক্রমণ ও অত্যাচারসত্ত্বেও এখানকার বড়িদোয়াব অঞ্চলে শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের শেষার্দ্ধে মুসলমান ও শিখজাতির অন্তর্বিপ্লবহে এখানকার ইতিবৃত্ত বিশৃঙ্খলতার অন্ধকারে আবৃত থাকে। এই বিদ্রোহে জন্ম পরস্পরে যুদ্ধ ও প্রভূত বলক্ষয় ঘটিবার পর ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে সদোজৈ আফগান-বংশীয় মুজফর খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি মুলতানের শাসনকর্তৃপদ প্রাপ্ত হন। ভঙ্গিসর্দারদিগের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইলেও, স্বীয় অধিকৃত প্রদেশরক্ষার জন্য তিনি নানা উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পঞ্জাবকেশরী রাজা রণজিৎ সিংহ কএকবার আক্রমণ করিয়াও মুলতান অধিকারে সমর্থ হন নাই। উপর্য্যুপরি কএকবার পরাজিত ও স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আপনাকে অপমানিত বোধে তিনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে স্বীয় দুর্দ্ধর্ষ শিখসেনাসাহায্যে পুনরায় মুলতান অবরোধ করেন। এবার ঘোরতর যুদ্ধের পর তিনি মুজঃফর খাঁ ও তাহার পঞ্চপুত্রকে রণক্ষেত্রে নিহত করিয়া মুলতান অধিকারে সমর্থ হন।

রণজিৎ সিংহ মুলতানে স্বীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তৎপ্রদেশ শাসন করিতে থাকেন, কিন্তু শাসনকর্তৃগণ অযথা করসংগ্রহ ও অত্যাচারে প্রজাবর্গকে নিপীড়িত করায় পদচ্যুত হন। অবশেষে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান শিবানন্দমল্ল মুলতানের শাসনকর্ত্তা হইয়া আইলেন। ইনি সেই সঙ্গে দেরাইস্মাইল খাঁ, দেরাগাজী খাঁ, মুজঃফরগড় ও ঝঙ্গ-জেলারও শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচারে এবং যুদ্ধবিগ্রহে এইস্থান প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। দেওয়ান শিবানন্দমল্ল নানা স্থান হইতে স্বীয় অধিকৃত প্রদেশে লোক আনাইয়া বসবাস করাইতে চেষ্টা পান। ইনি নানাস্থানে খাল ও পুষ্করিণ্যাদি কাটাইয়া কৃষি ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর, সিবানন্দমল্লের সহিত কাশ্মীর রাজ্যের বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর বিপক্ষ সেনার গুলির আঘাতে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় ইহাঁর প্রাণ বিয়োগ ঘটে। তদনন্তর তাঁহার পুত্র মুলরাজ মুলতানের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন, কিন্তু লাহোর-রাজসরকারের সহিত তাঁহারও বিবাদ চলিতে থাকে। লাহোর-রাজসরকারের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত অর্থদানে অসমর্থ হইয়া তিনি অবশেষে পদত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন।

লাহোরে প্রতিনিধি-সভা (Council of regency) স্থাপিত হওয়ার পর মুলরাজের সহিত ইংরাজকর্ম্মচারীদিগের মত-পার্থক্য উপস্থিত হয়। এই সূত্রে বিবাদ গাঢ়তর হইলে মুলরাজের আদেশে দুইজন ইংরাজকর্ম্মচারীর নিধন সাধিত হওয়ায় মুলতানে ঘোরতর বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তাহাতে প্রথম শিখযুদ্ধ এবং উহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের পর মুলতানসহ সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশ ইংরাজরাজের শাসনভুক্ত হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী ইংরাজসৈন্য মুলতান অধিকার করে। কিন্তু মুলরাজ ২২শে পর্য্যন্ত দুর্গমধ্যে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে আপনাকে ইংরাজের অপেক্ষা হীনবল জানিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইংরাজরাজের বিচারে মুলরাজের প্রাণদণ্ড হয়, কিন্তু ইংরাজরাজ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে দীপান্তরিত করেন। তদবধি মুলতান ইংরাজের শাসনাধীন রহিয়াছে।

এইস্থান শাল প্রভৃতি পশমী বস্ত্র এবং কার্পাসনির্ম্মিত কার্পেটের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী-রেলপথ এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডাসভেলী রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৮৪৯ বর্গমাইল।

মূলতান (নগর) পঞ্জাব-প্রদেশের একটী প্রধান নগর এবং মূলতান জেলার বিচার-সদর। অক্ষা° ৩০°১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৩০´৪২´´ পূঃ। চন্দ্রভাগা নদীর বামকূল হইতে ২ ক্রোশ দূরে একটী সুবিস্তীর্ণ ভগ্ন স্তূপের উপর স্থাপিত। ঐ বৃহৎ ইষ্টকস্তূপ স্থানীয় প্রাচীনত্বের নিদর্শন।

নগরের তিনদিকই উচ্চ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। কেবলমাত্র দক্ষিণদিকে ইরাবতী নদীর পুরাতন খাত, নগর ও দুর্গের মধ্য দিয়া মন্থরগমনে প্রবাহিত হইতেছে।

উক্ত ইরাবতী নদীর গতি এবং স্থানীয় প্রাচীন নদীগর্ভসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে অনুমান হয় যে, তৈমুরলঙ্গের ভারতাক্রমণকালে এই নদী নগরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণে চন্দ্রভাগার সহিত মিলিত ছিল। নগরসম্মুখস্থ ঐ নদীর গতি-পরিবর্ত্তনকালে যে দুইটী দ্বীপ সংগঠিত হয়, তাহারই উপর সৌধমালাবিভূষিত দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তর হইতে এই দ্বীপাংশদ্বয়ের ৫০ ফিট্ উচ্চতাই এরূপ অনুমানের কারণ। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনাদল এখানকার পরিখা ও প্রাকারাদি ধ্বংস করিয়া দেয়, তথাপি দুর্গের দুর্ভেদ্যতা আদৌ নষ্ট হয় নাই। এক্ষণে এক দল ইংরাজসৈন্য এই দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতেছে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। নানাস্থান হইতে বহুলোক আসিয়া বাণিজ্য-ব্যপদেশে নগরোপকণ্ঠে বসবাস করিতেছে। হুসেন দ্বার হইতে ওয়ালীমহম্মদ দ্বার পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজপথে একটী বিস্তীর্ণ বাজার (চক্) নগর সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

বিস্তীর্ণ স্তূপ ব্যতীত প্রাচীন মূলতান নগরীর (কশ্যপপুরের) বিশেষ কোন নিদর্শন পরিলক্ষিত না হইলেও, গ্রীক্বীর আলেকসান্দারের আক্রমণ হইতে এই নগরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। উক্ত বিজয়ী মহাত্মা মল্লি (মালব)-জাতিকে পরাভূত করিয়া এই প্রাচীন রাজধানী অধিকার করিয়াছিলেন।

এখানকার প্রধান অট্টালিকার মধ্যে আরববাসী মুসলমান সাধু বহা উদ্দীন্ ও রুকনুউল্ আলমের সমাধিমন্দির বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। উহার সন্নিকটে প্রহ্লাদপুরী নামক নরসিংহমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠিত একটী সুপ্রাচীন হিন্দুমন্দির। ১৮৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে নিকটস্থ দুর্গের বারুদখানায় আগুন লাগায় উহার কতকাংশ উড়িয়া যায়। দুর্গের মধ্য স্থলে সূর্য্যের সুবৃহৎ মন্দির। হিন্দুবিদ্বেষী মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব উহার ধ্বংস সাধন করিয়া তদুপরি মস্জিদ নির্ম্মাণ করান। ঐ জুমা-মস্জিদ শিখজাতির প্রাধান্তকালে বারুদখানারূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ঐ সময়ে আগুন লাগায় উহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মূলরাজের বিদ্রোহকালে মিঃ ভান্স এগনিউ ও লেফ্টনাণ্ট এণ্ডার্সন নামে যে দুইজন ইংরাজ-কর্ম্মচারী নিহত হন, তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য দুর্গ মধ্যে ৭০ ফিট্ উচ্চ একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরের পূর্ব্বদিকে হিন্দুশাসনকর্ত্তাদিগের নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ আমখাস্ (দরবারগৃহ), এক্ষণে তহসীল-কার্য্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। উত্তরাংশে দেওয়ান শাবনমল্লের সমাধিস্তম্ভ।

লাহোর-রাজধানী ও করাচী বন্দরের সহিত রেলপথ সংযোজিত থাকায় এই নগরের বাণিজ্যসমৃদ্ধি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন রেল ও নৌকাযোগে অমৃতসর, জালন্ধর, পিণ্ডদাদন খান্, ভিবানী, দিল্লী প্রভৃতি সুদূর নগরে এবং সুজাবাদ, লোধরান্, মৈল্সি, সরাইসিধু, খরোড়, তুলাম্বা, জালালপুর ও দম্ভাপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন নগরে পণ্যদ্রব্য লইয়া গমনাগমনের সুব্যবস্থা হওয়ায় বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে। কান্দাহারবাসী আফগান বণিক্গণ সীমান্তসঙ্কট অতিক্রম করিয়া এখানে আসিয়া ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে।

মূলতান (গোরাবাজার), উক্ত নগরের ১¼ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°১১´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°২৮´ পূঃ। এখানে য়ুরোপীয় পদাতি, একটী কামানবাহী সেনাদল এবং দুইটী দেশীয় পদাতি সেনাদল রক্ষিত আছে।

মূলতান, মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর ধাররাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। এখানকার সর্দ্দারগণ রাঠোরবংশীয় রাজপুত।

মূলত্ব (ক্লী) মূলস্য ভাবঃ ত্ব। প্রকৃতিত্ব, মূলের ভাব বা ধর্ম্ম, মৌলিকত্ব।

মূলত্রিকোণ (ক্লী) মূলঞ্চ তৎ ত্রিকোণঞ্চেতি। রবি প্রভৃতি গ্রহের রাশিরূপ গৃহবিশেষ। গ্রহগণ মূলত্রিকোণে থাকিলে মধ্যম বলশালী হইয়া থাকেন। রবির মূলত্রিকোণ সিংহ, অর্থাৎ রবি সিংহ রাশিতে থাকিলে মূলত্রিকোণে আছেন, ইহা স্থির করিতে হইবে। এইরূপ চন্দ্রের বৃষরাশি, মঙ্গলের মেষরাশি, বুধের কন্যারাশি, বৃহস্পতির ধনুরাশি, শুক্রের তুলারাশি এবং শনির কুম্ভরাশি মূলত্রিকোণ।

"সিংহো বৃষশ্চ মেষশ্চ কন্যা ধন্বী ধটো ঘটঃ।
অর্কাদীনাং ত্রিকোণানি মূলানি রাশয়ঃ ক্রমাৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মূলদেব (পুং) মূলস্থাসৌ দেবো রাজা চেতি। ১ কংসরাজ। ২ অগ্নিমিত্রের পুত্র সুমিত্রের হত্যাকারী।

মূলদেব, ১ যোগ[illegible]ভেদ। শাক্তরত্নাকরে ইহার পরিচয় আছে। ২ কামশাস্ত্রের অনৈক উপদেষ্টা। পঞ্চশায়ক গ্রন্থে

ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ৩ আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থরচয়িতা। ৪ কেরলপ্রশ্ন নামক জ্যোতিঃশাস্ত্র-রচয়িতা।

মূলদ্রব্য (ক্লী) মূলঞ্চ তৎ দ্রব্যঞ্চেতি। মূলধন। (হেম)

মূলদ্বার (ক্লী) প্রধান দ্বার, সিংহদ্বার। (বৃহৎসং ৫৩।৮২)

মূলদ্বারবতী (স্ত্রী) দ্বারবতী নগরীর প্রাচীনাংশ। ইহা নদ্বারবতী অর্থাৎ পরবর্ত্তী গঠিতাংশ হইতে বিভিন্ন।

মূলধন (ক্লী) মূলঞ্চ তদ্ধনঞ্চেতি। আদি দ্রব্য, যে ধন লইয়া প্রথমে ব্যবসাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাকে মূলধন কহে। চলিত পুঁজি। পর্য্যায়—পরিপণ, নীবী। (অমর)

মূলধাতু (পুং) ১ অকৃত্রিম ধাতু। ২ লসীকা (lymph) বা মজ্জা।

মূলনগর (ক্লী) প্রকৃত নগরভাগ, শাখানগর বা উপকণ্ঠ হইতে স্বতন্ত্র।

মূলনাশ (পুং) মূলস্য নাশঃ। মূলদ্রব্যের বিনাশ।

মূলনিকৃন্তন (ত্রি) মূলোচ্ছেদন।

মূলপদ্ম (ক্লী) তান্ত্রিক মতে শরীরাঙ্গবিশেষের নাম।

মূলপর্ণী (স্ত্রী) মূলে পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। মণ্ডূকপর্ণী।

মূলপুলিশসিদ্ধান্ত (পুং) পুলিশকৃত আদি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ।

মূলপাক (পুং) দ্রব্যাদির মুখ্য পাক।

মূলপুরুষ (পুং) মূলঃ পুরুষঃ। বীজপুরুষ, আদি পুরুষ, যে পুরুষ হইতে বংশ আরম্ভ হইয়াছে।

মূলপুষ্কর (ক্লী) মূলে পুষ্করমস্য, পুষ্করমিব মূলমস্যেতি বা। পুষ্করমূল, কুড়ভেদ। (রাজনি°)

মূলপোতী (স্ত্রী) মূলপ্রধানা পোতী। পুতিকা-শাকভেদ। পর্য্যায়—ক্ষুদ্রবল্লী, পোতিকা। ইহার গুণ—ত্রিদোষঘ্ন, বৃষ্য, বলকর, লঘু, রুচিকারক, জঠরানলদীপন। (রাজনি°)

মূলপ্রকৃতি (স্ত্রী) মূলা চাসৌ প্রকৃতিশ্চেতি। আদ্যাশক্তি:

"সর্ব্বপ্রসূতা প্রকৃতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন শক্তঃ পরমেশোঽপি তাং শক্তিং প্রকৃতিং বিনা।
সৃষ্টিং বিধাতুং মায়েশো ন সৃষ্টির্মায়য়া বিনা॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণপতিখ°)

মূল প্রকৃতিই সৃষ্টিকর্ত্রী। পরমেশ্বরও এই প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি করিতে সমর্থ নহেন। তিনি এই প্রকৃতি দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"

(সাংখ্যকা° ৩) মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি, অর্থাৎ মহদাদি বিকৃতিরহিত, যখন প্রকৃতির কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই, যখন জগদবস্থা নহে, প্রকৃতির বিকৃতি হইতে আরম্ভ হইলে এই জগৎ সৃষ্টি হয়, আবার যখন প্রকৃতির স্বরূপপরিণাম হয়, তখন এই জগৎ ধ্বংস হয়, সেই অবস্থাই মূলপ্রকৃতির অবস্থা। [প্রকৃতি শব্দ দেখ]

মূলপ্রণিহিত (ত্রি) মূলে প্রণিহিতঃ। মূলবিষয়ে সাবধানভূত, মূলবিষয়ে সাবধান।

"যে তত্র নোপসর্পেয়ুর্মূলপ্রণিহিতাশ্চ যে।
তান্ প্রসহ্য নৃপো হন্যাৎ সমিত্রজ্ঞাতিবান্ধবান্॥"

(মনু ৯।২৬৯)

মূলফলদ (পুং) মূলে চ ফলং দদাতীতি দা-ক। পনসবৃক্ষ, কাঁঠাল গাছ। (রাজনি°)

মূলবন্ধ (পুং) ১ অঙ্গুলীন্যাসভেদ। (ত্রি) ২ মূল দ্বারা দৃঢ়বন্ধ।

মূলবর্হণ (ত্রি) মূলোচ্ছেদন। (স্ত্রী) মূলানক্ষত্র।

মূলভদ্র (পুং) মূলশ্চাসৌ ভদ্রশ্চেতি। কংসরাজ। (ত্রিকা°)

মূলভব (ত্রি) মূলাদ্ভবতীতি ভূ-অপ্। যাহা মূল হইতে হয়।

মূলভার (পুং) কন্দসমূহ। প্রভূত মূল।

মূলভৃত্য (পুং) ১ পুরাতন ভৃত্য। ২ যাহারা পিতৃ-পিতামহাদিক্রমে এক ঘরেই চাকুরী করিতেছে।

মূলমণ্ডল (ক্লী) পূর্ণ মণ্ডল।

মূলমন্ত্র (পুং) মূলশ্চাসৌ মন্ত্রশ্চেতি। বীজমন্ত্র, মহাবিদ্যা প্রভৃতি দেবতাদিগের যে সকল বীজমন্ত্র, তাহাকে মূলমন্ত্র কহে।

মূলমাধব (ক্লী) তীর্থভেদ। এখানে স্নান করিলে সর্ব্বপাপক্ষয় হয়।

মূলমিত্রি (পুং) গোভিলের নামান্তর।

মূলমুড়িয়া (দেশজ) গুল্মভেদ। (Beobotrys nemoralis)

মূলরস (পুং) মূলে রসোঽস্যাঃ। মোরট লতা। (রত্নমা°)

মূলরাজ, গুর্জ্জরের সোলাঙ্কীবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি চাবড়বংশের শেষ রাজা সাবন্ত সিংহের দৌহিত্র। ইনি ৫৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রবাদ, মাতার পেট চিরিয়া ইঁহাকে বাহির করা হয়।

মূলরাজ, মূলতান প্রদেশের জনৈক হিন্দু রাজা। ইনি ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতাচরণ করায় রাজ্য-দেশে নির্ব্বাসিত হন। [মূলতান দেখ।]

মূলবচন (ক্লী) মূলঞ্চ তৎ বচনঞ্চেতি। ১ প্রকৃত বচন। মূল গ্রন্থের বচন।

মূলবণিগ্ধন (ক্লী) বণিজাং ধনং বণিগ্ধনং মূলং বণিগ্ধনং। বণিক্দিগের মূলধন। বণিকেরা প্রথমে যে টাকা লইয়া ব্যবসা আরম্ভ করে।

মূলবৎ (ত্রি) ১ সুমিষ্ট মূলযুক্ত। ২ শিকড়ের সদৃশ গুণের ন্যায় কার্য্যকারী।

মূলবাপ (পুং) শিকড়-বপনকারী।

মূলবিত্ত (ক্লী) মূলঞ্চ তং বিত্তঞ্চেতি। মূলধন, আদত টাকা।

মূলবিদ্যা (স্ত্রী) ১ প্রধান জ্ঞান। ২ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রবিশেষ।

মূলবিনাশন (ক্লী) সমূলে সংহার।

মূলবিভুজ (ত্রি) ১ শিকড়-বক্রকারী, শিকড় বাঁকাইয়া যাহারা লাঠি প্রস্তুত করে। (পুং) ২ রথ।

মূলবিরেচন (পুং) মূলং বিরেচনমস্য। ত্রিবৃতাদি শিফারূপ শ্রেষ্ঠ বিরেচন।

"সপ্তলা শঙ্খিনী দন্তী দ্রবন্তী গিরিকর্ণিকা।
ত্রিবৃচ্ছ্যামোদকীর্য্যা চ প্রকীর্য্যা ক্ষীরিণী তথা॥
ছগলাণ্ডী গবাক্ষী চ কুচাক্ষী গিরিকর্ণিকা।
মসূরবিদলা চৈব ভবেন্মূলবিরেচনম্॥"
(বাভট চিকিৎ০ ৬ অ০)

সপ্তলা, শঙ্খিনী, দন্তী, দ্রবন্তী, গিরিকর্ণিকা, তেউড়ী, গুলঞ্চ, নাটাকরঞ্জ, কণ্টকীকরঞ্জ, ক্ষীরিণী, ছগলাণ্ডী, গবাক্ষী, কুচাক্ষী, গিরিকর্ণিকা ও মসূরবিদলা এই সকল দ্রব্য শ্রেষ্ঠ বিরেচন বলিয়া কথিত।

মূলবিষ (ক্লী) মূলে বিষমস্য। বিষাশ্রয় করবীরাদি। (সুশ্রুত কল্পস্থা০ ২ অ০)

মূলব্যসন (ক্লী) মূলঞ্চ তদ্ব্যসনঞ্চেতি। মারণ।

"চণ্ডালেন তু সোপাকো মূলব্যসনবৃত্তিমান্।
পুক্কস্যাং জায়তে পাপঃ সদা সজ্জনগর্হিতঃ॥" (মনু ১০।৩৮)
'ব্যসনং দুঃখং তস্য মূলং মারণং তদ্বৃত্তিঃ' (মেধাতিথি)

'মারণোচিতাপরাধস্য মূলং বধ্যঃ তস্য ব্যসনং রাজাদেশেন মারণং' (কুলূক) প্রাণদণ্ডার্হ ব্যক্তিদিগকে যাহারা রাজাদেশে বধ করে, তাহাদিগকে মূলব্যসনবৃত্তিমান্ বলা যায়।

মূলব্রতিন্ (ত্রি) মূল ভক্ষণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী।

মূলশকুন (পুং) প্রথম পক্ষী। (বৃহৎসং ৯৫।৬০)

মূলশাকট (ক্লী) মূলানাং ভবনং ক্ষেত্রং মূল (ভবনে ক্ষেত্রে ইক্ষ্বাদিভ্যঃ শাকটশাকিনৌ। পা ৫।২।২৯) ইত্যত্র বার্ত্তিকবলাৎ শাকট। মূলক্ষেত্র। মূল শব্দের উত্তর এই অর্থে শাকিন প্রত্যয় করিলে 'মূলশাকিন' এইরূপ পদ হইবে।

মূলশোধন (পুং) পুণ্ডরীকবৃক্ষ, চলিত পুণ্ডরিয়া গাছ। (বৈদ্যকনি০)

মূলশ্রীপতিতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

মূলসঙ্ঘ (পুং) আদি জৈনসম্প্রদায়ভেদ।

মূলসমেত (দেশজ) আমূল, শিকড়সহিত।

মূলসর্ব্বাস্তিবাদ (পুং) বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ।

মূলসাধন (ক্লী) প্রধান অবলম্বন। মূল অস্ত্র।

মূলসূত্র (ক্লী) বেদান্তদর্শনাদির অভিব্যক্ত সূত্র।

মূলস্থল (ক্লী) নগরভেদ।

মূলস্থান (ক্লী) ১ প্রধান স্থান। ২ ভিত্তি। ৩ ঈশ্বর। ৪ মূলতান-নগরী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৫ গৌরী।

মূলস্থানতীর্থ (ক্লী) মূলতান নগরীস্থ ভাস্করতীর্থ। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এই স্থানকে মিউলো-সান্-পুলো (মূলস্থানপুর বা মূলসাম্বপুর) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

মূলস্থায়িন্ (ত্রি) ১ সৃষ্টির আদি হইতে অবস্থানকারী। ২ শিব।

মূলস্রোতস্ (ক্লী) ১ নদীর উৎপত্তিস্থান বা ঝরণা। ২ মূলনদী।

মূলহর (ত্রি) মূলনাশক। মূলচ্ছেদকারী।

মূলা (স্ত্রী) মূলানি বহুলানি সন্ত্যস্যাঃ মূল-অশ-আদিত্বাদচ্, টাপ্। ১ শতাবরী। (রাজনি০) ২ মূলা নক্ষত্র।

"দ্বিতীয়াং ষষ্ঠীমষ্টম্যাং কারয়েৎ শান্তিকর্ম্ম চ।
অশ্বিনীমৃগমূলাঞ্চ পুষ্যা পুনর্ব্বসুস্তথা॥" (ইন্দ্রজাল ১অ০)

মূলা, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। মূল-নগর হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। শৈলটী অত্যুন্নত শৃঙ্গমালায় বিভূষিত। উহা উত্তরদক্ষিণে ১৮ মাইল বিস্তৃত। এই জঙ্গলাবৃত স্থানে বন্যহস্তী ও গোঁড় জাতির বাস দেখা যায়। ধোনী, ঝিরী ও থোল্সা নামক উপত্যকাভূমি এক সময়ে সুবিস্তৃত হ্রদাকার জলাশয়ে পূর্ণ ছিল। ঐ সকল স্থানে এক একটা বাণিজ্যপ্রধান গণ্ডগ্রাম স্থাপিত আছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৫০৯৮ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২০°৪´উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৯°৪৩´পূঃ। এখানে তেলিঙ্গা জাতিরই বাস অধিক। ছিটের কাপড় ও চন্দনকাষ্ঠের কারবারের জন্য এই স্থান সমধিক প্রসিদ্ধ।

মূলাধার (পুং) মূলানামাধারঃ, মূলং প্রধানং আধার ইতি বা। গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যে অঙ্গুলিদ্বয়পরিমিত স্থান। ইহার অন্য নাম ত্রিকোণ এবং ইহা ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক। এই মূলাধারের মধ্যে কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বিরাজিত। ইহার বহির্দ্দেশে হেমবর্ণাভ 'ব' 'স' রূপ বর্ণ-চতুর্দ্দল বিদ্যমান আছে।

"মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মকে।
মধ্যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গন্তু কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্।
তদ্বাহ্যে হেমবর্ণাভং ব-স-বর্ণচতুর্দ্দলম্।" (তন্ত্রসার)

এই মূলাধারে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনটী তীর্থই

বিরাজমান আছেন। ষট্চক্রভেদ করিতে যাঁহারা সমর্থ, তাঁহারা এই তিন তীর্থেই অবগাহন করিয়া থাকেন।

"ইড়া মলস্থাননিবাসিনী যা সূর্য্যাত্মিকা বা যমুনা প্রবাহিকা।
তথা সুষুম্না মলদেশগামিনী সরস্বতী রক্ষতি মজ্জনাত্মকম্॥
মনোগতস্নানপরো মনুষ্যো মন্ত্রক্রিয়াযোগবিশিষ্টতত্ত্ববিৎ।
মহাস্বতীর্থে বিমলে জলে মুদা মূলাম্বুজে স্নাতি সুমুক্তিভাগ্ভবেৎ॥
সর্ব্বাণি তীর্থে সুরতীর্থপাবনী গঙ্গামহাসত্ত্ববিনির্গতা সতী।
করোতি পাপক্ষয়মেব মুক্তিং দদাতি সাক্ষাদমলার্থপুণ্যদা॥"

(রুদ্রযামল) [ষট্চক্রভেদ শব্দ দেখ]

মূলানূর, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সির কোয়ম্বাতোর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১০°৪৫´২০´´ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪৬´ পূঃ।

মূলাভ (ক্লী) মূলক নামক উদ্ভিদ্বিশেষ (Radish)।

মূলাভিধর্ম্মশাস্ত্র (ক্লী) আদি অভিধর্ম্মশাস্ত্র।

মূলায়তন (ক্লী) আদিম আবাস। পৈতৃক ভদ্রাসন।

মূলাবিদ্যাবিনাশক (ত্রি) সমূলে অজ্ঞানান্ধকার-নাশকারী।

মূলাশন্ (ত্রি) কন্দসেবী। মূলভক্ষণ দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী।

মূলাসঙ্কট, ব্রাহুই পর্ব্বতমালার উপরিস্থ গিরিপথ। কচ্ছ-গণ্ডাব হইতে এই পথ দিয়া বেলুচিস্থানের ঝালবান প্রদেশে যাওয়া যায়। কচ্ছগণ্ডাব হইতে বিস্তৃত বলিয়া এই গিরিপথ গণ্ডাব নামেও খ্যাত হইয়াছে। পীরছট্ট, টকোই ও গট্টী নামক স্থান হইতে এই পথে আসা যায়। সমগ্র সঙ্কটটী ১০২ মাইল বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের জন্য চটি আছে। পীরছট্ট হইতে ১২ মাইল দূরে কুহো (১২৫০ ফিট্ উচ্চ) নামক স্থান, ১৭ মাইল দূরে হত্তাচী, ১৬ মাইল দূরে নার (২৮৫০ ফিট্), ১২ মাইল দূরে পেন্তার খাঁ (৩৪০০ ফিট্), ১০½ মাইল দূরে পট্কি (৪২৫০ ফিট্), ১২ মাইল দূরে পিসিবেণ্ট (৬৮০০ ফিট্) এবং তৎপরবর্ত্তী ১২ মাইলে বশৌ (৫০০০ ফিট্) নামক স্থানে একটী আড্ডা আছে। এখান হইতে আরও ১২ মাইল উচ্চে মূলা নদীর উৎপত্তিস্থানের নিকট অবস্থিত অজিরা গ্রাম সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫২৫০ ফিট্ উচ্চে স্থাপিত।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে জেনারল উইল্সায়ারের সেনাদল খিলাত্ অধিকারের পর এই পথ দিয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। পীরছট্ট হইতে খোজদার অভিমুখে ৫০ মাইল আসিতে কুহো-পাণীবাৎ, ঝা, হত্তাচী, কজ্জান, পীরলক্কা, হাসনা, নার প্রভৃতি স্থানে চাল বাস দৃষ্ট হয়। অভিযান করিবার সময় ঐ স্থানে ছাউনী করিলে বিশেষ কষ্ট হয় না। স্থানীয় জল-বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ। জ্বালানি কাষ্ঠেরও অভাব নাই।

মূলাহ্ব (ক্লী) মূলং আহ্বা আখ্যা যস্য। মূল। (বৈদ্যকনি°) ২ মূলশব্দার্থ।

মূলিক (ত্রি) ১ মূলসম্বন্ধীয়। ২ মূল, প্রধান, আদি। ৩ সন্ন্যাসী, যোগী। স্ত্রিয়াং টাপ্। মূলিকা, মূলসমূহ।

মূলিকামূল (ক্লী) ক্ষীরিকামূল। (বৈদ্যকনি°)

মূলিন্ (পুং) মূলমস্ত্যস্তীতি মূল-ইনি। বৃক্ষ, যাহার মূল আছে। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ ওষধি।

"চক্রকামোষধিং বিদ্যাজ্জরামৃত্যুনিবারিণীম্।
মূলিনী পঞ্চভিঃ পত্রৈঃ সুরক্তাংশুককোমলৈঃ॥"

(সুশ্রুত চিকি° ৩০ অ°)

মূলিনীবর্গ (পুং) মূলিনীনাং বর্গঃ। সুশ্রুতোক্ত ষোড়শ-প্রকার মূল। এই বর্গ যথা—নাগদন্তী, শ্বেতবচা, শ্যামা, ত্রিবৃৎ, বৃদ্ধদারকা, সপ্তলা, শ্বেতাপরাজিতা, মূষকপর্ণী, গোড়ুম্বা, জ্যোতিষ্মতী, বিম্বী, শণপুষ্পী, বিষাণিকা, অশ্বগন্ধা, দ্রবন্তী ও ক্ষীরিণী এই ষোড়শ প্রকার মূল। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১ অ°)

মূলী (ক্লী) মূল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ জোষ্ঠী। ২ নদীভেদ।

"তাম্রপর্ণী তথা মূলী শরবা বিমলা তথা।"

(মৎস্যপু° ১১২।৩১)

মূলীভূত (ত্রি) মূলযুক্ত, আদি।

মূলের (পুং) মূলতীতি মূল (মূলেরাদয়ঃ। উণ্ ১।৬২) ইত্যেরক্। ১ জটা। ২ রাজা। (উজ্জ্বল)

মূলোচ্ছেদ (পুং) মূলোৎপাটন। সমূলে বিনাশ।

মূলোৎখাত (ত্রি) সমূলে বিনষ্ট। মূলসহ উৎপাটিত।

মূলোৎপাটন (ক্লী) মূল বা ভিত্তি সহিত উত্তোলন।

মূলৌষধি (স্ত্রী) ১ মূল-ঔষধ, যে মূলবিশেষে ঔষধ প্রস্তুত হয়। ২ গুল্মভেদ।

মূল্য (ক্লী) মূলেন আনাম্যতে অভিভূয়তে মূলেন সমং বা ইতি মূল-(নৌবয়োধর্ম্মেত্যাদিনা। (পা ৪।৪।৯১) ইতি যৎ। দ্রব্যের পণ, দাম, দর, ভাড়া। পর্য্যায়—বস্ন, অবক্রয়।

"পঞ্চাশতস্ত্বভ্যধিকে হস্তচ্ছেদনমিষ্যতে।
শেষে ত্বেকাদশগুণং মূল্যাদ্দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ॥"

(মনুসংহিতা ৮।৩২২)

মূল্যতে অর্প্যতে ইদং। মাহিয়ানা, পর্য্যায়—কর্ম্মণ্যা, বিধা, ভৃত্যা, ভৃতি, ভর্ম্ম, বেতন, ভরণ্য, ভরণ, নির্ব্বেশ, পণ। (অমর)

"মূল্যেন যঃ কর্ম্ম করোতি স ভৃতকঃ।" (মিতাক্ষরা) (ত্রি) মূলং রোপণমর্হতীতি মূল-যৎ। ৩ প্রতিষ্ঠাযোগ্য। ৪ রোপণ-যোগ্য। মূলত উৎপাট্যতে ইতি (মূলমস্য বর্হি। পা ৪।৪।৮৮) ইতি যৎ। ৫ মূল হইতে উৎপাটনযোগ্য মুস্তাদি।

মূল্যকরণ (স্ত্রী) মূল্যনিরূপণ দাম ঠিক করা।।

মূল্যবিবর্জ্জিত (ত্রি) ১ মূল্যহীন। ২ অমূল্য।

মূশলী (স্ত্রী) তালমূলী। (বৈদ্যকনি°)

মূশাখান্, বাঙ্গালার অনেক মুসলমান ভূম্যধিকারী, ঈশাখানের পুত্র ও শ্রীলমান খানের পৌত্র। ইনি শব্দরত্নাবলী নামক অভিধানপ্রণেতা মথুরেশের প্রতিপালক ছিলেন। কোলব্রুক সাহেবের মতে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মথুরেশ এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত গ্রন্থে মূশাখান্ স্থানে মূর্চ্ছাখান্ পাঠ লিখিত আছে।

মুষ্ লুণ্ঠন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মুষতি। লোট্ মুষতু। লুঙ্ অমুষীৎ।

মূষ্ (পুং স্ত্রী) মোষতি অপহরতীতি মুষ-ইগুপধত্বাৎ ক। ১ মূষিক। ২ তৈজসাবর্ত্তনী। (শব্দরত্না°)

মূষক (পুং স্ত্রী) মূষ-স্বার্থে কন্। উন্দুরু। (শব্দরত্না°) ইন্দুর। ২ তৈজসাবর্ত্তনী।

মূষকমারী (স্ত্রী) মূষকং উন্দুরুং মারয়তীতি মূষক মৃ-ণিচ্ (কর্ম্মণ্যণ্ পা ৩।২।১) ইতি অণ্ ঙীষ্। শ্বেতশ্রেণীলতা। (রাজনি°)

মূষককর্ণী (স্ত্রী) মূষিকস্য কর্ণবৎ পত্রাণ্যস্যাঃ ঙীষ্। আখুকর্ণী লতা, চলিত মুষাকাণী। ২ দ্রবন্তী। (রাজনি°)

মূষকযুগ্ম (ক্লী) হ্রস্ব ও দীর্ঘ মূষাকর্ণীদ্বয়। (বৈদ্যকনি°)

মূষকশত্রু (পুং) বিড়াল। (বৈদ্যকনি°)

মূষকা (স্ত্রী) মূষক-স্ত্রিয়াং টাপ্, ক্ষিপকাদিত্বাৎ ন অত ইত্বং। মূষিকা। (শব্দরত্না°)

মূষকাদ (পুং) মূষকং অত্তি অদ্-অণ্। মূষিকভক্ষক, বিড়াল।

মূষকারাতি (পুং) মূষকাণাং অরাতিঃ। বিড়াল।

মূষকাহ্বয়া (স্ত্রী) ১ মূষিকমারী, চলিত ইন্দুরমারী। ২ আখুকর্ণী। ৩ দন্তী বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৪ মূষিকস্ত্রী।

মূষা (স্ত্রী) মুষতি গৃহ্লাতীতি মুষ-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ স্বর্ণাদ্যাবরণপাত্র, চলিত মূচী। পর্য্যায়—তৈজসাবর্ত্তিনী, আবর্ত্তিনী, মূষী। (ভরত)

"মূষাসিক্তং যথা তাম্রং তন্নিভং জায়তে তথা।
রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবচ্চিত্তং তন্নিভং দৃশ্যতে ধ্রুবম্॥"

(পঞ্চদশী ৪।২) ২ দেবতাড়ক। (শব্দচ°) ৩ মূষিকস্ত্রীজাতি। ৪ গোক্ষুরবৃক্ষ। ৫ গবাক্ষ।

"একদিত্র্যাদি মূষাবহনমিতি মহো ব্রূহি মে ভূমিভর্ত্তু হর্ম্ম্যে রম্যেঽষ্টমূষে চতুরবিরচিতে শ্লক্ষ্ণশালাবিশালে" (লীলাবতী)

মূষাকর্ণী (স্ত্রী) মূষয়োঃ কর্ণা ইব পত্রাণ্যস্যাঃ। আখুকর্ণী।

মূষাতুথ (ক্লী) মূষাজাতং তুথং। নীলতুথ, পর্য্যায়—ময়ূরনীল, হেমতুথ, বিতুন্নক। (হেম)

মূষিক (পুং) মুষ্ণাতি দ্রব্যাণীতি মুষ (-মুষের্দীর্ঘশ্চ। উণ্ ২।৪২) ইতি কিকন্, দীর্ঘশ্চ। বিলেশয়জন্তুবিশেষ, ইন্দুর। পর্য্যায়—উন্দুরু, আখু, মূষ, মুষীক, উন্দুর, বভ্রু, বৃষ, আখনিক, বৃশ, মূষক, গিরি, উন্দুরুক, নখী, খনক, বিলকারী, ধান্যারি, বহুপ্রজ। ইহার মাংসগুণ—শ্বাস, বায়ু ও কাসনাশক, পিত্ত ও দাহবর্দ্ধক, এই মাংস গর্হিত। (রাজনি°) রাজবল্লভ-মতে—মধুর, স্নিগ্ধ, বাবাঘ্নী ও বলবর্দ্ধক। [ইন্দুর দেখ] পারিভাষিক মূষিক যথা—

"বিভবে সতি নৈবাত্তি ন দদাতি জুহোতি চ
তমাহুরাখুং তস্যান্নং ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি॥" (মার্ক° পু°)

যে ব্যক্তি বিভব থাকিতেও ভোজন, দান ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে না, তাহাকে মূষিক কহে। এইরূপ ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ দ্বারা পাপমুক্তি হয়। ২ জনপদবিশেষ। এই জনপদ দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিল।

"দ্রবিড়াঃ কেরলাঃ প্রাচ্যাঃ মূষিকা বনবাসকাঃ।" (ভার° ৬।৯।৫৮)

মূষিকপর্ণী (স্ত্রী) মূষিককর্ণবৎ পর্ণানি যস্যাঃ। জলজতৃণবিশেষ। পর্য্যায়—চিত্রা, উপচিত্রা, ন্যগ্রোধী, দ্রবন্তী, শম্বরী, বৃষা, প্রত্যক্‌শ্রেণী, সুতশ্রেণী, পুত্রশ্রেণী আখুপর্ণিকা, বৃষপর্ণী, আখুপর্ণী, মূষিকা, ফঞ্জিপত্রিকা, মূষিপর্ণিকা, শক্তিরা, মূষাকর্ণী, সুকর্ণিকা, (শব্দরত্না°)

মূষিকতৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। যোনিকন্দরোগে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪সের এবং মূষিকমাংস ১ সের; এই মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ তৈলে পাক করিতে হইবে। যখন মাংস দ্রবীভূত হইবে, তখন পাক সিদ্ধি হইয়াছে বলিয়া স্থির করিবে। (গারুকৌ°)

মূষিকরথ (পুং) মূষিকরথো যস্য। গণেশ, গণেশের বাহন মূষিক।

মূষিকরুহা (স্ত্রী) মূষিকলোম। (সুশ্রুত কল্প° ১ অ°)

মূষিকসাধন (ক্লী) মূষিকস্য সাধনম্। সাধনাবিশেষ। এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে মূষিকের শব্দজ্ঞান জন্মে। এই সাধনাসিদ্ধ সাধক মূষিকের শব্দ শুনিলেই তাহার অর্থ এবং তজ্জন্য মঙ্গল কি অমঙ্গল হইবে, ইত্যাদি সকলই বুঝিতে পারেন। ইহার সাধনপ্রণালীর বিষয় কৃকলাশ-দীপিকায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

যে দিন এই সাধনা করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া সিদ্ধিদিনের প্রাতঃকালে শুচিত ও পবিত্র হইয়া নদীতীরে গমনপূর্ব্বক ভক্তিভাবে "ওঁ মূষ্যৈ নমঃ" যথাশক্তি এই মন্ত্র জপ করিবে। পরে এই মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলে ভগবতীর অনুগ্রহে মূষিক শব্দের জ্ঞান জন্মে।

প্রকারান্তর—নিম্নোক্ত প্রকারেও মূষিকশব্দ জ্ঞান হইয়া থাকে। যথা—"শ্রীঁ শ্রীঁ মূষ্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্র অতি-শয় পবিত্রভাবে নিশার শেষভাগে সহস্র বার জপ করিলে মূষিকের শব্দ বুঝিতে পারা যায়। অন্তবিধ—"ঐং শ্রীং হ্রীং ওঁং হ্রীং ওঁং মূষিক বিচর্চ্চিকে স্বাহা" এই মন্ত্রে স্বীয় স্ত্রী কিংবা পর-স্ত্রার সহিত শয্যায় বসিয়া যথাশক্তি জপ করিলে মূষিকশব্দ-জ্ঞান হইয়া থাকে। এই শব্দ জানিতে পারিলে দেশের দুর্ভিক্ষাদি শুভাশুভ ঘটনা জানিতে পারা যায়। *

মূষিকস্থল (স্ত্রী) স্থানভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু০৩৪। ৬৫)

মূষিকা (স্ত্রী) মূষিক-অজাদিত্বাৎ টাপ্। ১ মূষিকপর্ণী। ২ উন্দুরু, ইন্দুর। ৩ মূষা। (অমরটীকায় রমানাথ)

মূষিকাঙ্ক (পুং) মূষিকঃ উন্দুরুর্ব্বাহনত্বেন অঙ্কঃ চিহ্নমস্য। গণেশ। (জটাধর)

মূষিকাঞ্চন (পুং) মূষিকং অঞ্চতি স্ববাহনতয়া প্রাপ্নোতীতি অঞ্চ-ল্যু। গণেশ। (ত্রিকা০)

মূষিকাদ (পুং) মূষিকভক্ষক, বিড়াল।

মূষিকাদ্য তৈল (ক্লী) তৈলৌষধবিশেষ। গুদভ্রংশ-রোগে এই তৈল ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—মূষিকমাংসের কাথ ৮পল, দশমূল প্রত্যেকে ১ পল, চিতামূল ২ পল, জীবনীয়গণের কল্কতৈল সিকি, মৃদু অগ্নিতে এই তৈল পাক করিতে হইবে।

"মূষিকমাংসকুড়বং দশমূলং পলোন্মিতম্।
চিত্রকং দ্বিপলঞ্চাত্র কাথশ্চাষ্টগুণেহম্ভসি ॥
পাদাবশেষং কর্ত্তব্যং তৈলং পাচ্যং পয়ঃসমম্।
জীবনীয়ঞ্চ তৎপাদৈঃ পচেৎ মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্ ॥
অভ্যঙ্গান্নাশয়ত্যাশু গুদভ্রংশং সুদারুণম্।"

অন্যবিধ—বৃহৎ পঞ্চমূল ও নিষ্কাশিতান্ত্র মূষিক দুগ্ধে পাক করিয়া সেই দুগ্ধ এবং বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ তৈল একত্র মিশ্রিত করিলে এই তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা গুহ্যদেশে মালিশ এবং পান করিলে গুদভ্রংশরোগ উপশমিত হয়।

(ভৈষজ্যর০ ক্ষুদ্ররোগাধি০)

মূষিকান্তকৃৎ (পুং) মূষিকানাং অন্তকৃৎ। বিড়াল, মূষিকারাতি।

মূষিকার (পুং) পুংমূষিক।

মূষিকারাতি (পুং) মূষিকাণামরাতিঃ। বিড়াল। (রাজনি০)

মূষিকাহ্বয় (পুং) মূষিকস্য আহ্বা আখ্যা যস্য। মূষিককর্ণী।

মূষিকিকা (স্ত্রী) মূষিকা।

মূষিকোৎকর (পুং) ইন্দুরঢিপি। (mole-hill) (মৃচ্ছকটিক)

মূষিপর্ণিকা (স্ত্রী) মূষিপর্ণ-কন্-টাপ্, অত ইত্বং। মূষিকপর্ণী।

মূষী (স্ত্রী) মূষ-ক, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ মূষা, স্বর্ণাদ্যাবর্ত্তনপাত্র। ২ মহামূষিক, বৃহদুন্দুরু, গণেশের ইন্দুর।

"অন্যো মহামূষিকঃ স্যান্মূষী বিঘ্নেশবাহনঃ।
মহাজঃ শস্যমারী চ ভূফলো ভিত্তিপাতনঃ ॥" (রাজনি০)

মূষীক (পুং স্ত্রী) মোষতি ইতি মূষ বাহুলকাৎ ইকন্। মূষিক।

মূষীককর্ণী (স্ত্রী) মূষিকস্য কর্ণবৎ পর্ণমস্যাঃ। মূষিকপর্ণী।

মূষীকরণ (ক্লী) মূষনামক ধাতু গলাইবার পাত্রে ধাতু দ্রবীকরণ।

মূষীকা (স্ত্রী) মূষীক-টাপ্। উন্দুরু, ইন্দুর।

মূষ্যায়ণ (ত্রি) মোষতি অপহরতীতি মূষ-ক, চৌরজারঃ, তস্যা-পত্যং ইতি—মূষ-ফক্, বাহুলকাৎ বৃদ্ধ্যভাবঃ। অজ্ঞাত-পিতৃক, গূঢ়োৎপন্ন। যাহার পিতা জানা যায় না, বেজাতক।

মূসরিঃফ (আরবী) চতুর্থ যুগ।

মূসলমান (পারসী) মুসলমান জাতি। [মুসলমান দেখ।]

মূসা, মধ্যভারতের নিজামরাজ্যের হায়দরাবাদ নগরপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, কৃষ্ণা নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

মূসা-ইব্‌ন্-নাসির, জনৈক বিখ্যাত আরবী যোদ্ধা ও মুরি-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। ৭০৭ খৃষ্টাব্দে স্বীয় সেনাদল সঙ্গে লইয়া তিনি উত্তর-আফ্রিকা লুণ্ঠনপূর্ব্বক তদ্দেশে মুসলমান-প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। পরে তথা হইতে ভূমধ্যসাগর অতিক্রমপূর্ব্বক ৭১০ খৃষ্টাব্দে স্পেনরাজ্যে সমুপস্থিত হন। এখানেও তিনি নগরলুণ্ঠনাদি নানাবিধ উপদ্রব দ্বারা বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি ৭১১ খৃষ্টাব্দে আপনার বিজয়ী সেনানী তারিখ্‌কে সসৈন্যে স্পেনজয়ে প্রেরণ করেন। তথাকার গথিক্‌রাজ রড্রিক্ রণে পরাজিত ও নিহত হইলে, তারিখ্ টোলেডো ও অন্যান্য কয়টী নগর অধিকার করিয়া লন। ৭১২ খৃষ্টাব্দে তিনি আলজিসিরস্ নগরে অবতীর্ণ হইয়া সেভিল

* "অথ বক্ষ্যে মহেশানি। মূষিকাশব্দসাধনম্ ॥
উপোষ্য পূর্ব্বেহহনি শুদ্ধমানসঃ প্রাতঃ শুচিঃ সুন্দরবেশধারী।
গঙ্গা নদীতীরমুখীং সতারাং ভেত্ত্বাং নমোহন্তাং প্রজপেচ্চ যত্নাৎ ॥
সিদ্ধাবধিঃ শ্রীগিরিরাজকন্যাপ্রসাদতো মূষিকশব্দবিদ্ভবেৎ ॥
অন্যচ্চ— কিংবা রমাযুগ্মমূষিক ভেত্ত্বাং দ্বিঠাবধিপ্রোক্তমবীতিমন্ত্রং।
জপেৎ সহস্রঞ্চ শতং নিশান্তে ততো মহেশানি তবেত্তদেব ॥
অন্যচ্চ— বাণীং রমাঞ্চ প্রবদাসি বিদ্যাং লজ্জাঞ্চ তারঞ্চ পুনশ্চ লজ্জাম্।
তারং পুনর্মূষিকশব্দপূর্ব্বং বিচর্চ্চিকে বহ্নিবধূসমেতম্ ॥
শয্যামুপেত্যাশু জপেচ্চ বিদ্যাং স্বকান্তয়া বা পরকান্তয়া বা।
ততো মহেশানি সরাজগোষ্ঠী জ্ঞতেরহো মূষিকশব্দবৃন্দম্ ॥
দুর্ভিক্ষং বা সুভিক্ষং বা যৎকাপি শুভাশুভম্।
দেশানাঞ্চ মহেশানি শীঘ্রং জ্ঞতে শুভাশুভম্ ॥" (কুকলাশদীপিকা)

রেজ ও সেবিলা নগর অধিকারপূর্ব্বক টোলেডো অভিমুখে অগ্রসর হন। এখানেও নাসির স্বীয় উদ্ধত সেনানী তারিখ্‌কে সমুচিত দণ্ড দিয়া অধিকারচ্যুত করেন। খলিফা বালিদ মুসার এই অত্যাচারকাহিনী শ্রুত হইয়া উভয়কেই সিরিয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দেন। তারিখ্‌ খলিফার আদেশ পালন করায় পুনরায় টোলেডোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; কিন্তু দর্পিত মুসা তৎকালে খলিফার আজ্ঞা অবহেলা করিয়া জয়শ্রী অর্জ্জনে মনোনিবেশ করেন। ৭১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ৪ শত স্পেনদেশীয় সম্রান্ত ব্যক্তি, ১০ হাজার অন্যান্ত বন্দী ও বহু শত উষ্ট্র এবং ধনসম্পত্তি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন।

মুসলমান-গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া এরূপ অতুল সম্পত্তি অধিকার করিলেও খলিফা বালিদ তাঁহার প্রতি প্রীত না হইয়া বরং তাঁহাকে বিশেষরূপে তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর খলিফা সুলেমান মুসাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করেন। এইরূপে প্রচুর অর্থলাভ করিয়াও সুলেমানের ঈর্ষাবৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই। অবশেষে তিনি ধীরে ধীরে মুসার সর্ব্বনাশসাধনে অগ্রসর হন। এমন কি, মুসার একটী পুত্রের মস্তকচ্ছেদন করিয়া স্বহস্তে সেই নরমুণ্ড ধারণপূর্ব্বক সুলেমান মুসার কারাগৃহে উপনীত হন। এইরূপে সর্ব্বস্বান্ত ও নিগৃহীত হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ মুসা ৭১৭ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

মুসা-খেল, পঞ্জাব-প্রদেশের পশ্চিমসীমান্তবর্ত্তী একটী পার্ব্বতীয় ভূভাগ। কালাবাগের দক্ষিণপূর্ব্বে লবণপর্ব্বতের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২°৪৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৩৯´ পূঃ। এখানে দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বতীয় আফগানজাতির বাস।

মুসাফাহা (আরবী) আরবীয় মুসলমানদিগের অভিনন্দন বা অভিবাদন-প্রথাবিশেষ। হিন্দুর যেমন নমস্কার বা আলিঙ্গন, য়ুরোপীয়ের 'সেকহাণ্ড', আরবদিগের তদ্রূপ তসিমিনা বা মুসাফাহা। পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের দক্ষিণ হস্তের তালু দ্বারা তালুস্পর্শ করিয়া, সেই হস্ততালু বক্ষে, অথবা শিরস্ত্রাণে স্পর্শ করিয়া থাকে।

মৃ, মরণ, প্রাণত্যাগ। তুদাদি° আত্মনে° অক° অনিট্‌। লট্‌ ম্রিয়তে। অন্যত্র পরস্মৈ° লোট্‌ ম্রিয়তু। লিট্‌ মমার। লুট্‌ মর্ত্তা। লৃট্‌ মরিষ্যতি লুঙ্‌ অমরিষ্যৎ। লোঙ্‌ মৃষীষ্ট। লুঙ্‌ অমৃত অমৃষাতাং, অমৃষত। অমৃঢ়ং। সন্‌ মুমূর্ষতি। যঙ্‌ মেম্রীয়তে যঙ্‌লুক মর্মর্ত্তি। ণিচ্‌ মারয়তি, লুঙ্‌ অমীমরৎ। ভাবে ম্রিয়ত, অমারি, মম্রে।

মৃকণ্ড(ক) (পুং) মৃগস্য কণ্ডুরিব সমাসে পৃষোদরাদিত্বাৎ গলোপে মৃকণ্ডুঃ মৃকণ্ড ইতি কেচিত্তত্র পঠন্তি ইত্যুজ্জ্বলদত্তঃ, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্‌। মৃকণ্ড মুনি। (শব্দরত্না°)

মৃকণ্ডু (পুং) মৃগস্য কণ্ডুরিব সমাসে পৃষোদরাদিত্বাৎ গলোপঃ। মুনিবিশেষ, মার্কণ্ডেয়ের পিতা।

"মার্কণ্ডেয়োঽপি মার্কণ্ডো মৃকণ্ডুশ্চ মৃকণ্ডকঃ।"

মৃক্তবাহস্‌ (স্ত্রী) দেবতাদিগের শুদ্ধ হবিঃপ্রাপক।

"দ্বিতায় মৃক্তবাহসে স্বস্য দক্ষস্য" (ঋক্‌ ৫।১৮।২)

'মৃক্তবাহসে মৃক্তং শুদ্ধং হবির্দেবেভ্যো বহতি প্রাপয়তীতি মৃক্তবাহাঃ তস্মৈ'। (সায়ণ)

মৃক্ষ (পুং) দর্ব্বীবিশেষ। (ত্রি) শোধক, পরিচরণীয়। (ঋক্‌৮।৬৬।৩)

মৃক্ষিণী (স্ত্রী) মৃষ্টবতী, পরিমৃষ্টা। "দেবাপিনা প্রেষিতা মৃক্ষিণী" (ঋক্‌ ১০।৯৮।৬) 'মৃক্ষিণীষু মৃষ্টবতী পরিমৃষ্টাসু' (সায়ণ)

মৃগ, অন্বেষণ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ মৃগ্যতি। লোট্‌ মৃগ্যতু। লিট্‌ মমর্গ। লুট্‌ মর্গিতা। লুঙ্‌ অমার্গীৎ।

মৃগ, মার্গণ, অন্বেষণ। অদন্ত চুরাদি° আত্মনে° সক° সেট্‌। লট্‌ মৃগয়তে। লোট্‌ মৃগয়তাং। লুঙ্‌ অমমৃগত। কর্ম্মণি মৃগ্যতে, অমৃগি, অমৃগয়িষ্যতাং।

মৃগ (পুং) মৃগয়তে অন্বেষয়তি তৃণাদিকং মৃগ্যতে বা ইতি মৃগ-ইগুপধত্বাৎ কর্ত্তরি চ ক। পশুমাত্র, পশু সাধারণের নাম মৃগ, অরণ্যবাসি জন্তুমাত্রই মৃগপদবাচ্য।

"আরণ্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মৃগাণাং মাহিষং বিনা।" (মনু ৫।৯)

'মৃগ শব্দোঽত্র মহিষপর্য্যুদাসাৎ পশুমাত্রপরঃ' (কুল্লূক)

২ হস্তিবিশেষ। ৩ নক্ষত্রভেদ, মৃগশিরা নক্ষত্র। ৪ অন্বেষণ।

"জনস্থানে ভ্রান্তং কনকমৃগতৃষ্ণান্বিতধিয়া
বচো বৈদেহীতি প্রতিপদমুদশ্রুপ্রলপিতম্‌।
কৃতালঙ্কাভর্তুর্বদনপরিপাটীষু ঘটনা
ময়াপ্তং রামত্বং কুশলবসুতা ন ত্বধিগতা॥"(সাহিত্যদ°৪।১৭)

'কনকস্য সুবর্ণস্য মৃগে অন্বেষণে অথবা হেমহরিণে' (টীকা)

৪ যাচ্‌ঞা, প্রার্থনা। (মেদিনী) ৫ মার্গশীর্ষমাস, অগ্রহায়ণ মাস, মৃগ শব্দে মৃগশিরা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রে ঐ মাসের পূর্ণিমা হয়, এইজন্য অগ্রহায়ণ মাসকে মৃগ কহে। ৬ যজ্ঞবিশেষ। (অজয়পাল) ৭ মৃগনাভি। (ভরত) ৮ মকররাশি।

"মৃগকর্কটসংক্রান্তৌ দ্বে তূদগ্‌দক্ষিণায়নে।
বিষুবতী তুলা মেষে গোলমধ্যে তথা পরাঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

মৃগ্যকে অবিষ্যতেঽসৌ ব্যাধৈঃ। ৯ স্বনামখ্যাত পশুবিশেষ। পর্য্যায়—কুরঙ্গ, বাতায়ু, হরিণ, অজিনযোনি, শারঙ্গ, চারুলোচন, জিনযোনি, কুরঙ্গম, ঋষ্য, ঋশ্য, হ্রিষ্য, রিশ্য, এণ, এণক। (শব্দরত্না°) মৃগ নববিধ।

"মন্থুক্ক রোহিতো ন্যঙ্কুঃ সম্বরো বক্রণো রুরুঃ।
শশৈণহরিণাশ্চেতি মৃগা নববিধা মতাঃ॥"
(কালিকাপু০ ৬৭অ০)

মন্থুক্ক, রোহিত, ন্যঙ্কু, সম্বর, বক্রণ, রুরু, শশ, এণ ও হরিণ এই নয় প্রকার মৃগ। এই সকল মৃগ দেবীপূজায় বলিদান ও পূজাদিকার্য্যে ইহাদের চর্ম্মাসন প্রশস্ত। মাংসগুণ—পিত্ত-শ্লেষ্মহর, কিঞ্চিদ্বাতবর্দ্ধক, লঘু ও বলবর্দ্ধক। (ভাবপ্র০)

মৃগের নাভিদেশে কস্তূরিকা জন্মে, কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত হরিণের নাভিদেশে মৃগনাভি জন্মে, তাহার লক্ষণাদির বিষয় যুক্তিকল্পতরুতে বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে।

[মৃগনাভি ও হরিণ শব্দে বিশেষ বিবরণ দেখ।

১০ চতুর্ব্বিধ পুরুষ মধ্যে পুরুষবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"বদতি মধুরবাণীং দীর্ঘনেত্রোঽতিভীরু-
শ্চপলমতিসুদেহঃ শীঘ্রবেগো মৃগোঽয়ম্।
শশকে পদ্মিনী তুষ্টা মৃগে তুষ্টা চ চিত্রিণী।
বৃষভে শঙ্খিনী তুষ্টা হয়ে তুষ্টা চ হস্তিনী।
পদ্মিনীশশয়োর্যোনিমেঢ্রকৌ চতুরঙ্গুলৌ।
চিত্রিণীমৃগয়োর্যোনিমেঢ্রকৌ চ তথাবিধৌ॥" (রতিমঞ্জরী)

অত্যন্ত মধুরবাদী, দীর্ঘনেত্র, অতিশয় ভীরু, চপলমতি, অত্যন্ত সুদেহ এবং দ্রুতগতিবিশিষ্ট পুরুষকে মৃগ কহে। মৃগজাতীয় পুরুষের চিত্রিণী স্ত্রী উপযুক্তা।

"চারি জাতি নায়িকার শুনহ নায়ক।
শশ, মৃগ, বৃষ, অশ্ব সন্তোষদায়ক॥
পদ্মিনীর শশপতি মৃগ চিত্রিণীর।
বৃষে শঙ্খিনীর তুষ্টি অশ্বে হস্তিনীর॥
রূপ গুণ দোষ সব নায়িকার মত।
চারি জাতি নায়কেতে লক্ষণসম্মত॥
রস ভাও মত রস দণ্ড ভেদ হয়।
ছয়, আট, দশ, বার পরিমাণ কয়॥" (ভারতচন্দ্র রসম০)

১১ অন্বেষ্টা, অন্বেষণকারী।

"মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ" (ঋক্ ১।৫৪।১)
'মৃগঃ অন্বেষ্টা' (সায়ণ)

১২ কপোলদেশে শ্বেত চিহ্নযুক্ত গজবিশেষ। ১৩ বৈষ্ণবদিগের তিলকের প্রকার ভেদ। হরিণশিংএর ন্যায় ডালপালাযুক্ত অর্থাৎ মাথা চেরা হাড় কাঠের ন্যায় যে তিলক, অথবা মৃগের বর্ণের ন্যায় তিন চারি প্রকার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রংএর তিলক। ১৪ মৃগনাভি।

মৃগকানন (ক্লী) ১ মৃগয়ার উপযুক্ত বন। মৃগয়ার জন্য নির্ম্মিত বা রক্ষিত উপবন।

মৃগকায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

মৃগক্ষীর (ক্লী) মৃগ্যাঃ ক্ষীরং মৃগ্যাঃ পয়ঃ ইত্যাদিবৎপি-ভাবঃ। মৃগীদুগ্ধ।

মৃগগামিনী (স্ত্রী) মৃগ ইব গচ্ছতীতি গম-ণিনি ঙীপ্। বিড়ঙ্গা। (রাজনি০) ২ মৃগসদৃশগমনশীলা। (ত্রি) ৩ মৃগের ন্যায় গমনকারী।

মৃগঘর্ম্মজ (ক্লী) মৃগঘর্ম্মাৎ মৃগনাভিঘর্ম্মাৎ মৃগঘর্ম্মবৎ জায়তে জন-ড ১ জবাদিনামক গন্ধদ্রব্য। ২ মৃগনাভি। (রাজনি০) (ত্রি) ৩ মৃগঘর্ম্মজাত।

মৃগচর্ম্মীয় (পুং) মৃগচর্ম্ম সম্বন্ধি।

মৃগচর্য্যা (স্ত্রী) মৃগের ন্যায় আচরণ।

মৃগচারিন্ (ত্রি) মৃগের ন্যায় আচারবান্ (সাধু)।

মৃগচেটক (পুং) মৃগান্ পশূন্ চেটয়তি প্রেরয়তি স্ব শব্দেন রাত্রিশেষং জাগরতীতি চিট্-ণিচ্-ণ্বুল্। খট্টাস। চলিত খাটাস। (শব্দমালা)

মৃগজরস (পুং) রক্তপিত্তাধিকারে রসৌষধভেদ।

"মৃতং সূতং মৃতং তীক্ষ্ণং তুল্যং বাসাদ্রবেদিনং।
মর্দ্দিতং মাসমাত্রন্তু ভাবয়েন্মৃগজং রসম্॥" (রসরত্না০)

শোধিত পারদ ও মৃত তীক্ষ্ণ (মৃত্তিকা লবণ) এই দুই প্রকার দ্রব্য বাসক রস দ্বারা এক দিন মর্দ্দন করিবে। পরে ইহা এক মাস কাল উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রক্তপিত্ত-রোগ প্রশমিত হয়।

মৃগজহু (পুং) হরিণ শিশু। (বৈদ্যকনি০)

মৃগজা (স্ত্রী) কস্তূরী, মৃগনাভি। (বৈদ্যকনি০)

মৃগজালিকা (স্ত্রী) মৃগাণাং জালিকা। মৃগবন্ধনার্থ জাল, পর্য্যায় বাগুরা। (হেম)

মৃগজীবন (পুং) মৃগৈঃ পশুভিঃ জীবতীতি জীব-ল্যু। ব্যাধ, মৃগ দ্বারা ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"নিবিচেষ্টং ভুজঙ্গং তং বিশম্য মৃগজীবনঃ।"
(ভারত ৩,৬৩।২৮)

মৃগজৃম্ভ (পুং) অশ্বের বাতব্যাধি রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"মৃগরোগী যদা বাজী জৃম্ভবান্ জায়তে মুহুঃ।
মৃগজৃম্ভং তদা তস্য ব্যাধিং সমুপলক্ষয়েৎ॥" (জয়দত্ত ৫৫অ০)

অশ্ব বারংবার জৃম্ভণ (হাইতোলা) করিলে এই রোগ হইয়াছে জানিতে হইবে।

মৃগণা (স্ত্রী) মৃগ-যুচ্ টাপ্। অপহৃত দ্রব্যের অন্বেষণ।

'সংবীক্ষণং বিচয়নং মার্গণং মৃগণা মৃগঃ।' (অমর)

মৃগণ্যু (ত্রি) পশুলাভ। 'মৃগেণ্যবো মৃগয়বঃ'
(ঋক্ ১০।৪০।৪ সায়ণ)

মৃগতীর্থ (ক্লী) সবন যাগের পর শারীরক্রিয়াসম্পাদনার্থ যে পথ দিয়া পুরোহিতেরা গমন করে। (আশ্ব° শ্রৌ° ৫।১১।২) ২ তীর্থভেদ। (নাগরখ° ২১।১)

মৃগতৃষ্ (স্ত্রী) মৃগাণাং তৃট্, পিপাসা অত্র জলভাসকত্বাৎ। মৃগতৃষ্ণা। (শব্দরত্না°)

মৃগতৃষা (স্ত্রী) মৃগাণাং তৃষা অত্যাস্তামিতি অর্শ আদিত্বাদচ্, টাপ্। মৃগতৃষ্ণা।

"জগন্মৃগতৃষাতুল্যং বীক্ষ্যেদং ক্ষণভঙ্গুরম্।
স্বজনৈঃ সঙ্গতঃ কুর্য্যাৎ ধর্ম্মায় চ সুখায় চ॥" (কামন্দকী ৩।১৩)

মৃগতৃষ্ণা (স্ত্রী) জলাভাসত্বাৎ মৃগাণাং তৃষ্ণা যিস্তভেহস্যাং। মরুমরীচিকা, মরুদেশে পথিকের জলভ্রান্তি, গ্রীষ্মকালে মরুভূমিতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে পথিকের জলভ্রান্তি হইয়া থাকে, তাহাকেই মৃগতৃষ্ণা কহে। পর্য্যায়—মরীচিকা, মৃগতৃষ্ণিকা, মৃগতৃষ্, মৃগতৃষা। (শব্দরত্না°)

মৃগতৃষ্ণি (স্ত্রী) মৃগতৃষ্ণা। (ভাগ° ৭।৯।২৫)

মৃগতৃষ্ণিকা (স্ত্রী) মৃগতৃষ্ণা-স্বার্থে কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্বঞ্চ। মৃগতৃষ্ণা।

"স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য
জাতঃ সখে! প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্॥" (শকুন্তলা ৬ অ°)

মৃগতোয় (ক্লী) মরু-মরীচিকা।

মৃগত্ব (ক্লী) মৃগস্য ভাবঃ ত্ব। মৃগের ভাব বা ধর্ম্ম।

মৃগদংশ (পুং) কুকুর।

মৃগদংশক (পুং) মৃগান্ পশূন্ দশতি দনশ-ণ্বুল্। কুকুর।

মৃগদাব (পুং) ১ মৃগকানন। ২ বারাণসীপার্শ্বস্থ প্রাচীন বৌদ্ধ-ক্ষেত্র, ইহার বর্ত্তমান নাম সারনাথ। [সারনাথ দেখ]

মৃগদৃশ্ (ত্রি) মৃগস্য দৃগিব দৃক্ যস্য। মৃগের ন্যায় চক্ষু-বিশিষ্ট, মৃগলোচন।

মৃগদ্যুৎ (ত্রি) মৃগেণ দ্যুৎ ক্রীড়া যস্য। মৃগয়াকারী।

মৃগদ্যু (ত্রি) মৃগয়াকারী।

মৃগধর (পুং) ১ চন্দ্র। ২ রাজা প্রসেনজিতের প্রধান মন্ত্রী।

মৃগধূম (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপ°)

মৃগধূর্ত্ত (পু) মৃগেষু পশুষু ধূর্ত্তঃ বঞ্চকত্বাৎ। শৃগাল। স্বার্থে কন্। মৃগধূর্ত্তক, শৃগাল।

মৃগনাভি (পুং) মৃগস্য নাভিঃ তদভ্যন্তরে জাতত্বাৎ তথাত্বং। কস্তুরী। পর্য্যায়—মৃগমদ, সহস্রভিৎ, কস্তুরিকা, বেধমুখ্যা, ইহা তিন প্রকার—কামরূপোদ্ভবা, নেপালী ও কাশ্মীরী, ইহার মধ্যে কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা, নেপালী মধ্যমা এবং কাশ্মীরী নিকৃষ্টা। কামরূপোদ্ভবা কস্তুরী কৃষ্ণবর্ণ, নেপালজাত নীলবর্ণ এবং কাশ্মীরজাত কপিলচ্ছায়াযুক্ত। গুণ—কটু, তিক্ত, ক্ষার, উষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, কফ, বাত, বিষ, ছর্দ্দি, শীত, দৌর্গন্ধ ও শোষনাশক।* [কস্তুরী শব্দ দেখ]

কস্তুরিকা নামক মৃগজাতির (Moschus mocheferous) নাভিমূলে জন্মে বলিয়া ইহা ভারতবাসীর নিকট মৃগনাভি নামেই পরিচিত। সাধারণতঃ হিমালয়ের পার্ব্বত্যভূভাগে মধ্য ও উত্তর-এসিয়াখণ্ডে এবং সাইবিরিয়া রাজ্যের বন্যপ্রদেশে ইহাদিগকে লুক্কায়িতভাবে বিচরণ করিতে দেখা যায়। ইহারা বড়ই ভীরু। বনমধ্যে শিকারী আসিলে ইহারা দ্রুতবেগে নিবিড় জঙ্গল আশ্রয় করে। কখন কখন পর্ব্বতস্কন্ধে ৬° ফিট্ পর্য্যন্ত লাফাইতে দেখা গিয়াছে। দিবাভাগে প্রায়ই ইহারা আপনাপন আশ্রয় ছাড়িয়া বহির্গত হয় না। রাত্রিযোগে বিচরণ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে। ইহারা কখনও গ্রেহাউণ্ড নামক কুকুরদিগের অপেক্ষা বৃহৎ হয় না।

উক্ত মৃগজাতির নামানুসারে কখন কখন ইহার কস্তুরী নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। উত্তরভারতে কস্তুরী, মশক্; বাঙ্গালায়—কস্তুরী, মৃগনাভি; মরাঠী, তামিল, তেলগু, মলয়ালম্ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যভাষায়—কস্তুরী, আরব-ৎমিস্ক্, মিশ্‌থ্, মুস্‌ক্; পারস্য—মাস্ক্, পঞ্জাব—মস্কনাফা; ব্রহ্ম—কদো; ইংরাজী—Musk, ফরাসী—Musc, Graine D' Ambrette, জর্ম্মণি—Moschus, Bizam; ইতালী—Muschio, স্পেন—Almizele.

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ মৃগনাভির অবস্থান ও উৎপত্তি নির্ণয় করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার যথা-সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল :—

এই মৃগজাতির নাভির মূলদেশে পিণ্ডবৎ কোষমধ্যে মৃগনাভি নামক তীব্রগন্ধ পদার্থবিশেষ সঞ্চিত হয়। মেঢ্রত্বক্ বা পুরুষাঙ্গের অগ্রত্বকের সমীপদেশে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে Præputial bag বা লিঙ্গাগ্রস্থলী বলা হইয়া থাকে। উহা ১½ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটী পিণ্ডকোষ। ইহার গাত্রচর্ম্ম লোমে আচ্ছাদিত। উহার মধ্যভাগে একটী গোল ছিদ্র আছে, টিপিলে অভ্যন্তরে সঞ্চিত রসবৎ পদার্থ নির্গত হয়। মৃগ-নাভির এই কোষ (Musk-pods) অনেকাংশ গোঁড়ের মত।

* "কামরূপোদ্ভবা কৃষ্ণা নেপালী নীলবর্ণযুক্।
কাশ্মীরী কপিলচ্ছায়া কস্তুরী ত্রিবিধা স্মৃতা।
কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ।
কাশ্মীরদেশসম্ভূতা কস্তুরী অধমা স্মৃতা।
কস্তুরিকা কটুস্তিক্তা ক্ষারোষ্ণা শুক্রলা গুরুঃ।
কফবাতবিষচ্ছর্দ্দিশীতদৌর্গন্ধশোষহৃৎ।" (ভাবপ্র°)

নাভিমূলে উক্ত গন্ধদ্রব্য সঞ্চিত হইবার প্রথম দুই বৎসরে উহা দুগ্ধবৎ তরল থাকে। পরে ক্রমশঃ উহা দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে। টাট্‌কা অবস্থায় উহা আদার রুটীর (Ginger-bread) ন্যায় কোমল থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে। যে সময় নাভিতে কস্তূরী জন্মে, সেই সময় পুংমৃগের মলমূত্রেও মৃগনাভির গন্ধ পাওয়া যায় এবং তখন ইহাদের মূত্র, গুহ্যদ্বারস্থ নিঃসৃত রস এবং পুঙ্খাগ্রবহির্গত রসে এক প্রকার অবস্থা অস্বাস্থ্যকর গন্ধ বহির্গত হয়। হরিণীদিগের শরীর হইতে আদৌ কোন গন্ধ পাওয়া যায় না।

গন্ধ ও গুণ উপলব্ধি করিয়া মৃগনাভির আবশ্যকতা সাধারণে জানিতে পারিয়াছে। শিকারিগণ দলে দলে এই মৃগান্বেষণে বহির্গত হইয়া থাকে। এক একটী প্রকৃত মৃগনাভি ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকায় বিক্রীত হইতে দেখা যায়।

মৃগনাভির বাণিজ্যে যথেষ্ট লাভ উপলব্ধি করিয়া অনেকে কৃত্রিম উপায়ে মৃগনাভি প্রস্তুত করিতেছে। তাহারা সদ্যোনিহত মৃগশিশুর উদরচর্ম্মে কৃত্রিম নাভিকোষ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে রক্ত, যকৃৎ প্রভৃতি পুরিয়া দেয়, পরে সেই কোষের বহির্ভাগে ও অভ্যন্তরে প্রকৃত মৃগনাভি মর্দ্দন করিয়া তাহা গন্ধযুক্ত করিয়া থাকে। প্রকৃত মৃগনাভির সহিত প্রভেদের মধ্যে এই যে, ইহাতে নাভিমূল (Navel) দৃষ্ট হয় না। কখন কখন নাভিকোষ হইতে প্রকৃত কস্তূরী বাহির করিয়া তন্মধ্যে মৃগনাভির অনুরূপ ভিন্ন পদার্থ কস্তূরী সহযোগে পুরিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বতন পর্ত্তুগীজ বণিকদিগের বৃত্তান্তপাঠে জানা যায় যে, চীনবাসিগণ বহুপূর্ব্বকাল হইতেই কৃত্রিম মৃগনাভি প্রস্তুত করিয়া ব্যবসা চালাইতেছে। তাহারা মৃগচর্ম্মের কৃত্রিম গোলাকার কোষ প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বৃষ বা গাভীর যকৃৎ চূর্ণ করিয়া কস্তূরী সংযোগে বিক্রয় করিত।

সাইবিরিয়া দেশজাত মৃগের নাভির (The Cabardien or Russian Musk) গন্ধ ততদূর উৎকৃষ্ট নহে। আসামদেশীয় কস্তূরী তীব্র গন্ধ ও মূল্যবান্। টন্‌কিন্ (The Tonquin or Chinese Musk) মৃগনাভি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গন্ধ ও মূল্যবান্। উহার এক একটী কোষ ২৬ হইতে ৩২ শিলিং মূল্যে বিক্রীত হয়। ইংলণ্ডেই ইহার আদর অধিক। উহা হইতে টিঙ্কর মস্ক প্রভৃতি এলোপ্যাথিক মতের ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশোক্ত কামরূপী, নেপালী ও কাশ্মীরী কস্তূরীর মধ্যে কামরূপী নাভিরই গুণাধিক্য বর্ণিত হইয়াছে। উহাকে চীন বা তিব্বতীয় মৃগের নাভি বলিয়া অনুমিত হয় এবং বাণিজ্যব্যপদেশে তদ্দেশ হইতে সুপ্রসিদ্ধ কামরূপরাজ্যে আসামের পাশ্চাত্য পথ দিয়া আসাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

মৃগ-শিকারিগণ যে সকল মৃগনাভি বিক্রয়ার্থ বাজারে লইয়া আইসে, তাহা প্রধানতঃ লোমাংশযুক্ত, শিকারের পর তাহারা মৃগের উদরচর্ম্মসহ নাভি কাটিয়া লয়। পরে অগ্নিদ্বারা উত্তাপিত একখণ্ড প্রস্তরে উহার মাংস গাত্রসংলগ্ন করিয়া শুষ্ক করে। এরূপ প্রক্রিয়ায় উপরের লোমাবলি নষ্ট হয় না। উত্তাপসহযোগে চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া আসিলে তাহা বাঁধিয়া নাভিকোষের (Pods) চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া লয়। অতঃপর শুষ্কস্থানে রাখিয়া কঠিন হইলে বাজারে আনে। কেহ কেহ উত্তপ্ত প্রস্তরের পরিবর্ত্তে তপ্ত তৈলে ভাজিয়া লয়। উপরোক্ত প্রক্রিয়াদ্বয়ে কস্তূরীর প্রকৃতগুণ নষ্ট হইয়াই থাকে। নাভিকোষ কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হয়। অধুনা মধ্য এসিয়া ও ভারত হইতে য়ুরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্র মৃগনাভির বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে।

উপদংশ, প্রমেহ প্রভৃতি শৃঙ্গারজনিত রোগে দুই বা তিনদিন এক বেলা সরিষা-পরিমাণ মৃগনাভি সেবন করিলে উপকার দর্শে। ক্ষতস্থানে প্রক্ষেপ দিলে মাংস বর্দ্ধিত হয়। ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘরে রাখিলে দুর্গন্ধ বায়ু বিদূরিত করে। তামাকুর সহিত মিশাইয়া সৌখীনেরা ইহার ধূমপান করিয়া থাকে। মৃত্যুকালে নাড়ীক্ষীণ হইয়া আসিলে টিঙ্কর মস্ক, অথবা সামান্য পরিমাণে মৃগনাভি মধুর সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইলে নাড়ীর গতি ফিরিয়া যায়। সূতিকাগারে প্রসূতির নাড়ী শুকাইবার জন্য পানের মধ্যে মৃগনাভি খাইতে দেওয়া হয়। ইহা শরীরের দৌর্ব্বল্য নাশ করিয়া উত্তেজনা শক্তি (Stimulative action) বৃদ্ধি করে। পৃষ্ঠের বেদনায় মৃগনাভিমর্দ্দন বিশেষ উপকারী। ইহার গন্ধ তীব্র হইলেও ইহা হইতে একপ্রকার সুগন্ধি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডে মস্ক হইতে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত হয়, তাহা আক্ষেপনিবারক, কামোদ্দীপক ও উষ্ণবীর্য্যকর। মোহকজ্বর (Typhus), আন্ত্রিকজ্বর (Typhoid) ও ক্ষয়কর জ্বরসমূহে (Asthenic type), আক্ষেপযুক্ত হাপানি, কণ্ঠনালী দ্বারা আক্ষেপ (Laryngismus stridulus), খুক্ খুক্ কাসি (Whoofing cough), অপস্মার (Epilepsy) ও তাণ্ডব (Chorea) প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ উপকারী।

ভারত হইতে প্রতিবৎসর বুসাহর, চাঙ্-থান্, ইয়ারকন্দ, প্রভৃতি স্থানেও মৃগনাভি রপ্তানী হইয়া থাকে। যব-ই-খতান্

মুদ্রা ধ্রেট্‌ তাতার মরুদেশজাত কস্তূরীর প্রতি ঔন্সের মূল্য ৪২ টাকা। ভারতীয় কস্তূরীর ঐ পরিমাণের মূল্য প্রায় ২০ টাকার অধিক হয় না।

উপরোক্ত কস্তূরীর বাণিজ্যে কৃত্রিমতা প্রচলিত হইয়াছে, গন্ধের নিমিত্ত মূল মৃগনাভির পরিবর্তে তদনুরূপ গন্ধযুক্ত বিভিন্ন পদার্থের গন্ধ হইতেও কস্তূরীর গন্ধ লওয়া হইতেছে।

কস্তূরিকা মৃগের নাভির প্রকৃত সৌগন্ধ ছাড়িয়া আমরা ভিন্ন জীব ও উদ্ভিজ্জ হইতে উহার অনুরূপ গন্ধ পাইয়া থাকি। ঐ সকলের মধ্যে ভারতীয় ছুচ্ছুন্দরীই (musk-rats) উল্লেখযোগ্য। ভীত হইলে ইহাদের গাত্র হইতে কস্তূরীর ন্যায় তীব্রগন্ধ নির্গত হইয়া থাকে। মলমূত্রাদি হইতেও ঐরূপ দুর্গন্ধ বহির্গত হইতে দেখা যায়। প্রসিদ্ধ সৌগন্ধকার মিঃ পিসে স্বকৃত Art of Perfumery নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যদিও বর্তমান সৌখীন সভ্যমণ্ডলী কস্তূরীর তীব্রগন্ধে প্রীতিলাভ করেন না, তথাপি ইহা অকপটচিত্তে বলিতে পারা যায় যে, য়ুরোপবাসী জনসাধারণ ইহার গন্ধে নিত্য মোহিত হইতেছেন। প্রায় অধিকাংশ য়ুরোপীয় গন্ধদ্রব্য অধুনা কস্তূরীসংযোগে উৎপন্ন হইতেছে। ইহাতে গন্ধদ্রব্যের শক্তি বৃদ্ধি করে এবং উহার স্থায়িত্ব ও কোমলত্বের (Subtility of odour) প্রতিপোষক হয়। কিন্তু ছুচ্ছুন্দরীর অঙ্গজ কস্তূরীবৎ গন্ধ কোন কাজেই আইসে না।

সাবান (Soap), স্যাচেট পাউডার ও তরল এসেন্সে ইহার মূল-গন্ধ প্রদত্ত হইয়া থাকে। সাবানের ক্ষারজ প্রতিক্রিয়ার পরিবৃদ্ধিপ্রসঙ্গে ইহা দ্বারা গন্ধেরও আতিশয্য পরিলক্ষিত হয়। কর্পূর, আর্গট, ভালেরিয়া প্রভৃতির যোগে ইহার তীব্রগন্ধ লোপ পায়।

জীবজ কস্তূরী গন্ধসার ব্যতীত উদ্ভিজ্জ জগতের কএকটী গুল্ম হইতেও ঐরূপ গন্ধ পাওয়া যাইতে পারে। কস্তূরী নামক বৃক্ষের গন্ধ প্রায় উহার ন্যায়। Mimulus Moschatus, Ferula Sumbul ও Hibiscus Abelmoschus প্রভৃতি কস্তূরী গন্ধযুক্ত গুল্মের গন্ধ নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। নানাস্থান হইতে এই গন্ধদ্রব্য রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহার বীজ প্রধানতঃ গন্ধতৈল ও গন্ধদ্রব্য (Perfumery) প্রস্তুতকরে ব্যবহৃত হইতেছে।

মৃগনাভিজা (স্ত্রী) মৃগনাভির্জায়তে জন-ড স্ত্রিয়াং টাপ্‌। কস্তূরী। (হেম)

মৃগনাভ্যাদ্যবলেহ (পুং) অবলেহভেদ, এই অবলেহ স্বরভঙ্গ রোগে বিশেষ উপকারী। প্রস্তুতপ্রণালী—মৃগনাভি, ছোট এলাচি, লবঙ্গ, বংশলোচন, সমভাগে ঘৃত ও মধুর সহিত একত্র করিয়া অবলেহ করিতে হইবে। (ভাবপ্র০)

মৃগনেত্রা (স্ত্রী) মৃগনেত্র (নেতুর্নক্ষত্রে উপসংখ্যানং। পা ৫।৪।১১৬) ইত্যত্র কাশিকোক্তেঃ অপ্‌। মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্তা রাত্রি, অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োবিংশতি দিনের ২০ দণ্ডের পর সংক্রান্তি পর্য্যন্ত সমস্ত মাসকে মৃগনেত্রা কহে, ইহাতে নবান্ন শ্রাদ্ধাদি করিতে নাই।

"সা অগ্রহায়ণস্য বিংশতিদণ্ডাধিকত্রয়োবিংশদিনাবধি সংক্রান্তিপর্য্যন্তং প্রায়ঃ সম্ভবতি, তত্র নবান্নশ্রাদ্ধনিষেধো যথা—

"বৃশ্চিকে শুক্লপক্ষে তু নবান্নং শস্যতে বুধৈঃ।
অপরে ক্রিয়মাণং হি ধনুর্য্যেব কৃতং ভবেৎ॥
ধনুষি যৎ কৃতং শ্রাদ্ধং মৃগনেত্রাসু রাত্রিষু।
পিতরস্তস্য গৃহ্ণন্তি নবান্নামিষকাঙ্ক্ষিণঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

(ত্রি) মৃগস্য নেত্রে ইব নেত্রে যস্য। ২ মৃগতুল্য নেত্র।

মৃগপতি (পুং) মৃগাণাং পতিঃ। ১ সিংহ। ২ কামপ্রদ শ্রেষ্ঠ।

"বল্লীলাং মৃগপতিরাদদেহনবদ্যা-
মাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্য্যঃ॥" (ভাগ০ ৫।২৫।১০)

'মৃগপতিঃ সিংহঃ, বা মৃগাস্তু ইতি মৃগাঃ কামপ্রদাস্তেষাং পতিমুর্খ্যঃ।' (স্বামী)

মৃগপদ (ক্লী) ১ মৃগের পদ। ২ মৃগের পদচিহ্ন।

মৃগপালিকা (স্ত্রী) কস্তূরীমৃগ। (বৈদ্যকনি০)

মৃগপিপ্লু (পুং) অপিপ্লবতে ভাসতে ইতি অপিপ্লু-বাহুলকাৎ সংজ্ঞায়াং ড, অপেরল্লোপশ্চ, মৃগঃ হরিণঃ পিপ্লুরস্য। চন্দ্র।

মৃগপ্রভু (পুং) মৃগাণাং প্রভুঃ ৬তৎ। সিংহ।

মৃগপ্রিয় (ক্লী) মৃগাণাং প্রিয়ম্‌। পর্ব্বতত্তৃণ, ভূতৃণাখ্য তৃণ। গুণ—বলকর, রুচিকর, পুষ্টিকর ও পশুহিতকারক। স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ২ জলকদলী। (পর্য্যায়মু০) ৩ হরিণী।

মৃগবন্ধনী (স্ত্রী) মৃগঃ বধ্যতে অনয়েতি বন্ধ-ল্যুট্‌, স্ত্রিয়াং ঙীষ্‌। মৃগবন্ধনার্থ জাল, হরিণধরা ফাঁদ। পর্য্যায়—বাগুরা। (অমর)

মৃগভক্ষা (স্ত্রী) মৃগৈর্ভক্ষ্যতেঽসৌ ভক্ষ-কর্ম্মণি অপ্‌ টাপ্‌। ১ জটামাংসী। ২ ইন্দ্রবারুণী, চলিত রাখালশশা। (বৈদ্যকনি০)

মৃগভোজনী (স্ত্রী) বিশালা, রাখালশশা। (বৈদ্যকনি০)

মৃগমদ (পুং) মৃগাঃ মাদ্যন্তি অনেনেতি মদ-অপ। কস্তূরী।

"মৃগমদকৃতচর্য্যা পীতকৌষেয়বাসা
রুচিরশিখি-শিখণ্ডাবদ্ধধম্মিল্লপাশা।" (ছন্দোম০)

২ হরিণ নয়নের গর্ব্ব।

"কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥" (ভারতচন্দ্র)

মৃগমদবাসা (স্ত্রী) মৃগমদস্যেব বাসঃ সৌরভোঽস্যাঃ। কস্তুরী মল্লিকা। (রাজনি॰)

মৃগমদা (স্ত্রী) মৃগমদা-স্ত্রিয়াং টাপ্। কস্তুরী।

মৃগমদাসব, মৃতসঞ্জীবনী ৫০ পল, মধু ২৫ পল, জল ২৫ পল, মৃগনাভি ৪ পল, মরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল, পিপ্পলী, গুড়ত্বক্ প্রত্যেক ২ পল এই সমুদায় একত্র আবৃত পাত্রে এক মাস রাখিয়া দিবে। পরে দ্রবাংশ ছাকিয়া লইবে। যথাযোগ্য মাত্রায় বিসূচিকা, হিক্কা ও সান্নিপাতিক জ্বরে প্রয়োজ্য।

মৃগমন্দ (পুং) ১ হস্তিশ্রেণীভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ পুরাণ কল্পিত সিংহ, শূমর ও চমরগণের মাতৃভেদ।

মৃগমন্দ্র (পুং) হস্তিশ্রেণীভেদ।

মৃগময় (ত্রি) বহু শ্বাপদবিশিষ্ট।

মৃগমাতৃক (পুং) কস্তুরী মৃগ, লম্বোদর মৃগ। স্ত্রিয়াং টাপ্। মৃগমাতৃকা।

"শীতাস্ত্রকপিত্তশমনী বিজ্ঞেয়া মৃগমাতৃকা।"

(সুশ্রুত সূত্র॰ ৪৬ অ॰)

মৃগমালারস (পুং) প্রমেহাধিকারে রসৌষধবিশেষ।

মৃগয়া (স্ত্রী) মৃগ্যন্তে পশবোঽস্যাং ইতি মৃগ-নিচ্, (ইচ্ছা। পা ৩।৩।১০১) ইত্যত্র 'পরিচর্য্যাপরিসর্য্যামৃগয়াটাট্যানামুপ-সংখ্যানম্।' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা সে যকিণিলোপঃ। রাজা-দিগের বনে মৃগহননক্রিয়া। চলিত শিকার, পর্য্যায়— আচ্ছোদন, মৃগব্য, আখেট। (অমর) ইহা কামজ ব্যসন বিশেষ, ইহাতে আসক্তি শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে।

"মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদো স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গুণঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

নৈষধে লিখিত আছে মৃগয়ায় রাজাদিগের পাপ হয় না।

"অবলস্বকুলাশিনো ঝলান্নিজনীড়দ্রুমপীড়িনঃ খগান্।
অনবস্তুতৃণার্দ্দিনো মৃগান্ মৃগয়াঘায় ন ভূভৃতাং ঘ্নতাম্॥"

(নৈষধ ২।১০)

মৃগয়ারণ্য (ক্লী) ক্রীড়াকানন, যে অরণ্যে মৃগয়াদি ক্রীড়া করা যাইতে পারে। রাজগণ মৃগহননক্রীড়া চরিতার্থের জন্য অরণ্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন।

"কারয়েন্মৃগয়ারণ্যং ক্রীড়াহেতোর্মনোরমম্॥"

(কামন্দকী নীতি॰ ১৪।২৮)

মৃগয়াবন (ক্লী) শিকারোপযোগি-বন। মৃগকানন।

মৃগয়ু (পুং) মৃগং যাতীতি মৃগ (মৃগয়্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) ইতি কু, নিপাত্যতে চ। ১ ব্রহ্মা। ২ শৃগাল। ৩ ব্যাধ।

"মৃগয়ুমিব মৃগোঽথ দক্ষিণেন্দ্রা দিশমিব বাহবতীং মরাবুরন্ন্।"

(ভট্টি ৪।৪৪)

মৃগরসা (স্ত্রী) মৃগস্য মৃগমাংসস্যেব রসোঽস্যাঃ। সহদেবী, মহাবলা। (রাজনি॰)

মৃগরাজ্ (পুং) রাজতে দীপ্যতেঽসৌ রাজ্-ক্বিপ্, ততঃ মৃগাণাং রাট্। সিংহ। (শব্দরত্না॰)

"পতিতে পতঙ্গমৃগরাজি নিজপ্রতিবিম্বরোষিত ইবাম্বুনিধৌ।"

(শিশুপালবধ ৯।১৮)

মৃগরাজ (পুং) মৃগাণাং রাজা (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্। ১ সিংহ। ২ ব্যাঘ্র।

"শৃণু মে ত্বং মহাবাহো! যদ্বাক্যং মুনিকোঽব্রবীৎ।
ধিক্ বলং মৃগরাজস্য যন্মদ্যায়াং মৃগো হতঃ॥" (ভা॰ ১।১৪।২৪)

৩ জনৈক প্রাচীন কবি।

মৃগরাজধারিন্ (পুং) ১ চন্দ্র। ২ সিংহরাশি।

মৃগরাজলক্ষ্মন্ (ত্রি) সিংহচিহ্ন।

মৃগরাটিকা (স্ত্রী) মৃগ-রট-ণ্বুল্, স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্বঞ্চ। জীবন্তী। (রাজনি॰)

মৃগরিপু (পুং) মৃগাণাং রিপুঃ ৬তৎ। সিংহ।

মৃগরোগ (পুং) মৃগস্য রোগঃ। মৃগজ্বর। (গজবৈদ্যক) ২ ভূরি উপদ্রবজনক সাজ্ঘাতিক অশ্বরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"নাসাসন্ধানসংযুক্তা জায়তে ভূয়্যুপদ্রবাঃ।
নিত্যং ঘাসাভিলাষী চ ক্ষীয়তে বলমাংসয়োঃ॥
মৃগরোগঃ স বিখ্যাতো ব্যাধিকষ্টচিকিৎসিতঃ।
ষণ্মাসাভ্যন্তরে বাথ পরলোকং প্রয়াতি চ॥
বহুদুঃখো ভবেদশ্বো মৃগরোগপ্রপীড়িতঃ।
যাবদুচ্ছ্বসতে জন্তুস্তাবৎ কুর্য্যাৎ প্রতিক্রিয়াম্॥"

(জয়দত্ত ২৬ অ॰)

অশ্বদিগের এই রোগ হইলে নাসাসন্ধিতে অতিশয় উপ-দ্রব এবং তাহারা সর্ব্বদা ঘাসাভিলাষী হয়, ক্রমে বল ও মাংস-হীন হইতে থাকে। এই রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য। ইহাতে ৬ মাসের মধ্যে অশ্বের মৃত্যুসম্ভাবনা। যে সময় হইতে অশ্বগণ উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে, সেই সময় হইতেই প্রতি-বিধান করা উচিত। অশ্বদিগের এইরূপ লক্ষণ দেখিলে তাহাকে মৃগরোগ বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

মৃগরোমজ (ত্রি) মৃগাণাং রোমভ্যো জায়তে ইতি জন-ড। পশুলোমজাত বস্ত্রাদি, পর্য্যায় রাঙ্কব। (অমর)

মৃগলিণ্ডিকা (স্ত্রী) মলবিশেষ। (চরক সূত্র॰ ২৫ অ॰)

মৃগলাঞ্ছন (পুং) মৃগঃ লাঞ্ছনং চিহ্নমস্য। চন্দ্র। (শব্দরত্না॰)

মৃগলাঞ্ছনজ (পুং) মৃগলাঞ্ছনাৎ জায়তে জন-ড। চন্দ্রজ, বুধ। (বরাহ বৃহৎ স॰ ১৯।১২)

মৃগলেখা (স্ত্রী) মৃগচিহ্নিত চন্দ্রের কলঙ্করেখা।

মৃগলোচনা (স্ত্রী) মৃগ ইব লোচনে যস্যাঃ। মৃগনয়না, মৃগাক্ষী। (ত্রি) ২ মৃগের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট। (পুং) ৩ চন্দ্র।

মৃগব, বৌদ্ধমতে অত্যুর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মৃগবতী (স্ত্রী) স্মর ও জম্বুকাদির পুরাণকল্পিত আদিমাতা।

মৃগবধাজীব (পুং) মৃগবধঃ আজীব উপজীবিকা যস্য। মৃগজীবী ব্যাধ, মৃগাদি পশুহনন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহকারী।

মৃগবন (ক্লী) পশ্বাদিপরিবৃত রাজরক্ষিত উপবনবিশেষ। ২ শ্বাপদসঙ্কুল বন্যপ্রদেশ।

মৃগবনতীর্থ (স্ত্রী) নর্ম্মদা নদীতীরস্থ তীর্থভেদ। এখানে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়।

মৃগবল্লভ (পুং) মৃগাণাং বল্লভঃ প্রিয়ঃ। কুন্দুরু তৃণ।

মৃগবাহন (পুং) মৃগো বাহনমস্যেতি। ১ বায়ু। (জটাধর) ২ রাজভেদ। (সহ্যাদ্রি° ৩৩।১২৫)

মৃগবীথি (স্ত্রী) শ্রবণা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্রের গতিপথভেদ। মতান্তরে অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলানক্ষত্রে মৃগবীথি হয়। (বৃহৎ সং ৯।৩)

মৃগবৈদিক (ক্লী) আসন বিশেষ।

মৃগব্য (ক্লী) মৃগান্ বিধ্যতি অত্র ইতি ব্যধ (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।৪৮) ইতি কাশিকোক্ত্যা অধিকরণে ড। মৃগয়া।
"কদাচিদ্ রাজপুত্রোঽসৌ মৃগব্যমচরদ্বনে।" (মার্ক°পু° ১২৭।১)

মৃগব্যাধ (পুং) ১ মৃগান্বেষী ব্যাধ। ২ নক্ষত্রভেদ (Sirius) ৩ শিব। ৪ একাদশরুদ্রের মধ্যে একজন।

মৃগশায়িকা (স্ত্রী) মৃগের শায়িত অবস্থা।

মৃগশাব (পুং) হরিণশিশু।

মৃগশির (ক্লী) মৃগশিরা নক্ষত্র।

মৃগশিরস্ (পুং ক্লী) মৃগস্যেব শিরোঽস্য। সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত পঞ্চম নক্ষত্র। পর্য্যায়—মৃগশীর্ষ, আগ্রহায়ণী। (অমর) এই নক্ষত্রের অধিপতি চন্দ্র, ইহা তির্য্যঙ্মুখ নক্ষত্র। এই নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতকের দেবগণ হয়। এই নক্ষত্র সর্পজাতি। ইহার আকার বিড়ালপদের ন্যায় এবং তিনটী তারাবিশিষ্ট। কল্পালয়ের দ্বাবিংশৎপল গত হইলে আকাশে এই নক্ষত্র উদিত হয়।

"মৃষিকাশনপদাকৃতৌ স্থিতৌ ব্যোমমধ্যমিলিতে বিতারকে।
শারদেন্দুমুখি! কল্পকোদয়াদীক্ষণানলকলাঃ কলাবতি॥"
(কালিদাসকৃত রাত্রিলগ্ননিরূপণ)

মৃগশিরা নক্ষত্রের পূর্ব্বার্দ্ধে অর্থাৎ ৩০ দণ্ডের মধ্যে বৃষরাশি এবং অপরার্দ্ধে মিথুন রাশি হয়। এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতক মৃগচক্ষু, অতিশয় বলশালী, গণ্ডদেশ সুন্দর, রাজপ্রিয়, সাহসী, অতিশয় কামুক, স্থিরপ্রকৃতি, অল্প ধর্ম্মবিশিষ্ট, মিত্র ও পুত্রের সহিত অল্প ধনবান্ হয়। (কোষ্ঠীপ্র°)

বৃহজ্জাতক-মতে চপল, চতুর, ভীরুস্বভাব, কার্য্যপটু, উৎসাহপরায়ণ, ধনবান্ এবং ভোগী হয়। মৃগশিরা নক্ষত্রে জন্ম হইলে অষ্টোত্তরী দশা-মতে রবির দশা হইয়া থাকে। এই নক্ষত্রের দশাভোগ-কাল ২ বৎসর এবং প্রতি পাদে ৬ মাস, প্রতি দণ্ডে ১২ দিন ও প্রতি পলে ১২ দণ্ড করিয়া ভোগ হয়। ইহা সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম নক্ষত্রমানকে ৬০ দণ্ড ধরিয়া করা হইয়াছে। যেস্থলে নক্ষত্রমান ৬০ দণ্ডের কম বেশী হয়, সেরূপস্থলে ২ বৎসরকে নক্ষত্রমান দিয়া ভাগ দিলে যে পরিমাণ হইবে, তাহাই এক এক দণ্ডের ভোগকাল। বিংশোত্তরী মতে এই নক্ষত্রে জন্মিলে মঙ্গলের দশা হয়।

মৃগশিরা (স্ত্রী) সর্ব্বে সাস্তা অকারান্তাশ্চোক্ত, মৃগশিরোঽদন্ত, মৃগশির-টাপ্। মৃগশিরোনক্ষত্র।

মৃগশীর্ষ (পুং ক্লী) মৃগস্য শীর্ষমিব শীর্ষমস্য। মৃগশিরোনক্ষত্র। মৃগশীর্ষ টাপ্। মৃগশীর্ষা, মৃগশিরোনক্ষত্র। (ভরত)

মৃগশীর্ষক (ত্রি) মৃগশীর্ষ স্বার্থে কন্। মৃগশীর্ষ।

মৃগশীর্ষন্ (পুং) শীর্ষস্য শীর্ষন্নিত্যাদেশঃ ততো মৃগস্যেব শীর্ষাস্য। মৃগশিরোনক্ষত্র।

মৃগশৃঙ্গ (ক্লী) মৃগস্য শৃঙ্গং। হরিণের শিং। ইহার ভস্ম হৃদ্রোগে বিশেষ হিতকর।

মৃগশৃঙ্গব্রতিন্ (পুং) উপাসকসম্প্রদায়ভেদ।

মৃগশ্রেষ্ঠ (ক্লী) ব্যাঘ্র।

মৃগসক্থ (ক্লী) মৃগের সক্থি। (পা ৫।৪।৫৮)

মৃগসত্র (ক্লী) ঊনবিংশদিনব্যাপী সত্রভেদ।

মৃগহন্ (পুং) মৃগং হন্তি হন্-ক্বিপ্। ব্যাধ।

মৃগা (স্ত্রী) মৃগমাংসতুল্যঃ রসোঽস্তি অস্যাঃ মৃগ-অর্শ-আদিভ্যোঽচ্। সহদেবী লতা। (রাজনি°)

মৃগাক্ষী (স্ত্রী) মৃগস্যেব অক্ষি তদ্বৎপুষ্পং বা অক্ষিণী নয়নে অস্যাঃ, অক্ষি (অক্ষোঽদর্শনাৎ। পা ৫।৪।৭৬) ইতি অচ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ বিশালা। ২ মৃগলোচনতুল্যনেত্রযুক্তা।

"বল্লভবেশা সুররিপুমূর্ত্তির্গোপমৃগাক্ষীকৃতরতিপূর্ত্তিঃ
বাঞ্ছিতসিদ্ধ্যৈ প্রণতিপরস্য স্যাদনুকূলা জগতি ন কস্য॥"
(ছন্দোম° ২।১১।৮)

মৃগাধর (পুং) বন্যপশুর গর্ত্ত।

মৃগাখ্য (পুং) মৃগাভিধেয়।

মৃগাঙ্ক (পুং) মৃগঃ অঙ্কো যস্য। ১ চন্দ্র।
"বিনিদ্রপত্রালিগতালিকৈতবান্।
মৃগাঙ্কচূড়ামণিবর্জ্জনার্জ্জিতম্॥" (নৈষধ ১।৭৮)

চন্দ্রে মৃগচিহ্ন আছে বলিয়া মৃগাঙ্ক নাম হইয়াছে। চন্দ্রে পৃথিবীর ছায়া পতিত হওয়ায় অতি দূরত্বহেতু লোকে উহাকে কলঙ্ক বলিয়া থাকে, বাস্তবিক উহা কলঙ্ক নহে, পৃথিবীর ছায়ামাত্র।

"লোকচ্ছায়াময়ং লক্ষ্ম তবাঙ্কে শশসংস্থিতম্।

ন বিদুঃ সোমদেবাপি যে চ নক্ষত্রযোনয়ঃ॥" (হরিবংশ)

'যথা দর্পণং প্রাপ্য পরাবৃত্তা নয়নরশ্ময়ঃ গ্রীবাস্থমেব মুখং দর্পণগতমিব পশ্যন্তি এবং চন্দ্রমণ্ডলং প্রাপ্য পরাবৃত্তাস্তে দূরত্বদোষাৎ পৃথিবীমব্যক্তরূপামিব চন্দ্রমণ্ডলগতাং পশ্যন্তি স এব চন্দ্রে কলঙ্ক ইত্যুপচর্য্যতে' (টীকা) ২ কর্পূর। ৩ বায়ু। (বিশ্ব)

মৃগাঙ্কগুপ্ত, নবসাহসাঙ্কচরিতপ্রণেতা পদ্মগুপ্তের পিতা।

মৃগাঙ্কজ (পুং) মৃগাঙ্ক-জন-ড। ১ কস্তূরী। ২ চন্দ্রজ।

মৃগাঙ্কদত্ত (পুং) অযোধ্যারাজ অমরদত্তের পুত্র এবং অষ্টাঙ্গহৃদয়টীকাপ্রণেতা অরুণদত্তের পিতা।

মৃগাঙ্করস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা এক ভাগ, স্বর্ণ এক ভাগ, মুক্তা দুই ভাগ, গন্ধক দুই ভাগ ও সোহাগা এক ভাগ, এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পিষিয়া লবণ ভাণ্ডে পূরিয়া চারি প্রহর পাক করিতে হইবে। ইহার মাত্রা ৪ রতি। এই ঔষধ মরিচ, পিপুল ও মধু অনুপানে লেহন করিলে রাজযক্ষ্মরোগ বিনাশ হয়। এই ঔষধ সেবনের পর অবিদাহী ঘৃত, পক্ব ব্যঞ্জন এবং লঘুমাংস পথ্য। ইহা যম। এতদ্ব্যতীত মহামৃগাঙ্ক ও রাজমৃগাঙ্করসও আছে, মহামৃগাঙ্ক রস যথা—অতিশয় ভস্মীকৃত স্বর্ণ এক ভাগ, পারদভস্ম দুই ভাগ, মুক্তাভস্ম ৩ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ, প্রবাল ৬ ভাগ ও সোহাগার খই ১ ভাগ এই সমুদয় দ্রব্য টাবা লেবুর রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে, পরে ঐ গোলক প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া মুষা মধ্যে লবণযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিতে হইবে। পরে ইহা শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তাহার সহিত হীরক এক ভাগ, অভাবে বৈক্রান্ত মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইতে হইবে মাত্রা ২ রতি, অনুপান মরিচ বা পিপ্পলচূর্ণ সহিত ঘৃত। এই ঔষধ সেবনকালে ঘৃতাদি বলকর দ্রব্য আহার করা এবং ক্ষয়রোগোক্ত বিধি অনুসারে চলা আবশ্যক। ইহা সেবন করিলে যক্ষ্মা, স্বরভেদ ও কাসাদি নানা রোগ আশু উপশমিত হইয়া থাকে।

রাজমৃগাঙ্করস—পারদ ৪ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া বড় বড় কড়ির মধ্যে পূরিতে হইবে, পরে ছাগীদুগ্ধে সোহাগা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ঐ কড়ি সকলের মুখ রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকাভাণ্ডে স্থাপিত ও রুদ্ধ করিয়া লেপ দিবে, পশ্চাৎ লেপ শুষ্ক হইলে গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান ঘৃত ও মধু, বা ১০টী পিপুল, অথবা ১৯টী মরিচের সহিত সেব্য। এই ঔষধসেবনে সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না॰ রাজযক্ষ্মরোগাধি॰)

মৃগাঙ্কলেখা (স্ত্রী) বিদ্যাধর-রাজকন্যাভেদ।

মৃগাঙ্কবতী (স্ত্রী) উজ্জয়িনীরাজ বর্ম্মধ্বজের পত্নী। ২ বিদ্যাধররাজ মৃগাঙ্কসেনের পত্নী।

মৃগাঙ্গক (পুং) মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্গজা (স্ত্রী) মৃগনাভি। ২ বারুণী লতা। (বৈদ্যকনি॰)

মৃগাজীব (স্ত্রী) মৃগনাভি। ২ বারুণী লতা। (বৈদ্যকনি॰)

মৃগাঙ্গনা (স্ত্রী) মৃগাণামঙ্গনা। হরিণী, মৃগী।

মৃগাজীব (পুং) মৃগৈঃ আজীবতীতি জীব-অচ্। ১ ব্যাধ।

মৃগাটবী (স্ত্রী) মৃগকানন, মৃগবন।

মৃগাণ্ডজা (স্ত্রী) মৃগাণ্ডাৎ জায়তে ইতি জন-ড। স্ত্রিয়াং টাপ্। কস্তূরী। (রাজনি॰)

মৃগাদ্ (পুং স্ত্রী) মৃগান্ অত্তীতি অদ্-ক্বিপ্। ২ সিংহ। ২ তরক্ষু, নেকড়ে বাঘ। (রাজনি॰) ৩ ব্যাঘ্র।

মৃগাদন (পুং) অত্তীতি অদ-ল্যু, মৃগস্য অদনঃ। ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র, নেকড়ে বাঘ। (ভরত)

মৃগাদনী (স্ত্রী) মৃগৈরদ্যতে ভুজ্যতেঽসৌ ইতি অদ-কর্ম্মণি ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ ইন্দ্রবারুণী। ২ সহদেবী। ৩ মৃগের্ব্বারু। (রাজনি॰)

মৃগাধিপ (পুং) মৃগাণামধিপঃ। সিংহ।

মৃগাধিপত্য (ক্লী) বন্যজন্তুর উপর প্রভুত্ব।

মৃগাধিরাজ (পুং) মৃগাণামধিরাজঃ। সিংহ, মৃগাধিপ।

মৃগান্তক (পুং) মৃগাণামন্তকঃ নাশকঃ। চিত্রব্যাঘ্র, চিতাবাঘ। (রাজনি॰)

মৃগার (পুং) অথর্ব্ববেদের ৪।২৩—২৯ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ২ প্রসেনজিৎ রাজার মন্ত্রী।

মৃগারসূক্ত (ক্লী) মৃগার ঋষি-দৃষ্ট সূক্ত।

মৃগারাতি (পুং) মৃগাণামরাতিঃ। ১ কুক্কুর। ২ মৃগশত্রু।

"মার্গং মার্গং মৃগয়তি মৃগারাতিরাময়ে বিরামে

শোকং শোকং গতবতিগতে লক্ষ্মণে লক্ষ্মণেন।" (মহানাটক)

মৃগারি (পুং) মৃগাণামরিঃ। ১ সিংহ। ২ ব্যাঘ্র। (মেদিনী) ৩ রক্তশিগ্রু বৃক্ষ। (রাজনি॰) ৪ কুক্কুর।

মৃগারেষ্টি (ক্লী) তৈত্তিরীয়সংহিতা ৪।৭।১৫ এবং অথর্ব্ববেদের ৪।২৩—২৯ সূক্তের নামান্তর।

মৃগাবতী (স্ত্রী) যমুনাতীরবর্ত্তী দাক্ষায়ণী নগরী। ২ পুরাণ, ইতিহাস ও আখ্যায়িকাদি-কথিত বহুতর রাজকন্যা।

মৃগাবিধ (পুং) মৃগান্ বিধ্যতি ইতি ব্যধ-কিপ্, (অন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা ৬।৪।১৩৭) ইতি দীর্ঘশ্চ। ১ ব্যাধ। (জটাধর) ২ মৃগাবেধনশীল।

"ভ্রাতরি ন্যস্ত যাতো মাং মৃগাবিদ্ধ্ গয়ামসৌ।"(ভট্টি° ৫।৮১)

মৃগাস্য (ত্রি) মৃগতুল্য মুখ। ২ মকরক্রান্তি। (বৃহৎসং)

মৃগিত (ত্রি) মৃগ-ক্ত। অন্বেষিত। (অমর)

মৃগী (স্ত্রী) মৃগ-জাতৌ ঙীষ্, মৃগজাতি, স্ত্রী হরিণী। ২ পুলহভার্য্যা, ইনি কশ্যপের কন্যা। ইহার অপত্য হরিণাদি।

"ক্রোধাচ্চ জজ্ঞিরে কন্যা দ্বাদশৈবাত্মসম্ভবাঃ।
তা ভার্য্যা পুলহস্য স্যুর্মৃগী মন্দা ইরাবতী॥
ভূতা চ কপিলা দংষ্ট্রা কষা তিষ্যা তথৈব চ।
শ্বেতা চ সরমা চৈব সরসা চেতি বিশ্রুতাঃ॥
মৃগ্যাস্তু হরিণাঃ পুত্রা মৃগাশ্চান্যে শশাস্তথা।
ন্যঙ্কবঃ শরভা যে চ পুরবঃ পৃষতাশ্চ যে॥"

৩ ত্র্যক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৪ অপস্মাররোগ, এই রোগার্থে এই শব্দ লৌকিক।

[বিশেষ বিবরণ অপস্মার ও হিষ্টিরিয়া শব্দে দেখ।]

৫ কস্তুরিকা। ৬ পীতবর্ণ সিতোদর বরাটকভেদ।

মৃগীকুণ্ড (ক্লী) তীর্থভেদ।

মৃগীত্ব (ক্লী) মৃগীর ভাব বা ধর্ম্ম।

মৃগীদৃশ্ (স্ত্রী) মৃগীব দৃক্ যস্যাঃ। হরিণনয়না স্ত্রী।

মৃগীপতি (পুং) ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ পুং-মৃগ।

মৃগীলোচনা (স্ত্রী) মৃগ্যাইব লোচনে যস্যাঃ। হরিণনয়না স্ত্রী।

মৃগু (স্ত্রী) রামমার্গবেয়ের মাতা।

মৃগেক্ষণ (ক্লী) মৃগস্য ঈক্ষণং। ১ মৃগের দর্শন। ২ মৃগচক্ষু। (ত্রি) ৩ মৃগের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট।

মৃগেক্ষণা (স্ত্রী) মৃগৈরীক্ষ্যতে প্রিয়ত্বাৎ ইতি ঈক্ষ-ল্যুট্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ মৃগের্বারু। (রাজনি°) ২ মৃগনয়না স্ত্রী।

মৃগেন্দ্র (পুং) মৃগাণামিন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ। ১ সিংহ, পশুরাজ।
"মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্।" (গীতা ১০।৩০)
২ ছন্দোবিশেষ।

মৃগেন্দ্রচটক (পুং) মৃগেন্দ্র ইব বিক্রমী চটকঃ। শ্যেনপক্ষী।

মৃগেন্দ্রতা (স্ত্রী) মৃগেন্দ্রস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। মৃগেন্দ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, সিংহত্ব।

মৃগেন্দ্রমুখ (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৯ ও ১১ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। লক্ষণ—

"ভবতি মৃগেন্দ্রমুখং নজৌ জরৌ
গুরুভুজবীর্য্যভরং হরিং মদান্ধা।
যুধি সমুপেত্য ন দানবা জিজীবুঃ
ক্ষুধিতমৃগেন্দ্রমুখং মৃগা উপেত্য
ক নু খলু বিভ্রতি জীবনস্য যোগ্যম্॥" (ছন্দোম°)

মৃগেন্দ্রাণী (স্ত্রী) ১ বকবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ সিংহী।

মৃগেন্দ্রাণী (স্ত্রী) মৃগেন্দ্রেণ অন্যতে ইতি অন্-ঘঞ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বাসক। (রাজনি°)

মৃগেন্দ্রাসন (ক্লী) সিংহাসন। (হেম)

মৃগেন্দ্রাস্য (ত্রি) ১ সিংহমুখ। (পুং) ২ শিব।

মৃগেলমাছ, স্বনামপ্রসিদ্ধ মৎস্যবিশেষ। আস্বাদ কতকাংশে রোহিত মৎস্যের ন্যায়। পূর্ব্ববঙ্গের লোকে ইহাকে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি বলিয়া ভোজন করে না।

মৃগের্বারু (স্ত্রী) মৃগস্য প্রিয়া ইব বারুঃ। শ্বেতেন্দ্রবারুণী। শ্বেতরাখালশশা। হিন্দী সেঁধিনী। পর্য্যায়—মৃগাক্ষী, শ্বেতপুষ্পা, মৃগাদনী, চিত্রবল্লী, বহুফলী, কপিলাক্ষী, মৃগেক্ষণা, চিত্রা, চিত্রফলা, পথ্যা, বিচিত্রা, মৃগচির্ভিটা, মরুজা, কুন্তিনী, দেবী, কটুফলা, লঘুচির্ভিটা। ইহার গুণ—দুর্জ্জর, গুরু, মন্দানলকারক এবং রক্তপিত্তহারক। (রাজনি°)

মৃগেশ্বর (পুং) মৃগাণামীশ্বরঃ। মৃগেন্দ্র, সিংহ।

মৃগেষ্ট (পুং) মৃগাণামিষ্টঃ। মুদ্গর পুষ্পবৃক্ষ, চলিত গন্ধরাজ ফুলের গাছ। (রাজনি°)

মৃগোত্তম (পুং) মৃগশ্রেষ্ঠ। (ক্লী) ২ মৃগশিরানক্ষত্র।

মৃগোত্তমাঙ্গ (ক্লী) মৃগশিরানক্ষত্র।

মৃগ্য (ত্রি) মৃগ্যতে অন্বিষ্যতেঽসৌ মৃগ-কর্ম্মণি যৎ। মৃগিতব্যঃ। অন্বেষণীয়, অন্বেষণার্হ।

"দেহস্য সর্ব্বসজ্ঘাতো জগতস্তুরিতি দ্বিধা।
অত্রৈব মৃগ্যাঃ পুরুষো নেতি নেতীত্যতত্ত্যজন্॥"(ভাগ° ৭।৭।২৩)

মৃচয় (পুং) ১ মরণশীল, ক্ষণস্থায়ী, চঞ্চল।

মৃচ্চয় (পুং) মৃত্তিকারাশি।

মৃচ্ছকটিক (ক্লী) রাজা শূদ্রকপ্রণীত একখানি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটক। [শূদ্রক দেখ।]

মৃচ্ছিলাময় (ত্রি) মৃচ্ছিলা-বিকারে ময়ট্। মৃত্তিকা বা শিলাবিকার।

মৃজ্, শুদ্ধি। অদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ মার্ষ্টি, মৃষ্টঃ, মৃজন্তি, মার্জ্জাস্ত, মার্ক্ষি। হি মৃড্ঢি। লিঙ্ মৃজ্যাৎ। লঙ্ অমার্ট, অমৃষ্টাং, অমৃজন্, অমার্জ্জন্, অমার্জ্জম। লিট্ মমার্জ্জ, মমার্জ্জতুঃ, মমৃজতুঃ, মমার্জ্জিথ, মমার্ষ্ঠ। লুট্ মার্জ্জিতা, মার্ষ্টা। লৃট্ মার্জ্জিষ্যতি, মার্ক্ষ্যতি। লুঙ্ অমার্জ্জী, অমা-

র্জীৎ অমার্জিষ্টাং অমার্ষ্টাং, অমার্জিষুঃ, অমার্জুঃ। সন্ মিমার্জিষতি, মিমৃক্ষতি। যঙ্ মরীমৃজ্যতে, যঙ্ লুক্ মর্মাষ্টি, পিচ্ মার্জয়তি।

মৃজ (পুং) মৃজ্যতেঽসৌ ইতি মৃজ-কৃত্য ল্যুটোবহুলমিতি কর্মণি ক। বাদ্যবিশেষ, চলিত মাদলবাদ্য।

'মর্দ্দলো দাকজো মৃজঃ' (শব্দরত্না॰)

মৃজা (স্ত্রী) মৃজ্যতে ইতি মৃজ্ (বিদ্‌ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩।৩।১০৪) ইতি অঙ্, টাপ্ চ। মার্জন।

"অভ্যঙ্গো মার্দ্দবকরঃ কফবাতনিরোধনঃ।
ধাতূনাং পুষ্টিজননো মৃজাবর্ণবলপ্রদঃ॥" (সুশ্রুত চিকি॰ ২৪অ॰)

মৃজানগর (স্ত্রী) নগরভেদ।

মৃজাপুর, যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা ও নগর। (ভ॰ ব্রহ্মখণ্ড॰ ৪৭।১২-১৪) [মীর্জ্জাপুর দেখ।]

মৃজাবৎ (ত্রি) মৃজা-মতুপ্ মস্য ব। পবিত্রতান্বিত।

মৃজা হসেন আলী, ত্রিপুরাবাসী জনৈক মুসলমান জমিদার। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দশশালা বন্দোবস্তের কাগজে ইহাঁর নাম পাওয়া যায়; সুতরাং ইনি এক শতাব্দ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ত্রিপুরার অন্তর্গত বরদাখাত ইহাঁর জমিদারী ছিল। স্বীয় কবিত্বশক্তির জন্য ইনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহাঁর সমসাময়িক সৈয়দ জাফর খাঁও একজন সুকবি ছিলেন। উভয়ের রচনা পাঠ করিলে উভয়কেই শাক্তধর্ম্মে আস্থাবান্ বলিয়া বোধ হয়। শুনা যায়, ইনি মহা সমারোহে কালীপূজা করিতেন। নিম্নে ইহাঁর রচিত ভক্তিরসপূর্ণ একটী গান উদ্ধৃত হইল।

"যারে শমন এবার ফিরি।
এসোনা মোর আঙ্গিনাতে, দোহাই লাগে ত্রিপুরারি॥
যদি কর জোর জবরি, সামনে আছে জজকাছারি।
আইনের মত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি॥
আমি তোমার কি ধার ধারি,
শ্যামা মায়ের খাস্ তালুকে বসত করি।
বলে মৃজা হসেন আলি, যা করে মা জয়কালী,
পুণ্যের ঘরে শূন্য দিয়ে পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি॥"

মৃজ্য (ত্রি) মৃজ্যতে যৎ ইতি মৃজ্ (মৃজের্বিভাষা। পা ৩।১।১১৩) ইতি ক্যপ্। মার্গ্য, মার্জ্জনীয়, মার্জ্জনযোগ্য।

"মহ্যস্ত যয়া মার্গ্যো মৃজ্যঃ শোকশ্চ তেন তে।" (ভট্টি ৬।৫৭)

মৃড্, ১ মোদ, হর্ষ। ২ মর্দন। ক্র্যাদি॰ রা॰ তুদাদি॰ পরস্মৈ॰ অক॰ সেট্। লট্ মৃড্নাতি, মৃডতি। লিট্ মমর্ড। লুট্ মর্ডিতা। লৃট্ মর্ডিষ্যতি। লুঙ্ অমর্ডীৎ, অমর্ডিষ্টাং, অমর্ডিষুঃ। সন্ মিমর্ডিষতি। যঙ্ মরীমৃড্যতে। যঙ্ লুক্ মরীমর্ট্টি। পিচ্ মর্ডয়তি। লুঙ্ অমীমৃড়ৎ, অমমর্ডৎ।

মৃড় (পুং) মৃড়তি সুখয়তীতি মৃড়-ইগুপধত্বাৎ কর্ত্তরি ক। ১ শিব। (অমর)

"প্রাগুনিবদ্ধং মৃড়ং দৃষ্ট্বা নামুবাস্তৃনাদৃতঃ।" (ভাগবত ৪।৩।৭)

মৃড়ঙ্কণ (পুং) মৃড়্নাতি সুখয়তীতি মৃড়-(মৃড়ঃ কীকন্ কংকণৌ। উণ্ ৪।২৪) ইতি কঙ্কণ। বালক। (উজ্জ্বল)

মৃড়ন (ক্লী) সুখীকরণ, আনন্দিতকরণ।

মৃড়য় (ত্রি) ১ সদয়; কৃপালু।

মৃড়া, মৃড়ী (স্ত্রী) মৃড়-টাপ্, ঙীপ্ চ। দুর্গা। (হলায়ুধ)

মৃড়াকু (পুং) জনৈক ঋষি।

মৃড়ানী (স্ত্রী) দুর্গার নামান্তর।

মৃড়ীক (পুং) মৃড়তীতি মৃড়-(মৃড়ঃ কীকন্‌কঙ্কণৌ। উণ্ ৪।২৪) ইতি কীকন্। হরিণ।

মৃণ্, হিংসা, বধ। তুদাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ মৃণতি। লিট্ মমর্ণ। লুট্ মর্ণিতা। লুঙ্ অমর্ণীৎ।

মৃণাল (পুং ক্লী) মৃণ্যতে হিংস্যতে ভক্ষণার্থং যৎ মৃণ্ (তমিবিশিবিড়িমৃণিকুলিকপিপলিপঞ্চিভ্যঃ কালন্। উণ্ ১।১১৭) ইতি কালন্। পদ্মাদির নাল, মোলাম, কমলদণ্ড, পদ্মের ডাঁটা; মহারাষ্ট্র—কমলতন্তু; তৈলঙ্গ—তামরতুণ্ড, তামরতোগে। সংস্কৃত পর্য্যায়—পদ্মনাল, মৃণালী, মৃণালিনী, পদ্মতন্তু, বিসিনী, নলিনীরুহ। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, কষায়, পিত্তদাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বিকার ও রক্তবমননাশক। (রাজনি॰) ২ উশীর। চলিত গন্ধবেণা। ৩ বীরণমূল, বেণার মূল। (পর্য্যায়মুক্তা॰) ৪ শালুক বিশেষ।

"পদ্মাদিকন্দঃ শালূকং করহাটশ্চ কথ্যতে।
মৃণালং মূলং ভিস্যাণ্ডং লজ্জাশৃকঞ্চ কথ্যতে।" (ভাবপ্র॰)

মৃণালক (পুং) মৃণাল-স্বার্থে কন্। মৃণাল। স্ত্রিয়াং টাপ্। মৃণালিকা।

মৃণালকণ্ঠ (পুং) জলচর পক্ষিবিশেষ। (চরক সূত্র॰২৭অ॰)

মৃণালমূল (ক্লী) পদ্মকন্দ। (শব্দরত্না॰)

মৃণালবৎ (ত্রি) মৃণাল-মতুপ্ মস্য ব। মৃণালবিশিষ্ট, মৃণালযুক্ত।

মৃণালাদ্যতৈল (ক্লী) বাতরক্তাধিকারে তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, কল্কার্থ পদ্ম-মৃণাল, নীলোৎপল, শালূক, অনন্তমূল, বালা, নাগকেশর, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, চিরতা, পদ্মবীজ, কেশুর, পটোল, কট্‌কী, [illegible], প্রিয়ঙ্গু, ক্ষেতপাপড়া ও বাসক এই সকল সমভাগে [illegible] ১ সের। শতমূলীর রস ৪ সের। দুগ্ধ ২ সের। পরে যথাবিধানে তৈল পাক করিতে হইবে। এই

তৈল বস্তিক্রিয়া, নস্য, অভ্যঙ্গ ও পানে প্রয়োগ করিলে পিত্তজ রোগ নষ্ট হয়। (ভাবপ্র০ বাতরক্তাধিকার)

মৃণালিন্ (পুং) মৃণালমস্ত্যর্থে ইনি। পদ্ম।

মৃণালিনী (স্ত্রী) মৃণালানি অস্যাঃ সন্তীতি মৃণাল-(পুষ্করাদিভ্যো দেশে। পা ৫।২।১৩৫) ইতি ইনি, ঙীপ্ চ। ১ পদ্মিনী। ২ পদ্মযুক্ত দেশ। ৩ পদ্মসমূহ ৪ পদ্মলতা।

"বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্।"

(রঘুবংশ ১৬।৭)

মৃণালী (স্ত্রী) মৃণাল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মৃণাল।

"পরিমৃদিতমৃণালী-দুর্ব্বলান্যঙ্গকানি
ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্র নিদ্রামবাপ্তা।" (উত্তরচরিত ১ অ০)

অল্পং মৃণালং ইতি মৃণাল-অল্পার্থে ঙীষ্। স্বল্পমৃণালজাতি।

"সাস্রং চন্দনমঙ্গকে বলয়িতাঃ পাণৌ মৃণালীলতা।"(রাজশেখর)

মৃত (ক্লী) মৃ-ক্ত। ১ যাচিত। (অমর) যাচনবৃত্তির্মরণমিব দুঃখজনকত্বাৎ মৃ-ভাবে কর্ম্মণি বা ক্ত। ২ মৃত্যু। (হেম) (ত্রি) ৩ যাচিত বস্তু। ৪ গতপ্রাণ, চলিত-মরা। পর্য্যায়—পরাসু, প্রাপ্তপঞ্চত্ব, পরেত, প্রেত, সংস্থিত, প্রমীত। (অমর) কলিযুগে মৃতব্যক্তিই ধন্য।

"ধর্ম্মঃ প্রব্রজিতস্তপঃ প্রবসিতং সত্যঞ্চ দূরে গতং
পৃথ্বী মন্দফলা জনাঃ কপটিনো লৌল্যে স্থিতা ব্রাহ্মণাঃ।
মর্ত্ত্যাঃ স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রিয়শ্চ চপলা নীচা জনা উন্নতা
হা কষ্টং খলু জীবিতং কলিযুগে ধন্যা নরা যে মৃতাঃ॥"

(গরুড়পু০ ১১৫অ০)

মৃতক (ক্লী) মৃত-স্বার্থে কন্। ১ শব। (হেম) ২ মরণাশৌচ।

"যদি স্যাৎ সূতকে সূতির্ম্মৃতকে চ মৃতিস্তথা।
শেষেণৈব ভবেচ্ছুদ্ধিরহঃশেষে দ্বিরাত্রকম্॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

মৃতকল্প (ত্রি) মৃত (ঈষদসমাপ্তৌ কল্পব্দেশ্যদেশীয়রঃ। পা ৫।৩।৬৭) ইতি কল্পপ্। মৃতপ্রায়, ঈষদূনমৃত। রোগ, শোক, দারিদ্র প্রভৃতি কষ্টে মৃতের ন্যায় জীবনধারণকারী।

মৃতকান্তক (পুং) মৃতকস্য অন্তকঃ ভক্ষকত্বাৎ। শৃগাল।

মৃতগৃহ (ক্লী) মুমূর্ষু গঙ্গাযাত্রীর রক্ষার্থ-গৃহ (Moribund house)। ২ সমাধিস্থান, কবর।

মৃতজীব (পুং) মৃতশ্চাসৌ জীবশ্চেতি নীললোহিতাদিবদ্-বিশেষণসমাসঃ। ১ তিলকবৃক্ষ। (রাজনি০) ২ মৃতপ্রাণী।

মৃতজীবনী (স্ত্রী) দুগ্ধিকা, চলিত খিরুই (বৈদ্যকনি০)

মৃতজীবিন্ (পুং) দুগ্ধিকা। (বৈদ্যকনি০)

মৃতণ্ড (পুং) মৃতঃ অণ্ডঃ কারণত্বেন যস্য শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপং। সূর্য্যপিতা।

মৃতপ (পুং) মৃতরক্ষক, শবদেহরক্ষাকারী।

মৃতপা (পুং) ১ শবরক্ষক। ২ শব-বস্ত্রশয্যাদিগ্রাহী। নদীতীরস্থ শ্মশানে শববহনকারী নিম্নশ্রেণীর লোকবিশেষ।

মৃতভ্রজ্ (ত্রি) নষ্টবীর্য্য। (অথর্ব্ব ৪।৪।১)

মৃতমত্ত (পুং) মৃতেন শবেন মত্তঃ তদ্ভক্ষণাৎ। শৃগাল। (ত্রিকা০) স্বার্থে কন্, মৃতমত্তক, শৃগাল।

মৃতমনস্ (ত্রি) হতচৈতন্য। অজ্ঞমনস্ক।

মৃতবৎসা (স্ত্রী) মৃতা বৎসা যস্যাঃ। মৃতাপত্যা, অজীবৎসন্তানা, গর্ভাবধি বর্ষত্রয় পর্য্যন্ত পুনঃপুনমৃর্তসন্তানা, যাহার সন্তান হইয়া বাচে না, পুনঃপুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাকে মৃতবৎসা কহে। স্ত্রীলিঙ্গে মৃতবৎসিকাও হয়।

২ যোনিব্যাপদ্দোষভেদ। পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব ও তিন বর্ষের অনধিক আয়ুবিশিষ্ট সন্তান প্রসূত হইলে তাহাকে মৃতবৎসা বলে। শুক্রশোণিত দূষিত হইয়া যোনিব্যাপদ্ হইতেই মৃতবৎসা দোষ জন্মে। [যোনিব্যাপদ্ দেখ।]

মৃতবস্ত্রভৃৎ (ত্রি) মৃতের পরিচ্ছদাদি পরিধানকারী।

মৃতবার্ষিক (ত্রি) অহোরাত্রব্যাপী বর্ষণসম্বন্ধীয়।

মৃতশব্দ (পুং) মৃত্যুসংবাদ।

মৃতসংস্কার (পুং) মৃতস্য সংস্কারঃ। মৃতব্যক্তির সংস্কার দাহাদি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

মৃতসঞ্জীবন (ক্লী) মৃতব্যক্তির প্রাণদান।

মৃতসঞ্জীবনরস, জ্বররোগনাশক রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রস ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা উত্তমরূপে খলে কজ্জলী করিয়া, তাহাতে অভ্র, লৌহ, তাম্র, বিষ, হরিতাল, কড়িভস্ম, মনঃশিলা, হিঙ্গুল ও স্বর্ণমাক্ষিক—প্রত্যেক ১ তোলা এবং পরে আতইচ ১ তোলা, চিতামূল ১ তোলা, হাতিশুঁড়ার মূল ১ তোলা ও মিলিত ত্রিকটু ১ তোলা একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া আদা, নিশিন্দা ও সিদ্ধি নামক প্রত্যেক দ্রব্যের রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিবে। অতঃপর তাহা পুনরায় মাড়িয়া ছিন্ন বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা সংলিপ্ত কাচকূপী (শিশি বা বোতল) মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে। দিবাসান্তে উহাকে তুলিয়া আদার রসে পুনরায় মর্দ্দন করিলে মৃতসঞ্জীবনরস প্রস্তুত হয়।

"ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যো নমোঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ।" এই অঘোরমন্ত্রের দ্বারা রসরক্ষা ও পূজা করিয়া দুই প্রহর ক্রমাগত জ্বাল দিবে, পরদিন শীতল হইলে, ঐ ঔষধ লইয়া পুনরায় আদার রসে মর্দ্দিত ও শুষ্ক করিয়া লইবে। ২ বা ৩ রতি মাত্রা আদার রসের সহিত সেবনীয়। এই ঔষধে উপকার হইলে শীতক্রিয়া দিবে।

মৃতসঞ্জীবনী (স্ত্রী) মৃতং মৃতপ্রায়ং জীবয়তীতি জীব-ণিচ্, ঙীপ্ চ। ১ গোরক্ষদুগ্ধা। (রাজনি॰) ২ মৃতসঞ্জীবনার্থিকা বিদ্যা। এই বিদ্যা দ্বারা মৃতব্যক্তি জীবন লাভ করিতে পারে, এইজন্য ইহাকে মৃতসঞ্জীবনী কহে। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। দেবগণ এই বিদ্যা লাভ করিবার জন্য কচকে শুক্রের নিকট প্রেরণ করেন। কচ বহু আয়াসে এই বিদ্যা লাভ করিয়া দেবলোকে গমন করেন, পরে ইন্দ্রাদি দেবগণ কচের নিকট এই বিদ্যা লাভ করেন। (ভারত ১।৭০-৮০ অ॰) মৃতসঞ্জীবনীমন্ত্র জপ করিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়*।

মৃতসঞ্জীবনী, জ্বররোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—এক বৎসরের পুরাতন গুড় ৩২ সের, কুট্টিত বাবলাছাল ২০ পল; দাড়িমছাল, বাসকছাল, মোচরস, বরাক্রান্তা, আতইচ, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, বেলছাল, সোণাছাল, পারুলছাল, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, কুল, রাখালশসার মূল, চিতামূল, আলকুশীর বীজ ও পুনর্নবা প্রত্যেকের কুট্টিত ১০ পল পরিমাণ এবং জল ২৫৬ সের। এই সমুদায় একত্র গুলিয়া একটী বৃহৎ জালার মধ্যে রাখিয়া শরা দ্বারা তাহার মুখ আবৃত করিবে। ১৬ দিনের পর, উহাতে সুপারী ৪ সের এবং ধুতুরামূল, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, শুলফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জায়ফল, মুথা, গেঁটেলা, শুঁট, মেথী, মেষশৃঙ্গী ও শ্বেতচন্দন প্রত্যেকের ২ পল মাত্রা কুটিয়া প্রক্ষেপ দিবে। পরে সেই ভাবে পুনরায় ৪ দিন কাল জালার মুখ আবৃত রাখিবে। অতঃপর যথাবিধানে বকযন্ত্রে (মোচিকা বা ময়ূরাখ্যযন্ত্রে) চোলাই করিয়া মদ্য প্রস্তুত করিবে। ইহা পান করিলে দেহের দৃঢ়তা এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। সান্নিপাতিক জ্বরে এবং বিসূচিকা রোগে হিমাঙ্গের সময় এই "মৃতসঞ্জীবনী" মুহুর্মুহুঃ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

মৃতসঞ্জীবনীরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—বিষ এক ভাগ, সোহাগা ২ ভাগ, জয়পাল তিন ভাগ, তামা ৪ ভাগ, শুণ্ঠীর ক্বাথে খল করিয়া দুই মাষা পরিমিত বটী করিতে হইবে। অনুপান শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব লবণ, চিতা, বা আদার রস। রোগীর গাত্রে কর্পূর ও চন্দনলেপন এবং কাংস্যপাত্রে করিয়া জলসেক বিধেয়। পথ্য—শালিধান্যের অন্ন, ঘোল ও ইক্ষুরস। এই ঔষধসেবনে মহাঘোর সান্নিপাতিক জ্বর, ত্রিদোষজ্বর, বিষমজ্বর, আমবাত, বাতশূল, গুল্ম, প্লীহা, জলোদর, শীত, দাহ, সতত জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও বাতরোগ উপশমিত হয়।

অন্যবিধ—পারা এক ভাগ ও গন্ধক দুই ভাগ কজ্জলী করিয়া অভ্র, লৌহ, তাম্র, বিষ, হরিতাল, কড়ি, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, চিতা, হাতিশুঁড়া, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে এক ভাগ; আদার রস, সিদ্ধিপাতার রস ও নিশিন্দাপাতার রস, এই তিন রসে তিন তিন দিন ভাবনা দিয়া কাচকূপী মধ্যে রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে দুই প্রহর পাক করিয়া পরে উহা আদার রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। সান্নিপাতিক বিকারে রোগী মৃতপ্রায় হইলেও এই ঔষধে আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ভগবান্ শঙ্কর স্বয়ং বলিয়াছেন।
(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ জ্বরাধি॰)

অন্যবিধ—পিপ্পলী এক ভাগ, বৎসনাভ বিষ ৫৮ ভাগ, হিঙ্গুল দুই ভাগ, জম্বীর লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মুগাবীজের সমান বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবনে জ্বরাতিসার, বিসূচিকা ও সন্নিপাত জ্বর আরোগ্য হয়। ইহাকে মৃতসঞ্জীবনী বটীও কহে।

অন্যবিধ—পারদ ও গন্ধক সমভাগ, বিষ চতুর্থাংশ, অভ্র সকলের সমান, ধুস্তুররসে পিষিয়া রামার রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া ধাইফুল, আতইচ, মুথা, শুণ্ঠী, জীরা, বালা, যমানী, ধনিয়া, বেলশুঁঠ, আকন্দ, হরীতকী, পিপ্পলী, কুটজবল্কল, ইন্দ্রযব, কপিত্থ, দাড়িম ও বালা প্রত্যেকে ২ তোলা, চতুর্গুণ জলের সহিত পাক করিয়া চতুর্থ ভাগাবশেষ ক্বাথে তিন দিন ভাবনা দিয়া বালুকাযন্ত্রে মৃদুমন্দ উত্তাপে পাক করিবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান শুঁঠ, আতইচ, মুথা, দেবদারু, পিপুল, বচ, যমানী, বালা, ধনিয়া, কুটজবল্কল, হরীতকী, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁট, আকনাদি ও মোচরস সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত সেবন ও লেহন করিলে অসাধ্য জ্বরাতিসাররোগ নিরাকৃত হয়। (রসেন্দ্রসারসং॰)

মৃতসঞ্জীবনীসুরা (স্ত্রী) বাজীকরণাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—নূতন গুড় ১২॥০ সের, বাবলাছাল, কুলছাল ও সুপারি প্রত্যেক ২ সের, লোধ অর্দ্ধ সের, আদা এক পোয়া, সমুদায়ের আট গুণ জল। প্রথমে গুড় গুলিয়া পরে যথাক্রমে আদা, বাবলাছাল ও কুলছাল উহাতে নিক্ষিপ্ত করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। তৎপরে সুপারি ও লোধ প্রক্ষিপ্ত করিয়া শরাব দ্বারা পাত্রের মুখ আচ্ছাদন ও উত্তমরূপে, বন্ধন

* "আদৌ প্রাসাদবীজং তদনুমৃতিহরং তারকং ব্যাহৃতীশ্চ প্রোচ্চার্য্য ত্র্যম্বকং যো জপতি চ সততং সম্পুটং চানুলোমম্। মৃতিহরং ত্র্যম্বকমনুলোমং। সংপুটিতমিতি অনুলোম-ক্রমেণৈব সংপুটমিত্যর্থঃ। তেন হ্রৌং ওঁ জুঃ সঃ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি।" (আগমকল্পদ্রুমধৃত বিধান)

করিয়া ২০ দিন তদবস্থায় রাখিতে হইবে। অনন্তর দুগ্ধ দোহিকাযন্ত্রে ও বকুয়াকেপি-যন্ত্রে মন্দ মন্দ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। পরে পাত্র মধ্যে সুপারি, এলবালুক, দেবদারু, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, কেশর মূল, রক্তচন্দন, গুড়ত্বক, এলাইচ, বাবলা, মুতা, গেঁটেলা, শুঁঠ, শুল্ফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, জটামাংসী, মেথী, মেষশৃঙ্গী, রক্তচন্দন প্রত্যেকে ৪ তোলা, এই সকল কুটিয়া প্রক্ষেপ দিতে হইবে। পরে সুরা প্রস্তুত করার প্রণালী অনুসারে চোলাই করিয়া সুরা উদ্ধৃত করিয়া লইতে হইবে। এই সুরা ধাতু ও বয়স অনুসারে মাত্রা স্থির করা আবশ্যক। ইহা সেবন করিলে বল, অগ্নি, পুষ্টি, স্মৃতি ও রতিশক্তি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ। এই সুরা বিবেচনা করিয়া বিবিধ রোগে প্রয়োগ করা যায়। (ভৈষজ্যরত্না০)

মৃতসঞ্জীবিন্ (ত্রি) মৃতের জীবনদানকারী। [মৃতসঞ্জীবনী দেখ]

মৃতসূত (পুং) রসসিন্দুর। (রসেন্দ্রসারসং০)

মৃতসূতক (ক্লী) ১ মৃতবৎসা, মৃতপুত্রপ্রসবকারী। (পুং) ২ পারদের অবস্থান্তরভেদ। জারিত পারদ।

মৃতস্নাত (ত্রি) জ্ঞাতিবন্ধ্বাদীনামন্যতমস্মিন্ মৃতে সতি মৃতমুদ্দিশ্য বিধিনা স্নাতঃ। মৃতোদ্দেশে স্নাত, জ্ঞাতি বা বন্ধু কাহারও মৃত্যু হইলে তদুদ্দেশে যাহারা স্নান করেন, তাঁহাদিগকে মৃতস্নাত কহে। পর্য্যায়—অপস্নাত। ২ সংস্কারার্থ স্নাপিত মৃত, মৃত্যুর পর দাহ করিবার পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তিকে স্নান করান হইলে, তাহাকে মৃতস্নাত কহে। মৃতব্যক্তির এইরূপ স্নান শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। (ভরত) ৩ মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্নাপিত।

মৃতস্নান (ক্লী) মৃতমুদ্দিশ্য স্নানং। ১ মৃতোদ্দেশে স্নান, পর্য্যায়—অপস্নান। (হেম) ২ মৃতব্যক্তির স্নান।

মৃতস্বমোক্তৃ (পুং) মৃতস্বং স্বরাজ্যধনাদিকং মুঞ্চতীতি মুচ-(বাসরূপোঽস্ত্রিয়াং। পা ৩।১।৯৪) ইতি পক্ষে তৃচ্। ১ রাজর্ষি। (হেম) ২ রাজা কুমারপালের নামান্তর।

মৃতহার (পুং) মৃতবহনকারী। যাহারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধানের জন্য শবদেহ স্কন্ধে লইয়া শ্মশানে গমন করে।

মৃতহারিন্ (পুং) শববাহী।

মৃতাঙ্গ (পুং) শবদেহ।

মৃতাঙ্গার (পুং) মড়ার ছাই।

মৃতাণ্ড (পুং) পক্ষিপ্রভৃতির দৃশ্যমান প্রাণহীন অণ্ড। জীবদিগের অণ্ডকোষ সজীব বলিয়া কথিত।

মৃতাধান (ক্লী) চিতার উপর শবস্থাপন।

মৃতামদ (ক্লী) মৃতঃ নষ্টঃ আমদঃ অস্মাৎ। তুথ। (শব্দচ০)

মৃতালক (ক্লী) মৃতমালয়তি ইতি অল্-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ আঢ়কী, অরহর-কলায়। ২ গোপীচন্দন। ৩ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা।

মৃতাশন (ত্রি) শবদেহভক্ষণকারী।

মৃতাশৌচ (ত্রি) আত্মীয় স্বজন, গুরু, ব্রাহ্মণ, প্রতিবেশী প্রভৃতির মৃত্যুতে অপরে যে নির্দ্দিষ্ট কাল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গৃহ বা দেবকর্ম্ম হইতে অস্পৃষ্টভাবে অবস্থান করে, সেই নিয়মিত সময়কে মৃতাশৌচকাল বলে। [অশৌচ দেখ]

মৃতাহন্ (ক্লী) মৃতস্য অহঃ। মৃতাহদিন, মৃতাহতিথি, যে দিন মৃত্যু হয়, সেই দিন বা তিথি। মৃতাহদিনে পিতৃ প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

মৃতি (স্ত্রী) মৃ-ক্তি। মরণ, মৃত্যু।

"যো গৌরবর্ণো ব্রিয়তে কার্য্যং কৃষ্ণোঽপি গৌরত্বমুপৈতি যস্য তথা মৃতিং যাতি নরপ্রকৃত্যা শীঘ্রং বিকৃত্যা অতোঽপি যো বৈ" (হারীত ২।৩ অ০)

মৃতিমন্ (পুং) মড়ক।

মৃতোত্থাপনরস, আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ-বিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, লৌহ ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ ও স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া গোঁড়ানেবু, আমরুল, নিসিন্দা ও হাতিশুঁড়ার পাতা, প্রত্যেকের রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া ভূধর-যন্ত্রে পাক করিবে। এক দিবস পাক করিয়া পরে চিতা-মূলের কাথে ২ প্রহর কাল নাড়িতে হয়। ঔষধের পরিমাণ ॥০ রতি। কর্পূর, হিঙ্গু ও ত্রিকটু সহযোগে আদার রসের সহিত সেব্য। ইহা সেবন করাইলে মৃতপ্রায় ব্যক্তিও জীবিত হইয়া উঠে। পথ্য দুগ্ধ। (ভৈষজ্যরত্না০ জ্বরাধিকার)

মৃতোদ্ভব (পুং) সমুদ্র, মহাসাগর।

মৃৎকণ (ক্লী) মৃত্তিকাখণ্ড।

মৃৎকপাল (ক্লী) ভ্রষ্ট খর্পর, পোড়ামাটী, ভাঙ্গা খাপরা।

মৃৎকর (পুং) করোতীতি কৃ-অচ্, মৃদাং করঃ, ঘটাদি-নির্ম্মাতৃত্বাদস্য তথাত্বং। কুম্ভকার। (ত্রিকা০)

মৃৎকাংস্য (ক্লী) শরাব। (ত্রিকা০)

মৃৎকিরা (স্ত্রী) মৃদং কিরতীতি কৄ-(ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ইতি ক, (ঋত ইদ্ধাতোঃ। পা ৭।১।১০০) ইতি ইৎ। ঘুঘুরী, চলিত ঝুমুরিয়া। (ত্রিকা০)

মৃৎখলিনী (স্ত্রী) চর্ম্মকষাবৃক্ষ। (শব্দচ০)

মৃত্তাল (ক্লী) মৃদং তালয়তি প্রতিষ্ঠাপয়তীতি তল্-ণিচ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইতি অণ্। আঢ়কী, চলিত অরহর কলায়। (শব্দমালা০)

মৃত্তালক (স্ত্রী) মৃত্তাল-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ আঢ়কী। ২ সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা। (রাজনি০)

মৃত্তিকা (স্ত্রী) মৃদেব ইতি মৃদ্-(মৃদস্তিকন্। পা ৫।৪।৩৯) স্বার্থে তিকন্, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ তুবরী। (রাজনি০) ২ মৃদ্, চলিত মাটি, পর্য্যায়—মৃদা, মৃত্তি। (ভরত)

বাস্তুবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যার উৎকর্ষসাধন জন্য প্রধানতঃ মৃত্তিকা-বিজ্ঞানের উৎপত্তি। কিরূপ মৃত্তিকায় কি কি উদ্ভিদ্ পর্য্যাপ্তরূপে উৎপন্ন হইতে পারে এবং সেই সেই মৃত্তিকার গুণ ও উৎপাদিকা শক্তি কি প্রকার, কৃষিবিদ্গণ যত্নের সহিত তৎসমুদায় লক্ষ্য করিয়াছেন। বাস্তুশাস্ত্রবিদ্ স্থপতি (Engineer)-গণ অট্টালিকা, প্রাসাদ ও দেবমন্দিরাদি-নির্ম্মাণকালে মৃত্তিকার চলাচল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৎসমুদায়ের ভিত্তি খনন করিতেন। মৃত্তিকা যদি বালু-প্রধান, অথবা পুষ্করিণী-গর্ভস্থ আল্‌গা (ভুস্‌ভুসে) হয়, তাহা হইলে গৃহভিত্তি বসিয়া গিয়া উহার অংশ বিশেষ ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা; এই কারণে তাঁহারাও মৃত্তিকান্তর-বিশেষের গুণাগুণ অবগত থাকিয়া কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন।

হিন্দুর প্রাচীন বেদাদি শাস্ত্রেও মৃত্তিকার পবিত্রতাদি গুণ বর্ণিত হইয়াছে। বাজসনেয়-সংহিতায় "বৎপুরুষং ব্যদধুঃ" মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বেশ্যাদ্বারের মাটী লইয়া ভগবতীর স্নান দুর্গোৎসবপদ্ধতিতে বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। যাগাদিতে মৃত্তিকা দ্বারা বেদী নির্ম্মাণ প্রকল্পিত হইয়াছে। গঙ্গামৃত্তিকার শৌচতাসম্বন্ধে হিন্দুমাত্রই সন্দিগ্ধচিত্ত নহেন। মৃন্ময় শিবলিঙ্গ গঠন করিয়া পূজাপদ্ধতি হিন্দুর গৃহে গৃহে আচরিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন নদী, খাল, বিল ও সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা-তটস্থ পবিত্র মৃত্তিকা দ্বারা পৌত্তলিক মাত্রেরই অভীষ্ট দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠিত হইয়া পূজিত হইতেছে। পূর্ব্বকাল হইতে মৃত্তিকা দ্বারা প্রতিমূর্ত্তি (Terra-cotta figure) ও মৃৎফলক (Terra-cotta tablets) নির্ম্মিত হইয়া প্রাচীন সভ্যজাতির উৎকৃষ্ট মৃত্তিকা-ব্যবহারের পরিচয় দিতেছে। বালকবালিকাদিগের ক্রীড়াপুত্তলী এবং রন্ধনপাত্রাদি (হাঁড়ী সরা প্রভৃতি) বিভিন্ন মৃত্তিকায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। অট্টালিকা-নির্ম্মাণের ইষ্টকাদি যে উহাপেক্ষা বিসদৃশ মৃত্তিকায় গঠিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৈজ্ঞানিক আলোচনা দ্বারা ভূপঞ্জরস্থ মৃৎস্তরের যে নিদর্শনসমূহ পাওয়া গিয়াছে, পৃথিবী ও ভূমি শব্দে তাহাদের নাম ও গুণাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মৃত্তিকা জলবায়ুর গুণে ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর উপলখণ্ডে পরিণত হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। মৃত্তিকার বিকারে যেরূপে ঘটাদি মৃৎপাত্রের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ জলবায়ু ভিন্ন পদার্থের সংযোগে ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকান্তরও বিকারপ্রাপ্ত হইয়া হরিতাল-মাটী, খড়ি-মাটী, প্রস্তর ও পরে হীরকাদি মূল্যবান্ মণিতে রূপান্তরিত হইয়া থাকে।

[পর্ব্বত, পৃথিবী, ভূমি ও মণি শব্দ দেখ।]

বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশে মৃত্তিকার শ্বেতাদি বর্ণচতুষ্টয় এবং ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীবিভাগ উল্লিখিত থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে ভূতত্ত্ববিদ্গণের অধ্যবসায় ও অনুসন্ধানের ফলে পাটলাদি বিভিন্ন বর্ণের মৃৎস্তরের অস্তিত্ব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বালুময় সচ্ছিদ্র মৃত্তিকা হইতে, আগ্নেয়গিরির তরলোদ্গার রাশির কঠিন প্রস্তরস্তবক পর্য্যন্ত যে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় মৃৎস্তর ভূগর্ভ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম সাধারণে অবগত না থাকায় লিপিবদ্ধ হইল না।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ভূগর্ভস্থ জলসংস্থাননির্ণয়কালে এইরূপ বিভিন্নবর্ণ মৃৎস্তরের উল্লেখ আছে যথা—

পুরুষগণের অঙ্গে যেমন রক্তপ্রবাহিণী শিরাসমূহ দেখা যায়, সেইরূপ ভূপৃষ্ঠেও উন্নত ও নিম্নসংস্থিত জলবাহিকা শিরা (subterranean channals) আছে। একবর্ণ ও একরসযুক্ত জল আকাশ হইতে পতিত হইয়া, মৃত্তিকা বিশেষে নানা বর্ণত্ব ও বহুরসত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং জলের নিকট সম্বন্ধ হেতু জল ও মৃত্তিকার অবস্থান একত্র সন্নিবেশিত হইল—

'যদি নির্জ্জল প্রদেশে বেতস বৃক্ষ থাকে, তবে তাহার তিন হাত পশ্চিমে সার্দ্ধ পুরুষ (=১২০ আঙ্গুল) পরিমাণ নিম্নে পশ্চিমস্থ শিরা, জল প্রবাহিত করে। তাহার অর্দ্ধ পুরুষ পরিমিত নিম্নে পাণ্ডুর বর্ণ মণ্ডূক, পীতবর্ণ মৃত্তিকা ও পুটভেদক পাষাণ, এই চিহ্নের নিম্নে জল থাকে। নির্জ্জল প্রদেশে যদি জম্বুবৃক্ষ থাকে, তবে তাহার উত্তরে তিন হাত দূরে দুই পুরুষ নিম্নে পূর্ব্ববাহিণী শিরা থাকে। এস্থলে এক পুরুষ নিম্নে লোহগন্ধিকা মৃত্তিকা ও পাণ্ডুরবর্ণ মণ্ডূক আছে। জম্বুবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে যদি সমীপস্থ বল্মীক থাকে, তাহা হইলে, তাহার দক্ষিণপার্শ্বে পুরুষদ্বয় দূরে ও নিম্নে স্বাদু সলিল আছে। মৃত্তিকা-খননকালে অর্দ্ধ পুরুষ নিম্নে মৎস্য, পারাবতসদৃশ পাষাণ এবং ইহার মৃত্তিকা নীলবর্ণ ও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বহু জল থাকে। উডুম্বর বৃক্ষের তিন হস্ত পশ্চিমে পুরুষ পরিমাণ নিম্নে শুক্লবর্ণ অহি, অঞ্জনসদৃশ প্রস্তর এবং তাহার নিম্নে সার্দ্ধপুরুষমান সুজলবিশিষ্টা শিরা আছে। অর্জ্জুন বৃক্ষের তিন হাত উত্তরে যদি বল্মীক দৃষ্ট হয়, তবে তাহার নিম্নে পশ্চিমদিকে সার্দ্ধপুরুষ দূরে জল থাকে। মৃত্তিকাখননকালে

তাহা হইতে অর্দ্ধপুরুষ পরিমাণে শ্বেত গোধা থাকে, পুরুষমিত নিম্নে ধূসর বর্ণ মৃত্তিকা থাকে ও নিম্নক্রমে কৃষ্ণ, পীত, সিত ও সিকতা-সমন্বিত মৃত্তিকা এবং তন্নিম্নে অপরিমিত জল পাওয়া যায়। বল্মীক-উপচিত নির্গুণ্ডী বৃক্ষের ত্রিহস্ত দক্ষিণে সপাদ-পুরুষদ্বয় নিম্নে অশোষ্য স্বাদু জল থাকে। ইহার নিম্নে অর্দ্ধনর-পরিমাণে রোহিত মৎস্য, তন্নিম্নে কপিল-বর্ণ ও তন্নিম্নে পাণ্ডুরবর্ণ মৃত্তিকা, তৎপরে সিকতা ও শর্করা থাকিবে এবং তন্নিম্নে জল পাওয়া যাইবে। যদি বদরীবৃক্ষের পূর্ব্বে বল্মীক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহার পশ্চাৎ ত্রিপুরুষ পরিমাণে জল আছে, বলিতে পারা যায়; তাহার অর্দ্ধনর পরিমাণ নিম্নে শ্বেতগৃহগোধিকা থাকে। যদি পলাশ-সমন্বিত বদরীবৃক্ষ থাকে, তাহা হইলে, সপাদপুরুষত্রয় পরিমাণ নিম্নে পশ্চিমে জল থাকে। ইহাতে একপুরুষ নিম্নে দুন্দুভিচিহ্ন থাকে। বিল্ব ও উদুম্বর বৃক্ষের যোগ হইলে, দক্ষিণে তিন হস্ত ছাড়িয়া, তিন পুরুষ পরিমিত নিম্নে জল থাকে; তাহার অর্দ্ধনর পরিমাণ নিম্নে কৃষ্ণমণ্ডুক থাকে। কাকোদুম্বর বৃক্ষের নিকট বল্মীক দৃষ্ট হইলে, সপাদপুরুষত্রয় পরিমাণ নিম্নে পশ্চিম দিগ্বাহি-শিরা প্রবাহিত হয়। ইহাতে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ও পীতাভ মৃত্তিকা এবং দুগ্ধবর্ণ পাষাণ বাহির হয় এবং কুমুদসদৃশ মূষক দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জল-বিহীন দেশে যেখানে কম্পিল্লক বৃক্ষ দৃষ্ট হয়, তথায় পূর্ব্ব-দিকে তিন হস্ত পরিমাণে প্রথমে দক্ষিণবাহিনী শিরা তৎপরে নীলোৎপলবর্ণ ও কপোতবর্ণবিশিষ্ট মৃত্তিকা দৃষ্ট হইবে; তাহা হইতে হস্তান্তরে অজগন্ধি মৎস্য ও ক্ষার-সমন্বিত জল বাহির হইয়া থাকে। শ্যোণাকতরুর পশ্চিমোত্তরদিকে দুই হস্ত অতিক্রম করিয়া কুমুদনাম্নী শিরা পুরুষত্রয় পরিমাণ নীচে প্রবাহিত। যদি বিভীতক বৃক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে বল্মীক থাকে, তবে তাহার পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধপুরুষ নীচে এবং তাহার ১ হাত পশ্চিমে বল্মীক থাকিলে, সার্দ্ধচারিপুরুষ পরিমাণ নীচে শিরা থাকে। খনন করিলে প্রথম পুরুষে শ্বেত মৃত্তিকা ও কুঙ্কুমসদৃশ আভাযুক্ত প্রস্তর থাকিবে এবং বর্ষত্রয় অতীত হইলে ঐ পশ্চিমবাহিনী শিরা নষ্ট হইবে। যে স্থানে কোবিদার বৃক্ষের ঈশানকোণে কুশ-সমন্বিত কৃষ্ণবর্ণ বল্মীক থাকে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে সার্দ্ধপঞ্চনর পরিমাণ নীচে অধর্ষণীয় জল আছে। ইহাতে ভূমিখনন করিলে নীচে প্রথম পুরুষ পরিমাণে কমলোদর সদৃশ রক্তবর্ণ ভুজগ, কুরুবিন্দ পাষাণ ও রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, এই চিহ্ন সকল আছে, বলিতে পারা যায়। যদি সপ্তপর্ণবৃক্ষ বল্মীকাবৃত হয়, তাহা হইলে, তাহার উত্তরে পঞ্চপুরুষ পরিমাণে জল আছে, ইহাই বুঝিবে। ইহাতে এই সকল চিহ্ন থাকে,—ভূমি খনন করিলে, অর্দ্ধ পুরুষ নিম্নে হরিদ্বর্ণ মণ্ডূক, হরিতাল-সন্নিভ ভূমি, অভ্রসদৃশ পাষাণ ও অম্বুবাহিকা উত্তরা শিরা আছে।

যে বৃক্ষের নীচে ভেক দৃষ্ট হয়, তথা হইতে হস্ত পরিমাণ ব্যবধানে সার্দ্ধচতুঃপুরুষ পরিমিত নীচে জল থাকে। ইহাতে খননকালে পুরুষ পরিমাণে নকুল, ক্রমে ক্রমে নীল পীত ও শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা এবং ভেকবর্ণ পাষাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি করঞ্জবৃক্ষের দক্ষিণে সর্পবিবর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহার দক্ষিণে হস্তদ্বয় ব্যবধানে সার্দ্ধত্রিপুরুষ পরিমাণ নীচে শিরা থাকে। খননকালে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে প্রথমে কচ্ছপ ও তৎপরে পূর্ব্বশিরা উদ্ভিন্ন হয়। তৎপরে উত্তরবাহিনী শিরা, তন্নিম্নে হরিদ্বর্ণ প্রস্তর এবং তন্নিম্নে স্বাদুজলযুক্তা শিরা থাকে। মধুকবৃক্ষের উত্তরে সর্পাবাস থাকিলে, তরুর পশ্চিমে পঞ্চহস্ত পরিত্যাগ করিয়া, সার্দ্ধ অষ্টপুরুষ নীচে প্রথমে জল পাওয়া যায়। এই ভূমিখননকালে এক পুরুষে অহিরাজ, ধূম্রবর্ণ মৃত্তিকা, কুলত্থবর্ণ প্রস্তর এবং সর্ব্বদা ঐন্দ্রী শিরা ফেন-সমন্বিত জল বহন করিয়া থাকে। যদি তিলকবৃক্ষের দক্ষিণে স্নিগ্ধকুশ ও দূর্ব্বা-সমন্বিত বল্মীক থাকে, তাহা হইলে, পশ্চিমদিকে পঞ্চপুরুষ তলে পূর্ব্বশিরা আছে। যদি কদম্বের পশ্চিমদিকে সর্পাবাস থাকে, তবে তাহার দক্ষিণদিকে হস্তত্রয় অন্তরে পাদোন-ষট্পুরুষ পরিমাণ নীচে জল আছে। ইহাতে উত্তরশিরা—লোহগন্ধি অধর্ষণীয় জল বহন করে এবং নরমাত্র-পরিমাণে কনকনিভ মণ্ডূক ও পীত মৃত্তিকা থাকে। যদি তাল কিংবা নারিকেল বৃক্ষ বল্মীক-সংবৃত হয়, তবে পশ্চিমে ষড়্‌হস্ত অন্তরে চতুর্নর পরিমাণে দক্ষিণবাহিনী শিরা থাকে। কপিত্থবৃক্ষের দক্ষিণে যদি সর্পাবাস থাকে, তাহা হইলে, উত্তরে সপ্তহস্ত পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চপুরুষপরিমিত নিম্ন পর্য্যন্ত মৃত্তিকা খনন করিয়া, জল পাওয়া যায়। মৃত্তিকা-খননে একপুরুষে কর্ব্বুরবর্ণ অহি, কৃষ্ণমৃত্তিকা, পুটভেদক পাষাণ, তৎপরে শ্বেতমৃত্তিকা এবং তৎপরে পশ্চিম-বাহিনী ও তৎপরে উত্তর-বাহিনী শিরা থাকে। অশ্মন্তক বৃক্ষের বামে বদরীবৃক্ষ বা অহিনিলয় দৃষ্ট হইলে, তাহার উত্তরে ষড়্‌হস্ত অন্তরে সার্দ্ধত্রিপুরুষ পরিমাণ নীচে জল থাকে।

মৃৎখননে প্রথম পুরুষে কূর্ম্ম, ধূসরবর্ণ পাষাণ, সিকতা-সমন্বিতা মৃত্তিকা, তন্নিম্নে উত্তরস্থা প্রথম শিরা এবং পূর্ব্বোত্তর-বাহিনী দ্বিতীয় শিরা পাওয়া যায়। হরিদ্রাতরুর বামে যদি বল্মীক থাকে, তাহা হইলে, তাহার পূর্ব্বে হস্তত্রয় ব্যবধানে তৃতীয়াংশ-সমন্বিত পঞ্চ পুরুষ পরিমাণ নীচে জল থাকে। খননে প্রথম এক পুরুষ নীচে নীলসর্প, পীতবর্ণ মৃত্তিকা, মরকত-সদৃশ

প্রস্তর, তন্নিম্নে কৃষ্ণমৃত্তিকা, পরে প্রথমে পশ্চিমবাহিনী শিরা এবং তৎপরে দক্ষিণবাহিনী শিরা আছে। জলবিহীন দেশে সজলভূমিজাত চিহ্ন সকল দৃষ্ট হইলে এবং যেখানে কোমল বীরণ ও দূর্ব্বা দৃষ্ট হয়, তথায় পুরুষ নীচে জল পাওয়া যায়। যে স্থানে ভার্গী, ত্রিবৃতা, দন্তী, শূকরপাদী, লক্ষ্মণা ও নবমালিকা লতা আছে, তাহার দক্ষিণে হস্তদ্বয় ব্যবধানে ত্রিপুরুষ নীচে জল পাওয়া যায়। স্নিগ্ধ ও প্রলম্বশাখ বামনবিটপী সকল যে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, জল তাহার সমীপবর্ত্তী থাকে; কিন্তু যে স্থানে সশুষির জর্জ্জর পত্রযুক্ত বৃক্ষ সকল থাকে, সে স্থান জলবিহীন হয়। তিলক, আম্রাতক, বরুণক, ভল্লাতক, বিল্ব, তিন্দুক, অঙ্কোল্ল, পিণ্ডার, শিরীষ, অঞ্জন, পরুষক, বঞ্জুল ও অতিবল, এই সকল সুস্নিগ্ধ বৃক্ষ যদি বল্মীকদ্বারা পরিবৃত হয়, তবে তাহার উত্তরে ত্রিহস্ত পরে, সার্দ্ধ চতুঃসংখ্যক নরপরিমিত নীচে জল থাকে। যথায় অতৃণক্ষেত্রে সতৃণ এবং সতৃণক্ষেত্র অতৃণ হয়, তাহাতে শিরা-সংস্থানের নীচে ধন আছে, বুঝিতে হইবে। কণ্টকী বৃক্ষ কণ্টকশূন্য কিংবা অকণ্টক বৃক্ষ কণ্টকযুক্ত হইলে, তাহার পশ্চিমে করত্রয় অন্তরে ত্রিভাগযুক্ত ত্রিপুরুষ পরিমাণ নীচে মৃত্তিকা খনন করিলে, জল কিংবা ধন পাওয়া যায়। যে স্থানে মৃত্তিকা চরণাহতা হইয়া গম্ভীর শব্দ করে, তাহার সার্দ্ধ ত্রিমনুষ্য পরিমিত নীচে উত্তরা শিরা থাকে। যদি বৃক্ষের একটী শাখা বিনত অথবা পাণ্ডুর হয়, তবে সেই শাখাতলে ত্রিপুরুষ পরিমাণ খনন করিলে জল আছে, জানিতে পারা যায়। যে বৃক্ষে ফল ও পুষ্পের বিকার হয়, তাহার পূর্ব্বে ত্রিহস্ত ব্যবধানে চতুঃপুরুষ পরিমাণ নীচে শিরা থাকে। ইহাতে পাষাণ ও তথাকার মৃত্তিকা পীতবর্ণ হয়।

যদি কণ্টকারিকা লতাকে কণ্টক-বিরহিতা ও শ্বেতকুসুমান্বিতা হইতে দেখা যায়, তবে তাহার নীচে সার্দ্ধপুরুষত্রয় পরিমাণে জল আছে, বলিতে পারা যায়। যে স্থানে দ্বিমস্তক খর্জ্জুর বৃক্ষ আছে, তাহার পশ্চিমভাগে ত্রিপুরুষ নীচে জল আছে, ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। যদি কর্ণিকার কিংবা শ্বেতপুষ্পযুক্ত পলাশ বৃক্ষ থাকে, তাহার সব্যভাগে হস্তদ্বয় ব্যবধানে পুরুষত্রয় নীচে জল আছে। যে মৃত্তিকায় উষ্মা অথবা ধূম আছে, তাহার নরদ্বয়নিম্নে জল আছে এবং মহাজল-প্রবাহযুক্তা শিরাও আছে, ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। যে ক্ষেত্রপ্রদেশে জাত শস্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিংবা স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত পাণ্ডুর বর্ণযুক্ত হয়, তাহা হইলে, তথায় নরদ্বয় পরিমাণ নীচে মহাশিরা থাকে। মরুদেশে করভগণের গ্রীবার ন্যায় কুটিল-সংস্থিত শিরা গমন করে। যদি পীলুবৃক্ষের পূর্ব্বোত্তরদিকে বল্মীক থাকে, তবে তাহার পশ্চিমদিকে জল থাকে এবং পঞ্চপুরুষপ্রমাণ নীচে উত্তরগমনা শিরা আছে, জানিতে পারা যায়। খননকালে ইহার চিহ্ন—এক পুরুষ নিম্নে প্রথমে ভেক; পরে কপিলবর্ণ মৃত্তিকা, পরে হরিদ্বর্ণ মৃত্তিকা ও প্রস্তর থাকে; তাহার নীচে জল আছে, নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। যদি পীলুবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে বল্মীক থাকে, তাহা হইলে, তাহার দক্ষিণদিকে সার্দ্ধপঞ্চ হস্তান্তরে সপ্তপুরুষ নীচে জল আছে, মনে করা যায়। খননসময়ে ইহার প্রথম পুরুষ নীচে সিত এবং অসিত বর্ণযুক্ত হস্তমাত্র সর্প ও দক্ষিণ হইতে ক্ষারসমন্বিত বহুজলবিশিষ্ট শিরা প্রবাহিত হয়। করীর বৃক্ষের উত্তরে সর্পাবাস থাকিলে, তাহার দক্ষিণে দশ পুরুষ পরিমাণ নীচে স্বাদু জল আছে, জানিতে পারা যায়; ইহার প্রথম পুরুষে পীত মণ্ডূক থাকে। যদি রোহিতক বৃক্ষের পশ্চিমে সর্পনিবাস থাকে, তবে তাহার দক্ষিণে তিন হস্ত ব্যবধানে দ্বাদশ পুরুষ পরিমাণে মৃত্তিকা খনন করিলে ক্ষারসমন্বিতা পশ্চিম-বাহিনী শিরা পাওয়া যায়। ইন্দ্রতরুর পূর্ব্বে বল্মীক দৃষ্ট হইলে, তাহার পশ্চিমে এক হস্তান্তরে চতুর্দ্দশ পুরুষ পরিমাণে খনন করিলে, শিরা পাওয়া যায়; ইহার প্রথম পুরুষে কপিলবর্ণ গোধা থাকে। যদি সুবর্ণ নামক তরুর বামে ভুজঙ্গাবাস থাকে, তাহা হইলে, দক্ষিণদিকে হস্তদ্বয় ব্যবধানে পঞ্চদশ নরপরিমাণ নিম্নে জল থাকে। খনন সময়ে ইহাতে অর্দ্ধমানব নীচে ক্ষারজল, নকুল, তাম্রসদৃশ প্রস্তর ও রক্তবর্ণা মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তন্নিম্নস্থ স্থলে দক্ষিণবাহিনী পৃথিবীর শিরা প্রবাহিত হয়। যদি বদরী ও রোহিত নামক বৃক্ষদ্বয় পরস্পর সম্পৃক্ত হইয়া, বল্মীক বিনা অবস্থিত হয়, তাহা হইলে পশ্চিমে হস্তত্রয় ব্যবধানে ষোড়শ মানব পরিমাণ নিম্নে জল থাকে। ইহাতে ভূমি খনন করিলে প্রথমে দক্ষিণবাহিনী শিরায় সুরস জল প্রবাহিত এবং অন্য শিরা উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। ইহাতে অর্দ্ধনরে পিষ্ট সদৃশ পাষাণ, শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা ও বৃশ্চিক থাকে। যদি বদরী বৃক্ষ, করীর বৃক্ষের সহিত অবস্থিত হয়, তবে করত্রয় পশ্চিমে অষ্টাদশ পুরুষ নীচে ঈশানবাহিনী বহুজল-বিশিষ্টা শিরা থাকে।

বদরীবৃক্ষ পীলুসমেত হইলে, তাহার তিন হস্ত পরিমাণ পূর্ব্বদিকে বিংশতি পুরুষ নীচে ক্ষার-সমন্বিত অশোষ্য জল থাকে। যে স্থানে ককুভ ও করীর কিংবা ককুভ ও বিল্ববৃক্ষ একত্র সংযুক্ত হইয়া অবস্থিত হয়, তাহার দুই হস্ত পশ্চিমে পঞ্চবিংশতি পুরুষ পরিমাণ নীচে অম্বু পাওয়া যায়। যে স্থানে বল্মীকের উপর পাণ্ডুরবর্ণ দূর্ব্বা ও কুশ সকল হয়, সেই স্থানে

কূপ খনন করিলে, একবিংশতি নরপরিমাণ নীচে জল পাওয়া যায়। যে স্থানে বল্মীকের উপর ভূমিকদম্ব ও দূর্ব্বা দৃষ্ট হয়, তাহার তিন হস্ত দক্ষিণে পঞ্চবিংশতি নর পরিমাণ নীচে জল পাওয়া যায়। যে স্থানে তিনটী বল্মীকের মধ্যে বিবিধ বৃক্ষের সহিত রোহিতক বৃক্ষ থাকে, তথায় ত্রিমনুষ্য পরিমাণ নীচে জল আছে বলিতে পারা যায়। তাহার মধ্য হইতে চতুর্হস্ত ষোড়শ অঙ্গুলি উত্তরে চত্বারিংশৎ পুরুষ প্রমাণ খনন করিলে, পাষাণের পরে শিরা পাওয়া গিয়া থাকে। যে স্থানে প্রচুর গ্রন্থিযুক্ত শমী বৃক্ষ ও তদুত্তরে বল্মীক থাকে, তাহার পশ্চিমে পঞ্চহস্ত ব্যবধানে পঞ্চাশৎ পুরুষ পরিমাণ নীচে জল আছে। এক স্থানে যদি পঞ্চসংখ্যক বল্মীক থাকে ও তাহার মধ্যমটী শ্বেতবর্ণ হয়, তথায় পঞ্চপঞ্চাশৎ পুরুষ পরিমাণ নীচে শিরা আছে, জানিবে। যে স্থানে পলাশের সহিত শমী বৃক্ষ আছে, তাহার পশ্চিম ভাগে ষষ্টিসংখ্যক মানব পরিমাণ নীচে জল আছে। তাহার অর্দ্ধনর নীচে প্রথমে সর্প, তৎপরে বালুকা-সমন্বিত পীতবর্ণ মৃত্তিকা থাকে। যে স্থানে শ্বেতরোহিত বৃক্ষ বল্মীক দ্বারা পরিবৃত হয়, তাহার একহস্ত পূর্ব্বে সপ্ততি মানব পরিমাণ নীচে জল থাকে। যে স্থানে কণ্টকবহুল শ্বেত শমী আছে, তাহার দক্ষিণে সার্দ্ধ নরপরিমাণ নীচে জল থাকে ; কিন্তু অর্দ্ধনর মধ্যে সর্প দৃষ্ট হয়। জম্বু ও বেতসের পূর্ব্বে যে সকল পুরুষসংখ্যা উক্ত হইয়াছে, মরুদেশে তাহার দ্বিগুণ নিম্নে জল থাকিবে জম্বুবৃক্ষ এবং ত্রিবৃত্, মূর্ব্বা, শিশুমারী, সারিবা, শিবা, শ্যামা, বীরুধী, বারাহী, জ্যোতিষ্মতী, গরুড়বেগা, শূকরিকা, মাষপর্ণী ও ব্যাঘ্রপদা, এই সকল লতা যদি বল্মীকস্থ সর্পাবাসের উপর হয়, তাহা হইলে বল্মীক হইতে ত্রিহস্ত পরিমাণ উত্তরে ত্রিপুরুষ পরিমাণ নীচে জল থাকে। আনুপদেশে এইরূপ ঘটে ; কিন্তু জঙ্গল-ভূমিতে এই লক্ষণে পঞ্চপুরুষ নীচে এবং মরুদেশে সপ্তপুরুষ প্রমাণ নীচে জলাদি থাকে।

পৃথিবী যে স্থানে তৃণ, বল্মীক ও গুল্ম-পরিশূন্য এবং একবর্ণা ভূমিতে যে স্থানে বিকার লক্ষিত হয়, সেই স্থানে জল থাকে। যে স্থানে ধরিত্রী স্নিগ্ধা, নিম্না, বালুকা-সমন্বিতা ও শব্দযুক্তা হয়, তথায় সার্দ্ধপঞ্চ কিংবা পঞ্চপুরুষ নীচে জল থাকে। স্নিগ্ধ বৃক্ষগণের দক্ষিণে চারিপুরুষ নীচে জল থাকে। তরুগহনে যে বিকৃতি হয়, তাহাতেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। যে জঙ্গলময় ও জলাভূমিতে ধরিত্রী নত হয়, তাহার পুরুষপ্রমাণ নীচে জল পাওয়া যায় ; কিংবা যে স্থানে কীট সকল আলয় বিনা অবস্থিতি করে, সেই স্থানে পুরুষনিম্নে অল্প পরিমাণে জল পাওয়া যায়। যে স্থানে মৃত্তিকা শীত ও উষ্ণ হইবে এবং ইন্দ্রধনু, মৎস্য বা বল্মীক থাকিবে, তাহার চতুর্হস্ত ব্যবধানে সার্দ্ধত্রিমনুষ্য পরিমাণ নীচে শীতোষ্ণ জল থাকে। বল্মীকের পংক্তিতে যদি একটী বল্মীকের মস্তক অত্যন্ত উন্নীত হয়, তবে তাহার তলদেশে শিরা থাকে। যেখানে শস্য সকল শুষ্ক বা অঙ্কুরিত হয় না, সেই স্থানেও জল থাকে। ন্যগ্রোধ, পলাশ ও উডুম্বর বৃক্ষ মিলিত হইলে, তাহার ত্রিপুরুষ পরিমাণ নীচে জল থাকে এবং বট ও পিপ্পলী সমবেত হইলে, তদ্রূপ স্থানে উত্তরবাহিনী শিরা থাকে, গ্রামের কিংবা পুরের আগ্নেয় কোণে কূপ থাকিলে, সেই কূপ মানবের নিত্য ভয় ও প্রায় দাহজনক হয়। নৈর্ঋত কোণে কূপ থাকিলে বালকক্ষয় ও বায়ব্য কোণে থাকিলে বনিতাজাত ভয় হয়। এই তিন দিক্ ভিন্ন অবশিষ্ট দিক্ সকলস্থিত কূপ শুভপ্রদ।

যে স্থানে পাদপ, গুল্ম ও বল্লী সকল স্নিগ্ধ ও নিশ্ছিদ্র-পত্র হয়, অথবা পদ্ম-ক্ষুর-উশীর-সঙ্কুল গুল্ম-সমন্বিত কাশ, কুশ, নল ও নালিক থাকে, সেই স্থানে শিরা আছে। যেখানে খর্জ্জুর, জম্বু, অর্জ্জুন, বেতস, ক্ষীরান্বিত বৃক্ষ, গুল্ম ও বল্লী থাকে, অথবা নাগ, শতপত্র, নীপ, নক্তমাল, সিন্ধুবার, বিভীতক, বা মদনন্তিকা বৃক্ষ যে স্থানে আছে, তথায় ৩ পুরুষ নীচে জল থাকে এবং যে স্থানে পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত আছে, সেই স্থানের মূলেও ৩ পুরুষ নীচে জল থাকিবে। যে মৃত্তিকা মৌঞ্জক, কাশ ও কুশসমন্বিত, যে মৃত্তিকা নীলবর্ণ ও শর্করা সমন্বিত, কিংবা যে স্থানের মৃত্তিকা রক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ, সেই মৃত্তিকায় প্রভূত সুরস জল পাওয়া যায়। যেখানে মৃত্তিকা শর্করাসমন্বিতা ও তাম্রবর্ণবিশিষ্টা হইবে, তথায় ক্ষারজল থাকিবে। আর কপিলবর্ণযুক্তা হইলে তথায় কষায়-জল, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণা হইলে লবণ এবং নীলবর্ণ মৃত্তিকা হইলে মিষ্ট জল দেখিতে পাইবে। যেখানে শাক, অশ্বকর্ণ, অর্জ্জুন, বিল্ব, সর্জ্জ, শ্রীপর্ণী, অরিষ্ট, ধব ও শিংশপা গাছ ফাঁক ফাঁক পত্রযুক্ত হয়, বা বৃক্ষ ও বল্লী সকল রুক্ষ হয়, তাহার সন্নিকটে জল থাকে না। তবে দূরে জল থাকিতে পারে, এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যেখানে বসুন্ধরা সূর্য্য, অগ্নি, ভস্ম, উষ্ট্র, ও খর সদৃশ বর্ণযুক্ত হয়, তাহা নির্জ্জল বলিয়া জানিবে। যদি অঙ্কুর সকল রক্তবর্ণ বা ক্ষীরযুক্ত হয় এবং পৃথিবী রক্তবর্ণা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পাষাণের নীচেও জল দেখিতে পাইবে।

যে স্থানে বৈদূর্য্যবর্ণ, মুদ্গ ও মেঘ-সদৃশ মেচক (শ্যামবর্ণ) বর্ণযুক্ত বা পাকোন্মুখ উডুম্বর সদৃশ, কিংবা ভৃঙ্গ ও অঞ্জনের ন্যায় আভাবিশিষ্ট অথবা কপিলবর্ণ শিলা থাকে, তাহার সমীপে

বহু জল আছে, জানিতে হইবে। যে শিলা পারাবত, ক্ষৌদ্র (মোম) বা ঘৃত সদৃশ কিংবা ক্ষৌমবস্ত্র সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট অথবা সোমলতার ন্যায় রূপবিশিষ্ট, তাহাতে অক্ষয় জল পাওয়া যায়। তাম্রসমেত বিচিত্র পৃষত দ্বারা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, ভস্ম, উষ্ট্র ও খরদিগের অনুরূপ, ভৃঙ্গ সদৃশ বা আঙ্গুষ্ঠিক পুষ্পতুল্য, কিংবা সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শিলা জলবিহীন। যে শিলা চন্দ্ররশ্মি, স্ফটিক, মৌক্তিক ও হেমসদৃশ রূপবিশিষ্ট বা ইন্দ্রনীলমণি, হিঙ্গুল ও কাঞ্চনের ন্যায় আভাযুক্ত, অথবা উদয়কালীন সূর্য্যের কিরণ ও হরিতালের ন্যায় আভাবিশিষ্ট হয়, তাহা শুভপ্রদ।

উপরে যে ভূগর্ভস্থ জলবাহিকাশিরা সকল ও স্তরাদির উল্লেখ করা গেল, তাহা মৃত্তিকা সহিত অসম্বদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট হইলেও, প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা ও মৃদ্‌বিকার প্রস্তর-স্তরের সহিত ওতপ্রোতভাবে সন্নিবিদ্ধ রহিয়াছে। সচ্ছিদ্র মৃৎস্তর বিশেষেই (Porous layers of earth) যে জলের আভ্যন্তরিক গতি হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বৃহৎসংহিতায় স্তরাদির নামনির্দ্দেশ না থাকিলেও অনুমানে স্তর-সংস্থান কল্পনা করা যায়।

বাস্তুশাস্ত্রে গৃহনির্ম্মাণকল্পে ব্রাহ্মণের পক্ষে উত্তরপ্লব ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পূর্ব্বনিম্ন, বৈশ্যের দক্ষিণ নিম্ন এবং শূদ্রের পক্ষে পশ্চিম নিম্ন ভূমিই প্রশস্ত ও বিহিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ সকল স্থানেই বাস করিতে পারেন, কিন্তু অপর বর্ণত্রয় স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট শুভস্থানে বাস করিবেন। যদি গৃহের নিকটবর্ত্তী ভূমি বল্মীক ও গর্ত্তবহুল হয়, তাহা হইলে সেই স্থান বিশেষ বিপজ্জনক, গৃহমধ্যে একহস্ত পরিমিত বর্ত্তুল গর্ত্ত খনন করিয়া সেই মৃত্তিকা দ্বারাই উক্ত গর্ত্ত সকল পরিপূরিত করিবে, তাহাতে যদি মৃত্তিকা কম হয়, তাহা হইলে সেই বাস্তু তাহার পক্ষে অনিষ্টকর। গর্ত্তমধ্যে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণের ভূমি যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের পক্ষে শুভপ্রদ। ঘৃত, রক্ত, অন্ন, ও মদ্যতুল্য গন্ধবতী ভূমি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মঙ্গলকারক, কুশ, শর, দূর্ব্বা ও কাশবিশিষ্ট এবং মধুর, কষায়, অম্ল ও কটুকাস্বাদবতী ভূমিও ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের পক্ষে শুভকর।

উপরোক্ত বিবরণপাঠে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু স্থপতিগণ মৃত্তিকার বর্ণ, রস ও তদুপরি জাত উদ্ভিজ্জাদির প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া মৃত্তিকান্তরের দৃঢ়ত্ব ও গৃহনির্ম্মাণযোগ্যত্ব নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। বালুকাপ্রধান ঊষর ভূমিতে গৃহনির্ম্মাণ করিতে নাই। যে স্থলের মৃত্তিকা জলীয় রসসিক্ত নহে, অথবা যে স্থানের সন্নিকটে জলাশয়াদি বা ভূগর্ভস্থ জলবাহিকা প্রণালী বহুনিম্নে অবস্থান করে, তদ্রূপ স্থানে কদাচ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে নাই। [বাস্তু শব্দে দেখ।]

কৃষিকার্য্যের (agriculture) ব্যপদেশে অথবা উপবন (horticulture) সন্নিবেশার্থ মৃত্তিকার বলাবল নির্দ্ধারণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রস্ফুটিত পুষ্পভারাভরণভূষিত, প্রচুর ফলশালিনী, সুস্নিগ্ধ ত্বক্ দ্বারা আচ্ছন্ন, অসৎ পক্ষিপরিশূন্য ও প্রশস্ত সংজ্ঞাপ্রাপ্ত সতেজ তরুরাজির ছায়া দ্বারা উপগূঢ় ও সমতল, যাহা দেব, ঋষি, দ্বিজ, সাধু ও সিদ্ধগণের আবাসভূমি; যাহা সৎপুষ্প ও শস্যপরিব্যাপ্ত, স্বাদু ও নির্ম্মল জলপূর্ণ, আহ্লাদযুক্ত এবং সুন্দর হরিদ্বর্ণ নবতৃণ দ্বারা পরিশোভিত, এইরূপ উর্ব্বর ভূমিই সাধারণের প্রিয় ও শুভকর। যে স্থান ছিন্ন, ভিন্ন, কৃমি দ্বারা খাত, প্লুষ্ট (দগ্ধ), কণ্টকযুক্ত, রুক্ষ, কুটিল, বৃক্ষসমন্বিত, ক্রূরপক্ষিযুক্ত, নিন্দ্যসংজ্ঞিত, শুষ্ক, শীর্ণ ও বহুপর্ণরূপ বর্ম্মসমন্বিত বৃক্ষসমূহ দ্বারা সমাচ্ছাদিত, এতাদৃশ স্থান কৃষি ও উদ্যান বিষয়ে অশুভপ্রদ।

যে স্থানে চতুষ্পথ, শ্মশান সদৃশ শূন্যগৃহযুক্ত, অমনোজ্ঞ, বিষম, সর্ব্বদা ঊষর (ক্ষার মৃত্তিকাযুক্ত) অবস্কর, অঙ্গার, নৃকপাল, ভস্ম, তুষ ও শুষ্ক তৃণ দ্বারা ব্যাপ্ত, এবং প্রব্রজিত, নগ্ন, নাপিত, ধূর্ত্ত, রিপু, বন্ধন, সৌনিক, শ্বপচ, শঠ, বস্তি ও পীড়িত লোকসমন্বিত অথবা আয়ুধ ও মদ্যবিক্রয়যুক্ত স্থান বিশেষ শুভকর নহে।

কৃষকগণ ভূ-মৃত্তিকার উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য মাটীতে নানা প্রকার সার দিয়া থাকে। ধান্যাদি শস্যোৎপাদন এবং বৃক্ষাদি রোপণের নিমিত্ত উপরোক্ত যে সকল স্থান স্বভাবতঃ উর্ব্বর বা উৎপাদিকাশক্তিবিশিষ্ট, তাহাতে সার দিবার প্রয়োজন হয় না, একমাত্র নিন্দিত ভূমিতে সার দেওয়া আবশ্যক। কখন কখন শস্যাদি প্রচুর উৎপাদনের নিমিত্তও উর্ব্বর-ভূমিতে সার দেওয়া হইয়া থাকে। এই সার "সার-মাটী" নামে খ্যাত। পচা মৎস্য বা মাংস, সরিষা, রেড়ী, মসিনা প্রভৃতির খো'ল, গোময় ও মনুষ্যমল প্রভৃতি মৃত্তিকা-সংযুক্ত করিয়া পচাইয়া পরে তাহা কথিত ভূমির মৃত্তিকার সহিত সংমিশ্রিত করিয়া সেই ভূমিখণ্ডের শস্যোৎপাদিকা শক্তির পরিপুষ্টি করে।

জলাশয়ের প্রান্তভাগে উপবন-সন্নিবেশ করা কর্ত্তব্য। মৃদু ভূমি সকল প্রকার বৃক্ষের হিতকর। এরূপ মৃত্তিকায় তিল বপন করিলে পর্য্যাপ্ত ফল পাওয়া যায়। পনসাদি বৃক্ষের কাণ্ড গোময় প্রলেপিত করিয়া রোপণ করা বিধি।

মৃত্তিকায় কীটাদির সংস্থান হেতু বৃক্ষাদি নষ্ট হইয়া থাকে। এই মৃৎকীটের করাল দশন হইতে বৃক্ষাদি রক্ষা করিবার জন্য

মৃত্তিকার অর্থাৎ বৃক্ষমূলে নানা প্রকার পদার্থ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঘৃত, উশীর, তিল, মধু, বিড়ঙ্গ, ক্ষীর ও গোময় দ্বারা বৃক্ষমূল প্রলিপ্ত করিয়া তাহাদিগের সংক্রমণ ও বিরোপণ করিবে। ছাগ ও মেষের বিষ্ঠাচূর্ণ ২ আঢ়ক, তিল ১ আঢ়ক; শক্তু ১ প্রস্থ, ১ দ্রোণ প্রমাণ জল ও তুল্য পরিমাণ গোমাংস সপ্তরাত্র পর্য্যুষিত রাখিয়া বৃক্ষলতা গুল্মাদিতে সেক দিলে, ফলপুষ্পে সুশোভিত হয়। কুলথ, মাষকলাই, মুদ্গ তিল ও যবশৃত শীতল জল সেবন করিলে ভূমির উর্ব্বরত্বের ও ফলপুষ্পের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বীজকে ১০ দিন দুগ্ধে ভাবিত ঘৃত-হস্তে মার্জ্জিত, গোময়দ্বারা রক্ষিত, শূকর ও মৃগ মাংসে ধূপিত এবং মৎস্য ও শূকরবসা সমন্বিত করিয়া-মৃত্তিকায় রোপণপূর্ব্বক ক্ষীরযুক্ত জলাবসেচন করিলে, বৃক্ষ পুষ্পসমন্বিত হইয়া উদ্ভূত হয়। [বৃক্ষ শব্দে দেখ।]

কৃষকগণ শস্যক্ষেত্রসমূহ কর্ষণ করিয়া মৃত্তিকা উৎখাত করে। পরে মই বা 'সাঙোড়' দিয়া মৃৎপিণ্ডগুলিকে সমতল করিয়া থাকে। আবশ্যক মতে বা শস্যবীজের তারতম্যানুসারে ঐ জমিতে সার দেওয়া হয়। ধান্যাদি শস্যের পক্ষে নদীসৈকতের পলিময় মৃত্তিকা বিশেষ উপযোগী। এঁটেল ও বেলেমাটীর মধ্যবর্ত্তী দোআঁশ মাটীতে উক্ত সকল প্রকার শস্যই প্রচুর ফলদানে সমর্থ। এঁটেল মাটীতে উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্র ও পুত্তলী প্রস্তুত হয়। ইহাতে তরমুজ, ধান, পাট প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। বেলে মাটীতে পটোলের চাষ দিলে পর্য্যাপ্ত ফল হয়। ইষ্টকাদি নির্ম্মাণকল্পে বেলে মাটীর আবশ্যকতাই অধিক।

কাল মাটীতে (black cotton soil) কার্পাস অধিক পরিমাণে জন্মে। তিলকমাটী বা গোপীচন্দন বৈষ্ণবাদির তিলক ধারণে প্রশস্ত। প্রাসাদাদি রঙ্ করিতে হরিদ্রাবর্ণের এলামাটী (yellow earth) ও লোহিত বর্ণের গিরি মাটী (গৈরিমাটী) সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে সাধু পুরুষ ও অবধূতদিগের গৈরিক বাস রঞ্জিত হয়। গিরিব্রজপুরে (রাজগৃহ) লোহিত বর্ণের মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। তথাকার অধিবাসিগণের বিশ্বাস, ভীম কর্ত্তৃক জরাসন্ধ নিহত হইলে তাহারই রক্তমিশ্রণে লোহিতবর্ণ হইয়াছে। 'বর্দ্ধমানের রাঙ্গা মাটী'র কথা আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই মৃত্তিকা লৌহ-(sesquioxide of iron) সংক্রামিত হওয়ায় এরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছে। ক্রিটেসস্ (cretaceous) পার্ব্বত্য যুগস্তরে খড়ি মাটীর উদ্ভব হইয়াছে। ক্রীট্ দ্বীপে প্রথমে এই ক্রীটান্ মৃত্তিকার উদ্ভব দেখিয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ইহার এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। ইহা ঔষধার্থ এবং সৌধাদি ধবলিত করিতে ব্যবহৃত হয়। হরিদ্রাবর্ণের পেউড়ী মাটী হাইড্রাস্ সেস্কুইঅক্সাইড্ (Hydras sesquioxide) যোগে উৎপন্ন। হরিতাল বা হ'র্ত্তেল মাটী খনিজ মৃত্তিকার বিকার মাত্র। ঔষধার্থেই ইহার অধিক প্রয়োজন। হরিতালভস্ম ছর্দ্দিকাশাদির মহৌষধ বলিয়া কথিত। সাজিমাটী (fuller's earth) বা রজক-মৃত্তিকা বস্ত্রাদি শুভ্র করিতে ব্যবহৃত হয়। রাজপুতনা হইতে এই মৃত্তিকা কার প্রভূত পরিমাণে আমদানী হইতে দেখা যায়। ইহার দ্বারা মলিন বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

উপরে গঙ্গামৃত্তিকার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, গঙ্গার সৈকতভূমে চাসবাসেরও অভাব নাই। ইহার প্রধান গুণ কুষ্ঠাদি দুরূহ চর্ম্মরোগনাশক। যখন কোন প্রকারে ঔষধে গাত্ররক্তের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতেছে না, তখন ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকানুলেপন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। দারুণ গ্রীষ্মের সময় গাত্র ঘামাচিতে পরিব্যাপ্ত হইলে অথবা তীব্র সুরাপান দ্বারা শরীর-রক্ত উত্তপ্ত হওয়ায় দেহ কণ্ডূতি (prickly heats) গ্রস্ত হইলে দুই দিন মাত্র গঙ্গামৃত্তিকা লেপিলে উপশম হইতে দেখা যায়। হিন্দুগণ হরিমাটী (তুলসী বৃক্ষের নিম্নস্থ মৃত্তিকা) রোগারোগ্যের নিদান জানিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ভক্ষণ করে।

সর্ব্বদা মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে পাণ্ডুরোগ হয়। (নিদান) .

শৌচার্থ অর্থাৎ মলমূত্রত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধিতার জন্য মৃত্তিকা ব্যবহার করিতে হয়। এই মৃত্তিকা পাংশুল স্থান, কর্দ্দম মার্গ, ঊষরদেশ, অপরের শৌচাবশেষ, দেবায়তন, কূপ, গৃহ ও জল হইতে গ্রহণ করিতে নাই। জলাশয়াদির কূল হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া শৌচকার্য্য করিবে।

"আহৃত্য মৃত্তিকাং কূলাল্লেপগন্ধাপকর্ষণম্।
কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ শৌচং বিশুদ্ধৈরুদ্ধৃতোদকৈঃ॥
নাহরেৎ মৃত্তিকাং বিপ্রঃ পাংশুলায় চ কর্দ্দমাৎ।
ন মার্গান্নোষরাদ্দেশাচ্ছৌচশিষ্টাং পরস্য চ॥
ন দেবায়তনাৎ কূপাৎ গেহান্ন চ জলাত্তথা।
উপস্পৃশেত্ততো নিত্যং পূর্ব্বোক্তেন বিধানতঃ॥"
(কূর্ম্মপু॰ উপবি॰ ১২ অ॰)

স্নান করিবার কালে শরীরে মৃত্তিকা লেপন করিয়া স্নান করিতে হয়, ইহার বিধান এইরূপ লিখিত আছে— লিঙ্গদেশে এবং নাভির অধোভাগে দুইবার, অধোভাগে তিন বার, শরীরে ছয় বার,. পাদদ্বয়ে ছয় বার, কটিদেশে তিনবার, হস্তদ্বয়ে দুইবার মৃত্তিকা লেপন করিয়া পরে শরীরপ্রক্ষালন

পূর্ব্বক যথাবিধি দুইবার আচমন করিয়া সম্মার্জ্জন করিবে।* অনন্তর নিম্নোক্ত মন্ত্রে মৃত্তিকার অভিমন্ত্রণ করা আবশ্যক। মন্ত্র যথা—

"অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেনাশিতবাহুনা॥
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া পূর্ব্বসঞ্চিতম্।
মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসি প্রজয়া চ ধনেন চ॥
মৃত্তিকে ত্বাঞ্চ গৃহ্লামি কাশ্যপেনাভিমন্ত্রিতাম্।
মৃত্তিকে জহি মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥
ত্বয়া হতেন পাপেন ব্রহ্মলোকং ব্রজাম্যহম্॥" (অগ্নিপু°)

মৃত্তিকাবতী (স্ত্রী) নর্ম্মদাতীরস্থ প্রাচীন নগরভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব ২৫৩৮) টেসিয়াস্ (Ptesias) এই নগরকে মার্ত্তিখোরা (Martikhoras) শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন।

মৃত্তিকালবণ (ক্লী) ক্ষারমৃত্তিকা, চলিত নোনা, খারীমাটী। (বৈদ্যকনি°)

মৃত্তিজতৈল, ভূগর্ভনিঃসৃত তৈলভেদ (Mineral oils)। চলিত কথায় ইহাকে মেটে তৈল বলে। বিভিন্ন দেশে এই তৈল বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দি—মিট্টি-কা-তেল। দাক্ষিণাত্য—মট্টিকাতৈলম্; মাটিকা-তৈল; বাঙ্গালা—মেটে তেল; নেপাল—কালা শিলাজিৎ (শিলাজতু); কুমায়ুন—শলাজিৎ (Bitumen); মরাঠী—মাটি-চা-তেল; গুর্জ্জর—মট্টি-নু-তেল; তামিল—মন্-য়েন্নী, মানতৈলম্; তেলগু—মাণ্ডতৈলম্, ভূমি-তৈলম্, মণ্ণি-নুনে; কণাড়ী—মন্নুয়ানে; মলয়—মন্-তৈলম্; ব্রহ্ম—যে-না, য়েনা, যৈনান্; সংস্কৃত—পূর্ণ্যতৈলম্, আরব—নিফৎ, কাজ্রাল-যাহুদ্; পারস্য—কাজ্রাল-যাহুদ্; চীন—খি-য়ু; জাপান—কেসোসে-নো-আব্রা; সুমাত্রা—মাপু; ফরাসী—Petrole; জর্ম্মণ—Stein-ol; ইংরাজী—Petroleum বা Rock oil.

পর্ব্বতগাত্র অথবা পার্ব্বতীয় ভূগর্ভ হইতে গাঢ় তৈলবৎ যে ধর্ম্ম নিঃসৃত হয়, সেই পদার্থ সাধারণে পাহাড়ের ঘাম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উহা বাতাদির বেদনা-নিবারণার্থ ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এখন ঔষধার্থ অতি অল্প পরিমাণেই প্রযুক্ত হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই এই পার্ব্বত-তৈল দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানবিশেষে উহার আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য-পরিলক্ষিত হয়। কঠিনতম শিলাজতু (bitumen) হইতে তরলতম ন্যাপ্থার (naphtha) মধ্যবর্ত্তী আরও অনেক প্রকার ভূগর্ভজ তৈলকর পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মৃত্তিজতৈল (Petroleum) মধ্যমপ্রকৃতিক বলিয়া উক্ত হইতে পারে। বর্ণ এবং গঠিত পদার্থের তারতম্যানুসারে ইহাদেরও পার্থক্যনির্ণয় করা যায়। বিটুমেন্ বা শিলাজতুর কাঠিন্যের পর্য্যায়ানুসারে তত্তৎ পদার্থেরও পৃথক্ নাম প্রদত্ত হইয়া থাকে। উহা আকরিক পিচ্ (Mineral Pitch), আস্ফাল্ট (Asphalte), পিসাস্ফাল্টাম্ (Pisasphaltum) প্রভৃতি নামে কথিত। উহাদের বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ। নাপ্থা নামক সম্পূর্ণ তরল তৈলের বর্ণ অপেক্ষাকৃত ফিকা। কেরোসিন্, প্যারাফিন্ প্রভৃতি কয়লার খনিজ তৈলেরও তরলতা সহকারে বর্ণ-পার্থক্য উপলব্ধ হইয়া থাকে। পেট্রোলিয়ম্ নামক ভূমি বা পার্ব্বত্য-তৈল উপরোক্ত খনিজ তৈল অপেক্ষা গাঢ় ও চট্‌চটে। ইহার বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ বা পাটলবর্ণ।

উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে, আসামপ্রদেশে, ব্রহ্মরাজ্যে, বেলুচিস্থানে, পারস্যে, ককেসস্ পার্ব্বত্যপ্রদেশে, আর্ম্মিনিয়ায়, পিন্‌সালভিনিয়া, ভার্জ্জিনিয়া ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ দ্বীপে, উত্তর-আমেরিকায় নানাস্থানে, বিশেষতঃ ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের পেলিওজোইক্ পর্ব্বতস্তরে, ডানিউব নদীর উত্তরভূভাগে, ইটালিরাজ্যে, বাভেরিয়া, হনোবর, জান্টে, সুইজর্লণ্ড, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও চীনসাম্রাজ্যের নানা স্থানে এই তৈল ভূগর্ভ হইতে বাহির হইতে দেখা যায়।

শিলাজতু ও মেটে-তৈলের ব্যবহার আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিহিত আছে। প্রাচীন পাশ্চাত্য সভ্যজগতেও পার্ব্বত্যতৈলের প্রচলন ছিল। হিরোদতাস্ জাসিন্থাসের (Zacynthus বা Zante) প্রস্রবণের উল্লেখ করিয়াছেন। আরব ও পারস্য-জাতির প্রাচীন বিবরণীতে হিটের তৈল নির্ঝরিণীর (Fountains of Hit) কথা লিখিত আছে। প্লিনি ও ডাইওস্কোরাইডিস্ বর্ত্তিকালোকের ব্যবহার্য্য যে আগ্রিগেন্টাম্ তৈলের (oil of Agrigentum) উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তৎকালে "সিসিলীয় তৈল" নামে প্রচলিত ছিল। চীন-রাজ্যের প্রাচীন নথিপত্রে পিট্রোলিয়ম্ প্রস্রবণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাস্পিয়ান সাগরোপকূলের সমীপবর্ত্তী ভূভাগে এবং বকুর অগ্নি-মন্দিরের সন্নিকটে প্রচুর তৈলস্রাবের বিবরণ, মার্কোপোলো ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রকটিত আছে।

উত্তর-আমেরিকায় পিট্রোলিয়ম্-তৈল জগতের প্রায় সমগ্র

* "মৃদা প্রক্ষাল্য লিঙ্গন্তু বাভ্যাং নাভেস্তথোপরি।
অধশ্চ তিসৃভিঃ কায়ং ষড়্ভিঃ পাদৌ তথৈব চ॥
কটিশ্চ তিসৃভিশ্চাপি হস্তয়োশ্চ মৃত্তিকাঃ।
প্রক্ষাল্য কায়ং হস্তৌ চ দ্বিরাচম্য যথাবিধি।
ততঃ সম্মার্জনং কৃত্বা মৃদমেবাভিমন্ত্রয়েৎ॥" (অগ্নিপু°)

দেশের আলোকদানোপযোগী তৈলরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। অধুনা কেরোসিন ল্যাম্প-অভিধেয় যে সকল বর্ত্তিকাপাত্রের প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে প্রায়ই পিট্রোলিয়ম্ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ভারতীয় এরণ্ড বা নারিকেলজাত তৈলের প্রদীপ এক প্রকার বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

১৬২৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় ফ্রান্সিস্কান্ মিসনী-সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথমে এখানকার পার্ব্বতীয় তৈলের অস্তিত্ব উল্লেখ করেন। ভারত-প্রায়োদ্বীপবাসী জনসাধারণ বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এই তৈলের ব্যবহারবিষয় অবগত ছিলেন। ব্রহ্ম-রাজ্যের তৈলকূপের বিষয় এবং তাহার ব্যবহার তদ্দেশ-বাসিগণ খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে জানিতেন।

পঞ্জাবপ্রদেশের শাহপুর জেলায় ছুমা, চিন্নূর ও হসুচ গ্রামে; ঝিলম্ জেলার সদিয়ালী ও ঘুলগী গ্রামে; বন্নু জেলার বড়কাটা নদীতীরে বস্তি অলগদ গ্রামে; কোহাট জেলার পানোবা প্রস্রবণে; রাবলপিণ্ডি জেলায় ছুন্না, জাফর, বোয়ারী, চারহত, গুণ্ডা, লুণ্ডিগড়, বসালা, চিরপাড় ও রাটা-ওতর নামক স্থানে নানাপ্রকার পার্ব্বতীয় নিঃস্রাব বিনির্গত হইতে দেখা যায়। কোথাও উহা আল্‌কাতরা বা আস্‌ফাল্টের ন্যায় গাঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ, অপর কোথাও বা ঈষৎ হরিদ্রাভ। অধিবাসিগণ জ্বালানি তৈলরূপে অথবা মালিসের তৈলৌষধরূপে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। হাজারা-জেলার সেরা পর্ব্বতের তিনটী প্রস্রবণ হইতে কমলা-লেবুর শাঁসের মত উজ্জ্বল বর্ণের একপ্রকার নির্য্যাস বহির্গত হয়, উহার গন্ধও সুমিষ্ট, পিট্রোলিয়ম বা কেরোসিনের ন্যায় তীব্র নহে। উহা আঠাবৎ (mucilaginous)। কোন কোন নিঃস্রাবে সল্‌ফেট্ অব্ আয়রণ পাওয়া যায়।

কুমায়ুন জেলায় রামগঙ্গা ও সরযূনদীর মধ্যবর্ত্তী চূণা পাহাড়ের প্রস্তরচ্ছিদ্র হইতে শিলাজতু নির্গত হইতে দেখা যায়। উহা ঔষধার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আসাম-বিভাগের ডিহিঙ্গ নদীর উত্তরবর্ত্তী ত্তিপন্‌শৈল এবং ডিহিঙ্গ ও ডিসঙ্গ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শৈলমালায় তৈলপ্রস্রবণ, দিরাক্ ও তিরাপ নদীর মধ্যবর্ত্তী কয়লার খাত, তিরাপের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগ এবং বড়ি ডিহিঙ্গের তীরবর্ত্তী ঘুপকোঙ্গ নামক স্থানে, নামরূপ নদীতীরস্থ নামরূপ-পাথারে ও নামচিক নদীতীরের নামচিক-পাথারে মৃত্তিজতৈলের প্রস্রবণ দৃষ্ট হয়। উহাদের তৈল তরল, কৃষ্ণবর্ণ ও তীব্রগন্ধ। আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৯৭১। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা উহা পরিষ্কার করিয়া বর্ত্তিতৈলে (Lamp oil) রূপান্তরিত করা হইয়াছে। কোন কোন পার্ব্বত্যনির্য্যাস চোলাই করিয়া তন্মধ্যস্থ কঠিন প্যারাফিন-ভাগ পৃথক্ করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট বাতি (Candle) প্রস্তুত হইতে পারে। চোলাই কালে যে গাদ অবশিষ্ট থাকে, তাহা Lubricating oil-(এঞ্জিন বা কলকব্জাতে যে তৈল দেওয়া যায়) রূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তৈলকূপে সল্‌ফিউরেটেড্ হাইড্রোজেন বাষ্প অথবা তৈলে গন্ধকের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া দেশীয় লোকে কখন কখন ইহাকে "গন্ধক-কা-তৈল" বলিয়া থাকে।

এখানে হিমালয়ের পাদমূলস্থ তিওক নদীর উপকূলে (অক্ষা০ ২৭° উঃ এবং দ্রাঘি০ ৯৫°৫′ পূঃ) মৃত্তিজতৈলবাহী একটী পার্ব্বতীয় বেলে-পাথরের স্তর দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ভিন্ন তিক, সক্‌রাই, দিখু ও হিল্‌জান নামক পার্ব্বতীয় স্রোতের বেলাভূমিস্থ বেলে-পাথর (Saud-stone), কয়লা (Coal), পাইরিটাস্ (Pyritous) ও কার্ব্বোনেসাস্ স্তরে (Carbonaceous shales) এবং লখিমপুর জেলায় দিগ্‌বোই নামক স্থানে তৈল-ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আলবার-প্রদেশের তিজারা নামক স্থানের তৈল-প্রস্রবণ হইতে যে শিলাজতুসম্বন্ধীয় তৈলনিস্রাব বহির্গত হইয়া থাকে, পরীক্ষা দ্বারা তাহাতে ২৫·৫৬ ভাগ বিটুমেন্ ও ৩·১২ ভাগ কার্ব্বন পাওয়া গিয়াছে। নিস্রাব বিশেষে ৩০ হইতে ৬০ ভাগ পর্য্যন্ত জ্বালানি পদার্থ (Combustiole matter) দৃষ্ট হয়।

কচ্ছপ্রদেশের মোহর, জুলেরাই ও লুকপৎ নামক স্থানের সাব্ নিউমালিটিক ও তন্নিম্ন ভূস্তরে (Sub-num-mulitic and next succeeding beds) রজন ও শিলাজতু-মিশ্রিত পদার্থ পাওয়া যায়। দেশীয় লোকে দেবমন্দিরাদিতে উহা ধুনার ন্যায় পোড়াইয়া থাকে।

বেলুচিস্থানের মরিপর্ব্বতের খাট্টান নামক স্থানে বিস্তীর্ণ তৈলকূপ দৃষ্ট হয়। ঐ মৃত্তিজ তৈলের প্রস্রবণসমূহের নিস্রাবের গন্ধ প্রায় গন্ধকের অনুরূপ। এই খনি হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ৫০ হাজার পিপা তৈল বাণিজ্যার্থ দেশ-দেশান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। তৈল গাঢ় ও অধিক চট্‌চটিয়া হওয়ায় উহার উত্তোলনকার্য্য বিশেষ কষ্টবহ হইয়াছে। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ২৮০° ফা° উত্তাপে ইহা জ্বলিয়া থাকে। হাইড্রোকার্ব্বন না থাকায় ইহা জ্বালানী তৈলরূপে ব্যবহৃত হয় না। ইঞ্জিন্, কল, কব্জা প্রভৃতি এই তৈল দ্বারা মসৃণ (lubricate) করা হয়। ইহার শতকরা ৫০ অংশ চোলাই করিয়া ফেলিয়া দিলে, পরিষ্কৃত তৈলের উপরের প্রথম-

তৃতীয়াংশের আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৯১০ এবং অবশিষ্ট ⅓ অংশ প্রায় ·৯৩০ হয়। আপেক্ষিক গুরুত্বের সহিত তুলনা করিলে উক্ত পরিষ্কৃত তৈলের আটাবত্তাব (Viscosity) অনেকাংশে কম। অত্যুত্তপ্ত বাষ্পযোগে চোলাই করিলে পরিষ্কৃত তৈলের ⅓ (অর্থাৎ অপরিষ্কৃত তৈলের ⅙) অংশ যাহা লব্ধ অংশ, তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৯৫৮ এবং ৭০° ফা°, উহার আঠা ১৬৮ (৬০° ফা° সরিষার তৈলের আটা ১০০ সাধারণ মাত্রা ধরা হয়)।

দেরাইস্মাইল খাঁর নিকটস্থ শিরাণী পর্ব্বতের চিন্‌খেল্ গ্রামে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে যে তৈল সংগৃহীত হইয়া থাকে, (১৫°৫° সেণ্টি°) উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৮২০৯ এবং জ্বালনমাত্রা ৯১° ফা°। এই হরিদ্রাবর্ণের সুগন্ধযুক্ত তৈল অনেকাংশে বাণিজ্যার্থ পরিষ্কৃত রুষদেশীয় তৈলের অনুরূপ। পঞ্জাব গবর্মেণ্টের প্রেরিত অপর একটী স্থানের তৈলের নমুনা পরীক্ষা করিয়া ডাঃ ওয়ার্ডেন বলিয়াছেন যে, উহা আমেরিকা বা রুষিয়াজাত কেরোসিন তৈল অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

আফগানিস্থানে "মোমিয়াই" নামে যে মৃত্তিজতৈল-প্রকার (bituminous product) বাজারে বিক্রীত হয়, তাহা প্রকৃত পদার্থ নহে। পরীক্ষা দ্বারা উহাতে পক্ষী, বাদুড় প্রভৃতির মলাংশ দেখা গিয়াছে।

ব্রহ্মরাজ্যেই মৃত্তিজতৈলকূপের আধিক্য দৃষ্ট হয়। বহু প্রাচীনকাল হইতেই উত্তরব্রহ্মে মৃত্তিজতৈলের বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। নিম্নব্রহ্মেও ঐরূপ তৈলের আকর আছে। দেশবাসিগণ সেই তৈল উত্তোলন করিয়া আরাকান উপকূলস্থ দ্বীপসমূহে প্রেরণ করিয়া থাকে। আরাকান বিভাগের কোক্‌পো ও আকায়াব; ইরাবতী বিভাগের থয়েৎমাও ও হেনজাদা এবং উত্তরব্রহ্মের দক্ষিণ-বিভাগের পকোক্কু ও মাগ্‌বে নামক স্থানে বিস্তৃত তৈলকূপ-সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। মেসার্স ফিন্‌লে, ফ্লেমিং এণ্ড কোং, বর্ম্মা অয়েল কোং ও আরাকান-পিট্রোলিয়ম্ কোম্পানী প্রভৃতি বণিক্‌সম্প্রদায় বিস্তৃতভাবে ব্যবসা চালাইতেছেন। এতদ্ভিন্ন দেশীয় লোকে নানা খাত হইতে তৈল উঠাইয়া বাণিজ্য-কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, দেশীয় বণিক্‌সম্প্রদায়ের প্রেরিত তৈল উপরোক্ত কোম্পানী-সমূহের পরিষ্কৃত তৈলের সমকক্ষ নহে।

আরাকানের বোরোঙ্গা, লীদোঙ্গ, মিন্‌বিন্, রামরী ও চেডুবা দ্বীপে মৃত্তিজতৈলের বিস্তৃত কারবার আছে। তন্মধ্যে বোরোঙ্গা-অয়েল-ওয়ার্কস্ কোং ও রাম্‌রী-অয়েল-প্রস্পেক্টিং কোম্পানী বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।

বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে উৎপন্ন মৃত্তিজতৈলের বর্ণ, মিশ্রিত পদার্থ, আটাবত্তাব, গন্ধ ও আপেক্ষিক গুরুত্ব পরস্পর পৃথক্ হওয়ায় তৎসমুদায়ের বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

মেসার্স সি, এম, ওয়ারেণ ও এফ্, এচ্ ষ্টোয়ার রেঙ্গুনের মৃত্তিজতৈল মধ্যে $C_৯H_{১৮}$ হইতে $C_{১৩}H_{২৬}$ পর্য্যন্ত ওলিফাইন্ (Olefines) এবং $C_৭H_{১৬}$ হইতে $C_৯H_{২০}$ পর্য্যন্ত প্যারাফিনের (Paraffins) অস্তিত্ব অবলোকন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা নাপ্‌থালীন্ (Naphthalene) এবং তৎসহযোগে জিলিন্ (Xylene) ও কিউমিন্ (Cumene) দেখিতে পান। মেসার্স ফিন্‌লে, ফ্লেমিং এণ্ড কোংর তৈলের নমুনা হইতে শতকরা ৪½ ভাগ প্যারাফিন্ দৃষ্ট হয়। অপরিষ্কৃত অবস্থায় ঐ পদার্থের দ্রাবণ-মাত্রা (Melting Point) ১২৫½ ফা°। অম্লদ্রব্যের মধ্যে ৮১৩ আপেক্ষিক গুরুত্বের নাপ্‌থা (উহার জ্বালনমাত্রা ৬৭° ফা°) এবং লুব্রিকেটিং ও অন্য তৈলভাগ মিশ্রিত থাকে। কএক প্রকার তৈলের নমুনা হইতে লুব্রিকেটিং অয়েলের গুণ-পার্থক্য এইরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে :—

		আ°গু° ৬০°ফা	জ্বালন-মাত্রা আবৃত	জ্বালন-মাত্রা অনাবৃত	আঠাবত্তাব (সরিষা তৈল ৬০°তে ১০০) ৭০° ফা	আঠাবত্তাব (সরিষা তৈল ৬০°তে ১০০) ১৪০° ফা	শৈত্যভাব তারল্য নষ্ট হয়
লুব্রিকেটিং অয়েল	(১)	.৯২০	২৭৮° ফা	২৬৬° ফা	৩৪·২৩	৯·২৪	৩০° ফা
,,	(২)	.৯৩০	৩৩০° ফা	৩৪৪° ফা	৭৩·৭৬	১২·৪৭	৩০° ফা
,,	(৩)	.৯৩১	৩৩৬° ফা	৩৬০° ফা	১২৪·০২	১৫·৭১	৪২° ফা
জাল্‌ভোলিন্	(৪)	.৯৪৯	৪০০° ফা	৪২২° ফা	......	২৫·৯৫	৪৫° ফা

রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা, বাষ্প বা উত্তাপযোগে অথবা সাধারণ চোলাই-প্রথা দ্বারা পরিষ্কৃত তৈল প্রধানতঃ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা লঘু ও তরল তৈল সাধারণতঃ চুনা, রজন প্রভৃতি দ্রব করিতে ব্যবহৃত হয়। অপেক্ষাকৃত গুরুভার তৈলগুলি তৈলপাত্রে (lamp) অথবা ষ্টীম বয়লারে কয়লার পরিবর্ত্তে জ্বালাইতে দেখা যায়।

মূল মৃত্তিজতৈলের অংশবিশেষ দ্বারা যে বিভিন্ন প্রকার চোঁয়ান দ্রব্য (distillates) পাওয়া যায়, নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

১ রিগোলিন্ (Rhigolene)—৩০° উত্তাপে ফুটিয়া উঠে। এই (Boiling Point) মাত্রায় মর্দন করিলে সংবেদ-রাহিত্য (Anæsthetic) উপস্থিত করে।

২ পেট্রোলিয়ম্ ইথার (Petroleum Ether)—ইহা কেরোসোলিন্, রিগোলিন্ বা শেরউড্ অয়েল নামে খ্যাত। ৪৫° হইতে ৬০° ডিগ্রি উত্তাপে চোলাই করিলে বর্ণহীন উৎকৃষ্ট তৈল পাওয়া যায়। অতি সামান্যই মৃত্তিজতৈলের গন্ধ থাকে। ৫০°—৬০° ডিগ্রী উত্তাপমাত্রা ; আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৬৬৫। অনাবৃত স্থানে রাখিলে অক্সিজন শোষণ করিয়া গুরুত্ব ০·৬৭০ হইতে ০·৬৭৫ হয় এবং সহজেই জলিয়া উঠে। ইহা বাত-ব্যাধিতে মর্দন করিলে বেদনা দূরীভূত হয়।

৩ পেট্রোলিয়ম-ইথার নং ২,—৬০° হইতে ৭০° ডিগ্রি উত্তাপে চোলাই করিলে গ্যাসোলিন্ ও কানাডোল উৎপন্ন হয়। আপেক্ষিক গুরুত্ব ০·৬৬৫ ; ৭০° ও ৯০° ডিগ্রীর মধ্য-বর্ত্তী উত্তাপেও চোলাই করিলে এই তৈল পাওয়া যায়।

৪ পেট্রোলিয়ম্ বেন্‌জিন্—৭০° হইতে ১২০° মধ্যে চোলাই করিলে পাওয়া যায়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৬৮০ হইতে ০·৭০০ ; সুরাসার (alcohol) ও ইহাতে দ্রব হয়। ৬০° হইতে ৮০° তে জলিয়া উঠে। অক্সিজন শোষণ করিয়া গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। বসা, রবার, আস্‌ফাল্ট ও টার্পেণ্টাইন ফেলিয়া দিলে গলিয়া যায়। কোলোফোনি (ধুনাবিশেষ), মাষ্টিক্ ও ডামার রেজিন সহজেই দ্রব হইয়া থাকে। পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মক্ষতে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে এবং ঘায়ের পোকা নষ্ট করে। পাকাশয়ের শূলবেদনায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগেও ফললাভ হয়। দীপক বাষ্পকে অঙ্গারসংযুক্ত করিতে, শারীরতত্ত্ব অবগতির জন্য শবদেহ রক্ষাকার্য্যে, তৈল-মর্দ্দনকার্য্যে এবং বার্ণিস ও ল্যাকার (Laoquer) প্রস্তুত করিতেই ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

৫ লিগ্রোয়িন্—লিগ্রোয়িন্ বা ওয়াওয়ার ল্যাম্পের ব্যব-হার্য্য তৈল বিশেষ।

৬ কৃত্রিম তার্পিণ তৈল, পেট্রোলিয়ম্ ও পলিশিং ওয়েল—১২০°—১৭০° বাষ্পীয় উত্তাপে চোলাই হয়। আপেক্ষিক গুরুত্ব ০·৭৪০—০·৭৫৫। মসিনা-তৈলসংযুক্ত বার্ণিস তরল করিতে এবং মুদ্রাক্ষর (printer's type) পরিষ্কার করিতেই ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

৭ ইলিমিনেটিং অয়েল, পেট্রোলিয়ম, কেরোসিন্, পারা-ফিন্ অয়েল, রিকাইণ্ড পেট্রোলিয়ম—গৃহপ্রদীপের আলোক দিতে এবং শীতপ্রধানদেশের রক্ষিত উপবন (greeu house)-সমূহ উত্তপ্ত রাখিতে ইহার প্রচলন দেখা যায়। আপেক্ষিক গুরুত্ব (৯·৭৪ হইতে ০·৮১। অনাবৃত পাত্রে জলনমাত্রা (flashing point) ৯০°—১১০° ফাঃ ; দীপনমাত্রা (igniting point) ১১০°—১৩০° ফা০।

৮ লুব্রিকেটিং ওয়েল—আপেক্ষিক গুরুত্ব ০·৮৫০ হইতে ০·৯১৫। বর্ণ তৈলস্ফটিকের ন্যায় ঈষৎ হরিদ্রাভ। বাদাম তৈল, বসাতৈল ও সরিষা তৈল চটচটিয়া করিতে ইহার মিশাল দেওয়া যায়। কখন কখন ইহাতে কঠিন পারাফিন্‌ও থাকে।

তৈল চোলাই করার পর যাহা অবশিষ্ট (residues) থাকে, তাহা প্রায় গ্যাস নামক জলীয় বাষ্প প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বা-পেক্ষা প্রায় ১৫ লক্ষ গ্যালন অধিক তৈল প্রত্যহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, একমাত্র পেট্রোলিয়মকেই মৃত্তিজ তৈল বলা যায় না, কেরোসিন (kerosine) নামক কয়লার খনিজ তৈল এবং শিলাজতু প্রভৃতি অন্যান্য পার্ব্বতীয় ঘর্ম্মজাত তৈলও মৃত্তিজতৈলের অন্তর্ভুক্ত। তবে শিলাজতু পদার্থের ব্যবহারে অন্যবিধ হওয়ায় তাহার বিবরণ অন্যত্র লিপিবদ্ধ হইল। [শিলাজতু দেখ]

কেরোসিন ও পেট্রোলিয়ম নামক মৃত্তিজতৈলের ব্যবহার এবং গুণ ও প্রকৃতি প্রায় একরূপ হওয়ায়, তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইল। দেশীয় লোকে এরণ্ডাদি উদ্ভিজ্জ তৈলের পরিবর্ত্তে দীপ প্রজ্বালিত করিতে এই তৈলেরই পক্ষপাতী হইয়াছেন, কারণ অন্যান্য সকল প্রকার আলানি-তৈল অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক কম। উদ্ভিজ্জ তৈল প্রস্তুত করিতে খরচা ও অধিক পরিশ্রম আবশ্যক, কিন্তু মৃত্তিজতৈল কূপ হইতে পম্প নামক যন্ত্রসাহায্যে উত্তোলন করিয়া লইলেই হয়।

মূল্যের অল্পতানিবন্ধন অন্যান্য তৈলের অপেক্ষা এই মৃত্তিজ-তৈলের বাণিজ্যপ্রসার দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। নারিকেল অথবা এরণ্ড তৈলের কোমল আলোকের পরিবর্ত্তে অধুনা কেরোসিন্ বা পেট্রোলিয়মের দীপশিখা অধিক আলো-কিত করিতেছে। কিন্তু এই তৈলে আলোকরশ্মি অধিক হই-লেও প্রদীপ (lamp) জ্বালাইলে বিপদের অধিক সম্ভাবনা আছে। কেরোসিন বা পেট্রোলিয়ম তৈলপাত্র মধ্যে (oilpot) আবদ্ধ থাকিয়া দীপালোকের পাত্রকে উত্তপ্ত করিয়া পাত্র মধ্যে বাষ্প উৎপন্ন করে এবং তাহাতে পাত্রকে ফাটাইয়া গৃহ দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। ভাঙ্গা বা ফাটা বাগার

(burner) অথবা বার্ণারের মুখের অনুরূপ অপেক্ষা কম পলিতা লইয়া কখনও আলো জ্বালাইবে না। কারণ তাহা হইলে বায়ুসাহায্যে ছিদ্র পথ দিয়া আলোকরশ্মি নিম্নে নামিয়া পাত্র মধ্যে সংক্রামিত হইয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করে এবং তদ্দ্বারা পাত্র ফাটিয়া জলন্ত অগ্নিসংযোগে গৃহস্থিত দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার পর কখনও কেরোসিনের প্রদীপ গৃহে জ্বালাইয়া রাখিবে না। ইহাতে আরও অপরাপর বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। কখন কখন আলোকরশ্মি বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়া এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, গৃহস্থিত বায়ু তাপযোগে পাতলা হইয়া শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়, তাহাতে রুদ্ধশ্বাস হইয়া অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। কখন কখন ঐরূপ প্রজ্বলিত আলোকশিখামুখে ভুষা উঠিয়া বায়ুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাকারে মিশ্রিত হয়, পরে তাহা নিদ্রিত ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া শ্বাসনালী অবরুদ্ধ করে। শ্বাসপ্রণালী এইরূপে কার্ব্বনযুক্ত বিষাক্ত বায়ু ও তৎসহযোগে চালিত বিসদৃশ কাল্পনিক পদার্থ পরিরুদ্ধ হইয়া শ্বাসপ্রক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটায় এবং তাহাতেই শ্বাসকৃচ্ছ্র হইয়া লোকে প্রাণত্যাগ করে।

এইরূপে নানাপ্রকার দুর্ঘটনা সত্ত্বেও লোকে অর্থসঞ্চয়ে প্রয়াসী হইয়া দেশীয় তৈলের পরিবর্ত্তে বৈদেশিক বিষ গৃহে আনিয়া ঢালিতেছেন। এখন প্রায় প্রত্যেক গৃহেই কেরোসিনের আলো। লক্ষপতি হইতে তণ্ডুলকণার ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই কেরোসিন তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। শুধু ভারতে নহে, সভ্যজগতের যে সকল স্থানে বণিকসমিতির গমনাগমন হইয়াছে, সেই সকল স্থানেই কেরোসিনের আলো দৃষ্টিগোচর হয়। য়ুরোপের সুসভ্য রাজ্যসমূহে; আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যে; আফ্রিকা মহাদেশে, তুরুক, পারস্য, আরব প্রভৃতি রাজ্যে এবং সভ্য-জাতিপরিচালিত দ্বীপপুঞ্জসমূহে বর্ত্তমান সময়ে প্রভূত পরিমাণে পেট্রোলিয়ম্ ও কেরোসিন তৈল বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে রুষদেশপ্রসিদ্ধ পণ্য কেরোসিন তৈল, আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের এবং ব্রহ্মরাজ্যের পেট্রোলিয়ম তৈলের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। প্রতিবৎসর ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্, এসিয়া, রুষিয়া, ষ্ট্রেট্‌ সেটেল্‌মেণ্ট ও অন্যান্য দেশ হইতে ভারতে ২ কোটির অধিক টাকার মৃত্তিকা ও অন্যান্য খনিজাতীয় তৈল ভারতে আমদানী হয়। ১৮৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে একমাত্র ইউনাইটেড্‌ষ্টেটস্ হইতে ২০৬৫৪০০০ এবং এসিয়াটিক রুষিয়া হইতে ১৭১৩৬০০০ গ্যালন তৈল আমদানী হইয়াছিল। এক্ষণেও উক্ত দুই দেশেরই আমদানী উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

ভারতবর্ষে যে তৈল আমদানী হয়, তাহার কতকাংশ নেপাল, সিংহল এবং সিন্ধু পিসিন্ রেলপথ দিয়া পশ্চিমসীমাবর্ত্তী লুনবেলা, শিবিস্থান, টিরা, কাবুল, লাধক, তিব্বত এবং পূর্ব্বে মণিপুর, শ্যাম, শানরাজ্য ও কিয়াঙ্গী প্রদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

মৃৎপাণ্ডু (পুং) পাণ্ডুরোগভেদ। মৃত্তিকা ভক্ষণে যে পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে মৃৎপাণ্ডু কহে। [পাণ্ডুরোগ দেখ]

মৃৎপাত্র (ক্লী) মৃন্নির্ম্মিতঃ পাত্রঃ। মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র, চলিত মাটির পাত্র।

মৃৎপিণ্ড (পুং ক্লী) মৃন্নির্ম্মিতঃ পিণ্ডঃ। লোষ্ট্র, চলিত ঢেলা।

মৃৎফলী (স্ত্রী) মৃদি ফলনমস্যাঃ ঙীষ্। কুষ্ঠৌষধ। (হারাবলী)

মৃত্যব (পুং) কুম্ভকার। মৃৎপচ শব্দের অপভ্রংশ।

মৃত্যা (স্ত্রী) ব্যাধি। (রাজনি০)

মৃত্যু (পুং) ম্রিয়তেঽস্মাদিতি মৃ-(ভুজিমৃঙ্‌ভ্যাং যুক্ত্যুকৌ। উণ্ ৩।২১) ইতি ত্যুক্। ১ যম। ২ কংস। (ভাগবত ১০।১।৪৯) (পুং ক্লী) ৩ প্রাণবিয়োগ। চলিত মরণ। পর্য্যায়—পঞ্চতা, কালধর্ম্ম, দিষ্টান্ত, নাশ, মরণ, নিধন, পঞ্চত্ব, মৃত, মৃতি, নৈধন, সংস্থা, কাল, পরলোকগম, দীর্ঘনিদ্রা, নিমীলন, অন্ত, অবসান, ভূমিলাভ, নিপাত, বিলয়, আত্যয়িক, অপায়। (শব্দরত্না০)

দর্শনশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যু আর কিছুই নহে, কেবল দেহেন্দ্রিয়ের বিয়োগ এবং সংযোগ। জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, আবার মৃত্যু হইলেও জন্ম অবশ্যম্ভাবী, জন্মের সহিত মৃত্যুর সম্বন্ধ এবং মৃত্যুর সহিত জন্মের সম্বন্ধ।

ইহসংসারে জীব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নানাপ্রকার কর্ম্ম করিয়া নানারূপ অদৃষ্ট সঞ্চয় করিয়াছে। (কর্ম্মজন্য সংস্কারই অদৃষ্টপদবাচ্য।) এই সকল অদৃষ্টসংস্কার সূক্ষ্মশরীরে নিবদ্ধ রহিয়াছে। জীবের যখন জরা উপস্থিত হয়, তখন জীব সর্পের নির্ম্মোকত্যাগের ন্যায় এই জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাই মৃত্যু নামে অভিহিত।

আত্মা অজর, অমর, সুখদুঃখরহিত, তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই। আত্মা সচ্চিদানন্দরূপী। তাহা হইলে এই জন্ম, মৃত্যু কাহার? বারংবার কে জন্মগ্রহণ করে, আবার কেইবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে জন্ম, জীবন ও মৃত্যু এই তিন কথাই

বলিতে হয়। ঋষি মাত্রেই বলিয়া থাকেন, 'নায়ং হন্তি ন হন্যতে' আত্মা কাহাকেও মারেন না এবং তিনি নিজেও মরেন না। মৃত্যু নামে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। তবে এই মৃত্যু শব্দ কাহার উপর উপচরিত হইয়া থাকে? তবে কিরূপ ঘটনার উপর মৃত্যু শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে? তাহার বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কতকগুলি তৃণ, কাষ্ঠ ও রজ্জু প্রভৃতি অবয়ব একত্র করিয়া একটী অবয়বী (গৃহাদি) নির্ম্মাণ করিলে, জল, বায়ু ও মৃত্তিকা আহরণ করিয়া অন্য একটী অবয়বী (ঘটাদি) প্রস্তুত করিলে, ক্ষিতি, জল ও বীজ একত্র হইল, তাহা হইতে অঙ্কুর জন্মিল, তাহা হইতে শাখা পল্লবাদি উৎপন্ন হইল, বলা হইল, বৃক্ষ জন্মিয়াছে। কিছুদিন পরে সে সকলের সকল অবয়ব বিশ্লিষ্ট হইল, অথবা সে সকল অবয়বের সংযোগ বিধ্বস্ত হইল, বলা হইল কি না, গৃহ ভগ্ন হইয়াছে, ঘট ধ্বস্ত হইয়াছে এবং বৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে। এক্ষণে একটু বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কিরূপ ঘটনার উপর আমরা ভগ্ন, ধ্বংস ও মৃত্যু শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। অবয়বের শৈথিল্য, বিকার, অথবা সংযোগধ্বংস, ইহার উপরই উহা ব্যবহৃত হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে তাহা হইলে এক্ষণে উহা নির্জীব পদার্থ হইতে সজীব পদার্থের উপর উঠাইয়া আনিলে বুঝিতে পারা যাইবে, জীবন্ত পদার্থের মরণ কি? জন্ম মরণ আর কিছুই নহে, অবয়বের অপূর্ব্ব সংযোগভাব জন্ম এবং তাহার বিয়োগভাব মৃত্যু।

মরণ ও আত্যন্তিক বিস্মৃতি একই কথা, যে কারণাবলী জীবকে দেহে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, সেই কারণসমূহ বা সংযোগবিশেষ বিনষ্ট হইলে অত্যন্ত বিস্মরণ বা মহাবিস্মরণ নামক মৃত্যু হয়। মৃত্যু হইলে দেহাদির অন্য প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। অতএব অবয়ব সকলের অপূর্ব্ব সংযোগের নাম জন্ম এবং বিয়োগবিশেষের নাম মৃত্যু।

জন্মমৃত্যুর লক্ষণে ইহাই অবধারিত হয়। "অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতবিশেষেণ সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ।" যাহার অবয়ব আছে, তাহারই মৃত্যু হইয়া থাকে, যাহার অবয়ব নাই, তাহার মৃত্যুও নাই। আত্মা নিরবয়ব, এই জন্য তাহার জন্ম মৃত্যু কিছুই নাই। নিতান্ত সূক্ষ্ম ও নিরবয়ব ইন্দ্রিয়গণেরও মৃত্যু নাই।

আত্মা মরে না, ইন্দ্রিয় মরে না, এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 'অমুক মরিয়াছে' 'আমি মরিব' এরূপ না বলিয়া দেহ মরিয়াছে, দেহ মরিবে এইরূপ বলাই উচিত, কিন্তু কৈ, কেহই তো সেরূপ বলে না, না বলিবার কারণ কি? একটু চিন্তা করিলেই ইহার কারণ নির্ণীত হয়। লোকে এই দৃশ্যমান সংঘাতের অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এই সকলের সম্মিলনভাবের বিনাশ লক্ষ্য করিয়াই মৃত্যু শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। কিন্তু প্রাণসংযোগের ধ্বংসই উক্ত শব্দের প্রধান লক্ষ্য। প্রাণব্যাপার নিবৃত্তি না হইলে অন্য সম্বন্ধের নিবৃত্তি হয় না।

জীবন ও মরণ বা মৃত্যু জীব ও মৃ ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহার ধাতব অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে উক্ত অর্থই প্রতীতি হয়, জীব ধাতুর অর্থ প্রাণধারণ এবং মৃ ধাতুর অর্থ প্রাণ পরিত্যাগ, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, প্রাণ যতক্ষণ দেহেন্দ্রিয়সংঘাতে মিলিত থাকে, ততক্ষণই তাহার জীবন, এবং তাহার বিচ্ছেদই মৃত্যু। সুতরাং বলিতে হইবে, মরণে আত্মার বিনাশ হয় না। দেহের সহিত তাহার বিচ্ছেদ হয় মাত্র। আমি মরিলাম ও অমুক মরিল এ সকল শব্দের অর্থ ঔপচারিক। আত্মার অধ্যাস থাকাতেই দেহাদি সংঘাত অহংপ্রত্যয়গম্য হয় এবং সেই কারণে সেই সেই প্রকারের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণসংযোগের ধ্বংসই যথার্থ মরণ। [মরণ শব্দ দেখ]

যাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—তাহাদের নিম্নোক্ত লক্ষণসমূহ উপস্থিত হয়, ঐ সকল লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইলে, তাহার আর কিছুতেই রক্ষা নাই। সুশ্রুতে মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

শরীরের যে অঙ্গ স্বভাবতঃ যে প্রকার হইয়া থাকে, তাহার অন্যথা হইলে মৃত্যুর লক্ষণ বলা যায়। যথা শুক্লবর্ণের কৃষ্ণতা, কৃষ্ণবর্ণের শুক্লতা, রক্ত প্রভৃতি বর্ণের অন্য প্রকার বর্ণ হওয়া, স্থিরের অস্থিরতা, অস্থিরের স্থিরতা, স্থূলের কৃশতা, কৃশের স্থূলতা, দীর্ঘের হ্রস্বত্ব বা হ্রস্বের দীর্ঘতা, অথবা কোন অঙ্গ হঠাৎ শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, বিবর্ণ বা অবসন্ন হওয়া, শরীরের সম্বন্ধে এই সকল প্রকার ঘটনাকে স্বভাবের বিপরীত বলা যায়। শরীরের কোন অঙ্গসংস্থান হইতে অপস্খলিত, উৎক্ষিপ্ত, অবক্ষিপ্ত, পতিত, নির্গত, অন্তর্গত, গুরু বা লঘু হওয়াও স্বভাবের বিপরীত।

শরীরে অকস্মাৎ প্রবালবর্ণবিশিষ্ট ব্যঙ্গ (চাকা চাকা দাগ) বিশেষ জন্মান, ললাটের শিরা সকল দৃষ্ট হওয়া, নাসাদণ্ডে পিড়কা উৎপত্তি, প্রভাতকালে ললাটে ঘর্ম্মনিঃসরণ, নেত্ররোগ না থাকিলেও অশ্রুধারাপতন, মস্তকে গোময়-চূর্ণের ন্যায় ধূলিদর্শন অথবা মস্তকে কপোত কঙ্ক প্রভৃতি পক্ষীর পতন; ভোজন না করিলেও মলমূত্রের বৃদ্ধি বা ভোজন করিলে মলমূত্রের অভাব, স্তনমূল হৃদয় বা বক্ষঃস্থলে বেদনা, [illegible] অঙ্গের

মধ্যাঙ্গুল স্ফীত ও উভয়দিক্ কৃশ, অর্দ্ধাঙ্গ শোথ, অথবা সমস্ত শরীর শুষ্ক এবং স্বরনষ্ট, হীন, বিকল বা বিকৃত হওয়া, অথবা দন্ত, মুখ, নখ প্রভৃতি স্থানে বিবর্ণ পুষ্পের ন্যায় চিহ্ন, বা দৃষ্টিমণ্ডলে ভিন্ন প্রকার বিকৃতরূপ দর্শন, কেশ বা অঙ্গ তৈলাভ্যক্তের ন্যায় দর্শন, অতীসার রোগে অরুচি ও দুর্ব্বলতা, বা কাসরোগে তৃষ্ণায় অভিভূত হওন; ক্ষীণতা, বমন, ফেনার সহিত পূয়রক্তবমন, ভগ্নস্বর ও বেদনায় অভিভূত হওন, হস্তপদ ও মুখ স্ফীত, ক্ষীণ, রুচিহীন; নাভি, স্কন্ধ এবং হস্তপদের মাংস শিথিল, এবং জ্বর ও কাসে অভিভূত হওয়া এই সকলের মধ্যে কোনরূপ লক্ষণ ঘটিলে তাহাদের আসন্নমৃত্যু জানিতে হইবে।

যে ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্লে আহার করিয়া অপরাহ্লে বমন করে, এবং যাহার পাকাশয়ে অন্নরস না জন্মিয়াও অতিসারের ন্যায় মল নিঃসৃত হয়, যে ব্যক্তি ভূমিতে পতিত হইয়া ছাগলের ন্যায় শব্দ করে, কোষ শিথিল, উপস্থ সঙ্কুচিত এবং যাহার গ্রীবা ভগ্ন হইয়া পড়ে, যে ব্যক্তি নিম্ন ওষ্ঠ দংশন করে বা উপরিভাগের ওষ্ঠ লেহন করে, অথবা যে কেশ বা কর্ণদ্বয় ছিঁড়িয়া ফেলে; যে ব্যক্তি দেবতা, গুরু, সুহৃদ্, এবং বৈদ্যের দ্বেষ করে, যাহার পাপগ্রহ সকল অধিকতর মন্দ বা মন্দস্থানে গমন করিয়া জন্মনক্ষত্রকে পীড়ন করে, যাহার হোরা উল্কা বা বজ্রধারা অভিহত হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে জানিতে হইবে। যাহার উৎকট পীড়া এককালে হঠাৎ নিবৃত্তি হইয়া যায়, অথবা যাহার শরীরে আহারের ফল দেখা যায় না, তাহার মৃত্যু শীঘ্রই হইয়া থাকে। এই সকল অরিষ্টলক্ষণ দ্বারা মৃত্যু নিশ্চয় করা যায়।

ছায়াদির দ্বারা মৃত্যু-লক্ষণনির্ণয়।

শ্যাব, লোহিত, নীল বা পীতবর্ণ ছায়া যাহার অনুগমন করে, তাহার মৃত্যু আসন্ন। লজ্জা, শ্রী, বল, তেজ, স্মৃতি এবং শরীরের প্রভা যাহার হঠাৎ নষ্ট হয়, অথবা পূর্ব্বে এ সকল গুণ না থাকিয়াও যাহার হঠাৎ জন্মে, তাহার নিশ্চয়ই আসন্নকাল উপস্থিত। যাহার নিম্ন-ওষ্ঠ পতিত ও উপরিভাগের ওষ্ঠ উৎক্ষিপ্ত অথবা উভয় ওষ্ঠই কালজামের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহার জীবন দুর্ল্লভ। যাহার দন্ত ঈষৎ রক্ত বা শ্যাববর্ণ এবং পতিত অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে জানিতে হইবে। যাহার জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, স্তব্ধ, অবলিপ্ত, কর্কশ ও স্ফীত; যাহার নাসিকা বক্র, স্ফুটিত, শুষ্ক, অবনত বা উন্নত, যাহার লোচনদ্বয় ক্ষুদ্র বিষম (একটী ছোট একটী বড়) স্তব্ধ, রক্তবর্ণ ও অধোদৃষ্টিবিশিষ্ট এবং চক্ষু হইতে নিরন্তর জলধারা পড়ে, তাহার মৃত্যু সন্নিকট। যাহার কেশ সীমন্তযুক্ত (সিঁতে কাটার ন্যায়) দুই পার্শ্বে বিক্ষিপ্ত, ভ্রূ ক্ষুদ্র বা বিস্তৃত এবং চক্ষুর পক্ষ্ম ছিন্ন, অথবা যে রোগী মুখস্থিত অন্ন গ্রাস করিতে পারে না, মস্তক সরলভাবে রাখিতে পারে না, এবং সর্ব্বদা একাগ্রদৃষ্টি ও অচেতন, তাহাদের অবিলম্বে মৃত্যু হইয়া থাকে। রোগী সবলই হউক বা দুর্ব্বলই হউক, যত্নপূর্ব্বক উঠাইয়া বসাইলে যে মূর্চ্ছিত হয়, যে রোগী উত্তানভাবে শয়ন করিয়া পাদদ্বয় আকুঞ্চন করে অথবা সর্ব্বদা প্রসারণ করিতে অভিলাষ করে, যে রোগীর হস্তপদ শীতল এবং ঊর্দ্ধশ্বাস ছিন্নশ্বাস বা কাকোচ্ছ্বাস (কাকের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া শ্বাস ফেলা), যাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, অথবা যে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে, যাহার শরীর কোন বিষকর্তৃক দূষিত না হইয়াও লোমকূপ হইতে রক্ত নির্গত হয়, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইলে তাহার মৃত্যু সন্নিকট জানিতে হইবে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম, বিপরীত উপচার এবং জীব অনিত্য বলিয়া মৃত্যু হইয়া থাকে। মরণাভিমুখ ব্যক্তির নিকট ভূত, প্রেত, পিশাচ ও রাক্ষসাদি আগমন করে ও রোগীর মৃত্যু কামনা করিয়া তাহার সকল ঔষধের বীর্য্য হানি করিয়া থাকে। এ কারণ আয়ুঃহীন ব্যক্তির কোন প্রতীকার সফল হয় না।

শরীর বা স্বভাবের কোনরূপ বিকৃতি ঘটিলেই তাহাকে সামান্যতঃ অরিষ্টলক্ষণ বলা যায়। এই অরিষ্টলক্ষণ দ্বারাও মৃত্যুর বিষয় স্থির করা যায়।

যে ব্যক্তি গ্রাম্য শব্দকে অরণ্যের ন্যায় বা অরণ্য শব্দকে গ্রাম্যের ন্যায় অনুমান করে, যে ব্যক্তি শত্রুর বাক্যে হৃষ্ট ও সুহৃদ্বাক্যে কুপিত হয়, অথবা যে ব্যক্তি সুহৃদ্বাক্য শ্রবণ না করে, তাহার মৃত্যু নিকট। যে ব্যক্তি উষ্ণকে শীতল বলিয়া বা শীতলকে উষ্ণ বলিয়া গ্রহণ করে, বা শীতপ্রযুক্ত রোমাঞ্চ হইয়াও গাত্রদাহে পীড়িত হয়, গাত্র অতিশয় উষ্ণ থাকিলেও শীতযুক্ত ও কম্পিত হয়, প্রহার করিলে বা অঙ্গচ্ছেদ করিলেও যে ব্যক্তি জানিতে না পারে, যাহার গাত্র পাংশুবিকীর্ণের ন্যায় দেখায়, যাহার শরীরে অকস্মাৎ বর্ণান্তর বা রেখা জন্মে, স্নান এবং চন্দন লেপন করিলে যাহার শরীরে নীল মক্ষিকা আশ্রয় করে, অকস্মাৎ যাহার শরীর হইতে সুগন্ধ নিঃসৃত হয়, তাহার মৃত্যু নিকট জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি একপ্রকার রস আস্বাদন করিয়া অন্য প্রকার রস বলিয়া বিবেচনা করে, সকল প্রকার ভুক্ত রস ক্রমশঃ যাহার দোষ বৃদ্ধি করে, অথবা মিথ্যা আহার দ্বারা যাহার দোষ বৃদ্ধি ও অগ্নিমান্দ্য হয়, যে ব্যক্তি কোন রসই জানিতে পারে না, সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ কিছুই যাহার অনুভূত না হয়, শীত, উষ্ণ,

হিম প্রভৃতি কাল, অবস্থা বা দিক্ অথবা অন্য কোন ভাব বিপরীতভাবে গ্রহণ করে, দিবাভাগে যে ব্যক্তি গ্রহ নক্ষত্রাদি প্রজ্বলিতের ন্যায় দর্শন করে, নিশাকালে জলন্ত সূর্য্য বা দিবাভাগে চন্দ্রকিরণ, মেঘশূন্য আকাশ, ইন্দ্রধনু বা নির্ম্মল আকাশে সবিদ্যুৎ মেঘ, আকাশমণ্ডল অট্টালিকা বা বিমানযানে পূর্ণ, মেদিনীমণ্ডল ধূম নীহার বা বস্ত্রের দ্বারা আবৃতের ন্যায় দর্শন করে, যে ব্যক্তি সকল লোক প্রদীপ্ত, অথবা জলপ্লাবিতের ন্যায় দর্শন করে, অথবা যে ব্যক্তি সনক্ষত্র অরুন্ধতী ধ্রুব নক্ষত্র বা আকাশগঙ্গা দেখিতে না পায়, যে ব্যক্তি আপনার ছায়া উষ্ণ জলে বা জ্যোৎস্নার আদর্শে দেখিতে না পায়, অথবা সেই ছায়া অঙ্গহীন বা বিকৃতিরূপে দেখিতে পায়, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ২৯-৩২ অ:)

এই সকল অরিষ্ট লক্ষণ দ্বারা মৃত্যু অবধারণ করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন কোন্ রোগে কিরূপ লক্ষণ হইলে মৃত্যু হয়, তাহার বিষয়ও বিস্তৃতভাবে সুশ্রুতে বর্ণিত হইয়াছে।

[তত্তদ্‌রোগ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]।

ইহা ভিন্ন পুরাণাদি শাস্ত্রেও মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণের বিষয় বর্ণিত দেখা যায়।

"অরিষ্টানি মহারাজ ! শৃণু বক্ষ্যামি তানি তে।
যেষামালোকনান্মৃত্যুং নিজং জানাতি যোগবিৎ ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৪৩ অ°)

অরিষ্টলক্ষণ সকল অবগত হইতে পারিলে যোগবিৎ নিজের মৃত্যুর বিষয় জানিতে পারেন। এই সকল মৃত্যুলক্ষণ বাহুল্য বোধে লিখিত হইল না। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ৪৩ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কল্পান্তরে ভয় হইতে মায়ার গর্ভে মৃত্যুর উৎপত্তি হয়। এই মৃত্যু হইতে ব্যাধি, জরা, শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধের জন্ম হইয়াছে।

"হিংসা ভার্য্যা ত্বধর্ম্মস্য তয়োর্জজ্ঞে তথানৃতম্।
কন্যা চ নিকৃতিস্তাভ্যাং ভয়ং নরকমেব চ ॥
মায়া চ বেদনা চৈব মিথুনং ত্বিদমেতয়োঃ।
ভয়াজ্জজ্ঞেঽথ বৈ মায়া মৃত্যুং ভূতাপহারিণম্ ॥"

অস্যাপত্যাদি—

"মৃত্যোর্ব্যাধিজরাশোকতৃষ্ণাক্রোধাশ্চ জজ্ঞিরে।
দুঃখোত্তরাঃ স্মৃতা হ্যেতে সর্ব্বে চাধর্ম্মলক্ষণাঃ ॥
নৈষাং ভার্য্যাস্তি পুত্রো বা সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ ॥"

(বিষ্ণুপু° ১।৭ অ°)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দুঃসহানুশাসন নামক অধ্যায়ে মৃত্যুর উৎপত্তিবিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মৃত্যু তাহাদের দেহের সহিত উৎপন্ন হইয়াছে, অদ্য হউক বা শত বৎসর পরেই হউক, মৃত্যু তাহাদের অবশ্যম্ভাবী।

"মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবম্ ॥"

(ভাগবত ১০।১অ°)

মৃত্যুর পর শোক করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। কারণ যাহা অন্যথা করা একেবারে অসম্ভব, তাহার জন্য শোকপ্রকাশ করিয়া লাভ কি ?

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥" (গীতা)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবান্ বিষ্ণুর অকালমৃত্যু প্রশমনস্তোত্র পাঠ করিলে অকালমৃত্যু হয় না।

(গরুড়পু°২২৮ অ°)

মৃত্যুর পূর্ব্বে দানরূপ হোম প্রভৃতি হিতকর। অতএব প্রত্যেকের যথাসাধ্য মৃত্যুর পূর্ব্বে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয়। যে হিন্দুর মৃত্যু উপস্থিত, তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া পদদ্বয় গঙ্গাজলে রাখিয়া মুখে গঙ্গাজল দিলে তাহার পাপবিমুক্তি হয়, তখন সে নিষ্পাপ হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। (দেবীপুরাণ ৯৭।২১ ও কাশীখণ্ড ৪১৬ অধ্যায়ে মৃত্যুর বর্ণনা আছে।)

জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে যে, আয়ুষ্কাল অন্ত হইলে আমি (মৃত্যু) লোক সকলকে প্রপীড়িত করি, তখন কি ঔষধ, কি মন্ত্র, কি জপ, কি হোম, কিছুই মনুষ্যকে জরা ও মরণ হইতে অব্যাহতি দান করিতে পারে না। যেরূপ প্রদীপে বর্ত্তি ও তৈল সত্ত্বেও প্রদীপালোক নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আয়ু থাকিতেও কারণবায়ুতে মনুষ্যের জীবন প্রদীপ নিবিয়া যায়।

"আয়ুষ্যে কর্ম্মণি ক্ষীণে লোকোঽয়ং দূয়তে ময়া।
নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চ ন হোমা ন পুনর্জপাঃ ॥
ত্রায়ন্তে মৃত্যুনোপেতং জরয়া চাপি মানবম্।"
"বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাদ্‌যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ।
বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ফলিতজ্যোতিষে মৃত্যুকালনির্ণায়ক কয়েকটী সাঙ্কেতিক আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। মনুষ্যশরীরে প্রধানতঃ কোন্ সময়ে ও কিরূপভাবে মৃত্যু সমুপস্থিত হয়, তাহারই লক্ষণাদি নিরূপণ করিয়া জ্যোতিষিকগণ মৃত্যুকাল জানিবার নির্দ্দিষ্ট উপায় অবধারণ করিয়াছেন।

"অহোরাত্রং গ্রহেন্দ্রস্য বহতে যস্য মারুতঃ।
তস্য তত্ত্ব ভবেদায়ুঃ সম্পূর্ণং বৎসরত্রয়ম্ ॥

অহোরাত্রত্রয়ং যস্য পিঙ্গলায়াং সদাগতিঃ।
তস্য বর্ষদ্বয়ং জ্ঞেয়ং জীবিতং তত্ত্ববেদিভিঃ॥
ত্রিরাত্রং বহতে যস্য বায়ুরেকপুটে স্থিতঃ।
বৎসরং যাবদায়ুঃ স্যাৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
রাত্রৌ চন্দ্রো দিবা সূর্য্যো বহেদ্যস্য নিরন্তরম্।
বিজানীয়াত্তস্য মৃত্যুঃ ষণ্মাসাভ্যন্তরে সুধীঃ॥
একাদিষোড়শাহানি যদি ভানুর্নিরন্তরম্।
বহেদ্যস্য চ বৈ মৃত্যুঃ শেষাহেন চ মাসিকঃ॥
সম্পূর্ণং বহতে সূর্য্যশ্চন্দ্রমা নৈব দৃশ্যতে।
পক্ষেণ জায়তে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানেন ভাষিতম্॥
সম্পূর্ণং বহতে চন্দ্রঃ সূর্য্যো নৈব চ দৃশ্যতে।
মাসেন দৃশ্যতে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানেন ভাষিতম্॥
মূত্রং পুরীষং বায়ুশ্চ সমকালং প্রজায়তে।
তদাসৌ চলিতো জ্ঞেয়ো দশাহে ম্রিয়তে ধ্রুবম্॥
বামানাসাপুটে যস্য বায়ুর্যাতি দিবানিশম্।
তথাস্তমেবং তস্যায়ুঃ ক্ষিবেদব্দত্রয়েণ হি।
ত্র্যহোরাত্রং ত্র্যহোরাত্রং বায়ুর্বহতি সন্ততঃ।
সার্দ্ধৈকমাসাত্তস্যাপি জীবিতং কিল হীয়তে॥
নয়নাসাপুটযুগে দশাহানি নিরন্তরম্।
বায়ুশ্চেৎ সহসা যাতি স জীবেদ্দিবসত্রয়ম্॥
নাসাবর্ত্মদ্বয়ং হিত্বা বায়ুরুক্তো মুখাদ্বহেৎ।
শংসেদ্দিনদ্বয়াদর্বাক্ জীবিতং তস্য নিশ্চিতম্॥
সূর্য্যো সপ্তমরাশিস্থে জন্মসংস্থে নিশাকরে।
দংষ্টারস্তৎপূর্ণকালেঽপ্যকালে তস্য নাশিতাঃ॥
যস্য রেতো মলং মূত্রং ক্ষুতং যুক্তং মলং তথা।
ইহৈকদা ভবেদ্যস্য অব্দং তস্যায়ুরিষ্যতে॥
পৃথ্বীজলে শুভে ভবে তেজোমিশ্রফলোদয়ঃ।
হানির্মৃত্যুকরৌ পুংসামুভয়ৌ ব্যোমমারুতৌ॥"(ফলিতজ্যো॰)

উপরোক্ত ভূতোদয় ফল ব্যতীত শারীরিক লক্ষণ দ্বারাও মৃত্যুকাল নির্ণীত হইতে পারে। প্রথমতঃ দক্ষিণহস্তের মুষ্টি মস্তকে দিয়া চক্ষুঃ দ্বারা ঐ হস্তের 'কব্জী, নিরীক্ষণ করিবে, যাহার ছয় মাস মধ্যে মৃত্যু ঘটিবে, সেই ব্যক্তি স্বীয় হস্তের মুষ্টি হস্ত হইতে পৃথক্ দৃষ্টি করিবে। ছয় মাসের মধ্যে যাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সে নির্ব্বাপিত তৈলবর্ত্তিকার ধূমগন্ধ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। প্রবাদ, ঐরূপ স্বীয় চক্ষুর্দ্বয় নাসিকাগ্রকেন্দ্র সংযুক্ত করিয়াও যে তাহা দেখিতে পায় না, তাহার মৃত্যু সন্নিকট! মৃত্যুর ছয় মাস পূর্ব্বে হাঁচি হয় না। এরূপও কিংবদন্তী আছে।

দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলিকে মুড়িয়া অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে লাগাইয়া বাকী অঙ্গুলিগুলিকে মৃত্তিকাসংলগ্ন করিবে। তৎপরে ঐ অঙ্গুলিত্রয় এক একটী করিয়া উঠাইয়া অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে সংস্থাপন করিবে। যদি তাহাতে অনামিকা অঙ্গুষ্ঠের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত পৌছায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির আয়ুষ্কাল আর দুই প্রহর মাত্র বাকী আছে জানিতে হইবে।

যে ব্যক্তির শরীর নীলবর্ণ হয় এবং কটু, অম্ল ও লবণরসযুক্ত দ্রব্য ভিন্নাস্বাদের ন্যায় বোধ হয়, তাহার ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।

সমর্থ পুরুষের রমণীরমণান্তে যদি অন্ধকার দেখিয়া মনে ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পাঁচ মাসের মধ্যেই ধর্ম্মরাজের আতিথ্যগ্রহণে বাধ্য হয়।

প্রাতঃকালে যাহার হৃদয়, চরণ ও হস্ত শুষ্ক হয়, সেই ব্যক্তি তিন মাস পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে। যাহার অকস্মাৎ দেহ কম্পিত হইয়া উঠে, কৃতান্তদূত তাহাকে চারিমাসমধ্যেই শমনাগারে লইয়া যায়, যে নিজ প্রতিমূর্ত্তি ও মস্তক জলপ্রতিবিম্বে দেখিতে পায় না, তাহার ছয় মাসে অবশ্যই মৃত্যু ঘটে।

যে দিবাভাগে আকাশে নক্ষত্র ও রাত্রিতে আকাশ নক্ষত্রশূন্য দেখে, যাহার বুদ্ধিভ্রংশ ও বাক্য স্খলিত হইয়াছে, ইন্দ্রধনু ও ছিদ্র দেখিতে পায় না, নিশাতে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ই দেখিতে পায় এবং চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনুমণ্ডল সহিত পর্ব্বত ও পর্ব্বতোপরি গন্ধর্ব্বগণের নগরালয়, দিবাতে চন্দ্র ও রাত্রিতে শরীর আকৃতি নিরীক্ষণ করে, তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তির আর অধিক বিলম্ব নাই।

অকস্মাৎ যাহার হস্তাবরোধ ঘটে, শ্রবণে শব্দ শ্রুত হয় না এবং স্থূল ব্যক্তিকে কৃশ ও কৃশকে স্থূল বলিয়া অনুমিত হয়, তাহার একমাসের মধ্যেই মৃত্যু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপন ছায়া দক্ষিণদিকে সম্যক্ প্রকারে দেখিতে পায় না, সে পাঁচ দিবস মাত্র জীবিত থাকিয়া পরলোকে গমন করে।

যে ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও হাই তুলে, তাহার মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যে রোগীর নাসাগ্র বক্র হয়, তাহার দুই বা তিন দিনের মধ্যে অবশ্য মৃত্যু হইবে।

পুরাণাদি নানা হিন্দুশাস্ত্রে এবং বৈদ্যক গ্রন্থে একশত এক প্রকার মৃত্যুর উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে একটী কালপ্রাপ্ত মৃত্যু, তদ্ভিন্ন অপর একশত প্রকার মৃতু, ব্যাধি আকস্মিক বিপদ্ অথবা অভিশাপ দরুণ আগন্তুক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে*। বার্দ্ধক্যবশতঃ যে মৃত্যু সমুপস্থিত হয়, তাহাই কালমৃত্যু বলিয়া

* একোত্তরং মৃত্যুশতমস্মিন্ দেহে প্রতিষ্ঠিতম্।
তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ শেষাস্ত্বাগন্তবঃ স্মৃতাঃ॥

কথিত। উপরে মৃত্যুর পৌরাণিক উৎপত্তি এবং দর্শনশাস্ত্রের যথাযথ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণও মৃত্যু সম্বন্ধে প্রায় একমত। সংহারমূর্ত্তি দেবাদিদেব মহাদেবই মৃত্যুর আদিকর্ত্তা, কিন্তু যমরাজ তাহার অধিনায়ক। যমদেবই মৃত্যুর পর জীবাত্মার সদসৎ কর্ম্মের বিচার করিয়া থাকেন। তাহার প্রধান সহকারিরূপে চিত্রগুপ্ত পাপপুণ্যের হিসাব ঠিক করিয়া রাখেন। মৃত্যুর নিয়ামক বলিয়া যমরাজও মৃত্যু শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন।

২ বিষ্ণু। ৩ অধর্ম্মের ঔরসে নির্ঋতির গর্ভজাত পুত্রভেদ। ৪ ব্রহ্মা। ৫ মায়া। ৬ কলি। ৭ আচার্য্যভেদ। ৮ অষ্টদ্বাপরের ব্যাসভেদ। ৯ একাদশ রুদ্রের অন্তর্গত রুদ্রভেদ। ১০ একাহভেদ। ১১ফলিতজ্যোতিষোক্ত ৮ম গৃহ। ১২ জ্যোতিষোক্ত ১৭শ যোগ। ১৩ কামদেব। ১৪ সামভেদ। ১৫ বৌদ্ধ দেবতা পদ্মপাণির অনুচরবিশেষ।

মৃত্যুক (পুং) মৃত্যু সম্বন্ধীয়।

মৃত্যুকন্যা (স্ত্রী) মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যমকন্যা।

মৃত্যুজিৎ (পুং) মৃত্যুং জিতবান্ জি-ক্বিপ্। ১ মৃত্যুঞ্জয়, শিব, যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন।

মৃত্যুঞ্জয় (পুং) মৃত্যুং জিতবান্ জি-খস্, মুম্‌চ। শিব, মহাদেব, ইনি মৃত্যু জয় করিয়াছিলেন বলিয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম হইয়াছে। ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ দৃষ্ট হয়।

"শিবো লীনো নির্গুণে চেৎ শ্রীকৃষ্ণে প্রাকৃতে লয়ে।
কথং তব গুরোর্নাম মৃত্যুঞ্জয় ইতি শ্রুতৌ॥
সুতপা উবাচ।
ব্রহ্মণোঽন্তে মৃত্যুকন্যা প্রনষ্টা জলবিন্দুবৎ।
সংহর্ত্রী সর্ব্বলোকানাং ব্রহ্মাদীনাং নরাধিপ॥
কতিধা মৃত্যুকন্যানাং ব্রহ্মণাং কোটিশো লয়ে।
কালেন লীনঃ শম্ভুশ্চ সত্ত্বরূপী চ নির্গুণে॥
মৃত্যুকন্যা জিতা শশ্বৎ শিবেন গুরুণা মতম্।
ন মৃত্যুনা জিতঃ শম্ভুঃ কল্পে কল্পে শ্রুতৌ শ্রুতম্॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ প্রকৃতিখ০ ৫১ অ০)

প্রাকৃতিক লয়ে শ্রীকৃষ্ণ এবং নির্গুণে শিব লীন হন; অতএব তাহাকে কিরূপে মৃত্যুঞ্জয় বলা যাইতে পারে, ইহার উত্তরে সুতপা বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মার অবসানে অর্থাৎ ব্রহ্মার লয় হইলে মৃত্যুকন্যা জলবিন্দুবৎ প্রনষ্টা হন, ইনিই সর্ব্বলোক ও ব্রহ্মাদির সংহর্ত্রী। ব্রহ্মা ও মৃত্যুকন্যার কোটি কোটি বার লয় হইলে সত্ত্বরূপী শিব কাল দ্বারা নির্গুণে লীন হইয়া থাকেন। অতএব শিব বারংবার মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যু তাহাকে জয় করিতে পারে নাই, এইজন্য তাঁহার নাম মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে সঙ্কট পীড়াদি উপস্থিত হইলে মৃত্যুঞ্জয়শিব পূজা করিলে সকল প্রকার রোগ আশু নিরাকৃত হয়। এই শিবপূজার বিধান এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

৮০তোলা মৃত্তিকা লইয়া পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিয়া শিবনির্ম্মাণ করিতে হইবে, পরে ইহা কাংস্যপাত্রে স্থাপন করিয়া যথাবিধানে পূজা, প্রথমে পঞ্চগব্যে স্নান, পঞ্চ গব্যের প্রত্যেক প্রত্যেক দ্রব্য ৮ তোলা করিয়া লইয়া স্ব স্ব মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইতে হইবে। যাহার রোগ হইয়াছে, তাহার রোগশান্তি কামনায় নাম গোত্রাদি উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করা আবশ্যক। পরে যথাবিধানে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া সহস্র বিল্বদল উৎসর্গ এবং সহস্র জপ করা বিধেয়। পরে হোম করিতে হয়। হোমের পরে উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়া উচিত। কারণ এই পূজায় কোনরূপ অঙ্গহানি করা উচিত নহে। এইরূপ একটী মাত্র শিবপূজা করিলে ফল হইতে পারে, কিন্তু কলিকালে কালমাহাত্ম্যে প্রত্যেক কার্য্য চতুর্গুণ করিয়া করিবার বিধান আছে, এইজন্য এই পূজাও চারিবার করা আবশ্যক। অন্যযুগে একবারেরই বিধান। পূজা সমাপন হইলে ঐ পূজার জল অশীতি তোলক পরিমাণ লইয়া তাম্রপাত্রে করিয়া কুশপত্র দ্বারা রোগীর গাত্রে সিঞ্চন করিতে হয়। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে রোগী সকল প্রকার রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে।

"মৃত্যুঞ্জয়ং সমাপূজ্য লিঙ্গং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
রোগার্ত্তো মুচ্যতে রোগাদ্বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
যস্তু সংপূজয়েদ্ভক্ত্যা লিঙ্গং মৃত্যুঞ্জয়াভিধম্।
যমোঽপি প্রণমেদ্ভক্ত্যা কিং করিষ্যতি চামরঃ॥
তস্য পূজাবিধিং বক্ষ্যে শৃণু মৎপ্রাণবল্লভে॥
জাতিভেদে মৃত্তিকাস্তু গৃহীত্বাশীতিতোলকম্॥
নির্ম্মায় পার্থিবং লিঙ্গং কাংস্যাধারে নিবেশয়েৎ।
পৌরাণিকেন মন্ত্রেণ কুর্য্যাচ্চ গঠনং বুধঃ॥
স্নাপয়েৎ পঞ্চগব্যেন প্রত্যেকঞ্চাষ্টতোলকম্।
স্বস্বমন্ত্রৈশ্চ প্রত্যেক-দ্রব্যেণ স্নাপয়েৎ সুধীঃ॥
রোগক্ষয়কামনয়া নামগোত্রাদি পূর্ব্বকম্।
উপবিশ্যাসনে বিপ্রা ধৃত্বা শ্লোকে চ বাগ্মী॥

যে দ্বিহাগন্তবঃ প্রোক্তাস্তে প্রশাম্যন্তি জেষ্যৈঃ।
জপহোমপ্রদানৈশ্চ কালমৃত্যুর্ন শাম্যতি।
পীড়িতং রোগসর্পাদ্যৈরপি ধন্বন্তরিঃ স্বয়ম্।
যথাকর্তুং ন শক্নোতি কালগ্রাস্তং হি দেহিনম্।" (মাতৃকাভেদ)

রুদ্রাক্ষমালাং কণ্ঠে চ ধৃত্বা ভস্মত্রিপুণ্ড্রকম্।
উপচারং ষোড়শকং দেয়ং ভক্ত্যা প্রযত্নতঃ॥
সুবর্ণস্থাসনং দেয়ং তথৈবাভরণানি চ।
বস্ত্রযুগ্মং প্রদত্তাত্তু পরিধেয়ং যদা ভবেৎ॥
মধুপর্কং কাংস্যপাত্রে দত্বাদ্ভোজনযোগ্যকম্।
বিল্বপত্রসহস্রঞ্চ অভগ্নং বিনিবেদয়েৎ॥
এবং সম্পূজ্য লিঙ্গৈকং জপেন্মন্ত্রং সহস্রকম্।
ততো হোমং প্রকুর্য্যাচ্চ দক্ষিণাং ব্রাহ্মণে দদেৎ॥
সুবর্ণং বা তদর্দ্ধং বা দেবি! বিভবমানতঃ।
অঙ্গহীনা ন কর্ত্তব্যা পূজা চাফলদা যতঃ॥
একলিঙ্গং সমারাধ্য ফলং স্যাদন্তকে যুগে।
তৎ ফলং লভতে দেবি! কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণা॥
তাম্রপাত্রে তু সংস্থাপ্য অশীতিতোলকং জলম্।
তজ্জলেনৈব দেবেশি! কুশৈঃ সংমার্জ্জ্য রোগিণম্॥
ক্ষিপেদ্দীপশিখায়াঞ্চ মন্ত্রমুচ্চার্য্য মামকম্।
এবংবিধবিধানেন পূজয়েন্মম লিঙ্গকম্॥
যাদৃক্ তাদৃক্ ভবেদ্রোগো নাশমেতি ময়োদিতঃ।
সাঙ্গেন পূজয়িত্বা চ লভতে বাঞ্ছিতং ফলম্।" (মৃত্যুঞ্জয় তন্ত্র)

তন্ত্রসারের মৃত্যুঞ্জয়-প্রকরণে মৃত্যুঞ্জয়প্রয়োগ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"যথাবিধি জিতেন্দ্রিয় হইয়া অগ্নিতে মৃত্যুঞ্জয় পূজাপূর্ব্বক দুগ্ধসিক্ত গুড়ূচী দ্বারা এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন সহস্র হোম করিলে শঙ্করসুধাপ্লাবিত শরীর, আয়ু, আরোগ্য, সম্পত্তি, যশ ও পুত্রবৃদ্ধি হয়। গুড়ূচীযুক্ত বট, তিল, দূর্ব্বা, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি সপ্ত দ্রব্য দ্বারা ক্রমশঃ ৭ দিন অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিবে। এই প্রয়োগের সময় প্রতিদিন সপ্তাধিক ব্রাহ্মণকে মিষ্ট দ্রব্য দ্বারা ভোজন করান আবশ্যক। পরে পুরোহিতকে যথাবিধি দক্ষিণা দিতে হয়। এইরূপ প্রয়োগ করিলে সাধক কৃত্যাদ্রোহ প্রভৃতি হইতে বিমুক্ত হইয়া নিরাপদে শত বৎসর জীবন ধারণ করে। কেহ অভিচার করিলে, তীব্র জ্বর হইলে, ঘোর উন্মাদ রোগ, শিরোরোগ অথবা অন্য কোন অসাধ্য রোগ হইলে বা গ্রহ, পীড়া, মোহ, দাহ, মহাভয় প্রভৃতি উপস্থিত হইলে এইরূপ হোম দ্বারা শান্তি লাভ হয় এবং সর্ব্ববিধ সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। যিনি প্রতিদিন দূর্ব্বা দ্বারা একাদশ আহুতি প্রদান করেন, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না, বিশেষতঃ তাহার আয়ু ও আরোগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুধা, বল্লী, বকুল, এই চতুষ্টয়ের সমিধ দ্বারা হোম করিলে সমুদায় রোগ, সিদ্ধার্থ দ্বারা হোম করিলে মহাজ্বর ও অপামার্গের সমিধ দ্বারা হোম করিলে সমুদায় রোগশান্তি হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার)

ইহা ভিন্ন তন্ত্রসারে মৃত্যুঞ্জয় যন্ত্রের উল্লেখ আছে, যথাবিধানে ঐ যন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ও পূজাদি করিয়া হস্তে ধারণ করিলে গ্রহপীড়া, ভূতভয়, অপমৃত্যুভয়, ব্যাধিভয়, ও কোনরূপ দুঃখাশঙ্কা থাকে না এবং প্রতিদিন লক্ষ্মী ও কীর্ত্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার মৃত্যুঞ্জয়যন্ত্র)

মৃত্যুঞ্জয়রস (পুং) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী;—পারা এক মাষা, গন্ধক ২ মাষা, সোহাগার খই ৪ মাষা, বিষ ৮ মাষা, ধুস্তূরবীজ ১৬ মাষা, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ১০ মাষা ৭ রতি, এই সমুদয় দ্রব্য ধুতুরা মূলের রসে উত্তম রূপে পেষণ করিয়া মাষপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান,—বাতপিত্ত জ্বরে ডাবের জল ও চিনি, পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে মধু এবং সান্নিপাতিকে আদার রস। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্না৹ জ্বরাধি৹)

অন্যবিধ—গোমূত্রে শোধিত বিষ, মরিচ, পিপুল, গন্ধক ও সোহাগা প্রত্যেকে একভাগ, জম্বীর লেবুর রসে শোধিত হিঙ্গুল দুই ভাগ, সমুদায় চূর্ণ করিয়া মুগপ্রমাণ বটী করিতে হইবে। ইহাতে পারা এক ভাগ দিলে আর হিঙ্গুল লইতে হইবে না। ইহা মধু সহিত লেহন করিলে সর্ব্বজ্বর বিনাশ, দধির জল অনুপানে সেবন করিলে বাতজ্বর নাশ, আদার রস অনুপানে দারুণ সান্নিপাতিক জ্বর, জম্বীর লেবুর রস অনুপানে অজীর্ণজ্বর, এবং জীরাচূর্ণ ও গুড় অনুপানে বিষমজ্বর নাশ হয়। তীব্র জ্বরে ও অতিশয় দোষে এবং রোগী বলবান্ হইলে পূর্ণমাত্রা ৪টী; স্ত্রী, বালক এবং ক্ষীণ রোগীকে অর্দ্ধমাত্রা এবং অতি বৃদ্ধ, ক্ষীণ ও শিশুকে একের চতুর্থ মাত্রা দিতে হয়। এই ঔষধ মৃত্যুকে জয় করে বলিয়া ইহার নাম মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছে। (রসেন্দ্রসারস৹ জ্বরাধি৹)

মৃত্যুতীর্থ (ক্লী) তীর্থ বিশেষ।

মৃত্যুতূর্য্য (ক্লী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। শবদাহের সময় বাজান হয়।

মৃত্যুদূত (পুং) ১ যমদূত। ২ মৃত্যুসংবাদবহনকারী।

মৃত্যুদ্বার (ক্লী) নবদ্বারের যে দ্বার দিয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

মৃত্যুনাশক (পুং) নাশয়তীতি নশ্-ণিচ্ ণ্বুল্, মৃত্যোর্নাশকঃ। ১ পারদ। (রাজনি৹) (ত্রি) ২ মরণহারক, যিনি মৃত্যুকে নাশ করিয়াছেন।

মৃত্যুনাশন (ক্লী) অমৃত, যাহা পান করিলে জীবের মৃত্যুভয় থাকে না।

মৃত্যুপথ (পুং) মৃত্যোঃ পন্থাঃ। মরণের পথ, মরণের উপায়।

মৃত্যুপা (পুং) শিব।

মৃত্যুপাশ (পুং) মৃত্যোঃ পাশঃ। মৃত্যুর পাশাস্ত্র, যমের বন্ধন।
"ন মৃত্যুপাশৈঃ প্রতিমুক্তস্য বীর বিকত্থনং তব গৃহ্বন্তত্রাঃ।"
(ভাগবত ৩।১৮।১০)

মৃত্যুপুষ্প (পুং) মৃত্যবে নিজনাশায় পুষ্পমস্য, সতি পুষ্পোদ্গমে অস্য নাশাত্তথাত্বং। ১ ইক্ষু। (রত্নমালা) স্ত্রিয়াং টাপ্। মৃত্যুপুষ্পা। ২ কদলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি॰)

মৃত্যুফল (পুং) মৃত্যবে স্বনাশায় ফলমস্য। মহাকাল ফল। চলিত মাকাল ফল। ২ মহাকাললতা। স্ত্রিয়াং টাপ্। কদলীবৃক্ষ। (মেদিনী)

মৃত্যুবন্ধু (পুং) ১ যম। (তৈত্তিরীয়সং ৫।১।৮।২) ২ মৃত্যুকালে বন্ধুবৎ কার্য্যকারী। ৩ মরণশীল, মৃত্যুর বশ্যতাপ্রাপ্ত, সন্নিহিতমৃত্যু "মৃত্যুবন্ধবঃ স্মসি মৃত্যোর্যমস্য বন্ধুভূতাঃ। প্রত্যাসন্নমরণা ভবামঃ।" (ঋক্ ৮।১৮।২২, ১০।৯৫।১৮ সায়ণ)

মৃত্যুবীজ (পুং) মৃত্যবে স্বনাশায় বীজমস্য। ১ বংশ। (ত্রিকা॰) ২ মৃত্যুর বীজ, মৃত্যুর কারণ জন্ম। জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব জন্মই মৃত্যুর বীজ।

মৃত্যুভঙ্গুরক (পুং) মরণকালে বাদনীয় পটহ।
'ভবকৎ প্রেতপটহো মৃত্যুভঙ্গুরকশ্চ সঃ।' (ত্রিকা॰)

মৃত্যুভয় (পুং) মৃত্যোর্ভয়ং। মৃত্যুজন্য ভয়, মরণভয়, মনুষ্যের যত প্রকার ভয় আছে, তন্মধ্যে মৃত্যুভয়ই প্রধান। জীব যদি কঠোর মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ না করিত, তাহা হইলে কখনও মৃত্যুভয়ে কাতর হইত না।

মৃত্যুভৃত্য (পুং) মৃত্যোর্ভৃত্যঃ কিঙ্কর ইব মরণহেতুত্বাৎ। রোগ। (রাজনি॰)

মৃত্যুমৎ (ত্রি) মৃত্যুঃ বিদ্যতেঽস্য, মৃত্যুরস্ত্যর্থে মতুপ্। মৃত্যুযুক্ত, মৃত্যুবিশিষ্ট।

মৃত্যুমার (পুং) বৌদ্ধদিগের নির্দ্দিষ্ট মারভেদ।

মৃত্যুরাজ (পুং) যমরাজ।

মৃত্যুরূপিন্ (ত্রি) ১ মৃত্যুর স্তায় আকারযুক্ত। ২ যম বা যমদূত। ৩ বর্ণমালার 'শ' অক্ষর।

মৃত্যুলঙ্ঘনোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

মৃত্যুলোক (পুং) মৃত্যোর্লোকঃ। যমলোক।
"অস্মিন্ ক্ষণে যাস্যতি মৃত্যুলোকং সংছাদ্যমানো মম বাণজালৈঃ"
(রামায়ণ ৬।৩৭।৭২)

মৃত্যুবঞ্চন (পুং) মৃত্যুং বঞ্চয়তীতি বঞ্চি-ল্যু। ১ শিব। ২ বিল্ববৃক্ষ। ৩ দ্রোণকাক। (মেদিনী)

মৃত্যুসঞ্জীবন (ত্রি) মৃতসঞ্জীবন; মৃত ব্যক্তি যাহাতে জীবন পায়, তাদৃশ উপায়। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাভেদ, শুক্রোপাসিতা বিদ্যা।

মৃত্যুসাৎ (অব্য॰) মৃত্যুতে পরিণত।

মৃত্যুসুত (পুং) কেতুগ্রহ। (বৃহৎস॰ ১১।২২)

মৃত্যুসূতি (স্ত্রী) মৃত্যবে সূতিঃ প্রসবো যস্যাঃ সা। কর্কটী, ইহারা সন্তানপ্রসবের পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
"যথা কর্কটকী গর্ভমাধত্তে মৃত্যুমাত্মনঃ।"
(ভারত বিরাটপর্ব্ব)

মৃত্যুসেনা (স্ত্রী) মৃত্যোঃ সেনা। মৃত্যুর সেনা, যমদূত।

মৃৎস (ত্রি) পিচ্ছিল। (সুশ্রুত নি॰ ৬ অ॰)

মৃৎসা (স্ত্রী) প্রশস্তা মৃৎ ইতি মৃৎ (সস্নৌ প্রশংসায়াং। পা ৫।৪।৪০) ইতি স টাপ্। ১ প্রশস্ত মৃত্তিকা (অমর) ২ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা।

মৃৎস্না (স্ত্রী) প্রশস্তা মৃৎ ইতি মৃৎস্ন-টাপ্। ১ প্রশস্ত মৃত্তিকা।
"ত্বমাদিরন্তো জগতোঽস্য মধ্যং ঘটস্য মৃৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ।"
(ভাগবত ৮।৬।১০) ২ কাক্ষী, সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা।
(বৈদ্যকরত্ন॰)

মৃৎস্নাভাণ্ডক (স্ত্রী) মৃৎস্নানির্ম্মিতং ভাণ্ডম্, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্, অভিধানাৎ পুংস্ত্বং। ভাণ্ডবিশেষ। পর্য্যায়—মুষিকা।

মৃদ্, ক্ষোদ, মর্দ্দন, চূর্ণীকরণ। ক্র্যাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ মৃদ্নাতি, মৃদ্নীতঃ মৃদ্নন্তি। লিঙ্ মৃদ্নীয়াৎ। লোট্-হি মৃদান। লঙ্ অমৃদ্নাৎ, অমৃদ্নীতাং, অমৃদ্নন্। লিট্ মমর্দ্দ, মমৃদতুঃ। লুট্ মর্দ্দিতা। লৃট্ মর্দ্দিষ্যতি। লুঙ্ অমর্দ্দীৎ অমর্দ্দিষ্টাং অমর্দ্দিষুঃ। সন্ মিমর্দ্দিষতি। যঙ্‌লুক্ মরীমর্ত্তি। ণিচ্ মর্দ্দয়তি। লুঙ্ অমমর্দ্দৎ, অমীমৃদৎ। অভি-মৃদ—আক্রমণ, ধ্বংসকরণ। অব-মৃদ্=ভঙ্গ, অপচয়। পরিমৃদ=মোচন।

মৃদ্॰ (স্ত্রী) মৃদ্নাতি প্রলয়ে চূর্ণতয়া স্বকারণে লীয়তে ইতি মৃদ্-কর্ত্তরি ক্বিপ্। মৃত্তিকা।
"মৃদং গাং দৈবতং বিপ্রং ঘৃতং মধুচতুষ্পথম্।
প্রদক্ষিণানি কুর্ব্বীত প্রজ্ঞাতাংশ্চ বনস্পতীন্॥" (মনু ৪।৩৯)
২ তুবরী। (রাজনি॰)

মৃদঙ্কুর (পুং) হারীতপক্ষী। (হেম)

মৃদঙ্গ (পুং) মৃদ্যতে আহন্যতে অসৌ ইতি মৃদ্-বিড়ালাদিত্বাঃ কিৎ (উণ্ ১।১২০) ইতি অঙ্গচ্ সচ কিৎ, যদ্বা মৃদঙ্গমস্য। ১ মুরজ। ২ পটহ। ৩ ঘোষ। (মেদিনী) ৪ বংশ। (শব্দমালা) চলিত খোল বা পাকোয়াজ।

মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম মৃদঙ্গ হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, ত্রিপুরাসুর বধের পর তাহার রক্তে পৃথিবীমণ্ডল আর্দ্র হইয়া কর্দমের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই শোণিতাক্ত মৃত্তিকা হইতে মৃদঙ্গ প্রস্তুত

করেন, এবং সেই অসুরের চর্ম্ম লইয়া উক্ত যন্ত্রের আচ্ছাদনী, শিরানিচয়ের বেষ্টনী ও রজ্জু এবং অস্থিতে গুল্ম প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ত্রিপুরারি মহাদেব ইন্দ্রাদি দেবগণে বেষ্টিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন, এবং গজাননকে নৃত্যের সহিত তাল দিতে অনুমতি করেন। সেই অবধি মৃদঙ্গের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন মৃদঙ্গ সকল দেখিতে অধুনাতন মদ্দল অথবা দেশীয় খোলের মত ছিল। অনেকে খোলকে মৃদঙ্গ বলিয়া থাকেন, কালক্রমে মৃদঙ্গের নির্ম্মাণকৌশল ও সৌষ্ঠব অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্গীতদর্পণকারের মতানুসারে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত যন্ত্র অতি ভঙ্গপ্রবণ বলিয়া দ্বাপরযুগে কৃষ্ণলীলার সময়াবধি উহা কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়।

মৃদঙ্গক (ক্লী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতিচরণে ১৫টী অক্ষর থাকে। উহার ১, ২, ৪, ৮, ১১, ১৩, ১৫, গুরু, অপর লঘু।

মৃদঙ্গফল (পুং) মৃদঙ্গস্তদাকৃতি ফলমস্য। পনসফল, কাঁঠাল। (শব্দরত্না॰)

মৃদঙ্গফলিনী (স্ত্রী) মৃদঙ্গবৎ ফলমস্ত্যস্যাঃ ইনি, ঙীপ্ চ। কোষাতকী। (রাজনি॰)

মৃদঙ্গী (স্ত্রী) মৃদঙ্গঃ তদাকারফলমস্ত্যস্যা ইতি মৃদঙ্গ-অর্শ আদ্যচ্ ঙীষ্ চ। কোষাতকী, চলিত শ্বেতঘোষা। (রত্নমা॰)

মৃদর (পুং) মৃদুর-অচ্ (কুদরাদয়শ্চ। উণ্ ৫।৪১) ইতি নিপাত্যতে। ১ ব্যাধি। ২ বিল। উজ্জ্বল) ৩ ক্ষণস্থায়ী। ৪ ক্রীড়নশীল।

মৃদব (ক্লী) নাটকের ভাষায় গুণের সহিত দোষের বৈষম্য-প্রদর্শন। (ভরত নাট্যশাস্ত্র ১৮)

মৃদা (স্ত্রী) মৃদ্-টাপ্। মৃত্তিকা। (দ্বিরূপকো॰)

মৃদাকর (পুং) বজ্র। (শব্দমালা)

মৃদাহ্বয়া (স্ত্রী) সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। (হেম)

মৃদিত (ত্রি) মৃদ-ধাতোঃ কর্ম্মণি ক্ত। চূর্ণীকৃত।

"ক্লিপ্তে্যাক্তোয়ে মৃদিতঃ ক্বাণ্ট ইত্যভিধীয়তে।"

(বৈদ্যকপরিভাষা) ২ শূকরোগ।

"মৃদিতং পীড়িতং যত্তু সংরব্ধং বায়ুকোপতঃ।"

(সুশ্রুত নি॰ ১৪ অ॰)

মৃদিনী (স্ত্রী) মৃদ্-ভাবে ক, মৃদঃ চূর্ণীকরণমস্ত্যস্যাঃ মৃদইনি, স্ত্রিয়াং-ঙীপ্। প্রশস্ত-মৃত্তিকা। (শব্দচ॰)

২ মৃৎস্না, গোপীচন্দন। (বৈদ্যকনি॰)

মৃদু (ত্রি) মৃদ্নাতে ম্রদিতুং শক্যতে ইতি ম্রদ্-(প্রথিম্রদিভ্রস্জাং সম্প্রসারণং সলোপশ্চ। উণ্ ১।২৯) ইতি কু। ১ অতীক্ষ্ণ, কোমল, নরম। (অমর) (স্ত্রী) ২ গৃহকন্যা। চলিত ঘৃতকুমারী। ৩ শুভ্র জাতিপুষ্পবৃক্ষ, শ্বেত জাতি ফুলের গাছ। ৪ বৃংহণ ধূমপান বিশেষ। (ভাবপ্র॰) ৫ মৃত্যুঞ্জয় রাজপুত্র। (বিষ্ণুপু॰ ৪।২১।৩)

মৃদুক (ত্রি) কোমল। নম্র।

মৃদুকণ্টক (পুং) শ্বেতঝিণ্টী, শ্বেত ঝাঁটী। (বৈদ্যকনি॰)

মৃদুকণ্টকফলা (স্ত্রী) কর্কটী লতা, কাকুড় গাছ।

(পর্য্যায়মুক্তা॰)

মৃদুকম্মন্ (ক্লী) কঠিনের মৃদুকরণ। (সুশ্রুত চি॰ ১ অ॰) (ত্রি) মৃদু কার্য্যকারী।

মৃদুকৃষ্ণায়স (ক্লী) মৃদু চ তৎ কৃষ্ণায়সং চেতি। সীসক।

মৃদুকোষ্ঠ (পুং) কোমল কোষ্ঠ।

মৃদুক্রিয়া (স্ত্রী) ১ ধীরে ধীরে কর্ম্মসমাধান। ২ কোমলতা-সম্পাদন।

মৃদুখুর (পুং) অশ্বের পাদরোগবিশেষ।

"মৃদুখুরশ্চ বিখ্যাতো মৃদুর্যস্য খুরো ভবেৎ।"

(জয়দত্ত ৩৯অ॰) অশ্বের খুর অতিশয় মৃদু অর্থাৎ কোমল হইলে এই রোগ হয়।

মৃদুগণ (পুং) মৃদূনাং গণঃ। নক্ষত্রগণভেদ। চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা ও রেবতী নক্ষত্র, এই সকল নক্ষত্রের নাম মৃদুগণ। "চিত্রামিত্রমৃগান্ত্যভং মৃদুগণঃ" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মৃদুগন্ধিক (পুং) গুল্মভেদ। (ত্রি) মৃদুগন্ধবিশিষ্ট।

মৃদুগমনা (স্ত্রী) মৃদুগমনমস্যাঃ। ১ হংসী। (রাজনি॰) (ত্রি) ২ মন্দগমনবিশিষ্ট।

মৃদুগ্রন্থি (পুং) মজ্জরতৃণ। (রাজনি॰)

মৃদুচর্ম্মিন্ (পুং) মৃদু কোমলং চর্ম্ম ত্বক্ তদস্ত্যস্য চর্ম্ম (ব্রীহ্যাদয়শ্চ। পা ৫।২১।২) ইতি ইনি। ১ ভূর্জ্জবৃক্ষ। (রাজনি॰) (ত্রি) ২ কোমলত্বগ্‌বিশিষ্ট।

মৃদুচাপ (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ)

মৃদুচ্ছদ (পুং) মৃদুঃ ছদঃ পত্রমস্য। ১ ভূর্জ্জবৃক্ষ। (হেম) ২ গিরিজ পীলুবৃক্ষ। (জটাধর) ৩ কুক্কুরদ্রুম। ৪ শ্রীতাল। ৫ কোঙ্কণ-দেশপ্রসিদ্ধ পোণ্ডালু। ৬ নল। ৭ শিল্লিনী-তৃণ। ৮ পিণ্ডীখর্জ্জুরীবৃক্ষ। (রাজনি॰) ৯ রক্তলজ্জালুক। (বৈদ্যকনি॰)

মৃদুজাতীয় (ত্রি) দুর্ব্বলপ্রকৃতিক, মৃদুপ্রায়।

মৃদুতা (স্ত্রী) মৃদু-তল্, টাপ্। মৃদুত্ব, মৃদুর ভাব বা ধর্ম্ম, কোমলতা, নরম হওয়া।

"স চানুনীতঃ প্রণতেন পশ্চান্ময়া মহর্ষির্মৃদুতামগচ্ছৎ।"

(রঘুবংশ ৫।৫৪)

মৃদুতাল (পুং) বৃক্ষভেদ, শ্রীতাল।

মৃদুতীক্ষ্ণ (ত্রি) মৃদু ও তীক্ষ্ণ, কোমল ও তেজস্বী।

"মৃদু তীক্ষ্ণতরং যদুচাতে ভদিদং মন্মথ ভরি দৃশ্যতে।"
(মালবিকাগ্নিমিত্র) ২ মৃদু ও তীক্ষ্ণগণোক্ত নক্ষত্র।

মৃদুত্বচ(চ) (পুং) মৃদুবৎ ত্বচোহস্য। ভূর্জ্জবৃক্ষ। (অমর)

মৃদুদর্ভ (পুং) শুক্ল কুশ। (বৈদ্যকনি°)

মৃদুন্নক (ক্লী) মৃদা মৃৎপরিণামেন উৎ-ঊর্দ্ধং নীয়তে যৎ ইতি উৎ-নী-ড প্রকরণে (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।৪৮) ইত্যত্র কাশিকোক্ত্যা ড, ততঃ স্বার্থে কন্। সুবর্ণ। (শব্দচ°)

মৃদুপত্র (পুং) মৃদূনি পত্রাণ্যস্য। ১. নল। (রাজনি°) (ক্লী) ২ কোমল পর্ণ। (ত্রি) ৩ কোমলপর্ণবিশিষ্ট। ৪ ভূর্জ্জবৃক্ষ। (রাজনি°) ৫ শাকবিশেষ, রক্তচিল্লী। (বৈদ্যকনি°) স্বার্থে কন্। মৃদুপত্রক।

মৃদুপত্রা (স্ত্রী) মৃদূনি পত্রাণি যস্যাঃ। চিল্লীশাক, রক্তচিল্লী-শাক। স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ করিয়া 'মৃদুপত্রা' এইরূপ পদও হয়।

মৃদুপর্ব্বক (পুং) মৃদূনি পর্ব্বাণ্যস্য কপ্। বেত্র। (রাজনি°) (ত্রি) ২ কোমল পর্ব্ববিশিষ্ট।

মৃদুপীঠক (পুং) মৎস্যজাতিবিশেষ (Silurus)।

মৃদুপুষ্প (পুং) মৃদূনি কোমলানি পুষ্পাণ্যস্য। ১ শিরীষ বৃক্ষ। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ কোমল কুসুমযুক্ত।

মৃদুপূর্ব্ব (ত্রি) বিনয়পূর্ব্বক।

মৃদুপ্রিয় (পুং) ১ দানবভেদ। (হরিব° ২২৮৫)

মৃদুফল (পুং) মৃদূনি ফলান্যস্য। ১ বিকঙ্কতবৃক্ষ, চলিত বঁইচ গাছ। ২ মধুনারিকেল। ৩ বিকণ্টকবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ৪ কোমল ফলযুক্ত।

মৃদুবীজ (পুং) বিকঙ্কত বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

মৃদুর (পুং) শ্বফল্কের পুত্রভেদ।

মৃদুরোমবৎ (পুং) ১ খরগোষ। (ত্রি) ২ কোমল লোমবিশিষ্ট।

মৃদুল (ক্লী) মৃদু মৃদুত্বমস্ত্যস্য মৃদু (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি লচ্। ১ জল। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ কোমল।
"মৃদুলতাম্রলতান্তমলোকয়ৎ সমুরভিং সুরভিং সুমনোভরৈঃ।"
(মাঘ ৬।২) ৩ অঞ্জীরফল। স্ত্রিয়াং টাপ্। মৃদুলা, সুলেমানী খর্জ্জুরী বৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

মৃদুলতা (স্ত্রী) মৃদুলস্য ভাবঃ তল-টাপ্। মৃদুলত্ব, কোমলত্ব, মৃদুলের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ শূলী তৃণ। (রাজনি°)

মৃদুলোমক (পুং) মৃদূনি স্পর্শসুখানি লোমানি যস্য স, স্বার্থে কন্। ১ শশক। (হেম) (ত্রি) ২ কোমলরোমবিশিষ্ট।

মৃদুবর্গ (পুং) মৃদূনাং বর্গঃ। মৃদুগণোক্ত নক্ষত্র সকল।
[মৃদুগণ দেখ]

মৃদুবাচ্ (ত্রি) মধুরালাপী।

মৃদুবাত (ত্রি) মন্দ মারুত।

মৃদুবিদ্ (পুং) শ্বফল্কের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৪।১৫)

মৃদুস্পর্শ (ত্রি) মৃদুঃ স্পর্শঃ যস্য। কোমল স্পর্শবিশিষ্ট।

মৃদুহৃদয় (ত্রি) কোমল হৃদয়। দয়ালু।

মৃদূ (অব্য) মৃদুভাব। (পা° ৭।৪।২৬)

মৃদূৎপল (ক্লী) মৃদু কোমলং উৎপলং। নীলপদ্ম। (শব্দচ°)

মৃদূভাব (পুং) অমৃদুর মৃদু ভাব, যাহা পূর্ব্বে মৃদু ছিল না, পরে তাহার মৃদু হওয়ার নাম মৃদূভাব।

মৃদ্গ (পুং) মৃদং পঙ্কং গচ্ছতি কারণত্বেন প্রাপ্নোতীতি গম-ড। মৎস্যভেদ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃ°)

মৃদ্ঘট (পুং) মৃন্নির্ম্মিতঃ ঘটঃ, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। মাটীর ঘট।

মৃদ্ভাণ্ড (ক্লী) মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্র, মৃত্তিকার ভাণ্ড।

মৃদ্বঙ্গ (ক্লী) মৃদু কোমলং অঙ্গং যস্য। ১ বঙ্গ। (হেম) ২ কোমলাবয়ব, কোমল শরীর। স্ত্রিয়াং টাপ্।

মৃদ্বী (স্ত্রী) মৃদু (বোতো গুণবচনাৎ। পা ৪।১।৪৪) ইতি ঙীষ্। ১ কোমলাঙ্গী। ২ কপিলদ্রাক্ষা, দ্রাক্ষালতা।

মৃদ্বীকা (স্ত্রী) মৃদু বাহুলকাৎ ঈকন্ টাপ্। ১ দ্রাক্ষা। ২ কপিল-দ্রাক্ষা। (রাজনি°)

মৃদ্বীকাদি (পুং) দ্রাক্ষাদি সিদ্ধ কষায়। পিত্তজ্বরে ইহা বিশেষ উপকারক।
"মৃদ্বীকা মধুকং নিম্বং কটুকা রোহিণী সমা।
অবস্থায়স্থিতং পাক্যমেতৎ পিত্তজ্বরাপহম্।"
(চক্রদত্ত পিত্তজ্বরচি°)

মৃদ্বীকাদি কষায় (পুং) কষায়ৌষধভেদ। (চরকসূ° ৪অ°)

মৃদ্বীকাসব (পুং) দ্রাক্ষাসব, দ্রাক্ষামদ্য।

মৃধ, ক্লেদ। ভ্বাদি° উভয়° অক° সেট্। লট্ মর্ধতি-তে। লিট্ মমর্ধ, মমৃধে। লুঙ্ অমর্ধীষ্ট।

মৃধ (ক্লী) মর্ধতে ক্লিদ্যতীতি মৃধ্-ক। যুদ্ধ। (অমর)
"অপযাতে ততো দেবে কৃষ্ণে চৈব মহাত্মনি।
পুনশ্চাবর্ত্তত মৃধং পরেষাং লোমহর্ষণম্॥"
(হরিবংশ ১৮২।১)

মৃধস্ (ক্লী) যুদ্ধ।

মৃধা (অব্যয়) মৃষা। (অমরটীকায় সারসু°)

মৃধ্র (ত্রি) ১ শত্রু। ২ ক্ষতিকামনাকারী। (ক্লী) ৩ ঘৃণা, অবমাননা।

মৃধ্রবাচ্ (ত্রি) অবমাননাসূচক বাক্যকথন।

মৃন্ময় (ত্রি) মৃদ্ বিকারে স্বরূপে বা ময়ট্। মৃৎস্বরূপ, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত।

মৃন্মরু (পুং) মৃৎসু-মরুঃ। পাষাণ। (ত্রিকা°)

মৃন্মান (ক্লী) কূপ।

মৃল্লোষ্ট (ক্লী) মৃত্তিকাখণ্ড।

মৃশ, ১ আমর্শন। ২ স্পর্শ। ৩ প্রণিধান। ৪ পরামর্শ। ৫ চিন্তা। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ মৃশতি। লোট্ মৃশতু, লিট্ মমর্শ, মমৃশতুঃ মমর্শিথ। লুট্ মর্ষ্টা, ম্রষ্টা। লৃট্ মর্ক্ষ্যতি, ম্রক্ষ্যতি। লুঙ্ অম্রাক্ষীৎ অমার্ক্ষীৎ অমৃক্ষৎ। অম্রাষ্টাং, অমার্ষ্টাং, অমৃক্ষতাং। অম্রাক্ষুঃ অমার্ক্ষুঃ অমৃক্ষন্। বি+পরা+মৃশ,=স্পর্শ, পরামর্শ। আ+মৃশ=আক্রমণ।

মৃশাখান, জনৈক মুসলমান জমিদার। [মুশাখান দেখ]

মৃষ্ ১ সেক। সেচন। ২ সহন। ৩ তিতিক্ষা, ক্ষমা। ভ্বাদি° পরস্মৈ°। দিবাদি° উভয়প°। অদন্ত চুরাদি মৃষ পরস্মৈ°। পক্ষে ভ্বাদি° উভয়প° সক° সেট্। লট্ মৃষতি-তে। দিবাদি—মৃষ্যতি-তে। লিট্ মমর্ষ, মমৃষতুঃ মমৃষে। লুট্ মর্ষিষ্যতি-তে। লুঙ্ অমর্ষাৎ। দিবাদিপক্ষে অমৃষৎ, অমর্ষিষ্ট। সন্ মিমর্ষিষতি। যঙ্ মরীমৃষ্যতে। যঙ্লুক্ মরীমর্ষ্টি। চুরাদি পক্ষে মর্ষয়তি-তে, লুঙ্ অমমর্ষৎ-ত। ভ্বাদিপক্ষে মৃষতি-তে।

মৃষা (অব্য°) মৃষ্যতে ইতি মৃষ-কা। মিথ্যা।

"মৃষা মৃষৎ সাদিবলে কুতূহলাম্নলস্য নাসীরগতে বিতেনতুঃ।" (নৈষধ ১।৬৮) ২ বৃথা। (অমরটী° সারসু°)

মৃষাজ্ঞান (ক্লী) মিথ্যাজ্ঞানং, অযথা জ্ঞান।

মৃষাত্ব (ক্লী) মৃষা ভাবে ত্ব। মিথ্যাত্ব, মিথ্যার ভাব বা ধর্ম্ম।

মৃষাদান (ক্লী) বৃথা দান। কপটতার সহিত দানাঙ্গীকার।

মৃষাদৃষ্টি (ত্রি) ১ ভুল দেখা। ২ ভ্রমপূর্ণ মতপ্রদান।

মৃষাধ্যায়িন্ (পুং) মৃষা ধ্যায়তি চিন্তয়তীতি ধ্যৈ-ণিনি। বক।

"কঙ্কো বকো বকোটশ্চ তীর্থসেবী চ তাপসঃ।
মীনঘাতী মৃষাধ্যায়ী নিশ্চলাঙ্গশ্চ দাম্ভিকঃ॥" (রাজনি°)

মৃষানুশাসিন্ (ত্রি) মৃষা-অনুশাস-ণিনি। মিথ্যা অনুশাসনকারী, বৃথা অনুযোগকারী।

মৃষাভাষিন্ (ত্রি) মৃষা ভাষতে ভাষ-ণিনি। মিথ্যাবাদী।

মৃষার্থক (ক্লী) মৃষা অর্থোঽস্ত, বহুব্রীহৌ কপ্। অত্যন্ত অসম্ভবার্থ বাক্য, পর্য্যায়—অহিত। (অমর) বন্ধ্যাসুত, খপুষ্প ইত্যাদি বাক্য।

মৃষালক (পুং) মৃষা মিথ্যা অচিরস্থায়িত্বেন মুকুলোদ্গমকাল এব ইত্যর্থঃ অলং অলঙ্করণং কায়তি প্রকাশয়তীতি কৈ-ক। আম্রবৃক্ষ। (শব্দচ°)

মৃষাবাচ্ (স্ত্রী) ১ মিথ্যা বাক্য। (ত্রি) ২ মিথ্যাবাদী।

মৃষাবাদ (পুং) মৃষা মিথ্যা বাদঃ কথনং। মিথ্যাবাক্য, পর্য্যায় চটুরী। (জটাধর)

"বহবো ম্লেচ্ছরাজানঃ পৃথিব্যাং মনুজাধিপ।
মৃষানুশাসিনঃ পাপাঃ মৃষাবাদপরায়ণাঃ॥" (ভারত ৩।১৮৮।৩৭)

মৃষাবাদিন্ (ত্রি) মৃষা বদতীতি বদ-ণিনি। মিথ্যাবাদক, মিথ্যাবাদী।

মৃষোদ্য (ক্লী) মৃষা-বদ (রাজসূয়সূর্য্যমৃষোদ্যরুচ্যকুপ্যকৃষ্টপচ্যাব্যথ্যাঃ। পা ৩।১।১১৪) ইতি ক্যপ্, নিপাতিতশ্চ। মিথ্যাবাক্য।

"মৃষোদ্যং প্রবদন্তীং তাং সত্যবক্তো রঘূত্তমঃ।" (ভট্টি ৫।৬০)
(ত্রি) ২ মিথ্যাবাদী। (শব্দমালা)

মৃষ্ট (ত্রি) মৃজ-ক্ত। ১ শোধিত। (অমর) (ক্লী) ২ মরিচ।

মৃষ্টবৎ (ত্রি) পরিশুদ্ধ ভাবযুক্ত।

মৃষ্টি (স্ত্রী) ১ পরিশুদ্ধি। ২ অন্নাদির সংস্কার বিশেষ। (মনু ৩।২।৫৫ টীকায় কুল্লূক)

মৃষ্টেরুক (পুং) ১ বদান্য। ২ মিষ্টাশী। ৩ অতিথিদ্বেষী।

মৄ, বধ, হনন। ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্, লট্ মৃণাতি। লিট্ মমার, মমরতুঃ। লুট্ মরিতা, মরীতা। লুঙ্ অমারীৎ। মৄ-ক্ত মূর্ণ। ক্তিচ্ মূর্ত্তি।

মে, প্রতীদান, পরিবর্ত্ত। প্রত্যর্পণ ভ্বাদি° আত্মনে° সক° অনিট্। লট্ ময়তে। লোট্ ময়তাং। লিট্ মমে। লুট্ মাতা। লৃট্ মাস্যতে। লুঙ্ অমাস্ত, অমাসাতাং। সন্ মিৎসতে। যঙ্ মেমীয়তে। যঙ্লুক্ মামেতি। ণিচ্ মাপয়তি।

মেআরমী (দেশজ) গুল্মভেদ (Limodorum candidum)

মেই (দেশজ) গবাদি দ্বারা ধান্য প্রভৃতি শস্য মাড়াই করিবার কালে যেটী দলের মধ্যে সকলের বামদিকে থাকে। ২ অর্দ্ধ দুয়োগ। ৩ মাই, স্তন।

মেইউঙ্গ, পশ্চিম বঙ্গবাসী পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ।

মেইখুঁটী (দেশজ) নূতন মেই গরুকে শিক্ষা দিবার কালে উঠানে যে খুঁটী পুতিয়া লওয়া হয়।

মেইয়া (দেশজ) স্ত্রীলোক।

মেইয়ামর্দ্দা (পারসী) ১ পুরুষপ্রকৃতিক রমণী। ২ স্ত্রীপুরুষ।

মেইয়ামী (দেশজ) স্ত্রীভাব। (Effeminacy)

মেও, অসভ্য জাতিবিশেষ। [মীনা দেখ।]

মেও মেও (দেশজ) বিড়ালের অব্যক্ত শব্দ।

মেওথিয়, পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ।

মেওয়া (দেশজ) কাবুল দেশজাত সুমিষ্ট ফলসমূহ।

মেঁদি (দেশজ) স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র বৃক্ষ। (Lawsonia inermis) ইহার পাতা হুকার জলে খদিরের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া হাতে পায়ে লাগাইলে হরিদ্রাভ লোহিত বর্ণের রঙ ধরে। মুসলমান-রমণীগণ অলক্তকের পরিবর্ত্তে ইহাই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে।

মেক (পুং) মে ইতি কায়তি শব্দং করোতীতি কৈ-শব্দে ক। ছাগ। (ত্রিকা°)

মেক (পারসী) ১ খোঁটা। ২ পেরেক। ৩ কাঁটা। ৪ এক প্রকার জুয়াখেলা।

মেক্‌দার (আরবী) পরিমাণ, সংখ্যা।

মেকরাজ (আরবী) কাঁচি।

মেকল (পুং) বিন্ধ-পর্ব্বতাংশ। মধ্যপ্রদেশ ও রেবারাজ্যের মধ্যস্থ গিরিমালা।

"মেকলপ্রভবশ্চৈব শোণো মণিনিভোদকঃ।" (হরিবং ২২৮।৪)

মেক(খ)লকন্যকা (স্ত্রী) মেকলঃ মেখলা-যুক্তঃ বিন্ধ্যপর্ব্বতঃ তস্য কন্যকা, তস্য নিতম্বদেশাৎ নিঃসৃতা। নর্ম্মদানদী। (অমর)

মেকলাদ্রি (পুং) মেকলঃ অদ্রিঃ। বিন্ধ্যপর্ব্বত।

মেকলাদ্রিজা (স্ত্রী) মেকলাদ্রের্জাতা জন-ড, স্ত্রিয়াং টাপ্। নর্ম্মদানদী। (অমর)

'রেবেন্দুজা পূর্ব্বগঙ্গা নর্ম্মদা মেকলাদ্রিজা' (হেম)

মেকলী (দেশজ) মেখলা, মেখলা শব্দের অপভ্রংশ। অলঙ্কারবিশেষ।

মেকিটাকা (দেশজ) যে সকল টাকায় ভেল থাকে, তাহাকে মেকিটাকা কহে, অচল টাকা।

মেকী (দেশজ) নকল, জাল, ভেজাল।

মেক্ষণ (ক্লী) যজ্ঞীয় পাত্রবিশেষ।

"মেক্ষণেনাদায়াবদানসম্পদা জুহুয়াৎ"(আশ্বলা°শ্রৌতসূ°২।৬।১২)

চারি-অঙ্গুল পৃথু অগ্রভাগবিশিষ্ট দর্ব্বীকে মেক্ষণ কহে।

"ইধ্মজাতীয়মিধ্মার্দ্ধপ্রমাণং মেক্ষণং ভবেৎ।
বৃত্তং বাহ্বক্ষ পৃথ্বগ্রমবদানক্রিয়াক্ষমম্॥" ইধ্মার্দ্ধপ্রমাণং।
"প্রাদেশদ্বয়মিধ্মস্য প্রমাণং পরিকল্পিতম্।
তদর্দ্ধং। এবৈব দর্ব্বী। বিশেষস্তু মহাক্রতবে।
"দর্ব্বী দ্ব্যঙ্গুলপৃথ্বগ্রা তুরীয়েণ তু মেক্ষণম্।
মুষলোদূখলে বাক্ষে স্বায়তে সুদৃঢ়ে তথা॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

মেখলা (স্ত্রী) মীয়তে প্রক্ষিপ্যতে কায়মধ্যভাগে ইতি মি-সংজ্ঞায়াং খলঃ গুণশ্চ স্ত্রিয়াং টাপ্। স্ত্রী-কট্যাভরণ; চলিত চন্দ্রহার, গোট, রেট, সূর্য্যহার ইত্যাদি। স্ত্রী-কটি দেশে যে কোন অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাকেই মেখলা কহে। পর্য্যায়—সপ্তকী, রসনা, সারসন, কাঞ্চী, কাঞ্চি, রশনা, কক্ষা, রসন, রশন, কক্ষ্যা, সপ্তকা, সারশন, কলাপ। (জটাধর)

কোন কোন পণ্ডিতের মতে অষ্টযষ্টিবিশিষ্ট, অর্থাৎ ৮ নহর যুক্ত হারকে মেখলা কহে।

"একযষ্টির্ভবেৎ কাঞ্চী মেখলা অষ্টযষ্টিকা।
রসনা ষোড়শ জ্ঞেয়া কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ॥" (ভরত)

২ খড়্গাদি নিবন্ধন। (অমর) ৩ শিঞ্জানিকা। ৪ চর্ম্মরজ্জ্বাদি মুষ্টির দৃঢ়তার জন্য উপরনীচের লৌহবন্ধ। (ভরত) ৫ শৈলনিতম্ব। ৬ নর্ম্মদানদী। ৭ পৃশ্নিপর্ণী, চলিত চাকুলিয়া গাছ। (রাজনি°) ৮ উপনয়নকালে ধারণীয় মুঞ্জনির্ম্মিত সূত্রত্রয়। ব্রাহ্মণের উপনয়নকালে মুঞ্জ তৃণ দ্বারা, ক্ষত্রিয়ের মৌর্ব্বী ও বৈশ্যের শণতন্তু দ্বারা মেখলা প্রস্তুত করিয়া দণ্ডের সহিত ধারণ করিতে হয়।

"মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বীয়া বৈশ্যস্য শণতান্তবী॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

যদি মুঞ্জতৃণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কুশদ্বারা মেখলা প্রস্তুত করিবে। বর্ত্তমান সময়ে উপনয়নকালে প্রায় সকল স্থলে কুশের মেখলা হইয়া থাকে।

"মৌঞ্জ্যাভাবে কুশেনাহুর্গ্রন্থিনৈকেন চ ত্রিভিঃ।"
(কৌর্ম্ম উপবি° ১১ অ°)

৯ হোমকুণ্ডের উপরিদেশে মৃদ্‌ঘটিত বেষ্টনবিশেষ।

"যাবান্ কুণ্ডস্য বিস্তারঃ খননং তাবদিষ্যতে।
হস্তৈকে মেখলাস্তিস্রো বেদাগ্নিনয়নাঙ্গুলাঃ॥
কুণ্ডে দ্বিহস্তে তা জ্ঞেয়া রসবেদগুণাঙ্গুলাঃ।
চতুর্হস্তে তু কুণ্ডে তা বসুতর্কযুগাঙ্গুলাঃ॥"(তিথিতত্ত্বে পঞ্চরা°)

১০ যজ্ঞবেষ্টনসূত্র। (ভাগবত ৪।৫।১৫)

মেখলকন্যকা (স্ত্রী) মেখলস্য মেখলোপলক্ষিতস্য কন্যকেব প্রসূতা। নর্ম্মদানদী। (ভরত)

মেখলাপদ (ক্লী) নিতম্ব।

মেখলাল (ত্রি) ১ মেখলালঙ্কৃত। ২ শিব।

মেখলাবৎ (ত্রি) মেখলাযুক্ত।

মেখলাবন্ধ (ক্লী) ১ যে সকল ক্রিয়াবিশেষে মেখলা বন্ধন করা হয়। ২ মেখলা বন্ধন, মৌঞ্জী বন্ধন।

মেখলাবিন্ (ত্রি) মেখলা অস্ত্যস্যেতি মেখলা-মতুপ্ মস্য ব। মেখলাধারী। (অথর্ব্বপ্রাতি° ৪।০৮)

মেখলিক (ত্রি) মেখলাশোভী।

মেখলিন্ (ত্রি) ১ মেখলাধারী ব্রহ্মচারী। ২ শিব।

মেগো, (দেশজ) মাগভক্ত, স্ত্রৈণ।

মেঘ (পুং) মেহতীতি মিহ-অচ্, (ন্যঙ্কাদীনাঞ্চ। পা ৭।৩।৫৩) ইতি কুত্বং। ১ মুস্তক, মুথা। (রাজনি°) ২ তণ্ডুলীয়শাক, চলিত নটিয়া শাক। (রত্নমালা) ৩ রাক্ষস। (শব্দরত্না°) ৪ স্বনামখ্যাত দ্রব পদার্থ, যে সিঞ্চন বা জলবর্ষণ করে, তাহাকে মেঘ কহে। পর্য্যায়—অভ্র, বারিবাহ, স্তনয়িত্নু, বলাহক, ধারাধর, জলধর, তড়িত্বান্, বারিদ, অম্বুভৃৎ, ঘন, জীমূত, মুদির, জলমুচ্, ধূমযোনি। (অমর) অভ্র, পয়োধর,

অম্ভোধর, ব্যোমধূম, ঘনাঘন, বায়ুদারু, নভশ্চর, কন্ধর, কন্ধ, নারদ, গগনধ্বজ, বারিমুচ্, বার্মুক্, বনমুচ্, অব্দ, পর্জ্জন্য, নভোগজ, মদয়িত্নু, কদ, কন্দ, গবেড়ু, গদামর, খতমাল, বাতরথ, শ্বেতনীল, নাগ, জলকরঙ্ক, পেচক, ভেক, দর্দুর, অম্বুদ, তোয়দ, অম্বুবাহ, পাথোদ, গদাম্বর, গাড়ব, বারিমসি। (ত্রিকা৹)

ইহার বৈদিক পর্য্যায়—অদ্রি, গ্রাবা, গোত্র, বল, অশ্ন, পুরুভোজা, বলিশান, অশ্মা, পর্ব্বত, গিরি, ব্রজ, চরু, বরাহ, শম্বর, রৌহিণ, রৈবত, ফলিগ, উপর, উপল, চমস, অহি, অভ্র, বলাহক, মেঘ, দৃতি, ওদন, বৃষন্ধি, বৃত্র, অসুর ও কোশ। (বেদনিঘণ্টু ১।১০)

অন্তরীক্ষ-বক্ষে আমরা কৃষ্ণ, শ্বেত ও পাটলাদি বর্ণের যে সকল বায়বায় জলরাশির রেখা বাষ্পাকারে ভাসমান দেখিতে পাই, তাহাই মেঘ (cloud) নামে কথিত। পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি কুজ্ঝটিকার ন্যায় যে ঘনান্ধকার দৃষ্ট হয়, তাহা মেঘের রূপান্তর মাত্র। উহা আকাশগর্ভসঞ্চিত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের বর্ষণোন্মুখ মেঘ হইতে অনেকাংশে তরল। ঐ তরল কুয়াসার ন্যায় বাষ্পরাশি পরে ঘনীভূত হইয়া স্থানীয় শীতলতার সহযোগে স্বীয় গর্ভস্থ উত্তাপ নষ্ট করিয়া শিশিরবিন্দুর ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকে।

মেঘ ও কুয়াসার (fog) উৎপত্তি প্রায় একরূপ। প্রভেদের মধ্যে এই যে, মেঘ আকাশমার্গে ভাসিতে থাকে, কুয়াসা ভূপৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে। সূর্য্যদেবের প্রখরকিরণতাপে সমুদ্রগর্ভস্থ জলরাশি বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া বায়ুগতি অনুসারে সঞ্চালিত হয়। ঐ সূক্ষ্ম জলীয় বাষ্প (Aqueous Vapour) শীতল বায়ুর চাপে ও সন্তাড়নে ক্রমশঃ উর্দ্ধাকাশে উত্থিত হইয়া সূক্ষ্মতম ও পরিশুষ্ক বায়ুস্তরে সঞ্চিত হয়। উপর্য্যুপরি সঞ্চয়ে ঘন হইয়া ঐ বাষ্পরাশি আকাশের নীলবক্ষে গাঢ় নীল বা কৃষ্ণবর্ণের (Visible Vapours) দেখায়। কখন কখন সূর্য্যরশ্মিতে প্রতিফলিত হইয়া উহা তুষারধবল প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

উপরেই উল্লেখ করিয়াছি যে, একমাত্র অগ্নি বা উত্তাপই মেঘ ও কুয়াসার উৎপত্তি-কারণ। কোনস্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিলে আমরা স্বতঃই দেখিতে পাই যে, চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুরাশি অগ্নিশিখাকে সন্তাড়িত করিতেছে। যেস্থানে প্রথমে অগ্নি জ্বালান হইয়াছিল, সেই স্থানের বায়ুস্থিত উদজন অগ্নিযোগে দগ্ধ হইয়া বাষ্পে পরিণত হওয়ায় উহা সূক্ষ্ম শরীরে উর্দ্ধে উঠিতে থাকে এবং বহিঃস্থ বায়ু স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সেই বায়ুশূন্য স্থান অধিকারে প্রধাবিত হয়; সুতরাং স্বভাবতঃই উত্তাপযুক্ত স্থানে বায়ুর সন্তাড়ন অধিক অনুভূত হইয়া থাকে। এই কারণে সূর্য্যকক্ষার (Ecliptic) মধ্যবর্ত্তী স্থানে অর্থাৎ কর্কট ও মকরক্রান্তিসীমার মধ্যস্থ ভূভাগে সূর্য্যোত্তাপের আধিক্যহেতু অহরহঃ বায়ুর প্রবলগতি হইয়া সময় সময় ঝটিকা উৎপন্ন করে। ইহাই দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব মন্সুমবায়ু ও বৃষ্টির একমাত্র কারণ। [বায়ু দেখ।]

সূর্য্যের উত্তাপে ঐরূপে উত্থিত বাষ্পরাশি আকাশমার্গে ক্রমশঃই মেঘের আকার ধারণ করে। শৈত্যসংলগ্ন হেতু উহার কণাগুলি (Molecules) পরস্পরে সংযোজিত হইয়া গাঢ় হয় এবং পরে তাহাই জলবিন্দুতে পরিণত হইয়া বৃষ্টির আকারে (Rains) পতিত হয়। শীতকালে বায়ুর স্বাভাবিক উত্তাপের হ্রাসহেতু এবং ভূগর্ভের সন্নিহিত উত্তাপের আধিক্যপ্রযুক্ত ভূপৃষ্ঠে সংলগ্ন জলীয় বায়ু কোয়াসার আকার ধারণ করে, পরে উহা উপরিস্থ শীতলবায়ুর চাপে শৈত্যভাবাপন্ন হইয়া শিশিরাকারে (Dews) রূপান্তরিত হয়।

মেঘ ও কুজ্ঝটিকা-কণার পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, ঐ বিন্দুগুলি কঠিন উপাদানভূত (Solid drops) নহে; উহা সূক্ষ্মতম বায়ুপিণ্ড (Air-bells বা Vesicles) ও সাবানের বুদ্বুদাকার-সদৃশ। ঐ বাষ্পকোষসমূহ শীত সহযোগে ঘনীভূত (Collapse) হইলে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। ঋতুবিশেষের জলবায়ুর উত্তাপের পরিবর্ত্তন সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বাষ্পকোষসমূহের পরিণতিপার্থক্য দৃষ্ট হয়; শীতপ্রধান উত্তর য়ুরোপভাগে আগষ্ট মাসে উহার নিম্নতম ব্যাস (Minimum diameter) ˙০০০৬″ ইঞ্চ এবং ডিসেম্বর মাসে উর্দ্ধতন ব্যাস প্রায় ˙০০১৫″ হইয়া থাকে। এই নিয়ম সর্ব্বত্রই সমভাবে বলবৎ থাকে না, কোথাও কোথাও সে মাসে ইহার অপেক্ষাকৃত ন্যূনতা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মেঘকণা বা বাষ্পকোষসমূহে এইরূপে শৈত্যাকৃষ্ট হইয়া জলীয় আকার ধারণ করিবার অব্যবহিত পরে ভূমিতে নিপতিত হয় না কেন? কেনই বা উহা জলাধার হইয়া শূন্যমার্গে ভাসিতে বা উঠিতে থাকে এবং তথা হইতে জল বর্ষণ করে? তাহার কারণ এই যে, বাষ্পকণার জলীয় পিণ্ডগুলি সূক্ষ্মতম (Extreme tenuity of the aqueous envelope) হওয়ায় উহা অপেক্ষাকৃত স্থূলতর বায়ুসমুদ্রের বিভিন্ন স্তর ভেদ করিয়া নিম্নে আসিতে সমর্থ হয় না; কারণ মেঘকণার আপেক্ষিক গুরুত্ব কদাচ বায়ু অপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হয়।

বস্তুতঃই যে মেঘপুঞ্জ অন্তরীক্ষদেশে নিশ্চলভাবে থাকে, তাহা স্বভাবতঃই সঙ্কর্ষণ অম্ভ (জল) ভারাক্রান্ত হইয়া নিম্নাভিমুখে অবতরণ করে। সূক্ষ্ম হইতে অপেক্ষাকৃত গুরু-

ভার মেঘকণাগুলি নামিয়া আসিবার সময় পরিশুষ্ক বায়ুস্তরে সংযুক্ত হইলেই, উহার জলপ্রধান কোষগুলি শুষ্কবায়ুতে মিশ্রিত হইয়া উপিয়া (dissolves and disappear) যায়। এইরূপে মেঘখানি নিম্নভাগে যতই ক্ষয়িত হইতে থাকে, ততই তাহার উপরে নূতন বাষ্পকোষসমূহ আসিয়া সমুদিত হয়; এই কারণে ঐ সকল মেঘে প্রায় বৃষ্টিপাত হইতে দেখা যায় না। তৃতীয়তঃ শূন্যমার্গে সকল সময়েই একটী বায়বীয় শক্তি (Atmospheric force) প্রবহ রহিয়াছে, অর্থাৎ জলরাশি হইতে বিকর্ষণ প্রভাবে নিরন্তর উত্থিত বাষ্পরাশি (Ascending current) ঊর্দ্ধগামী থাকায় মেঘপতনের প্রতিপক্ষতাচরণ করিতেছে। যে পরিমাণ গতিতে ঊর্দ্ধগামী বাষ্পস্রোত বায়ুসাগর ভেদ করিয়া উত্থিত হয়, পরিষ্কার ঋতুতে, অর্থাৎ যে দিন আকাশ মেঘহীন থাকে, বাষ্পকোষের পতন-পরিমাণ তদপেক্ষা অনেকাংশেই কম হয়। এইজন্য Cumuli নামক মেঘরাশি প্রাতঃকালের অপেক্ষা, মধ্যদিনেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে উঠিয়া থাকে, সন্ধ্যায় সূর্য্যোত্তাপের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই বাষ্পস্রোতের গতি ক্ষীণবল হইতে থাকে এবং মেঘগুলি ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত বায়ুস্তরে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জলের বিকর্ষণ ও সঙ্কর্ষণ (Evaporation and condensation) জন্য মেঘের উৎপত্তি ও বৃষ্টি-পরিণতি সংঘটিত হইয়া থাকে।

বৃষ্টিপাত যে জীব ও জগতের মঙ্গলজনক, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। জগতের আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতায় ১।১৮।১৮ এবং অথর্ব্ববেদ ৪।১৫।৭-৮ মন্ত্রে বায়ুকর্ত্তৃক মেঘের উদ্গমন ও বারিবর্ষণের উল্লেখ আছে। এই বিশ্বরক্ষাকৃৎ মেঘসমূহের কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছে অথবা কোন্ সময়ে তাহারা গর্ভধারণ করিয়া কতদিন পরে জলরাশি বর্ষণ করে, প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণাদি শাস্ত্রে ও জ্যোতিষগ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ সমুদ্রজল হইতে বাষ্পাকারে উত্থিত জলরাশির রূপান্তরকেই যে মেঘের উৎপত্তি-কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ বহু পূর্ব্বকালে সেইরূপ বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব অবগত ছিলেন; নিম্নে সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মেঘের যে উৎপত্তি-বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক মতের অনুরূপ। যথা—

"তেজো হি সর্ব্বভূতেভ্য আদত্তে রশ্মিভির্জলং।
সমুদ্রাদ্বায়ুসংযোগাৎ রশ্ময়ঃ প্রবহন্ত্যপঃ॥
ততোহয়নবশাৎ কালে পরিবৃত্তো দিবাকরঃ।
নিযচ্ছতি পয়ো মেঘে শুক্লাশুক্লৈর্গভস্তিভিঃ॥
অভ্রস্থাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
সর্ব্বভূতহিতার্থায় বায়ুভূতাঃ সমন্ততঃ॥
ততো বর্ষতি সোহম্ভাংসি সর্ব্বভূতবিবৃদ্ধয়ে।
বায়ব্যং স্তনিতঞ্চৈব বিদ্যুদগ্নিসমপ্রভম্॥
মেরুসানুমিহেত্যাতো মেঘত্বং ব্যঞ্জয়ন্তি চ।
ভ্রমিষ্যন্তি যথা চাপস্তদন্তং কবয়ো বিদুঃ॥" (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

তেজঃ স্বীয় রশ্মি দ্বারা সমস্ত ভূত হইতে তাহাদের জলীয়াংশ আকর্ষণ করে এবং সূর্য্যদেবও স্বকীয় তেজোপ্রভাবে সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প গ্রহণপূর্ব্বক অয়নবশে শুক্লাশুক্লকিরণ দ্বারা উহা মেঘসমূহে প্রদান করেন। সেই মেঘ বায়ু কর্ত্তৃক চালিত ও প্রাণীগণের হিতসাধনায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া বারিবর্ষণ করে এবং তাহাতেই প্রাণী সকলের পরিপুষ্টি সাধিত হয়। ঐ মেঘসমূহ অগ্নিজ, ব্রহ্মজ ও পক্ষজভেদে তিন প্রকার। মেঘাচ্ছন্ন দিনের বায়ু হইতে যে সকল মেঘের উৎপত্তি হয়—তাহারা মহিষ, বরাহ ও মত্তমাতঙ্গের রূপ ধারণ করিয়া ধরণীতে বিচরণ ও ক্রীড়া করে—সেই সকল মেঘই আগ্নেয় নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মজ মেঘ ব্রহ্মনিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা বিদ্যুদ্গুণবিহীন, জলধারাবলম্বী মহাকায় ও মৃদুবর্ষী হইয়া ক্রোশ বা ক্রোশার্দ্ধ পরিমিত স্থানে এবং পর্ব্বতের অগ্র বা মধ্যবর্ত্তী বনপ্রদেশে বর্ষণ করে। প্রজাগণের মঙ্গলকামনা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যে সকল মেঘ দ্বারা মহাবল পর্ব্বতদিগের পক্ষচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে পক্ষজ মেঘ বলে। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫৮ অ°)

কূর্ম্মপুরাণে ত্রেতাযুগে মেঘোৎপত্তি-বর্ণনে ঐ একই কথার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, যথা—

"অপাং সিদ্ধে প্রতিগতে তদা মেঘাম্বুযো্না তু বৈ।
মেঘেভ্যঃ স্তনয়িত্নুভ্যঃ প্রবৃত্তং বৃষ্টিসর্জ্জনম্॥" (কূর্ম্মপু° ২৮।২৬)

ত্রেতাযুগের প্রথমে মেঘসমূহ হইতে বৃষ্টি পতিত হইয়া পৃথিবীতে একবার সংপৃক্ত হওয়ামাত্র প্রজাদিগের গৃহসংজ্ঞক বৃক্ষাদি প্রাদুর্ভূত হয় অর্থাৎ ঐ সকল উদ্ভিজ্জাদি তাহাদিগের সম্ভোগোপভোগ্য হইয়া স্বাস্থ্যের কারণ হয়। (কূর্ম্মপু° ২৮।২৭-২৮)

প্রলয়কালীন মেঘপ্রসঙ্গে উক্ত পুরাণে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা কেবল সংসার-ধ্বংসের নিমিত্তই যথাকালে উদিত হইয়া থাকে। সেই মেঘগুলি বিভিন্ন বর্ণ সমন্বিত,—'গজকুল-গর্জ্জনের ন্যায় শব্দবিশিষ্ট সংবর্ত্তকাদি ঘোর মেঘসমূহ আকাশমার্গে উত্থিত হয়। ইহাদের মধ্যে কোন কোন মেঘ নীলোৎপল শ্যামবর্ণ, কোন কোন গুলির বর্ণ কুসুম ফুলের ন্যায়, কতকগুলি ধূম্রবর্ণবিশিষ্ট, কতকগুলি পীতবর্ণ, কোন কোন গুলি রক্তাভ, আর কতকগুলি

শঙ্খ ও কুন্দের ন্যায় ধবল, অন্য কতকগুলি অঞ্জনসদৃশ কাল ও মনঃশিলা সদৃশ লাল, অপর কতকগুলি কপোতবর্ণ বিশিষ্ট, কোন কোন গুলির বর্ণ রুদ্রাক্ষের ন্যায়, কাহারও কাহারও বর্ণ দুগ্ধের ন্যায়, কোন কোন গুলি কর্ব্বুর বর্ণবিশিষ্ট, কতক গুলি ইন্দ্রগোপ সদৃশ, আর কতকগুলি হরিতালাভ ও কাকাণ্ড-সন্নিভ। ইহারা আবার কেহ কেহ পর্ব্বতাকার, কেহ কেহ বা গজযূথাকার ঘোররূপ ধারণ করিয়া বিশাল শব্দ সহকারে নভঃস্থল পরিপূরিত করে। পরে ঐ সকল ভীষণাকৃতি মেঘ প্রভূত পরিমাণে বারিবর্ষণ করিয়া সমস্ত জাগতিক অমঙ্গলের নাশ ও অগ্নিতেজঃ প্রশমিত করে। মেঘগণ কর্তৃক এইরূপে মহাজলপ্রপাত দ্বারা অগ্নির নাশ হইলে ক্রমে সাগ্নিদ্বীপা পৃথ্বী শতবর্ষ পর্য্যন্ত জলপ্লাবিত থাকে। (কূর্ম্মপু॰ উপবি॰ ৪৩ অঃ)

জ্যোতিস্তত্ত্বে আবর্ত, সম্বর্ত, পুষ্কর ও দ্রোণ নামক চারি প্রকার মেঘের উল্লেখ আছে,ইহাদের মধ্যে আবর্ত্তমেঘ নির্জ্জল, সম্বর্ত্তমেঘ বহু জলবিশিষ্ট, পুষ্কর দুষ্করজল ও দ্রোণ শস্যপূরক।

"ত্রিযুক্তে শাকবর্ষেতু চতুর্ভিঃ শোধিতে ক্রমাৎ।
আবর্ত্তং বিদ্ধি সম্বর্তং পুষ্করং দ্রোণমম্বুদম্।
আবর্ত্তো নির্জ্জলো মেঘোঃ সম্বর্ত্তশ্চ বহূদকঃ॥
পুষ্করো দুষ্করজলো দ্রোণঃ শস্যপ্রপূরকঃ॥"

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রেও মেঘের বিভিন্ন নাম, তাহাদের বর্ষণশক্তি এবং বর্ণাদির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। বায়ুতত্ত্ববিদ্ হাউয়ার্ড মেঘগুলিকে সিরাস্ (Cirrus), কিউমিউলাস্ (Cumulus) ও ষ্ট্রাটাস্ (Stratus) নামক তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে আবার তিনি Cirra-cumulus, Cirra-stratus, Cumulo-Stratus, ও nimbus নামে কয়টী বিভিন্ন থাকের কল্পনা করিয়াছেন। এই গুলি আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের কোদালে, কুড়ুলে, ছাগলে প্রভৃতি মেঘের অনুরূপ।

Cirrus মেঘগুলি নাবিকের ভাষায় Cat's tail বা বিড়ালপুচ্ছ বলিয়া কথিত। এগুলি পাতলা খণ্ড খণ্ড আকারে আকাশগর্ভে পশম রাশি অথবা বোনা জালের ন্যায় দেখা দেয়। আকাশবক্ষে Cirra মেঘপুঞ্জের তুষারচ্ছটা দেখিয়া অনেকে Mackerel Sky নামে নভঃশোভা বর্ণন করিয়াছেন।

গ্রীষ্মকালীন Cumulus নামক মেঘগুলি নাবিকদিগের তুলাপেঁজা (ball of cotton) নামে উক্ত হইয়া থাকে। এই মেঘগুলি সুদূর দিগ্বলয়ে অর্দ্ধ গোলকাকারে বিলম্বিত থাকে, পরে তাহা পরস্পরে সংযোজিত হইয়া একটী সুদীর্ঘ উচ্চচূড় পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড ঘনান্ধকারে মেঘখণ্ডে পরিণত হইয়া দিগ্বলয়েই দণ্ডায়মান হয়। তখন উহার শিরোভাগ সমুজ্জ্বল সূর্য্যালোকে আলোকিত হইয়া তুষার-ধবল হিমানী শিখরের ন্যায় অনুমিত হয়।

সূর্য্যাস্ত সময়ে দিগ্বলয়ে বন্ধনীর ন্যায় যে প্রলম্ব Stratus নামক মেঘমাল-স্তর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অরুণোদয়ে অপসৃত হইয়া যায়। Cumulus-stratus নামক মেঘ দিগ্বলয়ে কৃষ্ণ অথবা নীলাভ বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে। Nimbus নামক মেঘচয় প্রায়ই ধূসরবর্ণ এবং ধার ঝালরের (fringed edges) মত কাটা হয়। Cirrus ও cumulus শ্রেণীর কোদালিয়া মেঘসমূহ দক্ষিণপশ্চিম বা উত্তরপূর্ব্ব বায়ুগতির সমান্তরাল ভাবে আকাশমার্গ আচ্ছন্ন করে। কেন এই মেঘগুলি এরূপ কাটা কাটা ভাবে সংন্যস্ত হয়, তাহার বিশেষ কারণনির্ণয় করা যায় না। এই মেঘগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে উঠে এবং নামিবার কালে উত্তপ্ত বায়ুস্তরে মিশিয়া যায়। বাঙ্গালার সমতল প্রান্তর হইতে এই মেঘমালার দূরত্ব যতদূর অনুভব করা যায়, হিমালয়-শৃঙ্গে দাঁড়াইয়া নভোমণ্ডলের দিকে চাহিয়া দেখিলেও সেই দূরত্বের কোনরূপ হ্রাস উপলব্ধি হয় না।

উক্ত Cirri শ্রেণীতে Halos ও parhelia নামক মেঘকণা থাকে, তাহা তুষারপরিণত বাষ্পকণার উপর আলোকপাতের দ্বারাই চাকচিক্যশালী দৃষ্ট হয়। এই উজ্জ্বল তুষারখণ্ড (snow flakes) নভোমণ্ডলের অতি উচ্চ স্থানে ভাসমান থাকে। এইরূপ মেঘ দেখিলে ঋতু-পরিবর্ত্তনের সূচনা করা যায়। গ্রীষ্মকালে বর্ষাপাত এবং শীত ঋতুতে তুষারপাত ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল।

পতাকা বিশেষের (vane) সঞ্চালন দ্বারা বায়ুর গতি উত্তরাভিমুখী জানা গেলেও, Cirri মেঘগুলিকে স্বভাবতঃ দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু-স্রোতে সন্তাড়িত হইতে দেখা যায়। ঐ মেঘখণ্ডগুলি অবতরণকালে ক্রমশঃ একত্র হইয়া পরস্পরে ঘন-সন্নিবিষ্ট হয় এবং ঐ স্থানের বায়ুস্তর জলভারাক্রান্ত থাকায় সহজেই মেঘকণাগুলি জলাকার ধারণ করে। এইরূপে Cirro-stratus মেঘস্তরে পরিণত হইলেই বৃষ্টিবর্ষণ হইতে দেখা যায়।

উপরোক্ত কারণে Cirro-Cumulus মেঘের বাষ্পকোষগুলি জলভারাক্রান্ত হইলে চন্দ্র বা সূর্য্যের আলোকে প্রতিফলিত হইয়া এক অভিনব আলোকমালার সৃষ্টি করে। যখন ঐ মেঘগুলি সূর্য্য বা চন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখন তত্তদ্ জ্যোতিষ্কের চারিদিকে একটী আলোকচ্ছটা (Coronæ) প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই মেঘোদয়ে দারুণ গ্রীষ্মপাতের সূচনা দেখা যায়। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মেঘ উদয় হইলে আকাশ সারাদিন পরিচ্ছন্ন থাকে, কখনও বৃষ্টিপতনের

সম্ভাবনা দেখা যায় না।. সন্ধ্যাকালে মেঘগুলি অপসৃত হইলে আকাশ আরও পরিষ্কৃত দেখায়। দিবসের মধ্যভাগে যতই তাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই মেঘের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে এই মেঘগুলি দিনভাগে ঊর্দ্ধগামী বাষ্পস্রোতের সাহায্যে নভোমণ্ডলের উচ্চস্থানে উত্থিত হয়। এথানে শীতল বায়ুপ্রবাহিত স্তরে আসিয়া উহা জলসিক্ত (Saturated) হয়। মেঘ ও বাষ্পস্রোতের গতির বলাবল অনুসারে মেঘ ও বাষ্পরাশি ততোধিক উর্দ্ধস্তরে সন্নিহিত হয় এবং তথায় শীতল হইতে শীতলতর বায়ুস্তরে সঞ্চিত হইয়া দ্বিপ্রহরের সময় ঘনান্ধকারে আকাশমণ্ডল আবৃত করে। ঐরূপ মেঘরাশি সকল সময়েই সন্ধ্যাকালে আকাশগর্ভ হইতে অপসৃত হয় না। তাহা ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া Cumulo stratus মেঘে রূপান্তরিত হয়, তাহা হইলে ঘোর ঝটিকাসহকারে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে।

যখন ঘনঘটায় আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হয় এবং সেই মেঘমালা ঝটিকা সমুত্থিত করে, তখন বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে অথবা অব্যবহিত পরেই বজ্রাঘাত হইতে দেখা যায়। যে সকল মেঘ হইতে বজ্রসমন্বিত বৃষ্টিপাত ও ঝটিকা (thunder-storm) সমুত্থিত হয়, তাহা প্রায় ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০০০ হইতে ৫০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত আকাশগর্ভে নিমজ্জিত থাকে। কথন কথন এই মেঘ ইহা অপেক্ষাও বহু উচ্চে উত্থিত হইতে দেখা যায়। হাম্বোল্ট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫ হাজার ফিট্ উচ্চে টোলুকার পর্ব্বত শৃঙ্গে এবং আরাগো ২৬৬৫০ ফিট্ উচ্চে ঐরূপ ঝটিকাবাহী মেঘে (Storm-cloud) বিদ্যুতের (lightening) অবস্থান লক্ষ্য করিয়াছেন। মেঘস্থ বিদ্যুৎ (Electricity of the clouds) এবং বায়ুগতস্থ তাড়িতপ্রবাহ (General electricity of the Atmosphere) লইয়া Lamé, Becquerel, Peltier প্রভৃতি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—বাষ্পকণার ঘনত্ব নিবন্ধন, তন্মধ্যস্থ গোলক (globules)-গুলির পরস্পর সংঘর্ষণ হেতুই দামিনী চমকিত হইয়া উঠে।

[বিস্তৃত বিবরণ তাড়িত ও বিদ্যুৎ শব্দে দেখ]

ভারতীয় পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রলয়কালীন মেঘের যে বিভিন্ন বর্ণের উল্লেখ আছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা না থাকিলেও, সৌর জগতের ব্যতিক্রম ও গ্রহাদি রাশ্মিপার্থক্য হইতেই এই সকল মেঘের বর্ণভিন্নতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। যেমন সূর্য্যকিরণের পার্থক্যানুসারে প্রভাতীয় ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, মধ্যাহ্ন ভাস্করে ও সায়ংকালীন অপগততাপ সূর্য্যে মেঘমালার বর্ণবৈচিত্র সম্পাদিত হইতে দেখা যায়, সেইরূপে অন্যান্য জ্যোতিষ্কের প্রভাবেও মেঘের নীলকুসুমাদি বর্ণোৎপত্তি সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বাষ্পকণার (Vesicles) প্রকৃতিগত তারতম্যের সহিত বিভিন্ন প্রকার আলোকরশ্মিপাতই মেঘবর্ণের বিচিত্রতার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূর্য্যের সায়ংকালীন লোহিত আলোকমালা হইতে সিন্দুরে মেঘের উৎপত্তিকথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

গর্ভধারণা।

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাষ্টমী হইতে চারিদিন পর্য্যন্ত বায়ুদ্বারা মেঘের গর্ভধারণা দিবস উক্ত হয়, ঐ কয়েক দিবসে বায়ুর মৃদুগতি এবং আকাশে মেঘের স্থিতি ও স্নিগ্ধভাব লক্ষিত হইলে শুভ বলিয়া জানিবে। আর ঐ সময়েই যদি স্বাতী প্রভৃতি নক্ষত্রচতুষ্টয়ে একাদিক্রমে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে শ্রাবণাদি কএক মাসেও সেইরূপ ধারা বর্ষণ হইবে এবং তাহাতে শুভফল প্রদান করিবে, ইহার অন্যথা হইলে নানারূপ অমঙ্গল ও তস্করাদির ভয় উপস্থিত হয়। এসম্বন্ধে বশিষ্ঠ এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে—বিদ্যুৎ, জলকণা ও ধূলি প্রভৃতি দ্বারা অপরিষ্কৃত বায়ুযুক্ত এবং চন্দ্রসূর্য্যাপরিচ্ছন্ন ধারণাই শুভ ধারণা। যখন বিদ্যুৎ শ্রেষ্ঠ শুভাশার প্রতি উপস্থিত হয়, তখন সর্ব্বনাশের বৃদ্ধি হয়। বালকগণের ক্রীড়াস্থলে পাংশু ও জলবর্ষণ এবং পক্ষিগণের পাংশু ও জলাদিতে ক্রীড়া ও সুমধুর বাক্য, চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত দূষিত হওয়া, ধারণাকারে এই সকল নক্ষত্র দৃষ্ট হইলে যে বৃষ্টি হয়, তাহাতে সর্ব্বনাশের সম্বর্দ্ধন করে। মেঘ স্নিগ্ধ, সংহত ও ক্ষীণগতি ক্রিয়াশীল হইলে তখন সকল শস্য ও অর্থের সাধনকারিণী মহতী বৃষ্টি হয়।

কেহ কেহ বলেন, কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষ অতিক্রম করিয়া গর্ভদিবস হয়, তাহা অসাধু। গর্গাদি ঋষিগণের মতে, অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে যে দিবস চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়ায় সঙ্গত হয়, সেই দিন হইতে গর্ভ সকলের লক্ষণ জ্ঞাতব্য। চন্দ্র যে নক্ষত্রে প্রাপ্ত হইলে, মেঘের গর্ভ হয়, চন্দ্রবশে ১৯৫ দিনে সেই গর্ভ প্রসবকাল প্রাপ্ত হইবে। সিতপক্ষজাত গর্ভ কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষজাত গর্ভ শুক্লপক্ষে, দিবাজাত গর্ভ রাত্রিকালে, রাত্রিজাতগর্ভ দিবাভাগে এবং সন্ধ্যাজাত গর্ভ বিপরীত সন্ধ্যাকালে প্রসবকাল। মৃগশীর্ষাদিজাত গর্ভ সকল এবং পৌষ শুক্লজাত গর্ভ মন্দফলযুক্ত, পৌষ কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা শ্রাবণের শুক্লপক্ষ নির্দ্দেশ করিবে। মাঘমাসের শুক্লপক্ষজাত গর্ভ শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষে প্রসবকাল প্রাপ্ত হয়। মাঘের কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষ নির্দ্দিষ্ট হয়। ফাল্গুন শুক্লপক্ষজাত গর্ভ সকলের প্রসবকাল ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে

বিনির্দ্দিষ্ট। ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষজাত যে গর্ভ তাহা আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে প্রসূত হয়। চৈত্রের সিতপক্ষজাত গর্ভ সকল আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষে বারিদান করে। চৈত্রের অসিত পক্ষজাত গর্ভ-সকল কার্ত্তিক শুক্ল পক্ষে অভিবর্ষণ করে। পূর্ব্ব দিকের মেঘ পশ্চাদুত্থিত হয় ও পশ্চিমের মেঘ পূর্ব্বদিকে উদিত হয়। শেষাদিক সকলে বায়ুরও এরূপ বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। ঈশান-কোণে ও পূর্ব্বদিকের বায়ুতে আকাশ বিমল, আনন্দকর ও মৃদুজল বর্ষিত হয়; চন্দ্র ও সূর্য্য স্নিগ্ধ ও বহল শুভ্রমণ্ডলে পরিবৃত হয়। স্থূল, বহল, স্নিগ্ধমেঘযুক্ত বা ঘনসূচী, ক্ষুরক ও লোহিত বর্ণমেঘ যুক্ত অথবা কাকাণ্ড এবং ময়ূরচন্দ্রকসন্নিভ আকাশ হইলে নক্ষত্র ও চন্দ্র বিমলজ্যোতির্যুক্ত হয়। ইন্দ্রধনু ও গম্ভীরগর্জ্জনযুক্ত, সূর্য্যাভিমুখ বিদ্যুৎপ্রকাশক, উত্তর-ঈশান ও পূর্ব্বদিক্ স্থিত মেঘ হইলে এবং পক্ষী ও মৃগকুল শান্ত শব্দ করিলে, সন্ধ্যাকাল রম্য হয়।

অগ্রহায়ণ ও পৌষে মেঘ সকল সন্ধ্যারাগরঞ্জিত ও সমণ্ডল হইলে, এবং অগ্রহায়ণ মাসে অতি শীত এবং পৌষে অত্যন্ত হিম পাত হইলে, গর্ভ পুষ্ট হয় না। মাঘে যদি প্রবল বায়ু, চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ তুষারতুল্য কলুষিত এবং অতিশীত হয়, তাহা হইলে মেঘযুক্ত ভানুর অস্ত ও উদয় শ্লাঘ্য। ফাল্গুন মাসে যদি পবন রুক্ষ ও প্রচণ্ড হয়, মেঘসকল স্নিগ্ধ হয়, পরিবেষ অসম্পূর্ণ হয়, সূর্য্য অগ্নির ন্যায় পিঙ্গল ও তাম্রবর্ণ হয়, তবে শুভ জানিবে। চৈত্রে গর্ভ সকল যদি পবন, মেঘ ও বৃষ্টিযুক্ত এবং পরিবেষযুক্ত হয়, তাহা হইলেও শুভ। বৈশাখে মেঘ যদি বায়ু, জল ও শব্দিত বিদ্যুৎযুক্ত হয়, তবে গর্ভ দ্বারা হিত সাধিত হয়। মুক্তা বা রৌপ্যসন্নিভ বা তমাল, নীলোৎপল ও অঞ্জনের দ্যুতিবিশিষ্ট কিম্বা জলচর প্রাণিগণের ন্যায় আকারসম্পন্ন মেঘসকল প্রভূত জলদান করে, আর গর্ভ সূর্য্যের তীব্র কিরণে অভিতাপিত ও মন্দ-মারুত-সমন্বিত হইলে মেঘগণ প্রসবকালে যেন রুষিত হইয়া জলধারা বর্ষণ করে। অশনি, উল্কা, পাংশু-পাত, দিগ্দাহ, ভূমিকম্প, গন্ধর্ব্বনগর, কীলক, কেতু, গ্রহযুদ্ধ, নির্ঘাত, রুধিরাদিবৃষ্টি বিকৃতি, পরিঘ, ইন্দ্রধনু ও রাহু-দর্শন এই সকল উৎপাত দ্বারা ও অন্য ত্রিবিধ উৎপাতে গর্ভ নষ্ট হয়। সকল ঋতুতেই পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া এবং রোহিণী নক্ষত্রে বর্দ্ধিত গর্ভ বহুজল প্রদান করে। শতভিষা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, স্বাতি ও মঘা সংযুক্ত গর্ভ শুভপ্রদ এবং বহু দিবস পোষণ করে; ত্রিবিধ উৎপাত দ্বারা গর্ভ নষ্ট হয়। চন্দ্র যখন ঐ পাঁচটী নক্ষত্রের কোন একটীতে অবস্থান করেন, তখন অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ছয়মাসে যথাক্রমে ৮, ৬, ১৬; ২৪, ২০ এবং ৩ দিন উপর্য্যুপরি বর্ষণ হইয়া থাকে। ক্রূরগ্রহ সংযুক্ত হইলে গর্ভ সকল করকা, অশনি এবং মৎস্যবৃষ্টি করিয়া থাকে এবং চন্দ্র কিংবা সূর্য্য শুভগ্রহ সংযুক্ত বা শুভগ্রহবীক্ষিত হইলে গর্ভ বহু বৃষ্টিকর হয়। গর্ভসময়ে যদি অকারণ অতিবৃষ্টি হয়, তবে গর্ভের অভাব হয়। দ্রোণাষ্টাংশেরও অধিক বর্ষণ করিলে, গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়। পুষ্টগর্ভ যদি গ্রহোপঘাতাদি হেতু বর্ষিত না হয়, তবে আত্মীয় গর্ভপ্রসবকালে করকা-মিশ্র জলদান করে। যেমন পয়স্বিনীগণের বহুকালধৃত দুগ্ধ কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ অনেক দিন অতীত হইলে জল কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়। যে গর্ভ পঞ্চ প্রকার নিমিত্ত দ্বারা পুষ্ট হয়, সেই গর্ভ শতযোজন ব্যাপিয়া বর্ষণ করে। সেই নিমিত্তের এক একটীর অভাবে শতযোজনের অর্দ্ধার্দ্ধ হানি ভাবে বৃষ্টি হয়। পঞ্চনিমিত্তক গর্ভ ১ দ্রোণ জল বর্ষণ করে। পবননিমিত্তক ৩ আঢ়ক এবং বিদ্যুন্নিমিত্তক ৬ আঢ়ক। যে গর্ভ—পবন, সলিল, বিদ্যুৎ, গর্জ্জিত ও মেঘরূপ পঞ্চনিমিত্ত-যুক্ত তাহা বহুজলপ্রদ হয়। যদি গর্ভকালেই অধিক বারি বর্ষিত হয়, তাহা হইলে, প্রসবকাল অতিক্রান্ত হইবার পর কেবল-মাত্র জলকণা বর্ষিত হইতে দেখা যায়। (বৃহৎ সংহিতা)

মেঘ-প্রবর্ষণ।

জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমার পর যদি পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে বৃষ্টি হয়, তবে জলের পরিমাণ ও শুভাশুভ সম্বন্ধে বিজ্ঞগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন;—হস্ত পরিমিত বিস্তৃত কুণ্ড ধারণ করিয়া জলের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। উক্ত পাত্রের পরিমাণ পঞ্চাশৎ পল, ইহা জলপূর্ণ হইলে পতিত জলের পরিমাণ এক আঢ়ক, যাহাতে পৃথিবী মুদ্রিতা কিংবা তৃণাগ্রবিন্দু সকল জাত হয়, সেই বৃষ্টি দ্বারা জলের প্রথম পরিমাণ কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন,—যতদূর দেখা যায়, ততদূরই অতিবৃষ্টি, কেহ বা উক্ত লক্ষণানুসারে দশ যোজন মণ্ডল অতিবৃষ্টি বলেন; কিন্তু গর্গ, বশিষ্ঠ ও পরাশর মতে দ্বাদশ যোজন পরে বৃষ্টি যায় না। যে সকল নক্ষত্রে অতিবৃষ্টি হয়, সেই সকল নক্ষত্রই বর্ষণ করে, কিন্তু যদি পূর্ব্বাষাঢ়া হইতে মূলা পর্য্যন্ত নক্ষত্র সকলে বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে সমস্ত নক্ষত্রে অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি নিরুদ্ধ চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়া, মৃগশিরা, হস্তা, চিত্রা, রেবতী, ও ধনিষ্ঠাতে থাকেন, তাহা হইলে ১৬ দ্রোণ; শতভিষা, জ্যেষ্ঠা ও স্বাতীতে ৪ দ্রোণ,—কৃত্তিকাগণে ১০; শ্রবণা, মঘা, ভরণী ও মূলাতে ১৪; ফল্গুনীতে ২৫; পুনর্ব্বসুতে ২০; বিশাখা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ২০; অশ্লেষা নক্ষত্রে ১৩; উত্তরফল্গুনী ও রোহিণীতে ২৫; পূর্ব্বভাদ্রপদ, পুষ্যা ও অশ্বিনীনক্ষত্রে ১২ এবং আর্দ্রার অষ্টাদশ দ্রোণ পরিমাণে বারিবর্ষণ হয়। নক্ষত্রগণ

যদি রবি শনি ও কেতু কর্ত্তৃক পীড়িত ও মঙ্গল কর্ত্তৃক বিবিধ অভ্রাহত হয়, তাহা হইলে বৃষ্টি হয় না, অধিকন্তু অমঙ্গল হয়, নিরুপদ্রব ও শুভগ্রহযুক্ত হইলে মঙ্গল হয়। (বৃ০সং০ ২৩অ০)

২ ষড়্‌রাগের অন্তর্গত রাগবিশেষ। হনুমন্মতে এই রাগ ষষ্ঠরাগ। ব্রহ্মার মস্তক হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। কাহারও মতে, এই রাগ আকাশ হইতে জাত। ইহার জাতি ঔড়ব, অর্থাৎ ধ, ন, ষ, ঋ, গ, এই পঞ্চস্বর মিলিত। ইহার গৃহ ধৈবত স্বর। বর্ষাকালে রাত্রিশেষে এই রাগ গান করিতে হয়।

এই রাগ সুন্দর পুরুষ, শ্যামবর্ণ, হস্তে শাণিতখড়্গ, কেশ উষ্ণীষবদ্ধ। হনুমন্মতে ইহার রাগিণী পাঁচ যথা—টঙ্কা, মল্লারী, গুর্জ্জরী, ভূপালী, দেশকারী; ৮ পুত্র—জালন্ধর, সার, নটনারায়ণ, শঙ্করাভরণ, কল্যাণ, গজধর, গান্ধার ও সাহানা। কল্লানাথ-মতে ইহার রাগিণী ছয়, যথা—বঙ্গালী, মধুরা, কামোদা, ধনাশ্রী, তীর্থকী, দেবালী; এই মতেও ৮ পুত্র, কিন্তু নটনারায়ণ, শঙ্করাভরণ ও কল্যাণ স্থানে কেদার, মারুজল ও ভরত এই প্রভেদ। সোমেশ্বর মতেও ইহার রাগিণী ৬—মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃঙ্গারী। পুত্র পূর্ব্ববৎ। ভরত-মতে ইহার পঞ্চ রাগিণী মল্লার, মুলতানী, দেশী, রতিবল্লভা, কাবেরী; পুত্র ৮—কলায়র, বাগেশ্বরী, সহানা, পুরীয়া, কানড়া, তিলকস্তম্ভ, শঙ্করাভরণ। এই অষ্ট পুত্রের ভার্য্যা যথা—কর্ণাটী, কাদম্বী, কদমনাট, পাহাড়ী, মাঁঝ, পরজ, নটমঞ্জরী, শুদ্ধনট। (স০দামোদর)

মেঘকফ (পুং) মেঘানাং কফ ইব। করকা। (হারাবলী)

মেঘকর্ণী (স্ত্রী) স্কন্দানুচর মাতৃভেদ।

মেঘকাল (পুং) মেঘানাং কালঃ সময়ঃ। বর্ষাকাল, বর্ষাঋতু।

"স্থলসলিলচরাণাং ব্যত্যয়ো মেঘকালে
প্রচুরসলিলবৃষ্ট্যৈ শেষকালে ভয়ায়।" (বৃহৎসং ৯৫।৫৮)

মেঘকূটাভিগর্জ্জিতেশ্বর (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ। (ললিতবি০)

মেঘগম্ভীর (ত্রি) মেঘের ন্যায় গম্ভীর।

মেঘগর্জ্জন (ক্লী) মেঘস্য গর্জ্জনং। মেঘডাকা, মেঘধ্বনি। মেঘগর্জ্জন হইলে বেদপাঠ নিষিদ্ধ। উপনয়নের দিন যদি মেঘগর্জ্জন হয়, তাহা হইলে উপনয়ন হইবে না। মেঘগর্জ্জনে বেদপাঠ নিষিদ্ধ বলিয়াই উপনয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'উপনীয় দদদ্বেদং' মনুর এই বচনানুসারে উপবীত গ্রহণের পরক্ষণেই বেদারম্ভ করিতে হয়, মেঘগর্জ্জনে শাস্ত্রচিন্তাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহার আয়ুঃ, বিদ্যা, যশঃ ও বল এই চারিই নষ্ট হয়।

"সন্ধ্যায়াং গর্জ্জিতে মেঘে শাস্ত্রচিন্তাং করোতি যঃ।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্বিদ্যাযশোবলম্‌॥" (স্মৃতি)

মেঘগিরি (পুং) পর্ব্বতভেদ।

মেঘঙ্কর (ত্রি) মেঘকারী।

মেঘচন্দ্র শিষ্য, শ্রুতবোধটীকারচয়িতা।

মেঘচিন্তক (পুং) চিন্তয়তীতি চিন্তি-ণ্বুল্‌ মেঘানাং চিন্তকঃ তচ্চৈব জলপায়িত্বাৎ। ১ চাতকপক্ষী। (শব্দচ০) (ত্রি) ২ মেঘচিন্তনবিশিষ্ট।

মেঘজ (ত্রি) মেঘাজ্জায়তে জন-ড। মেঘজাত বস্তু।

মেঘজাল (ক্লী) মেঘানাং জালং। অভ্রিয়। (শব্দচ০)

মেঘজীবন (পুং) মেঘো জীবনং জীবনোপায়ো যস্য। চাতকপক্ষী। প্রবাদ আছে যে, চাতক মেঘের জল ভিন্ন অন্য জল পান করে না, এই জন্য উহাদিগকে মেঘজীবন কহে।

মেঘজ্যোতিস্‌ (পুং) মেঘস্য জ্যোতিরগ্নিঃ মেঘাদুৎপন্নজ্যোতির্বা। বজ্রাগ্নি, পর্য্যায় ইরম্মদ। (অমর)

মেঘডম্বর (পুং) মেঘস্য ডম্বরঃ। মেঘগর্জ্জন।

"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥" (উদ্ভট)

মেঘতরু (পুং) মেঘের আকারভেদ।

মেঘতিমির (পুং) মেঘেন তিমিরং অন্ধকারো যত্র। মেঘাচ্ছন্ন দিন। (হলায়ুধ)

মেঘতীর্থ, প্রাচীন তীর্থভেদ। (শিব উ০ ২১।১১)

মেঘত্ব (ক্লী) মেঘস্য ভাবঃ ত্ব। মেঘের ভাব বা ধর্ম্ম।

মেঘদত্ত, জনৈক ব্যক্তি। (শ্রীহর্ষ ৩৯)

মেঘদীপ (পুং) মেঘজনিতো দীপ ইব। বিদ্যুৎ। (শব্দমা০)

মেঘদুন্দুভি (পুং) অসুরভেদ। (ত্রি) ২ মেঘগর্জ্জন।

মেঘদুন্দুভিস্বররাজ (পুং) বুদ্ধভেদ।

মেঘদূত, মহাকবি কালিদাসপ্রণীত একখানি খণ্ডকাব্য। এই গ্রন্থে নায়ক যক্ষ প্রবাসে থাকিয়া স্বীয় প্রিয়তমা পত্নীর উদ্দেশে বিরহ ব্যথা জানাইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস মেঘকে দূত সাজাইয়া যক্ষের বিরহ-সন্দেশ বহন করাইয়াছেন। [কালিদাস দেখ।]

২ মেরুতুঙ্গসূরিবিরচিত একখানি জৈন গ্রন্থ। জৈন পণ্ডিত মেরুতুঙ্গ সূরি ও শীলরত্ন সূরি ইহার দুই খানি সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করিয়াছেন।

মেঘদ্বার (স্ত্রী) শূন্য, আকাশ।

মেঘনা, পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাহিত একটী নদী। গঙ্গা (পদ্মা) ও ব্রহ্মপুত্রনদের সংযোগে উৎপন্ন। ইহার বিস্তীর্ণ জলরাশি দেখিয়া বর্ত্তমান ভৌগোলিকগণ ইহাকে বঙ্গীয় 'ব' দ্বীপের একটী প্রধান মোহানা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভৈরববাজার হইতে

শ্রীহট্টের বরাক্ বা সুরমা-সঙ্গম পর্য্যন্ত প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের খাত স্থানবিশেষে মেঘনা নামে অভিহিত। কোন কোন মানচিত্রে ময়মনসিংহ জেলাপ্রবাহিত ও ভৈরববাজারের সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্রে সংমিলিত একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীকে আদি-মেঘনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে পদ্মা ও যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) গোয়ালন্দে আসিয়া সংমিলিত হইয়া চাঁদপুরের অপর পার্শ্বে মেঘনার মোহনায় আসিয়া পতিত হইয়াছে। উপরোক্ত দুইটী বৃহদাকার নদ ও নদীর জলরাশি উদরে ধারণ করিয়া মেঘনার গর্ভ স্ফীত হইয়াছে এবং সময় সময় সেই আধ্মাত উদরের উদ্গার স্বরূপ বন্যা আসিয়া উভয় তীরবাসিগণকে উত্যক্ত করে, সময় সময় উভয়-কূল ভাসাইয়া নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী জনসাধারণ ও পালিত পশু-পক্ষী প্রভৃতি জীবদিগকে স্বীয় অতল গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া লয়।

ইহার বিস্তীর্ণ জলরাশি দক্ষিণপূর্ব্ব বঙ্গকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। দক্ষিণ বা পশ্চিমকূলে উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ এবং বাম বা পূর্ব্ব-কূলে যথাক্রমে ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা দৃষ্টিগোচর হয়। জলপ্রবাহ প্রবল হওয়ায়, ইহার তীর নির্দ্দেশ অসম্ভব। আজ যে তীর দিয়া নদীজল প্রবাহিত হইতেছে, ১০ দিন পরে সেই তীরের ধস্ ভাঙ্গিয়া গ্রামসমূহ নদীগর্ভে ডুবাইয়া লইয়াছে।

দক্ষিণ শাহবাজপুর, হাতিয়া ও সন্দ্বীপ নামক তিনটী সুবৃহৎ 'ব' দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া মেঘনা চারিটী বিভিন্ন শাখায় বঙ্গোপসাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

মেঘনার 'জোয়ার ভাটায়' স্রোত প্রবল থাকায় নিত্যই ধস্ ভাঙ্গিয়া যেমন একধারে দেশভাগ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তদ্রূপ নদীগর্ভচালিত পলিরাশি সঞ্চয় দ্বারা স্থানান্তরে দেশের উৎপত্তি হইতেছে। সমুদ্রজলের প্রবল তাড়নে এবং বিভিন্ন নদী-জলের বিপরীত স্রোতোগতিতে প্রতিহত হইয়া মেঘনার জলরাশিপ্রবাহিত পলিস্তর সমুদ্রমুখে সঞ্চিত হইয়া স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ চরের উৎপত্তি করিয়াছে, উহাই ক্রমে ফলবৃক্ষ-সম্বলিত খণ্ড খণ্ড দ্বীপাকারে পরিণত হইয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে। এইরূপে বিগত ৪৩ বৎসরের মধ্যে নোয়াখালি জেলা সমুদ্রাভিমুখে ৫৷৬ মাইলের অধিক অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে।

স্থানবিশেষে ধস্ ভাঙ্গিয়া গাছের গুঁড়ি প্রভৃতি নদীগর্ভে এরূপে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া পড়ে যে, ভাটার সময় সেই স্থান দিয়া নৌকা চালান বড়ই কষ্টকর হয়। কারণ ভারবাহী নৌকা আঘাত প্রাপ্ত হইলে তলদেশ বিদীর্ণ হইয়া নিমজ্জিত হওয়া সম্ভবপর। এতদ্ভিন্ন নদীগর্ভস্থ চোরাবালুও বিশেষ ভয়াবহ।

জোয়ার ভাটার সঙ্গে নদীর বাণ দেখিবার জিনিষ। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার কোটালে এবং অপরাপর দিন জোয়ারের সময় জল প্রায় ১০ হইতে ১৮ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। বাণ ডাকিবার পূর্ব্বে মেঘের ডাকের ন্যায় জলের গর্জ্জন শ্রুত হওয়া যায়। উহার অব্যবহিত পরেই তুলারাশির ন্যায় সুবৃহৎ বাণের ঢেউ (bore) দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। এই বন্যা মাঝি-মাল্লাদিগের বিষম ভয়ের কারণ। ১০ই ও ১১ই চৈত্র সূর্য্যদেব যখন বিষুবরেখায় পদার্পণ করেন, এই দুই দিন বন্যার ঢেউ অধিক বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। ঐ সময়ের এবং দক্ষিণবায়ু প্রবলবেগে বহিলে কএকদিন পরেও জলপথে বাণিজ্য বন্ধ থাকে।

বন্যার ঢেউ যেন ২০ ফিট উচ্চ তুলারাশি লইয়া ঘণ্টায় ১৫ মাইল হিসাবে অগ্রসর হইতে থাকে। ঐ সময়ে যাহা কিছু সম্মুখে পড়ে, তাহাই বিপর্য্যস্ত, ধ্বস্ত ও নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। কএক মিনিট পরে নদীজল সমতল হইয়া পুনরায় পূর্ব্বভাব ধারণ করে। কাণেকাণ নদী তৎপরে ক্রমশঃ পূর্ব্ব-বৎ জোয়ার ভাটায় খেলা করিতে থাকে।

সাইক্লোন্ নামক প্রবল ঝটিকাপাতের সঙ্গে সঙ্গে এবং মে ও অক্টোবর মাসে মন্সুমবায়ু পরিবর্ত্তন সময়ে এই নদীগর্ভে বৃহদাকার ঢেউ (Storm-waves) সমুত্থিত হইতে দেখা যায়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ঝড়ে ৪০ ফিট্ উচ্চ ঢেউ উঠিয়া সমগ্র হাতিয়া দ্বীপ নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবরের ভীষণ ঝটিকায় ঐরূপ আর একটী বিপৎ-পাত ঘটে। সন্ধ্যার সময় ঝড় উঠে, মধ্যরাত্র হইতে, স্থান বিশেষে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বন্যার গর্জ্জন শ্রুত হইতে থাকে। ঐ শব্দে ঝটিকার সন্‌সন্ শব্দকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। উপর্য্যু-পরি ঐরূপ তিনটী ঢেউ উঠিয়া নিমেষ মধ্যে সমগ্র দেশকে বন্যাপ্লাবিত করিয়া দেয়। অসতর্ক দেশবাসী সেই গভীর রাত্রে ঝটিকাতাড়িত হইয়া অন্যত্র আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। বন্যার জল নিশীথে সবেগে প্রবাহিত হইয়া সম্মুখে যাহা পাইয়াছিল, মড়্‌মড় শব্দে তাহাই ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছিল। সেই ভীষণ রাত্রিতে একমাত্র নোয়াখালি জেলার মূল দেশভাগ হাতিয়া ও সন্দ্বীপ হইতে গবাদি ব্যতীত লক্ষাধিক লোক জলগর্ভে সমাধিলাভ করিয়াছিল। ইহার পর, জলপ্লাবনহেতু স্থানীয় স্বাস্থ্যের অপলাপ এবং শস্যাদি খাদ্যদ্রব্যের অভাবে অনেকে বিসূচিকা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রায় ততোধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

মেঘনাদ (পুং) মেঘং নাদয়তীতি নদ-ণিচ্-অণ্। ১ বরুণ। মেঘস্য নাদ ইব নাদো যস্য। ২ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ। ইনি মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন বলিয়া মেঘনাদ নাম প্রাপ্ত হন। [ইন্দ্রজিৎ শব্দ দেখ]

মেঘস্য নাদঃ। ৩ মেঘশব্দ।

"তে শ্রুত্বা রথনির্ঘোষং রাবণাঃ শিখিনস্তথা।
প্রণেদুস্তন্মুখা রাজন্ মেঘনাদ ইবোৎসুকাঃ ॥" (ভারত ৩৷১৭১)

৪ পলাশবৃক্ষ। (শব্দচ০) ৫ তণ্ডুলীয় শাক। (রাজনি০) ৬ দানবভেদ। (হরিবংশ ৩৩২৷৯০)

(ত্রি) ৭ মেঘসদৃশ শব্দবিশিষ্ট। ৮ ময়ূর। ৯ বিড়াল। ১০ ছাগ। ১১ মৃতসঞ্জীবনী। (ত্রিকা০)

১২ সহ্যাদ্রি-বর্ণিত দুইজন রাজা। (সহ্য ৩৩৷৮৩,৩৩৷১০৪)

মেঘনাদজিৎ (পুং) মেঘনাদং জয়তি জি-ক্বিপ্। লক্ষ্মণ।

মেঘনাদরস, জ্বররোগনাশক ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রূপা, কাঁসা, তামা প্রত্যেক ১ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, তিতরাজের মূলের ছালের ক্বাথে মাড়িয়া ৬ বার গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি, পানের সহিত সেবনীয়। ইহাতে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। পথ্য দুগ্ধান্ন।

জ্বরাতিসার রোগে শুণ্ঠী, আতইচ, মুতা, চিরতা, বিষ, কুটজছাল মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে। সেই ক্বাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করাইলে তরুণ জ্বর, জীর্ণজ্বর, তৃষ্ণা ও দাহনিবৃত্তি হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলী—জ্বরাধিকার)

মেঘনাদানুলাসক (পুং) মেঘনাদং অনুলক্ষীকৃত্য লসতি ক্রীড়তি লস-ণিনি। ময়ূর। (অমর)

মেঘনাদানুলাসিন্ (পুং) মেঘনাদং অনু লসতীতি লস-ণিনি। ময়ূর। (অমর)

মেঘনাদিন্ (পুং) ১ ইন্দ্রজিৎ। (ত্রি) ২ মেঘের ন্যায় শব্দযুক্ত।

মেঘনামন্ (পুং) মেঘস্য নাম ইব নাম যস্য। মুস্তক। (অমর)

মেঘনাদারি, শ্রীভাষ্যনয়প্রকাশরচয়িতা।

মেঘনির্ঘোষ (পুং) মেঘস্য নির্ঘোষঃ। ১ মেঘশব্দ। পর্য্যায়—স্তনিত, গর্জ্জিত, রসিত, ধ্বনিত, হ্লাদিত। (ভরত) মেঘস্য নির্ঘোষ ইব নির্ঘোষো যস্য। (ত্রি) ২ মেঘতুল্য ধ্বনিবিশিষ্ট।

"যদি মাং মেঘনির্ঘোষো নোপগচ্ছতি নৈষধঃ।
অন্ত চামীকরপ্রখ্যং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥"(ভার০ ৩৷৭৩৷১১)

মেঘনীলক (পুং) তালীশবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

মেঘপর্ব্বত (পুং) পর্ব্বতভেদ, মেঘগিরি। (মার্ক০ পু০ ৫৫৷১৩)

মেঘপালীতৃতীয়াব্রত (স্ত্রী) মেঘপালীর নামে অনুষ্ঠিত ব্রতবিশেষ।

মেঘপুষ্প (পুং) মেঘ ইব পুষ্প্যাতি প্রকাশতে ইতি পুষ্প-বিকাশনে অচ্। ১ শক্রহয়। (শব্দরত্না০) ২ শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব।

"তং মন্যে মেঘপুষ্পস্য জবেন সদৃশং হয়ম্ ॥"

(ভারত ৪। ৪৩। ২১) (স্ত্রী) মেঘস্য পুষ্পমিব। ৩ জল। ৪ পিণ্ডাভ্র। ৫ নদীজল। (মেদিনী)। ৬ অজশৃঙ্গ। ৭ মুস্তক।

মেঘপুষ্পা (স্ত্রী) ১ বেতস। ২ জল। ৩ করকা।

মেঘপৃষ্ঠ (পুং) ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্রভেদ। (ভাগ০ ৫। ২০।২১)

মেঘপ্রবাহ (পুং) স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত শল্যপর্ব্ব)

মেঘপ্রসব (পুং) মেঘঃ প্রসব উৎপত্তিস্থানমস্য ইতি। ১ জল (রাজনি০) ত্রি) ২ মেঘজাত।

মেঘফল (পুং) ১ বিকঙ্কতফলবৃক্ষ। (রাজনি০) ২ মেঘের বর্ণদ্বারা বর্ষফলনির্ণয়।

মেঘবদ্ধ (পুং) মন্ত্রভেদ।

মেঘবন, তীর্থভেদ। (বৃ০ নীলত০ ২১, ২২)

মেঘবল (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত নায়কভেদ। (ক০৬৯৷১১)

মেঘভগীরথঠক্কুর (পুং) কিরণাবলীপ্রকাশব্যাখ্যা প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। [ভগীরথমেঘ ঠক্কুর দেখ।]

মেঘভট্ট, বৈদ্যবল্লভটীকাপ্রণেতা।

মেঘভূতি (পুং) মেঘাৎ ভূতির্জন্মাস্য। বজ্র। (শব্দরত্না০)

মেঘমঞ্জরী (স্ত্রী) কাশ্মীরাধিপ বিজয়পালের কন্যাভেদ।

(রাজতর০ ৮। ২০৬)

মেঘমঠ (পুং) রাজা মেঘবাহন-প্রতিষ্ঠিত মঠ ও বিদ্যাগার।

মেঘমণ্ডল (স্ত্রী) আকাশ। (রাজতর০ ৩। ৮)

মেঘময় (ত্রি) মেঘাচ্ছন্ন। মেঘরূপ, মেঘপরিপূর্ণ।

মেঘমল্লার, মিশ্ররাগভেদ। মেঘরাগ ও তৎপত্নী মল্লারী যোগে গেয়।

মেঘমাল (পুং) মেঘমালা বর্ণসাদৃশ্যেন অস্ত্যস্য, অর্শ-আদ্যচ্। রমাগর্ভজাত, কল্কিদেবপুত্র।

"সা পুত্রং সুষুবে সাধ্বী মেঘমালবলাহকৌ।
মহোৎসাহৌ মহাবীর্য্যৌ সুভগৌ কল্কিসম্মতৌ ॥"

(কল্কি- পু০ ৩১অ০)

২ প্লক্ষদ্বীপের পর্ব্বতবিশেষ। (ভাগবত ৫। ২৯। ৩১)

৩ রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৩। ২৯। ৩১)

মেঘমালা (স্ত্রী) মেঘানাং মালা। মেঘশ্রেণী। পর্য্যায়—কাদম্বিনী। (অমর) ২ স্কন্দমাতৃগণের অন্যতমা। (ভারত)

মেঘমালিন্ (ত্রি) ১ মেঘপরিবৃত। (পুং) ২ স্কন্দানুচরভেদ। ৩ অসুরভেদ। ৪ রাজভেদ। (কথাসরিৎসাগর ৭১। ৭২)

মেঘযোনি (পুং) মেঘস্য যোনিঃ উৎপত্তিকারণং। ১ ধূম। (শব্দ০) ২ কুজ্ঝটিকা।

মেঘরব (পুং) সজ্জাত জলচর পক্ষী। (চরক সূত্রস্থা০ ২৭ অ০) স্ত্রিয়াং টাপ্ মেঘরবা, স্কন্দমাতৃভেদ। (ভারত ৯। ২৬।৪৮)

মেঘরাগ (পুং) মেঘনামকো রাগঃ। ষড়্ রাগের অন্তর্গত রাগবিশেষ। ইহার স্বরূপ যথা—

"মেঘঃ পূর্ণো ধত্রয়ঃ স্যাদ্বন্তরায়তমূর্চ্ছনঃ।
বিকৃতো ধৈবতো জ্ঞেয়ঃ শৃঙ্গাররসপূরকঃ॥

ধ্যান যথা—

নীলোৎপলাভবপুরিন্দুসমানবক্ত্রঃ
পীতাম্বরস্তৃষিতচাতকযাচ্যমানঃ।
পীযূষমন্দহসিতো ঘনমধ্যবর্ত্তী
বীরেষু রাজতি যুবা কিল মেঘরাগঃ॥"[মেঘ শব্দ দেখ]

কোন কোন মতে এই রাগ ধৈবত-বর্জ্জিত; কিন্তু প্রধানতঃ কোমল ধৈবতে গীত হইয়া থাকে, বর্ষাঋতুর রাত্রিশেষই ইহার প্রশস্ত গানসময়।

মেঘরাজ (পুং) বুদ্ধভেদ। (ললিতবিস্তর ৩০৭।১) মেঘানাং রাজা, টচ্ সমাসান্তঃ। ১ পুষ্করাবর্ত্তক প্রভৃতি মেঘনায়ক।

মেঘরাজি (স্ত্রী) মেঘসমূহ।

মেঘরাব (পুং) সজ্জাত জলচরপক্ষিবিশেষ। এই সকল পক্ষী দল বাঁধিয়া বিচরণ করে। ২ ময়ূরপক্ষী।

মেঘরেখা (স্ত্রী) মেঘশ্রেণী, মেঘপুঞ্জ। (বৃহৎস০ ৪৭। ১৯)

মেঘলেখা (স্ত্রী) মেঘপঙ্‌ক্তি। (ভারত বিরাটপর্ব্ব)

মেঘবৎ (অব্য) ১ মেঘসদৃশ। (ত্রি) ২ মেঘাচ্ছন্ন, মেঘাবৃত।

মেঘবন (ত্রি) মেঘবাহন নামীয় অগ্রহারভেদ। (রাজতর০ ৩।৮)

মেঘবর্ণ (ত্রি) মেঘস্যেব বর্ণোঽস্য। ১ মেঘ-সদৃশ বর্ণযুক্ত। (পুং) ২ মেঘের ন্যায় বর্ণ। স্ত্রিয়াং টাপ্ মেঘবর্ণা, নীলী বৃক্ষ।

মেঘবপুস্ (পুং) মেঘের আকার। (ভারত সভাপর্ব্ব)

মেঘবর্ত্ম (ক্লী) মেঘানাং বর্ত্ম পন্থাঃ। আকাশ। (ত্রিকা০)

মেঘবর্ষ, প্রশ্নোত্তরমালিকাপ্রণেতা।

মেঘবহ্নি (পুং) বজ্র।

মেঘবান্ (পুং) পর্ব্বতভেদ। (বৃহৎস০ ১৪। ২০)

মেঘবার, জাতিবিশেষ।

মেঘবাহন (পুং) মেঘো বাহনমস্য। ইন্দ্র। (অমর)

"অবিলম্বিতৈলবিলপাণিপল্লবঃ
ত্রয়তি স্ম মেঘমিব মেঘবাহনঃ।" (শিশুপালবধ ১৩।১৮)

মেঘবাসস্ (পুং) ১ দৈত্যভেদ। (ভারত সভা০) ২ মেঘ-পরিহিত।

মেঘবাহন (পুং) কাশ্মীররাজভেদ। রাজতর০ ২।১৪৬-৩) ২ রাজপুত্রভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব) ৩ বাবিংশ কল্পভেদ।

মেঘবাহিন্ (ত্রি) ১ ইন্দ্র। ২ কল্পান্তের বাহুভেদ।

মেঘবিজয় মহোপাধ্যায়, জনৈক জৈন-গ্রন্থকার, ইনি ১৭০১ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রকৃত শব্দানুশাসনের চন্দ্রপ্রভা-হেম-কৌমুদী নাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন।

মেঘবিতান (ক্লী) ১ ছন্দোভেদ। (পুং) ২ মেঘসমূহ।

"ন মধৌ বহু কং কুড়বে চ বিসৃজত্যপি মেঘবিতানঃ।"
(বৃহৎস০ ১০৪।৪৬)

মেঘবিস্ফূর্জ্জিতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি-চরণে১৯ টী করিয়া অক্ষর; তন্মধ্যে ২, ৩, ৪, ৫,৬, ১২,১৩,১৫, ১৬, ১৮ ও ১৯ গুরু ও তদ্ভিন্নবর্ণ লঘু। ইহার ষষ্ঠে ও সপ্তমে যতি। "রসর্ত্ত্বশ্বৈর্যমৌ ন্সৌ ররগুরুযুধৌ মেঘবিস্ফূর্জ্জিতা স্যাৎ।" উদাহরণ—

"কদম্বামোদাঢ্যা বিপিনপবনাঃ কেকিনঃ কান্তকেকা
বিনিদ্রাঃ কন্দল্যো দিশি দিশি মুদা দর্দ্দুরা দৃপ্তনাদাঃ।
নিশানৃত্যদ্বিদ্যুদ্বিলসিতসন্মেঘবিস্ফূর্জ্জিতা চেৎ।
প্রিয়ঃ স্বাধীনোঽসৌ দনুজদলনো রাজ্যমস্মাৎ কিমন্তৎ॥"
(ছন্দোমঞ্জরী)

মেঘবেগ (পুং) মহাভারতোক্ত রাজভেদ। (ভা০ দ্রোণপর্ব্ব)

মেঘবেশ্মন্ (ক্লী) মেঘানাং বেশ্ম ভবনং। আকাশ। (জটাধর)

মেঘশ্যাম (ত্রি) মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ।

মেঘসখ (পুং) পর্ব্বতভেদ। (হরিবংশ)

মেঘসন্দেশ (পুং) মেঘদূত।

মেঘসন্ধি (পুং) মগধরাজভেদ। (ভারত ১৪পর্ব্ব)

মেঘসম্ভব (পুং) ১ নাগভেদ। ২ জল।

মেঘসার (পুং) মেঘস্য সার ইব। চীনকর্পূর। (রাজনি০)

মেঘসুহৃদ্ (পুং) মেঘাঃ সুহৃদো মিত্রাণি যস্য। ময়ূর। (হেম)

মেঘস্তনিত (পুং) মেঘস্য স্তনিতঃ। মেঘশব্দ। (ত্রি) মেঘবৎশব্দকারী

মেঘস্কন্দিন্ (পুং) মহাসিংহ। (রাজনি০)

মেঘস্তনিতোদ্ভব (পুং) মেঘস্য স্তনিতাদুদ্ভব উৎপত্তির্যস্য নবমেঘশব্দেনাস্য অঙ্কুরোৎপত্তেস্তথাত্বং। বিকঙ্কত বৃক্ষ।

মেঘস্বন (পুং) মেঘস্য স্বনঃ। মেঘশব্দ। (ত্রি) মেঘস্য স্বনঃ শব্দ ইব শব্দো যস্য। ২ মেঘের ন্যায় শব্দবিশিষ্ট।

মেঘস্বনাঙ্কুর (পুং) বৈদূর্য্যমণি। প্রবাদ আছে যে, মেঘের শব্দে বৈদূর্য্যমণির উৎপত্তি হয়।

মেঘস্বর (পুং) বুদ্ধভেদ। (ললিতবি০ ৫। ২০)

মেঘস্বাতি (পুং) রাজভেদ।

মেঘহ্রাদ (পুং) মেঘস্য হ্রাদঃ। মেঘধ্বন, মেঘধ্বনি।

মেঘাখ্য (ক্লী) মেঘস্য আখ্যা নামাস্য। মুস্তক। (রত্নমালা)

মেঘাগম (পুং) মেঘস্য আগমঃ। ১ মেঘের আগমন। ২ বর্ষাকাল, চলিত কেশিকবধ। (রাজনি০)

মেঘানাং আগমোহত্র। ৩ বর্ষাকাল। (শব্দর৽)

"নবাম্বুমত্তাঃ শিখিনো নদন্তি মেঘাগমে কুন্দসমানদন্তি।"

(ঘটকর্পরকাব্য ২)

মেঘাচ্ছন্ন(ত্রি) মেঘেন আচ্ছন্নঃ। মেঘ দ্বারা আচ্ছাদিত,মেঘাবৃত।

মেঘাটোপ (পুং) মেঘস্য আটোপঃ শব্দঃ। মেঘশব্দ, মেঘগর্জ্জন। মেঘের ডাক।

মেঘাড়ম্বর (পুং) মেঘস্য আড়ম্বরঃ। মেঘাড়ম্বর, মেঘগর্জ্জন।

মেঘানন্দ (পুং) ১ ময়ূর। স্ত্রিয়াং টাপ্। মেঘানন্দা। বলাকা।

মেঘানন্দিন্ (পুং) মেঘেন আনন্দতীতি আনন্দ-ণিনি। ময়ূর।

মেঘান্ত (পুং) মেঘানাং অন্তোঽবসানমত্র। শরৎকাল। (রাজনি৽)

মেঘারি (পুং) মেঘস্য অরিঃ। বায়ু। বায়ু উঠিলে মেঘ একস্থলে স্থির থাকিতে পারে না। (হেম)

মেঘাবতত (ত্রি) মেঘদ্বারা সমাচ্ছাদিত।

মেঘাবলী (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। (রাজতর৽ ৪। ৬৮৮)

মেঘাস্থি (ক্লী) মেঘানাং অস্থীব। করকা। (ত্রিকা৽)

মেঘাস্পদ্ (ক্লী) মেঘানাং আস্পদং স্থানম্। আকাশ। (ধনঞ্জয়)

মেঘেশ্বর, উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বরক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী প্রাচীন শিবলিঙ্গ। ভুবনেশ্বরের উত্তরাংশে ভাস্করেশ্বরের ১০০ গজ পূর্ব্বে মেঘেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির ও তাহারই নিকট মেঘকুণ্ড অবস্থিত। মন্দিরটী বউলমালা পাথরে নির্ম্মিত। মন্দির অতি প্রাচীন হইলেও এখনও ইহার প্রাচীন শিল্পসৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু এখানে আর পূর্ব্ববৎ যাত্রিসমাগম না হওয়ায় ইহার প্রসিদ্ধি দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। বলিতে কি, উৎকলের ইতিহাসের সহিত এই মেঘেশ্বরমন্দিরের সংস্রব থাকিলেও এবং একাম্রপুরাণ, একাম্রচন্দ্রিকা, স্বর্ণাদ্রিমহোদয় প্রভৃতি ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইলেও রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি পুরাবিদ্গণ কেহই এই মন্দিরের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। একাম্রপুরাণে লিখিত আছে;—

'প্রভূতপরাক্রম মেঘগণ সিদ্ধি কামনা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করে যে, হে দেবরাজ! আপনার আজ্ঞা পাইলে আমরা একাম্রকে গমন করিয়া বিন্দুতীর্থে স্নানানন্তর মহেশ্বরের পূজা করিব, যে হেতু তথায় যে কিছু পুণ্য করা যায়, সে সমস্তই অক্ষয় হয়। আমাদের আরও বাসনা এই যে, তথায় প্রাসাদ ও শিবালয় নির্ম্মাণ করিব। অতএব হে প্রভো! আমাদিগকে ঈপ্সিত বর প্রদান করুন। ইন্দ্রও তথাস্তু বলিয়া তাহাদিগকে ঐ সকল কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর তাহারা কল্পবৃক্ষের অদূরে ঈশানকোণে নির্ম্মল শিলাতলে একটী সুপ্রশস্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে আনাইয়া আপনাদের চেষ্টিত বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে, তিনি স্বয়ং পাষাণাদি আনয়ন পূর্ব্বক অত্যুচ্চ সুমনোহর সর্ব্বাবয়বসংযুক্ত দিব্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। পর্জ্জন্য,প্লাবন,অঞ্জন,:বামন, সম্পত্তি, দ্রোণ, জীমূত ও অতিবর্ষণ এই সকল কর্ম্মনিপুণ শিবতত্ত্ববিদ্ বারিপ্রদ অষ্ট মেঘ গোপুরকুণ্ড পরিখাতোরণযুক্ত সেই প্রাসাদ যথাবিধি প্রতিষ্ঠা এবং মন্ত্রযোগে দান, অর্চ্চা, তপঃ ও যজ্ঞের দ্বারা মহাদেবকে সাতিশয় সন্তুষ্ট করিলেন। তাহাতে ভগবান্ দেবাদিদেব স্বয়ং সান্নিধ্য হইয়া বলিলেন,—আমি তোমাদিগকে বর দিতেছি, তোমরা অভিলষিত বর গ্রহণ কর। ইহা শুনিয়া মেঘগণ অত্যন্ত হৃষ্টান্তকরণে শঙ্কর সমীপে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া যাচ্ঞা করিল যে,—হে ভগবন্! যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ হইয়া থাকে, তবে এই প্রাসাদে আপনার সান্নিধ্য হউক। আজ্ঞা প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন। মেঘদিগের এইরূপ সকরুণ বাক্যশ্রবণ করিয়া ভগবান্ শঙ্কর হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগকে কহিলেন যে, প্রকৃষ্ট ভোগপ্রদ এই স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া আমি 'মেঘেশ্বর'নামে অভিহিত হইব।* লিঙ্গমূর্ত্তিতে ব্যবস্থিত এই মেঘেশ্বরকে সাক্ষাৎ শিব এবং সর্ব্বপাপবিনাশক ও পুণ্যফলপ্রদ এই বিমলোদক হ্রদকে তাঁহা হইতেও প্রীতিকর বলিয়া জানিবে। মেঘগণ এই সকল ইষ্টসূচক বাক্য শুনিয়া পরমাহ্লাদে মহাদেবকে নমস্কার করিয়া স্বর্গাভিমুখে গমন করিল।" (একাম্রপু৽ ৩৮ অঃ)

একাম্রপুরাণ ও স্বর্ণাদ্রিমহোদয়ে মেঘ হইতে মেঘেশ্বরের উৎপত্তি বর্ণিত হইলেও এ বিবরণটী অতিপ্রাকৃত বলিয়াই মনে হয়। এই মেঘেশ্বরমন্দিরে পূর্ব্বে একখানি বৃহৎ শিলালিপি ছিল. তাহা এক্ষণে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরপ্রাচীরে সংলগ্ন রহিয়াছে। সেই উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়;—

গৌতমগোত্রে পণ্ডিতমান্য স্বারদেব নামে এক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহা হইতে পণ্ডিতপুঙ্গব মূলদেব জন্মে। মূলদেবের পুত্র প্রসিদ্ধ অহিরম, এই অহিরমের পুত্র স্বপ্নেশ্বর ও কন্যা সুরমা। চোড়গঙ্গতনয় রাজরাজের সহিত সুরমা দেবীর বিবাহ হয়। স্বপ্নেশ্বর ভগিনীপতি বা গঙ্গরাজের হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনিই বহু অর্থব্যয় করিয়া এই মেঘেশ্বর নামক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মেঘেশ্বর-প্রতিষ্ঠার পর তিনি সুদর্শনচক্রসহ বিষ্ণুমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।†

---

* "অথোবাচ প্রসন্নাত্মা মেঘান্ সর্ব্বান্ স ঈশ্বরঃ।
মেঘেশ্বরো হ্যহং চাত্র নাম্না ত্রিষু নিগদ্যতে।" (একাম্রপু৽ ৩৮ অঃ)

† Jour. As. S. of Bengal, Vol. LXVI pt. I. p. 13-14.

চোড়গঙ্গপুত্র রাজরাজ খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের ১ম ভাগে রাজত্ব করেন, এই মন্দরটী সেই সিময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মেঘেশ্বরতীর্থ (ক্লী) রেবা বা নর্ম্মদাতীরস্থ তীর্থভেদ।

মেঘোদক (ক্লী) মেঘস্য উদকং। মেঘতোয়, মেঘের জল।

মেঘোদয় (পুং) মেঘস্য উদয়ঃ। মেঘের উদয়, মেঘারম্ভ।

মেঘোদর (পুং) মেঘস্যেব উদরমস্য। অর্হৎপিতা। (হেম)

মেঘ্য (ত্রি) মেঘভব। (বাজসনেয়সংহিতা ১৬। ৩৮)

মেঙ্গনাথ (ক্লী) জাতিভেদ।

মেঙ্গনাথ, ১ গীতগোবিন্দটীকাপ্রণেতা কমলাকরের পিতা। ২ জনৈক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। মুহূর্ত্তমার্ত্তণ্ডবল্লভে নারায়ণ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

মেঙ্গনাথ ভট্ট, মীমাংসাবিধিভূষণপ্রণেতা গোপালভট্টের পিতা।

মেঙ্গনাথ সর্ব্বজ্ঞ, রুদ্রানুষ্ঠানপদ্ধতিরচয়িতা।

মেচ (পুং) জনৈক প্রাচীন কবি।

মেচ, আসামের পার্ব্বত্যজাতিবিশেষ। মেচী নামেও খ্যাত। আসামের গোয়ালপাড়া জেলায়, বিশেষতঃ পশ্চিমে ভোটান দুয়ার হইতে কোশী নদী পর্য্যন্ত হিমালয়ের পার্ব্বত্য-তরাই-প্রদেশে এবং উত্তরবঙ্গের মেচী নদীর কূলে ইহাদের বাস আছে। সাধারণের বিশ্বাস, নদীতট মেচ জাতির বাসভূমি বলিয়া সেই নদীও মেচী নামে আখ্যাত হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, গোয়ালপাড়ার মেচপাড়াও মেচ হইতে নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু মেচপাড়ার ভূম্যধিকারী আপনাকে রাজবংশী বলিয়া পরিচিত করে, মেচজাতির সংস্রব স্বীকার করে না। মেচের আকৃতিপ্রকৃতি, সুন্দরদেহ গঠন, সবল অস্থিচর্ম্ম দেখিলেই ইহাদিগকে মোঙ্গলীয় জাতির শাখা বলিয়াই মনে হইবে। এখন দিন দিন এই জাতির সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। অনেকে মনে করেন যে গবর্মেণ্ট কর্তৃক ঝুমপ্রথা নিবারণ ও হলকৃষিপ্রবর্তনই ইহাদের ধ্বংসের কারণ।

এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে লিম্বুজাতির উৎপত্তি বিবরণীতে প্রকাশ, "জগৎপিতার আদেশে তিন ভ্রাতা স্বর্গ হইতে বারাণসীতে অবতীর্ণ হইল। এখান হইতে তাহারা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট বাসভূমি অন্বেষণার্থ ক্রমাগত উত্তরমুখে আসিতে থাকে। পরে তাহারা ব্রহ্মপুত্র ও কোশী নদীর মধ্যবর্ত্তী খচর নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা এইস্থান বাসোপযোগী বিবেচনা করিয়া তথায় রহিয়া গেল। ইহার বংশধরগণই কোচ, ঢিমাল ও মেচজাতির আদিপুরুষ, অপর দুইজনে নেপালের অপর স্থানে যাইয়া বাস করে। ইহাদিগের হইতে লিম্বু ও খাম্বু জাতির উৎপত্তি হয়। অপর একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, মেচগণ আসামের আদিম অধিবাসী এবং গারোজাতির সংস্রবে উৎপন্ন। অন্য আর একটী আখ্যান হইতে জানা যায় যে, নেপাল হইতে বিতাড়িত জাতিচ্যুত নেপালীর ঔরসে খচর নামক স্থানবাসী পাহাড়ী রমণীর গর্ভে মেচজাতির উৎপত্তি ইহাদের মোঙ্গলীয় প্রতিকৃতি দেখিয়া অনুমান হয় যে, ইহাদের মধ্যে নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী নানা পার্ব্বতীয় জাতির রক্তসংস্রব ঘটিয়াছে।

দার্জ্জিলিঙ্গ ও জলপাইগুড়িজেলাবাসী মেচগণ অগ্নিয়া ও জাতি নামক দুইটী স্বতন্ত্র থাকে বিভক্ত। পূর্ব্ব বা আসাম অঞ্চলের মেচজাতির মধ্যে অগ্নিয়া, আসামী, কাছড়া বা কাছাড়ী ও থান্‌পাই নামে চারিটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। ইহারা আপনাপন থাক ব্যতীত অন্য থাকের ব্যক্তির সহিত আদানপ্রদান করে না। অগ্নিয়া মেচগণ একমাত্র রাজবংশী-দিগকে এবং জাতি মেচগণ ঢিমাল, ঢেক্‌রা ও অগ্নিয়া মেচ-দিগকে আপনাদের সহিত চলিত বলিয়া মনে করে। যদি-ভিন্ন শ্রেণীর কোন ব্যক্তি মেচরমণীর প্রণয়ে আসক্ত হইয়া মেচজাতি ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে জাতি-প্রবেশের মূল্য স্বরূপ একটী ভোজ দিতে হয়।

দার্জ্জিলিঙ্গবাসী অগ্নিয়া ও জাতিমেচ এবং আসামের চারিটী থাকের মধ্যে বমোড়া, বোশমাঠা, ছোঙ্গফথাঙ্গ ও চোঙ্গফ্রাঙ্গ ঈশারে, কুকুতাইয়ারে, মোছারে, নর্জ্জেনারে, নোবাহয়ারে, ফাদাম, সবাইয়ারে ও শিবিনাগরে প্রভৃতি দ্বাদশটী শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়, উহারা পরস্পরে স্ব স্ব থাকের অন্তর্ভুক্ত শ্রেণী মধ্যেই বিবাহাদি করিয়া থাকে।

অগ্নিয়া মেচদিগের মধ্যে বালিকার দ্বাদশ বর্ষে এবং যুবকের ষোড়শ বর্ষেই বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। জাতদিগের মধ্যে ১৬ হইতে ২০ বৎসরে বিবাহ হইতে দেখা যায়। অনেকস্থলেই বিবাহের পূর্ব্বে সম্বন্ধস্থাপনপদ্ধতি প্রচলিত আছে। ধনবান্ মেচদিগের মধ্যে হিন্দুর অনুকরণপ্রিয়তা লক্ষিত হয়।

বর ও কন্যাপক্ষীয় উপস্থিত কুটুম্বগণের সাক্ষাতে বাঁশের চোঙ্গাস্থিত জলদ্বারা কন্যার পদদ্বয় ধোয়াইয়া দিলে বিবাহ কার্য্যসিদ্ধ হয়। তৎপরে কন্যা ও বরকে একটী নিভৃতকক্ষে শয়ন করিতে হয়, কন্যা ঐ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে শিবপূজা হয়। পূজার সময় পানসুপারি ও মুরগী বলি দিবার বিধি আছে। জাতিমেচদিগের মধ্যে পা ধুইবার পদ্ধতি নাই। বর ও কন্যায় পান ও সুপারী বদল করিলেই বিবাহ পাকা হয়। এই বিবাহ প্রধানতঃ তিন প্রকার :—১ পিতার

অভিমত বিবাহ ; ২ ডাকুয়া বিবাহ—ইহাতে কন্যাহরণপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু কন্যার পিতাকে পণ দিতে হয় ; ৩ ঘরমুন্দা বিবাহ—পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কন্যার অভিলষিত স্বামিগৃহে গমন। প্রধানতঃ প্রথমোক্ত প্রথাই ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

বিধবারা বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু যদি সে পুত্রবতী হয়, তাহা হইলে হিন্দুবিধবার ন্যায় ব্রহ্মচর্য্যই তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর। কিন্তু এরূপে না থাকিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে সে স্বীয় দেবরকেই বিবাহ করিতে পারে। দ্বিতীয় বার পতিগ্রহণের পূর্ব্বে তাহাকে পুনরায় পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিতে হয়। পিতা বিধবা কন্যার নিমিত্ত অর্দ্ধেক পণ পাইয়া থাকেন।

ইহারা প্রধানতঃ শৈব। বাথৌ নামক শিব এবং বলি খুড়ী নামা কালী মূর্ত্তিই ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। জাতিমেচদিগের ঘর-দেবীই কুলদেবতা, ইনি শিবের মাতা বলিয়া পরিচিত। এতদ্ভিন্ন ইহারা সিমিশিং, তিস্তাবুড়ী, মহেশ-ঠাকুর, সোন্নিসী (সন্ন্যাসী) ও মহাকাল মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকে।

শবদাহের নিমিত্ত যাহারা কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারা দাহ করিয়া থাকে। আর যাহারা অর্থাভাবে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহারা মৃতদেহ দক্ষিণমুখে পুঁতিয়া কবরের উপর সামান্য অগ্নি জ্বালাইয়া দেয়। অগ্নিয়ারা ৮ দিনে এবং জাতি-মেচগণ ৪ দিনে প্রেতাত্মার তৃপ্তি-সাধন জন্য শ্রাদ্ধ করে। অনেকে হিন্দুরীতি অনুসারে বাৎসরিক শ্রাদ্ধও করিয়া থাকে।

ইহারা সকলপ্রকার মদ্য ও মাংস খায়। শূকর, গো, মহিষ, সরীসৃপ, সর্প, ইন্দুর প্রভৃতি ঘৃণিত মাংসভোজনে দ্বিধা বোধ করে না। রাজবংশী, টিমাল প্রভৃতি জাতি ইহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। নেপালবাসীরা ইহাদের স্পৃষ্ট জল পান করে। প্রবাদ, নেপাল-রাজমন্ত্রী জঙ্গ-বাহাদুর ধুলাবাড়ার জমাদার উজীর সিংহের কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় কামপত্নী রূপে গ্রহণ করেন। মেচের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি উঁহাদিগকে জলাচরণীয় বলিয়া ঘোষণা করেন। এই কথা সত্য না হইলেও সুন্দরী মেচরমণীগণের সংস্পর্শ হেতু নেপালীগণ তাহাদের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে, এরূপ স্বীকার করা যায়।

মেচক (ক্লী) মচতি বর্ণান্তরেণ মিশ্রীভবতি মচ্ (কৃঞাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং বুন্। উণ্ ৫। ৩৫) ইতি বুন্ ততঃ (পচিমচোরিচ্চ। উণ্ ৫। ৩৭) ইতি ইত্বে লঘূপধগুণঃ, যদ্বা মচ মচি কল্কনে অকন্, 'মচি পরিমুচাং নাম্নি' ইতি এত্বং। ১ মোতোঞ্জন। ২ অন্ধকার। ৩ নীলাঞ্জন (পুং) ৪ ময়ূরচন্দ্রক। ৫ শ্যামল। ৬ ধূম। ৭ শোভাঞ্জন। (ত্রি) ৮ শ্যামলগুণযুক্ত।

"গজকদম্বকমেচকমুচ্চকৈর্নভসি বৃক্ষমরাম্বুদমম্বরে"
(শিশুপাল০ ৬।২৬)

৯ মুষ্ককবৃক্ষ। ১০ পীতশাল। ১১ কুন্দকখোটী। ১২ সৌবর্চ্চল লবণ। ১৩ বিট্‌লবণ। (বৈদ্যকনি০) ১৪ বিচিত্র-বর্ণ। ১৫ কৃষ্ণপীতরক্ত বর্ণ। ১৬ মন্দবিষ বৃশ্চিকজাতি। ১৭ সৌবীরাঞ্জন। (সুশ্রুত কল্পস্থা০ ৮ অ০)

মেচকা (স্ত্রী) বনকার্পাসী, চলিত বনকাপাস। (বৈদ্যকনি০)

মেচকাঞ্জন (ক্লী) কৃষ্ণাঞ্জন, কাল অঞ্জন। (বৈদ্যকনি০)

মেচকাভিধা (স্ত্রী) মেচকস্য অভিধা নামাস্যাঃ। বৎসাদনী লতা, পাতালগরুড়ী লতা। (রাজনি০)

মেচা (দেশজ) মঞ্চ, বসিবার উচ্চাসন।

মেছুনী (দেশজ) মৎস্যবিক্রেতার স্ত্রী, মৎস্যবিক্রেত্রী।

মেছুয়া (দেশজ) ১ মৎস্যবিক্রেতা। ২ মেছো, মৎস্যপ্রিয়।

মেছেতা (দেশজ) বার্দ্ধক্যে গণ্ডোপরি যে কাল দাগ পড়ে।

মেজ্ (পারসী) ১ টেবল Table, । ২ মৃত্তিকার আবরণভেদ।

মেজ্‌বান্ (পারসী) ১ অতিথি। ২ অতিথি সৎকার।

মেজাজ্ (আরবী) ১ স্বভাব, ধাতু। ২ অভিপ্রায়।

মেজে (দেশজ) ১ মধ্যম। ২ ঘরের মেজে।

মেজেরচাদর (দেশজ) টেবিল ঢাকিবার বস্ত্র (Table-cloth.)

মেঝ (দেশজ) ১ মধ্যম। ২ গৃহের তলদেশ।

মেঝিয়া (দেশজ) ১ মধ্যম। ২ কেন্দ্রস্থানীয়।

মেঝে (দেশজ) মধ্যে, ভিতরে।

মেঝেম (দেশজ) গৃহতল মৃত্তিকা ভিন্ন আবরণ দ্বারা নির্ম্মাণ।

মেট্, উন্মাদ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সেট্। লট্ মেটতি। লুঙ্ অমেটীৎ। লিট্ মেমেট। লুঙ্ অমিমেটৎ।

মেটা (দেশজ) গোলযোগাদির নিষ্পত্তি।

মেটিয়া (দেশজ) ১ মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রাদি। ২ ছাগাদির যকৃৎ, মিটুলী, মাটনে, পাঠার মাটনে, ভেড়ার মাটনে ইত্যাদি।

মেটিয়াতৈল (দেশজ) মেটে তেল। [মৃত্তিজ তৈল দেখ।]

মেটিয়াসিন্দূর (দেশজ) মেটেসিন্দূর, মৃত্তিজসিন্দূর।

মেটুলা (স্ত্রী) মেটতাতি মেট্ বাহুলকাৎ উলচ্, টাপ্ চ। আমলকী। (শব্দচ০)

মেটে (দেশজ) ১ ছাগাদি পশুর যকৃৎ। ২ মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তুমাত্র। ৩ মৃৎপাত্রবিশেষ, মাঠ, কোলা।

মেঠ (পুং) মেটতি উন্মাদ্যতি মেট-অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। হস্তিপক। (ত্রিকা০)

মেড়, উন্মাদ। ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ অক॰ সেট্। লট্ মেড়তি। লুঙ্ অমেড়ীৎ। ণিচ্ মেড়য়তি। লুঙ্ অমিমেড়ৎ।

মেড় (দেশজ) পুত্তল-প্রতিমার মাটীর আদ্‌ড়া।

মেড়া (দেশজ) ১ মেষ, ভেড়া। ২ জড়বৎ নির্ব্বোধ।

মেড়াশৃঙ্গী, লতাবিশেষ, (Asclepias gigantea)।

মেড়ী (দেশজ) মেষী, ভেড়ী।

মেড়ো (দেশজ) ১ মাড়বারবাসী। ২ মন্দা, যেমন কাজে মেড়ো পড়েছে।

মেঢ্র (পুং) মেহত্যনেনেতি মিহ-সেচনে (দাম্নীশসযুযুজস্তুতুদসিসিচমিহপতদশনহঃ করণে। পা ৩।২।১৮২) ইতি ষ্ট্রন্। শিশ্ন, লিঙ্গ। ইহা গর্ভস্থিত বালকের সপ্তম মাসে উৎপন্ন হয়। পঞ্চভূতের মধ্যে পৃথিবীর রজোগুণাংশে এই শিশ্নের উৎপত্তি হয়। "রজোংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।" (পঞ্চদশী) যাহাদের মেঢ্র স্বাভাবিক অনাবৃত থাকে, তাহারা মহাপাতকী; নরকভোগের পর তাহারা মহাপাপের কতকগুলি চিহ্ন ও ব্যাধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। উহারা দুশ্চর্ম্মা নামে অভিহিত।

"শৃণু কুষ্ঠগণং বিপ্র উত্তরোত্তরতো গুরুং।
বিচর্চ্চিকা তু দুশ্চর্ম্মা চর্চ্চরীয়তৃতীয়কঃ॥
'দুশ্চর্ম্মা স্বভাবতোঽনাবৃতমেঢ্রঃ' (স্মৃতি)
২ মেষ। (ভাবপ্র॰)

মেঢ্রত্বচ্ (স্ত্রী) মেঢ্রস্য ত্বক্। লিঙ্গাচ্ছাদক চর্ম্ম।

মেঢ্ররোগ (পুং) উপদংশরোগ, লিঙ্গরোগ।

মেঢ্রশৃঙ্গী (স্ত্রী) মেঢ্রস্য শৃঙ্গমিব শৃঙ্গমস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মেষশৃঙ্গীবৃক্ষ। (রত্নমালা)

মেণ্ঠ (পুং) হস্তিপক। (হারাবলী)

মেণ্ঠ, জনৈক কবি। [ভর্তৃমেণ্ঠ দেখ।]

মেণ্ড (পুং) হস্তিপক। (ত্রিকা॰)

মেণ্ঢ (পুং) মেষ। (শব্দরত্না॰)

মেতর (পারসী মেহ্‌তর) নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। মলমূত্র-পরিষ্কার ও ঝাড়ুদারের কার্য্য করিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

মেতরানী (পারসী) মেতরের স্ত্রী।

মেতার্য্য (পুং) জৈনমতে একাদশ গণাধিপের একজন।

মেতৃ (পুং) স্তুত্যারোপণকর্ত্তা। (স্ত্রী) মেতা—স্থূণা। (ঋক্ ৪।৬২, সায়ণ)

মেথ, ১ সঙ্গম। ২ মেধা। ৩ বধ। ভ্বাদি॰ উভয়॰ সঙ্গমার্থে অক॰, বধ ও মেধার্থে সক॰ সেট্। লট্ মেথতি-তে। লুঙ্ অমেথীৎ, অমেথিষ্ট, ণিচ্ মেথয়তি। লুঙ্ অমিমেথৎ।

মেথর, ঝাড়ুদার জাতিবিশেষ।

মেথা (স্ত্রী) মেথিকা। (রাজনি॰)

মেথি (পুং) মেথন্তে পশবোঽত্রেতি মেথ-সঙ্গে (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। খলে পশুবন্ধনার্থ স্তম্ভদারু, মেইকাঠ।' মেধির্মেথিঃ খলেবালী খলে গোবন্ধদারু যৎ।'(হেম) (স্ত্রী) ২ মেথিকা।

মেথিকা (স্ত্রী) মেথতীতি মেথ-ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। (Trigonella fœnum græcum) ক্ষুপবিশেষ। মেথিশাক। পর্য্যায়–মেথিনী, মেথী, দীপনী, বহুমূত্রিকা, বোধিনী, গন্ধবীজা, জ্যোতিঃ, গন্ধফলা, বল্লরী, চন্দ্রিকা, মন্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতবীজা। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, রক্তপিত্তপ্রকোপন, অরুচিনাশক, দীপ্তিকারক, বাতঘ্ন ও দীপন। ইহা দুইপ্রকার, মেথিকা ও বনমেথিকা।

মেথিনী (স্ত্রী) মেথতীতি মেথ-ণিনি, ঙীপ্। মেথিকা।

মেথিষ্ঠ (ত্রি) মেথিপার্শ্বে অবস্থিত। (তৈত্তিঃ সং ২।৭।১৬।৩)

মেথী (স্ত্রী) মেথি-কৃদিকারাদিতি পক্ষে ঙীষ্। মেথিকা।

মেথীমোদক (পুং) গ্রহণীরোগের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, কটফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, এলাইচ, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কর্পূর, রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক সমভাগ চুর্ণ। সকল চুর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড়, উপযুক্ত জল দিয়া পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে, কিঞ্চিৎ ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া রাখিবে। ইহা অগ্নিকারক এবং সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি নানারোগে বিশেষ উপকারক।

মেদ, ১ বধ। ২ মেধা। ভ্বাদি॰ উভয়॰ সক॰ সেট্। লট্ মেদতি-তে। ঋদিৎ লুঙ্ অমিমেদৎ।

মেদ (পুং) মেদ্যতি স্নিহ্যতীতি মিদ্-অচ্। ১ বপা, মেদস্, মাংসপ্রভব ধাতুবিশেষ।

"তৃষ্ণাকফকৃমিহরো মলঘ্নো মেদকুষ্ঠহা।" (জয়দত্তধৃত শালিহোত্র)
২ অলম্বুষা। (রাজনি॰) ৩ ঐরাবতকুলজাত নাগবিশেষ।
"বিহঙ্গঃ সারঙ্গো মেদঃ প্রমোদঃ সংহতাপনঃ।
ঐরাবতকুলাদেতে প্রবিষ্টা হব্যবাহনম্॥" (মহাভা॰ ১।৫৭।১১)

মেদ, ঝিলমনদীতীরবর্ত্তী ভেরারাজ্যের প্রাচীন নগর। (মার্ক॰পু॰)

মেদ, গ্রামবহির্ভূত নিম্নশ্রেণীর শঙ্কর জাতিবিশেষ। নিষাদ-রমণীর গর্ভে বৈদেহিকের ঔরসে ইহাদের উৎপত্তি। আরণ্য-পশুহিংসাই ইহাদের জাতীয় বৃত্তি। (মনু ১০।৩৬, ৪৮)

মেদক (পুং) মিদ-ণ্বুল্। জগলসুরা, (অমর) কলতর সুরা।

মেদজ (পুং) মেদাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ ভূমিজ—গুগ্‌গুলু। (রাজনি॰) ২ মেদোজব।

মেদন (ক্লী) মেহন। মেদযুক্তকরণ।

মেদপাট (পুং) রাজপুতানার মেবাড় রাজ্যের সংস্কৃত নাম। [মেবার দেখ]

মেদপাঠ (স্ত্রী) বৎস গোত্রীয়ের একটী থাক।

মেদস্ (ক্লী) মেদ্যতি স্নিহ্যতীতি মিদ্ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ইতি অসুন্। শরীরস্থ মাংসপ্রভব ৪র্থ ধাতু। পর্য্যায়—বপা, বসা। ইহার গুণ—বাতনাশক। বল, পিত্ত ও কফদায়ক। (রাজবল্লভ) ইহার স্বরূপ—

"স্বমাংসং বহ্নিনা পক্বং তন্মেদ ইতি কথ্যতে।
তদতীব গুরু স্নিগ্ধং বলকার্য্যতিবৃংহিতম্॥" (ভাবপ্র০)

স্বীয় অগ্নি দ্বারা পক্ব যে মাংস তাহাকে মেদ কহে। ইহা অতিশয় গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারী এবং অতিবৃংহিত।

ইহা সর্ব্বভূতের উদর ও অস্থিতে অবস্থিত আছে। অতএব মেদস্বীদিগের প্রায়ই উদর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ অধিক পরিমাণে যাহাদের মেদ থাকে, তাহাদের ভুঁড়ি হয়।

"মেদো হি সর্ব্বভূতানামুদরেষ্বস্থিষু স্থিতম্।
অতএবোদরে বৃদ্ধিঃ প্রায়ো মেদস্বিনো ভবেৎ॥"(ভাবপ্র০

মাংস পরিপাক হইয়া মেদোরূপে পরিণত হয়।

"মাংসাত্তু মেদসো জন্ম মেদসোঽস্থিসমুদ্ভবঃ।" (সুশ্রুত)

২ রোগবিশেষ, মেদোরোগ। ৩ স্নেহবিশেষ। [বসা দেখ।]

মেদপুচ্ছ(ক) (পুং) দুম্বা নামক ভেড়া।

মেদভিল্ল, নিম্নশ্রেণীর ভীলজাতিবিশেষ।

মেদঃসার (ত্রি) মেদস্বী, মেদপ্রধান। যাহার মেদধাতু প্রবল, ইহাকে চলিত কথায় 'মেদ-অশোয়াস্তি' বলে।

মেদস্কৃৎ (ক্লী) মেদঃ করোতীতি মেদস্-কৃ-কিপ্। মাংস।

মেদস্তেজস্ (ক্লী) অস্থি।

মেদস্পিণ্ড (পুং) চর্ব্বির তাল।

মেদস্বৎ (ত্রি) মেদযুক্ত।

মেদস্বিন্ (ত্রি) ১ মেদোময়। ২ মেদজন্য স্থূলদেহ।

মেদা (স্ত্রী) মেদোঽস্ত্যস্যাঃ অস্তীতি মেদ-অচ্-টাপ্। অষ্টবর্গ-প্রসিদ্ধ ঔষধিবিশেষ। পর্য্যায়—মেদোদ্ভবা, জীবনী, শ্রেষ্ঠা, মণিচ্ছিদ্রা, স্নিগ্ধা, বসা, স্বল্পপর্ণিকা, মেদঃসারা, স্নেহবতী, মেদিনী, মধুরা, স্নিগ্ধা, মেধা, দ্রবা, সাধ্বী, শল্যদা, বহুরন্ধ্রিকা, পুরুষদন্তিকা। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, পিত্ত, দাহ, কাশ, রাজযক্ষ্মা ও জ্বরনাশক এবং বাতদোষবর্দ্ধক। (রাজনি০) ইহার লক্ষণ—

"শুক্লকন্দো নখচ্ছেদ্যো মেদোধাতুমিব স্রবেৎ।
যঃ স মেদেতি বিজ্ঞেয়ো জিজ্ঞাস্যঃ তৎপরৈর্জনৈঃ॥"

ইহার মূল শুক্লবর্ণ, নখ দ্বারা ছেদন করিলে মেদোধাতুর স্রাব হয়। এইজন্য ইহার নাম মেদা হইয়াছে। বৈদ্যক-পরিভাষায় লিখিত আছে যে ইহার অভাবে অশ্বগন্ধা দিতে হইবে।

মেদিন্ (ত্রি) মেদোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। মেদযুক্ত।

মেদিনী (স্ত্রী) মেদোঽস্ত্যস্যা অস্তীতি মেদ-ইনি ঙীষ্। ১ মেদা। ২ কাশ্মরী। (রাজনি০) ৩ পৃথিবী। মধুকৈটভের মেদ দ্বারা ইহার উৎপত্তি হয়, এইজন্য ইহার নাম মেদিনী হইয়াছে।

"গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ।
সাগরঃ সকলো ব্যাপ্তস্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ॥
মেদিনীতি ততো জাতং নাম পৃথ্ব্যাঃ সমন্ততঃ।
অভক্ষ্যা মৃত্তিকা তেন কারণেন মুনীশ্বরাঃ॥"
(দেবীভাগবত ৩।১৩।৮)

এই মেদিনী মেদ হইতে উৎপন্ন, এইজন্য মৃত্তিকা অভক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। [পৃথিবী দেখ]

মেদিনীকর, মেদিনীকোষ বা নানার্থকোষ নামক অভিধান-প্রণেতা। প্রাণধরের পুত্র।

মেদিনীজ (পুং) ১ ভূমিজ, মঙ্গলগ্রহ। (বৃহৎস০ ৯।১৩) ২ মেদিনীপুত্র। (ত্রি) ৩ পৃথিবীজাতমাত্র।

মেদিনীদ্রব (ত্রি) মেদিন্যাঃ দ্রবঃ। ধূলি। (ত্রিকা০)

মেদিনীপতি (পুং) মেদিন্যাঃ পতিঃ। পৃথিবীপতি।

মেদিনীপুর, বাঙ্গালায় ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা, অক্ষা° ২১° ৩৭´ হইতে ২২° ৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৩৫´ ৪৫″ হইতে ৮৮° ১৪´ পূঃ মধ্য। এই জেলা বর্দ্ধমান বিভাগের সর্ব্ব দক্ষিণাংশে অবস্থিত। ইহার উত্তরে বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া, পূর্ব্বে হুগলী ও হাবড়া, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণপশ্চিমে বালেশ্বর, পশ্চিমে ময়ুরভঞ্জ সামন্তরাজ্য ও সিংহভূম এবং উত্তরপশ্চিমে মানভূম জেলা। মেদিনীপুর নগর ইহার বিচার সদর।

জেলাটী বৃহৎ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। প্রধানতঃ এই স্থানকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ সমুদ্রসৈকত, ২ 'ব' দ্বীপ ভূমি এবং ৩ সমতল ও উচ্চভূমি। একমাত্র পশ্চিম ভূভাগের নতোন্নত শৈলসানুসমন্বিত পার্ব্বত্য বনভূমি ব্যতীত অপর সকল স্থানেই কৃষিকার্য্যের আধিক্য দৃষ্ট হয়। উচ্চ-পাদপপরিশোভিত এই পার্ব্বত্যজঙ্গলময় ভূভাগ 'জঙ্গল মহাল' নামে পরিচিত। পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্বের জলময় ভূভাগে এবং রূপ-নারায়ণ নদের মোহানা হইতে বালেশ্বরের উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হিজলী বিভাগেও প্রচুর পরিমাণে ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এখানে জলের অভাব হয় না। এই জেলা দিয়া হুগলী নদী ও তাহার রূপনারায়ণ, হলদী ও রসুলপুর শাখা

প্রবাহিত; রূপনারায়ণ নদ শিলাই শাখার জলে বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া হুগলী-পয়েণ্টের নিকট ভাগীরথীতে আসিয়া মিশিয়াছে। হল্‌দী নদী তমলুক উপবিভাগের নন্দীগ্রামের নিকট গঙ্গায় মিশিয়াছে। কালিঘাই ও কাসাই নামক ইহার শাখাদ্বয় বক্রগতিতে জেলার মধ্যে প্রবাহিত। মেদিনীপুর নগর কাসাই নদীর তীরে অবস্থিত। রসুলপুর নদী কাউখালি আলোক-বাটিকার নিকট ভাগীরথীতে পড়িয়া সমুদ্রসঙ্গমে গিয়াছে।

উপরোক্ত নদী ও তাহাদের শাখা নদী ব্যতীত, চাষ-বাস ও বাণিজ্যের সুবিধার্থ এই জেলার মধ্যে কতকগুলি খাল কাটা আছে, তন্মধ্যে উলুবেড়িয়া হইতে পূর্ব্বপশ্চিমে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত 'হাইলেভল্ কানাল' এবং রূপনারায়ণ মোহানার গেঁয়োখালি হইতে হিজ্‌লি বিভাগের রসুলপুর নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত দুইটী সুদীর্ঘ খালই উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম-দিগবর্ত্তী জঙ্গল বিভাগ হইতে গালা, তসর, মোম, ধুনা, কাঠ প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। বন্য ভূভাগে নানাজাতীয় জীবজন্তু আছে। সমুদ্র ও পার্ব্বত্যভূমির মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় এইস্থানে বহু সর্প দেখা যায়।

সমগ্র জেলার প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া অনুমান হয় যে, বহুপূর্ব্বকালে পশ্চিম দেশভাগ গভীর জঙ্গলে পরিণত ছিল। ক্রমে পার্ব্বত্য অনার্য্য জাতীয়েরা আর্য্যসভ্যতার সংস্রবে পড়িয়া জঙ্গল কাটিয়া অনেক স্থান আবাদ করিয়া বসবাস আরম্ভ করে। পরে অনেক লোক দক্ষিণবঙ্গের নানা স্থান হইতে বাণিজ্য ব্যপদেশে উপস্থিত হইয়া এই জেলাকে সভ্যজাতির বাসভূমি বলিয়া পরিচিত করে।

সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী গাঙ্গের মোহানাস্থিত তমলুক নগরী স্বীয় প্রাচীন কীর্ত্তি-গৌরব বিকাশ করিতেছে। প্রাচীন বৌদ্ধগণ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে এই নগরে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। সমুদ্রপথে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা ভাবিয়া তাঁহারা এইস্থানে একটী বন্দর স্থাপনা করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই ভারতীয় বৌদ্ধগণের ব্রহ্মরাজ্যে ও যব প্রভৃতি ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপসমূহে বাণিজ্যব্যপদেশে গমনাগমন সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের প্রথমার্দ্ধের শেষভাগে প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এই স্থান পরিদর্শনে আগমন করেন। তিনি তাম্রলিপ্ত নগরকে একটী মহাসমৃদ্ধিশালী বন্দররূপে বর্ণন করিয়া যান। তিনি এখানে ১০টী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, ২০০ ফিট্ উচ্চ একটী অশোকলাট (স্তম্ভ) ও সহস্রাধিক বৌদ্ধ শ্রমণের বাস দর্শন করিয়াছিলেন।

[তাম্রলিপ্ত ও তমলুক দেখ]

প্রাচীন হিন্দু উপাখ্যানমালা পাঠে জানা যায় যে, এই নগর পূর্ব্বে সমুদ্রোপকূল হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। হুগলী নদীর মুখে পলি পড়িয়া সমুদ্রসৈকত ভূমিরূপে সমুত্থিত হওয়ায় প্রায় ৬০ মাইল স্থান ব্যবধান পড়িয়াছে।

এখানকার ময়ূরবংশীয় রাজগণ ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত ছিলেন। ঐ বংশের শেষ নরপতি নিঃশঙ্কনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হইলে, কালু ভূঁইয়া নামক জনৈক পার্ব্বতীয় সর্দ্দার তাঁহার রাজ্য অধিকার করে। কালু সর্দ্দার হইতে তমলুকে কৈবর্ত্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমে তাহারা ভূঁইয়া নামক অনার্য্য-জাতি বলিয়া গণ্য ছিল, পরে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু শ্রেণীতে মিলিত হইয়াছে, এই বংশের বর্ত্তমান রাজা, কালু হইতে ২৫ বা ২৬ পুরুষ অধস্তন হইবেন।

বাঙ্গালায় পাঠান আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানও পাঠানরাজগণের শাসনাধীন হইয়াছিল। তবে স্থান বিশেষে যে, রাজা উপাধিধারী হিন্দু ভূম্যধিকারিগণ আপন আপন শাসনশক্তিপরিচালনায় পরাঙ্মুখ ছিলেন, এরূপও বলা যায় না। উদাস ও বিলাসপ্রিয় মহম্মদীয়গণকে তোষা-মোদে বশীভূত করিয়া দেশীয় সামন্তগণ এক সময়ে মেদিনী-পুর মধ্যে স্ব স্ব প্রাধান্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ হিজ্‌লি ভাগ মুসল-মানাধিকারে জলেশ্বর সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয়। মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের সময়ে এখান হইতে ১২½ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। জলেশ্বর নগরেই ইহার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে উহা বালেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

[জলেশ্বর ও বালেশ্বর দেখ।]

১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজ কোম্পানীর সহিত মেদিনী-পুরের সংস্রব আরম্ভ হয়। উক্ত বর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফর খাঁকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মীরকাসিম খাঁকে বঙ্গের মসনদে আরোহণ করান। মীরকাসিম স্বীয় পদোন্নতির বিনিময়ে কোম্পানী বাহাদুরকে মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, ও বর্দ্ধমান জেলা দিতে বাধ্য হন।

পূর্ব্ব ও দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে পর্ব্বতমালায় বিস্তীর্ণ থাকায় এইস্থানে বৈদেশিক শত্রুর সমাগম হয় নাই। দক্ষিণ উড়িষ্যা হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ দলে দলে আসিয়া মেদিনীপুর লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইত। এক সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ সমগ্র মেদিনীপুরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু লুণ্ঠন-প্রিয়তা হেতু তাঁহারা শাসনদণ্ড অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন নাই।

[বর্গী দেখ।]

জেলার পশ্চিমাঞ্চলস্থ জঙ্গল-ভূমির জমিদারগণও বহু

দলে আসিয়া সমতলক্ষেত্রের শস্যাদি অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেন। জঙ্গলমহালের দস্যুপালক এই সর্দ্দার বা ভূম্যধিকারিগণ আপনাদিগকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বনভূমির এই রাজা বা সর্দ্দারগণ এরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন যে, তাহারা ইংরাজকর্ম্মচারিগণের প্রতি অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এমন কি, পরস্পরের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিতেও তাহারা আপনাদিগকে ঘৃণিত বোধ করিত না। জঙ্গলমহালবাসী দস্যুরাজদলের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য স্থানীয় ভূম্যধিকারীদিগকে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত রাখিতে হইত। শরৎকালে শস্যকর্ত্তনের সময় তাহারা শস্ত্রধারী সেনাদলসাহায্যে আপনাপন প্রজাবৃন্দের স্বার্থসিদ্ধির উপায় দেখিতেন।

বর্গীদস্যু এবং লুণ্ঠনকারী বন্য-সর্দ্দারদিগের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার্থ জলেশ্বরে বহুপূর্ব্বকাল হইতেই একটী সীমান্তদুর্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সভ্যপ্রধান জেলাভাগে প্রত্যেক ধনাঢ্য ভূম্যধিকারীরই আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রাকারপরিখাদি পরিবেষ্টিত এক একটী সুদৃঢ় দুর্গপ্রাসাদ নির্ম্মিত ছিল। তাঁহারা বর্গী বা বন্যদস্যুদিগের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সময় সময় ঐ স্থানে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিতেন।

জঙ্গল-মহালের এই সর্দ্দারগণের মধ্যে ময়ূরভঞ্জের রাজাকেও গণনা করা যাইতে পারে; যেহেতু তাঁহার অধিকৃত পরগণা হইতে তদধীন দস্যুদল লুণ্ঠনকার্য্যে আসিয়া সাধারণ প্রজাবৃন্দকে উত্যক্ত করিত। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রাচীন নথীপত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে গবর্ণরজেনারল ময়ূরভঞ্জরাজের রাজ্যাধিকার অস্বীকার করিলে তিনি অপর একজন বিরোধী সর্দ্দারের সাহায্যে ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান এবং একদল সেনা লইয়া ইংরাজাধিকৃত জেলা অধিকারে অগ্রসর হন। ঐ সময়ে সুচতুর ইংরাজরাজ উড়িষ্যাস্থ মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তার সহায়ে ময়ূরভঞ্জাধিপকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপর হইতেই ময়ূরভঞ্জরাজ মেদিনীপুরের অন্তর্গত সম্পত্তির নিমিত্ত ইংরাজরাজকে বার্ষিক ৩২০০৲ টাকা রাজস্ব দিতে বাধ্য হন।

ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, মেদিনীপুর বিভাগের আকার অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিজলি একটী স্বতন্ত্র কালেক্টারিভুক্ত ছিল, তৎপরে উহা মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উহা মেদিনীপুর জেলার শাসনাধীনে রহিয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণা ও বর্দ্ধা পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বিচারের সুবিধার্থ সিংহভূম হইতে ৪৫ খানি গ্রাম মেদিনীপুরের অন্তর্গত করা হইয়াছে।

এই জেলার রাজোপাধিধারী প্রাচীন ভূম্যধিকারী বংশের মধ্যে—বগ্ড়ীরাজবংশ, নয়গ্রামবংশ, ময়নারাজবংশ, তমলুকরাজবংশ, নারায়ণগড়বংশ, এবং বলরামপুর রাজবংশ স্ব স্ব কীর্ত্তিপ্রভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছেন। ময়না, তমলুক, বগ্ড়ী প্রভৃতি রাজবংশের বিবরণ যথাস্থানে প্রদত্ত হইয়াছে। উড়িষ্যা ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তী এই প্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদের স্থানে স্থানে বৌদ্ধ, হিন্দু, মহারাষ্ট্রীয় ও মুসলমানদিগের স্থাপিত কীর্ত্তি এবং দেশীয় ভূম্যধিকারিগণের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির, গড় ও পুষ্করিণ্যাদির সংক্ষেপ পরিচয় যথাস্থানে সন্নিবেশ করা গেল।

উপরোক্ত জমিদারবংশের মধ্যে বলরামপুর-রাজবংশের অনেক কীর্ত্তিকাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। খড়্গপুর, কেদারকুণ্ড ও বলরামপুর পরগণা লইয়া এই বংশের প্রতিপত্তি। পূর্ব্বে যে সকল ভূম্যধিকারী স্ব স্ব বীর্য্যপ্রভাবে জঙ্গলমহাল কাটাইয়া যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরগণ সেই সকল স্থান ভোগদখল করিতেছেন। ইংরাজরাজের নিকট তাঁহারা সামান্য জমিদাররূপে গণ্য হইলেও এক সময়ে তাঁহারা স্ব স্ব অধিকৃত প্রদেশে স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। বলরামপুর পরগণা এই জঙ্গলমহালের অন্তর্গত।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা টোডরমল্ল বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার রাজস্বসংক্রান্ত বন্দোবস্তের নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়া রাজকীয় কার্য্যের সুবিধার জন্য সদর-চৌধুরীপদের সৃষ্টি করিয়া যান। ঐ চৌধুরী-বংশই এখানকার সত্বাধিকারী। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের দশশালা বন্দোবস্তের সময় রাজা বীরপ্রসাদ চৌধুরী এই পরগণাত্রয়ের অধিকারী ছিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বাকী খাজনায় রাজসম্পত্তি নিলাম হইলে গবর্মেণ্ট খাসে খরিদ করেন। তৎপরে উহা খাসমহল নামে খ্যাত হয়। প্রথমে ইজারা বন্দোবস্ত ও পরে খাসে গবর্মেণ্ট উহার রাজস্ব আদায় করিতেছেন।

এই রাজবংশের আদি রাজার নাম ভীম মহাপাত্র। ইনি এই প্রদেশীয় অনেক খয়রারাজের গড়-সর্দ্দার বা সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। সেনাপতি এবং রাজদেওয়ান লক্ষ্মণসিংহ (ইনি কর্ণগড়রাজবংশের আদিপুরুষ) রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া বলরামপুরের অন্তর্গত টলশোল নামক গ্রামে রাজার হত্যা-

রাষ্ট্রবিপ্লবের অভ্যুদয়ে লাউসেনের বংশধরেরা 'চৌথ' কর প্রদানে অসমর্থ হইলে দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দল বাহুবলেন্দ্র নামক জনৈক ব্যক্তিকে ময়নাগড় সিংহাসন দান করে।

[ময়নাগড় দেখ]

ময়নার দক্ষিণে প্রায় নয় মাইল দীর্ঘ একটী খাত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ঐ স্থানে সমুদ্রের খাঁড়ি ছিল। ময়নারাজগণ বাঁধদ্বারা জলরোধপূর্ব্বক ঐ বিস্তীর্ণ স্থান কৃষি ও বসবাসের উপযোগী করিয়া দেন। ঐ খাতের পার্শ্ববর্ত্তী তিলদা, জলচক্ প্রভৃতি গ্রামের ভূমিগর্ভ হইতে (১৬।১৭ ফিট নিম্নে) যে সকল দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা ঐ স্থানে বহুপূর্ব্বকালে একটী বন্দর বা সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী নগর থাকা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয়।

তমলুক জনপদের প্রাচীনত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। বর্গভীমার মন্দিরটীর গঠনকার্য্য বৌদ্ধধরণের। তদনুসারে অনুমান করা যায় যে, এখানে বৌদ্ধপ্রাধান্য সময়ে ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় তমলুক-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা তাম্রধ্বজ নরনারায়ণের মহিমাকীর্ত্তনের জন্য কৃষ্ণার্জ্জুনমন্দির স্থাপন করেন। প্রবাদ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধীয় 'হয়' কৃষ্ণার্জ্জুনের রক্ষিত হইয়া তাম্রলিপ্তে আসিয়া উপনীত হইলে, ধার্ম্মিক রাজা তাম্রধ্বজ অশ্বধারণ করেন। যুদ্ধে জয়লাভে অসমর্থ হইয়া অর্জ্জুন কৃষ্ণ সমভি-ব্যাহারে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ তাম্রধ্বজের অতিথি হন। ভক্তপ্রধান তাম্রধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের চরণ নিত্যপূজার নিমিত্ত কৃষ্ণার্জ্জুনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

নারায়ণগড় রাজবংশের উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তির মধ্যে গড়-বাটীই প্রধান। উহার গঠনকার্য্য বিশেষ নৈপুণ্যযুক্ত না হইলেও তন্মধ্যস্থ দীর্ঘিকাগুলি দেখিবার জিনিষ।

এই জেলার মধ্যে মেদিনীপুর, ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, ক্ষীরপাল ও তমলুক নগরই প্রধান। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বীরকুল ও চাঁদপুর গ্রাম (কাঁতী নগর—কণ্টাই সব-ডিভিজন—হইতে প্রথমটী ১৩ ক্রোশ ও শেষোক্তটী ৭ ক্রোশ দূর) কলিকাতাবাসী বিলাসিগণের গ্রীষ্মাবকাশের বিনোদা-বাসে রূপান্তরিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর উক্ত গণ্ডগ্রামদ্বয়ের সংস্কারসাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। লবণাম্বুবাহী সমুদ্রসলিলসিক্ত মলয়ানিল স্থানীয় স্বাস্থ্য বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই এখানকার বাণিজ্যখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। জজমহাশয়ের নীলের কারবার বেঃ আর্ ওয়াট্‌সন্ কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। চাউল, চিনি, রেশম এবং তাম্রপিত্তলনির্ম্মিত বাসন প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ার্থ রপ্তানী হইয়া থাকে। বালাওয়ার মাদুরের ব্যবসা দেশবিখ্যাত। শুনা যায়, এখানকার পূর্ব্বতন কারিগরগণ ৩৪ শত টাকা মূল্যের এক একখানি মাদুর প্রস্তুত করিয়া দিতেন। উহার শিল্পকার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঢাকার মস্‌লিন্ নামক কার্পাসবস্ত্রের তুল্যতন্তু প্রস্তুত করিয়া তথাকার তন্তুবায়সমিতি যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন, এখানকার মাদুর-বয়নকারিগণও সূক্ষ্মতম মাদুরকাটী প্রস্তুত করিয়াও বয়নকালে চিত্রনৈপুণ্য দেখাইয়া তদ্রূপ খ্যাত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর এখানকার লবণের একচেটিয়া কারবার চালাইয়া ছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা ছাড়িয়া দিলে, সাধারণ লোকে লবণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, গবর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র কারবারীদিগের নিকট হইতে শুল্কগ্রহণ করিতেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ঐ শুল্ক প্রতি হন্দর ৪।৵১০ ধার্য্য হইয়াছিল। নৌকা গোযানাদি ভিন্ন পূর্ব্বে এখানকার পণ্য-দ্রব্যবহনের বিশেষ সুবিধা ছিল না। এইক্ষণে বি, এন্, রেলকোংর রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বন্যা ও অনাবৃষ্টিহেতু এখানে সময় সময় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া থাকে। ১৮২৩,-৩১,-৩২,-৩৩,-৩৪,১৮৪৮,১৮৫০,১৮৬৪, ১৮৬৬, ১৮৬৮, ১৮৮১, ১৮৯১ প্রভৃতি বৎসরে, এখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মড়কের প্রাদুর্ভাবও লক্ষিত হয়। এখানকার জলবায়ু ২৪ পরগণার ন্যায়। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের সমান প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে "বর্দ্ধমেনে জ্বর" এখানে সংক্রামকরূপে আসিয়া দেখা দেয়। এখানকার নারাজোল, মহিষাদল, দাসপুর, শাহপুর প্রভৃতি গণ্ডগ্রাম জনসমৃদ্ধিতে পূর্ণ।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩২৯৬ বর্গ মাইল। মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, দাঁতন, গোপী-বল্লভপুর, ঝাড়গাঁও, ভীমপুর, শালবানি, কেশপুর, দেবরা, গড়বেতা ও সবঙ্গ থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। কাঁসাই নদীর উত্তরতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°২৪´৫৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°২১´১২´´ পূঃ। এখানে ওয়াট্‌সন্ কোংর রেশমের ও নীলের কারখানা আছে। রাজকীয় অট্টালিকাদি ব্যতীত নগরভাগে য়ুরোপীয়গণের রক্ষিত অনেক প্রাচীন অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী গির্জ্জা ও ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে

মুক্ত কেল্লা আছে। রাজা যাদবচন্দ্র সিংহের প্রতিষ্ঠিত ঝাল্দা-দুর্গ এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত।

গড়বেতা দুর্গের উত্তরদ্বারের সম্মুখে জলটুঙ্গি, ইন্দ্র-পুষ্করিণী, পাথুরি-হাছুয়া, মজলা, কবেশদীঘি, আমপুষ্করিণী ও হাছুয়া নামে "সাতপুকুর" আছে। উহার প্রত্যেকটীর ঠিক মধ্যস্থলে এক একটী প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির আছে। দুর্গের সান্নিধ্যহেতু অনেকে এই পুষ্করিণী ও মন্দিরকে চোহানের সময়ে (১৫৫৫-১৬১০ খৃঃ) নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করেন।

দাঁতনের নিকটবর্ত্তী সাতদোল্লা ও মোগলমারী গ্রামে (রাজঘাটরাস্তা-প্রস্তুতকালে) অনেকগুলি সুবৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল, ঐ সকল ইষ্টক ও প্রস্তররাশি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এক সময়ে তথায় মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন কোন নরপতি রাজত্ব করিতেন। কালবশে তৎসমুদায় ধ্বংসের করালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে, মোগলেরা মহারাষ্ট্রীয় সেনার নিকট যে স্থানে পরাভূত হয়, তাহাই মোগলমারী নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সেই যুদ্ধে দাঁতনগড়ের রাজা বীরত্ব দেখাইয়া "বীরবল" উপাধিলাভ করেন। উক্ত গ্রাম দাঁতনের দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত।

দাঁতন নগরে বিদ্যাধর নামে এবং উহার ২ মাইল পূর্ব্বে শশাঙ্ক নামে দুইটা বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। উৎকলরাজ মুকুন্দ-দেবের প্রধান মন্ত্রী বিদ্যাধরের আদেশে বিদ্যাধর পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। উহা দৈর্ঘ্যে ১৬০০ ও প্রস্থে ১২০০ ফিট। পাণ্ডববংশীয় রাজা শশাঙ্কদেব জগন্নাথ দর্শনকালে এখানে স্বনামে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন। উহা দৈর্ঘ্যে ৫ হাজার ও প্রস্থে ২৫০০ ফিট। প্রবাদ আছে, উভয় পুষ্করিণীর মধ্যে যোগ রাখিবার জন্য মৃত্তিকাভ্যন্তরে ৭½ ফিট উচ্চ এবং ৪½ ফিট্ প্রস্থ একটী প্রস্তরনির্ম্মিত নালা আছে। দাঁতনের শ্যাম-লেশ্বরমন্দির দেখিবার জিনিস। প্রবাদ, বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর ভোজরাজ এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কালাপাহাড় মন্দিরসম্মুখস্থ প্রস্তরনির্ম্মিত সুবৃহৎ বৃষমূর্ত্তির সম্মুখের পদদ্বয় ভাঙ্গিয়া দেন।

প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দ পূর্ব্বে রাজা যদুচরণ সিংহ গোয়াল-তোরে পঞ্চরত্নমন্দির নির্ম্মাণ করেন, ইহার কারুকার্য্য অতীব মনোরম। রাজা এই মন্দিরে বালচন্দ্র নামে শালগ্রাম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার মানস করেন। দুঃখের বিষয়, দেবমূর্ত্তি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই তথায় একটী গো-বৎস মৃত হওয়ায় উহা অপবিত্র বোধে পরিত্যক্ত হয়।

নয়গ্রাম রাজবংশের কীর্ত্তিকলাপ তাঁহাদের রাজধানী [illegible] নামক স্থানের সন্নিহিত প্রদেশে দৃষ্টিগোচর হয়।

ঐ বংশের দ্বিতীয় রাজা প্রতাপচন্দ্রসিংহ ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে যে গড়বাটীর ভিত্তি স্থাপন করেন, তৎপুত্র বলভদ্র সিংহ তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যান। এখানে যে দুইটী অশ্বারোহী পারসিক বা শকপ্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা অনেকাংশে আরবের প্রাচীন বিধ্বস্ত নিনিভ নগরীর স্তূপগর্ভে প্রাপ্ত মূর্ত্তির অনুরূপ।

বলভদ্রের মৃত্যুর পর রাজা চন্দ্রশেখর সিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হন। ইনি খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে চন্দ্ররেখাগড় ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। উহা এক্ষণে নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। উক্ত চন্দ্ররেখা-গড়ের ১ মাইল পূর্ব্বে দেউল নামক শিবমন্দির জঙ্গল ভেদ করিয়া ৭৫ ফিট্ ঊর্দ্ধে চূড়া প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নয়গ্রামরাজবংশের ব্যয়ে ঐ মন্দিরের দেবসেবা নির্ব্বাহ হইতেছে।

কিয়ারচাঁদ নামক বিস্তীর্ণ প্রান্তরস্থিত প্রস্তরস্তম্ভাবলীও উল্লেখযোগ্য। জহরসিংহনামা জনৈক হিন্দুসর্দার ১১৭০ বঙ্গাব্দে ঐ সকল স্তম্ভ স্থাপন করিয়া যান। প্রবাদ তিনি বিপক্ষ-সৈন্যকে ভীতিপ্রদর্শনার্থ ঐরূপ স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা সেনাবলবৃদ্ধির ভান করিয়াছিলেন।

উড়িয়া-সাই নামক প্রস্তরমন্দির রাজা চোহান সিংহ দ্বারা ৯৯৭ বঙ্গাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বগড়ী-রাজবংশের এই ঐতিহাসিকতত্ত্ব শিলালিপি হইতে বাহির হইয়াছে।

ময়নাগড়-রাজবংশের কীর্ত্তি ময়নাগড় দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ, কাসাই নদীর পশ্চিমকূলে কালিয়াঘাই-সঙ্গমের উত্তরে একটী দ্বীপাকার স্থানে ঐ গড়বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রথমে নদীকূল হইতে চতুষ্পার্শ্বে খাল কাটিয়া ঐ স্থানকে দ্বীপাকারে পরিণত করা হইয়াছিল। উৎখাত মৃত্তিকারাশি উচ্চ প্রাচীর-রূপে দ্বীপসীমায় স্থাপিত হইয়াছে। ঐ মৃৎস্তূপ এক্ষণে বাঁশবনে সমাচ্ছন্ন হইয়া সাধারণের অগম্য হইয়া পড়িয়াছে। দ্বীপের মধ্যভাগে চতুর্দ্দিকে পরিখা কাটিয়া তন্মধ্যে রাজবংশীয়গণের প্রাসাদ ও দুর্গ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। পরি-খায় পরিবেষ্টিত গড়ভূমি প্রায় ২৫ বিঘা। পরিখার উৎখাত মৃত্তিকারাশি দ্বারা দুর্গের চতুর্দ্দিকে বপ্র স্থাপিত হইয়াছে। উহাও এক্ষণে গভীর জঙ্গলে আবৃত, কেবল প্রাসাদ ও মন্দিরাদির পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমুদায় পরিচ্ছন্ন; কিন্তু সংস্কারা-ভাবে প্রাসাদাদি ভগ্নাবস্থায় পতিত হইতেছে।

ময়নাগড়ের রাজেতিবৃত্তপাঠে জানা যায় যে, রাজা লাউ-সেন এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইনি গৌড়েশ্বরের সামন্ত ছিলেন। ঘনরামকৃত শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেন ও তাঁহার ভ্রাতা কর্পূরসেনের কাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। রাজো-পাখ্যানেও ইহার কুলবলের বিশেষ পরিচয় আছে। মহা-

কাণ্ড সংসাধিত করেন। খয়রারাজবংশ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু। ইঁহারা একপ্রকার জঙ্গলা জাতি হইতে সমুদ্ভূত।

রাজা ভীম মহাপাত্র ৯৭৫ বঙ্গাব্দে রাজতক্তে অধিরোহণ করেন। "ভীমসাগর" নামক দীর্ঘিকা অদ্যাপি আবর্জ্জনা-পূর্ণ হইয়াও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তৎপুত্র হরিচন্দনের রাজ্যকালের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাই পাওয়া যায় না। হরিচন্দনের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিলে, তৎপুত্র রাজা মুকুন্দরাম মহাপাত্র 'মুকুন্দসাগর'রূপ সৎকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তৎপুত্র ৪র্থ রাজা পীতাম্বর পরলোক গত হইলে ১১৬০ বঙ্গাব্দে পুত্র শত্রুঘ্ন মহাপাত্র রাজোপাধিসহ রাজত্ব প্রাপ্ত হন। ঘড়ুই দস্যুদিগের বিদ্রোহদমন এবং পঞ্চরত্ন ও জোড়বাঙ্গালা মন্দিরে শ্যামসুন্দরজীউ ও সিংহবাহিনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে সদাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া তিনি স্বীয় বংশের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন।

১১৭৫-১১৯২ বঙ্গাব্দ রাজা নরহরি চৌধুরীর রাজ্যকাল। এই সময়ে চুয়াড় বিদ্রোহ, বর্গীর অত্যাচার, ঘড়ুই বিদ্রোহ প্রভৃতিতে মেদিনীপুর উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল। তিনি নৃশংস, কোপনস্বভাব ও মহাপ্রতাপশালী ছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের শাসনভার ইংরাজহস্তে ন্যস্ত হইলেও রাজা নরহরি ইংরাজের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক নারায়ণগড়ের রাজা পরীক্ষিৎ বিশেষ সদাশয় ছিলেন।

১১৯২ হইতে ১২৩৫ বঙ্গাব্দ রাজা বীরপ্রসাদের রাজ্য-কাল। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপত্নী মুণ্ডমা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। রাজ্যভ্রষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ইহাঁদের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছে।

বলরামপুর রাজবংশের গড়বাড়ী বা বাসস্থানের নাম আড়াসিনির গড়। ইহাঁদের আরও ১২টী গড়বাড়ী ছিল। কালবিবর্ত্তনে রাজবংশের অবনতি সহকারে তৎসমুদায়ের পূর্ব্বশ্রী বিলুপ্ত হইয়াছে। অযোধ্যাগড়ের নিকটে জোড়-বাঙ্গালা ও পঞ্চরত্ন-মন্দির বিদ্যমান।

কংসাবতীনদীতীরবর্ত্তী ধারেন্দা পরগণায় ধারেন্দা-রাজ-বংশের প্রতিপত্তি। হুগলীজেলার দশঘরা নামক স্থানে ইহাঁ-দের আদিবাস ছিল। তথায় ইহারা সেন্সাই বেন্সাইএর জমিদার বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ঐ বংশের কোন ব্যক্তি নবাবের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া সবংশে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। কেবলমাত্র একটী গর্ভবতী মহিলা দেবরের সহিত পলাইয়া আত্মরক্ষা করে। তাহারা ধারেন্দার নিবিড়কাননে আসিয়া উপনীত হইলে ভগবানের কৃপায় একটী সুকুমার প্রসূত হয়। খুল্লতাত নারায়ণপাল জাতকুমারের নাম মহেশ্বর 'পাল' রাখেন। ইহাঁরা পাল উপাধিধারী ও কায়স্থকুলোদ্ভব।

নারায়ণ পাল স্থানীয় অধিকারী মাঝি রাজাকে পরাভূত করিয়া ধারেন্দা প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন এবং যে স্থানে ভ্রাতৃজায়ার ও ভ্রাতৃজের সহিত আসিয়া বাস করেন, উত্তরকালে সেই স্থানের নাম নারায়ণপুর রাখেন। তিনি বাঘাসিনী নামক সিংহবাহিনী মূর্ত্তি ও দামোদরচন্দ্র-জীউ নামক শালগ্রাম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। মাঝিরাজাদিগের তালপত্রবিনির্ম্মিত ছত্র ও থালুই,রাজচিহ্ন ধারণ করিবার প্রথা; এই রাজবংশে ইহা রাজা নারায়ণ পাল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ইন্দ্র-দ্বাদশী তিথিতে অদ্যাবধি তাঁহারা ইঁদ পর্ব্বোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন।

এই বংশে রাজা নারায়ণ পালের পর শিবনারায়ণ, খড়্গা-সিংহ, বাবুরাম, শিবরাম, প্রতাপনারায়ণ, উদয়নারায়ণ, কার্ত্তিকরাম, রামনারায়ণ, মথুরামোহন, কৃষ্ণমোহন, অক্ষয় নারায়ণ ও শ্রীনারায়ণ যথাক্রমে উত্তরাধিকার লাভ করিয়া আসিতেছেন। রাজা খড়্গাসিংহ পাল কলাইকুণ্ডা নামক স্থানে গড় স্থাপন করেন। সেইখানে বর্ত্তমান রাজা শ্রীনারায়ণ পাল বাস করিতেছেন। রাজা কার্ত্তিকরাম স্বীয় বীরত্বের নিমিত্ত 'হারাওয়াল' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গড়বেতার চতুর্দ্দিকে এখনও বগ্ড়ী রাজবংশের কীর্ত্তি-নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়। সমগ্র বগ্ড়ী পরগণা দেবী সর্ব্ব-মঙ্গলার দেবোত্তর-সম্পত্তি বলিয়া কথিত। প্রবাদ আছে, উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য এই দেবীপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। এখন বগ্ড়ীরাজবংশ উহার তত্ত্বাবধান করিতে-ছেন। স্থানীয় কংসেশ্বর শিবমন্দির ও সর্ব্বমঙ্গলা দেবী-মন্দিরের গঠনকার্য্য আলোচনা করিলে উভয়ই এক সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, বলিয়া বোধ হয়।

গড়বেতার প্রাচীন ভগ্নাবশেষ দুর্গ দর্শন করিলে এই রাজ-বংশের প্রভাব ও সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হওয়া যায়। এখনও লালদরজা, হনুমানদরজা, পেশাদরজা ও রাউতদরজা নামক প্রবেশদ্বার ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়া অতীতকীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। রায়কোট নামক স্থানে যে সকল প্রস্তর ও ইষ্টক-স্তূপ পড়িয়া আছে, তাহা রাজা তেজশ্চন্দ্রের প্রাসাদ বলিয়া কথিত। এখানকার দুর্গবহিঃস্থ বপ্রে যে সকল কামান ছিল, ইংরাজগবর্ণমেন্ট সে সমুদায় লইয়া গিয়াছেন। বালুদা গ্রামের অদূরস্থ নয়াবসৎ গ্রামে রাজা গণপতি ঔচ্চ বিনির্ম্মিত একটী

একটী রাজ্যের চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। আমেরিকান্ মিসন্ সম্প্রদায়ের যত্নে এখানে কএকটী বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। তাহাদের অধ্যবসায়ে 'মিদ্নাপুর মিসন প্রেস্' নামক মুদ্রাযন্ত্রে সাঁওতালী ভাষায় অনেক গ্রন্থ এবং বাঙ্গালা পুস্তকাদি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে কটক যাইবার বিস্তৃত পথ এই নগর মধ্য দিয়া পরিচালিত। এখনও ঐ পথের ধারে যাত্রীদিগের থাকিবার চটি আছে। এইস্থান হইতে উলুবেড়িয়া পর্য্যন্ত Midnapur High Level canal বিস্তৃত।

মেদোধরা (স্ত্রী) দেহের তৃতীয় কলা অর্থাৎ মেদযুক্ত ঝিল্লী (omentum)। (সুশ্রুত শারী° ৪অ°)

মেদোরোগ (পুং) স্থৌল্যরোগ, মেদের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে এই রোগ হয়।

ইহার নিদান,—ব্যায়ামবর্জ্জিত, দিবানিদ্রাশীল, অত্যন্ত স্নেহসেবী ও শ্লেষ্মল দ্রব্য ভোজনকারীদিগের ভুক্ত অন্নরস হইতে মেদোধাতুর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া শরীরের স্রোতঃসমূহকে আবৃত করায় পরবর্ত্তী অস্থ্যাদি ধাতুর সম্যক্ পুষ্টিসাধন হয় না, সেই কারণে নিতম্ব, পার্শ্ব, উদর ও স্তনাদিতে উত্তরোত্তর বহুলরূপে কেবল মেদই উপচিত হইয়া থাকে। তাহাতে লোক অত্যন্ত স্থূলকায় হইয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, কাস, ক্ষুদ্রশ্বাস, তৃষ্ণা ও মোহযুক্ত, স্বিন্নাঙ্গ, নিদ্রাকালে ক্রথন-(গলায় ঘুর্ঘুরশব্দ চলিত ঘোঙর) শীল, অবসন্ন, ক্ষুধা, স্বেদ ও দৌর্গন্ধযুক্ত, ক্ষীণবল এবং অল্পমৈথুন হয়। মেদ কর্তৃক স্রোতঃসমূহ আবদ্ধ হইলে বায়ু কোষ্ঠস্থ অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়া আহার্য্য বস্তু অতি শীঘ্র পরিপাক করাইয়া উহা শোষণ করে, তাহাতে পুনর্ব্বার যৎপরোনাস্তি ক্ষুধার উদ্রেক হয়; তখন আহারের স্বল্পমাত্র কালব্যতিক্রম ঘটিলে বায়ু ও পিত্ত প্রকোপিত হইয়া দাহাদি নানাপ্রকার শারীরিক যন্ত্রণাদায়ক পীড়া উৎপাদন করে।

"মেদসাবৃতমার্গত্বাৎ বায়ুঃ কোষ্ঠে বিশেষতঃ।
চরন্ সন্ধুক্ষয়ত্যগ্নিমাহারং শোষয়ত্যপি॥
তস্মাৎ শীঘ্রং জরয়ত্যাহারঞ্চাপি কাঙ্ক্ষতি।
বিকারান্ লোহর্চ্ছতে ঘোরান্ কাংশ্চিৎ কালব্যতিক্রমাৎ॥"
"এতাবুপদ্রবকরৌ বিশেষাৎ পিত্তমারুতৌ।
এতৌ হি দহতঃ স্থূলং বনং দাবানলো যথা॥"

শরীরস্থ মেদোধাতুর (চর্ব্বির) অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে সহসা বাতাদি প্রকোপিত হইয়া বাতব্যাধি, প্রমেহ-পীড়কা, জ্বর, ভগন্দর, বিদ্রধি প্রভৃতি ঘোর বিকারসমূহ উৎপন্ন করিয়া জীবন নষ্ট করে।

"মেদস্তীব সংবৃদ্ধে সহসৈবানিলাদয়ঃ।
বিকারান্ দারুণান্ কৃত্বা নাশয়ন্ত্যাশু জীবিতং॥"

ইহাও প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে নপুংসক ও কৃত্রিম নপুংসক ছাগগুলির চর্ব্বি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তাহারা উহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ছট্‌ফট্ করিয়া সহসা প্রাণত্যাগ করে।

শাস্ত্রকারেরা অতি স্থূল ও অতি কৃশ ব্যক্তিকে সর্ব্ববিষয়ে অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঘৃণা করেন। অধিকন্তু এ উভয়ের মধ্যে আবার স্থূল অপেক্ষা কৃশ ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠতর বলিয়াছেন।

"স্থূলাদপি কৃশো বরং।"

ইহার চিকিৎসা—মেদোরোগগ্রস্ত ব্যক্তি প্রায় নিয়তই বমনবিরেচন দ্বারা শরীর সংশোধন করিয়া পুরাতন শালি ও কাউন তণ্ডুলের অন্ন এবং কুলথ ও মুদ্গযূষ ব্যবহার করিবেন। পরিশ্রমী, চিন্তাশালী, ব্যবায়-(স্ত্রীসেবা)-শীল, পথভ্রমণকারী, মধুপায়ী, রাত্রিজাগরণপ্রিয়, যব ও শ্যামাক তণ্ডুলান্নভোজী ব্যক্তির স্থৌল্যরোগ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। মেদোবৃদ্ধি নিবৃত্তির জন্য ভাতের মাঁড়ের সহিত হিঙ্গু ও এরণ্ডপত্রের ক্ষার ব্যবহার্য্য। গুড়চী ও ত্রিফলার (আমলকী হরীতকী ও বয়ড়া) ক্বাথ পান করিলে মেদোদোষ নিবৃত্তি হয়। ঐ ক্বাথের সহিত লৌহচূর্ণ বা ত্রিফলার ক্বাথের সহিত মধুপ্রক্ষেপ দিয়া মেদোরোগ শান্তির জন্য পান করিবে। প্রাতঃকালে মধুসংযুক্ত জল অথবা ভাতের মাঁড় উষ্ণ অবস্থায় পান করিলে স্থৌল্যনাশ করিয়া দেহের কার্শ্য জন্মায়। ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ), ত্রিফলা ও ত্রিমদ (চিতা, মুথা ও বিড়ঙ্গ) এই সমান নবদ্রব্যের সহিত নবভাগ গুগ্‌গুলু একত্র করিয়া মিশাইয়া উষ্ণবারি অনুপানে প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে মেদঃ, শ্লেষ্ম ও আমবাত-জনিত রোগসমূহ অচিরে দূরীভূত হয়। মধুর সহিত পিপ্পলীচূর্ণ ভক্ষণ করিলে মেদঃ ও কফরোগ নষ্ট হয়। ধুস্তুর পত্রের গাঢ় নির্জ্জল রস স্থৌল্যরোগ অপনোদনের জন্য উদ্বর্ত্তন (বিপরীতভাবে অর্থাৎ পাদ হইতে ক্রমে মস্তকের দিকে মর্দ্দন) করিবে। বাসক পত্রের রস অথবা বিল্বপত্রের রস শঙ্খচূর্ণের সহিত গাত্রে লেপন করিলে দেহ-দৌর্গন্ধ্য নাশ করে। বালা, তেজপত্র, রক্তচন্দন, শিরীষ (চলিত চট্‌কা), বেণার মূল, নাগকেশর ও লোধ, এই সকলের চূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন করিলে অথবা ইহাদের প্রলেপ দিলে স্বেদদোষ ও মেদ-নিবৃত্তি হয়। মেদ নিবৃত্তির জন্য বকুলপত্র ও হরীতকী জলদ্বারা পেষণ করিয়া যথাক্রমে স্নানের পূর্ব্বে উদ্বর্ত্তন করিবে। কেবল হরীতকীও এরূপ ভাবে উদ্বর্ত্তন করিলে মেদনিবৃত্তি হয়।

উক্তরোগে সতত্তই মেদঃক্ষয়ের চেষ্টা করিবে, কিন্তু আবার

যাহাতে মেদের অত্যন্ত ক্ষয় না হয়, তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মেদঃক্ষয় হইলে প্লীহার বৃদ্ধি, সন্ধিশৈথিল্য, শরীরের রুক্ষতা এবং মেদস্বিজীবের মাংসে স্পৃহা হয়।

শরীরমধ্যস্থ এই বসা বিকৃত বা হ্রাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীব-দেহে রোগোৎপাদন করিয়া থাকে। এই হ্রাস বৃদ্ধিতে যেমন শরীরের অপকারিতা সংঘটিত হয়, সেইরূপ বৈদ্যক শাস্ত্রে ইহা চতুঃস্নেহের অন্যতম স্নেহরূপে ব্যবহৃত হওয়ায় ইহাদ্বারা মনুষ্যের মহদুপকারও সংসাধিত হইতেছে। অনুবাসন(স্নেহবস্তি), স্নেহন ও স্বেদাদি কার্য্যে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহার্য্য। শিশু-মার (শুশুক), মেষ, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতির বসা (চর্ব্বি) বাতব্যাধি, আমবাত, অপস্মার ও উন্মাদাদিরোগে বাহ্যপ্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

মেদোরোহিণী (স্ত্রী) গলরোগবিশেষ। (নিদান)

মেদোঽর্ব্বুদ (পুং) ওষ্ঠরোগভেদ। (মাধবনি°)

মেদোবতী (স্ত্রী) মেদা। (রাজনি°)

মেদোবৃদ্ধি (স্ত্রী) মেদসঃ বৃদ্ধিঃ। ১ দেহস্থৌল্য। ২ অণ্ড-বৃদ্ধি। (মাধবনি°)

মেদ্য (ত্রি) মেদোজন্য, মেদোভব।

মেধ্‌, ১ বধ। ২ মেধা। ৩ সঙ্গ। ভ্বাদি° উভয়° বধার্থে সক° অন্যত্র অক° সেট্‌। লট্‌ মেধতি-তে। লোট্‌ মেধতু-তাং। মেধ ঋদিৎ লুঙ্‌ অমিমেধৎ।

মেধ (পুং) মেধ্যতে বধ্যতে পশ্বাদিরত্রেতি মেধ-ঘঞ্‌। ১ যজ্ঞ।
"গ্রামণীশ্চ মহীপালানেষ জিত্বা মহাবলঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরস্ত্রীন্‌ মেধানাহরিষ্যতি॥"
(ভাগবত ১।১২৩।৩৯)

২ যজ্ঞ বা হবিঃ। (ঋক্‌ ১০।১০০।৬ ভাষ্যে সায়ণ)

৩ যজ্ঞে বধ্য পশুর অবয়ব। (ঋক্‌ ১।১৬২।১০)

৪ যজ্ঞবলির পশু। (ঐতরেয়ব্রা° ২।৮-৯)

৫ বাজসনেয় সংহিতার ৩৩, ৯২, সূক্ত রচয়িতা ঋষি।

৬ প্রিয়ব্রতের পুত্রভেদ।

মেধজ (পুং) বিষ্ণু।

মেধপতি (পুং) মেধস্য যজ্ঞস্য পতিঃ। যজ্ঞপালক।
"গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং" (ঋক্‌ ১।৪৩।৪)
'মেধপতিং যজ্ঞপালকং' (সায়ণ)

মেধয়ু (ত্রি) ১ মেদময়। ২ বলিষ্ঠ।
৩ সংগ্রামেচ্ছু, যজ্ঞাক্রমণেচ্ছু। (ঋক্‌ ৪।৩৮।৩ সায়ণ)

মেধস্‌ (পুং) মেধতে ইতি মেধ-অসুন্‌। ১ স্বায়ম্ভুব মনুপুত্র। (মৎস্যপু° ৯ অ°)

মেধস (পুং) ঋ[illegible] বশেষ।

মেধসাতি (স্ত্রী) ১ যজ্ঞের দান বা লাভ মেধ।
"যং ত্বং রথমিন্দ্র মেধসাতয়ে" (ঋক্‌ ১।১২৯।১)
'মেধসাতয়ে যজ্ঞস্য দানায় লাভায় বা।' (সায়ণ)
২ প্রিয়ব্রতের পুত্রভেদ।

মেধা (স্ত্রী) মেধতে সঙ্গচ্ছতে অস্যামিতি মেধ-(ষিদ্‌ভিদাদিভ্যো-ঙ্‌। পা ৩।৩।১০৪) ইত্যঙ্‌, টাপ্‌, ধারণাশক্তিযুক্তা ধীর্মেধা মেধতে সঙ্গচ্ছতেঽস্যাং সর্ব্বং বহুশ্রুতং বিষয়ীকরোতি ইতি বা। ধারণাবতী বুদ্ধি। যাঁহার মেধা অধিক থাকে, তিনি প্রায় সকলই স্মরণ রাখিতে পারেন। ইহাকে চলিত কথায় 'মুখস্থ' করিবার শক্তি বলা যায়। মেধাকরগণ যথা— সতত অধ্যয়ন, তত্ত্বজ্ঞানকথা, শ্রেষ্ঠ তন্ত্রশাস্ত্রাবলোকন এবং সদ্বিদ্যাচার্য্যসেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিলে মেধা বৃদ্ধি হয়।

কাহারও মেধাশক্তি নষ্ট হইলে, যদি তিনি নিয়ত হইয়া বিধানানুসারে ঔষধাদি সেবন করেন, তাহা হইলে তাঁহার মেধাশক্তি পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। শ্বেতবর্ণ সোম-রাজ ফল আতপে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে। সেই চূর্ণ গুড়ের সহিত আলোড়িত করিয়া স্নেহকুম্ভে নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে সপ্তরাত্রকাল ধান্যরাশি মধ্যে স্থাপন করিবে, পরে উহা তুলিয়া লইয়া প্রতিদিন সূর্য্যোদয়কালে পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া উষ্ণোদক অনুপানে উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিতে হইবে। ঔষধ পরিপাক হইলে ভল্লাতকের বিধানানুসারে অপরাহ্ণকালে শীতল জলে গাত্র পরিষিক্ত করিয়া শালি বা ষষ্টিধান্যের অন্ন, দুগ্ধ ও মধু সহযোগে ভোজন করিবে। ছয়মাস কাল এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিলে অতি-শয় মেধাবৃদ্ধি এবং দীর্ঘায়ুঃ লাভ হয়। কুষ্ঠ, পাণ্ডু ও উদর রোগী প্রাতঃকালে সূর্য্যের রক্তিম আভা দূর হইলে এই ঔষধের অর্দ্ধপল পরিমাণ পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া কৃষ্ণা গাভীর দুগ্ধের সহিত পান করিবে। জীর্ণ হইলে অপরাহ্ণকালে লবণবর্জ্জিত আমলক-যূষ সহযোগে ঘৃতযুক্ত অন্ন ভোজন করা বিধেয়। একমাসকাল এই নিয়ম অবলম্বন করিলে অতিশয় মেধাবৃদ্ধি এবং অরোগী হয়। চিত্রকমূল সেবনেরও এইরূপ নিয়ম, তবে বিশেষ এই যে, হরিদ্রা ও চিত্রকমূলের দ্বিপল পর্য্যন্ত পিণ্ডসেবন করিবে, অপরাপর নিয়ম পূর্ব্ববৎ।

প্রথমতঃ অন্নপরিত্যাগ করিয়া মণ্ডূকপর্ণীর রস, যে, যে পরিমাণে পরিপাক করিতে পারিবে, সে, সেই পরি-মাণে গ্রহণ করিয়া দুগ্ধের সহিত আলোড়নপূর্ব্বক পান অথবা দুগ্ধ অনুপানে সেবন করিবে। পরে ইহা জীর্ণ হইলে, যবান্ন দুগ্ধসহযোগে বা তিলসংযোগে তণ্ডুল ও দুগ্ধ অনুপান

করিবে। তিন মাস কাল এই নিয়ম পালন করিলে ব্রহ্মতেজ-বিশিষ্ট ও অতিশয় মেধাবী হয়।

প্রথমতঃ—ভোজনের পূর্ব্বে ব্রাহ্মীরস যথাবল পান করিয়া ঔষধ জীর্ণ হইলে অপরাহ্নে লবণবর্জ্জিত যবাগূ পান করা বিধেয়। দুগ্ধ সহ্য হইলে তৎসংযোগে উক্ত যবাগূ পান করিবে। এই নিয়ম সপ্তরাত্র পালন করিলে ব্রহ্মতেজোবিশিষ্ট ও মেধাবী হয়। দ্বিতীয়তঃ সপ্তরাত্রি এই নিয়ম পালন করিলে অভিলষিত গ্রন্থে ব্যুৎপত্তি জন্মে ও নষ্টস্মৃতি পুনরুদ্ভাবিত হয়। তৃতীয়তঃ সপ্তরাত্রি এই নিয়ম পালন করিলে দুইবার উচ্চারণে একশত কথা পর্য্যন্ত স্মরণের আয়ত্ত হয়। এইরূপে একবিংশতিরাত্রি নিয়মপালন করিলে অলক্ষ্মী দূর হয়, বাগ্‌দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাহার শরীরে প্রবেশ করেন, শ্রুত্যাদি শাস্ত্রসমূহ তাহাকে আশ্রয় করে, সে শ্রুতিধর হইয়া পঞ্চোত্তর শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ব্রাহ্মীরস দুই প্রস্থ, ঘৃত এক প্রস্থ, বিড়ঙ্গতণ্ডুল কুড়ব পরিমিত, বচ দুই পল, ত্রিবৃৎ দুই পল, হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী প্রত্যেকে দ্বাদশ পল এই সকলের চূর্ণ ও উপযুক্ত রস এবং ঘৃত একত্র পাক করিয়া কলস মধ্যে মুখরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে যথাসাধ্য পরিমাণে সেবন করিবে। ইহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধ সহযোগে অন্নভোজন বিধেয়। এইরূপ করিলে অলক্ষ্মী দূর হয় এবং স্থিরযৌবন ও শ্রুতিধর হওয়া যায়। হিমাচলজাত বচ ও আমলকী তুল্যপরিমাণে পিণ্ডাকার করিয়া দুগ্ধের সহিত আলোড়নপূর্ব্বক পান করিবে। জীর্ণ হইলে দুগ্ধসহযোগে অন্নভোজন বিধেয়। দ্বাদশ রাত্রি সেবন করিলে ইহা দ্বারা স্মৃতিশক্তির বিকাশ হয়,কোন বিষয় দুইবার অভ্যাস করিলে আয়ত্ত হয়। অন্য প্রকার—বচ দুইপল লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, সেই কাথ দুগ্ধের সহিত পান করিবে।

(সুশ্রুত মেধা ও আয়ুষ্কামীয় রসায়ন।)

২ দক্ষ প্রজাপতির কন্যাবিশেষ।

"কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া মতিঃ।"

(অগ্নিপু॰ গণভেদনামাধ্যায়)

৩ ষোড়শ মাতৃকার অন্তর্গত মাতৃকাবিশেষ। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে ইহার পূজা করিতে হয়।

"গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া।" (ভবদেবভট্ট)

৪ ধন। (নির্ঘণ্টু)

মেধাকার (ত্রি) প্রজ্ঞাকর্ত্তা। মেধাজনক। (ঋক্ ১০।৯১।৮)

মেধাকৃৎ (স্ত্রী) মেধাং করোতীতি—কৃ-ক্বিপ্, তুক্চ। সিতাবরশাক। (রাজনি॰) (ত্রি) ২ মেধাকারক মেধাজনক।

মেধাচক্র (পুং) রাজপুত্রভেদ। (রাজতর॰ ৮।১৪০৫)

মেধাজনন (ত্রি) মেধা যাহাতে বৃদ্ধি হয়। জ্ঞানবর্দ্ধক।

মেধাজিৎ (পুং) মেধাং জিতবানিতি-জি ক্বিপ্। কাত্যায়ন মুনি। (ত্রিকা॰)

মেধাতিথি (পুং) মেধয়াঃ ধারণবন্ধুরেবতিথিরিব। ১মনুসংহিতার প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার। ইনি ভট্ট বীরস্বামীর পুত্র।

২ প্রিয়ব্রতপুত্র, ইনি শাকদ্বীপের অধিপতি। (ভাগ॰ ৫।২০।২৪)

৩ সপ্তদশ দ্বাপর যুগের ব্যাস। (দেবীভাগ॰ ১।৩।২০)

৪ প্রজাপতি কর্দমের পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু॰ ৫৩।১৫)

৫ দক্ষসাবর্ণি মন্বন্তরে সপ্তর্ষি মধ্যের অন্যতম। (মার্ক॰পু॰৯৪।৮)

(স্ত্রী) ৬ নদীবিশেষ।

"চর্ম্মণ্বতী মহী চৈব মেধ্যা মেধাতিথিস্তথা।

তাম্রাবতী বেত্রবতী নবস্ত্রিস্রোহথ কৌশিকী॥"(ভা॰৩।২১১।২৩)

৭ কণ্বমুনির পিতা। (ভারত ১২ পর্ব্ব)

৮ কণ্ববংশাবতংস মুনিবিশেষ। ইনি ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১২-২৩ সূক্ত এবং ৮ম মণ্ডলের ১ সূক্ত প্রকাশ করেন।

৯ মুনি বিশেষ। (দেবীভাগবত)

মেধারুদ্র (পুং) মেধয়া রুদ্র ইব। কালিদাস। (ত্রিকা॰)

মেধাবৎ (ত্রি) মেধা অস্তি অস্য ইতি মেধা মতুপ্, মস্য ব। (পা ৫।২।১২১) মেধাবিশিষ্ট, মেধাবী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। মেধাবতী—২ মহাজ্যোতিষ্মতী লতা। ৩ মেধাবিশিষ্টা।

মেধাবর (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত নায়কভেদ।

মেধাবিক (স্ত্রী) মেধাবী।

মেধাবিতা (স্ত্রী) মেধাবিনঃ ভাবঃ তল্-টাপ্। মেধাবিত্ব, মেধাবীর ভাব বা ধর্ম্ম। চতুরবুদ্ধিতা।

মেধাবিন্ (পুং) মেধাস্ত্যস্যেতি মেধা (অস্মায়ামেধাস্রজো বিনিঃ। পা ৫।২।১২১) ইতি বিনি। ১ শুকপক্ষী। (মেদিনী) ২ মদিরা। (রাজনি॰) ৩ পণ্ডিত। (হেম) ৪ ব্যাড়ি। (ত্রিকা॰) ৫ কোন ব্রাহ্মণের পুত্র। (ভারত ১২।১৭৫) (ত্রি) ৬ মেধাযুক্ত, মেধাবিশিষ্ট। ইহার বৈদিক পর্য্যায়—বিপ্র, বিগ্র, গৃৎস, ধীর, বেন, বেধস্, কণ্ব, ঋভু, নবেদস্, কবি, মনীষিন্, মান্ধাতৃ, বিধাতৃ, মনশ্চিৎ, বিপশ্চিৎ, বিপন্যব, আকেনিপ, উশিজ, কীস্তাস, অদ্ধাতয়, মতয়, মতুথস্ ও বধিত।

(বেদনি॰ ৩।১৫)

৭ সুনয়ের (সুতপার) পুত্র ও নৃপঞ্জয়ের (পুরঞ্জয়ের) পিতা।

৮ ভব্য ও বর্ষের পুত্রভেদ। (মার্ক॰ ৫৩।২১)

মেধাবিনী (স্ত্রী) মেধাবিন্-ঙীষ্। ১ ব্রহ্মার পত্নী। (মেদিনী) ২ মেধাবিশিষ্টা।

মেধাবিরুদ্র, অনৈক আলঙ্কারিক।

মেধাসূক্ত (স্ত্রী) বৈদিক সূক্তভেদ।

মেধি (পুং) মেধ্যন্তে খলে স্থাপ্যন্তে ইতি মেধ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১১) ইতি ইন্। ১ খলে পশু বন্ধনার্থ স্তম্ভ দারু, ধান্যমর্দ্দনের স্থানে পশুবন্ধন নিমিত্ত যে দারু থাকে, তাহাকে মেধি কহে, ইহার চলিত কথা মেই। পর্য্যায়—মেথি, খলেবালী। (হেম) জ্যোতিষে লিখিত আছে, শুক্র ও বৃহস্পতিবারে, রেবতী, স্বাতী, হস্তা, মূলা ও মৃগশিরা নক্ষত্রে এবং স্থিরলগ্নে ইহা স্থাপন করিতে হয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

২ স্তুপাদির অংশবিশেষ। (দিব্যা০ ২৪৪।২)

মেধির (ত্রি) মেধা অস্ত্যস্যেতি মেধা (মেধারথাভ্যামিরন্নিরচৌ বক্তব্যৌ। পা ৫।২।১০৯) ইতি কাশিকোক্ত্যা ইরন্। মেধাবী। (ত্রিকা০)

"ত্বং বিপ্রস্ত মেধির দিবশ্চ" (ঋক্ ১।২৫।২০)

'হে মেধির! মেধাবিন্ বরুণ!' (সায়ণ)

২ যজ্ঞবান্। ৩ হবিষ্মান্। "সহোমিগৃহে অসিতা মেধিরঃ কবিঃ" (ঋক্ ১০।১০০।৬) 'মেধো যজ্ঞঃ হবির্বা তদ্বান্'। (সায়ণ)

মেধিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন মেধাবী মেধাবিন্ (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫) ইতি ইষ্ঠন্ বিন্মতোর্লুক্। পা ৫।৩।৬৫) ইতি বিনো লুক্। অতিশয় মেধাযুক্ত।

মেধ্য (ত্রি) মেধ্যতে ইতি মেধ্ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) ইতি ণ্যৎ, যদ্বা—মেধামর্হতীতি মেধা দণ্ডাদিত্বাৎ যৎ। পবিত্র, শুচি।

"জ্ঞানেন মেধ্যমখিলমমেধ্যং জ্ঞানতো ভবেৎ।
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে মেধ্যামেধ্যং ন বিদ্যতে॥"

(চিন্তামণি ধৃতবচন)

নিত্যমেধ্য বস্তু যথা—

কারুহস্তগত ও পণ্যপ্রসারিত বস্তু এবং ব্রহ্মচারীর ভৈক্ষ্য এই সকল নিত্যমেধ্য।

"নিত্যং শুদ্ধঃ কারুহস্তঃ পণ্যে যচ্চ প্রসারিতম্।
ব্রহ্মচারিগতং ভৈক্ষ্যং নিত্যমেধ্যমিতি স্থিতিঃ॥" (মনু ৫।১২৯)

২ মেধাজনক। (পুং) মেধায়ৈ হিতঃ মেধা (উগবাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২) ইতি যৎ। ৩ খদির। ৪ যব। ৫ ছাগ।

মেধ্যা (স্ত্রী) মেধ্য-টাপ্। ১ রক্ত বচা। ২ রোচনা। (মেদিনী) ৩ কেতকী। ৪ জ্যোতিষ্মতী। ৫ শঙ্খপুষ্পী। ৬ ব্রাহ্মী। ৭ শ্বেতবচা। ৮ শমী। ৯ মণ্ডূকী। ১০ গোরোচনা। ১১ শর্করা। ১২ ইক্ষু। ১৩ অপরাজিতা। (রাজনি০) ১৪ নদীবিশেষ।

"চর্ম্মণ্বতী নদী চৈব মেধ্যা মেধাতিথিস্তথা।"

(ভারত ৬।১১।২৩)

মেনকা (স্ত্রী) মন্যতে ইতি মন্ 'মনেরাশিষি চ' ইতি বুন্ ততঃ (নশিমন্যোরলিট্যেত্বং বক্তব্যং। পা ৬।৪।১২০) ইত্যস্য কাশিকোক্ত্যা অকারস্ত এত্বং। ১ অপ্সরোভেদ, স্বর্বেশ্যা। ইন্দ্রের আদেশে মেনকা বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ করে। ইহার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। [দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা দেখ]

মেনৈব মেনা স্বার্থে কন্। ২ উমামাতা, হিমালয়ের পত্নী। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—যে সময় দক্ষকন্যা সতী মহাদেবের সহিত হিমাচলে ক্রীড়া করিতেন, তখন মেনকা সতীর নিতান্ত হিতৈষিণী সখী ছিলেন। যখন দাক্ষায়ণী সতী দক্ষগৃহে প্রাণত্যাগ করেন, তখন মেনকা তদুদ্দেশে এবং তিনি তাঁহার কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, এই আশায় কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। ভগবতী কালী এই তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মেনকার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে বরগ্রহণ করিতে বলেন। মেনকা তাঁহার নিকট বীর্য্যবান্ ও আয়ুষ্মান্ শত পুত্র এবং একটী কন্যা প্রার্থনা করেন। তখন দেবী মেনকাকে বলেন, তোমার বীর্য্যবান্ শত পুত্র হইবে এবং জগতের হিতের জন্য আমিই তোমার কন্যা হইব।

বরলাভের পর মেনকা মৈনাককে প্রসব করেন। কালক্রমে মৈনাক ইন্দ্রের সহিত শত্রুতা করায় আপন পক্ষদ্বয়সহ অদ্যাপি সমুদ্রগর্ভে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া আছে। পরে মেনকার একোন শতপুত্র হয়। তৎপরে সতী জন্মগ্রহণ করেন।

(কালিকাপু০ ৪২ অ০)

বামনপুরাণে ইহার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে, আষাঢ় ও অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যায় পুরন্দর ভক্তি সহকারে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া ছিলেন। তাহাতে পিতৃগণ অতিশয় প্রীত হন। এই পিতৃগণের এক মানসী কন্যা জন্মে, দেবগণ ইঁহার নাম মেনকা রাখেন। পরে দেবগণ পিতৃগণের এই মানসী কন্যাকে পর্ব্বতাগ্রগণ্য হিমালয়ের করে অর্পণ করেন।

পরে হিমবান্ হইতে মেনার গর্ভে তিন কন্যা হয়। রক্তবর্ণা, রক্তনেত্রা এবং রক্তাম্বরপরিধানা জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম রাগিণী, মধ্যমার নাম কুটিলা এবং কনিষ্ঠা কন্যার নাম কালী। এই কালী কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। (বামনপু০ ৭৪-৭৫ অ০)

মেনকাঘাট্ট, আসামপ্রদেশের জটোদার অন্তর্গত একটী প্রাচীন তীর্থ। (ব্রহ্ম০ খ০ ১৬।২১)

মেনকাত্মজা (স্ত্রী) মেনকায়া আত্মজা। ১ দুর্গা। ২ শকুন্তলা। (ভারত ১।৭২।১১)

মেনকাপ্রাণেশ (পুং) মেনকায়াঃ প্রাণেশঃ পতিঃ। হিমালয়। (হেমচ০)

মেনকাহিত (স্ত্রী) মানক বাচক শব্দভেদ।

মেনগুন্, ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্গত প্রাচীন অমরাপুর ও মন্দালে রাজধানীর মধ্যবর্ত্তী একটী নগর। এখানে ব্রহ্মরাজ-বোদো পিয়া বা মেন্তরগাই কর্ত্তৃক ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত দুইটী সুন্দর মঠ (পাগোদা) আছে। উহার শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসার্হ। ঐ পাগোদাদ্বয়ের একটী গোলাকার ও অপরটী চতুরস্র। শেষোক্তটী ৪৫০ ফিট্ ভিত্তিতে আরম্ভ ও ১০০ ফিট উর্দ্ধে ২৩০ ফিট চৌকায় পরিণত হইয়াছে। ১৬৫ পর্য্যন্ত আসিয়া উহার কার্য্যবন্ধ হয়। যেরূপ আকৃতিতে উহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইলে উহার উচ্চতা প্রায় ৫০০ ফিট হইত। বর্ত্তমান যে ইষ্টকের গাথ্নি আছে, তাহা ৬০ হইতে ৭০ লক্ষ কিউবিক ফিটের মধ্যে হইবে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে উহা নষ্ট হইয়া যায়। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহামতি ফার্গুসন্ লিখিয়াছেন—উনবিংশ শতাব্দীর এই কীর্ত্তি মিসরের পিরামিডের সমতুল্য—

"It was however, shattered by an earthquake in 1839; but even in its ruined state, is as large and imposing a mass of brickwork as is to be found anywhere. Since the pyramids of Egypt nothing so great has been attempted, and it belongs to the 19th Century."

মেনন্দ্রস্, যবনরাজ মিলিন্দ (Menandros)। [মিলিন্দ দেখ]

মেনা (স্ত্রী) মান্যতে পূজ্যতে ইতি মান পূজায়াং (বহুলমন্ত্যত্রাপি। উণ্ ২।৪৬) ইতি ইনচ্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। মেনকা, পিতৃদিগের মানসী কন্যা।

"অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদো দ্বিধা তেষাং ব্যবস্থিতিঃ।
তেভ্যঃ স্বাহা স্বধা জজ্ঞে মেনা বৈতরণী তথা ॥"(কূর্ম্মপু০১২অ০)

২ স্ত্রী। "ভগো ন মেনে পরমে ব্যোমন্" (ঋক্ ১।৬২।৭)
'মেনেতি স্ত্রীনাম মেনে স্ত্রীরূপমাপন্নে' (সায়ণ)

৩ বৃষণশ্বকন্যা। "মেনা ভবো বৃষণশ্বস্য" (ঋক্ ১।৫১।১৩) 'হে ইন্দ্র! ত্বং বৃষণশ্বস্য এতদাখ্যস্য রাজ্ঞঃ মেনাভব, মেনা নাম কন্যকাভূঃ' (সায়ণ) ৪ বাক্। (নিঘণ্টু ১।১১) ৫ নদী বিশেষ। (ভারত ৬।৯।২৩)

মেনা (দেশজ) স্তন, পয়োধর।

মেনাঙ্কবু (মানঙ্কবো), ভারত মহাসাগরস্থ সুমাত্রা দ্বীপের অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। মলয়জাতির বাসভূমি। এই ভারতীয় দ্বীপখণ্ড বহু পূর্ব্বকাল হইতেই সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইয়াছিল। এমন কি অন্যান্য দ্বীপবাসী মলয়বংশীয় সর্দ্দারগণ আপনাদিগকে মেনাঙ্কবু-রাজবংশসম্ভূত জ্ঞানে গৌরবান্বিত মনে করে। বিষুবরেখার অব্যবহিত দক্ষিণবর্ত্তী এই জনপদের ভূপরিমাণ ৩ হাজার বর্গ মাইল। ইহা ৬০ মাইল দীর্ঘ ও ৫০ মাইল প্রস্থ একটী বিস্তীর্ণ পার্ব্বতীয় উপত্যকা-দেশে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণভাগে ১০৭৫০ ফিট উচ্চ তলঙ্গ পর্ব্বত এবং ৯৮০০ ফিট্ উচ্চ সিঙ্গালঙ্গ ও মারপি গিরিদ্বয়। তলঙ্গ ও মারপি হইতে সময় সময় অগ্ন্যুদ্গীরণ হইয়া থাকে। উত্তরভাগে ৫০০০ ফিট্ উচ্চ সগো পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়।

এই উপত্যকা ভূমি সমধিক উর্ব্বরা। এখানে জলাভাব না থাকায় কখনও শস্যাদির হানি হয় না। মধ্যভাগে ১৫ মাইল লম্বা ও ৫ মাইল প্রস্থ একটী মৎস্যপূর্ণ হ্রদ আছে। ইহার এবং সমগ্র উপত্যকা ভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সৌন্দর্য্যপূর্ণ। ভূ-তত্ত্ব আলোচনায় জানা গিয়াছে যে, এই স্থান ভল্‌কেনিক, প্লুটোনিক ও সেডিমেণ্টারি-স্তরে সংঘটিত।

এই বহু জনপূর্ণ প্রাচীন জনপদের প্রকৃত ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের উপায় নাই। কোন্ সময়েই বা এখানকার অধিবাসিবৃন্দ ইস্‌লাম ধর্ম্মের জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছিল, তাহার কোন প্রকৃত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না।

De Barrosএর ভ্রমণবৃত্তান্তপাঠে জানা যায় যে, পর্ত্তুগীজগণ সুমাত্রা উপকূলে আসিয়া এই দেশের যে সামন্তরাজ্যগুলির নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে এই প্রাচীন সমৃদ্ধরাজ্যের নাম উল্লিখিত হয় নাই। অপরগুলি প্রায়ই মলয়সর্দ্দারদিগের অধীনে পরিচালিত ছিল। মেনাঙ্কবু তৎকালে স্বর্ণের খনি ও অস্ত্রব্যবসায় জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, এখানকার মলয়গণ যববাসীর সংস্রবে হিন্দুর ধর্ম্মনীতি ও সামাজিক সভ্যতা শিক্ষা করিয়া সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছে। এখনও সেই সংস্রবের পরিচয় তাহাদের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের বিমিশ্রণের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

রাজোপাখ্যানে লিখিত হইয়াছে যে, পপতি-সি-বতঙ্গ ও কয়িতুমাঙ্গুঙ্গ নামক ভ্রাতৃদ্বয় মেনাঙ্কবু রাজ্য স্থাপন করে। প্রয়াঙ্গন নগরে ইহাদের রাজধানী ছিল। সঙ্ক-সুপূর্ব্ব নামক মলয়েতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, পালেমবঙ্গ হইতে যববাসিগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে, পরে তাহাদের দ্বারাই এখানকার সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

সঙ্গনীল উত্তম, শূরবয়, ইন্দ্রগিরি, ইন্দ্র, তুমি আগুঙ্গ ও গুণংয়াজ প্রভৃতি সংস্কৃত-মিশ্রিত এবং মারপি, ত্রিঙ্কিৎ, জম্বি, পালিমবঙ্গন, বণু-আসিন্, রেজঙ্গ, সারবি প্রভৃতি দেশ বা স্থানবাচক যবশব্দ দেখিয়া যববাসীর সংস্রব অপরিহার্য্য বলিয়া মনে হয়। এতদ্ভিন্ন মেনাঙ্কবুর স্তম্ভগাত্রখোদিত শিলালিপির ভাষায়ও যব-সংস্রব সূচনা করিতেছে।

পর্ত্তুগীজগণের অভ্যুদয় হইবার পূর্ব্বে এখানে যে যব-প্রভাব বিস্তৃত ছিল, তাহা ডিবরোর গ্রন্থপ্রমাণে স্পষ্টই বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, 'এখানকার অধিবাসিগণ সুবলিত, বৃহৎকায় ও বলিষ্ঠ, গাত্রবর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় ঈষৎ হরিদ্রাভ পাটল বর্ণ। ইহাদের বিনয়নম্র মুখাকৃতি দেখিলে স্বভাবতঃই ইহাদিগকে শান্তপ্রকৃতির বলিয়া বোধ হয়। যবদ্বীপের নিকটে থাকিয়াও উভয় দেশবাসীর এরূপ আকৃতিগত বৈষম্য দেখিলে স্বভাবের বিচিত্রতাই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এরূপ জাতিগত বিকৃতিসত্ত্বেও এই স্থানে যবাধিপত্যের প্রমাণ সুমাত্রাবাসীর জৌইদি (যবী) শব্দ সংজ্ঞায় সুচিত হইয়া থাকে। (Decade 3, Bk 5, chapt. I) মলয় ভাষায় এই যবীশব্দ দেশীয় ও বৈদেশিকের সংপ্রবোৎপন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে এখানে এক অভিনব ও সংস্কৃত ইস্‌লাম-ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা হয়। মক্কা-প্রত্যাগত জনৈক মলয়বাসী সাধু ঐ ধর্ম্মমতের পাদ্রি বা রিঙ্কি নাম দান করে। উহা পর্ত্তুগীজ-ধর্ম্মযাজক 'পাদ্রি'র অনুকরণে অথবা কোরিঙ্কি (Korinchi) জেলায় প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া, সেই সেই শব্দের অপভ্রংশে কথিত হইয়াছে। যাহারা এই নবীন মতে দীক্ষা লাভ করে, তাহারা মলয়বাসী কর্ত্তৃক ওরাঙপুতিঃ (শ্বেত মনুষ্য) নামে আখ্যাত হয়। শ্বেতবস্ত্র ভিন্ন অপর কোন রঞ্জিত বস্ত্র-পরিধান এই ধর্ম্মাবলম্বীর নিষিদ্ধ। রিঙ্কি বা ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মেনাঙ্কবু প্রদেশে যে ধর্ম্মশক্তি ও রাজশক্তি বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাতে অহিফেনাদি মাদক দ্রব্য এবং তামাক বা পাণ ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি কেহ গোপনে মাদক সেবন করে, তাহা জানিতে পারিলে সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই মস্তক-মুণ্ডন ও ব্রহ্মতালুতে টুপি পরিধান আবশ্যক। কেহই পরদারের সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিবে না। প্রত্যেক রমণীকেই একটী আচ্ছাদনী মধ্যে আবৃত থাকিতে হইবে, কেবলমাত্র চক্ষুর সম্মুখে দুইটী ছিদ্র কাটা থাকিবে, তন্মধ্য দিয়া তাহারা পথ দেখিয়া চলিবে। এরূপ কঠোর ধর্ম্মনীতি শিথিলপ্রকৃতি মলয়বাসীর অভিমত হয় নাই; সুতরাং এই নবাভ্যুত্থিত ইস্‌লামধর্ম্ম বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। পাদ্রিগণ সাধারণের নিকট অশ্রদ্ধের হইয়া পড়ায় ধর্ম্মপ্রাণতার হ্রাস ঘটে।

এই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ কালে রণজয়ী হইয়া সুমাত্রার মধ্যদেশে একটী বিস্তীর্ণ রাজ্য বিস্তার করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজদিগের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তিন বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধের পর মুসলমান মলয়গণ সম্পূর্ণরূপে ওলন্দাজদিগের নিকট পরাভব স্বীকার করে। [উপনিবেশ শব্দ দেখ।]

মেনাজা (স্ত্রী) মেনায়াঃ জায়তে ইতি জন-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। পার্ব্বতী। (হেম)

মেনাদ (পুং) মে ইতি নাদোঽস্য। ১ বিড়াল। ২ ছাগ ৩ ময়ূর। (মেদিনী)

মেনাধব (পুং) মেনায়াঃ ধবঃ। হিমালয়। (ত্রিকা০)

মেনি (পুং) ১ আয়ুধ বিশেষ। (শতপথব্রা০ ১১।২।৭।২৪) ২ বজ্র। (ঋক্ ১০।২৭।১১) ৩ বাগ্বজ্র।

"হেত্যা হেতিরসি মেন্যা মেনিরসি।" (অথর্ব্ব০ ২।১১।১)

'মেন্যাঃ বজ্রনামৈতৎ। মীনাতি হিনস্তীতি মেনিঃ মর্ম্মভেদিমন্ত্রাত্মকং বাগ্বজ্রম্। তস্য পরোচ্চারিতস্য মেনিরসি নিবারকঃ প্রতিবাগ্বজ্রোসি। মীঞ্ হিংসায়াম্ ইত্যস্মাদ্ ঔণাদিকো নিপ্রত্যয়ঃ। যদ্যপি হেতিমেনী দ্বে অপি আয়ুধনামানী তথাপি অত্র সমন্ত্রকামন্ত্রকাস্ত্রশস্ত্রভেদেন তয়োর্ভেদোঽবগন্তব্যঃ।' (সায়ণ)

৪ শক্তি। 'অগ্নির্বা এষ বৈশ্বানরঃ পঞ্চমেনির্যৎ পুরোহিতঃ।' (ঐতরেয়ব্রা০ ৮।২৪।২৫)

মেনিলা (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। (রাজত০ ৮।৩৪৮১)

মেনী (দেশজ) ১ স্ত্রীলোক। ২ বিড়াল।

মেনীমুখো (দেশজ) ১ স্ত্রীলোকের ন্যায় লজ্জাবনতমুখ (পুরুষ)। ২ লাজুক।

মেন্দুল (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

মেনে (দেশজ) মেনা শব্দজ। স্ত্রীলোক। "এ মেনে কেমন মেয়ে বটে।" (ভারতচন্দ্র)

মেন্দি (দেশজ) মেদিপাতা। (L. Alba)

মেন্ধিকা (স্ত্রী) মাং শোভামিন্ধয়তি প্রকাশয়তীতি ইন্ধ-ণিচ্ ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। ক্ষুপবিশেষ, চলিত মেহদী। [মেন্দি দেখ।]

মেন্ধী (স্ত্রী) মাং শোভামিন্ধয়তীতি ইন্ধ-ণিচ-অচ্। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ক্ষুপবিশেষ।

মেপ্, গতি। ভ্বাদি০ আত্মনে০ সক০ সেট্। লট্ মেপতে। লোট্ মেপতাং। লুঙ্ অমেপিষ্ট। লিট্ মিমেপে।

মেপ্ (ইংরাজী) মানচিত্র, Map শব্দজ।

মেবা (পারসী) ১ ফলভেদ। (Annona squamosa) ২ ফলমাত্র, সকল খাদ্য ফলকেই মেবা বলা যায়। ৩ মিষ্ট।

মেবাখানা (পারসী) ফলের দোকান, যেখানে ফল রক্ষিত হয়।

মেবাজাত (পারসী) ফলসমূহ।

মেবাৎ, দিল্লীরাজধানীর দক্ষিণ দিগ্‌বর্ত্তী একটী বিভাগ। মুসলমানাধিকারে মথুরা গুরগাঁও, আলবার ও ভরতপুরের কতকাংশ লইয়া এই প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। এখানকার রাজপুত সর্দ্দারগণ দস্যুবৃত্তির জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এমন কি, দিল্লীবাসী পাঠান ও মোগলদিগকেও উত্ত্যক্ত করিতে তাহারা কিছু মাত্র ভীত ছিল না। আইন ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, এই প্রদেশ সুবা আগ্রার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নারনোল, আলবার, তিজারা ও রেবারী নগর স্ব স্ব সর্দ্দারের আধিপত্য ও বীরত্বপ্রভাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

মেবাতের যাদববংশীয় রাজপুত সর্দ্দার রাজা মঙ্গলসিংহ পৃথ্বীরাজের শ্যালীপতি ছিলেন। পাঠান-সম্রাট্ বুলবন্ এখানকার দস্যুদলনেতাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জিত করিয়া মেবাৎ-রাজ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন এবং ঐ সময়ে দস্যু-প্রভাব উচ্ছেদের নিমিত্ত তিনি স্থানে স্থানে প্রহরীবেষ্টিত এক একটী থানা সন্নিবেশ করেন।

তৈমুর শাহের ভারতাক্রমণ সময়ে তদানীন্তন প্রসিদ্ধ মেবাতী সর্দ্দার বাহাদুর স্বীয় শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য এই প্রদেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন ছিলেন। তাঁহা হইতে দিল্লীরাজদরবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বিখ্যাত খানজাদাবংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশ বিশেষ দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সহিত বহুকাল এই প্রদেশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন।

বাবর-শাহের ভারতবিজয়কালে হসন্‌খাঁ খানজাদা মেবাতের প্রধান সামন্ত ছিলেন। তিজারা হইতে তিনি সপরিবারে আলবার নগরে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করেন। সম্রাট্ বাবর শাহের সহিত ফতেপুর-যুদ্ধে মেবাতীসর্দ্দার হসন খাঁ নিহত এবং রাজপুতগণ পরাভূত হইলেন। হসন খাঁর পুত্র বাবরের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

দাক্ষিণাত্যের আদিলশাহ-বংশের রাজা আদিলশাহের প্রধান উজীর হিমু (ইনি ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে পাণিপথ-রণক্ষেত্রে পরাজিত হন) মাচারীর মেবাতী ছিলেন। হিমুর মৃত্যুর পর, এই স্থানের অধিবাসিগণ সম্রাট্ অকবর শাহের বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া বিশেষ দৃঢ়তার সহিত আত্মরক্ষা করিয়াছিল। কিছুকাল পরে, মেবাৎ পুনরায় মোগলের অধীন হইল এবং এই খানজাদাগণ স্ব স্ব ক্ষমতাবলে মোগলরাজের সেনাবিভাগে প্রবেশ করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ১৭২০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে জাট-দস্যুদল মেবাতে আসিয়া দেখা দেয় এবং ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহারা লুণ্ঠন দ্বারা সমগ্র মেবাত প্রদেশ উৎসন্নপ্রায় করে। যাহা হউক ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে জাটদিগকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজা প্রতাপ-সিংহ আলবার দুর্গ অধিকার করেন, তদবধি উহা তদ্বংশীয়ের অধিকারে রহিয়াছে। আলবারের বর্ত্তমান মহারাও রাজা প্রতাপ সিংহের বংশধর। প্রতাপের অভ্যুদয়ের পর মেবাতের ইতিবৃত্ত আলবার ও ভরতপুর সামন্তরাজ্যের ইতিবৃত্তের সহিত বিজড়িত হইয়াছে।

মেবাতের সর্দ্দার-বংশীয়েরা মেবাতী নামে পরিচিত। বাহাদুর নাহরের পর হইতে তাহারা খানজাদা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই মেও জাতি হইতে উৎপন্ন। এই মেও জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত। মেওগণ বলে যে, তাহারা যাদব, কচ্ছবাহ ও তুয়ার রাজপুতের বংশধর, কিন্তু অনেকেই তাহাদিগকে তদ্দেশীয় আদিম অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেকের মতে ইহারা মীনাজাতির অন্যতম শাখা।

মেওদিগের মধ্যে ৫২টী থাক আছে। তন্মধ্যে বৃহৎ ১২টী পাল এবং ক্ষুদ্র থাক গুলি গোত্র নামে পরিচিত। মেওদিগের দ্বাদশ পালের প্রথম ছয়টী, মীনাজাতির প্রথম ছয়টী থাকের নামানুসারেই কল্পিত। মীনা ও মেও জাতির মধ্যে বিবাহ-সংস্রব ছিল, সম্রাট্ অকবর শাহের রাজ্যকালে কোন বিবাহ উপলক্ষে উভয় শ্রেণীর মধ্যে একটী ঘোর সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত দেখিয়া সম্রাট্ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহপ্রথা রহিত করিয়া দেন।

গজনীপতি মামুদের রাজপুতনা আক্রমণের সময় খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে মেওগণ মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করে। তদবধি তাহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের অনেক আচার ব্যবহার মিশ্রভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। মেওগণ বরাইচের মুসলমান-পীর সৈয়দ সালর মশাউদকে বিশেষ ভক্তি করে। ভারতের অন্যান্য পীরের দরগা-দর্শনে তাহারা প্রায়ই তীর্থযাত্রা করিয়া থাকে, কিন্তু কখনও হাজ পর্ব্বের অনুষ্ঠান করে না। হিন্দু পর্ব্বের মধ্যে হোলী ও দিবালী পর্ব্বোৎসব তাহাদের মধ্যে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হিন্দুর ন্যায় তাহাদের কন্যারাও পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না। সগোত্রে বিবাহও নিষিদ্ধ দেখা যায়। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বেশভূষা হিন্দুর অনুরূপ।

বিদ্যাশিক্ষায় ইহাদের বিশেষ অনুরাগ নাই। মূর্খতানিবন্ধন প্রায়ই তাহারা কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে। সাধা-

জিক সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া কথোপকথন বিষয়ে তাহারা একান্তই অনভ্যস্ত। তাহাদের মধ্যে পুত্র বা কন্যাহত্যা প্রচলিত ছিল। এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিলেও বর্ত্তমানে তাহারা নিকৃষ্ট চৌর্য্যবৃত্তি হইতে আত্মসম্মান রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহাদের মধ্যে ফকীর লাল সিংহের বংশধরেরাই বিশেষ সম্মানার্হ। ইহারা কাহারও স্পৃষ্ট অন্ন বা জল গ্রহণ করে না, কিন্তু অপর সম্প্রদায় হইতে কন্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। [মীনা দেখ।]

মেবাৎ, রাজপুতানার উত্তরপূর্ব্ব অধিত্যকা ভূমির অন্তর্গত মেবাৎ প্রদেশের একটী শৈলশ্রেণী। দিল্লী ও পঞ্জাব প্রদেশের গুরুগাঁও জেলার সীমান্ত দেশে অবস্থিত।

মেবাতী, রাজপুতনার প্রাচীন মেবাতপ্রদেশবাসী জাতি।

মেবার ভীল, রাজপুতনার মেবার রাজ্যবাসী ভীলজাতি বিশেষ। রাজপুতবীরগণের সহিত যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া ইহারাও ইতিহাসে বীরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। রাণা প্রতাপসিংহের ভীল সেনা লইয়া মোগলসম্রাটের সহিত যুদ্ধ একটী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। [ভীল দেখ।]

মেবার রাজ্য, দক্ষিণ রাজপুতনার অন্তর্গত একটী বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এখানকার উদয়পুর, চিতোর ও কমলমেরু প্রভৃতি নগরে বীরপ্রাণ রাজপুত হিন্দুবীরগণ অপ্রতিহত প্রভাবে যে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, ভাটকবির বর্ণনায় তাহা রাজপুতনার সর্ব্বত্রই গীত হইয়া থাকে। ঐ রাজপুত রাজগণ ইতিহাসে মেবারের 'রাণা' বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেকে এই রাজপুতবংশে শকসংস্রব কল্পনা করিয়া থাকেন। যাহা হউক, রাজোপাখ্যানে অযোধ্যাধিপতি সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্র হইতেই এই রাজবংশের বংশলতা গ্রথিত হইয়াছে।

ভাটদিগের গাথা হইতে জানা যায়, মেবার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা কনকসেন লোহকোট পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় উপনীত হন। সৌরাষ্ট্রভূমে হূণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে পর তাঁহারা 'গুহিলোত' আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। সূর্য্যবংশীয় উপনিবেশিক রাজা কনকসেন পরে সদলে উদয়পুর উপত্যকায় আহর নামক স্থানে আইসেন। ইহা হইতেই উক্ত সম্প্রদায়ের "আহেরিয়া" নাম হয়। পরে তাঁহাদের এক শাখা শিশোদা নামক স্থান অধিকারের পর শিশোদীয় নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

হূণগণ সৌরাষ্ট্রের পর বলভীপুর লুণ্ঠন করেন। ঐ যুদ্ধে চন্দ্রাবতীপুরীর পরমাররাজকন্যা শিলাদিত্যপত্নী পুষ্পবতীই কেবল রক্ষা পাইয়াছিলেন। প্রবাদ, দৈবযোগে ঐ সময়ে তিনি স্বীয় জন্মভূমির অম্বা ভবানীতীর্থসন্দর্শনে যাত্রা করেন। প্রত্যাগমনকালে তিনি স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শোকে আকুল হইয়া পড়েন। শোকসন্তপ্তহৃদয়ে চলৎশক্তিরহিত হইয়া তিনি মল্লিয়া পর্ব্বতের গুহা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন, তথায় তাঁহার এক শিশু প্রসূত হয়। পরে তিনি ঐ জাত বালককে বীরনগরনিবাসিনী কমলাবতী নাম্নী এক ব্রাহ্মণীর হস্তে সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা দানের এবং রাজপুতকন্যার সহিত বিবাহ দিবার পরামর্শ দিয়া চিতারোহণ করেন। পুরোহিতকন্যা কমলাবতী মাতার ন্যায় ঐ বালককে লালনপালন করেন। গুহায় জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি ঐ বালকের "গুহ" বা "গুহিল" নাম রাখিলেন। ব্রাহ্মণ-প্রতিপালিত এই রাজপুততনয় ক্রমে ক্ষত্রোচিত হিংসাদি বৃত্তির পক্ষপাতী হইতে লাগিল, একাদশ বর্ষে সে একরূপ স্বীয় পালয়িত্রীর অবাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

ঐ সময়ে সে বন্যপ্রদেশে বিচরণ করিয়া ভীলজাতির সহিত সহবাস আরম্ভ করিয়াছিল। ইদর রাজ্যের দুর্দ্ধর্ষ ভীলসর্দ্দার মাণ্ডলিক বালকের বীরোচিত ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে স্বীয় রাজ্য ও স্বীয় অধীনস্থ বীরবন পুত্রগণকে সমর্পণ করেন। একজন ভীল ঐ সময়ে স্বীয় অঙ্গুলী কাটিয়া গুহের কপালে রাজটীকা দিয়াছিল। এই ইদররাজ্যে গুহের বংশধরগণ ৮ পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পরে ভীলগণ উদ্ধত হইয়া রাজা নাগাদিত্যকে গুপ্ত ভাবে নিহত করে। নাগাদিত্যের তিনবৎসর বয়স্ক পুত্র বাপ্পা ভাণ্ডেরা দুর্গে আনীত হইয়া যদুবংশীয় জনৈক ভীল-সর্দ্দারের অধীনে লালিতপালিত হন। বালকের জীবন বিপদসঙ্কুল জানিয়া ভীলসর্দ্দার তাহাকে পরাশর বনমধ্যস্থ নগেন্দ্রনগরে লুকাইয়া রাখে। এইখানেই তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয়।

বপ্পার বীরজীবন ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে লাগিল। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে চিতোরনগরী অধিকার করিলেন। ইস্পাহান, তুরাণ, ইরান্, কাফিরীস্থান, ইরাক্, কান্দাহার, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া তত্তদ্দেশীয় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ঐ সকল রমণীর গর্ভজাত সন্তানেরা নৌশেরা আফগান নামে পরিচিত হয়। [বাপ্পারাও দেখ।]

বপ্পার চিতোর অধিকার, মেবার শাসন ও চিতোর ত্যাগের পর, তদ্বংশে যথাক্রমে অপরাজিত, কালভোজ, খুমান্, ভর্ত্তৃভট্ট, সিংহজী, উল্লট, নরবাহন, শালিবাহন, শক্তিকুমার, অম্বাপ্রসাদ, নরবর্ম্মা, যশোবর্ম্ম প্রভৃতি গুহিলোত রাজবংশধর পর পর স্ব-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

বোগদাদের খলিফাবংশীয় ওয়ালিদ, ওমার, হাসম্,

অল্‌মন্‌সুর, হারুণ অল্‌রসিদ ও অল্‌মামুনের রাজ্যকালে দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান-সেনা ভারত আক্রমণে অগ্রসর হয়। তাঁহাদের প্রেরিত সেনানীবৃন্দ সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী নগরে পদার্পণ করিয়াই চিতোর-নগরী জয়াভিলাষে মেবার রাজ্য আক্রমণ করে। গজনিরাজ আলপ্তগিন্, সবক্তগিন্ ও মাহ্মুদের রাজ্যকালে তাহাদের ভারতাক্রমণের প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপে শক্তিকুমার, নরবর্ম্মা, যশোবর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর সমরসিংহের অভ্যুদয়ে রাজপুতকুলগৌরব জাগিয়া উঠে।* তৎপরে এই বংশে কর্ণ, রাহুপ প্রভৃতি বীরগণ চিতোর অধিকার করেন। রাহুপ মন্দোরের পরিহার রাজপুত্র রাণা মোকলকে পরাভূত করিয়া শিশোদীয়ার আগমন করেন। তাঁহাকে মুসলমান-আততায়ী শামসুউদ্দীনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কর্ণ ও রাহুপের নাম শিলালিপিতে নাই, এ কারণ এই দুইজনের অধিকার সম্বন্ধে অনেকে অবিশ্বাস করেন।

লক্ষ্মণসিংহের রাজ্যকালে পাঠানরাজ আলাউদ্দীন্ চিতোর আক্রমণ করেন। রাজার খুল্লতাত রাণা ভীমসিংহ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিজ জীবন উৎসর্গ করিলে তদীয় প্রিয়তমা পত্নী পদ্মিনী চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন করেন। এই যুদ্ধে গোরা ও বাদল নামক দুই রাজপুতবীর পাঠানসম্রাট্‌কে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিল। অতঃপর অজয়সিংহ ও রাণা হম্মীর চিতোরের সম্মান রক্ষা করেন। হম্মীরের অধীনস্থ নায়ক মালদেবপুত্র বনবীরের বীরত্বকাহিনী রাজপুত-ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

হম্মীরের মৃত্যুর পর, ক্ষেত্রসিংহ মিবার সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি আজমীর, জহাজপুর, মণ্ডলগড়, ছপ্পন প্রভৃতি স্থান অধিকার করেন। তাঁহাকে গুপ্তভাবে বিনাশ করিয়া লক্ষরাণা চিতোর-সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

লক্ষরাণার পর চণ্ডের স্বার্থত্যাগে বালক মোকলজী সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। কিন্তু এই সময় রাঠোরের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া চণ্ড বিশেষ বীরত্বের সহিত চিতোরের রাঠোরপ্রভাব দমন করেন। মোকলজীকে বিনাশ করিয়া রাণাকুম্ভ রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। ইনি মৈরতার রাঠোর-রাজকন্যা মীরাবাইকে বিবাহ করেন। মীরার রূপ ও কৃষ্ণপ্রেম-কাহিনী রাজপুত-ইতিহাসে অতুলনীয়। [কুম্ভ ও মীরা দেখ।

কুম্ভের পর রাণা রাজমল্ল ও তৎপরে তৎপুত্র রাণা সঙ্গ (সংগ্রামসিংহ) রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ইনি মোগল-সম্রাট্ বাবরশাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজপুতগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন।

সঙ্গের পর যথাক্রমে রত্ন, বিক্রমজিৎ ও রাণা উদয়সিংহ রাজত্ব করেন। উদয়সিংহ কাপুরুষ ছিলেন। তিনি মোগলসম্রাটের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক উদয়পুরে রাজপাট পরিবর্ত্তন করেন। উদয়সিংহের মৃত্যুর পর রাজপুত-কুলকেশরী রাণা প্রতাপসিংহের অভ্যুদয় হয়। রাণা প্রতাপের অসাধারণ অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা ও রাজপুতোচিত বীরত্ব প্রভাব এবং অকবরশাহের পরাভব অনুধাবন করিলে শরীর স্পন্দিত হইয়া উঠে। [প্রতাপসিংহ দেখ]

প্রতাপের পর ধীরে ধীরে রাজপুতপ্রতিভার অবসান ঘটিতে থাকে। প্রতাপ লোকান্তরিত হইলে তৎপুত্র অমরসিংহ ও মেবারের শেষ স্বাধীন নরপতি রাণা কর্ণ উদয়পুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। রাণা কর্ণের শেষভাগে মেবারপ্রদেশে মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের প্রভাব বিস্তৃত হয়। কর্ণের পর জগৎসিংহ ও তৎপরে রাজসিংহ রাজপুতজাতির লুপ্তকীর্ত্তি পুনরুদ্ধারে যত্নবান্ হন। ইহারা মোগলের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর রাণা জয়সিংহ ও ২য় অমরসিংহের রাজ্যকালে অরঙ্গজেবের প্রভাবে রাজপুতশক্তি হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল।

মোগলশক্তির অবসানের পর রাণা সংগ্রামসিংহ মেবার-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তৎপরে ২য় জগৎসিংহ উদয়পুর সিংহাসন অধিকার করেন। ইহার রাজত্বকালে মারবাড় ও অম্বরের সহিত সন্ধি হয়। নাদিরশাহ কর্ত্তৃক দিল্লীলুণ্ঠন এবং মহারাষ্ট্র-সেনাকর্ত্তৃক মালব ও গুর্জ্জর আক্রমণ ইহার সময়ে ঘটে। মালবে চৌথসংগ্রহের পর বাজীরাও মেবার অধিকারে অগ্রসর হন। রাণা রাজকর দিয়া অব্যাহতি পান।

অতঃপর তিনি স্বীয় ভাগিনেয় মধুসিংহের অম্বরসিংহাসনাধিকার লইয়া ঈশ্বরীসিংহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। রাজমহলে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর মেবারের রাজশক্তি হীনবল হইয়া পড়ে।

জগৎসিংহের মৃত্যুর পর, রাজা ২য় প্রতাপসিংহ মেবার-রাজশক্তির পুনরভ্যুদয়ের চেষ্টা পান। তৎপুত্র রাণা রাজসিংহ ২য়, ও রাণা অরিসিংহ যথাক্রমে সিংহাসনাধিকার লাভ করিয়াছিলেন। অরিসিংহের রাজ্যকালে হোলকর ও সিন্দে-[illegible]কর্ত্তৃক মেবার আক্রান্ত হয়। বিদ্রোহী সামন্তগণ রাণাকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। রাণা পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। পরে তিনি জনৈক বুন্দী-রাজপুত্রের হস্তে নিহত হন। অতঃপর তৎপুত্র হম্মীরসিংহ রাজপদে অধিরোহণ করেন। এই সময়ে রাজমাতার সহিত রাজমন্ত্রী অমরচাঁদের বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৭৭৮

খৃষ্টাব্দে বাল্যাবস্থায় বালকরাজ হম্মীরের মৃত্যু ঘটে। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রসমাগম হইতে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হম্মীরের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মেবার-রাজশক্তি হীন হইয়া পড়ায় উত্তরোত্তর রাজ্যসংক্ষয় ঘটিয়াছিল।

হম্মীরের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা রাণা ভীমসিংহ মেবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার রাজ্যকালে হোলকর ও সিন্দে কর্ত্তৃক মিবার আক্রমণ ও মিবাররাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণ লইয়া সমগ্র রাজস্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

[ভীমসিংহ দেখ]

অর্ব্বুদ (আবু) শৈলশিখরের উপরে রাণা সমরসিংহের উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাণাগণের ও মহাত্মা টড্-সঙ্কলিত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে মেবার-রাজবংশের তালিকা উদ্ধৃত হইল—

১ বপ্পক বা বাপ্পা (৭৩৫খৃঃ)। ২ গুহিল। ৩ শীল। ৪ কালভোজ। ৬ ভর্ত্তৃভট্ট। ৭ অম্বসিংহ বা সিংহ। ৮ মহায়িক। ৯ খুমান বা খুম্মান। ১০ অল্লট। ১১ নরবাহন। ১২ শক্তিকুমার। ১৩ শুচিবর্ম্মা। ১৪ নরবর্ম্মা। ১৫ কীর্ত্তিবর্ম্মা। ১৬ বৈরট বা হংসপাল। ১৭ বৈরিসিংহ। ১৮ বিজয়সিংহ, (ইনি মালবরাজ উদয়াদিত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার কন্যা অল্হন দেবীর সহিত চেদিরাজ গয়কর্ণের বিবাহ হয়।) ১৯ অরিসিংহ। ২০ চোড়। ২১ বিক্রমসিংহ। ২২ ক্ষেমসিংহ। ২৩ সামন্তসিংহ, (ইনি আবুপতি প্রহ্লাদন কর্ত্তৃক পরাভূত হন।) ২৪ কুমারসিংহ। ২৫ মথনসিংহ। ২৬ পদ্মসিংহ। ২৭ জৈত্রসিংহ, (ইনি তুরুষ্ক ও সন্ধকসৈন্য পরাভূত করেন।) ২৮ তেজসিংহ (১২৬৭খৃঃ)। ২৯ সমরসিংহ (১২৭৮খৃঃ)। ৩০ রত্নসিংহ। ৩১ শ্রীজয়সিংহ। ৩২লক্ষ্মণসিংহ। ৩৩ অজয়সিংহ। ৩৪ অরিসিংহ। ৩৫ হম্মীর। ৩৬ খেতসিংহ বা ক্ষেত্রসিংহ। ৩৭ লক্ষসিংহ। ৩৮ মোকল, (১৪২৮ খৃষ্টাব্দ), প্রবাদ ইনি ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতা চণ্ডকে উচ্ছেদ করিয়া রাজ্যাধিকার করেন। ৩৯ কুম্ভ (১৪৩৮)। ৪০ উদয়সিংহ, ইনি স্বীয় পিতা কুম্ভকে তাড়িতপ্রয়োগে নিহত করেন। ৪১ রাজমল্ল (১৪৮৯)। ৪২ সংগ্রামসিংহ (১ম, ১৫০৯)। ৪৩ রত্নসিংহ (১৫২৭)। ৪৪ বিক্রমাদিত্য (১৫৩২)। ৪৫ (১৫৩৫-৩৭ খৃষ্টাব্দ বনবীরের অরাজক রাজ্যশাসন)। ৪৬ উদয়সিংহ, ২য় (১৫৩৭)। ৪৭ তৎপুত্র প্রতাপসিংহ (১৫৭২)। ৪৮ অমরসিংহ (১৫৯৭)। ৪৯ কর্ণসিংহ (১৬২০)। ৫০ জগৎসিংহ (১৬২৮)। ৫১ রাজসিংহ (১৬৫২)। ৫২ জয়সিংহ (১৬৮০)। ৫৩ অমরসিংহ ২য় (১৬৯৯)। ৫৪ সংগ্রামসিংহ ২য় (১৭১১)। ৫৫ জগৎসিংহ (১৭৩৪)। ৫৬ প্রতাপসিংহ ২য় (১৭৫২)। ৫৭ রাজসিংহ ২য় (১৭৫৪)। ৫৮ অরিসিংহরাণা (১৭৬১)। ৫৯ হম্মীর (১৭৭৩)। ৬০ ভীমসিংহ (১৭৭৮)। ৬১ জীবনসিংহ (১৮২৮)। ৬২ সর্দারসিংহ (১৮৩৮)। ৬৩ স্বরূপসিংহ (১৮৪২)। ৬৪ শম্ভুসিংহ (১৮৬১)। ৬৪ সজ্জনসিংহ (১৮৭৪খৃঃ)। ৬৫ ইনহরণসিংহ।

উপরোক্ত রাজগণ প্রায়ই পুত্রাদিক্রমে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে কেবল ৩৮, ৪৫ ও ৬০ সংখ্যক রাজাকে ভ্রাতৃস্থান অধিকার করিতে দেখা যায়।

মেবাররাজ্যের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ আবু, উদয়পুর, কমলমেরু ও চিতোর প্রভৃতি শব্দে প্রদত্ত হইয়াছে। এই বর্দ্ধনশীল, বীরপ্রাণ ও বীর্য্যশালী রাজবংশের কীর্ত্তিকলাপও তত্তৎশব্দে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পার্শ্ববর্ত্তী মারবাড়, অম্বর প্রভৃতি রাজ্যবিবরণ প্রসঙ্গেও মেবারের আনুষঙ্গিক ইতিবৃত্ত ও ভৌগোলিক সংস্থান প্রদত্ত হইয়াছে।

[তত্তৎশব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

মেবারের রাণা ও রাজপুতগণ ক্ষত্রিয় মধ্যে পরিগণিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা হিন্দুশকসংশ্রবে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া কর্ণেল টড্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকের ধারণা। বহুপূর্ব্বকাল হইতে উত্তরভারতে শক প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিসমূহের সমাগম হওয়ায়, এরূপ একটী সংশ্রব অসম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। [রাজপুত দেখ]

যাহা হউক, রাজপুতগণ গোঁড়া হিন্দু, তাঁহারা হিন্দুপদ্ধতির অনুসরণেই ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। শক নরপতিগণ যখন পঞ্জাবপ্রদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, প্রতিবেশী রাজপুতজাতিও সেই সময়ে ভিন্নদেশীয় রাজকুলের কতক পদ্ধতির যে অনুকরণ না করিয়া থাকিবেন, এরূপ আশা করা যায় না।

মেবাররাজগণ যে সকল উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, তাহার কতকগুলি ভারতীয় শকজাতি হইতে পরিগৃহীত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। মাঘের শ্রীপঞ্চমী বা বাসন্তীপঞ্চমী উৎসবের দুইদিন পর ভানুসপ্তমী বা ভাস্করসপ্তমী, কোন রাজকুমারের রাজ্যাভিষেকের পর সূর্য্যমূর্ত্তি রথে তুলিয়া এই রথযাত্রা-উৎসব সমাহিত হইয়া থাকে, ইহাও প্রাচীন শকজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ফাল্গুনে আহেরিয়া, শিবরাত্র ও হোলীপর্ব্ব। আহেরিয়া ও হোলীপর্ব্বও কেহ কেহ আদি শক জাতির উৎসব বলিয়া মনে করেন।

চৈত্রমাসের প্রথমেই সম্বৎসরী অর্থাৎ রাণার বার্ষিক পিতৃশ্রাদ্ধ। রাজপ্রাসাদে ও মহাসতী নামক সমাধিমন্দিরে

মহাধুমধামের সহিত এই উৎসব হইয়া থাকে। চৈত্রসপ্তমীতে শীতলাদেবীর পূজা। ইনি গ্রীক্ বা ফ্রিজিয়ান্ ও রোমকদিগের সাইবিল-দেবীর ন্যায় সন্তানসন্ততির রক্ষাকর্ত্রী। চৈত্রশুক্ল-পক্ষে বাসন্তীপূজা বা নবরাত্র। তৎপরে গৌরী পূজোপলক্ষে পুষ্পমেলা। উহার কতকাংশ রোমের Cerealia র অনুরূপ। তদনন্তর গঙ্গোরে বা গঙ্গা গৌরী উৎসব, অশোকাষ্টমীব্রত, রাম-জন্মোৎসব, দশেরা, মদনত্রয়োদশী প্রভৃতি উৎসব সমাহিত হয়।

বৈশাখে নাকাড়া-কা-আশবরী, ছোট গঙ্গাগৌরী, চান্দ্র বৈশাখ চতুর্দ্দশীতে সাবিত্রীব্রত, জ্যৈষ্ঠে আরণ্যষষ্ঠী, আষাঢ়ে রথযাত্রা; শ্রাবণে তিজ, নাগপঞ্চমী ও রাখী; ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনে আয়ুধশালা হইতে খড়্গ আনিয়া পূজা, অম্বা মাতা ও হরসিদ্ধ মাতার উদ্দেশে মহিষবলি সহকারে পূজা, ভিখারী-নাথ ও মাতাচলসন্দর্শন, দশেরা উৎসব, রামলীলা প্রভৃতি উৎসব; কার্ত্তিকমাসে অন্নকোট, ঝুলনযাত্রা ও মকরসংক্রান্তির উৎসব হইতে দেখা যায়। মার্গশীর্ষে ভাস্করসপ্তমী ও গঙ্গার জন্মোৎসব ভিন্ন অপর কোন উৎসব নাই। পৌষমাসে কোন-রূপ পর্ব্বোৎসবের অনুষ্ঠান হয় না।

উপরি বর্ণিত মাসানুক্রমিক উৎসবগুলিতে স্বয়ং রাণা হইতে সাধারণ প্রজা পর্য্যন্ত যোগ দিয়া থাকে। বাহুল্যভয়ে ঐ সকল উৎসবের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদত্ত হইল না। হিন্দুশাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে ঐ সকল উৎসব সমাহিত হইলেও উহাদের মধ্যে রাজপুতজাতির কতকগুলি লৌকিক আচারও প্রবেশলাভ করিয়াছে।

মেবারে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। মেবার-রাজমহিষী ধর্ম্মপরায়ণা মীরাবাইর উন্মাদকর কৃষ্ণ-কীর্ত্তন একসময়ে সমগ্র রাজপুতনায় প্রবাহিত হইয়াছিল। ব্রজের দুলাল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মেবারের সর্ব্বত্রই পূজিত। দেব-পূজায় রাজপুত সাধারণের অটল ভক্তি। পূজা বা উৎসবের সময়ে ইহারা একমনে দেবোদ্দেশে পূজা ও বলি উপহার দিয়া থাকে। রাজপুত-রমণীগণের সতীত্বকীর্ত্তি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় রহিয়াছে। ভীমসিংহপত্নী রাণী পদ্মিনীর চিতা-রোহণ-গাথা চাঁদ কবির সুধাময়ী কবিতা হইতে আজিও সমগ্র ভারতবাসীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পাঠান বা মোগল রাজগণের সহিত যুদ্ধে পরাভবের পর অসংখ্য হিন্দুবীর-রমণী আত্মরক্ষার নিমিত্ত চিতারোহণপূর্ব্বক সতীত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন।

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে মৈর, মীনা, কোলি বা ভীলগণ প্রধান। ইহারা পূর্ব্ব হইতেই মেবাররাজের সেনা-দলভুক্ত হইয়া যুদ্ধবিগ্রহে সহায়তা করিয়া আসিতেছে।

মেবাস, (মেহ্‌বাস) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্গত ৬টী সামন্তরাজ্য। সাতপুরা পর্ব্বতের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। নর্ম্মদা ও তাপ্তীর পবিত্র সলিলবিধৌত হওয়ায় এই স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। এখানকার অধিবাসিগণ ভীলজাতীয়। ইহারা রণপ্রিয় ও দুর্দ্দর্ষ। চিখ্‌লী, নালসিংহপুর, নবলপুরী, গভোলী ও কাঠি নামক ছয়টী সামন্তরাজ্যের শেষোক্ত তিনটীর অধিকারী নাবালক থাকায় গবমেণ্ট স্বয়ং রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। এখানকার শাল তক্তা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

মেবাসা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সামন্তরাজ বড়োদার গাইকবাড়কে এবং ইংরাজ গবমেণ্টকে বার্ষিক কর দিয়া থাকেন।

মেম, বৌদ্ধমতে অত্যুর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মেম (দেশজ) য়ুরোপীয় মহিলা। বিবি।

মেমদপুর, গুজরাত প্রদেশের মহিকাণ্ঠা বিভাগের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দার বড়োদার গাইকবাড়কে প্রতিবৎসর ১৮০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন।

মেমারি, বাঙ্গালার বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। রেশমী ধুতি ও সাড়ীর ব্যবসার জন্য এইস্থান সমধিক বিখ্যাত। এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর একটী ষ্টেশন আছে।

মেমিষ (ত্রি) পলকশূন্য দৃষ্টি।

মেয় (ত্রি) পরিমাণার্হ, পরিমাণযোগ্য।

মেয়াদ্ (আরবী) ১ নির্দ্দিষ্ট সময়, কড়ার। ২ কারাবদ্ধ।

মেয়ানা (পারসী) ১ মধ্যবর্ত্তী। ২ পাল্কীবিশেষ।

মেয়ে (দেশজ) ১ কন্যা। ২ স্ত্রীলোকমাত্র, যেমন 'মেয়ে-ছেলে, বেটাছেলে'।

মেরক (পুং) ১ বিষ্ণুশক্রভেদ। (হেম) ২ বৃক্ষত্বগাচ্ছাদিত আসনভেদ।

মেরাড়ু (দেশজ) ক্ষুপবিশেষ (Polygala arvensis)

মেরাপ (আরবী) ১ গোলাকার অট্টালিকা। ২ গৃহাদির ছাদের উপর যে আটচালা বাঁধা হয়।

মেরামত (আরবী) নির্ম্মাণক্রিয়া।

মেরামতী (আরবী) নির্ম্মাণযোগ্য (বস্ত্র)।

মেরু (পুং) মি-(মিপীভ্যাং রুঃ। উণ্ ৪।১০১) ইতি রু। পর্ব্বতবিশেষ, পর্য্যায়—সুমেরু, হেমাদ্রি, রত্নসানু, সুরালয়।

"দেবর্ষিগন্ধর্ব্বযুতঃ প্রথমো মেরুরুচ্যতে।
প্রাগায়তঃ স সৌবর্ণ উদয়ো নাম পর্ব্বতঃ।" (মৎস্যপু০ ১২১।৮)

এই পর্ব্বত দেবতাদিগের আবাসস্থল। [সুমেরু দেখ]

২ জপমালার অগ্রবর্ত্তিনী একটী মালা। তন্ত্রে লিখিত আছে—জপ করিবার সময় মেরু লঙ্ঘন করিয়া জপ করিতে নাই, যদি কেহ তাদৃশ জপ করে, তাহা হইলে তাহার সে জপ নিষ্ফল হয়।

যখন করমালায় জপ করা হয়, তখন মধ্যমার পর্ব্বদ্বয়ই মেরু বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। এই মেরুই শক্তি ভিন্ন বিষয়ে বুঝিতে হইবে। শক্তিবিষয়ে স্বতন্ত্র নিয়ম আছে। সাধারণতঃ শক্তিবিষয়ে তর্জ্জনীর পর্ব্বদ্বয়ই মেরু; কিন্তু শ্রীবিদ্যাবিষয়ে একটু প্রভেদ এই যে, অনামিকা এবং মধ্যমার পর্ব্বদ্বয়কেই মেরু নামে কল্পনা করিয়া লইতে হয়।*

মেরুক (পুং) মিনোতি ক্ষিপতি গন্ধানিতি মি-রু, সংজ্ঞায়াং কন্। যক্ষধূপ, চলিত ধুনা। ২ মধ্যদেশের প্রদেশভেদ। (বৃহৎস° ১৪।২৯)

মেরুকল্প (পুং) বুদ্ধভেদ।

মেরুকূট (পুং) মেরুশৃঙ্গ।

মেরুগ্রন্থি (পুং) বৃক্ক।

মেরুটু, বৌদ্ধমতে অত্যূর্দ্ধসংখ্যাভেদ।

মেরুতুঙ্গ (পুং) ১ জৈনাচার্য্য। ইনি কঙ্কালাধ্যায়বার্ত্তিক নামে বৈদ্যকগ্রন্থ ও ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে প্রবন্ধচিন্তামণি রচনা করেন। ২ মেঘদূতকাব্য, মহাপুরুষচরিত ও সূরিমন্ত্রকল্পসারোদ্ধার-নামক গ্রন্থত্রয়প্রণেতা। জিনপ্রভসূরি শেষোক্ত গ্রন্থের একখানি টীকা করেন। ৩ লঘুশতপদী রচয়িতা।

মেরুদণ্ড, (Axis) ভূগোল মধ্যের উত্তর কেন্দ্রবিন্দুগত কাল্পনিক সরল রেখা। ২ পিঠের শিরদাঁড়া।

মেরুত্নু, বৌদ্ধমতে অত্যূর্দ্ধসংখ্যাভেদ।

মেরুদুহিতৃ (স্ত্রী) মেরুকন্যা।

মেরুদৃশ্বন্ (ত্রি) মেরুদর্শনকারী।

মেরুদেবী (স্ত্রী) মেরুর কন্যাভেদ, ইনি নাভির পত্নী ও বিষ্ণুর অবতার ঋষভদেবের মাতা।

মেরুধামন্ (ত্রি) শিব। ২ মেরুবাসী মাত্র।

মেরুধ্বজ (পুং) রাজভেদ।

মেরুনন্দ (পুং) স্বারোচিষ মনুর পুত্র।

মেরুপীঠ, প্রাচীন তীর্থভেদ। (বৃ° নীলতন্ত্র ১৮)

মেরুপুত্রী (স্ত্রী) মেরুকন্যা।

মেরুপৃষ্ঠ (ক্লী) ১ মেরুশিখর। ২আকাশ। ৩ স্বর্গ।

মেরুপ্রভ (ত্রি) মেরুবৎপ্রভাসম্পন্ন।

মেরুপ্রভবন (ক্লী) বনভেদ। (হরিবংশ)

মেরুপ্রস্তার (পুং) মেরুবৎ কল্পিত ছন্দোযোজনা।

মেরুবলপ্রমর্দ্দিন্ (পুং) যক্ষরাজভেদ।

মেরুভূত (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত ৬ পর্ব্ব)

মেরুমন্দর (পুং) পর্ব্বতভেদ। (ভাগবত ৫।১৬।১২।)

মেরুমতী, সহ্যাদ্রিপাদ-প্রবাহিত নদীভেদ। ইহার তটে অনেক তীর্থ আছে। (দেশাবলী)

মেরুমূল (ক্লী) মেরুসানু।

মেরুমিশ্র, বিবাদচন্দ্র নামক গ্রন্থপ্রণেতা। কেহ কেহ ইহার নাম মিসরু মিশ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

মেরুযন্ত্র (ক্লী) ১ বীজগণিতোক্ত চরকার ন্যায় আকৃতি চক্রভেদ। ২ চরকা।

মেরুবর্ষ (ক্লী) বর্ষভেদ। (মার্ক° পু° ৬০।৭)

মেরুবর্দ্ধনস্বামিন্ (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত জনৈক ব্যক্তি।

মেরুব্রজ (ক্লী) নগরভেদ। (মহাভারত ১৩)

মেরুশাস্ত্রী, অর্কসংগ্রহোপন্যাস-প্রণেতা। ইনি ব্রহ্মানন্দের গুরু। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

মেরুশিখরকুমারভূত (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

মেরুশ্রীগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

মেরুসাবর্ণ (পুং) একাদশমনু।

"ততস্তু মেরুসাবর্ণো ব্রহ্মসূনুর্মনুঃ স্মৃতঃ।

ঋতুশ্চ ঋতুধামা চ বিষক্‌সেনো মনুস্তথা॥" (মৎস্যপু° অ°)

মেরুসুন্দর, ষড়াবশ্যকবালাববোধ নামক জৈনগ্রন্থরচয়িতা।

---

* "মালামেকৈকমাদায় সূত্রে সম্পাতয়েৎ সুধীঃ।
মুখে মুখন্তু সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছন্তু যোজয়েৎ॥
গোপুচ্ছসদৃশী কার্য্যাথবা সর্পাকৃতির্ভবেৎ।
তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেরুত্বেনাগ্রতো ন্যসেৎ॥" (উৎপত্তিতন্ত্র ৬০ পটল)

করমালায়াং মেরুর্যথা—
ত্রিস্রোঽঙ্গুল্যাস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা।
পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া মেরুত্বেনোপকল্পয়েৎ॥

ইদন্তু শক্তিভিন্নবিষয়ম্—
পর্ব্বত্রয়মনামায়াঃ পরিবর্ত্তেন বৈ ক্রমাৎ।
পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়াস্তর্জ্জন্যেকং সমাহরেৎ।
পর্ব্বদ্বয়ন্তু তর্জ্জন্যা মেরুং তদ্বিদ্ধি পার্ব্বতি॥

শ্রীবিদ্যাবিষয়ে মেরুর্যথা—
অনামা মধ্যমায়াশ্চ মূলাগ্রন্তু দ্বয়ং দ্বয়ম্।
কনিষ্ঠায়াশ্চ তর্জ্জন্যাস্ত্রয়ং পর্ব্ব সুরেশ্বরি।
অনামা মধ্যমায়াশ্চ মেরুঃ স্যাদ্দ্বিতয়ং শুভম্॥

তল্লঙ্ঘনে দোষো যথা—
অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
পর্ব্বসন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥" (তন্ত্রসার)

মেরুসম্ভব (পুং) কুষ্মাণ্ডবংশীয় রাজভেদ।

মেরুজা (পারসী মীরজা) সম্রান্তবংশীয়।

মেরুজাই (পারসী) ১ সম্রান্ত, সম্মানিত। ২ অঙ্গরাখাবিশেষ।

মের্বাদ্রিকর্ণিকা (স্ত্রী) পৃথিবী।

মেল (পুং) মিল-ঘঞ্। ১ মিলন, ঐক্য। ২ সঙ্গ। ৩ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলসম্বন্ধভেদ। [কুলীন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মেলক (পুং) মিল-ভাবে ঘঞ্, স্বার্থে কন্। ১ সঙ্গ, সহবাস। ২ সমূহ। ৩ মিলন। ৪ যে ব্যক্তি মিলিত হয়, ঐক্যকারক, মিলনকারক।

স্ত্রী বা পুরুষের বিবাহের পূর্বে মেলক স্থির করিয়া বিবাহ দেওয়া হয়। পরস্পরের রাশি বা নক্ষত্রাদির যদি উত্তম মেলক হয়, তাহা হইলে দম্পতির সুখৈশ্বর্য্যাদি হইয়া থাকে। নচেৎ কলহ, দুঃখ প্রভৃতি বিবিধ অশুভ ঘটে।

জ্যোতিষে উক্ত হইয়াছে, প্রথমে পরস্পরের রাশি স্থির করিয়া গণ নিরূপণ করিবে, কারণ স্ব স্ব জাতিতে অর্থাৎ স্ব স্ব গণে বিবাহ হওয়াই শ্রেষ্ঠ। দেবগণে ও নরগণে বিবাহ মধ্যম, দেবগণে ও রাক্ষসগণে অধম, নরগণে ও রাক্ষসগণে বিবাহ হইলে উভয়েরই অশুভ হইয়া থাকে। এইরূপ মেলকের নাম গণমেলক। এতদ্ভিন্ন মেলকে রাজযোটক, বিদ্বাদশ, নবপঞ্চম, অরিদ্বিদ্বাদশ, মিত্রদ্বিদ্বাদশ, মিত্রষড়ষ্টক, অরিষড়ষ্টক প্রভৃতি বিচার করিয়া মেলক স্থির করিতে হয়।

দ্বিদ্বাদশ ও নবপঞ্চম—বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি দ্বিতীয় হইলে কন্যা দুঃখভাগিনী, দ্বাদশ হইলে ধনবিশিষ্টা ও পতিপ্রিয়া, পঞ্চম হইলে পুত্রনাশিনী এবং নবম হইলে পতিপ্রিয়া ও পুত্রবতী হয়।

অরিদ্বিদ্বাদশ—ধনু ও মকর, কুম্ভ ও মীন, মেষ ও বৃষ, মিথুন ও কর্কট, সিংহ ও কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক, বর ও কন্যার রাশি হইলে অরিদ্বিদ্বাদশ, ইহাতে বিবাহ দিলে মৃত্যু ও ধনহানি।

মিত্রদ্বিদ্বাদশ—ধনু ও বৃশ্চিক, কুম্ভ ও মকর, মেষ ও মীন, সিংহ ও কর্কট, মিথুন ও বৃষ, তুলা ও কন্যা, বর এবং কন্যার রাশি হইলেও মিত্রদ্বিদ্বাদশ হয়, ইহাতে বিবাহ হইলে শুভ।

মিত্রষড়ষ্টক—মকর ও মিথুন, কন্যা ও কুম্ভ, সিংহ ও মীন, বৃষ ও তুলা, বৃশ্চিক ও মেষ, কর্কট ও ধনু, কন্যা ও বরের রাশি হইলে মিত্রষড়ষ্টক হয়, ইহাতে বিবাহ মধ্যম।

অরিষড়ষ্টক—মকর ও সিংহ, কন্যা ও মেষ, মীন ও তুলা, কর্কট ও কুম্ভ, বৃষ ও ধনু, বৃশ্চিক ও মিথুন, কন্যা ও বরের রাশি হইলে অরিষড়ষ্টক হয়। যদি কন্যার অষ্টমে বর ও বরের ষষ্ঠে কন্যার রাশি হয়, তাহাকে অরিষড়ষ্টক কহে। এই অরিষড়ষ্টক অতিশয় নিন্দিত। ইহাতে বিবাহ দিবে না।

রাজযোটক—বর ও কন্যার এক রাশি বা সপ্তসপ্তম, চতুর্থদশম, কিংবা তৃতীয় একাদশ হইলে রাজযোটক হয়। এই রাজযোটক মেলক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এইরূপ মেলক দেখিয়া হিন্দুর বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাতে পরস্পরের মিলনে পরিণামে শুভ হইবে কি অশুভ হইবে, তাহা জানা যায় বলিয়া ইহার নাম মেলক।

মেলকলবণ (ক্লী) মিলতীতি মিল-ধুল্, মেলকং লবণম্। ঔষধলবণ। (রাজনি০)

মেলগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। অক্ষা০ ১২°১০´ হইতে ১২°৩০´ উঃ এবং ৭৭°৩৮´ হইতে ৭৮°২´ পূঃ মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই অধিত্যকাভূমি সাধারণতঃ ৩৫০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ পোণাসিহেটা ৪৯৬৯ ফিট্। এখানে মলয়ালি নামক দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্যজাতির বাস আছে। পার্ব্বতীয় জঙ্গলভাগে বাঁশ ও চন্দনবৃক্ষ দেখা যায়। পানীয় জলের অভাবে এস্থান বড়ই অস্বাস্থ্যপ্রদ হইয়া পড়িয়াছে।

মেলঘাট, মধ্যভারতের বেরাররাজ্যের ইলিচপুর জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্যবিভাগ ও তালুক। ইহার উত্তরে মধ্যপ্রদেশ ও তাপ্তীনদী, পূর্ব্বে তাপ্তী ও নিমারী, দক্ষিণে ইলিচপুর তালুক এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ। ভূপরিমাণ ১৬৪৯ বর্গ মাইল।

এই পর্ব্বতশ্রেণী সাতপুরার একটী শাখা, পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত। বৈরাড়ের নিকট ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৯৮৭ ফিট্ উচ্চ। এই পার্ব্বতীয় অধিত্যকা তাপ্তী উপত্যকায় আসিয়া মিশিয়াছে।

পর্ব্বতপৃষ্ঠে পূর্ব্বে মল্লানা, পশ্চিমে ছুলঘাট ও বিজ্ঞায় নামে কএকটী গিরিপথ আছে। পার্ব্বতীয় বনভাগ গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। ঐ সকল পথ দিয়া বনজাত নানাপ্রকার দ্রব্য বিক্রয়ার্থ সমতলক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এই পর্ব্বতগাত্র বহিয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা আছে, তন্মধ্যে তাপ্তী নদীর পূর্ণা ও বিপ্না শাখাই উল্লেখযোগ্য। গ্রীষ্মের সময় অধিকাংশ পার্ব্বতীয় স্রোতই শুষ্ক হইয়া যায়, কেবলমাত্র নদীগর্ভের মধ্যস্থিত গভীর খাতসমূহে জল থাকে।

মেলঘাট পর্ব্বতে একটীও নগর নাই। গাবিলগড় ও নর্ণালা নামক প্রাচীন দুর্গদ্বয় মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর অভ্যু-

বর হইতেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। চিকালদা নামক গণ্ড-গ্রাম স্থানীয় স্বাস্থ্যাবাস মধ্যে গণ্য। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭৭৭ ফিট্ উচ্চ। এতদ্ভিন্ন দারণী, দেবা ও বৈরাগড় গ্রামে বৎসরে একএকটা মেলা হইয়া থাকে।

এখানকার অধিবাসিগণ অসভ্য পার্ব্বত্যজাতি, তন্মধ্যে কর্ক্ জাতির সংখ্যাই অধিক। ইহারা কোলারিয়া শাখা-সমুদ্ভূত, হিমালয়ের উত্তরপূর্ব্ব পথ দিয়া ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ইহারা মহাদেব ও অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মৃত পিতামাতা প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশেও ইহারা পূজা দিয়া থাকে এবং তজ্জন্য কুলজাগুলি উৎসবের অনুষ্ঠান করে। ইহারা কুসংস্কারাবদ্ধ এবং ভূতপ্রেতাদি দৈবশক্তিতে বিশ্বাসকারী। ইহাদিগের মৃত্যুর পর সমাধিস্থলে একখানি সেগুণ কাষ্ঠের তক্তা পুঁতিয়া রাখা হয়।

কর্কুরা যখন বেরারে আসিয়া উপনীত হয়, তখন এখানে নেহালজাতির আধিপত্য ছিল। ক্রমে তাহারা হীনবল হওয়ায় স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং কর্কুগণ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইতেছে। এক্ষণে নেহালগণ আপনাদের ভাষা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া কর্কুজাতির ভাষায় অনুরাগী হইয়াছে। এই উভয়জাতি পরস্পর সদ্ভাবসূত্রে আবদ্ধ। ইহারা একত্র বসিয়া ধূমপান করে। ইহারা উভয়েই কৃষিজীবী, কেহ কেহ চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে।

মেলন (স্ত্রী) ১ মিলন, একত্র হওন, মিলিত হওয়া। ২ বালাগ্রামের পূর্ব্বে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম।

মেলপবুর, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার অন্তর্গত একটা নগর।

মেলপলৈয়ম্, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার অন্তর্গত একটা নগর, তিন্নেবল্লী নগর হইতে দেড়ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

মেলা (স্ত্রী) মিল-ণিচ্, অঙ্, টাপ্। ১ মেলক। ২ মসি। (মেদিনী) ৩ অঞ্জন। (হেম) ৪ মহানীলী। (রাজনি॰)

মেলা (দেশজ) ১ অনেক, প্রশস্ত। ২ সমাজ, সভা। ৩ তীর্থাদিস্থলে বহুলোকের সমাগম। কোন পূজা বা মহোৎসবাদি উপলক্ষে এক একস্থানে বহুলোকের সমাগম হয়, সেই স্থলে হাটবাজার প্রভৃতি বসে। বহু লোক একস্থানে মিলিত হয় বলিয়া ইহার নাম মেলা হইয়াছে।

মেলাও, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর বড়োদা রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা॰ ২২°৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭২°৫৫´ পূঃ।

মেলান (দেশজ) ১ পরস্পরের সামঞ্জস্যনিরূপণ। ২ একত্র অবধারণ।

মেলানন্দা (স্ত্রী) মস্যাধার।

মেলানি (দেশজ) ১ উপহার, ভেট, তত্ত্ব। ২ মিলিত হওয়া।

মেলানিভাঁড় (দেশজ) বিবাহের সময় কুলার উপর হলুদমাখান চাউল ও কড়ি যে ভাঁড়ে রাখিয়া বর বা কন্যাকে অমুকের বা অমুকীর মুখ চাপিলাম বলিয়া খালি ভাঁড় ভরিয়া দিতে হয়।

মেলাম্বু (স্ত্রী) মেলানাং অম্বুঃ কূপিকা। মস্যাধার। (জটাধর)

মেলাপক (পুং) সম্মিলন। গ্রহাদির সংযোগ।

মেলামন্দা (স্ত্রী) মস্যাধার, চলিত দোয়াত।

মেলাম্বু (পুং) মেলেব অম্বু অত্র। মস্যাধার। (শব্দরত্না॰)

মেলায়ন (স্ত্রী) সম্মিলন।

মেলু, বৌদ্ধমতে অত্যূর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মেলুকোট, মহিসুররাজ্যের হসন জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মিউনিসিপালিটির তত্ত্বাবধানে থাকায় ইহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অক্ষা°১২°৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৬°৪৩´পূঃ। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণের সংখ্যাই অধিক।

পূর্ব্বে এইস্থানে একটী মহাসমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। কালসহকারে তৎসমুদায় ধ্বংসে পর্য্যবসিত হইয়া এখন পূর্ব্বস্মৃতির গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রামানুজ চোলরাজের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য এখানে আসিয়া ১৪ বৎসর বাস করেন। তদবধি এইস্থান শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগের একটী প্রধান আড্ডা হইয়া পড়িয়াছে। বল্লালবংশীয় নরপতিগণকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহারা অনেক অর্থ পাইয়া স্থানীয় দেবমন্দিরের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রসেনাকর্তৃক এই নগর ধ্বংস হইবার পর, ইহা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

এখানকার বেলুবাপুল্লেরায় নামক সর্ব্বপ্রধান শ্রীকৃষ্ণমন্দির মহিসুররাজের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। এই দেবতার সম্পত্তি স্বরূপ বহুমূল্য হীরাজহরতাদি স্তূপীকৃত আছে। পর্ব্বতোপরিস্থ নরসিংহ-মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৪শত শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ চেলুবাপুল্লের মন্দিরে অবস্থান করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের গুরু এখানেই থাকেন।

কার্পাসবস্ত্র ও খসখসের পাখার জন্য এইস্থান সমধিক বিখ্যাত। এখানে 'নাম মৃত্তিকা' নামে একপ্রকার সাদামাটি পাওয়া যায়, উহা বৈষ্ণবগণের আদরের সামগ্রী। গাত্রে তিলকাদি ধারণের জন্য উহা বারাণসী, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

মেলুদ, বৌদ্ধমতে অতূর্দ্ধ সংখ্যাভেদ।

মেলর, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর মদুরা জেলায় অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৬২৮ বর্গমাইল। ২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

মেলূর, মহিসুর রাজ্যের বঙ্গলুর জেলায় অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে প্রতিবৎসর চৈত্র শুক্লপক্ষে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে ১৪ দিনব্যাপী একটী মেলা হয়। ঐ মেলায় বহুশত গবাদি পশু বিক্রীত হইয়া থাকে।

মেলেঞ্চ (দেশজ) তৃণভেদ। (Ischœmum aristatum)

মেব, সেবন। ভ্বাদি॰ আত্মনে॰ সক॰ সেট্। লট্ মেবতে। লোট্ মেবতাং। ঋদিৎ লুঙ্ অমিমেবৎ।

মেশিকা (স্ত্রী) মঞ্জিষ্ঠা ভেদ।

মেশী (স্ত্রী) জল। (তৈত্তিরীয়স॰ ৩।২।১)

মেষ (পুং) মিষতি অন্যোঽন্যং স্পর্দ্ধতে ইতি মিষ্-স্পর্দ্ধায়াং অচ্। পশুবিশেষ, চলিত ভেড়া।

"মেষেণ সূপকারাণাং কলহো যত্র বর্দ্ধতে।

স ভবিষ্যত্যসন্দিগ্ধং বানরাণাং ভয়াবহঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র ৫।৬২)

সংস্কৃত পর্য্যায়—মেঢ্র, উরভ্র, উরণ, ঊর্ণায়ুঃ, বৃষিত, এড়ক, ভেড়, হুড়, শৃঙ্গিণ, অবি, লোমশ,বলী, রোমশ, ভেড়্র,ভেড়ক, লেণ্ট, হুলু, মেণ্টক, হুড়, সংফল। (হেম) ইহার মাংসগুণ মধুর, শীতল, গুরু, বিষ্টম্ভী, বৃংহণ। (রাজনি॰) রাজবল্লভমতে পিত্তশ্লেষ্মকর, এবং কুসুম্ভ শাকের সহিত এই মাংস ভোজন বিশেষ অনিষ্টকারক। [মেষ দেখ।]

২ ঔষধবিশেষ। (মেদিনী) ৩ নৈগমেষগ্রহ। (ভাবপ্র॰) ৪ এরক। ৫ জীবশাক। (রাজনি॰) ৬ রাশিবিশেষ। মেষরাশি, অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথম পাদে এই রাশি হয়। বৈশাখ মাসে এই রাশিতে সূর্য্য উদিত হন। দ্বাদশ রাশিচক্রের মধ্যে এই রাশি সর্ব্বপ্রথম। এই রাশি হইতে অন্যান্য রাশি গণিত হইয়া থাকে।

জ্যোতিষে এই রাশির স্বরূপ ও সংজ্ঞাদির বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। মেষ—পুরুষ, চর, অগ্নিরাশি, দৃঢ়াঙ্গ, চতুষ্পদ, রক্তবর্ণ, উষ্ণস্বভাব, পিত্তপ্রকৃতি, অতিশয় শব্দকারী, পর্ব্বতচারী, উগ্রপ্রকৃতি, পীতবর্ণ, দিবসে বলবান্, পূর্ব্বদিকের অধিপতি, বিষমনয়, অল্পস্ত্রীসঙ্গপ্রিয়, অল্পসন্তান, রুক্ষবপুঃ, ক্ষত্রিয়বর্ণ, সমান অঙ্গ। (নীলকণ্ঠী তাজক)

যবনেশ্বর মতে, মেষ আদ্য রাশি। ইহাতে সমান শরীর, কালপুরুষের মস্তক, ছাগল ও ভেড়ার সঞ্চারভূমি, গুহা পর্ব্বত ও চৌরদিগের বাসভূমি, অগ্নি, ধাতু, ও রত্নখনি বুঝায়।

মেষের ন্যায় আকৃতি বলিয়া এই রাশির নাম হইয়াছে মেষ। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আকার মেষের ন্যায়। রাশিদিগের ওজ, যুগ্ম, বিষম প্রভৃতি সংজ্ঞা আছে, তন্মধ্যে এই রাশির সংজ্ঞা ওজরাশি। ইহার বিশেষ নাম ক্রিয়। ইহা চররাশি। মেষরাশি রবির উচ্চস্থান, অর্থাৎ মেষে রবি থাকিলে অতিশয় বলবান্ হইয়া থাকেন। বৈশাখমাসই মেষরাশির ভাগ্যকাল। মেষ রবির উচ্চস্থান বটে, কিন্তু সেই উচ্চাংশভোগের কাল অধিক দিন নির্দ্ধারিত হয় নাই। মেষের মাত্র ১০ দিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখ হইতে ১০ই বৈশাখ পর্য্যন্ত এই দশ দিন উচ্চাংশ ভোগের কাল, তৎপরে রবি উচ্চস্থ হইলেও উচ্চাংশচ্যুত হইয়া থাকেন। এই উচ্চাংশের মধ্যেও আবার সূচ্চাংশ অর্থাৎ উত্তমউচ্চাংশ ভোগের কাল আছে, তাহা এক দিন। মেষ যেরূপ রবির উচ্চস্থান, তদ্রূপ আবার ইহা শনির নীচস্থান। শনি এই রাশিতে থাকিলে চঞ্চল হইয়া থাকেন। মেষের শনি বিশেষ অনিষ্টফলপ্রদ।

মেষরাশি মঙ্গলের মূল ত্রিকোণ এবং স্বগৃহ। মঙ্গল মেষ রাশিতে থাকিলে মধ্যবলী হইয়া থাকেন। এই রাশিকে ৬ ভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহাকে ষড়্বর্গ কহে। ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ,দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ এই ষড়্বর্গ। প্রত্যেক রাশিকেই ষড়্বর্গ করিয়া গ্রহগণ কোনবর্গে কিরূপ ভাবে আছেন, তাহা স্থির করা বিধেয়।

মেষরাশিতে জন্ম হইলে বিমলকেশসম্পন্ন, চঞ্চল, ত্যাগশীল, দীপ্তিবিশিষ্ট, শুচি, বিলাসপ্রিয়, অতিশয় বক্তা, দুর্দ্দান্ত, গৃহবাসহীন, ক্রূর, অল্পলোচন, অল্পমেধা, ধনপতি ও দাতা হয়।

মেষরাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহ থাকিলে শাস্ত্র ও অর্থবিহিত কর্ম্মকারী, দুষ্টপ্রিয়, ক্রোধী, উদ্যোগী, রমণেচ্ছু, কৃপণ ও শ্রেষ্ঠক্রিয়াকর হইয়া থাকে। এই রবি স্বীয় তুঙ্গাংশে থাকিলে সাহসকর্ম্মরত, রক্তপিত্ত ব্যাধিযুক্ত, কান্তি ও সত্ত্বসম্পন্ন এবং মানবশ্রেষ্ঠ হয়।

খনার বচনে আছে—

"মেষে বৃষে থাকে দিনকর

সোনায় রূপায় পুরায় ঘর।"

মেষস্থ রবি চন্দ্রকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে দানরত, বহুভৃত্যযুক্ত, যুবতীপ্রিয় এবং কোমলশরীর হইয়া থাকে। মঙ্গলকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সংগ্রামে উৎকট বীর্য্যসম্পন্ন, ক্রূর, চক্ষু ও কেশ রক্তবর্ণ, তেজ ও বলযুক্ত হয়। বুধ দেখিলে ভৃত্যকর্ম্মকর, অল্পধন, সত্ত্বহীন, বহুদুঃখযুক্ত ও মলিনদেহ, বৃহস্পতি দেখিলে বিপুলধনী, দাতা, রাজমন্ত্রী কিম্বা দণ্ডনায়ক, শুক্র দেখিলে

দুঃশীলকামিনীর পতি, অনেক শত্রুবিশিষ্ট, বন্ধুহীন, দীন ও কুষ্ঠরোগী, শনি দেখিলে দুঃখভাগী, কার্য্যে উৎসাহী, জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন ও মূর্খ হইয়া থাকে।

মেষরাশিতে চন্দ্র থাকিলে সেবাকর্ম্মকারী, স্থিরধনযুক্ত, ভ্রাতৃহীন, সাহসী, কামুক, কুনখী, চঞ্চল, সম্মানিত, অনেক পুত্রবিশিষ্ট, জলভীরু এবং স্ত্রৈণ হইয়া থাকে। ঐ মেষস্থ চন্দ্র রবিকর্তৃক দৃষ্ট হইলে অতিশয় উগ্রকর্ম্মকর, ধনী, আশ্রিত-পালক, বীর ও সংগ্রামরুচি হয়। মঙ্গল দেখিলে দন্ত ও চক্ষু-রোগবিশিষ্ট, অতিশয় তাপিত, মণ্ডলাধ্যক্ষ এবং বহুমূত্ররোগ-পীড়িত; বুধ দেখিলে নানাবিদ্যাসম্পন্ন আচার্য্য, সদ্বাক্যযুক্ত, সাধুগণের প্রার্থনীয়, সৎকবি ও বিপুল কীর্ত্তিমান্; বৃহস্পতি দেখিলে বহুধন, ভৃত্য ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন, রাজমন্ত্রী বা নৃপতি; শুক্র দেখিলে শ্রেষ্ঠযুবতীযুক্ত ও বিলাসী, এবং শনি দেখিলে বিদ্বেষ্টা, বহুদুঃখভাক্, দরিদ্র, মলিন দেহবিশিষ্ট ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে।

মেষে মঙ্গল থাকিলে তেজস্বী, সত্যযুক্ত, শূর, ক্ষিতিপাত বা রণশ্লাঘা, সাহসকর্ম্মাভিরত, উগ্রস্বভাব, বীর এবং অনেক পত্নী ও পুত্র-সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই মঙ্গল রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপতি ও উদারপ্রকৃতি, মাতৃরহিত, ক্ষতাঙ্গ, স্বজনের দ্বেষ্টা ও মিত্রবিহীন; চন্দ্রকর্তৃক দৃষ্ট হইলে ঈর্ষাযুক্ত, পরধনাপহারী ও দেবভক্ত; বুধ দেখিলে দ্বেষ্টা ও বেশ্যাপতি; বৃহস্পতি দেখিলে অতিশয় গুণবান্, প্রভু ও ধনবান্; শুক্র দেখিলে স্ত্রীর নিমিত্ত বন্ধনভোগী, মিত্রহীন এবং মধ্যে মধ্যে স্ত্রী-নিমিত্ত ধনক্ষতি; শনি দেখিলে চৌরঘাতক, অতিশয় শূর, নির্দয়, নীচরমণীতে আসক্ত এবং স্বজনবিহীন হয়।

বুধ মেষ রাশিতে থাকিলে বিগ্রহপ্রিয়, অস্ত্রবেত্তা, অতি-শয় চতুরতাসম্পন্ন, প্রতারক, সর্ব্বদা চিন্তান্বিত, অতিশয় কৃশ, সঙ্গীত ও নৃত্যকর্ম্মে রত, অসত্যবাদী, রতিপ্রিয়, লিপিবেত্তা, মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা, বহুভোজনশীল, বহুশ্রমোৎপন্ন ধনধান্য-বিনাশ-কর, অনেক বন্ধনভাগী, ঋণে অস্থির ও বঞ্চক হয়। এই বুধ রবিকর্তৃক দৃষ্ট হইলে সত্যবাদী, সুখযুক্ত, রাজসৎকৃত ও বন্ধুপ্রিয় এবং ঐ বুধকে চন্দ্র দেখিলে যুবতীজনের চিত্তহারী, সেবক, মলিনদেহ ও গীতশীল; মঙ্গল দেখিলে মিথ্যাপ্রিয়, সুন্দরবাক্য ও কলহযুক্ত, পণ্ডিত, প্রচুর ধনবান্, ভূমিপ্রিয় ও শূর; বৃহস্পতি দেখিলে সুখী, প্রভূত ধনবান্ এবং পাপাত্মা; শুক্র দেখিলে নৃপকার্য্যকারী, সুভগ, বিশ্বাসী, অতিচতুর, দুঃখ-ভোগী; শনি দেখিলে অতিশয় দুঃখী, উগ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন, হিংসারত এবং স্বজনবিহীন হইয়া থাকে।

মেষরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে রাগাদিসম্পন্ন, কর্মঠ, বক্তা, সত্ত্ব ও অধর্ম্মযুক্ত, দাম্ভিক, বিখ্যাতকর্ম্মা, তেজস্বী, বহুশত্রু ও বহুব্যয়ার্থযুক্ত, ক্রোধী, ক্রূর, ও দণ্ডনায়ক হইয়া থাকে।

এই গুরু রবিকর্তৃক দৃষ্ট হইলে ধার্ম্মিক, অনৃতভীরু, খ্যাতিপরায়ণ, মহাভাগ্যসম্পন্ন, অশুচি ও রোমশ; চন্দ্র দেখিলে ইতিহাস ও কাব্যকুশল, বহুরত্ন ও অনেক স্ত্রীযুক্ত, নৃপতি ও পণ্ডিত; বুধ দেখিলে অনৃতবাদী, পাপপরায়ণ, মেধাবী, কপটী ও নীতিবেত্তা; শুক্র দেখিলে সর্ব্বদা গৃহ, শয্যা, বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার ও যুবতীস্ত্রীসম্পন্ন, ধনী, বুদ্ধিমান্ এবং ভীরু; শনি দেখিলে মলিনদেহ, লোভী, উগ্র-প্রকৃতি, সাহসিক, অস্থিরমিত্র ও মাননীয় হইয়া থাকে।

মেষরাশিতে শুক্র থাকিলে রোগার্ত্ত, বহুদোষযুক্ত, বিরোধ-শীল, ঈর্ষাসম্পন্ন, বন ও পর্ব্বতে বিচরণকারী, নীচ, কঠোর, শূর, বিশ্বাসী ও দাম্ভিক হইয়া থাকে।

এই শুক্র রবিকর্তৃক দৃষ্ট হইলে স্ত্রীহেতুক দুঃখী, এবং ধনী; চন্দ্র দেখিলে উদ্ধত, অতিশয় চপল, কামাতুর, ও অধম-যুবতীর ভর্ত্তা; মঙ্গল দেখিলে ধন, সুখ ও মানহীন, দীন, পরাকাঙ্ক্ষী ও মলিন বেশধারী; বুধ দেখিলে মূর্খ, প্রগল্ভ, অনার্য্যভাবসম্পন্ন, অবিনয়ী, চোর, নীচপ্রকৃতি ও ক্রূর; বৃহস্পতি দেখিলে বিনয়ী, সুদেহ ও বহুপুত্র; শনি দেখিলে অতিশয় মলিনদেহ, লোকসেবক ও চোর হইয়া থাকে। মেষরাশিতে শনি থাকিলে ব্যসনাসক্ত, বন্ধুদ্বেষক, পরিশ্রম-কাতর, নিষ্ঠুর, নিন্দিত কর্ম্মকারী ও নির্ধন হইয়া থাকে।

এই শনি রবিকর্তৃক দৃষ্ট হইলে কৃষিকর্ম্মে নিরত, ধনবান্, গো, মেষ ও মহিষযুক্ত, এবং পুণ্যাত্মা; চন্দ্র দেখিলে চঞ্চল-স্বভাব, নীচপ্রকৃতি, সুখ ও ধনহীন; মঙ্গল দেখিলে প্রাণিবধ-পরায়ণ, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি, চৌরাধিপতি, উত্তমখ্যাতিবিশিষ্ট, মাংস ও মদ্যপ্রিয়; বুধ দেখিলে মিথ্যাবাদী, অধর্ম্মপরায়ণ, বাচাল, তস্কর, যথেচ্ছাচারী, সুখ ও বিত্তহীন; বৃহস্পতি দেখিলে পরদুঃখে কাতর, পরকার্য্যে রত, লোকপ্রিয়, দাতা ও উদ্যম-শীল; শুক্র দেখিলে মদ্য ও স্ত্রীতে আসক্ত, গুণবান্, বলবান্ ও রাজপ্রিয় হইয়া থাকে। (বৃহজ্জাতক)

৭ লগ্নবিশেষ, মেষলগ্ন, 'রাশীনামুদয়ো লগ্নং' রাশিদিগের উদয়ের নাম লগ্ন, মেষরাশির যখন উদয় হয়, তখন উহাই আবার লগ্ন নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ মেষরাশিতে সূর্য্য থাকে, ততক্ষণই উহা লগ্ন, ঐ সময় যদি কাহারও জন্ম হয়, তাহা হইলে তাহার মেষলগ্ন হইবে।

প্রাচীন লগ্নমানের সহিত বর্ত্তমান লগ্নমানের ঐক্য নাই। প্রাচীন মেষলগ্নমান ৩.৪৭ পল। অয়নাংশ-শোধিত আধুনিক লগ্নমান কলিকাতা ও মেদিনীপুর এবং তাহার সমরেখায়

পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশে মেষলগ্নমান ৪।৭।৭ অনুপল। নবদ্বীপ, বর্দ্ধমান ও ঢাকা তৎসমসূত্র পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশে মেষলগ্নমান ৪।৬।৫০ অনুপল।

মুরসিদাবাদ ও তৎসমসূত্রে পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশে মেষলগ্নমান ৪।৬।৩১ অনুপল।

চট্টগ্রাম ও তাহার সমান রেখার পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশে মেষ-লগ্নমান ৪।৮।৪ অনুপল ইত্যাদি।

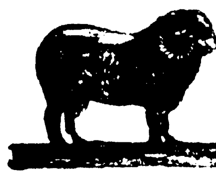
কলিকাতাপ্রদেশের মেষলগ্নমান ৪।৭।৭ অনুপল; হোরা ২।৩।৩৩।৩০; দ্রেক্কাণ ১।২২।২২।২০; নবাংশ ০।২৭।২৭।২৬।৪০; দ্বাদশাংশ ০।২০।৩৫।৩৫; ত্রিশাংশ ০।৮।১৪।১৪। এইরূপে হোরা দ্রেক্কাণাদি স্থির করিয়া ফলাফল নির্ণয় করিতে হয়।

যদি কাহারও মেষলগ্নে জন্ম হয়, তাহা হইলে ঐ জাতক অতিশয় ক্রোধী, ভেদকর্ত্তা, পিত্ত ও বায়ুপ্রকৃতি, অতিশয়-ক্লেশসহিষ্ণু, বাল্যাবস্থায় গুরুজনরহিত, অধমপুত্রযুক্ত, বিদেশবাসী, নীচস্বভাব ও বহুমিত্রযুক্ত হয়। মেষলগ্নজাত ব্যক্তির অস্ত্র কিংবা বিষ, পিত্তজ ব্যাধি, দুর্গ বা উচ্চস্থান হইতে পতন হইয়া মৃত্যু হয়। (সত্যাচার্য্য)

ইহা লগ্নের সাধারণ ফল। বিশেষ ফল বিচার করিতে হইলে গ্রহসংস্থান এবং তাহার সম্বন্ধ স্থির করিয়া লইতে হয়।

মেষ, স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জীববিশেষ। চলিত কথায় ইহাদিগকে মেড়া ও ভেড়া বলে। মেড়াগুলি সাধারণতঃ দৃঢ়কায়, কৃষ্ণবর্ণ ও বক্রশৃঙ্গযুক্ত হয়। পদদ্বয় দ্বিখণ্ডিত ক্ষুরযুক্ত। ভেড়াগুলি শ্বেতবর্ণ অপেক্ষাকৃত কোমলকায় ও ক্ষুদ্রশৃঙ্গযুক্ত। প্রাণিতত্ত্ব-বিদ্‌গণ এই উভয় শ্রেণীর পশুকেই Caprinæ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। মেষের নাসাফলকাস্থি ও শৃঙ্গ স্বভাবতঃই কঠিন। এই জন্য পশুক্রীড়া-দর্শনপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রই মেড়া পুষিয়া থাকে। মেড়ার লড়াই দেখিতে বড়ই কৌতুকজনক। ইহাদের শৃঙ্গের কাঠিন্য সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে,—"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরা ধার।" মেড়ার মাংস কঠিন এবং গাত্রে মেদাধিক্য হইলে একপ্রকার কীট জন্মে বলিয়া অনেকে ঘৃণায় ইহা ভক্ষণ করে না। ভেড়ার কোমল মাংস সুখসেব্য। ইহা Mutton নামে সাধারণে আদরণীয়। (অপর স্তম্ভে পার্ব্বতীয় ও সমতল ক্ষেত্রজাত দুই প্রকার মেষের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল।)

স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই শৃঙ্গ দেখা যায়। স্ত্রীমেষের শৃঙ্গ বেশী বড় হয় না। পুংমেষের শৃঙ্গগুলি অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর ভাবে বড় হয়। শৃঙ্গগুলি চূড়াকার, কপালের অগ্র হইতে উত্থিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে ঘুরিয়া কর্ণের কাছে আসিয়াছে। নাসাফলকাস্থি ছাগাদি অপেক্ষা উচ্চ ও দৃঢ়। চক্ষুদ্বয় করোটি পার্শ্বে কর্ণবিবর হইতে অদূরে অবস্থিত। কর্ণদ্বয় ছাগলের অনুরূপ। ইহাদের গাত্রে কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া লোম থাকে। ঐ লোম পশমী বস্ত্রবয়নে ব্যবহৃত হয়। শীতকালে মেষের গাত্রে যে বড় বড় লোম থাকে, গ্রীষ্মের সময় তাহা কাটিয়া লওয়া হয়। ভেড়ার লোমও ঐরূপে ব্যবহৃত হয়। সাময় (chamois) ও মেরিনো (Merino) নামক পার্ব্বতীয় রোমশ ছাগজাতিকে অনেকে এই মেষ শ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকেন। ইহাদের লোম ও গাত্রচর্ম্ম নানা কাজে লাগে।



সমতলক্ষেত্রজাত মেষ।



পার্ব্বতীয় মেষশিশু।

কাশ্মীরের রামু, শতদ্রুতীরবর্ত্তী প্রদেশের ঘ্রেমু ও নেপালের থর (Nemorhædus proclivus) কাশ্মীর হইতে সিকিম পর্য্যন্ত হিমালয়-গিরিবক্ষে ৬ হইতে ১২ হাজার ফিট্ উচ্চস্থানে বাস করে। আরাকান, সুমাত্রা, মলয় প্রায়োদ্বীপ, তেনাসেরিম ও চীন দেশের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই শ্রেণীর মেষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা হিমালয় প্রদেশজাত মেষ অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার। নিবিড়বনমালা-বিভূষিত হিমালয়ের পার্ব্বত্য-বক্ষে কঠোরতা সহ্য করিয়া ইহারা স্বভাবতঃই দৃঢ়কায় হইয়াছে। এমন কি, বন্য কুক্কুরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও ইহারা ভয় পায় না। সময় সময় ঢুঁ মারিয়া আততায়ীকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিতে দেখা গিয়াছে। পার্ব্বত্য গহ্বরাদিতে ইহারা স্বচ্ছন্দে বাস করে।

মাঘ ফাল্গুনে ইহারা কামোন্মত্ত হইয়া স্ত্রী মেষের সহিত সঙ্গত হয়। আশ্বিন কার্ত্তিকে একটীমাত্র ছানা প্রসব করে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ এডাম্ বলেন যে, হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমসীমান্তবাসী স্ত্রী মেষগণ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠে সন্তান প্রসব করিয়া থাকে।

পার্ব্বত্য মেষ-মাংস কঠিন এবং খাদ্যবিষয়ে অনুপযোগী। হিমাচলবিহারী সাময়, মেষজাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা কতকরূপে ছাগ ও কতকাংশে হরিণশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু

উহা মেষ হইতে পৃথকরূপে গণ্য হওয়ায়, এখানে তদ্বিষয় আলোচিত হইল না।

১ হিমালয়জাত বন্য তাহের নামক ছাগ (Hemitragus Jemlaicus) মেষজাতির অন্তর্ভুক্ত। সিমলায় জেহর, নেপালে ঝারাল, কাশ্মীরে জগলা, কুণাবরে ঝুলা ও থরনী প্রভৃতি নামে ইহারা পরিচিত। গাত্রের বর্ণ গাঢ় কটাশে, পিঙ্গল বা নীলাভ ধূসর। লম্বা মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত ৪ ফিট ৮ ইঞ্চ, পুচ্ছ ৭ ইঞ্চ। খাড়াই ৩০ হইতে ৪০ ইঞ্চ। শৃঙ্গ ১২ ইঞ্চি। তাহারা পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করে। মাঘ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ইহারা কোথায় উঠিয়া থাকে, তাহা জানা যায় না। মেষী ও পুং শিশুগুলি তথায় উঠিতে পারে না। চৈত্র বৈশাখে তাহারা বনভূমিতে আশ্রয় লয়। সঙ্গমঋতুতে তাহারা এরূপ উন্মাদ হইয়া উঠে যে, গুঁতাইয়া অনেক মেষ মারিয়া ফেলে। দূর হইতে দেখিলে একটী বৃহদাকার বন্য-বরাহের ন্যায় বোধ হয়। নিকটে আসিলে সুন্দর দেখায়। লণ্ডন নগরের পশুশালায় এই জাতীয় মেষের লোম এরূপভাবে ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, দেখিলেই নেকড়ে বাঘ বলিয়া ভ্রম হয়। মেষীর মাংস কোমল ও খাদ্যোপযোগী, কিন্তু পুংমেষের মাংস অখাদ্য বলিয়া গণ্য।

২ নীলগিরির বন্যমেষ (H. hylocrius) তামিলভাষায় বড় আড়ু বা বাড়িআড়ু নামে খ্যাত। উহারা আকৃতিতে হিমালয়-জাত মেষের তুল্য, কেবল খাড়াই ৬ হইতে ৮ ইঞ্চ পর্য্যন্ত কম হইয়া থাকে।

নীলগিরি, পশ্চিমঘাটপর্ব্বতমালা, মহিসুর, বৈনাড়, মদুরা, পলনি, কোচিন, ডিণ্ডিগল, ত্রিবাঙ্কোড় ও অনমলয় শৈলশ্রেণীর অধিত্যকায় এই মেষজাতিকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। এই শ্রেণীর মেষী ও মেষশাবকগুলি ধূম্রবং পিঙ্গলবর্ণের হইয়া থাকে। বৃদ্ধ মেষগুলি ঘোরকৃষ্ণ। ইহারা এককালে দুইটী শিশু প্রসব করে।

৩ মার্খোর (Copra megaceros) নামক আফগান ও কাশ্মীরদেশীয় মেষগুলি গ্রীষ্মে ধূসর এবং শীতকালে ময়লাযুক্ত হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণের দেখা যায়। বৃদ্ধ মেষগুলির বড় বড় দাড়ি হয় এবং ঘাড় ও বক্ষে প্রচুর পরিমাণে লোম হইয়া থাকে। ঐ লোমগুলি প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা হয়। গ্রীষ্মেরে আদৌ চুল থাকে না। এই বড় মেষ বা ছাগলগুলি লম্বে ১১½ হাত (ঘোড়ার মাপ) হয়। উহাদের শৃঙ্গগুলি ৪ ফিট হইতে ৪'-৪" পর্য্যন্ত লম্বা। শৃঙ্গচূড়াদ্বয়ের ব্যবধান ৩৪ইঞ্চ। শৃঙ্গদ্বয় কোণাকার, সরল চূড়ার ন্যায় সমুন্নত হইলেও কর্কস্ক্রুর ন্যায় পাকান। লাদকে ইহারা রা-পো-ছে নামে পরিচিত।

পীরপঞ্জাল নামক হিমগিরিশ্রেণী, কাশ্মীর উপত্যকা, হাজারা পর্ব্বতশ্রেণী, চেনাব ও ঝিলামের মধ্যবর্ত্তী বর্দ্ধমান পর্ব্বতে, বিপাসা নদীর উৎপত্তিস্থানে, সুলিমান-শৃঙ্গে এবং আফগানস্থানে ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহাদের শৃঙ্গ শীকারীরা বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে।

পশ্চিম, মধ্য ও উত্তর এসিয়া এবং পারস্যরাজ্যে (Capra ægagrus) শ্রেণীর মেষের বাস আছে। ইহারা উপরোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও কতক পার্থক্য লক্ষিত হয়।

হিমালয়ের ইস্কিন্ (কাশ্মীরের কায়েল ও কুলু তাঙ্গ্রোল) উক্ত শ্রেণীর জীবের অনুরূপ। আকৃতিতে ঈষৎ ক্ষুদ্র হইলেও বর্ণ ব্যতীত এতদুভয়শ্রেণীর প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই। এই-শ্রেণীর মেষগুলি (Capra sibirica) মধ্য-এসিয়া হইতে সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে যাইয়া বাস করিতেছে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। প্রত্যেক দলে শতাধিক মাত্র মেষ থাকে। কার্ত্তিকমাসে পুংমেষগুলি পার্ব্বতীয় উচ্চ-শিখর হইতে অবতীর্ণ হইয়া মেষীদিগের সহিত সহবাসে মত্ত হয়। ইহারা ভীরু হইলেও অন্য বিষয়ে বিশেষ সাহস ও সদ্-বুদ্ধির পরিচয় দেয়। পর্ব্বতশৃঙ্গের অত্যুচ্চদেশে যে স্থানে একটী মাত্র মেষ গমন করিতে পারে না, সেই ক্ষুদ্র স্থান দিয়া এই আইবেক (Ibex) গণ স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিয়া থাকে; তৎকালে তাহাদের বুদ্ধিকৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। একটী সরল প্রস্তরখণ্ডের উপর দুইটীমাত্র ক্ষুর রাখিয়া একটী আইবেক শুইয়া পড়ে এবং বিপরীত-দিগভিমুখগামী মেষ তাহার উপর দিয়া সহজে সেই সংকীর্ণ স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক অভীষ্ট স্থানে গমন করিয়া থাকে। ইহারা একটী মাত্র শাবক প্রসব করে।

৪ পঞ্জাবজাত বন্যমেষ বা উড়িয়াল (Ovis cycloceros) হিমালয় সমতট, পেশাবর ও পঞ্জাবের হাজারা প্রভৃতি জেলার পার্ব্বত্য ভূভাগে দেখিতে পাওয়া যায়। কার্ত্তিকমাসে কামোন্মত্ত হইয়া স্ত্রী সহবাস করে এবং এককালে দুইটীমাত্র শাবক প্রসব করিয়া থাকে। দূর হইতে ইহাদিগকে হরিণের মত দেখায়। পর্ব্বতের উপলময় অনুর্ব্বর ভূমিই ইহাদের বিচরণ-স্থান।

তিব্বতীয় শা-পু (Ovis Viguei বা O. montana)হিন্দুকুশ, পামীর ও কাস্পীয়সাগরতীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে ১২ হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে ইহাদের বাস আছে। গাত্রবর্ণ রক্তাভ-ধূসর। তিব্বতীয় নাঃ বা ন্না (Ovis Nahura) হিমালয়-প্রদেশে ভরুর বা ভরল নামে পরিচিত।

এই মেষজাতি গাঢ় নীলাভ, এই কারণে নেপালেইহাদের

মেরবতী (নীলবতী) নাম হইয়াছে। বড় মেষগুলি মুখ হইতে পুচ্ছসীমা পর্য্যন্ত ৪½ হইতে ৫ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। পুচ্ছ ৭″ ইঞ্চ এবং খাড়াই ৩০—৩৬ ইঞ্চ। ইহারা প্রায় দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। স্ত্রী ও পুংমেষগুলি কখন কখন সারা বৎসর একত্র বাস করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে ইহারা এককালে দুইটী শাবক প্রসব করে। আশ্বিন কার্ত্তিকে ইহাদের গাত্রে চর্ব্বির সঞ্চার হইলে মেষমাংস উপাদেয় বোধ হয়। হিমালয়ের মধ্যভাগে তিব্বতের তুষার-ধবল নয়ান বা নিয়ার (Ovis Ammonoides) নামে আর এক শ্রেণীর মেষ দেখা যায়। ইহারা প্রায় ১৩ হাত (৪ ফিট-৪ ইঞ্চ) উচ্চ হয়। শৃঙ্গ প্রায় ৩ ফিট ৪ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। ইহাদের শৃঙ্গমূলের পরিধি ১৭ হইতে ২৪ ইঞ্চ পর্য্যন্ত মোটা। এরূপ বৃহৎ মূলযুক্ত শৃঙ্গদ্বয় করোটীসহ ২০ সের পর্য্যন্ত ওজনের হইতে দেখা যায়। এই প্রকার বৃহৎ শৃঙ্গের জন্য তাহারা স্বচ্ছন্দে সমতলক্ষেত্রে মাথা নোয়াইয়া তৃণাদি আহার করিতে পারে না, মুখ মাটিতে নোয়াইলে অগ্রে শৃঙ্গাগ্র মৃত্তিকা স্পর্শ করে। এরূপ শৃঙ্গের খোলের মধ্যে একটী খেঁকশিয়ালী অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারে। স্ত্রী-মেষগুলির শৃঙ্গ ১৮ ইঞ্চমাত্র লম্বা হয়।

ইহারা প্রায় ১৫ হাজার ফিট উচ্চে পর্ব্বতবক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, শীতকালে হিমালয়ের তুষারশিখরে ইহারা অনায়াসেই গমনাগমন করে। এই কারণে ঠাণ্ডা লাগিয়া ইহারা দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরে বিভিন্ন স্থানে বাস করে। ইহারা হরিণের ন্যায় লাফাইতে পারে। এজন্য সহজে ইহাদিগকে শীকার করা যায় না। লাদক প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রধানদেশে দেবোদ্দেশে সংরক্ষিত পবিত্র প্রস্তরখণ্ডের উপর ন্যা অথবা আইবেকের শৃঙ্গ সাজাইতে দেখা যায়।

বোখারার পূর্ব্বাঞ্চলে পামীর অধিত্যকার ১৬ হাজার ফিট উচ্চে রুশ্ বা রস (Ovis polii) নামে আর একপ্রকার মেষ দেখা যায়। ইহাদেরও শৃঙ্গমূলের পরিধি প্রায় ১৪½ ইঞ্চ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আর্মেনিয়ার O. Gmelini, কামস্কাট্‌কার O. nivicola ককেশস পর্ব্বতের Cylindricornis, কর্সিকা ও সার্ডিনিয়ার বনভূমের O. musimon, আটলাস পর্ব্বতের O. tragelphus, আমেরিকার রকি পর্ব্বতের O. montana ও O. Californiana প্রভৃতিতে আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য থাকিলেও মুখ ও দেহের গঠনপ্রণালী ধরিয়া মেষশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের গাত্রে প্রচুর পশম উৎপন্ন হইয়া থাকে। চমরী-গো ও দক্ষিণআমেরিকার পর্ব্বতপ্রিয় লামা নামক পশু মেষজাতির অন্তর্ভুক্ত না হইলেও লোমের জন্য এখানে উল্লেখ করা গেল।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধানফলে বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভূমণ্ডলে ২১ প্রকার বিভিন্নজাতীয় মেষ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে এসিয়াখণ্ডে ১৫, য়ুরোপে ৪, আফ্রিকায় ৩ ও আমেরিকায় ২ প্রকার। অষ্ট্রেলিয়া ও পলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জে পূর্ব্বে মেষ ছিল না। পরে বিভিন্ন দেশবাসী বণিকসম্প্রদায়-কর্ত্তৃক তত্তদ্দেশে আনীত হইয়াছে। সভ্যজাতির সমাগমে প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারোপযোগী অশ্বাদি পশু সকলও তথায় নীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে জগতের সর্ব্বত্রই মেষের লোমের বাণিজ্য প্রচলিত আছে। স্পেন, জর্ম্মণ প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশ, আফ্রিকাখণ্ড, মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি ভারতীয় নগর, অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ, আমেরিকা ও অপরাপর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশ হইতে ইংলণ্ডে ও ভারতে লোমের আমদানী হইয়া থাকে। দেশী ও কাশ্মীরী শাল, আলোয়ান, জামিয়ার প্রভৃতি নির্ম্মাণ-কার্য্যে ঐ সমস্ত পশম ব্যবহৃত হয়। মধ্যএসিয়া ও হিমালয়-জাত মেষের ও ছাগলের লোম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

বঙ্গদেশে মেষের লোমের বাণিজ্য নাই, তজ্জন্য কেহই মেষ পালন করিতে আদর প্রকাশ করে না। আমাদের দেশে চিনি ও রেশমের ব্যবসায় যে লাভ হয়, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের একমাত্র পশমের কারবারে তদপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে। বিশেষ যত্ন করিলে এখানেও প্রচুর লোম উৎপন্ন হইতে পারে। প্রতিবৎসর যে ৮।৯ কোটি সের লোমের বাণিজ্য হয়, তাহার মূল্য ১২ কোটি টাকার কম হইবে না।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে লক্ষটাকা মূল্যেরও লোম উৎপন্ন হইত না এবং শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে তথায় একটীমাত্র মেষও ছিল না। ইংরাজ-বণিকসমিতির উৎসাহে তথায় এখন যে পরিমাণ মেষের বাস হইয়াছে, তাহাতে প্রতিবর্ষে ৩ কোটী টাকার অধিক মূল্যেরও লোম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভারতে তৃণ বা শস্যাদির অভাব নাই, উৎসাহ থাকিলে বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় বিনা ব্যয়ে বহুলক্ষ মেষ প্রতিপালিত হইতে পারে। বীরভূম, মানভূম, হাজারিবাগ, রাজমহল, ভাগলপুর প্রভৃতি প্রদেশে অনেক পার্ব্বত্য স্থান আছে, তথাকার তৃণে বিনাব্যয়ে কোটি কোটি মেষ প্রতিপালিত এবং তদ্বিক্রয়ে কোটি কোটি টাকা লাভ হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন

বিন্ধ্যপর্ব্বতের সমুচ্চ অধিত্যকাভূমে মেষ পালন করিলে তাহার লোম শীতপ্রধান হিমালয়বক্ষ কাশ্মীর হইতে উত্তর-আসাম পর্য্যন্ত পার্ব্বতীয় সানুদেশজাত মেষলোমের সমতুল্য হইতে পারে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের একএকটী মেষে ৫ হইতে ৬ সের পর্য্যন্ত লোম হয়। উহা ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। শীতের তারতম্যানুসারেই যে কেবল মেষের লোম পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এরূপ অনুমান করা যায় না। মেষ জাতিবিশেষই লোমোৎপত্তির অবান্তর কারণ।

হিমালয়ের উচ্চশিখরে বঙ্গদেশীয় মেষ লইয়া গেলে, তাহা শালের উপযুক্ত লোম উৎপাদন করে না। আর শাললোমের ছাগ হুগলী জেলায় আনিয়া রাখিলে অখকম্বলোপযোগী লোমধারণ করে না। উত্তমজাতীয় মেষ উষ্ণদেশেও অপেক্ষাকৃত সুকোমল লোম ধারণ করে। মেষজাতির মধ্যে মেরিণো সর্ব্বপ্রধান। তাহার সুকোমল লোমে মেরিণো নামক সুপ্রসিদ্ধ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মেষক (পুং) মিষতীতি মিষ-অচ্, সংজ্ঞায়াং কন্। জীবশাক। (রাজনি০) স্বার্থে কন্। ২ মেষ শব্দার্থ, এরক। ৩ নৈগমেষ গ্রহ। (ভাবপ্র০)

মেষকম্বল (পুং) মেষলোমনির্ম্মিতঃ কম্বলঃ মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা০। মেষলোমনির্ম্মিত বস্ত্র, পর্য্যায়—ঊর্ণায়ু। (অমর)

মেষকুসুম (পুং) চক্রমর্দ্দ, চলিত চাকুন্দে গাছ। (বৈদ্যনি০)

মেষপাল (পুং) মেষপালক।

মেষপুষ্পা (স্ত্রী) মেষশৃঙ্গী, চলিত মেড়াশিং। (বৈদ্যকনি০)

মেষমাংস (ক্লী) মেষস্য মাংসং। মেষের মাংস, ভেড়ার মাংস। ইহার গুণ—বৃংহণ, পিত্ত ও শ্লেষ্মকর এবং গুরুপাক।

মেষলোচন (পুং) মেষস্য লোচনমিব পুষ্পমস্য। ১ চক্রমর্দ্দ, চাকুন্দে। (ভাবপ্র০) (ত্রি) ২ মেষ চক্ষুর ন্যায় চক্ষুযুক্ত।

মেষবল্লী (স্ত্রী) মেষপ্রিয়া বল্লী। অজশৃঙ্গী। (ভাবপ্র০)

মেষবাহিন্ (ত্রি) ১ মেষারোহী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ স্কন্দানুচর মাতৃভেদ।

মেষবিষাণিকা (স্ত্রী) মেষস্য বিষাণং শৃঙ্গমিব প্রতিকৃতিরস্যাঃ, বিষাণ-প্রতিকৃতৌ কন্, টাপি অত ইত্বং। মেষশৃঙ্গী।

মেষশৃঙ্গ (পুং) মেষস্য শৃঙ্গমিব তদাকৃতিত্বাৎ। স্থাবর-বিষভেদ। "মেষশৃঙ্গস্য পুষ্পাণি শিরীষধবয়োরপি।" (সুশ্রুত উ০ ১৭অ০) (ক্লী) ২ ভেড়ার শিং।

মেষশৃঙ্গী (স্ত্রী) মেষশৃঙ্গ-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। অজশৃঙ্গী বৃক্ষ, চলিত মেড়াশৃঙ্গী, পর্য্যায়—কর্কটবৃক্ষ, মেষবিষাণিকা, চক্ষু, চক্ষুর্ব্বহন, মেঢ়্শৃঙ্গী, বৃহৎক্রমা। (রত্নমালা) ইহার গুণ—তিক্ত, বাতবর্দ্ধক, খাস ও কাসবর্দ্ধক, পাকে রুক্ষ, কটু, তিক্ত, ব্রণ, শ্লেষ্মা ও অক্ষিশূলনাশক। ইহার ফলগুণ—তিক্ত, কুষ্ঠ, মেহ ও কফনাশক, দীপন, কাস, কৃমি, ব্রণ ও বিষনাশক

মেষহৃৎ (পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ।

মেষা (স্ত্রী) মিষ্যতেঽসৌ মিষ-কর্ম্মণি ঘঞ্-টাপ্। ক্রটি। চলিত গুজরাতী এলাচ। (শব্দচ০)

মেষাক্ষিকুসুম (পুং) মেষাণাং অক্ষিবৎ কুসুমমস্যস্য। চক্রমর্দ্দ।

মেষাখ্য (পুং) বালগ্রহবিশেষ. নৈগমেষগ্রহ। (বাভট উ০ ৩ অ)

মেষাণ্ড (পুং) মেষস্য অণ্ডমিব অণ্ডমস্য। ইন্দ্র।

মেষান্ত্রী (স্ত্রী) মেষস্য অন্ত্রমিব অন্ত্রং সূক্ষ্মত্বমস্যাঃ। বস্তান্ত্রী বৃক্ষ। (রাজনি০) অজান্ত্রী লতা, চলিত ছাগলবেটে।

মেষালু (পুং) মেষপ্রিয়ঃ আলুঃ। বর্ব্বরাবৃক্ষ। (শব্দচ০)

মেষাহ্বয় (পুং) মেষস্য আহ্বয়ঃ আহ্বানস্য। চক্রমর্দ্দ।

মেষিকা (স্ত্রী) মেষী-স্বার্থে কন্ টাপ্ হ্রস্বঃ। মেষী, মেষস্ত্রী।

মেষী (স্ত্রী) মিষ্যতে গৃহ্যতেঽসৌ ইতি মিষ্-ঘঞ্ ঙীষ্। ১ তিনিশবৃক্ষ। ২ জটামাংসী। (রাজনি০) ৩ মেষস্ত্রীজাতি, চলিত ভেড়ী, পর্য্যায়—জালকিনী, অবি, এড়কা, মেষিকা, ক্রুররী, রুজা, অবিলা, বেণী। (হেম) ইহার দুগ্ধগুণ—মধুর, গাঢ়, স্নিগ্ধ, কফাপহ, বাতবৃদ্ধি এবং স্থৌল্যকারক। (রাজনি০) দধিগুণ—সুস্নিগ্ধ, কফপিত্তকর, গুরু, বাত ও বাতরক্তে পথ্য, শোফ ও ব্রণনাশক। নবনীতগুণ—ক্লিষ্টগন্ধ, শীতল, মেধাহর, পুষ্টিদ, স্থৌল্যকর, মন্দাগ্নিদীপন, সারক, পাকে শীতল, লঘু, যোনিশূল, কফ ও বাতরোগে বিশেষ হিতকর। ঘৃতগুণ—বুদ্ধিনাশক, বলাবহ, শরীরের বিস্রগন্ধিকারক। এই ঘৃত অতিশয় গুরু, এজন্য সুকুমারদেহী মাত্রই ইহা বর্জ্জন করিবেন। (রাজনি০) মাংসগুণ—বাতনাশক, দীপন, কফপিত্তবর্দ্ধক, পাকে মধুর, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক। (ভাবপ্র০)

মেসুয়া (দেশজ) মেসো, মাতার ভগিনীপতি।

মেসূরণ (ক্লী) দশমলগ্ন, লগ্নাবধিক দশমস্থান, কর্ম্মস্থান।

"কর্ম্মস্থানঞ্চ দশমং খং মেসূরণমাস্পদম্।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

মেহ (পুং) মেহতি ক্ষরতি শুক্রাদিরনেনেতি, মিহ্-ঘঞ্। প্রমেহ রোগ। [বিশেষ বিবরণ প্রমেহ শব্দে দেখ]

মিহতীতি মিহ-অচ্। ২ মেষ। (শব্দচ০) ৩ প্রস্রাব, মূত্র। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, ব্রাহ্মণ, গো ও বায়ু ইহাদের অভিমুখে প্রস্রাব করিতে নাই। করিলে প্রজ্ঞা নষ্ট হয়।

"প্রত্যগ্নিং প্রতি সূর্য্যঞ্চ প্রতি সোমোদকদ্বিজান্।

প্রতি গাং প্রতি বাতঞ্চ প্রজ্ঞা নশ্যতি মেহতঃ॥"(মনু৪।৫২)

মেহ্কর, বেরার রাজ্যের বুলদানা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ১০০৫ বর্গ মাইল। এখানে লবণাম্বুপূর্ণ লোণার নামে একটী হ্রদ আছে।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ২০° ৯´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩১´পূঃ। জাল্না-নাগপুরের পথে উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। প্রবাদ, এখানে মেঘকর নামে এক রাক্ষস ছিল। বিষ্ণু শার্দ্দর মূর্ত্তিতে তাহাকে বিনাশ করেন। সেই মেঘকরের নাম হইতে এই স্থানের মেহকর নাম হইয়াছে।

নগর বহির্ভাগে একটী ভগ্নাবশেষ অট্টালিকাস্তূপ দৃষ্ট হয়। সাধারণের বিশ্বাস, উহা প্রায় ২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হেমাড়-পন্থ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ রাওর বিদ্রোহে সাহায্যকারী নাগপুরের ভোঁস্লে সর্দ্দারদিগকে দণ্ডবিধানার্থ পেশবা বাজীরাও সিন্ধেরাজ ও নিজাম-মন্ত্রী রুকণ্‌উদ্দৌলার সহিত এখানে ছাউনী করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে দেবগাঁওর সন্ধিভঙ্গ করায় নাগপুরপতি আপা সাহিব ভোঁস্লেকে শাস্তি দিবার জন্ত ইংরাজসেনানী জেনারল ডবটন্ এখানে স্বীয় পল্টনের ছাউনী স্থাপন করিতে বাধ্য হন।

এখানকার হিন্দু ও মুসলমান তন্তুবায় সমিতি স্ব স্ব ব্যবসায় দ্বারা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মুসলমান তন্তুবায়গণ বিগত ৪ শতাব্দ মধ্যে এরূপ অর্থাগম করিয়া লয় যে, পেণ্ডারি দস্যুদিগের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত তাহারা আপন ব্যয়ে মেহকর নগরীর চতুর্দ্দিকের ভগ্নপ্রায় প্রাকার বপ্রাদি পুনঃসংস্কৃত করিয়া নগরকে সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হন। মোমিনের প্রবেশ দ্বারের শিলালিপিতে ঐ কথা সপ্রমাণিত রহিয়াছে।

পেণ্ডারি দস্যুর অত্যাচারে ও উপদ্রবে নগর ক্রমশঃই শ্রীহীন হইয়া পড়ে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে জনশূন্য নগর দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হয়। সম্প্রতি এখানকার তন্তুবায়বংশধরগণ উৎকৃষ্ট ধুতি প্রস্তুত করিয়া পৈত্রিক বাণিজ্য-গরিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা পাইতেছে; কিন্তু মাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়দিগের বস্ত্রাদি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হওয়ায়, অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ দেশীয় বস্ত্রের আদর ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে।

মেহকুলান্তকরস (পুং) প্রমেহরোগাধিকারে কথিত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বঙ্গ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, চিরতা, পিপুল মূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ী, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মুতা, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, দাড়িম্ববীজ প্রত্যেকে একতোলা, শিলাজতু একপল। এই সকল দ্রব্য একত্র বন-কাকুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া এক রক্তি পরিমাণে বটি করিবে। অনুপান ছাগীদুগ্ধ, জল, আমলকীর রস বা কুলখকলায়ের কাথ। এই ঔষধ যথাবিধানে সেবন করিলে ২০ প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

মেহঘ্নী (স্ত্রী) মেহং হন্তীতি হন্‌ টক্ ঙীষ্। হরিদ্রা।

মেহদী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Lowsonia inermis)

মেহদী, আফ্রিকাবাসী দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানজাতি। কতিমা-বংশীয় আফ্রিকায় প্রথম খলিফা মেহ্দী হইতে এই সম্প্রদায় 'মেহ্দী বা মেদী' আখ্যা লাভ করে। মিশরের মুসলমান আধিপত্যকালে ইহাদের প্রভাব কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। মিশরে ইংরাজপ্রভুত্ব স্থাপিত হইবার পর, এখানকার ইংরাজগবর্ণমেন্ট আফ্রিকাসাম্রাজ্য বর্দ্ধনে প্রয়াসী হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যখণ্ডগুলি গ্রাস করিতে চেষ্টিত হন। এইসূত্রে সুদানের মেহ্দীদিগের সহিত ইংরাজরাজের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। বিগত ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দের সুদান যুদ্ধে ইংরাজসেনানী জেনারল গর্ডন মেহ্দীহস্তে সদলে বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তিকাল হইতে এই বিদ্বেষাগ্নি ক্রমশঃই প্রধূমিত হইতে থাকে। ভারতের বর্ত্তমান ইংরাজসেনাপতি লর্ড কিচনার (১৯০৪) ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সুদানের মেহ্দীসমাধি কলঙ্কিত করিয়া মেহদীজাতির প্রভাব হ্রাস করিয়াছিলেন। এই বীরত্বের জন্ত তিনি সর্দ্দার কিচেনার উপাধিতে ভূষিত হন। এখনও মেহ্দীসম্প্রদায় ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হইয়া যুদ্ধবিগ্রহে যোগদান করিতেছে।

মেহন (ক্লী) মিহতি সিঞ্চতি মূত্ররেতসী ইতি মিহ্-সেচনে ল্যু। শিশ্ন, মেঢ্র, লিঙ্গ।

"মেহনাবনং কারণাল্লোম" (ঋক্ ১০।১৬৩।৫)

'মেহনাৎ মেঢ্রাৎ' (সায়ণ) ২ মূত্র। (মেদিনী)

মিহতি সিঞ্চতি রসমিতি মিহ-ল্যু। (পুং) ৩ মুষ্ককবৃক্ষ। (রাজনি°)

মেহনৎ (আরবী) পরিশ্রম। মেহনৎ-আনা=বেতন।

মেহনতী (আরবী) পারিশ্রমিক। মেহনৎ-আনা।

মেহনা (স্ত্রী) মেহতে কার্য্যতে শুক্রমস্তামিতি, মিহ-করণে পিচ্ অধিকরণে যুচ্, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ মহিলা। ২ মংহনীয়।

মেহনাবৎ (ত্রি) বর্ষণবিশিষ্ট, বৃষ্টিপ্রদ। (ঋক্ ২।২৪।১০)

মেহমিহিরতৈল (ক্লী) প্রমেহরোগোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—তিল তৈল ৪ সের, কাথার্থ বেলছাল, সোনা-ছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, গুলঞ্চ, আমলা, দাড়িমফল মিলিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ নিমছাল, চিরতা, গোক্ষুর, রাস্না, রেণুক, বেলশুঁঠ, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুতা, ত্রিফলা, জয়ন্ত-পাতুকা, দ্রাক্ষা, জামছাল, আমছাল, বেনার মূল মিলিত ১ সের। পরে তৈলপাকের নিয়মানুসারে ইহা পাক করিতে হইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে প্রমেহ, মূত্রদোষ, হস্ত-পদ-মস্তকজ্বালা প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহরোগাধি°)

মেহমুদ্গাররস (পুং) মেহে মেহরোগে মুদ্গার ইব রসঃ। প্রমেহরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রসাঞ্জন, বিট্‌লবণ, দেবদারু, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, দাড়িমবীজ প্রত্যেকে একতোলা, লৌহ ৬ তোলা গুগ্‌গুলু ১ পল। এই সকল দ্রব্য একত্র ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনুপান দোষ বিশেষে ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই ঔষধসেবনে বিংশতি প্রকার প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহরোগাধি°)

মেহমুদ্গারবটিকা (স্ত্রী) প্রমেহরোগের বটিকৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রসাঞ্জন, বিট্‌লবণ, দেবদারু, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ, দাড়িম, চিরতা, পিপুলমূল, গোক্ষুর, ত্রিফলা, তেউড়ীমূল, প্রত্যেকে একতোলা, সর্ব্ব সমান লৌহচূর্ণ,গুগ্‌গুলু ১ পল, এই সকল দ্রব্য ঘৃত দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ১ মাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ছাগী দুগ্ধ বা জল। ইহা সেবন করিলে সকলপ্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডু, হলীমক প্রভৃতি রোগ নিরাকৃত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্রমেহরোগাধি°)

মেহবজ্র (ক্লী) প্রমেহরোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রসসিন্দূর, কান্তলৌহ, শিলাজতু, মনঃশিলা, গন্ধক, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বেল, জীরা, কতবেল, হরিদ্রা এই সকল ভৃঙ্গরাজ-রসে ৩০বার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ মধুর সহিত লেহন করিতে হয়। পরে অনুপান—মহানিম্বের বীজ তিন তোলা, তণ্ডুলজল ৮ তোলা, ঘৃত ১ তোলা। ইহাতে সুদারুণ প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° সোমরোগাধি°)

মেহর, আগ্রানিবাসী জনৈক মুসলমান কবি। ইনি চুণারের মুনসিফ ছিলেন। প্রকৃত নাম মীর্জ্জা হাতিম আলিবেগ। "পাঞ্জমেহর" নামে একখানি দিবান্ লিখিয়া ইনি মেহর উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইনি আগ্রানগরে বিদ্যমান ছিলেন।

মেহর, লক্ষ্ণৌএর রাজ্যচ্যুত নবাব আমীনুদ্দৌলা সৈয়দ আঘা-আলাখাঁর উপাধি। ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তৎকৃত একখানা উর্দ্দু দিবান্ পাওয়া যায়।

মেহর, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৫২৫ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে লার্খানা, পূর্ব্বে সিন্ধুনদ, দক্ষিণে সেবান ও পশ্চিমে খিলাত।

এই বিভাগের পশ্চিমাংশ পার্ব্বত্য অধিত্যকায় পূর্ণ। উহার উচ্চতা ৬ হাজার ফিট্। কেবলমাত্র পশ্চিম নারা-খালের উভয় তীরবর্ত্তী ভূমি সমতল। এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ উর্ব্বরা। উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য এখানে বহুর্বা, মারুই, কুদন প্রভৃতি আরও কতকগুলি খাল কাটা আছে, পর্ব্বতের সানুদেশে প্রচুর তুলা জন্মে। স্থানে স্থানে লবণপ্রধান 'কালর' নামক উষর ভূমি। খীরথর পর্ব্বতশ্রেণীতে ফট্‌কিরি পাওয়া যায়।

মেহর ও খয়েরপুর-নাথেশাহ নামক নগরদ্বয়ই প্রধান। খীরথর গিরিশৃঙ্গস্থ ধর-য়ারো ও দম্মা-টাউয়ার নামক নগরদ্বয় স্বাস্থ্যনিবাস মধ্যে পরিগণিত।

এখানে একপ্রকার মোটা কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়। উহা হাইদরাবাদ প্রভৃতি নগরে নৌকাযোগে প্রেরিত হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ২৮২১ বর্গ মাইল।

৩ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। মিউনিসি-পালিটীর তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। কাকোল খালের তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°১০´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭°৫২´ পূঃ।

মেহরনাসির (ম র্জ্জা), পারস্যরাজ করিম খাঁর আশ্রিত জনৈক রাজবৈদ্য। হেকিমীবিদ্যায় পারদর্শিতার সঙ্গে সঙ্গে ইনি কাব্যজগতের উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। পারস্য-কবি কৃত যতগুলি 'বাসন্তীবর্ণনা' পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ইহাঁর কৃত মস্‌নবিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মেহরুন্নিসা, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহানের কন্যা। শেরআফগানের ঔরসজাতা। এই কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারের বিবাহ হয়।

মেহরুন্নিসাবেগম, সম্রাট্ আলমগীরের ৫ম কন্যা। অরঙ্গ-মহল নাম্নী মহিষীর গর্ভজাত। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। সুলতান মুরাদবক্সের পুত্র যুবরাজ এজিদ্‌বক্স ইহাঁর পাণিগ্রহণ করেন। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে রাজকন্যা ভবধাম ছাড়িয়া যান।

মেহসী, চম্পারণ জেলার মধুবানি মহকুমার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। মুজঃফরপুর হইতে মতিহারী যাইবার পথে অবস্থিত। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন প্রথমে বাঙ্গালার অধিকার পান, তৎকালে এইস্থান তাহাদের উত্তরবিহারের সদর বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখানে উৎকৃষ্ট তামাকু প্রস্তুত হয়। এখানকার কুঠীর য়ুরোপীয় অধ্যক্ষগণ দোক্তার বীজ আমদানী করিতেন।

মেহানল (পুং) লোহ মেহরোগে অনল ইব। প্রমেহ রোগোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রসসিন্দূর ও বঙ্গ সমভাগে মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ

বটিকা করিতে হইবে। অনুপান কুচের মূল ও দুগ্ধ। ইহা সেবনে বহুদিনের প্রমেহ রোগ আশু নিরাকৃত হয়। (ভৈষজ্যরত্না॰ প্রমেহ রোগাধি॰)

মেহিন্ (পুং) মেহঃ মেহরোগঃ অস্ত্যস্তীতি ইনি। মেহ-রোগী, যাহার প্রমেহ রোগ আছে।

মেহেদপুর, মধ্যভারতের ইন্দোররাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। শিপ্রা নদীর দক্ষিণকূলে উজ্জয়িনী রেলষ্টেসন হইতে ১২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২৩°২৯´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৫°৪৬´৩০´´ পূঃ। এখানে বোম্বাই গবর্ণ-মেণ্টের অধীনস্থ একটী সেনাবাস আছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানী সর্ টমাস হিস্‌লপ নদীর অপর পারে হোল-কাররাজের অধীনস্থ মহারাষ্ট্র সেনাকে পরাভূত করেন ও ৬৩টী কামান কাড়িয়া লন। শিপ্রাতটে ৩ হাজার মহারাষ্ট্র-দেহের অবসান হয়।

মেহেরপুর, বাঙ্গালার নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী উপ-বিভাগ। ভূপরিমাণ ৬৩২ বর্গমাইল। এখানে তেহাটা, মেহের-পুর, করিমপুর ও গাঙ্গনি নামে চারিটী থানা আছে।

২ নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও বিচার সদর। প্রাচীন নাম মিহিরপুর। ভৈরবনদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২৩°৪৬´৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮৮°৪০´১৫´´ পূঃ। এখানে পিত্তল বাসনের বিস্তৃত কারবার আছে। চার্চ মিসনরি সোসাইটীর একটী প্রচারকেন্দ্র এখানে অবস্থিত।

মেহেরবান্ (পারসী) দয়ালুতা। কৃপাপরবশতা।

মেহেরবাণী (পারসী) অনুগ্রহ।

মেহোমদাবাদ (মাহ্মুদাবাদ), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খৈরা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৭৪ বর্গ মাইল।

২ উক্ত মহকুমার প্রধান নগর। অক্ষা॰ ২২°৪৯´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭২°৪৮´ পূঃ। এখানে বোম্বে-বরোদা ও মধ্যভারত রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। তজ্জন্য স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরপতি মাহ্মুদবৈকাড়া এই নগর স্থাপন করেন। রাজা ৩য় মাহ্মুদ (১৫৩৬-৫৪) নগর সংস্কারপূর্ব্বক এখানে ৬ মাইল পরিসরযুক্ত একটী মৃগয়া-বন নির্ম্মাণ করান। ঐ রাজো-দ্যানের চারিকোণে চারিটী সুরক্ষিত প্রাসাদ, প্রত্যেক অট্টালিকা-প্রবেশের দক্ষিণ পার্শ্বে এক একটী বাজার। এখান-কার অন্যান্য প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে মাহ্মুদ বিকাড়ার প্রধানামাত্য মুবারিক সৈয়দ ও তদীয় শ্যালকের ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত সমাধি মন্দিরই উল্লেখযোগ্য।

মৈকল, (মেকল) মধ্যপ্রদেশের মণ্ডলা জেলার অন্তর্গত বিলাস-পুরের সমীপবর্ত্তী একটী গিরিশ্রেণী। অমরকণ্টক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৭০ মাইল বিস্তৃত। পরে উহাই ক্রমে সালেতেক্রী নামে প্রধাবিত হইয়াছে। ইহার অধিত্যকা দেশ ২ হাজার ফিট্ উচ্চ, তন্মধ্যে লাফা নামক শৃঙ্গ ৩২০০ ফিট। ইহার শিখর-ভূমি শালবৃক্ষ মণ্ডিত। পর্ব্বতবাসিগণ 'দহিয়া' প্রথায় চাষ করে।

মৈত্র (ক্লী) মিত্রাদাগতমিতি, যদ্বা মিত্রস্যেদমিতি (তস্যেদম্ পা ৪।৩।১২০) ইতি অণ্। ১ অনুরাধা নক্ষত্র। মিত্রঃ সূর্য্যো দেবতাস্যেতি। ২ আদিত্যলোক।

"পায়ুনোৎক্রমমাণস্তু মৈত্রং স্থানমবাপ্নুয়াৎ।
পৃথিবীং জঘনেনায় উরুভ্যাঞ্চ প্রজাপতিম্॥"(ভাগ॰ ১২।৩১৭।৩)

৩ পুরীষোৎসর্গ।

"ততঃ কল্যং সমুত্থায় কুর্য্যান্মৈত্রং নরেশ্বরঃ।
নৈর্ঋত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্যধিকং ভুবঃ॥" (আহ্নি॰তত্ত্ব॰)

মিত্রস্য ভাবঃ মিত্র-অণ্। ৪ মিত্রতা, বন্ধুত্ব। (ত্রি) ৫ মিত্রসম্বন্ধী। ৬ মিত্রতাশালী।

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥" (গীতা ১২।১৩)

'মিত্রভাবো মৈত্রঃ মিত্রতয়া বর্ত্ততে' (শঙ্কর) 'মৈত্রঃ হীনেষু কৃপালুঃ' (স্বামী) 'মৈত্রী মিত্রতা, তদ্বান্ মৈত্রঃ' (মধুসূদন সরস্বতী)। হীনের প্রতি কৃপা বিশিষ্ট, দয়ালু। (পুং) ৭ ব্রাহ্মণ। (ত্রিকা॰)

"জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেৎ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥" (মনু ২।৮৭)

৮ উদয় মুহূর্ত্ত হইতে তৃতীয় মুহূর্ত্ত, সূর্য্য যে মুহূর্ত্তে উদিত হন, তৎপরে তৃতীয় মুহূর্ত্তের নাম মৈত্র।

"মৈত্রে মুহূর্ত্তে শশলাঞ্ছনেন যোগং গতাসূত্তরফল্গুনীষু।" (কুমার ৭।৬)

৯ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। ব্রাত্যবৈশ্য হইতে এই জাতির উৎপত্তি।

"বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ॥" (মনু ১০।২৩)

মৈত্রক (ক্লী) ১ মিত্রতা। ২ বন্ধুত্ব।

মৈত্রকন্যক (পুং) বৌদ্ধভেদ।

মৈত্রতা (স্ত্রী) মৈত্রস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। মিত্রতা, বন্ধুত্ব।

মৈত্রভ (ক্লী) অনুরাধা নক্ষত্রের নামান্তর।

মৈত্রবর্দ্ধক (ত্রি) মিত্রতা বৃদ্ধিকারী।

মৈত্রশাখা (স্ত্রী) বৈদিক শাখাভেদ।

মৈত্রসূত্র (স্ত্রী) ১ মৈত্রতারূপ রজ্জু। ২ বৌদ্ধসূত্রভেদ।

মৈত্রাক্ষজ্যোতিক (পুং) পূয়ভক্ষ প্রেতযোনিবিশেষ। ভ্রষ্টকর্ম্মা বৈশ্য মৃত্যুর পর এই যোনি প্রাপ্ত হয়।

"বৈশ্যো ভ্রষ্টকর্ম্মা মৈত্রাক্ষজ্যোতিকনামা পূয়ভক্ষ্যঃ প্রেতো জন্মান্তরে ভবতি। মিত্রদেবতাকত্বান্মৈত্রঃ পায়ুস্তদেবাক্ষং কর্ম্মেন্দ্রিয়ং তত্র জ্যোতির্যস্য স মৈত্রাক্ষজ্যোতিকঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ জ্যোতিষঃ ষকারলোপঃ।" (মনু ১২।৭২ কুলুক)

মৈত্রাবার্হস্পত্য (ত্রি) মিত্র ও বৃহস্পতিসম্বন্ধীয়।

মৈত্রায়ণ (পুং) মিত্রস্য অপত্যং পুমান্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯) ইতি মিত্র-ফক্। ১ মিত্রের গোত্রাপত্য। (স্ত্রী) ২ সূর্য্যের ন্যায় প্রতিদিন বিচিত্র গতিবিশিষ্ট।

"ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ।"

(ভারত ১২।১৯৭১ শ্লোক০)

'মিত্রং মিত্রভাবঃ তদেবায়নং মার্গঃ তদ্‌গতশ্চরেৎ, মিত্রঃ সূর্য্যঃ তস্যেদং মৈত্রং তদয়নং গমনং তত্র গতঃ সূর্য্যবৎ প্রত্যহং বিভিন্নমার্গঃ' (নীলকণ্ঠঃ)

৩ গৃহ্যসূত্রপ্রণেতা জনৈক ঋষি। ৪ মৈত্রিনামীয় বৈদিক শাখাভেদ।

মৈত্রায়ণক (ত্রি) মৈত্রায়ণসম্বন্ধীয়।

মৈত্রায়ণি (পুং) উপনিষদ্‌ভেদ।

মৈত্রায়ণী (স্ত্রী) জনৈক বৌদ্ধ স্ত্রী-আচার্য্য, পূর্ণের মাতা।

মৈত্রায়ণীয় (পুং) মৈত্রায়ণসম্বন্ধীয় বৈদিকশাখাভেদ।

মৈত্রায়ণ্য (পুং) মৈত্রায়ণের গোত্রাপত্য।

মৈত্রাবরুণ (পুং) মিত্রশ্চ বরুণশ্চেতি (দেবতাদ্বন্দ্বে চ। ৬।৩।২৬) ইত্যানঙ্, ততঃ (দেবতাদ্বন্দ্বে চ। পা ৭।৩।২১) ইতি মিত্রস্য বৃদ্ধিঃ, (দীর্ঘাচ্চ বরুণস্য। ৭।৩।২৩) ইতি বরুণস্য ন বৃদ্ধিঃ, তয়োরপত্যমিতি, মিত্রাবরুণ-অণ্। অগস্ত্য, মিত্রাবরুণের অপত্য। ঋগ্বেদে লিখিত আছে,—উর্ব্বশী দর্শনে মিত্রাবরুণের রেতঃস্খলিত হয়, সেই রেতঃ হইতে অগস্ত্য এবং বশিষ্ঠ এই দুইজন ঋষি উৎপন্ন হন।*

[মিত্র, বরুণ, অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

মৈত্রাবরুণি (পুং) মৈত্রাবরুণয়োরপত্যমিতি মৈত্রাবরুণ (অত ইঞ্। পা ৪।১।৯৫) ইতি ইঞ্। অগস্ত্য।

"ততঃ তিগম্য মহাত্মানং মৈত্রাবরুণিমচ্যুতম্।

আশ্রমস্থং তপোরাশিং কর্ম্মভিঃ স্বৈরভিষ্টুবন্॥"

(ভারত ৩।১০৩।১৪)

মৈত্রাবরুণীয় (ত্রি) মৈত্রাবরুণ ঋত্বিক্‌সম্বন্ধীয়। (সাংখ্য০ কৌ০ ৩০।৩)

মৈত্রি (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। ইহাঁর নামানুসারে মৈত্র্যুপনিষদ্ হইয়াছে।

মৈত্রিক (পুং) মিত্রসম্বন্ধীয়। মিত্রের কার্য্য।

মৈত্রিন্ (ত্রি) মৈত্রং মিত্রতা তদস্যাস্তীতি মিত্র-ইন্। মিত্র, বন্ধু, মিত্রতাযুক্ত।

"স এব বন্ধুঃ স পিতা স মৈত্রী জননী চ সা।

স চ ভ্রাতা পতিঃ পুত্রো যঃ কৃষ্ণবর্ত্ম দর্শয়েৎ॥"

(পঞ্চরাত্র ২৮।২৩)

মৈত্রী (স্ত্রী) মৈত্র-ঙীষ্, যদ্বা মিত্র-ভাবে ষ্যঞ্, ঙীষ্, ততঃ (হলস্তদ্ধিতস্য। পা ৬।৪।১৫০) ইতি যলোপঃ। মিত্রের ভাব, মিত্রের কর্ম্ম, মিত্রতা, বন্ধুত্ব। বিদ্বিষ্ট, পতিত, উন্মত্ত, বহুবৈর, অতিশয় নিন্দিত, অতিকীটক, (যাহারা কীটের ন্যায় পরের পীড়া উৎপাদন করে) অসতী স্ত্রী এবং তাহার স্বামী, ক্ষুদ্র, মিথ্যাবাদী, অতিশয় ব্যয়শীল, পরীবাদরত এবং শঠ এই সকল ব্যক্তিদিগের সহিত মৈত্রী করিতে নাই। ইহাদিগের সহিত মৈত্রী করিলে প্রতিপদে বিপদ্ সম্ভাবনা।

"বিদ্বিষ্টপতিতোন্মত্ত-বহুবৈরাতিকীটকৈঃ।

বন্ধকীবন্ধকীভর্তৃক্ষুদ্রানৃতকথৈঃ সহ॥

তথাতিব্যয়শীলৈশ্চ পরীবাদরতৈঃ শঠৈঃ।

বুধো মৈত্রী ন কুর্ব্বীত নৈকঃ পন্থানমাশ্রয়েৎ॥"

(বিষ্ণুপু০ ৩।১১ অ০)

মৈত্রীনাথ (পুং) জনৈক গ্রন্থকার।

মৈত্রীপূর্ব্ব (ত্রি) মিত্রতা পূর্ব্বক।

মৈত্রীবল (পুং) মৈত্রী মিত্রতা বলমস্য। ১ বুদ্ধ। (ত্রিকা০) ২ শাক্যমুনির অবতার রাজভেদ। (ত্রি) ৩ মিত্রতা বলবিশিষ্ট।

মৈত্রীভাব (পুং) বন্ধুতা।

মৈত্রেয় (পুং) মৈত্রে মিত্রতায়াং সাধুরিতি মৈত্র-ঢঞ্।

---

* "উতাসি মৈত্রাবরুণো বশিষ্ঠোর্ব্বশ্যা ব্রহ্মন্ মনসোঽধিজাতঃ

দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন বিশ্বে দেবাঃ পুষ্করে ত্বাদদন্ত" (ঋক্ ৭।৩৩।১১)

উতাপি চ হে বশিষ্ঠ! মৈত্রাবরুণ! মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্রোঽসি, ব্রহ্মন্ বশিষ্ঠ! উর্ব্বশ্যা অপ্সরসো মনসো মমাঙ্ক পুত্রঃ স্যাদিতি উদ্ভূতাৎ সংকল্পাৎ ব্রহ্মণঃ রেতঃ মিত্রাবরুণয়োরুর্ব্বশীদর্শনাৎ স্কন্নমাসীৎ, তস্মাদধিজাতোঽসি।

তয়োরাদিত্যয়োঃ সত্রে দৃষ্ট্বাপ্সরসমুর্ব্বশীম্।

রেতশ্চস্কন্দ তৎ কুম্ভে ন্যপতদ্বাসতীবরে।

তেনৈব চ মুহূর্ত্তেন বীর্য্যবন্তৌ তপস্বিনৌ।

অগস্ত্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ তত্রর্ষী সম্বভূবতুঃ।

বহুধা পতিতং রেতঃ কলশে চ জলে স্থলে।

স্থলে বশিষ্ঠস্তু মুনিঃ সম্ভূতো ঋষিসত্তমঃ।

কুম্ভে ত্বগস্ত্যঃ সম্ভূতো জলে মৎস্যো মহাদ্যুতিঃ

উদিয়ায় ততোঽগস্ত্যঃ শম্যামাত্রো মহাতপাঃ॥" (সায়ণ)

বুদ্ধভেদ। (ত্রিকা॰) মিত্রয়োরপত্যমতি মিত্রয়ু (গৃষ্ট্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১৩৬) ইতি ঢঞ্, (ততঃ কেকয়মিত্রয়ুপ্রলয়ানাং যাদেরিয়ঃ। পা ৭।৩।২) ইতি য়ু স্থানে ইয়াদেশে প্রাপ্তে (দাণ্ডিনায়ন হাস্তিনায়ন। পা ৬।৪।১৭৪) ইতি যুলোপো নিপাতিতঃ। ২ মুনিবিশেষ।

"এবং ব্রুবাণং মৈত্রেয়ং দ্বৈপায়নসুতো বুধঃ।

প্রীণয়ন্নিব ভারত্যা বিদুরঃ প্রত্যভাষত ॥"(ভাগবত ৩।৭।১)

৩ সূর্য্য। ৪ বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ।

"মৈত্রেয়কন্তু বৈদেহো মাধুকং সম্প্রসূয়তে।

নৃন্ প্রশংসত্যজস্রং যো ঘণ্টাতাড়োঽরুণোদয়ে॥" (মনু ১০।৩৩)

(ত্রি) ৫ মিত্রসম্বন্ধী। ৬ মিত্রয়ুবংশোদ্ভবাদি।

"দিবোদাসস্তু দায়াদো ব্রহ্মর্ষির্মিত্রয়ুর্নৃপঃ।

মৈত্রায়ণী ততঃশাখা মৈত্রেয়াস্তু ততঃ স্মৃতাঃ॥"(হরিবংশ ৩২।৭৭)

৭ বোধিসত্ত্বভেদ। ৮ মৃচ্ছকটিকের বিদূষকের নাম। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মৈত্রেয়ী, মৈত্রেয় কর্ত্তৃক উচ্চারিত উপনিষদ্।

মৈত্রেয়ক (পুং) বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। (মনু ১০।৩৪)

মৈত্রেয়রক্ষিত (পুং) জনৈক বৈয়াকরণ। ইনি তন্ত্রপ্রদীপ বা অনুন্যাস নামে জিনেন্দ্রবুদ্ধিকৃত কাশিকাবিবরণপঞ্জিকার টীকা প্রণয়ন করেন। ইহা ভিন্ন তিনি স্বকৃত ধাতুপ্রদীপে ন্যাসকার ধাতুপারায়ণ ও রূপাবতার প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

মৈত্রেয়-বন, ১ প্রাচীন বনভেদ।

মৈত্রেয়িকা (স্ত্রী) ১ বন্ধুর মধ্যে পরস্পর বিবাদ, মিত্রযুদ্ধ। ২ মিত্রয়ু হইতে উদ্ভবা।

মৈত্রেয়ী (স্ত্রী) ১ উপনিষদ্ ভেদ। ২ যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী। ৩ অহল্যার নামান্তর। (ষড়্বিংশ ব্রা॰ ১।১)

৪ সুলভা। (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূ॰ ৪।৪)

মৈত্র্য (ক্লী) মিত্র-ষ্যঞ্। মিত্রের ভাব, বা মিত্রের কর্ম্ম, মিত্রতা, বন্ধুত্ব।

"প্রাহুঃ সাপ্তপদং মৈত্র্যং জনাঃ শাস্ত্রবিচক্ষণাঃ।

মিত্রতাঞ্চ পুরস্কৃত্য কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু॥" (পঞ্চতন্ত্র ৩।৫।৩৯)

মৈথিল (পুং) মিথিলা নিবাসোঽস্যেতি মিথিলা (সোঽস্য নিবাসঃ। পা ৪।৩।৮৯) ইতি অণ্। ১ মিথিলাদেশবাসী। ২ মিথিলাধিপতিমাত্র, মিথিলাদেশের রাজা। ৩ রাজর্ষি জনক।

মৈথিল কায়স্থ, মিথিলাবাসী জনৈক কায়স্থ কবি। কবীন্দ্র চন্দ্রোদয়ে ইঁহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

মৈথিলবাচস্পতি (পুং) জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

মৈথিলব্রাহ্মণ, মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। ইহারা পঞ্চগৌড়েরই অন্তর্গত। বর্ত্তমানকালে ত্রিহুত, সারণ, মুজঃফরপুর দরভঙ্গা, পূর্ণিয়া ও নেপালের কোন কোন অংশে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রধানতঃ বাস দেখা যায়। এ ছাড়া উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ ও বাঙ্গালায় দুই একঘর মৈথিলশ্রেণী আসিয়া বাস করিয়াছেন। বঙ্গে স্থানবিশেষে ইঁহারা বৈদিকশ্রেণীর সহিত মিশিয়া গিয়াছেন।

মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, সাবর্ণ, পরাশর, কৌশিক, গর্গ ও কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র আছে। এদেশীয় রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের গাঁঞির মত উক্ত একাদশ গোত্রের মধ্যে আবার বাসস্থানানুসারে ১৭৭টী "ডি" বা "মূল" আছে। তন্মধ্যে বাৎস্যগোত্রে ৪৩, শাণ্ডিল্যগোত্রে ৫৮, ভরদ্বাজগোত্রে ১৩, কাশ্যপগোত্রে ১৭, কাত্যায়নগোত্রে ৬, গৌতমগোত্রে ১, সাবর্ণগোত্রে ৭, পরাশরগোত্রে ৪, কৌশিকে ১, গর্গগোত্রে ১, ও কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রে ১টী মূল পাওয়া যায়।

মৈথিলশ্রেণীর মধ্যে প্রধানতঃ পঞ্চকুল দৃষ্ট হয়—১ শ্রোত্রিয় বা শোতে, ২ যোগ, ৩ পঞ্জিবদ্ধ, ৪ নাগর ও ৫ জৈবার। এই পঞ্চকুলের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কুল যথাক্রমে পরবর্ত্তী কুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

শ্রোত্রিয় অপর নিচুঘর হইতে কন্যাগ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে তিনি বহু অর্থও পাইয়া থাকেন, কিন্তু এই সম্বন্ধজাত সন্তান মাতৃকুল হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও পিতৃকুলে অপর ব্যক্তির নিকট সমান সম্মান পাইতে পারেন না। এই অপর কুল সম্বন্ধেও মানের ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়। উচ্চ ঘর তদপেক্ষা নিম্ন ঘরে কাজ করিলেই মানে কিছু খর্ব্ব হন, কিন্তু নিম্ন ঘরের পক্ষে তাহা সম্মানজনক ও উত্তম কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এরূপ কুলনিয়ম থাকিলেও বাঙ্গালাদেশের মতন তেমন বাঁধাবাঁধি কঠোর নিয়ম নাই। বেহারীরা বলিয়া থাকেন যে, এ দেশে বল্লালসেনের আধিপত্য স্থায়ী না হওয়ায় বাঙ্গালার মত কঠোর পদ্ধতি চলিতে পারে নাই। মৈথিল কুলশ্রেষ্ঠগণ সচরাচর পণ্ডিত, পঞ্জিকার ও ঘটক সঙ্গে লইয়া ত্রিহুতের নানা স্থানে গিয়া কুলের সমীকরণ করিয়া থাকেন, এইরূপ সামাজিক সম্মিলনে কুলের দোষগুণ আলোচনা ও বৈবাহিক সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়া থাকে। প্রধানতঃ বংশশুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সকলে আদান প্রদান করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালায় কুলীন বরের যেমন ক্রমশঃই দর বাড়িতেছে, মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই কুপ্রথা অল্প বিস্তর প্রবেশ লাভ করিয়াছে। রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যেমন নিকষকুলীন বা স্বকৃত ভঙ্গেরা বহু বিবাহ করিয়া থাকে, 'বিকৌয়া'

(বিক্রেতা) নামক একশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা একজনে নিজেই হউক বা পুত্রের বিবাহ দিয়াই হউক নিয়ঘর হইতে বহু কন্যা-গ্রহণ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া বেড়ান। শ্রোত্রিয় বা নাগর শ্রেণীর 'বিকৌয়া' বড় একটা দেখা যায় না। যোগ ও পঞ্জিবদ্ধদিগের মধ্যে 'বিকৌয়া'র সংখ্যা অধিক। বিকৌয়ারা কুলের তারতম্য অনুসারে ও কন্যাকর্ত্তার বংশমর্য্যাদা অনুযায়ী তাঁহার নিকট পণ পাইয়া থাকেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে মৈথিল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কন্যা অপেক্ষা পুত্রের সংখ্যা অনেক বেশী।

মৈথিলশ্রীদত্ত (পুং) মিথিলাবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। আচারাদর্শ, আবসথ্যাধানপদ্ধতি, ছন্দোগাহ্নিক, পিতৃভক্তি বা শ্রাদ্ধকল্প, ব্রতসার, সময়প্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন। কমলাকর, দিবাকর, রঘুনন্দন প্রভৃতি ইঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মৈথিলিক (পুং) মিথিলাবাসী।

মৈথিলী (স্ত্রী) মৈথিলস্তন্নামা রাজা তস্যাপত্যং স্ত্রী। সীতা।

মৈথিলীশরণ, সীতারামতত্ত্ব প্রকাশরচয়িতা।

মৈথিলেয় (পুং) মিথিলাসম্বন্ধীয়।

মৈথুন (ক্লী) মিথুনে সম্ভবতীতি মিথুন-(সম্ভূতে। পা ৪।৩।৪১) ইতি অণ্, মিথুনস্যেদমিত্যণ্ বা। অগ্ন্যাধান, মিথুনশব্দবাচ্য, স্ত্রীপুরুষসাধ্য অগ্ন্যাধানরূপ পুত্রোৎপত্ত্যাদি ব্যাপারবিশেষ।

"অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥"

'মৈথুনে মিথুনশব্দবাচ্যে স্ত্রীপুংসসাধ্যে অগ্ন্যাধান-পুত্রোৎপত্ত্যাদৌ' উদ্বাহতত্ত্ব। পর্য্যায়—সুরত, অভিমানিত, ধর্ষিত, সম্প্রয়োগ, অনারত,অব্রহ্মচর্য্যক, উপসৃষ্ট, ত্রিভদ্র,ক্রীড়ারত্ন, মহাসুখ, ব্যবায়, গ্রাম্যধর্ম্ম, রত, নিধুবন। ইহার গুণ ও দোষ—ধাতুক্ষয়-কারক,রতি ও সন্তানদাতৃত্ব। অতিশয় মৈথুনাচারী ব্যক্তির শ্বাস, কাস ও জ্বর এবং যাহারা মৈথুন করে না তাহাদের, প্রমেহ, মেদ, গ্রন্থিরোগ ও অগ্নিমান্দ্য হয়। স্ত্রীসংসর্গ রহিতের আয়ু, অজর, শরীর, বল, বর্ণ এবং মাংস দৃঢ়রূপে উপচিত হইয়া থাকে। পূজাস্থান, অশুচিস্থান, সেক-স্থান, লোক-সমীপ, প্রাতঃকাল, সন্ধ্যাকাল এবং পর্ব্বদিনে মৈথুন নিষিদ্ধ। রজস্বলা স্ত্রী, অকামা, মলিনা, বন্ধ্যা, বর্ণজ্যেষ্ঠা, বয়োজ্যেষ্ঠা, ব্যাধিযুক্তা, অঙ্গহীনা, অসতী, বেশ্যা, যোনিদোষ-দুষ্টা, সগোত্রা, গুরুপত্নী, ভিক্ষুকী, কপটতত্ত্বধারিণী ও বৃদ্ধা, মৈথুন বিষয়ে এই সকল স্ত্রী বর্জ্জনীয়া। এই সকল স্ত্রীদিগের সহিত মৈথুন আচরণ করিলে অধর্ম্ম, আয়ুঃক্ষয় এবং নানাবিধ পীড়া হইয়া থাকে।

বয়স এবং রূপগুণের অনুরূপা, কুল ও শীলযুক্তা, বাজীকরণপীড়িতা (যাহারা বাজীকরণোক্ত ঔষধ সেবন করিয়াছে) অধিকামা, হৃষ্টা ও অলঙ্কৃতা রমণীতে তদনুরূপ পুরুষ রাত্রির প্রথম যামে মৈথুন আচরণ করিবে। মৈথুনের পর শর্করার সহিত দুগ্ধ সেবন, নিদ্রা বা গৌড়িক রস ভোজন হিতকর। (রাজবল্লভ)

ভাবপ্রকাশে মৈথুনের বিধিনিষেধ সম্বন্ধে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে;—মানবগণের শরীরে নিত্যই মৈথুনেচ্ছা হইয়া থাকে। ঐ ইচ্ছা প্রতিরোধ করিয়া একেবারে মৈথুন না করিলে মেহ রোগ, মেদোবৃদ্ধি ও শরীরের শিথিলতা উৎপন্ন হয়। গ্রীষ্ম ও শরৎকালে বালাস্ত্রী, শীতকালে তরুণী, বর্ষা ও বসন্তকালে প্রৌঢ়া স্ত্রী মৈথুন বিষয়ে প্রশস্তা ও হিতকারিণী। ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রী বালা নামে অভিহিত। ১৬ হইতে ৩২ পর্য্যন্ত তরুণী, ৩২শের পর ৫০ পর্য্যন্ত প্রৌঢ়া, তৎপরে বৃদ্ধা, এই বৃদ্ধা স্ত্রী মৈথুন বিষয়ে পরিত্যাজ্যা। নিত্য বালা-স্ত্রী মৈথুনে বলবৃদ্ধি, তরুণী-স্ত্রী মৈথুনে শক্তিহ্রাস এবং প্রৌঢ়া স্ত্রী মৈথুনে শরীর জরাগ্রস্ত হইয়া থাকে।

বালা-স্ত্রী মৈথুন সদ্যোবলকারক এবং বৃদ্ধা মৈথুন সদ্যঃপ্রাণনাশক। তরুণী স্ত্রীতে মৈথুন আচরণ করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও তরুণত্ব লাভ করিয়া থাকে, এবং স্বীয় বয়ঃক্রমের অধিক-বয়স্কা স্ত্রীতে উপগত হইলে যুবা ব্যক্তিও জরাগ্রস্ত হয়।

বিধিপূর্ব্বক মৈথুন করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি, বার্দ্ধক্যের অল্পতা, শরীরের পুষ্টি, বর্ণের প্রসন্নতা ও বলবৃদ্ধি হয় এবং মাংস সমস্ত স্থির ও উপচিত হইয়া থাকে। হেমন্তকালে বাজীকরণ ঔষধ সেবনপূর্ব্বক বল ও কামবেগ অনুসারে যথা-সম্ভব মৈথুন করিবে। শিশিরকালে ইচ্ছা অনুসারে মৈথুন বিধেয়। বসন্ত ও শরৎকালে তিন দিন অন্তর এবং বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে ১৫ দিন অন্তর মৈথুন কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে সুশ্রুত বলিয়াছেন;—পণ্ডিতগণ সমস্ত ঋতুতেই তিন দিন অন্তর এবং গ্রীষ্মকালে এক পক্ষ অন্তর স্ত্রী প্রসঙ্গ করিবেন।

শীতকালে রাত্রিতে, গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে, বসন্তকালে দিবানিশি উভয় সময়ে, বর্ষাকালে মেঘাগমে এবং শরৎকালে কামোদ্রেক হইলেই মৈথুন করা যাইতে পারে। সন্ধ্যাকালে, পর্ব্বদিনে, প্রত্যূষে, অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যাহ্নে কদাচ মৈথুন বিধেয় নহে। এই সকল সময়ে মৈথুন অনিষ্টজনক। প্রকাশ্যস্থান, অতি লজ্জাজনক স্থান, গুরুজন সন্নিহিত স্থান এবং যে স্থান হইতে ব্যথাজনক আর্ত্তনাদাদি শ্রুত হওয়া যায়, তাদৃশ স্থান, মৈথুনকার্য্যে নিষিদ্ধ।

যে স্থান অত্যন্ত নিভৃত, অথচ রমণীগণের মনোনিবে[illegible]

মনোবিনোদন সদ্‌গন্ধ এবং মৃদুমন্দ সুখবায়ুহিল্লোলে মনোরম, সেই সকল স্থানই মৈথুনের পক্ষে প্রশস্ত।

অতিরিক্ত ভোজনের পর মৈথুন নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি অধৈর্য্য, ক্ষুধার্ত্ত, দুর্ব্বল, (যাহার হস্তপদাদি অনুপযুক্ত ভাবে আছে), পিপাসিত, যাহার মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইয়াছে ও যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত, তাহাদিগের পক্ষে মৈথুন বিশেষ অপকারক।

পুরুষ বিধিবৎ বাজীকরণ ঔষধ সেবনে অশ্বের ন্যায় ক্ষমতাপন্ন হইয়া, হৃষ্টচিত্তে সমান কুলোৎপন্না, রূপগুণসম্পন্না, অলঙ্কারালঙ্কৃতা, সচ্চরিত্রা অথচ অতিশয় কামাভিকাঙ্ক্ষিণী যুবতী স্ত্রীতে মৈথুন করিবে। মানব মৈথুনাভিলাষী হইয়া স্নানান্তে চন্দনাদি সুগন্ধদ্রব্যদ্বারা শরীর লেপন, বীর্য্যবর্দ্ধক দ্রব্য-ভোজন, উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান, সুন্দর বেশ ধারণ ও তাম্বূল চর্ব্বণ করিয়া পত্নীর প্রতি অতিশয় অনুরাগী, কামভাবাপন্ন এবং পুত্রাভিলাষী হইয়া সুখশয্যায় পত্নীর সহিত মৈথুন আচরণ করিবেন।

আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া রজস্বলা স্ত্রীতে উপগত হইলে তাহার দর্শনশক্তির হ্রাস, পরমায়ুর হীনতা, তেজের হানি এবং ধর্ম্মনাশ হয়।

সন্ন্যাসিনী, গুরুপত্নী, সগোত্রা এবং বৃদ্ধা এই সকল স্ত্রীতে মৈথুন করিলে পরমায়ুর হানি হয়।

গর্ভিণী স্ত্রীর সহিত মৈথুন করিলে গর্ভপীড়া; ব্যাধিপীড়িতা স্ত্রীতে রমণ করিলে বলহানি; হীনাঙ্গী, মলিনা, দ্বেষভাবাপন্না, অকামা ও বন্ধ্যা স্ত্রী মৈথুনে, অথবা অসংবৃতস্থানে মৈথুনে শুক্রক্ষীণ ও মনের অপ্রসন্নতা হয়।

পূর্ব্বে যে গর্ভিণীশব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, গর্ভসঞ্চার দিনাবধি দ্বিতীয় মাসে অর্থাৎ গর্ভস্থিরতার নিশ্চয় হইলে অথবা গর্ভসঞ্চার দিবস হইতে তৃতীয় মাসে যথোক্ত নক্ষত্রাদি প্রাপ্ত্যনন্তর পুংসবনসংস্কার সমাপন হইলে, মৈথুন পরিত্যাগ বিধেয়। কারণ ব্যাস বলিয়াছেন যে, পুংসবন সমাপন হইলে স্ত্রীগণ নদীর তীর, দেবখাতের জল, পতির সহিত একশয্যায় শয়ন, মৃতবৎসা স্ত্রীদর্শন ও আমিষভোজন পরিত্যাগ করিবে।

ক্ষুধাতুর, সংকোচিতচিত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও দুর্ব্বল অবস্থায় কিংবা মধ্যাহ্নসময়ে মৈথুন করিলে শুক্রের হীনতা ও বায়ুপ্রকোপিত হয়। ব্যাধিপীড়িতা স্ত্রীর সহিত মৈথুন করিলে প্লীহা ও মূর্চ্ছাদি বিবিধ রোগ জন্মে, এবং পরিশেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। প্রাতঃকালে বা অর্দ্ধরাত্রে মৈথুন করিলে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ হয়। তির্য্যগ্‌যোনি, অযোনি অর্থাৎ বয়সের অল্পতাহেতু যে যোনি মৈথুনের উপযুক্ত নহে) অথবা দুষ্ট যোনিতে মৈথুন করিলে উপদংশ রোগ জন্মে, বায়ুর প্রকোপ হয় এবং শুক্র ও সুখের ক্ষয় হইয়া থাকে।

মৈথুন আচরণ সময়ে মল বা মূত্রবেগধারণ, কিংবা শুক্রধারণ করিলে, অথবা উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন করিয়া মৈথুনকার্য্যে রত হইলে শুক্রাশ্মরীর উৎপত্তি-সম্ভাবনা আছে; সুতরাং ইহলোক ও পরলোকের হিতসম্পাদনের নিমিত্ত সকল মনুষ্যেরই মৈথুন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিধিনিষেধসমূহ মানিয়া চলা উচিত।

মৈথুন সময়ে মোহপ্রযুক্ত ক্ষরণোন্মুখ শুক্র কদাপি ধারণ করিবে না। স্নান, চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ, চিনি প্রভৃতি ইক্ষুবিকারসংস্কৃত ভক্ষ্য, বায়ুসেবন, মাংসরসভোজন এবং নিদ্রা, মৈথুনের পর হিতজনক। অতিশয় মৈথুন করিলে তদ্দ্বারা শূল, কাস, জ্বর, শ্বাস, কৃশতা, পাণ্ডু, ক্ষয় এবং আক্ষেপ প্রভৃতি বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়। (ভাবপ্র০ পূর্ব্বখ০)

আয়ুর্ব্বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র অবলোকন করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, একমাত্র সন্তানোৎপত্তির জন্যই মৈথুন বিহিত হইয়াছে। অতএব ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের জন্য নিষিদ্ধদিনে মৈথুন, তৎপক্ষে বিশেষ দোষাবহ ও অধর্ম্মজনক। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে,—পর্ব্বদিন (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি), এবং জ্যেষ্ঠা, মূলা, মঘা, অশ্লেষা রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, ও উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে মৈথুন নিষিদ্ধ।

"জ্যেষ্ঠা মূলা মঘাশ্লেষা রেবতী কৃত্তিকাশ্বিনী।
উত্তরাত্রিতয়ং ত্যক্ত্বা পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেদৃতৌ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ইহা ভিন্ন আর সকল বিষয়েই আয়ুর্ব্বেদের সহিত একমত আছে। সন্তানার্থী হইয়া ধর্ম্মপত্নীতে যেরূপ প্রকারে মৈথুন করিতে হয়, তাহার বিধান সুশ্রুতে এইরূপ অভিহিত হইয়াছে;—ভর্ত্তা একমাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভার্য্যার ঋতুকালের চতুর্থ দিবসে অপরাহ্নে ঘৃত দুগ্ধ যোগে শালি অন্ন ভোজন করিবেন। ভার্য্যাও একমাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ঐ দিন তৈলমর্দ্দন ও অধিক পরিমাণে মাষকলাই সংযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিবেন। পরে ভর্ত্তা বেদাদিতে বিধানী ও পুত্রকাম হইয়া ঋতুর চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ দিবে ভার্য্যাতে উপগত হইবেন। কন্যাকামী হইলে অযুগ্ম দিবে মৈথুন বিধেয়। ত্রয়োদশ দিন হইতে মৈথুন নিষিদ্ধ।

ঋতুর প্রথম দিনে মৈথুন করিলে পুরুষের আয়ুক্ষয় হয় এবং ঐ সমাগমে যদি গর্ভ হয়, তাহা হইলে প্রসবকালে সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে ঐরূপ ফল হইয়া

থাকে। চতুর্থ দিন হইতেই সমাগম-যোগ্যকাল। এই সকল নিষেধ রজোনিবৃত্তিপর বুঝিতে হইবে।

(সুশ্রুত শারীরস্থা° ২০ অ°)

শাস্ত্রে মৈথুন—অষ্টাঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ।
মৈথুনং বিবিধং ত্যাজ্যং ব্রতে ক্রীড়াবিরুদ্ধয়ে॥"

(ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপু° গণপতিখ° ৪° অ°)

স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন। ব্রত বা পূজাদিদিনে এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ করা বিধেয়। এই অষ্টাঙ্গ মৈথুনের নিবৃত্তিই ব্রহ্মচর্য্য। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে, ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হইলে প্রজ্ঞা লাভ হয়। যখন এই অষ্টাঙ্গ মৈথুনে কোন প্রকারে মানসবিকার উপস্থিত হইবে না, তখনই ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছে জানিতে হইবে।

ধর্ম্মপত্নী ভিন্ন অন্য স্ত্রীতে মৈথুন বিশেষ নিষিদ্ধ। যদি কেহ মোহ প্রযুক্ত পরকীয় রমণীতে অভিগমন করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

মৈথুনধর্ম্মিন্ (পুং) মৈথুনধর্ম্মোঽস্যাস্তীতি ইনি। মৈথুন-ধর্ম্মবিশিষ্ট।

"যমুনান্তর্জ্জলে মগ্নস্তপ্যমানঃ পরং তপঃ।
নির্বৃতিং মীনরাজস্য দৃষ্ট্বা মৈথুনধর্ম্মিণঃ॥" (ভাগবত ৯।৬।৩৯)

মৈথুনবাস (ক্লী) মৈথুনকালীন পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ।

মৈথুনাভিঘাত (পুং) মৈথুনকালে আঘাত-প্রাপ্তি প্রভৃতি কারণে উৎপন্ন রোগাদি।

মৈথুনিক (ত্রি) মৈথুনকারী, মৈথুনী, কৃতস্ত্রীসংসর্গ। স্ত্রিয়াং টাপ্।

মৈথুনিন্ (ত্রি) মৈথুন-অস্ত্যর্থে ইনি। কৃতমৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ-কারী। মৈথুনের পর স্নান করিলে শুচি হয়।

"আচামাদেব ভুক্ত্বান্নং স্নানং মৈথুনিনঃ স্মৃতম্।" (মনু ৫।১৪৪)

মৈথুন্য (ত্রি) মৈথুন বিষয়ে হিতকর, গান্ধর্ব্ব বিবাহকে মৈথুন্য বলা যায়।

"গান্ধর্ব্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ।" (মনু ৩।৩২)

'মৈথুন্যঃ, মিথুনপ্রয়োজনো মৈথুনঃ, তস্মৈ হিতঃ মৈথুন্যঃ' (মেধাতিথি)

মৈদানী, পঞ্জাবপ্রদেশের বান্নু জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বত-শ্রেণী। সিন্‌গড় বা চিচালী শৈলমালা নামেও অভিহিত। বান্নু উপত্যকার পূর্ব্বে অবস্থিত হইয়া কুর্‌রম ও গম্ভীলা নদীকে সিন্ধু হইতে পৃথক রাখিয়াছে। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ কালাবাগ হইতে ১৬ মাইল পশ্চিমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৭৪৫ ফিট্ উচ্চ। এই শৈলমালার অর্দ্ধেক দক্ষিণেমৈদান নামক গিরি, সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৪২৫৬ ফিট্ উচ্চ। এখানে মৈদাননগর (লোহ-গড়) আছে। অক্ষা° ৩২°৫১´উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°১৩´৪৫´´পূঃ। মিঞাবালী হইতে একটী পথ তঙ্গদেরা গিরিসঙ্কট দিয়া বান্নু-উপত্যকা এবং তথা হইতে মৈদানী শিখরের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে।

মৈধাতিথ (পুং) মেধাতিথি সম্বন্ধীয় (ক্লী) ২ সামভেদ।

মৈধাব (পুং) মেধাবী ব্যক্তির পুত্র। (পা ৬।৪।১৬৪)

মৈধাবক (পুং) মেধা, ধৃতিশক্তি।

মৈধ্যাতিথ (ক্লী) সামভেদ।

মৈনাক (পুং) মেনকায়া অপত্যং পুমান্, মেনকায়াং ভব ইতি বা মেনকা-অণ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পর্ব্বতবিশেষ, মৈনাকপর্ব্বত। পর্য্যায়—হিরণ্যনাভ, সুনাভ, হিমবৎসুত, হিমালয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইহার উৎপত্তি বিবরণ কালিকাপুরাণে লিখিত হইয়াছে। [মেনকা দেখ।]

হিমালয়ের এই উচ্চ শৃঙ্গে মোক্ষিলবর্দ্ধিনী নামে দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। (বৃহৎনীলতন্ত্র ১৩ অধ্যায়)

মৈনাকস্বসৃ (স্ত্রী) মৈনাকস্য স্বসা। পার্ব্বতী। (হেম)

মৈনাল (পুং) জালিক, জেলে। (শুক্লযজু° ৩০।১৬)

মৈনিক (পুং) মীনং হন্তীতি মীন (পক্ষিমৎস্যমৃগান্ হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। জালিক, যাহারা মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

মৈনী (মায়নী), বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্ত-র্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৭°১৯´উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩৪´পূঃ। একটী ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় স্রোতস্বতী-তীরে এই নগর অবস্থিত।

মৈনেয় (পুং) জাতিভেদ। (ললিতাবি°)

মৈন্দ (পুং) অসুরবিশেষ, কংসের অনুচর। ভগবান্ কৃষ্ণ-রূপে ইহাকে বিনাশ করেন। (হরিব° ৪১অ°)

২ বানরবিশেষ। (ভারত ২।৩১।১৮)

মৈন্দহন্ (পুং) মৈন্দং হন্তীতি হন্ ক্বিপ্। বিষ্ণু। হেম)

মৈন্‌পুরী, যুক্তপ্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। আগ্রাবিভাগের অন্তর্গত। ভূপরিমাণ ১৬৯৭ বর্গ-মাইল। ইহার উত্তরে ইটা জেলা, পূর্ব্বে ফরুখাবাদ, দক্ষিণে এতাবা জেলা ও যমুনা নদী এবং পশ্চিমে আগ্রা ও মথুরা জেলা। মৈন্‌পুরী নগর জেলার বিচারসদর ও বাণিজ্যকেন্দ্র।

গঙ্গা ও যমুনা নামক নদীদ্বয়ের অন্তর্ব্বেদীর মধ্য অধিত্যকায় অবস্থিত হওয়ায় সমগ্র জেলাটী বিশাল সমুচ্চ সমক্ষেত্রের আকার ধারণ করিয়াছে। ইংরাজাধীনে

চাষবাসের সুব্যবস্থাহেতু স্থানীয় বনরাজি কর্ত্তিত হইয়া শ্যামলতৃণবহুল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। কেবলমাত্র আম্রকানন, শিশুকুঞ্জ এবং বাবলা ঝাড়গুলি প্রান্তরের মধ্যে বিরাজিত থাকিয়া উষর ভূমির উর্ব্বরত্ব সপ্রমাণ করিতেছে।

অন্তর্ব্বেদীর অন্যান্য জেলার ন্যায়, এখানকার মৃত্তিকাস্তরগুলি মাটিয়ার (কর্দ্দম), ভুর (বালি), দুমৎ (পলি) ও পিলিয়া (লঘুপলি) ভেদে চারিভাগে বিভক্ত। যমুনা এবং শর্ম্মা, অনন্তা, সেনগার, রিন্দ, কালীনদী ও ঈশান নদ ভিন্ন এখানে আরও কতকগুলি হ্রদাকার জলখাত বা ঝিল আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবাহগুলি উভয় পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিতে জলসরবরাহ করে। উহাদের প্রবাহসন্তাড়িত মৃৎকণা দ্বারা সেই সেই ক্ষেত্রে পলি সঞ্চিত হয়। স্থানীয় আহীরগণ কৃষিজীবী হইলেও, গোমেষাদি পালন ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ তাহাদের অন্যতম ব্যবসা হইয়া পড়িয়াছে।

গঙ্গাস্রোত হইতে দুইটী খাল কাটিয়া এ জেলার মধ্য দিয়া লওয়া হইয়াছে। এতাবা-ব্রাঞ্চ খাল সেনগার ও রিন্দ নামক নদীদ্বয়ের এবং কাণপুর-ব্রাঞ্চ রিন্দ ও ঈশান নদের মধ্যদেশে প্রবাহিত। এতদ্ভিন্ন নিম্নগঙ্গাখাল (Lower Ganges Canal) জেলার উত্তরপূর্ব্বকোণে প্রবাহিত থাকিয়া কালানদীর সহযোগে নানা শাখায় তৎপ্রদেশে জল সরবরাহ করিতেছে। এইরূপে প্রচুর জলপ্রাপ্তির সুবিধা থাকায়, খরিফ্ ও রবিশস্য এখানে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইক্ষু ও তুলার চাষও যথেষ্ট আছে। কৃষিজাত সকলপ্রকার শস্য, তুলা, নীল ও ঘৃত এখান হইতে নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে য়ুরোপীয়গণের তত্ত্বাবধানে নীল ও সোরা প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়। এতদ্ভিন্ন তুলা হইতে সুতা, চুড়ী, হুকা, গড়গড়া ও কাষ্ঠের নানাপ্রকার শিল্প বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। মৈনপুরী, সরিষাগঞ্জ, সিকোহাবাদ, কড়হাল ও ফর্হা নামক নগর এখানকার বাণিজ্যভাণ্ডার। সরিষাগঞ্জের হাট গবাদি পশু, স্ফটিকের মালা, চিনি, লবণ, তুলা ও চর্ম্মবিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। ঐ সকল পণ্যদ্রব্য নৌকাযোগেই নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। ইষ্টইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর সিকোহাবাদে ও ভাদান নগরে দুইটা ষ্টেসন আছে। তদ্দ্বারা বাণিজ্যপরিচালনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিংবদন্তী এইরূপ, পাণ্ডুতনয়গণ এখানে আধিপত্য করিতেন। প্রাচীন নগরের নিদর্শনস্বরূপ যে সকল ধ্বংসস্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়, উহার কোন কোনটা সেই ভারতীয় যুদ্ধযোগের কীর্ত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। ঐ সকল নগরাবশেষ মধ্য হইতে বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহের রাশি রাশি স্মৃতি-নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায়, অনুমান হয় যে ঐ সকল স্থানে বৌদ্ধপ্রাধান্য যুগের বহু পূর্ব্বাব্দেও আর্য্যসভ্যতা প্রসার লাভ করিয়াছিল। আদ্য হিন্দুগণ এখানে যে নগর স্থাপনা করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান ধ্বংসাবশেষই তাহার অন্যতম নিদর্শন।

কনোজরাজ্যের মহাসমৃদ্ধি সময়ে এই স্থান হিন্দুনরপতিগণের অধিকারভুক্ত ছিল; এই কনোজরাজবংশের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইলে, কনোজরাজ্য রাপ্রী ও ভোনগাঁওর সামন্তদ্বয়ের শাসনাধীন হয়। সেই পূর্ব্বতন কালে এখানে মেও, ভর ও চিরাড় প্রভৃতি আদিমজাতির বাস ও প্রভাব বিস্তৃত ছিল। পরে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে চৌহান রাজপুতগণ উহাদিগকে পরাভূত করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করেন। চৌহানকুলের অভ্যুদয় হইবার পূর্ব্ব হইতে এই জেলার পশ্চিমপ্রান্তস্থ বন-প্রদেশে যুদ্ধপ্রিয় আহীরজাতির সমাগম হয়। এখনও সেইস্থানে তাহারা বসবাস করিতেছে।

মুসলমান-প্রভাব বিস্তৃত হইবার পর হইতেই, এই জেলার ধারাবাহিক প্রকৃত ঐতিহাসিক উপাখ্যান সঙ্কলন করা যায়। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে রাপ্রীতে মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তৎপরে দিল্লীর মুসলমান নরপতিগণের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তারা উহার শাসনকার্য্য পরিচালিত করেন; সুলতান বহ্‌লোল্‌লোদীর রাজ্যকালে (১৪৫০-১৪৮৮ খৃঃ) এই জেলা দিল্লী ও জৌনপুর রাজসরকারের অধীনতা স্বীকার করিয়া উভয়কেই সেনাসাহায্য করিত। লোদী-রাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত হইলে পর, মোগলগণের ভারতাক্রমণ পর্য্যন্ত রাপ্রী নগর উক্ত লোদীবংশের অধীন ছিল। ১৫২৬খৃঃ মোগলসম্রাট্ বাবরশাহ এই স্থান অধিকার করেন। অতঃপর কিছুকালের জন্য শেরশাহের পুত্র কুতব খাঁ আফগান এই জেলাকে মোগলশাসন হইতে বিচ্যুত করেন। উক্ত কুতবখাঁ দ্বারা মৈনপুরী নগরী নানা সৌধমালায় বিভূষিত হইয়াছিল। এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ-নিদর্শন স্থানে স্থানে পতিত রহিয়াছে। শেরশাহ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হুমায়ুন ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া মৈনপুরী অধিকার করেন। সম্রাট্ অকবর শাহ ইহাকে আগ্‌রা ও কনোজ সরকারের অন্তর্ভুক্ত করেন। তৎপরে তিনি এখানকার দস্যুবৃত্তিধারী অধিবাসীদিগকে দমন করিবার জন্য সেনাদল প্রেরণ করেন। বাবরবংশধরগণের শাসন-প্রভাব অবস্ক-

জেবের শাসনকালে শীর্ষস্থানে আরোহণ করিলেও ইস্লাম ধর্ম্ম এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। এমন কি কয়েকঘর মুসলমান ভূম্যধিকারী যাহারা রাজসরকার হইতে পুরস্কারস্বরূপ ভূমি-বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন এখানকার স্থানীয় অধিবাসীর মধ্যে অপর কাহাকেও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দেখা যায় নাই। অকবর শাহের বংশধরদিগের শাসন সময়ে রাপ্রী নগর শ্রীভ্রষ্ট হইয়া জনশূন্য হয় এবং এতাবা নগর সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া রাজধানীরূপে বিরাজিত হইতে থাকে।

অন্তর্বেদীর অপরাপর স্থানের সহিত ধীরে ধীরে এই জেলাও বিগত অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে মহারাষ্ট্রশক্তির অধীন হইয়াছিল। তৎপরে উহা অযোধ্যা-রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে যখন অযোধ্যার উজীর ইংরাজরাজকে পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ ছাড়িয়া দেন, তখন মৈনপুরী নগরী সমগ্র এতাবা জেলার বিচারসদররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থান হোলকর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। অতঃপর সিপাহীবিদ্রোহ ব্যতীত এখানে আর বিশেষ কোন শাসন-বিপ্লব সংঘটিত হয় নাই।

ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, শাসনবিভাগের সুশৃঙ্খলার জন্য এই বিস্তীর্ণ জেলা ভাঙ্গিয়া ইটা ও এতাবা জেলার পত্তন হয় এবং মৈনপুরী নগরীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ১১টী পরগনা লইয়া বর্ত্তমান জেলার গঠন হইয়াছে। মৈনপুরীর চৌহান রাজা ইংরাজগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এখানকার তালুকদার নিযুক্ত হন। ঐ সময়ে ইংরাজের রাজস্ব এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারবিভাগের কঠোর নিয়মসমূহ প্রতিপালন কষ্টকর বিবেচনা করিয়া, স্থানীয় রাজপুত ভূম্যধিকারিগণ ইংরাজের প্রতিপক্ষতাচরণ করেন। ইংরাজরাজ তাঁহাদিগকে দণ্ডবিধান করিয়া বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই জমিদারদলন হইতে সিপাহীবিদ্রোহের মধ্যে গঙ্গাখাল কাটান এখানকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে মিরাটের হত্যাকাণ্ড এবং ২২শে আলীগড়ের বিদ্রোহসংবাদ আসিয়া পৌছিলে, ৯ম সংখ্যক দেশীয় পদাতিকদল এখানে বিদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। অতঃপর ঝাঁসি হইতে বিদ্রোহদল এখানে আসিয়া পৌছিলে, ইংরাজগণ মৈনপুরী পরিত্যাগ করিয়া আগ্রায় পলায়ন করে। ঝাঁসিসৈন্য নগর আক্রমণ করিলে, তথাকার অধিবাসিবর্গ বিশেষ দক্ষতার সহিত নগররক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিল। বিদ্রোহীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া পুনরায় ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্য্যন্ত চৌহানরাজ স্বয়ং এই স্থানের শাসনকার্য্য চালাইয়া ছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহদমনের পর, ইংরাজরাজ রাজ্যরশ্মিধারণ করিয়া ধীরগতিতে রাজবিধি পরিচালিত করিতে থাকিলে, মৈনপুরীরাজ ইংরাজকরে আত্মসমর্পণ করেন। তদবধি এখানে শান্তি বিরাজিত এবং উভয়পক্ষে মিত্রতা স্থাপিত হয়।

২ তন্নামক জেলার একটী তহসীল। মৈনপুরী, ঘিরোর ও করৌলী পরগণা লইয়া গঠিত। রিন্দ ও ঈশান নদ এবং কাণপুর ও গঙ্গা-খাল এখানে প্রবাহিত। ভূ-পরিমাণ ৩৯৬ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২৭°১৪´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩´৫´´ পূঃ। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের আগ্রাশাখার উপর অবস্থিত। প্রাচীন মৈনপুরী নগরী ও তদুপকণ্ঠবর্ত্তী মাথমগঞ্জ লইয়া বর্ত্তমান মৈনপুরী নগরী গঠিত। প্রবাদ, পাণ্ডবগণের সময়ে মৈনদেব কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও ঐ মৈনদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে আসৌলী হইতে চৌহান রাজপুতগণ এখানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা যে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ক্রমে নগররূপে পর্য্যবসিত হয়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে এইনগর এতাবা জেলার সদররূপে পরিগণিত করা হইয়াছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে রাজা যশোবন্তসিংহ মাথমগঞ্জ স্থাপন করেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে হোলকর নগর লুণ্ঠনপূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া দেন। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া, এই নগর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। নগরোপকণ্ঠস্থ রাইকেশগঞ্জ ও লেনগঞ্জ Mr. Raikes ও Mr. Laneএর নামে প্রতিষ্ঠিত।

এখানকার রাজপুত ও আহীরগণ স্ব স্ব কন্যাহত্যা করিয়া বিবাহের দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের প্রচারিত রাজদণ্ডবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক এখানকার অধিবাসিগণ এই বীভৎস ব্যাপার সম্পাদন করিয়া ছিল।

মৈপাড়া, বাঙ্গালার কটক জেলার অন্তর্গত একটী নদী। ব্রাহ্মণীর দক্ষিণশাখা, ঐ নামে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। ইহার অপর মুখে বংশগড় নামক খাঁড়ি অবস্থিত। মান্দ্রাজ হইতে দেশীয় নৌকা সকল চাউল ক্রয় করিতে মৈপাড়া মোহানায় আসিয়া থাকে। এই নদীমুখে মৈপাড়া নামে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপও আছে। অক্ষা° ২০°৪১´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°৬´১৫´´ পূঃ।

মৈমত (পুং) সৌবীরগোত্রে বর্ত্তমানস্য মিমতস্য অপত্যং ণ (তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪), সৌবীর

গোত্রীয় মিমতের অপত্য। এই অর্থে ফিঞ্‌প্রত্যয়ও হয়, তাহাতে 'মৈমতায়নি' পদ হইয়া থাকে।

মৈমনসিংহ, বাঙ্গালার একটী জেলা। [ময়মনসিংহ দেখ।]

মৈরতা, রাজপুতনার মারবার প্রদেশের অন্তর্গত একটী বিভাগ ও নগর। মন্দোর সামন্তরাও দুধ এই নগর স্থাপন করেন। পরে তিনি ৩৬০ খানি গ্রাম ও নগরসমন্বিত এই বিভাগ স্বীয় পুত্র জয়মল্লকে দান করিয়া যান। এখানকার রাঠোরগণ মৈরতের নামে প্রসিদ্ধ। মারবার ইতিহাসে ইঁহাদের বীরত্বকাহিনী প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে অনেক মন্দিরাদির নিদর্শন আছে। [মারবার দেখ।]

মৈরব (পুং) মেরুসম্বন্ধীয়।

মৈরবার, মারবার প্রদেশের নামান্তর। [মারবার দেখ]

মৈরাবণ (পুং) অসুরভেদ। মহীরাবণ।

মৈরেয় (ক্লী) মারং কামং জনয়তীতি মার-ঢক্। নিপাতনাৎ সাধুঃ। মদ্যবিশেষ। ধাতকীপুষ্প, গুড় ও আমানি সংযোগে যে মাদক রস প্রস্তুত হয়, তাহাকে মৈরেয় কহে।

"শীধুরিক্ষুরসৈঃ পক্কৈরপক্কৈরাসবো ভবেৎ।
মৈরেয়ং ধাতকীপুষ্প-গুড়ধান্যাম্লসংহিতম্॥" (মাধবকর)

সুশ্রুত-মতে ইহার গুণ—তীক্ষ্ণ, কষায়, মাদক, অর্শ, কফ ও গুল্মনাশক, কৃমি, মেদ ও বায়ুর শান্তিকর এবং গুরুপাক।

সুরা ও আসব প্রস্তুত করিয়া এই দুই প্রকার মদ্য একটী পাত্রে একত্র করিয়া তাহাতে একটু মধু দিলে তাহাকে মৈরেয় কহে।

"আসবস্য সুরায়াশ্চ দ্বয়োরেকত্র ভাজনে।
সন্ধানং তদ্বিজানীয়ান্মৈরেয়মুভয়াশ্রয়ম্॥" (বৃদ্ধশৌনকচ০)

মদ্য শব্দের পর্য্যায়—মৈরেয়। সুতরাং মদ্য মাত্রকেই মৈরেয় বলা যায়। মৈরেয় শব্দ সাধারণতঃ ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, কোন কোন স্থলে পুংলিঙ্গে প্রয়োগও আছে।

"তীক্ষ্ণঃ কষায়ো মদকৃৎ দুর্নাম কফগুল্মহৃৎ।
কৃমিমেদোঽনিলহরো মৈরেয়ো মধুরো গুরুঃ॥"
(সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৪৫ অ০)

মৈরেয়ক (পুং ক্লী) ১ মদ্যভেদ। বর্ণসঙ্কর জাতিভেদ।

মৈরেয়াম্বু (ক্লী) কাঞ্জিক ভেদ, মৈরেয় মদ্য। (চক্রদত্ত)

মৈলন্দ (পুং) ভ্রমর। কোন কোন গ্রন্থে মৈলিন্দ পাঠ দেখা যায়। "শ্রীমন্মুরহরপদপাথোরুহনিঃসরন্মকরন্দসন্দোহাস্বাদনতুন্দিতমনোমৈলন্দঃ" (বররুচিকৃত পত্রকৌমুদী)

মৈলসি, পঞ্জাবপ্রদেশের মূলতান্ জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ২০৭৭ বর্গমাইল। এই বিভাগের অধিকাংশস্থানই মরুময় সমতলক্ষেত্র।

মৈলা (স্ত্রী) নীলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০)

মৈলাপুর, মান্দ্রাজনগরের উপকণ্ঠস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। খৃষ্টানসাধু সেণ্ট থোমির (St Thomé) নামানুসারে ইহার নাম সেণ্টথোমি হয়। এক্ষণে উহা মান্দ্রাজের সীমাভুক্ত। কাহারও মতে ইহাই প্রাচীন মণিপুর।

মৈলাবরম্, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার বেজবাড়া তালুকের অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি ও নগর।

মৈবঙ্গ, আসামপ্রদেশের উত্তর-কাছাড় বিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। বরাইল শৈলশ্রেণীর দুইটী শিখরের মধ্যে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে কাছাড়ীরাজগণ হিন্দুসংস্রবপ্রভাবে স্পর্দ্ধিত হইয়া এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। পরে এই দেশীয় রাজশক্তির অবসান ঘটিলে, মৈবঙ্গনগর ধ্বংসের চরমসীমায় উপনীত হয়। এক্ষণে উহা জঙ্গলে পরিবৃত হইয়াছে, কেবল মধ্যে মধ্যে ফলভারাবনত বৃক্ষ সকল ও ভগ্নপ্রায় মন্দিরাদি সেই অতীতকীর্ত্তির স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ধর্ম্মোন্মত্ত কাছাড়ীর দ্বারা এখানে একটী রাজবিদ্রোহ হয়। শম্ভুদান নামক এক ব্যক্তি বিবিধ রোগ আরোগ্য করিয়া আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া ঘোষণা করে। মূর্খ জনসাধারণ এই কথায় ও অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। মৈবঙ্গে তাহাদের আস্তানা ছিল। এই উদ্ধত ধর্ম্মসম্প্রদায় ক্রমশঃ এরূপ ভয়াবহ হইয়া পড়ে যে, তাহাদের অত্যাচার ও উপদ্রব হইতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসী জনগণের ধনমান রক্ষা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের দস্যুবৃত্তি দমনার্থ স্বয়ং ডেপুটী কমিসনর বাহাদুর সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী লইয়া মৈবঙ্গে আগমন করেন। এই সংবাদে বিদ্রোহীদল মৈবঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক, উত্তর-কাছাড়ের বিচার সদর গুনজোঙ্ আক্রমণ করে। এখানে পুলিসের সহিত শম্ভুদানের সহচরবৃন্দের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে তিন জন পুলিস-কর্ম্মচারী নিহত এবং নগর দগ্ধীভূত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। বিদ্রোহিদল অতঃপর মৈবঙ্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, মেজর বইড্ (Major Boyd) সদলে আসিয়া এখানে ছাউনী করেন। পরদিন প্রাতঃকালে ইংরাজ সৈন্য তাহাদের আস্তানা আক্রমণ করে। মূর্খ বিদ্রোহিদলের বিশ্বাস ছিল যে, শম্ভুদান স্বীয় যোগবলে ইংরাজের গুলি হাওয়ায় উড়াইয়া দিবেন; কিন্তু অচিরেই তাহাদের সে ভ্রান্তবিশ্বাস দূরীভূত হইল। উভয়পক্ষে ঘোরতর সংঘর্ষের পর, কাছাড়ীদিগের বলক্ষয় হইতেছে দেখিয়া বিদ্রোহিদল রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। যুদ্ধকালে মেজর বইড্ আহত হন এবং তাহারই ফলে, অনতিকাল-

পরেই মসূচিকারোগে তাহার মৃত্যু হয়। শম্ভুদান প্রথমে লুকাইয়া অব্যাহতি পায়। পরে পুলিসকর্ত্তৃক তাহার আশ্রয়-স্থান বেষ্টিত হইলে, সে পলাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু তখন পদে দারুণ আঘাত লাগিয়া তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার প্রধান অনুচর বা ধর্ম্মগুরু মানসিংহ, তাহাকে এই রাজদ্বেষিতায় উৎসাহিত করায়, দ্বীপান্তরবাসের দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হন।

মৈস্রধান্য (স্ত্রী) তণ্ডুলাদি বিভিন্ন শস্যসংযোগে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য বিশেষ।

মৈসরম, নিজামরাজ্যের হায়দরাবাদ তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। হায়দরাবাদ নগর হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে নিজামের পদাতিক সেনাদলের একটা ছাউনী আছে। এইস্থানে পূর্ব্বে মহাসমৃদ্ধশালী মহিষারাম নগরী বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ-সমূহ আজিও সেই অতীত স্মৃতির মহিমা জ্ঞাপন করিতেছে। মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব গোলকোণ্ডা অধিকারের পর, এখানকার হিন্দুকীর্ত্তি নষ্ট করেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে তিনি একটা মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। হায়দরাবাদের মক্কা-মস্জিদে এখানকার হিন্দুকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়।

মৈসুর, মহিসুর শব্দের অপভ্রংশ। [মহিসুর দেখ]

মৈস্মেরতত্ত্ব, ভৌতিক ক্রিয়ামুরূপ ব্যাপারানুষ্ঠানভেদ। কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করিয়া, অথবা তাহাতে হাত বুলাইয়া, বা অঙ্গুলিসঞ্চালন দ্বারা তাহার চিত্তকে স্বীয় একাগ্রচিত্তের অনুরূপ বা স্বাভিমতের অনুবর্ত্তী করিতে সমর্থ হয়; যে শাস্ত্রদ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয়, তাহার নাম মৈস্মেরতত্ত্ব (Mesmerism)। উহা জীবদেহস্থ চৌম্বিক-প্রবাহের (Animal magnetism) সংকর্ষণবিকর্ষণ-রূপ ব্যাপার মাত্র। প্রসিদ্ধ ফরাসীবৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক ফ্রেডারিক্ এণ্টন মেস্মের এই অভিজ্ঞানতত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা; এই জন্য তাঁহারই নামানুসারে এই অভিনবতত্ত্বের "মৈস্মের-তত্ত্ব" নামকরণ করা হইয়াছে।

কি বৈদ্যুতিক শক্তিবলে, আত্মবিভ্রমরূপ এই চিত্তবিকৃতি ও বাহ্যসংজ্ঞাবিলোপ ঘটে এবং শারীরতত্ত্ব (Physiological), নিদানশাস্ত্র (Pathological) ও আত্মবিজ্ঞান (Psychological) তত্ত্বের নিদানভূক্ত যে মেস্মেরিক্ ব্যাপার প্রত্যক্ষী-ভূত হয়, তাহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশের আজিও সময় উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক, ইহা দ্বারা মনুষ্যদেহ ঘটিত এরূপ একটি ধারাবাহিক তত্ত্বের অবতারণা করা যাইতে পারে যে তদ্দ্বারা স্বভাবতঃই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে।

এই নবোদিত তত্ত্বশাস্ত্র যে কেবল বৈজ্ঞানিকপ্রবর মেস্মেরের অভ্যুদয়ের পর হইতে জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা নহে; তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, উক্ত ডাক্তার এই নবীন তাত্ত্বিক-ব্যাপারের প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য নির্ণয় করিয়া একটী ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত প্রকটন করিয়াছেন। তিনি দার্শনিকের ন্যায় জলদগম্ভীর নিনাদে বলিয়াছেন যে, ইহা মূলতঃ একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তিনি স্বীয় অনুসন্ধিৎসা-ফলে বহুপরিশ্রমের পর এই তত্ত্ববিকাশে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তিনি তাহার উদ্ভাবিত এই ভৌতিক ব্যাপারের নিদান স্বরূপ একটী কাল্পনিক প্রতিনিধি (agent) বা জড়-পদার্থ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তৎপরে সেই সর্ব্বব্যাপী প্রতিনিধি-শক্তিকে মূল উপাদান করিয়া তিনি স্বপ্রণোদিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এইরূপ একটী যুক্তিভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন; তিনি বলেন,—'জীবদেহগত চুম্বকাকর্ষণীশক্তি সমগ্র জগতে রসাকারে ব্যাপ্ত আছে। নভঃস্থ গ্রহনক্ষত্রাদি, পৃথিবী এবং জীবজগতের পরস্পরের মধ্যে একটী আন্তর্জাতিক প্রভাব (Mutual influence) বিদ্যমান রাখিবার জন্য ঐ শক্তিতরঙ্গ সহযোগিতা (Medium) করিয়া থাকে। এই স্রোত অবিরামগতিতে প্রধাবিত হইতেছে, কখনও তাহা রোধ হয় না; সুতরাং সে শক্তিপ্রবাহের হ্রাসের পর, পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। ইহা এরূপ সূক্ষ্মতম যে, জগতের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম কোন বস্তুরই সহিত ইহার তুলনা হয় না; কিন্তু ইহা প্রবাহ-প্রকৃতি মাত্রেরই আকার ধারণ, বিবর্দ্ধন ও সংবহন (receiving, propagating, communicating all the impressions of motion) করিতে সমর্থ, ইহারও জুয়ার ভাঁটা বা হ্রাসবৃদ্ধি আছে (Susceptible of flux and reflux)।

জীবদেহ মাত্রই এই প্রাতিনিধিকশক্তিস্রোতের কার্য্যকারণ সম্বন্ধাধীন অর্থাৎ ইহার কার্য্যফল উপলব্ধি করিতে সমর্থ। জীবদেহের স্নায়ুমূলে (into the substance of the nerves) স্বতঃই উদ্রিক্ত হইয়া ইহা অবিলম্বে স্নায়ুমণ্ডলকে আক্রমণ করে, অর্থাৎ সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, মনুষ্য-শরীরের এই শক্তিপ্রবাহ চুম্বকের অনুরূপ গুণবিশিষ্টই হইয়া থাকে। এবং ইহার মধ্যগত পরস্পর বিভিন্ন ও সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রকৃতির শক্তিপরম্পরার প্রতি অনুধাবন করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যেন দুইটী বিশিষ্ট কেন্দ্র হইতেই ঐরূপ বিভিন্ন ভাবাপন্ন স্রোতঃ প্রতিনিয়ত পরিচালিত হইতেছে। এই জৈবিক চুম্বকশক্তির কার্য্য ও গুণ, সজীব ও নির্জীব পদার্থমাত্রেরই, এক হইতে অপরদেহে সঞ্চালিত করা যায়।

এই আকর্ষণ দূরবর্তী হইলেও সম-প্রবহ অর্থাৎ বস্তুদ্বয় পরস্পরের বহুদূরগত হইলেও তাহাদের মধ্যে একটী আন্তরিক আকৃষ্টিশক্তি বিদ্যমান থাকে, তজ্জন্ত তদুভয়ের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধের স্থিরতা রক্ষার নিমিত্ত কোন মাধ্যমিক সূত্রের সাহায্য (intermediate body) আবশ্যক করে না। ইচ্ছা করিলে, ইহা দর্পণে প্রতিফলিত ও পরিবর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। সঞ্চয়ন, কেন্দ্রাভিকুঞ্চন, বিস্ফারণ, প্রসারণ, সঞ্চালন ও শব্দাভিবর্দ্ধন প্রভৃতি গুণ ইহাতে আরোপ করিলেও কোন দোষ হয় না।* যদিও এই রসতরঙ্গ সমগ্রজগতে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্বজীবে ইহার সমান প্রভাব নাই, অর্থাৎ জৈবিক চুম্বকশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি আছে। এমন কতকগুলি স্বল্প সংখ্যক পদার্থ বা জীব আছে, যাহারা এরূপ বিপরীত গুণবিশিষ্ট যে, তাহাদের উপস্থিতি মাত্রেই,অপর ব্যক্তির উপর বিন্যস্ত চৈতন্যাপহারিকা মেস্মেরিক শক্তির অপনোদন হয়। এই জৈবিক চুম্বকশক্তি অচিরে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যাদি রোগ এবং মধ্যমভাবে অন্যান্য রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ। ইহাতে ঔষধসমূহের ক্রিয়া-শক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যবৃদ্ধি বিষয়ে ইহা এরূপ কার্য্যকারী হয় যে, চিকিৎসক বিনা আয়াসে রোগ দূরীকরণে সমর্থ হন। এমন কি, ইহার দ্বারা তিনি মনুষ্যসাধারণের স্বাস্থ্য, অতিজটিল রোগসমূহেরও উৎপত্তি ও পরিবৃদ্ধির কারণ এবং রোগের প্রকৃতি অবগত হইতে পারেন। এইরূপে রোগের লক্ষণাদি পরীক্ষা করিয়া তিনি সহজেই রোগের বৃদ্ধি হ্রাস করিয়া রোগোপশমে সক্ষম হন। তাঁহার রোগীকে কখনও কোনও সময়ে প্রাণনাশকর মহাবিপদে, অথবা কষ্টপ্রদ কার্য্যফলের বশীভূত হইতে হয় না। রোগীর বয়ঃক্রম শারীরিক তাপ এবং স্ত্রী বা পুরুষত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ বিচা[র] নিষ্প্রয়োজন। এক কথায়, এই জৈবিক চুম্বকশক্তি জাগতি[ক] মঙ্গলস্বরূপে মনুষ্যজাতির রোগারোগ্য ও রক্ষাবিষয়ে নিদানভূত একটী সার্ব্বজনীন জীবশক্তির সঞ্চার করিয়া দিতেছে।†

ডাঃ মেস্মের চুম্বক-শক্তি সঞ্চালনপ্রভাবে ব্যক্তিবর্গকে যে উপায়ে তচ্ছক্তির বশীভূত (magnetised) করিতেন, তদ্বি[ব]রণ অতীব বিস্ময়কর। তাহার বহির্বাটীর যে সকল গৃহে ব্যক্তিবর্গ চিকিৎসার্থ সমবেত হইত, সেই গৃহসমূহের মধ্যস্থলে ১ বা ১½ ফুট উচ্চ, ওক্ কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটী গোলাকার পাত্র বসান থাকিত। ঐ পাত্র মধ্যে কাচচূর্ণ, লৌহচূর্ণ ও চুম্বক ঘটিত জল-(magnetised water) পূর্ণ বোতল স্তরে স্তরে (symmetrically) স্থাপন করিয়া একটী ঢাক্নি দ্বারা ঐ পাত্রটীর মুখে বা উপরে ঢাকা দেওয়া হয়। ঐ ঢাকনির উপরে অসংখ্য ছিদ্র মধ্যে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের এক একটী মসৃণ লৌহ দণ্ড বসান থাকে। দণ্ডগুলির মাথা বাঁকান এবং ইচ্ছা মত উহা উঠাইয়া লইতে পারা যায়। ঐ কাষ্ঠপাত্র 'বাকে[ট]' (baquet) বা মাগনেটিক্ টব' নামে পরিচিত।

ঐ পাত্রের চারিদিকে রোগীদিগকে শ্রেণীবদ্ধাকারে পর পর দাঁড় করাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক একটি লৌহদণ্ড দিয়া তদগ্রভাগ রোগস্থানে সংলগ্ন করিতে হয়। ঐ সময়ে একটী দড়িদ্বারা রোগীমণ্ডলীকে ঘেরিয়া অথবা পরস্পরের বৃদ্ধাঙ্গুলী ধৃত করিয়া পরস্পরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক। যখন রোগী এইরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে তখন গৃহ মধ্যে পিয়নোপার্ট সহযোগে সংগীতাদি আরব্ধ হয়। শক্তিসঞ্চালক (magnetiser) ১০।১২ ইঞ্চ লম্বা একটী সূক্ষ্মাগ্র ও মসৃণ লৌহদণ্ড হস্তে লইয়া তথায় দণ্ডায়মান থাকে।

ঐ বাকেটের গহ্বর আকর্ষণী শক্তিতে (magnetic virtues) পূর্ণ। ইহার অভ্যন্তর ভাগ এরূপভাবে সাজান আছে যে, অনায়াসে এই শক্তিতরঙ্গ (magnetic fluid) তন্মধ্যে সঞ্চিত হইতে পারে। দণ্ডগুলি বিভিন্ন শরীরে পাত্রস্থ শক্তিপুঞ্জের প্রবাহ-প্রদানের পরিচালক (conductors); রোগীর বেষ্টনীরজ্জু বা বৃদ্ধাঙ্গুলী-শৃঙ্খল সঞ্চালিত শক্তিতরঙ্গের কার্য্যফল বৃদ্ধির উপায় মাত্র। শক্তি-সঞ্চালক পূর্ব্ব হইতেই স্বীয় বাদ্যযন্ত্রকে আকর্ষণী-শক্তিতরঙ্গ দ্বারা সঞ্চারিত (charged) করিয়া রাখিবেন। বাদক যতই সঙ্গীতের সুকৌশল প্রদর্শন করি-

---

* M. Mesmer কৃত *Mémoire sur la Découverte du Magnétisme Animal (Paris. 1979. p. 74,)* গ্রন্থে ইহার নিদানস্বরূপ যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অতিশয় কঠিন। বাঙ্গালায় যথাযথ প্রতিশব্দের ব্যবহার না থাকায়, সেই স্থানের ভাব ও ভাষা সহজবোধ্য ইংরাজী অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম:—"The action and the virtues of animal magnetism may be communicated from one body to other bodies, animate or inanimate. This action takes place at a remote distance without the aid of any intermediate body; it is increased, reflected by mirrors; communicated, propagated, augmented by sound; its virtues may be accumulated, concentrated, transported. Although this fluid is universal, all animal bodies are not equally susceptible of it; there are even some, though a very small number, which have properties so opposite, that their very presence distroys all the effects of this fluid on other bodies.

† Eng. Cyclo. Art & Sc. vol, III. p. 584,

(senses still retain their usual power and susceptibility) থাকে।

২ অর্দ্ধজাগ্রতাবস্থা (half-sleep বা imperfect crisis)—ইন্দ্রিয়নিচয় কার্য্যকারী অবস্থায় সমভাবে বিদ্যমান থাকে, কেবলমাত্র দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। চক্ষুদ্বয় একাগ্রচিত্তের অনুবলে যে দ্রব্য বিশেষে বিন্যস্ত থাকে, তাহা হইতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

৩ শাক্তিক-নিদ্রা (magnetic বা mesmeric sleep) ইন্দ্রিয়নিচয় স্ব স্ব কার্য্যে অক্ষম হইয়া থাকে। পাত্রের অবস্থা স্পন্দহীন, সংজ্ঞাশূন্য ও জড়।

৪ স্বপ্ন-সঞ্চরাবস্থা (Perfect crisis or simple somnambulism)—এই অবস্থায় রোগী ভিতরে ভিতরে জাগ্রত (wake within himself) থাকে এবং ধীরে ধীরে তাহার সংজ্ঞা প্রত্যাবৃত্ত হয়। তাহার এই অবস্থা নিদ্রিতও নহে, জাগরিতও নহে; বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন অবস্থা বলা যাইতে পারে।

৫ তীক্ষ্ণ বা নির্ম্মল-দৃষ্টি (lucid visions)—এই অবস্থায় রোগী স্বীয় শরীরগত আন্তরিক ও মানসিক যাবতীয় বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানলাভ এবং রোগ-প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী স্বাভাবিক পরিণতির সঠিক লক্ষণ নির্ণয় করিতে এবং রোগনির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে উপযুক্ত রোগনাশক ঔষধসমূহ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে সমর্থ হয়। এই সময়ে তাহার অবস্থা কতকটা যোগ-সমাধির ন্যায় হইয়া থাকে। তখন সে তাহার সহিত মেস্মেরিক সম্বন্ধে একত্র অবস্থানশীল ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়-নিহিত গুহ্যতম ভাবসমূহ উদ্বোধ করিয়া দিতে পারে। পাত্রের এই অতীন্দ্রিয়পদার্থদর্শনপর অবস্থাকে ফরাসী ভাষায় *Clairvoyance* ও জর্ম্মণ ভাষায় *Hallsehen* বলে।

৬ যুক্তযোগ দৃষ্টি (Universal lucidity)—ইহাতে পাত্রের দূরদর্শিতা অনেক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা সে নিকট বা দূরাবস্থিত বস্তুমাত্রেরই আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বলিতে সমর্থ হয়। জর্ম্মণ ভাষায় এই অবস্থাকে *Allgemeine Klarheit* বলে।

মৈস্মেরবিদ্যাবিদ্গণ (Mesmerists) উপরোক্ত ছয়টী ক্রম-নির্দ্দেশ করিলেও শক্তিসঞ্চালক বা মেস্মেরাইজার শ্রেণীভুক্ত অনেকেই শেষোক্ত দুইটী যোগভাবের কার্য্যকারিতা স্বীকার করিতে প্রয়াসী নহেন; কিন্তু জৈবিক শক্তিতত্ত্ববিদ্ খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলী এ বিষয়ের সমর্থন করিয়া অনেক উদাহরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। Dr. Elliotson, Mr. Braid, Mr. James Simpson প্রভৃতি মনীষিগণ এই মেস্মেরিকতত্ত্বের সহিত শিরোমিতিবিদ্যার (Phrenology) একটী অত্যাশ্চর্য্য সামঞ্জস্য নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে,—পাত্রের এইরূপ জাগ্রতনিদ্রাবস্থায় মস্তিষ্কের যে যে অংশ (phrenlogical organs) মেস্মেরাইজার স্পর্শ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই পাত্রের মুখ হইতে তৎ তৎস্থানের কার্য্য বিকাশ হইয়া থাকে; যেমন ভাষা স্থানে হাত দিলে বাক্যস্ফূর্ত্তি, দাক্ষিণ্য (benevolence) স্থান স্পর্শ করিলে দয়াভাবের সমুপস্থিতি, ইত্যাদি।

৫ম ও ৬ষ্ঠ ক্রমদ্বয়ের ব্যাপার সম্বন্ধে বর্ত্তমান মেস্মেরাইজারগণ আস্থাশূন্য হইলেও উহার কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া এবং পরীক্ষা দ্বারা উহার ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর Lancet নামক পত্রিকায় Mr. Wakley ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট Sir John Forbes বহু দর্শক সমক্ষে এলেক্সিস্ নামক জনৈক ফরাসী বালকের উপর অতীন্দ্রিয়পদার্থদর্শন (Clairvoyance) শক্তির প্রভাব পরীক্ষা করেন। শক্ত্যাধীন অবস্থায় বালকের যে অত্যদ্ভুত মানসিক প্রভাব সমুৎপাদিত হইয়াছিল, স্বাভাবিক চৈতন্যোদয়ের পর, বালক সেই স্মৃতিশক্তির অসাধারণ প্রভাব সাধারণে জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হন নাই।

জর্ম্মনির বিখ্যাত রাসায়নিক M. Richenbach জৈবিক চুম্বকশক্তিঘটিত ব্যাপারসমূহের একটী নূতনতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বভিত্তি প্রদর্শন করেন। তাঁহার বিশ্বাস, এই সাধন-ব্যাপারে তিনি মেস্মের প্রবর্ত্তিত পন্থার অতিরিক্ত একটী স্বাভাবিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহা odyle বা od force নামে প্রথিত হয়। তাঁহার এই নবাভ্যুত্থিত তত্ত্বের মূল-প্রকৃতি মীমাংসিত না হওয়ায় এবং শক্তিসঞ্চালনের কারণরূপে অপর বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়ায় সাধারণে উহার মৌলিকত্ব স্বীকার করেন নাই।

ইহার পরে Electro-biology নামধেয় এই শ্রেণীর আর একটি অভিনব প্রথার উদ্ভব হয়। ইহাতে পাত্রকে হস্তাঙ্গুলী ধৃত একটী মুদ্রার প্রতি স্থির-দৃষ্টি রাখিতে আদেশ দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ এইরূপে দৃষ্টিসংযত করিয়া থাকিবার পর, স্নায়বিক দুর্ব্বল ব্যক্তির (Susceptible individual) একাগ্রচিত্ততা-হেতু শ্বাসবায়ু নিষ্পন্দ হইয়া নিদ্রাবেশ (cataleptic sleep) আনয়ন করে, পরে তাহা হইতে ক্রমে জাগ্রত-নিদ্রাবস্থা আসিয়া সমুদিত হয়। এরূপ অবস্থায় উপনীত হইলে সম্পূর্ণ মেস্মেরিক ব্যাপারের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। এমন কি তাহাদের মানসিক শক্তি এরূপ হ্রাস হয় যে, তাহারা শক্তি-সঞ্চালকের কথানুসারে উঠে বা বসে। এরূপ স্থলে তাহাদের শরীরে অসাধারণ বল আসিতেও দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে মেস্মেরিক ব্যাপারের অন্তর্ভূক্ত না হইলেও, ইহার সাহচর্য্যে table-turning table-talking, Spirit-rapping ও Magnetometry প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক ব্যাপার সম্পাদিত হইয়া থাকে।

একখানি টেবিলের চারিদিকে বন্ধুবান্ধব সমবেত হইয়া পরস্পরে পরস্পরের হস্ত স্পর্শপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে টেবিলের উপর হস্ত রাখিয়া দিলে টেবিল খানি নড়িতে ও ঘুরিতে দেখা যায়। অধ্যাপক ফারাডের মতে, টেবিলের এই ঘূর্ণন-শক্তি চতুষ্পার্শ্বস্থ ব্যক্তিবর্গের শারীরিক ওজোবলের দ্বারা নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। টেবিল ঘুরিবার সময় অনেকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। টেবিলধারী একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিবর্গের চিত্তপটে ঐ প্রশ্নের আভাস উদিত হয়। সেই প্রশ্ন মীমাংসা-কালে তাহাদের চিন্তাস্রোতের যে বিরাম ঘটে, তাহাতেই ঘূর্ণমান টেবিল খানি থামিয়া পড়ে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রশ্নে চিন্তাস্রোতের নিরন্তর বিরাম ও পুনর্গতি আরম্ভ হইতে দেখা যায়। জিজ্ঞাসক "হাঁ" বা "না" দ্বারা প্রশ্নফলের মঙ্গলামঙ্গল অনুমান করিয়া লইতে বাধ্য। ইহা যে একচিত্ত ব্যক্তিবর্গের মেস্মেরিক-শক্তির প্রভাব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। টেবিল কথা না কহিলেও, স্পৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের মীমাংসিত মনোভাবে প্রশ্নের যে সদুত্তর উত্থিত হয়, তদ্দারা টেবিলের গতিবিশেষই যেন কথা কহিয়া সকল প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিতেছে বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

Spirit-rapping বা "চক্রনামান"রূপ ভৌতিকক্রিয়া আত্মবিভ্রম (Self-delusion) রূপ মানসিক ব্যাপার মাত্র। কোন ব্যক্তিবিশেষকে চৌম্বক-শক্তিবশে অভিভূত করিয়া প্রেতাত্মাগণের সহিত কথোপকথনের উপায় স্বরূপ (medium) গ্রহণ করা হয়। প্রেতাত্মা অবতীর্ণ হইলে এই মিডিয়ম বা ভূতাবিষ্ট চিৎকার করিয়া উঠে। তখন ভূতসমাগমে মুগ্ধ ও ভয়বিজড়িত ব্যক্তিবর্গের প্রশ্নাবলীর উত্তর সেই মিডিয়ম বা পাত্র অনায়াসেই প্রদান করিতে সমর্থ হয়; যেহেতু তাহাদের একাগ্রচিত্ততায় ও মানসিক ভাবে সে তন্ময় হইয়া হৃদয় মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই ঐ সকল ভাবের পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং এ সকল প্রশ্নের উত্তর দান করা এরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ নূতনত্বের পরিচায়ক নহে।

এই তাত্ত্বিক ব্যাপারের মধ্যে ভৌতিক নিদ্রা (mesmeric sleep) ও জাগ্রত-নিদ্রা (sleep-waking)-ভাব রূপ অবস্থাদ্বয় নিত্য সত্য, তাহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই, এই অবস্থায় পাত্র মাত্রই প্রশ্নের দাস (slaves of suggestion) হইয়া পড়ে। ইলেক্ট্রোবাইওলজিষ্টগণ এই অবস্থা প্রাপ্ত পাত্রকে লইয়া যথেচ্ছ পরিচালিত করিতে পারেন। এই অবস্থায় সে অতীন্দ্রিয়পদার্থদর্শনশক্তিবিশিষ্ট ও সর্ব্বদর্শী হইয়া থাকে (It is in this state, that they become clairvoyant and universally lucid under the same law of suggestion)। ডাঃ কার্পেন্টার এই অভিনব তত্ত্বের আমূল মীমাংসা করিয়া কোয়ার্টার্লি রিভিউ নামক পত্রিকায় একটী সবিস্তার প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

যদিও মেস্মেরিক ব্যাপারের মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবেশলাভ করিয়াছে, তথাপি বহু সংখ্যক লোকে এখনও উহাকে গুপ্তবিদ্যা (mistery) বলিয়া আগ্রহের সহিত অভ্যাস করিয়া থাকে। অনেকে চক্ষে ধূলি দিয়া সাধারণকে প্রতারিত করিবার জন্য, মেস্মেরিকের ভাণ দেখায় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা জাগ্রতই থাকে। মনস্তত্ত্বের অবস্থাঘটিত প্রকৃত লক্ষণসমূহের একটীও তাহাদের বিড়ম্বিত অবস্থাবিপর্য্যয়ে পরিলক্ষিত হয় না।

মৈহর, মধ্যভারতের বাঘেলখণ্ড পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ইহার উত্তরে নাগোদরাজ্য, পূর্ব্বে রেবা-রাজ্য, দক্ষিণে ইংরাজাধিকৃত জব্বলপুর জেলা এবং পশ্চিমে অজয়গড় রাজ্য। এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই সামন্তরাজ্য রেবারাজ্যের অধীন ছিল। বুন্দেলখণ্ডে ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুপূর্ব্বে পান্নার বুন্দেলারাজ এইস্থান অধিকার করেন। তিনি পরে উক্ত সম্পত্তি ঠাকুর দুর্জ্জনসিংহের পিতাকে অর্পণ করিয়া যান। ইংরাজের আধিপত্য বিস্তৃত হইলে, ঠাকুররাজ ইংরাজরাজের প্রভুত্ব স্বীকার করায় স্বীয় সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে অধিকার পান। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে দুর্জ্জনসিংহের মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ বাঁধে; এমন কি, উভয়পক্ষ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ইংরাজরাজ এই বিবাদে রাজ্যবিশৃঙ্খলা দেখিয়া উক্ত পুত্রদ্বয়ের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। বিষ্ণুসিংহ মৈহর এবং প্রয়াগদাস বিজয়রাঘবগড় প্রাপ্ত হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে বিজয়রাঘবগড়ের সামন্ত যোগদান করায় তৎসম্পত্তি ইংরাজগবর্ণমেণ্ট কাড়িয়া লন। বিষ্ণুসিংহের পৌত্র রাজা রঘুবীর সিংহ যোগী-সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু। রেলপথ বিস্তারের জন্য ভূমি এবং পণ্যদ্রব্যের শুল্ক ছাড়িয়া দেওয়ায়, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের দিল্লীর দরবারে রাজা রঘুবীরকে বংশানুক্রমিক রাজা উপাধি ও সম্মানসূচক ৯টী তোপ দান করেন।

এই রাজবংশ স্বরাজ্য মধ্যে ইংরাজ শাসনবিধি হইতে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন, কেবলমাত্র গুরুতর অপরাধ ও য়ুরোপীয়গণের বিবাদসংক্রান্ত বিচারে তাঁহাকে গবর্মেণ্টের মতামত গ্রহণ করিতে হয়।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪°১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৪৮´পূঃ। দাক্ষিণাত্যগমনের সুবিস্তৃত রাস্তার ধারে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে এক্ষণে রাজা অবস্থান করিয়া থাকেন। এখানে স্থানীয় শস্যাদি ও বনজাত দ্রব্যসমূহের বাণিজ্য হইয়া থাকে। বাণিজ্যের সুবিধার্থ এখানে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। উত্তরপশ্চিমে ও দক্ষিণপূর্ব্বে দুইটী বিস্তীর্ণ ঝিল থাকায় নগরের দৃশ্য ও স্বাস্থ্য মনোরম হইয়াছে।

মৈহিক (ত্রি) মেহরোগ সম্বন্ধীয়।

মোআ (দেশজ) খই, চিনি বা গুড় ও ঘৃত একযোগে পাক করিয়া যে লড্ডুক প্রস্তুত হয়।

মোআ (মোবা), রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। আগ্রা হইতে আজমীর যাইবার পাকা রাস্তার ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৫৯´ পূঃ।

মোআ (মোবা), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের অন্তর্গত একটী বন্দর ও নগর। বর্ত্তমান নাম মুহুবা। এখান দিয়া স্থানীয় সামুদ্রিক বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

মোআফিক্ (আরবী) অনুরূপ, মাপসই।

মোআমারিয়া আসামের লখিমপুর জেলাবাসী অসভ্যজাতি বিশেষ। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে ও বুড়ি-ডিহিঙ্গের উত্তরে এবং শিংফোশৈলের পশ্চিমে যে মটক নামক স্থান আছে, তাহাতে এই জাতির অধিক বাস দেখা যায়। এই কারণে ইহাদের অপর নাম মটক বা মরান্। ইহারা আহম জাতির একটী শাখা। আহম-রাজবংশের প্রভুত্ব ও শাসনশক্তি হ্রাসের স্বল্পকাল পূর্ব্বে ইহারা এই স্থানে আসিয়া বাস করে। ইহারা সকলেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। আহম-রাজগণ ইহাদের মধ্যে দুর্গোৎসব পূজাবিধি প্রচার করিতে চেষ্টা করিলে সকলেই এই তান্ত্রিক শক্তি উপাসনার ঘোর বিরোধী হইয়া রাজদ্রোহী হয়। রাজা গৌরীনাথের রাজ্যকালে ইহারা নিম্ন-আসাম আক্রমণ করে। ঐ সময়ে ইংরাজসৈন্য বিদ্রোহি-দলকে গৌহাটী হইতে তাড়াইয়া দেয়, কিন্তু ইহারা স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া কিছুকালের জন্য স্বতন্ত্র সর্দ্দারের অধীনে রাজ্য শাসন করিয়া থাকে। বৈষ্ণববীর ঐ সর্দ্দারের বংশীয়গণ "বড় সেনাপতি" উপাধিতে অভিহিত হইয়াছিলেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মবাসিগণ আসাম হইতে বিতাড়িত হইলে, ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক মটকের সর্দ্দারবংশ স্থানীয় রাজরূপে গণ্য হয়; ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, ইংরাজরাজ সর্দ্দার-পুত্রের সহিত কোনরূপ বন্দোবস্ত না করিয়া, মটকসহ সমগ্র লখিমপুর জেলা ইংরাজশাসনভুক্ত করেন।

এই মটকজাতি এক্ষণে আসামের অপরাপর জাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এখন আর তাহাদের কোনরূপ জাতীয় প্রাধান্য নাই। সেই পুরাতন মটক-সামন্তরাজ্য এক্ষণে বিভিন্ন মৌজায় বিভক্ত হইয়াছে। সমতলক্ষেত্রবাসিগণ মটক, জঙ্গলবাসিগণ মরাণ এবং বৈষ্ণবপ্রধান জনসমূহ মোআমারিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তিফুক-গোসাই-গণ ইহাদের ধর্ম্মগুরু।

মোই (দেশজ) ১ গুল্মভেদ। ২ বংশনির্ম্মিত সিঁড়ি।

মোইচা (দেশজ) লতাভেদ।

মোউআলু, দেশীয় আলু নামক কন্দ বিশেষ।

মোক (স্ত্রী) পশুচর্ম্ম।

মোকা (দেশজ) দ্রব্যবিশেষের মুখাগ্র।

মোকর্‌র-মোকর্‌রী (পারসী) মুসলমানাধিকারে ভূম্যাদির জমার বন্দোবস্তবিশেষ।

মোকদ্দমা (আরবী) অভিযোগ।

মোকান্ (আরবী) } গৃহ, স্থান, দেশ।
মোকাম্ (আরবী) }

মোকামা, বাঙ্গালার পাটনা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। গঙ্গা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ২৪´ ২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫৫´ ২৬´´ পূ°। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর একটী ষ্টেশন থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ইংরাজরাজের তত্ত্বাবধানে থাকায় নগরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। এইস্থান কলিকাতা হইতে ২৮৩ মাইল। এখানে ত্রিহুত-ষ্টেট-রেলওয়ের একটী জংসন আছে।

মোকামী (আরবী) মোকাম সম্বন্ধীয়।

মোকি (স্ত্রী) রাত্রি।

মোক্কা (দেশজ) গুল্মভেদ।

মোক্তা (দেশজ) মুক্তিদাতা।

মোক্তার (আরবী) ১ নির্ব্বাচিত। ২ ভারপ্রাপ্ত। ৩ স্বাধীন। ৪ প্রতিনিধি।

মোক্তারী (আরবী) মোক্তারের কার্য্য।

মোক্তৃ (ত্রি) মুচ্-তৃচ্। মোচনকর্ত্তা, যিনি মুক্ত করেন।
"ভবত্ত্বাণস্য মোক্তারঃ সৎপুত্রাঃ পুত্রিণে হিতাঃ।" (সুশ্রুত)

মোক্ষ, ক্ষেপণ। চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° পর° সক° সেট্।

লট্ মোক্ষ্যতি, ভ্বাদি পক্ষে মোক্ষতি। লুঙ্ অমুমোক্ষৎ, ভ্বাদি অমোক্ষীৎ।

মোক্ষ (পুং) মোক্ষ্যতে দুঃখমনেন। মোক্ষ-করণে ঘঞ্। মুক্তি।

"ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে।
সর্ব্বাশাসংক্ষয়ে চেতঃক্ষয়ো মোক্ষ ইতি শ্রুতিঃ॥"
(সাংখ্যসা০ ২।৩।২৫)

আকাশ পাতাল বা ভূতল প্রভৃতি কোনস্থলেই মোক্ষ নাই, কেবল আশা ক্ষয় হইলেই মোক্ষ হয়।

জীব কেবল কর্ম্মের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আছে, এই কর্ম্ম ছেদ করিতে পারিলেই তাহার মোক্ষ হয়।

মোক্ষের বিষয় দর্শনশাস্ত্রে বিশেষরূপ আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তদ্বিষয় এইস্থলে অভিহিত হইল ;—

পরম পুরুষার্থের নাম মোক্ষ। পুরুষার্থ শব্দে পুরুষের প্রয়োজনকে বুঝায়, যাহা পুরুষের অভিলষণীয়, তাহাই পুরুষার্থ। পুরুষার্থকে চারিভাগে বিভাগ করা হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বা অপবর্গ। তন্মধ্যে মোক্ষ পরমপুরুষার্থ। অন্য ত্রিবিধ পুরুষার্থই বিনাশী, মোক্ষ অবিনাশী। এইজন্য মোক্ষ পরমপুরুষার্থ। মোক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে বন্ধনমোচনই মোক্ষ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। বন্ধনশব্দে জীবাত্মারই বন্ধন বুঝিতে হইবে, এই বন্ধনের অর্থ সুখ-দুঃখ-ভোগ বা সংসার।

জীবাত্মার সংসার বা বন্ধন অজ্ঞানমূলক। অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান সংসারের হেতু, যতক্ষণ পর্য্যন্ত কারণ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ কিছুতেই কার্য্যের নিবৃত্তি হয় না। অতএব যে পর্য্যন্ত মিথ্যাজ্ঞান সমূলে উন্মূলিত না হয়, সে পর্য্যন্ত সংসার-নিবৃত্তি বা মুক্তি হইতে পারে না। মুক্তি পরমপুরুষার্থ, মুক্তির জন্য সকলের সমুৎসুক হওয়া উচিত। বদ্ধ থাকিবার জন্য লোকের অভিলাষ হয় না। লোক বন্ধন ভাল বাসে না। বন্ধনমুক্তিই সকলের অভিলষণীয়। মিথ্যাজ্ঞান বন্ধনের হেতু। তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের সমুচ্ছেদক বা বিনাশক, ইহা সহজবোধ্য। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না। মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ না হইলে মুক্তি হয় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ। তত্ত্বজ্ঞান দুই প্রকার, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ। যে মিথ্যাজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে তাহাই পরোক্ষ, পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই তাহার উচ্ছেদ হয়। কিন্তু যে মিথ্যাজ্ঞান প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাহার উচ্ছেদ হয় না, তাহার উচ্ছেদের জন্য প্রত্যক্ষ তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে ইহা সর্প নহে, ইহা রজ্জু, অপর ব্যক্তি পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিলেও ভ্রান্ত ব্যক্তির সর্পভ্রম তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইবে না ; কেন না, ভ্রান্ত ব্যক্তির সর্পভ্রম প্রত্যক্ষাত্মক। অন্যের উক্তিমূলক যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, উহা পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান। পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান অপরোক্ষ ভ্রমের নিবর্ত্তক হয় না। ইহা রজ্জু এইরূপ প্রত্যক্ষাত্মক তত্ত্বজ্ঞান যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ তাহার সর্পভ্রম কিছুতেই বিদূরিত হইবে না, সে রজ্জুর সমীপবর্ত্তী হইতে সাহস করিবে না। দিক্‌মোহ প্রভৃতি স্থলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রত্যক্ষ মিথ্যাজ্ঞান পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হইবে না। প্রত্যক্ষ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য প্রত্যক্ষ তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যক।

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি সংসারের হেতু। উহা প্রত্যক্ষাত্মক মিথ্যাজ্ঞান। তাহার নিবৃত্তির জন্য প্রত্যক্ষাত্মক আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে। শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশানুসারে যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা পরোক্ষ, প্রত্যক্ষাত্মক নহে। এইজন্য শাস্ত্রাধ্যয়নে বা গুরুর উপদেশে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিলেও তদ্দ্বারা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না, আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা থাকে।

আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের নানাবিধ উপায় শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই আত্মসাক্ষাৎকারের প্রধান উপায়। শ্রবণ শব্দের অর্থ অদ্বিতীয়ব্রহ্মে বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্যের অবধারণ। মনন শব্দে যুক্তি দ্বারা শ্রুত্যুক্ত অর্থের সম্ভাবিতত্বের অনুসন্ধান। অর্থাৎ শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্ভবপর, যুক্তি দ্বারা এইরূপ অবধারণ করার নাম মনন। নিদিধ্যাসন অর্থে শাস্ত্রে শ্রুত এবং যুক্তি দ্বারা সম্ভাবিত বিষয়ের নিরন্তর চিন্তা।

"আত্মা বা অরে! দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ। (শ্রুতি)

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যঃ মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয়ঃ এতে দর্শনহেতবঃ॥" (বিজ্ঞানভিক্ষু)

এই সকল বিষয় আদরপূর্ব্বক অবিচ্ছেদে দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত হইলে আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল শ্রবণাদির অনুশীলন তীব্র বিষয়বৈরাগ্য ভিন্ন হইতে পারে না। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক অর্থাৎ ইহা নিত্যবস্তু, ইহা অনিত্য বস্তু, ইহার সম্যক্ জ্ঞান, ইহামুত্রভোগবিরাগ, অর্থাৎ বৈরাগ্য, শমদমাদিসম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব এতাদৃশ সাধন চতুষ্টয়সম্পন্ন পুরুষ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী বলিয়া কথিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বৈরাগ্যের হেতু এবং শমদমাদি বৈরাগ্যের কার্য্য। সুতরাং বৈরাগ্য মুখ্য সাধনরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। একমাত্র বৈরাগ্যই ব্রহ্ম-

বিদ্যার অধিকারের মুখ্যসাধন, এই অভিপ্রায়ে মণ্ডুকোপনিষদে অভিহিত হইয়াছে,—

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।"

কর্ম্মফল সকল অনিত্য, কর্ম্ম দ্বারা নিত্য পদার্থ লাভ করিতে পারা যায় না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। বিরক্ত ব্রাহ্মণ নিত্যবস্তু জানিবার জন্য সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট গমন করিবে।

বিবেকচূড়ামণিতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"বৈরাগ্যঞ্চ মুমুক্ষুত্বং তীব্রং যস্যোপজায়তে।
তস্মিন্নেবার্থবন্তঃ স্যুঃ ফলবন্তঃ শমাদয়ঃ॥"

যাহার তীব্র বৈরাগ্য ও তীব্র মুমুক্ষুত্ব হইয়াছে, শমাদি সাধন তাহাতেই সফলতা লাভ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈরাগ্যই ব্রহ্মবিদ্যার অভ্যহিত সাধন। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের চিন্তা, সংসারগতির পর্য্যালোচনা এবং বিষয়দোষদর্শনাদিও বৈরাগ্যের উপায়।

সাংখ্যকারিকাতেও ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"পুরুষার্থজ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতম্।
স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্॥"

যে মোক্ষজনক জ্ঞানের নিমিত্ত প্রাণীদিগের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয় চিন্তিত হয়, সেই গোপনীয় পুরুষার্থজ্ঞান পরমর্ষি বলিয়াছেন।

এ স্থলে স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের চিন্তা তত্ত্বজ্ঞানের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা দ্বারা সংসারগতি বলিয়া উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, "তস্মাজ্জুগুপ্সেত" অর্থাৎ সংসারগতি এইরূপ বিচিত্র, অতএব বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে।

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়বিষয়ক চিন্তা বৈরাগ্যের উপায় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, অতএব ইহাদের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সৃষ্টি বিষয়ে তিনটী মত সমধিক প্রসিদ্ধ—আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ। আরম্ভবাদ নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের, পরিণামবাদ সাংখ্য ও পাতঞ্জলের এবং বিবর্ত্তবাদ বেদান্তীর অভিমত।

আরম্ভবাদে কারণ সৎ, কার্য্য অসৎ। এই মতে সৎ-কারণ হইতে অসৎ-কার্য্যের উৎপত্তি হয়। কারণ কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান, কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব নাই। পরমাণু আদিকারণ, তাহা নিত্য, সুতরাং তাহা দ্ব্যণুকাদি-কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু দ্ব্যণুকাদি, কার্য্য-উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না। এইজন্য আরম্ভবাদের অপর নাম অসৎকার্য্যবাদ।

পরিণামবাদে অসতের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয় নাই। এই মতে উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। কারণের ব্যাপার দ্বারা কার্য্যের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। তিলে তৈল আছে, নিপীড়ন করিলে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, দুগ্ধ দধিরূপে, মৃত্তিকা ঘটরূপে পরিণত হয়। এইরূপ সত্ত্বাদি গুণত্রয় মহত্তত্ত্বরূপে এবং মহত্তত্ত্ব অহঙ্কাররূপে পরিণত হয়। এই পরিণামবাদের অপর নাম সৎকার্য্যবাদ। পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ কতকটা কাছাকাছি। বিবর্ত্তবাদে কারণ মাত্র সৎ, কার্য্য অসৎ, কার্য্য স্বরূপে অসৎ হইলেও কারণরূপে সৎ ইহা বলা যাইতে পারে। কারণের সংস্থান মাত্রই কার্য্য, কারণ হইতে ভিন্ন কার্য্য নাই। কারণের যেরূপ নির্ব্বাচন করা যায়, কার্য্যের সেইরূপ নির্ব্বাচন করা যায় না। এইজন্য বিবর্ত্তবাদের অপর নাম অনন্তবাদ বা অনির্ব্বচনীয়বাদ। রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিকাতে রজতভ্রম প্রভৃতি বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টান্ত। রজ্জুতে পরিকল্পিত সর্প এবং শুক্তিকাতে পরিকল্পিত রজত যেমন রজ্জু ও শুক্তিকা হইতে ভিন্ন নহে এবং অনির্ব্বচনীয়, সেইরূপ ব্রহ্মে পরিকল্পিত বিষয়াদি প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে এবং অনির্ব্বচনীয়। যাহা নির্বাচ্য, তাহা সত্য, যাহা অনির্বাচ্য, তাহা মিথ্যা, সত্যবস্তুর নির্বচন অবশ্যম্ভাবি, মিথ্যাবস্তুর নির্বচন অসম্ভব। ব্রহ্ম নির্বাচ্য, এইজন্য ব্রহ্ম সত্য। জগৎ বা বিষয়াদিপ্রপঞ্চ অনির্ব্বাচ্য, এই জন্য জগৎ মিথ্যা। পরন্তু জগতের পারমার্থিক সত্যত্ব না থাকলেও ব্যবহারিক সত্যত্ব আছে। যে পর্য্যন্ত শুক্তিতত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত শুক্তিতে পরিকল্পিত রজত সত্য বলিয়া বোধ হয় এবং যে পর্য্যন্ত রজ্জুতত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত রজ্জুতে পরিকল্পিত সর্প সত্য বলিয়াই বোধ হয়। রজ্জুতত্ত্ব এবং শুক্তিতত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হইলে পরিকল্পিত সর্পের এবং রজতের মিথ্যাত্ববোধ হইয়া থাকে। সেইরূপ যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার না হয়, সেই পর্য্যন্ত জগৎ সত্য বলিয়াই বোধ হয়। ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জগৎ যখন বাস্তবিক সত্য নহে,—(উহা মিথ্যা, রজ্জুসর্প-শুক্তি-রজতাদির ন্যায় কিয়ৎকাল সত্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র) তখন জগতের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পরমার্থ সত্যবস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে দূরে অবস্থান করা কতদূর সঙ্গত, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

বেদান্তমতে মায়াসহিত পরমেশ্বর জগৎসৃষ্টির কারণ।

মায়ার শক্তি অপরিমিত ও অনিরূপণীয়। প্রপঞ্চ বিচিত্র। কারণগত বৈচিত্র্য না থাকিলে কার্য্যের বিচিত্রতা হইতে পারে না। সুতরাং কার্য্যবৈচিত্র্যের হেতুভূত প্রাণিকর্ম্ম সৃষ্টির সহকারি-কারণ। সৃজ্যমান পদার্থ নামরূপাত্মক, সৃষ্টির প্রাক্‌ক্ষণে সৃজ্যমান সমস্ত নাম ও রূপ পরমেশ্বরের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। প্রতিভাত হইলেই 'ইহা করিব' এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি জগতের সৃষ্টি করেন। পরমেশ্বর প্রথমে আকাশ সৃষ্টি করেন, আকাশ হইতে বায়ু, এবং বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। এই আকাশাদি বিশুদ্ধ ভূত, অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত বা অবিমিশ্র ভূত। ইহাদের একের সহিত অন্যের মিশ্রণ নাই। এই বিশুদ্ধ আকাশাদি পঞ্চ ভূতের অপর নাম পঞ্চতন্মাত্র। কেন না পাঁচটীর প্রত্যেকটীই তন্মাত্র। অর্থাৎ আকাশ আকাশমাত্র, বায়ু বায়ুমাত্র ইত্যাদি। আকাশাদির কেহই ভূতান্তরমিশ্রিত নহে।

পরমেশ্বর মায়াসহিত জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, তৎসৃষ্ট আকাশাদিও ত্রিগুণাত্মক, কিন্তু আকাশাদি ত্রিগুণাত্মক হইলেও তমোগুণই তাহাতে অধিক। এই জন্য সত্ত্বাদিগুণের কার্য্য প্রকাশাদি ধর্ম্ম, আকাশাদিতে পরিলক্ষিত হয় না।

আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্রের এক একটীর সাত্ত্বিকাংশ হইতে এক একটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের সাত্ত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ত্বক্‌, তেজের সাত্ত্বিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্ত্বিকাংশ হইতে রসন, এবং পৃথিবীর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ঘ্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্‌, ত্বকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু, চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য, রসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ এবং ঘ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অশ্বিনীকুমার।

শ্রোত্রাদি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় যথাক্রমে দিক্‌ প্রভৃতি পাঁচটী দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া শব্দাদি বিষয়ের গ্রহণ বা জ্ঞান সম্পাদন করে। আকাশাদি পঞ্চতন্মাত্রের সাত্ত্বিকাংশ গুলি মিলিত হইয়া মন ও বুদ্ধির সৃষ্টি করে। অহঙ্কার ও চিত্ত মনের এবং বুদ্ধির অন্তর্ভূত। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত ইহাদের নাম অন্তঃকরণ। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির চতুর্ম্মুখ, অহঙ্কারের শঙ্কর এবং চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অচ্যুত। মনঃপ্রভৃতি অন্তঃকরণ সেই সেই দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া তত্তদ্বিষয়ের ভোগ সম্পাদন করে।

আকাশাদির পৃথক্‌ পৃথক্‌ রজোংশ হইতে পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশের রজোংশ হইতে বাক্‌, বায়ুর রজোংশ হইতে পাণি, তেজের রজোংশ হইতে পাদ, জলের রজোংশ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজোংশ হইতে উপস্থ সমুদ্ভূত হইয়াছে। যথাক্রমে ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম, ও প্রজাপতি।

আকাশাদিগত রজোংশগুলি মিলিত হইয়া প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের সৃষ্টি সম্পাদন করিয়াছেন। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল ক্রিয়াত্মক বলিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণ রজোংশ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আকাশাদি হইতে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চীকৃত হইলেই তাহারা স্থূলভূত বলিয়া অভিহিত হয়।

[পঞ্চীকরণের বিষয় পঞ্চীকরণ শব্দে দেখ]

এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে যথাক্রমে উপরি উপরি অবস্থিত ভূর্লোক বা ভূমিলোক, ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, ও সত্যলোক। এই ঊর্দ্ধস্থ সপ্তলোকের এবং যথাক্রমে অধোঽধোভাবে অবস্থিত অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল এবং পাতাল নামক অধঃস্থ সপ্তলোকের, ব্রহ্মাণ্ডের ও তদন্তর্গত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ নামক চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীরের এবং তদ্ভোগ্য অন্নপানাদির উৎপত্তি হয়।

স্থূলশরীরের অপর নাম অন্নময়কোষ, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের নাম প্রাণময় কোষ, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মনের নাম মনোময় কোষ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধির নাম বিজ্ঞানময়কোষ। সংসারের মূলীভূত অজ্ঞান আনন্দময় কোষ। এই পঞ্চকোষ আত্মা নহে, আত্মা তাহা হইতে অতিরিক্ত, ইহা অবধারণ করা কর্ত্তব্য। সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেন,—বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞানশক্তিমান্‌, উহা কর্ত্তৃরূপ। ইচ্ছাশক্তিমান্‌ মনোময় কোষ করণরূপ। ক্রিয়াশক্তিমান্‌ প্রাণময় কোষ কার্য্যরূপ। মিলিত প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষত্রয়কে লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর বলা যায়। পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলেন,—

"পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্‌।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্‌॥"

পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশেন্দ্রিয় ইহা ভোগসাধন সূক্ষ্মশরীর। অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে ইহা উত্থিত হইয়াছে। এই সূক্ষ্ম শরীর মোক্ষপর্য্যন্তস্থায়ী।

পূর্ব্বাচার্য্যেরা সংসারের মূলীভূত অজ্ঞানকে কারণশরীর বলিয়াছেন। এই প্রত্যেক শরীর ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। জীব ব্যষ্টিকারণ-শরীরাভিমানী। ঈশ্বর সমষ্টিকারণ-শরীরাভিমানী। সমষ্টিকারণ শরীর বা সমষ্টি

অজ্ঞান বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান, তদুপহিত চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, জগৎকারণ ও ঈশ্বর নামে অভিহিত। সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী বা সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর উপহিত চৈতন্য সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ বলিয়া অভিহিত। হিরণ্যগর্ভ আদি জীব। ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরোপহিত চৈতন্য তৈজস নামে, সমষ্টি স্থূলশরীরোপহিত চৈতন্য বৈশ্বানর বা বিরাট্ নামে এবং ব্যষ্টি স্থূলশরীরোপহিত চৈতন্য বিশ্ব নামে কথিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, একমাত্র চৈতন্য বিভিন্ন উপাধি যোগে বিভিন্ন শব্দে অভিহিত হইয়াছে, বস্তুগত্যা ইহাদের কোন ভেদ নাই।

সৃষ্টির বিষয় এইরূপ সংক্ষেপে বলা হইল। এখন প্রলয়ের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। প্রলয় শব্দে ত্রৈলোক্যবিনাশ বা সৃষ্ট পদার্থের নাশ। প্রলয় চতুর্বিধ, নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। সুষুপ্তির নাম নিত্যপ্রলয়। সুষুপ্তিকালে সুষুপ্ত পুরুষের পক্ষে সমস্ত কার্য্য প্রলীন হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,—সুষুপ্তি অবস্থায় দ্রষ্টা হইতে বিভক্ত বা পৃথগ্‌ভূত অন্য কোন দ্রষ্টব্য পদার্থ থাকে না। এইজন্য দ্রষ্টা নিত্যচৈতন্যস্বরূপ হইলেও বাহ্য বিষয়ের অভাব হয় বলিয়া সুষুপ্তিকালে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি তৎকালে কারণরূপে অবস্থিত থাকে। অন্তঃকরণের দুইটী শক্তি আছে—জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। সুষুপ্তিকালে জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণের বিলয় হয় বলিয়া সুষুপ্তপুরুষের গন্ধাদি জ্ঞান হয় না। ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণ বিলীন হয় না, এইজন্য সুষুপ্তপুরুষের প্রাণনাদি ক্রিয়া বা শ্বাসপ্রশ্বাস পরিলুপ্ত হয় না।

কার্য্য ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভের দিবসের অবসান হইলে ত্রৈলোক্যের যে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রি চতুর্যুগসহস্রপরিমিতকাল।

কার্য্যব্রহ্মের বিনাশ হইলে সমস্ত কার্য্যের যে বিনাশ হয়, তাহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল দ্বিপরার্দ্ধ-পরিমিত। এই আয়ুষ্কালের অবসান হইলে কার্য্যব্রহ্মের বিনাশ হয়। কার্য্যব্রহ্মের বিনাশ হইলে তদধিষ্ঠিত ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তবর্ত্তী চতুর্দ্দশ লোক, তদন্তবর্ত্তী স্থাবর জঙ্গমাদি প্রাণিদেহ, ভৌতিক ঘটপটাদি এবং পৃথিব্যাদি ভূতবর্গ সমস্তই প্রলীন হয়। মূল কারণভূত প্রকৃতি বা মায়াতে সমস্ত প্রলীন হয় বলিয়া ইহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। এই প্রলয় মায়াতে সম্পন্ন হয়—পরব্রহ্মে হয় না, কেন না প্রধ্বংসরূপ প্রলয় ব্রহ্মনিষ্ঠ নহে—মায়ানিষ্ঠ। ব্রহ্মে পরিকল্পিত জগৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মে বাধিত হয়।

এই বাধরূপ প্রলয় ব্রহ্মনিষ্ঠ বটে। দ্বিপরার্দ্ধকাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কার্য্যব্রহ্মের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেও ব্রহ্মাণ্ডাধিকাররূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় নাই বলিয়া অধিকার কাল পর্য্যন্ত (দ্বিপরার্দ্ধকাল) কার্য্যব্রহ্মের বিদেহ কৈবল্য বা পরম-মুক্তি হইবে না। অধিকার পরিসমাপ্ত হইলে তাহার বিদেহ-কৈবল্য হইবে। ব্রহ্মলোকবাসীদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে তাহাদেরও বিদেহকৈবল্য হইবে।

ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারনিমিত্তক সর্ব্বজীবের মুক্তির নাম আত্যন্তিক প্রলয়। এক জীববাদে উহা এক সময়েই সম্পন্ন হইবে। নানা জীববাদে ক্রমে হইবে। একটী দুইটী করিয়া জীব মুক্ত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এইরূপে ক্রমে এমন সময় আসিবে যে, সমস্ত জীব মুক্ত হইবে, একটী জীব বদ্ধ থাকিবে না। ইহাই আত্যন্তিক প্রলয়। নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত প্রলয়ের হেতু কর্ম্মোপরম, ঐ সকল প্রলয়ে ভোগ হেতু কর্ম্মের উপরম হয় বলিয়া ভোগমাত্রের উপরম হয়, সংসারের মূল কারণ অজ্ঞান ঐ সকল প্রলয়ে বিনষ্ট হয় না। কিন্তু আত্যন্তিক প্রলয়ের হেতু ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞানের উদয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞান থাকিতে পারে না। অতএব আত্যন্তিক প্রলয়ে সংসারের মূল কারণ অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং আত্যন্তিক প্রলয়ের পরে আর সৃষ্টি হয় না। এই প্রলয়কে মহাপ্রলয় বলা যায়।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত প্রলয়ের ক্রম সৃষ্টিক্রমের বিপরীতক্রমে বুঝিতে হইবে। সৃষ্টিক্রমে প্রলয় হইলে অগ্রে উপাদান-কারণের বিনাশ, পরে তদুপাদেয় কার্য্যের বিনাশ বলিতে হয়। ইহা একান্ত অসম্ভব। উপাদান-কারণ বিনষ্ট হইলে কাহাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য অবস্থিত থাকিবে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্তিকা হইতে জাত ঘটশরাবাদি বিনষ্ট হইয়া মৃদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। অগ্রে মৃত্তিকার বিনাশ, পরে তদারব্ধ ঘটশরাবাদির বিনাশ অদৃষ্টচর। যে ক্রমে সোপান আরোহণ করিয়া উর্দ্ধে উঠা যায়, তাহার বিপরীত ক্রমে অবরোহণ করিতে হয়। অতএব বলা উচিত যে, প্রলয়কালে পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারে এবং অহঙ্কার অজ্ঞান বা অবিদ্যাতে লীন হয়।

প্রলয়-বিষয়ে দার্শনিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে।

[প্রলয় শব্দ দেখ]

মীমাংসক আচার্য্যগণ প্রলয় স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকপ্রবর উদয়নাচার্য্য নানাবিধ অনুমানের সাহায্যে

প্রলয়ের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। পুরাণশাস্ত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রলয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তথাপি মহাপ্রলয় বা আত্যন্তিক প্রলয় বিষয়ে আচার্য্যদিগের ঐকমত্য নাই। কোন কোন নৈয়ায়িক আচার্য্য মহাপ্রলয় স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে, মহাপ্রলয়ের প্রমাণ নাই। পাতঞ্জলভাষ্যকার আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার করেন না বলিয়া বোধ হয়। বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্ববৈশারদী গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণে সর্গ প্রতিসর্গপরম্পরায় অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব শ্রুত হইয়াছে। প্রকৃতির বিকার সকলের নিত্যতাও শাস্ত্রসিদ্ধ। সুতরাং আত্যন্তিক প্রলয় শাস্ত্রানুরূপ বলা যাইতে পারে না। ক্রমিক বিবেকখ্যাতি দ্বারা ক্রমে সমস্ত জীব মুক্ত হইবে; সুতরাং একসময়ে সংসারের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে, এ কল্পনাও সমীচীন বলা যাইতে পারে না; কারণ, জীব সকল অনন্ত ও অসংখ্য। এইরূপে তিনি আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার করেন নাই। বৈদান্তিক আচার্য্যগণ কিন্তু নির্বিবাদে আত্যন্তিকপ্রলয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সৃষ্টি ও প্রলয় বলা হইল, এক্ষণে সংক্ষেপে স্থিতিকালীন সংসারগতি বলা যাইতেছে। যাঁহারা পুণ্যশীল, তাঁহারা উত্তরমার্গ (দেবযান) অথবা দক্ষিণমার্গ (পিতৃযাণ) এই মার্গদ্বয়ের কোন একটীর অবলম্বনে পরলোকে গমন করিয়া পুণ্যানুরূপ ফলভোগ করেন। ফলভোগের পর পুনর্ব্বার ইহলোকে আগমন করেন, এবং সঞ্চিত শুভকর্ম্মের তারতম্যানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন অথবা সঞ্চিত পাপকর্ম্মের তারতম্যানুসারে কুকুর, শূকর ও চণ্ডালাদি যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করেন।

পঞ্চাগ্নিবিদ্যোপাসক, সগুণব্রহ্মোপাসক বা প্রতীকোপাসনানিরত পুণ্যানুষ্ঠানশীল গৃহস্থগণ দক্ষিণমার্গে বা পিতৃযাণে গমন করেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সংন্যাসাশ্রমী— ইঁহাদিগের পক্ষে উত্তরমার্গই বিহিত। উত্তরমার্গগামীরা প্রথমে অর্চ্চির্দেবতাকে প্রাপ্ত হন, অর্চ্চির্দেবতা হইতে অহর্দেবতা, অহর্দেবতা হইতে শুক্লপক্ষ দেবতা, শুক্লপক্ষ দেবতা হইতে উত্তরায়ণ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতা হইতে সংবৎসর দেবতা, সংবৎসর দেবতা হইতে আদিত্য দেবতা, আদিত্য হইতে চন্দ্র এবং চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎদেবতাকে প্রাপ্ত হন। দেবযানগামী জীব বিদ্যুদ্দেবতাকে প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মলোক হইতে কোন অমানব পুরুষ উপস্থিত হইয়া উত্তরমার্গগামী জীবকে সত্যলোকে লইয়া যায় এবং কার্য্যব্রহ্মকে প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। এই উত্তরমার্গ দেবপথ বা ব্রহ্মপথ নামে অভিহিত হয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা কার্য্যব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত, তাহাদের উত্তরমার্গে গতি হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঐরূপ দেবযান কথিত হইয়াছে। কোন কোন উপনিষদে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্যও দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তরমার্গের বিষয় বলা হইল। দক্ষিণমার্গের বিষয় বলা যাইতেছে। যাহারা গ্রামে ইষ্ট, পূর্ত্ত ও দান করে, অর্থাৎ যাহারা কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর, তাহারা মৃত হইলে প্রথমে ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, ধূমদেবতা হইতে রাত্রিদেবতা, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নদেবতা, দক্ষিণায়ন হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ এবং আকাশ হইতে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হন। এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় বুঝিতে হইবে যে, মৃতজীবকে ধূম দেবতা রাত্রিদেবতার নিকট লইয়া যায়। ইত্যাদিরূপে পর পর উপস্থিতি ঘটে। চন্দ্রমণ্ডলে তাহার ভোগোপযোগী জলময়দেহ নির্ম্মিত হয়।

আরোহ বলা হইল, এক্ষণ অবরোহের বিষয় বলা হইতেছে। আরোহ অর্থে ইহলোক হইতে পরলোক গমন এবং অবরোহ অর্থে পরলোক হইতে ইহলোকে আগমন।

যে পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগের জন্য জীব চন্দ্রলোকে গমন করে, ফলের উপভোগ দ্বারা সেই কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জীবের ক্ষণকালও চন্দ্রলোকে অবস্থিতি হইতে পারে না। তখন জীব পুনর্বার ইহলোকে আগমন করিয়া জন্মপরিগ্রহ করে। ইহলোকে আগমনের বা অবরোহের প্রণালী এইরূপ;—চন্দ্রমণ্ডলে উপভোগ নিমিত্ত কর্ম্মের ক্ষয় হইলে, ঘৃতকাঠিন্যের বিলয়ের ন্যায় তাহার চন্দ্রলোকীয় শরীরারম্ভক জল বিলীন হইয়া আকাশে আগত হয়। সেই জলের সহিত জীবও আকাশে আগমন করে। আকাশের ন্যায় সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত বা আকাশভূত জীব ঐ জলের সহিত বায়ুকে প্রাপ্ত হয়। বায়ুদ্বারা ইতস্ততঃ চালিত হইয়া শরীরারম্ভক জলের সহিত জীব বায়ুভাব প্রাপ্ত্যন্তে ক্রমে ধূমভাব বা বাষ্পভাবাপন্ন হয়। ধূম হইয়া অভ্রভাবাপন্ন হয়, অভ্রভাবাপন্ন হইয়া মেঘভাবাপন্ন বা বর্ষণযোগ্যভাবাপন্ন মেঘভাবাপন্ন হয়। উন্নতপ্রদেশে মেঘ হইতে বারিধারা পতিত হয়। বর্ষধারার সহিত পৃথিবীসমাগত জীব ওষধি, বনস্পতি, ব্রীহি, যব, তিল ইত্যাদি নানা রূপাপন্ন এবং পর্ব্বততট, দুর্গমস্থান, নদী, সমুদ্র, অরণ্য ও মরুদেশাদিতে সন্নিবিষ্ট হয়।

অনুশয়ী বা কর্ম্মশেষবান্ জীব অতি দুঃখে তাহা হইতে নিঃসৃত হয়। বর্ষাদি ভাব হইতে জীবের নিঃসরণ বিশেষ কষ্টসাধ্য। কেন না, বর্ষধারার সহিত পর্ব্বততটে নিপতিত

জীব জলস্রোতে উহ্যমান হইয়া নদীতে পতিত হয়। নদী দ্বারা উহ্যমান হইয়া সমুদ্রগত হয়। সমুদ্রগত হইয়া পীতজলের সহিত মকরাদির কুক্ষিগত হয়। ঐ মকরাদি অন্য জলচরজন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে তৎসহ তাহার কুক্ষিগত হইয়া থাকে। কালক্রমে মকরাদি জন্তুর সহিত সমুদ্রে বিলীন হইয়া জলভাবাপন্ন হয়। ঐ অবস্থায় সমুদ্র জলের সহিত মেঘ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার বর্ষধারার সহিত মরুদেশে, শিলাতটে বা অগম্য প্রদেশে পতিত হইয়া অবস্থিত হয়। কদাচিৎ ব্যালমৃগাদি কর্ত্তৃক নিপীত, ব্যালমৃগাদি অন্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত, তাহারা আবার অন্য জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। কখনও বা অভক্ষ্য স্থাবর রূপে জাত হইয়া সেই স্থানেই শুকাইয়া যায়। ইত্যাদি রূপে অনুশয়ীদিগের যে কতরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না।

ভক্ষ্য স্থাবররূপে বা ব্রীহিযবাদিরূপে জাত হইলেও শরীরান্তর লাভ সহজ হয় না। কেন না, ঊর্দ্ধরেতা, বালক, বৃদ্ধ বা ক্লীবাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত ব্রীহিযবাদির সহিত অনুশয়ী, তাহাদের কুক্ষিগত হইলেও মলাদির সহিত নির্গত হইয়া তাহা মৃত্তিকারূপে পরিণত হইবার সময় আবার ব্রীহ্যাদি ভাবাপন্ন হয়। কাকতালীয়ন্যায়ে রেতঃসেককারিকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া রেতসহ স্ত্রীর গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া রেতঃসেক কর্ত্তার আকার ধারণ করে। অনুশয়ী জীব উক্তরূপে মাতার গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া মূত্রপুরীষাদি দ্বারা উপহত মাতার উদরে এক দিন নয়, দুই দিন নয়, দশমাস কাল অবস্থিত হইয়া আতকষ্টে মাতার উদর হইতে নিঃসৃত হয়। যে স্থানে মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থানও কষ্টকর, সে স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান যে কত কষ্টকর, তাহা বলাই বাহুল্য।

বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি দৈবাৎ বৃক্ষ হইতে পতিত হইলে পতিত হইবার সময় যেমন তাহার জ্ঞান থাকে না, চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহ সময়ে অনুশয়ীদিগেরও সেইরূপ জ্ঞান থাকে না। কেন না, তৎকালে তাহাদের ভোগহেতুভূত কর্ম্ম সমুদ্ভূত হয় না।

যাহারা স্বর্গভোগার্থ চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করে না, যাহাদের এক দেহ হইতে অপর দেহে গমন হয়, তাহাদের মৃত্যুকালে দেহান্তরপ্রাপক কর্ম্মের বৃত্তিলাভ হয় বলিয়া তাহাদের জ্ঞান থাকে, প্রতিপত্তব্য দেহ বিষয়ে দীর্ঘতর ভাবনা সমুদ্ভূত হয়।

যাহারা ইষ্টাদিকারী নহে, প্রত্যুত অনিষ্টকারী, বা পাপকর্ম্মানুষ্ঠায়ী, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে না। তাহারা যমালয়ে গমন করিয়া নিজকর্ম্মের অনুরূপ যমনির্দ্দিষ্ট যাতনা অনুভব করিয়া জন্মগ্রহণের জন্য ইহলোকে আগমন করে। যাহারা বিদ্যাকর্ম্মশূন্য, তাহাদের লোকান্তরে গতি বা লোকান্তর হইতে আগতি হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গাদি ইহলোকেই পুনঃপুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হয়। এই বিচিত্র সংসারগতি যে কত শত সহস্রবার হয়, তাহার সংখ্যা নাই। এই সংসারগতি নির্দ্দেশ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,—"তস্মাজ্জুগুপ্সেত" যে হেতু সংসারগতি এতাদৃশ কষ্টকর, ক্ষুদ্র জন্তু সকল নিরন্তর জন্মমরণজনিত দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, সেই হেতু বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। যাহাতে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর সংসারসাগরে পুনঃ পতন না হয়, তাহা করাই সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর। যে শরীরের জন্য লোকে নানাবিধ দুষ্কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই শরীরের অবস্থা স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে সুধীগণ বৈরাগ্যের পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারেন না। এই শরীর মলমূত্রের ভাণ্ডার, অপবিত্রতার আধার। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে শরীর লইয়া আমরা এত অহঙ্কার করি, সেই শরীর অপেক্ষা দ্বিতীয় বীভৎসবস্তু আছে কিনা, বলিতে পারি না।

সুধীগণ বলেন যে, শরীরে কখনও পবিত্রতার লেশ মাত্র দেখা যায় না। উহার আদি, মধ্য ও অন্ত সমস্তই অপবিত্র। সংসারের এমন ভয়াবহগতি যে,এই অপবিত্র শরীরও নিরুদ্বেগে থাকিতে পারে না। জরা, মরণ, শোক, রোগ, সংসারীর নিত্য সহচর। শরীরের মরণ অবশ্যম্ভাবী, এইজন্য সংসারগতির পর্য্যালোচনপূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার জন্য শ্রবণ, মননাদি উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বথা সমীচীন।

বৈরাগ্য আত্মতত্ত্বজ্ঞানের একটী উৎকৃষ্ট উপায়, সংসারগতির পর্য্যালোচনা দ্বারা বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয়। এইজন্য সংসারগতির বিষয় সংক্ষেপে বলা হইল। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—ইহার বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা করিতে করিতে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন জীব আর স্থির থাকিতে পারে না, মোক্ষলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে থাকে। ক্রমে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তখন আর মায়িক বন্ধন থাকে না, অজ্ঞান বিদূরিত হইয়া যায়। জীব তখন 'তত্ত্বমসি' বাক্যের যাথার্থ্য বুঝিতে পারে। তখন তাহার মোক্ষ হয়। তত্ত্বজ্ঞান যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ কিছুতেই তাহার ভ্রম অপনীত হয় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র মোক্ষের কারণ।

যাঁহারা মোক্ষাভিলাষী তাঁহারা যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহার প্রতি বিশেষ যত্নচেষ্ট হইবেন।

নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষা ইত্যাদি সাধনসম্পত্তি লাভ করিতে পারিলে তখন মোক্ষলাভের অধিকারী হওয়া যায়। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের বিষয় আলোচনা করিলে কোন বস্তু নিত্য, কোন বস্তু অনিত্য তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। "ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু ততোঽন্যদখিলমনিত্যমিতি বিবেচনম্।"

ব্রহ্মই এক মাত্র নিত্যবস্তু, তদ্‌ভিন্ন সকলই অনিত্য, অতএব নিত্যবস্তু ত্যাগ করিয়া অনিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বিবেকীর কর্ত্তব্য নহে। এই জন্য বিবেকী অনন্য-কর্ম্মা হইয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভের প্রতি সচেষ্ট হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিতে পারিলে তখন আর তাহার বন্ধন থাকে না, মোক্ষ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বন্ধনমোচনই মোক্ষ শব্দবাচ্য, এবং ইহাই পরম পুরুষার্থ বা অপবর্গ। মোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান-সমধিগম্য, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রথম উপায় বৈরাগ্য, এই বৈরাগ্য যে উপায়ে লাভ করা যায়, তাহার বিষয় বলা হইয়াছে। বিনশ্বর ক্ষণিক সুখের লালসায় বিমুগ্ধ হইয়া অবিনশ্বর মোক্ষের জন্য সমুৎসুক না হওয়া কাঞ্চনের জন্য যত্ন না করিয়া আপাতরমণীয় চাকচিক্যশালী ধূলিমুষ্টির জন্য যত্নকরার তুল্য।

(বেদান্তদ°)

ন্যায়দর্শনে মোক্ষের বিষয় যেরূপ অভিহিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় এখানে পর্য্যালোচিত হইল।

ন্যায়-মতে, আত্যন্তিক দুঃখের ধ্বংসই মুক্তি। শরীর-ইন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধ থাকিলে দুঃখের অত্যন্ত বিনাশ অসম্ভব। কেন না, অনিষ্ট বা অনভিমত বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে দুঃখের উৎপত্তি ও অনুভব অনিবার্য্য। সুতরাং মুক্তিকালে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত আত্মার কোনও সম্বন্ধ থাকিবে না। আত্মা শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবেন। শরীরেন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার বিচ্ছেদ সম্পন্ন হইলে আত্মার যেমন দুঃখ হইতে পারে না, সেইরূপ সুখও হইতে পারে না। অধিক কি, শরীরাদি সম্বন্ধ ভিন্ন আত্মার কোনরূপ জ্ঞান বা চেতনা হওয়াও একান্ত অসম্ভব। কেন না, আত্মা মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে তবে আত্মাতে জ্ঞানের বা চেতনার সঞ্চার বা উৎপত্তি হয়। মুক্তিকালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে যেমন আত্মার চাক্ষুষাদি জ্ঞান হইতে পারে না, মনের সহিতও সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া, সেইরূপ মানসিক জ্ঞানও আসিতে পারে না। মনের সহিত আত্মার সম্বন্ধ মানসিক জ্ঞানের কারণ। ভিন্ন ভিন্ন মনের সহিত ভিন্ন ভিন্ন আত্মার সম্বন্ধ আছে বলিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মানসিক জ্ঞানও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হইয়া থাকে।

মানসিক জ্ঞান সর্ব্বদা সমান ভাবে হয় না। সুতরাং উহা কাদাচিৎক। উহা কার্য্য—যাহা কার্য্য, অবশ্য তাহার কারণ থাকিবে। আত্মার সহিত মনঃসংযোগ মানস-জ্ঞানের মুখ্য কারণ। ইহা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধ বা প্রত্যক্ষগম্য। আরও বলি, ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্যের কারণ। তদ্ভিন্ন কোনও জ্ঞান হয় না। চক্ষুরাদি বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ চাক্ষুষাদি বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের কারণ।

ত্বগিন্দ্রিয় সর্ব্বদেহব্যাপী, সুতরাং যে ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হউক না কেন, ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ অপরিহার্য্য। কেন না ত্বগিন্দ্রিয় দেহব্যাপী বলিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রদেশেই ত্বগিন্দ্রিয়ের বিদ্যমানতা রহিয়াছে। এখন প্রতিপন্ন হইল যে, মুক্তি অবস্থাতে ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আত্মার কোনরূপ সুখ দুঃখ বা জ্ঞান থাকে না, থাকিতেও পারে না। মৃত্তিকা পাষাণাদি জড় পদার্থের ন্যায় মুক্তিকালে আত্মাও সুখ দুঃখ এবং জ্ঞানাদির সম্পর্কে পরিশূন্য হইয়া পড়ে।

ন্যায়দর্শনের অভিমত মুক্তির এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চার্ব্বাক আস্তিকদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক উপহাসচ্ছলে বলিয়াছেন যে, মহামুনির মতে মুক্তিকালে সুখ দুঃখের ন্যায় জ্ঞান বা চেতনা পর্য্যন্ত থাকিবে না, সুতরাং মুক্তির অবস্থা এবং প্রস্তরাদির অবস্থায় কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। এইরূপ মুক্তির বিষয় যিনি উপদেশ দিয়াছেন, তাহার নাম গোতম। গোতম শব্দের অর্থ তিনি এইরূপ করিয়াছেন যে, গো শব্দের অর্থ গো-পশু, এবং তম প্রত্যয়ের অর্থ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তিনি গোপশু-শ্রেষ্ঠ।

যাহাই হউক, গোতমের মতে ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়।

"প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্পবিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ॥" (গোতমসূ ১।১)

এই মতে—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান এই ১৬টী পদার্থ। ইহাদের তত্ত্বজ্ঞান হইলে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভ করা যায়।

তন্মধ্যে প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ নিরপেক্ষরূপে নিঃশ্রেয়স হেতু—প্রমাণাদি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান পরম্পরাসম্বন্ধে

নিঃশ্রেয়স হেতু, দেহাদিতে আত্মনিশ্চয় সমস্ত অনর্থের মূল। দেহাদিতে আত্মনিশ্চয় আছে বলিয়া স্বভাবতঃই দেহাদির অনুকূল বিষয়ে রাগ বা উৎকট অভিলাষ এবং দেহাদির প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ হইয়া থাকে। রাগ ও দ্বেষ দোষ বলিয়া আখ্যাত। রাগ ও দ্বেষ থাকিলে তত্তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি অনিবার্য্য। যে বিষয়ে রাগ জন্মে, তাহার সংগ্রহ, এবং যে বিষয়ে দ্বেষ জন্মে, তাহার পরিহার করিবার জন্য প্রবৃত্তি লোকের স্বাভাবিক। প্রবৃত্তি হইলেই ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে। কোন প্রবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত বিষয়ে প্রবৃত্তি দ্বারা ধর্ম্মের, এবং কোন প্রবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধ বিষয়ে প্রবৃত্তির দ্বারা অধর্ম্মের সঞ্চয় হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ দুঃখের হেতু. জন্ম বা শরীর-পরিগ্রহ ভিন্ন সুখ দুঃখ হইতে পারে না। সুতরাং প্রবৃত্তি জন্মের কারণ। প্রবৃত্তিসঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলভূত সুখদুঃখ ভোগের জন্য জন্ম বা শরীর-পরিগ্রহ হইয়া থাকে। শরীর পরিগ্রহ হইলে সুখদুঃখের ভোগ সম্পন্ন হয়। দেখা যাইতেছে যে, মিথ্যাজ্ঞান বা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিই যত অনর্থের মূল।

আত্মা বাস্তবিক দেহাদি নহে, দেহাদি হইতে ভিন্ন; এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থ আত্মজ্ঞান হইলে দেহই আত্মা এই মিথ্যাজ্ঞান অপগত হয়। আত্মা অবিনাশী। দেহাদির ন্যায় আত্মার বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং দেহাদিকে আত্মা বলিয়া জানাতে দেহাদির বিনাশ বা অনিষ্ট সম্পাদনে সমুদ্যত ব্যক্তির প্রতি যেমন দ্বেষ উপস্থিত হয় এবং তদ্দ্বারা তাহার বিনাশ সম্পাদন করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করা হয়। আত্মা দেহাদি নহে, দেহাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর দেহের প্রতিকূলাচরণে সমুদ্যত ব্যক্তির প্রতি তেমন দ্বেষ হইতে পারে না, সুতরাং তৎপ্রযুক্ত অধর্ম্মও সঞ্চয় হয় না। যাঁহারা দেহকে আত্মা বলিয়া জানেন, তাহারা দেহের অনিষ্টকারীকে যেরূপ দ্বেষ করিয়া থাকেন, দেহের অনুকূল স্রক্‌চন্দন বসনাদির অনিষ্টকারীকে দ্বেষ করিলেও সেরূপ দ্বেষ করেন না।

অতএব তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান অপগত হইলে রাগদ্বেষ অপগত হয়। রাগ দ্বেষ অপগত হইলে তন্মূলক প্রবৃত্তি এবং তজ্জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সঞ্চয় অবগত হয়। পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট বা দগ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং তাহা আর থাকিতে পারে না, বা থাকিলেও ফল অর্থাৎ সুখ দুঃখ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। ধর্ম্মাধর্ম্মের অপগমে তৎফলভোগের জন্য জন্ম বা শরীর-পরিগ্রহ হয় না। শরীর-পরিগ্রহের অপগম হইলেই দুঃখের অপগম হয়। এই দুঃখের অপগম নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি।

সাংখ্যমতে দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মুক্তি। "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ"। (সাংখ্যসূ° ১।১) ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নাম পরমপুরুষার্থ বা মোক্ষ।

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, জগতে যদি দুঃখ না থাকিত, এবং লোকে যদি উহা পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী না হইত, তাহা হইলে কেহই শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে চাহিত না। প্রাণিমাত্রই দুঃখের অনুভব করে এবং স্বভাবতঃই প্রতিকূল রূপে ভাবিয়া থাকে। এমন ব্যক্তি নাই যে, দুঃখকে নিজের অনুকূলরূপে বিবেচনা করিতে পারে। প্রতিকূল বিষয় পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছাও লোকের স্বাভাবিক।

যে দুঃখের অপ্রতিহত প্রভাবে লোক সকল একান্ত জর্জ্জরিত এবং তাহার উচ্ছেদসাধনে নিতান্ত আগ্রহান্বিত, শাস্ত্র সেই দুঃখ সমুচ্ছেদের উপায় নির্দ্ধারণ করে। সুতরাং শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয় লোকের জ্ঞাতব্য ও অপেক্ষিত। অতএব শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য বিষয়ে লোকের মনোযোগ অবশ্যম্ভাবী।

সত্য বটে, শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়ে দুঃখের উচ্ছেদ সাধন করা কষ্টসাধ্য। কেন না বিবেকজ্ঞান দুঃখ সমুচ্ছেদের শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়। বিবেকজ্ঞান অনায়াসসাধ্য নহে, অনেক জন্ম পরম্পরায় আয়াসে বিবেকজ্ঞান লাভ করা যায়, ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" (গীতা)

লৌকিক উপায়ে কিন্তু অনায়াসে দুঃখের উচ্ছেদসাধন করা যাইতে পারে। সদ্বৈদ্যের উপদেশানুসারে উত্তম ঔষধ ব্যবহারে শারীর দুঃখের, মনোজ্ঞস্ত্রীপানভোজনাদির পরিসেবনে মানস দুঃখের, নীতিশাস্ত্রকুশলতা ও নিরাপদ সমীচীন স্থানে অবস্থিতি দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখের এবং মণিমন্ত্রাদির সাহায্যে আধিদৈবিক দুঃখের প্রতিকার অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। ঈদৃশ সহজ উপায়ে যখন দুঃখের প্রতিকার হইতে পারে, তখন কষ্টকর শাস্ত্রোপদিষ্ট উপায়ে লোকের প্রবৃত্তি একান্ত অসম্ভব। একটী প্রবাদ আছে যে,—

"অর্কে চেন্মধুবিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।
ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ॥"

গৃহকোণে যদি মধুলাভ করা যায়, তাহা হইলে পর্ব্বতে যাইবার আবশ্যক কি? অভিলষিত বিষয় সিদ্ধি হইলে কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি যত্ন করিয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অনায়াসে যদি কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে কেহই দুষ্কর উপায় অবলম্বন করে না।

এই যুক্তি আপাততঃ রমণীয় হইলেও একটু মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে আপনিই ইহার অসারতা বুঝিতে পারা যায়। দেখা গিয়াছে যে, যথাবিধি ঔষধসেবন, মনোজ্ঞ স্ত্রীপানভোজনাদির উপযোগ, নিরাপদ স্থানে অবস্থিতি ও নীতিশাস্ত্রের অভ্যাস এবং মণিমন্ত্রাদির সংগ্রহ করিয়াও আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের প্রতীকার করিতে পারা যায় নাই। অতএব উহা দুঃখনিবৃত্তির উপায় হইলেও ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী উপায় নহে। আরও মনে হয়, ঐ সকল উপায়ে তৎকালে দুঃখের নিবৃত্তি হইলে কালান্তরে তজ্জাতীয় দুঃখের পুনরাবির্ভাব হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

বিবেকজ্ঞানই কেবল দুঃখনিবৃত্তির ঐকান্তিক উপায়। অথচ বিবেক জ্ঞানদ্বারা দুঃখের উচ্ছেদসাধন হইলে পুনর্ব্বার দুঃখের আবির্ভাব একান্ত অসম্ভব। কেন না মিথ্যাজ্ঞান দুঃখের নিদান বা আদিকারণ। বিবেকজ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান সমূলে উন্মূলিত হইলে, কারণের অভাবে, উৎপত্তির (কার্য্যের উৎপত্তির) আশঙ্কাই হইতে পারে না। বেদোক্ত যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গলাভ করা যায়, এবং তদ্দ্বারা দুঃখনিবৃত্তিও হইতে পারে, এবং অনেক জন্মপরম্পরার আয়াসসাধ্য বিবেকজ্ঞান অপেক্ষা বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অল্পকাল সাধ্যও বটে, তথাপি ইহার অনুষ্ঠান দ্বারাও দুঃখের সমুচ্ছেদ হইলেও অত্যন্ত সমুচ্ছেদ হয় না।

তাহার কারণ এই যে, বেদোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে পশু ও বীজাদির হিংসা করিতে হয়। এই হিংসা পাপজনক। যজ্ঞানুষ্ঠানে যেমন প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় হয়, সেইরূপ উহা হিংসাসাধ্য বলিয়া প্রভূত পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পাপেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব যজ্ঞকর্ত্তা যখন স্বোপার্জ্জিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপ স্বর্গসুখের উপভোগ করিবেন, তখন হিংসাজন্য পাপাংশের ফল স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দুঃখও তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু স্বর্গী পুরুষেরা সুখের মোহিনী শক্তিপ্রভাবে এমন মুগ্ধ হন যে, ঐ দুঃখকণিকাকে দুঃখ বলিয়াই বিবেচনা করেন না।

"মৃষ্যন্তে হি পুণ্যসম্ভারোপনীতা স্বর্গসুধা মহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাং দুঃখবহ্নিকণিকাং" (তত্ত্বকৌ০)

বেদোক্ত স্বর্গফলজনক কর্ম্মগুলি একরূপ নহে। কর্ম্মের তারতম্যানুসারে স্বর্গের তারতম্য হইয়া থাকে, এবং স্বর্গও চিরস্থায়ী নহে, কালে তাহারও নাশ হইবে। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" (গীতা)

পুণ্যাত্মা লোকদিগের স্বর্গভোগের পর পুণ্যক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। অতএব সিদ্ধ হইল যে, দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় ঔষধাদি এবং অদৃষ্ট বা বৈদিক উপায় যজ্ঞানুষ্ঠানাদি ইহার কোন উপায়েই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না। সুতরাং বেদোক্ত একমাত্র বিবেকজ্ঞানরূপ উপায় অবলম্বন করিলেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে।

অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, এই দুঃখনিবৃত্তি দৃষ্ট উপায়ে বা শাস্ত্রীয় যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানেও হয় না। প্রাত্যহিক ক্ষুন্নিবৃত্তির ন্যায়, দুঃখনিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না, পুনরায় তাহার উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে।

বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গলাভ করা যায়, স্বর্গ অর্থে দুঃখবিরোধী সুখবিশেষ, সুতরাং তদ্দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে এবং অনেক জন্মপরম্পরায় আয়াসসাধ্য বিবেকজ্ঞান অপেক্ষা বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অল্পকালসাধ্যও বটে, তথাপি বেদোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দুঃখের সমুচ্ছেদ হইলেও অত্যন্ত সমুচ্ছেদ হয় না, যজ্ঞাদি হিংসাদিদোষ-দুষ্ট, উহা দ্বারা পাপ ও পুণ্য উভয়ই হয়, সুতরাং হিংসাজনিত পাপহেতু দুঃখ এবং পুণ্য জন্য স্বর্গ হইয়া থাকে।

অতএব ইহাতে দুঃখের একান্ত উচ্ছেদ হয় না। লৌকিক ধনাদি ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড উভয়ই সমান। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ধনাদির দ্বারা হয় না, বৈদিক যাগযজ্ঞাদির দ্বারাও হয় না। এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, বেদবিচারজনিত বিবেকজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুতেই মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ করা যায় না।

সম্প্রতি বন্ধন কি তাহা বলা হইতেছে। মুক্তি বন্ধনসাপেক্ষ। সুতরাং মুক্তি বলাতেই বন্ধন বলা হইয়াছে। দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি, এই কথা বলাতে বলা হইয়াছে যে, দুঃখসংযোগই বন্ধন। জীবের বন্ধন কি স্বাভাবিক? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—বন্ধন স্বাভাবিক নহে। স্বাভাবিক হইলে শাস্ত্রে যে মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ আছে এবং তাহার যে বিধান বা অনুষ্ঠানপ্রণালী কথিত আছে, তাহা বৃথা হইয়া যায়। বন্ধন স্বাভাবিক হইলে শাস্ত্রে মোক্ষের উপায় অভিহিত হইত না। কারণ স্বাভাবিক ধর্ম্মের অপগম হয় না, ইহা নিশ্চয়। অগ্নির উষ্ণতা স্বাভাবিক, তাহা কিছুতেই নিবারিত হয় না। হইলে তৎসঙ্গে অগ্নিও অভাবপ্রাপ্ত হয়। স্বভাব অপবাহিত হয় না, যতকাল দ্রব্য ততকালই থাকে। দুঃখসংযোগরূপ বন্ধন স্বাভাবিক হইলে তাহা যাবৎ পুরুষ, তাবৎ থাকিবে, কিছুতেই তাহা যাইবে না। অতএব দুঃখসংযোগরূপ বন্ধন পুরুষের স্বাভাবিক নহে।

নিত্যশুদ্ধাদিস্বভাব পুরুষের বন্ধন, প্রকৃতি যোগ ব্যতীত সম্ভব হয় না। অতএব এই প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য জীবমাত্রেরই চেষ্টা করা বিধেয়।

মুক্তি সম্বন্ধে মত এই যে, আত্মাতে যে সুখ দুঃখ মোহাদি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহা তিরোহিত হইলেই আত্মার মুক্তি হয়। ফল কথা, যে কোন প্রকারেই হউক প্রাকৃতিক সম্বন্ধের উচ্ছেদ হওয়াই পরমপুরুষার্থ।

মুক্তি হইলে আত্মা কিরূপ অবস্থায় থাকে, তাহা বচনাতীত, বদ্ধ অবস্থায় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সুষুপ্তি ইহার কতকটা দৃষ্টান্ত হইতে পারে। এই মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে জ্ঞান বা তত্ত্বের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়:—অন্য উপায়ে হয় না। বানপ্রস্থ হউক, সন্ন্যাসী হউক অথবা গৃহী হউক পঞ্চবিংশতিতত্ত্বে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই আত্যন্তিক দুঃখ মোচন হইয়া থাকে এবং কস্মিন্‌কালেও তাহাকে আর দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না।

"পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র কুত্রাশ্রমে বসেৎ।
জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥"

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ জটী, মুণ্ডী, শিখী অথবা যে কোন আশ্রমবাসী হউক না কেন মুক্তি লাভ করিবেই করিবে।

তত্ত্বজ্ঞান হইলেও দেহসত্ত্বে পরমমুক্তি বা কৈবল্য হয় না। তখনও পূর্ব্বানুভূত সংস্কারের শেষ থাকে। তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানসংস্কারকে দগ্ধ করিলেও তাহা দগ্ধবীজের ন্যায় আভাসভাবে অবস্থিত থাকে। শরীরপাতের পর তাহা নিরবশেষ হয়। সুতরাং তখন প্রকৃত বিদেহকৈবল্য বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সুসম্পন্ন হয়। (সাংখ্যদ°)

[মুক্তিশব্দ দেখ]

২ পাটলিবৃক্ষ। ৩ মোচন। (মেদিনী) ৪ মৃত্যু। ৫ বিশ্লেষ।

"জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্॥" (গীতা ৭।২৯)

'মোক্ষায় বিশ্লেষণার্থং' (আনন্দগিরি) 'আত্মস্বরূপদর্শনং' (রামানুজ) 'নিরসনং' (শ্রীধরস্বামী) ৬ পতন।

"মদোদ্ধতাঃ প্রত্যনিলং বিচেরু-
র্বনস্থলীর্ম্মর্ম্মরপত্রমোক্ষাঃ॥" (কুমার ৩।৩১)

মোক্ষক (পুং) মোক্ষতীতি মোক্ষ-ণ্বুল্। ১ মুষ্ককবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ মোচনকর্ত্তা।

"অসন্দিতানাং সন্ধাতা সন্দিতানাঞ্চ মোক্ষকঃ।" (মনু ৪।৩৪২)

৩ মোক্ষ শব্দার্থ।

মোক্ষণ (ত্রি) মুক্তিদান।

মোক্ষণীয় (ত্রি) মোক্ষ-অনীয়র্। মোক্ষণের যোগ্য, ক্ষেপযোগ্য, ক্ষেপণীয়।

"পাপা বুদ্ধিরিয়ং রাজন্ দৈবেনাপি কৃতা যদি।
তথাপি মোক্ষণীয়োঽর্থো নৈব বুদ্ধিমতাং ভবেৎ॥"
(গো° রামা° ২।২০।১৯)

মোক্ষতীর্থ (ক্লী) মোক্ষপ্রদং তীর্থং। তীর্থভেদ, মোক্ষপ্রদায়ক তীর্থ।

মোক্ষদ (ত্রি) মোক্ষং দদাতি দা-ক। মোক্ষদাতা, মুক্তিদাতা। স্ত্রিয়াং টাপ্। মোক্ষদা, মুক্তিদায়িনী।

মোক্ষদেব (পুং) চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াঙ্গের উপাধি।

মোক্ষদ্বার (ক্লী) ১ মুক্তির উপায়। ২ সূর্য্য। ৩ কাশী।

মোক্ষধর্ম্ম (পুং) মুক্তিবিষয়ক ধর্ম্ম। ২ মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব্বাধ্যায়।

মোক্ষপুরী (স্ত্রী) কাশীক্ষেত্র প্রভৃতি সাতটী পুরী। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ও দ্বারাবতী এই কয়েকটী পুরী মোক্ষদায়িকা, এইজন্য মোক্ষপুরী নামে কথিত।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা॥" (স্কন্দপু°)

মোক্ষমহাপরিষদ্ (স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের প্রধান ধর্ম্মসমিতি।

মোক্ষমূলর (Max Müller), শর্ম্মণ্যদেশ-(জর্ম্মণী) বাসী জনৈক বিখ্যাত সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। শব্দশাস্ত্রে (Philology) তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে দেসো (Dessau) নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা এন্হাল্ট-দেশাউএর ডিউকালপুস্তকাগারে লাইব্রেরিয়ান ছিলেন।

অধ্যাপক মূলর যে সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার পিতৃ ও মাতৃবংশ জর্ম্মণদেশের মধ্যে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। উভয়েই সারদার বিশেষ অনুগৃহীত। পিতামহ মহাকবি গেটের জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু ও শিক্ষাবিভাগের প্রধান সংস্কারক বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। পিতা উইল্‌হেলম মূলার একজন সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ কবি। তিনি লক্ষ্মী সরস্বতীর যুগপৎ প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। পিতার দারিদ্র্যদোষহেতু কবিপুত্র ম্যাক্স্‌মূলরকে বাল্যকাল হইতেই কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে সেই শৈশবকাল হইতেই জীবিকার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই নিজ চেষ্টায় শিক্ষাসোপানে অধিরোহণ করিতে হইয়াছিল।

দারিদ্র্যপ্রপীড়িত বালক মোক্ষমূলর বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। বিদ্যালাভের পর কোন বন্ধুকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া স্বয়ং মোক্ষমূলর প্রত্যুত্তরে বলিয়া-

ছিলেন, "দারিদ্র্য ও কঠোর পরিশ্রম আমার এই উন্নতি বিধান করিয়াছে।"

বালক ম্যাক্সমুলর ১২ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত দেসেউ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। এখানে তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, এমন কি, তাঁহার সঙ্গীতে তাৎকালিক জর্ম্মণবাসী অনেক মহাত্মাই মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পিতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ থাকায় এ সময়েও তাঁহাকে হস্তলিখিত পুথির পুনর্লিপিকরণ-কার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবিকার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি লিপ্‌জিক কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে Ph. D. উপাধি লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে হর্ম্মণ ও হাপ্তে নামক পণ্ডিতদ্বয়ের অধ্যাপনায় সংস্কৃতশিক্ষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে এবং উত্তরোত্তর তাহাতে অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

উপাধিলাভের পর তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবশে তাঁহার সুকুমার-হৃদয়ে সংস্কৃতানুরাগের সঞ্চার হইতে থাকে। ভারত ও এসিয়া-খণ্ড হইতে সংগৃহীত হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্যভাষার গ্রন্থাবলীর তালিকাদৃষ্টে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া তিনি বিশেষ আগ্রহভরে বার্লিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন। এখানে হিব্রু ও সংস্কৃতের চর্চ্চায় অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিয়া প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক বপ্ ও সোলিঙ্গের যত্নে তত্তদ্ভাষায় সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মোক্ষমূলর বিদ্যালয় পরি-ত্যাগ করিয়া জীবিকার্জ্জনে অগ্রসর হইলেন। উদরচিন্তায় বিব্রত হইলেও তিনি বিদ্যাশিক্ষায় বিরত হন নাই। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত সাহিত্য-সমুদ্র উন্মথিত করিয়া রত্নসংগ্রহপূর্ব্বক স্বীয় মাতৃভাষার উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনস্রোত বিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিতে না করি-তেই তিনি বিষ্ণুশর্ম্মকৃত হিতোপদেশের জর্ম্মণভাষায় অনু-বাদ করিয়া একটী নূতন পথের উদ্ভাবনা করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান-পিপাসাও ক্রমে বলবতী হইয়া উঠে। অতঃপর তিনি ফরাসী রাজধানী প্যারী সহরে আসিয়া প্রাচ্যভাষাবিৎ পণ্ডিতপ্রবর ইউজিন্ বুর্ণোফের যত্নে ও তাঁহার উপদেশ মতে জ্ঞানোন্নতি-সাধনে অগ্রসর হইলেন।

প্যারী নগরে পণ্ডিত বুর্ণোফের সংস্কৃত-সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া প্রাচীন আর্য্যহিন্দুগণের পরম আদরের জিনিস এবং সমগ্র প্রাচীন আর্য্যজাতির আদিগ্রন্থ বেদের উপর তাঁহার অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। সেই জ্ঞানময় বেদের অধ্যয়নে ও তাহার যথেষ্ট প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি সভাষ্য ঋগ্বেদের মুদ্রণ করিতে ইচ্ছা করেন। এই সময়ে বুর্ণোফের সহিত তাহার পরিচয় হয়। উক্ত অধ্যাপকের নিকট শিক্ষার প্রারম্ভকালে তিনি বিশেষ কষ্ট পাইয়া স্বীয় সঙ্কল্পসিদ্ধির বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন। এখন বুর্ণোফের পরামর্শ মতে মূল ও ভাষ্যের সহিত ঋগ্বেদগ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলেন। উক্ত পণ্ডিতবর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এই বৃহদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে অগ্রে সমগ্র য়ুরোপের সংগৃহীত পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া দেখার বিশেষ প্রয়োজন, বেদপ্রকাশ করিতে হইলে সভাষ্য প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য, নতুবা কয়েকটী মাত্র শ্লোকের উপর নির্ভর করা যায় না। তাহাতে দুরূহ ও দুর্ব্বোধ অংশ ফেলিয়া দেওয়াই সম্ভবপর"।

দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবকের এই দুরূহ সাধনসংকল্পে আগ্রহ জন্মিল। ইতঃপূর্ব্ব-মুদ্রিত পণ্ডিতবর ডাঃ রোসেন-সম্পাদিত বেদভাগের স্বল্পাংশ মাত্র তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি সমগ্র য়ুরোপ মহাদেশে একস্থানে এক-খানি সম্পূর্ণ বেদগ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। জর্ম্মণি ও ফ্রান্সের পুস্তকাগারসমূহের সংগৃহীত গ্রন্থ হইতে ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্ধার করিয়া ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমনপূর্ব্বক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়স্থ বিখ্যাত বড্‌লিয়ান্ লাইব্রেরীর সংগৃহীত হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি হইতে পূর্ব্বসংগৃহীতাংশ-সমূহের পাঠ উদ্ধারে ব্রতী হইলেন।

এই সময়ে প্রগাঢ় পণ্ডিত রাজনীতিকুশল জর্ম্মণ-রাজ-দূত ব্যারণ বুন্‌সেনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি এই জ্ঞানপিপাসু দরিদ্র জর্ম্মণ-যুবকের অধ্যবসায়ে বিমুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হইয়া, বিশেষ চেষ্টা ও ঐকান্তিক অনুরোধ দ্বারা ভারত-বাণিজ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাননীয় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বেদ-মুদ্রণের বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত করাইলেন। ইংরাজ-বণিক্‌সমিতির সহানুভূতিতে উল্লাসিত হইয়া যুবক ম্যাক্সমূলর নিশ্চিন্তমনে বেদের ভাষ্য ও মূল সংগ্রহরূপ মহা-কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

১৮৪৯ হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অসাধারণ অধ্যবসায় ও অমিত পরিশ্রম করিয়া তিনি এই সুদীর্ঘ কাল বেদ-সঙ্কলনেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৮৪৯, ১৮৫৩, ১৮৫৬ ও ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রাযন্ত্রে যথাক্রমে তাঁহার সম্পাদিত ঋগ্বেদের প্রথম হইতে ষষ্ঠভাগ মুদ্রিত

হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর, অক্সফোর্ডে বসিয়া অধ্যাপক মোক্ষমুলর তাঁহার ঋগ্বেদ গ্রন্থের ষষ্ঠ ভাগের উপক্রমণিকা সমাপন করেন। ঐ দিনই লণ্ডন-সহরে প্রাচ্য-ভাষাবিদ্‌গণের মহাসভার সমিতির ১ম সম্মিলন (The first day of the International Congress of Orientalists in London)। বেদ-সঙ্কলন ব্যাপারে তিনি প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত আলেক্‌সান্দর ভন্ হাম্বোল্ট ও অধ্যাপক ই বুর্ণোফ্, সিভেলিয়ার বুন্‌সেন, মিল, ট্রিপেন্, রোএর, বার্ডেলী, গোল্ডষ্টুকার, ব্যালান্টাইন্, ভাওদাজী, থিওডোর ঔফ্রেক্ট, ডাঃ ফিট্‌জ এডওয়ার্ড হল, প্রোঃ হোগ, কাউএল, এগ্‌লিং, থিবোঁ ও ইংলণ্ডের প্রথিতনামা পণ্ডিত হ, হ, উইলসন্ প্রভৃতি সংস্কৃতাধ্যাপকগণের নিকট আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত অকুণ্ঠিত ভাবে সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।

বেদ সঙ্কলনকালে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Deputy Taylorian Professor of Modern Languages—পদে অভিষিক্ত হইয়া ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধীয় উপদেশ-দানের নিমিত্ত বক্তৃতা করেন এবং চারি বৎসর কাল অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সহকারী হইতে প্রকৃত অধ্যাপকের (Professorship) পদে উন্নীত হন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বড্‌লিয়ান্ লাইব্রেরীর কিউরেটার পদে বরিত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই তিনি যশঃসৌরভে ও উপাধিরত্নে বিশেষরূপে সম্বৰ্দ্ধিত হন। এই সময়ে কেম্ব্রিজ ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি L.L. D উপাধি লাভ করেন এবং ফ্রেঞ্চ ইনিষ্টিটিউটের বৈদেশিক সভাপদে নিয়োজিত হন।

এই অবকাশে তিনি প্রাচ্য ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রায় ৫০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ এবং বহুসংখ্যক বিভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্য ও তাহাদেরও কোন কোনটীর অনুবাদ, মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। বিভিন্ন প্রাচ্যদেশের ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি ইংরাজী ভাষায় যে কয়খানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া যান, তাহা বিদ্যার্থী মাত্রেরই পাঠের জিনিষ। তিনি বৈদেশিক পুরাণশাস্ত্র-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া 'পুরাতত্ত্বের সমন্বয়' নামধেয় গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, গ্লাস্‌গো, এডিনবরা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহার গভীর গবেষণা ও অসামান্য প্রতিভার পরিচয় স্বরূপ, যে সকল বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়; তন্মধ্যে Science of language, India What can it teach us? Chips from a German Workshop, History of Sanskrit literature, Six system of Hindu Philosophy প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তৎসম্পাদিত ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহের ভাষা এতই উজ্জ্বল এবং ভাব এরূপ গভীর যে, তাহা পাঠ করিলে স্বভাবতঃই মনে ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়। মাধুর্য্যময়ী সংস্কৃত-ভাষার গৌরবব্যঞ্জক তদীয় ভাবোচ্ছাসগুলি স্বতঃই পাঠকের মনে পাঠবিষয়ে আগ্রহ জন্মাইয়া দেয়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রবার্ট হার্ব্বার্ট 'ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিকাশ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য একটী বৃত্তি দান করেন। অধ্যাপক মোক্ষমুলর ঐ ব্যবস্থাপিত বৃত্তির দানপত্রানুসারে বক্তৃপদে নিযুক্ত হন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ বক্তৃতাসমূহ দিবসে দুই-বার শুনিয়াও শ্রোতৃবর্গ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিত না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে স্কট্‌লণ্ডীয় প্রথিতনামা ব্যারিষ্টার এডাম্ গীফোর্ড ধর্ম্ম-বিজ্ঞান 'Science of Religion' সংক্রান্ত বক্তৃতার জন্য আর একটী বৃত্তি দান করেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর তাহারও বক্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতাগুলি সমস্তই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত ও বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ প্রচার করিয়া ম্যাক্সমুলর বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্কলিত ঋগ্বেদের প্রথম সংস্করণ মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ের দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রীত হয় এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ ৫০০ গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া ৭৫০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। ইহার পর, তিনি উক্ত সভাষ্য ঋগ্বেদ-সংহিতার একটী সংস্কৃত-সংস্করণ প্রকাশ করিতে অভিলাষী হন। তদনুসারে তিনি ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটারির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিলাতীয় ভারত সচিব তাঁহার প্রার্থনা সম্পূরণ করিতে অসমর্থ হইলে, তিনি পুনরায় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে এই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। উক্ত কোম্পানীর ভারতীয় পুস্তকাগারের লাইব্রেরিয়ান্ সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহামতি হ, হ, উইলসন এই মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সাহিত্যসমিতিকে (Literary Committee of the India Council) বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। ইহাতেও ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তিনি তাহা হইতে বিরত হন।

এই সময়ে ভারতীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তৎপ্রকাশিত ঋগ্বেদের প্রথম সংস্করণ পুনঃ প্রকাশার্থ অভিলাষ জানাইয়া অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উদারমতি ম্যাক্সমুলর বলিয়াছিলেন, উপযুক্ত পণ্ডিতের দ্বারা পুনর্মুদ্রণকার্য্য সাধিত হইলে আমার আপত্তির বিষয় কিছুই নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় কেবল পুনর্মুদ্রণ করিয়া কি ফল হইবে, আমি এ সম্বন্ধে পুনরায় ত্রিশ বৎসরের আলোচনায় যে ভ্রম সংশোধন

করিয়া গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করিতে মানস করিয়াছি, তাহার কোন সুফল ইহাতে সাধিত হইবার উপায় নাই। এতদ্ভিন্ন প্রথম সংস্করণ মুদ্রণকালে আমি যে কয়খানি আদর্শ পুথি অবলম্বনে মুদ্রণ কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম, এক্ষণে তদপেক্ষা আরও উৎকৃষ্টতর একখানি গ্রন্থ পাইয়াছি, তদ্দ্বারা এই সংস্কৃত সংস্করণের বিশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে।'

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, বিদ্যোৎসাহী স্বধর্মনিরত বিজয়নগরের বদান্য রাজা তাঁহাকে পত্র দ্বারা ঋগ্বেদের সংস্কৃত-সংস্করণ সঙ্কলনের ব্যয়ভার বহন করিবার ইচ্ছা জানাইয়া এক পত্র লিখেন। ঐ পত্রে তিনি ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা জানাইয়া লিখিয়াছিলেন,—"Your study of the literature of India and its people, has decidedly established a great claim on all Hindus to help you to the best of their abilities in any undertaking, much more in one of such literary and religious importance to ourselves." উক্ত মহারাজ বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। মান্দ্রাজের শাসনকর্তা সর্ মনষ্টুয়ার্ট. ই. গ্রান্টডাফের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল।

রাজার ঔদার্য্যগুণে আপ্যায়িত হইয়া ম্যাক্সমূলর তদ্দণ্ডেই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার কার্য্যের সহায়করূপে তিনি ভিয়েনার প্রসিদ্ধ সাহিত্যাধ্যাপক Prof. Buhler এর শিষ্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ Dr. Winternitzকে গ্রহণ করেন। উভয়ে বর্ণাশুদ্ধি ও ভ্রমসংস্কারাদি ব্যাপার সমাপন করিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে গ্রন্থ মুদ্রণকার্য্যে অগ্রসর হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল মাসে রাজানুগৃহীত এই দ্বিতীয় সংস্করণের কার্য্য সমাধা হয়। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বোম্বাইবাসী বোড়শ রাজারামশাস্ত্রী ও গোরে শিবরাম শাস্ত্রী নামক পণ্ডিতদ্বয় সায়ণের ভাষ্যসহ একখানি ঋগ্বেদ মুদ্রিত করেন। ঐ গ্রন্থখানি বিশুদ্ধ না হইলেও, উহা হইতে অনেক স্থলে ম্যাক্সমূলর সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি বিজয়নগরাধিপ মহারাজাধিরাজ সর্ পশুপতি আনন্দ গজপতিরাজ K. C. I. E, কে এবং স্বীয় বন্ধু ও সাহায্যকারীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া গ্রন্থের উপসংহার করেন। যে রাজবংশে বুকরায় সায়ণের প্রতিপালক ছিলেন, সেই বংশের আনন্দগজপতি মহারাজ সেই বেদ-মুদ্রণ কার্য্যের উৎসাহদাতা হইয়া সর্ব্বজনপূজ্য হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়া অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর লিখিয়াছেন,—"After the latest researches into the history and chronology of the books of the Old Testament we may now safely call the Rig-veda the oldest book, not only of the Aryan humanity, but of the whole world, and may hope that

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদৃগ্বেদমহিমা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥"

বৈদিকযুগের প্রতিপাদ্য বেদচতুষ্টয়, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদাদি; বেদান্ত, দর্শন এবং বিভিন্ন পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও সংস্কৃত নাটকাদি আলোচনা করিয়া অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রাচীন ভারতের একটী সাধনা-প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লিখিত গ্রন্থাবলীই এই উদ্দীপনার প্রধান কারণ। তিনি যে কেবল অন্যের আবিষ্কৃত তত্ত্ব সাধারণের নিকট ভিন্ন দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য মথিত করিয়া, তন্মধ্য হইতে একটী ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধারে চেষ্টা পান। তিনিই প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যকে শ্রুতি ও স্মৃতিপুরাণাদি নামে দুইভাগে বিভক্ত করেন। ভারতে হস্তলিখিতলিপি প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে বেদাদি শ্রুতিপুরুষপরম্পরায় রক্ষা করিবার জন্য গীত হইত, এই কারণে ব্রাহ্মণসমাজে শাখা, চরণ, প্রবরাদি বিভাগ সংঘটিত হয়। কারণ একটী ব্রাহ্মণসমাজ বা শ্রেণীর পক্ষে সমগ্র বৈদিক সাহিত্য স্মরণ রাখা অসম্ভব ব্যাপার। এই শ্রুতিযুগে শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রসাহিত্যের সৃষ্টি হয়। শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজের শাখা, চরণ ও প্রবরাদি বিভাগের আচার-ব্যবহার বিধিব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া ধর্ম্মসূত্র রচিত হইয়াছিল। ধর্ম্মসূত্রের পর ধর্ম্মস্মৃতির অভ্যুদয় হয়। মনুসংহিতা (স্মৃতি) ঐরূপ একটী ধর্ম্মসূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমান আবিষ্কৃত মানবসূত্র তাহার প্রমাণ।

তাঁহার মতে, অতি প্রাচীন কাল হইতে বৌদ্ধরাজ অশোকের রাজত্বের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত শ্রুতিযুগ বিদ্যমান ছিল। তৎপরে লিপিযুগের আরম্ভ কাল। ভারতে লিপিপ্রণালী বিস্তৃত হইবার পর, বিভিন্ন বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ ও উপাখ্যানাদি রচিত হইয়াছিল।

মোক্ষমূলর বৈদিক সাহিত্যকে তিনভাগে বিভক্ত করেন,—১ সংহিতা, ২ ব্রাহ্মণ, ৩ উপনিষদ্। তাঁহার কল্পনায় খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০০ হইতে ৬০০ অব্দের মধ্যে ব্রাহ্মণকাল, তৎপর ৪০০ অব্দ পর্য্যন্ত উপনিষৎ কাল, সুতরাং বেদসংহিতা খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০০ অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। এই মত কতদূর সমীচীন, তাহা

যথাস্থানে আলোচিত হইবে। বৈদিক সাহিত্যের কালনির্ণয়ে অধ্যাপকপ্রবর যেরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, সেইরূপ পৌরাণিক সাহিত্য ও প্রাচীন কাব্যাদির কালনির্ণয় করিতে গিয়াও তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছেন।

[বেদ ও পুরাণ দেখ]

উনবিংশ শতাব্দের বাল্যাবস্থায় (১৮২৩) জন্মগ্রহণপূর্ব্বক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের এবং আর্য্য সংস্কৃত ভাষার সহিত প্রতীচ্য ভাষাসমূহের শব্দসামঞ্জস্য সাধন করিয়া মহামতি মোক্ষমূলর উক্ত শতাব্দে চরম বার্দ্ধক্য অতিক্রমপূর্ব্বক ২০শ শতাব্দের প্রারম্ভেই ভবলীলা সমাধা করেন।

মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস (পুং) কাশীস্থ বিশ্বেশ্বরের নিকটবর্ত্তী মণ্ডপভেদ। (কাশীখ০)

মোক্ষবৎ (ত্রি) মোক্ষঃ বিদ্যতেঽস্য মোক্ষ-মতুপ্ মস্য ব। মোক্ষযুক্ত, যাহার মোক্ষ হইয়াছে, মুক্তপুরুষ।

মোক্ষশাস্ত্র (ক্লী) মোক্ষপ্রদং শাস্ত্রং। যে শাস্ত্রে মোক্ষবিষয়ক উপদেশ আছে।

মোক্ষসাধন (ক্লী) সাধ্যতেঽনেনেতি সাধনং, মোক্ষস্য সাধনং। মোক্ষের উপায়, যোগাদি, যাহা অবলম্বন করিয়া জীব মুক্তি-পথের পথিক হয়, তপস্যা।

মোক্ষিন্ (ত্রি) মোক্ষঃ অস্ত্যস্যেতি মোক্ষ-ইনি। মোক্ষযুক্ত, মুক্তপুরুষ।

মোক্ষোপায় (পুং) মোক্ষস্য মুক্তেরুপায়ঃ। মুক্তিসাধন, যাহা অবলম্বন করিলে মুক্তিলাভ করা যায়, তপস্যা, শমাদি, যোগ, জ্ঞান।

"স তং কৃচ্ছ্রগতং দৃষ্ট্বা কৃপয়াভিপরিপ্লুতঃ।
উবাচ দানবশ্রেষ্ঠং মোক্ষোপায়ং দদামি তে॥"

(হরিবংশ ২৫৫।৬৩)

মোক্ষ্য (ত্রি) মুক্তির যোগ্য।

মোথ (মোক্ষদ), পঞ্জাবপ্রদেশের রাবলপিণ্ডী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সিন্ধু নদের বামকূলে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইণ্ডাস্ ষ্টিম ফ্লোটিলা কোম্পানীর বাষ্পীয় পোতসকল এই বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে কোটরী পর্য্যন্ত গমনাগমন করিত। রেলপথ বিস্তৃত হওয়ার পর পোত-বাণিজ্যের হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে বড় বড় দেশীয় নৌকা দ্বারা দেশীয় পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য সমাহিত হয়। উক্ত ফ্লোটিলা কোং পোত-বাণিজ্য ছাড়িয়া দিলেও, পঞ্জাবের ছোটলাট বাহাদুরের স্বকীয় কার্য্যের সুবিধার জন্য একখানি জাহাজ চালাইতে-ছেন। স্থানীয় পরাছা নামক বণিক্জাতির দ্বারা আফগান-স্থানের সহিত এখানকার বাণিজ্যসম্বন্ধ দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

মোথালেফ্ (আরবী) মতবিরুদ্ধবাদী।

মোথের, মধ্যভারতের ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

মোগ (পুং) বসন্তরোগভেদ।

মোগল, মধ্যএসিয়াখণ্ডের তাতার নামক অধিত্যকাবাসী জাতিবিশেষ। উত্তরমহাসাগর, কৃষ্ণসাগর, কাস্পীয় হ্রদ, অক্সাস্ নদী ও হিমালয়-পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত সুবিশাল ভূখণ্ড এবং তদ্দেশের অধিবাসিগণ তাতার নামে অভিহিত। মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর এই তাতারজাতি তুর্ক, মোগল ও মাঞ্চু নামে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

বহু প্রাচীনকাল হইতে এই তাতারজাতি য়ুরোপ ও দক্ষিণএসিয়ার প্রধান প্রধান নগর এবং রাজ্যসমূহ লুণ্ঠনদ্বারা ছারখার করিয়া দিয়াছে। তাহাদের দস্যুজনোচিত এই উপদ্রব-কাহিনী ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। কোন কোন বিজিত দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহারা তত্তৎস্থানে একটী জাতীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যদিও তাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে এসিয়ার দক্ষিণ ভাগ আক্রমণ-পূর্ব্বক বিধ্বস্ত করিতেছিল, তথাপি দশমশতাব্দে খলিফা-রাজ্যে প্রবেশলাভ ও উপনিবেশস্থাপন প্রভৃতি ঘটনা হইতেই প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রভাব ও অভ্যুদয়কাল কল্পনা করা যায়। চেঙ্গিজ (জঙ্গিস্) খাঁর অভ্যুত্থান হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে মোগলজাতির গৌরবসূর্য্য ইতিহাসগগনে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া উঠে। উক্ত মোগলসর্দ্দার স্বীয় ভুজবলে সমগ্র এসিয়া ও য়ুরোপ কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কোন্ সময়ে তাতারগণ ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মোগল নামক বিশিষ্ট জাতীয় বিভাগে গণ্য হয়, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই বীর সম্প্রদায় খলিফাবংশের অত্যুন্নত প্রভাবদর্শনে মুগ্ধ হইয়া রাজানুগ্রহ-লাভের প্রত্যাশায় তুরস্ক,রূম প্রভৃতি দেশে যাইয়া বাস করিতে থাকে। সেই সময় হইতেই তাহাদের দীক্ষাকাল কল্পনা করা যায়। কানুন্-ই-ইস্লাম্ গ্রন্থে মুসলমান জাতির সাম্প্রদায়িক বিভাগ নির্ণয়প্রসঙ্গে মোগল নামের উৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। কেহ কেহ তাহাদের মোঙ্গোলীয় জাতির অপভ্রংশে মোগল-খ্যাতি স্বীকার করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, এই মোঙ্গলিয়াবাসী তাতারগণ ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর, আপনাদের ওজস্বিতা ও বাহুবল সাধারণে প্রদর্শন করাইবার জন্য, পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ লুণ্ঠন করিতে থাকে। ক্রমে এক একটী স্থানে এক একটী দস্যু-দলপতি-

রূপ মোগল সর্দ্দারগণের প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। এই বিভিন্ন সর্দ্দারগণের অধিরাজরূপে চেঙ্গিজ্ খাঁর অভ্যুদয় হইয়াছিল। মোগল-সর্দ্দার চেঙ্গিজ খাঁ (কেহ কেহ তাতার সর্দ্দার বলিয়া থাকেন) চীন ও তাম্‌ঘাজ্ প্রদেশের সামন্ত ছিলেন। স্বীয় বীর্য্যবলে এবং বীর্য্যবান্ সেনাদলে পরিবৃত হইয়া তিনি তৎকালীন শক্তিশালী মুসলমান রাজগণের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। চেঙ্গিসের বীরত্ব-কাহিনী আজিও সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছে। তাঁহার আক্রমণ, উপদ্রব ও অত্যাচার-কথা এক সময়ে ভারত, য়ুরোপ ও এসিয়া মহাদেশের সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছিল।

তবকৎ-ই-নাশিরি, অকবরনামা প্রভৃতি মুসলমান-রাজেতিবৃত্তে এই মোগলসম্প্রদায়ের উৎপত্তি, বিস্তার ও প্রতিপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে;—ঈশ্বরপুত্র মহাত্মা নোয়া এই সুবিশাল ভূমণ্ডলের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি আপনার ভূ-সাম্রাজ্য-শাসনের নিমিত্ত ধরিত্রীকে স্বীয় পুত্রত্রয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র য়াফিজ বর্ত্তমান চীন, তুর্কিস্থান ও অক্‌সাস্‌নদীবিধৌত প্রদেশের শাসন ভার প্রাপ্ত হন। বল্‌গা নদীতীরে তাঁহার রাজধানী ছিল। এই য়াফিজই তুর্কজাতির আদিপুরুষ।

য়াফিজের আট (মতান্তরে একাদশ) পুত্র ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তুর্ক পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন। তিনি শীতল ও উষ্ণপ্রস্রবণসিঞ্চিত শ্যামল শস্যপরিশোভিত সিন্-উক নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার নামানুসারে তদধিকৃত প্রদেশ তুর্কিস্থান এবং তদ্দেশবাসিগণ তুর্কি-আখ্যায় অভিহিত হয়। তুর্কের পর পুত্রাদিক্রমে তুনাক, জাল্‌ঞ্জা (আল্‌মীঞ্জা), দিব্বাকুএ, কিবাক্ ও তৎপরে ৫ম পুরুষে আলিঞ্জা খাঁ রাজা হন। আলিঞ্জার তাতার ও মোগল নামে যমজ পুত্র জন্মে, পুত্রদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি স্বরাজ্য ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন। প্রথমে দুই ভ্রাতায় একযোগে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, অবশেষে পরস্পরে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় তাহারা তাতার-ই-মাক ও মোগল-ই-মাক নামে দুইটী স্বতন্ত্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। উক্ত মোগলরাজ্যের তাৎকালিক রাজ্যসীমা—পূর্ব্বে খিতাএ, দক্ষিণে থর্ব্বেজ্, তাঙ্গুৎ, পশ্চিমে ইগুর ও উত্তরে কের্কির পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মোগল খাঁর পর করা খাঁ, আগুজ খাঁ, কূন্ খাঁ, আই খাঁ যুল্‌দুজ, মঙ্গলী খাঁ, তিঙ্গিজ খাঁ ও ৯ম পুরুষে ইয়লখাঁ। ইহার সময়ে তুর নামে এক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি ইয়ল খাঁকে পরাভূত করিয়া রাজ্যবৃদ্ধির কামনা করেন।

পূর্ব্ব হইতেই তাতার ও মোগলবংশের পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিতেছিল। রাজা তুর ইয়লখাঁকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে তাতার-বংশীয় ৮ম নরপতি সুঞ্জ খাঁ তাঁহার সহিত যোগদান করেন। এদিকে মোগল খাঁর অন্যতম পুত্র ইগুরের বংশীয়েরা জ্ঞাতিশত্রু বিনাশার্থ জাতক্রোধ হইয়া রাজা তুরের দলভুক্ত হইলেন। রাজা এই বিপুলবাহিনী সঙ্গে লইয়া ইয়লখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

মোগলজাতি ইয়লখাঁর বিশেষ অনুরক্ত ছিল। তাহারা শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, বহুসংখ্যক তাতার ও ইগুর যোদ্ধা শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। রাজা তুর শত্রুকে প্রতারিত করিবার জন্য পলায়ন করিলেন। মোগলগণ শত্রু পরাজিত দেখিয়া পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। এইরূপে আপনাদের ব্যূহভঙ্গ করায় মোগলগণ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে শত্রুসৈন্য অতর্কিতভাবে মোগলদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় শত্রুগতি প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া শত্রুহস্তে নিহত হয়। কেবল ইয়লখাঁর পুত্র কইআন্ খাঁ ও তাঁহার মাতুল পুত্র নগুজ খাঁ অন্যত্র থাকায় নিস্তার পান। মোগল খাঁর ৩য় পুরুষ অঘুজ খাঁ স্বীয় পিতৃব্যগণকে উৎপীড়ন করায়, তাহারা চীনরাজ্যে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। তুরকর্ত্তৃক মোগলবংশ একরূপ নিঃশেষিত হইয়াছিল, সুতরাং বর্ত্তমান মোগলজাতিকে অঘুজের পিতৃব্য কইআন্ খাঁ ও নগুজের বংশোদ্ভব বলিয়া কল্পনা করা যায়।

উক্ত কইআন্ খাঁ ও নগুজ খাঁ সস্ত্রীক রাত্রিকালে পলায়নপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতান্তরালে এক শস্যশ্যামলা উপত্যকায় আসিয়া পদার্পণ করেন। এখানে তাঁহারা বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়া আনীত ধনরত্ন ও গোমেষপালাদি পালন করিতে থাকেন। এই খানে উক্ত মোগলদ্বয়ের বংশ বহু সহস্র বৎসর বাস করে (আবুলফজলের মতে ২ হাজার এবং আবুলগাজির মতে ৪ হাজার)।

এই সুদীর্ঘকাল একস্থানে বাসহেতু বিস্তৃতি লাভ করাতে, নানাশাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া তাহারা আপনাদের জন্মভূমি ইর্গানাকুন্ উপত্যকা পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃরাজ্য উদ্ধারে কৃতসংকল্প হইল। মোগলগণ নানাবিধ বিপত্তি অতিক্রমপূর্ব্বক পিতৃরাজ্যে আসিয়া দেখিল, তাতার-ই-মাক্ জাতীয়গণ মোগলভূমি অধিকার করিয়াছে। মোগলগণ যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সেই স্থান জয় করেন। অনন্তর চীনপ্রবাসী অঘুজের পিতৃব্যগণ মোগল ভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কইআন্ ও নগুজবংশীয় (দুর্লাগিন্) মোগলগণের সহিত

সম্মিলিত হন। এই সময় মোগলদিগের অধিনেতৃপদে মঙ্গলী খাঁর পুত্র য়ালদুজ্ খাঁ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আবুলফজলের মতে য়ালদুজ্ খাঁ তুরাণরাজ নৌশেরবানের (৫২১ হইতে ৫৭৯ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালে পৈতৃকভূমি অধিকার করেন। মোগলগণ এর্গোনাকুন্ উপত্যকা পরিত্যাগপূর্ব্বক পিতৃরাজ্য জয় করাতে উল্লাসিত হইয়া একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। প্রবাদ, উক্ত উপত্যকার প্রবেশপথ ভূকম্পে লৌহ আকরে রুদ্ধ হওয়াতে অগ্নিসংযোগ দ্বারা পথ পরিষ্কার করিতে হয়। ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়া আজিও মোগলনরপতিগণ উত্তপ্ত লৌহ পিটিয়া থাকেন। কেহ কেহ চেঙ্গিজ খাঁর খিতা রাজ্যে কর্ম্মকার কার্য্যে নিযুক্ত থাকা হেতু উক্ত শুভদিনের উৎসবানুষ্ঠান কল্পনা করিয়া থাকেন।

এই সময় মোগলগণ নানাশাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। তখন তাহারা একে অন্যের প্রভাব স্বীকার করিত না। মৃগয়ালব্ধ মাংস এবং অনায়াসলব্ধ মৎস্যই তাহাদের প্রধান আহার্য্য ছিল। গৃহপালিত ও বন্য পশুর চর্ম্ম ও লোম দ্বারা তাহারা গাত্রাচ্ছাদনী প্রস্তুত করিয়া লজ্জা-নিবারণ করিত। তখন সভ্যতার আলোক আদৌ তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। মোগলগণের জাতীয় অবস্থার এইরূপ অবনতিকালে ৫৭১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ আরব দেশে জন্ম গ্রহণ করেন।

য়ালদুজ্ খাঁর মৃত্যুর পর, তৎপুত্র জুইনা বাহাদুর পিতৃরাজ্য লাভ করেন। জুইনার কন্যা আলানকুবান্ স্বীয় অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্রদ্বয়ের প্রতিনিধিস্বরূপে কিছুকাল রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। আলানকুবানের বৈধব্যাবস্থায় তিন পুত্র হয়। প্রবাদ, নিশাকালে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে এবং তাহাতেই তিনি গর্ভবতী হন। এই এককালপ্রসূত পুত্রত্রয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ বু-জঞ্জর খাঁ মোগলিস্থানের একাংশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। বু-জঞ্জর বংশে যথাক্রমে বুকাএ খাঁ, জুতুমীন্, কাইদু খাঁ, বায় সঙ্ঘর প্রভৃতি রাজত্ব করেন। ইহাদের পুত্রপরিবারে বু-জঞ্জরবংশের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধিত হয়।

বুজঞ্জর খাঁ হইতে অধস্তন ষষ্ঠপুরুষে তোম্নাই খাঁ। তাঁহার দুই পত্নী, প্রথমার গর্ভে ৭টী পুত্র এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে কবাল ও কাজুলী নামে দুই যমজ পুত্র জন্মে। পিতার মৃত্যুর পর কবাল খাঁ রাজপদে এবং কাজুলি খাঁ প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

কবাল খাঁ প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে বিভিন্ন শাখার মোগলগণ সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। কাবাল খাঁর সহিত পার্শ্ববর্ত্তী খিতা রাজ্যাধিপতি আল্তান্ খাঁর বিবাদ হওয়ায়, উভয়ের মধ্যে বৈরতা স্থাপিত হয়। প্রতিহিংসাবশে আল্তান্ কবালের উকীন্-বর্কাক নামক যুবক পুত্রকে নিহত করেন। কবালের মৃত্যুর পর, তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র কুবিলা খাঁ রাজ্যাধিকার পান। তিনি ভ্রাতৃহন্তাকে প্রতিশোধ দিবার জন্য সদলে খিতা অভিমুখে যাত্রা করেন। যুদ্ধে শত্রুসেনা পরাভূত করিয়া কুবিলা প্রভূত ধনরত্ন লুণ্ঠনপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। কুবিলা খাঁর লোকান্তরগমনের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বর্তান্ বাহাদুর (ইনি পূর্ব্বপুরুষগণের খাঁ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া বাহাদুর উপাধি ধারণ করেন) রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

বর্তানের রাজ্যকালে কাজুলি খাঁর মৃত্যু ঘটায়, তৎপুত্র ইর্দ্দম্ মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হন। ইর্দ্দম্-চিরলাস্ উপাধি গ্রহণ করিয়া মোগলজাতির একটা নূতন শাখার প্রবর্ত্তনা করেন। উহা তাঁহারই নামানুসারে বরলাস্ নামে খ্যাত হয়।

বর্তানের পর তৎপুত্র য়াসুকৃ রাজসিংহাসনের অধিকারী হন। ইহার কিছুকাল পরে ইর্দ্দম্-চি বর্লাস প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র সুঘুজ-চি বা সুঘুজজান্ মন্ত্রিপদে নিয়োজিত হইলেন। ইনি আমীর তৈমুরের ৫ম পূর্ব্ব পুরুষ। মন্ত্রীর সাহায্যে রাজা য়াসুকৃ বিপুল সেনাদল সংগ্রহ করিয়া চিরশত্রু তাতারদিগকে পরাভূত ও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া স্বীয় রাজধানী দিলুন্ যুলদুকে ফিরিয়া আইসেন। এখানে আসিবার পর ১১৬৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার উঙ্কুনৎ জাতীয় প্রধানা মহিষী উলনকুজীন্ এক পুত্র প্রসব করিলেন। তাতারবিজয়ের পর পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া রাজা যুদ্ধজয়ের স্মৃতিস্বরূপ পুত্রের নাম তমুরচি রাখেন। পরবর্ত্তিকালে ঐ পুত্র চেঙ্গিস্ খাঁ নামে বিখ্যাত হয়।

৫৬২ হিজিরায় পিতার মৃত্যুর পর তমুরচি ত্রয়োদশ বর্ষে পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হন। তমুরচির সিংহাসনারোহণকালেও সভ্যতার বিমলালোক মোগলীস্থানে প্রবেশ করে নাই। তখনও তাহারা পশুপালক ছিল। তাহারা তৃণপরিপূর্ণ শ্যামল প্রান্তরে স্থানান্তরকরণোপযোগী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। অশ্ব, গো ও মেষপালই তাহাদের প্রধান সম্পত্তি ছিল। মৃত পশুমাংসই তাহাদের খাদ্য হইয়াছিল, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন কখনও তাহারা গৃহপালিত জীব হনন করিত না। কৃষিকার্য্যে তাহাদের তত অনুরাগ ছিল না। ভ্রমণশীল নোমাদদিগের ন্যায় দিনাতিপাত করিত। সন্তান-পালন, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও অন্যান্য গৃহকর্ম্মের ভার গৃহস্থিত রমণীমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত ছিল।

নিরন্তর অনাচ্ছাদিত প্রান্তরবক্ষে বাস করিয়া, শীকারার্থ অথবা শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ তাহারা অধিকাংশ সময়ই অশ্বপৃষ্ঠে সশস্ত্র অবস্থান করিত। এইরূপে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রৌদ্র ও বৃষ্টি ভোগ করিয়া তাহাদের জীবন কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় প্রকৃতিও স্বভাবতঃ কঠোরভাবাপন্ন ও বীর্য্যশালী হইয়াছিল। তাহাদের রাজ্যশাসনপ্রণালী একমাত্র স্ব-সম্প্রদায়স্থ কোন এক নির্দ্দিষ্ট পরিবারের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তির অধিনেতৃত্বে ন্যস্ত ছিল।

এই সময়ে মোগল, তুর্ক ও তাতারজাতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের মধ্যে প্রায় ১১ জন সর্দ্দার (হাকিম) এক বা দুইটী শাখা বংশের উপর কর্তৃত্ব করিতে থাকে। মোগলবংশের নৈরুণ-শাখা য়াস্সুক বাহাদুরের পুত্র তমুরচিকে আপনাদের অধিনেতৃরূপে গ্রহণ করে। ইহার অব্যবহিত পরেই, বহু-দর্শী অমাত্য সুযু-জিজান্ স্বর্গপুরে গমন করেন। তাঁহার কিশোরপুত্র নু-য়ান্ (করাচার) মন্ত্রিপদে নিয়োজিত হইলেন দেখিয়া নৈরুণগণ অপরিণতবয়স্ক অল্পবুদ্ধি বালকদ্বয়ের হস্তে আপনাদের শাসনভার ন্যস্ত রাখিতে অনিচ্ছুক হইয়া প্রায় ৪০ হাজার নৈরুণ পরিবারের মধ্যে ২৭ হাজার ঘর তমুরচিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাইজিউৎ বা তান্জিউৎ নামক শত্রুপক্ষীয় মোগলদলে আসিয়া মিলিত হয়। কেবল মাত্র ত্রয়োদশ সহস্র নৈরুণ পরিবার তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই।

এইরূপে শত্রুগণপরিবেষ্টিত হইয়া তিনি বিপদ্‌রাশির মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ত্রিশবৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহাকে নানা ক্লেশ সহ্য ও বিপদ্ অতিক্রম করিতে হয়। রাজ্যাধিকার হইতে ১৭ বৎসর নানা বিঘ্নবিপত্তির মধ্যে বাস করিবার পর তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী পুনঃ প্রসন্ন হইলেন, ধীরে ধীরে নৈরুণ-পরিবারগণ তাঁহার বশ্যতাস্বীকারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহার দলে আসিয়া মিলিত হইল। নৈরুণবংশের এই পুনঃ সমাবেশে (১১৮৩ খৃষ্টাব্দে) দলপুষ্ট হইয়া তমুরচি আরও কএকটী মোগল-শাখার উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইলেন।

তমুরচির ভাগ্যলক্ষ্মী অধিকদিন সুপ্রসন্ন রহিলেন না। নৈরুণগণ তাঁহার দলে পুনর্মিলিত হওয়ায় তান্জিউৎ-মোগল দলপতি তুর্ঘুতাএ করাল্-তুক বাদশাহ উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে (১১৮৭-৮৮ খৃঃ) বন্দী করিয়া লইয়া যান। করাল্-তুক বাদশাহ বু-জঞ্জর রাজবংশের চতুর্থ রাজা কাহদু খাঁর ৫ম পুরুষ অধঃস্তন ও হম্বাই প্রপৌত্র। অবশিষ্ট নৈরুণগণ ইহার অধীনেই বাস করিতেছিল। নৈরুণগণের জাতীয়-বিরোধই এই উত্তেজনার কারণ।

কারাগৃহে বদ্ধাবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া তমুরচি অবসরক্রমে পলায়ন করেন। নিকটবর্ত্তী একটী হ্রদে নাসি-কাগ্র উত্তোলনপূর্ব্বক তিনি নিমজ্জিতাবস্থায় লুক্কায়িত রহি-লেন। এই অবস্থায় তুর্ঘুতাএ বাদশাহের প্রেরিত সেনা-দল তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারে নাই। সৌভাগ্যক্রমে সেই হ্রদের তীরে সুর্ঘান্ সিরাহ্ নামক জনৈক সল্‌দুজ্ শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি জলোপরি উত্থিত নাসাগ্র অবলোকন এবং পলাতকের অবস্থাননির্ণয় করিয়া অন্বেষণ-পর সেনাদলকে মিথ্যাবাক্যে প্রতারণাপূর্ব্বক অন্যত্র প্রেরণ করিলেন। বিপক্ষদল দূরদেশে পলাতকের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তিনি নৈরুণ সর্দ্দার তমুরচিকে হাঙ্গিত দ্বারা আহ্বান করিলেন। সমাগত-রজনীর গাঢ় অন্ধকারে সুর্ঘান্ সিরাহ্ তাঁহাকে জল হইতে উঠাইয়া স্বীয় শিবিরে উপনীত হইলেন এবং তথায় তাঁহার স্কন্ধস্থিত 'দোশাখা'* উন্মোচন করিয়া দিলেন ও পরে তাঁহাকে একখানি মেষলোমপূর্ণ শকটের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন।

এদিকে তুর্ঘুতাএর প্রেরিত সেনাদল সুর্ঘান্ সিরাহের উপর সন্দিহান হইয়া পুনরায় তাঁহার শিবির তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধানার্থ তথায় আসিয়া উপনীত হইল; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তাহারা বহু অনুসন্ধানেও, এমন কি, তাহারা সেই পশম শকটের স্থানে স্থানে খোঁচাইয়া ও অভ্যন্তরনিহিত তমুরচিকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেও, তথাপি তাহারা যন্ত্রণাদগ্ধ দল-পতিকে বাহির করিতে পারিল না। অবশেষে ভগ্নোদ্যম হইয়া তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

শত্রুদল প্রস্থান করিলে সুর্ঘান্ সিরাহ্ নির্ভয়চিত্ত হইয়া তমুরচিকে পশমাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আনিলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে স্বীয় কৃষ্ণকেশযুক্ত অশ্বিনীপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া স্বদেশে গমন করিতে আদেশ করিলেন। বলাবাহুল্য যে, দয়াবান্ সুর্ঘান্ তাঁহার সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য ও আত্মরক্ষার্থ ধনুঃশরাদি দিয়াছিলেন। সুর্ঘানকে চেঙ্গিস্ উচ্চ-পদে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই বংশে বিখ্যাত আমীর চোপান জন্মগ্রহণ করেন।

এতাদৃশ নিগ্রহভোগের পর ১১৯১ খৃষ্টাব্দে উক্তরূপ অশ্বে আরোহণ করিয়া তমুরচি স্বীয় মাতৃসকাশে উপনীত হইলেন। তাঁহার মাতা ও পত্নীবৃন্দ (যাঁহারা তাঁহাকে মৃত-জ্ঞানে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন) পুত্র ও পতিসন্দর্শনে পরম

* দৃঢ়বদ্ধ শোভিত কাষ্ঠযন্ত্র বিশেষ। তৎকালে উহা শৃঙ্খলস্বরূপ অপরাধীর গলদেশে ধৃত হইত।

আপ্যায়িত হইয়া উল্লাসে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার বালক-পুত্র তুলীও পিতার আগমনে উৎফুল্ল হইয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল। এই আনন্দ দিনে তমুরচি কৃষ্ণকেশ অশ্বে আরূঢ় ছিলেন বলিয়া আজিও মোগলগণ ঐরূপ অশ্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

তমুরচি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আধিপত্য বিস্তার কল্পনায় যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত হন। এই সময়ে তিনি জাজরাট, নৈরুন, জামুকা, সাজান্, (জজান্), তান্‌জিউৎ, কুঙ্গারাট, জলাইর, তুরমান, বীবী, সুল্‌দী ও বর্লাস্ নামক শত্রুপক্ষীয় মোগলদিগকে শাসিত করিয়া বশ্যতাপন্ন করিয়াছিলেন। একমাত্র বর্লাসবংশের মুখপাত্র করাচারগণ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল।

নির্জ্জিত বিপক্ষদল তাঁহাকে সমূলে বিনাশ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে একত্র মিলিত হয়। শত্রুপক্ষকে প্রবল ও সংখ্যায় অধিক বিবেচনা করিয়া তমুরচি আর তাহাদের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন না, বরং পিতৃ-বন্ধু আবঙ্গ খাঁর শরণাপন্ন হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত ও কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া তদ্দেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। করাচার-সর্দ্দার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

আবঙ্গ খাঁ তুরলুগীন্ মোগলবংশের করায়ৎ শাখার অধিপতি ছিলেন। করায়তগণ সংখ্যায় অধিক এবং তুরুক-জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এই সম্ভ্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যশালী বাদ-শাহ খিতাএ-রাজ আল্‌তান্ খাঁর সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ থাকায় উভয়ের রাজশক্তি সুদৃঢ় হইয়াছিল। আবঙ্গ খাঁ তুরুল্ তুগীন্ নামেও পরিচিত ছিলেন।

সানুচর তমুরচি করায়ত রাজ্যেশ্বর সমীপে উপনীত হইলে, বিশেষ সমাদরে গৃহীত হন। এখানে তাঁহার অবস্থা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বাদশাহ আবঙ্গ প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ক্রমে তমুরচি তাঁহার এরূপ প্রীতিভাজন হইয়া পড়িলেন যে, করায়ত-সম্রাট্ তাঁহাকে স্নেহবশে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। প্রায় ৮ বৎসর কাল তমুরচি সম্রাটের অধীনে দিন যাপন করেন, এ অবস্থায় তিনি স্বীয় আশ্রয়-দাতার অনেক হিতজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং তাঁহার পক্ষে বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাঁহার রাজ্যসীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।*

আট বৎসর এইরূপ সৌভাগ্যে কালাতিপাত করিতে দেখিয়া তমুরচির প্রতি আবঙ্গ খাঁর অমাত্য ও জ্ঞাতিবর্গের ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বিপক্ষের ষড়যন্ত্রে তমুরচি অনতিকালমধ্যেই আবঙ্গ খাঁর পুত্র সঙ্গুনের বিষনয়নে পড়েন। পুত্রের পুনঃপুনঃ উত্তেজনায় আবঙ্গ খাঁ অবশেষে আশ্রিতকে বিনাশ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, আসন্ন বিপদ দেখিয়া তমুরচি করাচার সু-য়ানের সহিত পলায়নের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। যথাকর্ত্তব্য স্থির হইলে, তাহারা কলাচীন পর্ব্বত সমীপবর্ত্তী বাল্‌জুনা-বুলাক নামক স্থানে আপনাপন পুত্রপরিজন প্রেরণ করিয়া নিশাযোগে অনুচরসহ পলায়ন করিলেন। আবঙ্গ খাঁর প্রেরিত সৈন্যদল তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলেও পথিমধ্যে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে সঙ্গুনের মুখ শত্রুশরে বিদ্ধ হয় এবং অসংখ্য করায়তসৈন্য ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পায়।

অতঃপর তমুরচি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৯ বৎসর। তাঁহার অবস্থাবিপর্য্যয়ে যে সকল নৈরুণ মোগল তাঁহার পক্ষত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে আসিয়া যোগদান করিল। এই অবসরে আরও কতকগুলি মোগল-শাখা তমুরচির অধীনতা স্বীকার করে।

এইরূপে বিপুল সেনাদলসংগ্রহপূর্ব্বক শক্তিশালী হইয়া তিনি সম্রাট্ আবঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। যুদ্ধে আবঙ্গ খাঁ পরাজিত হইয়া শত্রুহস্তে স্বীয় মহিষী ও প্রিয়তমা কন্যা-দিগকে সমর্পণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। আবঙ্গের ভ্রাতা তমুরচির সহিত স্বীয় কন্যাত্রয়ের বিবাহ দিয়া অব্যাহতি পান। আবঙ্গ খাঁর ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিকে পরাভূত করিয়া তমুরচির যশোরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। তাঁহার পরাক্রম-দর্শনে আরও কতকগুলি মোগলশাখা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে এবং তিনি সামান্‌কাড়া নামক স্থানে খাঁ উপাধি গ্রহণ করেন (৫৯৯ হি)।

অতঃপর তিনি পার্শ্ববর্ত্তী তুর্ক, তাতার ও অন্যান্য মোগল

---

* এই যুদ্ধসমূহের মধ্যে আবঙ্গের বিদ্রোহী ভ্রাতা উক-কড়া, যোর্কিন বাহাদুর, বিবী, তুরুক্তা, সেনাদ, মাকুৎ, নৈরুণ প্রভৃতি মোগলজাতীয় সর্দ্দারের পরাজয় উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধগুলি ৫৯৩ হইতে ৫৯৪ হিজিরার মধ্যে ঘটে। এই ঘটনার পর, তান্‌জিউৎ, সালজিউৎ, কুঙ্গারাট, তুরমান্, জাজরাট্, জলাইর, দুর্‌বাট্, যোর্কিন্, কাট্‌খিন্, মাকুৎ ও তাতার-ই-মাকু প্রভৃতি তমুরচির প্রকৃত শত্রুদল অশ্ব, বৃষ, মেষ ও কুক্কুরহত্যা করিয়া সম্রাট্ আবঙ্গ খাঁর বিরুদ্ধে উত্থিত হয় (৫৯৬ হিঃ)।

আবঙ্গ খাঁ এই সংবাদে উত্তেজিত হইয়া সেনা সংগ্রহপূর্ব্বক শত্রুদলের সম্মুখীন হন। কালিজতাল্ রণক্ষেত্রে সমবেত সেনাদলের সহিত ৫৯৫ হিঃ যুদ্ধ ঘটে। তারিখ-ই-আল্‌ফির মতে ৫৯৮ হিজিরায় যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

বংশীয়দের অধিকৃত স্থানসমূহ হস্তগত করিতে মানস করেন। তদনুসারে তিনি, ১২০২-৩ খৃষ্টাব্দে যে সকল মোগল তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার উপদেশ বাক্যে সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অনন্তর কুকুচু * নামক জনৈক মোগল স্বপ্নবিবরণ দ্বারা ঈশ্বরাগম, তমুরচির চেঙ্গিস্ খাঁ নাম পরিবর্ত্তন ও তাঁহার সাম্রাজ্যবৃদ্ধির কারণ সাধারণকে অবগত করাইলেন। এই দৈবশক্তির কথা মূর্খ মোগলগণ বিশ্বাস করিয়া চেঙ্গিস্ খাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িল। এই সমবেত মোগল-শক্তির প্রভাবে চেঙ্গিস খাঁ বিভিন্ন স্থানে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সেই দেববাক্যপালনের জন্য তদীয় সেনাদলে অমানুষিক শক্তির আধান হইয়াছিল বলা যায়। এই বীর্য্যবান্ সেনাদলের সাহায্যে চেঙ্গিস্ খাঁ পশ্চিমে গুর-খাঁর অধিকৃত রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশ হইতে উত্তর চীনের পার্শ্ব দেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

এইরূপে সমগ্র মোগল-শক্তিকে স্বীয় করায়ত্ত করিয়া চেঙ্গিস্ খাঁ প্রথমে স্ববংশের চিরশত্রু খিটাএ নরপতিকে দণ্ড-বিধানার্থ সদলে তদ্দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। খিটাএ-পতি আলতুন্ খাঁ আত্মরক্ষার নিমিত্ত রাজ্যের প্রবেশপথ রোধকল্পে ৩০ হাজার অশ্বারোহী সেনা প্রেরণ করেন। মোগলাধিপতি খিটাএরাজ্য প্রবেশের প্রকাশ্য পথ শত্রুকর্তৃক রুদ্ধ দেখিয়া গুপ্তদ্বারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবাদ, জাফর নামক জনৈক মুসলমান গুপ্তচরকে রাজা আলতুনের নিকট বণিক্‌বেশে প্রেরণ করেন। ঐ ব্যক্তি একটা গুপ্তপথের তথ্য অবগত হইয়া চেঙ্গিস্ খাঁকে নিবেদন করিলে, তিনি নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের পাদদেশে সকল মোগলপরিবারকে সমবেত হইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার আদেশক্রমে স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ এবং মাতা ও পুত্র পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনাচ্ছাদিতমস্তকে তিন দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে বাধ্য হইলেন। স্বয়ং চেঙ্গিস্ খাঁ একটী 'খড়্গা' (পট্টগৃহ) মধ্যে গলবিলম্বিতরজ্জু হইয়া ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হইলেন। বহির্ভাগের সমবেতজনমণ্ডলী ঈশ্বরের (টিঙ্গার টিঙ্গরি) নামোচ্চারণপূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিতেছিল। চতুর্থ দিবসের প্রাতঃকালে চেঙ্গিস খাঁ পট্টগৃহ হইতে নিক্রান্ত হইয়া বলিলেন, 'টিঙ্গরী' (ঈশ্বর) আমাকে জয়মাল্যে ভূষিত করিয়াছেন, আমরা একণে আলতুন্ খাঁকে শাস্তি দিবার জন্য অভিযান করিব।' অনন্তর মোগলগণ ভোজোৎসব সমাধান করে।

ভোজোৎসবের পর চেঙ্গিস্ খাঁ সসৈন্যে গুপ্তপথে খিটাএ রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তমখাজ্ জনপদ আক্রমণ করিলেন। আলতুন্ খাঁ চেঙ্গিসের আগমনবার্ত্তায় ভয়বিহ্বলচিত্তে কিং-কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল নিহত ও নগর লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া সকলে রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিল। যাহারা পলাইতে পারিল না, তাহারা শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল অথবা শত্রুহস্তে বন্দী হইল।

চেঙ্গিস্ খাঁ এইরূপে তমখাজ্, টিঙ্গিট ও শম্বর প্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক খিটাএ রাজ্যের রাজধানী তমখাজ্ নগরের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া নগর অবরোধ করিলেন। আলতুন খাঁ অসীমসাহসে ভর করিয়া নগররক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া শত্রুকরে তমখাজ্ নগরী সমর্পণ করিলেন।

চেঙ্গিস্ খাঁর অভ্যুদয় ও মোগল-সৈন্যের খিটাএ-বিজয় দেশে দেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে খ্বারিজমপতি সুলতান মহম্মদ প্রকৃত তথ্যনির্ণয়ার্থ দূত প্রেরণ করেন। রাজদূত আলতুন্ খাঁর রাজধানীর সম্মুখে উপনীত হইয়া যে একটী পর্ব্বতাকার ধবল স্তূপ দেখিতে পান, উহা মোগল-সংঘর্ষণে মৃত সৈন্যের কঙ্কালাবশেষ মাত্র। ঐ দূত রাজধানীর দ্বার-দেশে উপনীত হইয়া দেখিলেন, দুর্গমূল স্তূপাকার নর-কঙ্কালরাশিতে সজ্জিত আছে। অনুসন্ধান দ্বারা তিনি জানিতে পারিলেন যে, ৬০ সহস্র বালিকা ও কুমারী মোগলের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আত্মহত্যা করে। এই কঙ্কালরাশি সেই দুর্ঘটনার স্মৃতি-উদ্দীপন করিয়া দিতেছে।

সুলতানদূত চেঙ্গিস্ খাঁর দরবারে আসিয়া সাদরে গৃহীত হইলেন। মোগল সর্দ্দার সুলতানকে নানাবিধ রত্নালঙ্কার উপঢৌকন দিয়া বন্ধুতার প্রার্থী হইয়া উভয় রাজ্যে অবাধ বাণিজ্য পরিচালনার জন্য সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তদনু-সারে চেঙ্গিস্ খাঁর প্রেরিত বণিকদল খ্বারিজমরাজ্যে ধনরত্ন ও উষ্ট্রাদি লইয়া উপনীত হইল। কিন্তু খ্বারিজম্ শাহ অর্থলোভে তাহাদের প্রাণসংহার করেন। এই শোচনীয় সংবাদে চেঙ্গিস্ খাঁর হৃদয়ে ক্রোধবহ্নি উদ্দীপিত হইয়া উঠে এবং তাহাতেই সমগ্র খ্বারিজম্ সাম্রাজ্য ভস্মসাৎ হইয়া যায়।

১২১৮ খৃষ্টাব্দে সুলতানকে সমুচিত দণ্ড দিবার নিমিত্ত চীন, তুর্কিস্থান ও তমখাজ হইতে অগণিত সেনা সংগ্রহ করিয়া চেঙ্গিস্ খাঁ স্বীয় বিপুলবাহিনী লইয়া প্রথমেই উত্রার দুর্গ আক্রমণ করেন। তৎপরে যথাক্রমে বুখারা, সমরকন্দ,

* তমুরচির মাতা উলন্-কুজিন্ যাসুকাবাহাদুরের মৃত্যুর পর মিঙ্গলিক ইচাকা (কনককুমার) নামক জনৈক সম্রান্ত ব্যক্তিকে বিবাহ করেন, কুকুচু এই মিঙ্গলিকের কন।

নিশাপুর, খোরাসান, বাল্‌খ, তিরমিদ, তালকান, ঘোর,গজনী প্রভৃতি রাজ্য ও নগর সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠিত, ভস্মীভূত ও মথিত করিয়া স্বীয় মোগলবাহিনীকে সিন্ধুনদাভিমুখে পরিচালিত করেন। এখানে খ্বারজম্‌-শাহজাদা জালাল উদ্দীন্‌ মঙ্গ বর্ণি স্বীয় দলবল লইয়া আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। মোগলসৈন্য ১২২১ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুতীরে উপনীত হইলে উভয় পক্ষে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। প্রায় একাদশ বর্ষব্যাপী এই যুদ্ধে সমগ্র খ্বারজম্‌ সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে মোগলহস্তে অসংখ্য মুসলমান বন্দী হইয়া মোগলসৈন্যের পশ্চাতে পদব্রজে গমন করিয়াছিল। নিহত মুসলমানের সংখ্যা গণনাতীত, একমাত্র সমরকন্দ-সমরে ৫০ হাজার ইসলামধর্ম্মাবলম্বী কালসদনে প্রেরিত হয়। এতদ্ভিন্ন যে যে দেশ দিয়া মোগলবাহিনী পরিচালিত হইয়াছিল, তত্তদ্দেশেরও আবালবৃদ্ধবনিতা তরবারিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। শ্যামল শস্যক্ষেত্রসমূহ শত্রুর উন্মাদনস্তনে তৃণশূন্য এবং সুরম্য হর্ম্ম্যমালাপরিশোভিত সমৃদ্ধিশালী নগরাসমূহ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত, জনশূন্য ও পদদলিত হইয়াছিল। অসংখ্য নরনারী ও দাস বিপণিতে বিক্রীত হইবার জন্য মোগল-কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিল। এদিকে দূরদেশে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় চেঙ্গিসের স্বরাজ্য মধ্যে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইবার উপক্রম হইল। দূতমুখে সংবাদ পাইয়া তিনি খ্বারজম্‌ রাজ্য ধ্বংসের পরই, বিজয়সুখে উৎফুল্ল হইয়া ধীরে ধীরে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। পথি মধ্যে পীড়িত হইয়া তিনি শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল, তথাপি তাঁহার তেজোব্যঞ্জক মুখশ্রী দর্শন করিলে যুবা বলিয়াই ভ্রম হইত।

মৃত্যুর পূর্ব্বে বহুকাল ধরিয়া তিনি যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, তাহাতে তিনি কাথে, খোটান, উত্তর ও দক্ষিণ চীন, কিলোক্‌, সকসিন্‌, বুলগেরিয়া, আস্‌ (ক্রিমিয়া), রুষিয়া, আলন, ট্রান্স-অক্সিয়ানা, বাল্‌খ, খোরাসান, ইরান, তুরান্‌ প্রভৃতি দেশব্যাপ্ত একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করিয়া যান। ঐ সাম্রাজ্য তিনি স্বীয় পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠ তুষি খাঁ পিতার বর্ত্তমানে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তৎপুত্র বতু খাঁ তৎস্থলাভিষিক্ত হন। তিনি তৃতীয় পুত্র ওকতাই খাঁকে নিজ সাম্রাজ্যসিংহাসন দান করিয়া দ্বিতীয় চাঘতাই ও কনিষ্ঠ তুলি খাঁকে অপরাপর সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেন।

তাঁহার পৌত্র বতু কিফ্‌চাকের সমতলক্ষেত্রের শাসনভার প্রাপ্ত হন। এই রাজ্য জক্সর্তেশ নদী, আরল হ্রদ, ও কাস্পীয় সাগরের উত্তরাংশে ডন ভল্‌গা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ ও কৃষ্ণ সাগরের পার্শ্ববর্ত্তী কিয়দংশ স্থানে বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় পুত্র চাঘতাই পশ্চিমে দেস্ত কিফ্‌চাক, দক্ষিণে মেকরান্‌, পূর্ব্বে মোগল জাতির আদিম বাসভূমি ও উত্তরে সাইবিরিয়া সীমান্তবর্ত্তী সমগ্র স্থানের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত কাসগার, খোটেন, ওঘৈর, বদক্সন, বাল্‌খ, খ্বারজম্‌, খোরাসান, গজনি ও কাবুল প্রভৃতি প্রদেশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। তৃতীয় উকতাই আদিম মোগলভূমি ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন এবং চতুর্থ তুলির প্রতি চীনদেশের শাসনভার অর্পিত হইয়াছিল।

এইরূপে সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া ১২২৭ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ পরলোক যাত্রা করেন। মৃত্যুকালেও তাঁহার হৃদয়ে রাজ্যশাসনের কূট-নীতি প্রতিভাত হইয়াছিল। এক দিকে তিনি অমানুষিক অত্যাচার দ্বারা সাধারণের নিন্দাভাজন হইলেও, তাহার ন্যায় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মনুষ্য সংসারে অতি বিরল ছিল। [চেঙ্গিস্‌ খাঁ দেখ।] চেঙ্গিসের পুত্রচতুষ্টয় স্ব স্ব রাজ্যশাসনের জন্য পৃথগ্‌ভাবে সেনাদল রক্ষা করিয়াছিলেন। উলু, যাযাবর, মোগল ও অন্যান্য তুর্ক জাতীয় সৈন্য ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

উক্তাই'র মৃত্যুর পর তৎপত্নী তুরাকিনা খাতুন মোগলসাম্রাজ্যের অধিনেত্রী হইয়াছিলেন। ইঁহার অধিকারকালে শাসনবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় মোগল আমীরগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তৎপুত্র কয়ুককে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। কয়ুকের মৃত্যুর পর অধিনেতার নির্ব্বাচন লইয়া মোগলসাম্রাজ্যে গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। কতিপয় বর্ষের মধ্যেই মোগলসামন্তগণ অধিনেতার অধীনতাপাশ উন্মোচন করিতে সচেষ্ট হন। কোন্‌ সময়ে চেঙ্গিস্‌-সাম্রাজ্যের এরূপ অবনতি ঘটে, ইতিহাসে তাহার প্রকৃত কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। ১২২৯ খৃষ্টাব্দের মুদ্রায় মোগল অধিনেতার পার্শ্বে পারস্যাধিপতি অর্ঘুণ খাঁর নাম অঙ্কিত দেখা যায়। ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে কাজান খাঁ অধিনেতার নাম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বনামে রাজমুদ্রা প্রচলিত করেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে তুষি ও চাঘতাইবংশীয় মোগল অধিপতিগণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অতঃপর চেঙ্গিসবংশীয় নরপতিগণ আপনাদিগকে সম্রাট্‌ বলিয়া অভিহিত করেন। এই মোগলরাজগণ দক্ষিণচীনের বিজয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ডন নদী উত্তীর্ণ হইয়া বুলগেরিয়া ও পোলরাজ্যে মোগলপতাকা উড্ডীন করেন। এতদ্ব্যতীত হঙ্গেরী, বসনিয়া ডালমেসিয়া ও সাইলেসিয়া আক্রমণ এবং

ভিয়ানা-বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সমগ্র খৃষ্টানজগৎকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে প্রায় ৭০ বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এই অন্তর্বিচ্ছেদের ফলে, তাঁহাদের য়ুরোপীয় সাম্রাজ্য এমন কি কোরিয়া হইতে এসিয়াটিক সাগর পর্য্যন্ত সমগ্র মোগল-সাম্রাজ্য শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। য়ুরোপের মধ্যে একমাত্র রুষ দেশে মোগলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। চেঙ্গিস্ খাঁর চারিপুত্র হইতেই চারিটী বিভিন্ন মোগলশাখার উৎপত্তি হয়। ঐ সকল বংশের সন্তানসন্ততিগণ ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেও মোগলরাজ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। একমাত্র চাঘতাইবংশ মোগল-জাতির গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

চেঙ্গিস্ খাঁর নির্দ্দিষ্ট চাঘতাই রাজ্য প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত। ১ সীর ও কাস্‌গরের উত্তরস্থিত প্রদেশ। ইহা জনমানবশূন্য মরুসদৃশ। ২ কাস্‌গর, য়ারখন্দ, খোটেন, অক্‌সু ও তরকান্ প্রভৃতি নগরশোভিত দেশ। ইহার দক্ষিণাংশ জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধশালী, উত্তরাংশ মরুময়। অক্সক্তেশ নদীর উত্তর উপকূল হইতে দক্ষিণে হিন্দুকুশ ও হাজারা পর্ব্বতমালা, তাস্‌খন্দ, সমরখন্দ, বোখারা ও বাল্‌খ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ রাজ্য। এই অংশ শস্যক্ষেত্রপূর্ণ এবং নগরমালায় মণ্ডিত ছিল।

যাযাবর নামক স্বদেশবৎসল দুর্দ্ধর্ষজাতি মরুসদৃশ প্রথমাংশের একমাত্র অধিবাসী। ইহারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। দ্বিতীয়াংশের অধিবাসীরা সম্প্রদায়ভেদে প্রায় একস্থান হইতে অপর স্থানে গমন করিত. কেহ বা জননী-জন্মভূমিতে স্থিরস্থায়িরূপে বাস করিত। তৃতীয়াংশের অধিকাংশ অধিবাসীই স্থায়িভাবে বসবাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই প্রায় মোগলবংশসম্ভূত। এই সকল সম্প্রদায় ব্যতীত, ইহার দক্ষিণপূর্ব্বদিকে কালিমক্ নামে আর এক পরাক্রান্ত ভুজবলসম্পন্ন সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। চীনপ্রাচীরের সন্নিকটে ইহাদের আবাস।

চাঘতাই কখন স্বীয় রাজধানী বিস্‌বালীন্ নগরে, কখন বা ভ্রাতা উক্‌তাইর সহিত কারাকোরম নগরে কালযাপন করিতেন। রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য করাচার বু-য়ানের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এইরূপে মন্ত্রীর শাসনাধীনে থাকাহেতু চাঘতাইর উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে মনোবাদের কারণ উপস্থিত হইল। শতাব্দকাল মধ্যে রাজপুত্রগণ পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া সির ও আমু নদীর তীরবর্ত্তী জনপদসমূহে যাইয়া বাস করেন। ক্রমেই পরস্পরে বিরোধহেতু পরস্পরে নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং মন্ত্রিবংশ চাঘতাই সিংহাসনে প্রাধান্য লাভ করে। চাঘতাই-বংশধর তাঁহাদের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় চালিত হইতেন। রাজা ১ম ইমাল বুগা খাঁর রাজ্যকাল পর্য্যন্ত চাঘতাই বংশ পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন নাই। ঐ সময়ে চাঘতাইগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। একটী রাজ্য মোগলভূমি ও কাস্‌গর প্রদেশ এবং অপরটী মাব্‌রাবন্নাহার প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতঃপর চেঙ্গিস্‌বংশীয় যে সকল নরপতি রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহারা বিলাসলালসায় বিভোর ও প্রজাপালনে অক্ষম ছিলেন, সুতরাং মন্ত্রিবর্গই রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। ট্রান্স-অক্সোনিয়া প্রদেশে অরাজকতার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। অন্তর্বিবাদই এই দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ। এই সময় তাতারগণ প্রবলবন্যার ন্যায় আসিয়া দেশে পতিত হয়। এরূপ সঙ্কটের সময় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মোগল-গৌরবরবি তৈমুরলঙ্গ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাভূত করিয়া এসিয়ার ভাগ্যাকাশে সমুদিত হন। তাঁহার অভ্যুদয়ে মোগলজাতি নবতেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

চেঙ্গিস্ খাঁর অভ্যুদয়কালে মোগলজাতি অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। নিকটবর্ত্তী চীনের ও তিব্বতের চিরপ্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্পর্শে যদিও তাহারা তদ্দেশবাসীর আচার ব্যবহার কিয়ৎপরিমাণে অনুকরণ করিতে অভ্যাস করিয়াছিল, তথাপি তাহাদের মনে আদৌ ধর্ম্মভাবের উদয় হয় নাই।

চেঙ্গিসের মৃত্যুর পর, মোগলজাতির মধ্যে ইস্‌লামধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়। তুষি খাঁর পুত্র বর্কা খাঁ (কিফ্‌চাক, তুর্কিস্থান ও সর্কসিনের শাসনকর্ত্তা) ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তুষির পৌত্র ও বতুর পুত্র উজবেক ইস্‌লাম ধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া তদ্ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হন। উজবেক খাঁর যত্নে সমগ্র কিফ্‌চাকবাসী মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে। অতঃপর চাঘতাইবংশীয় তোগলক তৈমুর খাঁ অধিনেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইস্‌লাম মতের পক্ষপাতী হন। তিনি কোরাণোক্ত ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া স্বয়ং তন্মতে দীক্ষালাভ করেন। তাহার আদেশে তদধীন অধিকাংশ প্রজাই ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তদনন্তর ইস্‌লাম ধর্ম্মের জ্যোতিঃ ক্রমশঃই মোগলজগতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তৈমুরলঙ্গের অভ্যুদয়কালে সমগ্র মোগলজাতির মধ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল।

চেঙ্গিস খাঁর বংশে তুলী খাঁ, তাঁহার ভ্রাতা উক্‌তাই,

উক্তাই-পত্নী তুরকিনা খাতুন, কয়ুক খাঁ, কয়ুক-পত্নী অগুলগণমিস এবং তুলিখার পুত্র মঙ্গু খাঁ ১২৫১ হইতে ১২৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মঙ্গুর ভ্রাতা কুব্‌লাই খাঁ চীনের অধিকৃত প্রদেশে যাইয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তাঁহা হইতে চীন দেশে য়ুএন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

চেঙ্গিসের দ্বিতীয় পুত্র চাঘতাই খাঁ ট্রান্স-অক্সোনিয়া নামক মধ্য এসিয়াখণ্ডে চাঘতাই বংশের শাসন বিস্তার করেন। ভারতের মোগলরাজবংশ এই চাঘতাই-বংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন।

চেঙ্গিসের পুত্র জুজী বা তুষী খাঁ কিফ্‌চাক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এইরূপে মোগলসম্প্রদায়ের মধ্যে চেঙ্গিস খাঁর পুত্র ও পৌত্রাদি হইতে এক একটী স্বতন্ত্র শাখার উৎপত্তি হয়।

তুলী খাঁর পুত্র মঙ্গু খাঁর পর, তাঁহার ভ্রাতা হুলাকু খাঁ পারস্যরাজ্যের অধীশ্বর হন। এই হুলাকু হইতে পারস্যের ইল্‌খানি রাজবংশের উৎপত্তি। হুলাকুর পর আবা খাঁ, নিকোদার আহ্মদ খাঁ, অর্ঘুণ খাঁ, কৈখাতু খাঁ, বাইদু, ঘাজান খাঁ, অল্‌জৈতু ও তাহার পুত্র আবুসৈয়দ বাহাদুর খাঁ যথাক্রমে পারস্য-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। শেষোক্ত রাজা নিস্তেজ ও হীনবল হওয়ায় ইল্‌খানি বংশ অন্য রাজবংশের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তুমীনাই খাঁর বংশধর কাজুলী খাঁর বংশে আমীর তৈমুরের জন্ম হয়। এই বংশের অপর শাখায় মোগলবীর চেঙ্গিস্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৈমুর চেঙ্গিসের বীরত্বকাহিনী পাঠ করিয়া তাঁহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনিও মোগলজাতির অধিনেতা হইয়া একটী বিস্তীর্ণ মোগলসাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। সমরকন্দে তাঁহার রাজধানী ছিল। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া দিল্লীনগর অধিকার করেন। ভারতজয়ের পর চীনবিজয় বাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার আয়ুঃকাল শেষ হওয়ায় সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি ভারত অধিকার ও লুণ্ঠন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত রাজপাট স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। [তৈমুরলঙ্গ দেখ।]

আমীর তৈমুরের পর, সমরকন্দ রাজধানীতে তৈমুরবংশধর যে মোগলরাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল।

১ খলিল সুলতান—ইনি তৈমুরের তৃতীয় তনয় মীরান্ শাহের পুত্র।

২ শাহরুখ মীর্জা—তৈমুরের ৪র্থ পুত্র।

৩ আলাউদ্দৌলা—মীর্জা।

৪ উলুঘ বেগ—শাহরুখের পুত্র।

৫ মীর্জা বাবর। ইনি স্বীয় ভুজবলে দিল্লী অধিকার করিয়া ভারতে মোগলরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ওমারশেখ মীর্জার পুত্র। আবুসৈয়দমীর্জার পৌত্র, মহম্মদমীর্জার প্রপৌত্র, মীরান্‌শাহের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ৬ মীর্জা আবদুল লতিফ্; ৭ মীর্জা শাহ মহম্মদ, ৮ মীর্জা ইব্রাহিম্, ৯ সুলতান আবুসৈয়দ, ১০ মীর্জা য়াদগার মহম্মদ।

মোগলসম্রাট্ মীর্জা বাবরশাহ ভারতের অধীশ্বর হইয়াও স্বীয় সমরকন্দ রাজসিংহাসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হীনতেজাঃ হুমায়ুন যখন ভারতসাম্রাজ্য লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তখন উলুঘবেগের পুত্র আবদুল লতিফ্ মীর্জা সমরকন্দ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৈমুরের অপর পুত্র ও পৌত্রাদি মোগলসাম্রাজ্যের এক এক অংশে রাজপাট স্থাপনপূর্ব্বক পরস্পরে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতেছিলেন। বাবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন দিল্লীসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁহার কামরাণ,আস্কুরি ও হিন্দাল নামে আরও তিনপুত্র ছিল। কিন্তু সুরবংশীয় আফগানপতি শেরসাহ হুমায়ুনকে বিতাড়িত করিয়া কিছুদিনের জন্য ভারতসাম্রাজ্য ভোগ করেন। হুমায়ুনের এই প্রব্রজ্যাকালে অমরকোটে অকবরের জন্ম হয়। অকবরের পর জাহাঙ্গীর, শাহজহান ও অরঙ্গজেব বাদশাহ দিল্লীসিংহাসনে মোগলপ্রভাব এবং সমগ্র ভারতে একটী মোগলশাসনতন্ত্র বিস্তার করিয়াছিলেন। বাবর, হুমায়ুন, অকবর, অরঙ্গজেব, জাহাঙ্গীর, নূরজাহান, শাহজহান প্রভৃতি শব্দে বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [তত্তদশব্দ দ্রষ্টব্য।]

মোগলের অধঃপতন।

বীর হৃদয় বাবর, বনবিহারী হুমায়ুন স্বনামধন্য ও সুপরিচিত অকবরশাহ, অস্থিরমতি জাহাঙ্গীর, সৌভাগ্যসেবী শাহজহান প্রভৃতির রাজকীয় শাসনপ্রণালী আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে, তাঁহাদের রাজচরিত্রে তুর্কজাতির দাম্ভিকতা যথেষ্ট বিরাজিত ছিল। সেই সঙ্গে ভারতীয় হিন্দু প্রজাবৃন্দের প্রতি অসীম করুণা, সদ্ভাব ও সহৃদয়তা বিদ্যমান থাকায় উভয় জাতির মধ্যে কোনরূপ বিজাতীয় বিদ্বেষ ও বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয় নাই। অকবর ও জাহাঙ্গীর কর্তৃক হিন্দুরমণীর পাণিগ্রহণ, হিন্দুগণকে সৈনাপত্যাদি রাজকীয় সম্মানার্হ পদদান, হিন্দুশাসনকর্ত্তানিয়োগ প্রভৃতি কারণে উভয় জাতীয়ের মধ্যে বিদ্রোহবহ্নি সমুত্থিত না হইয়া বরং একটী সুখবহ সাম্যভাব ধারণ করিয়াছিল। অকবর শাহের দিন্-ই-ইলাহী নামক

ধর্ম্মমত তৎকালে দিল্লী সরকারে সার্ব্বজনীন প্রীতি বিকাশ করিয়াছিল। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি মোগল, কি পাঠান—সকলেই সেই সর্ব্ব নিয়ন্তার চক্ষে এক; সুতরাং পরস্পরের মধ্যে ভেদবিচার করিয়া জাতীয় বৈরতা সমুৎপাদন করা একান্ত অন্যায়।

সম্রাট্ অকবর শাহ স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তিবলে এই মুখ্য পথেই বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় হিন্দু নরপতিগণের সহিত নিরন্তর বাদবিসম্বাদ রাখিলে, কোন না কোন সময়ে বিদ্রোহানল সমুত্থিত হইয়া সমগ্র মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটাইতে পারে, ইহা সুবিজ্ঞ অকবর শাহ বিশেষরূপেই বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তিনি হিন্দুর সম্মিলনে পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সেলিম শাহ পিতার অভীষ্ট মার্গ ও উপদেশ গুলি উল্লঙ্ঘন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। যদিও সুরাশক্তির মত্ততায় সময় সময় তাঁহাকে পুরাতন প্রসিদ্ধ রাজমার্গ হইতে বিচলিত দেখা যাইত, তথাপি তিনি সে সকল রাজকীয় ত্রুটী বা অপরাধের ক্ষালন কিংবা প্রজাবর্গের দুঃখাপনোদনে উদাসীন ছিলেন না। ভারতসম্রাজ্ঞী নূরজহান্ বেগমের দ্বারাও তাঁহার শাসনশৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

অকবর শাহের পুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহ হিন্দুরমণীর গর্ভজাত; সুতরাং 'নরাণাং মাতুলক্রম' নিয়মের অধীন হইয়াও তাঁহাকে মাতৃ-সজাতীয়ের প্রতি আত্মীয়ভাব পোষণ করিতে হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের পুত্র ভারতবিখ্যাত শাহজহান বাদশাহ যোধপুরের রাজা উদয়সিংহের কন্যা বালমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং হিন্দুরক্তসংস্রবে তাঁহার অন্তরেও হিন্দুজাতির স্বভাবসিদ্ধ করুণ ভাবের উদয় হইয়াছিল। শাহজহান পিতৃপিতামহের দৃষ্টান্তে হিন্দুর বিপক্ষতাচরণে সাহসী হন নাই। বরং প্রজাতন্ত্রের প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদিও সৌভাগ্যসুখে আত্মহারা হইয়া তিনি রাজ্যশাসনশৃঙ্খলা পূর্ব্ববৎ সুদৃঢ় রাখিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি তাঁহার রাজ্যকালে মোগল-সিংহাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিভাবে অভ্যুত্থিত হইতে কোন দেশীয় রাজন্যই সাহস করেন নাই; তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায় যে, তাঁহার বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্যসম্ভোগেচ্ছাই তাঁহাকে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত থাকিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল। রাজার শৈথিল্যেই শাসনশৈথিল্য উপস্থিত হইয়াছিল। শাহজহানের বিলাসবাঞ্ছাই মোগলসাম্রাজ্যের অবনতির প্রদর্শক হয়।

ময়ূরসিংহাসন, মতিমসজিদ, তাজমহলপ্রাসাদ ও শাহজহানাবাদ-নগরী-নির্ম্মাণ শাহজহানের বিলাসিতার চূড়ান্ত-নিদর্শন। ভারতীয় প্রজাবৃন্দের রক্তশোষণরূপ রাজস্ব হইতে এরূপ প্রভূত অর্থব্যয়ে সমাধিমন্দির, উপাসনাগৃহ ও রাজ-সিংহাসন-নির্ম্মাণ মোগল-অত্যাচারক্লিষ্ট ভারতীয় রাজা বা প্রজার অভিমত হয় নাই। চিত্রার্পিত পুত্তলীর ন্যায় উপবিষ্ট, রাজ্যশাসনপরাঙ্মুখ ও বিলাসসুখবিহ্বল শাহজহানের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে প্রজাবর্গের ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইতেছিল। তথনও সমস্ত ভারতে মোগল সেনানীবৃন্দের বীরত্ব-প্রভাব ধীরে ধীরে জ্বলিতেছিল, কাজেই সেই সৌভাগ্য সময়ে বিদ্রোহবহ্নি সমুত্থিত হইবার সম্ভাবনা হয় নাই। ভারতবাসী রাজাপ্রজার হৃদয়ে সেই ঈর্ষানল প্রধূমিত হইতেছিল।

শাহজহানের শাসনবিভাগে এবং সামরিক বিভাগে হিন্দু ও মুসলমান রাজকীয় কর্ম্মচারী বা সেনাপতিগণের সমান আদর ও সমান প্রভাব বিদ্যমান ছিল, তাই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কাহারও বিরুদ্ধাচারী হন নাই। যদি ঈর্ষাবশে হিন্দুগণ মোগল-সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সেই সময়েই উভয়ের মধ্যে একের অবসান অবশ্যম্ভাবী ছিল। সেই কারণে পূর্ণপ্রভাব মোগলশক্তির বিরুদ্ধে তৎকালীন হিন্দুনরপতিগণ অস্ত্রধারণ করেন নাই।

শাহজহানকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া আলম্‌গীর (অরঙ্গজেব) দিল্লী-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার হিন্দুবিদ্বেষ, ভিন্নধর্ম্মসেবীর প্রতি জিজিয়া নামক* নূতন করসংগ্রহের ব্যবস্থা, দাক্ষিণাত্য অভিযানে বিভিন্ন রাজন্য-

* কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক এই 'জিজিয়া' কর যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মতে,—মুসলমান সুন্না অনুসারে মদ্যপান ও পৌত্তলিকতা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। গোঁড়া মুসলমান আলম্‌গীর এই সকল নিষেধ না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে করাবধারণপূর্ব্বক হিন্দুগণকে অব্যাহতি দিয়াছেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কাহারও রক্ষা পাইবার উপায় ছিল না। যদি কোন মুসলমান মদ্যপান করিত, তাহা হইলে অচিরাৎ সে শাস্তি ভোগ করিত, কিন্তু জিজিয়াদাতা ভিন্নধর্ম্মীর পক্ষে তাহাতে কোন বাধা ছিল না। তাঁহারা আরও বলেন যে, মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেব প্রকৃত পক্ষে হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না, তাঁহার স্বধর্ম্মপ্রীতিই তাঁহাকে অপরের চক্ষে এইরূপ করিয়াছে। অকবর শাহ প্রকৃতই হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। তৎপ্রবর্ত্তিত ইলাহি-মত অবধান করিলে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অকবর শাহ হিন্দুর সহিত ধীরে ধীরে মিশিতে গিয়া কত হিন্দুকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহা মূর্খ হিন্দু বুঝিতে পারে নাই। রাজপুতকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া কি তিনি হিন্দুর জাতি-নাশের চেষ্টা পান নাই? অরঙ্গজেব, মুসলমান, সুতরাং তাঁহার ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় আচার ও রীতি নীতি পালন একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্যনির্ণয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদাদিও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

গণকে উত্ত্যক্তকরণ, হিন্দুগণকে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা ইত্যাদি নানা কারণে হিন্দুগণের মনে মোগল-বিদ্বেষ স্বভাবতঃই জাগিয়া উঠে। সম্রাট্ শাহজহান প্রজাশোষণ দ্বারা সঞ্চিত রাজস্বের বৃথা ব্যয়ে ভারতবাসী সাধারণের হৃদয়ে যে জাতীয় বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, অরঙ্গজেবের জিজিয়া-কর অবধারণে তাহাতে ইন্ধন প্রদত্ত হইল মাত্র। শাহজহানের রাজ্যকালে যে অগ্নি হিন্দুর হৃদয়ে ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইতেছিল, ইন্ধন পাইয়া তাহা তখন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল এবং অরঙ্গজেবের কঠোর শাসনে অত্যাচারক্লিষ্ট ভারতীয় রাজন্তগণ তাঁহার জীবদ্দশাতেই মোগলশাসনের বিরুদ্ধাচারী হইয়া মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের বীজ বপন করিলেন।

অরঙ্গজেবের রাজ্যকালে মোগলরাজ সরকার হইতে একরূপ হিন্দুর প্রভাব অপসৃত হইয়াছিল। সম্রাট্ কাফের হিন্দুর উপর আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। যে অকবর শাহের শাসনকালে মানসিংহ, জয়সিংহ প্রভৃতি হিন্দুবীরাগ্রগণ্যগণ মহাসম্মানিত ও নানাবিধ উচ্চ উপাধিতে ভূষিত হইয়া মোগলরাজপতাকা ভারতে উড্ডীন করিতে সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই সকল হিন্দুবীরগণ উদ্ধত অরঙ্গজেবের নিকট অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মবিদ্বেষবশতঃ অরঙ্গজেব মোগলরাজ্যরশ্মি হিন্দুর হস্তে ন্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না। হিন্দুমাত্রই তাঁহার অপ্রিয় ও ঘৃণার পাত্র। এই বিজাতীয় বিদ্বেষবশে তিনি হিন্দুপ্রধান ভারতে হিন্দুর সহানুভূতি পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। সুতরাং বীতশ্রদ্ধ হিন্দুরাজন্যবর্গও মোগলসাম্রাজ্য-ধ্বংসে কৃতসঙ্কল্প হইয়া রহিলেন।

অরঙ্গজেবের শাসন সময়ে মুসলমানদিগের প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ায় রাজসরকারে মুসলমানসম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে স্বজাতি বিদ্বেষ প্রবল হইয়া পড়িল। যে মুসলমান (মোগল) সেনাপতিগণ অরঙ্গজেবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভীত হইয়া তাঁহার রাজ্যকালে বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হন নাই, তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুর পরেই, অর্থলোভে বশীভূত হইয়া তদ্বংশধরগণের নির্য্যাতনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই সময়ে মোগলসাম্রাজ্যের প্রকৃত বিলয়কারী সেনাপতি জুলফিকার খাঁর আবির্ভাব হয়। জুলফিকার রাজপুত্রগণের রাজাধিকার প্রসঙ্গে কিরূপ প্রবঞ্চনা ও স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, ইতিহাসপাঠক মাত্রেরই তাহা অবিদিত নাই।

জাতি মাত্রেরই অভ্যুত্থান ও অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভায় ও বাহুবলে যে সাম্রাজ্যের সংগঠন হয়, তদ্বংশে তাহার হ্রাস বা অভাব ঘটিলে রাজশক্তি ভাঙ্গিয়া যায়। বাবরশাহের অদ্ভুত প্রতিভায় ভারতে যে মোগলসাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়, হীনবল হুমায়ুনে সে প্রতিভার অভাববশতঃ নবোদিত মোগলসাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়ে, পরে সাম্যদর্শী অকবর একতাসূত্রে নানা সম্প্রদায়কে আবদ্ধ করিয়া মোগলসাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সেলিম মহব্বত খাঁ ও যুবরাজ খরমের (শাহজহান) বিদ্রোহে বিব্রত হইয়াছিলেন। আবার পিতার জীবদ্দশাতেই রাজ্যলালসায় মুগ্ধ হইয়া অরঙ্গজেব প্রভৃতি পুত্রগণ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অরঙ্গজেব ভ্রাতৃরক্তে ধরা কলুষিত করিয়া এবং বৃদ্ধ পিতাকে রাজকারাগারে নিক্ষেপ করিয়া রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়াছিলেন। মোগলশাসনকালে মুসলমানসেনাপতিগণ রাজানুগ্রহ-লাভাশায় বিভিন্ন রাজপুত্রের তোষামোদ করিতেন। সময় সময় তাঁহাদের সিংহাসন অধিকারকালে সাহায্য করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিতেন। তাঁহাদের উচ্চপদ ও সম্মানের আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই তাঁহাদিগকে উদ্বেলিত করিত। ফলে রাজকুমারগণের বিদ্রোহ একরূপ সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। অরঙ্গজেবও স্বীয় পুত্রগণের চরিত্রে বিশেষ সন্ত্রাসিত ছিলেন। রাজপুত্রগণের ঘন ঘন বিদ্রোহই মোগলরাজসংসারের সৌভাগ্যশক্তিলোপের প্রকৃত কারণ।

রাজকুমারগণের বিদ্রোহ, সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর নির্দ্দেশ না থাকা, তজ্জন্য রাজকার্য্যে শৃঙ্খলাভাব ও রাজপুত্রগণের রাজাদেশ উল্লঙ্ঘন, সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তগণের স্বাধীনতাপ্রয়াস এবং সেনাপতিগণের জায়গীর-বৃত্তিভোগিত্ব প্রভৃতি নানা কারণে মোগলসাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ ঘটে। রাজপুরুষগণ সময় সময় শাসনশৈথিল্যের সূত্রপাত দেখিয়া স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিতেন।

এই সকল বিশৃঙ্খলার অভ্যন্তরে মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংসবীজ লুক্কায়িত ছিল। অরঙ্গজেবের অবিমৃষ্যকারিতা হেতুই সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। ধর্ম্মবিদ্বেষ ও প্রজাপীড়নের জন্য তিনি হিন্দুজাতির নিকট ঘৃণিত ছিলেন। সন্দিগ্ধচিত্ত বাদশাহ বৃদ্ধবয়সেও শান্তি পান নাই। কাহারও প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল না, সুতরাং তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীও কেহই ছিল না। দাক্ষিণাত্যজয়াশায় দীর্ঘকাল যুদ্ধ এবং তন্নিবন্ধন অর্থ ও বলক্ষয়; হিন্দুর স্বাধীনতালাভবাসনা, দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর অভ্যুত্থান এবং পঞ্জাব প্রদেশে গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখজাতির সমুত্থান মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের সহায়তা করিয়াছিল।

ইহার উপর আবার অরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণ দুর্ব্বল-হৃদয় ছিলেন। শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্ত তাঁহাদিগকে স্বার্থ-পরায়ণ ও কলহপ্রিয় মন্ত্রিবর্গের উপর নির্ভর করিতে হইত। প্রধানগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতাপ্রয়াসী এবং মন্ত্রিগণ স্বার্থসাধনচিন্তায় নিমগ্ন। এই অবস্থায় অরঙ্গজেবের পর-বর্ত্তী দিল্লীর ইতিহাস গঠিত।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর শাহজাদা মুয়া-জিমের সহিত তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আজিমের বিরোধ উপস্থিত হইলে মুনিম্ খাঁ মুয়াজিমের পক্ষ অবলম্বন করেন, অপরাপর সেনানীবৃন্দ আজিমের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। তৎকালে দিল্লীর রাজসরকারে এইরূপ বিশৃঙ্খলা দেখিয়া নগরবাসী বিরক্ত হইয়া উঠিল। মুয়াজিম মথুরায় সরিয়া পড়িলেন। ঢোলপুর ও আগ্রার মধ্য পথে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। আজিম রণক্ষেত্রে ধরাশায়ী হইলে জ্যেষ্ঠ মুয়াজিম বাহাদুরশাহ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। মুনিম খাঁ 'খান্‌খানান্' উপাধি ও মন্ত্রিপদ লাভ করিলেন।

বাহাদুর শাহ পিতামহ শাহজহানের ন্যায় মহাড়ম্বরে দর-বারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। হিন্দুর মুসলমানবিদ্বেষ তৎপূর্ব্বেই ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াছিল। রাজপুত ও জাট জাতি এবং পঞ্চনদে শিখশক্তি মোগলসম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে অরঙ্গজেবের অন্যতম পুত্র কাম-বক্স বিজাপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি ভ্রাতার ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। মুনিম্‌খাঁর উপর বিদ্রোহী কামবক্সকে বন্দী করিয়া আনিতে আদেশ হইল। ঐ সময়ে অরঙ্গজেবের প্রাচীন সেনাপতি জুল্‌ফিকার খাঁ দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। তাঁহার সহিত কামবক্সের শত্রুতা ছিল। জুলফিকার বাহাদুর শাহের বিনা আজ্ঞাতেই রণক্ষেত্রে কামবক্সকে পরা-জিত করিয়া বন্দী করেন। সেই অবস্থায় কামবক্সের মৃত্যু হয়।

বাদশাহের অনুগ্রহে জুল্‌ফিকার দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী-পদ পাইলেন। ঐ সময়ে মোগলপক্ষীয় মহারাষ্ট্রসেনাপতি-দিগের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়ায় জুল্‌ফিকার ও মুনিম্ খাঁ ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করেন। বাদশাহ চক্ষু লজ্জায় কাহারও প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। এই সূত্রে দাক্ষিণাত্য উৎসন্নপ্রায় হইল। এদিকে রাজপুত ও শিখজাতির মধ্যে মোগলবিদ্বেষ ঘনীভূত হইতে থাকে। শিখজাতির অস্ত্র-সঞ্চালনে মোগলসিংহাসন কম্পিত ও আলোড়িত হইয়া উঠে।

বাহাদুর শাহ শিখদিগের ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া রাজপুত-গণের সহিত সন্ধি করিলেন। অম্বর, যোধপুর ও উদয়পুর-রাজের সহিত সন্ধি হইল। মহাত্মা টড্ লিখিয়াছেন, এই সন্ধির ফলে বাবরের সিংহাসন ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়াছিল এবং মোগলরাজকুলের বিবাদোপলক্ষে মহারাষ্ট্রীয়গণ আসিয়া মোগলসাম্রাজ্যের অধিকাংশ গ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

[বাহাদুর শাহ দেখ]

মুনিম খাঁ শিখবিদ্রোহ দমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মন্ত্রিপদ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। জুলফিকার শাসনকর্ত্তৃপদ পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিতে অস্বী-কৃত হইলে শাহজাদা আজিম উস্‌সান্ স্বতঃই তৎকার্য্যনির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইলেন। আজিম্ উস্‌সান কার্য্যপটু ছিলেন না। রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হইল। সুন্নীসম্প্রদায় বিদ্রোহী এবং মহারাষ্ট্র, রাজপুত ও শিখজাতির অভ্যুদয়ে মোগলরাজশক্তি ধ্বংসের পথে নীত হইয়াছিল। বাহাদুর শাহের আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং দানশীলতা মোগলপ্রভাবের অবনতির অন্যতম কারণ।

বাহাদুরশাহের মৃত্যুর পর, অরাজকতা আরম্ভ হইল। এই সময়ে দক্ষিণাপথের প্রবলপ্রতাপ সুবাদার জুলফিকার খাঁর সাহায্যে রাজকুমার জাহান্দর শাহ পিতৃসিংহাসন অধি-কার করিলেন। কৃতজ্ঞতার স্বরূপ জুলফিকার মন্ত্রিপদে ও দাউদ খাঁ দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধিপদে অভিষিক্ত হইলেন। জুল্‌ফিকারের পিতা আসফ্‌খাঁ উকীল-ই-মুতালক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

জাহান্দর বিলাসপটু, দুশ্চরিত্র ও কর্ম্মবিমুখ ছিলেন। লালকুঁয়র (লালকুমারী) নাম্নী এক কুলটার প্রেমে মোহিত হইয়া তিনি রাজকার্য্যে জলাঞ্জলি দেন। তাঁহার রাজ্যকালে অত্যাচার ও ব্যভিচারের পূর্ণ প্রভাব লক্ষিত হইয়াছিল।

এই সময়ে আজিম উস্‌সানের পুত্র ফরুখশিয়র বঙ্গ-দেশে ছিলেন। তিনি রাজসিংহাসন অধিকারকল্পে জাহা-ন্দরের রাজত্বের ৩য় মাসে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। আসিবার কালে তাঁহার পিতার প্রিয়পাত্র হোসেন আলী খাঁ (বেহারের শাসনকর্ত্তা) ও সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ (আলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা) নামক সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। এইরূপে মিলিত সেনাদল্ যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল। আলাহাবাদের সন্নিকটে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়, জুলফিকার ও জাহান্দর পরাভূত হইয়া প্রস্থান করেন। জাহান্দরের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হই-য়াছে জানিতে পারিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী জুলফিকার ভাবী সম্রাটের অনুগ্রহলাভের জন্ত, ছদ্মবেশী সম্রাট্‌কে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। [জুলফিকার ও জাহান্দর দেখ]

ফরুখশিয়র রাজপদে আসীন হইয়া সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়কে উচ্চপদে সম্মানিত করিলেন। হোসেন আলী মীর বক্সী ও আবদুল্লা খাঁ উজীর পদ পাইলেন, সৈয়দদ্বয় রাজ্যাধিকারের মূল ছিলেন। সুতরাং তাঁহারাই সর্ব্বতোভাবে রাজশক্তির অধিকারিত্ব লাভ করিলেন, সম্রাট্ নামেমাত্র রাজৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন।

এই সময়ে বঙ্গের কাজি মীরজুম্লা তাঁহার প্রিয় হন। মীরজুম্লার নিয়োগানুসারে হোসেন আলী যোধপুরাধিপতি অজিতসিংহের বিরুদ্ধে মোগলবাহিনী পরিচালিত করেন। এরূপ বন্দোবস্তে উজীর আবদুল্লার স্বার্থহানি হয় বলিয়া তিনি মীরজুম্লার মতবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন; কিন্তু অধিকাংশ ওমরাহ এবং স্বয়ং বাদশাহ বিশ্বস্ত মীরজুম্লার পক্ষাবলম্বন করায় তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। তিনি দরবারের মতিগতি দেখিয়া আপনাদের পতন অবশ্যম্ভাবী অনুভব করিতে লাগিলেন। ভ্রাতাকে রাজধানীতে আনয়ন ভিন্ন সুবিধা নাই দেখিয়া তিনি অচিরে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।

রাজপুতনায় সন্ধিস্থাপন করিয়া হোসেন আলী রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে উভয় দলে শাসকশক্তি লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রথম দলের অভিনেতা হোসেন আলী খাঁ ও দ্বিতীয় দলের পরিচালক মীরজুম্লাকে দূরে প্রেরণ করা অমাত্যসাধারণের অভিপ্রেত হইল। সেই সদ্যুক্তি অনুসারে মীরজুম্লা বেহারের এবং হোসেন দক্ষিণাপথের শাসনকর্তৃপদে নিয়োজিত হন।

বাদশাহের আদেশে জুলফিকার খাঁ নিহত হইলে, তাঁহার প্রতিনিধি দাউদ খাঁই দাক্ষিণাত্যের শাসনভার লাভ করিয়াছিলেন। হোসেন আলী দক্ষিণাপথে উপনীত হইলে বাদশাহের ইঙ্গিতে দাউদ খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। যুদ্ধে দাউদ খাঁ নিহত হন।

এই সময়ে শিখসম্প্রদায় পুনরায় মস্তকোত্তোলন করে। মোগল-সেনাপতি নৃশংসভাবে দুই সহস্র শিখসৈন্য নিহত করিয়া সহস্রাধিক অনুচর সহ শিখগুরু বান্দাকে বন্দী করেন। বান্দা মোগলহস্তে নিহত হন। এই ঘটনার পর বৎসরে মীরজুম্লা পাটনা পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীর নিকট উপস্থিত হন। বাদশাহ হোসেন আলীর অঙ্গীকার মতে তাহাকে সাদরে দরবারে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে তাঁহাকে লাহোরের শাসনকার্য্যে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে রাজ্য মধ্যে সৈয়দগণের প্রভুত্ব যতই বাড়িতেছিল, বাদশাহও ততই বিলাসস্রোতে মগ্ন হইতেছিলেন। রাজকার্য্যে আদৌ তাঁহার মনোযোগ ছিল না। এমন কি প্রধান অমাত্যের পক্ষেও তাঁহার স্বাক্ষরগ্রহণ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্যের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় পুনরায় জিজিয়া কর বাহাল করা হয়, হিন্দুরাজপুরুষদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিবার ভয় দেখাইয়া হিসাব তলব করা হয়। বাদশাহ সৈয়দ-ভ্রাতার কবল হইতে মুক্তিলাভের আশায় উদীয়মান মহারাষ্ট্রগণকে গোপনে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই আত্মকলহের ফলে সর্ব্বত্রই হিন্দুর পরাক্রম বাড়িয়া উঠে এবং মোগলসাম্রাজ্যের গৌরব নষ্ট হয়।

হোসেন আলী বহুদিন যুদ্ধ করিয়াও, মহারাষ্ট্রশক্তিকে দমন করিতে পারিলেন না, অবশেষে তাঁহাকে সন্ধি করিতে হইল। এই সন্ধির বলে মহারাষ্ট্রীয়গণ শিবাজীর অধিকৃত প্রদেশসমূহের স্বাধীন অধিকার লাভ করেন এবং দাক্ষিণাত্যভূমে চৌথ ও সরদেশমুখী কর আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হন। মহারাষ্ট্রীয় দল ইহার পরিবর্ত্তে মোগল সম্রাট্‌কে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা ও সহস্র সৈন্য সাহায্য পাঠাইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

সৈয়দ-যুগলের বিপক্ষ দলের পরামর্শে বাদশাহ এই ঘৃণিত প্রস্তাবে উত্তেজিত হইলেন। তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের উচ্ছেদসাধনার্থ যোধপুরাধিপতি অজিতসিংহের সহিত সম্মিলিত হইলেন। আবদুল্লা খাঁ আত্মরক্ষার নিমিত্ত সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অব্যবস্থচিত্ত বাদশাহের আদেশে হোসেন আলী রাজধানীতে আহূত হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই এই ষড়যন্ত্রের আভাস জ্ঞাত হইয়াছিলেন, কাজেই উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি আত্মরক্ষার্থ ১০ সহস্র মহারাষ্ট্রসৈন্য লইয়া দিল্লীতে আগমনপূর্ব্বক ভ্রাতৃসাহায্যে অরক্ষিত রাজপুরী আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। প্রাসাদের ছাদে পুরমহিলাগণে সমাবৃত বাদশাহ বন্দী হইলেন। এই কারাগৃহবাস তাঁহার জীবন্ত-কবর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানেও মুক্তিলাভাকাঙ্ক্ষায় তিনি প্রহরীবর্গের সহিত সৈয়দদ্বয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বন্দী হইবার তিন মাস পরে, তাহাদের প্রদত্ত বিষমিশ্রিত আহার্য্য ভক্ষণে তিনি স্বীয় ভবলীলার অবসান করেন। [ফরুখশিয়র দেখ]

সৈয়দদ্বয় এই অবকাশে রফিউস্‌সনের (বাহাদুর শাহের পুত্র) কনিষ্ঠ পুত্র রফিউদ্-দরাজতকে ময়ূরসিংহাসন দান করেন। তিনি সৈয়দ যুগলের স্বাধীন-কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করিয়া নামে মাত্র সম্রাট্ থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রফি উদ্দৌলার নামে খুৎবাপাঠ ও শিক্কা প্রচলনের প্রস্তাব করিলেন। তদনুসারে রফিউদ্দৌলা রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনিও পুত্তলিকার মত তিনমাস

কাল রাজকার্য্য সমাপনপূর্ব্বক কালগ্রাসে পতিত হন। এই সময়ে হিন্দুর শক্তি বর্দ্ধিত ও মোগলশক্তি সঙ্কুচিত হইতেছিল।

রাজপুত-অধিপতি জয়সিংহ ও অজিত সিংহ বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহারা সসৈন্যে আসিয়া দ্বারদেশে উপনীত হইলে সৈয়দদ্বয় তাঁহাদের ক্রোধ প্রশমনার্থ জয়সিংহকে সুরাটের এবং অজিতসিংহকে আজমীর ও আহ্মদাবাদের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন। ইহাতে তাঁহাদের রাজ্যসীমা ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রগণ পূর্ব্ব হইতেই দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। কেবল আগ্রার দুর্গ-প্রাচীরের অনতিদূরবর্ত্তী স্থানেই ভারতের মোগল-সম্রাটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রফিউদ্দৌলার মৃত্যুর পর, সৈয়দদ্বয় আপনাদের অনুমতগামী এক রাজপুত্রের অন্বেষণে বাহির হইলেন। বাহাদুর শাহের কনিষ্ঠ পুত্র জহানশাহের পুত্র সুলতান রোশন আখ্তারকে তাঁহারা মহম্মদশাহ নাম দিয়া দিল্লীসিংহাসনে বসাইলেন। মোগলরাজবংশের শেষ নরপতিগণের মধ্যে শাহজাহান-নির্ম্মিত ময়ূরসিংহাসনে উপবেশন কেবল ইঁহারই অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল।

এই সময়ে পারস্য হইতে সয়াদৎআলী ও তুর্কবংশীয় চিন্‌কিলিজ্ খাঁর দিল্লীদরবারে আধিপত্য বিস্তৃত হয়। তাঁহারা স্ব স্ব দলের অধিনেতা ছিলেন। সম্রাট্ ইহাঁদের সাহায্যে সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

একের অবসানে অন্যের অভ্যুদয় হইল। বাড়াবাসী সৈয়দদ্বয়ের শক্তিহ্রাস ঘটিল বটে, কিন্তু তুরাণ ও ইরাণজাতীয় নেতৃদ্বয়ের প্রভুত্ব বাড়িয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রীয় দল এই সময় উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান। তাঁহাদের নিকট চিন্‌কিলিজ পরাজিত হইয়া মালবরাজ্য ছাড়িয়া দেন এবং রাজদরবার হইতে কিছু কর দিতেও স্বীকৃত হন। এই সময়ে রাজসরকারে তাঁহার প্রতিপত্তি কমিয়া যায়। কারণ তৎকালে খাঁ দৌরান্ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন।

চিন্‌কিলিজ্ আত্মসম্মানরক্ষার্থ সয়াদতের পরামর্শ লইয়া পারস্যপতি নাদিরশাহকে আমন্ত্রণ করেন। ঐ সময়ে রাজ্যসীমা লইয়া দিল্লীরাজসরকারের সহিত পারস্যরাজের বিবাদ চলিতেছিল। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে নাদির ভারতে আইসেন। সয়াদৎ যুদ্ধের ভাণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া খাঁ দৌরান্ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। অতঃপর সয়াদৎ আলীর মৃত্যু ঘটে। ইনিই অযোধ্যার উজীরবংশের প্রতিষ্ঠাতা। [অযোধ্যা ও সয়াদৎআলী দেখ।]

চিন্‌কিলিজ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। নাদির তাহা উপেক্ষা করিয়া দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি ৮ কোটি মুদ্রা ও ময়ূরসিংহাসন লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

[নাদির শাহ দেখ।]

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড এবং বাঙ্গালা-বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তারা এবং হায়দরাবাদে চিন্‌কিলিজ নিজাম নামগ্রহণপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ইহার অব্যবহিত পরেই দুরানীসর্দ্দার আহ্মদ শাহ আবদালী ভারত-লুণ্ঠনে অগ্রসর হইলেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধাবসানের পর ভজনাকালে উজীর কমরুউদ্দীন্ খাঁর মৃত্যু ঘটে। বন্ধুর বিয়োগে শোকে কাতর হইয়া সম্রাটের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। উক্ত বর্ষের ১৬ই এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হইলে, পুত্র আহ্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে রোহিলাযুদ্ধ, সফদর জঙ্গ ও নিজামপুত্রের বিদ্রোহ, নাসিরজঙ্গের দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তৃত্ব, রাজমাতা কুদ্‌সিয়া বেগমের (উদম্ বাঈ) প্রিয় পাত্র খোজা জাবিদ খাঁর প্রভুত্ব, সম্রাটের বিলাসিতা, জাবিদ হত্যা, শিয়া ও সুন্নীদলের বিরোধ এবং মোগলসাম্রাজ্যধ্বংসকারী মহারাষ্ট্র ও জাটশক্তির অভ্যুত্থান ইত্যাদি কারণে বিব্রত হইয়া তিনি রাজকার্য্য-পরিচালনে অসমর্থ হন। অমাত্যবর্গ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও সেলিমগড়-কারাগৃহে বন্দী করেন। কুচক্রিদলের কুহকে তাঁহার নয়নদ্বয় উৎপাটিত হয়। তৈমুরবংশীয় শেষ নরপতিগণের মধ্যে ইনিই কতকটা সাম্রাজ্য-শাসনসুখ ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর যাহারা মোগল-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তাহারা মহারাষ্ট্র বা ইংরাজ কোম্পানীর ক্রীড়নক ছিলেন।

[আহ্মদশাহ, নাশিরজঙ্গ, সফদরজঙ্গ প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে আহ্মদকে কারাগারে পাঠাইয়া মন্ত্রিদল জাহান্দরের (অনুপবাইর গর্ভজাত) অন্যতম পুত্র আজিজ্উদ্দীন্‌কে ২য় আলমগীর নামে সিংহাসনে বসাইলেন। ইঁহার রাজ্যকালে অরাজকতার প্রশ্রয় উপলব্ধি করিয়া ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ আব্‌দালী দ্বিতীয় বার ভারত আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে সম্রাট্‌পুত্র আলীগোহর বাঙ্গালায় পলাইয়া যান।

[আহ্মদশাহ দেখ।]

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ২য় আলমগীর গুপ্তভাবে নিহত হইলে অরঙ্গজেব-পুত্র কামবক্সের পৌত্র মহিমুল সুন্নৎ "২য় শাহজহান" নাম ধারণপূর্ব্বক মোগলসিংহাসনে উপবেশন করেন। তাঁহার রাজ্যকাল কএকমাস মাত্র স্থায়ী ছিল। এই সময়ে দিল্লী রাজধানী মন্ত্রিদলের দুরাকাঙ্ক্ষার একরূপ আবাসক হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং ২য় শাহজহানের রাজ্যকাল ইতিহাস মধ্যে গণ্য হয় নাই।

এই সময়ে সদাশিব ভাউ-পরিচালিত পাণিপথ যুদ্ধ-যাত্রার অবসান হয়। ভাউ সাহেবের বুদ্ধির দোষে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্য-স্থাপনের পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছিল। এই পাণিপথ রণক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয় দল নির্জ্জিত ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে এবং হিন্দুর আশা ভরসা অতল জলে ডুবিয়া যায়।

[সদাশিব ভাউ দেখ।]

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ দিল্লীরাজধানী লুণ্ঠন করে। মহারাষ্ট্রনায়ক কাষ্ঠপুত্তলীসদৃশ বাদশাহ ২য় শাহজহানকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ২য় আলমগীরের পুত্র আলীগোহরকে ভারত-সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। ঐ সময়ে আলী বঙ্গে থাকিয়া অদৃষ্টফল গণনা করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্র-অধিনেতা ভাউ সাহেব আলীগোহরের পুত্র মীর্জা জবান ভখ্‌তকে রাজ্যেশ্বর পিতার প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালায় সিরাজউদ্দৌলাকে পরাভূত করিয়া ইংরাজকোম্পানী বাঙ্গালায় মোগল-প্রভাব হ্রাস করিয়াছিলেন। কোম্পানীর বাঙ্গালা প্রদেশের দেওয়ানীপ্রাপ্তি এই সময়েই ঘটে। এই সূত্রে দিল্লীসরকারের সহিত ইংরাজের ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হয়। [কোম্পানী দেখ।]

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে পাণিপথ-রণক্ষেত্রে হিন্দু সেনাদলের 'হর হর জয় মহাদেও' নিনাদ, অপর দিকে পাঠানদিগের 'আল্লা, আল্লা, দিন্ দিন্' শব্দ উত্থিত হইয়া রণক্ষেত্র ও আকাশ আলোড়িত করিতে লাগিল। পাঠানগণ রামলীলার অবকাশ বুঝিয়া অতর্কিত ভাবে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিল। যুদ্ধে মিলিত মোগল ও হিন্দুগণের পরাভব হইল। পাণিপথে দুরানীদলের হস্তে পরাজিত মোগলগণ আর অভ্যুত্থান করিতে সমর্থ হইল না। এই সময়ে অযোধ্যার নবাব উজীর সফদর-জঙ্গের পুত্র সুজা উদ্দৌলার শক্তি খর্ব্ব হয়। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারযুদ্ধে মেজর মন্‌রোর হস্তে সুজাউদ্দৌলার পরাভব ঘটে।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথ-যুদ্ধের অবসান ঘটিলে কাবুলের আবদালী শাসনকর্ত্তা ভারত হইতে বহুমূল্য রত্ন স্বদেশে লইয়া যান। নির্ব্বাসিত শাহ আলমের পুত্র জবান্ ভখ্‌ৎ রাজকার্য্য পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হন। মন্ত্রশ্রেষ্ঠ নাজিব উদ্দৌলা (রোহিলা) তাঁহার রক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারে সুজা-উদ্দৌলার পরাভবের পর, শাহ আলম্ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙ্গালার দেওয়ানী সনন্দ দান করেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কোম্পানীর রক্ষাধীনে থাকা কষ্টকর বোধ করিয়া শাহ আলম্ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজধানীতে উপনীত হইলে, রোহিলা-সর্দ্দার গোলাম কাদের খাঁ (১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়াছিলেন। নাজিব উদ্দৌলার পুত্র জাবিতা খাঁ চরিত্র-দোষে দুষ্ট হওয়ায় তাঁহার সম্পত্তি রাজকোষে গৃহীত হয়। এই অত্যাচারে প্রতিহিংসা-সাধনার্থ গোলাম কাদের সম্রাট্-বংশধরের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া শাহ আলম্ বাদশাহ পরলোক গমন করেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী-রঙ্গভূমে সিরাজের লীলা খেলা শেষ হইল। ইংরাজ কোম্পানী প্রকৃত পক্ষেই বাঙ্গালার সুবাদার হইলেন, কেবল মাত্র মাসিক অবধারিত বৃত্তি লইয়াই নবাববংশ সুখী রহিলেন। মীরজাফরজামাতা মীর-কাশিমের সহিত শাসন-বিষয়ে ইংরাজের বিরোধ উপস্থিত হয়, এই সূত্রে ইংরাজগণ বাঙ্গালার অধীশ্বরত্ব লাভ করেন। একদিকে যেমন মহারাষ্ট্রশক্তি সঙ্কুচিত হইতেছিল, অপর দিকে তেমনি ইংরাজ-বণিকসমিতির ভাগ্যলক্ষ্মীও প্রসন্ন হইতে-ছিলেন। ফরাসী ও মহারাষ্ট্রদল যখন এক যোগে মিলিত হইয়া ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে প্রবৃত্ত হন, তখন মোগল-সম্রাট্‌বংশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লির শাসনকালে ইংরাজ-সেনাপতি লর্ড লেক উজীর সরাদৎ আলী খাঁর সহায়তায় দিল্লী রাজধানীতে প্রবেশ করেন (১৮০১-২)। এই সময় হইতেই দিল্লী-রাজসরকারে ইংরাজের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। ইংরাজ রেসিডেণ্টের প্রার্থনায় এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারলের আবেদনে কোর্ট অব ডিরেক্টরকর্ত্তৃক ভারতেশ্বরের বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। ঐ আবেদন-পত্রে ওয়েলেস্‌লি, জি এচ বার্লো ও জি উডীর স্বাক্ষর ছিল (১৮০৫ খৃঃ)।

নামমাত্র সম্রাট্ শাহ আলম্ পরলোক গমন করিলে পর, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে ২য় অকবর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে ইংরাজ প্রতিনিধি রাজদরবারে আধিপত্য বিস্তার করিয়া লইয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি মূর্খ রাজার শক্তি খর্ব্ব করিয়া আরও দশ হাজার টাকা বার্ষিক বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিলেন। অকবর এক জন সুকবি ছিলেন। ভণিতায় তাঁহার 'সুয়া' নাম পাওয়া যায়। যখন রোমের রাজ্যবিজয়িনী শক্তির হ্রাস ঘটিয়াছিল, তখন রোমবাসী জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিস্বরূপ শস্ত্রবিদ্যায় অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া হীনবীর্য্যের ন্যায় কলাবিদ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। নেপোলিয়ানের অবসানে ফরাসী শক্তি হীনতেজঃ হইয়া পড়িলে, জর্ম্মেনবাসিগণ বিলাসসুখে নিমগ্ন হইয়াছিল। এইরূপে ফরাসিগণ রাজশক্তির অপচয়ে বিদ্যাশক্তির প্রভাবে নানা বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের [illegible]-

মনোরথ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের হীনবল দিল্লীসাম্রাজ্যের অবসানকালে কেবলমাত্র দুএকখানি কবিতাগ্রন্থ রচনা ব্যতীত আর বিশেষ কোনরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই। অপগতবীর্য্য মোগলগণ স্বার্থসুখে আত্মহারা হইয়া পাপসলিলে গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা আর সে পাপের আশ্রয় ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাই অধঃপতনের পর, মোগলদিগের আর কোন প্রকার জাতীয় উন্নতি সংসাধিত হয় নাই।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে আবুল নশ্‌র মুইন্ উদ্দীন্ মহম্মদ অকবর শাহ (২য়) লোকান্তর গমন করিলে তৎপুত্র ২য় বাহাদুর শাহ 'আবুল মুজঃফর সিরাজ উদ্দীন্ মহম্মদ বাহাদুর শাহ' নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজতক্তে উপবিষ্ট হইলেন। ইংরাজ গবমেণ্ট ইহাঁকেও মাসিক লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়াছিলেন। ইনি পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রচিত উর্দ্দু কবিতাগুলিতে 'জাফর' নামের ভণিতা পাওয়া যায়। অনেকে ইহাঁকেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে উদ্যোক্তা বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন। বিদ্রোহাবসানে ভারতভূমে শান্তি স্থাপিত হইলে, তৈমুরবংশীয় দিল্লীর শেষ নরপতি বাহাদুর শাহ (২য়) ইংরাজের বন্দী হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বিচারে তাঁহাকে কলিকাতায় নজরবন্দী রাখা হইল। পরে উক্ত বর্ষের ৪ঠা ডিসেম্বর 'মেগায়া' নামক রাজকীয় পোতে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম-রাজধানী রেঙ্গুন নগরে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল।

এইরূপে বাবরশাহের রাজ্যাধিকার হইতে ২য় বাহাদুরশাহের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত ৩৩২ বৎসর দিল্লীসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মোগলনরপতিগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। শেষ অৰ্দ্ধশত বর্ষ ইংরাজের হস্তে ও তদূর্দ্ধ অর্দ্ধ শতাব্দী মহারাষ্ট্রীয় ও সৈয়দভ্রাতৃদ্বয়ের কূটনৈতিক বিপ্লবের মধ্যে মোগল-শাসন পরিচালিত হইয়াছিল।

যে পাণিপথ-রণক্ষেত্রে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ বাবরশাহ কর্তৃক ভারতে মোগলসাম্রাজ্যের দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়, সেই পাণিপথ-রণাঙ্গনেই ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের পরে ভারতীয় মোগলরাজলীলার শেষ অভিনয় হইল এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে শেষ যবনিকা-পতন হইয়াছিল।

মোগল অধিকারে ভারতে যে সম্যক্ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা একমাত্র অকবর বাদশাহ ও শাহ-জহানের রাজ্যকালে দৃষ্টিগোচর হয়। আরবী, হিন্দী ও প্রাকৃত ভাষার সংমিশ্রণে সুললিত ও সরল উর্দ্দু বা রেখ্‌তা ভাষা গঠিত হয়। রাজদরবারে এবং তৎসান্নিহিত স্থান সমুদায়ে উর্দ্দু-ই-মুয়াল্লা ব্যবহৃত হইত। সম্রাট্ শাহ-জহান দিল্লীরাজধানীতে রাজপাট চিরস্থায়ী রাখিবার বন্দোবস্ত করিলে উর্দ্দু-ই মুয়াল্লা রাজকার্য্যের নথিপত্রেও ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয় এবং সমগ্র দিল্লীবাসী যে উর্দ্দুতে কথাবার্ত্তা বলিত, তাহা 'উর্দ্দুকি জবান, (lingua franca) নামে অভিহিত ছিল।

অকবরশাহের যত্নে বহুশত সংস্কৃত গ্রন্থ, উর্দ্দু বা পারসী ভাষায় অনূদিত হয়, তাঁহার রাজ্যকালে সঙ্গীত বিদ্যারও সমধিক আদর বাড়িয়াছিল। তানসেন প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত গায়কগণ এই সময় আবির্ভূত হন। কাশীর মানমন্দির জ্যোতিঃশাস্ত্রোন্নতির এবং রাজা টোডরমল্লের জরিপ বন্দোবস্ত মোগলরাজ্যশাসন-সুব্যবস্থার একটী উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

[মুসলমান শব্দ দ্রষ্টব্য।]

অকবরশাহ যেরূপ বিদ্যানুরাগী, সদাশয় ও সুজনপ্রিয় ছিলেন, তাঁহার পুত্র ও পৌত্রে তাঁহার বিশেষ অভাব ছিল না। অকবর ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীর ছিলেন। তিনি কর্ম্মজগতে আসিয়া রাজসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে একটু সাত্ত্বিক উন্নতির চেষ্টা পান। তৎপ্রবর্ত্তিত ইলাহী মত তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। 'একব্রহ্মের নিকট সর্ব্বভূতই সমান', তাঁহার এই অভিব্যক্তি তৎকালে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। মোগলেরা প্রধানতঃ শিয়া মতাবলম্বী। [শিয়া দেখ।]

সম্রাট্ শাহজহান ভোগবিলাসের বশবর্ত্তী হইয়া সুরম্য হর্ম্ম্যমালায় সুশোভিত করিয়া, ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে সুদর্শনময়ী বর্ত্তমান দিল্লীনগরী (শাহজহানাবাদ) প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নির্ম্মিত ঐ দিল্লীপ্রাসাদ তদ্বংশধরগণ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে ভোগ দখল করিয়া গিয়াছেন। ঐ প্রাসাদ এবং তন্মধ্যস্থ আমখাস, দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস্ এক্ষণে শ্রীহীন হইয়া পড়িলেও অতীতগৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। তাঁহার অধিকারকালে ও তাঁহার ব্যয়ে নির্ম্মিত তাজমহলসমাধিমন্দির জগতের অত্যুৎকৃষ্ট স্থাপত্য-নিদর্শন। উহা জগতের অত্যাশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে পরিগণিত। গ্রাণাডা ও কর্ডোভার মোস্‌লেম কীর্ত্তি ইহার সমকক্ষ নহে। শাহজহানের স্থাপত্যকীর্ত্তি তাঁহার কর্ম্মজীবনের পরিচয়স্থল। তাঁহার পুত্র কঠোরমনা অরঙ্গজেব অশেষাবধ অত্যাচারক্লেশে প্রজাবৃন্দকে প্রপীড়িত করিয়া তাহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। অরঙ্গজেব যে বিষময় বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ তাঁহারই ফল ভোগ করেন। সেই বিষফল ভক্ষণে ভারতের তৈমুরবংশ ধ্বংসমুখে পতিত হয়।

দিল্লীর শেষ মোগল নরপতি বাহাদুরশাহ দুই পত্নী, এক পুত্র ও ১ পৌত্র লইয়া ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। এখনও তদ্বংশধরগণ তথায় অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছেন।

বাহাদুরশাহের অন্যতম পুত্রগণ-সিপাহী-বিদ্রোহের পোষণকারী বলিয়া ইংরাজহস্তে ধৃত ও নিহত হন। বাহাদুরশাহ (২য়) বিদ্রোহকালে স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন।

মোগলপুর, যুক্তপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০২৮°৫৫´৪৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮°৪৫´৫৫´´ পূঃ। রামগঙ্গা নদীর ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন পড়িয়া আছে।

মোগলভিন্, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর করাচী জেলার শাহবন্দর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী প্রধান নগর। সিন্ধুনদের পিন্যারি শাখার গাঙ্গরো নামক অংশে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৪°-২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৬৮°১৮´৩০´´ পূঃ। নগরের এক ক্রোশ দক্ষিণে ২০০ গজ × ১৩১ গজ বিস্তৃত একটী বাঁধ আছে। উহার উপরে বাব্‌লা গাছের মধ্য দিয়া একটী সুন্দর পথ দেখা যায়। গাঙ্গরো নদীর জল সুমিষ্ট। পিন্যারীর জল লবণাক্ত। এখানে প্রতিবৎসর মাঘমাসে জনৈক মুসলমান সাধুর উদ্দেশে একটী মেলা হয়। ঐ সময়ে পীরের সমাধিমন্দিরে পূজা দিবার জন্য নানাস্থান হইতে লোক আসিয়া থাকে।

মোগলমারী, বাঙ্গালার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে মোগলের সহিত স্থানীয় হিন্দুভূম্যধিকারীর এক যুদ্ধ হয়। [মেদিনীপুর দেখ।]

মোগলসরাই, যুক্তপ্রদেশের বারাণসী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৫°১৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৩ ১০´-৪৫´´ পূঃ। কলিকাতা হইতে ৪৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে বারাণসী-গমনের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটী লাইন আছে।

মোগা, পঞ্জাব প্রদেশের ফিরোজপুর জেলার একটী তহশীল। ভূপরিমাণ ৮১১ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ৭৩৩ বর্গ মাইল ভূমিতে চাসবাস হয়।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও উপবিভাগের বিচার সদর। গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোডের ধারে অবস্থিত। এইস্থান লুধিয়ানা ও ফিরোজপুরের শস্যভাণ্ডার। লুধিয়ানা-ফিরোজপুর-রেলপথ বিস্তৃত হওয়ার পর, ইহা একটী বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

মোগিনন্দ (মোগনন্দ), পঞ্জাবের সিরমুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। শিবালিক পর্ব্বতমালার মোগিনন্দ সঙ্কটের ধারে অবস্থিত। অক্ষা০ ৩০°৩২ এবং দ্রাঘি০ ৭৭°১৯´ পূঃ। উক্ত গিরিপথে এই গ্রাম অতিক্রম করিয়া নাহনে উপত্যকায় উপনীত হওয়া যায়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের গোর্খা যুদ্ধের সময় নাহন্ আক্রমণকালে ইংরাজ-সৈন্য এখানে ছাউনি করিয়াছিল।

মোগ্যো, ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মের থরাবতী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ১৭°৫৮´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৯০°-৩৩´২০´´ পূঃ।

মোগোল (পারসী) মুসলমান জাতিবিশেষ। [মোগল দেখ।]

মোঘ (ত্রি) মুহ্যতি হস্মিন্নিতি মুহ—ঘঞ্, ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বং। ১ নিরর্থক, ব্যর্থ, নিষ্ফল।

"যদন্যগোষু বৃষভো বৎসানাং জনয়েচ্ছতম্।
গোমিনামেব তে বৎসা মোঘং স্কন্দিতমার্ষভম্॥" (মনু৯।৫০)

২ হান। (মেদিনী) (পুং) ৩ প্রাচীর। (শব্দমালা)

মোঘতা (স্ত্রী) মোঘস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। মোঘত্ব, নিষ্ফলত্ব।

মোঘপুষ্পা (স্ত্রী) মোঘং পুষ্পং রজো যস্যাঃ। বন্ধ্যা। (রাজনি০)

মোঘা (স্ত্রী) মোঘ-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ পাটলা। (মেদিনী) ২ বিড়ঙ্গ। (শব্দমালা) ৩ বদরী। ৪ নিষ্ফলা।

"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।" (মেঘদূত)

মোঘিয়া, রাজপুতনা ও মধ্যভারতবাসী অসভ্য জাতিবিশেষ। ইহারা পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এক্ষণে ইংরাজরাজের কঠোর শাসনে পড়িয়া অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

মোঘিয়া, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামবাসী জাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ মগজাতির সংমিশ্রণে ইহাদের উৎপত্তি।

মোঘোলি (পুং) প্রাচীর। (হারাবলী)

মোঙ্গরাজ, বাঙ্গালার জনৈক রাজা।

মোচ (ক্লী) মুঞ্চতি ত্বগাদিকমিতি মুচ-অচ্। ১ কদলীফল, চলিত মোচা। [কদলীফল দেখ]

(পুং) ২ শোভাঞ্জনবৃক্ষ। (মেদিনী)

মোচক (পুং) মোচয়তি সংসারাদিতি মুচ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ মোক্ষ। মুঞ্চতি গন্ধং ত্বচামিতি বা মুচ্-ণ্বুল্। ২ কদলী। ৩ শিগ্রু। মুঞ্চতি বিষয়ানিতি। ৪ বিরাগী। (হেম) ৪ মুষ্ককবৃক্ষ। (রাজনি০) (ত্রি) ৫ মুক্তিকারক।

"অমুক্তো মোচকশ্চায়মকালঃ কালচোদকঃ।"

(শিবপু০ বায়ুস০ ২।৫১)

মোচঙ্গ (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, এই পক্ষী ক্ষুদ্রাকৃতি এবং দেখিতে অতি সুন্দর। চলিত মাছরাঙ্গা।

মোচড় (দেশজ) ১ মোচন করণ। ২ মোটন।

মোচন (ক্লী) মুচ-ল্যুট্। ১ মোক্ষ।

"অবতীর্য্য রথাত্তূর্ণং কৃত্বা শৌচং যথাবিধি।
রথমোচনমাদিশ্য সন্ধ্যামুপবিবেশ হ॥" (ভারত)

২ কম্পন। ৩ শাঠ্য, শঠতা। মোচয়তীতি মোচি-ল্যু। (ত্রি) ৪ মোচনকর্ত্তা।

"ধন্যং যশস্যং নিখিলাঘমোচনং
রিপুঞ্জয়ং স্বস্ত্যয়নং তথায়ুষম্।" (ভাগ° ৬।১৩।২৩)

মোচনপট্টক (ক্লী) ১ জল-ছাকনি। ২ জলপরিষ্কারক।

মোচনিকা (স্ত্রী) মোচনী, কণ্টকারী।

মোচনির্য্যাস (পুং) মোচস্য নির্য্যাসঃ। মোচরস। [মোচরস দেখ]

মোচনী (স্ত্রী) মোচয়তি রোগাৎ সংসারাদিতি বা, মুচ্-ণিচ্-ল্যু, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ কণ্টকারী। (জটাধর) ২ মোক্ষকর্ত্রী।

মোচনীয় (ত্রি) মুচ-অনীয়র্। মোচনযোগ্য, মোচনার্হ।

মোচয়িতৃ (ত্রি) মুচ্-ণিচ্-তৃচ্। মোচনকর্ত্তা, মুক্তিদাতা।

মোচরস (পুং) মোচস্য রসঃ। শাল্মলিনির্য্যাস। পর্য্যায়—মোচস্রুৎ, মোচস্রাব, মোচনির্য্যাস, পিচ্ছিলসার, সুরস, শাল্মলীবেষ্ট, মোচসার। চলিত শিমুলের আটা। গুণ—কষায়, কফ-বাত-নাশক, রসায়ন, বল, পুষ্টি, বর্ণ, বীর্য্য, প্রজ্ঞা ও আয়ুর্বর্দ্ধক। (রাজনি°)

মোচা (স্ত্রী) মুঞ্চতি ত্বচমিতি মুচ-অচ্-টাপ্। ১ শাল্মলিবৃক্ষ। ২ কদলীবৃক্ষ। ৩ নীলীবৃক্ষ। ৪ শল্লকীবৃক্ষ। (বাভটসং° ১৫ অঃ)

কদলী ফলকে মোচা কহে। কলাগাছে প্রথমে মোচা পড়ে, পরে উহা হইতে ক্রমে ক্রমে কদলী জন্মে, এবং পরিপুষ্ট ও পক্ক হয়। মোচার প্রস্তুত ব্যঞ্জন সুখাদ্য। কেবল কাচকলার মোচাই তিক্ত হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন সকল মোচাই সুস্বাদু।

মোচা (দেশজ) মুছিয়া ফেলা, তুলিয়া দেওয়া, এই শব্দ মুচ ধাতু হইতে হইয়াছে।

মোচাট (পুং) ১ কৃষ্ণজীরক। ২ রম্ভাস্থি, চলিত কলার খোড়। ৩ কদলীবৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ চন্দনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

মোচাফল (ক্লী) কদলী, কলা। (বৈদ্যকনি°)

মোচিক (পুং) ১ মোচা কলা। ২ মোচনকারিণী।

মোচিকা (স্ত্রী) ১ মৎস্যভেদ। (বৈদ্যকনি°) ২ মোচা কদলী।

মোচিন্ (ত্রি) মোচনশীল।

মোচিনী (স্ত্রী) কণ্টকারী। (বৈদ্যকনি°)

মোচী (স্ত্রী) মুচ্যতে রোগো যয়েতি মুচ্-ঘঞ্, ঙীষ্। হিলমোচিকা। (রত্নমালা)

মোচ্য (ত্রি) মুচ-যৎ। মোচনার্হ, মোচনের যোগ্য।

মোছা (দেশজ) প্রোঞ্ছন, মোচা।

মোচ্ছিকা-যন্ত্র (ক্লী) সুরাপ্রোত্তোলন-যন্ত্র, যে যন্ত্র দ্বারা মদ প্রস্তুত করা হয়, চলিত মদের ভাঁটী।

মোজপুর, রাংগড়ের দুই যোজন পশ্চিমে অবস্থিত একটী নগর। (দেশা°)

মোজা (পারসী) চরণাবরণ, ইকিং (Stocking), পশম বা সূতা দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়।

মোজাজুতা (দেশজ) বুট্ জুতা, চটী ও মোজা ভেদে বিনামা দুই প্রকার।

মোজাবালা (পারসী) পদাবরণবিক্রয়ী, জুতাবিক্রেতা।

মোট (দেশজ) ১ মস্তক দ্বারা বহনীয় বস্তু, ভার। ২ একুন, সমুদয়। ৩ গাট্‌রী। (দিব্যাবদান ৫।৮)

মোটক (ক্লী) মুট্যতে ভূমীক্রিয়তে ইতি মুট্-ঘঞ্, ততঃ কন্ দ্বিগুণ ভুগ্ন কুশপত্রত্রয়। শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যে মোটকের প্রয়োজন। তিন গাছি কুশ লইয়া মধ্যস্থলে দুইটী পেঁচ দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়।

"দ্বিগুণভুগ্নদর্ভমোটকং পিতৃব্রাহ্মণবামপার্শ্বে দদ্যাৎ"।

২ পদ্যাবলীধৃত জনৈক কবি।

মোটকী (স্ত্রী) মোটক-ঙীষ্। রাগিণী বিশেষ। (হলায়ুধ)

মোটন (ক্লী) মুট-ল্যুট্। ১ চূর্ণীকরণ। ২ আক্ষেপ। (পুং) ৩ বায়ু। (রাজনি°)

মোটনক (ক্লী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১, ২, ৫, ৮, ও ১১ অক্ষর গুরু। তদ্ভিন্ন সকল লঘু। ইহার লক্ষণ—

"স্যান্মোটনকং তজজাশ্চ লগৌ" উদাহরণ—

"রঙ্গে খলু মল্লকলাকুশলশ্চানূরমহাভটমোটনকম্।
যঃ কেলিলবেন চকার স মে সংসাররিপুং প্রতি মোটয়তু॥"

(ছন্দোমঞ্জরী)

মোটা (স্ত্রী) মুট-অচ্-টাপ্। বলা, চলিত বেড়েলা। (রাজনি°) ২ অরস্ত্রী। ৩ চুক্র, চলিত চুকাপালঙ্। (বৈদ্যকনি°)

মোটা (দেশজ) স্থূল, মাংসল, পীবর।

মোটাকোটর্না, বোম্বাই প্রেসিডেন্সার মহীকান্থা এজেন্সীর অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দারকে রাজকর দিতে হয় না।

মোটাবুদ্ধি (দেশজ) স্থূলবুদ্ধি, যাহারা কোন বিষয় বিশেষ-রূপে বুঝিতে পারে না।

মোটামুটি (দেশজ) মাঝামাঝি, চলনসই, যাহা ভালও নহে, মন্দও নহে।

মোটাসোটা (দেশজ) ১ স্থূল। ২ গোলগাল।

মোটিমন্দ (দেশজ) শুকভেদ। (Tacca laevis)

মোটিয়া (দেশজ) মুটে, যাহারা মোট বহন করে।

মোট্টায়িত (ক্লী) মুট-ভাবে ঘঞ্, বাহুলকাৎ ঘঞন্তই,

ততো ভূশাদিত্বাৎ কাণ্ড্, ততো ভাবে ক্ত। স্ত্রীদিগের স্বাভাবিক দশবিধ অলঙ্কারের অন্তর্গত অলঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ।
প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে॥"(উজ্জ্বল-নীলমণি)

সখী প্রভৃতির নিকট নায়কের কথাদি উপস্থিত হইলে তাহাতে অবহিতচিত্তে দত্তকর্ণ নায়িকার চিত্তাভিলাষের যে অভিব্যক্তি হয়, তাহাকে মোট্টায়িত কহে। ইহা নায়িকাদিগের একটী স্বাভাবিক অলঙ্কার।

মোড় (দেশজ) ১ পাক দেওয়া, ঘোরানো। ২ এক পথ হইতে পথান্তরে যাইতে হইলে যে বাঁক ঘুরিতে হয়।

মোড়ক (দেশজ) কাগজ দ্বারা বান্ধা ঔষধ বা দ্রব্যাদির ছোট ছোট পুরিয়া।

মোড়ন (দেশজ) ১ আচ্ছাদন। ২ বক্রীকরণ।

মোড়ল (দেশজ) পল্লীগ্রামের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে যে সকল সম্ভ্রান্ত ও প্রধান লোক থাকে, তাহাদিগকে মোড়ল বা মাতব্বর কহে। ইহারা গ্রামের মধ্যে যে সকল গোলযোগ হয়, তাহার মীমাংসা করিয়া থাকে। ইতর জাতির মধ্যেই এই শব্দব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই শব্দ সংস্কৃত মণ্ডল বা মাণ্ডলিক শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

মোড়া (দেশজ) ১ বংশ ও বেত্রনির্ম্মিত উচ্চাসন। ২ আবৃত।

মোঢ় (পুং) রাজবংশভেদ।

মোণ (পুং) মুণ-অচ্। ১ শুষ্ক ফল। ২ নক্র,কুমীর। ৩ মক্ষিকা। ৪ সর্পকরণ্ড। (দেশজ) ৫ পরিমাণ বিশেষ, ৪০ সের।

মোতায়েন্ (আরবী) নিযুক্ত, স্থিরীকৃত।

মোতাল্লিক (আরবী) ১ সম্বন্ধীয়। ২ সংশ্লিষ্ট। ৩ মিলিত।

মোতিচুর, স্বনামখ্যাত মিষ্টান্নভেদ। মিহিদানার অনুরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হয়।

মোতিঝরণা, বাঙ্গালার সাঁওতাল পরগণার রাজমহল উপবিভাগের অন্তর্গত দমান্-ই-কো নামক পার্ব্বত্য বিভাগের একটী জলপ্রপাত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের মহারাজপুর ষ্টেসনের অদূরে দুইটী পর্ব্বতের সম্মিলন-কোণে প্রবাহিত। এখানে প্রতি মাঘমাসে একটী মেলা হয়।

মোতিতলাও, মহিসুর জেলার অষ্টগ্রাম তালুকের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র হ্রদ। কএকটী পার্ব্বতীয় জলস্রোতের পরস্পর সঙ্গমে ইহার উৎপত্তি। অক্ষা০ ১৩°১০´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮° ২৫´ পূঃ। বিখ্যাত বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রামানুজাচার্য্য পার্শ্ববর্ত্তী মেলুকোট গ্রামে বাস কালে ইহার চতুর্দ্দিকে বাঁধ দিয়া বাঁধাইয়া দেন।

মোতিম (হিন্দী) মুক্তা। 'মোতিম হার' (বিদ্যাপতি)

মোতিয়া (হিন্দী) ১ মুক্ত। ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ। বড় জাতের বেলফুল। ইহাতে উৎকৃষ্ট আতর প্রস্তুত হয়। [বেল দেখ।]

মোতিয়াবিন্দু (দেশজ) চক্ষুগোলকের বিকৃতি জন্য দৃষ্টিশক্তিনাশক নীলিকারোগ (Gutta serena)।

মোতিহারি, বাঙ্গালার চম্পারণ জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১৫১৮ বর্গ মাইল। মোতিহারি, আদাপুর, ঢাকা, রামচন্দ্র, কেশরিয়া, মধুবন ও গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত গ্রামাদি লইয়া এই মহাকুমা গঠিত।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও জেলার বিচার সদর। মোতিহারি-হ্রদের পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৬°৩০´৪৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৪°৫৭´২০´´ পূঃ। বেতিয়া, ঢাকা, সেরাহা, মোতিপুর, সত্তরঘাট ও গোবিন্দগঞ্জ প্রভৃতি নগরে যাতায়াতের সুবিধার্থ পাকা রাস্তা আছে। এই কারণে এখানকার বাণিজ্যের দিন দিন উন্নতি হইতেছে।

মোতীরাম (পুং) ১ জনৈক কবি। ইনি কৃষ্ণবিনোদকাব্য রচনা করেন। ২ কণাদের পুত্রভেদ।

মোতীপল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী সুপ্রাচীন বন্দর। অক্ষা০ ১৫°৪৩´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮০°২০´ পূঃ। এখানে যে সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় যে, এক সময় সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ইহাকে পর্য্যটক মার্কোপোলোবর্ণিত মুৎফিলি (Mutfili) নগরী বলিয়া স্বীকার করেন। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে মার্কোপোলের পরিদর্শনকালে এই নগরে রাণী রুদ্রাম্মা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার সুনীতিপূর্ণ রাজকার্য্যে বৈদেশিক ভ্রমণকারী বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। তৎকালে এখানে বাণিজ্যের প্রভাব ছিল।

মোতুর (মোহতুর), মধ্যপ্রদেশের ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য অধিত্যকা, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৫০০ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা০ ২২°১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮°৩৭´ পূঃ। এইস্থানবিশেষ স্বাস্থ্যকর। এক সময়ে এখানে কাম্‌ঠীর সেনানিবাসের একটী স্বাস্থ্যাবাসস্থাপনের বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু পর্ব্বতগাত্র দুরারোহ দেখিয়া সেনাবৃন্দ এই স্থান পরিত্যাগ করে।

মোথ (পুং) মুস্তক, চলিত মুথা।

মোদ (পুং) মুদ-ভাবে ঘঞ্। হর্ষ, আনন্দ। (শব্দরত্না০)

মোদক (পুং ক্লী) মোদয়তি বালাদীনিতি মুদ-ণিচ্-ণ্বুল্। খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, চলিত মোয়া।

ইহা শর্করাদি দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ভগবতী

দুর্গা দেবীকে মোদক দিতে হইলে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দিতে হয়।

"মোদকং স্বাদুসংযুক্তং শর্করাদিবিনির্ম্মিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি॥"

(দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

ভাবপ্রকাশে ও ভৈষজ্যরত্নাবলীতে মথিকামোদক, মুস্তা-মোদক, কামেশ্বরমোদক, বেসনমোদক প্রভৃতির প্রস্তুতপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। [ইহাদের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

২ গুড়। ৩ যবাসশর্করা। (রাজনি০) ৪ শর্করাদি-দ্বারা পক্বৌষধ বিশেষ। সুখবোধে লিখিত আছে, মোদক ঔষধের পূর্ণবীর্য্য ৬ মাস পর্য্যন্ত থাকে, অর্থাৎ মোদক ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ৬ মাস ব্যবহার করা যাইতে পারে, তৎপরে ইহার তেজ নষ্ট হয়। (ত্রি) ৫ হর্ষক। (পুং) মোদয়তি মিষ্টান্ননির্ম্মাণেনেতি মুদ-ণিচ্ ণ্বুল্।

৬ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, চলিত ময়রা, ইহারা সন্দেশ মিঠাই প্রভৃতি মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

মোদকর (পুং) ১ জনৈক মুনি। (ত্রি) ২ হর্ষজনক।

মোদককার (পুং) মিষ্টান্নপ্রস্তুতকারী, ময়রা।

মোদকময় (ত্রি) মিষ্টদ্রব্যপরিপূরিত।

মোদকিকা (স্ত্রী) মিষ্টদ্রব্য।

মোদকী (স্ত্রী) ১ মুদ্রা। (বৈদ্যকনি০) ২ ঝিঙ্গিনী।

মোদদায়িনী (স্ত্রী) ১ জাতীপুষ্পবৃক্ষ। (পর্য্যায়মু০) ২ আনন্দদায়িনী।

মোদন (ক্লী) মোদয়তীতি মুদ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ শিক্থক। (রাজনি০) মুদ-ভাবে ল্যুট্। ২ হর্ষ, আনন্দ। (ত্রি) ৩ হর্ষজনক, আনন্দজনক।

"বৃকগৃধ্রশৃগালানাং তুমুলে মোদনেঽহনি।
আসীদ্বলক্ষয়ো ঘোরস্তব পুত্রস্য পশ্যতঃ॥"

(ভারত ৯।২৩।৭৬)

মোদনাথ, তান্ত্রিকচিন্তামণি-রচয়িতা।

মোদনীয় (ত্রি) আহ্লাদযোগ্য।

মোদপুর, প্রাচীন নগরভেদ।

মোদমোদিনী (স্ত্রী) মোদাৎ মোদো মহান্ হর্ষঃ সোঽস্যা অস্তীতি মোদমোদ-ইনি ঙীব্। অমৃ। (রাজনি০)

মোদয়ন্তী (স্ত্রী) মোদয়তীতি মুদ-ণিচ্ শতৃ ঙীব্। ১ বন-মল্লিকা, চলিত কাঠমল্লিকা।

"তৃণশূন্যা মোদয়ন্তী ভূপদী মদয়ন্তিকা।" (শব্দরত্না০)

মোদা (স্ত্রী) মোদয়তি গন্ধেন তোষয়তীতি মুদ-ণিচ্ অচ্ টাপ্। ১ অজমোদা। (রাজনি০) ২ শাল্মলিবৃক্ষ, শিমুলগাছ।

মোদাক, বর্ষভেদ। (লিঙ্গপু০ ৪৬।২৮)

মোদাকিন্ (পুং) পর্ব্বতভেদ। (ভারত ভীষ্মপ০)

মোদাখ্য (পুং) মোদমাখ্যাতি রসপল্লবাদিনা বিস্তারয়তীতি আ-খ্যা-ক। আম্রবৃক্ষ। (রাজনি০)

মোদাগিরি (পুং) দেশভেদ।

মোদাঢ্যা (স্ত্রী) মোদেন আমোদগন্ধেন আঢ্যা বহুলা। ১ অজমোদা। (রাজনি০) ২ হর্ষযুক্তা, আনন্দবিশিষ্টা।

মোদাদ্রি, মুঙ্গেরের নিকটস্থ পর্ব্বতভেদ। (ব্র০খ০ ২০।৭)

মোদাপুর (ক্লী) নগরভেদ।

মোদায়ন (পুং) মোদের গোত্রাপত্য।

মোদিত (ত্রি) মোদো হর্ষোঽস্য জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। হর্ষযুক্ত, আনন্দিত।

মোদিন্ (ত্রি) মোদয়তি মুদ-ণিচ্ ণিনি। ১ হর্ষদায়ক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। মোদিনী—২ অজমোদা। ৩ মল্লিকা। ৪ যূথিকা। ৫ কস্তুরী। ৬ মদিরা।

৭ মল্লিকাপুষ্পবিশেষ, পর্য্যায়—বটপত্রী, কুমারিকা, বৃত্ত-মল্লিকা। ইহার গুণ কটু, উষ্ণ, ব্রণঘ্ন, গন্ধবহুল, ও মুখরোগনাশক। (রাজনি০)

মোদী (হিন্দী) মুদী, দোকান্দার, ঘৃত, তণ্ডুলাদি দ্রব্য-বিক্রেতা (Grocer)।

মোদীখানা (পারসী) তণ্ডুল ও ঘৃততৈলাদির দোকান। এই দোকানে গৃহস্থের আবশ্যকীয় আহার্য্য সকলপ্রকার দ্রব্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে।

মোন্ (আরবী) পরিমাণবিশেষ, ৪০ সেরে এক মন।

মোনবেল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সৌরাষ্ট্রপ্রান্তস্থিত একটী সামন্তরাজ্য ও নগর। এখানকার সর্দ্দারগণ গাইকোবাড়-রাজকে কর দিয়া থাকেন।

মোনস, গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (স্কান্দে নাগর ১০৮।১৮)

মোনা (দেশজ) মুষল, ঢেঁকীর মুষল।

মোনামোনী, বেণেতি দ্রব্যবিশেষ। বিবাহের সময় ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

মোনা (দেশজ) মোনবিশিষ্ট।

মোফৎ (পারসী) বিনামূল্য।

মোম্, স্বনামখ্যাত মক্ষিকামল (Wax), মধুচক্র বা মৌমাছির নীড় নিষ্পেষণ করিয়া যে রস লব্ধ হয় তাহাই মধু এবং যে শিক্থ থাকে, তাহা অপুচ্ছিষ্ট, চলিত কথায় মোম। শব্দটী পারস্য ভাষা হইতে গৃহীত। বিভিন্ন স্থানে এই মক্ষিকামল

বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—মোম; বাঙ্গালা—মোম, দাক্ষিণাত্য—মোম, মরাঠা—মেনা, গুজরাতী—মীন্, তামিল—মেযুকু, তেলগু—মৈনাম্, কণাড়ী—মীনা, মলয়—মেযুকা; ব্রহ্ম—কয়োনিই, সিঙ্গাপুরী—ইটি, সংস্কৃত—মধুজম্, আরবী—শাম, পারসী—মোম, চীন—পেহ্-লা (সাদা), হবঙ্গ-লা (হরিদ্রাবর্ণ); ফরাসী—Cire, জর্ম্মণি—Wachs, ইতালী ও স্পেন Cere, রুসিয়া—Wosk, Wosh ও মলয়—লেলিন্।

মধুমক্ষিকাগণ নানাপুষ্প হইতে মধু আহরণ করে। সেই সেই পুষ্পসার হইতে তাহাদের শরীরে রসাকার সুমিষ্ট মধু এবং মলরূপে মোম জন্মে। তাহাদের উদরের অধোদেশে অঙ্গুরীর ন্যায় যে খাঁজ থাকে, তাহা হইতে শারীরিক ক্লেদ স্বরূপ ভিন্ন পদার্থমিশ্রিত মোমখণ্ড নির্গত হয়। ঐ গাত্রমলে তাহারা এক একটী মৌমাছির ডিম্ব থাকিবার উপযুক্ত ঘর নির্ম্মাণ করে। ঐ ঘরসমষ্টি মৌচাক নামে খ্যাত। তাহারা ঐ ডিম্ব গুলি ফুটিয়া শাবক নির্গত হওয়া পর্য্যন্ত ঐ মধুচক্র আশ্রয় করিয়া থাকে, তৎপরে পুরাতন নীড় পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যায়। বোল্‌তা ও ভীমরুলের চাকেও ঐরূপ মোম পাওয়া যায়, কিন্তু রাসায়নিক বিশ্লেষণে মৌচাকেরই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে।

পর্ব্বত, বনপ্রদেশ, পদ্মবন, কমলাবন, সাধারণ উদ্যান ও উপবনাদিতে ভিন্ন প্রকার মক্ষিকা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের মধুচক্র প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং তত্তদ্ চক্রের ও মোমের উপাদান পরস্পর স্বতন্ত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। সকল প্রকার মধু, বিশেষতঃ কমলা মধু উপকারী, সদ্গন্ধযুক্ত ও সুখসেব্য।

মধু আহরণের জন্য পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশেই মৌচাকের চাষ আছে। কিরূপ উপায়ে চাক রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে হয় এবং মধুসংগ্রহের পর চাক ভাঙ্গিয়া মোম সঞ্চয় করিতে হয়, তাহার বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

[মৌচাক দেখ।]

এক একখানি চাকে অর্দ্ধসের হইতে পাঁচ সের পর্য্যন্ত মোম পাওয়া যায়। কখন কখন চাক সহিত মধু বিক্রয় হয়, কখন বা চাক হইতে মধু নিপীড়ন করিয়া দ্রবমধু স্বতন্ত্র ভাবে বিক্রীত হয়। যে শিকৃথ পড়িয়া থাকে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ জ্বাল দিয়া পরিষ্কার করিলে মোম পাওয়া যায়। এই মোম বিক্রয়ার্থ বাজারে আইসে।

বাজারে সাধারণতঃ সাদা ও হরিদ্রা বর্ণের মোম দেখা যায়। মধু-নিষ্কাশনের পর, শুষ্ক চাকখানি একটী উত্তপ্ত জলপূর্ণ কটাহের উপর ফেলিয়া দিলে মোম গলিয়া যায়। ঐ দ্রব মোমে তখন আর কোন ময়লা থাকে না। পূর্ব্বে মৌচাকের মোমে ময়লা (ভিন্ন জাতীয় পদার্থ) মিশ্রিত ছিল। উত্তাপ পাইলে তাহা কটাহস্থ জলে নিমজ্জিত হইয়া যায়, কেবল মাত্র তরল মোম তৈলবৎ উপরে ভাসিতে থাকে, তখন ঐ তরল মোম হাতা করিয়া তুলিয়া ভিন্ন পাত্রে অথবা সেই কটাহেই ঠাণ্ডা করিতে রাখা হয়। শীতল হইলে মোম পুনরায় দৃঢ় হইয়া জমিয়া যায়, তখন উহাকে খণ্ড খণ্ড টুকরা করিয়া কটাহ হইতে তোলা হইয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মোম মলহীন হয়, ততক্ষণ ঐরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা উহাকে পরিষ্কার করা আবশ্যক। উত্তপ্ত জলে চাক ঢালিবার পূর্ব্বে কএক বিন্দু নাইট্রিক এসিড ফেলিয়া দিলে জলের পরিষ্কারকশক্তি বৃদ্ধি করে।

কটাহের নিম্নে যে ময়লা পড়ে, তাহাতেও মোম থাকে। ঐ স-মল মোম আবার ভিন্ন চাকের সহযোগে গলাইয়া পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়া দ্বারা বাহির করা হয়। পুরাতন মৌচাক ও ধূলা-ঝাড়া হইতেও মোম পাওয়া যায়। ঐ শুষ্ক ও ধূলিমিশ্রিত চাক হইতে মোম বাহির করিতে হইলে প্রথমে সেইগুলিকে একটী জলপূর্ণ পাত্রমধ্যে ঢাকা দিয়া পাঁচ সপ্তাহ কাল রাখিতে হয়। দুর্গন্ধ হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য মোমের কারখানায় ঢাকনি দেওয়া পাত্র থাকে। ক্রমে উহা পচিয়া অভ্যন্তরস্থ ময়লা গাঁজিয়া তুলে, তাহাতে মোমের কোন ক্ষতি হয় না। ঐ পুরাতন মোম জ্বাল দিলে স্বভাবতঃই হরিদ্রাবর্ণ হয়। ঐ হরিদ্রাবর্ণ মোম সাদা মোমের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। উৎকৃষ্ট সাদা মোম প্রস্তুত করিতে হইলে টাটকা মৌচাকগুলি সামান্য জলের সহিত কটাহে পাক করিতে হয়। জ্বাল দিবার সময় সর্ব্বদা সাবধান থাকা কর্ত্তব্য, যেন কোন মতে মোম জ্বলিয়া না যায়, এবং কড়া জ্বলিয়া না উঠে এই জন্য আবশ্যক মত (আন্দাজ সিকি পাইণ্ট) জল দিবে। ক্রমাগত নাড়িতে নাড়িতে উত্তপ্ত কটাহ হইতে গন্ধবিশিষ্ট হরিদ্রা বর্ণের ফেন নির্গত হইতে থাকে, ধীরে ধীরে জ্বাল দিয়া ঐ উদ্গত ফেনা পার্শ্বস্থিত পাত্রে গাদ কাটাইবার মত তুলিয়া রাখিতে হয়। যখন আর হরিদ্রাফেন না উঠে, তখন কটাহের সেই অবশিষ্টাংশ অপর একটী শীতল পাত্রে উপুড় করিয়া ঢালিয়া রাখিবে, পরে তাহাতে পুনরায় চাক ফেলিয়া ঐরূপ প্রক্রিয়ায় জ্বাল দিবে। ইহাতে উৎকৃষ্ট মোম প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু মোম একবারে সাদা হয় না। উহাতে একটী স্বাভাবিক হরিদ্রাবর্ণের আভা থাকে। সাদা মোম সকল কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়, এই কারণে মোম সাদা করা আবশ্যক।

এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত মোমব্যবসায়িগণ হরিদ্রা

মোম লইয়া ফিতা অথবা চাদরের ন্যায় পাতলা করে। তৎপরে তাহা ছাদের উপর অথবা ময়দানে নির্ম্মিত সানের উপর, সূর্য্যের রৌদ্র ও উত্তাপে বিছাইয়া মধ্যে মধ্যে তদুপরে জল ছিটাইয়া দেওয়া হয়। ঐরূপে উপর্য্যুপরি সূর্য্য-কিরণে উত্তপ্ত হইয়া মোমের উপরিস্থ হরিদ্রাবর্ণ উপিয়া যায়। উহার অভ্যন্তর দেশ ও তলভাগ তখনও হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত থাকে। পুনরায় উহাকে গালাইয়া তৎপরে ফিতা বা পাত প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে দিলে আবার একদিক্ শাদা হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় ক্রমশঃ মোম সাদা হইয়া আইসে। কখন কখন সাল্ফিউরিক এসিড্, বাইক্রোমেট অব্ পটাশ দিয়া মোম পরিষ্কার করা হয়। এই লিবারেটেড্ ক্রোমিক্ এসিড্ কএক মিনিটের মধ্যে মোম পরিষ্কার করিতে সমর্থ।

ইহাতে ঘরের মেঝের পালিশ এবং সিলিংওয়াক্স, লিথো-গ্রাফিক ক্রেয়োন্স, ও মাষ্টিক প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাদা মোম কেবল মাত্র বাতি, ফুল, প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি দ্রব্য সংঘটনে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। কেলিকো নামক ছাতার কাপড়ের চাকচিক্য সম্পাদনের নিমিত্ত এবং মোম-জামা ও টার্পালিন নামক আচ্ছাদন-বস্ত্রেও মোমের বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে।

ঔষধার্থেও মোমের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। ইহা স্নিগ্ধতা-কারক ও আর্দ্রতাজনক। কখন কখন ১০ হইতে ২০ গ্রেণ ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ইহা মলম (Ointment) প্রস্তুত করিতেই ব্যবহারে লাগে। হিন্দুপ্রধান ভারতে শূকর-বসার পরিবর্ত্তে মোমের মলম বিশেষ আদরণীয়। যে হেতু শূকরের চর্ব্বি হিন্দু মাত্রেরই অস্পৃশ্য। এতদ্ভিন্ন শূকর-বসার অপেক্ষা মোম অধিক দিনস্থায়ী হয়, পচিয়া নষ্ট হয় না। এই জন্য আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্গণ ১ ভাগ হরিদ্রা বর্ণের মোম ও ৪ ভাগ মধুসংযুক্ত Ceromel নামক একটী মিশ্রপদার্থ শূকরবসার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতেছেন।

সামান্য খোসপাঁচড়া বা অন্যরূপ ক্ষত হইলে আমরা মোমের মলম বা পটি করিয়া লইয়া থাকি। এক সিকি ওজনের মোম এক কাঁচ্চা নারিকেল তৈল ও দুইআনা মাত্রার আইডো-ফরম, বা গন্ধক মিশাইলে উৎকৃষ্ট মলম প্রস্তুত হয়। মোম ও অহিফেন বা কুইনাইন নারিকেল-তৈলে গলাইয়া পাঁচড়ায় দিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। মোম গাত্রচর্ম্ম শিথিল করিয়া চর্ম্মকে শুকাইবার চেষ্টা করে।

কাঠের আসবাবে ঘুই পোকা ধরিলে তাহা শীঘ্রই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু মোম-তার্পিণ একত্র করিয়া তাহাতে লাগাইলে কীট মরিয়া যায় এবং কাঠের কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

হিন্দুর পূজা, ব্রত ও শুভকর্ম্মাদিতে মোমের বাতির প্রয়োজন হয়। বিবাহের সিন্দুরচুব্ড়ীতে মোমের বাতি দেয়। ৺দুর্গাপূজার সময় মোমের বাতি-দিবার নিয়ম আছে। দুর্গাদি শক্তিমূর্ত্তির হস্তে মোমের পদ্মফুল ও মোমের ফুলের মালা সাজাইয়া দিতে দেখা যায়।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-রমণীগণের মধ্যে সিঁথা কাটিয়া মাথায় মোম গালাইয়া দিবার নিয়ম আছে। উত্তরপশ্চিম ভারতে ও উড়িষ্যায় চুল বসাইবার জন্য এখনও রমণীগণ মোম মাজিয়া থাকেন। ইংরাজাধিকারেও এ প্রথার প্রকার ভেদ ঘটিয়াছে মাত্র। হিন্দুর অসংস্কৃত মোম-পিণ্ডের পরিবর্ত্তে য়ুরোপীয় সুসভ্য জাতি-সংস্কৃত ও সৌগন্ধযুক্ত cosmeticএর প্রচলন হইয়াছে।

বিশুদ্ধ মোমের বাতি ভিন্ন বর্ত্তমান চর্ব্বির বাতিতেও বহুল পরিমাণে মোমের মিশ্রণ থাকে। এই মোমবাতি বহুকাল হইতে একটী বাণিজ্যপণ্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ভারতের সভ্য হিন্দুগণ এবং বৈদেশিক মোগল, পাঠান, আরবীয়, পারসিক, তুর্ক, চীন, রুষ, জাপান, ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মণ, অষ্ট্রীয়, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি দেশবাসিগণের নিকট কেরোসিন তৈল ও কোল গ্যাস আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এই মোমবাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং এক সময়ে ইহার অবাধ বাণিজ্য চলিয়াছিল।

[মোমবাতি দেখ।]

মোম্‌জামা (পারসী) মোম লাগান বস্ত্র।

মোমঢাল (দেশজ) বস্ত্রবিশেষ।

মোমবাতি, শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যবিশেষ। মধুমক্ষিকা নামক জীব শরীরের নিঃসৃত মল হইতে ইহার উৎপত্তি। মধুচক্র-নির্ম্মাণকালে মক্ষিকাজাতি কিরূপ কুশলতার সহিত নীড়স্থ ডিম্ব গহ্বরগুলি প্রস্তুত করে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রত্যেক গহ্বরগুলিই ষট্‌কোণাকারে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই মৌচাক হইতে মধু বাহির করিয়া অবশিষ্টাংশ জাল দিয়া পরিষ্কৃত মোমে রূপান্তরিত করিতে হয়, পরে তাহা হইতে পলিতাযোগে বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া গৃহাদিতে আলো দেওয়া হয়।

কেবল যে মক্ষিকাদলই ইহার মূলীভূত কারণ, তাহা নহে। অন্যান্য প্রাণীর মেদ হইতেও বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশবিশেষে বৃক্ষনির্য্যাসে চর্ব্বির ন্যায় জ্বলনশীল পদার্থ আছে। উহা অন্যান্য দ্রব্যের সহিত সংমিশ্রিত করিলে আলোক জ্বালাইবার উপযুক্ত বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দীপমালাবিভূষিত সুরম্য রাজহর্ম্ম্যে বাতির আলোক যেমন শোভাময় ও সুখপ্রদ, দরিদ্রের নিভৃত নিকেতনেও উহা তদ্রূপ শোভা-সুখের আধার। দিল্লীর সুসমৃদ্ধরাজকক্ষে বর্ত্তিকালোকের অতুল শোভা যেমন মনোহারী, চিরতুষারাবৃত তৃণপরিশূন্য লাপ্‌লাণ্ডবাসীর বাসভূমি উত্তর মহাসাগরকূলে ও তৎসন্নিহিত দ্বীপসমূহেও উহা মনুষ্যের একমাত্র সম্বল। সেই শীতপ্রধান দেশে মনুষ্যগণ যখন বৎসরের অধিক দিন সূর্য্যমুখ দেখিতে পায় না, তখন এই বর্ত্তিকালোকই তাহাদের সেই অভাব দূর করিতে সমর্থ হয়।

তথাকার মেদজাত বর্ত্তিই, সূর্য্যালোকের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে আলোক ও উত্তাপ দান করিয়া থাকে। এই মেদই উহাদের খাদ্য এবং ইহাই উহাদের পরিধেয়। পরিধেয় বলিলে গাত্রাচ্ছাদক বস্ত্রকেই বুঝায়, কিন্তু এখানে উহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ। পরিধেয় যেরূপ বাহ্যতাপ ও শৈত্য হইতে শরীরকে খাদ্যাদির ন্যায় পুষ্ট ও রক্ষা করে, এই মেদোজাত অগ্নিও তাহাদের অনাবৃত দেহের সেইরূপ শৈত্য প্রতিরোধক। তাহারা নিরন্তর এই উত্তাপ লাগাইয়া শরীর রক্ষা করিয়া থাকে।

বাহ্য জগতে মেদ যেমন বায়ু সংযোগে অগ্নি দ্বারা জ্বলিয়া উত্তাপ ও আলোক প্রদান করে, সেইরূপ আমাদের শরীরশোণিতে প্রবিষ্ট হইয়া বায়ুকোষে নীত হইলে অম্লজনসংশ্লিষ্ট হইয়া উহা আমাদিগের শরীরে উত্তাপশক্তি বিকিরণ করিতে সমর্থ হয়। খাদ্যদ্রব্যের মেদোময় বা শ্বেতসারবিশিষ্ট পদার্থই উত্তাপশক্তির উৎপাদক।

ইহার রাসায়নিক উপাদানে আমরা অঙ্গার, উদজন ও অম্লজন দেখিতে পাই; কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার, উদজন ও অম্লজনের সহিত রাসায়নিক সংযোগে সম্মিলিত হইয়া কেমন এক অপূর্ব্ব শ্বেতমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। মোমবাতি জ্বলিবার কালে ঐ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ সংসাধিত হইতে থাকে। অগ্নিশিখার উত্তাপে ইহার কঠিন দেহ গলিতে থাকে। শলিতার চারিদিকে বাটীর ন্যায় শূন্য একটী খাত হয়। উত্তপ্ত তরল মেদ বা মোম কৈশিকাকর্ষণশক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সলিতার উপরে উঠিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়। যদি বাতিটী ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উর্দ্ধে একটা বাষ্প উঠিতে থাকে। সলিতা স্পর্শ না করিয়া ঐ বাষ্পের উপর অগ্নিসংযোগ করিলে (জ্বলন্ত দেশলাই বা কাগজ ধরিলে) ঐ বাতি পুনরায় জ্বলিয়া উঠে। ইহাতে অনুমান হয় যে, মেদ বা মোমজ বাষ্পই প্রকৃতপক্ষে জ্বলিয়া থাকে।

প্রজ্বলিত মোমবাতির শিখা গোলাকার, উপরিভাংশ সূক্ষ্ম ও সূচিকাগ্রবিশিষ্ট। শিখার চারিদিকের বহির্ভাগই জ্বলন্ত আলোক দেয়, মধ্যভাগে মেদ বা মোমের উত্তপ্ত বাষ্প থাকে। যখন শিখা প্রকৃতরূপে জ্বলিতে থাকে, তখন আলোকশিখার বহিঃস্থিত বায়ু আলোকমধ্যদেশস্থিত বাষ্পে প্রবেশ করিতে পায় না এবং মধ্যস্থ বাষ্প কখনও শিখার বহিঃস্থ বায়ুর সহিত মিশিতে পারে না। প্রচুর বায়ু না থাকিলে উহা নির্ব্বাপিত হয়, অথবা ভাল করিয়া জ্বলে না। এই সময়ে আমরা অধিক পরিমাণে ধূমনির্গত হইতে দেখিতে পাই, শিখাভ্যন্তরস্থ বাষ্প কিয়ৎপরিমাণে বহির্দ্দেশে আসিয়া থাকে। উন্মুক্ত কেরোসিনের বাতি জ্বালিবার সময় যে ধূম নির্গত হইতে দেখা যায়, উত্থিত বাষ্পের সমপরিমাণ বায়ুর অভাব তাহার কারণ। এই ধূমে অঙ্গারের অণু প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে।

মোমবাতির শিখার বহির্দ্দেশে উত্তাপের আধিক্য দৃষ্ট হয়। সেই উত্তাপবশেই উত্তপ্ত স্থানের মেদ বাষ্প হইতে অঙ্গারের অণু পরমাণু সকল পরস্পরে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং পৃথক্ থাকিতে থাকিতেই তাহা জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যায়।

উদজন শিখার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা নাই। কোন কঠিন পদার্থ ইহার মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সেই পদার্থের পৃথক্ পৃথক পরমাণু সকল শিখায় দগ্ধ হইয়া দীপালোকের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করে। প্রজ্বলিত বাতি হইতে প্রধানতঃ তিনটি পদার্থ পাওয়া যায়। প্রথম ঘরে যে ঝুল দেখা যায়, তাহাতে উহার কতকাংশ মিশ্রিত হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ উহার উদজন উপাদানটি বায়ুর অম্লজনের সহিত রাসায়নিক সংযোগে লিপ্ত হইয়া জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ ইহার অঙ্গার উপাদানটি বায়ুর অম্লজনের সহিত মিশিয়া কার্বলিক এসিড বা দ্রাম্ল অঙ্গার উৎপাদন করিয়া থাকে।

অতিপ্রাচীনকালে এসিয়া ও য়ুরোপখণ্ডে বাতির পরিবর্ত্তে মশাল ও চিরাগ্ (প্রদীপ) ব্যবহৃত হইত। মধ্যযুগে মেদ দ্বারা প্রস্তুত কৃত্রিম বর্ত্তিকা আলোকদানার্থে য়ুরোপখণ্ডে প্রচলিত হয়। কিন্তু এসিয়াখণ্ডের সুসভ্য ও সুপ্রাচীন দেশসমূহে তাহারও বহুপূর্ব্ব হইতে মোমবাতির প্রচলন হইয়াছিল। ভারতের বৌদ্ধমন্দিরাদিতে মোমবাতি জ্বালাইবার ব্যবস্থা ছিল। চীনদেশেও বহু শতাব্দ পূর্ব্ব হইতেই মোমবাতির সৃষ্টি হয়। মুসলমানগণ কোন কোন পর্ব্বে বাতি জ্বালিত।

বাতি প্রধানতঃ দুই প্রকারে প্রস্তুত হয়। ১ ছাঁচে ঢালা (moulded), ২ ডুবান (Dipped)। বর্ত্তমান সময়ে মোম বাতীত চর্ব্বি ও গাছের আঠা মিশালে বর্ত্তিকা প্রস্তুত হইতেছে। বাজারে বিভিন্ন পদার্থে গঠিত যে বিভিন্ন আকারের

বর্ত্তিকা বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহার wax candles, tallow-candles, paraffine candles, spermaceti candles, composition candles, stearine candles, palm oil candles প্রভৃতি নামে খ্যাত। মধ্যভাগে কার্পাসনির্ম্মিত একটী সূত্র পলিতারূপে দিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মোম, চর্ব্বি বা তৈলজ মিশ্র পদার্থের একটী আচ্ছাদন দিলে বর্ত্তিকা প্রস্তুত হয়। নারিকেল তৈল, মোম, জীব-মেদ এবং Myrica cerifera, Rhus succedanea, Ceroxylon andicola, Benincasa cerifera, Ligustrum lucidum, Stillingia sebifera, Bassia latifolia, Cocos nucifera, Vateria indica, Ficus umbellata, Aleurites, Canarium, Carapa, Garcinia, Sapium প্রভৃতি জাপান, চীন, যবদ্বীপ, হিমালয় দেশ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থান জাত বৃক্ষনির্য্যাসেও বর্ত্তিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজজাত এরণ্ডতৈল, ইলিপ্‌ তৈল ও মার্গোসা তৈলের নিম্নস্থ সার হইতে মোম সদৃশ একটী ঈষৎ কঠিন পদার্থ (vegetable wax) পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাও বর্ত্তিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

চীনদেশে চু-পে-লা, হু-লা, কোকস্-পেলা নামে কএক প্রকার কীট (Wax-insect) আছে, যাহারা Ligustrum Japonicum, L. lucidum, L. obtusifolium ও Froxinus শ্রেণীর বৃক্ষে লাক্ষা-কীটের ন্যায় থাকিয়া বৃক্ষজ মোমের উৎপত্তি করে। যখন এই কীটে সমগ্র গাছ ছাইয়া ফেলে, তখন উহা তুষারসমাচ্ছাদিত বলিয়া মনে হয়। মঙ্গোলীয়-রাজবংশের অভ্যুদয় হইতে চীনদেশে এই বৃক্ষজ মোমের ব্যবসার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পরাঙ্গপুষ্ট কীটদিগের দ্বারা জুনমাসে বৃক্ষে মোমবৎ পদার্থ সঞ্চিত হইতে আরম্ভ হয়। আগষ্ট মাসের শেষে অথবা সেপ্টেম্বরের প্রথমে গাছ চাঁচিয়া ঐ মোম সংগ্রহ করা হয়। তৎপরে উত্তপ্ত জলপূর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিয়া তাহা গালান হয়। উত্তমরূপে গলিয়া দ্রব হইলে, উহা শীতল জলপূর্ণ পাত্রে ঢালা হয়। তখন Spermacetiর মত অস্বচ্ছ মোম-পিণ্ডগুলি পরস্পরে পৃথক্ হইয়া পড়ে, যদি গাছ চাঁচিয়া মোমসংগ্রহের বিলম্ব হয়, তাহা হইলে লা-চা বা অসংস্কৃত মোমগুলি খারাপ হইয়া যায়। কারণ শরৎকালে কীটগণ তাহাতে নীড়নির্ম্মাণ করে। ঐ গুলি কাওনিদানায় ন্যায় ছোট হইতে ক্রমে বসন্তকালে মুরগীর ডিম্বের ন্যায় বড় হইয়া উঠে। ইহারা এককালে শত শত ডিম্ব প্রসব করে, চীনবাসীগণ এই ডিম্বকোষগুলি মে মাসে একত্র করিয়া চো নামক শরকুশের পত্রে আচ্ছাদিত রাখে। বৃক্ষ গ্রামের মাঝামাঝি ঐ কীটগুলি গাছে চড়াইয়া দেওয়া হয়, তখন তাহারা নবীন শাখাপল্লবে সংযুক্ত হইয়া পুনরায় মোম-জননক্রিয়ায় ব্যাপৃত হয়। পিপীলিকারা এই কীটজাতির প্রধান শত্রু। উহারা গাছে উঠিয়া এই মোমকীট নাশ করে বলিয়া গাছের গোড়ায় চুণ দেওয়া হয়।

ভারতে পূর্ব্বে যে প্রথায় মোমের বাতি প্রস্তুত হইত, তাহা বর্ত্তমান প্রথা হইতে স্বতন্ত্র। তখন ছাঁচে ঢালিয়া বাতি প্রস্তুত করিবার রেওয়াজ ছিল না। লক্ষ্ণৌ নগরের বাতিকারগণ বাঁশ চিরিয়া বাঁখারি করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে ছিদ্র করিত। পরে ঐ ছিদ্র মধ্যে সূতা বা পলিতা পরাইয়া তাহা গৃহছাদ বা কোন উচ্চ স্থানে বাঁধিয়া দিত, কখন কখন এইরূপ কার্য্যের জন্য একটী কাঠের মেজ থাকিত।

পরে উত্তপ্ত কটাহে চর্ব্বি বা মোম গলাইয়া একটী সচ্ছিদ্র কড়ছার (হাতাবিশেষ) দ্বারা দ্রব চর্ব্বি আস্তে আস্তে সূত্রগাত্রে গড়াইয়া দিতে হয়। গোলছিদ্রে গোলভাবে চর্ব্বি গড়াইয়া সূত্রের সহিত সংযোজিত হইলে বাতি তৈয়ার হয়। একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে, একখানি মসৃণ তক্তার উপর উহাকে গড়াইয়া লইলে বর্ত্তিকা বেশ সুগোল হয়; কিন্তু ঐরূপ প্রথায় প্রস্তুত বর্ত্তিকাগুলি কখনই সমান ওজনের হয় না। উহা হাত বা বিঘৎ মাপেই কাটা হইয়া থাকে।

অধুনা মোমবাতি ছাড়া সকল প্রকার চর্ব্বি বা তৈল ও বৃক্ষনির্য্যাসজাত বাতিই কলে ঢালাই হইতেছে। উহার পরিমাণও পাউণ্ড ওজনে অবধারিত হইয়াছে। এই সকল বাতির উপাদানে সোহাগা (borax) মিশ্রিত করিলে আলোকের জ্যোতির উজ্জ্বলতা সম্পাদিত হয়।

মেদ ব্যতীত একমাত্র তিমিমৎস্যের বায়ুকোষের তৈলও (spermaceti) প্রচুর পরিমাণে বাতি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। Catadon macrocephalus ও Physeter macrocephalus নামক সদন্ত তিমি জাতির তৈলই উৎকৃষ্ট, সাধারণ বা দন্তহীন তিমির তৈল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। ইহা train-oil নামে পরিচিত, কেবল মাত্র কলকাতাতেই ব্যবহৃত হয়। বৃক্ষজ তৈলের মধ্যে আসান্টী ও ডহোমে দেশজাত Elæis guineensis নামক বৃক্ষের তালসদৃশ ফলের নির্য্যাস (Palm oil) এবং আমেরিকার Elæis melanocca বৃক্ষের বীজতৈলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইংরাজবাতিকারগণ ঢালাই চর্ব্বির বাতিতে প্রতিবর্ষে প্রায় ২২ হাজার টন তাল-তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। মৃত্তিকা তৈল আবিষ্কারের পর পিট্রোলিয়ম হইতে প্যারাফিন্ বাতি প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন Ozokerit (ওজোকেরিট) নামক মৃত্তিকা মোমও (Earth-wax) ঐ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মোমহণ, মোমহণবিলাস নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। প্রয়াগদাসের পুত্র ও হরি বাঘলের পৌত্র। ইনি ফিরোজ শার পুত্র মান্দু্দ শাহের আশ্রয়ে থাকিয়া ১৪১২ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন।

মোর (ময়ূর), সাওতাল পরগণা প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। [ময়ূরাক্ষী দেখ।]

মোরগ (দেশজ) কুক্কুট পক্ষী।

মোরগ ফুল, স্বনামখ্যাতপুষ্প বৃক্ষবিশেষ। ইহার ফুলগুলি মোরগের ঝুটির মত লালবর্ণ। প্রায় ডেঙ্গোনটে শাকের অনুরূপ। বাগানে নানাজাতীয় পুষ্পের মধ্যে ইহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

মোরঙ্গ, পূর্ণিয়ার নিকটবর্ত্তী একটী পাহাড়। পূর্ণিয়ার ফৌজদার সরিফ খাঁ মোরঙ্গের রাজাকে ভয় দেখাইয়া পাহাড়ের পাদমূলস্থ বন কাটাইয়া আবাদ করেন। মোরঙ্গ বাহাদুরী শালকাষ্ঠের জন্য প্রসিদ্ধ।

মোরঙ্গএলাইচ্ (দেশজ) ক্ষুপভেদ।

মোরুচঙ্গ (দেশজ) ১ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। ইহাকে মোচরাঙ্গা পাখীও কহে। (Certhia cruentata)। ২ য়িহুদিদিগের বীণাবিশেষ। মোচঙ্গ।

মোরুচাল (পারসী) দুর্গের পরিখা।

মোরট (ক্লী) মুর্ বেষ্টনে (শকাদিভ্যোঽটন্। উণ্ ৪।৮১) ইতি অটন্। ১ ইক্ষুমূল। ২ অঙ্কোটপুষ্প। ৩ প্রসবের সপ্তরাত্রের পর যে দুগ্ধ, তাহাকে মোরট কহে। (রত্নমালা) ৪ লতাবিশেষ, চলিত ক্ষীরমোরটা, পর্য্যায় কর্ণপুষ্প, পীলুপত্র, মধুস্রব, ধনমূল, দীর্ঘমূল, পুরুষ, ক্ষীরমোরট। গুণ—মধুর, কষায়, ক্ষীরবহুল, পিত্ত, দাহ ও জ্বরনাশক, বৃষ্য এবং বলবর্দ্ধক। (রাজনি॰)

মোরটক (ক্লী) মোরট-স্বার্থে কন্। ১ ইক্ষুমূল। ২ মোরট শব্দার্থ। ৩ বৃক্ষভেদ, চলিত লতাকরাড় বৃক্ষ। (পর্য্যায়মু॰) ৪ খদিরভেদ, শ্বেতখদির। (বৈদ্যকনি॰)

মোরটা (স্ত্রী) মোরট-টাপ্। ১ মূর্ব্বা। (ভাবপ্র॰)

মোরলুর, বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড় বিভাগের বর্দা পর্ব্বতমালার পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী একটী নগর ও দুর্গ। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাঘর অভিযানকালে এই শৈলস্থিত সিংহসমূহ দূরে পলায়ন করে। তৎপূর্ব্বে এখানে সিংহের উপদ্রব ছিল।

মোরব্বা (আরবী) রসদ্বারা পক্ব ফলাদি (confectionary) রসদ্বারা পাককালে ফলবিশেষে একটু তারতম্য লক্ষিত হয়। হরিতকী, শতমূলী, আমলকী, বহেড়া প্রভৃতি ফল ও মূল গরম জলের ভাবনায় সিদ্ধ করিয়া রসে সিদ্ধ করিলে পাক সমাপ্ত হয়। বেল অথবা আম্র প্রথমে চুণের জলে সিদ্ধ করিয়া রসে পাক করা হইয়া থাকে। কমলা প্রভৃতি লেবুর পাক স্বতন্ত্র। উহাদের গায়ের ছাল আগে ছাড়াইয়া সিদ্ধ করিতে হয়। পাতিলেবুর গায়ের ছাল ঝামায় ঘসিয়া তুলিতে হয়। জোরে ঘসিলে লেবু তিক্ত হইবার সম্ভাবনা। রসপাকের প্রকার প্রায় একরূপ। য়ুরোপে মোরব্বার বিশেষ সমাদর নাই। তথায় Jams and jellies মিষ্ট চাটনীরূপে ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে। বীরভূম জেলা মোরব্বার জন্য বিখ্যাত।

মোরসী, বেরার রাজ্যের অমরাবতী জেলার অন্তর্গত একটি নগর। নর্কা নদীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২১° ২০´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৮° ৪´ পূঃ।

মোরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার উরাণ্ নগরের বাণিজ্য পরিচালনার্থ একটী বন্দর। এখানে প্রায় ২২টী চোলাইখানা (মদের ভাঁটী) আছে। ঐ সকল মদ্য এবং উরাণের কারখানার লবণ এই বন্দর দিয়া বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

মোরাক (পুং) কাশ্মীররাজ প্রবরসেনের মন্ত্রী। ইনি মোরাকভবন নামে দেবমন্দির স্থাপন করেন।

মোরাদাবাদ, উত্তরপশ্চিম ভারতের একটী নগর ও জেলা। [মুরাদাবাদ দেখ।]

মোরাল কা-কুণ্ড, উত্তরভারতের বুশাহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী পর্ব্বতশ্রেণী। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যস্থলে অবস্থিত।

মোরার, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। সিন্ধু নদীর মোরার শাখার তীরে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২৬°১৩´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৮°১৬´৩০´´ পূঃ। এখানে বঙ্গীয় সেনাদলের গোয়ালিয়র বিভাগের একটী ছাউনী ছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান ইংরাজ-রাজের অধিকৃত ছিল। শেষোক্ত বর্ষে উহা সিন্দেরাজকে প্রত্যর্পিত হয় এবং তথাকার ইংরাজসৈন্য ঝান্সীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

মোরাসা (মোড়শ), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদাবাদ জেলার পরান্তিজ উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। মজহম নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২৩°২১´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৩° ২৫´ ৫৫´´ পূঃ। ইহা ইদর ও ধুন্ধরপুর সামন্ত রাজ্যদ্বয় ও গুজরাতের মধ্যে অবস্থিত। এখানে ছিটের কাপড়ের ও তৈলের বিস্তৃত কারবার আছে।

মোরি, সাঁওতাল পরগণার গোদা উপবিভাগের দমান্-ই-কো নামক স্থানের একটী গণ্ডশৈল। ইহা রাজমহল শৈলমালার একটী সর্ব্বোচ্চ শিখর।

মোরিকা (স্ত্রী) জনৈক স্ত্রীকবি। (বাসবদত্তা ২১।৫৫)

মোরী, রাজবংশভেদ।

মোরেলগঞ্জ, বাঙ্গালার খুলনা জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও বন্দর। পাঙ্গুটী নদীর কূলে হরিণঘাটা বা বলেশ্বর সঙ্গমের ২২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। চাউল ও নানাবিধ শস্যের সামুদ্রিক বাণিজ্য-পরিচালনার জন্ম ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা গবর্মেণ্ট এই স্থান বন্দর বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মেসার্স মোরেল ও লাইটফুট স্থানীয় জঙ্গল কাটাইয়া এই স্থানে আবাদ করেন। ক্রমে মোরেলগঞ্জ একটী বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠে। উক্ত ইংরাজপুঙ্গবদ্বয় এই স্থানের উন্নতিবিধানকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

মোরেশ্বর ভট্ট, বৈদ্যামৃতরচয়িতা।

মোরো, সিন্ধুপ্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার নৌসহর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক।

২ উক্ত উপবিভাগের বিচার-সদর। অক্ষা° ২৬° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ২´ পূঃ মোরোবংশীয় বাহিদ্‌ ফকীর নামক জনৈক ফকীর কর্ত্তৃক দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে এই নগর স্থাপিত হয়।

মোর্চা (পারসী) ১ লৌহাদি অস্ত্রের কলঙ্ক বা ময়লা। ২ স্বর্ণের মরচা।

মোর্ণা, বেরার রাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। পূর্ণানদীর অন্যতম শাখা। এই নদীতীরে আকোলা নগর অবস্থিত।

মোর্বনীকর, নরহরিদীক্ষিতের নামান্তর।

মোর্ব্বী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়ের হালার বিভাগের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ৮২১ বর্গ-মাইল। মচ্ছু নামক নদীতীরে মোর্ব্বী নগর অবস্থিত। এখানে নদীর উপর একটী সেতু আছে। কচ্ছোপসাগর-তীরবর্ত্তী বাবানিয়া নগর এখানকার বাণিজ্যবন্দর। এখানে নানা প্রকার শস্য, ইক্ষু ও তুলা উৎপন্ন হয় এবং লবণ ও কার্পাস বস্ত্রের একটী বিস্তীর্ণ কারবার আছে। রাজকোট হইতে মোর্ব্বীনগরে যাতায়াতের জন্ম একটী রাস্তা আছে।

এখানকার সর্দ্দারগণ ঠাকুর উপাধিধারী এবং ঝাড়েজা-বংশীয় রাজপুত। ইঁহারা কচ্ছের রাও বংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন। নবানগড় বংশের সহিত ইঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। প্রবাদ, কচ্ছের কোন রাও-বংশীয় সর্দ্দারের জ্যেষ্ঠপুত্র খৃঃ ১৭শ শতাব্দে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হওয়ায়, তাঁহার পরিবারবর্গ এই স্থানে পলাইয়া আইসেন। পূর্ব্বে ইহা কচ্ছের শাসনাধীন ছিল, পরে কচ্ছরাজগণ ইহার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। এখনও মোর্ব্বীসর্দ্দারগণ কচ্ছের জন্সী বন্দর ও উপবিভাগ দখল করিয়া আসিতেছেন।

ইংরাজের সামন্তরাজতালিকায় এই রাজ্যকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য কাঠিয়াবাড়-সর্দ্দারগণ যে সূত্রে ইংরাজরাজকে অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দেন, ইঁহারাও অবনতমস্তকে সেই সর্ত্তে স্বাক্ষর করেন। জুনাগড়ের নবাব, বড়োদারাজ ও ইংরাজরাজকে সর্দ্দারগণ কর দিয়া থাকেন, ইঁহাদের সৈন্য-সংখ্যা ৪৫০ জন। মালিয়া নামক ৪র্থ শ্রেণীর সামন্তরাজ্য এই রাজবংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গঠিত হইয়াছে।

মোর্ব্বীসর্দ্দার ঠাকুর সাহেব বাঘজী (১৮৮৪) রাজকুমার-কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি অনেকাংশে ইংরাজের অনুকরণ করিয়া লইয়াছেন। স্বয়ং রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে নিজ প্রজার মধ্যে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে হইলে তাঁহাকে পলিটিকাল এজেন্টের পরামর্শ লইতে হয় না।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। মচ্ছু নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৫৩´ পূঃ।

মোলা (হিন্দী) খরিদ করা।

মোলাম (দেশজ) ১ কোমল, নরম। ২ পদ্মের মৃণাল। ৩ মরিলাম শব্দের অপভ্রংশ।

মোলায়েম্‌ (পারসী) ১ কোমল। ২ অভিমত। ৩ সুখসেব্য।

মোল্‌না (দেশজ) ১ লুণ্ঠনকারী পক্ষিভেদ। ২ ক্রয়করণ।

মোল্লা (আরবী) ১ শিক্ষক, বিদ্বান্‌। এই শব্দ আরবী মৌলা শব্দের অপভ্রংশ।

মোষ (পুং) মুষ-স্তেয়ে ঘঞ্‌। ১ প্রত্যাহরণ, চুরি, চৌর্য্য। ২ লুণ্ঠন। ৩ ছেদন। ৪ বধ, নাশ। ৫ আচ্ছেদ। ৬ প্রতারণা।

মোষক* (পুং) মুষ্ণাতীতি মুষ-ণ্বুল্‌। ১ তস্কর, চৌর।

মোষক (দেশজ) চর্ম্মনির্ম্মিত জলাধার বিশেষ। মুসলমানেরা ইহাতে জল ভরিয়া আনে

মোষণ (ক্লী) মুষ-ল্যুট্‌। ১ লুণ্ঠন। ২ ছেদন। ৩ বধ। মুষ্ণাতীতি মুষ-ল্যু। (ত্রি) ৪ অপহারক।

মোষয়িত্নু (পুং) ১ ব্রাহ্মণ। ২ কোকিল।

মোষা (স্ত্রী) ১ চৌর্য্য। ২ ডাকাইতি।

মোষিতৃ (ত্রি) মুষ-তৃণ্‌। ১ মোষণকর্ত্তা। ২ চৌর।

মোষ্টৃ (ত্রি) মুষ-তৃচ্‌। মোষক, চৌর।

মোস্তায়েদ্‌ (আরবী) প্রস্তুত, উদ্যত।

মোহ (পুং) মোহনমিতি মুহ্‌-ভাবে ঘঞ্‌। ১ মূর্চ্ছা। (অমর)

২ অবিদ্যা, অবিদ্যা হইতে মোহের উৎপত্তি হয়। ৩ দুঃখ, (শব্দরত্না০), দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মার বুদ্ধি হইতে মোহের উৎপত্তি হইয়াছে।

"বুদ্ধেমোহঃ সমভবদহঙ্কারাদভূম্মদঃ।
প্রমোদশ্চাভবৎ কণ্ঠান্মৃত্যুর্লোচনতো নৃপ॥" (মৎস্যপু০ ২অ০)

গীতায় লিখিত আছে, ক্রোধ হইতে মোহের উৎপত্তি হয়। জীববিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে সঙ্গাভিলাষ হয়, বিষয়সঙ্গ হইতে কামনা, কামনার অপূরণে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধি বিনষ্ট হইলে বিনাশ ঘটে।

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাদ্বিনশ্যতি॥" (গীতা ২ অ০)

জগতে মমত্ব বুদ্ধিই মোহের স্বরূপ, 'আমার গৃহ, আমার পুত্র, এই সকল আমার' এইরূপ মমত্ব বুদ্ধিকেই মোহ বলা যায়।

"মম মাতা মম পিতা মমেয়ং গৃহিণী গৃহম্।
এতদন্যং মমত্বং যৎ স মোহ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥"
(পদ্মপু০ ক্রিয়াযোগসার)

ধর্ম্মবিমূঢ়তাকে মোহ কহে, বুদ্ধিপূর্ব্বক পাপানুষ্ঠান, তাহাই মোহের কার্য্য। এই মোহজন্য পাপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হয়।

"অকামতঃ কৃতং পাপং বেদাভ্যাসেন নশ্যতি।
কামতস্তু কৃতং মোহাৎ প্রায়শ্চিত্তৈঃ পৃথগ্বিধৈঃ॥
অত্র মোহাদিতি কো মোহঃ—
মোহশব্দেন দেবেন্দ্র! বুদ্ধিপূর্ব্বোব্যতিক্রমঃ।
উচ্যতে পণ্ডিতৈর্নিত্যং পুরাণে সাংশপায়নঃ॥"
(প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে মোহকে বৃক্ষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। উক্ত বৃক্ষের বীজ লোভ, মোহ মূল, অসত্য স্কন্ধ, মায়া শাখা, দম্ভ ও কৌটিল্য পত্র, কুকার্য্যসকল পুষ্প, পিশুনতা সুগন্ধ এবং অজ্ঞান ফল অধর্ম্মপোষক। যে এই বৃক্ষ আশ্রয় করে, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। (পাদ্ম০ভূমিখ০১১অ০)

মোহক (ত্রি) মোহোৎপাদক।

মোহজনক (পুং) মোহস্য জনকঃ। মোহোৎপাদক, যাহাতে মোহ জন্মে।

মোহ-তসীব, নবাবসরকারেনিযুক্ত রাজকর্ম্মচারী। সহরতলীর বাজারে ইহারা ব্যবসায়িগণের কার্য্যপরিদর্শন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বাজার দর নির্দ্দিষ্ট করা ও ওজনের বাট্‌খারা প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা, ইহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সর্ব্ব প্রকার বিবাদের মীমাংসা এবং মদ্যপায়ী, দুষ্ট, লম্পট ও অন্যান্য কুপথগামী লোকে প্রকাশ্য স্থানে কোনরূপ অন্যায়াচরণ করিতে না পারে, ইহাতেও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য থাকিত।

মোহন (পুং) মোহয়তীতি মুহ-ণিচ্-ল্যু। ১ ধুস্তূরবৃক্ষ। (রাজনি০) ২ কামদেবের পঞ্চবাণের অন্তর্গত বাণবিশেষ।

"কামস্তৈতে জগজ্জৈত্রমোহনাস্ত্রাধিদৈবতম্।
তদ্রূপহৃতচিত্তাভূৎ সমাধিস্থেব তৎক্ষণম্॥"
(কথাসরিৎসা০ ৭১।১৩২)

৩ নৃপবিশেষ। (কথাসরিৎসা০ ৪৭।৬১)

(ত্রি) ৪ মোহকারক, মোহজনক, যাহাতে মোহ জন্মে।

"যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥" (গীতা ১৮।৩৯)

মোহন, মোহন-সপ্তশতীপ্রণেতা জনৈক কবি।

মোহন, সিন্ধুপ্রদেশবাসী মৎস্যজীবী জাতিবিশেষ। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। মুসলমান সংস্পর্শে আসিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। আলিতানগরবাসী আরবগণকে ইহারা আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া স্বীকার করে। সমুদ্রে ও প্রণালী মধ্যে মৎস্যাদি ধৃত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা।

ইহাদের মধ্যে বুন্দরী (বুঁদ্রী), করাচা, লানা, ঝাবর ও বুজারা নামে পাঁচটী স্বতন্ত্র থাক আছে। মোহনদিগের আকৃতি প্রকৃতি নিতান্ত মন্দ নহে। বাল্যকালে মোহন-মোহনীগণের গাত্রবর্ণ ও মুখাকৃতি সুন্দর থাকে। নিরন্তর রৌদ্রে ও বৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া তাহাদের বর্ণবিকৃতি ঘটে। মানচর, মণিয়ার ও কিঞ্জর নামক স্থানের হ্রদাদিতে ইহারা মৎস্য ধরিয়া থাকে। কিঞ্জরে জাম তমাচি নামে জনৈক সিন্ধুসামন্তরাজের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, এই রাজা নূরেন নাম্নী জনৈক ধীবরকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কবি শাহভাটও স্বীয় গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ইহাদের চরিত্র কলুষিত। সতীত্ব কাহাকে বলে জানে না। মদ্য, অহিফেন, ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদকসেবন ইহাদের নিত্যকর্ম্ম। ইহারা সন্তরণকুশল, অতি শৈশবাবস্থা হইতেই সাঁতার দিতে শিখে। পীর ও মোল্লাদিগের আস্তানা ও মসজিদে গমনপূর্ব্বক উপাসনাদি করে। সিন্ধুনদকে ইহারা খাজা খিজির ভাবিয়া বিশেষ ভক্তি করে ও সময় সময় নদীতীরে আসিয়া পূজাদি দেয়। চজা মুর্গা নামক দলের সর্দারেরা সামাজিক বাদবিসম্বাদের বিচার করিয়া থাকে।

ঝাবরশ্রেণীয় ধীবরেরা কুম্ভীর ও শিশু প্রভৃতি ভক্ষণ করে। ইহারা সমাজে হেয়।

মোহন, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৪৩৭ বর্গ মাইল। মোহন ঔরস, অসীবান্, ঝালোতার-অজগাঁই ও গৌড়িন্দ্র-প্রসন্দন নামক চারিটী পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত।

২ উক্ত উপবিভাগের বিচার সদর ও জেলার একটী নগর। সই নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৪৬´৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৪০´ পূঃ। মুসলমান আধিপত্যে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এক্ষণে উহার বাণিজ্যসমৃদ্ধির অনেক হ্রাস ঘটিয়াছে। ইহার প্রাচীন নাম ময়না বা মায়াপুর। নগরের দক্ষিণে সই নদীর উপর একটী সেতু আছে। উহা অযোধ্যাপতি নবাব সফদর জঙ্গের মন্ত্রী মহারাজ নবল রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেতুর পার্শ্বে একটী উচ্চ ধ্বস্ত স্তূপ-নিদর্শন হইতে উহা একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বলিয়াই প্রমাণিত হয়। এক্ষণে প্রাচীন মুসলমান-সাধুদিগের সমাধিমন্দির উহার শিরোদেশে শোভিত হইতেছে।

এখানকার অধিবাসিগণ সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমান। লক্ষ্ণৌ রাজসরকারে কার্য্য করিয়া সকলেই প্রায় সঙ্গতিপন্ন।

মোহন, অযোধ্যা প্রদেশের খেরী জেলা ও নেপাল রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটি ক্ষুদ্র নদী। পার্ব্বতীয় স্রোতরূপে বাহির্গত কাঠ্না ও গন্ধরা শাখার জলপ্রবাহে বর্দ্ধিতকলেবরা হইয়া চন্দনচোকীর দক্ষিণে উহা প্রখরধারা নদীরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। পরে রামনগরের উত্তরে কৌরিয়ালা নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে। এই নদীতে মহাশির মৎস্য ধৃত হইয়া থাকে।

মোহন, পঞ্জাবের বুসাহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। কুণাবর জেলার রল্দাঙ্গ পর্ব্বতের দক্ষিণভাগে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১৯´ পূঃ। এখানে বদরীনাথের একটী প্রসিদ্ধ মন্দির আছে।

মোহনঔরস, উনাও জেলার মোহন তহসীলের অন্তর্গত একটী পরগণা। সই নদী-তীরবর্ত্তী মোহন নগর ইহার বাণিজ্যকেন্দ্র।

মোহনগঞ্জ, অযোধ্যাপ্রদেশের রায়বরেলী জেলার দিগ্বিজয়গঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটী পরগণা ও তন্নামক গণ্ডগ্রাম। এখানে স্থানীয় শস্যের বিস্তৃত কারবার আছে।

মোহনগঞ্জ, বারাণসীজেলার একটী প্রাচীন নগর। (দেশা°)

মোহনচাঁদ বসু, জনৈক সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ। কলিকাতার অন্তর্গত বাগবাজার বসুপাড়ায় ইঁহার নিবাস ছিল: ইঁহার প্রবর্ত্তিত হাফ্-আখড়াই সঙ্গীতের সুর জনসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। উহা গায়কসমাজে 'মোহনচাঁদী সুর' নামে প্রচলিত।

মোহনদাস, পদ-রচয়িতা জনৈক বৈষ্ণব কবি। কর্ণানন্দে ইঁহার পরিচয় আছে; যথা—

"শ্রীমোহন দাস নাম জন্ম বৈদ্যকুলে।
নৈষ্ঠিক ভজন যার অতি নিরমলে॥
তিঁহো মহামহাশয় মধুর আশয়।
প্রভুর পরম প্রিয় সদয় হৃদয়॥"

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য ছিলেন বলিয়া কবি মোহন দাসকে তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করা অযৌক্তিক নহে।

মোহনদাস, ২ সিদ্ধান্তশিরোমণির বাসনা নামে টীকারচয়িতা। ২ কমলাপতির পুত্র। ইনি মহানাটকটীকা ও রসোদধি নামে দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মোহনদাস মিশ্র, হনুমৎকৃত মহানাটকের টীকাকার।

মোহনপণ্ডিত, তর্ককৌমুদীটীকারচয়িতা।

মোহনপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকান্তাপোলিটিকাল এজেন্সীর অধীনস্থ একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দারগণ আবু পর্ব্বতসন্নিহিত চন্দ্রাবতীর রাও বংশসম্ভূত। ঐ বংশের যশপাল নামক জনৈক রাজপুত ১২১৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রাবতী হইতে হরোল নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানে, ত্রয়োদশ পুরুষ বসবাসের পর, ঠাকুর পৃথ্বীরাজ ঘোরবাড়ায় বাস পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার জায়গীরাদি ভূসম্পত্তি তদীয় পুত্রগণের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় এই রাজবংশ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া বাস করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর উমেদসিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ঠাকুর হিম্মৎ সিংহ সামন্তপদে অধিষ্ঠিত হন। ইহারা পরমার রাজপুতবংশের রেহবাড় শাখার অন্তর্ভুক্ত। বড়োদারাজ, ইদররাজ ও ইংরাজরাজকে ইঁহারা কর দিয়া থাকেন।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর।

মোহনভোগ (পুং) মোহনশ্চাসৌ ভোগশ্চেতি। সমিতা (সুজী) শর্করা ঘৃতাদিযুক্ত মিষ্টান্নবিশেষ। চলিত ইহাকে হালুয়া কহে। প্রস্তুতপ্রণালী—সুজি উত্তমরূপে ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া পরে উহাতে দুগ্ধ (অভাবে জল) ও চিনি দিয়া পাক করিতে হইবে, পাকশেষে কর্পূর ও এলাচিচূর্ণাদি প্রক্ষেপ দিতে হয়। ইহা খাইতে সুখাদ্য এবং বলকর। (পাকরাজেশ্বর)

মোহনলাল, বালবোধ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। হীরাধরের পুত্র।

মোহনলাল, বঙ্গেশ্বর নবাব সিরাজউদ্দৌলার অনেক বিখ্যাত হিন্দু সেনাপতি। তিনি দেওয়ান-ই-আলা ছিলেন, পরে মাদর-উল্-মোহান অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রিপদে উন্নীত হন। নবাবের আদেশে তিনি রাজ্যকার্য্যবিভাগের প্রত্যেক বিষয়েই কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। মহারাজ উপাধি ও তৎসহ বাদশাহী প্রথামত নাকড়া ও ঝালরদার পালকী ব্যবহার এবং পাঁচহাজারী মনসবদারী ইত্যাদি উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। মোহনলালের সগর্ব্বব্যবহার ও অত্যধিক উন্নতিই সিরাজের অধঃপতনের মূল।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী-রণক্ষেত্রে বাঙ্গালী বীর মোহনলাল ভীষণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সিরাজ যে সময়ে রাজমহলে ধৃত হন, সেই সময়ে মোহনলালও ভগবান্‌গোলায় ধৃত হইলেন। পরে কারারুদ্ধ হইয়া রাজা দুর্ল্লভরামের হস্তে নিক্ষিপ্ত হন। শুনা যায়, রাজা দুর্ল্লভরাম তাঁহার সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য তাঁহার জীবনলীলার অবসান করেন। মোহনলালের পুত্র পূর্ণিয়ার ফৌজদার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজার প্রতিহিংসাবশে তিনিও কারারুদ্ধ হন। তৎপরে আর তাঁহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পলাশীযুদ্ধের গ্রাম্য কবিতায়—

"কল্‌কাতায় ব'সে কাঁদে মোহনলালের বেটা" এইরূপ একটী পদে বীরবরের এক কন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়।

মোহনলাল, অনেক হিন্দু কবি। ইনি ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে আনিস্-উল্-আহ্‌বাব্ নামে একখানি তজকীরা সঙ্কলন করেন। তাঁহার গ্রন্থের ভণিতায় লিখিত আছে যে, অযোধ্যায় নবাব আসফ উদ্দৌলা সমসাময়িক কবি হাজিনের তজ্‌কীরা দেখিয়া তাঁহাকে ভারতীয় কবিগণের ঐরূপ একখানি তজকীরা প্রণয়নে আদেশ করেন। তদনুসারে ঐ গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। তিনি ভণিতায় 'আনিস্' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মোহনলালগঞ্জ, অযোধ্যাপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ২৭২ বর্গমাইল। মোহনলালগঞ্জ ও নিগোহন-সিসেন্দী পরগণা লইয়া গঠিত।

২ উক্ত তহসীলের একটী পরগণা। এখানে পূর্ব্বকালে ভরজাতির বাস ছিল। ভরজাতির বাসভূমি ও দুর্গাদির চিহ্নস্বরূপ ভরডিহি নামক স্থানের স্তূপগুলির ইষ্টকাদি এখনও অতীতকীর্ত্তির নিদর্শন। ১০৩২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ সালর মসাউদ এইস্থান আক্রমণ করিয়াও ভরদিগকে বিদূরিত করিতে পারেন নাই। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে চামার-গৌড়জাতীয় অমেঠী রাজপুতগণ ভরদিগকে তাড়াইয়া এই স্থান অধিকার করে। ১৫শ শতাব্দে শেখ মুসলমানগণ রাজপুতজাতিকে এখান হইতে তাড়াইয়া দেয়। ঐ বংশের কোন ব্যক্তি সেলিমপুর নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন।

৩ উক্ত তহসীলের একটী নগর। অক্ষা° ২৬°৪০´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°১´৩০´´ পূঃ। এই নগর জান্‌বার রাজপুতগণ দ্বারা স্থাপিত হয়। মুসলমান নবাবদিগের অধিকারকালে রাজপুতগণ এই স্থানের সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। পরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান তালুকদার-বংশের রাজা কালীপ্রসাদের হস্তে উহার পরিচালনভার সমর্পিত হয়। উক্ত রাজা এখানে একটী গঞ্জ নির্ম্মাণ করাইয়া বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা পান। তদবধি এই নগর মোহনলালগঞ্জ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তালুকদার-বংশের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির দেখিবার জিনিষ।

মোহনলাল, (মুন্সী), পারস্যভাষাবিদ্ অনেক হিন্দু-পণ্ডিত। কাশ্মীর-রাজবংশীয় রাজা মণিরামের পৌত্র ও পণ্ডিত বুধসিংহের পুত্র। দিল্লীনগরে ইঁহাদের বাস ছিল। মোহন দিল্লী-কলেজেই তাঁহার পাঠ সমাপন করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তিনি পারসী-মুন্সীর পদে নিযুক্ত হইয়া লেপ্টেনাণ্ট বার্ণিস ও ডাঃ জিরার্ডের সহিত পারস্যরাজ্যে প্রেরিত হন। তদনন্তর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া "পঞ্জাব, আফগানস্থান, তুর্কিস্থান, খোরাসান ও পারস্যভ্রমণবৃত্তান্ত" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা-রাজধানীতে ঐ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।

মোহনবল্লিকা (স্ত্রী) বন্দাক, মোহনবল্লী।
(বাতট উত্তর ৫অ°)

মোহনশর্ম্মন্, অক্লেক্তিশতকরচয়িতা। অনিরুদ্ধ সূরির পুত্র।

মোহনসিংহ, অনেক হিন্দু রাজা। রাও কর্ণের পুত্র। ১৬৭২ খৃঃ অঃ, মহম্মদশাহ তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলে তৎপত্নীবৃন্দ চিতারোহণ করেন।

মোহনা (স্ত্রী) মোহয়তি পুষ্পোণেতি মুহ-ল্যু-টাপ্। ত্রিপুরমালীপুষ্প। (রত্নমালা) ২ মকমালা। (শব্দমালা) (দেশজ) ৩ নদীর বাঁক্। নদীর সাগরসঙ্গম স্থানকেও মোহনা কহে।

মোহনার, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে সোরার বিস্তৃত কারবার আছে।

মোহনিদ্রা (স্ত্রী) মোহরূপা নিদ্রা মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা°। মোহ, মোহরূপ নিদ্রা।

মোহনী (স্ত্রী) মুহ্যত্যনয়েতি মুহ-ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ উপোদকী, চলিত পুঁইশাক। (রাজনি°) ২ বটপত্রী। (ভাবপ্র°) ৩ মায়া।

"মায়া তু মোহনী নাম মাৰ্য়েয়া সংপ্রদর্শিতা।"

(ভারত ১৪।৮০।১৪৫)

মোহনীয় (ত্রি) মুহ-অনীয়র্। মোহিত করিবার যোগ্য।

মোহন্ত (দেশজ) সন্ন্যাসিবিশেষ, যে সকল সন্ন্যাসী কোন দেবালয়ের অধ্যক্ষরূপে থাকেন, তাঁহাকে মোহন্ত কহে। ইহারা সংসারবিরাগী, এবং মোক্ষপথাবলম্বী। এইশব্দ 'মহৎ বা মহান্ত' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

মোহন্দ, দেরাদুন জেলার শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণীর একটী গিরিপথ।

মোহপা, মধ্যভারতের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা° ২১ঃ১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫২´ পূঃ। এখানে নবাব হসন্আলী খাঁর প্রাসাদ আছে। কল্মেনবর হইতে শাবর গাঁও যাইবার রাস্তা এই নগর মধ্য দিয়া গিয়াছে।

মোহমন্ত্র (পুং) মোহ-উৎপাদক মন্ত্রবিশেষ।

মোহমন্দ, (মোমন্দ), স্বাধীন আফগান জাতিভেদ। কাবুল, স্বাতনদী, সফেদ-কো ও হিন্দুকুশের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহাদের বাস। কাবুল ও গজনীর যুসুফজৈ জাতীয় আফগান হইতে ইহাদের উৎপত্তি। খৃষ্টীয় ১৩শ হইতে ১৫শ শতাব্দ পর্য্যন্ত ইহারা বর্ত্তমান বাসভূমে আসিয়া বাস করায় পরস্পরে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে সিন্বারী ও মামন্দগণের সহিত ঘোরতর বিরোধ ছিল। বাদশাহ অরঙ্গজেব মোমন্দদিগকে পরাভূত করিয়া একটা বৃহৎ জয়ঢক্কা লইয়া আইসেন। ঐ ঢক্কা নিনাদিত হইলে সিন্বারীগণ ভয়ে কাঁপিত।

১৮৪১, ১৮৫১, ১৮৫৪, ১৮৬৪, ১৮৭৩, ১৮৭৮ ও ৭৯ খৃষ্টাব্দে মোহমন্দগণ ইংরাজসৈন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সিচ্নীদুর্গের অধ্যক্ষ মেজর মাকডোনাল্ড সিচ্নী শাখার মোমন্দাদগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

লালপুরা, সঙ্গর-সরাই, য়োখদোন্দ প্রভৃতি গ্রামে ইহাদের বাস আছে। ইহাদের মধ্যে তারকৃজৈ, হালিম্জৈ, বাঈজৈ ও খ্বাজৈ প্রভৃতি কএকটী শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হয়। ইহারা উদ্ধতস্বভাব, দুর্বৃত্ত, নির্দ্দয়, অত্যাচারপ্রিয় ও রমণীহরণপটু।

ইংরাজাধিকার বিস্তৃত হইবার পর ইহারা ক্রমে শান্ত ভাব ধারণ করিতেছে। একণে ইহারা বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বে মোহমন্দ রাজ্য দিয়া অনেক পণ্য দ্রব্য ভারতে আসিত। মোমন্দগণ উহার শুল্ক না লইয়া ছাড়িত না। মোহমন্দ সর্দারগণের মধ্যে লালপুরের খাঁ-বংশই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহারা কাবুলের আমীরকে আপনাদের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করে।

মোহময় (ত্রি) মোহ-স্বরূপে ময়ট্। মোহস্বরূপ।

মোহমুদ্গর (পুং) শঙ্করাচার্য্যবিরচিত সংসারের অনিত্যতাজ্ঞাপক গ্রন্থবিশেষ।

মোহয়িতৃ (ত্রি) মুহ-ণিচ্-তৃচ্। মোহকারক।

মোহর (পারসী) ১ স্বর্ণমুদ্রা। ২ মুদ্রা, ছাপ। (Seal)

মোহরাত্রি (স্ত্রী) মোহস্ত রাত্রিঃ। দৈনন্দিন প্রলয়।

"এবং পঞ্চাশদব্দে চ গতে তু ব্রহ্মণো নৃপ।
দৈনন্দিনস্তু প্রলয়ং বেদেষু পরিকীর্ত্তিতম্॥
মোহরাত্রিশ্চ সা প্রোক্তা বেদবিদ্ভিঃ পুরাতনৈঃ।
তত্র সর্ব্বে প্রণষ্টাশ্চ চন্দ্রার্কাদিদিগীশ্বরাঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ৫৪ অ°) [প্রলয়শব্দ দেখ।]

ব্রহ্মার পঞ্চাশৎ বৎসর অতীত হইলে এই দৈনন্দিন প্রলয় উপস্থিত হয়, ইহাকে মোহরাত্রি কহে।

২ জন্মাষ্টমী রাত্রির নাম মোহরাত্রি।

"দীপোৎসবচতুর্দ্দশ্যামময়া যোগ এব চেৎ।
কালরাত্রিম হেশানি! তারা কালী প্রিয়ঙ্করী।
জন্মাষ্টমী মহেশানি! মোহরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥"

(শক্তিসঙ্গমতন্ত্র)

মোহবৎ (ত্রি) মোহ-অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। মোহযুক্ত, মোহাবিশিষ্ট।

মোহশাস্ত্র (ক্লী) মোহোৎপাদকং শাস্ত্রমিতি মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। অবিস্তাজনক গ্রন্থ। যে শাস্ত্র আলোচনা করিলে মোহের উৎপত্তি হয়।

"এবং সম্বোধিতো রুদ্রো মাধবেন মুরারিণা।
চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোঽপি শিবেরিতঃ॥
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
পঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥"

(কূর্ম্মপু° ১৪অ°)

বিষ্ণু শিবপ্রেরিত হইয়া কাপাল, নাকুল, ভৈরব প্রভৃতি মোহশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। এই মোহশাস্ত্র অসচ্ছাস্ত্র বা মিথ্যাশাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত।

মোহিন্ (ত্রি) মোহয়তি মুহ-ণিচ্-ণিনি। মোহকর্ত্তা, মোহকারক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। মোহিনী। ২ ত্রিপুরমালী পুষ্প। (রত্নমালা) ৩ বটপত্রী। (ভাবপ্র°)

৪ সমুদ্রমন্থনকালে দেবতাদিগের অমৃত পান এবং অসুরগণের মোহনের জন্য ভগবদবতার-বিশেষ। সমুদ্রমন্থনে অমৃত উত্থিত হইলে ভগবান্ মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া দানবগণের সমীপে উপস্থিত হন। দানবগণ এই অপরূপ মূর্ত্তিদর্শনে অনন্যচিত্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে সেই

অমৃত প্রদান করে। তিনি অমৃত লইয়া দেবগণকে বণ্টন করিয়া দেন। (ভারত ১।১৮ অঃ)

মোহুক (পুং) মোহবিধায়ক।

মোহোপনিষৎ, উপনিষদ্ভেদ।

মোহোপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ।

"শশীত্যুৎপ্রেক্ষ্য তন্বঙ্গি ত্বন্মুখং ত্বন্মুখাশয়া ইন্দুমপ্যনুধাবামি (কাব্যাদর্শ ২.২৫)

মৌ (দেশজ) মধু, মধু শব্দের অপভ্রংশ।

মৌ, মধ্যভারতের ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। ইংরাজ গবর্মেণ্টের বোম্বাই বিভাগের সেনাদলের একটী ছাউনী আছে। অক্ষা° ২২°৩৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৬´ পূঃ। গম্ভীরা শাস্তর নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী উচ্চভূমে অবস্থিত। মন্দশোরের সন্ধির মর্ম্মানুসারে এখানে বহুসংখ্যক সেনা রাক্ষিত হইয়া থাকে। এখানে রাজপুতনা মালব রেলপথের মালব শাখার একটী ষ্টেসন আছে।

মৌ, যুক্তপ্রদেশের ঝাঁসি জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। বিন্ধ্য-শৈলমালার দ্বারা সমাচ্ছাদিত। প্রাচীন উর্চ্ছা রাজ্যের কতকাংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভূপরিমাণ ৪৪১ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। অক্ষা° ২৫°১৪´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°১০´৪৫´´ পূঃ। রাণীপুর নগর ইহার ২ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত থাকায়, অনেকে ইহাকে মৌ-রাণীপুর নামে অভিহিত করে।

ছত্রপুররাজের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া ঝাঁসির বণিক-সম্প্রদায় এই স্থানে আসিয়া বাস করে। তদবধি সামান্য গণ্ডগ্রাম হইতে নগরে পরিণত ও সৌধমালায় বিভূষিত হয় এবং ক্রমশঃ উহার বাণিজ্যসমৃদ্ধি পরিবৃদ্ধি হইতে থাকে। এখানে খড়ুয়া নামক কার্পাস বস্ত্রের একটী বিস্তৃত কারবার আছে। অমরাবতী, মীর্জ্জাপুর, নাগপুর, ফরুখাবাদ, হাতরাস, কাণপুর ও দিল্লী প্রভৃতি নগরে সাদা ও রংকরা বস্ত্র রপ্তানী হইয়া থাকে।

মৌ, যুক্তপ্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। যমুনা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত। বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে ব্যাপ্ত আছে। ভূপরিমাণ ৩১৬½ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তন্নামক উপবিভাগের সদর।

মৌআলু (দেশজ) আলুভেদ। (Dioscorea aculeata) ইহা রন্ধন করিয়া খাইতে হয়, খাইতে স্বাদু।

মৌ-ঐমা, যুক্তপ্রদেশের আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫°৪১´৪৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৫৭´৫০´´ পূঃ। এই স্থান বস্ত্রের বাণিজ্যের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ।

মৌক (পুং) মূকের গোত্রাপত্য।

মৌকুড়া (দেশজ) ক্ষুদ্রবৃক্ষ বিশেষ। (Moacura gelonoides)

মৌকুলি (পুং) কাক। (হেম)

মৌকুফ্ (আরবী) ছাড়িয়া দেওয়া, রেহাই দেওয়া।

মৌক্তিক (ক্লী) মুক্তৈব মুক্তা-(বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্। মুক্তা।

"শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবো নহি সর্ব্বত্র চন্দনং ন বনে বনে।" (চাণক্য)

[বিশেষবিবরণ মুক্তা দেখ] ২ অম্ল। (বৈদ্যকনি°)

মৌক্তিকতণ্ডুল (পুং) মৌক্তিকমিব শুক্লঃ তণ্ডুলোঽস্য ধবলযাবনাল, চলিত শ্বেতজনার। (রাজনি°)

মৌক্তিকদামন্ (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ২, ৫, ৮, ১১ অক্ষর গুরু এবং তদ্ভিন্ন লঘু।

ইহার লক্ষণ "সমস্তজমীরয় মৌক্তিকদাম" (ছন্দোম°)

মৌক্তিকপ্রসবা (স্ত্রী) মৌক্তিকস্য প্রসবা। শুক্তি, চলিত ঝিনুক। (রাজনি°)

মৌক্তিকমালা (স্ত্রী) ১ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি-চরণে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১, ৪, ৫, ১০ ও একাদশ বর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। প্রথম ৫, ও পর ৬ অক্ষরে যতি। ইহার লক্ষণ—

"মৌক্তিকমালা যদি ভবনাং গৌ" (ছন্দোম°)

মৌক্তিকানাং মালা। ২ মুক্তামালা, মুক্তার হার।

মৌক্তিকরত্ন (ক্লী) মৌক্তিকমেব রত্নং। মুক্তারত্ন।

মৌক্তিকশুক্তি (স্ত্রী) মৌক্তিকানাং শুক্তিঃ। শুক্তি, মুক্তার ঝিনুক। (রাজনি°)

মৌক্তিকাবলি (পুং) মৌক্তিকস্য আবলিঃ। মুক্তাবলী, মুক্তাহার।

মৌক্য (ক্লী) মূকস্য ভাবঃ মূক-(বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ পা ৫।১।১২৩) ষ্যঞ্। মূকের ভাব। (মনু ১১।৫১)

মৌক্ষ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৩।৬।২২)

মৌক্ষিক (ত্রি) গ্রহণান্তে গ্রহমোক্ষসম্বন্ধীয়।

মৌখ (ক্লী) মুখস্যেদমিতি মুখ-অণ্। মুখসম্বন্ধীয় পাপ ইহা অভক্ষ্য ভক্ষণরূপ, অভক্ষ্য ভোজন করিলে যে পাপ হয়, তাহাকে মৌখ কহে। (প্রায়শ্চিত্তবি°) (ত্রি) ২ মুখসম্বন্ধী

মৌখর (ত্রি) মুখর-অণ্। মুখরের ভাব।

মৌখরি (মুখর) উত্তর-ভারতের একটী প্রাচীন রাজবংশ

কোন্ সময়ে এই রাজবংশের প্রথম আধিপত্য বিস্তৃত হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। অশোকলিপির মত প্রাচীন অক্ষরে পালি ভাষায় 'মোখলিনম্'-শব্দাঙ্কিত মোহর (seal) আবিষ্কৃত হওয়ায় বোধ হইতেছে যে, মৌর্য্যবংশের প্রভাবকালে এই বংশ অভ্যুদিত হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে এই বংশীয় কোন্ কোন্ রাজা কোন্ কোন্ জনপদে রাজত্ব করিতেন, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। গুপ্তবংশের সহিত মৌখরিরাজ এক সময়ে সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তাহা শর্ব্ববর্ম্মার উৎকীর্ণলিপি হইতে জানা যায়। গুপ্তবংশের সহিত মৌখরিগণের সংগ্রামেরও পরিচয় আছে। আদিত্যসেনের অপসড়-লিপিতে বর্ণিত আছে,—যে মৌখরিবংশ হূণদিগকে পরাজয় করিয়া কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, দামোদর গুপ্ত সেই মৌখরিবংশ জয় করিয়াছিলেন।

নানা স্থান হইতে আবিষ্কৃত উৎকীর্ণ লিপির সাহায্যে আমরা ১০জন মৌখরিরাজের সন্ধান পাই। যথা—

১ম হরিবর্ম্মা—মহিষী জয়স্বামিনী।

২য় আদিত্যবর্ম্মা—(১মের পুত্র) মহিষী হর্ষগুপ্তা।

৩য় ঈশ্বরবর্ম্মা—(২য়ের পুত্র) মহিষী উপগুপ্তা। ঈশ্বরবর্ম্মা ধারা, অন্ধ্র, সুরাষ্ট্র প্রভৃতির নরপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

৪র্থ ঈশানবর্ম্মা—(৩য়ের পুত্র) মহিষী লক্ষ্মাবতী।

৫ম শর্ব্ববর্ম্মা—(৪র্থের পুত্র) মগধরাজ দামোদরগুপ্তের সমসাময়িক।

৬ষ্ঠ সুস্থিতবর্ম্মা—মগধাধিপ মহাসেনগুপ্তের সমসাময়িক।

৭ম অবন্তিবর্ম্মা—স্থাণ্বীশ্বরাধিপ প্রভাকরবর্দ্ধনের সমসাময়িক।

৮ম গ্রহবর্ম্মা—(৭মের পুত্র) ইনি সম্রাট্ হর্ষদেবের ভগিনী রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেন। শ্রীহর্ষচরিতে ইঁহার পরিচয় আছে। ইনি মালবরাজের হস্তে নিহত হন।

৯ম ভোগবর্ম্মা—মগধাধিপ আদিত্যসেনের কন্যাকে বিবাহ করেন। নেপালের লিচ্ছবিরাজ ২য় শিবদেব ইঁহার জামাতা।

১০ম যশোবর্ম্মা দেব।

উপরে যে সকল মৌখরিরাজের নামোল্লেখ করা হইল, তাঁহারা খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দে মগধের এক অংশে রাজত্ব করিতেন। সপ্তম শতাব্দের প্রারম্ভে ইঁহারা স্থাণ্বীশ্বরের বর্দ্ধনবংশ এবং নেপালের লিচ্ছিবিবংশের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হন। [লিচ্ছবি-রাজবংশ দেখ।]

উপরোক্ত মৌখরি-নৃপতি ব্যতীত কএকজন মৌখরিসামন্তরাজেরও সন্ধান পাওয়া যায়। নাগার্জ্জুনীশৈলে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানিতে পারি যে, মৌখরিবংশে যজ্ঞবর্ম্মা নামে একজন পরাক্রান্ত সামন্তরাজ ছিলেন, তৎপুত্র শার্দ্দূলবর্ম্মা, ইঁহার পুত্র বীরবর অনন্তবর্ম্মা। অনন্তবর্ম্মা নাগার্জ্জুনী-শৈলে অর্দ্ধনারীশ্বর ও কাত্যায়নীমূর্ত্তি এবং বরাবর-শৈলে কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

মৌখর্য্য (ক্লী) মুখরস্য ভাবঃ মুখর-ষ্যঞ্। মুখরের ভাব।

মৌখিক (ত্রি) মুখস্যেদং মুখ-ঠক্। মুখসম্বন্ধী।

মৌখ্য (ক্লী) মুখস্য ভাবঃ অণ্। মুখ্যত্ব, প্রাধান্য।

মৌগ্ধ্য (ক্লী) মুগ্ধভাব।

মৌঘ্য (ক্লী) বিফলতা, বৃথা।

মৌচ (ক্লী) কদলীফুল, মোচা।

মৌচাক, মধুমক্ষিকা বা মৌমাছি দ্বারা প্রস্তুত নীড় (Bee-hive)। ইহার আকৃতি ও পরিমাণ দেশ ও কালভেদে ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। য়ুরোপ, দক্ষিণভারত, পার্ব্বত্যপ্রদেশ ও জলাময় সমতলক্ষেত্রে নির্ম্মিত মৌচাক স্বভাবতঃই পৃথক্ গুণবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ স্থাননিয়মানুসারে উহার মোম ও মধুর বৈলক্ষণ্য সংঘটিত হইয়া থাকে। পদ্মবনপরিশোভিত জলা বা তড়াগাদির পার্শ্বে মক্ষিকারা যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, তাহার মধুর আস্বাদ বা উপকারিতা সহরতলী বা পার্ব্বত্যস্থানজাত মধু অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হইবে। স্বভাবতঃ পুষ্পাভরণভূষিত কুসুমকিশলয়পরিশোভিত নিকুঞ্জকানন, অথবা শিরীষ, শাল, পিয়াল, তমাল, মধূক প্রভৃতি আরণ্য বৃক্ষসমন্বিত বনভূমে বনফুলের মধু আহরণ করিয়া মৌমাছিগণ যে চক্র রচনা করে, তাহার মধু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হইলেও ঔষধাদিতে মিশ্রিত করা যায়। [মধু দেখ।]

পুষ্পমধু আহরণ করিবার পর, মৌমাছির উদরের গ্রন্থি হইতে কিরূপে মধুমলরূপে মোম নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। উহা পীত রসসারের উচ্ছিষ্ট বলিয়া মোমের সংস্কৃত নাম মধূচ্ছিষ্ট। মক্ষিকাগণ স্বদেহ-নির্গত এই মধূচ্ছিষ্ট দ্বারা যে বাস ভবন প্রস্তুত করে, তাহাকে মধুচক্র বা মৌচাক কহে। উহার নির্ম্মাণকৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিলে জগৎপাতা পরমেশ্বরের অপূর্ব্বকাণ্ড অনুভব করা যায়। পরিশ্রমপটু মক্ষিকাগণ বহু আয়াসসাধ্য যত্নের ফলে ধীরে ধীরে একটী চক্রগঠন সমাপ্ত করিয়া থাকে। মক্ষিকাবৃন্দের সমাবেশ দ্বারা চক্রের আকৃতি ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। এক একখানি চক্র অর্দ্ধ সের হইতে ২/০ মণ পর্য্যন্ত বড় হয়। উহা মধু, ডিম্ব-কীট ও মোমের সমগ্র পরিমাণ বলিতে হইবে।

মক্ষিকা জাতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। সংস্কৃত বৈদ্যক

গ্রন্থাদিতে আট প্রকার মধুর গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। য়ুরোপ, আমেরিকা, এসিয়া প্রভৃতি মহাদেশে অসংখ্য প্রকার মক্ষিকা আছে, সুতরাং উহাদের নির্ম্মিত মৌচাক যে পরস্পর স্বতন্ত্র হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। [মৌমাছি দেখ।]

মধুব্যবসায়িগণ মধুসঞ্চয়ের জন্য মৌচাকের চাষ করিয়া থাকে। যাহাতে চক্র রক্ষার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কুটীরমধ্যে (apiary) মধুচক্রের বিস্তৃতি লাভ হয়, তদ্বিষয়ে তাহারা বিশেষরূপে মনোযোগী হইয়া থাকে। য়ুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে মধুসঞ্চয়ের নিমিত্ত মধুচক্রপালনের ব্যবস্থা আছে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পঞ্চমলয়, মর্ণাগপুরি, কোর্লোবুর, বর্বনাড়, মদুরা, ত্রিয়েবল্লী, দক্ষিণআর্কট, ও দক্ষিণকণাড়া জেলায়, মধ্যভারতের জব্বলপুর, ভাণ্ডারা, হোসঙ্গাবাদ, নিমার ও চান্দা জেলায়; বাঙ্গালার ছোট নাগপুর ও সুন্দরবনে; ব্রহ্মরাজ্যের ডোঙ্গু, থোঙ্গবা ও আমহার্ষ্ট জেলায়; বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কণাড়া, ও গোয়া নামক স্থানে; পঞ্জাবের রাবলপিণ্ডি, হাজারা, সিমলা, কুলু, মরিশৈল ও বুশাহর প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত শৈলশৃঙ্গে বা বিজন বনে মধুচক্র স্বতঃই গঠিত হইয়া থাকে। গবর্মেণ্টের রক্ষিত বনদেশে (Govt reserved forest) বৃক্ষশাখায় যে শত শত মৌচাক হয়, গবর্মেণ্টের আরণ্যবিভাগের কর্ম্মচারিগণের উপর তৎসমুদায়ের রক্ষাভার প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ চক্রজাত মধু হইতেও গবর্মেণ্টের বিস্তর আয় হয়।

মক্ষিকাগণ সাধারণতঃ উচ্চ বৃক্ষশাখায় গৃহাদির কার্ণিশে, সুবৃহৎ সেতুর একধারে, পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং জনসমাগমের বহির্ভূত স্থানে চক্র নির্ম্মাণ করে। শুক্লপক্ষে তাহারা চক্র মধ্যে মধু সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করে এবং কৃষ্ণপক্ষে সেই সঞ্চিত মধু খাইয়া থাকে। এজন্য কৃষ্ণপক্ষে মধুসংগ্রহ করাই বিধি।

মধুচক্রের ঘরগুলি ষট্‌কোণবিশিষ্ট। এইরূপ চিহ্নের কতকগুলি আকৃতি একত্র করিলে মৌচাক গঠিত হয়। ঐ কোণাকার ঘরগুলির কতকগুলিতে মধু সঞ্চিত থাকে, তাহাকে ইংরাজীতে Comb বলে, আর যে গুলিতে রাণীমক্ষিকা ডিম্ব প্রসব করে, তাহা Cell নামে খ্যাত।

মক্ষিকাপালন (bee-farming)-প্রথা দেশ ভেদে বিভিন্ন। কোথাও বৃক্ষশাখায়, কোথাও পর্ব্বতান্তরালে, কোথাও গিরিগুহায়, কোথাও উদ্যান মধ্যে ছোট ছোট ঘর কাটিয়া, কোথাও 'ট্রাম্পেট'-যন্ত্রের মুখের ন্যায় কোণাকার চোঙ্গ প্রস্তুত করিয়া মৌচাকের উৎকর্ষ-বিধানের চেষ্টা হইয়াছে। পঞ্জাবের অন্তর্গত হাজারা ও রাবলপিণ্ডি জেলায় ঐরূপ চোঙ্গাকার নল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। উহার এক-মুখের ব্যাস ৮´ ইঞ্চ ও অপর মুখের ব্যাস ১৮´ হইতে ২০´ ইঞ্চ ফাঁক। এক একটী নল ১৫ হইতে ২০´ ইঞ্চ পর্য্যন্ত লম্বা হয়। পরে একটী ঘরের দেওয়ালে ফুটা করিয়া ঐ নলের মোটা মুখ গাঁথিয়া লয় এবং ঘরের ভিতর হইতে নলের মুখ ঘাস ও মাটী দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বাহিরের ছোট মুখও এরূপে মৃত্তিকা দ্বারা আবদ্ধ হয়, কেবল মাত্র মধ্যস্থলে ১ ইঞ্চ ব্যাসের একটী ছিদ্র থাকে। এইরূপে একটী চক্রসমাবেশের উপায় স্থির করিয়া, সেই ব্যক্তি চৈত্র মাসে ঐ নলে মধু, কাচা তাল অথবা দুধ ও গুড় মিশ্রিত করিয়া মাখাইয়া দেয়। মিষ্ট গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া মক্ষিকাগণ ক্রমশঃ নলের কাছে সমাগত হয়। তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় দলে দলে মক্ষিকা আনে। ইহাতে ব্যর্থ হইলে,সে কতকগুলি মক্ষিকা ধরিয়া সেই মধুমাখা নলে লাগাইয়া দেয়। তাহারা সেই স্থানের মধু খাইয়া আর অন্যত্র নড়িতে চায় না। ক্রমে মক্ষিকা-সমাগমে সেই নিভৃত নল মধ্যে তাহারা চক্র নির্ম্মাণ করে,-তখন আর তাহাদিগকে তাড়া দিয়া বিরক্ত করা হয় না। শীতকালের রাত্রিতে ঐ ছোট ছিদ্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কারণ বাহিরে আসিলে শিশিরে মরিয়া যাইতে পারে। কখন কখন রাত্রিকালে তাহাদিগকে কৃত্রিম উপায়ে মধুপান করান হইয়া থাকে। অক্টোবর বা নবেম্বর মাসে চক্র পুষ্ট ও মধু পূর্ণ হইলে তাহা সংগৃহীত হয়। ঐ সময় কতকগুলি পুরাতন ছেঁড়াকাপড়, দোক্তা ও গোবর গৃহের নিম্নতলে জ্বালাইয়া নলের মোটামুখ খুলিয়া দিলে, ধূমের তীব্র গন্ধে মক্ষিকাদল ছোট ছিদ্র দিয়া নলের বাহিরে দলবদ্ধ হইয়া থাকে, ছোট পথ দিয়া আর প্রবেশ করিতে পারে না। তখন সহজেই সেই চাক ভাঙ্গিয়া আনা হয়। মধু সমেত চাক ভাঙ্গিবার পর ঐ বড় গর্ত্তটী পুনরায় পূর্ব্ববৎ মাটী ও খড় দিয়া বুজাইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে মক্ষিকাগণ পুনরায় সেই ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে প্রবেশ করে। তখনও নল মধ্যে মধু থাকে, সুতরাং তাহারা পুনরায় তথায় চক্রনির্ম্মাণে ব্যাপৃত হয়।

এইরূপে এক একটী মধুচক্র হইতে দুই হইতে চারি সের মধু এবং ½ হইতে ¾ সের মোম পাওয়া যায়। এক টাকায় প্রায় ২½ সের অপরিষ্কৃত চাক ভাঙ্গা মোম বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। সিমলা শৈলাবাসের সন্নিকটেও মধুচক্র বৃদ্ধিকল্পে মক্ষিকাপালনরূপ একটী বিস্তৃত কারবার আছে। শতচক্র উৎপন্নকারী মোম ও মধুর লোভে ব্যবসায়িগণ নিয়োক্ত উপায়ে মৌচাক রক্ষা ও পালন করিয়া থাকে।

এই সকল স্থানে মৌচাক রক্ষার জন্ম দুই বা তিন তলা পর্য্যন্ত উচ্চ এক একটী অট্টালিকা আছে। ঐ সকল গৃহের দেওয়ালের গাত্রে ১′ ফুট × ১′—৯″ ইঞ্চি এক একটী খুব্‌রী গাঁথিয়া রাখা হয়। পরে উহার সম্মুখে একখানি ছিদ্রযুক্ত কাঠের তক্তা আটিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। যাহাতে ঐ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ছিদ্রপথ দিয়া মক্ষিকা প্রবেশ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহারা (সেই মধুচক্র-কুটীরের অধ্যক্ষ বা পরিচারকগণ) প্রকোষ্ঠ মধ্যে মধুলেপ, বন্য গোলাপ, ধূপ (Jurinea macrocephala) ও Pleurospermum govanianum প্রভৃতি সুগন্ধ বৃক্ষপল্লব বা ডাল পুরিয়া দেয়। এই গন্ধের আঘ্রাণ পাইয়া স্ত্রীমক্ষিকা (Queen-bee) আসিয়া উপস্থিত হয়। এক ঘরে অধিক মৌমাছি না প্রবেশ করে, পরিদর্শক তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন। যদি মৌমাছি অধিক আসিয়া জুটে, তাহা হইলে তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া আবশ্যক। কখন কখন স্ত্রীমক্ষিকাদিগের ডানা কাটিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে পুংমক্ষিকা (Drone) প্রভৃতি আসিয়া উত্ত্যক্ত করিতে পারে না। পূর্ব্বসঞ্চিত মক্ষিকা দ্বারাই সেই কুটীরের মৌচাকগুলি পুষ্ট হইতে থাকে। ভল্লুক, বোল্‌তা, ভীমরুল প্রভৃতি হইতেও মৌচাক রক্ষা করা মক্ষিকাপালকের একান্ত কর্ত্তব্য।

যদি কুটীরে (apiary) অধিক মক্ষিকাসমাগম না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকার চোঙ্গাকার বাক্স প্রস্তুত করিয়া তাহা তথা হইতে ২।৩ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে বসাইয়া দেয় এবং তন্মধ্যে ঐরূপ মধু গুড় প্রভৃতি মাখাইয়া রাখে। ক্রমে উহার মধ্যে নূতন মক্ষিকাদল আসিয়া চাক নির্ম্মাণ করিলে, চাক সমেত বাক্স কুটীরে আনিয়া রাখা হয়। বুসাহর জেলায় ঐরূপ প্রকোষ্ঠের পরিবর্ত্তে ঘড়া (কলসী) বসাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তথায় অনেক জমিদারের বাটীর নিম্নতলে মৌচাক-নির্ম্মাণের জন্য কাষ্ঠ-প্রকোষ্ঠ বিলম্বিত আছে।

মৌচাক বড় হইলে মধু আহরণ করিতে হয়। কোন কোন স্থলে একটী চাক মধ্যে একটী সুদীর্ঘ নল প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। নলপথে মধু চালিত হইয়া নিম্নস্থ পাত্রে আসিয়া পড়ে। ইহা সামান্য মধুসংগ্রহকল্পে চলিতে পারে, কিন্তু যেখানে ব্যবসায়িগণ মোম ও মধু উভয়ের লোভে আকৃষ্ট, সেইখানে মধু ও মোম সহিত চাকখানি ভাঙ্গিয়া আনা ভিন্ন উপায় নাই। চাক ভাঙ্গিয়া আনিয়া বাঁশের চালুনীতে উহাকে চাপিয়া ধরা হয়। তাহা হইলে তরল মধু ফোঁটা ফোঁটা নিম্নস্থ পাত্রে আসিয়া পড়ে। এক একটী কুটীরে থাকা ৩০ হইতে ৪০ মণ পর্য্যন্ত মধু উৎপন্ন হয় এবং এক একখানি চাকে (আকৃতি অনুসারে ৫ সের হইতে ১½ মণ) পর্য্যন্ত মধু ও ½ হইতে ৫ সের পর্য্যন্ত মোম বাহির হয়। মৌচাক জ্বাল দিলে পরিষ্কৃত মোম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

[মোম দেখ।]

গ্রীষ্মকালে চাকে যে মধু থাকে, তাহা হরিদ্রাবর্ণ ও জলবৎ, শরতের মধু সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, চক্রে দেবদারুকুসুমের মধু আহৃত হইলে, মধু তিক্ত হইয়া যায়। দিবাভাগে বা রাত্রিকালে মৌচাকে ধূম লাগাইয়া মৌমাছি তাড়াইতে হয়, পরে চাক ভাঙ্গিয়া পুনরায় সেই প্রকোষ্ঠে মধুচক্রনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে হয়।

কুলুরাজ্যে বৃক্ষকন্দ ফোঁপরা করিয়া বারন্দায় ঝুলাইয়া দেয়। তাহাতে প্রবেশের একটী ভিন্ন ছিদ্র থাকে না। ইহার মধ্যে এই পতঙ্গজাতি স্বচ্ছন্দে মধুচক্রের পরিবৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। এই পার্ব্বতীয় রাজ্যের উপবনাদিতে ও বন্য প্রদেশে সদ্গন্ধপূর্ণ পুষ্পরাজি বিরাজিত থাকায় স্থানীয় মধুচক্রের মধু উৎকৃষ্টই হইয়া থাকে।

ছোট-নাগপুরের শালবনে যে মধু উৎপন্ন হয়, তাহার মূল্য প্রতি মণ ৪৲ টাকা, কিন্তু নলুয়া, খোরমপাড়াঘাট, খারী ও হাড়োয়া প্রভৃতি স্থান হইতে বার্ষিক ৫ হাজার মণ মধু রপ্তানী হয়, উহার প্রতি মণের মূল্য ৮৲ হইতে ১০৲ টাকা।

মৌজ্ (আরবী) ১ তরঙ্গ, মাদকদ্রব্য ভক্ষণে মানসিক সুখানুভব। ২ খামখেয়ালী।

মৌজবত (ত্রি) ১ মুজবৎ নামক পর্ব্বতজাত। ২ মুজের গোত্রাপত্য।

মৌজা (আরবী) পরগণার বিভাগ, গ্রাম।

মৌজুদ্ (আরবী) যাহা উপস্থিত আছে, প্রস্তুত, উদ্বর্ত্ত, সাক্ষত।

মৌজের্ (আরবী) কারণ, হেতু।

মৌঞ্জ (ত্রি) মুঞ্জতৃণনির্ম্মিত। (মনু ১১।৪২)

মৌঞ্জক (পুং) মুঞ্জ তৃণের এক একটী পাতা।

মৌঞ্জকায়ন (পুং) মুঞ্জক-গোত্রাপত্য।

মৌঞ্জবত (ত্রি) ১ মুঞ্জবান্‌পর্ব্বতসম্বন্ধীয়। ২ মুঞ্জবৎজাত।

মৌঞ্জায়ন (পুং) মুঞ্জঋষির গোত্রাপত্য।

মৌঞ্জায়নীয় (পুং) মৌঞ্জায়নসম্বন্ধীয়।

মৌঞ্জিন্ (ত্রি) মুঞ্জতৃণের মেখলাযুক্ত।

মৌঞ্জী (স্ত্রী) মুঞ্জস্যেয়মিতি মুঞ্জ-অণ্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মুঞ্জনির্ম্মিত মেখলা।

"মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য চ মৌর্ব্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

মৌঞ্জীতৃণাখ্য (পুং) মৌঞ্জীতৃণমিত্যাখ্যাস্য। মুঞ্জ। (রাজনি০)

মৌঞ্জীপত্রা (স্ত্রী) মৌঞ্জীপত্রমিব পত্রমস্যাঃ। বল্বজা।

মৌঞ্জীয় (ত্রি) মুঞ্জা সম্বন্ধীয়, মুঞ্জানির্ম্মিত।

"বর্ণাশ্রমপ্রবরক যোঽধিকৃত্য প্রবর্ত্তকে।
স বর্ণাশ্রমধর্ম্মস্তু মৌঞ্জীয়া মেখলা যথা॥" (মনুটী° কু° ২।২৫)

মৌঢ্য (ক্লী) মূঢ়স্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্। ১ মোহ।

"যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥"
(ভাগবত ৩।২৯।২২)

২ মূঢ়তা। (পুং) মূঢ়স্যাপত্যং (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১) ইতি ণ্য। ২ মূঢ়পুত্র। (ব্যাকরণ)

মৌণ্ড্য (ক্লী) মুণ্ড-ষ্যঞ্। কেশবপন, মুণ্ডন, চলিত নেড়া হওয়া।

"যা তু কন্যা প্রকুর্য্যাৎ স্ত্রী সা সদ্যো মৌণ্ড্যমর্হতি।
অঙ্গুল্যোরেব চ চ্ছেদং খরেণোদ্বহনং তথা॥" (মনু ৮।৭০)
'মৌণ্ড্যং কেশবপনং' (মেধাতিথি)

মৌতাদ্ (আরবীয়) ১ স্বভাব। ২ অভ্যাস।

মৌত্র (ক্লী) মূত্র-অণ্। মূত্র সম্বন্ধীয়।

মৌদ (পুং) মোদেন প্রোক্তমধীয়তে বিদ্বা। (ছন্দো ব্রাহ্মণানি চ তদ্বিষয়াণি চ। পা ৪।২।৬৬) ইতি মোদ-অণ্। মোদ নামক ছন্দোবক্তা, অধ্যেতা বা জ্ঞাতা, অর্থাৎ এই ছন্দ যিনি বলেন, বা অধ্যয়ন করেন, অথবা অবগত আছেন।

মৌদক (ক্লী) ১ মোদদৃষ্ট। (ত্রি) ২ মোদকসম্বন্ধীয়

মৌদকিক (ত্রি) প্রকৃতা মোদকাঃ (সমূহবচ্চ বহুষু। পা ৫।৪।২) ইতি মোদক-ঠক। প্রকৃত মোদক, প্রস্তুত মোদক, এই অর্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় করিয়া মোদকময় পদও হয়।

মৌদনেয়ক (ত্রি) মোদন (কর্ত্ত্র্যাদিভ্যো ঢকঞ্। পা ৪।২।৯৫) ইতি ঢকঞ্। মোদনকর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয়।

মৌদমানিক (ত্রি) মোদমান (কাশ্যাদিভ্যষ্ঠঞ্ঞিঠৌ। পা ৪।২।১১৬) ইতি ঞিঠ্। মোদমান সম্বন্ধি।

মৌদহায়ন (পুং) মোদহায়নের গোত্রাপত্য।

মৌদ্গ (ত্রি) মুদ্গেন সংসৃষ্টঃ (মুদ্গাদণ্। পা ৪।৪।২৫) ইতি মুদ্গ-অণ্। মুদ্গসংসৃষ্ট, মুদ্গযুক্ত, মুদ্গ সংযোগে যাহা কিছু রন্ধন করা যায়, তাহাকে মৌদ্গ কহে।

মৌদ্গল (পুং) মুদ্গলস্য ঋষের্গোত্রাপত্যং (কণ্বাদিভ্যো গোত্রে। পা ৪।২।১১১) ইতি অণ্। মুদ্গলঋষির গোত্রাপত্য, মৌদ্গল্য।

মৌদ্গলি (পুং) কাক। (ত্রিকা°)

মৌদ্গল্য (পুং) মুদ্গলস্যাপত্যমিতি মুদ্গল-যঞ্। মুদ্গল-মুনিপুত্র, ইনি গোত্রপ্রবর্ত্তক একজন ঋষি। এই গোত্রের পঞ্চ প্রবর যথা ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নুবৎ।

"মুদ্গলস্য তু দায়াদো মৌদ্গল্যঃ সুমহাযশাঃ।"
(হরিবংশ ৩২।৭০)

মৌদ্গল্যায়ন (পুং) শাক্যবুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য।

মৌদ্গল্যীয় (ত্রি) মুদ্গল (কৃশাশ্বাদিভ্যশ্ছন্। পা ৪।২।৮০) ইতি ছন্। ১ মুদ্গল ঋষি যে দেশে ছিলেন, তদ্দেশে। ২ মুদ্গল হইতে নিবৃত্ত। ৩ মুদ্গলনিবাস। ৪ মুদ্গলের অদূরদেশ।

মৌদ্গিক (ত্রি) মুদ্গৈঃ ক্রীতং (তেন ক্রীতং। পা ৫।১।৩৭) মুদ্গ-ঠঞ্। মুদ্গ দ্বারা ক্রীত।

মৌদ্গীন (ত্রি) মুদ্গেন জীবতি খঞ্। মুদ্গ দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহকারী, যাহারা মুগের ব্যবসা করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। (ক্লী) মুদ্গানাং ভবনং ক্ষেত্রমিতি মুদ্গ (ধান্যানাং ভবনে ক্ষেত্রে খঞ্। পা ৫।২।১) ইতি খঞ্। ২ মুদ্গভবোচিত ক্ষেত্র, যে জমীতে মুগ হয়। (অমর)

মৌধা, যুক্তপ্রদেশের হামিরপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ২৩২ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তহসীলের বিচার সদর। অক্ষা° ২৫°৪০´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৯´২৫´´ পূঃ। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে মদনপাল নামক জনৈক পরিহার রাজপুত কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। আলাহাবাদের মোগল শাসনকর্ত্তার পুত্র দলির খাঁ নিহত হইলে এখানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। এখানে চোখারির রাজা খুমানসিংহ ও গুমানসিংহের প্রতিষ্ঠিত একটী দুর্গ ছিল। বান্দার মুসলমান অধিপতি আলী বাহাদুর ঐ দুর্গের উপর প্রস্তরনির্ম্মিত দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় মহারাষ্ট্র-সেনাপতি ভাস্কর রাও এই দুর্গ আক্রমণ করেন।

মৌন (ক্লী) মুনেভাবঃ ইতি মুনি-অণ্। ১ শব্দপ্রয়োগরহিত, পর্য্যায় অভাষণ, তূষ্ণী, তূষ্ণীক। (অমর) কথা না কওয়া, নির্ব্বাক্ হইয়া থাকা।

"জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘা বিপর্য্যয়ঃ।
গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব॥" (রঘু ১।২২)

'নাপৃষ্টঃ কস্যচিৎ ব্রূয়াৎ' এই শাস্ত্রানুসারে কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত না হইয়া কথা বলিবে না। যদি কোন স্থলে কোন বিষয় আলোচনা হয়, এবং তথায় তদ্বিষয়াভিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি জিজ্ঞাসিত না হন, তাহা হইলে তাহার মৌনই শ্রেয়ঃ। চাণক্য বলিয়াছেন, যেখানে মূর্খেরা বাদ প্রতিবাদ করে, সেই স্থলে মৌনই অবলম্বনীয়।

"দহুর্রা যত্র জায়ন্তে মৌনং তত্রৈব শোভনম্।" (চাণক্য)
স্মৃতিতে লিখিত আছে, মৈথুন, দন্তধাবন, স্নান, মলমূত্রত্যাগ ও ভোজনের সময় মৌনাবলম্বন করা বিধেয়।
"উচ্চারে মৈথুনে চৈব প্রস্রাবে দন্তধাবনে।
স্নানে ভোজনকালে চ ষট্সু মৌনং সমাচরেৎ॥"(তিথিতত্ত্ব)
বাক্‌নিয়মনকে মৌন কহে। ইহা একপ্রকার তপস্যা।

মৌনতুণ্ড (ত্রি) মৌনং তুণ্ডং যস্য। অবনতমস্তক, হেঁটমুখ।

মৌ-নগর, যুক্তপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। গাঙ্গন নদীর ১ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৩´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪০´১৫´´ পূঃ। কার্পাসবস্ত্রবয়ন ও বিক্রয়ার্থ এখানে একটী বিস্তৃত কারবার আছে।

মৌনভট্ট (পুং) উত্তররামচরিতের টীকাকার নারায়ণের পূর্ব্বপুরুষ। ২ তর্করত্না রসেতুপ্রণেতা দামোদরের পিতা।

মৌনব্রত (ক্লী) মৌনমেব ব্রতম্। মৌনরূপ ব্রত, এই ব্রতে বাক্‌নিয়মন আবশ্যক।

মৌনব্রতিন্ (ত্রি) মৌনব্রতমস্যাস্তীতি ইনি। মৌনব্রতাবলম্বী, যিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন।

মৌনব্রতী, উপাসক সম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা সন্ন্যাসাশ্রমী। কাহারও সহিত কথা কহে না। সংযতবাক্ হইয়া কেবল পরমার্থ সাধনোদ্দেশে যথাবিধানে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, এইজন্য ইহাদিগকে মৌনী বা মৌনব্রতী বলা যায়। ইহারা অশেষ প্রকার অঙ্গভঙ্গী দ্বারা, কেহবা সঙ্গে সঙ্গে উঁ হঁ। প্রভৃতি অব্যক্ত শব্দোচ্চারণ দ্বারা মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করে।

মৌনাটভঞ্জন, যুক্তপ্রদেশের আজমগড় জেলার অন্তর্গত একটী নগর। তোন্স নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৫৭´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°৩৫´৪০´´ পূঃ। আইন-ই-অকবরীতেও এই প্রাচীন নগরের উল্লেখ আছে। বাদশাহ শাহজহান কন্যা জাহানারাকে এই নগর দান করেন। তৎকালে এই নগর ৮৪টী মহল্লায় বিভক্ত এবং ৩৬০টী মসজিদে শোভিত ছিল। ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভে এই নগর ফৈজাবাদ-বেগমগণের জায়গীর ছিল। তৎপূর্ব্বকাল হইতে শাসনবিশৃঙ্খলতাহেতু স্থানীয় সমৃদ্ধির হ্রাস ঘটিয়াছে। এখানে সাহন নামে একপ্রকার কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংরাজ-কোম্পানী উহার একচেটিয়া খরিদ্দার ছিলেন। বিলাতী সূতার আমদানী হওয়ায় সেরূপ কাপড় আর প্রস্তুত হয় না। এতদ্ভিন্ন গরদ ও তসরের কাপড়ের কারবার আছে।

মৌনিক (ত্রি) মুনিরিব (অঙ্গুল্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৩।১০৮) ইতি ইবার্থে ঠক্। মুনিতুল্য, মুনির ন্যায়।

মৌনিচিতি (পুং) মুনিচিত (সুতঙ্গমাদিভ্য ইঞ্। পা ৪।২।৮০) ইতি ইঞ্। ১ মুনিচিত যেখানে বিদ্যমান আছেন। ২ মুনিচিত হইতে নিবৃত্ত। ৩ মুনিচিতের নিবাস। ৪ মুনিচিতের অদূরভবদেশ।

মৌনিত্ব (ক্লী) মৌনিনো ভাবঃ ত্ব। মৌনীর ভাব বা ধর্ম্ম, মৌন।

মৌনিন্ (ত্রি) মৌনমস্যাস্তীতি মৌন (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ইনি। মৌনযুক্ত, মৌনাবলম্বী। (পুং) ২ মুনি। (জটাধর)
"ততঃ স চিন্তয়ামাস রাজা জামাতৃকারণম্।
বিবেদ চ ন তন্মৌনী জগৃহেহর্থঞ্চ তং নৃপঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৭৫।৩৯)

মৌনিস্থালিক (ত্রি) মুনিস্থল (কুমুদাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।২।৮০) ইতি ঠক্। ১ মুনস্থলযুক্ত স্থান। ২ মুনিস্থল হইতে নিবৃত্ত। ৩ মুনিস্থলের নিবাস। ৪ মুনিস্থলের অদূরভব দেশ।

মৌনেয় (পুং) মুনেরপত্যং পুমান্ মুনি (ইতশ্চানিঞঃ। পা ৪।১।১২২) ইতি ঢক্। গন্ধর্ব্বগণবিশেষ।* স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ অপ্সরোভেদ।

মৌন্দা, নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কানাটী নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°২২´´ পূঃ। এই স্থান যশোবন্ত রায় গুজরের অধিকারভুক্ত। এখানে তাঁহার নির্ম্মিত একটী কেল্লা আছে। স্থানীয় বস্ত্রের কারবার সমধিক প্রসিদ্ধ।

মৌমাছি, স্বনামপ্রসিদ্ধ পতঙ্গজাতি বিশেষ (Bee)। ইহারা প্রস্ফুটিত পুষ্পাদি হইতে মধু সঞ্চয় করে বলিয়া সংস্কৃতভাষায় ইহাদের মধুমক্ষিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ এই কীটজাতিকে Hymenoptera শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইংলণ্ডে প্রায় ২৫০ প্রকারের মক্ষিকা দেখা যায়। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ কিবি তাঁহার Apum Angliæ নামক গ্রন্থে এই শ্রেণীর Apis ও Melitta নামে দুইটী স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষেও প্রায় ২৫ রকম মৌমাছি দেখা যায়।

Apis শ্রেণীর মক্ষিকাগুলির জিহ্বা বা শুঁড়ের মধ্যভাগ বড় ও দুইটী গ্রন্থিবিশিষ্ট। শিরোদেশের নিকটবর্ত্তী ঐ শুঁড়ের

* "গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ পুণ্যা মৌনেয়াস্তু নিবোধত।
চিত্রসেনোগ্রসেনৌ তু ঊর্ণায়ুরনিধস্তথা।
ধৃতরাষ্ট্রস্তুসোমাংশ্চ সূর্য্যবর্চ্চাস্তথৈব চ।
যুগপৎ তৃণপৎ কার্ষ্ণি নিদিশ্চিত্ররথস্তথা।
ত্রয়োদশঃ শালিশিরঃ পর্জ্জন্যশ্চ চতুর্দ্দশঃ।
ইত্যেতে দেবগন্ধর্ব্বাশ্চতুর্বিংশন্মুতাপ্সরাঃ॥" (অগ্নিপুরাণ)

খাঁজটী বহির্দ্দিকে ভাগ্য এবং মধ্যভাগের খাঁজটী ভিতরদিকে ভাগ্য; সুতরাং যখন তাহারা শুঁড় গুটাইয়া লয়, তখন জিহ্বাগ্র (apex) পশ্চান্মুখী হইয়া পড়ে। Melitta শ্রেণীর জিহ্বাগুলি ক্ষুদ্র এবং শুঁড়ের মূলদেশে একটী মাত্র ভাঁজ আছে। যখন তাহারা শুঁড় গুটাইয়া লয়, তখন জিহ্বাগ্র বহির্ভাগে বাঁকিয়া পড়ে।

বৈজ্ঞানিকগণ এই দুই শ্রেণীকে Apidæ ও Andrænidæ নাম দিয়াছেন। এই দুই শ্রেণীর প্রকৃতি পরস্পর স্বতন্ত্র। প্রথমোক্ত শ্রেণীতে মধুমক্ষিকার জন্ম। Apis mellifica মধুমক্ষিকা (Honey-bee) জাতির নীড় নির্ম্মাণ ও মধুসঞ্চয় কৌশল লক্ষ্য করিয়া আরিষ্টল, ভার্জিল, আরিষ্টোমেকাস, ফিলিকাস প্রভৃতি প্রাচীন জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবনের বহু সময় মক্ষিকার আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছেন। প্লিনির লেখনী হইতে জানা যায় যে, আরিষ্টোমেকাস্ ৫৮ বৎসর এবং ফিলিক্কাস্ তাঁহার সমগ্র জীবন বনে বনে মক্ষিকার অন্বেষণে কাটাইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে স্বামারডাম, রিউমুর, বোনেট, ফ্রিরাক্, থোলে, হাণ্টার, হুবার প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ মক্ষিকাজাতির কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মক্ষিকা শ্রেণীর মধ্যে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর কীট থাকে। ১ পুংমক্ষিকা (Drone) ইহারা অলস কোন কার্য্যই করে না। ২ স্ত্রীমক্ষিকা (Queen-bee)—ইহারা ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। ৩ নপুংসককীট (Neuter বা worker) ইহারা বহু পরিশ্রমে নীড় নির্ম্মাণ ও মধুসঞ্চয় করিয়া থাকে।

পুং-মক্ষিকাগুলি স্ত্রী-মক্ষিকার অপেক্ষা স্থূলাকার ও দীর্ঘ। ইহাদের পক্ষ স্ত্রী ও নপুংসক-কীট অপেক্ষা বড়। উদরদেশে ৪টী খাঁজ থাকে। প্রায় প্রত্যেক চাকে ৬ শত হইতে ২ হাজার পর্য্যন্ত পুংমক্ষিকা থাকে। চাকের ইতরবিশেষে পুংমক্ষিকার কোনরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। কখন কখন ক্ষুদ্র চাকেও ইহাদের সংখ্যা অপর দুই শ্রেণীর সমান হইতে দেখা যায়।

নপুংসক-কীটের ঊর্দ্ধভাগ স্ত্রী-মক্ষিকার ন্যায়, কিন্তু উদরদেশ কোণাকার ও ক্ষুদ্র, ছয়টী খাঁজ আছে, বর্ণ কাল। ২১ দিনের মধ্যে ইহারা ডিম্ব ফুটাইয়া কীট পতঙ্গাকারে পরিণত করে। ঐ মক্ষিকা পুষ্প হইতে যে সুমিষ্ট রস আকর্ষণ করে, তাহা মধু নামে পরিচিত। মৌমাছিরা পদাগ্রে যে পুষ্পরেণু (Pollen) অপহরণ করিয়া আনে, তাহাই মধুযোগে চক্রস্থ কীটের আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন পুষ্পাঙ্কুর হইতে ইহারা ঈষল্লোহিতবর্ণ আঠাবৎ এক প্রকার পদার্থ (propolis) সংগ্রহ করে। মধুচক্রের ভগ্ন রন্ধ্রাদিতে শীতল বায়ুসঞ্চরণনিবারণার্থ এবং নূতন চাকের কীটগর্ত্ত (cells) গুলির সীমা-নির্ম্মাণ করিতে মোমের সহিত এই আঠাবৎ পদার্থ ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রত্যেক বড় বড় চাকে ১৫ হইতে ২০ হাজার পর্য্যন্ত নপুংসক মক্ষিকা থাকে। ইহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী কেবল মধুসংগ্রহে ব্যস্ত এবং অপরে ডিম্ব ফুটাইতে নিযুক্ত। মধুসংগ্রহকারী দলের গাত্র হইতে মোম নির্গত হয় বলিয়া ইহারা (Wax-worker) এবং ডিম্ব-কীটের সেবাকারিগণ Nurse-bee অর্থাৎ পালকনামে পরিচিত। মক্ষিকাবংশের বৃদ্ধি হ্রাস করিবার জন্ম ভ্রমর, বোল্‌তা, ভল্লুক প্রভৃতি নানা প্রকার জীব আছে।

স্ত্রী-মক্ষিকা বা কুইন বি'র উপরার্দ্ধ লোমবহুল, উদরভাগ সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা। ডিম্বপ্রসবই ইহাদের কার্য্য। ১১ মাস পর্য্যন্ত ইহারা যে ডিম্ব প্রসব করে, তাহাতে চক্রনির্ম্মাণকারী (worker) কীটই জন্মে। অতঃপর তাহারা পুংকীট-ডিম্ব প্রসব করিতে থাকে। এই সময় নপুংসক-কীটগুলি চাকের পার্শ্বদেশে কতকগুলি বড় বড় ঘর করে। উহাকে মক্ষিকাবিদ্‌গণ 'রয়াল বা কুইন্ শেল' নামে অভিহিত করিয়াছেন। পুং ও নপুংসক-কীট ডিম্বপ্রসবের পর এই সকল গৃহে ভাবী স্ত্রী-মক্ষিকার ডিম্ব প্রসূত হইয়া থাকে। ইহারা প্রত্যহ ৪০ হইতে ৫০টী ডিম্ব পাড়ে এবং সর্ব্ব সমষ্টিতে এক একটী স্ত্রী-মক্ষিকা প্রায় প্রতি মাসে ৩ হাজার ডিম্ব প্রসব করে। ডিম পাড়িবার সময় ইহারা অগ্রে গর্ত্তের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তৎপরে তন্মধ্যে পুচ্ছাগ্র প্রবেশ করাইয়া ডিম্ব পাড়িয়া গর্ত্ত আঠাবৎ পদার্থ দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দেয়। পালনের ভার নপুংসক-কীটদিগের উপর থাকে।

ভারতবর্ষের সমতল প্রদেশে ও পার্ব্বত্য ভূভাগে নানা প্রকার মক্ষিকাজাতি দেখিতে পাওয়া যায়, আকৃত গত পার্থক্যানুসারে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ উহাদের স্বতন্ত্র নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—Apis dorsata, A. bicolor, A. zonata, A. mellifica, A. florea, A. indic, A. socialis, A. perrottetii, A. delesserti, A. peronii, A lobata, A. nigrocineta, A. ligustica প্রভৃতি। দক্ষিণ-ভারতে মক্ষিকাবিশেষের মধুচক্রজাত মধুর বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়।

মৌরছোল (দেশজ) ময়ূরের পুচ্ছে নির্ম্মিত পাখা বিশেষ। রাজদরবারে সম্মানস্বরূপ ইহা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

মৌরজিক (ত্রি) মুরজবাদনং শিল্পমস্য, মুরজ (পা ৪।৪।৫৫) ইতি ঠক্। মুরজবাদক।

মৌরলা (দেশজ) ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ।

মৌরব (ত্রি) দৈত্যরাজ মুরুর বংশোদ্ভব।

মৌরস্ (আরবী) ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, মৌরস্ লইলে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে জমীতে সত্ব থাকে।

মৌরসীপাট্টা (আরবী) ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লিখিত পঠিত করিয়া লওয়া। যাহা মৌরস্ লওয়া হয়, তাহার বিস্তৃতবিবরণ এই পাট্টায় লিখিত থাকে। এই পাট্টাতে যে যে সর্ত্ত থাকে, যিনি মৌরস্ দেন, তিনি সেই সকল নিয়ম মানিতে বাধ্য।

মৌরী (দেশজ) মধুরিকা নামক প্রসিদ্ধ ক্ষুপ (Pimpinella Anisum) ইহার বীজ (Anise-seed) বিশেষ উপকারী।

[মউরি ও মধুরিকা দেখ।]

মৌর্খ্য (ক্লী) মূর্খস্য ভাবঃ ষ্যঞ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) মূর্খের ভাব বা ধর্ম্ম, মূর্খতা।

মৌর্য্য (পুং) মুরায়া অপত্যং মুরা-ণ্য। মুরার অপত্য, চন্দ্রগুপ্ত।

মৌর্য্য, ভারতের একটী পরাক্রান্ত প্রাচীন রাজবংশ। অধিকাংশ পুরাণমতে চন্দ্রগুপ্ত হইতেই মৌর্য্যবংশের অভ্যুদয়। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার লিখিয়াছেন,—"চন্দ্রগুপ্তং নন্দস্যৈব পত্ন্যন্তরস্য মুরাসংজ্ঞকস্য পুত্রং মৌর্য্যাণাং প্রথমম্।" অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত নন্দের মুরানামক এক পত্নীরই পুত্র, মৌর্য্যরাজগণের মধ্যে ইনিই প্রথম। মুদ্রারাক্ষসের ৪র্থ অঙ্কে "মৌর্য্যোঽসৌ স্বামিপুত্রঃ পরিচরণপরো মিত্রপুত্রস্তবাহং" ইত্যাদি মলয়কেতুর উক্তিদ্বারা চন্দ্রগুপ্তকে নন্দপুত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

দক্ষিণাপথ হইতে আবিষ্কৃত একখানি সংস্কৃত-গ্রন্থেও লিখিত আছে যে, নন্দরাজগণের মধ্যে সর্ব্বার্থসিদ্ধি এক জন, তাহার দুই পত্নী মুরা ও সুনন্দা, মুরার গর্ভে একটী সন্তান জন্মে, তাহার নামই মৌর্য্য ও সুনন্দার গর্ভে নবনন্দের উদ্ভব। সর্ব্বার্থসিদ্ধি যথাকালে নবনন্দকে রাজ্য ও মৌর্য্যকে সেনাপতিত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। এই মৌর্য্যের ১০০ পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে একমাত্র চন্দ্রগুপ্ত নবনন্দের করাল কবল হইতে রক্ষা পান। [চন্দ্রগুপ্ত শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে মৌর্য্যবংশের উৎপত্তি ভিন্ন প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। বুদ্ধঘোষরচিত বিনয়পিটকের সুমঙ্গলপাদিকা নাম্নী টীকায় ও মহানাম স্থবিরকৃত মহাবংশ-টীকায় লিখিত আছে,—

'চন্দ্রগুপ্তের মাতা মোরিয়নগরাধিপের পট্টমহিষী ছিলেন। একজন দুর্দ্দান্ত রাজা মোরিয়-নগর অধিকার করিয়া মোরিয়-রাজকে বিনাশ করেন। সে সময়ে তাঁহার পট্টমহিষী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে বহু কষ্টে পুষ্পপুরে পলাইয়া আসিয়া বাস করিতে থাকেন। যথাকালে সেই রাণীর একটী পুত্র সন্তান জন্মিল। সেই পুত্রই চন্দ্রগুপ্ত—মৌর্য্যবংশীয় রাজকুমার।'

জৈনাচার্য্যদিগের মত আবার অন্তরূপ। উত্তরাধ্যয়ন-টীকা ও হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলিচরিতে লিখিত আছে—

'নন্দনৃপতির ময়ূরপোষকগণ যেখানে বাস করিত, সেই ময়ূরপোষকগ্রামে চাণক্য পরিব্রাজকবেশে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। ময়ূরপোষক দলপতির কন্যা তখন আসন্নপ্রসবা। তাহার চন্দ্রপান করিতে সাধ হইল। তাহার কুটুম্বেরা কিরূপে তাহার সাধ মিটে, চাণক্যকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিল। চাণক্য কহিলেন যে, যদি জাতমাত্র সেই শিশুকে আমায় প্রদান করিতে পার, তাহা হইলে উপায় বলিয়া দিতে পারি। সাধ না পূরিলে গর্ভনাশ হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া তাহার মাতাপিতা চাণক্যের কথায় সম্মত হইল। তখন চাণক্য উর্দ্ধে একটী বস্ত্রাচ্ছাদিত গুপ্ত সচ্ছিদ্র তৃণমণ্ডপ এবং অধোভাগে জল-যুক্ত পাত্র প্রস্তুত করিলেন। পূর্ণিমার রাত্রে গর্ভিণী সেই জলের ভিতর প্রতিবিম্বিত পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাইল ও চন্দ্রসুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। গুপ্ত ছিদ্রযুক্ত তৃণমণ্ডপ মধ্যে চন্দ্র-সুধা পান করিয়া সন্তান প্রসূত হয় বলিয়া তাহার নাম হইল চন্দ্রগুপ্ত। ইনি ময়ূরপোষক-কুলোৎপন্ন।"*

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে,'নেপালী বৌদ্ধ-গ্রন্থ পাঠ করিলে বিন্দুসারকে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বা মৌর্য্যবংশীয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশের প্রথম ও শেষ রাজা।' † কিন্তু এ কথা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না।

নেপালী বৌদ্ধগ্রন্থ দিব্যাবদানে বিন্দুসার ও তৎপুত্র অশোক "মৌর্য্য" বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। ‡ সকল পুরাণ, পালি

* "চাণক্যোঽকারয়চ্চাথ সচ্ছিদ্রং তৃণমণ্ডপম্।
পিধানধারিণং গুপ্তং তদূর্দ্ধে চামুচন্নরম্॥
তস্যাধো ২কারয়ামাস স্থালং চ পয়সাভৃতম্।
ঊর্দ্ধেরাকানিশীথে চ তত্রেন্দুঃ প্রত্যবিম্বত।
গুর্বিণীং তত্র সংক্রান্তং পূর্ণেন্দুং তমদর্শয়ৎ।
পিবেত্যুক্তা চ সা পাতুমারেভে বিকসন্মুখী।
সাপাদযথা যথা গুপ্তপুরুষেণ তথা তথা।
পাধীয়ত পিধানেন তচ্ছিদ্রং তার্ণমণ্ডপম্।
পূরিতে দোহদে চৈবং সময়ে২সূত সা সুতম্।
চন্দ্রগুপ্তাভিধানেন পিতৃভ্যাং সোঽভ্যধীয়ত।
চন্দ্রবচ্চন্দ্রগুপ্তোঽপি ব্যবর্দ্ধত দিনে দিনে।
ময়ূরপোষককুলোৎপলিনীবনভাসকঃ।" (পরিশিষ্টপর্ব্ব ৮।২৩৩-২৪০)

† Dr. R. Mitra's Indo Aryans, Vol. II.

‡ "ত্যাগশূরো নরেন্দ্রোঽসৌ অশোকো মৌর্য্যকুঞ্জরঃ।
জম্বুদ্বীপেশ্বরো ভূত্বা জাতোঽস্তমলকেশ্বরঃ॥"
(দিব্যাবদানে অশোকাবদান ২৯)

মহাবংশ ও দীপবংশ-মতে চন্দ্রগুপ্তের পর তৎপুত্র বিন্দুসার রাজা হইয়াছিলেন। বিন্দুসারের পর অশোক সাম্রাজ্য লাভ করেন। কিন্তু নেপালী বৌদ্ধ গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তের নাম পরিত্যক্ত এবং মৌর্য্যরাজ অশোকের এইরূপ পরিচয় আছে,—

রাজগৃহাধিপ বিম্বিসার, তৎপুত্র অজাতশত্রু, তৎপুত্র উদয়ী, উদয়িভদ্রের পুত্র মুণ্ড, তৎপুত্র কাকবর্ণী, কাকবর্ণীর পুত্র সহলী, সহলীর তুলকুচী, তুলকুচীর মহামণ্ডল, মহামণ্ডলের প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিতের পুত্র নন্দ, নন্দের পুত্র বিন্দুসার, বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসীম ও অপর পুত্র অশোক।

(দিব্যাবদানে পাংশুপ্রদাবদান)

পৌরাণিকগণ নন্দের সহিত মৌর্য্যবংশের সম্বন্ধ জানিতেন, সে কথা প্রথমেই লিখিয়াছি। এখন নেপালী বৌদ্ধ গ্রন্থে তাহারই সমর্থন দেখিতেছি। কিন্তু উক্ত বংশপরিচয় মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের নাম না থাকিবার কারণ বুঝা গেল না।

পৌরাণিক-মতে মহানন্দি হইতেই ক্ষত্রিয়-রাজবংশ ধ্বংস হয়। বোধ হয়, এই মতের সমর্থনেই মুদ্রারাক্ষসনাটককার চন্দ্রগুপ্তকে "বৃষল" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উত্তরাপথের সংস্কৃত নেপালী বৌদ্ধগ্রন্থে ও দক্ষিণাপথের পালী বৌদ্ধ গ্রন্থে মৌর্য্যবংশ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়* বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। এমন কি সম্রাট্ অশোক যখন রোগে মরণাপন্ন, সে সময়ে তিষ্যরক্ষিতা তাঁহাকে পলাণ্ডুসেবনের ব্যবস্থা করিলে তিনি সোদ্বেগে বলিয়াছিলেন, "দেবি! অহং ক্ষত্রিয়: কথং পলাণ্ডুং পরিভক্ষয়ামি†।" (দিব্যাবদান) অর্থাৎ আমি ক্ষত্রিয়, কিরূপে আমি পিঁয়াজ ভক্ষণ করিব। [প্রিয়দর্শী দেখ।]

অশোকের এইরূপ উক্তি হইতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, তিনি কেবল নামে ক্ষত্রিয় ছিলেন না, আচারে ব্যবহারে ক্ষত্রিয়োচিত নিয়ম পালন করিয়া চলিতেন। চন্দ্রগুপ্তের সময় মৌর্য্যাধিকার সমস্ত উত্তর-ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল, তৎপৌত্র অশোক প্রিয়দর্শীর অধিকারকালে হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত মৌর্য্যাধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ সেরূপ খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ! প্রিয়দর্শী শেষে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ আর সেরূপ ভাবে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার পৌত্র দশরথের অনুশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি জৈন আজীবকদিগের সেবায় অনেক দান করিয়াছিলেন।

* "মোরিয়ানং খত্তিয়ানং বংশে জাত সিরিধরান্।
চন্দগুত্তোতি পুঞ্ঞতন্ চানক্কো ব্রাহ্মণো ততো॥" (মহাবংশ ৫।১৬)

† দিব্যাবদান (Edited by E. B. Cowel, p. 409.)

বিষ্ণু, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য ও ভাগবতপুরাণ-মতে মৌর্য্যবংশীয় ১০।১১ জন নৃপতি ১৩৭ বর্ষ রাজ্যশাসন করেন। মহাবংশ-মতে চন্দ্রগুপ্ত ৩৪, বিন্দুসার ২৮ ও অশোক ৩৭ বর্ষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন পুরাণে মৌর্য্যরাজগণের নাম ও রাজত্বকাল কিছু ভিন্নরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা—

ব্রহ্মাণ্ডমতে	বিষ্ণুমতে	মৎস্যমতে	ভাগবতমতে
১। চন্দ্রগুপ্ত ২৪,	চন্দ্রগুপ্ত	চন্দ্রগুপ্ত	
২। বিন্দুসার বা ভদ্রসার ২৫	বিন্দুসার		বারিসার
৩। অশোক ৩৬	অশোক	অশোক	অশোক
৪। কুণাল ৮	সুযশা (সুপার্শ্ব)		সুযশা
৫। বন্ধুপালিত ৮	দশরথ	দশরথ	সঙ্গত
৬। হর্ষ ৮			
৭। সম্প্রতি ৯	সঙ্গত		
৮। শালিশূক ১৩	শালিশূক		শালিশূক
৯। দেবশর্ম্মা ৭	সোমশর্ম্মা		সোমশর্ম্মা
১০। শতধন্বা	শতধন্বা		শতধন্বা
১১। বৃহদ্রথ	বৃহদ্রথ		

পুরাণের মতে বৃহদ্রথ মৌর্য্যবংশীয় শেষ রাজা, কিন্তু বৌদ্ধমত তাহা নহে। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং সগৌরবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, মগধাধিপ পূর্ণবর্ম্মাই অশোকবংশীয় শেষ নৃপতি। কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক বোধিতরু ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলে এই পূর্ণবর্ম্ম-নৃপতিই (প্রায় ৫৯০ খৃষ্টাব্দে) বোধিতরু পুনঃ সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন।

এ দিকে নেপালী বৌদ্ধগ্রন্থ দিব্যাবদানে লিখিত আছে, পুষ্যমিত্রই মৌর্য্যবংশীয় শেষ রাজা। দিব্যাবদানে অশোক হইতে পুষ্যমিত্র পুরুষপরম্পরা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে— অশোক, তৎপুত্র বৃহস্পতি, তৎপুত্র বৃষসেন, তৎপুত্র পুষ্যধর্ম্মা, এই পুষ্যধর্ম্মার পুত্র পুষ্পমিত্র বা পুষ্যমিত্র। এই পুষ্পমিত্র হইতেই মৌর্য্যবংশ সমুচ্ছিন্ন হয়। *

"যদা পুষ্যমিত্রো রাজা প্রঘাতিত তদা মৌর্য্যবংশঃ সমুচ্ছিন্নঃ।" (দিব্যাবদান) [পুষ্পমিত্র শব্দ দেখ]

সম্ভবতঃ মৌর্য্যবংশ রাজ্যসম্পদ হারাইলেও এই বংশের প্রভাব একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এমন কি ৫০০শকে উৎকীর্ণ বাদামির গুহালিপি হইতে জানা যায় যে, চালুক্যরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মা দক্ষিণাপথের নল, মৌর্য্য প্রভৃতি জাতিকে পরাজিত করিয়া ছিলেন। অধিক সম্ভব, উত্তরাপথে রাজ্যসম্পদ হারাইয়া মৌর্য্যবংশধরগণ দাক্ষিণাত্যে গিয়া ক্ষুদ্র সামন্তরাজরূপে কালযাপন করিতে থাকেন।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে কোটা-ঝালরাপাটনের নিকট মৌর্য্য-বংশ রাজ্যাধিকার পাইয়াছিলেন। ঝালরা-পাটনা হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায়, ৭৪৭ সংবতে মৌর্য্যরাজ দুর্গগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কোটার নিকটবর্ত্তী কণস্বা-গ্রামস্থ মহাদেব-মন্দিরের শিলালিপিতে আছে যে, মৌর্য্যবংশীয় সঙ্কুকের বংশধর ও পুত্র রাজা শিবগণ ৭৯৬ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

মৌর্য্যদত্ত (পুং) দশকুমারচরিতোক্ত নায়কভেদ।

মৌর্য্যপুত্র (পুং) জৈনমতে একাদশ গণাধিপের একজন।

মৌর্ব্বী (স্ত্রী) মূর্ব্বায়া বিকারঃ (মূর্ব্বা অবয়বে চ প্রাণ্যো-ষধিবৃক্ষেভ্যঃ। পা ৪।৩।১৩৫) ইতি অণ্-ঙীষ্। ধনুর্গুণ, চলিত ধনুকের ছিলা।

"শাস্ত্রেষকুণ্ঠিতা বুদ্ধির্মৌর্ব্বী ধনুষি চাততা।" (রঘু ১।১৯)

২ অজশৃঙ্গী, চলিত তিতপুংখী।

৩ মূর্ব্বাময়ী, মূর্ব্বাতৃণসম্বন্ধীয়া। ক্ষত্রিয়ের উপনয়নের সময় মূর্ব্বাতৃণের মেখলা প্রথমে ধারণ করিতে হয়।

"মৌঞ্জী ত্রিবৃৎসমা শ্লক্ষ্ণা কার্য্যা বিপ্রস্য মেখলা।
ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বী জ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী॥" (মনু ২।৪২)

মৌল (পুং) মূলং বেদেত্তি মূল-অণ্। ভূম্যাদির মূলজ্ঞাতা, চলিত মোড়ল্।

"যৎপরম্পরয়া মৌলাঃ সামন্তাঃ স্বামিনং বিদুঃ।
তদন্বয়স্যাগতস্য দাতব্যা গোত্রজৈর্মহী॥" (দায়তত্ত্ব)

ইহারা ভূম্যাদির সমস্ত মূল অবগত থাকেন বলিয়া ইহা-দিগকে মৌল কহে। ইহার লক্ষণ—

"যে তত্র পূর্ব্বং সামন্তাঃ পশ্চাদ্দেশান্তরং গতাঃ।
তন্মূলত্বাত্তু তে মৌলাঃ ঋষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

২ বিজিগীষু অরিমধ্যে উদাসীন।

"চত্বারঃ পার্থিবা মৌলাঃ পৃথঙ্মিত্রৈর্মহাষ্টকম্॥"
(কামন্দকী ৮।৩৪)

(ত্রি) ৩ মূলভূত, (সচিবাদি)।

"মৌলা দ্বাদশ যাশ্চৈতা ক্ষমাত্যাস্তাস্তথা চ যাঃ।
সপ্তত্রিংশাধিকা জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বং প্রকৃতিমণ্ডলম্॥"
(কামন্দকী ৮।২৫)

মৌলভারিক (ত্রি) মূলভারং হরতি, বহতি আবহতীতি বা মূলভার (তদ্ধরতি বহত্যাবহতি ভারাদ্বংশাদিভ্যঃ। পা ৫।১।৫০) ইতি ঠঞ্। মূলভারহরণকারী বা বহনকারী।

মৌলবী (আরবী) মুসলমানদিগের মধ্যে যাহারা বিদ্বান্ তাহাদিগকে মৌলবী কহে। যাহারা আরবী বা পারসী উত্তমরূপ জানে।

মৌলা (দেশজ) কাষ্ঠের মাছুরবিশেষ।

মৌলি (পুং স্ত্রী) মূল মুত্তমাদিত্বাৎ ইঞ্। ১ চূড়া।

"এবমুক্ত্বা স যযেন পদা মৌলিমুপাস্পৃশৎ।
শিরস্থ রাজসিংহস্য পাদেন সমলোড়য়েৎ॥" (ভারত ৯।৬১।৫)

২ কিরীট। ৩ সংযতকেশ। ৪ মস্তক। ৫ প্রধান।

"মৌলয়স্তে মহাকায়াঃ শাকপোতকরম্ভকাঃ।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৯।১৪)

মূলস্থাদুদ্ভবঃ ইঞ্। ৬ অশোকবৃক্ষ। (মেদিনী) মূলে জাতা ইঞ্। ৭ ভূমি। (মেদিনী)

মৌলিক (পুং) মূলে আদ্যে জাতঃ ঠঞ্। ১ কুলীন ভিন্ন; রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রব্রাহ্মণের মধ্যে 'শ্রোত্রিয়', দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের মধ্যে 'মৌলিক', দাক্ষিণাত্য বৈদিকব্রাহ্মণের মধ্যে 'অগ্র-পূর্ব্বপরিণেতা' বঙ্গজকায়স্থদিগের মধ্যে 'মধ্যল্য', ইঁহারাই মৌলিক পদ বাচ্য। মধ্যল্যের লক্ষণ—কুলমধ্যস্থিত কুলীনের বিশ্রামস্থলকে মধ্যল্য কহে। লক্ষণান্তর যথা—

কুলীন ভিন্ন অন্য সিদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দশপুরুষ পর্য্যন্ত কুলার্চ্চনা করিলে তাহাকে মধ্যল্য কহে। এই মধ্যল্য আবার দুইপ্রকার সিদ্ধ ও সাধ্য। সিদ্ধের লক্ষণ—প্রকৃত সিদ্ধবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দশপুরুষ পর্য্যন্ত যথারীতি কুলার্চ্চনা করিলে তাহাকে সিদ্ধ কহে। সাধ্যলক্ষণ—সিদ্ধপদের আকা-ঙ্ক্ষিত্ব থাকিয়া দশপুরুষ পর্য্যন্ত কুলার্চ্চনা করিলে তাহাকে সাধ্য কহে।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে ৮ ঘর সন্মৌলিক বা সিদ্ধমৌলিক; এই ৮ ঘর যথা—দত্ত, সেন, দাস, কর, গুহ, পালিত, সিংহ ও দেব। বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে গুহ মৌলিক নহে, কুলীন। দ্বিসপ্ততি ঘর সাধ্য মৌলিক।

সাধ্যমৌলিক যথা—হোড়, খর, ধর, ধরণী, বাণ, আইচ, সোম, পৈস্যর, সাম, ভঞ্জ, বিন্দ, গুহ, বল, লোধ, দাম্য, বন্দ্যা, হরি, ভুঁই, চন্দ্র, রুদ্র, রক্ষিত, রাজা, আদিত্য, বিষ্ণু, নাগ, খিল, পিল, গুত, হজ্র, গুপ্ত, পাল, ভদ্র, ওম, অঙ্কুর, বঙ্কুর, নাথ, শাঁই, হেশ, মান, গণ্ড, রাহা, রাণা, রাহুত, সানা, দাহা, দানা, গণ, উপমাতা, খাম, ক্ষোম, ধর, ওম, বীদ, তেজঃ, অর্ণব, আশ, শক্তি, ভূত, ব্রহ্ম, শান, ক্ষেম, হেম, বর্দ্ধন, রঙ্গ, গুই, কান্তি, যশঃ, কুণ্ড, নন্দী, শীল, ধনুঃ ও গুণ এই ৭২ ঘর সাধ্যমৌলিক।*

* "রাঢ়ীয় বারেন্দ্রব্রাহ্মণস্য শ্রোত্রিয়ঃ তথা কায়স্থস্য মৌলিকঃ এবং দাক্ষিণাত্য-বৈদিকব্রাহ্মণস্য অগ্রপূর্ব্বপরিণেতাপি তৎপদবাচ্যঃ। বঙ্গজকায়স্থস্য স চ মধ্যল্যশব্দবাচ্যঃ। মধ্যল্যলক্ষণমাহ, মধ্যল্যশব্দে' রত্ন উক্তম্, ভিন্ন চরিত্র-

২ দেশবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭.৪৮)

(ত্রি) ৩ মূলসম্বন্ধী বা মৌলসম্বন্ধী। তারভূতং মূলং হরতি, বহতি আবহতি বা (তদ্ধরতিবহত্যাবহতিভারাৎ বংশাদিভ্যঃ পা ৫।১।৫০) ৪ মূলভারহারক,মূলভার বাহক বা নেতা।

মৌলিক্য (ক্লী) মূলিকস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) ইতি মূলিক-যৎ। মূলিকের কর্ম্ম।

মৌলিন্ (ত্রি) মুকুটধারী। শীর্ষস্থান সম্বন্ধীয়।

মৌলিমণ্ডন (ক্লী) শিরোভূষণ। মস্তকের অলঙ্কারবিশেষ।

মৌলিমালা (স্ত্রী) শিরোশোভার জন্ম মালাবিশেষ।

মৌলিমালিকা (স্ত্রী) মস্তকের শোভাবৃদ্ধির নিমিত্ত যে পুষ্প বা মৌক্তিকমালা দেওয়া যায়।

মৌলিমালিন্ (ত্রি) শিরোমালাধৃক্। উদয়াচল-মৌলিমালিন্ শব্দে সূর্য্যদেবকে বুঝায়।

মৌলেয় (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্ক° পু° ৫৭।৪৭)

মৌলিরত্ন (ক্লী) শিরোরত্ন। মাথার মণি।

মৌল্য (ত্রি) মূল্যসম্বন্ধীয়।

মৌষজাত (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Humea elata)

মৌষল (ক্লী) মুষলমিব, মুষলস্যেদমিতি বা মুষল-অণ্। মুষলবৎ, মুষলের ন্যায়।

"গঙ্গায়াং মৌষলং স্নানং মহাপাতকনাশনম্।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

২ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের অন্তর্গত পর্ব্ববিশেষ।

"মৌষলং পর্ব্ব চোদ্দিষ্টং ততো ঘোরং সুদারুণম্।
মহাপ্রস্থানিকং পর্ব্ব স্বর্গারোহণিকং ততঃ॥" (ভারত আদিপ°)

(ত্রি) ৩ মুষলসম্বন্ধী।

মৌর্ম্মিক (পুং) মূষিকার গর্ভ-সম্ভূত।

মৌষিকাপুত্র (পুং) আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ১৪।৯।৪।৩০)।

মৌষ্টা (স্ত্রী) মুষ্টি প্রহরণমস্যাং ক্রীড়ায়াং মুষ্টি-ণ, নির্ব্বৃত্তিরিতি বৃদ্ধিঃ যস্যেতি লোপ ইতি ইকারলোপঃ, স্ত্রিয়ামত ইত্যাপ্। মুষ্টি প্রহরণক্রীড়া, চলিত কিলোকিলিখেলা।

বং। মধ্যল্যঃ কুলমধ্যস্থকুলীনস্য বিশ্রামস্থলমিত্যর্থঃ। মধ্যলাশব্দস্য লক্ষণান্তরম্। কুলীনেতরসিদ্ধবংশজাতকত্বে সতি দশপুরুষাবধি অনবচ্ছিন্ন-কুলাচ্ছনত্বং মধ্যল্যত্বং। স চ দ্বিবিধঃ সিদ্ধঃ সাধ্যশ্চ। সিদ্ধত্বং প্রকৃতমধ্যল্যত্বং, প্রকৃতসিদ্ধবংশজাতত্বে সতি দশপুরুষাবধি কুলার্চ্চিকত্বং সিদ্ধত্বং। সিদ্ধপদাকাঙ্ক্ষিত্বে সতি দশপুরুষাবধি কুলার্চ্চিকত্বং সাধ্যত্বং। অস্য প্রশংসামাহ—

কুলীনকুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়া।
এতেষাং স্তম্ভমাশ্রিত্য মধ্যল্যঃ কুলমুত্তমম্॥" (কুলদীপিকা)

"গৌড়েহস্মৌ কীর্ত্তিমদ্ভিশ্চিরমসতিকৃতা মৌলিকা যে হি সিদ্ধা
যে বদ্ধাঃ সেনদাসাঃ কপত্তহসহিতাঃ পালিতাঃ সিংহদেবাঃ।" ইত্যাদি।
(কুলাচার্য্যকা°)

মৌষ্টিক (পুং) স্তেয়। প্রবঞ্চক।

মৌসল (ত্রি) মুসল-অণ্। মুসলসম্বন্ধী।

মৌসল্য (পুং) মুসলস্য গোত্রাপত্যং (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি মুসল-যঞ্, আদ্যচোবৃদ্ধিঃ। মুসল নামক ঋষির গোত্রাপত্য।

মৌসিম্ (পারসী) উপযুক্ত সময়। মরসুম্।

মৌসিল্ (পারসী) সম্পত্তি ক্রোক দিয়া টাকা আদায় অথবা সম্পত্তি দখল দিবার জন্য নিযুক্ত রাজকর্ম্মচারী। (ইং) বেলিফ। (Bailiff)

"তশীল দিয়ে মসিল্ করলি" (রামপ্রসাদ)

মৌস্লিল (পুং) মুসলমান। মুসলিম শব্দের অপভ্রংশ।

মৌহূর্ত্ত (পুং) মুহূর্ত্তমধীতে বেদ বা (তদধীতে তদ্বেদ। পা ৪।২।৫০) ইত্যণ্। জ্যোতির্ব্বেত্তা, মুহূর্ত্তাদির বিষয় যিনি অধ্যয়ন করেন বা জানেন।

"ভিক্ষুকাঃ প্রাড়্‌বিবাকাশ্চ মৌহূর্ত্তা দৈবচিন্তকাঃ।"
(ভারত ১২।১২১।৪৬)

মৌহূর্ত্তিক (পুং) মুহূর্ত্তং তদ্বোধকং শাস্ত্রমধীতে বেদ বা (ক্রতূক্‌থাদিসূত্রান্তাৎ ঢক্। পা ৪।২।৬০) ইতি মুহূর্ত্ত-ঢক্। জ্যোতির্ব্বেত্তা, মুহূর্ত্তশাস্ত্রাভিজ্ঞ, জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যেতা।

২ দক্ষকন্যা-মুহূর্ত্তোদ্ভব দেবগণবিশেষ।

"মৌহূর্ত্তিকা দেবগণা মুহূর্ত্তায়াশ্চ জজ্ঞিরে।"
(ভাগবত ৫।১৩।২২)

(ত্রি) ৩ মুহূর্ত্তোদ্ভব। (ভাগবত ৫।১৩।২২)

ম্না, আবৃত্তি, অভ্যাস, পৌনঃপুন্যানুশীলন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ মনতি। লিট্ মম্নৌ,মম্নতুঃ। লুট্ ম্নাতা। লৃট্ ম্নাস্যতি। বিধিলিঙ্ ম্নায়াৎ, লুঙ্ অম্নাসীৎ, অম্নাসিষ্টাং অম্নাসিষুঃ। সন্ মিম্নাসতি। যঙ্ মাম্নায়তে, যঙ্ লুঙ্ মাম্নাতি মাম্নেতি। ণিচ্ ম্নাপয়তি। লুঙ্ অমিম্নপৎ। আ+ম্না= আমনন, আবৃত্তি, উক্তি।

ম্রক্ষ, ১ সংঘাত। ২ ম্রক্ষণ। ২ স্নেহন। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। সংঘাতার্থে ভ্বাদি°। লট্ ম্রক্ষয়তি। ভ্বাদিপক্ষে ম্রক্ষতি।

ম্রক্ষ (পুং) ম্রক্ষ ঘঞ্। ১ স্বদোষগূহন, নিজ দোষগোপন। (ত্রিকা°) ২ ম্রক্ষণ। ৩ বধ।

"উগ্রবাহুম্র ক্ষকৃত্বাপুরন্দরো যদিমে"। (ঋক্ ৮।৫০ ১০)
'ম্রক্ষকৃত্বা বধকর্ত্তা' (সায়ণ)

ম্রক্ষণ (ক্লী) ম্রক্ষ-কর্ম্মণি লুট্। ১ তৈল। (হেম) ২ দ্রব্যের দ্রব্যান্তর দ্বারা সংযোজন। ৩ স্নেহন। ৪ রাশীকরণ। ৫ লেপন, চলিত মাখা। ৬ তৈল-ঘৃতাভ্যঞ্জ, তেল বা ঘি মাখা।

ম্রদ, ১ ক্ষোদ, চূর্ণীকরণ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ম্রদতে। লুঙ্ অম্রদিষ্ট। ণিচ্ ম্রদয়তি।

ম্রদিমন্ (পুং) মৃদোর্ভাবঃ মৃদু (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা ৫।১।১২২) ইতি ইমনিচ্। (র ঋতো হলাদের্লঘোঃ। পা ৬।৪।১৬১) ইতি ঋকারস্থ রাদেশঃ। (টেঃ। পা ৬।৪।১৫৫) ইতি টের্লোপঃ। মৃদুতা, নম্রতা, কোমলতা।

"ম্রদিমা পাপিনস্তস্ত নাজ্ঞায়ি ক্রূরতা জনৈঃ।
মধুরিম্নী বিষস্তেব শক্তিঃ প্রাণাপহারিণী॥"
(রাজতরঙ্গিণী ৮।৫৭৬)

ম্রদিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন মৃদুঃ, মৃদু-ইষ্ঠ-টের্লোপঃ। অতিশয় মৃদু, অত্যন্ত কোমল।

ম্রদীয়স্ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন মৃদুঃ, মৃদু-ঈয়সু, টের্লোপঃ। অতিশয় মৃদু।

ম্রাতন (ক্লী) কৈবর্তীমুস্তক। (শব্দচ°)

ম্রিয়মাণ (ত্রি) ১ মৃতকল্প, মৃতপ্রায়। ২ অবসন্ন। ৩ দুঃখিত। ৪ অতিশয় কাতর।

ম্রুচ্, গতি, গমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। এই ধাতু সেট্ হইলেও ক্ত্বা প্রত্যয় পরে বিকল্পে ইট্ হয়। লট্ ম্রোচতি। লুঙ্ অম্রুচৎ, অম্রোচীৎ।

ম্রুন্চ্, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ম্রুঞ্চতি। লুঙ্ অম্রুঞ্চীৎ।

ম্রেট, উন্মাদ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ ম্রেটতি। লুঙ্ অম্রেটীৎ। ণিচ্ লুঙ্ অমিম্রেটৎ।

ম্রেড়, উন্মাদ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ ম্রেড়তি।

ম্লক্ত (ক্লী) ম্লচ্-ক্ত। চোরিত।

"চোরিতং মুষিতং ম্লক্তং প্রতীতস্তু প্রতীচ্ছিতম্।" (ভূরিপ্র°)

ম্লক্ষ, ছেদন। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ম্লক্ষয়তি। লুঙ্ অমম্লক্ষৎ।

ম্লান (ত্রি) ম্লৈ হর্ষক্ষয়ে ক্ত (সংযোগাদেরাতোর্ধ্বতঃ। পা ৮।২।৪৩) ইতি নিষ্ঠা তস্য ন। মলিন।

'মলিনং কচ্চরং ম্লানং কশ্মলঞ্চ মলীমসম্।' (হেম)

২ দুর্ব্বল।

"অস্তেষু শূনং পরিহীনমধ্যং ম্লানং তথান্তেষু চ মধ্যশূনম্।"
(নিদান)

ম্লৈ ভাবে ক্ত। ৩ ম্লানি।

"যথ্যাবসর্পণস্নানকুৎপানম্লানকর্ম্মসু।
আচামেক্ত যথাস্তায়ং বাসো বিপরিধায় চ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৩৫।২৪)

ম্লানতা (স্ত্রী) ম্লানস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। মলিনতা।

ম্লানি (স্ত্রী) ম্লৈ-নি, স চ নিৎ। ১ কান্তিক্ষয়।

"প্রেক্ষকস্তু তদা ব্রহ্মা দেবী চৈবান্তরীক্ষগা।
ন সম্রতুস্তদা তৌ তু বিষ্ণুশ্চ ম্লানিমাপ্তবান্॥"
(দেবীভাগ° ১।৯।১৮)

ম্লায়িন্ (ত্রি) ম্লৈ-ণিনি, যুকাগমঃ। ম্লানিযুক্ত, ম্লান।

ম্লাস্নু (ত্রি) ক্ষীণ, শীর্ণতাপ্রাপ্ত।

ম্লিষ্ট (ক্লী) ম্লেচ্ছ-ক্ত (ক্ষুব্ধস্বান্তধ্বান্তলগ্নম্লিষ্টবিরিব্ধফাণ্টবাঢানি। পা ৭।২।১৮) ইতি সূত্রেণ নিপাতিতঃ।

১ অস্পষ্ট বাক্য, পর্য্যায়—অবিস্পষ্ট। (অমর)

২ অব্যক্তবাক্, যাহার বাক্য পরিস্ফুট নহে।

২ ম্লান। (মেদিনী)

ম্লুচ্, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ ম্লোচতি। লুঙ্ অম্লোচীৎ।

ম্লেচ্ছ, ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ অস্ফুট শব্দ। ৩ অপশব্দ। ৪ দেশোক্তি, অসংস্কৃত কথন। চুরাদি° বা ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সক° চ সেট্। লট্ ম্লেচ্ছতি পক্ষে ম্লেচ্ছয়তি।

"অস্তবিস্তামসৌ বিপ্রায় ম্লেচ্ছতি ধৃতব্রতঃ।" (হলায়ুধ)

লিট্ মিম্লেচ্ছ। লুট্ ম্লেচ্ছিতা।

ম্লেচ্ছ, (ক্লী) ম্লেচ্ছস্তদ্দেশঃ উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্ত, অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ হিঙ্গুল।

"হিঙ্গুলন্দরদং ম্লেচ্ছমিঙ্গুলঞ্চূর্ণপারদম্।" (ভাবপ্র°)

(পুং) ম্লেচ্ছয়তি বা ম্লেচ্ছতি অসংস্কৃতং বদতীতি ম্লেচ্ছ-অচ্। ২ পামরভেদ। ৩ পাপরত। ৪ অপভাষণ। ৫ কিরাতশবরপুলিন্দাদি জাতি। হরিবংশে লিখিত আছে—ইহারা আর্য্যজনোচিত সকল ধর্ম্ম হইতে বিরহিত হইয়াছিল।

রাজা সগর স্বীয় প্রতিজ্ঞারক্ষা ও গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্ম উহাদিগের ধর্ম্মহরণ ও বেশের অন্যথা করিয়াছিলেন। শকগণের অর্দ্ধ শিরোমুণ্ডন, যবন ও কাম্বোজগণের সর্ব্বশিরোমুণ্ডন, পারদগণের মুক্তকেশ এবং পহ্লবগণের শ্মশ্রুধারণের আজ্ঞা প্রচার করিয়া বেদাধ্যয়ন ও বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করেন।

"সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্তত্বং চকার হ॥
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
জবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানান্তথৈব চ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥"
(হরিবংশ ১৪ অ°)

ইহারা সকলে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করায় ম্লেচ্ছ হইয়াছে।

কারণ বৌধায়ন স্মৃতিতে লিখিত আছে, যাহারা গোমাংস-খাদক, বিরুদ্ধ ও বহুভাষী এবং সকল প্রকার আচারবিহীন, তাহারা ম্লেচ্ছপদবাচ্য। সুতরাং ঐ সকল জাতি স্বধর্ম্ম ও আচার পরিত্যাগ করায় ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হইয়াছে।

"গোমাংসখাদকো যশ্চ বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

মহাভারতে লিখিত আছে যে, যখন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-দেবের পয়স্বিনী ধেনু হরণ করেন, তখন পয়স্বিনী নন্দিনী বিশ্বামিত্রকে পরাজয় করিবার জন্য পুচ্ছদেশ হইতে পহ্লবগণ, পালান হইতে দ্রাবিড় ও শক, যোনিদেশ হইতে যবন, গোময়, মূত্র ও পার্শ্বদেশ হইতে শবর এবং ফেন হইতে পৌণ্ড্র, কিরাত, যবন, সিংহল, বর্ব্বর, খস, চিবুক, পুলিন্দ, চীন, হূণ, কেরল প্রভৃতি বহুবিধ ম্লেচ্ছগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

"অসৃজৎ পহ্লবান্ পুচ্ছাৎ প্রস্রবাদ্দ্রাবিড়াঞ্ছকান্।
যোনিদেশাচ্চ যবনান্ শকৃতঃ শবরান্ বহূন্ ॥ ৩৬
মূত্রতশ্চাসৃজৎকাংশ্চিচ্ছবরাংশ্চৈব পার্শ্বতঃ।
পৌণ্ড্রান্ কিরাতান্ যবনান্ সিংহলান্ বর্ব্বরান্ খসান্ ॥ ৩৭
চিবুকাংশ্চ পুলিন্দাংশ্চ চীনান্ হূণান্ সকেরলান্।
সসর্জ্জ ফেনতঃ সা গৌ ম্লেচ্ছান্ বহুবিধানপি ॥ ৩৮
তৈ বিসৃষ্টৈর্মহাসৈন্যৈর্নানাম্লেচ্ছগণৈস্তদা।
নানাবরণসংছন্নৈর্নানাযুধধরৈস্তথা ॥ ৩৯
অবাকীর্য্যত সংরব্ধৈ বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ ॥"

(মহাভারত ১।১৭৪ অঃ)

শব্দকল্পদ্রুমকার ভাগবতের দোহাই দিয়া লিখিয়াছেন,

"দেবযান্যাং যযাতে যৌ পুত্রৌ যদুঃ তুর্ব্বসুশ্চ। শর্ম্মিষ্ঠায়াং ত্রয়ঃ পুত্রাঃ দ্রুহ্যঃ অনুঃ পুরুশ্চ। তত্র যদুপ্রভৃতয়শ্চত্বারঃ পিতুরাজ্ঞাহেলনং কৃতবন্তঃ পিত্রা শপ্তাঃ। জ্যেষ্ঠপুত্রং যদুং শশাপ তব বংশে রাজা চক্রবর্ত্তী মাভূদিতি। তুর্ব্বসুদ্রুহ্যনূন্ শশাপ যুষ্মাকং বংশ্যা বেদবাহ্যা ম্লেচ্ছা ভবিষ্যন্তি। ইতি শ্রীভাগবতমতম্ ॥"

অর্থাৎ রাজা যযাতির দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে দুই পত্নী ছিল। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র হয়। এই সকল পুত্রের মধ্যে যদু প্রভৃতি ৪টী পুত্র যযাতির আজ্ঞা পালন না করায় যযাতি তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে এই শাপ দেন যে, তোমার বংশে কেহ রাজচক্রবর্ত্তী হইবে না এবং তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য ও অনুকে এই শাপ দেন যে, তোমাদের বংশধরগণ বেদমার্গবিরহিত ম্লেচ্ছ হইবে।

কিন্তু শব্দকল্পদ্রুমের উক্ত মতসমর্থক কোন বচনই ভাগবতে নাই। যদু, তুর্ব্বসু, বা দ্রুহ্যর সন্তানেরা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হন নাই অথবা একবারে রাজ্যহীনও হন নাই। তাহা হইলে পুরাণে যাদব প্রভৃতি রাজবংশের উল্লেখই থাকিত না। যদু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্য ও অনুর বংশীয় রাজগণের নাম ভাগবতে ৯ম স্কন্ধে ২৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

ইহাদের রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভাগবতে আছে—

"দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং দ্রুহ্যং দক্ষিণতো যদুম্।
প্রতীচ্যাং তুর্ব্বসুং চক্রে উদীচ্যামনুমীশ্বরম্ ॥ ২২
ভূমণ্ডলস্য সর্ব্বস্য পুরুমর্হত্তমং বিশাম্।" (৯।১৯ অঃ)

অর্থাৎ দক্ষিণপূর্ব্বদিকে দ্রুহ্যকে, দক্ষিণদিকে যদুকে, পশ্চিমদিকে তুর্ব্বসুকে এবং উত্তরদিকে অনুকে রাজা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত ভূমণ্ডলের আধিপত্য পুরুকে দিয়াছিলেন। আবার ভাগবতের অন্যত্র লিখিত আছে,—

"দ্রুহ্যোশ্চ তনয়ো বভ্রুঃ সেতুস্তস্যাত্মজস্ততঃ। ১৪
আরব্ধস্তস্য গান্ধারস্তস্য ধর্ম্মস্ততো ধৃতঃ।
ধৃতস্য দুর্ম্মদস্তস্মাৎ প্রচেতাঃ প্রাচেতসং শতম্ ॥ ১৫
ম্লেচ্ছাধিপতয়োঽভূবন্নুদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ।" (৯।২৩)

অর্থাৎ দ্রুহ্যর পুত্র বভ্রু, তাহার পুত্র সেতু, তাহার আত্মজ আরব্ধ, তাহার তনয় গান্ধার, তাহার পুত্র ধর্ম্ম, তৎপুত্র ধৃত, ধৃতের পুত্র দুর্ম্মদ, তৎপুত্র প্রচেতা, এই প্রচেতার শতপুত্র জন্মে, তাহারা ম্লেচ্ছগণের অধিপতি হইয়া উত্তরদিক্ আশ্রয় করিয়াছিল।

মহাভারতে আদিপর্ব্বে (৮৫ অঃ) লিখিত আছে,—যযাতির পুত্রগণের মধ্যে যদুর বংশে যাদবগণ, তুর্ব্বসুর বংশে যবনগণ, দ্রুহ্যর বংশে ভোজগণ এবং অনুর বংশে ম্লেচ্ছজাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, হরিশ্চন্দ্রবংশীয় রাজা বাহু হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মহিষীর সহিত বন গমন করেন। তথায় মহিষীর গর্ভ হইলে তাহার সপত্নী গর্ভস্তম্ভনের জন্য বিষ প্রদান করেন। এই বিষ-প্রভাবে গর্ভস্থ বালক ৭ বৎসর কাল গর্ভে অবস্থিত থাকে। রাজা বাহুও বার্দ্ধক্য অবস্থায় নীত হইয়া অবশেষে ঔর্ব্ব নামক ঋষির আশ্রমের নিকটে কালগ্রাসে পতিত হন। কিছুকাল অতীত হইলে রাজমহিষী বিষের সহিত অতি তেজস্বী এক বালক প্রসব করেন। ঔর্ব্ব সেই বালকের জাতকর্ম্মাদিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তাহার 'সগর' নাম রাখেন। পরে তাহার উপনয়নাদি সংস্কার হইলে ঔর্ব্ব তাহাকে বেদ, অখিল শাস্ত্র ও ভার্গবাখ্য আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দেন। পরে সগর মাতাকে এই বনবাসের কারণ ও পিতার

নাম জিজ্ঞাসা করিলে জননী তাহাকে সকল অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। তাহাতে সগর ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার রাজ্যাপহরণকারীদিগের যথার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রায় সকল হৈহয়দিগকে বিনষ্ট করেন, পরে শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ ও পহ্লবগণ সগর কর্তৃক আহত হইয়া বশিষ্ঠের শরণাগত হয়। অনন্তর বশিষ্ঠ ইহাদিগকে জীবন্মৃতপ্রায় দেখিয়া সগরকে বলিয়াছিলেন, বৎস! এই জীবন্মৃতগণের পরিসরণ করিয়া আর কি হইবে? আমি ইহাদিগকে তোমার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য স্বকীয় ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণসংসর্গ পরিত্যাগ করাইয়াছি। তখন সগর বশিষ্ঠদেবের কথায় অনুমোদন করিয়া যবনগণের মস্তক মুণ্ডন, শকগণকে অর্দ্ধমুণ্ডিত, পারদগণকে প্রলম্বমান কেশযুক্ত ও পহ্লবগণকে শ্মশ্রুধারী করিয়াছিলেন। এই সকল ক্ষত্রিয়গণ নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল বলিয়া ব্রাহ্মণগণও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। সুতরাং তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল। তদবধি তদীয় বংশধরগণ ম্লেচ্ছজাতি মধ্যে পরিগণিত হইল।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে অঙ্গনামে এক প্রজাপতি ছিলেন। তিনি মৃত্যুর সুতীর্থা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার বেননামে এক পুত্র হয়। এই পুত্র অতিশয় অধার্ম্মিক ছিল। মহর্ষিগণ অধর্ম্মভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে অধর্ম্ম ত্যাগ করিতে নানারূপ অনুনয় করেন। রাজা বেন তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তখন মহর্ষিগণ তাঁহাকে শাপপ্রদান করেন, এই শাপে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন ব্রাহ্মণগণ অরাজকভয়ে ভীত হইয়া ইহার দেহ মন্থন করিয়াছিলেন। সেই মন্থন হইতেই ম্লেচ্ছজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।*

শাস্ত্রে ম্লেচ্ছভাষা-শিক্ষা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"ন সাতয়েদিষ্টকাভিঃ ফলানি বৈ ফলেন তু।
ন ম্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত নাকর্ষেচ্চ পদাসনম্॥"
(কূর্ম্মপু০ উপবি০ ১৫অ০)

ম্লেচ্ছের সাক্ষাতে মন্ত্রণা করিতে নাই।

"জড়মূকান্ধবধিরাং স্তৈর্য্যগ্‌যোনান্ বয়োঽতিগান্।
স্ত্রীম্লেচ্ছব্যাধিতব্যঙ্গান্ মন্ত্রকালেঽপসারয়েৎ॥" (মনু ৭।১৪৯)

এই জাতি পশুধর্ম্মী, এবং সকলপ্রকার আর্য্যাচারবিরহিত।

"গুরুদারপ্রসক্তেষু তির্য্যক্‌যোনিগতেষু চ।
পশুধর্ম্মিষু পাপেষু ম্লেচ্ছেষু ত্বং ভবিষ্যসি॥"
(ভারত ১।৮৪।১৫)

বৃহৎপরাশরসংহিতায় (১অঃ) লিখিত আছে।—

"হিমপর্ব্বতবিন্ধ্যাদ্রৌ বিনাশনপ্রয়াগয়োঃ।
মধ্যে তু পাবনো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরম্॥"

অর্থাৎ হিমালয় ও বিন্ধ্যাদ্রির মধ্যে এবং বিনশন (সরস্বতীর অন্তর্দ্ধানপ্রদেশ) ও প্রয়াগের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পুণ্য দেশ, তাহার বাহিরে ম্লেচ্ছদেশ।

বৃহৎপরাশরের মতে—

"ব্রাহ্মক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রাজাতা স্তেঽনুক্রমেণ তু।
ক্রমাতিক্রমতশ্চান্যে ম্লেচ্ছান্ত্যবর্ণসম্ভবাঃ॥" (৬ অঃ)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি যথাক্রমে উৎপন্ন হয়। ইহাদের পরস্পর সংস্রবে অন্যান্য জাতির উৎপত্তি, কিন্তু ম্লেচ্ছজাতি এতদ্ভিন্ন অন্য বর্ণসম্ভূত।

বিষ্ণুস্মৃতির মতে (৬৪ অঃ)—"ন ম্লেচ্ছান্ত্যজপতিতৈঃ সহ সম্ভাষণং কুর্য্যাৎ।" অর্থাৎ দ্বিজাতি ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজ ও পতিতের সহিত আলাপ করিবে না।

পরাশরও বলিয়াছেন—

"ম্লেচ্ছৈর্নাশনস্পর্শে ক্ষেত্রে বা যদি বা স্থলে।
উপস্পর্শে শিরঃ প্রোক্ষ্য সংশুদ্ধো জায়তে দ্বিজঃ॥"
"আমমাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ।
ম্লেচ্ছভাণ্ডস্থিতা হ্যেতে নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥"
(বৃহৎপরাশর ৬অঃ)

ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক ভোজ্য দ্রব্যাদি স্পর্শ করিলে কিংবা কোন ক্ষেত্রে ও স্থলাদিতে তাহার সহিত সংস্পর্শ ঘটিলে মস্তকে জল দিয়া দ্বিজ ব্যক্তি বিশুদ্ধ হইবেন।

কাঁচা মাংস, ঘৃত, মধু, ও ফলোৎপন্ন যে কোনরূপ স্নেহ পদার্থ ম্লেচ্ছের ভাণ্ড হইতে বাহিরে আসিলেই শুচি হইবে।

ম্লেচ্ছকন্দ (পুং) ম্লেচ্ছপ্রিয়ঃ কন্দ ইতি মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা০। ১ লশুন। (ভাবপ্র০)

ম্লেচ্ছজাতি (স্ত্রী) ম্লেচ্ছস্য জাতিরিতি ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ, ম্লেচ্ছ-

---

* "বংশে স্বায়ম্ভুবস্যাসীদঙ্গো নাম প্রজাপতিঃ।
মৃত্যোস্তু দুহিতা তেন পরিণীতাতিদুর্মুখী॥
সুতীর্থা নাম তস্যাস্তু বেণো নাম সুতঃ পুরা।
অধর্ম্মনিরতঃ কামী বলবান্ বসুধাধিপঃ॥
লোকেঽপ্যধর্ম্মকৃত্যাত্তঃ পরভার্য্যাপহারকঃ।
ধর্ম্মাচারপ্রসিদ্ধ্যর্থং জগতোঽস্য মহর্ষিভিঃ॥
অনুনীতোঽপি ন দদাবনুজ্ঞাং স যদা ততঃ।
শাপেন মারয়িত্বৈনমরাজকভয়ার্দ্দিতাঃ॥
মমন্থুর্ব্রাহ্মণাস্তস্য বলাদ্দেহমকল্মষাঃ।
তৎকায়ান্মথ্যমানাত্তু নিপেতুর্ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
শরীরে মাতুরংশেন কৃষ্ণাঞ্জনসমপ্রভাঃ॥" (মৎস্যপু০ ১০।৩-৮)

রূপা জাতিরিতি বা। গোমাংসখাদক, বহুবিরুদ্ধভাষক ও সর্ব্বাচারবিহীন বর্ণ।

"গোমাংসখাদকো যস্তু বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে।" (প্রায়শ্চিত্তত্ত্ব)

অমরসিংহ কিরাত, শবর ও পুলিন্দ জাতিকে ম্লেচ্ছ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

'ভেদাঃ কিরাতশবরপুলিন্দা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।' (অমর)

মনুতে লিখিত আছে যে, পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, কিরাত, দরদ, খস প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতি স্বধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ এবং ব্রাহ্মণদিগের অদর্শনে ম্লেচ্ছজাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

"পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ॥
মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥"

(মনু ১০।৪৪-৪৫)

ম্লেচ্ছদেশ (পুং) ম্লেচ্ছানাং দেশঃ, ম্লেচ্ছপ্রধানো দেশো বা। চাতুর্ব্বর্ণ্যাব্যবস্থাদিরহিত স্থান, পর্য্যায় প্রত্যন্ত, ভারতবর্ষের অন্ত প্রান্তিগ। (অমর) যে স্থানের লোক শিষ্টাচারবিহীন হয়, অথবা অসংস্কৃত বলে, সেই স্থানকে ম্লেচ্ছস্থান বা ম্লেচ্ছদেশ কহে।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে।
ম্লেচ্ছদেশঃ সবিজ্ঞেয় আর্য্যাবর্ত্তস্ততঃ পরম্॥" (স্মৃতি)

যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চতুরাশ্রম বিদ্যমান নাই, সেই স্থানই ম্লেচ্ছদেশ। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—

"চরতি কৃষ্ণসারস্তু মৃগোযত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরম্॥"

(মনু ২।২৩)

যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করে, সেই দেশ যজ্ঞিয় অর্থাৎ পুণ্যদেশ, তদ্ভিন্ন অন্য ম্লেচ্ছদেশ।

ম্লেচ্ছন (ক্লী) ১ অস্ফুটকথা। ২ ম্লেচ্ছ ভাষায় কথন।

ম্লেচ্ছভোজন (ক্লী) ভুজ্যতে যদিতি ভুজ্ কর্ম্মণি ল্যুট্ ম্লেচ্ছানাং ভোজনং। ১ যাবক। (পুং) ২ গোধূম। (ত্রিকা°)

ম্লেচ্ছমণ্ডল (ক্লী) ম্লেচ্ছানাং মণ্ডলং সমূহো যত্র। ম্লেচ্ছদেশ।

ম্লেচ্ছমুখ (ক্লী) ম্লেচ্ছে ম্লেচ্ছদেশে মুখমুৎপত্তিরস্য। ১ তাম্র। (ভাবপ্র°)

ম্লেচ্ছাখ্য (ক্লী) ১ তাম্র। (হেম) ২ ম্লেচ্ছ।

ম্লেচ্ছাশ (পুং) ম্লেচ্ছৈরশ্যতে ইতি অশ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ম্লেচ্ছভোজন, গোধূম।

ম্লেচ্ছাস্য (ক্লী) ম্লেচ্ছে ম্লেচ্ছদেশে আস্যমুৎপত্তিরস্য। ১ তাম্র। (হারাবলী)

ম্লেচ্ছিত (ক্লী) ম্লেচ্ছ-দেশ্যোক্তৌ ক্ত। ম্লেচ্ছভাষা, অপশব্দ, পর্য্যায় পরভাষা। (হারাবলী)

ম্লেট, উন্মাদ। ভাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্-ম্লেটতি। লুঙ্ অম্লেটিষ্ট। ণিচ্-লুঙ্ অমিম্লেটৎ। ম্লেড ধাতুর রূপও এই প্রকার হইবে।

ম্লেব, সেবন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট ম্লেবতে। লুঙ্ অম্লেবিষ্ট।

ম্লৈ, কান্তিসংক্ষয়, হর্ষক্ষয়, গ্লানি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ ম্লায়তি। লিট্ মম্লে, মম্লতুঃ। লুট্ ম্লাতা। লুঙ্ অম্লাসীৎ, অম্লাসিষ্টাং।

য

য, ব্যঞ্জনবর্ণের ষড়্‌বিংশবর্ণ, অন্তঃস্থ যকার। এই বর্ণের উচ্চারণস্থান তালু। 'ইচু যশানাং তালু" (শিক্ষা ১৭) স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যস্থহেতুক এই বর্ণকে অন্তঃস্থবর্ণ কহে। জিহ্বাগ্র দ্বারা তালুদেশ ঈষদ্ স্পৃষ্ট হইলে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাই আভ্যন্তরপ্রযত্ন; সংবার, নাদ ও ঘোষ—বাহ্যপ্রযত্ন; ইহা অল্পপ্রাণ। বঙ্গীয় বর্ণমালায় ইহার লিখন প্রকার—

"ঊর্দ্ধাধঃ ক্রমতো রেখা চতুষ্কোণময়ী শুভা।
নারায়ণেশ বিধয়স্তাসু তিষ্ঠন্তি নিত্যশঃ।
মাত্রা কুণ্ডলিনী জ্ঞেয়া ধ্যানমস্য প্রচক্ষ্যতে॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ঊর্দ্ধাধঃক্রমে চতুষ্কোণময়ী রেখা করিয়া তাহাতে মাত্রা দিলে যকার হইবে। ইহার মাত্রা কুণ্ডলিনীস্বরূপা, এবং এই বর্ণে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর নিত্য অবস্থান করেন।

এই বর্ণের ধ্যান—

"ধূম্রবর্ণাং মহারৌদ্রীং ষড়্‌ভুজাং রক্তলোচনাম্।
রক্তাম্বরপরীধানাং নানালঙ্কারভূষিতাম্॥
মহামোক্ষপ্রদাং নিত্যামষ্টসিদ্ধিপ্রদায়িনীম্।
এবং ধ্যাত্বা যকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

এই বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ধূম্রবর্ণা, অতিভয়ঙ্করী, ষড়্‌ভুজা, রক্তলোচনা, রক্তবস্ত্রপরীধানা, নানালঙ্কারভূষিতা, অষ্টসিদ্ধি, মোক্ষদায়িনী ও নিত্যা। এই দেবীকে ধ্যান করিয়া ইহার মন্ত্র (যকার) দশবার জপ করিতে হয়। পরে ইহাকে প্রণাম করা বিধেয়। এই বর্ণ সদা ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুযুক্ত।

"ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা।
প্রণমামি সদা বর্ণং শক্তিমন্মোক্ষমব্যয়ম্॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ইহার স্বরূপ—এই বর্ণ চতুষ্কোণময় এবং পলাল ধূমসঙ্কাশ ও স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। ইহা পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চদেবতাস্বরূপ এবং ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুবিশিষ্ট।

"যকারং শৃণু চার্বঙ্গি চতুষ্কোণময়ং সদা।
পলালধূমসঙ্কাশং স্বয়ং পরমকুণ্ডলী॥
পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং তথা।
প্রণমামি সদা বর্ণং মুক্তিমোক্ষময়ম্॥" (কামধেনু ৫প৽)

ইহার পর্য্যায় বা নাম—বাণী, বসুধা, বায়ু, বিকৃতি, পুরুষোত্তম, যুগান্ত, শ্বসন, শীঘ্র, ধূমার্চ্চি, প্রাণিসেবক, সন্ধ্যাভ্রম, জটী, লোলা, বায়ুবেগী, যশস্করী, সঙ্কর্ষণ, ক্ষপা, বালহৃদয়, কপিলপ্রভা, আগ্নেয়, ব্যাপক, ত্যাগ, হোম, যান, প্রভা, সুখ, চণ্ড, সর্ব্বেশ্বরী, ধূম, চামুণ্ডা, সুমুখেশ্বরী, ত্বগাত্মা, মলয়, মাতা, হংসিনী, ভৃঙ্গিনায়ক, শোষক, মীন, ধনিষ্ঠা, অনঙ্গবেদিনী, মেষ্ঠ, সোম, পংক্তিনামা, পাপহা ও প্রাণনাশক। এই সকল শব্দ যকারবাচক।

"যো বাণী বসুধা বায়ুর্ব্বিকৃতিঃ পুরুষোত্তমঃ।
যুগান্তঃ শ্বসনঃ শীঘ্রো ধূমার্চ্চিঃ প্রাণিসেবকঃ॥
সন্ধ্যাভ্রমো ক্ষপা বালো হৃদয়ং কপিলপ্রভা।
আগ্নেয়ো ব্যাপকস্ত্যাগো হোমং যানং প্রভা সুখম্।
চণ্ডঃ সর্ব্বেশ্বরী ধূমশ্চামুণ্ডা সুমুখেশ্বরী॥
ত্বগাত্মা মলয়ো মাতা হংসিনী ভৃঙ্গিনায়কঃ।
তেজসঃ শোষকো মীনো ধনিষ্ঠানঙ্গবেদিনী।
মেষ্ঠঃ সোমঃ পংক্তিনামা পাপহা প্রাণসংজ্ঞকঃ॥"
(নানাতন্ত্রশাস্ত্র)

মাতৃকান্যাসে এই বর্ণ হৃদয়ে ন্যাস করিতে হয়। কাব্যের আদিতে এই বর্ণ প্রথম প্রয়োগ করিলে লক্ষ্মী লাভ হয়।

"যো লক্ষ্মীং বস্তু দাহং ব্যসনমথ লবৌ শঃ সুখং হন্তু খেদম্।"
(বৃত্তরত্নাকর)

২ মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণে দিবাদিগণসূচক ধাতুযুবন্ধবিশেষ। ৩ ছন্দঃশাস্ত্রের অন্তর্গত গণবিশেষ। ছন্দঃশাস্ত্রে 'য' এই অক্ষর থাকিলে প্রথম বর্ণ লঘু ও শেষ দুই বর্ণ গুরু বুঝিতে হইবে। "আদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ" (ছন্দোম৽)

য, (পুং) যাতীতি যা গতৌ ড। ২ যশঃ। ৩ যোগ। ৪ যান। ৫ যাতা। যম-ড। ৬ সংযম। ৭ ছন্দঃকথিত যগণ।

যক্ (দেশজ যক্ষ শব্দের অপভ্রংশ) যক্ষ। যথা, যেন যকের ধন চৌকি দিচ্ছে। যকের ধনরক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে এইরূপ একটী প্রবাদ আছে। পূর্ব্বে দস্যুর উপদ্রবভয়ে লোকে পুষ্করিণী মধ্যে ধনরত্ন লুকাইয়া রাখিত। এই উদ্দেশে প্রথমে একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া তদগর্ভে স্বর্ণ ও রৌপ্য

মুদ্রা সমুদায় স্থাপিত করিত এবং একটী কাল ছেলে অপহরণ করিয়া আনিয়া সেই স্থানে বসাইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দিত। শিশুর হস্তের সহিত মুদ্রাপূর্ণ কলসীসমূহ লৌহশৃঙ্খল দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হইত। পরে যথাবিধি পূজা-সমাপনান্তে যক্ষনিয়োগ দ্বারা ঐ বালককে গর্ত্তমধ্যে চাপা দেওয়া হয়। যতক্ষণ প্রদীপ জ্বলে, ততক্ষণ বালকটী জীবিত থাকে। বালক মরিয়া যক্ষযোনি প্রাপ্ত হয় এবং সেই জলগর্ভনিহিত ধনরক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। পূর্ব্বে এই ভ্রান্ত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক ধনবান্ ব্যক্তি শিশুহত্যায় কাতর হন নাই। এখনও অনেক পুকুরে যকের ধন থাকার কথা শুনা যায়।

যক (ত্রি) যৎ-অকচ্ (অব্যয়সর্ব্বনাম্নামকচ্ প্রাক্টেঃ। পা ৫।৩।৭১) যৎ শব্দার্থ, চালিত যে।

"রাজকা ইদশুকে যকে সরস্বতী মনু" (ঋক্ ৮।২১।১১৮)

যকন্ (পুং) যকৃৎ। [যকৃৎ দেখ]

"যক্নঃ প্লাশিভ্যো বিবৃহামি" (ঋক্ ১০।১৬৩।৩) 'যক্নঃ হৃদয়সমীপে বর্ত্তমানঃ কালমাংসবিশেষো যকৃৎ, তস্মাৎ' (সায়ণ)

যকার (স্ত্রী) য স্বরূপে কার। য স্বরূপ বর্ণ।

যকৃৎ (স্ত্রী) যজ্ (শকে ঋতিন্। উণ্ ৪।৫৮) ইত্যত্র 'বাহুলকাৎ যজেঃ কশ্চ' ইত্যুজ্জ্বলদত্তোক্ত্যা ঋতিন্, অন্ত চ কঃ। কুক্ষির দক্ষিণভাগস্থ মাংসখণ্ড। (Liver) হিন্দী—কলিজা। সংস্কৃত পর্য্যায় কালখণ্ড, কালখঞ্জ, কালেয়, কালক, করণ্ডা, মহাস্নায়ু। ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন, হৃদয়সমীপে বর্ত্তমান কালমাংস বিশেষকে যকৃৎ কহে।

বৈদ্যকে ইহার লক্ষণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

"অধো দক্ষিণতশ্চাপি হৃদয়াদ্ যকৃতঃ স্থিতিঃ।
তত্তু রঞ্জকপিত্তস্য স্থানং শোণিতজং মতম্॥
প্লীহামযস্য হেত্বাদি সমস্তং যকৃদাময়ে।
কিন্তু স্থিতিস্তয়োর্জ্ঞেয়া বামদক্ষিণপার্শ্বয়োঃ॥" (ভাবপ্র॰)

হৃদয়ের অধোদেশে যকৃৎ অবস্থিতি করে। রঞ্জক পিত্তের আশ্রয় স্থান যকৃৎ, এই যকৃৎ রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়।

ইহার লক্ষণ—প্লীহা ও যকৃৎ এই উভয় রোগেরই হেতু লক্ষণাদি একই প্রকার। প্রভেদ এই যে, প্লীহা বামপার্শ্বে ও যকৃৎ দক্ষিণপার্শ্বে হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃৎ সকলেরই আছে, কিন্তু ইহা বৃদ্ধি হইলে তাহাকে রোগ কহে। তখন তাহার প্রতিবিধান আবশ্যক।

হারীতসংহিতায় লিখিত আছে যে, রক্ত বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কফ দ্বারা ঘনীভূত ও পরে পিত্তদ্বারা পরিপক্ক হইয়া যকৃৎ রূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ জীবের যে যকৃৎ থাকে, সেই যকৃৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিদোষদোষে দূষিত হইয়া বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে মানব ক্ষীণ হইতে থাকে, এবং তাহার প্রতিকার না করিলে নিম্নোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া তাহার আশু মৃত্যু হয়। বমি, বিনা আয়াসে পরিশ্রমবোধ, উদ্গার, হৃল্লাস, শ্বসন, ভ্রম, দাহ, অরুচি, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ, শিরোবেদনা, হৃচ্ছূল, প্রতিশ্যায়, ষ্ঠীবন, কাস, হৃদয়দেশে সশল্যশূলবেদনা, নিদ্রানাশ, প্রলাপ, হৃদয়ের জড়তা ও উদরগর্জ্জন এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ দ্বারা স্থির করিতে হইবে যে, রোগীর যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়াছে।

"বাতে নোদীরিতং রক্তং কফেন চ ঘনীকৃতম্।
পিত্তেন পাকতাং প্রাপ্তং ত্রিদোষসংশ্রিতং যকৃৎ॥
লক্ষণং তস্য বক্ষ্যামি তেন তচ্চাপি লক্ষয়েৎ।
ক্ষীয়তে তেন মনুজো মৃত্যুরাশু প্রবর্ত্ততে॥
বমিক্লমোদ্‌গারো হৃল্লাসঃ শ্বসনং ভ্রমঃ।
দাহোঽরুচিস্তৃষা মূর্চ্ছা কণ্ঠে দাহঃ শিরোব্যথা॥
হৃচ্ছূলঞ্চ প্রতিশ্যায়ঃ ষ্ঠীবনং কটুকাসহ।
সশল্যং হৃদিশূলঞ্চ নিদ্রানাশঃ প্রলাপতঃ॥
হৃদয়ে মন্যতে জাড্যং উদরং গর্জ্জতে ভৃশম্।
এতৈর্লিঙ্গৈর্বিজানীয়াৎ যকৃৎকোষ্ঠে চ বক্ষসি॥"

(হারীত চিকি॰ ৪ অ॰)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, প্লীহা ও যকৃৎ এই উভয় একই কারণে হইয়া থাকে। হৃদয়ের বামপার্শ্বে প্লীহার এবং দক্ষিণ পার্শ্বে যকৃতের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিদাহি-দ্রব্য, (কুলথকলায় ও সর্ষপশাকাদি) ও অভিষ্যন্দী (মহিষ-দধি প্রভৃতি) দ্রব্যসেবনকারী মানবগণের রক্ত ও কফ দূষিত হইয়া এই রোগ হইয়া থাকে। এই রোগ হইলে রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ ও অবসন্ন, অল্পজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও বলহ্রাস হয়। এইরোগে শ্লৈষ্মিক এবং পৈত্তিক উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। (ভাবপ্র॰ প্লীহযকৃদধি॰)

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে পুরাতন জ্বর-রোগীরই প্লীহা ও যকৃৎ হইয়া থাকে। যকৃতের হ্রাস ও বৃদ্ধি হৃদয়দেশে হস্তদ্বারা জানিতে পারা যায়।

[প্লীহা শব্দে বৈদ্যক মত দ্রষ্টব্য।]

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র-মতে যকৃৎ (liver) শরীর মধ্যস্থ একটী প্রধান যন্ত্র। ইহা হইতে পিত্তরস নিঃসৃত হইয়া পরিপাকক্রিয়ার সাহায্য করে এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে। এই যন্ত্রের ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য ঘটিলে শরীরে যে সকল উপদ্রবসূচক রোগ উৎপন্ন হয়, নিম্নে তাহা সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইল।

সময় সময় যকৃতে বেদনা (Hepatalgia) অনুভূত হয়। স্নায়ুপ্রকৃতিক ব্যক্তি মাত্রেরই উক্তরূপ বেদনা জন্মিতে দেখা যায়। পিত্তকোষে পিত্তপাথর জন্মিলেও ঐ প্রকারের বেদনা আসিতে পারে। [পিত্তপাথর দেখ।]

যকৃৎ ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিলে জণ্ডিস বা ন্যাবা রোগ (Jaundice বা Icterus) জন্মে। পিত্ত-নিঃসরণের অল্পতা বা অবরুদ্ধতা হেতু রক্তে অধিক পিত্ত মিশ্রিত হইয়া চক্ষের যোজকত্বক্, চর্ম্ম ও মূত্র পীতবর্ণ ধারণ করে।

কোন কোন চিকিৎসকের মতে পিত্তের বর্ণজ পদার্থ ও পিত্তাম্ল যকৃতে উৎপন্ন হয়, স্রাবের অবরুদ্ধতাবশতঃ যদি পিত্তকোষ ও পিত্তনালীসমূহ পিত্তে পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে শিরা ও লসীকা নাড়ী দ্বারা পিত্তের রঙ শোষিত হইয়া চর্ম্ম ও নিস্রাবাদিকে পীতবর্ণে রঞ্জিত করে। অপরাপর চিকিৎসকগণের মতে পিত্তের বর্ণজপদার্থ স্বভাবতঃই শোণিতে অবস্থিতি করে এবং তাহা যকৃৎ দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। কারণান্তরে যকৃতের ক্রিয়া খারাপ হইলে উহা ক্রমশঃ রক্তের ভিতর সঞ্চিত হয় এবং তাহার ত্বগাদি শারীরিক বিধান ও নিস্রাব পীতবর্ণ হইতে থাকে। উপরোক্ত দুইটী মত একই কারণ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে মতপার্থক্যের অনুসারে এই অবরুদ্ধতা-ব্যাপার যথাক্রমে Obstructive ও Suppressive ভেদে দ্বিবিধ।

যকৃৎ প্রণালী (হেপ্যাটিক ডক্ট) মধ্যে পিত্তপাথরী, গাঢ়পিত্ত অথবা কোন পরাঙ্গপুষ্ট কীটের (Round worm, Hydatids প্রভৃতির) অবস্থান ; দ্বাদশাঙ্গুলান্ত্র (Duodenum) প্রদাহ হেতু হেপ্যাটিক ডক্টের রন্ধ্রের সঙ্কোচন অথবা অর্ব্বুদাদি দ্বারা যকৃৎপ্রণালীর উপর চাপ জন্য অবরুদ্ধতা উহার পেশীর আক্ষেপ ও অবশতর প্রভৃতি কারণেই কামলা রোগের উৎপত্তি হয়। কখন কখন পীতজ্বর (yellow fever) বা পৌনঃপুনিক জ্বর (Relapsing fever); স্বল্পবিরাম জ্বর ও সবিরাম জ্বর ; সর্পাঘাত কিংবা ফস্ফরস, পারদ, তাম্র, এন্টিমণি প্রভৃতি ধাতুবিষে বিষাক্ততা, যকৃতের খর্ব্বতা, যকৃতে রক্তাধিক্য, মনস্তাপ দ্বারা যকৃৎক্রিয়ার ব্যতিক্রম, দূষিত বায়ু দ্বারা রক্তের অপরিষ্কৃতি ; সদ্যোজাত শিশুর নিউমোনিয়ারোগ জন্য রক্তের অপরিষ্কৃতি ; পাকক্রিয়ার্থ নিয়মাতিরিক্ত পিত্তনিস্রাব ; বহু দিন যাবৎ কোষ্ঠবদ্ধতা ; অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব হইবার পর যকৃৎ-শিরার (Portal veins) মধ্যে স্বল্পশোণিতসঞ্চালন ; ইনফ্লুয়েঞ্জা ও উইলস্ ডিজিজে পিত্তনালীর অবরুদ্ধতাহেতু ও কখন কখন জণ্ডিস্ এপিডেমিক (বহুব্যাপী) রূপে আক্রমণ করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কয়েক দিন পর্য্যন্ত অধিক পরিমাণে পিত্ত নিঃসৃত হয়, তাহা অন্ত্রপথে নির্গত না হইলে জণ্ডিস হইবার সম্ভাবনা। কোন কারণ বশতঃ লোহিতবর্ণ রক্তকণা সকল ধ্বংস হইলে চর্ম্ম পীতবর্ণ হয়। প্রধান পিত্তনালীর অভাব কিংবা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধতা থাকিলে সাংঘাতিক জণ্ডিস্ হইতে দেখা দেয়।

আম্বিলিকাল ভেন বা নাভিরজ্জুসংশ্লিষ্ট শিরার (Umbilical vein) প্রদাহে অথবা যকৃদ্ধমনীর মধ্যে প্রবাহিত সাম্য ৫ রক্তপিণ্ডে মিশ্রিত হইয়া যকৃৎপ্রণালীর ভিনোসাসের মধ্য দিয়া রক্তস্রোত গমন করিলেও এই ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে।

চর্ম্ম, সিরস্, কৌষিকবিধান, মস্তিষ্ক, স্নায়ুসমূহ ও যন্ত্রাদির পীতবর্ণতারূপ শারীরিক পরিবর্ত্তন দেখা যায়। অবরুদ্ধতা জন্য পীড়া উপস্থিত হইলে যকৃৎ ও পিত্তাধার বৰ্দ্ধিত হয়। প্রথমাবস্থায় যকৃৎ আরক্তিম, বৃহৎ এবং পীতবর্ণ, পরে রোগ পুরাতন হইলে উহা দেখিতে পাটল, সবুজ কিংবা কৃষ্ণবর্ণ হয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোক এই রোগে বহুদিন আক্রান্ত থাকিলে গর্ভজাত শিশুরও ঐ পীড়া হয়।

বিশেষ লক্ষণের মধ্যে পীড়ারম্ভে মূত্র পীতাভ হয়, পরে যোজকত্বক্ (conjunctiva) ও চর্ম্ম পীতবর্ণ হইতে থাকে। ক্রমশঃ তাহা পীত হইতে পাটলাভ, কৃষ্ণাভ ও সবুজ এবং বয়স, বর্ণ ও বসার ন্যূনাধিক্য অনুসারে নানাপ্রকার হইয়াও থাকে। ওষ্ঠ ও দন্তমাড়ীর বর্ণ পাতলা চর্ম্মবিশিষ্টের ন্যায় গাঢ় হইয়া থাকে। মূত্রের বর্ণ কখন জাফ্রানের ন্যায় পীত, কখন মেহাগণিকাঠ বা পোর্ট-সুরার বর্ণ অথবা ঈষৎ সবুজ বর্ণ হয়। উহার পরিমাণ স্বাভাবিক হইতে ন্যূন হয়, তাহাতে শুভ্র বস্ত্রখণ্ড নিমগ্ন করিলে পীতবর্ণ ধারণ করে। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা মূত্রে পিত্ত ও পিত্তাম্ল পাওয়া যায়, কোন কোন স্থলে অণুবীক্ষণ দ্বারা মূত্রে লিউসিন্ (Leucine) এবং টাইরোসিন্ (Tyrosine) নামক দুইটী পদার্থ দেখা যায়। অন্ত্র মধ্যে পিত্ত না প্রবেশ করিলে মল কঠিন, দুর্গন্ধযুক্ত ও শুভ্র কর্দ্দমের ন্যায় হয় এবং তজ্জন্য উদরাধ্মান, উদরাময় বা আমাশয়ও হইতে দেখা যায়। তৈলাক্ত পদার্থে অরুচি হয় ও তিক্তোদ্গার হইয়া থাকে। ঘর্ম্ম, লালা, দুগ্ধ ও অশ্রুতে পিত্ত দেখা যায়। রক্তে পিত্তাম্ল থাকায় কণ্ডুয়নাদি হয়। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু (মিনিটে ৫০।৪০।৩০ পর্য্যন্ত) হয়। মস্তিষ্কবিক্রিয়াও ঘটে। চক্ষুর সম্মুখে পীতবর্ণ রেখাও (xanthopsy) কখন দেখা যায়। রোগ শীঘ্র আরোগ্য না হইলে অচৈতন্য বা অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব দ্বারা রোগীর মৃত্যু হয়।

ম্যালেরিক কাকেক্সিয়া, সীসক দ্বারা বিষাক্ততা, এডিসন্স

ডিজিজ, হরিৎপীড়া (Chlorosis) ও কর্কটরোগে চর্ম্মের বিবর্ণতা দেখিয়া ভ্রম জন্মিলে মূত্র এবং কঞ্জক্টিভা পরীক্ষা করিয়া ভ্রান্তি দূর করিতে হয়। অবরুদ্ধতাজনিত পীড়ায় মূত্রে পিত্তায় থাকে, মলে পিত্ত থাকে না, দ্বিতীয় প্রকারে উৎপন্ন জণ্ডিসে চর্ম সামান্য পীতবর্ণ হয়, মলে ন্যূনাধিক পরিমাণে পিত্ত থাকে; মূত্রে লিউসিন্ ও টাইরোসিন্ দেখিতে পাওয়া যায়।—রক্তস্রাব ও বিকারের লক্ষণ উপস্থিত হইলে ভাবীফল অশুভকর। গর্ভাবস্থায় পীড়া সাংঘাতিক। ডক্টের প্রদাহ জন্য পীড়া সুসাধ্য।

চিকিৎসা—অবরুদ্ধতা থাকিলে অন্ত্র, ত্বক্ ও মূত্র যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি করা উচিত। সুচারুরূপে ত্বক্‌ক্রিয়া নির্ব্বাহ জন্য এবং কণ্ডুয়ন নিবারণার্থ যথাক্রমে উষ্ণ বাথ বা এল্‌কেলাইন বাথ দিবে। কোষ্ঠপরিষ্কারার্থ মৃদু বিরেচক ও মিনারেল ওয়াটার ব্যবস্থেয়। স্বাস্থ্যবৃদ্ধির জন্য আয়রণ এবং অন্যান্য টনিকস্ বিধেয়। অভ্যস্ত কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করিবার নিমিত্ত প্রত্যহ আহারান্তে ৫।১০ গ্রেণ অক্স-বাইল এবং ব্লু পিল, ট্যারেক্‌সেকাই নাইট্রোমিউরিয়েট্ এসিড ডিল্, এমন্ সিউরিএট, পডফ্লিন্, ব্যাপটিসিন্ প্রভৃতি পিত্তনিঃসারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যকৃতে রক্ত সঞ্চিত থাকিলে সেই স্থানে ফোমেণ্টেশন, সিনাপিজম ও পুলটিশ ব্যবহার্য্য। তরল ও বলকারক দ্রব্য পথ্য দিবে। বসা ও শর্করাযুক্ত দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ। দৌর্ব্বল্য ও টাইফয়েড লক্ষণ উপস্থিত হইলে বলকর ঔষধ (Stimulent) দিবে। রক্তস্রাব হইলে তন্নিবারণ বিধেয়।

রি সি পি

এঃ নাইট্রোমিউঃ ডিল্ ১০ ফোটা
এমন্ মিউরিএট্ ৫ গ্রেণ
সবকস্ টারেক্সেকাই অর্দ্ধ ড্রাম
ইন্‌ফিউজন জেন্‌সিএন্ ১ ঔন্স

একমাত্রা দিনে ৩ বার এবং রাত্রিকালে নিম্নোক্ত বটিকা শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিবে।

রি সি পি

পডফ্লিন্ রেজিনি অর্দ্ধ গ্রেণ
পিল কলোসিন্থ কোং ৩ গ্রেণ

হেপ্যাটিক কঞ্জেশ্চন (Hypatic Congestion) বা যকৃতের রক্তাধিক্য—অধিকমাত্রায় মদিরা বা গুরুপাক দ্রব্য ভোজন ও অতি ভোজন; শরীরে অত্যন্ত তাপাধিক্য বা তদবস্থায় শীতবাতসংস্পর্শ; প্রবাসের প্রথমাবস্থা; সহসা আঘাত প্রাপ্তি; ঋতু কিংবা অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ; হৃৎপিণ্ড বা ফুস্‌ফুসের পুরাতন পীড়া প্রভৃতি কারণে হিপ্যাটিক ভেনে রক্তাধিক্য হয়।

এই সময়ে—যকৃৎ কিঞ্চিৎ বৃহৎ ও দৃঢ় এবং কর্ত্তন করিলে বহু পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয়। যকৃদ্ধমনীতে রক্তাধিক্য হইলে লবিউলের (lobules) চতুঃপার্শ্বস্থান লালবর্ণ ও রক্তপূর্ণ থাকে। হিপ্যাটিক ভেনে রক্তাধিক্য থাকিলে লবিউলের মধ্যস্থান আরক্তিম দেখায়। ইহা দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে উক্ত ভেনের শাখা প্রশাখা রক্তে পূর্ণ থাকে; লবিউলের বহির্ভাগ (যেখানে পোর্টাল শিরা আছে) রক্তশূন্য ও বসাযুক্ত এবং তাহাদের মধ্যে মধ্যে পিত্তনলী দৃষ্ট হয়। এই প্রকার যকৃৎ কাটিলে জায়ফলাকৃতি দেখা যায়। এই জন্য ইহাকে Nutmeg-liver বলে। ইহা পীত, শুভ্র ও লোহিত বর্ণ মিশ্রিত থাকে।

যকৃৎ স্থানে বেদনা, ভারবোধ ও আকৃষ্টতা অনুভূত হয়; আহারান্তে ও বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে বেদনা বৃদ্ধি পায় ও সময় সময় তাহা দক্ষিণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। রোগ অধিক দিন থাকিলে প্লীহাও বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধামান্দ্য, জিহ্বা মলাবৃত, কোষ্ঠবদ্ধ বা উদরাময় এবং উদরাধ্মান দেখা যায়। সামান্য জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়, মূত্র স্বল্প ও লোহিতাভ হয়। স্পর্শদ্বারা যকৃৎ বৃহৎ বোধ ও কখন কখন হিপাটিক শিরায় ধাক্কা অনুভূত হয়।

চিকিৎসা—যকৃতের উপর জলৌকা বা যথেষ্ট কপিং বসাইবে, অন্যান্য বাহ্যপ্রলেপ ঔষধের মধ্যে পুলটিশ, সিনাপিজম্, শুষ্ক কপিং এবং ফোমেণ্টেশন ব্যবহার করা যায়। দূষিত খাদ্যজনিত পীড়ায় প্রথম অবস্থায় মৃদু বমনকারক ঔষধ অথবা রজনীতে ব্লু পিল ও কলোসিন্থ একত্র করিয়া বটিকা দিবে। প্রাতে সাইট্রেট্ বা সলফেট্ অব্ ম্যাগনিসিয়া, সলফেট্ অব্ সোডা, ক্রীম অব্ টার্টার প্রভৃতি লাবণিক বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। প্রবল লক্ষণ অতিক্রান্ত হইলে তিক্ত বলকারক ঔষধ ও ধাতব জল বিধান করিবে।

প্রবল হেপ্যাটাইটিস্ (Acute Hypatitis) বা যকৃতের প্রদাহ—ইহা দুই প্রকার,—পেরিহিপাটাইটিস ও সপিউরেটিভ হেপ্যাটাইটিস; যথাক্রমে ইহাদের কারণ ও লক্ষণ পৃথক্ বিবৃত হইতেছে।

পেরিহিপাটাইটিস্—কোনরূপ আঘাত ও পেরিটোনাইটিস এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রদাহবিস্তৃতি দ্বারা ইহার উৎপত্তি হয়। তাহাতে রোগী যকৃতের উপর তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করে; কাস, শ্বাস ও প্রশ্বাস দ্বারা ঐ বেদনার আরও বৃদ্ধি হয়। সামান্য জ্বরের লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়। লিভারের ক্রিয়ার বিশেষ কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

সপিউরেটিভ হেপ্যাটাইস্—হেপ্যাটিক কঞ্জেশ্চনের কারণ

সকলের আতিশয্য ঘটিলে যকৃতে প্রদাহ ও স্ফোটক জন্মে। শরীরের অন্য কোন স্থানের ক্ষত হইতে বিগলিত বিধান-সমূহ যকৃদ্ধমনীর মধ্যে চালিত হইয়া যকৃতের কোন অংশে এম্বলসের স্বরূপ আবদ্ধ হইলে স্ফোটক উৎপন্ন হয়। আম্বিলাইকেল ভেন প্রদাহযুক্ত হইলে শিশুদের যকৃতে কখন কখন স্ফোটক হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের স্ফোটকে এমিবা কোলাই নামক সূক্ষ্ম উদ্ভিজ্জ দেখা যায়, উহাও একটী কারণ।

ইহাতে এই কয়টী বিশেষ লক্ষণ ঘটে—যকৃতে আকর্ষক বেদনা ও স্পন্দন অনুভব;—দক্ষিণ লোব আক্রান্ত হইলে দক্ষিণ স্কন্ধ ও স্ক্যাপিউলা পর্য্যন্ত ঐরূপ বেদনাবোধ, জণ্ডিস্, ক্ষুধামান্দ্য, জিহ্বা মলাবৃত ও লোহিতবর্ণ, পিপাসাধিক্য, বিবমিষা, বমন, উদরাময়, কোষ্ঠাবরুদ্ধতা ও কখন কখন উদরী হইতে দেখা যায়।

সাধারণতঃ শীত ও কম্প হইয়া জ্বর আরম্ভ হয়। পূয় সঞ্চার হইলে বারম্বার কম্প, হেক্‌টিক্ জ্বর, নৈশঘর্ম্ম, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও শীর্ণতা উপস্থিত হয়। প্রথমে মূত্র স্বল্প এবং লোহিতবর্ণ; স্ফোটক উৎপন্ন হইবার পর পাতলা ও পরিমাণে অধিক হয়। রোগ কঠিন হইলে দুর্ব্বলতা ও অচৈতন্য প্রভৃতি বিকারের লক্ষণ উপস্থিত হইয়া রোগীর মৃত্যু হয়। কোন কোন স্থলে স্ফোটকের পূয় রূপান্তরিত হওয়াতে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। অনেক সময় বহির্দ্দেশ বিদীর্ণ হয়, উহার পূর্ব্বে তথাকার চর্ম্ম আরক্তিম ও স্ফীত হইয়া থাকে। এইরূপে বিদীর্ণ হইলেও রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

পেরি ও সপিউরেটিভ্ হিপাটাইটিস্ রোগ দুইটী ঠিক করা সুকঠিন। পূয় হইলে রোগনির্ণয়ে কোন গোল থাকে না। সপূয় যকৃতোষ রোগের সহিত, পূয়সঞ্চারের পূর্ব্বে, পিত্তকোষের প্রদাহ ও পূয়সঞ্চার, পূয়োৎপাদক হাইডেটিড্ সিষ্ট, উদর-প্রাচীরে স্ফোটক ও অন্ত্রাবরণপ্রদাহের ভ্রম হয়। পেরিটোনাইটিসে ফ্লকচুয়েশন পাওয়া যায় না এবং বারংবার শীতকম্প হইয়া জ্বর হয় না, রোগের আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত ভিন্ন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় না। উদরপ্রাচীরে স্ফোটক হইলে অধিক দৌর্ব্বল্য, শীতকম্প ও জণ্ডিস্ থাকে না। যকৃতের বহির্দ্দিকে বিশেষতঃ এন্সিফরম কার্টিলেজের নিকট বিদীর্ণ হইলে বা অন্ত্রাই বিদীর্ণ হইলেও রোগ আরোগ্য হইতে দেখা যায়। অন্যান্য স্থানে স্ফুটিত হইলে সাংঘাতিক হয়। সপূয় স্ফোটক দুরারোগ্য।

চিকিৎসা—বাহ্য দেশে কপিং, লিচিং ফোমেণ্টেশন, পুলটিস ও সিনাপিজম্ প্রয়োজ্য; লবণ ও পারদঘটিত বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে। আমাশয় থাকিলে ইপিকাকিউয়ানা দিবে। পূয় হইলে এস্পিরেটার বা ট্রোকার ওকানিউলা দ্বারা পূয় বহির্গত করিবে। কষ্টিক পটাশ দ্বারা কিংবা ছেদন করিয়া ক্ষত করিলেও পূয় নির্গত হইতে পারে। অনন্তর এণ্টি-সেপ্টিক লোষণ ও মলম প্রভৃতি ক্ষতারোগ্যের জন্য ব্যবহার করিবে। রোগীর পক্ষে কুইনাইন্, টিংচীল, পার্থিবাম্ল এবং দুর্ব্বল হইলে বলকর ঔষধ ব্যবস্থেয়। বেদনা নিবারণের জন্য অহিফেন প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধ, সুপ প্রভৃতি পথ্য দেওয়া আবশ্যক।

যকৃতের পীতবর্ণ খর্ব্বতা (Acute yellow Atrophy of the liver)—অনেকে ইহাকে যকৃৎবিধানের বিস্তৃত প্রদাহ কহিয়া থাকেন। ফস্ফরস দ্বারা শরীর বিষাক্ত, দারুণ মনস্তাপ, ম্যালেরিয়া স্থানে বাস, অমিতাচার, সুরাপান ও উপদংশাদি রোগ হইতে সহজেই এই রোগ আক্রমণ করিতে পারে।

রোগ আক্রমণ করিলে যকৃৎ খর্ব্ব হইয়া আইসে। স্পর্শে কোমল, দর্শনে পীতবর্ণ বা পীতাভ লাল ও উহার ক্যাপসিউল সঙ্কুচিত বোধ হয়। পীড়ার প্রথমাবস্থায় উহার বিধান আরক্তিম দেখায়। অনুবীক্ষণ দ্বারা কোষ সকল ধ্বংসপ্রায় এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে তৈলবিন্দু ও বর্ণজ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। অন্ত্রে ও নানাস্থানে রক্তস্রাবের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে।

যকৃতে সময় সময় যে বিভিন্ন প্রকার অপকৃষ্টতা (degeneration) দেখা যায়, তন্মধ্যে বসা ও মোমসংযুক্ত যকৃতের হীনতা উল্লেখযোগ্য। অত্যধিক ভোজন, সুরাপান, যক্ষ্মা, কর্কট ও পুরাতন আমাশয় প্রভৃতি দীর্ঘকালস্থায়ী রোগে এবং শিথিল-স্বভাব হইতেই প্রধানতঃ যকৃতের বসাজন্য রোগ (Fatty liver বা Hepar Adiposum) আক্রমণ করে। তখন যকৃতের চারিধার গোলাকার ও মসৃণ, যকৃৎ পীতবর্ণ, স্পর্শে কোমল ও স্থিতিস্থাপকতাহীন, অনায়াসে ছিন্ন হয়। ছেদন করিলে তৈলবিন্দু নির্গত হয়। ছিন্ন খণ্ডোপরি কাগজ স্থাপন করিলে তাহা তৈলাক্ত হয় এবং উহা ইথারে দ্রব হইয়া থাকে। প্রায় শতকরা ৪০ হইতে ৪৫ ভাগ তৈলাক্ত পদার্থ এবং ওলিন্, মার্গেরিন ও কোলেষ্ট্রিন্ থাকে।

স্ক্রফিউলা বা কেরিজ প্রভৃতি প্রাচীন রোগ ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে Amyloid or waxy liver রোগের উৎপত্তি হয়। রোগ আক্রমণ করিলে, যকৃৎ বৃহদাকার এবং উহার আবরক বিধানগুলি প্রসারিত হয়। ছেদন করিলে রক্তশূন্য, শুভ্র বা পাণ্ডুবর্ণ দেখা যায়। ছেদিত অংশ মসৃণ। আইওডিন্ সংলগ্ন করিলে উহা বিবর্ণ হইয়া যায়।

তখন রোগী যকৃৎস্থানে ভার, আকৃষ্টতা ও অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করে, সেই সঙ্গে যকৃদ্ধমনীতে রক্তস্রোতের অবরুদ্ধতার ও তাবার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। তাহা হইতে পরে পুরাতন অন্ত্রাবরণপ্রদাহ ও উদরী আসিয়া উপস্থিত হয়। অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে দুর্ব্বলতা, রক্তাল্পতা ও রক্তের তারল্য দেখা যায়। স্পর্শদ্বারা যকৃতের ধার কঠিন ও বন্ধুর বলিয়া বোধ হয়। ব্যায়াম, বলকারক ঔষধ, সুপথ্য ও প্রস্রবণাদির ধাতব জলপান এই রোগের মহৌষধ। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বায়ু-পরিবর্ত্তন বিশেষ হিতকর।

যকৃতের হাইডেটিড্ অর্ব্বুদ—(Hydatid tumour) কুকুর ও নেকড়ে বাঘের অন্ত্রে এক রকম ক্রিমি (tape worm) হইয়া থাকে; ভূমিতে নির্গত হইলে উহার ডিম্ব নানাস্থানে বিকীর্ণ হয়, তাহা খাদ্যের সহিত মনুষ্যের শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, পিত্তনালীর মধ্য দিয়া কিংবা পাকাশয়ের প্রাচীর ভেদ করিয়া যকৃতের ভিতর গমন করে। যকৃৎ মধ্যে ডিম্ব সকল ফুটিলে এচিনোকোকস্ হমিনিস নামক স্কোলেক্স (Scolex) বা নবকীট উৎপন্ন হয়। উহাদের উত্তেজনাহেতু একটি আধারের মত ঝিল্লী (germinal membrane) জন্মে। ঐ ঝিল্লী মধ্যে ক্রমশঃ স্তরে স্তরে গোলাকার কোষ বা সিষ্ট (cyst) উৎপন্ন হইতে থাকে এবং প্রত্যেক সিষ্টের ভিতর বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ডিম্বাকার কীট দেখা যায়। আইসলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে এই পীড়া মধ্যম-বয়স্ক ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে সর্ব্বদা দেখা যায়।

হাইডেটিড্ অর্ব্বুদের চতুঃপার্শ্বে কঠিন শুভ্র বা পীতাভ ঝিল্লী থাকে, তন্মধ্যে ঈষৎ স্বচ্ছ, কোমল ও পাংশুবর্ণ কোষ দেখা যায়, উহাকে মাতৃ-কোষ কহে। ইহার ভিতর বর্ণহীন স্বচ্ছ জলবৎ পদার্থ থাকে। তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০০৭ হইতে ১·০১৫। ইহার প্রতিক্রিয়া ক্ষারধর্ম্মাক্রান্ত। রাসায়নিক পরীক্ষায় তাহাতে ক্লোরাইড ও সিসিনেট্ অব্ সোডিয়ম পাওয়া যায়। উক্ত মাতৃ-কোষের প্রাচীরে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্বাকার উপকোষ দৃষ্টিগোচর হয়, ইহাতেও এচিনোকোকস্ কীট পাওয়া যায়। টিউমার বিদীর্ণ হইলে মৃতদেহে উহার চিহ্ন থাকে।

অর্ব্বুদ হইলে যকৃৎ স্থানে বিশেষতঃ এপিগাষ্ট্রিয়মে ও দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়েক রিজনে স্ফীততা, ভারবোধ ও আকৃষ্টতা থাকে। উহাতে পূয হইলে শীতকম্পজ্বর ও অত্যন্ত বেদনা হয়। কখন কখন প্লীহার বিবৃদ্ধি ও উদরী হইতে দেখা যায়। অর্ব্বুদ বৃহৎ হইলে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, বিবিধাপকতা, ক্লিষ্টশন ও হাইডেটিড্ ফ্রেমিটস্ অনুভূত হয়। অর্ব্বুদ বহুসংখ্যক সিষ্ট দ্বারা নির্ম্মিত হইলে লোষ্ট্রাকার, দৃঢ় ও বেদনাযুক্ত হয়। দক্ষিণ-হাইপোকণ্ড্রিয়েক রিজনে অর্ব্বুদ হইলে বক্ষের ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত জড়তা (Dullness) বিস্তৃত এবং উহার ঊর্দ্ধ সীমা একটী বক্ররেখার মত হয়। সূক্ষ্ম ট্রোকার দ্বারা পরীক্ষা করিলে জলবৎ রস নির্গত হয়। রাসায়নিক পরীক্ষায় লবণ পাওয়া যায়।

প্লুরিটিক এফিউজন্, যকৃতের স্ফোটক এবং কিডনির হাইডেটিড্ অর্ব্বুদের মত দেখায়। এই জন্য রোগনির্ণয়কালে সময় সময় ভ্রম হইয়া থাকে, কিন্তু হাইডেটিড্ ফ্রেমিটস্ ও রোগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দ্বারা ইহাকে অন্যরোগ হইতে পৃথক্ করা যায়।

এই রোগ বহুকালব্যাপী হইলেও উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হয়। বিদারণহেতু অন্ত্রাবরণপ্রদাহ (পেরি-টোনাইটিস্) উৎপন্ন হইলে রোগীর মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা—অর্ব্বুদের উপরিভাগে কষ্টিক পটাশ দ্বারা ক্ষত করিয়া কোষস্থ জল ট্রোকার বা এস্পিরেটার দ্বারা বহির্গত করিবে। কারণ তদ্দ্বারা অর্ব্বুদ ও উদরপ্রাচীর মধ্যে মিলিত হওয়ায় উহার রস অন্ত্রাবরক ঝিল্লী (পেরিটোনিয়ম) মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ঐ রস পেরিটোনিয়মে কিঞ্চিন্মাত্র প্রবেশ করিলে অত্যন্ত প্রদাহ উপস্থিত হয়। ট্রোকার বাহির করিবার সময় উদরের ছেদিত স্থানে চাপ দিবে। তাহা হইলে ঐ জলবৎ রস চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে পারে না। কোন কোন সময় সিষ্ট নষ্ট করিবার জন্য গ্যালভেনো-পাংচার বা ইলেকট্রোলিসিস্ ব্যবহার করিতে হয়। সিষ্ট পুনরুৎপন্ন হইলে তাহাতে টিংচর আইওডিন্ বা পিত্ত ইঞ্জেক্ট করিবে। পূয়সঞ্চার হইলে মুক্তভাবে ছেদন করিয়া যকৃতের স্ফোটকের ন্যায় চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

যকৃতে কর্কটরোগ (cancer of the liver) জন্মিলে যকৃৎ স্থানে লোষ্ট্রাকার অর্ব্বুদ দৃষ্ট হয়। কর্কটের বিভিন্নতা অনুসারে যকৃৎ কোমল বা কঠিন হইয়া থাকে। কর্ত্তিত অংশ শুভ্র, পীতাভ, শ্বেত ও মধ্যে মধ্যে লালরেখাযুক্ত দেখায়। যকৃৎ ভারী ও অসমান, বিধান ন্যূনাধিক পরিমাণে বিনষ্ট ও চাপপ্রাপ্ত, এবং পোর্টাল ভেনে থ্রম্বসিস্ ও পেরিটোনাইটিস্ বিদ্যমান থাকা প্রভৃতি শারীরিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। পিত্তনালী অবরুদ্ধ হইলে বিবিধ সিষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যাপিত প্রকার কর্কট রোগে যকৃৎ ক্ষুদ্রাকার ধারণ করে।

যকৃৎ স্থানে বেদনা ও ভারবোধ, সময় সময় অসহ্য যন্ত্রণা; উদর, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বেদনা; উদরের শিরা স্ফীত

প্রসারিত ও পরিপূর্ণ। রোগী শীর্ণ, দুর্ব্বল ও রক্তহীন, পাকক্রিয়ার ব্যতিক্রম, সামান্য জ্বর, শ্বাসকৃচ্ছ্র ও শোথ বর্ত্তমান থাকে। মূত্রে অধিক পরিমাণে ইণ্ডিকান্ পাওয়া যায়।

যকৃতের সিফিলিটিক গমেটা, সিরোসিস্ ও এমিলয়েড অপকৃষ্টতার সহিত ভ্রম হইতে পারে। অত্যধিক যন্ত্রণা কাকেক্সিয়া দ্বারা অন্ত রোগের সহিত ইহার পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। এই ব্যাধি আরোগ্য হওয়া সুকঠিন। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদ্বারা চিকিৎসা করাইলে উপকার দর্শিতে পারে।

যকৃৎসংকোচন (Gin drinker's liver বা Cirrhosis of the liver) খালি পেটে তীব্র মদিরাসেবন, ম্যালেরিয়া স্থানে বাস বা দীর্ঘকাল গ্রীষ্ম-ভোগ, অধিক পরিমাণে গুরুপাক দ্রব্যভোজন, পাকক্রিয়ার ব্যতিক্রম, স্থানিক পেরিটোনাইটিস্ হইতে প্রদাহের বিস্তৃতি প্রভৃতি কারণে যকৃৎসংকোচন উপস্থিত হয়।

অনেকের মতে লবিউলের মধ্যবর্ত্তী কোষসংস্থানে প্রদাহ জন্মে, উহা বহু দিবস স্থায়ী হইলে লবিউল স্থিত কোষ ও পিত্তনালী সকলকে সংকুচিত করে। কেহ কেহ বলেন যে, প্রথমাবস্থায় পিত্তকোষসমূহে অপকৃষ্টতা জন্মে, পরে ক্রমশঃ উহারা খর্ব্ব হইলে তদনুসারে চতুষ্পার্শ্বস্থ সংস্থান অর্থাৎ ক্যাপসিউল সঙ্কুচিত হইতে থাকে। ৩০ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক পুরুষদিগের মধ্যেই প্রায় এই রোগ আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

যকৃৎ অর্দ্ধায়ত, খর্ব্ব ও গোলাকার, বাম লোব ও ধার সকল সমধিক পাতলা, দেখিতে পাংশুবর্ণ ও বন্ধুর হইয়া থাকে। উপরের উচ্চতাগুলি ক্ষুদ্র, মটর হইতে প্রেকের মাথার ন্যায় দেখায়, তজ্জন্য ইহাকে হব্‌নেল্‌ড্ লিভার (Hobnailed Liver) কহে। ঐ উচ্চ অংশ গুলির ব্যাস ⅛ হইতে ½ ইঞ্চ। যকৃতের ক্যাপ্সিউল স্থূল, দৃঢ় এবং সহজে ছিন্ন হয় না; স্থানে স্থানে তাহা পেরিটোনিয়মের সহিত সংযুক্ত দেখা যায়। কর্ত্তিত প্রদেশ দেখিতে ঈষৎ পাংশুবর্ণ বা পীতাভ; মধ্যে মধ্যে শুভ্রবর্ণ ও রজ্জুবৎ ঝিল্লী দৃষ্টিগোচর হয়। পোর্টাল শিরার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা ও কৈশিকাগুলি অবরুদ্ধ বা বিলুপ্ত, হেপ্যাটিক্ ধমনী প্রসারিত ও তাহা হইতে নূতন নূতন কৈশিকা উৎপন্ন হইয়া নবোৎপাদিত ঝিল্লীতে বিস্তৃত হয়। অনুবীক্ষণ দ্বারা কতকগুলি লবিউল সঙ্কুচিত, শুভ্রবর্ণ ও উহাদের কোষসমূহ বিলুপ্ত দেখায়। লবিউলের পরিধি হইতে ঐ সকল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। অপরাপর লবিউলগুলি পীতবর্ণ বোধ হয়; কারণ উহাদের পিত্তকোষ সকল কিয়ৎ পরিমাণে পিত্তবিশিষ্ট থাকে। প্রথমাবস্থায় লিভার স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃহৎ। এই পীড়ার সহিত বসা ও এমিলয়েড্ অপকৃষ্টতা বর্ত্তমান থাকিলে যকৃতের খর্ব্বতা পরিলক্ষিত হয় না। উপরোক্ত কারণ ব্যতীত অন্যান্য কারণ বশতঃ যকৃৎ খর্ব্ব হইলে উহার প্রদেশে উক্ত প্রকার উচ্চতা দেখা যায় না।

অন্য যে কারণে যকৃৎ খর্ব্ব হইতে পারে, তাহার বিষয় এস্থলে সামান্য রূপে বর্ণনা করা আবশ্যক।

(১) হৃৎপিণ্ডের পীড়া হেতু হেপ্যাটিক ভেনে অপ্রবল রক্তাধিক্য হইলে লবিউলের মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তজ্জন্য যকৃৎ খর্ব্ব হইতে থাকে।

(২) ডাঃ মর্চিসন্ বলেন যে, মদিরাপান না করিলেও এক প্রকার সিরোসিস্ হয়, যাহাতে যকৃৎ ঝিল্লী কোমল ও শস্যবৎ উচ্চ (Granular) দেখায়।

(৩) পোর্টাল্ ভেন কিংবা উহার শাখাতে প্রদাহ হইলে সিরোসিস্ হইতে পারে।

(৪) পুরাতন পেরি-হেপেটাইটিস পীড়ায় যকৃৎ ক্ষুদ্র হইয়া থাকে।

(৫) উপদংশ-রোগহেতু সিরোসিস হইবার সম্ভাবনা।

(৬) পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়া জ্বর হইলে কিংবা অন্ত্রে ক্ষত থাকিলে যকৃৎ ক্ষুদ্র হয়, যাহাকে ডাক্তার রোকিটানস্কি (Dr. Rokitansky), রেড এট্রফি (Red Atrophy) এবং ডাক্তার ফ্রেরিক্স (Dr. Frerichs) ক্রনিক এট্রফি (Chronic Atrophy) বলেন।

যকৃদ্বিবৃদ্ধিহেতু রোগী দক্ষিণ হাইপোকণ্ড্রিয়েক রিজনে ভার ও অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করে, কখন কখন বমন-উদ্গার ও অজীর্ণতা উপস্থিত হয়। পোর্টাল শিরার অবরুদ্ধতা-নিবন্ধন উদরী রোগ জন্মে। পোর্টাল শিরার মুখ অবরুদ্ধ হওয়ায় উহার রক্ত ইপিগাষ্ট্রীক ভেন দ্বারা ইন্‌ফিরিয়ার ভিনা-কেভাতে গমন করায় উদরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শিরা সকল স্ফীত হয়। রোগ বিশেষরূপে প্রকাশিত হইলে স্পর্শ দ্বারা যকৃৎ লোষ্ট্রাকারবোধ হয় এবং তাহাতে কখন কখন ক্রিকশন শব্দ শুনা যায়। উদরাময়, রক্তস্রাব, প্লীহাবিবৃদ্ধি, অর্শ অথবা জণ্ডিস্ পরিলক্ষিত হয়। রোগীর দেহ শীর্ণ, চর্ম্মশুষ্ক, মুখশ্রী মৃৎবর্ণ ও কখন কখন চর্ম্মোপরি পর্পিউরার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। মূত্রে ইউরিক এসিড, ইউরেটস্ এবং কোন কোন স্থলে ইউরিরিথ্রিন্ (Uroerythrin) অধঃক্ষেপ হইতে দেখা যায়। রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে যকৃতে বিশেষ কোন যন্ত্রণা থাকে না। কিন্তু উহার সঙ্গে পেরিটোনাইটিস্ উপস্থিত থাকিলে চাপ দ্বারা বেদনা উৎপন্ন হয়।

এইরোগ দীর্ঘকালব্যাপী। ধাতুদৌর্ব্বল্য, বিকারযুক্ত জণ্ডিস্, ফুসফুসের পীড়া, প্রবল পেরিটোনাইটিস্ ও অন্ত্র হইতে রক্তস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে রোগীর মৃত্যু হয়। প্রথমাবস্থায় রোগনির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পরে ক্রমশঃ যকৃদ্বিবৃদ্ধি হেতু যখন তাহার উপরিভাগের উচ্চতা লক্ষিত হয় এবং উদরী ও উদরের শিরাসমূহ স্ফীত হয়, তখন অনায়াসে রোগ নির্ণীত হয়।

চিকিৎসা—প্রথমে যকৃতের উপর জলৌকা বা মষ্টার্ড ব্লিষ্টার বসাইবে, অথবা ফোমেণ্টেশন ও পুল্টিশ দিবে। পরে সাইট্রেট অব্ পটাশ প্রভৃতি লাবণিক বিরেচক দেওয়া আবশ্যক। দীর্ঘকালের রোগীকে পোটাশি আইওডিড্, নাইট্রোমিউরেটিক এসিড্ ডিল প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। চর্ম্মের ক্রিয়াবৃদ্ধির জন্য উষ্ণ বা নাইট্রোমিউরিয়েটিক্ এসিড্ বাথ দেওয়া বিধেয়। বমননিবারণার্থ হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ ডিল ও বিসমথ্ ব্যবহার্য্য। উদরী হইলে স্কুইল, ব্লুপিল, ডিঃ স্কোপেরাই প্রভৃতি মূত্রকারক ঔষধ দিবে। বিরেচনার্থ পলভ্ জোলাপ কম্পাউণ্ড বা ইলেটিরিয়ম্ দেওয়া যায়। উদরে অধিক সিরম সঞ্চিত হওয়ায় শ্বাসকৃচ্ছ্র হইলে উদরভেদ (Paracentesis abdomenis) করা কর্ত্তব্য। জণ্ডিস বর্ত্তমান থাকিলে পিত্তনিঃসরণার্থ পডফ্লিন্, বেঞ্জোয়েট অব্ এমোনিয়া, ইপিকাক, ব্লুপিল প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যকৃতে সিফিলিটিক্ গমেটা, টিউবার্কেল প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে। ইহারা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

যকৃতের পীড়াসমূহের প্রযোজ্য ঔষধ,—

পিত্তনিঃসারক ঔষধ (Cholagogues)—যথা,—ব্লুপিল, গ্রে-পাউডার,ক্যালমেল, পডফ্লিন, এলোজ,জোলাপ, কলসিন্থ, কলচিকম্, ইপিকাকুয়ানা, নাইট্রো-হাইড্রো-ক্লোরিক এসিড ডিল, সল্‌ফেট্ ও ফস্‌ফেট্ অব্ সোডিয়ম্, বেঞ্জয়েট্ অব্ সোডিয়ম্ বা এমোনিয়ম্, স্যালিসিলেট্ অব্ সোডিয়ম্, ইওনিমিন্, আইরিডিন, ইনিউলিন, জগ্ল্যাণ্ডিন, ক্রোটন অয়েল্, সেনা, টার্টারেট অব্ সোডা, টারাক্সেকম্, হাইড্র্যাষ্টিন ইত্যাদি।

পিত্তদমনকারক ঔষধ (Anti-cholagogues)—অহিফেন, মর্ফিয়া, এসিটেট্ অব্ লেড প্রভৃতি ব্যবহারে পিত্তনিঃসরণের হ্রাস হয়।

পোর্টাল রক্তস্রোতের খর্ব্বকারক ঔষধ সকল (Portal Depletants)—লাবণিক ও উগ্রবিরেচক ঔষধ সেবনে জলবৎ মলত্যাগ হইয়া পোর্টাল রক্ত সঞ্চালনের খর্ব্বতা করে। সময় সময় জলৌকা বা কাপিং গ্লাস বসাইলে উক্ত কার্য্য সাধিত হয়। কেহ কেহ রক্তমোক্ষণ (phlebotomy) করিতে পরামর্শ দেন।

যকৃতের পরিবর্ত্তক ঔষধ (Hepatic Alteratives)—ক্লোরাইড অব্ এমোনিয়ম, ফসফরস্, আর্সেনিক, এণ্টিমনি এবং কখন কখন লৌহঘটিত ঔষধ সকল পরিবর্ত্তক বলিয়া পরিগণিত হয়।

হোমিওপাথিক মতে যকৃতের বিকৃতি জন্য বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা আছে। যকৃতে পিত্তনিস্রাবের হ্রাস (torpor of the liver) হইলে প্রথমাবস্থায় পোডোফিলম্-পেল্টাটুম্, লেপ্টাণ্ড্রা, ভার্জিনিকা ও মধ্যে মধ্যে নক্সভমিকা দুএক মাত্রা সেবন করাইলে উপকার দর্শে। কখন কখন মার্কুরিয়স সলিউবিলিসের পর লেপ্টাণ্ড্রা, টারাক্সাকাস্ ও নাইট্রোমিউরিএটিক এসিড সেবন করাইয়া টার্কিশ বাথ ও যকৃৎস্থানে মর্দ্দন করিয়াও বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

অন্যান্য উপসর্গের সহিত পিত্তনিস্রাবের আধিক্য ঘটিলে একোনাইট, এলোজ, আর্জ্জেণ্টাম্, নাইট্রাটিস্, কেলিডোনিয়ম্ মাজুস, কেমোমিলা, মার্কুরিয়স সল্, ইপিকাক্, নক্স ও রসটক্স প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

দূষিত পিত্তস্রাবে (Secretion of morbid বা altered bile) মার্কুরিয়স্ সল, ইপিকাক্ বা আর্সেনিকাম্ যথাক্রমে প্রযোজ্য। কখন কখন এরূপ স্থলে এলোপাথিক মতে পরিষ্কৃত এরণ্ডতৈলের জোলাপ, মসিনার চা, গঁদ ভিজান জল ও বার্লি খাইতে দিয়াও উপকার পাওয়া গিয়াছে। প্রকৃত হোমিওপাথগণ কিন্তু এরূপ চিকিৎসার পক্ষপাতী নন।

যকৃতে শূলবৎ বেদনা (Neuralgia বা Tic-douloureux of the liver) উপস্থিত হইলে একোনাইট, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া ও নক্স সেবন করাইলে অনেক সময় আশাতীত ফল পাওয়া যায়। নিয়মিত পথ্য ভোজন, বায়ু পরিবর্ত্তন ও প্রস্রবণাদির জলে স্নান ও উষ্ণজলপান বিশেষ উপকারক।

কামলা, পাণ্ডু বা ন্যাবা (Jaundice) রোগে অবস্থা বিশেষে এলুমিনা, লাইকোপা, লেপ্টাণ্ড্রা, নক্স, পোডোফিলম্, সলফর, একোনাইট, ক্যান্থারাইডি ও চেলিবিহু উপকারক। সময় সময় নিয়মিতরূপে নেবুর রস পান করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। টার্কিস বাথও উপকারী।

সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ ন্যাবায় ১২টী অবস্থাভেদ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ঐ রোগের প্রথমাবস্থায় (Icterus catarrhalis) একোনাইট ও পরে পোডোফিলম

সেবন করান বিধি। যকৃতের বেদনাস্থান ও উদর চাপিয়া বাঁধিয়া রাখিলে উপকার দর্শে। দ্বিতীয়াবস্থায় বেলেডোনা, কালকেরিয়াকার্ব ও লাইকোপোডিয়ম উপকারক। কোন কোন এলো-হোমিওপাথ বলেন যে এরূপ অবস্থায় মধ্যে মধ্যে উষ্ণজলে স্নান, বেদনাস্থান ঘর্ষণ ও টিং বেল, টিং একোনাইট ও ক্লোরোফরম দ্বারা প্রস্তুত মালিস এবং ফ্লানেলাদি দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিয়া রাখিলে উপকার পাওয়া যায়। এই অবস্থায় রোগ বৃদ্ধি পাইলে মর্ফিয়া ইঞ্জেক্ট, ও ক্লোরোফরম আঘ্রাণ করাইলে বেদনার ক্ষণিক উপশম হইয়া থাকে। হোমিওপাথগণ ক্লোরাফরম ব্যবহারের বিশেষ বিরোধী।

তৃতীয়াবস্থায় একোনাইট্, কেমোমিলা, ইগ্নাসিয়া, নক্স ও সলফর, বৃদ্ধি হইলে লাকেসিস্ ও কুরারি সেবন এবং টার্কিশ-বাথ উপকারক। চতুর্থাবস্থায় একোনাইট্, কেমো, ইগ্নাসিয়া ও টার্কিসবাথ বিশেষ ফলপ্রদ। পঞ্চমে উপরোক্ত সকলপ্রকার ঔষধই আবশ্যক মত ব্যবস্থেয়। ষষ্ঠে আর্সেনিক্, লাকোসিস্ ও কুরারী এবং সপ্তমে একোনাইট্, ব্রাইওনিয়া, মার্কুরিয়স্ ও লাকোসিস্ ব্যবহার্য্য। অষ্টমাবস্থায় একমাত্র কুরারি ও লাকোসিস্ ব্যবস্থেয়। নবমে একোনাইট্, মার্ক-সল ও পোডোফিলম্ এবং দশমে পিত্তনাভির মধ্যে ক্যাটারা উৎপন্ন হইলে কেমোমিলা, ডিজিটালিস্, মার্ক-সল ও পোডোফিলম্ ব্যবহার করা যাইতে পারে। কখন কখন যকৃৎ স্থানে (Hepatic region) ক্ষুদ্র ডুস্ (douche) বা কলসাদি পাত্র বিশেষ দ্বারা শীতল জল প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। একাদশে রোগের সাধারণ অবস্থায় উপরোক্ত প্রকারে চিকিৎসা করিলে উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু রোগ যদি দূষিত (malignant) হয়, তাহা হইলে প্রথমে প্রদাহ-নিবারণের জন্য একোনাইট্ প্রয়োগ করিবে। তৎপরে যথামত বেলেডোনা, কেমোমিলা, কফিয়াক্রুডা, হাওসাইমাস্, নক্স, কুরারী ও লাকোসিস প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। দ্বাদশ বা শেষাবস্থায় রোগ যখন দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন স্বভাবের উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই। বিভিন্ন-দেশের প্রস্রবণোত্থিত ধাতব জল, লঘুপথ্য, টার্কিস বাথ, বায়ু-পরিবর্ত্তন ও যকৃৎস্থান উত্তমরূপে আবৃত রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। চিকিৎসক প্রয়োজন মত পূর্ব্বোক্ত ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে পারেন।

যকৃতের প্রদাহে (Hepatites) একোনাইট ও বেলে-ডোনা পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যাইতে পারে। আবশ্যকমত বেলেডোনা ও নক্স ব্যবহার্য্য। স্থান উত্তপ্ত রাখিতে পুলটিস বা স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে। যদি ক্ষত (ulcer) জন্ম প্রদাহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আর্জ-নাইট্রাস্, মার্ক-করোসাইব বা মার্ক-সল; কর্কটিকা (cancer) জন্ম হইলে আর্স, নক্স, ব্যারাইটা, কার্ব,ফস্ফরাস বা ক্রেরাট-আল্ব্ এবং বক্ষোস্থ-বেষ্টৌষ (pleurisy) জন্ম ঘটিলে একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, মার্ক-সল, পোটাসি আওডিয়ম ও সলফর প্রয়োগই বিধি।

যকৃতের পীতবর্ণ খর্ব্বতায় (yellow atrophia) ইরিস্ ভার্সিকোলার, লেপ্টাণ্ড্রা, ভার্জিনিকা, পোডোফিলম, একো-নাইট, বেলেডোনা, ক্রোটালাস্, হরিডাস, মার্কসল, নক্স, ষ্ট্রিকনিয়া, কেমোমিলা, ব্রাইওনিয়া, লাকেসিস্, চায়না ও সলফর অবস্থাভেদে ব্যবহার্য্য।

যকৃতের দীর্ঘকালব্যাপী প্রদাহ (Hepatitis diffusa chronica Adhæsiva) বা সঙ্কোচন (cirrhosis) জন্ম রোগে, যকৃতের মেদাপকৃষ্টতা (Fatty liver বা Heper Adiposum), রক্তাধিক্য জন্য বিবৃদ্ধি (Hyperæmic liver), Pyle-phlebitic Atrophy, Peri-Hepatitic Atrophy, Red Atrophy প্রভৃতি সুরাসেবনজনিত যকৃৎ-বিকৃতিতে একোনাইট, বেলেডোনা, ব্রাইওনিয়া, নক্স, ইগ্নাসিয়া, পালস, পোডোফিলম্ প্রভৃতি ব্যবহার করা যাইতে পারে। এক টম্বলার জলে ১২ বিন্দু টিং নক্সভমিকা ফেলিয়া প্রতি ঘণ্টায় ১ চামচ পান করিলে পেটের গোলমাল ও জিহ্বামল বিদূরিত হয়। উদর-ক্রিয়া পরিবর্দ্ধিত হইলে রোগ আরোগ্য ও ঔষধসেবনের সুবিধা ঘটে।

যদি নাসাযন্ত্র দিয়া রক্তস্রাব হয়, তাহা হইলে একোনাইট, বেলেডোনা, আর্ণিকা, গলিক এসিড ও উদরে বরফের থলী ও শীতল জল পান করিতে দিবে। উদরান্ত্র হইতে স্রাব নির্গত হইলে, হমমেলিস,গলিক বা টানিক এসিড ও সলফর প্রযোজ্য। Cirrhosis রোগের শেষাবস্থায় Ascites ও anasarca (উদরী) উপস্থিত হইলে, আর্স, চায়না, কোপেবা, ডিজিটালিস্ ও ইলেটেরিয়ম্ প্রয়োগ করা যায়।

যকৃতে পূয়সংস্থান বা স্ফোটক (Pyæmic ও Tropical abcess) হইলে রোগের অবস্থানির্ণয় সহকারে চিকিৎসা বিধান কর্ত্তব্য। এই রোগ ঔষধপ্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই। লিভার এবসেস্ পাকিয়া উঠিলে কম্প সহকারে জ্বর আসিয়া থাকে, তাহাতে ক্রমশঃই নাড়ী ক্ষীণ করিয়া ফেলে। মাষ্টার্ড প্লাষ্টার, বা বেলেডোনা-প্লাষ্টার দ্বারা উহা কতক পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে। সেই স্ফোটকে অস্ত্র-চিকিৎসা করিয়া বর্ত্তমানে অনেক রোগী আরোগ্যলাভ করিতেছে।

মার্ক সল উপদংশজনিত হইলে মার্ক প্রটো আইওডাইড,

হেপার সলফার, এসিডাম্ নাইট্রিকম্, লাকোসিস্, লাইকো-পোডিয়ম্ প্রভৃতি অবস্থাভেদে ক্রম অনুসারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। Waxy, Lardaceous ও Amyloid liver রোগে মার্ক প্রটো-আইওডাইড, আর্সেনিক, আসাফোটিডা, ফস্, সার্সাপিরিলা, হেপার সাল, ও সলফর দিবে। যদি গরমীর ঘা (Syphilis) সংক্রান্ত হয় তাহা হইলে পোটাশি আইওডাইড, আয়োডিন, মার্ক-প্রটোসিয়ানফেরি আইওডাইড ও আইলাসাপেল উত্তম প্রভৃতি নির্ঝরের ধাতবজল ব্যবস্থেয়। ওয়াক্সি লিভারের সঙ্গে যদি ফুস্ফুসে গুটিকা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ক্যাল্ক-ক, চায়না, পটাশ, আইওডাইড, লাইকোপ, ফস্ফরস, ষ্টানাম এবং অন্যান্য রোগসংযুক্ত হইলে চায়না, কুইনা, আর্সেনিক, কার্বো ভেজিটেবিলিস ও সলফার প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বসাযোগে বিবৃদ্ধ যকৃতের দ্বিতীয়াবস্থায় নক্স, পালস্, পোডোফ ও সলফর সেবন এবং স্বভাবের উপর নির্ভর করাই বিধি। ডাঃ উইলিয়ম-মর্গান উদ্ভাবিত ফেরি এমন্ সাইট্রাস্, কম্ স্ট্রিক্নি, কম্ ডিজিটালিস ও টানিক্, মোফাট প্রভৃতি পানে ভূগর্ভস্থ কূপের ধাতব জল একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উপকার দর্শে।

সামান্য বিবৃদ্ধিতে (Simple Hypertrophy of the liver) পোডোফিলম ও নক্স বিশেষ উপকারী। যকৃতের হাইডেটিড্ অর্বুদ (Hydatids বা Echinococci of the liver) হইলে আম্ব্রা-গ্রিসিয়া, ক্যাল্ক-কার্ব, আর্স, মার্ক, গ্রাফাইটিস্, পালসাটিলা, সাবাডিল্লা, ষ্টানাম ও সলফর ব্যবহার করা যাইতে পারে। আবশ্যকমতে সূচিকা দ্বারা বিদ্ধ, ছুরিকাদ্বারা ভেদ ও ইলেক্ট্রিসিটি দ্বারা উহা বিদারণ করিয়া ঔষধাদি নিষেক করা হইয়া থাকে। জল, আইওডিন্ সলিউসন, পোর্টওয়াইন ও পিত্ত প্রধানতঃ ইঞ্জেক্ট করিতে দেখা যায়।

যকৃতে কর্কটরোগ (Cancer of the liver) নানা প্রকার হইয়া থাকে। ক্ষতের আকৃতি বা স্থান নির্দ্দেশে উহা বিভিন্ন নামে পরিচিত;—১ কোমল কর্কটরোগ (medullary cancer) ২ মস্তিষ্কাকৃতি (Encephaloid cancer), ৩ কর্কটবৎ (Carcinoma), ৪ কৌড়কসদৃশ মাংসপিণ্ডময় (Fungus Hæmatodes) ও ৫ কৃষ্ণকর্কটরোগ (Melanotic Cancer) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সরল ও দুঃসাধ্য যকৃৎ ক্ষতে (Hepatic cancer), কোনিয়ম, বেল, মিউরেট অব ব্যারাইটা, একোনাইট, ডিজিটেলিস, মেজেরিওন্, সোলেনাম নাইগ্রাম্, ব্রাইওনিয়া, আর্স, কস্ফরাস, মার্ক আওডি, আর্জ নাইট্রাস, নক্স, চায়না, কোপেবা, লাইকোপোডিয়ম, পোডোফিলম, ক্লোরেট-আজব, পালসাটিলা প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যদি উদর ক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে নক্সভমিকা যোগে ইপিকাক বা ক্রিয়োসোট (Kreasote) সামান্য মাত্রায় সেবন করাইলে ফল দর্শে।

রক্তহীনতার (Anæmia) লক্ষণ প্রকাশ পাইলে লৌহঘটিত ঔষধাদির ব্যবস্থা করা উচিত। আইওডাইড, ল্যাক্টেট্ এমুনিও-সাইট্রেট, ফসফেট এবং পরে ডাঃ মর্গানকৃত মিশ্র ঔষধ Ferr. Ammo-citrate cum stryeh. c. Quinæ. c. Dig; কডলিভার অয়েল প্রভৃতি খাইতে দিবে। যদি বমনের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে উক্ত মিশ্র ঔষধ (compound) পরিস্কৃত নারিকেল তৈল, পেপসিন্ অথবা প্যানক্রিয়েটিন্ অথবা ডাক্তার পারিসের রাসায়নিক ফুড সহযোগে সেবন করাইবে। প্রস্রবণাদির ধাতুমিশ্রিত জল বিশেষ উপকারী।

যকৃৎপ্লীহারিলৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র এই সকল প্রত্যেকে এক-তোলা, তাম্র ২ তোলা, মনঃশিলা, হরিদ্রা, জয়পাল, সোহাগা, শিলাজতু, প্রত্যেকে এক তোলা, এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল, নিসিন্দা, ত্রিকটু, আদা বা ভীমরাজের রসে বা কাথে ভাবনা দিয়া কুলের আটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান রোগীর দোষের অবস্থানুসারে স্থির করা আবশ্যক। এই ঔষধ সেবন করিলে প্লীহা, যকৃৎ এবং তদ্‌সংযুক্ত জরাদি আশু প্রশমিত হয়।

অন্যবিধ—ইহার প্রস্তুত প্রণালী—লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, রসসিন্দূর ৪ তোলা, ত্রিফলা প্রত্যেক ১৩ তোলা, করকচ লবণ ৮ তোলা, পাকার্থ জল ১৮ সের, শেষ ২।॰ সের, শতমূলীর রস ২।॰ সের ও দুগ্ধ ৪।॰ সের, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। পরে প্রক্ষেপার্থ ওল, কাপালিকা (শুড়কামাই), চই, বিড়ঙ্গ, পঞ্চিকালোধ্র, শঙ্খপুষ্প, আকনাদি, চিতামূল, শুঁঠ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, বিল্বত্বক, যবানী ও সিজের মূল প্রত্যেকে ১২ তোলা। এই সমুদয় একত্র করিয়া লৌহপাত্রে লৌহময়ী দর্ব্বী দ্বারা পাক শেষ করিতে হইবে, পরে মাণ, ঘেঁটকোল ও ওলের রসে মাড়িয়া যথাক্রমে দুই দুই পুটপাক দিতে হইবে। মাত্রা ও অনুপান রোগীর দোষ ও বলানুসারে স্থির করা বিধেয়। ইহা সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা ও গুল্মপ্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

যকৃৎপ্লীহোদরহরলৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—লৌহ ১ ভাগ, লৌহের অর্দ্ধ অভ্র, তদর্দ্ধ

রসসিন্দূর, অভ্র ও লৌহের সমষ্টির ৩ গুণ ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্য একত্র ৮গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া উহার সহিত সমভাগে ঘৃত এবং লৌহ ও অভ্রের দ্বিগুণ পরিমাণে শতমূলীর রস ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিবে। পরে ইহা মৃত্তিকা বা লৌহপাত্রে পাক করিতে হইবে। প্রথমে লৌহের অর্দ্ধাংশ পাক করিয়া পাক সিদ্ধ হইলে অপর অর্দ্ধাংশ উহাতে প্রক্ষেপ দিতে হইবে। প্রক্ষেপে লৌহের সহিত ওল, চই, বিড়ঙ্গ, লোধ, শরপুঙ্খ, আকনাদি, চিতামূল, শুঁঠ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, বৃদ্ধতাড়ক বীজ, যমানী ও সিকৃথ, এই সকল দ্রব্য লৌহ ও অভ্রের সমান করিয়া প্রক্ষেপ দিতে হইবে। ইহারও মাত্রা ও অনুপান দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। ইহা সেবনে প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

যকৃদরিলৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুর মূলের ছাল ৮ তোলা, ও অন্তর্ধূমে ভস্মীকৃত কৃষ্ণসারচর্ম্ম ৮ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ৯ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

যকৃদাত্মিকা (স্ত্রী) যকৃদিব আত্মা স্বরূপং যস্যাঃ বহুব্রীহৌ ক, টাপি অত ইত্বং। তৈলপায়িকা, চলিত তেলাপোকা বা তেলাচোরা। (শব্দচন্দ্রিকা) [আরশুলা দেখ।]

যকৃদুদর (ক্লী) উদররোগভেদ। ইহার লক্ষণ—দক্ষিণভাগে যকৃদ্ দূষিত হইলে মন্দ মন্দ জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও কফপিত্তের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, রোগী দুর্ব্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হয়, ইহাকে যকৃদুদর কহে। এই রোগের অপর নাম যকৃদ্দাল্যুদর।

(সুশ্রুত নিদানস্থা° ৭অ°) [উদররোগ দেখ]

যকৃদ্বৈরিন্ (পুং) যকৃতো বৈরী নাশকঃ। রোহিতকবৃক্ষ, চলিত রোড়া বা ময়না। (শব্দচ°)

যক্ষ, পূজা। চুরাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ যক্ষয়তে। লোট্ যক্ষয়তাং। লুঙ্-অযযক্ষত। সন্ যিযক্ষিষতে। যঙ্ যাযক্ষ্যতে।

যক্ষ (পুং) যক্ষ্যতে পূজ্যতে ইতি যক্ষ-ঘঞ্, যদ্বার্দ্ধং লক্ষ্মীমক্ষোতীতি অক্ষ অণ্। ১ গুহ্যকমাত্র। ২ গুহ্যকেশ্বর। (মেদিনী) ৩ ইন্দ্রগৃহ। ৪ ধনরক্ষক। ৫ দেবযোনিবিশেষ, কুবেরের অনুচর।

"আজগ্মুর্যক্ষনিকরাঃ কুবেরবরকিঙ্করাঃ।
শৈলজপ্রস্তরকরা অঞ্জনাকারমূর্ত্তয়ঃ॥
বিকৃতাকারবদনাঃ পিঙ্গলাক্ষা মহোদরাঃ।
স্ফটিকা রক্তবেশাশ্চ দীর্ঘকক্ষা চ কেচন॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজ° ১৭অ°)

যক্ষ সকল কুবেরের অনুচর, ইহাদের হস্ত শৈলজপ্রস্তর-সদৃশ অঞ্জননিভ অর্থাৎ ঘোরকৃষ্ণবর্ণ, বদন বিকৃতাকার, পিঙ্গলাক্ষ, মহোদর, কেহ বা স্ফটিকবর্ণ, রক্তবেশ ও দীর্ঘকক্ষ।

কেবল, হরিকেশ, কপিল, কাঞ্চন ও মেঘমালী এই কয়জন যক্ষগণ নামে অভিহিত। এই যক্ষ সকল প্রচেতার পুত্র।

"প্রচেতসঃ সুতা যক্ষাস্তেষাং নামানি মে শৃণু।
কেবলো হরিকেশশ্চ কপিলঃ কাঞ্চনস্তথা।
মেঘমালী চ যক্ষাণাং গণ এষ উদাহৃতঃ॥" (অগ্নিপু°)

ইহাদের নামনিরুক্তি—

"মৈবং ভোঃ রক্ষ্যতামেব যৈরুক্তং রাক্ষসাস্তু তে।
ঊচুঃ খাদামইত্যন্যে যে তে যক্ষাস্তু যক্ষণাৎ॥"(বিষ্ণুপু° ১।৫।৪১)

ব্রহ্মা যখন এই জগৎ সৃষ্টি করেন, তখন তিনি রজোমাত্রাত্মিকা অন্যতনু গ্রহণ করিলে তাহার ক্ষুধা ও কোপ জন্মে, তখন তিনি ক্ষুধাতুর হইয়া ক্ষুৎক্ষামদিগের সৃষ্টি করেন, ইহারা বিরূপ ও শ্মশ্রুল এবং প্রভুকে ভক্ষণ করিতে ধাবমান হইলে, তন্মধ্যে যাহারা কহিল, ওহে ওরূপ করিও না, ইহাকে রক্ষা কর, তাহারা রাক্ষস এবং যাহারা বলিল খাইতেছি, তাহারা যক্ষণ (ভক্ষণাধ্যবসায়) হেতু যক্ষনামে অভিহিত হইল।

আরও লিখিত আছে,—

"ধাতুর্যক্ষত্যথোক্তস্তুদনে ক্ষপণে চ সঃ।
যদ্ যক্ষত্যুক্তবানেষ তস্মাদ্ যক্ষো ভবত্যয়ম্॥" (অগ্নিপুরাণ)

যক্ষ ধাতুর অর্থ অদন এবং ক্ষপণ, যাহারা ভক্ষণ করিব এই কথা বলিয়াছিল, তাহাদের নাম যক্ষ হইল।

যক্ষেরা অন্তরিক্ষ বা ভুবর্লোকবাসী। (সায়ণধৃত তাপনীশাখা)

উত্তরপশ্চিমভারতবাসী আহেরিয়া, বলাহর, গদাড়িয়া, কাঁজর, কাথিয়াড়া, তেলী ও লোধ প্রভৃতি জাতির মধ্যে "যকিয়া" নামে যক্ষপূজার উৎসব প্রচলিত আছে।

৬ পূজা। "ন তাসুচিত্রং দদৃশে ন যক্ষং" (ঋক্ ৭।৬১।৫)
'ন যক্ষং ন পূজা দৃশ্যতে' (সায়ণ)

যক্ষকর্দ্দম (পুং) যক্ষপ্রিয়ঃ কর্দ্দমঃ। কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী এবং কক্কোল এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিলে তাহাকে যক্ষকর্দ্দম কহে। (অমর) ইহা যক্ষদিগের অতিশয় প্রিয়, এইজন্য ইহার নাম যক্ষকর্দ্দম।

২ অনুলেপনভেদ, কুঙ্কুম, অগুরু, কস্তূরী, কর্পূর ও চন্দন এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া যে অনুলেপন প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে যক্ষকর্দ্দম কহে। ইহা অতিশয় সুগন্ধ।

"কুঙ্কুমাগুরুকস্তূরীকর্পূরং চন্দনং তথা।
মহাসুগন্ধমিত্যুক্তং নামতো যক্ষকর্দ্দমঃ॥" (ধন্বন্তরি)

ইহা গাত্রে অনুলেপন করিলে অতি সুগন্ধ বাহির হয়।

"কর্পূরাগুরুকস্তূরী কক্কোলঘর্ষণাদি চ।
একীকৃতমিদং সর্ব্বং যক্ষকর্দ্দম উচ্যতে॥"

(অমরটীকায় ভরত)

যক্ষকন্যকাসাধন (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত কুমারীসাধন-প্রকারভেদ। (রুদ্রযামল ৬৮ পটল)

যক্ষকূপ (পুং) পুণ্যতোয়া পুষ্করিণীভেদ। (স্কান্দে শ্রীমালমাহাত্ম্য)

যক্ষকৃত্য, কাশ্মীরবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা কবর হইতে শব উত্তোলন করিত। যক্ষের ন্যায় পরিচ্ছদধারিগণ যক্ষকৃত্য ও মনুষ্যরূপধারিগণ মনুষ্যকৃত্য নামে পরিচিত। রাজা মধ্যান্তিক ক্রীতদাসরূপে মনুষ্যকৃত্যদিগকে কাশ্মীরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যক্ষগ্রহ (পুং) গ্রহবিশেষ। এই গ্রহ আক্রান্ত হইলে এক রকম উন্মাদ্ রোগ জন্মে।

যক্ষণ (স্ত্রী) পুজন। কোন কোন স্থানে খাদনার্থক যক্ষণ শব্দের পরিবর্ত্তে এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

"খাদাম ইতি যে চোচুস্তে যক্ষা যক্ষণাদ্দ্বিজ। (মার্কঃপু০৫৮।২০)

যক্ষতরু (পুং) যক্ষপ্রিয়ো যক্ষাশ্রিতো বা তরুঃ। বটবৃক্ষ। এই বৃক্ষ যক্ষগণের অতিপ্রিয়। এই বৃক্ষে যক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে, এইজন্য ইহার নাম যক্ষতরু হইয়াছে।

যক্ষতা (স্ত্রী) যক্ষস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। যক্ষত্ব, যক্ষের ভাব বা ধর্ম্ম।

যক্ষদর (স্ত্রী) কাশ্মীরের একটী প্রদেশ। (রাজতর০ ৫।৮৭)

যক্ষদাসী (স্ত্রী) শূদ্রকের পত্নী। (দশকুমার)

যক্ষদৃশ্ (ত্রি) উৎসবদ্রষ্টা। (ঋক্ ৭।৫৬।১৬ সায়ণ)

যক্ষধূপ (পুং) যক্ষপ্রিয়ো ধূপঃ। ১ সামান্য ধূপ, সাধারণ ধূপকেই যক্ষধূপ বলা যায়। ২ ধুনকধূপ, চলিত ধুনা। পর্য্যায় সর্জ্জরস, অরাল, সর্ব্বরস, বহুরূপ, রাল, ধুনক, বহ্নিবল্লভ, রভস, সালসার, সালজ, সালনির্য্যাস, সর্জ্জ। (রত্নমালা)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুর পুজাকালে যক্ষধূপ দিতে নাই, কিন্তু দেবীপূজাতে ইহা অতি প্রশস্ত।

"ন যক্ষধূপং বিতরেৎ মাধবায় কদাচন।
যক্ষধূপেন বা দেবীং মহামায়াং প্রপূজয়েৎ॥"

(কালিকাপু০ ৬৮ অ০) [ধূপ শব্দ দেখ]

২ সরল বৃক্ষরস, চলিত টারপিন তেল। পর্য্যায় পায়স, শ্রীবাস, সরলদ্রব। (হেম)

যক্ষনায়ক (পুং) ১ কুবের। ২ জৈনমতে অবসর্পিণীর অর্হতের চতুর্থ অনুচর বা উপাসকভেদ।

যক্ষপতি (পুং) যক্ষাণাং পতিঃ। কুবের।

যক্ষপাল (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ।

যক্ষপুর, (যক্পুর) বরদার ৬ যোজন দক্ষিণে অবস্থিত একটী পণ্ডগ্রাম। এখানে কায়স্থ মহাশয়দিগের বাস আছে।

(দেশাবলী ১৪১।২।৩)

যক্ষভৃৎ (ত্রি) যক্ষং পুজাং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্, তুক্ চ। পুজিত। "যক্ষভৃৎ বিচেতাঃ" (ঋক্ ১।১৯০।৪) 'যক্ষভৃৎ পুজিতং' (সায়ণ)

যক্ষমল্ল (পুং) নেপালের ঠাকুরী বংশের তৃতীয় রাজা। জ্যোতির্মল্লের পুত্র (১৪৭২ খৃঃ) [নেপাল দেখ।]
২ বৌদ্ধমতে লোকেশ্বরভেদ।

যক্ষরস (পুং) যক্ষপ্রিয়ো রসঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ। পুষ্পমদ্য, পর্য্যায় মধ্বাসব। (ত্রিকা০)

যক্ষরাজ্ (পুং) যক্ষেষু রাজতে ইতি রাজ্ (সৎসূদ্বিষদ্রুহেতি। পা ৪।২।৬১) ইতি ক্বিপ্। ১ কুবের। ২ যক্ষরাজ মাত্র,মণিভদ্র। "তথা নো যক্ষরাড়স্তু মণিভদ্র প্রসীদতু।" (ভারত ৩।৬৪।১২৭) যক্ষা ইব মল্লা রাজন্তে অত্র, রাজ্-ক্বিপ্। ৩ রঙ্গমণ্ডপ।

যক্ষরাজ (পুং) যক্ষাণাং রাজা (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি সমাসান্তষ্টচ্। ১ কুবের। (শব্দরত্না০)

যক্ষরাট্পুরী (স্ত্রী) যক্ষরাজপুরী। অলকা, কৈলাস-পর্ব্বতস্থিত কুবেরপুরীকে অলকা কহে। (জটাধর)

যক্ষরাত্রি (স্ত্রী) যক্ষপ্রিয়া যক্ষাণাং রাত্রিরিতি বা। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, পর্য্যায় দীপালি। (ত্রিকা০)

যক্ষবর্ম্মন্ (পুং) শাকটায়নকৃত শব্দানুশাসনের চিন্তামণিনাম্নী টীকাকার।

যক্ষলোক (পুং) যক্ষযোনির স্বর্গস্থ আবাসভূমি, সাংখ্য ও বেদান্ত মতে—১ ব্রহ্মলোক, ২ পিতৃলোক, ৩ সোমলোক, ৪ ইন্দ্রলোক, ৫ গন্ধর্ব্বলোক, ৬ রাক্ষসলোক, ৭ যক্ষলোক এবং ৮ পিশাচলোক যথাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যক্ষবিত্ত (ত্রি) যক্ষাণাং বিত্তমিব রক্ষণীয়ং বিত্তং যস্য। যাহারা ধন ব্যয় করে না; কৃপণ, যক্ষের ধনের ন্যায় যাহারা ধন চৌকি দেয়।

"তত্রৈবং যক্ষবিত্তস্য চ্যুতস্যোভয়লোকতঃ।
ধর্ম্মকামবিহীনস্য চুক্রুধুঃ পঞ্চভাগিনঃ॥" (ভাগ০১১।২৩,৯)

(স্ত্রী) যক্ষাণাং বিত্তং। ২ যক্ষের ধন, চলিত যকের ধন, প্রবাদ আছে যে, কেহ কেহ যকের ধন পাইয়া থাকে, কিন্তু এই ধনে অধিকার থাকে না, ইহা খরচ করিবার জো নাই।

যক্ষসাধন (স্ত্রী) যক্ষাণাং সাধনম্। যক্ষোপাসনা। যেরূপ দেবাদির আরাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায়,তদ্রূপ যক্ষ, যক্ষী, পৈশাচী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতিতে সিদ্ধিলাভ হয়, অর্থাৎ যক্ষসিদ্ধ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে মারণ,

উচ্চাটন প্রভৃতি অনায়াসেই করিতে পারেন। এই সাধনা ঐহিক সুখপ্রদ, কিন্তু পরলোকে বিশেষ অনিষ্টফলদ। এই জন্য শাস্ত্রে এই সাধনা নিন্দিত হইয়াছে। ইহাতে জীবের অধোগতি হয়, এইজন্য এই সাধনা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

"যক্ষাণাং যক্ষিণীনাঞ্চ পৈশাচীনাঞ্চ সাধনম্।
ভূতবেতালগান্ধর্ব্বং মারণোচ্চাটনানি চ।
অধোগমনমেতেষাং সাধনে ঐহিকং হিতম্॥"(বারাহীতন্ত্র০)

যক্ষসেন (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ।

যক্ষস্থল (পুং) তীর্থস্থানভেদ। (স্কন্দপু০ শ্রীমালমাহাত্ম্য)

যক্ষাঙ্গী (স্ত্রী) নদীভেদ।

যক্ষাধিপ (পুং) যক্ষস্য অধিপঃ। যক্ষপতি, কুবের।

যক্ষাধিপতি (পুং) যক্ষাণাং অধিপতিঃ। কুবের।

যক্ষামলক (ক্লী) যক্ষাণামামলকম্। পিণ্ডখর্জ্জুর বৃক্ষ।

যক্ষাবাস (পুং) যক্ষাণামাবাসো বাসস্থানম্। বটবৃক্ষ; এই গাছে যক্ষগণ বাস করে।

যক্ষিণী (স্ত্রী) যক্ষঃ পূজ্য অস্ত্যস্যাঃ যক্ষ-ইনি-ঙীষ্। ১ কুবেরপত্নী। ২ যক্ষভার্য্যা। ৩ দুর্গার অনুচরীভেদ।

যক্ষিণীত্ব (ক্লী) যক্ষিণ্যাঃ ভাবঃ-ত্ব। যক্ষিণীর ভাব বা ধর্ম্ম।

যক্ষী (স্ত্রী) যক্ষস্য ভার্য্যা যক্ষ পুংযোগাদিতি ঙীষ্। যক্ষপত্নী।

"যক্ষী বা রাক্ষসী বাপি উতাহোস্বিৎ সুরাঙ্গনা।
সর্ব্বথা কুরু নঃ স্বস্তি রক্ষস্বাস্মাননিন্দিতে।"
(ভারত ৩৬৪।১১৭)

১ কুবেরপত্নী। ২ যক্ষভার্য্যা।

যক্ষু (পুং) ১ যজ্ঞশীল। (ঋক ৭।১৮।৬) ২ যক্ষু (Oxus) নামক জনপদবাসী জাতিবিশেষ। (ঋক্ ৭।১৮।১৯)

যক্ষেন্দ্র (পুং) যক্ষরাজকুবের।

যক্ষেশ (পুং) জৈন অবসর্পিণীর একাদশ ও অষ্টাদশ অর্হতের অনুচর বা উপাসক।

যক্ষেশ্বর (পুং) যক্ষাণামীশ্বরঃ। কুবের, যক্ষরাজ।

যক্ষোড়ুম্বরক (ক্লী) যক্ষপ্রিয়মুড়ুম্বরম্, ততঃ স্বার্থে কন্। অশ্বত্থ ফল। (ত্রিকা০)

যক্ষ্ম (পুং) ব্যাধি। "স্বয়ং স যক্ষ্মং হৃদয়ে নিধত্তে" (ঋক্ ১।১২২।৯) 'যক্ষ্মং ব্যাধিং' (সায়ণ)

যক্ষ্মগৃহীত (ত্রি) যক্ষ্মরোগগ্রস্ত, যক্ষ্মা কর্তৃক পীড়িত।

যক্ষ্মগ্রহ (পুং) যক্ষ্মা এব গ্রহঃ। ক্ষয়রোগ, রাজযক্ষ্মরোগ।

"কৃত্তিকাদীনি নক্ষত্রানীন্দোঃ পত্ন্যস্তু ভারত।
দক্ষশাপাৎ সোহনপত্যাস্তাসু যক্ষ্মগ্রহার্দ্দিতঃ॥" (ভাগ০৬।৬।২৩)

যক্ষ্মঘ্নী (স্ত্রী) যক্ষ্মাণং হন্তি হন্ (অমনুষ্যকর্ত্তৃকে চ। পা ৩।২।৫৩) ইতি টক্, ততো ঙীষ্। দ্রাক্ষা। (শব্দমালা)

যক্ষ্মন্ (পুং) (বাহুলকাৎ যক্ষয়তেরপি। উণ্ ৪।১৫০) ইত্যত্র উজ্জ্বলদত্তোক্ত্যা মনিন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। রোগবিশেষ। (Consumption) পর্য্যায়—ক্ষয়, শোষ, রাজযক্ষ্মা, রোগরাট্।

যক্ষ্মরোগের উৎপত্তির বিষয় কালিকাপুরাণে বর্ণিত আছে,—অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টী দক্ষকন্যার সহিত চন্দ্রের বিবাহ হয়। মহাত্মা চন্দ্র এই সকল পত্নীর মধ্যে কেবল রোহিণীতেই সর্ব্বদা আসক্ত থাকিতেন। ইহাতে অন্যান্য পত্নীগণ নিতান্ত মনঃপীড়িতা হইয়া পিতার নিকট গমন করিয়া এই বৃত্তান্ত নিবেদন করেন। দক্ষ চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলেন, তুমি সকল কন্যাকেই বিবাহ করিয়াছ, সকলেই তোমার ধর্ম্মপত্নী, ইহাদের প্রতি বিসদৃশ ব্যবহার করা উচিত নহে, সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা বিধেয়। অতএব অদ্যাবধি সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিবে। তখন চন্দ্র তাহাই স্বীকার করেন; কিন্তু দক্ষ চলিয়া গেলে রোহিণীর প্রতি এতদূর আসক্ত হইয়াছিলেন, যে কিছুতেই সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বের ন্যায় দিবারাত্র কেবল রোহিণীর নিকট থাকিতেন।

তখন অন্যান্য পত্নীগণ পুনরায় পিতৃসমীপে যাইয়া চন্দ্রের সেই ব্যবহারের কথা বলিলে দক্ষ পুনরায় চন্দ্রের নিকট আসিয়া তাহাকে নানাবিধ ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে সকলের প্রতি সমান ব্যবহারের বিষয় উপদেশ দিলেন এবং তিনি যদি তদনুসারে না চলেন, তাহা হইলে তাহাকে শাপ দিবেন এই বলিয়া ভয়প্রদর্শনও করেন। চন্দ্র দক্ষের কথায় স্বীকৃত হইয়াও কিছুতেই রোহিণীর আসক্তি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তখন অন্যান্য পত্নীগণ প্রাণত্যাগ সঙ্কল্প করিয়া পিতার নিকট গমন করিলেন এবং রোদন করিতে করিতে পিতাকে কহিলেন, চন্দ্র কিছুতেই আপনার কথা শুনিবে না, আর আমাদের জীবনে প্রয়োজন নাই, আমাদিগকে তপস্যার উপায় বলিয়া দিন, আমরা তপস্যায় এই দেহ ত্যাগ করিব।

দক্ষ তনয়াগণকে এইরূপে রোদন করিতে দেখিয়া ক্রোধাবেগে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার নাসিকাগ্র হইতে রমণীসম্ভোগলোলুপ, অধোমুখ, নিম্নদৃষ্টি, জগতের কাসোৎপাদক, ভীষণ যক্ষ্মরোগের উৎপত্তি হইল। তাহার মুখমণ্ডল দংষ্ট্রাভীষণ, বর্ণ অঙ্গারবৎ কৃষ্ণ, কেশ স্বল্প, আকৃতি অতিদীর্ঘ, কৃশ এবং শিরাব্যাপ্ত, হস্তে একগাছি মাত্র দণ্ড।

এই রোগ তখন কৃতাঞ্জলিপুটে দক্ষকে কহিল, এখন আমি কি করিব, তাহার বিষয় আমাকে উপদেশ দিন। তখন

দক্ষ যক্ষ্মাকে বলিলেন, তুমি সত্বর চন্দ্রশরীরে গমন কর, এই রোগ তখন দক্ষের আদেশ পাইয়া ধীরে ধীরে চন্দ্রশরীরে প্রবেশ করিল, এই রোগ উৎপন্ন হইয়াই রাজা চন্দ্রে লীন হইল বলিয়া জগতে উহা রাজযক্ষ্মনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এই রোগ চন্দ্রের সমস্ত কলা নষ্ট করিয়া ফেলিলে, চন্দ্র শ্রীহীন হইলেন, এইরূপে চন্দ্রের কলা সকল নষ্ট হওয়ায়, শস্যাদির অভাব হইতে লাগিল, তাহাতে যাগযজ্ঞ বিনষ্ট হইল। পৃথিবীতে নানাবিধ বিশৃঙ্খল উপস্থিত হইল। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার আদেশে দক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, আপনি ক্রোধবশে যক্ষ্মরোগ সৃষ্টি করিয়া চন্দ্রকে নষ্টপ্রায় করিয়াছেন, এখন পুনরায় তাঁহাকে এই রোগ হইতে মুক্ত করিয়া জগৎ রক্ষা করুন। চন্দ্র বিনষ্ট হইলে সকলেই বিনষ্ট হইবে; অতএব চন্দ্রের রোগমুক্তির উপায় বলিয়া দিন।

এই রোগ চন্দ্রের শরীর হইতে নির্গত হইলে ব্রহ্মা উহাকে নিপীড়ন করিয়া উহার শরীর হইতে অমৃত সকল (চন্দ্রদেহ হইতে গৃহীত) বাহির করিয়া লইলেন। এই রোগ তখন ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিল, আমি নিরাপদে চন্দ্রশরীরে বাস করিতেছিলাম, এখন আমি কি করিব, কি আমার বৃত্তি হইবে, আমার পত্নীই বা কে হইবে, আপনি ইহা নির্দ্দেশ করিয়া দিন।

তখন ব্রহ্মা যক্ষ্মরোগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা সকল সময়েই রমণীতে আসক্ত হইয়া সুরতসেবা করে, তুমি তাহার শরীরে বাস করিবে। যে ব্যক্তি প্রাতঃস্থার রোগ, শ্বাসরোগ, কাশরোগ বা শ্লেষ্মরোগযুক্ত হইয়া মৈথুনাসক্ত হয়, তুমি তাহাতে প্রবেশ করিবে। তৃষ্ণা নামে মৃত্যুকন্যা গুণে তোমার অনুরূপা, সেই ভার্য্যা হইয়া সতত তোমার অনুগামিনী হইবে। ক্ষীণতাই তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমি যে শরীরে থাকিবে, তাহার ক্ষীণতা হইবে। তোমার বৃত্তি প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিলাম, এখন তুমি যথায় ইচ্ছা গমন কর। (কালিকাপু০ ১৯, ২০, ২১ অ০)

"বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সাহসাদ্বিষমাশনাৎ।
ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মা গদো হেতুচতুষ্টয়াৎ ॥" (চরক)

মলমূত্রাদির বেগধারণ, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, সাহস ও বিষম ভোজন এই চারিটী কারণে ত্রিদোষ কুপিত হইয়া যক্ষ্মরোগ জন্মায়। যত প্রকার রোগ আছে, এই রোগ সে সকল অপেক্ষা ভয়ানক। ইহাই চলিত যক্ষ্মাকাস রোগ।

বায়ু, মূত্র ও পুরীষাদির বেগধারণ, মৈথুন ও লঙ্ঘনাদি দ্বারা ধাতুক্ষয়, অনভ্যস্ত সাহসিক কার্য্য (অর্থাৎ বলবানের সহিত যুদ্ধাদি) এবং বিষমাশন (বহু পরিমাণে বা অল্প পরিমাণে কিংবা অকাল ভোজন) এই কারণ-চতুষ্টয় দ্বারা মানবগণের ত্রিদোষজ যক্ষ্মরোগ উৎপন্ন হয়। এই চারিটী হেতুর অন্তর্ভূত আরও বহুতর কারণ আছে জানিতে হইবে।

ইহার নামনিরুক্তি—

"বৈদ্যৈর্ব্যাধিমতাং যস্মাদ্‌ব্যাধির্যত্নেন যক্ষ্যতে।
স যক্ষ্মা প্রোচ্যতে লোকে শব্দশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥
যক্ষ্যতে পূজ্যতে—
রাজ্ঞশ্চন্দ্রমসো যস্মাদভূদেষ কিলাময়ঃ।
তস্মাত্তং রাজযক্ষ্মেতি প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
ক্রিয়াক্ষয়করত্বাত্তু ক্ষয় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
সংশোষণাদ্রসাদীনাং শোষ ইত্যভিধীয়তে ॥" (ভাবপ্রকাশ)

বৈদ্যগণ কর্ত্তৃক এই রোগ যত্নের সহিত যক্ষিত (পূজিত) হয়, এইজন্য ইহার নাম যক্ষ্মরোগ হইয়াছে। এই রোগ প্রথমে রাজা চন্দ্রের হয়, এ কারণ উহাকে রাজযক্ষ্মা কহে। ইহা ক্রিয়াক্ষয় করে, এ কারণ ক্ষয় এবং শারীরিক রসাদি পরিশোষণ করে, এ কারণ উহাকে শোষও কহে।

যক্ষ্মরোগের সম্প্রাপ্তি—কফপ্রধান ত্রিদোষ দ্বারা রসবহা ধমনী সকল রুদ্ধ হইলে পরম্পর ধাতুসমূহ ক্ষীণ হইয়া শোষ রোগ উৎপন্ন হয়, কিংবা অতিশয় স্ত্রীপ্রসঙ্গ দ্বারা প্রথমে শুক্রধাতু অতি ক্ষীণ হইয়া শোষ রোগ জন্মিয়া থাকে। রসবহা ধমনী রুদ্ধ হেতু রসক্ষয় হওয়ার কারণ চরকমুনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হইলে হৃদয়স্থ রস বিদগ্ধ অর্থাৎ দূষিত হইয়া কাসের বেগ বশতঃ ঊর্দ্ধগত হয় এবং বহুপ্রকারে (কফ কাস ইত্যাদি প্রকারে) নিঃসৃত হইতে থাকে। স্রোতঃসমূহ অবরুদ্ধ হইলে কাসরোগ বিনাও কুপিত বায়ুকর্ত্তৃক রস শোষিত হইয়া থাকে। আরও লিখিত আছে যে, স্রোতোরুদ্ধ হেতু ধাতুক্ষয় এবং ধাতুক্ষয় হইলে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে। এই যে ক্ষয়ের কথা বলা হইল, ইহা অনুলোমক্ষয়। প্রতিলোমক্রমেও ক্ষয় হইয়া থাকে।

প্রতিলোমক্রমের বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অত্যন্ত মৈথুনকারীদিগের প্রথমে শুক্রক্ষয় হয়, শুক্র ক্ষীণ হইলে মজ্জা ক্ষীণ, মজ্জা ক্ষীণ হইলে অস্থি, এইরূপে ক্রমে মজ্জা হইতে রস পর্য্যন্ত সমস্ত ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ স্থলে এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে, কারণের ক্ষয় হইলে কার্য্যের ক্ষয় হওয়াই সম্ভবপর। কার্য্যভূত শুক্রক্ষয় হইলে কারণভূত মজ্জা প্রভৃতি কি প্রকারে শোষিত হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য যে, শুক্রক্ষয়হেতু বায়ু কুপিত হইয়া, শোষণপূর্ব্বক মজ্জাদিকে শোষপ্রাপ্ত করে।

যক্ষ্মরোগের পূর্ব্বরূপ—যক্ষ্মরোগ হইবার পূর্ব্বে নিম্নোক্ত লক্ষণ সকল ঘটিয়া থাকে। ইহাতে পূর্ব্বে শ্বাস, শরীর-বেদনা, কফনিষ্ঠীবন, তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, প্রতিশ্যায়, কাস, নিদ্রা এবং রোগীর চক্ষুর্দ্বয় শুক্লবর্ণ হয়, মাংসভোজন ও মৈথুনে অতিশয় প্রবৃত্তি জন্মে। স্বপ্নে কাক, শুক, শজারু, ময়ূর, গৃধিনী, বানর ও কৃকলাস কর্ত্তৃক বাহিত হয় এবং জলবিরহিত-নদী ও শুষ্ক বৃক্ষ এবং পবন, ধূম, ও দাবানল প্রভৃতি স্বপ্নে দেখিতে পায়।

যক্ষ্মরোগের লক্ষণ—এই রোগে স্কন্ধ দেশে ও পার্শ্বে পীড়া, হস্তপদের সন্তাপ এবং সর্ব্বাঙ্গগত জ্বর হয়। এই তিনটী লক্ষণ প্রায়ই হইয়া থাকে। মহামুনি চরক এই তিনটীরই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সুশ্রুতে ছয়টী লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—ভক্ষ্যদ্রব্যে অরুচি, জ্বর, শ্বাস, কাস, রক্তোদ্গীরণ এবং স্বরভেদ। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলে রাজযক্ষ্মরোগ কহে।

দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ যথা—যক্ষ্মরোগ বাতোল্বণ হইলে স্বরভেদ, শূল এবং স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশ সঙ্কুচিত হয়। পিত্তোল্বণে জ্বর, দাহ, অতীসার এবং রক্তোদ্গীরণ, কফোল্বণে মস্তকের গুরুত্ব, ভক্ষ্যদ্রব্যে অরুচি, কাস এবং কণ্ঠভেদ হইয়া থাকে।

যক্ষ্মরোগ সান্নিপাতিক হইলেও দোষের উল্বণতা অনুসারে বাতাদির পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু সুশ্রুতে উক্ত হইয়াছে যে, যক্ষ্মরোগ একমাত্র সন্নিপাতাত্মক, তথাচ ইহাতে বাতাদি দোষের মধ্যে যে দোষ প্রবল হইবে, তাহার লক্ষণই সুস্পষ্টরূপে দেখা যাইবে। অসাধ্য যক্ষ্মরোগের লক্ষণ উপরি উক্ত স্বরভেদ হইতে কণ্ঠদেশপর্য্যন্ত একাদশ অথবা সুশ্রুতোক্ত ৬টী বা জ্বর,কাস ও রক্তোদ্গীরণ এই তিনটী লক্ষণ-সমন্বিত যক্ষ্মরোগীকে বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন। কারণ এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট যক্ষ্মরোগ আরোগ্য হয় না।

ইহার মধ্যে একটু বিশেষ এই যে, উক্ত একাদশ বা ৬টী কিংবা ৩টী লক্ষণযুক্ত যক্ষ্মরোগীর যদ্যপি মাংস এবং বলক্ষয় হয়, তাহা হইলে উহা একেবারেই অচিকিৎস্য বলিয়া জানিতে হইবে। অর্থাৎ ইহাতে যতই চিকিৎসা হউক না কেন, কিছুতেই ইহার প্রতীকার হইবে না। কিন্তু যদি উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিধিপূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

যে যক্ষ্মরোগী অত্যধিক আহার করিয়াও ক্ষীণ হইতে থাকে, তাহার এই রোগ অসাধ্য ; যে যক্ষ্মরোগীর অতীসার কিংবা অণ্ডকোষ ও উদরে শোথ হয়, তাহার রোগ অসাধ্য। কারণ এই রোগের উপর অতীসার হইলে তাহার জীবনের আশা কোনরূপেই করা যাইতে পারে না। বল মলমূলক এবং জীবন শুক্রমূলক, অতএব যাহাতে যক্ষ্মরোগীর শুক্রক্ষরণ ও মলের পরিচালন না হয়, তৎপ্রতি চিকিৎসকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এই রোগীর চক্ষুর্দ্বয় শুক্লবর্ণ, অথবা অন্নে অরুচি কিংবা ঊর্দ্ধশ্বাস অথবা অতি কষ্টের সহিত অতিরিক্ত শুক্র ক্ষরণ হইলে আশু জীবন নষ্ট হয়।

যক্ষ্মরোগী যদি অল্পবয়স্ক অথচ সুবৈদ্য কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হয় এবং কোনরূপ অত্যাচার না করে, চিকিৎসকের নিয়ম অনুসারে ঠিক চলিয়া একসহস্র দিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে তাহার জীবনের কতকটা আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থলে বড় বিশ্বাস নাই, এই সময় অতীত হইলে ইহা সারিলেও সারিতে পারে ; কিন্তু তাহার সম্ভাবনা খুবই কম, এতজ্জন্য ঐ ব্যাধি সারে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যে যক্ষ্মরোগী জ্বরবিরহিত, বলবান্, ক্রিয়াসহনশীল, ব্যাধি-প্রশমনবিষয়ে যত্নবান্, দীপ্তাগ্নি, এবং কৃশতাহীন, তাহাকে চিকিৎসা করিবে।

এই রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ—অতিশয় মৈথুন দ্বারা যাহার এই রোগ হয়, তাহার শুক্রক্ষয় জন্য লক্ষণ অর্থাৎ শিশ্ন ও অণ্ডকোষে বেদনা, রমণে অশক্তি ও বহুকাল পরে অতি-অল্প শুক্রক্ষরণ, রোগীর বর্ণ পাণ্ডু, পূর্ব্বানুক্রমে অর্থাৎ প্রথমে শুক্রক্ষীণ, তৎপরে মজ্জাক্ষীণ ইত্যাদি বিলোমক্রমে ধাতুসমূহ ক্ষীণ হইতে থাকে।

শোকজ শোষ-লক্ষণ—শোকের হেতুভূত নষ্ট বস্তুর চিন্তায় শরীরের শিথিলতা, মৈথুন ব্যতীত শুক্রক্ষয় এবং শোষের অন্যান্য লক্ষণসমূহ হইয়া থাকে।

বার্দ্ধক্যহেতু শোষের লক্ষণ—বার্দ্ধক্য বশতঃ শোষ জন্মিলে রোগীর কৃশতা এবং বীর্য্য, বুদ্ধি, বল ও ইন্দ্রিয়শক্তির অল্পতা, কম্প, অরুচি, ভাঙ্গা কাঁসার পাত্রের শব্দের ন্যায় স্বর, অতিশয় যত্নেও শ্লেষ্মা উদ্গীরণ না হওয়া, শরীরের গুরুতা, অরুচি, মুখ, নাসিকা ও চক্ষুঃস্রাব (চোকে জল ঝরা), বল এবং প্রতিভা শুষ্ক ও রুক্ষ হইয়া থাকে।

পথপর্য্যটনহেতু শোষরোগীর লক্ষণ—অত্যন্ত পথশ্রান্তি-প্রযুক্ত শোষ রোগ উপস্থিত হইলে শরীর শিথিল ও বর্ণ ভাজা জিনিসের ন্যায় কর্কশ এবং অঙ্গসমূহ স্পর্শবোধবিরহিত হয়। গলদেশ ও মুখ সর্ব্বদা শুষ্ক হইতে থাকে।

ব্যায়ামহেতু শোষের লক্ষণ—অতিশয় পরিশ্রম হইতে শোষ উৎপন্ন হইলে পূর্ব্বোক্ত পথপর্য্যটনহেতু শোষ রোগীর সমস্ত লক্ষণ, আধিক্যরূপে এবং ক্ষত ভিন্ন উরঃক্ষত রোগের সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে।

উরঃক্ষতের কারণ—ধনুঃ আকর্ষণ আদি অত্যন্ত আয়াস, গুরুতর ভারবহন, বলবানের সহিত যুদ্ধ, বিষম অথচ উচ্চ স্থান হইতে পতন, দ্রুতগামী বলবান্ বৃষ, অশ্ব, হস্তী ও উষ্ট্রাদিকে গতিনিবারণার্থ ধারণ, দীর্ঘপাষাণ, কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড বা অস্ত্রনিঃক্ষেপ দ্বারা শত্রুকে তাড়ন, অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, দ্রুতবেগে দূরদেশে গমন, হস্তসঞ্চালন দ্বারা বৃহৎ নদীসন্তরণ, ঘোটকের সহিত ধাবন, হঠাৎ দূর হইতে উল্লম্ফন, দ্রুতবেগে নৃত্য এবং অন্যান্য মল্লযুদ্ধাদি, কোন প্রকার ক্রূর কর্ম্ম দ্বারা অভিহত ও অতিশয় মৈথুনপ্রভৃতি কারণে বক্ষঃস্থলে উরঃক্ষত রোগ হইয়া থাকে।

ইহাতে বক্ষে ভঙ্গ, বিদারণ এবং ভেদবৎ বেদনা, শূল, পাদশুষ্কতা, গাত্রকম্প, পার্শ্বে বেদনা ও শরীর শুষ্ক হয়, বীর্য্য, বল, বর্ণ, রুচি ও অগ্নিক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে এবং জ্বর, গাত্রবেদনা, মনের গ্লানি, মলভেদ ও অগ্নিমান্দ্য হয়। ইহাতে কাসের সহিত দূষিত শ্যাব অথবা পীতবর্ণ দুর্গন্ধি গ্রন্থিযুক্ত রক্তমিশ্রিত কফ বারংবার বহু পরিমাণে নিঃসৃত হয়। শুক্র ও ওজোধাতু ক্ষয় হইতে থাকে, এ কারণ রোগী অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই রোগের পূর্ব্বরূপ প্রায়ই প্রকাশিত হয় না।

ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ—উরঃক্ষত রোগীর বক্ষঃস্থলে বেদনা, রক্তবমন এবং অত্যন্ত কাস হয়। ইহাতে রক্তমিশ্রিত মূত্রনির্গম এবং পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিদেশে বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

মলমূত্রাদির বেগধারণ ও ধাতুক্ষয় হেতু বাতাদি দোষ প্রতিলোমপ্রাপ্ত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে অন্নের অপরিপাক এবং নিঃশ্বাস অতি পূতিগন্ধযুক্ত হয়।

এই রোগীর বল বা অগ্নির দীপ্তি থাকিলে এবং রোগের লক্ষণ অল্পপরিমাণে উদ্ভূত ও অল্পদিনের হইলে তাহার রোগ চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হয়। এই রোগ এক বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হইলে যাপ্য এবং সমস্ত লক্ষণযুক্ত হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। (ভাবপ্র০ যক্ষ্মরোগাধি০)

সুশ্রুতমতে এই রোগের নিদান—মলমূত্রাদির বেগধারণ, অতি মৈথুন ও অতিরিক্ত উপবাস প্রভৃতি ধাতুক্ষয়কারক কার্য্যসমূহ, বলবান্ ব্যক্তির সহিত মল্লযুদ্ধ এবং কোন দিন অল্প, কোন দিন বা অধিক পরিমাণে অথবা অনির্দ্দিষ্ট সময়ে ভোজন প্রভৃতি কারণে যক্ষ্মরোগ উৎপন্ন হয়। রক্তপিত্ত পীড়া বহুদিন পর্য্যন্ত অচিকিৎস্যভাবে অবস্থান করিতে পাইলে ক্রমে রাজযক্ষ্মরোগে পরিণত হইতে দেখা যায়। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষ যখন কুপিত হইয়া রসবাহী শিরাসমূহকে রুদ্ধ করে, তখন তাহা হইতে ক্রমশঃ রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্রধাতু ক্ষীণ হইতে থাকে। কারণ রসই সকল ধাতুর পুষ্টিকর্ত্তা। সেই রসের গতি রুদ্ধ হওয়ায় অন্য কোন ধাতুর পোষণ হইতে পারে না। অথবা অতিরিক্ত মৈথুন জন্য শুক্র ক্ষয় হইলে সেই শুক্রের ক্ষীণতা পূরণ করিতে অন্যান্য ধাতুও ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম ক্ষয়রোগ বা যক্ষ্মা।

পূর্ব্বলক্ষণ—এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে শ্বাস, অঙ্গবেদনা, কফ, নিষ্ঠীবন, তালুশোষ, বমি, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা, প্রতিশ্যায়, কাস, নিদ্রাধিক্য, নেত্রদ্বয়ের শুক্লতা, মাংসভক্ষণ ও মৈথুনে অভিলাষ প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়। আরও এই সময়ে রোগী স্বপ্ন দেখে যেন তাহাকে পক্ষী, পতঙ্গ ও শ্বাপদেরা আক্রমণ করিতেছে। কেশ, ভস্ম ও অস্থিস্তূপের উপর সে যেন দণ্ডায়মান রহিয়াছে, জলাশয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এবং পর্ব্বত ও জ্যোতিকগণ যেন ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িতেছে।

সাধারণ লক্ষণ—রোগ প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রতিশ্যায়, কাস, স্বরভেদ, অরুচি, পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচ ও বেদনা, শিরোবেদনা, জ্বর, স্কন্ধদেশে অতিমাত্র সন্তাপ, অঙ্গমর্দ্দ, রক্তবমন ও মলভেদ এই কএকটী লক্ষণ লক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্বদ্বয়ের সঙ্কোচ বা বেদনা, বাতাধিক্যের লক্ষণ; জ্বর, সন্তাপ, অতীসার ও রক্ত-নিষ্ঠীবন পিত্তাধিক্যের লক্ষণ এবং শিরোবেদনা, অরুচি, কাস, প্রতিশ্যায় ও অঙ্গমর্দ্দ শ্লেষ্মাধিক্যের লক্ষণ। যাহার যে দোষের আধিক্য হয়, ঐ সমস্ত লক্ষণ মধ্যে সেই দোষজ লক্ষণ তাহার অধিকতর প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সাধ্যাসাধ্যনির্ণয়—যক্ষ্মরোগ স্বভাবতঃই দুঃসাধ্য। রোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ না হইলে উক্ত প্রতিশ্যায় আদি একাদশ লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পরেও আরোগ্যের আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু যদি বল ও মাংস ক্ষীণ হইয়া যায়, অথচ ঐ একাদশ লক্ষণ প্রকাশিত না হইয়া কাস, অতীসার, পার্শ্ববেদনা, স্বরভঙ্গ, অরুচি ও জ্বর এই ৬টী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা শ্বাস, কাস ও রক্তনিষ্ঠীবন এই তিনটী মাত্র লক্ষণ প্রকাশিত হয়; তাহা হইলেও এই রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে।

সাঙ্ঘাতিক লক্ষণ—যক্ষ্মরোগী প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়াও যদি ক্ষীণ হইতে থাকে, অথবা অতীসার উপদ্রবযুক্ত হয়, কিংবা যদি তাহার অণ্ডকোষে ও উদরে শোথ হয়, তাহা হইলে তাহাও অসাধ্য বুঝিতে হইবে। চক্ষুঃদ্বয়ের রক্তহীনতাজন্য অতিমাত্র শুক্লবর্ণতা, অন্নে বিদ্বেষ, ঊর্দ্ধশ্বাস ও অতি যাতনার সহিত বহু পরিমাণে শুক্রক্ষরণ, ইহার মধ্যে যে

কোন একটী উপদ্রব যক্ষ্মরোগে উপস্থিত হইবে, তাহাকেই মৃত্যু লক্ষণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে।

উরঃক্ষত নিদান—গুরুভার বহন, বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধ, উচ্চস্থান হইতে পতন, গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তু যখন দৌড়িয়া গমন করে, সেই সময়ে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক আট্‌কান, প্রস্তরাদি পদার্থ সবলে দূরে নিক্ষেপ, দ্রুতবেগে বহুদূর গমন, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, অধিক সন্তরণ ও লম্ফন প্রভৃতি কঠোর কার্য্য এবং অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস বক্ষঃস্থল ক্ষত উৎপাদনের প্রধানতম কারণ। যাহারা সর্ব্বদা অতিরিক্ত বা অল্প পরিমাণ আহার করেন, তাঁহাদেরই বক্ষঃস্থল ক্ষত হইবার অধিক সম্ভাবনা। এইরূপে বক্ষঃস্থল ক্ষত হইলে তাহাকে উরঃক্ষত কহে। এই রোগে বক্ষঃস্থল যেন বিদীর্ণ বা ভিন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় এবং পার্শ্বদ্বয়ে বেদনা, অঙ্গশোষ ও কম্প হইতে থাকে। ক্রমে বল, বীর্য্য, বর্ণ, রুচি ও অগ্নির হীনতা এবং জ্বর, ব্যথা, মনোমালিন্য, মলভেদ, কাসের সহিত পচাদুর্গন্ধবিশিষ্ট শ্যাব বা পীতবর্ণ গ্রন্থিল ও রক্ত-মিশ্রিত কফ সর্ব্বদা বহুপরিমাণে নিঃসৃত হয়। অতিরিক্ত কফ ও রক্ত বমন জন্য ক্রমশঃ শুক্র ও ওজঃ পদার্থ ক্ষীণ হইয়া গেলে রক্তস্রাব এবং পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিতে বেদনা হইয়া থাকে। এই উরঃক্ষত রোগও যক্ষ্মার অন্তর্ভূত। যতদিন ইহার সমুদয় লক্ষণ প্রকাশিত না হয়, অথচ রোগীর বল ও বর্ণ সম্যক্ বর্ত্তমান থাকে এবং রোগ অধিক দিন জাত না হয়, ততদিনই এই রোগ সাধ্য। এক বৎসর অতীত হইলেই রোগ যাপ্য হয়। আর সমস্তরূপ প্রকাশ পাইলে, রোগী দুর্ব্বল হয়। অধিক দিন অচিকিৎসিত থাকিলে ইহা অসাধ্য হইয়া থাকে।

যক্ষ্মরোগ নিতান্ত দুশ্চিকিৎস্য। রোগীর বলরক্ষা ও মলরোধ রাখিতে চিকিৎসক সর্ব্বদা যত্নশীল হইবেন। কখনও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবেন না। তবে একেবারে মল বদ্ধ হইলে মৃদুবিরেচক ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে। ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগীদুগ্ধপান, চিনির সহিত ছাগঘৃতপান, ছাগ বা হরিণক্রোড়ে ধারণ এবং শয্যাপার্শ্বে ছাগ বা হরিণ রাখা যক্ষ্মরোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারক। রোগী কৃশ হইলে চিনি ও মধুর সহিত মাখন খাইতে দেওয়া উচিত। মস্তকে, পার্শ্বে বা স্কন্ধে বেদনা থাকিলে শুল্‌ফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগরপাদুকা ও শ্বেতচন্দন একত্র বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে, তাহাতে বেদনার বিশেষ শান্তি হয়। অথবা বেড়েলা, রাস্না, নীল, যষ্টিমধু, নীলশুঁদি ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য ; কিংবা গুগ্‌গুলু, দেবদারু, শ্বেতচন্দন, নাগকেশর ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য ; অথবা ক্ষীরকাকোলী, বেড়েলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, এলবালুক ও পুনর্ণবা এই পাঁচটী দ্রব্য ; কিংবা শতমূলী, ক্ষীরকাকোলী, গন্ধতৃণ, যষ্টিমধু ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে ; তাহা হইলে মস্তক, পার্শ্ব ও স্কন্ধদেশের বেদনা নিবারিত হয়। রক্ত বমন নিবারণ জন্য আল্‌তার জল ২ তোলা, অর্দ্ধতোলা মধুর সহিত কিংবা আয়াপানা বা কুকুশিমার রস ২ তোলা পান করাইবে। রক্তপিত্ত রোগে যে সকল যোগ বা ঔষধ রক্ত-বমন নিবারণের জন্য কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে সকল ক্রিয়া জ্বরাদির অবিরোধী, তাহাও প্রয়োগ করা যায়। পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে ধনে, পিপুল, শুঁঠ, শালপাণি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারী, পারুলছাল ও গণিয়ারীছাল এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। ইহা ভিন্ন লবঙ্গাদিচূর্ণ, সিতোপলাদিলেহ, বৃহদ্বাসাবলেহ, চ্যবনপ্রাশ, দ্রাক্ষারিষ্ট, বৃহৎচন্দ্রামৃতরস, ক্ষয়কেশরী, মৃগাঙ্করস, মহামৃগাঙ্করস, রাজমৃগাঙ্করস, কাঞ্চনাভ্ররস, রসেন্দ্র ও বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা, হেমগর্ভপোট্টলীরস, রত্নগর্ভপোট্টলীরস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস, অজাপঞ্চকঘৃত, বলাগর্ভঘৃত, জীবন্ত্যাদ্যঘৃত ও মহাচন্দনাদি তৈল এই সকল ঔষধরোগের অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করা হিতকর। রক্তবমন থাকিতে মৃগনাভিসংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ অহিতজনক। জ্বর সত্ত্বে ঘৃত বা তৈল ব্যবহারে সুফল না হইয়া বরং অনিষ্ট হইতে দেখা যায়। (সুশ্রুত যক্ষ্মরোগাধি°)

ভাবপ্রকাশ, ভৈষজ্যরত্নাবলী, চরক, চক্রদত্ত প্রভৃতিতে এই রোগাধিকারে অনেক ঔষধ ও মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা আছে, বাহুল্য ভয়ে ঐ সকল লিখিত হইল না। সদ্বৈদ্য বিশেষ বিবেচনার সহিত দোষের বলাবল অনুসারে এই রোগের চিকিৎসা করিবেন।

এই রোগের পথ্যাপথ্য—রোগীর অগ্নিবল ক্ষীণ না হইলে দিবসে পুরাতন সরু চাউলের অন্ন, মুগের ডাইল, ছাগ ও হরিণমাংস এবং পটোল, বেগুন, ডুমুর, মোচা, সজিনার ডাঁটা ও পুরাতন কুমড়ার তরকারী আহার করিতে দিবে। তরকারী প্রভৃতি ঘৃত ও সৈন্ধব লবণে পাক করা আবশ্যক। রাত্রিকালে যব বা গমের রুটি, মোহনভোগ, উক্ত তরকারী, ছাগদুগ্ধ, অথবা অল্পপরিমাণে গোদুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে দিবসেও অন্ন না দিয়া রুটি দেওয়া উচিত। অগ্নিবল ক্ষীণ হইলে দিবসে অন্ন বা রুটি এবং রাত্রিকালে অল্প দুগ্ধ মিশ্রিত সাগু, এরারুট ও বার্লি প্রভৃতি আহার করিতে দিবে। তাহাও সম্যক্ জীর্ণ না হইলে দুই

বেলাতেই ঐরূপ সাগু প্রভৃতি লঘু পথ্য দেওয়া বিধেয়। এই অবস্থায় যব ২ তোলা, কুলথ কলাই ২ তোলা, ছাগমাংস ৮ তোলা ও জল ৯৭ তোলা ইহা একত্র করিয়া পাক করিবে। পরে ২৪ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। ঐ কাথ ২ তোলা উষ্ণঘৃতে সাঁৎলাইয়া লইয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ হিং, পিপুলচূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ পাক করিতে হইবে, পাক শেষ হইলে অল্প পরিমাণে দাড়িমরস তাহাকে মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। এই যুষ যক্ষ্মরোগে বিশেষ হিতজনক এবং পুষ্টিকারক। এই রোগে গরমজল শীতল করিয়া পান করিতে দেওয়া উচিত। শরীর সর্ব্বদা অনাবৃত রাখা আবশ্যক।

নিষিদ্ধকর্ম্ম—এই রোগে হিম লাগান, আতপসেবন, রাত্রিজাগরণ, সঙ্গীত, উচ্চৈঃস্বরে শব্দোচ্চারণ, অশ্বাদি যানে ভ্রমণ, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন, শ্রমজনক কার্য্য-সম্পাদন, ধূমপান, স্নান, মৎস্য, দধি, কটুদ্রব্য, অধিক লবণ, শিম, মূলা, আলু, মাষকলাই, শাক, অধিক পরিমাণে হিং, পলাণ্ডু ও রশুন প্রভৃতি দ্রব্যভোজন বিশেষ অপকারক। শুক্রক্ষয় হইতে এই পীড়ায় বিশেষ সাবধান থাকা আবশ্যক। যে সকল কারণে মনোমধ্যে কামভাব উপস্থিত হয়, সর্ব্বদা তাহা হইতে বিরত থাকিবে।

এই রোগ মহাপাতকজ। যাহারা পূর্ব্বজন্মে মহাপাতক করিয়াছে, তাহাদের নরকক্ষয়ের পর ইহজন্মে ঐ মহাপাতক ব্যাধিরূপে তাহাদিগকে পীড়িত করে। সুতরাং ঐ ব্যাধি হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। কারণের নাশ হইলে কার্য্য আপনা হইতেই নিবৃত্ত হয়। এই ব্যাধির কারণ মহাপাতক, তখন সর্ব্বাগ্রে মহাপাতক নাশের অনুষ্ঠান করা উচিত। পাপের ক্ষয় হইলে পাপজ ব্যাধিরও নাশের সম্ভাবনা। এই জন্ম সর্ব্বাগ্রে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিয়া সুবৈদ্য দ্বারা রীতিমত চিকিৎসা করান আবশ্যক।

যদি কেহ মোহবশতঃ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান না করে, এবং এইরোগে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার দাহ, অশৌচ প্রভৃতি কিছুই হইবে না। যদি কেহ তাহার দাহাদি করে, তাহা হইলে তাহাকেও যতিচান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। (প্রায়শ্চিত্তবি॰)

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মতে ফুসফুস্ বিধান কঠিন ও তাহাতে ক্রমশঃ বৈধিক পরিবর্ত্তন অর্থাৎ গর্ত্ত প্রভৃতি জন্মিলে, এবং রক্তকাশ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, শীর্ণতা, দুর্ব্বলতা ও জ্বরের লক্ষণ প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকিলে তাহাকে যক্ষ্মা বলা যায়। ইহা দুই প্রকার—প্রবল ও পুরাতন।

কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে, যক্ষ্মা-রোগ প্রদাহহেতু উৎপন্ন হয়। কিন্তু ডাঃ চার্কট (Dr. Charcot) এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ বলেন যে, কেবল টিউবার্কেলের সঞ্চার জন্য এই পীড়া জন্মে। ডাক্তার রবার্টের (Dr. Roberts) মতে এই কয়েক প্রকারে এই রোগ জন্মিতে পারে ;—

(১) ক্রুপস্ নিউমোনিয়াতে প্রদাহযুক্ত খণ্ড স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত না হইয়া যদি পনিরবৎ অপকৃষ্টতাতে পরিণত হয়।

(২) ক্যাটারেল্ নিউমোনিয়ায় যদি বহুসংখ্যক নবজাত এপিথিলিয়েল্-কোষ বিগলিত ও শোষিত না হয়, তবে উহাদের আভ্যন্তরিক চাপ দ্বারা নিকটস্থ ফুস্ফুস্ বিধান ধ্বংস হইয়া কোটর উৎপন্ন করে। ডাঃ নিমেয়ারের (Dr. Niemeyer) মতে ইহাতেই অধিকাংশ প্রবল যক্ষ্মরোগোৎপত্তি হয়।

(৩) পুরাতন নিউমোনিয়া হইতে যে যক্ষ্মা হয়, তাহাকে ফাইব্রয়েড্ থাইসিস্ কহে।

(৪) বায়ুকোষ মধ্যে নূতন নূতন এপিথিলিয়েল্ কোষ উৎপন্ন না হইয়া তথায় টিউবার্কেল জন্মে এবং পরস্পর সংযোগ দ্বারা লোষ্ট্রাকার ধারণ করে। পরিশেষে ঐগুলি ও নিকটবর্ত্তী অংশ গলিতে থাকে। উপদংশপীড়াজনিত গমেটার সঞ্চার হেতু উক্ত কোষমধ্যে যক্ষ্মা উৎপন্ন হয়।

(৫) পল্‌মোনারি ধমনীর শাখায় এম্বলিজম্ হইলে কখন কখন যক্ষ্মা হইতে পারে।

১ কৌলিক। ২ কুড়ি হইতে ৩০ বর্ষ বয়স্ক ব্যক্তির। ৩ শারীরিক দৌর্ব্বল্য। ৪ কার্য্যবিশেষ; যথা—নানা প্রকার উত্তেজক দ্রব্য ঘ্রাণ করা, অথবা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস। ৫ শিথিল স্বভাব, অমিতাচার ও অন্যান্য অনিয়মিত কার্য্য। ৬ মন্দ আহার্য্য দ্রব্য এবং পরিপাকের ব্যতিক্রম। ৭ অপরিষ্কার বায়ুসেবন, বস্ত্রাদি দ্বারা বক্ষঃপ্রাচীর সঙ্কোচন। ৮ আর্দ্র স্থানে বাস, কিংবা তথাকার বায়ুতে অধিক শৈত্য থাকিলে অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম, মনস্তাপ ও শোক ইত্যাদি। হাম, খুক্ খুকে কাস, মোহক জ্বর (typhus fever), আন্ত্রিক জ্বর (typhoid fever), বহুমূত্র, কণ্ঠনলোষ (Laryngitis), ফুস্ফুস প্রদাহ (Pneumonia) প্রভৃতি পীড়ার পর, গর্ভজাত বা প্রসবান্তে, বিশেষতঃ অধিক রক্তস্রাবের পর, এই রোগ জন্মিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, যক্ষ্মরোগাক্রান্ত পশ্বাদির মাংস আহার বা দুগ্ধ পান করিলে, অথবা তদ্রোগাক্রান্ত ব্যক্তির প্রশ্বাস-বায়ু আঘ্রাণ করিলে অপর ব্যক্তিরও এই রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। Dr. Koch-এর মতে যক্ষ্মরোগাশ্রিত Tubercle Bacillus শরীরে প্রবেশ করিলে যক্ষ্ম-রোগ জন্মে।

ঠাণ্ডা লাগান, ফুস্‌ফুস মধ্যে উত্তেজক ও দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু-প্রবেশ, অত্যধিক শোক বা মনস্তাপ প্রভৃতি মানসিক উদ্দীপনায় এই রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

প্রবল যক্ষ্মা (Acute বা Galloping Phthisis,-উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এইজন্য রোগের দ্রুতগামী অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চিকিৎসকগণ ইহাকে 'গেলোপিং ষ্টেজ' বলিয়া থাকেন। এই রোগে আক্রান্ত হইলে মৃত্যু নিশ্চয় জানিতে হইবে।

রোগাক্রান্ত হইবার পর শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে। অস্থির উপর চর্ম্মাচ্ছাদন ভিন্ন মাংসচিহ্নমাত্র থাকে না। বিশেষ পরিবর্ত্তন একমাত্র শরীরের অভ্যন্তর ভাগে সংঘটিত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর শরীরব্যবচ্ছেদ করিলে, মৃতদেহে কখন ফুস্‌ফুসের ঊর্দ্ধে যক্ষ্মকোটর ও কুঞ্চিত কাশসহ ফুস্‌ফুস-প্রদাহের (Croup's Pneumonia) চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, সর্ব্বদা ব্রঙ্কাইটিস্, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া ও ফুস্‌ফুসের নিম্নাংশে কোটর দেখিতে পাওয়া যায়। টিউবার্কেল-জনিত রোগে ফুস্‌ফুসের উপরেই কোটর হইয়া থাকে। ডাঃ চার্কট অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গুটিকা বা দৃঢ় অংশগুলির মধ্য স্থান কোমল, উহার চতুষ্পার্শ্বে একটী নূতন ঝিল্লী ও বৃহৎ বৃহৎ কোষ (Giant Cells) থাকে।

এই পীড়ায় সর্ব্বদা ঘুস্ ঘুসে জ্বর থাকে। বমন, বিবমিষা, শ্বাসকৃচ্ছ্র, ক্ষুধামান্দ্য, উদরাময়, বক্ষের স্থানে স্থানে বেদনা, কাস, শ্লেষ্মোদ্গম ও রক্তোৎকাশ (Hæmoptysis) প্রভৃতি আসিয়া দেখা দেয়। কখন কখন পীড়ার প্রারম্ভেই হিমপটিসিস উপস্থিত হয়। ক্রুপস্ নিউমোনিয়া হইলে মেমারিরিজনে বেদনা, অত্যন্ত জ্বর, শীর্ণতা ও লৌহের মরিচাবৎ শ্লেষ্মা বাহির হইয়া থাকে। ক্যাটারেল নিউমোনিয়া-জনিত রোগে বক্ষের নানা স্থানে বেদনা, অত্যন্ত শ্বাসকৃচ্ছ্র, অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মানির্গম ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। টিউবার্কেল বা গুটিকাজনিত ব্যাধি ও অত্যন্ত জ্বর, শীর্ণতা, দুর্ব্বলতা, রাত্রিকালে অতিশয় ঘর্ম্ম এবং কোন কোন স্থলে সর্ব্বদা কম্প উপস্থিত হয়, সময় সময় বিকারের লক্ষণ দেখা দেয়।

পীড়ার প্রারম্ভে প্রথমে ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ দেখা যায়। ফুস্‌ফুসের নিম্নাংশ অথবা ঊর্দ্ধাংশ কখনও কঠিন কখনও বা কোমল ও পরিশেষে ছিদ্র লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। বাহ্য দৃষ্টে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না, ক্ষতস্থানের কোন হ্রাসবৃদ্ধি উপলব্ধি হয় না। আঘাত করিলে পীড়িত অংশে জড় পদার্থের ন্যায় মন্দশব্দ (Dull) অথবা ঢক্‌ঢক্ শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে। কাণ দিয়া শুনিলে শ্বাস প্রশ্বাসে হাঁককাসের শব্দ অনুমিত হয়। অস্বাভাবিক শব্দের মধ্যে প্রথমে ময়েষ্ট ক্র্যাক্লিং (moist craukling) ও তৎপরে বৃহৎ, সরস ও রিঙ্গিংর‍্যালস্ (Rales) অবশেষে ক্যাভার্নস্ রক্ষস্ শুনা যায়। স্বর খন্‌খন্ করে।

এই রোগ অত্যন্ত কঠিন। নিউমোনিয়া-সংক্রান্ত যক্ষ্মা হইলে কখন কখন আরোগ্য হয়। কিন্তু গুটিকাযুক্ত হইলে জীবনরক্ষার উপায় নাই।

বলকারক পথ্য ও ঔষধ ব্যবস্থেয়। জ্বরনিবারণার্থ কুইনাইন এবং কাস, শ্বাসকৃচ্ছ্র ও ঘর্ম্মের জন্য ডাঃ এণ্ডারসন এট্রোপিয়া ইঞ্জেক্ট করিতে বলেন। তাঁহার মতে বরফ জলে সিক্ত ফ্লানেল দিবসে ৩ বার কি ৪ বার (প্রত্যেক বার অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত) উদরোপরি সংলগ্ন করিলে উপকার দর্শে, ব্রাণ্ডি পান ও মাংসের যূষ বিশেষ উপকারক। বক্ষোপরি পুলটিশ, টার্পেণ্টাইন্ ষ্টুপ ও উত্তেজক লিনিমেণ্ট মালিশ করিবে। কুইনাইন ২ গ্রেন্, পল্‌ভডিজিটেলিস ½ গ্রেন ও অহিফেন ১ গ্রেণ মাত্রায় এক একটী বটিকা প্রস্তুত করিয়া দিবসে ৩ বার সেবন করান যাইতে পারে। ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পুরাতন যক্ষ্মায় (Chronic Pthisis)—ফুস্‌ফুসের এপেক্স (Apex) ও উপরের লোব (upper lobe) আক্রান্ত হয়। ব্যাধি ঊর্দ্ধাংশ হইতে ক্রমশঃ নিম্নে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার ফাউলারের মতে, এপেক্সের ১ বা ১½ ইঞ্চ নিম্নে এবং ফুস্‌ফুসের বাহ্য ও পশ্চাদ্ভাগে পীড়া আরম্ভ হয়। তজ্জন্য অগ্রেই সুপ্রাস্পাইনস্ ফস্যাতে এবং তৎপরে ক্লাভিকলের নিম্নে লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এই পীড়ায় মৃত্যু হইলে উভয় ফুস্‌ফুসে ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তন ঘটে। রোগারম্ভে ফুস্‌ফুসের উপরিভাগে একত্র সঞ্চিত অথবা পরস্পরে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাংশুবর্ণ টিউবার্কেল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৎকালে পীড়িত অংশ কঠিন ও জেলেটিনের মত দেখায়। গুটিকাগুলি প্রথমে বায়ুকোষে, ব্রঙ্কাইয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে বক্ষাবরকঝিল্লীর (pleura) নিম্নে রক্তনালীর চতুষ্পার্শ্বে বা নিকটবর্ত্তী লসীকাগ্রন্থিসমূহে (Lymphatic glands) উৎপন্ন হয়। পরে ক্রমশঃই ঐ গুটিকাগুলি পীতবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া আইসে ও ঐ স্থান কোমল হয়। রোগ আরোগ্য হইবার হইলে গুটিকাগুলি বিগলিত হইয়া শরীর মধ্যেই মিশিয়া যায় অথবা শ্লেষ্মার সহিত বাহির হয়। তখন উহাদের স্থান নূতনঝিল্লী দ্বারা পরিপূরিত হইয়া থাকে।

কখন কখন উহারা চূর্ণাপকৃষ্টতায় পরিণত হইলে রোগ

স্থগিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহারা গলিয়া সচরাচর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের সম্মিলনে এক একটী বৃহৎ যক্ষ্ম-গহ্বর হইয়া থাকে। ঐ গহ্বরের প্রাচীর কখন মসৃণ কখন বা বন্ধুর হইতে দেখা যায়। ইহাদের নিম্নদেশের শ্লেষ্মা ও বিগলিত ঝিল্লী এবং সময় সময় উর্দ্ধে ব্রঙ্কাইয়ের ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রগুলি গোল বা অণ্ডাকার, সময় সময় উহারা আবদ্ধ হইয়া যায়। রক্তনালী সকল রুদ্ধ বা স্বাভাবিক থাকে। কখন কখন দুএকটীর মধ্যে এনিউরিজম্ বা এক্টেসিয়াস্ (Ectasias) দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস্ পুরাতন প্লুরিসী এবং কোন কোন স্থলে কোলাপ্স অব লংস্ বা এম্ফিসিমার চিহ্ন থাকে। লেরিংসে ও ব্রঙ্কাইএর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে নানা প্রকার ক্ষত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

পীড়া প্রায় সহসা রক্তোৎকাশ হইতে আরম্ভ হয়। সময় সময় ফুস্ফুসের পীড়ার পরিণামস্বরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগনিরূপণার্থ রোগস্থানেও কতকগুলি লক্ষণ থাকে।

বক্ষের নানাস্থানে বেদনা থাকে, প্লুরিসি বা সর্ব্বদা পেশীর সঞ্চালন দ্বারা ঐ বেদনা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। শ্বাস প্রশ্বাস সর্ব্বদা বিশেষতঃ সায়াহ্নে দ্রুত হয়। কাশি প্রথমতঃ শুষ্ক ও কষ্টকর এবং আহারান্তে, রজনীতে ও শয়নের সময় বা নিদ্রার পর বৃদ্ধি পায়। লেরিংসের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আক্রান্ত হইলে কাশি কর্কশ ও স্বরভঙ্গ হয়। কোন কোন স্থলে কাশি এইরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, বমন না হইলে নিরস্ত হয় না। ইহার অনতিবিলম্বে শ্লেষ্মোদ্গম হইতে দেখা যায়। তাহা প্রথমে স্বচ্ছ ও তরল, কখন কখন দৃঢ় ও অস্বচ্ছ। অতঃপর শ্লেষ্মা পূয়মিশ্রিত এবং যক্ষ্মা-গহ্বর বৃহৎ হইলে দুর্গন্ধময়, সবুজবর্ণ বা পীতাভ হইয়া থাকে। জলে নিক্ষেপ করিলে নিমগ্ন হয়।

অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঐ শ্লেষ্মামধ্যে পূয়, রক্তকণিকা, বহুসংখ্যক বসাকোষ ও তৈলবিন্দু, কঙ্করবৎ চূর্ণ, ফুসফুস্ ঝিল্লী এবং সময় সময় বিশেষরূপ পরীক্ষা দ্বারা টিউবার্কেল ব্যাসিলস্ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রায় শর্করা পাওয়া যায়। এই পীড়ায় রক্তকাশ একটি প্রধান লক্ষণ; অধিক স্থলে ইহা রোগারম্ভে উপস্থিত হইয়া থাকে, শোণিত শ্লেষ্মার সহিত রেখাবৎ দৃষ্টিগোচর হয়, অথবা এককালে এত অধিক স্রাবিত হয় যে, তদ্দ্বারা রোগীর জীবন নষ্ট হইতে পারে। রক্তশ্লেষ্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া বহির্গত হইলে যক্ষ্মার সহিত ক্যাটারেল্ নিউমোনিয়া থাকিবার সম্ভাবনা। সামান্য পরিমাণ রক্তস্রাব হইলে রোগী কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে, কিন্তু অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে, ব্রঙ্কিয়েল কৈশিকা হইতে রক্তস্রাব হয়; কিন্তু অনেকের মতে পলমোনারি ধমনীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখা হইতে হইয়া থাকে। ইহাদের প্রাচীর বসাপকৃষ্টতা কিংবা প্রসারণহেতু বিদীর্ণ হইলে রক্তস্রাব হয়।

ফুসফুসের মধ্যে টিউবার্কেল্ সঞ্চিত হইলে ত্বকের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। উত্তাপ সচরাচর ১০১।১০২, সময় সময় ১০৩।১০৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। টিউবার্কেল্ বিগলনকালে শরীরের উত্তাপ তদপেক্ষা ন্যূন অর্থাৎ ১০১ হইতে ১০০ হয়। ছিদ্র হইলে পুনরায় জ্বরবৃদ্ধি পায়। ক্যাটারেল নিউমোনিয়ায় টিউবার্কেল্ সঞ্চিত হইলে উক্ত পীড়ার উত্তাপ বর্দ্ধিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, পীড়িত পার্শ্বের উত্তাপ অধিক, কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। নাড়ীগতি ১০০ হইতে ১২০, দুর্ব্বল ও দ্রুত। শরীরের বসা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; তজ্জন্য রোগী দেখিতে শীর্ণ, বলহীন ও মলিন। অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, বক্ষঃ, উদর প্রভৃতি ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে, কিন্তু মুখমণ্ডল তদ্রূপ শীর্ণ হয় না। পেশীসমূহ শিথিল, কেশ পাতলা এবং কোন কোন স্থলে শীঘ্র শুভ্র হয়, চর্ম্ম শুষ্ক ও শল্কবৎ এপিডার্ম্মিস্ দ্বারা আবৃত; কখন কখন বক্ষের উপরে কোলোজমা অর্থাৎ কাল দাগ দেখা যায়। অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্থূল, নখগুলি করতলাভিমুখে বক্র, পদদ্বয় স্ফীত, শরীর ও কঞ্জেক্টাইভার বর্ণ ফিকা, ক্ষুধামান্দ্য, তৈলাক্ত পদার্থে অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধ, দন্তমাড়ীতে একটি লোহিত রেখা, জিহ্বা ফাটা ও লাল, বমন, বিবমিষা, অজীর্ণ, পরিশেষে উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। মূত্র লোহিতাভ, কখন কখন তাহাতে এল্বুমেন্ বা শর্করা পাওয়া যায়। রোগী খিট্‌খিটে হয়। পীড়া কঠিন হইলেও রোগী জীবনের আশা পরিত্যাগ করে না। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু রোধ হয়। ফুস্‌ফুসে গর্ত্ত হইলে জ্বরের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রাতে জ্বরের সামান্য বিরাম থাকে; বৈকালে ঈষৎ শীত হইয়া উহা বৃদ্ধি পায়, তৎকালে হস্তপদাদিতে অত্যন্ত জ্বালা অনুভব হয় এবং গণ্ডদেশে লাল বর্ণ দেখায়; রজনী দ্বিপ্রহরের পর অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়া জ্বরের স্বল্প বিরাম হইয়া থাকে; ইহাকে হেক্‌টিক্ ফিভার বলে।

প্রথম বা স্থগিত অবস্থায় (Consolidated stage) সুপ্রা ও ইন্‌ফ্রা ক্ল্যাভিকিউলার রিজন্ নত দেখায়, কিন্তু তাহা এম্ফিসিমা যুক্ত থাকিলে কিয়দংশ উন্নত বোধ হয়। এপেক্স অতিশয় আক্রান্ত হইলে পীড়িত পার্শ্বের স্কন্ধ নিম্নগামী দেখায়। শ্বাসপ্রশ্বাসকালে পীড়িত স্থান উত্তমরূপে সঞ্চালিত হয় না; প্রসারণ অতি সামান্যভাবে হইয়া থাকে।

স্পর্শে—বাক্‌বিকম্পন বৃদ্ধি; কিন্তু কখন কখন স্বাভাবিক কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন বোধ হয়। পরিমাণ দ্বারা অগ্রপশ্চাৎ খর্ব্বতা পাওয়া যায়। আঘাত করিলে ঢক্ ঢক্ শব্দ হয়, কখন কখন পীড়ার প্রারম্ভে প্রতিঘাতে রেজোনেণ্ট শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। আকর্ণন দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস-শব্দ মৃদু, কর্কশ বা জার্কিং এবং সময় সময় সুপ্রাস্পাইনস রিজনে একটি বিশেষ শব্দ শুনা যায়, যাহাকে কগেড্ হুইল্ রেস্পিরেসন্ (Cogged wheel respiration) কহে। কখন কখন শ্বাস-প্রশ্বাস শব্দ ব্রোঙ্কিং এবং ব্রঙ্কিয়েল্ হইয়া থাকে। প্রশ্বাস শব্দ দীর্ঘ এবং কর্কশ; সুস্থ ফুসফুসের শ্বাস-প্রশ্বাস শব্দ পিওরাইল্ বা উচ্চ। অস্বাভাবিক শব্দের মধ্যে ড্রাই ক্রাক্লিং পাওয়া যায়। যেখানে ঢক্ ঢক্ করে, সেখানে হৃৎপিণ্ডের শব্দ জোরে শুনা যায়; দক্ষিণ ফুসফুসের উপরি ঐ শব্দ উচ্চভাবে শুনিলে একটি বিশেষ চিহ্ন বলা যায়। তথাকার প্লুরা আক্রান্ত হইলে গ্রেজিং বা ক্রিকিং শব্দ শুনা যাইতে পারে। হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, প্লীহা, ও যকৃৎ সামান্য পরিমাণে ঊর্দ্ধগামী হয়। প্লুরার স্থূলতার চাপ দ্বারা বামদিকে সব্‌ক্লেভিয়ন্ ধমনীতে মর্মর শব্দ শুনা যায়। ভোক্যাল্ রেজোনেন্স অল্প পরিমাণে বিবর্দ্ধিত হয়।

দ্বিতীয় বা বিগলনাবস্থা (Softening Stage.)—পীড়িত স্থান অধিক নত ও বক্ষঃসঞ্চালন মৃদু বোধ হয়। বাক্‌বিকম্পন প্রথমাবস্থার ন্যায়। পরিমাণ করিলে খর্ব্বতা বিশেষরূপে অনুভূত হয়। প্রতিঘাতে অধিক স্থান ব্যাপিয়া ঢক্ ঢক্ করে। আকর্ণন দ্বারা ব্রোঙ্কিং বা ব্রঙ্কিয়েল্ রেস্পিরেসন্ শুনা যায়। অস্বাভাবিক শব্দের মধ্যে ময়েষ্ট ক্র্যাক্লিং ও সূক্ষ্ম ও বব্‌লিং রঙ্কস্ উভয় নিশ্বাস ও প্রশ্বাসে শ্রুতিগোচর হয়। বাক্‌প্রতিধ্বনি বাড়িয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রাদি কিয়ৎপরিমাণে স্থানান্তরিত হয়।

তৃতীয় বা গহ্বরক অবস্থায় (Stage of Excavation.)—গহ্বরের অগ্রপ্রাচীর পাতলা হইলে ইন্‌ফ্রা-ক্লাভিকিউলার রিজন্ কিঞ্চিৎ উন্নত হয়। আর পাতলা না হইলে ঐ স্থান অধিক নত দেখা যায়। নিশ্বাসকালে পীড়িত স্থান প্রসারিত হইয়া থাকে। স্পর্শদ্বারা গহ্বরের মধ্যে অধিক শ্লেষ্মা ও পূয়ের অবস্থান জন্য বক্ষের রক্কাল্ ফ্রেমিটস্ অনুভূত হয়। তখন উহা পরিমাণে ছোট থাকে। আঘাত করিলে গহ্বরের উপর কঠিনতর ঝিল্লী-সংস্থান হেতু প্রতিঘাতে সামান্য ঢক্ ঢক্ আওয়াজ পাওয়া যায়; নচেৎ টিউবিউলার, ধাতব, ক্রাক্‌পট্ অথবা এম্ফরিক্ শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পীড়িত ফুসফুসের অন্যান্য অংশে প্রতিঘাত করিলেও ঢক্ ঢক্ শব্দ শ্রুত হয়। কাণ দিয়া শুনিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ব্রোঙ্কিং, টিউবিউলার, ক্যাভার্ণস্ অথবা এম্ফরিক বোধ হয়। নিশ্বাস ত্যাগকালে চুষণ (Sucking) এবং শীশবৎ (Hissing) শব্দ শুনা যায়। অস্বাভাবিক শব্দের মধ্যে এপেক্সের উপরিভাগে বৃহৎ ময়েষ্ট রাল্‌স্ ও রিঙ্গিং রাল্‌স্ এবং সময় সময় গার্গ্লিং বা মেট্যালিক্ টিংক্লিং পাওয়া যায় বাক্-প্রতিধ্বনি বাড়ে ও খন্ খন্ আওয়াজ হয়; পেক্টরিলোকি ও হুইস্পারিং পেক্টরিলোকি সর্ব্বদা শুনা যায়। টসিব্ রেজোনেন্স শ্রুতিগোচর হয়। হৃৎপিণ্ডের শব্দ সকল উচ্চভাবে শুনা যায়। কখন কখন ইহার ধাক্কা দ্বারা গহ্বরমধ্যে বিশেষ রকাই উৎপন্ন হয়। স্থলবিশেষে গহ্বরোপরি এনিউরিজমের মর্ম্মর শব্দ শুনা যায়; অনুমান হয় যেন উহা ফুস্‌ফুসের ধমনী সকলের শাখায় উৎপন্ন হইয়াছে। বৃহৎ গহ্বরে ফ্লক্‌চুয়েসন্ পাওয়া যায়।

রিট্রোগ্রেসিব্ থাইসিস্—অর্থাৎ যক্ষ্মরোগ আরোগ্য হইবার হইলে কয়েকটি বিশেষ ভৌতিক চিহ্ন পাওয়া যায়; যথা—দ্বিতীয় অবস্থার পরে আরোগ্য হইলে সরস শব্দের পরিবর্ত্তে দিন দিন শুষ্ক বা ক্লিকিং শব্দ পাওয়া যায়। কোটর উপস্থিত হইবার পর আরোগ্য হইলে ক্যাভার্ণস্ রঙ্কসের পরিবর্ত্তে সোনোরস্ রঙ্কস্ বা শুষ্ক ব্রঙ্কিয়েল্ মর্ম্মর্ শব্দ শ্রুতিগোচর হয় এবং সময় সময় নানাপ্রকার ফ্রিক্‌শন্ বা ঘর্ষণ শব্দ শুনা গিয়া থাকে; কিন্তু কেবল উক্ত চিহ্নসমূহের উপর নির্ভর করা যায় না; ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণের লাঘব হইলে উহারা সহকারী হইয়া উঠে।

লেরিংসে ক্ষত, ব্রঙ্কাইটিস্, নিউমোনিয়া, প্লুরিশি, নিউমো-থোরাক্স, টিউবার্কিউলার পেরিটোনাইটিস্; অন্ত্র, বিশেষতঃ ইলিয়মে ক্ষত, ফিস্টিউলা ইন্-এনো, ডায়েবিটিস্, টিউবার্কিউলার মেনিঞ্জাইটিস্ ও এমিলয়েড লিভার ইত্যাদি হইতে এই রোগ উপসর্গাকারে আসিয়া দেখা দেয়।

ভোগকালের কোন নিশ্চয়তা নাই, রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা, হেক্‌টিক্ জ্বর ও উপরোক্ত উপসর্গ হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

রোগের আমূল ইতিহাস, রক্তোৎকাশ, শীর্ণতা, জ্বর, অঙ্গুলির অগ্রভাগে স্থূলতা, কাশ, স্বরভঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণ ও ভৌতিক পরীক্ষা দ্বারা অনায়াসে রোগ নির্ণয় করা যায়।

পীড়া টিউবার্কেল্‌ঘটিত কিংবা কৌলিক হইলে, অথবা রোগী অল্পবয়স্ক বা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল থাকিলে ব্যাধি শীঘ্র গুরুতর হইয়া উঠে। চিকিৎসা দ্বারা রোগযন্ত্রণা প্রশমিত হয় ও রোগী কিয়দ্দিবস জীবিত থাকিতে পারে। কোন কোন

"অহং পূৰ্ব্বো যজতো বিশ্বাযঃ" (ঋক্ ১।১৮।১৩)

'যজতো যষ্টব্যঃ' (সায়ণ)

যজৎ (পুং) যজ্-শতৃ। যাগকর্ত্তা।

যজতি (পুং) যজ্ বাহুলকাৎ-অতি। যাগ, যজ্ঞ।

"যজতিষু যে যজামহং কুর্য্যান্নানুযাজেষু।" (মলমাসতত্ত্ব শ্রুতি)

যজত্র (পুং) যজতীতি যজ্ (অমিনক্ষিযজিবধিপতিভ্যোঽত্রন্। উণ্ ৩।১০৫) ইতি অত্রন্। ১ অগ্নিহোত্রী। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ২ যজনশীল। "পিতা চ তন্নো মহান্ যজত্রো বিশ্বেদেবাঃ" (ঋক্ ৭।৫২।১৯) 'যজত্রঃ যজনশীলঃ' (সায়ণ)

যজথ (পুং) ১ দেবপূজা, যজ্ঞ, যজন। ২ স্তুতিকর্ত্তা, যষ্টা।

যজন (ক্লী) ইজ্যতে ইতি যজ-ল্যুট্। যাগ। ব্রাহ্মণদিগের ষট্ কর্ম্মের অন্তর্গত কর্ম্মবিশেষ।

"অধ্যাপনং অধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥" (মনু ১। ৮৮)

শ্রাদ্ধবিবেকে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে— "অস্য লক্ষণং 'পশুক্ষীরাজ্যপুরোডাসসোমৌষধিচরুপ্রভৃতিভিঃ হবির্ভিঃ খদিরপলাশাশ্বত্থন্যগ্রোধোডুম্বরপ্রভৃতিভিঃ সমিদ্ভিঃ স্রুক্স্রুবোদূখলমুষলকুঠারখনিত্রযূপদারুদর্ভচর্ম্মগ্রাবপবিত্রভাজনাদিভিঃ দ্রব্যোপকরণৈরুদ্গাতৃহোত্রধ্বর্য্যুব্রহ্মাদিভিশ্চর্ত্বিগ্ভিঃ কাম্যনৈমিত্তিকানাং পক্ষাদিপূর্ব্বকানাং যথোক্তদক্ষিণানাং সমাপনং যজনম্।" (শ্রাদ্ধবিবেকধৃত দেবলবচনং)

পশুক্ষীর, আজ্য, পুরোডাস, সোম, ওষধি ও চরু প্রভৃতি; হবিঃ, খদির, পলাশ, অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ ও উড়ুম্বর প্রভৃতি; সমিধ, স্রুক্, স্রুব, উদূখল, মুষল, কুঠার, খনিত্র, যূপ, দারু, দর্ভ, চর্ম্ম, প্রস্তর, এবং পবিত্র ভাজনাদি দ্রব্যোপকরণ, উদ্গাতা, হোতা অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মাদি ঋত্বিক্-কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহ দ্বারা কাম্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম্মের পক্ষাদিপূর্ব্বক যথোপযুক্ত দক্ষিণার সহিত সমাপন করার নাম যাগ। বিধিপূর্ব্বক হোতা ঋত্বিক্ প্রভৃতি দ্বারা কাম্য বা নৈমিত্তিক যে কর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহারই নাম যাগ। ইজ্যতেঽত্রেতি যজ্ অধিকরণে ল্যুট্। ২ যজ্ঞস্থান। "মৃদার্ব্বয়ঃকাঞ্চনদর্ভচর্ম্মভির্নিসৃষ্টভাণ্ডং যজনং সমাবিশৎ।" (ভাগ° ৪।৪।৬) 'যজনং যজ্ঞস্থানং' (স্বামী)

যজনীয় (ত্রি) যজ্-অনীয়র্। যজনের যোগ্য।

যজন্ত (পুং) যজ-ঝচ্। যাগকর্ত্তা।

যজুঃপ্রৈষ (ত্রি) যজুঃশব্দযুক্ত প্রৈষ বা আমন্ত্রণ-মন্ত্র।

যজমান (পুং) যজতীতি যজ-শানচ্। অমরের আদেষ্টা। যজ্ঞকারী, যাজিক। পর্য্যায়—ব্রতী, যষ্টা। (অমর)

"নাহং তথাদ্মি যজমানহবির্বিতানে শ্চোতদ্ঘৃতপ্লুতমদন্ হুতভুঙ্মুখেন।" (ভাগবত ৩।১৬।১৮)

যিনি যজ্ঞে ব্রতী, তাহার নাম যজমান। ২ মহাদেবের মূর্ত্তিভেদ, মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তির মধ্যে শিবপূজাকালে মহাদেবের 'যজমান-মূর্ত্তয়ে নমঃ' মন্ত্রে এই মূর্ত্তির পূজা করিতে হয়। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ যজমানী।

যজমানক (পুং) যজমান বা যজ্ঞাদির ব্যয়বহনকারী।

যজমানত্ব (ক্লী) যজমানস্য ভাবঃ ত্ব। যজমানের ভাব বা ধর্ম্ম।

যজমানব্রাহ্মণ (ক্লী) যজমানের কার্য্যকারী ব্রাহ্মণ।

যজমানলোক (পুং) যজ্ঞকারীর নিমিত্ত স্বর্গের নির্দ্দিষ্ট স্থান।

যজমানশিষ্য (পুং) যজ্ঞব্যয়বহনকারী ব্রাহ্মণের দীক্ষিত শিষ্য।

যজস্ (ক্লী) যাগ, যজ্ঞ। "ইন্দ্রাগ্নী যজসা গিরা" (ঋক্ ৮।৪০।৪) 'যজসা যাগেন' (সায়ণ)

যজা (স্ত্রী) শাস্ত্রোক্ত পুণ্যচরিত্রা জনৈক রমণী। সীতা, শমা, ভূতি প্রভৃতির সহিত ইহার নাম পাওয়া যায়।

(পারস্করগৃহ্য° ২।১৭)

যজাক (ত্রি) যজতীতি যজ্-দানে আকন্। দানকর্ত্তা। (উজ্জ্বল)

যজি (পুং) যজতীতি যজ্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উন্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। যষ্টা, যজ্ঞকারী। (উজ্জ্বল) ২ যজন।

"শাস্ত্রার্থভৃত্ত্বং ক্ষত্রস্য বণিক্ পশুকৃষির্বিশঃ।
আজীবনার্থং ধর্ম্মস্তু দানমধ্যয়নং যজিঃ॥" (মনু ১০।৭৯)

যজিন্ (ত্রি) যজনাকারী। অর্চ্চনাকারী। যজ্ঞকারী।

যজিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় পূজ্য, যষ্টৃতম।

"ইহ যজিষ্ঠং হব্যবাহন" (ঋক্ ১।৩৬।১০)

'যজিষ্ঠং অতিশয়েন পূজ্যং যষ্টৃতমং বা, যষ্টৃশব্দাত্তুশ্ছন্দসি (পা ৫।৩।৫৯) ইত্যগুণবচনাদপ্যাতিশায়নিক ইষ্ঠন্ (তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু। পা ৬।৪।১৫৪) ইতি তৃলোপঃ' (সায়ণ)

যজিষ্ণু (ত্রি) যজ-ইষ্ণুচ্। যজনশীল।

যজীয়স্ (ত্রি) যজ্-ঈয়সু। অতিশয় যজনশীল।

"অগ্নে যজস্ব হবিষা যজীয়ান্" (ঋক্ ২।৯।৪)

'যজীয়ান্ যষ্টৃতমঃ' (সায়ণ)

যজু (পুং) চন্দ্রাশ্বভেদ।

যজুর্ময় (ত্রি) যজুর্মন্ত্রসম্বলিত।

যজুর্লক্ষ্মী (স্ত্রী) মন্ত্রবিশেষ।

যজুর্বিদ্ (ত্রি) যজুঃ যজুর্বেদং বেত্তি বিদ-কিপ্। যজুর্বেদবেত্তা, যজুর্বেদের মর্ম্মাভিজ্ঞ।

"ঋগ্‌বেদবিদ্ যজুর্বিচ্চ সামবেদবিদেব চ।
ত্র্যবরা পরিষজ্জ্ঞেয়া ধর্ম্মসংশয়নির্ণয়ে॥" (মনু ১২।১২২)

যজুর্ব্বেদ (পুং) যজুরেব বেদঃ, যজুষাং বেদ ইতি বা। বেদবিশেষ। [বেদ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

জ্যোতিষে লিখিত আছে, এই বেদের অধিপতি শুক্র।

"ঋগ্বেদাধিপতির্জীবঃ সামবেদাধিপঃ কুজঃ।
যজুর্বেদাধিপঃ শুক্রঃ শনিশ্চাথর্ব্ববেদরাট্ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, এই বেদবক্তা বৈশম্পায়ন। পূর্ব্বে এই বেদ এক ছিল, পরে ইহা চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

"ঋগ্বেদশ্রাবকং পৈলং জগ্রাহ স মহামুনিঃ।
যজুর্ব্বেদপ্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ ॥
জৈমিনিং সামবেদস্য শ্রাবকং সোঽন্বপদ্যত।
তথৈবাথর্ব্ববেদস্য সুমন্তুং ঋষিসত্তমম্ ॥
এক আসীদ্যজুর্ব্বেদস্তঞ্চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূদ্ যস্মিংস্তেন যজ্ঞমথাকরোৎ ॥
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিঃ স্যাদ্ ঋগ্ভির্হোত্রং দ্বিজোত্তমাঃ।
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ ॥"
"ততঃ স ঋচ উদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ প্রভুঃ।
যজূংষি চ যজুর্ব্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ ॥
একবিংশতিভেদেন ঋগ্বেদং কৃতবান্ পুরা।
শাখানান্তু শতেনাথ যজুর্ব্বেদমথাকরোৎ ॥"(কূর্ম্মপু০ ৪৯অ০)

যজুর্ব্বেদিন্ (ত্রি) যজুর্ব্বেদমধীতে বেত্তি বা ইনি যজুর্ব্বেদ-বেত্তা অধ্যেতা বা। ব্রাহ্মণ বিশেষ, যে সকল ব্রাহ্মণ যজু-র্বেদের নিয়মানুসারে চলেন, তাঁহাদিগকে যজুর্ব্বেদিব্রাহ্মণ কহে। এদেশীয় বৈদিকশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অধিকাংশই যজুর্ব্বেদীয়। রাঢ়ীয় শ্রেণীর মধ্যে যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ নাই। পশুপতি ভট্ট প্রভৃতি এই যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণদিগের সংস্কারপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

যজুঃশাখিন্ (ত্রি) যজুঃশাখাভুক্ত।

যজুষ্ক (ত্রি) যজুর্মন্ত্রসম্বলিত।

যজুষ্কৃত (ত্রি) যজুঃমন্ত্র দ্বারা পূত বা উৎসর্গীকৃত।

যজুষ্কৃতি (স্ত্রী) যজুর্ম্মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে প্রদান।

যজুষ্ক্রিয়া (স্ত্রী) যজুস্ অভিমন্ত্রণরূপ যজ্ঞের ক্রিয়াবিশেষ।

যজুষ্টম (ক্লী) অয়মেষামতিশয়েন যজুঃ। উৎকৃষ্টতম যজুর্ম্মন্ত্র।

যজুষ্টর (ক্লী) অয়মনয়োরতিশয়েন যজুঃ। মধ্যমপ্রকার যজুর্ম্মন্ত্র।

যজুষ্টস্ (অব্য০) যজুস্ তসিল্, যত্ব, ষত্ব চ ট। যজুর্ব্বেদ হইতে যজুর্ব্বেদানুসারে। "যদি ন ঋক্তো বা যজুষ্টো বা সামতো বা ধ্বস্তো ভবেৎ" (শতপথব্রাহ্মণ ১১।৫।৮।৫)

যজুষ্টা (স্ত্রী) যজুষোভাবঃ তল্-টাপ্। যজুষ্ট্ব, যজুর ভাব বা ধর্ম্ম।

যজুষ্পতি (পুং) যজুষাংপতিঃ। বিষ্ণু।
"চরমেণাশ্বমেধেন যজমানে যজুষ্পতিম্।
বৈণ্যে যজ্ঞপশুং স্পর্দ্ধন্নপোবাহ তিরোহিতঃ ॥" (ভাগ০৪।১৯।১১)
'যজুষ্পতিং বিষ্ণুং' (স্বামী)

যজুষ্পাত্র (ক্লী) যজুর্ব্বেদীয় যজ্ঞপাত্র ভেদ।

যজুষ্মৎ (ত্রি) যাগমন্ত্রের ক্রিয়াসম্বন্ধীয়। 'যজুষ্মত্য ইষ্টকাঃ' এস্থলে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণার্থ ইষ্টকবিশেষ।

যজুষ্য (ত্রি) যজ্ঞসম্বন্ধীয়।

যজুস্ (ক্লী) ইজ্যতেঽনেনেতি যজ্ (অর্ত্তিপৃবপিযজীতি। উণ্ ২।১১৮) ইতি উসি। বেদবিশেষ, যজুর্ব্বেদ।
[যজুর্ব্বেদ ও বেদ শব্দ দেখ.]

যজুস্সাৎ (অব্য০) যজুর্ম্মন্ত্ররূপে।

যজুদর (ত্রি) ১ যার উদরে যজুর্ম্মন্ত্র আছে। ২ ব্রাহ্মণ।

যজ্ঞ (পুং) ইজ্যতে হবির্দীয়তেঽত্র, ইজ্যন্তে দেবতা অত্র ইতি বা যজ্ (যজযাচযতবিচ্ছপ্রচ্ছরক্ষো নঙ্। পা ৩।৩।৯০) ইতি নঙ্। যাগ, পর্য্যায়—সব, অধ্বর, যাগ, সপ্ততন্তু, মখ, ক্রতু, ইষ্টি, ইষ্ট, বিতান, মন্যু, আহব, সবন, হব, অভিষব, হোম, হবন, মহঃ। (শব্দরত্না০) দেবতা সকল যাহাতে পূজিত হন অথবা ঘৃতাদি দ্বারা যাহাতে হোম করা যায়, তাহাকে যজ্ঞ কহে। যজ্ঞ বিবিধ প্রকার। তাহার মধ্যে সকল যজ্ঞই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ।

যজ্ঞের উৎপত্তির বিষয় কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—
"শৃণুধ্বং দ্বিজশার্দ্দূলা যৎপৃষ্টোঽহং মহাদ্ভুতম্।
যজ্ঞেষু দেবাস্তিষ্ঠন্তি যজ্ঞে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
যজ্ঞেন ধ্রিয়তে পৃথ্বী যজ্ঞস্তারয়তি প্রজাঃ।
অন্নেন ভূতা জীবন্তি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ॥
পর্য্যন্যো জায়তে যজ্ঞাৎ সর্ব্বং যজ্ঞময়ং ততঃ।
স যজ্ঞোঽভূদ্বরাহস্য কায়াৎ শম্ভুবিদারিতাৎ ॥"
(কালিকাপু০ ৩০ অ০)

একমাত্র যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ তুষ্ট হন, অতএব যজ্ঞই সকলের প্রতিষ্ঠাপক। যজ্ঞ ধরণীকে ধারণ করিয়া আছেন, যজ্ঞই প্রজাগণকে পাপরাশি হইতে উদ্ধার করেন। অন্ন হইতে জীবগণ জীবিত আছে, ঐ অন্ন আবার পর্য্যন্য হইতে উদ্ভূত, ঐ পর্য্যন্য যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং সকল জগৎ যজ্ঞময়। মহাদেব কর্তৃক বিদারিত বরাহদেবের দেহ হইতে ঐ যজ্ঞ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার বিষয় অভিহিত হইতেছে। শম্ভু কর্তৃক বরাহ দেহ বিদারিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং প্রমথগণের সহিত মহাদেব জল হইতে সেই দেহ গ্রহণ করিয়া আকাশে গমন করিলেন এবং পরে সেই দেহ বিষ্ণুচক্র সুদর্শন দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলেন। এই ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড সকল যজ্ঞরূপে পরিণত হইল। যে সকল অঙ্গ বিভিন্ন যজ্ঞরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহার বিষয় বলিতেছি। ভ্রুযুগ

এবং নাসিকাদেশের সন্ধিভাগ জ্যোতিষ্টোম নামক যজ্ঞ, কপোলদেশের উচ্চ স্থান হইতে কর্ণমূলের মধ্যস্থিত সন্ধিভাগ বহিষ্টোম যজ্ঞ, চক্ষু এবং জ্রবয়ের সন্ধিভাগ ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ, মুখাগ্র এবং ওষ্ঠের সন্ধিভাগ পৌনর্ভব স্তোমযজ্ঞ, জিহ্বামূলীয় সন্ধিভাগ বৃদ্ধস্তোম ও বৃহৎস্তোম নামক যজ্ঞ, জিহ্বাদেশের অধোদেশ হইতে অতিরাত্র এবং বৈরাজ যজ্ঞ হইল। যথানিয়মে বেদাধ্যয়ন এবং বেদাধ্যাপনই বৈদিক যজ্ঞ, পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণই পৈতৃক যজ্ঞ, দেবোদ্দেশে হোমাদি করা দৈবযজ্ঞ, ছাগাদির বলিদান ভৌতিক যজ্ঞ, অতিথি সেবা নৃযজ্ঞ, প্রতিদিন স্নান তর্পণাদির অনুষ্ঠান নিত্যযজ্ঞ,যজ্ঞবরাহের কণ্ঠসন্ধি এবং জিহ্বা হইতে এই সমস্ত যজ্ঞ ও তাহার বিধি সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। অশ্বমেধ, মহামেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি প্রাণিহিংসাকর যে সকল যজ্ঞ আছে, হিংসাপ্রবর্ত্তক সেই যজ্ঞসকল চরণসন্ধি হইতে জন্মিয়াছিল। রাজসূয়, বাজপেয়, এবং গ্রহযজ্ঞ সকল পৃষ্ঠসন্ধি হইতে ও প্রতিষ্ঠা, উৎসর্গ, দান, শ্রাদ্ধ এবং সাবিত্রী প্রভৃতি যজ্ঞ হৃদয়সন্ধি হইতে এবং উপনয়নাদি সংস্কারক যজ্ঞ এবং প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক যজ্ঞ, যজ্ঞবরাহের মেঢ্র সন্ধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। রাক্ষসযজ্ঞ, সর্পযজ্ঞ, সকল প্রকার অভিচারযজ্ঞ, গোমেধ এবং বৃকজাপ প্রভৃতি যজ্ঞ, খুর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। মায়েষ্টি, পরমেষ্টি, শ্রীপতি, ভোগজ এবং অগ্নীষোম যজ্ঞ লাঙ্গুল হইতে জন্মিয়াছিল। সংক্রমাদি কৃত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞ এবং দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ লাঙ্গুল সন্ধি হইতে; তীর্থপ্রয়োগ, সাম, সঙ্কর্ষণ, আর্ক এবং আপকর্ষণ নামক যজ্ঞ নাড়ীসন্ধি হইতে, অচোৎকর্ষ, ক্ষেত্রযজ্ঞ, পঞ্চযাগ, লিঙ্গসংস্থান এবং হেরম্ব নামক যজ্ঞ জানুদেশ হইতে জন্মিয়াছিল।

এইরূপে যজ্ঞবরাহের দেহ হইতে অষ্টাধিক সহস্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছিল। অদ্যাপি এই সকল যজ্ঞ প্রজাসকলের উৎপত্তি সাধন করিতেছে। যজ্ঞবরাহের পোত্র (মুখের অগ্রভাগ) হইতে স্রুক্ এবং নাসিকা হইতে স্রুব, গ্রীবাদেশ হইতে প্রাগ্বংশ (হোমগৃহের পূর্ব্ব ভাগস্থ গৃহ), কর্ণরন্ধ্র হইতে ইষ্টাপূর্ত্ত, দন্ত হইতে যূপ এবং রোম হইতে কুশ উৎপন্ন হইয়াছিল।

অগ্রপশ্চাদ্ দক্ষিণ ও বামপাদ হইতে কাষ্ঠ, মস্তক হইতে তক ও পুরোডাশ, নেত্রদ্বয় হইতে অগ্নি, মধ্যদেশ হইতে যজ্ঞবেদি এবং মেঢ্রদেশ হইতে যজ্ঞকুণ্ড, পৃষ্ঠদেশ হইতে যজ্ঞগৃহ এবং হৃৎপদ্ম হইতে স্বয়ং যজ্ঞ উৎপন্ন হইলেন। এই যজ্ঞবরাহের দেহ হইতে ভাণ্ড, হবিঃ প্রভৃতি যজ্ঞীয় সকল দ্রব্যই উৎপন্ন হইল। যজ্ঞরূপে সর্ব্বসংসার আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত যজ্ঞবরাহের দেহ যজ্ঞরূপে পরিণত হইল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এইরূপে যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়া সুবৃত্ত, কনক এবং ঘোরের নিকট যত্নপূর্ব্বক আগমন করিলেন। তৎপরে সেই ত্রয় সুবৃত্তাদির দেহত্রয়কে একত্র করিয়া মুখ বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। ব্রহ্মা সুবৃত্তের দেহে মুখবায়ু সঞ্চারিত করিলে সেই দেহ হইতে দক্ষিণাগ্নির উৎপত্তি হইল। বিষ্ণু কনকের শরীর মুখ বায়ু দ্বারা পূর্ণ করিলে সেই দেহ হইতে পঞ্চ বৈতানভোজী গার্হপত্য অগ্নি উৎপন্ন হইলেন। এই প্রকার মহাদেব ঘোরের দেহ মুখপবনে পরিপূর্ণ করিলে তাহা হইতে আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি হইল। ত্রিজগদ্ব্যাপী এই অগ্নিত্রয়ই ত্রিভুবনের মূলীভূত কারণ। এই অগ্নিত্রয় প্রতিদিন যে স্থানে অবস্থান করেন, সমস্ত দেবগণ নিজ নিজ অনুচরের সহিত সেই স্থানে বাস করেন। এই অগ্নিত্রয়ই কল্যাণসমূহের আধার এবং ইহারাই দেবতাস্বরূপ। যে স্থানে এই অগ্নিত্রয় মন্ত্রাদি দ্বারা আহূত হন, তথায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ বিরাজ করে। এই অগ্নিতেই যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই অগ্নিত্রয় যজ্ঞের পুত্ররূপে কল্পিত হইয়াছে। (কালিকাপু॰ ৩০ অ॰)

পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে লিখিত আছে, ব্রহ্মা প্রথমে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা ও অধ্বর্য্যু এই চারি জন যজ্ঞবাহক। এই ব্রহ্মাদি প্রত্যেকের চারি জন করিয়া পরিবার আছে, তাহারা সাকুল্যে ১৬ জন ঋত্বিক্ নামে অভিহিত।

"স্বয়ন্তু পুষ্করং গত্বা কৃত্বা যজ্ঞস্তু বিস্তরম্।
ব্রহ্মোদ্গাতা হোতাধ্বর্য্যুশ্চত্বারো যজ্ঞবাহকাঃ।
একৈকস্য ত্রয়শ্চান্যে পরিবারাঃ স্বয়ং কৃতাঃ॥
এতে বৈ ষোড়শ প্রোক্তা ঋত্বিজো বেদচিন্তকাঃ।
শতানি ত্রীণি ষড় ত্রিংশচ্চ যজ্ঞাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা॥" (পদ্ম॰ সৃষ্টি॰ ৩)

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সকল প্রকার যজ্ঞই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ যজ্ঞের বিষয় গীতায় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। যাহার যেরূপ স্বভাব, তিনি সেইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সাত্ত্বিক প্রকৃতি ব্যক্তি সাত্ত্বিক যজ্ঞের,রাজসিক রাজসিক যজ্ঞের এবং তামসিক তামসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

"অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে॥" (গীতা ১৭।১১-১৩)

ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত হইয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে যে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক যজ্ঞ কহে। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ যে, দর্শপূর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য ও জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ কাম্য ও নিত্যভেদে দুই প্রকার অভিহিত হইয়াছে, "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" স্বর্গ কামনা করিয়া দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞ করিবে, এই বিধান অনুসারে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাম্য। "যাবজ্জীবনং অগ্নিহোত্রং জুহোতি" যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন অগ্নিহোত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া যে এরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা নিত্য। সুতরাং ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য অবশ্যকর্ত্তব্যবোধে যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়, তাহারই নাম সাত্ত্বিক যজ্ঞ, সাত্ত্বিকপ্রকৃতি ব্যক্তিই এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

স্বর্গাদি ফলকামনা করিয়া বা নিজ মহত্ত্বপ্রকাশের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজস যজ্ঞ কহে। দেহাবসানে স্বর্গ পাইব, ইহলোকে নানাবিধ সুখভোগ করিব, সকলে আমাকে ধার্ম্মিক বলিবে, ইত্যাদি ভাবে অর্থাৎ ইহ ও পারলৌকিক সুখের জন্য যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা রাজস যজ্ঞ। সাত্ত্বিকগণ এরূপ যজ্ঞ করেন না। এই যজ্ঞেও সকল প্রকার শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়।

যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিত এবং অন্নদানবিহীন, এবং যে যজ্ঞে শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র নাই, যথাবিহিত দক্ষিণা নাই ও যাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাকে তামস যজ্ঞ কহে। যে যজ্ঞ শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থানুসারে অনুষ্ঠিত হয় না, যে যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদান করা না হয়, যাহাতে উদাত্তানুদাত্ত-আদি স্বরে মন্ত্র উচ্চারিত না হয়, যে যজ্ঞে যথাবিহিত দক্ষিণা না দেওয়া হয়, যে যজ্ঞ ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণাদির প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম তামস যজ্ঞ। কি ইহলোক কি পরলোক, কোন সময়েই এই তামস যজ্ঞদ্বারা শুভ হয় না। সাত্ত্বিক প্রকৃতি বা রাজসিক প্রকৃতি কেহই এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন না। এই তামস যজ্ঞ সকলেরই নিন্দিত।

এই যে ত্রিবিধ যজ্ঞের বিষয় বলা হইল, অধিকারিভেদে জনসমূহ নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে এইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

গীতাতে অভিহিত হইয়াছে যে,—

"গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥"

(গীতা ৪।২৩-২৮)

যজ্ঞাদি পরিত্যাগ করা কাহারও বিহিত নহে, তবে ফল-কামনাবর্জ্জিত হইয়াই তাহার অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

যিনি ফলকামনাবিহীন ও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাধ্যাসবর্জ্জিত, যাহার চিত্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে অবিচলিত ভাবে স্থিত, তিনি যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকলকে রক্ষা করিবার জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে সেই কর্ম্ম সকল ফল সহিত বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ যে, যাহার ফলভোগ বাসনা নাই, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এ অধ্যাসও যাহার নাই, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদবুদ্ধি দ্বারা যাহার চিত্তবৃত্তি আত্মবৃত্তিতে বিলীন হইয়াছে, তিনি যদি প্রারব্ধবশে অথবা লোকানুগ্রহার্থ জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাহার যজ্ঞাদি কর্ম্ম ফলের সহিত বিনষ্ট হয় অর্থাৎ এইরূপ কর্ম্মে তাহাকে আর বদ্ধ হইতে হয় না।

আহুতি অর্পণ ব্রহ্ম, ঘৃতও ব্রহ্ম, আবার ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ হোতা যে হোম করিতেছেন, তাহাও ব্রহ্ম এবং যজ্ঞাদি দ্বারা লভ্য স্বর্গাদিও ব্রহ্ম, এইরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মে যাহার ব্রহ্মবুদ্ধি, তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান ও অধিকরণ এই পাঁচ প্রকার কারকে যজ্ঞরূপ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি ত্যাগের নাম যাগ। ইন্দ্রাদি দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া যে ঘৃতাদি দান করা যায়, তাহার নাম সম্প্রদান, যজ্ঞের ঘৃতাদিই হবিঃ, এই ঘৃতাদি প্রক্ষেপই কর্ম্ম, জুহু আদি করণ, অধ্বর্য্যু কর্ত্তা এবং আহবনীয়াদি অধিকরণ। এইরূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্রহ্ম দৃষ্টিরূপ সমাধি হইলে অনুষ্ঠাতার ব্রহ্মত্বই লাভ হইয়া থাকে।

কতকগুলি যোগী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দৈব যজ্ঞ করিয়া থাকেন। অন্যান্য তত্ত্ববেত্তা যোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাকে আহুতি প্রদান করেন। দর্শপূর্ণমাস জ্যোতিষ্টোমাদি যে সকল যজ্ঞে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতির তুষ্টি সাধন করা হয়, তাহারই

নাম দৈব যজ্ঞ, আর 'ব্রহ্ম' বা 'তৎ'রূপ জলন্ত অনলে 'ত্বং' রূপ জীবাত্মাকে আহুতি প্রদান করিয়া যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়, তাহার নাম জ্ঞানযজ্ঞ, সন্ন্যাসিগণ এইরূপ জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

অপর কতকগুলি পুরুষ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযমরূপ অগ্নিতে, আর কতকগুলি পুরুষ শব্দাদি বিষয়রাশিকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দান করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি সাধনপূর্ব্বক প্রত্যাহারপরায়ণ পুরুষ শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া সংযমরূপ অগ্নিতে হোম করেন। অপর কোন কোন যোগী ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম ও প্রাণাদির কর্ম্মরাশিকে জ্ঞানোদ্দীপিত আত্মসংযমযোগ-রূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন।

কোন কোন ব্যক্তি দ্রব্যত্যাগ যজ্ঞ, কোন ব্যক্তি তপোযজ্ঞ, কোন ব্যক্তি যোগরূপ যজ্ঞ, কেহ বা বেদাভ্যাসরূপ যজ্ঞ, কেহ বা জ্ঞানরূপ যজ্ঞ, অথবা দৃঢ়ব্রতরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এইরূপ বিভিন্নপ্রকৃতির লোক বিবিধ প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কূপতড়াগ খনন, দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ, ক্ষুধার্থকে অন্নদান, ধর্ম্মশালানির্ম্মাণ, শরণাগত জীবের রক্ষণ এবং শ্রৌতবিধানোক্ত বিবিধ দানের নাম দ্রব্যযজ্ঞ। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি সাধনের ও ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত উষ্ণ সহিষ্ণুতার নাম তপোযজ্ঞ, চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের নাম যোগযজ্ঞ; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ধারণ করিয়া গুরুশুশ্রূষাপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত ঋগাদি বেদাভ্যাসের নাম বেদযজ্ঞ, গূঢ়ার্থযুক্তিপূর্ব্বক বেদার্থ নিশ্চয়াবধারণের নাম জ্ঞানযজ্ঞ, কোন নিয়মের কিঞ্চিদংশেরও ত্রুটি না হয়, তাহার নাম দৃঢ়ব্রত যজ্ঞ।

"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথা পরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপঃ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥"

(গীতা ৪।২৯-৩৩)

অন্যান্য যোগিগণ অপান বায়ুতে প্রাণের আহুতি প্রদান করেন, প্রাণে অপানের হোম করেন, এবং অন্যান্য কোন কোন সংযতাহারী যোগী প্রাণ ও অপানের গতিরোধপূর্ব্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া প্রাণেতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে আহুতি দিয়া থাকেন।

এই সকল যজ্ঞকারিগণ যজ্ঞ সম্পাদনপূর্ব্বক নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞান্তে অমৃতভোজন করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানবিহীন মনুষ্যগণ এই মনুষ্যলোকেই শুভফল প্রাপ্ত হয় না, স্বর্গাদি লাভ তো দূরের কথা। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞ যিনি গুরুশাস্ত্রোপদেশে বিদিত আছেন, অথবা তত্তাবৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সম্পন্ন করেন, তিনিই যজ্ঞবিদ্। যজ্ঞকৃৎ ক্রমে নিষ্পাপ হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা যজ্ঞ ব্রতাদির অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের মুক্তি তো দূরের কথা, ইহসংসারে সুখ সম্পদ্ লাভও ঘটিয়া উঠে না।

এইরূপ বহুপ্রকার যজ্ঞ বেদাদিতে অভিহিত হইয়াছে, যত প্রকার যজ্ঞ আছে, সকল প্রকার যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। কারণ ফলের সহিত সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। অতএব জ্ঞান-যজ্ঞই একমাত্র মুক্তির উপায়।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥"

(গরুড়পু° ১১৫ অ°)

যথাবিধি বেদাধ্যাপনের নাম ব্রহ্ম যজ্ঞ, পিতৃগণের উদ্দেশে যথারীতি শ্রাদ্ধতর্পণাদির নাম পিতৃযজ্ঞ, দেবতাদিগের উদ্দেশে হোমাদি অনুষ্ঠানের নাম দৈবযজ্ঞ এবং দেবতাদিগকে যথানিয়মে বলিদানের নাম ভৌতযজ্ঞ ও অতিথি সেবার নাম নৃযজ্ঞ। এই পাঁচটী যজ্ঞের নাম পঞ্চ মহাযজ্ঞ। সকলেরই এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।

[পঞ্চ মহাযজ্ঞ দেখ]

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তান প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্য্যন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্য্যন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥"

(গীতা ৩।৯-১৫)

যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারাই জীব সংসারবন্ধনদশাগ্রস্ত হয় এবং বিদ্যা দ্বারা তাহা হইতে মুক্তি লাভ করে, ইহা দ্বারা সাধারণতঃ এতদ্রূপ বুঝায় যে, যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাগ করা বিধেয়। কিন্তু এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে,'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' এই শ্রুতি অনুসারে যে যজ্ঞ ভগবানের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তাহাতে জীবের বন্ধন হয় না। অতএব ফলকামনারহিত হইয়া ভগবদুদ্দেশে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

কল্পারম্ভে প্রজাপতি যজ্ঞাধিকারী জীবগণকে সৃষ্টি করিয়া ইহাই বলিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। এই যজ্ঞই তোমাদিগের মনোবাঞ্ছিত ফলদান করিবে। এই যজ্ঞাদি দ্বারা তোমরা দেবতাগণকে সন্তুষ্ট কর, এবং দেবগণও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করুন, এইরূপ পরস্পর সন্তোষ-সাধন দ্বারা তোমরা পরস্পর কল্যাণ লাভ কর।

যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতাকে তৃপ্ত করিলে তাঁহাদের জলবর্ষণাদি দ্বারা পৃথিবী শস্যশালিনী হইবে, তাহাতে তোমরাও তৃপ্ত হইবে, এইরূপে তোমাদের কার্য্যে দেবগণের এবং দেবতাদিগের কার্য্যে তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। যজ্ঞাদি দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবতার সেবা করিলে স্বর্গাদিলাভও হইবে। যজ্ঞ দ্বারা দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া মনোবাঞ্ছিত ভোগ দান করেন। এই দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোগ করে, সেই ব্যক্তি চোর। দেবগণ সন্তুষ্ট হইলে মানব অন্ন এবং সুবর্ণাদি মনোবাঞ্ছিত ভোগ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। এ সকল দেবদত্ত ঋণস্বরূপ জানিতে হইবে, দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্য ব্রীহিযবাদি দ্বারা দেবোদ্দেশে বৈশ্বদেব, অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি যজ্ঞ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি এ সকল না করিয়া কেবল নিজে ভোগ করিতে থাকে, সেই ব্যক্তি পরস্বাপহারী চোর নামে অভিহিত হয়। যিনি যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন, যে পাপাত্মা পুরুষ কেবল আপনার জন্যই অন্ন পাক করে, সে কেবল পাপই ভোজন করিয়া থাকে। শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ব্বক যাঁহারা বেদবিহিত কার্য্য করেন, তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। দেবনিবেদিত প্রসাদ ভোজন করিলে মানব পবিত্র হয়। যাহারা কেবলমাত্র নিজ উদরভরণার্থই ভোজনের আয়োজন করে, তাহারা পঞ্চশূনাদি পাপ হইতে নিস্তার পায় না। গৃহস্থদিগের উদূখল, জাঁতা, চুল্লী, জলের কলস ও ঝাঁটা এই পাঁচপ্রকার জীবহিংসার স্থান আছে, ইহাকে পঞ্চশূনা কহে। এই হিংসাজন্য পাপে জীবের স্বর্গলাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই পঞ্চশূনাজনিত পাপ পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। বেদাধ্যয়ন ও সন্ধ্যোপাসনার নাম ঋষিযজ্ঞ, অগ্নিহোত্রাদি দেবযজ্ঞ, বলিবৈশ্বদেব ভূতযজ্ঞ, অন্নাদি দ্বারা অতিথি সৎকারের নাম নৃযজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধতর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ, প্রতিদিন এই পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া ভোজন করিলে সে অন্ন পাপস্বরূপ মাত্র।

অন্ন হইতে শরীর উৎপন্ন হয়। অন্ন মেঘের বৃষ্টি হইতে জন্মে এবং মেঘ যজ্ঞ হইতে ও যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ সকল বেদ হইতে উৎপন্ন এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সর্ব্বগত অবিনাশী পরব্রহ্ম ধর্ম্মরূপ যজ্ঞাদিতে সদাই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং সকলেরই যথাশাস্ত্র যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, ক্ষত্রিয়দিগের আরম্ভযজ্ঞ, বৈশ্যদিগের হবির্যজ্ঞ, শূদ্রদিগের পরিচারযজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণদিগের জপযজ্ঞ পালনীয়।

"আরম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রাঃ স্যুর্হবির্যজ্ঞাঃ বিশঃ স্মৃতাঃ।
পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাস্তু জপযজ্ঞাস্তু ব্রাহ্মণাঃ॥" (মৎস্যপু° ১১৮অ°)

যে যজ্ঞানুষ্ঠানে জীবহিংসা হয়, তাদৃশ যজ্ঞে অধর্ম্ম হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন যে, যজ্ঞে যে পশু বধ করা হইয়া থাকে, তজ্জন্য যে হিংসা হয়, এই বৈধ হিংসাতে পাপ হয় না, কিন্তু সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে যে, এই বৈধহিংসাতেও পাপ হইবে। এই হিংসার বিষয় সাংখ্যে এইরূপ আলোচিত হইয়াছে,—

শাস্ত্রাদিষ্ট পশুবধাদি হিংসা করিলেও পাপ হইবে। সাংখ্যেরা বলেন যে, "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" কোন প্রাণীরও হিংসা করিবে না, এই নিষেধবিধির তাৎপর্য্য এই যে, হিংসা করিলেই পুরুষের প্রত্যবায় বা পাপ জন্মে। "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" অগ্নিষোমযজ্ঞে পশুবধ করিবে, ইত্যাদি বিধিদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত পশুহিংসা বিহিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পশু প্রভৃতির হিংসা ভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না, ঐ হিংসাদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিবে। কোনও প্রাণীর হিংসা করিবে না, ইহা সামান্য শাস্ত্র, আর

অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা করিবে, ইহা বিশেষ শাস্ত্র। শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে সচরাচর বিশেষশাস্ত্রের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তদতিরিক্ত স্থলে সামান্যশাস্ত্রের বিষয় হইয়া থাকে। বিশেষশাস্ত্র সামান্যশাস্ত্রের বাধক, এবং সামান্য শাস্ত্র বিশেষ-শাস্ত্র দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত স্থলে ঐরূপ বাধ্য বাধক ভাব হইতে পারে না, অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র সামান্য-শাস্ত্রের বাধক বা সামান্য শাস্ত্র বিশেষ শাস্ত্র কর্তৃক বাধিত হইতে পারে না। কেন না, পরস্পর বিরোধ না হইলে বাধ্য-বাধক ভাব হয় না অর্থাৎ একে অন্যের বাধা জন্মাইতে পারে না। প্রকৃত স্থলে কিছুমাত্র বিরোধ নাই। কেননা কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না, এই নিষেধবিধি বুঝাইয়া দিতেছে যে, প্রাণিহিংসা করিলে পুরুষকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়।

'অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা করিবে' এই বিধি বুঝাইয়া দিতেছে যে, অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা যজ্ঞের উপকারক, কি না সম্পাদক। অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা ভিন্ন যজ্ঞ হইতে পারে না, সুতরাং অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিবে। এই দুইটী বিধির কিছুমাত্রও বিরোধ হইতে পারে না। কেননা যজ্ঞীয় পশুহিংসা, যজ্ঞের সম্পাদন এবং পুরুষের প্রত্যবায় এই উভয়েরই নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ। সুতরাং এস্থলে বিধিদ্বয়ের বিরোধ বা বাধ্যবাধক ভাব হইতে পারে না। শাস্ত্রে যদি এইরূপ উপদেশ থাকিত যে, অগ্নিষোমীয় পশুহিংসা পুরুষের পাপোৎপাদন করে না, তাহা হইলে বিরোধ এবং বাধ্যবাধকভাব হইতে পারিত।

যেহেতু পাপের উৎপাদন করা এবং না করা পরস্পর বিরুদ্ধ, ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় এক পদার্থে থাকিতে পারে না। অতএব সাংখ্যাচার্য্যেরা প্রতিপন্ন করেন যে, যজ্ঞে যে বৈধ পশুবধ, তাহাও পাপজনক। অতএব বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেমন প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে হিংসাজনিত পাপও হইয়া থাকে। *

রঘুনন্দন বৈধহিংসা-বিচার-স্থলে যজ্ঞীয় পশুবধে পাপ হইবে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "তত্র দ্বযজ্ঞে বধোঽবধঃ" যজ্ঞে যে পশুবধ তাহা অবধস্বরূপ অর্থাৎ ইহাতে বধ জন্য পাপ হইবে না। [হিংসা শব্দ দেখ]

অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয় প্রভৃতি যে সকল বৈদিক যজ্ঞ আছে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, প্রভৃতিতে ঐ সকল যজ্ঞের বিধান বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা ঐ সকল যজ্ঞ আর অনুষ্ঠিত হয় না। অধুনা পূজা, যজ্ঞ, হোমাদিই যজ্ঞ নামে অভিহিত।

বেদনিঘণ্টুতে যজ্ঞের ১৪টী পর্য্যায় অভিহিত হইয়াছে, বেন, অধ্বর, মেঘ, বিদথ, নার্য্য, সবন, হোত্রা, ইষ্টি, দেবতাতা, মখ, বিষ্ণু, ইন্দু, প্রজাপতি, ধর্ম্ম। (বেদনি০ ৩।১৭)

আর্য্য ঋষিগণ অতি পূর্ব্বকালে নানাপ্রকারে যজ্ঞ করিতেন, ঐ সকল আদি-যজ্ঞের প্রক্রিয়া যে বেদে বিবৃত হইয়াছে, তাহাই যজুর্ব্বেদ নামে খ্যাত। [বেদ দেখ।]

যজুর্ব্বেদ সংহিতায় আমরা এই সকল যজ্ঞের বিবরণ পাই—

১ দর্শপূর্ণমাস, ২ পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, ৩ অগ্নিহোত্র, ৪ চাতুর্ম্মাস্য, ৫ অগ্নিষ্টোম, ৬ ষোড়শীযাগ, ৬ দ্বাদশাহযাগ, ৭ গবাময়নসত্র, ৮ বাজপেয়, ৯ রাজসূয়, ১০ চরকসৌত্রামণি, ১১ অশ্বমেধ, ১২ পুরুষমেধ,১৩ সর্ব্বমেধ, ১৪ ব্রহ্মযজ্ঞ,ও ১৫ পিতৃমেধ এতদ্ভিন্ন চারিবেদের ব্রাহ্মণভাগে আমরা নানাপ্রকার যজ্ঞের উল্লেখ পাই।

আপস্তম্বকৃত যজ্ঞপরিভাষাসূত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

'শ্রৌত ও গৃহ্যভেদে যজ্ঞ দুই প্রকার। শ্রৌতসূত্রে যজ্ঞের প্রয়োগ, প্রকার ও পদ্ধতি যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা শ্রৌত এবং গৃহ্যসূত্রোক্ত পদ্ধতিনিবদ্ধ যজ্ঞ গৃহ্যনামে কথিত হইয়া থাকে। যথাবিধি যজ্ঞে দীক্ষিত না হইলে শ্রৌত কার্য্যে অধিকারী হওয়া যায় না, কিন্তু উপনীত হইলেই গৃহ্যকার্য্যে অধিকারিত্ব সংস্থাপিত হয়। সোমসংস্থা ও হবিঃসংস্থা ভেদে শ্রৌত যজ্ঞের দুইটী এবং পাকসংস্থাভেদে গৃহ্যযজ্ঞের একটী বিভাগ নিরূপিত হইয়াছে, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে শ্রৌত ও গৃহ্যযজ্ঞ তিন প্রকার। এই সোমাদি তিন প্রকার সংস্থা-যজ্ঞই প্রত্যেকে সাত প্রকার,সুতরাং যজ্ঞকথা বলিতে প্রধানতঃ ২১ প্রকার যজ্ঞের কথাই বুঝা যায়।' আশ্বলায়ন ও কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৬, ১১, ১৯৯, ২৭ ; ১২, ৩, ১৯০,) সপ্তপ্রকার সোমসংস্থার বিবরণলিপিবদ্ধ হইয়াছে ও অপরাপর স্থানে অন্যান্য সংস্থারও বর্ণনা আছে, বিশেষতঃ অথর্ব্ববেদীয় গোপথব্রাহ্মণের (১।৫।২৩) ঐ ত্রিবিধ সংস্থায় বা একবিংশতি প্রকার যজ্ঞের নাম যথাযথ প্রদত্ত হইয়াছে।

অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতি-রাত্র ও আপ্তোর্য্যাম নামক সাত প্রকার যাগ সোমসংস্থা নামে,

* "ন চ 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানীতি' সামান্যশাস্ত্রং বিশেষশাস্ত্রেণ অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেতেত্যনেন বাধ্যত ইতি যুক্তং বিরোধাভাবাৎ বিরোধে হি বলীয়সা দুর্ব্বলং বাধ্যতে, নচেহাস্তি কশ্চিৎ বিরোধঃ ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। তথাহি মা হিংস্যাদিতি নিষেধেন হিংসায়া অনর্থহেতুভাবো জ্ঞাপ্যতে,ন ত্বক্রত্বর্থত্বমপি অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেতেত্যনেন তু পশুহিংসায়াঃ ক্রত্বর্থত্বমুচ্যতে। ন অনর্থহেতুভাবক্রত্বর্থতা সতি বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ ন চানর্থহেতুত্বক্রতূপকারকত্বয়োঃ কশ্চিদস্তি বিরোধঃ। হিংসা হি পুরুষস্য দোষমাবক্ষ্যতি, ক্রতোশ্চোপকরিষ্যতি" ইত্যাদি। (সাংখ্যতত্ত্বকৌ০)

অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্মাস্ত ও পশুবন্ধ নামক সপ্তযাগ হবিঃসংস্থা নামে এবং সায়ংহোম, প্রাতর্হোম, স্থালীপাক, নবযজ্ঞ, বৈশ্বদেব, পিতৃযজ্ঞ ও অষ্টকা নামক সাতটী যাগ পাকসংস্থা বলিয়া কথিত হইয়াছে।

দর্শ ও পৌর্ণমাসযাগ একসংখ্যার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া কাত্যায়ন-সূত্রকার (৫।৪।১০) সৌত্রামণি-যাগকে হবিঃসংস্থার মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। গ্রন্থান্তরে পাকসংস্থার অন্তর্গত যাগগুলিরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সোমসংস্থাকে কোন কোন স্থলে সোমযজ্ঞ, ক্রতু, জ্যোতিষ্টোম ও সুত্যা নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। হবিঃসংস্থাদিরও হবির্যজ্ঞ প্রভৃতি বিভিন্ন নামের ব্যবহার দেখা যায়। কোন কোন গ্রন্থে সাম, হৌত্র, ও ইষ্টিভেদে যজ্ঞ সমুদায়ের তিন প্রকার ভেদ বর্ণিত আছে। অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি সপ্তসোমসংস্থাই সোম; অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র ও সায়ংহোমাদি হৌত্রনামে এবং দর্শপৌর্ণমাস প্রভৃতি ইষ্টি নামে কথিত হইয়াছে।

গোমেধ, অশ্বমেধ প্রভৃতি সমস্তই সোমযজ্ঞের অন্তর্গত। তাণ্ড্যব্রাহ্মণাদিতে ঐ সকল সোমযজ্ঞ একাহ, অহীন ও সত্র নামে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। একদিবস সাধ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোমযাগগুলিকে একাহ, কএকদিবস সম্পাদ্য মধ্যম প্রকারের যাগগুলি অহীন এবং দীর্ঘকাল সাধ্য বৃহৎ যজ্ঞগুলিকে সত্র বলা যায়। পাকসংস্থার অন্তর্ভুক্ত বৈশ্বদেব এবং তদতিরিক্ত বরুণপ্রঘাস ও সাকমেধ নামক যাগত্রয়ই চাতুর্মাস্যের অন্তর্গত। পশুবন্ধকে কেহ কেহ নিরূঢ় পশুবন্ধও বলিয়া থাকেন। উহার মধ্যে ইষ্টি একটী বিশেষ নাম। ইষ্টি নানাবিধ—আয়ুষ্কামেষ্টি, পুত্রেষ্টি, পবিত্রেষ্টি, বর্ষকামেষ্টি, প্রাজাপত্যেষ্টি, বৈশ্বানরেষ্টি, নবশস্যেষ্টি, ঋক্ষেষ্টি, গোপ্যতাষ্টি ইত্যাদি।

পশুসাধ্য যাগমাত্রকেই পশুযাগ কহে। অনতিপ্রাচীন অথর্ব্ব পরিশিষ্টে (৫।১) উহারই অনুকল্প 'পিষ্টপশু' বিহিত হইয়াছে। উহাতে পিষ্টালির (চাউল বাটা) নির্ম্মিত পশু ব্যবহৃত হয়। মনুসংহিতাতেও (৫।৩৭) ঘৃতপশুরও উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু উহা যজ্ঞার্থক নহে।

উক্ত একবিংশ প্রকার যজ্ঞে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামক বর্ণত্রয়েরই সমান অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ কর্তৃক গৃহীত শূদ্রার ইহাতে অধিকার নাই। ঐ যজ্ঞে ত্রিবিধ মন্ত্র অর্থাৎ ঋক্ (পদ্য), যজুঃ (গদ্য) ও সাম (গীত) এই মন্ত্রত্রয়াত্মিক সর্ব্ববিধ বেদ মন্ত্রই যজ্ঞ সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দর্শ ও পৌর্ণমাস নামক যাগদ্বয়ে ঋক্ ও যজুঃ মন্ত্রই আবশ্যক হয়। সামমন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। অগ্নিহোত্র নামক যজ্ঞে ঋঙ্মন্ত্রের ব্যবহার নাই, কেবলমাত্র গদ্য প্রধান যজুঃ মন্ত্রের দ্বারাই উহা সম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু আদি সোমসংস্থা অগ্নিষ্টোম নামক সর্ব্ব প্রধান যজ্ঞে, সর্ব্ববিধ (ঋক্, যজুঃ ও সাম) মন্ত্রেরই আবশ্যক হয়। এই জন্য উক্ত যাগে ঋগ্বেদবিৎ হোতা, যজুর্ব্বেদবিৎ অধ্বর্য্যু, সামবেদবিৎ উদ্গাতা এবং সম্পূর্ণ ত্রিবেদবিৎ অর্থাৎ ঋক্‌সংহিতা, যজুঃসংহিতা, সামসংহিতা ও অথর্ব্বসংহিতা মধ্যে স্থিত ঋক্, যজুঃ ও সামমন্ত্র যিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন, এইরূপে চতুঃসংহিতাবিৎ ব্রহ্মা। এই চারিজন ঋত্বিক্ বৃত হইয়া থাকেন।

ঋত্বিগ্‌গণ ঋগ্বেদ ও সামবেদীয় মন্ত্রগুলি উচ্চৈঃস্বরে এবং যজুর্ব্বেদীয় পাঠগুলি উপাংশু ক্রমে উচ্চারণ করিবেন। আশ্রুত, প্রত্যাশ্রুত, প্রবর, সংবাদ ও সম্প্রৈষ স্থলে যজুর উপাংশু পাঠের নিয়ম ঘটিবে না। আবশ্যক মত যথাস্থানে (১২,১৪,১৬ সূ°) ঐগুলি মন্দ্র, মধ্যম ও তারস্বরেই পাঠ্য। সামিধেনী ঋক্‌সমূহের সম্প্রৈষকালে, বক্ষ্যমাণ নিয়মানুসারে (১২,১৪,১৬ সূ°) সম্প্রৈষে কর্ত্তব্য, যথাস্থানে মন্দ্র, মধ্যম ও তারস্বরে পাঠ হইবে না, সর্ব্বত্রই উহার মধ্যমস্বরে উচ্চারিত হইবে। আজ্য ভাগদ্বয় সমর্পণের পূর্ব্বে আশ্রাব, প্রত্যাশ্রাব, প্রবর, সংবাদ ও সম্প্রৈষ মন্ত্র স্বরে পাঠ করা কর্ত্তব্য। [বিস্তৃত স্বরশব্দে দেখ।

সোমযজ্ঞসমূহের প্রাত্যহিক কার্য্যকলাপ প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন নামে অভিহিত। প্রাতঃকালীন প্রাতঃসবন যাগাঙ্গের বিধি ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শতপথ ও ছান্দোগ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণে এবং আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন ও সাঙ্খ্যায়নসূত্রে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। স্বিষ্টকৃৎ অঙ্গযাগের আশ্রাবাদি ও মাধ্যন্দিন সবনের মন্ত্রগুলি মধ্যমস্বরে এবং তৃতীয় সবনের মন্ত্রসমূহ ক্রুষ্টস্বরে পঠিত হয়।

যজ্ঞপরিভাষার ২য় সূত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবিধ দ্বিজাতিরই যজ্ঞে অধিকার স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু আর্ত্বিজ্য অর্থাৎ ঋত্বিকের কার্য্য একমাত্র ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা যজমান হইতে পারিবে মাত্র; অতএব যজমান-পাঠ্য মন্ত্রাদির পাঠ ও যজমান-কর্ত্তব্য যাগাঙ্গাদির অনুষ্ঠানও অভ্যস্ত করিতে পারিবে। শূদ্রের সে অধিকার পর্য্যন্তও নাই।

সোমযজ্ঞের অহীন ও একাহে ষোড়শ ঋত্বিক্ দীক্ষিত হন। তন্মধ্যে হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা এই চারি জন প্রধান। মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তুৎ হোতার সহকারী; প্রতিপ্রস্থাতা, নেতা বা নেষ্টা ও উন্নেতা অধ্বর্য্যুর সহকারী, ব্রাহ্মণাচ্ছংসি, আগ্নীধ্র ও পোতা ব্রহ্মার সহকারী; প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য উদ্গাতার সহকারী। সত্রে এই ষোড়শ এবং গৃহপতি এই সপ্তদশ ঋত্বিক্ দীক্ষিত হইয়া

থাকেন। (আশ্ব° শ্রৌ° ৪।১ সূত্রে দ্রষ্টব্য।) এতদ্ব্যতীত যজ্ঞবিশেষে আত্রেয়, সদস্য, উপগাতা ও শমিতা প্রভৃতিও বৃত হইয়া থাকেন। (ঐতরেয় ব্রা° ৭।১।১ দ্রষ্টব্য।)

সমস্ত ক্রতুতেই অগ্নি সকল একবার মাত্র আহিত হইবে অর্থাৎ প্রতি দিবস বা প্রতি কার্য্যে পুনঃ পুনঃ অগ্নি স্থাপন করিতে হইবে না। যে সমস্ত যজ্ঞে প্রধানতঃ ত্রিবিধ অগ্নি-স্থাপন করিতে হয়, সেই 'ত্রেতা অগ্নি'-সাধ্য যাগগুলিকে ক্রতু অর্থাৎ সপ্ত সোমসংস্থা কহে। ত্রেতা অগ্নি যথা—১ম 'গার্হপত্য', ২য় 'দক্ষিণ' ও ৩য় 'আহবনীয়'। আশ্বলায়নের ২য় অ° ২য় ও ৪র্থ সূত্রে গার্হপত্যাগ্নিকে পিতা, দক্ষিণাগ্নিকে পুত্র ও আহবনীয়াগ্নিকে পৌত্র বলা হইয়াছে। (বিশেষতঃ শতপথে ১।৯।২।৪ প্রভৃতি ও কাত্যা° সূ° ২।৭।২৯ ও ৫।৮।৬ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।) ছান্দোগ্য উপনিষদের ২।২৪।১১ ও ৪।১৩।১ এবং মনুর ২৩ অ° ২৩১ শ্লোকেও ত্রেতাগ্নির পরিচয় আছে।

অধ্বর্য্যুকেই যজ্ঞমাত্রের প্রধান কর্ত্তা বলিয়া জানিবে। অধ্বর্য্যুর ক্রিয়াগুণেই যজ্ঞ গঠিত হইয়া থাকে, হোতা, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা উহার অলঙ্কার স্বরূপ অর্থাৎ যজুরূপ যজ্ঞদেহে ঋক্ যেমন ভূষণস্বরূপ, সামরূপ মণিসমূহ তেমনি তাহাতে আশ্রিত থাকিয়া যাগের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

হোমমাত্রে সর্পণশীল ঘৃতই (গব্যঘৃত) আহুতি দ্রব্যরূপে ব্যবহার করিবে এবং জুহূই কেবলমাত্র হোমসাধন পাত্র জানিবে। আঘারাদির ব্যাপারে জুহূর দ্বারা অসম্পাদ্য কার্য্যে স্রুবং হোমসাধন পাত্র হইবে। বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে আহবনীয়াগ্নিতেই আহুতি দিবে। প্রতি কার্য্যাবসানেই জুহূ প্রভৃতি যজ্ঞপাত্রগুলি উক্ষোদকাদি দ্বারা বিহিত বিধানে সংস্কৃত করিতে হয়। উহা নষ্ট হইলে পুনর্গ্রহণের বিধি আছে। নিত্যাগ্নিহোত্রকারীরা অগ্ন্যাধানকাল হইতে যাবজ্জীবন যজ্ঞপাত্রসমূহ যত্নে রক্ষা করিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার চিতায় মৃতদেহের উপর যথাবিধি ও যথাস্থান পাত্রগুলি সাজাইয়া দগ্ধ করাই নিয়ম। যে কাষ্ঠদ্বয় মন্থনপূর্ব্বক অগ্নিসংগ্রহ করা যায়, সেই অরণিদ্বয়ের সংস্কারও এই নিয়মের অধীন।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি যজ্ঞ সম্বন্ধে প্রমাণ; সুতরাং তদ্-গ্রন্থানুসারেই সমুদায় যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়া উচিত। বৈদিক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগে যে সকল বচন আম্নাত নহে অর্থাৎ বেদে অপঠিত, তাহাকে মন্ত্র বলা যায় না, তৎসমুদায় প্রবর, উহ, নামধেয়গ্রহণ প্রভৃতি শব্দে কথিত হইয়া থাকে। যাগসমূহে দেববরণ ও মনুষ্যবরণ—ঋত্বিগাদির এই উভয়বিধ বরণের বাক্যকেই প্রবর বলা যায়। বৈদিক মন্ত্রান্তর্গত শব্দাদির পরিবর্ত্তন এবং যজ্ঞীয় সংকল্প বাক্যে ও আশীর্ব্বাদাদিতে যজমানাদির নাম গ্রহণ যথাক্রমে উহ ও নামধেয়গ্রহণ বলিয়া মন্ত্রাংশবিশেষে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

২ বিষ্ণু। "যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্বা যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।১১৭)

যজ্ঞক (পুং) যজ্ঞ-স্বার্থে কন্। ১ যজ্ঞ। ২ যাজক।

যজ্ঞকর্ম্মন্ (ক্লী) যজ্ঞরূপং কর্ম্মধা°। যজ্ঞরূপ কর্ম্ম, যজ্ঞ।
"বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মণি।
অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতো গুরুবন্মানমর্হতি॥" (মনু ২।২০৮)
যজ্ঞস্য কর্ম্ম। ২ যজ্ঞের কার্য্য। (ত্রি) ২ যজ্ঞ এব কর্ম্ম যেষাং। ৩ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞই একমাত্র অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। (রামা° ১।১৩।২৬)

যজ্ঞকল্প (ত্রি) বিষ্ণু, যজ্ঞবরাহ, যজ্ঞরূপ অবয়ব দ্বারা যিনি কল্পিত হন। (ভাগবতে ৬।৮।১৫)
"রক্ষত্বসৌ মাধ্বনি যজ্ঞকল্পঃ স্বদংষ্ট্রয়োন্নীতধরো বরাহঃ।"
'যজ্ঞকল্পঃ যজ্ঞৈরবয়বরূপৈঃ কল্প্যতে নিরূপ্যতে' (স্বামী)

যজ্ঞকাম (ত্রি) যজ্ঞাভিলাষী।

যজ্ঞকার (ত্রি) যজ্ঞকারী।

যজ্ঞকাল (পুং) ১ যাগাদির শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়। ২ পৌর্ণমাসী তিথি।

যজ্ঞকীলক (পুং) যূপকাষ্ঠ, যাহাতে হন্যমান পশু বাঁধিয়া রাখা যায়।

যজ্ঞকুণ্ড (ক্লী) যজ্ঞস্য কুণ্ডং। যজ্ঞের কুণ্ড। যে কুণ্ডে হোম করা হয়, তাহাকে যজ্ঞকুণ্ড কহে। চতুরস্র হস্তপ্রমাণ তাম্র ধাতু দ্বারা হোমের জন্য যে কুণ্ড প্রস্তুত করা হয়, তাহাই হোমকুণ্ড নামে খ্যাত। এই হোমকুণ্ডের উপর স্থণ্ডিল প্রস্তুত ও সংস্কার করিয়া তাহাতে হোম করিতে হয়।

যজ্ঞকৃৎ (ত্রি) যজ্ঞং করোতীতি কৃ-কিপ্, তুক্চ। যাগকর্ত্তা, যাজ্ঞিক। (পুং) ২ বিষ্ণু।
"যজ্ঞভৃদ্ যজ্ঞকৃদ্ যজ্ঞী যজ্ঞভুক্ যজ্ঞসাধনঃ॥" (ভা° ১৩।১৪৯।১১৮)
৩ সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যাদ্রি° ৩৩।২৫)

যজ্ঞকৃন্তত্র (ক্লী) যজ্ঞের অংশবিশেষ।

যজ্ঞকেতু (পুং) ১ যজ্ঞবিৎ। ২ যজ্ঞপ্রজ্ঞাপক (সায়ণ) ৩ রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৬।১৮।১৪)

যজ্ঞকোপ (পুং) ১ যজ্ঞদ্বেষী। ২ রাক্ষসভেদ।

যজ্ঞক্রতু (পুং) ১ সম্পূর্ণ যাগ। যজ্ঞের শেষ, যজ্ঞের প্রধানাঙ্গ। ২ বিষ্ণু। ৩ যজ্ঞ। ৪ ক্রতুযাগ।

যজ্ঞক্রিয়া (স্ত্রী) যাগাদি কার্য্য।

যজ্ঞগাথা (স্ত্রী) যজ্ঞার্থ বিহিত মন্ত্র।

যজ্ঞগিরি (পুং) পর্ব্বতভেদ।

যজ্ঞগীতা (স্ত্রী) যজ্ঞপ্রকরণনির্ব্বাহার্থ মন্ত্রসমূহ।

"গাথা যজ্ঞগীতা" (ভারত ১২ পর্ব্ব)

যজ্ঞগুপ্ত, জনৈক প্রসিদ্ধ জৈন। (জৈনহরি° ১২।৬৩)

যজ্ঞঘোষ, জনৈক প্রাচীন কবি।

যজ্ঞঘ্ন (ত্রি) যজ্ঞং হন্তি হন্‌-টক্। ১ যজ্ঞনাশকারী। ২ যজ্ঞ-বিঘ্নোৎপাদক রাক্ষসাদি।

"ঋষয়ো বৈঃ পরাভাব্য যজ্ঞঘ্নান্ যজ্ঞমীড়িরে।" (ভাগ° ৪।২২।২৮)

যজ্ঞছাগ (পুং) যজ্ঞে নিহন্তব্য ছাগপশু।

যজ্ঞজ্ঞ (ত্রি) যজ্ঞং যজ্ঞাবধানং জানাতি জ্ঞা-ক। যজ্ঞবিদ্, যজ্ঞবিধানজ্ঞ।

যজ্ঞডুমুর (দেশজ) যজ্ঞোড়ুম্বর। চলিত যগ্‌গীডুমুর।

যজ্ঞততি (স্ত্রী) ১ বলি। ২ যজ্ঞে উৎসর্গযোগ্য উপকরণাদি।

যজ্ঞতনু (স্ত্রী) যজ্ঞপ্রকার। ২ যজ্ঞাঙ্গের ইষ্টকাদি। ৩ ব্যাহৃতিভেদ।

যজ্ঞত্রাতৃ (পুং) ১ যজ্ঞরক্ষাকর্ত্তা। ২ বিষ্ণু।

যজ্ঞদক্ষিণা (স্ত্রী) যজ্ঞসমাধানান্তে যজ্ঞকারী পুরোহিতের তৃপ্ত্যর্থ যে বিত্ত দান করা হয়।

যজ্ঞদত্ত (পুং) রামায়ণবর্ণিত জনৈক ব্যক্তি। ইহার বধ বৃত্তান্ত লইয়া প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত M. Chezy একখানি কাব্য রচনা করিয়াছেন। ২ জৈনহরিবংশ ও কথাসরিৎসাগর-বর্ণিত ব্যক্তিদ্বয়।

যজ্ঞদত্তক (পুং) যজ্ঞদত্তপুত্র।

যজ্ঞদত্তশর্ম্মন্, যজুর্ব্বেদী জনৈক ব্রাহ্মণ। (কাত্যা°শ্রৌ° ১৫।৮।৩)

যজ্ঞদীক্ষা (স্ত্রী) যজ্ঞস্য দীক্ষা। যজ্ঞবিষয়ক দীক্ষা। ব্রাহ্মণ-দিগের যজ্ঞদীক্ষা হইলে তৃতীয় জন্ম হয়।

"মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে।

তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥" (মনু ২।১৬৯)

যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার নাম যজ্ঞদীক্ষা। ব্রাহ্মণদিগের উৎপত্তি প্রথম জন্ম, উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম, এবং যজ্ঞদীক্ষা তৃতীয় জন্ম নামে অভিহিত।

যজ্ঞদীক্ষিত, অগ্নীধ্রপ্রয়োগ-রচয়িতা।

যজ্ঞদেব, জনৈক ব্যক্তি। (জৈনহরি° ১২।৬৩)

যজ্ঞদ্রব্য (ক্লী) যজ্ঞস্য দ্রব্যং। যজ্ঞীয় দ্রব্যাদি, যে সকল দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

যজ্ঞদ্রুহ্ (পুং) যজ্ঞং দ্রুহ্যতি দ্রুহ্‌-ক্বিপ্। যজ্ঞবিঘ্নকারক, রাক্ষসাদি।

যজ্ঞধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, যজ্ঞস্য ধরঃ। বিষ্ণু। (হেম)

যজ্ঞধীর (ত্রি) যাগাদিতে পরিপক্ক বুদ্ধি।

"ঋতবানঃ কবয়ো যজ্ঞধীরাঃ" (ঋক্ ৭।৮৭।৩)

'যজ্ঞধীরা যজ্ঞেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ' (সায়ণ)

যজ্ঞনারায়ণ (পুং) ১ মহাভারতব্যাখ্যান ও রঘুনাথ-বিলাস-প্রণেতা। ২ জনৈক বৈয়াকরণ। মাধবীয় ধাতুবৃত্তিতে ইহার নামোল্লেখ আছে।

যজ্ঞনারায়ণ দীক্ষিত, ১ প্রভামণ্ডল নামে শাস্ত্রপ্রদীপন-টীকারচয়িতা। ২ বেঙ্কটেশ্বর কৃত চিত্রবন্ধ, রামায়ণের জনৈক টীকাকার, গোবিন্দদীক্ষিতের পুত্র ইনি স্বীয় ভ্রাতা (বার্ত্তিকা-ভরণপ্রণেতার) বেঙ্কটেশ্বর দীক্ষিতের গুরু ছিলেন। ৩ আচার্য্যভেদ।

যজ্ঞনিষ্কৃৎ (ত্রি) যজ্ঞের নির্গমনকর্ত্তা।

"ধৃতব্রতাঃ ক্ষত্রিয়া যজ্ঞনিষ্কৃতো বৃহদ্দিবা" (ঋক্ ১০।৬৬।৮)

'যজ্ঞনিষ্কৃতঃ যজ্ঞং প্রতি নির্গমনং যজ্ঞনিঃ তস্য কর্ত্তারঃ' (সায়ণ)

যজ্ঞনী (ত্রি) যজ্ঞং নয়তি নি-ক্বিপ্। যজ্ঞনির্ব্বাহক, যজ্ঞের নেতা।

"সত্যং ঋতুনা যজ্ঞনী রসি" (ঋক্ ১।১৫।১২)

'যজ্ঞনীঃ যজ্ঞস্য নির্ব্বাহকঃ (সায়ণ)

যজ্ঞনেমি (পুং) শ্রীকৃষ্ণ।

যজ্ঞপতি (পুং) যজ্ঞস্য পতিঃ। যজমান, যিনি যজ্ঞ করেন।

"মধ্বায়ুর্দধদ্ যজ্ঞপতাবহিহ্রুতং" (ঋক্ ১০।১৭০।১)

'যজ্ঞপতৌ যজমানে' (সায়ণ) ২ যজ্ঞপালক সোম।

"যজ্ঞস্য ত্বা যজ্ঞপতে" (শুক্লযজু° ৮।২৫)

'যজ্ঞপতে যজ্ঞস্য পালক সোম।" (মহীধর) ৩ বিষ্ণু।

"শ্রিয়ঃপতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতির্ধিয়াংপতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ।

পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাম্পতিঃ॥"

(ভাগবত ২।৪।২০)

যজ্ঞপতিউপাধ্যায়, তত্বচিন্তামণিপ্রভা-প্রণেতা। রঘুনাথ ও গদাধর ইহার মতোল্লেখ করিয়াছেন।

যজ্ঞপত্নী (স্ত্রী) যজ্ঞস্য পত্নী। ১ দক্ষিণা, যজ্ঞের পত্নী দক্ষিণা। ২ দীক্ষিত ভার্য্যা।

"ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যা যজ্ঞপত্ন্যস্তথাধ্বরে।" (ভাগবত)

'যজ্ঞপত্ন্যঃ দীক্ষিতভার্য্যাঃ' (ভাগ° ১১।১২।৬ টীকায় স্বামী)

যজ্ঞপথ (পুং) ১ যজ্ঞের প্রণালী। ২ যে পথে যজ্ঞস্থলে যাওয়া যায়।

যজ্ঞপদ্ (স্ত্রী) যজ্ঞকামী বা যজ্ঞ লইয়া যে বিচরণ করে।

যজ্ঞপরিভাষা, আপস্তম্বকৃত সূত্রভেদ।

যজ্ঞপরুস্ (ক্লী) যজ্ঞাংশ।

"যন্ন চুহ্বাতযজ্ঞপরুরন্তরিয়াৎ" (তৈত্তি° ব্রা° ৩।৭।১।৫)

যজ্ঞপর্ব্বত, নর্ম্মদার উত্তরপশ্চিমদিকস্থ শৈলশৃঙ্গ।

(রেবাখণ্ড)

যজ্ঞপশু (পুং) যজ্ঞার্থং পশুঃ। ঘোটক।

"চরমেণাশ্বমেধেন যজমানে যজুষ্পতিম্ ।
বৈন্যে যজ্ঞপশুং স্পর্দ্ধয়ন্নপোবাহ তিরোহিতঃ ॥" (ভাগ ৪।১৯।১১)

২ ছাগ। যজ্ঞকর্ম্মে যে সকল পশুর প্রয়োজন হয়, তাঁহাকে যজ্ঞপশু কহে। বাসুদেবভট্টকৃত যজ্ঞপশুমীমাংসায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা আছে।

যজ্ঞপাত্র (ক্লী) যজ্ঞস্য পাত্রং। যজ্ঞের পাত্র, যজ্ঞ করিতে যে সকল পাত্র আবশ্যক হয়।

"মার্জ্জনং যজ্ঞপাত্রাণাং পাণিনা যজ্ঞকর্ম্মণি।
চমসানাং গ্রহাণাঞ্চ শুদ্ধিঃ প্রক্ষালনেন তু ॥" (মনু ৫।১১৬)

যজ্ঞপাত্রীয় (ত্রি) যজ্ঞপাত্রসম্বন্ধীয়। (শতপথব্রা° ২।২।৪।১০)

যজ্ঞপার্শ্ব (পুং) পরাশর-স্মৃতি-ধৃত জনৈক মুনি।

যজ্ঞপুচ্ছ (ক্লী) যজ্ঞের শেষভাগ। (আশ্ব° শ্রৌ° ৮।১১।২)

যজ্ঞপুমস্ (পুং) যজ্ঞরূপী পুমান্। যজ্ঞপুরুষ, বিষ্ণু।

"অর্হত্তলকর্ত্তুমদভ্রকর্ম্মণা লোকং পরং শ্রীরিব যজ্ঞপুংসা।"
(ভাগবত ৪।২৫।২৯)

যজ্ঞপুরুষ (পুং) যজ্ঞরূপী পুরুষঃ। বিষ্ণু। (হেম)

যজ্ঞপ্রী (ত্রি) যজ্ঞে হবির্ভিঃ প্রীণয়তি প্রী-ক্বিপ্। যজ্ঞীয় হবিঃ প্রভৃতি দ্বারা দেবতাদিগের প্রীত্যুৎপাদক।

"যজ্ঞপ্রিয়ে যজমানায় সুক্রতো" (ঋক্ ১০।১২২।৬)
'যজ্ঞপ্রিয়ে যজ্ঞৈর্হবির্ভিঃ দেবান্ প্রীণয়িত্রে' (সায়ণ)

যজ্ঞফলদ (ত্রি) যজ্ঞফলং দদাতীতি দা-ক। যজ্ঞফলদাতা বিষ্ণু।

যজ্ঞবন্ধু (পুং) যজ্ঞকর্ম্মের সহকারী। "সচেতয়ন্মনুষো যজ্ঞবন্ধুঃ" (ঋক্ ৪।১।৯) 'যজ্ঞবন্ধুঃ যজ্ঞে অগ্নিহোত্রাদৌ বন্ধনং বিনিয়োজনং যস্য স তথোক্তঃ' (সায়ণ)

যজ্ঞবাহু (পুং) অগ্নির নামভেদ। "আগ্নীধ্রেধ্মজিহ্ব যজ্ঞবাহুমহাবীরা ইতি সর্ব্বএবাগ্নিনামানঃ" (ভাগবত ৫।১।২৫)

যজ্ঞভাগ (পুং) যজ্ঞস্য ভাগঃ। ১ যজ্ঞের ভাগ, অংশ।
"যজ্ঞভাগান্ গৃহাণ ত্বমষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ।" (দুর্গোৎসবপদ্ধতি)
২ দেবতাভেদ।

যজ্ঞভাজন (ক্লী) যজ্ঞস্য ভাজনং। যজ্ঞপাত্র। (জটাধর)

যজ্ঞভাণ্ড (ক্লী) যজ্ঞস্য ভাণ্ডং। যজ্ঞের ভাণ্ড, যজ্ঞপাত্র।

যজ্ঞভাবন (ত্রি) বিষ্ণু।

"জিতং জিতন্তেঽজিতযজ্ঞভাবন ত্রয়ীং তনুং স্বাং পরিধুন্বতে নমঃ
যদ্রোমগর্ত্তেষু নিলিল্যুরদ্ধরস্তস্মৈ নমঃ কারণশূকরায় তে ॥"
(ভাগবত ৩।১৩।৩৪)

'যজ্ঞভাবন যজ্ঞৈর্ভাব্যতে আক্রিয়তে ইতি।' (স্বামী)

যজ্ঞভুজ্ (ত্রি) যজ্ঞৈর্ভুঙ্‌ক্তে ভুজ্-ক্বিপ্। যজ্ঞভোক্তা বিপ্র।
"ইষ্টস্তে পুত্রকামস্য পুত্রং দাস্যতি যজ্ঞভুক্।" (ভাগবত ৪।১৩।৩২)

যজ্ঞভূমি (স্ত্রী) যজ্ঞস্য ভূমিঃ। যজ্ঞস্থান।

যজ্ঞভূষণ (পুং) ১ শ্বেত দর্ভ। (রাজনি°) ২ কুশমাত্র।
"কুশো দর্ভস্তথা বর্হিঃ সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ।" (ভাবপ্র°)

যজ্ঞভৃৎ (পুং) যজ্ঞং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্। বিষ্ণু।

যজ্ঞভৈরব, সূতগীতা-টীকা-প্রণেতা।

যজ্ঞভোক্তৃ (ত্রি) যজ্ঞস্য ভোক্তা। যজ্ঞভুক্ বিষ্ণু।

যজ্ঞমণ্ডপ (পুং ক্লী) যজ্ঞবেদী।

যজ্ঞমণ্ডল (ক্লী) যজ্ঞস্থল, যে বিস্তীর্ণ স্থান ঘেরিয়া যজ্ঞ করা হয়।

যজ্ঞমনস্ (ত্রি) যজ্ঞাদিতে ন্যস্তচিত্ত।

যজ্ঞমন্মন্ (ত্রি) যজ্ঞকার্য্যে মতিমান্, যজ্বা, বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞকারী। "যজ্ঞমন্মাবৃজনং তিরাতে" (ঋক্ ৭।৬১।৪)
'যজ্ঞমন্মা যজ্ঞার্থং মতিমান্ যজ্বা' (সায়ণ)

যজ্ঞময় (ত্রি) যজ্ঞ-স্বরূপে ময়ট্। যজ্ঞ স্বরূপ। যজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণু।

যজ্ঞমহোৎসব (পুং) যজ্ঞ এব মহোৎসবঃ। যজ্ঞরূপ মহোৎসব। যজ্ঞ জন্য বিপুল উৎসব।

"তদভিপ্রেত্য ভগবান্ কর্ম্মাতিশয়মাত্মনঃ।
শতক্রতুর্ন মমৃষে পৃথোর্যজ্ঞমহোৎসবম্ ॥" (ভাগবত ৪।১৯।২)

যজ্ঞমালি (পুং) বৃহন্নারদীয় পুরাণ-বর্ণিত জনৈক ব্রাহ্মণ। বেদমালির পুত্র।

যজ্ঞমিত্র, জনৈক প্রসিদ্ধ জৈন সাধু। (জৈনহরি° ২২।৬৪)

যজ্ঞমিশ্র, রত্নপঞ্চক নামক জ্যোতিগ্রন্থ-প্রণেতা।

যজ্ঞমুখ (ক্লী) যজ্ঞের প্রারম্ভ বা মুখপাত।

যজ্ঞমুষ্ (ত্রি) যজ্ঞাপহরণকারী (রাক্ষস)।

যজ্ঞমুহ্ (পুং) যজ্ঞমোহকারী রাক্ষস। (সাঙ্খ্য° কা° ১২।১)

যজ্ঞমূর্ত্তি (পুং) অসিদ্ধিনিরূপণব্যাখ্যা-প্রণেতা কাশীনাথের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি একজন সুপণ্ডিত ছিলেন।

যজ্ঞমূর্ত্তি কাশীনাথ, তত্ত্বচিন্তামণির জনৈক টীকাকৃৎ।

যজ্ঞমৌনি (ক্লী) আয়ুধ বিশেষ।

যজ্ঞযশস্ (ক্লী) যজ্ঞ-গরিমা।

যজ্ঞযোগ্য (পুং) যজ্ঞে যোগ্য উচিতঃ। উডুম্বর বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ যাগার্হ, যজ্ঞের যোগ্য।

যজ্ঞরস (পুং) সোম।

যজ্ঞরাজ্ (পুং) চন্দ্র। যজ্ঞরাজ্।

যজ্ঞরুচি (পুং) দানবভেদ।

যজ্ঞরেতস্ (ক্লী) সোম।

যজ্ঞরূঢ় (ত্রি) যজ্ঞার্থ নির্দ্দিষ্ট বা রক্ষিত।

যজ্ঞলিঙ্গ (পুং) শ্রীকৃষ্ণ।

যজ্ঞবচস্ (ক্লী) ১ যজ্ঞমন্ত্র। (পুং) ২ আচার্য্যভেদ, রাজস্তম্বায়নের গোত্রাপত্য।

যজ্ঞবৎ (ত্রি) যজ্ঞঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। যজ্ঞবিশিষ্ট, যজ্ঞকারী।

যজ্ঞবনস্ (ত্রি) সংভক্তযজ্ঞ, পরস্পর বিভক্ত যজ্ঞ।

"জ্যায়ান্ যজ্ঞবনসোমহীং" (ঋক্ ১০।৫০।৫)

'যজ্ঞবনসঃ সংভক্তযজ্ঞান্' (সায়ণ)

যজ্ঞবরাহ (পুং) বিষ্ণু। ভগবান্ বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। পরে তাঁহার দেহত্যাগ হইলে এই দেহের পৃথক্ পৃথক অঙ্গ দ্বারা যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল নির্ম্মিত হয়। এই জন্য ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞবরাহ নামে খ্যাত। কালিকাপুরাণে ২৯, ৩০, ৩১ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [যজ্ঞ শব্দ দেখ।]

যজ্ঞবর্দ্ধন (ত্রি) যজ্ঞের বৃদ্ধিকারী।

যজ্ঞবর্ম্মন্ (পুং) প্রাচীন রাজভেদ।

যজ্ঞবল্ক (পুং) ঋষিভেদ। যাজ্ঞবল্ক্যের পিতা। ইনি যজ্ঞ বিষয়ে উপদেশ দিতেন, এইজন্য ইহার নাম যাজ্ঞবল্ক্য হইয়াছে।

"যজ্ঞস্য বক্তো বক্তা যজ্ঞবল্কঃ তস্যাপত্যং যাজ্ঞবল্ক্য"

(বৃহদারণ্যক উপ০ ১।৪।৩ শঙ্করভাষ্য)

২ মিতাক্ষরা-রচয়িতা।

যজ্ঞবল্লী (স্ত্রী) যজ্ঞস্য বল্লী। সোমবল্লী। সোমলতা।

যজ্ঞবাট (পুং) যজ্ঞস্য বাটো গৃহং। যজ্ঞস্থান। (হেম)

"ইত্যুক্ত্বা মুনিপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতঃ।

তে চানসূয়বঃ স্বাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্॥"

(ভাগবত ১০।২৩।৩১)

যজ্ঞবাস্তু (ক্লী) যজ্ঞস্থান।

যজ্ঞবাহ (ত্রি) ১ দেবোদ্দেশে উৎসর্গকারী, যাজক। ২ স্কন্দানুচরভেদ।

যজ্ঞবাহন (ত্রি) ১ যজ্ঞবহনকারী। ২ ব্রাহ্মণ। ৩ বিষ্ণু। ৪ শিব।

যজ্ঞবাহস্ (ত্রি) যজ্ঞনির্ব্বাহক, যজ্ঞসম্পাদনকারী।

"বচোর্দ্ধং যজ্ঞবাহসং সুতীর্থা নো" (শুক্লযজু০ ৪।১১)

'যজ্ঞবাহসং যজ্ঞং বহতি যজ্ঞবাহাস্তাং যজ্ঞনির্ব্বাহকর্ত্রীং' (মহীধর)

২ যজ্ঞের প্রাপণীয় অংশ। "যজ্ঞেভি যবাহসং" (ঋক্ ৮।১২।২০)

'যজ্ঞবাহসং যজ্ঞে বোঢ়ব্যং প্রাপণীয়ং' (সায়ণ)

যজ্ঞবাহিন্ (ত্রি) যজ্ঞ-বহ-ণিনি। যজ্ঞবহনকারী।

যজ্ঞবিদ্ (ত্রি) যজ্ঞং বেত্তি বিদ্-ক্বিপ্। যজ্ঞবেত্তা, যজ্ঞাদি যিনি অবগত আছেন।

যজ্ঞবিদ্যা (স্ত্রী) যজ্ঞবিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞান।

যজ্ঞবীর্য্য (ত্রি) বিষ্ণু।

"নমস্তে যজ্ঞবীর্য্যায় বয়সে উত তে নমঃ।

নমস্তে হ্যতচক্রায় নমঃ সুপুরুহূতয়ে॥" (ভাগবত ৮।১৭।৩১)

'যজ্ঞবীর্য্যায় যজ্ঞো বীর্য্যং স্বর্গাদিফলজননায় সামর্থ্যং যস্য তস্মৈ' (স্বামী)

যজ্ঞবৃক্ষ (পুং) যজ্ঞস্য বৃক্ষঃ। ১ বটবৃক্ষ। ২ বিকঙ্কত বৃক্ষ।

"বিকঙ্কতঃ স্রুবাবৃক্ষো গ্রন্থিলা স্বাদুকণ্টকঃ।

স এব যজ্ঞবৃক্ষশ্চ কণ্টকী ব্যাঘ্রপাদপি॥" (ভাবপ্র০)

যে বৃক্ষের সমিধাদি দ্বারা যজ্ঞীয় হোমাদি করা যায়, তাহাকে যজ্ঞবৃক্ষ কহে।

যজ্ঞবৃদ্ধ (ত্রি) যজ্ঞদ্বারা প্রবৃদ্ধ ইষ্টি। "গীর্ব্বাণসংগীর্ভির্যজ্ঞবৃদ্ধং" (ঋক্ ৬।২১।২) 'যজ্ঞবৃদ্ধং যজ্ঞৈঃ প্রবৃদ্ধং ইষ্টিঃ।' (সায়ণ)

যজ্ঞবৃধ্ (ত্রি) যজ্ঞদ্বারা পরিতুষ্ট।

যজ্ঞবেদী (স্ত্রী) যজ্ঞার্থ নির্ম্মিত উচ্চ উত্তর বেদী।

যজ্ঞবৈশস (ক্লী) যজ্ঞের নাশ বা অপবিত্রীকরণ।

যজ্ঞব্রত (ত্রি) যজ্ঞকারী। যজ্ঞশীল।

যজ্ঞশত্রু (পুং) যজ্ঞস্য শত্রুঃ। রাক্ষস, যজ্ঞবিঘ্নোৎপাদক।

যজ্ঞশরণ (স্ত্রী) যজ্ঞ-বেদীর উপরি নির্ম্মিত সাময়িক আচ্ছাদন।

যজ্ঞশালা (স্ত্রী) যজ্ঞস্য শালা। যজ্ঞগৃহ।

"মা বঃ পদব্যঃ পিতরস্মদাস্থিতা য যজ্ঞশালাসু ন ধূমবর্ত্মভিঃ।"

(ভাগবত ৪।৪।২১)

যজ্ঞশাস্ত্র (ক্লী) যজ্ঞবিষয়কং শাস্ত্রং। যজ্ঞ বিষয়ক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে যজ্ঞাদির বিধিনিষেধ অভিহিত হইয়াছে।

"এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদো জনাঃ।

অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি॥" (মনু ৪।২২)

যজ্ঞশীল (ত্রি) যজ্ঞে শীলং স্বভাবো যস্য। যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, যজ্ঞ করাই যাহার স্বভাব।

"বর্দ্ধনং যজ্ঞশীলানাং দেবস্বং তদ্ বিদুর্ব্বুধাঃ।" (মনু ১১।২০)

যজ্ঞশীল ব্যক্তির যে ধন তাহা দেবস্ব। দেবসেবাকেতেই ঐ ধন ব্যবহার করা উচিত। (পুং) ২ ব্রাহ্মণ।

যজ্ঞশেষ (পুং) যজ্ঞস্য শেষঃ। যজ্ঞের শেষ। যজ্ঞাবশিষ্ট।

"বিঘসাশী ভবেন্নিত্যং নিত্যং বামৃতভোজনঃ।

বিঘসো ভুক্তশেষন্তু যজ্ঞশেষং তথামৃতম্॥" (মনু ৩।২৮৫)

যজ্ঞশ্রী (স্ত্রী) যজ্ঞস্য শ্রীঃ। যজ্ঞের সম্পদ্।

"ভর যজ্ঞশ্রিয়ং নৃমাদনং" (ঋক্ ১।৪।৭) 'যজ্ঞশ্রিয়ং যজ্ঞস্য সম্পদ্রূপং' (সায়ণ) (পুং) ২ রাজভেদ।

"মেদশিরাঃ শিবস্কন্দো যজ্ঞশ্রী স্তৎসুতস্ততঃ।

বিজয়স্তৎসুতো ভাব্যশ্চন্দ্রবিজ্ঞঃ সলোমধিঃ॥" (ভাগ০ ১২।১।২৫)

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী, দাক্ষিণাত্যের সাতবাহনবংশীয় জনৈক নরপতি। [সাতবাহনবংশ দেখ।]

যজ্ঞশ্রেষ্ঠা (স্ত্রী) যজ্ঞে শ্রেষ্ঠা। সোমবল্লী, সোমলতা।

যজ্ঞসংশিত (স্ত্রী) যজ্ঞোল্লাসিত।

যজ্ঞসংস্থা (স্ত্রী) যজ্ঞের আকার বা মূলভিত্তি।

যজ্ঞসদন (ক্লী) যজ্ঞস্য সদনং। যজ্ঞগৃহ, যজ্ঞস্থান।
"রাজা তদ্‌যজ্ঞসদনং প্রবিষ্টো নিশিতর্বিতঃ।" (ভাগ° ৯।৬।২১)

যজ্ঞসদস্ (ক্লী) যজ্ঞে উপস্থিত জনমণ্ডলী।

যজ্ঞসাধ (ত্রি) যজ্ঞং সাধয়তি সাধ্-ক্বিপ্। যজ্ঞসাধক, যজ্ঞনিষ্পাদক। "প্রথমং যজ্ঞসাধং বিশ" (ঋক্ ১।৯৬।৩)। 'যজ্ঞসাধং যজ্ঞস্য দর্শপূর্ণমাসাদেঃ সাধকং নিষ্পাদকং' (সায়ণ)

যজ্ঞসাধন (ত্রি) যজ্ঞং সাধয়তীতি সাধ্-ণিচ্-ল্যু। ১ যজ্ঞসাধক, যজ্ঞরক্ষক। "যজ্ঞোসাধনোঽচ্ছিদ্রোতি" (ঋক্ ৭।১৪৬।৩) 'যজ্ঞসাধনঃ যজ্ঞসাধকঃ'। (সায়ণ ১৩। ১৪৯। ১১৮) (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত)

যজ্ঞসার (পুং) যজ্ঞে সার উৎকৃষ্টঃ। যজ্ঞোডুম্বর বৃক্ষ। (রাজনি°)

যজ্ঞসারথি (ক্লী) সামভেদ।

যজ্ঞসিদ্ধি (স্ত্রী) ১ যজ্ঞসমাপ্তি। ২ যজ্ঞের উদ্দেশ্যসিদ্ধি।

যজ্ঞসূকর (শূকর) (পুং) বিষ্ণু। [যজ্ঞবরাহ দেখ]

যজ্ঞসূত্র (ক্লী) যজ্ঞে ধৃতং সূত্রং। যজ্ঞোপবীত, এই সূত্র যজ্ঞ করিয়া ধারণ করা হয়, এইজন্য ইহাকে যজ্ঞসূত্র কহে।
[যজ্ঞোপবীত দেখ]

যজ্ঞসেন (পুং) ১ দ্রুপদরাজ। ২ বিদর্ভরাজভেদ। ৩ দানবভেদ। ৪ বিষ্ণু। ৫ ব্রাহ্মণভেদ। (তৈত্তি°সং ৫।৬।৮।১ ও কাঠ°২১।৪)

যজ্ঞসোম (পুং) কথাসরিৎসাগর-বর্ণিত একজন ব্রাহ্মণ।

যজ্ঞস্থল (ক্লী) ১ যজ্ঞমণ্ডপ। ২ কলিঙ্গ দেশান্তর্গত নগরভেদ। ৩ গ্রামভেদ। ৪ অগ্রহারভেদ।

যজ্ঞস্থাণু (পুং) যজ্ঞস্তম্ভ।

যজ্ঞস্থান (ক্লী) যজ্ঞস্য স্থানং ৬ তৎ। যজ্ঞবাট, যে স্থানে যজ্ঞ হয়।

যজ্ঞস্বামিন্ (পুং) কথাসরিৎসাগর-বর্ণিত জনৈক ব্রাহ্মণ।

যজ্ঞহন্ (ত্রি) যজ্ঞং হন্তি হন্-ক্বিপ্। যজ্ঞবিঘ্নকারক রাক্ষসাদি। "জহি যজ্ঞহনং তাত মহেন্দ্রং বিবুধাধমম্।"
(ভাগবত ৪।১৯।১৫)
২ শিব।

যজ্ঞহন্ (ত্রি) রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৫।৭৯।১২)

যজ্ঞহৃদয় (ত্রি) বিষ্ণু।
"ইষ্ট্বা মাং যজ্ঞহৃদয়ং যজ্ঞৈঃ পুষ্কলদক্ষিণৈঃ।
ভুক্ত্বা চেহাশিষঃ সত্যা অন্তে মাং সংস্মরিষ্যতি॥"
(ভাগবত ৪।৯।২৪)
'যজ্ঞহৃদয়ং যজ্ঞোহৃদয়ং প্রিয়া মূর্ত্তির্যস্য তং' (স্বামী)

যজ্ঞহোতৃ (পুং) ১ যজ্ঞের হোতা। যষ্টব্য দেবতাগণের আহ্বানকারী। 'যষ্টব্যানাং দেবানাং আহ্বাতৃ' (ঋক্ ৮।৯।১৭ সায়ণ) ২ উত্তম-মনুর পুত্রভেদ। (ভাগবত ৮।১।২৩)

যজ্ঞাংশ (পুং) যজ্ঞস্য অংশঃ। যজ্ঞের অংশ। যজ্ঞের ভাগ।

যজ্ঞাংশভুজ্ (পুং) দেবগণ।

যজ্ঞাগার (পুং) যজ্ঞগৃহ।

যজ্ঞাঙ্গ (পুং) যজ্ঞং অঙ্গতি প্রাপ্নোতীতি অঙ্গ-অণ্। উড়ুম্বর বৃক্ষ। 'যজ্ঞাঙ্গো ব্রহ্মবৃক্ষশ্চ হেমদুগ্ধোঽপ্যুড়ুম্বরঃ।' (বৈদ্য°রত্ন°) ২ খদিরবৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ ব্রাহ্মণযষ্টিকা। (শব্দচন্দ্রিকা) যজ্ঞ এব অঙ্গং যস্য। ৪ বিষ্ণু।
"ভূর্ভুবঃ স্বস্তরুসারস্বপিতা প্রপিতামহঃ।
যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্বা যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ॥" (ভা° ১৩।১৪৯।১১৭)
(ক্লী) যজ্ঞস্য অঙ্গং। ৫ যজ্ঞের অঙ্গ, যজ্ঞের অবয়ব, যজ্ঞসাধন।

যজ্ঞাঙ্গা (স্ত্রী) যজ্ঞমঙ্গতি প্রাপ্নোতি যা অঙ্গ-অণ্ টাপ্। সোমবল্লী, সোমলতা। (রাজনি°)

যজ্ঞাত্মন্ (পুং) যজ্ঞ আত্মা যস্য। বিষ্ণু। (ভাগবত ৪।৭।৩৩)

যজ্ঞাত্মনমিশ্র (পুং) জনৈক পণ্ডিত। পার্থসারথিমিশ্রের পিতা।

যজ্ঞানুকাশিন্ (ত্রি) ১ যজ্ঞীয় সদস্য, যজ্ঞপর্য্যবেক্ষণকারী। ২ যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশনসমর্থ। (তৈত্তি° ব্রা° ১।১।৪।৪ ভাষ্য)

যজ্ঞান্ত (পুং) যজ্ঞস্য অন্তোঽবসানং যস্মিন্। ১ অবভৃত। (হেম) ২ যাগশেষ।

যজ্ঞান্তকৃৎ (পুং) যজ্ঞান্তং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্‌চ। বিষ্ণু।
"যজ্ঞান্তকৃৎ যজ্ঞগুহ্যমন্নমন্নাদ এব চ॥"
(ভারত ১৩।১৪৯।১১৮)

যজ্ঞায়জ্ঞিয় (ক্লী) সামভেদ। "যজ্ঞায়জ্ঞিয়ং পুচ্ছং ধিষ্ণ্যাঃ শফাঃ" (শুক্লযজু° ১২।৪) 'যজ্ঞায়জ্ঞিয়াখ্যং সাম তব পুচ্ছং' (মহীধর) এই সাম অগ্নিষ্টোম ও জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে গীত হয়।

যজ্ঞায়তন (ক্লী) যজ্ঞমণ্ডপ।

যজ্ঞায়ুধ (ক্লী) দশ প্রকার যজ্ঞপাত্র।

যজ্ঞায়ুধিন্ (ত্রি) যজ্ঞপাত্র দ্বারা সম্পন্ন, যজ্ঞপাত্রনিষ্পাদিত।

যজ্ঞারণ্যেশপুরী (স্ত্রী) নগরভেদ। (নিরুক্ত)

যজ্ঞারি (পুং) যজ্ঞস্য দক্ষযজ্ঞস্য অরির্নাশকঃ। ১ শিব। (ধনঞ্জয়) ২ যজ্ঞবিঘ্নোৎপাদক রাক্ষস।

যজ্ঞার্থ (অব্য) যজ্ঞের নিমিত্ত।

যজ্ঞার্হ (ত্রি) যজ্ঞের উপযুক্ত।

যজ্ঞাবয়ব (ত্রি) যজ্ঞ এব অবয়বো যস্য। বিষ্ণু।
(ভাগবত ৩।১৮।২০)

যজ্ঞাশন (পুং) দেবতা।

যজ্ঞাসাহ্ (ত্রি) যজ্ঞসহ, যজ্ঞবোঢ়া, যজ্ঞের ধারয়িতা।
"যজ্ঞাসাহং দুবইষে হবিঃ পূর্ব্বস্য শেবস্য" (ঋক্ ১০।২২।১)
'যজ্ঞাসাহং যাগস্য বোঢ়ারং ধারয়িতারমিত্যর্থঃ' (সায়ণ)

যজ্ঞিক (পুং) অনুকম্পিতো যজ্ঞদত্তঃ (বহ্বচো মনুষ্যনাম্নষ্ঠচ্ বা। পা ৫।৩।৭৮) ইতি ঠচ্ (ঠাজাদাবূর্দ্ধং দ্বিতীয়াদচঃ। পা ৫।৩।৮৩) ইতি প্রকৃতের্দ্বিতীয়াদচ ঊর্দ্ধস্ত লোপঃ। ১ যজ্ঞদত্তক। (কাশিকা) ২ পলাশবৃক্ষ। (জটাধর)

যজ্ঞিন্ (ত্রি) যজ্ঞ-ইনি। বিষ্ণু। (ভারত অনু°)

যজ্ঞিয় (ত্রি) যজ্ঞমর্হতি যজ্ঞ (যজ্ঞর্ত্বিগ্‌ভ্যাং ঘখঞৌ। পা ৫।১।৭১) ইতি ঘ। ১ যজ্ঞকর্ম্মার্হ। (অমর)

"কৃতো যজ্ঞবিভাগো হি যজ্ঞিয়ৈর্হি সুরৈঃ পুরা।"(হরিব°২৯।১৬)

২ যজ্ঞের হিতকর বস্তু। (পুং) ৩ দ্বাপরযুগ। (ত্রিকা°) ৪ খদিরবৃক্ষ। ৫ পলাশ। (ভাবপ্র°)

যজ্ঞিয়দেশ (পুং) যজ্ঞিয়শ্চাসৌ দেশশ্চেতি। যাগকরণোপযোগী দেশ, শাস্ত্রে যে দেশে যজ্ঞ করিবার বিধান আছে।

"কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃপরঃ॥" (মনু ২।২৩)

যজ্ঞিয়শালা (স্ত্রী) যজ্ঞিয়া শালা। যাগমণ্ডপ, যজ্ঞগৃহ।

যজ্ঞীয় (পুং) যজ্ঞে ভবঃ যজ্ঞ (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। ১ উড়ুম্বর বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ যাগসম্বন্ধীয়।

"প্রশস্তে হহনি যজ্ঞীয়ে সর্ব্বকামসমৃদ্ধিমৎ।
কারয়ামাস শর্য্যাতির্যজ্ঞায়তনমুত্তমম্॥" (ভারত ৩।১২৪।৭)

যজ্ঞীয়ব্রহ্মপাদপ (পুং) যজ্ঞীয়শ্চাসৌ ব্রহ্মপাদপশ্চেতি। বিকঙ্কতবৃক্ষ। (রাজনি°)

যজ্ঞেশ্বর (পুং) যজ্ঞানামীশ্বরঃ। বিষ্ণু, যজ্ঞেশ।

"যজ্ঞেশ্বরো হব্যসমস্তকব্যভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র।
তৎসন্নিধানাদপয়ান্তু সদ্যো রক্ষাংস্যশেষাণ্যসুরাশ্চ সর্ব্বে॥"
(শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

যজ্ঞেশ্বরার্য্য (পুং) নিরুক্তোল্লিখিত আচার্য্যভেদ।

যজ্ঞেশ্বরী (স্ত্রী) মন্ত্রভেদ।

যজ্ঞেষু (পুং) ব্রাহ্মণোক্ত অনেক ব্যক্তি। (তৈত্তি° ব্রা° ১।৫।২।১)

যজ্ঞেষ্ট (ক্লী) যজ্ঞে ইষ্টং। দীর্ঘরোহিষক তৃণ। (রাজনি°)

যজ্ঞোড়ুম্বর (পুং) যজ্ঞোচিতঃ উড়ুম্বরঃ। উড়ুম্বর বৃক্ষ, চলিত যজ্ঞডুমুর। এই বৃক্ষের সমিধ্ দ্বারা যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহাকে যজ্ঞডুমুর কহে। পর্য্যায়—হেমদুগ্ধী, যজ্ঞফল, যজ্ঞাঙ্গ, হেমদুগ্ধক, উড়ুম্বর, জন্তুফল। (শব্দরত্না°) ইহার গুণ,—শীতল, রূক্ষ, গুরু, পিত্ত, কফ ও অস্রনাশক, মধুর, বর্ণকর এবং ব্রণের শোধন ও রোপণকারক। (ভাবপ্র°)

যজ্ঞোপকরণ (ক্লী) যজ্ঞস্য উপকরণং। যজ্ঞের উপকরণ, যে সকল বস্তু দ্বারা যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

যজ্ঞোপবীত (ক্লী) যজ্ঞধৃতং উপবীতং। যজ্ঞসূত্র, চলিত পইতা। পর্য্যায়—পবিত্র, ব্রহ্মসূত্র, দ্বিজায়নী। (ত্রিকা°) যথাবিহিত যজ্ঞ করিয়া এই উপবীত গ্রহণ করিতে হয়, এইজন্য ইহাকে যজ্ঞোপবীত কহে।

'পবিত্রং যজ্ঞসূত্রঞ্চ যজ্ঞোপবীতমিত্যপি।
যজ্ঞসূত্রং তদেবোপবীতং স্যাদ্দক্ষিণে ভুজে॥
উদ্ধৃতে বামবাহৌ তু প্রাচীনাবীতমন্যদঃ।
নিবীতন্তু তদেব স্যাদুর্দ্ধবক্ষসি লম্বিতম্॥' (জটাধর)

ইহা বামবাহুর ঊর্দ্ধদেশ হইতে দক্ষিণ হস্তের দিকে লম্বমান থাকে, তাই ইহার নাম উপবীত।

"ঊর্দ্ধন্তু ত্রিবৃতং সূত্রং সধবানির্ম্মিতং শনৈঃ।
তন্তুত্রয়মধোবৃতং যজ্ঞসূত্রং বিদুর্বুধাঃ॥
ত্রিগুণং তদ্‌গ্রন্থিযুক্তং বেদপ্রবরসম্মিতম্।
শিরোধরান্নাভিমধ্যাৎ পৃষ্ঠার্দ্ধপরিমাণকম্॥
যজুর্বিদাং নাভিমিতং সামগানাময়ং বিধিঃ।
বামস্কন্ধেন বিধৃতং যজ্ঞসূত্রং বলপ্রদম্॥" (কল্কিপু ৪ অ°)

তিনটী সূত্র একত্র পাকাইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়, সধবা ইহা প্রস্তুত করিবে। বিধবা যদি উপবীত প্রস্তুত করে, তাহা ধারণ করিতে নাই। ঐ সূত্র আবার তিন গুণ করিয়া বেদোক্ত প্রবর অনুসারে অর্থাৎ যে গোত্রের যে কয়টী প্রবর আছে, তাহা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থি দিতে হইবে। ঐ গ্রন্থি প্রবরের সংখ্যা অনুসারে হইবে। যদি প্রবরের সংখ্যা তিন হয়, তাহা হইলে গ্রন্থির সংখ্যাও তিনটী হইবে, চারিটী হইলে চারিটী হইবে। যজুর্ব্বেদিগণের যজ্ঞোপবীতের প্রমাণ মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত এবং সামবেদিগণের বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত হইবে। এই নিয়মে গ্রন্থি হইয়া থাকে। গ্রন্থি দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক ইহা ধারণ করিতে হয়।

মন্ত্র যথা—

"যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥"

উপনয়নসংস্কার।

বেদাধ্যয়নের জন্য গুরুসমীপে লইয়া যাওয়া হয়, এইজন্য ঐ সংস্কারকে উপনয়নসংস্কার কহে। উপ শব্দের অর্থ গুরুসমীপ, যে কর্ম্ম দ্বারা গুরুসমীপে লইয়া যাওয়া হয়, তাহাই উপনয়নপদ-বাচ্য।* এই সংস্কার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে একটু বিশেষ নিয়ম এই যে, ব্রাহ্মণের গর্ভাষ্টম বর্ষে উপনয়নের প্রশস্তকাল, যদি এই সময় কোন বিঘ্নবশতঃ উপনয়ন না হয়, তাহা হইলে ১৬ বৎসরের মধ্যে উপনয়ন দিতে হইবে। এই

* "গৃহোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।
বালো বেদায় তদ্যোগাৎ বালস্যোপনয়নং বিদুঃ॥" ইতি স্মৃতেঃ।

কালের মধ্যে যদি উপনয়ন না হয়, তবে তাহাকে পতিত-সাবিত্রীক কহে। পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহার উপনয়ন দিতে হয়। এইরূপ ক্ষত্রিয়দিগের গর্ভৈকাদশবর্ষ উপনয়নের মুখ্য কাল, পরে এই সময় হইতে দ্বাবিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল। এই সময়ের পর উপনয়ন দিতে হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দিতে হয়।

গর্ভদ্বাদশ বর্ষ বৈশ্যের উপনয়নের প্রশস্ত কাল। তৎপরে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল। এই সময় মধ্যে যদি উপনয়ন না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। পতিতসাবিত্রীক হইলে তাহাকে ব্রাত্য কহে। ব্রাত্য হইলে তাহার যথাবিধানে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে যজ্ঞো-পবীত ধারণ করিতে হয়।+

ব্যবস্থা।

পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে উপনয়ন-ব্যবস্থাসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—'ব্রহ্মচারী যে সময় ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন, তখন ব্রাহ্মণ 'ভবৎ' পূর্ব্বপদ প্রয়োগদ্বারা ভিক্ষা করিবেন, অর্থাৎ 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' এইরূপ ভাবে ভিক্ষা প্রার্থনা করাই বিধেয়। ক্ষত্রিয় ভবন্মধ্য পদপ্রয়োগ দ্বারা অর্থাৎ 'ভবৎ' শব্দ মধ্যে রাখিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন, বৈশ্যের ভবদন্ত্যপদ দ্বারা ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। ভিক্ষা প্রথমে মাতার নিকট করিতে হয়, তৎপরে মাতৃবন্ধু ও অন্য স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ বিধেয়। পরে পিতা ও পিতৃবন্ধুদিগের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন।

ভিক্ষালব্ধ বস্তু আচার্য্যকে নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই কয় বর্ণই দিবাবসান পর্য্যন্ত বাগ্‌যত হইয়া অগ্নি-সমীপে অবস্থান করিবেন। এই তিন বর্ণই ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় অধঃশায়ী অর্থাৎ খট্টাদি-সুখশয্যা পরিত্যাগ করিবেন। ভোজনে ক্ষারলবণ পরিত্যাগ করিতে হয়। ব্রহ্মচারী দণ্ড-ধারণ, অগ্নি-পরিচরণ, গুরুশুশ্রূষা ও ভিক্ষাচর্য্যা করিবেন। প্রতিদিন যে ভিক্ষা পাইবেন, তাহা আচার্য্যকে দিবেন। ব্রহ্মচারী মধু, মাংস, মজ্জন (হ্রদ ও দেবতীর্থাদি স্নানকে মজ্জন), উপর্য্যাসন, স্ত্রীগমন, অনৃতবাক্যপ্রয়োগ ও অদত্তা দান পরিত্যাগ করিবেন।

৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হয়, এই সময়ের মধ্যে প্রতি বেদ ১২ বৎসর করিয়া অধ্যয়ন বিধেয়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যথাক্রমে শাণ, ক্ষৌম ও আবিক বাস হইবে। ঐণেয় অর্থাৎ হারিণ চর্ম্ম ব্রাহ্মণের উত্তরীয়, ক্ষত্রিয়ের রুরুচর্ম্ম উত্তরীয় এবং বৈশ্যের ছাগ বা গোচর্ম্ম উত্তরীয় হইবে। অথবা এই তিন বর্ণেরই গোচর্ম্ম উত্তরীয় হইতে পারে। ব্রাহ্মণের রশনা (মেখলা) মৌঞ্জী, অর্থাৎ মুঞ্জতৃণ-নির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের ধনুর্জ্যা এবং বৈশ্যের মৌর্ব্বী বা মুরনামক তৃণবিশেষের মেখলা হইবে।

উপনয়নকালে ব্রাহ্মণের যদি মুঞ্জতৃণের অভাব হয়, তাহা হইলে কুশ, অশ্মন্তক ও বল্বজেরও হইতে পারে। (অধুনা উপনয়নকালে কুশেরই মেখলা প্রস্তুত হইয়া থাকে।)

দণ্ডধারণবিষয়ে ব্রাহ্মণ পলাশের, ক্ষত্রিয় বিল্বের এবং বৈশ্য যজ্ঞডুম্বুরের দণ্ড ধারণ করিবেন। এই দণ্ডের পরিমাণ ব্রাহ্মণের কেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাটদেশ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসিকা পর্য্যন্ত হইবে।'*

অধুনা উপনয়নকালে বিল্ব, যজ্ঞডুম্বুর ও বংশের দণ্ডগ্রহণ করিতে দেখা যায়, কিন্তু এই দণ্ডধারণে তিন বর্ণেরই ভিন্ন প্রকারের ব্যবস্থা লিখিত আছে।

অষ্টম বা গর্ভাষ্টম বর্ষেই ব্রাহ্মণের উপনয়ন প্রশস্ত। পারস্কর-গৃহ্যসূত্রের ভাষ্যে গদাধর নানা প্রমাণাদি দেখাইয়া বলেন যে, ষষ্ঠ ও সপ্তম বর্ষেও উপনয়ন হইতে পারে। ইহাতে একটু বিশেষত্বও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবর্চ্চস কামনা করিয়া সপ্তমবর্ষে, আয়ুষ্কামনায় অষ্টম বর্ষে, তেজস্কামনায় নবম বর্ষে, অন্নাদিকামনায় দশমবর্ষে, ইন্দ্রিয়কামনায় একা-

+ "গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। গর্ভৈকাদশেষু ক্ষত্রিয়ঃ গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যঃ। আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্যানতীতঃ কালো ভবতি আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য আ-চতুর্বিংশাদ্ বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি। নৈতানুপনয়ে-যুর্নাধ্যাপয়েযুর্ন এভির্বিবাহয়েয়ুঃ। গর্ভবর্ষমষ্টমং যেষাং বর্ষাণাং তানি বর্ষাণি গর্ভাষ্টমানি তেষু গর্ভাষ্টমেষু বর্ত্তমানং ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ।"

তথাচ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

"ষোড়শাব্দো হি বিপ্রস্য রাজন্যস্য দ্বিবিংশতিঃ।
বিংশতিঃ স চতুর্থী চ বৈশ্যস্য পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
সাবিত্রী নাতিবর্ত্তেত অত ঊর্দ্ধং নিবর্ত্ততে॥"

* "অত্র ভিক্ষাচর্য্যচরণং।১ ভবৎপূর্ব্বাং ব্রাহ্মণো ভিক্ষেত।২ ভবন্মধ্যাং রাজন্যঃ।৩ ভবদন্ত্যাং বৈশ্যঃ।৪ মাতরং প্রথমামেকে।৭ আচার্য্যায় ভৈক্ষং নিবেদয়িত্বা বাগ্‌যতোঽহঃশেষং তিষ্ঠেদিত্যেকে।৮ অধঃশায্যক্ষারলবণাশী স্যাৎ।১০ দণ্ডধারণমগ্নিপরিচরণং গুরুশুশ্রূষা ভিক্ষাচর্য্যা।১১ মধুমাংসমজ্জনোপর্য্যাসন-স্ত্রীগমনানৃতাদত্তাদানানি বর্জ্জয়েৎ।১২ অষ্টাচত্বারিংশৎ বর্ষাণি বেদব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ।১৩ দ্বাদশ দ্বাদশ বা প্রতিবেদম্।১৪ বাসাংসি শাণক্ষৌমাবিকানি।১৬ ঐণেয়মজিনমুত্তরীয়ং ব্রাহ্মণস্য।১৭ রৌরবং রাজন্যস্য।১৮ আজং গব্যং বা বৈশ্যস্য।১৯ সর্ব্বেষাং বা গব্যমসতিপ্রধানত্বাৎ।২০ মৌঞ্জী রশনা ব্রাহ্মণস্য।২১ ধনুর্জ্যা রাজন্যস্য।২২ মৌর্ব্বী বৈশ্যস্য।২৩ মুঞ্জাভাবে কুশাশ্মন্তকবল্বজানাম্।২৪ পালাশো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ।২৫ বৈল্বো রাজন্যস্য।২৬ ঔদুম্বরো বৈশ্যস্য।২৭ কেশসম্মিতো ব্রাহ্মণস্য। ললাটসম্মিতঃ ক্ষত্রিয়স্য। ঘ্রাণসম্মিতো বৈশ্যস্য।

(পারস্কর গৃহ্য০ ২।৫ কণ্ডিকা)

দশবর্ষে এবং পশুকামনায় দ্বাদশবর্ষে, উপনয়ন হইবে। আরও একটু বিশেষরূপে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মবর্চস কামনা করিয়া ব্রাহ্মণের পাঁচবর্ষেও উপনয়ন সংস্কার হইতে পারে। বলার্থী ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠবর্ষে এবং অর্থার্থী বৈশ্যের অষ্টমবর্ষেও উপনয়ন হইতে পারে। বিষ্ণুবচনেও দেখিতে পাওয়া যায়, ধনকামীর ষষ্ঠবর্ষে, বিদ্যাকামীর সপ্তমবর্ষে, সকল প্রকার কামনাবিশিষ্ট ব্যক্তির অষ্টম বর্ষে এবং কান্ত্যভিলাষী ব্যক্তির নবমবর্ষে উপনয়নসংস্কার হইতে পারে। এরূপ উপনয়ন কাম্য।

নৃসিংহবচনে লিখিত আছে যে, সূর্য্য উত্তরায়ণগত হইলে উপনয়নসংস্কার করিতে হয়। শ্রুতিতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের বিভিন্ন সময়ে উপনয়নের ব্যবস্থাও দেখিতে পাওয়া যায়, বসন্তকালে ব্রাহ্মণের, গ্রীষ্মকালে ক্ষত্রিয়ের এবং শরৎকালে বৈশ্যের উপনয়ন দিতে হইবে। মাস বিষয়ে জ্যোতিষে লিখিত আছে, মাঘাদি পঞ্চমাস, অর্থাৎ মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই পাঁচটী মাসে উপনয়ন প্রশস্ত। উপনয়ন শুক্লপক্ষে দিতে হয়। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষেও উপনয়ন হইতে পারে, শেষ তিন তিথিই অর্থাৎ ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা এই তিনই বিশেষ নিষিদ্ধ। জন্মনক্ষত্র, জন্ম-মাস, এবং জন্মতিথিতেও উপনয়ন দিতে নাই, জ্যেষ্ঠ পুত্রের পক্ষে জ্যৈষ্ঠমাসও নিষিদ্ধ। ইহাতে প্রতিপ্রসববচনে দেখিতে পাওয়া যায়, বশিষ্ঠের মতে জন্মদিন, গর্গের মতে ৮ দিন, অত্রির মতে ১০ দিন, ভাগুরির মতে জন্মপক্ষই নিষিদ্ধ, এই সকল বাদ দিয়া জন্মমাসে উপনয়ন হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন, জন্মমাস নিষিদ্ধ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম দশ দিন বাদ দিয়া করা যাইতে পারে। উপনয়নে বৃহস্পতিশুদ্ধি বিশেষরূপে দেখিতে হয়। বৃহস্পতি যদি দ্বাদশ, অষ্টম এবং চতুর্থস্থ হয়, তাহা হইলে উপনয়নসংস্কার করা কোন মতেই উচিত নহে।

যদি বৃহস্পতি অতীব দুষ্ট বা সিংহরাশিস্থ হন, তাহা হইলেও চৈত্রমাসে উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে। অন্যমাসে বিহিত নহে। হস্তাদিত্রয়, দৈত্যারিপুত্রয়, এবং শক্র, ইন্দু, পুষ্যা, অশ্বিনী ও রেবতী নক্ষত্রে, শুক্র, রবি ও বৃহস্পতিবারে উপনয়ন প্রশস্ত। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে ব্রাহ্মণের উপনয়নসংস্কার করিতে নাই, মোহ প্রযুক্ত করিলে, পুনরায় তাহার সংস্কার করিতে হয়। তৃতীয়া, একাদশী, পঞ্চমী, দশমী ও দ্বিতীয়া, তিথিতে উপনয়ন দিতে হয়। যে দিন অনধ্যায় এবং চতুর্থী তিথিতে উপনয়ন নিষিদ্ধ।

অপরাহ্নকালে যদি উপনয়নসংস্কার করা হয়, তাহা হইলে তাহার আবার পুনরায় সংস্কার করা আবশ্যক। বিশুদ্ধ দিনে সংকল্পাদি করিয়া নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করার পর যদি অকালিক অনধ্যায় হয় অর্থাৎ দৈবাৎ যদি মেঘগর্জ্জনাদি হয়, তাহা হইলে এই দিন উপনয়নসংস্কার হইবে, কিন্তু বেদারম্ভ হইবে না। পরে বিশুদ্ধ দিন এবং অনধ্যায় বাদ দিয়া বেদারম্ভ করিতে হইবে এবং উপনয়নদিনে পূর্ব্বসন্ধ্যায় যদি মেঘগর্জ্জন হয়, তাহা হইলে ঐ দিন উপনয়নসংস্কার হইবে না। মেঘগর্জ্জন হইলে অনধ্যায় হয়, অনধ্যায়ে বেদারম্ভ, করিতে নাই, বেদারম্ভই উপনয়নের প্রধান অঙ্গ, এই অনধ্যায়ের অনুরোধেই মেঘগর্জ্জনে উপনয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। বসন্ত ঋতু ভিন্ন কৃষ্ণপক্ষ, গলগ্রহ, এবং অপরাহ্নকালে উপনয়ন সংস্কার হইলে পুনরায় তাহার আবার উপনয়নসংস্কার করিতে হয়। কৃষ্ণাচতুর্থী, সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও প্রতিপদ্ এই সকল তিথির নাম গলগ্রহ।

বসন্ত ঋতু ভিন্ন এই গলগ্রহে উপনয়ন হইবে না। উপনয়ন দিনে বেদারম্ভ করিয়া পরদিন প্রত্যারম্ভ করিতে হয়। যদি এইরূপ প্রত্যারম্ভ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে গলগ্রহ কহে।

সকল অষ্টকা, যুগ ও মন্বন্তরাদিও অনধ্যায়, অতএব এই অনধ্যায়েও উপনয়নসংস্কার হইবে না।

উপনয়নকালে যখন সাবিত্রী অধ্যয়ন করাইতে হয়, তখন প্রথমে পাদ পাদ রূপে, পরে অর্দ্ধক্রমে এবং শেষে সমগ্র অধ্যয়ন করাইবে। এই সাবিত্রী অধ্যয়ন সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের একটু বিশেষত্ব আছে। আচার্য্য ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে উপনয়ন দিনাবধি সংবৎসর, ষণ্মাস, চতুর্বিংশতি-দিন, দ্বাদশদিন বা তিন দিনে গায়ত্রী অধ্যাপন করাইতে পারেন। কিন্তু আচার্য্য ব্রাহ্মণকে সেই দিনই গায়ত্রী দান করিবেন, ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এরূপ কালব্যতিক্রম করিতে পারিবেন না। অপর সম্বন্ধে তাহার ইচ্ছা-বিকল্প জানিতে হইবে। যে হেতু ব্রাহ্মণ আগ্নেয় অর্থাৎ অগ্নিদেবতাক। এইজন্য উপনয়নদিনেই সাবিত্রী দান করিতে হইবে।

এই গায়ত্রীবিষয়েও একটু বিশেষত্ব আছে, ব্রাহ্মণকে গায়ত্রী ছন্দোযুক্ত গায়ত্রী "তৎসবিতুর্বরেণ্যং" ইত্যাদি (ঋক্ ৩।৬২।১০) ক্ষত্রিয়কে ত্রিষ্টুভ্ গায়ত্রী, "দেব সবিতঃ" ইত্যাদি (শুক্ল যজুঃ ৯।১) এবং বৈশ্যকে জগতী গায়ত্রী, "বিশ্বা রূপাণি প্রতিমুঞ্চতে" ইত্যাদি (ঋক্ ৫.৮১।২) প্রদান করিবেন। অথবা আচার্য্যের ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য, এই তিনকেই কেবল গায়ত্রী প্রদান করিবেন।*

* "অথাস্মৈ সাবিত্রীমন্বাহোত্তরতোঽগ্নেঃ প্রত্যঙ্মুখায়োপবিষ্টায়োপসন্নায় সমীক্ষমাণায় সমীক্ষিতায়। দক্ষিণতস্তিষ্ঠত আসীনায় হৈকে। পচ্ছোঽর্দ্ধর্চশঃ সর্ব্বাং তৃতীয়েন সহানুবর্ত্তয়ন্। সংবৎসরে ষণ্মাসে চতুর্বিংশত্যহে দ্বাদশাহে

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই মেখলা ত্রিবৃতা অর্থাৎ তিনবার করিয়া পাকাইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ ত্রিবৃতা আবার তিনবার করিয়া লইয়া গ্রন্থি দিতে হইবে। তিন পাঁচ বা সাতবার গ্রন্থি দেওয়া যাইতে পারে অথবা প্রবর সংখ্যানুসারে গ্রন্থি দেওয়া বিধেয়। কেহ কেহ বলেন, ৩,৫, ৭, ইহার তাৎপর্য্য, প্রবর সংখ্যা ভিন্ন আর কিছুই নহে, যে গোত্রের যে কয়টী প্রবর, তিনি তদনুসারে গ্রন্থি দিবেন।

বৈদিকযুগ হইতেই যজ্ঞোপবীতধারণপ্রথা প্রবর্ত্তিত। কেহ কেহ বলেন, 'বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের সময় যজ্ঞানুষ্ঠান বা বৈদিক উৎসবাদিতেই সাধারণে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেন, সকল সময় যজ্ঞসূত্র-ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না, বরং যে সর্ব্বদা যজ্ঞসূত্র পরিয়া থাকিত, তাহাকে "ধর্ম্মধ্বজী" বলিয়া অনেকে ঠাট্টা করিত। শতপথব্রাহ্মণে এ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয় —

"প্রজাপতিং বৈ ভূতান্যুপাসীদন্। প্রজা বৈ ভূতানি বি নো ধেহি যথা জীবমেতি ততো দেবা যজ্ঞোপবীতিনো ভূত্বা দক্ষিণং জান্বাচ্যোপাসীদংস্তানব্রবীদ্‌যজ্ঞো বোঽন্নমমৃতত্বং ব উর্জ্জঃ সূর্য্যো বো জ্যোতিরিতি ॥ ১ ॥ অথৈনং পিতরঃ প্রাচীনাবীতিনঃ সব্যং জান্বাচ্যোপাসীদংস্তানব্রবীন্মাসি মাসি বোঽশনং স্বধা বো মনোজবো ন শ্চন্দ্রমা বো জ্যোতিরিতি ॥ ২ ॥ অথৈনং মনুষ্যাঃ প্রাবৃতা উপস্থং কৃত্বোপাসীদংস্তানব্রবীৎ সায়ংপ্রাতর্বোঽশনং প্রজা বো মৃত্যুর্বোঽগ্নির্বো জ্যোতিরিতি ॥৩"

(শতপথব্রা° ২.৪।২।১-৩)

উক্ত প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে প্রজাপতির কাছে যাইবার সময় দেবগণ যজ্ঞোপবীতী ও পিতৃগণ প্রাচীনাবীতী হইয়া গিয়াছিলেন।

কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে আছে—

"সর্ব্বজিদ্ধ স্ম কৌষীতকি রুদ্যন্তমাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
যজ্ঞোপবীতং কৃত্বোদকমানীয় ত্রিঃ প্রসিচ্যোদপাত্রং॥"

অর্থাৎ সর্ব্বজিৎ কৌষীতকি যজ্ঞোপবীত পরিয়া সূর্য্যের উপাসনা করিতেন।' এ সম্বন্ধে পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী লিখিয়াছেন, "বস্তুতো বেদাধ্যয়নায়াচার্য্যসমীপে নয়নমেবোপনয়নং যজ্ঞোপবীতধারণন্তু দৈবকার্য্যানুষ্ঠানার্থমেব সূত্রকারেণ বিহিতমিতি যদা যদৈব দৈবকার্য্যং কর্ত্তব্যং ভবেৎ তদা তদৈব ধার্য্যং স্যাদিতি।" (গোভিলগৃহ্যভাষ্য ২।১০।৩৭) স্মৃতির মতে, দ্বিজাতি যজ্ঞসূত্রহীন হইলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকেন। অগ্নিপূজক পারসীগণও উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন, কোন যাগযজ্ঞাদি বিশেষ উৎসবে তাঁহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়েই উপবীত ধারণ করেন।

গৃহ্যসূত্র আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, এক সময় হিন্দুমহিলাগণও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন। সামবেদীয় গোভিল গৃহ্যসূত্রে লিখিত আছে—

"প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনীমভ্যুদানয়ঞ্জপেৎ সোমোঽদদদ্‌গন্ধর্ব্বায়েতি পশ্চাদগ্নেঃ সংবেষ্টিতং কটমেবং জাতীয়ং বান্যৎ পদা প্রবর্ত্তয়ন্তীং বাচয়েৎ প্র মে পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতামিতি স্বয়ং জপেৎ।" (২।১।১৯-২১) অর্থাৎ বস্ত্রাবৃতা যজ্ঞোপবীতিনী কন্যাকে ভাবি-পতি আপনার অভিমুখ করিয়া নিকটে আনাইয়া "সোমোঽদদদ্ গন্ধর্ব্বায়"* ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন এবং অগ্নির পশ্চাতে স্থাপিত কট বা ঐ রূপ কোন আসন সেই কন্যা পা দিয়া ঠেলিয়া অগ্নির নিকট আস্তরণ পর্য্যন্ত আনিবে, সেই সময়ে ঐ ভাবী বধূকে 'প্র মে' † মন্ত্র পাঠ করাইবে। যজুর্ব্বেদীয় পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে "স্ত্রিয় উপনীতা অনুপনীতাশ্চ" ইত্যাদি বচনে উপনীত ও অনুপনীত উভয় প্রকার স্ত্রীরই উল্লেখ আছে। এ ছাড়া গোভিল-গৃহ্যসূত্রে (১।৩.১৫) "কামং গৃহ্যেঽগ্নৌ পত্নী জুহুয়াৎ সায়ংপ্রাতর্হোমৌ গৃহাঃ পত্নী গৃহ্য এষোঽগ্নির্ভবতীতি।" অর্থাৎ এই অগ্নিকে গৃহ ও পত্নীকে গৃহা বলা যায়, এ কারণ পত্নী ইচ্ছা করিলে সায়ং ও প্রাতঃ উভয় প্রকার হোমই করিবে। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা উপবীতের সহিত স্ত্রীলোকের হোমাধিকারও সূচিত হইয়াছে। মাধবাচার্য্য পরাশরসংহিতার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"দ্বিবিধা স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যো বধ্বশ্চ। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাং উপনয়নং অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভিক্ষা ইতি

ষড়হে ত্র্যহে বা। সদ্যস্ত্বেব গায়ত্রীং ব্রাহ্মণায়ানুব্রূয়াদাগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণ ইতি শ্রুতেঃ। ত্রিষ্টুভং রাজন্যস্য। জগতীং বৈশ্যস্য। সর্ব্বেষাং বা গায়ত্রীং।"

(পারস্করগৃহ্যসূ° ২।৩।২-১০)

'উপনয়নদিনমারভ্য সংবৎসরে পূর্ণে বা যথাক্তে চতুর্বিংশত্যহে বা দ্বাদশাহে বা ষড়হে বা ত্র্যহে বা সাবিত্রীমনুব্রূয়াদাচার্য্যঃ।…ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরেতে কালবিকল্পাঃ। এতে কালবিকল্পাঃ আচার্য্যশুশ্রূষাদি-শিষ্যগুণতারতম্যাপেক্ষা ইতি হরিহরঃ।

'আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ সদ্যো বা অগ্নির্জায়তে তস্মাৎ সদ্যএব ব্রাহ্মণায় চানুব্রূয়াৎ।'

'ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো যস্যাঃ সা ত্রিষ্টুপ্, তাং সাবিত্রীং ত্রিষ্টুভং দেবসবিতরিত্যাদিকাং ক্ষত্রিয়স্যানুব্রূয়াৎ। জগতীছন্দস্কাং বিশ্বারূপাণি প্রতিমুঞ্চত ইত্যাদিং বৈশ্যস্যানুব্রূয়াৎ। জগতী ছন্দো যস্যাঃ সা তাং, গায়ত্রীছন্দো যস্যাঃ সা গায়ত্রী তাং সাবিত্রীং সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং, তৎসবিতুর্বরেণ্যমনুব্রূয়াৎ। বা শব্দো বিকল্পার্থঃ।' (গদাধর ২।৩ কণ্ডিকা)

* মন্ত্রব্রাহ্মণ ১।১।৭।

† মন্ত্রব্রাহ্মণ ১।১।৮।

বধূনাং তূপস্থিতে বিবাহে কথঞ্চিদুপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ কার্য্যঃ।" অর্থাৎ স্ত্রীগণ দুইপ্রকার ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ; ব্রহ্মবাদিনীদিগের উপনয়ন, অগ্নীন্ধন, বেদাধ্যয়ন ও স্বগৃহেই ভিক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু সদ্যোবধূদিগের বিবাহকালে নাম-মাত্র উপনয়ন করিয়া বিবাহ কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রয়ের উপনয়নের কথা লিখিয়াছি। এখন দ্বিজকন্যাদিগেরও উপনয়নের ব্যবস্থা পাইলাম। পারস্কর-গৃহ্যসূত্রভাষ্যে হরিহর স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—ঔরস, পুত্রিকাপুত্র, ক্ষেত্রজ, গূঢ়জ, কানীন, পুনর্ভূজ, দত্ত, ক্রীত, কৃত্রিম, দত্তাত্মা, সহোঢ় ও অপবিদ্ধসুত এই দ্বাদশবিধ দ্বিজাতিপুত্রই সংস্কারযোগ্য। কাহারও মতে দ্বিজজাত কুণ্ড ও গোলক এই দুয়েরও সংস্কার হইবে[১] এমন কি ষণ্ড, অন্ধ, বধির, স্তব্ধ, জড়, গদ্গদ, পঙ্গু, কুব্জ, বামন, রোগার্ত্ত, শুষ্কাঙ্গ, বিকলাঙ্গ, মত্ত, উন্মত্ত, মূক, শয্যাগত, নিরীন্দ্রিয় ও পুরুষত্বহীনেরও যথোচিত সংস্কার হইবে।"[২] পারস্করগৃহ্যসূত্রের ভাষ্যে 'রথকার বা ছুতারের ও সদাচারী শূদ্রগণেরও উপনয়নের ব্যবস্থা আছে। উক্ত ভাষ্যে ২।৪ গদাধর আপস্তম্বের বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "শূদ্রাণামদুষ্টকর্ম্মণামুপনয়নং। ইদঞ্চ রথকারস্যোপনয়নং।" 'অদুষ্টকর্ম্মণাং মদ্যপানাদিরহিতানামিতি কল্পতরুকারঃ।' শূদ্রও যদি অদুষ্টকর্ম্ম অর্থাৎ বিশুদ্ধাচারী হয়, তাহা হইলে তাহারও উপনয়ন হইবে এবং রথকারেরও উপনয়ন সংস্কার হইবে।

এই উপনয়ন ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদানুসারে হইয়া থাকে। এদেশে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদানুসারে উপনয়নই প্রচলিত। তন্মধ্যে ভবদেব ভট্ট সামবেদীয়দিগের, রামদত্ত ও পশুপতি যজুর্ব্বেদীয়দিগের এবং কালেসি ঋগ্বেদীয়দিগের পদ্ধতি সঙ্কলন করিয়াছেন।

ঋগ্বেদীয় উপনয়ন।

জ্যোতিঃশাস্ত্রানুসারে বিশুদ্ধ দিন দেখিয়া উপনয়ন সংস্কার করিতে হয়। বৃহস্পতি, রবি, চন্দ্র ও তারা শুদ্ধিতে হরিশয়ন ভিন্ন সময়ে উত্তরায়ণ গলগ্রহাদি দোষ-রহিত হইলে শুক্লপক্ষে বেদ ও বর্ণাধিপ শুদ্ধ হইলে দশযোগভঙ্গ, যুক্ত-যামিত্র-বেধ-রহিত দিনে রবি, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, একাদশী, দ্বাদশী ও দশমী তিথিতে, পুষ্যা, হস্তা, অশ্বিনী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, স্বাতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে উপনয়ন প্রশস্ত। [উপনয়ন শব্দ দেখ]

উপনয়নকালে ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই আচার্য্য হইতে পারিবেন। উপনয়নকালে ব্রাহ্মণকে আচার্য্য করিয়া তবে উপনয়ন দিবেন। কারণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বেদাধ্যয়নের অধিকার আছে বটে, কিন্তু অধ্যাপনের অধিকার নাই। উপনয়নসংস্কারে বেদারম্ভ করাইতে হয়, এই জন্য উহা ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য।

যে দিন বালকের উপনয়ন হইবে, তৎপূর্ব্বদিন তাহার পিতা সংযত হইয়া থাকিবেন। পরে উপনয়নদিনে প্রাতঃকৃত্যাদি যথাবিধানে সম্পন্ন করিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। এই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ পিতা করিতে না পারিলে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা সপিণ্ডজ্ঞাতিও করিতে পারেন।

শুভদিনে যথানিয়মে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যিনি আচার্য্য হইবেন, তিনি উপনয়নস্থলে যাইয়া প্রথমে আচমন ও প্রাণায়াম করিবেন। পরে নিম্নরূপে সংকল্প করিতে হইবে। "অমুকং শর্ম্মাণমুপনেষ্যে" এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া মুণ্ডিতমস্তক এবং কৃতস্নান মাণবককে নিজ সমীপে আনিয়া কুশণ্ডিকা ও উপলেপনাদি অগ্নিপ্রতিষ্ঠাপনান্ত কর্ম্ম করিয়া 'সমুদ্ভব' নামে অগ্নিস্থাপন করিতে হইবে।

পরে মাণবককে আহতবাস,* প্রাবরণবাস পরাইয়া যজ্ঞোপবীত ও কৃষ্ণাজিন মাণবকের বামস্কন্ধে অর্পণ করিবেন। যজ্ঞোপবীত পরাইবার সময় আচার্য্য এই মন্ত্রপাঠ করিবেন।

"যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ[১] ॥"
(পারস্কর-গৃহ্যসূত্র ২।২।১১)

(১) "ঔরসঃ পুত্রিকাপুত্রঃ ক্ষেত্রজো গূঢ়জস্তথা।
কানীনশ্চ পুনর্ভূজো দত্তঃ ক্রীতশ্চ কৃত্রিমঃ॥
দত্তাত্মা চ সহোঢ়শ্চ অপবিদ্ধসুতস্তথা।
পিণ্ডদোঽংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃপরঃ॥
এতে দ্বাদশপুত্রাশ্চ সংস্কার্য্যাঃ স্যুর্দ্বিজাতয়ঃ।
কেচিদাহ দ্বিজৈর্জাতৌ সংস্কার্য্যৌ কুণ্ডগোলকৌ॥"(হরিহ•ভা)

(২) 'ষণ্ডান্ধবধিরস্তব্ধজড়গদ্গদপঙ্গুষু।
কুব্জবামনরোগার্ত্তশুষ্কাঙ্গিবিকলাঙ্গিষু॥
মত্তোন্মত্তেষু মূকেষু শয়নস্থে নিরিন্দ্রিয়ে।
ধ্বস্তপুংস্ত্বেঽপি চৈতেষু সংস্কারাঃ স্যুর্যথোচিতাঃ॥"
(হরিহরকৃত পারস্করগৃহ্যসূত্রভাষ্যধৃত ২।৪)

* আহতবাস শব্দের অর্থ ঈষদ্ধৌত নব, শ্বেত, এবং কোন লোক কর্ত্তৃক ধৃত হয় নাই, এরূপ বস্ত্র।

"ঈষদ্ধৌতং নবং শ্বেতং সদৃশং যন্ন ধারিতম্।
আহতং তদ্বিজানীয়াৎ সর্ব্বকর্ম্মসু পাবনম্॥"

(১) 'অস্যার্থঃ। তত্র প্রজাপতিস্ত্রিষ্টুপ্ লিঙ্গো যজ্ঞোপবীত-

নিম্ন মন্ত্রে কৃষ্ণাজিন উত্তরীয় ধারণ করাইতে হয়।

'প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কৃষ্ণাজিনং দেবতা কৃষ্ণাজিন-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ।'

"ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্ধরুণং বলীয়স্তেজো যশস্বি স্থবিরং সমিদ্ধং।
অনাহনস্যং বসনং জরিষ্ণুঃ পরীদং বাজ্যজিনং দধেহহম্।"

(পারস্করগৃহ্যসূত্র ২।২।১১)

পরে শক্তি অনুসারে কুমারকে অলঙ্কারাদি ধারণ করাইতে হয়। মাণবক আচমন করিয়া আচার্য্যের দক্ষিণ-ভাগে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরুকে বলিবেন, "ওঁ উপনয়ন্তু মাং যুষ্মদ্‌পাদাঃ"। তখন গুরু বলিবেন, "ওঁ উপনেষ্যামি ভবন্তং"। মাণবক 'বাঢ়ং' বলিবেন। পরে আচার্য্য প্রাণকে সংযত করিয়া "কুমারসংস্কারার্থমুপনয়নাখ্য-কর্ম্ম তদঙ্গমগ্ন্যাধানং দেবতাপরিগ্রহার্থং করিষ্যে" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে নমঃ", এই মন্ত্রে দুইটী সমিধ হোম করিবেন। পরে আচার্য্য এই অন্বাহিত অগ্নিতে, "অগ্নিং জাতবেদসমিধ্মেন প্রজাপতিং প্রজাপতিকাম্যোরদেবতে আজ্যেনাগ্নিং পবমানমগ্নিং প্রজাপতিঞ্চ এতাঃ প্রধানদেবতা আজ্যদ্রব্যেণ হবিঃশেষেণ স্বিষ্টকৃতমিধ্মসন্নহনেন রুদ্রং বিশ্বান্ দেবান্ সংস্রাবেণ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তদেবতা অগ্নিং দেবান্ বিষ্ণুমগ্নিং বায়ুং সূর্য্যং প্রজাপতিঞ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতদোষনির্হরণার্থমনাজ্ঞাতমিতি তিস্রঃ আজ্যদ্রব্যেণ সাঙ্গেন কর্ম্মণা সদ্যোহহং যক্ষ্যে" এইরূপে সংকল্প করিয়া বহি ও আস্তরণাদি ইধ্মাধানান্ত কর্ম্ম করিতে হইবে।

অনন্তর আচার্য্য 'সমুদ্ভব' নামক অগ্নির পূজা করিয়া অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চাদ্‌ভাগে উপবিষ্ট মাণবক দ্বারা চারিটী আজ্যাহুতিদানে হোম করাইবেন।

"ওঁ অগ্ন আয়ূংষীতি" 'তিসৃণাং শতং বৈখানসা ঋষয়োহগ্নিঃ পবমানো দেবতা দেবী গায়ত্রী ছন্দ আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ।'

"ওঁ অগ্ন আয়ূংষি পবস আ সুবোর্জমিষংচ নঃ।
আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং।[২] (ঋক্ ৯।৬৬।১৯) স্বাহা ইদমগ্নী-পবনাভ্যাং নমঃ।

"ওঁ অগ্নিঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ।
তমীমহে মহাগয়ং।"[৩] (ঋক্ ৯।৬৬।২০) স্বাহা ইদমগ্নী-পবনাভ্যাং নমঃ।

"ওঁ অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্য্যং।
দধদ্রয়িং ময়ি পোষং।"[৪] (ঋক্ ৯।৬৬।২১) স্বাহা ইদমগ্নী-পবনাভ্যাং নমঃ।

'হিরণ্যগর্ভঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ আজ্য-হোমে বিনিয়োগঃ।

"ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীনাং।"[৫]
(ঋক্ ১০।১২১।১০) স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে নমঃ।

পরিধানে, হে আচার্য্য ইদং ব্রহ্মসূত্রমহম্প্রতিমুঞ্চ প্রাতিমুক্তানি বধ্নানীত্যর্থঃ।প্রতিপূর্ব্বো মুঞ্চতির্বন্ধনার্থঃ। পুরুষব্যত্যয়শ্ছান্দসঃ। কিম্ভূতং যজ্ঞোপবীতং যজ্ঞেন প্রজাপতিনা যজ্ঞায় বেদোক্ত-কর্ম্মাধিকারায়েতি বা উপবীতং রচিতং পরমং পর আত্মা যীয়তে জ্ঞাপ্যতে তেন বাক্যোপদেশাধিকারিত্বাৎ। পবিত্রং শোধকং। প্রজাপতের্ব্রহ্মণঃ সহজং স্বভাবতঃ। পুরস্তাৎ প্রাগ্‌ভবং অতইদং আয়ুষে হিতং আয়ুষ্যং অগ্র্যং অগ্রং মুখ্যং। অপ্রতিহতং শুভ্রং নির্ম্মলীকরণং। বলং সামর্থ্যপ্রদং। তেজঃ প্রভাবপ্রদং।' (পারস্করগৃহ্যসূত্রভাষ্যে জয়রাম ২।২।১১)

(২) 'হে অগ্নে পবমানরূপ ত্বমস্মাকমায়ূংষি জীবনানি পবসে। রক্ষসি। নোহস্মাকমূর্জমন্নরসমিষমন্নংচাস্মুব আভিমুখ্যেন প্রেরয়। কিঞ্চ দুচ্ছুনাং। রক্ষো নামৈতৎ। রক্ষাংস্যারে হস্মত্তো দূর এব বাধস্ব সংপীড়য়।' (সায়ণ)

(৩) 'পাঞ্চজন্যঃ। নিষাদপঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণাঃ পঞ্চজনাঃ। যদ্বা গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসীত্যেতে পঞ্চজনাঃ। অথবা দেবমনুষ্যাঃ গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সর্পাঃ পিতরঃ ইতি ব্রাহ্মণে অভিহিতাঃ পঞ্চজনাঃ। তেষাং তত্তদভীষ্টপ্রদানেন স্বভূত ঋষিঃ সর্ব্বদ্রষ্টা পবমানস্তদ্রূপোহগ্নিঃ পুরোহিতঃ কর্ম্মার্থ-মৃত্বিগ্‌ভিঃ পুরোনাহিতঃ। তং পূর্ব্বোক্তলক্ষণং মহাগয়ং মহাস্তর্দেবাদভিরপি গীভিগাতব্যং। মহান্তি প্রভূতানি যজ্ঞগৃহাণি বা যস্য স তথোক্তঃ। তং পবমানগুণবিশিষ্টমগ্নিং মীমহি ধনাদীনি যাচামহে।' (ঋক্ ৯।৬৬।২০ সায়ণ)

(৪) 'হে অগ্নে স্বপাঃ সোমনসী ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। শোভনকর্ম্মা ত্বমস্মৈ অস্মাসু সুবীর্য্যং শোভনবীর্য্যোপেতং বর্চ্চঃ তেজঃ পবস্ব আগময়; তথা ভবান্ রয়িং ধনং পুত্রং বা পোষং। গবং পুষ্টিং যদ্বা গবাদিকং ময়ি ভবান্ দধৎ, দধাতু করো-ত্বিত্যর্থঃ।' (ঋক্ ৯।৬৬।১ সায়ণ)

(৫) 'হে প্রজাপতে ত্বৎত্বত্তোহন্যঃ কশ্চিদেতানীদানীং বর্ত্ত-মানানি বিশ্বানি সর্ব্বাণি। জাতানি প্রথমবিকারভাঞ্জি তা তানি সর্ব্বাণি ভূতজাতানি ন পরিবভূব ন পরিগৃহ্লাতি। ন ব্যাপ্নোতীতি। ত্বমেবৈতানি পরিগৃহ্য স্রষ্টুং শক্নোমীতি ভাবঃ। পরিপূর্ব্বো ভবতি পরিগ্রহার্থঃ। বয়ঞ্চ যৎকামা যৎফলং কাময়মানাস্তে জুহুমঃ হবীংষি প্রযচ্ছামঃ, তৎফলং নোহস্মাকমস্তু। ভবতু। তথা বয়ঞ্চ রয়ীণাং ধনানাং পতয়

পরে অগ্নির উত্তরদিকে আচার্য্য ঊর্দ্ধভাবে এবং মাণবক কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রত্যঙ্মুখভাবে অবস্থান করিবেন। অনন্তর আচার্য্য মাণবকের হস্তে নিম্নমন্ত্রে জল পূরণ করিবেন।

'শ্যাবাশ্বঋষিঃ সবিতা দেবতাত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽঞ্জলিপূরণে বিনিয়োগঃ'

"ওঁ তৎ সবিতুর্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনং।

শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি।'"৬ (ঋক্ ৫।৮২।১)

পরে মাণবক ঐ জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবেন। আচার্য্য তখন ব্রহ্মচারীর অঙ্গুষ্ঠের সহিত দক্ষিণ হস্ত নিম্নোক্ত মন্ত্রে ধারণ করিবেন।

'সাধ্যাঋষিঃ সবিত্রাশ্বিপূষাণো দেবতা উপনয়নে মাণবকঃ হস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ।'

"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে২শ্বিনো র্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং"৭ (শুক্লযজুঃ ১।১০, ২২, ২৪) 'শ্রী অমুকদেবশর্ম্মন্ 'হস্তং তে গৃহ্ণামি।' (আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র ১।২০।৪)

এই বলিয়া মাণবকের নাম করিতে হইবে। যদি কোন কারণ বশতঃ তাহার নাম না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সময় নামকরণ করা আবশ্যক।

আচার্য্য পুনরায় পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে এবং পূর্ব্বোক্তরূপে মাণবকের অঞ্জলি জলদ্বারা পূরণ করিবেন। মাণবকও ঐ জল পূর্ব্বের ন্যায় ভূমিতে ত্যাগ করিবেন। পুনরায় আচার্য্য এই মন্ত্রে মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ কর গ্রহণ করিবেন।

'প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিতা দেবতা উপনয়নে মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ।' 'ওঁ সবিতা তে হস্তমগ্রহীৎ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মন্ হস্তং তে গৃহ্ণামি।' (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১।২০।৫)

পুনরায় আচার্য্য পূর্ব্বরূপে হস্ত উদকাঞ্জলি দ্বারা পূরণ করিবেন, মাণবকও ঐ জল ভূমিতে ত্যাগ করিবেন। আচার্য্য নিম্ন মন্ত্রে মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ হস্তগ্রহণ করিবেন।

'প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা উপনয়নে মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ।' "ওঁ অগ্নিরাচার্য্যস্তবাসৌ হস্তং গৃহ্ণামি" শ্রী অমুক-দেবশর্ম্মন্। (আশ্ব॰ গৃহ্য॰ ১।২০।৫)

তৎপরে আচার্য্য মাণবককে নিম্ন মন্ত্রে সূর্য্যদর্শন করাইবেন। মন্ত্র—"ওঁ দেব সবিতরেষতে ব্রহ্মচারী তং গোপায় সমামৃতঃ।" (আশ্বগৃহ্য॰ ১।২০।৬) আচার্য্য মাণবককে জিজ্ঞাসা করিবেন—'কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি।' মাণবক বলিবেন, 'প্রাণস্য ব্রহ্মচার্য্যস্মি' 'কস্ত্বামুপনয়তে।' 'কায় ত্বা পরিদদামি।' (আশ্বগৃহ্য॰ ১।২০।৭)

পরে আচার্য্য মাণবককে নিম্নমন্ত্রে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইবেন। "যুবা ইতি" 'বিশ্বামিত্র ঋষির্যূপো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো অগ্নি-প্রদক্ষিণীকরণে বিনিয়োগঃ।'

"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ।"৮ (ঋক্ ৩।৮।৪)

অনন্তর আচার্য্য পূর্ব্বমুখে ঊর্দ্ধভাবে অবস্থান করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত মাণবকের পৃষ্ঠ দেশ হইতে স্কন্ধের উপরি হস্ত দিয়া হৃদয় দেশে এই মন্ত্র জপ করিবেন। "ওঁ তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।" (ঋক্ ৩।৮।৪) অনন্তর আচার্য্য ও ব্রহ্মচারী উভয়ে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্নির পশ্চিমদিকে উপবেশন করিবেন। এই সময় ব্রহ্মচারী একটী সমিধ্ অগ্নিতে হোম করিবেন। পরে আর একটী সমিধ এই মন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিবেন।

"ওঁ অগ্নয়ে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে। তয়া ত্বমগ্নে বর্দ্ধস্ব সমিধা ব্রাহ্মণা বয়ং স্বাহা।" (আশ্ব॰গৃহ্য॰ ১।২১।১)

ব্রহ্মচারী পরে অগ্নিস্পর্শ করিয়া উদক দ্বারা তিনবার তিনটী মন্ত্র পাঠ করিয়া মুখমার্জ্জন করিবেন।

"ওঁ তেজসা মা সমনজ্মি। তেজসা হ্যেবাত্মানং সমনক্তি।"

(আশ্ব॰গৃহ্য॰ ১।২১।২-৩)

প্রত্যেক বারেই মুখপ্রক্ষালন, আচমন এবং অগ্নিস্পর্শপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। পরে মাণবক উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক অগ্নিকে নিম্ন মন্ত্রে উপস্থাপন করিবে।

"ময়ি মেধাতিথিং" 'মন্ত্রাং হিরণ্যগর্ভঋষিঃ পূর্ব্বত্রয়াণাং

ঈশ্বরাঃ স্যাম ভবেম। নামকুতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বং।' (ঋক্ ১০।১২১।১০ সায়ণ)

(৬) 'তং প্রাপ্যত্বেন প্রসিদ্ধং ভোজনং ভোগ্যং ধনং বয়ং স্তোতারো বৃণীমহে। প্রার্থয়ামঃ। কস্য ধনং। সবিতুঃ প্রেরকস্য দেবস্য স্বভূতং। লব্ধা চ শ্রেষ্ঠং প্রশস্তং সর্ব্বধাতৃতমং সর্ব্বভোগপ্রদমিত্যর্থঃ। তুরং শত্রূণাং হিংসকং। ধনেন শত্রূন্ হন্তুং শক্যত্বাৎ। তাদৃশং ধনং ভগস্য ভজনীয়স্য সবিতু-রনুগ্রহাদ্ধীমহি ধারয়াম। উপভোগং করবামেত্যর্থঃ। অথবা ধনং বৃণীমহেঽধিষ্ঠাচ্চ লভেমহীতি।' (ঋক্ ৫।৮২।১ সায়ণ)

(৭) 'হে হবিঃসবিতুর্দেবস্য প্রসবে প্রেরণে সতি তেন প্রেরিতোঽহং তে হস্তং গৃহ্ণামি। কাভ্যাং অশ্বিনো বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাঞ্চ।' (মহীধর)

(৮) 'যুবা দৃঢ়াঙ্গোঽষ্টাশ্রয়াদি লক্ষণলক্ষিত ইত্যর্থঃ। সুবাসাঃ শোভনেন বাসসা রসনয়া যুক্তঃ। পরিবীতস্তথা রশনয়া বেষ্টিতঃ এবংবিধো যূপ আগাৎ। আগচ্ছতি। স উ স এব যূপঃ শ্রেয়ান্ জায়মানঃ সর্ব্বেভ্যো বনস্পতিভ্যো উৎকৃষ্টতয়া সংপদ্য-মানো ভবতি।' (ঋক্ ৩।৮।৪ সায়ণ)

অগ্নীন্দ্রসূর্য্যা দেবতা উত্তরত্রয়াণামগ্নির্দেবতা যন্নামাসুরী গায়ত্রী ছন্দোহগ্ন্যুপস্থাপনে বিনিয়োগঃ।'

"ওঁ ময়ি মেধা ময়ি প্রজাং ময্যগ্নিস্তেজো দধাতু।
ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ীন্দ্রঃ ইন্দ্রিয়ং দধাতু।
ওঁ ময়ি মেধাং ময়ি প্রজাং ময়ি সূর্য্যো ভ্রাজো দধাতু।
ওঁ যত্তে অগ্নে তেজস্তেনাহং তেজস্বী ভূয়াসং।
ওঁ যত্তে অগ্নেবর্চস্তেনাহং বর্চস্বী ভূয়াসং।
ওঁ যত্তে অগ্নে হরস্তেনাহং হরস্বী ভূয়াসং।"(আশ্ব°গৃহ্য°১।২১।৪)

এইরূপে অগ্নির উপাসনা করিয়া অগ্নির নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে। আশীর্ব্বাদগ্রহণের সময় নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।

"মানস্তোক ইতি" 'কৌৎস ঋষী রুদ্রো দেবতা জগতীছন্দঃ আশীঃকর্ম্মণি বিনিয়োগঃ।'

"ওঁ মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ৌ
মা নো গোষু মানো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরাম্মা নো রুদ্র ভামিতো বধী
র্হবিষ্মন্তঃ সদমিত্ত্বা হবামহে"[৯] (ঋক্ ১।১১৪।৮)

পরে যজ্ঞীয় ভস্ম অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা গ্রহণ করিয়া তিলক করিতে হইবে। "ওঁ ত্র্যায়ুষং জমদগ্নেঃ" এই বলিয়া ললাটে, "ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং, ওঁ অগস্ত্যস্য ত্র্যায়ুষং" এই মন্ত্রে নাভিতে, "ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং, ওঁ তন্নো অস্তু ত্র্যায়ুষং"[১০] (শুক্লযজু-৩।৬২) এই মন্ত্রে গল ও পৃষ্ঠদেশে তিলক দিতে হয়। পরে মস্তকে হস্ত দিয়া হস্তপ্রক্ষালনান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিবে।

'ওঁ গর্ভ ঋষিঃ সারস্বতাগ্নির্দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অগ্নিপ্রার্থনে বিনিয়োগঃ। ওঁ চমেশ্বরশ্চ মে যজ্ঞপতয়ে নমঃ। যত্তে ন্যূনং তস্মৈ ত উপধত্তে অতিরিক্তং তস্মৈ তে নমঃ।'

"স্বস্তি শ্রদ্ধাং যশঃপ্রজ্ঞাং বিদ্যাং বুদ্ধিং শ্রিয়ং বলম্।
আয়ুষ্যং তেজঃ আরোগ্যং দেহি মে হব্যবাহন॥"
ওঁ নমঃ, ওঁ নমঃ।

অনন্তর ব্রহ্মচারী জানুদ্বয় ভূমিতে পাতিয়া গুরুর পদদ্বয় গ্রহণ করিবেন। 'অভিবাদয়ে শ্রী অমুকদেবশর্ম্মাণং ভোঃ'।

পরে আচার্য্য বলিবেন, 'অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং।' ব্রহ্মচারী বলিবেন 'বদতি ভো অনুব্রতহি'। অনন্তর আচার্য্য ব্রহ্মচারীর হস্ত হস্তদ্বারা গ্রহণ করিয়া উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবেন, পরে এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন।

'বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা সাবিত্রীজপে বিনিয়োগঃ।

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।"[১১] (ঋক্ ৩।৬২।১০)

'ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং' এই প্রথমপাদ, 'ভর্গোদেবস্য ধীমহি' এই দ্বিতীয়পাদ, 'ধিয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ এই তৃতীয়পাদ এইরূপে সাবিত্রী পাঠ করাইবেন। পাদরূপে সাবিত্রীপাঠে অসমর্থ হইলে পাদার্দ্ধ করিয়া প্রথমে পাঠ, পরে সমগ্র গায়ত্রী পাঠ করাইবেন।

---

(৯) 'হে রুদ্র নোঽস্মাকং তোকাদি বিষয়ে মা রিরিষঃ মা হিংসীঃ। তোকশব্দঃ পুত্রবাচী। তনয়স্তৎপুত্রঃ। আয়ুরিত্যস্তোদাত্তো মনুষ্যনাম। পুত্রপৌত্রব্যতিরিক্তো যোঽন্যদীয়ো মনুষ্যস্তস্মিন্ গোষু পশ্বাদিষশ্বেষু চ মা রিরিষঃ হিংসাং মাকৃথাঃ। তথা। হে রুদ্র বীরান্ বিক্রান্তান্ শৌর্য্যোপেতানস্মদীয়ান্ ভামিতঃ ক্রুদ্ধঃ সন্ মাবধীঃ। মাহিংসীঃ। বয়ঞ্চ হবিষ্মন্তো হবির্ভির্যুক্তাঃ সন্তঃ সদমিৎ সর্ব্বদৈব ত্বাং হবামহে আহ্বয়ামহে।' (ঋক্ ১।১১৪।৮ সায়ণ)

(১০) 'ত্র্যায়ুষমিতি, যজমানো জপতীতি। সোঽয়ং জপো বপনকালীনঃ। জমদগ্নেঃ মুনের্যত্র্যায়ুষং ত্রয়াণাং বাল্যযৌবনস্থাবিরাণামায়ুষাং সমাহারস্ত্র্যায়ুষং তথা কশ্যপস্যৈতন্নামকস্য প্রজাপতেঃ সম্বন্ধি যত্র্যায়ুষং তথা দেবেষু ইন্দ্রাদিষু যত্র্যায়ুষমস্তি তৎসর্ব্বং ত্র্যায়ুষং নোঽস্মাকং যজমানানামস্তু। জমদগ্ন্যাদীনাং বাল্যাদিষু যাদৃশং চরিতং তাদৃশং নো ভূয়াদিত্যর্থঃ।'
(শুক্লযজুঃ ৩।৬২ মহীধর)

(১১) 'যঃ সবিতা দেবো নোঽস্মাকং ধিয়ং কর্ম্মাণি ধর্ম্মাদিবিষয়া বা বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ তত্তস্য দেবস্য সবিতুঃ সর্ব্বান্তর্যামিতয়া প্রেরকস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্য বরেণ্যং সর্ব্বরূপাস্য তয়া জ্ঞেয়তয়া চ সংভজনীয়ং ভর্গোঽবিদ্যাতৎকার্য্যয়োভর্জনাদ্ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকং তেজো ধীমহি। বয়ং ধ্যায়াম। যদ্বা তদিতি ভর্গো বিশেষণং। সবিতুর্দেবস্য তত্তাদৃশং ভর্গো ধীমহি। কিং তদীত্যপেক্ষয়ামাহ। য ইতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ। যদ্ভর্গো ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ। তদ্ধ্যায়েমেতি সম্বয়ঃ। যদ্বা যঃ সবিতা সূর্য্যো ধিয়ঃ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি তস্য সবিতুঃ সর্ব্বস্য প্রসবিতুর্দেবস্য দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য তৎসর্ব্বৈ দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং বরেণ্যং সর্ব্বৈ সংভজনীয়ং ভর্গঃ পাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং ধীমহি। ধ্যেয়তয়া মনসা ধারয়ামঃ। তস্যাধারভূতা ভবেমেত্যর্থঃ। ভর্গঃ শব্দস্যায়পরত্বে ধীশব্দস্য কর্ম্মপরত্বে চাথর্ব্বণং। বেদাংশ্ছন্দাংসি সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য কবয়োঽন্নমাহঃ কর্ম্মাণি ধিয়স্তদুতে প্রব্রবীমি প্রচোদয়ন্ত সবিতুরাভিরেতিতি।' [গোপথব্রা° ১।৩২]
(ঋক্ ৩।৬২।১০ সায়ণ)

'ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ' এই মন্ত্রও পাঠ করাইবেন।

অনন্তর আচার্য্য ব্রহ্মচারীর হৃদয়দেশসমীপে হস্তের উর্দ্ধা-ঙ্গুলি ধারণ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।

'প্রজাপতিঋষির্বৃহস্পতির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মাণবকস্য হৃদয়ালম্ভনে বিনিয়োগঃ।'

"ওঁ মম ব্রতে হৃদয়ং তে দধামি মম চিত্তমনু চিত্তং তে অস্তু মম বাচমেকব্রতো জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যং।"

(আশ্ব০গৃ০ ১।২১।৭)

তদনন্তর আচার্য্য এই মন্ত্রে মাণবকের কটিদেশে মেখলা বন্ধন করিয়া দিবেন।

'বিশ্বামিত্র ঋষির্মেখলা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো মেখলা-পরিধানে বিনিয়োগঃ।'

"ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ম আগাৎ।
প্রাণাপানাভ্যাং বলমাহরন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ম্॥"

(মন্ত্রব্রাহ্মণ ১।৬।২৭)

"ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ।
সা মা সমন্ত মভি পর্য্যেহি ভদ্রে ধর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম।"

(মন্ত্রব্রাহ্মণ ১।৬।২৮)

এই মন্ত্রে মাণবকের কেশপরিমাণ সরল পালাশ দণ্ড মাণবককে ধারণ করাইবেন।

"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতেতি।" 'স্বস্ত্যাত্রেয়ঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো দণ্ডধারণে বিনিয়োগঃ।'

ওঁ "স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্বণঃ।
স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতনা॥"[১২]

(ঋক্ ৫।৫২।১১)

অনন্তর গুরু মাণবককে এইরূপ প্রশ্ন করিবেন। 'ব্রহ্মচার্য্যসি' মাণবক উত্তর দিবেন—'ব্রহ্মচার্য্যস্মি'। 'অপো-শানং কর্ম্ম কুরু' মাণবক বলিবেন—'করোমি'। 'মা দিবা স্বাপ্সীঃ' 'ন দিবা স্বপিমি'। 'মূত্রপুরীষাদৌ মৃত্তিঃ শৌচাচমনঞ্চ কুরু' 'করোমি'। 'আচার্য্যাধীনো বেদমধীষ্ব' 'অধীষ্যে'। 'ব্রহ্মচর্য্যং চর' 'চরিষ্যামি'। 'সায়ংপ্রাতর্ভিক্ষেত' 'বাঢ়ং'। 'সায়ং প্রাতঃ সমিধমাদধ্যাৎ' 'বাঢ়ং'। (আশ্বগৃহ্য১।২২।৫৬)

এইরূপে মাণবক আচার্য্যের প্রশ্নোত্তর দিবেন। অনন্তর ব্রহ্মচারী হস্তে জলস্পর্শ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্রপাঠ করিবেন।

"ওঁ ত্বং ব্রতানাং ব্রতপতিরসি সাবিত্রীং দ্বাদশরাত্রঞ্চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মেরাধ্যতাং।"

পরে ব্রহ্মচারী পাত্র হস্তে করিয়া ভিক্ষা করিবেন, প্রথমে মাতার নিকট 'ভবতি! ভিক্ষাং দেহি' এই বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন, মাতা প্রথমে তাহার হস্তে একটু জল দিয়া তৎপরে ভিক্ষা প্রদান করিবেন। মাতার পর মাতৃবন্ধু স্ত্রীদিগের নিকট ভিক্ষা করিতে হয়। পরে 'ভবন্ ভিক্ষাং দেহি' এই বলিয়া পিতা ও পিতৃবন্ধু অন্যান্য পুরুষের নিকট ভিক্ষাগ্রহণ করিবেন। ব্রহ্মচারী এই সকল ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আচার্য্যকে নিবেদন করিবেন। আচার্য্য 'উপযুজ্যতাং' এই অনুজ্ঞা দিবেন। ব্রহ্মচারী তৎপরে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া সমস্ত দিন ঐ স্থানে অবস্থান করিবেন। আচার্য্য প্রায়শ্চিত্তহোম এবং স্বিষ্টকৃৎ হোম সমাপন করিয়া ব্রহ্মকর্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থ দক্ষিণান্ত করিবেন।

অনন্তর সূর্য্য অস্তমিত হইলে পর ব্রহ্মৌদন করিতে হয়। সূর্য্যাস্তের পর ব্রহ্মচারী সায়ং সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া উপ-লেপনাগ্নি প্রতিষ্ঠাপনান্ত কর্ম্ম করিবেন। অনন্তর আচার্য্য প্রাণকে সংযত করিয়া 'অনুপ্রবচনীয় হোমং তদঙ্গমগ্ন্যাধানং করিষ্যে', এইরূপে সংকল্প করিয়া দেবতাপরিগ্রহার্থ ২টী সমিধ্ দ্বারা নিয়মন্ত্রে প্রজাপতি-হোম করিবেন।

'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা' পরে এই অগ্ন্যাহিত অগ্নিতে 'অগ্নিং জাতবেদসামধ্মেন প্রজাপতিং প্রজাপতিঞ্চাঘোরদেবতে আজ্যেন সদসস্পতিসাবিত্রৌ প্রধানদেবতাশ্চরুদ্রব্যেণ স্বিষ্টকৃতমিধ্মসন্নহনেন রুদ্রং বিশ্বান্ দেবান্ সংস্রাবেণ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তদেবতা অগ্নিং দেবান্ বিষ্ণুং অগ্নিং বায়ুং সূর্য্যং প্রজাপতিঞ্চ জ্ঞাতা-জ্ঞাতদোষনির্হরণার্থমনাজ্ঞাতমিতি তিস্র আজ্যদ্রব্যেণ কর্ম্মণা সদ্যোহহং যক্ষ্যে।'

এইরূপে অগ্ন্যাধান করিয়া চরুস্থালী, প্রোক্ষণীপাত্র, স্রুব স্রুক্ এই সকল পাত্র যথাস্থানে রাখিয়া চরুপাকের নিয়মানু-সারে চরুপাক করিতে হইবে। পরে শিষ্য আচার্য্যকে ইহা নিবেদন করিবেন।

পরে আচার্য্য আজ্যসংস্কারাদি আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত 'মেধাতিথিঃ কণ্বঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সদসস্পতির্দেবতা চরুহোমে বিনিয়োগঃ।' "ওঁ সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং। সনিং মেধামিয়াশিষং স্বাহা।"[১৩] (ঋক্ ১।১৮.৬) ইদং সদসস্প-

(১২) 'নোঽস্মভ্যমশ্বিনাশ্বিনৌ স্বস্ত্যবিনাশং ক্ষেমং মিমীতাং কুরুতাং। ভগশ্চ স্বস্তি ক্ষেমং মিমীতাং তথা দেব্যদিতিশ্চ স্বস্তি মিমীতাং। অনর্বণোঽপ্রত্যুতঃ পূষা অসুরঃ শত্রূণাং নিরসিতা প্রাণানাং বলানাং দাতা বা নঃ স্বস্তি দধাতু। নোঽস্মভ্যং দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যাবপি সুচেতনা শোভনেন প্রজ্ঞানেন বিশিষ্টে স্বস্তি মিমীতাং।' (ঋক্ ৫।৫২।১১ সায়ণ) .

(১৩) 'মেধাং লব্ধুং সদসস্পতিমেতন্নামকং দেবমযাশিষং।

ত্রে নমঃ। তং সবিতুরিত্যস্য মধ্যমোগাথিনো ধিয়ো বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা চরুহোমে বিনিয়োগঃ। "ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" স্বাহা (ঋক্ ৩।৬২।১০) ইদং সবিত্রে নমঃ। ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা। ইদং ঋষিভ্যো নমঃ।

এইরূপে চরুহোম করিয়া পূর্ণাহুতি পর্য্যন্ত স্বিষ্টকৃৎহোম সমাপন করিয়া দক্ষিণান্ত করিতে হইবে। অনন্তর ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণাদি ভোজনের পর পরিসমূহন ও পর্য্যুক্ষণ কর্ম্ম করিয়া ক্ষারলবণবর্জ্জিত অন্ন ভোজন করিবেন।

মেধাজনন।—উপনয়নের চুই দিনের পর এবং সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে মেধাজনন করিতে হয়। শুভদিনে একমূল পলাশ, তদভাবে কুশস্তম্ব আনয়ন করিয়া পূর্ব্ব বা পশ্চিমাদিকে রোপণ করিতে হইবে। 'ওঁ অদ্যেত্যাদি মেধাজননং করিষ্যে।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পলাশ বা কুশমূল অলঙ্কৃত করিয়া ধূপাদি দ্বারা অভ্যর্চ্চনাপূর্ব্বক উহা তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী ইহা জলদ্বারা সেক করিলে আচার্য্য তাহাকে এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন।

"অগ্নে—সুশ্রবঃ সুশ্রবা অসি যথা ত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবা অস্যেবং মাং সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং কুরু। যথা ত্বং দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপা অস্যেবমহং মনুষ্যাণাং বেদস্য নিধিপো ভূয়াসং[১৪]।"

(আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র ১।২২ ১৯)

এই মন্ত্র তিনবার জপ এবং উহা পাঠ করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। তৎপরে পূর্ব্বধৃত মেখলা, অজিন ও বাস এই স্থলে ত্যাগ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠে অন্য বস্ত্রাদি পরিধান করিবেন।

"ওঁ যুবা সুবাসা পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।"(ঋক্ ৩।৮।৪)

তদনন্তর ব্রহ্মচারী বেদ অধ্যয়ন করিবেন।

বেদারম্ভ।—শুভদিনে আচার্য্য যথাবিধানে সঙ্কল্প করিয়া উপলেপাদি অঘোরান্ত হোমাদি সমাপন করিবেন। পরে নিম্নরূপে হোম করিতে হইবে। ঋগ্বেদারম্ভে 'ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা, ইদং পৃথিব্যৈ। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ইদং ব্রহ্মণে। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা ইদং দেবেভ্যঃ। ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা ইদং ঋষিভ্যঃ। ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা, ইদং শ্রদ্ধায়ৈ। ওঁ সদসস্পতয়ে স্বাহা, ইদং সদসস্পতয়ে। ওঁ অনুমতয়ে স্বাহা, ইদং অনুমতয়ে।'

এইরূপে হোম করিয়া আচার্য্য অগ্নির উত্তরদিকে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবেন। পরে ব্রহ্মচারী প্রত্যঙ্মুখে উপবেশন করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা গুরুর দক্ষিণ পাদ এবং বামহস্ত দ্বারা বামপাদ গ্রহণ করিলে ওঁকার ব্যাহৃতিপূর্ব্বক পাঠ করাইবেন। বেদপাঠ করাইবার সময় প্রথমে পাদাবচ্ছেদে, পরে অর্দ্ধাবচ্ছেদে, তৎপরে সমগ্র অধ্যয়ন করাইবেন।

মধুচ্ছন্দা ঋষয়ো হগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো বেদারম্ভে বিনিয়োগঃ। "ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমমিত্যাদি।" এইরূপে বেদাধ্যয়ন করাইবেন।

ইহার পর সমাবর্ত্তন করিতে হয়। [সমাবর্ত্তন শব্দ দেখ]

যজুর্ব্বেদীয় উপনয়ন পদ্ধতি।

যে দিন উপনয়ন হইবে, তাহার পূর্ব্বদিন পিত্রাদি সংযত হইয়া থাকিবেন। উপনয়নাদিতে প্রাতঃকালে পিত্রাদি কর্ত্তৃপক্ষ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া স্বস্তিবাচন ও সংকল্প করিবেন। পরে গৌর্য্যাদি ষোড়শ-মাতৃকা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশনপূর্ব্বক অগ্নিস্থাপন করা বিধেয়।

আচার্য্য এই সময় হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল করিয়া জলদ্বারা তিনবার সংমার্জ্জন, এবং গোময় দ্বারা তিনবার লেপন, কুশদ্বারা তূষ্ণীম্ভাবে পূর্ব্বাগ্র তিনটী রেখা করিয়া পরে তাহা হইতে একটু মৃত্তিকা তিনবার তুলিয়া ফেলিবেন। পরে জলদ্বারা তিনবার অভ্যুক্ষণ করিয়া আপনার দক্ষিণে অগ্নি আনয়নপূর্ব্বক জ্বলৎকুশ দ্বারা ক্রব্যাদংশ পরিত্যাগ করিবেন; তৎপরে তাঁহাকে তূষ্ণীম্ভাবে স্থণ্ডিলে অগ্নি আরোপণ করিতে হইবে।

এই সময় যথাবিধানে যজুর্ব্বেদোক্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করা আবশ্যক। পরে মাণবককে ক্ষৌর, স্নান ও বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া আচার্য্যের সমীপে লইয়া যাইবে। তৎপরে আচার্য্য অগ্নির পশ্চাদ্দিকে তাহাকে কুশোপরি বসাইয়া এই মন্ত্র বলিবেন, "ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামিতি" পরে মাণবকও 'ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামিতি' এই মন্ত্র বলিলে পুনরায় আচার্য্য

প্রার্থবানস্মি। কীদৃশং। অদ্ভুতমাশ্চর্য্যকরং ইন্দ্রস্য প্রিয়ং সোমপানে সহচারিত্বাৎ কাম্যং কমনীয়ং ধনস্য সানিং দাতারং।

(১৪) 'হে অগ্নে হে সুশ্রবঃ শোভনকীর্ত্তেঃ মা মাং সুশ্রবসং সুকীর্ত্তিং কুরু। কিঞ্চ হে অগ্নে যথা যেন গুণেন ত্বং সুশ্রবা অসি। এবং গুণাধানেন মা মাং সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং সুশ্রবাশ্চাসৌ সৌশ্রবসশ্চ তং। তত্র সুশ্রবাঃ বটুঃ স্বয়ং। সুশ্রবা গুরুস্তস্যায়ং সৌশ্রবসঃ মমাচার্য্যমপি সুশ্রবসং কৃত্বা তদীয়ত্বেন মাং সৌশ্রবসং কুরু ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ হে অগ্নে যথা ত্বং দাব্যক্তিপ্রকাশয়স্য ইতি দেবা অঙ্গানি ইন্দ্রাদয়ো বা যজ্ঞস্য চাঙ্গিনো বেদস্য বিদ্যোর্বা নিধিপাঃ নিধীনাং মন্ত্রাণাং অধিষ্ঠানমসি। এবমহং বেদস্য সাঙ্গস্য মনুষ্যাণাঞ্চ তদধ্যেতৄণাং নিধিপাঃ বেদস্য নাধারধিকরণং।' (পারস্করগৃহ্যসূ০ ভাষ্যে ২।২.২ অনুবাদ)

তাহাকে বলিবেন, 'ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসানীতি' তৎপরে মাণবক 'ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসানীতি' এই মন্ত্র বলিবেন। পরে আচার্য্য মাণবককে মৌঞ্জীমেখলা প্রবর সংখ্যানুসারে গ্রন্থি দিয়া এই মেখলা এবং ক্ষৌমাদির অন্যতম শুক্লবাস নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠানন্তর পরিধান করাইবেন।

"ওঁ যেনেন্দ্রায় বৃহস্পতির্বাসঃ পর্য্যদধাদমৃতং তেন ত্বা পরিদধাম্যায়ুষে দীর্ঘায়ুত্বায় বলায় বর্চ্চসে।"*(পারস্কর গৃহ্য ২.২।৭)

তৎপরে আচার্য্য এক ত্রিদণ্ডিকা লইয়া—

"ওঁ ইয়ং দুরুক্তং পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ম আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাদধানা স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং১৫।"

"ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।"

(পারস্কর গৃহ্য ২)

"ওঁ যো মে দণ্ডঃ পরাপতৎ বৈহায়সোঽধিভূম্যাং তমহং-পুনরা দদং আয়ুষে ব্রহ্মণে ব্রহ্মবর্চ্চসায়"১৬ এই মন্ত্রে প্রদান করিবেন।

তৎপরে আচার্য্য মাণবকের হস্তাঞ্জলিতে এই মন্ত্রে সূর্য্য দর্শন করাইবেন।

"আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব স্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে" ॥ (শুক্ল যজুঃ ১১।৫০)

"যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ১৮" ॥ (শুক্ল যজুঃ ১১।৫১)

"তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ১৯ ॥" (১১।৫২) এই মন্ত্রদ্বারা জল দিবেন।

---

* 'হে কুমার যেন বিধিনা ইন্দ্রায় ইন্দ্রং সংস্কর্তুং বৃহস্পতিঃ সুরাচার্য্যঃ বাসঃ পর্য্যদধাৎ পরিধাপিতবান্। কিম্ভূতং অমৃতং অহতমেন বিধিনা ত্বা ত্বাং মাণবকং পরিদধামি, পরিধাপয়ামি উভয়ত্রান্তর্ভূতো ণিচ্, প্রেরঃ। পরিধাপয়তীতি হ্যাত্র-তত্বাৎ। যদ্বা ইন্দ্রায় পর্য্যদধাৎ। ইন্দ্রে অব্যবচ্ছিন্নং স্থাপিতবান্। তথা ত্বা ত্বাং লক্ষ্যীকৃত্য পরিদধামি। ত্বয় অব্যবচ্ছেদেন ধারয়ামীতি। প্রয়োজনমাহ। দীর্ঘায়ুত্বায় তব চিরজীবনায় আয়ুঃ উকারান্তোঽপ্যস্তি। বলায় দেহশক্তয়ে বর্চসে ইন্দ্রিয়শক্তয়ে ঐশ্বর্য্যায় বেতি।'

(পারস্করগৃহ্যসূত্রভাষ্য ২।২।৭ জয়রাম)

(১৫) 'ইয়মিতীদং শব্দ আগন্তুয়োর্বাক্যালঙ্কারার্থঃ। ইয়ং মেখলা মাং অগাৎ আগতা। কিং কুর্ব্বতা দুরুক্তমিত্যুপলক্ষণং। তেন কামচারবাদভক্ষণাৎ তজ্জাতং বা অপবিত্র্যং পরিতো বাধমানা অপসারয়ন্তী। বর্ণং বর্ণত্বং পবিত্রং শুদ্ধং পুনতী সংকুর্ব্বতী। মে মম প্রাণাপানাভ্যাং তয়োর্বলং সামর্থ্যং আদধানা স্থাপয়ন্তী স্বসা স্বস্বৎ হিতা দেবী দীপ্তিদাত্রী সুভগা সৌভাগ্যপ্রদা।' (পারস্করগৃহ্যসূত্রভাষ্যে ২।২।৭ জয়রাম)

(১৬) 'হে আচার্য্য যো দণ্ডঃ মে মহ্যং পরাপতৎ অভিমুখমাগতঃ বৈহায়সঃ আকাশে প্রসৃতঃ অধিভূম্যাং ভূমেরুপরিবর্ত্তমানঃ তং দণ্ডং অহমাদদে গৃহ্ণামি। পুনর্গ্রহণাৎ সোমদীক্ষায়াং যো দণ্ডঃ প্রাপ্তঃ তমপ্যাদদে ইত্যাশংসনং। কিমর্থং। আয়ুষে নিরূঢ়জীবনায় ব্রহ্মণে বেদগ্রহণায় ব্রহ্মবর্চসায় যাজনাধ্যাপনোৎকর্ষতেজসে।' (পারস্করগৃহ্যসূত্রভাষ্যে ২।২।২ জয়রাম)

(১৭) 'আপো হিষ্ঠেতি পঞ্চবারপঞ্চমুদকমাসিঞ্চতি পিণ্ডে। পলাশত্বক্কাথতং জলং পিণ্ডে ধারকুত্রেণ ক্ষিপেৎ ইতি সূত্রার্থঃ। অপ্ দেবতাস্তিস্রো গায়ত্রীঃ সিন্ধুদ্বীপদৃষ্টাঃ। হি শব্দঃ এবার্থঃ প্রসিদ্ধার্থো বা। হে আপঃ যা যূয়মেব ময়োভুবঃ সুখস্য ভাবয়িত্র্যঃ স্থ ভবথ ময়ঃ সুখং ভাবয়ন্তি তা ময়োভুবঃ যস্মাৎ কারণাৎ ময়োভুবং স্থেতি বা স্নানপানাদি হেতুত্বেন সুখোৎপাদকত্বমপাং প্রসিদ্ধং তাস্তাদৃশ্যো যূয়ং নোঽস্মানূর্জ্জে রসায় ভবদীয়রসানুভবার্থং দধাতন স্থাপয়ত তত্পুনস্তনোথনাশ্চেতি (পা ৭।১।৪৫।) লোণ্ মধ্যমবহুবচনস্য তনবাদেশে দধাতনেতি রূপং যথা বয়ং সর্ব্বস্ব ভোগ্যস্য রসস্য ভোক্তারো ভবেম তথা অস্মান কুরুতেতি ভাবঃ কিঞ্চ মহে মহতে রণায় রমণীয়ায় চক্ষসে দর্শনায় চাস্মান্ দধাতনে অনুবর্ত্ততে মহদ্রমণীয়ং দর্শনং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণং তদস্মাকং কুরুত অস্মান্ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারযোগ্যান্ কুরুতেতি ভাবঃ। ঐহিক-পারলৌকিক-সুখং দদতেত্যুচো ভাবঃ। মহ পূজায়াং মহ্যতে পূজ্যত ইতি মট্ ক্বিপ্ প্রত্যয়ঃ তস্মৈ মহে। রণ শব্দে রণ্যতে স্তূয়তে সর্ব্বৈরিতি রণম্ তস্মৈ রণায়। চষ্টে পশ্যতি সর্ব্বং যেন ইতি চক্ষঃ চক্ষতে রসুন্ প্রত্যয় তস্মৈ চক্ষসে। যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাৎ ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতেঃ।' (মহীধর)

(১৮) 'হে আপঃ বো যুষ্মাকং যঃ শিবতমঃ শান্ততমঃ সুখৈকহেতুরসোঽস্তি ইহাস্মিন্ কর্ম্মণি ইহলোকে বা স্থিতানোঽস্মান্ তস্য রসস্য ভাজয়ত ভাগিনঃ কুরুত তং রসং প্রাপয়তেতি ভাবঃ কর্ম্মণি ষষ্ঠী। তত্র দৃষ্টান্ত "উশতীর্মাতরইব উশন্তি তা উশত্যঃ স্মা ছন্দসীতি" (পা ৬।১।১০৬) দীর্ঘঃ। বশ কান্তৌ ইত্যস্মাচ্ছতৃপ্রত্যয়াত্তাদুগিতশ্চেতি (পা ৪.১।৬) ঙীপ্। উশত্যঃ কাময়মানাঃ প্রীতিযুক্তা মাতরো যথা স্বকীয়স্তন্যরসং বালং পায়য়ন্তি তদ্বৎ।' (মহীধর)

(১৯) 'অলমিতি প্রাপ্তে লকারস্য রেফশ্ছান্দসঃ। হে আপঃ। বো যুষ্মং সম্বন্ধিনস্তস্য পর্য্যাপ্তি বয়ং গমাম গচ্ছেম পর্য্যাপ্তির্নাম রসবিষয়ে বৈতৃপ্ত্যং সদাতৃপ্তির্বা তস্মৈ ইতি চতুর্থী ষষ্ঠ্যর্থে। যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ ক্ষয়ো নিবাস ইত্যাহ্বয়াদাত্বাৎ (পা ৬।১।২০১)

"তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্র মুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ[20]" (শুক্ল যজুঃ ৩৬।২৪)

পরে মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধাসক্ত হস্তদ্বারা হৃদয় দেশ স্পর্শ করিয়া "ওঁ মম ব্রতে হৃদয়ং তে দধামি, মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যম্[21]।"

(পারস্করগৃহ্যসূত্র ২।২।১৬)

এই মন্ত্র জপ করিবেন।

অনন্তর আচার্য্য মাণবককে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। "ওঁ কো নামাসি" ইহার উত্তরে মাণবক বলিলেন, 'শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ' তৎপরে আচার্য্য পুনরায় প্রশ্ন করিবেন, 'ওঁ কস্য ব্রহ্মচার্য্যসি' ইহাতে মাণবক বলিলেন 'ওঁ ভবতঃ' তৎপরে গুরু এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। "ওঁ ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচার্য্যস্যগ্নিরাচার্য্যস্তবাহমাচার্য্যস্তব শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্। অথ মাণবকং ভূতেভ্যঃ পরিদদাতি গুরুঃ 'ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি, দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি, অদ্ভ্যস্ত্বৌষধীভ্যঃ পরিদদামি, দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং ত্বা পরিদদামি, বিশ্বেভ্যস্ত্বা-দেবেভ্যঃ পরিদদামি, সর্ব্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদাম্যরিষ্ট্যৈ[22]।"

(পারস্করগৃহ্য ২।২।২৯)

পরে মাণবক অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া গুরুর উত্তরে উপবেশন করিবেন। পরে গুরু ব্রহ্মাকে যথাশক্তি বরণ করিবেন। তদনন্তর অগ্নির দক্ষিণে প্রাগগ্রকুশ সহিত ব্রহ্মাসন আস্তরণ

ক্ষয়শব্দেন নিবাসঃ ক্ষয়ায়েতি চতুর্থী ষষ্ঠ্যর্থে যস্য ইত্যনেন সামানাধিকরণ্যাৎ ক্ষয়স্য নিবাসস্য জগতামাধারভূতস্য যস্যাহুতিপরিণামভূতস্য রসস্যৈকদেশেন যূয়ং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ জিম্বথ তর্পয়থ জিম্বতিঃ প্রীতিকর্ম্মা পঞ্চাহুতিপরিণামক্রমেণেতি ভাবঃ। কিঞ্চ হে আপঃ। নোঽস্মান্ তত্র ভোক্তৃত্বেন জনয়থ উৎপাদয়ত আশিষি লোট্ তদ্রসভোক্তৄনস্মান্ কুরুতেত্যাজানদেবত্বমাশাস্মহে ইতি ভাবঃ অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি (পা ৬।৩।১৩৭) সংহিতায়াং দীর্ঘঃ যদ্বাস্মা অচোঽরমথ যস্য ক্ষয়ায় ক্ষয়েণ নিবাসেন যূয়ং জিম্বথ প্রীতা ভবথ তস্মৈ রসায় তদ্রসাপ্তয়ে বো যুষ্মানয়নতার্থং বয়ং গমাম প্রাপ্নুমঃ। কিঞ্চ হে আপঃ। যূয়ং নোঽস্মান্ জনয়থ প্রজোৎপাদনসমর্থান্ কুরুথ গচ্ছতের্লুঙি উত্তমবহুবচনেঽগমামেতি রূপং অডভাব আর্ষঃ বহুলং ছন্দসীতি (পা ২।৪।৭৩) শপোলুর্কি লোটি বা রূপং॥' (মহীধর)

(২০) 'সূর্য্যদেবত্যা ব্রাহ্মী ত্রিষ্টুপ্। এতৈর্মন্ত্রৈ র্যোমহাবীরোঽস্মাভিঃ স্তুতঃ তৎচক্ষুঃ জগতাং নেত্রভূতমাদিত্যরূপং পুরস্তাৎ পূর্ব্বস্যাং দিশি উচ্চরৎ উচ্চরতি উদেতি ইতশ্চ লোপঃ পরস্মৈপদেষ্বিতি (পা ৩।৪।৯৭) ইকারলোপঃ। কীদৃশং তৎ? দেবহিতং দেবৈর্হিতং স্থাপিতং যদ্বা দেবানাং হিতং প্রিয়ং শুক্রং শুক্লং পাপসংস্পর্শরহিতং শোচিষ্মৎ। তস্য প্রসাদাৎ শতং শরদঃ বর্ষাণি বয়ং পশ্যেম শতবর্ষপর্য্যন্তং বয়মব্যাহতচক্ষুরিন্দ্রিয়া ভবেম প্রার্থনায়াং লিঙ্ অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া। শতং শরদঃ জীবেম অপরাধীনজীবনা ভবেম। শতং শরদঃ শৃণুয়াম স্পষ্ট শ্রোত্রেন্দ্রিয়া ভবেম। শতং শরদঃ প্রব্রবাম অস্খলিতবাগিন্দ্রিয়া ভবেম। শতং শরদঃ অদীনাঃ স্যাম নকস্যাপ্যগ্রে দৈন্যং কুর্য্যাম। শতাৎ শরদঃ শতবর্ষোপর্য্যপি ভূয়শ্চ বহুকালং পশ্যেমেত্যাদি যোজ্যং।' (মহীধর)

(২১) 'মম ব্রতে শাস্ত্রবিহিতনিয়মাদৌ তে তব হৃদয়ং মনঃ বৃহতাং মরীচ্যাদীনাং পতি বৃহস্পতিঃ ব্রহ্মা দধাতু ধারয়তু কিঞ্চ মম চিত্তমনু মম চিত্তানুকূলং তে তব চিত্তমস্তু। কিঞ্চ মম বাচং বচনমেকমনা অব্যভিচারিমনোবৃত্তির্জুষস্ব হৃষ্টচিত্তাদরেণ কুরুষ। ত্বা ত্বাং স চ এষ বৃহস্পতির্মহ্যং মদর্থং মাং প্রসাদয়িতুমিত্যর্থঃ। নিযুনক্তু নিয়োজয়তু।'

(পারস্করগৃহ্যসূত্রভাষ্যে ২।২।১৬ জয়রাম)

(২২) 'অথাচার্য্যোঽস্য কুমারস্য দক্ষিণং হস্তং স্বদক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা কো নামাসীত্যাহ ব্রবীতি। এবং আচার্য্যেণ পৃষ্টঃ কুমারঃ আচার্য্যং প্রত্যাহ। অসাবিতি সর্ব্বনামস্থানে আত্মনো নাম গ্রহণং। অমুকোঽহং ভো ইতি। অথৈনং কুমারং প্রতি আচার্য্য আহ কস্য ব্রহ্মচার্য্যসীতি। ভবত ইতি আচার্য্যং প্রতি কুমারেণোচ্চার্য্যমাণে সতি আচার্য্য ইন্দ্রস্য ব্রহ্মচার্য্যসীত্যমুং মন্ত্রং পঠতি। অসাবিত্যস্য স্থানে আমন্ত্রণবিভক্তিযুক্তং কুমারনামগ্রহণং কার্য্যং। স্বনাম প্রথমান্তমিত্যপরে উভয়থা মন্ত্রার্থোপপত্তেঃ। ইন্দ্রস্য প্রজাপতের্ব্রহ্মচারী ত্বমসি। তব চাগ্নিরাচার্য্যঃ প্রথমঃ দ্বিতীয়শ্চাহং তব হে অসৌ অমুকদেবশর্ম্মন্ ব্রহ্মচারিন্।

অথ আচার্য্যং এনং কুমারং ভূতেভ্যঃ প্রজাপতিপ্রভৃতিভ্যঃ পরি পরিতো হরিষ্ট্যৈ রক্ষার্থৈ প্রচ্ছতি। প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামীত্যনেন মন্ত্রেণ। অথৈনং ভূতেভ্যঃ পরিদদাতি প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামীতি শ্রুতত্বাৎ। হে ব্রহ্মচারিন্ প্রজাপতয়ে স্রষ্ট্রে ত্বা ত্বাং পরিদদামি সমর্পয়ামি বিশ্বেভ্যো ভূতেভ্যঃ বিশ্বানি ভূতানি পৃথিব্যাদীনি পঞ্চ তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো দেববিশেষেভ্য ইত্যপৌনরুক্ত্যং কিমর্থং অরিষ্ট্যৈ অহিংসার্থৈ।"

(পারস্কর-গৃহ্যসূত্র ভাষ্য২।২।১৭-২১)

করিয়া তাহাতে 'ব্রহ্মন্নিহোপবিশ্যতাং' এই বলিয়া ব্রহ্মা স্থাপন করিবেন। পরে অগ্নির উত্তরদিকে প্রণীতা প্রণয়ন করিয়া সকৃৎ অচ্ছিন্ন কুশদ্বারা ঈশান কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিপরিস্তরণ করিয়া অগ্নির উত্তরদিকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল যথাক্রমে রাখিয়া দিতে হইবে। এই সকল দ্রব্য যথা—পবিত্রচ্ছেদন তিন, পবিত্র ২টী, প্রোক্ষণী পাত্র, আজ্যস্থালী, চরুস্থালী, সম্মার্জ্জন কুশ ৩টী, উপযমন কুশ ১৩, সমিধ্ ৩, স্রুব, আজ্য, ব্রহ্মদক্ষিণা, এবং অপর ৩টী সমিধ্।

পরে ঐ পবিত্র হইতে একটী পবিত্র লইয়া পবিত্রচ্ছেদন-কুশ দ্বারা ছেদন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রে দিতে হইবে, এবং তাহাতে প্রণীতাজল রাখিয়া বামহস্ততলে প্রোক্ষণী পাত্র রাখিবে, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ঐ জল লইয়া কতিপয় প্রোক্ষণী জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অন্য পাত্র সকল প্রোক্ষণ করিবেন। পরে প্রণীতা দক্ষিণে অসঞ্চরে প্রোক্ষণী পাত্র স্থাপন করিতে হইবে। পরে আচার্য্যকে আজ্যস্থালী আত্মসম্মুখে আনিয়া পূর্ব্বাসাদিত আজ্য তাহাতে নিরূপণ করিয়া অগ্নিতে লইয়া গিয়া পর্য্যগ্নিকরণের জন্য জ্বলদগ্নি গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহা আজ্যস্থালীকে তিনবার পরিভ্রমণ করাইয়া হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

তদনন্তর পূর্ব্বাসাদিত স্রুব প্রতাপিত করিয়া সম্মার্জ্জন কুশ দ্বারা মূল হইতে অগ্রপর্য্যন্ত সংমার্জ্জন করিয়া পুনরায় প্রতাপিত করিয়া প্রোক্ষণীর উত্তরদিকে স্থাপিত করিবে। তৎপরে আজ্যস্থালী আপনার সম্মুখে রাখিয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ পবিত্র গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বারা কিঞ্চিৎ ঘৃত উত্তোলন করিয়া ঘৃত অবলোকন করিতে হইবে। তৎপরে প্রোক্ষণীপাত্রস্থিত জল ও উপযমন কুশ সকল বাম হস্তে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বাসাদিত তিনটী সমিধ্ উত্থিত হইয়া অগ্নিতে আহুতি দিতে হইবে। পরে উপবেশন করিয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থিত পবিত্র ও জল লইয়া ঈশানকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্ন্য পর্য্যুক্ষণ করিতে হয়। পরে এই পবিত্র প্রণীতাপাত্রে রাখিয়া প্রোক্ষণীপাত্র সংস্রবার্থ অগ্নির উত্তরদিকে স্থাপন করিবে।

পরে যজমান অন্বারব্ধপূর্ব্বক স্রুব গ্রহণ করিয়া ঘৃত দ্বারা আঘারাজ্যভাগ হোম করিবেন।

হোম যথা—"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ইদমিন্দ্রায়, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে। ওঁ সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়।" এইরূপে হোম করিয়া স্রুব সংলগ্ন হবিঃশেষ প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপিত করিবে।

তৎপরে সমুদ্ভব নামক অগ্নিস্থাপন করিয়া তাহার পূজা করিতে হয়। তৎপরে মহাব্যাহৃতিহোম, ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং ভুবঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং স্বর্গায়। তৎপরে বিধুনামক অগ্নিস্থাপন করিয়া সকল করিতে হইবে। 'ওঁ ত্বন্নো অগ্নে' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম করিতে হয়। তৎপরে প্রাজাপত্যহোম,—'ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে।' তৎপরে সংস্রব প্রাশ ও আচমন করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা দিতে হইবে।

তদনন্তর গুরু মাণবককে জিজ্ঞাসা করিবেন, ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসি। পরে মাণবক বলিবেন, ওঁ ব্রহ্মচার্য্যস্মি। আবার গুরু বলিবেন, ওঁ অপোঽশান: কর্ম্ম কুরু, মাণবক বলিবেন ওঁ অপোঽশ্নামি। "ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ" ইহাতে মাণবক বলিলেন, "ওঁ ন স্বপামি।" "ওঁ কর্ম্ম কুরু" গুরুর এই বাক্যে মাণবক "ওঁ করবাণি" এই উত্তর দিবেন। ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ, ওঁ ন স্বপামি, ওঁ বাক্যং যচ্ছ, ওঁ যচ্ছামি। ওঁ সমিধমাধেহি, ওঁ আদধামি। আচার্য্যের ঐ সকল প্রশ্নে মাণবক ঐরূপ উত্তর দিবেন।

পরে মাণবক অগ্নির উত্তরদিকে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণপাদ এবং বাম হস্ত দ্বারা বামপাদ ধারণ করিলে গুরু তাহাকে গায়ত্রী দিবেন। এই গায়ত্রী পাদাবচ্ছেদদ্বারা পড়াইবেন, প্রথমে "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ" (যজুঃ ৩৬।৩) তৎপরে "ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি।" (৩।৩৫) তৎপরে "ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ" (৩।৩৫) এইরূপে গায়ত্রী দিবেন। তৎপরে সমগ্র গায়ত্রী পাঠ করাইবেন।

তৎপরে সমিদাধান করিতে হইবে। প্রথমে মাণবক দক্ষিণহস্তে এই মন্ত্রে অগ্নিপরিসমূহন করিবেন। মন্ত্র—"ওঁ অগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু, যথা—ত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবা অসি, এবমাং সুশ্রবঃ সৌশ্রবসং মা কুরু। যথা ত্বমগ্নে দেবানাং যজ্ঞস্য নিধিপোঽস্যেবমহং মনুষ্যাণাং বেদস্য নিধিপো ভূয়াসং।"

(পারস্করগৃহ্য ২।৪।২)

তৎপরে মাণবক জল দ্বারা ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নিপর্য্যুক্ষণ করিবেন। পরে উপস্থিত হইয়া নিম্ন মন্ত্রে একটী সমিধ্ আধান করিবেন। মন্ত্র—'ওঁ অগ্নয়েসমিধ মাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে, যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যসি।[২০] এবমহমায়ুষা মেধয়া বর্চসা প্রজয়া পশুভি র্ব্রহ্মবর্চসেন সমিন্ধে জীবপুত্রো

(২০) 'হে দেবাঃ ইমাং সমিধমগ্নয়ে অগ্ন্যর্থং অহার্ষং আহৃতবানস্মি। কিম্ভূতায়। বৃহতে পরিপূর্ণায় জাতবেদসে জাতং বেদো ধনং যস্মাৎ তস্মৈ সমিদ্ধে দীপ্যো। অনিরাকরিষ্ণু অক্রপদিষ্টধর্ম্মাভবিস্মরণশীলঃ ব্রহ্মবর্চসী যাবমাদিভোজ্যোমুক্তঃ। স্থিরং স্পষ্টং।' (পারস্করগৃহ্যসূত্রভাষ্যে ২।৪।৩ অবতার)

মমাচার্য্যো মেধাবাহমসাত্তনিরাকরিষ্ণু র্যশস্বী তেজস্বী ব্রহ্মবর্চ্চস্ব্যন্নাদো ভূয়াসং স্বাহা"। (পারস্করগৃহ্যসূত্র ২।৪।৩) ইদমগ্নয়ে।

তৎপরে পরিসমূহনাদিক্রমে অপর সমিধত্রয় অগ্নিতে আহুতি দিয়া করদ্বয় অগ্নিতে প্রতাপিত এবং স্বীয় মুখ নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া মার্জ্জনা করিতে হইবে। মন্ত্র—'ওঁ তনূপা অগ্নেঽসি তন্বং মে পাহি। আয়ুর্দ্দা অগ্নেঽস্যায়ুর্মে দেহি। বর্চ্চোদা অগ্নেঽসি বর্চো মে দেহি, অগ্নে যন্মে তন্বা ঊনং তন্মে আপৃণ[২৪]।

(শুক্ল যজুঃ ৩।১৭)

'ওঁ মেধাং মে দেবঃ সবিতা আদধাতু, মেধাং মে দেবী সরস্বতী আদধাতু, মেধামশ্বিনৌ দেবা বাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ[২৫]।'

(পারস্করগৃহ্য ২।২।৮)

'ওঁ অঙ্গানি মে আপ্যায়ন্তাং তথা মুখং ওঁ বাক্‌চ আপ্যায়তাং নাসিকে একৈকশঃ ওঁ নাসিকাচ আপ্যায়তাং ওঁ প্রাণশ্চ আপ্যায়ন্তাং, তথা একৈকশশ্চক্ষুষী, চক্ষুশ্চ মে আপ্যায়তাং। তথা একৈকশঃ কর্ণৌ, ওঁ শ্রোত্রঞ্চ আপ্যায়তাং। তথা সর্ব্বাঙ্গং, ওঁ যশোবলঞ্চ আপ্যায়তাং।' মাণবক তৎপরে অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা ভস্মের তিলক করিবেন।

(ললাটে)—"ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।" (গ্রীবাতে) "ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং।" (দক্ষিণাংসে)—"ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং।" (হৃদয়ে)—"তন্মে অস্ত ত্র্যায়ুষং।" (শুক্লযজুঃ ৩।৬২)

তদনন্তর মাণবক ভিক্ষা করিবেন। প্রথমে মাতার নিকট 'ওঁ ভবতি! ভিক্ষাং দেহি' এই বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন, তৎপরে মাতৃবন্ধু অপর স্ত্রীলোকদিগের নিকট ভিক্ষা করিবেন। 'ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি' ইহা বলিয়া পিতার নিকট, তৎপরে পিতৃবন্ধুদিগের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। এই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য যাহা পাইবেন, তাহা আচার্য্যকে দিবেন। গুরু শিষ্যকে শান্তি ও আশীর্ব্বাদাদি করিবেন।

ব্রহ্মচারী মৌনীভাবে সমস্ত দিন থাকিয়া সায়ং সন্ধ্যা করিয়া পূর্ব্ববৎ সমিদাধান ও অক্ষারলবণযুক্ত হবিষ্য ভোজন করিবেন।

বেদারম্ভ।—উপনয়নের পর বিশুদ্ধ দিনে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করা হইলে আচার্য্য মাণবককে আপনার সমীপে উপবেশন করাইয়া অগ্নিস্থাপন করিবেন। (অধুনা ইহা উপনয়নের দিনই হইয়া থাকে।)

আচার্য্য যথাবিধি অগ্নিস্থাপনের পর আঘার-আজ্যভাগ অগ্নিতে হোম করিয়া 'অগ্নে ত্বং সমুদ্ভবনমাসি' এইরূপে সমুদ্ভব নামে অগ্নি স্থাপন ও তাহার পূজা করিয়া বেদাহুতি হোম করিবেন। 'ওঁ পৃথিব্যৈ স্বাহা, ইদং পৃথিব্যৈ, ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে, ইতি ঋগ্‌বেদে। 'ওঁ অন্তরীক্ষায় স্বাহা, ইদমন্তরীক্ষায়, ওঁ বায়বে স্বাহা, ইদং বায়বে।' ইতি যজুর্ব্বেদে। 'ওঁ দিবে স্বাহা, ইদং দিবে, ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়।' ইতি সামবেদে। 'ওঁ দিগ্‌ভ্যঃ স্বাহা, ইদং দিগ্‌ভ্যঃ। ওঁ চন্দ্রমসে স্বাহা, ইদং চন্দ্রমসে' ইত্যথর্ব্ববেদে।

'ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ইদং ব্রহ্মণে, ওঁ ছন্দোভ্যঃ স্বাহা, ইদং ছন্দোভ্যঃ। ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা, ইদং দেবেভ্যঃ। ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা ইদং ঋষিভ্যঃ। ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ স্বাহা, ইদং শ্রদ্ধায়ৈ। ওঁ মেধায়ৈ স্বাহা, ইদং মেধায়ৈ। ওঁ সদসস্পতয়ে স্বাহা, ইদং সদসস্পতয়ে ওঁ অনুমতয়ে স্বাহা, ইদমনুমতয়ে।' তৎপরে অন্বারম্ভ এবং মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হইবে। 'ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদং ভূঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং ভুবঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়।'

তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত হোম ও প্রাজাপত্য হোম। 'ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে। ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে।'

তৎপরে সংস্রব প্রাশন ও আচমন করিয়া ব্রহ্মদক্ষিণা দিতে হয়। তদনন্তর মাণবক গুরুর অগ্রে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ ও বাম হস্ত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ ও বাম পাদ ধারণ করিলে পর ওঁকার ও ব্যাহৃতিপূর্ব্বক বেদ অধ্যাপনা করাইবেন। প্রথমবার পদাবচ্ছেদে, দ্বিতীয়বার অর্দ্ধাবচ্ছেদে, তৃতীয়বারে সমগ্র ঋক্ পাঠ করাইবেন।

(২৪) 'অথ যজুংষি চত্বার্য্যাগ্নেয়দেবত্যানি। হে অগ্নে! ত্বং স্বভাবত এব তনূপা অসি। অগ্নিহোত্রিশরীরিণাং পালকোঽসি। তনূ পাতি পালয়ত্যাঁচ তনূপাঃ। উদরাগ্নৌ সত্যয়ে জাগে শরীরপালনমতো মে মম তন্বং শরীরং পাহি পালয়। হে অগ্নে! ত্বং আয়ুর্দ্দা অসি আয়ুষো দাতা ভবসি। অতো মে মা আয়ুর্দেহি। অপমৃত্যুপরিহারেণ। যাবৎকালং বপুর্যুদগ্নয়েয়োঽন্নমুপলভ্যতে তাবন্ন ম্রিয়ত ইতি প্রসিদ্ধং। হে অগ্নে! ত্বং বর্চ্চোদা অসি বর্চ্চসো দাতাসি। অতো মে বর্চো দেহি। বৈদিকানুষ্ঠানপ্রযুক্তং তেজো বর্চঃ। যদর্শনাদেব যং নয়ং ব্রাহ্মণঃ বিদ্বাংস্তপস্বীতি জনতীতি বুদ্ধির্নৃণাং ভবতি কিঞ্চ হে অগ্নে! যে মম তন্বা মদীয়শরীরস্য যদঙ্গং চক্ষুরাদিরূপং ঊনং দৃষ্টিপাটবাদিরহিতং তদঙ্গং মে আপৃণ সমন্ততঃ পূরয়।' (শুক্ল যজুর্ভাষ্যে ৩।১৭ মহীধর)

(২৫) 'দেবো হ্যতিমান্ সবিতা সূর্য্যো মে মহ্যং মেধাং ধারণাবতীং বুদ্ধিং তথা দেবী দীপ্যমানা সরস্বতী মেধাং সাকাঙ্ক্ষয়াহৃতয়োরাদধাত্বিত্যধ্যাহারঃ। তথা দেবৌ কান্তৌ অশ্বিনৌ দস্রৌ মে মহ্যং মেধাং আধত্তাং সম্পাদয়তাং।'

(পারস্করগৃহ্যসূত্রভাষ্য ২।২।৮ জয়রাম)

ঋগ্‌ যথা—'ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমং।' (ঋক্‌ ১।১।১)

যজুঃ যথা—'ওঁ ইষে ত্বা ঊর্জ্জে ত্বা বায়ব স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণ।' (শুক্লযজুঃ ১।১)

সাম যথা—'ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি।' (সাম ১।১।১)

"ওঁ শংনো দেবী রভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভিস্রবন্তু নঃ।" (ঋক্‌ ১০।৯।৪)

পরে আচার্য্য শান্তি ও আশীর্ব্বাদ করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন।

গুরুগৃহে বেদাধ্যয়নাদির পর সমাবর্ত্তন করিতে হয়। কিন্তু অধুনা উপনয়নের দিনই সমাবর্ত্তন হইয়া থাকে। কেবল ব্রহ্মচারী তিন দিন বা ৭ দিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন। তাহার পর দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন। [সমাবর্ত্তনের বিষয় সমাবর্ত্তন শব্দে দেখ]

সামবেদীয় উপনয়ন পদ্ধতি।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের পর পিতা নিজে অথবা নিজে অসমর্থ হইলে একজন ব্রাহ্মণকে আচার্য্যরূপে বরণ করিবেন। অথবা জ্ঞাতি বা মাতুল প্রভৃতিও আচার্য্য হইতে পারেন।

পিত্রাদি যে কেহ আচার্য্য হইবেন, তিনি প্রথমে সমুদ্ভব নামক অগ্নি সংস্থাপন করিয়া বিরূপাক্ষ জপ পর্য্যন্ত কুশণ্ডিকা যথানিয়মে সম্পন্ন করিবেন। যাহার উপনয়ন হইবে, তাহাকে মাণবক কহে। মাণবককে প্রাতঃকালে ভোজন করাইয়া শিখার সহিত মস্তক মুণ্ডন ও পরে স্নান করাইয়া কুণ্ডলাদি দ্বারা অলঙ্কৃত এবং ক্ষৌম বসন, ক্ষৌমবসনাভাবে শুক্ল এবং অখণ্ড কার্পাস বস্ত্র পরাইবে এবং আর একখানি বস্ত্রদ্বারা তাহাকে ঢাকিয়া বসাইবে। এই সময় আচার্য্য প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্‌ অমন্ত্রক অগ্নিতে আহুতি দিয়া ব্যস্ত-সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। এই হোম নিম্নোক্তরূপে করিতে হয়। যথা—'প্রজাপতির্ঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দো অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।' "ওঁ ভূঃ স্বাহা" 'প্রজাপতির্ঋষি রুষ্ণিক্‌চ্ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ' "ওঁ ভুবঃ স্বাহা," 'প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ' "ওঁ স্বঃ স্বাহা," 'প্রজাপতির্ঋষি র্বৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দেবতা ব্যস্ত-সমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ' "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা" পরে আচার্য্য নিম্নোক্ত পাঁচটী মন্ত্রে ৫টী আহুতি দিবেন। 'অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-চন্দ্র-প্রজাপতয়ো দেবতাঃ উপনয়নাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ' (গোভিলগৃহ্য০ ২।১০।৯)

১। "ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যাস মিদ মহ মনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা।" (মন্ত্রব্রাহ্মণ ১।৬।৯)

২। "ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং, তেনর্দ্ধ্যাস মিদ মহ মনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা।" (মন্ত্রব্রাহ্মণ ১।৬।১০)

৩। "ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং, তেনর্দ্ধ্যাসমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা।"(১।৬।১১)

৪। "ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং, তেনর্দ্ধ্যাস মিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা।" (ম০ ব্রা০ ১।৬।১২)

৫। "ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যাসমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি স্বাহা॥" (ম০ব্রা০ ১।৬।১৩)

এইরূপে আজ্যাহুতি দ্বারা হোম করিয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে আচার্য্য উদগগ্র কুশে প্রাঙ্মুখ হইয়া ঊর্দ্ধভাবে অবস্থান করিবেন। এই সময় মাণবক অগ্নি ও আচার্য্যের মধ্যস্থলে কৃতাঞ্জলিপুটে আচার্য্যাভিমুখ হইয়া উদগগ্র কুশে ঊর্দ্ধভাবে অবস্থান করিবে। এই সময় মাণবকের দক্ষিণদিক্‌ হইতে কোন মন্ত্রবান্‌ ব্রাহ্মণ মাণবক ও আচার্য্যের হস্তাঞ্জলি উদক দ্বারা পূরণ করিবেন। পরে আচার্য্য এই উদকাঞ্জলি অবলোকন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিবেন।

'প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দো অগ্নিবায়ুসূর্য্যচন্দ্রাদয়ো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকং প্রেক্ষমাণস্য জপে বিনিয়োগঃ।' (গোভিলগৃ০ ১।৬।১৪)

"ওঁ আগন্ত্রা সমগন্‌ মহি প্র সুমর্ত্ত্যং যুবোতন। অরিষ্টাঃ সঞ্চরেমহি স্বস্তি চরতাদয়ং॥" (মন্ত্রব্রাহ্মণ ১।৬।১৪)

পরে আচার্য্য উদকাঞ্জলি হইয়া উদকাঞ্জলিযুক্ত মাণবককে এই মন্ত্রপাঠ করাইবেন। 'প্রজাপতি র্ঋষির্মাচার্য্যো দেবতা উপনয়নে মাণবকবাচনে বিনিয়োগঃ।' (গোভিল ২।১০।২১) "ওঁ ব্রহ্মচর্য্য মাগামুপমানয়স্ব॥" (মন্ত্রব্রা০ ১।৬।১৬)

তৎপরে আচার্য্য মাণবককে নিম্নোক্ত মন্ত্রে নাম জিজ্ঞাসা করিবেন।

'প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা আচার্য্যব্রহ্মচারিণোর্বচনপ্রতি-বচনে বিনিয়োগঃ।' (গোভিল ২।১০।২২)

"ওঁ কো নামাসি।" (ম০ব্রা০ ১।৬।১৭)

তৎপরে মাণবক নিম্ন মন্ত্রে দেবতাশ্রয়, গোত্রাশ্রয় বা নক্ষত্রা-শ্রয় করিবেন, "অসৌ নামাস্মি।" (ম০ব্রা০ ১।৬।১৮) অর্থাৎ হে গুরো! আমার এই নাম। ইহা বলিবেন।

তৎপরে আচার্য্য ও মাণবক উভয়েই উদকাঞ্জলি পরিত্যাগ

করিবেন। পরে আচার্য্য দক্ষিণ পাণিদ্বারা মাণবকের সাঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণপাণি এই মন্ত্র দ্বারা গ্রহণ করিবেন।

'প্রজাপতির্ঋষিঃ সবিত্রাশ্বিপূষাণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকহস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ।'

"ওঁ দেবস্য তে সবিতুঃ প্রসবে অশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যাং হস্তং গৃহ্লামি" (ম০ব্রা০১।৬।১৮) 'অমুক দেবশর্ম্মন্নিতি' এই বলিয়া মাণবকের নাম বলিবেন।

পরে আচার্য্য এইরূপে মাণবকের হস্ত গ্রহণ করিয়া নিম্ন মন্ত্রে জপ করিবেন।

'প্রজাপতির্ঋষিরগ্ন্যাদয়ো দেবতা উপনয়নে মাণবক-হস্তাচার্য্যজপে বিনিয়োগঃ।' 'ওঁ অগ্নিষ্টে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ অর্য্যমা হস্তমগ্রহীৎ মিত্রস্ত্বমসি কর্ম্মণা অগ্নিরাচার্য্যস্তব।" তৎপরে আচার্য্য মাণবককে নিম্ন মন্ত্রে প্রদক্ষিণ ক্রমে ভ্রমণ করাইয়া পূর্ব্বাভিমুখ করিবে।

'প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা উপনয়নে মাণবকস্যা-বর্ত্তনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যস্যাবৃত্রমন্বাবর্ত্তস্ব শ্রী অমুক দেব-শর্ম্মন্নিতি' এই বলিয়া মাণবকের নাম বলিবেন। পরে আচার্য্য প্রথমে মাণবকের দক্ষিণস্কন্ধ ও তৎপরে নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।

'প্রজাপতির্ঋষিরন্তাস্তয়ো দেবতে উপনয়নে ব্রহ্ম-চারিনাভিদেশস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।' "ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থি-রসি মা বিস্রসোঽন্তক ইদং তে পরিদদামি" (ম০ ব্রা০ ১।৬।২০) অমুকদেবশর্ম্মাণং এই বলিয়া মাণবকের নাম উচ্চারণ করিবেন।

পরে আচার্য্য মাণবকের নাভির উপরিভাগে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্পর্শ করিবেন।

"প্রজাপতির্ঋষির্ব্বায়ুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিনাভ্যুপরি-স্পর্শনে বিনিয়োগঃ।' "ওঁ অহুর ইদং তে পরিদদামি" (ম০ ব্রা০ ১।৬।২১) 'শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং' এই বলিয়া মাণবকের নাম বলিবেন। পুনরায় আচার্য্য মাণবকের হৃদয়দেশ এই মন্ত্রে স্পর্শ করিবেন।

'প্রজাপতির্ঋষিঃ কৃশানুর্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিহৃদয়-স্পর্শনে বিনিয়োগঃ।' "ওঁ কৃশন ইদং তে পরিদদামি" (ম০ব্রা০ ১।৬।২২) 'শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণং' এই বলিয়া মাণবকের নাম বলিতে হইবে। পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচার্য্য মাণবকের দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবেন।

'প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-দক্ষিণস্কন্ধস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।' "ওঁ প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি" (ম০ ব্রা০ ১।৬।২৩) শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মন্' এই বলিয়া মাণবকের বামস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবেন।

'প্রজাপতি ঋষিঃ সবিতা দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি বাম-স্কন্ধ-স্পর্শনে বিনিয়োগঃ। "ওঁ দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি" (ম০ ব্রা০ ১।৬।২৪) 'শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মন্' এই বলিয়া মাণবকের নাম বলিবেন।

পরে আচার্য্য এই মন্ত্র দ্বারা মাণবককে সম্বোধন করিবেন—

'প্রজাপতির্ঋষির্জগতীচ্ছন্দো ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিসম্বোধনে বিনিয়োগঃ।' "ওঁ ব্রহ্মচার্য্যসৌ" (ম০ ব্রা০ ১।৬।২৫) অসৌ স্থলে সম্বোধনান্ত ব্রহ্মচারীর নাম বলিবেন। পরে আচার্য্যসম্বোধিত ব্রহ্মচারীকে নিম্ন মন্ত্রে প্রেরণ করিবেন।

প্রজাপতির্ঋষি ব্রহ্মচারী দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারী প্রৈষ্যে বিনিয়োগঃ। "ওঁ সমিধমাধেহি। ওঁ অপোঽশান কর্ম্ম কুরু। ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ।" (ম০ ব্রা০ ১।৬।২৬) ব্রহ্মচারী 'বাঢ়ম্' বলিবেন।

তৎপরে ব্রহ্মচারীকে আচার অনুসারে কৌপীন পরিধান করাইবেন। তৎপরে আচার্য্য অগ্নির উত্তর দিকে গমন করিয়া উদগগ্র কুশে পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করিবেন। পরে মাণবক পাতিতদক্ষিণ-জানু হইয়া উদগগ্র কুশে আচার্য্যের অভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবেন। পরে আচার্য্য এই মাণবককে ত্রিপ্রদক্ষিণা ত্রিবৃতা মুঞ্জমেখলা পরিধাপন করা-ইয়া এই মন্ত্র দুটী পাঠ করাইবেন।

'প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ছন্দো মেখলা দেবতা উপনয়নে মেখলা-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ।'

"ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুনতী ম আগাৎ। প্রাণাপানাভ্যাং বলমাহরন্তী স্বসা দেবী সুভগা মেখলেয়ং।
ওঁ ঋতস্য গোপ্ত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ। সা মা সমন্তমভি পর্য্যেহি ভদ্রে ধর্ত্তারস্তে মেখলে মা রিষাম।"

(ম০ ব্রা০ ১।৬।২৭-২৮)

তৎপরে আচার্য্য যজ্ঞোপবীত কৃষ্ণসারাজিনসহিত মাণ-বককে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ধারণ করাইবেন।

'প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বেদেবা দেবতা উপ-নয়নে যজ্ঞোপবীতদানে বিনিয়োগঃ। "ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনহ্যামি।" 'প্রজাপতি ঋষিঃ শক্বরী-চ্ছন্দো হ্যজিনং দেবতা উপনয়নে অজিনপরিধাপনে বিনিয়োগঃ' "ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্ধরুণং বলীয়স্তেজো যশস্বী স্থবিরং সমৃদ্ধং। অনাহনস্য বসনং জরিষ্ণুপরীদং বাজ্যজিনং দধেহং।"

পরে মাণবক আচার্য্যের উপসন্ন অর্থাৎ খুব নিকটে বসিবেন।

'প্রজাপতির্ঋষিরাচার্য্যো দেবতা আচার্য্যামন্ত্রণে বিনি-

য়োগঃ "ওঁ অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং।" আচার্য্য এইরূপ প্রশ্ন করিলে মাণবক বলিবেন,—"যে ভবাননুব্রবীতু।" পরে আচার্য্য উপসন্ন মাণবককে প্রথমে গায়ত্রী পাদ পাদ, পরে অর্দ্ধ অর্দ্ধ, তদনন্তর সমগ্র গায়ত্রী অধ্যাপন করাইবেন।

'বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। "ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং" এই প্রথম পাদ, পরে "ওঁ ভর্গো দেবস্য ধীমহি" এই দ্বিতীয় পাদ, "ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এই তৃতীয় পাদ; "ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি" এই পূর্ব্বার্দ্ধ, পরে "ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এই উত্তরার্দ্ধ, তৎপরে "ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" (ম০ ব্রা০ ১।৬।২৯) এই পূর্ণ গায়ত্রী তিনবার পাঠ করাইবেন। তৎপরে আচার্য্য মাণবককে মহাব্যাহৃতি পৃথক্ পৃথক্ এবং ওঁকার পূর্ব্বক, ওঁকারান্ত ও ওঙ্কার পুটিত করিয়া অধ্যাপনা করাইবেন।

যথা—'প্রজাপতি ঋষির্গায়ত্রী ছন্দো অগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ।' ওঁ ভূঃ। প্রজাপতি ঋষিরুষ্ণিকৃচ্ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ। প্রজাপতি ঋষিরনষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিপাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ।' পরে আচার্য্য মাণবককে সপ্রণবব্যাহৃতিক এবং প্রণবান্ত গায়ত্রী অধ্যাপনা করাইবেন।

পরে আচার্য্য মাণবকের পরিমাণানুরূপ বৈব বা পালাশ একটী দণ্ড মাণবককে দিয়া তাঁহাকে এই মন্ত্র পড়াইবেন।

'প্রজাপতির্ঋষিঃ পঙ্‌ক্তিছন্দো দণ্ডাগ্নী দেবতে উপনয়নে মাণবকদণ্ডার্পণে বিনিয়োগঃ।'

"ওঁ সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু যথা ত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবাঃ। দেবেষেবংমহং সুশ্রবঃ সুশ্রবা ব্রাহ্মণেষু ভূয়াসং"(ম০ব্রা০১।৬।৩১)

অনন্তর ব্রহ্মচারী দণ্ড গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা করিবে। প্রথমে মাতার নিকট ভিক্ষা করিতে হয়। মাতাকে কহিবে,—'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' এই বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে। দণ্ডাগ্রে ভিক্ষার একটী ঝুলি থাকিবে। মাতা প্রথমে যথাসাধ্য ভিক্ষা দিবেন। এই ভিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মাণবক 'স্বস্তি' এই বাক্য বলিবেন। তৎপরে মাতৃবন্ধু এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকের নিকট পূর্ব্বোক্তরূপে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন।

এইরূপে স্ত্রীদিগের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া পিতার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। 'ভবন্ ভিক্ষাং দেহি' এইরূপে প্রার্থনা করিবেন, পরে পিতা ভিক্ষা দিলে ব্রহ্মচারী স্বস্তি বলিয়া উহা গ্রহণ করিবেন। তৎপরে পিতৃবন্ধুপ্রভৃতি অন্যান্য পুরুষের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। ব্রহ্মচারী ভিক্ষালব্ধ বস্তু আচার্য্যকে দিবেন।

তৎপরে আচার্য্য এই সময় পূর্ব্বের ন্যায় ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়া প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিবেন। এই সময় যদি পিতা আচার্য্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কর্ম্মকারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হইবে, এবং যদি অন্য ব্যক্তি আচার্য্য বৃত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও দক্ষিণা দিতে হইবে।

ব্রহ্মচারী এই সময় পূত হইয়া এই স্থানে দিনান্ত পর্য্যন্ত বাগ্‌যত হইয়া অবস্থান করিবেন। তৎপরে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া সমুদ্ভব নামক অগ্নিসংস্থাপন করিয়া "ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্," এই মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তরক্রমে উদকাঞ্জলি সেক ও অগ্নিপর্য্যুক্ষণ করিয়া সমিধ্ হোম করিতে হইবে। প্রথমে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধত্রয় গ্রহণ করিয়া প্রথম এবং শেষ এই দুইটী সমিধ্ তূষ্ণীম্ভাবে আহুতি দিবে। কেবল মধ্য সমিধ্ এই মন্ত্রে দিতে হইবে।

মন্ত্র যথা—

'প্রজাপতি ঋষিরগ্নির্দেবতা সায়মগ্নৌ সমিদ্দানে বিনিয়োগঃ।'

"ওঁ অগ্নয়ে সমিধমাহার্ষং বৃহতে জাতবেদসে। যথা ত্বমগ্নে সমিধা সমিধ্যস্ব এবমহমায়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভি র্ব্রহ্মবর্চ্চসেন ধনেনান্নাদ্যেন সমেধিষীয় স্বাহা।"

তৎপরে কর্ম্মশেষোক্ত বিধি দ্বারা পুনরায় অগ্নিপর্য্যুক্ষণোপক্রম দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তরক্রমে উদকাঞ্জলি সেক করিবে।

তৎপরে 'ব্রহ্মচারী অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাহং ভোঃ অভিবাদয়ে।' এইরূপে অগ্নিকে অভিবাদন করিয়া 'ওঁ ক্ষমস্ব' ইহা বলিয়া অগ্নিকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ধ্যা অতীত হইলে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ক্ষারলবণ বর্জ্জন করিয়া এবং সম্ভৃত চরুশেষ উদক দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া 'ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' এই বলিয়া অপোশান করিয়া মধ্যমা, অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ এই ত্রিপর্ব্ব দ্বারা অন্ন গ্রহণ করিয়া "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহ ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা।" এইরূপে পঞ্চাহুতি দ্বারা অন্ন ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে ভোজনপাত্র বামহস্তে ধারণ করিয়া বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে। ভোজনাবসানে 'ওঁ অমৃতপিধানমসি স্বাহা' এই বলিয়া পুনরায় অপোশান করিয়া আচমন করিবে।

এই অগ্নিকার্য্য সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতে

এই দুই সময়ই করিতে হয়। ভোজন যাবজ্জীবন এই নিয়মানুসারে করিতে হইবে।

যজ্ঞোপবীতের চতুর্থ দিনে সাবিত্রীচরুহোম করিতে হয়। অধুনা বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থলে এই সমস্তই উপনয়নের দিনে হইয়া থাকে।

অথর্ব্ববেদীয় উপনয়নপদ্ধতি।

অথর্ব্ববেদীয় কৌশিকসূত্র, দারিলকৃত তদ্ভাষ্য, সায়ণাচার্য্য কৃত অথর্ব্বসংহিতাভাষ্য ও কেশবকৃত অথর্ব্বপদ্ধতি অনুসারে অথর্ব্ববেদীয় উপনয়নপদ্ধতি লিখিত হইল :—

উপনয়ন হইবার পূর্ব্বদিন মাণবকের পিত্রাদি সংযত ভাবে অবস্থানপূর্ব্বক তৎপর দিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবেন, অতঃপর গৌর্য্যাদি ষোড়শ-মাতৃকার পূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি সমাধান্তে ব্রাহ্মণ ও মাণবককে ভোজন করাইবেন। উপনয়ন-ক্রিয়ায় প্রথমতঃ মাণবকের ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা করিতে হয়। ক্ষৌরকর্ম্ম করিবার জন্য সম্মুখে একটী জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাহা অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে।

"আয়মগন্ৎ সবিতা ক্ষুরেণোষ্ণেন বায় উদকে নহি।
আদিত্যা রুদ্রা বসব উন্দন্তু সচেতসঃ সোমস্য রাজ্ঞো
বপত প্রচেতসঃ॥" (অথর্ব্ব° ৬।৬৮।১)

অনন্তর "আয়মগন্" এই মাত্র বলিয়া ক্ষুর মার্জ্জন করিবে। "উষ্ণেন বায়ো" এই মন্ত্রাংশ উচ্চারণ করিয়া ক্ষৌর জলে অনুমন্ত্রিত করিবে। "আদিত্যা রুদ্রা" এই মন্ত্রাংশ পাঠে মাণবকের মস্তক উষ্ণ জল দ্বারা ক্লেদিত করিবে, "সোমস্য রাজ্ঞো" এই মন্ত্রপাদ পাঠ করিয়া এবং—

"যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্।
তেন ব্রহ্মাণো বপতেদমস্য গোমানশ্ববানয়মস্তু প্রজাবান্॥"

(অথর্ব্ব° ৬।৬৮।২) এই মন্ত্র বলিয়া মাণবকের দক্ষশিখা ব্যতীত সমস্ত কেশ বপন করিবে।

অনন্তর পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশনপূর্ব্বক অগ্নিস্থাপন করিতে হয়। যথাবিধি সংস্থাপিত অগ্নির সম্মুখে উষ্ণোদক সহ শান্ত্যুদক প্রদক্ষিণক্রমে সংস্থাপন করিয়া আচার্য্য তাহাতে যজ্ঞিয় উপকরণাদি আনয়ন করিবেন। পরে বপনান্তে আচার্য্য মাণবককে "ব্রহ্মচর্য্যমাগমমুপমানয়স্ব" এই কথা বলিতে বলিবেন। ব্রহ্মচারী (মাণবক) ঐ কথা বলিলে পর আচার্য্য পুনর্ব্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "কো নামাসি কিংগোত্র ইত্যাবিধি যথানামগোত্রে ভবতস্তথা প্রব্রূহি"

ব্রহ্মচারী বলিবেন—"অমুকশর্ম্মনামাহং অমুকগোত্রোঽহং অমুকপ্রবরোঽহম্।"

এই কথা বলিয়া ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার আচার্য্যকে বলিবেন, "আর্ষেয়ং মা কৃত্বা বস্ত্রমন্তমুপনয়" ।

আচার্য্য বলিলেন,—"আর্ষেয়ং ত্বা কৃত্বা বস্ত্রমন্তমুপনয়ামি।"

এই কথার পর আচার্য্য ব্রহ্মচারীর অঞ্জলিতে নিম্নোক্ত মন্ত্রে জল প্রদান করিবেন "ওঁ ভূর্ভুবঃস্ব র্জনদোম্"। ব্রহ্মচারী আদিত্যকে উদকাঞ্জলি দান করিবেন। পরে আচার্য্য ব্রহ্মচারীর দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিলে ব্রহ্মচারী "এষ ত আদিত্য পুত্রস্তম্মে গোপায়স্ব" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আদিত্য দর্শন করিবেন।

অনন্তর আচার্য্য বাহুগৃহীত ব্রহ্মচারীকে "অপক্রামন্ পৌরুষেয়াদ্বৃণান"—(কৌ° সূ° ৭।৬) এই মন্ত্রে পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করাইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ব্রহ্মচারীর নাভিদেশ সংস্পর্শপূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্র সকল জপ করিবেন।

"অগ্নিন্ বসু বসবো ধারয়ন্ত্বিন্দ্রঃ পূষা বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ।
ইমমাদিত্যা উত বিশ্বে চ দেবা
উত্তরস্মিন্ জ্যোতিষি ধারয়ন্তু॥" (অথর্ব্ব° ১।৯।১)

"বিশ্বে দেবা বসবো রক্ষতেমমুতাদিত্যা জাগৃত যূয়মস্মিন্।
মেমং সনাভিরুত বান্যনাভি-
র্মেমং প্রাপৎ পৌরুষেয়ো বধো যঃ" (অথর্ব্ব ১।৩০।১)

"আ যাতু মিত্র ঋতুভিঃ কল্পমানঃ
সংবেশয়ন্ পৃথিবীমুস্রিয়াভিঃ।
অথাস্মভ্যং বরুণো বায়ুরগ্নি-
র্বৃহদ্রাষ্ট্রং সংবেশ্যং দধাতু॥" (৩।৮।১)

"অমুত্রভূয়াদধি যদ্ যমস্য বৃহস্পতেরভিশস্তেরমুঞ্চঃ।
প্রত্যৌহতামশ্বিনা মৃত্যুমস্মদ্ দেবানামগ্নে ভিষজা শচীভিঃ(৭।৫৩।১)

"আ রভস্বেমামৃতস্য শ্নুষ্টিমচ্ছিদ্যমানা জরদষ্টিরস্তু তে।
অসুং ত আয়ুঃ পুনরা ভরামি রজস্তমো মোপ গা মা প্র মেষ্ঠাঃ॥"
(অথর্ব্ব ৮।২।১)

"প্রাণেন ত্বা দ্বিপদাং চতুষ্পদামগ্নিমিব জাতমভি সং ধমামি।
নমস্তে মৃত্যো চক্ষুষে নমঃ প্রাণায় তেঽকরম্।" (৮।২।৪)
"বিষাসহি" ইত্যাদি (১১।৪।১)

যদি আচার্য্য কার্য্যে ত্বরান্বিত [illegible] অথচ যদি তাঁহার প্রকৃষ্ট কার্য্যশক্তি থাকে, তবে আচার্য্য সপস্থানে পূর্ব্বোক্ত "আ যাতু মিত্র" ইত্যাদি (১১।৪।৩) মন্ত্র জপ করিবেন। অনন্তর "অহং রুদ্রেভিঃ" (৪।৩০) ইত্যাদি মন্ত্র আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে এক এক পাদ পাঠ করাইবেন। পরে আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে আচ্ছাদিত করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিয়া উত্তরপাত্রে বৎসতরীমুখ দর্শন করাইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে বৎসতরী উৎসর্গ করিবেন—

"সমিদ্ধ নো মনসা নেষ গোভিঃ সং সূরিভির্হরিবন্‌ৎসং স্বস্ত্যা।
সংব্রহ্মণা দেবহিতং যদস্তি সং দেবানাং সুমতৌ যজ্ঞিয়ানাম্‌" ॥
(অথর্ব ৭।১০২।২৫)

"সং বর্চসা পয়সা সং তনূভিরগন্মহি মনসা সং শিবেন।
ত্বষ্টা নো অত্র বরীয়ঃ কৃণোত্বনু নো মার্ষ্টু তন্বো যদ্‌ বিরিষ্টম্‌ ॥"
(৬।৫৪।৩)

অনন্তর ব্রহ্মচারী নিম্নোক্ত মন্ত্রে ত্রবৃমুঞ্জা-বিনির্ম্মিত মেখলা গ্রহণ করিবেন। মন্ত্র যথা—

"শ্রদ্ধয়া দুহিতা তপসোধিজাতা স্বস ঋষীণাং ভূতকৃতাং বভূব।
সা নো মেখলে মতিমা ধেহি মেধামথো নো ধেহি তপইন্দ্রিয়ঞ্চ।"
(৬।১৩৩।৪)

"যাং ত্বা পূর্ব্বে ভূতকৃত ঋষয়ঃ পরিবেধিরে।
সা ত্বং পরিষ্বজস্ব মাং দীর্ঘায়ুত্বায় মেখলে ॥" (৬।১৩৪।৫)

পরে আচার্য্য নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করাইয়া মাণবককে মন্ত্রাদিবিহিত যজ্ঞোপবীত দান করিবেন। মন্ত্র যথা—

"পুনর্মৈত্বিন্দ্রিয়ং পুনরাত্মা দ্রবিণং ব্রাহ্মণঞ্চ।
পুনরগ্নয়ো ধিষ্ণ্যা যথাস্থাম কল্পয়ন্তামিহৈব ॥" (৭।৬৮।১)

"ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য যজ্ঞোপবীতেনোপনহ্যামি।"

অতঃপর নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আচার্য্য মাণবককে দণ্ড দান করিবেন। মন্ত্র যথা—

"মিত্রাবরুণ য়োস্ত্বা হস্তাভ্যাং প্রসূত প্রশিষা প্রতিগৃহ্ণামি'
(কৌ০ সূ০ ৫৬.৩)

"শ্যেনোঽসি গায়ত্রচ্ছন্দা অনু ত্বা রভে।
স্বস্তি মা সং বহাস্য যজ্ঞস্যোদৃচি স্বাহা।" (৬।৪৮।১)

পরে ব্রহ্মচারী—"মিত্রাবরুণয়োস্ত্বা হস্তাভ্যাং প্রসূতঃ প্রাশিষা প্রতি গৃহ্ণামি," "সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু" "অবক্রোঽবিথুরোঽহং ভূয়াসং" এবং "শ্যেনোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া দণ্ড গ্রহণ করিবেন। পরে আচার্য্য মাণবককে অমন্ত্রক কৃষ্ণাজিন দান করিবেন।

অনন্তর আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে—"অহং রুদ্রেভিঃ" ইত্যাদি সূক্ত প্রত্যেক ঋক্‌ অনুসারে পাঠ করাইবেন।

অতঃপর মাণবক যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচারি-ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহার অবিঘ্নতাসম্পাদনার্থ আটটী সমিধ লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রসকল পাঠপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা—

"অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তৎসমাপেয়ং তন্মে রাধ্যতাং তন্মে সমৃধ্যতাং মা ব্যনশত্তেন রাধ্যাসং তন্তে প্রব্রবীমি তদুপাকরোমি অগ্নয়ে ব্রতপতয়ে স্বাহা। বায়ো ব্রতপতে। সূর্য্য ব্রতপতে। চন্দ্র ব্রতপতে। আপো ব্রতপত্যো। দেবা ব্রতপতয়ো। বেদা ব্রতপতয়ো। ব্রতানাং ব্রতপতয়ো ব্রতমচারিষং তদশকং তৎসমাপং তন্মে রাদ্ধং তন্মে সমৃদ্ধং তন্মে মা ব্যনশত্তেন রাদ্ধোঽস্মি তদ্বঃ প্রব্রবীমি তদুপাকরোমি ব্রতেভ্যো ব্রতপতিভ্যঃ স্বাহা"। (কৌশিকসূ০ ৫৬০)

অনন্তর আচার্য্য বদ্ধমেখল গৃহীতসমিৎক ব্রহ্মচারীকে যথাবিধি সাবিত্রী অধ্যয়ন করাইবেন এবং সাবিত্রী অধ্যাপনান্তে ব্রহ্মচারীকে আচার উপদেশ দিবেন। যথা—"অপোঽশান ব্রহ্মচারিন্‌ মম চ (নিত্যভোজনকালে) অপোশানকর্ম্ম কুরু। ঊর্দ্ধস্তিষ্ঠন্ (কূপং নিরীক্ষয়েঃ), (মা বৃক্ষারোহণং কুরু) মা দিবা স্বাপ্সীঃ, সমিধমাধেহি।" (কৌ০ সূ০ ৫৬।১২)

ব্রহ্মচারী "বাঢ়ং" এই উত্তর দিবেন। পরে আচার্য্য—"ওঁ অগ্নয়ে ত্বা পরিদদামি ব্রহ্মণে ত্বা পরিদদামি, উদকায় ত্বা পরিদদামি সুবাণায় ত্বা পরি দদামি, শক্রঞ্জয়ায় ত্বা স্বাত্রাণায় ত্বা পরিদদামি মার্ত্তুঞ্জয়ায় ত্বা মার্ত্যবায় পরিদদামি অঘোরায় ত্বা পরিদদামি তক্ষকায় ত্বা বৈশালেয়ায় পরিদদামি হাহাহূহূভ্যাং ত্বা গন্ধর্ব্বাভ্যাং পরিদদামি যোগক্ষেমাভ্যাং ত্বা পরিদদামি, ভয়ায় চ অভয়ায় চ পরিদদামি, বিশ্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ পরিদদামি সর্ব্বেভ্যস্ত্বা দেবেভ্যঃ পরিদদামি বিশ্বেভ্যস্ত্বা ভূতেভ্যঃ পরিদদামি সপ্রজাপতিকেভ্যঃ" (কৌশিকসূ০ ৫৬.১৩) এই বলিয়া ব্রীহি যব ও শালী অভিমন্ত্রিত করিয়া ব্রহ্মচারীর মস্তকে দিবেন। পরে আচার্য্য যথাবিধি অন্যান্য সমস্ত কৃত্য নির্ব্বাহ করিবেন।

অথর্ব্ববেদীয় মেখলা ও দণ্ডাদি সম্বন্ধে নিয়ম,—ব্রাহ্মণের তাম্রমৌঞ্জী মেখলা, ক্ষত্রিয়ের মৌর্ব্বী বা ধনুর্জ্যা এবং বৈশ্যের ক্ষৌমিকী মেখলা হইবে, এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণের পলাশ দণ্ড, ক্ষত্রিয়ের অশ্বত্থ এবং বৈশ্যের ন্যগ্রোধাবরোহ দণ্ড প্রশস্ত।

দণ্ড যদি শীর্ণ ভিন্ন বা নষ্ট হইয়া যায়, তবে অন্য দণ্ড প্রস্তুত করিয়া "মেধিন্দ্রিয়" ইত্যাদি মন্ত্রে পুনরায় ধারণ করিবে। সর্ব্বত্র এই নিয়ম।

বস্ত্র—ব্রাহ্মণের হরিণ বা ঐণেয় বসন, ক্ষত্রিয়ের রৌরব ও পার্ষত বসন এবং বৈশ্যের আজাবিক বসন হইবে। তবে ক্ষৌম শাণ ও কম্বল বস্ত্র ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণই ধারণ করিতে পারিবেন।

ভিক্ষানিয়ম।—ব্রাহ্মণকুমার বলিবেন—"ভবতি ভিক্ষাং দেহি", ক্ষত্রিয়বালক বলিবেন,—ভিক্ষাং ভবতী দদাতু" এবং বৈশ্যবালক বলিবেন,—"দেহি ভিক্ষাং ভবতি"

মাতা ভিক্ষা দান করিলে সকলেই "ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

ব্রাহ্মণ সপ্ত কুলে ভিক্ষা করিবেন। ক্ষত্রিয় তিন কুলে এবং

ভৈক্ষ দুই কুলে ভিক্ষাচরণ করিবেন, স্তেন অর্থাৎ চোর ও পতিত ব্যক্তির গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গ্রামের অন্ত সমস্তের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

ব্রহ্মচারী মাতা প্রভৃতির নিকট ভিক্ষা লইয়া ভিক্ষালব্ধ সমস্ত বস্তুই অগ্রে আচার্য্যকে দান করিবেন। আচার্য্য শিষ্যের ভৈক্ষ্য গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন। অতঃপর আচার্য্য যথাবিহিত সমস্ত অগ্নিকার্য্য সমাধা করিবেন। [বিশেষ বিবরণ অথর্ব্ববেদীয় কৌশিকসূ০ ও কেশবপদ্ধতি দ্রষ্টব্য]

যজ্ঞোপাসক (পুং) ১ যজ্ঞপূজাকারী। ২ যজ্ঞকারী।

যজ্য (ত্রি) যজনের যোগ্য।

যজ্যু (ত্রি) যজতীতি-যজ্ (যজিমনিশুন্ধিদসিজনিভ্যো যুচ্। উণ্ ৩।২০) ইতি যুচ্। ১ যজুর্ব্বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ। ২ যজমান। "ত্বমগ্নে যজ্যবে পায়ুঃ" (ঋক্ ১।৩১।১৩)

'যজ্যবে যজমানায়' (সায়ণ)

যজ্বন্ (পুং) যজ্ (সুযজোর্ঙ্বনিপ্। পা ৩।২।১০৩) ইতি ঙ্বনিপ্। বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞকারী, যিনি শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন।

"রাজা স যজ্বা বিবুধব্রজত্রা কৃত্বাধ্বরাজ্যোপমরৈব রাজ্যং।"

(নৈষধ ৩।২৪)

যজ্বনাংপতি (পুং) চন্দ্র। (ত্রিকা০)

যজ্বিন্ (ত্রি) যজ্বা [যজ্বন্ দেখ]

যণ (স্ত্রী) সামভেদ। (লাট্যা০ ৭।৩।১১)

যত্, যত্ন। ভ্বাদি০ আত্মনে০ অক০ সেট্। লট্ যততে। লোট্ যততাং। লিট্ যেতে। লুট্ যতিতা। লট্ যতিষ্যতে। লুঙ্ অযতিষ্ট, অযতিষাতাং অযতিষত। সন্ যিযতিষতে। যঙ্ যাযত্যতে। ণিচ্ যাতয়তি। লুঙ্ অযীযতৎ। ক্ত যত।

যত্, ১ নিকার, তিরস্কার। ২ উপস্কার, অলঙ্করণ। চুরাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ যাতয়তি। লুঙ্ অযীযতৎ।

যৎ (অব্য০) হেতু। 'যস্মাৎ' যে হেতু এই অর্থে এই শব্দ প্রযুক্ত হয়।

"অত্র স্থিতা তৃণমদাৎ বহুশো যদেভ্যঃ

সীতা ততো হরিণকৈর্ন বিমুচ্যতে স্ম" (উত্তরচরিত)

যত (ত্রি) যম-ক্ত, মস্ত লুক্। সংযমযুক্ত, সংযমশীল।

যতগির্ (ত্রি) যতা সংযতা গীর্বাক্ যস্য। সংযতবাক্, যাহার বাক্য সংযত।

যতঙ্কর (পুং) যমনকর্ত্তা। (ঋক্ ৫।৩৪।৪ সায়ণ)

যতনীয় (ত্রি) যত্-অনীয়র্। যত্নযোগ্য, যত্নের উপযুক্ত।

যতম (ত্রি) যৎ (বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে ডতমচ্। পা ৫।৩।৯৩) ইতি ডতমচ্। বহুর মধ্যে নির্দ্ধারিত এক। যে স্থলে অনেকের মধ্যে এক জনকে নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহাকে যতম কহে।

"ইহ প্রব্রূহি যতমঃ সোঽগ্নে যো যাতুধানঃ" (ঋক্ ১০।৮৭।৮)

যতর (ত্রি) যৎ (কিং যত্তদোর্নির্দ্ধারণে দ্বয়োরেকস্য ডতরচ্। পা ৫।৩।৯২) ইতি ডতরচ্। দুয়ের মধ্যে নির্দ্ধারিত এক। যখন দুই জনের মধ্যে এক জনকে নির্দ্ধারণ করা যায়, তখন যতর কহে।

যতরশ্মি (ত্রি) সংযতরশ্মি।

যতবাচ্ (ত্রি) যতা বাক্ যস্য। সংযতবাক্যযুক্ত।

যতব্য (ত্রি) প্রযত্নবান্।

যতব্রত (ত্রি) যতং ব্রতং যস্য। সংযমরূপব্রতধারী। যাহারা অতিশয় সংযমশীল।

যতস্ (অব্য০) যদ্ (পঞ্চম্যাস্তসিল্। পা ৫।৩।৭) ইতি তসিল্ তত্তোঽব্যয়ত্বং। হেতু, 'যস্মাৎ' এই পঞ্চমীর অর্থে তসিল্ প্রত্যয় হয়।

"লৌকিকং বৈদিকং বাপি তথাধ্যাত্মিকমেব চ।

আদদীত যতো জ্ঞানং তং পূর্ব্বমভিবাদয়েৎ॥" (মনু ২।১১৭)

যদ্ (ইতরেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা ৫।৩।১৪) ইতি তসিল্। ২ যাহাদ্বারা। ৩ যাহা হইতে। ৪ যাহাতে।

"যতো যতঃ ষট্চরণোঽভিবর্ত্ততে

ততস্ততঃ প্রেরিতবামলোচনা।" (শকুন্তলা ৩ অ০)

যতস্রুচ্ (ত্রি) উদ্যতস্রুক্।

যতাত্মন্ (ত্রি) যত আত্মা যস্য। সংযতচিত্ত, সংযমী।

"যতাত্মনোঽপ্রমত্তস্য দ্বাদশাহমভোজনম্।

পরাকো নাম কৃচ্ছ্রোঽয়ং সর্ব্বপাপাপনোদনঃ॥"

(মনু ১১।২১৬)

যতি (পুং) যততে চেষ্টতে মোক্ষার্থমিতি যৎ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। নির্জ্জিতেন্দ্রিয়গ্রাম, পর্য্যায়—যতী, ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, কর্ম্মন্দী, রক্তবসন, পরিব্রাজক, তাপস, পরাশরী, পারকাঙ্ক্ষী, মস্করী, পারিরক্ষক। (হেম)

যাহারা যতি, অর্থাৎ মোক্ষপরায়ণ, তাহারা অবিমুক্ত ক্ষেত্র বা মুক্তধামে বাস করিবেন।

"অষ্টৌ মাসান্ বিহারস্তু যতীনাং সংযতাত্মনাম্।

একত্র চতুরো মাসানব্দং বা নিবসেৎ পুনঃ॥

অবিমুক্তে প্রবিষ্টানাং বিহারস্তু নবিদ্যতে।

যতিভির্মোক্ষকামৈশ্চ অবিমুক্তং নিষেব্যতে॥ (মৎস্যপু০ ১৮৩ অ০

মনু বলেন, দ্বাতক দ্বিজ যথাশাস্ত্র গৃহস্থাশ্রমধর্ম্ম সমাপন করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। গৃহস্থ যখন দেখিবেন,

আপনার গাত্র লোল এবং কেশ পক্ক হইয়াছে ও পুত্রেরও পুত্র হইয়াছে, তখন তাহার অরণ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। বানপ্রস্থাশ্রমে জীবনের তৃতীয়ভাগ যাপন করিয়া চতুর্থ ভাগে পরে যথানিয়মে সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন। আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সেই সেই আশ্রমে অগ্নিহোত্রাদি হোম সমাপন করিয়া জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করিবেন।

ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মোক্ষসাধন সন্ন্যাসাশ্রমে মনোনিবেশ করা উচিত। কিন্তু এই ঋণ সকল পরিশোধ না করিয়া মোক্ষধর্ম্মের সেবা করিলে নিরয়গামী হইতে হয়। বিধানানুসারে বেদাধ্যয়ন, পুত্রোৎপাদন এবং শক্তি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তবে মোক্ষে মনোনিবেশ করা উচিত। দ্বিজগণ এইরূপ না করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করিলে, তাহার নরক হইয়া থাকে।

প্রজাপতিযাগসমাধান ও সর্ব্বস্বান্ত দক্ষিণা দিয়া আত্মাতে অগ্নি আধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সংন্যাস অবলম্বন করিবেন। সর্ব্বভূতে অভয় দানপূর্ব্বক গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা করিয়া, ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি তেজোময় লোক সকল লাভ করেন। যে দ্বিজ হইতে কোন প্রাণী কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত না হয়, তিনি দেহত্যাগের পর কুত্রাপিও ভীত হন না।

গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া কাম্য বিষয় উপস্থিত হইলেও তাহাতে আস্থাশূন্য হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পারিব্রাজক ধর্ম্মের আচরণ করিবেন। যতি অগ্নিহীন, বাসহীন, ব্যাধি-প্রতিকারে উপেক্ষা, স্থিরমতি এবং সদা ব্রহ্মভাবে সমাহিত হইয়া অরণ্যে যাপন করিবেন। কেবল ভিক্ষার জন্য গ্রামের আশ্রয় লইতে হইবে। মৃন্ময় শরাবাদি ভিক্ষাপাত্র, বাসের জন্য বৃক্ষমূল, জীর্ণ কৌপীনাদি বসন, অসহায়ভাবে একাকী অবস্থান ও সর্ব্বত্রই সমদৃষ্টি অবলম্বন করিবেন। জীবন বা মরণ কিছুই কামনা করিবেন না; কিন্তু ভৃত্য যেরূপ বেতনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাল প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ কর্ম্মাধীন জীবনকাল বা মরণকাল প্রতীক্ষা করিবেন। পথ দেখিয়া পাদবিক্ষেপ ও বস্ত্রাদিদ্বারা ছাঁকিয়া জল পান করিতে হইবে। সত্য কথা কহিবে এবং মনে যাহা পবিত্র বলিয়া বোধ হয়, তাহা করিবে। দুরুক্তি বা অপমানজনক বাক্যসকল সহ্য করিয়া থাকিবে। কাহাকেও অপমানদ্বারা পরাভব করিবে না। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না। কেহ ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবে না। কেহ আক্রোশের কথা বলিলে তাহার প্রতি কুশলবাক্য প্রয়োগ করিবে। সপ্তদ্বারবিকীর্ণ যে বাক্য তাহাকে মিথ্যাতে নিয়োগ করিবে না। চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধি ইহাদের গৃহীত বিষয়ই বাক্যে প্রবৃত্তি হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা বাক্যকে সপ্তদ্বার কহিয়া থাকেন, অথবা সপ্তস্বামীর প্রাণ বাক্যের দ্বারস্বরূপ বলিয়া বাক্যকে সপ্তদ্বার বলা যায়। যতি সর্ব্বদাই ব্রহ্মবাণী উচ্চারণ এবং ব্রহ্মধ্যানপর হইয়া আসীন থাকিবেন। কোন বিষয়ের অপেক্ষা রাখিবে না, সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইবে। কেবল আত্মসহায়েই একাকী নিত্যসুখের বা মোক্ষার্থী হইয়া ইহসংসারে বিচরণ করিবে। ভূমিকম্পাদি উৎপাত বা চক্ষুস্পন্দনাদি নিমিত্ত ঘটনার তাৎপর্য্যব্যাখ্যান, নক্ষত্র বা হস্তরেখাদির ফলাফলনির্ণয়, অথবা শাস্ত্রীয় অনুশাসনাদি দেখাইয়া কাহারও নিকট ভিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছা করিবে না।

যে গৃহস্থের ভবন বানপ্রস্থ, ব্রাহ্মণ, কুক্কুর বা অপর কোন ভিক্ষার্থী দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে, এ প্রকার গৃহে ভিক্ষাকামনায় যতির গমন করিতে নাই। কর্ত্তিত-কেশ-নখ-শ্মশ্রু হইয়া, দণ্ড কমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র সঙ্গে লইয়া কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া যতি নিত্য বিচরণ করিবেন। যতির ভিক্ষা বা ভোজনপাত্র অতৈজস হইবে; পরন্তু ঐ পাত্রে যেন ছিদ্র না থাকে। যজ্ঞীয় চমসের যেরূপ শুদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঐ সকল পাত্র জলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে। অলাবুপাত্র, কাষ্ঠপাত্র, মৃন্ময়পাত্র অথবা বংশনির্ম্মিত পাত্র এই সকল যতিদিগের পাত্র বলিয়া স্বায়ম্ভুব মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যতিগণ প্রাণধারণের জন্য একবার মাত্র ভিক্ষাচরণ করিবেন, অধিক ভিক্ষা করিবেন না, ভিক্ষাপ্রসক্তি হইতে যতির বিষয়াসক্তি জন্মিতে পারে। গৃহস্থের গৃহে পাকধূম বিগত, উদূখল মুষলের কার্য্য সমাধান, পাকাগ্নিনির্ব্বাণ, ও গৃহস্থ পর্য্যন্ত সমুদয় লোকের আহার সমাপন হইলে এবং আহারের উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি ফেলিলে অর্থাৎ দিবসের অপরাহ্ণভাগে যতি ভিক্ষাচরণ করিবেন। ভিক্ষাদির অলাভে বিষণ্ণ হইবেন না, লাভেও আহ্লাদিত হইবেন না। যাহাতে প্রাণযাত্রা মাত্র নির্ব্বাহ হয়, সেইরূপ ভিক্ষা করিবেন। অপরাপর ব্যবহার্য্য দ্রব্যের আসক্তি হইতেও মুক্ত থাকিবেন। সমাদরপূর্ব্বক ভিক্ষালাভ পরিহার করিবেন। যতি মুক্তাবস্থ হইলেও তথাপি অতিপূজালাভে ক্রমে তাঁহার সংসারবন্ধন ঘটিতে পারে। অল্পভোজন ও নির্জ্জনপ্রদেশে অবস্থান দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহকে ক্রমে ক্রমে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবেন। ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ, রাগ-

বেদাদির জপ এবং সর্ব্বভূতে অহিংসা এই সকল উপায় দ্বারা মনুষ্য মুক্তিলাভের অধিকারী হয়। কর্ম্মদোষহেতু জীবের নানাপ্রকার গতিপ্রাপ্তি, নরকে পতন এবং যমালয়ে যাতনা, এই সকল সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করিবেন। প্রিয়তমগণের বিয়োগ, অপ্রিয়গণের সহিত সংযোগ, জরাদ্বারা অভিভব, এবং ব্যাধিকর্তৃক উৎপীড়ন, এই দেহ হইতে জীবাত্মার উৎক্রমণ, পুনর্ব্বার গর্ভবাসে জন্মগ্রহণ, এবং সহস্র সহস্র যোনিতে বারংবার যাতায়াত, এই সকল যাতনা কেবল কর্ম্মদোষে উদ্ভব হয়, এই সকল বিষয় সর্ব্বদা মনোমধ্যে চিন্তা করিবেন। জীবের সমুদয় দুঃখ অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, এবং অক্ষয় সুখসংযোগসকল যে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানাধীন, ইহা নিশ্চয় জানিবে। যোগ দ্বারা পরমাত্মার অন্তর্যামিত্ব নিরবয়বত্বাদি সূক্ষ্মস্বরূপের উপলব্ধি করিবে, এবং কি উত্তম, কি অধম সর্ব্বদেহেই যে তাঁহার অধিষ্ঠান আছে, ইহা অনুচিন্তন করিতে হইবে। লোকে যে কোন আশ্রমে থাকুক না কেন, অথবা তত্তদ্ আশ্রমধর্ম্মাদি ভ্রষ্ট হউক না কেন, তথাপি সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইলে বর্ণাশ্রমত্যাগাদির জন্য তাহার ধর্ম্মে অনধিকারিত্ব অথবা প্রায়শ্চিত্তাদির আশ্রয় করিতে হইবে না। বর্ণাশ্রমাদির চিহ্নধারণ ধর্ম্মের প্রতি কারণ নহে। নির্ম্মলী ফল জলে দিলেই জল পরিষ্কার হয়, কিন্তু তাহার নাম করিলেই জল কিছু স্বচ্ছ হয় না, বিহিত-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম্ম হয়, কেবল বর্ণাশ্রমাদির লিঙ্গ ধারণ করিলেই ধর্ম্ম হয় না।

স্বীয় শরীরের কষ্ট হইলেও পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র কীটের পাছে প্রাণ বিনাশ হয়, এই ভয়ে দিবারাত্র ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া যাতায়াত করা আবশ্যক। যতিরা অজ্ঞানবশতঃ দিবারাত্রের মধ্যে যে সকল প্রাণিবিনাশ করেন, সেই পাপ-নাশের জন্য স্নান করিয়া ছয়বার প্রাণায়াম করিবেন। সপ্তব্যাহৃতি ও দশপ্রণবযুক্ত প্রাণায়ামত্রয় পূরক, কুম্ভক ও রেচক বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হইলে উহা ব্রাহ্মণদিগের পরম তপস্যা বলিয়া জানিতে হইবে। সুবর্ণ-রজতাদি ধাতুর মল সকল অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত হইলে যেমন দূরীভূত হয়, তদ্রূপ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়বিকারাদি দোষ সকল দগ্ধ করিবে, স্থানবিশেষে চিত্তবন্ধনরূপ ধারণা দ্বারা পাপ সকল নষ্ট করিবে। স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় আকর্ষণরূপ প্রত্যাহার দ্বারা বিষয় সংসর্গরূপ পাপসকল হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবে এবং পরব্রহ্মের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া কাম-ক্রোধাদি অনীশ্বরগুণ সকল জয় করিবে।

জীবের দেব-পশ্বাদি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট যোনিতে কি কারণে জন্মপরিগ্রহ হয়, আত্মজ্ঞানহীন জনের পক্ষে তাহা একেবারে দুর্জ্ঞেয়, ধ্যানযোগেই কেবল তাহা জানিতে পারা যায়। এ কারণ যতির সর্ব্বদা ধ্যানপরায়ণ হওয়া উচিত। ধ্যান-যোগে সম্যক্ আত্মদর্শনসম্পন্ন ব্যক্তি পাপ পুণ্য কর্ম্ম সকল দ্বারা সংসারবন্ধনে পতিত হন না। আত্মদর্শনহীন জনই সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। অহিংসা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াসক্তি পরিহার করিয়া বৈদিককর্ম্ম সকল এবং উগ্রতপশ্চরণানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মপদ সাধন করা যায়।

এই দেহ অস্থিরূপ স্তম্ভে বিধৃত, স্নায়ুরূপ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ, রক্ত ও মাংসদ্বারা প্রলেপিত, চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত, মূত্র ও বিষ্ঠা দ্বারা পূর্ণ, দুর্গন্ধময়, জরাশোকে আক্রান্ত, নানাপ্রকার ব্যাধিমন্দির, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, প্রায়ই রজোগুণযুক্ত, অনিত্য এবং পঞ্চভূতের আবাসস্বরূপ, ইহা জানিয়া ইহার মায়া পরিত্যাগ করিবেন। যাহাতে পুনর্ব্বার এই দেহরূপ কারাগারে প্রবিষ্ট হইতে না হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করিবে। বৃক্ষ যেরূপ ঘটনাচক্রে নদীকূলরূপ আবাসকে অথবা পক্ষী যেমন আশ্রয়-বৃক্ষকে আনন্দে ত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানবান্ জীব প্রাক্তন কর্ম্মোপক্ষয়ে অথবা জীবন্মুক্ত অবস্থায় এই দেহরূপ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সংসারবন্ধনরূপ গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি পুত্রাদি প্রিয়সংযোগ স্বকীয় সুকৃতিহেতু এবং যে কিছু অপ্রিয় সংযোগ, তাহা আপনার দুষ্কৃতি হেতু, এইরূপ ধ্যানদ্বারা প্রিয়াপ্রিয় সুকৃত দুষ্কৃতাদি চিত্তক্ষোভ সকল ত্যাগ করিয়া সনাতনব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। যে ভাবাপন্ন হইলে মন সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া থাকে, সেই ভাবেই কি ইহলোক কি পরলোক সর্ব্বত্রই নিত্যসুখ লাভ করা যায়। এইরূপ উপায়ে ক্রমে ক্রমে সমুদায় আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া মানাপমান, শীতোষ্ণ, সুখদুঃখাদি সমুদয় দ্বন্দ্বভাব হইতে মুক্ত হইয়া তিনি ব্রহ্মেতেই অবস্থান করেন। কর্ম্মফল সকল ধ্যানপরায়ণ জনেরই প্রাপ্য, কিন্তু ধ্যানহীন, সুতরাং আত্মজ্ঞানবিরহিত ব্যক্তি কোন ক্রিয়ারই ফল লাভ করিতে পারেন না।

যজ্ঞ দেবতা ও পরমাত্মবিষয়ক যে সকল বেদমন্ত্র অথবা উপনিষদাদিতে যে সকল বেদশ্রুতি অভিহিত হইয়াছে, সে সকল জপ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহারা অজ্ঞান, যাহারা জ্ঞান-বান্, যাহারা স্বর্গকামী বা মুক্তিকামী সকলের পক্ষে এই বেদই একমাত্র অবলম্বন। এইরূপ বিধানে যে ব্রাহ্মণ প্রব্রজ্যা-শ্রম অবলম্বন করেন, তিনি ইহলোকে সমুদয় পাপমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

সংযতাত্মা পরমহংস প্রভৃতি যতিদিগের সাধারণ ধর্ম্ম

অভিহিত হইল। যতিগণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সর্ব্বদা অবস্থান করিবেন। (মনু ৭অ০)

২ ব্রহ্মার পুত্রবিশেষ।

"সনকাদ্যা নারদশ্চ ঋভুর্হংসোঽরুণির্যতিঃ।

নৈতে গৃহান্ ব্রহ্মসুতা হ্যবসন্ নূর্দ্ধরেতসঃ॥" (ভাগবত ৪।৮।১)

৩ নহুষের পুত্র। (ভারত ১।৭৫।৩০) ৪ বিশ্বামিত্রের পুত্র। (ভারত ১৩।৪।৫৭)।

৫ কর্ম্ম হইতে উপরত, অর্থাৎ যিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, অযষ্টা।

"যেনা যতিভ্যো ভৃগবে ধনে হিতে" (ঋক্ ৮।৩।৯)

'যতিভ্যঃ কর্ম্মসুপরতেভ্যো অযষ্টৃভ্যঃ' (সায়ণ)

(স্ত্রী) যম্যতে রসনাত্রেতি যম্ (স্ত্রিয়াং ক্তিন্। পা ৩।৩।৯৪) ইতি ক্তিন্। (অনুদাত্তোপদেশবনতিতনোত্যাদীনামিতি। পা ৬।৪।৩৭) ইতি মকার লোপঃ। ৬ পাঠ-বিচ্ছেদ, জিহ্বেষ্ট বিশ্রামস্থান। পড়িতে পড়িতে যে স্থলে বিশ্রাম করা হয়, তাহাকে যতি কহে। ছন্দোমঞ্জরীতে প্রত্যেক ছন্দে কোথায় যতি হইবে, তাহা ছন্দের লক্ষণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"যতির্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে।

সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈর্ব্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া॥

ক্বচিচ্ছন্দস্যান্তেষতিরভিহিতা পূর্ব্বকৃতিভিঃ।

পদান্তে সা শোভাং ব্রজতি পদমধ্যে ত্যজতি চ।

পুনস্তত্রৈবাসৌ স্বরবিহিতসন্ধিঃ শ্রয়তি তাং

যথা কৃষ্ণঃ পুষ্ণাত্বতুলমহিমা মাং করুণয়া॥" (ছন্দোম০)

শ্বেতমাণ্ডব্যপ্রমুখ মুনিগণ যতি ইচ্ছা করেন না।

"শ্বেতমাণ্ডব্যমুখ্যাস্তু নেচ্ছন্তি মুনয়ো যতিম্।

ইত্যাহ ভট্টঃ স্বগ্রন্থে শুক্লমর্ঘে পুরুষোত্তমং॥"(ছন্দোম০১অ)

নিয়ম্যতে ইতি যম-ক্তিন্, যততে চেষ্টতে ব্রতাদিরুকার্থমিতি বা যত-ইন্। ৭ বিধবা। ৮ রাগ। ৯ সন্ধি। (শব্দরত্না০) ১০ বাদ্যাঙ্গ প্রবন্ধবিশেষ।

"যতিরোঢ়াপ্যবচ্ছেদো গজয়ো রূপকং ধ্রুবং।

গণপঃ সারিগোণী চ নাদশ্চ কথিতং তথা।

প্রহরণং বৃন্দনক প্রবন্ধাঃ দ্বাদশ স্মৃতা॥" (সঙ্গীতদামো০)

সঙ্গীত-দামোদরের মতে—যতি, রোঢ়া প্রভৃতি দ্বাদশটী প্রবন্ধ। ইহা আবার ত্রিবিধ।

"চতুর্ব্বিধং পদং তালং ত্রিপ্রকারং লয়ত্রয়ম্।

যতিত্রয়ং তথা তোত্তং ময়া দত্তং চতুর্ব্বিধং॥"(মার্ক০পু০ ২৩।৫৩)

১১ যবন।

যতিচান্দ্রায়ণ (ক্লী) যতিভিরনুষ্ঠেয়ং চান্দ্রায়ণং। ব্রতবিশেষ। যতিগণ ইহার অনুষ্ঠান করেন, এইজন্য ইহার নাম যতিচান্দ্রায়ণ।

"অষ্টাবষ্টৌ সমশ্নীয়াৎ পিণ্ডান্ মধ্যন্দিনে স্থিতে।

নিয়তাত্মা হবিষ্যাশী যতিচান্দ্রায়ণং চরন্॥" (মনু ১১অ০)

এই চান্দ্রায়ণে পাদোন ধেনুচতুষ্টয় দান করিতে হয়। তাহাতে অসমর্থ হইলে সপাদ একাদশ কার্ষাপণ দান করিলে চলিবে।

প্রায়শ্চিত্তের বিধানানুসারে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি পতিত বা মহাপাতকীর দাহাদি করে, তাহা হইলে তাহার যতিচান্দ্রায়ণ করিতে হয়। শাস্ত্রে যে সকল অদাহ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, যথা আত্মহত্যাকারী, ও কুষ্ঠরোগে মৃত, তাহাদের যদি প্রায়শ্চিত্ত না করা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে যদি কেহ দাহাদি করে, তবে তাহার যতিচান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। (প্রায়শ্চিত্তবি০)

যতিতব্য (ত্রি) যত্-তব্য। যত্নের যোগ্য।

যতিত্ব (ক্লী) যতেৰ্ভাবঃ ত্ব। যতির ভাব বা ধর্ম্ম, যতির কার্য্য।

যতিথ (ত্রি) যতোঽধিক, যত তত।

যতিধর্ম্ম (পুং) যতেধর্ম্ম। যতিদিগের ধর্ম্ম, যতিদিগের নিয়ম। [যতি দেখ।]

যতিধর্ম্মন্ (পুং) শ্বফল্কের এক পুত্র।

যতিধা (অব্য০) যত অংশে, যত উপায়ে, যত রকমে।

যতিন্ (ত্রি) যতঃ সংযমোঽস্যাস্তীতি ইনি। সংযমী, জিতেন্দ্রিয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। যতিনী—বিধবা।

'বিধবা জানিকা রণ্ডা বিশ্বস্তা যতিনী যতিঃ।' (শব্দর০)

যতিমৈথুন (ক্লী) যতীনাং দুষ্টযতীনামিব গোপনীয়ং মৈথুনং। যতিগোপ্য রতি, পর্য্যায়—ধঞ্জনরত। (ত্রিকা০)

যতিভ্রষ্ট (ত্রি) যে ছন্দে যতি পতন হইয়াছে।

যতিবর্য্য (পুং) একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, শিরোমণি-কৃত দীধিতির একজন টীকাকার।

যতিসান্তপন (ক্লী) যতিচান্দ্রায়ণব্রতবিশেষ।

যতীয়স (ক্লী) রোপ্য।

যতুক্ (দেশজ) যৌতুক, বিবাহাদিতে দম্পতীকে টাকা ও গহনাদি যে প্রীতি উপহার দেওয়া হয়, তাহাকে যতুক কহে। [যৌতুক দেখ]

যতুক, যতুকা (স্ত্রী) যত বাহুলকাৎ উকন্ পক্ষে উক্, স্ত্রিয়াং টাপ্। বৃক্ষবিশেষ।

'রজনী স্যাত্ যতুকা যতুকা জননীতি চ।' (শব্দরত্না০)

যতুন (ত্রি) ১ গন্তা। (ঋক্ ৫।৪৪।৮ সায়ণ) ২ যত্নশীল।

যতেক (দেশজ) যে সকল।

যত্তোজা (ত্রি) যাহা হইতে উৎপন্ন।

যত্তোদ্ভব (ত্রি) যাহা হইতে উৎপন্ন।

যৎকাম্যা (অব্য°) যে অভিপ্রায়ে।

যৎকারিন্ (ত্রি) যে কার্য্যকারী।

যৎকার্য্য (অব্য°) যে কার্য্যে।

যৎকিঞ্চিৎ (অব্য°) যে কিছু, "ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি" (বেদান্তসা°)

যৎক্রতু (ত্রি) যে উপায়ে, যে সম্বন্ধে।

যত্ন (পুং) যত (যজযাচযতবিচ্ছপ্রচ্ছরক্ষো নঙ্। পা ৩।৩।৯০) ইতি নঙ্। রূপাদি চতুর্বিংশতি গুণের অন্তর্গত গুণবিশেষ। ইহা ত্রিবিধ—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি।

"প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবনযোনয়ঃ।
এবং প্রযত্ন ত্রিবিধং তান্ত্রিকৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥
চিকীর্ষা কৃতিসাধ্যেষ্টসাধনত্বমতিস্তথা।
উপাদানস্য চাধ্যক্ষং প্রবৃত্তৌ জনকং ভবেৎ॥
নিবৃত্তিস্তু ভবেদ্দ্বেষাদিষ্টসাধনতা ধিয়ঃ।
যত্নো জীবনযোনিস্তু সর্ব্বদাতীন্দ্রিয়ো ভবেৎ।
শরীরে প্রাণসঞ্চারে কারণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥"

(ভাষাপরিচ্ছেদ ১৪৮-১৫০)

নৈয়ায়িকদিগের মতে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং জীবনযোনি এই তিনপ্রকার যত্ন। কৃতিসাধ্য ইষ্টসাধনত্বমতিকে চিকীর্ষা বলা হয়, এই হইলে প্রবৃত্তি হয়। যেরূপ মধু ও বিষযুক্ত অন্ন-ভোজন করিলে বলবদ্ অনিষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং বলবদ্ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকায় উহাতে কর্ত্তার প্রবৃত্তি হয় না, এই স্থলে চিকীর্ষার অভাববশতঃ যত্ন হইবে না। কর্ত্তার অনিষ্ট-সাধনতাজ্ঞান হইলে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইলে তাহাতে যত্ন হইয়া থাকে।

২ উদ্যোগ। [প্রযত্ন শব্দ দেখ]

যত্নবৎ (ত্রি) যত্নঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য ব। যত্ন-বিশিষ্ট, যত্নযুক্ত।

"কংসেনাপি সমাজ্ঞপ্তশ্চানূরঃ পূর্ব্বমেব চ।
যোদ্ধব্যং সহ কৃষ্ণেন ত্বয়া যত্নবতেতি বৈ॥" (হরিবংশ ৮৬।৯)

যত্নাক্ষেপ (পুং) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত আক্ষেপভেদ।

যত্র, সংকোচন, যতি, যত্ন, চুরাদি-পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ যত্রয়তি। [যত্র দেখ]

যত্র, (অব্য°) যৎ-সপ্তম্যাং ত্রল্। যেখানে, যে স্থানে।

"যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্বা যদি বা ভয়াদ্ যাতি তত্তৎস্বরূপতাম্॥" (গীতা)

যত্রকাম (অব্য°) যথেচ্ছা বা ইচ্ছানুসারে।

যত্রকামাবসায় (পুং) যোগীদের শক্তিভেদ, ইহা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির একটী। ইচ্ছানুসারে যোগীদিগের কোন জীবদেহে বা শূন্যমার্গাদিতে গমন।

যত্রকামাবসায়িন্ (ত্রি) যত্রকামাবসায়-শক্তিবিশিষ্ট।

যত্রতত্র (অব্য°) যেখানে সেখানে।

যত্রতত্রশয় (ত্রি) যেখানে সেখানে শয়নকারী।

যত্রত্য (ত্রি) যেখানে ভব বা উৎপন্ন।

যত্রসায়ংপ্রতিশ্রয় (ত্রি) যেখানে রাত্রির আরম্ভ, সেইখানেই অবস্থান বা আশ্রয়গ্রহণ।

যত্রস্থ (ত্রি) যত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক। যেখানে অবস্থানকারী।

যত্রাকূত (ক্লী) সঙ্কল্প, মনে যাহা ইচ্ছা হইয়াছে।

যথঋষি (অব্য°) ঋষি অনুসারে।

যথর্চ (অব্য°) ঋচমনতিক্রম্য ইত্যব্যয়ীভাবঃ। ঋকের অনুরূপ।

যথর্ত্তু (অব্য°) ১ ঋতুর অনুরূপ। ২ নির্দ্দিষ্ট সময়ানুরূপ। যথাসময়।

যথর্ত্তুক (ত্রি) নির্দ্দিষ্ট ঋতুসম্বন্ধীয়।

যথর্ষি (অব্য°) ঋষিকথিত বাক্যানুসারে।

যথা (অব্য°) সাদৃশ্য, সাম্য, পর্য্যায়—বৎ, বা তথা, এব। (অমর)

"বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে
ন চ খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি চ।
ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্ যথা
প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ॥" (উত্তরচ° ২।৪)

যথাকনিষ্ঠ (অব্য°) কনিষ্ঠং অনতিক্রম্য ইত্যব্যয়ীভাবঃ যথাকনিষ্ঠং। কনিষ্ঠকে অতিক্রম না করিয়া। এইরূপ 'যথাজ্যেষ্ঠ' পদও হইবে।

যথাকর্ত্তব্য (ত্রি) যথা-কৃ-তব্য। যেরূপ কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্যানুরূপ।

যথাকর্ম্ম (অব্য°) কর্ম্মের অনুরূপ, কর্ম্মের সদৃশ।

যথাকর্ম্মগুণ (অব্য°) কর্ম্মগুণং অনতিক্রম্য ইত্যব্যয়ীভাবঃ। কর্ম্ম ও গুণের অনুরূপ, কর্ম্ম এবং গুণকে অতিক্রম না করিয়া।

যথাকল্প (অব্য°) সংকল্পানুরূপ, শাস্ত্রানুরূপ।

যথাকাণ্ড (অব্য°) কাণ্ড অর্থাৎ শাখা, তাহার অনুরূপ।

যথাকাম (ত্রি) যদ্রূপ কামনাবিশিষ্ট। (অব্য°) ২ কামনানুরূপ, কামনাকে অতিক্রম না করিয়া।

যথাকামিন্ (ত্রি) যথা কাময়তে ইতি কামি-ণিনি, যথা কামমনতিক্রম্য প্রবৃত্তিরস্যাস্তীতি যথাকাম 'অত ইনিঠনাবিতি' ইনি। স্বেচ্ছাচারী, যখন যেরূপ অভিলাষ হয়, তখন সেইরূপ কার্য্যকারী। পর্য্যায়—স্বরুচি, স্বচ্ছন্দ, স্বৈরী, অপাবৃত, স্বতন্ত্র, নিরবগ্রহ, নির্গ্রহ। (জটাধর)

"যথাকামী ভবেদ্বাপি স্ত্রীণাং বরমনুস্মরন্।
স্বদারনিরতশ্চৈব স্ত্রিয়ো রক্ষ্যা যতঃ স্মৃতাঃ॥" (যাজ্ঞব° ১৮১)

যথাকাম্য (স্ত্রী) যথেষ্ট, কামনানুরূপ।

যথাকায় (অব্য°) কায়ের অনুরূপ, আকৃতির অনুরূপ।

যথাকার (অব্য°) যে প্রকারে।

যথাকারিন্ (ত্রি) যথা করোতি কৃ-ণিনি। ১ যথেচ্ছাচারী। ২ যে প্রকারে কার্য্যকারী।

যথাকার্য্য (ত্রি) যথাকর্ত্তব্য, যেরূপ কর্ত্তব্য।

যথাকাল (পুং) ১ উপযুক্ত সময়, শুভকাল। (অব্য°) ২ উপযুক্ত সময়ে।

যথাকুল (অব্য°) কুলের অনুরূপ, কুলধর্ম্মানুসারে।

যথাকুলধর্ম্ম (অব্য°) কুলধর্ম্মানুসারে, যে কুলে যেরূপ নিয়ম আছে, তদনুসারে।

যথাকৃত (ত্রি) রীত্যনুরূপ। যেরূপ ভাবে করা বা স্বীকৃত হইয়াছে। (অব্য°) কৃতানুরূপ।

যথাকৃষ্ট (অব্য°) কৃষ্টানুরূপ, কর্ষণানুরূপ, পুনঃ পুনঃ কর্ষণ।

যথাক্রতু (ত্রি) কল্পনানুরূপ। (বৃহদারণ্যক উপ° ৪।৪।৫)

যথাক্রম (অব্য°) ক্রমমনতিক্রম্যেতি অব্যয়ীভাবঃ। ক্রমানুরূপ, ক্রমকে অতিক্রম না করিয়া, ক্রমানুসারে।

"যথাক্রমং পুংসবনাদিকাঃ ক্রিয়াঃ
ধৃতেশ্চ ধীরঃ সদৃশীর্ব্যধত্ত সঃ॥" (রঘু ৩।১০)

যথাক্রোশ (অব্য°) ক্রোশের অনুরূপ।

যথাক্ষম (অব্য°) ক্ষমতানুরূপ, যথাশক্তি।

যথাখাত (অব্য°) খাতের অনুরূপ, যেরূপ খাত কাটা হইয়াছে, তদনুরূপ।

যথাখ্য (ত্রি) যথা আখ্যাযুক্ত। (অব্য°) ২ আখ্যানুরূপ।

যথাখ্যান (অব্য°) আখ্যানানুরূপ, যেরূপ আখ্যান আছে, তদনুরূপ।

যথাগত (ত্রি) ১ যেরূপ ভাবে গত হইয়াছে। ২ যেরূপ ভাবে আসিয়াছে।

যথাগম (অব্য°) আগমমনতিক্রম্য ইত্যব্যয়ীভাবঃ। ১ আগমানুরূপ, শাস্ত্রানুরূপ, শাস্ত্রকে অতিক্রম না করিয়া। ২ প্রবাদানুরূপ, যাহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে।

যথাগাত্র (অব্য°) ১ প্রতিগাত্র, গায় গায়। ২ গাত্রানুরূপ।

যথাগুণ (অব্য°) গুণমনতিক্রম্য ইত্যব্যয়ীভাবঃ। গুণানুরূপ, গুণের অনুরূপ, গুণকে অতিক্রম না করিয়া।

যথাগৃহ (অব্য°) ১ গৃহানুরূপ। ২ গৃহ প্রতি।

"রাত্রৌ যাতি যথাগৃহম্" (ভারত ৪।৩১৬ শ্লো°)

যথাগৃহীত (অব্য°) যেরূপভাবে গৃহীত হইয়াছে, গৃহীতানুরূপ।

যথাগোত্রকুলক (অব্য°) গোত্র ও কুলের ব্যবহারানুরূপ।

যথাগ্নি (অব্য°) অগ্নির অনুরূপ, অগ্নিকে অতিক্রম না করিয়া।

যথাগ্রহণ (অব্য°) যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার অনুরূপ, যাহা বলা হইয়াছে, তাহার অনুরূপ।

যথাঙ্গ (অব্য°) প্রতিগাত্র, অঙ্গে অঙ্গে, গায় গায়।

যথাচমস (অব্য°) প্রতিচমস, এক এক চমস করিয়া।

যথাচার (অব্য°) কুলানুরূপ, রীত্যনুরূপ।

যথাচারিন্ (ত্রি) যথা-চরতি চর-ণিনি। পূর্ব্বাচারবিশিষ্ট, যাহারা পূর্ব্বের আচারানুসারে চলে। (শত° ব্রা° ১৪।৭।২।৬)

যথাচিন্তিত (ত্রি) যেরূপ চিন্তা করা হইয়াছে। চিন্তানুসারে।

যথাচোদিত (ত্রি) উপদেশানুসারে।

যথাচ্ছন্দস্ (অব্য°) ১ ছন্দোঽনুরূপ। ২ প্রতিচ্ছন্দঃ, প্রত্যেক ছন্দঃ।

যথাজাত (ত্রি) যথা ন জাতঃ, ইতি জাতোঽপি পুত্রাদি-রজাত ইব প্রতীয়তে বিজ্ঞয়া শৌর্য্যেণ বা ন কৈরপি বিদিত-ত্বাৎ। ১ মূর্খ। ২ নীচ। (জটাধর)

যথাজাতি (অব্য°) জাত্যনুরূপ, জাতি অনুসারে।

যথাজোষ (অব্য°) সন্তোষানুরূপ।

যথাজ্ঞপ্ত (ত্রি) যথা জ্ঞাপি-ক্ত। যেরূপ আদিষ্ট, যেরূপ আদেশ করা হইয়াছে।

যথাজ্ঞান (অব্য°) জ্ঞানমনতিক্রম্য অব্যয়ীভাবঃ। জ্ঞানানুরূপ, যেরূপ জ্ঞান। জ্ঞানকে অতিক্রম না করিয়া।

যথাজ্যেষ্ঠ (অব্য°) জ্যেষ্ঠানুসারে, জ্যেষ্ঠক্রমে, জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম না করিয়া।

যথাতত্ত্ব (অব্য°) যথার্থ, প্রকৃত।

যথাতথ (অব্য°) যথা বর্ত্ততে তথা নাতিক্রম্য ইতি অনতি-বৃত্তৌ অব্যয়ীভাবঃ, (অব্যয়ীভাবশ্চ। পা ২।৪।১৮) ইতি ন-পুংসকত্বং (হ্রস্বো নপুংসকে প্রাতিপদিকস্য। পা ১।২।৪৭) ইতি হ্রস্বঃ। ১ যথার্থ।

"যেন যথাত্ম্যমী ভাবা রজঃসত্ত্বতমোময়াঃ।
গুণনামক্রিয়ারূপৈর্বিভাব্যন্তে যথাতথম্।" (ভাগবত ৬।১।৪১)

যথাতথ্য (অব্য°) প্রকৃত, যথার্থ।

যথাত্মক (ত্রি) স্বভাবানুরূপ, প্রকৃতির অনুরূপ।

যথাদত্ত (ত্রি) যেরূপভাবে দেওয়া হইয়াছে।

যথাদর্শন (অব্য°) যেরূপ দর্শন, দর্শনানুরূপ, যেরূপভাবে দেখা হইয়াছে, তদনুরূপ।

যথাদায় (অব্য০) অংশানুরূপ, যাহার যেরূপ অংশ।

যথাদিশ্ | যথাদিশ (অব্য০) সকল দিকে, প্রতিদিশ্, প্রত্যেক দিকে।

যথাদিষ্ট (ত্রি) যথা-দিশ-ক্ত। যেরূপ ভাবে আদিষ্ট, যেরূপ আদেশ করা হইয়াছে।

যথাদীক্ষ (অব্য০) দীক্ষানুরূপ, যেরূপ ভাবে মন্ত্রাদিতে দীক্ষিত হইয়াছে, তদনুরূপ।

যথাদৃষ্ট (অব্য০) দৃষ্টের অনুরূপ, দৃষ্টকে অতিক্রম না করিয়া, যেমন দেখা। 'যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং'

যথাদৃষ্টি (অব্য০) যেরূপ দৃষ্টি, যেমন ভাবে দেখা।

যথাদৈবত (অব্য০) যেরূপ দেবতা, প্রতিদেবতা।

যথাদেশ (অব্য০) যেরূপ আদেশ, আদেশানুরূপ।

যথাদ্রব্য (ত্রি) দ্রব্যানুরূপ, যেরূপ দ্রব্য তদনুসারে।

যথাধর্ম্ম (অব্য০) ধর্ম্মমনতিক্রম্য ইত্যব্যয়ীভাবঃ। ধর্ম্মানুরূপ, ধর্ম্মানুসারে, ধর্ম্মকে অতিক্রম না করিয়া।

"এমিত্যুক্তে যথাধর্ম্মমুপযেমে শকুন্তলাম্।
স্বয়ং হি বৃণুতে রাজ্ঞাং কন্যকাঃ সদৃশং বরং॥"(ভাগ ৯।২০।১৬)

যথাধিকার (অব্য০) অধিকারানুরূপ, অধিকারকে অতিক্রম না করিয়া, যাহার যেরূপ অধিকার।

যথাধিষ্ণ্য (অব্য০) ধিষ্ণ্যানুরূপ, যজ্ঞীয় অগ্নি ও আসনকে ধিষ্ণ্য কহে, তদনুরূপ।

যথাধীত (অব্য০) অধীতানুরূপ, অধীত অতিক্রম না করিয়া, যেরূপ অধীত হইয়াছে।

যথাধ্যাপক (অব্য০) অধ্যাপকের নিয়মানুরূপ, শিক্ষকের আদেশানুসারে।

যথানাম (অব্য০) নামের অনুরূপ, যেরূপ নাম।

যথানিরুপ্ত (অব্য০) যথাপ্রদত্ত, যেরূপ ভাবে উৎসর্গ করা হইয়াছে। (আশ্বলায়নগৃ০ ১।১০।৭)

যথানির্দ্দিষ্ট (ত্রি) যথা-নির্ দিশ-ক্ত। যেরূপ ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যেরূপ স্থির করা হইয়াছে।

যথানিলয় (অব্য০) যাহার যেরূপ আবাসস্থান, যাহার যেরূপ নিলয়।

যথানিবাসিন্ (ত্রি) যথা নি-বস-ণিনি। যথাতথাবাসী।

যথানীক (অব্য০) সৈন্যের বিভাগানুসারে, অনীকানুরূপ।

যথানুপূর্ব্ব (অব্য০) পূর্ব্বানুরূপ, যেরূপ পূর্ব্বে হইয়াছে, তদনুসারে।

যথানুভূত (অব্য০) পূর্ব্বে যেরূপ অনুভব করা হইয়াছে।

যথানুরূপ (অব্য০) তুল্যরূপ, যেরূপ হইয়াছিল, তদনুসারে।

যথান্যস্ত (অব্য০) যথারক্ষিত, যেরূপ ভাবে রাখা হইয়াছে।

যথান্যায় (অব্য০) ন্যায়মনতিক্রম্য ইত্যব্যয়ীভাবঃ। ন্যায়ানুরূপ, ন্যায়কে অতিক্রম না করিয়া, ন্যায়ানুসারে।

যথানুরূপ (ত্রি) যেরূপ ভাবে। (কাত্যা০ শ্রৌত০ ৯।৭।৬)

যথান্যুপ্ত (অব্য০) যে ক্রমে দত্ত। (মনু ৩।২১৮)

যথাপদ (অব্য.) পদ বা শব্দের অনুরূপ।

যথাপরাধ (অব্য০) যেরূপ অপরাধ, অপরাধকে অতিক্রম না করিয়া, অপরাধানুসারে।

"যথাপরাধদণ্ডানাং যথাকালপ্রবোধিনাং।" (রঘু ১ স০)

যথাপর্ব্ব (অব্য০) সন্ধিতে সন্ধিতে। ২ অঙ্গে অঙ্গে।

যথাপূর্ব্ব (অব্য০) পূর্ব্বমনতিক্রম্য ইত্যব্যয়ীভাবঃ। পূর্ব্ব-দিক্-দেশ-কালানুরূপ।

যথাপ্রজ্ঞ (অব্য০) জ্ঞানানুরূপ, প্রজ্ঞানুসারে।

যথাপ্রতিরূপ (অব্য০) যেরূপ, প্রতিরূপ, প্রতিরূপানুসারে।

যথাপ্রদিষ্ট (অব্য০) যেরূপ আদিষ্ট, যেরূপ আদেশ করা হইয়াছে। যথোপযুক্ত।

যথাপ্রদেশ (অব্য০) ১ উপদেশানুসারে। ২ উপযুক্ত প্রকারে। ৩ যথাস্থানে।

যথাপ্রধান (অব্য০) পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারে, প্রধানানুসারে।

যথাপ্রয়োগ (অব্য০) প্রয়োগানুসারে, যেরূপ প্রয়োগ আছে, তদনুসারে।

যথাপ্রশ্ন (অব্য০) প্রশ্নানুসারে।

যথাপ্রাণ (অব্য০) যথাশক্তি, শক্ত্যনুরূপ।

যথাপ্রাপ্ত (অব্য০) প্রাপ্ত্যনুরূপ, প্রাপ্ত অনুসারে।

যথাপ্রার্থিত (অব্য০) প্রার্থিতানুরূপ, যেরূপ প্রার্থিত।

যথাপ্রীতি (ত্রি) প্রীতির অনুরূপ, প্রীতি অনুসারে, যেরূপ প্রীতি।

যথাবল (অব্য০) বলানুরূপ, যথাশক্তি, যেরূপ বল।

যথাবুদ্ধি (অব্য০) বুদ্ধির অনুরূপ, বুদ্ধি অনুসারে।

যথাভক্তি (অব্য০) ভক্তি অনুসারে, যেরূপ ভক্তি।

যথাভক্ষিত (অব্য০) ভক্ষণানুরূপ, যেরূপ ভাবে ভক্ষিত হইয়াছে।

যথাভবন (অব্য০) ১ প্রতিভবন, প্রতিগৃহ। ২ ভবনানুরূপ। ৩ নির্দ্দিষ্ট ভবন।

যথাভাগ (অব্য০) ভাগানুরূপ, যেরূপ ভাগ।

যথাভাজন (অব্য০) ভাজন বা পাত্রানুরূপ।

যথাভাব (অব্য০) ভাবানুরূপ।

যথাভিকাম (অব্য০) যথাভিরুচি।

যথাভিপ্রেত (অব্য০) অভিপ্রায় মত।

যথাভিমত (অব্য০) মতানুবর্ত্তী।

যথাভিরুচিত. (অব্য০) যথেপ্সিত।

যথাভিরূপ (অব্য০) অভিমত প্রকারে।

যথাভিলষিত (ত্রি) যথেপ্সিত।

যথাভিলিখিত (ত্রি) লিখনানুসারে।

যথাভিবৃষ্ট (অব্য০) ১ বর্ষণানুরূপ। ২ দৃষ্টিপথ পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাত। কাহারও মতে উক্ত লক্ষণের দশ যোজন মণ্ডল।

"কোচিদ্‌যথাভিবৃষ্টং দশযোজনমণ্ডলং বদন্ত্যন্যে।" (বৃ° সং ২৩।৪)

যথাভীত (ত্রি) ভীতানুরূপ।

যথাভূত (অব্য০) যাদৃশ।

যথাভ্যর্থিত (ত্রি) প্রার্থনানুরূপ।

যথামঙ্গল (অব্য০) মঙ্গলানুরূপ।

যথামতি (অব্য০) বুদ্ধি অনুসারে।

যথামনীষিত (অব্য০) অভিলাষানুরূপ।

যথামাত্র (অব্য০) মাত্রানুযায়ী।

যথামুখ (অব্য০) মুখ সদৃশ।

যথামুখীন (ত্রি) যথামুখ (যথামুখ সংমুখস্য দর্শনঃ খ। পা ৫।২।৬) ইতি খ। মুখপ্রতিবিম্বাশ্রয়।

"ততশ্চিত্রীয়মাণোঽসৌ হেমরত্নময়ো মৃগঃ।

যথামুখীনঃ সীতায়াঃ পুপ্লুবে বহু লোভয়ন্॥" (ভট্টি)

'মুখস্য সদৃশঃ যথামুখং দর্পণাদিষুপ্রতিবিম্বমুচ্যতে নির্ম্মলত্বাং সীতায়া অগ্রতো যথামুখীনঃ প্রতিবিম্বাশ্রয় ইব ভূত্বা পুপ্লুবে' (জয়ম০)

যথামুখ্য (অব্য০) প্রাধান্যক্রমে।

যথামতি (অব্য০) বুদ্ধির অনুরূপ।

যথাম্নায় (অব্য০) বেদানুরূপ।

যথাযজুস্ (অব্য০) যজুর্মন্ত্রের অনুরূপ।

যথায়তন (অব্য০) স্থিত্যনুরূপ। আয়তনানুসারে।

যথাযথ (অব্য০) (যথাস্বে যথাযথম্। পা ৮।১।১৪) 'যো হয়মাত্মা যচ্চাত্মীয়ং তদ্ যথাস্বং তস্মিন্ যথাশব্দস্য দ্বিত্বং ক্লীবত্বঞ্চ নিপাত্যতে, যথাযথং জ্ঞাতা যথাস্বভাবমিত্যর্থঃ, যথাত্মীয়মিতি বেত্তি বা' (সিদ্ধান্তকৌ০) যথাস্ব, অনুরূপ, তুল্য।

"তত্রোপাহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিদ্।

হে গোপা বিহরিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয়ো যথাযথম্॥"

(ভাগবত ১০।১৮।১৯)

যথাযুক্ত (অব্য০) যথোচিত।

যথাযুক্তি (অব্য০) যুক্তি অনুসারে। পরামর্শ অনুসারে।

যথাযোগ (অব্য০) যোগানুরূপ।

যথাযোগ্য (অব্য০) যোগ্যতানুরূপ, উপযুক্ত।

যথাযোনি (অব্য০) যোনি সদৃশ।

যথাবন্ধ (অব্য০) বন্ধনানুরূপ।

যথারম্ভ (অব্য০) যেরূপে আরম্ভ হইয়াছে।

যথারুচি (অব্য০) যেরূপ অভিরুচি।

যথারূপ (ত্রি) রূপসদৃশ। প্রকৃতির অনুরূপ।

যথার্থ (অব্য০) অর্থং অনতিক্রম্য ইতি যথার্থং। যথাস্বরূপ, যথাতথ। প্রকৃত।

'সত্যং সম্যক্ সমীচীনমৃতং তথ্যং যথাতথম্।

যথাস্থিতঞ্চ সদ্ভূতেঽলীকে তু বিতথানৃতে॥' (হেম)

যথার্থক (ত্রি) যথার্থ-ক। প্রকৃত।

যথার্থতত্ত্ব (অব্য০) যথার্থ-নির্ণয়।

যথার্থতস্ (অব্য০) যথার্থক্রমে।

যথার্থতা (স্ত্রী) যথার্থস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। যথার্থের ভাব ঠিক।

যথার্থিত (ত্রি) অনুরূপ অর্থযুক্ত।

যথার্হ (ত্রি) ১ যথাযোগ্য। অব্যয়ীভাব সমাস করিলে অব্যয় ও ক্লীবলিঙ্গ হয়।

"কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হস্নেন সংবিদম্।

উপাবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতুর্বৈশ্যপার্থিবৌ॥" (দেবীমাহাত্ম্য)

যথার্হণ (অব্য০) যথাযোগ্য।

যথার্হতস্ (অব্য০) যথাযোগ্যানুসারে।

যথার্হবর্ণ (পুং) যথার্হং যথাযোগ্যং বর্ণয়তীতি বর্ণ-অচ্। ১ চর। (অমর) ২ যথাযোগ্য অক্ষর। ৩ যথাযোগ্যরূপ। ৪ যথাযোগ্যবর্ণ।

যথালাভ (অব্য০) যেরূপ লাভ, যেরূপ লাভ হয়, তাহাকে অতিক্রম না করিয়া, লাভানুরূপ।

যথালিঙ্গ (অব্য০) লিঙ্গানুরূপ।

যথালোক (অব্য০) লোকানুরূপ।

যথাবকাশ (অব্য০) অবকাশানুরূপ, যেরূপ আকাশ, অবকাশানুসারে।

যথাবচস্ (অব্য০) বাক্যানুরূপ।

যথাবৎ (অব্য০) যথানুরূপ। পূর্ব্বমত।

যথাবয়স্ (অব্য০) বয়োঽনুরূপ।

যথাবয়স (অব্য০) উপযুক্ত বয়ঃক্রম।

যথাবসর (অব্য০) অবসর মত।

যথাবর্ণ (অব্য০) উপযুক্ত বর্ণ।

যথাবস্তু (ত্রি) যথা অভিপ্রেত।

যথাবস্থ (অব্য) অবস্থানুরূপ।

যথাবাস (অব্য০) ভবনের অভিমত।

যথাবাস্তু (অব্য০) বাস্তুভিটার অনুরূপ।

যথাবিত্ত (অব্য॰) ধনানুরূপ।

যথাবিদ্য (অব্য॰) যেরূপ জ্ঞান।

যথাবিধ (অব্য) যে প্রকারে।

যথাবিধান (অব্য॰) পূর্ব্বোক্ত বিধানে।

যথাবিধি (অব্য॰) শাস্ত্রসিদ্ধ নিয়মানুযায়ী। বিধিপ্রকারে।

যথাবিভব (অব্য॰) বিভবানুরূপ।

যথাবীর্য্য (অব্য॰) উপযুক্ত প্রভাব সহকারে।

যথাবৃত্ত (ত্রি) যথানিষ্পন্ন।

যথাবৃত্তান্ত (অব্য॰) পূর্ব্বকথিত বৃত্তান্তানুরূপ।

যথাবৃত্তি (অব্য॰) আচারানুরূপ। অর্থানুরূপ।

যথাব্যবহার (অব্য) যেরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে।

যথাবৃদ্ধ (অব্য॰) যেমন বৃদ্ধ, বৃদ্ধের প্রকৃতানুরূপ।

যথাব্যাধি (অব্য॰) নির্দ্দিষ্ট ব্যাধির অনুরূপ।

যথাব্যুৎপত্তি (অব্য॰) ব্যুৎপত্তির অনুরূপ।

যথাশক্তি (অব্য॰) শক্তিমনতিক্রম্য ইত্যব্যয়ীভাবঃ। শক্ত্যনুসারে, যাহার যেরূপ শক্তি।

"পশ্য মাং নির্জ্জিতং শত্রু। বৃকণায়ুধভুজং মৃধে।
ঘটমানং তথাশক্তি তব প্রাণজিহীর্ষয়া॥"

(ভাগবত ৬।১২।৬)

যথাশয় (অব্য॰) অভিপ্রায়ানুরূপ।

যথাশরীর (অব্য॰) যেরূপ দেহ। ক্ষণভঙ্গুর দেহে।

যথাশাস্ত্র (অব্য॰) শাস্ত্রমনতিক্রম্য হাক্ত যথাশাস্ত্রং। শাস্ত্রানুসারে, শাস্ত্রানুরূপ।

যথাশীল (অব্য॰) শীল বা চরিত্রানুরূপ।

যথাশ্রদ্ধ (অব্য॰) শ্রদ্ধানুসারে।

যথাশ্রম (অব্য॰) শ্রমানুরূপ, যেরূপ পরিশ্রম, শ্রমকে অতিক্রম না করিয়া, পরিশ্রমানুসারে।

যথাশ্রয় (অব্য॰) আশ্রয়স্থানানুরূপ।

যথাশ্রুত (ত্রি) শাস্ত্রজ্ঞানানুরূপ, যেরূপ শাস্ত্র আছে। (অব্য॰) ২ শাস্ত্রজ্ঞানানুসারে।

যথাশ্রুতি (অব্য॰) শ্রবণানুরূপ। যথাশাস্ত্র।

যথাশ্রেষ্ঠ (অব্য॰) শ্রেষ্ঠতানুসারে।

যথাসংস্থ (অব্য॰) যথাবস্থিত।

যথাসংহিত (অব্য॰) সন্ধি অনুসারে, সংহিতানুরূপ।

যথাসখ্য (অব্য॰) সখ্যানুসারে। সৌহার্দ্দভাবে।

যথাসঙ্কল্পিত (ত্রি) মনে মনে যেরূপ সঙ্কল্প করা হইয়াছে।

যথাসংখ্য (অব্য॰) সংখ্যানুসারে।

যথাসঙ্গ (অব্য॰) সঙ্গীর মতন। আসক্তি অনুযায়ী।

যথাসঙ্গত (অব্য॰) ক্ষমতানুরূপ। পারক পক্ষে।

যথাসত্য (অব্য॰) যথার্থরূপে। প্রকৃত ভাবে।

যথাসন (অব্য॰) আসনের অনুরূপ।

যথাসংদিষ্ট (অব্য॰) যথোপদিষ্ট।

যথাসন্ধি (অব্য॰) উপযুক্ত স্থান। যেখানে গাঁট আছে।

যথাসময় (অব্য॰) উপযুক্ত সময়।

যথাসমাম্নাত (অব্য॰) যথাকথিত, যথোক্ত।

যথাসংপদ্ (অব্য॰) সাধ্যানুসারে, ঘটনানুসারে।

যথাসংপ্রত্যয় (অব্য॰) প্রতীতি অনুসারে, বিশ্বাসানুরূপ।

যথাসম্প্রদায় (অব্য॰) সম্প্রদায়ানুযায়ী।

যথাসম্বন্ধ (অব্য॰) সম্বন্ধানুরূপ।

যথাসম্ভব (ত্রি) যেরূপ সম্ভব হয়। যথাসঙ্গত

যথাসম্ভবিন্ (ত্রি) } যেরূপ সম্ভাবনা হইয়াছে।
যথাসম্ভাবিত (ত্রি) }

যথাসবন (অব্য॰) সবন যজ্ঞের অনুরূপ।

যথাসাম (অব্য॰) সামমন্ত্রের অনুমত।

যথাসার (অব্য॰) বস্তুর সারবত্তানুযায়ী।

যথাসিদ্ধ (ত্রি) যেরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

যথাসুখ (অব্য॰) সুখানুরূপ। যে পরিমাণ সুখ।

যথাস্তুত (অব্য॰) যেরূপে স্তুত, পূজিত।

যথাস্তোম (অব্য॰) স্তোমের অনুমত।

যথাস্থান (ক্লী) ১ নির্দ্দিষ্ট স্থান। ২ প্রকৃতস্থান।

যথাস্থাম (অব্য॰) যথাস্থান, যথানিয়ম।

যথাস্থিত (অব্য॰) সত্য। (হেম)

যথাস্থিতি (অব্য॰) যে স্থানে অবস্থিতি।

যথাস্মৃতি (অব্য॰) স্মৃতির প্রামাণ্যানুসারে।

যথাস্ব (অব্য॰) স্বমনতিক্রম্যেত্যব্যয়ীভাবঃ। যথাবাঞ্ছিত, যথাভিলষিত।

"বদ্ধং তথানুকুর্ব্বীত পরিষেকন্তু সর্পিষা।
তৃতীয়ে দিবসে মুক্ত্বা যথাস্বং শোধয়েদ্‌ভিষক্॥"

(সুশ্রুত চিকি॰ ৮ অ॰)

যথাস্বৈর (অব্য॰) ধীরতানুসারে। ২ স্বেচ্ছানুরূপ।

যথাহার (ত্রি) আহারের মত।

যথেচ্ছ (ত্রি) ১ ইচ্ছানুরূপ। ২ ইচ্ছাপ্রবণ।

যথেচ্ছক (অব্য॰) ইচ্ছানুরূপ-কার্য্যকারী।

যথেচ্ছা (স্ত্রী) ইচ্ছামত।

যথেতস্ (অব্য॰) যথাঘটিত, যথাগত।

যথেপ্সা (স্ত্রী) ১ যথাভিলাষী। ২ যেরূপ ইচ্ছা।

যথেপ্সিত (অব্য॰) ঈপ্সিতমনতিক্রম্যেতি। যথাবাঞ্ছিত, যথাভিলষিত।

যথেষ্ট (অব্য°) ইষ্টমনতিক্রম্যেতি। যথেপ্সিত, যথাভিলষিত।

"কুর্য্যাদ্ যথেষ্টং তৎসর্ব্বমীশাস্তে যদধনস্য বৈ।" (দায়ভাগ)

যথেষ্টচারিন্ (পুং) যথেষ্টং চরতীতি চর-ণিনি। পক্ষী। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ যথাভিমত-স্থানবিচরণকারি-মাত্র।

যথেষ্টতস্ (অব্য°) যথেষ্ট-তসিল্। ইচ্ছানুরূপে।

যথেষ্টাচরণ (ত্রি) যথেষ্টং আচরণং যস্য। যথেষ্টাচারী, যাহাদের যেরূপ ইচ্ছা, তদনুরূপ আচরণকারী, যাহারা শাস্ত্রাদির অনুশাসন না মানিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করে, তাহাদিগকে যথেষ্টাচারী কহে।

"ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য মহারোগিণ এব চ।
যথেষ্টাচরণস্যাহুর্ম্মরণান্তমশৌচকম্॥"

'যথেষ্টাচরণস্য দ্যূতবেশ্যাগমনকস্য' (শুদ্ধিতত্ত্ব)

যথেষ্টাচারিন্ (ত্রি) যথেষ্টমাচরিতুং শীলমস্য ইতি ইনি। স্বেচ্ছাচারী।

যথোক্ত (ত্রি) যথাকথিত, যেরূপ উক্ত হইয়াছে। উক্তমনতিক্রম্য ইত্যব্যয়ীভাবঃ। (অব্য°) উক্তানুরূপ, উক্ত বাক্যকে অতিক্রম না করিয়া।

যথোক্তকারিন্ (ত্রি) যথোক্তং করোতি কৃ-ণিনি। যথোক্তরূপ অনুষ্ঠানকারী, শাস্ত্রাদিতে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে কার্য্যকারী।

"সর্ব্বেঽপি ক্রমশস্ত্বেতে যথাশাস্ত্রং নিষেবিতাঃ॥
যথোক্তকারিণং বিপ্রং নয়ন্তি পরমাং গতিম্॥" (মনু ৬।৮৮)

যথোক্তবাদিন্ (পুং) যথোক্তং বদতি বদ-ণিনি। ১ দূত। (ত্রি) ২ যথোক্তরূপ যিনি বলেন।

যথোচিত (অব্য°) উচিতমনতিক্রম্যেতি। ১ যথাযোগ্য, উচিতানুরূপ। ২ যথাপ্রাপ্ত।

"কর্ম্মাণি চ যথাকালং যথাদেশং যথাবলম্।
যথোচিতং যথাবিত্তমকরোদ্ ব্রহ্মসাৎ কৃতম্॥"
(ভাগবত ৪।২২।৫০)

(ত্রি) যথোচিতমস্ত্যস্যেতি অর্শআদ্যচ্। যথার্হ, যথাযোগ্য।

"বরমাপ্যায়িতা সর্ব্বা যজ্ঞভাগৈর্যথোচিতঃ।
বুদ্ধ্যা তানন্বগৃহ্ণীয়ো সর্ব্বান্ শক্রাদিসিদ্ধয়ে॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১৬।৩৮)

যথোত্তর (ত্রি) ১ উচিত উত্তর, যথোপযুক্ত উত্তর, যেরূপ উত্তর। (অব্য°) ২ উত্তরানুরূপ, উত্তরানুসারে উত্তরানুক্রমে, পরপর, ক্রমানুসারে।

"তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্॥" (মনু ১২।৩৮)

যথোৎসাহ (অব্য°) উৎসাহমনতিক্রম্য ইতি। ১ উৎসাহানুরূপ। ২ যথাসামর্থ্য। (মনু ৫।৮৩)

যথোদয় (ত্রি) যথাপ্রকাশ।

যথোদিত (ত্রি) যথাকথিত, যথোক্ত।

"পূর্ব্বেদ্যুরপরেদ্যুর্বা শ্রাদ্ধকর্ম্মণ্যুপস্থিতে।
নিমন্ত্রয়েত ত্র্যবরান্ সম্যক্ বিপ্রান্ যথোদিতান্॥"
(মনু ৩।৮৭)

(অব্য°) উদিতং কথিতমনতিক্রম্যেতি অব্যয়ীভাবঃ। উক্তানুরূপ, কথিতানুসারে।

যথোদ্গত (ত্রি) যেরূপে বহির্গত, অঙ্কুরিত বা উৎপন্ন।

যথোদ্দিষ্ট (ত্রি) যথাকীর্ত্তিত, যেরূপ অভিহিত হইয়াছে।

"ইতরেষু ত্বপাঙ্‌ক্ত্যেষু যথোদ্দিষ্টেষ্বসাধুষু।
মেদোঽসৃঙ্মাংসমজ্জাস্থি বদন্ত্যন্নং মনীষিণঃ॥" (মনু ৩।১৮২)

যথোদ্দেশ (অব্য°) উদ্দেশানুসারে।

যথোদ্ভব (অব্য°) উদ্ভবানুরূপ।

যথোপজোষ (অব্য°) যথাসুখ। (ভাগ° ৩।২৩।২৫)

যথোপদিষ্ট (ত্রি) যেরূপ ভাবে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যেমন উপদিষ্ট।

যথোপদেশ (অব্য°) উপদেশানুরূপ, যেরূপ উপদেশ।

যথোপপত্তি (অব্য°) উপপত্তির অনুরূপ।

যথোপপন্ন (ত্রি) যেরূপ ভাবে উপপন্ন হইয়াছে।

যথোপপাদ (অব্য°) যথাসম্ভব। (বাৎস্য° কামসূ° ১।২।৫)

যথোপযোগ (অব্য°) উপযুক্ত প্রয়োগ।

যথোপস্মার (অব্য°) অপস্মারের অনুরূপ।

যথোপাধি (অব্য°) উপাধিরূপ।

যথোপ্ত (ত্রি) যেরূপ ভাবে উপ্ত, যেরূপ ভাবে বপন করা হইয়াছে।

"নিষ্পদ্যন্তে চ শস্যানি যথোপ্তানি বিশাং পৃথক্।
বালাশ্চ ন প্রমীয়ন্তে বিকৃতঃ ন চ জায়তে॥" (মনু ৯।২৪৭)

যথৌচিত্য (অব্য°) ঔচিত্যানুরূপ।

যদ্ (ত্রি) যজতি সর্ব্বৈঃ পদার্থৈঃ সহ সঙ্গতো ভবতীতি যজ্ (ত্যজিতনিযজিভ্যোডিৎ। উণ্ ১।১৩১) ইতি অদি, ডিৎ। নৈয়ায়িক মতে বুদ্ধিস্থত্বোপলক্ষিত ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন। যে, যিনি, যাহা, 'যদ্' শব্দের প্রয়োগ হইলেই 'তদ্' শব্দের একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে, এই জন্যই 'যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ' যদ্ শব্দের সহিত তদ্ শব্দের নিত্যসম্বন্ধ অভিহিত হইয়াছে। 'যদ্' এই শব্দটী সর্ব্বনাম শব্দ। যে, যিনি, যাহা ইত্যাদি বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে এই শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অতএব ত্রিলিঙ্গেই এই শব্দের রূপ হইয়া থাকে। পুংলিঙ্গে যঃ, যৌ যে, স্ত্রীলিঙ্গে

যা যে যাঃ, ক্লীবলিঙ্গে যদ্, যে, যানি। ইত্যাদি রূপে এই শব্দের রূপ হইয়া থাকে।

যদর্থ (ত্রি) যে নিমিত্ত, যে জন্ত।

যদা (অব্য॰) যস্মিন্ কালে যদ (সর্ব্বৈকান্যকিংযত্তদঃ কালে দা। পা ৫।৩।১৫) ইতি দা। যেকালে, যখন, যৎকালে, যে সময়ে। যে যে হেতু।

"যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাম্।

তদা তদা কলেবৃর্দ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যদাত্মক (ত্রি) যন্ময়, যার স্বরূপ।

"ধর্ম্ম-দেশশ্চ কালশ্চ সর্ব্বমেতদ্যদাত্মকম্।" (ভাগবত)

যদি (অব্য॰) ১ পক্ষান্তর। ২ সম্ভাবনা, এক ক্রিয়াতে অন্তের অপেক্ষাসূচক সম্ভাবনা, সংশয়, পক্ষান্তর, অবধারণ। পর্য্যায়—চেৎ, যদ্যবা।

"যদীচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগান্ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহোপমান্।" (মলমা॰ তত্ত্ব)

"যদ্যবান্নতরসম্ভারঃ পশুনৈব কুর্য্যাৎ।" (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

যদিচ্ছা (স্ত্রী) যে অভিপ্রায়।

যদীয় (ত্রি) যস্যেদমিতি যদ্ (বৃদ্ধাচ্ছ। পা ৪।২।১১৪) ইতি ছ। যৎসম্বন্ধী।

"যদায়হলতো বিলোক্য বিপদং কলিন্দতনয়া জলোদ্ধতগতিঃ।

বিলাসবিপিনং বিবেশ সহসা করোতু কুশলং হলী স জগতাম্"

(ছন্দোম॰ ২ স্তবক)

যদু (পুং) যজতে ইতি যজ্ উ, পৃষোদরাদিত্বাৎ জস্থানে দকারঃ। দেবযানীর গর্ভজাত যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র।

আর্য্যজাতির আদিগ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায়ও যদুর বৃত্তান্ত লিখিত আছে। (ঋক্ ১।৩৬।১৮, ১।৫৪।৬, ১।১৭৪।৯, ৪।৩০।১৭, ৫।৩১।৮, ৬।৪৫।১, ৮।৭।১৮, ৮।৯।১৪, ৮।১০।৫, ৯।৬১।২, ১০।৪৯।৮) উক্ত সংহিতায় "উত ত্যা তুর্ব্বশাযদূ অস্নাতারা শচীপতিঃ। ইন্দ্রো বিদ্বাঁ অপারয়ৎ।" (৪।৩০।১৭) ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন,—'উতাপি চ অস্নাতারাস্নাতারৌ যযাতিশাপাদনভিষিক্তৌ ত্যা ত্যৌ তৌ প্রসিদ্ধৌ তুর্ব্বশাযদূ তুর্ব্বশনামানং যদুনামকং চ রাজানৌ শচীপতিঃ কর্ম্মণাং পালকঃ। যদ্বা শচাক্রন্ত ভার্য্যা তস্যা পতিরিন্দ্রো বিদ্বান্ সকলমপি জানন্নিন্দ্রো হপারয়ৎ। অভিষেকার্হাবকারয়ৎ।"

উক্ত মন্ত্রভাষ্যের তাৎপর্য্যার্থ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, মহাভারতোক্ত যযাতির অভিশাপে যদুর রাজ্য লোপ এবং ভাগবতপুরাণপ্রমাণে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি এই উভয় ঘটনারই সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে। যদু প্রথমে পিতৃশাপে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপরে শচীপতী ইন্দ্রের অনুকম্পায় তিনি পুনরায় রাজ্যে অভিষিক্ত হন; সুতরাং মহাভারত ও ভাগবতোক্ত অসম্বদ্ধ প্রয়োগ যে ভ্রমাত্মক নহে, তাহা এই বৈদিক মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়াছে। [যযাতি দেখ]

মহাভারতে ইঁহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, রাজা যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র হয়। যযাতির পুত্রের মধ্যে যদু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।

শুক্রের শাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হন। যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে ডাকিয়া কহিলেন, শুক্রের শাপে বার্দ্ধক্য আমাকে বলী, পলিত ও দৌর্ব্বল্য দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছে। কিন্তু আমি যৌবন উপভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই। অতএব তুমি আমার এই জরার সহিত পাপ গ্রহণ কর, তোমার যৌবন দ্বারা আমি কাম্যবিষয় ভোগ করিব, পরে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে আমি তোমার যৌবন তোমাকে দিয়া স্বীয় জরার সহিত পাপ ভোগ করিব। ইহাতে যদু অস্বীকৃত হইয়া কহিলেন, রাজন্! বার্দ্ধক্যে পানভোজনাদি বিষয়ে বহুদোষ দৃষ্ট হইতেছে, এজন্য বিবেচনা করিতেছি যে আমি জরা গ্রহণ করিব না। যে জরাতে লোককে শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট, নিরানন্দ, শিথিলীকৃত, বলিবিশিষ্ট, সঙ্কুচিতগাত্র, কুৎসিত, দুর্ব্বল, কৃশ, কোন কার্য্যনির্ব্বাহকরণে অশক্ত, এবং তরুণগণ ও সহচরগণের অবজ্ঞার পাত্র হইতে হয়, এতাদৃশ জরা ভোগ করিতে আমি অভিলাষ করি না। হে ভূপতে! আমা হইতেও আপনার প্রিয়তর অনেক পুত্র আছে, তাহাদের মধ্যে এক জনকে জরাগ্রহণ করিতে আদেশ করুন। ইহাতে যযাতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন, 'তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও স্বীয় বয়স প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার বংশে কেহ রাজা হইবে না।' এই যদুবংশে যাদবগণের উৎপত্তি হইয়াছিল। (ভারত ১।৮৫ অ॰)

দ্বাপর যুগের শেষে এই বংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। (ভাগবত) শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের শাপে এই যদুকুল ধ্বংস হইতে দেখেন। [বিস্তৃত বিবরণ যাদব শব্দে দেখ]

২ হর্য্যশ্বরাজপুত্র।

"তস্যৈবং সুপ্রবৃত্তস্য পুত্রকামস্য ধীমতঃ।

মধুমত্যাং সুতো জজ্ঞে যদুর্নাম মহাযশাঃ॥"

(হরিবংশ ৯৩।৪৪)

যদুধ্র (পুং) ঋষিভেদ। (হরিবংশ)

যদুনন্দন,— যদুনন্দন একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত। যদুনন্দন পূর্ব্বে একজন তার্কিক ছিলেন। তাঁহার উপাধি তর্কচূড়ামণি। বাড়ী শান্তিপুরের সন্নিকট।

একদা ভক্তপ্রবর হরিদাস ঠাকুর নিভৃতে বসিয়া

নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় যদুনন্দন তথায় উপস্থিত হইলেন; তিনি হরিদাসকে পাগল বলিয়া উপহাস করিলেন। শেষে যখন ভক্ত বলিয়া অবগত হইলেন, তখন হরিদাসকে এই প্রশ্ন করিলেন যে—(১) ঈশ্বর নিরাকার না সাকার? এবং—(২) সৃষ্টিতে বৈষম্যের কারণ কি?

বলা বাহুল্য যে হরিদাসও ইহার যথাসঙ্গত সদুত্তর দিয়াছিলেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তার সময় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু সেখানে উপস্থিত হন। তর্কচূড়ামণির গর্ব্ব তখন অন্তর্হিত হওয়ায় তিনি অদ্বৈত প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইলেন।

প্রসিদ্ধ রঘুনাথ দাস গোস্বামী ইঁহারই শিষ্য ছিলেন। [রঘুনাথ দাস দেখ] তিনি স্বরচিত বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে লিখিয়াছেন—

"প্রভুরপি যদুনন্দনো য এষঃ,
প্রিয়যদুনন্দন উন্নতপ্রভাবঃ।
স্বয়মতুলকৃপামৃতাভিষেকং
মম কৃতবাংস্তমহং গুরুং প্রপদ্যে॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—যদুনন্দন বাসুদেব দত্তের বিশেষ অনুগত ছিলেন। [বাসুদেব দত্ত দেখ]

যদুনন্দন, মুহূর্ত্তমঞ্জরীপ্রণেতা।

যদুনন্দন দাস, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে পাঁচ জন যদুনন্দনের পরিচয় পাওয়া যায়; ক্রমে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত হইতেছে।

১ম—শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত্রলেখক গদাধরপণ্ডিতের শিষ্য যদুনন্দনাচার্য্য; ইঁহার বাসস্থান কণ্টকনগর। চৈতন্যচরিতামৃতে ইহাঁর অদ্বৈতপ্রভুর শাখা বলিয়া পরিচিত, তাহাতে লিখিত আছে,—"শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা"। ইঁহার কৌলিক উপাধি 'চক্রবর্ত্তী'; পরে পাণ্ডিত্যগুণে 'আচার্য্য' খ্যাতি হয়। ইঁহার স্ত্রীর নাম শ্রীমতী লক্ষ্মী। তাঁহার গর্ভে শ্রীমতী ও নারায়ণী নামে দুই কন্যা জন্মে। এই দুই কন্যাকেই বীরচন্দ্র বিবাহ করেন। এই যদুনন্দন একজন সুকবি ছিলেন।

২য়—ঝামটপুরনিবাসী যদুনন্দনাচার্য্য। ইঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না।

৩য়—কণ্টকনগরে নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ, গদাধরদাস ঠাকুরের শিষ্য এক যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী ছিলেন। ইহাঁর উপর উক্ত গদাধর দাসের স্থাপিত গৌরাঙ্গমূর্ত্তির সেবার ভার ন্যস্ত ছিল। ইনি ভক্তসমাজে সুপরিচিত এবং ভক্তিরত্নাকরে পদরচয়িতা বলিয়া বর্ণিত। তাঁহার একটী পদে লিখিত আছে যথা,—"কহে যদুনন্দন দাস।
গৌর-দাস তঁহি করু আশোয়াস॥"

নিত্যানন্দ-ভক্ত এই গৌরদাস যদুনন্দনের বন্ধু ও সমসাময়িক ছিলেন।

৪র্থ—বাসুদেব দত্তের শিষ্য ও রঘুনাথ দাসের গুরু।
[যদুনন্দন দেখ]

৫ম—মালিহাটীনিবাসী বৈদ্যকুলোৎপন্ন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাস। কণ্টকনগরের উত্তরাংশে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে মালিহাটী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি নিজেও স্বপ্রণীত 'কর্ণানন্দ' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় নির্য্যাসে মালিহাটী-গ্রামনিবাসী বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কর্ণানন্দে লিখিত আছে,—

"দীন যদুনন্দন বৈদ্যদাস নাম তার।
মালিহাটী গ্রামে স্থিতি প্রেমহীন ছার॥"

যদুনন্দন জাতিতে অম্বষ্ঠ হইলেও বৈষ্ণবসমাজে "যদুনন্দন দাস ঠাকুর" নামে প্রসিদ্ধ। ইনি হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য; হেমলতা ঠাকুরাণী বুধাইপাড়ানিবাসী শ্রীলশ্রীনিবাসাচার্য্যের দুহিতা ও মন্ত্রশিষ্যা। হেমলতা পিতৃভবনেই বাস করিতেন; যদুনন্দনও প্রায় সচরাচর শ্রীপাট বুধাইপাড়া গ্রামে গুরুর নিকট থাকিয়া তাঁহার শুশ্রূষাদি করিতেন।

"বুধাইপাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে॥" (কর্ণানন্দ)

আর হেমলতা ঠাকুরাণী যে তাঁহাকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করেন, তাহা প্রথমতঃ তৎপ্রণীত 'গোবিন্দলীলামৃতে' তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন;—

"বন্দ গুরুপদতল, চিন্তামণিময় স্থল,
সর্ব্বগুণখনি দয়ানিধি।
আচার্য্যপ্রভুর সুতা, নাম শ্রীল হেমলতা,
তাঁহার স্মরণে সর্ব্বসিদ্ধি॥
অজ্ঞানতা অন্ধকারে, পতন দেখিয়া মোরে,
জ্ঞানাঞ্জন দিলা দয়া করি।
তাঁহার করুণা হৈতে নেত্র হৈল প্রকাশিতে,
দূরে গেল অন্ধকারাবলী॥"

দ্বিতীয়তঃ কর্ণানন্দগ্রন্থসমাপ্তিকালে আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন,—

"পঞ্চদশ শত আর বৎসর ঊনত্রিংশে (১৫২৯)।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে॥
নিজপ্রভু পাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভুর দাস অনুদাস।
তাঁর দাসের দাস এই যদুনন্দন দাস॥

গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণী মনের আনন্দ।
শ্রীমুখে রাখিল নাম গ্রন্থ "কর্ণানন্দ" ॥"

এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দলীলামৃতের স্থানান্তরে, কর্ণানন্দের প্রতিনির্য্যাসের অন্তে ও স্থানান্তরে, "বিদগ্ধ-মাধবে"র শেষে হেমলতাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া কোথায় তাঁহার চরণবন্দন, কোথায়ও তাঁহার পদধূলির আকাঙ্ক্ষা, কোথায়ও বা তাঁহার গুরুজনোচিত গুণগরিমার বর্ণনা করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে যদুনন্দন দাসের কৃত তিনখানি বাঙ্গালাগ্রন্থের উল্লেখ করা হইল,—১ম "কর্ণানন্দ"—ইহা একখানি মৌলিক-গ্রন্থ; ২য় "গোবিন্দলীলামৃত"—এ খানি কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত তন্নামধেয় সংস্কৃতকাব্যের অক্ষরে অক্ষরে পদ্যানুবাদ; ৩য় "বিদগ্ধমাধব" বা "রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব"—শ্রীরূপ-গোস্বামিকৃত বিদগ্ধমাধব নাটকের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ এতদ্ব্যতীত যদুনন্দন বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সংস্কৃত "কৃষ্ণকর্ণামৃত" কাব্যেরও বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন। এই অনুবাদ কেবল মূলানুরূপ না হইয়া কবিরাজ গোস্বামীর টীকানুসারে হই-য়াছে। ইনি "কুঞ্জরাস্তব" নামে শ্রীরাধিকার স্তোত্রসম্বলিত একখানি সুন্দর ক্ষুদ্র কাব্যও রচনা করেন। কিন্তু যদুনন্দন তাহার পদাবলীর জন্যই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

যদুনাথ (পুং) যদুনাং নাথঃ। শ্রীকৃষ্ণ। (হেম)

যদুনাথ, আগমকল্পবল্লী নামক তন্ত্ররচয়িতা।

যদুনাথ দাস, ১ শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত বুরুঙ্গাগ্রামবাসী একজন বৈষ্ণবভক্ত। যদুনাথের পিতা রত্নগর্ভ আচার্য্য। ইহাঁর ভাগবত-পাঠশ্রবণে সর্ব্বপ্রথমে মহাপ্রভুর প্রেমভাব উপস্থিত হয়। শিষ্যগণ সহ পথে চলিতে চলিতে তিনি "বোল বোল" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। রত্নগর্ভের তিন পুত্র,—কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ কবিচন্দ্র। বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে,—

"রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী জন্ম একস্থান ॥
তিনপুত্র তাঁর কৃষ্ণ-পদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব ও যদুনাথ কবিচন্দ্র ॥
ভাগবতে পরমপণ্ডিত দ্বিজবর।
সুস্বরে পড়য়ে শ্লোক বিহ্বল অন্তর ॥
ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম আবেশে।
প্রভুর কর্ণেতে তাহা হইল প্রবেশে ॥" ইত্যাদি।

যদুনাথ নিত্যানন্দ-পার্ষদ ছিলেন। যদুনাথের ভ্রাতা জীবও নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত। তিন ভ্রাতার মধ্যে যদুনাথ কনিষ্ঠ। পদাবলী ব্যতীত যদুনাথের কাব্য নাটকাদি কোন গ্রন্থ আছে কি না জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন "ভ্রমরকথা" নামে তাঁহার একখানি গ্রন্থ আছে। কথিত আছে, ইনি শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক ও কুলীনগ্রামনিবাসী; ইনি স্বচক্ষে মহাপ্রভুর লীলা দর্শন করিয়া পদাবলীতে বর্ণন করিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রভু ইহাঁকে "কবিচন্দ্র" উপাধি দেন; বাস্তবিক ইহাঁর রচিত কাব্যাদি গ্রন্থ না থাকিলেও ইহাঁর সুমধুর পদাবলীতে "কবিচন্দ্র" উপাধির যোগ্য বহু কবিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও কবিরাজ গোস্বামী "চৈতন্যচরিতামৃতে" ইহাঁকে "কবিচন্দ্র" বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন,—

শ্রীচৈতন্যভাগবতে যথা,—

"যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম-রসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার সদয় ॥"

চৈতন্যচরিতামৃতে যথা,—

"মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্য করে নিত্যানন্দ ॥"

২। বাঙ্গালা "গোবিন্দলীলামৃতে"র রচয়িতা যদুনন্দন দাসের নামান্তর। উক্তগ্রন্থে ইহার প্রমাণ যথা,—

"নিকুঞ্জে নিশান্তে কেলি মধুর বিলাস।
সংক্ষেপে কহয়ে কিছু যদুনাথ দাস ॥" (১ম সর্গ)
"রাধাকৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম সেবা অভিলাষ।
গোবিন্দচরিত কহে যদুনাথ দাস ॥" (২য় সর্গ)

যদুনাথমিশ্র, নির্ণয়দীপিকা নামে সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থখানি সমাপন করেন।

যদুপতি (পুং) যদুনাং পতিঃ। শ্রীকৃষ্ণ।
"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয় ॥"
(রূপসনাতনগো৹)

যদুপতি, বেদেশতীর্থের শিষ্য। ইনি জয়তীর্থ কৃত তত্ত্ব-বিবেকটীকা, তত্ত্বসংখ্যানবিবরণ ও ন্যায়সুধা নামক গ্রন্থ-ত্রয়ের টিপ্পনী রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত ভাগবতপুরাণ-টীকা ও বল্লভাচার্য্যকৃত মীমাংসাসূত্রভাষ্যের টীকা পাওয়া যায়।

যদুভরত, প্রশ্নাবলী নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা।

যদৃচ্ছা (স্ত্রী) যদ্ শব্দ-ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ নিপাতনাৎ সিদ্ধং। স্বাতন্ত্র্য, পর্য্যায়—স্বৈরিতা, স্বচ্ছন্দ। (অব্যয়) যেরূপ ইচ্ছা।
"যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥" (গীতা ২।৩২)

যদ্দেবত (ত্রি) যাহার যে দেবতা, যে দেবতাসম্বন্ধীয়।

যদ্দ্বন্দ্ব (ক্লী) সামভেদ।

যদৃচ্ছাবিষয় (পুং) ১ অদৃষ্টবাদী। ২ মৎস্যভেদ।

যদ্যুবা (অব্য°) যদি। "যদ্যুবায়ন্তরসম্ভাবঃ স্যাদপি পশুনৈব কুর্য্যাৎ। যদ্যুবেতি নিপাতসমুদায়ো যদ্যর্থে।" (তিথিতত্ত্ব)

যদ্বা (স্ত্রী) ১ বুদ্ধি। (সংক্ষিপ্তসার উণ°) ২ পক্ষান্তর।

যদ্বিধ (ত্রি) যে প্রকার।

যদ্বৃত্ত (ক্লী) যথাবৃত্ত, যে ঘটনা।

যন্তব্য (ত্রি) যম-তব্য। যমনীয়, দমনযোগ্য।

যন্তি (স্ত্রী) যম-ক্তিচ্ (ন ক্তিচিদীর্ঘশ্চ। পা ৬।৪।৩৯) ইতি অনুনাসিকলোপঃ দীর্ঘশ্চ ন ভবতি। যমন।

যন্তৃ (পুং) যম্-তৃচ্। ১ সারথি।

"প্রহারমূর্চ্ছাপগমেরথস্থা যন্তৄনুপালভ্য নিবর্ত্তিতাশ্বান্।
যৈঃ সাদিতালক্ষিতপূর্ব্বকেতূন্ তানেব সামর্ষতয়া নিজঘ্নুঃ॥"
(রঘু ৭।৪৪)

২ হস্তিপক। (ত্রি) ৩ বিরতিকারক।

যন্ত্র (ক্লী) যচ্ছত্যনেনেতি যম (গুধৃবীপচিবচিযমিসদিক্ষদিভ্যস্ত্রঃ। উণ্ ৪।১৬৬) ইতি ত্র। ১ পাত্রভেদ। ২ নিযন্ত্রণ। (হেম) ৩ অগ্নিযন্ত্র। (মহাভারতটীকায় নীলকণ্ঠ) চলিত কামান বা বন্দুক।

"যন্ত্রস্য গুণদোষৌ ন বিচার্য্যৌ মধুসূদন।
অহং যন্ত্রং ভবান্ যন্ত্রী ন মে দোষা ন মে গুণাঃ॥"(ভারত)

৪ দারুযন্ত্রাদি, চলিত কল্।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন ! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া॥" (গীতা ১৮।৬১)

'সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ন্ তত্তৎ কর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্ যথা দারুযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বৎ।' (শ্রীধরস্বামী) ৫ দেবাত্মধিষ্ঠান।

"অর্চ্চাভাবে তথা যন্ত্রং নবার্ণমন্ত্রসংযুতং।
স্থাপয়েৎ পীঠপূজার্থং কলসং তত্র পার্শ্বতঃ॥"
(দেবীভাগ° ৩।২৬।২১)

তন্ত্রে লিখিত আছে,—যন্ত্রে দেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, এইজন্য যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া দেবতার পূজা করিতে হয়।

ভিন্ন ভিন্ন দেবতার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ধারণ করা বিধেয়। যন্ত্রকবচ ধারণে বিঘ্নাদি নিরাকৃত হয়। পূজাযন্ত্র সাধারণতঃ চন্দন দ্বারা অঙ্কিত হইয়া থাকে।

যন্ত্র লিখনদ্রব্যের বিষয় তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে।—

"কাশ্মীররোচনালাক্ষা-মৃগেভমদচন্দনৈঃ।
বিলিখেদ্ধেমলেখন্যা যন্ত্রাণি তানি দেশিকঃ॥
ভূমিস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টং দগ্ধং নির্ম্মাল্যসঙ্গতম্।
বিদীর্ণং লঙ্ঘিতং মন্ত্রী যন্ত্রং নৈব চ ধারয়েৎ॥
সৌবর্ণে রাজতে পাত্রে ভূর্জ্জে বা সম্যগালিখেৎ।
অথবা তাম্রপাত্রে বা গুটিকাং কৃত্বা ধারয়েৎ॥
যাবজ্জীবং সুবর্ণে স্যাৎ রৌপ্যে বিংশতিবার্ষিকং।
ভূর্জ্জে দ্বাদশবর্ষাণি তদর্দ্ধং তাম্রপট্টকে॥'
ইতি যন্ত্রলিখনদ্রব্যাং" (তন্ত্রসার)

কাশ্মীর, গোরোচনা, লাক্ষা, মৃগমদ ও চন্দন এই সকল দ্রব্য দ্বারা হেমলেখনীর সাহায্যে যন্ত্র লিখিতে হইবে। ভূমিস্পৃষ্ট, শবস্পৃষ্ট, নির্ম্মাল্যসংস্পৃষ্ট, বিদীর্ণ ও লঙ্ঘিত যন্ত্র ধারণ করিতে নাই। সুবর্ণ বা রজত পাত্রে, ভূর্জ্জপত্রে অথবা তাম্রপট্টে যন্ত্র লিখিয়া গুটিকা করিয়া ধারণ করিবে। সুবর্ণলিখিত যন্ত্র যাবজ্জীবন, রৌপ্যলিখিত যন্ত্র ২০ বৎসর, ভূর্জ্জপত্র লিখিত যন্ত্র ১২ বৎসর এবং তাম্রপট্টলিখিত যন্ত্র ৬ বৎসর ধারণ করিতে পারা যায়।

যন্ত্র সাধারণতঃ দুইপ্রকার—পূজাযন্ত্র ও ধারণযন্ত্র। পূজাযন্ত্রে যে দেবতার পূজা করিতে হইবে, সেই দেবতার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে পূজা করিতে হয়। ঐরূপ যন্ত্রকে পূজাযন্ত্র বলা যায়।

যে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ধারণ করা হয়, তাহার নাম ধারণযন্ত্র। এই ধারণযন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে অঙ্কিত করিয়া ধারণ করিতে হয়। যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া যথাবিধি তাহার সংস্কার করা আবশ্যক। সংস্কার করিয়া পরে তাহা ধারণ করিতে হয়।

যন্ত্রসংস্কারের বিষয় তন্ত্রসারে এরূপ লিখিত আছে, প্রথমতঃ সাধক যথাবিধি স্নান করিয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবেন। তৎপরে 'হৌঁ' এই মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া 'ওঁ' এই মন্ত্রে যন্ত্র নিক্ষেপ করিবেন। পরে পঞ্চগব্য হইতে যন্ত্র তুলিয়া লইয়া স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিয়া পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবেন। পরে আবার দুগ্ধদ্বারা ঐ যন্ত্র স্নান করাইয়া উহা শীতল জলে স্থাপিত করিতে হইবে। অনন্তর চন্দন, সুগন্ধিদ্রব্য, কস্তূরী, কুঙ্কুম, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও শর্করা এই সকল দ্রব্যদ্বারা প্রত্যেকবার স্নান করাইবেন। তৎপরে জলপূর্ণ অষ্টসুবর্ণকলস দ্বারা স্নান করাইয়া কলসস্থ কষায়জল দ্বারা সেই যন্ত্রের স্নানক্রিয়া সম্পাদন করিতে হইবে।

এইরূপে স্নান করাইয়া সেই যন্ত্র স্বর্ণপাত্রে রাখিয়া 'যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে মহাযন্ত্রায় ধীমহি, তন্নো যন্ত্রঃ প্রচোদয়াৎ' এই যন্ত্রগায়ত্রীপাঠ করিয়া কুশাগ্র দ্বারা যন্ত্রস্পর্শ করিয়া পুনর্ব্বার গায়ত্রী দ্বারা অষ্টোত্তরশতবার অভিমন্ত্রিত করিলে সেই যন্ত্রে দেবতার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। তৎপরে আত্মশুদ্ধি করিয়া

দেবতার ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে, এবং সেই যন্ত্রে দেবতার ধ্যান ও আবাহন করিয়া তাহাতে দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে ও বিবিধ মুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা ইষ্টদেবতার পূজা করিবে। পরে সেই যন্ত্রে পট্টবস্ত্র, অলঙ্কার, মুদ্রার, চামর, ঘণ্টা ও অন্যান্য যথাযোগ্য দ্রব্য যত্নপূর্ব্বক প্রদান করিবে এবং সর্ব্বকামনা সিদ্ধির জন্য একসহস্র ইষ্টদেবতার মন্ত্রজপ করিবে। তৎপরে বলি প্রদান করিয়া প্রণাম করিতে হইবে। পরে অষ্টোত্তর শত হোম করিবে, হোমকালে সেই যন্ত্রোপরি প্রত্যাহুতি দিতে হয়। হোম করিতে অশক্ত হইলে হোম সংখ্যার দ্বিগুণ জপ বিধেয়। পরে গুরুকে ক্ষমতানুরূপ অলঙ্কৃত ধেনু দক্ষিণা দিবে।

তন্ত্রপ্রদীপে লিখিত আছে যে, কাষ্ঠফলকে অথবা গৃহভিত্তিতে যন্ত্র স্থাপন করিলে তাহার পুত্র, পৌত্র, ধান্য ও আয়ুঃ বিনাশ পায়। অন্যান্য তন্ত্রেও লিখিত আছে, পুত্র পৌত্র গৃহাদিতে যাহার মমতা আছে, সেই ব্যক্তি গৃহভিত্তিতে অথবা ফলকে যন্ত্র স্থাপন করিবে না।

যন্ত্রসংস্কার।

"শৃণু দেবি মহাভাগে জগৎকারিণি কৌলিনি।
তন্ত্রোদ্যাপনকর্ম্মাঙ্গং সর্ব্ববর্ণবিনির্ণয়ং ॥
স্নাত্বা সঙ্কল্পয়েন্মন্ত্রী গুরোরর্চ্চনমাচরেৎ।
পঞ্চগব্যং ততঃ কৃত্বা শিবমন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্ ॥
অত্র চক্রং ক্ষিপেন্মন্ত্রী প্রণবেন সমাকুলম্।
তদুদ্ধৃত্য ততশ্চক্রং স্থাপয়েৎ স্বর্ণপাত্রকে ॥
পঞ্চামৃতেন দুগ্ধেন শীতলেন জলেন চ।
চন্দনেন সুগন্ধেন কস্তূরীকুঙ্কুমেন চ ॥
পয়োদধিঘৃতক্ষৌদ্র-শর্করাভিরনুক্রমাৎ।
তোয়ধূপান্তরৈঃ কুর্য্যাৎ পঞ্চামৃতবিধিং বুধঃ ॥
হাটকৈঃ কলসৈর্দ্দিব্যৈরষ্টাভির্বারিপূরিতৈঃ।
কষায়জলসম্পূর্ণৈঃ কারয়েৎ স্নানমুত্তমম্ ॥
স্নানং সংপ্রাপ্য তাং দেবীং স্থাপয়েৎ স্বর্ণপীঠকে।
যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে মহাযন্ত্রায় ধীমহি।
তন্নো যন্ত্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥
স্পৃষ্ট্বা যন্ত্রং কুশাগ্রেণ গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ।
অষ্টোত্তরশতং দেবি দেবতাভাবসিদ্ধয়ে ॥
আত্মশুদ্ধিং ততঃ কৃত্বা ষড়ঙ্গৈর্দ্দেবতাং যজেৎ।
তত্রাবাহ্য যজেদ্দেবীং জীবন্যাসং সমাচরেৎ ॥
উপচারৈর্ষোড়শভির্ম্মায়ুত্রাদিভিঃ সদা।
বস্ত্রালঙ্কারনৈবেদ্যৈর্দ্দেবীং তত্র সমর্চ্চয়েৎ ॥
পট্টসূত্রাদিকং দত্ত্বা বস্ত্রালঙ্কারমেব চ।
মুদ্রারং চামরং ঘণ্টাং যথাযোগ্যং মহেশ্বরি ॥
সর্ব্বমেতৎ প্রযত্নেন দত্ত্বাদাত্মহিতে রতঃ।
ততো জপেৎ সহস্রন্তু সকলেপ্সিতসিদ্ধয়ে ॥
বলিদানং ততঃ কৃত্বা প্রণমেচ্চক্ররাজকম্।
অষ্টোত্তরশতং হুত্বা সম্পাতাজ্যং বিনিক্ষিপেৎ ॥
হোমকর্ম্মণ্যশক্তশ্চেদ্দ্বিগুণং জপমাচরেৎ।
ধেনুমেকাং সমানীয় স্বর্ণশৃঙ্গাভলঙ্কৃতাম্ ॥
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ ততো দেব্যা বিসর্জ্জনম্।
ফলে ভিত্তৌ তথা পট্টে স্থাপয়েদ্যন্ত্রমীশ্বরি।
ধনধান্যপুত্রপৌত্র আয়ুশ্চ তস্য নশ্যতি ॥" (তন্ত্রসার)

ধারণযন্ত্র।

ধারণ-যন্ত্রের মধ্যে প্রথমে ভুবনেশ্বরী-যন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই যন্ত্র অঙ্কিত করিতে হইলে অষ্টদিকে অর্গল লিখিয়া তন্মধ্যে আং হ্রীং ক্রোং এই তিনটী মন্ত্র লিখিতে হইবে। তৎপরবর্ত্তী অষ্টকোণের মধ্য চতুষ্কোণে নমঃ, স্বাহা, হুং, ফট্, এই চারিটী মন্ত্র, অবশিষ্ট চতুষ্কোণে বৌষট্ মন্ত্র, পরবর্ত্তী অষ্টকোণে আং শ্রীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং হ্রীং শ্রীং ক্রোং এই অষ্টবর্ণাত্মক মন্ত্র, ও পরের অষ্টকোণে 'কামিনি রঞ্জিনি স্বাহা' এই অষ্টবর্ণ মন্ত্রের এক একটী বর্ণ, তৎপরবর্ত্তী অর্গলান্তর্গত অষ্টকোষ্ঠে 'হ্লং হ্লাং হ্লিং হ্লীং হ্লুং হ্লূং, হ্যং হ্যাং, হ্যিং হ্যীং হ্যুং, হ্যূং, হ্বং হ্বাং হ্বিং হ্বীং হ্বুং হ্বূং, হ্রং হ্রাং হ্রিং হ্রীং হ্রুং হ্রূং, হ্লেং হ্লৈং হ্লোং হ্লৌং হ্লং হ্লঃ, হ্যেং হ্যৈং হ্যোং হ্যৌং হ্যং হ্যঃ, হ্বেং হ্বৈং হ্বোং হ্বৌং হ্বং হ্বঃ, হ্রেং হ্রৈং হ্রোং হ্রৌং হ্রং হ্রঃ এই সকল বর্ণাবলী যথাক্রমে ছই পংক্তি করিয়া বিন্যাস করিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রথম বর্ণষট্ক পূর্ব্ব দিকে, দ্বিতীয় বর্ণষট্ক অগ্নিকোণে, তৃতীয় বর্ণষট্ক দক্ষিণদিকে, চতুর্থ বর্ণষট্ক নৈর্ঋত কোণে, পঞ্চম বর্ণষট্ক পশ্চিমদিকে ষষ্ঠ বর্ণষট্ক বায়ুকোণে, সপ্তমবর্ণষট্ক উত্তর দিকে ও অষ্টম বর্ণষট্ক ঈশান কোণে বিন্যস্ত করিবে। তৎপরবর্ত্তী কোষ্ঠে 'হ্রাং গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরী হুং ফট্ স্বাহা' এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের এক একটী মন্ত্র, তৎপরবর্ত্তী অষ্টদলের মধ্যে অষ্টকেশরে ক্রমশঃ 'অং হংসঃ ইং হংসঃ আং ঈং হংসঃ উং হংসঃ ঊং হংসঃ ঋং হংসঃ ৠং, ৯ং হংসঃ ৡং হংসঃ ত্রং অং হংসঃ এং হংসঃ ঐং এং হংসঃ, ওং হংসঃ, ঔং, অং হংসঃ, ঔং হংসঃ অং, অং হংসঃ অঃ' এই সকল মন্ত্রবর্ণাবলী বিন্যাস করিতে হইবে। তদুপরি অষ্টদলে 'আং হ্রীং ক্রোং' এই মন্ত্র তিন পংক্তি করিয়া লিখিবে। পরে সমস্ত পত্র বেষ্টন করিয়া 'আং ক্রোং' এই মন্ত্র ও তিন পংক্তিতে লিখিতে হইবে। তৎপরে অনুলোমে পঞ্চাশৎ

বর্ণ দ্বারা বেষ্টন করিয়া তৎসমুদয় বিলোমে বিন্যস্ত পঞ্চাশৎ বর্ণ দ্বারা বেষ্টন করিতে হয়। তৎপরে অপর পদ্ম মুখের সহিত বহির্দ্দেশে অপর পদ্মস্থ ঘট বেষ্টন করিয়া দিতে হইবে। এই যন্ত্র সাধকদিগের অশেষ কল্যাণ প্রদান করে।

অপরাজিতাধারণ-যন্ত্র।

অষ্ট দল পদ্ম লিখিয়া তাহার কর্ণিকা মধ্যে একটী প্রণব বিন্যাস করিতে হইবে, ঐ প্রণবের মধ্যে হুং এই মন্ত্র লিখিয়া মধ্যে নাম অর্থাৎ 'হুং অমুকং বসমানয়' এইরূপ নাম লিখিবে। পরে অষ্ট দলে অষ্টাক্ষর মন্ত্রের অষ্টবর্ণ, তৎপরে শক্তি অর্থাৎ ক্রোঁ এই মন্ত্র দ্বারা তিন পংক্তিতে বেষ্টন করিতে হইবে। এই যন্ত্র পদ্মের উপরি থাকিবে এবং ইহার মুখেও একটী পদ্ম অঙ্কিত হইবে। এই যন্ত্র বশ্যকর, গ্রহাদি ভয়নাশক, এবং শ্রী ও কান্তিপ্রদ।

নবদুর্গার ধারণ-যন্ত্র।

প্রথমে দ্বাদশ দল পদ্ম লিখিয়া তন্মধ্যে প্রণব এবং হ্রাং দুং ও সাধ্য নাম ও দ্বাদশ কেশরে "মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা' এই মন্ত্রের দুই দুইটী বর্ণ বিন্যাস করিবে। পত্র সমুদায়ে 'ওঁ উত্তিষ্ঠ পুরুষি কিংস্বপিষি ভয়ং মে সমুপস্থিতং যদি শক্যমশক্যং বা তন্মে ভগবতি শময় স্বাহা' এই মন্ত্রে তিন তিনটী অক্ষর বিন্যাস করিবে, পরিশেষে যে বর্ণ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা অন্ত্যদলে লিখিতে হইবে।

মাতৃকাবর্ণ দ্বারা ইহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া তাহার বহির্ভাগে দুইটী ভূপুর লিখিতে হইবে। এই যন্ত্র ধারণ করিলে সকল সম্পদ্ লাভ এবং ভূতোপদ্রব বিনষ্ট হয়। যে সকল রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হন, এই যন্ত্র ধারণ করিলে পুনরায় তাঁহারা রাজ্য লাভ করিয়া থাকেন। এই যন্ত্র দ্বারা সমস্ত কামনাই পূর্ণ হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীযন্ত্র।

প্রথমে দ্বাদশ দল অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে প্রণব, পরে দ্বাদশ দলের কিঞ্জল্কে 'শ্রীং হ্রীং ক্লীং' এই তিনটী মন্ত্রের দুই দুইটী করিয়া বর্ণ, ইহার উপরি দ্বাদশ দলের দ্বাদশ কিঞ্জল্কে 'ক্রং হ্রাং শ্রীং ক্লীং ক্লোং জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ' এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের দ্বাদশ বর্ণ যথাক্রমে বিন্যাস করিতে হইবে। ইহার বহির্দ্দেশে ষোড়শ দল পদ্মের ষোড়শ কেশরে দুই দুইটী প্রথম দ্বাত্রিংশৎ ব্যঞ্জন বর্ণ লিখিয়া ষোড়শ পত্রে ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিতে হইবে। পরে লক্ষ্মী মন্ত্রদ্বয় এবং বষট্ অন্ত অঙ্কিতাদ্ব দ্বারা ঐ যন্ত্র বেষ্টন করিয়া ভূপুর-দ্বয়ের প্রত্যেক কোণে ব্যঞ্জন-বর্ণের অবশিষ্ট শেষ বর্ণদ্বয় অর্থাৎ হ ক্ষ এই দুইটী বর্ণ বিন্যাস করিবে। এই লক্ষ্মীযন্ত্র ধারণ করিলে সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য লাভ, ও সকল দুঃখবিনাশ হয়।

ত্রিপুরভৈরবী যন্ত্র।

নবযোনির মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া "হসরৈং হস কলরীং হসরৌং এই ত্রিকূট মন্ত্রের এক কূট লিখিবে। এইরূপ তিন বার মন্ত্র লিখিয়া অষ্ট দলের মধ্যে প্রত্যেক দলে গায়ত্রীর তিন তিনটী বর্ণ লিখিয়া উহা পঞ্চাশৎ বর্ণ দ্বারা বেষ্টিত করিতে হইবে। পরে ভূপুরদ্বয় দ্বারা উহা বেষ্টন করিয়া ঐ ভূপুরের প্রত্যেকে বিন্যাস এবং কোণে কামবীজ লিখিতে হইবে। এই যন্ত্র ধারণ করিলে ত্রিভুবনস্থ লোক বিক্ষুব্ধ হয় এবং লক্ষ্মী লাভ হইয়া থাকে।

ত্রিপুরাযন্ত্র।

ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণোপরি অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে ক্লীং এই বীজ লিখিয়া ঐ বীজ মধ্যে হ্রীং বীজ লিখিবে। তৎপরে ষট্‌কোণে ঐং বীজ লিখিয়া ত্রিকোণ-দ্বয়ের সন্ধি স্থলে হুং এই বীজ, পরে উহা শ্রীং এই বীজ দ্বারা বেষ্টন করিবে। এই যন্ত্রধারণে সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীবিদ্যাযন্ত্র।

রেফ্ ও হকারের মধ্যে দেবীনাম লিখিয়া তাহার সম্মুখে দ্বিতীয়ান্ত সাধ্যনাম লিখিতে হইবে। তাহার উপরি মন্ত্র লিখিয়া ঐ শ্রীচক্রের বহির্দ্দেশে মাতৃকাবর্ণাবলী দ্বারা বেষ্টন করিতে হইবে। পরে পূজার সময় যথাবিধানে সংস্কার করিয়া ঐ যন্ত্রস্পর্শ করিয়া অষ্টোত্তরশত মন্ত্র জপ করিবে। এই যন্ত্র সুবর্ণ বা রজত মধ্যে স্থাপন করিয়া হস্তে ধারণ করিলে জগৎ বশীভূত হয়। হৃদয়ে ধারণ করিলে কামিনীর হৃদয়বল্লভ, কণ্ঠে ধারণ করিলে ধনলাভ, কপালে ধারণ করিলে স্তম্ভন এবং শিখায় ধারণ করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

গণেশযন্ত্র।

প্রথমতঃ ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণ, তদুপরি অধোমুখ ত্রিকোণ লিখিয়া এই ষট্‌কোণমধ্যস্থিত প্রণব মধ্যে গং এই গণেশবীজ লিখিয়া ঐ প্রণবের চতুর্দ্দিকে 'শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং' এই মন্ত্র লিখিবে। পরে তদ্বহিঃস্থ ছয় কোষ্ঠে ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং এই ছয়টী বীজ, পরে ৬টী সন্ধিস্থলে 'নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং, বৌষট্, ফট্,' -এই ৬টী অঙ্গমন্ত্র লিখিবে। পরে পদ্মের অষ্টদলে তিন তিনটী মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া অবশিষ্ট বর্ণ শেষদলে বিন্যস্ত করিবে। গণপ ১, তয়ে ব ২, রদ ব ৩, রদস ৪, র্ব্বজনং ৫, মে বশ ৬, মানয় ৭, স্বাহা ৮, এইরূপ বিভাগ করিয়া

অষ্টদলে লিখিতে হইবে। পরে উহা একপংক্তি অনুলোম-বর্ণদ্বারা ও একপংক্তি বিলোম বর্ণদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহার বহির্ভাগে আং ক্রোং এই বর্ণদ্বারা বেষ্টন করিবে। এই যন্ত্র পুনরায় ভূপুর দ্বারা বেষ্টন করিতে হয়। এইযন্ত্র ধারণ করিলে সকল সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীরামযন্ত্র।

মধ্যে প্রণব লিখিয়া ষট্‌কোণে রামায় নমঃ এই মন্ত্র, তৎপরে ষট্‌সন্ধিস্থলে নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুং বৌষট্, ফট্, এই ষড়ঙ্গ মন্ত্র লিখিয়া কোণ ও গণ্ডে হ্রীং ক্লীং এই মন্ত্র লিখিতে হইবে। পরে কিঞ্জল্কে দুই দুইটা স্বরবর্ণ লিখিয়া অষ্টদলপদ্মের পত্রে মালামন্ত্র লিখিতে হইবে। শেষপত্রে ঐ মালামন্ত্রের শেষ পঞ্চবর্ণ লিখিতে হইবে। অন্যান্য পত্রে ছয় ছয়টা করিয়া বর্ণ বিন্যাস করিবে। পরে দশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া উহা মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পরিবৃত করিবে। উহার বহির্ভাগে ভূপুর লিখিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষ্রৌং এই নৃসিংহ মন্ত্র এবং চতুষ্কোণে হুং এই বরাহমন্ত্র লিখিবে। এই যন্ত্র-ধারণ করিলে সর্ব্বসম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে।

নৃসিংহ-যন্ত্র।

মধ্যস্থলে বীজ ও সাধ্য নামাদি লিখিয়া অষ্টদলে—

"উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং সর্ব্বতোমুখং।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্॥"

এই মন্ত্রের চারি চারিটী বর্ণ বিন্যাস করিবে। তাহার চতুর্দ্দিকে মাতৃকাবর্ণ দ্বারা পরিবৃত করিয়া তাহার বহির্ভাগে ভূপুর লিখিয়া প্রত্যেক কোণে ক্ষ্রৌং এই মন্ত্র লিখিবে। এই যন্ত্র ধারণ করিলে ক্ষুদ্র বিষ, গ্রহদোষ, শত্রুধ্বংস ও লক্ষ্মী লাভ হয়।

গোপাল-যন্ত্র।

'গ্লৌং' এই পিণ্ড মন্ত্র 'ক্লাং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' এই মন্ত্র দ্বারা পরিবৃত করিতে হইবে। পরে ঊর্দ্ধমুখ ত্রিকোণোপরি অধোমুখ ত্রিকোণ করিয়া ষট্‌কোণে 'ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা' এই মন্ত্রের এক একটা লিখিয়া উহার বহির্দ্দেশে দশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া 'গোপীজনবল্লভায় স্বাহা' এই দশার্ণমন্ত্র দশদলে লিখিতে হইবে। ঐ দশদলের প্রত্যেক সন্ধিস্থলে 'ক্লীং' এই কামবীজ লিখিতে হয়। পরে ষোড়শদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া ষোড়শ কিঞ্জল্কে ষোড়শ স্বর বিন্যাস করিয়া ষোড়শ পত্রে 'ওঁ নমঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় হুঁ ফট্ স্বাহা' এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র লিখিতে হইবে। ইহার বহির্দ্দেশে দ্বাত্রিংশৎদল লিখিয়া তাহার কেশরে ব্যঞ্জন বর্ণ এবং অনুষ্টুপ্ মন্ত্রের এক একটী বর্ণ এক দলে বিন্যস্ত করিতে হইবে। অনুষ্টুপ্ মন্ত্র যথা—

'গ্লৌং ক্লীং নমো ভগবতে নন্দপুত্রায় বালবপুষে শ্যামলায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা'। পরে এই যন্ত্র 'আং ক্রোং' এই মন্ত্র দ্বারা পরিবৃত করিয়া ভূপুর বিন্যাসপূর্ব্বক 'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র তাহাতে লিখিতে হইবে। এই যন্ত্র ধারণ করিলে সকল বিপদ্ নাশ ও ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ লাভ হয়।

কৃষ্ণযন্ত্র।

পূর্ব্বপশ্চিমে ও উত্তর দক্ষিণে দুইটী করিয়া ৮টী রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। চারি কোণে চারিটী রেখা করিয়া মধ্যে ও অন্তে দুইটা বলয় লিখিতে হইবে। ইহার মধ্যে—

"তং শুকী দেব দেবেশং তং বেদে বরতো বতম্।
তং বতো রূঢ়তো খ্যাতং তং খ্যাতো দেবকীসুতম্॥"

এই অনুষ্টুপ মন্ত্র পদ্মবন্ধরীতি অনুসারে লিখিয়া পশ্চাৎ অষ্টকোণবিবরে—'ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়' এই অষ্টবর্ণ লিখিতে হইবে। এই যন্ত্রের বহির্দ্দেশে 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। এই যন্ত্র ধারণ করিলে সকল কামনা পূর্ণ হয়। পলাশ পত্রে এই যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া গোগৃহে পুতিয়া রাখিলে গোবৃদ্ধি হয়।

শিবযন্ত্র।

প্রথমে ষট্‌কোণ মণ্ডল লিখিয়া তন্মধ্যে 'হৌঁ' এই প্রাসাদ বীজ ও সাধ্য নাম লিখিবে। পরে ষট্‌কোণে 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই ষড়ক্ষর মন্ত্রের এক এক বর্ণ লিখিয়া ঐ ষট্‌কোণবিবরে 'নমঃ স্বাহা, বষট্, হুং, বৌষট্ ও ফট্' এই ষড়ঙ্গ মন্ত্র লিখিতে হইবে। ইহার বাহ্যদেশে পঞ্চদল পদ্ম লিখিয়া এক এক দলে 'ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ, ওঁ অঘোরায় নমঃ, ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ, ওঁ বামদেবায় নমঃ,' এই পাঁচটী মন্ত্র পূর্ব্বাদি ক্রমে লিখিবে। ইহার বহির্দ্দেশে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার প্রত্যেক দলে মাতৃকাবর্ণের অষ্টবর্গের এক এক বর্ণ লিখিবে। তৎপরে ত্র্যম্বকমন্ত্র দ্বারা এই যন্ত্র বেষ্টন করিতে হয়। মন্ত্র যথা 'ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ'। এই যন্ত্র ধারণ করিলে আয়ু, আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্যলাভ হয়।

মৃত্যুঞ্জয়যন্ত্র।

প্রথমতঃ মধ্যস্থলে প্রণব, প্রণব মধ্যে সাধ্যাক্ষর লিখিয়া অষ্টদল পদ্মের প্রত্যেক দলে 'জুং জং' এবং কোন্ দলে 'সঃ' এই মন্ত্র লিখিয়া পরে ভূপুর অঙ্কিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে 'জং' ও চতুষ্কোণে 'ঠং' এই বর্ণ বিন্যাস করিতে হইবে। এই যন্ত্র ধারণ করিলে সমুদয় ভয় বিদূরিত হয়। গ্রহপীড়া, ভূতভয়, অপমৃত্যুভয়, ব্যাধিভয় প্রভৃতি কোন শঙ্কাই থাকে না।

কালীযন্ত্র।

প্রথমে ত্রিকোণ মধ্যে আদি বীজ ও সাধ্যাক্ষর লিখিয়া তাহার বহির্দ্দেশে অষ্টকোণে আত্মবীজ লিখিতে হইবে। তদ্বাহে ত্রিকোণ বন্দে ছয়টী আত্মবীজ এবং ইহার বহির্ভাগে অষ্টদল লিখিয়া অষ্টকেশরে দুইটী স্বরবর্ণ বিন্যাস করিয়া অষ্টদলে স্বাহার সহিত বীজষট্ক লিখিতে হইবে। পরে ইহার দুই পংক্তি কূর্চ্চবীজ দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহার বহির্দ্দেশে দুইটী ভূপুর লিখিতে হইবে। এই ভূপুরের চতুর্দ্দিকে আত্মবীজ এবং চতুষ্কোণে মায়াবীজদ্বয় লিখিতে হইবে। এই যন্ত্র-ধারণ করিলে জগৎপূজ্য হয়।

তারাযন্ত্র।

ত্রিকোণদ্বয় মধ্যে স্বর্ণশলাকা দ্বারা স্বর্ণপট্ট, রৌপ্যফলক বা ভূর্জ্জপত্র প্রভৃতিতে কুঙ্কুম, গোরচনা, রক্তচন্দন, জটামাংসী প্রভৃতি দ্রব্য সমানাংশে লইয়া পংক্তিক্রমে মূলমন্ত্রের হৃল্লেখা ও রেফের মধ্যে 'অমুকের অমুক রক্ষাকর, অমুকীর উত্তম পুত্র উৎপাদন করিয়া দেও, অমুককে জ্ঞানবান্ কর' ইত্যাদি সাধ্য বিষয় লিখিয়া ষট্কোণে আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ, অঃ এই ছয়টী দীর্ঘস্বর বিন্যস্ত করিতে হইবে। পরে অষ্টদলে 'ঐং, হ্রীং, স্তং, ঐং, হ্রীং ফট্, স্বাহা' এই অষ্টবর্ণ লিখিবে। ইহার বহির্দ্দেশে ভূপুরদ্বয় লিখিয়া তাহার অষ্টকোণে বজ্র বিন্যাস করিতে হইবে।

হেমলেখনীর অভাবে দূর্ব্বাকাণ্ড বা কুশমূল দ্বারা যন্ত্র অঙ্কিত করা যাইতে পারে। এই যন্ত্র পীতবস্ত্র ও জতু দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক রক্তসূত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া শিশুদিগের কণ্ঠে, রমণীদিগের বাম হস্তে, ও পুরুষদিগের দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিতে হয়। এই যন্ত্র ধারণ করিলে বন্ধ্যা পুত্র লাভ করে, নির্ধন ব্যক্তি ধনবান্ হয়। পূর্ব্বে গোতম প্রভৃতি ঋষি জ্ঞানলাভের নিমিত্ত এবং বিজয়াভিলাষী রাজগণ বিজয়ের জন্য এই যন্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। (তন্ত্রসার)

এই যে সকল যন্ত্রের কথা বলা হইল, ইহা ধারণযন্ত্র, এই সকল যন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে অঙ্কিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তাহার সংস্কার করিয়া ধারণ করিতে হয়। যন্ত্র সংস্কার না করিয়া ধারণ করিলে তাহার ফল হয় না।

ইহা ভিন্ন যে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে পূজা করা হইয়া থাকে, তাহাকে পূজাযন্ত্র কহে। ধারণ-যন্ত্রের সহিত পূজাযন্ত্রের কোন কোন স্থলে বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই পূজা-যন্ত্রের বিষয় তন্ত্রসারে এইরূপ লিখিত আছে।

শ্রীযন্ত্র।

একটী ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে বিন্দু এবং তদ্বাহে অষ্টকোণ অঙ্কিত করিতে হইবে। এতত্ত্রিতয়ের নাম সংহারচক্র। তদ্বাহে দশ কোণদ্বয় ও তদ্বাহে চতুর্দ্দশ কোণ অঙ্কিত করিতে হয়। ইহার নাম স্থিতিচক্র। তদ্বাহে অষ্টদল, এবং তদ্বাহে ষোড়শ দল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহে ভুবনস্বরূপ বৃত্তত্রয় অঙ্কিত করিবে। তদ্বাহে সৃষ্টিচক্রাত্মক চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিবে। এই যন্ত্র সিন্দূর বা কুঙ্কুমাদি দ্বারা লিখিতে হয়। অথবা এই যন্ত্র স্বর্ণ, রজত, পঞ্চরত্ন, অথবা স্ফটিক দ্বারা উৎকীর্ণ করিয়া প্রস্তুত করিবে।

শ্রীক্রমে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি সমরেখা না লিখিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করে, তাহার সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হয়। যে স্থলে যে দেবতার স্থিতি নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই স্থলে সেই দেবতার অর্চ্চনা না করিলে সাধকের মাংস ও রুধির দ্বারা সেই দেবতার পারণা হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে পশুভাবাবলম্বীর দৃষ্টিপাত না হয়, এইরূপ সতর্ক হইয়া যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। যদি দৈবাৎ কোন ব্যক্তি পশুর অগ্রে এই যন্ত্র অঙ্কিত করে, তাহা হইলে সাধকের অঙ্গহানি হইয়া থাকে।

ভূতভৈরবে লিখিত আছে যে, এই যন্ত্র অঙ্কনকালে পদ্মের কেশর দিবে না; যদি কেহ পদ্মের কেশর কল্পনা করে, তাহা হইলে ভৈরবগণ যোগিনীদিগের সহিত তাহার হিংসা করিয়া থাকেন। এই যন্ত্র রাত্রিকালে আঁকিতে নাই।

অপরাজিতা, করবী অথবা জবাপুষ্পে দেবী বসতি করেন, অতএব এই যন্ত্রপুষ্পেও দেবীর পূজা হইতে পারে। হস্তপরিমিত স্থণ্ডিল করিয়া এই যন্ত্র করিতে হয়।

বস্ত্রাদিতেও এই যন্ত্র প্রস্তুত করা যাইতে পারে। রত্নাদি দ্বারা নির্ম্মাণস্থলে ইচ্ছানুসারে এক, দুই, তিন কিংবা চারি তোলা পর্য্যন্ত রত্ন লইয়া যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়। ইহার অধিক হইলে সাধক প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। ভূমিতে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া রক্তবর্ণ গুণ্ডিকা দ্বারা যন্ত্র পূরিত করিয়া অর্চ্চনা করিলে সাধকের সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশ হয়। স্বর্ণ, রজত ও তাম্রকে ত্রিলোহ কহে। দশভাগ স্বর্ণ, দ্বাদশ ভাগ তাম্র ও ষোড়শ-ভাগ রজত একত্র করিয়া তদ্দ্বারা যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেবীর অর্চ্চনা করিলে সাধক সৌভাগ্য লাভ এবং অচিরে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে।

প্রবাল, পদ্মরাগ, ইন্দ্রনীলমণি, নীলকান্তমণি, স্ফটিক অথবা মরকত মণিতে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিলে ধন, পুত্র, দারা ও যশোলাভ হয়। তাম্রপাত্রে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া পূজা করিলে কান্তিবৃদ্ধি, স্বর্ণপাত্রে যন্ত্র করিলে শত্রুনাশ, রজতপাত্রে মঙ্গল এবং স্ফটিক পাত্রে করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়। পূজাযন্ত্র মাত্রেই এইরূপ নিয়ম জানিতে হইবে।

শ্যামাপূজাযন্ত্র।

প্রথমতঃ বিন্দু, তৎপরে নিজবীজ 'ক্রীং', অনন্তর ভুবনেশ্বরী-বীজ 'হ্রীং' লিখিয়া তদ্বাহে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। তদ্বহির্দ্দেশে ত্রিকোণচতুষ্টয় অঙ্কিত করিয়া বৃত্ত, অষ্টদলপদ্ম, ও পুনর্ব্বার বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহে চতুর্দ্বার করিতে হইবে।

যন্ত্র অঙ্কনের পর পাত্রসম্বন্ধে মুণ্ডমালাতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, তাম্রপাত্রে, মনুষ্যকপালাস্থিতে, শ্মশান-কাষ্ঠে, শনি ও মঙ্গলবারে, মৃতমনুষ্যের শরীরে, স্বর্ণপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে বা লৌহপাত্রে বিধানক্রমে যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। এই যন্ত্রের প্রকারান্তর—অগ্রে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহে ত্রিকোণত্রয় এবং তদ্বাহে বৃত্ত, অষ্টদলপদ্ম ও চতুর্দ্বার লিখিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইবে।

বগলামুখীর পূজাযন্ত্র।

প্রথমে ত্রিকোণ ও তদ্বাহে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া বৃত্ত এবং অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। তাহার বহির্ভাগে ভূপুর অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। (তন্ত্রসার)

এইরূপ প্রণালীতে ধারণযন্ত্র ও পূজাযন্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়। নবগ্রহেরও যন্ত্রকবচের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। রবি প্রভৃতি গ্রহ বিরূপ হইলে তাহাদের যন্ত্রকবচ ধারণ করিলে শুভ হইয়া থাকে।

৩ বৈদ্যকশাস্ত্রোক্ত ঔষধপাক এবং অস্ত্রপ্রয়োগাদির জন্ত নানা প্রকার যন্ত্র। সংক্ষেপে তাহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

আয়ুর্ব্বেদীয় যন্ত্র।

সুশ্রুতে লিখিত আছে,—যন্ত্র সর্ব্বসমেত এক শত এক। ইহাদের মধ্যে হস্তই প্রধানতম যন্ত্র। কারণ হস্ত ভিন্ন কোন যন্ত্রই প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং হস্তই সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রকার্য্যের প্রধান অবলম্বন। মন ও শরীরের ক্লেশজনক শল্য উদ্ধারের নিমিত্তই যন্ত্র আবশ্যক।

এই সকল যন্ত্র ৬ ভাগে বিভক্ত। যথা—স্বস্তিকযন্ত্র, সন্দংশযন্ত্র, তালযন্ত্র, নাড়ীযন্ত্র, শলাকাযন্ত্র এবং উপযন্ত্র।

পূর্ব্বোক্ত ৬ প্রকার যন্ত্রের মধ্যে স্বস্তিকযন্ত্র ২৪ প্রকার, সন্দংশ (সাঁড়াশী) যন্ত্র ২ প্রকার, তালযন্ত্র ২, নাড়ীযন্ত্র ২০, শলাকাযন্ত্র ২৮, এবং উপযন্ত্র ২৫ প্রকার। এই যন্ত্র সকল লৌহদ্বারাই প্রস্তুত করা উচিত। কিন্তু লৌহের অভাব হইলে দৃঢ়দন্ত ও শৃঙ্গাদি দ্বারাও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যন্ত্র সকলের মুখের আকার প্রায়ই সিংহাদি হিংস্রজন্তু বা মৃগ ও পক্ষীর মুখের ন্যায় করিতে হয়। অথবা শাস্ত্রের মতে গুরুর উপদেশানুসারে অন্তযন্ত্র সম্মুখে রাখিয়া কিংবা যুক্তি-পূর্ব্বক প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

যন্ত্র প্রস্তুত করিবার বিধি।

যন্ত্র সকল এরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে, যেন উহা উপযুক্ত আকারবিশিষ্ট হয়, অত্যন্ত ক্ষুদ্র বা অতিবৃহৎ না হয়। যন্ত্রগুলি এরূপভাবে নির্ম্মাণ করিবে যে, যেন তাহা দেখিতে সুন্দর, তীক্ষ্ণ, মসৃণ মুখবিশিষ্ট, বিশেষ শক্ত, এবং সুগ্রাহী অর্থাৎ সহজে ধরিতে পারা যায়।

স্বস্তিকযন্ত্র।

স্বস্তিকযন্ত্র ১৮ অঙ্গুলী দীর্ঘ করিতে হইবে। ২৪ প্রকার স্বস্তিকযন্ত্রের মুখ সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক, তরক্ষু, ভল্লুক, দ্বীপী, বিড়াল, শৃগাল, মৃগ ও এর্ব্বারুক এই দশপ্রকার পশুর মুখের ন্যায় এবং কাক, কঙ্ক, কুরর, চাস, ভাস, শশঘাতী, উলূক, চিল্লি, শ্যেন, গৃধ্র, ক্রৌঞ্চ, ভৃঙ্গরাজ, অঞ্জলি, কর্ণাবভঞ্জন, ও নন্দিমুখ এই চতুর্দ্দশ প্রকার পক্ষীর মুখের ন্যায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই ২৪ প্রকার যন্ত্র দুইখানি লৌহখণ্ড দ্বারা প্রস্তুত করা আবশ্যক। এই লৌহখণ্ডদ্বয় একটী খিলদ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং সেই খিলের দুইমুখ মসুর কলায়ের ন্যায় বিস্তৃত। ইহার মূল অর্থাৎ ধরিবার স্থান অঙ্কুশের ন্যায় বক্র করিতে হয়। হাড়ের মধ্যে বাণ বা কণ্টকাদি কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ হইলে তাহা বাহির করিবার জন্ত এই স্বস্তিকযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সন্দংশযন্ত্র।

সন্দংশযন্ত্র দুইপ্রকার। একপ্রকার কর্ম্মকারের সাঁড়াশীর মত, তাহাতে খিল থাকে। ইহাকে সনিগ্রহ সন্দংশযন্ত্র বলে। অন্যপ্রকার খিলবিহীন—ক্ষৌরকারের সন্নার ন্যায়, ইহার নাম অনিগ্রহ সন্দংশযন্ত্র। এই যন্ত্রদ্বয় ১৬ আঙ্গুল দীর্ঘ হইবে। চর্ম্ম, মাংস, শিরা ও স্নায়ুতে সংবিদ্ধ কণ্টকাদি বাহির করি-বার নিমিত্ত এই যন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

তালযন্ত্র।

তালযন্ত্র দুই প্রকার। ইহা ১২ অঙ্গুল লম্বা করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। বিবিধ তালযন্ত্রের মধ্যে একটী মৎস্য তালের অর্থাৎ শঙ্কের ন্যায় পাতলা, বক্র ও একমুখবিশিষ্ট। অপরযন্ত্র দুই মুখবিশিষ্ট। এই যন্ত্র কর্ণনাসিকাদির ভিতর হইতে মলাদি বাহির করিতে প্রয়োজনে লাগিয়া থাকে।

নাড়ীযন্ত্র।

নাড়ীযন্ত্র দ্বারা বিবিধ কার্য্য সাধিত হয় বলিয়া ইহা নানা-বিধ আকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র মুখভেদে দুই-প্রকার। তন্মধ্যে একটীর মুখ একদিকে এবং অন্যপ্রকারের মুখ দুইদিকে থাকে। এই যন্ত্র সকল ছিদ্রবিশিষ্ট করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। দেহের স্রোতোগত কণ্টকাদি শল্য

বাহির করিবার, নিমিত্ত শরীরের মধ্যগত ফোড়া ও অর্শাদি-রোগ পরীক্ষার জন্ত, অস্থিগতবায়ু, দূষিতরক্ত, ও স্তন্যাদি চুষিয়া নির্গত করিবার জন্য, দেহাভ্যন্তরস্থ অস্ত্রসাধ্য রোগে অস্ত্রক্রিয়ার সাহায্যার্থ, এবং দেহমধ্যস্থ ক্ষতাদিতে ঔষধ প্রয়োগের সুবিধার নিমিত্ত নাড়ীযন্ত্র সকল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র, শিরা, ধমনী, মলদ্বার এবং মূত্রদ্বারাদি দেহগত স্রোতঃসমূহে উৎপন্ন ব্যাধিতে প্রয়োগ করিতে হইলে উক্ত স্রোতঃসমূহের আকৃতির পরিমাণানুসারে এই যন্ত্রের দীর্ঘতা ও স্থূলতাদি নির্ণয় করিয়া যথাসাধ্য যুক্তি অনুসারে প্রস্তুত করিতে হইবে।

এই সকল নাড়ীযন্ত্রের মধ্যে ভগন্দরযন্ত্র দুইটী—একটী এক-ছিদ্র ও অপরটী দ্বিচ্ছিদ্র। ব্রণযন্ত্র একটী, বস্তিযন্ত্র চারিটী, উত্তরবস্তিযন্ত্র পুরুষ ও স্ত্রীভেদে তিনটী, মূত্রবৃদ্ধিযন্ত্র একটী, দকোদরযন্ত্র ১, ধূমযন্ত্র ৩, নিরুদ্ধপ্রকাশযন্ত্র ১, সন্নিরুদ্ধগুদযন্ত্র ১, অলাবুযন্ত্র ১, এই সর্ব্বসমেত নাড়ীযন্ত্র ২০ প্রকার।

শলাকাযন্ত্র।

শলাকাযন্ত্র দ্বারা নানাপ্রকার কার্য্য সম্পাদিত হওয়ায়, ইহা নানা আকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র কার্য্যভেদে দীর্ঘ ও স্থূলাকৃতি। এই যন্ত্র কার্য্যবিশেষে ভিন্নরূপে ১, ২, ৩ বা ততোধিক সংখ্যায় নির্ম্মাণ করিতে হয়। শলাকাযন্ত্র ২৮ প্রকার। তন্মধ্যে গণ্ডূপদ (কেঁচো) মুখাকৃতি ২ প্রকার, শর-পুঙ্খমুখাকৃতি ২, সর্পফণামুখাকৃতি ২ এবং বড়িশমুখাকৃতি ২ প্রকার। এই ৮ প্রকার যন্ত্রের মধ্যে গণ্ডূপদমুখাকৃতি ২টী এষণ কার্য্যে অর্থাৎ ব্রণাদির শোষনালী অন্বেষণে ব্যবহৃত হয়। শরপুঙ্খমুখাকৃতি ২টী ব্যূহন কার্য্যে অর্থাৎ ব্রণাদির মধ্যগত কোন অংশ ছেদনপূর্ব্বক তুলিবার জন্য, সর্পফণামুখাকৃতি ২টী চালন কার্য্যে অর্থাৎ আঘাতাদিহেতু স্থানান্তরিত অস্থি প্রভৃতি চালনা করিয়া স্বস্থানে নিয়োজনার্থ এবং বড়িশমুখাকৃতি ২টী শরীর হইতে কণ্টকাদি কোন বস্তু আহরণপূর্ব্বক বাহির করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শল্য বাহির করিবার জন্ত ২ প্রকার শলাকাযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রদ্বয় অর্দ্ধখণ্ড মসূরদাউলের আকৃতির তুল্য ও অল্প আনতমুখবিশিষ্ট।

ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিবার জন্ত ছয়প্রকার যন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রগুলির মুখে বা অগ্রভাগে তুলা জড়ান থাকে, এইজন্ত উহাকে তুলি বলা যায়। ক্ষতস্থানে ক্ষার এবং ঔষধাদি দিবার জন্ত তিনপ্রকার যন্ত্র আবশ্যক। ইহার আকার হাতার ন্যায়, এবং মুখগঠন খলির ন্যায় নিম্ন।

ব্রণাদি দগ্ধ করিবার জন্ত ৬প্রকার যন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে তিন প্রকারের মুখ জামফলের ন্যায় এবং তিনটী অঙ্কুশের ন্যায় বক্রাকৃতি-মুখবিশিষ্ট। নাসিকাদির মধ্যগত আব প্রভৃতি ছেদন করিয়া তুলিবার জন্য একপ্রকার শলাকা প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার মুখের আকার কুলের আঁটির শস্তের অর্দ্ধখণ্ড পরিমাণ, এবং মুখের অগ্রভাগ খলির ন্যায় নিম্ন ও মুখের দুই ধার ধারাল।

চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিবার জন্ত একপ্রকার শলাকা-যন্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই শলাকাযন্ত্রের আকার মাষকলায়ের ন্যায় স্থূল, এবং উহার দুইদিকে পুষ্পের মুকুলের মত দুইটী মুখ থাকে। মূত্রমার্গ অর্থাৎ যোনিদ্বার বা লিঙ্গ-নাল পরিষ্কার করিবার জন্য বা প্রস্রাব করাইবার নিমিত্ত একপ্রকার শলাকাযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মুখের অগ্রভাগ মালতীপুষ্পের বোঁটার ন্যায় স্থূল ও গোলাকার।

উপযন্ত্র।

রজ্জু (রসি বা দড়ি), বেণিকা (বিনানচুল), পাট, চর্ম্ম, বল্কল, লতা, বস্ত্র, অষ্ঠীলাশ্ম (দীর্ঘগোলাকার পাষাণবিশেষ), মুদ্গার, হস্ততল, পদতল, অঙ্গুলি, জিহ্বা, দন্ত, নখ, মুখ, চুল, অশ্বকটক (ঘোড়ার মুখসংলগ্ন লৌহবলয়), বৃক্ষশাখা, ষ্ঠীবন, প্রবাহণ, হর্ষ, অয়স্কান্ত, ক্ষার, অগ্নি ও ঔষধ এই পঞ্চবিংশতি উপযন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল উপযন্ত্র শরীরে, দেহের সকল অবয়বে, সন্ধিস্থলে, কোষ্ঠদেশে ও ধমনীতে আবশ্যকতা-নুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে পারা যায়।

যন্ত্রকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা।

যন্ত্রকার্য্য ২৪ প্রকার। নির্ঘাতন অর্থাৎ ইতস্ততঃ সঞ্চালন-পূর্ব্বক বহিষ্করণ, পূরণ (ব্রণাদি মধ্যে পিচকারী (নলাদি) দ্বারা তৈলাদি পূরণ), বন্ধন, ব্যূহন অর্থাৎ ব্রণাদির মধ্যগত কোন অংশ ছেদনপূর্ব্বক উত্তোলন,বর্ত্তন, চালন (শল্যাদি স্থানান্তরিত করণ বা নড়ান), বিবর্ত্তন, বিবৃতকরণ, পীড়ন (অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া পূযরক্তাদি বহিষ্করণ), মার্গবিশোধন, বিকর্ষণ (আকর্ষণ-পূর্ব্বক মাংসাদি সংলগ্ন শল্যোদ্ধার) আহরণ (টানিয়া বাহিরে আনয়ন),আঞ্চন (ঈষৎ মুখে আনয়ন),উন্নমন ; অধঃস্থিত শিরঃ-কর্ণাদি উর্দ্ধে উত্তোলন ; বিনমন, ভঞ্জন, উন্মথন, প্রবিষ্ট শল্য, পথে শলাকা দ্বারা আলোড়ন,আচূষণ, মুখাদি দ্বারা দূষিত স্তন্য-রক্তাদি চুষিয়া আনয়ন, এষণ, বিদারণ, প্রক্ষালন, ঋজূকরণ, প্রধমন, নাসাদিতে নস্যাদি ঔষধ প্রদান, ও প্রমার্জ্জন এই সকল কার্য্যে যন্ত্রের আবশ্যক হইয়া থাকে।

দেহে কত প্রকার শল্য অর্থাৎ বাধাজনক কার্য্য উপস্থিত হইতে পারে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং বুদ্ধি-মান্ চিকিৎসক স্থান,ও কর্ম্মানুসারে সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া যন্ত্রক্রিয়া কল্পনা করিয়া লইবেন।

যন্ত্রের দোষ।

যন্ত্রের দোষ ১২টী, যথা—অতিস্থূল, অসার, অর্থাৎ অশোধিত লৌহাদি নির্ম্মিত, অতিদীর্ঘ, অতিক্ষুদ্র, অগ্রাহী, বিষমগ্রাহী, (ধরিবার অসুবিধাজনক) বক্র, শিথিল, অত্যুন্নত, মৃদুকীলক (হাল্কা খিলযুক্ত),মৃদুনখ ও মৃদুপার্শ্ব, যন্ত্রের এই কয়টী দোষ। উক্ত সকল দোষহীন অষ্টাদশ অঙ্গুলি প্রমাণ যন্ত্র প্রশস্ত। অতএব চিকিৎসক উক্ত দ্বাদশ প্রকার দোষবর্জ্জিত যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া অস্ত্র কার্য্যে ব্যবহার করিবেন।

দৃশ্য ও অদৃশ্য শল্য উদ্ধারক যন্ত্র।

শরীরমধ্যগত দৃশ্যশল্য অর্থাৎ যে সকল কণ্টকাদি শরীরে বিদ্ধ হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সিংহমুখাদি যন্ত্র দ্বারা এবং দেহমধ্যগত অদৃশ্য শল্য অর্থাৎ যে সকল প্রবিষ্ট শল্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা কঙ্কমুখাদি যন্ত্র দ্বারা বাহির করিতে হয়। এই শল্য বাহির করিবার সময়ে ধীরে ধীরে শাস্ত্রগত যুক্তি অনুসারে কার্য্য করা আবশ্যক।

সকল প্রকার যন্ত্র মধ্যে কঙ্কমুখ যন্ত্রই শ্রেষ্ঠতম। কারণ এই যন্ত্র দেহের সন্ধি ও মর্ম্মাদি সকল স্থানেই প্রবিষ্ট হইতে পারে এবং সহজেই বাহির করিয়া লওয়া যায়। ইহার সাহায্যে দেহপ্রবিষ্ট শল্যও দৃঢ়রূপে ধরিয়া বাহির করা যাইতে পারে। অপর সিংহমুখাদি যন্ত্র সকলের মুখ স্থূল, এইজন্য শরীর মধ্যে সহজে প্রবিষ্ট হয় না এবং বাহির করিতে বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। (সুশ্রুত যন্ত্রস্থা° ১২ অ°)

যন্ত্র দ্বারা এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন ঔষধ পাকার্থও কতকগুলি যন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিবরণ লিখিত হইল।

বালুকাযন্ত্র—অর্দ্ধহস্ত গভীর একটী পাত্র মধ্যে একটী ঔষধপূর্ণ কাচকুপিকা স্থাপন করিয়া ঐ কুপিকার গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকা পূরণ করিবে। তৎপরে অগ্নিসংযোগে ঐ কুপিকাস্থ ঔষধ পাক করিলে পণ্ডিতগণ তাহাকে বালুকাযন্ত্র কহেন।

দোলাযন্ত্র—পারদসংযুক্ত ঔষধ একটী ত্রিফল ভূর্জপত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া একটী পোট্টলী প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে সূত্র দ্বারা ঐ পোট্টলীটী এক খণ্ড কাষ্ঠের সহিত দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিবে। অনন্তর কাঞ্জিকাদিপূর্ণ একটী পাত্রের উপরিভাগে ঐ কাষ্ঠখণ্ড এ মত ভাবে রাখিবে যেন ঐ সূত্রবদ্ধ পোট্টলীটী ঐ পাত্রের মধ্যে দুলিতে থাকে, তৎপরে ঐ পাত্রের অধোদেশে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া পাক করিলে তাহাকে দোলাযন্ত্র বলে।

স্বেদনযন্ত্র—একটী স্থালী জলপূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা মুখবদ্ধ করিবে। পরে ঐ বস্ত্রের উপরি স্বেদ্য ঔষধ স্থাপন করিয়া অগ্নি দ্বারা পাক করিবে। ইহার নাম স্বেদনযন্ত্র।

বিদ্যাধরযন্ত্র—একটী স্থালীতে পারদ স্থাপন করিয়া তদুপরি আর একটী স্থালী ঊর্দ্ধমুখী করিয়া রাখিতে হইবে। তদনন্তর জলসংযোগে কোমল মৃত্তিকা দ্বারা উক্ত স্থালীদ্বয়ের সন্ধিস্থান সংরুদ্ধ করিবে। তৎপরে উপরিস্থ স্থালীতে জল পূরণ করিয়া চুল্লির উপর বসাইয়া উহার অধোদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া পাঁচ প্রহর একাদিক্রমে সিদ্ধ করিয়া নামাইতে হইবে। পরে শীতল হইলে ঐ যন্ত্র হইতে রস গ্রহণ করিবে। ইহার নাম বিদ্যাধরযন্ত্র।

ভূধরযন্ত্র—মূষা মধ্যে পারদ স্থাপন করিয়া ঐ মূষা বালুকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে।

তৎপরে তাহার চতুর্দ্দিকে শুষ্ক গোময় (ঘুঁটে) সাজাইয়া অগ্নি দিয়া পোড়াইতে হইবে।

ডমরুযন্ত্র—মূষা যন্ত্রের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, ইহাতে স্থালীদ্বয়ের মুখবন্ধ করা আবশ্যক। (ভাবপ্র° মধ্যখ°)

জ্যোতিষিক যন্ত্র।

বহু প্রাচীন কাল হইতে জ্যোতিষিক ও আয়ুর্বেদীয় তত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ যন্ত্রসমূহের আবিষ্কার হইয়াছে, ঐ যন্ত্রসমূহ কাষ্ঠ অথবা ধাতুজ পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত। উহা দ্বারা আমরা পদার্থের প্রক্রিয়া বিশেষের ব্যাপ্তি, স্থিতি ও কার্য্যাদি যথাযথরূপে অবগত হইতে পারি। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনায় উদ্ভাবিত শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ এই কৃত্রিম উপায়বিশেষ দ্বারা বস্তুবিশেষের কার্য্যফল প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ করা যায় বলিয়া উহাকে যন্ত্র নামে উল্লিখিত করা হইয়াছে।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের ব্যবচ্ছেদ-যন্ত্রগুলি (Instrument for surgical operation), বকযন্ত্রাদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপকরণগুলি (Chemical apparatus), জ্যোতিষিক যন্ত্র (Astronomical instrument), গ্রন্থাদি মুদ্রণযন্ত্র (Printing press and machinary), ময়দার কল (Flour mill) ও তৈলের কল (Oil-manufactory) বা যন্ত্রাদির অভাব নাই। শেষোক্ত স্থানের যন্ত্রসমূহের মধ্যে 'এঞ্জিনই' প্রধানতম। সেই সকল অসংখ্য যন্ত্র বা কল কারখানার আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। পূর্ব্বকালে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাই উল্লিখিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের উৎকর্ষজ্ঞাপক Telescope, Quadrant, sextant প্রভৃতি যন্ত্রে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর স্থানাদি নির্দ্ধারণের উপকারিতা-দর্শনে অনেকেই বিস্মিত হইয়া থাকেন।

আমাদের এই ভারতে সেই সকল যন্ত্র যে ছিল না, এমন নহে। পূর্ব্বতন ভারতীয় আর্য্যগণ জ্যোতিষ্ক-নিরূপণ ও গণনাদির বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহারাও বিশেষ উদ্যমের সহিত গ্রহনক্ষত্রাদির স্থাননিরূপণ ও তন্নিরূপণার্থ যন্ত্রাদির আবিষ্কার করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আর্য্যভট, লল্লাচার্য্য, ব্রহ্মগুপ্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্তকার ও ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের জ্ঞাতব্য বিষয় নিরূপণার্থ নানা যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ ভূভগোলযন্ত্র [গোলযন্ত্র] (Armillary sphere)— ভূভগোলের (Terrestrial and steller sphere) আবশ্যকীয় বিবরণ-সংগ্রহের জন্য অত্যাশ্চর্য্যকর গোলযন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমে একটী কাষ্ঠ-গোলকের উপর ভূপৃষ্ঠ অঙ্কিত করিয়া সেই ভূগোলকের (Earth-globe) মধ্যকেন্দ্র দিয়া মেরুদ্বয় পর্য্যন্ত একটী দণ্ড বিনির্গত কর ; পরে সেই ভূগোলের উভয় দিকে অর্থাৎ ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে দণ্ডপ্রদেশের তুল্যান্তরে বিস্তৃত প্রান্তদ্বয়ে দুইটী বৃত্ত সংলগ্ন কর। উহাই সেই ভূগোলের আধারকক্ষা। অতঃপর সেই ভূগোলের চতুঃসীমায় ভগোলনিবন্ধনার্থ পাতপ্রোতবৃত্ত (Equinoctial colure) বা বিষুবসম্বন্ধিনী কক্ষা (বিষুবদ্বৃত্ত) স্থির করিবে, তারপর আধার-কক্ষাদ্বয়ের অর্দ্ধচ্ছেদ স্থানে ভগোল-মধ্যবৃত্ত কল্পনা করিবে, অনন্তর মেষাদি দ্বাদশ রাশির অহোরাত্রবৃত্ত বন্ধন করিতে হইবে। প্রথমে ঐ ক্রান্তিবৃত্তকে অঙ্গুলপরিমিত ৩৬০° ভগণাংশ (Graduated divisions of the degrees of the circles) দ্বারা সমভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। পরে ঐ অহোরাত্র বৃত্তে ১২টী রাশিপাত করিয়া সেই মেষাদি রাশিতে সূর্য্যদেব যে কল্পিত অহোরাত্রবৃত্ত অঙ্কিত করেন, তজ্জন্য এক একটী বৃত্তপাত করিবে। যন্ত্রের ঐ বৃত্তগুলি প্রায়ই লৌহ বা পিত্তলের তারের হইয়া থাকে।

এই রবি-কক্ষার জন্য উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে তিনটী করিয়া ছয়টী অর্থাৎ বিষুবরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে যথাক্রমে তিনটী করিয়া বৃত্ত বসাইতে হইবে। অর্থাৎ মেষের শেষ একটী, কন্যার প্রারম্ভে একটী, বৃষের শেষ ও সিংহের আরম্ভে, এবং মিথুনের শেষ ও কর্কটের প্রারম্ভে অপরটী; এইরূপে উত্তরায়ণে ও দক্ষিণায়নে পরস্পরের ঠিক বিপরীত রাশিগুলিতে তিনটী বৃত্তপাত হইবে। ঐ বৃত্তসমূহ স্ব স্ব দ্যুজ্যার ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণানুসারেই রচনা করিতে হইবে, অর্থাৎ বিষুবৎ কক্ষার (ক্রান্তিপাতবৃত্ত ও অয়নান্তবৃত্ত) প্রমাণানুমানেই ঐ বৃত্তত্রয় করিবে। বিষুবৎবৃত্ত অপেক্ষা মেষান্তবৃত্ত কম, তদপেক্ষা বৃষান্তবৃত্ত কম, তদনুপাতে মিথুনান্তবৃত্ত কম—এইরূপ উত্তরোত্তর অল্প ব্যাসার্দ্ধবৃত্ত করিতে হইবে। এইরূপে তিনটী বৃত্ত প্রস্তুত করিয়া ক্রান্তিবিক্ষেপ ভাগানুসারে দৃষ্টান্তগোলে নিবদ্ধ করিবে, অর্থাৎ বিষুবৎ বৃত্তপ্রদেশ হইতে ক্রান্তিবৃত্তের (Declination) ও বিক্ষেপ-প্রদেশের (Latitude) দূরত্বানুসারে নিরূপণ করিবে, অথবা আধার-কক্ষার সমভাগে খণ্ডিত করিয়া অঙ্কিত করিবে।

এইরূপ সূর্য্যের অস্ফুটক্রান্তি ধরিয়া গণনা করিলে বৃত্তপাতের মীমাংসা করা যায়। অথবা এই ভ-ভূগোল যন্ত্রের আধারকক্ষাদ্বয়ের ক্রমিক অঙ্কপাত (Graduation) দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে। ঐ ক্রমিকাঙ্করেখা ক্রান্তি (Declination) ও বিক্ষেপ (Latitude) জন্যই ঘটিয়া থাকে। বিক্ষেপ শব্দ দ্বারা ক্রান্তিসূত্রের (Circle of declination) দ্বারা ক্রান্তিবৃত্তের (eclipsic) দূরতাকেই বুঝিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রকারে দক্ষিণ-ভগোলার্দ্ধেও অহোরাত্রবৃত্ত পাত করা যায়। অভিজিৎ, সপ্তর্ষি, অগস্ত্য, ব্রহ্মহৃদয় প্রভৃতি স্থির নক্ষত্রগণের অবস্থাননির্ণয় দ্বারা রেখাপাত করিলে প্রায় আরও ৪২টী বৃত্তাঙ্কন করা যাইতে পারে। যাম্যোত্তর বৃত্তরেখা, বিষুবৎ, অয়ন, অপমণ্ডল (ক্রান্তিবৃত্ত) প্রভৃতি দ্বারা খগোলস্থ যাবতীয় গ্রহনক্ষত্রাদির গতি উপলব্ধি হইতে পারে এবং অস্ত, মধ্যম ও সাধারণ লগ্নের অনুমান হয়।

২ স্বয়ংবহগোলযন্ত্র (Self-revolving spheric instrument)— দিবা ও রাত্রিকালনির্ণয়ার্থ এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তগোলে গোলাকারে ছিন্ন মোম-জামার কাপড় লাগাইয়া ক্ষিতিজবৃত্ত স্থির করিয়া লইবে। তদনন্তর উহার অধোদেশ জলপ্রবাহাঘাত দ্বারা পরিচালিত করিলে মেরুদণ্ডাশ্রিত সেই দৃষ্টান্ত গোলক ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতে থাকে এবং উহা লোকালোকবেষ্টিত অর্থাৎ দৃশ্যাদৃশ্যসন্ধিসূত্রের দ্বারা ক্ষিতিজাখ্য বৃত্তের সহিত সংসক্ত হয়। কেহ কেহ তুঙ্গবীজ সংযুক্ত করিয়াও দৃষ্টান্তগোলের স্বয়ংবহ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের গূঢ়ার্থপ্রকাশনামক টীকায় রঙ্গনাথ উহার প্রক্রিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন, তদ্‌যথা—

"নিবদ্ধগোলবহির্ভূতযষ্টিপ্রান্তয়োর্যথেচ্ছয়া স্থানদ্বয়ে স্থানত্রয়ে বা নেমিং পরিধিরূপামুৎকীর্য্য তাং তালপত্রাদিনা চিক্কণবস্তুলেপেনাচ্ছাদ্য তত্র ছিদ্রং কৃত্বা তন্মার্গেণ পারদোঽর্দ্ধপরিধৌ পূর্ণো দেয়, ইতরার্দ্ধপরিধৌ জলং চ দেয়ং ততো মুদ্রিতছিদ্রং কৃত্বা যষ্ট্যগ্রে ভিত্তিস্থনলিকয়োঃ ক্ষেপ্যো, যথা গোলোঽন্তরীক্ষো ভবতি। ততঃ পারদজলাকর্ষিতযষ্টিঃ স্বয়ং ভ্রমতি। তদাশ্রিতো গোলশ্চ।"

এই যন্ত্রের উপকারিতা লক্ষ্য করিলে অনুমান হয় যে, প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীরও স্বকক্ষায় ভ্রমণ স্বীকার করিতেন। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত তাঁহারা প্রাকৃতিক জগতের ন্যায় স্বরচিত দৃষ্টান্তগোলেরও আহ্নিকাদি গতি স্থির করিয়া যন্ত্র সাহায্যে দেখাইয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহারা যে কেবল স্বয়ংবহ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, এরূপ নহে; তাঁহারা প্রকৃত ভূগোলের দিবারাত্ররূপ কাল-পরিবর্ত্তনের অনুকরণে এই অনুকল্পগোলকেও নিরূপিত সময়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"কালসংসাধনার্থায় তথা যন্ত্রাণি সাধয়েৎ ॥ ১৯
একাকী যোজয়েদ্বীজং যন্ত্রে বিস্ময়কারিণি।
শঙ্কুযষ্টিধনুশ্চক্রৈশ্ছায়াযন্ত্রৈরনেকধা ॥ ২০
গুরূপদেশাদ্বিজ্ঞেয়ং কালজ্ঞানমতন্দ্রিতৈঃ।" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

সূর্য্যসিদ্ধান্তের এই বচন দ্বারা অনুমান হয় যে, দিনগতাদি কালের সূক্ষ্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত স্বয়ংবহ-গোলাতিরিক্ত আরও বহুযন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। তাঁহারা ছায়াগ্রহণ দ্বারা সময়মান-নিরূপণার্থ শঙ্কু (Gnomon), যষ্টিযন্ত্র (Staff), ধনুঃ (arc), চক্র (Wheel) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছায়াসাধক যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

৩ শঙ্কুযন্ত্র (Gnomon)—কাল ও দিক্ নির্ণয়ের নিমিত্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। জল দ্বারা সমীকৃত শিলাপ্রদেশ অথবা বজ্রলেপ চত্বরাদি সমস্থানে সকেন্দ্র একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তদুপরি দ্বাদশাঙ্গুল বিভাগমান একটী কাষ্ঠকীলক ("শঙ্কুং সমতলমস্তকপরিধিকাষ্ঠদণ্ডং স্থাপয়েৎ") স্থাপনা করিবে।

"সমতলমস্তকপরিধির্ভ্রমসিদ্ধো দন্তিদন্তজঃ শঙ্কুঃ।
তচ্ছায়াতঃ প্রোক্তং জ্ঞানং দিগ্দেশকালানাম্ ॥"
(সিদ্ধান্তশি° যন্ত্রাধ্যায় ৯ শ্লোক)

এইরূপে বৃত্তকেন্দ্রে শঙ্কু স্থাপিত করিয়া দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ অর্থাৎ উদয়-কালের পর শঙ্কুর ছায়াগ্রপ্রদেশ মণ্ডল পরিধির যে দিকে নিপতিত হইবে, তাহা পশ্চিম এবং মধ্যাহ্ন বা মাধ্যাহ্নিন-রেখা অতিক্রম করিয়া অস্তকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যের ছায়া যে বিপরীত দিকে পতিত হয়, সেই দিক্ পূর্ব্ব বলিয়া জানিবে।

অতঃপর পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শঙ্কুচ্ছায়াগ্র বিন্দুদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া, পরস্পরে সম্মিলিত রেখাকে দ্যু-জ্যা করিয়া বৃত্ত অঙ্কিত কর। ঐ নিষ্পাদ্য বৃত্তদ্বয়ের পরিধি পরস্পর পরস্পরকে কাটিয়া যাইবে। পরিধিবিভাজিত 'বৃত্তাংশদ্বয়-সংমিলিত-স্থান তিমি (মৎস্যাকার) বলিয়া কথিত। উহার বাহ্যবৃত্ত ভাগ মুছিয়া ফেলিলে বৃত্তসংযুক্ত তিমির একদিক্ মুখ ও অপর সংযোগাংশ পুচ্ছ। ঐ মুখ হইতে একটী সরলরেখা মধ্যস্থিত পূর্ব্বপশ্চিম-রেখাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া পুচ্ছ পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিলে একটী দক্ষিণোত্তর রেখা সম্ভাবিত হয়। উহাকে যাম্যোত্তর রেখা (Meridian circle) বলা যায়। ইহা দ্বারা দিক্ ও ভূপৃষ্ঠস্থ দেশের স্থান ও কালনিরূপণ হইতে পারে। সূর্য্যদেব দিবসের কোন্ সময়ে কোন্ রেখায় অবস্থিত থাকিয়া তাপ দান করিয়া থাকেন; এই যন্ত্র দ্বারা অনায়াসেই তাহা নির্ণীত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন যাম্যোত্তর-রেখা ও অস্ফুটক্রান্তি (Declination of the Sun) গণনা করিয়া ইহাদ্বারা দিবামানাদিও স্থির করা যায়।

উক্ত প্রকার সমতল ক্ষেত্রে একটী চক্র নিবদ্ধ করিয়া তাহাতে শঙ্কু স্থাপনপূর্ব্বক শঙ্কুযন্ত্র বা সূর্য্যঘড়ী (Sun-dial) প্রস্তুত করা হইত। উহাতে ঘটিকা-যন্ত্রের ন্যায় ১ হইতে ১২ হোরাচিহ্ন অঙ্কিত না করিয়া পূর্ব্বকালে ঐ চক্রনেমির উপরে ৬০টী সমান বিভাগ করিয়া দেওয়া হইত। ঐ ৬০টী বিভাগ ৬০ দণ্ড নামে পরিচিত। পৃথিবী অহোরাত্রবৃত্তকক্ষার পরিভ্রমণ-কালে অপবলনহেতু (Obliquity of the Ecliptic) আমরা যেরূপ সূর্য্যের বক্রগতি প্রত্যক্ষ করি, এই শঙ্কুযন্ত্রে শঙ্কুচ্ছায়ার প্রতি-ভাত দ্বারা তাহার পরিমাণানুসারে দণ্ডাদি বিভাগ করিয়া লওয়া যায়।

মনে কর, প্রভাত অরুণোদয়ে শঙ্কুচ্ছায়াবৃত্ত পরিধির যে দণ্ড প্রান্তে পতিত হয়, তাহা পশ্চিম; পরে উত্তরায়ণ অথবা দক্ষিণায়ন অনুসারে সূর্য্যদেবের প্রত্যক্ষ-গতি যে দিকে বক্রতা বিস্তৃত করে, প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংক্রমে শঙ্কুচ্ছায়াও তদ্রূপ স্থানবিশেষে (অর্থাৎ বিষুবরেখা হইতে অন্তরিত প্রদেশের তারতম্যানুসারে) উত্তর বা দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া আইসে; এইরূপে উদয় হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত শঙ্কুচ্ছায়া ক্রমশঃ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ফিরিয়া থাকে। ঐ ছায়া যখন যে দণ্ডাংশ দিয়া বৃত্ত মধ্যে ঘুরিয়া আসিবে, তখন দিবসে দিবাকর তত দণ্ড অতিক্রম করিতেছেন, জানিতে হইবে।

৪ যষ্টিযন্ত্র (Staff-instrument)—উপরোক্ত শঙ্কুযন্ত্রের ন্যায় ইহাতেও সমতলপৃষ্ঠ চত্বরভূমি বা কাষ্ঠখণ্ডের উপর বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হয়। গোলাধ্যায়ের যন্ত্রাধ্যায়-বিভাগে ইহার প্রকরণ এইরূপ লিখিত আছে—

"ত্রিজ্যাবিষ্কম্ভার্দ্ধংবৃত্তং কৃত্বা দিগঙ্কিতং তত্র।
দত্তাগ্রাং প্রাক্‌পশ্চাদ্‌দ্যুজ্যাবৃত্তং চ তন্মধ্যে ॥ ২৮
তৎপরিধৌ ষষ্ট্যংকং বহির্ন্নিষ্ট্যাতিস্তুতঃ কেন্দ্রে।
ত্রিজ্যাঙ্গুলা নিধেয়া যষ্ট্যগ্রাগ্রাস্তরং যাবৎ ॥ ২৯

তাবত্যা মৌর্ব্যা যষ্টিতীরবৃত্তে ধনুর্ভবেত্তত্র।
দিনগতশেষা নাড্যঃ প্রাক্ পশ্চাৎ স্যুঃ ক্রমেণৈবম্ ॥"

অর্থাৎ সমতল-ভূমিতে ত্রিজ্যাপরিমিতাঙ্গুল (radius of a greater circle) কর্কট বৃত্ত লইয়া ও যথাস্থানে দিক্ অঙ্কিত করিবে। পরে তাহাকে গোলজ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রাক্ ও পশ্চাৎ অগ্রা (Sine of amplitude) এবং উত্তর ও দক্ষিণ-জ্যা ব্যাসস্বরূপ প্রদান করিবে। এইরূপে অগ্রাগ্রবদ্ধ সূত্রকে ক্ষিতিজবৃত্তের উদয়াস্তসূত্র বলা যাইতে পারে। অনন্তর সেই বৃত্তের মধ্যভাগে সমকেন্দ্রে দ্যুজ্যা-পরিমিত (cosine of declination or radius of diurnal circle) কর্কট (ব্যাসার্দ্ধ) দ্বারা আর একটী বৃত্ত করিয়া তাহাতে ৬০টী নাড়ী অর্থাৎ বিভাগ করিবে। ইহার দ্বারা সূর্য্যের অহোরাত্র-গতি (Daily revolution) ৬০ ভাগে বিভক্ত করা হয়। তদনন্তর ত্রিজ্যাপরিমিতাঙ্গুল একটী সরল দণ্ডের মূলদেশ কেন্দ্রস্থলে সংলগ্ন করিয়া, সূর্য্যের অভিমুখে সেই দণ্ডাগ্র এরূপ ভাবে ধারণ করিবে, যেন কোন মতে সেই দণ্ডের ছায়াপাত না হয়। এই যষ্ট্যগ্রই তৎকালে গোলকোপরিস্থ সূর্য্যের অবস্থান-মুহূর্ত্ত বলিয়া জানিতে হইবে।

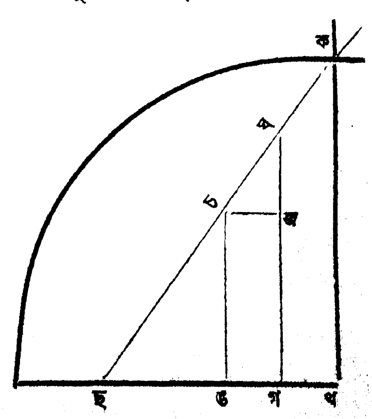
অনন্তর পূর্ব্ব দিক্স্থ ত্রিজ্যাবৃত্তের যে অগ্রাগ্র চিহ্ন, তাহার ও যষ্ট্যগ্রের মধ্যভাগ ঋজুশলাকা দ্বারা ভেদ করিয়া, সেই শলাকাকে দ্যুজ্যাবৃত্তে জীবাবৎ ধারণা করিবে। উহা কখনই জ্যার্দ্ধ হইবে না। এইরূপে শলাকাগ্রদ্বয়ের মধ্যে ধনুতে যত ঘটিকাপাত হইবে, তত সংখ্যাই দিনগত কাল জানিবে। এইরূপে পশ্চিম অগ্রাগ্রের যষ্ট্যগ্রদ্বয়ের মধ্যেও শলাকা দ্বারা দিনশেষ সময় বুঝিতে হইবে। দিনশেষের ঊন অংশই দিনমান ও তাহার দিনগত নাড়ী হয়। এতদুভয়ের একতায় দিনমান উপলব্ধি হইয়া থাকে।

উপরে যে ভূমিস্থ বৃত্তের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা ক্ষিতিজবৃত্ত বলিয়া জ্ঞাতব্য। তাহার পূর্ব্বে ও পশ্চিম ভাগে অগ্রা থাকে। অগ্রাগ্র-বিন্দুর উপরিগত বিলম্বিত রেখা উদয়াস্ত-সূত্র বলিয়া কথিত। অগ্রাগ্রে উদিত রবি যেরূপভাবে অহোরাত্রবৃত্ত কক্ষোপরি গমন করেন, সেইরূপভাবে কেন্দ্রস্থানে নিবদ্ধমূল যষ্টির অগ্রভাগে ভ্রমণশীল সূর্য্যের গতি জন্ত থাকায় প্রথমে যষ্টি নষ্টচ্ছায়া হয়, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যষ্ট্যগ্রে রবি সমরেখায় আছেন। অগ্রাগ্র হইতে গণনা করিলে, অহোরাত্রবৃত্তে সূর্য্য পর্য্যন্ত যত ঘটিকা হইবে, সেই ঘটিকা দিনগত কাল বুঝা যাইবে। ইহা নিরূপণের জন্ত সেই আকাশে দ্যুজ্যাবৃত্ত অঙ্কিত করিবার আবশ্যকতা নাই। কেবল মাত্র অগ্রাগ্র ও যষ্ট্যগ্রদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান শলাকাদ্বারা ভেদ করিয়া উভয়ের অন্তর গ্রহণ করিলেই চলিতে পারে। তাহা হইলে ভূমিতে লিখিত দ্যুজ্যাবৃত্তের সেই জ্যারূপ শলাকা দ্বারা ধনুতে ঘটিকাজ্ঞান উপলব্ধি করাই সাধারণে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত।

পূর্ব্বোক্ত প্রথায় নিবদ্ধ যে যষ্টি নষ্টদ্যুতি হইয়াছে, তাহার অগ্র হইতে অধঃ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ লম্বরেখা, তাহাই সেই সময়কার শঙ্কু (sine of altitude) হইয়া থাকে। শঙ্কু ও কেন্দ্র এতদুভয়ের মধ্যস্থান (sine of zenith distance) দৃগ্‌জ্যা এবং শঙ্কুর পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অন্তর রেখাও বাহু ('প্রাগ-পরাশানরান্তরং বাহুরিতি বক্ষ্যতি')।

উদয়-কালে, অথবা অস্তকালে যদি যষ্টিকে নষ্টদ্যুতি করিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ দণ্ড সম্পূর্ণরূপে ভূলগ্ন হইয়া থাকে। এইরূপে যষ্ট্যগ্র ও প্রাচ্যপরা রেখার (পূর্ব্বপশ্চিমরেখা) অন্তর ত্রিজ্যাবৃত্তে জ্যার্দ্ধবৎ থাকে, তাহাই অগ্রা (Sine of amplitude) বলিয়া উক্ত। আরও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, উদয়াস্তসূত্র অভিলষিত সময়ে শঙ্কুর কার্য্য করে। এই শঙ্কুর ও উদয়াস্ত সূত্রের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা দ্বাদশ গুণিত করিয়া শঙ্কু দ্বারা ভাগ করিলে পলভা বাহির হয়।

যষ্টি-যন্ত্রের সাহায্যে দুইটী বিভিন্ন স্থানের উন্নতজ্যা বা শঙ্কু (Sines of the altitudes of the sun) গ্রহণপূর্ব্বক, পরে উভয় সময়ের শঙ্কু ও ভুজ স্থির করিবে। ভুজদ্বয় যদি উত্তর ও দক্ষিণে হয়, তাহা হইলে যোগ করিতে হইবে; এবং যদি সমসংজ্ঞাযুক্ত হয়, তাহা হইলে বিয়োগ করিবে, অতঃপর ঐ রাশিকে ১২ দ্বারা গুণন করিয়া শঙ্কুদ্বয়ের অন্তর দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল পলভা হয়। প্রাচ্যাপরা রেখার অন্তর ও শঙ্কুর বর্গফল ভুজ।



মনে কর, খ বিন্দু খছ ক্ষিতিজবৃত্তের (প্রাচ্যাপরা রেখার) পূর্ব্ব বা পশ্চিম সীমা, ক তাহার খ-মধ্য (Zenith), ছচব

অহোরাত্র-বৃত্ত, চ ও ঘ তাহাতে সূর্য্যের বিভিন্ন কালের অবস্থান ঘটে। সুতরাং ঘগ ও চগু শঙ্কু (Sine of the altitude of the sun)। তখন খগ ও খগু রেখা দুইটী ভুজ হইবে। গগু বা চজ ভুজদ্বয়ের অন্তর এবং ঘজ শঙ্কুদ্বয়ের অন্তর স্থির করিতে হইবে।

৫ চক্রযন্ত্র (Vertical circle)—সূর্য্যের উন্নতাংশ (Sun's altitude) ও নতাংশ (Zenith distance) নির্ণয় করিবার নিমিত্ত এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিদ্ধান্তশিরোমণির যন্ত্রাধ্যায়-প্রকরণে ইহার আকৃতি ও প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে,—

"চক্রং চক্রাংশাঙ্কং পরিধৌ প্রথশৃঙ্খলাদিকাধারম্।
ধাত্রী ত্রিভ আধারাৎ কল্প্যা ভার্দ্ধেঽত্র খার্দ্ধং চ॥
তন্মধ্যে সূক্ষ্মাক্ষং ক্ষিপ্ত্বার্কাভিমুখনেমিকং ধার্য্যম্।
ভূমেরুন্নতভাগাস্তত্রাক্ষচ্ছায়য়া ভুক্তঃ॥
তৎ খার্দ্ধান্তশ্চ নতা উন্নতলবসংগুণীকৃতং দ্যুদলম্।
দ্যুদলোন্নতাংশভক্তং নাড্যঃ স্থূলাঃ পরৈঃ প্রোক্তাঃ।"

ধাতুময় বা দারুময় সমতল চক্র প্রস্তুত করিয়া শৃঙ্খলাদি আধার দ্বারা তাহার নেমিদেশ সংলগ্ন করিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। পরে চক্র মধ্যে সূক্ষ্ম সুষির হইতে আধারস্থান পর্য্যন্ত সুষিরোপগামী একটী লম্ববান্ উর্দ্ধরেখা পাত কর। তদনন্তর এই ধাতুচক্রের উপর মধ্য হইতে তির্য্যক্ রেখা টানিতে হইবে। ঐ তির্য্যক্ রেখাগুলি কিরূপে পাতন করিতে হইবে, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

ঐ চক্রের পরিধিদেশে ভগণাংশ (Graduated to degrees) অঙ্কিত করিয়া আধারস্থান হইতে ত্রিভ (Three signs) অর্থাৎ ৯০° রাশ্যন্তরে কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত তির্য্যগ্রেখাপাত করিবে। পরিধি-সংলগ্ন সেই তির্য্যক্-রেখা ধাত্রী (Earth) বা ক্ষিতি (Horizon) বলিয়া কল্পনা করিবে। ভার্দ্ধের অন্তর ঐ নেমির বিপরীত দিকে যে উর্দ্ধরেখা চক্রপরিধি স্পর্শ করিবে, তাহাই খার্দ্ধ (Zenith) বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ আধার-বিন্দু হইতে ৯০° ব্যবধানে পৃথিবী কল্পনা করিলে তাহার ঠিক বিপরীত দিকৃস্থ বিন্দুই খার্দ্ধবিন্দু বলিয়া কল্পিত হয়।

চক্র কেন্দ্রস্থ সূক্ষ্ম সুষির মধ্যে একটী সরু শলাকা প্রবেশ করাইয়া দাও। ঐ শলাকা অক্ষ নামে অভিহিত। তদনন্তর চক্রনেমি যে ভাবে সূর্য্যাভিমুখে থাকিতে পারে, সেই ভাবে আধারে স্থাপিত (Placing the circle in a vertical plane) কর। এইরূপে রক্ষিত হইবার পর, অক্ষের ছায়া পরিধির যেখানে লাগিবে, সেই স্থান ও কুজ-চিহ্ন—এতদুভয়ের অন্তরে যে অংশ, তাহাই রবির উন্নতাংশ, অথবা যে স্থান পৃথ্বী স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই স্থান হইতে অক্ষচ্ছায়া (Shadow of the suns by the axis) চক্রের যত অংশ সংখ্যা অতিক্রম করিবে, তাহাই উন্নতাংশ স্থির করিতে হইবে। পরিধির যে বিন্দুতে অক্ষচ্ছায়া পতিত হইয়াছে, সেই ছায়াস্থান ও খার্দ্ধবিন্দুর অন্তর যে বৃত্তাংশ তাহাই নতাংশ জানিতে হইবে।

নতোন্নতাংশ জ্ঞান ব্যতীত এই যন্ত্রে অন্য প্রকারে ঘটিকা আনয়ন অর্থাৎ কালনিরূপণ করা যায়। দিনার্দ্ধমান ও মধ্যদিনের উন্নতাংশ অবগত হইয়া গণনা দ্বারা অনুপাত করিলে অর্থাৎ দিনার্দ্ধ লব্ধ উন্নতাংশ দ্বারা গুণন করিয়া সেই গুণফলকে মধ্যন্দিনোন্নতাংশ (Meridian altitude) দ্বারা ভাগ করিলে যে ভাগফল হইবে, তাহাই অভিলষিত সময় বলিয়া কোন কোন জ্যোতিৰ্ব্বিদ্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু সিদ্ধান্তশিরোমণির বাসনাভাষ্যকার স্বয়ং ভাস্করাচার্য্য ঐ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"যদি মধ্যন্দিনোন্নতাংশৈর্দিনার্দ্ধনাড্যো লভ্যন্তে তদেভিঃ কিমিত্যেবং স্থূলা ঘটিকাঃ স্যুঃ।"

উপরি উক্ত চক্র দ্বারা গ্রহাদির বেধজ্ঞান হইয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে বেধযন্ত্র (Instrument of observation) বলে। ইহা দ্বারা গ্রহগণের স্ফুটস্থান কিরূপে নির্ণয় করিতে হয় তাহা পরে বলা যাইতেছে।

"পৈত্রর্ক্ষপুষ্যান্তিমবারুণানামৃক্ষদ্বয়ং নেমিগতং যথা স্যাৎ।
দূরেঽন্তরেঽল্পেষু ভখেচরো বা তথাত্র যন্ত্রং সুধিয়া প্রধার্য্যম্॥
নেমিস্থ দৃষ্ট্যাক্ষগতঃ প্রপশ্যেৎ খেটং চ ধিষ্ণ্যস্য চ যোগতারাম্।
নেম্যঙ্কয়োরক্ষযুজোস্ত মধ্যে যেঽংশাঃ স্থিতা ভধ্রুবকো যুতস্তৈঃ॥
প্রত্যক্ স্থিতে ভেঽথ পুরঃস্থিতে তৈ
হীনো ধ্রুবঃ স্যাৎ খচরস্য ভুক্তম্।"

মঘা, পুষ্যা, রেবতী, শততারকা প্রভৃতি স্থির তারার (fixed star) মধ্যে তারকাদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া চক্রযন্ত্রকে এরূপ দৃঢ় ভাবে সংস্থস্ত কর, যেন তাহা যুগপৎ নেমিগত থাকে, পরে ধিষ্ণ্যদ্বয়ের একটীকে লক্ষ্য করিয়া নেমিতে স্থান অঙ্কন কর। তদনন্তর অগ্রে বা পৃষ্ঠে দৃষ্টি চালাইয়া গ্রহকে প্রায় অক্ষগত করিয়া বিদ্ধ করিবে। অক্ষমূল ও গ্রহের অন্তর শর গ্রহাবধি। অক্ষমূল নেমির যেখানে লাগিবে, সেইস্থানেও অঙ্ক করিবে। এই ভগ্রহাঙ্কদ্বয়ের মধ্যে যে অংশ তাহাই ভধ্রুবযুত স্ফুট গ্রহ। অর্থাৎ ধ্রুববিহীন ও ক্রান্তিবৃত্তোপরি স্থাপিত নক্ষত্রমাত্র, অথবা চিত্রার অন্তর্গত অল্প অক্ষাংশযুক্ত (২° দক্ষিণ) কোন নক্ষত্রের উপরে যন্ত্র স্থির

করিলে যে গ্রহের খেট নির্ণয় করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইলেও গ্রহ চক্রনেমি গত হইয়াছে, দেখা যায়।

উপরোক্তরূপে চক্রটীকে বিন্যস্ত করিয়া উহার সমতল-পৃষ্ঠ বরাবর (along its plane) লক্ষ্য কর, তাহা হইলে গ্রহটী অক্ষ মূলের বিপরীত দিকে দৃষ্ট হইবে এবং উহাকে ক্রান্তিবৃত্তের সমরেখায় ধারণ করিলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কোন একটী তারকার উপর দৃষ্টিপাত কর। ঐ তারকা ও গ্রহের মধ্যে যে অন্তর দৃষ্ট হইবে, তাহা ভঞ্রবযুক অথবা ভঞ্রবহীন করিলে গ্রহের স্ফুটগ্রহ (Celestial longitude) জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

৬ নাড়ীবলয় (Equatoreal dial)—লগ্নমাননির্ণয়ার্থক যন্ত্রবিশেষ। সিদ্ধান্ত-শিরোমণিতে লিখিত আছে ;—

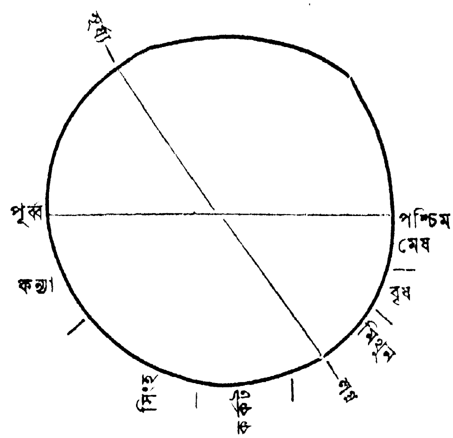
"অপবৃত্তে কুজলগ্নে লগ্নং চাথো খগোলনলিকান্তঃ।
ভূস্থং ধ্রুবযষ্টিস্থং চক্রং যষ্ট্যা নিজোদয়োশ্চাকম্॥
ব্যস্তৈর্যষ্টী ভায়ামুদয়েহর্কঃ স্বস্ব নাড়িকা জ্ঞেয়া
ইষ্টচ্ছায়া সূর্য্যান্তরেঽথ লগ্নং প্রভায়াং চ।
কেনচিদাধারেণ ধ্রুবাভিমুখকীলকেহস্ত ধৃতে।
অথবা কীলচ্ছায়াতলমধ্যে স্যুর্নতা নাড্যঃ॥"

অর্থাৎ আবশ্যকীয় পরিমাণ মত সুচারুরূপে নিষ্পন্ন একটী দারুময় চক্র প্রস্তুত করিয়া তাহার নেমির উপরিতলের সমদেশ ৬০ ঘটিকায় বিভাগ করিবে। তদনন্তর বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত চক্রনেমির উভয় পার্শ্বে পরস্পরের উদয়ের অসমান প্রমাণানুসারে রাশিচক্রের মেষাদি রাশি ষড়ংশে বিভাগ করিয়া অঙ্কিত করিতে হইবে। তৎপরে চক্রনেমির উভয়পার্শ্বে অঙ্কিত দ্বাদশ রাশির প্রত্যেকের উদয়াস্তকালকে পুনরায় ২ হোরা, ৩ দ্রেক্কাণ, ৩°২০´ অংশের নবাংশ, ২°১০´এর দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশে বিভক্ত করিবে। ইহাই ষড়্‌বর্গ বলিয়া কথিত।

উদয়ের বিলোমক্রমে চক্রে রাশিপাত করিবে, অর্থাৎ মেষের পশ্চিমে বৃষ, বৃষের পশ্চিমে মিথুন ইত্যাদি। সর্ব্বতোভদ্র-যন্ত্রোক্ত প্রকারে বিপরীতভাবে রাশিপাত করিয়া পরে সেই চক্র খগোলের ধ্রুবযষ্টির উপর ভূকেন্দ্রাভিমুখী করিয়া স্থাপিত করিবে (এখানে ধ্রুবযষ্টি = Polar axis মেরুর উন্নতাংশানুরূপে উন্নত করিতে হইবে।

এইরূপে নিষ্পাদিত যন্ত্র সাহায্যে কিরূপে রাশি ও অংশ দ্বারা সূর্য্যের গ্রহ (Sun's longitude) নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে কালনির্ণয় ও (চক্রবৃত্তে) দিগংশ স্থির করিতে হয় ; নিম্নে তাহাই বিবৃত হইতেছে—

প্রথমে নিরূপিত দিবসের উদয়কাল ঠিক করিয়া লইতে হইবে। যে দিনের কালজ্ঞান আবশ্যক, সেই দিন উদিত রবির মেষাদি রাশিতে যত অংশ রবিভুক্তি হইয়াছে, তাহা এবং ভুজ্যমান রাশির ভাগ রাশিক্ষেত্রভাগে ন্যস্ত করিয়া অগ্রে রবিচিহ্ন স্থির করিবে। সেই দিন উদয় সময়ে যে যষ্টিচ্ছায়া পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তিনী হইয়াছে, সেই ছায়ার রবিচিহ্ন যে স্থানে হইবে, সেই স্থানে যন্ত্রকে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ করিবে। তদনন্তর সূর্য্য যেরূপ প্রকারে উপরে উঠিতে থাকেন, যষ্টিচ্ছায়াও তদনুরূপে ক্রমশঃ উদয়-চিহ্ন হইতে চক্রের অধোদিকে(Nadir) ঘুরিতে থাকে। ছায়ার্ক চিহ্নদ্বয়ের মধ্যে যে ঘটিকাপাত হইবে, তাহাই দিনমান বলিয়া জানিবে এবং তাহা হইতে যষ্টিচ্ছায়াকে যে রাশির যত ক্ষেত্রাংশ তাহাই লগ্ন (Horoscope), অর্থাৎ সূর্য্যোদয়বিন্দু হইতে ছায়াগ্রবিন্দু ক্ষেত্রাংশের যতদূর সরিয়া যাইবে, সেই বৃত্তাংশ পরিমাণ দিনগত কাল এবং ছায়া-স্থানেই লগ্নমান ধরিয়া লইতে হইবে।



উপরে যে চিত্র প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা নাড়ীবলয়-যন্ত্রের কার্য্য সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। সূর্য্যদেব যেরূপ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাকাশে আরোহণ করিতে থাকেন, সেইরূপে যষ্টিচ্ছায়াও পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আসিতে থাকে, সুতরাং রাশ্যোদয়-নিরূপণের নিমিত্ত যন্ত্রে উপরোক্ত চিত্রের ন্যায় রাশিচক্রের বিলোম-নিপাত করিতে হইবে। পশ্চিম হইতে লগ্ন পর্য্যন্ত যে বৃত্তরেখা হইবে, তাহাই হোরামান বলিয়া জানিবে।

উপরে বলা হইয়াছে যে, যন্ত্রস্থ রাশিচক্র ষড়্‌বর্গে পাতিত কর। এরূপ চক্র খগোল-মধ্যস্থ ধ্রুবযষ্টির সহিত বদ্ধ করিয়া

আর কি ফল পাওয়া যাইতে পারে, তদুত্তরে মহামতি ভাস্করাচার্য্য বলিতেছেন যে, 'চক্র মধ্যে ইষ্ট প্রমাণ কীলক প্রোথিত করিয়া, সেই কীলক যাহাতে ধ্রুবাভিমুখী হয়, এরূপ ভাবে কোন আধারের উপর চক্র স্থির করিবে। চক্র স্থির হইলে পর, কীলকচ্ছায়া ইষ্ট সময়ে যে স্থানে পড়িবে, যন্ত্রের অধোদিকৃস্থ সেই চিহ্নের মধ্যে নত-নাড়িকা জানা যাইবে।

৭ ঘটিকা বা কপালযন্ত্র (Clepsydra)—দিবারাত্রের কালমান নির্দ্দেশের জন্য সূর্য্যসিদ্ধান্তে (১৩২১-২৫) কপালাদি যন্ত্রের উল্লেখ আছে। ঐ সকল প্রক্রিয়াদি নিম্নে লিখিত হইল,—

"তোয়যন্ত্রকপালাদৈর্ম্ময়ূরনরবানরৈঃ।
সসূত্র-রেণুগর্ভৈশ্চ সম্যক্ কালং প্রসাধয়েৎ॥
পারদারাম্বুসূত্রাণি শুল্বতৈলজলানি চ।
বীজানি পাংসব স্তেষু প্রয়োগাস্তেঽপি দুর্ল্লভাঃ॥
তাম্রপাত্রমধশ্ছিদ্রং ন্যস্তং কুণ্ডে মলাম্ভসি।
ষষ্টির্ম্মজ্জত্যহোরাত্রে স্ফুটং যন্ত্রং কপালকম্॥
নরযন্ত্রং তথা সাধু দিবা চ বিমলে রবৌ।
ছায়াসংসাধনৈঃ প্রোক্তং কালসাধনমুত্তমম্॥"

কপালাকার বা গোলকার্দ্ধের অনুরূপ নিম্নে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত একটী তাম্রপাত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা স্বচ্ছ জলপূর্ণ তদাকার বৃহৎ অপর একটা পাত্রে ভাসাইয়া দিবে। ক্রমে ঐ ছিদ্রপথে ধীরে ধীরে জল প্রবেশ করিয়া উপরস্থ পাত্রকে নিম্নস্থ বৃহদ্ভাণ্ডে নিমজ্জিত করিবে। পাত্রের আকৃতি অনুসারে রন্ধ্রপথ এরূপ সঙ্কীর্ণ করিতে হইবে যে, নাক্ষত্রাহোরাত্র (Nycthemeron) মধ্যে এই যন্ত্রটী নিম্নস্থ কুণ্ডে ৬০ বার নিমগ্ন হইয়া যায়, যেন, কোন ক্রমে কম বা বেশী না হয়। ইহা দ্বারা দিবসের ৬০ দণ্ড নিরূপিত হইয়া থাকে। কপালের ন্যায় ঘটী-খণ্ড দ্বারা এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম কপালযন্ত্র হইয়াছে। "তৎ কপালকং কপালমেব কপালকং ঘটখণ্ডানাং কপালপদবাচ্যত্বাৎ ঘটাধস্তনার্দ্ধাকারং যন্ত্রং ঘটীযন্ত্রং স্ফুটং সূক্ষ্মম্।" কিরূপে এই যন্ত্রগঠন করিতে হয়, সূর্য্যসিদ্ধান্তটীকায় রঙ্গনাথ উহার এইরূপ আভাস দিয়াছেন,—

"শুল্বস্য দিগ্‌ভির্বিহিতং পলৈর্যৎ ষড়ঙ্গুলোচ্চং দ্বিগুণায়তাস্যম্।
তদম্ভসা ষষ্টিপলৈঃ প্রপূর্য্যং পাত্রং ঘটার্দ্ধপ্রতিমং ঘটী স্যাৎ॥
সত্র্যংশমাষত্রয়নির্ম্মিতা যা হেম্নঃ শলাকা চতুরঙ্গুলা স্যাৎ।
বিদ্ধং তয়া প্রাক্তনমত্রপাত্রং প্রপূর্য্যতে নাড়িকয়াম্বুভিস্তৎ॥"

মেঘাদি ব্যবধানরূপ মলরাহিত্য সূর্য্য আকাশে প্রতিভাত হইলে অর্থাৎ নির্ম্মল আকাশে সূর্য্যোদয় হইলে নরযন্ত্র স্থাপন করিবে, উহা দ্বাদশাঙ্গুল শঙ্কু ও ঘটীযন্ত্রের ন্যায় কালসাধক হইয়া থাকে। দিবসেই প্রায় উহার উপকারিতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। মানুষের ন্যায় এই যন্ত্র বৃহদাকার নির্ম্মিত হইত বলিয়া সম্ভবতঃ ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবেক।

ময়ূর ও বানর-যন্ত্রের আর বিশেষ প্রচলন দেখা যায় না। সম্ভবতঃ স্বয়ংবহার্থ এই সকল যন্ত্রের প্রয়োগ ছিল। ইহাদের কার্য্যসাধন প্রকার বহুরূপ ও দুর্গম হওয়ায় বিশেষরূপ লিখিত হইল না। রেণুগর্ভ (Sand-Vessels) যন্ত্র যেমন বর্ত্তমান বালুকাযন্ত্রের (Hour-glasses) ন্যায় সসূত্রবিলম্বিত থাকিয়া দিনমানাংশ জ্ঞাপন করিত, তদ্রূপ ঐ ময়ূরযন্ত্রের ময়ূরোদর-গহ্বরে সংন্যস্ত বালুকারাশি স্বয়ং চালিত হইয়া ময়ূরের মুখবিবর দিয়া নিরূপিত সময়মত বাহিরে উদ্গীরিত হইত। বানরযন্ত্রও ঐরূপ কোন উপায়ে সুসিদ্ধ হইয়াছিল। ঐ সকল যন্ত্র স্বয়ংবহনের জন্য তাহার ফাঁপা আর (Hollow spokes) মধ্যে পারদ ও জল, সূত্র, দড়ি (শুল্ব) ও তৈলযুক্ত জল, তুলবীজ ও পাংশু (ধূলি) প্রভৃতি প্রয়োগ করিতে হইত।

৮ স্বয়ংবহযন্ত্র (Self-revolving instrument)—কিরূপ যন্ত্রকে স্বয়ংবহশক্তিসম্পন্ন করিতে হয়, তাহার প্রকরণ সিদ্ধান্তশিরোমণির যন্ত্রাধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে,

"লঘু দারুজ সমচক্রে সমসুষিরারাঃ সমান্তরা নেম্যাং।
কিঞ্চিদ্বক্রা যোজ্যাঃ সুষিরোন্তার্দ্ধে পৃথক্ তাসাম্॥
রসপূর্ণে তচ্চক্রং দ্ব্যাধারাক্ষস্থিতং স্বয়ং ভ্রমতি।
উৎকীর্য্য নেমিমথবা পরিতো মদনেন সংলগ্নম্॥
তদুপরি তালদলাদ্যং কৃত্বা সুষিরে রসং ক্ষিপেৎ তাবৎ।
যাবদ্রসৈকপার্শ্বে ক্ষিপ্তং জলং নান্যতো যাতি॥
পিহিতচ্ছিদ্রং তদতশ্চক্রং ভ্রমতি স্বয়ং জলাকৃষ্টম্।
তাম্রাদিময়স্যাঙ্কুশরূপনলস্যাম্বুপূর্ণস্য॥
একং কুণ্ডজলান্তর্দ্বিতীয়মগ্রং ত্বধোমুখং চ বহিঃ।
যুগপন্মুক্তং চেৎ কং নলেন কুণ্ডাদ্বহিঃ পততি॥
নেম্যাং বদ্ধা ঘটিকাশ্চক্রং জলযন্ত্রবৎ তথা ধার্য্যম্।
নলকপ্রচ্যুতসলিলং পততি যথা তদ্ঘটী মধ্যে॥
ভ্রমতি ততস্তৎ সততং পূর্ণঘটাভিঃ সমাকৃষ্টম্।
চক্রচ্যুতং তদুদকং কুণ্ডে যাতি প্রণালিকয়া॥"

(সিদ্ধান্তশিরো যন্ত্রা° ৫০-৫৬)

প্রথমে অতি লঘু কাষ্ঠের একটী চক্র প্রস্তুত করিয়া, তাহার পরিধিতে সচ্ছিদ্র আর-সংযুক্ত কর। ঐ আর-গুলি যেন সমপ্রমাণ, সমসুষির, ও সমান ওজন বিশিষ্ট হয়। অনন্তর ঐ আর-গুলি চক্রনেমিতে সমান্তরে সংযোজিত করিবে। সকল গুলিই যেন নদ্যাবর্ত্তের ন্যায় এক দিকেই কিঞ্চিৎ বক্রভাবে হেলান থাকে। তদনন্তর ঐ সচ্ছিদ্র আর গুলির মধ্যে সুষিরার্দ্ধ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিয়া পারদ ক্ষেপণপূর্ব্বক আর মুখ বদ্ধ করিবে।

পরে দুই দিকের আধারের উপরে চক্রকেন্দ্র-দণ্ড (Axis) স্থাপন করিলে, সেই চক্র কর্ম্মকারের শাণযন্ত্রের ন্যায় স্বয়ং ঘুরিতে থাকে। উহার কারণ এই যে, যন্ত্রের এক ভাগে পারদ আর-মূলে এবং অন্য ভাগে তাহার অগ্রভাগে প্রধাবিত হয়। এইরূপে আর গুলির পরস্পরের ভারে এক দিকে নামিয়া অপর দিকে ঘুরিয়া উঠে।

ভ্রম-যন্ত্রের দ্বারা যন্ত্রনেমির চতুর্দ্দিক্ উৎকীর্ণ করিয়া দুই অঙ্গুল মাত্র সুষিরের বেধ ও বিস্তার হইলে তদুপরে তালপত্র দিয়া মোম দ্বারা সুষিরগর্ত্ত আঁটিয়া দিবে। তদনন্তর পূর্ব্ববৎ চক্রটীকে দুইটী আধারাক্ষে স্থাপন করিয়া নেমির উপরিভাগস্থ তালদল বিদ্ধকরণান্তর সেই সুষির মধ্যে জল ও পারদ ঢালিবে। প্রথমে নেমির ঠিক অর্দ্ধাংশ রস দ্বারা পূরণ করিয়া অপর এক পার্শ্বে জল দিবে। জল ছিদ্র পথে উপ্ছাইয়া বাহির হইলে পর চক্রছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে, তখন সেই জল দ্বারা প্রতিরুদ্ধ দ্রব রস ও স্বীয় গুরুত্ব-বলে অপর দিকে অর্থাৎ যে পার্শ্বে জল আছে, সেই পার্শ্বে গমন করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং মুদ্রিতছিদ্র সেই চক্র জল কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া স্বতঃই ভ্রমণ করিতে থাকে।

৯ কুক্কুটনাড়ীযন্ত্র (Syphon)—এই যন্ত্র দ্বারা সময় সময় চক্রের স্বয়ংবহত্ব সম্পাদিত হইতে পারে। তাম্রাদি ধাতু দ্বারা অঙ্কুশাকার বক্রনল প্রস্তুত করিয়া জল পূর্ণ করিবে ও তাহার উভয় দিক্ বন্ধ করিয়া রাখিবে। তদনন্তর উহার এক মুখ জলভাণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া অপর মুখ বাহিরে খুলিয়া দিলে, সেই ভাণ্ডের সমুদায় জল নল দ্বারা বাহির হইয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত স্বয়ংবহ চক্রের নেমিদেশে কতকগুলি ঘটী (জলপাত্রবিশেষ) সংলগ্ন করিয়া তাহা জলযন্ত্রের (Water-wheel) ন্যায় দুইটী আধারাক্ষে এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত করিবে যে, নল হইতে প্রবাহিত জল যেন ঘটীসমূহে পড়ে। এইরূপে ঘটী সমূহ পরিপূর্ণ হইলে, তাহার ভারে আকৃষ্ট হইয়া সেই চক্র ঘুরিতে থাকিবে, পরে ঐ চক্রস্থ পাত্র হইতে অধোভাগে নিপতিত জল প্রণালিকা দ্বারা পুনরায় কুণ্ড মধ্যে গমন করে। এইরূপে প্রণালীচালিত জল পুনঃ পুনঃ জলভাণ্ডে নীত হওয়ায় যন্ত্রের নিরন্তর স্বয়ংবহত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে।

উপরে যে স্বয়ংবহ প্রকরণ লিখিত হইল, তাহা দুর্ল্লভ অর্থাৎ মানবে অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে না। যদি ইহা স্বীকার না করা যায় ? তাহা হইলে প্রতিগৃহে স্বয়ংবহযন্ত্রের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইত। সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকৃৎ রঙ্গনাথ লিখিয়াছেন, "ইয়ং স্বয়ংবহবিদ্যা সমুদ্রান্তর্বাসিজনৈঃ ফিরঙ্গ্যাখ্যৈঃ সম্যগভ্যস্তেতি।' কুহকবিদ্যাবাদত্র বিস্তারাদুদ্যোগ ইতি" অর্থাৎ এই স্বয়ংবহবিদ্যা সমুদ্রপ্রান্তবাসী ফিরিঙ্গিদিগের সম্যক্রূপে অভ্যস্ত। এই বিদ্যা কুহকবিদ্যা বলিয়া ইহার বিষয় সবিস্তার লিখিত হইল না।

১০ চাপ বা ধনুঃ (Semi-circle) ও ১১ তুরীয় (Quadrant) এবং বর্ত্তমান য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্দিগের উদ্ভাবিত ১২ ষড়াংশবৃত্তযন্ত্র (Sextant)—গোলের গোলত্ব, ঘটিকা জ্ঞান, নতোন্নতিজ্ঞান, নক্ষত্রাদির দূরত্ব-নিরূপণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয় নির্দ্ধারণের বিশেষ উপযোগী।

১৩ ফলকযন্ত্র (Rectangle)—চতুরস্র ও চতুষ্কোণবিশিষ্ট এক খণ্ড কাষ্ঠফলক লইয়া এই যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়। অন্যান্য যন্ত্রসাহায্যে দিঙ্মণ্ডলের উন্নতাংশ লক্ষ্য করিয়া স্ফুটকাল (Apparent time) উপলব্ধ হয় না বলিয়া মহামতি ভাস্করাচার্য্য ফলকযন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে এই যন্ত্রের প্রক্রিয়া এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"কর্ত্তব্যং চতুরস্রকং সুফলকং খাঙ্কাঙ্গুলৈর্বিস্তৃতং
বিস্তারাদ্দ্বিগুণায়তং সুগণকেনায়ামমধ্যে তথা।
আধারঃ শ্লথশৃঙ্খলাদিঘটিতঃ কার্য্যা চ রেখা তত-
স্বাধারাদবলম্বসূত্রসদৃশী সা লম্বরেখোচ্যতে ॥
লম্বং নবত্যঙ্গুলকৈর্ব্বিভাজ্য, প্রত্যঙ্গুলং তির্য্যগতঃ প্রসার্য্য।
সূত্রাণি তত্রায়তসূক্ষ্মরেখা, জীবাভিধানাঃ সুধিয়া বিধেয়াঃ ॥
আধারতোঽধঃ খগুণাঙ্গুলেষু, জ্যালম্বযোগে সুষিরং চ সূক্ষ্মম্।
ইষ্টপ্রমাণা সুষিরে শলাকা, ক্ষেপ্যাক্ষসংজ্ঞা খলু সা প্রকল্প্যা ॥
ষষ্ট্যঙ্গুলব্যাসমতশ্চ রন্ধ্রাৎ,কৃত্বা সুবৃত্তং পরিধৌ তদঙ্ক্যম্।
ষষ্ট্যা ঘটীনাং ভগণাংশকৈশ্চ, প্রত্যংশকঞ্চাপ্যুপলৈশ্চ দিগ্ভিঃ ॥
অগ্রে সরন্ধ্রা তনুপট্টিকৈকা, ষষ্ট্যঙ্গুলা দীর্ঘতয়া তথাক্ষ্যা।
ষৎখণ্ডকৈঃ স্থূলচরং পলাঙ্কং তদগোকুহং স্যাচ্চরশিঞ্জিনীহ ॥"

প্রথমে ধাতু অথবা শ্রীপর্ণ্যাদি কাষ্ঠ দ্বারা মসৃণ ও সমতলপৃষ্ঠ একখানি চতুরস্র ফলক প্রস্তুত করিবে। উহার খাড়াই ৯০ অঙ্গুল এবং বিস্তৃতি দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৮০ অঙ্গুল। তদনন্তর সেই দৈর্ঘ্যের মধ্যবিন্দুতে যন্ত্রের আধার স্থির করিয়া শিথিল শৃঙ্খল দ্বারা লম্বমানভাবে ঝুলাইয়া রাখিবে। এইরূপে ফলকস্থিত হইলে আধারবিন্দুর অধঃ সূত্র অবলম্বন করিয়াল ম্বরেখা (Perpendicular) টানিবে।

পরে সেই লম্বরেখাকে নব্বই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফলকের প্রস্থ ভাগে তির্য্যক্ ভাবে দীর্ঘ রেখা পাত কর। ঐ রেখাগুলিও যেন অঙ্গুলান্তর এবং তির্য্যক্ত্ব হেতু উপর ও নিম্নসীমা রেখার সহিত সমান্তর (Parallel) হয়। এইরূপে রেখাগুলি জ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আধার

হইতে অধোদিকে ত্রিংশদঙ্গুলান্তরে যে ত্রিংশজ্যা রেখা (30th sine at the 30 digit) হইবে, তাহার যে স্থানে লম্বরেখা আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেই মধ্যবিন্দুতে একটী ছিদ্র করিয়া তাহাতে আবশ্যক পরিমাণ একটা শলাকা প্রোথিত করিবে। তাহাই অক্ষরেখা (Axis) জানিবে। পরে সেই রন্ধ্রকে কেন্দ্র করিয়া ৩০ অঙ্গুলি কর্কটক (radius) দ্বারা এক বৃত্ত অঙ্কিত কর। তাহা হইলে ঐ বৃত্ত ৬০ সংখ্যক জ্যাকে স্পর্শ করিবে, সুতরাং উহার ব্যাসও ৬০ অঙ্গুলি হইবে।

অতঃপর ঐ বৃত্তে ৬০ ঘটিকা, ৩৬০° ভগণাংশক (degree) ও তাহার প্রতি অংশ দশ দশটী পানীয়পলে বিভাগ করিয়া অঙ্কিত করিবে। অনন্তর তাম্রাদি ধাতুময় অথবা বংশশলাকাবৎ ৬০ অঙ্গুল দীর্ঘ একটী পটিকা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ফলকাঙ্গুলের অনুরূপে রেখা পাতন করিয়া লইতে হইবে। সমগ্র পটিকাই অর্দ্ধাঙ্গুল বিস্তৃত হইবে, কেবলমাত্র ইহার যে এক অগ্রে ছিদ্র থাকিবে, তাহা কুঠারাকার ও এক অঙ্গুল বিস্তৃত করিয়া লইবে। পরে সেই কুঠার-ভাগের বিস্তার মধ্যে ছিদ্র করিবে। অনন্তর অক্ষস্থানে প্রোতশলাকায় পটিকা খানির ছিদ্র প্রবেশ করাইয়া দিলে উহার অর্দ্ধাঙ্গুল বিস্তৃত লম্বাংশের এক পার্শ্ব যেন লম্বরেখার সহিত সমসূত্রে সম্মিলিত হয়।

এই যন্ত্রসাহায্যে পলের পরিমাণানুসারে খণ্ডকের দ্বারা স্থূলচরার্দ্ধ অবগত হইয়া তাহাকে ১৯ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে চরজ্যা (Sine of the ascensional difference) প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ক্রান্তিবৃত্তের প্রত্যেক রাশির চরজ্যা (Sine of the ascensional difference)নির্ণয়ার্থ মহামতি ভাস্করাচার্য্য একটা সংক্ষেপ উপায় স্থির করিয়াছেন। তিনি ঐ নিয়ম বলে ১, ২ বা ৩ রাশির (যে স্থানের পলভা ১ অঙ্গুল) চরাজ্যা ১০।৮।৩$\frac{১}{৩}$ ('দিগ্‌নাগসত্র্যংশগুণৈঃ') পল গ্রহণ করিয়াছেন। পরে সেই চর খণ্ডকে সার্দ্ধ চতুরঙ্গুল (৪।৩০) দ্বারা গুণ করিলে পলপ্রভাদেশের চরখণ্ড ৪৫।৩৬।১৫ বুঝা যাইবে।

যে সাক্ষদেশের (Place having latitude) পলভা ৮ অঙ্গুলের কম, সেই স্থানের পলভা লইয়া ঐ তিন পলযুক্ত রাশিকে গুণ করিলে মোট চরজ্যা পাওয়া যায়। পুনরায় ঐ পলাত্মকত্রয়কে (১০।৮।৩$\frac{১}{৩}$) ষড়্‌গুণিত করিলে পল সমস্ত অসুতে রূপান্তরিত হইবে। স্বল্প হেতু ইহারও জ্যা ঐরূপ হইবে। কিন্তু, যদি ত্রিজ্যা ব্যাসার্দ্ধের এইরূপ চরজ্যা হয়, তাহা হইলে ত্রিংশৎ ব্যাসার্দ্ধের চরজ্যা কত হইবে?

ব্যাসার্দ্ধ ৩৪৩৮ কল্পনা করিয়া লইলে চরজ্যাদি নির্ণীত হইতে পারে। উহাকে ত্রিংশাঙ্গুল ব্যাসার্দ্ধের সমানুপাত করিলে ঐ সংখ্যা কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে, নিম্নে তাহাই বহুরাশিকে প্রদর্শিত হইল,—

$$৩৪৩৮ : ১০ \times ৬ = ৬০' :: ৩০ \text{ অঙ্গুল} : \frac{৬০ \times ৩০}{৩৪৩৮} =$$

যন্ত্রোক্ত ১ রাশির চর সংখ্যা; কিন্তু ১০কে ৬×৩০ বা ১৮০ দ্বারা গুণ ও ৩৪৩৮ দিয়া ভাগ না করিয়া, ভাস্করাচার্য্য ১৮০কে ৩৪৩৮ সংখ্যার $\frac{১}{১৯}$ অংশের সমান ধরিয়া একবারে শুভঙ্করী প্রথায় ১৯ দিয়া হরণ করিতে বলিয়াছেন।*

নিরক্ষদেশের ৪, ১১, ১৭, ১৮, ১৩, ৫ এই খণ্ডক গুলির প্রত্যেককে পলকর্ণ (অক্ষকর্ণ) দ্বারা গুণ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ দিলে স্বদেশস্থ খণ্ডক স্থান (Portion at a given place) নিরূপিত হইবে, ইহাদের প্রত্যেকটী যথাক্রমে রাশ্যংশের ভুজের ১৫° পরিমাণ হইবে। তদনন্তর সেই খণ্ডক দ্বারা অয়নাংশ গতি (Precession of the equinoxes) হইতে সূর্য্যের প্রকৃত রাশ্যংশ (True longitude to the Sun's place) স্থির করিয়া ভুজজ্যা কল্পনা করিবে। উক্ত ভুজজ্যাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া, সেই ভাগফলে পলকর্ণ যোগ কর। তদনন্তর সেই যোগফলকে দশ গুণিত করিয়া ৪ দিয়া ভাগ দাও। তাহা হইলে যে ভাগফল হইবে, তাহাই অঙ্গুলাত্মিকা যষ্টি বলিয়া জানিবে। ঐ যন্ত্র সুষির হইতে পটিকার মধ্যে দেয়। এইরূপে রন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া যন্ত্র পরিমিত অঙ্গুল গণনা করিয়া পটিকার উপর চিহ্নাঙ্কিত করিবে।

এক্ষণে ঐ ফলকযন্ত্রটাকে এরূপ ভাবে ধারণ কর, যেন উহার উভয়দিকে এক সময়ে সূর্য্যের তেজ বা কিরণ পড়ে, অর্থাৎ যেন যন্ত্রটী ঠিক দৃঙ্‌মণ্ডলের সমরেখায় অবস্থিত হয়। সেই যন্ত্রাধারে অঙ্কিত সূর্য্যাভিমুখনেমি দৃঙ্‌মণ্ডলসদৃশ জ্ঞান করিবে, এইরূপে অবলম্বমান-যন্ত্রের সুষিরে যে অক্ষ প্রোত থাকে, তাহার ছায়া বৃত্তপরিধির যে অংশে পতিত হয়, সেই অংশই সূর্য্যের স্থান বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে। অনন্তর অক্ষপ্রোত-পটিকা রবিচিহ্নে স্থাপন করিবে। পটিকা পূর্ব্বরূপে ধৃত হইলে, সূর্য্যের উত্তরগোলে বা দক্ষিণগোলে অবস্থানক্রমে যষ্টিরেখাযন্ত্রের উপরে কিংবা নিম্নে পতিত হইবে। ফলকে

---

*বর্ত্তমান ইংরাজী প্রথায় ঐ অঙ্কের অনুপাত করিতে হইলে নিম্নোক্ত নিয়মে উহা সংসাধন করিতে হইবে,—

1. If cosine of lat : sine of lat or as 12 : Palabhá } : : What will sine of declination of 1 sign or 2 or 3 sign, give.
: Kujya of 1, 2 or 3 signs

2. If cosine of declination : this result : : what will radius : sine of ascensional difference in Kalás

যে কয় অঙ্গুল চরজ্যা প্রতিফলিত হইবে, তাহা গণনা করিয়া সেই স্থানে দাগ দিবে। চিহ্নস্থানে জ্যা রেখা বৃত্তের যেখানে সংযোগ হইবে, তাহা হইতে অধোবৃত্তে লম্ব-রেখা পর্য্যন্ত যে পরিমাণ ঘটিকা হইবে, তাহাই সেই কালের নতাংশ বলিয়া জানিবে। সেই রবিচিহ্ন যদি রেখাদ্বয়ের মধ্যে থাকে, তাহা হইলে, তথায় তদনুযায়ী অন্ত রেখা কল্পনা করিয়া নাড়ী (Ghatis to or after midday) অবধারণ করিবে। অর্থাৎ অঙ্গুলমিত যষ্টির অগ্রবিন্দু হইতে সাবধানে, যন্ত্র মধ্যে উত্তর অথবা দক্ষিণ বৃত্তগোলে (সূর্য্য উত্তরায়ণে অথবা দক্ষিণায়নে থাকিলে সেই মত উর্দ্ধ বা অধো-দিকে সমান্তর রেখাপাত করিতে হইবে।) লম্বরেখার সমান্তর রেখায় লব্ধ চরজ্যা (Sine of ascensional difference) বিলম্বিত কর। ঐ চিহ্নস্থানের যেখানে জ্যা ও এইরূপে বিলম্বিত চরজ্যা মিলিত হইয়া বৃত্তের স্বল্পাংশ মাত্র কর্ত্তন করিয়া গিয়াছে, সেই বৃত্তাংশের দূরত্বই মধ্যদিনের অগ্রবর্ত্তী বা পরবর্ত্তী ঘটিকা বলিয়া বুঝা যাইবে।

১৪ ধীযন্ত্র (Genius instrument)—যষ্টিযন্ত্রের সাহায্যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মাত্রই আকাশস্থ, ভূতলস্থ অথবা জলগর্ভস্থ পদার্থ মাত্রকেই দৃষ্টির গোচরীভূত করিয়া তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধাদির পরিমাণ জ্ঞাত হইতে পারেন। বুদ্ধিযোগে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ভাস্করাচার্য্য ইহাঁকে ধীযন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"বংশস্য মূলং প্রবিলোক্য চাগ্রং তৎস্বান্তরং তস্য সমুচ্ছ্রয়ঞ্চ।
যো বেত্তি যষ্ট্যৈব করস্থয়ালৌ ধীযন্ত্রবেদী বদ কিং ন বেত্তি॥"
(যন্ত্রাধ্যায় ৪১)

দূরস্থিত বংশের চূড়া ও মূল দৃষ্টিগোচর করিয়া, হস্তস্থিত যন্ত্রের সাহায্যে যিনি তাহার দূরত্ব ও উন্নতাংশ নিরূপণ করিতে পারেন, তিনি এই ধীযন্ত্রের সাহায্যে খগোলস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির ও জলগর্ভস্থ প্রতিবিম্বিত চিত্রের মানাদি নির্দ্দেশ করিতে সম্যক্ পারদর্শী হয়েন। এই যন্ত্রের ব্যবহার কালে পাদ-নিম্নস্থ ভূমি সর্ব্বদাই সমতল বলিয়া জ্ঞান করিবে।

সমতলভূমিতে দাঁড়াইয়া যষ্টির মূলদেশে চক্ষু রাখিয়া উত্তর ধ্রুব নক্ষত্রে তাহার অগ্রভাগ লম্বালম্বি ভাবে হেলাইয়া সংলগ্ন করিলে, যষ্টি যে ভাবে থাকে, সেই যষ্টির অগ্র ও মূল হইতে দুইটী সরল লম্বা রেখা ভূমির উপর পাত কর। পাতিত লম্ব রেখাদ্বয়ের মধ্যে যেস্থান তাহা সমকোণ ত্রিভুজের ভুজ এবং লম্বদ্বয়ের অন্তর বা বিয়োগ ফল—কোটি ও যষ্টির পরিমাণই কর্ণ। কোটিকে যষ্টি (১২ অঙ্গুল) দ্বারা গুণ করিয়া ভুজ দ্বারা ভাগ দিলে পলভা হয়। উহার অনুপাত :—

ভুজ : কোটি : ১২ অঙ্গুল (যষ্টি) পলভা।

১৫ যাম্যোত্তরভিত্তিযন্ত্র—(Transit circle) যাম্যোত্তর রেখাতে (Meridian line) কোন জ্যোতিষ্ক-কেন্দ্রের আগমন হইলে, সেই আগমনকে অতিক্রম বলা যায়। জ্যোতিষ্কের অতিক্রমকাল-নিরূপণের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাকে যাম্যোত্তরভিত্তি বা অতিক্রমযন্ত্র (Transit instrument) বলে।

কোন প্রান্ত উচ্চ বা নীচ না হয়, এরূপ সমধরাতলে দুইটী স্তম্ভোপরি একটী শলাকা স্থাপিত করিয়া তদুপরি লম্বভাবে একটী দূরবীক্ষণযন্ত্র দৃঢ়সংবদ্ধ রাখ। ইষ্টক বা কাষ্ঠাদি দ্বারা দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত অবলম্বদ্বয়ের উর্দ্ধমুখে স্থাপিত দুইটী ধাতুময় আধারের উপর সর্ব্বাংশে সমান দুইটী উপযুক্ত গহ্বরের মধ্যে শলাকার উভয় প্রান্ত স্থাপিত করিবে। ঐ প্রান্তদ্বয় এরূপ সমস্থূল ও গোলাকার হইবে যে, ঐ শলাকাকে একবার সমধরাতলরূপে স্থাপিত করিয়া দূরবীক্ষণটীকে ঘুরাইলে তাহার সমতলত্ব বিনষ্ট না হয়।

ঐ শলাকার এক প্রান্তে দুইটী স্ক্রু থাকে, তাহার একটীকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঘুরাইলে শলাকাপ্রান্ত উন্নতানত হয়, তজ্জন্য শলাকাটীকে সমধরাতলরূপে স্থাপিত করিলে আর কোন গোল থাকে না। অপর স্ক্রুটিকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ঘুরাইলে শলাকার পার্শ্বগতি জন্মে এবং তদ্দ্বারা শলাকাটীকে ইচ্ছানুরূপ পূর্ব্ব বা পশ্চিমদিকে ব্যবস্থাপিত করা যায়। এরূপ কৌশলে শলাকাটী ঠিক সমতলভাবে পূর্ব্বপশ্চিমে স্থাপিত হইলে যাম্যোত্তর-রেখাসূচক (পূর্ব্বনিরূপিত ও দূরে সংস্থাপিত) কোন চিহ্ন দ্বারা দূরবীক্ষণকে যথাস্থানে রক্ষিত করিবে; যেন তাহা ঘুরাইলে দূরবীক্ষণের মধ্যরেখা ঠিক যাম্যোত্তর রেখাকে লক্ষ্য করিয়া ঘুরিতে পারে।

দূরবীক্ষণের অভ্যন্তরস্থ মধ্যরেখায় লম্বভাবে ও নেত্র-মুকুরের অধিশ্রয়ণে কতকগুলি তার দ্বারা নির্ম্মিত একটী পূর্ব্ব-পশ্চিম ব্যাসযুক্ত ও কএকটী দক্ষিণোত্তর রেখা-বিলম্বিত একটী তারচক্র স্থাপিত থাকে; তন্মধ্যে একটী তার মধ্যস্থলে সমধরাতলরূপে থাকে এবং অপরগুলি ৫ বা ৭টী পরস্পরের সমদূরে লম্বভাবে স্থাপিত। এই সংযোজিত তার-সমষ্টি স্ক্রু-দ্বারা পার্শ্বদিকে ধরাতলরেখাক্রমে চালিত হইতে পারে, এবং ঐ চালন দ্বারা লম্বভাবে স্থিত তারগুলির মধ্যের তারটীকে এরূপভাবে স্থাপিত করা যায় যে, সেই দূরবীক্ষণের মধ্যরেখা দ্বারা দর্শনরেখাও অবচ্ছিন্ন হয়। যখন দূরবীক্ষণটী ঠিক উত্তরদক্ষিণদিক্‌সূচক রেখা ক্রমে ঘুরিতে থাকে, তখন ঐ মধ্যতারটীও ঠিক যাম্যোত্তর-রেখার সহিত একধরাতলস্থ

হইয়া সঞ্চালিত হয় ; অতএব সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডলের একধার বা তদ্বিপরীত ধার, অথবা কোন নক্ষত্র, যে যে সময়ে ঐ দূরবীক্ষণের মধ্যতারের সহিত সংযুক্ত ও তাহা হইতে বিযুক্ত দৃষ্ট হয়, সেই সেই সময় নাক্ষত্রিক-কালমান ঘড়ী দ্বারা নিরূপণ করিলে সেই দুই সময়ের মধ্যবর্ত্তী কালদ্বারা সেই জ্যোতিষ্কের কেন্দ্রের অতিক্রম-কাল নিরূপিত হয়। এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষ্কের কাল নিরূপিত হইলে, তাহাদিগের পরস্পরের অন্তরও নিরূপিত হইয়া থাকে। কারণ পৃথিবীর আহ্নিকগতিনিবন্ধন প্রায় সকল জ্যোতিষ্কই নাক্ষত্রিক পরিমাণের ২৪ ঘণ্টাতে একবার প্রদক্ষিণ অর্থাৎ ৩৬০° ডিগ্রী পরিভ্রমণ করে বলিয়া অনুমিত হয়। এতদ্ভিন্ন যখন বাসন্তিক বিষুব (মহাবিষুবপদ) মাধ্যন্দিন রেখায় আইসে, তখন যদি নাক্ষত্রিক ঘটিকায় ০ শূন্যঘণ্টা হয় অর্থাৎ সেই ঘড়ির কাঁটার গতি আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সেই ঘটিকা দ্বারা নিরূপিত অতিক্রমকালকে অংশকলাদিতে পরিবর্ত্তিত করিলে এককালে জ্যোতিষ্কের নিরক্ষোদয় (Right ascension) নিরূপিত হইয়া থাকে। নিরক্ষোদয় ও ক্রান্তি নিরূপিত হইলে সহজেই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর (Heavenly bodies) স্থানসন্নিবেশ নিরূপিত হইতে পারে।

১৬ প্রাচীরবৃত্ত (Mural circle)—জ্যোতিষ্কের ক্রান্তিনিরূপণার্থ স্বতন্ত্র যন্ত্রবিশেষ। ইষ্টকাদিনির্ম্মিত প্রাচীর বা স্তম্ভগাত্রে আবদ্ধ থাকে বলিয়া এই বৃত্তাকার যন্ত্রের নাম প্রাচীরবৃত্ত। একটী ধাতুনির্ম্মিত চক্রের নেমিদেশ ৩৬০ অংশে সমভাগে বিভক্ত করিবে। যেন ঐ অংশসূচক বৃত্তের কোন এক স্থান হইতে ঐ সকল অংশের গণনা আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার সেই স্থানের অগ্র পর্য্যন্ত আসিয়া ঐ ৩৬০° অংশের গণনার শেষ হয়। ঐ চক্রের মধ্য হইতে কতকগুলি তার নেমিতে বদ্ধ আছে। চক্রের কেন্দ্রস্থলে একটী গোলাকার ছিদ্র, তন্মধ্য দিয়া একটী আবর্ত্তনকীলক সংযোজিত থাকে ; সেই কীলকে যাম্যোত্তরভিত্তিযন্ত্রের দূরবীক্ষণের ন্যায় একটী দূরবীক্ষণসংলগ্ন করা হয়। ঐ দূরবীক্ষণের উপর ও নিম্নপার্শ্বে দুইটী ভুজ দৃঢ়বদ্ধ থাকে ; সুতরাং চক্রকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দূরবীক্ষণ ঘুরাইলে সেই সঙ্গে সঙ্গে কীলক ও তাহার ভুজদ্বয় ঘুরিতে থাকে এবং ভুজপ্রান্তসংলগ্ন চিহ্নদ্বারা চক্রনেমির অংশসংখ্যা নিরূপিত হয়। এই যন্ত্রের দূরবীক্ষণটী যাহাতে যাম্যোত্তরভিত্তিযন্ত্রের দূরবীক্ষণের ন্যায় ঠিক উত্তরদক্ষিণদিকে স্থাপিত হইয়া যাম্যোত্তররেখা লক্ষ্যপূর্ব্বক ঘুরিতে পারে, এরূপভাবে সংস্থাপিত করিলে ইহা দ্বারা অতিক্রমকাল ও জ্যোতিষ্কসমূহের পরস্পরের দূরত্ব নিরূপিত হইতে পারে, কিন্তু কিরূপে এই যন্ত্রসাহায্যে জ্যোতিষ্কের ক্রান্তি অবধারিত করা যায়, তাহাই নিম্নে বিবৃত হইল :—

প্রথমে ঐ যন্ত্রের চক্রটীকে মাধ্যন্দিন-রেখার সহিত সমভাবে যোজনা করিতে হইবে। পরে যাহাতে চক্রটী দূরবীক্ষণের ঠিক সমান্তরাল ভাবে থাকে, এরূপভাবে বসাইয়া লইবে। অতঃপর মেরুতারকার ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন অতিক্রমস্থান স্থির করিয়া তন্মধ্যবর্ত্তী মাধ্যন্দিন রেখাখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করিলে, সেই অবচ্ছেদবিন্দুই খগোলের মেরু বুঝিতে হইবে।

খগোলের মেরু-নিরূপণের জন্য পূর্ব্বোক্ত মেরুতারকার ঊর্দ্ধতন ও অধস্তন অতিক্রম স্থানের সহিত সমসূত্রে অবস্থিত যন্ত্রচক্রের নেমির যে দুই বিন্দু হইবে, তন্মধ্যবর্ত্তী ভাগকে দ্বিখণ্ড করিলে চক্রনেমির অবচ্ছেদবিন্দুর সমসূত্রে স্থিত খ-গোলকের যে বিন্দু হইবে, তাহাই খ-গোলকের মেরু। এই অবচ্ছেদবিন্দুকে মেরুবিন্দুর স্থান কহে। ঐ স্থান হইতেই চক্রনেমির অংশসংখ্যার গণনারম্ভ হয়। এই জন্য ঐ স্থানকে (০) কল্পনা করা যায়। এইরূপে (০) অঙ্কিত স্থানকে খগোলের মেরুর সমসূত্রে স্থাপিত করিয়া চক্রকে দৃঢ়বদ্ধ করিতে হইবে, পরে যখন দূরবীক্ষণ ঘুরাইয়া কোন চিহ্নিত নক্ষত্রের প্রতি লক্ষ্য স্থির করিবে, তখন ঐ দূরবীক্ষণ ভুজ দ্বারা যে অংশ সূচিত হইবে, তাহা গ্রহণ করিয়া যথাবিহিত গণনা করিলে সেই নক্ষত্রের মেরু-অন্তর নির্ণীত হইবে। অতঃপর ৯০° হইতে মেরু-অন্তর বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ক্রান্তিসূচক জানিবে। এইরূপে নিরূপিত ক্রান্তি ও নিরক্ষোদয় দ্বারা জ্যোতিষ্কের স্থান-সন্নিবেশ স্থির করা যায়।

যদি এককালে দুইটী জ্যোতিষ্কের পরস্পর দূরত্বনিরূপণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ চক্রকে এরূপভাবে স্থাপিত করিতে হইবে যে, দূরবীক্ষণকে ঘুরাইলে তন্মধ্য দিয়া দুইটী জ্যোতিষ্কই দৃষ্ট হয়। দুইটী জ্যোতিষ্ককে দর্শনকালে দূরবীক্ষণ ভুজদ্বারা চক্রনেমির অংশসূচক যে দুই সংখ্যা লক্ষিত হইবে, তাহার গুরুত্ব হইতে লঘুত্ব বাদ দিলে, যে সংখ্যা অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের দূরত্ব উপলব্ধি হইবে।

উপরে সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত-শিরোমণ্যুক্ত যে সকল যন্ত্রের উল্লেখ করা গেল, তাহার কতকগুলি ভাস্করাচার্য্যের সমকালে নির্ম্মিত হয়। জ্যোতির্বিৎপ্রবর ভাস্করেরও বহু পূর্ব্বে বরাহমিহির, আর্য্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, লল্লাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষিকগণ যন্ত্রের ব্যবহার দ্বারা জ্যোতিষ্কের কালমানাদি নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

ভারতীয় হিন্দু জ্যোতিষিকগণ যন্ত্রসম্বন্ধে বহু আলোচনা

করিয়া যে সকল যন্ত্র-গ্রন্থ প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় পাঠ করিলে আর্য্য জ্যোতিষিকদিগের বেধাদি দ্বারা গ্রহজ্ঞানশক্তি সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। বর্ত্তমানে যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়, নিম্নে তাহারই কএকখানির নাম প্রদত্ত হইল ;—

(ক) সর্ব্বতোভদ্রযন্ত্র—ভাস্করাচার্য্য-বিরচিত।

(খ) যন্ত্ররাজ—মহেন্দ্র সূরি-প্রণীত। মহেন্দ্র সূরি দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজশাহ তোগলকের প্রধান সভা পণ্ডিত ছিলেন। ১৩০০ শকে মহেন্দ্র সূরির শিষ্য মলয়েন্দু সূরি যন্ত্ররাজের টীকা রচনা করেন। যন্ত্ররাজগ্রন্থ ৫ অধ্যায়ে বিভক্ত, গণিতাধ্যায়, যন্ত্রঘটনাধ্যায়, যন্ত্ররচনাধ্যায়, যন্ত্রশোধনাধ্যায়, যন্ত্রবিচারাধ্যায়।

(গ যন্ত্রচিন্তামণি—বামনপুত্র চক্রধর-রচিত। গ্রন্থকার নিজে ঐ গ্রন্থের এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইহার আরও কয়খানি টীকা পাওয়া যায়। যথা—

১ যন্ত্রচিন্তামণি-দীপিকা,(যন্ত্রচিন্তামণির টীকা) গোদাবরীতীরবর্ত্তী পার্থপুরনিবাসী মধুসূদন পুত্র রামদৈবজ্ঞ-প্রণীত (১৫১৪ শকে)।

২ যন্ত্রচিন্তামণি-দীপিকা—প্রণেতা হরিশঙ্কর।

৩ যন্ত্রচিন্তামণি-বিবৃতি—প্রণেতা পারণশুক্ল।

৪ „ -উদাহরণ (১৭১৪ শকে), কৃপারাম মিশ্র।

৫ „ (১৭৬৭), দিনকর।

৬ „ ভবানী শঙ্কর।

৭ „ -মালিকা রামশুক্ল।

৮ „ পরম শুক্ল।

৯ „ রামশঙ্কর।

(ঘ) ধ্রুবভ্রমযন্ত্র—নর্ম্মদাত্মজ পদ্মনাভ-রচিত (১৩২০ শক)।

(ঙ) প্রতোদযন্ত্র—গ্রহলাঘবকার গণেশ-দৈবজ্ঞ বিরচিত।

(চ) যন্ত্ররাজ বা সিদ্ধান্ত সম্রাট্—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ রাজা জয়সিংহ ইউক্লিডের অনুবাদক জগন্নাথের সাহায্যে আরবী 'মিজাস্তী' নামক গ্রন্থ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া "সিদ্ধান্ত-সম্রাট্" নামে প্রচার করেন। এতদ্ভিন্ন যন্ত্ররাজরচনাপ্রকার বা জয়সিংহকারিকা নামে জয়সিংহ-রচিত আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

(ছ) গোলানন্দ—চিন্তামণি-দীক্ষিত প্রণীত (১৭১৩ শক)। যজ্ঞেশ্বর গোলানন্দানুভাবিকা নামে ইহার টীকা প্রকাশ করিয়াছেন।

(জ) যন্ত্ররাজঘটনা ও যন্ত্ররাজপদ্ধতি—মথুরানাথ শুক্ল নামক একজন মালবীয় ব্রাহ্মণ-রচিত (১৭০৪ শকে)।

(ঝ) যন্ত্রাধ্যায়বিবৃতি—রামচন্দ্রকৃত।

(ঞ) যন্ত্রসার—নন্দরাম মিশ্রপ্রণীত (১৭৯৩ শকে)।

ভারতীয় আর্য্যযুগের প্রতিযোগি-রূপে পাশ্চাত্য জগতের সুপ্রাচীন কাল্ডীয়, বাবিলন,গ্রীস ও আলেকসান্দ্রিয়া জনপদেও জ্যোতিঃশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রাদিরও আবিষ্কার হইয়াছিল। মুসলমান সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছিল। তন্মধ্যে আরবীয়দিগের আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ ও সমুদ্রে সূর্য্যতারকাদির উচ্চতানির্ণায়ক চক্রযন্ত্র (Astrolabe) বিশেষ প্রশংসার্হ। অম্বরাধিপ সবাই জয়সিংহ ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যন্ত্রের সম্যক্ উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া ঐ সকল যন্ত্র এবং স্বকপোলোদ্ভাবিত নূতন নূতন যন্ত্রও স্বকীয় বেধশালায় (observatory) স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বরচিত জয়প্রকাশ, রামযন্ত্র, ও সম্রাট্যন্ত্র বৈদেশিকের অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। তিনি বেধশালা-স্থাপনকার্য্যে য়ুরোপবাসীর নিকট অনেকাংশে ঋণী ছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায়ে দিল্লী, জয়পুর, মথুরা, বারাণসী ও উজ্জয়িনী নগরীতে বেধশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। [বেধালয় ও জয়সিংহ দেখ।]

বর্ত্তমান যুগে ভারতীয় যন্ত্রচর্চ্চার হ্রাস ঘটিলেও একেবারে সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ঘটে নাই। বেশী দিনের কথা নয়, উৎকলের খণ্ডপাড়ারাজ্যের রাজা নৃসিংহ-মর্দরাজ ভ্রমরবর রায়পৌত্র এবং তৎপুত্র শ্যামবন্ধুতনয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্ত (জন্ম ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ) সম্পূর্ণ বৈদেশিক শাস্ত্রানভিজ্ঞ হইলেও সে দিনও নিজ বুদ্ধি দ্বারা জ্যোতিষিক যন্ত্রনির্ম্মাণে ও যন্ত্রপরিচালনের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যকলাপ ও গণনাদি লক্ষ করিয়া য়ুরোপীয় জ্যোতিষিক-সমাজ বিস্মিত। রাজবংশধর চন্দ্রশেখর উড়িয়া বর্ণমালা এবং সংস্কৃত ও উড়িয়া ভাষা ভিন্ন আর তৃতীয় ভাষা জানিতেন না। তাঁহার অসাধারণ জ্যোতিঃশাস্ত্রাভিজ্ঞতায় তাঁহাকে বিখ্যাত য়ুরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্ Tycho Brahe অপেক্ষা উচ্চাসন প্রদান করিয়াছে।

বর্ত্তমান য়ুরোপে বৈজ্ঞানিকগণের উৎসাহে বহুতর জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। ঐ সকল যন্ত্রের বিবরণ বিস্তৃত বোধে এখানে উল্লিখিত হইল না। উপরে কেবলমাত্র যাম্যোত্তরভিত্তিযন্ত্র ও প্রাচীর-বৃত্তের উল্লেখ করা গেল, কারণ কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থকার ঐ সকলের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐরূপ প্রকারে প্রাচীন বিবরণীতে দিগংশ যন্ত্রেরও (Azimuth circle) আভাস পাওয়া যায়। [বেধালয় দেখ।]

বিজ্ঞান-চর্চ্চার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে। জড়বিজ্ঞানের অন্তর্গত বিদ্যুৎ, আলোক ও জল সম্বন্ধে পদার্থ-জ্ঞানদ্যোতক যে সকল যন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে, তৎসমুদায়ের বিবরণ বিজ্ঞান

শব্দে এবং রাসায়নিক যন্ত্রাদির ইতিহাস রসায়ন শব্দে বিবৃত হইল। [বিজ্ঞান ও রসায়ন দেখ।]

সঙ্গীত শাস্ত্রে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন দেশে বাদ্যযন্ত্রেরও প্রকার ভেদ আছে। ঐ সকল যন্ত্রাদির পরিচয় বাদ্যযন্ত্র শব্দে দ্রষ্টব্য।

যন্ত্রক (ক্লী) যম্যতে কাষ্ঠমনেনেতি যমধাতোস্ত্রপ্রত্যয়েন যন্ত্রং ততঃ স্বার্থে ক-প্রত্যয়েন নিষ্পন্নং। ১ যন্ত্রকাষ্ঠ, কুন্দ, চলিত কুঁদ।

২ বস্ত্রাদির বন্ধনী (bondage)।

"কার্য্যো গোফনিকাবন্ধঃ কট্যামাবেশ্য যন্ত্রকং।

ন কুর্য্যাৎ স্নেহসেকঞ্চ তেন ক্লিদ্যতি হি ব্রণঃ॥" (সুশ্রুত৪।২)

যন্ত্রয়তি বধ্নাতি সেতুপ্রভৃতীনীতি যন্ত্রি ণ্বুল্। (ত্রি) ৩ সেতু প্রভৃতিনির্ম্মাতা, শিল্পিমাত্র।

"স্বকর্ম্মাভিরতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকাস্তথা।" (রামা॰ ২।৮০।১)

'যন্ত্রকা জলপ্রবাহাদিযন্ত্রণসমর্থাঃ' (টীকা)

৪ যমী। ৫ বশীকরণশীল।

যন্ত্রকরণ্ডিকা (স্ত্রী) ভোজবাজী প্রদর্শনার্থ পেটিকাভেদ, ইহাদ্বারা নানা প্রকার কৌতুক দেখান যায়।

যন্ত্রকর্ম্মকৃৎ (পুং) শিল্পী, যন্ত্রাদি প্রস্তুতকারী।

যন্ত্রগরুড় (পুং) যন্ত্রকৌশলে প্রস্তুত গরুড়াকৃতি। ইহার কল ঘুরাইলে গরুড় আপনি উড়িতে থাকে। (পঞ্চতন্ত্র)

যন্ত্রগৃহ (ক্লী) যন্ত্রস্য গৃহং। ১ তৈলশালা, তৈলনিষ্পীড়ন যন্ত্র গৃহ, চলিত ঘানিঘর। (হেম) ২ বেধশালা (observatory)। ৩ রাসায়নিক যন্ত্রাগার (laboratory)। ৪ যন্ত্রণা দিবার গৃহ। (দিব্যাবদান ৩৮০। ১৫)

যন্ত্রগোল (পুং) কলায়বিশেষ, চলিত মটর কলায়। (শব্দচ॰)

যন্ত্রচেষ্টিত (ক্লী) ভৌতিক ক্রিয়া, যাদুকার্য্য।

যন্ত্রণ (ক্লী) যন্ত্র-ল্যুট্। ১ রক্ষণ। ২ বন্ধন। ৩ নিয়ম। (মেদিনী)

"রক্তক্ষয়াদ্বেদনাভিস্তথৈবাহারযন্ত্রণাৎ।

ব্রণিতস্য ভবেচ্ছোষঃ স চাসাধ্যতমস্ততঃ॥" (সুশ্রুত উ॰ ৪১ অ॰)

যন্ত্রণবাসস্ (ক্লী) ক্ষতাদিবন্ধনার্থ শাটক, বান্ধিবার বস্ত্র বা ব্যাণ্ডেজ। (বাভটচি॰)

যন্ত্রণা (স্ত্রী) যন্ত্রি (ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭) ইতি যুচ্ টাপ্। ১ বেদনা। ২ পীড়া।

"মদনতাপভরেণ বিদীর্য্য নো যদুরপাদি হৃদাদমনঙ্গভূঃ।

নিবিড়পীনকুচদ্বয়যন্ত্রণা তমপরাধমধাৎ প্রতিবধ্নতী॥

(নৈষধ ৪।১০)

যন্ত্রতক্ষন্ (পুং) যন্ত্রকার। যে যন্ত্র নির্ম্মাণ করে।

যন্ত্রদৃঢ় (ত্রি) অর্গলাবদ্ধ।

যন্ত্রধারাগৃহ (ক্লী) যন্ত্রদ্বারা পরিচালিত জলধারাযুক্ত স্নানগৃহ। ফোয়ারা (shower-bath) যুক্ত শীতল ঘর। (মেঘদূত ৬২)

যন্ত্রনাল (ক্লী) কূপাদি জলচালন জন্য যন্ত্রযুক্ত নল।

যন্ত্রপুত্রক (পুং) কলের পুতুল।

যন্ত্রপেষণী (স্ত্রী) পিষ্যতেঽনয়েতি পিষ্-করণে ল্যুট্, ঙীপ্, যন্ত্রমেব পেষণী। পেষণার্থ যন্ত্র, চলিত যাঁতা (জটাধর)

যন্ত্রপ্রবাহ (পুং) ১ যন্ত্রদ্বারা পরিচালিত জলস্রোত। ২ দমকল।

যন্ত্রময় (ত্রি) যন্ত্রসম্বন্ধীয়। যন্ত্রগঠিত।

যন্ত্রমাতৃকা (স্ত্রী) চতুঃষষ্টি কলারমধ্যে ৫০ কলা।

"অহোরাত্রৈশ্চতুঃষষ্ট্যা সংযত্তৌ তাবতীঃ কলাঃ।

(ভাগবত ১০।৪৫।৩৫)

যন্ত্রমার্গ (পুং) জলপ্রণালী। খাল।

যন্ত্রবৎ (ত্রি) যন্ত্রঃ বিদ্যতেঽস্য যন্ত্র অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। যন্ত্রবিশিষ্ট, যন্ত্রযুক্ত।

যন্ত্রযুক্ত (ত্রি) ১ যন্ত্রসমন্বিত। ২ হাল, দাঁড় ও পালযুক্ত। (নৌকাদি)।

যন্ত্রশর (পুং) যন্ত্রসাহায্যে ক্ষেপ্য আয়ুধ।

যন্ত্রসূত্র (ক্লী) পুত্তলিকাদির হস্তাদি চালনার্থ সূত্র।

যন্ত্রাপীড় (পুং) সন্নিপাত জ্বরভেদ। ইহার লক্ষণ,—

"যেন মুহুর্জ্বরবেগাৎ যন্ত্রেণাবাপীড্যতে গাত্রম্।

রক্তং পীতঞ্চ ভবেৎ যন্ত্রাপীড়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ॥" (ভাবপ্র॰)

যে সন্নিপাত জ্বরে জ্বরের বেগ বশতঃ রোগীর গাত্র বারংবার পীড়িত হইতে থাকে এবং তাহার রক্ত পীতবর্ণ হইয়া থাকে, তাহাকে যন্ত্রাপীড় কহে।

যন্ত্রারূঢ় (ত্রি) যন্ত্রোপরি নিবেশিত।

যন্ত্রালয় (পুং) ১ মুদ্রাযন্ত্র, চলিত ছাপাখানা। ২ যন্ত্রাগার মাত্র।

যন্ত্রিকা (স্ত্রী) যন্ত্রয়তি কৃতকৌতুকাপীড়য়তীতি যন্ত্রি-ণ্বুল, টাপি অত ইত্বং। পত্নীর কনিষ্ঠা ভগিনী, চলিত ছোটশালী।

'কনিষ্ঠা শ্যালিকা হালী যন্ত্রিকা কেলিকুঞ্চিকা।' (হেম)

যন্ত্রিত (ত্রি) যন্ত্রি ক্ত। বদ্ধ। (ধরণি)

"তে স্তুত্বা স্বগৃহর্ধেনুং হঠাদাক্রম্য যন্ত্রিতাম্।

বেপমানা মুনিং প্রাহ স্রুরক্তিঃ সাশ্রুলোচনা॥"

(দেবীভাগবত ৩।১৭।১৩)

যন্ত্রিন্ (ত্রি) যন্ত্র অস্ত্যর্থে ইন্ বা যন্ত্রয়তি বধ্নাতি যন্ত্রি বন্ধনে ণিনি। বন্ধনকারক।

"অন্বেষোৎসুকমাত্মানং জ্ঞাত্বা পৈত্রামহাদ্বরাৎ।

মর্দ্দয়ন্ রাক্ষসান্ বীরো যন্ত্রিণস্তান্ যদৃচ্ছয়া॥"

(রামায়ণ ৫।৩।৭৬)

যন্ত্রোপল (পুং) জাঁতার প্রস্তর।

যন্নিমিত্ত (অব্য) যেহেতু, যাহার কারণ।

যশ্মংহিষ্ঠীয় (স্ত্রী) সামভেদ।

যন্মধ্যে (অব্য) যাহার ভিতর।

যন্ময় (ত্রি) যদ্‌ব্যাপ্ত। যৎস্বরূপ, যদ্দ্বারা গঠিত।

যন্মাত্র (ত্রি) যে পরিমাণ।

যন্মূর্ধন্ (পুং) যাহার মাথা।

যভ, মৈথুন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ যভতি। লিট্ যযাভ, যেভতুঃ, যেভিথ, যযভ, লুট্ যব্ধা। লৃট্ যপ্‌স্যতি, লুঙ্ অযাপ্‌সীৎ, অযাব্ধাং, অযাপ্‌সুঃ। সন্ যিযপ্‌সতি। যঙ্ যাযভ্যতে। যঙ্‌লুক যাযব্ধি। ণিচ্ যাভয়তি। লুঙ্ অযীযভৎ।

যম, ১ উপরম, বিরতি। ২ নিবৃত্তি। ৩ বন্ধন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্ ক্ত্বা বেট্। লট্ যচ্ছতি। লোট্ যচ্ছতু লিট্ যযাম, যেমতুঃ, যেমিথ, যযন্থ। লুট্ যন্তা। লৃট্ যংস্যতি। লুঙ্ অযংসীৎ অযংসিষ্টাং, অযংসিষুঃ সন্ যিযংসতি। যঙ্ যংযম্যতে। যঙ্‌লুক্ যংযন্তি।

যম, ১ পরিবেষণ, বেষ্টন। ২ তদভাব, অপরিবেষণ, চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সক° সেট্। লট্ যময়তি, লোট্ যময়তু, যাময়তু। পরিবেষণশব্দের অর্থ অন্নাদির অর্পণ।

আ+উপ+যম=সংহার, স্বীকার, দীর্ঘীকরণ। বি+আ+যম=ব্যায়াম। উদ্+যম=উদ্যম। অবগুরণ। উপ+যম=বিবাহ, স্বীকার। নি+যম=নিয়ম, শাসন। সম্+যম বন্ধন। সংযম, যোগ।

যম (পুং) যময়তি নিয়ময়তি জীবানাং ফলাফলমিতি, যম-অচ্। দক্ষিণদিক্‌পাল। জীবের শুভাশুভ কর্ম্মফল অনুসারে নিয়মিত করেন বলিয়া ইহার নাম যম হইয়াছে। পর্য্যায়—যমরাজ, পিতৃপতি, সমবর্ত্তী, পরেতরাট্, কৃতান্ত, যমুনাভ্রাতা, শমন, যমরাট্, কাল, দণ্ডধর, শ্রাদ্ধদেব, বৈবস্বত, অন্তক, ধর্ম্ম, জীবিতেশ, মহিষধ্বজ, ঔড়ুম্বর, দণ্ডধার, কীনাশ, দগ্ন, মহিষবাহন, শীর্ণপাদ, তামশাসন, কঙ্ক, হরি, কর্ম্মকর। (জটাধর)

বৈদিক বিবরণ।

বৈদিক নিঘণ্টু গ্রন্থে (৫।৫) "যম" ও "মৃত্যু" পৃথক্ ভাবে পঠিত আছে। ব্যাখ্যাকারগণের মত আলোচনা করিলেও মনে হয় যেন, মৃত্যু ও যম বিভিন্ন বৈদিক দেবতা। নিরুক্তকার যাস্ক, নৈঘণ্টুককাণ্ড-নির্ব্বচনকার দেবরাজযজ্বা এবং নিরুক্তটীকাকার দুর্গাচার্য্যের মতে "যিনি প্রাণিমাত্রেই মারক"—তিনিই মৃত্যু। অর্থাৎ যে দেবতা দেহান্তকালে ভোগায়তন দেহ হইতে জীবাত্মাকে বিযুক্ত করেন। দুর্গাচার্য্য মৃত্যু ও যমের ভিন্নতা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, "মৃত্যু-দেবতা নিশ্চয়ই মধ্যলোকসঞ্চারী বায়ু"। কিন্তু যমসম্বন্ধে মহামুনি যাস্ক লিখিয়াছেন,—"যিনি জীব মাত্রকেই কর্ম্মানুযায়ী স্থান প্রদান করেন, তিনিই যম।" দেবরাজ-যজ্বা উক্ত নির্ব্বচনানুসারে দানার্থ দা ধাতু হইতে কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয় করিয়া 'যম' পদ সিদ্ধ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যম নভশ্চারী বায়ুবিশেষ। যাস্কের প্রদর্শিত যম-দেবতার স্তুতির মধ্যে "সঙ্গমনং জনানাং" অর্থাৎ যিনি কর্ম্মফলভোগী জীবগণকে এ লোক হইতে অন্য লোক প্রাপ্ত করান। সুতরাং উপরোক্ত ঘটনা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, মৃত্যু ও যম কার্য্যতঃ ভিন্ন হইলেও কতকাংশে উভয়ের সাদৃশ্য আছে। অথর্ব্ববেদে "যঃ প্রথমঃ প্রবতমাসসাদ…… যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে" (৬।২৮।৩) এই মন্ত্র দ্বারা যম অপর সকল দেব হইতে শ্রেষ্ঠ ও তাঁহার 'মৃত্যু' নামেই পূজিত হইয়াছেন। এখানে যম ও মৃত্যু অভিন্ন। ঋগ্বেদের ১০।১৮।১ মন্ত্রে মৃত্যু দেবতার স্তুতি দৃষ্ট হয়। আবার ১০।১৪।১ মন্ত্রে যমের পূজনীয়ত্ব ঘোষিত হইয়াছে। দেবরাজের ব্যাখ্যানুসারে ইহার অর্থ—"যে দেবতা কি সমতলবাসী কি ঊর্দ্ধপ্রদেশবাসী, কি নিম্নদেশবাসী সমস্ত ভূতজাতির পুনঃপুনঃ পরিচিত, যিনি কি পুণ্যবান্, কি পাপী সকলেরই গন্তব্য মার্গের পরম সহায়, যিনি বিবস্বদ্দেবের প্রশংসনীয় পুত্র, যিনি পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে কর্ম্মফলানুসারে জীবগণকে এ লোক হইতে লোকান্তরে যাইবার উপযুক্ত শরীর দান করিয়া থাকেন, যিনি প্রাণধারী জীবমাত্রেরই রাজা বলিয়া বিখ্যাত, সেই 'যম' নামক দেবতাকে হবিঃ প্রদান দ্বারা পূজা কর।"

ইহা দ্বারা যমের পূজনীয়তা বিশেষরূপে বুঝা যাইতেছে।

বেদের অনের স্থলেই যম ও তাঁহার ভগিনী যমী (বা যমুনা) বিবস্বৎ ও সরণ্যুর যমজ সন্ততি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। (ঋগ্বেদ ১০।১৭।২) যম ও যমীর কথোপকথনে যম বলিতেছেন যে, "আমরা গন্ধর্ব্ব এবং 'অপ্যা যোষার' পুত্র।" (১০।১০।৪) ঋগ্বেদের অনেক স্থলে যমকে বরুণ এবং অগ্নির সহিত (১০।১৪সূঃ) একত্র বর্ণিত দেখা যায়। কোন স্থলে অগ্নি ও যম (১০।২১) অভিন্ন ভাবে উল্লিখিত। আবার অন্যত্র (১।১৬৪ সূক্ত) অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা একরূপ অভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

প্রেত (মৃত ব্যক্তিগণ) স্বর্গে উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব প্রথমে যম ও বরুণকে দেখিতে পাইয়া থাকেন (১০।১৪ সূক্ত) ঋগ্বেদের বর্ণনা হইতে প্রতীত হয় যে, যম মৃত পিতৃগণের বিশেষতঃ

আঙ্গিরসগণের অধিপতি। পরবর্ত্তী তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৬।৫) এবং আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্রে (১৬।৬) যমের অশ্বগণের বর্ণনা আছে। তাহাদের খুর লৌহমণ্ডিত এবং চক্ষুঃ সুবর্ণজ্যোতিঃ-বিশিষ্ট। অথর্ব্ববেদেও (১৮।২সূ০) বর্ণিত আছে যে, তিনিই মৃত ব্যক্তিগণকে আশ্রয়স্থান দেন এবং ভবিষ্যৎ বাসের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আবার নবমমণ্ডল ১১৩ সূক্তে আকাশের দূরবর্ত্তী এবং উচ্চতম অংশে যমের স্থান কল্পিত হইয়াছে। ত্রিলোকের মধ্যে দুইটি সবিতৃলোক এবং তৃতীয়টী যমলোক। বাজসনেয়-সংহিতার বর্ণনানুসারে, যম যমীর সহিত উচ্চতম স্বর্গে বিরাজিত আছেন এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে দিব্য সঙ্গীত এবং বীণাধ্বনি হইতেছে।

যম ও যমীর কথোপকথনে, যমী যমকে সর্ব্বপ্রথম মরণশীল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যমই সর্ব্বপ্রথমে দেহত্যাগ করিয়া মরণপথের নেতা হইয়াছেন। আবার অথর্ব্ববেদে (৬।২৮) মৃত্যু যমের পথস্বরূপও বর্ণিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে যমের বিভীষিকার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু অথর্ব্ববেদে যম বিভীষিকাস্বরূপ।

ঋগ্বেদে (১০।১৬৫ সূ০) একটী উলূক কিম্বা কপোত যমের দূত বলিয়া বর্ণিত। এই উলূক মৃত্যুর নামান্তর মাত্র। অথর্ব্ববেদে (৮।৮ সূ০) এই রূপকের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু যমের যথার্থ দূত (১০।১৪) দুইটী ভীষণাকৃতি কুকুর। তাহাদের একটী শবল (বিচিত্রবর্ণ), এবং অপরটী শ্যামবর্ণ (উদুম্বল) তাহাদের উজ্জ্বল চারি চক্ষুঃ এবং দীর্ঘ নাসিকা। তাহারা সরমার পুত্র। তাহারা যমের পথ রক্ষা করিতেছে। প্রেতব্যক্তিগণ এই কুকুরদ্বয়ের সম্মুখ দিয়া দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্যপণ্ডিত ব্লুমফিল্ড বলেন যে, এই কুকুরদ্বয় চন্দ্র ও সূর্য্যের রূপক বর্ণনামাত্র।

বেদের যম পারসিকদিগের আদিধর্ম্মশাস্ত্র অবস্তায় 'যিম' বলিয়া বর্ণিত। গ্রীক পুরাণের প্লুতো (Pluto) এবং মিনসের (Minos) সহিত যমের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। অবস্তার 'যিম' এবং বেদের যমে কোন পার্থক্য নাই। (যস্ন ৩০।৩) যিমের যিমে নাম্নী যমজা ভগিনী ছিল। তাঁহারাই মানবজাতির আদি পিতামাতা। অবস্তায় যিমের পিতা 'বিবংহৎ'। বেদেও যমের পিতা বিবস্বৎ। সুতরাং উভয়ে অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। বেদের যম যমীর কথোপকথনে যমের চরিত্র অতি উন্নত বর্ণে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ভগিনী যমী কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ সম্ভোগার্থ প্রার্থিত হইয়াও তাহাকে পুনঃপুনঃ নানাযুক্তি দ্বারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু অবস্তায় 'যিম' 'যিমে' যেমন দম্পতী, ঋগ্বেদেও যমী যমের সহিত সম্বন্ধপরিচয়ে 'দম্পতী' এবং যমও 'এমন যুগ হইবে যখন ভ্রাতা ভগিনীতে সহবাস করিবে' (১০।১০।১০) এই বলিয়া সেই অতি প্রাচীন গাথাবাক্য প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন।

পৌরাণিক।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, বিশ্বকর্ম্মার সংজ্ঞানামে এক কন্যা ছিল। রবির সহিত তাহার বিবাহ হয়। সংজ্ঞা রবিকে দেখিয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়াছিল, এইজন্য রবি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এই অভিশাপ দেন যে, তুমি যেমন আমাকে দেখিয়া চক্ষুঃসংযম করিলে এইজন্য তোমার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র প্রজাসংযম যম হইবে, অর্থাৎ প্রজাদিগকে সংযমন করিবে। সংজ্ঞা রবির এই নিদারুণ অভিশাপ শুনিয়া পুনরায় তাহার প্রতি চঞ্চলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল, ইহাতে রবি পুনরায় তাহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আবার যখন আমাকে চঞ্চল দৃষ্টিতে দেখিলে, তখন তোমার যে কন্যা হইবে, সে চঞ্চলা নদীরূপে পরিণতা হইবে। কালক্রমে ইহার গর্ভে একপুত্র ও এক কন্যা হয়, এই পুত্র প্রজাসংযম যম, এবং কন্যা যমুনা নামে খ্যাতা। এই রবিকন্যা যমুনাই পরে যমুনা নদী। *

স্মৃতিতে চতুর্দ্দশ যমের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তর্পণকালে চতুর্দ্দশ যমের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্ব্বভূতক্ষয়, ঔড়ুম্বর, দধ্ন, নীল, পরমেষ্ঠী, বৃকোদর, চিত্র ও চিত্রগুপ্ত এই চতুর্দ্দশ যম। এই চতুর্দ্দশ যমকে তিলমিশ্রিত তিন অঞ্জলি জলধারা তর্পণ করিলে সম্বৎসরকৃত পাপ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ

---

* "মার্ত্তণ্ডস্য রবের্ভার্য্যা তনয়া বিশ্বকর্ম্মণঃ।
সংজ্ঞানাম মহাভাগ তস্যাং ভানুরজীজনৎ॥
মনুং প্রখ্যাতযশসমনেকজ্ঞানপারগম্।
বিবস্বতঃ সুতো যস্মাৎ তস্মাদ্বৈবস্বতস্তু সঃ॥
সংজ্ঞা চ রবিণা দৃষ্ট্বা নিমীলয়তি লোচনে।
যতস্ততঃ সরোষোঽর্কঃ সংজ্ঞাং নিষ্ঠুরমব্রবীৎ॥
ময়ি দৃষ্টে সদা যস্মাৎ কুরুষে নেত্রসংযমম্।
তস্মাজ্জনিষ্যতে মূঢ়ে প্রজাসংযমনং যমম্॥
ততঃ সা চপলাং দৃষ্টিং দেবীচক্রে ভয়াকুলা।
বিলোকিতদৃশং দৃষ্ট্বা পুনরাহ চ তাং রবিঃ॥
যস্মাদ্বিলোলিতা দৃষ্টির্ময়ি দৃষ্টে ত্বয়াধুনা।
তস্মাদ্বিলোলাং তনয়াং নদীং ত্বং প্রসবিষ্যসি॥
ততস্তস্যাস্তু সংজজ্ঞে ভর্ত্তৃশাপেন তেন বৈ।
যমশ্চ যমুনা চৈব প্রখ্যাতা সুমহানদী॥" (মার্কণ্ডেয়পু০ ৭৭ অ০)

কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর দিন নদীতে যমতর্পণ বিশেষ প্রশস্ত। যমুনা নদীতে যমতর্পণ করিলে পাপধ্বংস হয়।

"যাং কাঞ্চিৎ সরিতং প্রাপ্য কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশীম্।
যমুনায়াং বিশেষেণ নিয়তস্তর্পয়েদ্ যমান্॥
যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥
একৈকস্য তিলৈর্মিশ্রাংস্ত্রীংস্ত্রীন্ দদ্যাদ্ জলাঞ্জলীন্।
সংবৎসরকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

প্রতিদিন যখন তর্পণ করিতে হয়, তখন এই যমতর্পণ করা আবশ্যক। তবে অসমর্থ পক্ষে এই সকল যমের উদ্দেশ্যে এক এক অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করা যাইতে পারে।

যম পাপী ও পুণ্যাত্মাদিগের পাপ-পুণ্যের বিচার করিয়া পাপীদিগকে নরকে এবং পুণ্যাত্মাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। ধর্ম্মানুসারে পাপ-পুণ্যের বিচার করেন, এইজন্য ইনি ধর্ম্মরাজ নামে প্রখ্যাত। ইনি পাপী ও পুণ্যবান্দিগের নিকটে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। পুণ্যাত্মাদিগের নিকট ইহার নিম্নোক্ত প্রকার রূপ হইয়া থাকে। যম পুণ্যশীল লোক দেখিলে স্বয়ং নারায়ণরূপে প্রতিভাত হন, তখন তিনি চতুর্বাহু, শ্যামবর্ণ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ও গরুড়বাহন প্রভৃতি ভগবৎ-চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন।

"তানাগতাংস্ততো দৃষ্ট্বা নরান্ ধর্ম্মপরায়ণান্।
ভাস্করিঃ প্রীতিমাসাদ্য স্বয়ং নারায়ণো ভবেৎ॥
চতুর্ব্বাহুঃ শ্যামবর্ণঃ প্রফুল্লকমলেক্ষণঃ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী গরুড়বাহনঃ॥
স্বর্ণযজ্ঞোপবীতী চ স্মেরচারুতরাননঃ।
কিরীটী কুণ্ডলী চৈব বনমালাবিভূষিতঃ॥"
(পদ্মপু॰ ক্রিয়াযোগসার ২২অ॰)

পাপাত্মাদিগের নিকটে তাহার নিম্নোক্ত প্রকার রূপ হইয়া থাকে। ত্রিংশৎ যোজন দীর্ঘ তাহার অঙ্গ, লোচন বাপীসদৃশ, ধূম্রবর্ণ, অতি তেজস্বী, প্রলয় কালের মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় তাহার ধ্বনি, লোম সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, নাসারন্ধ্র নিঃসরণশব্দে মহাপ্রলয়ের বায়ুও পরাজিত, দশনশ্রেণি অতি সুদীর্ঘ, নখ সকল সূর্পের ন্যায়, অতিপ্রচণ্ড মহিষারূঢ়, তাহার দন্তপংক্তি সাঁড়াশীর ন্যায়, হস্তে ভীষণ দণ্ড, চর্ম্মবাস এবং মুখ ভ্রূকুটিকুটিল।

"ত্রিংশদ্যোজনদীর্ঘাঙ্গো বাপীসদৃশলোচনঃ।
ধূম্রোবর্ণো মহাতেজাঃ প্রলয়াম্ভোধরধ্বনিঃ॥
তৃণাগ্নিরাজলোমা চ জলদগ্নিশিখাপ্রবৎ।
নাসারন্ধ্রস্ফুরচ্ছ্বাসস্বনৈর্জিতমহানিলঃ॥
সুদীর্ঘদশনশ্রেণিঃ সূর্পোপম-নখাবলিঃ।
প্রচণ্ডমহিষারূঢ়ঃ সন্দংশদশনচ্ছদঃ।
দণ্ডহস্তশ্চর্ম্মবাসা ভ্রূকুটিকুটিলাননঃ॥"
(পদ্মপু॰ ক্রিয়াযোগসা॰ ২২অ॰)

আবার পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে ২২৭ অধ্যায়ে যমলোকের বর্ণনায় দেখা যায়—

"দংষ্ট্রাকরালবদনং ভ্রূকুটী-কুটিলাননম্।
ঊর্দ্ধকেশং মহাশ্মশ্রুং প্রস্ফুরৎ সাধকোত্তরম্।
অষ্টাদশভুজং ক্রুদ্ধং নীলাঞ্জনচয়োপম্॥
সর্ব্বায়ুধোদ্যতকরং ব্রহ্মদণ্ডেন তর্জ্জকম্।
মহামহিষমারূঢ়ং দীপ্তাগ্নিসমলোচনং।
রক্তমাল্যাম্বরধরং মহামেরুমিবোত্থিতং॥
প্রলয়াম্বুদনির্ঘোষং পিবন্তমিব সাগরং।
গ্রসন্তমিব ত্রৈলোক্যমুদ্গিরন্তমিবানলং।
মৃত্যুং চৈব সমীপস্থং কালানলসমপ্রভং।
কালং চাচলসঙ্কাশং কৃতান্তং চ ভয়াবহম্॥"

পৌরাণিকেরা সচরাচর বলিয়া থাকেন যে, দেবগণের শ্মশ্রু নাই, কিন্তু পাদ্মে যমের শ্মশ্রুর প্রমাণ পাই।

এই জগতে যে সকল লোক সর্ব্বদা পুণ্য কর্ম্ম এবং দেবদ্বিজে ভক্তি ও তপশ্চর্য্যাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের যমের প্রতি অধিকার নাই, অর্থাৎ যম তাহাদের দণ্ড বিধান করিতে পারেন না।

"যে ভক্তাঃ পুণ্ডরীকাক্ষে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
স্বকর্ম্মনিরতা দান্তা ন নিয়ম্যা হি তে ত্বয়া॥
কৃষ্ণঃ সংপূজিতো যৈস্তু যৈঃ কৃষ্ণঃ সমুপাসিতঃ।
যৈশ্চ নিত্যং স্মৃতঃ কৃষ্ণো ন তে ত্বদ্বিষয়োপগাঃ॥"

ইত্যাদি। (অগ্নিপু॰ নরসিংহ প্রাদুর্ভাবাধ্যায়)

যে সকল ভক্ত কায়মনোবাক্যে বিষ্ণু পূজা করে এবং স্বকর্ম্মপরায়ণ হয়, যম কর্ত্তৃক তাহারা নিয়ম্য নহে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে লিখিত আছে যে, সাবিত্রী-কৃত যমাষ্টক প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, তাহার যমভয় থাকে না, এবং সকল পাপ বিদূরিত হয়।

"সাবিত্র্যুবাচ
তপসা ধর্ম্মমারাধ্য পুষ্করে ভাস্করঃ পুরা।
ধর্ম্মাংশং যং সুতং প্রাপ ধর্ম্মরাজং নমাম্যহম্॥
সমতা সর্ব্বভূতেষু যস্য সর্ব্বস্য সাক্ষিণঃ।
অতো যন্নাম শমনমিতি তং প্রণমাম্যহম্॥

যেনাত্তশ্চ কৃতো বিশ্বে সর্ব্বেষাং জীবিনাং পরং।
কর্ম্মানুরূপকালে চ তং কৃতান্তং নমাম্যহম্॥
বিভর্ত্তি দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে।
নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্ব্বদেহিনাম্॥
বিশ্বে যঃ কলয়ত্যেব যঃ সর্ব্বায়ুশ্চ সন্ততম্।
অতীব দুর্নিবার্য্যঞ্চ তং কালং প্রণমাম্যহম্॥
তপস্বী বৈষ্ণবো ধর্ম্মী সংযমী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
জীবিনাং কর্ম্মফলদং তং যমং প্রণমাম্যহম্॥
স্বাত্মারামশ্চ সর্ব্বজ্ঞো মিত্রং পুণ্যকৃতাং ভবে।
পাপিনাং ক্লেশদো যস্তং পুণ্যমিত্রং নমাম্যহম্॥
যজ্জন্ম ব্রহ্মণো বংশে জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
যে ধ্যায়তি পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মবংশং নমাম্যহম্॥
ইত্যুক্ত্বা সা চ সাবিত্রী প্রণনাম যমং মুনে।
যমস্তাং বিষ্ণুভজনং কর্ম্মপাকমুবাচ হ॥
ইদং যমাষ্টকং নিত্যং প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ।
যমাত্তস্য ভয়ং নাস্তি সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে॥
মহাপাপী যদি পঠেৎ নিত্যং ভক্ত্যা চ নারদ।
যমঃ করোতি তং শুদ্ধং কায়ব্যূহেন নিশ্চিতম্॥"

(ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতখণ্ডে ২৮ অ০)

গরুড়পুরাণে উত্তরখণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে যমলোকের এইরূপ বর্ণনা আছে,—

মনুষ্যলোক হইতে যমলোক ৮৬০০০ যোজন। এই মহাপথ দিয়াই পাপিষ্ঠ নরগণ যমলোকে গমন করিয়া থাকে। সে স্থানে সর্ব্বদা গলিত তাম্রের ন্যায় অগ্নিস্রোত প্রবাহিত হইতেছে; কোন স্থান সুতীক্ষ্ণ কণ্টকাবলীতে আকীর্ণ, কোন স্থান অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত বালুকাকণায় ব্যাপ্ত। সে স্থানে বৃক্ষাদি নাই যে প্রেতগণ বিশ্রাম করিবে। সেই ভীষণ যমমার্গে ক্ষুৎ-পিপাসা শান্তির নিমিত্ত পানীয় ও খাদ্যের লেশ মাত্র নাই। সেই অতি দুর্গম যমমার্গের কোন স্থানে মৃত ব্যক্তিগণ শীতে অত্যন্ত কম্পিত হইতেছে। যে যেরূপ পাপ করিয়াছে, সে সেইরূপ পথ দ্বারা যমমার্গে গমন করিয়া থাকে। পাপিষ্ঠ ব্যক্তি-গণের যন্ত্রণাসূচক উচ্চ চীৎকারে পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়।

বায়ু ও নৈর্ঋত কোণের মধ্যে বজ্রময় সুরাসুরের অভেদ্য বৈবস্বত যমের পুরী নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা চতুরস্র, চারিটী দ্বারবিশিষ্ট এবং সপ্ত-তোরণ-শোভিত। যম সেই স্থলে দূতবর্গে বেষ্টিত হইয়া সর্ব্বদা উপবিষ্ট আছেন। সেই যমভবন সহস্রযোজন বিস্তৃত, তাহা সমুজ্জ্বল বিদ্যুজ্জ্বালা বা সূর্য্যতেজের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্ন। স্বর্ণরত্ন-বিমণ্ডিত যম-ভবন পঞ্চশত যোজন উচ্চ। সেই গৃহ বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিত সহস্র স্তম্ভাকার স্তম্ভে পরিবেষ্টিত। সেই যমালয়ের গবাক্ষ সকল মুক্তাজাল-মণ্ডিত এবং শত পতাকা-শোভিত। যমা-লয়ের এক শত তোরণে অনবরত শত শত ঘণ্টাধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। সেই স্থানে ভগবান্ ধর্ম্ম দশ যোজন বিস্তীর্ণ নীলাম্বরসন্নিভ আসনে উপবিষ্ট আছেন। তিনিই ধর্ম্মের নিয়ন্তা। তিনিই পাপীদিগের ভয়দাতা এবং ধার্ম্মিকগণের সুখপ্রদ। তাঁহার চতুর্দ্দিক্ নানা বেণুবীণাধ্বনি ধ্বনিত এবং শঙ্খবাদিত্র মুখরিত।

যমপুরীর মধ্যে চিত্রগুপ্তের গৃহ বিরাজিত। তাহা বিংশতি যোজন বিস্তীর্ণ এবং দশ যোজন উচ্চ লৌহ-প্রাচীর-বেষ্টিত চিত্রগুপ্তভবন শত প্রতোলী-শোভিত, শত পতাকা-খচিত, শতদীপিকা-সমাকীর্ণ, গীতধ্বনি-মুখরিত, নানা বিচিত্র চিত্রপূর্ণ। সেই গৃহস্থ মণিমুক্তাময় আসনে চিত্রগুপ্ত উপবিষ্ট থাকিয়া মনুষ্যের আয়ুঃ গণনা করিতেছেন এবং কায়স্থগণের সহিত অষ্টাদশ দোষবিহীন হইয়া মনুষ্যের সুকৃতির পরিমাণ লিপি-বদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিগণ মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন এবং শত সহস্র যমদূত নানা প্রহরণ ও যন্ত্রে সজ্জিত হইয়া পাপীদিগকে যন্ত্রণা দিতেছে।

উক্ত পুরাণে উত্তরখণ্ডে ১৬শ অধ্যায়েও যমমার্গের বিব-রণ আছে। তথায়, "যমশ্চতুর্ভুজো ভূত্বা শঙ্খচক্রগদাদিভৃৎ"— অর্থাৎ যম চতুর্ভুজ এবং শঙ্খচক্রগদাধর। তিনি অঞ্জনাদ্রি সমপ্রভাবিশিষ্ট এবং প্রলয়কালীন জলধরের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জনশীল এবং মহিষ বাহন-সংস্থিত। তাঁহার দেহ তিন যোজন বিস্তীর্ণ, হস্তে অতি ভীষণ লৌহদণ্ড এবং ভীষণাকৃতি পাশাস্ত্র; তাঁহার নেত্র হইতে বিদ্যুজ্জ্বালা-সদৃশ অর্চ্চি নির্গত হইতেছে। কিন্তু তাঁহার ভয়ানক নেত্রযুগল অত্যন্ত বক্র। যম সর্ব্বদাই পাপীদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের অনুষ্ঠিত দুষ্কৃতের জন্য অত্যন্ত তর্জ্জন করিতেছেন।

উক্ত পুরাণের ১৯শ অধ্যায়ে চিত্রগুপ্তপুরের বর্ণনা আছে।

বরাহপুরাণে (১৯৬ অঃ) নচিকেতা কর্ত্তৃক এইরূপ যমালয়াদির বর্ণনা দৃষ্ট হয়—

প্রেতপতির পুরী চারি সহস্র যোজন দীর্ঘ এবং দুই সহস্র যোজন বিস্তৃত। এই পুরীর মধ্যে নানাপ্রকার স্বর্ণ খচিত হর্ম্ম্যপ্রাসাদ এবং অট্টালিকা বিরাজিত। কৈলাসশিখরের ন্যায় উচ্চ স্বর্ণময় প্রাচীর দ্বারা সেই পুরী পরিবেষ্টিত করিয়া আছে; তথাকার সকল নদীই বিমলসলিলশালিনী এবং দীর্ঘিকা সকল নলিনীমণ্ডিতা। বিস্তৃত রথ্যাসমূহ সর্ব্বদা গজবাজিসমাকুল এবং নরনারী-সমাকীর্ণ নানা দিগ্দেশাগত লোকের দ্বারা প্রেতপুরীতে সর্ব্বদা জয়ধ্বনিও সমুত্থিত হই-

তেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ বা ক্রন্দন করিতেছে। তথায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নদীর নাম পুষ্পোদকা। তাহার উভয় তীরে শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজি অতীব মনোহর। সেই নদীর পুলিন সকল সুবর্ণসিকতাশোভিত এবং জলাবতরণিকা সকল সুবর্ণনির্ম্মিত। পুষ্পোদকার জল সুশীতল ও সুগন্ধি। সেই সলিলে বিশাল-জঘনশালিনী গন্ধর্ব্বরমণীগণ নিরন্তর জলক্রীড়া করিতেছে। যমলোকের সুবর্ণ-নির্ম্মিত অট্টালিকাসমূহে এবং পুষ্পোদকার সলিলে দিব্যাঙ্গনা অপ্সরোগণ এবং কিন্নরীগণ নানাপ্রকার ক্রীড়া দ্বারা পুণ্যবান্ নরগণের চিত্তরঞ্জন করিতেছে। দিব্যাঙ্গনাগণের ভূষণশিঞ্জনে এবং জলতূর্য্যনিনাদে সেই পুষ্পোদকা অমরার মন্দাকিনীকে পরাজিত করিয়াছে। যমালয়ের মধ্যস্থলে বৈবস্বতী নাম্নী আর একটী মহানদী আছে। তাহার সলিলে কুন্দেন্দুবর্ণা হংসশ্রেণী সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে এবং উত্তপ্ত কনকদ্যুতিসম্পন্না কমলিনী সকল সর্ব্বদা প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। সোপান সকল সুবর্ণনির্ম্মিত এবং সলিল অমৃতের ন্যায় সুস্বাদু ও সুগন্ধি। সেই নদীতে মনোজ্ঞরূপা মদবিহ্বলা দেববালা নানাবিধ বাদিত্র-ধ্বনি সহকারে সুস্বরলয়ঘটিত শ্রুতিরঞ্জন সঙ্গীতে দর্শক ও শ্রোতৃবর্গকে নিমগ্ন করিতেছে। যমপুরের এইরূপ বর্ণনায় অমরাবতীর চারু চিত্রও হীনপ্রভ হইয়া যায়। এতাদৃশ রমণীয় যমালয়ে প্রবেশ করিবার দুইটী বিস্তৃত দ্বার আছে। সে দুইটী গোপুর,—একটী সুবর্ণময় দশযোজন বিস্তৃত, তাহার উভয় পার্শ্বে উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত। এই পথে দেবতা, ঋষি এবং পুণ্যাত্মাগণ প্রবেশ করে;—এই পথ নানাযন্ত্র সুশোভিত এবং শতপ্রাসাদসমাকীর্ণ। দ্বিতীয় পথে লৌহময় গোপুর পাপিগণের জন্য দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং ভীষণদর্শন। এই পথ প্রচণ্ড অগ্নিতে উত্তপ্ত—যাহারা পাপিষ্ঠ, নৃশংসক এবং দুরাত্মা, তাহারা এই পথে প্রবেশ করিয়া থাকে।

এই রমণীয় যমালয়ে মৃত ব্যক্তিগণের বিচারার্থ পরমশোভনা সর্ব্বরত্নময়ী দিব্য যমসভা রহিয়াছে। এই সভায় জিতেন্দ্রিয় বীতরাগ তপস্বিগণ বিরাজমান। এই সভা পাপী এবং পুণ্যাত্মা-গণের জন্য নির্ম্মিত—ধর্ম্মরাজের এই সভার নাম ধর্ম্মসংহিতা। যাঁহারা প্রজাপতি, পরাশর, উদ্দালক, আপস্তম্ব, বৃহস্পতি, শুক্র, গৌতম, শঙ্খ, লিখিত, অঙ্গিরা, ভৃগু, পুলস্ত্য, পুলহ, প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকগণের এবং যমের সংহিতা অনুযায়ী শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা যমপুরে পরম সুখৈশ্বর্য্যে কালক্ষেপ করেন।

যমদূতগণ ভীষণদর্শন, কৃষ্ণবর্ণ, মহাবাহু, বামহস্তে দণ্ডধর, বিকৃতবদন—ইহারা যমের আজ্ঞানুসারে পাপিদিগকে শাসন করিতেছে। এখানে সর্ব্বতেজোময়ী শুভা যমের দ্বারা পূজিতা সর্ব্বসাধনী মোহনী দেবী রহিয়াছেন, তিনি সুরাসুর এবং ঋষিগণেরও পূজ্য। তাহার শরীর হইতে ক্লেশদায়ক ব্যাধি সকল সম্ভূত হইতেছে। ভীষণ মৃত্যু এবং তাঁহার অনুচরবর্গ সেখানে বিরাজমান। অনেক প্রকার জ্বর এবং দারুণ বেদনা সকল নরনারীর রূপ ধারণ করিয়া সেখানে অবস্থিতি করিতেছে। কামক্রোধবিচারিণী নানারূপধারিণী রমণী সকল চতুর্দ্দিকে হলহলা শব্দে ধরা বিদীর্ণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত কুষ্মাণ্ড, যাতুধান, রাক্ষস, পিশিতাশন, একপাদ, দ্বিপাদ, ত্রিপাদ, বহুপাদ, একবাহু, দ্বিবাহু, ত্রিবাহু, বহুবাহু, শঙ্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, হস্তিকর্ণ প্রভৃতি যমদূত সকল নানা আভরণে ভূষিত ও কুঠার, কুদ্দাল, চক্র, শূল, শক্তি, তোমর, ধনু, অসি, মুদ্গর প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পাপিদিগকে পীড়ন করিতেছে। অন্যান্য যমদূত সকল দধি, গন্ধ, নানাবিধ খাদ্য, বস্ত্র ও যানবাহনাদি লইয়া পুণ্যাত্মাগণের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত যমসভার মধ্যস্থলে প্রেতপুরাধিপতি বসিয়া আছেন। এই যমলোকে চিত্রগুপ্তপুর অবস্থিত। এই চিত্রগুপ্তপুরে বৈতরণী নদী প্রবাহিতা। নানাপ্রকার সুকৃত ও দুষ্কৃতের স্থান বিদ্যমান। (বরাহপুরাণ ১৯৬-২০৫ অঃ দ্রষ্টব্য)

জ্যোতিষিক।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক Orion এবং Arctic Home in the Vedas নামক পুস্তকে বৈদিক জ্যোতিষ-উদ্ধার করিয়া এইরূপে যমপথ এবং পিতৃলোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

বিষ্ণুপুরাণপাঠে জানা যায় যে, দেবযান ও পিতৃযাণ সূর্য্যের ভ্রমণপথের (ক্রান্তিবৃত্তের) অংশবিশেষ। যমের পথ দেবযানের বিপরীত অর্থাৎ পিতৃযাণ বা দক্ষিণপথ। পুরাণেও যম দক্ষিণ-দিক্‌পতি, সাধারণ প্রবচনেও "যমের দক্ষিণ দ্বারের" উল্লেখ আছে। সিদ্ধান্তজ্যোতিষ ও পুরাণের মতে,—উত্তরায়ণে (দেবযানে বা দেবলোকে) রবি ৬ মাস থাকেন, তখন দেবতাদের দিন হয় এবং দক্ষিণায়নে (পিতৃযাণে যমলোকে) যে ছয়মাস থাকেন, তাহাই দেবতাদের রাত্রি। সুতরাং পিতৃযাণ, দক্ষিণপথ বা যমলোকের নামান্তর মাত্র। এক্ষণে "যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী" এবং তথায় প্রহরী স্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে, তাহার এইরূপ জ্যোতির্ব্বিক অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে— ঋগ্বেদে (১০।১৪ সূ০) আছে—

"হে যম, বৈতরণীতীরে তোমার দ্বারের প্রহরীস্বরূপ চারি চারি চক্ষুঃবিশিষ্ট ও পথরক্ষক যে দুই কুক্কুর আছে,

যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়, তাহাদিগের কোপ হইতে এই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজন্! ইহাকে কল্যাণভাগী কর।" এতদ্ব্যতীত ১০।৪৩ সূক্তে দৈবী নৌকা দ্বারা বৈতরণী পারে যাইবার কথা আছে।

তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (১।১।২) দুইটী দিব্য শ্বার (কুকুরের) উল্লেখ আছে এবং তথায় কালকঞ্জ (কালপুরুষ) নামক অসুরের বর্ণনাও পাওয়া যায়।

উপরোক্ত বৈদিকবর্ণনা দ্বারা তিলক বলিতেছেন, (অবশ্য নক্ষত্রের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন) আকাশগঙ্গা (মন্দাকিনী বা ছায়াপথ) যমদ্বারের বৈতরণী; সেই মন্দাকিনী-মধ্যবর্ত্তী অগস্ত্যনক্ষত্র (Argo navis) দিব্য নৌকাস্বরূপ এবং যে দুই দিব্য (জ্যোতির্ম্ময়) কুকুরের কথা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী লুব্ধকনক্ষত্র (Canis major বা Sirius canis=শ্বন্) আকাশগঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত এবং অন্যতম কুকুর আকাশগঙ্গার পূর্ব্বপারে অবস্থিত—তাহার নাম প্রলুব্ধক (Canis minor= Procyon=(Greek) Proknan=(সংস্কৃত) প্রশ্বন্)। এই দুই জ্যোতির্ম্ময় তারারূপী কুকুর বৈতরণীর দুই পারে অবস্থিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিষুবন্ হইতে সূর্য্যের সমুদয় দক্ষিণ পথ যমলোক নামে খ্যাত। মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুবন্ না থাকিলে যমলোকে যাইবার পথে বৈতরণী পড়ে না এবং দুই কুকুরের সম্মুখীন হইতে হয় না। অবস্তায় এবং গ্রীকপুরাণে যমদ্বারে বৈতরণী (Styx) এবং কুকুরের অবস্থিতি বর্ণিত আছে। ঐ দুই নামের পাশ্চাত্য অর্থ আজিও কুকুরবোধক। গ্রীকপুরাণের যম (Hades) তাঁহার পত্নী পার্সিফোনের (Persephone) সহিত একাসনে বসিয়া বিচার করিতেন এবং তাঁহার অনুচর কুকুর (Cerberus) বৈতরণীর (Styx) পারে যমরাজ্য রক্ষা করিত। [মিশরীয় তত্ত্বসম্বন্ধে মিশর দেখ।] লুব্ধক নক্ষত্র ঋগ্বেদে 'সরমা' বলিয়া খ্যাত। সরমা হইতেই সারমেয় (অথর্ব্ববেদ ১৮।২ সূঃ) এই বিবরণ হইতে স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে, যে সময়ে মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুবদ্দিন হইত, সেই প্রাচীনতম কালে এই যমরাজ্য কল্পিত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদে (১০।১০) বিবস্বান্ ও সরণ্যূর সন্ততি যম ও যমী যমজ ভ্রাতা ভগিনী। যমী যমের সহবাস আকাঙ্ক্ষা করেন; কিন্তু যম তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। বেদে যমের অগ্রজ ভ্রাতা বৈবস্বত (মনু) এবং অবস্তার যিম অভিন্ন ব্যক্তি। যিম সহোদরাকে বিবাহ করিয়া মনুষ্যবংশের সৃষ্টি করেন। তিনিই অবস্তার মনু—হিমপ্রলয়কালে জীবগণকে রক্ষা করেন। তিলক গভীর গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, যখন পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বিষুবন্ থাকিত, সেই সময়ের বিষুবনের অবস্থিতি অবলম্বন করিয়া এই রূপকোপাখ্যানের কল্পনা হইয়াছে। দেবমাতা অদিতি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের দেবতা। তিনি দ্বাদশ আদিত্যেরও জননী। যে সময়ে দেবযান বা দেবলোক এবং পিতৃযাণ বা যমলোক অদিতি নক্ষত্রে মিলিত ছিল—সেই সময় হইতেই অদিতি দেবজননী হইয়াছেন। যম ও যমীর যমজত্বের হেতু এই যে, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের দুইটী তারা (Castar, Pallux) ইহারাই সম্ভবতঃ যম ও যমী। য়ুরোপের বেদজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী যম ও যমীকে দিবারাত্রি অনুমান করেন। তাঁহাদের মতে যম ও যমীর সম্মিলনে দিবারাত্রির সংযোগ। আকাশগঙ্গার পশ্চিমপার্শ্বেই পুনর্ব্বসু নক্ষত্র অবস্থিত। তিলক বলেন, পুনর্ব্বসুতে যে দুই তারা আছে, সাকল্যসংহিতার মতে উহার একটার নাম যমকৌ। সুতরাং এই যমকদ্বয় (যম ও যমী) হইতেই পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে অবস্থিত নরমিথুনরূপী মিথুনরাশির কল্পনা। এক্ষণে মিথুনরাশিতে এই দুই উজ্জ্বল তারা (Castor, Pallux) দেখা যায়। বরাহের মতে লুব্ধক (মৃগব্যাধ বা Sirius বা Canis major) এবং প্রলুব্ধক (Procyon) পুনর্ব্বসুতে অবস্থিত। সুতরাং কুকুরের ব্যাখ্যা শেষ হইল। সুতরাং রাশিচক্রের মিথুনরাশি যে যম ও যমী-সংঘটিত ব্যাপারে কল্পিত, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, উহাতে প্রথম নর-মিথুনের আচার বর্ণিত হইয়াছে। পারসিকদিগের আদি ধর্ম্মশাস্ত্র অবস্তায় এই নরমিথুন হইতে মনুষ্য-সৃষ্টি। মিশরীয় পুরাণের ওসিরিস্ ও আইসিস্ যম ও যমী হইতে বিভিন্ন নহেন।

গ্রীক-পুরাণে যে যমের কুকুরের (Cerberus) (সরমা= Hermis Echidna) এবং বৈদিক বর্ণনায় কুকুরাদির উল্লেখ আছে, তাহা হইতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রাচীন আর্য্য ও মোঙ্গলিক জাতির শবদাহ বা সমাধিপ্রথা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বেদে শ্যেন (মিশরীয় পুরাণে কেবল শ্যেনই Hawk যমের দূত) ও কুকুর যমের দূত, ইহার অর্থ এই যে, বৈদিক যুগে শবদাহ বা সমাধিপ্রথা সর্ব্বত্র ছিল না। (Indo Aryan, Vol II. 161) তখন মৃতদেহ প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হইত এবং কুকুর ও গৃধ্র প্রভৃতি পক্ষী কর্ত্তৃক তাহা ভক্ষিত হইত। উত্তর মোঙ্গোলিয়া এবং প্রাচীন পারসিকজাতির শাখা বিশেষে ঐ প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। সোগ্‌ডিয়ানা এবং বাহ্লিকে ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রীক পুরাণে হিরাক্লীস্ এই কুকুর বধ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ এই বীভৎস প্রথা তুলিয়া দেন।

[শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত, ব্রহ্মপুরাণ, নারদীয়পুরাণ (উত্তরভাগ ৫-৬ অঃ) অগ্নিপুরাণ এবং স্কন্দপুরাণে যম, যমলোক ও যমদূতাদির বর্ণনা আছে।]

পারিভাষিক যমদণ্ড—

কার্ত্তিকের ৮ দিন হইতে অগ্রহায়ণ মাসের ৮ দিন পর্য্যন্ত যমদণ্ড নামে কথিত। এই কয়দিনে লঘু আহার করা উচিত, এই দিনে লঘ্বাহারী দীর্ঘজীবি হইয়া থাকে।

"কার্ত্তিকস্য দিনান্যষ্টাবষ্টাগ্রহায়ণস্য চ।

যমস্য দশনা এতে লঘ্বাহারী স জীবতি।" (বৈদ্যক)

২ শরীরসাধনাপেক্ষ নিত্যকর্ম্ম। (অমর)

ভরত ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উপায়ান্তরনিরপেক্ষ শরীরমাত্রসাধ্য অথচ নিত্য যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত সত্যাস্তেয়াদি অবশ্যকর্ত্তব্য যে কার্য্য, তাহাকে যম কহে।

"অহিংসা সত্যবচনং ব্রহ্মচর্য্যমকল্কতা।

অস্তেয়মিতি পঞ্চৈতে যমাশ্চৈব ব্রতানি চ॥" (মনু)

অহিংসা, সত্যবাক্য, ব্রহ্মচর্য্য, অকল্কতা ও অস্তেয় এই কয়টির নাম যম।

"অহিংসাসত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ।

যমাঃ পঞ্চাথ নিয়মাঃ শৌচদ্বিবিধমীরিতম্॥"

(গরুড়পু০ ১০৯ অ০)

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চবিধ যম। অন্য স্থলে আবার যম দশ প্রকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তির্ধ্যানং সত্যমকল্কতা।

অহিংসাস্তেয়মাধুর্য্যং দমশ্চেতে যমাঃ স্মৃতাঃ॥"

(গরুড়পু০ ১০৯ অ০ ও যাজ্ঞবল্ক্যস০ ৩।৩১৩)

ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষান্তি, ধ্যান, সত্য, অকল্কতা, অহিংসা, অস্তেয়,-মাধুর্য্য ও দম, এই দশবিধ যম।

"আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যমহিংসা দম আর্জ্জবম্।

প্রীতিঃ প্রসাদো মাধুর্য্যং মার্দবঞ্চ যমা দশ॥"

(পার০ গৃহ্য০ ২।৭)

আনৃশংস্য, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দম, ঋজুতা, প্রীতি, প্রসাদ, মাধুর্য্য ও মৃদুতা এই দশবিধ যম।

যম পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গযোগের অন্তর্গত যোগবিশেষ।

যচ্ছতি নিযচ্ছতি ইন্দ্রিয়গ্রামমনেনেতি যম-ঘঞ্। ৩ সংযম।

'বিযামো বিযমো যামো যমঃ সংযামসংযমৌ।' (অমর)

৪ কাক। ৫ শনি। (মেদিনী) ৬ বিষ্ণু।

"অতীন্দ্রঃ সংগ্রহঃ সর্গো ধৃতাত্মা নিয়মো যমঃ।"

(ভারত ১৩।১৪৯।৩০)

(ত্রি) যচ্ছতি একত্র গর্ভাশয়ে নিয়তো ভবতীতি যম-অচ্। ৭ যমজ। (মেদিনী)

যমক (ক্লী) যমং যুগ্মভাবং কায়তি প্রাপ্নোতীতি কৈ-ক। শব্দালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"সত্যর্থে পৃথগর্থায়াঃ স্বরব্যঞ্জনসংহতেঃ।

ক্রমেণ তেনৈবাবৃত্তির্যমকং বিনিগদ্যতে॥"

(সাহিত্যদ০ ১০ পরি০)

ভিন্নার্থক স্বরব্যঞ্জনসমূহের ক্রমিক আবৃত্তি হইলে এই অলঙ্কার হয়, অর্থাৎ একই শব্দ ভিন্নার্থে বারংবার প্রযুক্ত হইলেই এই অলঙ্কার হইবে। উদাহরণ—

"নবপলাশপলাশবনং পুরঃ স্ফুটপরাগপরাগতপঙ্কজম্।

মৃদুলতান্তলতান্তমলোকয়ং স সুরভিং সুরভিং সমনোভরৈঃ।"

(সাহিতদ০ ১০ পরি০)

পলাশ, পলাশ, পরাগ, পরাগ, লতান্ত, লতান্ত, সুরভি, সুরভি এই শব্দ ভিন্নার্থে ব্যবহার হওয়ায় এই অলঙ্কার হইয়াছে।

"যমকাদৌ ভবেদৈক্যং ডলোর্ববোলরোস্তথা।"

(সাহিত্যদ০ ১০ পরি০)

যমকাদি স্থলে 'ড, ল, ব, ব, র, ল' এই সকল বর্ণের ঐক্য হইয়া থাকে।

"ভুজলতাং জড়তামবলাজনঃ" এই স্থলে 'জলতা ও জড়তা' এই দুইটী শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় যমক অলঙ্কারের হানি হইল না।

এই অলঙ্কার যুগ্মপাদযমক, অযুগ্মপাদযমক, আদিযমক ও অন্তযমক, পাদমধ্যযমক, পাদান্তযমক, পাদাদিযমক, পাদাদিমধ্যযমক, পাদান্তন্তযমক, মধ্যান্তযমক, কাঞ্চীযমক, গর্ভযমক, চক্রবালযমক, পুষ্পযমক, মহাযমক, মিথুনযমক, অন্তযমক, বিপথযমক, সমুদ্গযমক ও সর্ব্বযমক ভেদে বহু প্রকার।

ইহার লক্ষণ ও উদাহরণাদি কাব্যাদর্শের দশম পরিচ্ছেদে এবং ভট্টিকাব্যের দশম সর্গে লিখিত আছে।

২ ব্যূহবিশেষ।

"ততো বিরাটস্য সুতঃ সব্যমাবৃত্য বাজিনঃ।

যমকং মণ্ডলং কৃত্বা তান্ যোধান্ প্রত্যবারয়ৎ॥"

(মহাভারত ৪।৫৫।৫২)

'যমকং শত্রূণাং নিরোধকং মণ্ডলং' (নীলকণ্ঠ)

৩ সদৃশ।

"মণ্ডলানি বিচিত্রাণি যমকানীতরাণি চ।"

(ভারত ৩।১৯।৮)

'যমকানি সদৃশানি' (নীলকণ্ঠ) (ত্রি) ৪ যমজ। (পুং) ৫ সংযম। (মেদিনী)

যমকনমর্দ্দী, বোম্বাইপ্রদেশের বেলগাম জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৬°৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৩২´ পূঃ।

যমকালিন্দী (স্ত্রী) যমঃ কালিন্দী চ সুতঃ সুতা চ যস্যাঃ। সংজ্ঞা, সরণ্যু, সূর্য্যপত্নী, যম ও যমুনার মাতা। (শব্দর°)

যমকিঙ্কর (পুং) যমস্য কিঙ্করঃ। যমদূত, যমের কিঙ্কর। (মার্কণ্ডেয়পু° ১৪।৭০)

যমকীট (পুং) যমসূচকঃ কীটঃ। ভূকীটবিশেষ, ঘুঘুর নামা কীট, চলিত ঘুর্ঘুরে পোকা। (ত্রিকা°)

যমকীল (পুং) বিষ্ণু। (হেম)

যমকূট, নিষধের উত্তরদিকস্থ পর্ব্বতভেদ।

"নিষধস্যোত্তরাশায়াং সিতোদান্তটয়োস্তথা।
যমকূটমতঃ পূর্ব্বং মেঘকূটমতঃ পরম্।"(জৈনহরিব°৫৭।২১০)

যমকেতু (পুং) যমের কেতু, মৃত্যুধ্বজ, মৃত্যুসূচক।

"এতে ঘোরা মহোৎপাতা দ্বার্ব্বত্যাং যমকেতবঃ।
মুহূর্ত্তমপি ন স্থেয়মত্র নো যদুপুঙ্গবাঃ।" (ভাগবত ১১।৩০।৫)

'যমকেতবঃ যমস্য কেতবঃ ধ্বজা ইব মৃত্যুসূচকাঃ' (স্বামী)

যমকোটি (স্ত্রী) ভূগোলের চতুর্থপাদান্তরিত লঙ্কা হইতে পূর্ব্বদিকে অবস্থিতা দেবনির্ম্মিতা পুরী।

"লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ প্রাক্‌পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরঃ সুমেরুঃ সৌম্যেঽথ যাম্যে বাড়বানলশ্চ॥
কুবৃত্তপাদান্তরিতানি তানি স্থানানি ষড়্‌গোলবিদো বদন্তি।"
(সিদ্ধান্তশিরোমণি)

যমক্ষয় (পুং) যমস্য ক্ষয়ঃ। যমজন্য ক্ষয়, নাশ। মৃত্যু।

"রেতোধাঃ পুত্রো নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ।
ত্বঞ্চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা॥" (ভাগ° ৯।২০।২২)

যমগাথা (স্ত্রী) যমের উদ্দেশে স্তুতিমন্ত্র, তৈত্তিরীয় সংহিতার ৫।১।৮।২ মন্ত্র।

যমগীত (স্ত্রী) বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশের ৭ম অধ্যায়, এই অধ্যায়ে যমের স্তুতি আছে।

যমঘণ্ট (পুং) যমং ঘণ্টয়তীতি ঘণ্টি-অণ্। জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ। এই যোগে কোন কার্য্যাদি করিতে নাই, যোগ যথা—রবিবারে মঘা ও পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র, সোমবারে পুষ্যা ও অশ্লেষা নক্ষত্র, মঙ্গলবারে জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, ভরণী ও অশ্বিনী নক্ষত্র, বুধবারে হস্তা ও আর্দ্রা নক্ষত্র, বৃহস্পতিবারে মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, রেবতী ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র, শুক্রবারে স্বাতি ও রোহিণী নক্ষত্র এবং শনিবারে শতভিষা ও শ্রবণা নক্ষত্র হইলে এই যোগ হয়।

এই যোগে যদি কেহ যাত্রা করে, এবং তিনি যদি ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিও হন, তথাপি তাহার মৃত্যু হয়। বিবাহে বৈধব্য, কৃষিবাণিজ্যে নিষ্ফলতা, বিদ্যারম্ভে মূর্খতা, গৃহপ্রবেশে ভঙ্গ, চূড়ায় মরণ, ঋণদানে ফলশূন্যতা এবং ব্রতাদিতেও ফলরাহিত্য হয়, অতএব ইহাতে কোন শুভকর্ম্ম করিবে না।

ইহাতে একটু প্রতিপ্রসব দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই যমঘণ্টযোগে ৮ দণ্ডকাল ত্যাগ করিয়া যাত্রাদি করিলে শুভ হইয়া থাকে।

এই বিশেষনিয়ম থাকিলেও প্রতিপ্রসব স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নহে, যে সকল স্থলে দোষশ্রুতি আছে, তাহা ত্যাগ করাই বিধেয়। তবে যে স্থলে বিশেষ কার্য্যহানি হয়, তথায় প্রতিপ্রসব স্বীকার করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। *

যমঘ্ন (ত্রি) যমং হন্তি হন-ক। যমঘাতী।

যমজ (ত্রি) যমো যমকঃ সন্ জায়তে ইতি জন-ড। এককালীন একগর্ভজাত সন্তানদ্বয়। (মেদিনী) একসময়ে একগর্ভে দুইটী সন্তান হইলে তাহাকে যমজ কহে। এই যমজ সন্তানের মধ্যে যে পূর্ব্বে প্রসূত হইবে, সেই সন্তানই জ্যেষ্ঠপদবাচ্য। নিষেকের আদিকাল ধরিয়া জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্ব স্থির করা সুকঠিন, সুতরাং যে সন্তান অগ্রে প্রসূত হইবে, সেই জ্যেষ্ঠ হইবে।

"বহির্বর্ণেষু চারিত্র্যাদ্ যময়োঃ পূর্ব্বজন্মতঃ।
যস্য জাতস্য যময়োঃ পশ্যন্তি প্রথমং মুখম্।
সন্তানঃ পিতরশ্চৈব তস্মিন্ জ্যৈষ্ঠ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥"

'জন্মপ্রাথম্যাৎ জ্যৈষ্ঠং যময়োঃ নতু নিষেকপ্রাথম্যাৎ জন্মপ্রাথম্যসন্দেহে মুখদর্শনপ্রাথম্যাৎ॥' (উদ্বাহতত্ত্ব)

---

* "যে মঘাপূর্ব্বফল্গুন্যৌ পুষ্যাশ্লেষা চ চন্দ্রয়োঃ।
জ্যেষ্ঠানুরাধা ভরণী চাশ্বিনী কুজবাসরে॥
হস্তার্দ্রা চন্দ্রজে মূলা পূর্ব্বাষাঢ়া চ রেবতী।
জীবেত্ত্যুত্তরভাদ্রশ্চ শুক্রাহে স্বাতিরোহিণী।
শনিবারে শতভিষা শ্রবণা যমঘণ্টকঃ॥" (সারসংগ্রহ)

অপিচ—

ঘণ্টোঽথগুরু যুক্তে স্বগৃহপতিদিনে সৌম্যবারেঽর্য্যমাপি।
অস্য বর্জ্জনকালনিষেধঃ।
যমোঘণ্টে ত্যজেদষ্টৌ মৃত্যৌ দ্বাদশ নাড়িকাঃ।
অন্যেষাং পাপযোগানাং মধ্যাহ্নাৎ পরতঃ শুভম্॥

অস্য দোষো যথা—

এভির্জ্জাতো ন জীবেত যদি শক্রসমো ভবেৎ।
বিবাহে বিধবা নারী যাত্রায়াং মরণং ধ্রুবম্॥
নিষ্ফলং কৃষিবাণিজ্যং বিদ্যারম্ভে চ মূর্খতা।
গৃহপ্রবেশে ভঙ্গঃ স্যাচ্চূড়ায়াং মরণং ধ্রুবম্॥
ঋণদানে ফলং নাস্তি ব্রতদানে চ নিষ্ফলে।
শুভকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি নৈব কুর্য্যাৎ বিচক্ষণঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, বীজ অর্থাৎ শুক্রশোণিত গর্ভাশয়ের অভ্যন্তরস্থ বায়ুদ্বারা ভিন্ন অর্থাৎ দ্বিধা বিভক্ত হইলে দুইটী সন্তান উৎপন্ন হয়, ইহাকে যমজ কহে। এই যমজ সন্তান হওয়া পাপের ফল। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যমজ সন্তান হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। (সুশ্রুত শারীরস্থা°)

(পুং) ২ দোষান্বিত ঘোটক। যে অশ্বের একাঙ্গহীন ও বিশেষরূপে ভিন্ন, তাহাকে যমজ কহে।

"একেনাঙ্গেন হীনেন ভিন্নেন চ বিশেষতঃ।
যমজং বাজিনং বিদ্যাৎ বামনং বামনাকৃতিম্ ॥"
(অশ্ববৈদ্যক ৩।১৫২)

যমজাত (ত্রি) যমজ।

যমজিৎ (পুং) যমং মৃত্যুং জিতবান্ জি-কিপ্, তুক্ চ। মৃত্যুঞ্জয়, শিব।

যমতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (হিমবৎখ° ১৪।৭৬)।

যমত্ব (ক্লী) যমস্য ভাবঃ ত্ব। যমের ভাব বা ধর্ম্ম।

যমদংষ্ট্র (পুং) ১ অসুরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৯।১৯) ২ দেবপক্ষীয় একজন যোদ্ধা। ৩ রাক্ষসভেদ।

যমদংষ্ট্রা (স্ত্রী) ১ যমদন্ত, যে যমের বা মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছে। বহুবচনে—২ আশ্বিন মাসের শেষ আট দিন ও সমস্ত কার্ত্তিকমাস রোগাক্রমণের বিহিত কাল বলিয়া এই নাম হইয়াছে। [যম দেখ]

যমদগ্নি (পুং) জমন্ হুতভক্ষণশীলঃ, প্রজ্বলিতোঽগ্নিরিব, পৃষোদরাদিত্বাৎ অস্য যঃ। জমদগ্নিমুনি, ভগবান্ পরশুরামের পিতা। [জমদগ্নি ও পরশুরাম শব্দ দেখ]

যমদণ্ড (পুং) যমস্য দণ্ডঃ। যমের দণ্ড।

যমদূত (পুং) যমস্য দূতঃ। যমের দূত, যমের চর। ইহারা অতিশয় বিকৃতাকার, পাশ ও মুদ্গরাদি হস্তে বিদ্যমান। দংষ্ট্রাকরালবদন, অঙ্গারসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট, প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় চক্ষু, ও মহাবীর। এই যমদূত সকল আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে যমের নিকট লইয়া যায়।

"কে যূয়ং বিকৃতাকারা পাশমুদ্গরপাণয়ঃ।
দংষ্ট্রাকরালবদনা অঙ্গারসদৃশপ্রভাঃ ॥
যূয়ং সর্ব্বে মহাবীরা জ্বলৎপাবকলোচনাঃ।
কৃতা তথাপি যুষ্মাকমিয়ং কেন সুদুর্গতিঃ ॥
যমদূতা ঊচুঃ।—
যমদূতা বয়ং সর্ব্বে যমাজ্ঞাকারিণঃ সদা।
অবদতোঽয়ং বিজ্ঞাস্যাকং সুমহান্ কশ্মলোদয়ঃ ॥"
(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগসা° ৩ অ°)

২ কাক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৩ অধম ঋষিবর্গের অন্তর্গত একটী।

যমদূতক (পুং) যমস্য দূত ইবেতি কন্। ১ কাক। পুরুকপিণ্ড দানের পর বায়সকে বলি দিতে হয়, এবং সেই সময় বলিতে হয় যে, আমি এই পিণ্ড প্রদান করিলাম, তুমি যমের নিকট ইহার সাক্ষ্যপ্রদান করিও। [পুরুকপিণ্ড দেখ] ২ যমদূত।

যমদূতিকা (স্ত্রী) যমস্য দূতিকেব। তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তেঁতুলগাছ।

"জীবনং জীবনং হন্তি প্রাণান্ হন্তি সমীরণঃ।
কিমাশ্চর্য্যং ক্ষারভূমৌ প্রাণদা যমদূতিকা ॥" (উদ্ভট)

যমদেবতা (স্ত্রী) যমো দেবতা অধিষ্ঠাত্রী যস্যাঃ। ভরণীনক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা যম। প্রত্যেক নক্ষত্রের এক একটা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন।

যমদৈবত (ত্রি) যমদেবতাসম্বন্ধীয়।

যমদ্রুম (পুং) যম ইব ভয়াবহঃ দ্রুমঃ। শাল্মলিবৃক্ষ, শিমুল-গাছ। (রাজনি°)

যমদ্বিতীয়া (স্ত্রী) যমপ্রিয়া দ্বিতীয়া, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া। চলিত কথায় 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' বলে। ইহা চান্দ্রকার্ত্তিক মাসে হইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়ায় দিন ভ্রাতৃপূজা না করিলে সপ্তজন্ম ভ্রাতৃ-নাশ ঘটিয়া থাকে।

মহাভারতে লিখিত আছে,—পূর্ব্বে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যমুনা যমকে নিজ গৃহে পূজা করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন এই জন্য সকলেরই এই দিন ভ্রাতাকে নিজগৃহে ভোজন করাইতে হয়। এই দিন ভগিনীহস্তে ভোজন করিলে সকলপ্রকার মঙ্গল হয়, সুতরাং ভগিনীর হস্তে ভোজন করিয়া তাহাকে বিবিধ অলঙ্কারাদি প্রদান করা বিধেয়।

"কার্ত্তিকে তু দ্বিতীয়ায়াং শুক্লায়াং ভ্রাতৃপূজনম্।
যা ন কুর্য্যাৎ বিনশ্যন্তি ভ্রাতরঃ সপ্তজন্মনি ॥"

যমদ্বিতীয়ায় ভগিনীহস্তে ভোজনই প্রশস্ত, এজন্য ভোজনকাল যে পঞ্চমযামার্দ্ধ, সেই পঞ্চমযামার্দ্ধ সময়ে তিথি প্রাপ্ত হইলেই এই কৃত্য হইবে। [ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দেখ।]

এই তিথিতে কোন স্থলে যাত্রা করিতে নাই, যদি কেহ মোহপ্রযুক্ত করে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

"তথা যমদ্বিতীয়ায়াং যাত্রায়াং মরণং ভবেৎ।"
(জ্যোতিঃসারস°)

পদ্মপুরাণে যমদ্বিতীয়া-ব্রতের বিধান এইরূপ লিখিত আছে,—কার্ত্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়ায় দিন এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে, অপমৃত্যুর ভয় থাকে না। এই দিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ভক্ত উড়ুম্বর বৃক্ষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে স্থাপনপূর্ব্বক নানা উপচারে পূজা করিতে হয়। তৎপরে

মৃত্যু বিনাশের জন্য সালঙ্কারা ধেনু ব্রাহ্মণকে দান করা আবশ্যক। ধেনুর অভাবে সবস্ত্র উদকুম্ভ দান করা যাইতে পারে।

পরে সরস্বতী পূজা করিয়া যত্নপূর্ব্বক ভগিনীর হস্তে ভোজন করিবে এবং তাহাকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দিবে। এই ব্রতপ্রভাবে সংবৎসর মধ্যে কাহারও সহিত কলহ হয় না, যমদূত সকল ব্রতানুষ্ঠানকারীর দূরে থাকে, ইহাতে অপুত্র ব্যক্তি পুত্র পায়, নির্ধন ধন লাভ করে এবং তাহার সপ্তজন্মকৃত পাপ বিদূরিত হয়, ইত্যাদি। পদ্মপুরাণ হইতে এই ব্রতের কথা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

ব্রহ্মোবাচ।

"যদি চেচ্ছসি বিপ্রেন্দ্র ব্রতানাং ব্রতমুত্তমম্।
ব্রতং যমদ্বিতীয়াখ্যং শৃণু ত্বং মৃত্যুবারণম্॥
কার্ত্তিকে মাসি শুক্লায়াং দ্বিতীয়ায়াং মুনীশ্বর।
কর্ত্তব্যং তদ্বিধানেন হ্যপমৃত্যুনিবারণম্॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় চিন্তয়েদাত্মনো হিতম্।
প্রাতঃ কৃত্বা দ্বিজঃ স্নানং দন্তধাবনপূর্ব্বকম্॥
ততঃ শুক্লাম্বরধরঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ।
কৃতনিত্যক্রিয়ো হৃষ্টঃ কুণ্ডলাঙ্গদভূষিতঃ॥
বিধিং বিষ্ণুঞ্চ রুদ্রঞ্চ সংস্থাপ্যোড়ুম্বরে শুভে।
পদ্মং সপ্তদলং কৃত্বা পূজয়েৎ সুস্থমানসঃ॥
চন্দনাগুরুকর্পূর-কস্তুরৈর্দ্বিজসত্তম।
পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যৈ র্নারিকেলাদিভিঃ ফলৈঃ॥
সরস্বতীঞ্চ বরদাং বীণাপুস্তকধারিণীং।
ধ্যায়েৎ শুক্লাম্বরধরাং হংসবাহনসংস্থিতাম্॥
ততো মৃত্যুবিনাশার্থং সালঙ্কারাং পয়স্বিনীম্।
বিপ্রায় বেদবিদুষে গাঞ্চ দদ্যাৎ সবৎসকাম্॥
অপমৃত্যুবিনাশায় সংসারার্ণবতারিকাম্।
বিপ্র তুভ্যমিমাং রৌদ্রীং ধেনুং সম্প্রদদে হ্যহম্॥
ইতি বাক্যবিচারেণ ধেনুং দদ্যাৎ দ্বিজাতয়ে।
কুলীনায় সুশান্তায় রোগহীনদ্বিজায় বৈ॥
তদভাবলাভে বিপ্রেন্দ্র বিপ্রায় সদুপানহৌ।
দদ্যাৎ কার্ত্তিকশুক্লায়াং দ্বিতীয়ায়াং বিশেষতঃ॥
জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠান্ তথা বৃদ্ধান্ সংপূজ্য চাভিবাদয়েৎ।
নারিকেলাদিদানেন তোষয়েৎ স্বজনানপি॥
ততঃ সোদরসম্পন্না ভগিনী যাতবন্ধুনে।
তস্যা গৃহং সমাগত্য শ্রদ্ধয়ামোহভিবাদয়েৎ॥
ভদ্রে ভগিনি সুভগে যদজিঘ্রু সরজীকহে।
প্রেয়সেহন্ন মদ্বর্ত্তু মাগতোঽহং তবালয়ম্॥
ইতি শ্রুত্বা ভগিন্যাদিঃ সোদরং বিনয়ান্বিতম্।
মৃদুবাক্যৈস্ততস্তস্য পূজনং ক্রিয়তে মহৎ॥
অদ্য ভ্রাতৃমতী ভ্রাতস্ত্বং নো বয়সি বান্ধবঃ।
ভোক্তব্যং ভোঽস্য মদ্গেহে স্বায়ুষে কুলদীপক॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য দ্বিতীয়ায়াং সহোদরঃ।
যমো যমুনয়া পূর্ব্বং ভোজিতঃ স্বগৃহেঽর্চ্চিতঃ।
অস্মিন্ দিনে যমেনাপি পূজিতা ভগিনী শুভা॥
স্বসূর্নরো বেশ্মনি যো ন ভুঙক্তে যমদ্বিতীয়াদিনমেব লব্ধা।
তং পাপিনং সর্ব্বসুরাঃপ্রবুধ্য সংসারমার্গে রটয়ন্তি বিপ্র॥
তস্মাদ্ ভ্রাত্রা স্বসৃগৃহে ভোক্তব্যং মাসি কার্ত্তিকে।
শুক্লায়াঞ্চ দ্বিতীয়ায়াং সর্ব্বৈশ্বর্য্যায় ভো দ্বিজ॥
বর্ষে বর্ষে চ কর্ত্তব্যং যশসে আয়ুষে শ্রিয়ে।
ততঃ সম্প্রাপ্য সুমতে ভগিন্যৈ সুবিধানতঃ॥
স্বর্ণালঙ্কারবস্ত্রাদিদানসৎকারমাদরাৎ।
প্রদদ্যান্মুনিশার্দ্দূল প্রশ্রয়াবনতঃ সুধীঃ॥
স আশিষং প্রগৃহ্যাস্যা নমস্কৃত্য ক্ষমাপয়েৎ।
সর্ব্বা ভগিন্যঃ সন্তোষ্যা জ্যেষ্ঠানুক্রমশস্তদা॥
বস্ত্রান্নপানসৎকারৈর্ভোজনৈঃ পুষ্টিবর্দ্ধনৈঃ।
করোত্যেবং নরো বিদ্বান্ ন যাতি যমযাতনম্॥
অপমৃত্যুং ন প্রাপ্নোতি সত্যং সত্যং হি নান্যথা।
যৈর্ভগিন্যঃ সুবাসিন্যো বস্ত্রালঙ্কারতোষিতাঃ॥"
ইত্যাদি। (পদ্মপু॰ উত্তরখ॰ ১২৫ অ॰)

যমদ্বীপ (পুং) দ্বীপভেদ, সম্ভবতঃ যবদ্বীপের পাঠান্তর।

যমধানী (স্ত্রী) যমপুরী।

যমধার (পুং) যমা যুগ্মীভূতা ধারাঽস্য যদ্বা যমবৎ বিনাশিকা ধারা যত্র। পার্শ্বদ্বয় ধারাযুক্ত অস্ত্রবিশেষ, চলিত কিরীচ।

যমন (ক্লী) যম-ভাবে ল্যুট্। ১ বন্ধন। ২ উপরতি। (মেদিনী) ৩ সংযম।
"অন্তর্বামন নামাসি যতস্ত্বং বামনাখ্যয়া।
মননান্মুনিরেবাসি যমনাদ্ যতিরুচ্যতে॥" (হরিবং॰ ভ॰ ১৩।৪৬)
(পুং) যময়তি নিয়ময়তীতি যম-ল্যু। ৪ যম।
(ত্রি) যময়তি বশমানয়তীন্দ্রিয়গ্রামমিতি। ৫ সংযমকর্ত্তা।
"যন্তাসি যমনো ধ্রুবোঽসি ধরুণঃ" (শুক্লযজুঃ ১৪।২২)
'যমনঃ স্বয়ং সংযমকর্ত্তা ভবসি' (মহীধর)

যমনক্ষত্র (ক্লী) ভরণীনক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম, এই জন্য ঐ নক্ষত্রের নাম যমনক্ষত্র হইয়াছে।

যমনগর (ক্লী) যমপুরী। যমের রাজধানী। (বরাহপু॰)

যমনিকা (স্ত্রী) যচ্ছতি আবৃণোতীতি যম্-ল্যু, কন্ টাপ্। যবনিকা। (অমরটীকায় রামাশ্রম) চলিত কানাৎ।

যমনিয়ম (ক্লী) অষ্টাঙ্গযোগসাধ্য সাধনবিশেষ। (প্রাণতোষিণী)

যমনেত্র (ত্রি) যম যেস্থলে অধিনায়করূপে বর্ত্তমান।

"যমনেত্রেভ্যঃ যমো নেতা যেষাং তেভ্যঃ" (শুক্লযজুঃ৯৩৫ ভাষ্য)

যমস্বন্ (পুং) বৃদ্ধি দ্বারা বর্দ্ধিতের সংজ্ঞাভেদ।

যমপুকুর (দেশজ) বঙ্গে হিন্দু-বালিকাকুলের অনুষ্ঠেয় ব্রতভেদ। পবিত্র হিন্দু গৃহ-জাত বালিকাগণ বিবাহ না হওয়া অবধি পিত্রালয়ে থাকিয়া বালিকাবয়সে যে সকল কল্যাণপ্রদ শুভ ব্রত নিয়মাদি পালন করে, এই যমপুকুর ব্রত তাহার অন্যতম। এই ব্রতের কামনা—নিজ পিতা মাতা এবং ভাবী শ্বশুর শাশুড়ীর পারলৌকিক জলপ্রাপ্তি। আপন পিতা মাতা বা শ্বশুর শাশুড়ী দেহান্তে যমপুরে গিয়া নিজকৃত কর্ম্মের ফলে যাহাতে পিপাসাকুল হইয়া না থাকেন, সেই উদ্দেশ্যেই বালিকাকুল এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এ ব্রতে কঠোর তপ জপ নাই বা আহার্য্য বস্তুরও কোনরূপ ঘটা পরিপাটী নাই। স্বভাবসরল বালিকাকুল সরল মনে আপনারাই ইহার উপাদান সংগ্রহ করিয়া লয়, যথাকালে তাহারা নিজ হস্তেই এই ব্রতের আয়োজন করে।

আশ্বিনের শেষ যামিনীর অবসানে, প্রফুল্লকান্তি শরৎ-প্রকৃতির মনোবিমোহন যৌবনোদ্গমের মধ্যাহ্নিনে সরলমতি বালিকাকুল এই ব্রতানুষ্ঠানে ব্রতী হয়। কার্ত্তিকের প্রথম দিনের প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া মাসের শেষাহের প্রভাত পর্য্যন্ত প্রতিদিন ইহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

আশ্বিনের শেষ-দিবসে উষাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিহঙ্গমকুল যখন কলকণ্ঠে নিশাদেবীর অবসানকথা জানাইয়া দেয়, যখন মল্লী শেফালী প্রভৃতি শরচ্চুহাসিনী কুসুমাবলীর গন্ধে বঙ্গের পল্লীভূমি ভরপুর হইয়া উঠে, তখনই বালিকাকুল ব্যস্ত হইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া নিজ নিজ ব্রতের আয়োজন করিতে থাকে, আয়োজনের প্রধান সামগ্রী ধান, মান, কলা, কচু, তুলসী ও হলুদ। সর্ব্বাগ্রে ঐ কয়েকটী গাছ একত্র করিয়া উঠানের কোন একটী স্থানে পুতিয়া রাখে এবং তাহার সম্মুখে একটী চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র জলাশয় নির্ম্মাণ করে। প্রতিদিন ব্রত করিবার পূর্ব্বে ঐ ক্ষুদ্র পুকুরটী জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া লয়। এতদ্ভিন্ন মৃত্তিকা দ্বারা দুইটী দাঁড় কাক, দুইটী ক্ষুদ্র কাক, একটী চিল, একটী কুমীর, একটী কচ্ছপ এবং চিত্রগুপ্ত ও যমের মা'র প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লয়। বালিকা নিজে যদি প্রস্তুত করিতে না পারে, তবে বালিকার মাতা বা বাড়ীর অন্য কোন সুপরিপক্বা অভিজ্ঞা গৃহিণী এই সকল প্রস্তুত করিয়া দেন। বালিকারা প্রতিদিন একখানি ডালায় করিয়া যত্নের সহিত এইগুলি রক্ষা করে, এবং প্রত্যহ ব্রতের সময় নীচে এক একটী তুলসী পাতিয়া পুকুরটীর চারি ধারে উক্ত কাক চিলাদি বসাইয়া পুকুরটীর মধ্যে ফুল তুলসী ছড়াইয়া দেয় এবং হাতে একটী তুলসী লইয়া জল নাড়িতে নাড়িতে মন্ত্র পড়িতে থাকে। এই ব্রতের কথা আছে। সেই কথাই ইহার মন্ত্র। মন্ত্র মুখস্থ না হইলে অন্য কোন প্রবীণা বা নবীনা রমণী বালিকাকে মন্ত্র পড়াইয়া থাকেন। মন্ত্র পড়া শেষ হইলে বালিকা মৃত্তিকাময় চিত্রগুপ্ত, যমের মা, ও কাক চিল প্রভৃতির মুখে একটু একটু জল দিয়া প্রণামান্তে ব্রত সাঙ্গ করে। চারি বৎসর এই ব্রত করিতে হয়। শেষ বৎসরে প্রতিষ্ঠার সময় কর্ত্তিত পুকুরটী দুগ্ধ দিয়া পূর্ণ করিয়া সামর্থ্যানুসারে কেহ কেহ মৃত্তিকার পরিবর্ত্তে সোণার কাক, সোণার চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া লয়। ব্রতের কথায় বা মন্ত্রেও উহার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

যমপুরী (স্ত্রী) যমালয়, যেখানে প্রেতাত্মা অবস্থান করে। এখান হইতে যমদূতগণ তাহাদিগকে ধর্ম্মপুরে লইয়া যায়।

যমপুরুষ (পুং) যম এব পুরুষঃ। ১ যম। ২ যমদূত।

"স হি কালপাশবদ্ধো যমপুরুষৈ রতিভয়ানকৈ স্তামস্রে নরকে বলান্নিপাত্যতে" (ভাগ০ ৫।২৬।৮)

যমপ্রস্থপুর (ক্লী) কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণস্থ নগরভেদ। এখানকার অধিবাসিগণ যমের উপাসনা করিয়া থাকেন।(শঙ্করবিজয়)

যমপ্রিয় (পুং) প্রীণাতীতি প্রী-ক, যমস্য প্রিয়ঃ। বটবৃক্ষ।

যমভগিনী (স্ত্রী) যমস্য ভগিনী স্বসা। যমুনা। (হেম)

যমমার্গ (পুং) যমস্য মার্গঃ ৬তৎ। মৃত্যুপথ।

যমমার্গগমন (ক্লী) ১ যমপথানুবর্ত্তন। ২ কৃতকার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্তি।

যমযন (পুং) শিব। ব্রহ্মশিরোহর্ত্তা। (হরিবংশ ২৭৮।২৭)

যমযা, (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত ৬ষ্ঠ (মতান্তরে ৪র্থ) নক্ষত্র যোগ।

যমযাতনা (স্ত্রী) ১ যমকর্তৃক নিগ্রহ। ২ মৃত্যুবৎ যন্ত্রণা।

৩ পুত্রকলত্রাদির মৃত্যুতে মৃতবৎ ক্লেশাবস্থা।

যমযিষ্ণু (ত্রি) নমস্কারেচ্ছু। ঋগ্বেদে নময়িষ্ণু এবং সামবেদে যময়িষ্ণু পাঠ আছে।

যমরথ (পুং) ১ মহিষ। ২ যমের বাহন।

যমরাজ্ (পুং) প্রাণিসংযমনাৎ যমপ্রভৃতয়ঃ কিঙ্করাস্তেষু রাজতে যমেন সংযমেন রাজতে ইতি বা, রাজ্-ক্বিপ্। যম। (অমর)

যমরাজ (পুং) যমশ্চাসৌ রাজা চেতি (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্। ১ যম। [যমশব্দ দেখ]

"পুরী সংযমনী তস্য চিত্রগুপ্তস্তু লেখকঃ।
ভৃত্যৌ চণ্ডমহাচণ্ডৌ ধূমোর্ণাবিজয়ে প্রিয়ে।
বিচারভূমিকা নীচিঃ সহায়াঃ কালপুরুষাঃ॥" (জটাধর)

২ জ্ঞানার্ণবপ্রণেতা জনৈক চিকিৎসকপ্রধান।
"জ্ঞানার্ণবং মহাতন্ত্রং যমরাজশ্চকার সঃ।
চ্যবনো জীবদানঞ্চ চকার ভগবান্ সুধীঃ॥" (ব্রহ্মবৈ° পু°)

যমরাজ্য (ক্লী) যমস্য রাজ্যং। যমের রাজ্য।

যমরাষ্ট্র (ক্লী) যমলোক।

যমর্ক্ষ (ক্লী) যমাধিদৈবতং ঋক্ষং। যমনক্ষত্র, ভরণীনক্ষত্র।

যমল (ক্লী) যমং লাতীতি লা-ক। ১ যুগ্ম। (ত্রি) ২ যমজ।
"সুমিত্রা তনয়ৌ জাতৌ যমলৌ যৌ মনোহরৌ।"
(দেবীভাগবত ৩। ২৮। ৫)

যমলপত্রক (পুং) যমলং যমজং পত্রমস্য, বহুব্রীহৌ ক। অশ্মন্তক বৃক্ষ। ২ কোবিদার বৃক্ষ। (রাজনি°)

যমলচ্ছদ (পুং) কাঞ্চনার বৃক্ষ, চলিত রক্তকাঞ্চন গাছ।

যমলপুর, বহ্নিনদীতীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম।
(ভ° ব্রহ্মখ° ৫৭। ১৭৫-৮)

যমলবরদুর্গ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। অক্ষা° ১৬°৫৭´২২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৮´৮´´ পূঃ।

যমলা (স্ত্রী) ১ হিক্কা ভেদ। ২ তন্ত্রোক্ত দেবতাভেদ। ৩ নদী ভেদ।

যমলার্জ্জুন (পুং) যমলৌ চ তৌ অর্জ্জুনৌ। গোকুলস্থ অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়। এই শব্দটী দ্বিবচনান্ত; কারণ যমজ দুইটী অর্জ্জুন বৃক্ষ। দুইটী বলিয়া দ্বিবচন হইবে।

গোকুলে দুইটী যমজ অর্জ্জুন বৃক্ষ ছিল, ইহার বিষয় ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে যে, কুবেরের পুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীব মদিরাপানে মত্ত হইয়া বিবস্ত্রাবস্থায় গঙ্গাজলে স্ত্রীগণসহ ক্রীড়া করিতেছিল। এমন সময় নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে এইরূপ অবস্থায় অবলোকন করেন। স্ত্রীগণ নারদকে দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া শাপভয়ে শীঘ্র বস্ত্রাদি পরিধান করিল। কিন্তু নলকূবর ও মণিগ্রীব এতদূর মদোন্মত্ত হইয়াছিল যে, নারদের আগমন কিছু মাত্র জানিতে না পারিয়া সেই অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিল। নারদ এই অবস্থা দেখিয়া অভিসম্পাত করেন যে, তোমরা যমজ অর্জ্জুন বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে। নারদের অভিশাপে ভ্রাতৃদ্বয় গোকুলে যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছিল। পরে ভগবান্ বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলে এক দিন যশোদা এই বৃক্ষে ভগবদবতার কৃষ্ণকে বন্ধন করেন, তাহাতে এই বৃক্ষ ভগ্ন হইলে নলকূবর ও মণিগ্রীব শাপমুক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। (ভাগবত ১০।১০ অ°)

যমলার্জ্জুনহন্ (পুং) যমলার্জ্জুনৌ হতবান্ ইতি হন-ক্বিপ্। শ্রীকৃষ্ণ। (হেম)

যমলী (স্ত্রী) যমল-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ চোটিকাম্বর। (জোড় সাড়ী)। ২ ঘাঘরা ও কাঁচুলী নামক স্ত্রী-পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ।

যমলেশ্বর, নেপালস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। (স্বয়ম্ভুপুরাণ)

যমলোক (পুং) যমস্য লোকঃ। যমের লোক, যমভবন, যমস্থান।
"যমলোকং পরিত্যজ্য স্বর্গলোকে মহীয়তে।" (বৃষোৎসর্গপ°)
[যমালয়ের বিস্তৃত বিবরণ যম শব্দে দেখ।]

যমবৎ (ত্রি) সংযমী।

যমবৎস (পুং) যমজ গোবৎস।

যমবাহন (পুং) যমস্য বাহনঃ। যমের বাহন, মহিষ।
"মহিষ ত্বং মহাবীর যমরাজস্য বাহন।" (দুর্গোৎসবপ°)

যমবৈবস্বত, সূর্য্যপুত্র যম। অবস্তার 'যিম বিবংহন্ত'।

যমব্রত (ক্লী) যমস্য ধর্ম্মরাজস্যেব ব্রতং। রাজধর্ম্মবিশেষ। পক্ষপাতশূন্য হইয়া সকলের প্রতি সমান বিচার করাকে যমব্রত কহে। যম সকলের পাপপুণ্যানুসারে তুল্যরূপ বিচার করিয়া থাকেন, এইজন্য উহাকে যমব্রত কহে। (মনু ৯।৩০৭)

যমশিখ (পুং) বেতালভেদ। (কথাসংসা ১২১।২৯)

যমশ্রেষ্ঠ (ত্রি) যম যাহাদিগের (পিতৃগণের) শ্রেষ্ঠ।
(অথর্ব্ব ১১। ৬। ১১)

যমশ্বন্ (পুং) যমালয়ের দ্বাররক্ষক কুক্কুরভেদ, কর্ব্বুর।

যমসদন (ক্লী) যমস্য সদনং। যমলোক, যমের গৃহ।

যমসভ (ক্লী) যমের বিচারমণ্ডপ।

যমসাৎ (অব্য°) যমস্য অধীনং ইত্যর্থে চসাৎ। যমের অধীন করা, যমের বাটী পাঠান।

যমসাদন (ক্লী) যমস্য সাদনং। যমগৃহ, যমের বাটী।

যমসান (ত্রি) সুখদায় তৃণদানকারী।
"ভসদখো ন যমসান আসা" (ঋক্ ৬।৩।৪)

যমসূ (ত্রি) ১ যমজপ্রসবিনী। (ঋক্ ৩।৩৯।৩) ২ সূর্য্য।

যমসূক্ত (ক্লী) ১ যমস্তোত্র। ঋগ্বেদের ১০।১০ সূক্ত।

যমসূর্য্য (ক্লী) পশ্চিম ও উত্তরে শালাযুক্ত অট্টালিকা।
(বৃহৎস° ৫৩।৩৯)

যমস্তোম (পুং) একাহভেদ।

যমস্বসৃ (স্ত্রী) যমস্য স্বসা ভগিনী। ১ যমুনা। ২ দুর্গা।
"জয়া চ বিজয়া চ ত্বং তুষ্টিঃ পুষ্টি ক্ষমা দয়া।
জ্যেষ্ঠা যমস্য ভগিনী নীলকৌশেয়বাসিনী॥" (হরিবং ৫৮।৪)

যমহার্দ্দিকা (স্ত্রী) দেবীর অনুচরীভেদ।

যমহাসেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (শিবপুরাণ)

যমাতিরাত্র (পুং) একোনপঞ্চাশ দিবসস্থায়ী সত্রভেদ।
(আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ১১।৫।৪)

যমাদর্শনত্রয়োদশী (স্ত্রী) ত্রয়োদশীভেদ। ভবিষ্যপুরাণে

ঐ দিন ব্রত করিবার বিধি আছে। ঐ দিন ব্রতানুষ্ঠান করিলে ব্রতকারীকে যম দর্শন করিতে হয় না।

যমাদিত্য (পুং) সূর্য্যের রূপভেদ।

যমানিকা (স্ত্রী) যমানী-স্বার্থে কন্। স্বনামখ্যাত পণ্য-দ্রব্যবিশেষ (Ptychotis ajawan)। যমানী, চলিত জোয়ান; হিন্দী অজোয়ান; মহারাষ্ট্র—উম্বা, কলিঙ্গ—উংড়ু; তৈলঙ্গ ওমমী; তামিল অমন। সংস্কৃত পর্য্যায় অজমোদা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা। (অমর) সাধারণতঃ যমানী চারি প্রকার—যমানী, বনযমানী, পারসিক ও খোরাসানী। ইহার মধ্যে যমানী আবার দুই প্রকার, ক্ষেত্রযমানী ও যমানী। ক্ষেত্রযমানী অজমোদা বলিয়া খ্যাত। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয় বলিয়া ইহার নাম যমানী হইয়াছে।

ইহার গুণ—কুষ্ঠ ও শূলনাশক, হৃদ্য, পিত্তাগ্নিকারী ও বায়ু, কফ ও কৃমিনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে পর্য্যায়—যমানী, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, অজমোদিকা, দীপ্যকা, দীপ্যা ও যমাহ্বয়া। গুণ—পাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কটুতিক্তরস, মধু, অগ্নিপ্রদীপক, পিত্তবর্দ্ধক, শুক্রঘ্ন, এবং শূল, বায়ু, কফ, উদর, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা ও কৃমিনাশক। [অজমোদা শব্দ দেখ]

পারসিক যমানী—যমানীর ন্যায় গুণকারক, বিশেষতঃ, পাচক, রুচিজনক, ধারক, কর্ষণকারক এবং গুরু। ইহার শাকগুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ ও বায়ুকর। অর্শ, শ্লেষ্মা, শূল, আধ্মান, কৃমি ও ছর্দ্দিনাশক এবং দীপক। (ভাবপ্র°)

যমানিকাদিচূর্ণ, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—যমানী, চিতামূল, যবক্ষার, বচ, দন্তীমূল, পিপুল, প্রত্যেকটী সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ½ তোলা পরিমাণ। অনুপান উষ্ণজল, দধির মাত, সুরা বা আসব। এই চূর্ণ সেবনে প্লীহা-রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্য° প্লীহাযকৃদধিকার)

যমানী (স্ত্রী) যচ্ছতি বিরমতি নিবর্ত্ততে অগ্নিমান্দ্যমনয়েতি যম-করণে ল্যুট্, ঙীষ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। যমানিকা।
'যমানী দীপকো দীপ্যো ভূতিকশ্চ যমানিকা।'

যমানীষাড়ব, ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—যমানী, তেঁতুল, শুঁট, অম্লবেতস, দাড়িম, অম্লকুল এই সমুদায়ের প্রত্যেকের দুই তোলা, ধনিয়া, সচল লবণ, জীরা ও গুড়ত্বক্ প্রত্যেকে এক তোলা; পিপুল ১০০টা, মরিচ ২০০ টা ও চিনি ৪ পল। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা সংগ্রাহী। এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ মুখে ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করিতে হয়। ইহাতে জিহ্বাশুদ্ধি, অন্নে রুচি ও কাসাদি রোগ নাশ হয়। (ভৈষজ্যর° অরোচকা°)

যমানুগ (পুং) অনুগচ্ছতি ইতি অনুগঃ, যমস্য অনুগঃ। যমের অনুগামী। অনুচর।

যমানুচর (পুং) যমস্য অনুচরঃ। যমের অনুচর।

যমান্তক (পুং) যমস্য অন্তকঃ, মৃত্যুঞ্জয়ত্বাদেবাস্য তথাত্বং। ১ শিব। (শব্দরত্না°) যমশ্চ অন্তকশ্চ ইতি বিগ্রহে বৈবস্বত-কালৌ। ২ বৈবস্বত ও কাল, এই অর্থে ঐ শব্দ দ্বিবচনান্ত।
"তেজসা সূর্য্যসঙ্কাশঃ ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।
যমান্তকসমঃ ক্রোধে শ্রিয়া বৈশ্রবণোপমঃ॥"(ভারত ২।১৭।১৫)
'যমো বৈবস্বতঃ অন্তকঃ কালঃ' (নীলকণ্ঠ)

যমারি (পুং) যমস্য অরিঃ। বিষ্ণু।

যমালয় (পুং) যমস্য আলয়ঃ। যমের আলয়, যমের বাটী। ইহা পৃথিবী হইতে ৯৯ হাজার যোজন অর্থাৎ ১৪৮৫০০০ মাইল উপরে।

যমিক (স্ত্রী) সামভেদ।

যামন্ (ত্রি) যম্ অস্ত্যর্থে ইনি। সংযমী।

যমিষ্ঠ (ত্রি) সংযমে অতিশয় পটু (অশ্বাদি)। (ঋক্ ১।৫৫।৭)

যমী, বিবস্বৎকন্যা। সংজ্ঞার গর্ভে যম ও যমী যমজরূপে আবির্ভূত হন। ইহার অপর নাম যমুনা। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১০৬।৩-৪)। ছায়ার অভিশাপে পদস্খলিত যম ধর্ম্মরাজত্ব পাইলেন। এদিকে অপরাপর ভ্রাতৃবর্গের কর্ম্মনির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে যমীও যমুনারূপ সরিদ্বরা হইলেন।
"যবীয়সী তু যাহপ্যাসীদ্যমী কন্যা যশস্বিনী॥
অভবৎ সা সরিৎশ্রেষ্ঠা যমুনা লোকভাবিনী।"
(হরিবংশ ৯।৭৫-৭৬)

ঋগ্বেদ-সংহিতার ১০।১০ সূক্তে যম ও যমী দেবতা এবং তাঁহারাই ঋষি; সুতরাং মন্ত্রকর্ত্তা। যমী ও যম যমজ ভ্রাতৃ-ভগিনী। কথোপকথন স্থলে যমী যমকে বলিতেছেন,—বিস্তীর্ণ সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী এই দ্বীপে আসিয়া এই নির্জ্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থাবধি তুমি আমার সহচর, বিধাতা মনে মনে চিন্তা করিয়া রাখিয়াছেন, যে তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদিগের পিতার এক সুন্দর নপ্তা (নাতি) জন্মিবেক * * * * * "তুমি পুত্রজন্মদাতা পতির ন্যায় আমার শরীরে প্রবেশ কর"। যম 'অপ্যা যোষা আমাদের উভয়ের মাতা' বলিয়া ভগিনীকে প্রত্যাখ্যান করিলে, যমী ভ্রাতাকে তিরস্কার করিয়া পুনরায় বলিলেন "আমি অভিলাষে মূর্চ্ছিতা হইয়া এত করিয়া বলিতেছি; তোমার শরীরে আমার শরীর মিলাইয়া দাও।" ইহাতে যম বলিলেন, "হে যমি! তুমি অন্য পুরুষকেই আলিঙ্গন কর। যেরূপ লতা বৃক্ষকে তদ্রূপ অন্য পুরুষই তোমাকে

আলিঙ্গন করুক। তাহারই মন তুমি হরণ কর। সেও তোমার মনোহরণ করুক। তাহারই তুমি সহবাসের ব্যবস্থা স্থির কর, তাহাতেই মঙ্গল হইবে।" (ঋক্ ১০।১০।১-১৪)

উপরে যে ঘটনার উল্লেখ হইল, তাহা প্রকৃতই একটী রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিবস্বানের দ্বারা অপ্যাবোষার (সরণ্যুর) গর্ভে যম ও যমীর জন্ম হয়। বিবস্বান্ শব্দে আকাশ। সরণ্যু বা উষার আকাশের সহিত আকাশের বিবাহ শব্দের অর্থ কি? অর্থাৎ উষা আকাশকে আলিঙ্গন করিতেছেন। সরণ্যু যমজদিগকে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন অর্থাৎ উষা অদৃশ্য হইয়া দিবা হইল। বিবস্বান্ দ্বিতীয়া বার পরিগ্রহ করিলেন অর্থাৎ সায়ংকাল আকাশকে আলিঙ্গন করিল।

দিবা ও রাত্রিকে বৈদিক প্রথম ঋষিগণ বিবস্বান্ (আকাশের) ও সরণ্যুর (প্রভাতের) যমজ সন্তান—যম ও যমী নাম দিয়াছিলেন। [যমশব্দ দেখ]

বাজসনের সংহিতায়ও আমরা ঐ রূপ একটী ভিন্নভাবে যম ও যমী শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই। তথায় যম শব্দে 'অগ্নি' এবং যমী শব্দে 'পৃথিবী' বুঝাইয়াছে:—"যমেন ত্বং যম্যা সংবিদানোত্তমে নাকে অধিরোহয়ৈনম্॥" (শুক্লযজুঃ ১২।৬৩)

'কিঞ্চ যমেন অগ্নিনা যম্যা পৃথিব্যা চ সংবিদানা ঐকমত্যং গতা সতি উত্তমে উৎকৃষ্টে নাকে সর্ব্বসুখোপেতে দুঃখমাত্রহীনে স্বর্গে এনং যজমানমধিরোহয় স্থাপয়।' (বেদদীপ)

ভগিনী যমী যমকে আলিঙ্গন করিতে অভিলাষ প্রকাশ করায় যমের অসম্মতি দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হয় দিবা ও রাত্রি পরস্পরে সঙ্গমিত হইবার নহে, তাহারা পরস্পরে বিভিন্নই থাকিবে—এইরূপ অভিলাষজ্ঞাপনার্থ উপরোক্ত একটা রূপক কল্পিত হইয়াছিল। পরে শতপথব্রাহ্মণ (৭।২।১।১০), পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ (১১।১০।২৩) ও বিভিন্ন পুরাণে যম ও যমীর উপাখ্যান বিশেষরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে।

যমুনা (স্ত্রী) যমরতীতি যমি (অজিযমিশীঙ্ভ্যশ্চ। উণ্ ৩।৬১) ইতি উনন্ টাপ্। দুর্গা।

"যমস্য ভগিনী জাতা যমুনা তেন সা মতা॥"(দেবীপু০ ৪৫ অ০)

যচ্ছতি বিরমতি গঙ্গায়ামিতি। ২ নদীবিশেষ, যমুনানদী। পর্য্যায়—কালিন্দী, সূর্য্যতনয়া, শমনস্বসা, তপনতনুজা, কলিন্দকন্যা, যমস্বসা, শ্যামা, তাপী, কলিন্দনন্দিনী, যমনী, যমী, কলিন্দশৈলজা, সূর্য্যসুতা। (জটাধর)

উত্তরপশ্চিমভারতে প্রবাহিত এই পুণ্যতোয়া নদী গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত হিমালয়শৈলের যমুনোত্তরী শৃঙ্গের ৫ মাইল উত্তরে এবং পাঁচবাদর শৃঙ্গের (২০৭৩১ ফিট্) ৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে (অক্ষা° ৩১°৩´ উ: এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩০´ পূঃ) উদ্ভূত হইয়াছে। যমুনোত্তরী অতিক্রমপূর্ব্বক ৩৯ মাইল আসিলে দক্ষিণপশ্চিমে বদিয়ার ও কমলাদা এবং তাহার ২৬ মাইল দক্ষিণে বদরী ও অস্লোর নামক শাখানদীচতুষ্টয় ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। শেষোক্ত সঙ্গমের পর ১৪ মাইল পশ্চিমে ইহার দক্ষিণকূলে তমসা আসিয়া মিশিয়াছে। অতঃপর ৭৭°৫৩´ পূর্ব্বদ্রাঘিমায় ইহা হিমালয়ের দেহরাদুন্ ও কিয়ার্দাদুন্ উপত্যকাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দক্ষিণপশ্চিমে ২২ মাইল আসিয়া পশ্চিম হইতে গিরিনদী এবং পূর্ব্ব হইতে আসন নদীকে সংমিলিত করিয়াছে।

এইরূপে প্রায় ৯৫ মাইল পথ পার্ব্বত্যবক্ষে অতিক্রম করিয়া শিবালিক শৈলপাদমূলস্থ শাহরানপুর জেলার ফৈজাবাদের সমতলপ্রান্তরে পড়িয়া দক্ষিণপশ্চিমে চক্রগতিতে পঞ্জাবের অম্বালা ও কর্ণাল এবং যুক্তপ্রদেশের মুজঃফর-নগর ও শাহরানপুরের মধ্য দিয়া ৬৫ মাইল পথ আসিতে আসিতে ক্রমশঃই বক্ষপ্রসারিত করিয়া একটী বেগবতী নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। ফৈজাবাদের নিকট হইতে জল-সরবরাহের সুবিধার্থ এই নদীগর্ভ হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দুইটী খাল কাটা হইয়াছে। উহা পূর্ব্ব ও পশ্চিম যমুনাখাল নামে প্রসিদ্ধ।

রাজঘাটের নিকট মস্করা নামে একটী ক্ষুদ্র শাখানদী পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া ইহাতে মিলিত হইয়াছে। বিধোলী হইতে নদীর গতি ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে ৮০ মাইল আসিয়া ভারতের পূর্ব্বতন রাজধানী দিল্লী নগরীর প্রান্তদেশ দিয়া দক্ষিণপূর্ব্বে দানকৌর পর্য্যন্ত ২৭ মাইল গমন করিয়াছে। এইখানে পূর্ব্বদিক্ হইতে কঠানদী ও হিন্দন এবং পশ্চিমদিক্ হইতে সবিনদীর দিল্লীর কিছু উত্তরে ইহাতে মিলিত হইয়াছে।

দানকৌর হইতে পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের জেলাগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া যমুনা প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণে আসিয়া মথুরার নিকটবর্তী মহাবনে মিশিয়াছে। মহাবন অতিক্রম করিয়া আগ্রা জেলার মধ্য দিয়া স্রোতস্বিনী মন্থরগমনে পূর্ব্বাভিমুখে প্রায় ২০০ মাইল চলিয়া আসিয়াছে। আগ্রা ও এতাবা জেলার নিম্নভূমে প্রবাহিত হওয়ায় এবং আগ্রা খাল কাটা হওয়ায় নদীর গতি ক্রমশঃই হ্রস্ব ও কলেবর কৃশ হইয়া পড়িয়াছে।

আগ্রার নিকটে করবা নদী ও উত্তঙ্গন যথাক্রমে ইহার উত্তর ও দক্ষিণকূলে আসিয়া মিশিয়াছে। আগ্রা, ফিরোজাবাদ ও এতাবা অতিক্রম করিবার পর, ক্রমশঃই নদীর গতি দক্ষিণ হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে বক্র হইয়া ১৫০ মাইল বিক্ষেপ করিয়া হামীরপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার নিকটে

সেনগার নদী; এতাবা ও জলৌন সীমান্তে সিন্ধু এবং এতাবার ৪০ মাইল দক্ষিণে চম্বল-নদী এই নদীগর্ভে আসিয়া পতিত হইয়াছে।

হামীরপুর হইতে আলাহাবাদের গঙ্গাযমুনাসঙ্গম পর্য্যন্ত (অক্ষা° ২৫°২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°৫৫´ পূঃ) যমুনা নদী পূর্ব্বাভিমুখে বান্দা ও ফতেপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। যমুনার এই অংশে হিন্দুর প্রাচীন প্রয়াগ নগরী ও মুসলমানের সৌভাগ্যকেন্দ্র আলাহাবাদ ভিন্ন আর কোন সমৃদ্ধিশালী নগরী দৃষ্টিগোচর হয় না। আলাহাবাদ দুর্গের অনতিদূরে গঙ্গাযমুনা ও সরস্বতীর যুক্তবেণী। এখানে গঙ্গার বালুকাময় হরিদ্রাভ জল এবং যমুনার নির্ম্মল শ্যামকৃষ্ণ কলেবরের একত্র সমাবেশে অতিরমণীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। নদীবক্ষে নৌকাযোগে গমন করিলে জলসঙ্গমের পার্থক্য বিশেষ অনুভূত হয়। সঙ্গমের অদূরে সেতু। ইহার উপর দিয়া রেলপথ বিস্তৃত। আলাহাবাদ ব্যতীত দিল্লী, আগ্রা, এতাবা, কাল্পী, হামীরপুর, মথুরা, চিল্লতারা প্রভৃতি স্থানেও সেতু নির্ম্মিত আছে। [তত্তৎশব্দ দেখ]

উৎপত্তি-স্থান হইতে গঙ্গাসঙ্গম পর্য্যন্ত যমুনা ৮৬০ মাইল অতিক্রম করিয়াছে। যমুনোত্তরীর ১০৮৪৯ ফিট উচ্চস্থান হইতে জলরাশি ধীরে ধীরে পার্ব্বত্য অধিত্যকা ও উপত্যকা অতিক্রম করিয়া ১৬ মাইল নিম্নে কৌস্তনুর স্থানে ৫০৩৬ ফিট নিম্নে পতিত হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক মাইলে ৩১৪ ফিট্ প্রপাত হওয়ায় ইহার পার্ব্বত্য-স্রোতোবেগ অধিকতর প্রবল হইয়াছে। তমসা-সঙ্গমের নিকট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬৮৬ এবং আসন-সঙ্গমের নিকট ১৪৭০ এবং শিবালিক শৈলপাদমূলস্থ সমতলক্ষেত্রে ১২৭৬ ফিট্ নিম্নে অবতরণ করিয়াছে। এইরূপে ক্ষিপ্রগমনে জলরাশি নিম্নভূমে প্রচালিত হওয়ায়, আলাহাবাদের নিকট প্রতিমুহূর্ত্তে প্রায় ১৩৩৩০০০ ঘনফুট জলপাত হইতেছে।

গঙ্গার ন্যায় যমুনাতীরে বহুসংখ্যক সমৃদ্ধশালী নগরী না থাকিলেও নিম্ন ও উচ্চ ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় নদীতীরের দৃশ্যসমূহ সমধিক মনোহর হইয়াছে। ভারতের সৌভাগ্যস্পর্দ্ধী দিল্লীর হর্ম্ম্যমালা, আগ্রার রাজনিকেতন, মথুরার হিন্দু ও জৈনকীর্ত্তিসমূহের নিদর্শন ও বর্ত্তমান অট্টালিকা, আলাহাবাদের দুর্গ ও সেতু ব্যতীত স্থানে স্থানে অপূর্ব্বপুষ্প-শোভিত বনরাজি, শ্যামল শস্যক্ষেত্রসমূহ ধরণীর কমনীয় শোভায় নদীতীরকে বিভূষিত করিয়াছে। এরূপ সুদৃশ্য ও মনোহর স্থানের মধ্যে একমাত্র বৃন্দারণ্যই যমুনাতীরের গরিমা জ্ঞাপন করিতেছে।

এখানে যমুনার কালজলে বৃন্দাবনবিলাসী বনমালী বঙ্কিম-ঠামে বরাঙ্গনা গোপকুলললনাগণের সহিত নৌকাবিহার ও জলকেলি করিয়াছিলেন। যমুনা তাঁহার বাঁশির গানে উজান বহিত। যমুনাতীরবর্ত্তী বৃন্দাবনের অতুলনীয় শোভা রূপসনাতন, জয়দেব প্রভৃতি রসজ্ঞ ভাবুক কবিগণ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

যে শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য, যে কৃষ্ণের পাদস্পর্শে যমুনা কৃতার্থ, সেই কৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দারণ্যের পাদবিধৌতকারিণী যমুনা নদীর মাহাত্ম্য যে অধিক হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বৃন্দাবন-মাহাত্ম্যের সঙ্গে সঙ্গে যমুনার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। কেশিঘাট, কালীয়দমন-ঘাট, বস্ত্রহরণঘাট, বিশ্রামঘাট প্রভৃতি তীর্থে স্নান ও তর্পণ করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডের ১৯শ অধ্যায়ে এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধ ১৬শ অধ্যায়ে কালিয়দমনপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যমুনাগর্ভে নিমজ্জনের উল্লেখ আছে।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে লিখিত আছে যে, এই যমুনা সূর্য্য-কন্যা ও যমের ভগিনী ছিলেন। যমুনার উৎপত্তি সম্বন্ধে তথায় এইরূপ লিখিত আছে—

"ততঃ সা চপলাং দৃষ্টিং দেবী চক্রে ভয়াকুলা।
বিলোলিতদৃশং দৃষ্ট্বা পুনরাহ চ তাং রবিঃ॥
যস্মাদ্বিলোলিতা দৃষ্টির্ময়ি দৃষ্টে ত্বয়াধুনা।
তস্মাদ্বিলোলাং তনয়াং নদীং ত্বং প্রসবিষ্যসি॥
ততস্তস্মাত্তু সংজজ্ঞে ভর্ত্তৃশাপেন তেন বৈ।
যমশ্চ যমুনাচৈব প্রখ্যাতা সুমহানদী॥" (মার্কপু° ৭৭।৫-৭)

হরিবংশপাঠে জানা যায় যে, সূর্য্যমণ্ডলের তীব্র তেজে সংজ্ঞা দগ্ধাঙ্গ হইলে তাঁহার সুন্দরকান্তি বিবর্ণ হইয়া যায়। তদনুসারে যম ও যমুনা যমজ সন্তানদ্বয় মাতার শ্যামবর্ণ প্রাপ্ত হন। (৯অঃ।৮-৯) হরিবংশের উক্ত অধ্যায়ের শেষ ভাগে যমীর যমুনারূপ সরিদ্বরত্ব প্রাপ্তির কথা লিখিত আছে। (যমী দেখ)

অপর এক স্থলে লিখিত আছে যে, হলধর বলদেব লবণজলগামী মহানদী যমুনাকে স্বীয় হল দ্বারা নগরাভিমুখে দ্রুতবেগে তরঙ্গিত করিয়াছিলেন। (হরিবংশ ১২০।১৯)

হল দ্বারা যমুনাকে যদৃচ্ছা আনয়ন লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, সুরশ্রেষ্ঠ বলদেব সেই প্রাচীন কালে স্বীয় হলাস্ত্র দ্বারা যমুনার খাল কাটাইয়া দিয়াছিলেন। কলিন্দপর্ব্বতসমুদ্ভূতা বলিয়া যমুনার আর একটী নাম কালিন্দী। কলিন্দ শব্দে সূর্য্যকেই বুঝায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যমুনালীলামাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিয়া কোন প্রাচীন

কবি লিখিয়া গিয়াছেন—'কলিন্দনন্দিনীতটে ননন্দ নন্দনন্দনঃ।"

কূর্ম্মপুরাণের পূর্ব্বভাগে ৩৫, ৩৬, ৩৭ অধ্যায়ে প্রয়াগমাহাত্ম্য-বর্ণনে মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন যে, গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নান করিলে ব্রহ্মাদি রক্ষিত দিব্যলোক প্রাপ্ত হয়। এখানে কৃষ্ণ, কপিল বা পাটলবর্ণের স্বর্ণশৃঙ্গী, রৌপ্যখুর ও চৈলকণ্ঠী পয়স্বিনী দান করিলে সেই লোক গাভীর গাত্ররোমপরিমাণ সহস্রবর্ষ রুদ্রলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত প্রয়াগপুরী পৃথিবীর জঘন বলিয়া উক্ত, এখানে অভিষেক সম্পন্ন করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। মাঘ মাসে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে ৬৬ হাজার তীর্থের সমাগম হয়। ঐ সময়ে স্নান করিলে গাত্রের রোমকূপসমপরিমাণ সহস্র বর্ষ স্বর্গলোকে পূজ্য হয়। উক্ত পুরাণের ৩৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, তপনতনয়া নিম্নগা যমুনা গঙ্গার সহিত এক স্থান হইতে নিঃসৃত হইয়া পাপনাশিনীরূপে সহস্র যোজন প্রবাহিত হইয়াছে। এই যমুনার জলে স্নান এবং তাহা পান করিলে লোক সব্ব পাপ বিনির্ম্মুক্ত এবং সপ্তম পুরুষ পুণ্যযুক্ত হয়। যমুনার দক্ষিণতটে অগ্নিতীর্থ এবং পশ্চিমে ধর্ম্মরাজের নরকতীর্থ; এখানে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে স্নান করিলে মহাপাপের মোচন হয়।

ভাগবতে লিখিত আছে, যখন বসুদেব জাতবালক শ্রীকৃষ্ণকে কংসকারাগার হইতে লইয়া গোপনে নিশাযোগে নন্দালয়ে গমন করেন, তখন ঘোর বর্ষা। যমুনা ভীষণবেগে প্রবাহিতা।

"তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে স্বয়ং ব্যবর্য্যন্ত যথা তমো রবেঃ।
ববর্ষ পর্জ্জন্য উপাংশুগর্জ্জিতঃ শেষোঽন্বগাদ্বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ॥
মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ্‌যমানুজা গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্ম্মিফেনিলা।
ভয়ানকাবর্ত্তশতাকুলা নদী মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃপতেঃ॥"
(ভাগ° ১০।৪৯ অ°)

জন্মাষ্টমীব্রত কথায় শুনা যায় যে, কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া সেই ভীষণ বাত্যাবর্ত্তের মধ্যে যমুনার উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া বসুদেব ভীত হইলেন। রজনীর গাঢ় অন্ধকারে শেষনাগ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফণা বিস্তার করিয়া বর্ষাপাত নিবারণ করিয়াছিলেন। এমন সময় শিবাণী শিবারূপ ধারণ করিয়া যমুনা পার হইলেন। তদ্দর্শনে বসুদেব নদীগর্ভে অবতীর্ণ হইলে বালক কৃষ্ণ হস্তচ্যুত হইয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন। পূর্ব্বজন্মে তপস্যা দ্বারা যমুনা ভগবানের চরণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবান্ তাহা পূর্ণ করিলেন। রামায়ণেও শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনকালে পুণ্যময় যমুনাতীরস্থ সিদ্ধাশ্রমসমূহের উল্লেখ আছে।

যমুনার জল কৃষ্ণবর্ণ হইবার কারণ বামনপুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে; "মহাদেব দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিয়া সতীর বিরহে কাতর হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কুসুমায়ুধ কন্দর্প তাঁহাকে একাকী পত্নীবিরহে কাতর দেখিয়া উন্মাদন অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। এই অস্ত্রপ্রভাবে মহাদেব অতিশয় উন্মত্ত হইয়া সতীকে বারংবার স্মরণপূর্ব্বক কানন সরোবর প্রভৃতি সকল স্থলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। পরে অতিশয় ব্যথিত হইয়া কালিন্দীতোয়ে পতিত হইলেন। মহাদেব ইহাতে পতিত হইলে কালিন্দী দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইলেন। তদবধি কালিন্দীসলিল অঞ্জনসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এবং ইহা অবনীর কেশপাশ বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে। এই নদী অতিশয় পুণ্যতীর্থ।

"যদা দক্ষসুতা ব্রহ্মন্ সতী যাতা যমক্ষয়ম্।
বিনাশ্য দক্ষযজ্ঞং তং বিচচার ত্রিলোচনঃ॥
ততো বৃষধ্বজং দৃষ্ট্বা কন্দর্পঃ কুসুমায়ুধঃ।
অপত্নীকং তদাস্ত্রেণ উন্মাদেনাভ্যতাড়য়ৎ॥
ততো হরঃ শরেণাথ উন্মাদেনাভিতাড়িতঃ।
বিচচার তদোন্মত্তঃ কাননানি সরাংসি চ॥
স্মরন্ সতীং মহাদেবস্তথোন্মাদেন তাড়িতঃ।
ন শর্ম্ম লেভে দেবর্ষে বাণবিদ্ধ ইব দ্বিপঃ॥
ততঃ পপাত দেবেশঃ কালিন্দীসরিতে মুনে।
নিমগ্নে শঙ্করে চাপে দগ্ধা কৃষ্ণত্বমাগতা॥
তদা প্রভৃতি কালিন্দ্যা ভৃগঞ্জননিভং জলম্।
আস্পদং পুণ্যতীর্থানাং কেশপাশমিবাবনেঃ॥"(বামনপু° ৬অ)

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে যমুনায় স্নান করিয়া দানাদি ধর্ম্মকার্য্য এবং শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য করিলে সর্ব্ববিধ মঙ্গল হয়।

"জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা বৈ যমুনাজলে।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্॥
যমুনাসলিলে স্নাতঃ পুরুষো মুনিসত্তম।
জ্যৈষ্ঠামূলামলে পক্ষে দ্বাদশ্যামুপবাসকৃৎ॥
সমভ্যর্চ্চ্যাচ্যুতং সম্যক্ মথুরায়াং সমাহিতঃ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য প্রাপ্নোত্যবিকলং ফলম্॥"(বিষ্ণু° ৬৮ অ°)

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে লিখিত আছে যে, সুষুম্নাখ্যা পরাশক্তি বৃন্দাবনে যমুনারূপে অবস্থিত আছেন।

"ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্।
অত্র যে পশবঃ সাক্ষাৎ বৃক্ষাঃ কীটা নরাধমাঃ॥
যে বসন্তি মমাধিষ্ণ্যং মৃতা যান্তি মমান্তিকম্।
অত্র যা গোপপত্ন্যশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে॥

"যোঽমিন্‌ত্বাত্র এবং হি মম দেবাঃ পরায়ণাঃ।
পঞ্চবৈজনমেবং হি বনং মে দেহরূপকম্‌।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতরূপিণী ॥"

(পদ্মপু॰ পাতালখ॰ ৭ অ॰)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে স্বায়ম্ভুব মনুপুত্র প্রিয়ব্রত-তনয় ধ্রুব যমুনাতীরবর্ত্তী মহাপুণ্য মধুবনে আসিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এখানে শত্রুঘ্ন মধুরাপুরী নির্ম্মাণ করেন। (বিষ্ণু১।১২)

অন্যত্র লিখিত হইয়াছে যে, জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দ্বাদশীতে মথুরায় আসিয়া শ্রীহরিসন্দর্শন ও যমুনাসলিলে স্নান ও পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডাদি দান করিলে মনুষ্য সংসার হইতে নিস্তার পায়। (বিষ্ণু ৬।৮ অঃ) [মথুরা দেখ।]

বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এই নদীর মাহাত্ম্য জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণ যমুনাতীরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া যাগাদি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদসংহিতা ও ব্রাহ্মণাদিতে তাহার যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়, উক্ত সংহিতার ৫।৫২।১৭ মন্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—

"সপ্তসপ্তজনশক্তিমান্‌ মরুৎ। এক এক জনে আমাকে একশত করিয়া ধন প্রদান করুন, আমি যেন যমুনাতীরে প্রসিদ্ধ ধেনুধন লাভ করি।"

মূলের "সপ্ত মে সপ্ত শাকিন একং একাশতাদদুঃ" হইতে পুরাণপ্রসিদ্ধ একোনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের উদ্ভব অসম্ভব-কল্পনা নহে। যমুনাতীরের গাভীসমূহ—সেই বৈদিকযুগেও—প্রসিদ্ধ ছিল, সুতরাং যমুনাতীরে ভগবানের (পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের) গোধনরক্ষা ও পালন নিতান্ত কষ্টকল্পনা বলিয়া মনে হয় না। ইন্দ্রের সন্তোষবিধানার্থ যজ্ঞ না করায়,ইন্দ্রকৃষ্ণবিরোধে অর্থাৎ গভীর বর্ষায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন-ধারণ বা তদভ্যন্তরে গোপগণের আশ্রয়দানরূপ রূপক ব্যাপারের অনুষ্ঠানও কোন কারণে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না।

উক্ত মন্ত্রদ্বারা আরও অনুমিত হয় যে, গোধনপ্রিয় আর্য্য-হিন্দুগণ যমুনাতীরে অবস্থিত হইয়াছিলেন। অপর ৭।১৮।১৯ মন্ত্রে সুদাস রাজার যজ্ঞের দানস্তব প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, "ইন্দ্র এই যুদ্ধে ভেদকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যমুনা তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, তৃৎসুগণ তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল। অজ, শিগ্রু, যক্ষু এই তিন জনপদ ইন্দ্রের উদ্দেশে অশ্বের মস্তক উপহার দিয়াছিল।" এবং ১০।৭৫।৫ মন্ত্রে—'হে গঙ্গা। হে যমুনা হে সরস্বতী হে শতদ্রু হে পরুষ্ণি! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নী সংগতমরুদ্‌বৃধা নদী! হে বিতস্তা ও সুসোমাসংগত আর্জীকিয়া নদী! তোমরা শ্রবণ কর।' এতদ্বারা স্পষ্টই যমুনাতীরে আর্য্য উপনিবেশের কথা এবং যমুনার মাহাত্ম্যই প্রকটিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৮।২৩, শতপথব্রাহ্মণ ১৩।৫।৪।১১, পঞ্চবিংশব্রা॰ ৯।৪।১১, শাঙ্খায়নশ্রৌ॰ ১৩।২৯।২৫, কাত্যায়নশ্রৌ॰ ২৪।৬।১০, লাট্যায়ন॰ ১০।১৯।৯, আশ্বলায়নশ্রৌ॰ ২৪।১০। প্রভৃতি স্থানে যমুনার উল্লেখ থাকায় অনুমান হয় যে, আর্য্যগণ যমুনাতীরে বাস করিয়া অভীষ্ট যজ্ঞাদি সমাপন করিতেন।

উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, যমুনার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে জল সরবরাহের জন্য দুইটী বিস্তৃত খাল কাটা হয়। অম্বালা, কর্ণাল, দিল্লী, রোহতক ও হিসার জেলার মধ্যে ঐ খাল প্রবাহিত। প্রথমে হাথনীকুণ্ডে বাঁধ দ্বারা যমুনার জল পরিচালিত করিয়া বুড়ী যমুনা, ও পাত্রালা ধারায় আনীত হইয়াছে। পাত্রালা ও শম্ভু নদের সঙ্গমের অনতিদূরস্থ দাউদপুর গ্রামে বাঁধ দ্বারা ঐ মিলিত জলরাশি পশ্চিম খালের মধ্যে লওয়া হইয়াছে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, পাঠান সম্রাট্‌ ফিরোজ শাহ তোগলক হিস্‌সার নগরে জল লইবার জন্য খৃঃ ১৪শ শতাব্দে ঐ খাল কাটাইয়া দেন, কিন্তু কালক্রমে ঐ খাত বুজিয়া যাওয়ায় জল সরবরাহের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ অকবরশাহ পুনরায় কাটাইয়া দেন, পরে ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্‌ শাহ জহানের বিখ্যাত স্থপতি আলীমর্দ্দন খাঁ বহু অর্থব্যয়ে ও বিশেষ কৌশলে দিল্লী ও রোহতকের খাল-বিভাগ কাটাইয়াছিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের অবসানে ও শিখশক্তির অভ্যুদয়ে ঐ খালের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইয়া পড়ে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের মধ্য ভাগে উহা একবারে অব্যবহার্য্য হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্মেণ্ট দিল্লীর শাখা কাটাইবার ভার গ্রহণ করিয়া ১৮২০ খৃঃ অঃ দিল্লী রাজধানীতে জলানয়নে সমর্থ হন। ১৮২৩-২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হিসার-শাখায় পুনঃ সংস্কার হওয়ায় তথাকার জল পরিষ্কৃত হয়। এইরূপ ক্রমে ক্রমে প্রায় ৪৭৩ মাইল খাল পুনরায় কাটা হয় এবং তদ্দ্বারা প্রায় ২৫৯ মাইল পূর্ব্বতন খাতে জল পরিচালিত হইতে থাকে।

পূর্ব্ব দিকের খাল ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। মহামতি লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে ঐ দুইটী পুরাতন খাত পুনরায় কাটা হইবার পর উত্তর-পশ্চিম ভারতবাসী জন সাধারণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখন আর তদ্দেশবাসীকে অন্নকষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

যমুনা, (জনাই), উত্তর বঙ্গে প্রবাহিত একটী নদী, ব্রহ্মপুত্র নদের শাখারূপে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ১৮শ শতাব্দের শেষ ভাগে যখন মেজর রেনেল

বাঙ্গালার মানচিত্র সঙ্কলন করেন, তখন এই নদীর খাতের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় নাই। ডাঃ বুকানন হামিল্টনের সময়ে উহা স্বল্প জলবাহী নদীরূপে পরিণত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ঘোড়ামারা হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত একটী খরস্রোতা নদীরূপে প্রবাহিত হইয়া উহা পদ্মায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বকূলে ময়মনসিংহ জেলা এবং পশ্চিমে রঙ্গপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলা অবস্থিত।

বগুড়া জেলায় যমুনা নামে আর একটী নদী আছে। এই কারণে বর্ত্তমানকালে উক্ত যমুনাকে তদ্দেশবাসিগণ দাও-কোপা বলিয়া থাকে। বর্ষাকালে স্থানে স্থানে নদীবক্ষ ৫ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে দেখা যায়। নদীকূলের নিম্ন-ভূমিতে যে পলি পড়ে, তদুপরি উৎকৃষ্ট পাটের চাস হয়। এই নদীতীরবর্ত্তী সিরাজগঞ্জ নগর পাটব্যবসার একটী কেন্দ্র-স্থান। নদীবক্ষে বড় বড় নৌকা পাট বা অন্য পণ্য দ্রব্যের বোঝাই লইয়া সকল ঋতুতেই গমনাগমন করিয়া থাকে। এই নদী দিয়া একখানি ষ্টীমার আসামে যাত্রী লইয়া যায়।

যমুনা, ইছামতী নদীর একটী শাখা, গঙ্গার সহিত মিলিত। নদীয়া জেলার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া বালিয়ানির নিকট ২৪ পরগণায় আসিয়া পড়িয়াছে। পরে দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে বক্রগতিতে সুন্দরবনের ভিতর প্রবেশ করিয়া রায়মঙ্গল নদে মিশিয়াছে (অক্ষা° ২১°৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°১৩´ পূঃ) কলিকাতা হইতে যে খাল পূর্ব্বাভিমুখে গিয়াছে, তাহা হাসানা-বাদের নিকট এই নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

যমুনা, আসামে প্রবাহিত একটী নদী। নাগা পাহাড়ের উত্তরাংশে (অক্ষা° ২৬°৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৩°৩১´ পূঃ। উদ্ভূত হইয়া রেঙ্গমা শৈলের দক্ষিণপাদ বিধৌত করিয়া নওগাঁ জেলায় ব্রহ্মপুত্রের কপিলী শাখায় যমুনামুখ (অক্ষা° ২৬°১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২°৪৭´ পূঃ) গ্রামের নিকট সঙ্গত হইয়াছে। দিখরু, স্বর্গতি ও পাথ্রাদেশা নামক নদীত্রয় ইহার শাখা। নদীবক্ষের স্থানে স্থানে কয়লা ও পাথুরে চূণ পাওয়া যায়।

যমুনা (যবুনা), উত্তর বঙ্গে প্রবাহিত একটী নদী। সম্ভবতঃ উহা তিস্তা নদীর প্রাচীন খাত হইবে। দিনাজপুর জেলায় উদ্ভূত হইয়া বগুড়া সীমান্ত বাহিয়া গঙ্গার আত্রেয়ী শাখায় মিলিত হইয়াছে। এই নদীতীরে দিনাজপুর জেলায় ফুল-বাড়ী ও বিরামপুর এবং বগুড়া জেলায় হিলি নামক স্থান চাউল ও নানা শস্যের বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত।

যমুনা, ১ বিন্ধ্যপাদমূলস্থ একটী গ্রাম। ২ চম্পারণ জেলায় গণ্ডকীতীরবর্ত্তী একটী গ্রাম। (ব্রহ্মখণ্ড)

যমুনাচার্য্য, দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক আচার্য্য। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্প্রদায় বিশেষের প্রবর্ত্তক। ইনি চোলরাজপণ্ডিত কোলা-হল কবিকে তর্কে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তদবধি চোলরাজ্যে শৈব ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার মতাবলম্বিগণ যমুনাচারী নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ ইহাঁকে যামুনাচার্য্য নামেও অভি-হিত করেন। [যামুনাচার্য্য দেখ।]

যমুনাজনক (পুং) যমুনায়াঃ জনকঃ। সূর্য্য। (হেম)

যমুনাতীর্থ, প্রাচীন তীর্থভেদ।

যমুনাদ্বীপ (পুং) জনপদভেদ।

যমুনাপ্রভব (পুং) যমুনার উৎপত্তিস্থান। ইহা হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থ।

যমুনাভিদ্ (পুং) যমুনাং ভিনত্তীতি ভিদ্-ক্বিপ্। বলদেব। বলরাম যমুনাকে হলদ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার এই নাম হইয়াছে।

হরিবংশে ১০২, ১০৩ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

যমুনাভ্রাতৃ (পুং) যমুনায়া ভ্রাতা। যম। (অমর)

যমুনোত্তরী, হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তর্গত একটী শৈল-বিভাগ। গড়বাল সীমান্তে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°৫৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩৫´ পূঃ। যমুনা নদী ইহাকে বামে রাখিয়া শৈলগাত্র অবরোহণ করিয়াছে। এই স্থলে যমুনাবক্ষ সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৯৭৯৩ ফিট্, কিন্তু যমুনোত্তরী শৈলশৃঙ্গ ২৫৬৬৯ ফিট্ উচ্চ। পার্শ্ববর্ত্তী পাঁচবাঁদর নামক শৈলশিখর (২০৭৫৮ ফিট) হইতে কএকটী প্রস্রবণ নিঃসৃত হইয়াছে। এই বাঁদর পাঁচ শৈলের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ হ্রদ আছে। প্রবাদ, রামানু-চর হনুমান্ লঙ্কা দগ্ধের পর, এই হ্রদে আসিয়া স্বীয় প্রজ্বলিত লাঙ্গূল নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন।

যমুনোত্তরী-শৈল হিন্দুর একটী পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। এখানে তিনটী স্রোতোধারা একত্র সংমিলিত হইয়াছে। নিকটে বসুত্রাতা নামে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। উহার পবিত্র জলে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদানই পরম পুণ্যপ্রদ। এতদ্ভিন্ন তথায় আরও কএকটী উষ্ণপ্রস্রবণ দৃষ্ট হয়।

যমুন্দ (পুং) ঋষিভেদ। ইঁহার বংশীয়গণ যামুন্দায়নি নামে খ্যাত। (পাণিনি ৪।১।১৪৯)

যমুসদেব (ক্লী) বস্ত্রবিশেষ। (রাজতরঙ্গিণী ৮।২৯৯)

যমেরুকা (স্ত্রী) যমং ঈরয়তি প্রেরয়তি ঈরি বাহুলকাৎ উক্, টাপ্। দণ্ডঢক্কা। (ত্রিকা°)

যমেশ (ত্রি) ১ যমভক্ত। (ক্লী) ২ ভরণীনক্ষত্র।

যমেশ্বর (ক্লী) শিবলিঙ্গ ভেদ। (স্কন্দপুরাণ কপিলসংহিতা)

যম্য (ত্রি) ১ মিথুনভূত, যমরূপ। ২ যামিনী।

যযাতি (পুং) নহুষ রাজার পুত্র। পর্য্যায়, নাহুষি, নাহুষ। (জটাধর) মহাভারতে ইঁহার উপাখ্যান এইরূপ লিখিত আছে। রাজা যযাতি নহুষের পুত্র। [নহুষ দেখ] একদা ইনি মৃগয়া করিতে যাইয়া কূপনিপতিতা দেবযানীকে উদ্ধার করেন, পরে একদিন শুক্রদুহিতা দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা দ্বিসহস্র দাসীর সহিত জলবিহার করিতেছিলেন, এমন সময় যযাতি জলার্থী হইয়া তথায় উপস্থিত হন।

দেবযানী রাজা যযাতিকে দেখিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। যযাতি কহিলেন, আমি রাজা এবং রাজপুত্র। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি। আমার নাম যযাতি। মৃগয়ায় আসিয়া অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি। দেবযানী কহিলেন, দুই সহস্র কন্যা ও দাসী শর্ম্মিষ্ঠার সহিত আমি আপনার অধীনা হইতেছি, আপনি আমার ভর্ত্তা ও সখা হউন। ইহাতে যযাতি কহিলেন, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা, আমি ক্ষত্রিয়, অতএব আমি তোমার বিবাহযোগ্য হইতে পারি না। তাহার উত্তরে দেবযানী কহিলেন, ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ের সহিত ব্রাহ্মণ সংসৃষ্ট আছে, অতএব আপনি আমাকে বিবাহ করিতে পারেন। রাজা কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য বটে, ক্রুদ্ধ বিষধর সর্প এবং প্রখরতর শস্ত্র অপেক্ষাও ব্রাহ্মণ দুর্দ্ধর্ষতর, তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, এই জন্য তোমার পাণিগ্রহণে আমি সাহসী নহি।

দেবযানী জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ দুর্দ্ধর্ষতর ইহা আপনি কিরূপে স্থির করিলেন। যযাতি কহিলেন, ভুজঙ্গদংশনে এক-ব্যক্তি বিনষ্ট হয় এবং শস্ত্র দ্বারাও একব্যক্তি হত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে রাজ্যাদি সমস্তই সংহার করেন। আমি এই কারণে ব্রাহ্মণকে দুর্দ্ধর্ষতর বোধ করিয়া থাকি। সুতরাং তোমার পিতা তোমাকে যথাবিধি দান না করিলে আমি বিবাহ করিতে পারি না।

দেবযানি তখন তাঁহার ধাত্রীদ্বারা পিতাকে এই বৃত্তান্ত জানাইলে শুক্রাচার্য্য তথায় উপস্থিত হন। তখন দেবযানী তাঁহাকে বলিলেন,— এই রাজা নহুষতনয় যযাতি, বিপদ্‌কালে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, অতএব আমি প্রণত ভাবে প্রার্থনা করি, আপনি ইঁহারই করে আমাকে সম্প্রদান করুন।

তখন শুক্রাচার্য্য যযাতিকে কহিলেন, রাজন্! আমার এই প্রিয়তমা কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, এক্ষণে আমি সম্প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর। যযাতি কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ ভার্গব! এ বিষয়ে বর্ণসঙ্কর জন্য মহান্ অধর্ম্ম যেন আমাকে স্পর্শ না করে, আমি আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি। শুক্রাচার্য্য কহিলেন, আমি তোমাকে অধর্ম্ম হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিতেছি। এ বিবাহে তুমি ম্লান হইও না, আমার বরে তোমার সমুদয় পাপ অপনোদিত হইবে। তুমি ইহাকে ধর্ম্মতঃ বিবাহ কর। এই বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা সতত ইহাকে পূজা করিবে, কিন্তু তুমি কদাচ ইহাকে শয়নে আহ্বান করিও না।

যযাতি যথাবিধানে দ্বিসহস্র দাসীর সহিত দেবযানীর পাণিগ্রহণান্তে শর্ম্মিষ্ঠাকে লইয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। কাল-ক্রমে দেবযানীর এক পুত্র হইল। পরে শর্ম্মিষ্ঠার ঋতুকাল উপস্থিত হইলে তিনি সন্তানার্থিনী হইয়া রাজা যযাতির নিকট ঋতুরক্ষা প্রার্থনা করেন। রাজা তাঁহাকে বলেন, আমি যখন দেবযানীকে বিবাহ করি, তখন শুক্রাচার্য্য বলিয়াছিলেন যে, তুমি শর্ম্মিষ্ঠাকে কদাচিৎ শয়নে আহ্বান করিও না। শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন, রাজন্! 'গমন করিব না' বলিয়া গম্যা স্ত্রী গমন করা, বিবাহকালে, পরিহাসস্থলে, প্রাণবিনাশসম্ভাবনায় এবং সর্ব্বস্বাপহরণ এই পাঁচস্থলে মিথ্যাবাক্য বলা দোষাবহ হয় না। সুতরাং আমার প্রার্থনা রক্ষা করিয়া আপনাকে দোষী হইতে হইবে না। রাজা শর্ম্মিষ্ঠার নানারূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য শুনিয়া তাঁহার ঋতুরক্ষা করিলেন। ইহার ফলে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে একটী পুত্রসন্তান হইয়াছিল।

দেবযানি শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হইয়াছে শুনিয়া তাহার নিকট আসিয়া কহিলেন, তুমি কামলুব্ধা হইয়া এ কি পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছ? শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন, আমার নিকট বেদপারগ এক ঋষি আগমন করিয়াছিলেন, তিনি বর দিতে উদ্যত হইলে আমি ধর্ম্মানুসারে তাহার নিকট ঋতুরক্ষা প্রার্থনা করিয়া-ছিলাম। আমি অন্যায়তঃ কামচারিণী নহি। অতএব আমার এই গর্ভসম্ভূত পুত্র ঋষির ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে, আমি ইহা সত্য করিতেছি। দেবযানী বলিলেন, ইহা সত্য হইলে আমার ক্রোধের কারণ নাই।

অনন্তর রাজর্ষি যযাতির ঔরসে দেবযানীর ইন্দ্র ও উপেন্দ্র-সদৃশ দুই পুত্র জন্মিল, এই পুত্রদ্বয়ের নাম যদু ও তুর্ব্বসু। শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। একদা দেবযানী যযাতির সহিত নিভৃত উদ্যানাদিতে ভ্রমণ করিতে করিতে তথায় দেবতুল্য তিনটী কুমারকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া যযাতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দেবকুমার-সদৃশ কুমারেরা কাহার সন্তান? আমার বোধ হইতেছে, রূপে ও তেজে ইহারা তোমারই সদৃশ।

দেবযানী এই কথা বলিয়া পরে কুমারগণকে তাহাদের

পিতার নাম জিজ্ঞাসা করায় তাহারা যযাতিকে দেখাইয়া দিল এবং কহিল, শর্ম্মিষ্ঠা আমাদের জননী।

দেবযানী তখন সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া শর্ম্মিষ্ঠাকে কহিলেন, তুমি আমার অধীনা হইয়া কি নিমিত্ত আমার ঈদৃশ অপ্রিয় কর্ম্ম করিয়াছ? শর্ম্মিষ্ঠা কহিলেন, আমি যে আমার পরিণেতাকে ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা নহে। আমি ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে ব্যবহার করিয়াছি, কি নিমিত্ত তোমাকে ভয় করিব? তুমি যখন এই রাজাকে ভর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়াছ, আমিও তখন ইহাকে বরণ করিয়াছি। কারণ সখীর ভর্ত্তা ধর্ম্মানুসারে ভর্ত্তা হইয়া থাকেন।

দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠার এই বাক্য শুনিয়া রাজাকে কহিলেন, একণে আমি আর এস্থলে থাকিব না, তুমি আমার অপ্রিয় কর্ম্ম করিয়াছ। দেবযানী এই বলিয়া পিতৃভবনে গমন করিলেন, রাজা যযাতিও ভীত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিলেন।

তখন দেবযানী পিতার নিকট গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, পিতঃ! অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্ম পরাজিত হইয়াছে, নীচের বৃদ্ধি হইয়াছে, শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে অতিক্রম করিয়াছে। এই যযাতির ঔরসে শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র এবং আমার কেবল মাত্র দুইটী পুত্র হইয়াছে। এই রাজা ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া খ্যাত। কিন্তু ইনি মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছেন।

তখন শুক্রাচার্য্য রাজাকে বলিলেন, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া যে অধর্ম্মকে প্রিয়বোধ করিলে, এই কারণে অনতিবিলম্বে দুর্জ্জয় বার্দ্ধক্য তোমাকে আক্রমণ করিবে। যযাতি কহিলেন, হে ভগবন্! দানবেন্দ্রসুতা আমার নিকট ঋতুরক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি সেই জন্যই ইহা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া করিয়াছি, কামবশবর্ত্তী হইয়া করি নাই। কোন গম্যা কামিনী ঋতুরক্ষা প্রার্থনা করিলে, যে ব্যক্তি ঋতুরক্ষা না করে, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণেরা তাহাকে ভ্রূণহা বলিয়া থাকেন। শুক্রাচার্য্য কহিলেন, তুমি আমার অধীন, সুতরাং আমার অনুমতি অপেক্ষা করা তোমার উচিত ছিল, তাহা কর নাই। ধর্ম্মবিষয়ে এরূপ মিথ্যাচার করিলে চৌর্য্যদোষে দোষী হইতে হয়।

শুক্রাচার্য্য ক্রোধপরবশ হইয়া শাপ দিলে যযাতি পূর্ব্ববয়স পরিত্যাগ করিয়া বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি অতি কাতর ভাবে ঋষিকে কহিলেন, আমি যৌবনাবস্থায় দেবযানীতে পরিতৃপ্ত হই নাই, হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রসন্ন হউন, এই জরা যেন আমাতে প্রবিষ্ট হইতে না পারে। ঋষি কহিলেন, রাজন্! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। তুমি জরাগ্রস্ত হইয়াছ, তবে ইচ্ছা করিলে এই জরাকে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রামিত করিতে পারিবে। যযাতি কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমার যে পুত্র তাহার স্বীয় যৌবন আমাকে প্রদান করিবে, তিনিই রাজ্য ও কীর্ত্তিভাগী হইবেন। শুক্রাচার্য্য তাহাতেই অনুমতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর রাজা যযাতি জরাগ্রস্ত হইয়া স্বপুরে গমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে কহিলেন, শুক্রের শাপে জরা আমাকে আক্রমণ করিয়াছে, কিন্তু আমি যৌবন উপভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব তুমি আমার এই জরার সহিত পাপ গ্রহণ কর, তোমার যৌবনদ্বারা আমি কাম্যবিষয় ভোগ করি, পরে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে আমি তোমার যৌবন তোমাকে দিয়া স্বীয় জরার সহিত পাপ ভোগ করিব। ইহাতে যদু কহিলেন, রাজন্! বার্দ্ধক্যে পানভোজনাদি বিষয়ে বহু দোষ দৃষ্ট হইতেছে, এ জন্য বিবেচনা করিতেছি যে, আমি জরা গ্রহণ করিব না। যে জরাতে লোককে শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট, নিরানন্দ, শিথিলীকৃত, বলীবিশিষ্ট, সঙ্কুচিতগাত্র, কুৎসিত, দুর্ব্বল, কৃশ, কোন কার্য্যনির্ব্বাহকরণে অশক্ত ইত্যাদি দোষযুক্ত করিয়া দেয়, সে জরা গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই। আপনার অন্য কোন প্রিয় পুত্রকে এই জরা প্রদান করুন। যযাতি পুত্রের এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুমি যৌবনমদে আমার বাক্য অবহেলা করিলে, এইজন্য তোমার বংশে কেহ রাজ্যাধিকারী হইবে না।

পরে রাজা তুর্ব্বসুকে ডাকিয়া তাহার যৌবন প্রার্থনা করেন, তুর্ব্বসুও যদুর ন্যায় জরা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন যযাতি এইরূপ অভিশাপ দেন যে, তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়া আমার বাক্য শুনিলে না, এই পাপে তোমার প্রজা সমুচ্ছেদ হইবে, এবং যাহাদের আচার ও ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ, যাহারা প্রতিলোমাচারী, মাংসাশী, অন্ত্যজ ও গুরুপত্নীতে আসক্ত, যাহাদের তির্য্যক্ যোনির ন্যায় আচরণ এবং যাহারা পাপিষ্ঠ ও ম্লেচ্ছ, তুমি তাহাদের রাজা হইবে।

পরে দ্রুহ্যুকে ডাকিয়া তাহার যৌবন প্রার্থনা করেন, দ্রুহ্যু ও জরা গ্রহণ করিতে স্বীকার না করায়, যযাতি তাহাকে শাপ প্রদান করিয়া বলেন, তোমার প্রিয় অভিপ্রায় কোন স্থলেই সিদ্ধ হইবে না। যেখানে অশ্ব, রথ, হস্তী, রাজযোগ্য যান, গো, গর্দ্দভ, ছাগ, শিবিকা প্রভৃতি দ্বারা গমনাগমন হইতে পারে না, যেখানে সর্ব্বদা ভেলা ও প্লবগতি দ্বারা যাতায়াত করিতে হয়, যেখানে রাজশব্দ প্রসিদ্ধ নাই, তুমি সবংশে সেই দেশে অবস্থিতি কর।

পরে তিনি অনুকে ডাকিয়া তাহার যৌবন প্রার্থনা করেন।

অনু তাঁহাকে অস্বীকৃত হইয়া উত্তর করিলেন, জরাগ্রস্ত লোক জীর্ণকলেবর হইয়া অসময়ে শিশুর ন্যায় অশুচিশরীরে অন্ন গ্রহণ করে, যথাকালে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে পারে না, এ কারণ আমি জরাগ্রহণ করিতে পারিব না। যযাতি কহিলেন, তুমি আমা হইতে উৎপন্ন হইয়া যখন আমার কথা শুনিলে না, এইজন্য তুমি যে জরার দোষ কীর্ত্তন করিলে, তাহা প্রাপ্ত হইবে, তোমার প্রজাগণ যৌবনকালেই বিনষ্ট হইবে এবং তুমি শ্রৌতস্মার্তসম্মত অগ্নিকার্য্যরহিত হইবে।

অনন্তর পুরুকে ডাকিয়া কহিলেন, শুক্রের শাপে জরা আমায় আক্রমণ করিয়াছে, আমি যৌবনভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, তুমি আমার পাপের সহিত এই জরাগ্রহণ কর, আমি তোমার যৌবন দ্বারা কিছুকাল বিষয় ভোগ করি, পরে সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে তোমার যৌবন তোমাকে দিয়া আমি আমার জরাগ্রহণ করিব।

পুরু পিতার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমি তাহাই করিব। আমি আপনার পাপের সহিত জরাগ্রহণ করিব। পরে রাজা যযাতি শুক্রকে স্মরণ করিয়া পুরুতে জরা সংক্রামিত করিলেন, এবং তাহার যৌবন নিজে গ্রহণ করিলেন।

যযাতি যৌবন প্রাপ্ত হইয়া বিষয়সুখে সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর তিনি পুরুকে ডাকিয়া কহিলেন, আমি তোমার যৌবন দ্বারা অভিলাষ ও উৎসাহানুসারে যথাকালে বিষয় ভোগ করিয়াছি, কিন্তু যেমন হুতাশনে ঘৃত প্রদান করিলে নির্ব্বাণ না হইয়া বরং প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কখন কাম নিবৃত্তি হয় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পৃথিবীতে ধান্য, যব, সুবর্ণ ও স্ত্রী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উপভুক্ত হইলেও তাহাতে কখন তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি হয় না, সুতরাং ভোগতৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই বিহিত। যে তৃষ্ণা দুর্ম্মতি ব্যক্তিদিগের দুস্ত্যজ, বার্দ্ধক্য হইলেও যাহার ক্ষয় হয় না এবং যাহা প্রাণবিনাশক রোগস্বরূপ, সেই তৃষ্ণা পরিত্যাগ ভিন্ন সুখী হইবার আর উপায় নাই। আমি বিষয়াসক্ত ছিলাম, তাহাতে আমার সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তথাপি আমার বিষয়তৃষ্ণা দিন দিন প্রবল হইতেছে, এইক্ষণ আমি বিষয়তৃষ্ণা পরিহার করিয়া পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করিব। এই বলিয়া পুরুকে যৌবরাজ্য প্রদান করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন।

যযাতি পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। এই তপোবলে তিনি স্বর্গ গমন করিয়া কিছুকাল তথায় পরম সুখে অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

স্বর্গবাসকালে এক দিন ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, যখন তুমি সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ন্যায় তপস্বী আর কে ছিল? যযাতি বলিলেন,—দেব, মানুষ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি ইহাদের মধ্যে আমার তুল্য তপস্বী আর কেহই ছিল না। ইন্দ্র কহিলেন, তুমি অন্যের প্রভাব না জানিয়াই, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তুল্য ও অধম সকলকেই অবমাননা করিলে, এই কারণে তোমার পুণ্যক্ষয় হইল; সুতরাং এই স্বর্গভোগেরও শেষ হইল। অদ্য তুমি দেবলোক হইতে পতিত হইবে। যযাতি কহিলেন, দেবরাজ! দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যের প্রতি অবমাননা প্রযুক্ত যদি আমার স্বর্গভোগ শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি দেবলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া সাধুমণ্ডলীতে পতিত হইতে বাসনা করি। ইন্দ্র কহিলেন, রাজন্! তুমি স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া সাধুসকাশে অবস্থিত হইবে, এবং সে স্থানে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে। তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞাত হইলে আর কখনও শ্রেষ্ঠ লোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে না।

রাজা যযাতি দেবরাজসেবিত পুণ্যলোক পরিত্যাগ করিয়া পতিত হইতেছেন, এমন সময় রাজর্ষিপ্রবর অষ্টক তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, রাজর্ষে! আপনি কে এবং কি নিমিত্তই বা স্বর্গ হইতে চ্যুত হইতেছেন?

যযাতি সংক্ষেপে নিজ পরিচয় দিয়া কহিলেন,—আমি সর্ব্ব প্রাণীর অবমাননা করিয়াছিলাম, এ কারণ অল্পপুণ্য হইয়া সুর সিদ্ধ ও ঋষিলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছি। আমি তোমাদিগের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, এ কারণ তোমাদিগকে অভিবাদন করিলাম না। কারণ যে ব্যক্তি জন্ম দ্বারা বৃদ্ধ হয়, সে দ্বিজাতিগণের পূজ্য হইয়া থাকে। অষ্টক কহিলেন, শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যিনি বিদ্যা ও তপোবৃদ্ধ, তিনিই দ্বিজাতিগণের পূজ্য। যযাতি কহিলেন, বিদ্যা ও তপস্যাদি কর্ম্মের অহঙ্কারকে নরকজনক পাপ বলিয়া পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, সেই অহঙ্কার উদ্ধত ব্যক্তিতেই বর্ত্তে, সাধুগণ ঐ উদ্ধত অসাধুগণের ন্যায় অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হন না। পূর্ব্বকালীন সজ্জনেরাও এইরূপ ছিলেন, আমি সেরূপ না হওয়াতেই স্বর্গচ্যুত হইয়াছি। আমার পুণ্যরূপ বিপুল ধন সঞ্চিত ছিল, তাহা আমার দর্পপ্রযুক্তই নষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে বিশেষ চেষ্টা করিলেও তাহা আর প্রাপ্ত হইতে পারি না। যিনি আমার এইরূপ গতি দেখিয়া আত্মহিতসাধনে নিবিষ্ট হইবেন, তিনিই বিজ্ঞ ও ধীর।

পরে অষ্টকগণ যযাতিকে নানাবিধ প্রশ্ন করেন, রাজাও

সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। তখন অষ্টকগণ স্বীয় স্বীয় পুণ্যদান করিয়া তাঁহাকে স্বর্গে যাইতে বলেন, যযাতি ইঁহাদের পুণ্য কিছুতেই লইতে স্বীকার করিলেন না। রাজা শিবি ও ঔষদশ্বিও যযাতিকে নানারূপ প্রশ্ন করেন, যযাতি তাঁহারও যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। তাঁহারাও তাঁহাদের পুণ্য দিতে চাহিলেন ; কিন্তু তিনি তাহাও লইতে স্বীকার করেন নাই।

অনন্তর অষ্টক যযাতির এই কার্য্যে অতি বিস্মিত ও কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নৃপতে! প্রকৃতরূপে বলুন, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, কাহার সন্তান এবং আপনি নিজে কে? আপনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা জগন্মণ্ডলে আপনা ব্যতীত ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কেহই সম্পাদন করিতে পারে না। যযাতি কহিলেন, আমি নহুষের পুত্র ও পুরুর পিতা, আমার নাম যযাতি। আমি এই অবনীমণ্ডলে সার্ব্বভৌম রাজা ছিলাম, তুমি আমার পরমাত্মীয়, তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাদের মাতামহ। আমি সমুদয় ভূমণ্ডল জয় করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র দানপূর্ব্বক পবিত্র ও সুরূপ একশত অশ্ব দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলাম। গো, সুবর্ণ ও অন্যান্য উৎকৃষ্টতর ধনে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী ও অর্ব্বুদ শত গো ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলাম এবং আমার কথিত বাক্য কখন নিষ্ফল হয় নাই। আমার সত্যদ্বারা আকাশমণ্ডল ও বসুন্ধরা অবস্থিতি করিতেছে, এবং মর্ত্ত্যলোকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, এজন্য সাধুগণ সত্যকেই পূজা করিয়া থাকেন। সমস্ত লোক মুনিগণ ও দেবগণ এক সত্যনিষ্ঠতা দ্বারা পূজ্যতম হইয়া থাকেন।

পরে রাজা যযাতি দৌহিত্রগণ কর্ত্তৃক মুক্তিলাভ করিয়া কীর্ত্তিদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিতে করিতে মিত্রসমভিব্যাহারে স্বর্গারোহণ করেন। যযাতি রাজার এই বৃত্তান্ত পাঠ করিলে সকল বিপদ্ দূর হয়। (ভারত ১।৭৮-৯৩ অ০)

জগতের আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতাতেও আমরা যযাতি রাজার উল্লেখ দেখিতে পাই।

"নহুষদয়ে অঙ্গিরস্বদঙ্গিরো যযাতিবৎ সদনে পূর্ব্ববচ্ছুচে"
(ঋক্ ১।৩১।১৭)

'যযাতিবৎ যথা যযাতির্নাম রাজা গচ্ছতি' (সায়ণ)

এই যযাতি রাজা নহুষের পুত্র। "যযাতের্যে নহুষ্যস্য বর্হিষি দেবা আসতে তে অধিব্রুবন্তু নঃ" (ঋক্ ১০।৬৩।১)

'যে দেবা নহুষ্যস্য নহুষপুত্রস্য যযাতেরেতন্নামকস্য রাজর্ষিবর্হিষি যজ্ঞ আসতে' (সায়ণ)

দেবতাগণ ইঁহার যজ্ঞে সর্ব্বদা উপস্থিত হইতেন।

যযাতিকেশরী, উড়িষ্যার একজন রাজা। তিনি উৎকল হইতে যবনগণকে বিতাড়িত করিয়া কেশরীবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীজগন্নাথ দেবকে পুরীর মন্দিরে আনয়ন এবং ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত শিবমন্দিরের মূলগৃহ স্থাপন তাঁহার জীবনের মুখ্যকার্য্য। যাজপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন।

যযাতিপতন (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত০ বনপর্ব্ব)

যযাতীশ্বর, শিবলিঙ্গভেদ (স্কান্দে নাগর)

যযাবর (পুং) ১ নানাস্থান-ভ্রমণকারী। ২ অনিয়তাশ্রম তাপসভেদ।

"তস্মাদ্ যযাবরঃ ক্ষেম্যস্যেশে তস্মাদ্ যযাবরঃ ক্ষেম্যমধ্যবস্যতি।"
(তৈত্তি০ সং ৫।২।১।৭)

যযি (ত্রি) যা-কি-দ্বিত্বঞ্চ। গমনযুক্ত। গমনশীল।

"উগ্রো যযিং নিরপঃ" (ঋক্ ১।১৫।১১) 'যযিং গমনযুক্তাং' (সায়ণ)

যযী (পুং) যায়তে প্রাপ্যতে ভক্তৈরিতি যা (যাপোঃ কিৎ দ্বে চ। উণ্ ৩।১৫৯) ইতি ঈর্দ্বিত্বঞ্চ। ১ মহাদেব। যাতি দ্রুতং গচ্ছতীতি। ২ অশ্ব। (উজ্জ্বল)

যযু (পুং) যাতীতি যা (যো দ্বে চ। উণ্ ১।২২) ইতি উ, দ্বিত্বঞ্চ, যজত্যনেনেতি যজ-উ পৃষোদরাদিত্বাৎ জস্য যত্বমিত্যমরটীকায়াং রঘুনাথঃ। ১ অশ্বমেধীয়াশ্ব, অশ্বমেধ যজ্ঞে সংস্কৃত অশ্ব। ২ সামান্য ঘোটক। (মেদিনী)

যর্হি (অব্য০) যখন, যে সময়, যদা, যদি।

যলমলয় (য়েলুমলিয়া), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মদুরা জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

যলিসিরুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানকার ঈশ্বর-মন্দিরে, ১১০৯, ১১১৭ ও ১১৪৪ এবং হনুমান মন্দিরে ১১১৫ খৃষ্টাব্দের উৎকীর্ণ কয়খানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

যল্লভট্ট, ১ ন্যায়পারিজাতপ্রণেতা। ২ শতশ্লোকী, ষড়শীতি ও যল্লভট্টীয় নামক গ্রন্থত্রয়প্রণেতা।

যল্লভট্টসুত, আশ্বলায়নসূত্রব্যাখ্যারচয়িতা।

যল্লমা, দাক্ষিণাত্যপ্রসিদ্ধ শক্তিমূর্ত্তিভেদ।

যল্লয়, কল্পবল্লী নাম্নী সূর্য্যসিদ্ধান্তটীকা ও সংহিতার্ণব নামক জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা। ইনি শ্রীধরাচার্য্যের পুত্র ছিলেন।

যল্লয়ার্য্য, বেদপদদর্পণপ্রণেতা।

যল্লাজি, পৈতৃমেধিকবিধানরচয়িতা।

যল্লার্য্য, দৈবজ্ঞবিলাসপ্রণেতা।

যব (পুং) যুয়তে অম্ভসা ইতি যু মিশ্রণে অপ্। স্বনামখ্যাত

শূকধান্য (Barley)। সংস্কৃত পর্য্যায়—সিতশূক, সিতশূত, মেধ্য, দিব্য, অক্ষত, কঞ্চুকী, ধান্যরাজ, তীক্ষ্ণশূক, তুরগপ্রিয়, শক্তু, মহেষ্ট, পবিত্রধান্য।

"গোভির্যবং ন চর্কৃষৎ॥" (ঋক্ ১।২৩।১৫) 'যথা যবমুদ্দিশ্য ভূমিং প্রতিবৎসরং পুনঃপুনঃ কৃষতি তদ্বৎ।' (সায়ণ)

যব (Hordeum vulgare) দেখিতে কতকাংশে ধান্য ও গোধূমের মত। কিন্তু আভ্যন্তরিক বীজকোষজ পদার্থে উক্ত শস্যদ্বয় অপেক্ষা অনেকাংশে বিভিন্ন। বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই যবের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। বৈদিক আর্য্যঋষিগণ ধান্য ও গোধূমের ব্যবহার অবগত হইবার পূর্ব্বে যবশস্যের চূর্ণ খাদ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঋক্‌সংহিতা ১।২৩।১৫, ১।৬৬।৩, ১।১১৭।২১ প্রভৃতি মন্ত্রে যবের উল্লেখ পাওয়া যায়। শেষোক্ত মন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, "হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আর্য্য মনুষ্যের জন্য লাঙ্গল দ্বারা (চাষ করাইয়া), যব বপন করাইয়া, ও অন্নের জন্য বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া, এবং বজ্রদ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া, তাহার প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতিপ্রকাশ করিয়াছ।" এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, আর্য্যগণ সেই প্রাচীনতম যুগে উপভোগের নিমিত্ত ভূমিকর্ষণ দ্বারা যবোৎপাদন করিতেন। তদবধি এই যবচূর্ণ (ছাতু) খাদ্যদ্রব্যরূপে চলিয়া আসিতেছে।

বিভিন্ন দেশে যব বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—যব, জাও, জাওয়া, সুজ; বাঙ্গালা—যব, জৌ, জোও; বেহার—যবখার; ভোট—নাশ; লাসা—সুয়া; নেপাল—তোষা; উঃ পঃ প্রদেশ—যউ, ইন্দ্রযব, যুর্ক; পঞ্জাব—থানজাত, নাই, জব, চক, জৌ (ছাই=যবক্ষার বা জবখার); আফগান—যাওতুর্ষ, যাও (H. hexastichum—যাওসিরিন্); দাক্ষিণাত্য—ছাতু বা সাতু; বোম্বাই—যব, সাতু; মহারাষ্ট্র—যব, সাতু, জব; গুর্জ্জর—যৌ, জব, যুম্বা; তামিল—বর্লি-অরিসি, বালি অরিসু; তেলগু—পাচ্ছাযব, যব, ধান্যভেদম্, যবক, যবল, বর্লি-বিয়ম; কণাড়ী—যবেগোড়ী; ব্রহ্ম—মু-যৌ; আরব—সাআয়ির; পারস্য—যাও; তুর্কি—আর্পা।

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এই তৃণধান্য জন্মিয়া থাকে। উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে সমতলক্ষেত্রাদিতে এই শস্য প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। হিমালয় পর্ব্বতের ১১ হইতে ১৫ হাজার ফিট উচ্চস্থানে এমন কি, শীতপ্রধান লাপ্‌লাণ্ডের ৬৮·৩৮° ডিগ্রী উত্তাপবিশিষ্ট স্থানে, কাস্পীয় সাগরতীরে, আরবের সিনাইপর্ব্বতের সানুদেশে, পার্সিপোলিস নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, সিউকোরণ ও বকুর মধ্যবর্ত্তী চির্ভান্ ও অবহাসিয়ার বিজন মরুদেশে, চীন, মিসর, সুইজর্লণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপ ও আমেরিকার স্থানে স্থানে যবের চাস হয়। Bretschneider এর উপাখ্যান পাঠে জানা যায় যে, চীনসম্রাট্ সেন্‌নুঙ্গের রাজত্ব কালে (২৭০০ খৃঃ পূঃ) চীনরাজ্যে যবের চাস হইত। থিওফ্রাষ্টাস্ (Theophrastus) বিভিন্ন প্রকার যবের বিষয় অবগত ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলেও স্থানে স্থানে যবের উল্লেখ দেখা যায়। রাজা সলোমানের রাজ্য-কালে (১১৫ খৃঃ পূঃ) যব প্রধান আহার্য্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। প্রাচীন মিশরীয় কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহের মধ্যেও (থিওফ্রাষ্টাসের বিদিত) H. hexastichum শ্রেণীর যবের নিদর্শন আছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দে মুদ্রাঙ্কিত ইতালীর দক্ষিণস্থ মেটাপণ্টে নগরীর পদকেও ষড়্‌গুচ্ছ যবচিহ্ন ছিল। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, প্রাচীনতমযুগে যে বন্য যবধান্য কর্ষিত হইত, তাহা H. hexastichum বা H. distichum শ্রেণীগত। বর্ত্তমান সময়ে H. vulgare শ্রেণীর যে যব উৎপাদন হইতেছে, তাহা উক্ত শ্রেণীদ্বয় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কোন্ সময়ে এই শ্রেণীর বীজ ভারতে আনীত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই বীজ ভারতের উত্তর হইতে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক ভারতে আনীত হইয়া থাকিবে; তাই আমরা ইন্দ্রকে যবপক্ককারী প্রভৃতি প্রশংসাবাক্যে ঋগ্বেদে পূজার্হ দেখিতে পাই। আর্য্যজাতির আদরের বস্তু বলিয়া আবহমান কাল হিন্দুর প্রত্যেক ক্রিয়াকর্ম্মে ঐ যবের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমান কালে এই যব গোধূমবৎ চূর্ণ করিয়া তাহাতে রুটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভৃষ্ট যবের ছাতু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত। বিলাত হইতে টিনকৌটায় পুরিয়া যে যবচূর্ণ (Powdered Barley) আমদানী হয়, তাহা জলে সিদ্ধ করিয়া রোগীদিগের পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। য়ুরোপের প্রসিদ্ধ রবিন্‌সন্ কোম্পানীর "বার্লিপাউডার" সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিষ। ইংলণ্ডের ভৈষজ্যতত্ত্বে (Pharmacopœia of England) এই যবশস্যের খোসা ছাড়াইয়া তাহার আভ্যন্তরিক শাস হইতে একপ্রকার দানা প্রস্তুত করিবার কথা লিখিত আছে, উহা "পারল বার্লি" (Pearl Barley বা Hordeum decortecatum) নামে খ্যাত। এই পারল-বার্লি প্রস্তুত সম্বন্ধে Church সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন,—

য়ুরোপীয় এবং প্রধানতঃ ইংলণ্ডের যবশস্যগুলিকে বিভিন্ন প্রকারে পরিষ্কৃত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বার্লি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কঠিন যবের গাত্র আবশ্যকীয় পরিমাণানুসারে মার্জ্জন করিতে যাঁতার (Millstone) প্রস্তর দুই খানিকে

এরূপ ভাবে ঠিক করিয়া বসাইতে হয় যে, তাহার খাত্রের এক পুরুছাল ভিন্ন যেন কঠিন শাঁসগুলি চূর্ণ হইয়া না যায়। এইরূপে ঘর্ষণ দ্বারা বিভিন্ন প্রকারে মার্জ্জিত যবশস্য বাজারে বিভিন্ন নামে রোগীর খাদ্যরূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। ১০০ পাউণ্ড যবশস্য যাঁতায় পেষণ করিয়া ১২½ পাউণ্ড পরিমাণ খোলাধূলা (Course Dust) বাদ দিলে "Blocked Barley" প্রস্তুত হয়। পরে পুনরায় ব্লকড বার্লির পাত্রমার্জ্জন করিয়া ১১¾ পাউণ্ড সূক্ষ্মচূর্ণ (Fine Dust) বাহির করিয়া লইলে যে দানা থাকে, তাহা "Pot" বা "Scotch Barley" এবং উহাকে পুনরায় ঘর্ষণ দ্বারা ২৫½ পাউণ্ড পরিমাণ সূক্ষ্মতমচূর্ণ (Pearl Dust) বাদ দিলে ৩৭½ পার্ল্‌বার্লি প্রস্তুত হইয়া থাকে, কেবল মাত্র ১০ পাউণ্ড ধূলা অথবা শুষ্কতাহেতু উপিয়া যায়। ঐ ক্ষতিকে চলিত কথায় 'ঝড়্‌তি পড়্‌তি' কহে।

পার্ল বার্লি প্রস্তুত কালে চূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। উহা সাধারণের পরিত্যক্ত হইলেও, উহাতে যথেষ্ট পুষ্টিকর শক্তি বিদ্যমান আছে। বৈজ্ঞানিক চার্চ্চ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা উহার পার্থিব উপাদান এইরূপ স্থির করিয়াছেন—

	খোলাধূলা	সূক্ষ্মচূর্ণ	সূক্ষ্মতমচূর্ণ
জল	১৪.২	১৩.১	১৩.৩
বীজশস্য	৭.০	১১.৬	১২.১
তৈল	১.৭	৬.	৩.৪
মণ্ড	৪৬.৯	৫০.৫	৬৭.২
আঁশ	২৪.৫	৮ ৫	১.৪
পাঁশ	৫.৭	৪.৩	২.২

বিশেষ গবেষণার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মিঃ চার্চ্চ বলিয়াছেন যে, ঐ বীজশস্য (Albuminoidal constituents) মধ্যে যবক্ষারের (Nitrogen) অংশ অতি অল্প পরিমাণেও বিদ্যমান না থাকায় উহার কার্য্যকারিত্ব অনেকাংশে হীন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং উপরিতালিকার নির্দ্দিষ্ট বীজ-শাঁসের অংশমান একতৃতীয়াংশ কম করিয়া ধরিতে হইবে।

ঐ সকল বার্লি (আমাদের দেশের সাগুদানাসিদ্ধ শীতল পানীয়ের ন্যায়) সিদ্ধ করিয়া একটী মিষ্ট পানীয় (Soup) প্রস্তুত করা হয়। দুর্ব্বল ও অজীর্ণ রোগীর পক্ষে ইহা এক উৎকৃষ্ট খাদ্য। চূর্ণ যবের রুটী অথবা চূর্ণযব সিদ্ধ করিয়া তাহার জুষ পান করা ব্যতীত, অনেকে যব চূর্ণের সহিত ময়দা ও ছোলার ছাতু অথবা বেসন মিশ্রিত করিয়া ঘৃতাদি যোগে উৎকৃষ্ট চপাটী প্রস্তুত করে। পেঁয়াজ,লশুন অথবা লঙ্কার সহিত নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র লোকে ইহা ভক্ষণ করিয়া থাকে।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জানা যায়, ভারতীয় যবশস্য শতকরা ৬৩ অংশ মণ্ড (Starch), ৭ অংশ মুক্তার উপরিস্থ আবরণ (Cellulose) ১১.৫ বীজের শাঁস (Albuminoids), ১২.৫ জল এবং অবশিষ্টাংশ তৈল, অংশ ও ক্ষার। ইংলণ্ড জাত যবের বীজ শাঁসাংশ ভারতীয় বীজাপেক্ষা অনেক কম। শতকরা ৩ অংশ তৈল ও ২.৪ ধাতব ক্ষার (Ash)। তৈলাংশে গ্লিসিরিন্‌, পামিটিক্‌ ও লুরিক এসিড পাওয়া যায়। ক্ষারাংশে ২৯ ভাগ সাইলিক্‌ এসিড, ৩২.৬ ফস্ফরিক্‌ এসিড, ২২.৭ পটাশ ও ৩.৭ চূর্ণ বিদ্যমান আছে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লিণ্টনার পরীক্ষা দ্বারা Cholesterin (বসাবৎ পদার্থ বিশেষ) এবং তাঁহার পর ডাঃ কুনেমান (Kühnemann) উহাতে চিনির (Crystal-lized dextrogyrate sugar) অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

যবসিদ্ধ স্নিগ্ধ পেয়রূপে নিত্য ব্যবহার্য্য। ইহা অল্প সময়ের মধ্যেই পরিপাক হয়। এই জন্য ইহা রোগীর প্রধান পথ্য মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদনার দায় অথবা নিস্তেজ অজীর্ণ রোগে ভৃষ্ট যবের শক্তু গুলিয়া খাইতে দিলে উপকার দর্শে। যবের কাথ বিশেষ স্নিগ্ধকর। পঞ্জাব প্রদেশে যবের পাতা, অথবা ডাটা পোড়াইয়া ক্ষার হইলে, তাহা সরবত সহিত মিশ্রিত করিয়া খায়। ইহার দ্বারা এক প্রকার পৈষ্টী মদ্য (malt) প্রস্তুত করিয়া য়ুরোপ ও আমেরিকাবাসী চিকিৎসকগণ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত ও সপূয় বিস্ফোটক জন্য দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ঐ মদ্য প্রস্তুতের প্রণালী—

২ হইতে ৪ ঔন্স পরিমাণ অঙ্কুরিত ও শুষ্ক যব প্রায় ১ সের (quart) জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে মাদক বৃক্ষ বিশেষের (Hops) ছাল বা শিকড় মিশাইয়া দিলে, ঐ কাথ গাঁজিতে (Wort) আরম্ভ করে; তখন উহা বলকারক গুণযুক্ত হয়।

ধান্যের খড়ের ন্যায় যবের পলগুলি কলে কুঁচির মত কাটিয়া স্থলবিশেষে গো অশ্বদিগকে ছোলা খড় প্রভৃতির সহিত দেওয়া হয়। কখন কখন সতুঁষ যবও খাইতে দেওয়া হয়। অশ্বাদির খাদ্যের জন্য জৌ নামে এক প্রকার নিকৃষ্ট শ্রেণীর যব ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উপরে যে পৈষ্টীমদ্যের (Malt liquor) বিষয় লিখিত হইল, পঞ্জাববাসিগণ এখনও যব হইতে ঐরূপ মদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যব-সুরার উল্লেখ দেখা যায়। হিন্দুগণ এই যব-মদ্যের ব্যবহারে বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। বৈদ্যকশাস্ত্রে এই মদ্যের প্রস্তুত প্রণালী ও প্রয়োগবিধি যথাযথ লিখিত আছে। [মদ্যশব্দ দেখ।]

উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে সকল

ক্রিয়াকলাপেই যবের ব্যবহার আছে। জ্যৈষ্ঠমাসে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের সময় হিন্দুরমণীগণ যব ভক্ষণ করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীপূজার অর্ঘ্যের জন্য যব খুটিবার বিধি আছে। এইরূপ বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যে এবং যাগাদিতে ইহার ব্যবস্থা দেখা যায়। বৈশাখ মাসে শুক্লাচতুর্থীতে পরস্পরের গাত্রে যবচূর্ণ নিক্ষেপ করিবার নিয়ম আছে। ঐ দিন যবচতুর্থী নামে খ্যাত। ইহা ধান্যের ন্যায় লক্ষ্মীদেবীর একটী নিদর্শন। এই জন্য অনেক প্রাচীন মুদ্রাদিতে "যবগুচ্ছ" চিহ্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে।

রাজনির্ঘণ্টমতে, অশূকমুণ্ড যবগুণ—বলপ্রদ, বৃষ্য এবং মনুষ্যাদিগের বীর্য্য ও পুষ্টিপ্রদ। ভাবপ্রকাশ মতে—যব, সিতশূক, নিঃশূক, অতিযব, তোক্ম এবং স্বল্পযব এই কয়েকটী যবের পর্য্যায়। ইহার গুণ—কষায়মধুররস, শীতবীর্য্য, লেখনগুণযুক্ত, মৃদু, ব্রণরোগে তিলের ন্যায় উপকারী, রুক্ষ, মেধাজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটুবিপাক, অনভিষ্যন্দী, স্বরপ্রসাদক, বলকারক, গুরু, অত্যন্তবায়ু ও মলবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, শরীরের স্থিরতাসম্পাদক, পিচ্ছিল, এবং কণ্ঠগতরোগ, চর্ম্মরোগ, কফ, পিত্ত, মেদ, পীনস, শ্বাস, কাস, উরুস্তম্ভ, রক্তদোষ ও পিপাসানাশক। এই যব অপেক্ষা অতিযব হীনগুণযুক্ত, এবং অতিযব হইতে তোক্মও গুণহীন হইয়া থাকে। দুই বৎসরের উপর হইলে যব পুরাতন হয়। এই পুরাতন যব গুণকারক নহে, নূতন যবই উক্ত গুণবিশিষ্ট। পুরাতনযবগুণ—নীরস ও রুক্ষ।

ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হবিষ্য কার্য্যে যব অতি প্রশস্ত। যব দ্বারাই হবিষ্য বিধেয়। যবদ্বারা হবিষ্য করিতে না পারিলে ব্রীহি অর্থাৎ ধান্য দ্বারা হবিষ্য করা যাইতে পারে।

"হবিষ্যেষু যবা মুখ্যাস্তদনু ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ।
মাষকোদ্রবগৌরাদি সর্ব্বালাভেঽপি বর্জ্জয়েৎ ॥"
(কাত্যায়নসংহিতা ৯।১০)

স্মার্ত্তমতে, যে সময় নূতন যব হয়, সেই সময় তাহা দ্বারা পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, ইহা নিত্য শ্রাদ্ধ; মোহপ্রযুক্ত এই শ্রাদ্ধ না করিলে, পাপভাগী হইতে হয়।

"নক্ষত্রগ্রহপীড়াসু দুষ্টস্বপ্নাবলোকনে।
ইচ্ছাশ্রাদ্ধানি কুর্ব্বীত নবশস্যাগমে তথা ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণাৎ বক্ষ্যমাণবহুতরবচনেষু নবান্নশ্রুতেঃ নবান্নাগমত্বেনৈব নিমিত্তং লাঘবাৎ। অমাবস্যাস্তিস্রোঽষ্টকা মাঘী প্রৌষ্ঠপদ্যূর্দ্ধং কৃষ্ণত্রয়োদশী ব্রীহিযবকৌ চ।

"এতাংস্তু শ্রাদ্ধকালান্ বৈ নিত্যানাহ প্রজাপতিঃ।
শ্রাদ্ধমেতেষ্বকুর্ব্বাণো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

সধবা স্ত্রীলোক শ্রাদ্ধ করিবার কালে তিলের পরিবর্ত্তে যব ব্যবহার করিবে, কারণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যতদিন পর্য্যন্ত স্বামী থাকে, ততদিন শ্রাদ্ধকালে তিল ও দর্ভ স্পর্শ করিতে নাই। তাহার পক্ষে তিলের পরিবর্ত্তে যব, এবং কুশার পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা ব্যবহারই কর্ত্তব্য।

২ পরিমাণবিশেষ। চারিধান বা ষট্‌সর্ষপ পরিমাণ। ইংরাজীমতে লম্বা তিন যবে এক ইঞ্চ হয়।

"জালান্তরে গতে ভানৌ যচ্চাণুদৃশ্যতে রজঃ।
তৈশ্চতুর্ভির্ভবেল্লিখ্যা লিখ্যা ষড়্‌ভিশ্চ সর্ষপঃ।
ষট্‌সর্ষপৈর্যবস্ত্বেকো গুঞ্জৈকা তু যবৈস্ত্রিভিঃ ॥" (শব্দচন্দ্রিকা)
কলিঙ্গদেশে ৮ সর্ষপে একযব। ৩ ইন্দ্রযব। (বৈদ্যকনি০)

৪ সামুদ্রিক মতে অঙ্গুলিস্থ যবাকার রেখাবিশেষ। এই যবরেখা শুভসূচক, যাহার অঙ্গুষ্ঠোদর মধ্যে যবচিহ্ন থাকে, তাহার ধন ধান্যাদি শুভ হইয়া থাকে।

"মধ্যমায়াং যদি যবো দৃশ্যতে চ সুশোভনঃ।
তদান্যসঞ্চিতং দ্রব্যং প্রাপ্নোত্যঙ্গুষ্ঠকে যবে ॥
যদ্যাপি চক্রমঙ্গুষ্ঠে যবপূর্ণশ্চ দৃশ্যতে।
তদা পিতামহাদীনামর্জ্জিতং লভতে ধনম্ ॥" (সামুদ্রিক)

যাহার মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ দেশে সুশোভন যবচিহ্ন থাকে, সে অপরের সঞ্চিত দ্রব্য প্রাপ্ত হয় এবং ঐ অঙ্গুষ্ঠস্থিত যব যদি চক্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে পিতামহাদির অর্জ্জিত ধনলাভ হয়। ৫ পূর্ব্বপক্ষ।

"একত্রিংশতাস্ত বত প্রজা অসৃজ্যন্ত যবাশ্চাযবাশ্চাধিপতয়ঃ" (শুক্লযজু০ ১৪।৩১) 'যবাঃ পূর্ব্বপক্ষাঃ, অযবা অপরপক্ষাঃ' (মহীধর)

যবক (পুং) যবপ্রকারঃ যব (স্থূলাদিভ্যঃ প্রকারবচনে কন্। পা ৫।৪।৩) ইতি কন্। যব।

"যবকা হায়নাঃ পাংশুবাপ্যানৈষধকাদয়ঃ।
শালীনং শালয়ঃ কুর্ব্বন্ত্যনুকারং গুণা গুণৈঃ ॥"
(চরক সূত্রস্থা০ ২৭ অ০)

যবক্য (ত্রি) যবকানাং ভবনং ক্ষেত্রমিতি যবক (যবযবকষষ্টিকাদ্ যৎ। পা ৫।২।৩) ইতি যৎ। যবভবনোচিত ক্ষেত্র। (অমর) যবশস্য জন্মিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

যবকণ্টক (পুং) পর্পটক, চলিত ক্ষেত-পাপড়া। (বৈদ্যকনি০)

যবক্ষ‍শ (পুং) ইন্দ্রযব। (বৈদ্যকনি০)

যবকাঞ্জিক (ক্লী) যবসংহিত কাঞ্জিক, চলিত যবের কাঁজি।
[যবাম্ল দেখ।]

যবক্রিন্ (পুং) যবক্রীতের নামান্তর। [যবক্রীত দেখ।]

যবক্রী (ত্রি) ১ যবক্রয়কারী। ২ যবক্রীত মুনি।

যবক্রীত (পুং) ১ যববিনিময়ে ক্রীত। ২ মুনিবিশেষ। ইনি ভরদ্বাজের পুত্র।

যবক্ষা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

যবক্ষার (পুং) যবজাতঃ ক্ষারঃ শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। ক্ষারবিশেষ, হিন্দী যবক্ষার, সাজী, সোরা। তৈলঙ্গ যবক্ষারম্। সংস্কৃত পর্য্যায়—যবাগ্রজ, পাক্য, যবলাস, যবশূক, সারক, রেচক, যবনালজ, যাবশূক, ক্ষার, তর্ক্য, তীক্ষরস, যবনালজ, যবজ, যবশূকজ, যবাহ্ব, যবাপত্য। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফ, বাত ও উদরপীড়ানাশক। আমশূল, অশ্মরুক্ ও বিষদোষনাশক। (রাজব॰) ভাবপ্রকাশ মতে গুণ—লঘু, স্নিগ্ধ, অগ্নিদীপক, শূল, বাত, আম, শ্লেষ্ম, শ্বাস, গলরোগ, পাণ্ডু, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ ও হৃদ্‌রোগ এই সকল রোগনাশক।

যবক্ষারজন, বাষ্পবিশেষ (Nitrogen)। [বাষ্প দেখ।]

যবক্ষারাম্ল, সোরাদ্বারা প্রস্তুত অম্লৌষধবিশেষ (Nitric acid)।

যবক্ষেত্র (ক্লী) যবোৎপাদনের উপযোগী বা তদর্থে নির্দ্দিষ্ট মাঠ।

যবক্ষোদ (পুং) যবানাং ক্ষোদঃ। যবচূর্ণ, পর্য্যায় চিক্কস।

যবগণ্ড (পুং) যূনো গণ্ডঃ স্ফোটকঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ যবাদেশঃ। যুবগণ্ড, মুখব্রণ। চলিত বয়স্ফোড়া। (শব্দরত্না॰)

যবগোধূমসম্ভব (স্ত্রী) যবমিশ্র কাঞ্জিক। (বৈদ্যকনি॰) ২ যব ও গমমিশ্রণে প্রস্তুত।

যবগ্রীব (ত্রি) যবের ন্যায় গ্রীবাযুক্ত (কুক্কুট)। (বৃহৎস॰৬৩।২)

যবচতুর্থী (স্ত্রী) বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্থী, ঐ দিন পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুরা পরস্পরে যবচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

"বৈশাখশুক্লচতুর্থ্যাং নায়কানাং পরস্পরং সুগন্ধিযবচূর্ণপ্রক্ষেপ ইতি পাশ্চাত্যেষু প্রসিদ্ধম্।" (বাৎস্যায়নীয় কামসূত্র)

যবজ (পুং) ১ যবক্ষার। ২ যবানী। ৩ গোধূম ক্ষুপ।

যবজোদ্ভব (ক্লী) যবজাদুদ্ভবোঽস্য। যবক্ষার। (রাজনি॰)

যবতিক্তা (স্ত্রী) লতাভেদ। চলিত শঙ্খিনী বা যবেচী। সংস্কৃতপর্য্যায়—মহাতিক্তা, দৃঢ়পাদবিসর্পিণী, নাকুলী, নেত্রমীনা, শঙ্খিনী, পত্রতণ্ডুলী, তণ্ডুলী, অক্ষপীড়া, সূক্ষ্মপুষ্পী, যশস্বিনী, মাহেশ্বরী, তিক্তফলা, যাবী, তিক্তা। ইহার গুণ—তিক্তাম্ল, দীপন, রুচিকারক, কৃমি, কুষ্ঠ, বিবর্ণ ও অস্রদোষনাশক। ২ তণ্ডুলীয় শাক। ৩ শশাণ্ডুলী। ৪ মঞ্জিষ্ঠ। (রাজনি॰)

যবতৈল (ক্লী) যবনির্ম্মিতং তৈলং। যবচূর্ণাদিযুক্ত পক্কতৈলবিশেষ। ইহার গুণ—জ্বর, দাহ, বেগ ও অঙ্গের হর্ষ এই তৈলমর্দ্দনে নিবারিত হয়।

"যবচূর্ণার্দ্ধকুড়বং মঞ্জিষ্ঠার্দ্ধপলেন তু।।
তৈলপ্রস্থঃ শতগুণে কাঞ্জিকে সাধিতো জয়েৎ।
জ্বরং দাহং মহাবেগমঙ্গানাঞ্চ প্রহর্ষণম্।।" (সুখবোধবৈ॰)

যবদ্বীপ (পুং) যবনাম্না দ্বীপঃ মধ্যপদলোপিকর্ম্মধারয়ঃ। উপদ্বীপবিশেষ।

"যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্।
সুবর্ণরূপকদ্বীপং সুবর্ণকরমণ্ডিতম্।।" (রামায়ণ ৪।৪০সর্গ)

ইংরাজীতে Java নামে প্রচলিত। ইহা ভারতমহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একতম ও বিশেষ প্রসিদ্ধ। হলণ্ডের ওলন্দাজগণের ইহা প্রধান বৈদেশিক সাম্রাজ্য। যবদ্বীপ আকারে বৃহৎ না হইলেও অতীতকালের প্রাচীন কীর্ত্তির গৌরবস্তম্ভ সকল বক্ষে ধারণ করিয়া ঐতিহাসিককে চমৎকৃত করিতেছে। এখানে হিন্দুরাজ্যের গৌরবসমাধি ও বৌদ্ধাবির্ভাবের পদচিহ্ন আজিও উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। ভারত-মহাসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপগুলির অধিবাসী-সংখ্যা অপেক্ষা এখানকার লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখানকার শস্যসমৃদ্ধি হলণ্ডকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়াছে।

যবদ্বীপ ১০৫°১০´ হইতে ১১৪°-৩৪´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমা এবং ৫°-৫২´ হইতে ৮°-৪৬´ দক্ষিণঅক্ষাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দ্বীপ পূর্ব্বপশ্চিমে ৬২২ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তরদক্ষিণে ১২১ মাইল বিস্তৃত। ইহার ১½ মাইল পূর্ব্বাংশে অবস্থিত বালিদ্বীপকে পাশ্চাত্যভৌগোলিকগণ যবের অংশবিশেষ বলিয়া বিবেচনা করেন। এই জন্য বালির নাম ক্ষুদ্রযব (Little Java)। [বালিদ্বীপ দেখ]

ইহা হলণ্ড অপেক্ষা চতুর্গুণ বড়। ভূপরিমাণ ৫০৩৯০ বর্গ মাইল। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে লোকগণনায় অধিবাসিসংখ্যা ২৬১২৫১১০; তন্মধ্যে পূর্ব্বতন অধিবাসী ২৫৭৯১৯৫৩, য়ুরোপীয় ৫১৭৩৭, চীন ২৬১১০৭, আরবদেশীয় ১৭০৭৫ এবং অন্যান্য বৈদেশিক জাতি ৩২৩৮।

বর্ত্তমান কালে ভার্বিক প্রভৃতি ওলন্দাজ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ভূতত্ত্ব-পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়ার সহিত এই দ্বীপের সর্ব্বাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা লক্ষ্য করিলে অনুমান হয় যে, অতিপ্রাচীন কালে যব ও বালিদ্বীপ এসিয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল। এখানে টার্টিয়ারী (Tertiary) যুগের শৈলখণ্ড প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে আগ্নেয়গিরির আধিক্য দেখিয়া ভূতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, এখানকার ভূ-পঞ্জরের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং এখানে অনেক খণ্ডপ্রলয় সংঘটিত হইয়াছে। আজিও প্রায় ২০ টী সজীব আগ্নেয়গিরি সময় সময় অগ্ন্যুদ্গিরণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ভূকম্পের ভীষণ উপদ্রবে দ্বীপপুঞ্জ সকল অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দেই ১৭ বার প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের

ভূকম্পে এবং সাঁলাংগাং পর্ব্বতের অগ্নিস্রাবে ১১৪ খানি গ্রাম কর্দ্দম ও ভস্মাচ্ছাদিত এবং প্রায় ২০০০০ মনুষ্য কাল-গ্রাসে নিপতিত হইয়াছিল। ১৮৬৭ খৃঃ অঃ ভূকম্পে ১০০০ লোক নিহত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬ ও ২৭ শে আগষ্ট তারিখে যবদ্বীপে যে ভীষণ অগ্ন্যুদ্গম হইয়াছিল, তাহাতে ক্রাকাটোয়া নামক ৩০০০ ফিট উচ্চ একটী দ্বীপ পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। ভীমবেগে অগ্নিগিরি হইতে ক্রমাগত ধাতুনিঃস্রব এবং ভস্মাদি অন্তরীক্ষে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দুই দিন চতুর্দ্দিক ঘনান্ধকারে পরিণত করিয়াছিল। দুই রাত্রি ব্যাপিয়া গ্রহনক্ষত্রাদি কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ২০০০ মাইল দূরবর্ত্তী দেশে অগ্নিশৈলের ভীমগর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। প্রবল ভূকম্পে সমুদ্রসলিল ১০০ ফিট উচ্চ হইয়া প্রলয়কালীন জলধরের ন্যায় যবদ্বীপ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। সেই বিভীষিকাপ্রদ খণ্ডপ্রলয়ে অকস্মাৎ যব ও সুমাত্রা দ্বীপের আলোকগৃহ অন্তর্হিত হইয়া যায়। ৫০০ মাইল দূরবর্ত্তীস্থানে ৮।১০ হাত ভস্মস্তূপ সঞ্চিত হয়। যেখানে বৃক্ষলতা জীবজন্তুসমাকীর্ণ জনতাপূর্ণ সমৃদ্ধ নগর ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে নিদ্রিত ছিল, সেখানে দেখিতে দেখিতে মহাসমুদ্রের ফেনিল উত্তাল তরঙ্গমালা অট্টহাস্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই খণ্ডপ্রলয়ে ২০০০০ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। উক্ত ঘটনায় যবদ্বীপের হিন্দুমন্দির "বরোবদর" বা "বলভদ্র" মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া যায় এবং চণ্ডীশিবমন্দির ভূকম্পের ভীষণবেগে ভূমিতল চুম্বন করে। এখনও যবদ্বীপে ৪৫টী আগ্নেয়পর্ব্বত বিদ্যমান। সকলগুলির শৃঙ্গ মোচাগ্র। বিষুবিয়স ব্যতীত এরূপ ভীষণ আগ্নেয়গিরি আর কুত্রাপি নাই। এই সকল অগ্নিশৈলের পাদদেশ "বিষক্ষেত্র" বেষ্টিত। এই বিষক্ষেত্রে কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস ঘনীভূত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। তথায় জীবমাত্রেই উপস্থিত হইলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। অনেক অগ্নিপর্ব্বতের গাত্র গন্ধকদ্রাবকের বাষ্পে সমাচ্ছন্ন। কোন স্থানের উষ্ণপ্রস্রবণ হইতেও কেবল গন্ধক উত্থিত হইতেছে। যবদ্বীপবাসী অগ্ন্যুৎপাত ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত ও চকিত।

এই সকল কারণে বোধ হয় যে, এখানকার ভূগর্ভস্থ অগ্নি-শক্তি এখনও ক্রিয়াশীল অবস্থায় আছে। যবদ্বীপ-পর্ব্বত-মালার অধিকাংশই অগ্নিগিরি-নিক্ষিপ্ত ভূগর্ভস্থ পদার্থে উৎপন্ন। ভূতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, যৎকালে যবদ্বীপ মনুষ্যবাসের যোগ্য হয়, তৎকালে ইহা সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি ৮টী দ্বীপে বিভক্ত ছিল। রামায়ণেও যবদ্বীপের বর্ণনায় সপ্তরাজ্যোপশোভিত এই-রূপ বিশেষণ দেখা যায়। যবদ্বীপের আগ্নেয়পর্ব্বতসমূহের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বপ্রধান সুমেরুপর্ব্বত। এতদ্ভিন্ন রাবণ, অর্জ্জুন, লব, শম্ভু ইত্যাদি নামধেয় অগ্নিশৈল বিদ্যমান আছে। অগ্নিগিরিনিঃসৃত শৈলখণ্ডের সহিত ভারতের দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বতমালার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সাধারণতঃ পর্ব্বত সকলের উচ্চতা ২০০০ হইতে ১২৬০০ ফুট।

যবদ্বীপ সাধারণতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই প্রাকৃতিক ভাগে বিভক্ত। পশ্চিমাংশে নদীগুলি প্রধানতঃ উত্তরবাহিনী, তন্মধ্যে জি-তারাং এবং জি-মানুক সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং বিস্তৃত। নদীর নামের পূর্ব্বে অনেক স্থলে কালী শব্দ ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্ব-যবের নদীগুলি বাণিজ্যের বিশেষ উপযোগী। দক্ষিণ-যবের নদীগুলি কৃষিকার্য্যের বিশেষ সহায়তা করে। যবের উত্তর উপকূলে বাণিজ্যপ্রধান বন্দরাদি অবস্থিত। এখানকার উপত্যকা ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বর এবং নানাপ্রকার শস্যসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। এখানে নানা প্রকার মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, তাহাতে বিবিধ প্রকার পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন মৃত্তিকায় পোর্সিলেন প্রস্তুত হয়। অম্পে নামে একপ্রকার সুস্বাদু মৃত্তিকা স্থানীয় অধিবাসিগণের খাদ্য। কোন স্থানের মৃত্তিকা গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ। এতদ্ভিন্ন মার্বেল, চূণাপাথর, খড়ি, গন্ধক প্রভৃতি নানা প্রকার শৈলখণ্ড পাওয়া যায়।

সমতল-প্রদেশের ভূমি পলিময়, 'দোআঁশ' ও জল-প্লাবনবিঘটিত (Alluvium & diluvium)। কোন কোন স্থান প্রবাল-কীটের ধ্বংসাবশেষে পূর্ণ। নদীতীরবর্ত্তী ভূভাগে এবং নিম্ন জলাভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। এই জন্য যবদ্বীপকে ভারতসাগরীয় দ্বীপগুলির শস্যভাণ্ডার বলে।

বিষুবরেখার সন্নিহিত বলিয়া এবং চতুর্দ্দিকে সমুদ্র বেষ্টিত থাকায় এখানকার জলবায়ু উষ্ণ এবং মধুর। এই দ্বীপ বাণিজ্যবায়ুর প্রবাহপথে অবস্থিত। বাতাবীয়ার বেধালয়ে আবহবিদ্যাবিষয়ক (Meteorological) পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, বৎসরে গড়ে ৭৮-৮০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। এখানে বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত দক্ষিণপূর্ব্ব বায়ু এবং কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত উত্তরপশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হয়। পশ্চিম এবং মধ্য-যবের জলবায়ু পূর্ব্ব-যব হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কারণ পূর্ব্ব-যবে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয় না। স্থানের উচ্চতা এবং সমুদ্রের সান্নিধ্য বশতঃ উত্তাপের তারতম্য হইয়া থাকে। বাতাবীয়াতে প্রায় বারমাসই বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। বায়ুর উত্তাপ কোন কোন সময়ে ৯৬° (ফা°) উঠিয়া থাকে। গ্রীষ্ম এবং বর্ষা এই দুইটী যবের প্রধান ঋতু। কখন কখন এখানে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে বজ্রাঘাত ও বিদ্যুদ্বহ্নকারে তুমুল

ঝটিকা উপস্থিত হইয়া অধিবাসিগণকে বিশেষ বিপদগ্রস্ত ও উৎপীড়িত করিয়া থাকে।

ভূ-তাত্ত্বিক পরীক্ষায় নির্ণীত হইয়াছে যে, যবদ্বীপে খনিজ-ধাতুর একান্ত অভাব। স্বর্ণ অতি অল্প পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। সীসক, দস্তা এবং তাম্র দুই এক স্থল ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় না। কয়লা অনেক স্থলে আছে, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে উত্তোলিত হয় না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যবদ্বীপে ১১০৬ মাইল রেলপথ বিস্তৃত হইয়া কয়লা উত্তোলনকার্য্য চালতেছে। আইওডিন, গন্ধক এবং লবণ কোন কোন স্থলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

যবদ্বীপ উদ্ভিজ্জসমৃদ্ধিতে পৃথিবীর সকল দেশকেই পরাজিত করিতে পারে। ভূমির উর্ব্বরতাই ইহার অন্যতম কারণ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম এবং জনাকীর্ণ প্রকাণ্ড নগরগুলিও তরুরাজি দ্বারা সমাচ্ছন্ন। উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ যবদ্বীপের উদ্ভিজ্জশ্রেণীকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সমুদ্রতীর হইতে ২০০০ ফুট উচ্চ ভূভাগের বৃক্ষলতা একশ্রেণীর অন্তর্গত। এই বিভাগকে উষ্ণপ্রধান বিভাগ কহে। ২০০০ হইতে ৪০০০ ফুট পর্য্যন্ত নাতিউষ্ণ বিভাগ এবং এই স্থান হইতে ৭৫০০ ফুট পর্য্যন্ত শীত বিভাগ, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থান-সমূহ শীতপ্রধান উদ্ভিজ্জবিভাগ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু প্রথম বিভাগেই প্রায় যবের ৪/৫ অংশ ব্যাপিয়া আছে। তীর-ভাগে অশ্বত্থ, বট ও নীপবৃক্ষের প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হয়। নিম্ন-ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ধান্য, ইক্ষু, দারুচিনি, তাল ও কার্পাস জন্মে। এতদ্ব্যতীত সমুদ্রোপকূলে নারিকেল এবং তালবৃক্ষেরই বিশেষ আধিক্য দেখা যায়। বাপী এবং তড়াগাদি কুমুদ, কহ্লার ও কমলরাজিতে অলঙ্কৃত। সুদীর্ঘ বিল সকল 'আলাঙ্গালাং' নামক দীর্ঘ তৃণে সমাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে ভূরি পরিমাণে বাঁশবনও আছে। মালভূমি সকলে কাফি এবং চা প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং ভুট্টা ও জনার উৎপন্ন হয়। এই ভূভাগের অরণ্যসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনস্পতিতে পূর্ণ এবং দীর্ঘগুল্মে সমাচ্ছন্ন। তৃতীয়স্তরে নানা-বিধ ভারতীয় শস্য, কপি, গোলআলু এবং তামাক উৎপন্ন হয়। চতুর্থ স্তরে যে সকল উদ্ভিজ্জ দেখা যায়, তাহা য়ুরোপের শীত-প্রধান স্থানের অনুরূপ।

পর্য্যটকগণ একবাক্যে বলেন যে, যবদ্বীপের ১/৫ অংশ ভূমি এখনও দুর্ভেদ্য অরণ্যাকীর্ণ। দক্ষিণাংশে বণ্টমের নিকট-বর্ত্তী স্থানে এখনও অনাবিষ্কৃত মহারণ্য বিরাজ করিতেছে। ঐ বনে ১২০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। বাসুকি এবং অর্জ্জুন পর্ব্বতে অনেক প্রকাণ্ড মহীরুহ বিদ্যমান আছে। রসমালা নামক বৃক্ষের ৬০ হাত উচ্চে শাখা প্রশাখা বহির্গত হয়। নানাস্থানে রক্তবর্ণের সুন্দরীকাষ্ঠ পাওয়া যায়। তগল, সমরং, জাপারা প্রভৃতি স্থানে ২৩০০ বর্গমাইল স্থান সেগুণ বৃক্ষে আচ্ছন্ন। কেবল এই সেগুণ কাষ্ঠ বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য কাষ্ঠের আজিও রীতি-মত বাণিজ্য হয় নাই।

উৎপন্ন এবং কৃষির মধ্যে এখানে ধান্যই লক্ষ্মীর অনন্ত-ভাণ্ডারস্বরূপ। লক্ষ্মীদেবী বা শ্রীদেবী (ধান্যাধিষ্ঠাত্রী) সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। ধান্যাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা সর্ব্বত্রই প্রচলিত। যবদ্বীপে চারিশত বৎসরের অধিককাল মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। অধিবাসিগণ শিব, বিষ্ণু ও বুদ্ধের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কোরাণের কল্‌মা পড়িয়াছে; কিন্তু তথাপি তাহারা ধনধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর পূজা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। আজিও লক্ষ্মী-পূজার পুরোহিতগণ মহম্মদের অপেক্ষা উচ্চপদবী অধিকার করিয়া আছেন। শরৎকালে (বোধ হয় কোজাগরী লক্ষ্মী-পূজার সময়ে?) যবদ্বীপের অধিবাসিগণ মহাসমারোহে ধনধান্যদায়িনী কমলবাসিনী লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। পূজার সময়ে উপাসকগণ যুগপৎ বিস্‌মিল্লা-মন্ত্র এবং লক্ষ্মীর স্তব উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কৃষকগণ হলচালনা এবং শস্যকর্ত্তনবিষয়ে শুভদিন দেখিয়া কার্য্য আরম্ভ করে। সাধারণতঃ শুক্রবারেই প্রথম হলচালনা আরব্ধ হয়। ক্ষেত্রের মধ্যভাগে যাইতে হইলে প্রথমে দক্ষিণ হইতে উত্তরদিকে চাষ দিতে হয়; ঐ সময়ে রীতিমত নৈবেদ্যাদি লইয়া তাহারা ক্ষেত্রে পূজাদিও দিয়া থাকে। যবদ্বীপে শতকরা ৪০ বিঘা ভূমিতে শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃষিকার্য্য সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত। গবর্ণমেণ্ট-সংক্রান্তকৃষি, ব্যবসায়ীদিগের বা ভূস্বামি-গণের অনুষ্ঠিত কৃষি এবং প্রজাসাধারণের অনুষ্ঠিত কৃষি। সাধারণের নিকট যেমন ধান্যের চাস আদরণীয়, গবর্ণমেণ্টের নিকট কাফির চাষ তদ্রূপ যত্নের সহিত অনুষ্ঠেয়।

ধান্য ভিন্ন অন্যান্য শস্যের মধ্যে ভুট্টা, মাট্‌বাদাম, চুবড়ীআলু প্রভৃতি দ্রব্যই প্রধান। বিবিধ ফল বৃক্ষের চাষের মধ্যে কদলীই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তজ্জন্য এখানে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট কদলী ও নারিকেল বৃক্ষ রোপিত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বত্রই উহা প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়।

পূর্ব্বে যবদ্বীপে কাফি ছিল না। ১৬৯৬ খৃঃ মলবর উপকূল হইতে এই স্থানে সর্ব্ব-প্রথম কাফি আনীত হয়, কিন্তু ভূমিকম্প ও বন্যায় তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; পরে ১৬৯৯খৃঃ হেণ্ড্রিক জার্জিকুল নামক এক ব্যক্তি এখানে কাফির

চাষ বদ্ধমূল করেন। তদবধি উহা এই স্থানের প্রধান লাভজনক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মণ কাফি বিদেশে রপ্তানি হইতেছে এবং শস্যসংগ্রহের জন্য প্রায় ৪০০ কুঠি নির্ম্মিত হইয়াছে। কাফির নিম্নেই ইক্ষুর চাষ প্রসিদ্ধ। তৎপরে চায় চাষ। ডুবাস্ (Du bus) নামক এক ব্যক্তি সর্ব্ব প্রথমে এখানে চা উৎপাদন করিতে আরম্ভ করেন। এখানে সিঙ্কোনার চাসও যথেষ্ট প্রচলিত। সর্ব্বত্রই প্রায় তামাকের চাষ হয়। কিন্তু খদির (কেদিরি) এবং বাসুকি নামক স্থান তামাকের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। যবদ্বীপের কৃষককুল শস্যশ্যামলা ভূমির অধিস্বামী হইয়াও সম্পদের ভাগী হয় না ; কারণ য়ুরোপীয় প্রভুগণ সমস্তই স্বদেশে চালান দিয়া থাকেন। সুতরাং কৃষকগণ প্রতিদিন ভারতীয় কৃষককুলের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতেছে। নীলের চাষও পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত ছিল ; কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের অনুগ্রহে উৎপীড়িত কৃষককুল ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই নীলকরগণের করালকবল হইতে অব্যাহতি পাইতেছে।

যবদ্বীপ ফল-মূলের জন্যও বিখ্যাত। নানাপ্রকার পুষ্টিকর মূল এখানে পাওয়া যায়। শশা ও কাঁকুড় প্রচুর পরিমাণে জন্মে। সর্ব্বোপরি এখানকার মসলা জগদ্বিখ্যাত। লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল, এলাচ্, দারুচিনি, মরিচ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে ও রপ্তানি হয়। তৈলবীজ এবং চাউলও এখানে উৎপন্ন হয়। গোধূম ও যব অল্প পরিমাণে জন্মে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, যবের চাষ হইতে সম্ভবতঃ এই দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে। ভারতসাগরীয় দ্বীপগুলির মধ্যে যবই শস্যসমৃদ্ধিতে এবং সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠাসন অধিকার করিয়া আছে। পূর্ব্বোক্ত শস্যাদি ব্যতীত সাগুদানা, জয়িত্রী, সুপারি, খদির, আদা, হরিদ্রা, ধূনা, চন্দন কাষ্ঠ, আবলুস কাষ্ঠ, চর্ম্ম, শৃঙ্গ, মোম, পক্ষীর পালক, Birds of Paradise বা হোমা পক্ষী, মৎস্য এবং মাংসাদি প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়।

এখানে ভারতবর্ষের বৃক্ষ লতার সদৃশ অনেক প্রকার উদ্ভিজ্জ এবং ফুল ফল দেখা যায়। তুলসী গাছ অত্যন্ত যত্নের সহিত পরিবর্দ্ধিত হয়। অধিবাসিগণ তুলসী পিড়ি গাঁথিয়া দেয় এবং সন্ধ্যাকালে তাহাতে দীপ দান করে। পূর্ব্বে বিষ্ণুপূজায় তুলসী ব্যবহৃত হইত। যবের পুষ্পোদ্যানে চম্পক এবং মালতীর প্রাচুর্য্য দেখা যায়। যব-ভাষার পুষ্প সৌন্দর্য্যের প্রতিমা বলিয়া কীর্ত্তিত। মুসলমান প্রাদুর্ভাবে দেবতারা অন্তর্হিত হইয়াছেন—কিন্তু পূজার ফুল এখনও সমুদ্রশীকরবাহী সমীরণে গন্ধ বিতরণ করিতে ছাড়ে নাই। যে সমস্ত ফুল ফল পুরাকালে ব্রাহ্মণ ঔপনিবেশিকগণ ভারতবর্ষ হইতে যবে লইয়া গিয়াছিলেন—কেবল সেইগুলিই এখনও সংস্কৃত নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। দাড়িম যবদ্বীপবাসিগণের উপাদেয় ফল এবং উক্ত নামেই পরিচিত। তেঁতুল গাছও সর্ব্বত্র জন্মে। এদেশীয় লোকে আনারসকে "মন্দল" নামে অভিহিত করে এবং উহাকে বাঙ্গালার কমলা লেবু বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা বাঙ্গালার ফল নহে। যবদ্বীপে আম্রের সংখ্যা অতি অল্প। কেবল সুলতানের উদ্যানে ভাল আম পাওয়া যায়। অন্যান্য স্থানে কেবল বন্য আম দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশের কাঁঠালের ন্যায় দুই প্রকার কাঁঠাল এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। যববাসীরা ইহাকে 'চাম্পাদক' কহে। এখানে বারমাসই কাঁঠাল পাওয়া যায় এবং দাম অতি কম। ইহা ভারতবর্ষ হইতে যবে নীত হইয়াছিল। কিন্তু যবে ইহার আকার অত্যন্ত বৃহৎ। নানাপ্রকার লেবু এখানে পাওয়া যায়। এদেশের ভাষায় লেবুর নাম 'জায়ক'। বাতাবীয়ার লেবু পৃথিবী বিখ্যাত, তাহা কমলা লেবু অপেক্ষা সুস্বাদু এবং বৃহদাকার। ওলন্দাজগণ বাতাবি (Batavia) নিম্বু বলে এবং য়ুরোপীয়গণ পরম আনন্দের সহিত এই ফল ভক্ষণ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের 'বাতাবি-লেবু' বাতাবীয়া হইতে আনীত, তদ্বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতেছে না।

জম্বু বা জাম অনেক প্রকার পাওয়া যায়। এদেশে জম্বু নামেই পরিচিত। দুই প্রকার জাম—গোলাপ জাম ও কালজাম—এ ফলও ভারত হইতে আনীত। পেয়ারাও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, পেয়ারা স্পেনবাসিগণ কর্তৃক 'পেরু' হইতে আনীত। আতা জাতীয় নোনা ফল এখানে খুব ভাল পাওয়া যায়—দেশীয় ভাষায় ইহার নাম 'আমেনি পেঁপে'। বড় আকারে জন্মে—এই ফলও স্পেনবাসিগণ কর্তৃক আনীত। দেশীয় ভাষায় ঐ নামেই পরিচিত। শশা কাঁকুড়ও ভারত হইতে এখানে আনীত হইয়াছিল। লাউ এখানে "ফিরিঙ্গি" লাউ নামে কথিত।

আরববাসিগণ দ্রাক্ষা এবং আঙ্গুর এখানে আনয়ন করিয়াছিল। তাহাদিগের দ্বারা আপেল, পীচ্ প্রভৃতি ফলও এখানে আনীত হইয়াছিল। ওলন্দাজগণ এখানে গোলআলুর চাষ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যবের অসংখ্য ফলবৃক্ষ বিবিধ উপায়ে ফলপ্রদান করিয়া থাকে। ফুলফল এবং শস্যসমৃদ্ধিতে যবদ্বীপ লক্ষ্মীর অনন্ত ভাণ্ডারস্বরূপ। এখান হইতে রপ্তানি দ্রব্যের নিম্নলিখিত তালিকায় প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যবের অতুল সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রতিবৎসরেই যবের বাণিজ্যসমৃদ্ধি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু

অধিবাসিদিগের সৌভাগ্য তেমন হইতেছে না। প্রতিবৎসর ৬৬০০০০ পাউণ্ড সিঙ্কোনার-চাষ হয়। কেবল ১৮৯৮ খৃঃ, ৮৫১১০০০ পাউণ্ড সিঙ্কোনা আমষ্টার্ডাম নগরে রপ্তানি হয়। কাফির চাষ এত বাড়িতেছে যে তাহা বর্ণনাতীত। ১৮৯৮ খৃঃ ২৯৮২৭ টন রপ্তানি হয়, কিন্তু ১৮৯৯ খৃঃ এক বৎসরেই ৪৪৯০০ টন কাফি রপ্তানি হইয়াছিল। ১৮৯৯ খৃঃ চা ১২৮৪১৭০২ পাউণ্ড, তামাক ৫৩৪১৭৬৭২ পাউণ্ড, নীল ২৫৫৫৫৫৩, নারিকেল ২১১৬৯৭৬, জায়ফল ২৪১০০০, ও জয়িত্রী ৮১৬০০ পাউণ্ড। চাউল ৪৩২৬৫ টন। লঙ্কা মরিচ ১৮৮৪০২৭২ পাউণ্ড, ৪৯৯৭০৩ থানি চর্ম্ম, ৪৩০২৭৪ গ্যালন আরক (Arrack) এবং ১৬৮০৭ টন টিন, রপ্তানি হইয়াছিল। যবদ্বীপের বন্দরে উক্ত বৎসরে ২১৪৭ খানি বাণিজ্য জাহাজ দ্রব্যাদি রপ্তানি করে, প্রত্যেক জাহাজে ২৮৪০১৬০ টন মাল ধরে। ইহা দ্বারাই যবের বাণিজ্যসমৃদ্ধি উপলব্ধি হইবে।

যবদ্বীপের প্রাণিবিভাগ অনেক বিষয়ে সান্নিহিত দ্বীপপুঞ্জ হইতে বিভিন্ন। বোর্ণিও এবং সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপের সহিত যবদ্বীপের প্রাণী সকলের সাদৃশ্য অতি অল্প। হিমালয়-প্রদেশের জন্তুর সহিত অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এক যবদ্বীপেই ৯০ প্রকার স্তন্যপায়ী জীব দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ৫৬ প্রকার এই দ্বীপ ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন অংশে দৃষ্ট হয় না। ২৭০ প্রকার পক্ষীর মধ্যে ৪০ প্রকার কেবল এই দ্বীপেই পাওয়া যায়। হস্তী, টাপীর এবং ভল্লুক প্রভৃতি ১৩ প্রকার স্তন্যপায়ী জীব অন্যান্য দ্বীপে আছে—কিন্তু যবদ্বীপে নাই।

এই দ্বীপে স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে গণ্ডারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত গণ্ডারই একশৃঙ্গ, অথচ সুমাত্রাদি দ্বীপে দ্বিশৃঙ্গ গণ্ডার দৃষ্ট হয়। এখানে দুই-জাতীয় বন্যশূকর আছে। তাহাদিগের সংখ্যা এবং দৌরাত্ম্য এত অধিক যে অধিবাসীরা বিশেষ উৎপীড়িত হইয়া থাকে। জাপারা নামক স্থানে ২ মাসে ৫০০০ হাজার শূকর নিহত হইয়াছিল। কএক জাতীয় হরিণ এখানে বিচরণ করে। এখানকার ব্যাঘ্র ঠিক সুন্দরবনের 'রয়েলটাইগার' নামক ব্যাঘ্রের অনুরূপ। শিকারীগণ অনেক সময়ে ব্যাঘ্রশিকার করিয়া থাকে। কোন কোন সময়ে মহিষ ও ব্যাঘ্রে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চিতাবাঘ অনেক স্থলে আছে। একপ্রকার বনবিড়াল গাছে গাছে বেড়াইয়া পক্ষিকুলের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে। একজাতীয় ক্ষুদ্রকায় কুকুর দল বাঁধিয়া নানা বন্যজন্তু শিকার করে। গৃহপালিত গবাদি পশুর মধ্যে মহিষই সর্ব্বপ্রধান। হিন্দু ঔপনিবেশিক কর্তৃক এই জন্তু যবদ্বীপে সর্ব্বপ্রথমে আনীত হইয়াছিল। তৎপরে ইহা বহুসংখ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ভারতে গাভীর ন্যায় যবদ্বীপে মহিষ পূজা পাইয়া থাকে। মহিষ সম্বন্ধে এখানকার অধিবাসিগণের অদ্ভুত কুসংস্কার দৃষ্ট হয়। মৃত মহিষের মস্তক ঝুড়িতে করিয়া কাহারও মাথায় তুলিয়া দিলে—সে ব্যক্তি অন্য কাহারও মস্তকে যতক্ষণ তাহা না দিতে পারে—ততক্ষণ তাহাকে দৌড়াইতে হয়। এইরূপে মহিষের মস্তক লোকের মস্তকে মস্তকে সহস্র ক্রোশ বাহিত হয়।

১৮১৪ খৃঃ একবার এই প্রথা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মুখ-বদ্ধ পেটকের মধ্যস্থ মহিষের মুণ্ড ক্রমান্বয়ে লোকের মাথায় মাথায় শত শত মাইল চালিত হইল। অবশেষে সমরঙ্গ নগরে ঐ মুণ্ড আসিয়া পৌঁছিল। মুণ্ডবাহককে দৌড়াইতে দেখিয়া সকলেই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। অবশেষে ঐ স্থানের ওলন্দাজ-শাসনকর্ত্তা বাহকের মস্তক হইতে উক্ত মুণ্ড নামাইলেন এবং তাহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু না হওয়ায় অনেকের কুসংস্কার তিরোহিত হয়।

যবদ্বীপের বলদ এবং গাভীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়। গাভীগুলির বেশী দুগ্ধ হয় না এবং বলদের দ্বারা হলচালনা সম্পন্ন হয় না। দুই একস্থলে কেবল ভারতীয় বলদের দ্বারা চাষকার্য্য সম্পন্ন হয়। এখানকার মহিষ সকল ভারতীয় মহিষ অপেক্ষা আকারে দীর্ঘ এবং কার্য্যক্ষম। শ্বেত এবং কৃষ্ণবর্ণ ভেদে দুই জাতীয় মহিষ আছে। অধিবাসীরা কাল মহিষেরই আদর করিয়া থাকে। শ্বেত মহিষগুলি আকারে ক্ষুদ্র। ষণ্ডদ্বীপে (Sanda) শতকরা ৯০টী শ্বেত মহিষ। কৃষ্ণমহিষেরা এত বলিষ্ঠ যে, ভীষণকায় ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধে প্রায়ই জয়লাভ করে।

এখানে গর্দ্দভেরও অবস্থা ভাল নহে। যব-গবর্ণমেণ্ট ১৮৪১ খৃঃ ভারতবর্ষ হইতে এখানে গর্দ্দভ এবং উষ্ট্র আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের বংশাবলী বিস্তৃত হয় নাই। অশ্বগুলি ক্ষুদ্রকায় হইলেও বিশেষ কার্য্যোপযোগী। ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া সকল বিশেষ যত্নে প্রতিপালিত হয়। ভেড়ার অবস্থাও শোচনীয়। হলে (Holle) সাহেব ১৮৭২ খৃঃ এখানে উৎকৃষ্ট মেরিনো আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এ দেশে তাহাদের সুবিধা হইল না।

যবদ্বীপে অসংখ্যপ্রকারের সুন্দর পক্ষী দৃষ্ট হয়। এই প্রকার পক্ষী পৃথিবীর কোন অংশে দেখা যায় না। ৬৭ প্রকার স্বর্ণবর্ণ পুচ্ছশোভিত ময়ূর এখানে পাওয়া যায়। এদেশের প্রজাপতিও (Calliper butterfly) সৌন্দর্য্য-চিত্রের চরম নিদর্শন।

কলং নামক, একপ্রকার বৃহদাকার বাদুড় দেখা যায়। ইহাদের উপদ্রবে নারিকেল এবং অন্যান্য ফল রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। ইহারা শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ভুট্টা ও ইক্ষু একেবারে খাইয়া ফেলে। অধিবাসীরা ফাঁদ পাতিয়া ইহাদিগকে ধরে। এই পক্ষীর মাংস অতিশয় সুস্বাদু এবং উপকারী। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় বাদুড়ও বহুসংখ্যায় দৃষ্ট হয়। ইহারা বড় বড় বৃক্ষে এবং পর্ব্বতগাত্রে বহু লক্ষ একত্র হইয়া বিলম্বিত থাকে। বৃক্ষতলে পরিত্যক্ত ইহাদের বিষ্ঠা হইতে প্রতিবৎসর সহস্রাধিক মণ সোরা উৎপন্ন হয়। সুরকর্ত্তার অধিবাসিদিগের ইহা প্রধান পণ্য।

অনেক প্রকার বানর এখানে দৃষ্ট হয়। তাহাদিগের সাধারণ নাম 'কবি' (কপি), তন্মধ্যে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের বানর বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহারা ৭০০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বতেও বিচরণ করে। ইন্দুর, খরগোস, সজারু ও কাঠবিড়ালী এখানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সর্প এখানে পবিত্র বলিয়া পুজিত। এখানকার দীপমক্ষিকা রাত্রিকালে উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অর্জ্জুনপক্ষীর পাখায় উজ্জ্বল স্বর্ণরেণুর ন্যায় পদার্থ লগ্ন থাকে। এতদ্ব্যতীত Babirussa, Peri crocotus, Miniatus, Yellow Torgon, Anaclipus Sanguinolentus Stenopus Javanicus, প্রভৃতি বিবিধ প্রাণী দৃষ্ট হয়।

এখানে নদী ও হ্রদ সকল বিবিধ মৎস্যপূর্ণ। কাতলা মাছের ন্যায় একপ্রকার অতি সুস্বাদু মৎস্য বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। অধিবাসিগণ নানা প্রকার জাল দ্বারা নদীতে এবং সমুদ্রে মৎস্য ধরিয়া থাকে। বিবিধ সুবর্ণবর্ণ জলচর পক্ষী ও অধিবাসিগণের প্রিয় ভক্ষ্য। এই স্থানের সমুদ্রে একপ্রকার অদ্ভুত কীট দৃষ্ট হয়—তাহাদের সন্তরণকালে শঙ্খাবর্ত্ত (Spiral) পীত ও হরিদ্বর্ণের ফিতার ন্যায় পুচ্ছ সকল অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখা যায়। ইহাদের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণের কীট পৃথিবীর আর কোন স্থানে নাই—ইহারা সমুদ্র মধ্যস্থ প্রবাল দ্বীপে বাস করে।

আধুনিক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, সিংহল হইতে যবদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ মহাদেশ ছিল। ভূগর্ভস্থ অগ্নি শক্তিতে এবং আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে সেই ভূভাগ সমুদ্রমগ্ন হইলেও অনতি প্রাচীনকালে সুমাত্রা, বোর্ণিও, যব প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ একত্র সম্বদ্ধ ছিল, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। সুমাত্রায় গভীর কূপখননকালে হিন্দুদেবীর প্রতিমূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। আফ্রিকার সোমালি দেশে এবং আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশে প্রাপ্ত হিন্দুদেবমূর্ত্তির সহিত যবদ্বীপের মূর্ত্তিশিল্পের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। সুতরাং অতি প্রাচীন কালেই যবদ্বীপে ব্রাহ্মণোপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমেরিকায় হিন্দুগণের সজীব নিদর্শন কিছু নাই। কিন্তু যব এবং বালি দ্বীপে এখনও হিন্দুত্বের জীবিত নিদর্শন রহিয়াছে।

যবদ্বীপের ইতিহাসকে ৬ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ পৌরাণিক যুগ, ২ হিন্দু অধিকার, ৩ বৌদ্ধপ্রভাব, ৪ হিন্দুরাজা, ৫ মুসলমান শাসন ও ৬ য়ুরোপীয় শাসন।

যবদ্বীপবাসিগণের মধ্যে এইরূপ প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, প্রথম ঔপনিবেশিকগণ লোহিতসমুদ্রের উপকূল হইতে আসিয়াছিল। তৎকালে ভূবিপ্লবে যবদ্বীপ অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ হইতে বিভিন্ন হয় নাই। কেহ কল্পনা করেন যে, ঐ ঔপনিবেশিকগণ মিশরের অধিবাসী হইবে—ইহাঁরা স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সমুদ্রযাত্রা করিয়া যবদ্বীপে উপস্থিত হন এবং সর্ব্ব প্রথমে সূর্য্য ও চন্দ্র পূজা প্রচলিত করেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা বরুণ, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতারও পূজা করিতেন। ফলিত জ্যোতিষে তাঁহাদের বিশেষ বিশ্বাস ছিল। প্রত্যেক পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই সর্ব্বত্র সম্মান পাইতেন এবং তিনি বৈষয়িক ও পারমার্থিক সকল বিষয়ের উপদেশ দিতেন। শস্যকর্ত্তন ও বপন করিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রাধিষ্ঠাতা দেবতার উদ্দেশ্যে পশুবলি প্রদত্ত হইত। কাকের রব এবং গাভী প্রভৃতি দ্বারা ভাবী শুভাশুভ বিচারিত হইত।

পৌরাণিক বিবরণ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনুষঙ্গপাদে ৫২ অধ্যায়ে লিখিত আছে, জম্বুদ্বীপের মধ্যে অঙ্গদ্বীপ, যবদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ ও বরাহদ্বীপ নামে ছয়টী প্রসিদ্ধ দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে অঙ্গদ্বীপ বহুবিধ জীবের আশ্রয় এবং নানা রত্নের আকর। লবণাম্বু পরিবেষ্টিত, হেমপ্রবালাদিরত্নসমূহের আকর, নদী, বন ও শৈলমালা-পরিশোভিত, এই সুবিস্তীর্ণ দ্বীপে ম্লেচ্ছ প্রভৃতি নানাজাতির আবাস স্থান। ইহাতে বহুনির্ঝরময় চক্রনামে যে এক বৃহৎ পর্ব্বত আছে, উহা নাগদেশের মধ্যবর্ত্তী এবং উহাতে নাগগণের বাসস্থানও আছে, উহার গুহাসমূহেও বিবিধ প্রাণিগণ বাস করে। এই পর্ব্বতের পার্শ্বদ্বয় সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে। বহুবিধ রত্নের আকর যবদ্বীপেও নানাবিধ ধাতুমণ্ডিত দ্যুতিমান্ নামক এক পর্ব্বত আছে, তাহা হইতে অনেক নদনদীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং তথায় বিস্তর সুবর্ণের খনি আছে। এইরূপে সুসংন্যস্ত হিরণ্যমণিরত্নাদির আকর অত্যুচ্চ মলয়দ্বীপও সমুদ্রপরিবেষ্টিত এবং নদী-বন-পর্ব্বত-পরিশোভিত ও বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি-সমাকীর্ণ; ইহাতে শ্রীসম্পন্ন ও রজতের আকরস্বরূপ মলয় নামক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে,

কেহ কেহ তাঁহাকে মহামলয়ও বলিয়া থাকেন। এই দ্বীপে মন্দর নামে যে দ্বিতীয় পর্ব্বত আছে, তথায় দেবাসুর-নমস্কৃত অগস্ত্যমুনির আশ্রম। এই মলয়দ্বীপের কাঞ্চনপাদ নামক অপর পর্ব্বতস্থ নানাপুষ্পফলোপেত সোমসূর্য্যসমাহিত সিদ্ধগণ-পরিসেবিত আশ্রম স্বর্গ হইতেও বিশিষ্টতা লাভ করে। অর্থাৎ প্রত্যেক পর্ব্বে এখানে যেন স্বর্গের অবতারণা হয়। উক্ত দ্বীপে বহুযোজন-পরিমিত নানা ধাতুবিভূষিত বিচিত্র সানু ও গুহা-পরিপূর্ণ উচ্চ ত্রিকূট নামে যে পর্ব্বত আছে, তাহার সুবিস্তৃত শৃঙ্গোপরি স্বর্ণময় প্রাচীর ও তোরণাবশিষ্ট চিত্রিত প্রাসাদ-মালায় পরিশোভিত শত যোজন দীর্ঘ ও ত্রিংশদ্‌যোজন বিস্তৃত অহরহ আনন্দে পরিপ্লুত অত্যুচ্চ লঙ্কাপুরী বিরাজিত। মহাত্মাদিগের বিদ্বেষকারী প্রভূতবলশালী মায়াবী রাক্ষসগণের বাসস্থান হেতু এস্থান মনুষ্যদিগের অগম্য বলিয়া জনতারহিত। এই দ্বীপের পূর্ব্বভাগে সমুদ্রতীরে গোকর্ণ নামক মহাদেবের সুবৃহৎ আলয় আছে। বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতি পরিপূর্ণ শত-যোজন বিস্তৃত শঙ্খদ্বীপ-সমাশ্রিত সুবিস্তীর্ণ রাজ্যকেও উক্ত-প্রকার নদনদী-বন-পর্ব্বত-শোভিত নানা রত্নের আকর এবং পুণ্যজন কর্ত্তৃক নিষেবিত পুণ্যভূমি বলিয়া জানিবে। এখানে পরিষ্কৃত শঙ্খদল সদৃশ শঙ্খাগার এবং তথা হইতে উৎপন্না শঙ্খনাগা নাম্নী পুণ্যতোয়া নদী ও শঙ্খমুখ নামক নাগরাজের কৃত আলয় আছে। এইরূপ নানাবিধ কাননাদি পরিশোভিত বহুগ্রাম-সমাকীর্ণ মঙ্গলজনক নানা রত্নের আকর এবং অশেষ-পুণ্যকর্ম্মপরিশোভিত কুশদ্বীপে কামদা নাম্নী মহাদেবের ভগিনী স্বীয় প্রভাবে লোকের চিত্তবৃত্তি দূর করিয়া জগতে পূজিতা হইয়া অবস্থিত করিতেছেন। বহুজনপদসমাবৃত ম্লেচ্ছাদি নানাজাতি-সমাকীর্ণ ধনধান্যসংযুক্ত এবং পুণ্যজন-সমাকুল উক্তরূপ বরাহদ্বীপও নদী-বন-পর্ব্বত এবং বিচিত্র ফলপুষ্প দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দ্বীপসমূহের ন্যায় পরিশোভিত। এখানে অতি রমণীয় শিলাময় অনেক কন্দর (গুহাকার গুহা) এবং নির্ঝরাবশিষ্ট বরাহ নামে যে এক পর্ব্বত আছে, তাহা হইতে সুরগণপানীয়া পুণ্যসলিলা বরপ্রদায়িনী বারাহী নাম্নী মহানদী নিঃসৃতা হইয়াছে। এখানকার প্রজাবর্গ অপরিসীম-প্রভাবশালী বরাহরূপী একমাত্র দেব ভগবান্ বিষ্ণুকেই নমস্কার ও উপাসনা করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য কোন দেব দেবীকে নমস্কার বা আরাধনা করে না। চারিদিকে বিস্তৃত উক্ত ছয়টী অনুদ্বীপের কথা যথাকথিতরূপে বর্ণিত হইল, ইহা ভিন্ন ভারতবর্ষের দক্ষিণে আরও বিস্তর দ্বীপ আছে।*

---

* "অঙ্গদ্বীপং যবদ্বীপং মলয়দ্বীপমেব চ।
শঙ্খদ্বীপং কুশদ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ।

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেও লিখিত আছে,—যবদ্বীপ সপ্তরাজ্যে উপশোভিত, সুবর্ণ ও রূপকদ্বীপ সুবর্ণকরমণ্ডিত।

অঙ্গদ্বীপং নিবোধ ত্বং নানা সত্ত্বসমাকুলং।
নানা ম্লেচ্ছগণাকীর্ণং তদ্দ্বীপং বহুবিস্তরং॥
হেমবিদ্রুমপূর্ণানাং রত্নানামাকরং ক্ষিতৌ।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সম্বিতং লবণাম্ভসা॥
তত্র চন্দ্রগিরির্নাম নৈকনির্ঝরকন্দরঃ।
তত্র সা তু নদী চাত্র নাম্না সত্ত্বসমাশ্রয়া॥
স মধ্যে নাগদেশস্য নৈকদেশো মহাগিরিঃ
কোটিত্যাং নাগনিলয়ং প্রাগুক্তা নবনদীপাঃ।
যবদ্বীপমিতি প্রোক্তং নানারত্নাকরান্বিতং।
তত্রাপি দ্যুতিমান্নাম পর্ব্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ
সমুদ্রগাণাং প্রভবঃ প্রভবঃ কাঞ্চনস্য তু।
তথৈব মলয়দ্বীপমেবমেব সুসংবৃতং॥
মণিরত্নাকরং স্ফাতমাকরং কমলস্য চ।
আকরং চন্দনানাঞ্চ সমুদ্রাণাং তথাকরম্।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং নদীপর্ব্বত-মণ্ডিতং॥
তত্র শ্রীমাংস্তু মলয়ঃ পর্ব্বতো রজতাকরঃ।
মহামলয় ইত্যেবং বিখ্যাতো বরপর্ব্বতঃ॥
দ্বিতীয়ং মন্দরং নাম প্রথিতঞ্চ সদা ক্ষিতৌ।
অগস্ত্যভবনং তত্র দেবাসুরনমস্কৃতম্॥
তথা কাঞ্চনপাদস্য মলয়স্যাপরস্য হি।
নিকুঞ্জে সুখসোমাদ্যৈরাশ্রমং সিদ্ধসেবিতং॥
নানাপুষ্পফলোপেতং স্বর্গাদপি বিশিষ্যতে।
তত্রাবতরতে স্বর্গঃ সদা পর্ব্বসু পর্ব্বসু॥
তথা ত্রিকূটনিলয়ে নানা ধাতু বিভূষিতে।
অনেকযোজনোৎসেধে চিত্রসানুগুহাগৃহে॥
তস্য কূটতটে রম্যে হেমপ্রাকারতোরণা।
নির্ব্যূহ-বলভী চিত্রা হর্ম্ম্যপ্রাসাদমালিনী॥
শতযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তা।
নিত্যপ্রমুদিতা স্ফীতা লঙ্কানাম মহাপুরী॥
সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাত্মনাং
আবাসো বলদৃপ্তানাং তাঁছিদ্যাদেবাধাবরাং।
মানুষাণামসম্বাধা দুর্গম্যা সা মহাপুরী।
তস্য দ্বীপস্য বৈ পূর্ব্বে তীরে নদনদীপতেঃ॥
গোকর্ণ-নামধেয়স্য শঙ্করস্যালয়ো মহান্।
তথৈব রাজ্যং বিজ্ঞেয়ং শঙ্খদ্বীপসমাশ্রিতং।
শতযোজনবিস্তীর্ণং নানাম্লেচ্ছগণালয়ং।
তত্র শঙ্খগিরির্নাম ধৌতশঙ্খদলপ্রভঃ।
নানারত্নাকরঃ পুণ্যঃ পুণ্যকৃদ্ভির্নিষেবিতঃ।
শঙ্খনাগা মহাপুণ্যা যস্মাৎ প্রভবতে নদী।
যত্র শঙ্খমুখো নাম নাগরাজঃ কৃতালয়ঃ।
তথৈব চ কুশদ্বীপং নানাপুণ্যোপশোভিতং।

এই যবদ্বীপ অতিক্রম করিয়া দেবদানবসেবিত শৃঙ্গদ্বারা আকাশস্পর্শকারী শিশির নামক পর্ব্বত। পরে সমুদ্র পার হইয়া সিদ্ধচারণসবিত রক্তজলবিশিষ্ট দ্রুতগামী শোণ নামক হ্রদ। তৎপরে পর্ব্বতপ্রভব বহুতর নদনদী ও উর্ম্মিমালা-সমাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর দ্বীপসমূহ।* রামায়ণের বর্ণনায় যবদ্বীপের পার্শ্বেই সুবর্ণ ও রূপক দ্বীপ। সুবর্ণদ্বীপের বর্ত্তমান নাম সুমাত্রা এবং তাহারই দক্ষিণে রূপৎ (রামায়ণোক্ত রূপক দ্বীপ) বিদ্যমান। সুমাত্রার আর একটী প্রাচীন নাম মলয়দ্বীপ।

[উপনিবেশ শব্দ দেখ]

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণমতে এই মলয়দ্বীপের মধ্যে ত্রিকূট-শৈলোপরি লঙ্কানামে মহাপুরী অবস্থিত। এখানে কামরূপী দেবদ্বেষী রাক্ষসগণ বাস করিত। রাজধানী হইতে সময়ে সময়ে রাজ্যের নামকরণ হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর চীন ইতিহাসে এই যবদ্বীপ লঙ্কানামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে, আবার সুমাত্রা হইতে আবিষ্কৃত খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর শিলালিপিতে তত্রত্য রাজগণও যবদ্বীপ-ভূপতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইত্যাদি

নানাগ্রামসমাকীর্ণং নানারত্নাকরং শিবং।
কামদা নাম বিখ্যাতা হৃষ্টচিত্তনিবর্হণী ॥
মহাদেবস্ত ভগিনী প্রভাভিস্তাভিরিজ্যতে।
তথা বরাহদ্বীপে চ নানাম্লেচ্ছগণাকুলে ॥
নানাজাতিসমাকীর্ণে নানাধিষ্ঠানপত্তনে ॥
ধনধান্যযুতে স্ফীতে ধার্ম্মিষ্ঠজনসংকুলে।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রৈর্বহুপুষ্পফলোপগৈঃ ॥
বরাহপর্ব্বতো নাম তত্র রম্যঃ শিলোচ্চয়ঃ।
অনেককন্দরদরী গুহা-নির্ঝর-শোভিতঃ ॥
তস্মাৎ সুরসপানীয়া পুণ্যতীর্থতরঙ্গিণী।
বারাহী নাম বরদা প্রবৃত্তাস্ত মহানদী ॥
বারাহরূপিণে তত্র বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
অনন্তদেবতাস্তস্মৈ নমস্কুর্ব্বন্তি বৈ প্রজাঃ ॥
এবং ষড়েতে কথিতা অনুদ্বীপাঃ সমন্ততঃ।
ভারতদ্বীপদেশো বৈ দক্ষিণে বহুবিস্তরঃ ॥"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুষঙ্গপাদ ৫২ অঃ)

* "যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতং।
সুবর্ণরূপকদ্বীপং সুবর্ণকরমণ্ডিতম্ ॥ ৩০
যবদ্বীপমতিক্রম্য শিশিরো নাম পর্ব্বতঃ।
দিবং স্পৃশতি শৃঙ্গেণ দেবদানবসেবিতঃ ॥ ৩১
ততো রক্তজলং প্রাপ্য শোণাখ্যঃ শীঘ্রবাহিনং।
গত্বা পারং সমুদ্রস্য সিদ্ধচারণসেবিতং ॥ ৩৩
তত্রঃ সমুদ্রদ্বীপাংশ্চ সুভীমান্ দ্রষ্টু মর্হতঃ।
উর্ম্মিবন্তঃ মহারৌদ্রং ক্রোশন্তমনিলোদ্ধতম্।" ৩৬

(রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪০ সর্গ)

প্রমাণ দ্বারা সুমাত্রা ও যবদ্বীপ এক সময়ে যে লঙ্কানামে অভিহিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। লঙ্কার মহাসমরে ভারতীয় আর্য্যবীরের পদার্পণে তত্রত্য সাগররাজ্য পবিত্র হইলেও সেই প্রাচীন কালে এখানে আর্য্যজাতির স্থায়ি-বাস স্থাপিত হয় নাই। স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ড হইতে আমরা জানিতে পারি, শ্রীরামচন্দ্রের তিরোধানের পর তৎপুত্র লব কুশ একবার লঙ্কাদর্শনে আসিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহাতেও এখানে আর্য্যোপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এমন কি ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ-সঙ্কলনকালেও নানা ম্লেচ্ছ ও রাক্ষসসমূহের বাস ছিল। পুরাবিদ্ ও মানবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, আর্য্যোপনিবেশের পূর্ব্বে এই সকল ভারতীয় অনুদ্বীপে খর্ব্বকায় নরমাংসভুক্ পলিনেশীয় জাতি বাস করিত। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণেও সেই আদিম নিবাসীর এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে—

"দীর্ঘশ্মশ্রুধরাস্তানো নীলমেঘসমপ্রভাঃ।
জানুমাত্রাঃ প্রজাস্তত্র অশীতিপরমায়ুষঃ ॥"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৫১ অ০)

অর্থাৎ দীর্ঘশ্মশ্রুধারী, মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, জানুপরিমিত উচ্চ ও অশীতিবর্ষ পরমায়ুবিশিষ্ট প্রজাগণ তথাকার অধিবাসী।

কতকাল যব ঐরূপ খর্ব্বকায় কৃষ্ণবর্ণ জাতির অধিকারে ছিল, যবদ্বীপবাসিরা তাহা বলিতে পারে না। তবে যখন ভারতবর্ষের কলিঙ্গ প্রদেশ হইতে ৭৮খৃঃ আদিশক (বা আদ্যশক) আগমন করিলেন, তখন হইতে যববাসিগণের নূতন জীবন আরম্ভ হইল। যবদ্বীপের সেই স্মরণীয় ঘটনার নিদর্শনস্বরূপ আজিও তথায় শকাব্দ প্রচলিত রহিয়াছে, উহা এ দেশের শকাব্দের সহিত অভিন্ন।

যবদ্বীপীয় পুরাণে লিখিত আছে যে, প্রভু জয়াভয় অস্তিনায় (হস্তিনায়) একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি অর্জ্জুন হইতে অধস্তন ৫ম পুরুষ। অর্জ্জুনের পিতা পাণ্ডুদেবনাথ। অর্জ্জুনের পরে অভিমন্যু, পরীক্ষিৎ, উদয়ন এবং গন্ধমরণ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। পঙ্গব (পুঙ্গব) নামে তাঁহার এক বিখ্যাত মন্ত্রী ছিলেন। তিনি উপনিবেশস্থাপনার্থ অনেক দূরদেশে প্রেরিত হন। তজ্জন্য সমুদ্রযাত্রা করিয়া অনেক দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক যবদ্বীপে আগমন করেন। তৎকালে এইস্থানে রাক্ষসদিগের আবাসভূমি ছিল।

'চান্দ্রসঙ্কাল' নামক গ্রন্থে উক্ত বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। পুঙ্গব যবদ্বীপের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে যব দেখিয়াছিলেন—তাহাই তত্রত্য অধিবাসিগণের প্রধান খাদ্য। তজ্জন্য এই স্থান 'যবদ্বীপ' নামে আখ্যাত। পূর্ব্বে ইহার আর এক নাম

ছিল নুনা-কেণ্ডং। পুরুষ দ্বীপমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দুইটী রাক্ষসের সমাধি দেখিতে পাইলেন। তাহাদের সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণলিপি দেখিয়া তিনি পাঠ করিয়া জানিলেন যে, তন্মধ্যে একলিপি শ্যামদেশীয় ভাষায় এবং অন্য লিপি দ্বীপের পূর্ব্বভাষায়। ঐ সমস্ত অক্ষর পাঠ করিয়া তিনি যবভাষার সূত্রপাত এবং ২০টী অক্ষরের সৃষ্টি করিলেন।

রাক্ষসদিগের সহিত তাঁহার অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাক্ষসের নাম দেবতাচেক্কর (শক্র)। এইরূপে তিনি নানা স্থানে স্বীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন।

ইতিহাস।

আদিশক সম্বন্ধে প্রায় ৮ প্রকার পৌরাণিক আখ্যায়িকা আছে, কিন্তু তাহার সকলগুলির সঙ্গতি নাই। তবে তাহার সম্বন্ধে এইটুকু ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায় যে, তিনিই প্রথমে যবদ্বীপে শিক্ষা-সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে এখানকার সামাজিক অবস্থা তত উন্নত ছিল না। তখন শাস্তিপ্রথার কোন কঠোরতা ছিল না। চোরকে অপহৃত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিতে হইত। নরহত্যার জন্য অর্থদণ্ড কিম্বা দাসত্ব বিহিত ছিল অর্থাৎ ঘাতককে হতব্যক্তির পরিবারে আজীবন দাসত্ব করিতে হইত। আদিশকই সর্ব্বপ্রথমে উক্ত আইন সংস্কার করিলেন। তাঁহার বহুকাল পরে ঐ সমস্ত বিধি ব্যবস্থা (৯০০ খৃঃ) জঙ্গলের রাজত্ব-কালে সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

যবদ্বীপের অন্য একস্থলের বিবরণে জানা যায় যে,রোমনগর হইতে ২০০০০ লোক যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে প্রেরিত হইয়াছিল,—কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই পোতভঙ্গে প্রাণত্যাগ করে এবং অবশিষ্ট ২০ জন রোমে প্রত্যাগমন করে।

এই বৎসরই কলিঙ্গরাজ ২০০০ লোকসহ কএকখানি অর্ণবপোত যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনার্থ প্রেরণ করেন। ইহারাই যবদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতার সূত্রপাত করিলেন। ইহাঁরা বিরাট নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কানো নামক একজন প্রসিদ্ধ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিদীর্ঘকাল রাজত্ব করেন এবং অধিবাসিদিগকে অনেকটা শিক্ষিত ও সুসভ্য করেন। কানোর মৃত্যুর পরে তৎপুত্র বসুকেতু বহুকাল রাজত্ব করেন। ইহাঁদের সংস্থাপিত রাজ্য বিরাটরাজ্য বলিয়া কথিত হইত। এই সময়ে যবদ্বীপের অন্তপ্রদেশে পলাসর (পরাশর) নামক একজন রাজা হস্তিনানামে আর এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র অবিআস (ব্যাস) এবং তৎপুত্র পাণ্ডুদেবনাথ এই তিনজনে ১০০ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে এই বংশোদ্ভূত 'জয়াভয়' রাজধানী হস্তিনা হইতে কেদিরি নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে উক্ত রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া দুইটী নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। প্রথমটার নাম ব্রহ্মবন। বক ব্রহ্মবনের প্রথম রাজা। অন্য রাজ্যের নাম পেঙ্গগিং— এখানকার রাজার নাম আঙ্গুলিংগ্রিয়া। এই দুই রাজ্যে নানা যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতে থাকে। তৎপরে দ্বিতীয় রাজার জামাতা ডামরময় একযুদ্ধে ব্রহ্মবনের রাজা বককে নিহত করেন। তৎপরে ডামরময় ব্রহ্মবনের রাজা হন।

ডামর ময়ের মৃত্যুর পরে রাজসিংহাসন অনেক দিন রাজশূন্য থাকিল। এই সময়ে আদিশক ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া সেই শূন্যসিংহাসন, অধিকারপূর্ব্বক নূতন রাজ্যস্থাপন করিলেন এবং মেণ্ডাং-কামুলন নামক স্থানের রাজা হইলেন। তিনি যুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত রাক্ষসরাজ দেবতা চেক্করকে নিহত করেন। এই বংশীয় রাজগণ তদবধি বরাবর ব্রহ্মবনে রাজত্ব করেন। তদ্বংশীয়গণের যত্নে ১০১৮খৃঃ ব্রহ্মবনে একসহস্র মন্দির নির্ম্মিত হয়। পরে মেণ্ডাং-কামুলন রাজ্যের ধ্বংস হইলে সেই স্থানে অন্য ৪টী রাজ্যের উদ্ভব হইল। যথা—

১।	জঙ্গল	...	অমিয়ালহর কর্ত্তৃক স্থাপিত
২।	খদির (কেদিরি)	...	লেম্বু অমিয়াজয় " "
৩।	গারাবন	...	লেম্বু অমিয়াশেষ " "
৪।	সিংহসারী	...	লেম্বু অমিয়ালহ " "

মেণ্ডাং-কামুলন-রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর ঐ ৪টী রাজ্য বিভিন্ন রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। পরে উক্ত অমিয়ালহের পুত্র পঞ্জীসূর্য্য অমিয়াশেষ রাজার রাজত্বকালে একচ্ছত্রা অধিপতি হইলেন। পঞ্জীসূর্য্যের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র পঞ্জী লালনপজজারম (লালনবজ্রপঞ্জর) নগরে রাজপাট স্থাপন করেন।

আবার অধিকাংশ আখ্যায়িকায় আদিশক ব্রাহ্মণনরপতি ত্রিকুটির (ত্রিত্রেষ্ঠ) সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ত্রিকুটি [বালিদ্বীপ দেখ] খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে বহুব্রাহ্মণ পরিবারে মিলিত হইয়া যবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে যবদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতার বীজ বপন করেন এবং সমগ্র দ্বীপের অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া পরিগণিত হন। তাঁহার বংশাবলী ২৮ পুরুষে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত জঙ্গল রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

"নীতিশাস্ত্রকবি" নামক যবদ্বীপের প্রাচীনতম পুস্তকে লিখিত আছে যে, কৃতযুগের পরিমাণ ১০০০০০ বৎসর, ত্রেতাযুগ ১০০০০ বৎসর। দ্বাপরযুগের ১০০০ বর্ষ, তৎপর সান্দিনিক (সন্ধ্যাংশ) যুগ ৭৮ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হইয়াছে।

কৃতযুগে 'সুরালয়' হইতে বিষ্ণুর নির্ব্বাসন পর্য্যন্ত ঘটনা বর্ণিত আছে। ত্রেতাযুগে বিষ্ণু মৌম্পতি রাজ্যে অর্জ্জুন-বিজয় নামক নরপতিরূপে অবতীর্ণ হন। রামচন্দ্রের মৃত্যুতে ত্রেতাযুগের শেষ হয়। কথিত আছে যে, রামচন্দ্র শক্তির সমসাময়িক।

নীতিশাস্ত্র নামক যবদ্বীপের পুরাণে লিখিত আছে যে, দেবী দারুকী নাম্নী এক লাবণ্যবতী স্ত্রীলোক লইয়া পূর্ব্বকালে একটী জাতীয় সমর সংঘটিত হইয়াছিল। সেই সময়ে সর্ব্বপ্রথমে এই দ্বীপে লিখনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। এই ঘটনার ১৫০০ বৎসর পরে দেবী সীন্তা (সীতা?) নাম্নী আর একটী রূপবতী রমণী লইয়া এক জাতীয় মহাসমর উপস্থিত হয়। ইহার ২০০০ বৎসর পরে দেবী দ্রৌপদীকে লইয়া তৃতীয় জাতীয় সমর সংঘটিত হয়। এই ঘটনার ২৫০০ বৎসর পরে এক সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যা লইয়া চতুর্থ মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়। কিন্তু ইতিহাসে তাঁহার নামোল্লেখ নাই।

যবদ্বীপের একজন শিক্ষিত অধিবাসী অনেক পরিশ্রম করিয়া নিম্নলিখিত ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত করিয়াছেন। তিনি সুসভ্য য়ুরোপীয় সমাজেও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। তাঁহার নাম 'নাথকুসুম', তিনি সুমেনাপের 'পনম্বাহন'।

পুরাকালে বিষ্ণু অনন্তশয্যা ত্যাগ করিয়া যবদ্বীপে বাস করিয়াছিলেন,—কিন্তু 'সংযাম গুরুর' সহিত তাঁহার বিরোধ হওয়ায় ব্রহ্মার পৌত্র এবং 'জালপাশীর' পুত্র ত্রিতুষ্টি যবের সম্রাট্‌রূপে প্রেরিত হন। তিনি মেরুপর্ব্বতের পাদমূলে রাজ্য স্থাপন করেন। দশ বৎসর বয়সে কাম্বোজের ব্রাহ্মণ-কালী নাম্নী এক সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময়ে কলিঙ্গ হইতে ৮০০ লোক স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া যবদ্বীপে উপস্থিত হন। ত্রিতুষ্টি তাঁহাদিগকে লইয়া 'গুণং সুমেরু' নামক স্থানে 'গিলিংবেশী' নামক রাজধানী স্থাপন করেন। মনুমানস এবং মনুমাধব (বা মহাদেব) নামে তাহার দুই পুত্র ছিল, তাঁহাদের বংশে পরবর্ত্তী কালে ২০০০০ সন্ততি হইয়াছিল।

ঐ সময়ে কলিঙ্গদেশে 'বটুগুণাঙ্গ' নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পিতার নাম 'গান' এবং "দেশ-সংগালু" তাঁহার রাজধানী। তিনি শুনিলেন যে, ত্রিতুষ্টির রাজধানী গিলিং-বেশীতে 'সীন্তা' ও 'নান্দপা' নাম্নী দুই ভুবনমোহিনী রূপবতী রমণী আছে। তাহা শুনিয়া তিনি পোতারোহণপূর্ব্বক যবদ্বীপে গমন করেন। ত্রিতুষ্টির সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ত্রিতুষ্টি নিহত হন। 'বটু-গুণাঙ্গ' অপ্রতিহতপ্রভাবে যবদ্বীপে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়। তিনিই তত্রত্য অধিবাসীদিগের সহিত বিবাহে কন্যা আদান-প্রদান-প্রথা প্রচলিত করেন এবং ৪০টী কন্যা ও পুত্র গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গের দেবদেবীগণের আখ্যা প্রদান করেন। তজ্জন্য বিষ্ণু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিধন সাধন করেন।

এই ঘটনার পরে কলিঙ্গরাজ 'অবতারগুরু' সুবেলাচল পর্ব্বত সন্নিহিত স্থান হইতে 'গুটাক'কে যবদ্বীপে প্রেরণ করেন। ইনি ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ২৯০ অব্দে তৎপুত্র 'রাজন সুধেল' গিলিংবেশীর রাজা হন। তিনি ২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া গতায়ু হইলে গৌতম সিংহাসনে উপবেশন করেন। ইনি অবিবাহিতাবস্থায় গিংলিবেশী হইতে হস্তিনায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই স্থানে একটী অতিকায় হস্তী রাজত্ব করিত, হস্তী ইন্দ্রাণী নাম্নী তত্রত্য রাজকুমারীর পাণিগ্রহণাভিলাষী হওয়ায় গৌতম তাহাকে বধ করেন এবং ইন্দ্রাণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই সময়ে কলিঙ্গদেশে 'গুণাঙ্গশালী' নামে এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার 'রাজন-দাস-বীর্য্য' নামে এক পুত্র ছিল। তিনি দ্বাদশ বৎসর বয়সে যবদ্বীপে যাইবার জন্য পিতার নিকট অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং তথায় লব-পর্ব্বতের সন্নিধানে বসতি নির্ম্মাণ করেন। তৎপুত্র দশবাহু ক্রমে সমৃদ্ধ হইয়া স্বাধীনতালাভেচ্ছু হন। তিনি একশত অনুচর-বর্গে পরিবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত গৌতম-কর্ত্তৃক হত হস্তীর পূতিগন্ধ আঘ্রাণ করেন এবং সেই স্থানে ৩১০ অব্দে গজাহ্বয় বা হস্তিনাপুর নামক রাজধানী স্থাপন করেন।

দশবাহুর মৃত্যুর পর তৎপুত্র 'সৌন্তান' (শান্তনু) রাজা হন। তিনি পুরুষাদ নামক ভয়ঙ্কর দানবের সহিত যুদ্ধ করেন। দেবব্রত নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। পুত্র প্রসব করিয়াই দেবব্রত-জননী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পিতা পুত্রের স্তন্যপানের জন্য একটী প্রসূতির অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিতুষ্টির পুত্র মনুমানসের পুত্র সুতপা। সুতপার পুত্র সুপুত্র এবং তৎপুত্র শক্তি। শক্তির পলাসর (পরাশর) নামে পুত্র জন্মে। পলাসরের পত্নী অবিআসকে (ব্যাসকে) প্রসব করেন। ব্যাস-জননী অপুসারী পুত্রকে কোলে করিয়া আছেন,—এমন সময়ে শান্তনুপ্রেরিত লোক সকল প্রসূতির অনুসন্ধানে সেইস্থানে উপস্থিত হইল। এই সময়ে ইঁহারা হুত-রাজ্য। তখন সৌন্তান (শান্তনু) তদ্দেশের রাজা। ব্যাসকে

মাতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট দেখিয়া মাতৃহীন শিশু দেবব্রত কাঁদিয়া উঠিল এবং স্তনদুগ্ধ পানের জন্য ব্যাকুল হইল। কিন্তু অম্বুসারী স্তন্যদানে স্বীকৃত হইলেন না। স্বয়ং শান্তনু সেখানে উপস্থিত হইয়া স্তন্য যাচ্ঞা করিলেন, তথাপি অম্বুসারী সম্মত হইলেন না। সৌন্তানের (শান্তনুর) আগ্রহাতিশয়দর্শনে স্বদেশপ্রেমিকা অম্বুসারী পাণ্ডিবংশের হৃতরাজ্য প্রার্থনা করিলেন এবং দেবব্রতকে স্তন্যপান করাইতে স্বীকৃত হইলেন। সৌন্তান গত্যন্তরহীন হইয়া তাঁহাদিগের পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত হস্তিনা রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। তদনুসারে ব্যাস বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ৪১৫ অব্দে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দেবব্রত 'কুণ্ডিন' নামক স্থানে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

ব্যাস এক বয়োধিকা রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার গর্ভে ৩টী পুত্র জন্মে। ১ম ধৃতরাষ্ট্র, ইনি জন্মান্ধ ছিলেন। ২য় পাণ্ডুদেবনাথ ইনি পরম সুন্দর ছিলেন। ৩য় রামবিদুর ইনি খঞ্জ ছিলেন। দ্বাদশ বৎসর পরে ব্যাস বানপ্রস্থ অবলম্বন এবং দ্বিতীয় পুত্র পাণ্ডুকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। পাণ্ডুদেব ১৪শ বৎসর বয়সে হস্তিনার সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং মদুরা (মথুরা) দেশের রাজা বসুকেতুর কন্যা কুন্তী দেবীকে বিবাহ করেন। কুন্তীর গর্ভে তিন পুত্র জন্মে,—কুন্তদেব, সেন ও জনক। পাণ্ডুদেব পুনর্ব্বার মদ্ররাজের রাজকন্যা মাদ্রীকে বিবাহ করেন। মাদ্রী যৎকালে গর্ভবতী, তখন পাণ্ডুর মৃত্যু হয়। মাদ্রী দুইটী যমজ পুত্র প্রসব করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহাদের নাম নকুল ও সহদেব। পাণ্ডুর মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রগণ নাবালক থাকায় ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের রক্ষক ও প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি তাহাদিগকে রাজ্যপ্রদান না করিয়া স্বীয় পুত্র সুযোধনকে সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করেন।

পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতৃরাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া এক সহস্র পরিজন সহ অমরাবতী (ইন্দ্রপ্রস্থ) নামক নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সুযোধন মদ্র-দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং সেই গর্ভে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। তাঁহার রাজ্য ক্রমে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার পক্ষে অঙ্গরাজ কর্ণ, কুণ্ডিনের দেবব্রত বা ভীষ্ম, জয়পথ (জয়দ্রথ), মদুরার জয়কর সেন এবং মদ্দরাজ বা মদ্ররাজ শল্য প্রভৃতি রাজগণ ছিলেন।

এ দিকে অমরাবতীতে (ইন্দ্রপ্রস্থে) কুন্তদেব বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র সুযোধনের সভায় প্রাপ্য অর্দ্ধরাজ্য প্রার্থনা করিয়া দ্বারবতীরাজ কৃষ্ণকে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। সুযোধন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতেই ব্রতযুদ্ধ বা ধর্ম্মযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। (কেহ কেহ ব্রতযুদ্ধকে ভ্রাতৃযুদ্ধ বা ভারতযুদ্ধ বলেন)। যুদ্ধে অনেক রাজা নিহত হইলেন। সুযোধনও ৫০ বৎসর রাজত্বের পরে ঐ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন।

কুন্তদেব ৪৯১ অব্দে হাস্তনার সম্রাট্ হইলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে তিনি স্বীয় ভ্রাতা জনকের (অর্জ্জুন) পুত্র অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্য অর্পণ করিয়াছিলেন। পরীক্ষিৎ 'উর্যা আজি' নামক ভীষণ রাক্ষসের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া স্বদেশ রক্ষা করেন। পরিশেষে উক্ত দৈত্য তাঁহার হস্তে নিহত হয়। পরীক্ষিতের পুত্র উদয়ন ২৩ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তৎপুত্র জয়ধর্ম্ম রাজা হন।

তাঁহার দুই পুত্রের নাম 'জয়কিষণ' (জয়কৃষ্ণ) এবং 'অঙ্গলিঙ্গ' ধর্ম্ম। ১ম পুত্র ২৭ বৎসর রাজ্য করেন। জয়কিষণের রাজত্বকালে ভয়ঙ্কর মহামারীতে যবদ্বীপ উৎপীড়িত হয়। প্রবল ভূকম্প এবং আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গমে দেশ ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

রাজধানী বিনষ্ট হইলে তিনি মালব নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঙ্গলিঙ্গ ধর্ম্ম তিন সহস্র পরিবার সহিত এই স্থানে বাস করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি মালবপতি নামে ১০ বৎসর রাজ্য করিলেন। এই সময়ে তাঁহার রাজমহিষী অনলে প্রাণত্যাগ করেন। কথিত আছে, অঙ্গলিঙ্গধর্ম্ম পশু পক্ষীর ভাষা বুঝিতেন। তাঁহার পত্নী, তাহা শিখিবার জন্য পতির নিকট প্রার্থনা করেন। কিন্তু মহিষী এই প্রার্থনায় হতাশ হইয়া আত্মহত্যা করেন। রাজা রাণীর শোকে একেবারে পাগল হইয়া যান। জয়কিষণের পুত্র জয়পুরুষ, তাঁহার পুত্র পুষ্পজয়, তৎপুত্র পুষ্পবিজয়, তৎপুত্র কুসুমবিচিত্র, তৎপুত্র রাজন অলিনির্ম্মল, ইনি মালবে ৯০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই সময়ে রাজধানীতে পুনরায় মড়ক উপস্থিত হয়। তজ্জন্য তৎপুত্র বিচিত্র চম্পক মেণ্ডাং-কামুলন নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি বিদ্যাবত্তায় পণ্ডিত আখ্যা পাইয়া ছিলেন। তৎপুত্র অঙ্গলিঙ্গ ধর্ম্ম এবং তৎপুত্র জয়াভয়—তিনিই সমস্ত দ্বীপের অধীশ্বর হন এবং ইহাকে "পূর্ব্ব কিরাত" নামে অভিহিত করেন। তাঁহার সুসমৃদ্ধ শাসনে রাজ্য উন্নতির উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছিল।

ইহাঁর সময়ে (৭৫০ অব্দে) দেবাবত্তার গুরু ব্রতযুদ্ধ বা ভারতযুদ্ধ কাব্য রচনা করেন। তাঁহার পরে তৎপুত্র শৈলেন্দ্র

৬৭৫ অব্দে রাজা হন। তৎপুত্র কণ্ডিয়াবল জয়ালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হইয়া রাজা হন। ৭০০ শকের শিলালিপিতে ইহার 'পুণঙ্করণ' নাম দৃষ্ট হয়; ইহাঁর চান্দ্রসুরা নাম্নী এক লাবণ্যময়ী ভগিনী ছিল। জয়ালঙ্কারের সুব্রত, পর্ব্বত, জাতবেদা ও সুবেদ নামে চারিপুত্র এবং পদ্মায়না নাম্নী এক কন্যা ছিল। তাঁহার পতি বা দেশাধ্যক্ষের নাম জয়সঙ্গর। অনেক সামন্ত রাজা তাঁহার পরাক্রম স্বীকার করিয়াছিল।

কালক্রমে জয়ালঙ্কার অতি ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় ভগিনী চান্দ্রসুরাকে বিবাহ করিলেন। এইরূপ নীতি-বিগর্হিত কার্য্যে তাঁহার অমাত্যবর্গ এবং রাজকর্ম্মচারিগণ ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণসংহার করিতে যত্নবান্ হইলেন। প্রকাশ্যে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। কিন্তু রাজার কোষ্ঠী দেখিয়া দৈবজ্ঞ গণনা করিয়াছিলেন যে, "পূর্ণিমা তিথিতে নরপতির অনলে মৃত্যু হইবে।" রাজাও ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, এবং বিষয়পতি নিহত এবং অমাত্য ও মন্ত্রিবর্গ প্রভৃতি সকলেই তাঁহার অসিমুখে পতিত হইলেন।

ষড়যন্ত্রকারিগণের প্রাণবধ করিয়া রাজা তাঁহার চারি-পুত্রকে আহ্বান করিলেন এবং কহিলেন—

"পুত্রগণ, তোমরা আমার দুষ্ক্রিয়ার বিষয় অবগত আছ। আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, প্রজ্বলিত চিতায় ভাই-ভগিনী একত্র পুড়িয়া মরিয়া কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

এই বলিয়া ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা চারি পুত্রকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলেন; রাজধানী মেণ্ডাং-কামুলনকে মরুভূমিতে পরিণত করিতে চাহিলেন এবং কহিলেন "যেখানে ভ্রাতা সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র পদদলিত করিয়া ভগিনীর সহিত প্রণয় করিয়াছে—সেই পাপপঙ্কিল স্থানে যেন মনুষ্যগণ পদার্পণ না করে।"

তৎপরে প্রথম পুত্রকে জঙ্গল নামক স্থান, ২য় পুত্রকে কেদিরি (খদির), ৩য় পুত্রকে সিংহসারী এবং ৪র্থ পুত্রকে নাগরবন প্রদান করিলেন। চারি পুত্র অবিলম্বে পিতৃরাজধানী ত্যাগ করিয়া পিতৃনির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব প্রাপ্তরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

পরে পৌর্ণমাসী সমাগত হইলে নরপতি শ্রীজয়ালঙ্কার স্বীয় পত্নী ও ভগিনী চান্দ্রসুরার সহিত দেব পবযুষ্টনের অধিকৃত নগরে গমন করিলেন এবং প্রজ্বলিত চিতায় ভ্রাতৃভগিনীতে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া জীবন ত্যাগ করিলেন। অন্যান্য অনেক অনুচরবর্গ তাঁহাদের সহিত পুড়িয়া মরিল। রাজকুমারী পদ্মায়না চিতানলে প্রাণত্যাগে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন,—কিন্তু পিতৃ-আজ্ঞালঙ্ঘন করিতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্যে গমন করিলেন এবং 'বানক পুচাঙ্গ' নামক স্থানে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি নানা শাস্ত্রে পারদর্শিনী হইয়াছিলেন এবং কালীশচী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের সকলেই তাঁহাকে দেবীর ন্যায় সম্মান ও পূজা করিত। তিনি শিলাফলকে অনেক নীতিগর্ভ কবিতা উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সে সকল শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল লিপির নাম 'কালকর্ম্ম'।

পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকা ব্যতীত মত্তুরা (মথুরা) দ্বীপের সহিত যবদ্বীপসম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার উপাখ্যান প্রচলিত আছে। অনেকে এই গল্পেও আস্থা স্থাপন করিয়া থাকেন। ভারতনারায়ণ লঙ্কার দশমুখ নামক রাক্ষসকে সংহার করিয়া এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন এবং এই স্থানের নাম দুর্জ্জয়পুর রাখিলেন। তিনি কিছুকাল রাজ্য করিয়া কুশলব নামক পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া অরণ্যে তপস্যা করিতে গমন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র কুন্তিভোজ মত্তুরা (মথুরা) নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র বসুকেতু ৯ম বৎসর বয়সে মত্তুরার সিংহাসনে উপবেশন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে দেবী স্বর্ণগাত্রা নাম্নী এক অসামান্য রূপবতী রমণী সেই দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি বঙ্গবন আদিরুষার কন্যা। তাঁহার পিতা জরাসন্ধরাজের ভয়ে কন্যাসহ উক্ত স্থানে পলায়ন করেন। বসুকেতু কন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। জরাসন্ধরাজ ক্রোধান্ধ হইয়া বসুকেতুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। বসুকেতু অবিআশের (ব্যাসের) পিতা পলাসরের (পরাশর) সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিলেন। উক্ত কন্যার গর্ভে বসুকেতুর তিন পুত্র এবং এক কন্যা জন্মে। তাহাদের নাম বসুদেব, আর্য্যপ্রভু, উগ্রসেন এবং কুন্তীদেবী। (এই কুন্তীকেই পাণ্ডুদেবনাথ বিবাহ করেন)। বসুদেব শিরবঙ্গ (শ্রীভঙ্গ) দেশের রাজকন্যা অংশবতী দেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা স্বদেশে তাঁহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন। বসুদেব তাহাতে সম্মত না হওয়ায় রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হন। এই সময় অংশবতীকে এক দৈত্য হরণ করিয়া বন মধ্যে লুকাইয়া রাখে। কিন্তু বসুদেব তাহাকে সংহার করিয়া অংশবতীকে বিবাহ করেন। এদিকে অর্দ্ধমিত্ররাজ ত্রিবর্ণ অংশবতীকে লাভ করিবার জন্য বসুদেবের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বসুদেব পরাজিত হইয়া এক গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অংশবতী ত্রিবর্ণের হস্তগত হইলেন। এই সময়ে পলাসর-পত্নী

স্বত্ব দান দ্বারা পাণ্ডবুর নিকট হইতে হস্তিনারাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পলাসর স্বীয় পুত্র অবিআশের (ব্যাস) সহিত হস্তিনার রাজকন্যা অম্বালিকার বিবাহ দিবার জন্ম সম্বন্ধ করিতেছিলেন, এই সময়ে এক দিন তিনি পর্ব্বতপ্রান্তে ভ্রমণ করিতে করিতে গুহা মধ্যে মনুষ্যের কাতরোক্তি শুনিতে পাইলেন এবং বসুদেবকে উদ্ধার করিলেন। বসুদেব তাহার সহায়তায় ত্রিবর্ণকে নিহত করিয়া অংশবতীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। বসুদেব ও অবিআশে (ব্যাসে) মিত্রতা স্থাপিত হইল। বসুদেব তৎপরে স্বদেশে (মহুরা) প্রত্যাগমন করিলেন, তাঁহার অনেক সন্ততি জন্মিল। তন্মধ্যে একটী শ্বেতকায়, তাঁহার নাম 'বলদেব এবং অন্য একটী কৃষ্ণবর্ণত্ব হেতু কৃষ্ণনামে অভিহিত হইলেন।

বসুদেবের জীবিতাবস্থায় কংস নামে তাঁহার এক পুত্র সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই সময়ে পাণ্ডুদেবনাথ হস্তিনার সম্রাট্। পাণ্ডুদেবনাথের প্রতি এক দিন রাত্রিতে দৈববাণী হইল যে,"মহুরাদেশে বসুদেবের যে শ্বেত ও কৃষ্ণ দুই পুত্র আছে, অবিলম্বে তাহাদিগকে বিনাশ কর।" বসুদেব লোকপরম্পরায় ইহা অবগত হইয়া বলদেব ও কৃষ্ণকে বিদর কদল এবং অন্য গোপের সহিত এক নিভৃত প্রদেশে লুকাইয়া রাখিলেন। তাঁহাদের ভগিনী সম্ভদ্রা (সুভদ্রা) সঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে মহুরাদেশে (মথুরায়) অস্ত্রক্রীড়ার পরীক্ষার জন্য এক বিরাট্ প্রদর্শনী বসিল। বলদেব ও কৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রার সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। তখন পাণ্ডুদেবনাথের মৃত্যু হইয়াছে এবং তৎপুত্র জনক ও সেন সেই প্রদর্শনীতে আসিয়াছিলেন।

কংস বলদেব ও কৃষ্ণের সন্ধান পাইয়া তাঁহাদিগকে আনয়নার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। চক্রসেন ও কৃষ্ণ কংসের সহিত মহাযুদ্ধ করিয়া লগুড়াঘাতে তাঁহাকে নিহত করিলেন। তখন তাঁহাদের খুড়া আর্য্যপ্রভু পিতা বসুদেবের নিকট তাঁহাদিগকে লইয়া গেলেন। তৎপরে চক্রসেন বা বলদেব ও কৃষ্ণ ভারতযুদ্ধে গমন করেন। পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা হইতে মনে হয় যে এ দেশীয় ঐতিহাসিকগণ মহাভারতের উপাখ্যানাংশ যবদ্বীপের রাজেতিহাসে মিশাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, বলিতে কি এই কারণ প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ব স্থির করা অতি কঠিন। ব্রহ্মবনে প্রাপ্ত অসংখ্য ধাতুময়শিল্পনৈপুণ্যালঙ্কৃত-হিন্দুদেবদেবীমূর্ত্তিসম্বলিত সহস্র সহস্র মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই যবদ্বীপের প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে পারেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, ঐ সমস্ত মন্দির ৫২৫ শকে নির্ম্মিত এবং অনেক মন্দির তাহারও বহু পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। এত অধিকসংখ্যক হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আর পৃথিবীর কোন স্থানে নাই। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে ফাহিয়ান এখানে কেবল হিন্দুপ্রাধান্যই দেখিয়া গিয়াছেন।

খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর জাপানের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রাজা মি ৫৪০ খৃঃ ভ্রাতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ে যবদ্বীপ হইতে অনেক শিল্পী জাপানে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে গিয়াছিল। অর্থাৎ বৌদ্ধ মূর্ত্তি ব্যতীত বৈদেশিক দেবমূর্ত্তি স্থাপনের জন্য স্বয়ং সম্রাট্ অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে চীন দেশেও বহু হিন্দুদেবদেবীর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৫৭২ খৃঃ জাপানের ইতিহাসে নিম্নলিখিত বিবরণ আছে,—

"The idol worship in general increased greatly in Japan during the Emperor's reign. Abundance of idols and idol carvers, and priests came from several countries beyond sea." (Kempfer's Japan, Vol.I.p.167)

ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, যবদ্বীপে যে ভুবনবিখ্যাত ভারতীয় স্থপতিগণ মূর্ত্তি ও মন্দিরনির্ম্মাণের জন্য গমন করিয়াছিলেন, তাহারাই চীন জাপান প্রভৃতি দেশে যাইয়া তথায় শিল্প মহিমার উজ্জ্বল নিদর্শন রক্ষা করিয়াছিলেন। জাপানে একটী পুষ্করিণী খননকালে অনেক হিন্দু প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেই যে যবদ্বীপে উক্ত বিরাট মন্দিরমালা নির্ম্মিত হইয়াছিল—তাহাও বুঝা যাইতেছে।

এই সময়ে যবের ইতিহাসে চীনদেশের উল্লেখ দেখা যায়। একখানি প্রকাণ্ড চীন-অর্ণবপোত যবের উত্তরকূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই জাহাজের লোকসকল জপারা, সমরঙ্গ এবং তেগাল নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদিগের নিকট এক ঐন্দ্রজালিক প্রস্তর ছিল, তাহা লৌহ আকর্ষণ প্রভৃতি অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিত। তদ্দর্শনে যবদ্বীপবাসীরা তাহাদিগকে অনেক সমাদর করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে যবদ্বীপ হইতে প্রত্যাগত ফাহিয়ানের নিকট যবদ্বীপের অতুল ঐশ্বর্য্যের বিষয় অবগত হইয়াই তাঁহারা বাণিজ্যার্থ যবদ্বীপে আগমন করিয়াছিলেন।

যবের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, দেবকুসুম সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহার চারি পুত্র ও এক কন্যাকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য এবং ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য ভারতে পাঠাইয়া ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুশিক্ষিত হইয়া কলিঙ্গ দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ

করিলেন এবং ৩ খানি প্রকাণ্ড অর্ণবপোতে বিখ্যাত শিল্পী, পণ্ডিত প্রভৃতি এবং বিবাহের বহু মূল্য যৌতুকাদি লইয়া সস্ত্রীক যবদ্বীপে যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই দেবকুসুম হইতে যবদ্বীপের লৌকিক ইতিহাস আরব্ধ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, দেবকুসুম চারি পুত্রকে রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। তাঁহার কন্যা কালী-শচী অবিবাহিতা থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করেন। তিনি সিংহসারীর মন্দিরমালার নির্ম্মাত্রী। মন্দিরের ধ্বংসাবশিষ্ট শিলালিপিতে তাঁহার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। অমিয়ালহরের রাজত্বকালে যবদ্বীপে নানা দিদেশাগত বাণিজ্যতরণী সমবেত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র পঞ্জীর জলযাত্রাসম্বন্ধীয় অদ্ভুত আখ্যায়িকার ন্যায় ঘটনাবলী কোন দেশের ইতিহাসে নাই। যবদ্বীপে নাটক ও উপন্যাস সকল তাঁহার জীবনের অলৌকিক আখ্যানমালায় পূর্ণ। তাঁহার জীবন য়ুরোপীয় মধ্যযুগের 'নাইট'গণের তুল্য। তিনি প্রথমে পিতৃমন্ত্রীর কন্যা অঙ্গরাণীকে বিবাহ করেন। তাঁহার পিতা পুত্রকে অত্যন্ত স্ত্রৈণ দেখিয়া পুত্রবধূর প্রাণ সংহার করেন। পুত্র পত্নীর শবদেহ লইয়া সমুদ্রে তরণী ভাসাইয়া চলিলেন। অবিলম্বে তুমুল ঝটিকায় তরণী কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল! সকলে ভাবিল, পঞ্জী নৌকাসহ জলমগ্ন হইলেন। কিন্তু তিনি তরণীসহ নির্ব্বিঘ্নে তলাবঙ্গ দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে প্রিয়তমার শবদাহ করিয়া বালী দ্বীপের রাজা অন্দায়প্রাণের নিকটে ক্লানজঙ্গসারী নামে পরিচিত হইলেন এবং তথাকার পুত্রী নাম রাজদুহিতাকে বিবাহ করিয়া যবদ্বীপের পুরুসীমা বলম্পাঙ্গনে আসিলেন এবং তথাকার রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া বহুসংখ্যক অনুচর সমভিব্যাহারে আসিবার কালে পশ্চিম যবদ্বীপে কেদিরি নামক স্থানে রাজকন্যা চন্দ্রকিরণার অসামান্য সৌন্দর্য্যের কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তিনি স্বীয় পরিচয় গোপন করিয়া সাবঙ্গ সাম্রাজ্যের ভূপতি বলিয়া পরিচিত হইলেন। চন্দ্রকিরণাও ছদ্মবেশী পঞ্জীর শৌর্য্যবীর্য্য এবং সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গোপনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন।

হস্তলিখিত যবদ্বীপের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, এই সময়ে কাঞ্চনসুসা বা সুবর্ণদ্বীপ (সুসা অর্থে যবভাষায় দ্বীপ) হইতে এক রাজপুত্র যবদ্বীপের দুই রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া আপনাকে নিরুদ্দিষ্ট পঞ্জী বলিয়া পরিচয় দিয়া পঞ্জীর পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই রাজপুত্র ব্রাহ্মণসন্তান এবং নানাবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অমিয়ালহর তাঁহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ইনি তৎপরে বক ও মর্দ্দাদ প্রভৃতি রাজগণকে স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। অঙ্গ্রিণাসুরা নামে তাঁহার এক ভগিনী ছিল, তিনি পঞ্জীপত্নী অঙ্গ্রিণার ন্যায় অসামান্যরূপবতী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত রাজপুত্রের ৪ স্ত্রী এবং অসংখ্য উপপত্নী ছিল।

কিছুদিন পরে প্রকৃত পঞ্জী পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইলেন। ছদ্মবেশী পঞ্জী তখন পিতার সহিত যুদ্ধার্থ কেদিরি গমন করিলেন। তখন সকলেই যথার্থ পঞ্জীকে চিনিতে পারিল।

অন্য একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে লিখিত আছে যে, পঞ্জী স্বীয় পত্নী অঙ্গ্রিণার সহিত জলযাত্রা করিয়াছিলেন। ঝটিকায় তরণী ডুবিয়া যায়। অঙ্গ্রিণা একাকিনী বালিদ্বীপের উপকূলে ভাসিয়া উঠেন, পুরুষের বেশধারণ করিয়া রাজার সহিত বন্ধুতা করেন এবং জয়াঙ্গলিঙ্গদার নামে বালিদ্বীপের রাজা হন। পঞ্জী যবদ্বীপের উপকূলেই পতিত হন, কিছুদিন পরে পিতা কর্তৃক বালিদ্বীপে যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হন এবং তথায় স্বীয় প্রণয়িনীকে চিনিতে পারেন। কেহ কেহ বলেন যে, চন্দ্রকিরণাই পুরুষের বেশে কুঞ্জরবঙ্গ নামে বালিদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে যে কাঞ্চনদ্বীপের কথা বলা হইয়াছে, উহার অধিপতি আত্রঙ্গ-দ্বীপপুঞ্জের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার নাম 'ক্লান তুঙ্গপুর'। তিনি কাণ্ড বা সুকাণ্ড নামা একজন ব্রাহ্মণের সাহায্যে অদ্বিতীয় রাজক্ষমতা লাভ করেন। কেহ বলেন, উক্ত ব্রাহ্মণের নাম সতীর্থ। তিনি প্রথমে তাম্বিন (তামিল ?) দ্বীপে উক্ত রাজার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। পরে সেলিবিস্ ও সুমাত্রাদ্বীপে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া যবদ্বীপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই সময়ে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল। যবদ্বীপবাসিগণ ভারতবর্ষ হইতে অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়াছিল। বালিদ্বীপে ক্লামরঙ্গপাশপীত সিংহসারীর রাজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 'অরারবিদলী' নামক স্থানে পরাজিত হইয়া জঙ্গলের ও বরবর্ণের রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। বরবর্ণ হইতে এক মহাযোদ্ধা আসিয়া বালিবাসিগণকে পরাভূত করে। এই কুরুক্ষেত্র সদৃশ মহাসমরে শোণিত নদী প্রবাহিত হইয়াছিল। অদ্যাপি সেই স্থানের নদী "কালী গতি" বা রক্তনদী নামে সেই অতীত যুদ্ধের স্মৃতি বহন করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত ক্লানতুঙ্গপুরও দাহ-রাজ্যের রাজকুমারীকে লাভ করিবার জন্য যবদ্বীপে যুদ্ধার্থ আগমন করেন। বালিদ্বীপের একখানি নাটকে তিনি মলয়শ্রী নামে অভিহিত। কথিত আছে যে, তিনি বরবর্ণের (বর্ণিও) রাজার পুত্র, তাঁহার রাজ-

চক্রবর্তীর লক্ষণ দেখিয়া বাল্যকালে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অপহরণ করিয়া তদনুরূপ নিজ পুত্রকে সেই স্থানে রাখিয়া দেন এবং রাজপুত্রকে স্বীয় গৃহে আনিয়া লালনপালন করেন। পরে মলয়শ্রী মলয়দ্বীপাদি সমস্ত প্রদেশের অদ্বিতীয় সম্রাট্ হন। কোন কোন পুস্তকে লিখিত আছে যে, পঞ্জী একজন ভারতীয় রাজপুত্র। তিনি দিগ্বিজয়ার্থ আগমন করিয়া অনেক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ এবং বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করেন।

পঞ্জী আজিও যবদ্বীপে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পূজিত; তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী চন্দ্রকিরণা লক্ষ্মীদেবী বলিয়া এখনও পূজা পাইয়া থাকেন। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ পঞ্জীকে প্রাচ্য শার্লামেন (Charlemegne) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সেই যুগে তাঁহার ন্যায় মনস্বী আর ছিল না। পঞ্জীই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষ হইতে কিরিচ (তরবারি) যবদ্বীপে প্রচলিত করেন। তিনিই 'গামিলন' বাদ্যযন্ত্র এবং শিক্ষা-সভ্যতার সমস্ত উপকরণই যবদ্বীপে প্রচার করিয়াছিলেন।

মলয়দ্বীপের উপন্যাসে পঞ্জীর অদ্ভুত চরিত্র বর্ণিত আছে। তিনি বাল্যাবধিই যে অদ্ভুতকর্ম্মা এবং অদ্বিতীয় সাহসী বীর ছিলেন, তাহা মলয়-সাহিত্যের সর্ব্বত্রই পরিকীর্ত্তিত। মলয়-সাহিত্যে চন্দ্রকিরণারও নাম পাওয়া যায়। তথায় লিখিত আছে যে—তাহার সৌন্দর্য্যখ্যাতি চীন, জাপান, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

মদুরাদ্বীপের ইতিহাসপাঠেও জানা যায় যে, পঞ্জী চন্দ্রকিরণাকে বিবাহ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গের শত্রু হইয়াছিলেন। সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং রাজচক্রবর্ত্তিতা লাভ করিবার জন্য সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই জাতীয় সমরই যবদ্বীপের ব্রাতযুধ (ভ্রাতৃযুদ্ধ বা ভারতযুদ্ধ) হইবে। অন্তরদ্বীপের অধিপতি ক্লান-প্রভুজয় সর্ব্বপ্রথমে প্রাধান্য লাভে অগ্রবর্ত্তী হইলেন এবং ব্রাহ্মণমন্ত্রী গুরুব্রাহ্মণকাণ্ডের পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, দেবকুসুম জীবিত থাকিতে কেহই যবদ্বীপে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে না। অবিলম্বে দেবকুসুমের মৃত্যু সংবাদ পৌছিল। তখন ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রভুজয়কে প্রাধান্যলাভের নিমিত্ত উত্তেজিত করিলেন এবং প্রথমে একজাতীয় বৃক্ষপত্রে পত্র লিখিয়া একজন দূতকে জঙ্গলে প্রেরণ করিলেন। তখন দেবকুসুমের মৃত্যুতে সংগ্রামবিজয় সিংহাসনে বসিয়াছেন এবং মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া পঞ্জীর রাজ্যারোহণসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন। এমন সময়ে দূত উপস্থিত হইয়া পত্র প্রদান করিল। পত্রে লিখিত ছিল যে, "যবদ্বীপাধিপতি অন্তরদ্বীপের প্রাধান্য স্বীকার করুন, নতুবা অন্তরদ্বীপাধিপতি যবদ্বীপ মরুভূমিতে পরিণত করিবেন।" তচ্ছ্রবণে সংগ্রামবিজয় ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন এবং পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া দূতের গলা টিপিয়া তাহার মুখের মধ্যে পুরিয়া দিলেন। অন্তরদ্বীপরাজ দূতের অপমানবার্ত্তা শ্রবণে জয়শঙ্কর উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক জঙ্গলাধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই সময়ে পঞ্জীও ছদ্মবেশে অন্তরদ্বীপে উপস্থিত হইলেন এবং জয়শঙ্করের রাণী সেনাবতীকে কৌশলে হরণ করিয়া পলায়ন করিলেন। তাহাতে জয়শঙ্করের ক্রোধাগ্নি একেবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

জঙ্গলাধিপতিও যুদ্ধে সাহায্যার্থ নাগরবন ও সিংহসারীর নৃপতিগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সমবেত হইতে না হইতেই জয়শঙ্করের সৈন্যশ্রেণী যবদ্বীপের উপকূলে অবতীর্ণ হইল। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটিল। কিন্তু পঞ্জীর সুশিক্ষিত সৈন্যের নিকট জয়শঙ্করের সেনাবৃন্দ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তখন জয়শঙ্কর রণে ভঙ্গ দিলেন এবং গুরু ব্রাহ্মণকাণ্ডের উপদেশে ছদ্মবেশে পঞ্জীর সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও পত্নীহর্ত্তাকে কৌশলে হনন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পঞ্জীর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী হইয়াছিল যে, জয়ালঙ্কারের (ভগিনীকে যিনি বিবাহ করেন) লৌহদণ্ড ব্যতীত কিছুতেই তাঁহার মৃত্যু হইবে না। জয়শঙ্কর পূর্ব্বে তাহা অবগত হইয়া সেই লৌহদণ্ড হইতে কিঞ্চিৎ লৌহ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে তরবারি ও বাণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

সেই মৃত্যুবাণ হস্তে লইয়া জয়শঙ্কর পত্নীহর্ত্তার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন অকস্মাৎ পঞ্জীকে দেখিতে পাইয়া অলক্ষিতে তাঁহার প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করিলেন। পঞ্জী ভূতলে পতিত হইলেন। পঞ্জীর সেনাপতিগণ তৎক্ষণাৎ ছদ্মবেশী জয়শঙ্করকে চিনিতে পারিল এবং তাঁহাকে নিহত করিল। গুরু ব্রাহ্মণকাণ্ড পলাইবার চেষ্টা করায় নিহত হইলেন। সংগ্রামবিজয় যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন এবং পঞ্জীর পুত্র মহিষলালনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি কেহতেও রাজ্যলাভ করেন (শক ৯২১)। তাঁহার পুত্র পজ্জরসারী পরে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম মদালঙ্কার ও মদসারী। মদসারীর পুত্র পঙ্কজ ১০৮৪ শকে পজজারং নামক স্থানে রাজ্যস্থাপন করেন।

ইহাঁদের রাজত্বকালে পঞ্জী প্রতিষ্ঠিত বংশগৌরব অক্ষুণ্ন ছিল এবং কুড়বা মহিষলালনের রাজত্বকালেও বয়বর্ণ, সিংহসারী এবং কেদিরি প্রভৃতি সকল রাজ্যই জঙ্গলাধিপতির

প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল। কুড়ের বাক্ (বাক্‌পতি?) নামে একজন মন্ত্রণাকুশল কূটবুদ্ধি চাণক্যসদৃশ ব্রাহ্মণমন্ত্রী ছিলেন। এই কুড় রাজার রাজ্যকালে ক্লু পর্ব্বত হইতে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুদ্গম আরম্ভ হয়। তাহার বর্ণনাপাঠ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সেই ভয়ঙ্কর নিসর্গবিপ্লবে কুড় স্বীয় জননী চন্দ্রকিরণার সহিত পশ্চিমদিকে ব্রোরা নামক স্থানে পলায়ন করেন এবং তথায় মেণ্ডাং-কামুলন নামক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অবশেষে রাজমন্ত্রী বাক্ লোভপরবশ হইয়া সাম্রাজ্য লাভের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলে কুড় এক যোগীর সহিত গিলিংবেশীর রাজা 'প্রাচুচন্দ্রের' শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার সাহায্যে বাকের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বীয়-রাজ্য প্রাপ্ত হন। বাকের রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

যবদ্বীপের ইতিহাসে বাকের চরিত্র বিশেষভাবে চিত্রিত। তিনি স্বীয় দুহিতার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইলে কন্যা তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন, তজ্জন্য বাক স্বীয় কন্যাকে ভুলাইয়া বনে নির্ব্বাসিত করেন।

ব্রহ্মবনের শেষ রাজা কর্ণলিঙ্গের বংশধর বন্দংপ্রকাশ নামে একব্যক্তি বাক-দুহিতার পাণিগ্রহণাভিলাষী হন। বাক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া প্রকাশকে বলেন যে, বিবাহের পণস্বরূপ তাঁহাকে ব্রহ্মবনের দুইটী প্রসিদ্ধ শিবমন্দির উঠাইয়া আনিয়া মেণ্ডাং-কামুলনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রকাশ তাহাতে অসমর্থ হইয়া কন্যালাভার্থ ব্রহ্মবনে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবনের সঙ্গরে তিনি ৪০ দিন অনাহারে অনিদ্রায় তপস্যা করিবার পরে একদিন নিশীথে ধ্যানমগ্ন আছেন, এমন সময়ে নিকটে এক কৃষককন্যা ধান্য আছড়াইবার ন্যায় শব্দ করিল। তাহাতে প্রভাত হইয়াছে মনে করিয়া তিনি চক্ষুঃ উন্মীলিত করিলেন। এই-রূপে ধ্যানভঙ্গ হইলে প্রকাশ ক্রোধপরবশ হইয়া ব্রহ্মবনবাসিনী অব্যূঢ়া কুমারীদিগকে শাপ দিলেন যে, 'চুল পাকিবার পূর্ব্বে তাহাদের যেন বিবাহ না হয়।' শাপে তাঁহার তপঃপ্রভাব বিলুপ্ত হইল। তখন বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি নির্ব্বাসিতা বাক-দুহিতাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া সেই বনে বনবাস করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের বংশাবলী আজিও যবদ্বীপে আছে। ইঁহারা কলঙ্ক নামে খ্যাত।

বাক্ কুড়ের ভ্রাতা চিত্ররাজাভরকে প্রলোভন দেখাইয়া রাজ্যলাভে উত্তেজিত করিয়াছিলেন এবং তিনি বাক্কের পরামর্শে অল্পকে কিছু প্রতিপত্তি লাভ করিয়া জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক সেলিবিস্ দ্বীপে যাইয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং তথায় সৌবীর গর্দিং নামে পরিচিত হন। বুগি-জাতির বিবরণে ইঁহার সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

এই সময়ে যবদ্বীপে চীনদিগের বিশেষ উপদ্রব আরম্ভ হয়। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য টেগাল, লরংতুক ও বাহ্যুমাসের অধিপতিগণ মহিষলালনকে আহ্বান করিয়া-ছিলেন। তিনি আসিয়া চীনগণের অত্যাচার নিবারণ করেন এবং তাহাদিগকে শান্তভাবে যবদ্বীপে বাস করিতে ও বাণিজ্য করিতে আদেশ দেন।

মহিষ লালন বহুদূর রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পশ্চিমে গিলিংবেশী সন্নিহিত চিদামার নামক স্থানে (ইহার বর্ত্ত-মান নাম 'শুকপুর') গমন করিয়া দুইটী প্রকাণ্ড পিত্তল-নির্ম্মিত কামান দেখিতে পান এবং সেই স্থানে পজাজারং রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। বরবিজয় মহিষ-তন্ত্রামন উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি যবদ্বীপে কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট শৃঙ্খলা স্থাপন এবং অনেক উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষ হইতে নানাজাতীয় ধান্য যবদ্বীপে আনীত হয় এবং তাহার রীতিমত চাষ হইতে থাকে।

ইনি সর্ব্বপ্রথমে ভারত হইতে মহিষ আনয়ন করিয়া কৃষিকার্য্যের সুবিধা করিয়া দেন, তজ্জন্য উপাধিতে ইনি মহিষ শব্দ ব্যবহার করিতেন। যবদ্বীপেও এই প্রবাদ আছে।

ইঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভারতবর্ষ ও লোহিত সমুদ্রে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত গমন করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র প্রভু মুণ্ডিং (ইহার অর্থ মহিষ)-সারী পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন (১১১২ শক)। ৭ বৎসর রাজত্ব করিবার পরে ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু তিনি ভারতে অবস্থান কালে বলপূর্ব্বক মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে তাঁহার 'হাজি পূর্ব্ব' এই নাম হয়। আরব দেশের এক জন মুসলমান বণিক তাঁহার সঙ্গে যবদ্বীপে আসিয়া-ছিলেন। তিনি আরবের সৈয়দ আব্বাসের পুত্র। তিনি 'হাজি'র কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহার পরিবারবর্গকে মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চাহিলেন। হাজি-পূর্ব্ব তাহাতে যোগ দিলেন। কিন্তু মুণ্ডিং-সারী কিছুতেই সম্মত হইলেন না। শেষে হাজি মুসলমান বণিকের সহিত নানা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অবশেষে হিন্দু প্রজাবর্গ মুসলমানধর্ম্মের বিরোধী হওয়ায়, হাজিপূর্ব্ব স্বীয় প্রাপ্য অর্দ্ধ রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিধর্ম্মীর রাজ্যাধিকার প্রমাণ হইল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া হাজিপূর্ব্ব চেরিবন নামক নির্জ্জন অরণ্যে আল্লার উপাসনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্বপ্রথমে যবদ্বীপে মুসলমান ধর্ম্ম-বীজ উপ্ত হইল।

মুণ্ডিংসারীর পরে মুণ্ডিং বঙ্গী পজাজারমের রাজা হইলেন (১১৭৯)। তাঁহার চারি সন্ততি ছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কন্যা। পিতা তাঁহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিলে তিনি ব্রহ্মচারিণী হইবার প্রস্তাব করিলেন—তাহাতে তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া দক্ষিণ উপকূলে তাঁহাকে বনবাস দিলেন। সেথানে অদ্যাপি লোকে 'রাত্তিকেছুল নামে তাঁহার উপাসনা করে।

তাঁহার দ্বিতীয় কন্যা সম্পূর্ণ শ্বেতাঙ্গী হওয়ায় তাহাকেও যজ্ঞকর্ত্তা নামক স্থানে নির্ব্বাসিত করিলেন। ঐ দ্বীপ তদনুসারে পুলুপুত্রী নামে কথিত। এই সময় শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিগণ এই স্থলে বাণিজ্য করিতে আসে এবং পুলুপুত্রীকে লইয়া যায়। তৃতীয় সন্ততি রাজপুত্র, তাঁহার উপাধি আর্য্য বিভঙ্গ, তিনি গুলু প্রদেশের রাজা হন। চতুর্থ পুত্র তন্দুরণ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার উপপত্নীর গর্ভজাত এক পুত্র ছিল। এক যোগী গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, উপপত্নীগর্ভজাত পুত্র হইতে তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। এই জন্য মুণ্ডিং-বঙ্গী জাতমাত্রে ঐ শিশুকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু শিশুর অসামান্য সৌন্দর্য্যদর্শনে স্নেহপরবশ হইয়া বিনাশ করিতে পারিলেন না এবং একটী পেটকে বদ্ধ করিয়া তাঁহার এক মন্ত্রীকে ক্রাবঙ্গ নদীতে নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। এক ধীবর সেই ভাসমান পেটকে সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দন শুনিয়া স্বগৃহে লইয়া শিশুকে পালন করিল এবং শিক্ষা দান করিতে লাগিল। বালকের উদ্দীপ্ত প্রতিভা এবং অপূর্ব্বকান্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। বালকের নাম হইল বনিয়াক-বেদা। পজাজারং নগরে ঐ ধীবরের এক ভ্রাতা লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় কার্য্য করিত, বালকও সেই কারখানায় কাজ শিখিতে নিযুক্ত হইল। ক্রমে বালক লৌহকারগণের সর্ব্বপ্রধান এবং চতুর্দ্দিকে তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইল। কথিত আছে যে, বনিয়াকবেদী এক আশ্চর্য্য লৌহপিঞ্জর প্রস্তুত করেন। তদ্দর্শনে তাঁহার পিতা মুণ্ডিংবঙ্গা সেই পিঞ্জর ক্রয় করেন, কৌতূহলবশতঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে নির্ম্মাতার অপূর্ব্ব কৌশলে তিনি বিনষ্ট হন এবং যোগীর গণনা ফলবতী হয়। বনিয়াকবেদী তখন সকলের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য ও প্রতিভা দেখিয়া কাহারও প্রতিবাদ করিতে সাহসও হয় নাই। বনিয়াকবেদী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা তন্দুরণ বিরোধী হইলেন। উভয়ে যুদ্ধ হইল। বনিয়াকবেদী বিজয়ী হইয়া 'বরবিজয় চিয়ং বানর' নামে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

তন্দুরণ পরাজিত হইয়া গুণ্টং নদীর তীরে এক বিধবার তাপসাশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং সেইখানে তাঁহার ভগিনীকে তপশ্চর্য্যা করিতে দেখিলেন। বহুকাল পরে ভগিনী ভ্রাতাকে দেখিয়া অনেক উৎসাহিত করিলেন এবং একটা পোষাপাখী তাঁহাকে দিয়া পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। আরও বলিয়া দিলেন যে, পথনির্ণয় করিতে না পারিলে পক্ষীকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার অনুসরণ করিবে। এই প্রকার তন্দুরণ পক্ষীর গতি লক্ষ্য করিয়া 'বীরাসব' নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে 'সাজ' নামে এক প্রকার ফল প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাইলেন এবং তাহার আস্বাদ গ্রহণে দেখিলেন যে, তাহা অতীব তিক্ত, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, এই স্থানে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ ব্রতযুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া সেইখানে রাজ্যস্থাপনের ইচ্ছা বলবতী হইল এবং ১২২১ শকে সেইস্থানে মজপহিত (বা তিক্তফল) রাজ্য স্থাপন করিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, 'মউস্পতি' (অর্জ্জুনবিজয়ের প্রাচীন রাজধানী) শব্দের অপভ্রংশে মজপহিত। ক্রমে ক্রমে চিয়ং-বানরের শত্রুগণ তাঁহার সহিত যোগদান করিল এবং আর্য্যবিভঙ্গ আসিয়া তন্দুরণকে আর্য্যলহর নামে পূর্ব্ব সীমার কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন।

এই সময় চিয়ং-বানর প্রজাদিগের নিকট অধিক কর গ্রহণ করিতেছিলেন। তাহাতে প্রজাগণ বিরক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ এবং ৮০ জন 'পাণ্ডি' বা লৌহকারের সহিত মজপহিত রাজ্যে উপস্থিত হইল। চিয়ং বানর পাণ্ডি (লৌহকার)গণকে চাহিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু তন্দুরণ পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন। মজপহিত রাজ্যের সৈন্য অঞ্জরঙ্গ নামক স্থানে ও পজাজারং রাজ্যের সৈন্য কালীবঙ্গ নামক স্থানে সমবেত হইলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইল, কোন পক্ষই পরাজিত হইল না। তখন উভয় ভ্রাতায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময়ে উভয় ভ্রাতায় সন্ধি স্থাপিত হইল (১২৪৭ শক) এবং একটা প্রকাণ্ড প্রস্তর-স্তম্ভ উভয় রাজ্যের সীমান্ত দেশে নিখাত হইল। অদ্যাপি সমবঙ্গের কএক মাইল পশ্চিমে ভুগু নামক স্থানে উক্ত স্তম্ভ বিদ্যমান আছে।

কিন্তু চিয়ং বানরের মৃত্যুর পরে উক্ত সন্ধি অধিক দিন স্থায়ী হইল না। পজজারং রাজ্যের মন্ত্রিগণ বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্ব্বক অগ্নিষ্টোমী নামক পিত্তল কামান ও অনেক গোলাগুলি মজপহিতের রাজাকে প্রদান করিল। উক্ত কামান সসহানন (সহস্রানন) বা বর্ত্তমান সুলতানদিগের নিকট আছে।

ওদিকে আর্য্যবিভঙ্গ স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের সঙ্কল্প করিতেছিলেন, কিন্তু তন্দুরণের সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন, তাঁহার বিধবা পত্নী অনেক দিন যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। অবশেষে পরাজিত হইয়া মজপহিত-রাজের শরণ লইলেন।

বালিদ্বীপে প্রাপ্ত ১৪৬৫ শকে পঞ্চম ঋতুর দশম দিবসে বৃহস্পতিবারে লিখিত একখানি পুঁথিতে তুমাপেল এবং মজপহিত রাজ্যের ১২শ শতাব্দীর ইতিহাস এইরূপ লিখিত আছে,—তুমাপেল রাজ্যে ঋতুশ্রী জয়পুরুষ নামে রাজা ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র শ্রীলক্ষ্মীকিরণ রাজা হন। তাঁহার দুই পুত্র ১ম সজ্যশ্রীশিববুদ্ধ, ২য় বিজয়, ইনি সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের শাসনে রাজ্যের বড়ই অরাজকতা উপস্থিত হয়, তাহাতে মন্ত্রী তাঁহাকে সদুপদেশ দিলে তিনি মন্ত্রীকে নির্ব্বাসিত করেন। সজ্যশ্রীর বীররাজ নামে এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাকে তিনি মদুরার পূর্ব্বাংশে সুমেনাপে শাসন ভার প্রদান করেন। পরে বীররাজকে বিনাদোষে অপরাধী সাব্যস্ত করায় তিনি কেদিরিরাজ শ্রীজয়কোটংকে তুমাপেলরাজ্য আক্রমণ করিতে আহ্বান করেন। জয়কোটং আনন্দের সহিত উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। শিববুদ্ধও যুদ্ধের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়কে প্রস্তুত হইতে বলিলেন এবং নিজে বিলাসপত্নীগণে পরিবৃত হইয়া 'কোদাতলে' (প্রমোদপ্রকোষ্ঠে) অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু জয়কোটংএর মন্ত্রী মান্দারঙ্গ অবিলম্বে তাঁহাকে ধৃত করিয়া রাজধানীর সম্মুখে নিহত করিলেন। কিন্তু বিজয় ভীষণ যুদ্ধে জয়কোটংকে ব্যাতব্যস্ত করিয়াছিলেন।

অবশেষে বিজয় রাজ্য ছাড়িয়া সুমেনাপে বীররাজের নিকট পলায়ন করিলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপবতী মহিষী শত্রুহস্তে পতিত হইল। কেদিরিরাজ তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পাণিগ্রহণ প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু তিনি ঘৃণার সহিত সে প্রস্তাব উপেক্ষা করিলেন। তখন কোদরিরাজ তাঁহাকে জননী সম্বোধনে কন্যার ন্যায় স্বীয় অন্তঃপুরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিজয় বীররাজের পরামর্শে কেদিরিরাজের নিকট স্বীয় রাজ্য প্রার্থনা করিলেন। জয়কোটং তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়া একটী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড এবং একটী অরণ্য প্রদান করিলেন। কেহ বলেন যে, এই স্থানেই মজপহিত রাজ্যের সূত্রপাত হয়। বিজয়ের সময়ে মজপহিত পরাক্রান্ত রাজ্য বলিয়া খ্যাত হয়। তিনি ভূপতিসঙ্গ বরবিজয় নামে সেই স্থানে রাজা হইলেন এবং বীররাজের এক পুত্র তাঁহার মন্ত্রী হইল। অবশেষে বিজয় কেদিরি আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। জয়কোটং তাহা অবগত হইয়া সৈন্য সজ্জা করিয়া অগ্রসর হইলেন। অনেকবার যুদ্ধ হইল, কিন্তু কোন পক্ষই জয়লাভ করিতে পারিল না। এমন সময় জয়কোটং পালিতকন্যারত্ন (বিজয়ের স্ত্রী) তাতাররাজ লক্ষ্মীমণকে প্রদান করিতে চাহিলেন। এই সুযোগে লক্ষ্মীমণ জয়কোটংকে পত্র লিখিলেন যে, যদি, তিনি সেই কন্যা শীঘ্র তাঁহাকে প্রদান না করেন, তবে তিনি বিজয়ের পক্ষ অবলম্বন করিবেন। কিন্তু জয়কোটং সেই কন্যাকে হস্তান্তরিত করিতে সমর্থ হইলেন না, সুতরাং জয়কোটং নিরুত্তর হইলেন। তখন লক্ষ্মীমণ বিজয়ের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। লক্ষ্মীমণের বর্ষাঘাতে জয়কোটংএর মৃত্যু হইল। মন্ত্রী মান্দারঙ্গ অকারণ নরহত্যা অনর্থক মনে করিয়া বশ্যতাস্বীকার করিলেন। বিজয়বীর বিজয়ী হইয়া কোদাতলে যাইয়া সাধ্বী সহধর্ম্মিণীকে প্রাপ্ত হইলেন। বিজয় পত্নীসহ স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন এবং লক্ষ্মীমণকে এক পরমা সুন্দরী কুমারী দান করিলেন। কিছুদিন আমোদ প্রমোদ ভোগ করিয়া লক্ষ্মীমণ স্বীয় রাজ্যে গমন করেন।

বিজয়ের পরে দ্বিতীয় বিজয় বহুকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে যবদ্বীপে শিল্পের অত্যন্ত উন্নতি হয়। তাঁহার রাজত্বকালে যে সমস্ত কিরিস্ (তরবারি) প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার ন্যায় উৎকৃষ্ট কিরিচ পৃথিবীর কোনদেশে নির্ম্মিত হয় নাই। মজপাহিত রাজ্যের তৃতীয় রাজা বেশী দিন রাজত্ব করেন নাই। তৎপরে অদ্রিবিজয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি স্বীয় মন্ত্রীকে নিহত করিয়া মন্ত্রিপুত্র কর্ত্তৃক নিহত হন। কিন্তু অদ্রিবিজয় অনেক রাজ্য বিজয় করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত মলয়দ্বীপ ও সিংহপুর (সিঙ্গাপুর) রাজ্য অধিকার করেন। সকলেই মজপাহিতের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তৎপরে মস্ত্যবিজয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। গজমদ তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন মন্ত্রী যবের ইতিহাসে আর নাই। তিনি রাজ্যসংক্রান্ত এবং বিচারবিভাগের জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ করেন, তাহা অদ্যাপিও বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার সময়ে ইন্দ্রগিরি বা সুমাত্রা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার করায়ত্ত হয়। তৎপরে রাজন আলীতবিজয় মজপহিতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গজমদের মন্ত্রণাকৌশলে মজপহিত সাম্রাজ্য উন্নতির উচ্চসীমায় উপনীত হইয়াছিল এবং ভারতসাগরীয় অন্তরদ্বীপসমূহ মজপহিতের অধীনতা স্বীকার এবং কর প্রদান করিয়াছিল। আলীতবিজয়ের রাজত্বকালে 'পুষাক কিরিস্' বা স্বর্গীয় অস্ত্র বলম্বজনের রাজা

কর্ত্তৃক কৌশলে অপহৃত হইয়াছিল। কিন্তু সুপ নামক একজন কর্মকার তাহা পুনর্ব্বার উদ্ধার করেন। তজ্জন্য তিনি আদিপতি উপাধি এবং এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পরে বলম্বলনের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা ঘটে। তাহাতে বলম্বলনরাজ দলপতি নিহত হন এবং তাঁহার রাজ্য অধিকৃত হয়। বালিরাজ ক্রমে মজপহিতের অধীনতা স্বীকার করিয়া অব্যাহতি পান। এই সময়ে প্রবল অগ্ন্যুৎপাতে অনেক নগর ও অট্টালিকা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়। আলীতবিজয় কাঞ্চনভঙ্গা নামে এককন্যা এবং অঙ্কবিজয় নামে একপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ভ্রাতা ভগিনীতে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন।

অবশেষে ভগিনী ‘প্রভুকন্যা কাঞ্চনভঙ্গা’ নামে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে মৈনাকজজ্যা বলম্বলনের এক অধিপতি কাঞ্চনবঙ্গার রাজ্যের অধিকাংশ অধিকার করিয়া রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন এবং দূতদ্বারা রাজকুমারীকে জ্ঞাপন করেন যে, যদি তিনি তাঁহাকে বিবাহ করেন, তবে অধিকৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবেন। কাঞ্চনবঙ্গা মৈনাকজজ্যার কদাকার দেখিয়া কিছুতেই বিবাহে সম্মত ছিলেন না এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,—"যে ব্যক্তি মৈনাকজজ্যাকে নিহত করিবে, আমি তাহার পত্নী হইব।" এই কথা শুনিয়া অনেকেই মৈনাকজজ্যাকে হনন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে আর্য্যবিভজের বংশধর উদার নামক এক তপস্বীর পুত্র ডামরবুলন ভীষণ যুদ্ধে মৈনাকজজ্যাকে নিহত করিয়া রাজকুমারী কাঞ্চনবঙ্গার পাণিগ্রহণ অভিলাষী হইলেন। এই সময়ে মৈনাকজজ্যার সাহায্যার্থ কাম্বোজ হইতে একদল প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্য প্রেরিত হইল, কিন্তু ডামরবলন তাহাদিগকে নিহত করিলেন। কাঞ্চনবঙ্গা ডামরবলনকে বিবাহ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঙ্কবিজয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। কাঞ্চনবঙ্গা এক্ষণে দাম্পত্যধর্ম্ম পালনার্থ স্বামিগৃহে আগমন করিলেন। অঙ্কবিজয় ভগিনীকে প্রভুলিঙ্গ, সুমেনাপ, সাম্পাং, ও মদুরা নামক চারিটী প্রদেশ প্রদান করেন।

শকাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে যবদ্বীপের পূর্ব্বাংশে ক্রমে ক্রমে মুসলমান অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হইল। গ্রিসিক্ নামক স্থানেই ইহার প্রথম সূত্রপাত হয়।

এই সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দুর রাজ্যলক্ষ্মী ইস্লামের অঙ্কশায়িনী হইয়াছেন, এবং সার্ব্বভৌম হিন্দুর হস্ত হইতে রাজদণ্ড বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হিন্দুর উপনিবেশরাজ্য যবদ্বীপে তখনও হিন্দু রাজা অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যবিস্তার করিতেছেন এবং শিক্ষাসভ্যতালোকে অসভ্যদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন।

এই সময়ে মৌলানা ইব্রাহিম নামে একজন আরবীয় প্রচারক কতকগুলি মুসলমানের সহিত জঙ্গলরাজ্যের সন্নিহিত দেশলারেন নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। যাবদ্বীপাধিপতিগণ ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তত্রত্য চার্মেনের রাজা আরবের জলালুদ্দীনকে স্বীয় ভগিনী প্রদান করেন। যৎকালে মৌলানা ইব্রাহিম দেশলারেনে মস্জিদ্ নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময়ে চার্মেনের রাজা তথায় উপস্থিত হন। যবদ্বীপবাসিগণ তখনও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই দেখিয়া তিনি অনেক আক্ষেপ করিলেন এবং পরাক্রান্ত মজপহিতরাজ প্রভু অঙ্কবিজয়কে ধর্ম্মত্যাগ করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরম সুন্দরী লাবণ্যবতী এক কন্যা ছিল, তদ্দ্বারাই স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তিনি ইব্রাহিমকে দেশলারেনে মস্জিদ নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন এবং প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন চার্মেনপতি স্বীয় পুত্র সাদিক মহম্মদকে মজপহিতে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন এবং তদ্দেশের রাজার সহিত দেখা করিতে চাহিলেন। অবিলম্বে স্বীয় পরিবারবর্গ ৪০ জন সাধু মুসলমান এবং অন্যান্য অনুচরবর্গের সহিত মজপহিত যাত্রা করিলেন।

অঙ্কবিজয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া অতিথিবর্গের অভ্যর্থনা করিলেন এবং চার্মেনপতিকে অত্যন্ত সম্বর্দ্ধনা করিয়া রাজপ্রাসাদের সন্নিহিত আবাসে রাখিয়া দিলেন। চার্মেন রাজা অঙ্কবিজয়ের সম্বর্দ্ধনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে একটী সুন্দর ডালিম উপহার দিলেন। অঙ্কবিজয় আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং ভাবিলেন, একটী ডালিম উপহার দিবার অর্থ কি? তৎপরে চার্মেনরাজ লারেনে প্রত্যাগমন করিলেন, কেবল ইব্রাহিমপুত্র মৌলানা মেহের অঙ্কবিজয়ের নিকটে রহিলেন। দুই একদিন পরে অঙ্কবিজয় কৌতুহলী হইয়া দাড়িম্বের ত্বক্ উন্মোচন করিলেন এবং দাড়িম্ববীজের পরিবর্ত্তে বহুমূল্য বৈদূর্য্য প্রভৃতি হীরকখণ্ডে পরিপূর্ণ দেখিলেন। তখন বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন যে, চার্মেনপতি দেবদেশের লোক হইবেন। অঙ্কবিজয় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মৌলানা মেহেরকে চার্মেনপতির পুনরাগমনের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু চার্মেন যখন লারেনে ফিরিলেন, সেই সময়েই তাঁহার মহাবিপদ্

উপস্থিত হইল। তাঁহার পরিবারবর্গের অনেকেই পীড়াগ্রস্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইল। তন্মধ্যে সৈয়দ জাফর, সৈয়দ-কাসেম প্রভৃতির সমাধি অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজকুমারী (অঙ্কবিজয়কে যাহার সহিত বিবাহ দিতে চাহিয়া-ছিলেন) সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। চার্মেন ভগবান্‌কে অনেক ডাকিলেন; কিন্তু নিয়তির গতি রুদ্ধ হইল না। রাজ-কুমারী প্রাণত্যাগ করিলেন। অদ্যাপি তাঁহার সমাধি দৃষ্ট হয়।

তিন দিন পরে অঙ্কবিজয় চার্মেনপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে লারেনে উপস্থিত হইলেন এবং রাজকন্যার মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইব্রাহিম কহিলেন যে, হিন্দুগণ দেবতার পূজা করে, সেই পাপেই রাজকুমারী মরিয়াছেন। অঙ্কবিজয় তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিলেন (১৩১৩ শক)। ইব্রাহিম লারেন হইতে গ্রিসিকে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ১৩৩৪ শকে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার গোরস্থান আজিও দৃষ্ট হয়।

এই সময়ে কাম্বোজ হইতে একটী যাদুকরী রমণী যবদ্বীপে উপস্থিত হইল। সে কাম্বোজরাজের মন্ত্রিপত্নী ছিল। ডাইনী বলিয়া লোকে তাঁহাকে যবদ্বীপে নির্ব্বাসিত করে। তাহার নাম 'নৈগস্তবিতা'। মজপহিতে যাইয়া অঙ্কবিজয়ের আশ্রয় প্রার্থনা করিল। অঙ্কবিজয় দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে গ্রিসিক বন্দরের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিলেন। এই স্থানে তখন মুসলমানগণের একটী মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অধিবাসী সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। নৈগস্তবিতা এই স্থানে আসিয়া ধর্ম্ম-কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। কথিত আছে, তিনি সুনান-গিরির পালয়িত্রী জননী। ১৩৭৯ শকে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অঙ্কবিজয় রাজ্যারোহণকালে চম্পার রাজকন্যার অলৌকিক সৌন্দর্য্যখ্যাতি শুনিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য চম্পায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে রাজকন্যা স্বয়ং গ্রিসিকে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অঙ্কবিজয় মহাড়ম্বরে তাহাকে অভ্যর্থনাদি করেন। কিন্তু চম্পারাজকন্যা অঙ্কবিজয়ের বহু উপপত্নী দর্শনে তাঁহার সহবাস প্রার্থনা করিলেন না। বিশেষতঃ এক রূপসী চীনযুবতী অঙ্কবিজয়ের হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী ছিলেন। চীনসম্রাট্‌ যবদ্বীপে বাণিজ্যের সুবিধা লাভ করিবার জন্য তদ্দেশীয় সুন্দরী যুবতী পাঠাইয়া যবদ্বীপের রাজগণের চিত্ত হরণ করিতেন এবং তদ্বিনিময়ে বহুমূল্য দ্রব্যাদি লাভ করিতেন। চম্পার রাজকন্যার নাম দ্বারবতী, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত একজন আরবীয়ের বিবাহ হয়। সেই গর্ভজাত পুত্রের নাম রকমৎ।

কথিত আছে, তৎপূর্ব্বে অঙ্কবিজয় লবপর্ব্বতবাসী এক রাক্ষসীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহার গর্ভে আর্য্যডামর নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। সেই পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বন্যজন্তু সকল লইয়া রাজার কৌতুকার্থ ক্রীড়া দেখাইতে আসিত। অঙ্কবিজয় তাহাকে শিক্ষিত করিবার জন্য প্রথমে একস্থানের শাসনকর্ত্তা, পরে বালিদ্বীপের সহিত যুদ্ধে সেনাপতি করিয়া পাঠান।

এই সময়ে বালিরাজের মৃত্যু হয়। তাঁহার তিন পুত্র,—১ ময়দানব, ২ দেব মচুবেল, ৩ কম্বুবাহু। কম্বুবাহুর বিশাল শরীর ছিল; তিনি একটী প্রকাণ্ড বরাহ একেবারে উদরসাৎ করিতে পারিতেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত অগ্রজ-দ্বয় বলে পারিতেন না। সুতরাং কৌশলপূর্ব্বক কনিষ্ঠকে কহিলেন যে, "তুমি মজপাহিত রাজ্যের অন্তর্গত বরবিজয়-রাজকন্যা লহয়জঙ্গ্যাকে বিবাহ কর, সেই কন্যা আকারে তোমার ন্যায়।" এই কথা শুনিয়া 'কম্বু' বরবিজয়ের নিকট ঘটক পাঠাইলেন। বরবিজয় বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, যুদ্ধ সন্নিকট। তিনি 'সঙ্গিং' আদিবর্ণ নামক যবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকরকে ডাকাইয়া,'কম্বু'র আকারানুসারে বিশালবপু সুন্দরী রমণীর চিত্র অঙ্কিত করাইলেন, আর্য্যডামরের হস্তে সেই চিত্র দিয়া বালিদ্বীপে পাঠাইলেন এবং সমস্ত দ্বীপের গুপ্ত রহস্য সকল জানিয়া আসিতে কহিলেন। ইহার পরে আর্য্য-ডামর বালিদ্বীপে যুদ্ধ যাত্রা করেন। রাজধানী ক্লুঙ্কং অধিকৃত হয়। সমস্ত রাজপরিবার মৃত্যুমুখে পতিত ও কেবল রাজার এক পরমাসুন্দরী ভগিনী মজপহিতরাজের নিকট প্রেরিত হয়। বালিদ্বীপ মজপাহিত রাজ্যভুক্ত হয়।

এদিকে অঙ্কবিজয় প্রতিদিন দ্বারবতীর রূপবহ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি চীনপ্রণয়িনীকে ত্যাগ করিয়া দ্বারবতীর প্রণয়লাভার্থ উদ্যোগী হইলেন। তখন চীনপ্রণয়িনী গর্ভবতী ছিলেন। অঙ্কবিজয় চীনপ্রণয়িনীকে আর্য্যডামরের হস্তে সমর্পণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং ডামরকে কহিলেন, যতদিন সন্তান প্রসূত না হয়, ততদিন যেন সে তাহার সহবাস না করে। আর্য্যডামর সম্মত হইয়া সুমাত্রার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া চীনযুবতীকে লইয়া জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে চীন-রমণীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, তাহার নাম রাজনপাত্ত। অনন্তর আর্য্য ডামরের ঔরসে তাহার আর এক পুত্র জন্মিল, তাহার নাম রাজন হুসেন। আর্য্যডামর সুমাত্রার রাজধানী পালিম্বঙ্গে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সুমাত্রাবাসীরাও চীনরমণীর গর্ভজাত সন্তানদ্বয়কে রাজকুমার বলিয়া স্বীকার করিল। অগত্যা আর্য্যডামর তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত বংশের এক কন্যা বিবাহ

করিলেন এবং উপরোক্ত দুই বালককে মজপহিতে পাঠাইয়া দিলেন।

আর্য্যডামর তিনবৎসর রাজত্ব করিবার পরে রাজন রকৃমৎ (চম্পা-রাজকুমারীর পুত্র) সেই স্থানে উপস্থিত হইল। আর্য্যডামর ইস্লাম মতগ্রহণে পক্ষপাতী হইলেও প্রজাদিগের প্রচলিত পূজাপদ্ধতির বিরুদ্ধে যাইতে সাহসী হইলেন না। রকৃমৎ তথা হইতে মজপহিতে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহার মাসীমা দ্বারবতী ও অঙ্কবিজয় সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অঙ্কবিজয় ধর্ম্মত্যাগে সাহসী হইলেন না; কিন্তু রকৃমতের শিক্ষা, সভ্যতা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে স্বাধীনভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আদেশ দিলেন। রকৃমতের সদ্ব্যবহারে অনেকেই ইস্লাম ভজিতে লাগিল এবং তিনি সুনাম বা ঈশ্বরের দূত এই উপাধি লাভ করিলেন। সুনান বা সসহানন একার্থবাচক, তদবধি যবদ্বীপের রাজগণ ঐ উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। রকমৎ পরে অঙ্কবিজয়ের প্রধান ক্লিবনের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার পুত্রেরা রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল। এই সময়ে গ্রিসিকে মৌলানা ইসাক নামে আর একজন প্রচারক আসিলেন, ইনি সুনান গিরির পিতা। তাঁহাদের যত্নে ইস্লাম ধর্ম্মের পরিধি বিস্তৃত হইতে লাগিল।

এই সময়ে বলম্বঙ্গনের রাজকন্যার পীড়া শান্তি করিয়া মৌলানা ইসাক সেই কন্যা বিবাহ করিলেন ও প্রজাসাধারণকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বলম্বঙ্গন-পতির নানা দুর্দ্দৈব ঘটিতে লাগিল, তথাপি তিনি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার কন্যা তখন ইসাকের ঔরসে গর্ভবতী ছিলেন। ইসাক তাহাকে রাখিয়া গ্রিসিকে গমন করিলেন।

যাহা হউক কন্যা পুত্র প্রসব করিলে তাহাদের উভয়কে গ্রিসিকে পাঠান হইল। তথায় পূর্ব্বোক্তা যাদুকরী বা কাম্বোজ-রমণী নৈগস্তবিতা এই পুত্রকে লালন-পালন করেন। বালকের ১২শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রকমতের হস্তে সমর্পিত হয়। রকমৎ সুনান বালকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল চিত্র বুঝিতে পারিয়া স্বীয় কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিলেন এবং বালককে 'রাজন পাকু' এই আখ্যা প্রদান করিলেন। তিনি মক্কাযাত্রা করিয়াছিলেন; কিন্তু মলাক্কা পর্য্যন্ত গমন করিলে তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া যবদ্বীপের গিরি নামক স্থানে এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন।

চম্পারাজকুমারী দ্বারবতীর গর্ভজাত অমিয়বিজয়ের পুত্র লেম্বু পিটং পদমাহন উপাধি গ্রহণ করিয়া মদুরাদ্বীপের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। তথায় সুনানগিরি শেখ সরিফ নামক এক ব্যক্তিকে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পাঠাইলেন। এই সময়ে মজপহিত রাজ্য উন্নতির শেষ সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। এই সময়ে বালিদ্বীপে পুনরায় বিদ্রোহ হওয়ায় 'অদায় নিঙ্রাৎ' নামক সেনাপতি সেই বিদ্রোহ দমন করিয়া শান্তিস্থাপন করেন এবং দেব আগুঙ্গ কাতুত নামক (বালিদ্বীপাধিপতির কন্যার গর্ভজাত) পুত্রকে বালিদ্বীপের শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন।

অদায় নিঙ্রাৎ রতুপেঙ্গিং উপাধি প্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রাধান্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকটে সকল রাজাই বশ্যতা স্বীকার করিল। সাত্রঙ্গ সাম্রাজ্য তাঁহাকে করপ্রদান করিতে অঙ্গীকার করিল। ক্রমে মাকাসর, গোয়া, বান্দা, সম্ভব, ত্রণ্ডি, টাইমর, টার্ণেট, সুলু শ্রীরাম, মেনিলা, বোর্ণিও প্রভৃতি সমস্ত দ্বীপের রাজগণ রতুপেঙ্গিংএর নিকট পরাজিত হইয়া মজপহিত-রাজ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিল। রতুপেঙ্গিংকে সকলেই অজেয় বলিয়া মনে করিল। জয়লক্ষ্মী ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। অঙ্কবিজয় তাঁহার অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিজয়পরম্পরায় চিন্তিত হইলেন। পাছে কোন দিন তাঁহার বিরুদ্ধে পেঙ্গিং অস্ত্র ধারণ করে, এই হেতু তিনি পেঙ্গিংকে পলেম্বঙ্গ অধিকার করিতে আদেশ করিলেন। পেঙ্গিংএর অসাধারণ কৌশলে অচিরেই পলেম্বঙ্গ অধিকৃত হইল এবং মজপহিতের বশ্যতা স্বীকার করিল। তখন অঙ্কবিজয় মন্ত্রী গজমদকে আহ্বান করিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, আর ত কোন রাজ্য জয় করিতে বাকী রহিল না, সুতরাং এক্ষণে কি কর্ত্তব্য? কারণ পেঙ্গিং যদি রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তবে অবিলম্বে মজপহিত রাজ্য হস্তগত করিবে।

গজমদও কোন সুযুক্তি দ্বারা রাজার উদ্বেগের উপশম করিতে পারিলেন না। তখন রাজা এবং মন্ত্রী উভয়ে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ৪০ দিন অনাহারে অনিদ্রায় দেবতার আরাধনা করিলে অবতার নারদ গজমদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন—"পেঙ্গিংকে ধ্বংস করা তোমাদের সাধ্য নহে, কারণ সাধুতাই তাহার বল; এই কারণে সে দেবতাদিগের অত্যন্ত প্রিয়। যদি অঙ্কবিজয় স্বীয় কন্যা রত্তি পম্পায়নার সহিত পেঙ্গিংএর বিবাহ দেন, তবে আশঙ্কার কারণ দূরীভূত হইতে পারে।"

এই দৈববাণী শুনিয়া অঙ্কবিজয় অবিলম্বে পেঙ্গিংকে আহ্বান করিলেন এবং অত্যন্ত সম্মান ও আদরের সহিত 'রত্তি' পম্পায়নার বিবাহ দিলেন এবং তাঁহাকে প্রভু [illegible] উপাধি দিয়া রাজ্যের অর্দ্ধ [illegible] বাঁটিয়া প্রদান করিলেন।

১৩৬০ শকে 'পাজুর মাসিন' হইতে দূত উপস্থিত হওয়ায় অঙ্কবিজয় তাঁহার পুত্র পজুরমসারী বা চক্রনাগরকে উক্ত দেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। তিনি বহু অর্ণবপোত, অনুচরবর্গ এবং সৈন্য সামন্ত লইয়া যাত্রা করেন।

এই সময়ে মুসলমানগণ শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্মবিস্তার করিতেছিলেন। পলেম্বঙ্গে আর্য্যডামর ইস্‌লামের সহায়তা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত রাজনপাত এবং রাজন হুসেন মজপহিত যাত্রা করিলেন। (রাজনপাত চীনরমণীর গর্ভজাত অঙ্কবিজয়ের পুত্র, ইনিই মজপহিত রাজ্যের ধ্বংসসাধন করেন। রাজন হুসেন উক্ত রমণীর গর্ভে এবং আর্য্য ডামরের ঔরসে উৎপন্ন)। রাজনপাত স্বীয় জননীর শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া মজপহিত যাইতে পারিলেন না, তিনি আম্পেলে মসহানন্দিগের শরণাগত হইলেন এবং কৌশলে মজপহিত রাজ্যের ধ্বংসের পথ আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। রাজন হুসেন মজপহিতে গমন করিলেন। রাজনপাত তাহাকে নিজের কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। হুসেন মজপহিতে সমাদরে গৃহীত হইলেন এবং কার্য্যদক্ষতাগুণে সেনাধ্যক্ষের পদে ও টাজদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন।

রাজনপাত ইস্‌লাম সমাজের আশ্রয় লইয়া সুনান আম্পেলের পৌত্রীকে বিবাহ করিলেন এবং গর্ভবতী স্ত্রীকে গৃহে রাখিয়া পশ্চিমপ্রদেশে রাজ্য স্থাপনার্থ গমন করিলেন। একস্থানে বিস্তার নামক সুগন্ধি তৃণ দেখিতে পাইয়া সেইস্থানে তিনি বিস্তার বা ডামক নামক উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। অঙ্কবিজয় বিস্তারে মুসলমান রাজ্যস্থাপনের সংবাদ পাইয়া হুসেনকে সেই রাজ্য ধ্বংস করিতে অথবা মজপহিতের অধীনতা স্বীকার করাইতে পাঠাইলেন। হুসেন সহোদরকে শান্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া মজপহিতে আসিলেন। রাজনপাতকে স্বীয় আকারানুযায়ী পুত্র ভাবিয়া অঙ্কবিজয় আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে আদিপতি উপাধি দিয়া বিস্তারের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন।

রাজনপাত বিস্তারে না যাইয়া আম্পেলে গমন করিলেন এবং তথায় স্বীয় জন্মের লজ্জাজনক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মজপহিত রাজ্য ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তি সকল আম্পেলে সমবেত হইতে লাগিল। এই সময়ে সুনান আম্পেলের মৃত্যু হইল। অঙ্কবিজয় পর্য্যন্ত মৃতের সম্মান করিলেন এবং সমাধি দিবসে অনেক লোকজন ভোজন করাইলেন। এই ঘটনার পরে রাজনপাত ষড়যন্ত্রকারীদিগকে লইয়া বিস্তারে গমন করিলেন। এই স্থানে আট জন প্রসিদ্ধ প্রচারক সুনান উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং একটী প্রকাণ্ড মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিলেন। (১৩৯০ শক)

অদ্যাপি উক্ত মস্‌জিদে ৮ জনের স্মৃতিলেখ দৃষ্ট হয়। এই স্থানে রাজনপাত পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সমস্ত মুসলমানগণ তাঁহার পক্ষ আশ্রয় করিল। কেবল প্রভুভক্ত হুসেন অঙ্কবিজয়ের পক্ষে থাকিলেন।

কুদুসের সুনান উদঙ্গ মুসলমানবাহিনীর সেনাপতি হইলেন এবং রাজনপাত এই মুসলমান সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া মজপহিত অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অঙ্কবিজয়ের সেনাধ্যক্ষ হুসেনের কৌশলে চারিদিন আক্রমণের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। পঞ্চমদিনে হুসেনের অধীনস্থ হিন্দুবাহিনী জলপ্রপাতের ন্যায় ভীষণবেগে মুসলমান সৈন্যকে আক্রমণ করিল। সিদায়ু নদীর তীরে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইল, সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পরে হিন্দুসেনাগণ মুসলমানদিগকে পরাজিত করিল এবং সেনাপতি সুনান উদঙ্গ নিহত হইলেন। মুসলমানগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিল, কেবল হুসেন সোদরপ্রেমের অধীন হইয়া রাজনপাতকে প্রাণে মারিলেন না। শত্রুবীজ আবার অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতে থাকিল। ডামক মস্‌জিদের উত্তরে সুনান উদঙ্গের সমাধি এখনও বিদ্যমান।

অঙ্কবিজয় পুনর্ব্বার পুত্রস্নেহের বশীভূত হইয়া রাজনপাতকে ক্ষমা করিলেন। বিস্তার বা ডামক রাজ্য মজপহিতের করদ হইল। অপমানে এবং ক্ষোভে জর্জ্জরিত হইয়া রাজনপাত পুনর্ব্বার অধিকতর উদ্যমের সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং পলেম্বঙ্গের আর্য্যডামরকে আশ্রয় করিয়া হিন্দুরাজ্যের মূলোৎপাটন করিতে অগ্রসর হইলেন। আর্য্য ডামর স্বীয় পুত্র হুসেনকে অঙ্কবিজয়ের সৈনাপত্য করিতে নিষেধ করিলেন ও বলিলেন, মুসলমান হইয়া হিন্দুর সেবা করা অপেক্ষা পাপ আর নাই। চতুর্দ্দিকস্থ মুসলমান দ্বীপাধিপতিগণ ডামরকে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মুসলমানগণ যুদ্ধের জন্য বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। আর্য্য ডামরের মাতা রাক্ষসীও যাদুবিদ্যায় নিপুণা ছিলেন। তিনি পুত্রকে এক ঐন্দ্রজালিক পেটিকা দিয়াছিলেন। তাহা সঙ্গে থাকিলে যুদ্ধে নিশ্চিত জয় লাভ হইত। আর্য্যডামর তাহা রাজনপাতকে প্রদান করিলেন।

রাজনপাত এইরূপে দৈবী ও মানুষী শক্তিতে সজ্জিত হইলেন। সুনানগণ মস্‌জিদে কল্‌মা পড়িতে লাগিলেন। দরবেশগণ জিকীর ছাড়িতে লাগিলেন, সৈন্যগণ অবিরাম বিসমোল্লা ডাকিতে লাগিল। এইরূপে মজপহিতের হিন্দুরাজ্য

ধ্বংসের নিমিত্ত সহস্র সহস্র ইসলামরথী একত্র হইতে লাগিলেন। মজপহিতে অনেক বিভীষণের অভাব হইল না। তথাপি অঙ্কবিজয় দেবতার পবিত্র নাম উচ্চারণপূর্ব্বক যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন। হুসেন মুসলমান হইয়াও প্রভুভক্তির জন্ত সুবর্ণকীর্ত্তির উজ্জ্বলবেদীতে ধর্ম্মপ্রাণতাকে বলি দিলেন এবং স্থবির রাজা অঙ্কবিজয়কে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

মুসলমান সেনানীবৃন্দ মৃত সুনানের পুত্র পঞ্জীরামকুড়ুসের সেনাধ্যক্ষতায় পরিচালিত হইল। হুসেনও রণনৈপুণ্যের মহাপরীক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে উৎফুল্লহৃদয়ে অগ্রসর হইলেন। রণোন্মত্ত উত্তেজিত হিন্দু সৈন্যগণ মুসলমান-সৈন্যকে ভয়ঙ্কর বেগে আক্রমণ করিল। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রক্তের স্রোতে দেশে বন্যা আসিল। সপ্তদিবারাত্রি অনিবার্য্যবেগে যুদ্ধ চলিতে লাগিল এবং অমিততেজাঃ হুসেনের বীরত্বে মুসলমানবাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; এমন সময়ে যাদুবিদ্যাবলে ঐন্দ্রজালিকগণ অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন; তখন হিন্দুসৈন্যগণ পরাজিত হইয়া রাজধানীতে আশ্রয় লইলেন।

লক্ষ লক্ষ মুসলমান-সৈন্য মজপহিত অবরোধ করিল। অঙ্কবিজয় কতিপয় অমাত্য ও আত্মীয়স্বজনাদি সহ রাজধানী হইতে দূরে অবস্থান করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ মজপাহত রাজ্য একেবারে বিধ্বস্ত করিল। শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত সপ্ততলরাজপ্রাসাদ, লক্ষ লক্ষ সুরম্য হর্ম্ম্য, অম্বরচুম্বিমন্দিরমালা, সারস্বতমন্দির, পুস্তকালয় এবং সৌন্দর্য্য ও বিলাসের লীলাক্ষেত্র মজপহিত রাজ্য মহাশ্মশানে পরিণত হইল। ১৪০০ শকে বা ১৪৭৮খৃঃঅঃ মজপহিতরাজ্য পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। তাহার বহুপূর্ব্বে ভারতেও হিন্দু কুললক্ষ্মীর সীমন্ত সিন্দুর মুছিয়া গিয়াছিল, হিন্দুর গৌরবভাস্কর অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও ব্রতযুদ্ধের পবিত্র ক্ষেত্রে সংস্থাপিত মজপহিতের সমৃদ্ধ হিন্দুরাজ্য সাম্রাজ্যগৌরবে, বীরত্ববৈভবে, বাণিজ্যগরিমায়, শিল্পৈশ্বর্য্যে, স্থাপত্যকীর্ত্তিতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার লীলাক্ষেত্ররূপে স্বাধীনতালক্ষ্মীকে সযত্নে ললাটে ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিয়তির গতি কে রোধ করিবে? যেখানে ভারতীয় শিক্ষাসভ্যতার শেষ নিদর্শন বিদ্যমান ছিল,—যে স্থানের অধিবাসিগণ ভারতবাসীকে স্বর্গের দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত,—যে স্থানের কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণপথারূঢ় হইলে স্বর্ণলঙ্কার অতুল ঐশ্বর্য্য মনে পড়ে, সেই হিন্দুউপনিবেশ মজপহিত মরুভূমিতে পরিণত হইয়া গেল।

রাফ্লু সাহেবও উচ্ছ্বাসের সহিত মজপহিতের ধ্বংসসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"Thus in the year 1400 fell the great capital of Java, the boast and pride of the Eastern Islands; thus did the sacred city of Majapahit, so long celeberated for the splendeur of its court and the glory of its arms become wilderness—lost and gone is the pride of the land." হুসেন বহুদিন পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে পঞ্জীরাম কুড়ুসের সহিত তিনি মিলিত হইলেন। রাজসিংহাসন ও রাজচিহ্নাদি সমস্ত ডামকে স্থানান্তরিত হইল। রাজধানীতে যে সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্যজাত ছিল, তাহা ডামকে লইয়া যাইতে দুইবৎসর লাগিয়াছিল। ১৪০২ শকে মজপহিত সম্পূর্ণরূপে শ্মশানে পরিণত হয়। বর্ত্তমানকালে ইহার ধ্বংসাবশেষ কএকক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

অনেক হিন্দু রাজকর্ম্মচারী বালিদ্বীপে পলায়ন করিলেন। গজমদ মন্ত্রীর বংশাবলী এবং অঙ্কবিজয়ের একপুত্র মালঙ্গের দক্ষিণপশ্চিমে সিঙ্গর নামক স্থানে এক যোগীর আশ্রমে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে এই স্থানে একটী ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত হয়। ঐ স্থানের নাম রঙ্গপ্রমাণ। পরে ঐ স্থান সুপ্ত উরঙ্গ নামে বিদিত এবং একটী দুর্গ নির্ম্মিত ও পরিখা খনিত হয়। ঐ দুর্গজয়ের নিমিত্তও ডামক হইতে মুসলমানসৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা কিছুতেই গভীর পরিখা অতিক্রম করিতে না পারিয়া শিক্ষিত কপোতের পুচ্ছে প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা লাগাইয়া দেয়। ঐ কপোত সকল দুর্গ মধ্যে উড়িয়া গিয়া কাষ্ঠময়ী অট্টালিকায় উপবেশন করে; তাহাতে ভয়ঙ্কর লঙ্কাকাণ্ডের অভিনয় হইল ও দুর্গ ভস্মসাৎ হইয়া গেল। ঐ স্থান আজিও 'কোটাবাদক' বা পরিত্যক্তদুর্গ নামে প্রসিদ্ধ।

রাজনপাত্ত পনম্বাহন জিম্বন উপাধি গ্রহণ করিয়া ইসলাম্ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইহাঁর সম্বন্ধে চারিপ্রকার উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ডামক রাজপ্রাসাদের নিকটে মজপহিতের জঙ্গম বহুস্তম্ভমণ্ডিত 'দরবারহল' আজিও বিদ্যমান থাকিয়া শিল্পকীর্ত্তির মহিমাসম্বন্ধে নীরবে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

বৈদিক হিন্দুগণ ৮০০ হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমা লইয়া অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন, আজিও একটী পর্ব্বতপ্রান্তে সেই সমস্ত প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই বৈদিকগণের বংশাবলী এখনও অনেক স্থলে দেখা যায়।

সুমেনাপের পনম্বাহন নাথকুসুম পূর্ব্ব যবদ্বীপে যে হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত বংশাবলী

দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ এই তালিকা অনেকাংশে বিশ্বাস্য মনে করেন, কিন্তু কালনির্ণয় সর্ব্বত্রই অসমীচীন।

রাজার নাম	রাজধানী	যবাব্দ
ত্রিতুষ্টি (ত্রিত্রেষ্ট)	গিলিংবেশী	১
বটুগুণাজ ...	" ...	১৪০
গুটাক ...	" ...	২৪০
সুবেল ...	" ...	২৯০
গৌতম ...	হস্তিনা ...	৩১০
দশবাহু ...	" ...	
সৌন্তান (শান্তনু) ...	" ...	
অবিআশ (ব্যাস) ...	" ...	৪১৫
পাণ্ডু দেবনাথ ...	" ...	৪২১
সুযোধন ...	" ...	৪৮০
কুন্ত (বা পাণ্ডব) দেব	" ...	৪৯১
পরাক্ষিৎ ...	" ...	৫৩৩
উদয়ন ...	মালবপতি ...	৫৮৮
অঙ্গলিঙ্গধৰ্ম্ম ...	" ...	৫৯৮
জয়াকিষণ ...	" ...	
পুষ্পজয় ...	" ...	
পুষ্পাবিজয় ...	" ...	
কুসুমবিচিত্র ...	মালবপতি ...	
আদিনির্ম্মল ...	" ...	৬৩৮
ভাস্বরচম্পক ...	মেণ্ডাং কামুলন ...	৬৫৮
অঙ্গলিঙ্গধৰ্ম্ম ...	" ...	৬৭১
আদিজয়াভয় ...	" ..	
শেলপর্ব্বত (শিলালিপিতে শৈলেন্দ্র)*	...	৬৮২
পুণঙ্করণ বা জয়ালঙ্কার	জঙ্গল ..	৭০০
সুব্রত বা দেবকুসুম...	" ...	৮৬৮
লালন	কোরিপান ...	৯২৭
পঞ্জরম্‌সারী ...	" ...	
মদানিংকুং ...	" ...	
মহসারী ...	" ...	
রাজনপঙ্কজ ...	পজজারং ...	১০৮৪
চিয়ং বানর ...	" ...	

* যবের ইতিহাসে শেলপর্ব্বতের রাজত্ব ৭৫৩ যবাব্দ লিখিত আছে, কিন্তু মধ্য-যব হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে শৈলেন্দ্রের পুত্র মহারাজ পণঙ্করণের রাজ্যকাল ৭০০ শকাব্দ উৎকীর্ণ। এরূপস্থলে শৈলেন্দ্রের রাজ্যকাল তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী,তাহাতে সন্দেহ নাই।(Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVII. pt, II. p. 1-10,)

রাজার নাম	রাজধানী	যবাব্দ।
বরবিজয় বা জকসসর	মজপহিত ...	১১৫৮
প্রভুঅনোম ...	"	
উদয়ানিকম্ ...	" ...	
প্রভুকন্যা (রাজ্ঞী) ডামরবলনের সহিত পরিণীতা		
লেম্বু অমিয়শনি ...	মজপহিত ...	
ব্রহ্মতুঙ্গ ...	" ...	
রাজনআদিত্য বা বরবিজয়	" ...	

আদিজয়াভয় রাজার শাসন কালে যে, হস্তলিখিত পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত রাজতালিকা দৃষ্ট হয়।

রাজার নাম	রাজধানী	যবাব্দ
বসুকেতুবংশ ...	বিরাট ...	২৮৯
মৌম্পতি ...	" ...	৭০০
পলাসর (পরাশর) ...	" ...	
অবিআস (ব্যাস) ...	" ...	
পাণ্ডুদেবনাথ ...	" ...	
আদিজয়াভয় ...	কেদিরি ...	৮৩০
অঙ্গলিঙ্গাদ্রি ...	পেঙ্গিং ...	
বক ...	ব্রহ্মবন ...	৯০০
ডামরময় ...	" ...	
আদিশক ...	মেণ্ডাংকামুলন ...	১০০২
লেম্বু অমিয়াজয় ...	কেদিরি*	১০৮২-৪ (লেম্বু অমিয়াজয় — লেম্বু অমিয়ালহর)
লেম্বু অমিয়াশেষ ...	নাগরবন	
লেম্বু অমিয়ালয় ...	সিংহসারী	
লেম্বু অমিয়ালহর ...	জঙ্গল	
পঞ্জীসূর্য্য / অমিয়াশেষ ...	" ...	
লালন ...	পজজারং ...	১২০০
পঞ্জরম্‌সারী ...	" ...	
মেন্দাংবঙ্গী ...	" ...	
যক্ষাসুর বা ১ম বরবিজয়	মজপহিত ...	১৩০১
২য় বরবিজয় ...	" ...	
৩য় বরবিজয় ...	" ...	
৪র্থ " ...	" ...	
৫ম " ...	" ...	১৩৮১

* কথিত আছে যে, "চণ্ডীশিব" বা সহস্রমন্দির এই সময় নির্ম্মিত হয়; কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক কার্ণ (Kern) শিলালিপি পাঠ করিয়া বলেন যে, উহা ও বরোবদর্ (বলভদ্র) মন্দির খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত।

ডুমক নামক স্থানের শাসনকর্ত্তার নিকট যে বংশ-তালিকা আছে, তাহাতে নিম্নলিখিত কএকটী নাম পাওয়া যায়।

নাম		রাজ্য		যবাব্দ
সুবেলাচল	...	মেণ্ডাংকামুলন	...	৫২৫
অদ্রিকুসুম	...	”	...	
অদ্রিবিজয়	...	”	..	
ঋষিদণ্ড নগেন্দ্র	...	”	...	
দেবকুসুম	...	জঙ্গল	...	৮৪৬
লেমু অমিয়ালহর	...	”	...	
পঞ্জীকর্ত্তাপতি	...	”	...	
পঞ্জীমহিষ তজ্রামান বা লালিয়ান	}	পঞ্জজারং	...	১০০০
মুণ্ডাসারী	...	”	...	
মুণ্ডাবঙ্গী	...	”	...	
চিন্নং	...	”	...	
তন্দুরণ		মজপহিত	...	১২২১
বরকুমার	...	”	...	
আদ্রবিজয়	...	”	...	
মস্তাবিজয়	...	”	...	
অঙ্ক বিজয়	...	”	...	

উপরোক্ত গ্রন্থমতে ১ম রাজা সুবেলাচল অর্জ্জুন হইতে অধস্তন একাদশ পুরুষ। যথা—১ অর্জ্জুন, ২ অভিমন্যু, ৩ পরীক্ষিৎ, ৪ উদয়ন, ৫ গন্ধর্ববান, ৬ জয়াভয়, ৭ আময়াজয়, ৮ আমিয়াসোম, ৯ চিত্রসোম, ১০ পঞ্চাদ্রি, ১১ কুসুমচিত্র, ১২ সুবেলাচল।

পুঁথিতে লিখিত আছে যে, কুসুমচিত্রের রাজত্বকালে তাহার রাজধানী 'কুজরাট' বা গুজরাট নামে অভিহিত হইয়াছিল। কারণ ঐ সময়ে গুজরাটরাজের প্রতি ভবিষ্যদ্বাণী হইল যে, গুজরাট অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তদনুসারে গুজরাট-রাজপুত্র সুবেলাচলকে ৬ খানি বৃহৎ অর্ণবপোত, ১০০ নৌকা এবং বহুসংখ্যক অনুচরবর্গ সহ যবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। আদিশক-বর্ণিত যবদ্বীপের ইতিহাস ও জলযাত্রার বিবরণ তাঁহাদের গৃহে সংরক্ষিত ছিল। সেই বিবরণাদি সঙ্গে লইয়া ৫০০ লোক সহ তাঁহারা সমুদ্রযাত্রা করিলেন। চারিমাস অবিশ্রান্ত জলযাত্রা করিয়া তাঁহারা পর্ব্বতমণ্ডিত এক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু আদিশক-বর্ণিত বিবরণের সহিত তাহার কোন ঐক্য না থাকায় তাঁহারা পুনর্ব্বার তথা হইতে যাত্রা করিয়া অন্তর্দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহারা যবশস্য দেখিতে পাইলেন। আদিশক-কথিত সপ্তাহের ৫টী বারের সহিত মিল থাকায় যবদ্বীপ বলিয়া জানিতে পারিলেন। যববাসিগণ সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যে স্থানে তীরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান "মাতরম্" দ্বীপ সন্নিহিত স্থান। রাজপুত্র প্রবীরবিজয় সুবেলাচল উপাধিভূষিত হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং গুজরাটে পিতার নিকট দূত প্রেরণ করিয়া আরও লোক চাহিলেন। গুজরাটপতি পুনরায় ২০০০ লোক পাঠাইলেন। তাহারা যবদ্বীপের চতুর্দ্দিকে উপনিবেশ স্থাপন করিল। ৫২৫ অব্দে প্রবীরবিজয়ের রাজ্য সমৃদ্ধ হইয়া শিক্ষাসভ্যতার পথে অগ্রসর হইল। সুবেলাচলের পূর্ব্ব নাম 'অবাপ' এবং তাহার পিতার নাম বাল্যচর।

যখন সুবেলাচল রাজ্যের উন্নতিসাধনে ব্যস্ত আছেন, তখন মলয়াকাশ-অরবিন্দ নামে এক রাজপুত্র যবদ্বীপে আসিয়া বলযজন রাজ্য স্থাপন করেন। সুবেলাচলের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়। বহুকাল রাজত্ব করিয়া সুবেলাচল প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র অদ্রিকুসুম ও তৎপুত্র অদ্রিবিজয় সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ইহাঁদের রাজত্বকালে ব্রহ্মবন-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়ে (৬ষ্ঠ শতাব্দীতে) ভারতবর্ষ হইতে প্রসিদ্ধ স্থপতিগণ আসিয়া ব্রহ্মবনে স্থাপত্যশিল্পের উজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল নির্ম্মাণ করিয়া যান। কেহুর বরোবদর (বলভদ্র) মন্দিরও এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়।

(See Kern, Over den invloed der Indische, Arabische en Europeesche beschaving op de volken van den Indischen Archipel, pag. 7.) কার্ণ বলেন যে, বলভদ্র মন্দিরের 'বৈষ্ণব' লিপি সকল ৫ম শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে উৎকীর্ণ।

এ বিষয়ে ঐতিহাসিক রাফ্ল্ সাহেবও বলিয়াছেন যে, ১০১৮খৃঃঅঃ ব্রহ্মবন ও বলভদ্র মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কখনই হইতে পারে না। ("As far as the general tradition may be relied on it seems most probable that they are the work of the 6th or 7th centuries")

এই সময়ে যবদ্বীপে মূর্ত্তিশিল্পের চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল। আজিও তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যমান থাকিয়া শিল্পমহিমার গৌরবচিত্র প্রদর্শন করিতেছে।

অদ্রিবিজয়ের ৫ পুত্র এবং উপপত্নীগণের গর্ভজাত অনেক

পুত্র ছিল। তাঁহার ৫ পুত্রের মধ্যে ১ম পুত্র কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য, ২য় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনার্থ, ৩য় আরণ্য-বিভাগের তত্ত্বাবধান এবং কাষ্ঠবাণিজ্যের জন্য ও ৪র্থ স্বদেশোৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর উন্নতিসাধনার্থ জীবন উৎসর্গ করিলেন। ৫ম পুত্র ঋষিদণ্ড-নগেন্দ্র কেবল পিতার সহকারী থাকিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অগ্রজচতুষ্টয় তাঁহার প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া চতুর্দ্দিকে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের তিন জন যথাক্রমে বাগালেন, জপারা ও কোরিপান নামক স্থানে রাজ্যস্থাপন করিলেন। ৪র্থ পুত্র কেবল কতকগুলি সন্ততি রাখিয়া পরলোকগত হইলেন।

ইহার পরবর্ত্তী রাজা দেবকুসুম রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করেন। তিনি জঙ্গল (যবভাষায় ইহার অর্থ কুক্কুর) নামক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বর্ত্তমান সুরাভয় পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন।

জয়াভয়ের রাজত্বকালে পণ্ডিত পুযেদা কর্ত্তৃক ব্রতযুদ্ধ বা ভারতযুদ্ধ বিরচিত হয়। সুরাকর্ত্তা নামক স্থানের সংগৃহীত বিবরণে জানা যায় যে, উক্ত রাজা ৭ম শতাব্দীতে কেদিরি প্রদেশে রাজত্ব করিতেন।

মুসলমানের হাতে যবদ্বীপের হিন্দুপ্রাধান্য তিরোহিত হইলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইল। কেবল ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মণগণ শোণিত অপেক্ষা প্রিয়তর শাস্ত্র সকল শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণতন্ত্রাদি লইয়া বালিদ্বীপে গমন করিলেন। বিধাতার ইচ্ছায় বালিতে অদ্যাপি ব্রাহ্মণ্যের সজীব নিদর্শন বিদ্যমান আছে। যবদ্বীপ কেবল স্থাপত্যশিল্পের অদ্ভুতকীর্ত্তি ব্রহ্মবন ও বলভদ্র (বরোবদর) মন্দির এবং অসংখ্য প্রাস্তর ও ধাতুময়ী দেবমূর্ত্তি অঙ্কে ধারণ করিয়া অতীত গৌরবের বিষয়ীভূত হইয়া আছে। ঐ সকল স্থানের উৎকীর্ণ শিলালিপিসমূহ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য উভয় স্থানের হিন্দুগণই এখানে আসিয়া আর্য্যসভ্যতা বিস্তার করেন। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পূর্ব্বে এখানে হিন্দুধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করেন ও খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম যবদ্বীপে প্রচারিত ও শৈবাদি হিন্দুর সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিল।

মুসলমান রাজনাম	রাজধানী	রাজ্যারোহণ শক
রাজনপাত বা আদিপতি জিমন ...	ডামক ...	১৪০৩
পঞ্জরং সাব্রঙ্গলহর ...	" ...	১৪৫৫
সুলতান ত্রিস্তার বা ট্রুজন ...	" ...	১৪৫৭
জাক টিঙ্গির সুলতান পজং ...	পাজং ...	১৫০৩
আদিপতি ডামক ...	" ...	১৫৩২
পনম্বাহন সেনাপতি ...	মাতরম্ ...	১৫৪০
সুলতান সেদাক্রাপিয়া ...	" ...	১৫৫০
রাজন রংমং বা সুলতান আগুঙ্গ বা সুলতানকর্ত্তা	" ...	১৫৬২
মঙ্কুরাট বা সৈদ টেগলারুম ...	" ...	১৫৮৫
সসানন মঙ্কুরাট ..	সুরকর্ত্তা ...	১৬০৩
সসহানন মঙ্কুরাট মন ...	" ...	১৬২৭
পঞ্জরং পুগার বা প্রথম পকুবুয়ান ...	" ...	১৬৩০
সসহানন প্রভু অঙ্কুরাট ...	" ...	১৬৪৩
সসহানন সেদালঙ্কুনান্ বা ২য় পকুবুয়ান ...	" ...	১৬৭২
সসহানন পকুবুয়ান ৩য় ...	" ...	১৬৭৫

(ইনিই সুরকর্ত্তায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইঁহার সময়ে রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটী পৃথক্ রাজ্য উৎপন্ন হয়। ১ম সুরকর্ত্তা ও ২য় যজ্ঞকর্ত্তা।)

মুসলমান রাজনাম	রাজধানী	রাজ্যারোহণ শক
৪র্থ সসহানন পকুবুয়ান ...	সুরকর্ত্তা ...	১৭১২
সুলতান অমঙ্গ কুবুয়ান প্রথম	" ...	১৭১২
সুলতান অমঙ্গ কুবুয়ান দ্বিতীয়	" ...	"
সুলতান অমঙ্গ কুবুয়ান তৃতীয়	" ...	১৭৪১

ক্রমে মুসলমান রাজ্য নানাভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তন্মধ্যে ডামক, চেরিবন, বাণ্টাল, জাকত্রা এবং পজঙ্গ প্রধান। এই সমস্ত মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে নানা অন্তর্বিবাদের সূত্রপাত হয়। ক্রমে যবদ্বীপে ৮টী রাজ্য এবং মদুরায় ৩টা রাজ্য স্থাপিত হয়। ইহাদিগের রাজত্বে যবদ্বীপ কোন বিষয়েই উন্নতিলাভ করে নাই। নানাপ্রকার জাতীয় ও জাতিযুদ্ধের গোলযোগে সুলতানগণ হীনবল হইতেছিলেন এবং বিলাসে কালাতিপাত করিতেছিলেন। এই সময়ে চীনবাসিগণের সহিত সুলতানগণের নানাপ্রকার বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয়। বাতাবিয়া নগরে বহুসংখ্যক চীনবাসী নিহত হয়।

এমন সময়ে যুরোপীয় বণিক্‌সম্প্রদায় রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইলেন। ১৫১১ খৃঃ পর্ত্তুগীজগণ সর্ব্বপ্রথমে যবদ্বীপে পদার্পণ করেন। বাণিজ্যই ইহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। পর্ত্তুগীজগণ তখন সর্ব্বপ্রধান,—বাণিজ্যোন্নতির সোপানে দ্রুতবেগে আরোহণ করিতেছেন। পর্ত্তুগীজগণের আগমনের ৮৪ বৎসর পরে ১৫৯৫ খৃঃ ওলন্দাজগণ আগমন করিলেন। এই সময়ে পনম্বাহন সেনাপতি মাতরমের রাজা। প্রথমে ওলন্দাজগণ বাতাবিয়ায় পদার্পণ করেন এবং ১৫৯৫ হইতে ১৬১১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত

বাণিজ্য চালাইলেন। ১৬১২ খৃঃ তাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে যবদ্বীপে বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। এখানে ৫৬ বৎসর বাণিজ্য করিয়া তাঁহারা ১৬১৯খৃঃ বাতাবিয়া নগরে কুঠী ও অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করেন। ইহাতে জাকিত্রার সুলতান বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করেন। তিনটী যুদ্ধে বহুসংখ্যক মুসলমানসৈন্য অল্পসংখ্যক ওলন্দাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। এই সময়ে হইতে ওলন্দাজগণ যবদ্বীপের শাসনকার্য্যে ও সুলতান-নির্ব্বাচনে প্রভুত্ব পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৬২৯ খৃঃ সুলতানের সহিত তাঁহাদের সন্ধি হয়। তদবধি ওলন্দাজগণই এক রাজাকে অপর রাজার বিরুদ্ধে সহায়তা করিতে লাগিলেন। ১৭০৫ খৃঃ ওলন্দাজ-নাবিক স্নীপম্যানের অধিনায়কতায় সুরকর্ত্তা হইতে এই সময়ে চীনবাসিগণের সহিত বাণিজ্যব্যাপারে বিরোধ ঘটে। ওলন্দাজগণ তাহাতে চীনগণের বিরুদ্ধাচরণ করেন। ইহাতে চীনগণ বিদ্রোহী হয়। ১৭৩০ খৃঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১০০০০ চীনবাসী নৃশংসরূপে নিহত এবং তাঁহাদের আবাসাদি লুণ্ঠিত ও দগ্ধ হয়। তৎপরে ১৫বৎসর চীনবাসিগণের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকে। ওলন্দাজগণ উক্ত গর্হিত কার্য্যে সুলতানের সহায়তা করায় হলণ্ডরাজ কর্ত্তৃক তীব্ররূপে তিরস্কৃত হন এবং ওলন্দাজ-শাসনকর্ত্তা নিগৃহীত হন।

ক্রমে ক্রমে যে নীতিতে ইংরাজগণ ভারতবর্ষের একাধিপত্য লাভ করিয়াছেন, সেই নীতিতেই ওলন্দাজগণ যবদ্বীপে সর্ব্বতোমুখী প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন। পরবর্ত্তীকালের সুলতানগণ মীরজাফরাদির ন্যায় পুত্তলিকা-রূপে নামে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন এবং ১৭৪৯ খৃঃ হইতে ওলন্দাজ-ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রকারতঃ যবদ্বীপের অধীশ্বর হন। তদবধি ১৮১১ খৃঃ পর্য্যন্ত তাঁহারাই যবদ্বীপে অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব ও বাণিজ্য করিয়া হলণ্ডকে সমৃদ্ধ করিতেছিলেন। এমন সময়ে য়ুরোপীয় শত্রুতাহেতু ফরাসীগণ জানসেন্ (Jansen) এর অধীনে যবদ্বীপের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। তখন ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীদিগের শত্রুতা চলিতেছে। তদনুসারে ১৮১১ খৃঃঅঃ ৪ আগষ্ট ইংরাজ-সৈন্যদল যবদ্বীপে উপস্থিত হয়। তাহারা ফরাসী ও ওলন্দাজদিগকে যুদ্ধে পরাভূত ও বিতাড়িত করিয়া বাতাবিয়া অধিকার করিয়াছিল।

১৬ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি পরাজিত এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক যবদ্বীপ ইংরাজদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। সুলতানবংশীয় একজন নামে মাত্র সিংহাসনে উপবেশন করেন। ইংরাজগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার এক ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু সুলতান ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করায় বন্দী হন এবং তৎপুত্র মঙ্কুবয়ান ৩য় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সুলতান ইংরেজদিগকে কাদু, ব্লোরা, জিপাং জাপান ও পারো বাগান প্রদান করেন। ১৮১৩ খৃঃ ইংরাজগণ যবদ্বীপের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার ষ্টাম্ফোর্ড রাফ্লের (ইনি যবদ্বীপের প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক) পরামর্শ অনুসারে শাসন ও বাণিজ্যবিভাগের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করেন। ১৮১৪ খৃঃ ইংরাজেরা ভারতসাগরীয় দ্বীপের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। এই সময়ে লর্ড মিণ্টো ভারতের শাসনকর্ত্তা। তিনি জন ক্রফোর্ডকে যবদ্বীপের সুলতানের সভায় রেসিডেণ্টরূপে পাঠান। তিনি তৎকালে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস সঙ্কলন করেন। ওলন্দাজগণ ২৫০ বৎসরে যবদ্বীপের যাহা করিতে পারেন নাই, ইংরাজেরা ৫ বৎসরে তাহার শতগুণ শ্রীবৃদ্ধি করিয়া ছিলেন। তাঁহারাই ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার পথ প্রদর্শন করিয়া দিয়া যান। তাই আজ আমরা যবদ্বীপের ইতিহাস জানিতে পারিয়াছি।

অবশেষে ১৮১৬ খৃঃ, য়ুরোপে সন্ধি স্থাপিত হইলে ইংরাজেরা ১৯আগষ্ট তারিখে ওলন্দাজগণকে যবদ্বীপ প্রত্যর্পণ করেন। তদবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যবদ্বীপ ওলন্দাজগণের হস্তেই শাসিত হইতেছে। কিন্তু ১৮২৫-৩০ পর্য্যন্ত স্বদেশী স্বাধীনতা উদ্ধারকল্পে দীপনাগর (সুলতানবংশীয়) ওলন্দাজদিগের সহিত যে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। দীপনাগর যবদ্বীপের সর্ব্বশেষ সুলতান। তিনি স্বদেশপ্রেমের মহামন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া যে লোকভয়ঙ্কর কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশপ্রেমিক মাত্রেরই অনুশীলনের যোগ্য। এই যুদ্ধে ওলন্দাজগণের ১৫০০০ হাজার সৈন্য নিহত হয় এবং বহুকোটি টাকা ব্যয়িত হয়। ১৮৫৫ খৃঃ পর্য্যন্ত দীপনাগর স্বদেশের স্বাধীনতা সংস্থাপনে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজে একজন স্বদেশবৎসল বীরপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। (Encyclopedia Britannica, 10th Ed.) ১৮৫৫ খৃঃ দীপনাগর মাকাসরদ্বীপে নির্ব্বাসিত অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু আজও যবদ্বীপবাসিগণ তাঁহার মৃত্যু আদৌ বিশ্বাস করে না;তাহারা এখনও মুক্তকণ্ঠে নির্ভীকহৃদয়ে বলিতেছে যে, দীপনাগর মরেন নাই, তিনি লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়াছেন; তিনি অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া বৈদেশিক শাসনের দাসত্বনিগড় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভারতমহাসাগরের সলিলে নিক্ষেপ করিবেন;—আবার মুসলমানগণ

যবদ্বীপের সিংহাসনে বসিবেন। মধ্য যবদ্বীপে দীপনাগরের নামে অনেকবার বিদ্রোহ উত্থাপিত হইয়াছে। ১৮৬৫, ১৮৭০ ও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পুনঃ পুনঃ দীপনাগরের নামে বিদ্রোহ হইয়াছিল।

এখন ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তাগণ পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যতার আমদানী করিয়া যববাসিগণের জাতীয়তা হরণ করিবার চেষ্টায় আছেন, কিন্তু যবদ্বীপবাসিগণ সভ্য হিন্দুর ন্যায় দেশীয় ভাব পরিত্যাগ করিতেছে না। ১৮৬৬ খৃঃ ওলন্দাজ গবর্ণরজেনেরল Dr Sloct van de Beele অনেক শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষার পাঠশালা সর্ব্বত্র স্থাপিত হইয়াছে; রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামগাড়ী, ষ্টীমার প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সভ্যতার যন্ত্রাবলীও যবদ্বীপে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু যবদ্বীপবাসিগণ পাশ্চাত্যভাবে মগ্ন হইতেছে না, এখনও দীপনাগর কবে আসিয়া কল্কি অবতারের ন্যায় শ্বেতকায় মনুষ্যগণকে খণ্ড খণ্ড করিবেন, সকলে কেবল তাহাই ভাবিতেছে।

এদিকে ওলন্দাজগণ শস্যশ্যামল স্বর্ণপ্রসূ যবদ্বীপে লক্ষ্মীর অনন্তভাণ্ডার হইতে ধনরত্ন আহরণ করিয়া হলণ্ডকে বাণিজ্য-গৌরবে ভূষিত করিতেছেন। খনিজ পদার্থের জন্য ভূগর্ভ খনিত হইতেছে। তাঁহারা বসুন্ধরার বক্ষঃ বিদারিত করিয়া কুক্ষিগত ধনরত্ন বাহির করিতেছেন, বনভূমি হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার কাষ্ঠ দেশে লইয়া যাইতেছেন,—বিবিধ পণ্যপরিপূর্ণ বাণিজ্য-তরী-সকল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সহস্র সহস্র সংখ্যায় যুরোপে ধাবিত হইতেছে, ওলন্দাজ ধনী বণিক্‌গণ এলালতালিঙ্গিতচন্দনকুঞ্জে দ্বীপান্তরানিত লবঙ্গপুষ্পে চিত্তবিনোদ করিতেছেন।

পূর্ব্বে ওলন্দাজগণ এখানে বন্দর নির্ম্মাণ করিতে পারেন নাই; কিন্তু ১৮৮৫ খৃঃ ইঞ্জিনিয়ারগণ ৮ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বাতাবিয়ার সান্নিধ্যে এক প্রকাণ্ড বন্দর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কেরোসিন-তৈলের প্রকাণ্ড খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ১৯৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত ১১০৬ মাইল রেলওয়ে এবং ৪১৪ মাইল ট্রাম লাইন বিস্তৃত হইয়াছে। ষ্টেট রেলওয়ে ভিন্ন অন্যান্য কোম্পানীগণও রেল নির্ম্মাণ করিতেছেন, সর্ব্বত্রই যাতায়াত সুগম হইয়াছে এবং ওলন্দাজ ষ্টীমার কোম্পানীর ৩১ খানি ষ্টীমার প্রত্যহ সাগরদ্বীপ-সমূহের চতুর্দ্দিকে চলাচল করিতেছে।

রাজ্যশাসনের জন্য এখানে একজন ওলন্দাজ গবর্ণর জেনেরল আছেন—ইনি হলণ্ডরাজ কর্ত্তৃক নিযুক্ত। এতদ্‌ব্যতীত সমস্ত যবদ্বীপ ও মদুরা ২২টী বিভাগে বিভক্ত, যথা—বাণ্টাম, বাতাবিয়া, ক্রবঙ্গ, প্রেঙ্গার, চেরিবন, টেগল, পেকালঙ্গান, বাযুমাস, বক্সেলেন, যজ্ঞকর্ত্তা, সুরকর্ত্তা, কেদু, সমরঙ্গ, জাপরা, রম্বঙ্গ, মদিবান, কেদিরি, সুরাভয়, পশুরুয়া, প্রভলিঙ্গ, মদুরা ও বাসুকী। প্রত্যেক বিভাগে একজন রেসিডেণ্ট নিযুক্ত আছেন। আবার উপরোক্ত প্রত্যেক বিভাগ ৬৭টী জেলায় বিভক্ত।

রেসিডেণ্ট স্থানীয় শাসনকর্ত্তা, তিনি রাজস্বসংগ্রহ এবং শাসন ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ বিচার ও শাসন উভয়বিভাগেই তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা। প্রত্যেক জেলায় এক একজন সহকারী রেসিডেণ্ট আছেন। স্বদেশিগণ সুশিক্ষিত হইলে সহকারী রেসিডেণ্টের নিম্নতম 'রিজেণ্টের' বা অধ্যক্ষের পদ পাইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা প্রাচীন রাজবংশে জাত, তাঁহারা ভিন্ন সাধারণে উক্ত পদ পান না। এতদ্ব্যতীত ২১টী করদরাজ্য আছে, ইঁহারাও ওলন্দাজ গবর্ণরের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকামাত্র। কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের অধিকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং অত্যাচার করিলে পদচ্যুত হন। বাতাবিয়া নগরে একটী সুপ্রিমকোর্ট (বড় আদালত) আছে। ওলন্দাজ উপনিবেশস্থ সমস্ত দ্বীপের মোকদ্দমার আপীল এইখানে বিচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত শাসনাদি কার্য্যের জন্য অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। অধিবাসীদিগের স্বাধীনতার প্রসার ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। ওলন্দাজগণ শাসনশৃঙ্খল ক্রমেই দৃঢ়তর করিতেছেন।

প্রকৃতি ও ধর্ম্ম।

জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, যববাসিগণ তাতারবংশ-সম্ভূত অর্থাৎ মানবজাতির যে শাখা চীন, জাপান, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে বাস করিয়াছে, বর্ত্তমান যববাসিগণ সেই শাখারই অবান্তর বিভাগ মাত্র। এতদ্ভিন্ন কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো জাতিই এখানকার আদিম অধিবাসী। যবদ্বীপবাসিগণে ভারতীয় রক্ত এবং আরবীয় রক্ত মিশ্রিত হইয়া এক বিভিন্ন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। শ্যাম এবং ব্রহ্মদেশের অধিবাসিগণের আকার প্রকার অবিকল যববাসিগণের ন্যায়। স্থূলতঃ চীনবাসিগণের সহিত ইহাদের বাহ্য আকৃতির বিশেষ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ অভ্যুদয়ে যবে হিন্দুভাব প্রবেশ করে। তৎপরে চীন, কাম্বোজ, ব্রহ্মদেশ ও আরবাদি দেশের অনেক ভাব যববাসিগণের শরীরে সংক্রান্ত হইয়াছে। চীনবাসিগণের বর্ণ অপেক্ষা যববাসিগণের বর্ণ তাম্রাভ মিশ্রিত অধিকতর পীতাভ। আর সমস্ত যবদ্বীপবাসীর $\frac{1}{7}$ এক সপ্তমাংশ মলয়শাখার অন্তর্ভুক্ত। যণ্ডবাসিগণের আচার ব্যবহার ও আকার প্রকারে

অবিকল মলয়গণের অনুরূপ। সুণ্ডবাসিগণের তুলনায় যববাসিগণ একটু কৃষ্ণাভ। ইহাদিগের মস্তকে প্রচুর কেশ, কিন্তু দাড়ি, গোঁপ বা বক্ষে প্রায়ই লোম জন্মে না। ইহাদের গণ্ডাস্থি একটু উন্নত ও বিস্তৃত। যে রমণীর বর্ণ কাঁচা হলুদ বা কষিতকাঞ্চনের ন্যায়, তিনিই সুন্দরী বলিয়া পরিগণিত। যববাসিগণ শান্তপ্রকৃতি, সরলস্বভাব, পরিশ্রমী এবং ধর্ম্মভীরু। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য ইহাদের বিশেষ খ্যাতি আছে। ইহারা প্রত্যহ দুইবার স্নান করিয়া গাত্র ধৌত করে।

যবদ্বীপবাসিগণ নামে মাত্র মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী। পূর্ব্বে যবে ব্রহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে অধিবাসিসংখ্যার অধিকাংশ মহম্মদের উপাসক হইলেও প্রাচীন ধর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। অদ্যাপি Badwiwis বা প্রাচীন বৈদিক সম্প্রদায় নানা স্থানে বিচরণ করিয়া থাকেন। এই কলিকালে এখনও সেখানকার গ্রামাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ পূজা পাইতেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও গণেশাদি পঞ্চ দেবতার পূজা রহিত হইয়াছে, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী আজিও ফুল জল পাইতেছেন এবং গ্রাম্যদেবতাগণও নৈবেদ্য ও ভোগ হইতে বঞ্চিত হন নাই। তবে দ্বীপবাসিগণ পূজার মন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছে—তাই ছায়াক্রমতলে দাঁড়াইয়া মহম্মদের নাম করিয়াই গ্রাম্য দেবতার উদ্দেশ্যে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও ফুলবিল্বদল প্রদান করে। অমঙ্গলদাতা দেবতারাও এখনও অন্তর্দ্ধান করেন নাই। মেন্তিক (বোধ হয় হৈমন্তিক) অসন্তুষ্ট হইলে ধান্য জন্মে না; সাবন শিশুদিগের পীড়া সৃষ্টি করেন; দেজেনের কোপে বাত জন্মে। কৈবলং পূজা পাইলে ধনবৃদ্ধি করেন। রতু-লোরো-কীদুল সমুদ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী। কেহ কেহ বলেন যে, এখনও অনেক স্থানের মন্দিরে দেবদেবীর (যজ্ঞকর্ত্তার অন্তর্গত রম্বব প্রভৃতি স্থানে) পূজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। পুরোহিত ব্যতীত অন্য কেহ সে মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন না। কোন কোন স্থলের অধিবাসীরা আবার খৃষ্টীয় দেবদেবীর পূজা ধরিয়াছে। সুন্দর পুত্রলাভের জন্য ইহারা যুসুফের পূজা দেয়, সম্মানবৃদ্ধির জন্য সলোমানের অর্চ্চনা করে। সাহস ও বীরত্বের জন্য মুসার আরাধনা করে এবং বিদ্যার জন্য যীশুর নিকট পূজা প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু কেহ খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণ করে না। ইহাদের ধর্ম্মবিষয়ক আচার ব্যবহার সকল কঠোর নিয়মের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কেবল সুনান প্রভৃতি সুলতানবংশে মহম্মদের প্রভাব কিছু অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এখানকার মুসলমানগণ মদ্যপান ও শূকরমাংস ভক্ষণ দোষাবহ মনে করেন না। অনেক সময়ে ইহারা আপনাদিগকে হিন্দুগণের বংশজাত বলিয়া গৌরবপ্রকাশ করেন এবং হিন্দুগণকে শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে কোন সুনান সযত্নে হিন্দুদেবমূর্ত্তি পূজা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে মুসলমান পর্ব্বাদিতে (হাসেন হুসেন প্রভৃতি) কোন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় না। উচ্চাঙ্গের মুসলমান-সমাজে ত্বকচ্ছেদপ্রথা প্রচলিত আছে, বালকবালিকাদিগের ৮ম বর্ষ বয়সে ত্বকচ্ছেদক্রিয়া অত্যন্ত জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হয়। মক্কায় তীর্থযাত্রা ইহাঁদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু তথাপি মুসলমান বলিয়া পরিচয় না দিলে, কেহই ইহাদিগকে আচার-ব্যবহারে মুসলমান বলিয়া অবধারণ করিতে পারেন না।

যবদ্বীপের প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব এখনও বালিদ্বীপের ব্রাহ্মণসমাজে প্রচলিত। কারণ যবদ্বীপের ধর্ম্ম উহা হইতে ভিন্ন ছিল না।

[ধর্ম্ম, সাহিত্য এবং সভ্যতার ইতিহাস বালিদ্বীপ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

খৃষ্টধর্ম্মের আলোক মুক্তহস্তে দান করিবার জন্য পাদ্রিগণ মিশনারী সম্প্রদায় গঠন করিয়া দলে দলে যবদ্বীপে ঘুরিতেছেন এবং যবভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিয়া অনবরত বিতরণ করিতেছেন, তথাপি অধিবাসিগণ কিছুতেই আলোকে আসিতে চাহিতেছে না।

ভাষা ও সাহিত্য।

যবের কথিত ভাষা সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত, সুণ্ডভাষা ও যবভাষা। সুণ্ডভাষা কেবল প্রেঙ্গার, বাণ্টাম, চেরিবন ও ক্রবঙ্গ এই কয় রেসিডেন্সিতেই প্রচলিত আছে। অন্যান্য সকল স্থানেই যবভাষা কথিত। উভয় ভাষার ভিন্নতা বেশী নহে। অনেক শব্দ সাধারণ। একশত বৎসর পূর্ব্বে স্কচ্ ও ইংরাজী ভাষায় যেরূপ পার্থক্য ছিল, যব ও সুণ্ড ভাষায় সেইরূপ পার্থক্য দেখা যায়। উচ্চশ্রেণীর যবভাষার নাম "ক্রম" ভাষা। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহাতে লিখন পঠন করেন। কবিভাষার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। যব-লিপিমালা সংস্কৃত বর্ণমালার রূপান্তর মাত্র। ভাষায় অধিক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হয়। আরবী অক্ষরও প্রচলিত আছে। আরবী অক্ষরে লিখিত যবভাষার নাম পগন। এখানকার বর্ণমালায় ২০টী ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ৬টী স্বরবর্ণ আছে। কিন্তু লিখনকালে স্বরবর্ণ পরিত্যক্ত হয়। এখানকার সংস্কৃতবর্ণমালায় ১৪টী অক্ষরের অস্তিত্ব নাই। ক ও ভএর কোন চিহ্ন নাই। যুক্তাক্ষরের কাঠিন্য তত দৃষ্ট হয় না। তথাপি সকল শব্দই ইহা দ্বারা অভিব্যক্ত হইতে পারে। ব্যাকরণের নিয়ম বিশেষ কঠিন নহে। লিঙ্গবচন অনুসারে বিশেষ্য পদের বড় পরিবর্ত্তন হয় না। বিশেষণও বিশেষ্যের

লিঙ্গ বচনানুযায়ী হয় না। ক্রিয়ার রীতি নানাভাগে বিভক্ত নহে। কর্তৃবাচ্য অপেক্ষা কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগই অধিক।

যবদ্বীপের প্রাচীন ভাষা কবিভাষার সহিত অভিন্ন। এতদ্ব্যতীত বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত অনেক হস্তলিখিত পুঁথি যবদ্বীপ হইতে হলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে। এই সকল পুঁথির মধ্যে তালপত্রলিখিত পুঁথির সংখ্যাই অধিক। তদ্ভিন্ন এদেশীয় প্রাচীন কাগজে লিখিত অনেক পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

যবদ্বীপের প্রাচীনসাহিত্যে প্রধানতঃ পৌরাণিক সাহিত্যই অধিক। গীতি-কবিতা ও সঙ্গীতবিদ্যা, অলৌকিক উপন্যাস, ববদ বা ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র-সংক্রান্ত পুস্তক প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে উপন্যাস-গুলির আখ্যানমালা অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ। [সাহিত্যের বিশেষ বিবরণ বালিদ্বীপ ও কবিভাষা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এতদ্দেশে প্রচলিত রামায়ণ ও মহাভারত ওলন্দাজ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। ভারতযুদ্ধ (ইহা মহাভারতেরও কিয়দংশ) ও অর্জ্জুনবিবাহ মুদ্রিত ও অনুবাদিত হইয়াছে।

সাহিত্যের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও নীতিশাস্ত্র এই তিন গ্রন্থই পবিত্র বলিয়া পূজিত। এখানকার স্থানীয় সাহিত্যের মধ্যে "মাণিকময়" নামক প্রকাণ্ড গদ্যগ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান যবদ্বীপবাসিগণের ইহাই প্রধান লৌকিক সাহিত্য। এই পুস্তকের সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে, যবদ্বীপে কেহই শিক্ষিত বলিয়া বিবেচিত হন না। উক্ত গ্রন্থই যবদ্বীপের আদি-পুরাণ। সাধারণ ভাষায় উহার নাম "পেপাকম্"। এই গ্রন্থের প্রথমে লিখিত আছে যে, "সঙ্গযঙ্গ বেলঙ্গ" (সর্ব্ব-শক্তিমান্), পুর্ব্বলিঙ্গযন বা আদিমানব হইতে ষষ্ঠ তাঁহার পুত্র 'সঙ্গযঙ্গ তুঙ্গল' সুরেন্দ্রভবন বা সুরালয় নামক স্বর্গ সৃষ্টি করেন। তিনি কৌস্তুভবৃক্ষের একটী পত্রকে পূজা করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে একটা সুন্দরী রমণীর আবির্ভাব হয়। ঐ রমণীর গর্ভে তাঁহার ঔরসে চারি পুত্র জন্মে ১ সংযমপুগ ২ সংযমপুঙ্গং ৩ সংযমস্বয়ম্ভু ৪ সংযমপঙ্গদ। পুত্র চতুষ্টয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্বর্গের সম্পত্তি লইয়া পুগ ও পুঙ্গং-এর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। তখন তাঁহাদের পিতা পুগকে দক্ষিণ হস্তে এবং পুঙ্গংকে বাম হস্তে ধরিয়া মর্ত্তাধামে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম পুত্র পুগ সাবঙ্গদ্বীপে এবং দ্বিতীয় পুত্র পুঙ্গং যবদ্বীপে পতিত হন। তিনি ময়নাস্তক নামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁহাদের উভয় ভ্রাতারই বিশাল শরীর হইয়াছিল।

সংযম স্বয়ম্ভুর শরীর রজতগিরিনিভ এবং কণ্ঠ নীলবর্ণ ছিল; তজ্জন্য তিনি নীলকণ্ঠ নামে স্বর্গরাজ্যের রাজা হন এবং ৪র্থ পুত্র পঙ্গং কনকপুত্র নামে প্রসিদ্ধ হন। নীলকণ্ঠের বহুনাম ছিল। তন্মধ্যে তিনি পরমেষ্ঠীগুরু নামে যবদ্বীপ ও অন্যান্য দ্বীপে অভিহিত হন। সুরালয়ের সমস্ত দেবতাই তাঁহাকে পরমগুরু মহাদেব নামে পূজা করিতেন। কনকপুত্র পরে নারদ ঋষি নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হন।

সংযমগুরু বা শ্রীনীলকণ্ঠ একদিন কৌস্তুভ বা কল্পতরুর পত্র লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবামাত্র একটী লাবণ্যময়ী ললনার জন্ম হইল, তাঁহার নাম হইল উমা। নীলকণ্ঠ উমাকে কন্যার ন্যায় বিবেচনা করিলেন, পরে বালিকা যৌবনসীমায় উপনীত হইলে নীলকণ্ঠ কন্দর্পবাণের বিষয়ীকৃত হইলেন, তদ্দর্শনে উমা পলায়ন করিতে লাগিলেন; নীলকণ্ঠ অবিশ্রান্ত পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন, কিছুতেই ধরিতে পারিলেন না। তখন তিনি চতুর্ভুজ হইলেন এবং অবিলম্বেই উমাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিলেন। উমা তথাপি নীলকণ্ঠের বাসনা চরিতার্থ করিতে পারিলেন না। উভয়ের এইরূপ সংঘর্ষের সময় কামশর ও মহাপ্রলয় নামে দুই রাক্ষসের জন্ম হইল (গ্রীক-পুরাণে জুপিটারের পুত্র Centaurs এইরূপে জন্মে)। তখনও উমার অনুরাগ হইল না দেখিয়া সংযমগুরু তাঁহাকে রাক্ষসী হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। উমা দুঃখিত হইয়া শাপমোচনের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন; কিন্তু নীলকণ্ঠ তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে কালীদুর্গা আখ্যাপ্রদান করিলেন। ইহার পরে কামশর ও মহাপ্রলয় পৃথিবী হইতে স্বর্গে যাইবার সিঁড়ির অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর সংযমগুরু বা স্বয়ম্ভু কৌস্তুভবৃক্ষের ৫টী পত্র লইয়া যথাক্রমে, শম্ভু, ব্রহ্মা, মহাদেব, বাসুকি ও বিষ্ণু (কৃষ্ণবর্ণ)কে সৃষ্টি করেন। উক্ত প্রকারে ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বরুণাদির সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত 'মাণিকময়' গ্রন্থে অনেক অপূর্ব্ব দেব-তত্ত্বাদির উল্লেখ আছে, এস্থলে তাহার বর্ণনা অসম্ভব। রামায়ণের ঘটনা ও রাবণাদির জন্মবিবরণ সমস্তই আছে এবং কৃত, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সমগ্র ইতিহাস উক্ত গ্রন্থে আছে। জ্যোতিষের অনেক প্রকৃততত্ত্ব উক্ত গ্রন্থের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়।

'সূর্য্যকেতু'—নামক গ্রন্থে কুরুবংশীয় এক রাজার কাহিনী বর্ণিত আছে। 'নীতিশাস্ত্র কবি' গ্রন্থে নীতিগর্ভ ১২৩টী শ্লোক আছে। এরূপ সুললিত নীতি কবিতা সকল ভাষারই অলঙ্কারস্বরূপ।

আগম, আদিগম, পূর্ব্বাদিগম, সূর্য্য কান্তার বা মানব-শাস্ত্র (মনুসংহিতা), দেবাগম, মাহেশ্বরী, তত্ত্ববিদ্যা, সাঙ্খ্যাগম,

প্রভৃতি বহুসংখ্যক পুঁথির আবিষ্কার হইয়াছে। উক্ত পুস্তক সকলের মধ্যে মনুসংহিতার কিয়দংশ ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। এই মনুসংহিতা ১৭০ ভাগে বিভক্ত।

উক্ত গ্রন্থগুলিই প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন অন্যান্য গ্রন্থের নাম পাঠক বালিদ্বীপ শব্দে দেখিবেন।

বর্ত্তমান লৌকিক সাহিত্যে উপন্যাস ও নাটকাদির বাহুল্য লক্ষিত হয়।

"অজদ্বীপ বা অজরাণী"—ইতিহাসমূলক জয়ালঙ্কারের রাজ্যকাল হইতে ইহার আরম্ভ।

"পঞ্জীমর্দ্দনিজ কুঙ্গ"—পঞ্জীর জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলীপূর্ণ ইতিহাস। পঞ্জী মগদকুঙ্গ, পঞ্জী অঙ্গরকুঙ্গ, পঞ্জী প্রিয়ম্বদা, পঞ্জী জয়কুসুম, পঞ্জী চেকেলবাণিংপতি, পঞ্জী নরবংশ ইত্যাদি বহুগ্রন্থে পঞ্জীর জীবনের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থসমূহ ১৫শ শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বে রচিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উচ্চাদের রচনাসমূহ পেপাকম্ ও 'ববদ নামে কথিত।

'শ্রুতি'—নামে নীতিশাস্ত্রের অনুরূপ গ্রন্থে অনেক উপদেশপূর্ণ কবিতা আছে। 'নীতিপ্রজ্ঞা' ও গ্রন্থে রাজধর্ম্ম এবং 'অর্থপ্রজ্ঞা'—গ্রন্থে রাজনীতি বর্ণিত আছে।

'শিবক'—গ্রন্থে উচ্চকক্ষ ব্যক্তিগণের প্রতি ব্যবহার লিখিত আছে।

'নাগরক্রম'—নাগরিক শাসনব্যবস্থা-মূলক।

'যুদ্ধনাগর'—দেশীয় লোকের আচার-ব্যবহার-মূলক।

'কামন্দক'—নীতিশাস্ত্র-বিষয়ক।

'চন্দ্রসঙ্কাল'—(১৩৭০ শকে রচিত)।

'জয়ালঙ্কার'—বিচার কার্য্যের সর্ব্বোত্তম বিধিব্যবস্থাদি-মূলক।

'যুগলমুদ'—কাণ্ডিয়াচলের রাজমন্ত্রী যুগলমুদ কর্ত্তৃক রচিত—মন্ত্রীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ক।

'গজমদ্দ'—(মন্ত্রী গজমদ্দ-বিরচিত) মন্ত্রিচর্য্যাবিষয়ক।

'কাপকাপ'—বিচারব্যবহার-বিষয়ক।

'সূর্য্যআলেম'—(রাজনপাত্ত বা আদিজিমুন সর্ব্বপ্রথম মুসলমানরাজ-রচিত) রাজনীতি-মূলক।

'জয়ালঙ্কার' উপন্যাস—(সসহানন আম্পেলএর সময়ে রচিত) রূপক উচ্চনীতি-মূলক।

"জবর মালিকম্"—(বর্ত্তমান কালের সর্ব্বোত্তম উপন্যাস।)

এই গ্রন্থের প্রথম ছত্র "যথার্থ ভালবাসা চিত্তকে সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন করে"—ইহার অনুরূপ ছত্র সেক্সপীয়ারের গ্রন্থে আছে, "Where love is great the slightest doubts are fear."

জবরমালিকম্ (নায়িকার নাম) চরিত্র যে কোন ভাষারই পক্ষে উপাদেয়। মুসলমানগণ চারিশত-বৎসর যবদ্বীপে শাসন করিয়াও সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। কেবল ধর্ম্মবিষয়ক কএকখানি পুস্তক ব্যতীত সাহিত্যের অন্তবিভাগে আরবী প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। বর্ত্তমানকালে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণরাগ নামক একজন আরবী পণ্ডিত কোরাণগ্রন্থ যবভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত আরবী পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য—

গ্রন্থনাম	গ্রন্থকার
উমুলইব্রাহিম	শেখ উমুক্সাহুসি
মহাররার	ইমানআবুহানিফ।
রনলোডালেব	সেখ ইস্‌লামজাফেরিয়া
ইনসাম্‌কামিল	শেখ আবদুলকরিমজিলি

যবদ্বীপে কাব্যগ্রন্থ সকল শেখর (অর্থাৎ কুসুম) নামে কথিত। একটী কবিতাকে পদ কহে; ছত্রের নাম আথর (অক্ষর); লঘু ও গুরুবর্ণ ভেদে উচ্চারণ।

অনেক গ্রন্থে নিম্নলিখিত ছন্দোগুলিতে কবিতা লিখিত হইয়াছে। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, জগতী, বিরাট্, বসন্ততিলক, বংশস্থবিল, স্রগ্‌ধরা, শেখরিণী, সুবন্ধন (?), চম্পকমালা, প্রবীরললিত, বসন্ততিল, দণ্ড। প্রত্যেক ছন্দে ৪টী চরণ। এতদ্ব্যতীত যবভাষায় অনেক ছন্দ আছে।

যবদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস-গ্রন্থের নাম 'উশন যব'। ঐ গ্রন্থে হিন্দুরাজত্বের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত দাহরাজ্যের প্রবাদপরম্পরায় জানা যায় যে, এখানকার প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ পুলহ মুনি-কৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। উশনযবগ্রন্থে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাজের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়গণ রাজত্ব করিতেন, ব্রাহ্মণগণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণগণ তিনভাগে বিভক্ত ছিলেন,—শৈবব্রাহ্মণ, বুদ্ধব্রাহ্মণ, ও ভোজকব্রাহ্মণ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয় অদ্যাপি বালিদ্বীপের ইতিহাসে জানিতে পারা যায়।

যবদ্বীপে স্থাপত্য ও মূর্ত্তিশিল্পের নির্ম্মাণনৈপুণ্য দেখিয়া যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও আর্য্যসভ্যতার উজ্জ্বল নিদর্শন অনুমিত হয়, সেইরূপ আজিও যববাসিগণের আচারব্যবহার-প্রথা-পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানধর্ম্ম চারিশতাব্দীতেও প্রাচীন সভ্যতার বিলোপ সাধন করিতে পারে নাই। তবে যবদ্বীপে ধর্ম্ম-নীতির বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। মুসলমান আধিপত্যের

সময় হইতেই, বিবাহবন্ধন শিথিল হইয়াছে। কিন্তু বাহ্য প্রথাপদ্ধতি সমস্তই হিন্দুমতে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সম্বন্ধ-নির্ণয় হইতে বিবাহ, গর্ভাধান, প্রভৃতি সমস্তই হিন্দুসভ্যতার অনুকূলে সাক্ষ্যদান করিতেছে। সাধারণতঃ কন্যার পিতাই পণগ্রহণ করিয়া থাকেন। যবদ্বীপের মনুসংহিতায় বিবাহ-বন্ধনের দৃঢ়তা প্রতিপন্ন হয়, কেবল মুসলমান সভ্যতায় 'তালাক' দেওয়া বা বিবাহচ্ছেদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখানে স্ত্রী পুরুষ অল্প বয়সেই যৌবনদশায় প্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ ১০।১৪ বৎসরের কন্যার সহিত ১৬।২০ বৎসরের যুবকের বিবাহ হইয়া থাকে। বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহ প্রচলিত আছে। এখানে বরকন্যা ইচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে না, পিতা মাতাই বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং পুত্রকন্যাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পিতামাতার মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। সম্বন্ধ স্থির হইলে বরের পিতা বরযাত্রী সহ কন্যার পিতৃগৃহে সমবেত হন এবং শুভমুহূর্ত্তে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বর কন্যার ভবনে উপস্থিত হইলে, কন্যা বরের হস্তধারণপূর্ব্বক সম্ভাষণ করেন এবং পদধৌত করিয়া দেন। নিম্নলিখিত মন্ত্র পঠিত হয়,—"আমি তোমাকে (বরকে) এই বধূর সহিত যুক্ত করিয়া দিলাম। তুমি যতদিন পৃথিবীতে থাকিবে, তত দিন স্ত্রীকে পালন করিবে। তুমি তোমার স্ত্রীর শুভাশুভের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। তোমার হৃদয় স্ত্রীর হৃদয়ের সহিত অভিন্ন হউক।"

এই মন্ত্র পাঠের পর বরকে পুরোহিতের দক্ষিণা দিতে হয়। তৎপরে স্ত্রী আচারের ন্যায় ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং বর যাহাতে কন্যার অঞ্চলবদ্ধ ও বশীভূত থাকে, তদনুযায়ী পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে বধূ বরের গৃহে আনীত হইলে পাকস্পর্শ বা বৌভাত ব্যাপার সম্পন্ন হয়। এই সময়ে বরকন্যাকে একত্র ভোজন করিতে হয়। Rafles বলেন, "Javans are still devotedly attached to their ancient customs and ceremonies, few of which they have sacrificed to their new faith." যববাসীরা আজও সমস্ত প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতি সমভাবে বজায় রাখিয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন মতে একাগ্রতা সহকারে অনুরক্ত।

কন্যার জননী যে গহনা পছন্দ করেন, কন্যা বরের নিকট সেই গহনা পাইয়া থাকে। বিবাহের পরে গুরুজনেরা বর ও বধূকে 'কাম ও রতির ন্যায় সুখী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। স্ত্রী গর্ভবতী হইলে তৃতীয় মাসে পুংসবন, চতুর্থ বা পঞ্চমমাসে সীমন্তোন্নয়ন, সপ্তম মাসে পঞ্চামৃত এবং নবম মাসে সাধভক্ষণক্রিয়া হিন্দুদিগের অনুকরণে সম্পন্ন হয়। ঐ সমস্ত উৎসবে আমোদপ্রমোদ, গীতবাদ্য, ও ভোজনাদি হইয়া থাকে এবং দেবাবতার ব্রহ্মার বংশের কোন রাজচরিত্র নাটকের ন্যায় অভিনীত হইয়া থাকে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে ৪০ দিনের মধ্যে মহাসমারোহ হইয়া থাকে। এই দিন দুর্গাবতার ও সংযমজগন্নাথ নাটক অভিনীত হয়, তৎপরে নামকরণ ও নিষ্ক্রামণের ন্যায় ক্রিয়া এবং সপ্তম মাসে অতীব সমারোহের সহিত অন্নপ্রাশন উৎসব সম্পন্ন হয়।

যবদ্বীপের মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, যদি পতি বাণিজ্যার্থ সমুদ্রযাত্রা করেন, তবে স্ত্রী ১০বৎসর অপেক্ষা করিয়া পরে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিবে। যদি অন্য কোন রাজ্যে কার্য্যোপলক্ষে দেশান্তরে গমন করেন, তবে স্ত্রী চারি বৎসর অপেক্ষা করিবে এবং যদি ধর্ম্মোপদেশলাভার্থ বিদেশে গমন করেন, তবে ৬ বৎসর পরে স্ত্রী অন্য পতি গ্রহণ করিবেন। যদি নিরুদ্দিষ্ট হন, তবে চারিবৎসর মাত্র স্ত্রী অপেক্ষা করিবেন।

যবদ্বীপের ব্যবহারশাস্ত্র পাঠ করিলে স্বতই মনে হয় যে, এখনও তথায় হিন্দু-সভ্যতার সজীব নিদর্শন বিদ্যমান আছে।

বর্ত্তমান যববাসিগণ অত্যন্ত গীতবাদ্যপ্রিয়, তাহারা এখনও পূর্ব্ব গৌরবকাহিনীসূচক জাতীয় নাটক অভিনয় করিয়া স্বজাতিবাৎসল্যের পরিচয় দেয়। ইহারা নৃত্য ও গীতবাদ্যের জন্য বিখ্যাত। নর্ত্তকীর সংখ্যা তত বেশী নহে, পুরুষেরাও নানা প্রকার নৃত্য শিক্ষা করে। অনেক সময়ে ইহারা ব্যাঘ্র ও মহিষ, ষাঁড়, বুলবুল, মোরগ এবং ভেড়া ও শূকরের লড়াই লইয়া খুব আমোদ উপভোগ করে। কোন কোন সময়ে ইটালীর কলিসিয়ামক্ষেত্রের ন্যায় অস্ত্রক্রীড়ার অভিনয় হয়। ঐ উৎসবে মৃত্যুদণ্ডের অপরাধিগণ তরবারিহস্তে ভীষণ ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে নিযুক্ত হয়। যে যুদ্ধে বাঁচিতে পারে, তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হয়।

এখানকার দাবাখেলা ভারতীয় ক্রীড়া হইতে কিছু বিভিন্ন। রাজার দক্ষিণ দিকে 'রাণী' থাকেন। অন্যান্য স্থানে সকলই সমান। এই খেলার নাম 'চতুরঙ্গ'। দাবা খেলার ন্যায় আর তিনপ্রকার খেলা দেখা যায়। বাঘবন্দী খেলাও প্রচলিত আছে। পাশাখেলার নাম দ্যূত, ইহা ভিন্ন তাস-খেলারও প্রচলন আছে। যবদ্বীপের সম্ভ্রান্ত স্ত্রীপুরুষ সকলেই আজিও বস্ত্রাদির সঙ্গে সর্ব্বদা কিরিচ ব্যবহার করেন। আনন্দোৎসবে ইঁহারা সকলেই হলুদ মাখিয়া থাকেন।

যবদ্বীপের বর্ত্তমান সভ্যতার যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার পদচিহ্ন সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যববাসিগণের জাতীয় জীবনে এখনও হিন্দুভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেদীপ্যমান। বর্ত্তমান

সুলতান বংশীয়গণ হিন্দুনৃপতি হইতেই আপনাদের উৎপত্তি স্বীকার করেন। তজ্জন্য তাঁহারা ভারতযুদ্ধ, রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থের অভিনয়ে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। তাঁহারা স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী কীর্ত্তন-চ্ছলে প্রাচীন জাতীয় ভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন।

প্রত্নতত্ত্ব।

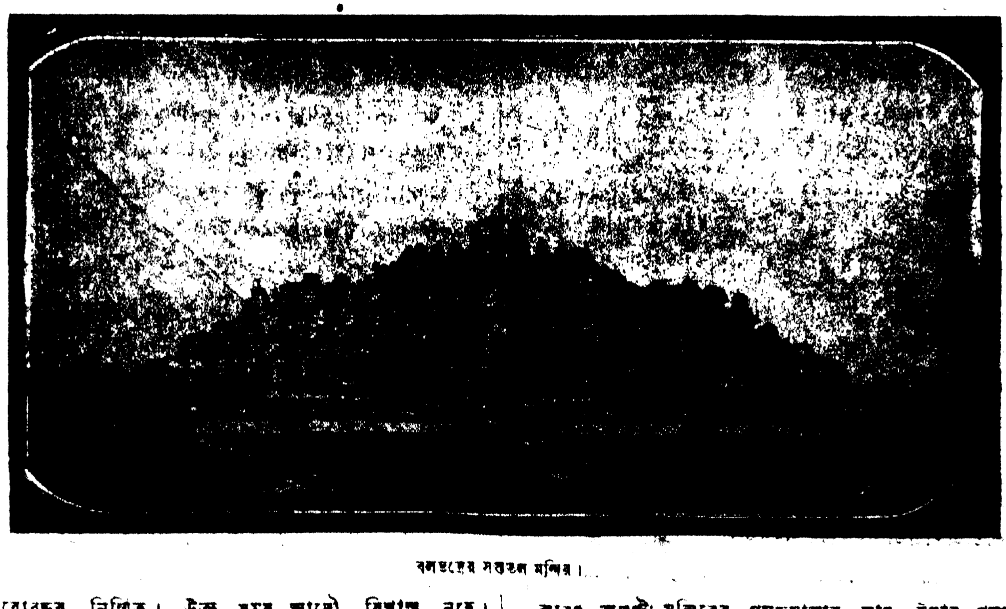
১ স্থাপত্যশিল্পের ধ্বংসাবশেষ; ২ মূর্ত্তিশিল্পের ভগ্ননিদর্শন; ও ৩ শিলা ও ধাতুফলকে উৎকীর্ণ লিপিমালা ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি দ্বারা যবদ্বীপের প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার করা যায়।

ক্রফোর্ড সাহেব স্থাপত্যশিল্পকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ম অনতিদীর্ঘ গিরিতে খোদিত মন্দিরশ্রেণী, ইহার প্রত্যেক মন্দিরে এক একটা দেবমূর্ত্তি। ২য় বিরাট্ আকারের প্রকাণ্ড মন্দির, ইহা এক একটী পর্ব্বত খুদিয়া নির্ম্মিত, বহু অলিন্দপরিবেষ্টিত এবং বহু সহস্র দেবমূর্ত্তি-মণ্ডিত। ৩য় ইষ্টকাদিনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তিশোভিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির সকল। ৪র্থ, খণ্ডপ্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির সকল, ইহাতে তেমন শিল্পনৈপুণ্য নাই। যবদ্বীপের সর্ব্বত্রই স্থাপত্যকীর্ত্তির উজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যমান। তন্মধ্যে মধ্য ও পূর্ব্ব যবদ্বীপেই কিছু বেশী। কিন্তু সম্প্রতি বঙ্গ বা পশ্চিম যবে প্রাচীনতম দেবমূর্ত্তি সকল আবিষ্কৃত হইতেছে। ফলতঃ চেরিবন হইতে পূর্ব্ব-যবপ্রান্ত-পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ্যের বিরাট কীর্ত্তিসমূহ এবং প্রাহুপর্ব্বত, মান্তরম, পজঙ্গ, মলঙ্গ প্রভৃতি স্থানে অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় আছে।

বরোবদর (বলভদ্র) মন্দির।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বরবদো শব্দে 'বড়বুদ্ধ' এই অর্থ করেন। যবভাষায় বদো অর্থে 'প্রাচীন' ও 'সম্ভ্রান্ত' এবং যে স্থানে মন্দির নির্ম্মিত ঐ স্থানের নাম 'বরো'। এই অর্থে বরোর 'প্রাচীন মন্দির' অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু 'বলভদ্র' শব্দের অপ-ভ্রংশ হইতে 'বরোবদর' নামই হইয়া থাকে। এ কারণ আমরা 'বলভদ্র' এই নামও ধরিলাম। এই বলভদ্র মন্দির পৃথিবীর একটা অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেবল যব-দ্বীপ কেন—এই মন্দিরকে সমস্ত পৃথিবীস্থ মন্দিরমালার মধ্যে আশ্চর্য্যজনক বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেহু প্রদেশে বরো জেলায় এলো ও প্রাগনদীর সঙ্গমস্থলে ১৫৪ ফুট পর্ব্বতশিখরে এই স্থাপত্যের অদ্ভুত কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত।

যবদ্বীপের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ১২৬৬ শকে



বলভদ্রের সমতল মন্দির।

বরোবদর নির্ম্মিত। উক্ত সময় আদৌ বিশ্বাস্য নহে। হীর ব্রমাণ্ড (Heer Brumund) নামক ঐতিহাসিক ঘটনা-বলম্বনে বলেন যে, উহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। ফার্গু-সন সাহেব স্থাপত্যের শিল্পসাদৃশ্যে বলেন যে, নিঃসন্দেহরূপে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে বা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে উহা নির্ম্মিত। কারণ অজন্টা-মন্দিরের গম্বুজমালার ন্যায় ইহার গম্বুজের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সমস্ত মন্দিরের সদৃশ-মন্দির ভারতের কুত্রাপি নাই। বলভদ্র-মন্দির কিয়দংশে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের তুল্য। কিন্তু ইহার অনুরূপ শিল্পাদর্শের মন্দির কান্দাহার, কাম্বোজ ও মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। সুমাত্রার

অন্তর্গত কেনাঙ্গবু হইতে প্রাপ্ত আদিত্যধর্ম্মের শিলালিপিতে (৬৫৬ খৃঃ) যবের সপ্ততল মন্দিরের উল্লেখ আছে। এই বলভদ্রও সপ্ততল মন্দির। (যবদ্বীপের বিজ্ঞান-সমিতির Verhandlingen পত্রিকার ২৬শ ভাগের ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

ইহাতে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, উক্ত মন্দির খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিল।

মন্দিরের ভিত্তিশিলা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮০০ ফুট উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, মন্দিরটী সমচতুরস্রাকার এবং সপ্ততলে বিভক্ত ও ১৪৬ ফিট উচ্চ। ১৮৮৭ খৃঃ অগ্ন্যুৎপাতে কিয়দংশ ভগ্ন হইয়াছে ও মন্দির মধ্যে অনেক ভস্মাদি স্তূপীকৃত হইয়া আছে। ভূমিতলের ভিত্তিশিলা দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৬২০ ফুট। প্রথমতলের প্রত্যেক পার্শ্ব দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৪৯৭ ফুট। দ্বিতীয়তল অপেক্ষাকৃত ছোট, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৬৫ ফুট। এইরূপে সপ্ততল হ্রস্বাকার ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। ঐ সপ্ততলের শিখরদেশে একটী বিরাট গম্বুজ বিদ্যমান, উহার ব্যাস ৫২ ফুট। ইহার চতুর্দ্দিকে ১৬টী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গম্বুজ বিদ্যমান থাকিয়া শিল্পসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। মন্দিরে প্রবেশ করিবার চতুর্দ্দিকে ৪টী বিরাট্ সিংহদ্বার বিরাজিত এবং অপূর্ব্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত ৪টী অধিরোহণী বা সোপানমালা। প্রত্যেক সিংহদ্বারের উভয় পার্শ্বে বিরাট্কায় দুই সিংহ বিদ্যমান থাকিয়া যেন প্রহরীর কার্য্য করিতেছে। ভূমিতলে একটী দ্বারের নিকট প্রকাণ্ড ব্রহ্মার মূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে ভগ্ন অবস্থায় ঐ মূর্ত্তি কিছু দূরে অবস্থিত আছে।

এই সপ্ততল বিরাট মন্দিরে বাহির ও অভ্যন্তর ভাগ শত-সহস্র দেবমূর্ত্তিতে ভূষিত। বহিঃপ্রদেশে, প্রথম ও দ্বিতীয় সোপানমঞ্চে (Gallery) প্রায় ৫০০ বুদ্ধমূর্ত্তি ভিত্তি হইতে ঈষদুন্নত (Bas relief), ইহার মধ্যে ৪৩৩টী উপবিষ্ট, (প্রত্যেকটী তিন ফুট উচ্চ,) এবং ঈষদুন্নত কোণের উপরে কতক বুদ্ধ মূর্ত্তি মহাবলীপুরের অনুরূপভাবে নির্ম্মিত। ফার্গুসন সাহেব বলেন যে, প্রথমে এই মন্দির নয়টী তলে বিভক্ত ছিল। এখনও মন্দিরে ৭২টী দেহগোপ বিদ্যমান; উহারা ত্রিতল পর্য্যন্ত উচ্চ। সপ্ততলের সমস্ত প্রাচীরে যে সমস্ত প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহা পাশাপাশি স্থাপিত করিলে দৈর্ঘ্যে তিন মাইলের অধিক দূর প্রসারিত হইতে পারে। ইহাতে অনুমিত হইবে, মন্দিরে কত প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত। এই প্রতিমূর্ত্তি সকল অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত। সৌভাগ্যের বিষয় যে, এখানে মামুদ কিংবা কালা-পাহাড়ের অভ্যুদয় ঘটে নাই। মনুষ্যের উপদ্রব না হইলেও এখানে বহুবার নিসর্গের বিষম ভূবিপ্লব ও অগ্নিদৈত্যের অভ্যুদয় হইয়া গিয়াছে,—তথাপি বলভদ্র-মন্দির সগর্ব্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া হিন্দুসভ্যতার অপূর্ব্ব গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

মন্দিরের বহির্ভাগ স্থাপত্যালঙ্কারে বিভূষিত, কিন্তু এখানে তেমন বেশী কিছু ঐতিহাসিক রহস্য জানিবার নাই। ৪টী বিখ্যাত সোপানমঞ্চের মধ্যে ২য় সোপানমঞ্চই ঐতিহাসিক রহস্যের অক্ষয় ভাণ্ডার। এই ২য় সোপানমঞ্চের অভ্যন্তরভাগ বুদ্ধদেবের লীলাক্ষেত্র। গান্ধার হইতে অমরাবতী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগে যত বৌদ্ধ মূর্ত্তি আছে, ২য় সোপানমঞ্চে তাহার শতগুণ অধিক আছে। ইহার মধ্যে ১২০টী মূর্ত্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে ২০টী দৃশ্যে বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে তুষিতস্বর্গের বিবরণ, ২৫শ দৃশ্যে মায়াদেবীর স্বপ্নের উজ্জ্বল নিদর্শন। তৎপরে বুদ্ধের বাল্যলীলা, বিবাহ, দাম্পত্য জীবন, গৃহত্যাগ, সন্ন্যাস, আরণ্য জীবন, বারাণসীর মৃগদাব উদ্যানে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন, মূলতঃ ললিতবিস্তরের যাবতীয় ঘটনা সমুজ্জ্বল শিল্পমহিমায় ২য় সোপানমঞ্চে অঙ্কিত। তৎপরে জাতকগ্রন্থের দৃশ্যাবলী চিত্রিত হইয়াছে। ফার্গুসন সাহেব বলেন যে, অজন্টাগুহা, নাসিক, সালসেট, কন্হেরি প্রভৃতি পশ্চিম ভারতীয় বৌদ্ধ শিল্পের সহিত বলভদ্র-মন্দিরের চিত্র-শিল্পের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

তৃতীয় সোপানমঞ্চের পরেই হিন্দুদেবমূর্ত্তির আধিক্য লক্ষিত হয়। কৈলাসে হরপার্ব্বতীর লীলা সমস্তই চিত্রিত। ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রের রেখা দ্বারা চন্দ্রশেখরকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। হিন্দু দেবদেবী মূর্ত্তির মুখাকৃতি বাঙ্গালী মুখেরই অধিকতর সদৃশ। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঐ সকল মূর্ত্তি পশ্চিম ভারতের লোকের সহিত তুলনা করিয়াছেন; কিন্তু সকল চিত্র পশ্চিমভারতীয় মুখের মত নহে। এই অপূর্ব্ব চিত্রশালিকার একটী মূর্ত্তিতেও অশ্লীলতার কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই।

বলভদ্র-মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে অসংখ্য হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি বিক্ষিপ্ত দেখিয়া ক্রফোর্ড সাহেব অনুমান করেন যে, হিন্দু সভ্যতাই যবের আদিম। পরবর্ত্তী কালের বৌদ্ধগণ হিন্দুদেব মূর্ত্তি অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতীয় গাত্র-খোদিত মূর্ত্তি নষ্ট করিতে পারেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, হয়ত বৌদ্ধগণ আদৌ আসে নাই। জৈনগণ এই মন্দিরে বৌদ্ধমূর্ত্তি সন্নিবেশ করিয়াছিল। কারণ যবের সাহিত্য-ভাণ্ডারে বুদ্ধনামের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই, এমন কি প্রবাদ ও জনশ্রুতিতেও বৌদ্ধের কোন কথা নাই।

বস্তুতঃ বরবর্দ্দরের মন্দিরের বহির্ভাগ দেখিলে বৌদ্ধকীর্ত্তি বলিয়াই মনে হইবে। প্রথম কএক তল কেবল বুদ্ধদেবের

লীলাখেলায় পূর্ণ, সম্মুখে পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি, কিন্তু ভিতরে শাক্য বুদ্ধের জন্ম হইতে তিরোভাব পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনের যেন সজীব ভাস্করমূর্ত্তি শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যে খচিত। কএকতল ছাড়াইয়া যতই ভিতরে যাইবে, ততই আবার যেন ভ্রম বলিয়া মনে হইবে। প্রথম প্রথম বুদ্ধ ও শৈব দেবমূর্ত্তি, তাহার পর শিব ও বিষ্ণুর লীলা খেলার সজীব মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হইবে। শিবপার্ব্বতীর লীলাকাহিনী ও দশাবতারের চরিত্র এবং সূর্য্যের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি যেন কি অস্ফুট ভাষায় শিল্পীর কৌশলে এই অপূর্ব্ব বিরাট্ মন্দিরে উদ্ভাসিত! এখানে আসিলে বুঝিবে, হিন্দু বৌদ্ধ এখানে এক হইয়া গিয়াছেন। সকল ব্রাহ্মণসম্প্রদায় এখানে যেন সাম্যভাব ধারণ করিয়াছেন। যবদ্বীপের ইতিহাসে যে বৌদ্ধব্রাহ্মণ, শৈবব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ও ভোজক * ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে, এখানে যেন সেই বিভিন্ন ব্রাহ্মণসম্প্রদায় ভেদবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া পরস্পরকে আপনার ভাবিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন। ভগবানের ভাবী অবতার কল্কিদেব ম্লেচ্ছকুল নিধন করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে সাম্যনীতি প্রচার করিবার জন্য যেন এই বিরাট মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ সোপানমঞ্চে প্রপূজিত হইতেছেন! ভারতীয় হিন্দুর একবার সেই গৌরবচিত্রে নয়ন মন সার্থক করা উচিত!

ওলন্দাজ-প্রত্নতত্ত্বসমিতি লিডেন নগর হইতে Wilsen সংগৃহীত বলভদ্র মন্দিরের চিত্রাবলী Leemans & Brumund কর্ত্তৃক প্রকাশিত করিয়াছেন (উহার নাম 'এলিফান্টফলিও') অর্থাৎ তাঁহারা বৃহদাকার ৩৯১ খানি চিত্রদ্বারা মন্দিরমধ্যবর্ত্তী প্রতিমূর্ত্তিসমূহের প্রতিরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেও মন্দিরের $\frac{1}{10}$ অংশের চিত্রও উঠে নাই। সুতরাং মন্দির ও তন্মধ্যস্থ প্রতিমূর্ত্তিসমূহের বর্ণনা এস্থলে অসম্ভব।

বলভদ্র মন্দিরের প্রায় ৩ মাইল উত্তরপূর্ব্বে শিল্পনৈপুণ্যভূষিত আর একটী অপূর্ব্ব মন্দির দেখা যায়। উহা বৃহদায়তন না হইলেও শিল্পকৌশলের অক্ষয় কীর্ত্তি। এই মন্দির এলা নদীর বামতীরে অবস্থিত। ১৮৩৪ খৃঃ হার্টম্যান কর্ত্তৃক উহা লোকসমাজে প্রকাশিত হয়। উহার নাম মান্ধাত (মান্ধাতা), মেরাপি আগ্নেয়গিরির ধাতুনিঃস্রব ও ভস্মরাশিতে উহা সমাচ্ছন্ন ছিল। উহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার ৭০ ফুট, বর্ত্তমান উচ্চতা ১৬ ফুট। উহার অভ্যন্তরে গম্বুজের নিম্নে বিশালকায় ৩টী দেবমূর্ত্তি; তন্মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের বিরাট মূর্ত্তি অনায়াসে চিনিতে পারা যায়। যে প্রতিমূর্ত্তি বুদ্ধের বলিয়া নির্দিষ্ট, তাহার মস্তক কুঞ্চিত-কেশদামে শোভিত, কেহ বলেন যে উহা বুদ্ধমূর্ত্তি নহে, কোন দেবমূর্ত্তি হইবে।

বিষ্ণুর সান্নিধ্যে প্রফুল্লকমলাসনা অষ্টভুজা লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা, তাঁহার চতুর্দ্দিকে দেবকন্যাগণ কমলদলে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। অন্যত্র প্রফুল্লকমলদলে এক চতুর্ভুজ মূর্ত্তি উপবিষ্ট। উক্ত কমলাসনের মৃণালদণ্ড সপ্তফণমণ্ডিত ফণীন্দ্র কর্ত্তৃক ধৃত (বোধ হয় কালীয়দমনের চিত্র)। একটী শৈলখোদিত বৃক্ষতলে বেণুবাদ্যপরায়ণ, আর একটী মূর্ত্তি অদ্ধভগ্ন, বৃক্ষটী বোধ হয় কদম্ব কিম্বা তমালের প্রতিরূপ। কদম্বতরু যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত খোদিত হইয়াছে, সমগ্র ভারতবর্ষে তাহার অনুরূপ পাদপপ্রতিমূর্ত্তি নয়নগোচর হয় না। ফার্গুসন সাহেব কুণ্ঠিতভাবে ইহাকে হিন্দুকীর্ত্তি বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মবনম্।

পুণ্যময় তপোবনের চিত্র কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িলেও যবদ্বীপের ব্রহ্মবনে এখনও সেই অতীতগৌরবের বিরাট্ কান্তি বর্ত্তমান। এখনও ব্রহ্মবনে প্রস্তরখোদিত দীর্ঘশ্মশ্রুশোভিত নিমীলিতনেত্র শতসহস্র ধ্যানমগ্ন তপস্বিগণের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান থাকিয়া তপশ্চর্য্যার পুণ্যনিকেতনস্মৃতি সজীব রাখিয়াছে।

ফার্গুসন বলেন যে, ব্রহ্মবনই হিন্দুকীর্ত্তির প্রাচীনতম নিদর্শন। উহা খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত। এই স্থানে এখন ১০ বর্গমাইল স্থানে হিন্দুদের বিশাল স্থাপত্যকীর্ত্তি বিরাজিত। ১৮১২ খৃঃ ভারতবর্ষের 'সার্ভেয়ার জেনারল' কর্ণেল কলিন মেকিঞ্জি ব্রহ্মবন জরিপ করিয়া ঐ স্থানের যাবতীয় তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছেন। (Transactions of The Batavian Society, Vol. VII দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মবন যজ্ঞকর্ত্তা ও সুরকর্ত্তা প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখানে কত শত প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, তাহা গণনা করা সুকঠিন। যে সমস্ত ধ্যানমগ্ন তপস্বীর প্রতিমূর্ত্তি আছে, তদ্দর্শনে পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ প্রথমে বুদ্ধমূর্ত্তি স্থির করেন—পরে স্থির হইয়াছে যে, উহা ঋষিগণের প্রতিমূর্ত্তি। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ এই স্থানকে যবদ্বীপের বারাণসী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—("Which has been styled the Beneras of Central Java") এখানে ৮৫০০ ফুট পর্ব্বতের উপরে অসংখ্য হিন্দুদেবদেবীমূর্ত্তি, তন্মধ্যে অধিকাংশই প্রস্তরময় এবং কতকাংশ ধাতুময়। ঐ স্থানে আরোহণ করিবার জন্য ৪৭০০ সোপানমণ্ডিত এক পাষাণময়ী অধিরোহণী আছে। মন্দিরগুলির অধিকাংশই প্রতিমূর্ত্তিপূর্ণ—একণে সিংহ

* যবদ্বীপের ভাষায় 'ভুজঙ্গ'।

শার্দ্দূল তথায় বাস করিতেছে। অনেক মন্দিরেই সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি শোভিত। কিন্তু একণে বৃক্ষলতায় মন্দিরাদি সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রহিয়াছে।

ব্রহ্মবনের মন্দির ও দেবমূর্ত্তি সকল নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে ২।৪ টীর অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

১। চণ্ডীকোবন্দনম্—এই মন্দির এবং ইহার অধিকাংশ প্রস্তরমূর্ত্তি ভগ্ন, ভিত্তির বিস্তৃতি ৮ হাত এবং প্রবেশদ্বারের উচ্ছ্রায় ৮ হাত। মন্দিরটী ২০ হাত উচ্চ, ছাদটী সমচতুরস্র পিরামিডাকৃতি। ভাস্করবিদ্যার অপূর্ব্ব নৈপুণ্যে নির্ম্মিত। এখানে শিব ও দুর্গার ভগ্নমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। সিংহদ্বারে দুইটী বিরাটকলেবর দ্বারপালের প্রতিমূর্ত্তি। এই মন্দিরের অদূরে একটী স্থান 'বন্দারণ' (বৃন্দারণ্য ?) বলিয়া পরিচিত। নরসিংহ অবতারের ন্যায় প্রতিমূর্ত্তি এই স্থানে আছে। সিংহবদনের গলদেশে পদ্মফুলের মালা। কিছু দূরে হনুমান্‌-প্রমুখ ৭টী বানরের মূর্ত্তি। এতদ্ভিন্ন শত শত সমাধিস্থ তপস্বিগণের প্রতিমূর্ত্তি জঙ্গলের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। নিম্ন-ভাগের সম্মুখে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত গণেশমূর্ত্তি।

২। ইহার পরেই লোরোজঙ্গ্রাম বা দুর্গামন্দির। এই স্থানে প্রধানতঃ ছয়টী মন্দির দৃষ্ট হয়, তদ্ভিন্ন সমস্তই ভগ্ন হইয়াছে। দেবকুসুমের সময়ে ভারতীয় ভাস্করগণ এই মন্দিরমালা নির্ম্মাণ করেন। সহস্রাধিক বৎসর নিসর্গের শতসহস্র বিপ্লব সহ্য করিয়া মন্দির ও দেবমূর্ত্তি সকল এখনও অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান। পূর্ব্বে এখানে ২০টী প্রকাণ্ড মন্দির ছিল, প্রত্যেকের উচ্চতা ১০০ ফুট (বা কলিকাতার অক্টর্লোনী মনুমেণ্টের মত)। রাফ্‌ল্ সাহেব বলেন যে, তাঁহার ব্রাহ্মণ-ভৃত্য দুর্গামূর্ত্তিদর্শনে "দেবী ভবানী জগদম্বা মহামায়া" প্রভৃতি বলিয়া স্তব করিয়াছিল এবং ভক্তিবিনম্রভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছিল।

দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি অনেকাংশে বঙ্গদেশীয় মহিষমর্দ্দিনীর মত। তিনি অষ্টভুজা, অষ্টপ্রহরণ ধারণ করিয়া অষ্টদিক্ রক্ষা করিতেছেন। অষ্টহস্তে অষ্টশক্তি। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, চক্র ও ত্রিশূল দেখিয়া "ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ" এই ধ্যান মনে পড়ে। মহিষমর্দ্দিনী দেবী সিংহ-বাহিনী নহেন। দুর্গার পৌরাণিক ধ্যানে আছে, "বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি"—"দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতং"—এখানে দেবীর উভয় পদই মহিষের উপর অবস্থিত। তিনি বামহস্তে মহিষাসুরের কেশগুচ্ছ এবং দক্ষিণ হস্তে মহিষের লাঙ্গুলধারণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পৌরাণিক ধ্যানের সহিত এখানকার মহিষমর্দ্দিনীর সর্ব্বতোভাবে মিল আছে। তিনি অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা অতসীপুষ্পবর্ণাভা, সর্ব্বাভরণভূষিতা, সুচারুদশনা, পীনোন্নতপয়োধরা, ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানা, পূর্ণেন্দু-সদৃশাননা এবং মৃণালায়তসংস্পর্শা অষ্টবাহুসমন্বিতা। প্রতিমার অলঙ্করণ এবং মুখাবয়ব সর্ব্বথা বঙ্গদেশীয় রীতির অবিকল অনুরূপ।

সম্মুখভাগে গণেশমূর্ত্তি—ইহার নির্ম্মাণনৈপুণ্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। গণেশমূর্ত্তির নিম্নে আটটী নরমুণ্ড, তদ্ভিন্ন তাঁহার অলঙ্কারের মধ্যে ১২।১৪ টী নরমুণ্ড অঙ্কিত। একটী ভীষণ সর্প তাঁহার শরীর বেষ্টন করিয়া আছে। তাঁহার হস্তে কদলীকন্দ এবং দক্ষিণে কলাবৌ। ইহাভিন্ন এ দেশীয় গণেশের সহিত এই মূর্ত্তির সর্ব্বাংশে মিল আছে। তিনি খর্ব্ব, স্থূলতনু, গজেন্দ্রবদন, লম্বোদর এবং তাঁহার মূর্ত্তির অপূর্ব্ব-শিল্পচমৎকারিতা দর্শন করিলে "প্রস্যন্দমদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোল-গণ্ডস্থল" মনে পড়ে।

আজিও যবদ্বীপে দুর্গা ও গণেশ কিছু কিছু ফুলচন্দন পাইয়া থাকেন। এখানে গণেশের নাম রাজদেমাঙ্গ, সিংহজয় বা গণসিংহ। এই স্থানের নিকটে একটী ২০ হাত শিবলিঙ্গ ভগ্নাবস্থায় পতিত। সমস্ত মন্দিরের সিংহদ্বার পূর্ব্বমুখী। মন্দিরের গাত্রবিলম্বিত অলিন্দ সকল অসংখ্য দেবমূর্ত্তিবিভূষিত, তন্মধ্যে ব্রহ্মার রূপ সর্ব্বাপেক্ষা নয়নানন্দদায়ক এবং রহস্য-মণ্ডিত। তিনি চতুর্ম্মুখ অষ্টভুজ কমণ্ডলুকর এবং পদতলে বিপরীত দিকে মস্তক রাখিয়া সঙ্গমবদ্ধ দম্পতী—উভয়ের বক্ষঃস্থলে ব্রহ্মার দুইপদ, দক্ষিণ পদতলে স্ত্রী, বামপদতলে পুরুষ। প্রজাপতির এরূপ মূর্ত্তি বড়ই রহস্যজনক; অন্যান্য অনেক স্থলে ব্রহ্ম-মূর্ত্তির নিম্নে এই নরমিথুন নাই। কোন কোন স্থানে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ দ্বিভুজ অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকর। অনেক স্থানেই শিবলিঙ্গ ব্যতীত শিবের মূর্ত্তি ও কোনস্থলে তিনি বৃষভবাহন, কোন স্থানে যোগিবেশ, কোনস্থলে সর্ব্বাভরণভূষিত, নাগযজ্ঞোপবীতী, নূপুরাঙ্গদমণ্ডিত। তাঁহার দক্ষিণ করে রুদ্রাক্ষমালা এবং বামকরে কমণ্ডলু। পার্শ্বে ত্রিশূল প্রোথিত। কোন স্থানে তিনি কৈলাসশিখরের অতুল কারুকার্য্যমণ্ডিত সিংহাসনাসীন, করে ফুল্লকোকনদ, অদূরে শায়িত পুঙ্গব। কোন স্থানে তিনি হিমাচলের দেবদারুক্রমবেদিকায় শার্দ্দূলচর্ম্মাসনে পদ্মাসনবদ্ধ থাকিয়া অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহ, অনুত্তরঙ্গ জলধি এবং নিবাতনিষ্কম্প-প্রদীপের স্মৃতি উদ্রিক্ত করিতেছেন। শতসহস্র শিবলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত এবং স্তূপীকৃত দেখিলে কোটীলিঙ্গসমাবৃত পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীর কথা স্মৃতিপথে পতিত হয়।

৩। চণ্ডী শিব বা সহস্রমন্দির—অতীত মূর্ত্তিশিল্পের বিরাট্‌

নিদর্শন। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর ইহা একবার দেখা উচিত। বরবুদর মন্দিরের নিম্নেই সহস্রমন্দিরের স্থাপত্যকীর্ত্তিকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। রাফ্‌ল সাহেব ভারতবর্ষ ও মিশরের পিরামিডাদি দেখিয়া তবে যবদ্বীপে গিয়াছিলেন, তথাপি সহস্রমন্দির দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"In the whole course of life, I have never met with such stupendous and finished specimens of human labour and of the science and taste of ages long since forgot" অর্থাৎ আমি পৃথিবীর কোন অংশে এতাদৃশ মনুষ্যের শিল্পসৌন্দর্য্যমণ্ডিত ভুবনমোহন বিরাট্ কীর্ত্তিস্তম্ভ নয়নগোচর করি নাই। যবদ্বীপকে হিন্দুধর্ম্মের রাজধানী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—"The Headquarters of Hinduism!"

দুর্গামন্দিরের ১৩৪৫ গজ দূরে বৃন্দারণ্যের নিকটে সহস্রমন্দির আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলই নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ, ২৯৬টী মন্দির এখনও অবিকৃত ভাবে থাকিয়া হিন্দুধর্ম্মের ভূতকীর্ত্তি বিজ্ঞাপন করিতেছে। সমস্ত মন্দিরই এক আদর্শে নির্ম্মিত এবং বিচিত্র শিল্পসুষমাশোভিত। এই সমস্ত মন্দিরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি বিরাজিত। প্রত্যেক মন্দিরই ২০ হাত উচ্চ। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বত্র অসংখ্য সমাধিমগ্ন যোগী, ঋষি ও বুদ্ধগণের খোদিত মূর্ত্তি প্রতি মন্দিরেই আছে। মন্দিরপ্রাঙ্গণ ৫৪০ ফুট দীর্ঘ ও ৫১০ ফুট বিস্তৃত। ইহার মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড মন্দির, উহার উচ্চতা ৯০ ফুট। ফলতঃ হিন্দুপুরাণের যাবতীয় দেবদৃশ্যঘটিত দৃশ্য এখানে অপূর্ব্ব কৌশলে খোদিত। একশত পৃষ্ঠায়ও তৎসমুদায়ের বর্ণনা হয় না।

এই মন্দিরমালার এক প্রদেশে হস্তিশুণ্ডে উপবিষ্ট একটী সিংহমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্তির আধার রহিয়াছে, কিন্তু দেবমূর্ত্তি নাই।

৪। সহস্রমন্দিরের অনতিদূরে দিনাজন নামক স্থানে অসংখ্য দেবদেবী মূর্ত্তি ও ভগ্নমন্দিরের নিদর্শন রহিয়াছে। যববাসিগণ মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তিকে "বেগবিক্ষা" কহে।

৫। উক্ত মন্দিরের অদূরেই চণ্ডীকালীসারি বা কালিসারী মন্দিরমালা। এখানে হিন্দুরাজধানীরও ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। মন্দিরের বহির্ভাগ অতীব সুন্দর এবং অপূর্ব্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত। বর্ত্তমান মন্দির ৫৭ ফুট দীর্ঘ এবং ৩০ ফুট বিস্তৃত। এখানেও অসংখ্য প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে শিব, দুর্গা, গণেশ ও বিষ্ণুমূর্ত্তিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুর নিকটে এক প্রকাণ্ড গরুড়মূর্ত্তি।

৬। তৎপরেই চণ্ডীকালী-বেলিঙ্ক মন্দির।" ইহার কারুনৈপুণ্যও অদ্ভুত। ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার উভয়দিকেই ৭২ ফুট। ৩০ হাত উপরে ছাদ। মন্দিরের একস্থানে সীতাদেবী বা লক্ষ্মীর একটী প্রতিমূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সিংহাসন দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকাধৃত এবং চতুর্দ্দিক্ প্রফুল্লকমলদলমণ্ডিত। এই সমস্ত দেখিয়া রাফ্‌ল্ সাহেবের ব্রাহ্মণভৃত্য আনন্দে ও ভক্তিতে আত্মহারা হইয়াছিল। "Nothing could equal the astonishment of the man who attended me through out this survey at everything he saw"। অনেকস্থলে ব্রাহ্মণভৃত্য কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিল। মন্দিরদ্বারে ৮ হাত উচ্চ দুই বিরাট্ দ্বারপাল মূর্ত্তি যেন দ্বাররক্ষা করিতেছে। কালীসারীতে পূর্ব্বে হিন্দু রাজধানী ছিল, এখনও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান, এই প্রাসাদশিখর ৩২টী বিশাল প্রস্তরস্তম্ভের উপর অবস্থিত। একটী প্রাচীন ইষ্টকালয়ও এখানে আছে, তাহার গাঁথনী দেখিয়া বিলাতী ইঞ্জিনিয়ারগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। কি মসলায় সেই ইষ্টকসংযুক্ত, তাহা নির্ণীত হয় নাই। কারণ দুইখানির মধ্যস্থলে কেশপ্রমাণ স্থান নাই, বোধ হয় যেন সমস্ত প্রাসাদ কাদা দিয়া গাঁথিয়া শেষে পোড়ান হইয়াছে।

যক্ষরাগ, প্রাণরাগ, কলিঙ্গ, তেলঙ্গ প্রভৃতি জেলা প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষে পরিমণ্ডিত। এই সমস্ত স্থানের ভিত্তিপ্রাচীরে অনেক স্থলে লিপিরাজি উৎকীর্ণ দেখা যায়। কার্ত্তসেনেও বহুতর উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

৭। সিংহসারীর অদূরে এক অপূর্ব্ব ব্রহ্মমূর্ত্তি। কিন্তু মন্দিরের অধিকাংশই জঙ্গলাকীর্ণ। লবঙ্গ জেলা হইতে মালঙ্গ জেলায় যাইবার পথে সিংহসারীর মন্দিরমালা অবস্থিত। মন্দিরে সহস্রাধিক হিন্দু দেবমূর্ত্তি, অধিকাংশই শিবদুর্গা। এই মন্দিরের অনেক স্থলে সংস্কৃত শিলালিপি খোদিত আছে এবং এখানকার প্রতিমূর্ত্তিগুলির নির্ম্মাণনৈপুণ্য ও শিল্পসৌন্দর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে মহাকায় বৃষভ শয়ান আছে, কিন্তু তাহার একটী শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অদূরে বসন্তপুষ্পাভরণা গৌরী—যেন মহাদেবের পূজার্থ পুষ্পাঞ্জলিহস্তে অগ্রসর, লতাগৃহদ্বারে নন্দী বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান, মহাদেব সমাধিমগ্ন, পার্শ্বে ত্রিশূল প্রোথিত, দেখিলেই কুমারসম্ভববর্ণিত মহাদেবের সেই তপস্যা মনে পড়ে—[illegible]দ্বারগতঃ নন্দী, বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ"। এখানকার নূতনত্ব এই যে, এখানে সূর্য্যদেব [illegible] একচক্ররথে [illegible] গগন [illegible] করিতেছেন। [illegible]

গিয়াছে। অশ্বগুলি যেন ঊর্দ্ধপুচ্ছে ভীমবেগে ছুটিতেছে। ইহার ১০০ ফুট দূরে এক বিরাটকায় গণেশমূর্ত্তি, প্রকাণ্ড প্রস্তর-বেদিকায় ঐ মূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট। সিংহাসনে এবং গণেশের সর্ব্বাঙ্গে বহুসংখ্যক নরমুণ্ড অঙ্কিত। সিংহদ্বারে দুই ভীষণ সিংহ দ্বাররক্ষা করিতেছে, অপর পার্শ্বে দুই ভীমকায় দ্বারপাল গদাস্কন্ধে দণ্ডায়মান।

৮। কেদাল নামক স্থানে ২০ হাত উচ্চ একটী মন্দির যেন শিল্পসৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা ঘোষণা করিতেছে। এই মন্দিরের নিম্নভাগে দুইটী প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ; অনেকের বিশ্বাস যে, সেই সুড়ঙ্গের নিম্নে দুইটী সুন্দর অট্টালিকা আছে। কিন্তু কেহ নামিতে সাহস করে নাই। মন্দিরের গাত্রে মেষ, বৃষাদি চিহ্নসম্বলিত রাশিচক্র ও ভচক্র অঙ্কিত। এই মন্দিরের গাত্রে অনেক সংস্কৃতলিপি উৎকীর্ণ। মন্দিরের গাত্রে অপূর্ব্ব কৌশলে রামরাবণের যুদ্ধ খোদিত হইয়াছে। এই মন্দির-মালায় দেবতত্ত্বব্যতীত অনেক ঐতিহাসিক চিত্র এবং জাতীয় চরিত্রাদি অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যে খোদিত হইয়াছে। কোন স্থলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, কোথায় আনন্দের উচ্ছ্বাস, কোথায় শত শত প্রকার যুদ্ধাস্ত্র, (মহাভারতবর্ণিত সমস্ত অস্ত্রই সেখানে যেন বিদ্যমান।) একস্থানে রঙ্গভূমিতে যেন দৃশ্যকাব্যের অভিনয় হইতেছে। শত শত বাদ্যযন্ত্র অঙ্কিত; মুরজ, মুরলী, রবাব, ও বীণা এই কয়টী নাম মিলিল, আর সব নাম অদ্ভুত। শতাধিক নূতন বাদ্যযন্ত্র চিত্রিত। সুষির বাদ্যযন্ত্রই প্রায় ৩০ প্রকার। কোন স্থানে কৃষক লাঙ্গলস্কন্ধে মহিষযুগল তাড়াইয়া ক্ষেত্রে যাইতেছে, কোন কোন স্থানে কৃষক ক্ষেত্রে বিদা বা আঁচড়া দিতেছে। এই স্থানে মাণিক্যের শিবমূর্ত্তি আছে। কপিসেও অসংখ্যপ্রকার জীবজন্তু, পক্ষী প্রভৃতি ক্ষোদিত রহিয়াছে।

৯। সুকুর মন্দিরমালা—অনেক অতীতরহস্যের নিদর্শন। এখানেও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান, কোন স্থানে মিশরীয় পিরামিড এবং ওবেলিস্ক বা স্মৃতিস্তম্ভের ন্যায় শত শত প্রস্তরপ্রাসাদ, (একটী অট্টালিকার ছাদ ১৫৭ ফুট দীর্ঘ, ১৩০ ফুট প্রস্থ এবং ৮০ ফুট উচ্চ।) খিলান সকলে সিংহবদন অঙ্কিত। কোন স্থানে স্ফিঙ্কস্ (Sphynx) বা বিরাট্ নরমুণ্ড। একস্থানে একটী বিকটাকার রাক্ষস মুখব্যাদানপূর্ব্বক একটী মনুষ্যগ্রাস করিতেছে। কোন স্থানে অতিকায় গরুড়পক্ষী সর্পভক্ষণে নিরত। এই সমস্ত প্রতি-মূর্ত্তিতে মিশরীয় পুরাণের অধিকাংশ ছায়া দৃষ্ট হয়। চিত্র-লিপিও অনেক স্থলে খোদিত আছে। রাক্ষসের পার্শ্বে একটী কুকুর। তদর্শনে টাইফন, ওসাইরিস্ এবং সাইবিলের উজ্জ্বল চিত্র মনে পড়ে [মিশর দেখ]। এতদ্ব্যতীত প্রেম-পক্ষী, কপোত, বৃক্ষপত্র ইত্যাদি চিত্রিতাক্ষর প্রভৃতি অনেক গূঢ়তত্ত্ব নির্দ্দেশ করিতেছে। এই চিত্রাবলীর অদূরে একস্থানে ব্যাঘ্র ও গাভী খোদিত, তৎপরে একদল অশ্বারোহী। পরে কএকটী হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি।

এই পিরামিড সোপানমালায় সুশোভিত। উচ্চপ্রদেশে এক আশ্চর্য্য জলোত্তোলনযন্ত্র—নল দুইটী ভীষণ সর্পাকার। পিরামিডের অভ্যন্তরে প্রকোষ্ঠ আছে কি না আজিও নির্ণীত হয় নাই। পিরামিডের নিম্নভাগে দুইটী দেবমন্দির। তাহার নিকটে একটী জলধারা, উহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, কখনই জল শুষ্ক হয় না—উহা হইতে অবিরামবাহী প্রস্রবণের ন্যায় সর্ব্বদা জল পড়িতে থাকে, একস্থানে গাণ্ডীব-ধন্বা অর্জ্জুন কপিধ্বজরথে কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধ করিতেছেন এবং দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইতেছেন। কপিধ্বজ রথের অদূরে দুই ভীষণকায় মূর্ত্তি তাহার উত্তমাঙ্গ মনুষ্যাকৃতি এবং নিম্নাঙ্গ পক্ষীর ন্যায়। ইহাদের গাত্রে সংস্কৃত শিলালিপি উৎকীর্ণ। কোন স্থানে মীনাবতার ও কূর্ম্মাবতারের দৃশ্যাবলী। কোন-স্থানে সুন্দর রাশিচক্র, তাহাতে চন্দ্র ও সূর্য্য অতীব নৈপুণ্যের সহিত খোদিত। এক স্থানে বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালায় নানা-বিধ যন্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে।

ইহার কিছুদূরে একটী ৪০ হাত উচ্চ ইষ্টকালয়। এগুলি পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত, একটীতে ১৩৬১ শকাব্দ উৎকীর্ণ আছে।

এতদ্ভিন্ন চেরিবন এবং অলরঙ্গপর্ব্বতে এত প্রত্নতত্ত্ব আছে যে, তাহার নাম করিতেও প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়ে। একটী মন্দিরে ১২টী সূর্য্যরথে দ্বাদশাদিত্য বিদ্যমান।

বান্থ্যবঙ্গী নামক স্থানে হিন্দুকীর্ত্তির বিরাট নিদর্শন দৃষ্ট হয়। অভ্রভেদি-মন্দিরমালা এবং বিরাটকায় দেবমূর্ত্তি সকল বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

মজপহিত রাজ্যের ধ্বংসচিহ্নেও প্রত্নকীর্ত্তির অপূর্ব্বতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হয়। একটী ধ্বংসপ্রায় পুষ্করিণীর চিহ্ন হইতে সকলেই সেই হিন্দু সাম্রাজ্যের ভূত গৌরব অনুমান করিতে পারিবেন। একটী ইষ্টকগ্রথিত দীর্ঘিকা এখনও বিদ্যমান। দুর্ভেদ্য ইষ্টক প্রাচীর এখনও উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১২০০ ফুট এবং বিস্তার ৬০০ ফুট, প্রাচীরের উচ্চতা ১২ ফুট। এক্ষণে উহার অভ্যন্তরে কমল-কুমুদকহ্লার-শোভিত তরঙ্গবিলোল সলিলের পরিবর্ত্তে শস্যশ্যামল ধান্যক্ষেত্র। এখনও মজপহিতের ভগ্নাবশেষ গৌড়নগরের ১৬ গুণ স্থান অধিকার করিয়া পূর্ব্বগৌরবের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। নিবিড় সেগুণ বৃক্ষবন সর্ব্বত্র

ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এখানকার অধিকাংশ দেবমূর্ত্তি মুসলমানগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এঞ্জেল হার্ড সাহেব (Mr. Engel Hard) যৎকালে সমরঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনিই কেবল কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি মজপহিতের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শিব, দুর্গা এবং গণেশ-মূর্ত্তিই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এতদ্ভিন্ন ধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইতেছে। রাফ্‌ল্‌স সাহেব একশত ধাতুময়ী দেবমূর্ত্তি আনিয়াছিলেন, তাঁহার পুস্তকে তৎসমুদায়ের কতকগুলি চিত্রিত হইয়াছে। এই ধাতুময়ী মূর্ত্তির মধ্যে পিত্তল ও তাম্রই অধিক। কতকগুলি রৌপ্যপ্রতিমাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। স্বর্ণপ্রতিমা অনেক ছিল, কিন্তু সে সমস্তই অপহৃত। একটী প্রকাণ্ড স্বর্ণপ্রতিমা পাওয়া গিয়াছিল, ওলন্দাজপ্রভুরা তাহা গলাইয়া লইয়াছেন। 'কালিবাবর' নামক গ্রামের লোকে স্বর্ণপ্রতিমা গলাইয়া এত স্বর্ণ সঞ্চয় করিয়াছিল যে, উহারা উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অজস্র স্বর্ণপাত্রাদি এবং স্বর্ণমুদ্রা অকিঞ্চিৎকর পদার্থের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে।

ধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি সকলের মধ্যে পদ্মযোনি ব্রহ্মার মূর্ত্তিই উল্লেখযোগ্য—ইনি অষ্টভুজ, অক্ষসূত্র-কমল-কমণ্ডলুকর, এবং নরমিথুনের উপরে দণ্ডায়মান। চতুর্দ্দিকে কমলদল বিরাজিত এবং হংসটী আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে নির্ম্মিত। এতদ্ব্যতীত দুর্গা ও গণেশের ধাতুময়ী মূর্ত্তিও অনেক পাওয়া গিয়াছে।

প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে মূর্ত্তি ব্যতীত ধাতুময় নানাপ্রকার পাত্র, তাম্রকুণ্ড, ঘণ্টা, পঞ্চপাত্র, পঞ্চপ্রদীপ, কোশাকুশি প্রভৃতি নানাস্থানে দৃষ্ট হয়।

উৎকীর্ণ লিপিমালা সকল চারিভাগে বিভক্ত। ১ সংস্কৃতলিপি (ভারতীয় সংস্কৃতলিপির অবিকল অনুরূপ। ২ যবদ্বীপের প্রাচীন যবভাষায় উৎকীর্ণাক্ষর। ৩ দেবনাগরাক্ষর (বিকৃতভাবে) ইহা পাঠ করা হয় নাই। ৪ কবিভাষায় উৎকীর্ণ লিপি।

অতি প্রাচীনতম কালে সংস্কৃতাক্ষরের ব্যবহার হইয়াছিল। ব্রহ্মবনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংস্কৃতাক্ষর দৃষ্ট হয়। কর্ণেল মেকেঞ্জি (Ruins of Brahmaban) ব্রহ্মবনের ধ্বংস নামক পুস্তকে উহার প্রথম সংগ্রহ করেন। পরে বাতাবিয়া-প্রত্নতত্ত্বসমিতির ওলন্দাজ ভাষায় লিখিত পত্রিকায় অধিকাংশ মুদ্রিত হইয়াছে।

সিংহসারীতে আধুনিক নাগরাক্ষরে উৎকীর্ণ লিপিমালাও দৃষ্ট হয়।

সুরাভয় প্রদেশের উৎকীর্ণ লিপির মধ্যে প্রাচীনতম সময় ১১৬ শকাব্দ, তৎপরে ৩৬৩, ৬৪৭, ৭৭৩, ৮৪৫, ৮৬৩, ৮৬৫ প্রভৃতি শকাব্দ পাওয়া গিয়াছে।

কেহু প্রদেশের মধ্যভাগে ৫০৫ ও ৫০৬ শকাব্দে উৎকীর্ণ লিপি দৃষ্ট হয়।

বাতাবিয়ার চিত্রশালিকায় অনেক অতীত তত্ত্বের সমাবেশ আছে (Museum of the Arts & Sciences)।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ উৎকীর্ণ শিলালিপির অনেকাংশ পাঠ করিতেছেন, সুকুমন্দিরের পূর্ব্ব বিবরণ যেমন বিস্ময়াবহ, তাহাতে উৎকীর্ণ হিন্দুধর্ম্মের সনাতন উপদেশ তেমনই বিস্ময়াবহ! দুই চারি ছত্রের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—"মনুষ্যগণ কেহই আপনার অধিকৃত বিষয়ে সন্তুষ্ট নহে, অনাগত বিষয়ের প্রাপ্তির জন্য মনুষ্য সর্ব্বদা লোলুপ, হে নগরবাসিগণ! হে আগন্তুক পথিক! শাস্ত্রের এই সনাতন আদেশ অনুক্ষণ মনে জাগরূক রাখিবে, স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়ঃ তথাপি পরধর্ম্ম ভয়াবহ, তোমরা সকলে কর্ত্তব্যব্রত উদযাপন কর।" উক্ত বিষয় হইতে মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপিমালার সাধারণ ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে।

যবদ্বীপের মুদ্রাতত্ত্বও এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। উহাও নানা রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করে। প্রধানতঃ মুদ্রাপৃষ্ঠে নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন দৃষ্ট হয়। অনেক স্থলেই কুণ্ডলিত সর্পের চিত্র। সর্পমন্দিরও যবদ্বীপের অনেক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। একস্থানে অনন্ত-শয্যায় শয়ান বিষ্ণুর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। যবদ্বীপের সমস্ত প্রত্নতত্ত্ব বিবৃত করিতে হইলে সহস্র পৃষ্ঠায় শেষ হয় না। অতি সংক্ষেপে কেবল আভাস দেওয়া হইল মাত্র।

যবদ্বীপের ইতিহাসের বিস্ময়কর অতীত চিত্র সত্যানুসন্ধিৎসু পণ্ডিত মাত্রেরই অমূল্য সম্পদ, বিশেষতঃ হিন্দুমাত্রেরই আলোচনায় বিষয়। যেখানকার পুরাণপ্রসঙ্গ ও দেবতত্ত্ব হিন্দুস্বর্গের উজ্জ্বল চিত্রে পরিপূর্ণ, যেখানে আজিও হিন্দুধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী সগর্ব্বে ভারতীয় অতীতগৌরবের সমুজ্জ্বল চিত্র বিজ্ঞাপন করিতেছে, যে স্থানের অতীত ইতিহাস ভারতবাসীর সমুদ্রযাত্রা ও দিগ্বিজয়কাহিনীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, যে স্থানের শিল্পৈশ্বর্য্যবিমণ্ডিত ভাস্বর ভাস্করকার্য্যশোভিত অম্বরচুম্বিত মন্দিরনিচয় ভারতীয় শিল্পমহিমার অপরূপ সৌন্দর্য্যাদর্শ প্রকটিত করিতেছে, রামায়ণ ও মহাভারত যাহাদের সাহিত্যের অক্ষয়ভাণ্ডার—যাহাদের সভ্যতাপ্রদীপ ভারতের দিগন্তব্যাপিনী আলোকবর্ত্তিকায় প্রজ্বলিত হইয়া পৃথিবীতে উপযুক্ত নিদর্শন রক্ষা করিতে সমর্থ

হইয়াছে,* যেখানকার জাতীয়জীবনে ভারতীয় সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত, যেখানকার অধিবাসিগণ দৈবদুর্য্যোগে ইসলাম ভজনা করিয়াও দেবতার পদারবিন্দে ফুলচন্দন প্রদান করিতে নিরস্ত হয় নাই, সেই আর্য্যসভ্যতার বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ, হিন্দু দিগ্বিজয়ের অক্ষুণ্ণ নিদর্শন, স্বর্ণলঙ্কার সমৃদ্ধ-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যবদ্বীপের শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষাসভ্যতা আলোচনা করা হিন্দুমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য।

যবন (পুং) যৌতি মিশ্রীভবতীতি যু (সুযুরুবৃঞো যুচ্। উণ্ ২।৭৪) ইতি যুচ্। যবননামক জনপদবাসী জাতিবিশেষ। এই যবন দেশের বিবরণ মৎস্যপুরাণ হইতে এইরূপ পাওয়া যায়—

"তান্ দেশান্ প্লাবয়তি স্ম ম্লেচ্ছা প্রায়াংশ্চ সর্ব্বশঃ।
সশৈলান্ কুকুরান্ রৌধ্রান্ বর্ব্বরান্ যবনান্ খসান্॥"
(মৎস্যপু• ১২০।৪৩)

এই জাতি যবন-দেশোদ্ভব বলিয়া 'যবন' নামে অভিহিত, ইহারা যযাতি-রাজপুত্র তুর্ব্বসুর বংশধর।

"যদোস্তু যাদবা জাতাস্তুর্ব্বসোর্যবনাঃ স্মৃতাঃ॥"
দ্রুহ্যোঃসুতাস্তু বৈ ভোজা অনোস্তু ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥"
(ভারত ১।৮৫।৮৪)

এতদ্ভিন্ন মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৮।৫২ ও মৎস্যপুরাণ ৩৪ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, রাজা যযাতির শাপে তুর্ব্বসুবংশধরগণ সদাচারহীন যবনজাতিমধ্যে পরিগণিত হয়।

কিন্তু উক্ত মহাভারতের ৮৪ অধ্যায়ের প্রথমেই রাজা যযাতি তুর্ব্বসুকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছেন :—

"যত্ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।
তস্মাৎ প্রজাসমুচ্ছেদং তুর্ব্বসো তব যাস্যসি॥
সংকীর্ণাচারধর্ম্মেষু প্রতিলোমচরেষু চ।
পিশিতাশিষু চান্ত্যেষু মূঢ় রাজা ভবিষ্যসি॥
গুরুদারপ্রসক্তেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতেষু চ।
পশুধর্ম্মেষু পাপেষু ম্লেচ্ছেষু ত্বং ভবিষ্যসি॥"
(ভারত ১।৮৪।১৩-১৫)

উক্ত প্রমাণ দ্বারা অনুমান হয় যে, ম্লেচ্ছ ও যবন দুইটী ভিন্ন জাতি। তুর্ব্বসু বংশীয়গণ যবন দেশে বাস হেতু সম্ভবতঃ যবন এবং অনুর বংশধরগণ ম্লেচ্ছ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন।

মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৭৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-বিরোধকালে বিশ্বামিত্রসৈন্যগণ কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের নন্দিনী বলপূর্ব্বক গৃহীত হইলে তিনি যবনদিগকেও উদ্ভূত করিয়া শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন করিয়াছিলেন।

"অসৃজৎ পহ্লবান্ পুচ্ছাৎ প্রস্রবাদ্দ্রাবিড়াঞ্ছকান্।
যোনিদেশাচ্চ যবনান্ শকৃতঃ শবরান্ বহূন্॥" *

রূপকাংশ বাদ দিয়া যবন জাতির উৎপত্তিস্থান বা বাস-ভূমিকে যোনিদেশ (যবনদেশ) ধরিয়া লইলে কোন আপত্তি ঘটিতে পারে না, উভয়ের সংগৃহীত সেনাবৃন্দ যে জাতি-বাচক, কোন দেশ হইতে সমাগত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদ-সংহিতায় বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র-বিরোধ লিখিত হইলেও, যবনের সাহায্যগ্রহণাদির উল্লেখ নাই। সুতরাং উহা পরবর্ত্তিকালে রচিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বিতারূপ ব্যাপারে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ হীনদেশোৎপন্ন—অর্থাৎ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদি পরিসেবিত পুণ্যময় ভারতভূমি ভিন্ন—সদাচারহীন যবনজাতির সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকিবেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, ঐতিহাসিক প্রমাণে আমরা জানিতে পারি যে, ভারত-বহির্ভূত বাহ্লিকবাসী গ্রীক-রাজগণ (Bactrio-Greeks) "যোনরাজ" শব্দেই উল্লিখিত হইতেন। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের শিলালিপিতেও গ্রীকরাজগণ 'যোনরাজ' শব্দে এবং গ্রীকশাসিত রাজ্য যোনদেশ নামে কথিত হইয়াছে। এই যোন শব্দ সম্ভবতঃ 'য়ওন' বা যবন শব্দ হইতে অপভ্রংশে গঠিত হইয়া থাকিবেক। কারণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে বৈদেশিক গ্রীকগণকে আমরা 'যবন' নামেই অভিহিত দেখিতে পাই। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বিরোধরূপ মহাভারতীয় রূপক আখ্যা-য়িকায় বিবৃত যবনগণ সম্ভবত য়োনি (য়োন) দেশ হইতে সমাগত হইয়া থাকিবেন। আর্য্য-হিন্দু হইতে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হীনাচার যবনগণের পার্থক্যনির্দ্দেশার্থ তাহাদের বাসস্থান যোনি-সদৃশ ঘৃণিত ও হীনস্থান রূপেই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

গ্রীকপুরাণের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, হীরায় (Hera) মন্দিরে য়ো (Io) নাম্নী এক পুরোহিতকন্যা ছিল। জিউস্ (Zeus) নামক জনৈক যুবকের সহিত তাহার প্রণয় হয়, তদনন্তর সেই য়ো গাভীরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীর নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। যে য়োনীয় সাগরোপকূলে সে বহু কাল ভ্রমণ করিয়াছিল, তাহা তাহারই নামানুসারে "য়োন" নামে আখ্যাত হয়। গ্রীক পুরাণের এই রূপক আখ্যান হইতে অনুমান হয় যে, য়ো'র বংশধরগণ গ্রীক্ ও পার্শ্ববর্ত্তী দেশবাসী ভিন্ন-জাতীয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। এতদ্ব্যতীত

* রামায়ণের বালকাণ্ডে 'যোনিদেশাচ্চ যবনাঃ শকৃদ্দেশাচ্ছকাঃ স্মৃতাঃ।' ঐ একই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে। (বালকাণ্ড ৫৫ সর্গ, ৩ শ্লোক)

গ্রীকপুরাণেও য়ো'র (Io) গাভীরূপ ধারণ ও তাহা হইতে য়োনীয়দিগের উৎপত্তি কথা বিবৃত দেখা যায়।

হিরোদোতাসের হীরা ও জিউস্ এবং আর্গোস্ ও হার্মিসের উপাখ্যান হইতে পৌরাণিক তত্ত্বের একটী বিশেষ দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, ফিনিকীয় বণিক্‌গণ গ্রীকললনা হরণ করিয়া লইয়া যাইত। হিরোদোতাসের গ্রন্থে (1. 122, ও 1. 125) 'য়ো' হরণের বার্ত্তা লিপিবদ্ধ আছে। পারসিকদিগের কিংবদন্তী অনুসারে বাণিজ্যপ্রিয় ফিনিকীয় বণিক্‌দিগের দ্বারা 'য়ো' বন্দীরূপে অপহৃত হয়। কিন্তু ফিনিকীয়দিগের উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, য়ো স্বীয় স্বাধীন-ইচ্ছায় প্রেমাসক্ত হইয়া সসত্ত্বা হন। পিতামাতার লাঞ্ছনা ও লোকলজ্জাভয়ে তিনি স্বইচ্ছায় ফিনিকীয় পোতে আরোহণ করিয়া লোকলজ্জার দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

উপরোক্ত দুইটী ভিন্নদেশীয় প্রবাদ-বাক্যের সত্যমিথ্যা বিচার না করিয়া, সামাজিক আদিম আচার ব্যবহারের উপর নির্ভর করিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, য়ো'র বংশধরগণ এসিয়ামাইনরের পশ্চিম উপকূলবাসী জলদস্যুগণের সন্তান, নানা বৈদেশিক জাতির সংমিশ্রণে এই সঙ্কর জাতির উৎপত্তি। তবে তাহাদের মধ্য হইতে সময়ান্তরে যে গ্রীক্ রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস প্রমাণে জানা যায় যে, দস্যুবণিক্‌দল কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গ্রীক্‌বাসিগণ অপহৃত হইত, সুতরাং বৈদেশিকের ঔরসে গ্রীক্‌রমণীগর্ভে জাত সন্তানগণই মাতৃবর্ণানুসারে গ্রীক্ বলিয়া আখ্যাত। রাজকন্যা 'য়ো' ঐ রমণীগণের প্রধানতমা ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার নাম হইতে এই মিশ্রগ্রীকবংশের "য়োনীয়" নামকরণ হইয়া থাকিবে। কারণ প্রাচীনকালের হেলেনগণ এই যোনীয়দিগকে আপনাদের বংশধর বা স্বজাতি-শাখারূপে কখনও গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং সমগ্র গ্রীকজাতি যে, য়োনীয় (Ionian) নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ কল্পনা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া বিবেচিত হয়।

মহাকবি হোমার য়ো'র উপাখ্যান জানিতেন। তিনি হার্মিস্‌কে আর্গোস্-হন্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'গাভীরূপী 'য়ো' যাহাতে রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জিউসের সহিত মিলিতে না পারে, এই বিষয়ে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবার নিমিত্ত হীরার অনুচর আর্গোস্ বিশেষ সাবধানে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছিল; এই হেতু হার্মিস তাহার নিধন সাধন করিয়াছিলেন।' হোমারের এই বর্ণনায় য়ো'র পৌরাণিক ভ্রমণ বিবরণ প্রকটিত থাকিলেও এতৎস্থলে *Idoves* নামের উল্লেখ ব্যতীত তিনি যোনীয়দিগের কোনরূপ প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রদান করেন নাই।

হিরোদোতাস (I. 146) ও পৌসনিয়াস্ (vii. 234) বলেন, আটিকার প্রবাসী গ্রীকশাখা যোনীয় আখ্যা লাভ করে। অনেকে যুথাসের পুত্র য়োন্ (Ion) হইতে য়োনীয়দিগের উদ্ভব স্বীকার করেন। অধ্যাপক লাসেন লিখিয়াছেন যে, গ্রীকদিগের মধ্যে এই য়োন নাম হোমারের পরবর্ত্তী এবং অধিকতর সম্ভব যে, গ্রীকশাখা এসিয়ামাইনর ও দ্বীপসমূহ অধিকার করিবার পর, প্রাচীনতম গ্রীকসাধারণ হইতে এই প্রবাসী গ্রীক্‌দিগের পার্থক্য-নির্দ্দেশার্থ এই নামনির্দ্দেশ হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত যুবন্, জন্দ জবান্ ও লাটিন Juvenis শব্দ একার্থবাচক। অধিক সম্ভব, এই নব্য সম্প্রদায় যুবা অর্থেই "য়োন" আখ্যা লাভ করিয়া থাকিবে। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতেও 'জবন' এইরূপ পাঠও দেখা যায়। এতদ্দ্বারাও অনুমান হয় যে, উহা জন্দ 'জবান্' হইতে পরিগৃহীত হইতে পারে। পরে অধিকতর সংস্কৃত ছাঁদে 'যবন' করা হইয়া থাকিবে।

এই জাতির উৎপত্তি বা নামকরণ সম্বন্ধে নানা সিদ্ধান্ত মীমাংসিত হইলেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যবনজাতি বহু প্রাচীনকাল হইতেই জগতে পরিচিত ছিল। গ্রীক্ *Idoves* ও হিব্রু Javan এক। হিব্রু ধর্ম্মগ্রন্থে এই যবন শব্দ কখন কখন Jehohanan প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তেও প্রযুক্ত হইয়াছে। বাবিলোনীয়দিগের সমুদ্রোত্থিত দেবী Oannesএর সহিত যবন শব্দের বিশেষ সাদৃশ্য আছে *। বাইবেল গ্রন্থের প্রাচীন বিভাগের স্থানবিশেষে যবন শব্দ ব্যক্তিবিশেষের নাম, জনপদ, জাতি, দেশ, সাম্রাজ্য প্রভৃতি বাচকরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। (Genesis x. 2. 4. Chronicles I. 5, 7; Isaiah lxvi, 19; Ezekiel xx. 13) এই যবনগণ বণিক ছিলেন। Daniel viii, 21, x. 20, xi. 2; Zecharia x. 13. ও Ezekiel xxvi 1. 13 প্রভৃতি স্থানে গ্রীক সাম্রাজ্যের ও ফিনিকীয় কর্ত্তৃক গ্রীক দাসদাসীক্রয়ের কথা উল্লিখিত থাকায় অনুমান হয় এই যবন জাতি ইতিহাস-বহির্ভূত যুগে বিদ্যমান ছিল।

ডাঃ স্মিথ বাইবেলের ঐ সমস্ত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, এই যবনগণ নিঃসংশয়িতরূপে গ্রীকজাতির প্রতিনিধি বলিয়া গ্রাহ্য। হেলেনবংশসম্ভূত এই যোনীয় শাখার নামের সহিত যবন শব্দের একটী অবান্তর সম্বন্ধ আছে। ৭০৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সর্গণের রাজ্যকালে কোণাকার অক্ষরে উৎকীর্ণ লিপিতে সাইপ্রস-দ্বীপের বর্ণনাস্থলে যবন নামের

* Inman's Ancient Faiths in Ancient Names. II. 400.

উল্লেখ আছে*। এই স্থানেই আসিরীয়গণ প্রথমে গ্রীকজাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, হিব্রুগণ ব্যতীত তাৎকালিক অপর জাতিও গ্রীকদিগকে যবন শব্দে অভিহিত করিতেন। পরে ফিনিকীয়দিগের দ্বারা উক্ত পশ্চিম এসিয়াখণ্ডে প্রচারিত হইয়া থাকিবে*।

উপরোক্ত কোণাকার লিপির (Cuneform Inscriptious of the time of Sargon B. C. 708) এক স্থলে লিখিত আছে যে,—"The seven kings of the Yaha tribes of the country of yavnan (or yunan), who dwelt in an island in the midst of the Western sea, at the distance of seven days from the Coast, and the name of whose country had never been heard by my ancestor, the kings of Assyria and Chaldoea from the remotest times, e.t.c." †

এই যবনান্ দেশবাসী গ্রীকদিগের কথা যখন আসিরীয় ও কাল্দীয়বাসীর অবিদিত ছিল, তখন মোজেসের সমসাময়িক হিব্রুদিগের পক্ষে তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ থাকা সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয় না, তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, উহার পরবর্ত্তী হিব্রুলেখকগণ এসিয়াস্থ গ্রীকদিগকে য়োনীয় ও য়ুরোপস্থ গ্রীকসম্প্রদায়কে হেলেনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

ঐতিহাসিক যুগে আমরা গ্রীক্‌সাম্রাজ্যের একাংশকে য়োন (Ionia) শব্দে উল্লিখিত দেখিতে পাই। এস্কাইলাসে (Æschylus) এতেসা য়োনীয়দিগের ধ্বংসের জন্য তাঁহার পুত্রের গমন প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ য়োনদেশপ্রবাসী গ্রীক্‌গণকে পারসিকেরাই যবন বলিত। সুতরাং যবন শব্দে প্রথমে বৈদেশিক এবং পরে এসিয়া ও য়ুরোপীয়ের সংস্রবে উৎপন্ন জাতিকেই বুঝাইয়াছে। এসিয়া-মাইনরের Ionia খণ্ডে যে বৈদেশিক গ্রীকদিগের দ্বারা উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল এবং পরে তথায় তাহাদের সংমিশ্রণে যে সঙ্করজাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, পারসিকগণ তাহাদিগকেই য়োন বা যবন বলিয়া জানিত। পরে তাহারা শ্লেষার্থে উপনিবেশিক সঙ্কর যবনদিগের নামেও প্রকৃত গ্রীকদিগকে উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

উপরে পাশ্চাত্যপুরাণ, ইতিহাস ও কিংবদন্তী হইতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল, তাহা দ্বারা বেশ জানা যায় যে, যবন ও য়োনগণ একজাতি এবং তাহারা ঐতিহাসিক যুগের বহুপূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান থাকিয়া জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এই পাশ্চাত্য য়োনগণ যবন শব্দে অভিহিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহারাই কি ভারতবাসী আর্য্যসন্তানগণের নিকট যবন আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন? মহাভারতের সন্নিমীর যবন-সৃষ্টির উপাখ্যান এবং রামায়ণের বালকাণ্ডে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিরোধাখ্যানে শবলা কর্ত্তৃক যবন সহিত শকসৈন্যের সৃষ্টিকাহিনী অনুসরণ করিলে গ্রীকপুরাণোক্ত গাভী-রূপী য়ো'র বংশধরের কথা মনে পড়ে। রামায়ণে লিখিত আছে যে, শবলার হুঙ্কারে শক ও যবন সৈন্যে ভূমি আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তাহারা পীতবর্ণ ও পীতাম্বর পরিহিত। তাহারা কৌশিকের অস্ত্রে আকুলিত হইয়াছিল*। মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৯ম অধ্যায় এবং শান্তিপর্ব্বের ৬৫ অধ্যায়ে যবন জনপদ ও তদ্দেশবাসী লোকের কথা লিখিত আছে। এই জনপদে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি নানা জাতি বাস করে। স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে যে, শক, যবন, কাম্বোজ দ্রাবিড়, কুলিন্দ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প ও মহাশক প্রভৃতি জাতি ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণাভাবে বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন †। কর্ণ পর্ব্বের কর্ণশল্যসংবাদে অঙ্গরাজ কর্ণ মদ্ররাজকে বলিতেছেন যে, যবনেরা সর্ব্বজ্ঞ ও মহাপরাক্রান্ত‡। শান্তিপর্ব্বে ভীষ্মদেব যুদ্ধপ্রিয় মহাবীর্য্যশালী জাতিসমূহের উল্লেখ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে যবনদিগেরও যুদ্ধকৌশলের প্রশংসাবাদ শুনাইয়া ছিলেন§। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, সগররাজার পিতা বাহু হৈহয়, যবন, প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতি দ্বারা হৃতরাজ্য হইয়া বনগমন করেন¶। পুত্র সগর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যবনদিগকে পরাভূত করেন এবং

* Dictionary of the Bible, p. 935-936.

† Rawlinson's Herodotus, I. p. 7.

* "ভূয় এবাসৃজদ্ঘোরান্ শকান্ যবনমিশ্রিতান্।
তৈরাসীৎ সংবৃতা ভূমিঃ শকৈর্যবনমিশ্রিতৈঃ॥
প্রভাবদ্ভির্মহাবীর্যৈর্হেমকিঞ্জল্কসন্নিভৈঃ।
তীক্ষ্ণাসিপট্টিশধরৈর্হেমবর্ণাম্বরাবৃতৈঃ॥
নির্দগ্ধং তদ্বলং সর্ব্বং প্রদীপ্তৈরিব পাবকৈঃ।
ততোঽস্ত্রাণি মহাতেজা বিশ্বামিত্র মুমোচ হ।
তৈস্তে যবনকাম্বোজা বর্ব্বরাশ্চাকুলীকৃতাঃ॥"
বালকাণ্ডে ৫৬ সর্গ ২১-২৩ শ্লোঃ।

† Muir's Sanskrit Text. 2nd. I. p. 482 এবং মনুসংহিতা ১০।৪৩-৪৪।

‡ 'সর্ব্বজ্ঞা যবনাঃ * * শূরাশ্চৈব বিশেষতঃ।' (ভারত কর্ণ ৪৫ অঃ)

§ "তথা যবনকাম্বোজা মথুরামভিতশ্চ যে।
এতে নিযুদ্ধকুশলা দাক্ষিণাত্যাসিচর্ম্মিণঃ॥" (শান্তিপর্ব্ব)

¶ পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ১৫শ অধ্যায়।

গুরুর বাক্যানুসারে যবনাদির মস্তকমুণ্ডন ও সকল ধর্ম্মত্যাগ করাইয়া ছিলেন *। এতদ্ভিন্ন মন্বাদি স্মৃতিতেও যবন শব্দের প্রয়োগ আছে।

হিন্দুশাস্ত্রবর্ণিত এই যবনগণ প্রকৃতই গ্রীকজাতি কি না তাহা স্পষ্ট বলা যায় না। ব্যাকরণকার পাণিনিও যবন শব্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ আসুরীয় বা পারসিক-দিগকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়া থাকিবেন। হিব্রুজাতি তাহাদের পার্শ্ববর্ত্তী দেশবাসী য়োনীয় (Ionian) দিগকে Yavan শব্দে অভিহিত করিতেন। এই যবন বা য়াওনীয় (আইওনীয়)-গণ কালে যে আসিরীয় ও পারস্য প্রভৃতি রাজ্যে বসবাস করিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি (পা° ৩।২।৩) সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, 'পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রযোক্তুর্দর্শনবিষয়ে লঙ্ বক্তব্যঃ। অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্। অরুণদ্ যবনো মাধ্যমিকান্।' এতদ্দ্বারা গ্রীকভিন্ন জাতিকেই বুঝায়, কারণ গ্রীকযবনগণের মধ্যভারত আক্রমণের কোনরূপ ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। অমরকোষে 'যবনাশ্ব' নামে একজাতীয় অশ্বের উল্লেখ আছে। টীকাকার উহাকে 'জব' বেগবান্ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু ঐ একই স্থলে শকদেশীয় অশ্ব, গান্ধারদেশীয় অশ্ব, কাম্বোজের অশ্ব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অশ্বজাতির উল্লেখ থাকায়, এই যবনাশ্বকে সম্ভবতঃ যবনদেশীয় অশ্ব বলিয়া মনে করা যায়। আরব-দেশের অশ্ব বহু পুরাকাল হইতে দেশবিখ্যাত ছিল। এই আরবদেশের সহিত বহুকাল হইতেই ভারতের বাণিজ্যসংস্রব চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং আরবদেশীয় অশ্ব যবনাশ্ব নামে প্রতীত হইয়া থাকিবে। অনেকে আরবের য়েমিন্ দেশকেই যবন বলিয়া অনুমান করেন †। পাণিনির সময় পঞ্জাবের কোন কোন অংশে যবনানী লিপি প্রচলিত ছিল।

[পাণিনি দেখ।]

* "সগরঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকার হ॥
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈব চ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবা শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥" (হরিবংশ ১৪ অঃ)

† দশকুমারচরিতের তৃতীয় উচ্ছ্বাসে মিথিলা-রাজসভায় খনিতি (বা খানিতি) নামে হীরক ব্যবসায়ী জনৈক যবন বণিকের উপস্থিত দেখিতে পাই। এই সময়ে গ্রীক-যবন আদৌ ভারতে ছিল না বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। মুসলমান কর্ত্তৃক ভারতবিজয়ের পূর্ব্বে আরববাসী বণিকসম্প্রদায় বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে আসিতেন। সম্ভবতঃ এস্থলে আরবীয় বণিকেরই উল্লেখ করা হইয়া থাকিবে। (Lassen—Indische Alterthumskunde, p. 730.)

সম্রাট্ অশোকের সময় এই লিপি সিন্ধুর পশ্চিমস্থ গান্ধার-রাজ্যে প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ অশোক তাহার একখানি শিলাফলক এই ভাষায় উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন *। অধ্যাপক লাসেন বলেন যে 'ভারতের পশ্চিমদেশবাসী বণিকসম্প্রদায়-মাত্রেই হিন্দুর নিকট যবন নামে কথিত হইয়াছেন †। প্রথমে আরব, পরে ফিনিকীয়গণ ও তৎপরে বাহ্লিক রাজ্যে সমাগত গ্রীকরাজগণও যবন আখ্যায় ভূষিত হইয়াছিলেন।

পাণিনি-ব্যাকরণের কাশিকাবৃত্তিতে 'যবনাঃ শয়ানাঃ ভুঞ্জতে' এইরূপ লিখিত থাকায় স্পষ্টই অনুমান হয় যে, যবন-গণ শয়নাবস্থায় আহার করিতেন। এই পদ্ধতিবিশেষ দ্বারাও যবনগণকে এসিয়াবাসী গ্রীক বলিয়াই বোধ হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেন্‌ফে, রেণো (Renaud) ও বেবর প্রভৃতি যবন শব্দে য়োন (Ionia) বাসী গ্রীকদিগকে বুঝিয়া থাকেন। যে য়োনবাসী গ্রীকগণ ভারতে আসিয়া প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন; তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, সমৃদ্ধিশালী প্রাচীন গ্রীকগণ বিজয়স্পর্দ্ধী হইয়া অথবা বাণিজ্যলালসায় এসিয়া ও য়ুরোপের নানা স্থানে প্রতিপত্তি বিস্তার করেন। এইরূপে গ্রীসবাসী প্রাচীনতম হেলেনগণ (Hellenes) দোরীয়, য়োনীয় (Ionia), ইতালীয়, পলাস্‌গীয় প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া এসিয়ার স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

উপরোক্ত গ্রীক-শাখার মধ্যে দোরীয় ও য়োনীয়দিগের যত্নে প্রাচীন গ্রীকজাতির সমৃদ্ধি ও প্রভাব যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়। এই য়োনীয়গণ সিরীয়ার নিম্নভূমিবাসী কানানীদগের (Canaanites) বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া আপনাদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। গ্রীক ভাষায় ফিনিকীয়গণ কানান শব্দে বর্ণিত হইয়াছেন। মিশরদেশীয় প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ হইতে জানা যায় যে, কেফ্‌তা বা ফিনিকীয়গণ খৃষ্টপূর্ব্ব ১৬শ শতাব্দে বাণিজ্যপ্রভাবে বিশেষ সমুন্নত ছিল। এই সময় হইতে

* Indische Alterthumskunde, p. 729.

† "পারসিকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মনা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানিব রিপূংস্তত্ত্বজ্ঞানেন সংযমী॥
যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।
বালাতপমিবাব্জানামকালজলদোদয়ঃ॥" (রঘু ৪।৬০-৬১)

এস্থলে মহাকবি কালিদাস পারসিক-রমণীকে 'যবনী' শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। বাল্মীকিরামায়ণের "স সিন্ধোর্দক্ষিণং রোধসি চরন্তমীক্ষেন যবনেন প্রার্থিতঃ। ততঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মহানাসীৎ সংমর্দ্দঃ।" উক্তিতে সিন্ধুর দক্ষিণতীরবাসী অশ্বারোহী কোন জাতিকে বুঝাইতেছে।

পশ্চিম সমুদ্রের সাইপ্রাস দ্বীপে ফিনিকীয় প্রভাব বিস্তৃত হয়, তাই আমরা তথায় প্রাচীন সেমিতিক জাতির সহিত ইন্দু-য়ুরোপীয় (Indo-Europian) ঔপনিবেশিক সমাজের সমাবেশ দেখিতে পাই। এইরূপে গ্রাক ও ফিনিকীয় জাতি পরস্পরে বাণিজ্যসংস্রবে আবদ্ধ হইয়া কারিয় (Carians) ও সোল্যমি (Solymi) প্রভৃতি মিশ্রগ্রীকজাতির সৃষ্টি করিয়াছিল। খৃষ্ট পূর্ব্ব নবম শতাব্দে মিশরীয় চিত্রলিপির অনুকৃত ফিনিকীয় বর্ণমালা গ্রীসবাসীর নিকট পরিচিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বাণিজ্যপ্রতিদ্বন্দ্বী হেলেনগণ জন্মভূমি গ্রীস ছাড়িয়া বিভিন্ন স্থানে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। এই য়োনীয় শাখাও সেই প্রাচীন সময়ে বর্ত্তমান এসিয়া-মাইনরের পশ্চিম উপকূলে উপনীত হইয়া তথায় একটী উপনিবেশ স্থাপন করেন। কোন সময়ে কিরূপ ঘটনাস্রোতে য়োনীয়গণ এসিয়া মহাদেশে পদার্পণ করিয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রামাণিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। এসিয়া মাইনরের যে স্থানে য়োনীয় শাখা আসিয়া বাস করে, সেইস্থানও পরে তাহাদের নামানুসারে য়োন বা য়োনীয় নামে খ্যাত হয়। ভারতীয় পুরাণসমূহে এই "য়োন" বা "যবন" জনপদই ভারতবর্ষের পশ্চিমসীমা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।*

হিন্দুশাস্ত্রোল্লিখিত এই যবনজাতির বাসভূমি বা অধিকৃত রাজ্য কোথায় ছিল, তাহার স্পষ্ট কোনরূপ সীমানির্দ্দেশ পুরাণাদিতে প্রদত্ত হয় নাই। আলোচনাদ্বারা যতদূর জানা যায়, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, তাহা ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্তসীমা ও সিন্ধুনদীর পরপারের বহুদূরে অবস্থিত ছিল। রামায়ণে লিখিত হইয়াছে যে, যবন প্রভৃতি দেশ হিমালয়ের সন্নিহিত উত্তরদেশে বিদ্যমান ছিল †। মহাভারত মতে, নকুল সমগ্র পঞ্চনদ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে শাসকশক্তি বিস্তার করিয়া সমুদ্রগর্ভস্থ দারুণ ম্লেচ্ছগণকে এবং পহ্লব, যবন, বর্ব্বর, কিরাত, শক ও পার্থিবগণকে স্ববশে আনিয়াছিলেন ‡।

এসিয়াবাসী এই গ্রীকসম্প্রদায় য়ুরোপীয় গ্রীসের উন্নতির মুখপাত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহারা কখনও কারিয় নামে, কখন লেলেজিস্, কখন বা ত্রয়াদ নামে পরিচিত থাকিয়া কি যুদ্ধবিগ্রহ, কি বাণিজ্য, সর্ব্ববিষয়ে সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বকালের সমুদ্রবিহারী জলদস্যু-সদৃশ এই য়োনগণ (যবন) স্বনামে সমগ্র গ্রীকজাতিকে পরিচিত করিয়াছিল। হিব্রু ধর্ম্মগ্রন্থে সেই হেতু আমরা গ্রীকগণকে 'যবনপুত্র' নামে অভিহিত দেখি। কিন্তু য়ুরোপীয় গ্রীকগণ সেই প্রাচীন যুগে তাঁহাদের এসিয়াস্থ ভ্রাতৃমণ্ডলীকে 'য়োন' (যবন) শব্দেই অভিহিত করিতেন কি না, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে গ্রীক গ্রন্থাদিতে লিখিত Iasion, Iason, Iasian, Argo প্রভৃতি নামের অনুসরণ করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এসিয়া-মাইনর হইতে যে সভ্যতাস্রোত গ্রীসরাজ্যে উপনীত হইয়াছিল, তাহার সহিত য়োনের (Ionia) সংস্রব ছিল *।

এই য়োন (যবন) জাতির উৎপত্তির ইতিহাস গভীর বিস্মৃতিসলিলে নিমগ্ন। মহাকবি হোমরলিখিত ইলিয়ড্ গ্রন্থে *Iáones* (N. ৬৮৫) শব্দে একবার মাত্র যবনগণের উল্লেখ দেখা যায়। ট্রয়-যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরে, যবনেরা আটিকায়, পিলোপনিসাসের উত্তরে ও করিন্থিয়ান্ উপসাগর-কূলে আসিয়া বাস করে। হিরোদোতস্ (viii. 44) বলেন যে, আথেন্সবাসী পূর্ব্বে পলাসৃগি নামে পরিচিত ছিল। জুথাসের (Xuthus) পুত্র ও আথেন্স-সেনাদলের অধিনায়ক য়োন (Ion) হইতেই আথেন্সবাসিগণ য়োনীয় বা যবন আখ্যা লাভ করেন। এই য়োনীয়শাখার উৎপত্তির ঐতিহাসিক ভিত্তি যেরূপই হউক না কেন, মূলতঃ আথেন্সবাসী ও য়োনীয় (যবন)গণ যে এক ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

য়োনীয়গণ মোরিয়া প্রায়োদ্বীপের পিলোপনিসস্ বিভাগের উত্তর-উপকূল অধিকারপূর্ব্বক স্বসম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বিস্তার

---

* বিষ্ণুপুরাণ ২।৩ অধ্যায় ; ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুষঙ্গপাদ ৪৮।১৬ শ্লোক।

† রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪৩ সর্গ ৪-১৩ শ্লোক।

‡ মহাভারত সভাপর্ব্ব ৩২ অধ্যায়। দিগ্বিজয় প্রকরণের এই অধ্যায় পাঠ করিলে যবনদিগকে ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন সুদূরবাসী বলিয়া বিবেচিত হয়, সুতরাং যবন বলিতে আরব, পারস্য বা য়োনরাজ্যবাসী গ্রীকদিগকে ধরিয়া লইলে কোন দোষ হয় না। গ্রীকগণ এই যবন জনপদবাসী বলিয়াই যবন নামে পরিচিত হইয়াছেন। আসিরীয়রাজ সাল্মনেসরের (Sardon) রাজ্যকালে (৭২৯-৭১৫ খৃঃ পূঃ) খোর্সাবাদ-প্রাসাদে উৎকীর্ণ ফলকে য়োনদিগকে Jaounin বা যবন শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।
(See Rev. Archeologique for 1850. Paris)

* "The Asiatic Greeks, as pioneers of civilization in Europian Greece * * * * In the East the sea-faring Ionians gave their name to the whole of the Greek people as in the Hebrew Scriptures the Greeks are "the sons of Javan',—the Uinim of the Egyptians, the Iauna of the Persians. It does not appear that the Europian Greeks of early days used Ionian in this way as a collective name for the Asiatic Greeks. But such names as Iasion, Iason, Iasian, Argos point to a sense that the civilization which came from Asia Minor was connected with Ionia."
(Ency. Brit. 9th ed. Vol XI. p. 91)

করেন। ঐ অংশ তৎকালে যোন বা 'ইজিয়াদির যোনীয়' নামে খ্যাত হইয়াছিল। ইতালীর দক্ষিণ এবং পিলপনিসসের মধ্যভাগে যে সমুদ্রভাগ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাও যোনীয় সমুদ্র বলিয়া প্রথিত ছিল। এমন কি, গ্রীসের পশ্চিম উপকূলে যে দ্বীপপুঞ্জ রহিয়াছে, তাহা আজিও Ionian Islands বা যবনদ্বীপ নামে প্রখ্যাত।

খৃষ্টপূর্ব্ব ১১০০ অব্দে দোরীয়গণ যখন পিলোপনিসস্ আক্রমণ করেন, তখন অকিয়াইগণ (Achæi) তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া উত্তর দিকে গমনপূর্ব্বক যোনীয় অধিকার করে, তদবধি সেই প্রদেশের নাম একিয়া হয়। পিলোপনিসস্-বাসী যোনগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া আটিকায় প্রস্থান করেন। এখানেও স্থানাভাব দেখিয়া তাঁহারা সমুদ্রের অপর পারে যাইয়া আপনাদের ভাগ্যপরীক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল; তদনুসারে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ১০৪৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের সমীপবর্ত্তী কোন সময়ে আথেন্সের শেষ নরপতি কক্রসের (Codrus) পুত্রগণের অধিনেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া সমুদ্র-যাত্রা করিলেন। ইহাই গ্রীক ইতিহাসে যবনগণের দেশান্তর-যাত্রা (Great Ionian migration) বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সেই যাত্রিদলসহ আটিকাবাসী ও পিলোপনিসস্ হইতে পলাতক যবনগণ এবং গ্রীসের নানাস্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলও একত্র যাত্রা করিয়াছিল। (Herod. 1. 146) যাত্রিদলের মধ্যে যাহারা নেলেউসের (Neleus) অধীন হইয়া এসিয়ার উপকূলে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাই কারিয়দিগের বাসভূমি মিলেতাস্ অধিকার করে। আথেন্সবাসী যোনীয়দলের (Athenian Ionians) অদৃষ্টক্রমে সম্ভবতঃ মিলেতাস্ অধিকৃত হয়। যেহেতু আমরা পরবর্ত্তী ফিনিকীয় উপাখ্যান হইতে জানিতে পারি যে, এখানে যবনপ্রভাব বিস্তৃত ছিল এবং উভয় জাতি এখানে বিশেষ সমৃদ্ধির সহিত পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনা করিত।

সেই প্রাচীন যুগের প্রথামত যোনগণ মিলেতাস্‌বাসী পুরুষ সাধারণকে নিহত করিয়া, আপনারা তথাকার রমণী-দিগকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। এখান হইতে তাহারা ক্রমে মিয়াণ্ডার (Mæander) নদীতীরবর্ত্তী মযুস্ (Myus) ও প্রিয়েণ (Priene) নগরীতে উপনিবেশ স্থাপন করে।

আর একদল কক্রসের অন্যতম পুত্র আন্দ্রক্লেসের (Androclus) অধীনে গমন করিয়া ইফেসস্ (Ephesus) অধিকারপূর্ব্বক কারিয় ও পলাসগিদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দেয়। অনন্তর তাহারা লেবিদস্ ও কোলোফন নামক স্থান অধিকার করে। এই শেষোক্ত স্থানে কোলোফনগণ বাস করিত। যবনগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিবার পর উভয় জাতির মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে। এখান হইতে আরও উত্তরে, ইওনিয়দিগের প্রতিষ্ঠিত তিওস (Teos) নগরে এবং কিওস্ (Chios) দ্বীপের অপর তীরে ইরিথ্রিয় (Erythræ) উপকূলভাগে তাহাদের একটী উপ-নিবেশ স্থাপিত হয়। অতঃপর কোলোফন হইতে আর একটী ঔপনিবেশিক দল এসিয়া-মাইনরের উত্তর উপকূলস্থ ক্লাজোমণি (Clazomanæ) নামক স্থানে যাইয়া বাস করে। ইহার অনেক পরে আটিকা হইতে অপর একদল যবন ইওলিয়-বাসী কিউমিয় (Cumæan)-দিগের অধিকৃত হর্ম্মস (Hermus) নদীর উত্তর-প্রদেশে এবং ফোকিস্ (Phocis) হইতে একদল ফোকিয়া (Phocæa) নামক স্থানে আসিয়া অধিষ্ঠিত হয়।

উপরোক্ত নগরসমূহ এবং কিওস্ ও সামোস দ্বীপের প্রধান নগর লইয়া ঔপনিবেশিক যবনদলের একটী দোদিকাপোলিস্ (Dodecapolis বা দ্বাদশ-ভৌমিকরাজ্য) সংগঠিত হইয়াছিল। ইহাকে ইংরাজিতে "the confederation of twelve cities of Ionia" বলা হয়। কোলোফন হইতে নির্ব্বাসিত ঔপ-নিবেশদিগের দ্বারা ৭০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে স্মির্ণা নগর অধিকৃত হয়। তদবধি এইস্থান উক্ত বারভূঁয়ার অধীন হইয়াছিল। অতঃপর এই সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে উপকূলবিভাগে গিরি (Geræ), মযোনেসাস্ (Myonnesus), ক্লেরোস্ (Claros) প্রভৃতি নগর স্থাপিত হয়।

এই শাসক-সমিতির (Confederation of the twelve cities) একতার কারণ এই যে, যবনগণ তৎকালে সকলেই একরূপ ধর্ম্মচর্য্যা করিত এবং একই উৎসবে সাধারণে একত্র হইয়া আমোদপ্রমোদে ব্যাপৃত হইত। রাজ্যের বিশেষ বিপ-দের সময় ভিন্ন ঐ বিভিন্ন জনপদের মণ্ডলেশ্বর (Deputies) গণ একত্র হইয়া পরামর্শ করিতেন না। মিকলে পর্ব্বতের (Mount Mycale) পাদদেশে পানিওনিয়ম্ (Panionium) নামক স্থানে পোসিডনের (Poseidon) মন্দিরে সমবেত হইয়া তাঁহারা সামরিক কর্ত্তব্য বিধান করিতেন। ঐ স্থানটী দেবো-দ্দেশে অর্পিত হইয়াছিল, তাহাতে কাহারও অধিকার ছিল না।

এই সময়ে এসিয়ায় যোনরাজ্য (Ionia) উত্তরে কিউ-মিয়া উপসাগর হইতে মিলেতাসের দক্ষিণস্থ বাসিলিকাস্ উপ-সাগর পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম সাগরোপকূল হইতে এসিয়া-মাই-নরের মধ্যভাগে সিপিলাস্ ও তমোলাস্ (Mounts Sipylus ও Tmolus) পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রায় ৯০ মাইল বিস্তৃত ছিল। এই যোনরাজ্যের উত্তরসীমায় পার্গামস্ কিউমী [illegible]

ইওলির নগরী, দক্ষিণে দোরীয়দিগের উপনিবেশ, পশ্চিমে ইজিয় সাগর এবং পূর্ব্বে ফ্রিজিয়া প্রভৃতি এসিয়াস্থ রাজ্য ছিল।

এসিয়ায় যোনরাজ্যবাসী যবনগণ সামুদ্রিক বাণিজ্য-সমৃদ্ধিতে সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধব্যবসাতেও তাহারা বিশেষ নিপুণ ছিল। এক মিলেতাস্ নগরীর অধীনে প্রায় ৭৫টী নগর ও উপনিবেশ ছিল। মিলেতাসে যোনদিগের সৌভাগ্যলক্ষ্মী এরূপ প্রসাদ দান করিয়াছিলেন যে, তাহাতে মাতৃভূমিবাসী গ্রীকগণ তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। এখানকার ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির, প্রাসাদ ও স্মৃতিস্তম্ভাদির নিদর্শন অবলোকন করিলে তাঁহাদের শিল্পনৈপুণ্য ও কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই খানেই প্রকৃতপক্ষে গ্রীক সাহিত্যের সমধিক পুষ্টিলাভ হইয়াছিল। কবি, দার্শনিক,ঐতিহাসিক,চিত্রকর ও শিল্পী প্রভৃতিতে যোনরাজ্য শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ঐতিহাসিকপ্রবর হিকটিয়াস্ (Hecatœus) ও দার্শনিকশ্রেষ্ঠ থেলিস্ (Thales) মিলেতাস্ নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিওসবাসী অনক্রিওন (Anacreon) ও দোরীয় বংশোদ্ভূত বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিরোদোতাস্ যোনভাষারই গৌরবরক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

উপরোক্ত দ্বাদশ যোন-নগর (বা দ্বাদশ ভৌমিক রাজ্য) এসিয়া-মাইনরের পশ্চিম উপকূলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উত্তরের ইওলির (Æolian) এবং দক্ষিণের দোরীয়গণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিলেন। পূর্ব্বতন যবনগণের উৎসবগুলি এখনও তাঁহাদের একজাতীয়ত্ব-নির্দ্দেশক। তাঁহারা তদ্দেশে থাকিয়া জ্ঞান ও শিল্পচর্চ্চার সমধিক উন্নতিসাধন করিলেও প্রকৃতপক্ষে রাজবিধি লইয়া বিশেষ আন্দোলন করেন নাই, এমন কি, উপযুক্ত নেতার অভাবে কখনও তাঁহারা কোন বৈদেশিক জাতির সহিত রাজনৈতিক সংঘর্ষে উপস্থিত হন নাই।

সার্ডিস নগরে লিদীয়-রাজগণের রাজধানী ছিল। ৭১৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের সমকালে যখন মার্ম্মদীয় (Mermnadæ) লিদীয়-রাজবংশ আসিরীয়ার অধীনতাপাশ উন্মোচন করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতে উদীয়মান সূর্য্যের নবীন প্রখর কিরণের ন্যায় নববীর্য্যবলে বলীয়ান্ লিদীয়গণের নিকট ধীরে ধীরে পরাভব স্বীকার করিয়া যোনগণ স্বাধীনতা হারাইতে থাকেন। ঐ সময়ে যোনরাজগণ করদরাজরূপে লিদীয় রাজবংশের অধীন ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা স্বাধীন ভাবেই স্ব স্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের শাসন কার্য্য পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন যোনরাজ রণক্ষেত্রে পরাভূত হইয়াই সর্ব্বতোভাবে বিজেতাকে সন্তুষ্ট বা তুষ্ট করিতেন।

এইরূপে প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দ গত হইলে, ক্রিসাসের (Crœsus) রাজ্যকালে ১২টী যোনরাজ্য সম্পূর্ণরূপে লিদীয়-রাজবংশের অধীন হয় (৫৫৭ খৃঃ পূঃ)। ক্রিসাস্ দয়াবান্ ও ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাঁহার গ্রীক-প্রজাবৃন্দের সুখৈশ্বর্য্যবৃদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হন। তিনি স্বীয় সদাশয়তার বশবর্ত্তী হইয়া এই গ্রীকদিগের তীর্থক্ষেত্রাদির সম্যক্ উন্নতিসাধন করেন। গ্রীকদিগের আচরিত ধর্ম্মে তাঁহার অটুট বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রসিদ্ধ গ্রীক সাহিত্যরথীদিগকে স্বীয় রাজধানী সার্ডিস নগরীতে আনাইয়া যথাযোগ্য আসনদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিতেন। যোনদিগের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত করসংগ্রহ ব্যতীত অপর কোন অত্যাচারে তিনি তাহাদিগকে উত্যক্ত করেন নাই। সমগ্র যোনজাতি ক্রিসাস্‌কে রাজা বলিয়া মানিত। ৫৪৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে কুরুষ (Cyrus)-পরিচালিত পারসিক সৈন্যদল ক্রিসাস্‌কে পরাজিত করিয়া লিদীয়া অধিকার করেন এবং কুরুষের অন্যতম সেনাপতি হার্পাগাস্ এসিয়া-মাইনরের সমগ্র পশ্চিমোপকূল জয় করিয়া তথায় পারস্যবিজয়কেতন উড়াইয়াছিলেন।

এই পারসিকগণ একেশ্বরবাদী ছিলেন, তাঁহারা বহুদেবতাক যোনদিগের পৌত্তলিকতায় ক্রুদ্ধ হইয়া অনেক গ্রীকদেবমন্দির ভূমিসাৎ করেন। এইরূপ খণ্ড অত্যাচার ব্যতীত যোনগণ আর কোনরূপ অধীনতাক্লেশ তৎকালে অনুভব করেন নাই। অবশেষে কাম্বুসেস্ (Cambyses)-বংশধর দারয়বুসের অভ্যুদয়ে ৫২০খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে যোনগণ সম্পূর্ণরূপে পারসিক অধীনতাভার বহন করিতে বাধ্য হইল। সম্রাট্ দরায়ুস্ আপন বিশ্বস্ত অনুচরগণের মধ্যে দ্বাদশজনকে দ্বাদশটী যোন-সামন্ত-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাহাদের হস্তেই সমগ্র শাসনভার সমর্পণ করেন। রাজ্যপ্রাপ্তির পর এই অনুচরবৃন্দ স্ব স্ব কর্ত্তব্য ভুলিয়া বিশ্বাসঘাতক হইয়াছিলেন। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল শাসনে সমগ্র যোনরাজ্যে একটা অত্যাচারপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল এবং এক একটী জনপদাধিপ প্রকৃত প্রজাপীড়ক (Tyrant) হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অত্যাচার-প্রপীড়িত যোনবাসিগণ এই সময়ে একটী বিপ্লব উপস্থিত করে। উহা যে কোন রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনজন্য সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা নহে। কেবল মাত্র দুই জন শাসনকর্ত্তার স্বাধীনতাপ্রিয়তায় উত্তেজিত হইয়া তাহারা বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। ৫১০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে হিষ্টিইয়াস (Histiæus) পারস্য-সৈন্যের পলায়নপথ পরিষ্কার রাখিবার জন্য দানিয়ুব নদীর উপরিস্থ সেতু নষ্ট করিতে গ্রীক-

সর্দ্দারদিগকে কৌশলে নিরস্ত করেন। শকাভিযানকালে (Scythian Expedition 510 B. C.) এই মহতী উপকারিতার জন্য দরায়ুস্ মিলেতাসের যথেচ্ছাচারী রাজা হিষ্টিইয়াস্‌কে থ্রেস (Thrace) সামন্তরাজ্য প্রদান করেন। হিষ্টিইয়াস্ স্বীয় সৌভাগ্যবৃদ্ধির সহিত উচ্চাভিলাষী হইয়া রাজপাট স্থাপনে অগ্রসর হন। পারস্তপতি তাঁহার এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সুসার বন্ধুবরকে আহ্বান করিয়া আবদ্ধ রাখেন। এই সময় তাঁহার জামাতা অরিষ্টগোরসকে (Aristogoras) তিনি মিলেতাসের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

৫০২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে অরিষ্টগোরস্ নক্সসের নির্ব্বাসিত শাসনকর্ত্তা (Oligarchs of Naxos)-দিগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়া পশ্চিম-এসিয়া-মাইনরের ক্ষত্রপ অর্ত্তফার্ণিসের নিকট হইতে ২০০ পারসিক-রণতরী গ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার এই অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়া যায়। ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি ক্ষত্রপ অর্ত্তফার্ণিসের ভয়ে একটী বিদ্রোহের কল্পনা করিলেন। এই সময়ে হিষ্টিইয়াস্ গোপনে সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশা ছিল, বিদ্রোহদমনার্থ তিনিই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরিত হইবেন।

অরিষ্টগোরস্ এই সময়ে তাঁহার কঠোর শাসন শিথিল করিয়া ফেলিলেন এবং সমগ্র মিলেতাসবাসীদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া পারস্তের অধীনতাশৃঙ্খল উন্মোচন করিবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। অন্যান্য যোন-জনপদও তাঁহার পরামর্শের অনুসরণ করিল। তদনুসারে তাঁহারা একযোগে অত্যাচারপ্রিয় শাসনকর্ত্তাদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। ইওলিয় ও দোরীয় ঔপনিবেশিকগণ এবং পরে ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সাইপ্রাসবাসিগণ আসিয়া বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। অতঃপর অরিষ্টগোরস্ ইজিয়ান্ সমুদ্রের অপর তীরবর্ত্তী গ্রীক-রাজ্যে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে ইরেট্রিয়াবাসিগণ ৫ খানি ও আথেন্সবাসিগণ ২০ খানি রণতরী প্রেরণ করেন। সমবেত গ্রীক-সেনাবল অকস্মাৎ সার্ডিস্ নগর আক্রমণপূর্ব্বক ভস্মীভূত করে; কিন্তু অনতিকাল পরেই তাহারা পুনরায় বিপর্য্যস্ত ও সমুদ্রকূলে প্রেরিত হয়। আথেন্সবাসী সেনাদল আর অপেক্ষা না করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসে।

দরায়ুস্ এই যোনবিদ্রোহের কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি সমগ্র পারস্তবাহিনী লইয়া যোনরাজ্য আক্রমণ করিলেন। মিলেতাস্ নগরী জল ও স্থল পথে আক্রান্ত হইল। মিলেতাসের নিকটস্থ ল্যাডে দ্বীপের অদূরে সমুদ্রবক্ষে উভয় পক্ষে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ৪৯৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সামিয়া ও লেস্‌বিয়গণ যোনপক্ষ ত্যাগ করায় তাহারা সদলে পরাজিত হয় এবং ৪৯৫ খৃঃ পূঃ পারসিক সেনাদল বীরদর্পে মিলেতাস্ অধিকার করে। অতঃপর এসিয়ার উপকূলবর্ত্তী গ্রীক নগরসমূহ এবং থ্রেসিয় প্রায়োদ্বীপভাগ (Thracian Chersonese) ধীরে ধীরে পারস্তরাজের করায়ত্ত হইল।

ইহাতেও দরায়ুসের প্রতিহিংসাবহ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি যোনদিগের সাহায্যকারী ও সার্ডিস্ নগরীর ধ্বংসকর্ত্তা ইরেট্রিয়া ও আথেন্স সেনাদলকে বিধ্বস্ত করণমানসে হেলেস্‌পণ্ট প্রণালী অতিক্রমপূর্ব্বক থ্রেস রাজ্য দিয়া সেনা প্রেরণ করিলেন। মার্দোনিয়াস্ পারসিক সেনাদলের নায়ক হইলেন। কিন্তু আথোস্ পর্ব্বত ঘুরিয়া যাইবার কালে পারসিক রণপোতসমূহ ভীষণ ঝটিকায় জলমগ্ন হইল। স্বয়ং মার্দোনিয়াস্ থ্রেসদিগের হস্তে পরাজিত হইয়া এসিয়ায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর ৪৯০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মারাথন-সমর এবং ৪৮০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে জরক্ষেশ-পরিচালিত বিপুলবাহিনী জল ও স্থল পথে গ্রীস (আথেন্স) আক্রমণার্থ অগ্রসর হইল। বলা বাহুল্য যে, জরক্ষেসের পদাতিক সেনাগণ যোন-রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রস্থান করিয়াছিল।

উক্ত বর্ষের সালামিসের যুদ্ধে পারস্তসৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইল। রণতরীসমূহের অধিকাংশ জলমগ্ন ও অবশিষ্টাংশ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। জরক্ষেশ ভগ্নোদ্যম হইয়া এসিয়ায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতি মার্দোনিয়াস্ ৩লক্ষ মাত্র সেনা লইয়া যুদ্ধজয়াশায় তথায় রহিলেন।

৪৭৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পারস্ত-সেনাপতি আথেন্স অধিকার ও ধ্বংস করিলেন। পারস্তবাসীর অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া অবশেষে স্পার্টানগণ আথেন্স উদ্ধারার্থ রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। লিওনিদাসের নাবালক পুত্রের অভিভাবক পৌসনিয়স্ (Pausanius) ১১০০০০ সাহায্যকারী সেনাদল লইয়া বিওসিয়া (Bœotia) অভিমুখে ছুটিলেন এবং প্লাটিয়ার রণক্ষেত্রে মার্দোনিয়াস্‌কে সমূলে বিধ্বস্ত করিলেন। ঐ দিন মিলেতাসের অদূরস্থ মিকলে (Mycale) নগরের উপকূলে গ্রীক-নৌসেনার সহিত পারসিক রণতরীর একটী সংঘর্ষ হয়। ঐ যুদ্ধে গ্রীকপক্ষ জয়লাভ করায় যোনরাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইয়া পড়ে। অতঃপর ৪৭৮ হইতে ৪০৪ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত গ্রীসে আথেনিয়দিগের প্রভাব বিস্তৃত হয়। ঐ সময়

(৪৭০ হইতে ৪৩০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত) আথেন্সের সৌভাগ্য কাল। ইতিহাসে উহা "The age of Pericles" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গ্রীক ইতিহাসের প্রসিদ্ধ পিলোপনিসীয় যুদ্ধ ৪৩১ হইতে ৪০৪ খৃঃপূর্ব্বাব্দের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত হইলেও ৪১৩ হইতে ৪০৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দব্যাপী নৌযুদ্ধগুলি এসিয়া-মাইনর উপকূলে সংসাধিত হওয়ায় উহা যবন-সমর (Ionion war) নামে খ্যাত আছে।

৪৭৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মিকলের যুদ্ধ ও ৪৬৬ খৃঃ পূঃ সাইমন্ বিজয়ের পর গ্রীকগণ ইজিয়-সাগরে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া পারস্ত-সৈন্তদিগকে তাড়াইয়া দেয়। তখন হইতেই আথেনিয়গণ ইজিয়ার পূর্ব্বোপকূলস্থ দেশসমূহ অধিকার করে। যোন জনপদবাসীরা তৎকালে আথেন্সপতিকেই আপনাদের অধ্যক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিল। ৪০৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পিলোপনিসীয় সমর শেষ হইবার পর, লাকিদিমোনিয়গণের অভ্যুদয় ঘটে। ঐ সময়ে এসিয়ার উপকূলস্থ নগরমণ্ডলীর ও শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তন ঘটে। করিন্থিয়-রণপ্রাঙ্গণে পারস্ত ও স্পার্টান্দিগের ছয় বর্ষব্যাপী যুদ্ধের পর ৩৮৭ খৃঃ পূঃ অন্তলকিদসের (Antalcidas) সন্ধি হয়। উক্ত সন্ধিসর্ত্তানুসারে সাইপ্রাস দ্বীপ ও এসিয়ার গ্রীক নগরসমূহ পারস্ত-রাজকরে সমর্পিত হয়। পারস্তরাজ এই সমৃদ্ধিশালী নগরসমূহের বিশেষ ক্ষতি করেন নাই। কারণ আলেকসান্দারের অভিযানসময়ে ঐ সকল স্থান বিশেষ সৌষ্ঠবসম্পন্ন ছিল। তবে ঘোর পারসিক-বিপ্লবে যোনরাজ্যের যে ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল, তাহার আর ক্ষতিপূরণ হয় নাই।

৪০৪ হইতে ৩৭২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত গ্রীসের অন্ত স্থানে স্পার্টান্ ও থেবিয়-দলের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। শেষোক্ত বর্ষে স্পার্টানগণ থেবিয়-সেনাপতি এপিমিনোন্দসের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু রণক্ষেত্রে সেনাপতির মৃত্যু হওয়ায় পুনরায় গ্রীকরাজ্যে বিশৃঙ্খলতার সূত্রপাত হয়। জেনোফন লিখিয়াছেন যে, পিলোপনিসস্ যুদ্ধের পর হইতে যে শাসনবিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধবিগ্রহ গ্রীসরাজ্যকে অহরহঃ উৎপীড়িত করিতেছিল, এপিমিনোন্দাসের মৃত্যুর পর তাহা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ইহার ৩ বর্ষ পরে মাকিদনপতি ফিলিপ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। বীরবর ফিলিপ ও তৎপুত্র দিগ্বিজয়ী আলেকসান্দারের বীর্য্যবলে মাকিদনশক্তির সম্যক্ অভ্যুত্থান ঘটে। মহাবীর আলেকসান্দারের সময়ে গ্রীস রাজ্যে যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, গ্রীসের ইতিবৃত্তপাঠে তৎসমুদায় অবগত হওয়া যায়। [আলেকসান্দার ও গ্রীস দেখ]

আলেকসান্দারের এই বিজয়-কালকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা হয়। ৩৩৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে গ্রাণিকাস্ (Granicus) জয়ের পর তিনি সমগ্র এসিয়া মাইনরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ৩৩৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইস্সস্ (Issus) রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া তিনি সিরীয়া ও মিশর রাজ্যের প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত করেন। অতঃপর ৩৩১ খৃঃ পূঃ আর্বেলার রণক্ষেত্রে জয়ী হইয়া তিনি কিছুকালের জন্ত ইউফ্রেটিস্ নদী পর্য্যন্ত সমগ্র পশ্চিম এসিয়ার অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যোন রাজধানী মিলেতাস প্রথমে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে নাই, অবশেষে হতবল হইয়া পদানত হইয়াছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আলেকসান্দার স্পর্দ্ধিত হন নাই। তিনি যেন গ্রীসের নির্ব্বাচিত সেনানীপ্রধান (Elective Captain general of Greece) হইয়াই দেশের বীরত্ব-গৌরব বিস্তার করিয়া সমস্ত গ্রীকদিগকে পারস্তের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু তৃতীয় বারের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাহার বিজয়বাসনা নূতন ভাব ধারণ করিল। তিনি তখন হেলেন বা মাকিদন আধিপত্যে সন্তুষ্ট না হইয়া পারস্তসাম্রাজ্যের অধীশ্বরপদের অভিলাষী হইলেন। পারস্ত-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহার চিত্তে দাম্ভিকতার লক্ষণ প্রতিভাত হইয়াছিল।

আলেকসান্দার দেশ জয় করিতে করিতে যতই এসিয়ার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই যোনগণ পূর্ব্বাঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ বিস্তার করিয়াছিল। এই সময়ে হেলেন-ইতিহাসে একটী নূতন যুগের আরম্ভ। এই সময় হইতে হেলেনগণের প্রকৃতি দুইটী বিভিন্নভাবে গঠিত হয়। ১ম আদি গ্রীস জাতি ও ২য় এসিয়াবাসী গ্রীক বা যবন জাতি। তাহারা নিঃসন্দেহে হেলেনিক শাখাসমুদ্ভূত এবং রক্ত-সংস্রবে এক জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাহাদের রাজা, ভাষা ও সভ্যতারুচি প্রায়ই এক ছিল, কিন্তু ক্রমে তাঁহাদের শরীরে বিশুদ্ধ হেলেনিক রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে পারে নাই। যতই তাহারা মধ্য এসিয়া ভাগে প্রবেশলাভ করিতেছিল, ততই তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংস্রব ঘটিয়াছিল। ঐ সময়ে তাহাদের প্রকৃতির অর্দ্ধ গ্রীক ও অর্দ্ধ বর্ব্বরানুরূপ হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত সিরিয়রাজবংশের অধীনে যোনরাজ্য যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। দীর্ঘকালব্যাপী পারসিক সময়ে যোনরাজ্যে যে ক্ষতি হয়, মাকিদনবংশের অভ্যুদয়ে তাহার

কতকটা সংস্কার হইয়াছিল। রোমকদিগের অধীনে যোননগরের বাণিজ্য অপ্রতিহত এবং সাহিত্যচর্চ্চা বিশেষ সমাদৃত ছিল, কিন্তু তাহাদের রাজনৈতিক জীবনপ্রদীপ নিষ্প্রভ ও নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল। তৎকালে সেই বিখ্যাত ১২টী জনপদ ও রাজধানী সামান্য প্রাদেশিক নগররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সেই বিগত সমৃদ্ধির যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তুর্কজাতির শাসনকালে (খৃষ্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতাব্দে) তাহার অবসান হয়। তদবধি একমাত্র স্মির্ণা নগরীই এসিয়া-মাইনরের বাণিজ্যগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিতেছে।

ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, মাকিদনবীর আলেক্‌সান্দার স্বীয় দিগ্বিজয়ী বাহিনী লইয়া একদিন মধ্য-এসিয়ার চীনসীমান্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তিনি পারস্যরাজ দরায়ুস্ কোদোমনসকে জয় করিবার মানসে স্বীয় বিপুলবাহিনী পূর্ব্বাভিমুখে পরিচালিত করিয়া হেলেস্‌পণ্টপ্রণালী অতিক্রমপূর্ব্বক গ্রানিকসের যুদ্ধে পারস্য-সৈন্যকে পরাভূত করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি সার্ডিস, ইফেসিউস্, মিলেতাস্, হেলিকার্ণাসাস্ প্রভৃতি নগর জয় করেন। আর্বেলাযুদ্ধের অবসানে (৩৩১ খৃঃ পূঃ) তিনি ক্রমান্বয়ে বাবিলন, সুসা, পার্শিপোলিস্ ও সমগ্র পারস্যরাজ্য অধিকার ও পরে অক্সস্ ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বাহ্লিকরাজ্য জয় করিয়া কাবুলের মধ্যদিয়া সিন্ধুতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তদনন্তর পঞ্চনদ অতিক্রম করিয়া পুরুরাজের সহিত যুদ্ধ করেন। মহাবীর আলেকসান্দার রাজা প্রিয়দর্শীর (সম্রাট্ অশোকের) সমসাময়িক ছিলেন।

[আলেকসান্দার, প্রিয়দর্শী ও বাহ্লিক দেখ।]

আলেকসান্দার তাঁহার বাবিলনরাজ্যের ভার স্বীয় প্রধান সেনাপতি সলোকসের (Seleucus Nicator) উপর ন্যস্ত করেন। মাকিদনবীরের মৃত্যুর পর মধ্যএসিয়ার যে যোন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা সলোকসের নামানুসারে 'Seleucidæ' নামে পরিচিত হয়। ৩১২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সলোকসের বাবিলন-সিংহাসনাধিকার হইতে ৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত পম্পির (Pompey) সিরীয় বিজয় পর্য্যন্ত এই যৌনবংশ এসিয়ার প্রতিপত্তি বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন। সলোকস্ ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন (৩১২ খৃঃ পূঃ)। তিনি বাবিলন জয় করিয়া তথাকার রাজপদ লাভ করেন। ২৮০ খৃঃ পূঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

আলেকসান্দার বাহ্লিক (Bactria) জয় করিয়া স্বীয় পারস্যদেশীয় শ্বশুর অর্তবাজকে (Artabazus) তৎ-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ অর্তবাজ বার্দ্ধক্যবশতঃ অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, নিকোলিসের পুত্র অমিন্তাস্ রাজা হন। এই সময়কার রাজ্যাধিকার লইয়া পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। আরিয়ান্ বলেন যে, অন্তিপিতর (Antipeter) কর্ত্তৃক সাইপ্রাস্ দ্বীপের অন্তর্গত সোলিনিবাসী ষ্টাসানোর্ বাহ্লিক ও সগ্‌দিয়ানার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দিওদোরাস্ ও ডেক্সিপাস্ এই ষ্টাসানোর্‌কে আরিয়া ও ড্রাঙ্গিয়ানার নরপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইঁহার অপর নাম ফিলিপ্। আরিয়ানের মতে, এই ফিলিপ্ পারস্য দেশের রাজা ছিলেন। জাষ্টিন্ ও ওরোসিয়াস্ এই অমিন্তাস্‌কেই প্রাচীন বক্ত্রিয়ানার শাসনকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহাই হউক না কেন, আলেকসান্দারের তিরোধানের পর, প্রাচ্য যোন-সাম্রাজ্য লইয়া আলেকসান্দারের সেনানী-বৃন্দের মধ্যে যে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে বাহ্লিকরাজকে বিশেষ জড়িত থাকিতে হয় নাই। ঐ রাজগণ প্রকৃত রাজা ছিলেন, কি নামে মাত্র রাজোপাধিধারী ছিলেন, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ লিখিত নাই।

সলোকস্ ভারত অভিযানে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের (অশোকের) সহিত বন্ধুতাপাশে আবদ্ধ হন। শুনা যায় সলোকস্ প্রিয়দর্শীকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছিলেন। গির্ণরস্থ রুদ্রদামার শিলালিপি হইতে জানিতে পারি যে,সম্রাট্ প্রিয়দর্শী (আত্মীয়তা দেখাইবার জন্য) তাঁহার শ্যালক 'যবনরাজ তুষাস্পকে'কে সুরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। সলোকস্ এইরূপে বৈদেশিকনৃপতির সাহায্য লাভ করিয়া বাহ্লিকরাজকে বশে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাহার অন্যান্য যোন-প্রতি-দ্বন্দ্বীদিগকে রণক্ষেত্রে পরাভূত করিয়া বাবিলনে ফিরিয়া যান। এই সময়ে বাহ্লিক ও এসিয়ার তিনি একমাত্র যোনরাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই সময়েই সলোকস অন্তিওকের মুদ্রা বোখারা ও বাহ্লিকরাজ্যে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল।

সলোকী (Seleucedæ) বংশীয় তৃতীয় সম্রাট্ অন্তিওকের (Antiochus Theus) সহিত তুরময়ের (Ptolemy Philadelphus) সময়সুযোগ লক্ষ্য করিয়া, দূরদেশবাসী যোন-শাসনকর্ত্তৃগণ রাজভক্তি বিসর্জ্জন দিয়া স্ব স্ব প্রদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। এই সময়ে বাহ্লিকের শাসনকর্ত্তা দেব-দাত (Theodotus) ২৫০ খৃষ্ট পূর্ব্বে, বিদ্রোহী হইয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। অন্তিওকের মৃত্যু, যুবরাজ

সলোকাস্ কল্যানিকের (Seleucus Callinicus) সহিত তুরময় বরগাতের (Ptolemy Euergates) যুদ্ধ এবং স্বীয় ভ্রাতা অন্তিওক হীরাকের (Antiochus Hierax) গৃহবিবাদ প্রভৃতি ঘটনায় বলসংগ্রহকল্পে দেবদাতের প্রকৃত সুযোগ হইয়াছিল। সলোকস্ এই বিপজ্জালের মধ্যে বিপক্ষকে সম্যক্ বলপুষ্ট দেখিয়া আর তাঁহাকে দণ্ডবিধানার্থ অগ্রসর হইলেন না, বরং তাঁহাকে স্বীয় যুদ্ধবিগ্রহে যোগদানে বাধ্য করিবার জন্ত তাঁহার রাজপদ স্বীকার করিয়া লইলেন। দ্বিতীয় অর্সকেদীয় রাজা তিরিদাতের বিরুদ্ধে সলোকসের পক্ষ হইয়া দেবদাত পারদ-রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কি না, তাহার কোন উল্লেখ নাই। জাষ্টিন্ বলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার মৃত্যুর পর তিরিদাত কর্ত্তৃক পুনরায় পার্থিব (পারদ) রাজ্যের উদ্ধার সাধিত হইয়াছিল। সলোকস্ কল্যাণিক (Seleucus Callinicus) ২৪৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, সুতরাং তাহার অন্ততঃ ৩ বা ৪ বৎসর পরে দেবদাতের (Theodotus) স্বাধীনতা ও যুদ্ধে সাহায্যলাভের কল্পনা করা যায়।

সলোকসের প্রথম বা দ্বিতীয় পারদ অভিযান-কালেই সম্ভবতঃ দেবদাত (খৃঃ পূঃ ২৪০ অব্দে) বাহ্লিক সিংহাসন লাভ করিয়া থাকিবেন। সলোকস্‌কে সিরীয়া-বিদ্রোহ-দমনে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিরিদাত (Tiridates) স্বরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। এই সময়ে বাহ্লিকরাজের সহিত পারদ-রাজের সদ্ভাব স্থাপিত হয়, কিন্তু এই সখ্য অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। তিরিদাত কর্ত্তৃক বাহ্লিকের কতকাংশ অধিকৃত হইলে, বাহ্লিকবাসী বিরক্ত হইয়া রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে। এই সময়ে কিছুকাল রাষ্ট্রবিপ্লবে বাহ্লিকরাজ্যে অরাজকতা ঘটে। অবশেষে বৈদেশিক আসিয়া সিংহাসন অধিকার করে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২২০ হইতে ১৯০ অব্দ পর্য্যন্ত বাহ্লিক-রাজ্যে যোনরাজ ইউথিদেমাসের (Euthydemus) রাজ্যকাল। ইউথিদেমাস্ মাগ্নেসিয়া-বাসী ছিলেন। সলোকীবংশীয় ৩য় অন্তিওকের সহিত আরিয়াস্ নদীতীরে ইউথিদেমাসের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইউথিদেমাস্ আত্মসমর্পণ করিলে, অন্তিওক তাঁহার নিকট হইতে কতকগুলি হস্তী লইয়া তাঁহাকেই বাহ্লিক-সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন (২০৬ খৃঃ পূঃ)। অনন্তর অন্তিওক পরোপমিসাস্ (ককেশস্) অতিক্রমপূর্ব্বক ভারত অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কাবুল উপত্যকায় আসিয়া তিনি তদ্দেশাধিপতি সুভগসেনের (Sophagsenus) সহিত মিত্রতাস্থাপন করেন। রাজা সুভগসেন অশোক নামেও পরিচিত ছিলেন।

ইউথিদেমাসের রাজত্বকালে, তৎপুত্র দেবমিত্র (Demetrius) যোনসেনা লইয়া ভারতবিজয়ে অগ্রসর হন। ভারতের নানা স্থানে প্রাপ্ত দেবমিত্রের চতুষ্কোণ মুদ্রা হইতেই তাঁহার ভারতবিজয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। উক্ত রাজার মুদ্রায় খরোষ্ঠী বর্ণমালায় "মহরজস অপরজিতস দেমেত্রিয়স" অর্থাৎ 'মহারাজ অপরাজিতস্য দেবমিত্রস্য' আছে। এতদ্ভিন্ন ষ্ট্রাবো ও জাষ্টিনের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, বাহ্লিকস্থ যবনরাজগণের প্রভাবে ভারতে যে যবনরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ স্থানই মিলিন্দ (Menander) ও দেবমিত্রের (Demetrius) বীর্য্যবলে অধিকৃত হয়।

দেবমিত্র ১৯০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পোলিবিয়াসের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, তিনি যুবাবয়সে পিতৃবৈরী অন্তিওকের সভায় সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যান। তখন তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া যোনরাজ অন্তিওক চমৎকৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় কন্যা দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই যুবা দেবমিত্রই পিতৃনিদেশে পরোপমিসাস্ (নিষধ), এরাকোসিয়া (আর্কোষ) ও দ্রাঙ্গিয়ানা প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ইউক্রতিদিস্‌কে (Eucratides) আক্রমণ ও অবরোধ করেন। অবশেষে তাঁহারই হস্তে পরাজিত হইয়া স্বীয় ভারতীয় রাজ্য সমর্পণ করিতে বাধ্য হন (১৭৫ খৃঃ পূঃ)। তিনি সম্ভবতঃ ১৬৫ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মিলিন্দ ও দেবমিত্র উভয়েই বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ছিলেন।

ইউক্রতিদিস্ (১৯০-১৬০ খৃঃ পূঃ) বাহ্লিকরাজ্যের দক্ষিণদিকে রাজত্ব করিতেন। ইনি দেবমিত্রের সমসাময়িক। পরে উক্ত রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া প্রথমে বাহ্লিক-সিংহাসন ও পরে পরোপমিসীয় ভারত অধিকার করেন। স্বল্পমাত্র সেনা লইয়া কৌশলে দেবমিত্রকে পরাভূত করা তাঁহার বীরত্বের পরিচায়ক। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষাবস্থায় তাঁহার আরিয়া, দ্রাঙ্গিয়ানা, আরাকোসিয়া, মার্গিয়ানা ও বাহ্লিকরাজ্যের কতকাংশ পারদরাজসরকারে ভুক্ত হইয়াছিল। ইউক্রতিদিস্ ১৮১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন; মতান্তরে ১৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দেই তাঁহার বাহ্লিক-সিংহাসন-লাভ কল্পিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান আবিষ্কৃত যতগুলি যোনমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে রাজা ইউক্রতিদিসের ১৪৭ সলোকী সম্বতের অর্থাৎ ১৬৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মোহরাঙ্কিত মুদ্রাই বাহ্লিকরাজ-মুদ্রার মধ্যে ঐতিহাসিকের আদরের জিনিষ। ইউক্রতিদিস্ বাহ্লিক,

সিস্তান, কাবুলউপত্যকা, ও পঞ্চনদের সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

পারদরাজ মিত্রদাতের (Mitradates) সহিত যুদ্ধে ইউক্রতিদিস্‌কে বাহ্লিকক্ষত্রপরাজ্যের পশ্চিমাংশ ছাড়িয়া দিতে হয়।

ইউক্রতিদিসের ও হেলিওক্লিসের রাজত্ব কালে লসিয়াস্ নামে জনৈক যোন রাজার (১৪৭ খৃঃ পূঃ) উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি হেলিওক্লিস্ অথবা তাঁহার বংশধরকে পরাজিত করিয়া সম্ভবতঃ অনিকেতস্ নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার মুদ্রায় 'মহরজস অপতিহতস লসিকস' নাম পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার পরে ১৩৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে অমিন্তাস্ নামক জনৈক যোনরাজ রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মুদ্রায় 'মহরজস জয়ধরস অমিতস' নাম ঘোষিত আছে।

বাহ্লিকরাজ অমিন্তাসের পূর্ব্বে অন্তিমখের (Antimachus (১৪০ খৃঃ পূঃ) রাজত্বের উল্লেখ আছে। তাঁহার প্রচলিত মুদ্রায় থেয়দাত ও ইউথিদেমাসের (Theodatus & Euthydemus) প্রতিকৃতি আছে। ঐ মুদ্রায় কোন কোনটাতে তাঁহার নৌযুদ্ধজয়ের চিত্র অঙ্কিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, তিনি সম্ভবতঃ সিন্ধুতীরে অথবা অপর কোন বৃহৎ নদীর তীরে যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় "মহরজস জয়ধরস অতিমখস' নাম উৎকীর্ণ আছে।

অন্তিমখের সমকালেই ১৩৫ খৃঃ পূঃ অগথোক্লিস্ (Aguthooles) নামক অপর একজন যবন রাজার নাম পাওয়া যায়। পঞ্চনদের পশ্চিম ও কাবুল উপত্যকায় প্রাপ্ত তাঁহার বাহ্লিক ছাঁচে গঠিত মুদ্রা হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তিনি বাহ্লিক ও ভারত-সীমান্তে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তী যবনরাজ পন্তলেনের (Pantaleou ১২০ খৃঃ পূঃ) ভারতীয় মুদ্রাতে কেবলমাত্র ব্রাহ্মীলিপিই দৃষ্ট হয়, কিন্তু অগথোক্লিসের কতকগুলি তাম্রমুদ্রায় খরোষ্ঠী-বর্ণমালা উৎকীর্ণ আছে। অগথোক্লিসের মুদ্রায় খরোষ্ঠী অক্ষরে একদিকে 'হিতজসমে' ও অপরদিকে 'অকথুক্রেয়স' নাম উৎকীর্ণ। পন্তলেনের মুদ্রায় একদিকে ভারতীয় নর্ত্তকী-মূর্ত্তি ও অপরদিকে 'রাজিনো পন্তলেবস' নাম ঘোষিত। রাজা পন্তলেন অতি অল্পকালমাত্র রাজত্ব করেন। তাঁহার নিকট হইতেই যবনরাজ মিলিন্দ (Menander) অগথোক্লিসের রাজ্য অধিকার করিয়া ছিলেন।

'অকথুক্রেয়া' নাম্নী এক যবনরাজমহিষীর চিত্র-সম্বলিত কএকটী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ঐ রাজরাণী কখন কোথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার মুদ্রার খরোষ্ঠী বর্ণমালায় "মহরজস ত্রিদতস অকথুক্রেয়স" নাম লিখিত থাকায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি অতি অল্পকালমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহাকে রাজা অগথোক্লিসের সহিত সম্পর্কান্বিতা বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

অন্তিমখের পর, তদীয় সিংহাসনে পিলক্ষীণস (Philoxenes) আরোহণ করেন। তিনি ১৩০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হইতে ১২৫ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচলিত মুদ্রায় "মহরজস অপতিহতস পিলখীনস" নাম উৎকীর্ণ আছে।

আরাকোসিয়া ও পশ্চিম কাবুলের কতকাংশ লইয়া যবনরাজ অন্তিঅলকিদস (Antialcides) একটী ক্ষুদ্র জনপদ স্থাপন করেন। তাঁহার মুদ্রায় জুপিতারের হস্তে স্থাপিত জয়লক্ষ্মীর গলে হস্তী শুঁড়ে ধরিয়া মালা দিতেছে। ইহা দেখিয়া, অধ্যাপক লাসেন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, ঐ চিত্র সম্ভবতঃ তাঁহার জয়ার্জ্জনের স্মৃতিচিহ্ন। তিনি সম্ভবতঃ লিসিয়াস্ বা তাঁহার বংশধরদিগকে রণে পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্যবিস্তার করিয়া থাকিবেন। তাঁহার মুদ্রায় "মহরজস জয়ধরস অন্তিঅলিকিতস" নাম অঙ্কিত আছে।

যবনরাজ মিলিন্দ (Menander) সম্ভবতঃ ১৪৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বাহ্লিকসিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁহার বাহুবলে বাহ্লিকরাজ্য পঞ্চনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি হিপানিস্ (Hypanis—শতদ্রু) নদী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে ইসামাস্ * (Isamus—যমুনা ?) তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যুদ্ধে না হউক কৌশলে পত্তলেন (পত্তন ?) হস্তগত করেন। পেরিপ্লাসের গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথমশতাব্দের শেষভাগে গুজরাতের অন্তর্গত ভরোচ নগরে (Barygaza) মিলিন্দ ও অপলোদাতের (Apolodatus) মুদ্রা প্রচলিত ছিল। আরিয়ান্, প্লুতার্ক, বেয়ার ও লাসেন প্রভৃতি ঐতিহাসিক তাঁহাকে ভারত ও বাহ্লিকপতি বলিয়া উল্লেখ করেন। ঐ সময়ে শকজাতির অভ্যুদয় হওয়ায় রাজা মিলিন্দ উত্তরে রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর না হইয়া ভারতাভিমুখেই আগমন করিয়াছিলেন। প্লুতার্ক লিখিয়াছেন যে, রাজা মিলিন্দ এরূপ প্রজাবৎসল ছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর, দেহভস্ম লইয়া আটটী বিভিন্ন নগরবাসীর বিরোধ উপস্থিত হয়। অবশেষে

* পুরাবিদ্ কানিংহাম্ Isamos শব্দে যমুনা ও ভাগবতের ... ইচ্ছন নদী বলিয়া অনুমান করেন।

তাহারা দেহাবশেষ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্মৃতিস্তূপ স্থাপিত করে। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে বাহ্লিক ও পরোপনিসাদ্ জনপদে ঐরূপ স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তাঁহার মুদ্রায় "মহরজস ত্রদরস মিনদস" বা "মিনন্দস" নাম আছে।

১২৫-১২০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত অকিবিয়াস্ নামক জনৈক যবন নরপতি মিলিন্দের সামন্তরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া যান। ইহাঁর অপর নাম নিকেফোরস। এই রাজার প্রচলিত মুদ্রায় 'মহরজস ধমিকস জয়ধরস অখবিয়স' নাম আছে। ঐতিহাসিকগণ ইহাঁর আর্কেলিয়াস্, আর্কেরিয়াস্ প্রভৃতি নাম দিয়া থাকেন।

বাহ্লিকরাজ হেলিয়ক্লস (Heliocles) খৃঃ পূঃ ১৬০-১২০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন, তৎপরে যবন-রাজশক্তি বাহ্লিক হইতে পরোপনিসাদের দক্ষিণভূভাগে স্থানান্তরিত হয়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যোনরাজগণ বাহ্লিকরাজ্যে ও ভারতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের বাহ্লিকমুদ্রায় বাহ্লিক-ছাঁদ ও গ্রীক পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত আছে। ভারতীয় রাজ্যে ঐ যবনগণের যে ভারতীয় ছাঁদের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে উভয় ভাষারই লিপি উৎকীর্ণ আছে। হেলিয়ক্লস্, অপলদতস্ ১ম ও অন্তিঅলকিদস্ এটিক ও পারস্য এই উভয় প্রকার মুদ্রার মাত্রানুসারে মুদ্রাঙ্কণ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ সকলেই প্রায় পারসিক মুদ্রার পরিমাণ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

হেলিয়ক্লয়সের পর ১২০ হইতে ২০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত শতাব্দ মধ্যে তদ্বংশীয় প্রায় ২০ জন যবনরাজা রাজত্ব করেন। ঐ ২০ জনেরই মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর কুষণগণ আসিয়া ভারত অধিকার করেন। [ভারতবর্ষ দেখ।]

হেলিয়ক্লসের পর যে সকল যবনরাজ ভারতে প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা মিলিন্দকেই প্রবল প্রতাপের সহিত রাজত্ব করিতে দেখিতে পাই। তাঁহার পর ১১০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে অপলদতস্ (Apolodotus) রাজা হন। তাঁহার মুদ্রার একপৃষ্ঠে হস্তী ও অপর পৃষ্ঠে দীর্ঘককুদ-সমন্বিত বৃষমূর্ত্তি দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, তিনি পশ্চিম-ভারতে রাজত্ব করিতেন। সোতার ও ফিলোপেতার তাঁহার দুইটী বিশিষ্ট উপাধি। তিনি অশোকী বংশীয় রাজা ১ম অন্তিওকের সমসাময়িক ছিলেন। মুদ্রায় তাঁহার 'মহরজস ত্রদরস অপলদতস' নাম খোদিত দেখা যায়।

অতঃপর খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০ অব্দে দিওমিদস্ (Diomedes) নামে আর একজন যবনরাজের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাঁর মুদ্রারও একপার্শ্বে বৃষচিহ্ন এবং "মহরজস ত্রদরস দয়মেদস্" নাম অঙ্কিত আছে। ইনি 'সোতার' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে অপলদতের পরবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করেন।

ইহার পর হরময়স (Hermæus) নামে একজন যবন-রাজা (খৃঃ পূঃ ৯৮ অব্দে) রাজত্ব করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ ইহাঁকেই শেষ যবনরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহার পরে বিশেষ প্রতাপশালী কোন যবনরাজেরই নাম পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ যে সময়ে অর্সকিদরাজ ২য় মিত্রদাত আর্ম্মেনিয়া, সিরীয়া ও রোম প্রভৃতি রাজ্যের সহিত রণবিগ্রহে উন্মত্ত ছিলেন, সেই সময়ে (খৃঃ পূঃ ৯০ অব্দের সমকালে) শকগণ আপনাদিগকে নিরাপদ জানিয়া পরোপনিসাদ্ অতিক্রমপূর্ব্বক কাবুল, কান্দাহার ও গজনীর সমীপদেশে আসিয়া উপনীত হয়। ঐতিহাসিকগণ ঐ সময়কেই হর্ম্ময়সের রাজ্যাবসান-কাল বলিয়া কল্পনা করেন। হর্ম্ময়সের মুদ্রায় 'মহরজস ত্রদরস এর্ম্ময়স বা হরময়স' নাম অঙ্কিত দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন 'মহরজস অপডিহতস পিলসিনস' (Polyxenus) ও থিওফিলস (Theophilus) নামে দুইজন রাজার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

হর্ম্ময়সের পর যে যবনবংশ একবারে লোপ হইয়াছিল, তাহা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। ক্রমশঃই উদ্ধত শকদিগের হস্তে নির্জ্জিত হইয়া তাহারা আর পূর্ব্বশক্তি ও জাতীয়গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা অতি দীনভাবেই রাজাধিরাজ ভারতীয় শকনৃপতিগণের অধীনে, সামান্য সামন্তরূপে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইয়াছিল; যে হেতু বর্ত্তমান অনুসন্ধিৎসুগণের অধ্যবসায়ে ও গভীর গবেষণায় যে অভিনব ঐতিহাসিকতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, যবনগণ হিন্দুপ্রধান ভারতে আসিয়া ক্রমশঃই হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া আসিতেছিল। আজিও সেই প্রাচীনতম মুদ্রাগুলি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সাঞ্চি, ভরহুত প্রভৃতি স্তূপ হইতে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর শিলালিপিতে 'ধর্ম্মযবন' নাম থাকায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ মনে করিতেছেন যে, অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারত-বাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। শকনৃপতিগণও যবনদিগের পদানুবর্ত্তী হইয়া যবনজাতির ন্যায় প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হইয়াই হউক, অথবা ভারতীয় প্রজাবৃন্দের মনোরঞ্জনার্থই হউক, মুদ্রাঙ্কণবিষয়ে হিন্দুপদ্ধতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহারা অবিচলিতচিত্তে যবনরাজগণের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া মুদ্রা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। এই কারণে যবন ও শক-নৃপতিগণের পার্থক্য

নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদের একটী স্বতন্ত্র রাজবংশের তালিকা উদ্ধার করা সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। [মুদ্রাতত্ত্ব দেখ।]

উপরে যে যবনরাজগণের নাম ও কালাদি নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা যে সম্যক্‌ভাবে সন্দেহবিরহিত ও যুক্তিসাধিত, এরূপ কোন মতে স্বীকার করা যায় না। পুরাতন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ মুদ্রার সাহায্যে এবং বৈদেশিক ইতিবৃত্ত অবলম্বনে, এই যবনজাতির রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে, যে এক কাল্পনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এখন সে কথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ ও ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধানের ফলে উত্তরভারতের যবনসংস্রবের যে ইতিহাস বাহির হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, যবনপ্রভাবের অবসান ঘটিতে না ঘটিতেই ভারতে শকজাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। যদিও হেলিয়ক্লমের বংশধরগণ ২০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে ভারত শাসন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা যে একবারেই নির্ব্বিবাদে শাসনদণ্ড-পরিচালনে সমর্থ হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা যায় না। হেলিয়ক্লমের শাসনকাল হইতে যবনরাজ্যের পদস্খলন ঘটে, হর্ম্ময়সের রাজ্যকালে ধীরে ধীরে ধ্বংসগামী হয়। অতঃপর ২০ খৃঃ পূঃ অব্দে তাহার অন্ত্যেষ্টি সমাহিত হইয়াছিল।

খৃষ্ট অব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী দুই শতাব্দে উত্তরভারতের ইতিহাসে যে একমাত্র যবনরাজবংশই রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কারণ আমরা রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রার প্রমাণে অবগত হইতে পারিয়াছি যে, তৎকালে শকবংশসম্ভূত দুইটী রাজবংশ, দেশীয় হিন্দু রাজন্যবর্গ ও শকপ্রভাবাপন্ন অপর একটী রাজবংশ দ্বারা পশ্চিমোত্তর ভারত শাসিত হইতেছিল। এই শেষোক্ত বংশীয় রাজগণ শক কি যবন ছিলেন, ঐতিহাসিকগণ মুদ্রাসাহায্যে তাহার কোনরূপ প্রকৃততত্ত্ব উদ্ধারে সমর্থ হন নাই। ঐ সকল রাজগণের মুদ্রায় যবনপ্রভাব সম্পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু রাজনামগুলিতে শকসংস্রব জ্ঞাপন করিতেছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, যবনরাজগণ বিজেতা শকদিগের অধীনে আসিয়া রাজার মনস্তুষ্টিসম্পাদনার্থ শকভাব পরিগ্রহ করিয়াছিল, না হয় শকগণ উত্তরভারতে প্রথম প্রতিষ্ঠালাভের সময়ে প্রবল প্রতাপান্বিত যবনগণের অনুকরণে প্রজাবৃন্দের চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত যবনভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, এই সময়ে যবনপ্রিয় এই শকেতর জাতির দ্বারা যে উভয় সম্প্রদায়ের একটী অবশ্যম্ভাবী সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল, বর্ত্তমান সংগৃহীত মুদ্রাসমূহ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যবনরাজগণের অভ্যুদয়কালেই যে শকগণ ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, চীনের পুরাবৃত্ত হইতে আমরা তাহার প্রমাণ পাই। বহুকাল শকযবনসংস্পর্শে যে একটী জাতীয় সমন্বয় সম্পাদিত হইয়াছিল, ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহার বিশদ বিবরণী সংগৃহীত হইতে পারে। চীন-ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বাহ্লিক-সাম্রাজ্যের উত্তরাংশে সগ্‌দিয়ানা ও জাক্‌-অক্সিয়ানা নামক জনপদে শকজাতির বাস ছিল। এই শকগণ বহুকাল ধরিয়া অথযনি ও মাকিদনীয় শক্তিপুঞ্জের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিল। ১৬৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হউঙ্গ-নু কর্ত্তৃক বিতাড়িত যু-চিগণ (Yuechi) সগ্‌দিয়ানা আক্রমণ ও অধিকার করিলে রাজ্যচ্যুত শকগণ বাহ্লিকরাজ্য আক্রমণ করে। ঐ সময় হইতে বাহ্লিকের যবন-সাম্রাজ্যের অধঃপতন পর্য্যন্ত, যবনরাজদিগকে পারদ ও শকরাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ১২০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে যুচিগণ বাহ্লিক অধিকার করে। উহার প্রায় শতাব্দ পরে ২৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পঞ্চ যুচিশাখার একতম কুষণগণ বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়া পরোপমিসাস্‌ উত্তরণপূর্ব্বক কাবুল উপত্যকাস্থিত যবনশাসনের শেষ নিদর্শন সমূলে উৎপাটিত করিয়া সমগ্র উত্তর-ভারতে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন।

এই সুদীর্ঘকালব্যাপী বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া হীনপ্রভ যবনগণ আত্মগৌরব বিসর্জ্জন দিয়া শকসংস্রবে সংলিপ্ত হইয়াছিল এবং ক্রমে তাহারা ভারতীয় আর্য্যজাতির সহিত মিলিবার চেষ্টা করিতেছিল। মুদ্রাদিতে আর্য্যভাষার সমাদর তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। এই যবনগণ হিন্দুর সংসর্গে পড়িয়া সম্ভবতঃ মুদ্রাদিতে বৃষ ত্রিশূলাদি হিন্দুর পবিত্র চিহ্ন অঙ্কিত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। ক্রমে যতই তাহারা হীনবল হইয়া পড়িতেছিল, ততই তাহাদের হৃদয়ে হিন্দুভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। শকগণ কুষণদিগের দ্বারা পরাভূত হইলে পর, হিন্দুস্থানের নির্ব্বিরোধ অধিবাসিবৃন্দের সহবাসে থাকিয়া যেরূপ হিন্দুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, সেইরূপ যবনগণও প্রথম শকসংস্রবে লিপ্ত হইয়া পরে ক্রমশঃ হিন্দুর বাসভূমি আর্য্যাবর্ত্তের অধিবাসী হইয়া সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন*। অনেক যবন বৌদ্ধপ্রাধান্যসময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মনুসংহিতায় এই যবনজাতি ব্রাত্য বলিয়া উক্ত হই-

* [illegible]

আছে *।” বৌধায়ন স্মৃতিতে গোমাংসখাদক ও ধর্ম্মাচারহীন ও বিরুদ্ধ বহুভাষীই ম্লেচ্ছ বলিয়া কথিত হইয়াছে †। পরে ম্লেচ্ছ ও যবন একার্থবাচী হইয়া পড়িয়াছে। এ কারণ প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে লিখিত আছে যে, “সর্ব্বাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে। স এব যবনদেশোদ্ভবো যাবনঃ”। বৃদ্ধচাণক্যে যবনদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া কীর্ত্তিত আছে‡। ইহারা অস্পৃশ্য। ইহাদের সহিত একত্র বসবাস বা এক-পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আহার করিলে জাতিনাশ ঘটে।

এই যবনগণ গর্হিতাচারনিবন্ধন হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের নিকট যতই নিন্দিত হউক না কেন, জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করায় তাঁহারা জনসমাজে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, এই যবনগণ ম্লেচ্ছজাতি হইলেও সাধারণে ঋষিবৎ পূজ্য হইয়াছিলেন §।

বরাহমিহির যবনাচার্য্য নামে একজন জ্যোতির্বিদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভট্টোৎপল বৃহজ্জাতকের (৭।৯) শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, ‘যবনেশ্বর স্ফুর্জিধ্বজ (শুচিধ্বজ) শককালের পর অত্র জ্যোতিঃশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন।’ ডাঃ কার্ণ ইহাকে Aphrodisius বলিয়া সন্দেহ করেন। বরাহমিহির ইহাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী যবনাচার্য্যদিগের মত উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন স্ফুর্জিধ্বজ কৃতগ্রন্থে ‘যবনাঃ উচু’ প্রয়োগ থাকায় অনুমান হয় যে, বরাহের পূর্ব্বে, এমন কি, শকারম্ভের পূর্ব্বেও অনেক যবন-জাতক-গ্রন্থকার বিদ্যমান ছিলেন।

এই যবনসম্প্রদায়ের প্রণোদিত জ্যোতিঃশাস্ত্র যে আমাদের দেশে বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা আমরা রমল, তাজিক প্রভৃতি আরবীয় শব্দ হইতে বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারি। রমলগণনা অপেক্ষা বিদেশীয় তাজিকগণনা এদেশে অধিক প্রচলিত। আরবীতে তাজিক বলিলে, আরব ও তুর্কির অধিবাসী ভিন্ন অন্য জাতীয় লোক বুঝায়। সুতরাং পারস্যবাসীকে তাজিক বলিলে কোন দোষ ঘটে না। আরও দেখা যায় যে, দামোদরপুত্র বলিভদ্রকৃত হায়নরত্নে লিখিত হইয়াছে, ‘যবনাচার্য্য পারসীক ভাষাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের একদেশরূপ ফলশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সমরসিংহাদি ব্রাহ্মণেরা সেই শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ করেন।’ চুণ্টিরাজ-তনয় গণেশ (প্রায় ১৪৮০ শকে) তাজিকভূষণপদ্ধতিতে লিখিয়াছেন,—“গর্গাদৈর্যবনৈশ্চ রোমকমুখৈঃ সত্যাদিভিঃ কীর্ত্তিতম্। শাস্ত্রং তাজিকসংজ্ঞকং * * *।” এখন দেখা যাইতেছে যে, কেবল পারিভাষিক আরবী শব্দ হইতে নহে, প্রাচীন গ্রন্থাদির প্রমাণেও তাজিকগ্রন্থের যাবনিকত্ব সূচিত হইতেছে। তাজিকশাস্ত্রে গর্গের নাম সংশ্লিষ্ট দেখিয়া, দীক্ষিত বলেন, ‘তাজিকশাখার কোন কোন সংজ্ঞা যবন হইতে প্রাপ্ত।’

গ্রীক্‌যবনদিগের মধ্যেও বহু পূর্ব্বকাল হইতে জ্যোতির্ব্বেত্তাগণের যথেষ্ট সমাদর ও বিশেষ প্রভাব ছিল। ঐ সকল মহাপুরুষের নাম মাত্র উল্লেখ করা গেল।

অরিষ্টর্কাস্ (Aristarchus—খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দ)

ইরাতস্থিনিস্ (Eratosthenis— „ ৩য় ঐ)

তলেমি (তুরমর) (Ptolemy—খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দ) ইনি মিজাস্তি (Almagest) রচনা করেন।

পৌলস (Paulus Alexandrius) যবন—ফলিত জ্যোতির্বেত্তা, ইনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। অনেকে পৌলিশসিদ্ধান্ত ইহারই বিরচিত বলিয়া অনুমান করেন।

মউ—(যবন) গ্রীক জ্যোতিষী। ইনি জাতক রচনা করেন।

যুক্লিড্ (Euclid) যবন-গণিতবেত্তা, চতুর্থ খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দ)

হিপার্কস (Hipparchus—যবনজ্যোতিষী ৩য় ” ঐ)।

২। পশ্চিম ভারতে সমাগত উপরোক্ত গ্রীক্‌যবন ব্যতীত ভারতের পূর্ব্বোপকূলেও আমরা যবনাগমের উল্লেখ পাই। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দে রাজা যযাতিকেশরীর রাজ্যকালে উড়িষ্যায় যবনবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। এই যবনগণ কোথা হইতে আসিল?

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, গ্রীকযবনগণ বৌদ্ধপ্রভাব সময়ে হিন্দুর সংস্রবে আসিয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং তখন আর ঐ সাম্প্রদায়িক যবনগণের অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে আরবীয় যবন বণিক্‌সম্প্রদায় পশ্চিম ভারতোপকূলে বাণিজ্য ব্যপদেশে আগমন করিত।

* “পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥
মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥” (মনু ১০।৪৪-৪৫)

† বৌধায়নস্মৃতিতে লিখিত আছে,—
“গোমাংসখাদকো যস্ত বিরুদ্ধং বহু ভাষতে।
ধর্ম্মাচারবিহীনশ্চ ম্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে॥”
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত বৌধায়ন বচন)

‡ “চণ্ডালানাং সহস্রেশ্চ সূরিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
একো হি যবনঃ প্রোক্তো ন নীচো যবনাৎ পরঃ॥” (বৃদ্ধচাণক্য ৮।৫)

§ “ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দৈববিদ্ দ্বিজঃ॥”
(বৃহৎসংহিতা ২।১৫)

তাহারা মধ্যভারত পর্য্যন্ত নানাস্থানে বাণিজ্যার্থ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা সামান্য বণিকবেশেই ভারতে আসিত। ভারতবাসীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া কখনও তাহারা শত্রুতাচরণে অগ্রসর হয় নাই। মহম্মদ ইবন্-কাসিম ডাহিরকে পরাজয় করিয়া পশ্চিম-ভারত জয় করিলেও তাঁহার অধিকার স্থায়ী হয় নাই। গজনিপতি মাহ্মুদের আক্রমণের পর ব্যতীত ভারতে মুসলমান-যবনের রাজ্যাধিকার ঘটে নাই। তবে সেই প্রাচীন সময়ে উড়িষ্যায় যে যবনগণ হিন্দু নরপতির নিকট পরাভূত হইয়া পলায়ন করে,তাহারা কোন্ দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছিল ?

ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, ভারতের পশ্চিম উপকূল-ভাগে যেমন আরবীয় বণিকসম্প্রদায় পোতারোহণে আসিয়া পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ে ব্যাপৃত ছিল; সেইরূপ পূর্ব্বকালেও চীনদেশীয় বণিকসমিতি 'জঙ্ক' (যানপাত্র) নামক পোতারোহণে আসিয়া ভারতের পূর্ব্বোপকূলে বাণিজ্যকার্য্য পরিচালন করিত। চীনের দক্ষিণে ও ব্রহ্মের উত্তরে সালুয়িন্ নদী-প্রবাহিত যুনান্ (Yun-nan) প্রদেশ অবস্থিত। ঐ প্রদেশে ভারতের পূর্ব্বোত্তর-সীমান্তকোণে অবস্থিত থাকায় তদ্দেশ-বাসীর ভারতাগমনের বিশেষ সুযোগ ঘটে। এই যুনান্ হইতে আবিষ্কৃত সংস্কৃত শিলালিপিতে এবং আসাম হইতে প্রাপ্ত শিলাফলকেও এই দেশের অধিবাসিগণ 'যবন' নামে অভি-হিত হইয়াছে।* বলা বাহুল্য যে, এই চীনপ্রান্তবাসিগণও ভারতবাসীর চক্ষে ম্লেচ্ছবৎ গণ্য ছিল।

বর্ত্তমান চীনসাম্রাজ্যের দক্ষিণস্থ এই যুনান্ বা যবন নামক প্রদেশের উত্তর সীমায় জিচুএন্, পূর্ব্বে কিউচাউ ও কোয়াংসি, দক্ষিণে ব্রহ্ম ও লাওজাতির বাসভূমি এবং পশ্চিমে ব্রহ্ম ও তোটরাজ্য। ইহার বর্ত্তমান আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ৮ হাজার বর্গমাইল। যুনান্ফু ইহার প্রধান নগর। মেইকন্ (মেকিয়ং), সালবিন্ (সালুয়েন্), কিন্-সা-কিয়াং ও সোঙ্-কা নদীই এখানকার প্রধান। শেষোক্ত নদী বাহিয়া টোঙ্-কিং উপসাগরের সহিত এই নগরের বাণিজ্যকার্য্য পরিচালিত হইতেছে। যুনান্ তা-লো ফু দিয়া ব্রহ্মের ভামো নগর পর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত রাস্তা আছে। যুনানী বণিক্গণ ঐ পথে পণ্যদ্রব্য লইয়া ব্রহ্মে অবতরণ করেন। যুনান্ হইতে কাণ্টন নগর পর্য্যন্ত একটী প্রাচীন বাণিজ্যবর্ত্ম গিয়াছে। ঐ পথ দিয়া পূর্ব্বকালে নানা পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রথমে কাণ্টনে এবং সম্ভবতঃ পরে তথা হইতে সমুদ্রপথে পোতযোগে ভারতে প্রেরিত হইত।

* Anthro. Soc. Bombay, Vol 1. p. 527.

এখানে উৎকৃষ্ট ও প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া যায়। সীসক, লৌহ, তাম্র, দস্তা এবং মাণিক্যাদি মূল্যবান্ প্রস্তরের অভাব নাই। এই সকল দ্রব্য লইয়া যুনানগণ ভারতের সহিত স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্য করিত। [চীন দেখ।]

ডাঃ বুকানান্ খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দে তুঙ্গভদ্রা-তীরে এক যবনরাজবংশের উল্লেখ করিয়াছেন। জোনকন নামক স্থানবাসী বলিয়া তথাকার সকলই জাতি "যবন" নামে পরিচিত। জোনকন ভারতের দক্ষিণপশ্চিম প্রায়োদ্বীপ ভাগে অবস্থিত।

৩ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্, যবনাচার্য্য।

"আতং দিনং দূষয়ন্তে বশিষ্ঠশ্চাত্রৌ চ গর্গো যবনো দশাহম্।
জন্মাখ্যমাসং কিল ভাগুরিশ্চ ব্রতে বিবাহে ক্ষুরকর্ণবেধে॥"

(তিথিতত্ত্ব)

৪ কালযবননামক অসুরভেদ। ইহার উৎপত্তিবিবরণ বিষ্ণু-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—গোষ্ঠে সমগ্র যাদবগণের নিকট গার্গ্যকে তদীয় শ্যালক নপুংসক বলিয়া উপহাস করিয়াছিল। তাহাতে গার্গ্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে যদুবংশীয়গণের ভয়কারী এক পুত্রলাভের প্রত্যাশায় মহাদেবের উদ্দেশে তপস্যা করেন। অনন্তর দ্বাদশ দিবসে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন। পরে অপুত্র যবনেশ্বর তাহাকে সম্মানের সহিত নিজগৃহে লইয়া যান, এবং সেই স্থলে যবনেশ্বরের মহিষীর সহবাসে তাঁহার এক পুত্র হয়। এই পুত্রের নাম কালযবন। এই পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যবনেশ্বর তাহার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনগমন করেন। অনন্তর কালযবন নারদের নিকট পৃথিবীস্থ নৃপতিগণের নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাদব-নৃপতিগণের বিষয় কীর্ত্তন করেন। নারদের কথা শুনিয়া কালযবন যাদবগণের সহিত যুদ্ধার্থ সহস্র সহস্র ম্লেচ্ছ সৈন্য লইয়া মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনন্তর কৃষ্ণ একদিকে বার বার জরাসন্ধের আক্রমণ ও অপর দিকে কালযবনের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সমুদ্রতীরে দ্বারকাপুরী নামে এক প্রকাণ্ড পুরী নির্ম্মাণ করেন। এই পুরীতে মথুরাবাসী লোকদিগকে রাখিয়া স্বয়ং মথুরায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পরে কালযবন মথুরা পুরী অবরোধ করিলে কৃষ্ণ মথুরা হইতে নির্গমনপূর্ব্বক তাহার সম্মুখীন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কালযবন তাহার অনুগামী হইল। শ্রীকৃষ্ণও মুচু-কুন্দ নামে নরপতি যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যবন সেই গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া

কৃষ্ণবোধে শয্যাগত রাজা মুচুকুন্দকে পদাঘাত করিয়া তাড়না করিল। অনন্তর রাজা মুচুকুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং তাহার দৃষ্টিমাত্রই ক্রোধজাত বহ্নি দ্বারা ঐ যবন তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল। (বিষ্ণুপু• ৫।২৩ অ•)

(ত্রি) যৌতীতি যু (নন্দিগ্রহীতি। পা ৩।১।১৩৪) ইতি ল্যু। ৫ বেগবিশিষ্ট, বেগী। ৬ যবনদেশীয় অশ্ব, আরবী ঘোড়া।

"তমশ্ববারা যবনাশ্ববাহিনং

প্রকাশরূপা মনুজেশমব্রুযুঃ॥" (নৈষধ ১।৬৫)

(পুং) ৭ সিহ্লক, সিলারস। ৮ গোধূম। ৯ গর্জ্জর। (রাজনি•) ১০ তুরুষ্ক। ১১ বেগাদিকার্য। (মেদিনী)। ১২ বেগ।

যবন, নক্ষত্রচূড়ামণি-রচয়িতা।

যবনক (পুং) ১ গোধূম। (বৈদ্যকনি•) যবন স্বার্থে কন্। ২ যবনশব্দার্থ।

যবনদেশজ (ত্রি) যবনদেশে জাতঃ জন-ড। যবনদেশজাত।

যবনদ্বিষ্ট (পুং) যবনৈর্দ্বিষ্টঃ হিন্দুপ্রিয়ত্বাৎ তথাত্বং। গুগ্‌গুলু।

যবনদ্বীপ, ভারতমহাসাগরস্থ দ্বীপভেদ। যমদ্বীপ বা যবদ্বীপ। [যবদ্বীপ দেখ।]

যবনপুর (স্ত্রী) যবনদিগের রাজধানী, আলেক্‌সান্দ্রিয়ানগরী (?)।

যবনপ্রিয় (ক্লী) যবনানাং প্রিয়ং। মরিচ। (হেম)

যবনমুণ্ড (পুং) ১ মুণ্ডিতশির যবন। ২ যবনদিগের ন্যায় মুণ্ডিতমস্তক।

যবনাচার্য্য (পুং) যবনো নাম আচার্য্যঃ। একজন প্রাচীন জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রণেতা। (বরাহমিহির) ইনি অষ্টকবর্গবিন্দুফল, তাজিকশাস্ত্র, মীনরাজজাতক, যবনসার, যবনহোরা, রমলামৃত, লগ্নচন্দ্রিকা, বৃদ্ধযবনজাতক ও স্ত্রীজাতক রচনা করেন। ইঁহার অপর নাম যবনেশ্বর।

যবনানী (স্ত্রী) যবনানাং লিপিঃ (যবনাল্লিপ্যাং। পা ৪।১।৪৯) ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা ঙীষ্, আনুগাগমশ্চ। যবনদিগের লিপি।

যবনারি (পুং) যবনস্য কালযবনস্য অরিঃ শত্রুঃ। ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ যবনজাতির শত্রু।

যবনাল (পুং) যবানাং নালা ইব নালা যস্য। ধান্যবিশেষ, চলিত দেধান। পর্য্যায় যোনাল, জূর্ণাহ্বয়, দেবধান্য, জোন্নালা, বীজপুষ্পিকা। (হেম) ২ যাবনাল সামান্য, জনার। (রাজনি•) ৩ যবদণ্ড।

যবনালজ (পুং) যবানাং নালেভ্যো জায়তে ইতি জন-ড। যবক্ষার। (হেম)

"কারস্তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণরসো যবজো যবনালজঃ।" (বৈদ্যকরত্নমালা)

যবনিকা (স্ত্রী) যুনাত্যাবৃণোত্যনয়া, যু-ল্যুট্, ঙীষ্ স্বার্থে কন্, টাপ্। জবনিকা, তিরস্করিণী, পরদা, কানাৎ।

যবনী (স্ত্রী) যুবতে পচ্যতে ভুক্তমনয়া যু-ল্যুট, ঙীপ্। ১ যবানী নামক ঔষধভেদ। যবনস্য স্ত্রীতি যবন-ঙীষ্। ২যবনদিগের স্ত্রী।

"যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ।

বালাতপমিবাব্জানামকালজলদোদয়ঃ॥" (রঘু ৪।৬১)

৩ যবনদেশ। ইহা উত্তরদিকে অবস্থিত। (জৈনহরি• ১৩৯।১।৩)

যবনেষ্ট (ক্লী) যবনানামিষ্টং। সীসক। (হেম) ২ মরিচ। ৩ গৃঞ্জন। (পুং) ৪ লশুন। ৫ নিম্ব। ৬ পলাণ্ডু। ৭ রাজপলাণ্ডু। (রাজনি•)

যবপটোল (পুং) জ্বররোগে প্রয়োজ্য কষায়ভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী—পটোলপত্র একতোলা ও যবের চাউল একতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। ইহা শীতল হইলে মধু অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা সেবনে তীব্র পিত্তজ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না• জ্বরাধি•)

যবপল্ল (পুং) যবপলাল, চলিত যবশা, যবের পোয়াল।

(সুশ্রুত চি• ৬অ•)

যবপিষ্ট (ক্লী) ১ যবচূর্ণ। ২ যবের পিঠালি।

যবপ্রখ্যা (স্ত্রী) যব ইতি প্রখ্যা যস্যাঃ। ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, যবাকার পিড়কা। ইহার লক্ষণ—

"যবাকারা সুকঠিনা গ্রথিতা মাংসমিশ্রিতা।

পীড়কা শ্লেষ্মবাতাভ্যাং যবপ্রখ্যেতি সোচ্যতে॥"

(ভাবপ্র• ক্ষুদ্ররোগাধি•)

যে রোগে বায়ু ও কফের প্রকোপপ্রযুক্ত যবের ন্যায় মধ্যে স্থূল ও প্রান্তভাগে কৃশ অথচ অতিশয় কঠিন ও গ্রথিত মাংসসংশ্রিত পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে যবপ্রখ্যা কহে।

ইহার চিকিৎসা—এই রোগে প্রথমে স্বেদ প্রদান করিয়া পরে তাহাতে মনঃশিলা, দেবদারু ও কুড় পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে আশু নিরাকৃত হয়। এই পীড়কা পাকিলে ব্রণ-রোগের ন্যায় চিকিৎসা করা বিধেয়। (ভাবপ্র•ক্ষুদ্ররোগাধি•)

যবফল (পুং) যববৎ ফলমস্য। ১ বংশ। (অমর) ২ জটা-মাংসী। ৩ কুটজ। (মেদিনী) ৪ পলাণ্ডু। ৫ ইন্দ্রযব। (বৈদ্যকনি•) ৬ প্লক্ষবৃক্ষ। (শব্দরত্না•) স্ত্রিয়াং টাপ্। যবফলা, যবফল শব্দার্থ।

যববুস (পুং) যবের তুষ।

যবমণ্ড (পুং) যবকৃতঃ মণ্ডঃ। যবের মণ্ড। ইহাকে বাটী-মণ্ডও কহে। ইহার গুণ—লঘু, গ্রাহক, শূল, আনাহ ও ত্রিদোষনাশক। নবজ্বরেও ইহা পথ্য। (বৈদ্যকনি•)

যবমদ্য (ক্লী) যবকৃতং মদ্যং। যবসুরা, প্রস্তুত মদ্যভেদ. যবের মদ। গুণ—গুরু ও বিষ্টম্ভী। (রাজনি•)

যবমধ্য (স্ত্রী) যববৎ মধ্যং যস্ত। চান্দ্রায়ণভেদ।
"পিণ্ডচান্দ্রায়ণং প্রোক্তং যতিচান্দ্রায়ণং তথা।
যবমধ্যং তথা প্রোক্তং তথা পিপীলিকাকৃতি ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

এই চান্দ্রায়ণে পূর্ণিমার দিনে সায়ং, প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন এই তিন সময়ে স্নান করিয়া পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিতে হয়, পরে কৃষ্ণাপ্রতিপদ্ হইতে এক এক গ্রাস করিয়া ভোজন কমাইতে হইবে। পরে অমাবস্যার দিন উপবাস করিয়া আবার শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে এক এক গ্রাস করিয়া ভোজন বৃদ্ধি করিতে হইবে, এইরূপে আবার পূর্ণিমার দিন পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিতে হইবে। এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য চান্দ্রায়ণের নাম যবমধ্য।

"একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ।
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণমেতচ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্ ॥
এতমেব বিধিং কৃৎস্নমাচরেদ্‌যবমধ্যমে।
শুক্লপক্ষাদিনিয়তশ্চরংশ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্ ॥" (মনু ১১।২১৭-১৮)

(পুং) ২ যজ্ঞভেদ। "যবমধ্যঃ পঞ্চরাত্রো ভবতি" (শতপথব্রা° ১৩।৬।১।৯) এই যজ্ঞ পঞ্চদিন সাধ্য। (ত্রি) ৩ যবাকারমধ্য।

"শরাবনিম্নমধ্যাশ্চ যবমধ্যাস্তথা পরে।
এবং প্রকারাকৃতয়ো ভবন্ত্যাগন্তবো ব্রণাঃ ॥" (সুশ্রুত চি° ১ অ°)

যবমধ্যম (স্ত্রী) যবমধ্য।

যবমৎ (ত্রি) যবঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ (মাদুপধায়াশ্চ মতোর্বোঽযবাদিভ্যঃ। পা ৮।২।৯) ইতি সূত্রেণ মতো র্ম্ম বকারাভাবঃ। যববিশিষ্ট, যবযুক্ত। "যবমৎস্বুবীর্যং" (ঋক্ ৯।৬৯।৮) 'যবো নাম ধান্যবিশেষঃ ধান্যবিশিষ্টং সুবীর্যং' (সায়ণ)

যবময় (ত্রি) যবস্য বিকারোঽবয়বো বা যব (অসংজ্ঞায়াং তিলযবাভ্যাং। পা ৪।৩।১৪৯) ইতি ময়ট্। যবনির্ম্মিত। "অর্কপলাশাভ্যাং যবময়মপূপং কৃত্বা যত্রাহবনীয়মাধাস্য স ভবতি" (শতপথব্রা° ২।১।৪।১৩)

যবমাত্র (ত্রি) যবপরিমাণ, যবের পরিমাণ।

যবযবাগুকা (স্ত্রী) যবনিষ্পাদিতা যবাগূকা। যবকৃতা যবাগু, চলিত যবের যাউ, যবক্ষাও। (শব্দার্থচি°)

যবযস (স্ত্রী) প্রকটীপত্র বর্ষভেদ। "পিবা যবযসং সু ভদ্রং শাবং ক্ষেমমমৃতমভয়মিতি বর্ষাণি" (ভাগ° ৫।২০।৩)

যবয়ু (ত্রি) যবেচ্ছু। (সায়ণ)

যবলক (পুং) পক্ষিবিশেষ। ইহার মাংসগুণ মধুর, লঘু, শীতল, কষায়। (সুশ্রুত সূ° ৪৬ অ°)

যবলাস (পুং) যবাৎ লাসো যস্য। যবক্ষার। (শব্দরত্না°)

যবযক্ত (ত্রি) যবের [illegible]

যববর্ণাভ (পুং) সবিষ মণ্ডুকজাতীয় কীট। "এই কীট দংশন করিলে দষ্টস্থানে কণ্ডূ ও পীতবর্ণ ফেন পড়িতে থাকে।
(সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

যববিকৃতি (স্ত্রী) প্রমেহরোগে হিতকর যবকৃত অপূপাদি, যবের পিঠাপুলি আদি। (বাভট চি° ১২ অ°)

যবশক্তু (পুং) যবস্য শক্তু। ভৃষ্ট যবকৃত শক্তু, চলিত যবের ছাতু। যব ভাজিয়া পরে উহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিলে ছাতু হয়। গুণ—রুক্ষ, লেখন, অগ্নিবর্দ্ধক, কফনাশক, বায়ুবর্দ্ধক।

"যবানাং শক্তবো রুক্ষা লেখনা বহ্নিদীপনাঃ।
বাতলাঃ কফরোগঘ্না বাতবর্চঃপ্রলোমনাঃ ॥" (রাজব° ৩ পরি°)

যবশর্করা (স্ত্রী) সিদ্ধযবকৃত শর্করা। চলিত ম্যানা, শিরখাস্ত। গুণ—পিত্ত, শ্রম ও তৃষ্ণানাশক, বৃষ্য, রেচন, বিদাহ, মূর্চ্ছা ও ভ্রমনাশক। (চক্রদত্ত)

যবশস্য (স্ত্রী) যবধান্য। (দিব্যা° ২৩০।২০)

যবশাক (পুং স্ত্রী) শাকভেদ, চিল্লীশাক, গৌরবাস্তুশাক। ইহার গুণ—মধুর, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী, শীতবীর্য্য ও মলভেদন।
(চরক সূ° ২৭ অ°)

যবশিরস্ (ত্রি) ১ যবাগ্র। ২ যবগ্রীব।

যবশূক (পুং) যবানাং শূকঃ কারণত্বেনাস্ত্যস্য অর্শ আদ্যচ্। যবক্ষার। "যাবশূকো যবক্ষারো যবশূকো যবাগ্রজঃ।
কারতীক্ষ্ণস্তথা পাক্যো যবজো যবনালজঃ ॥" (বৈদ্যকরত্নমা°)

যবশূকজ (পুং) যবশূকাৎ জায়তে জন-ড। যবক্ষার। (রাজনি°)

যবশ্রাদ্ধ (স্ত্রী) যবকৃতং শ্রাদ্ধং। যবদ্বারা নিষ্পাদিত শ্রাদ্ধভেদ। স্মৃতিতে এই শ্রাদ্ধের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে কুজ, শনি ও শুক্র ভিন্ন বারে, নন্দা, রিক্তা ও ত্রয়োদশী ভিন্ন তিথিতে, জন্ম চন্দ্র হইতে অষ্টমচন্দ্র ভিন্ন চন্দ্রে, জন্মতিথি, জন্মনক্ষত্র এবং পঞ্চম তারা ভিন্ন তারাতে, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বাষাঢ়া, মঘা, ভরণী, অশ্লেষা ও আর্দ্রা ভিন্ন নক্ষত্রে যবশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। যদি কোন কারণবশতঃ বৈশাখমাসে না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষে বা আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে এই শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু আষাঢ় মাসের হরিশয়নের পর এই শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধ বিষুবসংক্রান্তি বা অক্ষয়তৃতীয়াতে করা প্রশস্ত। ঐ দিন নিষিদ্ধ নক্ষত্রাদি হইলেও করা যাইতে পারে।

এই শ্রাদ্ধ যবদ্বারা করিতে হয়, এইজন্য ইহাকে যবশ্রাদ্ধ কহে। *

* "অথ যবশ্রাদ্ধং। তত্র বৈশাখশুক্লপক্ষে [illegible]

যবশ্বেতা (স্ত্রী) যবশর্করা, যবের ছাতু। (বৈদ্যকনি॰)

যবস (ক্লী) যৌতীতি যু-(বহিযুভ্যাং ণিৎ। উণ্ ৩।১১৯) ইত্যসচ্ সংজ্ঞাপূর্ব্বকত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ। ১ তৃণ, ঘাস। (অমর)

যবসপ্রথম (ত্রি) ১ সুপক্ব। ২ মুখ্যান্ন, মাংস।

"যবসানাং অন্নানাং মধ্যে প্রথমমাণাং মুখ্যানাং মাংসত্বাৎ।"

(শুক্লযজুঃ ২১।৪৩ মহীধর)

যবসাদ্ (ত্রি) যবসং অত্তি অদ্-ক্বিপ্। তৃণভক্ষক।

"যবসাদো ব্যস্থিরন্" (ঋক্ ১।৯৪।১১)

'যবসানাং অরণ্যে বর্ত্তমানানাং তৃণানামত্তারঃ' (সায়ণ)

যবসাহ্ব (পুং) যবানীক্ষুপ। (রাজনি॰)

যবসাহ্বয়া (স্ত্রী) যমানী। (বৈদ্যকনি॰)

যবসুর (ক্লী) যবজাতা সুরা, 'সুরা সেনাছায়াশালানিশা-ন্তিরাশ্চ' ইতি লিঙ্গানুশাসনে নপুংসকাধিকারে ক্লীবত্বং। যবজাত সুরা, যবের মদ।

যবসৌবীর (ক্লী) যবকাঞ্জিক। (বৈদ্যকনি॰)

যবাগূ (স্ত্রী) যুয়তে মিশ্র্যতে ইতি যু (স্থযুবচিভ্যোঽন্ন্যা-জাগূজক্নুচঃ। উণ্ ৩।৮১) ইতি আগূচ্, ষড় গুণ-জলপক্ব ঘন-দ্রব কৃতান্ন বিশেষ, চলিত যাউ। পর্য্যায়—উষ্ণিকা, শ্রাণা, বিলেপী, তরলা। (অমর)

সুশ্রুতে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—অর্দ্ধকুট্টিত তণ্ডুল বা যবের তণ্ডুল দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিতে হয়। এই যবাগূ তিন ভাগে বিভক্ত যথা—মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী। পূর্ব্বোক্ত তণ্ডুল ১৯ গুণ জলের সহিত পাক করিয়া সুসিদ্ধ হইলে পর বস্ত্রদ্বারা ছাকিয়া লইতে হইবে, ইহার নাম মণ্ড। ১১ গুণ জলের সহিত পাক করিয়া উত্তমরূপে গলাইলে পেয়া প্রস্তুত হয়, আর ৯ গুণ জলের সহিত পাক করিলে তাহাকে বিলেপী কহে। পেয়া ও বিলেপী ছাঁকিয়া ফেলিতে হয় না, পেয়ার দ্রবভাগ অধিক ও সিক্থভাগ অল্প থাকে. আর বিলেপীতে দ্রবভাগ অল্প রাখিয়া সিক্থভাগ অধিক রাখিতে হয়। (সুশ্রুত)

"যবাগূঃ ষড়্‌গুণে তোয়ে সংসিদ্ধা বিরলদ্রবা।
যবাগূর্গ্রাহিণী তৃষ্ণাজ্বরঘ্নী বস্তিশোধিনী॥
পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে পেয়া মধ্যাহ্নে সা প্রকীর্ত্তিতা।
বাতজ্বরে ঽপরাহ্নে সা গোধূমজলনির্ম্মিতা॥" (দ্রব্যগুণ)

ষড়ভাগ জলে যবচূর্ণাদি উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে তাহাকে যবাগূ কহে। ইহার গুণ—গ্রাহক, তৃষ্ণা ও জ্বরনাশক এবং বস্তিশোধক। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে মধ্যাহ্নকালে এবং বাতজ্বরে সায়ংকালে হিতকর।

"যবাগূঃ ষড়্‌গুণে তোয়ে সিদ্ধা স্যাৎ কৃসরা ঘনা।
তণ্ডুলৈর্মুদ্‌গমাষৈশ্চ তিলৈর্বা সাধিতা হিতা॥
যবাগূর্গ্রাহিণী বল্যা তর্পণী বাতনাশিনী॥"

(পরিভাষাপ্র॰ ২ খণ্ড)

তণ্ডুল, মুদ্গ, মাষ বা তিল ৬ গুণ জলে সিদ্ধ হইলে তাহাকে যবাগূ এবং ঘন হইলে তাহাকে কৃসরা কহে। ইহার গুণ গ্রাহক, বলকর, তর্পণ ও বাতনাশক।

চক্রদত্তে লিখিত আছে—মদাত্যয়রোগে, গ্রীষ্মকালে, পিত্ত কফের আধিক্যে ও রক্তপিত্তরোগে যবাগূ অনিষ্টকারক।

"সংশুদ্ধা শিথিলা কিঞ্চিৎ সা যবাগূনিগদ্যতে॥" (হারীত ১।১২)

যবাগ্র (ক্লী) যবক্ষুদ্র, যবের ক্ষুদ। (বৈদ্যকনি॰)

যবাগ্রজ (পুং) যবাগ্রাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ যবক্ষার। ২ যমানী। (রাজনি॰) (ক্লী) ৩ কাঞ্জিক। (বৈদ্যকনি॰)

যবাগ্রয়ণ (ক্লী) সর্ব্বপ্রথম নির্গত যবশীর্ষ, যবের শীষ।

যবাচিত (ত্রি) ১ যবসম্ভার। ২ যবরাশি। ৩ যবাকীর্ণ।

যবাদ্ (ত্রি) যবং অত্তি অদ্ ক্বিপ্। যবভক্ষক। (ঋক্ ১০।২৭।৯)

যবাদ্যতৈল, বৈদ্যকোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ।

যবান (ত্রি) যবেন বেগেন অণিতি জীবতীতি অণ্-অচ্। বেগী, বেগযুক্ত। (মেদিনী) (স্ত্রী) ২ যমানী। (বৈদ্যকনি॰)

যবানিকা } (স্ত্রী) দুষ্টো যবঃ (যবাদ্দোষে। পা ৪।১।৪৯)
যবানী } ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঙীষ্ আনুগাগমশ্চ, খকে স্বার্থে কন্। ওষধিভেদ, চলিত জোয়ান। পর্য্যায়—দীপ্যক, দীপ্যা, যবসাহ্ব, যবাগ্রজ, দীপনী, উগ্রগন্ধা, বাতারি, ভূকদম্বক, যবজ, দীপনীয়, শূলহন্ত্রী, যবাণিকা, উগ্রা, তীব্রগন্ধা। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, ও উষ্ণ, এবং বাত, অর্শ, শ্লেষ্ম, শূল, আধ্মান, কৃমি, ও ছর্দ্দিনাশক। (রাজনি॰)

ভাবপ্রকাশ মতে অপর নাম—উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, অজ-মোদিকা, দীপ্যকা, দীপ্যা ও যবসাহ্বয়া। গুণ—পাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কটুতিক্ত রস, লঘু, অগ্নিদীপক, পিত্তবর্দ্ধক, শুক্রঘ্ন এবং শূল, বায়ু, কফ, উদর, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা ও কৃমিনাশক। [অজমোদা দেখ।]

যবান্ন (ক্লী) যবকৃতমন্নম্। যবের অন্ন, যবের ভাত।

যবাপত্য (ক্লী) যবস্য অপত্যং তজ্জাতত্বাৎ তথাত্বং। যবক্ষার। (রাজনি॰)

যবাম্ল (ক্লী) যবকাঞ্জিক, [illegible]

[illegible]মাদিত্যাদয়োদশীতরশ্মিবৌ জয়চন্দ্রাদিদশচক্রে রসমতিবিক্রমসকলত্রয়পঞ্চকতারা-ত্রয়েভ্যেযু পূর্ব্বফল্গুনীপূর্ব্বভাদ্রপদপূর্ব্বাষাঢ়ানুরাধাত্রয়েষ্বার্দ্রোত্তরামঘাস্বেযু যব-[illegible] বর্জ্জয়েৎ। [illegible] [illegible] বিযুবসংক্রান্তৌ অক্ষ-তৃতীয়াক বিকালঃ বর্জ্জয়েৎ। বৈশাখাষাঢ়ে জৈষ্ঠস্তরূপকে আষাঢ়কালকে [illegible] বর্জ্জয়েৎ।" (জ্যোতিষ)

"আতং যবাস্নং কটুকং বিপাকে বাতাপহং শ্লেষ্মহরং সরক্তং।
এপিত্তপ্রকোপং কুরুতে সভেদি বিদুষণং পিত্তগদাসৃজোশ্চ॥"
(অত্রিস° ১১ অ°)

গুণ—পাকে কটু, বাত ও শ্লেষ্মনাশক, রক্তবর্দ্ধক, পিত্তবর্দ্ধক, ভেদক, পিত্তজন্ত পীড়া ও রক্তদোষ-নাশক।

যবাম্লজ (ক্লী) যবাম্লাভ্যাং জায়তে ইতি জন-ড। যবাম্ল, সৌবীরকাঞ্জিক। (রাজনি°)

যবাশিরস্ (ক্লী) যবনির্ম্মিত দ্রব্য। "হন্তে সোম গবাশিরো যবাশিরো ভজামহে" (ঋক্ ১।১৮৭।৯) 'যবাশিরঃ যববিকার'-দ্রব্যণদ্রব্যং' (সায়ণ)

যবাষ (ক্লী) নষ্টকারী কীটবিশেষ। এই কীট যবশস্যের হানিকারক।

যবাষিক (ত্রি) যবাষ নামক কীটসম্বন্ধীয়। যবাষদষ্ট।

যবাষিন্ (ত্রি) যবাষসংযুক্ত।

যবাস (পুং) যৌতীতি যু-(যুবৃষিভ্যাং কিৎ। উণ্ ৪।২) ইত্যাদিনা আস। (Alhagi maurorum) যাসক্ষুপ, দুরালভা।

'যাসো যবাসো দুস্পর্শো ধনোযাসো দুরালভা' (রত্নমালা)

ভারতবর্ষের মধ্যে গাঙ্গের উপত্যকা ও মধ্যভারত, কোঙ্কণপ্রদেশে, হিমালয়তটে, দক্ষিণআফ্রিকার মরুদেশে, মিসর, আরব, এসিয়ামাইনর, গ্রীস, বেলুচিস্থান প্রভৃতি নানাস্থানে এই ক্ষুপ বিস্তৃতভাবে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বিভিন্ন দেশে এই বৃক্ষ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—যবাসা, জবাস, জনবাসা, যবাসা, যবানসা; কচ্ছ—জবাশা; বাঙ্গালা—যবাসা, দুলাললতা; সংস্কৃত—দুরালভা, গিরিকর্ণিক, যবাস; পারস্য—শুতর-খার, উস্তর-খার, খার-ই-শুতর; আরব—আল্‌হজু, হাজ্, আকুল, শোকুল-জমাল, তেলগু—গিরিকর্ণিক, তেল্ল, গিলিয়চেট্টু।

ইহার গুণ—তিক্তরস, শীতল ও পিত্তঘ্ন। ফুল কিংবা ডালের পুলটিস দিলে অথবা ডালের ধূম লাগাইলে অর্শরোগ বিদূরিত হয়। ইহার কাথ হইতে তিক্তমধু যবশর্করা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বালকদিগের কাশ রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। কাঁচারসে চক্ষুত্বকের ঘোলাভাব (Opacities of the cornea) বিদূরিত এবং নাশ লইলে আধকপালে (Megrim) ধরার যাতনা দূর হয়। সেবনে মূত্ররোধ নাশ করে। উষ্ণজলে ভিজাইলে সেই জল ঘর্ম্মকারক। ইহার পত্র হইতে যে তৈল বাহির হয়, তাহা গাত্রোপরি মর্দন করিলে বাতব্যাধির উপশম হয়।

ইহার ডাল হইতে চূর্ণবৎ আটা নির্গত হয়। মধ্যএসিয়ায় উহাকে 'তরঞ্জবীন্' বলে। ইংরাজীতে উহা Manna নামে প্রসিদ্ধ। ঐ আটা শুকাইলে সাগুদানার ন্যায় গোলাকার দানাযুক্ত হয়। ভারতজাত বৃক্ষে এই মিষ্ট নির্য্যাস প্রায় জন্মিতে দেখা যায় না। খোরাসান, কুর্দ্দিস্থান, হামদান, পেশাবর, পারস্য ও বোখারা প্রভৃতি স্থান হইতে ইহার আমদানী হয়। গ্রীষ্মকালে যখন সকল প্রকার তৃণগুল্মাদি শুকাইয়া যায়, তখন ইহার পত্র উষ্ট্রাদির একমাত্র আহার্য্য হইয়া পড়ে। উত্তরভারতে ইহার ডালে একপ্রকার টাটি (শীতলপাটি) প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২ খদিরভেদ।

"কণ্টকী বাসপত্রশ্চ যবাসঃ খদিরস্তথা।" (শব্দমালা)

৩ কণ্টকী ক্ষুপবিশেষ, চলিত যবাসা, পর্য্যায়—যাস, বহুকণ্টক, অম্লক, ক্ষুদ্রেক্ষুদী, রোদনিকা, কচ্ছুরা, বালপত্র, বিষয়, কণ্টকালুক, ত্রিকর্ণিকা, গান্ধারী, অনন্তা। গুণ—মধুর, তিক্ত, শীতল; পিত্ত, পীড়া ও দাহনাশক; বলবর্দ্ধক; তৃষ্ণা, কফ, ছর্দ্দি এবং বিসর্পনাশক। (রাজনি°)

যবাসক (পুং) যবাস-স্বার্থে কন্। দুরালভা। (শব্দর°)

যবাসশর্করা (স্ত্রী) যবাসেন তদ্রসেন কৃতা শর্করা, শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। যবাসরসঘটিত শর্করা। পর্য্যায়—সুধামোদক, মোদক, তবরাজ, খণ্ডসর, খণ্ডজ, খণ্ডমোদক। গুণ—অতি মধুর, পিত্তঘ্ন ও তৃষ্ণানাশক। (রাজনি°)

যবাসা (স্ত্রী) যবাস-টাপ্। গুণ্ডাসিনী তৃণ। (রাজনি°)

যবাসিনী (স্ত্রী) যবাসক্ষুপপূর্ণ ক্ষেত্র বা দেশ।)

যবাহর, দাক্ষিণাত্যের আহমদনগর জেলার অন্তর্গত একটী সামন্ত রাজ্য। এখানকার সামন্ত সর্দারগণ কোলিবংশ-সম্ভূত।

যবাহার (ত্রি) ১ যবাহজীবী।

যবাহ্ব (পুং) যবমাহ্বয়তি স্বকারণত্বাদিতি আ-হ্বে-ক। যবক্ষার। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ যবানী। ৩ দুরালভা। (বৈদ্যকনি°)

যবিক (ত্রি) যবোঽস্ত্যস্যেতি (তুন্দাদিভ্য ইলচ্ চ। পা ৫।২।১১৭) ইতি ঠন্। যবযুক্ত, যববিশিষ্ট। এই অর্থে ইলচ্ প্রত্যয় করিয়া যবিল পদ হইবে।

যবিন্, ব্রহ্মের তেনাসেরিম বিভাগের তৌঙ-নগুবাসী জাতিবিশেষ। পেগুয়োমা পর্ব্বতের ঢালুদেশেই ইহাদের বাস। ইহারা কৃষিজীবী। রেশম উৎপাদনই ইহাদের প্রধান ব্যবসা। সকলে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

যবিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন যুবা ইতি যুবন্ ইষ্ঠন্ যবাদেশশ্চ। অতিশয় যুবা। (পুং) ২ কনিষ্ঠভ্রাতা।

"ভ্রাতুর্যবিষ্ঠস্য সুতান্ বিবন্ধূন্ প্রবেশ্য লাক্ষাভবনে দদাহ।"
(ভাগবত ৩।১।৬)

৩ অগ্নি। (তৈত্তি° স° ২।৬।৩।১)

৩ ঋষিভেদ। (ব্রহ্মপু°) বহুবচনে তদ্বংশধরকেই বুঝায়।
অভিবর্ষিষ্ঠ, ঋগ্বেদের ৮।৩১ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

যবিষ্ঠবৎ (ত্রি) যুবসদৃশ।

"যবিষ্ঠবদ্ বৃদ্ধতমোঽপি রাজা" (ভট্টি)

যবিষ্ঠ্য (ত্রি) অতিশয় যুবা, যুবতম।

"অগ্নিং জাতবেদসং হোত্রবাহং যবিষ্ঠ্যং" (ঋক্ ৫।২৬।৭)

'যবিষ্ঠ্যং যুবতমং' (সায়ণ)

যবীনর (পুং) ১ অজমীঢ়ের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ২০) ২ দ্বিমীঢ়ের পুত্র। (ভাগবত ৯।২১।২৭) ৩ ভর্ম্যাশ্ব-পুত্র। (ভাগ° ৯।২১।৩২), ৪ বাহ্যাশ্ব। (হরিবংশ ৩২)

যবীয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন যুবা যুবন্ (দ্বিবচন-বিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ। পা ৫।৩।৫৭) ইতি ঈয়সুন্। ১ অতিশয় যুবা। ২ কনিষ্ঠ।

"অবাচ্যো দীক্ষিতো নাম্না যবীয়ানপি যো ভবেৎ॥"

(মনু ২।১২৮)

যবীয়ুধ (ত্রি) রণপ্রিয়। (ঋক্ ৮।৪।৬)

যবু, কাবুলজাত ক্ষুদ্র অশ্বজাতিবিশেষ।

যবোথ (স্ত্রী) যবেভ্য উত্তিষ্ঠতীতি উৎ-স্থা-ক। সৌবীরক।

যবোদর (স্ত্রী) যবের মধ্যভাগ। লঘু পরিমাণ নির্দ্দেশার্থ যবোদর গৃহীত হইয়া থাকে। (মার্ক° পু° ৪৯।৩৭)

যবোদ্ভব (পুং) যবক্ষার। (রাজনি°)

যবোদ্ভূতা (স্ত্রী) যবশর্করা। (বৈদ্যকনি°)

যবোর্বরা (স্ত্রী) যবক্ষেত্র। (শাখা° শ্রৌ° ১৪।৩০।১৪)

যব্য (ত্রি) যবানাং ভবনং ক্ষেত্রং, যব-(যবযবকষষ্টিকাদ্ যৎ। পা ৫।২।৩) ইতি যৎ। যবাদিভবনোচিতক্ষেত্র। পর্য্যায় যবক্য, ষষ্টিক্য, যবোচিত, যবকোচিত। (শব্দরত্না°)
যবেভ্যো হিতং (খলযবমাষতিলবৃষব্রহ্মণশ্চ। পা ৫।১।৭) ইতি যৎ। ২ যবহিত। (পুং) ৩ মাস।

"যব্যবহং শ্রাবণাদি সর্ব্বা নদ্যো রজস্বলাঃ।
তাসু স্নানং ন কুর্ব্বীত বর্জ্জয়িত্বা সমুদ্রগাঃ॥"

(প্রায়শ্চিত্তত্ত্ব গঙ্গাখ্যা°)

(স্ত্রী) ৪ নদীভেদ।

"বার্ণ বা যব্যাভির্বর্দ্ধতি শূরব্রহ্মাণি" (ঋক্ ৮।৮৭।৮)

'যব্যাভিঃ নদীভিঃ অবনয়ঃ যব্যা ইতি নদীনামসু পাঠাৎ'

(সায়ণ)

যব্যাবতী (স্ত্রী) হরিযূপীয়া নামে একটী নদী বা একটী নগরী।

"যব্যাবত্যাং পুরুহূত শ্রবস্যা" (ঋক্ ৬।২৭।৬)

"যব্যাবত্যাং পূর্ব্বোক্তায়াং হরিযূপীয়ায়াং'

'হরিযূপীয়া [illegible] নদী, নগরী বা, তস্যাং' (সায়ণ)

যশঃকর্ণ (পুং) গঙ্গা দেশের রাজপুত্রভেদ।

যশঃকর্ণদেব, চেদিরাজ্যের কলচুরিবংশীয় ১৪শ নরপতির শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি অন্ধ্ররাজকে পরাজিত করিয়া চম্পারণ্য লুণ্ঠন করেন। কন্নোজপতি গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ১১২২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন।

যশঃকেতু (পুং) রাজপুত্রভেদ। (কথাসরিৎসা° ৮০।৪)

যশঃপটহ (পুং) যশঃসূচকঃ পটহঃ, শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। ঢক্কা। (অমর) যশঃসূচক ঢাক, যশের ঢাক।

যশঃপাল (পুং) ১ কোশাম্বমণ্ডলের জনৈক রাজপুত্র।

২ মোহরাজ-পরাজয়প্রণেতা। ইনি রাজা অজয়দেবের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার পিতা ধনদেবও প্রধান সচিব ছিলেন। ইঁহারা মোঢ়বংশীয়।

যশদ (স্ত্রী) ধাতুবিশেষ, চলিত দস্তা। (Zinkum, Zink) ইহা পর্ব্বতজাত ধাতু। এই ধাতু শোধন ও মারণ করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়, অশোধিত দস্তা বিষবৎ অপকারক। ইহার শোধন ও মারণের বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে :—

শোধন-বিধি—দস্তা অগ্নির উত্তাপে দ্রব করিয়া তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র, কুলত্থকলায়ের কাথ এবং আকন্দের আটা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্যে যথাক্রমে তিন তিন বার নিঃক্ষেপ করিলে শোধিত হয়।

মারণ-বিধি—একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে দস্তা গলাইয়া তাহার চারি ভাগের একভাগ তেঁতুল গাছের ও অশ্বত্থগাছের বল্কচূর্ণ করিয়া উহাতে নিঃক্ষেপার্থ লৌহের হাতা দিয়া চালনা করিতে হইবে। এইরূপে দুইপ্রহর কাল অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া এইরূপ চালনা করিলেই ইহা ভস্ম হয়। তৎপরে উক্ত ভস্মের সমপরিমাণ হরিতাল উহাতে নিঃক্ষেপ এবং অম্লদ্বারা মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে। পুনরায় উহাকে অম্লদ্বারা মর্দ্দন করিয়া দশ অংশের এক অংশ হরিতালের সহিত একপ্রহর কাল পুটে পাক করিবে। এইরূপ নিয়মে দস্তার মারণ করিতে হয়। শোধিত দস্তা কষায়তিক্তরস, শীতবীর্য্য, চক্ষুর অত্যন্ত হিতকারক এবং কফ, পিত্ত, মেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ-নাশক। (ভাবপ্র°) [দস্তা দেখ]

যশদ আয়ুষ্মত্, বৌদ্ধ অর্হদ্ভেদ। মহাবোধিনির্ব্বাণের ১১০ বর্ষ পরে ইনি কোশলরাজ্যে অবস্থিত ছিলেন।

যশদান, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় পলিটিক্যাল এজেন্সীর গোহেলবাড় বিভাগের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্ত-রাজ্য। ভূপরিমাণ ২৮০ বর্গমাইল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত এই রাজবংশের মিত্রতা স্থাপিত হয়।

বড়োদার গাইকোবাড়, জুনাগড়ের নবাব ও ইংরাজ-রাজকে ইহাঁরা সর্ব্বসমেত ১০৬৭০ টাকা কর দিয়া থাকেন। সৈন্য-সংখ্যা ৩৪১ জন।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা০ ২২° ৫´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭১° ২০´ পূঃ। এই নগর বহু প্রাচীন কালে গঠিত। পূর্ব্বতন কত্রপ-রাজবংশসম্ভূত স্বামী চষ্টনের নামানুসারে এই নগর যশদান নামে আখ্যাত হয়। জুনাগড়ের ঘোরী বংশের রাজত্বকালে এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা আজিও ঘোরগড় নামে প্রথিত। এখানকার সর্দ্দারগণের দত্তক লইবার ক্ষমতা নাই। জ্যেষ্ঠভ্রাতা অতিরিক্ত 'মোহতাপ' (মাসহারা) পাইয়া রাজ্যাধিকারী হন এবং অপরাপর ভ্রাতা বিষয়ের অংশভাগী হইয়া থাকেন।

যশপুর, বাঙ্গালার ছোটনাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ১৯৬৩ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে ও পশ্চিমে সরগুজা রাজ্য, দক্ষিণে গাঙ্গপুর ও উদয়পুর এবং পূর্ব্বে লোহারডাগা জেলা।

এই ক্ষুদ্র রাজ্য পার্ব্বতীয় অধিত্যকায় ও উপত্যকায় পূর্ণ। পূর্ব্বদিকের উপরঘাট অধিত্যকা ক্রমশঃ পশ্চিমে হেটঘাট অধিত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া একবারে ঢালু হইয়া নিম্নভূমে মিলিত হইয়াছে। এই হেটঘাটের দক্ষিণে যশপুরের শস্য ও শ্যামলতৃণমণ্ডিত সমতলক্ষেত্র। উপর-ঘাট অধিত্যকা হইতে উত্তরপশ্চিমে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর খুরিয়া নামক অধিত্যকা। এই অধিত্যকাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নিম্নদেশ দিয়া শোণনদের ইব ও কন্হার শাখা প্রবাহিত। রাণিজুলা, কোহিয়ার ও ভরমুরিও এখানকার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মাধোজী ভোঁসলে (অপা সাহেব) কর্ত্তৃক এই রাজ্য সরগুজা সহ ইংরাজকরে প্রদত্ত হয়। এই রাজ্য সরগুজার অধীন হইলেও, এখানকার সর্দ্দারদিগকে সরগুজা রাজসরকারে কোন কর দিতে অথবা কোনরূপ আনুগত্য স্বীকার করিতে হয় না। সর্দ্দারগণ কেবল মাত্র ইংরাজ-রাজকে বার্ষিক ৭৭৫ টাকা কর দিয়া থাকেন।

এখানে লৌহ ও স্বর্ণ পাওয়া যায়। বন্যবিভাগ হইতে শাল, সেগুন, শিশু ও আবলুস্ কাষ্ঠ এবং লাক্ষা (গালা), তসর ও মোম প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

রাজা জগদীশপুরে (যশপুরনগরে) অবস্থান করেন।

যশপুর, ছোটনাগপুরের অন্তর্গত একটী শৈলমালা। অক্ষা০ ২২° ৫৯´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৩° ৩৮´ পূঃ। এই পর্ব্বতের সর্ব্বপ্রধান শৃঙ্গ রাণিজুলা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৫২২ ফিট, কোহিয়ার ৩৩৯৩ ফিট, ভরমুরিও ৩৩৯০ ফিট, তিজি ৩৩০০ ফিট, লিওজবীর ৩২৯৩ ফিট, ভুমরুজা ৩২৮৫ ফিট, তলোঙ্গা ৩২৫৮ ফিট, দুলুম্ ৩২৪৮ ফিট, গড় ৩২২৬ এবং ধাস্মা ৩২২২ ফিট উচ্চ। ইহা অপেক্ষা আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিশৃঙ্গ আছে। সকল শৃঙ্গগুলিই বনমালা-বিমণ্ডিত।

যশপুর, যুক্তপ্রদেশের তরাই জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৯°১৬´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮°৫২´৩০´´ পূঃ।

যশপুর, যুক্তপ্রদেশের বান্দাজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামের সীমান্তস্থিত অভয়পুর দুর্গ হুমায়ুন নামক জনৈক দস্যুসর্দ্দারের স্থাপিত। এই ব্যক্তি ১৮শ শতাব্দে বহু দলবল সংগ্রহ করিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করে। কেন নদীর কাটাখাল ইহাঁরই যত্নে ও ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। এখনও ঐ খাল হইতেই গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমুদায়ে জল সরবরাহ হইয়া থাকে।

যশরোতা, কাশ্মীররাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ৩২°২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫°২৭´ পূঃ। পূর্ব্বে ইহা একটী সামন্তরাজ্য ছিল। রাজা রণজিৎ সিংহ শেষ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া এই রাজ্য অধিকার করেন।

যশশ্চন্দ্র (পুং) রাজিমতিপ্রবোধনামক নাটকপ্রণেতা। তীর্থঙ্কর নেমিনাথ এই গ্রন্থের নায়ক।

যশশ্চন্দ্র জনৈক গড়াদেশাধিপতি।

যশঃশেষ (পুং) ১ মরণ। (ত্রি) যশ এব শেষোঽস্য। ২ মৃত।

"ততঃক্রমেণ তেনৈব স্মরজ্বরভরোল্বণা।
প্রক্ষীণদেহঃ প্রযযৌ স যশঃশেষতাং নৃপঃ॥"(কথাসরিৎ° ৯১।৪৪)

যশঃসাগর, সমাসশোভা নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

যশঃস্বামিন্, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি ব্রহ্মযশঃস্বামিন্ নামে পরিচিত ছিলেন।

যশস্ (ক্লী) অশ্নুতে ব্যাপ্নোতীতি অশ (অশের্দেবনে যুট্ চ। উণ্ ৪।১৯০) ইত্যসুন্ যুট্ চ। সুখ্যাতি। পর্য্যায়—কীর্ত্তি, সমজ্ঞা, সমাখ্যা, কীর্ত্তনা, অভিধান, আজ্ঞা, সমজ্যা। (শব্দরত্না৽)

কোন মতে দানাদি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে খ্যাতি, তাহাকে যশঃ কহে। আবার কীর্ত্তি এবং শৌর্য্যাদি হইতে যে খ্যাতি হয়, তাহাকেও যশ বলা যায়। কেহ বলেন যে, যশ ও খ্যাতিতে প্রভেদ এই যে, জীবিত ব্যক্তির যে খ্যাতি তাহাকে যশ, এবং মৃত ব্যক্তির খ্যাতি তাহাই কীর্ত্তি।

"দানাদিপ্রভবা কীর্ত্তিঃ শৌর্য্যাদিপ্রভবং যশঃ। ইতি মাধবী। অতএব যশঃকীর্ত্ত্যোর্ভেদস্তাপি বর্ণনাৎ যশঃকীর্ত্তি-পরিভ্রষ্টো জীবন্নপি ন জীবতি। ইতি কস্যচিৎ প্রয়োগঃ। জীবতঃ খ্যাতির্যশো মৃতস্য খ্যাতিঃ কীর্ত্তিরিতি কেচিৎ তন্ন সাধু—"কীর্ত্তিস্তে নৃপদূতিকেতি প্রয়োগদর্শনাৎ।" (অমরটীকা ভরত ১।৬।১১)

কীর্ত্তি ও যশের মধ্যে যে প্রভেদ দর্শিত হইল, তাহা সুসঙ্গত নহে।

কাহারও কীর্ত্তি নাশ করিতে নাই, স্বকীর্ত্তি বা পরকীর্ত্তি-নাশক ব্যক্তি নরকগামী হয়।

"হন্তি যঃ পরকীর্ত্তিঞ্চ স্বকীর্ত্তিং মানবাধমঃ।
স কৃতঘ্ন ইতি খ্যাতস্তৎফলঞ্চ নিশাময়॥
অন্ধকূপে বসেৎ সোঽপি যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ।
কীটৈর্নকুলমানৈশ্চ ভক্ষিতঃ সততং নৃপ॥
তপ্তক্ষারোদকং পাপী নিত্যং পিবতি খাদতি।
ততঃ সর্পো জন্ম সপ্ত কাকঃ পঞ্চ ততঃ শুচিঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৪৯ অ°)

২ অন্ন। "বয়ংস্যামযশসো জনেষু" (ঋক্ ৪।৫২।১১)
'যশসঃ কীর্ত্তেরন্নস্য বা' (সায়ণ) (ত্রি) ৩ যশস্বী।
"ত্বমিন্দ্রযশা অস্যৃজীষী শবসস্পতে" (ঋক্ ৮।৭৯।৫)
'ত্বং যশাঃ যশস্ব্যসি ভবসি' (সায়ণ)

কবি যশোবর্ণনস্থলে যশকে শুভ্ররূপে বর্ণন করিবেন।
"মালিন্যং ব্যোম্নি পাপে যশসি ধবলতা বর্ণ্যতে হাসকীর্ত্ত্যোঃ"
(সাহিত্যদ°)

যশস্ কবি, ভাষানুশাসন-প্রণেতা।

যশস্ ভট্ট, একজন প্রাচীন কবি।

যশস্কর (ত্রি) যশস্করোতি যশ (কৃঞো হেতুতাচ্ছীল্যানুলোম্যেষু। পা ৩।২।২০) ইতি ট। কীর্ত্তিকারক, সুখ্যাতি-জনক। স্ত্রিয়াং টাপ্। যশস্করী বিদ্যা।
(স্ত্রী) ২ বিষ্ণুক্ষেত্রবিশেষ।
"বিরজং পুষ্পবত্যায়াং বালক্রামীকরে বিদুঃ।
যশস্করং বিপাশায়াং মাহিষ্মত্যাং হুতাশনম্॥"
(নরসিংহপু° ৬২ অ°)
(পুং) ৩ শোভাবতীপুরী-জাত ব্রাহ্মণবিশেষ।
"তস্যাং যশস্করো নাম বিদ্যানাঢ্যো বহুক্রতুঃ।
ব্রাহ্মণোঽভূদভূতস্য সৎপত্নী মেখলেতি চ॥"
(কথাসরিৎ° ১০৪।১৯)
স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৪ বৃহজ্জীবন্তীলতা। (রাজনি°)
৫ শঙ্খিনী। (বৈদ্যকনি°)

যশস্কর, অলঙ্কাররত্নাকরোদাহরণ-সন্নিবদ্ধ-দেবীস্তোত্রর-চয়িতা। ইনি কাশ্মীরবাসী ছিলেন।

যশস্করদেব, কাশ্মীরের জনৈক রাজা। ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।
(রাজতরঙ্গিণী ৫।৪৪৮-৪৯)

যশস্কাম (ত্রি) যশসি কামো যস্য। যশঃপ্রার্থী, যাহারা যশ কামনা করে।

যশস্কৃৎ (ত্রি) যশস্কর।

যশস্য (ত্রি) যশসে হিতঃ যশস্-যৎ। যশের নিমিত্ত হিত-কর, যশের উপকারক।
"ইদং স্বস্ত্যয়নং শ্রেষ্ঠমিদং বুদ্ধিবিবর্দ্ধনং।
ইদং যশস্যমায়ুষ্যমিদং নিঃশ্রেয়সং পরম্॥" (মনু ১।১০৬)
স্ত্রিয়াং টাপ্। জীবন্তী, ঋদ্ধিনামৌষধ। (রাজনি°)

যশস্য্য (ত্রি) যশোলাভেচ্ছু।

যশস্বৎ (ত্রি) যশোঽস্ত্যস্য যশস্-মতুপ্, মস্য ব। কীর্ত্তি-বিশিষ্ট, কীর্ত্তিযুক্ত।
"যথেন্দ্রো দ্যাবাপৃথিব্যোর্যশস্বান্ যথাপ ওষধীষু যশস্বতীঃ"
(অথর্ব্ব ৬।৫৮।২)

যশস্বিন্ (ত্রি) যশোঽস্ত্যস্যেতি যশস্ (অস্মায়েতি। পা ৫।২।১২১) ইতি বিনি। যশোবিশিষ্ট, কীর্ত্তিমান্।
"বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং গৃহস্থানাং যশস্বিনাং।
শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্ম্মো নিশ্রেয়সঃ পরঃ॥" (মনু ৯।৩৩৪)

যশস্বিন্ কবি, সাহিত্যকৌতূহল ও সদুজ্জলপদা নাম্নী টীকা-প্রণেতা। গোপালের পুত্র।

যশস্বিনী (স্ত্রী) যশস্বিন্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ খ্যাতিমতী। ২ বন-কার্পাসী। (শব্দরত্না°) ৩ যবতিক্তা। ৪ মহাজ্যোতি-ষ্মতী। (রাজনি°) ৫ সত্যব্রতের পত্নী।
(কথাসরিৎসা° ৭৩।২৫৭)
৬ গঙ্গা। "যশস্বিনী যশোদা চ যোগ্যা যুক্তাত্মসেবিতা।"
(কাশীখ° ২৯।১৪১)

যশোগুপ্ত, মগধবাসী জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণ। ইনি স্বীয় গুরু জ্ঞান যশদেব সহযোগে ৫৬৪ হইতে ৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৬৯ খানি বৌদ্ধগ্রন্থ চীন ভাষায় অনূদিত করেন।

যশোগোপি (পুং) কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রের একজন ভাষ্য-কার। ভাষ্যকার অনন্ত ইহাঁর নামোল্লেখ করিয়াছেন।

যশোঘ্ন (ত্রি) যশো হন্তি হন্-ক। যশোনাশক, যশের বিঘ্নকারক।
"অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনম্।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৮।১২৭)
স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

যশোজী কঙ্ক, জনৈক পার্ব্বতীয় মহারাষ্ট্র সর্দার, মহারাষ্ট্র-কেশরী ছত্রপতি শিবাজীর জনৈক বিখ্যাত অনুচর। ইঁহারই অমিতপরাক্রম, সাহস ও বীর্য্যবলে শিবাজী বহু রণপ্রাঙ্গণে জয় লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাকে শিবাজীর দক্ষিণহস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কখনও ইনি শিবাজীর পার্শ্ব ত্যাগ করেন নাই। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহারই সাহায্যে নীরানদীতীরবর্ত্তী

তোর্ণা দুর্গ অধিকৃত হয়। তদবধি শিবাজীর ভাগ্যাকাশে গৌরবরবি শোভা পাইতে লাগিল। [শিবাজী দেখ।]

যশোদ (ত্রি) যশোদদাতীতি দা-ক। ১ যশোদাতা। (পুং) ২ পারদ, পারা। এই শব্দ পারদ অর্থে ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

"সুবর্ণং রজতং তাম্রং রঙ্গং যশোদমেব চ।
সীসং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ॥" (বরাহপু০)

যশোদা (স্ত্রী) যশোদদাতীতি দা-ক-টাপ্। ১ যশোদাত্রী। ২ নন্দপত্নী। শ্রীকৃষ্ণের পালিতা জননী। যোগমায়া যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রাখিয়া এই কন্যা লইয়া গমন করেন। [কৃষ্ণ দেখ]

মহাভাগবতপুরাণের মতে—শিবনিন্দাশ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে দক্ষ ও প্রসূতি উভয়েই অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। আবার কিরূপে ভগবতীকে লাভ করিতে পারেন, এই আশায় দক্ষ হিমাদ্রিপ্রস্থে গিয়া শতবর্ষ দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। তৎপত্নী প্রসূতিও পরমেশ্বরীর নিকট এইরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তাঁহাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন, দ্বাপরান্তে পৃথিবীতে গিয়া কন্যারূপে আবির্ভূত হইব, কিন্তু আমি কন্যারূপে তোমাদের গৃহে থাকিতে পারিব না। দেবী এই বর দিয়া অন্তর্হিত হইলে যথাকালে দক্ষ নন্দরূপে ও প্রসূতি যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন,—

"স দক্ষ এব নন্দস্তু যশোদাপি তদঙ্গনা।
কারণাদপি চৈতস্মাৎ যশোদা গর্ভসম্ভবা॥
দেবী ভগবতী স্বর্গং জাতমাত্রাৎ সমভ্যগাৎ।"(মহাভাগ°পু° ৫০)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—বসুদিগের মধ্যে দ্রোণ নামে এক জন বসুশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ধরা তাঁহারই সাধ্বী সহধর্ম্মিণী। একদা ধরা ও দ্রোণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে গৌতমাশ্রমের নিকটে সুপ্রভাতটে কৃষ্ণের দর্শন পাইবার জন্ম অযুতবর্ষ কঠোর তপস্যা করেন, এমন কি তাহাতেও কৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া উভয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিবার জন্ম উদ্যোগী হন। এই সময় দৈববাণী হইল, হে বসুশ্রেষ্ঠ! জন্মান্তরে তোমরা শ্রীহরির দর্শন লাভ করিবে। অনন্তর দ্রোণ নন্দরূপে ও ধরা যশোদা রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। (শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১অ°)

২ দিলীপ-রাজর্ষির মাতা।

"তেষাস্তু মানসী কন্যা যশোদানাম বিশ্রুতা।
পত্নী সা বিশ্বমহতঃ স্নুষা চ বৃদ্ধশর্ম্মণঃ॥
রাজর্ষেজ্জননী চাপি দিলীপস্য মহাত্মনঃ॥" (হরিব° ১৮অ°)

যশোদামন্, (২য়) অনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। ইহঁার রুদ্রসিংহের পুত্র। ৩১৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

যশোদেব (পুং) ১ বৌদ্ধযতিভেদ। ২ রামচন্দ্রের পুত্র।

যশোদেব, অনৈক কবি। ইনি কচ্ছপঘাত বংশীয় রাজা মহীপাল দেবের শিলালিপি রচনা করেন।

যশোদেব, নেপালের অনৈক রাজা।

যশোদেবসূরি, পাক্ষিকসূত্রবৃত্তিরচয়িতা। চন্দ্রসূরির শিষ্য। ইনি অনহিলবাড়ে থাকিয়া ১১৮০ সম্বতে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। ১১৭৪ সম্বতে সম্বতে উক্ত নগরে দেবগুপ্ত শিষ্য যশোদেব নবতত্ত্বপ্রকরণের টীকা রচনা করেন। এই দুই যশোদেব সম্ভবতঃ এক ব্যক্তি হইবেন।

যশোদেবী (স্ত্রী) বৈনতেয়ের কন্যা ও বৃহন্মনার পত্নী।

যশোদেবী, বাঙ্গালার সেনবংশীয় রাজা হেমন্ত-সেনের মহিষী।

যশোধন (ত্রি) যশএব ধনং যেষাং। ১ যশই যাহাদের একমাত্র ধন। "যশোধনো ধেনুমৃষের্মুমোচ।" (রঘুবংশ)
২ রাজভেদ।

যশোধন, ধনঞ্জয়বিজয়ব্যায়োগপ্রণেতা।

যশোধর (পুং) ১ কর্ম্মমাসের পঞ্চম দিন। (ত্রি) ২ যশ ধারণ করে যে। ৩ উৎসর্পিণীর ১৯শ অর্হৎ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ১৮শ অর্হদ্। ৪ কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর পুত্রভেদ।

যশোধর, ১ জয়মঙ্গলা নাম্নী বাৎস্যায়নের কামসূত্রের টীকাপ্রণেতা। ২ শিবচূড়ামণিপ্রণেতা। ৩ রসপ্রকাশসুধাকররচয়িতা।

যশোধর, রাজভেদ।

যশোধরভট্ট, প্রায়শ্চিত্তবিনির্ণয়-রচয়িতা।

যশোধরমিশ্র, অনৈক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্, কংসারিমিশ্রের পুত্র। ইনি দৈবজ্ঞচিন্তামণি ও কলচন্দ্রিকা নামে দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন। [পাশ্চাত্য বৈদিক দেখ]

যশোধরা (স্ত্রী) ১ বুদ্ধদেবের পত্নী। রাহুলের মাতা। [বুদ্ধ দেখ]
২ কর্ম্মমাসের চতুর্থ রজনী।

যশোধরের (পুং) যশোধরের পুত্র।

যশোবর্ম্মন্, মালবের একজন প্রবল পরাক্রান্ত শৈব নৃপতি। ইহার মন্দসোর শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছে,—পূর্ব্বে লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহেন্দ্রাচল পর্য্যন্ত সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এমন কি গুপ্ত ও হূণ রাজগণ যে সকল প্রদেশ জয় করিতে সমর্থ হন নাই, ইনি সেই সকল জনপদও করায়ত্ত করিয়াছিলেন। হূণাধিপ

মিহিরকুলও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মন্দসোরের আর এক খানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি ৫৮৯ মালব-সম্বতে অর্থাৎ ৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন।

চীন-পরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াং মগধাধিপ বালাদিত্য (নরসিংহগুপ্ত)-হস্তে মিহিরকুলের পরাজয় ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে পুরাবিদ্‌গণ মনে করেন যে,মগধাধিপ বালাদিত্য ও মালবপতি যশোধর্ম্মা উভয়ের চেষ্টায় মিহিরকুলের অধঃপতন সাধিত হয়। চীন-পরিব্রাজক তাঁহার ষষ্টি বর্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী যে মালবাধিপ শিলাদিত্য (বিক্রমাদিত্যের) উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারই প্রকৃত নাম 'যশোধর্ম্মা' বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

যশোধবল, চন্দ্রাবতীর জনৈক পরমার-সর্দ্দার।

যশোধা (ত্রি) যশো দধাতীতি ধা-কিপ্। কীর্ত্তিধারী।

"কচ্চিদ্ যশোধারথযূথপানাং গাণ্ডীবধন্বোপরতারিরাস্তে।
(ভাগ° ৩।১।৩৭) 'যশোধা যশোধারী' (স্বামী)

যশোধামন্ (ক্লী) যশসঃ ধাম। যশের আশ্রয়।

"প্রণম্য শিরসাধীশমুত্তমঃশ্লোকমব্যয়ম্।
অগায়ত যশোধাম কীর্ত্তন্যগুণসংকথম্॥" (ভাগবত ৮।৪।৪)

যশোধারা (স্ত্রী) সহিষ্ণুর পত্নী। ইহার পুত্রের নাম কামদেব।

যশোনন্দি (পুং) রাজভেদ। (ভাগ° ১২।১।৩১)

যশোবল, পদ্মাবতীর গ্রহপতিবংশীয় জনৈক ব্যক্তি।

যশোভগিন্ (ত্রি) যশস্বী। খ্যাতিযুক্ত।

যশোভগীন (ত্রি) যশোভগ খ-চ। পা ৪।৪।১৩২ ইতি-খ। যশোভগবিশিষ্ট, যশোভাগী, যশস্বী। এই শব্দের উত্তর বৈদিক প্রয়োগেই খ প্রত্যয় হয়। লৌকিক প্রয়োগে হয় না।

যশোভগ্য (ত্রি) যশোভগ-মত্বর্থে (যেশো যশ আদের্ভগাদ্‌যল্। পা ৪।৪।১৩১) ইতি বেদে যল্। যশোভাগী, যশস্বী। এইশব্দও বৈদিক প্রয়োগে জানিতে হইবে।

যশোভট রমাঙ্গদ, জনৈক পশ্চিম ক্ষত্রপ। দামসেনের পুত্র। ইনি (১ম) যশোদামন্ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

যশোভদ্র (পুং) ১ জনৈক বৈয়াকরণ। জিনেন্দ্রব্যাকরণে ইহার উল্লেখ আছে। ২ জনৈক জৈন শ্রুতকেবলী।

যশোভীত, জনৈক কলিঙ্গরাজ। ইহার প্রকৃত নাম মাধব।

যশোভৃৎ (ত্রি) যশো বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্। যশস্বী।

যশোমতী (স্ত্রী) যশোদা। (ত্রি) ২ যশোমণ্ডিতা।

যশোমতীদেবী, স্থাণ্বীশ্বররাজ প্রভাকর-বর্দ্ধনের পত্নী।

যশোমত্য (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কপু° ৫৮।৪৩)

যশোমাধব (পুং) বিষ্ণু। (হেম)

যশোমিত্র, একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য ও বৌদ্ধ দার্শনিক। বসুবন্ধু যে 'অভিধর্ম্মকোষ' রচনা করেন, ইনি তাহারই ব্যাখ্যা লিখিয়া বৌদ্ধসমাজে পূজিত হইয়াছেন। ইহার "অভিধর্ম্ম-কোষব্যাখ্যা" পাঠ করিলে সৌত্রান্তিক মতের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

যশোরথ } বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কাশীর একজন রাজা।
যশোরাজ } এই রাজা এবং তাঁহার পিতা, পত্নী ও বন্ধুবান্ধব সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যশোলেখা, রাজকন্যাভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫৭।২৩)

যশোবতী, বৈশালীর সিংহ-সেনাপতির পুত্রবধূ। নেপালী বৌদ্ধদিগের কল্পদ্রুমাবদানে লিখিত আছে, বুদ্ধ শাক্যসিংহ বৈশালীতে গিয়া ইঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। যশোবতী বুদ্ধের চরণে বহু মণিমাণিক্য অর্পণ করিলে তাহা চন্দ্রাতপ-রূপে বুদ্ধের মস্তকোপরি শোভিত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব যশোবতীকে বলিয়াছিলেন যে, তিন কল্প পরে সম্যগ্-সম্বোধি লাভ করিয়া তুমি রত্নমতি বুদ্ধ নামে পরিচিত হইবে।

যশোবন্ দূন্, পঞ্জাবের হুসিয়ারপুর জেলার অন্তর্গত একটী উপত্যকা। শিবালিক শৈলমালা ও হিমালয় শ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। গাঙ্গের অন্তর্ব্বেদীর দেহরাদূন ও নাইনিরাজ্যের খিয়াদাদূন উপত্যকার সহিত ইহা একশ্রেণীবদ্ধ।

সাওন নামক পার্ব্বতীয় জলধারা এই বিস্তীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রায় দুই মাইল স্থান ব্যাপিয়া চলিয়াছে। এই উপত্যকার মধ্যে উনা নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪০৪ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। বহুপূর্ব্ব কাল হইতে এখানে একটা রাজপুত-সামন্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথাকার রাজপুত অধিবাসিগণ যশোবন্‌বাসী বলিয়া 'যশোবান্ রাজপুত' নামে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত।

যশোবন্তনগর, যুক্ত-প্রদেশের এতাবা জেলার অন্তর্গত একটি নগর। অক্ষা° ২৬°৫২′৫০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫৬′৩০″ পূঃ। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত রায় নামক জনৈক মৈনপুরী কায়স্থ এখানে আসিয়া বাস করেন, তিনি এই নগরের স্থাপনকর্ত্তা বলিয়া তাঁহারই নামানুসারে এই নগরের নামকরণ হয়। এই স্থানের বাণিজ্যপ্রাধান্যহেতু এখানে বহু ধনী বণিক ও মহাজন দিগের বসবাস হইয়াছে এবং তাহাদের যত্নে নানা মন্দির, পুষ্করিণী ও ঘাট নির্ম্মিত হইয়া হিন্দুর প্রাধান্য জ্ঞাপন করিতেছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৯ মে ৩য় সংখ্যক দেশীয় অশ্বারোহী সেনাদল এখানকার একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদ্রোহীদিগকে তাড়াইতে গিয়া ইংরাজসৈন্যের সহিত বিদ্রোহীদলের একটী খণ্ডযুদ্ধ হয়।

স্থানজাত শস্য ও পবাদি ব্যতীত এখানে নীল, তুলা ও কার্পাস বস্ত্রের বিস্তৃত কারবার আছে।

যশোবন্তরাও, জনৈক হিন্দু কবি। ইনি পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার রচিত এক খানি 'দিবান্' পাওয়া যায়।

যশোবন্তরাও (ঘোড়পড়ে), জনৈক মহারাষ্ট্র-সর্দার। ইনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-পক্ষ হইতে সন্ধিবিষয়ক প্রস্তাব লইয়া ইংরাজসেনানী জেনারল ওয়েলেস্‌লীর শিবিরে আগমন করেন। ইঁহারই দৌত্যে সিন্দে-রাজের সহিত ইংরাজযুদ্ধ বন্ধ হইয়াছিল। ইংরাজপ্রতিনিধি এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। ইনি ইংরাজের বদান্যতালাভের আশায় পেশবা বাজীরাওর গুপ্ত পরামর্শ ইংরাজসকাশে প্রকাশ করিয়া দিতেন। প্রকৃত পক্ষে, ইঁহারই বিশ্বাসঘাতকতায় দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রশক্তি ইংরাজ-কবলিত হইয়াছিল।

যশোবন্তরাও, (দাবাড়ে) জনৈক মহারাষ্ট্র সেনাপতি। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দের গুজরাত যুদ্ধে তাঁহার পিতা নিহত হইলে পেশবা বাজীরাও এই বালককে সেনাপতিপদে বরণ করেন। তাঁহার মাতা উমাবাই অভিভাবিকা হইলেন। বালক সেনাপতিকে কার্য্য-পরিচালনে অসমর্থ জানিয়া পেশবা পিলাজী গাইকবাড়কে সেনা খাসখেল উপাধি দিয়া ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। পরে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত পেশবা বালাজীরাওর নিকট হইতে অর্দ্ধেক গুজরাত-রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যশোবন্তরাও, (ভাউ) সিন্দেরাজের জনৈক সেনাপতি। ইনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেণ্ডারি সর্দার চিতুকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এজন্য রাজবৈরিজ্ঞানে মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস তাঁহাকে দণ্ড-বিধানার্থ জেনারল ব্রাউন্‌কে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। ঐ সেনাদল ২৮এ জানুয়ারী তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার জাবুদ নগর তোপে উড়াইয়া দেন ও ইংরাজরাজ তাঁহার অধিকৃত প্রদেশ কাড়িয়া লন।

যশোবন্তরাও (হোলকর), ইন্দোর-রাজ্যের হোলকর-বংশীয় মহারাষ্ট্ররাজ। তুকাজি রাও হোলকরের পুত্র। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে তুকাজি রাওর মৃত্যুর পর রাজ্যাধিকার লইয়া তাঁহার পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে বিবাদ বাধে। তাঁহার প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত কাশীরাও সিংহাসন অধিকার করেন, কিন্তু কনিষ্ঠ মল্লহর রাওকে সিংহাসনে বসাইবার নিমিত্ত অপর জারজপত্নী-গর্ভজাত পুত্র যশোবন্তরাও ও বিটুঠোজি বদ্ধপরিকর হন। এই বিবাদের সময় নানাফড়নবিশ মল্লহর রাওর পক্ষ এবং সিন্দেরাজ দৌলতরাও দুহুর কাশীরাওর পক্ষ অবলম্বন করেন। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধে মল্লহর রাও নিহত এবং যশোবন্ত রাও নাগপুরে ও বিটুঠোজি কোল্‌হাপুরে পলাইয়া যান।

যুদ্ধে জয়লাভের পর, দৌলতরাও মল্লহরের নাবালক পুত্র খণ্ডরাওকে তত্ত্বাবধানে রাখিলেন এবং কাশীরাও সিন্দে-রাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার বশতাপন্ন হইলেন। সুতরাং নানা-ফড়নবিশের রাজনৈতিক শক্তি একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই সময়ে সিন্দেরাজ মহারাষ্ট্রশক্তির একরূপ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানা-ফড়নবিশের মৃত্যু ঘটে। ঐ সময়ে যশোবন্ত রাও স্বীয় শক্তিসঞ্চয়ে অগ্রসর হইতেছিলেন। নাগপুর হইতে পলায়ন করিয়া তিনি ধার রাজ্যে আইসেন। এখানকার অধিপতি আনন্দরাও পেশবার ও সিন্দেরাজের তাড়নার ভয়ে তাঁহাকে আশ্রয়-দানে অশক্ত হইয়া, তাঁহার প্রাণ-রক্ষার্থ কয়েকজন মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য ও কিছু টাকা দিয়া বিদায় দেন। যশোবন্ত এই মুষ্টিমেয় সেনাদল লইয়া নানাস্থানে আক্রমণ ও লুণ্ঠন দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। এই সময়ে অর্থপ্রিয় অনেক দস্যু তাঁহার দলপুষ্টি করে। সৌভাগ্যক্রমে আমীর খাঁ নামক জনৈক পাঠান সর্দার তাঁহার সহিত যোগ দেয়। এই পাঠান বীরের বীর্য্য ও সাহস লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাকে হোলকর-রাজ্যোদ্ধারের প্রধান সহায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর যশোবন্ত আপনাকে পুনরায় বন্দিভাবে অবস্থিত ও খণ্ডেরাওর প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করিয়া হোলকর-বংশের মান ও গৌরব এবং দৌলতরাও সিন্দের অধীনতা হইতে হোলকররাজ্য উদ্ধারার্থ রাজ্যের অনুগত ব্যক্তিবর্গকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে স্বপক্ষ দৃঢ় করিয়া যশোবন্ত নর্ম্মদানদী পার হইয়া সিন্দেরাজের অধিকৃত গ্রামসমূহ লুণ্ঠনপূর্ব্বক কর আদায় করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সিভেলিয়ার ডুঁব্রেনেকের পরিচালিত কাশীরাওর সেনাদল যশোবন্তের নিকট পরাজিত হওয়ায় তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সেনা-পতি ডুঁব্রেনেক সদলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। আর্থিক সুবিধা হেতু এই সময়ে তিনি নিয়মিতরূপে স্বীয় সেনাদলের বেতন পরিশোধ করিতে সমর্থ হওয়ায় অনেকে তাঁহার নিকটে আসিয়া যোগ দিল। এইরূপে বলদর্পিত হইয়া যশোবন্ত সিন্দেরাজের অধিকৃত মালব রাজ্য [illegible] করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার [illegible] ভাবে [illegible] ছিল।

এইরূপে পুনঃ পুনঃ [illegible]

এবং উত্তর দিকের বিদ্রোহদমনার্থ অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়া সিন্ধেরাজ তৎকালে যশোবন্তের দুর্দ্দর্ষ লুণ্ঠন-প্রবৃত্তির হ্রাস করিতে পারেন নাই। তৎকালে মালবরাজ্য উপর্য্যুপরি যশোবন্তের করপীড়নে প্রপীড়িত হইতেছিল।

এদিকে সিন্ধেরাজ বহুসংখ্যক সেনা লইয়া উত্তরদেশে আসিতেছেন শুনিয়া যশোবন্ত রাও স্বীয় সেনাদল উজ্জয়িনী সন্নিকটে সমবেত করিলেন। উজ্জয়িনী নগর লুণ্ঠন করা যশোবন্তের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সিন্ধেরাজ বুর্হানপুর হইতে কর্ণেল জন হেসিংসের ও মা'ইণ্টায়ারের অধীনে একদল সেনা প্রেরণ করায় তাঁহার মনোরথ ব্যর্থ হইয়াছিল। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া উভয়কেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আক্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। নিউরি নামক স্থানে মা'ইণ্টায়ারকে সদলে পরাভূত করিয়া তিনি উজ্জয়িনীর নিকটে হেসিংসকে সসৈন্যে পরাজিত করিলেন, তৎপরে উজ্জয়িনী লুণ্ঠনপূর্ব্বক সিন্ধেরাজের অশ্বারোহী সেনাদলকে নর্ম্মদাতীরে নির্জ্জিত করিলেন। এই যুদ্ধে সিন্ধের পক্ষে সেনাপতি দেবজী গোখলে, লেফ্‌টনাণ্ট রোবোথাম ও ৩০০ সেনা হত এবং হোলকর পক্ষে ইহার ৩ গুণ ক্ষতি হইয়াছিল। তথাপি সিন্ধে-দলপতি ব্রাউনরিগ্‌ পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। (১৮০১ খৃঃ)।

মালব ও উজ্জয়িনীতে যশোবন্তের দৌরাত্ম্য এবং নর্ম্মদাতীরে সিন্ধে-সৈন্যের পরাভব শুনিয়া সিন্ধেরাজ এই অত্যাচারীর হস্ত হইতে পেশবাকে কণ্টকমুক্ত করিবার জন্য সূর্য্যরায়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে সূর্য্যরাও-পরিচালিত ১০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও কর্ণেল সাদরলণ্ডের সেনাদল নর্ম্মদা অতিক্রমপূর্ব্বক ইন্দোর-রাজধানী আক্রমণ করিল। যুদ্ধে যশোবন্ত পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না। পুনরায় লুণ্ঠনপ্রিয় সেনাদল আসিয়া অনুদে তাঁহার সহিত যোগ দিল।

অতঃপর তিনি পেশবার অধিকৃত রাজ্যসমূহ লুণ্ঠন করিবার জন্য দাক্ষিণাত্য অভিমুখে ফত্তেসিংহের অধীনে সেনাদল প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং মালব ও রাজপুতনালুণ্ঠনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আশা ছিল, সিন্ধেরাজ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইবেন ও তাঁহার দাক্ষিণাত্য অভিযানের মনোরথ সিদ্ধ হইবে। কিন্তু সিন্ধেপতি উত্তরদিকে অগ্রসর না হওয়ায়, তিনি উভয়েই যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এদিকে দক্ষিণাপথে ফত্তেসিংহ ও শাহ আহমদ খাঁ নামক যশোবন্তের সেনানীদ্বয় পেশবার অধিকৃত প্রদেশের গ্রাম হইতে গ্রামান্তর লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা পেশবার রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে বিন্চুরের জায়গীরদার নরসিংহখণ্ডেরাও দেড় সহস্র অশ্বারোহী সেনা লইয়া তাহাদের গতিরোধ করেন। দুর্দ্দর্ষ সেনানীদ্বয়ের হস্ত হইতে জায়গীরদারের একটা সৈন্যও রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই।

এদিকে ইংরাজরাজের সহিত মহারাষ্ট্রনেতা পেশবার সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। সুতরাং সিন্ধেপতি ও রঘুজি ভোন্সলেকে সেই দিকেই মনোনিবেশ করিতে হইয়াছিল। কাজেই পেশবা হোলকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন নাই। লক্ষা দাদার মৃত্যুর পর আমাজি ইঙ্গিলির দ্বারা বাইদিগের সহিত বন্দোবস্ত সমাধা করিয়া তিনি সদাশিব ভাউ ভাস্করকে যশোবন্ত রাও হোলকরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যশোবন্ত প্রথমে তাপ্তীর দক্ষিণকূলে যুদ্ধকরণমানসে অগ্রসর হন, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি পুণা অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। পেশবা তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতে প্রার্থনা জানাইলেন এবং ইহাও বলিয়া দিলেন যে, তাঁহার অভিলাষ পূরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। পেশবার বাক্যে প্রীত হইয়া যশোবন্ত বলিয়া পাঠাইলেন, "যখন আমার মৃত ভ্রাতা বিট্‌ঠোজিকে ফিরিয়া পাইলাম না, তখন আমার ভ্রাতুষ্পুত্র খণ্ডেরাওকে মুক্তিদান এবং আমাদের বংশের অধিকারভুক্ত প্রদেশসমূহ প্রত্যর্পণ করা হউক। ভীত বাজীরাও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিবেন, এমত সময়ে, সদাশিব ভাউ ভাস্কর দ্রুতবেগে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন দেখিয়া চারি দিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল, পূর্ব্বাদেশে কারামুক্ত খণ্ডেরাও পুনর্ব্বার আশীরগড় দুর্গে আবদ্ধ হইলেন।

যশোবন্ত রাও আপনাকে সদাশিব ভাউ অপেক্ষা হীনবল বিবেচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। তিনি আহ্মদনগর অতিক্রমপূর্ব্বক জেজুরিতে আসিয়া স্বীয় সেনাপতি ফত্তেসিংহের সহিত মিলিত হইলেন। তদনন্তর দাজবাড়ী-গিরিসঙ্কট উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পুণার নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া ছাউনী করিলেন। এদিকে সদাশিব ভাউ ভাস্কর হোলকর-সৈন্য পরিত্যাগ করিয়া জৌদ্মা ও ভীম অতিক্রমপূর্ব্বক তীব্রবেগে পুণায় আসিয়া পেশবা-সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইলেন। অনন্তর আলিবেলা-গিরিপথ উত্তরণপূর্ব্বক মিলিত সেনাদল লইয়া সদাশিব যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলেন। প্রথমে কএক দিন সন্ধির প্রস্তাব চলিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না। অবশেষে ২৫এ অক্টোবর উভয় দলে ঘোরতর

সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। উভয় দলেই সৈন্ত সংখ্যা প্রায় সমান। যশোবন্তের অধীনে ১৪ বাটেলিয়ন পদাতিক দল, ৫ হাজার অনিয়মিত সেনা এবং ২৫ হাজার অশ্বারোহী ছিল।

উভয় পক্ষ রণাঙ্গনে সম্মুখীন হইয়া কামান দাগিল। যুদ্ধে পরাজয় হয়, এমন সময়ে যশোবন্ত অসীম সাহসে ভর করিয়া স্বীয় অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া সমরতরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে সিন্দে-সৈন্ত পরাজিত হইল। রণজয়ী উন্মত্ত সেনাদল নগর-লুণ্ঠনে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, যশোবন্ত নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন; কিন্তু লুণ্ঠনেচ্ছু সেনাবৃন্দ ইহাতে লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। তাহারা ক্রমশঃই জলপ্রবাহের ন্তায় নগরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। যশোবন্ত স্বীয় বাহিনীকে এই দুষ্কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিবার জন্ত তাহাদের প্রতি আপনার কামান ফিরাইয়াছিলেন।

পুণায় প্রবেশ করিয়া, পর দিন প্রাতে তিনি ইংরাজ রেসিডেণ্ট কর্ণেল ক্লোজকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। উভয়ের সাক্ষাতের পর পেশবা ও সিন্দেরাজের সহিত সম্মিলনের কথাবার্ত্তা হইল। মিঃ ক্লোজ মধ্যস্থ হইয়া এই কার্য্য করিবেন স্থির হইল। অনন্তর যশোবন্ত নগররক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া পেশবার অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিলেন। তিনি পেশবাকে পুণায় আনিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্দিহান পেশবা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বসই অভিমুখে পলায়ন করেন।

অতঃপর হোলকর মধ্যস্থতার ভাণ দেখাইয়া পুণা-বাসীকে উৎপীড়নপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এমন কি, পুণাবাসী প্রত্যেক ধনবান্ ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অনেকে অত্যাচারকদিগের পীড়ন-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণদান করিল। যশো-বন্তের সহযোগী অমৃত রাও এই কার্য্যের বিশেষ পোষকতা করিয়াছিলেন। যশোবন্ত রাও সাধারণ অধিবাসীর নিকট আপনার নিরপেক্ষতা দেখাইবার জন্ত চিন্তপন্ত ও বৈজনাথ পন্ত নামক দুইজন অত্যাচারীকে কারারুদ্ধ করেন।

এরূপ অবস্থায় পুণানগরে থাকিয়া যখন উভয় পক্ষে কোন মিটমাট হইল না, তখন তিনি ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ২০ শে নবেম্বর স্বয়ং বসই যাত্রা করিলেন। কর্ণেল ক্লোজ পূর্ব্বেই তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বসইর সন্ধি হইলে পর, যশোবন্ত রাও মালবের অন্তর্গত পৈতৃক রাজ্যে গমন করেন। এই সময় পাছে যশোবন্ত পেশবার গুপ্ত অভিসন্ধিতে যোগ দিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, এই ভয়ে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট হোলকরের সহিত সদ্ভাবস্থাপনে অগ্রসর হইলেন। ষড়যন্ত্রকারী মহারাষ্ট্রদল তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে আহ্বান করিলে, তিনি অম্লানবদনে তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অন্তরে যে দুরভিসন্ধি ছিল, তাহা তিনি পরবর্ত্তিকালে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের সময় যশোবন্ত মালবে থাকিয়া ভারতের ভাগ্যচক্র ও ইংরাজরাজের গতিবিধি পর্য্য-বেক্ষণ করিতে ছিলেন, কিন্তু তিনি ভারতের এই দুর্দ্দশার দিনেও লুণ্ঠনবৃত্তি পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি শত্রু মিত্র উভয়ের নিকট হইতে অন্তায়পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিতে ছিলেন। যখন ইংরাজের জয়বার্ত্তা ভারতের চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, তখন তিনি স্বকপোলকল্পিত দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার আশায় ধীরে ধীরে ভরত-পুররাজ, রোহিলাগণ, শিখসম্প্রদায় ও রাজপুত-বীরগণের নিকট সাহায্যলাভের জন্ত প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার আশা ছিল, মহারাষ্ট্র ও ইংরাজ-যুদ্ধে যখন একপক্ষ হীনবল হইয়া পড়িবেন, তখন সসৈন্তে অপরকে আক্রমণ করিয়া প্রাধান্ত লাভ করিবেন। কিন্তু তাঁহার এ উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইল না। বিলম্বে সকল সুযোগই ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি সিন্দে-রাজ সমীপে দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে সন্ধিভঙ্গপূর্ব্বক পুনরায় রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার এই গুপ্ত অভিসন্ধি সিন্দে-রাজের আদৌ মনোমত হইল না। তিনি একবার রণক্ষেত্রে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, সুতরাং পুনরায় তাঁহার চিরশত্রু যশোবন্তের কুহকে পড়িয়া ফাঁদে পা দিতে চাহিলেন না। তিনি ইংরাজগবর্মেণ্টের অনুগ্রহ-লাভাশায় যশোবন্তের দুরভিসন্ধি ইংরাজ রেসিডেণ্টকে লিখিয়া জানা-ইলেন। ইংরাজ রেসিডেণ্টকে সংবাদ দিবার পরও মহারাষ্ট্রীয় প্রধান প্রধান অমাত্যগণ সিন্দেরাজকে যশোবন্তের সহিত পুনর্মিলিত হইবার জন্ত পুনঃপুনঃ যুদ্ধার্থ অনুনয় করিয়াছিলেন, কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, যশোবন্তের অমিততেজে পুনরায় মহারাষ্ট্রশক্তি সঞ্জীবিত হইতে পারে, কিন্তু সিন্দে-রাজ কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

মহারাষ্ট্র-সেনাদলকে পরাভূত করিয়া ইংরাজসৈন্ত দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু উত্তর-ভারতে থাকিয়া ইংরাজসেনাপতি লর্ড লেক হোলকরের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার কথায় আভাসে এবং বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করিয়া লর্ড লেক বেশ বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন যে, যশোবন্ত রাও একদিন না একদিন ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন। এই সময়ে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব-

সূচক পত্রাদির বিনিময় হইল, কিন্তু তৎকালীন ভারতরাজ-প্রতিনিধি জেনারল লেককে জানান যে, হোলকর যেন অচিরেই ইংরাজসীমান্ত হইতে তাঁহার সেনাদল অপসৃত করেন। তিনি রাজপুত অথবা অন্যান্য জাতির উপর আপনার কর্তৃত্বের দাবীর অছিলায় যে সেনা রক্ষা করিবেন, তাহা কোন মতেই ইংরাজরাজের অভিপ্রেত হইবে না এবং তাঁহার ও তাঁহারভ্রাতা কাশী-রাও উভয়ের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ আছে, ইংরাজ গবর্মেণ্ট পেশবার অনুমতিক্রমে মধ্যস্থ হইয়া তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। ইংরাজপক্ষের এই প্রার্থনায় যশোবন্ত-রাও সেনা সরাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া রামগড়ে সেনাপতি লেকের স্থাপিত ইংরাজ-শিবিরে উকীল প্রেরণ করেন।

উকীলগণ ইংরাজশিবিরে আসিয়া জানাইলেন যে, যশোবন্ত পূর্ব্বপ্রথামত চৌথ আদায় করিবেন। বুন্দেলখণ্ড এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী এতাবা প্রভৃতি দ্বাদশটী জেলা তাঁহার অধিকারেই থাকিবে। সিন্দেরাজের সহিত ইংরাজের যে সন্ধি হইয়াছে, সেই সর্ত্তে তাঁহারও সহিত ইংরাজরাজকে এক নূতন সন্ধি করিতে হইবে এবং তাহার পৈতৃক হরিয়ানা প্রদেশ তাঁহাকে দিতে হইবে।

হোলকরের এই প্রার্থনা ইংরাজরাজের মনোনীত হইল না। কারণ তিনি যে সমুদায় প্রদেশ জয় করিয়াছেন, তৎসমুদায়ই এক্ষণে পরহস্তগত এবং সুজাউদ্দৌলা কর্ত্তৃক ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে পেশবা-সেনাপতি বিশাজি কিষেণের সেনাদলের এতাবা হইতে বিতাড়ন পর্য্যন্ত ঐ স্থান আদৌ মহারাষ্ট্রের অধিকৃত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার কথায় কর্ণপাত অথবা তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করা ইংরাজসেনাপতি লেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। অবশেষে উভয় পক্ষে নানা বাগ্‌বিতণ্ডার পর, সেনাপতি লেক উকীলদিগকে জানাইলেন যে, হোলকর ইংরাজসীমান্ত ছাড়িয়া স্বদেশে প্রস্থান না করিলে তাঁহার সহিত ইংরাজের বন্ধুতা থাকিবে না।

উভয় পক্ষের সন্ধির প্রস্তাব লইয়া প্রায় ৩ সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ইত্যবসরে যশোবন্তরাও জেনারেল ওয়েলেস্‌লিকে পত্র লিখিয়া হোলকরবংশের পূর্ব্বাধিকৃত কএকটী জেলার দাবী করিয়া পাঠাইলেন। সেই সঙ্গে তিনি সিন্দেরাজের অধিকৃত আজমীর প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তিনি আজমীর দুর্গের সমীপে উপনীত হইয়া তাহা আক্রমণে ব্যাপৃত হইলেন এবং জয়পুর-রাজ্যসীমান্তে স্বীয় সেনাদল প্রেরণ করিয়া লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন।

এই সময় হোলকরের অন্যায় প্রার্থনার প্রস্তাব ভারত-প্রতিনিধির নিকট পৌছিল। তিনি হোলকরের ভাবগতিক অনুধাবন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা শুভকর বিবেচনা করিলেন না। হোলকরের ঔদ্ধত্য নিবারণ জন্য তিনি তদণ্ডেই জেনারল লেক ও জেনারল ওয়েলেস্‌লির নিকট তাঁহাকে আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া আদেশ পাঠাইলেন। তদনুসারে ওয়েলেসলি সদলে মালব অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সিন্দেরাজকেও যশোবন্তের শক্তি খর্ব্ব-করণার্থ তাঁহাদিগের প্রস্তাবে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান হইল।

১৮ই এপ্রিল জেনারল লেক-পরিচালিত সেনাদল জয়পুর অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইংরাজসৈন্য সমাগত দেখিয়া হোলকর স্বীয় রাজ্যসীমায় পলাইয়া আসিলেন এবং চম্বল নদী অতিক্রম করিলেন।

এদিকে লেকের অধীনস্থ সেনাপতি ডন ভীমবেগে অগ্রসর হইয়া তোঙ্করামপুর দুর্গ অধিকার করিলেন। ওয়েলেস্‌লির পরিচালিত ব্রিগেডিয়ার জেনারল মন্‌সন্ যশোবন্তের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। সিন্দেরাজ-সৈন্যে বর্দ্ধিতশক্তি হইয়াও মন্‌সন্ খুশালগড়ের নিকট হোলকরহস্তে পরাজিত হইয়া পিছু হটিলেন।

এইরূপে মন্‌সন্‌কে বিপর্য্যস্ত করিয়া যশোবন্তরাও ৬০ হাজার অশ্বারোহী, ১৫ হাজার পদাতিক ও কামানবাহী সেনা এবং ১৯২টা কামান লইয়া বীরদর্পে মথুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মথুরায় মহারাষ্ট্র দল উপনীত হইলে ইংরাজসৈন্য সেই নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল।

এখানে আসিয়া মহারাষ্ট্রদল পূর্ব্ববৎ অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করে। অতঃপর হোলকরসৈন্য দিল্লী আক্রমণ করিলে, লর্ড লেক রাজধানীরক্ষার্থ সদলে নগরাভিমুখে যাত্রা করেন। দিল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে উভয় পক্ষে কএকদিন খণ্ড যুদ্ধ হয়। তৎপরে লেক-পরিচালিত সেনাদল অগ্রসর হইলে, হোলকর পলায়ন করেন, আসিবার কালে তিনি ইংরাজের অধিকৃত প্রদেশসমূহ অস্ত্র ও অগ্নির সাহায্যে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া মহারাষ্ট্রীয় দল দীগ্ দুর্গের সমীপদেশে উপস্থিত হইল। ইংরাজ-সেনানীবৃন্দও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তথায় তাঁহাকে আক্রমণ করেন। দীগ্ রণক্ষেত্রে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, যশোবন্ত অশ্বারোহী সেনাদলসমভিব্যাহারে ফরুখাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং অতর্কিত ভাবে নগরে পদার্পণ করিয়াই তিনি অস্ত্রাঘাতে প্রায় ৩ হাজার বিপক্ষ সৈন্যকে ধরাশায়ী করিলেন।

এখান হইতে লেক কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে তিনি পুনরায় দীগ্ অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত করেন। ইংরাজসৈন্য দীগ্ অবরোধ

করিলে তিনি সসৈন্যে ভরতপুরাভিমুখে অগ্রসর হন। পাছে ভরতপুররাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া যশোবন্ত ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, এই ভয়ে জেনারল লেক ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই ভরতপুর অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। হোলকর ও আমীর খাঁ এই যুদ্ধে ভরতপুর-রাজকে সহায়তা করিয়াছিলেন। [ভরতপুর দেখ ।]

ভরতপুর-যুদ্ধের অবসানে সিন্দেপতি দৌলতরাওর সহিত ইংরাজরাজের মনোমালিন্য ঘটে। তদনুসারে অন্যান্য মহারাষ্ট্র-সর্দারগণের প্ররোচনায় সিন্দেপতি দৌলতরাও হোলকর-পক্ষে আসিয়া যোগ দেন। হোলকর ও সিন্দেরাজ একত্র সমবেত হইয়া কোটা হইতে আজমীঢ়ে আসিলেন। লর্ড লেক এই সংবাদে ভরতপুর পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া বৃথা বলক্ষয় করা ইংরাজরাজের অভিপ্রেত হইল না। পুনরায় শান্তি বিধানার্থ মার্কুইস্ অব্ কর্ণওয়ালিস্ ভারতে আসিলেন। তিনি সিন্দেরাজের কৃতাপরাধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে তদধীন প্রদেশ, গোহদের রাণাকে যমুনানদীর পার্শ্ববর্ত্তী ও হোলকরকে তদধিকৃত রাজ্যসমূহ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু তাঁহার অভিলাষ কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। [কর্ণওয়ালিস্ দেখ।]

এই সময় সিন্দেরাজের কার্য্যাবলীর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া যশোবন্ত সদলে পঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হন। সাধারণের বিশ্বাস ছিল, তিনি শিখ ও আফগানদিগকে আপনার দলভুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তদ্দেশে গমন করিতেছেন। লর্ড লেক এই সংবাদ পাইয়া স্বয়ং সেনাদল লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন। এদিকে তাঁহার আদেশে জেনারল জোন্স ও কর্ণেল বেল দুইদিকে যাইয়া যশোবন্তের পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। শিখদিগের সাহায্য লাভে ব্যর্থমনোরথ হইয়া যশোবন্ত হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ইংরাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশা বিচূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ইংরাজের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজও নিরপেক্ষ থাকিয়া মধ্যস্থরূপে মহারাষ্ট্র-বিপ্লবের মীমাংসা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

সন্ধির প্রস্তাব লইয়া যশোবন্ত রাওর একজন বিপাশা নদী-তীরস্থ লর্ড লেকের শিবিরে উপনীত হইলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে ডিসেম্বর উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া গেল।

বসই, বড়োদা ও সালবাইর সন্ধির পর মহারাষ্ট্রশক্তি একেবারে ইংরাজের মন্ত্রণাচক্রজালে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা আর মস্তকোত্তলন করিবার পথ পাইলেন না। তবুও ভোঁসলে, সিন্দে ও হোলকার স্ব স্ব ভূসম্পত্তির স্বত্বাধিকার হইয়া ভোগদখল করিতে লাগিলেন; কিন্তু যাহাতে তাঁহারা পুনরায় পরস্পরের প্রতি বিদ্রোহাচরণ না করেন, তদ্বিষয়ে ইংরাজগবর্মেণ্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন।

যশোবন্ত রাও হোলকর হিন্দুস্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বীয় দাক্ষিণাত্যবাসী অশ্বারোহী সেনাদলের মধ্যে ২০ হাজার সৈন্যকে বিদায় দিতে কহিলেন। পূর্ব্বের বেতন পরিশোধ না হওয়ায় তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তখন যশোবন্ত স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র খণ্ডেরাওকে জামিনস্বরূপ তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সেই উন্মত্ত সেনাদল খণ্ডেরাওকে হোলকরবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিল, তাহারা যশোবন্তকে আর তাহাদের অধিনেতা বলিয়া সম্মাননা করিল না। সঙ্গে সঙ্গে পদাতিক সেনাদলের ভীষণভাব দেখিয়া যশোবন্ত জয়পুররাজের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বাকী বেতন পরিশোধ করিলেন। বিদ্রোহ উপশমিত হইল। নির্দ্দোষী খণ্ডেরাওকে বিদ্রোহী দলের উত্তেজনাকারী মনে করিয়া দুর্বৃত্ত যশোবন্ত গোপনে তাহার নিধন সাধন করিলেন। ইহাতেও তাঁহার ক্রোধবহ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি নিজভ্রাতা কাশীরাওকে গুপ্তহত্যা করিয়া হৃদয়ের জ্বালা দূর করিলেন।

এইরূপে ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া তিনি পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইলেন, দুশ্চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিল। তিনি ক্রমশঃ উন্মাদরোগাক্রান্ত হইলেন। তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। অবশেষে তিন বৎসর যন্ত্রণাভোগের পর ১৮১১খৃষ্টাব্দের ২০এ অক্টোবর তাঁহার ভবযন্ত্রণার অবসান হইল।

তাঁহার চরিত্র অনুশীলন করিলে বুঝা যায় যে, তিনি অসাধারণ শক্তিশালী বীর ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। চিরাভ্যস্ত সহিষ্ণুতাহেতু তাঁহার উত্তমপূর্ণ জীবনে কখনও সামর্থ্যের অভাব ঘটে নাই। তিনি অসংখ্য সমরে জয়লাভ করিয়া ছিলেন, পরাজয়েও কখন ক্ষুব্ধ হন নাই। মহারাষ্ট্র ও পারসী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সরল অন্তঃকরণ, সদয় ব্যবহার এবং সামরিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাঁহাকে সর্ব্বত্র সমাদৃত করিয়াছিল।

যশোবন্তরাও, (যশোবন্ত মহাদেব ভোসেকর বা দেব মামলেদার) মহারাষ্ট্রের এক জন পরোপকারী সাধু পুরুষ। ১৭৩৭ শকের আষাঢ় মাসে (১৮১৫ খৃষ্টাব্দে) পুণা নগরে ইহারা জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতা [illegible]

মাতার নাম হরি-বাঈ। শোলাপুর জেলার পণ্ঢরপুর তালুকের অন্তর্গত ভোসে গ্রামে মহাদেবের বাস ছিল। অল্প বয়স হইতেই যশোবন্তের হৃদয় করুণারসে পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার বয়স সাত বৎসর হইলে, তিনি প্রতিদিন স্নান করিয়া পূজার ঘরে বসিতেন এবং তাঁহার পিতা ও মাতা কি প্রকারে পূজা করেন, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিতেন। ভোজনের পর, বয়স্যদের সহিত খেলা করিবার সময়, যশোবন্ত কোন শিলার উপরে ফুল ও জল দান করিতেন এবং অন্যান্য বালকদিগকে লইয়া সেই শিলার সমক্ষে "বিঠ্ঠল বিঠ্ঠল"[1] বলিয়া করতালি দিতেন এবং মহা আনন্দে নৃত্য করিতেন। আট বৎসর বয়সে তিনি লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। বয়স্যদিগকে তিনি বড় ভাল বাসিতেন। তাহাদের মধ্যে কাহার কোন দ্রব্যের অভাব হইলে, সাধ্য মত তাহা পূর্ণ করিতেন। তাঁহার পিতা ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহা গোপন করিতেন না, বরং স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন যে, তাহারা কষ্ট পাইতেছিল বলিয়া তিনি তাহাদিগকে দিয়াছেন। তাঁহার কোন বয়স্য তাঁহাকে গালি দিলে কিম্বা প্রহার করিলে তিনি তাহার প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হইতেন না। স্থির ভাবে সমুদায় সহ্য করিতেন, এমন কি এ সম্বন্ধে তাঁহার পিতামাতাকেও কোন কথা বলিতেন না। উপনয়ন-সংস্কারের পর ব্রাহ্মণের আবশ্যকীয় নিত্য কর্ম্ম সকল নিয়মপূর্ব্বক পালন এবং কুলদেবতার পূজা করাই তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্য ছিল। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার বিবাহ হইল।

তৎপরে যশোবন্তের মাতুল তাঁহাকে কোপরগঞ্জে আনিলেন। কিছুদিন পরে প্রথমে এখানকার মামলেদারের ও পরে কলেক্টরের অধীনে দশ টাকা মাত্র বেতনে কোন কারকুনের কার্য্য পাইলেন। দক্ষতার সহিত কার্য্য করায় অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার পদোন্নতি হইল। অবশেষে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ৮০ টাকা বেতনে চালিস গাঁও তালুকের মামলেদার[2] নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে নানা স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ১৭৫ টাকা বেতনে একওন তালুকে যাত্রা করেন। এই বর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। তিনি রাজপুরুষগণকে বিশেষরূপে সহায়তা করায় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইল।

একওন তালুক হইতে যশোবন্ত রাও পুনরায় আহ্মদনে গমন করেন। তিনি এখানে কএক বৎসর সপরিবারে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার ধার্ম্মিকতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। কোন ব্যক্তির কষ্ট দেখিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। সাধ্যমত তাহার দুঃখ দূর করিতেন। তাঁহার খ্যাতি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তাঁহার সাহায্য পাইবার আশায় লোকে দূর দেশ হইতে আগমন করিতে লাগিল। তাঁহার স্ত্রী সুন্দরা-বাঈও নানা গুণে বিভূষিতা ছিলেন। তিনি যথার্থ ই তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ন্যায় কার্য্য করিতেন। অতিথিসৎকারে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। যশোবন্তের দয়ার পরিচয় পাইয়া দলে দলে দীন দুঃখী তাঁহার বাটীতে আগমন করিত। তিনি অতি যত্নের সহিত সকলকে অভ্যর্থনা করিতেন। তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ ১০।১৫ জন লোক ভোজন করিত। এত লোকের ভোজনের ব্যবস্থা করা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সহজ ছিল না, সুতরাং যশোবন্তরাওকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এই সময় তিনি লোকের কাছে সমধিক সম্মান পাইতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে লাগিল। এখন হইতে সাধারণে তাঁহাকে "দেব মামলেদার" বলিয়া ডাকিত।

সুখ কাহারও ভাগ্যে চিরস্থায়ী হয় না। যশোবন্তরাও দুষ্ট লোকের চক্রান্তে পড়িলেন। কতকগুলি লোক তাঁহার বিপক্ষে এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিল যে, তিনি সমস্ত দিনই লোক জনকে সম্ভাষণ ও তাহাদের পূজাগ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার বিষয় কার্য্যে আদৌ মন নাই। কোন্ উদ্দেশ্য সাধন জন্য এই সকল লোক তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, তাহা প্রকাশ নাই। যাহা হউক, এই আবেদনের ফলে যশোবন্তরাও কর্ম্মচ্যুত হইলেন। তিনি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে কিছু লিখেন নাই; কিন্তু কিছু দিন পরে, কমিশনর সাহেব জানিতে পারিলেন যে, যশোবন্তরাও নির্দ্দোষ, লোকে তাঁহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিল। তখন তিনি এই মহাপুরুষের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁহাকে পুনরায় তাঁহার পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সাহাদা তালুকে পাঠাইয়া দিলেন। ইহারই পরে, একে একে তাঁহার মাতা ও পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন। তিনি পিতা ও মাতাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। কার্য্যালয়ে কিম্বা অপর কোন স্থানে যাইবার পূর্ব্বে অথবা কোন বিশেষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে তিনি তাঁহাদের চরণ বন্দন করিয়া অনুমতি গ্রহণ করিতেন। এখন সেই সজীব দেব দেবীকে হারাইয়া তিনি বড়ই কাতর হইলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সাটনা তালুকে যাইতে হইল। তাঁহার

(১) উক্ত দাক্ষিণাত্যে, বিঠ্ঠলজী বিঠোবা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।
(২) বঙ্গদেশের সব ডেপুটি কলেক্টরের স্থান পদ।

খ্যাতি চারি দিকে এ প্রকার রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, দূর দেশ হইতেও লোকে তাঁহার দর্শনার্থ আসিতে লাগিল। যেমন একাদশীর দিনে অথবা কোন পূজা উপলক্ষে পণ্ডরপুরে লোকের সমাগম হইয়া থাকে, সাটারাতেও সেই প্রকার যাত্রিগণের ভিড় হইতে লাগিল। অনেকে, তাঁহাকে দর্শন না করিয়া ভোজন পর্য্যন্ত করিত না। তিনি যে পথ দিয়া কার্য্যালয়ে গমন করিতেন, সেই পথটী অতি পরিচ্ছন্ন থাকিত। তাহার কারণ এই যে, গৃহস্থগণ আপন আপন বাটীর সম্মুখ পরিষ্কার করিয়া রাখিত এবং রমণীগণ যত্ন সহকারে আলিপনা দিত। তিনি যখন সন্ধ্যার সময় কার্য্যালয় হইতে গৃহে ফিরিতেন, সে সময় এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হইত। গৃহস্থগণ নিজ নিজ গৃহের সম্মুখ আলোকমালায় শোভিত করিত।

যশোবন্তের সুখ্যাতি শুনিয়া সিন্দিয়া মহারাজের তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া যশোবন্তকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইলেন। যশোবন্ত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বোম্বাই নগরে আসিলেন। সিন্ধিয়া মহারাজ তাঁহাকে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। অতিথি-সৎকার-নিবন্ধন যশোবন্ত ঋণী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সিন্দিয়া মহারাজ তাঁহার সেই ঋণ পরিশোধ করিবার অভিপ্রায় জানাইলে 'তিনি ইংরাজরাজের কর্ম্মচারী' এই বলিয়া তাঁহার দান উপেক্ষা করিলেন।

ইহার পর যশোবন্তের সহিত মহারাজের নানা প্রকার ধর্ম্মালাপ চলিল; তাঁহার নিকট উচ্চ ভাবের কথা শুনিয়া মহারাজের মনে আর আনন্দ ধরিল না। যশোবন্ত রাওয়ের সম্মানের জন্য মহারাজ মহাসমারোহ করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচ দিন নগরের লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ফল ও মিষ্টান্ন খাওয়াইয়াছিলেন ও সকলের আনন্দ বর্দ্ধন জন্য গান বাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহোৎসবে পাঁচ দিন অতিবাহিত হইলে পর, মহারাজ যশোবন্ত রাওকে, সঙ্গে লইয়া নাসিক পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই স্থলে, যশোবন্ত রাও মহারাজের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

এখন সকলেই সাধু যশোবন্তের সম্মান করিতে লাগিলেন। অধিক কি, এক দিন বোম্বাইয়ের গবর্ণর মহোদয় (Sir Wm Robt Seymour Fitzerald) তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে উচ্চাসনে বসাইয়া তাঁহার গলদেশে পুষ্পহার পরাইয়া আতর গোলাপ প্রদান করিলেন। এই উপলক্ষে পুণার বড় বড় লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

কিছু দিন পরে, কমিশনর সাহেব সাটারায় আগমন করেন। যশোবন্তরাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য দলে দলে সাটারার লোক আসিতে লাগিল। লোকের ভিড় দেখিয়া কমিসনর সাহেব বিস্ময়ান্বিত হইলেন, এবং কলেক্টর সাহেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার প্রত্যুত্তরে কলেক্টর সাহেব বলিলেন যে, "যশোবন্তরাওকে দেখিবার জন্য এই সকল লোকের সমাগম হইয়াছে। ইঁহাকে লোকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকে এবং সকলেই ইঁহার দর্শনপ্রার্থী।" এই কথা শুনিয়া কমিশনর সাহেব বলিলেন যে, এ অবস্থায় যশোবন্তরাওয়ের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অতএব, তাঁহাকে কার্য্য হইতে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। যশোবন্ত রাও ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাস হইতে কার্য্য হইতে অবসর পাইলেন।

এখন বিষয়চিন্তা আর তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে পারিল না। এখন তিনি ভগবানের আরাধনায় এবং পরোপকারে তাঁহার পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিলেন। পরহিতের জন্য কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, তিনি সকল জাতীয় সহায়হীন ব্যক্তির শুশ্রূষা করিতেন। দেবমন্দিরে, ধর্ম্মশালায় এবং মস্‌জিদে গমন করা তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্য। তথায় যে সকল ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি থাকিত, তিনি তাহাদের সেবা করিতেন এবং ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

একদা ইন্দোরের মহারাজ হোলকার তীর্থদর্শনার্থ জেজুরিতে আসিলেন। পথি মধ্যে যশোবন্ত রাওয়ের প্রশংসাবাদ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য মানমাড় ষ্টেসনে নামিলেন। তথায় তিন দিন থাকিয়া তাঁহার সহিত সদালাপে পরিতৃপ্ত হইলেন।

যশোবন্তরাও কিছুকাল সঙ্গমনের নামক স্থানে তাঁহার ভ্রাতার নিকট ছিলেন। এইস্থানে দুইটী নদীর সঙ্গম। গ্রামটী বহু উদ্যানে সুশোভিত। যশোবন্ত এখানে মনের আনন্দে কাটাইতে লাগিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে যে বৃত্তি পাইতেন, তাহাতে তাঁহার সাংসারিক ব্যয় মাত্র নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু যিনি এককাল অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান ও রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দান করিয়া আসিতেছেন এবং অভ্যাগতদিগের সৎকার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? বর্ত্তমান অবস্থাতেও তিনি, এই সকল সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া এবং পাছে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়েন, এই আশঙ্কা করিয়া গ্রামবাসিগণ এই ব্যবস্থা করিল যে, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি তাঁহার এক এক দিনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন।

সঙ্গমনের হইতে তিনি অবশেষে সাটানায় গিয়া বাস করিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। লোকের কষ্টের এক শেষ হইল। আহারাভাবে লোকে হাহাকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ মৃত্যুগ্রাসেও পতিত হইল। এই সময়ে যশোবন্ত রাও বীরের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। কি প্রকারে দীন ব্যক্তিগণের জীবন রক্ষা হইবে, এই চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি মুক্তহস্তে অন্ন দান করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, অন্নপূর্ণার ন্যায় লোককে অন্ন পরিবেশন করিতেন। যত অন্ন বিতরিত হইতে লাগিল, ততই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া, যশোবন্ত রাও নিজ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তাঁহার অঙ্গের আভরণ ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ তাঁহার স্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ টাকাতেও আর কত দিন চলে? অনন্যোপায় হইয়া তিনি নানা স্থানে বড় বড় লোকদিগকে পত্র লিখিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার খ্যাতি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাঁহার প্রতি সকলের ভক্তি ছিল, সুতরাং তাঁহার কাছে যথেষ্ট টাকা আসিতে লাগিল। তিনিও মনের আনন্দে আতুরদিগের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে এক বৎসর অতিবাহিত হইল। দুর্ভিক্ষও প্রশমিত হইল।

তথা হইতে যশোবন্ত রাও মানমাড় নামক স্থানে আসিলেন। এখানকার বিঠ্ঠল দেবের মন্দিরের অন্তর্গত ধর্ম্মশালায় সপরিবারে রহিলেন। এই সময়ে মহারাজ হোলকর তাঁহাকে ইন্দোর নগরে লইয়া যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন। যশোবন্ত রাওয়ের ইচ্ছা যে, তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল স্বাধীনভাবে অতিবাহিত করেন। এজন্য তিনি মহারাজের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কিন্তু মহারাজের একান্ত ইচ্ছা যে, এই মহাপুরুষকে তিনি তাঁহার রাজধানীতে লইয়া যান। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। ইন্দোরে যশোবন্ত রাওয়ের অবস্থিতির জন্য একটী উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল এবং তাঁহার সাংসারিক ও ধর্ম্মকার্য্যের ব্যয়ের জন্য মাসিক বৃত্তিও স্থির হইল। মহারাজ এবং তাঁহার আত্মীয়গণ প্রতিদিন যশোবন্ত রাওকে দর্শন করিতেন এবং নগরের ও অন্যান্য স্থানের লোকও তাঁহাকে দেখিতে আসিত। তিনি প্রণামী স্বরূপ যাহা পাইতেন, তাহা দীন দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন। ঐ দুর্ভিক্ষে যশোবন্ত রাও ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ইন্দোর-রাজমাতা ঠাকুরাণী তাহা পরিশোধ করিয়া দেন।

ইন্দোরে কিছুকাল থাকিয়া, যশোবন্ত রাও খাণ্ডোয়া নামক স্থানে, পরে তথা হইতে পুণা হইয়া ত্র্যম্বকে গমন করিলেন। এখানে তাঁহার একটী দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁহার বাসগৃহের দেয়ালে ঠেস দিয়া বিষ্ণুনাম জপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেয়ালটী পড়িয়া গেল। ইহাতে তাঁহার দেহে আঘাত লাগিল, সে সময় চিকিৎসা দ্বারা তিনি আরাম হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর অপটু হইয়া গেল। এখন হইতে তিনি আর ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতেন না, তাঁহার স্মরণশক্তিও হ্রাস হইয়া আসিল। অবশিষ্ট জীবন নাসিকে অতিবাহিত করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। এখানে তিন বৎসর অবস্থানের পর, যশোবন্ত রাও জরাক্রান্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার শরীরের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিল। রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। যশোবন্ত রাওয়ের চরম দিন আগতপ্রায় বুঝিয়া, আত্মীয়গণ তাঁহার সমক্ষে বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করিতে লাগিলেন এবং হরিদাস* কর্ত্তৃক হরিসংকীর্ত্তন ও শাস্ত্রী দ্বারা ভগবদ্গীতা পাঠের ব্যবস্থাও হইল। এইরূপে হরিকথা ও বিষ্ণু নাম শুনিতে শুনিতে তিনি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে (১৭ই ডিসেম্বর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

যশোবন্ত রাওয়ের পরলোকগমনের সংবাদ চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইল। লোকে দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। মহোৎসবে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। ইহার পর, পরলোকগত মহাত্মার স্মরণচিহ্ন স্থাপিত হইল।

এই মহাপুরুষের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে দুই একটী উল্লেখ করিতেছি। একদা যশোবন্ত রাও তাঁহার কার্য্যস্থলে যাইতেছেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর এবং সূর্য্যের কিরণ অতিশয় প্রখর। এমন সময় একজন ফকীর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মহারাজ পা জলিয়া যাইতেছে। ইহা শুনিয়া রাও সাহেব তাঁহার পায়ের জুতা ফকীরকে দিয়া আপনি শূন্যপদে চলিলেন। এইরূপ প্রতিদিনই কাছারী হইতে প্রত্যাগমন কালে, তিনি দেবালয়, মসজিদ এবং ধর্ম্মশালা দেখিয়া আসিতেন এবং কাহার কোন অভাব থাকিলে তাহা পূর্ণ করিতেন। এমন কি, যদ্যপি দেখিতেন যে কোন লোক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে, তিনি তাহার মৃতদেহের সৎকার করিয়া তবে বাটীতে ফিরিতেন। পশুদিগের ক্লেশ দেখিলেও তিনি ব্যথিত হইতেন। একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে যশোবন্ত রাও দেখিলেন, একটী গর্দ্দভ পীড়ায় ছটফট করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন

* দাক্ষিণাত্যে কথককে হরিদাস বলে।

না।* তাহার জন্ত একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন এবং আহার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন। বলিতে কি বর্ত্তমান কালে এরূপ সাধু গৃহস্থ নিতান্ত বিরল। তিনি আপনার আদর্শ চরিত্র-গুণে শত্রুমিত্র সকলকে বিমুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

যশোবন্তসিংহ, মারবার বা যোধপুরের একজন বিখ্যাত এবং পরাক্রান্ত রাজপুত-নরপতি। পিতা গজসিংহের মৃত্যুর পরে তিনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকালে শাহজাহান দিল্লীর সম্রাট্। গজসিংহ শাহজাহানের একজন পরাক্রান্ত সেনাপতি বলিয়া গণ্য ছিলেন। যশোবন্ত সিংহাসনে আরোহণ করিলে শাহজাহান তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদানপূর্ব্বক সম্মানবর্দ্ধন করিয়াছিলেন এবং অচিরেই যশোবন্তকে একজন সেনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে অরঙ্গজেব বিদ্রোহ উত্থাপন করায় শাহজাহান যশোবন্ত-সিংহকে গোণ্ডবানা নামক স্থানের যুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৬৫৮ খৃঃ শাহজাহান পীড়িত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা-শেকো রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হন। তিনি যশোবন্ত-সিংহের বীরত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে পাঁচ হাজারী মনসবদারের পদ দিয়া মালবের রাজপ্রতিনিধিপদে নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা অরঙ্গজেব পিতার পীড়া শুনিয়া বিদ্রোহী হইলেন। তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত আগরা হইতে এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল প্রেরিত হইল। রাজপুতানার সমস্ত নরপতি এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। রাজা যশোবন্ত সিংহ সেই সম্মিলিত সৈন্য-দলের প্রধান সেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন। উজ্জয়িনী হইতে সাড়ে সাত ক্রোশ দক্ষিণে যশো-বন্ত শিবির সন্নিবেশ করেন। অরঙ্গজেবও অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যশোবন্ত সিংহের অনবধানতায় অরঙ্গজেব ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক যশোবন্তের অধীনস্থ মুসলমান-সৈন্য-দিগকে হস্তগত করিলেন। তথাপি যশোবন্ত সিংহ কেবল ত্রিংশৎ সহস্র রাজপুত সৈন্য লইয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না। তিনি তন্মহূর্ত্তে নিজ মামুদ নাম্নী রণতুরঙ্গিণীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অরঙ্গজেবকে আক্রমণ করিলেন। তাহাতে দশ সহস্র মুসলমানসৈন্য ধরাশায়ী হইল। ফরাসী-ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার এই যুদ্ধ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেরিস্তা বলেন যে, যশোবন্ত মহাবীরত্ব প্রকাশপূর্ব্বক বিজয় লাভ করেন। অন্যান্ত লেখকগণ বলেন যে, যশোবন্ত পরাজিত হন। উক্ত যুদ্ধে ১৫০০ রাজপুত সৈন্য নিহত হয়। পরাজিত পতিকে প্রত্যাগত দেখিয়া যশোবন্তপত্নী ক্রোধে ও অভিমানে দ্বারদ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন।

অল্পকালের মধ্যে অরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতামাতাকে বন্দী করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং জয়-পুরাধিপতি দ্বারা যশোবন্তসিংহকে ক্ষমা করিয়া পাঠা-ইলেন। যশোবন্ত সম্রাটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন; কিন্তু মনে মনে অরঙ্গজেবের প্রতি-হিংসা-সাধনের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অরঙ্গজেব যশোবন্তকে সঙ্গে লইয়া সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অরঙ্গজেব অগ্রে ছিলেন, যশোবন্ত কৌশল-পূর্ব্বক তাঁহার রসদাদি লুণ্ঠন করিয়া মারবারে পাঠাইয়া দিলেন এবং দারার সহিত মিলিত হইবার জন্ত আগরাভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু দারা দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিতে না ফিরিতেই অরঙ্গজেব রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অগত্যা যশোবন্ত সসৈন্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুদিন পরে দারা মৈরতা নামক স্থানে যশোবন্তের সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু তৎকালে রাজস্থানের সমস্ত নরপতিই অরঙ্গজেবের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

অরঙ্গজেব দেখিলেন যে, যশোবন্তের স্থায় বীরপুরুষ দারার সহায়তা করায় তাঁহার সিংহাসনের পথ নিরাপদ নহে। তজ্জন্ত তিনি যশোবন্তের অপরাধ ক্ষমা করিয়া বলিলেন যে, যদি তিনি দারাকে সাহায্য না করেন, তবে গুজরাতের শাসনভার তাঁহার উপর অর্পিত হইবে।

এই স্থলে দারার পক্ষ পরিত্যাগ করায় ঐতিহাসিকগণ যশোবন্তের চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু কেহ আবার তাঁহাকে সমর্থন করিয়া বলেন যে, যশোবন্তের উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। যশোবন্ত অরঙ্গজেবের আজ্ঞানুসারে মহারাষ্ট্র-অধিনায়ক শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রেরিত হই-লেন এবং দিল্লী হইতে কুমার ওয়াজিম্ তাঁহার সহযাত্রী হইলেন। যশোবন্ত গোপনে শিবাজীর সহায়তা করিয়া সায়স্তাখাঁর প্রাণসংহারের সঙ্কল্প করিলেন।

অরঙ্গজেব যশোবন্তের চক্রান্ত অবগত হইয়া তাঁহাকে বিপদ্গ্রস্ত করিবার জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগি-লেন। অবশেষে গুজরাতের রাজপ্রতিনিধিপদে তাঁহাকে নিয়োগ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু যশোবন্ত গুজরাতে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, সেখানে অন্য এক জন রাজপ্রতি-নিধি পূর্ব্ব হইতেই আছেন। তদ্দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া যশোবন্ত মারবারে প্রত্যাগমন করেন। অরঙ্গজেব দেখিলেন যে, যশোবন্ত জীবিত থাকিতে তাঁহার আর কল্যাণ নাই। তজ্জন্ত নানা ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিতে ব্যস্ত হইলেন না।

তিনি পুনর্ব্বার [illegible]

পাঠাইলেন। নির্ভীক যশোবন্ত তৎক্ষণাৎ দিল্লী যাত্রা করিলেন। অরঙ্গজেব কাবুলের আফগান বিদ্রোহ-দমনের জন্য সমগ্র রাঠোর সৈন্যসহ সপরিবারে যশোবন্তকে কাবুলে পাঠাইলেন। যশোবন্তের বীরত্বে ও চেষ্টায় আফগানগণ শান্ত ভাব ধারণ করিল। অরঙ্গজেব মনে করিয়াছিলেন যে, যশোবন্ত আফগান হস্তে বিনষ্ট হইবেন; কিন্তু যশোবন্তের সফলতাদর্শনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন। এই সময় সম্রাট্ যশোবন্তের বীরপুত্র পৃথ্বীসিংহকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়া বিষপূর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া তাঁহার জীবন সংহার করিলেন। এ দিকে কাবুলে যশোবন্তের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্রও কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তিন পুত্রশোকে যশোবন্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। এই সুযোগে অরঙ্গজেব বিষপ্রয়োগে যশোবন্তের প্রাণসংহার করিলেন। এইরূপে ১৬৮১ খৃঃ ৪২ বৎসর বয়সে অদ্বিতীয় রাজপুতবীর যশোবন্ত সিংহ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষ মারবারে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে যৎকালে তাঁহার পরিবারবর্গ মারবারে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তৎকালে অরঙ্গজেব তাহাদিগকে দিল্লীতে বন্দী করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাঠোর-সৈন্যের বীরত্বে তাহা সংঘটিত হয় নাই। যশোবন্তের মৃত্যুকালে তাঁহার এক মহিষী গর্ভবতী ছিলেন। সেই গর্ভে অজিতসিংহের জন্ম হয়। এতদ্ব্যতীত যশোবন্তের অন্য দুই মহিষী এবং ৭টী উপপত্নী যশোবন্তের চিতানলে দেহ বিসর্জ্জন করেন।

যশোবন্তসিংহ (বুন্দেলা) বুন্দেলা জাতীয় জনৈক মোগল সেনাপতি। রাজা ইন্দ্রমণির পুত্র। ইনি সম্রাট্ আলম্গীরের রাজ্যকালে স্বীয় বীর্য্যবলে উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বুন্দেলখণ্ডের এক অংশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া রাজকবি হরিভাস্কর "যশোবন্ত-ভাস্কর" রচনা করেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, সম্রাট্ তাঁহার নাবালক পুত্র ভগবন্ত সিংহকে রাজোপাধি সহ উচ্চ জমিদারী দান করিয়াছিলেন।

যশোবন্তসিংহ যোধপুরের জনৈক রাজা। ইনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পিতা তখৎ সিংহের মৃত্যুর পর রাজতক্তে আরোহণ করেন।

যশোবন্তসিংহ, ভরতপুরের জনৈক মহারাজ। বলবন্ত সিংহের পুত্র। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃসিংহাসন লাভ করেন।

যশোবন্তসিংহ, (মুবার), রাজা দেবীবাহাদুরের পুত্র। ইনি একজন সুকবি ছিলেন।

যশোধর, রুক্মিণীগর্ভজাত কৃষ্ণপুত্র।

যশোবর্দ্ধন, প্রতিহারবংশীয় জনৈক রাজপুত নরপতি।

যশোবর্দ্ধন, মরিকবংশীয় জনৈক রাজা। বিষ্ণুবর্দ্ধনের পিতা।

যশোবর্দ্ধন মিশ্র, জনৈক প্রাচীন কবি।

যশোবর্ম্মদেব, কনোজের জনৈক প্রসিদ্ধ হিন্দু নরপতি। তিনি কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের সমসাময়িক ছিলেন। কবিবর হর্ষদেবপুত্র বাক্‌পতিরাজ ও ভবভূতি তাঁহার আশ্রয়েই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

কবি বাকপতি স্বরচিত 'গৌড়বধ' কাব্যে সমুজ্জ্বল ভাষায় যশোবর্ম্মার চরিত্রচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রাজা যশোবর্ম্মের গৌড়-'বিজয়যাত্রা' পাঠ করিলে আমাদের মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে অজরাজের দিগ্বিজয়যাত্রা মনে পড়ে। শারদীয় শোভাসঙ্কুল প্রান্তর-ভূমির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে তিনি শোণ-নদের উপত্যকাভূমে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। এখান হইতে রাজা সদলে বিন্ধ্যপর্ব্বতে আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনী (কালী) দেবীর পূজা ও অর্চনা করিলেন। এইরূপে নানা স্থান অতিক্রম করিতে করিতে ক্রমে হেমন্ত, শীত ও বসন্তকাল অতিবাহিত হইল। গ্রীষ্মের প্রখর কিরণজালে দাবদগ্ধ বনরাজির ন্যায় তাঁহার তাপক্লিষ্ট সেনামণ্ডলী অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিতে করিতে বর্ষার শীতল কোমল বারিধারা অঙ্গে মাখিয়া গৌড়রাজ্যে সমুপস্থিত হইল।

তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া গৌড়ীয় সামন্ত ও সেনানীবর্গ পলায়ন করিল, কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া তাহারা পুনরায় কনোজাধিপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। গৌড়ীয় সেনার শোণিতে রণক্ষেত্র প্লাবিত হইয়াছিল। পলায়নপর গৌড়রাজ বিজেতা যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হইলেন।* অতঃপর কনোজাধিপ বঙ্গেশ্বরকে পরাভব ও বশে আনয়ন করিয়া সমুদ্রোপকূলের বনশোভা সন্দর্শনপূর্ব্বক মলয় পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশে (সহ্যাদ্রি দক্ষিণে) দাক্ষিণাত্যপতিকে পরাজয় করেন। এই খানে সমুদ্রতীর পরিদর্শন করিয়া তিনি পারসিক জাতিকে যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত এবং পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের পশ্চিমস্থ প্রত্যেক দেশবাসীর নিকট হইতে করসংগ্রহ করিয়াছিলেন।

জয়োল্লাসদৃপ্ত রাজা যশোবর্ম্মা ক্রমে নর্ম্মদাতীরে আসিয়া সমুপস্থিত হন। এখানে রাজা কার্ত্তবীর্য্যের পবিত্র কীর্ত্তি ও

* এই গ্রন্থে গৌড়রাজের নাম, ধাম ও তাঁহার বিবরণাদির বিশেষ কোন কারণ লিখিত হয় নাই।

নদীমাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া কএকদিন তথায় অবস্থান করেন। পরে সমুদ্রতীরে নির্ম্মল বায়ুসেবনপূর্ব্বক রণক্লেশ অপনোদনের জন্য কিছুকাল তথায় অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর তিনি সদলে মরুদেশ (মারবাড়) ও শ্রীকণ্ঠ (থানেশ্বর) অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। জনমেজয়ের "সর্পসত্র" কথা স্মরণ করিয়া তিনি সেই পবিত্র ক্ষেত্রে কএকদিন যাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর কুরুক্ষেত্রে জলক্রীড়া সমাপন করিয়া ভারতীয় যুদ্ধের খ্যাতনামা যোদ্ধা কর্ণের রণক্ষেত্র সন্দর্শনে আগমন করেন।

কুরু-পাণ্ডবগণের সেই লীলাক্ষেত্র হইতে ক্রমে রাজা যশোবর্ম্মা অযোধ্যানগরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে তিনি একদিনে একটী সুরপ্রাসাদ (মন্দির) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অতঃপর মন্দরপর্ব্বতবাসী জনগণকে পরাভবকরণমানসে তদভিমুখে যাত্রা করেন। মন্দরবাসী তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলে, তিনি স্বেচ্ছা-প্রণোদিতহৃদয়ে যক্ষেশ্বরের বিলাসভূমি হিমালয়দেশে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে রাজবিজয়বাসনা সমাপন করিয়া রাজ্যেশ্বর যশোবর্ম্মা স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজভবনে আনন্দ-উৎস ছুটিল। রাজা অধীনস্থ সামন্ত ও সমভিব্যাহারী বিজিত রাজন্যগণকে সোৎসুকে বিদায় দিলেন। গৌড়বিজয়ের পর তিনি যে সকল রূপমাধুর্য্যময়ী মাগধ-রাজকুল-ললনাকে† বন্দিরূপে আনিয়াছিলেন, ক্রীতদাসীর ন্যায় সেই সকল রাজকুলবধূ কনোজ-রাজদরবারে সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার রাজশ্রীমণ্ডিত বরবপুতে চামর ঢুলাইয়াছিল।'

কবি বাক্‌পতি যেরূপ উজ্জ্বল ভাষায় ও যেরূপ উৎসাহে তাঁহার 'গৌড়বধ' মহাকাব্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতিপালক যশোবর্ম্মার বিজয়কাহিনী যেরূপভাবে প্রথমে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, আশ্চর্য্যে বিষয় যে, তিনি গৌড়বধকাহিনী লিখিয়াই যেন কোন আকস্মিক কারণে, যেন কোন দৈবদুর্ঘটনায় তাঁহার মহাকাব্যের নায়কের শেষে আর সেরূপ পরিচয় দিতে পারিলেন না, অধিক সম্ভব, কনোজপতির এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা বর্ণনা করা কবি উপযুক্ত মনে করেন নাই,— সে দুর্ঘটনার কথা কবি বাক্‌পতি প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কবি কহলণ নিজ রাজতরঙ্গিণী মধ্যে স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

'পবন যেখানে কন্যাগণকে কুব্জ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই গাধিপুরে (কান্যকুব্জে) অতি অল্পকাল মধ্যে রাজা যশোবর্ম্মার বাহিনীদল বিক্ষোভিত করিয়া নরপতি ললিতাদিত্য প্রতাপে আদিত্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় মতিমান্ কান্যকুব্জপতি উদ্দীপ্ত ললিতাদিত্যকে যে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নীতিজ্ঞ বিচক্ষণগণের নিকট বিশেষ প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা যশোবর্ম্মার যাঁহারা সহায় ছিলেন, তাঁহারা এ কার্য্যে বড়ই অভিমানগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাহা না হইবেই বা কেন, বসন্তকাল অপেক্ষা চন্দনানিলেরই প্রাধান্য কিছু অধিক। যশোবর্ম্মা ও ললিতাদিত্য উভয়ের সন্ধিসম্বন্ধে যে সকল নিয়মপত্রাদি, তাহা যশোবর্ম্মার সান্ধিবিগ্রহিক দ্বারা লিখিত হয়। "যশোবর্ম্মা ও ললিতাদিত্যের এই সন্ধি হইল" সন্ধিপত্রে এই কথা লিখিত হওয়ায় ললিতাদিত্যের সান্ধিবিগ্রহিক মিত্রশর্ম্মা প্রভুর নাম পূর্ব্বে নির্দ্দেশ না দেখিয়া প্রভুর অসম্মান মনে করিয়াছিলেন। উৎকট যুদ্ধবিগ্রহবিষয়ে উদ্ধত সেনানীগণ এই ব্যাপারে অসূয়াপ্রকাশ করিলেন। রাজা মিত্রশর্ম্মার এরূপ ঔচিত্য ব্যবহারে তাঁহার উপর বহু সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তিনি প্রীত হইয়া মিত্রশর্ম্মাকে পূর্ব্ব হইতে প্রসিদ্ধ অষ্টাদশটী কর্ম্মস্থান হইতে উদ্ভব পাঁচটী প্রধান কর্ম্মস্থানের কর্তৃত্বরূপ পঞ্চমহা শব্দ দ্বারা ভূষিত করিলেন। সেই পাঁচটী কর্ম্মস্থানের নাম—মহাপ্রতীহারপীড়া, মহাসন্ধিবিগ্রহ, মহাশ্বশালা, মহাভাণ্ডাগার ও মহাসাধনভাগ। এই সকল বিষয়ে শাহিমুখ্য রাজগণই পূর্ব্বে অধ্যক্ষ হইতেন। রাজা যশোবর্ম্মা হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া সপরিবারে বাক্‌পতিরাজ ভবভূতি প্রভৃতি পণ্ডিত সমভিব্যাহারে ললিতাদিত্যের গুণস্তুতিবাদক অর্থাৎ বশতাপন্ন হইয়াছিলেন।'

(রাজতর° ৪।১৩৩-১৪৪)

কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য কর্তৃক যশোবর্ম্মার পরাজয় এবং কনোজসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক কাশ্মীর-রাজসভায় মহাকবি ভবভূতি ও রাজকবি বাক্‌পতির গমনহেতু গৌড়বধকাব্য এক প্রকার সম্পূর্ণ হয় নাই, এই দুর্ঘটনা প্রকাশ করা কবি বাক্‌পতি উপযুক্ত মনে করেন নাই।

রাজতরঙ্গিণী হইতে বুঝিতে পারিতেছি,—যে কনোজাধিপ যশোবর্ম্মের সভায় কেবল বাক্‌পতি বলিয়া নহে, মহাকবি ভবভূতিও বিরাজ করিতেন। গৌড়বধ কাব্য হইতে আরও জানিতে পারি যে, কবি বাক্‌পতির প্রতিপালক মহারাজ যশোবর্ম্মার অপর এক নাম কমলায়ুধ। বপ্পভট্টি-সূরিচরিত, প্রবন্ধকোষ, প্রভাবকচরিত, পট্টাবলী, তীর্থকল্প প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, কনোজপতি যশোবর্ম্মার পুত্রের নাম আমরাজ। ইহার সহিত গৌড়াধিপতি ধর্ম্মের (ধর্ম্ম-

† গৌড়রাজ্য জয় করিতে আসিবার কালে রাজা যশোবর্ম্মা মগধদেশ জয় করিয়াছিলেন।

পালের) বিচার-সংগ্রাম চলিয়াছিল। প্রভাবকচরিত হইতে সেই বিবরণ উদ্ধৃত করা এখানে আবশ্যক মনে করি :—

"পাটলীপুরে সূরপাল (বপ্পভট্টি) জন্মগ্রহণ করেন। ৮০৭ সংবতে (৭৫১ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার দীক্ষা হয়। এ সময়ে কান্যকুব্জে যশোবর্ম্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আমরাজ কান্যকুব্জের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার সহিত গৌড়াধিপ ধর্ম্মের ঘোর শত্রুতা ছিল। সূরপাল প্রথমে আমরাজের সভায় ছিলেন, কিন্তু তিনি কোন কারণে বিরক্ত হইয়া লক্ষ্মণাবতী নগরে আগমন করেন। এ সময়ে কবি বাক্‌পতি ধর্ম্মের প্রধান সভাপণ্ডিত বলিয়া গণ্য ছিলেন। বাক্‌পতির সাহায্যে সূরপাল গৌড়রাজসভায় অতীব সম্মানের সহিত রাজ-গুরুরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে আমরাজ কৌশল করিয়া বপ্পভট্টি সূরপালকে আপনার সভায় আনাইলেন। গৌড়রাজ ধর্ম্ম তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অনন্তর তিনি আমরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমরা চিরদিনই উভয়ে উভয়ের শত্রু। বৃথা আর শস্ত্রযুদ্ধ না করিয়া আসুন আমরা শাস্ত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। আমার রাজ্যে বর্দ্ধনকুঞ্জর নামে একজন বৌদ্ধপণ্ডিত আসিয়াছেন। আপনার যে কোন সভাপণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সহিত শাস্ত্রসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। এই সংগ্রামে যাঁহার পক্ষ পরাজিত হইবেন, তিনিই স্বরাজ্য বিনা আপত্তিতে ছাড়িয়া দিবেন।' ধর্ম্মের আহ্বানে আমরাজের পক্ষ হইতে সূরপাল আসিয়া বিচারসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্দ্ধনকুঞ্জর গুটিকাসিদ্ধ ছিলেন। তৎপ্রভাবে তিনি সকলকেই পরাজিত করিতে পারিতেন। তাঁহার এই কৌশল আর কেহ জানিত না, কেবল বাক্‌পতির জানা ছিল। সূরপাল বাক্‌পতির শরণাপন্ন হইলেন ও পূর্ব্বসৌহার্দ্দ জানাইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। বাক্‌পতি বন্ধুকে বর্দ্ধনকুঞ্জরের কৌশল গোপনে বলিয়া দিলেন। তদনুসারে বিচারে উপস্থিত হইবার সময়ে বর্দ্ধনকুঞ্জরের গুটিকাটী মুখে দিবার পূর্ব্বেই কৌশল করিয়া বপ্পভট্টি তাহা সরাইয়া ফেলিলেন। গুটিকা অভাবে বর্দ্ধনকুঞ্জর পরাস্ত হইলেন। ধর্ম্ম নিজ বিস্তীর্ণ রাজ্যসম্পদ কনোজাধিপতির করে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু আমরাজ বপ্পভট্টির আদেশে ধর্ম্মরাজকে গৌড়রাজ্য সমর্পণ করিলেন এবং উভয়ে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। ৮৯০ বিক্রম সংবতে (৮৩৪ খৃষ্টাব্দে) মগধতীর্থে আমরাজের মৃত্যু হয়।"

খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনের ১২ শ্লোকে লিখিত আছে, 'ভোজমৎস্যাদি নরপতি-গণের অনুগ্রহে ও পঞ্চালবাসিগণের হর্ষে তিনি কান্যকুব্জ-পতিকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।' *

এই কান্যকুব্জপতি কে? ধর্ম্মপালের ভ্রাতুষ্প্রপৌত্র নারায়ণ পালের (ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত) তাম্রশাসনে লিখিত আছে,—

'যিনি (ধর্ম্মপাল) ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি অরাতিবৃন্দকে জয় করিয়' কান্যকুব্জের রাজশ্রী উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আবার তিনিই ইন্দ্ররাজের পিতা নাতিখর্ব্ব চক্রায়ুধকে সেই (রাজ-লক্ষ্মী) প্রদান করেন।' †

উক্ত তাম্রশাসন হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইন্দ্ররাজ নিজ পিতা চক্রায়ুধকে পদচ্যুত করিয়া কনোজের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। আবার ধর্ম্মপাল সেই ইন্দ্ররাজকে পরাজয় করিয়া চক্রায়ুধকে তাঁহার ন্যায্য অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন; তাহাতে পঞ্চালের বৃদ্ধ লোকেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে বোধ হইতেছে, পঞ্চাল পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তরাপথ চক্রায়ুধের অধিকারভুক্ত ছিল; পরে তাঁহার দুর্ব্বৃত্ত পুত্র ইন্দ্ররাজ পিতৃ-অধিকার কাড়িয়া লইয়া উত্তরাপথবাসী তাঁহার পিতার অনুরক্ত প্রজাদিগের উপরও অত্যাচার করিয়াছিলেন।

জিনসেন-বিরচিত অরিষ্টনেমিপুরাণান্তর্গত জৈন হরিবংশে (৬৬ সর্গে) লিখিত আছে ;—

৭০৫ শকে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) (বিন্ধ্যাদ্রির) উত্তরদেশে ইন্দ্রায়ুধ এবং দক্ষিণদিকে (রাষ্ট্রকূটরাজ) কৃষ্ণপুত্র শ্রীবল্লভ রাজত্ব করেন। ‡

উত্তরদেশাধিপতি ইন্দ্রায়ুধই চক্রায়ুধের পুত্র এবং নারায়ণ-পালের তাম্রশাসনে "ইন্দ্ররাজ" নামে বর্ণিত হইয়াছেন। প্রভাবকচরিত, প্রবন্ধকোষ প্রভৃতি জৈনগ্রন্থ হইতে আরও জানিতে পারি যে, আমরাজের পুত্র ইন্দুক (বা দন্দুক) পাটলীপুত্রনগরে বিবাহ করেন, তিনি পিতৃদ্বেষী ও নিতান্ত অধার্ম্মিক ছিলেন। এমন কি, তাঁহার শিশুপুত্র ভোজ তাঁহার হাত এড়াইবার জন্য মাতুলালয়ে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। অবশেষে এই ভোজের হস্তেই ইন্দুক লীলাসম্বরণ করেন।

* "হৃষ্যৎপঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃতকনকময়স্বাভিষেকোদকুম্ভো।
দত্তঃ শ্রীকান্যকুব্জঃ সললিতচলিতভ্রূলতালক্ষ্ম যেন॥"
(ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন)

† "জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতিবামনায়॥"

‡ "শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং।
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাং॥"

উক্ত পিতৃদ্বেষী ইন্দুকই বিভিন্নস্থলে ইন্দ্রায়ুধ বা ইন্দ্ররাজ নামে পরিচিত। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, বহু জৈন-গ্রন্থমতেই আমরাজ কান্যকুব্জের অধিপতি এবং ধর্ম্মের সমসাময়িক ও শেষে মিত্র ছিলেন। তাঁহার অবাধ্য পুত্র ইন্দ্র বা ইন্দুক তাঁহার রাজ্য গ্রাস করিয়া কিছুদিন ভোগ করিবার পর ধর্ম্মপালের যত্নেই তিনি পুনরায় পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমরাজের পিতা যশোবর্ম্মার একটি নাম কমলায়ুধ। তাম্রশাসন ও জৈনপুরাণ সাহায্যে আরও জানা যায় যে, যশোবর্ম্মার কমলায়ুধ নামের ন্যায় আমরাজের অপর নাম চক্রায়ুধ এবং তৎপুত্র ইন্দুক বা দন্দুকের অপর নাম ইন্দ্রায়ুধ ছিল। অর্থাৎ পুত্র, পিতা ও পিতামহ এই তিন জনেই 'আয়ুধ' সংযুক্ত নাম ব্যবহার করিতেন।

মহাকবি ভবভূতি রাজা যশোবর্ম্মার সভায় অবস্থান করিতেন। তাঁহার মালতীমাধব, বীরচরিত ও উত্তরচরিত এই কাব্যত্রয় আলোচনা করিলে সে সময়ের সমাজচিত্র আমরা বেশ দেখিতে পাই। কুমারিল ও শঙ্কর বৌদ্ধমতপ্লাবিত ভারতভূমে ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৈদিক-ক্রিয়াকলাপাদি স্থাপনে যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কবি ভবভূতি স্বীয় দৃশ্যকাব্যে যেন সেই মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

ভবভূতির বীরচরিত ও উত্তরচরিতে বৈদিকমার্গ প্রবর্তনের যত্ন সুস্পষ্ট। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকধর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া জনসাধারণে যাহাতে বৈদিক আচার ব্যবহারের অনুসরণ করেন, ভবভূতির গ্রন্থত্রয়ে সেই গূঢ় উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত রহিয়াছে। বাস্তবিক কনোজরাজসভা হইতেই উত্তর-ভারতে বেদমার্গপ্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছিল। মহারাজ যশোবর্ম্মা দুষ্টের দমন ও পুনরায় বৈদিকধর্ম্মস্থাপনার্থ বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন; সেই জন্যই তিনি বাক্‌পতির গৌড়বধকাব্যে হরির অন্যতর অবতার বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। বাস্তবিক তিনি হিন্দুসমাজে যেন নব ভাব উদ্দীপিত করিতেছিলেন, কান্যকুব্জবাসী সনাতন বৈদিকমার্গের অনুবর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। মহারাজ আদিশূরও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ প্রতিষ্ঠার জন্য কনোজরাজসভা হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন।

যতদিন কান্যকুব্জে যশোবর্ম্মা অধিষ্ঠিত ছিলেন, ততদিন যেমন বৈদিকধর্ম্মপ্রচারে আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল, সেইরূপ যতদিন আদিশূর গৌড়সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন, ততদিনই বৈদিকধর্ম্মপ্রচারের প্রকৃত উদ্যম ও প্রকৃত কার্য্য লক্ষিত হইয়াছিল। যেমন রাজা যশোবর্ম্মার তিরোধানের পর তৎপুত্র আমরাজ কর্তৃক বেদবিরোধী জৈনধর্ম্ম অবলম্বিত হয়, সেইরূপ আদিশূরের তিরোধানের পর তদ্বংশধরগণের রাজ্য-শাসনে অক্ষমতাপ্রযুক্ত পাল-রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধমার্গ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, (বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক) রাজা যশোবর্ম্মা ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

যশোবর্ম্মদেব, জনৈক কবি। ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্যবিচারচর্চ্চায় ইঁহার উল্লেখ দেখা যায়।

যশোবর্ম্মন্, রামাভ্যুদয়নাটকপ্রণেতা জনৈক কবি। ক্ষেমেন্দ্রকৃত সুবৃত্ততিলকে ইঁহার শ্লোক আছে।

যশোবর্ম্মন্, চালুক্যবংশীয় জনৈক নরপতি।

যশোবর্ম্মন্, চন্দ্রাত্রেয়বংশীয় জনৈক রাজা। রাজা হর্ষদেবের পুত্র। খজুরাহর শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি গৌড়, খস, কোশল, কাশ্মীর, মিথিলা, মালব, চেদি, কুরু, গুর্জ্জর প্রভৃতি রাজ্যবাসীকে রণক্ষেত্রে পরাভূত করিয়াছিলেন। চেদিরাজকে জয় করিবার পর, তিনি কালঞ্জর পর্ব্বত অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বৈকুণ্ঠনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দেবমূর্ত্তি তিনি কনোজরাজ দেবপালের (খৃঃ ৯৪৮) নিকট প্রাপ্ত হন। দেবপালের পিতা হেরম্বপাল ঐ মূর্ত্তি কীর-রাজ শাহীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যশোবর্ম্মন্, চন্দ্রাত্রেয়-বংশীয় অপর একজন রাজা। পরমর্দ্দিদেবের পিতা ও মদনবর্ম্মার পুত্র।

যশোবর্ম্মন্, মালবের পরমার বংশীয় জনৈক নরপতি। জয়বর্ম্মের পিতা। ইনি চালুক্যরাজ জয়সিংহ-সিদ্ধরাজের নিকট পরাভূত হন।

যশোবর্ম্মন্, মৌখরি-বংশীয় জনৈক রাজা।

যশোবর্ম্মপুর, কনোজরাজ যশোবর্ম্মদেবের প্রতিষ্ঠিত মগধরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

যশোবিগ্রহ, কনোজের রাঠোরবংশীয় রাজা, চন্দ্রদেবের পিতামহ।

যশোবিজয়, জ্ঞানবিন্দুপ্রকরণম্ নামক জৈনগ্রন্থরচয়িতা। ইনি মুক্তিবিজয় পণ্ডিতের শিষ্য ও পদ্মবিজয়ের সহোদর। "মহাবীরস্তবনম্" নামক গ্রন্থও ইঁহার রচিত।

যশোসিংহ, জনৈক শিখ সর্দ্দার। তিনি জাতিতে ছুঁতার ছিলেন। তাঁহার পিতা ভগবান্ সিয়াণী লাহোর জেলার সরসল মৌজায় থাকিয়া জাতীয় ব্যবসা পরিচালন করিতেন। যশোসিংহ পৈতৃক ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন। তিনি খোসাল সিংহের প্রবর্ত্তিত শিখ মিসিলে যোগদান করিয়া নোধ সিংহের অধীনে যুদ্ধ-বৃত্তি

গ্রহণ করেন্। ক্রমে তিনি স্বীয় বীর্য্যবলে ও অসীম সাহসে একজন শিখ-যোদ্ধা মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। যশোসিংহ স্বীয় প্রতিভাবলে শিখসমাজে এরূপ প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন যে, রামরৌনী মিশ্‌লের শিখগণ তাঁহার যত্নে পূর্ব্ব নাম পরিত্যাগ করিয়া 'রামগড়ীয়া' নাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

মল্লসিংহ ও তারাসিংহ নামক ভ্রাতৃদ্বয় সমভিব্যাহারে যশোসিংহ অদীনা বেগ খাঁর সহায় হইয়া আবদালী সর্দ্দার আজম শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আফগান-সেনাদলের ভীষণ আক্রমণে ভীত হইয়া অদীনা খাঁ পলায়ন করিলে যশোসিংহ কান্‌হিয়া সর্দ্দার জয়সিংহ ও কাঙ্‌ড়াধিপতি অমরসিংহের সহযোগে পাঠান-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শিখগৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অপমানিত ও লাঞ্ছিত অদীনাবেগ এই সূত্রে মুসলমান-বিদ্বেষী শিখ-সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধনে বদ্ধ পরিকর হইলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আবদালী স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, অদীনা খাঁ মহারাষ্ট্রগণ কর্ত্তৃক লাহোরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি রোহিলা-সর্দ্দার কুতব শাহ ও মীর আজিজ্ বক্সির সহযোগে বতালা অবরোধপূর্ব্বক শিখনির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হন। যশোসিংহ প্রভৃতি রামরৌনীর মৃদ্দুর্গে যাইয়া আশ্রয় লাভ করেন, এখান হইতে পলায়নের পর তাঁহারা "রামগড়ীয়া" নামে আখ্যাত হন।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে যশোসিংহ মিসিলের অধিনেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া দীননগর,বতালা, কালানৌর, শ্রীহরগোবিন্দপুর, প্রভৃতি মুসলমানের অধিকৃত নগর লুণ্ঠনপূর্ব্বক অধিকার করেন। দুরাণী সর্দ্দার আহ্মদ শাহ এই সংবাদে উত্তেজিত হইয়া শিখদমনে অগ্রসর হন। গুজুঘাড়ার যুদ্ধে উভয় পক্ষের যুদ্ধে শিখগণই অপেক্ষাকৃত শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিল।

নোধসিংহের মৃত্যুর পর, যশোসিংহ মিশ্‌লের সর্দ্দার হন। তিনি নানাস্থান লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক নানা স্থানে দুর্গাদি স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। লাহোরের শাসনকর্ত্তা খাজা ওবেদ গুজরানুবালার শিখদুর্গ আক্রমণ করিলে রামগড়ীয়া ও কান্‌হিয়াগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। মুসলমানগণ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে।

অতঃপর যশোসিংহ বতালা ও কালানৌর অধিকারপূর্ব্বক আফগান শাসনকর্ত্তা খাজা ওবেদকে তাড়াইয়া দেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী সমুদায় ভূভাগের অধীশ্বর হন। আহ্মদশাহ সহযোগী যমজ চাঁদ ও পার্ব্বত্য রাজপুত-সর্দ্দারগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

যশোসিংহ ৩০ ফিট্ উচ্চ এবং ২১ ফিট্ প্রস্থ সুদৃঢ় ইষ্টক-প্রাচীর দ্বারা বতালা নগর পরিবেষ্টিত করেন। এই সময়ে রামগড়িয়া ও কান্‌হিয়া দলের ঘোরতর বিবাদ চলিতে ছিল। উভয় পক্ষে বিবাদে সহস্র সহস্র শিখ-যোদ্ধা প্রাণ বিসর্জ্জন করে। অবশেষে কান্‌হিয়া সর্দ্দার জয়সিংহের নিকট পরাজিত হইয়া যশোসিংহ শতদ্রু পার হইয়া পলায়ন করেন। এখানে দস্যু-বৃত্তির দ্বারা বিপুল অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক ফুলকিয়া সর্দ্দার অমরসিংহের সাহায্যে হিসার জেলায় অধিষ্ঠিত হইলেন। এখান হইতে তিনি দিল্লী রাজধানীর প্রাচীর-সীমা পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন। অতঃপর তিনি মিয়াটের নবাবের নিকট হইতে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন। এই সময়ে হিসারের শাসনকর্ত্তা বলপূর্ব্বক দুইটী ব্রাহ্মণ-কন্যাকে হরণ করায় তিনি তাঁহাকে দণ্ডবিধানার্থ অগ্রসর হন এবং হিসার নগর লুণ্ঠনপূর্ব্বক কন্যাদ্বয়কে উদ্ধার করিয়া তাহাদের পিতৃসমীপে আনয়ন করেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই জয়সিংহের সহিত সুকরচকিয়া সর্দ্দার মহাসিংহের বিরোধ উপস্থিত হয়। যশোসিংহ পূর্ব্ব শত্রু জয়সিংহের সহিত যোগ দেন। এই যুদ্ধে জয়সিংহের পুত্র গুরুবক্স নিহত এবং কান্‌হিয়া মিশ্‌ল সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। যুদ্ধে জয়ের পর তিনি স্বীয় নষ্ট সম্পত্তি পুনরুদ্ধার লাভ করিলেন। ভ্রাতা মল্লসিংহ ও তারাসিংহের মৃত্যুর পর, তিনি বিপাশা-তীরবর্ত্তী রবেলা নগরে আসিয়া কাল যাপন করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে যশোসিংহ পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র যোধসিংহ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন।

যশোহন্ (ত্রি) যশঃ হন্তি হন-ক্বিপ্। যশোনাশক, যিনি লোকের যশঃ হনন করেন।

যশোহর (ত্রি) হরতীতি হৃ-অচ্-হরঃ, যশসঃ হরঃ। যশোহরণকারী, যশোনাশক।

যশোহর, খুলনা জেলার সাতক্ষীরা উপবিভাগের বাকিপুর পরগণার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। যমুনা ও কদমতলী নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। বঙ্গের শেষ কায়স্থ বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই স্থানে যশোহরেশ্বরী নামে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তদবধি এই স্থান যশোহরেশ্বরীপুর বা ঈশ্বরীপুর নামে খ্যাত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গে এই নগরের যথাযথ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। রাজা যে গড় প্রাসাদ, বিচার গৃহ, কারাগার প্রভৃতি শাসনোপযোগী অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তৎসমুদায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই অতীত কীর্ত্তির ধ্বস্ত স্তূপ মাত্র জঙ্গলে পরিবৃত হইয়া সমৃদ্ধ নগরের অতীত নিদর্শন রক্ষা করিতেছে। [প্রতাপাদিত্য দেখ]

যশোহর, বাঙ্গালার ছোট লাটের শাসনাধীন একটী জেলা। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে নদিয়া জেলা, দক্ষিণে খুলনা এবং পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলা। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারিতে এখানকার ভূপরিমাণ ২২৭৬ বর্গ মাইল ধার্য্য হয়। ঐ সময়ে যশোহর, নড়াইল, মাগুরা, খুলনা, বাগের হাট ও ঝিনাইদহ নামক ৬টী উপবিভাগে এই জেলা গঠিত ছিল, তৎপরে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে যশোহর হইতে খুলনা ও বাগের হাট উপবিভাগ বিচ্ছিন্ন করিয়া খুলনা নামে একটী স্বতন্ত্র জেলা স্থাপিত হইল। এদিকে নদীয়া জেলা হইতে বনগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করিয়া যশোহরের এলাকাধীন করা হইয়াছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সার্ভেয়ার জেনারলের বিভাগীয় জরিপ অনুসারে উহার পরিমাণ ২৯২৫ বর্গ মাইল ধার্য্য হয়। যশোহর নগরই এই জেলার বিচার-সদর। স্থানীয় লোকের নিকট কস্‌বা বলিয়া খ্যাত। ভৈরব নদ ইহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত।

ভাগীরথী এবং গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রসঙ্গমের 'ব' দ্বীপাংশের মধ্যভাগ লইয়াই এই জেলা গঠিত। এই বিস্তীর্ণ পলিময় সমতল ভূভাগ নদী ও জলখাত দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সমাচ্ছন্ন। জেলায় দক্ষিণাংশে বৃহৎ বৃহৎ জলা দৃষ্ট হয়। ভূমির অবস্থাভেদে এই জেলা দুই ভাগে বিভক্ত। কেশবপুর হইতে মহম্মদপুর পর্য্যন্ত নৈর্ঋত হইতে ঈশান কোণে একটী রেখা টানিলে উত্তর ও পশ্চিমে যে ভূমি পড়ে, তাহা অপেক্ষাকৃত শুষ্ক। ঐ জমি কখনও বন্যাপ্লাবিত হয় না। এই রেখার দক্ষিণে অর্থাৎ জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত যে ভূভাগ, তাহা প্রায়ই জলা ভূমিতে পূর্ণ। শীতকাল ব্যতীত ঐ সকল জমিতে হাটিয়া যাইবার উপায় নাই, অপর সকল ঋতুতেই তাহাতে জল থাকে। এমন কি, দারুণ বর্ষা হইলে নৌকাযোগে খাল ও বিলের উপর দিয়া দূরদেশে যাতায়াত চলে।

উপরিউক্ত দুইটী বিভাগ ব্যতীত, যশোহরের দক্ষিণ-পূর্ব্বে যে জলপূর্ণ বিভাগ ছিল, তাহা সুন্দরবননামে অভিহিত হইত। এক্ষণে তাহা খুলনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যশোহর জেলার উত্তর ভাগে বিস্তীর্ণ শস্যশ্যামল ক্ষেত্র ও সুবিশাল খর্জ্জুর বনসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে বহু জনপরিসেবিত সুসমৃদ্ধ গ্রামসমূহ বিদ্যমান। মধ্যভাগের লোকসংখ্যা বিরল, কেবল মাত্র নদীতীরবর্ত্তী উচ্চ স্থানসমূহে লোকের বসতি আছে। নদীতীরের অদূরে জলাময় নিম্নভূমি। স্থানবিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলও দৃষ্ট হয়।

এখানকার নদীসমূহের মধ্যে পূর্ব্ব সীমায় মধুমতী ও তাহার নবগঙ্গা, ভৈরব প্রভৃতি শাখা এবং কুমার, কপোতাক্ষ, কটকি, হরিহর বা ভদ্রা প্রভৃতি নদীই প্রধান। এতদ্ভিন্ন মাথাভাঙ্গা, চিত্রা, আঠারবাঁকী, গড়ুই, হমু, বাঁয়াসে, কালীগঙ্গা, বেনী, বন্‌কানা, কালিয়া, তালেশ্বর, রূপসা, শিবসা, দেলুতী প্রভৃতি নদী এবং বোসখালি, জয়কালী, গাজরাইল, মজুদখালি, বোইটাঘাটা, নলুয়া, গাজনীগাজ, ঘোগনিয়া, বারুইপাড়া, মলোর, গোব্‌রা, আফ্‌রা, ঘোড়াখালি, পাপ্টিয়া, যদুখালি, কুমারখালি, ভবানীপুর খাল, মাসড়াখাল, মুচিখালি প্রভৃতি খাল এই জেলার মধ্যে প্রবাহিত থাকায় চাসবাসের ও বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। এক্ষণে অনেকগুলি খাল ও নদীখাত গ্রীষ্মকালে একবারে শুকাইয়া যায়, কিন্তু বর্ষাঋতুতে পুনর্ব্বার উহাতে জল প্রবাহিত হইয়া নৌকাগমনের উপযোগী হইয়া থাকে। মধুমতী, ভৈরব প্রভৃতি নদীতে জুয়ারভাঁটা খেলে, কিন্তু ২০° অক্ষাংশের অধিক উপরে জল উঠে না।

ঐ সকল নদীর উভয় পার্শ্ববর্ত্তী তীরভূমি সমৃদ্ধ গ্রামসমূহে সমাকীর্ণ। অনেক গণ্ডগ্রামের চতুষ্পার্শ্বে যশোর-জেলার প্রসিদ্ধ খর্জ্জুর বাগানসমূহ দৃষ্ট হয়। খর্জ্জুর বৃক্ষের এরূপ বাহুল্য বাঙ্গালার আর অপর কোন জেলায় দেখা যায় না। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এই জেলার উত্তর ভাগের অনেকগুলি নদী বর্ষার প্লাবন ব্যতীত অপর সকল ঋতুতেই শুষ্ক হইয়া খাতমাত্র থাকে। একমাত্র মধুমতী ও নবগঙ্গার তীরে বৎসর বৎসর পলি পড়িয়া উর্ব্বর চরসমূহ উৎপন্ন করে। ঐ সকল পলিময় ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে।

বর্ত্তমান কালে এই জেলা যশোর নামে সাধারণে পরিচিত। লোকে বলে এইখানে বাঙ্গালীর যশ হৃত হইয়াছিল, তদনুসারে এই স্থান যশোহর নামে খ্যাত হয়। প্রবাদ, বাঙ্গালার শেষ পাঠানরাজ দাউদ খাঁর সভায় রাজা বিক্রমাদিত্য নামে জনৈক সভাসদ্ ছিলেন। পাঠান সরকারে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। পাঠান-শাসনকর্ত্তা দাউদখাঁ মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহের বিরুদ্ধে [illegible] পরাজিত হইলে পর, রাজা বিক্রমাদিত্য দিল্লী-সরকারে দরবার করিয়া সুন্দরবনের অধিকার প্রাপ্ত হন। তদনন্তর তিনি সুন্দরবনে আসিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। অধিকৃত প্রদেশের শাসনকার্য্য অপ্রতিহত এবং আপনাকে এই নির্জ্জন বনপ্রদেশে নিরাপদ রাখিবার নিমিত্ত রাজা বিক্রমাদিত্য সেনাবল রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন গৌড় নগরীর সমৃদ্ধি অপহরণপূর্ব্বক তাঁহার [illegible] রাজকলা ও যশ-কীর্ত্তির কতকাংশ এবং দাউদখাঁর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া নূতন

যশোহর পুরী নির্ম্মাণ করেন। তৎপুত্র প্রতাপাদিত্য স্বাধীন ভাবে কয় বৎসর ঐ যশোহররাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য তৎকালে বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকগণের অধিনেতা হইয়া বাঙ্গালায় একাধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার ঐ সমৃদ্ধ রাজধানী ২৪ পরগণার বসিরহাট উপবিভাগের ধুমঘাটে ছিল। এখনও তথাকার লোকে ঐ স্থানকে 'ধুমঘাট যশোহর' বলিয়া থাকে। আজিও তথায় প্রাসাদ, গড়, দেবমন্দির প্রভৃতি বঙ্গীয় কায়স্থকীর্ত্তি বাঙ্গালার গৌরব প্রদর্শন করিতেছে। সুন্দরবনমধ্যস্থ যশোরেশ্বরীপুরেও তাঁহার অন্যতম রাজধানী ছিল। [যশোহর নগর দেখ।]

প্রকৃতই প্রতাপাদিত্য বর্ত্তমান যশোহরবিভাগের সর্ব্বত্রই স্বীয় শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে বর্ত্তমান যশোহর জেলার দক্ষিণস্থ সুন্দরবন বিভাগে স্বীয় শাসনশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এখনও তাঁহার শক্তির পরিচালক দুর্গাদি তথাকার নানা স্থানের জঙ্গল মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে। প্রতাপ মোগলসেনানী রাজা মানসিংহের নিকট পরাজিত হন। তদনন্তর মোগলসৈন্য বাঙ্গালীর গৌরব ধ্বংস করিবার নিমিত্ত বঙ্গরাজধানী শ্রীহীন করিয়াছিল।

প্রতাপের জীবনীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মোগল-যুদ্ধের প্রাক্কালেই বাঙ্গালার দুরবস্থা বুঝিয়া তিনি যশোরবাসীকে স্থানান্তরে গমন করিতে আদেশ দেন। ঐ জনপদবাসিগণ সম্ভবতঃ উত্তর দিকের শস্যশ্যামল উচ্চভূমে আসিয়া বাস করে। তাহারা আপনাদের পূর্ব্ব রাজধানী যশোরের নামানুসারেই হউক, অথবা মোগল কর্ত্তৃক বাঙ্গালীর যশ হৃত হইয়াছে বলিয়াই হউক, মুসলমান আধিপত্য সময়ে এই স্থান যশোর বা যশোহর নামে অভিহিত করিত। অধিক সম্ভব, প্রতাপাদিত্যের সহিত বঙ্গযুদ্ধাবসানের পর মোগলশাসনকর্ত্তৃগণ সুন্দরবনের জলা পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে নূতন বসতি ও নূতন নগর স্থাপন করেন।

[প্রতাপাদিত্য দেখ।]

এই জেলার মধ্যে আরও কএকটী প্রাচীন রাজবংশ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে চাঁচড়ার রাজবংশই সমধিক প্রসিদ্ধ। অনেকে ইঁহাদিগকে যশোরের রাজা বলিয়া থাকেন। মোগলসেনাপতি খান্-ই-আজমের একজন বিশ্বস্ত অনুচর ভবেশ্বর রায় হইতে এই বংশের উৎপত্তি। ভবেশ্বর উক্ত সেনাপতির অধীনে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সৈনিকের কার্য্যকারিতা দেখিয়া, সেনাপতি খান্-ই-আজম প্রতাপের অধিকৃত কএক খানি পরগণা দখল করিয়া লইয়া তাঁহাকে দান করেন।

১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে ভবেশ্বরের মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র মহাতাব রাম রায় (১৫৮৮-১৬১৯ খৃঃ) পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন। প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের যুদ্ধকালে এই মহাতাব্ রাম মোগলসেনাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য মানসিংহ তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক লব্ধ সম্পত্তি ভোগের জন্য একখানি স্বতন্ত্র ছাড়-পত্র দেন। ১৬১৯-১৬৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কন্দর্পরায় স্বীয় জমিদারী সুশাসনে রাখিয়া আরও সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। তৎপরে ১৭০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মনোহর রায় পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি এই কয়েক বৎসরের মধ্যে উহার কলেবর দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করেন। অনেকে এই কারণে মনোহরকেই এই রাজবংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মনোহরের পর, ১৭০৫-২৯ খৃঃ কৃষ্ণরাম এবং ১৭২৯-৪৫ খৃঃ শুকদেব রায় উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। শুকদেব স্বীয় সম্পত্তি বার আনা ও চারি আনায় বিভক্ত করেন। ৸৹ আনা য়ুসুফ্‌পুর এবং ।৹ আনা সৈয়দপুর নামে খ্যাত।

শুকদেব রায় এই চারি আনা অংশ আপন ভ্রাতা শ্যামসুন্দরকে অর্পণ করেন। শ্যামসুন্দরের মৃত্যুর পর, ঐ সম্পত্তির কোন প্রকৃত উত্তরাধিকারী না থাকায় বাঙ্গালার নবাব তাহা অপর এক জন ভূম্যধিকারীর সহিত বন্দোবস্ত করেন। শুনা যায়, ঐ ব্যক্তি মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কলিকাতার নিকটে ভূমিদান করায় নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পূর্ব্বসম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় মন্নু-জান্ নাম্নী জনৈক মুসলমানী ঐ সম্পত্তির অধিকারিণী থাকেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা হাজী মহম্মদ মহসিন্ ঐ সম্পত্তি হুগলীর ইমামবাড়ার ব্যয়ভারবহনার্থ দান করিয়া যান।

উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় য়ুসুফপুর তালুকের অধিকারী শ্রীকান্তরায় আপন কর্ম্মদোষে একে একে সমস্ত পরগণাগুলিই হারান; অবশেষে তাঁহাকে ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হয়। শ্রীকান্তের পর, বাণীকান্ত ও তৎপুত্র বরদাকান্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। বরদাকান্তের নাবালক অবস্থায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ ঐ সম্পত্তির পরিদর্শন ভার গ্রহণ করেন। তদবধি উক্ত ভূসম্পত্তির আয় অনেকাংশে পরিবর্দ্ধিত হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট মুক্ত সাহস পরগণা অর্পণ করিয়া উত্তরাধিকারীদিগকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি দান করেন। সিপাহী

বিদ্রোহের সময় এই রাজবংশ ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করায় রাজোপাধি বংশপরম্পরাগত হইয়াছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা বরদাকান্তের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জ্ঞানদাকান্ত পৈতৃক সম্পত্তি ও উপাধি লাভ করেন। তৎপরে নানাপ্রকারে ঋণনিবন্ধন চাঁচড়ার অধিকাংশ সম্পত্তি অল্পদিন হইল পরহস্তগত হইয়াছে।

[বিস্তৃত বিবরণ চাঁচড়া শব্দে দ্রষ্টব্য]

নলডাঙ্গার রাজোপাধিধারী প্রসিদ্ধ 'দেবরায়' বংশীয় জমিদারগণ বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এখানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ঐ বংশীয়গণ ঢাকা জেলার ভাত্রাসুরা গ্রামবাসী হলধর ভট্টাচার্য্যের সন্তান। হলধরের ৫ম পুরুষ অধস্তন বিষ্ণুদাস হাজরা গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নলডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী হাজরাহাটী (খাটুরাগুনি) গ্রামে আসিয়া সাধুসেবায় কাল যাপন করেন। তিনি যোগবলে কোন মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে খাদ্য যোগাইয়া ছিলেন। নবাব তাঁহাকে পাঁচ খানি গ্রাম দান করেন। তৎপুত্র শ্রীমন্তরায় স্বীয় বীর্য্যবলে নিকটবর্ত্তী আফগান ভূম্যধিকারীদিগকে তাড়াইয়া সমগ্র মাহমুদশাহী পরগণা অধিকার করেন। শ্রীমন্তরায় স্বীয় বীরত্বের জন্ত "রণবীর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর পুত্র গোপীনাথ ও তৎপরে চণ্ডীচরণ দেবরায় প্রথমে রাজা উপাধি লাভ করেন। ৪র্থ রাজা রামদেবরায় ব্রাহ্মণ ও মুসলমান ফকিরের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্ ছিলেন। তাঁহার বংশধর রঘুদেব ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের নবাবের আদেশ অমান্ত করায় রাজ্যভ্রষ্ট হন। ইহার তিন বর্ষ পরে নবাব বাহাদুর কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে পুনরায় সম্পত্তির দখলিকার প্রদান করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণদেবরায়ের মৃত্যু ঘটিলে ঐ সম্পত্তি তিন ভাগ হয়। তাহার ঔরসজাত পুত্র মহেন্দ্র ও রামশঙ্কর প্রত্যেকে ½ অংশ এবং দত্তক গোবিন্দ ⅓ অংশ প্রাপ্ত হন। মহেন্দ্র ও ভবানীর সম্পত্তির অধিকাংশ নড়ালের প্রসিদ্ধ রায়বংশীয় জমিদারগণ খরিদ করিয়া লন। অপর অংশ ইন্দুভূষণ দেবরায়ের পোষ্যপুত্র রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় ভোগ দখল করিতেছেন।

এতদ্ভিন্ন এখানে আর অনেকগুলি অর্থবান্ জমিদারের বাস আছে। তন্মধ্যে শ্রীধরপুরের বসুবংশ, নড়ালের রায় (দত্ত) বংশ, বগচরের চৌধুরী বংশ, তৈলকুপীর মুন্সীবংশ, ও ভাটপাড়ার দেবরায় বংশ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় বংশবৃদ্ধি সহকারে ঐ সকল প্রাচীন বংশের পূর্ব্ব অর্থসমৃদ্ধি ও প্রতাপ নাই।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এই জেলা প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজ শাসনভুক্ত হয়। ঐ সময়ে ভারতের গবর্ণর জেনারল যশোর নগরের উপকণ্ঠস্থিত মুরলীনগরে একটী আদালত প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করেন। ইহার পূর্ব্বে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরাজ কোম্পানির হস্তে ন্যস্ত ছিল। মিঃ হেন্কেল (Mr Henakall) এখানকার সর্ব্ব প্রথম জজ ও মাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত হন। তাঁহার নামানুসারেই হেন্কেলগঞ্জের বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার পর ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ বক্ আসিয়া যশোর নগরের বিচারাদালত স্থানান্তরিত করেন। বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক থ্যাকারের পিতা মিঃ আর থ্যাকারে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এখানে রাজস্ব-সংগ্রাহকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ইংরাজাধীনে আসিবার পর অনেকবার এই জেলায় রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রথমে যশোর ও ফরিদপুর-জেলা এক বিচারকের দ্বারা শাসিত হইত। ঐ সময়ে ইছামতীর পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী ২৪ পরগণার কতকাংশও যশোরের এলাকাভুক্ত ছিল। অনেক পরিবর্ত্তনের পর, অবশেষে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বাগেরহাট ও খুলনা উপবিভাগ লইয়া স্বতন্ত্র জেলা গঠিত হইলে এই জেলার ভূপরিমাণ অনেক কমিয়া যায়। পরে নদীয়া হইতে বনগ্রাম উপবিভাগ যশোরের শাসনভুক্ত হওয়ায় উহা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে যশোরের জজকে আর ফরিদপুরে যাইয়া বিচার নিষ্পন্ন করিতে হয় না। ভিন্ন জেলায় বিভিন্ন বিচারক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। [খুলনা, ফরিদপুর ও বাগের হাট দেখ]

বর্ত্তমান যশোহরের মাগুরা উপবিভাগের অন্তর্গত মহম্মদপুর একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে বাঙ্গালী বীর সীতারামের কীর্ত্তি-নিকেতন অদ্যাপিও অতীত স্মৃতির ক্ষীণসূত্র প্রকাশ করিতেছে। অদৃষ্টচক্রে কালের ক্ষয়কারী ক্রোড়ে শায়িত হইয়াও ভূষণার অধিপতির প্রতিষ্ঠিত নগর, প্রাসাদ ও দেবমন্দিরাদি ধ্বস্ত অবস্থায় আজিও সেই প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন প্রকাশ করিতেছে।

রাজা সীতারাম রায় মধুমতী (বারাসে) নদীতীরে মহম্মদপুর নগর স্থাপন করেন। প্রবাদ, একদিন তিনি অশ্বারোহণে মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী স্বীয় শ্যামনগর তালুকে ভ্রমণ করিতেছেন। এমন সময়ে এক স্থানের কর্দ্দম মধ্যে তাঁহার অশ্বের খুর বসিয়া যায়। রাজা স্থানীয় কৃষকদিগকে অশ্বের পদোত্তোলনার্থ আহ্বান করিলে, তাহারা খুরের পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে শিবের ত্রিশূল ও লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি বাহির হইয়া

পড়িল। * রাজা সীতারাম রায় নানা অট্টালিকায় সেই স্থান ভূষিত করিয়া তথায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

[সীতারাম রায় দেখ]

এখনও মহম্মদপুরে যে সকল ভগ্নাবশেষ-নিদর্শন জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে পরিখা ও প্রাকারশোভিত চতুষ্কোণ দুর্গই প্রধান। উহাই মহম্মদখাঁ নামক মুসলমান ফকিরের নামানুসারে মহম্মদপুর নামে খ্যাত। পূর্ব্বে নারায়ণপুর এবং পশ্চিম কানাইনগর ও শ্যামনগর নামক গ্রামের মধ্যে নগরের ভগ্ন অট্টালিকাদি দৃষ্ট হয়। রামসাগর, সুখসাগর, সীতারাম রাজার সেনাপতি মেনাহাতির পদ্মপুষ্করিণী, সীতারামের বাসভবন ও তৎপার্শ্বে ধনপুষ্করিণী রহিয়াছে। শেষোক্ত সরোবরে রাজা সীতারাম আপনার ধনরত্ন ডুবাইয়া রাখিতেন। মিঃ ওয়েষ্টলণ্ড যখন মহম্মদপুর পরিদর্শনে যান, তখন তিনি ঐ পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে ইষ্টক-প্রাচীরের গাথনি ভগ্নাবস্থায় পতিত দেখিয়াছিলেন। ঐ পুষ্করিণীর দক্ষিণে দশভুজার মন্দির ও লক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দির। দশভুজা মন্দিরে ১৬২১ শকে উৎকীর্ণ শিলাফলক দৃষ্ট হয়।

দুর্গের পশ্চিম দিকস্থ কানাইনগর নামক ক্ষুদ্র গ্রামে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে সীতারাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণমন্দির দৃষ্ট হয়। ওয়েষ্টলণ্ড সাহেব উহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। দেবমন্দিরের পার্শ্বে রামসাগর ও কৃষ্ণসাগর নামক বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকাদ্বয় বিদ্যমান আছে।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদপুরে মড়ক উপস্থিত হয়। এই সময় যশোর হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত রাস্তা কাটা হইতেছিল। প্রায় ৭০০ কুলি যখন রামসাগর ও হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের মধ্যে কার্য্য করিতেছিল, তখন তাহাদের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যে মহম্মদপুর থানা জনশূন্য হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সমৃদ্ধির হ্রাস ঘটিতে লাগিল। এখন মহম্মদপুর থানায় লোকের বাস থাকিলেও রাজা সীতারাম রায়ের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষার কোন সদুপায় হয় নাই।

এতদ্ভিন্ন ঐ স্থানে আরও অনেক মন্দির ও অট্টালিকাদির নিদর্শন পাওয়া যায়। সকলগুলিই ধ্বস্ত ও জঙ্গলপূর্ণ। সেই নিবিড় জঙ্গল ভেদপূর্ব্বক সেই লুপ্ত গৌরবের উদ্ধারসাধন সহজসাধ্য নহে। এই জেলার উত্তরাংশে যেমন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলতিলক রাজা সীতারামের কীর্ত্তি বিদ্যমান, সেইরূপ সুন্দরবন বিভাগে বঙ্গজ কায়স্থপ্রধান মহাবীর প্রতাপাদিত্যের ঈশ্বরীপুরীর (যশোর) ধ্বস্ত নিদর্শন ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন দেখা যায়। উহা এক্ষণে খুলনাজেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

এখানকার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ১৯ লক্ষ। তন্মধ্যে প্রায় ৫৯.৭ মুসলমান, ৪০ ভাগ হিন্দু। বহুকাল মুসলমান-শাসনের অধীন থাকায় এই জেলায় মুসলমানের সংখ্যাই বেশী হইয়া পড়িয়াছে।

নবগঙ্গা-তীরবর্ত্তী লক্ষ্মীপাশা গ্রাম নিকষকুলীন ব্রাহ্মণদিগের সমাজ। ইঁহারা রামানন্দ চক্রবর্ত্তীর সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বাঘুটিয়া ও জঙ্গল-বাধাল দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ঘোষ ও বসু বংশীয় কুলীন কায়স্থদিগের সমাজ।

এই জেলার মধ্যে যশোর নগর, কোটচাঁদপুর, কেশবপুর, নলডাঙ্গা, চোগাছা, মাগুরা, ঝিনাইদহ, চাঁদখালি, খাজুরা, বিনোদপুর, নড়াল, লক্ষ্মীপাশা, বসুন্দিয়া-নওয়াপাড়া প্রভৃতি নগর ও গণ্ডগ্রাম স্থানীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র। নানাস্থান হইতে পণ্যদ্রব্যাদি এখানে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে এখানকার খর্জ্জুর গুড় ও চিনিই অধিক। নদীমালা ও খাল ব্যতীত পাকা রাস্তায় গোরুর গাড়ীতেও অনেক মাল আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এখানে বি, সি, রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় কলিকাতায় পণ্য দ্রব্য লইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতার শিয়ালদহ হইতে যশোরনগর ৭৪ মাইল এবং খুলনা হইতে ৩৫ মাইল। ধাইতলা হইতে চাকদা (চক্রদহ) পর্য্যন্ত ২৭ ক্রোশব্যাপী একটী পাকা রাস্তা আছে। ঐ রাস্তা যশোরনিবাসী কালী পোদ্দার নামক জনৈক পুণ্যাচারিত ব্যক্তির কীর্ত্তি। ইনি দেশবাসীর গঙ্গাস্নানের সুবিধার্থ বহু অর্থ ব্যয়ে ঐ রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। ইছামতী, কপোতাক্ষ, বেত্রা, ভৈরব ও ধাইতলার খালের উপর দিয়া সেতু বাঁধিতে তাঁহার বহু অর্থব্যয় হইয়াছিল। ঐ রাস্তা মেরামতের জন্য তিনি কলেক্টর বাহাদুরের হস্তে একখানি তালুক দিয়া যান। তাহারই আয়ে মেরামত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। কলিকাতা হইতে গবর্মেণ্টের রাস্তা বনগ্রামে এই রাস্তার সহিত মিশিয়াছে।

দলুয়া ও পাকা চিনি, গুড়, নীল ও চাউল, মটর কলাই প্রভৃতি শস্য এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। সুন্দরবন-বিভাগ হইতে কাঠ, মধু ও শঙ্খাদি বিক্রয়ার্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। এক্ষণে নীলের চাস উঠিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালার বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজারপত্রিকা' প্রথমে এই জেলা হইতে প্রচারিত হয়। এক্ষণে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়া সাপ্তাহিক ও দৈনিকরূপে মুদ্রিত হইতেছে।

প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে যশোর জেলার কিরূপ আকার ছিল, তাহা আমরা "দিগ্বিজয় প্রকাশ" হইতে কতকটা জানিতে পারি। কবিরামের "দিগ্বিজয়প্রকাশে" লিখিত আছে—

'পশ্চিম সীমায় কুশদ্বীপ, পূর্ব্বে ভূষণ ও বাকলায় সীমা মধুমতী নদী, উত্তরে কেশবপুর ও দক্ষিণে সুন্দরবন এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী একবিংশতি যোজন পরিমিত স্থান যশোর নামে খ্যাত। ইহার মধ্যে আবার দক্ষিণ, উত্তর ও পূর্ব্ব ক্রমে তিনটী দেশ বা বিভাগ। এই বিভাগ তিনটীর নাম চিঙ্গটী (বর্ত্তমান চিঙ্গটিয়া পরগণা), পণগা ও হাগল। এই যশোরের উত্তর পার্শ্ব দিয়া ভৈরবনদ প্রবাহিত। উর্দ্ধান্নায়তন্ত্রে উক্ত ভৈরবনদের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। এখানে ধান্তবহুল চরভূমি, শাল্‌কভূমি, তৎপরে কিরণচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক উক্ত সরিত্তীরে স্থাপিত কুণ্ডদেশ; এখানে মহাদেবের মস্তক হইতে সতী দেবীর বাহু ও পদ পতিত হইয়াছিল, তাঁহাই যশোরেশ্বরী নামে খ্যাত। অনরি নামক একজন ব্রাহ্মণ বন মধ্যে শতদ্বারযুক্ত দেবীর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে গোকর্ণকুলসম্ভূত ধেনুকর্ণ নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা পশ্চিম হইতে আসিয়া বন কাটাইয়া যশোরেশ্বরীর নিকটে ইষ্টকরচিত গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন যশোরস্থ সেনহট্ট গ্রাম পত্তন করিয়া যশোরেশ্বরীর নিকট একটী শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ধেনুকর্ণের পুত্র কণ্ঠহার বঙ্গভূষণ ভূষণ (বর্ত্তমান ভূষণা) অধিকার করিয়া বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কণ্ঠহারের বীর্য্যে নীচযোনিজ পুত্রগণ জঙ্গলবাধা ও চালিখাবেষ্টক গ্রামে বাস করিত। চালিখাবেষ্টক বৈদিকব্রাহ্মণবংশীয় রায়ের অধীন। এতদ্ভিন্ন যশোরে নিয়ামর, যমভাগ, দক্ষিণপাড়ি, নরেন্দ্র, ছয়ঘরিয়া, বনগ্রাম প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম আছে। মুসলমানদিগের উৎপাতে বহুগ্রাম উচ্ছন্ন, বহুলোক জাতিচ্যুত ও বহুলোক স্থানচ্যুত হইয়াছে। ভৈরব নদ ব্যতীত রূপসা, বজেশ্বরী, বাড়ালনখা, বালাগাদি, কালন্‌জীরা, গড়া, মধুমতী প্রভৃতি সরিৎ এই যশোরে প্রবাহিত।'

তৎপরে প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে যশোরের রূপ কিরূপ ছিল, এ সম্বন্ধে ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,—

'যখন সতীদেহ মাথায় করিয়া সদাশিব দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন, সেই সময়ে সতীর বাহু ও পাদাংশ যশোরে পতিত হয়, সেই পতনের কারণ যশোর নাম প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ ও জৈনপ্রভাবকালে বহুলোক যশোরে আসিয়া বাস করিয়াছিল। যবনাধিকার বিস্তৃত হইলে যশোরেশ্বরী মহাদেবী অন্তর্হিত হইলেন। যুগপ্রভাবে সুন্দরী ব্রাহ্মণকন্যাগণ যবনাদির ভজনা করেন, তাই এখানকার অধিবাসিগণও ম্লেচ্ছপ্রায়। ইচ্ছামতী নদীপার্শ্বে ধূম্রঘট্ট নামক স্থানে গুহকারগৃহে মার্ত্তণ্ড রায় নামে একজন যুদ্ধপ্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি স্পর্শমণি লাভ করিয়া নিত্য তাহার পূজা করিতেন। রামদাস নামে এক ব্যক্তি কৌশলে সেই স্পর্শমণি অপহরণ করেন; মার্ত্তণ্ড সেই স্পর্শমণির অভাবে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

'এই যশোর মধ্যে ৫০০গ্রাম, তন্মধ্যে ৬০টী প্রধান। দুইটী নগরী সাধারণের চিত্তহারিণী। ইচ্ছামতীর তীরবর্ত্তী ঈশ্বরীপুরে মহেশ্বরী বিদ্যমানা। এখানেই দেবীর হস্তপাদ পতিত হইয়াছিল। ইচ্ছামতী ও সূর্য্যজয়ার সঙ্গমে কাসারণ্য মধ্যে দেবহট্ট, এখানে বহু সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের বাস। ইচ্ছামতীর পার্শ্বেই বিজক্রিয়াত্মক কুশদ্বীপ। এতদ্ভিন্ন পাংসা, বিষাদপল্লী, লক্ষ্মীপ্রিয় কুলাগ্রাম (বর্ত্তমান লক্ষ্মীকোল বা লক্ষ্মীপাশা), নবাবাদ, জিনাবাদ, আবেদনপুর, জানাবাদ, পাকাল, ব্রহ্মড়ী, আসক্তিপুর, রূপবতী (রূপসা)-তীরবর্ত্তী দশগ্রাম, সারস, রিক্কিক, চিত্রানদীর নিকট মহম্মদ ও সুধীপুর, আমধাত, মুণ্ডমালা, মুখালিভ্রমর, রাজবীথি, তারাবীথি, অসিতগ্রাম, ধূলীপুরী, তাম্রড়ি, পরমানন্দকণ্টক, কুলকাস, দিলাকাস, ধন্তগ্রাম, বিদুরগ্রাম, মাহাড়, পরশুগ্রাম, কাতর, পাত্রসাহ, তাকি, বৃন্দাবনপুর, রামপুর, কামসাগর, ভদ্রক, নলদ (নলদী), মন্দার, মামুদ প্রভৃতি নদীতীরে অবস্থিত। ধূম্রঘট্টপত্তনে প্রায় শতাধিক বর্ষ রাজত্ব করিলে পর কায়স্থ-রাজার সহিত দিল্লীশ্বরের বিরোধ ঘটে। তাহাতেই কায়স্থ রাজ্য বিলুপ্ত হয়।'

(ব্রহ্মখণ্ড ১১ অঃ)

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২২°৪৯´ হইতে ২৩°২১´ উঃ এবং ৮৯°২´৪৫´´ হইতে ৮৯°২৮´৪৫´´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৮৮৯ বর্গ মাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। স্থানীয় লোকের নিকট কস্‌বা নামে পরিচিত। পূর্ব্বে এই কস্‌বায় কালেক্টারী স্থাপিত ছিল। যশোহর নগর ভৈরবনদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°১০´৬´´উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°১৫´২৫´´ পূঃ। এখানে বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেল কোংর একটী ষ্টেসন আছে, যশোহরনগর এবং তাহার উপকণ্ঠস্থিত পুরাণ কস্‌বা, বগচর শঙ্করপুর ও চাঁচড়া গ্রাম মিউনিসিপালিটির অধীন। চাঁচড়ার রাজবাটীর গড়ের এখনও নিদর্শন দেখা যায়। প্রাসাদের নবীণ দেশে চোরমারা নামক দীর্ঘিকা। কিংবদন্তী উহার তীরে যশোর-রাজগণের কারাগার ছিল। ঐ স্থানে দস্যুদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া শাসন করা হইত বলিয়া উক্ত পুষ্করিণীর ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

যশস্ত, বুদ্ধ্যামুত্তিপ্রণেতা।

যষ্টব্য (ত্রি) যজ্‌-তব্য। যজনীয়, যজনার্হ।

যষ্টি (পুং) ইজ্যতে ইতি যজ্‌ বাহুলকাৎ (বসেস্তি। উণ্‌ ৪।১৭৯) ইতি সূত্রস্থ বৃত্তৌ তি। ১ ধ্বজদণ্ড। (বিশ্ব) ২ ভুজদণ্ড। (মেদিনী) (পুং) (স্ত্রী) যজতে সঙ্গচ্ছতে-তি। ৩ তন্ত্র। (শব্দমা০) ৪ হারলতা।

"কচিৎপ্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈর্মুক্তাময়ীযষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালাসিতপঙ্কজানামিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব॥"

(রঘু ১৩।৫০) 'যষ্টিঃ হারাবলী' (মল্লিনাথ) ৫ ভার্গী। ৬ মধুকা। ৭ শস্ত্রভেদ, ইহার পর্য্যায় লগুড়, দণ্ড। (হেম) চলিত লাটি।

যদি কোন ব্যক্তি নেত্রহীন ও দুর্ব্বলকে যষ্টি দান করে, তাহা হইলে তাহার গুণবান্‌ বহুসন্ততি হয়।

"যষ্টিং যে তু প্রযচ্ছন্তি নেত্রহীনে সুদুর্ব্বলে।
তেষাস্তু বিপুলঃ পুংসাং সন্তানো মোহবর্জ্জিতঃ॥" (অগ্নিপু০)

(স্ত্রী) ৮ শাখা।

"চূতযষ্টিরিবাভ্যাসে মধৌ পরভৃতোন্মুখী।" (কুমার ৬।২)

'চূতযষ্টিঃ চূতশাখা ইব' (মল্লিনাথ) ৯ যষ্টিমধু। (বৈদ্যকরত্নমা০)

যষ্টিক (পুং) যষ্টিরিব কন্‌। জলকুক্কুট, টিট্টিভ, চলিত তিতির পাখী। (শব্দরত্না০) ২ দণ্ড। ৩ ভার্গী, চলিত বামুনহাটী। ৪ মঞ্জিষ্ঠা। ৫ যষ্টিশব্দার্থ।

যষ্টিকা (স্ত্রী) যষ্টি-স্বার্থে কন্‌-টাপ্‌। হারভেদ।

"যষ্টিকা দণ্ডিকা চৈব তিলকা সারিকেত্যপি।" (জটাধর)

২ বাপী। "পল্বলং দীর্ঘিকাবাপী যষ্টিকামীনগোধিকা।" (ত্রিকা০) ৩ যষ্টিমধু। (শব্দরত্না০) ৪ লগুড়, লাটি। পর্য্যায় শক্তি, শক্তী, যষ্টি, যষ্টী, যষ্টিকা, দণ্ড, কাণ্ড, পগুম, দণ্ডক। (শব্দরত্না০)

যষ্টিকাভ্রমণ (ক্লী) জলের শীতলীকরণোপায়। (সুশ্রুত ১।৪৫ অ০)

যষ্টিগ্রহ (পুং) যষ্টিং গৃহ্ণাতীতি যষ্টিগ্রহ (শক্তিলাঙ্গলাঙ্কুশ-যষ্টিতোমরেতি। পা ৩।২।৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা অচ্‌। যষ্টিধারক, চলিত লাঠিয়াল, যাহারা যষ্টিধারণ করে।

যষ্টিমধু (ক্লী) যষ্ট্যাং মধু মাধুর্য্যমস্য। স্বনামখ্যাত মধুর-মূল কাষ্ঠ। পর্য্যায় যষ্টিমধুকা, যষ্ট্যাহ্ব, মধুক, যষ্টি, ক্লীতক।

এদেশে যষ্টিমধু বা জ্যৈষ্ঠমধু, হিন্দী—মুহলটি, জেঠমধ্‌; বেহার ও উত্তরপশ্চিমে স্থানবিশেষে মুলেঠি, দাক্ষিণাত্যে মিঠি লকড়ি; গুজরাতী জেঠীমধ্‌, মরাঠী জেষ্ঠামধ্‌; তেলগু, যষ্টিমধুরম্‌, তামিল অতিমদুরম্‌, কণারী যষ্টিমধুকা, অতি-মধুরা; সিংহলে অতিমদুরম্‌, বেল্‌মি; পারসী—বিখে মহক্‌, রক্কে নোজ-থিয়ু। ইং Liquorice root, glycyrrhiza glabra.

ইহা বর্ষজীবী ক্ষুপবিশেষ। পারস্য, আফগানিস্থান, তুর্কী-স্থান, সাইবেরিয়া, আর্ম্মাণিয়া, এসিয়া মাইনর ও দক্ষিণ যুরোপে ইহা স্বভাবতঃ জন্মে। ইতালি, ফ্রান্স, রুষিয়া, জর্ম্মণী, স্পেন, ইংলণ্ড ও চীনদেশে ইহার চাষ হয়। ইহার মূলই ব্যবহার্য্য। মূল বহুশাখাপ্রশাখাযুক্ত, সুদীর্ঘ, কঠিন অথচ নম্য এবং প্রায় ১ ইঞ্চ মোটা হইয়া থাকে।

এই যষ্টিমধুরও কএক প্রকার ভেদ আছে, তন্মধ্যে চর-কোক্ত স্থলজ (Glycyrrhiza glabra) ও জলজ (G. glandulifera)। যষ্টিমধুর মূলই ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ভারত-বর্ষে যষ্টিমধু উৎপন্ন না হইলেও ভারতীয় চিকিৎসকগণ বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ইহার গুণাগুণ অবগত ছিলেন। চরক ও সুশ্রুতেও যষ্টিমধুর গুণ বর্ণিত হইয়াছে। থেওফ্রষ্টাস্‌, দিওস্কোরিদেশ প্রভৃতি গ্রীক চিকিৎসকগণ এবং সিয়াম্‌, ক্রিবোনিয়াস্‌ প্রভৃতি রোমকগ্রন্থকারও এই মধুর মূলের উল্লেখ করিয়াছেন। 'মখ্‌জন্‌-এল্‌-আদ্‌-বিয়া' নামক আরব্য চিকিৎসা-গ্রন্থপ্রণেতা এই মূলের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মিশরের যষ্টিমধুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তৎপরে ইরাক ও তৎপরে সিরীয় দেশজাত। ছাল খুলিয়া ফেলিয়া এই মূল ব্যব-হার্য্য। তাঁহার মতে ইহার গুণ—উষ্ণ, শুষ্ক, পুষ্টজ, স্নিগ্ধকারক; বেদনা, তৃষ্ণা ও কফহর; মূত্রকারক ও রজোনিঃসারক, শ্বাস-কাস ও কণ্ঠনলীগত উপদ্রবে ইহা বিশেষ উপকারক। কোন কোন হাকিমের মতে মূলনির্য্যাস অল্পমাত্রায় নেত্রে প্রয়োগ করিলে দৃষ্টিশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়। বর্ত্তমান বিলাতের ভৈষজ্য-সংগ্রহে ইহা কাশ, ফুসফুসের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রতিশ্যায় ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের ঔষধস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

আফগানিস্থান হইতে পঞ্জাবে এই মধুক কাষ্ঠ যথেষ্ট আম-দানী হয়। ছিট কাপড় রঙ্‌ করিবার পর সুগন্ধি ও মজবুত করিবার জন্য ঐ কাষ্ঠ কাজে লাগে।

চরকের মতে যষ্টিমধু জলজ ও স্থলজভেদে দুই প্রকার। এ কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি।

"আনূপং স্থলজঞ্চৈব প্রত্যেকং দ্বিবিধং স্মৃতং।" (চরকসূ০ ১অ০)

রাজনির্ঘণ্টের মতে, যাহা স্থলে হয়, তাহাকে যষ্টিমধু এবং যাহা জলজাত, তাহাকে অতিরসা কহে। গুণ—মধুর, কিঞ্চিৎ তিক্ত, চক্ষুর হিতকর, শীতল, পিত্তঘ্ন, শোষ, তৃষ্ণা ও ব্রণনাশক। (রাজনি০) সুশ্রুত-মতে ইহা শূলরোগে বিশেষ উপকারক। বিরেচনের পক্ষে ইহা অতিপ্রশস্ত। কাহারও কাহার মতে স্নিগ্ধ ও শিথিলকারক। ভাবপ্রকাশ মতে শীতল, গুরু, স্বাদু, চক্ষুষ্য, বল ও বর্ণবর্দ্ধক, সুস্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, কেশের হিতকর, পিত্ত, বায়ু ও রক্তদোষনাশক, ব্রণ, শোথ, বিষ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, গ্লানি ও ক্ষয়রোগনাশক।

যষ্টিমৎ (ত্রি) যষ্টিবিশিষ্ট।

যষ্টিমধুকা (স্ত্রী) যষ্টি মধুবৎ কায়তীতি কৈ-ক-টাপ্। যষ্টিমধু।

যষ্টিযন্ত্র (ক্লী) যন্ত্রভেদ। (সূর্য্যসি°) [যন্ত্র দেখ।]

যষ্টিলতা (স্ত্রী) ভ্রমরারিপুষ্পবৃক্ষ। মালব দেশে ইহা ভ্রমর-মারী নামে প্রসিদ্ধ। (রাজনি°)

যষ্টিবন, রাজগৃহের পূর্ব্ব দিকৃস্থিত একটী বন। এই বনে বুদ্ধদেব বিহার করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান বৌদ্ধদিগের একটী পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক এখানে একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াংএর বর্ণনা হইতে জানা যায়, এখানে জয়সেন নামে এক জন ক্ষত্রিয় উপাসক বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ, শ্রমণ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে আসিতেন।

যষ্টী (স্ত্রী) যষ্টি 'কৃদিকারাদক্তিনঃ' ইতি ঙীষ্। ১ যষ্টি-মধু। (ভাবপ্র°) ২ হারভেদ।

"সংযোজিতা যা মণিনা তু মধ্যে যষ্টীতি সা ভূষণবিত্তিরুক্তা।" (বৃহৎস° ৮১।৩৬)

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, যে মালা বহুসংখ্যক মুক্তা-যুক্ত, হস্তপ্রমাণ এবং বিশেষরূপ মধ্যমণিবিহীন, তাহার নাম একাবলী এবং উহার মধ্যে মণিসংযুক্ত হইলে তাহাকে যষ্টী কহে।

যষ্টীকর্ণ (পুং) তন্নামক কর্ণবন্ধনাকৃতি।(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১৬অ°)

যষ্টীপুষ্প (পুং) যষ্টীপুষ্পমিব পুষ্পং যস্য। পুত্রঞ্জীবরৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

যষ্টীমধু (ক্লী) যষ্ট্যাং মধু মাধুর্য্যমস্য। মিষ্ট মূলবিশেষ, যষ্টিমধু, পর্য্যায় মধুযষ্টী, মধুবল্লী, মধুস্রবা, মধুক, মধু, যষ্টীক। (রাজনি°) [যষ্টিমধু দেখ]

যষ্টৃ (পুং) যজতে ইতি যজ্-তৃচ্। যাগকর্ত্তা, পর্য্যায় যজমান। "স দানশীলো যষ্টা চ যজ্ঞানামবনীপতিঃ।" (মার্ক° পু° ১২০।২)

যষ্ট্যাহ্ব (ক্লী) যষ্টীত্যাহ্বা যস্য। যষ্টিমধু। (রাজনি°)

যস, যত্ন, চেষ্টা। দিবাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্, ক্ত্বা বেট্। এই ধাতু অকর্ম্মক হইলেও বিশেষ সূত্রানুসারে ক্তপ্রত্যয়ে বিকল্পে ইট্ হয়। লট্ যস্যতি, যসতি। লিট্ যযাস, যেসতুঃ। লৃট্ যসিষ্যতি। লুঙ্ অযসৎ। সন্-যিযসিষতি। যঙ্-যায়স্যতে। যঙ্লুক্-যাযস্তি। ণিচ্-যাসয়তি। লুঙ্-অযীযসৎ। ক্ত্বা যসিত্বা যস্ত্বা। আ+যস=আয়াস। প্র+যস=প্রয়াস। ভাবে যস্যতে। লুঙ্-অযাসি।

যসম, (পারসী) অলঙ্কারবিশেষ। চার বা পাঁচটী যুগ্ম মাদুলী একত্র করিয়া উপর হাতে ধারণ করিতে হয়। ইহা স্বর্ণ ও রৌপ্যেরই হইয়া থাকে।

যসম, (হিন্দী) সবুজ বর্ণ প্রস্তর প্রকার বিশেষ। (Jade বা green silica) ইহা দ্বারা শাহপুরে ছুরির বাঁট প্রস্তুত করে। হরিদ্রা কটকিরি ও এসবার্গ (asbarg) একত্র করিলে এইরূপ রঙ্ প্রস্তুত করা যায়।

যস্ক (পুং) যসতি মোক্ষায় যস্-ক্বিপ্ সংজ্ঞায়াং কন্। গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনিবিশেষ। (আশ্ব° শ্রৌত° ৬।১০।১০)

যস্মাৎ (অব্য) ১ যাহা হইতে। ২ যেহেতু। 'তস্মাৎ' শব্দের বিপরীত।

যস্য (ত্রি) ১ অধ্যবসায় সহকারে নিষ্পাদিত। ২ বধ্য, বধযোগ্য।

যস্যত্ব (ক্লী) ১ চেষ্টা, উদ্যম। ২ বধযোগ্যতা। ৩ মৃত্যু।

যহ্ (পুং) ১ জল। ২ শক্তি।

যহু (ত্রি) ১ মহৎ। "যহো নি বৃক্ষা ইব যেমিরে" (ঋক্ ৮।৪।৫) 'হে যহো মহন্নামৈতৎ হে মহন্' (সায়ণ)

(পুং) পুত্র। (ঋক্ ৮।৬০।১৩)

যহ্ব (পুং) যজতীতি যজ-(শেবাযহ্বজিহ্বাগ্রীবাপ্বামীবাঃ। উণ্ ১।১৫৪) ইতি বন্ প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ১ যজমান। (ত্রি) ২ মহৎ। "অজানাপাং গর্ভো নৃতমো যহ্বো অগ্নিঃ" (ঋক্ ৩।১।১২) 'যহ্বো মহান্' (সায়ণ)

যহ্বৎ (ত্রি) মহৎ। "যহ্বতীরপো বিত্তং মে অস্য রোদসী" (ঋক্ ১।১০৫।১১)

'যহ্বতীরপো মহদন্তরীক্ষং, * * * যহ্বতীঃ, যহ্ব ইতি মহন্নাম, অস্মাদাচারার্থে সর্ব্বপ্রাতিপদিকেভ্যঃ ইতি ক্বিপ্, ততো লটঃ শতৃ' (সায়ণ)

যা, গতি। অদাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ যাতি। লোট্ যাতু। লঙ্ অযান্ অযুঃ। লিট্ যযৌ, যযতুঃ। লুট্ যাতা। লৃট্ যাস্যতি। লিঙ্ যায়াৎ। লুঙ্ অযাসীৎ, অযাসিষ্টাং অযা-সিষুঃ। সন্ যিযাসতি। যঙ্ যাযায়তে। যঙ্ লুক্ যাযাতি, যাযেতি। ণিচ্ যাপয়তি। লুঙ্ অযীযপৎ। অতি+যা= অতিক্রম। অনু+যা=সহগমন। অপ+যা=পলায়ন। অভি+যা=আক্রমণ। আ+যা=আগমন, প্রাপ্তি। উদ্+যা =উদয়। প্রতি+উদ্+যা=মর্য্যাদারক্ষার্থ অভিমুখগমন। প্র+যা=প্রয়াণ, বিদেশে গমন।

যা (দেশজ) ১ চলিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া। ২ স্ত্রীগণ স্বামীর ভ্রাতৃবধূকে 'যা' কহে।

যাকলর, মির্জাপুরবাসী নিম্ন শ্রেণীর জাতিবিশেষ। ইহাদের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ নাই, তবে বেরমলার, জয়ারবক, মল্লবক ও পোতগুলিয়াবক প্রভৃতি নামে কয়টী বংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। হনুমন্ত দেব বা মারুতী এবং কোটেশ্বরির কার্ত্তিকন্যাই ইহাদের প্রধান উপাস্য। কুল-দেবতার পূজায় ইহারা ব্রাহ্মণ নিয়োজিত করে না। আপনারাই

নাতিউচ্চ বেদীর উপর মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট স্থাপনা করে। প্রত্যহ স্নানান্তে মারুতির পূজা করিতে হয়। নববর্ষ, দেওয়ালী ও নাগপঞ্চমীর দিন ইহারা উপবাসাদি করে, কোথাও কোথাও সামান্ত গুড় রুটী খাইয়া কাটায়।

তীর্থক্ষেত্রের নির্দ্দিষ্ট পূজারি ব্যতীত অপর সকলেই, মদ্য, গাঁজা, ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদক দ্রব্য এবং মাংস ভোজন করে। হিন্দুর নিদর্শনস্বরূপ সকলেই টিকি রাখে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরিতে ভালবাসে। প্রতি সোমবারে এবং জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ইহারা কোন কার্য্য করে না।

বিবাহ কার্য্যে ব্রাহ্মণেরাই ইহাদের পৌরোহিত্য করেন, অপরাপর কার্য্যে ধর্ম্মগুরু বা কাটিমনিচাক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু অনেক সময় বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারীরও বিবাহ হয় না। জন্ম দিনের পর পঞ্চম দিনে ইহারা ষেটেরা পূজা করে ও খিচুড়ী ভোগ দেয়। পোয়াতিকে নারিকেল, আদা, মরিচ, ও পিপুল একত্র চূর্ণ করিয়া গুড় দিয়া খাওয়ায়। তাপ সেঁক দিবার বিধি আছে।

ত্রয়োদশ দিনে বালকের নামকরণ ও ৭ম মাসে আয়ুর্বৃদ্ধ্যন্ন হয়। বিবাহের প্রস্তাব স্থির হইলে বরের পিতা কন্তার গৃহে যায় এবং ৫টী শুষ্ক খর্জ্জুর, ৫টী পান, ৫টী সুপারী ও ২ সের চিনি এবং দুই গাছা বেঁকী কন্তাগৃহস্থিত কুলদেবতার সম্মুখে রাখিয়া কন্তাকে দিয়া আইসে। বিবাহ বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্ত শুভদিনে কন্তার পিতা বন্ধুবান্ধবে সমাবৃত হইয়া কন্তালয়ে যায় এবং কন্তাকে বস্ত্র ও অর্থ উপঢৌকন দিবার পর, পুনরায় কুলদেবতার সমক্ষে লইয়া গিয়া মুখে চিনি দেয়।

বিবাহের নির্দ্ধারিত শুভ দিনে কন্তার গৃহ গোময় ও চূণ দিয়া লেপন করা হয়। তদনন্তর কন্তাপক্ষীয় রমণীগণ কন্তাকে লইয়া বরের বাটীতে যায়। এখানে বর ও কন্তাকে একত্র হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করান হয়। এইরূপে উপর্য্যুপরি তিন দিন একটী চতুষ্কোণ কাটা খাতমধ্যে উভয়কে স্নান করান হইয়া থাকে। পরে বর ও কন্তার মাথায় ফুলের মালা দিয়া ও নববস্ত্র পরাইয়া পরস্পরকে মুখোমুখী করিয়া বসান হয়। তদনন্তর সিন্দূরচিহ্নিত চক্রাঙ্কতণ্ডলে এক খণ্ড পাথরের শিলার উপর বরকে এবং যবপূর্ণ বাঁশের ঝুড়ির উপর কন্তাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়। ঐ সময়ে বরকন্তাকে সূতা দিয়া বেড়া হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হস্তে সূত্র বাঁধিয়া দেয় এবং পাঁচ এয়ো আসিয়া বরণ করে। তৎপরে তাহারা বর ও কন্তাকে লইয়া থাইতে বসে ও গান গায়। বর ও কন্তাপক্ষীয় অপরাপর লোকদিগকে মিষ্টান্নাদি বিতরণ করা হইয়া থাকে।

অতঃপর বর ও কন্তাকে বৃষোপরি আরোহণ করাইয়া মারুতিমন্দিরে লইয়া যায় এবং তথায় নবদম্পতীর মঙ্গলকামনায় পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। দেবালয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কন্তার পিতামাতা আসিয়া বরের মাতার হস্তে কন্তাকে সঁপিয়া দেয়। তাহার পর কন্তাকে লইয়া সদলে স্বগ্রামে ফিরিয়া আইসে, ৭ বা ৮ মাস পরে দ্বিরাগমন হইয়া থাকে। ঋতুকালে তিন দিবস মাত্র অশৌচ থাকে। ঐ কয় দিন স্ত্রীপুরুষে স্বতন্ত্র স্থানে বাস করে।

ইহারা মৃত ব্যক্তির দেহ প্রথমে বসাইবার ভাবে গৃহসংলগ্ন একটী খোঁটায় বাঁধে। তদনন্তর স্ত্রী বা পুরুষভেদে তাহাকে যথোপযুক্ত বস্ত্র পরিধান করায়। সধবা মরিলেই কেবল মাল্যাদি দিয়া সাজান হইয়া থাকে। কেহ কেহ দাহ করে, কেহ বা কবর দেয়। অতঃপর পুরোহিত আসিয়া কবরের উপরিস্থ প্রস্তরখণ্ডের উপর বেলপাতা দিয়া শান্তির জল ঢালে। শববাহীরা স্নান করিয়া ঘরে যায়। তৃতীয় দিনে তাহারা সমাধির উপর পিষ্টকাদি রাখে। যদি কাক আসিয়া উহা না খায়, তাহা হইলে সেইগুলি পুনরায় গোরুকে খাওয়ান হয়। বিবাহিত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে ৫ম বা ১১শ দিনে শ্রাদ্ধ ও তদন্তে ভোজ হয়। বাৎসরিক উপলক্ষেও ভোজ হইয়া থাকে। ইহাদের সামাজিক-বন্ধন বিশেষরূপ সুদৃঢ়। সামাজিক কোনরূপ বাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে মেলিগিরির বানকর তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। ঐ ব্যক্তি ইহাদের সাধারণ ধর্ম্মগুরু।

য়াকুৎদাবুলী, জনৈক মুসলমান সাধু। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর সহরের অর্ক কেল্লার উত্তরপূর্ব্বে ইহার সমাধিমন্দির ও মসজিদ্ বিদ্যমান আছে।

য়াকুব-বিন্-লেইস্-সফ্ফর, জনৈক মুসলমান আমীর। ইনি আব্বাস-বংশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া স্বীয় নামানুসারে সফ্ফারি-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সামান্ত একজন তাম্রকার হইতে নিজ অধ্যবসায়ে সিস্তানের অধিপতি হইয়াছিলেন। ইনি ২য় তাহিরের পুত্র মহম্মদকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া খুরাসান ও তাবিরিস্তান অধিকার করেন। খলিফা মোতামিদ্ ঐরূপ অত্যাচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে রাজদ্রোহী জ্ঞানে দণ্ডবিধানার্থ বোগদাদ অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু পথিমধ্যে ৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় য়াকুব নিষ্কৃতি পান। য়াকুবের মৃত্যুর পর ভ্রাতা অমর-বিন্-লেইস্ সিংহাসন লাভ করেন।

য়াকুব্‌ খাঁ, কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা শের আলী খাঁর পুত্র। ইনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে গণ্ডমাক-শিবিরে আসিয়া ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। [কাবুল ও কান্দাহার দেখ]

যাকৃৎক (ত্রি) যকৃৎ (ইসুসুক্তান্তাৎ কঃ। পা ৭।৩।৫১) ইতি ক, দীর্ঘশ্চ। যকৃৎসম্বন্ধীয়।

যাকৃল্লোম (ত্রি) যকৃল্লোমজনপদসম্বন্ধীয়।

যাগ (পুং) ইজ্যতে ইতি যজ-ঘঞ্। যজ্ঞ। শ্রৌতসূত্রে যজ্ঞের নামোল্লেখে এইরূপ লিখিত আছে,—

শ্রৌতাগ্নিকৃত্য হবির্যজ্ঞ ৭টী, যথা—অগ্ন্যাধান বা অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, আগ্রয়ণ, চাতুর্ম্মাস্য, নিরূঢ়পশুবন্ধ, সৌত্রামণি। এই ৭টী শ্রুত্যুক্ত।

স্মার্ত্তাগ্নিকৃত্য পাকযজ্ঞও ৭টী, যথা—ঔপাসন, বৈশ্বদেব, স্থালীপাক, আগ্রয়ণ, সর্পবলি, ঈশানবলি, অষ্টকাষ্টকা, এই ৭টী স্মৃতিসম্মত।

শ্রৌতাগ্নিযাগও ৭টী, যথা—সোমযাগ, ইহার নামান্তর অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, ইহা দ্বিবিধ —সংস্থা ও ক্রতু, অতিরাত্র এবং অপ্‌তোর্যাম।

উত্তরযাগ বহুবিধ, যথা—মহাব্রত, সর্ব্বতোমুখ, রাজসূয়, পৌণ্ডরীক, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, অশ্বমেধ, বৃহস্পতিসব, আঙ্গিরস, এবং অষ্টাদশ হায়ন ইত্যাদি বহুবিধ উত্তর যাগ আছে। (শ্রৌতসূ°) এই সকল যাগ বৈদিক। [যজ্ঞ শব্দ দেখ]

যাগকর্ম্মন্ (ক্লী) যাগস্য কর্ম্ম। যজ্ঞকর্ম্ম, যজ্ঞকার্য্য।

যাগকাল (পুং) যজ্ঞের উপযুক্ত সময়।

যাগপুরী, বর্ত্তমান যাজপুরের নামান্তর। (বৃ° নীল° ২৩)

যাগমণ্ডপ (পুং) যজ্ঞমণ্ডপ, যজ্ঞগৃহ।

যাগসন্তান (পুং) ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত।

যাগসিদ্ধ (ত্রি) যাগেন সিদ্ধঃ। যজ্ঞদ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত।

যাগসূত্র (ক্লী) যাগেন ধৃতং সূত্রং। যজ্ঞসূত্র, যজ্ঞোপবীত।

যাগেশ্বর, হিমালয়স্থ শিবলিঙ্গভেদ।

যাচ, যাচন, ভ্বাদি° উভয়° দ্বিক° সেট্। লট্ যাচতি-তে। লিট্ যযাচ-চে। লুট্ যাচিতা। লৃট্ যাচিষ্যতি-তে। লুঙ্ অযাচীৎ, অযাচিষ্ট। সন্ যিযাচিষতি-তে। যঙ্ যাযাচ্যতে। যঙ্‌লুক্ যাযাক্তি। ণিচ্ যাচয়তি। লুঙ্ অযযাচৎ।

যাচক (ত্রি) যাচত ইতি যাচ-ণ্বুল্। যাচ্‌ঞাকর্ত্তা, পর্য্যায়—বনীয়ক, যাচনক, মার্গণ, অর্থী, ভিক্ষুক, ভিক্ষাকর। (শব্দরত্না°)

নীতিশাস্ত্রে যাচক অতিশয় লঘু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"তৃণাদপি লঘুস্তূলস্তূলাদপি চ যাচকঃ।
বায়ুনা কিং ন নীতোঽসৌ কিঞ্চিৎপ্রার্থনশঙ্কয়া॥" (উদ্ভট)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—জগৎপতি বিষ্ণু যাচ্ঞা করিবার নিমিত্তই বামনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। শত শত কষ্টভোগ করাও শ্রেয়ঃ, তথাচ যাচ্ঞা করা বিধেয় নহে।

"কুজন্তু কীটঘাতস্তু বাতাগ্নিকাসিতস্তু চ।
শিখরে বসতস্তস্তু বরং জন্ম ন যাচিতম্॥
জগৎপতির্হি যাচিত্বা বিষ্ণুর্বামনতাং গতঃ।
কোঽন্যোঽধিকতরস্তস্য যোঽর্থী যাতি ন লাঘবম্॥"
(গরুড়পু° নীতিসার ১১৫ অ°)

যাচৎ (ত্রি) যাচতীতি যাচ-শতৃ। যাচক।

"মুখভঙ্গঃ স্বরো দীনো গাত্রস্বেদো মহদ্ভয়ম্।
মরণে যানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি যাচতঃ॥"
(গরুড়পু° ১১৫ অঃ)

যাচন (ক্লী) যাচ-ভাবে ল্যুট্। যাচ্ঞা, প্রার্থনা।

যাচনক (ত্রি) যাচন-স্বার্থে কন্। ১ যাচক, ভিক্ষুক।

"আচারহীনঃ ক্লীবশ্চ নিত্যং যাচনকস্তথা।" (মনু ৩।১৬৫)

২ বিবাহার্থ কন্যাপ্রার্থী। (দিব্যা° ১৬৮।২)

যাচনা (স্ত্রী) যাচ্-স্বার্থে ণিচ্, যুচ্-টাপ্। যাচ্ঞা।

"নমস্ব মাং সাধু কুরুষ যাচনাং" (রামায়ণ ২।২৭।২৭)

যাচনীয় (ত্রি) যাচ-অনীয়র্। প্রার্থনীয়, যাচ্ঞার যোগ্য।

যাচমান (ত্রি) যাচতে ইতি যাচ্-শানচ্। যাচক।

"নবীনদীনভাবস্য যাচমানস্য মানিনঃ।
বচোজীবিতয়োরাসীৎ পুরো নিঃসরণে রণঃ॥" (বররুচি)

যাচিত (ক্লী) যাচ্-ক্ত। যাচনবৃত্তি, পর্য্যায় মৃত। ইহা মৃততুল্য দুঃখজনক এই জন্য ইহার নাম মৃত, এবং অযাচিতের নাম অমৃত। 'দ্বে যাচিতাযাচিতয়োর্যথাসংখ্যং মৃতামৃতে।' (অমর ২।৭।৩২)

(ত্রি) ২ প্রার্থিত বস্তু।

"পিতা তে যাচিতঃ পূর্ব্বং ময়া বৈ ত্বৎকৃতেঽবলে।"
(দেবীভাগ° ৩।২৮।৬৭)

যাচিতক (ক্লী) যাচিতেন নির্বৃত্তং যাচিত (অপমিত্যযাচিতাভ্যাং কক্কনৌ। পা ৪।৪।২১) ইতি কন্। যাচ্ঞাপ্রাপ্ত, প্রার্থিতবস্তু, হাওলাৎ।

"প্রত্যর্পণীয়ত্বেন যাচ্ঞয়া যৎপ্রাপ্তমলঙ্কারাদি বস্তু তৎ যাচিতকং। কার্য্যানন্তরং বস্তুস্বামী যৎ পুনর্গৃহ্লাতি তদিত্যর্থঃ। যাচিতেন প্রাপ্তমিতি" (অমরটী° ভরত ২।৯।৪)

যে বস্তু চাহিয়া লওয়া হয়, এবং কার্য্যশেষে তাহা আবার বস্তুস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়, তাহাকে যাচিতক কহে।

যাচিতব্য (ত্রি) যাচ-তব্য। যাচ্ঞার যোগ্য, প্রার্থিতব্য।

যাচিতৃ (ত্রি) যাচ-তৃচ্। যাচক, যিনি যাচ্ঞা করেন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

যাচিন্ (ত্রি॰) যাচ্ঞাকারী।

যাচিষ্ণু (ত্রি) যাচক। "নম্রকন্ধরাণো দিশতে সমরং যাচিষ্ণবে ভূর্য্যপি ভূরিভোজঃ।" (ভাগ॰ ১০৮১।৩৪)

'যাচিষ্ণবে যাচকায়' (স্বামী)

যাচ্ঞা (স্ত্রী) যাচ্-(যজযাচযতবিচ্ছপ্রচ্ছরক্ষো নঙ্। পা ৩।৩।৯০) ইতি নঙ্। যাচন, পর্য্যায়—অভিশস্তি, যাচনা, অর্থনা, ভিক্ষা, অর্দনা, লালসা। (জটাধর) বৈদিকপর্য্যায়—ঈমহে, যামি, মন্মহে, দদ্ধি, শগ্ধি, পুর্দ্ধি, মিমিঢ়্ঢি, মিমীহি, রিরিঢ়্ঢি, রিরীহি, পীপরৎ, যন্তার, যদ্ধি, ইযুধ্যতি, মদেমহি, মনামহে, মায়তে। (বেদনি॰ ৩ অ॰)

"শ্যাং বামনেন জগৃহে ত্রিপদচ্ছলেন
যাচ্ঞামৃতে পথি চরন্ প্রভুভির্ন চাল্যঃ॥"(ভাগ॰ ২।৭।১৭)

যাচ্য (ত্রি) যাচ-যৎ। যাচনীয়, যাচ্ঞার যোগ্য।

"সীদদ্ভিঃ কুপ্যমিচ্ছদ্ভির্ধনং বা পৃথিবীপতিঃ।
যাচ্যঃ স্যাৎ স্নাতকৈর্বিপ্রৈরদিৎসংস্ত্যাগমর্হতি॥"(মনু ১০।১১৩)

যাজ্ (পুং) যজ্ঞকারী, যাজ্ঞিক।

"ধর্ম্মো নামোশনা তস্য হয়মেধশতস্য যাট্।" (ভাগ॰ ৯।২৩।৩৩)

যাজ (পুং) ১ অন্ন। (হেম) ২ ঋষিভেদ।

"যাজোপযাজৌ ব্রহ্মর্ষী শাম্যন্তাং পরমেষ্ঠিনৌ।
সংহিতাধ্যয়নে যুক্তৌ গোত্রতশ্চাপি কাশ্যপৌ॥"
(ভারত ১।১৬৮।৭)

যাজক (পুং) যজতীতি যজ্-ণ্বুল্। ১ যাজ্ঞিক। ২ রাজার গজ। (মেদিনী) ৩ মত্তহস্তী। (জটাধর) ৪ ঋত্বিক্।

'অগ্নীধ্রাদ্যা ধনৈর্ব্বার্য্যা ঋত্বিজো যাজকাশ্চ তে।' (অমর ২।৭।১৭)

'যজমানেন ধনৈর্ব্বার্য্যাঃ ধনানি দত্ত্বা ইষ্টসম্পাদনায় ব্রিয়ন্তে প্রার্থ্যন্তে যে অগ্নীধ্রা প্রভৃতয়স্তে ঋত্বিজো যাচকাশ্চ কথ্যন্তে' (ভরত)

যাহারা যজন কার্য্য করেন, তাহাদিগকে যাজক কহে, বহু যাজন ও গ্রামযাজন বিশেষ দোষাবহ, যে সকল ব্রাহ্মণ বহু যজন করেন, তাঁহারা অব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হন।

"অব্রাহ্মণাস্তু ষট্ প্রোক্তা ঋষিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
আদ্যোরাজভৃতস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী॥
তৃতীয়ো বহুযাজ্যঃ স্যাচ্চতুর্থো গ্রামযাজকঃ।
পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

যে ব্রাহ্মণ সাতজন শূদ্রের অধিক শূদ্র যাজন করেন, তাঁহাকে গ্রামযাজী কহে। যে সকল ব্রাহ্মণ গ্রামযাজী, তাঁহারা মহাপাতকী, ইঁহাদের কুম্ভীপাক নরক হইয়া থাকে।

"শূদ্রসপ্তোত্রিকযাজী গ্রামযাজীতি কীর্ত্তিতঃ।
শূদ্রপাকোপজীবী যঃ সূপকারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃ স্মৃতঃ।
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভপাকং প্রয়ান্তি তে॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত॰ পু॰ প্রকৃতিখ॰ ২৭ অ॰)

যাজন (ক্লী) যাজ্যতে ইতি যজ্-ণিচ্ ল্যুট্। যাগক্রিয়া-করণ, চলিত যাগ করান, অপরের বাটী যজ্ঞ বা পূজা করা, ইহা ষট্ কর্ম্মের অন্তর্গত।

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥" (মনু ১অ॰)

যাজনীয় (ত্রি) যজ-ণিচ্ অনীয়র্। যাজনার্হ, যাজনের যোগ্য।

যাজপুর, উড়িষ্যার কটক জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১১০৪ বর্গমাইল। যাজপুর ও ধর্ম্মশালা থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

যাজপুর, উড়িষ্যা-প্রদেশের কটক জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা॰ ২০°৫০´৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৮৬°২২´ ৫৬´´ পূঃ। হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বলিয়া বহুকাল হইতেই ইহার প্রসিদ্ধি। এখনও এখানে মহকুমার বিচার সদর থাকায় পূর্ব্বপ্রসিদ্ধি বিলুপ্ত হয় নাই। বৈতরণী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত থাকায় এই নগরের সৌন্দর্য্যও দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

উড়িষ্যার সোমবংশীয় রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতি কর্ত্তৃক এই নগরে উড়িষ্যার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়, এ কারণ 'যযাতিনগর' নামেও প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

অনেকে অনুমান করেন যে, রাজা যযাতি বিহার হইতে দক্ষিণে হিন্দুধর্ম্মপ্রাধান্যস্থাপনে আসিয়া যযাতিপুর নগর স্থাপন করেন, পরে তাহাই অপভ্রংশে যাজপুর হইয়া থাকিবে। কিন্তু যাগ বা যজ্ঞ হইতে যাজপুর নাম হওয়াই অধিক সম্ভবপর। কিংবদন্তী এই যে, বৈতরণীর বামকূলে ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তদবধি এই স্থান যজ্ঞপুর নামে খ্যাত হয়। এই কারণে এখানে বারাণসীধামের ন্যায় দশাশ্বমেধ ঘাটেরও অবতারণা হইয়াছে। যজ্ঞকালে হোমাগ্নি হইতে দুর্গা বিরজা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এইজন্য এইস্থান বিরজাক্ষেত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভগবান্ বিষ্ণু এখানে গদা রাখিয়াছিলেন বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে এই স্থান একটী পুণ্য তীর্থ ও গদাক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। পুরাণান্তরে প্রকাশ, গয়াসুর যখন বিষ্ণুর চরণতলে দেহ বিস্তার করিয়াছিল, তখন তাহার মস্তক গয়াক্ষেত্রে, নাভিদেশ যাজপুরে এবং পদদ্বয় গোদাবরীর অন্তর্গত পীঠপুরে বিলম্বিত হয়। তদবধি এই স্থান নাভিগয়া ও পীঠপুর

পাদগয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখন যে প্রস্রবণের গর্ত্তে তীর্থযাত্রিগণ শ্রাদ্ধের পিণ্ডদান করেন, তাহাই গয়াসুরের নাভি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বিরজাতাপনীতে লিখিত আছে,

'ব্রহ্মার যজ্ঞকুণ্ড হইতে যজ্ঞবরাহ ও বিরজাদেবী উদ্ভূত হইয়াছিলেন। বৈতরণীতটে বরাহদেব অবস্থিত, কিন্তু তথা হইতে প্রায় ক্রোশান্তরে বিরজা আছেন। সেই বরাহদেবের পৃষ্ঠভাগে ভোগবতী গঙ্গাতীর্থ। তাঁহার সম্মুখে শতধেনু দূরে স্বর্গদ্বার। যেখানে বিরজাদেবী বিদ্যমান, তাহার সন্নিকটে গয়াসুরের নাভিকুণ্ড এবং তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে ব্রহ্মার শুভস্তম্ভ আছে। দেবী ও দেবস্থানের মধ্যে হংসরেখা, পদ্মরেখা ও চিত্ররেখা নামে স্রোতস্ত্রয় এবং গুপ্তগঙ্গা, মন্দাকিনী ও বৈতরণী নামে তীর্থত্রয় বিরাজিত। বৈতরণীতটে অষ্টমাতৃকা দেবী; সেখানে মুক্তীশ্বর মহাশম্ভু আছেন; তাঁহার পশ্চিমভাগে অন্তর্ব্বেদী, এই অন্তর্ব্বেদীতে ব্রহ্মার যজ্ঞকালে দেবতাদিগের সভা হইয়াছিল। তথা হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্বে উত্তরবাহিনী তীর্থে সিদ্ধলিঙ্গ অবস্থিত। অশোকাষ্টমীতে কয়েক দিন পর্য্যন্ত এখানে যাত্রা হইয়া থাকে। সেই সিদ্ধলিঙ্গ হরিহর মূর্ত্তি (অর্থাৎ হরিহরের একাত্মভাবে সম্মিলন)। কুরুবংশীয় প্রদ্যুম্ন এই তীর্থে তপস্যা করিয়াছিল। বিরজার দক্ষিণে সোমতীর্থ, এখানে সোমেশ্বর নামক প্রসিদ্ধ লিঙ্গ বিরাজিত। তাহার পূর্ব্বভাগে ত্রিকোণ নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ এবং তাহার আরও পূর্ব্বদিকে গোকর্ণ তীর্থ। বরাহ এবং বিরজার মধ্যভাগে অখণ্ডেশ্বর অবস্থিত আছেন। বরাহের পূর্ব্বভাগে কিঞ্চিৎ দূরে গুপ্তগঙ্গাতীর্থে গণেশ্বর, তাহার নিকট পাতালগঙ্গা; তাহার উত্তর বারুণীতীর্থ। বিরজার চতুষ্পার্শ্বে অষ্ট শম্ভু, দ্বাদশ ভৈরব ও দ্বাদশ মাধবমূর্ত্তি স্থাপিত। বিরজা-ক্ষেত্রের আয়তন দুই যোজন বিস্তৃত ও শকটাকৃতি; তাহার তিন কোণে বিল্বেশ্বর, খিলাটেশ্বর ও বটেশ্বর শম্ভু এবং এই ক্ষেত্রের অপর স্থানে অনন্তকোটি লিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। যাহাকে এক্ষণে হরমুকুন্দপুর কহে, সেখানে ব্রহ্মার যজ্ঞস্থল ছিল বলিয়া কথিত। এই তীর্থে প্রায় ১০ সহস্র বেদপারগ ষট্‌কর্ম্মনিরত বিপ্র বাস করিতেছেন।

বিরজাতাপনীতে যাজপুরকে শকটাকৃতি বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তিন কোণে যে তিনটি শিব-মন্দির আছে, তাহাই একরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। যথা,—মঙ্গুলিক্ষে স্থানেশ্বর, উত্তরবাহিনীতটে সিদ্ধেশ্বর ও বিরজাদেবীর মন্দিরের নিকট অগ্নীশ্বর। মধুশুক্লাষ্টমীতে সিদ্ধেশ্বরের মেলা হইয়া থাকে। নগরের ভিতর আখণ্ডলেশ্বরের মন্দির আছে। কিংবদন্তী যে, ইন্দ্র তথায় তপস্যা করিয়া গৌতম-শাপজনিত সহস্রযোনিত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। অপর এক মন্দিরে হাটকেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ লিঙ্গ রহিয়াছেন।

বিরজাদেবীর মন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে মণিকর্ণিকা নামক ঘাটে মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে যাত্রা হইয়া থাকে।

এই স্থান পার্ব্বতীর পবিত্র বিরজাক্ষেত্র বলিয়া প্রাচীন পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত। ভুবনেশ্বরের একাম্রক্ষেত্র শৈবসম্প্রদায়ের নিকট যেমন পুণ্যস্থান এবং পুরুষোত্তমক্ষেত্র যেমন বৈষ্ণবগণের নিকট মোক্ষভূমি বলিয়া অভিহিত, এই বিরজাক্ষেত্রও তদ্রূপ শাক্তদিগের পরম পুণ্যপ্রদ তীর্থ বলিয়া বিবেচিত। শৈব ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) সম্প্রদায়ের এখানে অধিষ্ঠান হওয়ায়, স্থানীয় মাহাত্ম্য দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহাদের কীর্ত্তিস্বরূপ অদ্যাপিও এখানে নানা শিবমন্দির ও প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এক্ষণে উহার অধিকাংশই প্রায় ভগ্নাবস্থায় পতিত। মুসলমান আক্রমণকারীদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে সে সমুদায় বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

পাঠানগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ক্রমে ক্রমে হিন্দুর কীর্ত্তি লোপ করিতে অগ্রসর হয়। রাজা যযাতিদেব বহু যত্নে ও অর্থ-ব্যয়ে যে সমৃদ্ধিশালী মহানগরী সংগঠন করিয়া গিয়াছিলেন,—শৈব ব্রাহ্মণগণ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যে তীর্থের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বদান্য রাজগণ যাহার রক্ষায় সতত ব্যাপৃত ছিলেন, দুর্বৃত্ত পাঠানদলের অত্যাচারে সেই সুমস্ত পদদলিত হইয়াছিল। এই ধর্ম্মদ্বেষী মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুর লক্ষ লক্ষ দেবপ্রতিমার নাসা, হস্ত ও পদাদি ছেনীর আঘাতে ছেদন করিয়া দিয়াছিল। অনেক দেবমন্দির মুসলমানের সমাধিমন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। প্রাচীন রাজপ্রাসাদ মুসলমানশাসনকর্ত্তাদিগের অশ্বশালায় এবং প্রধান প্রধান মন্দিরসমূহের মালমসলায় মুসলমান ওমরাহগণের বাসভবন-সমূহ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল।

মুসলমানেরা উড়িষ্যার দেবকীর্ত্তিবাহুল্য ঈর্ষানেত্রে নিরী-ক্ষণ করিয়াছিল। তাহারা এই হিন্দুতীর্থের লোপমানসে বদ্ধপরিকর হইয়া উপর্য্যুপরি তথাকার সমুদায় কীর্ত্তিধ্বংসের জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। বিখ্যাত হিন্দুবিদ্বেষী পাঠানসেনাপতি কালাপাহাড়ের সহযোগী আফগানসেনাপতি আলীবর্থ তাঁহার বাসভূমি মধ্য এসিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ভারতে আগমন করেন। তদনন্তর ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রচার ও বিস্তার বিষয়ে উৎসাহান্বিত হইয়া হিন্দুর বৃহৎ দেবমূর্ত্তিসমূহ নষ্ট করিতে উদ্যত হন। তাহার পরিবর্ত্তিকালেও প্রায় শতাব্দত্রয় ব্যাপিয়া মুসলমান-সম্প্রদায় হিন্দুকীর্ত্তি বিলোপ করিতে যত্নবান্‌ ছিলেন। অসংখ্য

দেবালয় কোরাণের স্তুতিগীতিতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে নবাব আবু নাশির হিন্দুমন্দিরের প্রস্তরাদি ভাঙ্গিয়া একটী সুন্দর মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করান। যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহারও কতকাংশ ইংরাজরাজের পাবলিক ওয়ার্কসের অজ্ঞ কর্ম্মচারিবৃন্দ দ্বারা ধূলিসাৎ হইল। তাঁহারা যাজপুরের রাজপ্রাসাদ ও দেবমন্দিরের বাকী প্রস্তরাদি ট্রাঙ্করোডের সেতুনির্ম্মাণ-কার্য্যে লাগাইয়াছিলেন।

এইরূপে বৈদেশিকের কঠোর অত্যাচারসত্ত্বেও উড়িষ্যার হিন্দু রাজবংশের কীর্ত্তি এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহাদের শিল্পসমৃদ্ধির অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শনসমূহ এখনও যাজপুরের স্থানে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। তথাকার জঙ্গল মধ্যে যে একটী সুগঠিত চণ্ডেশ্বর স্তম্ভ মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, তৎকালে যবন-সেনাদলের হিন্দুবিদ্বেষ ভাব শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। আফগানগণ ঐ স্তম্ভকে লৌহশৃঙ্খলে বেষ্টিত করিয়া হস্তিদ্বারা টানিয়া লইতে চেষ্টা পাইয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের প্রতিষ্ঠিত হিন্দুর এই গৌরবকীর্ত্তি ষোড়শ শতাব্দের মুসলমান-বিজেতা কর্তৃক ধ্বংসমুখে পতিত হয় নাই। তাহারা কেবল মাত্র ইহার উপরিস্থ গরুড়মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া লইয়াছিল।

এই সময়ে ধীরে ধীরে ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের হিন্দুবিদ্বেষ আপনাপনিই কমিয়া আইসে এবং যাজপুরের সর্ব্বপ্রধান স্মৃতি-স্তম্ভসমূহ তাহাদের কঠোর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান হইবার অবসর পায়।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দেও যে দেবীমূর্ত্তিত্রয় বৈতরণীতীরে স্থাপিত ছিল, তাহা এক্ষণে মহকুমার কাছারীর সম্মুখে আনিয়া রক্ষিত হইয়াছে।

সকলগুলিই মুসলমানের অত্যাচারনিবন্ধন ও তৎসংস্পর্শ দোষে পতিত হইয়া নদীগর্ভে পড়িয়াছিল। একটী বারাহী-মূর্ত্তি, তাহার অঙ্কে শিশুসন্তান, সর্ব্বাঙ্গে আভরণ, একখণ্ড নীলবর্ণের প্রস্তর হইতে এই মূর্ত্তি ক্ষোদিত। হস্তে কঙ্কণ, কণ্ঠে হার, কর্ণে দুল, পদে বাঁকমল ও বামহস্তে অঙ্গুরি আদি সমস্তই রহিয়াছে। দ্বিতীয় মূর্ত্তি চামুণ্ডা শবারূঢ়া, তিনি একহস্তে নর-কপালে অমৃত এবং অপর হস্তে খড়্গ ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার গলে নরমুণ্ড দোলায়মান। মূর্ত্তিত্রয় উর্দ্ধে ৮ ফুট ও প্রস্থে ৪ ফুট হইবে। ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তির প্রস্তরখণ্ড গাঢ়নীলবর্ণ ও দৃঢ়। ইন্দ্রাণী হস্তিপৃষ্ঠে আরোপিতা ও চতুর্হস্তবিশিষ্টা এবং নানা অলঙ্কারবিমণ্ডিতা।

বারাহীমূর্ত্তি ৮ ফুট উচ্চ, পুত্রক্রোড়ে লইয়া মহিষপৃষ্ঠে উপবিষ্টা। সর্ব্বসংহারকারিণী সর্পাভরণভূষিতা চামুণ্ডা বা কালীর কৃশোদরীমূর্ত্তি শব বা শিবোপরি উপবিষ্টা, শিব পদ্মের উপর শায়িত। এরূপ কঙ্কালসার বিলোলিতচর্ম্মা দেবী-মূর্ত্তি ভারতের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহার গঠন দেখিলে অনুমান হয় যে, তৎকালের এ দেশীয় ভাস্করগণ শিল্প-বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শারীরবিদ্যা বিশেষরূপ অবগত ছিলেন।

অতঃপর এখানে আর একটী মূর্ত্তি আনা হইয়াছে, ঐ চতুর্থ মূর্ত্তিটী শান্তমাধবমূর্ত্তি। ইহা ভাঙ্গিয়া তিন খণ্ড হইয়া-ছিল, দুইখণ্ড মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তির পদদ্বয় নাই। পূর্ব্বে ইহা যাজপুরের পশ্চিমে ১।• মাইল দূরে পতিত ছিল; তথা হইতে এইস্থানে আনীত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিচতুষ্টয় দর্শনীয়।

শুষ্ক নদীখাতের একপার্শ্বে একটী প্রস্তরফলকে ইন্দ্রাণী, বারাহী, বৈষ্ণবী, কুমারী, যমমাতৃকা, কালী ও রুদ্রাণী এই সপ্তমাতৃকার চিত্র খোদিত আছে।

মন্দিরগাত্রে যে সকল ভাস্কর-খোদিত প্রস্তরফলকে চিত্রশ্রেণীবিরাজিত আছে, তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় যে, বিভিন্ন সময়ে এখানে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বৈতরণী-তীরস্থ দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে সোপান বাহিয়া বরাহ-মন্দিরে উঠিতে বৈদিকযুগের অশ্বমেধ-যজ্ঞের চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়।

ব্রহ্মার যজ্ঞস্থলে সমাগত দেবতাগণের মধ্যে গঙ্গাদেবীরও মূর্ত্তি খোদিত আছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, যজ্ঞ সময়ে গঙ্গামাতার শুভাগমন হইতে গঙ্গার পবিত্রবারি ভূগর্ভে সঞ্চালিত হইয়া বৈতরণীর জলে আসিয়া মিশিয়াছে। এই-কারণে বৈতরণীতে স্নান করিলে অধিক পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতঃপর শৈবরাজগণের প্রাদুর্ভাবে এই স্থানে শাক্ত ও শৈবকীর্ত্তিরই প্রাধান্য সূচিত হয়। শৈবরাজগণের বৈভবে এই স্থান নানা অট্টালিকা ও দেবমন্দিরে সুশোভিত হইয়াছিল।

পীঠমালা-মতে,—দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, দেবাদিদেব মহাদেব সেই দেহ স্কন্ধে লইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। দেবগণ শিবের তদবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রে সতীদেহ ৫২ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভারতের নানা স্থানে নিপতিত হয়। ঐ সকল স্থান দেবীর পীঠস্থান বলিয়া গণ্য। শ্রীক্ষেত্রে যেখানে সতী-অঙ্গ পতিত হইয়াছিল, তথায় বিমলাদেবী এবং যাজপুরে যেখানে সতীঅঙ্গ পড়ে, তথায় বিরজাদেবী বিরাজিত হন। তদবধি দেবীর এই পবিত্রস্থান তাঁহারই বিরজা নামানু-সারে বিরজাক্ষেত্র বলিয়া বিঘোষিত হইতেছে।

প্রায় ১০০২ শকাব্দে সোমরাজবংশের অধঃপতন হইলে, এই শাকপুরে বৈষ্ণবগণের প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। ঐ বৈষ্ণব-গঙ্গবংশ কএকশতাব্দ এখানে রাজ্য শাসন করেন। বৈষ্ণব-প্রাধান্য সময়ে এখানে অসংখ্য বিষ্ণুমূর্ত্তি ও বিষ্ণুদাস গরুড়ের মূর্ত্তি প্রভৃতি খোদিত হইয়াছিল। উপরে গরুড়স্তম্ভের গরুড়-মূর্ত্তির বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে। এমন কি, সপ্তমাতৃকা-চিত্রস্তবকের (Sculptured gallery) সন্নিকটে জগন্নাথ-দেবের মন্দিরও স্থাপিত হইয়াছিল। এক কথায়, বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্ববিষয়ক চিত্র যাজপুরে রক্ষা করিতে বৈষ্ণবরাজগণ ক্রটি করেন নাই।

নিকটবর্ত্তী একটী উপবন মধ্যে সূর্য্যোপাসনারও নিদর্শন রহিয়াছে। এখানে কতকগুলি সূর্য্যোপাসক নিরন্তর পবিত্র অগ্নির রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। মন্দির দেউলের স্থানে স্থানেও সপ্তাশ্বরথে অধিষ্ঠিত সূর্য্যদেবের মূর্ত্তিও অঙ্কিত দেখা যায়। কোণাকের বিখ্যাত সূর্য্যমন্দির এই স্বতন্ত্র উপাসকসম্প্রদায়ের বিগত কীর্ত্তির নিদর্শন। উহা এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত। [কোণার্ক দেখ।]

যে সময়ে সূর্য্যোপাসনা উড়িষ্যায় প্রবল হইয়া উঠে, ঠিক সেই সময়ে গঙ্গবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয় হয়। এই গঙ্গবংশীয় নৃপতিগণ ধীরে ধীরে বৈষ্ণবধর্ম্মেরই প্রতিপত্তি বিস্তারে বদ্ধ-পরিকর হন। [গঙ্গবংশ দেখ।]

সূর্য্যবংশীয় বিখ্যাত রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের রাজ্য-কালে শ্রীচৈতন্ম মহাপ্রভু যাজপুরে পদার্পণ করেন। শ্রীচৈতন্যের আগমনে এখানে বৈষ্ণবের প্রাধান্য ঘটে। প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া-ছিলেন। ইনিই যাজপুরের বিখ্যাত বরাহমন্দির স্থাপন করেন। [প্রতাপরুদ্র ও চৈতন্য দেখ।]

বরাহমন্দির, প্রতাপরুদ্র দেব কর্ত্তৃক ১৫০৪—১৫৩২ খৃঃ অব্দ মধ্যে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরের গঠন, উড়িষ্যা প্রদেশের অন্যান্য মন্দিরের ন্যায়; গর্ভগৃহে বরাহদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; উহার সম্মুখে জগমোহন মণ্ডপ এবং তাহার সম্মুখে প্রস্তর দিয়া বাঁধান চত্বর। প্রবাদ—এই চত্বরে বসিয়া বরাহদেবের সম্মুখে লোকে গোদান করিলে, গোপুচ্ছ ধরিয়া যমদ্বারস্থ তপ্তা বৈতরণী অনায়াসে পার হইয়া থাকে। এই ব্যাপারে গো'র মূল্যস্বরূপ ন্যূনকল্পে পাঁচ টাকা দিতে হয়; ব্রাহ্মণ বরণের কাপড় ।০ আনা, গো-পূজার বস্ত্র ও নৈবেদ্য ১৲, গোদানের দক্ষিণা ১৲ ও গো-দানের সাক্ষীর দক্ষিণা ।০ আবশ্যক হইয়া থাকে। অবশ্য, পাণ্ডাগণ ব্রাহ্মণত্বে বরণ হইয়া থাকেন। পাণ্ডার স্বার্থ—বৈতরণী কৃত্য গোদান মূল্যাদি গ্রহণ, দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানদক্ষিণা গ্রহণ ও নাভিগয়ায় পিণ্ডদানের দক্ষিণা-গ্রহণ। এই মন্দির প্রাঙ্গণের অনেক-গুলি ক্ষুদ্র মন্দিরে ক্রান্তিদেবী, কাশীবিশ্বনাথ, বৈকুণ্ঠ আদি বহুবিধ দেবমূর্ত্তি রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের এক ধারে একটী বটবৃক্ষ, উহা ধর্ম্মবট নামে খ্যাত; উক্ত মন্দির হইতে বৈতরণীতে নামিবার জন্য পাথরে বাঁধান ঘাট আছে, তাহাতে নবগ্রহমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘাটের সম্মুখে বৈতরণীতে চড়া পড়িয়াছে; বর্ষা ভিন্ন অপর সময়ে জল থাকে না, বৈতরণী স্নান করিতে হইলে দূরে যাইতে হয়।

বরাহদেবের সম্মুখে বৈতরণীর অপর পারে একটী প্রশস্ত গৃহমধ্যে অষ্টমাতৃকা-মূর্ত্তি রহিয়াছে। অষ্টমাতৃকা-মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে জগন্নাথ দেবের আলয়। মন্দির প্রাঙ্গণ, ২৫০ ফুট দীর্ঘ ও প্রস্থে ১৫০ ফুট হইবে। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে যে প্রাচীর তাহা লেটারাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত। বরাহ ও জগন্নাথদেবের মধ্য-বর্ত্তী শুষ্ক-বৈতরণী-গর্ভে শতভিষানক্ষত্রযুক্ত চৈত্র কৃষ্ণাত্রয়ো-দশীতে বারুণীযোগ উপলক্ষে যাত্রা আরম্ভ হয়, উহা অমাবস্যা পর্য্যন্ত থাকে। তৎকালে ১০।১২ সহস্র যাত্রী উপস্থিত হইয়া বৈতরণী-স্নান এবং বরাহ, অষ্টমাতৃকা ও জগন্নাথদেবকে সন্দর্শন ও পূজা করিয়া থাকে। শনিবারে বারুণী হইলে 'মহাবারুণী' যোগ হইয়া থাকে।

অশুভক্ষণে ষোড়শ শতাব্দে যাজপুরে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বিবাদের ফলে এখানকার প্রাচীনকীর্ত্তিসমূহ ধ্বংসমুখে পতিত হয়। মুসলমানদিগের অত্যাচারে ও যুদ্ধবিগ্রহে উৎসাদিতপ্রায় হইলেও এখানকার ৭ ঘর প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে এখানে আসিয়া বাস করেন। ঐ পুরোহিতবংশ চন্দ্রবংশীয় প্রথমরাজের নিকট হইতে তৎকালে অনেক ব্রহ্মোত্তর লাভ করেন। সেই সকল সম্পত্তি এখনও তাঁহাদের বংশধরেরা ভোগ-দখল করিতেছেন।

বারুণী স্নান উপলক্ষে এখানে যে মেলা হয়, তাহাতে ঐ সময়ে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। বৈতরণী-স্নানের পর এখানে শ্রাদ্ধ করিবার বিধি আছে। শ্রাদ্ধকারীরা স্ব স্ব পিতৃপুরুষগণের বৈতরণী উত্তরণপূর্ব্বক স্বর্গ-গমন-কামনায় গোদান করিয়া থাকেন। পুরোহিতসম্প্রদায় যাত্রীদিগকে গোরু বেচিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গক্রমে বোধগয়া হইতে যাজপুর পর্য্যন্ত গয়াসুরের দেহবিস্তারকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তার কল্পনা করিলে নিতান্ত অযৌক্তিক হয় না; কারণ যখন যাজপুরের অস্তি

নিকটবর্ত্তী দন্তপুরে (বর্ত্তমান দাঁতন) বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন যাজপুর পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃতি না ঘটিয়াছিল, কে বলিতে, পারে ? বুদ্ধের প্রধান ভক্ত ত্রপুষভল্লিক উৎকলবাসী ছিলেন। এখনও বৌদ্ধকীর্ত্তির বহুতর নিদর্শন যাজপুরে বিদ্যমান আছে। বোধগয়া হইতে যাজপুর পর্য্যন্ত বৌদ্ধপ্রভাব হ্রাস হইয়া যখন ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইল, তখন যাজপুরও হিন্দুর চক্ষে বুদ্ধগয়ার ন্যায় একটী হিন্দুতীর্থ হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতে ১৬শ শতাব্দ পর্য্যন্ত এই নগর উড়িষ্যার অন্যতম রাজধানী-রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছিল।

হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগকে তাড়াইয়া যেমন তাহাদিগের পবিত্র দেবস্থানসমূহে হিন্দুর দেবমন্দির স্থাপিত করিয়াছিলেন, পশ্চা-ত্তরে মুসলমানগণও তদ্রূপ হিন্দুর মন্দিরাদিতে ইস্লামের কীর্ত্তিনিকেতন মস্জিদাদি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড় যাজপুর আক্রমণ করেন।

মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড়, রাজা মুকুন্দদেবকে সমরে নিহত করিয়া, যাজপুরের হিন্দু দেবদেবী নষ্ট করিবার সময়, ঐ স্তম্ভ নষ্ট করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, তিনি তাহার উপরিস্থ গরুড়-মূর্ত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন। পুরাবিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন, দশম শতাব্দীতে সোমবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক ইহা বিজয়স্তম্ভরূপে স্থাপিত হইয়াছিল। এমন বৃহৎ ও ভারসহ প্রস্তরখণ্ড করদ-রাজ্যের পাহাড় হইতে খোদিত হইয়া কি উপায়ে পুরাকালে নদ নদী উত্তরণপূর্ব্বক শত মাইল দূর হইতে আনীত হইয়া-ছিল, তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হই না।

যাজপুরের ২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে গহ্বর-তিকৃরী নামক স্থানে হিন্দু-মুসলমানে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে উড়িষ্যাবাসী যে কেবল স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন এরূপ নহে, সেই সঙ্গে হিন্দুর হৃদয়রত্ন দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তিসমূহ অপহৃত, ধ্বস্ত ও চূর্ণিত হইয়াছিল। পূর্ব্বকথিত স্তম্ভ ব্যতীত যাজপুরের পূর্ব্বসমৃদ্ধি ও পূর্ব্বকীর্ত্তির আর দ্বিতীয় চিহ্ন নাই।

বৈতরণীতীরবর্ত্তী দশাশ্বমেধ ঘাট তথাকার প্রাচীনতার অন্যতম নিদর্শন। এখান হইতে নগরের দক্ষিণে সোজা রাস্তায় চলিয়া আসিলে বিরজা দেবীর মন্দিরে আসা যায়। ঐ মন্দিরের প্রাঙ্গণ মধ্যে নাভিগয়ার নিদর্শনস্বরূপ একটী কূপ আছে।

দশাশ্বমেধের ঘাট হইতে আড়াই মাইল দূরে বিরজাদেবীর মন্দির। তাহার পশ্চাদ্ভাগে ১০০ ফুট দৈর্ঘ্যে, ৭০ফুট প্রস্থে চতু-র্দ্দিক্ প্রস্তর-সোপান-পরিশোভিত একটী পুরাতন পুষ্করিণী, ইহা ব্রহ্মকুণ্ড বা বিরজাকুণ্ড নামে বিখ্যাত। বিরজাদেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৪০০ শত ফুট, মন্দিরটী সোম-বংশীয় রাজাদিগের সময়ে নির্ম্মিত ; গর্ভগৃহে অষ্টভুজা অষ্টাদশ-অঙ্গুলি-পরিমিতা ভীষণা বিরজাদেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান। সম্মুখস্থ জগমোহন মণ্ডপে একটী হোমকুণ্ড আছে। তাহার বহির্দ্দেশে প্রস্তরনির্ম্মিত চত্বরে সংবদ্ধ একটী যূপকাষ্ঠে নিত্য পশুবলি হইয়া থাকে। যাজপুরনিবাসী ব্রাহ্মণগণ শক্তিদেবো-পাসক, সুতরাং পশুবলিতে তাহাদের কোন বাধা নাই। মহাষ্টমী দিবসে দেবীর যাত্রা হইয়া থাকে। বিরজাদেবীর মন্দিরের উত্তরভাগে একটী কক্ষ মধ্যে ৫ ফুট ব্যাসের বাঁধান কূপ, উহাই নাভিগয়া নামে প্রসিদ্ধ। ঐ স্থলে পিতৃমাতৃ প্রভৃ-তির উদ্দেশে পিণ্ড দান করিয়া নাভিকুণ্ডে ফেলিতে হয়। বিরজাদেবীর মন্দিরের অনতি দূরে কিঞ্চিৎ উত্তরে দালানার প্রস্তরের চত্বরের উপর একখণ্ড ক্লোরাইট্ প্রস্তরের ধ্বজস্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। কেহ কেহ উহাকে ব্রহ্মার অশ্বমেধ যজ্ঞের এবং অন্য লোকে উহাকে সোমরাজবংশের কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। ঐ স্তম্ভটী প্রায় ৩৭ ফুট উচ্চ। ঐ স্তম্ভোপরি পূর্ব্বে একটী গরুড়মূর্ত্তি বিরাজ করিত।

যাজপুরের আলীবুখারির সমাধিমন্দির একটী দেখিবার জিনিষ। একটী হিন্দুমন্দিরের মূলভিত্তির উপর মুসলমানের এই সমাধিস্তম্ভ গঠিত হয়। ঐ স্থানের গঠন দেখিলে উহা কোন মন্দিরের মুক্তি-মণ্ডপ বলিয়াই বিবেচিত হয়। কিন্তু ঐ মন্দির কোন্ দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না।

আলীবুখারীর সমাধি-স্তম্ভের গাত্রে হেলান একখানি প্রস্তরে বারাহী, ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা মূর্ত্তি খোদিত ছিল। ঐতিহাসিক ষ্টার্লিং ঐ প্রস্তরখণ্ড তথা হইতে উঠাইয়া আনেন। মুসলমানেরা ঐ প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বৈতরিণীজলে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই প্রস্তরের অপরার্দ্ধে অন্য পঞ্চ-মাতৃকার প্রতিকৃতি খোদিত ছিল বলিয়া তাহাদের ধারণা।

দশাশ্বমেধ ঘাটের অপর তীরে পুরীর জগন্নাথদেব-মন্দিরের অনুকরণে একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। শতাব্দ পূর্ব্বে জনৈক বস্ত্রব্যবসায়ী উহা নির্ম্মাণ করান। নগরের ১ মাইলের মধ্যে গৌরাঙ্গ-দেউরি নামে গোবিন্দজীর একটী মন্দির আছে।

যাজপুর হইতে ১ মাইল দূরে চণ্ডেশ্বর গ্রামে পূর্ব্বকথিত চণ্ডেশ্বরস্তম্ভ। উহার চারি দিক্ একণে জঙ্গলে আবৃত। যাত্রিদল ঐ স্থানে গমন করে বলিয়া উহার পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মিত আছে। স্থানীয় লোকে উহাকে সত্যস্তম্ভ বলে। উহা লম্বে ৩৬ ফুট ১০ ইঞ্চ। উহার তল হইতে শিরোভাগ পর্য্যন্ত ৯ ফুট, অবশিষ্টাংশ তাহার চূড়াদেশ।

এই স্তম্ভের শিরোদেশের শিল্পকার্য্য বৌদ্ধসম্রাট্ অশোক-প্রতিষ্ঠিত লাটের অনুরূপ। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগে উহা গঠিত হইয়া থাকিবে। উহার উপরে যে গরুড়মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভবতঃ পরবর্ত্তিকালে বৈষ্ণব-রাজবংশের দ্বারাই সংসাধিত হয়। ঐ গরুড়মূর্ত্তি এক্ষণে স্তম্ভ হইতে প্রায় ১॥০ মাইল দূরে একটী ঠাকুরবাটীতে রক্ষিত আছে। স্তম্ভের মূলদেশে ছিদ্র দেখিয়া সাধারণে অনুমান করিয়া থাকেন, পাঠানগণ দড়ি বাঁধিয়া টানিবার জন্য ঐ স্তম্ভে ছিদ্র কাটিয়াছিল।

যাজপুরের ১॥০ মাইল পশ্চিমে ময়দান মধ্যে প্রোথিত একটী প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। উহা তিন খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চূড়া হইতে নাভি পর্য্যন্ত ৯ ফুট ১১ ইঞ্চ এবং উরুসন্ধি হইতে পাদসন্ধি পর্য্যন্ত ৭ ফুট ১১ ইঞ্চ লম্বা। স্থানীয় লোকে উহাকে শাস্তমাধব (কৃষ্ণের মূর্ত্তিভেদ) বলিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ মূর্ত্তির বাম হস্তে পদ্ম এবং চূড়ায় বুদ্ধের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকায় উহাকে পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি বলিয়াও অনেকে অনুমান করেন। উহা এক্ষণে মহকুমার কাছারীতে রক্ষিত।

যাজপুরনিকটস্থ নরপড়া গ্রামে প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ একটী সমাধিস্তূপ (tumulus) পতিত রহিয়াছে। স্থানীয় লোকে উহাকে রাজা যযাতিদেবের প্রাসাদের অংশবিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। এখানকার ভিতুলা-মাল গ্রামের ১১শ খিলানযুক্ত সেতু বহুপ্রাচীন। উহার গঠন পুরীর আঠার-নালার সেতুর অনুরূপ।

প্রাচীন তীর্থপ্রসঙ্গ।

যাজপুর একটী অতি প্রাচীন তীর্থ। মহাভারত পাঠে আমরা জানিতে পারি যে পঞ্চপাণ্ডব এখানে তীর্থ করিতে আসিয়াছিলেন। বন পর্ব্বে (১১৪ অঃ) লিখিত আছে—

'এই সকল দেশ কলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই প্রদেশে বৈতরণী নদী আছে, এস্থলে ধর্ম্ম দেবতাদিগের শরণাগত হইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। গিরি দ্বারা উপশোভিত, সতত ঋষিগণযুক্ত ও দ্বিজগণনিষেবিত এই যজ্ঞভূমি বৈতরণী নদীর উত্তর তীর; ইহা স্বর্গগামী ব্যক্তির দেবযান-পথ স্বরূপ। পূর্ব্বকালে ঋষি ও অন্যান্য মহাত্মারা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই স্থানে রুদ্র দেবযজ্ঞে পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন, এই ভাগ আমার। রুদ্রদেব পশু হরণ করিলে দেবতারা তাঁহাকে কহিলেন, আপনি পরস্বদ্রোহ করিবেন না, সমগ্র যজ্ঞীয় ভাগে অভিলাষ করিবেন না। পরে তাহারা তাঁহাকে কল্যাণরূপ বাক্যে স্তব করিলেন এবং ইষ্টি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সম্মানিত করিলেন। তদনন্তর তিনি পশু-ত্যাগ করিয়া দেবযানে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। এ সম্বন্ধে রুদ্রের যে গাথা আছে, তাহা শ্রবণ করুন; 'দেবতারা রুদ্রের ভয়ে তাঁহাকে সকল ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট সদ্যোজাত ভাগ চিরকাল প্রদান করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন।' যে মনুষ্য এই স্থানে এই গাথা গান করিয়া স্নান করে, তাহার নয়নপথে দেবযান-পথ প্রকাশিত হয়। তদনন্তর মহাভাগ পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত বৈতরণীতে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃলোকের তর্পণ করিলেন।'*

মহাভারতের উক্ত বিবরণ হইতে মনে হয় যে, ধর্ম্ম এখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাই পরবর্ত্তী কালে এই স্থান যজ্ঞপুর ও তাহারই অপভ্রংশে যাজপুর নামে খ্যাত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন,—'বিরজদেশে ব্রহ্মাণী-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা বিরজা মাতা বর্ত্তমান। তাঁহাকে দর্শন করিলে লোকের সপ্তকুল পবিত্র হয়। যে তাঁহাকে একান্ত মনে ভক্তির সহিত একবার প্রণাম বা পূজা করে; সে স্বকীয় বংশ সমভিব্যাহারে আমার লোকে গমন করে। এই বিরজদেশে উক্ত দেবীমূর্ত্তি ভিন্ন আরও অনেক ভক্তিবৎসলা সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী বরদায়িনী দেবীমূর্ত্তি এবং সর্ব্বপাপহরা বৈতরণী নদী

---

* "এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতং।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতং॥
সমানং দেব-যানেন পথা স্বর্গমুপেয়ুষঃ।
অত্র বৈ ঋষয়োঽন্যে চ পুরা ক্রতুভিরীজিরে॥
অত্রৈব রুদ্রো রাজেন্দ্র পশুমাদত্তবান্ মখে।
পশুমাদায় রাজেন্দ্র ভাগোঽয়মিতি চাব্রবীৎ॥
হৃতে পশৌ তদা দেবাস্তমূচুর্ভরতর্ষভ।
মা পরস্বমভিদ্রোগ্ধা মা ধর্ম্মান্ সকলান্ বধী॥
ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগ্‌ভিস্তে রুদ্রমস্তুবন্।
ইষ্ট্যা চৈনং তর্পয়িত্বা মানয়াঞ্চক্রিরে তদা॥
ততঃ স পশুমুৎসৃজ্য দেবযানেন জগ্মিবান্।
তত্রানুবংশো রুদ্রস্য তং নিবোধ যুধিষ্ঠির॥
অযাতযামং সর্ব্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।
দেবাঃ সঙ্কল্পয়ামাসুর্ভয়াদ্রুদ্রস্য শাশ্বতম্॥
ইমাং গাথামত্র গায়ন্নপঃ স্পৃশতি যো নরঃ।
দেবযানোঽস্য পন্থাশ্চ চক্ষুষাভিপ্রকাশতে॥
ততো বৈতরণীং সর্ব্বে পাণ্ডবা দ্রৌপদী তথা।
অবতীর্য্য মহাভাগাস্তর্পয়াঞ্চক্রিরে পিতৄন্॥"

(মহাভারত বন° ১১৪ অঃ ৪-১৩)

বিরাজমানা। এই বৈতরণীতে স্নান করিয়া লোক যাবতীয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। আরও এখানে স্বয়ং বিষ্ণুর নাভিপদ্মসমুত্থিত যে বরাহমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন, তাঁহাকে দর্শনান্তর ভক্তির সহিত প্রণাম করিলে লোকের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। কাপিল, গোগ্রহ, সোম, অলাবু, মৃত্যুঞ্জয়, ক্রোড়তীর্থ, বাসুক, সিদ্ধেশ্বর ও বিরজ, এই কয়েক তীর্থে গমনপূর্ব্বক লোক যদি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বিধিবৎ স্নান ও তত্রত্য দেবতাসমূহ দর্শন, প্রণাম এবং তাঁহাদের যথারীতি পূজাদি করে, তাহা হইলে সে সকলপাপ বিমুক্ত হইয়া দিব্য রথে আরোহণপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণের সহিত নৃত্যগীত করিতে করিতে ব্রহ্মলোকে গমন করে। এই বিরজক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পিণ্ডদান করে, সে পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি সাধন করিতে সমর্থ হয়। এই ক্ষেত্রে যে কলেবর ত্যাগ করে, নিশ্চয়ই তাঁহার মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে'। †

কপিলসংহিতায় এই বিরজাক্ষেত্রের পরিচয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

'বিপ্রগণ! বিরজাখ্য ক্ষেত্রে বিরজঃপ্রদ বিরজা দেবীকে দর্শন করিলে লোকের রজোগুণের ক্ষালন হয়, এই ক্ষেত্রে ভক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী বিরজা দেবী সাধকদিগের হিতের জন্যই উৎকলে প্রতিষ্ঠিতা হন। দশ সহস্র বর্ষ কাশীতে শিবপূজা করিলে যে ফল হয়, ঐ বিরজা দর্শন করিলে মানব সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে মুক্তিদায়ক বরাহরূপী ভগবান্ অবস্থিত। তাঁহাকে দর্শন করিলে মানব বিষ্ণুলোক পাইয়া থাকে। এখানে আখণ্ডল নামে জগদ্গুরু পার্ব্বতীশ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলে আর যমদণ্ডের ভয় থাকে না। ক্রোড়তীর্থ ও আখণ্ডলের মধ্যে দেবতাদিগের দুর্ল্লভ স্থান, এখানে কীটাদি পর্য্যন্ত মুক্তি পায়, মানবের কথা কি? তথায় মুক্তিদায়ক পাপনাশন মুক্তেশ্বর লিঙ্গ বিদ্যমান। এই লিঙ্গ দর্শনমাত্র পুরাকালে বিপ্রগণ মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিরজাদেবীর ঈশানকোণে পিতৃগণের মুক্তিপ্রদ নাভিগয়া নামে পুণ্যধাম। এখানে পিণ্ডদান করিলে নর স্বয়ং বিগতপাপ হইয়া ও পিতৃগণকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদের সমভিব্যাহারে বিষ্ণুপদে লীন হন। এখানে মুক্তিপ্রদায়িনী বৈতরণী দেবী বিদ্যমানা, তাঁহাকে সত্য সত্য গঙ্গাদেবী বলিয়াই জানিবে। বৈতরণীতে স্নান করিয়া বরাহরূপী হরিকে দর্শন করিলে কোটী পুরুষের সহিত বিষ্ণুপুরে যাইতে পারে। এখানে ভবপাশবিমোচন ত্রিলোচন নামক শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলেও শিবত্ব লাভ হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে কপিল নামে শ্রেষ্ঠ তীর্থ আছে। এখানে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে স্নান করিলে মহাদেব সহসাই তুষ্ট হইয়া থাকেন। তাহার পর মুনীন্দ্রসেবিত গোগৃহ তীর্থ, এখানে স্নান করিলে গোলোকধাম লাভ হয়। চন্দ্রপ্রতিষ্ঠিত সোমতীর্থ এখানে বিদ্যমান, এখানে স্নান করিলে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি ঘটে। এই বিরজাক্ষেত্রে অলাবু তীর্থ আছে, এখানকার অল্প পুণ্যই মেরুতুল্য সন্দেহ নাই। দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দিত মৃত্যুঞ্জয় তীর্থ, এখানে মার্কণ্ডেয় ঋষি স্নান করিয়া অমর হইয়াছেন। তৎপরে পরম পবিত্র ক্রোড়তীর্থ, এখানে ক্রোড়রূপী জগন্নাথ তীর্থরূপে অবস্থান করিতেছেন। এখনকার বিষ্ণুপদপ্রদায়ক শ্রীবাসুকতীর্থে স্নান করিলেও দিব্য লোকে গতি হয়। সিদ্ধগণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া সিদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই সিদ্ধেশ্বর নামক সিদ্ধিপ্রদ তীর্থ এখানে অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন এখানে আরও নানা তীর্থ ও নানা দেবদেবী আছেন। চৈত্র, বৈশাখ ও আশ্বিন মাসে যিনি এই বিরজাক্ষেত্র দর্শন করিতে আসেন, তাঁহার নিশ্চয় সিদ্ধি হইয়া থাকে।'‡

† "ব্রহ্মোবাচ,—
বিরজে বিরজা মাতা ব্রহ্মাণীসংপ্রতিষ্ঠিতা।
যস্যাঃ সন্দর্শনান্মর্ত্ত্যঃ পুনাত্যাসপ্তমং কুলং॥
সকৃদ্দৃষ্ট্বা তু তাং দেবীং ভক্ত্যা পূজ্য প্রণম্য চ।
নরঃ স্ববংশমুদ্ধৃত্য মম লোকং স গচ্ছতি॥
অন্যাশ্চ তত্র তিষ্ঠন্তি বিরজে লোকমাতরঃ।
সর্ব্বপাপহরা দেব্যো বরদা ভক্তিবৎসলাঃ॥
আস্তে বৈতরণী তত্র সর্ব্বপাপহরা নদী।
যস্যাং স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
আস্তে স্বয়ম্ভুস্তত্রৈব ক্রোড়রূপী হরিঃ স্বয়ং।
দৃষ্ট্বা প্রণম্য তং ভক্ত্যা পরং বিষ্ণুং ব্রজন্তি তে॥
কাপিলে গোগ্রহে সোমে তীর্থে চালাবুসংজ্ঞিতে।
মৃত্যুঞ্জয়ে ক্রোড়তীর্থে বাসুকে সিদ্ধকেশ্বরে॥
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিমানবরমাস্থিতঃ।
উপগীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্ম্ম লোকে মহীয়তে॥
বিরজে যো মম ক্ষেত্রে পিণ্ডদানং করোতি বৈ।
স করোত্যক্ষয়াং তৃপ্তিং পিতৄণাং নাত্র সংশয়ঃ॥
মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠাঃ বিরজে যে কলেবরম্।
পরিত্যজন্তি পুরুষাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ॥"
(ব্রহ্মপু° ৪২ অ°, ১-১° শ্লোক)

‡ "কথয়ামি মহাপুণ্যং বিরজাখ্যং সুনির্ম্মলং।
যৎক্ষেত্রং সৃষ্টিকার্য্যং ব্রহ্মণা চ কৃতং পুরা॥ ২
তস্মিন্ক্ষেত্রে দ্বিজশ্রেষ্ঠা বিরজা বিরজঃপ্রদং।
বিরজামুখমালোক্য রজঃপ্রক্ষালনং ব্রজেৎ॥ ৩

ইতিহাস।

মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে যাজপুরের ক্ষেত্রমাহাত্ম্য পাওয়া গেলেও ইহার প্রাচীন ইতিহাস নিতান্ত অস্পষ্ট। বুদ্ধ জন্মের পূর্ব্বে এই স্থান কোন্ বংশের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না। তৎকালে যাজপুর উত্তর-কলিঙ্গ, উৎকলিঙ্গ বা উৎকল নামে পরিচিত এবং যজপুরে উত্তরকলিঙ্গের রাজধানী ছিল। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময় এই স্থান মগধসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এখানে মৌর্য্য-রাজগণের অধীন কোন সামন্ত বা কোন রাজপুত্র আসিয়া শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। খণ্ডগিরিস্থ হাথিগুম্ফায় ১৬৫ মৌর্য্যাব্দের উৎকীর্ণ সুবৃহৎ শিলালিপি হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টজন্মের প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে চেতবংশীয় ক্ষেমরাজ ও তৎপরে তৎপুত্র বুধরাজ কলিঙ্গ শাসন করিতেন। তৎপুত্র প্রবলপরাক্রান্ত খারবেল বা ভিখুরাজ। তিনি জৈনধর্ম্মাবলম্বী হইলেও সকল সম্প্রদায়কেই সম্মান করিতেন। তাঁহার রাজ্যাধিকারের ২য় বর্ষে তিনি অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণি ও কুসুম ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। ৮ম বর্ষে তিনি রাজগৃহপতির বিরুদ্ধে অভিযান করেন। রাজগৃহপতি মথুরায় পলাইয়া যান। ১২শ বর্ষে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া মগধপতিকে পরাজয় করিয়া তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়াছিলেন। বলিতে কি, এই জৈনরাজের সময় কলিঙ্গের রাজ্য-সমৃদ্ধি যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং মগধ হইতে শাকদ্বীপী সৌরব্রাহ্মণগণ উৎকলে গিয়া বাস করেন। সমুদ্রতীরে তাঁহাদের যত্নে কোণার্ক নামক মিত্রমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এখানকার ব্রাহ্মণগণ "কোণার্ক" শাখা বলিয়া গণ্য হইলেন। খণ্ডগিরি প্রভৃতি নানা স্থানে জৈন ও সৌরপ্রভাবের নিদর্শন লক্ষিত হয়।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে উৎকল মগধের গুপ্তসম্রাট্গণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের অধীনে সামন্ত নৃপতিগণ উৎকল শাসন করিতেন। এই সময় সর্ব্বত্র বৈষ্ণবপ্রাধান্য স্থাপিত হয়। মহাভারতোক্ত সমুদ্রগর্ভসংলগ্ন মহাবেদীস্থ বিরাট্পুরুষরূপী (দারুব্রহ্ম) বিষ্ণুমূর্ত্তির এই সময় উদ্ধার

তত্র শ্রীবিরজাদেবী ভক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী।
সাধকানাং হিতার্থায় বিরজা উৎকলে স্থিতা ॥ ৪
দশবর্ষসহস্রাণি কাশ্যাং পূজয়তে হরং।
যত্র ফলমবাপ্নোতি বিরজালোকনে নরঃ ॥ ৫
কুরুক্ষেত্রে হরিদ্বারে যৎফলং লভতে নরঃ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি মাস্তথা ভো দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬
বরাহরূপী ভগবান্ তত্রাস্তে মুক্তিদায়কঃ।
তং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা চ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭
আখণ্ডলস্ত তত্রাস্তে পার্ব্বতীশো জগদ্গুরুঃ।
তমালোক্যপ্রযত্নেন যমদণ্ডং খণ্ডতি ॥ ৮
ক্রোড়াখণ্ডলয়োর্মধ্যে দেবানাং দুর্লভং পদে।
মুক্তিং গচ্ছন্তি কীটাদ্যাঃ কিং পুনর্মানবা মতাঃ ॥ ১২
তত্র মুক্তেশ্বরং লিঙ্গং মুক্তিদং পাপনাশনং।
যং দৃষ্ট্বা চ পুরা বিপ্রা বহুমুক্তিং বরাধিতাঃ ॥ ১৪
তত্র শ্রীবিরজে ক্ষেত্রে দেব্যা ঈশানকোণতঃ।
গয়ানাভির্মহাপুণ্যঃ পিতৃণাং মুক্তিদায়কঃ ॥ ১৫
তত্র পিণ্ডং প্রযচ্ছন্তি নরা যে বীতকল্মষাঃ।
পিতৃভূত্যা নরকাত্তে ব্রজন্তি পরং হরেঃ ॥ ১৬
তত্র বৈতরণী দেবী নদী মুক্তিপ্রদায়িনী।
গঙ্গাদেবীতাসৌ বিপ্রাঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৭
তস্যাং স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠো দৃষ্ট্বা শ্রীবরাহরূপিণং হরিং।
কুলকোটিসমাযুক্তো ব্রজেদ্বিষ্ণুপুরং দ্বিজঃ ॥ ১৯
ত্রিলোচনস্ত তত্রাস্তে ভবপাশবিমোচনঃ।
তং দৃষ্ট্বা বিধিবৎপূজ্য ত্রিলোচনমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২০
তত্র ক্ষেত্রবরে বিপ্রাঃ কপিলং তীর্থমুত্তমং।
প্রসন্নসলিলৈশ্চব মধ্যোজ্জং চারুবর্ণকং ॥ ২২
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং কাপিলে যাতি যো নরঃ।
তস্য তুষ্টো ভবেৎ ক্ষিপ্রং শৈলেন্দ্রতনয়াপতিঃ ॥ ২৩
তত্রৈব গোগৃহং তীর্থং মুনীন্দ্রৈরুপসেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা চ বিধিবৎ গোলোকস্য ফলং লভেৎ ॥ ২৫
সোমতীর্থবরং চাস্তে নিৰ্ম্মিতং বৈ হিমাংশুনা।
স্নাত্বা তত্র নরশ্রেষ্ঠশ্চন্দ্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥ ২৬
অলাবুসংজ্ঞকং নাম তত্রাস্তে বিরজে দ্বিজাঃ।
অন্নপূর্ণাং ভবেত্তত্র মেরুতুল্যং ন সংশয়ঃ ॥" ৩০

(কপিলসংহিতা ৭ অঃ)

"তত্র মৃত্যুঞ্জয়ং নাম তীর্থং দেবগণৈঃস্তুতং।
মৃকণ্ডুতনয়ো যত্র স্নাত্বা মৃত্যুঞ্জয়ায়তে ॥ ২
মৃত্যুঞ্জয়ে তীর্থবরে যো নরঃ স্নানমাচরেৎ।
মৃত্যুঞ্জয়ং সমালোক্য সোঽপি মৃত্যুং জিঘাংসতি ॥ ৩
ক্রোড়তীর্থং চ তত্রাস্তে পরমং পাবনং মহৎ।
ক্রোড়রূপী জগন্নাথঃ সাক্ষাত্তীর্থবরাগতঃ ॥ ৪
তত্র শ্রীবামনতীর্থং বাঞ্ছিতফলপ্রদং।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুলোকাৎ পরং ব্রজেৎ ॥ ৭
তীর্থং সিদ্ধেশ্বরং নাম সিদ্ধিদং সর্ব্বকামদং।
যত্রারাধ্য বিধিবৎ সিদ্ধাঃ সিদ্ধত্বমাপ্নুঃ ॥ ৮
নানাবিধানি তীর্থানি তত্র সন্তি দ্বিজোত্তমাঃ।
নানাবিধাশ্চ দেবা নানা সিদ্ধিপ্রদায়কাঃ ॥ ১২
[illegible]
[illegible] ॥ ১৭

(কপিলসংহিতা ৮ অঃ)

হইল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থান গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং এই সময় মধ্যে নানা দেবদেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময় মধ্যপ্রদেশে শবরেরা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে গুপ্তসাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইলে শবরেরা উৎকলের নানাস্থান অধিকার করে। পূর্ব্বে যে জাতি ফলমূল আহার করিয়া পর্ব্বতে ও বনজঙ্গলে বাস করিত, ক্রমেই হিন্দুসংস্রবে তাহারা সভ্য হইয়া উৎকল ও মধ্যপ্রদেশের অধিকাংশ স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। [জগন্নাথ দেখ।] শিরপুর হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে উদয়ন ও তৎপুত্র ইন্দ্রবল শবরবংশীয় বলিয়া স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রবলের পুত্র নন্নদেব। এই নন্নদেব চন্দ্রগুপ্ত ও মহাশিবগুপ্ত (তীবররাজ)-কে দত্তকগ্রহণ করেন। এই দত্তকপুত্রগণ সম্ভবতঃ উচ্চজাতীয় ছিলেন। কারণ পরবর্ত্তী শিলালিপি ও তাম্রশাসনে এই বংশীয় নৃপতিগণ 'পাণ্ডুবংশীয়' বা 'সোমবংশীয়' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। গুপ্তসম্রাট্‌গণের অনুকরণে এই বংশীয় সকল নৃপতিই নিজ নামের সঙ্গে 'গুপ্ত' উপাধিযুক্ত একটী স্বতন্ত্র নাম ব্যবহার করিতেন। এই বংশীয় দুই একজন রাজার 'কেশরী' উপাধি থাকায় মাদলাপঞ্জী ও উড়িষ্যার ইতিহাসে এই বংশীয় রাজগণ 'কেশরী' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু মাদলাপঞ্জী অনুসারে উড়িষ্যার ইতিহাসে কেশরীবংশের যেরূপ বংশতালিকা ও রাজ্যকাল প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক। [সোমবংশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সোমবংশীয় রাজগণের শরভপুর (বর্ত্তমান শম্বলপুরে) রাজধানী ছিল। এই বংশীয় "মহাভবগুপ্ত" উপাধিধারী মহারাজাধিরাজ ত্রিকলিঙ্গাধিপতি জনমেজয়দেব কটকে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। জনমেজয়ের পুত্র "মহাশিবগুপ্ত" উপাধিধারী যযাতিরাজ (খৃঃ ১০ম শতাব্দে) প্রথমে বিনীতপুরে, তৎপরে নিজ নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত যযাতিনগরে রাজত্ব করিতেন। ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ লিঙ্গরাজের মন্দিরের মূলগৃহ ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তৎপুত্র "মহাভবগুপ্ত" উপাধিধারী ভীমরথদেবও এই যযাতিনগরে রাজত্ব করিতেন, তাহা তাঁহার তাম্রশাসন হইতেই জানা যায়। এই যযাতিনগর বহুকাল উৎকলরাজ্যের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই 'যযাতিনগর' হইতেই সমস্ত উৎকল প্রাচীন মুসলমান ইতিহাসসমূহে 'জজনগর' বা 'জাজনগর' নামে বিবৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান যাজপুরকেই অনেকে "যযাতিনগর" বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যাজপুর পূর্ব্বকাল হইতে একটী প্রধান হিন্দুতীর্থ বলিয়া গণ্য থাকিলেও যযাতিরাজের সময় হইতেই উৎকলের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। সোমবংশীয় শেষ রাজা উদ্যোতকেশরী। ইঁহারই পর গঙ্গবংশীয় চোড়গঙ্গ উৎকলরাজ্য আক্রমণ করেন। চোড়গঙ্গের পিতৃপুরুষগণ গঞ্জামের অন্তর্গত কলিঙ্গনগরে রাজত্ব করিতেন। গঞ্জাম ও গোদাবরীর উত্তরবর্ত্তী নানা স্থান হইতে চোড়গঙ্গের পূর্ব্বপুরুষগণের বহুতর শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। *

গঙ্গেশ্বর চোড়গঙ্গ ৯৯৯ শকে (১০৭৬-৭৭ খৃঃ অঃ) রাজ্যাভিষিক্ত হন। তৎপরেই তিনি উৎকলবিজয়ে অভিযান করেন। উত্তরে গঙ্গা হইতে দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। চোড়গঙ্গ মন্দার-(আইন্-ই-অকবরীর সরকার মন্দারন্ †)-পতিকে গঙ্গাতীরে পরাজিত করেন। এই সময় গৌড়াধিপ বিজয়সেন তাঁহার সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হন। পুরীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথমন্দির এই চোড়গঙ্গেরই কীর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত শ্রীকূর্ম, ভুবনেশ্বর ও যাজপুরের নানা দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভুবনেশ্বরের কেদারগৌরীমন্দিরদ্বারে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ও যাজপুরের 'গঙ্গেশ্বর' নামক দেবমন্দির এখনও তাঁহার নাম রক্ষা করিতেছে। ইনি ৭০ বর্ষ প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করেন। কেবল উড়িষ্যা বলিয়া নহে, সমগ্র ভারতমধ্যে কোন রাজা এরূপ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন কি না সন্দেহ! এই গঙ্গেশ্বর চোড়গঙ্গের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক কনোজব্রাহ্মণ আসিয়া যাজপুরে বাস করেন। তৎপূর্ব্বে এখানে সৌরব্রাহ্মণদিগের প্রভাব ছিল। ব্রহ্মপুরাণে কোণাদিত্য-মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে এই সৌরব্রাহ্মণের প্রশংসাই দৃষ্ট হয়। চোড়গঙ্গের অভ্যুদয়ে উৎকল মহাসমৃদ্ধিশালী ও বিদ্বজ্জনমণ্ডলীপরিশোভিত হইয়াছিল। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্বতীকার শতানন্দ তাঁহারই সময়ে পুরুষোত্তমে থাকিয়া ঐ স্থান কেন্দ্র করিয়া তাঁহার জ্যোতিষিক ফলাফল প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মহিমভট্ট তৎপুত্র উমাবল্লভের নাম দিয়া "ব্যক্তিবিবেক" নামে অলঙ্কারগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

চোড়গঙ্গের পুত্র কস্তুরিকামোদিনীর গর্ভজাত কামার্ণব

* গাঙ্গেয় শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। গাঙ্গেয় শব্দ লিখিত হইবার পর গঙ্গবংশীয় রাজগণের বহুতর শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন গঙ্গবংশীয়দের ইতিহাস অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। একারণ একাল পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত শিলালিপি ও তাম্রশাসন-সাহায্যে যেরূপ ইতিহাস নির্ণীত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহাই দিতাম আবশ্যক বিবেচনায় প্রদত্ত হইল।

† আরাম-বাগের ৮ মাইল পশ্চিমে প্রাচীন গড় মন্দারন্ (বর্ত্তমান ভিতর-গড়) নামক স্থানে উক্ত সরকারের সদর ছিল।

[৭ম] ১০৬৩ শকে অভিষিক্ত হইলেও পিতার মৃত্যুর পর ১০৬৯ শকে প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজ্যলাভ করেন। পিতা চোড়-গঙ্গের ন্যায় ইঁহারও "অনন্তবর্ম্মা মধুকামার্ণব" উপাধি ছিল। ইনি নিরাপদে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। মুখলিঙ্গের ১০৭০ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে 'জটেশ্বরদেব' নামে এক ব্যক্তির ৩য় বর্ষ রাজ্যাঙ্ক দৃষ্ট হয়। অধিক সম্ভব, চোড়গঙ্গের নিতান্ত বার্দ্ধক্যকালে ঐ নামে তাঁহার কোন আত্মীয় বা পুত্র দক্ষিণকলিঙ্গ কিছুদিনের জন্ত বলপূর্ব্বক শাসন করিতেছিলেন। কামার্ণবের সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটাও অসম্ভব নহে। মুখলিঙ্গ হইতে আবিষ্কৃত কামার্ণবের উক্ত শকের লিপি হইতে মনে হয় যে, জটেশ্বরের অধিকার স্থায়ী হয় নাই। ১০৭৮ শক (১১৫৬ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়া কামার্ণব ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাঘব ১০৯২ শক (১১৭০ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত ১৫ বর্ষ রাজত্ব করেন।

তৎপরে চোড়গঙ্গের অপর এক পুত্র মহিষী চন্দ্রলেখার গর্ভজাত রাজরাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি ১১১২ শক পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করেন। তিনিই একাম্রক্ষেত্রের অন্ত-র্গত সুপ্রসিদ্ধ মেঘেশ্বরমন্দির-প্রতিষ্ঠাতা স্বপ্নেশ্বরদেবের ভগিনী সুরমাকে বিবাহ করেন। বৃদ্ধবয়সে তিনি আপন কনিষ্ঠ অনিয়ঙ্কভীমকে রাজ্য দিয়া যান। ১১১২ শকে অনিয়ঙ্কভীম বা অনঙ্গভীম সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীর নাম গোবিন্দ। [চাটেশ্বর।] এই অনিয়ঙ্কভীমের সময়ই (৬০১ হিজরীতে) জাজনগরের (উৎকলের) উপর মুসলমানের প্রথম দৃষ্টি পতিত হয় ‡। কিন্তু মুসলমানেরা কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। অনিয়ঙ্কের রাজ্যকালে ১১১৫ হইতে ১১২০ শকের মধ্যে প্রসিদ্ধ মেঘেশ্বরমন্দির নির্ম্মিত হয়। তৎপরে তৎপুত্র বাঘলদেবীর গর্ভজাত ৩য় রাজরাজ বা রাজেন্দ্র ১১২০ হইতে ১১৪৩ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি চালুক্যকুলসম্ভূতা সন্তুণ বা মঙ্গুণদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারই গর্ভে প্রবলপরাক্রান্ত অনঙ্গ-ভীমদেব জন্মগ্রহণ করেন। ১১৪৩ শক হইতে ১১৬০ শক পর্য্যন্ত ইঁহার রাজ্যকাল। ইহার সিংহাসনারোহণকালে গৌড়াধিপ গিয়াসউদ্দীন্ ইবাজ জাজনগর আক্রমণ ও কর-সংগ্রহের চেষ্টা করেন।§ অনঙ্গভীমের ব্রাহ্মণমন্ত্রী সেই যবন-রাজের সহিত যুদ্ধে যথেষ্ট পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাবীর চোড়গঙ্গ যে চেদিরাজ রত্নদেবের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন, বিস্তু সেই চেদিবংশীয় তুম্মাণের* ভূপতিকে জয় করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

অনঙ্গভীমের পর তৎপুত্র নৃসিংহদেব [১ম] সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার রাজ্যকাল ১১৬০ হইতে ১১৮৬ শক। এই মহাবীর নিজ বাহুবলে রাঢ় ও বরেন্দ্র পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন।* তুঘ্রিল্-ই-তুঘান্ খাঁ এই নৃপতির হস্তে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াছিলেন। [গাঙ্গেয় শব্দ ৩২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।] গাঙ্গের শব্দে অনঙ্গভীমের সময় যুদ্ধ-ঘটনার কথা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এখন নানা কারণে জানা যাইতেছে যে, নৃসিংহদেবের রাজত্বকালেই উক্ত যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল। এই মহাবীর কোণার্কের অপূর্ব্ব সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। একাবলী-রচয়িতা প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক বিদ্যাধর এই নৃসিংহদেবের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বিদ্যাধর নৃসিংহরাজের প্রশস্তিস্বরূপ নিজ গ্রন্থে ৩১৪টী শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথের পিতা কবিবর চন্দ্রশেখরও এই সময় বিদ্যমান ছিলেন। নৃসিংহদেবের পর তৎপুত্র ভানুদেব [১ম] রাজ্যলাভ করেন। ১১৮৬ হইতে ১২০০ শক পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যকাল। কবি চন্দ্রশেখর ইঁহার মন্ত্রী। "পুষ্পমালা" নামে সংস্কৃতকাব্য ও "ভাবার্ণব" নামে প্রাকৃতগ্রন্থ চন্দ্রশেখরের রচিত। চন্দ্রশেখরের রচিত ভানুদেবের প্রশস্তিসূচক শ্লোক তৎপুত্র বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে উদ্ধৃত হইয়াছে। ভানুদেব শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে তাম্রশাসনদ্বারা উদ্যান ও ভবনশোভিত একশত গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

তৎপরে তৎপুত্র চালুক্য-কুলসম্ভূতা জাকল্লদেবীর গর্ভ-জাত নৃসিংহ দেব [২] রাজ্য লাভ করেন। তাঁহার রাজ্য-কাল ১২০১ হইতে ১২২১ শক। তাঁহার তাম্রশাসনে তাঁহার 'চতুর্দ্দশভুবনাধিপতি' বিরুদ লক্ষিত হয়। ইঁহার মন্ত্রী দোসা-দিত্য-পুত্র গরুড়-নারায়ণ। সুপ্রসিদ্ধ দ্বৈতমতপ্রবর্ত্তক আনন্দ-তীর্থের শিষ্য নরহরি তীর্থ নৃসিংহদেবের অধীনে কলিঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইনিই শ্রীকূর্ম্মস্থ কূর্ম্মেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে "যোগানন্দ নৃসিংহ" নামে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ ২য় নৃসিংহের সভা উজ্জ্বল করিয়া-ছিলেন।

‡ Major Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p, 573-4.

§ Major Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p, 587-8.

* গাঙ্গের শব্দে এই তুম্মাণকে তুঘ্রিল্-ই-তুঘনখাঁ বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু তৎকালে তুঘানখাঁর অস্তিত্ব না থাকিয়া এবং চেদিরাজগণের শিলালিপিতে তুম্মাণ রাজগণের ভূরি ভূরি উল্লেখ থাকায় এখানে সংশোধন করিয়া লওয়া হইল

২য় নৃসিংহের পর তৎপুত্র চোরা দেবীর গর্ভজাত ২য় ভানুদেব সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার রাজ্যকাল ১২২৭ হইতে ১২৪৯-৫০ শক। এই ভানুদেবের সহিত গিয়াসুদ্দীন্ তুগলকের ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল। জিয়াউদ্দীন্ বরণীর ইতিহাসে লিখিত আছে, গিয়াস্উদ্দীনের পুত্র উলুঘ্ খাঁ জাজ-নগরাভিমুখে অভিযান করেন। তথায় ৪০টী হস্তী লইয়া তিলঙ্গ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া ছিলেন। সেই হস্তীগুলি তাঁহার পিতার নিকট প্রেরিত হয়। ইবন্ বতুতার মতে, উলুঘ্ খাঁর বিজয়ের পর জাজনগর বঙ্গরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, কিন্তু তারিখ্-ই-ফিরোজশাহীকার জিয়াউদ্দীন্ বরণী একথা লেখেন নাই।

পূর্ব্বচালুক্য-বংশসম্ভূত জগন্নাথ দেব ভানুদেবের অধীন সামন্ত এবং নানা জনপদবিজেতা ঘরড়মল্ল রাম-সেনাপতি ভানুদেবের অমাত্য ছিলেন। তৎপরে লক্ষ্মীদেবীর গর্ভজাত ভানুর প্রিয়পুত্র ৩য় নৃসিংহদেব রাজ্যাধিকার পাইলেন। ইঁহার রাজ্যকাল ১২৪৯-৫০ হইতে ১২৭৪-৫ শক। তৎপরে কমলা-দেবীর গর্ভজাত ৩য় নৃসিংহদেবের পুত্র ৩য় ভানুদেব ১২৭৪-৫ হইতে ১৩০০-১ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি কূর্ম্মস্বামীর মন্দিরে পৌষ শুক্ল প্রতিপদে আলোকহস্ত বীর নরসিংহ দেব ও গঙ্গাম্বিকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, এতদ্দ্বারা গঙ্গাম্বিকাকেই কেহ কেহ ভানুদেবের মাতা বলিয়া মনে করেন।

১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপ হাজি ইলয়াস্ রাজার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া হস্তী কাড়িয়া লইবার জন্য জাজনগর আক্রমণ করেন। ইহারই অল্পকাল পরে বিজয়নগরাধিপ ১ম বুক্কের ভ্রাতুষ্পুত্র সঙ্গম উৎকলাধিপতিকে পরাস্ত করেন। তারিখ্-ই-ফিরোজশাহীতে লিখিত আছে, ভানুদেবের রাজত্বকালে দিল্লী-শ্বর ফিরোজশাহ জাজনগর আক্রমণ করেন। ভানুদেব প্রথমে তৈলঙ্গে পলাইয়া যান। অবশেষে কএকটী হস্তী পাঠাইয়া সন্ধিস্থাপন করেন।

তৎপরে চালুক্যরাজকন্যা হীরাদেবীর গর্ভজাত ৩য় ভানুদেবের প্রিয় পুত্র ৪র্থ নরসিংহদেব সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ইঁহার রাজ্যকাল ১৩০০-১ হইতে ১৩৪৬ শক পর্য্যন্ত। তাম্রশাসন ও শিলালিপি অনুসারে ইঁহাকেই গঙ্গ-বংশীয় শেষ নৃপতি বলিয়া মনে হয়। ইঁহারই সময় জৌন-পুরাধিপ শর্কীবংশীয় খাজা-ই-জহান লক্ষ্মণাবতী ও জাজ-নগরকে করদানে বাধ্য করিয়াছিল। আইন্-ই-অক্‌বরীতে লিখিত আছে, মালবাধিপ হুসান্ উদ্দীন্ হোসঙ্গ (৮২৫ হিজরীতে) বণিকবেশে জাজনগরে আসিয়া উৎকলপতিকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। অবশেষে গজপতি বহুসংখ্যক মূল্যবান্ হস্তী প্রদান করিয়া মুক্তি লাভ করেন। এই ৪র্থ নরসিংহের পর ১৩৪৬ হইতে ১৩৫৬ শক পর্য্যন্ত উৎকলরাজ্য এক প্রকার অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল। এই অরাজকের সময় নর-সিংহের মন্ত্রী ভ্রমরবর কপিলেন্দ্রদেব মস্তকোত্তোলন করিতে-ছিলেন। তাঁহার ভয়ে বহু সংখ্যক লোক উৎকল ছাড়িয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করেন। গোপীনাথপুরের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে,তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে কর্ণাট, কলবরগ, মালব, গৌড়, এমন কি দিল্লীশ্বর পর্য্যন্ত পরাস্ত হইয়াছিলেন। [গোপীনাথপুর দেখ।] এইরূপে শত্রুদমন করিয়া কপিলেন্দ্র বা কপিলেশ্বর ভ্রমরবর প্রায় ১৩৫৬ শকে (১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে) গজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহা হইতেই উৎকলে সূর্য্যবংশীয় রাজগণের প্রতিষ্ঠা।

ভ্রমরবর কপিলেন্দ্রদেব উত্তরে গঙ্গা হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে অধিকাংশ সময় বিজয়নগরের হিন্দুরাজবংশ বাহ্মণীরাজগণের সহিত যুদ্ধে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি যাজপুর, ভুবনেশ্বর, জগন্নাথ ও শ্রীকূর্ম্মের দেবসেবার জন্য বহু গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে কপিলেন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন। লক্ষ্মণমহাপাত্র এবং তৎপুত্র নারায়ণ ও গোপীনাথ মহাপাত্র কপিলেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন। গোপীনাথপুরের সুপ্রসিদ্ধ গোপীনাথজীর মন্দির গোপনাথ-মহাপাত্রের কীর্ত্তি। এখন ঐ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র রহিয়াছে। [গোপীনাথপুর দেখ।]

কপিলেন্দ্রদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহা-সন লইয়া দারুণ অন্তর্বিগ্রহ উপস্থিত হয়। অবশেষে তৎপুত্র পুরুষোত্তমদেব বাহ্মণীরাজ ২য় মহম্মদশাহের সাহায্যে পিতৃ-সিংহাসন লাভ করেন। তিনি সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ রাজমহেন্দ্রী ও কোণ্ডপল্লীর দক্ষিণাংশ বাহ্মণীরাজকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকাল ১৪৬৯-৭০ হইতে ১৪৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দ। জগন্নাথের মন্দিরের উপর যে চক্র আছে, তাহাতে ঐ পুরুষোত্তমদেবের নাম উৎকীর্ণ আছে। তিনি জগন্নাথ ও শ্রীকূর্ম্মে বহু কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে, পুরুষোত্তমদেব বিদ্যানগর জয় করিয়া তথাকার রত্নসিংহাসন আনিয়া জগন্নাথদেবকে উপহার দিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তমের পর তৎপুত্র প্রতাপরুদ্রদেব ১৪৯৬-৯৭ হইতে প্রায় ১৫৩৯-৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে উত্তরে গৌড়াধিপ হোসেনশাহ উৎকলাধিকার গ্রাস করিতে যত্নবান্ এবং দক্ষিণে বিজয়নগরাধিপ নরসিংহের ও গোলকোণ্ডা-অধিপতি কুতবশাহের অভ্যুদয়। বিজয়-

নগরাধিপ নরসিংহ গজপতিকে কএকবার পরাস্ত করেন। গৌড়ের সুলতানের সেনাপতি ইস্মাইলগাজী (১৫০৯ খৃষ্টাব্দে) উৎকল-রাজ্য বিপর্যস্ত করিয়া পুরী পর্য্যন্ত আক্রমণ ও বহু দেবমন্দির নষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে দক্ষিণাগত প্রতাপরুদ্রের প্রবল আক্রমণে মুসলমানসেনাপতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। রাজা প্রতাপরুদ্র গঙ্গাতীরে মুসলমান-সেনাপতিকে পরাজয় করেন। মুসলমান-সেনানী গড়মান্দারণে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। এই সময়ে প্রতাপরুদ্রের একজন প্রধান কর্মচারী গোবিন্দবিদ্যাধর শত্রুপক্ষ অবলম্বন করায় গজপতি অবরোধ ছাড়িয়া উৎকলে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। এই প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব (১৫১০ খৃষ্টাব্দে) উৎকলে আগমন করেন। চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, যাজপুরে চৈতন্যদেবের পূর্ব্ব-পুরুষ বাস করিতেন। রাজা ভ্রমরের ভয়ে শ্রীহট্টে তাঁহারা পলাইয়া যান। চৈতন্যদেব যাজপুরে আসিয়া কমললোচন নামে তাঁহার এক জ্ঞাতির গৃহেই অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যুদয়ে উৎকলে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল। রথযাত্রার সময় রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করেন,—তিনি মহাপ্রভুর অনুরক্ত ভক্ত হইয়া পড়িলেন। উৎকলরাজের সমস্ত প্রধান কর্ম্মচারীই চৈতন্যভক্ত হইয়াছিলেন। [চৈতন্যদেব দেখ।]

প্রতাপরুদ্রের শেষাবস্থায় অধিকাংশ সময় তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। বিজয়নগরপতি কৃষ্ণরায় ১৫১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে গজপতিরাজ্য আক্রমণ ও ও গোদাবরীর দক্ষিণস্থ সমস্ত ভূভাগ অধিকার করেন। প্রতাপরুদ্রের পুত্র বীরভদ্র সেই যুদ্ধে পরাস্ত ও তাঁহার পিতৃব্য তিরুমল রায় বন্দী হন। অবশেষে প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরের সহিত সন্ধি করিয়া বিজেতা কৃষ্ণরায়ের হস্তে নিজ কন্যা সম্প্রদান করেন।

প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর কালুয়া দেব ও কখারুয়া দেব নামে তাঁহার দুই পুত্র ১৫৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই দুইজন নামে মাত্র রাজা ছিলেন, রাজশক্তিচালনে তেমন ক্ষমতা ছিলনা। এ সময় ভোই-(কায়স্থ) জাতীয় গোবিন্দবিদ্যাধর সর্ব্বময় কর্ত্তা। এ ব্যক্তি প্রতাপরুদ্রের সময় হইতে একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ক্রমে প্রতাপরুদ্রের পুত্রগণকে একে একে শমনভবনে পাঠাইয়া দুর্বৃত্ত গোবিন্দবিদ্যাধর উৎকলরাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। প্রায় ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অভিষেক হয়। ১৫৪৫ খৃঃ অব্দে তিনি গোলকোণ্ডার মুসলমান নৃপতির সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার ভাগিনেয় রঘুভঞ্জ ছোটরায় উৎকলে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার মুসলমানেরা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। যাহা হউক, গোবিন্দবিদ্যাধর দক্ষিণ হইতে আসিয়া রঘুভঞ্জকে পরাজিত করেন ও দলবলসহ তাঁহাকে গঙ্গার পরপারে তাড়াইয়া আসেন।

গোবিন্দের পর চক্রপ্রতাপ উৎকলরাজ্যে অভিষিক্ত হই-লেন। কাহারও মতে ইনি ৮, আবার কাহারও মতে ১২½ বর্ষ রাজত্ব করেন। এই রাজা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। চক্রপ্রতাপের পর নরসিংহরায়-জেনা অভিষিক্ত হইলেন। অভিষেকের পর ১ মাস ১৬ দিনের বেশী তাঁহাকে সিংহাসনে বসিতে হয় নাই। হরিচন্দন বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে বিনাশ করেন। নরসিংহের ভ্রাতা রঘুনাথ-জেনা রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারও ভাগ্যে শান্তিসুখ ঘটিল না। মুকুন্দ হরিচন্দন উত্তরোত্তর বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিতে লাগিলেন। প্রধান মন্ত্রী দনাইবিদ্যাধর পরাজিত ও বন্দী হইলেন। রঘুভঞ্জ ছোটরায় সুযোগ বুঝিয়া বাঙ্গালা হইতে আসিয়া উৎকল আক্রমণ করিলেন। তিনিও মুকুন্দের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দীভূত হইলেন। অবশেষে মুকুন্দ উৎকলপতি রঘুরামকে বিনাশ করিয়া সিংহাসনগ্রহণ করিলেন। রঘুরাম ১ বর্ষ ৭ মাস ১৪ দিন রাজত্ব করেন।

মুকুন্দদেব হরিচন্দনই উৎকলের শেষ স্বাধীন হিন্দুনরপতি। তিনি জাতিতে তৈলঙ্গ। রাজ্যকাল ১৫৫৯ হইতে ১৫৬৮ খৃঃ অঃ। এই মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে সম্রাট্ অকবর তাঁহার সভায় দূত পাঠাইয়া ছিলেন। পাঠান-সুলতান কররাণীকে তিনি বাধা দেন, সেই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ উৎকলসভায় মোগল-দূতের আগমন। মোগলের সহিত উৎকলপতির যোগা-যোগের সংবাদ পাইয়া সুলতান কররাণী উৎকলরাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য কালাপাহাড়কে পাঠাইয়া দিলেন। কালাপাহাড় উৎকলের দেবদেবী চূর্ণ, মন্দির সমূহ ধ্বংস ও গ্রামনগরাদি লুণ্ঠন করিতে করিতে চলিলেন। মুকুন্দদেবের সেনাপতি কালাপাহাড়ের নিকট পরাস্ত হইলেন। এই সময় আবার দক্ষি-ণাংশে একজন দেশীয় সামন্ত বিদ্রোহী হইলেন। মুকুন্দ প্রথমে গৃহশত্রুকে বিনাশ করিতে ছুটিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর বিদ্রোহীর হস্তেই উৎকলের শেষ স্বাধীন নৃপতি জীবন বিস-র্জ্জন করিলেন। এদিকে কালাপাহাড় আসিয়া পড়িলেন। বিদ্রোহী সামন্ত মুসলমান প্রতিরোধ করিতে গিয়া প্রাণ হারা-ইলেন। রঘুভঞ্জ ছোটরায় বন্দী ছিলেন। তিনি কৌশলে মুক্তি-লাভ করিয়া সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার বিশেষ পরিচিত মুসলমানগণ তাঁহাকে ছাড়িলেন না, তিনি

মুসলমানহস্তে প্রাণদান করিলেন। এইরূপে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার হিন্দু-স্বাধীনতা অস্তমিত হইল।*

যাজমান (ক্লী) যজ্ঞে যজমানের নিষ্পাদিত কর্ম্ম।

যাজমানিক (ত্রি) যজমানসম্বন্ধীয়।

যাজয়িতৃ (ত্রি) যজ্ঞপরিচালনকারী (পুরোহিত)।

য়াজাজ্, আগ্রানিবাসী জনৈক মুসলমান কবি। ইনি অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া য়াজাজ উপাধি লাভ করেন। প্রকৃত নাম শেখ মুহম্মদ সৈয়দ। ইনি ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আলমগীরের রাজ্যকালে জীবিত ছিলেন। মুলতানের নাজিম্ নবাব মকরম খাঁর আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া তিনি কবিতা লিখিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। কবি সরখসকৃত কলামৎ উস্ সুআরা গ্রন্থে এই কবির জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে।

যাজি (স্ত্রী) যজ্ (বসিবপিষজিরাজিব্রজীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। যষ্টা, যজ্ঞকারী। (উজ্জ্বল)

যাজিকা (স্ত্রী) ১ যজ্ঞ। ২ পূজাকালে প্রদত্ত উপহার।

যাজিন্ (ত্রি) যজ-ণিনি। যজ্ঞকারী, ইহা প্রায়ই উপপদপূর্ব্বক হইয়া থাকে, যথা গ্রামযাজী, অশ্বমেধযাজী ইত্যাদি।

যাজুক (ত্রি) পুনঃ পুনঃ যজ্ঞকারী।

যাজুর্ব্বৈদিক (ত্রি) যজুর্ব্বেদসম্বন্ধীয়।

যাজুষ (ত্রি) যজুষ ইদমিতি যজুষ-অণ্। যজুর্ব্বেদসম্বন্ধীয়। (পুং) যজুর্ব্বেদাভিজ্ঞ যজ্ঞপরিদর্শক।

যাজুষ্মত (ত্রি) যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণার্থ ইষ্টকভেদ।

যাজ্ঞ (ত্রি) যজ্ঞসম্বন্ধীয়।

যাজ্ঞতুর (পুং) ১ ঋষভের গোত্রাপত্য। (ক্লী) ২ সামভেদ।

যাজ্ঞদত্তক (ত্রি) যজ্ঞদত্তসম্বন্ধীয়।

যাজ্ঞদত্তি (পুং) যজ্ঞদত্তের গোত্রাপত্য। কুবের।

যাজ্ঞদেব (পুং) জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার।

যাজ্ঞপত (ত্রি) যজ্ঞপতির ভাব।

যাজ্ঞবল্ক (ত্রি) যাজ্ঞবল্ক্যসঙ্কলিত।

যাজ্ঞবল্কীয় (পুং) যাজ্ঞবল্ক্যসম্বন্ধীয়।

যাজ্ঞবল্ক্য (পুং) বক্তরতীতি বক-অচ্, যজ্ঞস্য বক্তো বক্তা, তস্য গোত্রাপত্যং (যজ্ঞবল্কগর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।২।১০৪) ইতি যঙ্। ১ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক মুনিবিশেষ। ২ উপনিষদ্ভেদ।

"গোপালতাপনং কৃষ্ণং যাজ্ঞবল্ক্যং বরাহকম্।"(মুক্তিকোপনি°)

যাজ্ঞসেনী (স্ত্রী) যজ্ঞসেনস্য অপত্যং, যজ্ঞসেন-অণ্, ঙীষ্। দ্রৌপদী। (হেম) [দ্রৌপদী দেখ।]

যাজ্ঞায়নি (পুং) যজ্ঞের গোত্রাপত্য।

* পরবর্ত্তী ইতিহাস উৎকল শব্দে দ্রষ্টব্য।

যাজ্ঞিক (পুং) যজ্ঞমর্হতি যজ্ঞায় হিতো বা যজ্ঞ-ঠক্। ১ দর্ভভেদ। যজ্ঞং যজ্ঞবিদ্যামধীতে বেদ বা ঠক্। ২ যাজক। ৩ যজ্ঞকর্ত্তা। (শব্দরত্না°)।

"ইষ্টৈস্তু দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।"

৪ রক্ত খদির। ৫ পলাশ। ৬ অশ্বত্থ। (রাজনি°)

যাজ্ঞিকদেব (পুং) জনৈক বিখ্যাত ভাষ্যকার। মহাদেবের (প্রজাপতি) পুত্র, গঙ্গাধরের পৌত্র, কেজলদেবের প্রপৌত্র। ইনি লক্ষ্মীধরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং মহর্ষি ও উদয়নের পিতা ছিলেন। ইঁহার রচিত ইষ্টকাপূরণভাষ্য, কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রভাষ্য, কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রপদ্ধতি (যাজ্ঞিকবল্লভা বা শ্রৌতস্মারণকর্ম্মপদ্ধতি), কাত্যায়নকৃত বাজসনেয়িসংহিতানুক্রমণিকাটীকা, স্নানবিধিপদ্ধতি ও স্মৃতিসার প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইনি দেবযাজ্ঞিক শ্রীদেব ও দেব নামে পরিচিত।

যাজ্ঞিকানন্ত (পুং) ব্যবহারদর্পণ ও শুদ্ধিদর্পণ নামক দুই খানি গ্রন্থপ্রণেতা। প্রকৃত নাম অনন্তদেব যাজ্ঞিক।

যাজ্ঞিকনাথ, জাতকচন্দ্রিকা ও তাজিকচন্দ্রিকা নামক জ্যোতিগ্রন্থ্যদ্বয়রচয়িতা।

যাজ্ঞিক্য (ক্লী) যাজ্ঞিকানাং ধর্ম্মঃ আম্নায়ো বা (ছন্দোগৌক্থিকযাজ্ঞিকবহ্বৃচনটাঞ্ঞ্যঃ। পা ৪। ৩। ১২৯) ইতি ঞ্য। যাজ্ঞিকের ধর্ম্ম, যজ্ঞ।

যাজ্ঞিয় (ত্রি) ১ যজ্ঞসম্বন্ধীয়। ২ যজ্ঞের উপযোগী। (পুং) ৩ যজ্ঞবেত্তা।

যাজ্ঞীয়—যজ্ঞীয় শব্দের প্রামাদিক পাঠ।

যাজ্য (ক্লী) ইজ্যতে ইতি যজ্-ণ্যৎ। (যজযাচরুচপ্রবচর্চশ্চ। পা ৭।৩।৬৬) ইতি কু নিষেধঃ। ১ যাগলব্ধ ধনাদি, যজ্ঞ দ্বারা যে ধন লাভ হয়। (ত্রি) ২ যজনীয়।

"অন্নাদেভ্রূণহা মার্ষ্টি পত্যৌ ভার্য্যাপচারিণী।
গুরৌ শিষ্যশ্চ যাজ্যশ্চ স্তেনো রাজনি কিল্বিষং॥"(মনু ৮।৩১৭)

৩ শিষ্য, শাসনার্হ।

"যাজ্যোঽস্তি জনকস্তত্র জীবন্মুক্তো নরাধিপঃ।
বিদেহো লোকবিদিতঃ পাতি রাজ্যমকণ্টকম্॥"
(দেবী ভাগ° ১।১৮।৯)

৪ যজনযোগ্য। ৫ যজ্ঞস্থান। ৬ দেবতা, প্রতিমা।

যাজ্যা (স্ত্রী) যজত্যনয়া যজ্-ণ্যৎ টাপ্। ১ ঋক্। ২ গঙ্গা।

"যোগসিদ্ধিপ্রদা যাজ্যা যজ্ঞেশপরিপূরিতা।"
(কাশীখ° সহস্রনা° ২৯।১৪২)

যাজ্যতা (স্ত্রী) যাজ্যস্য ভাবঃ ধর্ম্মো বা তল্ টাপ্। যাজ্যের ভাব ধর্ম্ম, যাজ্যত্ব।

যাজ্যবৎ (ত্রি) যাজ্যা বা পবিত্রমন্ত্রযুক্ত।

যাজ্ঞন (পুং) যজনের পুত্র।

যাটি (দেশজ) যষ্টিশব্দের অপভ্রংশ।

যাড়ি (দেশজ) হাম (Measles) হইলে যে পাঁচন দেওয়া হয়। কুড়, বাবুই, পিয়াজ প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ খাওয়াইতে হয়, উহাই যাড়ি নামে প্রসিদ্ধ।

যাৎ (অব্য॰) আখ্যাত প্রত্যয়বিশেষ। ইহা বিধিলিঙ্ ও আশীর্লিঙের পরস্মৈপদের প্রথম পুরুষের একবচন। যথা 'যাৎ, যাতাং যুস্'। মুগ্ধবোধ মতে বিধ্যাদ্যর্থে ইহার 'যী' সংজ্ঞা এবং আশীরর্থে 'টী' সংজ্ঞা অভিহিত হইয়াছে।

যাত (ক্লী) যা-ক্ত। নিষাদীদিগের পাদকর্ম্ম।

"অপষ্ঠমঙ্কুশতাগ্রং যাতমঙ্কুশবারণম্।

নিষাদিনাং পাদকর্ম্ম যাতং যীতত্ত তদ্দ্বয়ম্॥" (হেম)

কোন কোন পুস্তকে 'যাত' ইহার পাঠান্তর 'যত' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (ত্রি) ২ গত, অতীত।

"যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।

তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥"(মনু৪।১৭৮)

৩ লব্ধ। ৪ জাত। ৫ গমন। ৬ প্রাপণ। ৭ জ্ঞান।

যাতন (ক্লী) ১ প্রতিশোধ। ২ পারিতোষিক।

যাতনা (স্ত্রী) যত-ণিচ্ (ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭) ইতি যুচ্ টাপ্। ১ গাঢ় বেদনা ; পর্য্যায় গাঢ়বেদনা, কারণা, তীব্রবেদনা, অতিবাধা। (শব্দরত্না॰) ২ নরকরুজা। মূর্ত্তিমতী যাতনা ভয় ও মৃত্যুর কন্যা বলিয়া উক্ত।

যাতযজ্জন (ত্রি) স্ব স্ব ব্যাপারে নিয়োজিত লোকসমূহ।

(ঋক্ ১।১৩৬।৩)

'যাতযজ্জনঃ স্বস্বব্যাপারনিয়োজিত-সজ্জনঃ'। (সায়ণ)

যাতনার্থীয় (ত্রি) যাতনাগ্রহণশালী।

যাতযাম (ত্রি) যাতো গতো যাম উপভোগকালো বীর্য্যং বা যস্য। ১ জীর্ণ।

"তং ভীতকায়মাক্রুশ্য রাবণঃ প্রত্যভাষত।

যাতযামং বিজিতবান্ স যামং যদি কিঙ্করঃ॥" (ভট্টি ৫।৩৯)

২ পরিভুক্ত। ৩ উজ্‌ঝিত। ৪ প্রাপ্তশৈত্যাবস্থ।

"যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসং প্রিয়ম্॥" (গীতা ১৭।২০)

৪ গতরস। "ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি যাতযামাঃ সংবৎসরা অযাতযামা ইতি তেনাযাতযামেতি বক্তব্যং"(তাণ্ড্যব্রা॰৪।৩।১৩)

'যাতযামঃ গতরসঃ' (সায়ণ) ৫ হ্রাসপ্রাপ্ত। ৬ উচ্ছিষ্ট। ৭ পরিত্যক্ত। ৮ জীর্ণ। ৯ পুনঃ পুনঃ প্রযুজ্যমান।

যাতযামত্ব (ক্লী) যাতযামস্য ভাবঃ ত্বল্ টাপ্ ৬ যাতযামের ভাব বা ধর্ম্ম।

যাতলরায়, হিন্দুরাজভেদ।

যাতব্য (ত্রি) যা-তব্য। অভিগন্তব্য, আক্রমণীয়।

যাতস্রুচ (ক্লী) সামভেদ।

যাতানপ্রস্থ (ক্লী) জনপদভেদ।

যাতানুযাত (ক্লী) আদৌ যাতঃ পশ্চাৎ অনুযাতঃ শাক-পার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। গমনাগমন, যাতায়াত। আগে যাওয়া পরে আসা।

যাতায়াত (ক্লী) গমনাগমন।

"যৎ সংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাদ্বেলানিভেলাম্ভসাং

যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥"

(ভাগ॰ ১২।১৩ অ॰)

যাতি (স্ত্রী) যা-বহুলাৎ ক্তিন্। (পা॰১।১।৫৮) পুনঃ পুনঃ গমনশীল।

যাতিক (পুং) যাতং গমনং প্রাশস্ত্যেনাস্ত্যস্যেতি যাত-ঠন্। পান্থ। (শব্দরত্না॰)

যাতু, (ত্রি) যাতীতি যা (কমিমনীতি। উণ্ ১।৭৩) ইতি তু। ১ রাক্ষস। এই শব্দ পুংলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। "ন যাতব ইন্দ্র জূজুবুর্নো নঃ" (ঋক্ ৭।২১।৫) 'যাতবঃ রাক্ষসাঃ' (সায়ণ) (পুং) সর্ব্বাস্তং যাতি গচ্ছতীতি যা-তু। ২ কাল। ৩ অধ্বগ। ৪ বায়ু। (স্ত্রী) ৫ যাতনা। "মাযাতু-র্যাতুমাবতাম্" (ঋক্ ৮।৪৯।২০) 'যাতুর্যাতনা পীড়া' (সায়ণ) ৬ কর্ম্মনাশকরী হিংসা। "মাহং যাতুং সহসা ন দয়েন ঋতং" (ঋক্ ৫।১২।২) 'যাতুং কর্ম্মণাং নাশকরীং হিংসাং' (সায়ণ) (ত্রি) ৭ গন্তা, গমনকারী। যা ধাতু লোটের লুপ্ করিলেও এই পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে 'গচ্ছতু' যাও, এই অর্থ বুঝায়। (অব্য), ৮ কখন। 'যাতু কদাচিদপি।' ৯ পথিক। ১০ অস্ত্র।

যাতুঘ্ন (পুং) যাতু হন্তীতি হন্ (অমনুষ্যকর্ত্তৃকে চ। পা ৩।২।৫৩) ইতি ঠক্। গুগ্‌গুলু। (রাজনি॰)

যাতুচাতন (ত্রি) রাক্ষসবিতাড়নকারী।

যাতুজম্ভন (ত্রি) রাক্ষসধ্বংসকারী।

যাতুজূ (ত্রি) যাতুধান, রাক্ষস। "অবস্থিরা তনু হি যাতু-জূনাং" (ঋক্ ৪।৫।৬) 'যাতুজূনাং যাতয়িতুং প্রাণিনঃ ক্লেশ-য়িতুং যে জবং কুর্ব্বন্তি তেষাং যাতুধানানাং' (সায়ণ)

যাতুধান (পুং) যাতুনি রক্ষাংসি দধাতি পুষ্ণাতীতি যা-বহুল-মন্যত্রাপি যুচ্, রক্ষোভিপোষকত্বাৎ তথাত্বং। রাক্ষস।

"দক্ষিণ্যাদিষ্টাঃ কৃতবার্ষি জীনৈস্তদ্যাতুধানৈশ্চিচিতে প্রসর্পৎ।"

(ভট্টি ২।২৯)

যাতুমৎ (ত্রি) যাতু অস্ত্যর্থে মতুপ্। হিংসাযুক্ত, হিংসা-বিশিষ্ট। ২ যাতনাদায়ক আয়ুধবিশিষ্ট বা রাক্ষসযুক্ত। "চিদক্রিবঃ শীর্ষা যাতুমতীনাং" (ঋক্ ১।১৩৩।২) 'যাতুমতীনাং

হিংসাবতীনাং সেনানাং যদ্বা যাতনসাধনাস্ত্রায়ুধানি যাতূনি তদ্বতীনাং, অথবা, যাতবঃ রক্ষাংসি তদ্বতীনাং সেনানাং' (সায়ণ)

যাতুমাবৎ (ত্রি) যাতুধান, অসুর। "যাতুমাবতো বিশ্বং সমত্রিণঃ দহ" (ঋক্ ১।৩৬।২০) 'যাতুমাবতো যাতুধানানসুরান্, * * * যাতবো যাতনাঃ তান্নিমতে নির্মিমত ইতি রাক্ষসব্যাপারা যাতুমাঃ, 'আতোহনুপসর্গে ক' ইতি ক, তদেষামস্তীতি মতুপ্ মতৌ বহ্বচোহনজিরাদীনাং ইতি দীর্ঘত্বং সংজ্ঞায়াং ইতি বত্বং' (সায়ণ)

যাতুবিদ্ (ত্রি) ১ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাভিজ্ঞ। ২রাক্ষসীয়ব্যাপারজ্ঞ।

যাতুহন্ (ত্রি) ঐন্দ্রজাল-বিচ্ছিন্নকারী।

যাতৃ (স্ত্রী) যততেঽন্যোন্যভেদায়েতি যত্ (ঋণ। উণ্ ২।৯৮) ইতি ঋণ্। পতির ভ্রাতৃপত্নী, চলিত যা'।

"স্বামী নিশ্বসিতেঽপ্যসূয়তি মনোজিঘ্রঃ সপত্নীজনঃ।
শ্বশ্রূরিঙ্গিতদৈবতং নয়নয়োরীহালিহো যাতরঃ॥(সাহিত্যদ°৩।৭৮)

(ত্রি) যা-তৃচ্। গমনকর্তা। ৩ সারথ্যাদি রথচালক।

"যানস্য চৈব যাতুশ্চ যানস্বামিন এব চ।
দশাতিবর্তনান্যাহুঃ শেষে দণ্ডো বিধীয়তে॥" (মনু ৮।২৯০)

'যাতুঃ সারথ্যাদেঃ' (কুল্লূক) ৪ হন্তা। "অহের্যাতারং কমপশ্য ইন্দ্র" (ঋক্ ১।৩২।১৪) 'যাতারং হন্তারং' (সায়ণ) ৫ মাতলি।

যাতৃক (পুং) যাতৈবেতি যাতৃ স্বার্থে কন্। পান্থ। (শব্দরত্না°)

যাতোপযাৎ (ক্লী) ১ গমনাগমন। ২ কথাবার্তা।

যাত্তিক (পুং) বৌদ্ধদিগের শাখাসম্প্রদায়ভেদ।

যাত্য (ত্রি) যত কর্মণি ইন্। যতনীয়, যতিতব্য।

যাত্রা (স্ত্রী) যা (হুযামাশ্রুভসিভ্যস্ত্রন্। উণ্ ৪।১৬৭) ইতি ত্রন্-টাপ্। বিজিগীষুর প্রয়াণ, বিজয় ইচ্ছা করিয়া গমন। পর্য্যায়—ব্রজ্যা, অভিনির্যাণ, প্রস্থান, গমন, গম, প্রস্থিতি, যান, প্রাপণ। ২ যাপন।

"যাত্রামাত্রং ত্বহরহর্দৈবাদুপনমত্যুত।" (ভাগ° ১০।৮৬।১৫)

৩ উৎসব। "যাত্রামুপবনে দ্রষ্টুং জগাম সখীভিঃ সহ॥"
(কথাসরিৎসা° ১০।৮৭)

৪ ব্যবহার।

"শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদকর্মণঃ।" (গীতা ৩।৮)
'শরীরযাত্রা দেহব্যবহারঃ' (নীলকণ্ঠ) ৫ উপায়।

৬ প্রস্থান। গমন, কোন স্থলে যাইতে হইলে জ্যোতিষোক্ত শুভ দিন দেখিয়া যাত্রা করিতে হয়। কারণ শুভদিনে ও শুভক্ষণে যাত্রা না করিলে পদে পদে বিঘ্ন হইয়া থাকে। জ্যোতিষে যাত্রিক দিনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে দূর যাত্রা করিতে নাই, এই তিন মাস ভিন্ন আর সকল মাসেই যাওয়া যাইতে পারে।

এই দেশে ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন লোক এই তিন মাসে কোন স্থলে যায়, তাহা হইলে আবার ঐ মাস মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া থাকে।

প্রথমে যাত্রাপ্রকরণে দিক্‌শূল দেখিতে হয়, কারণ এক এক দিকের অধিপতি এক এক গ্রহ, সেই অধিপতি গ্রহাভিমুখে যাত্রা করিলে অশুভ হইয়া থাকে।

রবি ও শুক্রবার পশ্চিমে দিক্‌শূল, সুতরাং পশ্চিম দিকে এই দুইবারে যাত্রা করিতে নাই। এইরূপ উত্তর দিকে বুধ ও মঙ্গলবারে, দক্ষিণ দিকে বৃহস্পতি বারে, এবং কোন কোন মতে বুধবারও নিষিদ্ধ। উত্তর দিকে বুধ ও মঙ্গলবারে এবং পূর্ব্ব দিকে সোম ও শনিবারে গমন করিতে নাই। যদি কেহ এই দিক্‌শূল লঙ্ঘন করিয়া যাত্রা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ইন্দ্রতুল্য হইলেও তাহার কার্য্য সিদ্ধি হয় না।

পূর্ব্ব দিক্ গমনে রবি ও শুক্রবার, দক্ষিণ দিকে মঙ্গলবার, পশ্চিম দিকে সোম ও শনিবার এবং উত্তর দিকে বৃহস্পতিবার প্রশস্ত। অর্থাৎ ঐ ঐ বারে যাত্রা করিলে শুভ হইয়া থাকে।

এইরূপ বার স্থির করিয়া পরে তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ ও লগ্ন স্থির করিতে হয়। দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, সপ্তমী, পঞ্চমী, দশমী, একাদশী ও ত্রয়োদশী এই সকল তিথিতে যাত্রা করিলে শুভ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন তিথি কোন বারের সহিত যোগ হইলে সিদ্ধি প্রভৃতি যোগ হয়, ঐ সকল যোগ যাত্রিক; নিষিদ্ধ তিথি হইলেও তাহাতে যাত্রা শুভ।

যাত্রায় উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার নক্ষত্র আছে। অশ্বিনী, অনুরাধা, রেবতী, মৃগশিরা, মূলা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, হস্তা, ও জ্যেষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র যাত্রায় উত্তম, এই জন্য ইহাদিগকে যাত্রিক উত্তম নক্ষত্র কহে। রোহিণী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বফল্গুনী, চিত্রা, স্বাতী, শতভিষা, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা, যাত্রায় ইহারা মধ্যম, এই জন্য ইহাদিগকে মধ্যম নক্ষত্র কহে। উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, বিশাখা, মঘা, আর্দ্রা, ভরণী, কৃত্তিকা, ও অশ্লেষা এই সকল নক্ষত্র অধম; এই জন্য এই সকল নক্ষত্রে কদাপি যাত্রা করিবে না।

নক্ষত্রশূল—স্বাতী ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্ব্বদিক্‌শূল, এই জন্য পূর্ব্বদিকে এই দুই নক্ষত্রে গমন করিতে নাই। এইরূপ পূর্ব্বভাদ্রপদ ও অশ্বিনীতে দক্ষিণদিকে, পুষ্যা ও রোহিণীতে পশ্চিম দিকে, এবং উত্তরফল্গুনী ও হস্তাতে উত্তরদিকে গমন নিষিদ্ধ।

গর, বণিজ ও বিষ্টি এই তিনটী করণ যাত্রায় নিষিদ্ধ। কাহার কাহারও মতে গরকরণেও যাত্রা করা যাইতে পারে। সিংহ, বৃষ, কুম্ভ, কন্যা ও মিথুন লগ্ন যাত্রায় প্রশস্ত, ইহা ভিন্ন অন্য লগ্নে যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

• যাত্রায় যোগিনী বিশেষ করিয়া দেখিতে হয়। যোগিনীকে দক্ষিণ বা সম্মুখে করিয়া কখন যাত্রা করিবে না; যে দিকে গমন তাহার বামদিকে বা পৃষ্ঠদেশে যোগিনী থাকিলে শুভ হইয়া থাকে। নিম্নপ্রকারে যোগিনী স্থির করিতে হয়। প্রতিপদ্ ও নবমী তিথিতে পূর্ব্বদিকে যোগিনী থাকে, এইরূপ তৃতীয়া ও একাদশী তিথিতে নৈর্ঋতকোণে, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমদিকে, সপ্তমী ও পূর্ণিমায় বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরদিকে, অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানকোণে যোগিনী থাকে। যে দিকে যাত্রা করিতে হইবে, তাহার কোন্ দিকে যোগিনী আছে, তাহা এই প্রকারে স্থির করিয়া তাহাকে বাম ও পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া যাত্রা করিবে।

দিবাভাগে যাত্রা করিলে বারবেলা এবং রাত্রিকালে যাত্রা করিলে কালরাত্রি দেখিয়া যাত্রা করিতে হয়। এই বারবেলা বা কালরাত্রিতে যাত্রা করিলে অশুভ হইয়া থাকে। বারবেলা ও কালরাত্রি এইরূপে স্থির করিতে হয়। দিনমানকে আটভাগ করিলে তাহাকে যামার্দ্ধ কহে। রবিবারে চতুর্থ ও পঞ্চম যামার্দ্ধ, সোমে সপ্তম ও দ্বিতীয় যামার্দ্ধ, মঙ্গলবারে ষষ্ঠ ও দ্বিতীয়, বুধবারে পঞ্চম ও তৃতীয়, বৃহস্পতিবারে সপ্তম ও অষ্টম, শুক্রবারে তৃতীয় ও চতুর্থ যামার্দ্ধ, শনিবারে প্রথম, শেষ ও ষষ্ঠ যামার্দ্ধ বারবেলা, এই বারবেলা কালে কদাচ যাত্রা করিবে না।

কালরাত্রি—রবিবারে ষষ্ঠ যামার্দ্ধ, সোমবারে চতুর্থ, মঙ্গলবারে দ্বিতীয়, বুধবারে সপ্তম, বৃহস্পতিবারে পঞ্চম, শুক্রবারে তৃতীয়, শনিবারে আদি ও অন্ত যামার্দ্ধ কালরাত্রি, এই কালরাত্রিতেও যাত্রা করিতে নাই।

'যাত্রায়াং মরণং কালে' এই বচনানুসারে বারবেলা বা কালরাত্রিতে যাত্রা করিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন সিদ্ধিযোগ, অমৃতযোগ, নক্ষত্রামৃতযোগ, ও ত্র্যমৃতযোগ হইলে যাত্রায় শুভ হইয়া থাকে। এই সকল যোগের বিষয় জ্যোতিষে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সিদ্ধিযোগ—শুক্রবারে যদি প্রতিপদ, একাদশী বা ষষ্ঠী তিথি হয়, বুধবারে দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী, শনিবারে চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী, মঙ্গলবারে ত্রয়োদশী, অষ্টমী ও তৃতীয়া, এবং বৃহস্পতিবারে পঞ্চমী, দশমী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হয়. এই সিদ্ধিযোগে যাত্রা করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্ত এই যোগের নাম সিদ্ধিযোগ হইয়াছে।

অমৃতযোগ—রবি ও সোমবারে পঞ্চমী, দশমী,অমাবস্যা ও পূর্ণিমা; মঙ্গলবারে দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী; বৃহস্পতিবারে ত্রয়োদশী, অষ্টমী ও তৃতীয়া; শুক্রবারে চতুর্থী, নবমী ও দশমী, বুধ ও শনিবারে প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠী তিথি হইলে অমৃতযোগ হয়। যাত্রায় এই যোগ অমৃতের স্থায় কল্যাণকর, এই জন্ত ইহার নাম অমৃতযোগ হইয়াছে।

বারের সহিত তিথির যোগবিশেষ যেরূপ শুভাশুভজনক হইয়া থাকে, তদ্রূপ নক্ষত্রের সহিতও বারবিশেষের যোগে শুভাশুভ হইয়া থাকে।

নক্ষত্রামৃতযোগ—রবিবারে যদি উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, হস্তা, মূলা, ও রেবতী; সোমবারে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মৃগশিরা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, হস্তা, ও অশ্বিনী; মঙ্গলবারে পুষ্যা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, স্বাতি, উত্তরভাদ্রপদ, ও রেবতী; বুধবারে কৃত্তিকা, রোহিণী, শতভিষা, ও অনুরাধা; বৃহস্পতিবারে স্বাতী, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, ও অনুরাধা; শুক্রবারে পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, অশ্বিনী, শ্রবণা ও অনুরাধা; এবং শনিবারে স্বাতী ও রোহিণী নক্ষত্র হইলে নক্ষত্রামৃত যোগ হয়। এই যোগ যাত্রায় বিশেষ শুভ। এই যোগে যদি সমস্ত দিন ব্যাপিয়া বিষ্টি ব্যতীপাতাদি দোষ থাকে, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়ে তমোরাশির স্থায় সেই দোষ নষ্ট হয়।*

বার, তিথি ও নক্ষত্রযোগে ত্র্যমৃতযোগ হইয়া থাকে। রবি ও মঙ্গলবারে প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠী এবং স্বাতি শতভিষা, আর্দ্রা, রেবতী, চিত্রা, অশ্লেষা, মূলা ও কৃত্তিকা নক্ষত্র, শুক্র ও সোমবারে, দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী তিথি এবং পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র; বুধবারে ত্রয়োদশী, অষ্টমী, ও তৃতীয়া তিথি এবং মৃগশিরা, শ্রবণা, পুষ্যা, জ্যেষ্ঠা, ভরণী, অভিজিৎ, ও অশ্বিনী; বৃহস্পতিবারে চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথি, উত্তরাষাঢ়া,

---

* "শুক্রে নন্দা বুধে ভদ্রা শনৌ রিক্তা কুজে জয়া।
গুরৌ পূর্ণা চ সংযুক্তা সিদ্ধিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
চন্দ্রার্কয়োর্ভবেৎ পূর্ণা কুজে ভদ্রা জয়া গুরৌ।
বুধমন্দৌ চ নন্দায়াং শুক্রে রিক্তাঽমৃতা তিথিঃ।
শ্রবণকরমূলা পৌষ্ণভান্যর্কবারে
হরিযুগবিধিযুগ্মে ফল্গুনী ভাদ্রযুগ্মে।
দিবাকরতুরঙ্গৌ শর্ব্বরীনাথবারে
শুভযুগমনলবাতোপান্ত্যপৌষ্ণানি কৌজে।
দহনবিধিশতাখ্যা মৈত্রভং সৌম্যবারে
মরুদদিতিজপুষ্যা মৈত্রভং জীববারে।
ভগযুগমজযুগ্মৌ বিষ্ণুমৈত্রে সিতাহে
যমনকমলযোনী সৌরিবারেঽমৃতানি।
যদি বিষ্টিব্যতীপাতৌ দিনং ব্যাপ্যশুভং ভবেৎ।
হন্তত্যেঽমৃতযোগেন ভাস্করেণ তমো যথা।"

বিশাখা, অনুরাধা, মঘা, পুনর্ব্বসু ও পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র; শনিবারে পঞ্চমী, দশমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথি, এবং রোহিণী, হস্তা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয়। এই যোগে যাত্রা করিলে অচিরে সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়। বার, তিথি ও নক্ষত্র এই তিনের যোগে যাত্রার অমৃতবৎ হয়, এই জন্য ইহার নাম অমৃতযোগ হইয়াছে।

এক একটী মাসের এক একটী তিথি বিশেষ নিন্দিত, সেই তিথিতে যাত্রা করিতে নাই। ঐ সকল তিথিকে মাসশূন্যা কহে।

"দ্বিতীয়া মীনধনুষোশ্চতুর্থী বৃষকুম্ভয়োঃ।
মেষকর্কটয়োঃ ষষ্ঠী কন্যা মিথুনকেঽষ্টমী।
দশমী বৃশ্চিকে সিংহে দ্বাদশী মকরে তুলে ॥
মেষে দিনেশে নৃযুগে ধনুস্থে বৃকে মৃগেন্দ্রে ক‍ংসে চ শুক্লা
কুলীরকন্যালিমৃগস্থ মীন-বৃষেষু কৃষ্ণাস্তিথয়ঃ প্রদগ্ধাঃ ॥
এভির্যাতো ন জীবেত যদি শক্রসমো ভবেৎ।
বিবাহে বিধবা নারী যাত্রায়াং মরণং ধ্রুবম্ ॥" (দীপিকা)

বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রের শুক্লাদশমী, কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী, পৌষের শুক্লাদ্বিতীয়া, ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্থী, শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাদশমী, মাঘের কৃষ্ণাদ্বাদশী, চৈত্রের কৃষ্ণাদ্বিতীয়া, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণাচতুর্থী, এই সকল তিথিতে কদাপি যাত্রা করিতে নাই, যদি ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিও ইহাতে যাত্রা করে, তাহা হইলেও তাহার মৃত্যু হয়।

যাত্রায় কেবলমাত্র তিথির ফল এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। কৃষ্ণা প্রতিপদে যাত্রা করিলে কার্য্যসিদ্ধি, শুক্লাপ্রতিপদে অশুভ, দ্বিতীয়ায় যাত্রা শুভ, তৃতীয়াতে যাত্রা করিলে বিজয়, চতুর্থীতে বধ, বন্ধন ও ক্লেশ, পঞ্চমীতে অভীষ্ট লাভ, ষষ্ঠীতে ব্যাধি, সপ্তমীতে অর্থলাভ, অষ্টমীতে অস্ত্রপীড়া, নবমীতে ভূমিলাভ, একাদশীতে আরোগিতা, দ্বাদশীতে অশুভ, ত্রয়োদশীতে সর্ব্বার্থসিদ্ধি, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় যাত্রা করিলে অশুভ হইয়া থাকে।

"অজাতচন্দ্র প্রতিপত্তিথির্যা সা সর্ব্বদা সিদ্ধিকরী ন পুংসাং।
কলোনচন্দ্রা প্রতিপত্তিথির্যা সা সর্ব্বদা সিদ্ধিকরী নিযুক্তা ॥
দ্বিতীয়ায়াং শুভঃ [illegible]তীয়ায়াং জয়ী ভবেৎ।
বধবন্ধনসংক্লেশশ্চতুর্থ্যাং নাত্র সংশয়ঃ ॥
পঞ্চম্যামীপ্সিতার্থঃ স্যাৎ ষষ্ঠ্যাং ব্যাধিযুতো ভবেৎ।
সপ্তম্যামর্থলাভঃ স্যাদষ্টম্যামস্ত্রপীড়নম্ ॥
নবম্যাং মৃত্যুসংযোগায় গন্তব্যং কদাচন।
দশম্যাং ভূমিলাভঃ স্যাদেকাদশ্যামরোগিতা ॥
দ্বাদশ্যাং ন গন্তব্যং সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী।
চতুর্দ্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং গমনঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব।)

যমদ্বিতীয়া অর্থাৎ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় যাত্রা করিতে নাই, ইহাতে যাত্রা করিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। যাত্রাকালে শুভ হইবার জন্য দধিমঙ্গলাদি মঙ্গল দ্রব্যের কীর্ত্তন, শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনে পর পর সমধিক ফল হয়, অর্থাৎ কীর্ত্তন হইতে শ্রবণে অধিক ফল, শ্রবণ হইতে দর্শনে অধিক ও দর্শন হইতে স্পর্শে আরও অধিক ফল জানিবে।

দধি, ঘৃত, দূর্ব্বা, আতপতণ্ডুল, পূর্ণকুম্ভ, সিদ্ধ অন্ন, শ্বেত সর্ষপ, চন্দন, দর্পণ, শঙ্খ, মাংস, মৎস্য, মৃত্তিকা, গোরোচনা, গোময়, গোধূলি, দেবমূর্ত্তি, বীণা, ফল, ভদ্রাসন, পুষ্প, অঞ্জন, অলঙ্কার, অস্ত্র, তাম্বুল, যান, আসন, শরাব, ধ্বজ, ছত্র, ব্যজন, বস্ত্র, পদ্ম, ভৃঙ্গার, প্রজ্বলিত অগ্নি, হস্তী, ছাগ, কুশা, চামর, রত্ন, সুবর্ণ, রূপা, তাম্র, রজ, মেষ, ঔষধ, মদ্য ও নূতন পল্লব এই সকল দ্রব্য যাত্রাকালে দক্ষিণভাগে দর্শন করিলে শুভ হইয়া থাকে।

যাত্রাকালে নৃত্যগীত ও বেদধ্বনি বিশেষ প্রশস্ত। যাত্রাকালে যদি কোন ব্যক্তি শূন্য কলসী লইয়া পথিকের সহিত গমন করে, এবং কলসী পূর্ণ করিয়া ঐ ব্যক্তি প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে পথিকও কৃতকার্য্য হইয়া নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া থাকে।

অঙ্গার, ভস্ম, কাষ্ঠ, রজ্জু, কর্দ্দম, খইল, কার্পাস, তুষ, অস্থি, বিষ্ঠা, মলিন ব্যক্তি, লৌহ, আবর্জ্জনারাশি, কৃষ্ণধান্য, প্রস্তর, কেশ, সর্প, তৈল, গুড়, চর্ম্ম, বসা, শূন্যভাণ্ড, লবণ, তৃণ, তক্র, শৃঙ্খল, বৃষ্টি ও বায়ু এই সকল যাত্রাকালে প্রশস্ত নহে। যাত্রাকালে এই সকল দ্রব্য দর্শন করিলে অশুভ হইয়া থাকে। যদি যাত্রা করিয়া যানারোহণ-কালে পাদস্খলন হয়, অথবা বাহন পলায়ন করে, কিম্বা বহির্গমনকালে দ্বারে অভিঘাত হয়, তাহা হইলে গমনকর্ত্তার প্রস্থানে বিঘ্ন হইয়া থাকে।

মার্জ্জারযুদ্ধ, মার্জ্জার শব্দ, কুটুম্বের পরস্পর বিবাদ, এই সকল যাত্রা কালে দর্শন করিলে সেই যাত্রাতে মনঃকষ্ট হয়, এইরূপ অবস্থায় গমন করা বিধেয় নহে। যাত্রাকালে রোদন শব্দ না শুনিয়া কেবল শব দর্শন হইলে সেই যাত্রাতে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়। কিন্তু গৃহপ্রবেশকালে শবদর্শন হইলে মৃত্যু অথবা মহৎরোগ হয়। যাত্রা কালে গণ্ডূষ করিতে করিতে কিঞ্চিৎ জল যদি হঠাৎ গলাধঃকরণ হয়, তাহা হইলে অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধি হয়।

গমনকালে যদি অতি সুন্দর, ভক্তিমান্ শুভবাক্যবাদী ও মধুরভাষী পুরুষ কিম্বা নারীদর্শন হয়, তাহা হইলে কার্য্য

সিদ্ধি হইয়া থাকে। যাত্রাকালে হর্ষযুক্ত ব্রাহ্মণ, বেশ্যা, কুমারী, বন্ধু, সুবেশ মনুষ্য, অশ্বারূঢ় বা বৃষারূঢ় এই সকল দর্শন করিলেও যাত্রার শুভ হয়। ছত্রধারী, শুক্লবস্ত্রপরিধারী, পুষ্প ও চন্দনাদি দ্বারা চর্চ্চিতাঙ্গ, ভোজনকার্য্যে নিযুক্ত ও পাঠনিরত ব্রাহ্মণ এই সকল যাত্রাকালে দেখিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। গমনকালে নর কিংবা নারী কলহস্তে করিয়া যদি সম্মুখে আগমন করে, তবে অভিলষিত কার্য্য সত্বর সিদ্ধি হয়।

হতবর্ষ্ম, অপমানিত, অঙ্গহীন, মত্ত, অন্ত্যজ, তৈলপ্রলিপ্ত, রজস্বলা স্ত্রী, গর্ভবতী, রোদনকারিণী, মলিনবেশধারী, উন্মত্ত, বিধবা, দীন, পঙ্গু, মুক্তকেশ, উদ্বিগ্ন, গর্দ্দভস্থ, মহিষস্থ, সন্ন্যাসী ও ক্লীব যাত্রাকালে এই সকল দেখিয়া যাত্রা করিলে তাহার কার্য্য সিদ্ধি হয় না এবং বিপদ্ ঘটিয়া থাকে।

যাহার গমনকালে পৃষ্ঠদেশ বা অগ্রভাগে দণ্ডায়মান অন্য কোন ব্যক্তি যদি 'গমন কর' এইরূপ বাক্য বলে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সকল প্রকার মঙ্গল ও সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে। যাত্রাকালে লাভ, জয়, মঙ্গল ও অমঙ্গল ইত্যাদিসূচক বাক্য দ্বারা তত্তৎ ফলের শুভাশুভ স্থির করিতে হইবে।

যাত্রাকালে অগ্রভাগে রোদনধ্বনি শ্রবণ হইলে উপদ্রব, অগ্নিকোণে ভয়, নৈঋর্ত কোণে যুদ্ধে পরাজয় এবং বায়ু-কোণে রোদন শব্দ শুনিলে সমৃদ্ধিলাভ এবং পৃষ্ঠদেশে শুনিলে সন্তানহানি হইয়া থাকে। কিন্তু যাত্রাকালে ক্রন্দনধ্বনি-নিবৃত্তি শুনিলে লাভ এবং অগ্রে রোদন শুনিলে এবং শত্রুর ক্রন্দন শুনিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়। যাত্রাকালে গাভী ও শব্দহীন শৃগাল দেখিলে তৎক্ষণাৎ কোন না কোন অমঙ্গল ঘটে। বামদিকে শৃগাল যাইতে দেখিলে যাত্রায় শুভ, এবং রাত্রিকালে যদি অনেক শৃগাল একত্র হইয়া বামদিকে শব্দ করে, তাহা হইলেও শুভ হইয়া থাকে। যাত্রাকালে বাম দিকে ভ্রমর দেখিলেও শুভ হয়। গমনকালে যদি অম্লুন্নত মস্তক সর্প কিংবা বামভাগে শকলথী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভ হইয়া থাকে। কিন্তু অর্দ্ধ পথে যদি উন্নতমস্তক সর্প দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কদাপি গমন করিবে না, এমন কি রাজ্যলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও প্রত্যাবৃত্ত হইবে। (শাকুনদীপিকা)

সময়প্রদীপে লিখিত আছে যে, যাত্রাকালে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গমন করিবে, ইহাতে তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

মন্ত্র যথা—

"ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নি-
দিব্যস্ত্রী পূর্ণকুম্ভা দ্বিজনৃপগণিকাঃ পুষ্পমালাপতাকা।
সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা দধিমধু রজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যং
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে মানবো গন্তুকামঃ॥"

(সময়প্রদীপ)

সবৎসা ধেনু, বৃষ, গজ, তুরগ, দক্ষিণাবর্ত্তবহ্নি, দিব্যস্ত্রী, পূর্ণকুম্ভ, দ্বিজ, নৃপ, বেশ্যা, পুষ্পমাল্য, পতাকা, সদ্যোমাংস, ঘৃত, দধি, মধু, রজত, কাঞ্চন ও শুক্লধান্য এই সকল বস্তু দেখিয়া বা এই সকল বস্তুর নাম শুনিয়া বা পাঠ করিয়া যাত্রা করিলে মানব সফলকাম হইয়া থাকে।

"সম্মুখে রজকং পশ্চাৎ ক্ষুরিণং যদি পশ্যতি।
ন গন্তব্যং তদা তস্মাৎ তৈলবাপ্যগ্রতোঽশুভঃ॥
অঙ্গো লুঠতি গোঃকাশী ক্ষুতং বা কুরুতে নরঃ।
পশ্যন্ যাত্রা ন কর্ত্তব্যা ক্লীবং পশ্যতি বাগ্রতঃ॥"

(জ্যোতীরত্নাকর)

যাত্রাকালে যদি সম্মুখে রজক, পশ্চাৎ ভাগে নাপিত এবং অগ্রে তৈলবাপী দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যাত্রা করিবে না। যদি অঙ্গ লুটিয়া পড়ে, গাভী কাসে, মানব হাঁচে বা অগ্রে ক্লীবকে দেখে, তাহা হইলে যাত্রা করিবে না।

"মৃগাহিকপিমার্জ্জারশ্বানঃ শূকরপক্ষিণঃ।
নকুলো মূষিকশ্চৈব যাত্রায়াং দক্ষিণে শুভাঃ॥
বিপ্রকন্যা শবো ক্রুদ্ধশক্তেরীবমুদ্ধরাঃ।
জম্বুকোষ্ট্রখরাশ্চৈব যাত্রায়াং বামকে শুভাঃ॥
বেণুস্ত্রীপূর্ণকুম্ভানাং যাত্রায়াং দর্শনং শুভম্॥"

(জ্যোতীরত্নাকর)

মৃগ, সর্প, বানর, বিড়াল, কুকুর, শূকর, পক্ষী, নকুল ও মূষিক যাত্রাকালে দক্ষিণদিকে এই সকল দেখিলে শুভ হইয়া থাকে।

"কার্পাসৌষধতৈলক পঙ্কাঙ্গারভুজঙ্গমাঃ।
মুক্তকেশো রক্তমাল্যং নগ্নাদ্যশুভলক্ষণম্॥" (জ্যোতীরত্না৹)

কার্পাস, ঔষধ, তৈল, পঙ্ক, অঙ্গার, ভুজঙ্গম, মুক্তকেশ-ব্যক্তি, রক্তমাল্য ও নগ্নাদি এই সকল দেখিয়া যাত্রা করিলে অশুভ হইয়া থাকে।

যাত্রার শুভাশুভ খনার বচনে এইরূপ লিখিত আছে।—

যাত্রার নিষিদ্ধ বার—

"রবি শুক্রে পশ্চিম দিকেতে প্রতিকূল।
উত্তরে মঙ্গল বুধে হয় দিক্‌শূল॥
পূর্ব্বদিকে শনি সোমে যাত্রা না করিবে।
বৃহস্পতিবারে যাত্র দক্ষিণে বারিবে॥
মতান্তরে বুধবারে দক্ষিণে নিষিদ্ধ।
ইহার প্রমাণ বচনান্তরে প্রসিদ্ধ॥

বিত্ত দুখাশরে শূল লজ্জি যেবা যায়।
ইন্দ্রতুল্য হলেও সে ভ্রষ্টতাকে পায়॥"

যাত্রার নিষিদ্ধ নক্ষত্র—

"পূর্ব্বদিকে নিষেধ শ্রবণা জ্যেষ্ঠা বটে।
দক্ষিণে অশ্বিনী উত্তরভাদ্রপদ বটে॥
পশ্চিমে রোহিণী পুষ্যা জানিবে নিষেধ।
উত্তরফল্গুনী হস্তা উত্তরেতে বেধ॥
এ অষ্ট নক্ষত্রশূল ত্যাজ্য দেবতার।
দৈবে যদি যাত্রা করে মৃত্যু হবে তার॥

উত্তরে হস্তা দক্ষিণে শ্রবণা, পূর্ব্বে অশ্বিনী না কর গণনা।
পশ্চিমে যাইতে রোহিণী রোষে, হরিহর ব্রহ্মা বাহুড়ে না আসে॥

অশ্বিনী বা অনুরাধা অথবা রেবতী।
মৃগশিরা মূলা পুনর্ব্বসু পুষ্যা খ্যাতি॥
হস্তা জ্যেষ্ঠা লইয়া যে নক্ষত্র নয়।
প্রস্থানে উত্তম হয় জ্যোতিষেতে কয়॥
রোহিণী পূর্ব্বফল্গুনী পূর্ব্বাষাঢ়াথবা।
পূর্ব্বভাদ্রপদ চিত্রা স্বাতি হয় কিবা॥
কৃত্তিকা শ্রবণা ধনিষ্ঠা লয়ে নয়।
যাত্রায় মধ্যম হয় জ্যোতিষেতে কয়।
উত্তরফল্গুনী মঘা ভরণী বিশাখা।
উত্তরাষাঢ়া উত্তরভাদ্রপদ বা কৃত্তিকা॥
আর্দ্রা শ্লেষা লইয়া যে এ নক্ষত্র নয়।
প্রস্থানে মরণ ভয় খণ্ডিবার নয়॥"

যাত্রিক করণ—

"সকল করণে যাত্রা প্রকাশিত অত্র।
বিষ্টি গর বণিজ বিহীন এই মাত্র॥
বণিজে করিলে যাত্রা বাণিজ্যে প্রশস্ত।
করণে নিষিদ্ধ নাহি বিচার অত্রস্থ॥"

জন্মনক্ষত্র দ্বারা যাত্রার শুভাশুভগণনা—

"আপনার জন্ম নক্ষত্র মাসের যত দিন।
তিথি বার ঐক্য করে সাতে কর হীন॥
একে শুভ দুয়ে ভাল তিনে শক্রক্ষয়।
চতুর্থেতে কার্য্যসিদ্ধি পঞ্চমে সংশয়॥
ষষ্ঠে মৃত্যু শূন্য হলে পায় বহু সুখ।
খনা বলে এ যাত্রায় কভু নাহি দুখ॥"

যাত্রায় শুভক্ষণনির্ণয়—

"দ্বাদশ অঙ্গুল করিয়া কাটি, সূর্য্যমণ্ডলে দিয়া দিঠি।
রবি চোদ্দ সোমের ষোল, পঞ্চদশ মঙ্গলের ভাল।
বুধের সতেরো শুক্রর আঠারো, শুক্র শনির বারো বারো।
এ যাত্রায় যে জন যায়, সম্বৎসরের ফল এক দিনে পায়।
হাচি জ্যেষ্ঠী পড়ে যায়, শতগুণে লক্ষ্য তায়॥" (খনা)

যাত্রায় শুভাশুভ-দর্শন—

"শব শিবা কুম্ভ যদি থাকয়ে বামেতে।
গো মৃগ ব্রাহ্মণ যদি থাকে দক্ষিণেতে॥
নকুল দর্শন হলে শুভযাত্রা গণে।
যাত্রায় নিষেধ হয় সর্প দরশনে॥"

"শূন্য কলসী শুক্না না, শুক্না ডালে ডাকে কা।
যদি দেখ মাকুন্দ চোপা, এক পা না বেরিও বাপা॥
ডাক বলি এরেও ঠেলি, যদি না দেখি সম্মুখে তেলি।

ভরা হইতে শূন্য ভাল যদি ভরিতে যায়।
আগে হইতে পাছে ভাল যদি ডাকে মায়॥
মরা হইতে তাজা ভাল যদি মরিতে যায়।
বামে হইতে ডানে ভাল যদি ফিরে চায়॥
বাঁধা হইতে ছাড়া ভাল মাথা তুলে চায়।
হাঁসা হইতে কাঁদা ভাল যদি কাঁদে যায়॥" (খনা)

যদি বিশুদ্ধ দিন না পাওয়া যায় এবং যাত্রায় বিশেষ আবশ্যক থাকে, তাহা হইলে ঊষা ও গোধূলিতে যাত্রা করা যাইতে পারে, কিন্তু পশ্চিম দিকে গোধূলি ও পূর্ব্বদিকে ঊষা কল্যাণদায়িকা নহে।

"ডাকয়ে পাখী না ছাড়ে বাসা,
উড়িয়ে বৈসে খাবে করি আশা।
ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা,
খনা ডেকে বলে সেই সে ঊষা।

উঠে পড়ে খায় না, তখনি কেন যায় না।" (খনা)

যাত্রায় প্রকারান্তর—

"তিথিবার স্ব নক্ষত্র মাসের যত দিন।
একত্র করিয়া তারে সাতে কর হীন॥
একে লাভ দুয়ে সুখ তিনে শক্রক্ষয়।
চতুর্থেতে কার্য্য সিদ্ধি পঞ্চমে সংশয়॥
ষষ্ঠেতে মরণ জেন সপ্তমেতে সুখ।
এমন যাত্রায় খণ্ডর কভু নহে দুখ॥" (খনা)

বরাহের মতে যাত্রাবিবরণ—

"যাত্রার বিহিত কিছু শুভ সারোদ্ধার।
শুভদিন শাস্ত্র মতে পাওয়া অতি ভার॥
নিষিদ্ধ আছয়ে ব্যক্ত কতেক বচন।
তাহাতে করিলে দৃষ্টি না হয় গমন॥
বার তিথি যোগ আর নক্ষত্র করণ।
এক দিনে সর্ব্বশুভ হয় কদাচন॥

*আর রক্ষা, আহস্পর্শ আদি পাপ যোগ।
তাহে যাত্রা কৈলে ঘটে বিপরীত ভোগ॥
জ্যোতিষের মতে শুভ দিন নাহি হয়।
অথচ অধিক যাত্রা না করিলে নয়॥
তাহার বিধান বলি করহ শ্রবণ।
বরাহ মুনির মতে যাত্রা প্রকরণ॥
বার তিথি যোগ আর অদ্ভুত নক্ষত্র।
দোষাদোষ নাহি কিছু সর্বশুভ অত্র॥
রবিবারে যাত্রা কালে পিয়ে ঘিয়ে কয়।
সোমবারে ক্ষমস্পর্শ করি দুগ্ধোপর॥
মঙ্গলে পলায় খাও বুধেতে উদরে।
বৃহস্পতি বারে পার্শ্বে শুক্রে স্বর্ণোপরে॥
শনিবারে পৃষ্ঠে রাহু যাত্রার নির্ণয়।
অসাধ্য সুসাধ্য হেথে হইবে নিশ্চয়॥
যাথাদি টিকটিকী হাঁচি তৈলের পলায়।
যাত্রাকালে এ সবায় শুভ প্রতীকার॥
বাম পদাঘাত ভূমে করি তিনবার।
যথা ইচ্ছা তথা যাহ মুনি বাক্যসার॥" (খনা বচন)

যাত্রাকালে রাহুর ভ্রমণের প্রতি লক্ষ্য করাও উচিত, নিম্নোক্ত প্রকারে রাহুর ভ্রমণ স্থির করা যায়। দিনমানের অষ্ট ভাগের নাম যামার্দ্ধ। যামার্দ্ধে অপসব্যক্রমে রাহু প্রতিবারে ভ্রমণ করিয়া থাকে। রবিবারে আদ্যযামে পশ্চিমে, সোমবারে আদ্যযামে অগ্নিকোণে, এইরূপ মঙ্গলবারে বায়ু-কোণে, বুধবারে উত্তরে, বৃহস্পতিবারে দক্ষিণে, শুক্রবারে নৈঋতে ও শনিবারে ঈশানকোণে থাকে। যাত্রাকালে সম্মুখ-স্থিত রাহু স্থির করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করিবে। সম্মুখস্থ রাহুতে যাত্রা করিলে অশেষ অমঙ্গল ঘটে।

যেস্থলে বিশুদ্ধ দিন পাওয়া যায় না এবং সত্বর যাইবার প্রয়োজন হয়, তথায় নিয়ক্রাম অনুসারে যাত্রা করিলে শুভ হয়। যাত্রার নিয়ক্রাম যথা—

"মাহেন্দ্রে বিজয়ো নিত্যং অমৃতে কার্য্যসাধনম্।
বজ্রে কার্য্যবিনাশঃ স্যান্মৃত্যে চ মরণং ধ্রুবম্॥
বৈশাখাদিশ্রাবণান্তং একভাবেন সংবদেৎ।
অমৃতাদি দিবারাত্রৌ চতুর্ণাং যথাক্রমম্॥
যামযামং দিবাভাগে জ্ঞেয়ং সন্ধ্যা যামকে।
তৎপ্রমাণেন ভাদ্রাদৌ দণ্ডমানং বিচক্ষণৈঃ।
রাত্রিমানপ্রমাণেন জ্ঞেয়ো দণ্ড প্রমাণকঃ॥
ন বারতিথিনক্ষত্রং ন যোগকরণং তথা।
নিয়ক্রামং সমাসাদ্য গমনং যুধিষ্ঠিরোত্তমম্॥" (জ্যোতিঃসারসং॰)

মাহেন্দ্র, অমৃত, বজ্র ও মৃত্যু এই চারিটী যোগ প্রতিদিন দিবারাত্র ভোগ করে, তাহার মধ্যে মাহেন্দ্র যোগে যাত্রা করিলে বিজয়, অমৃত যোগে কার্য্যসিদ্ধি, বজ্রযোগে কার্য্য নাশ এবং মৃত্যুযোগে গমন করিলে মৃত্যু হইয়া থাকে।

মাসে মাসে ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেও যাত্রা কহে। দ্বাদশ মাসে ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বাদশ প্রকার যাত্রা এই প্রকার অভিহিত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে চন্দনী যাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নাপনী (স্নানযাত্রা), আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে শয়নী, ভাদ্রমাসে দক্ষিণপার্শ্বীয়া, আশ্বিনে বামপার্শ্বিকা, কার্ত্তিক মাসে উত্থানী, অগ্রহায়ণ মাসে ছাদনী, পৌষে পুষ্যাভিষেক, মাঘে শাল্যোদনী, ফাল্গুনে দোল-যাত্রা এবং চৈত্রমাসে মদনভঞ্জিকা যাত্রা, বিষ্ণুর প্রীতি কামনা করিয়া এই সকল যাত্রাবিধির অনুষ্ঠান করিলে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

"বৈশাখাদিষু মাসেষু যাত্রাপূজাবিধিং মুনে।
শ্রোতুমিচ্ছামি দেবেশ যথাবদ্বক্তুমর্হসি॥
বৈশাখাদিষু মাসেষু দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
যা যা দ্বাদশযাত্রা স্যুস্তা হি বক্ষ্যামি তে শৃণু॥
বৈশাখে চান্দনী যাত্রা জ্যৈষ্ঠে স্নাপন্যুদীরিতা।
আষাঢ়ে রথযাত্রা স্যাৎ শ্রাবণে শয়নী তথা॥
ভাদ্রে দক্ষিণপার্শ্বীয়া আশ্বিনে বামপার্শ্বিকা।
উত্থানী কার্ত্তিকে মাসি ছাদনী মার্গশীর্ষকে॥
পৌষে পুষ্যাভিষেকঃ স্যান্মাঘে শাল্যোদনী তথা।
ফাল্গুনে দোলযাত্রা স্যাচ্চৈত্রে মদনভঞ্জিকা॥
একৈকমুক্তিদাঃ সর্ব্বা যথাকামার্থসাধনাঃ॥"

(রঘুনন্দন—দ্বাদশ যাত্রাতত্ত্ব)

[এই দ্বাদশ যাত্রার বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

বামকেশ্বরতন্ত্রে দেবী ভগবতীর প্রীতি কামনায় দ্বাদশ মাসে ষোড়শ প্রকার যাত্রার বিষয় অভিহিত হইয়াছে।

"বৈশাখে মদযাত্রা চ চন্দনাগুরুকর্দ্দমা।
জ্যৈষ্ঠে মহাস্নানযাত্রা অম্বুবাচী দিনত্রয়ম্॥
আষাঢ়ে রথযাত্রা চ দিন[illegible]ব্যাপিনী পরা।
শ্রাবণে শয়নযাত্রা চ [illegible]॥
ভাদ্রে যাত্রা [illegible] চণ্ডিকায়া দিনত্রয়ম্।
আশ্বিনে চ মহাপূজা যাত্রা [illegible]॥
কার্ত্তিকে দীপযাত্রা চ নবান্নপ্রদানেন।
পৌষে [illegible]যাত্রা [illegible] চ॥
মাঘে মাসি [illegible] চ [illegible]।
দোলাকেলিঃ ফাল্গুনে চ চৈত্রে যাত্রা [illegible]॥

দূতীযাত্রা রাসযাত্রা বাসন্তী নীলযাত্রিকা।
এবং যাত্রা ময়া প্রোক্তা ষোড়শী ভবমোচনী।"

(বামকেশ্বরতন্ত্র ৫৪ প°)

বৈশাখমাসে মরুযাত্রা ও চন্দনাগুরুযাত্রা, জ্যৈষ্ঠমাসে মহাস্নানযাত্রা, আষাঢ়ে দশদিন ধরিয়া রথযাত্রা, শ্রাবণমাসে বস্ত্রভূষণ ও চামরাদি দ্বারা জলযাত্রা, ভাদ্রে তিন দিন ধরিয়া ঝুলনযাত্রা, আশ্বিনমাসে মহাপূজা, কার্ত্তিকে দোলযাত্রা, অগ্রহায়ণে নবান্ন, পৌষে বস্ত্র, অলঙ্কার ও ভূষণাদি দ্বারা অঙ্গরাগযাত্রা, মাঘে রটন্তীচতুর্দ্দশী, ফাল্গুনে দোলকেলি, এবং চৈত্রে দূতীযাত্রা, রাসযাত্রা, বাসন্তী, ও নীলযাত্রা এই ষোড়শযাত্রা দেবী ভগবতীর উদ্দেশে করিতে হয়। এই সকল যাত্রার অনুষ্ঠানে মুক্তি লাভ হয়।

যাত্রা, অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই প্রকাশ্য রঙ্গভূমে বেশভূষায় ভূষিত ও নানা সাজে সুসজ্জিত নরনারী লইয়া গীতবাদ্যাদি সহকারে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ অভিনয় করিবার রীতি প্রচলিত। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত ভগবদবতারের লীলা ও চরিত্র ব্যাখ্যান করা এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ সেই দেবচরিত্রের অলৌকিক ঘটনাপরম্পরা স্মরণ রাখিবার জন্য এক একটী উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। গীতবাদ্যাদি যোগে ঐ সকল লীলোৎসব-প্রসঙ্গে যে অভিনয়ক্রম প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত যাত্রা বলিয়া অভিহিত।

দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গই সাধারণ হিন্দু-মাত্রেরই আদরের জিনিষ। এই কারণে হিন্দুমাত্রেরই কৃষ্ণ-লীলা ব্যাপার সাধারণের চিত্তে দৃঢ়াঙ্কিত রাখিবার জন্য সেই লীলাময়ের অপূর্ব্ব চরিত্রের এক একটী অংশ মাত্র প্রদর্শন করিয়া এক একটী উৎসবের প্রবর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন; সুতরাং যাত্রা বলিলে উৎসব-কালীন দেবচরিত্রাভিনয়ই বুঝাইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রে গমনরূপ ব্যাপার রাসযাত্রা নামে প্রসিদ্ধ। দোলযাত্রা, রথযাত্রা, গোষ্ঠযাত্রা প্রভৃতি দেবলীলার ঘটনাগুলি স্মৃতিপথে সমারূঢ় রাখিবার জন্য কতকগুলি লোকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এক এক স্থানে সমাগমপূর্ব্বক ব্যক্তি সাধারণের নিকট তদ্ব্যাপারপ্রদর্শনার্থ একটী ধারাবাহিক চরিত্র চিত্র সমুপস্থিত করে। এই ব্যাপারই ক্রমে উৎসব বা যাত্রা নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যে দেবচরিত্রাংশে অতি গভীর পূজা আড়ম্বর ও ভক্তিসহ আনন্দভরে নাচগান বিমিশ্রিত হইয়া লোকসমাজে প্রকটিত হয়, তাহাই যাত্রা।

এই দেবচরিত্র-ব্যাখ্যান বা অভিনয়রূপ ব্যাপার হইতে কিরূপে সংগীতাভিনয়ের প্রকারস্বরূপ যাত্রার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার কোন সঠিক তত্ত্ব অবধারিত করা দুঃসাধ্য; তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে পূর্ব্বতন যাত্রাপ্রথার অনুকরণেই বর্ত্তমান কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা প্রভৃতি গঠিত হইয়া থাকিবে। কারণ জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ-যাত্রা এবং শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা ও জগন্নাথদেবের দোলযাত্রা দেখিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, দুইটী বিভিন্ন দূরদেশবাসী কিরূপে এই ব্যাপার অনুকরণ করিয়াছিল। দোলযাত্রায় কৃষ্ণকে দোলমঞ্চে বসাইয়া উত্তরপশ্চিমদেশবাসিগণ যেরূপ আবিরমণ্ডিত হইয়া মহাসমারোহে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে, উড়িষ্যায়ও জগন্নাথদেবকে লইয়া ঐরূপ ভ্রমণ করিবার রীতি আছে। দেবতার এই যাত্রাই প্রকৃত যাত্রা। কৃষ্ণকে নায়ক করিয়া অপর সকলে আপনাকে তাঁহার সখারূপে জ্ঞান করিয়া তাঁহার লীলার অংশভাগী হইবার নিমিত্ত উৎসবে যোগ দান-পূর্ব্বক তদ্ব্যাপার সমাধানকে যাত্রা (Going in procession) বলা যায়। ক্রমে ঐ দেবলীলায় গমন বা যোগদানরূপ ব্যাপার এতই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, লোকে সাধারণে পদর্শনাভিলাষী না হইয়া একস্থানে বসিয়াই তদ্ব্যাপার প্রকটন করিল। প্রাচীন মহোৎসবের বিষয়ীভূত প্রকরণাবলী ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান যাত্রায় (অর্থাৎ একস্থানে বসিয়া নৃত্যগীতাদিদ্বারা দেবলীলা অভিনয়) রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আমরা ভবভূতির উত্তররামচরিতাদি নাটকে দেখিতে পাই। ভবভূতি লিখিয়া গিয়াছেন, কাল-প্রিয়নাথের যাত্রায় (উৎসবে) উত্তররামচরিত, মালতীমাধব প্রভৃতি অভিনীত হইয়াছিল। এই পবিত্র যাত্রা মধ্যে কিরূপে ভাঁড়ের নাচ ও রঙ্গতামাসা আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আমরা নেপালের দেবলীলাপ্রকটনোপলক্ষে দেখিতে পাই। অধুনা নেপালে মৎস্যেন্দ্রনাথ, ভৈরব প্রভৃতি যাত্রায় যেরূপ অভিনয় প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা আলোচনা করিলে আমাদের দেশের যাত্রারূপ সঙ্গীতাভিনয়ের পূর্ব্বাদর্শ কতকটা বুঝা যাইবে।

নেপালের নেবার জাতির মধ্যে এখনও যাত্রাভিধেয় যে সকল উৎসব প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ভৈরবযাত্রা, গাইযাত্রা, বাঁড়াযাত্রা,* ইন্দ্রযাত্রা, বড় ও ছোট মৎস্যেন্দ্রনাথ যাত্রা ও সেতাদেবীর যাত্রাই প্রধান।

তথাকার ভৈরবযাত্রায় প্রথমে দুইখানি রথে ভৈরব ও ভৈরবী মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া নগর ভ্রমণ করান হয়। উহা

* নেপালের বৌদ্ধভিক্ষুদিগকে 'বাঁড়া' কহে।

কতকটা রথযাত্রার অনুরূপ। অতঃপর দরবারের সম্মুখস্থ ভৈরবমন্দিরে একটী কাষ্ঠখণ্ড প্রোথিত করিয়া লিঙ্গযাত্রা সমাহিত হয় এবং মহিষাদি বলি সহকারে পূজাদিও দেওয়া হইয়া থাকে। ভৈরবীর উদ্দেশে নেত্তাদেবীর যাত্রা ও দেবীযাত্রা নামে যে দুইটী উৎসব বৈশাখী শুক্লাচতুর্দ্দশীতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাতে স্বয়ং নেপালরাজ ও অন্যান্য সর্দারগণ উপস্থিত থাকেন। এই উৎসব-রাত্রে যে অভিনয় প্রদর্শিত হয়, তাহা কতকটা আমাদের দেশের যাত্রার মত।

রাত্রিকালে তথায় বার জন নর্ত্তককে মুখোস পরাইয়া ধর্মী সাজাইয়া আনা হয়। ঐরূপে অপর চারিজন ভৈরব, ভৈরবী বা কালী, বারাহী ও কুমারী সাজিয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ উঠানে আসিয়া অভিনয় করে। উহাদের সকলেই নানাবিধ বহু মূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া আসে। রাত্রিতে তাহারা নাচ গান করে এবং প্রভাতে যাত্রা ভাঙ্গিয়া যায়।

মহাকোটের দেবীযাত্রা অতি প্রসিদ্ধ। ঐ সময়ে ত্রিশূলার তীরস্থ দেবীঘাটে ভৈরবী দেবীর মূর্ত্তি আনিয়া স্থাপনা করা হয়। পাঁচদিন দিবসে পূজা ও রাত্রিকালে নৃত্যগীত সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ সময়ে দুইজন ধর্মীকে ভৈরব ও ভৈরবীর বেশে সাজাইয়া উৎসবক্ষেত্রে আনিয়া রাখা হয়। সাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধগণ তাঁহাদিগকে দেবতাজ্ঞানে পূজা ও ভক্তি করে। পূজাকালে যে মহিষবলি হয়, তাহার টাট্‌কারক্ত উহারা উভয়েই আকণ্ঠ পুরিয়া পান করে।

এতদ্ভিন্ন এখানে রথযাত্রা নামে যে উৎসব প্রচলিত আছে, তাহা অধিক দিনের প্রাচীন নহে। ১৭৪০-৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা জয়প্রকাশ মল্লের আদেশে এই যাত্রা বা উৎসব প্রবর্ত্তিত হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, সপ্তম বর্ষীয় কোন বাঁড়া-কুমারী আপনাকে 'কুমারী' বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা পায়। রাজা ঐ বালিকাকে প্রতারকজ্ঞানে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ঐ দিন রাত্রিকালে রাণী বায়ুরোগে অভিভূতা হইয়া বক্তা হন। রাণীর মুখে বালিকার দেবীত্ব অবধারিত হইলে, রাজা তদ্দণ্ডে সেনা-প্রেরণপূর্ব্বক সেই নির্ব্বাসিতা কুলকন্যাকে কুমারীজ্ঞানে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। তদবধি সেই কন্যার উদ্দেশে একটী রথযাত্রা উৎসব আচরিত হইয়া আসিতেছে, এই উৎসবের জন্য তিনি একটী জায়গীর দিয়া যান। তদনুসারে ঐ সম্পত্তির আয়ে প্রতি বৎসর এই যাত্রা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, ঐ কন্যা নেপালে অষ্টমাতৃকাজ্ঞানে পূজিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানকালে ঐ রথযাত্রা উৎসব প্রকৃত যাত্রায় রূপান্তরিত হইয়াছে। রাজা অন্যান্য দেবীপ্রতিমার রায়পাল বা ভৈরবের ন্যায় ঐ কন্যারও পারপাল স্বরূপ দুইটী বাঁড়া-বালককে 'গণেশ ও মহাকাল' (মহেনকাল) সাজাইয়া বাহির করেন। তদবধি যাহারা ঐরূপ কুমারী, গণেশ ও মহাকাল সাজিয়া সাধারণের সম্মুখে বাহির হইয়া থাকেন, তাহারাই দেবী ও দেবরক্ষিরূপে অদ্যাপিও পূজিত হইতেছে। বাঁড়া-পরিবারের মধ্য হইতে ছয় বা সাত বর্ষীয় ঐ দুইটী বালক ও বালিকা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। উহাদের ভরণ পোষণের জন্য রাজার যে জায়গীর নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা হইতে কন্যা বার্ষিক তিন হাজার এবং বালকেরা ১½ হাজার করিয়া পায়, কিন্তু তাহার মধ্য হইতে তাহাদিগকে ঐ উৎসবের খরচ চালাইতে হয়। এইরূপে একদলের কুমারী-লীলাভিনয় শেষ হইলে আর একদল ঐরূপে তিন বা চারি বৎসর পরে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। তখন পূর্ব্বতন বালকবালিকাত্রয় আসিয়া পুনরায় তাহারা স্বজাতি-সমাজে মিলিত হয় এবং নবনির্ব্বাচিত তিনজন নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত দরবারের সম্মুখস্থ 'দেওতাকা মুকান্' নামক প্রাসাদে আবদ্ধ থাকে। এই উৎসব কতকাংশে উত্তরপশ্চিম-ভারতীয় রামলীলা উৎসবের মত। তথায় রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ঐরূপেই নির্ব্বাচিত ও পূজিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বতন দেবলীলা-যাত্রার ছায়া হইতে কিরূপে বর্ত্তমান যাত্রা গঠিত হইয়াছিল, নেপালের যাত্রাপদ্ধতি অনুসরণ করিলে তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। নেপালের যাত্রাভিনয় যে অতি প্রাচীন প্রথারই নিদর্শন, তাহা পুরাবিদ্-মাত্রেই স্বীকার করেন। ঐরূপে পরবর্ত্তিকালে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশেও শ্রীকৃষ্ণের লীলাভিনয় অনেকাংশে বিকৃত হইয়া আসিয়াছিল, তথায় বর্ত্তমান সময়ে যে সকল বালক কৃষ্ণলীলা অভিনয় করে, তাহাদিগকে রাসধারী বলা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমান প্রচলিত যাত্রায় অভিনেতৃবর্গ যেরূপ নেপথ্য হইতে রঙ্গভূমে বা সভাস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার দেবলীলাবিষয়ক অভিনয়ের কর্ত্তব্যাংশ সমাধাপূর্ব্বক বিনিষ্ক্রান্ত হয়, হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে সেরূপ পদ্ধতি নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ নন্দ, কেহ যশোদা, কেহ কৃষ্ণ ও কেহ শ্রীমতী রাধা সাজিয়া এককালে আসরে আসিয়া উপবিষ্ট হয় এবং আপনাপন যথা সময়ের উক্তির গান ও পরস্পরের কথাবার্ত্তারূপ বক্তৃতাংশ সমাধা করিয়া থাকে। রাসধারীরা রাস্ ভিন্ন অপরাপর কৃষ্ণলীলাও অভিনয় করিয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালে যে সকল যাত্রা বা দেবলীলার পুনরুদ্দীপনাত্মক অভিনয় সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা কতকাংশে উপরোক্ত প্রথারই অনুরূপ সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব অধিকারীদিগের রাসযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, চণ্ডীলীলা (যাত্রা) প্রভৃতি ঐ পূর্ব্বতন যাত্রাপ্রথার অনুকরণে গঠিত হইলেও উহাতে যথেষ্ট বিশেষত্ব ও বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ঐ সকল দেবলীলার যাত্রায় যে ভাবে চরিত্রাভিনয় হইয়া থাকে, তাহা একটী সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে গঠিত। কতদিন হইতে কাহার দ্বারা এই নব প্রণালীতে যাত্রাভিনয়-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে।

চৈতন্যমহাপ্রভুর পর, ইদানীন্তন কালে বৈষ্ণব অধিকারী-দিগের দ্বারা কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যে অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা বঙ্গবাসীর নিকট সাধারণতঃ কালিয়দমন নামে খ্যাত। কালিয়-হ্রদে কালিয় নাগকে শ্রীকৃষ্ণ নির্জ্জিত করিয়াছিলেন। সেই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া সম্ভবতঃ কোন একটা যাত্রা প্রথমে অভিনীত হওয়ায় উহার নাম "কালিয়দমন" হইয়া থাকিবে। তদবধি কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ ঘটিত যাত্রাই 'কালিয়-দমন' এই সাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

কৃষ্ণলীলাই যে কেবল বাঙ্গালার যাত্রার বিষয়ীভূত হইয়াছিল, তাহা নহে। বঙ্গবাসী রামাদি অবতার মাত্রেরই লীলা বা চরিত্র অভিনয় করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল।

প্রাচীন যাত্রা।

দাক্ষিণাত্যের মহিসুর ও ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যে বহুপূর্ব্বকাল হইতে যাত্রা গাইবার প্রথা প্রচলিত আছে। নম্পুতিড়ি (নম্পুত্রীয়) ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সামাজিক-ধর্ম্মনাট্যাভিনয় করিবার নিমিত্ত আঠারটী বিভিন্ন সঙ্ঘ বা সম্প্রদায় আছে। ঐ অভিনয়ব্যাপার "যাত্রাকলি" ও "কথাকলি" ভেদে দ্বিবিধ।

যাত্রাকলি উৎসবের দিনের সন্ধ্যাকালে এই শ্রেণির ব্রাহ্মণগণ একত্র হইয়া ভগবতীর পবিত্র প্রদীপ জ্বালান, তৎপরে তাঁহারা দালানে অথবা কোন বিস্তৃত প্রকোষ্ঠে যাইয়া গণপতি ও শিবের স্তুতি গান করেন। সেই সঙ্গে ভূতপিশাচাদির নৃত্য ও ভগবতীর গানও হয়। ইহার পর যাত্রাকলি-নম্পুতিড়িরা নানাবিধ কৌতুক প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

মলবারবাসী নম্পুতিড়িদিগের অতিপ্রিয় কথাকলি প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে কোত্তরকরবংশীয় জনৈক রাজা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। রামনাট্য অভিনয়ই ইহাদের প্রধান কার্য্য। রাত্রিতে ৮।১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত এই যাত্রা হয়। এক একজন লোকে রাম, সীতা, নারদমুনি, শূর্পনখা, ভাঁড় বা বিদূষক, ক্ষত্রিয়, অসুর, রাক্ষস, বানর, পক্ষী, কিরাত, রাক্ষসী ও ক্ষত্রিয়রমণীর অংশ গ্রহণ করে। তাহাদের বেশভূষা ও অঙ্গভঙ্গি দেখিলে তাহারা কোন কোন অংশ অভিনয় করিতেছে, তাহা স্পষ্টই অনুমান করা যায়। রঙ্গস্থলে আসিয়া তাহারা কেবলমাত্র স্ব স্ব অংশেরই আবৃত্তি করিয়া যায়। সঙ্গীত-গুলি 'ভাগবতর' নামক স্বতন্ত্র ব্যক্তি দ্বারা গীত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে সাধারণের কৌতুক-উদ্দীপনার্থ পুত্তলিকাপ্রদর্শনীর ন্যায় রঙ্গস্থলে নির্ব্বাক্-অভিনয় (Dumb show) হইয়া থাকে। এরূপ যাত্রা অনেকাংশে থিয়েটার অভিনয়ের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন যাত্রা-কলির অনুকরণে এখানে "ঈশ্বামত্তকলি" নামে আর এক প্রকার যাত্রাগানের প্রথা আছে। উহাতে এক একজন ব্যক্তি রঙ্গস্থলে আসিয়া এক একটী অংশমাত্র অভিনয় করিয়া থাকে।

অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতাশালী রাজা, অথবা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষই প্রধানতঃ নাটকের নায়ক হইয়া থাকেন; সুতরাং রামলীলা বা কৃষ্ণলীলা গীতি-নাট্যে প্রদর্শন করাই যাত্রার প্রধান বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কান্যকুব্জপতি হর্ষবর্দ্ধন ও শাকম্ভরীর চাহমানবংশীয় নরপতি বিগ্রহপাল যেরূপ সর্ব্বসমক্ষে স্ব স্ব অংশ অভিনয় করিয়া সাধারণের তৃপ্তিসাধন করিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের কোন কোন সম্ভ্রান্তবংশে—এমন কি, মণিপুর-রাজবংশেও স্ব স্ব পরিবারবর্গের মধ্যে অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্ব্বাচন করিয়া কৃষ্ণলীলার অন্তর্গত রাসযাত্রার অভিনয় করিবার চিরপদ্ধতি প্রচলিত আছে।

হিন্দু রাজাদিগের সময় হইতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যাত্রার সমাদর। বাঙ্গালায়ও রামযাত্রার সৃষ্টি বড় অল্প দিনের নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে রামযাত্রার বহু পরে চৈতন্যদেবের সময়ে কৃষ্ণযাত্রার সৃষ্টি। সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণলীলা অভিনয় করিতেন। তাঁহার রাধাভাব দেখিয়া আপামর সাধারণে বিমোহিত হইতেন। সাধারণ সমক্ষে যখন তাঁহার এই প্রেমময় অভিনয় প্রদর্শিত হইত, তখন উহার ভাষা বাঙ্গালা ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ঐ সময় হইতেই বাস্তবিক বাঙ্গালাভাষার উন্নতি এবং ঐ সময় হইতেই বাঙ্গালা-ভাষায় প্রকৃত নাটক-রচনার কালারম্ভ।

লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে, যে চৈতন্য-দেব গোপিকার বেশ ধরিয়া শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যের গৃহে নাচ গান করিয়াছিলেন।

"চন্দ্রশেখরের বাড়ী নাচিয়া গাহিয়া।
ঘরেতে আইলা প্রভু আনন্দিত হৈয়া॥" (চৈ০ মধ্যখণ্ড)

এ সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাস এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"শ্রীচন্দ্রশেখর ভাগ্য তার এই সীমা। যার ঘরে প্রভু প্রকাশিল এ মহিমা॥

বসিলা ঠাকুর সব বৈষ্ণব সহিতে। সবারে হইল আজ্ঞা স্বকাচ কাচিতে ॥
করযোড়ে অদ্বৈত বলিলা বার বার। মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন কাচ কাচিবার ॥
প্রভু বলে যত কাচ সকলি তোমার। ইচ্ছা অনুরূপে কাচ কাচ আপনার ॥
যাহা নাহি অদ্বৈতের কি করিব কাচ। ভ্রূকুটি করিয়া বলে শান্তিপুরনাথ ॥
সর্ব্ব-ভাবে নাচে মহাবিদূষক প্রায়। আনন্দসাগর মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥
মহাকৃষ্ণ কোলাহল উঠিল সকল। আনন্দে বৈষ্ণব সব হইলা বিহ্বল ॥
কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ। রামকৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ ॥
প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস। মহা দুই গোঁফ করি বদনে বিলাস ॥
মহা পাগ শিরে ধরি ধটী পরিধানে। দণ্ড হাতে পরে নূপুর চরণে ॥
আরে আরে ভাই সব হও সাবধান। নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥
হাতে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায়। সর্ব্বাঙ্গে পুলক কৃষ্ণ সবারে জাগায় ॥
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ সেব বল কৃষ্ণনাম। দম্ভ করি হরিদাস করয়ে আহ্বান ॥
হরিদাস দেখিয়া সকল গণ হাসে। কে তুমি এথায় কেনে সবেই জিজ্ঞাসে ॥
হরিদাস বলে আমি বৈকুণ্ঠ কোটাল। কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্বকাল ॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা। প্রেমভক্তি লোটাইব ঠাকুর সর্ব্বথা ॥
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে। প্রেমভক্তি লুটি আজি হও সাবধানে ॥
এতবলি দুই গোঁফ মুচুড়িয়া হাতে। রড় দিয়া বুলে শুক্ল মুরারির সাথে ॥
দুই মহা বিহ্বল কৃষ্ণের প্রিয়দাস। দুয়ের শরীরে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥
ক্ষণেকে নারদ কাচ কাচিয়া শ্রীবাস। প্রবেশিলা সভা মাঝে করিয়া উল্লাস ॥
মহাদীর্ঘ পাকা দাড়ি ফোঁটা সর্ব্বগায়। বীণা কান্ধে কুশ হস্তে চারিদিকে চায় ॥
রামাই পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন। হাতে কমণ্ডলু পাছে করিলা গমন ॥
বসিতে দিলেন রাম পণ্ডিত আসন। সাক্ষাৎ নারদ যেন দিল দরশন ॥
শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্ব্বগণ হাসে। করিয়া গম্ভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে ॥
কে তুমি আইলা এথা কোন বা কারণ। শ্রীবাস বলেন শুন কহিবে বচন ॥
আমার নারদ নাম কৃষ্ণের গায়ন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আমি করিয়ে ভ্রমণ ॥
বৈকুণ্ঠে গেলাম কৃষ্ণ দেখিবার তরে। শুনিলাম কৃষ্ণ গেলা নদীয়া নগরে ॥
শূন্য দেখিলাম বৈকুণ্ঠের ঘর দ্বার। গৃহিণী গৃহস্থ নাহি নাহি পরিবার ॥
না পারি রহিতে শূন্য বৈকুণ্ঠ দেখিয়া। আইলাম আপন ঠাকুর সঙরিয়া ॥
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মীবেশ। অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ ॥
শ্রীবাস নারদ তার মিষ্টবাক্য শুনি। হাসিয়া বৈষ্ণব সব করে জয়ধ্বনি ॥
অভিন্ন নারদ যেন শ্রীবাস পণ্ডিত। সেইরূপ সেই বাক্য সেই সে চরিত ॥
যত পতিব্রতাগণ সকল লইয়া। আই দেখে কৃষ্ণসুধারসে মগ্ন হৈয়া ॥
মালিনীরে বলে আই ইনি কি পণ্ডিত। মালিনী বলয়ে শুনি ঐ সুনিশ্চিত ॥
পরম বৈষ্ণবী আই সর্ব্বলোকের মাতা। শ্রীবাসের মূর্ত্তি দেখি হইলা বিস্মিতা ॥
আনন্দে পড়িলা আই হইলা মূর্চ্ছিতা। কোথায় নাহিক ধাতু সবে চমকিতা ॥
সবরে সকল পতিব্রতা নারীগণ। কর্ণমূলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥
সম্বিত পাইয়া আই গোবিন্দ সোঙরে। পতিব্রতাগণে তারে ধরিতে না নারে ॥
এইমত কি বা বাহিরে সর্ব্বজন। যাহা নাহি স্ফুরে সবে করেন ক্রন্দন ॥
গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর। রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইল নির্ভর ॥
আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী আবেশে। বিদর্ভের সুতা হেন আপনাকে বাসে ॥
নয়নের জলে পত্র লিখেন আপনে। পৃথিবী হইল পত্র অঙ্গুলি কলমে ॥
রুক্মিণীর পত্র সপ্ত শ্লোক ভাগবতে। যে আছে পড়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে ॥
শুনহ আসি রহিবে বিদর্ভপুর কাছে। শেষে সর্ব্ব সৈন্য সঙ্গে আসিবে সমাজে ॥
চৈদ্য আদি রাজগণ মথিয়া সকল। হরি মোর লহ বীর্য্য দেখাইয়া বাহুবল ॥

দর্প প্রকাশের প্রভু এই সে সময়। তোমার বনিতা শিশুপালযোগ্য নয় ॥
বিনিবন্ধ যদি মোরে হরিবা যেমনে। তাহার উপায় বলো তোমার চরণে ॥
বিবাহের পূর্ব্ব দিনে কুল ধর্ম্ম আছে। নব-বধূ চলি যায় ভবানীর কাছে ॥
সেই অবসরে প্রভু হরিবে আমারে। না মারিয়া বন্ধু দোষ ক্ষমিবা আমারে ॥
যাহার চরণ ধূলি সর্ব্ব অঙ্গে স্নান। উমাপতি চাহে চাহে যতেক প্রধান ॥
হেন ধূলি প্রসাদ না কর যদি মোরে। মরিব করিয়া ব্রত ঋষিল তোমারে ॥
যত জন্মে পাঙ তোমার অমূল্য চরণ। তাবত মরিব শুন কমল-লোচন ॥
চল চল ব্রাহ্মণ সত্বর কৃষ্ণস্থানে। কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদন ॥
এই মত বলে প্রভু রুক্মিণী আবেশে। সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমে কান্দে হাসে ॥
হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর মন্দিরে। চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি শুনি উচ্চৈঃস্বরে ॥
জাগ জাগ জাগ ডাকে প্রভু হরিদাস। নারদের কাছে নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস ॥
প্রথম প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ। দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর পরবেশ ॥
সুপ্রভা তাহার সখী করি নিজ সঙ্গে। ব্রহ্মানন্দ তাহার বড়াই বুলে রঙ্গে ॥
হাতে নড়ি কাঁখে ডালী নেত পরিধান। ব্রহ্মানন্দ যে হেন বড়াই বিদ্যমান ॥
ডাকি বলে হরিদাস কে সব তোমরা। ব্রহ্মানন্দ বলে যাই মথুরা আমরা ॥
শ্রীবাস বলয়ে দুই কাহার বনিতা। ব্রহ্মানন্দ বলে কেন জিজ্ঞাস বারতা ॥
শ্রীবাস বলয়ে জানিবারে না জুয়ায়। হয় বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায় ॥
গঙ্গাদাস বলে আজি কোথা এড়াইবা। ব্রহ্মানন্দ বলে তুমি স্থান খানি দিবা ॥
গঙ্গাদাস বলে তুমি জিজ্ঞাসিলা বড়। জিজ্ঞাসিয়া কার্য্য নাহি ঝাট তুমি নড় ॥
অদ্বৈত বলয়ে এত বিচারে কি কাজ। মাতৃসম পর নারী কেনে দেহ লাজ ॥
নৃত্য গীতে প্রিয় বড় আমার ঠাকুর। এথায় নাচহ ধন পাইবা প্রচুর ॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম সন্তোষে। নৃত্য করে গদাধর প্রেম পরকাশে ॥
রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর। সময় উচিত গীত গায় অনুচর ॥
গদাধর নৃত্য দেখি আছে কোন জন। বিহ্বল হইয়া নাহি করেন ক্রন্দন ॥
প্রেম নদী বহে গদাধরের নয়নে। পৃথিবী হইলা সিক্ত ধন্য করি মানে ॥
গদাধর হৈল যেন গঙ্গা মূর্ত্তিমতী। সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি ॥
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বার বার। গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার ॥
যে গায় যে দেখে সব ভাসিলেন প্রেমে। চৈতন্য প্রসাদে কেহ বাহ্য নাহি জানে ॥
হরি হরি বলি কান্দে বৈষ্ণব মণ্ডল। সর্ব্বগণে হইল আনন্দ কোলাহল ॥
চৌদিকে শুনিয়ে কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন। গোপিকার বেশে নাচে মাধব নন্দন ॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব প্রভু বিশ্বম্ভর। প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি বেশধর ॥
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইর বেশে। বঙ্ক বঙ্ক করি হাটে প্রেমরসে ভাসে ॥
মণ্ডলী হইয়া সব বৈষ্ণব রহিলা। জয় জয় মহাধ্বনি করিতে লাগিলা ॥
কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর। হেন অলক্ষিত বেশ অতি মনোহর ॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু প্রভুর বড়াই। তার পাছে প্রভু আর কিছু চিহ্ন নাই ॥
অতএব সবে চিনিলেন প্রভু এই। কেহ কেহ লখিতে না পারে প্রভু সেই ॥"
"আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে। হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে ॥"

(মধ্যখণ্ড ১৮ অধ্যায়)

এখানে শ্রীবাস নারদের আবেশে প্রভুর চরণে প্রণাম করিয়া আপনাকে দাস বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন। গদাধর, শ্রীনিবাস, হরিদাস, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি ঐ অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। লোচনদাস বৈষ্ণবগণের তাৎকালিক ভাব ও বেশভূষাদিরও এইরূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—

"সকল বৈষ্ণব মিলি, প্রেমের পসার ডালি
পসারিল অপরূপ হাট ॥
সকল বৈষ্ণবগণে, অতি আনন্দিত মনে,
প্রেমার সাগরে দিল ডুব।
সকল বৈষ্ণব মিলি, আপনে শ্রীগৌরহরি
প্রকাশয়ে সংসারের সুখ ॥
এখনে কহিব শুন, সাবধানে সবজন
গোপিকা-আবেশ-বশ প্রভু।
হৃদয়ে কাঁচলি ধরে, শঙ্খ-কঙ্কণ করে,
দুটী আঁখি রসে ডুবুডুবু ॥
পট্ট সে বসন পরে, নূপুর চরণে ধরে,
মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি।
রূপে ত্রিজগত মোহে, উপমা দিবার কাহে
গোপীবেশে ঠাকুর আপনি ॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে,—একদিন শ্রীবাসগৃহে প্রভু আবেশে বিভোর হইয়া বংশী প্রার্থনা করেন। তাহাতে শ্রীবাস বলিলেন, গোপীগণ বংশী হরিয়া লইয়াছে। এই সূত্রে শ্রীবাসাচার্য্য মহাপ্রভুকে বৃন্দাবনলীলা, বনবিহার, রাসোৎসব প্রভৃতি কৃষ্ণলীলা শুনাইতে বাধ্য হন। তাহা শুনিয়া নিমাই একদিন কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেন।

"তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণী স্বরূপ প্রভু আপনে হইলা ॥" (আদিলীলা)

উক্ত গ্রন্থের মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থানকালে সর্ব্বদাই কীর্ত্তন ও নৃত্যগীতরঙ্গে দিন কাটাইতেন। ভক্তপ্রধান গজপতিরাজ প্রতাপরুদ্রদেবও তাহাতে যোগদান করিতেন।

"এই মত লীলা করে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হৈল প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥
হনুমান বেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া ॥
'কাঁহারে রাবণা !' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী মারিমু সবংশে ॥'
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয় জয়' বলে বারবার ॥
এই মত রাসযাত্রা আর দীপাবলী।
উত্থানদ্বাদশী যাত্রা দেখিল সকলি ॥"

ইহার পরও উৎকলে প্রতাপরুদ্রদেব কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে বিভিন্ন যাত্রাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এই রাসযাত্রা বা নৌকাবিহার-যাত্রার অনুকরণে বর্ত্তমান যাত্রা-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে হিন্দুস্থানবাসীর রামলীলা যেরূপ ভাবে প্রদর্শিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বকালে রাসযাত্রাও ঠিক তদনুরূপভাবেই সম্পাদিত হইত অর্থাৎ এক অঙ্কের অভিনয় এক স্থানে সমাধা করিয়া অন্য স্থানে অপর অঙ্কের অভিনয় প্রদর্শন করা হইত। দর্শকবৃন্দও যাত্রার দলের পশ্চাৎ অনুবর্ত্তন করিত, এইরূপ প্রথায় সেই প্রাচীন রাসযাত্রা এখনও হইয়া থাকে। রাসমঞ্চ, যমুনাবিহার, কালিয়দমন, মানভঞ্জ প্রভৃতি প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন স্থান নিরূপিত হইয়া থাকে। এই নিয়মেই ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নবীন বসুর বিদ্যাসুন্দর নাটক অভিনীত হয়। তৎকালে মালিনীর গৃহ, রাজপ্রাসাদ, সুন্দরের সুড়ঙ্গ, বিদ্যার মন্দির প্রভৃতি স্থান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হইয়াছিল। অনেকে উহাকে বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চীয় আদি-অভিনয় 'First theatrical performance' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন; কিন্তু উহা সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন রাসযাত্রার অনুকরণেই অভিনীত হইয়াছিল।

যদিও আমরা চৈতন্যের সমসাময়িক বা তদভিনীত কোন নাটকের নিদর্শন পাই নাই, তথাপি বলিতে পারি যে, শ্রীচৈতন্যের প্রাণোন্মাদকর কৃষ্ণলীলাগীতির অভিনয় সন্দর্শন করিয়া বা তদ্বিবরণ অবগত হইয়া তৎপরবর্ত্তী বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ নাটক রচনা করিতে মনোযোগী হন। তন্মধ্যে বৈষ্ণবকবি লোচন দাসের (১৫২৩—১৫৮৯ খৃঃ) জগন্নাথ-বল্লভ, যদুনন্দন দাসের (১৬০৭ খৃঃ) রূপগোস্বামিকৃত বিদগ্ধমাধবের বঙ্গানুবাদ (রাধাকৃষ্ণ-লীলাকদম্ব) ও প্রেমদাসের ১৭১২ খৃষ্টাব্দে লৌকিক ভাষাতে অনুদিত চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল গ্রন্থ মূলগ্রন্থের পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদমাত্র। উহা অভিনয়ের কতদূর উপযোগী হইয়াছিল বলা যায় না।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দে বাঙ্গালায় যাত্রার আদর বাড়িতে থাকে। ঐ সময়ে বিক্রমপুর, বর্দ্ধমান, বীরভূম, যশোহর ও নদীয়া জেলার স্থানে স্থানে দুই এক জন যাত্রাওয়ালার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারা এক একটী পালা (নাটকোদ্ধৃত ঘটনাংশ) লইয়া ক্ষুদ্রাকার নাটক রচনা করিয়াছিলেন। উহার বক্তৃতাংশ গদ্যে লিখিত হইত এবং তাহাও অতি অল্প ছিল। উহার অধিকাংশই সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলিকে নাটক না বলিয়া নাটকের ছায়া বলা যাইতে পারে। তৎকালে মহাসমারোহের সহিত ঐ সকল অদ্ভুত নাটক ধনীব্যক্তির গৃহ-প্রাঙ্গণে (আসরে) অভিনীত হইত।

আমরা যতগুলি প্রাচীন যাত্রাওয়ালা অধিকারীর নাম পাইয়াছি, তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন; সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমলীলা কীর্তন করা যে তাঁহাদের অভিপ্রেত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন বৈষ্ণব অধিকারী কৃষ্ণলীলার ভাবাত্মক 'নিমাই-সন্ন্যাস' গাইয়াও সকলকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। প্রারম্ভেই বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণযাত্রার সাধারণ নাম 'কালিয়-দমন' ছিল। অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই যাত্রা শুদ্ধ নামের অর্থে সীমাবদ্ধ ছিল না, মানভঞ্জ, নৌকাবিহার, কংসবধ, প্রভাস প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকার লীলাই এই 'কালিয়-দমন' যাত্রায় অভিনীত হইত। প্রত্যেক যাত্রাভিনয়ের মোহড়া স্বরূপ সর্ব্বাগ্রে "গৌরচন্দ্রী" পাঠ হইত। বৈষ্ণব অধিকারীরা আপনাদের ইষ্টদেব গৌরাঙ্গচন্দ্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করিবার নিমিত্তই অগ্রে গৌরচন্দ্রী গাইতেন, অথবা ইহা হইতে অনুমান করা যায়, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের তিরোধানের পরে যাত্রাসমূহ বর্ত্তমান আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকার যাত্রার দলে রামযাত্রার সময় উঠানের এক কোণে অশোকবনে সীতাকে বসাইয়া রামের অভিনয়, অথবা কৃষ্ণযাত্রার 'মানভঞ্জ' পালায় মানিনী রাধাকে এক স্থানে বসাইয়া কৃষ্ণ-বৃন্দা-সংবাদ উঠানের মধ্যে বা অপর এক পার্শ্বে সমাধা হইতে দেখা গিয়াছে। ঐরূপ স্থলে, সীতা বা রাধার বসিবার জন্ম ফুল ও লতা পাতা দিয়া একটী স্বতন্ত্র মঞ্চনির্ম্মাণ করা হইত। কোন কোন যাত্রায় আঁসরেই স্বতন্ত্রভাবে দুর্গাপূজা পরিচালিত হইয়াছিল।

আধুনিক যাত্রা।

পূর্ব্বকালে নাটমন্দিরেই যাত্রাভিনয় হইত। এখন গৃহপ্রাঙ্গণ, নাটমন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ অথবা বারইয়ারী তলায় বাঁধা আটচালার মধ্যস্থলের মেজের উপর যাত্রা হইয়া থাকে। ঐ স্থান তৎকালে কতকটা 'Amphitheatre'এর মত দেখায়। বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে দৃশ্য-পটাদির অবতারণা করিতে হয় না। [রঙ্গালয় শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

সাবেক কীর্তন, কবি ও পাঁচালী গানের ঢং, রঙ্ ও গীতভাব বর্ত্তমান যাত্রার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বতন যাত্রাসম্প্রদায়ের গীতসমূহে যে সকল সুর সংযোজনা করা হইত, তাহা সম্পূর্ণরূপে কবি-গানেরই অনুরূপ। কবির সখী-সংবাদ-গান অনেকাংশে ইংরাজী অপেরার ন্যায়, তবে তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির গান ভিন্ন ভিন্ন অভিনেতৃদ্বারা গীত না হইয়া বহু লোকদ্বারা এককালে গীত হইয়া থাকে; সেই সঙ্গে উৎকট ঢোলের বাদ্যে কর্ণবধির করিয়া দেয়। কিন্তু এখনকার যাত্রায় কবির ভাবানুর প্রবেশ করিলেও ঢাক ঢুলির ঢোলবাদ্যের সেরূপ কঠোর আড়ম্বর নাই। যাত্রার ঢোল স্বতন্ত্র, কেবল যুদ্ধকালে যাত্রায় জয়ঢাকার বাদ্য হইত।

শ্রীকৃষ্ণযাত্রার প্রাচীন ও প্রধান অধিকারীদিগের মধ্যে পরমানন্দ অধিকারীর নাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বীরভূমে ইহাঁর বাস ছিল। ইহার সমকালবর্ত্তী আর কোন অধিকারীর নাম পাওয়া যায় না। ইনি বঙ্গে খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। তৎপরে শ্রীদাম সুবল অধিকারীর নাম পাওয়া যায়। ইনিও কৃষ্ণলীলাবিষয়ক যাত্রা করিয়া যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। এই কবির সমসাময়িক লোচন অধিকারী 'অক্রূর সংবাদ' ও 'নিমাই-সন্ন্যাস' গাইয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করেন। কথিত আছে, ইনি কলিকাতার বিখ্যাত বনমালী সরকার ও মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে গাইয়া অনেক টাকা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে জিরেটগ্রামবাসী বদন অধিকারীর যাত্রার দল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কলিকাতার অপর পারে গঙ্গাতীরবর্ত্তী শালিখাগ্রামে তাঁহার বাস ছিল। সুপ্রসিদ্ধ গায়ক পরমানন্দের নিকট ইনি গীতশিক্ষা করেন এবং কিছুকাল তাঁহার দলের বালক ছিলেন। কাহারও কাহারও মুখে তাঁহার শ্রীদাম সুবলের দলে কর্ম্মকরার কথা শুনা যায়। বদন ভাববিভোর ও কৃষ্ণপ্রেমরসের প্রকৃত আস্বাদী ছিলেন। দেবলীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার দুই নেত্রে প্রেমধারা বর্ষিত হইতে দেখা গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণলীলা যাত্রাগায়ক গোবিন্দ অধিকারী ইহার দলে এক জন গায়ক ছিলেন।

বদন অধিকারীর যাত্রার পালা দান, মান ও মাথুর লইয়া গঠিত। উহার গীতের রচনাগুলি ইহাঁর স্বহস্ত-প্রসূত। রচনাকুশলতার পরিচয়স্বরূপ নিম্নে দুইটী গীত উদ্ধৃত করা গেল,—

মান।

"এত ক'রে চরণ ধ'রে সাধলেম কথা কইলে না।
হাই! আমার জীবনের জীবন জীবনে মন আইল না॥
সে জীবন বিহনে আমি এ জীবন রাখিব না।
শুন শুন ওগো বৃন্দে মেধ কথা ভুলো না।
চূড়া বাঁশী লহিতে দিবে আজ, প্রবেশিব যমুনা॥"

মাথুর।

"যদি বাঁচাবি রাধার প্রাণ।
সবে মিলে কর্ণে দিয়ে শোনাও কৃষ্ণের নাম।
আমা সখি, বলি শুন, শ্যামবর্ণের ফুল আন।
শ্যামলতার পৌঁছে মালা কর শ্রীঅঙ্গে প্রদান!

ওলো যত সহচরি! করে ধরি বিনয় করি,
আনগে শ্যামকুণ্ডের বারি, রাধার অঙ্গে কর দান ॥"

মধুরকণ্ঠ বদনের মুখে যিনি এই সকল সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই মোহিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর হুগলীর অন্তর্গত জাহাঙ্গীর-পাড়া-কৃষ্ণনগরনিবাসী গোবিন্দ অধিকারী কৃষ্ণযাত্রার প্রাণ-মাতানো গানে সমগ্র বাঙ্গালাদেশকে মাতাইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে তাঁহার একচেটিয়া গাওনা ছিল। উঁহার প্রত্যেক আসরেই তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার রচিত একটী গানের নমুনা উদ্ধৃত করিলাম,—

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা

"ব্রজের কুশল কব কি, নব ভূপতি।
দেখলাম তোর বিরহে মূর্চ্ছাগত শ্রীমতী।
মা যশোদা পিতা নন্দ, কাঁদিয়ে হয়েছে অন্ধ,
বলে দেখা দেরে প্রাণ-গোবিন্দ, কাঁদছে যশোমতী ॥
যমুনা পার হয়ে এলাম, রাই ম'ল রব শুনতে পেলাম,
রাই মলো রাই মলো বোলে কাঁদছে সব যুবতী।
কোকিল কাঁদে তমালডালে, ভ্রমর কাঁদে শতদলে,
গোবিন্দ দাসেতে বলে, (এমন) সুখের ডাকাতি ॥"

এতদ্ভিন্ন কাটোয়াবাসী পীতাম্বর অধিকারী ও বিক্রমপুর-নিবাসী কালাচাঁদ পাল শ্রীকৃষ্ণযাত্রার অবনতি কালে স্ব স্ব রচিত পালা গাইয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। পাতাইহাটের (পাঁটহাট) প্রেমচাঁদ অধিকারী মহীরাবণবধ পালা যাত্রা করিয়া তদ্বিষয়ে অদ্বিতীয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ধরকাটা প্রেমচাঁদ নামে আর একজন সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালার নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা দুইজনেই ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া সাধারণের ধারণা। বাঁকুড়ার অন্তর্গত রামজীবনপুর-নিবাসী আনন্দ অধিকারী ও জয়চন্দ্র অধিকারী রামযাত্রা গাইয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই সকল লব্ধনাম যাত্রার দল ব্যতীত তৎকালে আরও অনেক অপ্রসিদ্ধ দল গঠিত হইয়াছিল। তাহাদের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ অতি চমৎকার 'চণ্ডীযাত্রা' গান করেন। গুরুপ্রসাদের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ব্রজবল্লভ অধিকারী ঐ দল রাখেন, কিন্তু বিশেষ খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই। এই সময়ে ইঁহার সমকালে বর্দ্ধমানের পশ্চিমবাসী লাউসেন বড়াল 'মনসার ভাসান' পালা গাইতেন। বড়াল অধিকারী হরিশ্চন্দ্রের অপেক্ষা মনসার যাত্রাতেই বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। কৃষ্ণযাত্রার অধিকারিগণই দূতী সাজিতেন।

বড়াল অধিকারী পর্য্যন্ত যাত্রার সাজসজ্জা ততদূর মনোরমা ছিল না। তাই তাঁহার হরিশ্চন্দ্রের করুণ-রসগর্ভ পালাটী সাধারণের চিত্তবিনোদন ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান যাত্রাওয়ালাদিগের অথবা অভিনয়কর্ত্তা নাট্যসম্প্রদায়ীদিগের পোষাকাদির যেরূপ পারিপাট্য সম্পাদিত হইয়াছে, পূর্ব্বতন যাত্রাসম্প্রদায়ের সেরূপ ছিল না। তখন কাঁচা পাট ঝুলাইয়া মুনিগোঁসাইএর দাড়ি ও শিকার মত বিনান পাটের দড়ি মাথার জটা হইত। অনেক স্ত্রীবেশধারী সখী ও নটীদিগের দাড়ি ও গোঁফের রেখা দেখা যাইত। কৃষ্ণলীলা অভিনয়কালে বক্তৃতার অংশও স্বল্প থাকিত। এই সকল হাস্যোদ্দীপক চিত্র সম্মুখে উপস্থিত থাকিলেও তৎকালে এক গাওনার জোরেই যাত্রা সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ধর্ম্মরস, কাব্যরস, সঙ্গীতরস এবং নাট্যরস অনুভব করাইয়া অভিনয় কার্য্য-সম্পাদন করিলে যথার্থই দর্শক ও শ্রোতাদিগের নয়ন ও মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বেশপারিপাট্যে ততদূর হয় না; যাত্রার সংগীত ও বাদ্যাদি কার্য্য প্রকৃতরূপ তাল, লয় ও তান মানসহকারে সম্পাদিত হইলে প্রকৃতই শ্রোতার চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া যায়।

বাঙ্গালায় আদি কালিয়-দমন যাত্রায় দান, মান, মাথুর, অক্রুরসংবাদ, উদ্ধবসংবাদ, সুবলসংবাদ প্রভৃতি পালা অভিনীত হইত। উহাতে খোল, করতাল ও বেহালা এবং কতকগুলি সামান্য রকমের সাজগোজই উপকরণ ছিল। সাজের মধ্যে কৃষ্ণের পীতধড়া ও চূড়া এবং যশোমতী, বৃন্দাদি সখী ও গোপবালকগণের পরিধেয় একটা রঙ্গিন্ কাপড়ের ঘেরাটোপ (কতকটা চোগার মত), তাহার সম্মুখের দুই পার্শ্বে পেশওয়াজের ন্যায় জরির পাড় বসান থাকিত। তখনকার কৃষ্ণযাত্রায় গৌরচন্দ্রী-পাঠের পর কৃষ্ণের নৃত্য ও তদন্তে মুনিগোঁসাইর শুভাগমন হইত।

পশ্চিম বঙ্গের ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গও কৃষ্ণযাত্রার অভিনয়ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী যাত্রাওয়ালা কবিগণের বিবরণ সংগৃহীত না হওয়ায় তাহাদের নাম এখানে সন্নিবেশিত হইল না। পরবর্ত্তিকালে যিনি পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রাসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণকমল গোস্বামী। কৃষ্ণকমল প্রকৃত-প্রস্তাবে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন না; কার্য্য ব্যপদেশে ঢাকায় যাইয়া তদ্দেশীয় পরিচয়ে সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণকমলের জন্ম হয়। সাত বৎসর বয়সে তিনি পিতৃসমভিব্যাহারে শ্রীবৃন্দাবনধামে যাইয়া ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। তথা হইতে ছয় বৎসর পরে জন্মভূমি ভাজনঘাটে

(নদীয়ার অন্তর্গত) ফিরিয়া আসিয়া নবদ্বীপের টোলে পাঠ সাঙ্গ করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে তিনি 'নিমাই-সন্ন্যাস' যাত্রা রচনাপূর্ব্বক, তাহার অভিনয়দ্বারা নদীয়া-বাসীকে বিমোহিত করেন। রাজা রামমোহন রায়ের সম্পাদিত সংবাদ-কৌমুদী পাঠে জানা যায় যে, ইহার প্রায় ১০বর্ষ পূর্ব্বে ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় 'কলিরাজার যাত্রা' নাটক অভিনীত হইয়াছিল।

অতঃপর সুকবি কৃষ্ণকমল ঢাকায় আসিয়া 'স্বপ্ন-বিলাস' 'রাই উন্মাদিনী,' 'বিচিত্রবিলাস,' 'ভরতমিলন,' 'সুবলসংবাদ,' 'নন্দবিদায়,' প্রভৃতি গীতাভিনয় প্রকাশ করিয়া সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীকে মোহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে অনুপ্রাসচ্ছটা ও ভাব-ঘটা দৃষ্ট হয়, ভাষা পারিপাট্য ও প্রাঞ্জলতানিবন্ধন উহা সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। [নাটক দেখ।] নিম্নে তাঁহার রচিত একটী গীত প্রদত্ত হইল—

বসন্ত—তেতালা।

ভাইরে সুবল! ভাইরে সুবল!
উপায় কি করি বল?
কেবল রিপুবল, হইল প্রবল,
কানাই বিনে বৃন্দাবনে দুর্ব্বলের আর কি আছে বল?
পুন কি কালিয়দহে, বিষজলে প্রাণ দহে
কিবা দাবানল দহে, দহে বৃন্দাবন সকল।
দেখি আর দিনেক দুদিন, যদি বিধি না দেয় সুদিন
তবে আর কেন দিনের দিন, দিন গুণে দিন কাটাই বিফল॥

কৃষ্ণকমলের 'রাই উন্মাদিনী' ও 'বিচিত্র-বিলাস' পূর্ব্ববঙ্গ-বাসীর বড়ই আদরের জিনিষ। প্রথম যখন বিচিত্র-বিলাস মুদ্রিত হয়, সেই সময় দুই সপ্তাহ মধ্যে দশ হাজার পুস্তক বিক্রয় হইয়াছিল।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী যে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে যাত্রা অভিনয়ে লোক মাতাইতেছিলেন, ঠিক সেই সমকালেই কলিকাতা মহানগরীতে বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি কৃষ্ণ-যাত্রার একচেটিয়া ব্যবসা চালাইয়াছিলেন। বদন বৃদ্ধ বয়সেও স্বহস্তে বেহালা ধরিয়া কৃষ্ণপ্রেমের মাতোয়ারা গানসকল গাহিয়া দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দের গান বাঙ্গালার সর্ব্বত্রেই একটী মোহিনী-শক্তি বিস্তার করিয়াছিল।

কালিয়দমন যাত্রার সমসময়েই কলিকাতা এবং তাহার উত্তর ও দক্ষিণ উপকণ্ঠদ্বয়ে সখের বিদ্যাসুন্দর গাওনায় প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে বরাহনগরের ৺রামজয় মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় সখের বিদ্যাসুন্দরের দল প্রতিষ্ঠা করেন। রামজয় আদালতের ডিক্রী অনুসারে তথাকার মধু মজুমদারের যে বাটী খরিদ করিয়াছিলেন, ঠাকুরদাস বাবু সেই পোড়ো বাটীতেই আখড়া দেন। প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার, নিমাই মিত্র, রাধামোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিখ্যাত অভিনেতৃগণ ঐ দলের পরিচালক ছিলেন। তখন কলিকাতায় মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাব বিস্তৃত না হওয়ায় হস্তলিখিত পুঁথির সাহায্যে পার্ট অভ্যাস করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান বোর্ণিও কোংর পাটের কলের উত্তর কাশী ভট্টাচার্য্যের বাটীতে এবং সুন্দরের অংশ-অভিনেতা রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে মহাসমারোহে অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। ঐ সময়ে ঐ দলের একটী অভিনয় জনাইগ্রামেও হইয়াছিল। জনাই-বাসী প্রাচীনগণ ঐ গাওনার বিশেষ সুখ্যাতি করিতেন।

প্রথমে ঠাকুরদাসের দলে রাধামোহন বাবুই সুন্দরের অংশ অভিনয় করিতেন। পরে তিনি রাজা সাজেন। ঐ সময়ে তাঁহার পুত্র ঈশান বিশ্বা ও কৃষ্ণমোহন মুখোপাধ্যায় সুন্দরের অংশ অভিনয় করেন। নিমাই মিত্র, তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী ভট্টাচার্য্য ও কেবলরাম পাল 'নান্দী' গাইতেন। তৎকালে ইঁহারা সুপ্রসিদ্ধ গায়ক বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিলেন। রামধন মিস্ত্রী ঐ দলে ঢোল বাজাইতেন। তাহার মত ঢুলি তৎকালে ছিল না বলিলেও চলে। রামধন ঠাকুরদাস বাবুর দলে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে কবি গাইতেন। তাহার পিতা বড়মিস্ত্রী কবি-গান-রচনায় বিশেষ প্রসিদ্ধ, শুনা যায়, এক সময়ে হরুঠাকুরের সহিত বড় মিস্ত্রীর গীতদ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত রামধনের মুখে শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, ৺বলরাম গাঙ্গুলী ঐ যাত্রায় সন্ন্যাসীর অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী অনুবাদক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গাঙ্গুলী উক্ত বলরামের পৌত্র।

ঠাকুরদাস বাবুর যাত্রার দল গঠিত হইবার প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার বউবাজারনিবাসী ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় ভদ্রমণ্ডলী দ্বারা সখের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা অভিনীত হয়। ঐ যাত্রার দল বরাহনগরের দলের ন্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয়, ঐ দলের কোন লোকই অদ্যাপি জীবিত নাই।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের গঠিত দলের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দক্ষিণবরাহনগরে তৎকালে আর একটী দল গঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ পীতাম্বর শিরোমণির ভ্রাতা মধুসূদন ভট্টাচার্য্য ঐ দলে মালিনীর অংশ অভিনয় করিতেন। এই যাত্রা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, উত্তরপাড়ার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির

বাটীতে অভিনয়প্রদর্শনকালে, তথাকার কুলকামিনীগণ মোহিত হইয়া পুরস্কারের স্বরূপ পেলা না দিয়া আহ্লাদে পর্দার আড়াল হইতে হাত বাড়াইয়া অভিনেতৃবর্গকে নাক্‌ন্যা প্যারেখিনি প্রদান করিয়াছিল। এই দলে মধুসূদন—মালিনী, রাধানাথ চট্টোপাধ্যায়—নকিব, রামচন্দ্র ভাদুড়ী—বিদ্যা, রূপনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সুন্দর সাজিতেন। ইহাঁরা সকলেই সদ্বংশজাত ছিলেন।

ঠাকুরদাস বাবুর আমল হইতে যে সকল নির্ধন ও নিম্ন বংশোদ্ভব ব্যক্তি অর্থলোভে তাঁহার দলে অভিনেতৃত্ব করিত, ঠাকুরদাস বাবুর মৃত্যুর পর সখের দল ভাঙ্গিয়া গেলে, রামধন সেই সকল নিম্নশ্রেণীর লোক লইয়া একটী পেসাদারীদল সংগঠন করেন। পরে তাহাতে অনেক ভদ্রবংশীয়ও আসিয়া যোগদান করেন। ঐ পেসাদারী দলের নকিব—কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেলুয়া—তারা ধোপা (এই সময় হইতে ভুলুয়ার অভিনয় বন্ধ হয়, কেলুয়া একজন দ্বারীকে লইয়া রঙ্গস্থলে আসিত); রাজবাদিনী—গঙ্গারাম চট্টোপাধ্যায়, সুন্দর—কৃষ্ণবাবু, রাণী—ঈশ্বর, বিদ্যা—রামা শাঁকারী (শাঁকারীপাড়ায় বাস, রামা দেখিতে সুশ্রী ছিল, বক্তৃতাও ভাল করিত; কিন্তু একক গাইতে পারিত না, তাহার গান অপরকে দিয়া গাওয়ান হইত), মালিনী—কাশী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত নিমাই মিত্র, তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও কাশীভট্টাচার্য্য যাত্রার 'পয়ার' কাটাইতেন। পয়ারকাটান ব্যতীত তাহাদের 'দোয়ারকি' করিতে হইত। ঐ সঙ্গে জগন্নাথ দাস, বিশ্বনাথ দাস ও কেবলরাম পাল জুড়ির ছিলেন। এই বিশ্বনাথ তৎকালে একজন সুগায়ক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। লোকে তাহাকে 'বিশ্বনাথ ঢপী' বলিয়া সম্বোধন করিত। পাইকপাড়ার অন্তর্গত বীরপাড়ানিবাসী বিখ্যাত গায়ক কালী মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা ইনি অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ছিলেন। এই সময়েও রামধন ঢোল বাজাইত এবং বাগীপাড়ার নারায়ণ দাস বেহালাদার ছিল। নারায়ণের ন্যায় বেহালা-বাজিয়ে বড় একটা দেখা যায় নাই। বিদ্যাসুন্দর-গাওনায় গোপাল-উড়ের দল যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন রামধন 'ভজহরী' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন।

বরাহ-নগরের এই সখের দলের সমকালে কলিকাতার দক্ষিণেই ভবানীপুরের বেলতলায় শিবুঠাকুরের বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দলের গাওনারও বিশেষ সুখ্যাতি প্রাচীনদিগের মুখে শুনা গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, তাহার কোন বিবরণ সংগৃহীত হইবার উপায় নাই।

ইহার পর বেলতলার প্যারীমোহনের দল বিশেষ দক্ষতার সহিত বিদ্যাসুন্দর পালা গান করে। শুনার রামধন মিস্ত্রী (ঢুলীর) বলেন যে, এই প্যারীমোহনই প্রকৃতপক্ষে নূতন প্রথার যাত্রার দল সংগঠন করেন। রামধনের মুখে শুনা যায়, বরাহনগরের গোপালবাবুর বাটীর নিকটে প্যারী বাস করিত. বেহালা বাজাইয়া সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। একদা ঐরূপে সে গান করিতে করিতে ভবানীপুরে যাইয়া উপস্থিত হয়। তথাকার জনৈক অর্থশালিনী বারবনিতা প্যারীর রূপে ও গানে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, পরে সে ছলে ও কৌশলে প্যারীকে হস্তগত করে। বেশ্যার সংসর্গে আসিয়া প্যারী একটী যাত্রার দল সংগঠন করে। ঐ দলের 'রঙ্‌ ঢঙ্‌' ও সাজসজ্জা প্রাচীনপ্রথার অপেক্ষা অনেকাংশে কেতা দুরস্ত ছিল।

ঐ দল হইতেই প্যারীর অদৃষ্টাকাশ পরিষ্কার হইতে থাকে। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হেতু তাহার ক্রমশঃ আর্থিক স্বচ্ছলতা হইল। সে স্বোপার্জ্জিত ধনে একখানি সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে। অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু প্যারীও সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠে। তখন সে প্যারীমোহন নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হয়।

প্যারীমোহনের দল "বেলতলার দল" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উহারা প্রথমে মনসামঙ্গল ও পরে বিদ্যাসুন্দর অভিনয় করে। প্যারীমোহনের গাওনায় বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। শুনা যায়, একটী আসরে 'বিদ্যাসুন্দর-পালা" গাইবার সময় প্যারীর নিম্নোক্ত গানে ৬ হাজার দর্শক বা শ্রোতাকে মোহিত ও স্তব্ধ করিয়াছিল। দুইটী ছোকরা দ্বারা দোহা-রার গীত হইয়াছিল, তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তখনকার গায়কগণ বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

গীত

"আমি আর যাবনা তোমার সনে, তুমি কত কে দেখে,
পুরুষ দেখ্‌লে অমনি থাক, তার পানেতে চেয়ে।
ঘরে থাকে ঘোম্‌টায় আড়ে, ঘাটে মাঠে বদন বাড়ে,
পুরুষ দেখ্‌লে পড় থাড়ে, কুলের ভয় থাকে না।
নষ্ট মেয়ের দুষ্ট স্বভাব কখন ঘোচে না।"

প্যারী-মোহনের দলে, ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ রামকুমার কাঁসারী কর্ম্ম করিত। রামকুমার তৎকালে সঙ্গীতবিষয়ে একজন বড় 'ওস্তাদ'। তাহার সমকক্ষ বেহালাবাদক তৎকালে কেহ ছিল না। নৃত্য ও গীতবিদ্যা তাহার সম্যক্ আয়ত্তাধীন ছিল। প্রায় ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে রামকুমার স্বতন্ত্র দল করিয়া 'চণ্ডীযাত্রা' ও 'উদ্ধবসংবাদ' পালা অভি-

নয় করেন। ঐ দলের কৈলাস বারুই ও ঈশান ভাটের নাম উল্লেখযোগ্য। এরূপ সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ বালক তৎকালে দেখা যায় নাই।

প্যারীমোহনের যাত্রা তৎকালের কলিকাতাবাসীর এরূপ মন হরণ করিয়াছিল যে, সম্ভ্রান্তবংশীয় অনেক ভদ্র লোকেই যাত্রায় পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। শ্যামবাজারের বিখ্যাত ধনী নবীনচন্দ্র বসু প্যারীমোহনের গাওনা শুনিয়া বহু অর্থ ব্যয়ে তাহার বিদ্যাসুন্দর গীতাভিনয় সখে গাওনা করেন। উহাতে যাত্রার ন্যায় দোয়ার ছিল না বলিয়া অনেকে উহাকে কলিকাতার প্রথম থিয়েটার বলিয়া কল্পনা করেন; কিন্তু উহা যে আমাদের দেশের প্রাচীন যাত্রার অনুকরণে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা আমরা প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

প্রবাদ আছে, কলিকাতা শ্যামবাজারনিবাসী বিখ্যাত ধনী কৃষ্ণমোহন বাবুর পৌত্র ও কালাচাঁদ বসুর পুত্র নবীনচন্দ্র বসু বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৎকালীন কলিকাতার গণ্যমান্য ও গুণী লোক লইয়া এই দল সংগঠন করেন। অনেকের মুখে শুনা যায়, তিনি বজ্রনাদের জন্য ছাদে লোহার গোলা গড়াইতেন, বৃষ্টিপতন শব্দের জন্যও ঐরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে যে যে চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, বাস্তবিকই নবীনচন্দ্র সেই চিত্রসমূহ কার্য্যতঃ সাধারণের নয়ন সমক্ষে সমুপস্থিত করিয়াছিলেন। কালীপ্রতিমা, ভূত (ghost) সন্ন্যাসী, বজ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রকৃত চিত্রসমূহ তিনি প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনিই প্রথমে স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় করার পদ্ধতি প্রচলন করিয়া যান। কলিকাতার তখনকার বিখ্যাত বারবনিতা পদ্ম-নাম্নী কোন রমণী মালিনীর অংশ এবং জানি-বাঈ (বাঙ্গালীর ঔরসে হিন্দুস্থানীয় বাইর গর্ভজাতা) বিদ্যা এবং বউ-হরো মেথরাণীর অংশ অভিনয় করিয়াছিল; ইহারা তৎকালে শ্রেষ্ঠ গায়িকা বলিয়া পরিচিত ছিল। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বেশ্যা স্ত্রীলোকের অংশ অভিনয় করিয়াছিল। পুরুষের মধ্যে বাঙ্গালায় সুপ্রসিদ্ধ কবি নিধুবাবু—কেলুয়া, রাজা বৈদ্যনাথ ভুলুয়া ও বরাহনগরনিবাসী শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরের অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বাগ্‌বাজারের তখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই ঐ দলে যোগদান করিয়াছিলেন। এই অভিনয় করিয়াই নবীনবাবু সর্ব্বস্বান্ত হন।

ইহার পর, আর একটী মেয়েযাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ দল রাজা বৈদ্যনাথের রক্ষিতা কোন বারবিলাসিনীর দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। কলিকাতার তখনকার বাছা বাছা সঙ্গীতনিপুণ বেশ্যাদ্বারা-পরিচালিত ঐ দলে বিদ্যাসুন্দর-পালা গীত হইয়াছিল। তৎকালে এই দলেরও বেশ সুখ্যাতি বাড়িয়া ছিল, কিন্তু ২।৩ আসর গাওনার পর ব্যয়বাহুল্যহেতু ঐ দল উঠিয়া যায়। বিদ্যাসুন্দরের আদিরসাশ্রিত প্রীতিপ্রদ গীতিস্রোতে যখন কলিকাতা, এমন কি সমগ্র বঙ্গবাসী একরূপ মজিয়া উঠিয়াছিল, তখন সকরুণ বক্তৃতায় ও সুমধুর কৃষ্ণপ্রেমগানে সমস্ত বঙ্গদেশকে মাতাইয়া বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার আসরে প্রতিপত্তি বিস্তার করিতেছিলেন।

নবীনবসুর দলে দক্ষিণবরাহনগরবাসী মধুসূদন ভট্টাচার্য্য ছিলেন। তিনিই নবীন বাবুর "বিদ্যাসুন্দর" সাট লইয়া আসিয়া সুখ্যাতির সহিত বরাহনগরে যাত্রাগান করেন। ঐ দলে পোড়াজোড়ার নন্দাযুগী মালিনী সাজিত। নন্দার নাচ ও গান তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল।

দক্ষিণ-বরাহনগরের যাত্রার খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া উত্তরবরাহনগরের সৌখীন্ লোকে বহু অর্থব্যয়ে নানা গুণী-লোক একত্র সমবেত করিয়া একটী যাত্রার দল গঠন করেন। পূর্ব্বোক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে এই দলের প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। এই সখের দল ভাঙ্গিয়া গেলে রামধন মিস্ত্রী তাহার অভিনেতৃবর্গকে লইয়া স্বয়ং দল চালান। তখন ঐ দলে কাশীমুখোপাধ্যায়—রাজা, গুণমণি-পাল—সুন্দর এবং হরিদাস (ছিটেতাঁতি) বিদ্যার অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। যাত্রাকালে তাঁহাদের গুণপনা বিশেষ প্রশংসনীয়। তখন যাত্রার দলে 'সঙ্' সাজাইয়া বাহির করিবার প্রথা ছিল। এই দলে সিধু চাসাধোপা, শিবু ও ঠাকুর যোগী (দক্ষিণেশ্বরে বাটী) সঙ্ সাজিয়া সাধারণের চিত্তে অপরিসীম আনন্দ দান করিয়াছিল। যোগীভ্রাতৃদ্বয় পরে স্বতন্ত্র দল সংগঠন করেন।

রামধনের সমকালে গোপালচন্দ্র দাস নামক জনৈক কটকী (উৎকলদেশীয়) কায়স্থ কলিকাতার চাঁপাতলায় থাকিয়া নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তিনিও খেয়ালে পড়িয়া সখের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল গঠন করেন। প্রতিযোগী দলের সমকক্ষ হইবার জন্য ঐ দলের গাওনায় পারিপাট্য তাঁহাকে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। কাশীনাথ ওরফে কেলে চাসাধোপা তাঁহার দলে আসিয়া যোগ দেন। কেলের মত সুগায়ক ও নর্ত্তক তৎকালে আর কেহই ছিল না। অনেক যাত্রা, অপেরা ও নব্য থিয়েটারের লোকে এবং খেম্‌টা-ওয়ালী অসংখ্য বেশ্যা কেলের নিকট খেম্‌টা নাচ শিক্ষা করিয়া-ছিল। গোপালের দলও প্রথমে চন্দননগরে ছিল।

যখন বাঙ্গালায় সখের ও পেসাদার-যাত্রার বিশেষ প্রাদুর্ভাব, তখন চন্দননগর (ফরাসডাঙ্গা) পেসাদারী যাত্রার কেন্দ্রস্থল হইয়া পড়িয়াছিল। শুনা যায়, চন্দননগর বা চুঁচুড়ানিবাসী অনেক সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সময়ে নৃত্য-গীতের আলোচনায় নিযুক্ত হইয়া 'খেমটা ঢঙের' নৃত্য উদ্ভাবন করেন। মদন মাষ্টার প্রভৃতি গুণী লোকও চন্দননগরের সঙ্গীতালোচনায় সহযোগিতা করিয়া যাত্রার গান, সুর, তাল প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর উৎকর্ষ-সাধন করিয়াছিলেন। তৎপরে পানিহাটীনিবাসী মোহন মুখোপাধ্যায় ঐ নাচ শিক্ষা করিয়া কলিকাতার নাচওয়ালী মহলে শিক্ষা দিতেন। খেমটা নাচে মোহন বাবু অদ্বিতীয় ছিলেন। সুরের লয় বিপর্য্যয়ের সঙ্গে নূতন ঢঙের খেমটা-নৃত্যে মোহনবাবু বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার পরে কেশে ঐ নাচ অভ্যাস করিয়া গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর-যাত্রায় প্রবর্ত্তিত করেন। কেশে গোপালের দলে মালিনী সাজিত। কেশের মত নৃত্য-গীতপটু মালিনী যাত্রার দলে আর দেখা যায় নাই।

গোপাল সখের দল চালাইতে অসমর্থ হইয়া, অগত্যা ব্যবসার সঙ্গে পেসাদারীরূপে যাত্রা চালাইতে মনস্থ করেন। তদবধি গোপাল উড়ের দল পেসাদার হয়। ভুলো বৈষ্ণব ওরফে ভোলানাথ পরে মালিনী এবং উমেশ মিত্র সুন্দর সাজিয়া গোপালের দলের খ্যাতি বিস্তার করিয়াছিল।

ঠিক এই সময়ে কলিকাতার হাড়কাটা-গলিনিবাসী স্বরূপ দত্ত কর্ত্তৃক একটী সখের যাত্রার দল স্থাপনের কথা শুনা যায়, ইনিও বিদ্যাসুন্দর পালা গাইতেন। স্বয়ং দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বরূপের গানের প্রশংসা করিতেন। স্বরূপ দত্ত বৌবাজারের বাটী ছাড়িয়া বিডন ষ্ট্রীটের যেখানে বেথুন কলেজের মেস্ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেইখানে বাটী নির্ম্মাণ করেন। বিডন ষ্ট্রীট হইবার কালে ঐ বাটী নষ্ট হওয়ায় রাস্তার উত্তর ধারে পুনরায় বাটী নির্ম্মাণ করেন।

কোন কোন লোকের মুখে শুনা যায়, সুপ্রসিদ্ধ 'বিদ্যাসুন্দর-পালা'-গায়ক গোপালচন্দ্র দাস উড়ে, কলিকাতানিবাসী ৺ বীরনৃসিংহ মল্লিকের ভৃত্য ছিল। এই বীরনৃসিংহ বাবু বহু অর্থব্যয়ে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল সংগঠন করেন। বিষুস্তলনিবাসী ভৈরবচন্দ্র হালদার ঐ পালা ও গান রচনা করিয়াছিলেন। বীরুবাবু একখানি বাড়ী (বর্ত্তমান Spence's Hotel) বেচিয়া লক্ষাধিক টাকা পান। ঐ অর্থে যাত্রা চলে। তিন আসর মাত্র গাওনা হইয়াছিল।

গোপাল প্রভুর কোন প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া পুরস্কার-প্রার্থী হইলে, তাহার ইচ্ছামতে বীরু বাবু তাহাকে বিদ্যাসুন্দর পালাটী ছাড়িয়া দেন এবং পুনরায় দল-গঠনের জন্য এক সহস্র টাকাও দান করেন। গোপালের হস্তে আসিবার পর ঐ দল পেসাদার হইয়া পড়ে।

গোপাল যাত্রার দলের অধিকারী হইয়া স্বীয় প্রভুর পালাই বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতে থাকে। প্রবাদ, প্রভুর অভিনেতৃদলের পালা অভ্যাসকালে সে উক্ত সঙ্গীতাদিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। উত্তরকালে গোপাল লোকের মনোরঞ্জনার্থ সেই প্রাচীন গীতগুলির সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করে। গোপাল উড়ের রচনা বলিয়া যাহা এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে আদৃত, নিম্নে তাহার দুইটী মাত্র নমুনা দেওয়া গেল। ইহার দ্বারা ভৈরব বাবুর কবিত্ব-শক্তির ও রচনাপারিপাট্যের আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

কালেংড়া—কাওয়ালী।

"মিষ্টভাষী দৃষ্টি হাসি অবিশ্বাসী নারী।
সোহাগের সামগ্রী বটে বিচ্ছেদের কাটারী॥
নারীর বুদ্ধি পাওয়া ভার, উদ্ধত ত্রিসংসার,
নারীর পদতলে পড়ে আছেন ত্রিপুরারি;
মান ভাঙ্গলেন ভগবান্ নারীর পায় ধরি;
নারীর জন্য কীচক মলো, রাবণ নির্ব্বংশ হলো,
আমি কি তা বুঝবো বলো, নারীর ছল চাতুরী॥"

কালেংড়া—কাওয়ালী।

"যা থাকে কপালে মাসী কাশী যাই চলে।
ত্যজবো বসন মাখবো ভস্ম ব্যোম কেদার বলে॥
বিদ্যার লাগি বিরাগী, গৃহধর্ম্মত্যাগী
অবশেষে সাজবো যোগী, ছাড়বো না প্রাণ গেলে॥"

গোপাল উড়ের মৃত্যুর পর ভোলানাথ দাস ওরফে ভুলো ও উমেশ মিত্র ঐ পালা লইয়া দুইটী স্বতন্ত্র দল করে। পরে উমেশের দল ভাঙ্গিয়া যায়।

গোপাল উড়ের সমসময়ে এবং নবীন বাবুর বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের অব্যবহিত পরেই, কলিকাতার বিখ্যাত ধনী গুরুচরণ সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনাথ সেন একটী সখের বিদ্যাসুন্দরের দল গঠন করেন। ঐ দলে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মোহনচাঁদ বসু ও গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। মোহনচাঁদ বসু প্রায় সকল গানেরই সুর দিয়াছিলেন। বাঙ্গালার স্বভাব-কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় গান বাঁধিতেন।

এই সময়ে ধনেখালির নিকটবর্ত্তী যোসোগ্রামে একটী সখের দল হয়। ঐ দলেও বিদ্যাসুন্দর পালা গাওয়া হইত। জনৈক নিরক্ষর বাগদী ঐ নাটের গান বাঁধিয়া দেয়। গানের বাঁধন অতি চমৎকার। নিম্নে দুইটী গান উদ্ধৃত হইল।

১ গীত।

"শুনি অন্যায় রণের কথা, এক মুখে যা বল্‌বো কত।
উমার হল পবিত্রতা, মদন হল অভিভূত॥
মদনে দিয়েছে দেখা, উমার শোকের রেখা,
ইথে কি কুল যায় গো রাখা, কুলবতীর কুল হত॥"

২ গীত।

"সুন্দর প'ড়েছেন ধরা শুনেছ কি ও ঠাকুরঝি।
সোণার অঙ্গে বাঁধছে দড়ি, হাতে দড়ি, বাকি আর কি!
(আমরা) যে অঙ্গে মাখাতেম চন্দন, সেই অঙ্গে করেছে বন্ধন,
সাথে সে ভূপতি-নন্দন, প্রকাশে না কমল আঁখি॥"

চুট্‌কি সুরে গাঁথা এই সকল আদিরসাত্মক শ্রুতিমধুর গীতে একদিন বঙ্গবাসীমাত্রেই বিমুগ্ধ হইয়াছিল। তাই এক সময়ে বাঙ্গালার প্রতিপল্লীতে বিদ্যাসুন্দরের প্রীতিপ্রদ গীত সমূহ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। তৎকালে ছোট বড় ধনী নির্ধন সকল শ্রেণীর লোকেই বিদ্যাসুন্দর গাইয়া আপনাপন প্রাণের সাধ মিটাইয়া নিয়াছিল। এই সময়ে গোপালের প্রতিযোগিরূপে বরাহনগর-দলের ঠাকুরো দুলী ও শিবে দুলী দণ্ডায়মান হয়। দক্ষিণেশ্বরের উত্তর আড়িয়াদহ গ্রামে এই ব্রাহ্মণদের বাস ছিল। তাহারাও বিদ্যাসুন্দর গাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

ঠাকুরো দুলীর অব্যবহিত পরেই গোবিন্দ দুলীর নাম পাওয়া যায়। তাহার নবকুলের পালা শুনিয়া সাধারণে কারুণ্যরসে আপ্লুত হইয়াছিল।

ঠাকুরো দুলীর দল উঠিয়া গেলে পর, কৈলাসচন্দ্র বারুই (কৈলেসে বারুই নামে খ্যাত) সেই সকল লোক লইয়া সেই সময়ে একটী দল সংগঠন করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বলড়া গ্রামে কৈলাসের বাস ছিল, তিনি সেই সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ যাত্রাদলের অধিকারী ছিলেন। কৈলাস কবি গাইয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। তিনি ও তাঁহার সহযোগী শ্যামলাল মুখোপাধ্যায় উভয় কবিই গোপাল উড়ের চেলাগিরি করিয়াছিলেন। চুটকি রাগিণী মিশাইয়া স্বভাব বর্ণনা করায় কৈলাসের বেশ হাতযশ ছিল। "গা তোলরে নিশা অবসান প্রায়। বাঁশবনে ডাকে কাক, মালী কাটে কপিশাক, গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাজার।" তাঁহার এই ধরণের চুটকি সুরগুলি এতই উপাদেয় হইয়াছিল যে, লোকে আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করিত।

কৈলাসের বিদ্যাসুন্দর-পালা তাঁহাকে জনসমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন করিয়াছে। ঐ নাটখানি ঠাকুরদাস কবির রচিত নব বিদ্যাসুন্দর। গোপাল উড়ের অন্যতম কর্ম্মচারী প্রেমনাথ দাসের জোর পাওনার সহিত প্রতিযোগিতায় কৈলাস বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কৈলাসের প্রতিষ্ঠিত দলের গাওনার সহিত অনেকদিন ধরিয়া গোপালের যাত্রার দলেরও 'টক্কর' (প্রতিদ্বন্দ্বিতা) চলিয়াছিল।

গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালা গাওনার প্রসিদ্ধি ও আদর দেখিয়া খ্যাঁটরা (পরে বাগবাজার) নিবাসী কবি ঠাকুরদাস দত্ত বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তদনুসারে তিনি নব 'বিদ্যাসুন্দর' পালা রচনা করিয়া নিজের সখের যাত্রার দলে গাওয়ান। খ্যাঁটরানিবাসী উমাচরণ মুখোপাধ্যায় এ দলে মালিনী সাজিতেন। ঐ দল দুই তিন বৎসর মাত্র স্থায়ী হয়। অনন্তর কবি স্বরচিত 'লক্ষ্মণবর্জ্জন' ও অন্যান্য পালা গান।

ইহার দুই তিন বর্ষ পরে গণার ভট্টাচার্য্য-অধিকারিদিগের বাটে একটি সখের দল প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠাকুরদাস বাবু ঐ দলের জন্য আর একখানি স্বতন্ত্র বিদ্যাসুন্দর পালা রচনা করিয়া দেন। ৺কৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতেই উহার প্রথম আসর গাওনা হয়। খ্যাঁটরানিবাসী বৈকুণ্ঠ দত্ত ঐ দলে মালিনী সাজিয়াছিলেন।

ইহার পর টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার মুন্সী ৺বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের আগ্রহে তথায় একটি সখের দল স্থাপিত হয়। অনুরুদ্ধ হইয়া ঠাকুরদাস বাবু সাট বাঁধিতে টাকী গমন করেন। উক্ত মুন্সী মহাশয়ের প্রার্থনামতে, পূর্ব্বকথিত ৺বীরনৃসিংহ মল্লিকের সাটের বাঁধনদার কৈরব হালদারের রচিত গ্রন্থের অশ্লীলতা বর্জ্জন করিয়া, নিজ ও পরের রচনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সম্পূর্ণরূপে নূতনভাবে তিনি একখানি বিদ্যাসুন্দরের পালা রচনা করিতে বাধ্য হন। প্রথম তিন আসর গাওনায় জন্য মুন্সীবাবুদিগের প্রায় আঠার হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত গায়ক কুঁচিল মিত্র ও বেলুড়ের যদুঘোষ ঐ দলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন।

টাকীর দলের সমকালে হাবড়া জেলার অন্তর্গত কোণার জমিদার দীননাথ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত একটী সখেরদলের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। ঐ দলের অভিনীত "হরিশ্চন্দ্রের পালা" কবি ঠাকুরদাস কর্ত্তৃক রচিত হয়। ঐ দল যতদিন ছিল, ততদিন তাহারা হরিশ্চন্দ্রের পালাই গাইয়া গিয়াছে।

ইহাদের সমকালে অর্থাৎ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে পটলডাঙ্গা-নিবাসী নীলকমল সিংহ নামা জনৈক ব্যক্তি 'অন্নদামঙ্গল' পালা অভিনয় করেন। তাঁহার যাত্রার করুণ-রসের অভিনয় শুনিয়া হিম পাষাণেও অনুভূতি হয় না। এই দল ভাঙ্গিয়া

নারায়ণ দাসের দল গঠিত হয়। নারায়ণ প্রথমে নীলকমলের দলে চাকরি করিতেন। তাঁহার রচিত 'শুম্ভনিশুম্ভ বধ' যাত্রাভিনয় বড়ই সুন্দর হইয়াছিল। ইহাতেই নারায়ণ লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

নারায়ণ প্রথমে প্রহ্লাদচরিত্র গান করেন, রাবণবধযাত্রায় তিনি আসরে শ্রীদুর্গা প্রতিমা আনিয়াছিলেন। নারায়ণের পর নিমাই দাস ঐ দল চালান।

দুগো ঘড়েলের (দুর্গাচরণ ঘড়িয়াল) যাত্রার দল নীলকমলের অব্যবহিত পরেই সমধিক খ্যাতিলাভ করে। ইনি দত্তবংশীয় কায়স্থ সন্তান, 'নলদময়ন্তী' 'কলঙ্কভঞ্জন,' ও 'শ্রীমন্তের মশান, নামক তিনখানি পালাই ইনি গাইয়া গিয়াছেন। দুর্গাচরণের দলে বয়োবৃদ্ধ দোয়ারের পরিবর্ত্তে, সুমধুরকণ্ঠ বালক দোয়ারের বিলক্ষণ প্রসার হইয়াছিল। ঐ বালকগণের আদব কায়দা প্রশংসার বিষয় ছিল। দুইজন করিয়া চারিদিকে আট জন বালক দাঁড়াইয়া যখন সমস্বরে তাল মান সহকারে গান ধরিত, তখন শ্রোতার কর্ণ কোমল মধুর নিক্কণে ঝঙ্কারিত বোধ হইত।

তৎকালের ঐ দলস্থ সুকণ্ঠ ছোকরা গায়কদিগের মধ্যে লোকনাথ দাস ও কালীনাথ হালদার নামক দুইজন বালকের নামই উল্লেখযোগ্য। তাহারাই উত্তরকালে দুইটী স্বতন্ত্র যাত্রার দলের অধিকারী হইয়াছিল। দুগো ঘড়েলের মৃত্যুর পর, লোকনাথ দাস ওরফে লোকাধোপা (ইনি চাসাধোপা জাতীয়, কলিকাতা বেণেপুকুরে বাস) আজীবন ঐ তিন পালা গাইয়া আসেন। একাদিক্রমে ৪০।৪২ বৎসর যাত্রা গাইয়া তিনি লক্ষপতি হইয়াছেন। লোকনাথের গাওনা এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, ৫।৬ ক্রোশ দূর হইতে লোকে তাহার গীত শুনিতে আসিত।

কালীনাথ হালদারের দলও ঐ সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। তিনিও ঐ তিন পালা ব্যতীত 'রাবণবধ' নামে আর একটী পালা গাইয়া যশোপার্জ্জন করেন। এই রাবণবধ-পালাও কবি ঠাকুরদাস দত্তের রচিত।

নিম্নে শ্রীমন্তের মশান পালা হইতে একটী গান উদ্ধৃত করা গেল। সুগায়ক লোকনাথ শ্রীমন্ত সাজিয়া যখন ঐ গান গাইতেন, তখন লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইত।

বিভাষ—আড়াঠেকা।

"করুণা কুরুষে করুণা।
করুণা দানে করুণা কৃপণতা ক'রনা।
যাত্রা ক'রেম দুর্গা বলে, সুযাত্রায় কু-যাত্রা কলে,
তবে তোমার দুর্গা বলে, কেউ আর তারা ডাক্‌বে না।
বেদাগমে এই শুনি, দুর্গে দুর্গতিনাশিনী,
ও মা! সিংহলে সিংহবাহিনী, ঘুচাও দাসের যন্ত্রণা।
কালীদহে কালজলে, কমলে-কামিনী হ'লে
নানারূপ দেখাইলে, ক'রে কত ছলনা;
দ্বিজ কিশোর তোমার পুত্র, পুত্র বৈ নয় মা শত্রু
ঘুচাও পুত্রের কর্ম্মসূত্র, লোকে যেন হাসে না॥"

নীলকমল সিংহের গাওনা পর্য্যন্ত যাত্রার 'রঙ্গ ঢঙ্গ' প্রায় একরূপ ছিল। তখন বেশভূষায় বিশেষ পারিপাট্য ছিল না। রাজার পরিচ্ছদ—ঢিলা পায়জামা, চাপকান, কোমরবন্ধ বা কোমরপেটী ও মাথায় পাগড়ী। কখন কখন মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ী বাঁধিয়াও রাজা আসরে নামিতেন। রাজপুত্রেরাও ঢিলা পায়জামা, চাপকান ও মাথায় জরির টুপি দিয়া বাহির হইত। চেলি বা ঢাকাই সাটী রাণী অথবা রাজকন্যাগণের পরিধেয় ছিল। ঐ সকল পরিচ্ছদ বা অলঙ্কারাদি তাহারা প্রায় বাড়ীওয়ালার নিকট হইতে চাহিয়া লইত। যাত্রাভঙ্গের পর ঐ সমুদায় গৃহস্থকে ফিরাইয়া দিয়া যাইত। গোবিন্দ অধিকারী নিজের বাটীর স্ত্রীর অলঙ্কার পরাইয়া কৃষ্ণযাত্রা গাইয়া গিয়াছেন। এই সময়ে যে সকল সখের যাত্রা হইয়াছিল, তাহারা প্রায় স্ব স্ব অধ্যক্ষের, অথবা পৃষ্ঠপোষকের, কিংবা গৃহস্থের নিকট হইতে বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার, মৌক্তিকমালা ও পরিচ্ছদাদি লইয়া আসরে নামিতেন।

পূর্ব্বপদ্ধতি অনুসারে যে সকল কালিয়দমনযাত্রা তৎকালে প্রচলিত ছিল, তাহাতে নর্ত্তকেরা যেরূপ নৃত্য সম্পাদিত হইত, তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালার নৃত্য-প্রণালী হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র ছিল। তখনকার দূতী কি রাধিকা, বিন্দা কি মালিনীর ন্যায় খেমটা নাচিয়া আসর অপবিত্র করেন নাই। গোপাল-উড়ের "কেশেমালিনী" হইতেই সম্ভবতঃ যাত্রায় খেমটা নাচের প্রচলন হইয়া থাকিবে।

যখন সমগ্র বাঙ্গালায় বিদ্যাসুন্দরের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন হইতেই বঙ্গবাসী খেমটা নাচের পক্ষপাতী হইতে আরম্ভ করে; সুতরাং সেই সময়ে এরূপ নৃত্যের উপযোগী সুরোদ্ভাবনও আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। পরমানন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি কৃষ্ণযাত্রায় পালাগায়কগণ পূর্ব্বে যে কবি-ভাঙ্গাই ও পূর্ণকীর্ত্তনাঙ্গ সুরে গান গাইতেন—যে গানের সুর শুনিলে প্রাণ মোহিত ও অবশ হইয়া যাইত, এক্ষণে আর সে সুর নাই। এক্ষণে বাঙ্গালায় নৃত্যরুচির অনুসারে সুরও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—প্রকৃত রাগ রাগিণী বিসর্জ্জিত এবং মিশ্রসুর (অংলা) সমাদৃত হইতেছে।

পুরাতন পদ্ধতি বিসর্জ্জন দিয়া, রুচি-বিপর্য্যয়ে নূতন পদ্ধতির অনুসরণ করা হইতেই যাত্রা-সম্প্রদায়ে একটা সংস্কার-যুগের (age of reformation) প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। এই সংস্কারবিধানে সুর, নাচ, গান, ভাষা, ভাব ও বেশভূষাদির সম্যক্ পরিবর্ত্তন ঘটে এবং গান-সংগীতেরও নানারূপ পারিপাট্য ও সংস্কার সংসাধিত হয়। বলা বাহুল্য, এ সময়ে দেশীয় লোকের রুচি অনুসারে সকল দিকেই নব্যতার কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেকার ভাষা ও ভাবের পরিবর্ত্তন হেতু অভিনেতৃবর্গের কথাবার্ত্তা অনেকাংশে পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু আদিরসঘটিত অশ্লীলতাসূচক সংগীত রচনায় প্রভাব আদৌ পরিবর্জ্জিত হয় নাই; বরং তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কৈলেস বারুইএর স্বভাব-সংগীত রচনা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এতদ্ভিন্ন এই সময়কার যাত্রার দলে, উন্নত-রুচির মধ্যে আর একটা অসদ্ভাব আসিয়া সমুপস্থিত হয়। সুর, তাল, লয়, মান, বেশবিন্যাস, কথাবার্ত্তা, অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি অরুচিকর না হইলেও এক নৃত্যের ব্যাপারে যাত্রার সমস্ত শোভাই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কি মেহতর, কি ভিস্তি, কি মালিনী, কি বিন্দা সকলেই নৃত্যদ্বারা দর্শকমণ্ডলীর তৃপ্তিসাধন করিতে প্রয়াস পাইত। যাত্রায় কৃষ্ণের নৃত্য, রাধার নৃত্য, রাবণের নৃত্য, সীতার নৃত্য, কৈকেয়ীর নৃত্য প্রভৃতি অরুচিকর ও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত এবং অসদ্ভাবজনক ব্যাপারের অবতারণা বড়ই খেদকর। রাধা, সীতা প্রভৃতি যেযোগ্য কুলবধূর, বিদ্যার ন্যায় সম্রান্ত বংশীয় রাজকন্যার এবং মালিনীর ন্যায় বৃদ্ধা ফুলওয়ালীর পক্ষে এরূপ নৃত্য যে কিরূপ বিভৎস রসের ব্যঞ্জক, তাহা সহজে অনুমান করা যায় না।

যাত্রার এই নৈতিক-সংস্কার-যুগে সংস্কারের প্রবর্ত্তক রূপে মদন মাষ্টারের যাত্রাদলের অভ্যুদয় হয়। মদনবাবু প্রথমে হুগলী কলেজে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরে কপালদোষে কুচক্রে পড়িয়া সখের যাত্রার দল-সংগঠন করেন। তিনি বিশেষ পারদর্শিতার সহিত ও সুকৌশলে এই সখের দল বহুদিন ধরিয়া চালান। এ সময়ে তিনি অনেকগুলি যাত্রার পালা গান করেন। সখের দল চালাইবার ব্যয় সঙ্কুলানে অসমর্থ হইয়া তিনি এ দল পেশাদারী করিতে বাধ্য হন। তিনি মাষ্টারী করিতেন বলিয়া সকলে তাহাকে মদন মাষ্টার বলিয়া ডাকিত। আরও বিশেষ এই যে, তিনিই যাত্রার দলের অধিকারী ছিলেন; সুতরাং তাহার অভিনয় কার্য্যে শিক্ষকতা ও বক্তৃতা দেখিয়া লোকে তাঁহার মাষ্টারী খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। যাত্রাওয়ালাগণ ও অন্যান্য লোকে তাঁহার গুরুপণা দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ খাতির করিত। এই কারণে মদন মাষ্টারের দলকে লোকে বিশেষ আদর করিত। গাওনা এবং সাজসরঞ্জমের পারিপাট্যও ইহার অন্যতম কারণ।

মদন বাবুর যাত্রার প্রথম পেশাদারী আসর গাওনা আড়িয়াদহের ৺তারিণী গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাটীতে হইয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি যাত্রার পারিশ্রমিক স্বরূপ কোনরূপ বায়না ধার্য্য করেন নাই। কেবল মাত্র 'ভ' খরচ বাবদ ৫০৲ টাকা ধরিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর গিল্ ল্লেণ্ডার্স কোম্পানীর মুৎসুদ্দী মহেশ দাসের কলিকাতার বাটীতে (এখন ঠন্‌ঠনিয়ার দিগম্বর মিত্রের বাটী) তিনি দ্বিতীয় আসর গান করেন।

মদনবাবু সর্ব্ব প্রথমে যাত্রার দলে জুড়ীর গাওনা প্রবর্ত্তন করেন। জুড়ির গানের সুর কবিতাদাই ও কোমলকণ্ঠ বালকদিগের গান কীর্ত্তনাঙ্গ ছিল। তিনি প্রথমে 'দক্ষযজ্ঞ' ও পরে 'মদনভস্ম' 'ধ্রুবচরিত্র' প্রভৃতি পালা গান করেন। এই সময়ে তাহার দলে বহুতর গুণীলোক আসিয়া জোটে। বিখ্যাত বাজনদার মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার দলে ঢোল বাজাইতেন। পরে মহেশ বাবু একটি স্বতন্ত্র দল করিয়া ঐ নাটের দক্ষযজ্ঞ পালা গান করেন।

পরমানন্দ হইতে মদনমাষ্টারের পূর্ব্ববর্ত্তী যাত্রাওয়ালাগণ যার যার গাওনা, তার তার মুখ দিয়া সেই গান গাওয়াইয়া লইতেন। যাত্রার সুরতরঙ্গ অব্যাহত রাখিবার জন্য তৎকালে দোয়ারের ব্যবস্থা ছিল। মধুরকণ্ঠ বালকগণের সমবেত গীত জুড়ির কার্য্য করিত। এখন যেমন যাত্রায় বক্তৃতাভিনয় সমাধা হইবার মাত্রই জুড়িরা ও বালকেরা বাঘের ন্যায় একত্র চিৎকার করিয়া সুরতরঙ্গ সমুত্থান করে; তখন জুড়ির দ্বারা সেরূপভাবে গান গাওয়াইবার নিয়ম ছিল না; সুতরাং তৎকালে সংগীতজ্ঞ ছোক্‌রারই অধিক দরকার হইত। সঙ্গীতশাস্ত্রে অধিকার ছিল বলিয়াই তখনকার যাত্রার দলের এক এক জন কর্ম্মচারী নূতন দল সংগঠন করিয়া স্বয়ং অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লোকনাথ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মদনমাষ্টার কর্ত্তৃক 'জুড়ির দ্বারা গানপ্রথা' প্রবর্ত্তিত হইলেও, তিনি যাত্রার মিষ্টত্বের অপলাপ করেন নাই। তখনও যার গান তাহারই গাইবার নিয়ম ছিল। কেবল মূল রাগরাগিণী গাওয়াইবার জন্যই তিনি কতকগুলি সুগায়ক লইয়া জুড়ির দলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কারণ তখন অন্যান্য আসরে চুটকি ঢঙের সুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। মদন বাবু পুরুষের গান বয়োবৃদ্ধ জুড়ির মুখে এবং স্ত্রীলোকের গান কিশ-

গুলি বালকদিগের দ্বারা গাওয়াইতেন। মতিলাল রায় প্রভৃতি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ যাত্রাগায়কগণও ঐ প্রথারই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতায় থিয়েটার-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার পর, যখন পুরুষের মুখে স্ত্রীলোকের গান অস্বাভাবিক ও শ্রুতিকঠোর বলিয়া সাধারণের উপেক্ষার বিষয় হইয়াছিল, তখন বিভিন্ন যাত্রার দলের অধিকারিগণ জুড়ির দ্বারা সকল গানগুলিই গাওয়াইবার প্রথাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করেন। কারণ সেই সময়ে সঙ্গীতপটু বালকের একান্ত অসদ্ভাব ঘটিতেছিল। তদবধি জুড়ি দ্বারা গান ও দোহার দ্বারা তাহার পুনরাবৃত্তি হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে যখন এক এক জন একলা গান গাইত, তখন দোয়ারের পাল্টা গাওয়ার পরিবর্ত্তে কখন কখন চার পাঁচ খানি বেহালা সমস্বরে বাজিয়া গায়ককে বিরামদান করিত। যাত্রার সুর জরাট ও জমাট রাখিবার জন্যই দোয়ার রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছিল।

মদন মাষ্টারের সময় গুলড়ের চেলি ও ঢাকাই সাটী রাণীর পরিধেয় এবং রাজার পরিচ্ছদ সাঁচ্চা টুপি বা কাপড়ের পাগড়ী, চাপকান্ বা কাবা, কোমরবন্দ ও চিলে পায়জামা ছিল।

মদন মাষ্টারের পর, তৎপুত্র নবীন ঐ দল চালাইয়া আসেন। তৎকালে কিছু কালের জন্য ঐ দল নবীন মাষ্টারের দল বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। নবীনের মৃত্যুর পর, তৎপত্নী, স্বীয় ব্যয়ে ঐ দল চালাইতে থাকেন। তদবধি উহা 'বউ-মাষ্টারের দল' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হয়। বউ-মাষ্টারের আমলেও ইহাদের গাওনা খারাপ হয় নাই। কালী ও কৃষ্ণ নামক দুই ভ্রাতা বিশেষ দক্ষতার সহিত ঐ দল পরিচালিত করিয়াছিলেন। তাহারা উভয়েই সুগায়ক ও সুবক্তা (actors)। মনোমোহন বসুকৃত রামাভিষেক নাটক, সতীনাটক ও হরিশ্চন্দ্র পালা গাইয়া তাহারা বউ-মাষ্টারের দলের খ্যাতি রক্ষা করেন। এ দল বরাবর কলিকাতায় ছিল।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পেশাদারী যাত্রায় কতকগুলি প্রলাপ বাক্যের ন্যায় মধ্যে মধ্যে কতকগুলি অসম্বদ্ধ বাক্যবিন্যাসের ঘটা লক্ষিত হইত। যেমন রাজার বক্তৃতাকালে বেহালাদারের প্রশংসাসূচক ব্যঙ্গোক্তি এবং রাজার অভিনয়াংশ ব্যতিরেকে 'কি বলছ গো দাওয়ানজী' প্রভৃতি তাহার অভিনন্দন বাক্য। এইরূপ সাট ছাড়া অসংলগ্ন বাক্যোচ্চারণ অতীব কদর্য্য ছিল।

মদনমাষ্টারের রুচি অনুসারে ঐ সকল অসম্বদ্ধ প্রয়োগ পরিত্যক্ত হইতে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান সখের যাত্রাদি সেই রুচিরই বশবর্ত্তী হইয়া গীত হইয়া থাকে; তবে তাহাতেও যে 'নূতন রঙচঙ' একবারে প্রবেশ করে নাই, এরূপ বলা যায় না।

মদন মাষ্টারের পূর্ব্বে যাত্রায় পেলা লইবার রীতি ছিল। ভদ্র সন্তানের পক্ষে এরূপ পেলা লওয়া ঘৃণার বিষয় এবং অসমর্থ দর্শকের পক্ষে লজ্জার বিষয় ভাবিয়া তিনি ঐ কুপ্রথা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। তাঁহার পদানুসরণ করিয়া কমাল-ভাজার অপরাপর দলের অধিকারিগণও পেলা লওয়া রহিত করিয়া দেন। অতঃপর যাত্রার প্রতি আসরে দর্শকের সংখ্যাও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যাত্রা না জমিলে, তৎকালে গাওনার মাঝে মাঝে ভিস্তি, মেথরাণী, ভাঁড় প্রভৃতি সঙ বাহির করিবার পদ্ধতি ছিল। তাই আমরা অক্রুর যাত্রার দলের অধিকারী শিবু ও ঠাকুর যুগীকে বরাহনগর সীতাভিমনে সঙ রূপে আসরে নামিতে দেখি।

মদনমাষ্টার যে সকল সাট লইয়া গাওনা করেন, তাহা অপর কাহারও রচিত কি না, তাহা জানা যায় নাই। সাধারণের মুখে প্রকাশ ঐ পালাগুলি তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক, তাঁহার পালার ভাষার লালিত্য দেখাইবার জন্য নিম্নে দক্ষযজ্ঞের একটী গান উদ্ধৃত করা গেল।

ভৈরবী—একতালা।

"তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে,
কেমন কোরে যজ্ঞে যাই বলো না।
তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,
আমি গেলে পিতা কথাও কবে না।
একে নারী আমি ভিখারীর ঘরণী
বিধাতা ক'রেছেন জনম দুঃখিনী,
শিব অপমানে হ'বে অপমানী
শিব নিন্দে আমার প্রাণে সবে না।"

মদন মাষ্টারের পর, মহেশ চক্রবর্ত্তী ও তারক নাথ চট্টোপাধ্যায় দক্ষযজ্ঞ পালা গান করেন। তাহাদের গাওনায় ভক্তি-প্রবণতাই লক্ষিত হইত। বউ মাষ্টারের অনুকরণে নবদ্বীপের বিখ্যাত যাত্রার দলের অধিকারী নীলমণি কুণ্ডের পত্নীও যাত্রার দল চালাইয়া আসিয়াছেন। এখনও ঐ দল 'বউ-কুণ্ডে'র যাত্রা নামে কলিকাতায় থাকিয়া গাওনা চালাইতেছে।

মদনমাষ্টারের বহু পরে ৺রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের সখের যাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার "নন্দবিদায়" সখের যাত্রা তৎকালে ছিল। তিনি 'সঙ্গীত-মনোরঞ্জন' নামে একখানি সংগীত গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। কলিকাতা জোড়াসাঁকোতে

তাহার বাসা ছিল, তিনি বিখ্যাত ধনী ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেব) দেওয়ান ছিল। ছাতুবাবু তাঁহার যাত্রার প্রত্যেক আসরেই উপস্থিত থাকিতেন। রামচাঁদ বাবুর যে যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তি ছিল, তাহা তাহার রচিত 'নন্দবিদায়' পালায় প্রকাশিত হইয়াছে।

আড়ানাবাহার—আড়া খেমটা।

"চোরের বিচার রাজা করে, জানিরে অন্তরে।
রাজা হয়ে চুরি করে তার বিচার কে করে॥
তুমিত ভাই রাখাল রাজা, ব্রজবালক তোমার প্রজা
মধুপুরে হ'লে রাজা ব্রজবাসীর মন হ'রে।
ঘরে ঘরে মাখন চুরি, যমুনাতে বসন চুরি,
বাঁশীর গানে মনচুরি করেছ তুমি—
দ্বিজ রামচন্দ্রের চিত্তে এ চোরে কে পারে চিন্‌তে
যে মজেছে পদপ্রান্তে কৃতান্তে সে তুচ্ছ করে॥"

ছাতুবাবুর দাওয়ানগিরি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। এমন কি, তৎকালে তিনি ধনাঢ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রামচাঁদ যেমন রূপবান্ তেমনি গুণবান্ ছিলেন, তাঁহার রচিত গীত এবং তাঁহার প্রদত্ত সুর তৎকালে যোড়াসাঁকোর হাফ্‌আখ্‌ড়াই-দলে বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত প্রচলিত ছিল। শুনা যায়, রামচাঁদ বাবু ৺মোহনচাঁদ বসুর অনুকরণে সুর গঠিত করিয়া স্বরচিত গীতের সহিত যোজনা করিয়া দিতেন।

বৃদ্ধ বয়সে তিনি যাত্রা গাইবার সখে পড়িয়া ঐ দল স্থাপন করেন। গৌরকান্তি পক্বকেশ সৌখিন রামচাঁদ নিজের খেয়ালে ঐ দলে বিস্তর অর্থব্যয় করেন। ঐ দলের প্রথম গাওনা তাঁহার নিজের বাটীতেই হইয়াছিল। যাত্রার পারিপাট্য ও সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদনের নিমিত্ত তিনি কএকটী অল্পবয়স্কা বালিকার সাহায্য লইতে বাধ্য হন। লোকে স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনয়-দর্শনের আশায় দলে দলে তাঁহার গৃহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইতে লাগিল, কিন্তু দুরদৃষ্ট ক্রমে গৃহপ্রাঙ্গণ ক্ষুদ্র ও লোকপূর্ণ থাকায় তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। তাহারা বাহিরে ঠেলাঠেলী হুড়াহুড়ি করিয়া যাত্রার সেই আসর গাওনায় প্রতিবন্ধকতা করিতে লাগিল!

সঙ্গীতজ্ঞ ও সরলচিত্ত রামচাঁদ এই ব্যাপারে যথার্থই ব্যথিত হইলেন। অতঃপর তিনি লোকের আশা মিটাইবার জন্ত তাঁহারে ধরিয়া ৺বারাণসী ঘোষের জোড়াসাঁকোর বাটী ভাঙ্গিয়া সেই প্রশস্ত ভূমির উপর আটচালা বাঁধিয়া গান করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার সখ অচিরে কার্য্যে পরিণত হইল। দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে 'নন্দবিদায়ের' সুবিস্তৃত দ্বিতীয় আসরের পত্তন হইয়া গেল, শুনা যায়, ঐ যাত্রায় যত খরচ হয়, সমস্তই ছাতুবাবু বহন করিয়াছিলেন। বারাণসী বাবুর বাটীর মধ্যে যে সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা ছিল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের 'যমুনাবিহার' প্রভৃতি পালার অংশ প্রত্যক্ষ ভাবে অভিনীত হইয়াছিল। এইরূপ একটী মহতী আটচালার মধ্যে মহা-ডম্বরে নন্দবিদায়ের দ্বিতীয় আসর গাওনা হইয়াছিল। এই সঙ্গীতাভিনয় কালে বুলবুলবাঈ (হীরা ও বুলবুল্ দুই ভগিনী বিখ্যাত গায়িকা ছিল) প্রমুখ কলিকাতার কতকগুলি বাঈ এবং ছাতুবাবু প্রভৃতি কলিকাতার গণ্য মান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি যাত্রাস্থলে সমুপস্থিত ছিলেন। প্রায় দশ সহস্র লোকে ঐ আসরে সমবেত হইয়াছিল।

অভিনয়-কালে বিখ্যাত ধ্রুপদগায়ক ছটুলাল স্বহস্তে খঞ্জনী বাজাইয়া একটী ধ্রুপদ গান গাইতে গাইতে সন্ন্যাসীর অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। শ্রীরাম চক্রবর্ত্তীর শিষ্য বিখ্যাত উমেশবাবু (যিনি বর্দ্ধমান-রাজসরকারে বেতনভোগী বাজকর ছিলেন) ঐ সঙ্গে পাখওয়াজের সঙ্গত করেন।

রামচাঁদবাবু সখী সাজাইবার জন্ত কএকটী বালিকা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে পুটীর নামই উল্লেখযোগ্য। পুটী তৎকালে ১১শ কি ১২শ বর্ষীয় ছিল। তাহার মুখে—বিনি—

"হরি ব'লে প্রাণ সই, প্রাণ ত্যজিব।
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত হরির রাঙ্গা পদে লুটাইব॥" এবং
"শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-জ্বালা প্রাণে সয় না (সখি)
প্রাণে সয় না, তবু সইরে,
প্রাণ দেহ হ'তে যায় যায় যায় না।
আশা লতায় প্রাণ বাঁধি, গিয়াছেন সেই কৃষ্ণনিধি,
সে আশায় প্রাণ রয় রয় রয় না।
তিলেক না হেরি তায়, শত যুগ জ্ঞান হয়,
আশাতে কি প্রাণ রয়, প্রাণ সজনি ?
মনে করি বিষ খাই, আশায় আশায় ভুলে যাই,
আমার মরণ হয় হয় হয় না॥"

জোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ হাফ্ আখ্‌ড়াই-দলের বিখ্যাত দোহাড়া গায়ক ভিকুবড়াল ও রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নন্দ ও উপনন্দ সাজিয়া সঙ্গীতের বিমোহন তানে সকলকে মাতাইয়াছিলেন। ঐ যাত্রায় ছাতুবাবুর রচিত কএকটী গান ছিল।

এই সময়ে অর্থাৎ প্রায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বউবাজারের বিখ্যাত ধনী ৺অক্রূর দত্তের বাটীতে পদ্মাবতী নাটকের যাত্রাভিনয় হয়। দত্ত পরিবারের অনেকে ঐ দলের অভিনেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম আসর ৺অক্রূর দত্তের

পূজার দালানে এবং অপর দুই আসর অন্তর গীত হইয়া ঐ দল ভাঙ্গিয়া যায়।

মদনমাষ্টারের অব্যবহিত পরেই নবীনগুই প্রভৃতি কলাস-ডাঙ্গার দলের যাত্রাগানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎপরে মতিলাল রায়, ব্রজমোহন রায় প্রভৃতি অধিকারীগণে যাত্রার আসরে নামিলেন। ইহাঁরাও সংগীত ও হাবভাব সম্বন্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাতশালা গ্রামে মতিলাল রায়ের আদিবাস, পরে তিনি নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিনি একজন দেশবিখ্যাত যাত্রাকর। তাঁহার রচিত ভরতাগমন, নিমাইসন্ন্যাস, সীতাহরণ, বিজয়বসন্ত, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, রাম-বনবাস ও ব্রজলীলা পালার গাওনাগুলি সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। প্রতিবৎসর নিজ ব্যয়ে তিনি নবদ্বীপের 'পোড়া মার' তলায় রামের দেশাগমন বা রামরাজা পালা গাইয়া থাকেন। ঐ সময়ে রামরাজার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজাদি হয়। এই বারইয়ারী উপলক্ষে মতিলাল রায় স্বদেশবাসীর তৃপ্তিসাধনার্থ বিস্তর অর্থব্যয় করেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে ও কাব্যরচনায় সুপটু বলিয়া তিনি সাধারণের বিশেষ প্রীতির পাত্র। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে 'কবিকণ্ঠ' উপাধি দান করিয়াছেন। তাঁহার রচনার নমুনা প্রদত্ত হইল।—

১

"মাতঃ! শৈলসুতা-সপত্নি শিবে শিব-সীমন্তিনী!
তুমি ভবের শক্তি, ভবের উক্তি, ভবে মুক্তি পায়,
যে জন শত যোজন অন্তে ভজন ক'রে গুণ গায়,
আমি অতি নিরুপায়, ত্রাসে কলেবর কাঁপায়,
নাহি মন তব পায়, উপায় কর জননি।
শুনি, সাধু কি পাতকীর অস্থি হ'লে নীরস্থ
সে ভবের যাতায়াত হ'তে হয় নিরস্ত,
হ'লে তব তীরস্থ, অন্তিমে তটস্থ,
তারে সুস্থ কর দিয়ে অভয় পদ দুখানি।
যেমন করুণা ক'রেছ মাগো! সে ভগীরথে,
তেমনি কৃপাদৃষ্টি কর অভাজন ভরতে,
পিত্রা দশরথে, লয়ে পুষ্পরথে,
পাঠাও বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনী।
যখন অবশ অঙ্গে পড়ব গঙ্গে তব তরঙ্গে
তার সঙ্গে সঙ্গে ত্যজব সব অন্তরঙ্গে,
তখন পতিতঃ সঙ্গে নাহি শমন আতঙ্কে,
করো দুর্গতি মতিরে কোলে কালঘাতিনী।"

২

"মনে কি প'ড়েছে তোমার দাসী ব'লে গুণমণি।
ভুলে এতক্ষণ কোথা ছিলে হে হরি!—
বল কি দোষে বঞ্চিত শ্রীপদে দুঃখিনী পাণ্ডবরমণী॥
ঐ দেখ পাণ্ডবগণ, দুঃখেতে মগন,
(হরি, এ খেলা কার বুঝিতে নারি)
কৃষ্ণ ভ্রষ্ট যেন মণিহারা ফণি॥
দাসীরে কর দরশন, দুঃশাসন করিছে যতন,
হে পীতবসন, কর লজ্জা নিবারণ, নীরদ-বরণ
(সভাতে বিবস্ত্রা হলাম)
নইলে কৃষ্ণ বলে প্রাণ ত্যজিব এখনি॥"

মতিবাবুর সমকালে ব্রজমোহন রায় পাঁচালী ও যাত্রার দল করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই ইহাঁর দলের গাওনায় খ্যাতি ছিল। হুগলী জেলার অন্তর্গত জিরেট বলাগড়ের নিকটবর্ত্তী তেঁতুলে গ্রামে ইহাঁর বাস। ব্রজমোহনের রচনা-পারিপাট্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি ভক্তিপূর্ণ দেবগীতি-রচনায় যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন, স্বভাব-বর্ণনায়ও তাঁহার কবিত্ব-শক্তির সেইরূপ প্রতিভাই পরিস্ফুট করিয়াছিলেন। যাত্রার ন্যায় পাঁচালীতে তাঁহার পারদর্শিতা দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে দুইটী মাত্র গান উদ্ধৃত করা গেল।

গৌরী—কাওয়ালী।

"হর দুঃখ হরমোহিনি।
কলুষবারিণি, তব সুত রবিসুতভয়ে ভীত ভবরাণি।
কি হবে উপায় নিরুপায় মা—
পদ বিতর কাতর জনে আপনি॥
হ'লে অবসান দিবা, নয়ন মুদিলে কিবা
যদিও অভয় দিবে ভবানি,
ডাকি বারে বার, মম প্রতি কেন প্রতিকূল আর,
ও মা, পাষাণসুতা পাষাণী;
তুমি ঈশানী ঈশ-হৃদয়বাসিনী,
আমি আশুতোষ আশুতোষ-রমণি॥
কি আছে মা মম বল, আর কারে বলি বল,
কেবল সম্বল তুমি শিবাণি;—
যদি তার নিজ গুণে, ব্রজমোহন নির্গুণ জনে
দিয়ে মা বাঞ্ছিত পদ দুখানি।
এ ভব তরিবারে তরণী, হও নায়েক কর্ণধার আপনি।"

ললিত খাম্বাজ—কাওয়ালী।

"দেখ জলে দলে দলে নাচে করে খেলা।

কাতলা কই মাগুর শোল ল্যাটা, গড়চা পুঁটি মৌরলা ॥
সোণা খড়কে চাঁদা চিংড়ী তেদা কেটকী চিতল গর্জনা।
রুই মিরগেল মাছের সেরা, কালবোশ-পোনা আর টেংরা,
বান বোয়াল আর পাবদা বাটা, খয়রা খোয়লোলা।
ইলিশ মাছ মাছের রাজা, গভীর জলে নিচ্ছে মজা,
লম্বা শাল পার্শে ভেমি নেড়ে যায় লেজা,
ভেচোখো চ্যাং বেলে, গুড়গুড়ি কাতাসী বেলে,
কামকেড়ে নেড়ে যায় মাথা,
খেলা দেখতে পাই ভানকুনি আর চাই,
বাঁশপাতা পিটুলীবেলে মুড়কী বেলে,
পাটঠ্যাংরা ভিমেভরা হেরে প্রাণ জুড়ায়।
এরা চারে টোপ নেয় না, জল করে ঘোলা ॥"

অতঃপর আমরা উলুবেড়িয়ার নিকটবর্ত্তী কুলেশ্বর-নিবাসী আশুতোষ চক্রবর্ত্তীকে যাত্রার আসরে পালা গাইতে দেখি। তিনি প্রথমে সখের দল গঠন করেন। তাঁহার 'লক্ষ্মণবর্জ্জন' পালা কবি-ঠাকুরদাসের রচিত। আশুবাবু সখের জন্য যতদিন না সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত "লক্ষ্মণবর্জ্জন" পালা গাইয়াছিলেন। ঐ পালা গাইয়া তিনি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। অর্থাভাবপ্রযুক্তই তাঁহার সখের অবসান হয়। ঐ সময় হইতে তিনি পেশাদারী গাওনা আরম্ভ করেন।

আশুবাবুর সমসাময়িক বোকো মুসলমানের যাত্রার দলের উল্লেখ পাওয়া যায়। বোকো ও সাধু উভয়েই সহোদর এবং মুসলমান জাতীয়। ইহারা তৎকালে একটী প্রসিদ্ধ যাত্রার দলের অধিকারী ছিল। কবি ঠাকুর দাস এই দলের জন্য 'লবকুশের পালা' এবং ভগবান্ গাঙ্গুলী 'রাবণবধ' রচনা করিয়া দেন। প্রায় ৬০ বর্ষ পূর্ব্বে বোকো রাবণবধ গাইয়া হিন্দু-সমাজে বিশেষ সম্মানভাজন হইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, বোকো এক সময়ে বারয়ারী-তলায় যাত্রা গাইতে যায়। ঐ ঘটনা স্মরণ করিয়া একটী গ্রাম্য সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল। তাহা এই—"কলাবেড়ের মাটী, উলুবেড়ের খড়,
গড়েছিল নদের কার্ত্তিক কারিকর,
দিলি বোকোর বায়না, শুনলি নারে গাওনা,
জেলায় জেলায় জেল খাটালি।
চোদ্দপোয়া কালী কেন গড়েছিলি ॥"

এই গ্রাম্য কবিতা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তৎকালে বোকোর গাওনা পল্লীগ্রামে কেমন সমাদৃত হইয়াছিল। বোকোর সঙ্গীত-পারিপাট্যের বিষয় কোন কোন প্রাচীন লোকেরও মুখেও শুনা যায়।

এই সময়ে বাগবাজার নিবাসী শ্রীবড়ুদাস অধিকারীর 'অক্রূর আগমন' ও 'রাবণবধ' পালার সুযশ প্রচারিত হয়। ইহার দল সাধারণে 'বোড়োর দল' বলিয়া পরিচিত ছিল। বোড়োর মত নৃত্য-বিশারদ সেকালের কোন যাত্রার দলেই ছিল না। "বোড়োর নাচ" তৎকালে দেখিবার জিনিস ছিল। যাত্রার প্রকৃত রসগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেরই মুখ তৎকালে "গাইয়ে লোকা, নাচিয়ে বড়ু, বক্তৃতার গোবিন্দ" এইরূপ প্রাধান্য-নির্দ্দেশক বাক্য শুনা যাইত। বলা বাহুল্য যে বড়ুর এই পালা দুই কবি-ঠাকুরদাসের রচিত। এতদ্ভিন্ন শুম্ভনিশুম্ভবধ পালা গাইয়া বড়ুদাস বেশ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

হাবড়ার অন্তর্গত মাকড়দহনিবাসী বেণীমাধব পাত্র এক যাত্রার দল গঠন করে। ঐ দলে অক্রূর-আগমন ও দুর্গামঙ্গল পালা গাওনা হইয়াছিল। কোণানিবাসী গোপীনাথ দাস একজন অধিকারী ছিলেন। তাঁহার দলে "রামচন্দ্রের দেশাগমন" পালা গাওনা হয়। ঐ তিনখানি নাটই কবি-ঠাকুরদাস দত্তের রচিত।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ধবনীগ্রামে জগদ্বন্ধু নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের বাস। ইনি যাত্রার দল স্থাপন করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গানগুলি "কণ্ঠের গান" বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলায় উহার প্রচলন আছে। নীলকণ্ঠের গানে অনুপ্রাসঘটা ও ভক্তিতন্ময়তা দেখিয়া লোকে আদরের সহিত তাহা শুনিতে যাইত। নিম্নে একটী গান দেওয়া গেল;—

"শারদ চাঁদ কাঁদি বদন, নখর প্রখর মিহির সদন,
কোটি মদনমদমর্দ্দন, মদনমোহন ভুবন-সুন্দর।
জগদালোক গোপবালক ধেনুপালক বেণুকর ॥
মোহনচূড়া বামে হেলিয়া পড়েছে, বিমল আকাশে বসিয়া উড়িছে,
কর্ণের কুণ্ডল সঘনে দুলিছে, চুম্বন করিছে চাঁচর চিকুর।
অলকাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল, চন্দনের বিন্দু করে ঝলমল,
দীঘল দীঘল নয়ন যুগল, নিরখি পাগল সুরনর ॥
তিলফুলনাসা শোভিত নলকে, তিলকালোক নয়ন ঝলকে
নিরখি ত্রিলোকে পারে না কলকে পলকে পুলকে মরকিময়।
কম্বুকণ্ঠ বেড়ি শোভে বনমালা, বংশী করাঙ্গুলে সুবর্ণের বালা,
আঁধারেতে যেন করিয়াছে আলা, নিরখি অবলা অস্থির।
পরিসর বক্ষ অতি পরিপাটী, হেলিছে দুলিছে গলার মালাটী,
কামনা করিয়া কামড়ায় মাটী, মালাসহ পট্ট পীতাম্বর ॥
তুলাকোটি শশী চরণ তুলা, কারে বা করিব বুঝিতে মূল্য,
অতি অতুল্য ভুবন-তুল্য, বালা বৃদ্ধ যুবা কৈশোর,

তাজিয়ে প্রাচ্ছ আসি নিত্যব্রজে, তব অঙ্গ ধায় বাছে পদরজে
হায় কি দুরাশা সে পদপঙ্কজে, নীলকণ্ঠ মন লুব্ধ ভ্রমর ॥”

নীলকণ্ঠ দূতীসংবাদ বা মানভঞ্জন পালা গান করেন। পরবর্ত্তিকালে কৃষ্ণযাত্রা গাইয়া তাঁহার স্থায় কেহ সুখ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই। কেবল মাত্র রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী ‘প্রভাস-মিলন’ পাইয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন মাত্র।

অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ ‘বালক-সঙ্গীত’ যাত্রার অধিকারী রসিকলাল চক্রবর্ত্তীর অভ্যুদয়। যশোহর জেলায় কালীগঞ্জ থানার অধীন রায়গ্রামে রসিকের বাস ছিল। ১২৯৪ সালের চৈত্র মাসে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইলে পর, তিনি সংসার-বিষয়ে কতকটা বীতস্পৃহ হইয়া কএকটী বালক লইয়া নিজ রচিত হরিগুণগীতি গান করিতে আরম্ভ করেন। তাহাই পরে বালক-সংগীতাভিধেয় যাত্রায় পরিণত হয়। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এই বালকসঙ্গীতের আদর ও সম্মান বাড়িয়াছিল।

প্রথমে রসিকের বালকসঙ্গীতের কোন সাজসজ্জা ছিল না। বালকেরা পীতাম্বর পরিধান করিয়া ও মাথায় ফুলের কেয়ারী বাঁধিয়া ঠিক রাখাল বালকের সাজে আসরে নামিয়া গাইত। ঐ পালা প্রায় অপেরার মত ছিল। পরে নানাকারণে বাধ্য হইয়া রসিক লোকরঞ্জনার্থ উহাতে ছড়া প্রবর্ত্তন করেন। তখন উহা নূতন ভাবে রূপান্তরিত হইয়া এক অপূর্ব্ব অপেরা-যাত্রার আকার ধারণ করে। বাঙ্গালায় ইহাই এখনকার অন্যতম প্রসিদ্ধ যাত্রা। এক্ষণে রসিকের কংসবধাদি কৃষ্ণযাত্রার পালায় বীররসের বক্তৃতাদিও প্রশ্রয় লাভ করিয়াছে। রসিকের পূর্ব্ব-রচিত কৃষ্ণমহিমাব্যঞ্জক গানগুলি শুনিলে তাঁহাকে একজন ভক্ত ভাবুক কবি বলিয়াই বোধ হয়। এই কবির রচিত “মায়ের ছেলে” পালা প্রসঙ্গে শক্তিমাহাত্ম্য বর্ণন শুনিলে অতি বড় নাস্তিকের হৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হয়। নিম্নে রসিকের একটী মাত্র ভক্তিরসাত্মক গীত উদ্ধৃত করা গেল ;—

“দেখরে জ্ঞান চক্ষু মেলে।
সে কি কালীদহে ডুবায় ছেলে।
বিশ্বময়ই শুনি তারে বিশ্বময় সবাই বলে, (ও মন)
আছে পঞ্চ ভূতে ব্যাপ্ত কৃষ্ণ অনলে কি জলে স্থলে ॥
ঐ দেখ, কৃষ্ণ কান্তি-আভা নীলাম্বর নভোমণ্ডলে, (ও মন)
ঐ দেখ, কৃষ্ণরূপের প্রভা পড়ে ক্ষেত্র মাঝে দূর্ব্বাদলে।
নবঘনশ্যামের বর্ণ,—দেখ্‌রে ঐ নীরদে জলে।
(ও মন) ঐ দেখ, শ্যামের শ্যামল বর্ণ, ধরে বৃক্ষ পত্র ছলে।
অন্তরে আছেন কৃষ্ণ, চেয়ে দেখ্ হৃদ্‌কমলে,
(ও মন) সে যে অন্তর বাহির ;—
দেখে তারে ভাসে রসিক নয়ন-জলে ॥”

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মদনমাষ্টারের অভ্যুদয়কালে ফরাসডাঙ্গায় অনেকগুলি যাত্রাদলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ঐ সকল দলের অধ্যক্ষগণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রামবাসী হইলেও তাঁহারা তৎকালে ফরাসডাঙ্গায় কার্য্যক্ষেত্রে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বলিতে পারি না, কি কারণে ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাবতীয় যাত্রার দল ফরাসী উপনিবেশে বসিয়া আখ্‌ড়াই দিতেন। তৎকালে কোন দলের বায়না করিতে হইলে বায়নাকারীকে ফরাসডাঙ্গায় গমন করিতে হইত। গোপাল উড়ে প্রভৃতি প্রাচীন পেসাদারীদলের কলিকাতা ছাড়িয়া ফরাসডাঙ্গা-গমনের কথা শুনিয়া অনুমান হয় যে, তৎকালে ইংরাজরাজের আইনে যাত্রার প্রশ্রয় দিবার বিশেষ কোন বিধি ছিল না, অথবা যাত্রাওয়ালাগণ সঙ্গীতচর্চ্চায় তখনকার প্রধান আড্ডা জানিয়া বায়না লাভের প্রত্যাশায় সেই ফরাসডাঙ্গায় যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। ফরাস-ডাঙ্গায় আইনের বিশেষ কঠোরতা নাই।

যাহাই হউক, ফরাসডাঙ্গার যাত্রা প্রসিদ্ধির সমকালে, অথবা তাহার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আমরা কএকটী যাত্রাওয়ালার নাম পাই। তাঁহারা স্ব স্ব অভিনীত পালা গাইয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নাম ও পালা ভিন্ন অন্য পরিচয় অনাবশ্যক বোধে এখানে আর উদ্ধৃত হইল না।

১ পীতাম্বর দাস—দেবলোক গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। মাথুর, মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, রুক্মিণীহরণ প্রভৃতি কৃষ্ণলীলাই তিনি অভিনয় করিতেন। এই পীতাম্বর দাস পূর্ব্বকথিত পীতাম্বর অধিকারী কি না জানা যায় না।
২ গোবিন্দ পাঠক—গাজাপুর গ্রামে বাস, ইনি হরিশ্চন্দ্র, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, কীচক বধ, শিখিধ্বজ, দানপরীক্ষা ও নরমেধযজ্ঞ অভিনয় করেন।
৩ বলাই ঠাকুর—‘কালিয়দমন’ যাত্রা।
৪ দুর্ল্লভ দাস—শাহনগরে বাস, কৃষ্ণযাত্রা।
৫ অদ্বৈত পাল—সায়রাবেড়ে গ্রামে বসতি। রামযাত্রা গাইয়া ইনি সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন।
৬ গোবিন্দ অধিকারী (২য়)—বাঁকুড়া জেলায় চন্দ্রকোণা গ্রামে বাস, কৃষ্ণযাত্রা।
৭ শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ও গিরিশচক্রবর্ত্তী—জেলা মেদিনীপুর, শ্রীমন্তপুর গ্রামে বাস। কৃষ্ণযাত্রা।
৮ ঈশ্বর চক্রবর্ত্তী—খানাকুল কৃষ্ণনগর।
৯ মতিলাল চক্রবর্ত্তী—কাপসোনায় বাস। ইনি শঙ্খচূড়বধ বা তুলসীলীলা এবং শাম্ববধ পালা যাত্রা করেন।
১০ মাধব দাস—সিঙ্গুরের নিকটবর্ত্তী পলাশপোট গ্রামে বাস। কৃষ্ণযাত্রা।
১১ হরিদাস মণ্ডল—পলাশপোট, মারীলীলা (সতীপর্ব্ব) ও কতাসুর বধ

১২ কৃত্তিবাস মণ্ডল—হুগলী, গোপীনাথপুর। রামায়ের হরিপাদপদ্মলাভ।
১৩ রাইচরণ বেরা—মহাকালপুর। কৃষ্ণযাত্রা।
১৪ নবীন ডাক্তার—কলিকাতা, সীতার পাতালপ্রবেশ গীতাভিনয়।
১৫ অভয় দাস—যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ পালা।
১৬ শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী—লক্ষ্মণের শক্তিশেল।
১৭ যাদব বন্দোপাধ্যায়—সতীনাটক।
১৮ পীতাম্বর পাইন্—কংসবধ, হরিশ্চন্দ্র।
১৯ মহেশ্বর পাইন্—নরমেধ যজ্ঞ।

এই যাত্রাওয়ালাদিগের মধ্যে চ'রে পাগ্‌লার নাম বিশেষ প্রশংসনীয়। যাত্রার অধিকারীদিগের মধ্যে এই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে ঐতিহাসিক নাট্যাভিনয় করেন। ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত হিন্দুদ্বেষী মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড়ের চরিত্র লইয়া সঙ্কলিত হইয়াছিল।

এই সময়কার কলিকাতায় দুইটী প্রসিদ্ধ সখের যাত্রার অধিকারীর নাম উল্লেখযোগ্য। বাগ্‌বাজার নিবাসী ৺তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়ের "অভিমন্যুবধ"-পালা সঙ্গীতে ও বক্তৃতায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

অপর দল রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র ও জজ রমাপ্রসাদ রায়ের পুত্র হরিমোহন রায় কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। হরিমোহন বাবু নিজের খেয়ালে কখন সখের, কখন বা পেসাদারী ব্যবসারূপে যাত্রা করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তির বাটীতে যাত্রা গাইতে গিয়া তিনি আসরের যাবতীয় ব্যয়ও বহন করিয়াছেন*। কলিকাতা হইতে দূরদেশে যাইতে হইলে তিনি হস্তিপৃষ্ঠে চাড়িয়া গমন করিতেন। হরিমোহন বাবুর রচিত কতকগুলি গান পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার দুইটী মাত্র উদ্ধৃত হইল :—

বাহার—একতালা।

"মানময়ি! দেখ তব পায়,
আহা মরি প্রাণ হরি ধরণী লুটায়।
যাঁর মানে তব মান, তাঁর এত অপমান,
প্রাণ সখি! প্রাণ ধ'রে দেখা কি গো যায়॥
আর কাজ নাই মানে, স'রে বস সাবধানে,
ঠেকিবে চরণ তব, মোহন চূড়ায়॥"

ভৈরবী—আড়খেমটা

"এসময়, রসময়, দেখা দাও অবলায়।
জনমের মত তব প্রেমাধীনী হয় বিদায়।
যথাহে দারুণ কাল, নাহি মানে কালাকাল,
তোমার বিচ্ছেদ কাল, দুই কালে প্রাণ যায়!
মম মৃত্যুকাল আজ, সুনিকট রসরাজ,
তব এক প্রিয় কাজ, জন্ম দুঃখিনীর—
মোহন বেশে গুণরাশি, মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
নিকটে দাঁড়াও আসি, মনের কথা কই তোমায়॥"

বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার-পত্রিকা-সম্পাদক ভগবদ্ভক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় কৃষ্ণপ্রেমপ্রণোদিত হইয়া খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের শেষ সময়ে স্বীয় আত্মীয় স্বজন লইয়া একটী কৃষ্ণযাত্রার অনুষ্ঠান করেন। উহা সম্পূর্ণ প্রাচীন প্রথায় অভিনীত হইয়াছিল। সেরূপ ভক্তিমাখা সঙ্গীত তৎপরে আর বড় শুনি নাই। দুই তিন আসর গাওনার পর উহার অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়।

যাত্রাকার (পুং) যাত্রা-কৃ-অণ্। যাত্রার শুভাশুভনির্ণয়কারী মুনিগণ।
"সপ্তর্ষীণাং মতং যচ্চ সংস্কৃতং প্রাকৃতঞ্চ যৎ।
যানি চোক্তানি গর্গাদ্যৈর্যাত্রাকারৈশ্চ ভূরিভিঃ॥" (বৃহৎস০৮৬।৩)
২. যাত্রাকারক।

যাত্রামহোৎসব (পুং) যাত্রা এব মহোৎসবঃ। যাত্রোৎসব, যাত্রারূপ মহোৎসব।

যাত্রাবালা (হিন্দী) যাত্রাকারী।

যাত্রিক (ত্রি) ১ যাত্রা-প্রয়োজন।
"কৃত্বা বিধানং মূলে তু যাত্রিকঞ্চ যথাবিধি।
উপগৃহ্যাস্পদঞ্চৈব চারান্ সম্যগ্ বিধায় চ॥" (মনু ৭।১৮৪)
'যাত্রিকং যাত্রাপ্রয়োজনং' (মেধাতিথি)
২ প্রাণযাত্রার উপযুক্ত, জীবনধারণোপযুক্ত।
"তাপসেষ্বেব বিপ্রেষু যাত্রিকং ভৈক্ষমাচরেৎ।
গৃহমেধিষু চান্যেষু দ্বিজেষু বনবাসিষু॥" (মনু ৬।২৭)
'যাত্রিকং প্রাণযাত্রাধারণোচিতং' (কুল্লূক) ৩ যাত্রাসম্বন্ধীয়। ৪ যাত্রাকারী।

যাত্রিন্ (ত্রি) যাত্রাকারী, সমারোহপূর্ব্বক গমনকারী।

যাত্রোৎসব (পুং) যাত্রারূপ উৎসব।

যাৎসত্র (ক্লী) বহুদিনসাধ্য যজ্ঞ। সারস্বত যাগ।

যাথাকথাচ (অব্য) ঘটনাক্রমে উপস্থিত।

যাথাকামী (স্ত্রী) ইচ্ছানুরূপ কার্য্যকারী, যথেচ্ছাচারী।

যাথাকাম্য (ক্লী) কামনানুরূপ।

যাথাত্ম্য (ক্লী) আত্মানুরূপতা।

যাথার্থিক (ত্রি) যথার্থ।

যাথার্থ্য (ক্লী) যথার্থের ভাব।

* হরিমোহন বাবুর ব্যয়বাহুল্যের কথা সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি নিজ বাটে চিড়িয়াখানা (Zoo-garden) প্রতিষ্ঠা করেন। হোরমিলার কোম্পানীর সাহেব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কটক পর্য্যন্ত জাহাজ চালাইয়াছিলেন। যাত্রা, দোকান প্রভৃতিতেও তিনি অযথা অর্থব্যয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন।

যাথাসংস্তরিক (ত্রি) অনুরূপ আস্তরণান্বিত।

যাদঈশ° (পুং) যাদসামীশঃ ৬ তৎ। ১ সমুদ্র। ২ বরুণ।

যাদ্ (পারসী) স্মৃতি।

যাদঃপতি (পুং) যাদসাংপতিঃ ৬-তৎ। সমুদ্র। (অমর) ২ বরুণ। (অজয়পাল)

যাদব (পুং) যদোরপত্যং যদু-অণ্। ১ শ্রীকৃষ্ণ, যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম যাদব হইয়াছে।

"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥"
(গীতা ১১৷৪১)

২ যদুবংশ মাত্র, যদুর গোত্রাপত্য। [যদু দেখ] (ত্রি) ৩ যদুসম্বন্ধী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্ যাদবী, যদুবংশীয় স্ত্রী সামান্য। যদু-অণ্-ঙীপ্। ২ দুর্গা। (ত্রিকা°)

যাদবক (পুং) যদুবংশোদ্ভব।

যাদবগিরি (পুং) পর্ব্বতভেদ। যাদবগিরিমাহাত্ম্যে এখনকার দেবলিঙ্গতীর্থাদির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

যাদবরাজবংশ, দাক্ষিণাত্যের একটী পরাক্রান্ত হিন্দুরাজবংশ। দেবগিরিতে রাজধানী থাকায় এই বংশ "দেবগিরির যাদব" বলিয়াও প্রসিদ্ধ। এই রাজবংশের আবার দুইটী ধারা লক্ষিত হয়। পুরাবিদ্গণ একটীকে প্রাচীন ও অপরটীকে পরবর্ত্তী বংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রাচীন ধারা।

হেমাদ্রির চতুর্বর্গচিন্তামণির অন্তর্গত ব্রতখণ্ড ও এই বংশীয় রাজগণের বহুতর তাম্রশাসন ও শিলালিপি হইতে যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে পৌরাণিক যাদববংশের এইরূপ পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পরিচয় আছে—

১ম চন্দ্র (ক্ষীরোদসমুদ্র হইতে সমুদ্ভূত), তৎপুত্র ২ বুধ, ৩ পুরূরবা, ৪ নহুষ, ৫ যযাতি, ৬ যদু, ৭ ক্রোষ্টা, ৮ বৃজিনীবান্, ৯ স্বাহিত, ১০ নৃশঙ্কু, ১১ চিত্ররথ, ১২ শশবিন্দু, ১৩ পৃথুশ্রবা, ১৪ বীর, ১৫ সুযজ্ঞ, ১৬ উশনা, ১৭ সিতেষু, ১৮ মরুত্ত, ১৯ কম্বলবর্হি, ২০ রুক্মকবচ, ২১ পরাজিৎ, ২২ মেধ, ২৩ বিদর্ভ, ২৪ ক্রথ, ২৫ কুন্তি, ২৬ বৃষ্ণি, ২৭ নিবৃত্তি, ২৮ দশার্হ, ২৯ ব্যোমা, ৩০ দেবরাত, ৩১ বিকৃতি, ৩২ জীমূত, ৩৩ নবরথ, ৩৪ দশরথ, ৩৫ শকুনি, ৩৬ করম্ভি, ৩৭ দেবরাজ, ৩৮ দেবক্ষেত্র, ৩৯ মধু, ৪০ কুরুবশ, ৪১ পুরুহোত্র, ৪২ আয়ু, ৪৩ সাত্বত, ৪৪ অন্ধক, ৪৫ ভজমান, ৪৬ বিদূরথ, ৪৭ প্রতিক্ষত্র, ৪৮ ভোজ, ৪৯ হৃদিক, ৫০ দেবমীঢ়ুষ, ৫১ বসুদেব, ৫২ মুরারি শ্রীকৃষ্ণ, ৫৩ প্রদ্যুম্ন, ৫৪ অনিরুদ্ধ, ৫৫ বজ্র, ৫৬ প্রতিবাহু, তৎপুত্র ৫৭ সুবাহু, এই সুবাহু সম্রাট্ হইয়া আপন চারিপুত্রকে নিজ সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মধ্যমপুত্র দৃঢ়প্রহার দক্ষিণদিকের রাজা হইয়াছিলেন। যাদববংশ প্রথমে মথুরায় রাজত্ব করিতেন। কৃষ্ণ হইতেই তাঁহারা দ্বারবতীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন, অবশেষে সুবাহুর পুত্র দৃঢ়প্রহার হইতেই তাঁহারা দক্ষিণদিকের অধিপতি হইলেন।*

হেমাদ্রি পুরাণোক্ত সুপ্রাচীন যাদববংশের সহিত পরবর্ত্তী যাদবরাজগণের সম্বন্ধনির্ণয় করিবার জন্য যেরূপ বংশতালিকা দিয়াছেন, তাহার সকলাংশ ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পুরাণে প্রভাসক্ষেত্রে যদুবংশধ্বংসের পর একমাত্র বজ্র বাঁচিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বজ্রের পৌত্র সুবাহু ও দৃঢ়প্রহারকে এক সময়ের লোক বলিয়া মনে করা যায় না। যাদবরাজগণের প্রদত্ত তাম্রশাসন আলোচনা করিলে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে দৃঢ়প্রহারের অভ্যুদয় স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বজ্র তাঁহার বহু সহস্র বর্ষপূর্ব্ববর্ত্তী। এরূপস্থলে বজ্র অথবা সুবাহু এবং দৃঢ়প্রহারের মধ্যে শতাধিক পুরুষ অতীত হইয়াছিল; তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণেই আমরা দৃঢ়প্রহারের পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণ পৌরাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম। দৃঢ়প্রহার হইতেই এই বংশে ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ।

হেমাদ্রির মতে দৃঢ়প্রহার শ্রীনগরে রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু তাম্রশাসনে তাঁহার রাজধানীর নাম চন্দ্রাদিত্যপুর। নাসিক জেলায় বর্ত্তমান 'চান্দোর' গ্রামকে অনেকে সেই চন্দ্রাদিত্যপুর মনে করেন। দৃঢ়প্রহারের পর তৎপুত্র সেউণচন্দ্র রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি যে দেশে রাজত্ব করিতেন, তাহা তাঁহার নামানুসারে 'সেউণদেশ' নামে খ্যাত হয়। এই দেশ দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত, নাসিক হইতে দেবগিরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহারই উত্তরাংশ লইয়া মুসলমান আমলে খান্দেশ গঠিত হয়।

সেউণচন্দ্রের পর তৎপুত্র ধাড়িয়প্প বা ধাড়িয়শ রাজা হন;

* "বজ্রস্য পুত্রঃ প্রতিবাহুরাসীৎসীমীকৃতব্যাপতিচক্রবালঃ।
ততোপি সম্রাড়ভবৎ সুবাহুঃ প্রাসূত সোহং চতুরস্তনূজান্॥ ১১
তেন তে সার্ব্বভৌমেন তথ্যা বিভাজিতাঃ।
বিভজ্য দত্বাচতুরঃ চক্রিরে পৃথিবীশ্বরাঃ॥ ১৯
যথাবিভাগং বসুধামশেষাং তেষাং তথা পালয়তাং চতুর্ণাং।
দৃঢ়প্রহারো নিলিপ দক্ষিণস্যাং অভূর্বভূব অনয়াৎ কনীয়ান্॥ ২০
অর্ব্বেপি পূর্ব্বং মথুরাধিবাসাঃ কৃষ্ণাদিতো দ্বারবতীশ্বরাস্তে।
দৃঢ়প্রহারোত্র দক্ষিণাশাধিশাসিনো যাদববংশবীরাঃ॥" ২১

চতুর্বর্গচিন্তামণি—ব্রতখণ্ড (রাজপ্রশস্তি)।

তিনি একজন মহাযোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মহাসমৃদ্ধিশালী ভূপতি ভিল্লম। তৎপুত্র শ্রীরাজ নামান্তর রাজুগি, তৎপরে বাহুগি বা বদ্দিগ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাষ্ট্রকূটপতি কৃষ্ণরাজের সহচর ছিলেন। ধোরপ্প নামক রাজার কন্যা বোদ্দিয়ব্বার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তৎপুত্র ধাড়িয়স। ধাড়িয়সের পর বাহুগির অন্য পুত্র ভিল্লম রাজ্য লাভ করেন। তিনি ঝঞ্জের কন্যা লক্ষ্মী বা লচ্ছিয়ব্বাকে বিবাহ করেন। ঐ ঝঞ্জকে ঠানার শিলাহাররাজ বলিয়া অনেকের অনুমান। লক্ষ্মীদেবীর মাতাও রাষ্ট্রকূটরাজ-কন্যা ছিলেন।

৯২২ শকে উৎকীর্ণ এই ভিল্লমরাজের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে, তিনি মুঞ্জরাজের শক্তি খর্ব্ব করেন এবং রণরঙ্গভীম (তৈলপ) নৃপতির রাজশক্তি দৃঢ় করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মুঞ্জের সহিত যুদ্ধকালে তিনি তৈলপকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাম্রশাসনের এই উক্তি হইতে জানা যাইতেছে, যাদববংশ পূর্ব্বাধীশ্বরের বশ্যতা ত্যাগ করিয়া নব অধীশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করেন।

ভিল্লমের পুত্র বেসুগি চালুক্যাধরমণ্ডলিক গোগির কন্যা নায়লদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ব্রতখণ্ড-মতে ইনি বীরত্বে অর্জ্জুনসদৃশ হইয়া ভীমসদৃশ বীরের হন্তা হইয়াছিলেন। তৎপুত্র ভিল্লম [৩য়], চালুক্য সম্রাট্ জয়সিংহের কন্যা হম্মার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি আপন শ্যালক সম্রাট্ আহবমল্লের বিজয়কেতন লইয়া বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন।* তাঁহার মৃত্যুর পর তদ্রাজ্য পরহস্তগত হইয়াছিল। অতঃপর যাদববংশীয় সেউণ শত্রুর গ্রাস হইতে যাদবরাজ্য উদ্ধার করেন। তাঁহার ৯৯১ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে লিখিত আছে, তিনি চালুক্যরাজ পরমর্দ্দিদেব (২য় বিক্রমাদিত্যকে) শত্রুসংঘর্ষ হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহাকে কল্যাণের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সেউণচন্দ্রের পর পরম্মদেব, তৎপরে তাঁহার ভ্রাতা সিংহরাজ (যাদব সিংঘণ) রাজত্ব করেন। সিংঘণ লক্ষ্মীপুর হইতে 'কর্পূরতিলক' নামক হস্তী আনিয়া চালুক্যরাজ পরমর্দ্দিদেবের প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তৎপুত্র মল্লুগি রাজা হইলেন। তিনি পর্ণখেট নামক শত্রুপুরী অধিকার করিয়া এখানে অবস্থানকালেই উৎকলপতির করিযূথসমূহ তাড়াইয়া আনেন। তৎপরে তৎপুত্র অমরগাঙ্গেয় রাজা হইলেন। তৎপরে যথাক্রমে গোবিন্দরাজ, মল্লুগিপুত্র অমর মল্লুগি, ও কালিয়বল্লাল উত্তরাধিকার লাভ করেন। বল্লালের পুত্রগণ সেরূপ শক্তিশালী ছিলেন না। কাজেই রাজলক্ষ্মী বল্লালের পিতৃব্য মহাবীর ভিল্লম [৪র্থ]-কে বরণ করিলেন। তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, ভিল্লম তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহাদের পুত্রগণের রাজত্বের পর রাজ্যাধিকার করিয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয় যে, তিনি অধিক বয়সে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি ১১০৯ শক হইতে ১১১৩ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহারই বীর্য্যপ্রভাবে ও বুদ্ধিবলে চালুক্য-সাম্রাজ্য যাদবরাজবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

ভিল্লমের পূর্ব্বে নাসিকের নিকটস্থ অঞ্জনেরি গ্রামস্থ একটী মন্দির হইতে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, ১০৬৩ শকে যাদববংশীয় সেউণদেব নামে এক রাজা জৈনমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনি 'মহাসামন্ত' বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত যাদববংশ হইতে এই বংশ ভিন্ন।

নিম্নে প্রাচীন যাদবরাজবংশের বংশাবলী উদ্ধৃত হইল :—

দৃঢ়প্রহার
|
সেউণচন্দ্র ১ম
|
ধাড়িয়প্প ১ম
|
ভিল্লম ১ম
|
রাজুগি বা শ্রীরাজ
|
বাহুগি বা বদ্দিগ
├── ধাড়িয়প্প ২য়
└── ভিল্লম ২য় (শক ৯২২)
    |
    বেসুগি
    |
    ভিল্লম ৩য় (শক ৯৪৮)
    |
    বাহুগি ২য়
    |
    বেসুগি ২য়
    |
    ভিল্লম ৪র্থ
    |
    সেউণচন্দ্র ২য়
    |
    সেউণচন্দ্র ২য় (শক ৯৯১)
    ├── পরম্মদেব
    └── সিংঘণ
        |
        মল্লুগি
        ├── অমরগাঙ্গেয় — গোবিন্দরাজ
        ├── অমরমল্লুগি — বল্লাল
        └── ভিল্লম ৫ম (১১১৩ শকে মৃত্যু)

---

* "এতস্মাদহসাং মহানিধিরসৌ শ্রীবেসুগির্জাতিবান্।
হত্বা ভীমভুজোর্জ্জনাদহবলাৎ জন্মাদভূদ্‌ভূর্মঃ।" ২৩ (ব্রতখণ্ড রাজপ্রশস্তি)

পরবর্ত্তী যাদববংশ।

মহিসুরের অন্তর্গত হলেবিড়ে হোয়্সল্ যাদবগণ বাস করিতেন। ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্যের সময় তাঁহারা অনেকটা প্রবল হইয়া উঠেন। এমন কি এই বংশীয় বিষ্ণুবর্দ্ধন রাজ্যলোলুপ হইয়া কৃষ্ণবেণ্বাতীরে চালুক্য-সম্রাটের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তখনও চালুক্যরাজশক্তি খর্ব্ব হয় নাই, তখনও সমস্ত দাক্ষিণাত্য চালুক্যরাজের নামে কম্পান্বিত, সামন্তবর্গ সকলে চালুক্যরাজের অনুগত;—কাজেই যাদব-বীরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। কিছুদিন পরে কালচক্র পরিবর্ত্তিত হইল। চালুক্যবংশের সে প্রভাব, সে শক্তি হ্রাস হইয়া আসিল। তাঁহাদের সামন্ত কলচুরিগণ অধীনতা পাশ ছেদন করিয়া অভ্যুত্থান করিল। আবার লিঙ্গায়ত-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে তাঁহাদের রাজশক্তি এক কালে ভগ্ন হইল। [লিঙ্গা-য়ত দেখ] এই সময়ে যাদব বিষ্ণুবর্দ্ধনের পৌত্র বীর বল্লাল হোয়্সল্ সিংহাসনে সমাসীন। তিনি শেষ চালুক্যাধিপ ৪র্থ সোমেশ্বরের সেনাপতি ব্রাহ্ম বা বোম্মকে পরাজিত ও তাঁহার করতলগত বিজ্জণের সামন্ত-রাজ্য অধিকার করিলেন। এ-দিকে উত্তরের যাদববংশও সে সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। মল্লুগি বিজ্জণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। দাদা নামধারী তাঁহার এক সেনাপতি রণক্ষেত্রে কলচুরি-রাজের সম্মুখীন হইয়া যাদবরাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। জহ্লণের সুক্তিমুক্তাবলিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, মল্লুগির চারিপুত্র—মহীধর, জহ্ল, সাম্ব ও গঙ্গাধর। তন্মধ্যে মহীধর পিতৃ-সিংহাসন লাভ করেন। ইনি বিজ্জণ-নৃপতির বাহিনী বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

মল্লুগির বীরপুত্র ভিল্লমেরই প্রতাপে সমস্ত চালুক্যসাম্রাজ্য যাদবাধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তিনি অন্তল-নৃপতিকে পরাজয় করিয়া শ্রীবর্দ্ধননগর অধিকার করেন;রণক্ষেত্রে প্রত্যন্তকরাজকে বিধ্বস্ত করেন, মঙ্গলবেষ্টকের অধিপতি বিল্লণকে বিনাশ করেন এবং হোসল (সম্ভবতঃ বীর বল্লালের পিতা হোয়্সল যাদব নরসিংহ) নৃপতিকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া কল্যাণ রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল মহাযুদ্ধে মহীধরের ভ্রাতা জহ্ল তাঁহার সেনাপতি ও দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।

তিনি গুর্জ্জরসৈন্য মধ্যে মত্ত হস্তী চালাইয়া মল্লের হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার, মল্লুগির দলবলকে সন্ত্রস্ত এবং মুঞ্জ ও অন্নের জীবলীলা শেষ করিয়াছিলেন। এইরূপে ভিল্লম কৃষ্ণার উত্তরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ জনপদ অধিকার করিয়া দেবগিরি নগর স্থাপন পূর্ব্বক ১১০৯ শকে অভিষিক্ত হইলেন। এখন হইতে দেবগিরি যাদববংশের রাজধানী হইল।

ভিল্লম দক্ষিণাংশে রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু হোয়্সল যাদববংশীয় বীর বল্লাল সে সময়ে দক্ষিণের অধিপতি। উভয় যাদবরাজে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। উভয়েই সাম্রাজ্যলাভে ব্যগ্র; সুতরাং সহজে সেই ভীষণ সমর শেষ হইল না। অবশেষে ধারবাড় জেলার লোক্কিগুণ্ডি (বর্ত্তমান লক্কুণ্ডি) নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধে ভিল্লমের দক্ষিণ-হস্ত জৈত্রসিংহ নিহত হইলেন এবং বীর বল্লাল কুন্তলের আধিপত্য লাভ করিলেন। ১১১৪ শকে এই ঘটনা হয়। এইরূপে উত্তর যাদববংশের হৃদয় হইতে কিছুদিনের জন্য কুন্তলজয়াশা তিরোহিত হইল।

১১১৩ শকে ভিল্লমের পুত্র জৈত্রপাল বা জৈতুগি পিতৃ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি পিতার সহিত বহু-যুদ্ধে নিজ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন এবং তৈলঙ্গাধিপতি (কাকতেয়) রুদ্রের মেধ লইয়া নরমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া-ছিলেন। পৈঠনের তাম্রশাসনেও বিবৃত হইয়াছে যে, জৈতুগি ত্রিকলিঙ্গাধিপতিকে যুদ্ধে নিপাত করেন, গণপতিকে কারামুক্ত করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করেন ও অন্ধ্রগণকে স্বামিসুখে বঞ্চিত করেন। এই গণপতি অপর কেহ নহেন, ইনি কাকতেয় রুদ্রদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র, সম্ভবতঃ পিতৃব্যকর্ত্তৃক কারা-রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের পুত্র বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ লক্ষ্মীধর জৈতুগির সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যাদবপতি তাঁহাকে পণ্ডিতরাজপদে বরণ করেন।

জৈত্রপালের পুত্র সিংঘণ। তাঁহার রাজচ্ছত্রাধীনে যাদব-রাজ্য সমধিক প্রসারিত হইয়াছিল। তাঁহার অভিষেকাব্দ ১১৩২ শক। জহ্লণের সুক্তিমুক্তাবলিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জহ্লের সহোদর সুবিখ্যাত গঙ্গাধরের পুত্র জনার্দ্দনের নিকট সিংঘণ গজশিক্ষা লাভ করেন। তৎপ্রভাবেই তিনি মালব-পতি অর্জ্জুনের ধ্বংস সাধনে সমর্থ হন।* হেমাদ্রি লিখিয়াছেন যে, তিনি কক্কল্লরাজকে পরাজয় করিয়া তাঁহার করিদল

* "যেনানরীত মত্তবারণঘটা জজ্জল্লভূমিভৃতঃ
কক্কল্লাদবনীপতেরপজন্তা যেনাধিরাজ্যশ্রিয়ঃ।
যেন ক্ষৌণিভৃদর্জ্জুনোঽপি বলিনা নীতঃ কথাশেষতাং
যেনোদ্দামভুজেন ভোজনৃপতিঃ কারাকুটীকৃতঃ॥
যস্তত্তাগিরিকেশরী বিনিহতো লক্ষ্মীধরঃ ক্ষ্মাপতি-
র্যদ্বাহাবলিভিঃ প্রসহ্য রুরুধে ধারাধরাধীশ্বরঃ।
বল্লালক্ষিতিপালপালিতভুবাং সর্ব্বাপহারশ্চ যঃ
শ্রীসিংহস্ত মহীপতের্বিজয়তে তস্যাললীলায়িতম্॥"

(রাজপ্রশস্তি ৩৩-৩৪ শ্লোক)

আনল্ল, কক্কল্লরাজকে রাজ্যহীন, অর্জ্জুনকে বিনাশ এবং ভোজকে বন্দী করিয়াছিলেন। এই মহাবীর অবহেলায় বজ্রাগিরির বীরকেশরী লক্ষ্মীধরকে পদানত, অশ্বসাদীর কৌশলে ধারাপতিকে আক্রান্ত ও বল্লালের অধিকৃত সমুদয় রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

(হেমাদ্রিবর্ণিত অক্কল্ল পূর্ব্ব-চেদিবংশীয় বিখ্যাত অজয়দেব, ছত্রিশগড়প্রদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। কক্কল পশ্চিম চেদিরাজবংশীয় সুবিখ্যাত কোকলদেব, ত্রিপুর বা তেবারে তাঁহার রাজধানী ছিল।)

এতদ্ব্যতীত সিংহণ মহাসমরে মথুরা ও কাশীপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার এক ব্রাহ্মণ-সেনাপতির নিকট হম্মীর পরাজয় স্বীকার করেন। গদক হইতে আবিষ্কৃত ১১৩৫ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে প্রতিপন্ন হয় যে,তৎপূর্ব্বেই বীর বল্লাল স্বীয় অধিকারের দক্ষিণাংশ হারাইয়াছিলেন। পন্‌হালার ভোজ নামে প্রসিদ্ধ শিলাহারপতি সিংঘণের নিকট পরাজিত হইলে কোল্‌হাপুর পর্য্যন্ত যাদবরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। উক্ত জেলাস্থ খেদ্রাপুরগ্রামে কোপেশ্বর-মন্দিরে ১১৩৬ শকে উৎকীর্ণ সিঙ্ঘণ-রাজের শিলালিপি দৃষ্ট হয়। তিনি কএকবার গুজরাত আক্রমণ করিয়াছিলেন। তত্রত্য আম্বে্‌ গ্রামে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, যাদব-সেনাপতি ব্রাহ্মণপ্রবর খোলেশ্বর গুর্জ্জরপতির দর্প চূর্ণ করিয়া মালব ও আভীর-রাজবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তিনি আপন প্রভু সিঙ্ঘণের সকল আশাই পূর্ণ করিয়াছিলেন। খোলেশ্বরের পর তৎপুত্র রাম সেনাপতিত্ব লাভ করেন। তিনিও নর্ম্মদা-তীরে গুর্জ্জরসৈন্যের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বহুসংখ্যক গুর্জ্জর তাঁহার হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেও অবশেষে তিনি শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। কীর্ত্তিকৌমুদীরচয়িতা সোমেশ্বর লিখিয়াছেন যে,চৌলুক্যরাজ লবণপ্রসাদ ও তৎপুত্র বীরধবলের রাজত্বকালে যাদবপতি সিঙ্ঘণ গুর্জ্জর আক্রমণ করেন। তাঁহার ভয়ে প্রজাগণ সকলেই শঙ্কিত ও ব্যাকুল হইয়া অনেকেই পলায়নের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। সিংহণের বাহিনী যখন তাপীকূলে উপস্থিত, লবণপ্রসাদ সেই সময় কাল বিলম্ব না করিয়া মহী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। যাদবেরা ভরোচ প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। শত শত গ্রাম ভস্মীভূত হইয়াছিল। এই সময় মারবাড়ের চারিজন রাজা লবণ-প্রসাদ ও বীরধবলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীন গোধ্‌রা ও লাটের সামন্তগণ রণক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া যাদবরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, সুতরাং লবণপ্রসাদ বাধ্য হইয়া আর যাদবসৈন্যের বিরুদ্ধে না গিয়া মারবাড়ের নৃপতিগণের দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। যাদবসৈন্য আর বেশী দূর অগ্রসর না হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। কীর্ত্তিকৌমুদীর এই বর্ণনা হইতেও সিংঘণ-কর্তৃক গুর্জ্জরাক্রমণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ গুর্জ্জরপতি যাদবরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, নচেৎ আক্রমণকারিগণ যে সহজে চলিয়া আসিবে, তাহা বোধ হয় না। "লেখপঞ্চাশিকা" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ গুজরাত হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সিংহণ ও লবণপ্রসাদের সন্ধির কথা এইরূপ লিখিত আছে—

"সংবৎ ১২৮৮ বর্ষে বৈশাখসুদি ১৫ সোমেঽদ্যেহ শ্রীমদ্বিজয়কটকে মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎসিংহণদেবস্য মহামণ্ডলেশ্বররাণক শ্রীলাবণ্যপ্রসাদস্য চ। সাম্রাজ্যভুক্ শ্রী শ্রীমৎসিংহণদেবেন মহামণ্ডলেশ্বর রাণশ্রীলাবণ্যপ্রসাদেন পূর্ব্বরূঢ্যা স্বীয়দেশেষু রহণীয়ং। কেনাপি কস্যাপি ভূমী নাক্রমণীয়া।" অর্থাৎ

১২৮৮ সংবৎ (১২৩১ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখের ১৫ই সুদি (শুক্লপক্ষে) অদ্য এই সোমবারে জয়স্কন্ধাবারে মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎসিংহণ দেব ও মহামণ্ডলেশ্বর রাণক শ্রীলাবণ্যপ্রসাদের (সন্ধি)। রাজ্যভোগী শ্রীমৎসিংহণদেব ও মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীলাবণ্যপ্রসাদ কর্ত্তৃক স্ব স্ব রাজ্যের পূর্ব্বসীমা অনুসারে রহিল, কেহ কাহারও ভূমি আক্রমণ করিতে পারিবেন না।

[লবণপ্রসাদ দেখ।]

সেনাপতি খোলেশ্বর উত্তরে যেমন প্রভুর বিপক্ষের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, দক্ষিণে তাঁহার প্রতিনিধি বীচন বা বীচ সেইরূপ বিপক্ষ সমুদ্র মন্থন করিতেছিলেন। এই বীচন মল্লের কনিষ্ঠ সহোদর। তিনি দক্ষিণ-মহারাষ্ট্রের রট্টসামন্তদিগকে, কোঙ্কণের কদম্বদিগকে, প্রাচীন গুপ্তবংশসম্ভূত দক্ষিণের গুত্তরাজাদিগকে এবং পাণ্ড্য, হোয়সল দক্ষিণপ্রদেশের সামন্তদিগকে অবনত করিয়া কাবেরীতীরে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন। তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ১১৬০ শকের (১২৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই) উক্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

বাস্তবিক ঐ সময়ই যাদব ইতিহাসের সমুজ্জ্বল কাল। যাদবসাম্রাজ্য বহু বিস্তীর্ণ ও প্রভূত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। যাদবপতি সিংহণ 'মহারাজাধিরাজ' ও 'পৃথ্বীবল্লভ' উপাধিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ দ্বারকায় রাজত্ব করিতেন,—তাই তদ্বংশীয় সিংহণ ও তাঁহার বংশধরগণ "দ্বারবতীপুরাধীশ্বর" উপাধিও ব্যবহার করিতেন। তাঁহার ও তৎপরবর্ত্তী দুইজন যাদবরাজের সময় কর্ণাট-বাসী সোড্ঢল 'শ্রীকরণাধিপ' বা লেখাবিভাগের অধ্যক্ষ (Chief secretary) ছিলেন,—তাঁহার পর তৎপদে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হেমাদ্রি নিযুক্ত হন। ঐতিহ্যজন সোড্ঢলের পুত্র শার্ঙ্গধর

একজন বিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। তিনি "সঙ্গীতরত্নাকর" রচনা করেন। সম্রাট্ সিন্ধণ ইহার টীকাকার। ভাস্করাচার্য্যের পৌত্র ও লক্ষ্মীধরের পুত্র চাঙ্গদেব ও ভাস্করাচার্য্যের ভ্রাতা শ্রীপতির পৌত্র অনন্তদেব রাজজ্যোতির্বিদ্ ছিলেন। চাঙ্গদেব খান্দেশ-জেলায় পাটনা নামক স্থানে নিজ পিতামহরচিত সিদ্ধান্ত-শিরোমণি পাঠের জন্য একটী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ পাটনার নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে অনন্তদেব ১১৪৪ শকাব্দে ১লা চৈত্রে একটী ভবানীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

সিন্ধণের পুত্র জৈতুগি বা জৈত্রপাল। তাঁহার সম্বন্ধে হেমাদ্রি লিখিয়াছেন যে, তিনি সকল কলার আলয় ও বিদ্বেষি-ভূপালগণের কালস্বরূপ ছিলেন। ইহার অদৃষ্টে সাম্রাজ্যভোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি পিতার "যুবরাজ" পদ লাভ করিয়াছিলেন মাত্র। কারণ সিন্ধণ ১১৬৯ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পৌত্র কৃষ্ণের ১১৭৬ শকের প্রমাদী-সংবৎসরে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাহাতে তাঁহার ৭ রাজ্যাঙ্ক আছে। এরূপ স্থলে সিংহণের পরই জৈত্রপালের পুত্র কৃষ্ণ ১১৬৯ শকে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, জানা যাইতেছে।

কৃষ্ণের প্রকৃত নাম কন্হার, কন্হর বা কন্হার। তিনি মালব, গুজরাত ও কোঙ্কণের রাজগণের আতঙ্কস্বরূপ, তৈলঙ্গ-রাজপ্রতিষ্ঠাপক এবং চোলাধিপতি বলিয়াও কীর্ত্তিত হইয়াছেন। হেমাদ্রির বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি গুর্জ্জরপতি বীসলের বিপুলবাহিনী বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন। জনার্দ্দনের পুত্র লক্ষ্মদেব তাঁহার বিজ্ঞ মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার অস্ত্রবলে তিনি শত্রুবিজয়ী হইয়াছিলেন। নানাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তিনি বিলুপ্ত বৈদিক মার্গ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বেলগাম্ হইতে আবিষ্কৃত ১১৭১ শকের তাম্রশাসনে লিখিত আছে, সিংহণের প্রতিনিধি বীচনের জ্যেষ্ঠ সহোদর মল্ল কৃষ্ণের অধীনে কুহুণ্ডীপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি কৃষ্ণরাজের সম্মতিক্রমে বত্রিশ জন বিভিন্ন গোত্রের ব্রাহ্মণকে বাগেবাড়ি গ্রামে শাসনদান করিয়াছিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের পট্টবর্দ্ধন, অদাস, দলিদাস, খাদস, পাঠক, চিত্রবাড়ী প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মীদেবের পুত্র জল্লন নিজ কনিষ্ঠসহ কৃষ্ণরাজকে সর্ব্বদাই মন্ত্রদান করিতেন। এ ছাড়া তিনি বিবাদীসমূহের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি "সূক্তিমুক্তাবলি" নামে একখানি সংস্কৃত কবিতাসংগ্রহ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। শারীরকভাষ্যের উপর বাচস্পতিমিশ্রের ভামতী নামে যে টীকা আছে, অমলানন্দ 'বেদান্তকল্পতরু' নামে তাহার টীকা লিখিয়াছেন। ঐ অমলানন্দ কৃষ্ণরাজেরই একজন সভাপণ্ডিত ছিলেন।

১১৮২ শকে (১২৬০ খৃষ্টাব্দে) কৃষ্ণের পর তাঁহার ভ্রাতা মহাদেব রাজ্যলাভ করেন। তিনি তৈলঙ্গ, গুর্জ্জর, কোঙ্কণ, কর্ণাট ও লাটরাজের দর্পচূর্ণকারী। হেমাদ্রি লিখিয়াছেন যে, মহাদেব স্ত্রী, বালক ও শরণাগতের উপর কখন অস্ত্র ধারণ করিতেন না। তাই অন্ধ্রেরা একজন রমণীকে ও মালবেরা এক জন বালককে সিংহাসনে বসাইয়াছিল। তিনি তৈলঙ্গাধিপের হস্তিসমূহ ও পঞ্চশব্দবাদ্য করায়ত্ত করিয়াছিলেন ও রুদ্রমাকে স্ত্রীলোক বলিয়া অব্যাহতি দিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই যে, যাদবপতি জৈতুগির বাহুবলে যে কাকতীয় গণপতি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, বিদ্যানাথের প্রতাপরুদ্রীয় নাটকে সেই গণপতিই আপন রাজ্য কন্যাকে প্রদান করিতেছেন। কন্যা হইলেও তিনি 'রাজা' বলিয়াই ঘোষিত হইয়াছেন। তিনি আপন দৌহিত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। সেই গণপতি-কন্যা "রুদ্রমা" ভিন্ন অপর কেহ নহেন। মহাদেব বহুসংখ্যক নিবারী লইয়া কোঙ্কণপতি সোমেশ্বরকে আক্রমণ করেন। স্থলযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কোঙ্কণপতি পোতারোহণপূর্ব্বক জলপথ আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাদেবরূপী বড়বানল হইতে তিনি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার পরাজয়ে কোঙ্কণরাজ্যও যাদবসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। পণ্ডরপুরে ১১৯২ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে মহাদেবের "প্রৌঢ়প্রতাপ-চক্রবর্ত্তী" উপাধি দৃষ্ট হয়। ঐ শিলালিপিতে কাশ্যপগোত্রীয় কেশবনামক এক ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক অপ্তোর্যাম যজ্ঞানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে।

মহাদেবের পুত্র আমণ, কিন্তু আমরা মহাদেবের পর কৃষ্ণের পুত্র প্রকৃত উত্তরাধিকারী রামচন্দ্রকে ১১৯০ শকে (১২৭১ খৃষ্টাব্দে) অভিষিক্ত হইতে দেখি। ঠানা হইতে আবিষ্কৃত উক্ত রামরাজের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি মালব ও তৈলঙ্গাধিপের সহিত সমরানল প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন। এই তৈলঙ্গাধিপই প্রতাপরুদ্র। তাঁহার সময়ের কথা "প্রতাপরুদ্রীয়" নাটকে বর্ণিত দেখা যায়। মহিসুর হইতেও রামচন্দ্রের শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, মহিসুরের সুদূর দক্ষিণ পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ চতুর্ব্বর্গচিন্তামণিরচয়িতা হেমাদ্রি প্রথমে মহাদেবের করণবিভাগের অধিপতি (Chief secretary), তৎপরে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি স্বরচিত চতুর্ব্বর্গ-

চিন্তামণির অন্তর্গত ব্রতখণ্ডে "রাজপ্রশস্তি" অভিধেয় দুইটী অধ্যায়ে যাদবরাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তিনি নিজে পণ্ডিত ও পণ্ডিতগণের আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক, পুণ্যচরিত্র অথচ মহাবীর। তাঁহার চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি সকল ধর্ম্ম ও পুরাণশাস্ত্রের সারসংগ্রহ। ইহা একখানি বিরাট্ গ্রন্থ, আকারে মহাভারতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

"আয়ুর্ব্বেদরসায়ন" নামে বাগ্ভটের টীকা ও বোপদেব-রচিত "মুক্তাফল" নামক বৈষ্ণবগ্রন্থ হেমাদ্রির রচিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। মুগ্ধবোধরচয়িতা পণ্ডিতবর বোপদেব হেমাদ্রির তুষ্টিবিধানের জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের সারসংগ্রহপূর্ব্বক "হরিলীলা" রচনা করেন। মহারাষ্ট্রে হেমাড্‌পন্ত নামে হেমাদ্রির নাম প্রসিদ্ধ। সমস্ত মহারাষ্ট্রে বিদ্যমান এক বিশেষ ধরণের মন্দির এই হেমাড্‌পন্তের কীর্ত্তি। তিনি যখন যাদবরাজের লেখনাধিপ ছিলেন, সেই সময়ে লেখনকার্য্যের সুবিধার জন্য সিংহল হইতে "মোড়ী" নামে একপ্রকার লিপি আনাইয়া প্রচলন করেন। [হেমাদ্রি দেখ]

প্রসিদ্ধ মরাঠী সাধু জ্ঞানেশ্বর যাদবপতি রামচন্দ্রের সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। [জ্ঞানেশ্বর দেখ।] তাঁহার মরাঠী ভগবদ্গীতা ১২১২শকে সম্পূর্ণ হয়। রামচন্দ্রই প্রকৃত প্রস্তাবে দাক্ষিণাত্যের শেষ স্বাধীন হিন্দুনৃপতি। তাঁহার শতাব্দ পূর্ব্বে মুসলমানেরা আর্য্যাবর্ত্তে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা দাক্ষিণাত্য জয় করিবার জন্য যে নিশ্চেষ্ট ছিলেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। ১২১৬ শকে (১২৯৪ খৃষ্টাব্দে) কয়ার শাসনকর্ত্তার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন্ খিলজী আট হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইলিচপুরে দেখা দিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি দেবগিরি আক্রমণ করিলেন। তখন রাজা রামচন্দ্র রাজধানীতে ছিলেন না। এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে হিন্দুগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রাজা রামচন্দ্র এ সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি চারিহাজার সৈন্য লইয়া শত্রুর গতি-রোধ করিতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সুবিধা না হওয়ায় তিনি দুর্গ আশ্রয় করিলেন। এদিকে আলাউদ্দীন্ প্রচার করিয়া দিলেন যে, দিল্লীশ্বর বহু সৈন্য লইয়া পশ্চাতে আসিতেছেন। তিনি মাত্র কতকগুলি অগ্রগামী সৈন্য লইয়া উপস্থিত। রামচন্দ্র সে সংবাদে ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। আলাউদ্দীন্ কএক মণ সুবর্ণ চাহিয়া বসিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্রের পুত্র শঙ্কর বহু সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। বিপুল হিন্দুসৈন্যের নিকট মুসলমান-সৈন্যেরই সম্পূর্ণ পরাজয়ের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাহার সৈন্যগণ দিল্লী হইতে প্রভূত সৈন্যাগম আশঙ্কা করিয়া ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িল। সুতরাং হিন্দুসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল।

রামচন্দ্রের মিত্র হিন্দুরাজগণ সকলেই সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া আলাউদ্দীনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন। আলাউদ্দীন্ ৬০০ মণ মুক্তা, ২ মণ জহরৎ, ১০০০ মণ রৌপ্য, ৪০০০ খণ্ড রেশমি বস্ত্র ও আরও বহু মূল্যবান্ জিনিস চাহিয়া বসিলেন। যাহা হউক রামচন্দ্র এলিচপুর ও তাহার অধীন জনপদগুলি ছাড়িয়া দিলেন। আলাউদ্দীন্ বহু রত্ন-সম্ভার লাভ করিয়া দেবগিরি পরিত্যাগ করেন।

কএক বর্ষ পরে আলাউদ্দীন্ পিতৃব্যকে গুপ্তহত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। যাদবরাজের কর পাঠাইবার কথা ছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তিনি পাঠান নাই। তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য আলাউদ্দীন্ মালিক্‌কাফুরের অধীনে ত্রিশ হাজার সৈন্য পাঠাইলেন। মালিককাফুর ১২২৮ শকে (১৩০৭ খৃষ্টাব্দে) দেবগিরিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। হিন্দুমুসলমানে মহাযুদ্ধ ঘটিল। রামচন্দ্র পরাজিত ও বন্দীভাবে দিল্লীতে আনীত হইলেন। এখানে তিনি ছয় মাস ছিলেন, তৎপরে সসম্মানে মুক্তি লাভ করেন। পরে তিনি যথাসময়ে দিল্লীতে কর পাঠাইতে ও মুসলমানরাজের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। ১২৩১ শকে (১৩০৯ খৃষ্টাব্দে) মালিক কাফুর তৈলঙ্গাধিপকে শাসন করিবার জন্য প্রেরিত হন। পথে তিনি দেবগিরিতে কএকদিন অপেক্ষা করেন। রামচন্দ্র বিশেষ ভাবে তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শঙ্কর রাজা হইলেন। তিনি দিল্লীতে কর প্রেরণ বন্ধ করিলেন। ১২৩৪ শকে (১৩১২ খৃষ্টাব্দে আবার মালিক কাফুর আসিলেন। এবারও হিন্দু-মুসলমানে যুদ্ধ হইল। শঙ্কর শত্রুকরে নিহত, সেই সঙ্গে যাদবরাজ্য বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হইল। কাফুর দেবগিরিতেই আড্ডা করিলেন।

মালিক কাফুরের উপর দিল্লীশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ লক্ষ্য করিয়া আলাউদ্দীনের আমীর ওমরাহগণ সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। পাছে তাঁহারা বিদ্রোহী হয়, সে জন্য মালিক কাফুরকে সত্বরে দিল্লী যাইতে হহল। যাহা হউক, এই সময়ে আলাউদ্দীন্ দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র মুবারক উত্তরাধিকার পাইলেন। যখন দিল্লীতে এই সকল ঘটনা, সেই সময় সুবিধা পাইয়া রামচন্দ্রের জামাতা হরপাল অস্ত্রধারণ করিলেন। তিনি মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগকে দূরী-

ভূত করিয়া অল্প কালের জন্য যাদব-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। ১২৪০ শকে (১৩১৮ খৃষ্টাব্দে) দিল্লীশ্বর মুবারক বিদ্রোহ নিবারণ করিবার জন্য সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যে আগমন করিলেন। হরপাল বন্দী ও অতি কঠোর যন্ত্রণাসহ শত্রুকরে নিহত হইলেন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইল।

নিম্নে দেবগিরির যাদবরাজবংশের তালিকা দেওয়া গেল :—

মল্লুগি
|
ভিল্লম (শক ১১০৯-১১১৩)
|
জৈত্রপাল বা জৈতুগি (শক ১১১১-১১৩২)
|
সিঙ্ঘণ (শক ১১৩২-১১৬৯)
|
জৈত্রপাল
|
কৃষ্ণ (শক ১১৬৯-১১৮২) — মহাদেব (শক ১১৮২-১১৯২)
|
রামচন্দ্র (শক ১১৯৩-১২৩১) — আমণ (মহাদেবের পুত্র)
|
শঙ্কর (শক ১২৩১-১২৩৪)
|
ভগিনীপতি হরপাল (১২৪০ শকে নিহত)

যাদববংশী (যাদোন্), রাজপুতজাতির একটী শাখা। ইহারা যযাতিপুত্র যদু হইতে আপনাদের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকে। এই যাদবগণ এক সময়ে ভুজবলে ভারতে বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। চম্বল নদী পশ্চিমস্থ করৌলী রাজ্যে এবং উহার পূর্ব্বতীরস্থ গোয়ালিয়রের অন্তর্গত সবলগড় (যাদোনবতী) নামক স্থানে এখন যদুবংশী হিন্দু রাজপুতের বাস দেখা যায়। মুসলমান আধিপত্যে রাজপুতনার পূর্ব্বাংশবাসী অধিকাংশ যাদব ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। উহারা এক্ষণে খান্‌জাদা ও মেও নামে প্রসিদ্ধ।

ঐতিহাসিক প্রমাণে ধর্ম্মপাল নামে একজন যদুবংশী রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি প্রায় ৮০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহা হইতেই করৌলী রাজবংশে 'পাল' উপাধি প্রচলিত হয়। রাজা ধর্ম্মপাল যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ হইতে ৭৭ পুরুষ অধস্তন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকেই আদিপুরুষ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন।

বয়ানা নগরে এই বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী ও কুতবউদ্দীন্ আইবক কর্ত্তৃক তহানগড় অধিকৃত হইবার পর, রাজবংশধরগণ বয়ানা পরিত্যাগপূর্ব্বক করৌলীতে পলায়ন করেন এবং তথা হইতে যমুনা অতিক্রমপূর্ব্বক সবলগড়ে আশ্রয় লন। অনন্তর তাঁহারা পুনরায় করৌলীতে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন।

এতাবা জেলায় আখা-রাজবংশ এবং তথাকার অন্যান্য যাদবগণ কোন্ বংশ সম্ভূত, তাহা জানা যায় না। বুলন্দসহরের ছোকরজাদাগণ দাসীকন্যায় বংশোদ্ভূত। এই স্থানের নিম্নশ্রেণীর যাদবগণ বাগ্‌ড়ী নামে খ্যাত। আগ্রাবাসী বীরেশ্বর যাদবগণ বয়ানারাজ তিজপাল হইতে আপনাদের বংশবীজ কল্পনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, সেনারূপে চিতোর অবরোধকালে যুদ্ধ করায় তাঁহারা মোগলসম্রাট্ অকবরশাহের নিকট হইতে সম্মানসূচক বীরেশ্বর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। আগ্রায় বশাবৎ নামে আর এক যাদবশাখার বাস দেখা যায়। উহারা জয়শাল্মীর ও জয়পুর হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। মথুরার যাদবগণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত দেখা যায়। এই কারণে তাহাদের সামাজিক সম্মান হ্রাস হইয়াছে।

বান্দা ও ভরতপুরের বাগ্‌ড়ী এবং নারা যাদবগণ নাপিতানীর গর্ভজাত। আহর, সিন্সিন্‌বাল ও কতকগুলি জাটবংশ যাদোনদিগের সংস্রবে উৎপন্ন।

বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থানুসারে যাদোন্ ও যাদোনবংশীদিগের মধ্যে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। যাদোন্‌বংশীগণ রাজপুতদিগের সহিত আদানপ্রদান করে, কিন্তু যাদোনেরা আপনাদের মধ্যেই বিবাহাদি করিয়া থাকে।

যাদব ব্যাস, রামকৃষ্ণ পণ্ডিতের শিষ্য ও নৃসিংহের পুত্র। ইনি ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীসার ও অনুমানমঞ্জরীসার, শিবতত্ত্ববোধ এবং সিদ্ধান্তসংগ্রহ নামে কয় খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীসারে ইনি গৌড়ল উপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইনি যাদব পণ্ডিত নামেও পরিচিত।

যাদবপুর, ১ বাঙ্গালার চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ২ যশোর জেলার ও ২৪ পরগণার অন্তর্গত এক একটী গ্রাম।

যাদবপ্রকাশ, বৈজয়ন্তী নাম্নী অভিধান এবং বিষ্ণুস্মৃতির বিবৃত টীকারচয়িতা। সাধারণে যাদব নামেই অভিহিত।

যাদবপ্রকাশ, যতি-ধর্ম্মসমুচ্চয়রচয়িতা। প্রপন্নামৃতের মতে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনের পর ইনি রামানুজ কর্ত্তৃক গোবিন্দদাস নাম প্রাপ্ত হন।

যাদবপ্রকাশস্বামিন্, জনৈক বিখ্যাত কবি।

যাদবসূরি, তান্ত্রিককৌতূক ও তান্ত্রিকযোগ-সুধানিধি নামক গ্রন্থদ্বয়রচয়িতা।

যাদবাচার্য্য, কাঞ্চীবাসী জনৈক দণ্ডী সন্ন্যাসী। ইনি রামানুজের গুরু ছিলেন। অপর নাম যাদবপ্রকাশ।

যাদবেন্দ্র, দক্ষিণাকালীপূজাপদ্ধতিরচয়িতা।

যাদবেন্দ্র (পুং) যাদবানামিন্দ্রঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

যাদবেন্দ্রপুরী, পদ্যাবলীধৃত জনৈক কবি।

যাদবেন্দ্রভট্ট, স্মৃতিসারপ্রণেতা। ইনি যাদব বিদ্যাভূষণ নামেও পরিচিত।

যাদবেন্দ্র সরস্বতী, শঙ্করমতাবলম্বী ১০ম গুরু।

যাদস্ (স্ত্রী) যান্তি বেগেনেতি যা অসুন্ বাহুলকাদ্দাগমশ্চ। ১ জল। (নিঘণ্টু) ২ জলজন্তু।

"অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।" (গীতা০ ১০।২৯)

যাদু (পুং) ১ জল। ২ তরল পদার্থ। (দেশজ) ৩ ইন্দ্রজাল-বিদ্যা দ্বারা অভিভূত।

যাদুকর (দেশজ) ঐন্দ্রজালিক।

যাদুবিদ্যা (স্ত্রী) ১ ভোজবাজী। ২ ভৌতিক বিদ্যা। [ভৌতিকবিদ্যা দেখ।]

যাদুর (ত্রি) বহুরেতোযুক্ত। "যথাতি মহং যাদুরী যাশূনাং ভোজ্যা শতা" (ঋক্ ১।১২৬।৬)

'যাদুরিত্যুদক নাম, রেতো লক্ষণমুদকং প্রভূতং দদাতীতি যাদুরী বহুরেতোযুক্তা' (সায়ণ)

যাদৃক্ষ (ত্রি) য ইব দৃশ্যতে যদিব পশ্যতি বা দৃশ্ (দৃশেঃ ক্সশ্চ বক্তব্যঃ। পা ৩।২।৬০) ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা ক্স, (আসর্ব্বনাম্নঃ। পা ৬।৩।৯১) ইত্যত্র 'দৃক্ষে চেতি বক্তব্যং' ইত্যাত্বং। যেমন, যাদৃশ।

যাদৃশ্ (ত্রি) য ইব দৃশ্যতে দৃশ্ (ত্যদাদিষু দৃশোঽনালোচনে-কঞ্ চ। পা ৩।২।৬০) ইতি চকারাৎ ক্বিন্, 'আসর্ব্বনাম্নঃ' ইত্যাকারাদেশঃ। যেমন, যদ্রূপ।

যাদৃশ (ত্রি) য ইব দৃশ্যতে ইতি দৃশ (ত্যদাদিষুদৃশ ইতি। পা ৩।২।৬০) ইতি কঞ্ আকারাদেশঃ। যেমন।

"যাদৃশোঽস্য ভবেদাত্মা যাদৃশঞ্চ চিকীর্ষিতম্।
যথা চোপচরেদেনং তথাত্মানং নিবেদয়েৎ॥" (মনু ৪।২৫৪)
স্ত্রিয়াং ঙীষ্। যাদৃশী।

যাদোনাথ (পুং) যাদসাং নাথঃ। ১ সমুদ্র। ২ বরুণ।

যাদোনিবাস (পুং) যাদসাং নিবাসঃ। জল। (হেম)

যাদ্গার মহম্মদ (মীর্জা), আমীর তৈমুরের প্রপৌত্র মীর্জা-মহম্মদের পুত্র। তিনি ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পিতামহ মীর্জা বাইসনগড়ের মৃত্যুর পর, খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সুলতান হসেন বৈকারা হিরাট অধিকার করিলে যাদ্-গার তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কএকটী খণ্ড যুদ্ধের পর, ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে একদিন নৈশযুদ্ধে তিনি রণক্ষেত্রে নিহত হন। কবিতারচনায় জন্য তিনি সাধারণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

যাদ্গার নাশির (মীর্জা), বাবর শাহের ভ্রাতা। সম্রাট্ হুমায়ুন যখন ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে সদলে পারস্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন যাদ্গার সেনাদলকে রাজদ্রোহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইতে প্ররোচিত করেন। সম্রাটের খুল্লতাত হইলেও বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

যাদ্বাড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম জেলার অন্তর্গত একটী নগর। গোকাক হইতে ২৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে ইতালীবাসী ভ্রমণকারী জেমেলী করেরি এই স্থান পরিদর্শনে আইসেন। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সবনুরের নবাব মাজিদ্ খাঁ মহারাষ্ট্র-দলের নিকট পরাভূত হইয়া এই স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে পেশবা "সামরিক-সরঞ্জাম" অর্থাৎ সেনাদলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এই স্থান মিরাজের পটবর্দ্ধনের হস্তে সমর্পণ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান পরশুরাম ভাউর মৃত্যুর পর এইস্থান ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অধীন হয়। এখানে কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রবয়নের বিস্তৃত কারবার আছে।

যান্দাবু (য়েন্দাবু), উত্তর ব্রহ্মের অন্তর্গত একটী নগর। ইরা-বতী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২১°৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৯৫°৪´ পূঃ। এখানে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ও ব্রহ্ম-রাজের সন্ধি হয়; ব্রহ্মদেশাধিপতি এই সন্ধিসূত্রে ইংরাজরাজকে তেনাসেরিম প্রদেশ প্রদান করেন এবং আসাম, কাছাড়, জয়ন্তী, ও মণিপুর প্রভৃতি ভারতাধিকার ছাড়িয়া দেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজবংশধরের অভাবে কাছাড়রাজ্য, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে নরবলির অপরাধে জয়ন্তীরাজ্য এবং ইংরাজ-প্রতিনিধি-হত্যা করায় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মণিপুর ইংরাজ-শাসনাধীন হয়।

যাত্রাধ্য (ত্রি) যাতাং রাধ্যং। গমনশীল ব্যক্তিদিগের আরা-ধনীয়। "যাত্রাধ্যং বরুণো যোনিমপ্যমনিশিতং" (ঋক্ ৭।৩৮।৮) 'যাত্রাধ্যং যাতাং গচ্ছতাং রাধ্যং রাধনীয়ং।' (সায়ণ)

যাদ্ব (ত্রি) ১ যদুবংশোদ্ভব। ২ মনুষ্য মধ্যে প্রসিদ্ধ। "যোঽস্তি যাদ্বঃ পশুঃ" (ঋক্ ৮।১।৩১) 'যাদ্বঃ যদুবংশোদ্ভবং যদ্বা যদবো মনুষ্যাঃ তেষু প্রসিদ্ধঃ' (সায়ণ)

যান (ক্লী) যা-ল্যুট্ অর্দ্ধর্চাদিত্বাৎ পুংস্ত্বমপি। ১ রাজা-দিগের সন্ধি প্রভৃতি ষড়্গুণের অন্তর্গত গুণবিশেষ। শত্রুজয় করিবার নিমিত্ত যুদ্ধার্থ গমন।

"যানমপ্যাশু নৈব কর্ত্তব্যং সহসা পুনঃ।" (দেবীভাগ০ ৩।৪।১১)

যায়তেঽনেন যা-ল্যুট্। হস্তী, অশ্ব, রথ ও দোলাদি, যাহা দ্বারা যাওয়া যায়, তাহাকে যান কহে। এই যান ত্রিবিধ ও চতুর্ব্বিধ ভেদে কথিত।

"মানুষৈঃপক্ষিভির্ব্বাপি তথান্যৈর্দ্বিপদৈরপি।
যানং দ্বিপদং নাম তস্য ভেদো হ্যনেকধা।
সামান্যঞ্চ বিশেষশ্চ তস্য ভেদো দ্বিধা ভবেৎ ॥"(যুক্তিকল্পতরু)

মানুষ, পক্ষী বা অন্য কোন দ্বিপদ জন্তুদ্বারা যে গমন করা যায়, তাহাকে দ্বিপদযান কহে। এই দ্বিপদ যান বহুপ্রকার, তাহার মধ্যে সামান্য ও বিশেষ এই দুই ভাগে বিভক্ত।

নৌকাদির নাম নিষ্পদ যান। (ত্রি) ৩ ফলপ্রাপ্তিহেতু। "তনূনপাৎ পথ ঋতস্য যানান্" (ঋক্ ১০।১১০।২) 'যানান্ ফলপ্রাপ্তিহেতূন্' (সায়ণ) যা ভাবে ল্যুট্। ৪ গতি।

"যানং খরোষ্ট্রমার্জ্জারকপিশার্দ্দূলশূকরৈঃ।
যস্য প্রেতৈঃ শৃগালৈর্ব্বা স মৃত্যো বর্ত্ততে মুখে ॥"
(বাভট শারীরস্থা॰ ৬ অ॰)

যানক (ক্লী) যান-স্বার্থে কন্। যান শব্দার্থ।
"রক্ষঃপতিঃ স্ববলমষ্টিমথৈক্য রুষ্ট
আরুহ্য যানকমথাভিসসার রামম্ ॥" (ভাগবত ৯।১০।২১)

যানকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অচ্ করঃ যানস্য করঃ। যাননির্ম্মাণকারক, যাহারা রথাদি যান নির্ম্মাণ করে।
"আহিত্রয়ে নটো যানকরাঃ শ্রীহিরণ্যক।"
(বৃহৎস॰ ১০।১৭)

যানপাত্র (ক্লী) যানসাধনং পাত্রম্, শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। নিষ্পদ যানবিশেষ, জাহাজ, পর্য্যায় বহিত্রক, বোহিত্থ, বহন, পোত। (হেম) সমুদ্রযান। (Junk)
"সমুচ্ছ্রিতৈঃ সিতৈঃ পোতৈঃ যানপাত্রৈস্তথৈব চ। নৌভিশ্চ ঝিল্লিকাভিশ্চ শুশুভে বরুণালয়ঃ ॥" (হরিব॰ ১৪৫।৬৩)

যানপাত্রিকা (স্ত্রী) ছোট যানপাত্র।

যানভঙ্গ (পুং) যানস্য ভঙ্গঃ। যানের ভঙ্গ, পোতভঙ্গ।

যানমুখ (ক্লী) যানস্য মুখং, পুরোভাগঃ। রথাদির পুরোভাগ, পর্য্যায় ধুর্। (অমর)

যানবাহ (পুং) যানং বহতি বহ-অণ্। যানবাহক, যাহারা যান বহন করে।

যানশালা (স্ত্রী) যানস্য শালা ৬-তৎ। যানগৃহ, যে গৃহে যানাদি থাকে।

যান্ত্রিক (ত্রি) আয়ুর্ব্বেদীয় যন্ত্রসম্বন্ধীয়। ২ যন্ত্রপরিশোধিত (শর্করাদি)

যাপক (ত্রি) যাপয়তীতি যাপি ণ্বুল্। প্রাপক।
"ইদং ভগবতঃ তীর্থমাশিষাং যাপকং নৃণাম্ ॥"(ভাগ॰ ৩।২৩.২২)

যাপন (ক্লী) যা-ণিচ্ ল্যুট্। ১ বর্ত্তন, অবস্থান। ২ কালক্ষেপণ, সময় কাটান।
"পূর্ব্বসেনাপতির্নীতঃ কালযাপনমাত্রিকঃ।" (কামন্দকী ১৭৬০১)

৩ নিরসন। ৪ অপসারণ। (ত্রি) যাপয়তীতি যা-ণিচ্ ল্যু। ৫ প্রাপক।
"অবাতযামাস্তপ্তাসন্ যামাঃ স্বান্তরযাপনাঃ।"(ভাগ॰ ৩।২২।৩৩)

যাপনীয় (ত্রি) যা ণিচ্ অনীয়র্। ১ প্রাপণীয়। ২ যাপনযোগ্য, যাপনার্হ, যাপ্য।

যাপ্তা (স্ত্রী) জটা। (ভূরিপ্র॰)

যাপিত (ত্রি) যা-ণিচ্-ক্ত, পুগাগমশ্চ। অতিবাহিত, কাটান, অপসারিত।

যাপ্য (ত্রি) যাপি-যৎ। ১ নিন্দনীয়, অধম, নিন্দিত। (অমর) ২ যাপনীয়, ক্ষেপণীয়। ৩ গোপনীয়। ৪ আবরণীয়। (পুং) ৫ নিঃশেষরূপে অপ্রতীকার্য্য রোগ, যে রোগ একেবারে আরোগ্য হয় না। সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য ভেদে ব্যাধি সকল তিন ভাগে বিভক্ত। তাহার মধ্যে সাধ্য ব্যাধি আবার দুই প্রকার, সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য।

যে রোগ চিকিৎসা দ্বারা স্থগিত থাকে, এবং বিধি মতে চিকিৎসা না করিলে প্রাণ বিনাশ করে, তাহাকে যাপ্য রোগ কহে। যন্ত্রের সহিত স্তম্ভ যোজনা করিলে পতনোন্মুখ গৃহ যে প্রকারে রক্ষিত হয়, উপযুক্ত ঔষধাদি দ্বারা সুচিকিৎসিত হইলে তদ্রূপ যাপ্য রোগীরও শরীর রক্ষিত হইয়া থাকে। চিকিৎসাবিরহিত মানবগণের সাধ্য রোগ যাপ্য এবং যাপ্য রোগ অসাধ্য হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রোগ যাপ্য বলিয়া কদাচ উপেক্ষা করিবে না, বিধি মতে তাহার চিকিৎসা করিবে, ইহাই বৈদ্যক শাস্ত্রের উপদেশ।*

"যাপ্যাঃ কেচিৎ প্রকৃত্যৈব কেচিদ্যাপ্যা উপেক্ষয়া।"

কোন কোন রোগ স্বাভাবিকই যাপ্য, আবার কেহ কেহ উপেক্ষা দ্বারা হয়, অর্থাৎ উপযুক্তরূপে চিকিৎসা না করিলে যাপ্য হয়।

যাপ্যযান (ক্লী) যাপ্যং অধমং যানং। শিবিকা। (অমর)

যাভ (পুং) যভ্যতে ইতি যভ-ঘঞ্। মৈথুন, রমণ।

* "সাধ্যা যাপ্যা অসাধ্যাশ্চ ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
সুখসাধ্যঃ কষ্টসাধ্যো দ্বিবিধঃ সাধ্য উচ্যতে ॥
যাপ্যলক্ষণ মাহ ॥
যাপনীয়স্তু তং বিদ্যাৎ ক্রিয়াং ধারয়তে হিতাম্।
ক্রিয়ায়াস্তু নিবৃত্তায়াং সদ্যো যশ্চ বিনশ্যতি ॥
প্রাপ্তা ক্রিয়া ধারয়তি সুখিনং যাপ্যমাতুরম্।
প্রপতিষ্যদিবাগারং স্তম্ভো যত্নেন যোজিতঃ ॥
সাধ্যা যাপ্যত্বমায়ান্তি যাপ্যাশ্চাসাধ্যতাং তথা।
ঘ্নন্তি প্রাণানসাধ্যাস্তু নরাণামক্রিয়াবতাম্ ॥" (ভাবপ্র॰)

"পীত্বানঃ মৃগুলং প্রেষ্ঠং মীঢ়ুাংসং যাজ্ঞকোবিদম্।
স একোঽজয়যত্তাসাং বন্ধীনাং রতিবর্দ্ধকঃ॥"
(ভাগ° ৯।১।৯৬)

যাভবৎ (ত্রি) যাভ-মতুপ্, মস্য ব। মৈথুনবিশিষ্ট।

যাম (পুং) যাতি যাবতে বা যা (অর্তিস্তুসুহুসৃধৃক্ষি ক্ষুভা যা বাপদি যক্ষিণীভ্যো মন্। উণ্ ১।১৪০) ইতি মন্ যম্ ঘঞ্ বা। দিবা ও রাত্রিমানের চতুর্থ ভাগের একভাগ। দিবা পরিমাণ বা রাত্রিমাণ যত দণ্ড হইবে, তাহাকে চারিভাগ করিলে তাহার এক ভাগকে যাম কহে। পর্য্যায় প্রহর।

"উত্থায় পশ্চিমে যামে কৃতশৌচঃ সমাহিতঃ।
হুতাগ্নির্ব্রাহ্মণাংশ্চার্চ্য প্রবিশেৎ স শুভাং সভাম্॥"(মনু৭।১৪৫)

২ সংযম। (মেদিনী) ৩ গমন। "উভো যেত্তে প্রযামেষু যুঞ্জতে" (ঋক্ ১।৪৮।৪) 'যামেষু গমনেষু' (সায়ণ) ৪ গমনসাধন, যানাদি। "যামো বভূয়াচ্ছবসো বো অদ্য" (ঋক্ ৪।৫১।৪) 'যামঃ গমনসাধনঃ স রথঃ' (সায়ণ) ৫ দেবগণভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।১৮)

স্বায়ম্ভুব মনুর সময় যজ্ঞের দক্ষিণা পত্নীতে দ্বাদশ পুত্র জন্মে, এই পুত্র সকল যামগণ বলিয়া খ্যাত হয়। ৬ সময়। (ত্রি) ৭ যমসম্বন্ধীয়।

যামক (পুং) পুনর্ব্বসু-নক্ষত্র।

যামকিনী (স্ত্রী) ১ কুলস্ত্রী। ২ পুত্রবধূ। ৩ ভগিনী।

যামকোশ (ত্রি) মার্গপ্রতিবন্ধক রাক্ষস, পথরোধক রাক্ষস। "ইন্দ্র দুহ যামকোশা অভূবন্" (ঋক্ ৩,৩০।১৫) 'যামকোশাঃ যাত্যস্মিন্নিতি যামো মার্গঃ, তস্য কোশাঃ কোশবদাচ্ছাদকা মার্গপ্রতিবন্ধকাঃ রাক্ষসাঃ' (সায়ণ)

যামঘোষ (পুং) যামে প্রতিযামে ঘোষঃ রবোঽস্য। প্রতি প্রহরং রবকরণাদেবাস্য তথাত্বং। কুক্কুট। (শব্দমালা)

যামঘোষা (স্ত্রী) যামে যামে ঘোষোঽস্যাঃ, যামান্ প্রহরান্ ঘোষতি শব্দায়তে ইতি বা ঘুষ-অচ্ টাপ্। যন্ত্রবিশেষ, ঘটিকাযন্ত্র, ঘড়ী, পর্য্যায়—নালী, ঘটী, যামনালী, যমেরুকা, দণ্ডঢক্কা। (ত্রিকা°)

যামতূর্য্য (ক্লী) যামজ্ঞাপকং তূর্য্যং মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা°। যামজ্ঞাপকতূর্য্যধ্বনি।

যামদুন্দুভি (পুং) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে আঘাত করিয়া রাত্রির দণ্ডপ্রহরাদি সাধারণে জ্ঞাত করা হয়। ইহা কতকটা পিত্তলের ঘড়ীর মত।

যামদূত (পুং) বংশ বা কুলভেদ।

যামন্ (ক্লী) গমন, গতি। "পুষা ভবসি দেববামভিঃ" (ঋক্ ৫।৮১।৫) 'যামভিঃ গমনৈঃ' (সায়ণ)

যামন (ত্রি) গতি, গমন।

যামনালী (স্ত্রী) যামস্য নালীব। যামঘোষা, ঘটিকা যন্ত্র। (ত্রিকা°)

যামনেমি (পুং) ইন্দ্র। (ত্রিকা°)

যামযম (পুং) তত্তৎকাল ক্রীড়ানিয়ম।

"সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্
সায়ংগতো যামযমেন মাধবঃ।" (ভাগ° ১০।১৩।২৩)
'যামযমেন তত্তৎকালক্রীড়ানিয়মেন' (সায়ণ)

যামরথ (ক্লী) যমব্রত।

যামল (ক্লী) ১ যুগল, জোড়া। (হেম) ২ তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃত্যপ্রদীপনম্।
ক্রমসূত্রং বর্ণভেদো জাতিভেদস্তথৈব চ।
যুগধর্ম্মশ্চ সংখ্যাতো যামলস্যাষ্টলক্ষণম্॥" (বারাহীতন্ত্র°)

সৃষ্টি, জ্যোতিষাখ্যান, নিত্যকর্ম্মকথন, ক্রমসূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ, যুগধর্ম্ম ও সংখ্যা এই আটটী বিষয় যামলে আছে।

এই যামল ষড়্বিধ, যথা আদিযামল, ব্রহ্মযামল, বিষ্ণুযামল, রুদ্রযামল, গণেশযামল ও আদিত্যযামল।

যামলায়ন (পুং) যমল-(চতুর্ষর্থেষু পক্ষাদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।২।৮০) ইতি ফক্। যমলের গোত্রাপত্য।

যামবতী (স্ত্রী) যামঃ প্রহরঃ অস্ত্যস্যামিতি যাম-মতুপ্, মস্য চ ব, ঙীষ্। রাত্রি। (রাজনি°)

যামবৃত্তি (স্ত্রী) প্রহরী।

যামশ্রুত (ত্রি) শীঘ্রগমন দ্বারা বিশ্রুত। "সূরিভির্যামশ্রুতেভিরশ্বিভিঃ" (ঋক্ ৫।৫৩।১৫) 'যামশ্রুতেভিঃ শীঘ্রগমনেন বিশ্রুতৈঃ' (সায়ণ)

যামহূ (ত্রি) ১ গমনার্থ আহ্বানযোগ্য। ২ যথাসময়ে আহূত।

যামহূতি (স্ত্রী) যজ্ঞ। "যামহূতা উত্তাপরীষু কৃণুতে সখায়ং" (ঋক্ ১০।১১৭।৩) 'যামা গন্তারো দেবাঃ। ত আহ্বয়ন্তেঽত্রেতি যামহূতির্যজ্ঞঃ' (সায়ণ) যজ্ঞে দেবগণ গমনের জন্য আহূত হন, এইজন্য যামহূতি শব্দে যজ্ঞ বুঝায়।

যামাতৃ (পুং) জামাতা পৃষোদরাদিত্বাৎ জস্য যঃ। জামাতা, দুহিতার পতি, জামাই। জামাতা বিষ্ণু তুল্য, এইজন্য তাহার উপর ক্রোধ করিবে না। যতদিন পর্য্যন্ত দৌহিত্র না জন্মে, ততদিন জামাতৃগৃহে ভোজন করিতে নাই।

"বিষ্ণুং যামাতরং মন্যে তস্য মন্যুং ন কারয়েৎ।
অপ্রজায়াস্তু কন্যায়াং নাশ্নীয়াত্তস্য বৈ গৃহে॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)
"সদা ভুক্রী সদা বক্রী সর্ব্বদা পুবলিপ্রিয়ঃ।
কন্যা রাশৌ সদা ভুঙ্‌ক্তে জামাতা দশমগ্রহঃ॥" (উদ্ভট)

যামাতৃক (পুং) জামাতা।

যামার্দ্ধ (ক্লী) যামস্য অর্দ্ধং। যামের অর্দ্ধ, প্রহরের অর্দ্ধ। দিবা ও রাত্রিমান যত দণ্ড হয়, তাহাকে ৮ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগের নাম যামার্দ্ধ, এই সকল যামার্দ্ধের এক একটী অধিপতি আছে। ঐ অধিপতির বিষয় জ্যোতিষে লিখিত আছে,—জাত বালকের কোষ্ঠীপ্রস্তুতকালে যামার্দ্ধাধিপতি দ্বারা পত্তাকী গণনা করিতে হয়।

দিনমানকে ৮ ভাগ করিলে তাহার এক ভাগের নাম যামার্দ্ধ। যে বারে জন্ম হইবে, সেই গ্রহ প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি, তাহার পর ছয় ছয় অন্তর দ্বিতীয়াদি যামার্দ্ধের পতি হইবে। এইরূপ রাত্রিমানকে ৮ ভাগ করিলে যাহা হইবে, তাহা রাত্রির যামার্দ্ধ। রাত্রিকালে যে বারে জন্ম হইবে, সেই গ্রহ প্রথম যামার্দ্ধাধিপ, পরে পাঁচ পাঁচ অন্তর যে গ্রহ হইবে, সেই গ্রহই পরবর্ত্তী যামার্দ্ধের অধিপতি জানিতে হইবে। যথা রবিবারে প্রথম যামার্দ্ধাধিপ রবি, দ্বিতীয় যামার্দ্ধপতি শুক্র, তৃতীয় যামার্দ্ধপতি বুধ, এবং চতুর্থ যামার্দ্ধপতি চন্দ্র, এইরূপে পরপর স্থির করিতে হইবে।

রাত্রিকালে রবিবারে প্রথম যামার্দ্ধপতি রবি, দ্বিতীয় যামার্দ্ধপতি বৃহস্পতি,তৃতীয় চন্দ্র,চতুর্থ শুক্র ইত্যাদি ক্রমে স্থির করিতে হইবে। রাহু ও কেতুকে ধরিয়া গণনা করিবে না।

"বারেশাদর্দ্ধযামেষু রাত্র্যহ্নোঃ পঞ্চষট্‌ক্রমাৎ।
অধিপাঃ স্যুগ্র হাস্তত্র যথার্কাতে ভবন্তি হি॥
রবীজ্যেন্দুভৃগুজ্ঞারজশনিজ্ঞরবয়ো নিশি।
রবিশুক্রজ্ঞরাত্রীশশনীজ্যকুজভাস্করাঃ।
দিনে তুষ্টাঃ পরেষেবং তত্রাধ্যক্ষাশ্চতুর্গ্রহাঃ॥"(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

যামায়ন (পুং) ১ বেদমন্ত্রদ্রষ্টা কয়েক জন ঋষির গোত্রাপত্য। ২ উর্দ্ধকৃশন, কুমার, দমন, দেবশ্রবস্, মথিত, শঙ্খ ও সঙ্কসুক প্রভৃতির গোত্রাপত্য।

যামি (স্ত্রী) যাতি কুলাৎ কুলান্তরমিতি যা বাহুলকাৎ মি। ১ স্বসা, ভগিনী। ২ কুলস্ত্রী, কুলবধূ।

'প্রহরে সংযমে যামো যামিঃ স্বসৃকুলস্ত্রিয়োঃ।' (রামাশ্রম)

৩ যামিনী। (শব্দরত্না০) ৪ ধর্ম্মের পত্নী, ইহার কন্যার নাম নাগবীথী। (অগ্নিপু০ কশ্যপীয় প্রজাসর্গ)

যামিক (ত্রি) যামে নিযুক্তঃ যাম-ঠক্। প্রহরিক, যাহারা প্রহরে প্রহরে নিযুক্ত হয়, তাহাকে যামিক কহে, চলিত চৌকীদার।

যামিকভট (পুং) যামিকশ্চাসৌ ভটশ্চেতি। পহরিক, চৌকিদার।

"উন্মাদাম্বুদবৰ্দ্ধিতান্ধতমসঃ প্রভ্রষ্টদিঙ্মণ্ডলে
কালে জাগ্রদুদগ্রযামিকভটপ্রারব্ধকোলাহলে।
কণন্তাম্বুদ্ধদর্নবাম্বুবত্বা বক্ষোর্যদস্তঃপুরা-
দায়াতাসি যদম্বুজাক্ষিকৃতকং মন্যে ভয়ং যোষিতাম্॥" (কর্ণাট)

যামিকা (স্ত্রী) রজনী।

যামিত্র (ক্লী) লগ্ন হইতে সপ্তম রাশি।

"ধীস্থানং পঞ্চমং জ্ঞেয়ং যামিত্রং সপ্তমং স্মৃতম্।
দ্যূনং দ্যূনং তথাস্তাখ্যং ষট্‌কোণং রিপুমন্দিরম্॥"
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

পঞ্চমের নাম ধীস্থান এবং সপ্তমের নাম যামিত্র।

যামিত্রবেধ (পুং) যামিত্রে সপ্তমস্থানে বেধঃ। সপ্তমস্থান দুষ্ট হইলে তাহাকে যামিত্রবেধ কহে, বিবাহাদি কার্য্যে দিন দেখিবার সময় যামিত্র বেধ হইয়াছে কি না, তাহা দেখা আবশ্যক। যদি যামিত্রবেধ হয়, তাহা হইলে সেই দিনে বিবাহাদি সংস্কার কার্য্য করিবে না। যামিত্রবেধ এইরূপে স্থির করিতে হয়—

পাপগ্রহ হইতে যদি সপ্তমস্থানে চন্দ্র থাকে অথবা ঐ চন্দ্র যদি পাপযুক্ত হয়, তাহা হইলে যামিত্রবেধ হয়, এই যামিত্র বেধ সকল শুভকার্য্যে পরিত্যাগ করিবে, কারণ ইহাতে যাত্রা করিলে বিপদ্, গৃহপ্রবেশে সুতবধ, ক্ষৌরকার্য্যে রোগ, বিবাহে বিধবা, ব্রতে মরণ ইত্যাদি অশুভ হইয়া থাকে।

চন্দ্র হইতে সপ্তমরাশিতে যদি রবি, মঙ্গল ও শনি থাকে, তাহা হইলেও যামিত্রবেধ হয়। যে দিন বিবাহাদি শুভ কার্য্যের দিন দেখিতে হইবে, তখন প্রথমে চন্দ্র কোন্ রাশিতে আছেন, তাহা স্থির করিয়া সেই চন্দ্রের সপ্তমে কোন পাপগ্রহ আছে কিনা, এবং চন্দ্র ও কোন পাপাক্রান্ত হইয়াছে কিনা দেখিবে, যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, যামিত্রবেধ হইয়াছে।

"পাপাৎ সপ্তমগঃ শশী যদি ভবেৎ পাপেন যুক্তোঽথবা
যত্নেনাশুবিবর্জ্জয়েন্মুনিমতো দোষোঽপায়ং কথ্যতে।
যাত্রায়াং বিপদো গৃহে সুতবধঃ ক্ষৌরেষু রোগোদ্ভবো-
ঽপ্যুদ্বাহে বিধবা ব্রতে তু মরণং শূলঞ্চ পুংস্কর্ম্মণি॥
রবিমন্দকুজাক্রান্তং মৃগাঙ্কাৎ সপ্তমং ত্যজেৎ।
বিবাহযাত্রাচূড়াসু গৃহকর্ম্মপ্রবেশনে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

যামিত্রবেধে শুভ কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি যামিত্রবেধে শুভ কর্ম্ম করা একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইহার প্রতিপ্রসব দেখিয়া শুভ কর্ম্মানুষ্ঠানে দোষ হয় না। প্রতিপ্রসবে উক্ত না হইলে ইহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। প্রতিপ্রসব এইরূপে স্থির করিতে হয়—

"মূলত্রিকোণনিজমন্দিরগোঽথ পূর্ণো
মিত্রর্ক্ষসৌম্যগুরুগোঽথ তদীক্ষিতো বা।

যামিত্রবেধবিহিতাননপঙ্কতা দোষান্
দোষাকরঃ সুখমনেকবিধং বিধত্তে ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

চন্দ্র যদি মূলত্রিকোণে, অর্থাৎ বৃষরাশিতে অবস্থিত হন, অথবা যদি নিজ গৃহে কর্কটে থাকেন, অথবা চন্দ্র পূর্ণ হন, অথবা মিত্র বা শুভগ্রহের গৃহে অবস্থিত বা তৎ- কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে যামিত্রবেধজনিত দোষ হয় না। বরং শুভ হইয়া থাকে।

যামিন্ (ত্রি) গন্তি। যেমন অন্তর্যামী।

যামিনী (স্ত্রী) যামাঃ সন্ত্যস্যাং যাম-ইনি ঙীপ্। ১ রাত্রি।

"ততঃ শয়নমাবিশ্য প্রসুপ্তো মধুসূদনঃ।
যামমাত্রাবশেষায়াং যামিন্যাং প্রত্যবুধ্যত ॥"(ভারত ১২।৫৩।১)

২ হরিদ্রা। (অমর) ৩ কশ্যপপত্নী। (ভাগ০ ৬।৬।২১)
৪ প্রহ্লাদের দ্বিতীয়া তনয়া। (কথাসরিৎসা০ ৪৬।২২)

যামিনীচর (ত্রি) যামিন্যাং চরতীতি চর-ট। ১ নিশাচর, রাক্ষস। (পুং) ২ গুগ্‌গুলু। ৩ পেচক। (বৈদ্যকনি০)

যামিনীপতি (পুং) যামিন্যাঃ পতিঃ। ১ চন্দ্র। (শব্দরত্না০) ২ কর্পূর। (অমর)

যামী (স্ত্রী) যমস্যেয়ং যমো দেবতাস্যা ইতি বা যম-অণ্ ঙীপ্। ১ দক্ষিণাদিক্। (রাজনি০) যাম-ঙীষ্। ২ কুলস্ত্রী।

"মাতাপিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া।
দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥" (মনু ৪।১০০)

৩ ধর্ম্মের পত্নী। (বিষ্ণু পু০ ১।১৫।১০৫)

যামীর (পুং) ১ চন্দ্র। স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ রাত্রি।

যামীরলেবু (দেশজ) একপ্রকার লেবু। [জম্বীর দেখ]

যামুন (স্ত্রী) যমুনায়াং ভবঃ যমুনা-অণ্, যমুনায়া ইদমিত্যণ্ বা। ১ স্রোতোঽঞ্জন, সৌবীরাঞ্জন। (রাজনি০) (পুং) ২ জনপদবিশেষ।

"কুরুজাঙ্গলপাঞ্চালান্ শূরসেনান্ সযামুনান্।
ব্রহ্মাবর্ত্তং কুরুক্ষেত্রং মৎস্যান্ সারস্বতানথ ॥"
(ভাগবত ১।১০।৩৪)

৩ পর্ব্বতবিশেষ। (রামায়ণ ৪.৪০.২১) ৪ তীর্থভেদ। (ভারত ৩।৮৩।৪১) (ত্রি) যমুনা সম্বন্ধী। যমুনার জল তুলিয়া রাখিলে সাত দিন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ থাকে।

"ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তভিস্তথ যামুনম্।
নার্ম্মদং দশভির্মাসৈর্গাঙ্গং বর্ষেণ শুধ্যতি ॥"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

যামুন আচার্য্য স্বামিন্, শ্রীক্ষেত্রবাসী জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি আগমপ্রামাণ্য, আলমন্দারস্তোত্র, গুণবাদ, চতুঃশ্লোকী, নাথস্তুতি বা আত্মসিদ্ধিস্তোত্র, ভগবদ্গীতাটীকা, ভগবদ্গীতার্থসংগ্রহ, মায়াষ্টক, সংবিৎসিদ্ধি, সিদ্ধিত্রয়, স্তোত্রভাষ্য, স্তোত্ররত্ন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে ও শ্রীনিবাসদাসকৃত যতীন্দ্রমতদীপিকাগ্রন্থে ইঁহার নামোল্লেখ আছে।

যামুনেষ্টক (স্ত্রী) যামুনমিষ্টেকম্। ১ সীসক। (জটাধর)

যামুন্দায়নি (পুং) যমুন্দস্য গোত্রাপত্যং যমুন্দ (তিকাদিভ্যঃ ফিঞ্। পা ৪।১।১৫৪) ইতি ফিঞ্। যমুন্দের গোত্রাপত্য।

যামুন্দায়নিক (পুং) যমুন্দস্য গোত্রাপত্যং যুবা (ফেশ্চ চ। পা ৪।১।১৪৯) ইতি ঠক্। যমুন্দের যুবা গোত্রাপত্য, যমুন্দ শব্দের উত্তর এই অর্থে ঐ সূত্রানুসারে ছ প্রত্যয় হয়, এবং তাহাতে 'যামুন্দায়নী' এইরূপ পদ হইয়া থাকে।

যামেয় (পুং) যামিঃ স্বসৃকুলস্ত্রিয়োরিত্যমরশাসনাৎ যামেরপত্যমিত্যর্থে ঠক্। ১ ভাগিনেয়। ২ ধর্ম্মপত্নী যামির পুত্র। (ভাগব০ ৬।৬।৬)

যামোত্তর (স্ত্রী) সামভেদ।

যাম্য (পুং) যামী দিখাসোঽস্য, যামী-যৎ। ১ মুনি অগস্ত্য। ২ চন্দন বৃক্ষ। (মেদিনী) যমস্যায়মিতি যম-ষ্য। ৩ যমদূত।

"কৃষ্যমাণস্তু যাম্যৈশ্চ নরকেষু চ পাত্যতে।
পুনশ্চ গর্ত্তো জন্মাথ মরণং নরকস্তথা ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু০ ১১।৩০)

৪ যমসম্বন্ধীয়।

যাম্যজ্বর (পুং) প্রবৃদ্ধহীন মধ্যবাতাদিজনিত সন্নিপাতজ্বরভেদ। ইহার লক্ষণ—

"হীনপ্রবৃদ্ধমধ্যৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগাস্ত এবোক্তা যথা দোষবলাশ্রয়াঃ ॥
হৃদয়ং দহ্যতে চাস্য যকৃৎপ্লীহান্ত্রফুস্ফুসাঃ।
পচ্যন্তেঽত্যর্থমূর্দ্ধাধঃপূয়শোণিতনির্গমঃ ॥
শীর্ণদন্তশ্চ মৃত্যুশ্চ তত্রাপ্যেতদ্বিশেষতঃ।
ভিষগ্‌ভিঃ সন্নিপাতোঽয়ং যাম্যো নাম্না প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"
(ভাবপ্রকাশ০ মধ্যখ০)

হীন বায়ু, পিত্তাধিক্য এবং মধ্য কফ কর্তৃক যে সন্নিপাত জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা বায়ু, পিত্ত ও কফ জন্য রোগ সকলের বলাবল ও দোষের আধিক্য এবং ন্যূনতা অনুসারে হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই রোগে বায়ু অল্প, সুতরাং বেদনা ও কম্প প্রভৃতি বায়ুজাত লক্ষণ সকল অল্প পরিমাণে প্রকাশ পায়। দাহ, উষ্ণতা ও পিপাসা প্রভৃতি পিত্তের কার্য্য; সুতরাং পিত্তাধিক্য থাকায় ঐ সকল লক্ষণ অধিকরূপে হয়। গুরুত্ব, অগ্নিমান্দ্য ও প্রসেকাদি কফের কার্য্য, অতএব ঐ সকল লক্ষণ মধ্যমরূপে হইয়া থাকে। এই জ্বরে হৃদয়ে দাহ, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র ও ফুস্ফুস পাকিয়া থাকে,

অত্যন্ত ঘূর্ণন, মলদ্বার হইতে পূয ও রক্তনির্গম, দন্ত সকল শীর্ণ এবং পরিশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণ হইলে তাহাকে যাম্যজ্বর কহে। [জ্বর দেখ]

যাম্যতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ, যমসম্বন্ধী তীর্থ।

যাম্যদিগ্‌ভবা (স্ত্রী) তমালপত্রী। (বৈদ্যকনি॰)

যাম্যদ্রুম (পুং) শাল্মলি বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি॰)

যাম্যা (স্ত্রী) যমস্তেয়ং যমো দেবতাস্যা ইতি বা (যমাচ্চেতি বক্তব্যং। পা ৪।১।৮৫) ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা ণ্য টাপ্। ১ দক্ষিণদিক্।

"প্রগৃহ্য তু মহীপালো জলপূরিতমঞ্জলিম্।
দিশং যাম্যামভিমুখো রুদন্ বচনমব্রবীৎ॥"(রামায়ণ ২।১০৩।২৬)

১ ভরণী নক্ষত্র। (মেদিনী) (ত্রি) ২ যম সম্বন্ধী।

যাম্যায়ন (ক্লী) যাম্যানাময়নং যাম্যং অয়নমিতি বা। দক্ষিণায়ন।

"যাম্যায়নে হরৌ সুপ্তে সর্ব্বকর্ম্মাণি বর্জ্জয়েৎ।"(মলমাসতত্ত্ব)

যাম্যোত্তররেখা, উত্তর-দক্ষিণবৃত্ত (Meridian circle)

যাম্যোদ্ভূত (পুং) যাম্যায়ামুদ্ভূতঃ। শ্রীতালবৃক্ষ। (রাজনি॰)

যায়জূক (পুং) পুনঃ পুনর্যজতি যজ্-যঙ্ (যজজপদশাং যঙঃ। পা ৩।২।১৬৬) ইতি ঊক। পুনঃ পুনঃ যাগকর্ত্তা, যাহারা বারংবার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পর্য্যায় ইজ্যাশীল।

"যা গতিঃ সর্ব্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ।
রাজা মহাত্মা তেজস্বী যায়জূকঃ সতাং গতিঃ॥"
(রামায়ণ ২।৭২।১৫)

যাযাবর (পুং) পুনঃ পুনরতিশয়েন বা যাতি দেশাদ্দেশান্তরং গচ্ছতীতি যা-যঙ্ (যশ্চ যঙঃ। পা ৩।২।১৭৬) ইতি বরচ্। ১ অশ্বমেধীয়াশ্ব, অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া। (জটাধর) ২ জরৎকারুমুনি। (ত্রিকা॰) জরৎকারু মুনি যাযাবরবংশীয় ছিলেন। ৩ ঋষিদিগের গণবিশেষ।

"তাত! প্রত্যক্ষ ধর্ম্মাণস্তথা যাযাবরা গণাঃ।"
(ভারত ১২।১৪৩।১৭)

(ক্লী) ৪ যাচ্ঞা।

"বার্ত্তা বিচিত্রশালীনযাযাবরশিলোঞ্ছনম্।
বিপ্র-বৃত্তিশ্চতুর্দ্ধেয়ং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা॥"(ভাগবত৭।১১।১৬)

'যাযাবরং প্রত্যহং ধান্যযাচ্ঞা' (স্বামী) (ত্রি) ৫ পুনঃ পুনঃ গমনশীল, যে তপস্বীদিগের নিয়মিত বাস স্থান নাই, নিয়ত স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ৬ ব্রাহ্মণ। ৭ পর্য্যটক, সন্ন্যাসী।

যায়িন্ (ত্রি) যা-ণিনি যুকাগমশ্চ। গমনশীল।

য়ার মহম্মদ, সিন্ধুপ্রদেশের কলহোরাবংশীয় বলুচী-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি প্রথমে রাজা লক্ষা ও ইল্‌তাস্ খাঁ ব্রাহুইএর সহযোগে শিবির শাসনকর্ত্তা মীর্জ্জা যখ্‌তয়ার খাঁকে ১৭০১খৃষ্টাব্দে পরাজিত করিয়া শিকারপুর অধিকারপূর্ব্বক তথায় রাজপাট স্থাপন করেন। দিল্লীসম্রাট্‌ তাঁহাকে দেয়াজাত দান সহ 'খুদা য়ার খাঁ' এই রাজোপাধি প্রদান করিয়া ছিলেন। অতঃপর ইনি পন্নায়দিগকে সাযতানি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ধীরে ধীরে একটী সামন্তরাজ্য বিস্তার করেন। পরে ইনি ১৭১১ খৃষ্টাব্দে যখ্‌তয়ারের ভ্রাতা মালিক আলী বক্‌সকে পরাভূত করিয়া কন্দিয়ারো ও লার্খানা অধিকার করেন। মীর্জ্জা য়ার মহম্মদের অত্যাচার-কাহিনী ও স্বীয় সৌভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা শাহজাদা মইজ্ উদ্দীন্‌কে (পরে জাহান্দর শাহকে) জানাইলেন। মইজ্ উদ্দীন্ তৎকালে মুলতানে ছিলেন। তিনি সংবাদ শুনিয়াই সিন্ধুপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মীর্জ্জা সম্রাট্‌পুত্রকে তাঁহার রাজ্যমধ্য দিয়া যাহাতে সৈন্যচালনা না করেন, তাহার প্রার্থনা জানাইলেন। শাহজাদা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া তিনি সসৈন্যে সম্মুখবর্ত্তী মোগলসৈন্যকে আক্রমণ করিলেন। রণে মীর্জ্জা নিহত হইলেন, কিন্তু শাহজাদা য়ার মহম্মদকে দণ্ডবিধান না করিয়াই ভক্কর অভিমুখে চলিয়া গেলেন। রাজানুগ্রহলাভে উল্লাসিত হইয়া য়ার খাঁ সক্কর অধিকার করেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কলহোরায় মৃত্যু হয়।

য়ার লতিফ খাঁ, বাঙ্গালার নবাব সিরাজ্‌উদ্দৌলার অনেক সেনাপতি। ইনিই বঙ্গসিংহাসনপ্রার্থী হইয়া ইংরাজকর্ম্মচারী মিঃ ওয়াট্‌সনের সহিত নবাব সিরাজের রাজ্যচ্যুতির নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করেন। ইহাঁর পর সেনাপতি মীরজাফর খাঁ ঐ আবেদন ইংরাজসভায় পাঠাইয়া ছিলেন।

যারী (পারসী, 'য়ার বা ইয়ার' শব্দজ, আবার কাহারও মতে পারসী 'জারী' শব্দজ) পাঁচজন ইয়ার বা বন্ধুবান্ধব মিলিয়া উপদেশ বা তত্ত্বজ্ঞানমূলক সঙ্গীতালাপকে 'ইয়ারী' বা 'যারী', অথবা ধর্ম্মতত্ত্ব 'জারী বা ঘোষণা করাকেও 'জারী' বলা যায়। ইহা বঙ্গদেশের একটী গ্রাম্য সঙ্গীতামোদ। উত্তর বঙ্গে এই গান প্রচলিত নাই। যশোর, খুলনা, পাবনা, ফরিদপুর, ও নদীয়া জেলার কোন কোন স্থানে মেলা বা বারোয়ারী উপলক্ষে এই জারীগান হইতে দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান দ্বারাই এই গান হইয়া থাকে। কতদিন হইতে এই গ্রাম্য সঙ্গীতের উৎপত্তি, তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রবাদ এইরূপ, দিল্লীশ্বর সেকন্দর লোদীর পুত্র গাজী সলোয়ের অসারতা জানিয়া ফকিরি গ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্রপল্লীবাসী একজন ফকির 'হক্'

করিয়া মক্কা হইতে ফিরিবার সময় দিল্লীর নিকটবর্ত্তী পুলিবাও নামক গ্রামে রাত্রি যাপন করেন। তাহার নিকটেই একটী মুসলমান-সমাধিস্তম্ভ ছিল, এইখানে ফকির স্বপ্নে গাজীর মহিমা প্রকাশের আদেশ পান। দেশে ফিরিয়া আসিয়া সেই ফকির গাজীর গীত প্রকাশ করেন। কাহারও মতে, তাঁহারই নাম বাঞ্ছিত ফকির। কিন্তু উদ্ধৃত গাজী গীতে অন্য মত প্রকাশ পায়—

"কর কর ওরে বান্দা আপেরির কাম কর।
পীরের দরগায় সিন্নি দিয়া হাওয়ার পিঠে চড়॥
সেও পরিকৃত দান্দা বাদ্সা শোলেমান।
জিন্দেগী তর ক'রে বস আল্লায় কর মান॥
আস্রফ ফকির বলে শুন মমিন ভাই।
দেওরে গাজির সিন্নি আমি পরথম গীত গাই॥"

উক্ত গীত হইতে আস্রফ ফকিরকেই গাজিগীতের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে হয়। এই গাজীর গীত এক সময় নিম্নবঙ্গের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এই গাজি-গীতই পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন ঢঙে ভিন্ন সুরে ভিন্ন আদর্শে যারী বা জারী নামে পরিগণিত হইয়াছিল। বাস্তবিক উভয় গীতেরই উদ্দেশ্য ভগবানের নামমাহাত্ম্যপ্রচার এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিশুদ্ধ আমোদের সঙ্গে সদ্ভাবস্থাপন। নিম্নের গাজী গীতটী পাঠ করিলেই তাহার কতক আভাস পাওয়া যাইবে—

"ওরে রাম রহিম জুদা করিস্‌নেরে ভাই।
ঐ যে কাশী মক্কায় একই গুণ বিচারে দেখ্‌তে পাই॥
মন্দিরে কালীর ঘর, এলাহি থাকে মসিদ পর,
সন্ধ্যা আহ্নিক নমাজ পড়ায় কিছু ভেদ নাই।
তাইতে গা'ন জয়চাঁদ কয়, আর হিন্দু মুছল্লি আয়,
যেতে হবে এক জাগায় সে জন আছে সব ঠাঁই॥"

গাজী গীতের বহুলপ্রচার কালে প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে জারী গীতের সৃষ্টি, এ কথা কোন কোন ওস্তাদের মুখে শুনা যায়। বাস্তবিক কৃষ্ণনগর-রাজবাটীর আমোদ প্রমোদের তালিকা মধ্যে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে তথায় এই জারী গীতের আদর ছিল, এ সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানকালে অধিকাংশ সময় ময়দানে একটী সামান্য চাঁদোয়া খাটাইয়া তন্মধ্যে যারী গীত হইয়া থাকে। প্রথমে জারিওয়ালা খঞ্জনীর বাজনা সহ ঘুরিতে ঘুরিতে ঝুমুর গাইতে আরম্ভ করে। জারীর দলে কএক জন বালক, কোমলকণ্ঠ দুই এক জন কৃষক গায়ক, দুই জন বাদক এবং সর্ব্বোপরি "বয়াতি" বা মূলগায়ক থাকে। এই দলস্থ লোকদিগের বেশভূষার তেমন কিছু পারিপাট্য নাই, তবে দুই এক জায়গায় বর্ত্তমান রুচি অনুসারে কাহার মাথায় তাজ, ছিটের বা সাটিনের কোট এবং কাহার মাথায় পালক দেওয়া মেমেদের মত টুপি দেখা যায়। সাধারণ গীতে যেমন আভোগ, অন্তরা, চিতেন প্রভৃতি রীতি আছে, এই জারি-গীতেও সেইরূপ ধুয়া, আবেজ, ফেরতা, মুখরা, বাহির চিতেন প্রভৃতি অংশ আছে। প্রত্যেক গীতের শেষে বা অগ্রে একটী বা আবশ্যক মত দুইটী ধুয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মূলগায়কের নাম বয়াতি, জারি-গীতের রচয়িতা এই বয়াতি। পারসী 'বয়াৎ' শব্দের অর্থ শ্লোক, অধ্যায় বা কাব্যাংশ। যে বয়াৎ প্রস্তুত করে, সেই বয়াতি। বলিতে কি জারী-গীতের আদি বয়াতিগণ নিরক্ষর, কৃষককুলে তাহাদের জন্ম, তাহারা কখনও কিছু মাত্র লেখা পড়া শিখে নাই, অথচ তাহারা স্ব স্ব জারী গীতে যেরূপ স্বভাবসুলভ অপূর্ব্ব বয়াত রচনা করিয়া গিয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহারা মুখে মুখে গান রচনা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারিত। মনে হয়, তাহারা যেন ঈশ্বরদত্ত কবিত্বশক্তি লইয়া শ্রমজীবি-কৃষককুলে শান্তি প্রদান করিবার জন্য দীন কৃষকগৃহে জন্ম লাভ করিয়াছে। বলিতে কি, এরূপ নিরক্ষর বয়াতির গীতরচনা শ্রবণ করিয়া অনেক পণ্ডিতও বিমুগ্ধ হইয়াছেন। এরূপ অনন্যসাধারণ শক্তি থাকিলেও তাহারা কখনও উচ্চ হিন্দু বা মুসলমান সমাজে উপযুক্ত সমাদর পাইয়াছে কি না সন্দেহ। তাই এরূপ শত শত স্বভাবকবির অপূর্ব্ব গীতিকবিতা উদ্ধার করিবার কোন উপায় নাই। এমন কি, অনেকেরই নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, আমরা অতিকষ্টে এইরূপ দুই একজন স্বভাবকবির যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি, তাহাই উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

বর্ত্তমানকালে যে সকল "বয়াতির" বা জারীওয়ালার নাম শুনা যায়, তন্মধ্যে পাগলা-কানাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। যশোর জেলায় পাগলা কানাইর জন্মভূমি। তাহার পিতার নাম কুড়ল সেখ, ছোট ভাই উজল। বালক কাল হইতে কানাই কোন বিষয় লইয়া ভাবে বিভোর থাকিত, সেইজন্য তাহার পিতা তাহাকে "পাগলা কানাই" বলিয়া ডাকিত। তাহার রূপ, শিক্ষা, বা বংশগৌরব কিছুই ছিল না, অতি দরিদ্র কৃষককুলে জন্ম, চাষ বাসই তাহার পৈতৃক উপজীবিকা। যৌবন প্রারম্ভে কানাই মাগুরার নিকটবর্ত্তী বাসকোটার চক্রবর্ত্তীদিগের বেড়বাড়ি গ্রামের নীলকুঠীতে ২৲ টাকা বেতনে একটা সামান্য খালাসির কাজ পায়, এখানে যখন সে বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে নীলরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, সেই সময় প্রকৃতি দেবী তাহাকে আপনার কোলের ছেলে ভাবিয়া কি যেন এক

অপূর্ব্ব শক্তি প্রদান করিয়াছেন। শস্যশ্যামলা প্রকৃতির লীলা-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া কানাই তাহার স্বরচিত গীত গান করিত। এই সময় হইতেই তাহার গীতরচনার সূত্রপাত। অল্প দিন পরেই কানাই কাজ ছাড়িয়া বাড়ী আসিল। প্রথম প্রথম সে সমবয়সী বন্ধুবান্ধবকে স্বরচিত গান শুনাইত। ক্রমে তাহার এই অপূর্ব্ব গীতরচনাশক্তির কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল। অনেকেই কানাইর গান শুনিতে আসিত। একজন প্রধান জারীগায়ক কানাইকে আপনার দলে নিযুক্ত করিল। দুই এক আসর গানের পর আপনার ভাই উজলকে লইয়া সে একটী দল করিয়া বসিল। উজলকে সে প্রাণের মত ভাল বাসিত, এ কারণ তাহার অনেক গীতে উজলের নামও আছে। কিন্তু উজল তাহাকে সেরূপ যত্ন করিত না। উজল আড়ম্বর ভাল বাসিত, কানাই সাদাসিধা পোষাকে চলিত। এক আসরে কানাই উজলকে সম্বোধন করিয়া গাইয়াছিল—

"শোন উজল তুই প্রাণের ভাই, দেখ্ দেখি লোকে কি কয়।
আমারে তুচ্ছ করা এতো তোর উচিত নয়॥
শোন ভাইরে তোর গায়ে ঢাকাই ছিট্, তেড়া বাব্ড়ি দেখ্তে ফিট্,
পাগলা কানাই যেন কপ্নি পোরে যাচ্ছে বাদায়।
টেপাটিপি ক'চ্চে সবায়, উজলরে পাই দেখা বায়।
কানাইতো পুরুষ মন্দ নয়।
ভাইরে তাই দাখিল যেন পাব্দা বুড়ো, ধোপাঘাটার ছিদেম খুড়ো,
আবার এই মানসের এমন গুণ দিয়েছেন খোদায়।"

কানাই যৌবনতরঙ্গে আপনার প্রিয়তমা-প্রণয়িনীর প্রেমে নিমজ্জিত হইয়াছিল, তাহাও তাহার গানে পাওয়া যায়। সে গানটী এই—

"শোন উজল ভাই, তোরে ক'য়ে যাই,
এক জনার হাতে পড়ে আছি দু'দের পর তার গুণ কিবা কব আর,
ঠিক যেন ভাই কাণাকুয়ো চেয়ে আছে আসমান্ জমির পর।
দানা পানি লয়ে খাবো থালের পর॥
বিবির সুরত যেন দুতীয়ের চাঁদ,
আমি তালপাতের সেপাহি তার কলমে ভাইরে ভাই!
হাস্লে বিবি দেখায় ছবি প'টোর পটের পর!
আমার কাছে আলি পরে, নড়ে যেন কল বিকলে
যেন জলে ডোবা গুন্দিনালের ফল।
সেই পীরিতে মজেরে ভাই আছি ভবের পর।"

আশ্চার্য্যের বিষয় এই, মুসলমান-সমাজে তৎকালে বহু বিবাহ ও বিধবাবিবাহ বিশেষ ভাবে প্রচলিত থাকিলেও কানাই বহুবিবাহ, তালাক বা বিধবাবিবাহ একবারেই পছন্দ করিত না। তাহার নিম্নের গীতটী হইতেই বুঝা যায়—

"পড়লে তরী তুফানেতে সামাল দেওয়া দায়।
তাতে আরো ডবল পালে নৌকা ডুবে যায়।
এক নারীর এক পতি খোদার কলম এই।
দুই হাতে পড়্লে পিয়ে নারীর সুরত সরে যায়।
ইচ্ছাবরী হয়ে নারী যায় তার কাছে যায়,
আশোকের সোহাগে তার পরাণভরা রয়।
এঠা তো নয় বিধির বিধি, মরে নারীর পতি যদি,
এক লতা আরেক গাছে জড়ান কি হয়।
তার ফুলপাতা সব ঝ'রে পড়ে খালি রসে তাঁখা হয়।"

দুই একটী রসের গান ছাড়া কানাইর আধ্যাত্মিক গানই বহু পাওয়া যায়। বাস্তবিক সুস্বরসংযোগে আধ্যাত্মিক উপ-দেশপ্রচারই জারী গীতের উদ্দেশ্য। এই একটী গীতে কানা-ইর তত্ত্বজ্ঞতার পরিচয় পাইবেন,—

"মরার আগেতে মর, শমনকে রক্ষা কর,
যদি তা করতে পার, ভবপারে যাবিরে মন রসনা।
মৃত্যুদেহ জেন্দা করা থাকতে কেন করনা,
মরার সময় ম'লে পরে কিছুই হবে না, মরার ভাব জান না॥
মরা কি এমনি মজা, মরে দেহ কর তাজা, দেহ না ফুলের সাজা,
শমন বলে ভয় কিয়ে তার কালাকালের ভয় থাকে না॥
মার ডঙ্কা ভবের পর, মৃত দেহ জেন্দা কর, হবে ভব পার;
গুরু হবেন কাণ্ডারী, এড়াবে অপার বারি, যাবে ভবসিন্ধু পার;
মৈলে মরে দেখেছি, কত দিন বেঁচেও আছি, মরার বসন প'রেছি;
কবে যায় তাই, পাগলা কানাই,
আমি চ'ক্ বুজিলে সলোক দেখি, মেলে পরে আঁধার হয়।
তাইতে আমার নাইকো এখন মরণ বলে ভয়,—
তোরা মর্বি কেরে আয়।
আর অধরধরা জীয়ন্তে মরা, জীব হয়েছে ভজন সারা,
জীবের কিছু জ্ঞান হল না।
ওরে মরার সময় ম'লে পরে কিছুই হবে না।"

পাগলা কানাইর এরূপ জারী-গীত অনেক শুনা যায়, বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত হইল না। সরস্বতীবন্দনা, গণেশ-বন্দনা, ভগবতীবন্দনা, আল্লার বন্দনা প্রভৃতির মঙ্গলাচরণ গীতের পর জারীর পালা আরম্ভ হয়। জারীতে নানাবিষয়ক পালা থাকিলেও হানিফা ও জয়নালের পালাই প্রধানতঃ গীত হইয়া থাকে। এই পালার কাহিনীটী এইরূপ;—

'হজরত মহম্মদ মুস্তাফার জামাতা হজরত আলী দুই বিবাহ করেন। এই দুই পত্নীর নাম বিবি ফতিমা ও বিবি হমুফা। ফতিমার গর্ভে ইমাম হাসন ও হোসেন এবং বিবি হমুফার গর্ভে মহম্মদ হানিফার জন্ম। দমাস্কের দুর্দ্দান্ত রাজা পাপমতি আজিদের কোপে পড়িয়া ইমাম্ হাসন হোসন নিহত হইলে হাসনের পুত্র জয়নাল আবেদিন্ সকল ঘটনা জানাইয়া হানিফার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তিনি তখন বানোয়াজি নামক দেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। নবীবংশের

শোচনীয় পরিণাম অবগত হইয়া হানিফা অধীরহৃদয়ে সসৈন্যে মদিনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মদিনায় আসিয়া তিনি আজিদ্‌কে এক পত্র পাঠাইলেন। পত্রোত্তরে আজিদ্ যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিল। দুর্ম্মতি আজিদ্ পরাজিত ও নিহত হইলেন। অতঃপর সকলে জয়নালকে আনিয়া পিতৃপদে অভিষিক্ত করিয়া ইমামরূপে সকলে তাঁহার পূজা করেন।' পাগলা কানাই যখন এই পালা গাইত, তখন সকলে আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই শোকাবহ ধর্ম্ম-কাহিনী শ্রবণ করিত। বলিতে কি আসরে যেন করুণ-রসের প্রস্রবণ ছুটিত।

এখনও যশোর, খুলনা ও ফরিদপুর জেলায় যে জারী হইয়া থাকে, ঐ সকল জারী সেই পাগলা কানাইর গানের আদর্শেই যেন রচিত। বলিতে কি সর্ব্বদা ধর্ম্মমূলক গান করিতে করিতে কানাইএর হৃদয় ধর্ম্মপ্রাণতায় তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। সে নিরক্ষর, কখন কোন শাস্ত্র পাঠ করে নাই, অথচ মহোচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ কিরূপে প্রকাশ করিত, তাহা কেহ বলিতে পারিত না। ভক্তের সরল প্রাণে অনেক সময়ে যে উচ্চ তত্ত্ব স্বভাবতঃই প্রকাশিত হয়, তাহা সাধু ব্যক্তি বুঝিয়া থাকেন। বলিতে কি, পাগলাকানাই নিয়ত তত্ত্ব গান গাইতে গাইতে হৃদয়কে এত দূর দৃঢ় করিয়াছিল যে, কখন মৃত্যুকে ভয় করিত না। সেই জন্যই সেই দীন কবি সাহসে ভর করিয়া "তোরা মর্‌বি কেরে আয়" বলিয়া গান ধরিত। বয়স হইলে সর্ব্বদাই সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিত ও জারীর গীতেও সে ভাব প্রকাশ করিত—

"ডেঙ্গায় জলে আছে পা,
হাত ধরে আয় নিয়ে যা।
আর চাইনে ভেল্‌কী খেল্‌তে,
বাড়ী যাই হাস্‌তে হাস্‌তে,
শুক্‌নো গাছে ঝুল্‌ছে ফল
ছুরে গেছে গায়ের বল,
আমরে যেও হাওয়ায় দুলে উড়ায়ে নিয়ে যা;—
কাপা-থাছি আছে যনে হাত ধরে আয় নিয়ে যা।"

মৃত্যুশয্যাতে কবি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল—

"আস্‌মানের গায়ে ফুট্‌ল আলো চাঁদ সুরুজের গায়,
ওরে বালক দেখ্‌রে দেখ কানাই দিনে গেল তায়।
তোরা পারিনে আর রাখতে ধরে পরাণপাখী মেলে যায়।
মহ ধ্বংসর দিনরে আমার বাজো বাশিপুরে,
বাঁশী বাজ্‌ছেরে মোহন সুরে
তোরা কাফন * নিয়ে আয়।"

পাগলা কানাইর মত অনেক নিরক্ষর কবি কৃষিপল্লী দীনদরিদ্রের কুটীরে আবির্ভূত হইয়া এইরূপ অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছে; দুঃখের বিষয় বঙ্গসাহিত্যে তাহাদের স্থান হয় নাই। এক সময়ে বঙ্গপল্লী এরূপ স্বভাবকবির গানে ধন্য হইত বিশুদ্ধ আমোদ অনুভব করিত; কিন্তু বলিতে কি, সেই বিমল সুখ ক্রমেই বঙ্গ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে। জারী-গীতে বঙ্গের সেই ভূতপূর্ব্ব কৃষিপল্লীর বিশুদ্ধ আমোদ স্মরণ করাইয়া দেয়; সেই পবিত্র চিত্র উল্লেখযোগ্য মনে করিয়াই জারীপ্রসঙ্গ উপস্থিত করা হইল।

পাগলা কানাইর ন্যায় অনেক গুণী জারীগায়ক, কবি-ওয়ালা ও যাত্রাওয়ালা এক সময় বিদ্যমান ছিল, তাঁহাদের খ্যাতি বঙ্গের সুদূর পল্লী মধ্যেও বিস্তৃত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত জারীর গানটীতে তাঁহাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়;—

"নামটী আমার মেহেরচাঁদ কালীশঙ্করপুর বাড়ী।
আমি দেশ বিদেশে গেয়ে বেড়াই জারী।
শুনি আকাশের এক মেলে হ'য়েছে ভারি।
তাতে বায়না নিয়ে পাগলাকানাই গেতে গিয়েছে জারী।
গেছে মুনির জাহের পাগলা তাহের আর আরমান্ মোল্লা।
আমান্ উল্লা সোণা কেছু, তরিবুল্লা কোরমাণ মোল্লা,
গেছে রোসন খাঁ নৈমুদ্দী মুন্সী আর সুলতান মোল্লা।
এরা কয় চলেতে পাগলা কানাইর সাথে দিচ্ছে পাল্লা।
তারা সব চালাক চতুর কানাই বড় কল্লা॥১
গেছে যাত্রাওয়ালা মধুকাণ, গোবিন্দ অধিকারী।
বউমাষ্টার আশুবাবু রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী।
গেছে বকু মিঞা গোপাল উড়ে আর কৃষ্ণদাস অধিকারী।
ওরে শ্যামবাউল গিয়েছে তথা যায় খোলে বল্‌তো হরি॥২
আর কবিদার গিয়েছে অনেক জন,
নীলকান্ত সাহেব চিত্তে রসিক কবি করে যারা সৃজন।
গেছে চণ্ডী গোপাল হরি সরকার বিলাসী আর কামিনী।
ঝালকাঠির বিপিন সরকার যশোহরের বামামণি।
আন্দী শিবী যুধিষ্ঠির তারক গোবিন্দ করে তাড়াতাড়ি।
গেছে চ্‌ণ্ডিদার অদ্বৈত দীননাথ
চৌগাছার শশি শিবু তাল গুণী;
চাচড়ার ঈশ্বর গিয়েছে তাই নামতো আর না জানি;
গেছে পাঁচালীওয়ালা তুই গ্রহীরে আর কলা চুনারী।
এরা এক মেলাতে মেলা কচ্ছে, জল্‌তেছে বসে জারী।"

উদ্ধৃত জারী গানটির যে সকল গুণীর নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মেহেরচাঁদ, জাহের, পাগলা তাহের, আর্মান মোল্লা, আমানৎউল্লা, সোণা খাঁ, তরিব্‌উল্লা, কোর্ম্মাণমোল্লা, রোসন খাঁ, নিয়ামুদ্দী মুন্সী ও সুলতান মোল্লা এ কয় জন জারী গান করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন পাগলাকানাইর গুরু যশোর জেলার কেশবপুরের নিকটবর্ত্তী মঙ্গলপুরবাসী

* কাফন = coffin শবাচ্ছাদন বস্ত্র।

নয়ান ফকির, আতস বায়ু, ইছুল, সনাতন বয়াতি, রামচাঁদ বয়াতি প্রভৃতি প্রাচীন যাত্রাগায়ক এবং বর্ত্তমান কালের ইন্দুবিশ্বাস, হাকিমচাঁদ, কলমবিশ্বাস, হাছিমবিশ্বাস, আজগার সেখ, বিনোদ বয়াতি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

যার্কায়ণ (পুং) যর্ক ঋষির গোত্রাপত্য।

যাব (পুং) যৌতি যুদ্যতে বা, যু-অচ্ অপ্ বা, ততঃ প্রজ্ঞাদ্যণ্। ১ অলক্ত, চলিত আলতা। যব এব স্বার্থে অণ্। ২ যাবক "যাবানাং ভাগোঽসি যাবানামাধিপত্যং" (তৈত্তিরীয়স° ৪।৩।৯।২)

যাবক (পুং) যব এব যাবঃ স ইবেতি ইবার্থে কন্। যদ্বা যাব এব, যাব (যাবাদিভ্যঃ কন্। পা ৫।৪।২৯) ইতি স্বার্থে কন্। ১ কুল্মাস।

'যবকঃ স্যাত্ কুল্মাষঃ কুল্মাসো যাবকোঽপি চ।
বোরধান্যে যষ্টিকে বা কুল্মে কাশ্মীরদেশজে।
শালিধান্যেষু চত্বার ইতি কেচিৎ প্রচক্ষতে॥' (শব্দরত্না°)

কুল্মাষ, কুল্মাস, যবক, বোরধান্য, যষ্টিক, কুল্ম, কাশ্মীর দেশজ ও শালিধান্য; কেহ কেহ ইহাকেও যাবক কহিয়া থাকেন। ২ কুলথ। (পর্য্যায়মুক্তা°) ৩ যবাগূ, যবের যাউ। (হেম) ৪ মাষ, মাষকলায় (অমর)। ৫ মাষাকার পত্র, কাশ্মীরদেশে ইহা তুলসী নামে খ্যাত। (ভূভৃতি)

৬ অলক্তক। (শব্দরত্না°) ৭ যবান্ন, সিদ্ধ যব। ইহার গুণ—অতিগুরু, স্বাদু, বৃষ্য, স্নিগ্ধ এবং গুল্ম, জ্বর, প্রতিশ্যায়, গলরোগ, কাস ও মেহরোগনাশক।

'যাবকোঽতিগুরুঃ স্বাদুর্বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
গুল্মজ্বরপ্রতিশ্যায়কণ্ঠরুক্কাসমেহহা॥" (বৈদ্যকনি°)

যাবক্রীতিক (পুং) যবক্রীতের উপাখ্যানবিদ্।

যাবচ্ছক্য (অব্য°) যথাশক্তি, যেরূপ সামর্থ্য।

যাবচ্ছস্ (অব্য°) যাবৎ বারার্থে শস্। বারংবার, যতবার ততবার।

যাবচ্ছস্ত্র (অব্য°) যতদূর পর্য্যন্ত শস্ত্র যায়।

যাবচ্ছেষ (অব্য°) যাহা অবশিষ্ট আছে।

যাবচ্ছ্রেষ্ঠ (ত্রি) অতি উৎকৃষ্ট, যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে হয়, ততদূর উৎকৃষ্ট।

যাবচ্ছ্লোক (অব্য°) শ্লোকের সংখ্যানুরূপ।

যাবজ্জন্ম (অব্য°) আজীবন।

যাবজ্জীবম্ (অব্য°) যাবৎ জীবতীতি জীব (যাবতি বিন্দজীবোঃ। পা ৩।৪।৩০) ইতি ণমুল্। যাবদায়ুঃ, জীবন পর্য্যন্ত, যতদিন পর্য্যন্ত আয়ু।

"যাবজ্জীবমহং মৌনী ব্রহ্মচারী চ যে পিতা।
মাতা চ মম বন্দ্যাসীদপুত্রশ্চ পিতা মম॥" (ভরত)

যাবজ্জীবিক (ত্রি) আজীবন, যতদিন জীবন থাকে।

যাবৎ (অব্য°) যদ্-ডাবতু। ১ সাকল্য, নিরবশেষ, সমুদায়। যথা 'যাবদ্দত্তং তাবদ্ভুক্তং' যাহা দত্ত হইয়াছিল, তাহা সকলই ভোজন করিল, এই স্থলে নিরবশেষ অর্থ হইল। ২ অবধি, মর্য্যাদা। ৩ মান, প্রমাণ। ৪ অবধারণ, ইয়ত্তা, পরিচ্ছেদ, নিশ্চয়। ৫ প্রশংসা। ৬ সীমা। ৭ অধিকার। ৮ সম্ভ্রম। ৯ পরিমাণ। ১০ পক্ষান্তর।

যৎপরিমাণমস্য ইত্যর্থে বৎ (যত্তদেতেভ্যঃ পরিমাণে বতুপ্। পা ৫।২।৩৯) ইতি বতুপ্ (আসর্বনাম্নঃ। পা ৬।৩।৯১) ইত্যাত্বং। (ত্রি) ১১ যৎপরিমিত। এই শব্দ 'যাবান্, যাবতী, যাবৎ' ইত্যাদি ক্রমে ত্রিলিঙ্গে শব্দরূপ হইবে।

"যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" (ভাগবত ২।৯।৩১)

যাবতিথ (ত্রি) যাবতাং পূরণঃ, যাবৎ (তস্য পূরণে ডট্। পা ৫।২।৪৮) ইতি ডট্। (বতোরিথুক্। পা ৫।২।৫৩) ইতি ইথুগাগমশ্চ। যাবৎপরিমাণ।

"আদ্যাদ্যস্য গুণস্ত্বেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ।
যো যো যাবতিথশ্চৈষাং স স তাবদ্গুণঃ স্মৃতঃ॥" (মনু ১।২০)

যাবতীয় (ত্রি) সমুদয়।

যাবৎকপাল (অব্য°) পাত্রানুরূপ।

যাবৎকাম (অব্য°) যেরূপ ইচ্ছা, যথা ইচ্ছা।

যাবৎকৃত্যস্ (অব্য°) যতবার ইচ্ছা, ততবার।

যাবত্তসরম্ (অব্য°) শক্তির অনুরূপ, যথাশক্তি। (তৈ°আ°২।১৩।৬)

যাবৎস্রুত (অব্য°) যতদূর বসা দ্বারা সিক্ত করা যায়।

যাবৎসত্ত্ব (অব্য°) যতদূর শক্তি, যথাবল।

যাবৎপ্রমাণ (অব্য°) ১ যত বৃহৎ, যত বড়। ২ যত প্রমাণ থাকে, তৎসমুদয়। (ভাগ° ৫।২০।৩২)

যাবৎসবন্ধু (অব্য°) ১ যতদূর বন্ধুত্ব হয়। ২ সকল কুটুম্বযুক্ত।

যাবৎস্ব (অব্য°) যত পরিমাণ ধন।

যাবদঙ্গীনঃ (ত্রি) যেরূপ দলপুষ্টি। (অথর্ব্ব° ৬।৭২।৩)

যাবদন্ত (অব্য°) যে পর্য্যন্ত শেষ, শেষাবধি। (ভাগবত ৮।১৪।৬)

যাবদভীক্ষ্ণ (অব্য°) মুহূর্ত্তের জন্য।

যাবদমত্র (অব্য°) যাবন্তি অমত্রাণি সন্তি তাবৎ। যত গুলি পাত্র থাকে।

যাবদর্থ (ত্রি) যেরূপ আবশ্যক, আবশ্যকানুরূপ। যে পরিমাণ প্রয়োজনে লাগিবে।

যাবদহ (অব্য°) যেরূপ দিন। (শত° ব্রা° ৩।৩।৪।১৯)

যাবদাভূতসংপ্লব (অব্য°) প্রলয়কাল পর্য্যন্ত।

যাবদায়ুস্ (অব্য°) আজীবন।

যাবদিষ্টম্ (অব্য০) যতদূর প্রয়োজন, ততদূর।
যাবদীপ্সিত (অব্য০) যে পরিমাণ অভিলষিত।
যাবদুক্ত (ত্রি) যে পরিমাণ বলা হইয়াছে।
যাবদুত্তম (অব্য০) শেষ সীমা পর্য্যন্ত।
যাবদ্গম (অব্য০) যত শীঘ্র যাওয়া সম্ভব। (ভাগ০ ১৷৭৷১৮)
যাবদ্বল (অব্য০) যতদূর শক্তি।
যাবদ্ভাষিত (ত্রি) যতদূর বলা হইয়াছে।
যাবদ্রাজ্য (অব্য০) সমস্ত রাজ্য।
যাবদ্বেদ (অব্য০) যতদূর লাভ করা হইয়াছে, বা যতদূর জানা হইয়াছে।
যাবদ্ব্যাপ্তি (অব্য০) শেষ সীমা পর্য্যন্ত।
যাবন (পুং) যবনে যবনদেশে ভবঃ যবন-অণ্। ১ শিহ্লাখ্য গন্ধদ্রব্য, শিলারস। (অমর) (ত্রি) ২ যবনসম্বন্ধীয়।
যাবনক (পুং) রক্তৈরণ্ড। (বৈদ্যকনি০)
যাবনকল্ক (পুং) শিলারস। (অমর)
যাবনাল (পুং) যবনাল ইবেতি যবনাল-স্বার্থে অণ্। যনামখ্যাত শিখীধান্য, কালজনার, জনার, জুয়ারা, হিন্দী ভুট্টা, মকা। তৈলঙ্গ—মক্কা, জোয়ন্; বম্বে মকই, বুট, বজা, তামিল মকশোল। পর্য্যায় যবনাল, শিখরী, বৃত্ততণ্ডুল, দীর্ঘনাল, দীর্ঘশর, ক্ষেত্রেক্ষু, ইক্ষুপত্রক। গুণ—বলকর, ত্রিদোষনাশক, রুচিকর, অর্শ, বস্মা, গুল্ম, ও ব্রণনাশক। (রাজনি০)
যাবনালনিভ (পুং) যাবনাল। (রাজনি০)
যাবনাল-রসজ গুড় (পুং) যাবনালস্য রসজাতঃ গুড়ঃ। যাবনালের রসজাত গুড়, জনারের গুড়। ইহার গুণ—ক্ষার, কটু, সুমধুর, রুচিকর, শীতল, পিত্তঘ্ন, তৃষ্ণানাশক এবং পশুদিগে বলোৎকল্যকর। (বৈদ্যকনি০)
যাবনালশর (পুং) যাবনাল ইব শরঃ। শরভেদ, জনারের শর। হিন্দী জোন্হরণী। পর্য্যায়—নদীজ, দৃঢ়ত্বক্, বারিসম্ভব, যাবনালনিভ, খরপত্র। ইহার মূল-গুণ—ঈষন্মধুর, রুচিকর, শীতল; পিত্ত, তৃষ্ণা, এবং পশুদিগের বলনাশক। (রাজনি০)
যাবনালী (স্ত্রী) যবনালস্য বিকারঃ যবনাল-অণ্, ততো ঙীপ্। যাবনাল-শর্করা, যাবনাল গুড়ের চিনি। পর্য্যায় হিমোৎপন্না, হিমানী, হিমশর্করা, ক্ষুদ্রশর্করিকা, ক্ষুদ্রা, পড়তা, জলবিন্দুজা। ইহার গুণ—উষ্ণ, তিক্ত, অতিপিচ্ছিল, বাতনাশক, সারক, রুচিকর, দাহ ও পিপাসাবর্দ্ধক। (রাজনি০)
যাবনী (স্ত্রী) যাবন-ঙীষ্। ১ করঙ্কশালি নামক ইক্ষু, রসাল ইক্ষু। (রাজনি০) ২ যবন সম্বন্ধীয়া।
যাবন্মাত্র (ত্রি) ১ মাত্রানুরূপ, যেরূপ মাত্রা। ২ সামান্য ক্ষুদ্র।
যাবয়দ্বেষস্ (ত্রি) নিশাচর। "যাবয়দ্বেষা ঋতপা ঋতেজাঃ" (ঋক্ ১৷১১৩৷১২) 'যাবয়দ্বেষা যাবয়ন্তি অসত্তঃ পৃথক্কুর্বন্তি। দ্বেষাংসি দ্বেষ্টৃনি যথা সা তথোক্তা, ন হ্যবসি আত্মীয়াং রাক্ষসাদয়োঽবতিষ্ঠন্তে যতস্তে নিশাচরাঃ' (সায়ণ)
যাবল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২০°১০´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫°৪৫´´ পূঃ। ইহা প্রথমে সিন্দেরাজের অধিকৃত ছিল। তিনি ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে উহা নিম্বলকর সেনানায়ককে দান করেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে নিম্বলকর বংশধর উহা ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ উহা পুনরায় সিন্দেরাজ-করে প্রত্যর্পণ করেন, কিন্তু ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তাহা আবার কাড়িয়া লন। নিম্বলকর-বংশের অধিকার কালে এখানে এক সময়ে দেশীয় কাগজের ও নীলের বিস্তৃত কারবার ছিল। এখন তাহার কিছুই নাই।
যাবশূক (পুং) যবশূক এব স্বার্থে অণ্, যদ্বা যাব্য যবস্য শূকঃ কারণত্বেনাস্ত্যস্যেতি অর্শ আদ্যচ্। যবক্ষার। (রত্নমালা)
যাবস (পুং) যূয়তে ইতি যু-(বহিযুভ্যাং ণিৎ। উণ্ ৩৷১১৯) ইতি অসচ্, তস্য ণিত্বক, যদ্বা যবসানাং সমূহঃ (তস্য সমূহঃ। পা ৪৷২৷৩৭) ইতি অণ্। যবসসমূহ, তৃণসন্ততি, তৃণসমূহ।
যাবাস (ত্রি) যবাসস্য বিকারঃ অবয়বো বা (পলাশাদিভ্যো বা। পা ৪৷৩৷১৪১) ইতি অঞ্। ১ যবাসের বিকার। ২ যবাসের অবয়ব।
যাবি(বী) (স্ত্রী) ১ শঙ্খিনী। (বৈদ্যকনি০) ২ যবতিক্তালতা। (রাজনি০)
যাবিক (পুং) যবনাল, কালজনার। (পর্য্যায়মুক্তা০)
যাব্য (ত্রি) যূয়তে ইতি (আসুযুবপিরপিলপিত্রপিচমশ্চ। পা ৩৷১৷১২৬) ইতি ণ্যৎ। ১ মিশ্রণীয়, যোজনীয়, মিশান। (পুং) ২ যবক্ষার। (বৈদ্যকনি০)
যাশু (স্ত্রী) সংভোগ।
"দদাতি মহ্যং যাদুরী যাশূনাং ভোজ্যা শতা" (ঋক্ ১৷১২৬৷৬) 'যাশূনাং সম্ভোগানাং, যশ ইতি প্রজনন নাম তৎসম্বন্ধীনি কর্ম্মাণি যাশূনি ভোগাঃ' (সায়ণ)
যাশোধরেয় (পুং) যশোধরায়া অপত্যং পুমান্, যশোধরা বা যশোধর-ঠক্। শাক্যমুনির পুত্র রাহুল। (হেম)
যাশোভদ্র (পুং) কর্ম্মমাসের চতুর্থদিন।
যাষ্টীক (পুং) যষ্টিঃ প্রহরণমস্য যষ্টি (শক্তিযষ্ট্যোরীকক্। পা ৪৷৪৷৫৯) ইতি ঈকক্। ১ যষ্টিধারিযোদ্ধা, লেঠেল, লাঠিয়াল, পর্য্যায়—যাষ্টিহেতিক। (অমর)
"আকলয্য ক্রতং বিষ্টো যষ্টাজ্য প্রার্থনাদিকম্।
পৃষ্ঠে প্রকুপ্য যাষ্টীকাংস্তস্য হন্তং ব্যসর্জ্জয়ৎ॥"(রাজতর০ ৮৷২০৷৩)

যাস (পুং) যস-ঘঞ্। দুরালভা, রক্তদুরালতা, গুণ—মধুর, তিক্ত, শীতল, পিত্তদাহহর, বলকর, তৃষ্ণা, কফ ও ছর্দ্দির। (রাজনি॰)

যাসশর্করা (স্ত্রী) যবাসশর্করা। (বৈদ্যকনি॰)

যাসা (স্ত্রী) মদনশলাকাপক্ষী। (শব্দমালা)

যাস্ক (পুং) যস্কস্য গোত্রাপত্যং যস্ক (শিবাদিভ্যোহণ। পা ৪।১।১১২) ইতি অণ্। ১ যস্কের গোত্রাপত্য। ২ বেদের প্রসিদ্ধ নিরুক্তকার। [পাণিনি দেখ।]

যাস্কায়নি (পুং) যাস্কের গোত্রাপত্য।

যাস্কায়নীয় (পুং) যাস্কায়নির শিষ্যসম্প্রদায়।

যাস্কীয় (পুং) যাস্কের মতাবলম্বী, যাস্কের শিষ্যসম্প্রদায়।

যিনি (দেশজ) যে ব্যক্তি, যে লোক। যদ্ শব্দের অপভ্রংশ।

যিযক্ষু (ত্রি) যষ্টুমিচ্ছুঃ, যজ্-সন্, সনন্তাৎ উ। যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক, যজ্ঞাভিলাষী

যিযবিষু (ত্রি) যু-সন্-উ। মিশ্রিত করিতে ইচ্ছু।

যিযাসু (ত্রি) যাতুমিচ্ছুঃ, যা-সন্, সনন্তাদু। গমনেচ্ছু, জিগমিষু, গমনাভিলাষী।

য়িহুদী, (য়হুদা, য়হুদী, য়িউ) পশ্চিমএসিয়াবাসী এক প্রাচীন জাতি। হিব্রু ইহাদের ভাষা, এই কারণে ইহারা হিব্রু-জাতি বলিয়াও পরিচিত। খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্বকাল হইতে ইহারা একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্মমার্গ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। বাইবেলগ্রন্থের প্রাচীনাংশ Old Testament হিব্রু ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। এই জাতির প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় বাইবেল-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিলেও, ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসভূমি নাই। পৃথিবীর নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন-পূর্ব্বক ইহারা বাস করিতেছে।

য়িহুদীগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কেন দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এ সম্বন্ধে খৃষ্টান্-ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে এইরূপ একটা কিংবদন্তী আছে,—'য়িহুদীগণ বলেন যে, ঈশ্বরের অবতার তাঁহাদের মধ্যেই প্রকট হইবেন। যীশুখৃষ্ট খৃষ্টান্দিগের মধ্যে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া গৃহীত হইলেও, য়িহুদীগণ তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। মেথুক্ত Historia Major নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, পাইলেটী রাজের প্রাসাদবাররক্ষী কার্ত্তফিলাস্ নামক জনৈক য়িহুদী যীশুখৃষ্টকে ক্রুশোপরি স্থাপনার্থ ঘাড়ে আঘাত করিয়া তাড়াইয়া লইয়া যায়। ঐরূপ ধাক্কা মারিবার সময় সে বলে যে 'চল, যীশু, শীঘ্র শীঘ্র চল, কেন তুমি দেরী করিতেছ।' এই বিদ্রূপোক্তি ও অন্যায় প্রহারে ক্ষুব্ধ হইয়া যীশু উত্তর করিয়াছিলেন, আমি যাইতেছি, 'আমি এই স্থানে দাঁড়াইয়া চির শান্তি লাভ করিব, কিন্তু তোমায় এখানে থাকিয়া আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত অর্থাৎ শেষ দিন পর্য্যন্ত এই রূপেই পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে।' যীশুকে অবমাননা করায় তাঁহার অভি-সম্পাতে য়িহুদীগণ অদ্যাপি একস্থানে না থাকিয়া ঘুরিয়াই বেড়াইতেছে, এই কারণে ইহারা The wandering Jew বলিয়া অভিহিত। ইহাদের রাজ্য নাই,—প্রকৃত জননী-জন্ম-ভূমির স্পর্দ্ধা করিবার তিলমাত্র জমি নাই, অথচ এই জাতি অতিপ্রাচীন বলিয়াই ঘোষিত হইয়া থাকেন'।

এই য়িহুদীগণ বাইবেলপ্রসিদ্ধ ইস্রাএলের বংশধর, কিন্তু ইস্রেলী ও য়িহুদী যে এক ইহা অনেকে স্বীকার করেন না। ইংরাজী Jew শব্দে যুদা (Judæus or Judæan) বাসীকেই বুঝায়। এই 'যুদাই' 'যহুদা' বা 'য়িহুদী' নামে এ দেশে প্রসিদ্ধ। প্রকৃত পক্ষে বাবিলননগরে বন্দিভাবে অবস্থিত ইস্রেলীগণ মুক্ত হইয়া প্রত্যাগমনকালে যুদাবাসী জাতিই তাহাদের দলপতিত্ব গ্রহণ করায় 'যু'নামে আখ্যাত হয়।' সামারিতান্দিগের ইতিবৃত্তপাঠে জানা যায় যে, তাহারা যুসুফের (Josheph) সন্তান এবং য়িহুদীগণ যেহুধিম বা যুদাথে-টিসের বংশধর। মিশররাজ্যে অবস্থানকালে য়িহুদী জাতির হীনাবস্থা ঘটে। মুসা ইস্রেলীদিগকে মিসর হইতে পরি-চালিত করিয়া সিনাই-পর্ব্বতসান্নিধ্যে আনয়ন করেন এবং তথায় ১৩১০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তাহাদের নিকট দেববিধি (The law of Moses) জ্ঞাপন করেন। তদনন্তর তাহারা পালেস্তিনে আসিয়া বাস করে। ঐ সময় হইতে ৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহারা মহাপরাক্রমশালী বিভিন্ন নরপতি কর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিগৃহীত হইয়াছিল। বাইবেলপ্রোক্ত বিচারকদিগের শাসন সময়ে (Government of the Judges) ইহাদিগকে ছয়বার বন্দিভাবে অবস্থান করিতে হয়। ১ম মিসোপোটেমিয়া-রাজের অধীনে ৮ বৎসর, অতঃপর মোয়াবরাজ এগ্লোন্ ফিলিষ্টাইন্-গণ ও হাজারপতি যবিন্ ইহাদিগকে যথাক্রমে বন্দী করেন, এই সময়ে দেবোরা ও বরাক তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া লইয়া যায়। পঞ্চমবারে মিদিয়ানাবাসীদ্বারা অবরুদ্ধ হইলে গিডিয়ন আসিয়া মুক্তিদান করেন। শেষবারে ইহারা আমোনাইট্ ও ফিলিষ্টা-ইনদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল।

৭৪০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আসিরীয়রাজ টিগ্লাথ পিলেসার য়িহুদীদিগের অধিকৃত কএকটী নগর অধিকার করেন। তিনি রুবেন্, গদ ও মনসেবাসী য়িহুদীদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। ৭২০ খৃঃ পূর্ব্ব অব্দে আসিরীয়পতি সলমনেজার উক্ত বন্দীদিগকে ইউফ্রেটিস্ নদীর পরপারস্থ প্রদেশসমূহে একটী উপনিবেশ স্থাপনার্থ পাঠাইয়া দেন। যে দশটী জাতি

এই সময়ে এই দেশে প্রেরিত হয়, তাহারা আর প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই।

যুদা-(যহুদা)-দিগের অবরোধ-কালে মিশররাজ সিশক ৯৭০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের সমকালে জেরুসালেম ধ্বংস করেন। অতঃপর বাবিলনরাজ নেবুকাড্‌নেজ্জার তিনবার উক্ত নগর অধিকার করিয়াছিলেন। ১ম জেহোয়াইকিমের অধিকারকালে ৬০৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, ২য় তৎপুত্র জেকোনিয়াসের রাজ্যকালে ৫৯৮ খৃঃ পূঃ এবং ৩য় ৫৮৭ খৃঃ পূঃ জেদেকিয়ার রাজত্ব সময়ে সংঘটিত হয়। শেষোক্ত সময়ে রাজ্যাধিকার করিয়া রাজা নেবুকাড্‌নেজ্জার জুজনপদবাসীকে বন্দী করিয়া পুনরায় বাবিলনে লইয়া যান। এখানে প্রায় ৭০ বৎসর কাল তাহারা নজরবন্দী থাকে। তৎপরে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিগণিত হইতে এবং জাতীয় শক্তি বলে অভ্যুত্থান করিতে প্রয়াস পায়। এই সময়ের কতক য়িহুদীকে রোমরাজ্যের অধীনতা শৃঙ্খল বহন করিতে হইয়াছিল। খৃষ্টের ক্রুশ-সংহারের প্রায় ৫০ বৎসর পরে সম্রাট্ ভেস্‌পেসিয়ানের পুত্র তিতাস্ সমূলে জেরুসালেম নগরী ধ্বংস করেন। সেই সময়ে য়িহুদীগণ নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তদবধি আর তাহারা উক্ত নগর পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয় নাই।

৯৩ খৃষ্টাব্দে রচিত জোসেফের 'প্রাচীন য়িহুদীদিগের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের ১১শ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, এজ্‌রার সহিত যখন কতকগুলি য়িহুদী অবরোধ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া চলিয়া যায়, তখন তাহারা দুইঅংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং রোমক অধিকারে এসিয়া ও য়ুরোপবাসী দুইশ্রেণীর য়িহুদী এবং ইউফ্রেতিস্ নদীপারে পূর্ব্বোক্ত ১২টী জাতি লইয়া য়িহুদী জাতি বহু বিস্তৃত হইল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে মহাত্মা জেরোম (St. Jerome) লিখিয়া গিয়াছেন যে, "এই সময়েও য়িহুদিদের ঐ ১০টী শাখা পারস্যরাজের অধীন রহিয়াছে। আজিও তাহাদের অধীনতা বন্ধন উন্মোচিত হয় নাই।"

বাবিলনের অবরোধের পর, কিরূপে এই য়িহুদীগণ জাতীয় শক্তি বিসর্জন দিয়াছিল—কিরূপেই বা যুদার আচার্য্য বা গুরু বংশব্যতীত অপর ১০টী য়িহুদীশাখা অন্যান্য জাতির সংস্রবে বিমিশ্রিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা ধীরে ধীরে এই জাতির অতীত স্মৃতি বিস্মৃতির গাঢ় অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কোন প্রকৃত বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নাই।

পাশ্চাত্য বা য়ুরোপীয় জগতে যে সকল প্রাচীন জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এই য়িহুদীগণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ও বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং ইহাদের ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক ও আলোচনার সামগ্রী। যদিও প্রায় ১৯শ শতাব্দ কাল ইহারা ভূমণ্ডলের কোন স্থলে জাতীয় শক্তি রক্ষাপূর্ব্বক বিরাজিত নাই; অথচ সর্ব্বদেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিমিশ্রভাবে বাস করিতেছে, তথাপি বলা যাইতে পারে, যে সেই প্রাচীন যুগ হইতে অদ্যাপিও জনসমাজে আপনাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, ধর্ম্ম ও ভাষা রক্ষা করিয়া আপনাদের স্বজাতীয় বিশেষত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে।

য়ুরোপ বা আফ্রিকায় এমন কোন প্রাচীন জাতি নাই, যাঁহারা সৃষ্টির আদি হইতে আপনাদের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তির ইতিহাস প্রকটন করিতে পারেন। এই য়িহুদীগণ আজিও জগতে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান থাকিয়া আপনাদের উৎপত্তির ধারাবাহিক পর্য্যায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইহারা আপনাদিগকে (Abraham) ইব্রাহিম, ইসাক (Isaac) ও য়াকুব (Jacob)এর সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ ইহাদের মধ্যে ত্বক্‌চ্ছেদবিধি (Ordinance of Circumcision) প্রচলিত দেখা যায়।

"জগতের পরিত্রাণকর্ত্তা তাহাদের মধ্যেই সমুদ্ভূত হইবেন" এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইস্‌রাএল্‌গণ প্রথম হইতেই জগতের অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক্‌রূপে বাস করিতে থাকে। ঈশ্বর যে অবতাররূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবেন, ইহার আভাস ইব্রাহিম, ইসাক ও য়াকুব পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা জনসমাজে প্রচার করেন যে, তাঁহাদের বংশেই ঈশ্বর রূপ পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইবেন।

জগদীশ্বরের কৃপায় য়াকুবের বংশধরগণ মিশর রাজ্যে বাস করিতে থাকেন এবং তথায় তাঁহারা একটী মহাসমৃদ্ধ জাতি বলিয়া পরিচিত হন। চারি শতাব্দকাল মিশরে অবস্থানের পর, তাহারা মুসা কর্ত্তৃক বিমুক্ত এবং চল্লিশ বৎসর সেই নিয়ন্তার আদেশাধীনে বন মধ্যে পরিচালিত হইয়া জোসুয়ার তত্ত্বাবধানে কানান রাজ্যে সমানীত হইয়াছিলেন। বাইবেলধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে, আব্রাহামের প্রত্যাদেশ হইতে ইস্‌রেলীগণের (Isralites) ইজিপ্ত হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত প্রায় ৪৩০ বৎসর অতিবাহিত হয়। ঐ সময়ে ২১৫ বৎসর মধ্যে ইস্‌রাএল্‌বংশে সবে মাত্র ৭০ হইতে ৭৫ জন মাত্র বিদ্যমান ছিলেন, তৎপরবর্ত্তী ২১৫ বৎসরে এরূপ বংশবৃদ্ধি হয় যে, তাঁহাদিগের মধ্যে ৬ লক্ষ যোদ্ধা এবং আবালবৃদ্ধবনিতা লইয়া তাহাদের মধ্যে ২ লক্ষ লোক বিদ্যমান ছিল।

ইস্‌রেলীদিগের মিশরে অবস্থানকালে ফেরোবংশের বাদশ জন রাজা রাজত্ব করেন। ঐ বংশের ৯ম রাজা ইহাদের

সংখ্যাবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহাদের প্রভাব হ্রাস করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি নানারূপ অত্যাচারে ইহাদের বংশলোপ করিতে অসমর্থ দেখিয়া মাতার ক্রোড় হইতে পুত্র সন্তান কাড়িয়া লইয়া নীলনদের জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দেন। এই নৃশংসকার্য্য কতদিন ধরিয়া ইস্রাএলদিগকে প্রপীড়িত করিয়াছিল, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যখন মিশররাজের আদেশে এইরূপ কঠোর অত্যাচার প্রচলিত ছিল, তখন ইস্রাএলদিগের মুক্তিদাতারূপে আম্রাম ও য়াকোবেদের পুত্র মুসা (Moses) জন্মগ্রহণ করেন। মিশরদেশের স্তম্ভাদিতে হিব্রু জাতির প্রতি এই অত্যাচারের বিভিন্ন চিত্র খোদিত রহিয়াছে।

মুসা নীলনদের উৎসব-দিনে পরিত্যক্ত ও মিশররাজ-কন্যা কর্তৃক গৃহীত হইয়া রাজপ্রাসাদে আনীত হন। এখানে রাজভোগে থাকিয়া তাঁহার শিক্ষাকার্য্য সমাধা হয়। তিনি ফেরো ও তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগকে জগদীশ্বরের ১০টী প্রত্যাদেশ শ্রবণ করাইয়া এরূপ বিহ্বল করিয়াছিলেন যে, তাঁহা হইতে ইস্রাএলদিগের মোচনের কোন বাধা ঘটে নাই; তৎপরে তাঁহার কানানরাজ্যে শুভাগমন ও সিনাই পর্ব্বতে ভগবদ্বাক্যের খোদিতলিপিপ্রাপ্তি ঘটে।

ঈশ্বরের ঈপ্সিতভূমে আসিয়াও তাঁহারা ভগবদারাধনা পরিত্যাগ করেন। এখানে অত্যাচারী সল (Saul) ইস্রাএল-দিগের রাজা ছিলেন। দাউদ (David) ও সলোমনের রাজ্য-কালে ইহাদের সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন। সলোমনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রেহোবোয়াম যুদা ও বেঞ্জামিনের অধিবাসীর কর্তৃত্বগ্রহণ করেন এবং জেরোবোয়াম্ অপর ১০টী জাতির শাসনকর্তৃত্বগ্রহণ করিয়া একটী স্বতন্ত্র স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন। পাছে তাঁহার প্রজাবৃন্দ পুনরায় যুদায় প্রত্যাবৃত্ত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার রাজ্যে দন ও বীরসেবা নামক দুইটী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দান করিয়া-ছিলেন। এই বংশে আবিজা (Abijah) ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া পৌত্তলিকতার বিরোধী হন, এই সময়ে যে সকল ইস্রাএলবংশীয় বাল্ (Baal)-দেবমূর্ত্তি সম্মুখে হাটু গাড়িয়া বসিয়া পূজা করিত না, তাহাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য দেবদূত এলিজা ও এলিশা জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করে নাই। হোসিয়ার রাজ্যকালে আসিরীয়রাজ সলমন্সেরের এই রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক সামারিয়া-রাজধানী অধিকার করেন এবং তদ্দেশবাসী প্রজাগণকে বন্দি-ভাবে স্বদেশে লইয়া যান।

এদিকে যুদা নগরে ইস্রাএল্‌বংশ কিছুকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। এই বংশের কোন কোন নৃপতির অধিকার-কালে ইহাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা প্রবেশ লাভ করে। পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া একেশ্বর উপাসনা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য জেহোশাফত, জোশিয়া ও হেজেকিয়া প্রভৃতি রাজগণ অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সময়ে কতক পরিমাণে পৌত্তলিকধর্ম্মের অপলাপ ও সনাতনধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়া-ছিল, কিন্তু অচিরেই লোকসমাজে পৌত্তলিকতা প্রসার লাভ করিল। পৌত্তলিক প্রথাকে সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন দিবার জন্য ইসাইয়া ও জেরেমিয়া আবির্ভূত হন। ইহাদের প্রাদুর্ভাবকালে বাবিলনরাজ নেবুকাড্‌নেজ্জার-জেহোকিয়ার রাজত্বকালে যুদা আক্রমণ করিয়া জেরুসালেম্ দখল করেন। নিবুকাড্‌নেজার ইস্রাএল্‌বংশীয় রাজা, অমাত্য ও প্রজাবর্গকে বন্দী করিয়া লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। এখানে ৭০ বৎসর বন্দিভাবে অবস্থানকালে তাঁহারা জিয়নকে স্মরণপূর্ব্বক নিয়-ত্তর কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এক দিনের জন্যও তাঁহারা বৃক্ষশাখা হইতে বীণা নামাইয়া সঙ্গীত ঝঙ্কার করিতে পারেন নাই।

বাবিলন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া য়িহুদীগণ জেরুসালেমের মন্দিরের পুনঃ সংস্কার করেন। ঐ সময়ে সামারিতান্‌গণ ইহাদের সহিত বিশেষ শত্রুতাচরণ করিয়াছিল। এজ্‌রা ও নেহমিয়ার সুসমাচার হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই সংঘর্ষের পর ইঁহাদের ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হয় এবং সাধারণ লোক মধ্যে, ধর্ম্মপুস্তকের যথেষ্ট প্রচার হইতে থাকে ও নানা স্থানে সাধারণ উপাসনাগৃহ নির্ম্মিত হয়। ওল্ড টেষ্টামেন্টের শেষ ভবিষ্যবক্তা মালাচীর বিবরণীতে প্রকাশ যে, সেই সময়ে য়িহুদীগণ ধর্ম্মপথ-ভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়াছিল। মালাচীর সময় হইতে খৃষ্টের প্রকট হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা শত্রুপক্ষের নিকট বিশেষরূপে নিগৃহীত হইলেন। মর্দিকাই (Mordecai) ও রাণী এস্থার (Queen Esther) কর্তৃক ইহাঁদের মুক্তিদানোদ্‌যোগ এবং মালাচির তিরোধানের ৫০ বর্ষ পরে দৈবশক্তির সমা-বেশ না হইলে নিশ্চয়ই য়িহুদী জাতির বিলোপ সাধন ঘটিত। মাকিদনবীর আলেকসান্দার জেরুসালেম অবরোধ করিলে, উপায়ান্তর না দেখিয়া তত্রাকার পুরোহিতগণ জেহোবাকে স্মরণ ও তাঁহাতে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া আলেকসান্দারের বিপুলবাহিনীর সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বীর-বর আলেকসান্দার শ্বেতবস্ত্রধারী পুরোহিতবর্গের দৈবশক্তিতে অভিভূত হইয়া জেরুসালেম নগরী অবরোধ কামনা বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে সেই মন্দিরে গমন করিয়া

ঈশ্বরের উদ্দেশে পূজা দিয়াছিলেন। এখান হইতেই তিনি পারস্য অভিযান করেন।

সলেউকস্, বাবিলন ও সিরীয়া রাজ্য লাভ করেন। তদ্বংশধর অস্তিওক এপিফেনিস্ য়িহুদীদিগের বিদ্বেষী হইয়া জেরুসালেম অধিকারপূর্ব্বক তন্নগরবাসীকে বিশেষ নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত করেন, এই সময়ে তাঁহাদের পরিত্রাণের জন্য জগদীশ্বর য়ুদাস্ মাকাবিয়াস্‌কে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার দ্বারা য়ুদিয়া একটী স্বাধীন জনপদরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিল। অস্তিওকের প্রবর্ত্তিত পৌত্তলিক উপাসনা পরিত্যক্ত ও সনাতন ঈশ্বরোপাসনা পুনঃপ্রচারিত হইয়াছিল। এই সময়ে য়িহুদীগণ এরূপ শক্তিশালী হইয়াছিলেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। এমন কি, জাতীয় মহত্বে সমুন্নত রোমকজাতিও তাঁহাদের সহিত মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। এই স্বাধীনতাবস্থায় ধর্ম্মগুরুই (High Priest) তাঁহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্মগুরু হইয়াছিলেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে য়িহুদীদিগের জাতীয় শক্তির পরিচালক রাজা ছিলেন। প্রায় শতাব্দকাল স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসনের পর, রোমকসেনানী পম্পী (Pompey) কর্ত্তৃক জেরুসালেম নগরী অধিকৃত এবং য়িহুদীগণ রোমের অধীনতাপাশ বহন করিতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা প্রায় ৬৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ঘটে। এই সময়ে ইদুমীয় জাতীয় হিরোদ্ দি-গ্রেট নামক জনৈক বৈদেশিক রোমকদিগের নিকট হইতে য়ুদিয়ার শাসনকর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ইনি য়িহুদীদিগের উপর স্বীয় রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহারই রাজ্যকালে মহাত্মা যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। হিরোদের অত্যাচারকাহিনী ও বেথল্‌হেমের অধিবাসিবর্গের (Children of Bethlehem) হত্যাকাণ্ড চিরপ্রসিদ্ধ।

হিরোদের মৃত্যুর পর য়ুদা রোমকসাম্রাজ্যভুক্ত এবং পালেস্তিন রাজ্য অর্কিলাউস্, অন্তিপাস্ ও ফিলিপ নামক তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। অর্কিলাউস য়ুদিয়া, ইদুমিয়া ও সামারিয়ার শাসনকর্ত্তা এবং অন্তিপাস্ ও ফিলিপ যথাক্রমে গালিলি ও ত্রিকোনাইতির নায়ক হইয়াছিলেন। কএকজন শাসনকর্ত্তার পর পন্টিয়াস্ পিলেট (Pontius Pilate) জেরুসালেম নগরে আসিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। এই রোমকশাসনকর্ত্তাদিগের অধীনে য়িহুদীদিগের নিতান্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছিল।

পিলেটের শাসনপীড়নে উত্ত্যক্ত হইয়া য়িহুদীগণ রোমরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালিগুলা স্বমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা দ্বারা জেরুসালেমের পবিত্র মন্দির অপবিত্র করায় য়িহুদিগণ প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হন। গেসিয়াস্ ফ্লোরাস ঐ বিদ্রোহিদলের নেতা হইয়াছিলেন। অত্যাচারী সম্রাট্ নিরোর (Nero) রাজ্যকালে রোম ও য়ুদিয়ায় যে সমরবহ্নি প্রজ্বলিত হয়, তিতাস কর্ত্তৃক জেরুসালেম্ নগরী ধ্বংসের পর ৭৪ খৃষ্টাব্দে ঐ যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে প্রায় ১১ লক্ষ য়িহুদী নিহত এবং অসংখ্য বালক-বৃদ্ধ-যুবা ও স্ত্রীলোক বন্দিভাবে নীত হইয়া দাসদাসীরূপে বিক্রীত হয়। খৃষ্টের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধস্বরূপ কএকজন ক্রুশোপরি স্থাপিত ও অবশিষ্ট হিংস্র পশু মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আজিও প্রত্যেক দেশবাসী য়িহুদীগণ আব-মাসের (Month of ab) নবম দিবসে আপনাদের বিভিন্ন দেশে প্রস্থান ও জেরুসালেম নগরীর ধ্বংসকথা স্মরণ করিয়া একটী শোকব্রত অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন।

রোমক কর্ত্তৃক ৭০ খৃষ্টাব্দে জেরুসালেম নগরী ধ্বংসের পর য়িহুদীরা বিভিন্ন স্থানে পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন। ঐ সময় হইতে প্রায় ৪০ বৎসর আর তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে নাই। রোমকগণ জেরুসালেম নগরীর জীর্ণসংস্কারে বাধা দিবার জন্য ঐ স্থানে সেনা সন্নিবেশ করেন। য়িহুদীগণ ঐ পবিত্র নগর হইতে বিতাড়িত হইলেও দূরদেশে থাকিয়া ক্রমশঃই দল পুষ্টি করিতে থাকেন এবং পরে তাঁহারা ধীরে ধীরে জেরুসালেম নগরীর প্রাচীর মধ্যে আসিয়া বসতি বিস্তার করিলেন।

নগরধ্বংসের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দ পরে য়ুদিয়াবাসী পুনরায় রাজদ্রোহী হইয়া উঠে। ঐ সময়ে বার্‌গোখাং নামে জনৈক ব্যক্তি মেসায়ারূপে আবির্ভূত হইয়া বিদ্রোহিদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং দৈবজ্ঞ আকিবা তাঁহার সহায়রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সম্রাট্ ট্রাজানের রাজ্যকালে ভূমধ্যসাগরোপকূলবাসী যাবতীয় য়িহুদীগণ রোমকশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে, সম্রাট্ দণ্ডবিধানার্থ অগ্রসর হন, কিন্তু তিনি পীড়িত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পর আড্রিয়ানের রাজ্যকালে জেরুসালেমে রোমক উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব হওয়ায় এবং ইস্রাএল্-সন্ততিগণের ত্বক্‌ছেদ ব্যবস্থা রহিতের আদেশ প্রচারিত হওয়ায় মিশর, এসিয়া ও পালেস্তিনবাসী য়িহুদীগণ সকলে উন্মত্ত হইয়া রোমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ১৩৪ খৃষ্টাব্দে রোমক-সমরে য়িহুদীগণ বিপর্য্যস্ত হইলে য়ুদিয়া নগর পুনরায় বিধ্বস্ত ও ৫ লক্ষ য়িহুদী তরবারির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইবার ভয়ে সকলে দলে দলে পলায়ন

করিতে লাগিল। অবশিষ্ট লোকে মিশরে চলিয়া যান। ঐ সময়ে পালেষ্টিন একরূপ জনশূন্য হইয়াছিল। জেরুসালেম নগরে য়িহুদীদিগের প্রবেশাধিকার রহিত করা হইল, কেবলমাত্র জেন্টাইল (অর্থাৎ য়িহুদীদিগের ক্রিয়াকর্মত্যাগী খৃষ্টান)-গণ ঐ নগরে বাস করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ঐ নগর তৎকালে ইলিয়া (Ælia) নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

জেরুসালেম রোমকদিগের অধিকৃত হইবার পর, সেই-স্থানে য়িহোদীয় ধর্ম্ম আর প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহারা তাইবেরিয়াসে আপনাদের ধর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। জুলিয়ানের (Julian the Apostate) রাজ্যকালে য়িহুদীগণ পুনরায় জেরুসালেম-নগরে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলেন। জুলিয়ানের মৃত্যুর (৪১০ খৃষ্টাব্দের) পরে খৃষ্টান্ সম্রাট্গণের অধিকারে এই স্থান খৃষ্টান্দিগের তীর্থক্ষেত্র-রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। উহার দুই শতাব্দ পরে খৃষ্টের পবিত্র সমাধিক্ষেত্র মুসলমানদিগের অধিকৃত হয়। ইহা লইয়া খৃষ্টান্ ও মুসলমানদিগের মধ্যে কএকটী ধর্ম্মযুদ্ধ (Crusades) সংঘটিত হইয়াছিল।

৬৩৬ খৃষ্টাব্দে খলিফা ওমার জেরুসালেমের মোরিয়া পর্ব্বতে একটী মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। পাশ্চাত্য সম্রাট্ সার্লিমেন খলিফা হারুণ অল্ রসিদের নিকট হইতে পবিত্র সমাধির মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেও পরবর্ত্তী মুসলমানগণ পুনরায় জেরুসালেম অধিকার করেন। এই সময়ে যে সকল ধর্ম্মযুদ্ধ ঘটে, তাহাতে নগরবাসী য়িহুদীগণেরই ধ্বংস সাধিত হইয়াছিল। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে ১ম সেলিমের রাজ্যকালে পুনরায় এই পবিত্র নগরী অটোমান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এইরূপে নগর ও মন্দির পরহস্তগত হইলেও য়িহুদীগণ আপনাদের জীবন ও সনাতন রীতিনীতি বিসর্জ্জন করেন নাই। জেরুসালেম হইতে বিতাড়িত হওয়ার পর ইস্রাএল রব্বিনগণ গালিলির অন্তর্গত তাইবেরিয়াস্ নগরে একটী মহা-ধর্ম্মসভা আহ্বান করেন। এই স্থান হইতে প্রথমে তাঁহাদের "মিশনা" ও পরে "তালমুদ" নামক ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকাশিত হয়, উহা মুসা হইতে বরাবর মৌখিক চলিয়া আসিতেছিল। ১৯০ খৃষ্টাব্দে পবিত্রচেতা রব্বি যুদা সেই শ্রুতিপরম্পরাগত ধর্ম্মাদেশ সঙ্কলন করেন। উহা ৬ অংশে বিভক্ত ও "মিশনা" নামে পরিচিত। নানা টিপ্পনী সংযুক্ত হইয়া উহাই 'গেমারা' নামে খ্যাত হইয়াছিল। ঐ মিশনা ও গামেরা বিধি একত্র "তালমুদ্" নামে অভিহিত। উহার মধ্যে জেরুসালেমের তালমুদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহা খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দের শেষভাগে পালেষ্টিনে সঙ্কলিত হয়। তৎপরে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বাবিলন ও পারস্য-বাসী য়িহুদীসম্প্রদায়ের জন্য যে তালমুদ সংগৃহীত হয়, তাহা "বাবিলোনীয় তালমুদ" নামে প্রসিদ্ধ।

এইরূপে বর্ত্তমান য়িহুদীসম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধর্ম্মমত প্রচলিত, তাহা কতকাংশে ফারিসিস্দিগের অনুরূপ। বর্ত্তমান সময়ে সদ্দুসিয় ও কোরাইসগণ এবং ধর্ম্মান্তরাবলম্বী য়িহুদীগণ ব্যতীত অপর সকলেই তালমুদের অনুসরণ করিয়া থাকেন। উক্ত গ্রন্থ ব্যতীত তাঁহারা বিশেষ ভক্তির সহিত 'মসোরা' ও 'কাব্বালা' নামক গ্রন্থদ্বয়ের মতানুবর্ত্তী হইয়া চলেন। উহাতে বাইবেলের আদিভাগ ওল্ডটেষ্টামেন্টের বিশদার্থ বিবৃত আছে।

জেরুসালেম হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর য়িহুদী-দিগের ইতিহাস প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হয় অর্থাৎ যাঁহারা এসিয়ার বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা প্রাচ্য এবং যাঁহারা য়ুরোপখণ্ডে যাইয়া বাস করেন, তাঁহারা প্রতীচ্য নামে আখ্যাত হন। এই দুইটী ভিন্ন দিগ্-গামী শাখার পূর্ব্বাপর ইতিবৃত্ত বিভিন্ন। প্রথমে আমরা প্রাচ্য শাখা বা এসিয়াস্থ য়িহুদীদিগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্রাচ্যশাখা।

পূর্ব্বেই য়িহুদীদিগের আসিরীয় ও পারস্য-সংশ্রবের কথা লিখিত হইয়াছে। ইতিহাসপাঠে আরও আমরা জানিতে পারি যে, হেজাজের অন্তর্গত খাইবার জনপদে য়িহুদী-দিগের একটী সামন্তরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। তথায় প্রায় ৫০ হাজার য়িহুদীর বাস ছিল। উহারা জর্দ্দননদীর পরপার-বাসী গদ, রুবেন ও মনাসা জাতির বংশধর বলিয়া সাধারণে পরিচিত এবং বীর্য্যশালী বলিয়া কথিত ছিল। আচার ব্যবহার ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যে আরববাসী হইতে তাহাদের বিশেষ প্রভেদ ছিল না, কিন্তু আরবীয়গণ ইঁহাদিগকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিত।

৬২৮ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ খাইবার অধিকার করেন। ঐ সময়ে সমগ্র পারস্য, বোখারা ও আফগানপ্রদেশে য়িহুদী মহাজন, মদ্যবিক্রেতা অথবা সামান্য ব্যবসায়িরূপে অবস্থান করিতে-ছিলেন। আফগানগণ ইঁহাদিগকে বন্-ই-ইসরাএল্ এবং মুসল-মানগণ যুদাবাসী বলিয়া 'য়িহোদীয়' নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। বোম্বাই প্রদেশে ইহারা দেশীয় রাজন্যগণের অধীনে সেনা বিভাগে অথবা রাজসরকারের নিম্নতম পদে নিযুক্ত হইয়া-ছিল। কোচিন রাজ্যের মধ্যভাগে, বিশেষতঃ ত্রিচুর, পরুর, চেনোট্টা ও মালো নগরে বহু কৃষ্ণ য়িহুদীর বাস আছে। কোচিনাধিপতি তাহাদিগকে যে তাম্রশাসন লিখিয়া ভূমিদান করেন, তাহা ৩৭৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। মহারাজের মঙ্গলচেরী

প্রাসাদের সন্নিকটে তাহাদের সিনাগগ বা ভজনালয় প্রতিষ্ঠিত আছে।

ফরেষ্টারের লিখিত বিবরণীতে প্রকাশ যে, কলিযুগের ৩৪৮১ বর্ষে (৪২৬ খৃঃ অঃ) মলবারসম্রাট্ এরাবি বনমার তাঁহার রাজত্বকালের ৩৬ বর্ষে ইস্থপ রব্বিয়ান্‌কে (Joseph Rabbi) প্রতিনিধিত্ব দান করিয়া এক খানি সনন্দ দিয়াছিলেন। এই সকল য়িহুদীগণ ক্রমশঃ দেশীয় (Black Jew) হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে সকল শ্বেতাঙ্গ য়িহুদী ভারতবর্ষে রহিয়াছেন, তাঁহারা তৎপরে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

মিঃ ওলফ্ (Wolff) যখন কোচিন-পরিদর্শনে আগমন করেন, তখন কৃষ্ণবর্ণ দেশীয় এবং শ্বেতাঙ্গ বৈদেশিক য়িহুদিদিগকে একত্র পাস্কালের উৎসব করিতে দেখিয়াছিলেন। শ্বেতাঙ্গগণ কৃষ্ণাঙ্গের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করিতেন না। উভয়েই এক ধর্ম্ম মত অনুসরণ করিত এবং এখানে তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কৃষ্ণাঙ্গেরা বলে যে, তাহারা হামানের অধঃপতনের পর য়িহোদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদের পরে শ্বেতাঙ্গগণ ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছেন। তাহারা আপনাদিগকে শ্বেতাঙ্গের ক্রীতদাস বলিয়া বিবেচনা করে। এমন কি ত্বকচ্ছেদাদি কার্য্যের জন্ত তাহারা শ্বেতাঙ্গের নিকট বার্ষিক প্রণামী পর্য্যন্ত দিয়া থাকে। তাহারা শ্বেতাঙ্গের সহিত কখনও একাসনে উপবেশন অথবা এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করে না।

কুকেল কেলু নায়র বলেন যে, এখানকার খৃষ্টানদিগের গির্জ্জার ও য়িহুদীদিগের অধিকারে যে তিনখানি তাম্রফলক আছে, তন্মধ্যে ১৮৬ খৃষ্টাব্দের তাম্রশাসনে যুস্থফ রোব্বেনকে অচু-বনম্ এবং ২৩০ খৃষ্টাব্দের তাম্রশাসনে ইরাণি কোর্টেনকে মাণগ্রাম দান করা হয়। ঐ সকল গ্রাম য়িহুদী ও সিরীয় খৃষ্টান্‌দিগের বাসের জন্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। তৃতীয় তাম্রশাসনখানি ৩১৬ খৃষ্টাব্দে পেরুমলবংশের শেষ রাজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। ইহার দ্বারা অনুমান করা যায় যে, য়িহুদী ও সিরীয় খৃষ্টানগণ খৃষ্টীয় ১৮৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতে আসিয়া পেরুমল-রাজের সমকালে ৩১৬ খৃষ্টাব্দে মলবার উপকূলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাহারা খাত্ত, পরিচ্ছদ, এমন কি ভাবাকথনে সর্ব্বতোভাবে হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকে কৃষিজীবী ও বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নীচ হিন্দুর মত বাস করিতেছিল।

আফগান জাতির কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, তাহারা পূর্ব্বে য়িহুদী ছিল। জেরুসালেম-ধ্বংসের পর, নেবু কাড্‌নেজ্জার যে সকল য়িহুদীকে নানা দেশে স্থাপিত করে, তন্মধ্যে যে শাখা বামিয়ানের নিকটবর্ত্তী কোর নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই শাখা হইতেই বর্ত্তমান আফগান জাতির উৎপত্তি। তাহারা ইস্‌লাম-অভ্যুদয়ের প্রথম শতাব্দে খলিফদের শাসনকাল পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল। আর একটী প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইস্‌রাএল্‌দিগের রাজা সলের বংশধর আফগান হইতেই তাহাদের উৎপত্তি। তুর্কিস্থানবাসী য়িহুদীগণ তুর্কজাতিকে জেনেসিস্-বর্ণিত গোমেরের পুত্র তোগার্ম্মার (Togarmah) বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন।

বোখারায় প্রায় ১০ সহস্র য়িহুদীর বাস ছিল। চেঙ্গিস্ খাঁর অভ্যুদয় ও অত্যাচার সময়ে তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি নষ্ট হইয়া যায়। মুসলমান অভ্যুদয়ে ও মোগল প্রাচুর্ভাবের সময় সমরকন্দ, বোখারা, বাহ্লিক, আরব প্রভৃতি দেশবাসী অনেক য়িহুদী ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। [মহম্মদ ও মুসলমান দেখ]

বন্-ই-ইস্রাএল্ বা বেনে ইস্রাএল্।

অতিপূর্ব্বকালে কতকগুলি য়িহুদী দাক্ষিণাত্যে বোম্বাই-প্রদেশে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণে 'বেনে ইস্‌রাএল্' বা ইস্‌রাএল-পুত্র বলিয়া পরিচিত, 'য়িহুদী' বলিলে তাঁহারা অপমান বোধ করেন। পুণা, কোলাবা, ঠানা জেলায় এবং জঞ্জিরায় তাঁহাদের বাস।

কোন্ সময়ে ও কিরূপে তাঁহারা এ দেশে আসিলেন, এ সম্বন্ধে ঠিক কোন কথা জানা যায় না। কেহ মনে করেন, তাঁহারা আদেন হইয়া, আবার কেহ মনে করেন যে, তাঁহারা পারস্তোপসাগর হইয়া এদেশে আগমন করেন। আদেন হইতে যদি আসা ঘটে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে মিশরে বন্দী 'যু' দিগের বংশধর বলা যাইতে পারে। ৫২১-৪৮৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে দারয়বুস্ বিস্তাস্প তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া আরবের হেজাজে পাঠাইয়া দেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দে আদেনের তুব্ব বা হেম্যারিবংশীয় একজন রাজা য়িহুদা (juda) ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া দক্ষিণ আরবে হিব্রুধর্ম্মমত প্রচার করেন। এই সময় হইতে এখানে য়িহুদীদিগের প্রসার বৃদ্ধি হয়। তিতাস্ (৭৯-৮১ খৃঃ অঃ) ও হড্রিয়ান্ (১১৭-১৩৮ খৃঃ অঃ) কর্ত্তৃক পালেস্তিন হইতে য়িহুদীরা বিতাড়িত হইলে এবং অরোলিয়ান্ (২৭০-২৭৫ খৃঃ অঃ) কর্ত্তৃক জেনোবিয়া পরাজিত হইলে য়িহুদীরা দলে দলে আসিয়া দক্ষিণ আরবে বাস করিতে থাকেন। ৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিব্রুমতাবলম্বী হিম্যারিরাজগণ তথায় প্রবল ছিলেন। এই বংশীয় ধু-নবাস নেজরানের খৃষ্টানদিগের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করায় ইথিওপীয়রাজ এলেস্-বজান্ আরব আক্রমণ করেন এবং ধুনবাসকে পরাস্ত করিয়া তাঁহারা য়িহুদী

প্রজাবর্গকেও যথেষ্ট নিগৃহীত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই অথবা মহম্মদের অভ্যুদয়কালে উৎপীড়িত হইয়া তাঁহারা আদেন পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চিম ভারতে আসিয়া উপনিবেশ করেন।

৭৭০ খৃষ্টাব্দে পাল (Pul) যে সকল য়িহুদীকে পালেষ্টিন্ হইতে উত্তর মেসোপোটমিয়ায় আনিয়াছিলেন, বাবিলন্‌বাসী য়িহুদীগণ তাঁহাদেরই বংশধর। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে তাঁহাদের দলপতি রাজকুমারের (Prince of the Captivity) সময়ে এবং ৪২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মপুস্তক 'তালমুদ'-সঙ্কলনকালেও তাঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে রব্বিমীর বিদ্রোহী হইলে পারস্যপতি কবাদ (Cabade) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া য়িহুদীনিগ্রহ আরম্ভ করিলেন। এই সময়েই কতকগুলি য়িহুদী প্রাণভয়ে পারস্যোপসাগর অতিক্রম করিয়া ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেনে-ইস্‌রাএল্‌গণও বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ প্রায় চৌদ্দশত বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে আসিয়া বাস করেন। তাঁহাদের আকৃতিপ্রকৃতি ও ভাষাতেও কতক আরব-সংস্রব লক্ষিত হয়। তাঁহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, বোম্বাই-বন্দরের দক্ষিণ-প্রবেশ-পথে থলের কিছু দূরে নওগাঁওর নিকট জাহাজ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে বহু লোক জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারান, তন্মধ্যে সাতজন পুরুষ ও সাতটী রমণী মাত্র কোন ক্রমে রক্ষা পান। বেনে-ইস্‌রায়েল্‌রা সেই চৌদ্দজনের বংশধর।

এ দেশবাসী সেই আদি য়িহুদীগণ বংশপরম্পরায় হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকিয়া সকলেই ক্রমে হিন্দুরীতিনীতির অনুকরণ করিয়াছিলেন। মুসলমান অধিকারকালে মুসলমানী আদবকায়দা কতক কতক প্রবেশ করে। অবশেষে প্রায় দুইশত বর্ষ হইল, একজন য়িহুদী ধর্ম্মযাজক আরব হইতে এ দেশে আগমন করেন। তিনি এখানে য়িহুদীর সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিশুদ্ধ হিব্রুধর্ম্ম-মত প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে অনেকে হিন্দু রীতিনীতি ছাড়িয়া তাল্‌মুদের উপদেশ মত চলিতে লাগিল। এই সময় বেনে ইস্‌রাএল্‌দিগের মধ্যে হিব্রুভাষা প্রচলিত হয়। তাঁহাদের 'সিনাগগ' বা ভজনামন্দির প্রতিষ্ঠিত ও 'তালমুদ' বা ধর্ম্মগ্রন্থও প্রচলিত হইল। সিনাগগের কার্য্যনির্ব্বাহার্থ ৬ জন "মানকারি" বা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইল, তন্মধ্যে ১ম মুকাদম বা প্রধান, ২য় 'চৌগুল' বা তাঁহার সহকারী, ৩য় 'গবাই' বা কোষাধ্যক্ষ, ৪র্থ 'হাজান' বা মন্ত্রপাঠকারী আচার্য্য, ৫ম 'কাজি' বা বিচারক এবং ৬ষ্ঠ 'সম্মাষ' বা চৌকিদার। এই সময় হইতে ধর্ম্মগ্রন্থানুসারে সকলেই আবার বার, ব্রত, উপবাসাদি পালন করিতে লাগিলেন। ইংরাজ-অভ্যুদয়ে তাঁহাদের রণকৌশলে ইংরাজকোম্পানী বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছিলেন। সেই অবধি সুদক্ষ সৈনিক বলিয়া ইহাদের খ্যাতি বিস্তৃত হয়।

বর্ত্তমানকালে তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী শ্রেণী দৃষ্ট হয়। ১ম 'গোরে' বা শ্বেতাঙ্গ এবং ২য় 'কালে' বা কৃষ্ণাঙ্গ। উভয় শ্রেণীর মধ্যে পানভোজন বা আদানপ্রদান প্রচলিত নাই। গোরেরাই আপনাদিগকে বিশুদ্ধ হিব্রু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কালারা এ দেশীয় রমণীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়। পূর্ব্বে সকলেই স্থানীয় হিন্দুনামানুসারে পুত্রকন্যার নাম রাখিত, কিন্তু অতি অল্প দিন হইতেই ইহারা খাঁটী হিব্রু নাম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তথাপি মরাঠীদিগের ন্যায় ইহারা 'দিবেকর,' 'নাওগাঁওকর' 'থলকর' ও 'জিরাদ্‌কর' ইত্যাদি গাঞিগুলি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

শ্বেতাঙ্গদের আকার প্রকার উচ্চ শ্রেণীর মরাঠীদিগের মত, সাজসজ্জাও তদনুরূপ। রমণীগণ দেখিতে অতিসুশ্রী, সকলেই ঘাগরা পরে, হিন্দুরমণীর মত খোঁপা বাঁধে। পুরুষেরা অনেকটা হিব্রুমতে চলিলেও রমণীরা এদেশীয় স্ত্রীআচার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বিবাহ, জাতকর্ম্ম, ত্বক্‌চ্ছেদ, পুষ্পোৎসব ও অন্ত্যেষ্টি এই কয়টী প্রধান সংস্কার।

বিবাহ।—বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যানির্ব্বাচন হইয়া থাকে। বরপক্ষ হইতে একজন অতি নিকট আত্মীয় ও আত্মীয়া কন্যার বাটীতে পাঠান হয়। পুরুষ গিয়া বাহিরে বসে ও রমণীটী অন্তঃপুরে গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করে। কন্যাকর্ত্তা গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া উপযুক্ত উত্তর দিয়া থাকেন। উভয় পক্ষে কথাবার্ত্তা মিটিলে বিবাহ স্থির হয়। নচেৎ বরপক্ষদিগকে মিষ্টমুখে ফিরিয়া আসিতে হয়। উভয় পক্ষে এইরূপে বাগ্‌দান হইলে পর, বরের পিতা 'মুকাদম্' বা গ্রামের প্রধানের নিকট আসিয়া বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং কন্যাকর্ত্তাকে 'বৈঠাবান্' বা বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে বলেন। কন্যাকর্ত্তা আসিলে পর সেই দিন সন্ধ্যাকালে মুকাদমের গৃহে উভয় পক্ষের কএক জন আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া মিলিত হন। উভয় পক্ষে কোন আপত্তি না থাকিলে মুকাদাম্ বিবাহের দিন স্থির করিয়া দেন। যাহাতে শনিবার সন্ধ্যায় ও শুক্রবার মধ্যাহ্নে শুভকার্য্যগুলি সম্পন্ন হয়, সেইরূপ ভাবে দিন করা হইয়া থাকে। এই সময় কত লোক ভোজন করাইতে হইবে এবং 'সিনাগগ'কে কত টাকা দিতে পারিবে, তাহাও ঠিক হয়। অবশেষে বরকর্ত্তা কিছু মদ্য ও পক্কান্ন আনিয়া উপস্থিত করেন।

প্রথমে হাজান্ মত্তপাত্র গ্রহণ করিয়া স্বস্তিবাচন পাঠপূর্ব্বক পাত্রস্থ সুরা পান করেন। তৎপরে মুকাদম, কন্যাকর্ত্তা, বরকর্ত্তা এবং অভ্যাগত সকলেই অল্পাধিক মত্তপাত্রের সদ্ব্যবহার করিলে হাজান্ স্বস্তিবাচন পাঠ করেন। অবশেষে পান তামাক খাইয়া সকলে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া আসেন। তৎপরে দুই দিন হইতে আট দিন মধ্যে 'সাকরপুড়া' বা শর্করাভোজনোৎসব। এই দিন প্রাতঃকালে আত্মীয় পুরুষ ও রমণীগণ বরগৃহে মিলিত হন। বয়োবৃদ্ধগণ সকলে উপস্থিত হইলে বরকর্ত্তা রুমালে জড়াইয়া একপাত্র চিনি ও তন্মধ্যে একটী স্বর্ণ বা রৌপ্যাঙ্গুরি লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত করেন। বর নানা বেশভূষায় বিভূষিত ও সুসজ্জিত অশ্বে চাপিয়া আইসে, ঐ সঙ্গে তাহার পার্শ্বদ্বয়ে দুইটী বালক প্রজ্বলিত দীপদানহস্তে হিব্রু মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে উপস্থিত হয়।

এইরূপ সমারোহে নানাবাদ্যসহ সকলে কন্যাগৃহে আগমন করেন। হাজান্ সুসজ্জিতা কন্যাকে সর্ব্বসমক্ষে আনিয়া হিব্রু মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। অবশেষে হাজানের উপদেশ মত বর কন্যার মুখে ও পরে কন্যা বরের মুখে চিনি বা গুড় প্রদান করে। বরের মুখে চিনি দেওয়া হইলে কন্যাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হয়। তৎপরে উপস্থিত সকলে কিছু কিছু চিনির সরবৎ, ডাব, মদ, ও সমাংস অন্ন খাইতে পায়। কন্যাকর্ত্তার নিকট বিদায় হইয়া তাহারা বরের বাটীতে আসিয়াও ঐরূপে উদর পরিতোষ করে।

বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে বরকন্যা উভয়ের গৃহেই পাঁচ জন 'কয়বলি' বা এয়ো এক এক থালা চাউল লইয়া নিকটবর্ত্তী কূপে উপস্থিত হয় ও পরস্পর জল সিঞ্চন দ্বারা 'চাউলধোয়া' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে; তজ্জন্য তাহারা পান, সুপারি, গুড় ও তামাক পাইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্ব দিনে গাত্রহরিদ্রা। এই দিন প্রাতে বরের মাতাপিতা অথবা অপর কোন আত্মীয় বাদ্যধ্বনি সহ গাত্রহরিদ্রায় যোগদান করিবার জন্য আত্মীয় কুটুম্বদিগকে জানান দিতে যান। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আত্মীয়গণ আসিয়া সম্মিলিত হন। বরকে এক খানি চৌকিতে বসাইয়া সাতজন সধবা অথবা অনূঢ়া কুমারী পরম কৌতুকে বরের গায়ে হলুদ দিতে থাকে। গাত্রহরিদ্রার পর বর আর বাটীর বাহির হইতে পারে না। তখন সে 'খুদাই নুর' অর্থাৎ ভগবানের জ্যোতিঃ বলিয়া গণ্য। দুইজন আইবড় বালককে অশনে শয়নে নিয়ত তাহার নিকট থাকিতে হয়। গাত্রহরিদ্রার পর কএকজন অনূঢ়া বরের কপালে চন্দন ও কাগজের 'শেরা' বাঁধিয়া দেয়। উপস্থিত সধবাগণ পান সুপারি লইয়া বিদায় হয়। প্রায় সাতটার সময় আবার তাহারা আসিয়া বরের জন্য দুগ্ধ আল্‌তা ও অন্ন প্রস্তুত করে। বরকে চৌকিতে বসাইয়া হাতে পায়ে হেনা দিয়া ঘষিয়া কাপড়ে হাত পা বাঁধিয়া রাখে। পরে কন্যাগৃহে আসিয়া এখানে পূর্ব্ববৎ কন্যার হাতে পায়ে হেনা মাখাইয়া ফিরিয়া আসে। বরের বাটীতেই চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় ক্রমে তাহাদের ভোজ হয়। আহারান্তে যে যার গৃহে গমন করে। তৎপর দিন 'নিথ' বা পিতৃভোজ। তদুপলক্ষে বিবাহ-মণ্ডপে বরপক্ষীয়গণ নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে। ঐ মণ্ডপে একখানি সুবৃহৎ সাদা চাদর পাতা হয়। তাহার মধ্যস্থলে একখানি বৃহৎ কাংস্য বা পিত্তল পাত্রের উপর যবপিষ্টক, কএকটী পুলি, অল্প পরিমাণ অন্ন, নারিকেলের শাঁস, চিনি, ছাগের যকৃৎ, গাজা, সব্‌জি শাক, অল্প গুড়মাখান একখানি রোটি ও এক পাত্র মদ, সাদা কাপড় চাপা দিয়া রাখা হয়। মুকাদমের অনুরোধে হাজান্ প্রায় ১৫ মিনিট কাল হিব্রু ভাষায় স্তব পাঠ করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে সেই প্রসাদ বণ্টন করিয়া দেন। তৎপরে মহাভোজ শেষ হইলে কন্যাপক্ষীয়গণ বরপক্ষ নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। এখানেও বেশ আহারাদি চলে। তৎপরে নাপিত কর্ত্তৃক বরের চূড়াকরণ, ও বরপক্ষ হইতে কন্যা গৃহে 'বরী' বা বরের দেয় যৌতুক পাঠান হইয়া থাকে। যৌতুক কন্যাকর্ত্তার মনোমত হওয়া চাই; নহিলে বিবাদের সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে বরকর্ত্তা নগদ কিছু পাঠাইয়া দিয়া কন্যাকর্ত্তাকে ঠাণ্ডা করিতে বাধ্য। যৌতুক গৃহীত হইলে বরপক্ষীয় কোন আত্মীয় কন্যা ও কন্যাকর্ত্তার মুখে চিনি দিয়া চলিয়া আসেন। কন্যাকে সাজাইবার জন্য অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি যাহা যাহা আবশ্যক, সে সমস্তই যৌতুকস্বরূপ আসে। কন্যা সেই সকল বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া বিবাহিত হয়। বর মূল্যবান্ রেশমী পোষাকে সজ্জিত, মাথায় পাগড়ী, স্কন্ধে দুপেটা, ও কোমরে লম্বিত খড়্গ, কপালে শেরা, এবং কণ্ঠ, বাহু ও অঙ্গুলিতে স্বর্ণালঙ্কার শোভিত ও আপাদ মস্তক ফুলের মালায় বিভূষিত হইয়া এবং হাতে এক নারিকেল লইয়া মহাসমারোহে আত্মীয় স্বজন সহ সিনাগগ বা ভজনালয়ে যাত্রা করে। যাত্রাকালে আত্মীয়গণ মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন ও বরকে সুসজ্জিত অশ্বে বসাইয়া তাহার অশ্বের সম্মুখে অথবা ডান পায়ে একটী মুরগীর ডিম ভাঙ্গেন অথবা ভূমিতলে নারিকেল ছুঁড়িয়া মারেন। সিনাগগে বরকন্যাকে আনিয়া উভয়ের বস্ত্রপ্রান্ত দ্বারা হাজান্ গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেন ও একখানি চৌকিতে মুখামুখী করিয়া উভয়কে বসাইয়া নিমন্ত্রিতগণের অনুমতি লইয়া হিব্রু ভাষায় বিবাহ-মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। হাজানের নির্দ্দেশ মত বর ও অভ্যাগতগণ এইরূপে মন্ত্র পাঠ করেন :—

বর—(একটী অঙ্গুরি ও দ্রাক্ষারসযুক্ত একটী রৌপ্য পেয়ালা হাতে লইয়া) 'গুরুজনের অনুমতি হইলে কার্য্যে ব্রতী হই। আমাদের উপর যাঁহার অসীম দয়া, সেই প্রভুর স্তুতি গান করি।' অভ্যাগতগণ—'ভগবান্ মঙ্গল করুন।' বর—'ইস্‌রাএল্ সন্তানগণের শান্তিবৃদ্ধি হউক।' অভ্যাগত—'জেরুসালেমেও শান্তি হউক।'

বর—'আবার পুণ্যমন্দির নির্ম্মিত হউক। এলিসা ও মূসা আগমন করুন ও ইস্‌রাএলের সন্তানগণের হৃদয়ে সুখশান্তি বিধান করুন। স্বস্তি হে প্রভু জগন্নাথ! যিনি দ্রাক্ষাফল সৃষ্টি করিয়াছেন। যিনি অনূঢ়াগমন নিষেধ করিয়াছেন, যিনি বাগ্‌দানের শাসন রাখিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে চন্দ্রাতপতলে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার অনুমতি করিয়াছেন। মূসা ও ইস্‌রাএলের ধর্ম্মানুসারে এই উপস্থিত সাক্ষী ও গুরুজনের সমক্ষে এই পেয়ালা ও সুরাপাত্র নিবদ্ধ এই রৌপ্যাঙ্গুরী ও আর যাহা কিছু আমার ক্ষমতাধীন তাহার জন্য তুমি সামুয়েলের কন্যা রিব্‌কা আমি দাউদপুত্র বেঞ্জামিন্ আমার সহিত সম্বন্ধ ও পরিণীত হইলে। যিনি নরনারীকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন, সেই প্রভুর স্তুতিগান কর।' (তৎপরে বর কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিবে)—'এই পেয়ালার জন্য তুমি আমার সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ও পরিণীত হইয়াছ। অতএব ইহার সুরাপান কর। এই পেয়ালাস্থিত রৌপ্য ও যাহা কিছু আমার আছে, তাহা দিয়া, উপস্থিত সাক্ষী ও হাজানের সমক্ষে মূসা ও ইস্‌রাএলের ধর্ম্মানুসারে আমি তোমায় বিবাহ করিলাম।' এই বলিয়া বর অর্দ্ধেকটা সুরাপান করে এবং অপরার্দ্ধ একবিন্দু না রাখিয়া সমস্তই কন্যার মুখে ঢালিয়া দেয়। অঙ্গুরিটী বাহির করিয়া কন্যার ডান হাত ধরিয়া তাহার প্রথম অঙ্গুলিতে পরাইয়া বলে,—'মূসা ও ইস্‌রাএলের ধর্ম্মানুসারে এই অঙ্গুরি দ্বারা তুমি আমার বিবাহিত হইলে।' এইরূপ তিনবার বলিয়া এক হাতে এক গেলাস মদ ও অপর হাতে কালপাথর বসান এক ছড়া কণ্ঠহার লইয়া কন্যার গলায় পরাইয়া দেয় ও সেই গেলাস এক চুমুক দিয়া ও পরে কন্যার মুখে ধরিয়া গেলাসটা আছাড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। তৎপরে হাজান্ 'কেতুবা' বা লিখিত অঙ্গীকারপত্র পাঠ করেন। অঙ্গীকার-পত্রের ভাবার্থ এইরূপ,—

'অমুক শুভ দিন শুভ মুহূর্ত্তে ভগবানের নাম করিয়া অমুক স্থানে অমুকের সুন্দর ছেলে সুন্দরীর শিরোভূষা অমুক কন্যাকে মূসা ও ইস্‌রাএলের ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া প্রার্থনা জানাইয়াছিল। যেমন ইস্‌রাএল সন্তানগণ সকলেই অন্ন বস্ত্র ও ধনাদি যোগাইয়া পত্নীর তুষ্টিবিধান করিয়া থাকেন, আমিও সেইরূপ ভগবানের আশীর্ব্বাদে অন্ন, বস্ত্র ও ধনাদি দিয়া তোমাকে ভাল বাসিব ও তোমার সঙ্গের সঙ্গী হইয়া অতিবাহিত করিব। তোমার কুমারী-ধর্ম্মের মূল্য স্বরূপ তোমায় এত টাকা দিলাম এবং তুমি আমার পত্নী হইলে। আমি যৌতুক স্বরূপ এত টাকা ও এত সম্পত্তি দিলাম। এই অঙ্গীকার পালন করিতে আমি ও আমার সন্তানগণ বাধ্য। আমার অবর্ত্তমানে আমার যে কোন সম্পত্তি হইতে তোমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান চলিবে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অঙ্গীকারপত্র পাঠ করিয়া শুনাইবার পর সাক্ষিগণ স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করেন। এই সময় হাজান্ বলেন, 'ভগবানের আদেশ।' যিনি বিবাহ করিবেন, তিনি পত্নীকে ভাল খাওয়াইয়া ভাল পরাইয়া বিবাহধর্ম্ম পালন করিবেন।' তখন বর বলিবে, 'আমিও সর্ব্বতোভাবে অঙ্গীকার পালন করিব।' এই বলিয়া ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বর সেই অঙ্গীকারপত্রের শেষে নাম স্বাক্ষর করে। অবশেষে সর্ব্ব নিম্নে হাজান্‌কে স্বাক্ষর করিতে হয়।

তৎপরে হাজান্ বরকে কর্ত্তব্য কর্ম্মপালনে তিনবার অঙ্গীকারবদ্ধ করিয়া ভগবানের স্তোত্রপাঠান্তে বরের মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রথমে তাহাকে ও তৎপরে কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন। বাদাম, সুপারি ও অপরাপর দ্রব্য হাজান্‌কে দক্ষিণা স্বরূপ দিতে হয়। ইহার পর কন্যার মাতা হাজান্‌কে একটী স্বর্ণাঙ্গুরি প্রদান করেন। পরে বরকন্যার পরস্পর বস্ত্রপ্রান্ত বাঁধিয়া মহাসমারোহে গৃহে আনা হয়। এখানে ভোজের আয়োজন থাকে। ভোজনামোদের পর কন্যার সখীগণ বরকন্যাকে রাত্রিযাপনের জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘরে লইয়া যায়। তৎপর দিবসে (৩য় দিনে) তাম্বূল-চর্ব্বণের আমোদ হয়। বর ও কন্যা পাশাপাশী বসিয়া পরস্পর চর্ব্বিত-তাম্বূল বা নারিকেল পরস্পরের মুখে প্রদান করে। এ সময় বুড়া-বুড়ীরাও পরস্পরে এই আমোদে যোগদান করেন। ইহার পর কন্যার মাতাকে আনিয়া কএকজন রমণী তাহার বেণী বিনাইতে বসে। এ সময়েও যথেষ্ট ঠাট্টাবিদ্রূপ চলে। এই দিন পাঁচ জন সধবা বরকন্যাকে দাঁড় করাইয়া ধান্য দিয়া বরণ করিয়া থাকে। বর মাথা হেঁট করিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করে, তজ্জন্য একখানি রুমাল পাইয়া থাকে। তৎপরে বরকন্যা বিবাহমণ্ডপ হইয়া গীত বাদ্যসহ সিনাগগে আনীত হয়। এখানে 'সফর তোলায়' কিছু প্রণামী দিতে হয়। হাজান্ বরকন্যাকে মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। ৪র্থ দিনে স্নানের পর বরকন্যা পরস্পর পরস্পরের মুখে জল ছিটাইয়া আমোদ করে। বিশ্বাস যে, এরূপ করিলে আর কুগ্রহের দৃষ্টি হইবে না। ৫ দিনে বরান্বেষণ বর কোন আত্মীয়ের গৃহে গিয়া একটী বালককে স্ত্রীবেশে সাজিয়া উভয়ে নিদ্রার ভান করিয়া শুইয়া থাকে। কন্যা সখীগণসহ বর খুঁজিতে বাহির হয়। শেষে খুঁজিতে খুঁজিতে বরের নিকট আসিয়া ডাকাডাকি করে ও নাড়াচাড়া দেয়, কিন্তু বর চোখ বুঝিয়া পড়িয়া থাকে। তৎপরে কন্যা আপনার অলঙ্কার খুঁজিতে থাকে। অলঙ্কার না পাওয়ায় শেষে সেই স্ত্রীবেশধারী বালককে লইয়া টানাটানি করে। তাহার গায়ে গহনা বাহির হইলে তাহাকে 'চোর' বলিয়া ধরে। সে বলে, 'আমি চোর নহি আমি বরের রক্ষিতা, বর এই গহনা দিয়াছে। টাকা দিলে গহনা ছাড়িয়া দিতে পারি।' কন্যা সম্মত হইলে সকলে পরম কৌতুকে সেই বাটীতে আহারাদি করিয়া চলিয়া আসে। বাটী পৌঁছিলে কন্যার ভগিনী আসিয়া দ্বারদেশে চাপিয়া দাঁড়ায়, বলে যে, 'তোমার মেয়ে হইলে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিবে—বল, তবে ছাড়িয়া দিব।' প্রথমে বর সম্মত হয় না। শেষে সম্মত হইলে দ্বার ছাড়া পায়।

ষষ্ঠ দিনে কন্যাকে জল আনিতে ও বড়া ভাজিতে হয়। সধবা কর্ত্তৃক বরকন্যার "সেরা" উন্মোচন ও তাহা জলে নিক্ষেপণ প্রভৃতি কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। ৭ম দিনে কন্যার মাতা আসিয়া বরের বাটীর সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া যান। বরকন্যা ও সকলে গিয়া সেখানে আহার করে। এদিন বর কন্যার মাতার নিকট হইতে রেসমের রুমাল ও স্বর্ণমুদ্রা উপহার পাইয়া থাকে। তৎপর দিন বর কন্যা লইয়া বাটী আসে। যে সকল আত্মীয় কুটুম্ব বা বন্ধুবান্ধব বিবাহে উপস্থিত হইতে পারে নাই, এই অষ্টম দিনে বরকন্যাকে তাহাদের বাড়ী বাড়ী লইয়া গিয়া দেখান হইয়া থাকে। তৎপরে এক মাসের মধ্যে সুবিধা মত বরকর্ত্তা 'মাম্‌জীবন' ও কন্যাকর্ত্তা 'ব্যাহিজীবন' নামে দুই দিন দুইজনে আত্মীয় কুটুম্বকে ভোজ দিয়া বিবাহের শেষ উৎসব সম্পন্ন করেন।

বেন্‌-ই-ইস্রা এলদিগের এক পত্নীগ্রহণই ধর্ম্মসঙ্গত। তবে প্রথম-পত্নী বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, কেবল কন্যাপ্রসূতি, পতির অপ্রিয়কারিণী অথবা কন্যাকর্ত্তা পতির নিকট তাহার কন্যাকে পাঠাইতে অসম্মত হইলে কিম্বা পত্নী পতিকে ত্যাগ করিয়া গেলে পত্ন্যন্তরগ্রহণে বাধা নাই।

নববস্ত্র-পরিধান।—দ্বাদশবর্ষের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ হইলে দ্বাদশ বর্ষে পড়িলে তাহাকে 'পুরসাড়া' বা শুভবস্ত্র পরাইতে হয়। এই উৎসবেও দম্পতীকে চৌকীতে বসাইয়া স্নান করাইয়া সধবাগণ কন্যার কোলে সুপারি, বাদাম, খেজুর ও চাল ফেলিয়া দেয়, ফুল দিয়া তাহার খোঁপা সাজায়, তৎপরে পাঁচজন সধবা তাহার বস্ত্রাঞ্চল লইয়া মাথায় ঘোমটা করিয়া দম্পতীর মুখে চিনি দিয়া নানা কৌতুক করে। পতি চলিয়া গেলে তাহারা সকলে মিলিয়া প্রায় ঘণ্টাকাল বাজনা বাজাইয়া হিন্দুস্থানী বা মরাঠী গান করে, অবশেষে তাহারা পান সুপারি লইয়া বিদায় হয়। অবস্থানুসারে ভোজেরও ব্যবস্থা হয়। দুই একদিন পতিগৃহে রাখিয়া তৎপরে কন্যাকর্ত্তা কন্যাকে নিজ গৃহে লইয়া আসে।

পুষ্পোৎসব বা নহানাচা সোল্‌হ।—কন্যা প্রথম ঋতুমতী হইলে তাহার মাতা বেহানকে সংবাদ দেন। বরের মা আসিয়া পুষ্পোৎসবের বন্দোবস্ত করেন। মেয়ের বাপ-মার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল না হইলে প্রায়ই বরের বাড়ীতেই এ উৎসব সম্পন্ন হয়। ঋতুর অষ্টম দিনে ছেলের মা ঢাকঢোল সঙ্গে মেয়ের মা ও অপরাপর আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করিতে যান। দ্বিপ্রহরের সময় সকলে আসিয়া সম্মিলিত হয়। সকলে মিলিয়া মেয়েকে গরম জলে স্নান করায় ও মূল্যবান্ কাপড় পরাইয়া পূর্ব্বমুখী করিয়া বসায়। এই সময় ছেলেও উত্তম বেশভূষা করিয়া পত্নীর সম্মুখে আসিয়া বসে। তৎপরে পাঁচজন সধবা মেয়েকে ঘেরিয়া কেহ তাহার খোঁপা বাঁধে, কেহ বা ফুল দিয়া খোঁপা সাজায়, কেহবা ছেলের গলায় ফুলের মালা ও হাতে আতর দেয়। একজন সধবা মেয়ের কোলে বাদাম ও সুপারি ফেলে; পাঁচটী সধবা উভয় হস্তে চাউল লইয়া কন্যার মস্তক, স্কন্ধ ও জানু স্পর্শ করিয়া বরণ করে। এ সময়ে দম্পতীকে পরস্পরের নাম ধরিয়া ডাকিতে হয়। তৎপরে ছেলে চলিয়া যায়। এই সময় নিমন্ত্রিতাগণকে চিনি দিতে হয়। তাহারা প্রায় দুই ঘণ্টা কাল গান বাজনা করে, পরে প্রত্যেকে এক গোছ পাণ ও সুপারি লইয়া বিদায় হয়। শয়নকালে ছেলের মা বউকে লইয়া গিয়া ছেলের ঘরে দিয়া আসেন।

সাধভক্ষণ।—প্রথমবার গর্ভবতী হইলে সাত মাসে এক শুভদিনে বন্ধু ও আত্মীয়গণ ছেলের বাড়ীতে উপস্থিত হন। দ্বিপ্রহরের সময় গর্ভিণীর স্নান, বেণীবন্ধন ও বরণাদি শেষ হইলে সকলকে চিনি দেওয়া হয়। নিমন্ত্রিতারা সময়োপযোগী গান করে, অবশেষে পাণ সুপারি লইয়া সকলে চলিয়া যায়। সাধভক্ষণের পর গর্ভিণীকে তাহার মাতার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখানেও পোয়াতি ভাল কাপড় ও ভাল খাইতে পায়।

জাতকর্ম্ম।—প্রসবকাল উপস্থিত হইলে পোয়াতিকে গরম ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। দুই একজন বর্ষীয়সী মাত্র তাহার নিকট থাকিতে পায়। পুত্রজন্ম মাত্র থালি বাজান হয়, ঠাণ্ডা জল শিশুর গায়ে ছিটাইয়া দেওয়া হয়। প্রসূতির স্নান ও শয্যায় শয়ন পর্য্যন্ত শিশুকে কুলার উপর শোয়াইয়া রাখে। ধাই গরমজলে শিশুর সর্ব্বশরীর ধোয়াইয়া তাহার নাড়ী কাটিয়া দেয়, পরে মাথা ধরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া সুডৌল করে, নাক টানিয়া সোজা করে ও কাণ টানিয়া নোয়াইয়া ফেলে। প্রসূতির সন্তান যদি হইয়া মারা যায়, তৎপরে পুত্র জন্মিবামাত্রই তাহার ডান নাক এবং কন্যা জন্মিবামাত্রই তাহার বাম নাক বিঁধিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে শিশুকে গরম কাপড়ে জড়াইয়া প্রসূতির দক্ষিণ পার্শ্বে শোয়াইয়া রাখে এবং কুগ্রহ বা কুদেবের দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে শিশুর বালিসের নীচে একটী ছুরি রাখিয়া দেওয়া হয়। কএকখানি রূপার পাতে আদম্ ও হবার নাম খুদিয়া তাহা শিশুর গলায় বাঁধিয়া রাখে। পরে শিশুর পিতাকে সংবাদ দেওয়া হয়। ধাই নগদ এক টাকা, আধসের চাউল ও একটা নারিকেল বিদায় পায়। শিশুর মুখের কাছে একটী প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা হয়।

প্রসূতি কএকটী খেজুর, কিছু নারিকেলের শাঁস ও অল্প সুরা পান করিয়া 'ধরিত্রী' উদ্দেশে উপবাস করে। তিন দিন

তাহারা শুড়রুটী খাইতে পায়। ৪র্থ দিন সামান্য ঝোল ভাত খায়। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত গরম জল খাইতে হয়। শিশুকে প্রথম দুই দিন স্তন্য দেওয়া হয় না. প্রথম দিন ধনিয়ার ক্বাথ ও মধু কাপড়ে মাখাইয়া তাহাই চুষিতে দেওয়া হয়। ২য় দিন ছাগদুগ্ধ এবং ৩য় দিন হইতে মাতৃস্তন্য পায়। তৃতীয় দিনে 'চরিবরি' নামক ভূতগণের তৃপ্তির জন্য 'তিখোণ্ডী' ও ৫ম দিনে 'পাঁচবি' ক্রিয়া হয়। পঞ্চম দিনে 'শেজভরণি' বা প্রসূতিকে ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ ও বরণ এবং 'অতিভরণি' বা চাউল দিয়া প্রসূতির কোলভরা উৎসব হয়; এ সময় সঙ্গীত ও নানাপ্রকার কৌতুক হইয়া থাকে। ষষ্ঠদিনে ছেলের বাপ আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে। রাত্রি ৯টার মধ্যে সকলে আসিয়া মিলিত হয়। আহারান্তে সকলে ঢকা বাজাইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে, মধ্যে মধ্যে সুরাপানও চলে। ৭ম দিনে প্রসূতি আঁতুর ঘর ছাড়িয়া শিশুকে বাহিরে আনে। আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া শিশুকে আশীর্ব্বাদ করেন ও মরাঠী ভাষায় সকলে বলেন, 'হে চন্দ্র হে সূর্য্য আমাদের ছেলে বাহিরে আসিয়াছে, দেখ!' অষ্টম দিবসে সিনাগগে শিশুকে লইয়া গিয়া ত্বকচ্ছেদক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নিকটে সিনাগগ্ না থাকিলে শিশুর জন্মস্থানেই ঐ ক্রিয়া হইয়া থাকে। সিনাগগে হইলে ত্বকচ্ছেদস্থানে দুইখানি চেয়ার রাখা হয়। একখানি পেগম্বর এলিজা ও অপরখানি ত্বকচ্ছেদ-কারীর জন্য। আত্মীয়স্বজন আসিয়া মিলিত হইলে ছেলের মামা ছেলেকে কোলে লইয়া 'সেলাম্ আলেখম্' অর্থাৎ ভগ-বানের নামে জয় হউক বলিয়া উপবিষ্ট সকলের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাঁহারাও 'আলেখম্ সেলাম্' বলিয়া উত্তর করেন। যে বৃদ্ধ ব্যক্তি এলিজার আসনে বসেন, তাঁহার কোলেই ছেলেকে দেওয়া হয়। ত্বকচ্ছেদকারীও সেই সময় অপর চেয়ারে বসিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করে। সেই সময় উপস্থিত আত্মীয়স্বজন হিব্রু গান করিতে থাকেন। ছেলের বাপ একখানি কাপড় ঢাকা দিয়া ভগবানের নাম করেন। এই সময় সিনাগগের বাহিরে একটী মোরগ জবাই করা হয়। শিশুকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য তিনবার কএক ফোঁটা মদ ও অম্ল দুধ দেওয়া হয়। ত্বকচ্ছেদের পর শিশুর নামকরণ হইয়া থাকে। হাজান্ হিব্রু-মন্ত্র পাঠ করিয়া শিশুর মাথায় হাত দিয়া নামকরণ করেন। তজ্জন্য তিনি কিছু দক্ষিণা ও একটা মোরগ পান। নিমন্ত্রিত-দিগকে নারিকেল ও চিনি খাইতে দেওয়া হয়। নামকরণ রাত্রিকালে বাড়ীতেই হইয়া থাকে। এ রাত্রিও গান ও পানে অতিবাহিত হয়।

দ্বাদশ দিবসে প্রাতে স্নানান্তে শিশুর দোলারোপণ উৎসব হয়। কএক জন আত্মীয় 'বসিম্ আদোনিয়া' এই হিব্রু নাম উচ্চারণপূর্ব্বক শিশুকে দোলায় শোয়াইয়া তাহাকে দোলাইতে দোলাইতে সমস্বরে গান করিতে থাকে। প্রথম পুত্র হইলে ত্রয়োদশ দিনে বাপ শিশুকে লইয়া সিনাগগে আগমন এবং কোহেন বা আনুষ্ঠানিক আচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, আমার এই প্রথম পুত্রটী উৎসর্গ করিতে আসিয়াছি, গ্রহণ করুন। কোহেন শিশুকে কোলে লইয়া তাহার মুখ দেখেন এবং ২৸৶ লইয়া ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মুক্তি দান করেন।

পুত্র হইলে ৪০ দিনে এবং কন্যা হইলে ৮০ দিনে পরিশুদ্ধি হয়। এই শুদ্ধিকালে হাজান্ আসেন, তিনি এক গোছা সব্জা লইয়া জলপাত্রে ডুবান, এবং মন্ত্রপূত করিয়া পিতামাতা ও ছেলের গায়ে সেই পবিত্র বারি ছিটাইয়া আসেন। প্রসূতি ও শিশু গরম জলে স্নান করিয়া শুচি হইয়া থাকে। শুদ্ধির পর শিশুর কেশমুণ্ডন হয়। শিশু তিন কি চারি মাসের হইলে তাহার মাতৃসহ তাহাকে তাহার পিতৃগৃহে আনা হয়। এ সময় কুগ্রহের শান্তি উপলক্ষে কিছু অনুষ্ঠান আছে। তিন মাসে শিশুর কর্ণবেধ হয়। শিশুর টীকা ও বসন্তের সময় অতি গোপনে শীতলাদেবী ও সপ্ত সধবার পূজা হইয়া থাকে।

মৃতানুষ্ঠান।—পুরুষের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে নাপিত আসিয়া তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া যায়. তৎপরে কোন নিকট আত্মীয় মুখ ছাড়া আর সমস্ত শরীর সাফ করিয়া কামাইয়া দেন। তৎপরে তাঁহাকে স্নান করাইয়া নূতন কাপড় পরাইয়া নূতন শয্যায় শোয়ান হয়। যতক্ষণ জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ হাজান্ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া শুনাইয়া থাকেন। মৃত্যুর সময় মুমূর্ষুর মুখে চিনির জল ও আঙ্গুরের শরবৎ ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার পুত্রপরিজন তাঁহার অভাবে কোনরূপ কষ্ট পাইবে না, এরূপ কথায় আশ্বাসও দেওয়া হয়। প্রাণ বাহির হইবামাত্র পুত্র আপন পরিধেয় বস্ত্র এবং তাঁহার পত্নী তাহার চুড়ি ও বিবাহে পরিধৃত কণ্ঠহার ছিঁড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে। সাদা কাপড় দিয়া শবকে ঢাকা দেওয়া হয়। তাঁহার বুড়া আঙ্গুল দুইটা দড়ি দিয়া বাঁধা হয়। সকলেই তাঁহার চারি পার্শ্বে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। তৎপরে মৃতের দেহপরিমাণ কবর প্রস্তুত করিতে হয়। শব কবরের নিকট আনিবার পূর্ব্বে নারিকেল-জল ও সাবান মাখাইয়া গরম জলে দুইবার ধোয়ান হয়। তৎপরে হাজান্ আসিয়া শবের পার্শ্বে দাঁড়ান, ও তাঁহার আদেশে সাত কলসী জল শবের উপর ঢালিয়া দিয়া কলসী কয়টী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। তৎপরে অপর ঘরে শব আনিয়া ভিজা কাপড় খুলিয়া লয় ও গা মুছাইয়া দেয়। মাদুরের উপর সাদা কাপড় বিছাইয়া তাহাতে শব শায়িত রাখে, এই সময় তাহাকে

নূতন কাপড় ও ইজার টুপি পরান এবং মাথায় বালিস দিয়া মাজান হয়, সিসিদ্ টানিয়া লয়। দক্ষিণ হস্তে এক গোছা সবুজা ও একখানি রুমাল জড়াইয়া দেয়। তৎপরে তাঁহার আত্মীয়গণের শেষ দেখার জন্য মুখখানি মাত্র বাহির করিয়া সমস্ত শরীর লম্বা চাদরে আঁটিয়া জড়ান হয়। এই সময় হাজান্ উপস্থিত সকলকে ডাকিয়া বলেন, 'মৃত যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকে, সকলে তাহা ক্ষমা কর'। সকলে উত্তর করেন, 'আমরা ক্ষমা করিলাম।' তৎপরে শবের চোখের পাতায় তুলা দিয়া তাহা রুমাল দিয়া বাঁধা হইলে অবশেষে মুখখানি পর্য্যন্ত চাদর দিয়া ঢাকিয়া ফেলা হয়। এই সময়ে এক ব্যক্তি সিনাগগ হইতে 'ঢোলারে' বা কফিন লইয়া আসে। হাজান্ প্রায় ১৫ মিনিট কাল হিব্রু-মন্ত্র উচ্চারণ করেন। পরে শবের মাথা আগু করিয়া পাঁচ ছয় জনে ধরিয়া বাহিরে আনিয়া কফিনের উপরে রক্ষা করে। তৎপরে কফিনের উপর কাঠের ফ্রেম চাপা দিয়া, নানা ফুলে ও সবুজ পাতায় সাজাইয়া প্রথমে আচার্য্য ও মৃতের নিকট আত্মীয় সেই শবাধার স্কন্ধে লইয়া হিব্রু মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে গোর স্থানে যাত্রা করেন, মধ্যে মধ্যে অপরাপর আত্মীয় কাঁধ বদলাইয়া লয়। গোর স্থানের নিকট আসিয়া সকলে একটু থামেন, এই সময় হাজান উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পাঠ করেন, পরে শববাহকেরা শবাধার আনিয়া কবরের নিকট স্থাপন করে। দুই জন গোরের ভিতর যায়, অপর তিন জনের মধ্যে এক জন শবের মাথা ও এক জন পা ধরিয়া থাকে। তৃতীয় ব্যক্তি কোমরে কাপড় বাঁধিয়া পূর্ব্ব দিকে যাহাতে শবের মাথা থাকে, এরূপ ভাবে টানিয়া রাখে। শব কবরস্থ হইলে শবযাত্রিগণ প্রত্যেকেই এক এক মুঠা মাটী আনিয়া শবের বালিশের নিকট ভরিয়া দেয়। এই সময় কেহ কেহ মন্ত্র পাঠ করে ও কেহবা মাটী চাপা দিতে থাকে। অবশেষে প্রত্যেকে এক এক মুঠা মাটী নিক্ষেপ করিয়া আর সে দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করে। শেষে খনকেরা গোর ভরাট করিয়া ফেলে। মৃতের আত্মীয়গণ অন্য পার্শ্বে গিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে থাকে এবং প্রস্থান-কালে প্রত্যেকে তিনবার করিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া লইয়া ও পেছনে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া আসে। কফিন আনিয়া আবার সিনাগগে রাখিয়া দেওয়া হয়। মৃতের বাড়ী আসিয়া সকলে হাত পা ধুইয়া তামাক ও কিছু কিছু জলপান করিয়া যে যার গৃহে চলিয়া যায়। যেখানে মৃত্যু ঘটে, সেই স্থানে এক খানি মাদুর বিছাইয়া, তাহার নিকট একটী প্রদীপ প্রদীপ ও এক পাত্র শীতল জল রাখা হয়। সাত দিন পর্য্যন্ত গৃহস্থ নিকট আত্মীয়গণ সেই পাতা মাদুরে উপবেশন, ভোজন ও শয়ন করে, দিবারাত্র যাহাতে ঐ প্রদীপ জ্বলে, তৎপ্রতি সকলে বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

ঐ সাতদিনই প্রধানতঃ শোককাল। এই কয় দিন কেহ চেয়ারে বসিতে, স্নান করিতে, ভাল জিনিস খাইতে, মদ্য পান করিতে অথবা গৃহের বাহিরে যাইতে পারে না। পুরুষেরা মাথায় টুপি দেয় না, কাহাকেও সেলাম করে না; প্রত্যহ প্রাতে দশজন পুণ্যচরিত্র ব্যক্তি আসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে তৃতীয় ও ষষ্ঠদিনে হাজান্ আসিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া যান। সপ্তম দিবস আত্মীয় বা কুটুম্বিনীগণ নারিকেল হস্তে আসিয়া মৃতের স্ত্রীবর্গকে নারিকেল তৈল মাখাইয়া স্নান করাইয়া ও আপনারাও স্নান করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যান। তৎপরে হাজান্ দশটি শ্লোকসহ আসিয়া উপস্থিত হন। মৃতগৃহে যে জলপাত্র রাখা হইয়াছিল, সেই পাত্র লইয়া প্রধান-শোকার্ত্ত হাজান্ ও অপরাপর আত্মীয় স্বজনসহ গোরস্থানে আগমন করেন। যেখানে মৃত ব্যক্তিকে গোর দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে তিনি ছয় ইঞ্চি গর্ত্ত করিয়া শবের মাথার ধারে একখানি বড় পাথর, পায়ের নিকট একখানি ছোট পাথর এবং বাম পাশে ৫ খানি ও ডান পাশে ৬ খানি পাথর স্থাপন করেন। গর্ত্তের কতকাংশ মাটী চাপা দেওয়া হয় ও পিটিয়া সোজা করা হয়। তৎপরে প্রধান-শোকার্ত্ত সেই জলপাত্র লইয়া মাথা হইতে আরম্ভ করিয়া চারিদিকে জল ঢালিয়া দেন। জল ঢালিতে ঢালিতে পায়ের কাছে পৌছিবামাত্র সেই জলপাত্রটী আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন। পরে কতকগুলি সবুজ-ঘাস লইয়া মাথার পাথরের নিকট রোপণ করেন, ও কতকগুলি নারিকেলের শাঁস সেই কবরের উপর ছড়াইয়া ফেলেন। তৎপরে শোকসন্তপ্ত পরিবার কবরের দিকে পিছন ফিরিয়া মন্ত্রপাঠ করেন, নারিকেলের শাঁস মুখে দেন, সবুজীর আঘ্রাণ লয়েন, ও ধূম পান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। এখানে 'জারৎ' পাঠ হয় এবং সন্ধ্যাকালে আত্মীয়কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মাংস ও মিষ্টান্নাদির ভোজ দেওয়া হয়।

তৎপর দিন প্রধান-শোকার্ত্ত সিনাগগে হাজানের মুখে শান্তি পাঠ শুনিয়া আসেন। মৃতের উদ্দেশে সিনাগগে /১ বা /২৷৷০ সের তৈল পাঠান হয়। তৎপরে সকলে ফিরিয়া আসিয়া বারান্দায় বসে। প্রধান-শোকার্ত্ত ব্যতীত অপর সকলের বাসে মদ আসে। এখানে মদ্যপান শেষ হইলে প্রধান-শোকার্ত্ত তাহাদিগকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া আবার মদ ও তামাক দেন। মাসান্তে ও তিন মাস পরে প্রধান শোকার্ত্ত নিকট জ্ঞাতিকুটুম্বদিগকে ভোজ দিয়া থাকেন। বাৎসরিক

ও বার্ম্মিকের সময়, বহু মেষ মাংস আনিয়া বড়ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে, তাহাতে 'কায়ৎ' ও 'জিখির' পাঠ এবং স্বজাতীয় বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়। এই দিন সিনাগগে মদের দাম পাঠান হয়। নিকটে সিনাগগ না থাকিলে সেই টাকার মদ খাইয়া আত্মীয়কুটুম্ব পরিতৃপ্ত হন।

ধর্ম্ম।—বেনে-ইস্রাএল্‌গণ একেশ্বরবাদী। তাঁহাদের সিনাগগে হস্তলিখিত হিব্রু বাইবেল (Old Testament) থাকে এবং তাহা ভগবানের প্রত্যাদেশ বলিয়া সকলের বিশ্বাস*। স্বজাতিমধ্যেই তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করেন। তাঁহাদের হিব্রুধর্ম্মের মূলমন্ত্র এই—"সেই প্রভু আমাদের ঈশ্বর, তিনিই একমাত্র প্রভু।" তাঁহাদের মুখে আজীবন এই মূলমন্ত্র থাকে। এই মন্ত্র উচ্চারণকালে দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণনেত্র স্পর্শ করা হয়। একেশ্বরে বিশ্বাস ছাড়া তেরটী স্বীকার্য্য বিষয় আছে—১, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা ও জগতের শাসয়িতা। ২, তিনিই তাঁহাদের একমাত্র ঈশ্বর আছেন ও থাকিবেন। ৩, তিনি নিরাকার, অব্যয়, অক্ষয়। ৪, তিনিই সকল পদার্থের আদি ও অন্ত। ৫, তিনিই একমাত্র পূজ্য। ৬, বাইবেলের আদি ভাগই (Old Testament) কেবল প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র। ৭, মুসাই (Moses) সকল ভবিষ্যদ্বক্তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও তাঁহার বিধিই শিরোধার্য্য। ৮, ঈশ্বর মুসাকে যে উপদেশ করিয়াছেন, সেই বিধিই তাঁহারা পাইয়াছেন। ৯, এ বিধি কখন পরিবর্ত্তন হইবে না। ১০, ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই জানেন এবং তাহাদের কার্য্য বুঝিতে পারেন। ১১, ঈশ্বর ন্যায়বান্‌কে পারিতোষিক ও অন্যায়কারীকে দণ্ড বিধান করিবেন। ১২, এখনও মেসিয়া বা ভগবদবতার আসেন নাই, সময় হইলে আসিবেন। ১৩, আবার মৃতগণ কবর হইতে উঠিয়া তাঁহার স্তুতি গান করিবে।

বেনে-ইস্রাএলের মধ্যে দুই প্রকার বর্ষ প্রচলিত—এক গার্হস্থ্য বর্ষ ও এক ধর্ম্ম-বর্ষ। গার্হস্থ্য বা সাধারণ বর্ষ 'তিশরি' (আশ্বিন) হইতে আরম্ভ। এই তিশ্‌রি মাসের ১ম হইতেই তাঁহারা জগৎ সৃষ্টি গণনা করেন। 'নিশান' (চৈত্র) মাস হইতে ধর্ম্মবর্ষ আরম্ভ। ইস্‌রাএল্‌গণের মিশর পরিত্যাগ হইতে এই বর্ষ-গণনা চলিয়াছে। 'যোম' বা দিনের নাম—রিশোন (রবি), শেনি (সোম), শলিষি (মঙ্গল), রেবিয়ি (বুধ), হমিষি (বৃহস্পতি), শিশি (শুক্র) ও শাবাথ-শব্বথ (শনিবার)। তাঁহারা চান্দ্রমাসে মাস গণনা করিয়া থাকেন। বর্ষে বারমাস, ২৯ বা ৩০ দিনে মাস গণিত হয়। বারটী মাসের নাম এই—তিশ্‌রি (আশ্বিন), হেশ্‌বান্‌ (কার্ত্তিক), কিস্‌লেব (অগ্রহায়ণ), তেবেত (পৌষ), শেবাথ (মাঘ), আদার (ফাল্গুন), নিসান (চৈত্র), ইয়ার (বৈশাখ), সিবান (জ্যৈষ্ঠ), তম্মুজ (আষাঢ়), আব (শ্রাবণ) ও এলুল (ভাদ্র)। প্রতি তৃতীয় বর্ষে একটী করিয়া অধিক মাস হইয়া থাকে, তাহা আদারের পর পড়ে বলিয়া সেই মলমাসের নাম বে-আদার।

তাঁহাদের উপবাস ও পর্ব্বদিন যথা—

তিশ্‌রিমাসের ১লা—১ রোষ হোসানা বা নববর্ষারম্ভ, ২ সোম গদল্য বা নববর্ষের উপবাস, ৩ কিপ্পুর বা ক্ষমা প্রার্থনার দিন, ৪ সুকোথ বা পবিত্র ভোজ। রোষ হোসানা বা নওরোজ উৎসবই সর্ব্বপ্রধান। এই উৎসবের প্রায় সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রত্যেকের বাড়ী চূণকাম করা হয়। অবস্থানুসারে সকলেই নববস্ত্র পরে। এ সময় সকলকেই যেন প্রফুল্ল বলিয়া বোধ হয়। এই দিন সকলেই উৎকৃষ্ট বেশভূষা করিয়া সিনাগগে উপস্থিত হয়। উপাসনা শেষ হইলে উপস্থিত সকলেই দুই দলে বিভক্ত হয়। একদল দাঁড়াইয়া অপরাধভঞ্জনস্তোত্র পাঠ করেন। অপর দল উপবিষ্ট থাকিয়া উত্তরে বলেন যে, 'আমরা যেমন তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম, পরমেশ্বরও সেইরূপ তোমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।' এই বলিয়া উপবিষ্ট দল দাঁড়াইয়া পূর্ব্ববৎ অপরাধভঞ্জনস্তোত্র পাঠ করেন এবং প্রথম দল বসিয়া পূর্ব্ববৎ উত্তর দেন। পরে সকলে পরস্পর করচুম্বন করিয়া স্ব স্ব গৃহে আসিয়া গৃহস্থ রমণীগণের করচুম্বন করেন। প্রত্যেক বাটীতেই উৎকৃষ্ট ভোজের ব্যবস্থা হয়। কিস্‌লেব্‌ বা মার্গশীর্ষে ২৫শ দিবসে হনুকার উৎসব হয়, এই দিনে প্রতি ঘরে ও সিনাগগে দীপাবলি দেওয়া হইয়া থাকে। তেবেত (বা পৌষ) মাসের ১০ই তারিখে উপবাস, আদার মাসের ১৩ই উপবাস ও ১৪ই মহাভোজ; (এই দিন সিনাগগে গিয়া সকলে মেগিল্লা বা ভাগ্যকাহিনী শ্রবণ করেন)। নিসানমাসের ১৪ই হইতে যাত্রোৎসব আরম্ভ, প্রথম দুই দিন রোটী ও শাকাদ, পরবর্ত্তী ৬ দিন কেবল ভাত রোটী চলে। প্রথম দিন ভজনার সময় সকলে প্রাণ খুলিয়া মদ্য পান করে। এই মাসের ২৩এ তারিখে 'জিযণ' বা আমোদের দিন। সিবান-মাসে ৬ই তারিখ মুসার স্মরণ-দিন; বেনে-ইস্রাএলগণের বিশ্বাস এই দিন মুসা ভগবানের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। তম্মুজমাসের ১৭ই উপবাসের দিন, এই দিন মুসা প্রচলিত বিধির পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহারই স্মরণার্থ উপবাস হইয়া থাকে। আবমাসের ৯ই তারিখে জেরুজালে-

* এই পুথি জীর্ণ হইলে প্রোথিত অথবা জলে বিসর্জ্জিত হয়, তজ্জন্য মানুষের মৃত্যুবৎ শোক করা হইয়া থাকে।

মের মন্দির-ধ্বংসের স্মরণার্থ উপবাস, এ দিন সকলেই শোক চিহ্ন ধারণ, সিনাগগে ভূমিতলে উপবেশন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর কৃষ্ণবস্ত্র আচ্ছাদন ও সামান্য ভিজা ছোলা মাত্র খাইয়া থাকেন। এলুল মাসারম্ভে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া সকলে সিনাগগে গিয়া উপাসনা করেন।

বেনে-ইস্রাএল্‌গণ সাধারণতঃ পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, সকলেরই অবস্থা স্বচ্ছল, তবে কিছু কলহপ্রিয় ও প্রতিহিংসাশীল।

ত্বকচ্ছেদ ভিন্ন কাহাকেও ইহারা স্বসমাজে গ্রহণ করেন না। নরনারী একবার সমাজচ্যুত হইলে বেত খাইয়া আবার সমাজে উঠিতে পারে। একটা বৃহৎ শীতল জল পূর্ণ পাত্রে অপরাধীকে বসাইয়া ২৯ ঘা বেত মারা হয়। হাজানের লোকই বেত্রাঘাত করে। এ ব্যাপারের নাম তোবাৎ।

খাদ্য সম্বন্ধে য়িহুদীদিগের নানাপ্রকার বিধি নিষেধ দৃষ্ট হয়। উৎসব ব্যতীত অপর স্থানে প্রাণিহত্যা করিয়া বৃথা মাংসভক্ষণ নিষেধ। খুরযুক্ত ও রোমন্থনকারী পশু ভিন্ন অপর পশুর মাংস খাইতে নাই। খরগোস, মেটে (Rabbit) ও শূকর প্রভৃতি মাংস বর্জ্জনীয়। আঁসবৰ্জ্জিত মৎস্য নিষিদ্ধ। শিকারী পক্ষী ও সরীসৃপাদির মাংস ভোজন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। পেগম্বর কোশিয়েল ও যাকুবের বিরোধকালে যাকুবের উরু ছিন্ন হওয়ায় তাহারা সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া কোন পশুরই উরুর মাংস ভক্ষণ করে না। (জেনেসিস ১২।২৫।১২।) ইতালি ও জর্ম্মণির কোন কোন স্থানবাসী য়িহুদীগণ আদৌ পশ্চাদ্ভাগের মাংসে উরুর মাংস পেশী সংযোজিত থাকায় উহা গ্রহণ করে না। অনেকে ঐ পেশী বাদ দিয়া খায়। লেভিটিকাসের ১৭শ পরিচ্ছেদে সরক্ত মাংসসেবনও নিষিদ্ধ।

চীন দেশের য়িহুদীগণ টিয়ায়ু-কিন্ কিয়ান্ নামে পরিচিত। ইহারাও উরুপেশী বাদ দিয়া মাংস খায়। এখানে প্রায় লক্ষাধিক য়িহুদীর বাস আছে। তাহাদের উপাসনার জন্য এখানে গীর্জ্জা (Synagogue) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহারা এতদ্দেশীয় অন্যান্য অধিবাসী হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র থাকে। চীনবিবরণী হইতে জানা যায় যে, ৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জনৈক আরব দেশীয় য়িহুদী বণিক এখানে বাণিজ্য করিতে আইসে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে তোলেদোবাসী রব্বি বেঞ্জামিন পূর্ব্ব দেশে আসিয়া চীন, তিব্বত ও পারস্য রাজ্যে ইস্রাএল সন্ততিগণের বসবাস দেখিয়া গিয়াছিলেন।

ফ্রান্স, স্পেন, পর্ত্তুগাল, জর্ম্মণি, ও রুষিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় রাজ্যসমূহে য়িহুদীগণের কিরূপে প্রবেশলাভ ঘটিয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পাশ্চাত্য শাখা।

য়ুরোপীয় য়িহুদীদিগকে পাশ্চাত্যশাখা বলিয়া গ্রহণ করিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পাশ্চাত্যশাখা বহুকাল ঘৃণিত, নিগৃহীত ও দণ্ডিত হইয়াছেন! বানেশের মন্ত্রিসভায় (the Council of Vannes) খৃষ্টীয় ৪৬৫ খৃষ্টাব্দে স্থির হয়, কোন খৃষ্টান য়িহুদীদিগের সহিত আহারাদি করিতে পারিবেন না। ইহারই কিছু পরে খৃষ্টান ও য়িহুদীদিগের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হয়, এমন কি ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে বেজিয়ার্সের মন্ত্রিসভায় য়িহুদী চিকিৎসককে পর্য্যন্ত কেহ ডাকিতে পারিবে না এরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। ফ্রান্সে প্রায় শতাব্দ কাল "য়িহুদীরক্ষক" নামে এক ব্যক্তি ফরাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন;—কিন্তু অনেক সময় তিনি রক্ষক হইয়া ভক্ষকের কার্য্য করিতেন। দক্ষিণ ফ্রান্সে বহুকাল এই য়িহুদীদিগের করেই বাণিজ্য পরিচালিত হইলেও তাঁহাদিগকে সমাজবাহ্য বলিয়াই সকলে গণ্য করিত। বেজিয়ার্সের খৃষ্টানবিশপ প্রতিবর্ষে এক নির্দ্দিষ্ট রবিবারে (Palm Sunday) যীশুহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সাধারণকে উত্তেজিত করিতেন। এ দিন কত য়িহুদী নিগৃহীত ও প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইত। ১২৬০ খৃষ্টাব্দের পর সে দারুণ প্রথা উঠিয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে য়িহুদীরা বার্ষিক বহু টাকা দিতে বাধ্য হন। এইরূপে য়ুরোপের সকল খৃষ্টানরাজ্যেই য়িহুদীরা যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন।

স্পেনদেশ হইতে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে এবং পর্ত্তুগাল হইতে ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে যে সকল য়িহুদী নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা "সেফর্দ্দিম" নামে পরিচিত, জগতের অপর কোন য়িহুদীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিব্রু জাতি বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা সেদিন পর্য্যন্ত হিব্রু ও স্পানিস্ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। স্পেনে আরব অধিকার কালে সেফর্দ্দিমগণের পূর্ব্বপুরুষগণ বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এই সুসময়ে কর্দ্দোভা, তোলেদো, বার্সেলোনা ও গ্রাণাডার বহু সংখ্যক য়িহুদী সম্প্রদায় নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে উন্নতি বিস্তার করিয়াছিলেন। সমস্ত জগতে তাঁহাদের গতিবিধি থাকায় তাঁহারা বহু ভ্রমণবৃত্তান্ত সঙ্কলন ও বহু প্রাচ্য ঔষধাদি প্রচলন করিয়া ভাবী প্রজাসাধারণের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছিলেন। এমন কি তৎকালে চিকিৎসা-ব্যবসা ইহাদের প্রায় একচেটিয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান য়িহুদী জাতির ইতিহাসে সে সময় উজ্জ্বল ও প্রকৃত সৌভাগ্যের কাল বলিয়া গণ্য।

৯০৮ খৃষ্টাব্দে পুম্বেদিথায় চারিজন ইস্রাএল্ সন্তান

সপরিবারে জাহাজে যাইতে ছিলেন, স্পেনের কএকজন মুরদস্যু সেই জাহাজ আক্রমণ করে। উক্ত চারিজনের মধ্যে রব্বি মুসা নামে একব্যক্তি প্রিয়পত্নীকে সমুদ্রগর্ভে দেহ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া সপুত্র দস্যুর হস্তে বন্দী হইয়া তাহাদের সহিত কর্দোভাতে আসিয়েন। এখানকার য়িহুদীরা টাকা দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। একদিন তাঁহাদের ধর্ম্মসভায় রব্বি মুসার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়ে সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পরে সকলে তাঁহাকেই সিনাগগের প্রধান পদে নির্ব্বাচিত করেন। অল্পদিন মধ্যেই তিনি 'রব্বি চসদই বেন ইসাক্' বা নিজ জাতির পরম রক্ষক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। তাঁহার অসাধারণ গুণের পরিচয় পাইয়া পেলিয়গের শক্তিশালী নৃপতি রব্বি মুসার পুত্রের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এইরূপে ধনী ও জ্ঞানী রব্বি মুসা কেবল আপনার বংশধরগণের বলিয়া নহে, স্পেনের সমস্ত য়িহুদীদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে পারস্যের গেওনিমের য়িহুদী সম্প্রদায় অবসন্ন হইলে, তাহার স্থানে কি বিদ্যায় ও কি অর্থশালিতায় স্পেনের রব্বানিম্-ধর্ম্ম-সঙ্ঘই প্রধান ও য়িহুদী-জগতের ধর্ম্মকেন্দ্র বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছিল। তাঁহাদেরই প্রভাবে অতি অল্প দিন মধ্যেই তোলিদো, সেভিল, সারাগোসা ও লিসবন নগরে হিব্রুধর্ম্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এমন কি এক মাত্র তোলেদোর ধর্ম্ম-মন্দিরে বার হাজার ছাত্র হিব্রুধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিত। এই সময় হিব্রু-সাহিত্যাচার্য্যগণ কাষ্টিলের প্রাচীন রাজধানীতে আনীত হইয়াছিলেন। এখানকার ধর্ম্মোপদেশকগণের মধ্যে ১০২১ খৃষ্টাব্দে রব্বি সামুএল্ হলেবি হইতেই য়িহুদীধর্ম্মাভ্যুদয়ের প্রথম যুগ গণিত হয়। তৎপরে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দ পর্য্যন্ত নয় পুরুষ ধরিয়া তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্‌গণ দ্বারাই সিনাগগ অলঙ্কৃত হইয়াছিল। সেফার্দিম্ বা স্পেনের য়িহুদীগণের মধ্যে কেবল যে ধর্ম্মনিবন্ধচরিতৃগণের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা নহে, তাঁহাদের মধ্যে বহু কবি, গণিতশাস্ত্রবিৎ ও জ্যোতির্ব্বিদ্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানক্ষেত্রে উচ্চ সম্মান লাভ করিলেও তাঁহারা অন্যধর্ম্মা রাজপুরুষগণের হস্তে কিরূপ লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইয়াছেন, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। এমন কি ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে, এখানকার শেষ মুসলমান রাজ্য নষ্ট হইলে, সেই সূত্রে রাজাদেশ ঘোষিত হইয়াছিল যে, চারিমাসের মধ্যে 'যেন য়িহুদীগণ সকলেই স্পেন ছাড়িয়া চলিয়া যায়।' তাঁহারা বহু অর্থপ্রদানে অগ্রসর হইলেও কেহই তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করে নাই, অধিকাংশ য়িহুদীকেই আফ্রিকার উপকূলে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। অনেকেই এত উৎপীড়িত হইয়াছিল যে তাহারা পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অনেকে পর্ত্তুগালরাজকে বহু অর্থ নজর দিয়া ও প্রতিবর্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অসম্ভব কর দিতে সম্মত হওয়ায় তথায় আশ্রয় ও সেই সঙ্গে স্ব স্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের যত্নে এখানে আবার হিব্রু সাহিত্য ও বিজ্ঞানের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কালের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মনিবন্ধকারের নাম "আবর বনেল"। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার সমস্ত য়িহুদীদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য পর্ত্তুগালরাজের আদেশ ঘোষিত হইল। বলিতে কি এ সময় য়িহুদীদিগের কষ্টের এক শেষ হইয়াছিল। সেই সময় হইতে সেফার্দিম্ য়িহুদীগণ জগতের প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়েই আমেরিকায় য়িহুদী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে য়ুরোপের নিম্ন প্রদেশের প্রোটেষ্টান্ট সাধারণতন্ত্র তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই শ্রেণী অপর শাখা হইতে এখনও আপনাদের বিশেষত্ব রক্ষা করিতেছেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে আমষ্টার্ডাম নগরে য়িহুদীরা প্রথম উপনিবেশ করেন। ক্রমেই এখানে বহু য়িহুদীর বাস হইয়া পড়িল। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এখানে তিনটী সিনাগগ্ স্থাপিত হয়। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজ য়িহুদীগণ একত্র হইয়া একটী সমুচ্চ ও বিচিত্র সিনাগগ্ স্থাপন করিয়াছিলেন। হলণ্ডবাসী য়িহুদীদিগের মধ্যেও বহু গ্রন্থকার ও সুপণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রব্বি মেনাসে-বেন-ইস্রাএলের নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি হিব্রু উপাসনা ও অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সম্বন্ধে কএকখানি গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই সময়ে উরিএল্ দা-কোষ্টা নামে স্বাধীনচেতা য়িহুদী পণ্ডিত প্রচার করেন যে, আদিধর্ম্মপুস্তক (Old Testament) ও রব্বিনদিগের প্রচারিত প্রবাদমালা কখনই দৈবশক্তিসম্পন্ন বা প্রামাণিক বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। তিনি মৃতের পুনরুত্থান ও পুনর্জ্জন্ম অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে তিনি বন্দী ও ৩০০ ফ্লোরিন্ দণ্ড দিতে বাধ্য হন। তাহাতেও তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত না হওয়ায় তিনি সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। এমন কি স্ব সমাজে বিশেষ অপমানিত হইয়া অবশেষে আত্মজীবনী লিখিয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তদ্ব্যতীত বেনিডিক্ট স্পিনোজা নামে এক ব্যক্তি জড় ও জগতের অনিত্যতা এবং একমাত্র ঈশ্বরের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া এক প্রকার অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তাহা হিব্রুধর্ম্মের মত বিরুদ্ধ হওয়ায় ক্রমে তাঁহার আত্মীয় স্বজনও

তাঁহার বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি প্রাণ লইয়া আমষ্টার্ডাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আমষ্টার্ডামের পরই হেগের য়িহুদীগণ অনেকটা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। সহরের অধিকাংশ সুন্দর অট্টালিকাই য়িহুদীর বাসভবন হইয়াছিল। এখানকার সিনাগগ একটি দ্রষ্টব্য স্থান। জর্ম্মণ ও পর্ত্তুগীজ সিনাগগের ধর্ম্মগুরুগণ সর্ব্বদাই এখানকার সিনাগগের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে সমস্ত য়ুরোপেই হিব্রুধর্ম্মের অধঃপতন ঘটে। ফ্রান্স হইতে ধর্ম্মবিরোধী সাহিত্য ও দর্শন য়িহুদী ও প্রোটেষ্টাণ্টদিগের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। দার্শনিক বোল্‌তা (Voltaire) ও তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায় স্ব স্ব গ্রন্থে য়িহুদীদিগের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া গিয়াছেন।

পিটার দি-গ্রেটের রাজত্বকালে য়িহুদীরা রুষরাজ্যে প্রবেশ করেন;—কিন্তু সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত ব্যক্তিবর্গের সহিত তাঁহারা লেখাজোখ করিতেন বলিয়া ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা নির্ব্বাসিত হন। তথাপি তাঁহারা রুষসম্রাটের অধিকারভুক্ত পোলণ্ড ও উক্রাইন প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। পোলণ্ডের য়িহুদীরা অপর সকল স্থানের হিব্রু হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। এখানকার হিব্রুসমাজ হইতেই 'সব্বথৈ' ও ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে 'হাসিদিম' সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এখান হইতেই তালমুদের বিরুদ্ধবাদী এক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। যেকব ফ্রাঙ্ক (Jacob Frank) এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তিনি তালমুদের প্রামাণিকতা অস্বীকার করিয়া জোহরের কাব্বালমতের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন এবং খৃষ্টানদিগের ন্যায় ত্রিত্ব (Trinity) স্বীকার করেন। তাহাতে সিনাগগ 'খৃষ্টান' বলিয়া এই সম্প্রদায়কে নিগৃহীত করিয়াছিল। এই সঙ্কটকালে তাঁহারা আশ্রয়লাভের আশায় তুর্কীরাজ্যে পলাইয়া আসেন, কিন্তু এখানেও জনসাধারণের নিকট তাঁহারা অপমান ও কঠোরতা ভোগ করিয়াছিল। খৃষ্টানধর্ম্মের প্রতি ফ্রাঙ্কের অনেকটা আস্থা ছিল। তিনি মনে করিতেন যে সকল ধর্ম্ম ও সকল সম্প্রদায়ের সমীকরণ করিবার জন্যই তিনি ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায় এখনও পোলণ্ডে বাস করিতেছেন, তাঁহারা এখন 'রোমান্ কাথলিক' সমাজভুক্ত, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে এখনও প্রাচীন য়ুদা-ধর্ম্মের নিদর্শন রহিয়াছে এবং সিনাগগের ধর্ম্মে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পোলণ্ডে যে অকস্মাৎ বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ সংস্রব ছিল,—এ কারণ তাঁহারা ফ্রান্সে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান হিব্রুসমাজের নূতন যুগ আরম্ভ। ফরাসী বিপ্লবে সমস্ত য়ুরোপ বিচলিত হইয়াছিল। এই সময় য়িহুদীরাও স্ব স্ব প্রাচীন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টানজাতির প্রতিবেশীরূপে বাস করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। ফ্রান্সে দারুণ রাজনৈতিক সংঘর্ষ অবলোকন করিয়া তাঁহারা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা রক্ষার জলদগম্ভীরে সভ্যসমাজের নিকট আবেদন জানাইয়া ছিলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের আবেদন সকলেই গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ফরাসী নাগরিকদিগের সমান অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট য়িহুদীদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং ফরাসী-বিপ্লবের সময় তাঁহারা যে অধিকার পাইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। ফরাসীরাজ ১ম নেপোলিয়ন্ য়িহুদীদিগের হিতকামী হইয়া ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে একটী মহাসভা আহ্বান করেন। এই সভায় ফরাসীসম্রাট্ নানাস্থান হইতে হিব্রুপ্রধানগণকে আহ্বান করিয়া ১২টী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে য়িহুদী মুখপাত্রগণ উত্তর করিয়াছিলেন যে,—তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বহু পত্নীগ্রহণের ব্যবস্থা থাকিলেও ১০৩০ খৃষ্টাব্দের সঙ্ঘের মতানুসারে তাঁহারা এক স্ত্রী গ্রহণ করিতে বাধ্য। স্ত্রী বা পতিত্যাগ এককালেই নিষিদ্ধ। তাঁহাদের ধর্ম্মমত ভিন্ন হইলেও অপর সকল দেশীয় লোককেই তাঁহারা একজাতীয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের শাস্ত্রে ঋণ দিয়া সুদগ্রহণ নিন্দনীয়। কেবল বাণিজ্য-ব্যাপারে ন্যায্য সুদ গ্রহণ দোষাবহ নহে। এই সভার মত অনুমোদন করাইবার জন্য ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আর একটী মহাসভা আহ্বান করেন, এ সভায় হলণ্ড হইতে বহু ধর্ম্মগুরু উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ সভায় সকলেই পূর্ব্ব প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন বটে, কিন্তু হলণ্ড ও জর্ম্মণীর য়িহুদীদিগের তাহা মনঃপূত হইল না। যাহা হউক, রাজার প্রশ্রয় পাইয়া এখানেই বহু সম্ভ্রান্ত য়িহুদী আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। অল্প দিন মধ্যেই এখানে প্রায় আশীহাজার হিব্রুর বাস হইয়াছিল। গত শতাব্দে য়িহুদীগণ বৈদেশিক রাজগণের সাম্যনীতিগুণে নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন, সেই সঙ্গে রব্বির মতই সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। দুই এক স্থানে মাত্র 'করাইত' নামক এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের গতিবিধি লক্ষিত হয়।

বর্ত্তমান য়িহুদীদিগের মুখ্য আচার্য্য নাই, যাজ্ঞিক বেদী নাই, যজ্ঞ সকল বিলুপ্ত। তাঁহারা বলেন যে, মুসার বিধি অনুসারে চলিয়া সরল মনে অনুতাপ করিতে পারিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, বার্ষিক অপরাধভঞ্জনে যে অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাতেই বিগত বর্ষের পাপ দূর হইয়া

থাকে? তাঁহারা জীবাত্মার দেহান্তরগ্রহণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এ ছাড়া সকলেরই বিশ্বাস যে, পুণ্যশীল পবিত্র লোকে আরোহণ করেন এবং পাপাত্মা কবর মধ্যে চিরদিন দলিত হয়।

য়িহোদীয় (আরবী) য়িহুদী।

যীশুখৃষ্ট, (Jesus Christ) খৃষ্টান্-ধর্ম্মমত প্রচারক জনৈক সাধু। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট তিনি জগতের ত্রাণকর্ত্তা (Saviour) এবং ঈশ্বরের পুত্র (Son of the God) ও ত্রিত্বের (Trinity) একাঙ্গ বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন। বাইবেল-গ্রন্থের 'আদিভাগে' বিশ্বাসকারী য়িহুদীগণ বলেন যে, Messiah বা 'বিশ্বত্রাতা' অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহারা যীশুখৃষ্টের অবতারত্ব সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করিয়া আসিতেছেন। খৃষ্টান্ মনীষিমণ্ডলী যীশুখৃষ্টে দেবত্ব ও অবতারত্ব আরোপ করিতে যেরূপ তর্ক ও যুক্তির দ্বারা মীমাংসার দুর্গমপথে সমানীত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করিয়া আমরা বাইবেল-গ্রন্থের নববিভাগ (New Testament) হইতে খৃষ্টান্‌জগতে পূজ্য সেই অদ্বিতীয় মহাপুরুষের একটী ক্ষুদ্র জীবনী মাত্র সঙ্কলন করিতে বাধ্য হইলাম।

রাজা হেরোডের রাজত্বকালে যুদিয়া রাজ্যের অন্তর্গত বেথ্‌লেহেম (Bethlehem) নগরে যীশুখৃষ্টের জন্ম হয়। সেণ্ট মেথুর সুসমাচারে ১ম অধ্যায়ে আব্রাহাম হইতে ডেভিডের বংশে তাহার পিতা যোসেফের উৎপত্তির কথা লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সেণ্ট লুকের ৩য় অধ্যায়ে আদম হইতে যোসেফের বংশলতা কল্পিত আছে। উপরি উক্ত দুইটী স্থলেই ডেভিড হইতে যোসেফের বংশাবলীর গোলযোগ দেখিয়া ধর্ম্মগ্রন্থের টীকাকারেরা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দ্বারা তন্নিরাকরণে প্রয়াসী হইয়াছেন।

মহাত্মা মেথু বলেন যে, যীশুর জন্মবৃত্তান্ত বড়ই রহস্যপূর্ণ। যখন যোসেফের সহিত তাঁহার মাতার বিবাহ হয়, তখন মেরী গর্ভবতী ছিলেন। উভয়ের সহবাসে যোসেফ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পত্নী মেরী অনূঢ়াবস্থাতেই গর্ভবতী হইয়াছেন, সুতরাং তিনি গোপনে স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথক্ থাকিতে বাসনা করেন। তাঁহার চিত্তের ভাব বুঝিয়া পরম পিতা তাহার নিকট দেবদূত পাঠাইয়া দেন। যোসেফ নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন যেন, ঐ দেবদূত তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, মেরীর গর্ভে ভ্রূণরূপী যে শিশু বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে পবিত্রাত্মার (Holy Ghost) বালকরূপ বলিয়া জানিবে। যতদিন না তাঁহার গর্ভস্থ শিশু প্রসূত হয়, ততদিন তাহাকে এই সংবাদ দিবে না। তাঁহাকে পত্নীতে গ্রহণ করিবে এবং ঐ জাতবালকের নাম Jesus রাখিবে।" (Matt. I)।

যথেচ্ছাচারী রাজা হিরোদ যীশুর জন্ম সময়ে অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্যকর ঘটনা ঘটিতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন। পূর্ব্বপ্রোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী-বর্ণিত যীশুর জন্মবার্ত্তা ও জন্মস্থানাদির ঐক্য সম্পাদিত হইতে দেখিয়া রাজা মনে মনে আপনাকে বিপদ্‌গ্রস্ত জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং পাছে ঐ শিশু পরিণামে তাঁহার পরম শত্রুরূপে অভ্যুদিত হয়, এই ভয়ে তিনি ঐ বালকের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হন। তদনুসারে তিনি ঐ বালকের মৃত্যু অলঙ্ঘনীয় করিবার জন্য বেথ্‌লেহেম্ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানবাসী দুই বর্ষবয়স্ক যাবতীয় শিশুর প্রাণসংহারার্থ আদেশ দিয়াছিলেন। এই দুর্ঘটনার সময় জনৈক দেবদূত আসিয়া নিশাযোগে নিদ্রিত মেরী ও যোসেফকে স্বপ্নে দেখা দিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, তোমরা ঐ বালককে লইয়া শীঘ্রই মিশররাজ্যে পলায়ন কর।

মহাত্মা মেথু এইমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, কিন্তু লুকের (St Luke) সুসমাচারে প্রকাশ, সূতিকাশৌচান্তে মেরী ও যোসেফ জেরুসালেমের পবিত্র মন্দিরে জাতবালককে সমর্পণার্থ বেথলেহেম হইতে পুত্র যীশুকে লইয়া জেরুসালেম নগরে আইসেন। এখানে যথাবিধিকৃত্য সম্পাদনের পর, তাঁহারা পুত্রক্রোড়ে লইয়া জন্মভূমি (গালিলীর অন্তর্গত) নাজারেথ্ নগরে গমন করেন। এখানে তাঁহার বালোচিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে। সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভা ভবিষ্যতে তাঁহাকে জগতে উচ্চ পদ দান করিয়াছিল। যীশু বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন কি না, বলা দুঃসাধ্য, তবে তিনি যে গ্রীক, আর্ম্মীয়, হিব্রু ও লাটিন ভাষা অবগত ছিলেন, এরূপ আভাস পাওয়া যায়। বাইবেলের Deut, vi, 4, ও Psalms cxiv-cxvii প্রভৃতি স্থলে তাঁহার গৃহে অধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মপুস্তক আলোচনাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ঈশ্বরবাক্যপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার আচার্য্যপদ গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার চিত্তে সর্ব্বদা ঈশ্বরের আদেশবাক্য প্রতিধ্বনিত হইত।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই য়িহুদী বালক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ঐ সময়ে তিনি এক জন "son of the law" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। পিতামাতার প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা যথেষ্ট ছিল। তিনি কখন কখন পিতার সূত্রধারবৃত্তিও অবলম্বন করিয়া পিতার পরিশ্রম লাঘব করিতেন। ত্রিশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি সাংসারিক জীবন অতিবাহিত

তাবেই অভিবাহিত করিয়াছিলেন। (মার্ক ৬-৩) দ্বাদশ বর্ষে শিরোভূষা (Phylacteries) পরাইয়া ধর্ম্মতত্ত্বোপদেশকের পদে অভিষিক্ত করিবার মানসে যখন যোসেফ ও মেরী তাঁহাকে প্রথমে জেরুসালেম নগরে আনয়ন করেন, তখন হইতেই তাঁহার জ্ঞানের প্রতিভা প্রবীণ য়িহুদী পণ্ডিতসমাজে ব্যাপ্ত হইয়াছিল একদিন মন্দিরে বসিয়া তিনি সেই মনীষিগণের (Doctors) সহিত ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তরে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বেলা কিরূপে গেল, আদৌ তিনি অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তাঁহার পিতামাতা পুত্র হারাইয়া গিয়াছে ভাবিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণে ব্যাপৃত হন। অবশেষে অবোধ বালককে পণ্ডিত-মণ্ডলীর মাঝে মীমাংসায় নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হন।

দ্বাদশবর্ষে জেরুসালেমে আগমন এবং ত্রিংশবর্ষে য়িহুদী-পুরোহিতপুত্র যোহন দি ব্যাপ্টিষ্ট কর্ত্তৃক জর্দন-নদীতীরে তাঁহার দীক্ষা কালপর্য্যন্ত অষ্টাদশ বর্ষকাল তিনি গার্হস্থ্য জীবন লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। দীক্ষার পর তিনি ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ব্রতী হন। তিনি স্বীয় ধর্ম্মমত বিস্তারকল্পে এবং ঈশ্বরের প্রেরণায় দেবকার্য্য সিদ্ধি (Divine mission) ও স্বীয় মতপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রায় ৩ বৎসর নানারূপ অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে যে পবিত্র ধর্ম্ম লাভ করিয়াছিলেন, সাধারণের মধ্যে সেই পবিত্র বাক্য প্রচারার্থ তিনি দ্বাদশজন সচ্চরিত্র সাধু পুরুষকে আপনার সঙ্গীরূপে মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা যীশুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার ধর্ম্মোপদেশে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহারাই দ্বাদশ এপসল্ (বা দেবানুগৃহীত ব্যক্তি) বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যীশুর মৃত্যুর পর এই ধর্ম্মাভিব্যক্তি ধীরে ধীরে প্রচার করিবার উদ্দেশেই তিনি ঐ দ্বাদশজনকে জগতে বিশেষরূপে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ঐ এপসল্গণ অশিক্ষিত, অজ্ঞান, নির্ধন ও মর্য্যাদাহীন ছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভায় এরূপ জ্ঞানহীন লোকও সাধারণের চিত্তক্ষেত্রে বদ্ধমূল চিরন্তন সংস্কার, আর্য্য-মনীষিগণের প্রতিপাদিত ধর্ম্মপ্রণালী ও দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নৈতিক আচারাদি সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার মতাবলম্বিগণের মধ্যে ৭০ জনকে শিষ্যরূপে (disciples) দীক্ষিত করিয়া আপনার বাঞ্ছিত পথে দুই দুই জনকে প্রেরণ করেন। (Luke x. 1.) এই সপ্ততি শিষ্যনিয়োগের কথা অপরাপর ধর্ম্মপ্রচারক (Evangelist)-গণ উল্লেখ করেন নাই।

যখন যীশুখৃষ্ট এইরূপে শিষ্যগণ ধীরে ধীরে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যে অগ্রসর হন, সে সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যজগতে রোম শক্তি ও সমৃদ্ধির শীর্ষসীমায় অধিষ্ঠিত। জুলিয়স্ সিজারের প্রভাব ও অগষ্টসের কূটনীতি রোমসাম্রাজ্যকে উন্নতির চরম পথে আনয়ন করিলেও ঐশ্বর্য্যমদমত্ত রোম সাম্রাজ্যতা-স্পর্শে ধীরে ধীরে অবনতির সোপানে অবতরণ করিতেছিল। ক্লাউডিয়াসের রাজ্যকালে এই অবনতিচিহ্ন সাম্রাজ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। খৃষ্টান-যুগারম্ভের প্রাক্কালে রোমসাম্রাজ্যে অত্যাচার ও অনাচারের ঘোর স্রোতঃপাত হইয়াছিল। রোমকরাজগণ গৃহবিবাদে আত্মীয় স্বজনহত্যায় লিপ্ত থাকিয়া রাজ্যমধ্যে যে বিষাদ কালিমা ঢালিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের অধীনস্থ পররাষ্ট্রাপহারী নির্দ্দয় ও অত্যাচারী ইহুদীয়-বংশীয় রাজন্যগণের হস্তে যুদিয়া রাজ্য ততোধিক উৎপীড়নের ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছিল। যুদিয়ার অত্যাচারপ্রিয় রাজগণের অনুষ্ঠিত বীভৎস দৃশ্যসমূহ প্রাচীন জগতের আর কোথাও সঙ্ঘটিত হয় নাই।

রোম সাম্রাজ্যের এই দারুণ উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় স্বদেশবাসীর হৃদয় হইতে ক্রমশঃই প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রভাব অপনোদিত হইতেছিল। অনেক জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ঐ সময়ে ষ্টোয়িকের নির্ব্বিকারবাদের (stoicism) অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং অনেকেই প্রায় একরূপ নাস্তিক (athiest) হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতীচ্য জগতের যখন পৌত্তলিক সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে নাস্তিকতায় নিমজ্জিত হইয়াছিল এবং য়িহুদীয় সম্প্রদায় শাস্ত্রীয় ধর্ম্মাচারপ্রতিপালনে কপটতা আশ্রয় করায় ক্রমশঃই তাহাদের হৃদয়ের ধর্ম্মভিত্তি শিথিল হইয়া আসিতেছিল, সেই দুঃসময়ে যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব ঘটে।

ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক জগতে যখন এইরূপ বিপর্য্যয় উপস্থিত, তখন কি য়িহুদী কি জেণ্টাইলগণ সকলেই পরিত্রাণপ্রার্থী হইয়া এক জন পরিত্রাতার আগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। প্যাগম্বর-পরম্পরায় যে ঈশ্বরের অবতারের উল্লেখ হইয়া আসিতেছে, সরল চিত্ত ইস্রাএলদিগের হৃদয়েও সেই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভার্জিল, ট্যাসিটাস, সুয়েটোনিয়াস্, যোসেফাস্ প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন যে তৎকালের পাশ্চাত্য সভ্য জগৎ প্রাচ্য দেশ হইতেই আপনাদের পরিত্রাতার অন্বেষণ করিয়াছিলেন।

এই উৎকণ্ঠায় ও অবতারাগমের আশায় দিনে খৃষ্টীয় ধর্ম্মগুরু ব্যাপ্টিষ্ট যোহন (John) সত্যধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন, মুসার বিধির পালনকারী সত্য-মার্গাশ্রয়ী য়িহুদীয় জাতির মধ্যে মেসায়া আবির্ভূত হইবেন। তাঁহার ভাব, ভঙ্গী, ভক্তি এবং পরিচ্ছদাদির উপর লক্ষ্য

করিয়া লোকের মনে এলিয়া প্রভৃতি প্যাগম্বরের কথা মনে পড়িত।* সকলেই তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিত। তাঁহার সন্ন্যাস ও নির্জন প্রদেশে যোগযাত্রা নিরীক্ষণ করিয়া লোকে তাহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশে সাধারণে এরূপ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, যে সহস্র সহস্র লোকে জর্দন-নদীতীরে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল।

মহাত্মা যীশু বনমধ্যবর্ত্তী নির্জন গৃহবাসে এতকাল গভীর ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকিলেও দীক্ষালাভের আশায় গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং ঈশ্বরচিন্তার পথ পরিষ্কার-করণের প্রত্যাশায় ঈশ্বরবাক্যবিঘোষক তাঁহার অগ্রগামী সেই মহাপুরুষের নিকট গমনপূর্ব্বক জর্দন-তীরে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময় যীশুর নিষ্কলঙ্ক সৌম্য-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া নির্জনবাসী নির্ভীক প্রচারক যোহনের হৃদয় অভিভূত হইয়াছিল। তিনি পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি নিষ্পাপদেহ খৃষ্টকে দীক্ষা দিতে চাহিলেন না, কারণ তিনি স্বয়ং নিষ্পাপ কি না তদ্বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। পাপযুক্ত হইয়া নিষ্পাপ যীশু কর্ত্তৃক বারংবার অনুরুদ্ধ হইবার পর, তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন। দীক্ষাকালে যোহন (John) যীশুর শরীরে দিব্যজ্যোতিঃ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে আকাশ হইতে তাঁহার প্রতি দৈববাণী হয় যে, "ইনিই প্রতিশ্রুত মেসায়া এবং এই মেসায়াই ঈশ্বরের পুত্র।"

দীক্ষার পর যীশু ঈশ্বরলাভের আশায় বনগমনপূর্ব্বক যোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বাইবেল এপসল্-কথিত তাঁহার অভিব্যক্তি হইতে জানা যায় যে তিনি জেরিকো মরুভূমির কোয়ারান্টানিয়া প্রদেশে যোগনিরত হইয়া ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন। যোগাভ্যাসকালে পাপসহচরগণের (Powers of Evil) সহিত তাঁহাকে দ্বন্দ্ব করিতে হইয়াছিল।

পাপের উপর জয় লাভ করিয়া যীশু জর্দনতীরে পুনরায় আগমন করেন। এইস্থান হইতেই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য আরম্ভ হয়। খৃষ্টানগণ এই ধর্ম্মপ্রচারকালকে প্রধানতঃ এইরূপ আট ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন :—

১ যোহনবিবৃত প্রাথমিক ক্রিয়া অর্থাৎ গালিলির সাধারণ প্রচারারম্ভ পর্য্যন্ত।

২ গালিলির প্রচার—যোহনের হত্যা পর্য্যন্ত।

৩ বিরোধকাল অর্থাৎ গালিলিবাসী ফারিসি ও স্ক্রাইব-দিগের সহিত তাঁহার মতদ্বৈধ।

৪ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া গালিলি হইতে চিরবিদায় ও তাঁহার পলায়নকালের বৃত্তান্ত।

৫ এই সুদীর্ঘ প্রবাসপর্য্যটন হইতে যেরুসালেমে আগমন এবং তথা হইতে ইফ্রাইম্ প্রদেশে শত্রুভয়ে পলায়ন ও লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান। টেবার্নকলের ভোজোৎসবের দিন যীশু সহসা যেরুসালেমের পবিত্র মন্দিরে আগমন। "Healing of the blind" ও "Woman taken in adultery" নামক প্রসিদ্ধ ঘটনাদ্বয়ে তিনি যে অলৌকিক করুণা ও জ্ঞানশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার এই পবিত্র মন্দিরে পদার্পণপ্রসঙ্গে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই সময়েই উৎসর্গ-ভোজের দিন যেরুসালেম মন্দিরে য়িহুদীগণের সহিত তাঁহার ঘোর মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। এমন কি তাহারা এক সময়ে উদ্যত হইয়া তাঁহাকে প্রস্তরনিক্ষেপ দ্বারা নিহত করিবার ভয় দেখায়। তদনুসারে আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তিনি নানা স্থান পর্য্যটন করেন। লাজারাসের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহাকে বেথনী গমন করিতে হয়। এখানে স্বীয় শক্তিবলে মৃত লাজারাসকে পুনর্জ্জীবিত করায় সান্‌হেড্রিম্‌গণ এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা কায়াফাসের (Caiaphas) নেতৃত্বে তাঁহার ধ্বংস-সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। যীশু বনপ্রান্তস্থিত ইফ্রাইমে গমনপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন।

৬ ইফ্রাইমে অবস্থান হইতে 'পাসোভার' (The passover) ভোজোৎসব পর্য্যন্ত। এই সময়ে কুষ্ঠরোগমুক্ত সাইমনের ভোজদান উপলক্ষে ভক্তিমতী মেরী কর্ত্তৃক তাঁহার অভিষেকে যুদাস্ তাঁহার প্রতিহিংসাবহ্নিতে এরূপ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহারা য়িহুদী পুরোহিতগণকে একত্র করিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিতে যত্নবান্ হইয়াছিল। সাদ্দুসি, স্ক্রাইব, হিরোদীয়, ফারিসী ও সান্‌হেড্রিগণ তাঁহার উপদেশে ক্রমশঃই বিরক্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। এক দিন প্রকাশ্য বক্তৃতায় তিনি বিদ্বেষী য়িহুদিদিগের প্রতি অভিসম্পাতপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "Woe unto you, Scribes and Pharisees, hypocrites"। য়িহুদীগণ তাঁহার এই ঘৃণাব্যঞ্জক বাক্যে এতাদৃশ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা অবিলম্বে তাঁহার নিধনসাধন করিবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহার পশ্চাৎ অনুগমন করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বন্দী করিল।

৭ ইহার পর শেষ ভোজ (Last Supper), উপদেশ, অপূর্ব্ব নিগ্রহ, বিচার (trial) ও ক্রুশারোপ (Crucifixion) এবং সর্ব্বশেষে (৮ম) তাঁহার সমাধি হইতে পুনরুত্থান (Resurrection) ও স্বর্গারোহণ (Ascension)।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, যীশু খৃষ্ট বেথ্‌লীহেম নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত য়িহুদীগণ এক দিন মন্দিরে উৎসব দর্শনার্থ সেবন করিতে করিতে তাঁহার পলায়নপূর্ব্বক পথভ্রমে

বেথ্নী আসিয়া উপনীত হন। ঠিক ঐ সময়ে যুদাপ্রমুখ য়িহুদীয় যীশুকে বিপথে লইয়া ধৃতকরণার্থ পুরোহিতগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিল। সম্ভবতঃ ৩০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ শুক্রবার তিনি বেথ্নীতে আইসেন। পরবর্ত্তী বুধবার পর্য্যন্ত তিনি এখানে সুখে নিদ্রা গিয়াছিলেন। বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া জাগরিত হইবার পর আর সুখনিদ্রায় সুপ্ত হইতে পারেন নাই। পর দিন তিনি অনন্ত নিদ্রায় শায়িত হইয়াছিলেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে তিনি ইউখেরিষ্টের পবিত্রতা-জ্ঞাপক কেয়াসা-পাস্কাল-ভোজোৎসব পর্ব্ব পালনার্থ সশিষ্যে জেরুসালেম নগরে গমন করেন। এখানে ভোজনে বসিয়া তিনি জোহন ও পিটারকে তাঁহার হত্যাকারীদলের বিষয় অবগত করিয়াছিলেন। অতঃপর যীশু গেথ্‌সেমেনের (Geth-semane) ওলিভ-উদ্যানে আসিয়া ভক্তি ও প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়েন। এই সময়ে মশাল হস্তে যুদাস্ ও বিশ্বাসঘাতক পুরোহিতবর্গ তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ছলনা-পূর্ব্বক যীশুকে ভুলাইয়া হস্তগত করেন। পিটারের নিষেধ না শুনিয়া তিনি তাঁহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। শত্রু-হস্তে বন্দী হইবার পর, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

যীশুকে ধৃত করিয়া য়িহুদীগণ সেই রজনীতেই এন্নাস্ নামক কূটনীতিজ্ঞ পুরোহিতের নিকট বিচারার্থ আনয়ন করে। মধ্যরাত্রেই তাঁহার বিচার বসিল। বিচারক পুরোহিত-দলের সমক্ষে তিনি আত্মরক্ষার্থ কোন কথাই কহিলেন না। বিচারকগণ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়াও যখন তাঁহার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা তাঁহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে এন্নাসের জামাতা কায়াফাসের (the *de Facto* high priest) নিকট লইয়া চলিল, তখনও রাত্রি অবসান হয় নাই। কায়াফাস্ সান্‌হেড্রিন্‌দিগকে লইয়া বিচারসমিতি সংগঠন করিলেন। এখানেও সন্ন্যাসী পুরোহিতগণ উপস্থিত হইলেন। নানারূপ তর্কের পর যখন তাঁহারা যীশুকে "তিনি মেসায়া বা ঈশ্বরপুত্র কি না ?" জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন যীশু উত্তর করিয়াছিলেন "হাঁ" এবং তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, "তোমরা ইহার পর মেঘমধ্যে আমার পুনরাগমন দেখিতে পাইবে।" কায়াফাস্ যীশুর এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া আপনার গায়ের কাপড় ছিঁড়িয়া তাঁহাকে দেবাবিদ্বেষী বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। সান্‌হেড্রিন্-সমিতি তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন।

দ্বিতীয় বিচারের পর যীশু প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রহরীপরি-বেষ্টিত হইয়া কক্ষ মধ্যে অবরুদ্ধ রহিলেন। পর দিন প্রভাতে সান্‌হেড্রিন্ দল একত্র হইয়া পুনরায় বিচার আরম্ভ করিলেন। এবারও যীশু মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

এই সময়ে এ প্রদেশে রোমরাজের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। সুতরাং য়িহুদীরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার শক্তি হারাইয়া-ছিলেন। তাঁহারা আপনাদের দোষক্ষালনের জন্য যীশুর হত্যার ভার রোমক-শাসনকর্ত্তার (Procurator) হস্তে সমর্পণ করিলেন। রোমক-শাসনকর্ত্তা পিলেট (Pilate) বিনা বিচারে অপরাধীকে দণ্ড দিতে পারিলেন না, তাঁহাদের সহিত তাম্বু মধ্যে (Prætorium) নানা তর্কের পর পিলেট যীশুকে মুক্তি দান করিলেন। তাহাতে য়িহুদীগণ নানারূপ গোলযোগ উত্থাপন করিলে পিলেট সেই গোলযোগের মধ্যে যীশুর গালিলি-বাসের বিষয় অবগত হইয়া রাজা হেরোডের নিকট বিচারার্থ পাঠাইয়া দেন। হেরোড নির্দ্দোষ যীশুকে মুক্তি দিয়া পুনরায় শাসনকর্ত্তার নিকট প্রেরণ করেন।

দ্বিতীয়বার বিচারে তাঁহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হইলেও উদ্ধত য়িহুদীদিগের মনোরঞ্জনার্থ পিলেট পুনরায় তৃতীয়বার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। য়িহুদীয়, শামারীয় ও গালিলীয়গণ পাছে তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহী হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত করে, এই ভয়ে তাঁহার স্ত্রীর প্রার্থনায় এবং দণ্ডাদেশপালন-কারীর প্রশান্ত মূর্ত্তি সন্দর্শনে করুণার্দ্র চিত্ত হইয়া তিনি যীশুকে বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু পুরোহিত ও সান্‌হেড্রিন্‌গণের ঘোর চিৎকারে এবং উত্তেজিত জন সাধারণের কল্লোল-কোলাহলে তিনি তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে সমর্থ হন নাই। পাছে তাঁহারা শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, এই জন্য পিলেট তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাবই করিতে পারেন নাই। তৎকালে 'পাসোভার' উৎসবের পারিতোষিক স্বরূপ বন্দী ছাড়িয়া দিবার প্রথা ছিল। খৃষ্ট-বিদ্বেষিগণ এই উপলক্ষে তাঁহার নিকট খৃষ্ট-সমর্পণের প্রার্থনা জানাইল। তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। বরং যীশুকে মুক্তি দিবার জন্য তাহাদের নিকট বারবার অনুনয় করিতে লাগিলেন। এরূপ চেষ্টা করিয়াও তিনি উত্তেজিত য়িহুদীদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তাহারা রাজদ্রোহী ও হত্যাকারী বার অব্বাসকে লইয়া মুক্তিদান করিল এবং যীশুকে ক্রুশারোপ করিবার জন্য উন্মত্তভাবে চিৎকার করিতে লাগিল। এই সময় য়িহুদীগণ তাঁহাকে জীর্ণ লাল বর্ণের বস্ত্র পরাইয়া সকল সমক্ষে আনয়ন করিল। তাঁহার শিরে কণ্টকময় মুকুট ও হস্তে রাজদণ্ড স্বরূপ একগাছি ছড়ি দিয়া তাঁহাকে

“য়িহুদীদিগের রাজা” বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল এবং নির্দ্দয় সেনাবৃন্দ 'রোমের বেত্রদণ্ডের ন্যায়' দারুণরূপে তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায়ও পিলেট আর একবার য়িহুদীদিগের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত করুণকণ্ঠে স্বীয় আবেদন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শেষে পুরোহিতদলের তর্জ্জন গর্জ্জন দেখিয়া পিলেট সাধারণ সমক্ষে যীশুর ক্রুশারোপের আদেশদানে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অনন্তর য়িহুদারা দুইজন দস্যু ও যীশুকে ক্রুশোপরি স্থাপনার্থ গোলগোথায় লইয়া চলিল। যীশুর হস্তে পেরেক বিদ্ধ করিবার সময়েও তিনি হত্যাকারীদিগের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যীশুর মৃত্যুকালের বাক্যাবলী তাঁহার ঈশ্বর-বিশ্বাসের সুগভীর পরিচায়ক। [য়িহুদা দেখ।]

যে বিদ্বেষী ও অত্যাচারী য়িহুদীদল যীশুর ক্রুশোপরি স্থাপনকালে উপস্থিত ছিল, তাহারাও তাঁহার উদারতা ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া নয়নজলে ভাসিয়াছিল। তাহারা 'হা হতোঽস্মি' ও বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে জেরুসালেম নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেনাদল ক্রুশোপরি স্থাপিত দস্যুদ্বয়ের পদদ্বয় ভাঙ্গিয়া পাঠাইয়া দিল। তৎকালে তাহারা যীশু মরিয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার মৃত বক্ষে অস্ত্র প্রবেশ করাইয়া দিল। অনন্তর সন্ধ্যার পর সমাধি অসম্ভব জানিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি যীশুকে সমাধিস্থ করিল। শাসনকর্ত্তার আদেশ ক্রমে নিকোদিমাস ও আরিমাথিয়াবাসী জোসেফ তাঁহার যথারীতি কবর দিল। শুক্রবার সন্ধ্যার সময় মহাত্মা যীশুখৃষ্টের সমাধি হয়। রবিবার অতি প্রত্যূষে মেরীদ্বয় তাঁহার সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রজনীতে দেবদূত কর্ত্তৃক যীশুর পুনরুত্থানবার্ত্তা অবগত হইয়া তথায় আসিয়াছিলেন।

বাইবেল-গ্রন্থের John xx. 17, xxi. 1—24, Matt xxviii. 9.10, Luke xxiv. 13-32, 34, 1 Cor. xv. 3, 5, 8. প্রভৃতিস্থলে তাঁহার পুনরাবির্ভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম ইষ্টার (Easter day) দিবস হইতে ৪০ দিন পর্য্যন্ত তিনি স্বীয় ভক্ত শিষ্যমণ্ডলী ও এপসল্‌দিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের প্রতি ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। শেষ দিনে তিনি তাঁহার ভক্তপ্রাণ শিষ্যদিগকে বেথনীর অভিমুখে লইয়া যান এবং তথায় তাঁহাদের মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহার শেষ আদেশ পালন করিতে উপদেশ দেন। এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তিনি তাঁহাদের সমক্ষে মেঘ মধ্যে মিশিয়া গেলেন। চল্লিশ দিনের পর তাঁহার স্বর্গারোহণ ঘটিয়াছিল।

তাঁহার স্বর্গারোহণের পঞ্চাশ দিন পরে, তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী পেণ্টেকষ্ট উৎসবের দিন জেরুসালেম নগরে সমবেত হন। ঐ দিন তাঁহাদের উপর পবিত্রাত্মার ভর হয় এবং তাঁহারা সকল ভাষায় উপদেশ দিয়া উপস্থিত জনসাধারণকে বিমোহিত করেন। ঐ দিন ঐ মুহূর্ত্তে তাঁহাদের ভাবে মুগ্ধ হইয়া প্রায় তিন সহস্র লোক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। অতঃপর খৃষ্টনিয়োজিত এপসল্ ও শিষ্যগণ পৃথিবীর নানাস্থান ব্যাপিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সকলেই প্রথমে মধ্য এসিয়ায় ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতক যুদাসের পরিবর্ত্তে মেথিয়াস্ (Matthias) এপসল্ মনোনীত হন এবং টার্সাসের রোমক প্রজা সল্ (ইনি য়িহুদীবংশ সম্ভূত, পরে পল নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন) আর একজন অতিরিক্ত 'এপসল্' হন।

Matthew, Mark, Luke ও John প্রভৃতি মহাত্মাগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে খৃষ্টের ঐরূপ একটী পার্থিব জীবনী সঙ্কলন করা যায়। তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন বা ধর্ম্মতত্ত্ব "Christianty" যে সকল উপাদানে গঠিত হইয়াছিল, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। [খ্রীষ্টান্ দেখ।]

যীশুখৃষ্ট পৌত্তলিকপ্রধান পাশ্চাত্য জগতে কিরূপ উদ্দীপনায় কি উপাদান লইয়া নূতন ধর্ম্মপ্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন নাই। যীশুখৃষ্ট তাঁহার অজ্ঞাতবাসকালে কোন্ দেশে অবস্থান করিয়াছিলেন, খৃষ্টানগণ তাহার কোন সঠিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইয়া ইজিপ্ত নগরে আসেন। বাইবেলের নানা স্থলে জেরুসালেম নগরের পূর্ব্বদিক্ হইতে মেসায়া আবির্ভূত হইবেন ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিবৃত থাকায় স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, যীশুখৃষ্ট য়িহুদীপ্রধান পালেষ্টিনের পূর্ব্বাঞ্চলেও আপনার ধর্ম্মকেতন উড়াইয়াছিলেন।

যীশু ও তদ্ভক্তগণের পূর্ব্বাঞ্চলবাসীর প্রতি এতাদৃশ অনুরাগের কারণ কি? যে স্থানে আসিরীয়, বাবিলোনীয়, কাল্‌দীয়, রোমক প্রভৃতি প্রাচীন রাজবংশ তাঁহার বহু পূর্ব্বকাল হইতে প্রাচীন ধর্ম্মপালন করিয়া গিয়াছেন, সেই জনপদসমূহে তাঁহার এই নবীকৃত মত প্রচার কেন এত আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়াছিল? তাহা প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বুধমণ্ডলীর কেহই এতদিন অবগত ছিলেন না। যীশু খৃষ্টের অজ্ঞাতবাসকালের সংক্ষিপ্ত জীবনী (Unknown life of Christ) সম্প্রতি তোট-রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন মঠ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।*

* ঐ গ্রন্থ খানি ঈশার জীবনীমূলক ও পালি ভাষায় লিখিত। যীশুখৃষ্টের

উহাতে খৃষ্টের অজ্ঞাতবাসকালের শিক্ষা ও বৌদ্ধধর্মচর্চ্চার কথা বিবৃত আছে।* ভারতে খৃষ্ট জন্মের সমকালে খৃষ্টানের অভ্যুদয় দেখিয়াও মনে হয় যে, ধর্মচর্চ্চার জন্ত খৃষ্ট ও খৃষ্টান সম্প্রদায় সেই প্রাচীন সময়ে ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাই ভারতীয় প্রাচীন খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বে আমরা সম্যক্ ভারতীয় আর্য্যভাবের আভাস পাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পবিত্রতা, নিরহঙ্কার, অহিংসা, সন্ন্যাস, ভিক্ষুণীবৃত্তি, দুঃখবরণ, জপমালাধারণ প্রভৃতি রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টানসমাজ স্পষ্টরূপে গৃহীত হইয়াছে।† গীতায় ভগবান্ যে ধর্ম্ম অর্জ্জুনকে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, বাইবেল গ্রন্থেও তাহার সম্যক্ ছায়া রহিয়াছে। তদানীন্তন সমৃদ্ধ ও বৌদ্ধপ্রতিভায় উদ্ভাসিত ভারত-রাজ্যে খৃষ্টের যে শুভাগমন হইয়া থাকিবে, তাহাতে আশ্চার্য্যের বিষয় কিছুই নাই। খৃষ্টের প্রতিপাদিত নববিধান-মতে (New Testament) যে প্রতিপদে বৌদ্ধধর্ম্মের ছায়া অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা তদ্গ্রন্থ আলোচনা করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন St. Augustineকে বুদ্ধ ও St. Thomasকে বোধিসত্ব নামে আরোপিত করিয়া খৃষ্টধর্মপ্রচারকদিগের মধ্যে উল্লেখ থাকায় স্পষ্ট বোধ হয় যে, প্রাচীন কালে বৌদ্ধ ও খৃষ্টান্ ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। আল্বেরুণী ও মসুদীর ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, বুধাশফ (বুদ্ধ) সাবিয়ান মতপ্রবর্ত্তক ছিলেন। St. Jerome ও L. D'Achery বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম্মের সামঞ্জস্য প্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

অর্থ সিড্রেনাস স্বীয় ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন,—"This mad man then, Manis (also called Scythianus) was by race a Brachman, and he had for his teacher Budas, formerly called Terebinthus, who having been brought up by Scythianus in the learning of the Greeks became a follower of the sect of Empedocles (who said there were two first principles opposed to one another), and when he entered Persia, declared that he had been born of a virgin and had been brought up among the hills... ...and this Budas (alias Terebinthus) did perish, crushed by an unclean spirit."

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ই, বি, কাউএল মহোদয় স্মিথের অভিধানে যীশুখৃষ্টের জীবনী সঙ্কলন কালে লিখিয়াছেন যে,—"This wonderful Jumble, mainly copied as we see,—from Socrates (*Supra*), seams to bring Buddha and Manes together, many of the ideas of Manicheism were bit fragments of Buddhism." খৃষ্টান্ ধর্মশাস্ত্রের সহিত প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া পারস্যদেশবাসী ধর্ম্মমতপ্রবর্ত্তক মনি যে ধর্ম্মতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এবং উপরোক্ত মতামত আলোচনা করিলে অব্যাহত ভাবে খৃষ্টের প্রাচ্য সংস্রবের পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক মোক্ষমূলর বুদ্ধের মহাত্মপদ (Saint of Church) প্রাপ্তির কথা স্বীকার করিয়াছেন।*

মহম্মদের মতে যীশুখৃষ্ট "রুহ্ আল্লা" বা জগদীশ্বরের আত্মা বলিয়া পরিচিত, তিনি কুমারী মেরীর সন্তান ও একজন প্যাগম্বর। ইস্লাম ধর্ম্মাবলম্বীরা সেই জন্ত তাঁহাকে এক জন প্যাগম্বর বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার আগমনে পৌত্তলিকতার স্রোতঃ কতক পরিমাণে রুদ্ধগতি হইয়া সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করে, কিন্তু তাঁহাকে জগতের পরিত্রাতা (Redeemer and saviour) বলিয়া স্বীকার করেন না। স্বয়ং মহম্মদ যীশুখৃষ্টের জন্ম, ঈশ্বর কর্ত্তৃক বৃদ্বিকারে তাঁহার উৎপত্তি এবং মেরীর নিকট দেবদূতের সমাগম প্রভৃতি ঘটনা কোরাণে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টান্ জগতে যীশুখৃষ্টের নানাপ্রকার জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থে তাঁহার ধর্ম্মমত বিশদরূপে মীমাংসিত ও আলোচিত হইয়াছে। অনেকে খৃষ্টপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের বিচার করিয়া বিশেষ নিন্দাবাদও করিয়া থাকেন, তৎসমুদায়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। খৃষ্টান্ জগতে যে সকল মহাত্মা খৃষ্টের জীবনী আলোচনা করিয়া তাঁহার উচ্চভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কএকজনের মত এখানে উদ্ধৃত করা গেল। কান্ট তাঁহার অভিব্যক্তি হইতে তাঁহাতে পূর্ণজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। হেগেল তাঁহাতে নর ও নারায়ণের একত্র সমাবেশ (The Union of the human and the divine)

ভারত ও তোট দেশে আগমন, তাহার অজ্ঞাতবাস কালে তদ্দেশে অবস্থান, এবং জৈন ও বৌদ্ধ সাধুগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঐ গ্রন্থে আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত আছে। রুসদেশীয় নোটোভিচ্ (Niclus Notovitch) তিব্বতের হিমিস্ নামক স্থানের মঠে ঐ গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। পরে ক্রিস্প কর্ত্তৃক তাহাই ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হয়।

The Unknown Life of Christ, by Nicholus Notovitch, translated from the French by Violet Crispe. 1893.

† Muller's Origin & Growth of religion, p. 353.

* Chips from German Workshops; iv 184. Academy, Sept 1, 1883, p. 146.

নিরীক্ষণ করেন। অতি বড় নাস্তিকেরাও (sceptics) তাঁহার প্রতি সম্মাননা দেখাইয়া গিয়াছেন। স্পিনোজা তাঁহাকে স্বর্গীয় জ্ঞানের সজীব প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বোল্‌তার (Voltaire) স্থায় চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিও তাঁহার চরিত্র-চিত্রের সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। জগতের বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ন সেণ্ট হেলেনাদ্বীপে অবস্থানকালে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত জগতের অপর কোন ব্যক্তিরই সামঞ্জস্য নির্ণয় করা যাইতে পারে না। রোঁসো তাঁহার জন্ম ও মৃত্যু দেবতার স্থায় বলিয়া অবধারণ করেন। এতদ্ভিন্ন ষ্ট্রাস্, রেনান্, জনষ্টুয়ার্টমিল্ প্রভৃতি তাঁহাকে মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

একদিকে যেমন খৃষ্টানমণ্ডলী যীশুর গুণকীর্ত্তনে ব্যস্ত, অপরদিকে তেমনি অনেক খৃষ্টান্ পুরাবিদের বিশ্বাস যে, খৃষ্ট আদৌ ধরাধামে অবতীর্ণ হন নাই। যীশুখৃষ্টের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া নেপোলিয়ান্ প্রথমে হার্ডারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যীশু নামে কোন ব্যক্তি ধরাতলে ছিল কিনা?" পুরাবিদ্‌গণ সেই মতের পোষকতা করিয়া অনেক গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাসকারিগণ অযৌক্তিক যুক্তিকে মূর্খ ব্যক্তির প্রলাপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, কুইরিনিয়াস্, পিলেট বা টাইবিরিয়াসের রাজ-তালিকায় লিখিত না থাকিলেও তাসিতাসের লেখনী হইতে তাহা সপ্রমাণিত হইতেছে। তাসিতাস লিখিয়াছেন যে টাইবিরিয়াসের রাজত্বকালে শাসনকর্ত্তা পণ্টিয়াস্ পিলেটের আজ্ঞায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের (Founder of Christianity) মৃত্যু ঘটে। পিলেট খৃষ্টান্ মতের অনুসরণ হইতে হীনমতি বালকদিগকে সতর্ক রাখিবার জন্য একটী রাজাজ্ঞা (Act of Pilate) প্রচার করেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দেও উহা বলবৎ ছিল। (Justin *Apol*, I. 35) তাসিতাস্ লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টের ভয়ানক কুসংস্কারমূলক এই ধর্ম্ম যদিও কিছুকালের জন্য অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, পরবর্ত্তিকালে উহা নবীন উদ্যমে উদ্দীপ্ত হইয়া কেবল যুদিয়ায় নহে, কুক্রিয়ার কেন্দ্রভূমি রোমনগরেও জ্ঞানের পবিত্র জ্যোতিঃ দান করিয়াছিল।